বঙ্গীয় মহাকোষ

ENCYCLOPAEDIA BENGALENSIS
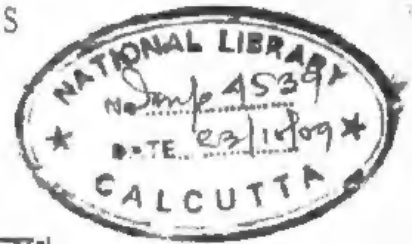
প্রধান সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ
শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম এ, বি এল
অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন এম এ
শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল এম এ, বি এল
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন বি এসসি
শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রী
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল
শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এল
শ্রীইন্দুবিকাশ বসু বি এসসি
শ্রীঅজিত ঘোষ
শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য এম এ
শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য এম এ
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট
কলিকাতা

পৃষ্ঠপোষকগণ (Patrons)

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর
ময়ূরভঞ্জাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও
বর্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্তর বিজয়চাঁদ মহাতাব,
জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস-আই, আই-ও-এম
কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম-এ, বি-এল
নাটোরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়
রায় স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর কেটি, এম এ, এম ডি, পিএইচ ডি, এফ আর এ এস
মাননীয় স্তর শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহরায় কেটি, এম-এ, বি-এল
স্তর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কেটি, সি-আই-ই, এম-এ

নিয়ামক-সমিতি (Advisory Board)

সভাপতি
আচার্য স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেটি, সি-আই-ই, ডি-এসসি, এফ আর-এ-এস-বি
সহকারী সভাপতি
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, বার-এট-ল
সম্পাদক—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

পরিচালন-সমিতি (Managing Committee)

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার
সহকারী সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত কার্তিকচরণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত ও
শ্রীযুক্ত দামোদরদাস খন্না
সম্পাদক—শ্রীঅজিত ঘোষ

নিবেদন

বিলাতে নানাবিষয়ের ও নানারকমের মহাকোষ বা Encyclopædia আছে। কিন্তু আমাদের দেশ সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। দুই একখানি যাহা আছে, তাহাতে পাঠকের অনুসন্ধিৎসার ক্ষুধা মেটে না। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, ধনবিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য বাহির হইয়াছে, সেগুলি কোন একটী বিশেষ গ্রন্থে পাইবার উপায় নাই। ভারতের বাহিরে নানা দেশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মহাকোষ বা Encyclopædia আছে—লোকের আলোচনারও সুবিধা আছে। কিন্তু বাঙ্গালা বা ভারত-সম্বন্ধে সেগুলিতে বিশেষ কোন তথ্য নাই। যাহা বা আছে তাহাও অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক কথায় পূর্ণ, কাজের কথা বড় একটা পাওয়া যায় না। একদিকে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য, অপরদিকে দেশের সকল বিষয়ের কথা একত্র সন্নিবেশিত করিবার জন্য একখানি মহাকোষের অভাব বহুদিন হইতেই আমরা বোধ করিয়া আসিতেছি। এই অভাব সম্যক্ বোধ করিয়া বিগত ৩৮ বৎসর ধরিয়া যথা-সাধ্য পরিশ্রমপূর্বক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একখানি মহাকোষ সঙ্কলনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন। কিন্তু সকল বিষয়ে কাহারও অধিকার থাকা সম্ভব নয়। এইজন্য দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য আবশ্যক। তাঁহারা যে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার সাহায্য গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

কিছুকাল পূর্বে বিশ্বপণ্ডিত Murraya Oxford Dictionary প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে একলক্ষ ছাত্র আপনাদের অবৈতনিক পরিশ্রম দিয়া ইহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিয়াছে। সম্প্রতি আমরা ধর্ম দর্শন, জ্যোতিষ, বৈদ্যক, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে এক একটী সমিতি (board) গঠন করিয়া বিষয়গুলি নির্ভুল ও সর্বাঙ্গপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। বিজ্ঞান-বিষয়ে এইরূপ একটী শাখা-সমিতি সর্বপ্রথম গঠিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৺ডক্টর একেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৺ডক্টর পঞ্চানন মিত্র, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক সুশীলচন্দ্র আচার্য প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উপস্থিত থাকিয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ভার অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও এইরূপ বহু শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। শাখা-সমিতির সম্পাদকগণ যথেষ্ট যত্নসহকারে পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিতেছেন।

বঙ্গদেশের সকলের নিকট আমরা '**বঙ্গীয় মহাকোষ**'-সঙ্কলনের কথঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করি। আশা করি দেশের কাজ মনে করিয়া সকলেই আমাদের এই কার্যে সাহায্য করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য, '**বঙ্গীয় মহাকোষ**'-পরিচালকবর্গ এই মহাকোষ-প্রকাশের যাবতীয় কার্যভার আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বশংবদ

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট-সম্পাদক

বঙ্গসাহিত্যের যে পরিমাণ উৎকর্ষ ও বিস্তার হইলে জাতীয় মহাকোষ প্রকাশের সংকল্প দেশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা আমাদের গৌরবের বিষয়। এই মহাকোষ সম্পূর্ণ হইলে বাংলা দেশের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে আশা করিয়া উৎসাহ বোধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নেতৃত্বে এই মহদনুষ্ঠান সিদ্ধিলাভ করিবে আশা করিয়া একান্তমনে ইহার মঙ্গলকামনা ও সম্পাদকের প্রতি বঙ্গদেশের নামে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পৌষ সংক্রান্তি ১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

বঙ্গীয় মহাকোষে ব্যবহৃত সঙ্কেত

ASR...Archæological Survey of India Reports.
ASWI...Archæological Survey of Western India.
BayGuj...Bayley's Gujarat.
BF...Brigg's Ferista.
BG...Bombay Gazetteer.
BGI...B. C. Law : Buddhist Geography of India.
BurgCI...James Burgess : The Chronology of India.
Burnell...Catalogue of Sk. Mss.
CambAH...Cambridge Ancient History.
CambHI... „ History of India.
Cat Cat...Catalogus Catalogorum.
CI...Census of India.
CII...Corpus Inscriptionum Indicarum.
CousCA...Archæological Survey of India (Chalukyan Architecture). by Cousens.
Crooke...The Tribes and Castes.
CunAGI···Cunningham : Ancient Geography of India.
CunASR...Cunningham Archæological Survey Reports.
DGB...District Gazetteers of Bengal.
DGBO···District Gazetteers of Bihar & Orissa.
DGSAr...District Gazetteer of South Arcot.
DGUP...District Gazetteer of United Provinces.
EI...Epigraphia Indica.
EHI...Elliot's History of India.
EnBrit · Encyclopædia Britannica.
ERE...Encyclopædia of Religion and Ethics.
FergHA...Furgusson : History of Indian and Eastern Architecture.
FGI...Fleet's Gupta Inscriptions.
GDI...Nundalal De : Geographical Dictionary of Ancient India.
HI···Gopinath Rao : Hindu Iconography.
HIns...Rai Bahadur Hiralal : Inscriptions in C. P. and Berar.
HInsSI···Historical Inscriptions of Southern India.
HNEI···Dr. Radhagovinda Basak ; History of North Eastern India.
IA...Indian Antiquary.
IG...Imperial Gazetteer.
IHMI...Ishvariprasad : History of Mediæval India
IHMR...Ishvariprasad : History of Muslim Rule in India.
JASB···Journal of the Asiatic Society of Bengal
JBBRAS··· „ Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
JHT···Julien's Hiouen Thsang.
JRAS···Journal of the Royal Asiatic Society.
JRSArts···Journal of the Royal Society of Arts.
MBH...Monier Williams : Brahmanism & Hinduism.
OBD...Beal's Oriental Biographical Dictionary.
Oppert···Sk. Mss. Catalogue.
RCI...Rickmers (Mabel Duff) : Chronology of India.
Risley···Tribes & Castes.
Russell & Hiralal···Tribes & Castes.
SAA...Statistical Account of Assam.
SAB...Statistical Account of Bengal.
SBE...Sacred Books of the East.
Sherring···Sherring : Hindu Tribes & Castes.

SIIG...Krishna Shastri : South Indian Images of Gods & Goddesses.
SmithEHI···Vincent Smith : Early History of India.
SMss··· Sk. Mss. in the Govt. Oriental Library, Madras.
TN···Tabaqat-i-Nasiri.
WHN···Wright's History of Nepal.
WIR...Beal's Records of Western India.
অ°···অথর্ববেদ
অর্থ°···অর্থনীতি
অর্থশা°···কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
অ-নি°···অঙ্গুত্তরনিকায়
অনে°···অনেকার্থসংগ্রহ (হেমচন্দ্র)
অভি°···অভিধানচিন্তামণি (হেমচন্দ্র)
অভিধ°···অভিধর্ম
অভিধা°...অভিধানরত্নমালা (হলায়ুধ)
অভি-রা°···অভিধানরাজেন্দ্র
অভি-শ°···অভিজ্ঞানশকুন্তলম্
অম°···অমরকোষ
অ-ম°···অন্নদামঙ্গল
অল-শা°···অলঙ্কারশাস্ত্র
অস°···অসমীয়া
অ-হৃ°-উ···অষ্টাঙ্গহৃদয়
অ-হৃ-স-নি°···অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা-নিদান
আন°···আনন্দতীর্থ
আনু°···আনুমানিক
আপ-শ্রৌ°···আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র
আপ্টে°···V. S. Apte : Sanskrit-English Dictionary.
আশ-শ্রৌ°···আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র
ই°···ইত্যাদি
ইতি°···ইতিহাস
ঈ°··· ঈশোপনিষৎ
উ°···উত্তর
উইল°···Wilson : Sanskrit-English Dictionary.
উণা°···উণাদিকোষ
উ-স°···উশনঃসংহিতা
ঋ°···ঋগ্বেদ
এ- স্যা°···এংলো-স্যাক্সন
ঐ-আ°··· ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ-ব্রা°···ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক-চ°·· কবিকঙ্কণ-চণ্ডী
কঠ°···কঠোপনিষৎ
কন্ন°···কন্নড়
কপি-স°...কপিষ্ঠলসংহিতা
কল্পদ্রু°··· কল্পদ্রুকোষ
কাশী-মহা°...কাশীরাম দাসের মহাভারত
কা-শ্রৌ°··· কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র
কা-স°···কাঠক-সংহিতা
কিরাত°···কিরাতার্জুনীয়
কীথ°···Keith
কুমা°···কুমারিল (মীমাংসা)
কৃ-কী°···শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
কৃ-য°···কৃষ্ণ-যজুর্বেদ
কে°··· কেনোপনিষৎ
কৈ°···কৈবল্যোপনিষৎ
কো°···কোরান
কোল্°···Colebrooke
কৌ-উ°···কৌষীতকী-উপনিষৎ
কৌ-নি°···কৌলজ্ঞান-নির্ণয়
কৌ ব্রা°...কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ
খাদি°···খাদিরগৃহ্যসূত্র
ক্ষী°···ক্ষীরস্বামী (অমরকোষ)
গথি°···Gothic
গর্গ°···গর্গ-সংহিতা
গী°···শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
গুজ°···গুজরাটী
গৃহ্য°···গৃহ্যসূত্র
গো-ব্রা°···গোপথ-ব্রাহ্মণ
গোভ°···গোভিলগৃহ্যসূত্র
গ্রাস°···Grassmann
গ্রি°···Grierson
চক্র°···চক্রদত্ত
চণ্ডকৌ°···চণ্ডকৌশিক
চণ্ডী°···চণ্ডীদাস
চরক°···চরক-সংহিতা
চি°···চিকিৎসা
চৈ-চ°···চৈতন্যচরিতামৃত
চৈ-ভা°···চৈতন্য-ভাগবত
ছন্দ-শা°···ছন্দঃশাস্ত্র

ছা-উ°…ছান্দোগ্যোপনিষৎ
জ…জর্মান
জগদা°…জগদানন্দ রায়
জটা°…জটাধর
জা°…জাবালোপনিষৎ
জাত°…জাতক
জী-কো°…জীবনীকোষ
জৈ°…জৈন
জৈ-উ°…জৈমিনী উপনিষৎ
জৈ-হরি°…জৈনহরিবংশ
জ্ঞা°…জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-কৃত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'
জ্যো°…জ্যোতিষ
টিউ°…টিউটনিক
তা°…তামিল
তা-ব্রা°…তাণ্ড্যব্রাহ্মণ
তু°, তুল°…তুলনীয়
তে°…তেলেগু
তৈ-ব্রা°…তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ
তৈ-স°…তৈত্তিরীয়সংহিতা
ত্রিকাণ্ড°…ত্রিকাণ্ডশেষ
দ°…দর্শন
দর্পণ°…দর্পদলন
দশকু°…দশকুমারচরিত
দশাব°…দশাবতার
দিব্যাব°…দিব্যাবদান
দু°…দুর্গবৃত্তি
দে°…দেবপ্রাক্ বঙ্গ
দৈ-ব্রা°…দৈবত-ব্রাহ্মণ
দ্র°…দ্রষ্টব্য
দ্রা°, দ্রাঘি°…দ্রাঘিমা
ধম্ম°…ধম্মপদত্থকথা
ধর্ম°…ধর্মশাস্ত্র
নি°…নিরুক্তবৃত্ত
নৈঘ°…নৈঘণ্টু
নৈষ°…নৈষধচরিত
না°…নাটক
নানা°…নানার্থার্ণবকোষ
নিঘ°…নিঘণ্টু
প্যা-বো°…প্যা সেন্ট পীটর্সবর্গ সংস্কৃতকোষ
প-ক°…পদকল্পতরু
প-র°…পদরত্নাকর
পরা-স°…পরাশর-সংহিতা
পরি°…পরিশিষ্ট
পা°…পাণিনি
পু°…পুরাণ
পুরু-চিন্তা°…পুরুষার্থচিন্তামণি
প্রশ্ন°…প্রশ্নোপনিষৎ
প্রা°…প্রাচীন
প্রাকৃ°…প্রাকৃত
প্রাতি°…প্রাতিশাখ্য
ফা°…ফারসী
ফিট-সূ°…ফিট্‌সূত্র
ব°…বংশীয়
ব-ব্রা°…বংশব্রাহ্মণ
ব-শব্দ°…হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'
বা°…বাঙলা
বাচ°…বাচস্পত্য কোষ
বি°…বিশেষ
বি-প°…বিদ্যাপতি-পদাবলী
বীজ°…বীজনিঘণ্টু
বীর-মি°…বীরমিত্রোদয়
বৃ°…বৃহদ্দেবতা
বৃহ°…বৃহস্পতি
বৃহৎ°…বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
বেঙ্ক°…বেঙ্কটস্বামী
বেন°…Benfey
বে-ভা°…বেদান্তভাষ্য
বৈজ°…বৈজয়ন্তী
বৈদ্য-নি°…বৈদ্যক-নিঘণ্টু
বৈদ্য-শ°…বৈদ্যকশব্দসিন্ধু
বৈ-সূ°…বৈতানসূত্র
বো-রো°…Bohtlingk & Roth : Samskrit Worterbuch
বৌ°…বৌদ্ধ
বৌ-শ্রৌ°…বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র
ব্রহ্ম°…ব্রহ্মবৃদ্ধি
ব্র-সূ°…ব্রহ্মসূত্র
ব্লু°…Bloomfield
ভ°…ভরতস্বামী
ভট্টি°…ভট্টিকাব্য

ভা°…ভাগবতপুরাণ
ভা তৈ°…তৈত্তিরীয়-ভাষ্য
ভা-প্র°…ভাবপ্রকাশ
ভা-সা°…সামবেদভাষ্য
ভাস্ক°…ভাস্কর (ভট্ট)
ভূ°…ভূমিকা
ভৈষজ্য°…ভৈষজ্যরত্নাবলী
ম°…মরাঠী
মনি°…Sir Monier Williams : Sk.-Eng. Dictionary.
মনু°…মনুসংহিতা
মহা°…মহাভারত
মহী°…মহীধর
মাগ°…মাগধী
মাণ্ডু°…মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
মিলিন্দ°…মিলিন্দপঞহো
মী°…মীমাংসা
মুণ্ড°…মুণ্ডকোপনিষৎ
মূ°…মূল
মৃচ্ছ°…মৃচ্ছকটিক
মে°…মেদিনীকোষ
মে°ব…মেঘনাদবধকাব্য
মৈ-উ°…মৈত্রায়ণী-উপনিষৎ
মৈত্রী°…মৈত্র্যুপনিষৎ
মৈ-স°…মৈত্রায়ণীসংহিতা
ম্যাক°…Macdonell
ম্যাক্স-ঋ°…ম্যাক্সমূলার-সম্পাদিত ঋগ্বেদ
য°…যজুর্বেদ
যশস্তি°…সোমদেবসূরি-কৃত যশস্তিলক
যা°…যাস্ক-কৃত নিরুক্ত
যাজ্ঞ°…যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা
যোগবা°…যোগবাশিষ্ঠ
রঘু°…রঘুবংশ
রত্না°…রত্নাবলী
রস-সা°…রসেন্দ্রসার
রা°…রামায়ণ
রাজত°…রাজতরঙ্গিণী (কহ্লণ)
রাজনি°…রাজনিঘণ্টু
রাম-উ°…রামোত্তরতাপনী উপনিষৎ
রামা-বে ভা°…রামানুজ-কৃত বেদান্তভাষ্য
লা°…লাটিন
লাট্যা°…লাট্যায়ন
লিথু°…লিথুনিয়ান
লীলা°…লীলাবতী-কৃত বীজগণিত
লু°…Ludwig
লেক°…Leumann
শ°…শঙ্কর
শকু°…অভিজ্ঞানশকুন্তলম্
শঙ্খ-স°…শঙ্খসংহিতা
শ-ব্রা°…শতপথব্রাহ্মণ
শব্দ°…শব্দকল্পদ্রুম
শব্দ-চ°…শব্দচন্দ্রিকা
শব্দ-সা°…শব্দসাগর
শা-শ্রৌ°…শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র
শিল্প°…শিল্পশাস্ত্র
শিশু°…শিশুপালবধকাব্য
শ্মি°…R. Schimdt.
শ্বে°…শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
স°…সংস্কৃত
সং…সংস্করণ
সঙ্গী°…সঙ্গীতশাস্ত্র
সঙ্গীত-স°…সঙ্গীতসার সংগ্রহ
স-নি°…সংযুত্তনিকায়
সম্ব-স°…সম্বর্ত সংহিতা
সহ্যা°…সহ্যাদ্রি
সা°…সায়ণ
সা-দ°…সাহিত্যদর্পণ
সা-প-প°…সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
সাম°-উ°…সামবেদ
সি-কৌ°…সিদ্ধান্তকৌমুদী
সুভবি°…সুভবিজল
সুশ্রু°…সুশ্রুত
সূ°…সূত্র
স্মৃতি°…স্মৃতিশাস্ত্র
হরবি°…হরবিজয়কাব্য
হরি°…হরিবংশ
হলা°…হলায়ুধ
হর্ষচ°…হর্ষচরিত
হার-স°…হারীত-সংহিতা
হি°…হিন্দী
হ্বি°…Whitney.

অ

অ,—ভারতীয় ভাষার বর্ণমালার প্রথম বর্ণ।[1] অকার মূল হ্রস্ববর্ণ ; এইজন্য অকারের উচ্চারণ সকল বর্ণ অপেক্ষা সহজ ও সরল। ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে ইহা সাধারণতঃ অনুস্যূত ; কিন্তু সকল ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে অ-কার অনুস্যূত এরূপ বলা চলে না। স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয় না—এ মত অধুনা অগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত। প্রাতিশাখ্যকার বরং বলিয়াছেন, কোন কোন শাব্দিকের মতে ঘোষবদ্বর্ণগুলির ঘোষের কারণ অকার—'আহুর্ঘোষং ঘোষবতামকারম্।'—(ঋক্প্রাতিশাখ্য,পৃঃ ২)। অ-কারকে বাদ দিয়া ভাষা হইতে পারে। যেমন, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অ-কার নাই, আ-কার আছে। কিন্তু 'অ' এই ধ্বনিকে বাদ দিয়া কোন ভাষাই হইতে পারে না। পৌরাণিকগণ নির্দেশ করেন, স্বর ও ব্যঞ্জনের অন্তর্গত সমস্ত বর্ণই অকার-সম্ভূত।[2] অকার—সকল বর্ণের, সকল ধ্বনির বীজস্বরূপ। সংস্কৃতে ইহা 'অক্ষর' [যাহার ক্ষর (= ক্ষয়) নাই] বলিয়া আখ্যাত।

সকল বর্ণের আদিবর্ণ বলিয়া অকারের প্রসিদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (১০.৩৩) বলিয়াছিলেন, 'অক্ষরাণামকারোঽস্মি' [তুল° —'I am Alpha and Omega'—Revelation (Bibie), I. 8.]

অকার সর্বাপেক্ষা সাধারণ স্বরবর্ণ। ভাষায় আকারের প্রয়োগ যতবার পাওয়া যায় অ-কারের প্রয়োগ তাহার অন্ততঃ দ্বিগুণ। ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ,—এই সমস্ত স্বরবর্ণের প্রয়োগ ভাষায় যত পাওয়া যায়, কেবল 'অ' ও 'আ'র প্রয়োগ ততবার।[3]

উচ্চারণ[5]

ধ্বনি মুখ দিয়া বাহির হইবার সময় কণ্ঠনালী (larynx) বা বাগ্‌যন্ত্র, মুখ-বিবর (cavities of the mouth), নাসিকা, ওষ্ঠদ্বয়, দন্তপঙ্‌ক্তি, জিহ্বা এবং তালু আমাদের প্রধান অবলম্বন। আমাদের বাগ্‌যন্ত্র শ্বাসনালীর (gullet বা windpipe) শিরোভাগে অবস্থিত উপাস্থিময় (cartilaginous) একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (box)। মুখের পিছনদিকে বাগ্‌যন্ত্রের উপরিস্থিত প্রান্ত খোলা। পাশের দিকে শ্লৈষ্মিকঝিল্লী-সংযুক্ত। পাশের দিক্ হইতে মধ্যভাগ দিয়া দুই ফের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী কেন্দ্ররেখার দিকে বিস্তৃত। কেন্দ্রে উহাদের মধ্যভাগে একটা লম্বা চিড় (slit) আছে। ঝিল্লীর ভাঁজগুলিই স্বরতন্ত্রী (vocal chords) এবং উহাদের মধ্যস্থিত চিড়ই স্বরযন্ত্রমুখ (glottis)। এই তন্ত্রীগুলি যখন পেশীক্রিয়ায় আঁটিয়া আসে, তখন অন্য সময় অপেক্ষা অধিকমাত্রায় এইগুলি কেন্দ্ররেখার দিকে প্রলম্বিত হয় ; বিস্তৃতির এই অবস্থায় (tense condition) ইহাদের প্রান্ত দিয়া বায়ু বহিয়া থাকে এবং প্রান্তগুলি সমান্তরালভাবে আসে ; প্রবাহিত বায়ুতে স্বর উৎপন্ন হয় এবং তন্ত্রীগুলি স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই স্পন্দনের ফলে নানা প্রকারের ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ধ্বনির প্রাথমিক বিভাগে আমরা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পাইয়া থাকি।[4]

'আমাদের বাগ্‌যন্ত্র অনেকটা বাঁশীর মত। ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু মুখকোটরে আসিবার সময় কণ্ঠনালীর পথে অবস্থিত পেশীনির্মিত দুইটা তারে আঘাত দিয়া ঐ তার দুইটাকে কাঁপাইয়া দেয় এবং সেই তারের কম্পে মুখকোটরের বায়ুমধ্যে ঢেউ জন্মে। সেই ঢেউগুলি মুখকোটর হইতে বাহিরে আসিয়া কর্ণগত হইলে ধ্বনি শোনা যায়। বাহির হইবার সময় কোথাও কোন বাধা বা আটক না পাইয়া বাহির হইয়া উহা স্বরবর্ণের ধ্বনি উৎপাদন করে। মুখ-ব্যাদান করিয়া, মুখকোটর 'বিবৃত' করিয়া, আমরা স্বরবর্ণের উচ্চারণ করি, আর ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের সময়ে বহির্গমনোন্মুখ বায়ুকে, মুখকোটর হইতে বাহির হইবার সময়ে, কোন একটা স্থানে আটকাইয়া ফেলি। কণ্ঠতন্ত্রী কাঁপাইয়া কণ্ঠনালী

১ অকাররূপ আদৌ তু স্থিতঃ স প্রথমঃ স্বরঃ। বায়ুপু° ২৬.২৯। অকারঃ প্রথমাক্ষরো ভবতি—বাদোত্তরতা° উপ° ২।

২ 'তস্মাৎ ত্রিবর্ণা বৈ অকার-প্রভবাঃ স্মৃতাঃ'। বায়ুপু° ২৬.২৮।

'অকারমঃ সমাখ্যাতঃ সর্বর্ণঃ প্রজাপতিঃ'। বায়ুপু° ২৬.৩১।

৩ দ্র°—Whitney, 22 and 75.

[৫ চিত্র সহযোগে বিস্তৃত বিবরণ 'বর্ণ' শব্দে দ্র°]

৪ Dr. Giles—A short Manual of Comparative Philology. 67.

হইতে বায়ু মুখকোটরে আসিতেছে, এমন সময় অপেকের মত জিহ্বার গোড়াটাকে উপরে তুলিয়া কণ্ঠের দুয়ার আটকাইয়া দিলাম; আর ধ্বনি বাহির হইল 'ক'; উহা ব্যঞ্জনবর্ণ।'

'অ'টি স্বরের উচ্চারণে মুখ একেবারে খোলা থাকে। হাওয়া অবাধে বাহির হয়। তবে মুখকোটরটার আকৃতি অনুসারে ঐ স্বরের নানারূপ বিকার উপস্থিত হয়। 'অ' উচ্চারণের সময় আমরা একেবারে বদন ব্যাদান করিয়া হাঁ করিয়া থাকি; তখন জিহ্বাটা মুখগহ্বরের নীচে নামিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। 'ই' উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে উঠিয়া তালুর নিকটবর্তী হয়; জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের পাটির দাঁতের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণের সময় মুখকোটর আরও ছোট হয়। দুই ঠোঁটের মাঝে একটা ছোট বিবর উৎপন্ন হয়; ঐ বিবরের দুয়ার দিয়া হাওয়া বাহির হয়। মুখকোটরের আকৃতির ভেদানুসারে স্বরের এইরূপ ভেদ হয়। বাঁশীতে যেমন একটা মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্য ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া মূল ধ্বনিকে বিকৃত করে, সেইরূপ মুখকোটরেও কণ্ঠোদ্গত মূল ধ্বনির সহকারে অন্যান্য ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ও মিলিয়া-মিশিয়া এইরূপ স্বরবিকার উৎপাদন করে, একই 'অ' বিকৃত হইয়া 'ই'তে বা 'উ'তে পরিণত হয়।'[1]

পাণিনি বলেন, অকার 'সংবৃত' (closed); কেবল ব্যাকরণের প্রক্রিয়ার জন্য উহাকে 'বিবৃত' (open) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।[2] 'অ' উচ্চারণ করিবার সময় কণ্ঠনালী সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং 'অ'-কার 'সংবৃত'। শব্দশাস্ত্রমতে 'মাত্রা' (mora বা quantity) অনুসারে প্রত্যেক স্বরবর্ণের তিন প্রকার উচ্চারণ হয়। এক মাত্রা হইলে হ্রস্ব, দুই-মাত্রা হইলে দীর্ঘ এবং তিন মাত্রা হইলে প্লুত উচ্চারিত হয়।[3] দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে প্লুত উচ্চারিত হয়।[4] আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতভেদে স্বরবর্ণ তিনপ্রকার।[4] সুতরাং ৩×৩=৯ প্রকারের স্বরের প্রত্যেকে অনুনাসিক ও নিরনুনাসিকভেদে দুই প্রকার। অতএব অ-কার ৩×৩×২ =১৮ প্রকারের। বাঙ্‌লায় প্লুত উচ্চারণ থাকিলেও স্বতন্ত্র লিখিত রূপ নাই। বাঙ্‌লায় দীর্ঘস্বরেও দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত,—এই তিনটী অকারের সহিত সংস্কৃত 'অ'-স্বরের উচ্চারণগত পার্থক্য আছে।

বাঙ্‌লায় অ-কারের উচ্চারণ ইংরেজী Pot-এর 'o'র ন্যায়; কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ইহার উচ্চারণ ইংরেজী 'hut' শব্দের 'u'র মত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অ-কার দুই প্রকারে উচ্চারিত হয়; গলার ফাঁক বা বিবর উচ্চারণের সময় সঙ্কুচিত করিয়া, আর তাহা প্রসারিত করিয়া। এইরূপ উচ্চারণ অতি প্রাচীনকালেও ছিল। পাণিনির সূত্রই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী'তে (৮.৪.৬৮) সূত্র করিলেন, "অ অ-ইতি"। এই সূত্রের অর্থানুসারে অ এখানে বিবৃত (open) অর্থাৎ গলার ফাঁক প্রসারিত করিয়া উচ্চারিত, দ্বিতীয় অ এখানে সংবৃত (closed বা contracted) অর্থাৎ গলার ফাঁক সঙ্কুচিত করিয়া উচ্চারিত। সঙ্কুচিত উচ্চারণের অভ্যাসে ক্রমশঃ বিবৃত 'অ' এখন সংবৃত অ-তে পরিবর্তিত হইয়াছে। আমরা যখন উচ্চারণ করি তখন হ্রস্ব 'অ' সংবৃত (contracted) হইয়া 'ও-কারের' উচ্চারণ আসিয়া পড়ে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যাকরণের প্রক্রিয়ার জন্য পা[illegible] 'অ'-কে বিবৃত বলিয়া ধরিয়াছেন; কেন[illegible]'-কে যদি সংবৃত বলিয়া ধরা যায়, আর 'আ'-কে যদি বিবৃত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উভয়ে পরস্পর সবর্ণ হইল না। অতএব উহাদের সন্ধি হইতে পারে না। পাণিনির মতে[5] বিবৃত অকার প্রকৃতপক্ষে অসিদ্ধ। সুতরাং বিবৃত অকারের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং পাণিনির এই সূত্রানুসারে অ কারদ্যোতক স্বর নয়। অথর্ব-(১-৩৬) ও বাজসনেয়ী-(১-৭২) প্রাতিশাখ্যসমূহও পাণিনির মত সমর্থন করে; এই দুইটী প্রাতিশাখ্যে অকারের সংবৃত উচ্চারণই বর্ণিত আছে।[6] গ্রীক্ 'অ' (a) শব্দান্তরে ভারতীয় ভাষায় 'আ' দিয়া রূপান্তরিত হইয়াছে; প্রাচীন ইরানী ভাষাগুলিতে সোজাসুজি বিবৃত বা হ্রস্ব 'অ'-ই পাওয়া যায়; সংবৃত উচ্চারণই ভারতীয়দের বিশেষত্ব। সংহিতাযুগে অকারের উচ্চারণ এইরূপই ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। ঋগ্বেদের ছন্দে 'এ' বা 'ও'-কারের পর 'অ' থাকিলে প্রায়ই লোপ হয় না। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের সময়ে অকারের উচ্চারণ বিবৃতই ছিল; সংহিতার পুথি তৈরী হওয়ার পরই সংবৃত উচ্চারণ বেশ সাধারণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।[7]

'অ' ইন্দো-ইউরোপিয়ানে হ্রস্ব a e o হইয়া থাকে।[8] যৌগিক (sonant) অনুনাসিক বর্ণের স্থানেও 'অ' হইয়া থাকে।[9] তখন ইহা 'অ+অনুনাসিক' এই বৈদিক অনুদাত্ত অক্ষরের হ্রস্বাকৃতি দ্যোতনা করিয়া থাকে :—

১। ব্যুৎপত্তিলব্ধ ও বিভক্তিযুক্ত পদে (syllable) 'অন্'—যেমন সন্ (being) এবং ইহার স্থানে সত (=সৎ+অ): জুহ্বতি বহুবচন —'তাহারা আহুতি দেয়।' অন্তে 'অতি' বিভক্তি হইয়া থাকে।

২। যৌগিক পদে syllables অ+অনুনাসিক—তত √তন্ হইতে; গত √গম্ হইতে; দস্ম (বিস্ময়কর)·√ দংস্ হইতে; মূলশব্দ পথি- (= পথ), পন্থা।

৩। ভাষাতত্ত্বে তুলনামূলক শব্দে :— শতম্ (= শত Lat. cen' (Lat. decem.)[10]

---

১ ধ্বনির উৎপত্তি—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

২ একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্।

৩ দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ।

৪ 'উচ্চৈরুদাত্তঃ (acute)', 'নীচৈরনুদাত্তঃ (grave)', 'সমাহারঃ স্বরিতঃ' (circumflex)'

৫ 'নৈব লোকে ন চ বেদেঽকারো বিবৃতোঽস্তি। কিং তর্হি? সংবৃতঃ।'—মহাভাষ্য (Kielhorn I, 15.)

৬ A. A. Macdonell—Vedic Grammar, 6.

৭ পুথিতে কিন্তু শতকরা ৭৫টী স্থানে এইরূপ অকারের লোপ দেখিতে পাওয়া যায়।—A. A. Macdonell—Vedic Grammar, 6—7.

৮ Brugmann—Kurze vergleichende Grammatik—92, 104, 106; Vedic Grammar—7.

৯ ঐ, পৃঃ ১৮০।

১০ Wackernagel 1, 146; A. A. Macdonell—Vedic Grammar 7.

গ্রীকেরা ভারতীয় শব্দ গ্রীকে রূপান্তরিত করিবার সময়ে অকারকে সাধারণতঃ অ-কার রূপেই রাখিয়া দিত।

প্রাকৃত শব্দে ঋকারের পরিবর্তে অকারের প্রয়োগ বিরল; সংস্কৃত 'বিকৃত' হইতে প্রাকৃত 'বিকট'। তবে ঋ স্থানে অ হইবার দৃষ্টান্ত প্রাকৃতে যথেষ্ট আছে। বৈদিক গর্হ—সং-গৃহ—প্রা° গহ। মৃত—প্রা° মত; কৃত—প্রা° কত; আবৃত—প্রা° আবট।

'অ' স্থানে অন্য স্বরের পরিবর্তন

অ = এ; যথা—অত্র = এথ; উত্তরত—উত্তরেথ (ধম্মপ° পৃঃ ৯৬), শয্যা = সেয্যা; পরিহার—পেহ্যার (Oldenberg, K. Z. XXV, 315); পুরস্ = পুরে।

অ = ই—তমস = তিমিস (মিলিন্দ° ২৮৩); কতম = কইম (হে° ১.৪৮; হাল ১১৯); পুষত = মা° পুসিদ (হাল ৬৩১)।

অ = উ—নিমজ্জতি = নিমুজ্জতি; পঞ্চবিংশতি = পন্নুবীসতি (আভ° ৩.১৩৮)।

অ = ও—সমর্প = সপ্পোস, (মিলিন্দ° ২৬৬); অন্তর্ = অন্তো; তিরস্ক = তিরোক্খ (সুত্তনি° ১.১৮৫)।

অন্য স্বরের পরিবর্তনে 'অ'

ই = অ:—কাকিণিকা [একপ্রকার মুদ্রা] = কাকণিকা; পৃথিবী = পঠবী; পুষ্করিণী = পোক্খরণী; গৃহিণী = ঘরণী।

ঈ = অ—কৌসীদ্য = কোসজ্জ; ক্ষীর = ক্ষর (হেম, অভিধ° ১৬৭)।

উ = অ—শকুলি = সকুখলি, (আভ° ২.২৮১; সুত্তনি° ১.৫৫); অগুরু = অগরু, অগলু।

এ = অ—ম্লেচ্ছ = মিলক্খ (তুল° Oldenberg. K. Z. XXV, 327)

বাঙ্‌লায় অকারের উচ্চারণ

বাঙ্‌লায় সাধারণতঃ অকারের উচ্চারণ পাঁচ প্রকার—

(১) ঈষৎ-স্পৃষ্ট—এইরূপ উচ্চারণ করিবার সময় অকার অতি অল্পমাত্রায় উচ্চারণ-স্থানকে স্পর্শ করে; কাজেই উচ্চারণে অ-এর আমেজ মাত্র থাকে—স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় না—যেমন, 'অক্ষ'।

(২) স্পৃষ্ট—এই উচ্চারণে অকারের উচ্চারণ স্পষ্টভাবে হয়—যথা, 'অর্চনা', 'অতল'।

(৩) ঈষৎ ও-ঘেঁষা—অর্থাৎ ও-কার উচ্চারিত হইলেও পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় না—যেমন, 'কলি', 'রবি', 'কবি',। 'য-ফলান্ত বর্ণের 'ক'র পূর্ববর্তী অ এই ও-ঘেঁষা। যথা, লক্ষ্য। অকারান্ত ব্যঞ্জনের পরে ই, উ কিংবা রি (ঋ) থাকিলে ঐ অকারের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ ও-ঘেঁষা হয়-যথা—'হই' 'বউ', 'অগ্নি'। স্বরবিশিষ্ট সান্ত ও নান্ত শব্দের স ও ন উচ্চারিত হইলে আদি বর্ণের অ-কার ও-ঘেঁষা হয়।

(৪) পরিপূর্ণ এবং লঘু 'ও'—অর্থাৎ উচ্চারণে ও-কার পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়—যথা, 'মন', 'ধন', 'বহু', 'মধু'।

(৫) গ্রস্ত—অর্থাৎ উচ্চারণে অ-কার আদৌ শ্রুত হয় না। অ-কারকে লুপ্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে—যেমন, 'মন' 'ধন' প্রভৃতির অন্ত্য অকার উচ্চারণে লুপ্ত বা গ্রস্ত।

শব্দের আদ্য অ-কার নিষেধার্থক হইলে তাহার উচ্চারণ স্পৃষ্ট হয় অথাৎ অ-ই থাকে, 'ও' হয় না; যথা—অ-স্থির, অ-বোধ, অ-ধীর। কিন্তু 'অ-তুল' নাম বুঝাইলে উচ্চারণ হয় 'ওতুল' ও 'অতিথির'র' উচ্চারণ 'ওতিথি'।

হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার 'অ'-কার ঈষদ্-বিবৃত, ফলে 'অ' কিছু 'আ'-কার ঘেঁষা। বাঙ্‌লার 'অ'-কার পুরাপুরি 'অ'—আ-ঘেষা নয়। তবে 'ও'-ঘেঁষা অ-কারের উচ্চারণ বাঙ্‌লাভাষায় বড় কম নয়।

কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্‌লাশব্দে অ-কারের স্থানে 'আ'-কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে-গুলি নিশ্চয়ই 'অ'কারের ঈষদ্‌বিবৃত উচ্চারণে ক্রমশঃ 'আ'কারে পরিণত হইয়াছে; যেমন, আনল (= অনল)।

কতকগুলির প্রয়োগ আজও প্রচলিত রহিয়াছে; যেমন,—আ-সেখ্‌লে, আতেলা, আলনি।

অ-কার উচ্চারণের বিশেষ বিধি*

(ক) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে এই উভয়-স্থানেই স্বর থাকিলে ব্যঞ্জনটী পরবর্তী স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যথা—ক-মল, ধ-বল, প-বন ইত্যাদি। কম্-অল, ধব্-অল, পব্-অন নয়।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যদি স্বর না থাকে, তাহা হইলে উহা প্রথমোচ্চারিত স্বরের সহিত উচ্চারিত হইবে। যথা—পৎ।

(গ) ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে কোন স্বর না থাকিলে উহা পরবর্তী ব্যবহিত বা অব্যবহিত স্বরের সহিত উচ্চারিত হইবে। যথা—ফুল, মূল, স্তূপ, স্তুত ইত্যাদি।

(ঘ) যদি ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সংযোগ হয় এবং উহাদের পূর্বে স্বর থাকে, সেইরূপ স্থলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী বর্ণটী পূর্ববর্তী স্বরের সহিত এবং পরবর্তী বর্ণটী পরবর্তী স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যথা—অন্ধ (অন্-ধ—অ-ন্ধ নয়); বৃন্ত (বৃন্-ত—বৃ-ন্ত নয়) ইত্যাদি।

(ঙ) একটী স্বরের উচ্চারণ করিতে ব্যঞ্জনের উচ্চারণের প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে, তাই ক্ষিপ্র উচ্চারণ করার চেষ্টায় অনেক স্থলে স্বর গ্রস্ত বা লুপ্ত হয়। যথা—ছুটিল হইতে ছু-ট্-ল, পাতিল হইতে পা-ত্-ল ইত্যাদি।

(চ) অনেক স্থলে আদ্য বা উপান্ত্য স্বরের উচ্চারণে অধিক ঝোঁক দেওয়ায় মধ্যবর্তী স্বরের উচ্চারণ প্রায় গ্রস্ত হয়। যথা—ছাগলী, পাগলী।

উপরোক্ত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় (১) পদান্তে ও (২) পদমধ্যে অবস্থিত অ-কার গ্রস্ত হয়।

উচ্চারিত অ-কার

১। একাক্ষর পদে অন্ত্য 'অ' উচ্চারিত হয়। যথা—র (= রহ) ভাই; চ (= চল)

---

* এই নিয়মগুলির সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা" হইতে যথেষ্ট সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের "অকার-তত্ত্ব" (সা- প- প- ২৩শ খণ্ড) হইতেও কয়েকটী নির্দেশ সংগৃহীত হইয়াছে।

তো যে; যথা ক (=কহ) না; আজকের খেলায় তুই চোর হ।

২। সংস্কৃত তর, তম প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য অ প্রায়ই উচ্চারিত হয়। যথা, ভীষণতর, প্রাচীনতম।

৩। অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্বে ঋ, ঐ বা ঔ থাকিলে পদান্ত অ উচ্চারিত হয়। তৃণ, মৃগ, মাদৃশ, ঈদৃশ, বৈধ, শৈব, গৌণ। কিন্তু 'মর্স্ণ' শব্দের এবং 'বিলম্ব' অর্থে 'গৌণ' শব্দের অন্ত্য অ প্রস্ত। 'তৈল' শব্দের অন্ত্য অ প্রস্ত ও উচ্চারিত দুই-ই হয়।

৪। হ-কারান্ত পদে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা, কলহ, কেহ, দেহ, মোহ, দুরূহ। যে সমস্ত শব্দ পূর্বে হ-কারান্ত ছিল, এক্ষণে হ-কার লোপ পাইয়াছে তাহাদের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা, যোল (=ষোলহ); গের (সং—গ্রহ)।

৫। অন্ত্য অকারের পূর্বে য-কার এবং য-কারের পূর্বে অ, আ এবং ও ভিন্ন স্বর থাকিলে পদান্ত অ উচ্চারিত হয়। যথা, প্রিয়, পেয়, ধ্যেয়, হেয়। কিন্তু হয়, হায়, খোয়, শোয় প্রভৃতি শব্দে অকারের পূর্বে অ, আ এবং ও থাকায় অন্ত্য অ প্রস্ত।

৬। অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্বে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকিলে পদান্ত অ উচ্চারিত হয়। যথা, হংস, বংশ, দুঃখ।

৭। সমাপিকা ক্রিয়াপদের শেষে ত, ব বা ল থাকিলে পদান্ত অ উচ্চারিত হয়। যথা, করিত, গেল, করিব, দিব, চলিল।

৮। শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে পদান্ত অ উচ্চারিত হয়। যথা, গল্প, গুচ্ছ, স্বচ্ছ, বাহু।

৯। আন, আম (বাঙ্‌লা) প্রত্যয়ান্ত শব্দের পদান্ত অ উচ্চারিত হয়। যথা, করান, ধরান, জ্বালাম, পাকাম।

১০। সম্ভ্রমে বা আদরে অনুজ্ঞায় ক্রিয়া-পদের শেষে র বা ল থাকিলে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা, তুমি বল, তুমি কর, ধর, সর, মর। সম্ভ্রম না হইলে ঐ অ প্রস্ত হয়। যথা, তুই কর, ধর, বল ইত্যাদি।

১১। সমাসবদ্ধ পদের প্রথম শব্দ দুই স্বর-বিশিষ্ট হইলে উহার অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা, দীননাথ, হরবল্লভ। কিন্তু প্রথম শব্দটী কথিত ভাষায় অত্যন্ত চলিত হইলে উহা প্রায়ই প্রস্ত হয়; যথা, তাল গাছ, আগডাল, শিবঠাকুর, রামনবমী।

১২। পদের আদি ও মধ্যবর্ণের অ উচ্চারিত হয়। কিন্তু পদান্তে অ-ভিন্ন স্বর থাকিলে তাহার পূর্বের স্বর প্রস্ত হয়। যথা—মরণ, বিষম। কিন্তু বাটনা, পশুতি, এমনি। আবার অন্ত্যস্বরের পূর্বে য থাকিলে উপান্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা, অভ্যমা।

১৩। সংস্কৃত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদের অন্ত্য অ বিশেষণ হইলে উচ্চারিত হয়, কিন্তু বিশেষ্য হইলে প্রস্ত হয়। যথা, বিশেষণ—ভীত, গত, নিহত, রত। বিশেষ্য—মত, ভূত, প্রেত, হিত; কিন্তু চলিত, রহিত পদের অন্ত্য অ প্রস্ত হয়।

১৪। দুই অক্ষরযুক্ত তদ্ভব বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অ প্রায়ই উচ্চারিত হয়। যথা, ভাল, বুড়, কাল।

১৫। পরিমাণবাচক যত, তত, কত, এত প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়।

১৬। প্রাকৃতের আল-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। যথা, দুধাল, রোখাল যোয়াল।

১৭। যে সকল শব্দের অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মে প্রস্ত হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর 'তা' প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে—অকার উচ্চারিত হয়—প্রস্ত হয় না। কথক, কথকতা প্রতিকূল, প্রতিকূলতা।

১৮। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী অকার উচ্চারিত হয়—প্রস্ত হয় না। যথা, মানব—কিন্তু মানবত্ব; পণ্ডিত—কিন্তু পণ্ডিতত্ব।

প্রস্ত অ

১। একাধিক স্বরবিশিষ্ট বিশেষ্য, বিশেষণ বা সর্বনামের অন্ত্যবর্ণে সংযুক্ত ব্যঞ্জন না থাকিলে পদান্ত অ উচ্চারিত হয় না। যথা—

বিশেষ্য—পথ, মাঠ, দিন, বীর, বেশ, শোক, শীত, পীত, আকাশ, অনল, ঔষধ, গৌরব, কৈরব, মহাভারত।

ব্যতিরেক—তুল° cotton, ব্রত, ব্রণ, ঈশ।

বিশেষণ—হীন, মধুর, সরল, পেলব।

সর্বনাম—তোর, আমার, উহার আপনার, উত্তর, দক্ষিণ। ব্যতিরেক—মম ও তব এই দুই পদে অ উচ্চারিত হয়।

২। দু'এর অধিক অক্ষরবিশিষ্ট যে সমস্ত শব্দের শেষে অকার ভিন্ন স্বর থাকে তাহাদের (ক) উপান্ত্য বা (খ) তাহারও অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্বর অকার হইলে, সেই অকার প্রস্ত হয়। যথা, (ক) বাদলা, পাগলী, পাতলা; (খ) নাগতিনী, জয়কাল, কাকলাস।

৩। মাস্ত ও মান্ত ক্রিয়াপদের এবং অসম্ভ্রম বা অনাদরে অনুজ্ঞা—ক্রিয়াপদের অন্ত্য অ প্রস্ত হয়। যথা, বলেন, দেখিলাম, তুই লেখ, সে আসুক।

৪। এগার হইতে আঠার পর্যন্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ ব্যতীত অন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্য অ প্রস্ত হয়। যথা, পাঁচ, আট, দশ কিন্তু এগার, বার।

অ২ [বৈদিক]—বৈদিক সাহিত্যে অ, ভ, য, ক—এই চারিটী বর্ণ সর্বনামরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অ=যাহা নিকটবর্তী। 'অস্য' ও 'অয়ম্' পদে 'অ' শব্দে বুঝায়—যে ব্যক্তি নিকটে। অত্র, অস্মাঃ, অস্মৈ—এগুলির আদিতে 'অ' আছে। নির্দেশ করিতে পারা যায় এমন জিনিসকে এই 'অ-কার' বুঝাইতেছে। 'অ'র আরও অর্থ আছে—অ=এই, এত, প্রচুর abundant। অকব, অকূপ্রাক্, অকূপার, অক্সুর প্রভৃতি শব্দের অ নঞর্থক নয়। এই সমস্ত শব্দে অ=এত অর্থাৎ প্রচুর। 'অকবারি' শব্দে 'অ' নঞর্থক। 'অক্রূ' শব্দে অ=অত্যন্ত—অ অত্যন্তং ক্রূং ধনং যস্য সঃ অক্রূঃ।

অ৩—[বৈদিক অ—; Idg *e সর্বনাম শব্দের সপ্তমী, তুল° অয়ম্; মূলে (deictic adv.) অব্যয়—অতীত কালের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কে তুল° স; Gr. e—; Gr. exei, Lat. equidem, enim] অতীতকালদ্যোতক চিহ্ন—ধাতুর লঙ্, লুঙ্ ও লৃঙে সিদ্ধ পদের আদিতে বসিয়া থাকে। প্রাকৃতে ও পালিতে

(সাধারণতঃ গদ্যে) এই 'অ' লুপ্ত থাকে। প্রত্যেক ধাতুর নিম্নে পদ দ্র°; তুল° অন্ত। কতক-গুলি সর্বনাম পদের মূল শব্দরূপে অ ব্যবহৃত হয়। এই অ ও অতীতকালদ্যোতক অ অভিন্ন।

অ৪—[তৎপুরুষ সমাসে স্বরবর্ণের পূর্বে নঞের 'ন' = অন্; ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে 'ন' = অ। বৈদিক অ-, অন্-; গ্রীক—a, an-; লাটিন—*en-, in-; জা° un-; গথি°, প্রা° জা°, এ° স্যা° un-; প্রা° আইরিশ an-, in-; ইংরেজি in-বা un-] বা-সাধারণতঃ নঞর্থক বা নিষেধার্থক (negative বা privative) অব্যয় (prefix) —'সরনিসেহে ষণ্ডকারো' (বিশেষাবশ্যকভাষ্য ১২৩২)। নঞর্থে ছয় প্রকার অর্থ বুঝায়* :— ১ সাদৃশ্য, তুল্যতা—অচক্ষুর্দর্শন (চক্ষু-দর্শন-সদৃশ)। ২ অভাব, অবিদ্যমানতা‡ —অকেশ (কেশরহিত), অগুণ। ৩ অন্যত্ব, ভেদ, ভিন্নতা, পৃথগ্‌-ভাব— অমনুষ্য। ৪ অল্পতা, ঈষদর্থ, তুচ্ছতা, লঘুতা—অকেশ (অল্পকেশযুক্ত), অধন। ৫ অপ্রাশস্ত্য, অবৈরস্য—অকেশ (অপ্রশস্তকেশ-বিশিষ্ট)। ৬ বিরোধ, প্রতিকূলতা—অধর্ম। ৭ বাঙ্‌লায় বিশেষণের পূর্বে বসিলে অর্থ হয়— (ক) না—যেমন, অ-চেনা, অ-জানা; (খ) সাদৃশ্য অর্থে স্বার্থে—অ-পণ্ডিত।

অ৫—তন্ত্রে বর্ণসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে ['বর্ণ' দ্রঃ]। ইহাতে দেখা যায়, এক একটী দেবতা বিশেষ বিশেষ বর্ণের পর্যায়বাচক। তন্ত্রে বর্ণের দেবতা, ঋষি ও ছন্দঃ আছে [বর্ণ দ্রঃ]। অকারের ঋষি—'আর্জুনি' (শারদাতিলক, পৃঃ ৩৮১)। বর্ণের আকৃতি সম্বন্ধেও তন্ত্রে কিছু কিছু আলোচনা আছে [তন্ত্র দ্রঃ]। বর্ণবীজ-কোষে পাওয়া যায়—

অঙ্কুশী = অ; আত্মা = অ; মানব = অ; বৃক্ষ = অং, অঃ; অ, উ, ক্লীং = অচ্যুত, অজিত, অধোক্ষজ, অব্জিশয়ন, অরিসূদন, আদিদেব, ইন্দ্রাবরজ, ইরেশ, উপেন্দ্র, ঊর্ধ্বদেব, একশৃঙ্গ, কংসারাতি, কংসারি, কালনেমিরিপু, কুমোদক, কৃষ্ণ, কেশব, কেশী, কৈটভজিত, গদাগ্রজ, গদাধর, গদাভৃৎ, গরুড়ধ্বজ, গৃধ্র, গোপাল, গোপেন্দ্র, গোবর্দ্ধনধর, গোবিন্দ, চক্রপাণি, চানূরসূদন, জগদীশ, জগন্নাথ, জলেশয়, জহ্নু, জিতা-মিত্র, জিষ্ণু, তার্ক্ষ্যধ্বজ, ত্রিপাৎ, দাশার্হ, দেবকী-নন্দন, দেবকীসুত, দৈত্যারি, দ্বারকেশ, ধেনুকারী, নন্দনন্দন, নন্দাত্মজ, নরসিংহ, নরায়ণ, নারায়ণ, পদ্মনাভ, পাণ্ডবায়ন, নৃহরি, পীতাম্বর, পুণ্ডরীকাক্ষ, পুনর্বসু, পুরাণপুরুষ, পুতনারি, বভ্রু, বলিধ্বংসী, মধুরেশ, মধুজিৎ, মধুরিপু, মধুসূদন, মার্জ, মুকুন্দ, মুঞ্জকেশী, মুরলীধর, যদুনাথ, রথিদেব, রাহুভেদী, বনমালী, বর্ধমান, বিষ্ণু, শঙ্খভৃৎ, শতধামা, শতাবর্ত, শশবিন্দু, শার্ঙ্গভৃৎ, শিব-কীর্তন, শ্রীকর, শ্রীনিবাস, শ্রীপতি, শ্রীমান্, শ্রীবৎস, শ্রীবৎসভৃৎ, শ্রীকান্ত, শ্রীগর্ভ, শ্রীনিকেতন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, শ্রীবরাহ, শ্রীশ, শ্রীহরি, সদাযোগী, সনাতন, সহস্রবদন, সামগর্ভ, স্বর্ণবিন্দু ও সোমসিন্ধু। আবার—

গুড়াকেশ = অ, উ, ক্লীং, এ, গ, স, হ; চক্রী = অ, উ, ক, ক্লীং; চতুর্মুখ = অ, ক, কঁ; জনার্দন = অ, উ, ক্লীং, ক; জিন = অ, উ, ক্লীং, ঘ; ত্রিবিক্রম = ক, অ, ই, ক্লীং; দামোদর = অ, উ, ঐ, ক্লীং; ধরণীধর = অ, ড, ক্লীং, দ; ধ্রুব = অ, উ, এ, ক্লীং, গ, স, হ; নরকজিৎ = অ, উ, ক্লীং, ণ; পিতামহ = অ, ক, কঁ, ম; পুরুষোত্তম = অ, উ, ক্লীং, প; প্রভু = অ, উ, ক, কঁ, ক্লীং, ম; ভার্গব = অঃ, ঌ, ক্রোং; মাধব = অ, ই, উ, ক্লীং; বামন = অ, উ, ঋ, ক্লীং; বাসু = অ, উ, ঔ, ক্লীং; বৃক্ষ = অং, অঃ; শার্ঙ্গী = অ, উ, ক্লীং, গ; হরি = অ, উ, ভ, ক্লীং; হৃষীকেশ = অ, উ, ঌ, ক্লীং।

তন্ত্রাভিধানমতে—

"অ-কারঃ কেশবো বিষ্ণুঃ শ্রীকণ্ঠোঽপি স্বরাদিকঃ।

মস্তকঞ্চ ললাটঞ্চ হুতস্ত বরবর্ণিনি॥"

প্রকারান্তরমন্ত্রাভিধান বলেন—

"অঃ শ্রীকণ্ঠঃ সুরেশশ্চ ললাটৈকবমাতৃকঃ।

পূর্ণোদরী সৃষ্টিদেবো সারস্বতঃ প্রিয়ংবদঃ॥ ৫॥

মহাত্রাকী বাসুদেবো ধনেশঃ কেশবোঽমৃতম্।

কীর্তিনিবৃত্তির্বাগীশো নরকারির্হরো মরুৎ॥ ৬॥

ব্রহ্মা বামাহদয়ো ধ্রুবঃ কণ্ঠঃ প্রণবাদ্যকঃ।

ব্রহ্মাণী কামরূপশ্চ কামেশী বাসিনী বিয়ৎ॥ ৭॥

বিশেষঃ শ্রীবিষ্ণুকণ্ঠো প্রতিপত্তিঃ শিখংশিনী।

অর্কমণ্ডলবর্ণাদ্যো ব্রাহ্মণঃ কামকর্ষিণী॥ ৮॥

একাক্ষরকোষে আছে—

"অকারো বাসুদেবঃ স্যাৎ"।

বীজনিঘণ্টুতে আছে—"অ = বিষ্ণুজিহ্বা"। মাতৃকানিঘণ্টুকার বলেন—"অ-কারো মাতৃক-শৈব বাত ইত্যপি কীর্তিতঃ।"

তন্ত্রে অকারের দুইটী অর্থ—একটী লক্ষ্যার্থ, অপরটী বাচ্যার্থ। লক্ষ্যার্থ অনুসারে অকার বলিলে 'অনাহত শিব,' 'অনাহত শক্তি' বুঝায়। ইহার বাচ্যার্থ—'আহত শিব'।* অকার বলিলে 'প্রকাশ' = 'ব্রহ্মের প্রকাশ' বুঝায়।† অকার পরব্রহ্ম।‡ কামকলাবিলাস বলেন, অকার অনুত্তর বর্ণ অর্থাৎ অকারের পূর্বে বর্ণ নাই। ইহা পরব্রহ্ম বলিয়া আবার ব্রহ্মবাচক অনুত্তর পুরুষ। অকারের বপু বিরাট্, বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, অকার অষ্টভুজ, চতুর্মুখ, কূর্মবাহন।

"চামীকরনিভঃ শূলগদাব্জাষ্টকঃ।

চতুরাস্যোঽষ্টতিকায়ঃ স্যাদকারঃ কূর্মবাহনঃ॥"

—শারদাতিলক পৃঃ ৩৫৯ উদ্ধৃত তন্ত্রান্তরবচন।

কামধেনুতন্ত্রে অকারের রূপ এইরূপ—

"শৃণু তত্ত্বমকারস্য অতি গোপ্যং বরাননে।

শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশং পঞ্চকোণময়ং সদা॥

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং শক্তিত্রয়সমন্বিতম্।

নির্গুণং ত্রিগুণোপেতং স্বয়ং কৈবল্যমূর্তিমান্।

বিন্দুতত্ত্বময়ং বর্ণং স্বয়ং প্রকৃতিরূপিণী॥"

অ৬ — [√অব + ড ক°—যে রক্ষা করে] সং ১ বিষ্ণু, কৃষ্ণ (সেতুবন্ধ ১.১৩; 'বাসুদেবে অন-ব্যয়ম্'-মেদিনী, অব্যয় ২; ত্রিকাণ্ড ১.১.২৯) ('ওম্'-[অ উ ম্] কারের প্রথম বর্ণ বলিয়া।) শব্দ° বাচ° মনি° বো-রো°॥ অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ। ২ ব্রহ্মা (একাক্ষরকোষ ১;

---

* 'তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ॥'

‡ 'অভাবে নহ্য নো নাপি' অভাব অর্থে নহি, অ, নঃ, না, হয়।—অমরকোষ।

* 'অকারঃ সর্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ।
হকারোঽন্ত্যকলারূপো বিমর্শাখ্যঃ প্রকীর্তিতঃ॥'

—সঙ্কেত-পদ্ধতি।

প্রপঞ্চসার ১ম পটল ৪০ টীকায় পদ্মপাদাচার্য, পৃঃ ২০।

‡ স্বচ্ছন্দতন্ত্র ও প্রপঞ্চসার।

‡ প্রপঞ্চসার ১ম পটল, ৪৮ শ্লোকের টীকায় পদ্মপাদ।

মন্ত্রাভিধান ৬) ৩ শিব। মদি°। ৪ অগ্নি। মদি°। ৫ বায়ু (মাতৃকানিঘণ্টু ৩)। ৬ সূর্য্য (সেতুবন্ধ ৭.৪৩)। ৭ ময়ূর (সেতুবন্ধ ৯.৪৩)। ৮ শিখর (সেতুবন্ধ ৯.৪৩)। ৯ মস্তক (সেতুবন্ধ ৯.৪৮); ললাট (মন্ত্রাভিধান ৫)। ১০ স্ত্রীং জল (সেতুবন্ধ ১.১)। ১১ স্ত্রীং (প্রণবাচক বলিয়া) ব্রহ্ম (তন্ত্রাভিধান)।

অ$_{৭}$ —১ অনুকম্পা (অনুকম্পায়াম্‌—মেদিনী, অব্যয় ২)। ২ অধিক্ষেপ, নিন্দা। 'অঃ জারি ত্বো লোক'। ৩ সম্বোধন—অ অনন্ত (বোপদেব)। অ-রে, অ-মা, অ-হে। প্রায়ই—ও-রে, ও-মা, ও-হে। 'অমা অমা বলি উমা কথা কন ছলে।'—অ° ম°। 'শুন মায় যশোদায় তোমারে বুঝাও'। শ্রীকৃষ্ণকী° পৃঃ ২৩৫। ৪ [প্রা° বা° অপ্র°]—শোক, দুঃখ। 'অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে।'—শ্রীকৃষ্ণকী° পৃঃ ৩২৩।

অ$_{৮}$—[সং অসৌ—প্রা° অহ (—হি° যহ)—বা° অ=এই] সর্ব,—অপ্র° অ-কারণে=এই কারণে।

অ$_{৯}$—[অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি 'য়' স্থানে 'অ'—অপ্র°] প্রাচীন প্রয়োগে অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি। 'আড়াঅ বাঘর তত্ত্ব জলত কুম্ভীর'—শূন্যপু°।

অ$_{১০}$—বাক্যের মাত্রারূপ প্রা° বা° 'অ'এর প্রয়োগ আছে। যথা, কিঅ=কি; কেঅ=কে।

অ$_{১১}$—প্রা° বা° (ক) এ এবং ও স্থানে অকারের প্রয়োগ আছে। যথা, অখন=এখন—'আমি যাব অখন'। থাঅ=থাও (শ্রীকৃষ্ণকী°, ২০৯); গঅ=গও (ঐ, ২২); হঅ=হও (ঐ, ১০৭)। (খ) সংস্কৃত পদমধ্যে বা পদান্তে ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব, য় থাকিলে প্রাকৃতে তাহা লোপ পাইতে পারে। লোপ পাইলে 'নয়ন' স্থানে 'নঅন', 'বদন' স্থানে 'বঅন' এইরূপ হয়। হেমচন্দ্রও তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে বলিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে লঘুপ্রযত্নহেতু য-শ্রুতি হইবে। অবর্ণে যশ্রুতিঃ—কগচজেত্যাদিনা লুকি সতি শেষঃ অবর্ণঃ অবর্ণাৎপরো লঘুপ্রযত্নতঃ যকারশ্রুতি উবতি (৮.১. ১৮০)। প্রাচীন বাঙ্‌লায় বিশেষতঃ পদাবলীতে এইরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। বর্তমান বাঙ্‌লায় শব্দমধ্যে 'অ' লিখিবার রীতি না থাকায় 'অ' স্থানে 'য়' লেখা। (গ) প্রা° বা° অনুজ্ঞায় 'করিহ, 'লিখিহ', বলিহ,' স্থানে 'করিঅ', লিখিঅ', 'বলিঅ, এইরূপও লেখা হইত। পরবর্তী যুগে ওকার অকারের স্থান লইয়াছে। যেমন করিও, লিখিও, বলিও।

অ$_{১২}$—[সং তে—প্রা° এ—বা° অ (=রে, য়)] প্রা° বা° বর্তমানকালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি।

অ$_{১৩}$—উচ্চারণের সুবিধার জন্য কখনও কখনও শব্দের পূর্বে অনর্থক 'অ' বসিয়া থাকে। গ্রীক ভাষার এইরূপ স্থানে Pro-thesis পদ্ধতি অনুসারে শব্দের পূর্বে 'এ' বসিয়া থাকে। সাধারণতঃ অশিক্ষিত লোকেই এইরূপ করিয়া থাকে। যথা, অবৃথা, অপতিত, অমল, অপর্য্যাপ্ত, অলক্ষেত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অঅন—['অখন' (=এখন; এ=অ—খ=হ=অ) শব্দের চট্টগ্রামের প্রয়োগ] ব্য—এক্ষণে।

অই$_{১}$—নামান্তর গঙ্গা। আসামের নদী-বি°। ভূটান পর্বতমালা হইতে নিঃসৃত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে চিরং ও সিদ্‌লী দ্বারের ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া পূর্বদিকে বিজনীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মনাসনদে পতিত হইয়াছে। এই নদীর উত্তর তীরের প্রধান শাখা-নদী অই জোয়ালী। প্রধান উপনদী বুড়ি অই ও কানামুক্রা; উত্তরেই ইহার বাম তীরে সংযুক্ত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য, ৪৩ ক্রোশ; অধিকাংশ জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, কিন্তু ইহার উপর দিয়া চাউল, সরিষা, খড়, কাঠ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের নৌকা যাতায়াত করে। বর্ষাকালে কোলাগাঁও পর্য্যন্ত ৩টন বোঝাই নৌকা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে নৌকা চমুর্গাঁও পর্য্যন্ত যাইতে পারে। এই নদীটির কোথাও সেতু নাই, কেবল চারিটী খেয়াঘাট আছে।

[S A A, II, 109; I.G, V. 128]

অই$_{২}$—মিশরের নৃপতি; নামান্তর, আই [আই দ্র°]। সম্পূর্ণ নাম খেপেরখেপেরবিরিময়ে অই প্রথমে চতুর্থ অমেনহোতেন বা অখেন-আতোনের পুরোহিত ছিলেন। পত্নী—তীই।

[Cam.AH, II, 109, 115, 130; JRAS, 1901, 43, 44: Egyptian Myth and Legend, by D. A. Mackenzie, 337]

অই$_{৩}$—নামান্তর—হই (স্তূপ)। জর্ডনের পশ্চিমাঞ্চলবর্তী কনানবাসীদের নগরী-বি°। বেঞ্জামিনের ভাগে ইহা পড়ে। দ্বিতীয়বার আক্রমণের ফলে ইহা জোশুয়া-(Joshua) কর্তৃক অধিকৃত হয়। পরে ইহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

অই$_{৪}$—[সং অসৌ—প্রা° অজ্জ, অহ (হে°), বা° অই; হি° যহ; মৈ° ওহি ;] অ, ১ সম্মুখে, পুরোভাগে; ২ সেই; ৩ ঐ, ও; ৪ উহা, সে সেই; ৫ দূরে; ৬ অদূরে; ৭ বিস্মৃত বিষয়ের সহসা স্মৃতিপথে উদয় হইলে; ৮ ক্রোধে বা ভয়প্রাপ্তি বা ভয়প্রদর্শনে।

অইকোট—(তিরুকোট্টি অকোট্টি, অবকোট্টি, অগ্নিকোড়) মাদ্রাজের অন্তর্গত মলবরের শহর। উ° নি° ১০° ৩৭'১৫", পূ° দ্রা° ৭৬°৩১'১৫"। বৈপিনদ্বীপের উত্তর সীমান্তে কোচিন হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহা খুব প্রাচীন শহর; প্রবাদ সেন্ট টমাস এইস্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণ-কর্তৃক অধিকৃত ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইংরেজদিগের হস্তগত হইবার পূর্বে ইহা ওলন্দাজগণের অধিকারে ছিল। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধকালে এই স্থানটী রণচাতুরীর উদ্দেশ্য-সাধক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

অইগুন—মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত হেলুঙ্‌কিয়াঙ প্রদেশে অমুর নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত বন্দর। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কোয়ুরা কনভেনশনে এই বন্দর খোলা হয়। পুরাতন অইগুন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রুশগণ ধ্বংস করেন। অক্ষা° ৫০° ৫' উ°; দ্রাঘি° ১২৬° ২৯' পূ°।

অইগুর— বগম প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। বর্তমানে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত হসন জেলায় অইগুর নদীতীরে

অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৪৮′ উ°; দ্রাঘি° ৭৫°০′ ৫০″ পূ°। পূর্বে এইস্থানে কফির চাষ হইত।

অইঘাশ—নামান্তর, অইঘাশী।* অবেস্তায় উল্লিখিত অসুর। অইঘাশ তাহার চক্ষু দ্বারা মানব-সমাজের ক্ষতি করে ও মানুষকে হত্যা করে।

অইছে-[হিং° ব্রজ° ঐসে>] (ব্রজবুলি)ঐরূপে।

অইছোরা—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত খড়দহ পরগণার একটী গ্রাম। ইহা অত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত। এইস্থানে একটী ধান-চালের বাজার আছে।

[SAB, VII, 446]

অইজিম—অএজেয়োর নামান্তর [অএজেয়ো দ্র°]।

অইতমুর—সম্রাট্ কৈকোবাদের শাসন-কালে সুলতান বলবনের দুইজন বন্দা বা ক্রীতদাস উচ্চপদ প্রাপ্ত হ'ন। মালিক অই-তমুর কছান বার্বকের পদ ও মলিক অই-তমুর সুর্খা বকীলদারের পদ প্রাপ্ত হ'ন। উভয়েই রাজপ্রাসাদের কর্তৃত্ব আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া ল'ন এবং উচ্চাশা-প্রণোদিত হইয়া বিপথে চালিত হ'ন।

সুলতান কৈকোবাদ যখন অসুস্থ হইয়া কীলুঘরী নামক স্থানে চিকিৎসকগণ-পরিবৃত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন সেনাপতি (আরিজ্-ই-মমালিক্) জলাল-উদ্দীন বহার-পুর নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। জলাল-উদ্দীন নিজে তুর্কীবংশোদ্ভূত না হওয়ায় তুর্কীদিগকে দেখিতে পারিতেন না এবং বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহই তুর্কী ছিলেন না। অইতমুর কছান এবং অইতমুর সুর্খা অনেক ওমরাহ্‌কে পদচ্যুত ও অপসারিত করিতে ষড়্-যন্ত্র করিয়াছিলেন। সেইজন্য একটী তালিকা করা হইয়াছিল। সেই তালিকায় অগ্রভাগে জলাল-উদ্দীনের নাম ছিল। জলাল-উদ্দীন পূর্ব হইতে ষড়্‌যন্ত্রের আভাস পাইয়া বহার-পুরে খিল্‌জী, মলিক এবং আমীরকে সমবেত করিয়াছিলেন। পরে অনেক ওমরাহ্ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। অইতমুর কছান কৌশল করিয়া জলাল-উদ্দীনকে শাম্‌সী-প্রাসাদে আনিয়া হত্যা করিবার জন্য বহারপুর যাত্রা করেন। জলাল-উদ্দীন তাঁহার দুরভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়া পথি-মধ্যে তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। জলাল-উদ্দীনের দুই সাহসী পুত্র প্রকাশ্যে পাঁচ শত অশ্বারোহী লইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ-পূর্বক শিশু সুলতানকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের পিতার নিকট গেলেন। অইতমুর সুর্খা তাঁহাদের অনুসরণ করিলে শরাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। এইরূপে অইতমুর ভ্রাতৃ-দ্বয়ের বিনাশ সাধিত হয়।

[EHI, III, 133, 134.]

অইতোম—শ্যাম-চীন শাখার (Siamese Chinese branch) 'তাই' সম্প্রদায়ের ভাষা। আসাম প্রদেশে ইহার প্রচলন আছে। [তাই দ্র°]।

[JRAS, 1895, 161]

অইন—যুক্ত-প্রদেশের নজৌ জেলার বিজনৌর পরগণার অন্তর্গত নজৌ তহশীলের একটী গণ্ডগ্রাম। —ভৌগোলিক অবস্থান ২৬° ৪৫′ উ° এবং ৮০° ৪৪′ পূ°। আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের হরৌনি স্টেশনের তিন মাইল উত্তরে এবং বিজনৌর হইতে দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়া নাগোয়া নদী প্রবাহিত। গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়া বালি ও হরৌনি হইতে উনাও জেলার মোহন পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তার অপর দিকে সৈ নদী। গ্রামটীর বিশেষত্ব কিছু নাই। এই গ্রামে একটী স্কুল আছে, কিন্তু কোন বড় বাজার নাই। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদম-সুমারীর গণনায় এই গ্রামের লোক-সংখ্যা হইয়াছিল ২,৩১৯। এই গ্রামের অধিবাসিগণের অধিকাংশই জাতিতে কুর্মী। গ্রামের জমির পরিমাণ ২৪৪৬ একর। ইহার প্রজাই সব শক্তিশালী। ইহার বার্ষিক রাজস্ব ৪,১৫০ টাকা। এই গ্রামের শস্য উৎপাদনের জন্য কূপ বা পুষ্করিণী হইতে জল-সেচনের খুব সুবিধা আছে। এই গ্রামের দক্ষিণে ১২০ একর জুড়িয়া ফলের বাগান। এই গ্রামের প্রধান শস্য ধান্য।

[Dist. Gaz. U. P. XXXVII, 167.]

অইন—[প্রা°] গাছ-বি°; ২ মন্ত্র-বি° ['ঐন' দ্র°]।

অইন গেলাত—১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের দাস বংশীয় সুলতানের সহিত কুটুজ্ ও তদীয় সহকারী বৈবরের প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত 'অইন গেলাতে' যুদ্ধ হইয়াছিল। দাস-নৃপতি সিরিয়ার অধিকার দাবী করিলে কুটুজ্ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন।

[J. A. Hammerton, Universal Hist. of the World, 2822.]

অইন জর্বা—২২০ হিজরী বা ৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে অজিক্ জাটগণকে পরাজিত করিয়া কয়েকজনকে বন্দী করিয়া 'অইন্ জর্বা' নামক স্থানের উত্তর সীমান্তে প্রেরণ করেন। সেইস্থানে বৈজাণ্টিয়মবাসিগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমূলে ধ্বংস করে।

[EHI, II, 247-8]

অইন মলিক—গুজরাটের সুলতান মহমুদ বীগর্হার একজন সম্ভ্রান্ত সভাসদ ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল ইমাদ্-উল্-মুল্‌ক্। আমে-দাবাদের উপকণ্ঠে বত্তোহ্ এবং মহ্‌মুদাবাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অইনপুরা নামক একটী ক্ষুদ্র শহর বা নগরোপকণ্ঠ নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। অইন মলিকের সমাধি অইনপুরার প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত তথায় একটী সুন্দর মস্‌জিদ ও পুষ্করিণী আছে।

[Bayley's Gujarat, 237]

অইনা—ইবন্ খুর্দাদবা নামক আরবদেশীয় ভৌগোলিক তাঁহার কিতাবুল মসালিক্ বল মমালিক্ গ্রন্থে 'উরসীর' হইতে অইনা ৪ দিনের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই উরসীর অর্থে কোন্ দেশ বুঝাইতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। উরসীর নাম দেখিয়া যুন্ চোয়ঙের 'উরসা'র কথা মনে হয় বটে, কিন্তু কোনরূপে উভয়ের অবস্থানের সামঞ্জস্য

* বেন্দীদাদ্—২০. ১৩, ২০, ২৪।

রক্ষা করা যায় না। ডাউসন 'উররীয় শব্দে উড়িষ্যা বা ওড্রদেশ মনে করেন এবং 'অইনা' অর্থে অন্ধ, বা তেলিঙ্গানা মনে করেন। আরব ভৌগোলিক বলেন, এই দেশে অনেক হস্তী পাওয়া যায়।

অইনু—জাপানের আদিম অধিবাসী। নামান্তর, আমুমা এরিশু। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইহারা জাপানে বাস করিত—পরবর্তীকালে জাপানীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়। বর্তমানে ইহারা কিউরাইল দ্বীপ, ইয়াজো, সাকালীনের দক্ষিণ-দেশ ও রিউকিউ দ্বীপে বসবাস করে।

উৎপত্তি—Vivien de Saint Martin এবং Rivet-এর মতে অইনুদের সহিত ওশানিয়া-বাসীদিগের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। Giuffrida-Ruggeri ও R. Biasutti একই মত পোষণ করেন, তবে Ruggeri বলেন যে, ইহারা পলিনেশিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। Biasutti বলেন, ইহারা অস্ট্রেলিয়া-বাসী হইতে উৎপন্ন। Tiofimova'ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অনেকের মতে রুশ ও তোডাদের (Toda) সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। Biasutti ও Tiofimova ইহাদের নামকরণ করেন।*

আকৃতি ও বেশভূষা—বেশভূষা ও মুখাবয়বে ইহারা সম্পূর্ণরূপে জাপানীদের প্রতিরূপ। লম্বা দাড়ি ইহাদের চেহারার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সেই কোমর পর্যন্ত লম্বা দাড়ি রাখিতে দেখা যায়। মেয়েরা ওষ্ঠের উপরিভাগে উল্কি দিয়া গুম্ফরেখা চিত্রিত করে, হঠাৎ দেখিলেই গুম্ফবিশিষ্টা বলিয়া মনে হয়। তাহাদের হাতের পিছনদিকে ও কব্জিতেও উল্কি-চিত্র থাকে। অইনুদিগের বর্ণ কটা; গণ্ডদেশ ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্ত। ইহাদের চোখ বড় ও কটা, চুল কৃষ্ণবর্ণ ও ঢেউখেলান এবং মুখায়তন ঈষৎ গোলাকার। পুরুষদিগের হনু উচ্চ এবং নাসিকা স্থূল। তাহারা কপালে লম্বা হাড়ের দণ্ড লাগাইয়া রাখে; উহাতে ভ্রূযুগলের তীব্রতা ফুটিয়া উঠে। ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য

৬৮ বৎসরের অইনু বৃদ্ধ

ইহারা বিশেষ বেশভূষা করে না—খালি পায়েই ইহারা থাকে এবং অনায়াসে তুষারশীতল পথের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে।

অইনু ও জাপানী—একই রাজ্যে বাস করিলেও অইনু ও জাপানীদের মধ্যে অদ্ভুত পার্থক্য লক্ষিত হয়। জাপানী সভ্যতাসম্পন্ন। সভ্যতার বীজ বপন করিতে না পারিলেও জাপানীগণ অইনুদের ভিতর হইতে কতকগুলি কুসংস্কার ও রীতিনীতি দূর করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অইনুরা তাহাদের প্রাচীন পথ ধরিয়া থাকিতেই ভালবাসে। তবে দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী বহু দ্রব্য ইহারা জাপানীদের নিকট হইতে লইয়াছে। থালা,

২৪ বৎসরের অইনু যুবক

বাটী প্রভৃতি সমস্তই ইহারা জাপানীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। জাপানীদের নিকট হইতে ইহারা তামাক খাওয়া শিখিয়াছে। ইহাদের ভাষা জাপানীদের ভাষা হইতে বিভিন্ন।

গৃহ ও জীবিকার্জন—মৎস্য-শিকারে অইনুরা বেশ নিপুণ। ইহাই ইহাদের জীবিকার্জনের প্রধান উপায়। ছোট ছোট ডিঙ্গি তৈয়ারী করিয়া ইহারা তাহার সাহায্যে জলে পরিভ্রমণ করে। অবশ্য ইহারা নৌকাও তৈয়ারী করে। প্রায় সকলেরই নিকট প্রয়োজনোপযোগী ছুরি ও অন্যান্য অস্ত্রাদি

জাপানী সভ্যতায় দুইটী অইনু রমণী

* Homo Oceanicus Ainu. (Montandon. Ainou, Japanois, Bouriates, L'Anthropologie, Tome, XXXVII, 337)

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা চাষ করে। মেয়েদেরও চাষ করিতে দেখা যায়। মেয়েরা সামুদ্রিক ঝিনুকের তৈয়ারী ছুরির দ্বারা শস্যের মুখ কাটিয়া ক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকে। ইহাদের

অইনুদের দেশ—নদীতীরের দৃশ্য

পূর্বপুরুষেরা প্রস্তরের অস্ত্র ও হাঁড়িকুড়ি তৈয়ারী করিত,—উহার সন্ধান সমুদ্রতীরবর্তী shell-mounds বা কম্বুস্তূপে পাওয়া যায়। ইহারা মৃন্ময় পাত্রাদি নির্মাণ করে। এই পাত্রাদির সহিত ভারতীয় প্রাচীন মৃৎশিল্পের অনেক সাদৃশ্য আছে।* ইহাদের গৃহ কাষ্ঠনির্মিত। গৃহের মধ্যভাগে একটী লম্বা চতুষ্কোণ স্থান অগ্নিকুণ্ডের জন্য রক্ষিত থাকে।

ধর্ম ও রীতিনীতি—প্রাগৈতিহাসিক পূর্বে ইহারা একেশ্বরবাদী ছিল: বর্তমানে বহু দেবতার পূজা করে। দেবতা মাত্রকেই ইহারা 'কমুই' বলে।† প্রধান দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা 'পশে কমুই'। সূর্যকে ইহারা দেবতারূপে পূজা করে। সূর্যের রশ্মিজাল স্ত্রী-দেবতা; তিনিও পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি সর্বদা অইনুদের কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতেছেন। কোন অইনুর মৃত্যু হইলে যখন সে সৃষ্টিকর্তার নিকট নীত হয়, তখন তিনি সাক্ষ্য দেন। বিচারে অইনু নির্দোষ সাব্যস্ত হইলে স্বর্গে আশ্রয় পায় এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে পাতালে যায়।* চন্দ্র সূর্যের স্ত্রী, কিন্তু তিনি পূজিত হ'ন না। সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রদেবী বাস করেন। তিনি মৎস্যাদির

কুটির-সম্মুখে একটী অইনু-পরিবার

পরিদর্শন ও পরিচালনা করেন। ইহাদের মতে মনুষ্যাত্মা ছাড়াও সমুদয় পশুপক্ষী, মৎস্য এবং বৃক্ষাদির প্রাণ বা আত্মা আছে; এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। ইহারা সামুদ্রিক জন্তুসমূহকে এবং সুবৃহৎ মৎস্যকে দেবতাদের সাময়িক রূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহারা বৃক্ষাদির পূজা করিয়া থাকে। ক্ষেত্রে চাষ করিয়া বীজ বপন করিবার পূর্বে ইহারা সৃষ্টিকর্তাকে প্রথমে পূজা করে। দেবতাদের পূজায় পশুপক্ষী মারিবার রীতি আছে; মারিবার পূর্বে ইহাদিগকে পূজা করিতে হয়। ভল্লুক মারিয়া ভোজের উৎসব শ্রেষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠান। ইহাতে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতে হয়।* ইহারা সর্পের পূজা করে বটে, তবে সন্তান-প্রসবের সময়ে প্রসূতি কষ্ট পাইলে কৃত্রিম সর্প-পূজার রীতি আছে। প্রায় প্রতি গৃহস্থের ঘরেই বাস্তু-দেবতারূপ কৃত্রিম সর্প রাখিবার পদ্ধতি দেখা যায়। ইহাদের বিশ্বাস, দৈত্যগণ প্রথমে জলাভূমিতে বাস করিত, এখন সমুদ্রে ও নদীর মধ্যে থাকে। উহারাই সমুদয় রোগের কারণ। উহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অইনুরা উহাদের পূজা করে।

সামাজিক নিয়ম—পূর্বপুরুষদিগের পূজা অইনুদের একটী সামাজিক প্রথা। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের এই পূজায় অধিকার নাই, কিন্তু স্বামী বা কোন নিকট পূর্বপুরুষকে স্থান-বিশেষে শ্রদ্ধা জানাইতে পারা যায়। স্বামী কোনরূপ

* Indian Affinities of Ainu Pottery, by R. D. Banerji, JASB, 1927, 270.

† 'কমুই'এর 'ক' অর্থে অসাধারণ। 'মু' অর্থে ব্যক্তি। অর্থাৎ 'কমু' অর্থে অসাধারণ ব্যক্তি। 'ই' যোগ করিলে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বুঝায়। এস্থলে 'কমুই' অর্থে যাঁহার অসাধারণ ব্যক্তি আছে, অর্থাৎ দেবতা।—Batchelor: A Ainu-Eng-Jap-Dictionary and Grammar, 1905, II, 20

* অইনুদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই চিরদিনের জন্য অন্য লোকে গমন করে। নির্দোষী ও পুণ্যাত্মা হইলে সে স্বর্গলোকে যন্ত্রণা, অমঙ্গল, অন্ধকার, শীত ও ভয় হইতে অব্যাহতি পাইয়া শান্তি লাভ করে, দোষী হইলে চিরদিনের জন্য পাতালে থাকিয়া কষ্টভোগ করে—এমন কি, জমিয়া বরফ হইয়া থাকিতে হয়।

* এই ধরণের প্রথা গিলিয়াক ও এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটী আদিবাসীর মধ্যে দেখা যায়।

ক্ষতি বা অত্যাচার না করা পর্যন্ত পত্নী স্বামীর নাম ধরে না। কোকিল, পেচক প্রভৃতি কয়েকটী পক্ষীর স্বর অনুকরণ করিলে মানুষ বশীভূত হইবে এই ভয়ে উহা হইতে সকলে নিরস্ত থাকে। শিশুর জন্ম হইলে বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয়; তখন পিতার নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ভোজন ও পান করা নিষিদ্ধ। সন্তান-প্রসবের পর সাতদিন স্ত্রীর অশৌচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামী পূজা, শিকার বা কাজ করিতে পারে না।

প্রায় প্রত্যেক অইনুই নানা আকারের নানারূপ প্রস্তর বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যবহার করে এবং প্রেম বা প্রণয়ের জন্য চামড়া, হাড়, পালক ও পাখীর চক্ষু ব্যবহার করে। সর্পের ত্বক্ গৃহকার্যে ও অন্যান্য কার্যে উৎসাহ ও শক্তি পাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। পাখীর ডিম ও বাসা ইহারা চাষে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কতকগুলি পাখীর মাথা রোগ তাড়াইবার জন্য গৃহে রক্ষিত হয়। ভল্লুক, শৃগাল, বাদুড়,

বিংশবর্ষীয়া অইনু যুবতী

শকুনি, পেচক, চিল, এবং খরগোশের মাথার খুলিও মন্ত্রশক্তির বিকাশে সাহায্য করে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। হরিণের শিং এবং কোন কোন সময়ে কোন জন্তুর উদর হইতে প্রাপ্ত প্রস্তর সৌভাগ্য আনয়নের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহাদের মধ্যে যাদুবিদ্যার (magic) অনুশীলন খুব দেখা যায়। এই যাদুবিদ্যা

৫০ বৎসরের অইনু-রমণী

ইহারা নিজেদের কল্যাণ লাভ করিবার আকাঙ্খায় শিক্ষা করে।

[A. H. Savage Landor: Alone with the hairy Ainu, 1893; Miss Bird: Unbeaten Tracts, 1885 (abrgd.), Letter-37, 273, 277; Griffis: The Religions of Japan, 1895, 30,33,278; Memoirs of the Literature College, Imperial University of Japan, I; Batchelor, Ven-Dr. John RGS: The Ainu and their Folklore, (The Religious Tract Society), 1901; Bilder-Lex. Kon: Der Erotik, I, Kultur—Geschichte; Britfault, Robert Stephen: The Mothers (A study of the origins of sentiments and institutions), 1927; Jevons: History of Religion, 1896; Transactions of the Asiatic Society of Japan, tran. by Chamberlain (supplement), 1882, by W. G. Aston (supplement), 1896; Transactions of the Asiatic Society of Japan, XVI, pt. i, 1887; J. Batchelor: The Ainu of Japan, 1892; N. G. Munro: Prehistoric Japan, 1912; "Ueber die Urbewohner von Japan," Mitt. d. Deutsch. Gesell. f. Natur. u. Volkerkunde Ostasiens, IX, 3, 1903; "Die korperlichen Eigenschaften der Japaner" in Mitt. der Deutsch. Gesell. f. Natur-u-Volkerkunde Ostasiens, 25 and 32; Cruise of the Marchesa, 1886, I, 36; Man — Past and Present, by A. H. Keane, 295 sq; J. A. Hammerton; Universal History of the World, I, 189, 192, 214, 441; IV, 2379-83 Dr. G. Montandon: L'Anthropologie, Tome, XXXVII, 1927 (Ainou Japonais, Boursaies) T. Trofimova; K. Ainoskevic probleme; Prof. Hans Molisch: Im Lande der Aufgehenden Sonne, Wien; Czaplicka, M. A.: Aboriginal Siberia, A Study in Social Anthropology, 1914.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অইনুদ্দীন · শেখ—সুলতান অলী উদ্দীন হসন বহ্মনীর সমসাময়িক ভারতীয় গ্রন্থকার গ্রন্থ—'কিতাব উল্-অন্‌বার'; ইহাতে সমুদয় ভারতীয় মুসলমান সাধুগণের বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক তথ্য লিখিত আছে।

OBD]

অইনুদ্দীন সৈয়দ—'কৃষ্ণলীলা'-বিষয়ক পদ-রচয়িতা।

অইনুল্ অখ্‌বার—গ্রন্থ-বি°। মুহম্মদ উফী-লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—জামি-উল্ হিকায়াৎ-এ যে সমুদয় গ্রন্থের উল্লেখ আছে এখানি তাহাদের অন্যতম। [জামি-উল্ হিকায়াৎ দ্র°]

[EHI, II, 157]

অইনুল্-মুল্ক্,— ইনি গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজঃফরের সময়ে নহরবালাহ্ বা 'পত্তন' সুবার জায়গীরদার ছিলেন। ইদরের রাজা ভীম বিদ্রোহী হইয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সাবর নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ মথিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সময়ে অইনুল্-মুল্ক্ ঐ রাজার রাজ্য আক্রমণ করেন। ইদরের তিন ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলে রাজা বহু সৈন্য লইয়া ইঁহার সম্মুখীন হ'ন। ভীষণ যুদ্ধে অইনুল্-মুল্কের ভ্রাতা অবদুল্-মুল্ক্ এবং বহু বীর নিহত হ'ন এবং অইনুল্-মুল্ক্ পরাজিত হইয়া পত্তনে ফিরিয়া যান। চিতোড়ের রাণা সঙ্গ গুজরাট আক্রমণ করিলে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে অইনুল্-মুল্ক্ ও কতে খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

সুলতান মুজঃফরের পর সুলতান বহাদুর শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিলে বিদ্রোহী রাজ-কর্মচারী নিজাম-উল্-মুল্কের সহিত ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিয়া অইনুল্-মুল্ক্ ১৫২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে * সুলতানের সেনাপতি ইমাদ-উল্-মুল্‌ক্কে পরাজিত করেন। তাহার পর এই বিদ্রোহী বাহিনী আসীর ও বুর্হানপুর ধ্বংস করিতে চলিলে সুলতান তাঁহাদের বিরুদ্ধে কৈসার খাঁকে প্রেরণ করেন। বুর্হানপুরে

*তবকাৎ-ই-অকবরির মতে ৯৩৩ হিঃর শেষ অর্থাৎ ১৫২৭ খ্রীঃ মধ্যভাগ।

ইকলাস খাঁ এই সম্মিলিতশক্তিকে পরাজিত করেন।

[Bay, Guj.]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অইনুল্-মুল্ক্২ — ইনি বিজাপুরের সুলতান আলী আদিল শাহ্‌র একজন সৈনিক কর্মচারী ছিলেন। মুর্তাজানিজাম শাহ্‌র সময়ে ইনি অহ্‌মদনগরের রাজ্যে লুঠতরাজ করিতে থাকিলে ইঁহার বিরুদ্ধে অহ্‌মদনগরের সুলতান খুজা মীরক্ ও পীর খাঁ নামক দুইজন সেনাপতি প্রেরণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধে অইনুল্-মুল্ক্ নিহত হ'ন (১৫৬৭ খ্রীঃ)।

[BHM, III, 133]

অইনুল্-মুল্ক্৩ — খান্দেশের প্রথম মুসলমান স্বাধীন নৃপতি ও ফারুকি-বংশের স্থাপয়িতা মলিক রাজা বা আদিল খাঁর উপাধি ছিল অইনুল্-মুল্ক্। [আদিল খাঁ মলিক রাজা ও ফারুকি দ্র°]

[Ba, Gui, 76n, 222n, 100n ; BHM, Iiv, 280-285]

অইনুল্-মুল্ক্৪ — সুলতান মুহম্মদ শাহ্ তুগলকের অনুচর ও পুরাতন সভাসদ্। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 'মুন্‌শাৎ-ই-মাহ্‌রু' 'ইন্‌শা-ই-মাহ্‌রু' এবং 'তর্জীন-অইনুল্-মুল্‌কী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইন্‌শা-ই-মাহ্‌রু গ্রন্থে ইঁহার কতকগুলি পত্র লিখিত আছে। ইঁহার পুস্তকসমূহ হইতে সেই সময়ের ভারতের রাজনীতি, সমাজ ও ধর্মের বহুল তথ্য পাওয়া যায়। অনেকে ইঁহাকে 'ফথ্‌নামা' নামক সম্রাট্ অলাউদ্দীনের যুদ্ধকাহিনীর রচয়িতা মনে করেন। ইঁহার অপর নাম "অইন্-মাহ্‌রু"। ইনি জ্ঞানী, শিক্ষিত, স্থিরবুদ্ধি ও চতুর লোক ছিলেন। সুলতান মুহম্মদ শাহ্‌র রাজত্বকালে ইনি ও ইঁহার ভ্রাতৃগণ বহু বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। একদা দিল্লীতে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে উহার অধিবাসিগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসবাস করিতে লাগিল। সম্রাট্ স্বয়ং ফরক্কাবাদের নিকট খোর নামক একটী শহরের কাছে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এইস্থানে একটী শহর গড়িয়া উঠিল। লোকে ইহার নাম রাখিল 'স্বর্গদ্বারী'। আউধ ও কারা হইতে এইস্থানে শস্য প্রেরিত হইতেছিল। তখন অইনুল্-মুল্ক্ আউধ ও জাফরাবাদের শাসনকর্তা। সেইস্থানে কোন বিদ্রোহ ছিল না, লোকে সুখশান্তিতে বাস করিতেছিল। অইনুল্-মুল্ক্ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সম্রাট্‌কে মুদ্রা, শস্য ও অন্যান্য দ্রব্যে ৭০।৮০ লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের শাসনকর্তা নিজাম বেন্ বিদ্রোহী হইলে অইনুল্-মুল্ক্ সেই বিদ্রোহ দমন করেন (১৩৪৫ খ্রীঃ)। ইহাতে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া অইনুল্-মুল্‌ক্‌কে দৌলতাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অইনুল্-মুল্‌কের ভ্রাতৃগণ সম্রাটের এই সম্বন্ধে কোন দুরভিসন্ধি আছে স্থির করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এদিকে কতকগুলি রাজস্ব কর্মচারী অভিযুক্ত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়; তাহাদের কতকগুলি পলায়ন করিয়া দিল্লী ছাড়িয়া আউধ ও জাফরাবাদে আসিয়া বাস করিতেছিল। তাহারা অইনুল্-মুল্‌কের সম্রাটের প্রতি সন্দেহ দৃঢ় করিল। সম্রাট্ তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া প্রেরণ করিতে বলিলে একটা বিদ্রোহের সূচনা হইল।

অইনুল্-মুল্ক্ স্বর্গদ্বারীতে আসিলেন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কিছু দূরে বাস করিতে লাগিলেন। সহসা এক রাত্রে অইনুল্-মুল্ক্ ভ্রাতাদিগের সহিত যোগ দিয়া সম্রাটের হস্তী ও অশ্ব লুণ্ঠন করিলেন। বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। অইনুল্-মুল্ক্ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না। বহু যুদ্ধবিজেতা রণপারদর্শী মুহম্মদ শাহ্‌র চেষ্টায় সে বিদ্রোহ নিমেষে প্রশমিত হইল। কনৌজের নিকট একটী যুদ্ধে অইনুল্-মুল্ক্ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহার ভ্রাতারা নিহত হইলেন। সম্রাট্ অইনুল্-মুল্‌ক্‌কে শাস্তি দিলেন না; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রিয় সভাসদ্ ভ্রমে পড়িয়া ও অপরের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সম্রাট্ তাহার পর অইনুল্-মুল্‌ক্‌কে পূর্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। *

সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র সময়ে তিনি 'অশরাফুল্-ল্-মমালিক্'পদ প্রাপ্ত হ'ন এবং এই মন্ত্রীর কার্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার সহিত প্রধান মন্ত্রী খান-ই জহানের বিরোধ বাধিল। পরস্পর পরস্পরে তীব্র উপহাস করিতেন। খান-ই-জহান ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া মক্কা যাইতে ইচ্ছা করিলে সুলতান তাঁহাকে বলেন, তিনি প্রধান মন্ত্রী, তিনি ইচ্ছা করিলে যাহাকে ইচ্ছা কর্মচ্যুত করাইতে পারেন। ইহাতে উজীর সন্তুষ্ট হইয়া অইনুল্-মুল্‌ক্‌কে কর্মচ্যুত করেন। অইনুল্-মুল্ক্ তিন দিন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, তৃতীয় দিবসে সম্রাটের নিকটে গমন করিলে তিনি তাঁহাকে, মুলতান, ভক্কর এবং সিবিস্তানের শাসনভার অর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু অইনুল্-মুল্ক্ সেই দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব উজীরকে দিতে রাজী হইলেন না। স্থির হইল, ঐ তিনটী দেশ উজীরের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে না। এদিকে অইনুল্-মুল্‌কের কর্মচ্যুতিতে অপর কর্মচারিগণ শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সুলতানের নিকটে আবেদন করিলেন। অইনুল্-মুল্ক্ মুলতানের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন; তাঁহাকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনা হইল। অপরাপর কর্মচারিগণ উজীরের এই কর্তৃত্ব খর্ব করিবার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করিলেন। অইনুল্-মুল্ক্ বলিলেন, খান-ই জহানের কর্তৃত্ব খর্ব করিলে, তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিলে, রাজ্যের অমঙ্গল হইবে। সম্রাট্ তাঁহার কথায় বিস্মিত হইলেন। উজীরকে সুলতান ডাকিয়া পাঠাইলেন। সকল কথা শুনিয়া উজীর অইনুল্-মুল্‌কের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের বিবাদ মিটিয়া গেল।

[OBD; EHI, III, 16-249, 369-71, 619; BHM, I, 428-431; RC, 220, 221; IHMJ, 246-47, 261, IPMR, 149-50]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

* কথিত আছে যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া একটী কৌপীন পরাইয়া ষাঁড়ের পৃষ্ঠে চড়াইয়া সুলতানের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়। আমীরদিগের পুত্রগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া অপমান করিতে ও তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে থাকে। সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া হস্তপদ শৃঙ্খলিত করিয়া উজীর খুজা-ই-জহানের হস্তে সমর্পণ করা হয়। আড়াই বৎসর পরে সম্রাট্ রাজধানীতে ফিরিয়া অইন-উল্ মুল্‌ক্‌কে ক্ষমা করেন।

[EHI, III, 616]

অইনুল্-মুল্‌ক্-গীলানি — বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌র নাবালক অবস্থায় তাঁহার মাতা চাঁদ বিবি তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। কমিল খাঁ-কে হত্যা করিয়া হাজি কিশ্‌বর খাঁ রাজপ্রতিনিধির কার্য করিতেছিলেন — এই সময় অহ্‌মদনগরের সেনাপতি বেহজাদ্-উল্-মুল্‌ক্ বিজাপুর আক্রমণ করেন। বিজাপুরের একজন সেনাপতি ও সুদক্ষ কর্মচারী অইনুল্-মুল্‌ক্ গীলানি * অহ্‌মদনগরের সেনাপতিকে সীমান্তপ্রদেশে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কিশ্‌বর খাঁর পতনের পর মুস্তাফা খাঁ নামক একজন আবিসিনীর সামন্ত রাজ-প্রতিনিধি হ'ন। ইনি বিজাপুরের রাজ-দরবার হইতে বহু পুরাতন কর্মচারীকে নির্বাসিত করেন। ইনি অইনুল্-মুল্‌ক্‌কে তাঁহার জায়গীর হইতে দরবারে নিমন্ত্রিত করেন এবং দুইজন মন্ত্রীর সহিত নগরের বাহিরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করেন। অইনুল্-মুল্‌ক্ এই তিনজনকে বস্তুতঃ একপ্রকার সহায়হীন অবস্থায় পাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বন্দী করেন এবং স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধি হইবার আশায় বন্দীদিগকে হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া নগর-দ্বারে উপস্থিত হ'ন। নগর-দ্বার রুদ্ধ ও নগর-রক্ষিগণ যুদ্ধোদ্যম করিতেছে দেখিয়া তিনি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নিজ জায়গীরে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কিছু পরে অহ্‌মদনগর, বেরার ও গোলকুণ্ডার সম্মিলিত শক্তি বিজাপুর আক্রমণ করে। তখন রাজ-ধানীতে দুই তিন সহস্র সৈন্য ছিল। রাজপ্রতিনিধি নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া অইনুল্-মুল্‌ক্ ও অঙ্কুস্ খাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অইনুল্-মুল্‌ক্ ও অঙ্কুস্ খাঁ অষ্টসহস্র অশ্বারোহী লইয়া নগরের আল্লাপুর দ্বারের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া অগণিত শত্রু সৈন্যের সহিত খণ্ড যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। অবশেষে বর্ষায় নগর-প্রাকারের কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িলে আবিসীনীর সামন্তগণের ভীরুতায় অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহারা শত্রুপক্ষে যোগদান করেন। এদিকে সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় তাঁহারা আক্রমণ করিতে বিলম্ব করিলেন। এই অবসরে দুর্গ-প্রাচীর সংস্কার করা হইল। অন্যান্য কর্মচারিগণ তাঁহাদের উপর অসন্তুষ্ট জানিয়া আবিসিনীর সামন্তগণ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করিলে চাঁদবিবি শাহ্ অবুল্‌হুসেনকে আমীর জুম্লাগী দিলেন। শাহ্ অবুল্‌হুসেন অইনুল্-মুল্‌ক্ ও অঙ্কুস্ খাঁকে এই বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন যে, মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়। তাঁহারা ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌র সহিত পুনর্মিলিত হইলেন।

ইহার পর দিলাবর খাঁ নামক এক সেনাপতি ক্ষমতাশালী হইয়া মুস্তাফা খাঁকে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধি হইলেন। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম আদিল শাহ্ অহমদনগর আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে অইনুল্-মুল্‌ক্ ও দিলাবর খাঁর মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। অইনুল্-মুল্‌ক্ তখন আমীর-উল্-উমরা। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই মে তারিখে সুলতান দিলাবর খাঁর প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য গোপনে অইনুল্-মুল্‌ক্ ও অন্যান্য সেনাপতির সহিত যোগ দেন। ইহার পর দিলাবর খাঁর প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইল ও অইনুল্-মুল্‌ক্ সুলতানের প্রিয়পাত্র হইলেন। *

ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌র ভ্রাতা ইস্মাইল বেলগাঁওর দুর্গে বন্দী রূপে বাস করিতেছিলেন। সুলতানের আদেশে তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া স্বয়ং দুর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। ইস্মাইল অইনুল্-মুল্‌কের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অইনুল্-মুল্‌ক্ বাহিরে সুলতানের প্রতি আনুগত্য দেখাইতে থাকিলেও ভিতরে ভিতরে ইস্মাইলের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সুলতানের সৈন্য বেলগাঁওর দুর্গ অবরোধ করিলে অইনুল্-মুল্‌ক্ অবরোধকারিদের সহিত যোগ দিয়া অবরুদ্ধ ইস্মাইলের সহিত পত্রবিনিময় করিতে ও রাত্রিযোগে খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতে লাগিলেন। ইঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা সুলতানের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি ইঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ইঁহার ব্যবহারে বিশ্বাসঘাতকতার কোন চিহ্ন না পাইয়া পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন। পুনরায় অইনুল্-মুল্‌ক্ ইস্মাইলের সহিত ষড়্‌যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন এবং বিজাপুরের কোতোয়াল হিম্মৎ খাঁ ইঁহার এই দুরভিসন্ধির কথা সুলতানের কর্ণগোচর করিবার ভয় দেখাইলে ইনি তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এই সময়ে আর লুকোচুরি অসম্ভব বুঝিয়া ইনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিয়া অহ্‌মদনগরের সুলতান বুর্হান-নিজাম শাহ্‌কে বিজাপুর আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। বহু সভাসদ ভিতরে ভিতরে ইস্মাইলের পক্ষাবলম্বন করিলেন, কিন্তু এই বিপদে ইব্রাহিম আদিল শাহ্ ধৈর্য হারাইলেন না। অইনুল্-মুল্‌ক্ দশসহস্র অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক লইয়া বেলগাঁওর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ইস্মাইলকে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। বুর্হান-নিজাম শাহ্‌র অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মিলিতশক্তি-সহ বিজাপুরের দিকে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ্ হমীদ খাঁকে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। অইনুল্-মুল্‌ক্ হমীদ খাঁকে স্বদলে আনিবার জন্য গুপ্তচর পাঠাইলেন। হমীদ খাঁ প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়া তাঁহাকে ইস্মাইলের সহিত যোগ দিবার ইচ্ছা জানাইলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, কুমার দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিলে অনায়াসে সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন। স্থির হইল বেলগাঁওর কিছু দূরে অইনুল্-মুল্‌কের শিবিরে উভয় পক্ষের পরামর্শ-সভা বসিবে। অইনুল্-মুল্‌ক্ শিবিরে ইস্মাইলকে লইয়া হমীদ খাঁর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হমীদ খাঁ শিবিরের নিকটে আসিয়া শিবির আক্রমণ করিলেন। ইস্মাইল বন্দী হইলেন এবং অইনুল্-মুল্‌ক্ নিহত হইলেন ও তাঁহার ছিন্নশির সুলতানের নিকট প্রেরিত হইল।

BHM, III, 146, 151-53, 165-69, 177-182. BG, II, pt 2, 648-9.

* ইনি সুলতান প্রথম ইব্রাহিম আদিল শাহ্‌র শাসনকালের সৈন্, অইনুল্-মুল্‌ক্-গীলানি হইতে ভিন্ন।

* কিন্তু দিলাবর খাঁর সহিত সুলতানের সংঘর্ষ হইলে তিনি গোপনে তাঁহার সহিত ষড়্‌যন্ত্র করেন। BF, iii, 168.

অইনুল্-মুল্‌ক্-গীলানি, সৈক— ইনি পূর্বে অহ্‌মদনগরের সুলতান বুর্হান্ নিজাম শাহ্‌র সেনাপতি ছিলেন। বুর্হান্ নিজাম শাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁহার পরবর্তী সুলতান হুসেন নিজামশাহ্‌র অত্যাচারের ভয়ে বেরারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় বিজাপুরের সুলতান ইঁহাকে তাঁহার রাজ-সরকারে কার্য করিবার জন্য আহ্বান করেন। সুলতান ইব্রাহিম (প্রথম) আদিলশাহ্ ইঁহাকে উপাধি, ভূসম্পত্তি ও অর্থ দান করিয়া উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় অহ্‌মদনগরের ভূতপূর্ব সুলতান বুর্হান্ নিজাম শাহ্‌র পুত্র আলী ইব্রাহিম অদিল শাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজাপুরের সুলতান আশ্রিতকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কুমার আলীর সাহায্যার্থে বিজাপুরের সুলতান যুদ্ধসজ্জা করিলেন। অইনুল্-মুল্‌ক্ বাহিনীর সম্মুখে রহিলেন। সুলতান এই বিদেশী সেনাপতিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। অইনুল্-মুল্‌ক্ সসৈন্যে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলে সুলতান ইঁহাকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। পশ্চাৎপদ হইলে শত্রু সাহসী হইবে ভাবিয়া ইনি ভীষণ বেগে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। চারিদিকে শত্রু-সৈন্য বেষ্টিত হইয়া ইনি প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিবার মানসে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ইঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া বিজাপুরের অন্যান্য সেনাপতিগণ মনে করিলেন ইনি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছেন। তখন বিজাপুর-রাজ প্রমাদ গণিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। এইরূপে নূতন প্রভু-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে অসীম বিক্রমে অইনুল্-মুল্‌ক্ শত্রুব্যূহ ভেদ করিলেন ও সহায়হীন অবস্থায় বিজাপুরের রাজধানীর নিকটবর্তী হইয়া সুলতানের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সুলতান তখনও ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া ইহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না, এমন কি পত্রবাহককে প্রহার পর্যন্ত করিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া বন্ধুগণের পরামর্শে অইনুল্-মুল্‌ক্ বিজাপুররাজ-প্রদত্ত জায়গীরে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর সুলতান ইঁহাকে ইঁহার জায়গীর হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু অইনুল্-মুল্‌ক্ সুলতানের সেনাপতিগণকে পরপর দুইটী যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। অইনুল্-মুল্‌কের মনে তখন স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনের ইচ্ছা হইল। এইজন্য ইনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

ইব্রাহিম অদিল শাহ্ তখন স্বয়ং সসৈন্যে অইনুল-মুল্‌ক্‌কে আক্রমণ করিলেন। মান নদীর তীরে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল। বহু ইতঃস্ততের পর অনন্যোপায় হইয়া অইনুল্-মুল্‌ক্ প্রভুকে আক্রমণ করিলেন। সুলতান পরাজিত হইয়া বিজাপুর-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়ী সেনাপতি বিজাপুর অবরোধ করিলেন। ইব্রাহিম আদিল শাহ্ উপায়ান্তর না দেখিয়া বিজয়নগরের হিন্দু রাজা রামরাজকে ১২ লক্ষ হুন (=৪২,০০,০০০ টাকা) পাঠাইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। রামরাজের ভ্রাতা সুচতুর বেঙ্কটাদ্রির কৌশলে অইনুল্-মুল্‌ক্ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। গুজব উঠিল, ইনি নিহত হইয়াছেন। ইঁহার সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তিনি অহ্‌মদনগরে হুসেন শাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। সেইস্থানে হুসেন শাহ্‌র বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার সাহসী অনুচর কবুল খাঁর বীরত্বে তাঁহার পরিবারবর্গ রক্ষা পাইল। ইনি আপন অনুচরগণের সহিত ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। বিজাপুরে অইনুল্-মুল্‌কের সমাধি আছে।

[BHM, III 133]

অইনুল্-মুল্‌ক্ (মুলতানী)— ইনি সম্রাট্ অলাউদ্দীন খিল্‌জীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সম্রাট্ ইঁহাকে ৭০৪ হিঃ (১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে) মালব জয় করিতে প্রেরণ করেন। মালবরাজ ৪০,০০০ অশ্বারোহী ও ১০০,০০০ পদাতিক লইয়া ইঁহাকে বাধা দেন, কিন্তু অইনুল-মুল্‌ক্ মালবরাজকে পরাজিত করিয়া উজ্জয়িনী, মণ্ডু, ধারানগরী এবং চন্দেরী অধিকার করেন। ইনি সম্রাট্‌কে এই সুসংবাদ পাঠাইলে সম্রাটের আদেশে দিল্লীতে সাত দিন রোশনাই হইয়াছিল। অইনুল্-মুল্‌কের এই যুদ্ধজয়ে ভীত হইয়া জলোরের রাজা নেহ্‌রদেও ইঁহার উপস্থিতি মাত্রই ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। দেবগিরির রাজা রামদেব কর বন্ধ করিলে সম্রাট্ অলাউদ্দীন মলিক কাফুরকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন (১৩০৭ খ্রীঃ)। এই সময়ে অইনুল্-মুল্‌ক্ মালবের শাসনকর্তা ছিলেন; ইনি সসৈন্যে মলিক কাফুরের সহিত যোগদান করেন। অলাউদ্দীনের শেষ দশায় চক্রী মলিক কাফুর তাঁহার মন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাঁহার প্ররোচনায় সম্রাট্ গুজরাটের শাসনকর্তা উলঘ্ খাঁ বা অল্‌প্ খাঁকে দিল্লীতে আনিয়া হত্যা করিলেন। ফলে গুজরাটে ভীষণ বিদ্রোহ হইল। অলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র শিহাবুদ্দীন উমর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অলাউদ্দীনের অপর পুত্র কুৎবুদ্দীন মুবারক শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরণ করেন। ইনি দক্ষতার সহিত বিদ্রোহ দমন করিয়া গুজরাটে শান্তি স্থাপন করেন।

[Bay. Guj, 39, 40, 365-66, 381, 388, (Cambay). RCI, 214 ; EHI, III, 214 ; BG, 229-30 ; ii, 532]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অইনুল্-মুল্‌ক্ হুসিয়ার— সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র ক্রীতদাস। সুলতান রোগ-শয্যায় মরণাপন্ন হইলে ইঁহার হাতে রাজ্য দেখিবার ভার অর্পণ করেন। এই সময় সুলতানের ভ্রাতা অহ্‌মদ শাহ্ ভ্রাতাকে মারিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। ইনি তখন সুলতানকে এই সংবাদ দিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন [ফিরোজ শাহ্ দ্র°]।

[IHMI, 1928, 337]

অইনুল্-মুল্‌ক্ হেকীম— প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি ও পণ্ডিত। সম্রাট্ অক্‌বরের রাজত্বকালে ইনি একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী ছিলেন। ইঁহার কবি নাম—দফা। ইনি সীরাজের অধিবাসী। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (হিঃ ১০০৩) সম্রাটের রাজত্বের ৪০শ বর্ষে ইঁহার মৃত্যু হয়।

[OBD, 1881, 30]

অইমুল্-মুল্কী—অইমুল-মুল্কী-লিখিত গ্রন্থ [অইমুল্-মুল্ক্, দ্রঃ]। মুহম্মদ তুগলক ও ফিরোজ শাহ্‌র সময়ে ইহা রচিত হয়। তৎকালে ইহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল।

[EHI, III, 369]

অইবক্,—বলখ্ দেশের সীমান্তস্থিত দুর্গ। সম্রাট্ হুমায়ুন যখন কাবুল হইতে ৯৫৩ হিজরীর শেষভাগে (১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) বল্খের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন তাঁহার দুই ভ্রাতা মির্জা কামরান্ এবং মির্জা আস্কারী পুনরায় বিদ্রোহী হ'ন। হুমায়ুন অইবক্ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলে বল্খের শাসনকর্তা পীর মুহম্মদ খাঁ সসৈন্যে সেই দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুন কিছুকাল দুর্গ অবরোধ করিবার পর উজবেকগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

[EHI, V, 230]

অইবক্,—['কুৎবুদ্দীন' দ্র°]।

অইমনি—[অখনি > অইমনি—অপ্র°] ক্রি-বিণ—তখনি, সেইক্ষণে। হরি° ॥

অইমাক্—জাতি-বি°। আফ্‌গনিস্তানের অইমাক্‌গণ হজারা দেশের পশ্চিমাঞ্চলবাসী। মুঙ্গলগণের তিনটী বৃহৎ শাখা কতকগুলি অইমাক্ বা জাতিতে বিভক্ত। প্রত্যেক অইমাক্ কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি। ইহাদিগের দলপতির আদেশ ব্যতীত ইহারা কখন বিচ্ছিন্ন হয় না। যখন কোন অইমাক্ যুদ্ধার্থ কিংবা অন্য কোন কারণে সমবেত হয় তখন এই মিলনকে 'ওর্দা' নামে অভিহিত করা হয়।

[Bidle : Bokhara, 79 ; David : Turkish Grammar, xliii ; Elphinstone : Cabul, I., 162 ; II, 242-49 ; IV, 79 ; EHI, VI, 267 ; VII, 146]

অইমোল—আসামের মণিপুর-রাজ্যের অধিবাসী কুকী জাতির একটী ক্ষুদ্র শাখা। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদম-সুমারীর গণনায় ইহাদের লোকসংখ্যা হইয়াছিল ৫০১ জন, তাহাদের মধ্যে ২৭০ জন পুরুষ ও ২৩১ জন স্ত্রীলোক [কুকী দ্র°]।

[CI (Assam), 1931.].

অইয়নার (অয়নার)—দক্ষিণ-ভারতের গ্রামদেবতাদের মধ্যে অইয়নার লোকপ্রিয় ও অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা অধিক সম্পূজিত। শস্য-ক্ষেত্রের রক্ষা-কর্তা বলিয়া ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত। শস্যগুলিকে নানারূপ 'ঈতি'র হস্ত হইতে ইনিই রক্ষা করিয়া থাকেন, আবার রাত্রিকালে যাহাতে দুষ্ট ভূত-যোনিরা শস্যের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে সে বিষয়েও ইঁহার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক গ্রামে ইঁহার জন্য নির্দিষ্ট মন্দির আছে; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশের লোকেরা এই দেবতার নাম পর্যন্তও জানে না।

হরি ও হরের সংযোগে অইয়নারের উৎপত্তি। শব্দটী ইহাদের অপভ্রংশ-জাত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইনি হরি ও হরের পুত্র এবং ইনি 'মহাশাস্তা' বা 'মহাশাস্ত্র' অর্থাৎ সকলের শাসনকর্তা।[১] ইনি ভূতযোনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রক্ষক। 'অইয়নার' শব্দের অর্থ 'মান্নীয় পিতা'। দেবাসুর-কর্তৃক সমুদ্রমন্থনকালে যখন দিব্য সুধা উত্থিত হয় তখন উহার অংশ লইয়া দেব ও অসুরদিগের ভিতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদ ভঞ্জন করিবার মানসে বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করিয়া অসুরদিগের নিকট উপস্থিত হ'ন। তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া অসুরেরা তাঁহাকে সুধা-বণ্টন ব্যাপারে মধ্যস্থ স্বীকার করেন এবং তিনিও সকলকে উহার সমান অংশ পরিবেশণ করিতে স্বীকৃত হ'ন; কিন্তু চাতুরী করিয়া তিনি উহা মাত্র দেবতার ভিতর বণ্টন করিয়া দেন। শিব মোহিনীর রূপমাধুর্যে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন ও তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে অইয়নারের জন্ম হয়।

সমগ্র মলবর ও তিনেভেলি এবং তাঞ্জোরের অংশ-বিশেষে এই দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। অন্য দেশের মত এই সকল স্থানে ইনি গ্রাম্যদেবতা বলিয়া পূজিত হ'ন না।[২] কালক্রমে ব্রাহ্মণেরাই ইঁহাকে আপনাদের দেবতাদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন।[৩] কাজেই ঐ সকল স্থানে ইনি শাস্ত্রীয় দেবতার অনুরূপ পূজা পান। ত্রিবাঙ্কুরের তামিল ও মলয়লম্-ভাষাভাষীদের ভিতর যে ধর্মাচনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, অইয়নার বা অইয়প্পন দেশবাসীর কল্যাণের জন্য সতত তৎপর; ইনি ভূতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[৪] ভূত ও পিশাচগণ ইঁহার সহচর।

অইয়নারের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মস্তকে মুকুট, কর্ণে সুবর্ণের অলঙ্কার। দুই হস্তে তীর ও ধনু। দেহের বর্ণ ঘন লোহিত বা কৃষ্ণ। কপালে বিভূতির রেখা ও গাত্র নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত।

১ Oppert, 505.

২ SIIC, 229, 230.

৩ ERE, VI, 698.

৪ ERE, XII, 442

তিরুপ্পাত্তুরই-এ প্রাপ্ত অইয়নারের প্রস্তরমূর্তি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিত। কিন্তু এই মূর্তির হস্ত যে ভাবে রহিয়াছে তাহা দেখিয়া ধারণা করিতেই পারা যায় না যে তীর ও ধনু ইঁহার হস্তে থাকিতে পারে। পালুরে প্রাপ্ত মূর্তি হস্তিপৃষ্ঠের উপর অধিষ্ঠিত। ইঁহার অঙ্গভঙ্গী পূর্বোক্ত মূর্তির অনুরূপ, কেবল দক্ষিণ হস্তে চাবুকের মত বেত্র বা অঙ্কুশ আছে।

এই দেবতার মন্দিরের সম্মুখে কাষ্ঠ-নির্মিত অথবা মৃন্ময় অশ্ব, হস্তী ও অন্যান্য পশুমূর্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে থাকিতে দেখা যায়। এই সকল ঘোটকের আকার ক্ষুদ্র নয়, অনেক সময়েই জীবিত ঘোটকের মত।[৫] সাধারণ লোকের বিশ্বাস ইনি এই সকল বাহনের উপর চড়িয়া 'ভূতযোনি' ও নানাপ্রকার 'ইতি'দিগকে দূরে তাড়াইয়া দেন ও নৈশ অভিযান সম্পন্ন করেন। রামেশ্বর হইতে প্রাপ্ত অইয়নার-মূর্তি অশ্বের উপর অবস্থিত।

ইঁহার দুই পত্নী, 'পূরাণঅই' ও 'পুদলাই'; কাহারও কাহারও মতে ইঁহাদের নাম 'পূরণীই' বা 'পূরমই' ও 'পুদকলা' বা 'পুদকলই' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইঁহার সেনাধ্যক্ষ দুইজন—মত্তুরই-বীরণ ও পাবাদইরায়ণ। ইঁহাদের মধ্যে মত্তুরই-বীরণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইঁহার অসমসাহসিক কার্যাবলীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[৬] ইঁহার সহচর কয়েকজন দুষ্ট ভূতযোনির নাম—কুত্তিসাত্তন, সাত্তন, করুপ্পন, মুণ্ডন এবং গুলিকন।

কখন কখন ইঁহার পত্নীরা নৈশ অভিযানের সঙ্গিনী হ'ন। ইনি যখন ভূত-যোনিসহ নৈশ অভিযানে বাহির হ'ন, তখন যদি কোন ব্যক্তি ইঁহাদের সম্মুখীন হ'ন, তখনই সেই ব্যক্তির জীবলীলা সাঙ্গ হয়। পাছে ইনি ভ্রমক্রমে গ্রামবাসীদিগকে শস্য-ক্ষেত্রের শত্রু বলিয়া মনে করেন এই জন্য তাহারা ইঁহার মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া যাইতে ভয় পায়।

ইঁহার সহিত ইঁহার দুই পত্নীও অনেক স্থলে পূজা পাইয়া থাকেন।[৭]

হিমালয় প্রদেশে যখন এই দেব-দেবীরা নৈশ অভিযানে রত থাকেন তখন তাঁহারা

প্রায়শঃ অশ্ব বা শিবিকার সাহায্যে গমনাগমন করেন, কখন কখন পদব্রজেও ভ্রমণ করেন। তাঁহাদের দলের নেতা হ'ন ভোলানাথ। এ সময়ও যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু অনিবার্য। কুকুর লইয়া অইরী এই দলের রক্ষীর কার্য করেন।[৮]

উপরের চিত্রগুলি হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় অইয়নার দেবের মূর্তি মনুষ্যের মত। কখন কখন ইঁহার আসীন মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিতে ইনি মুকুট-পরিহিত ও দণ্ডধারী।

পূজার্থীরা অনাবৃষ্টির হস্ত হইতে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য ও শস্যসকল যাহাতে রোগের প্রকোপে নষ্ট না হইয়া যায় সেজন্য ইঁহাকে পূজোপচার দিয়া থাকে ও কায়মনোবাক্যে ইঁহার নিকট ভক্তিভরে প্রার্থনা করিয়া থাকে। গ্রামে মড়ক উপস্থিত হইলে ইঁহার রোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইঁহার পূজার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূজারীর কার্য নিম্নস্তরের লোকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। গ্রামবাসীরা রোগ-নিরাময়ের জন্য ও তাহাদের বাঞ্ছিত আশা পূর্ণ হইলে মৃন্ময় ঘোটক ইঁহার মন্দিরে উপহার দেয়। শস্যোৎপাদনের সময় ইঁহার পূজা ও উৎসব যেরূপ সমারোহে সম্পন্ন হয়, অন্য সময় তেমন হয় না। ইঁহার পূজার কোন নির্দিষ্ট সময়ও অবধারিত নাই।

স্যর মনিয়র উইলিয়মস্-বর্ণিত পঙ্‌ক্তির অইয়নার-মন্দিরের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—গ্রামের অনতিদূরে কয়েকটী ছোট গাছের কুঞ্জের ভিতর মন্দিরটী অবস্থিত। দেবতার মূর্তি প্রস্তর-নির্মিত, মস্তকে অমসৃণ প্রস্তরের চন্দ্রাতপ। মূর্তির দুই পার্শ্বে ২৫টী করিয়া ছোট ছোট মৃত্তিকা-নির্মিত ঘোটক আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী বৃহদাকৃতি ঘোটকের মূর্তিও আছে। আমরা কোনরূপ

পূজার নিদর্শন দেখিতে পাই নাই বা একজনও পূজার্থীকে দেখি নাই। স্থানটী পরিত্যক্ত বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। ইঁহার পূজাও রীতিমত হয় না বলিয়া বোধ হইল, তবে রোগ-বালাই ও মড়কের সময় ইঁহার

---

৫ ERE, I, 257

৬ SArDG, I, 101.

৭ Oppert, 505; Bull. Mad. Mus. V, 118; A. K. Iyer, I, 312 f.

৮ JASB, 1848, 609; Crooke, I, 262 f., 280; ERE, IV, 606.

পূজা ও উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হয়। শস্ত জন্মিলেও পূজা ও উৎসবের আড়ম্বর হয়। ঐ সময় বহু পশুবলি হয় ও দেবতাকে অলঙ্কার-ভূষিত করিয়া বড় অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া গ্রাম মধ্যে শোভাযাত্রারও আয়োজন করা হয়।[৯]

কোন কোন দেব-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ইঁহাকে দ্রবিড়দিগের দেবতা বলিয়া অভিহিত করেন। পরে ব্রাহ্মণেরা ইঁহাকে আপনাদের দেবতার মধ্যে স্থান দিয়াছেন ও সম্ভবতঃ ইঁহার আভিজাত্য প্রচার করিবার জন্য ইঁহাকে 'হরিহরপুত্র' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার মন্দিরে কখন কখন গণেশের মূর্তিও দেখা যায়।[১০] কিন্তু ইঁহার পূজার বিধি, মন্ত্র বা স্তব কোন পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহার পূজা-পদ্ধতি দাক্ষিণাত্যবাসীদেরই তৈরী।

এই দেবতার তীর্থযাত্রীরা সংযতভাবে বহুদিন থাকিয়া তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন। ত্রিবাঙ্কুরের শাস্তার মন্দিরের তীর্থযাত্রিগণ ৪১ দিন ধরিয়া অল্পাহারে ও স্ত্রীসঙ্গ হইতে বিরত থাকিয়া যাত্রা করিয়া থাকেন। দেবতার নামানুসারে এই তীর্থযাত্রীদের নামকরণ হইয়া থাকে 'অইয়প্পন'।[১১]

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, গ্রামের নিকটবর্তী কোন পবিত্র বৃক্ষের তলদেশে এই গ্রাম্য-দেবতার বহু মূর্তি অবস্থিত দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঁহার প্রতীকও দেখিতে পাওয়া যায়।[১২]

[গ্রন্থপঞ্জী—'অইয়নারে'র বিবৃতির মধ্যে দ্র°।]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অইয়প্পন—অইয়নার দেবতার মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের অইয়প্পন বলে [অইয়নার দ্র°]।

অইয়াজ সুলতানি মলিক—গুজরাটের সুলতান মহমুদ বীগর্হের দরবারের প্রধান সম্ভ্রান্ত সভাসদ্‌গণের একজন। ইনি প্রথম জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইনি পূর্বে পর্তুগীজ ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহারই উক্তি হইতে বুঝা যায়, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সম্ভবতঃ ইউরোপের দক্ষিণ অংশে অথবা এশিয়া মাইনর বা আর্মেনিয়া হইতে তুর্কীগণ ইঁহাকে লইয়া আসিয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে। দীউ বন্দর, মহাইম্, বালাপুর এবং রাজপত্তন এই চারি মহল ইঁহার শাসনাধীনে ছিল এবং তাহার বার্ষিক আয় ছিল ২,০০,০০০ ইব্রাহিম। ইঁহার প্রভূত ঐশ্বর্যের কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইঁহার বহু অনুচর ছিল। যুদ্ধকালে একটী প্রকাণ্ড মশক ভিস্তিগণ জলপূর্ণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইত। তাহা দ্বারা ইনি সৈন্যগণ ও পশুগণের তৃষ্ণানিবারণ করিতেন।

৮৮৯ হিজরীর ৫ই জীলকদহ (২৪এ নভেম্বর, ১৪৮৪ খ্রীঃ) ইনি চম্পানীরের দুর্গ অধিকারকালে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ৯১৩ হিজরীতে (১৫০৭ খ্রীঃ) চেয়ালে পর্তুগীজগণের উপদ্রবের কথা শুনিয়া সুলতান সসৈন্যে বসাই (বেসীন) ও মহাইমের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দীউয়ের নিকটে আসিয়া শুনিলেন মলিক অইয়াজ ১০টী তুর্কী যুদ্ধজাহাজ ও কিছু তুর্কী সৈন্য লইয়া চেয়াল বন্দরে পর্তুগীজগণকে জলযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছেন ও একটী পণ্যপূর্ণ বৃহৎ জাহাজ কামানের গোলায় জলমগ্ন করিয়াছেন। এই যুদ্ধে বহু পর্তুগীজ নিহত হয়। সম্রাটের পক্ষে ৪০০ লোক নিহত হইয়াছিল। অইয়াজ বিজয়গর্বে দীউ বন্দরে প্রত্যাবর্তন করিলে সুলতান ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পুরস্কৃত করেন।

দ্বিতীয় মুজঃফর শাহ্‌র শাসনকালে যখন চিতোড়ের রাণা সঙ্গ গুজরাট আক্রমণ করেন তখন অইয়াজ সুলতানি সুরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। ২০ সহস্র অশ্বারোহী, বহু কামান ও বহু গোলন্দাজ লইয়া ইনি সুলতানকে সাহায্য করেন। মলিক অইয়াজ রাণার পশ্চাদ্ধাবন করেন। মান্দাশোর দুর্গে রাণা সদ অবস্থান করিলে অইয়াজ সেই দুর্গ অবরোধ করেন। রাণা সন্ধির প্রস্তাব করিলে অন্যান্য সেনাপতিগণের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইনি রাণার সহিত সন্ধির কথাবার্তা বলেন। আমীরগণের চক্রান্তে সেই সন্ধির প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যায়। এদিকে হিন্দুরাজগণ সকলেই রাণার সহিত যোগ দিলেন এবং সুলতানের পুত্র রাণার হস্তে বন্দী থাকায় সুলতানও মনে মনে সন্ধির সমর্থন করিতেছেন মনে করিয়া সুলতানের অনুমতি না লইয়াই ইনি রাণার সহিত সন্ধি করেন এবং স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে খিল্‌জিপুরে সরিয়া আসেন। সুলতান অবশেষে তাঁহার পুত্রকে রাণা ছাড়িয়া দিবেন এই সর্তে সন্ধির সমর্থন করেন। কিন্তু অইয়াজ রাজদরবারে গিয়া কোন সমাদর পাইলেন না। গুজরাটের লোকে ইঁহাকে ভীরু বলিতে লাগিল। ইনি ক্ষুণ্ণ মনে সুরাটে ফিরিয়া গেলেন। ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

অইয়াজ দীউ বন্দরে একটী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা একবার ফিরিঙ্গীগণ ধ্বংস করে। পরে ইনি অপর একটী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি সমুদ্রের মধ্যে একটী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা 'মন্দল-কোটাহ্' নামে অভিহিত হইত। ফিরিঙ্গীদিগের জাহাজ যাহাতে সে পথে প্রবেশ করিতে না পারে এইরূপভাবে ইনি সেই স্থান হইতে লোহার শিকল দিয়া তীর পর্যন্ত সমুদ্র-পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মহমুদশাহ্‌র পৌত্র বহাদুরশাহ্‌র মৃত্যুর পর এই দুর্গ ও বন্দর প্রভৃতি ফিরিঙ্গীগণের হস্তগত হয়। অইয়াজ দীউ দ্বীপে বহু উদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ দ্বীপের যে অংশে সমুদ্র দুইটী খাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থানে একটী সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইঁহার শাসনকালে গুজরাটের কোন বন্দরে ফিরিঙ্গীর জাহাজ প্রবেশ করিতে পারিত না।

অইয়াজ অত্যন্ত সামাজিক লোক ছিলেন। ইনি বহু ভোজ দিতেন ও ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে সকলকে সমভাবে একরূপ ভোজ্য ও পানীয়

---

৯ MBH, 219 f.
১০ ERE, I, 257
১১ ERE, X, 27
১২ ERE, XII, 143

-দিগ্‌কে সমাদর করিতেন। মলিক অইয়াজের তিন পুত্র ছিল—ইশাক্ (ইনি পরে চেঙ্গেজ্ খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন), মলিক তোগান্ এবং ইলিয়াস্। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইশাক্ ইঁহার মনসবের উত্তরাধিকারী হ'ন।

[BayGui. 17, 19, 210, 222, 233, 234, 235, 236, 272, 273, 274, 275, 276, 336, 347]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অইয়াজেম্ম—অএজেয়োর নামান্তর [অএজেয়ো দ্র°]।

অইয়াশী (অল্)—প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত। জন্ম—১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ এপ্রিল-মে মাস (শাবান্, ১০৩৭ হিঃ), উত্তর আফ্রিকার মুলুয়া নদীর উৎপত্তি-স্থানের সন্নিকটে। সম্পূর্ণ নাম, অল্ অইয়াশী অবু সালিম অব্‌দুল্লাহ্ বিন্ মুহম্মদ অলী বকর্। ইনি বহু উপাধিধারী সূফী পণ্ডিত। ব্যবহারশাস্ত্রেও ইনি অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রথমে পিতার অভিভাবকত্বে এবং অবু অব্‌দুল্লাহ্ মুহম্মদ বিন্ নাসির্ অল্-দরীর শিক্ষাধীনে ইনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ন। অতঃপর ইনি মরক্কোর প্রধান প্রধান নগরসমূহে গমন করিয়া অব্বার, মৈয়ার, অবু বৈকর, ইব্‌ন্ অল্-কাদী এবং বিশেষতঃ অবু মুহম্মদ অব্‌দুল কাদির অল্-ফাসীর নিকট অধ্যয়ন করেন।

অইয়াশী দুইবার তীর্থযাত্রা করেন—একবার ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে (১০৫৯ হিঃ) ও আর একবার ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (১০৭৪ হিঃ)। অনেকদিন ইনি মক্কা ও মদিনায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তথায় বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি জেরুজালেমে গমন করেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন। কায়রোতেও ইনি বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর (১০ই জিল্‌কদহ্, ১০৯০ হিঃ) শুক্রবার প্রাতে প্লেগ-রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অইয়াশী আটখানি গ্রন্থ রচনা করেন: তন্মধ্যে অধিকাংশ ইঁহার নানা দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় ও যে সমুদয় মনীষীর সংস্রবে ইনি আসিয়াছিলেন উঁহাদের জীবন-কাহিনীতে পূর্ণ। অধিকাংশ স্থলেই ইঁহার ভাষা সরল।

[Brockelmann : Gesch. d. arab. Litteratur, ii, 462 ; Berbrugger : Exploration scientifique de l'Algerie, IX ; Fagnan : Catalogue des mss. de la Bibliot. Nat. d'Alger, nos. 1670 and 1902 ; Cl. Huart : Litterature Arabe, Paris, 1902, 384 ; Motylinski : Itineraires entre Tripoli et l'Egypte.]

শ্রীগৌরীশঙ্কুমার ঘোষ

অইয়ুব (আয়ুব)—বাইবেলে উল্লিখিত জোব (Job)। কোরাণে কথিত ঈশ্বরের ভৃত্য। ইঁহার ধৈর্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোরাণে কথিত আছে, একবার ঈশ্বর ইঁহাকে পরীক্ষা করেন। ঈশ্বরের উপাসনার ফলে একবার ইনি ইঁহার পরিবারবর্গ ও সমুদয় দ্রব্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।* মুসলমান গ্রন্থকারগণ ইঁহার নামে বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণতঃ ইনি এসাউর বংশধর রূমীরূপে পরিচিত।† ইঁহার পিতা অমোস্ বা অমুস্ এবং মাতা লৎ।‡ অধিকাংশ মুসলমান গ্রন্থকার জোশেফের পুত্র এফ্রেম-এর কন্যা রহ্‌মকে ইঁহার পত্নী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।**

অইয়ুব দীর্ঘকায়। ইঁহার মাথা বড় ও চুল ছোট এবং চক্ষু সুন্দর, গ্রীবা ছোট ও হস্তপদ দীর্ঘ। ইঁহার সমৃদ্ধির কথা মুসলমান ধর্মগ্রন্থসমূহে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কয়েকজন গ্রন্থকারের মতে, ইঁহার দ্বাদশ পুত্র ও দ্বাদশ কন্যা। ইনি অতিশয় ধার্মিক ও পরদুঃখকাতর এবং অনাথদিগের অভিভাবক ও বিধবাদের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। ইনি ধরাতলে একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রেরিত পয়গম্বর। যাহারা ইঁহার প্রতি বিশ্বাসী তাহারা প্রতি সন্ধ্যায় ইঁহার মস্‌জিদে সমবেত হইয়া আরাধনা করিত।*

মুসলমান জনশ্রুতি হইতে জানা যায়,—একবার ঈশ্বর ইঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইব্‌লীসকে প্রেরণ করেন। তিনি ইব্‌লীসকে ইঁহার বাক্, হৃদয় ও বুদ্ধি ব্যতীত দেহের অন্য সমুদয় ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা দেন। ইব্‌লীস্ যখন ইঁহার নাসিকার মধ্য দিয়া জোরে ফুৎকার দিলেন, তখন ইঁহার দেহের মধ্যে এরূপ অসহ্য জ্বালা উপস্থিত হইল যে, বাধ্য হইয়া ইনি শহর পরিত্যাগপূর্ব্বক গোময়-স্তূপের উপর বাস করিতে লাগিলেন।† অতঃপর ইঁহার পত্নীকে নিজের ও স্বামীর খাদ্য সংগ্রহের জন্য কার্য্যের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। ইহাতেও ইব্‌লীস্ সফল হইতে না পারিয়া নানাভাবে—কখনও ভিন্ন আকার ধরিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগকে অইয়ুবের পত্নীকে কার্য্য না দিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া, কখনও বা তাঁহাকে নিজের প্রতি অনুরাগিণী করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া—ইঁহার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। অবশেষে তিনি নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাগমন করেন। অধিকাংশ মুসলমান গ্রন্থকারদিগের মতে এই সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল সত্তর বৎসর।‡

কোরাণে (৩৮.৪১) ঈশ্বরের আদেশে অইয়ুবের পৃথিবী হইতে স্বর্গে যাইবার একটী বিবরণ আছে। সকলেই সেই বিবরণটী

---

* কো° ২১. ৮৩-৮৪ ; ৩৮. ৪০ ই°।

† Testament of Job, Edited by James, i.

‡ তবরী-কর্ত্তৃক উল্লিখিত একজন গ্রন্থকারের মতে ইনি আব্রাহামের প্রতি বিশ্বাসী অনৈক ব্যক্তির পুত্র।

** অনেকে মনস্সেহ্, বা মীশা'র পুত্র অফির বা মাখীরকে ভ্রমবশতঃ কন্যা বিবেচনায় ইঁহার পত্নী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে, কয়েকজনের মতে জেকবের কন্যা 'লীয়া' ইঁহার পত্নী—কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় লীয়া জেকবের পত্নী, দিনা তাঁহাদের কন্যা। এই দিনাই ইঁহার পত্নী হওয়া সম্ভব (Baba Batra, 15b ; Bereshit Rabba, lvii ; Targum of Jerusalem on Job, II, 9)।

* দ্র° Baba Batra, l. c. ; Seder Olam Rabba, XXI ; Bereshit Rabba, XXX, 9 ; Abot R. Natan, ed. Schechter, 33-34, 164.

† Abot R. Natan, 164 ; Testament of Job, V.

‡ Bereshit Rabba, lviii, 3 ; lxi, 4 ; Testament of Job, XII. অনেকের মতে এই পরীক্ষার সময় ৭ বৎসর মাত্র (Testament of Job, V) বা ৭ বৎসর, ৭ মাস ও ৭ ঘণ্টা—অনেক স্থানে ৩ ঘণ্টা, ১৩ ঘণ্টা বা ১৮ ঘণ্টা।

স্বীকার করিয়াছেন। মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে যে, একবার যখন ইনি ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন, তখন মেঘ আসিয়া ইঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং তন্মধ্যে বজ্রপাত হইতে থাকে; ইহার ভিতর হইতে ইনি ভগবানের ক্ষমার বাণী শুনিতে পান। সেদিন শুক্রবার। সেইদিনই সূর্যাস্তের পর দেবদূত গাব্রিয়েল আসিয়া ইঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

অনেকের মতে মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৯৩ বৎসর হইয়াছিল। মসূদী বলেন যে, ইঁহার জীবদ্দশায় ইঁহার মস্‌জিদ ও যে জলাশয়ে ইনি স্নান করিতেন উহা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই মস্‌জিদ ও জলাশয় উর্দুন প্রদেশের অন্তর্গত নবা নামক স্থানে অবস্থিত।* প্রসিদ্ধ 'ধখ্‌রৎ অইয়ুব'এর শিলাও এস্থানের উল্লেখযোগ্য দ্রব্য। বস্তুতঃ এই শিলা মিশরীয় দ্বিতীয় রাম্‌সেসের একটী স্মৃতি-স্তম্ভ।

[Tabari, I, 361-364; ঐ (পারস্ত-ভাষায়) Zotenberg-কর্তৃক অনূদিত, I, 255 sq; Thalabi: al-Arais, 134 sq: Kisas al-anbiya (Paris ms.); Masudi: Murudj (Paris), I, 91 sq; Sale: Koran, II, 138; Grunbaum, Neue Beitrage zur semitischen Sagenkunde, 262 sq.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অইয়ুব (আয়ুব) খাঁ—হিরাটের অফ্‌গান্ নেতা। ইনি অফ্‌গনিস্তানের আমীর শের আলির চতুর্থ পুত্র। জালালপুরের পীর কন্যা ইঁহার মাতা। ইনি একজন প্রকৃত বীর ছিলেন। নিজ ভ্রাতা য়কুবের সহিত ইঁহার অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ছিল। য়কুবের জীবনের সমুদয় বিশিষ্ট ঘটনার সহিত ইনি জড়িত ছিলেন; এমন কি, পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া য়কুবকে কারারুদ্ধ করিলে ইনি পারস্যের মেশ্‌হেদ নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৮৭৪ খ্রীঃ; ১২৯১ হিঃ)। তথায় ইনি পাঁচ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে য়কুব আমীর হ'ন এবং অইয়ুবকে হিরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু শীঘ্রই য়কুবের পতন আরম্ভ হয় এবং অইয়ুব সর্বতোভাবে ভ্রাতার বলবৃদ্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'ন। শীঘ্রই ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট-কর্তৃক অবদুর রহমন্ আমীর-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অইয়ুব সমগ্র অফ্‌গনিস্তানের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। শীঘ্রই ইনি শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়া কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হ'ন। কান্দাহার ও হেলমন্দ্ নদীর অন্তর্বর্তী মইবান্দ নামক স্থানে জেনারেল বারোস্ পরিচালিত একটী ক্ষুদ্র বাহিনীর সহিত ইঁহার সংঘর্ষ হয়। জেনারেল বারোসের ইহাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় ঘটে (জুলাই, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। অতঃপর আর অগ্রসর না হইয়া ইনি কান্দাহার অবরোধ করেন। কিন্তু এই ভ্রম ইঁহার পরাজয়ের সূচনা করিল। শীঘ্রই জেনারেল স্যর ফ্রেডারিক্ রবার্টস্ দশহাজার সৈন্য লইয়া কাবুল হইতে কান্দাহারে অগ্রসর হইলেন এবং জেনারেল স্টুয়ার্ট কাবুলের ভার অবদুর রহমনের হস্তে অর্পণ করিয়া জলালাবাদ ও খাইবার গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন। জেনারেল রবার্টস্-এর নিকট অইয়ুবের পরাজয় ঘটিল (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিয়া অবদুর রহমনের হস্তে পুনঃপ্রদত্ত হইল। ইহাতেও অইয়ুব নিরাশ হইলেন না। হিরাটে পলায়ন করিয়া ইনি পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরবৎসরেই (১৮৮১ খ্রীঃ; ১২৯৯ হিঃ) ইনি গিরিশ্‌ক্ নামক স্থানে অবদুর রহমন্‌কে পরাজিত করিয়া কান্দাহার করায়ত্ত করিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসেই অবদুর রহমন্ শক্তি সংগ্রহ করিয়া কাবুল হইতে দক্ষিণে সৈন্য-বাহিনী পরিচালন করিয়া ইঁহাকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিলেন। অনন্তর অফ্‌গনিস্তানের উপর ইঁহার সমুদয় প্রভাব বিনষ্ট হইল। গত্যন্তর না দেখিয়া ইনি পারস্যে পলায়ন করিলেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৫ হিঃ) গিলজই-বিদ্রোহের সময় ইনি হিরাটে গিলজইদের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া অফ্‌গনিস্তান আক্রমণের চেষ্টা করেন, কিন্তু অবদুর রহমন্ অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায় অকৃতকার্য হ'ন। তখন ইনি ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ত সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া মেশ্‌হেদের কন্সাল-জেনারেল ম্যাক্‌লীনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তদবধি ইনি ভারতে আগমন করিয়া রাবলপিণ্ডী ও মারী নামক স্থানে অবস্থান করিতে থাকেন। ভারত-সরকার-কর্তৃক ইঁহার জন্য পেন্‌সনের ব্যবস্থা হয়। সর্তে অফ্‌গনিস্তানে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ইঁহার ছিল না।

[Sultan Muhmmed Khan: Life of Abdur Rahman, London, 1910, vol. I; J. A. Gray: My residence at the court of the Amir, London, 1895; A. Hamilton: Afghanistan, London, 1906; S. Wheeler: Amir Abdur Rahman, London, 1895; L. White King: The Barakzai Dynasty of Afghanistan (Numismatic Chronicle, 1896); T. Holdich: The Indian Borderland, London, 1901; K. Daly: Eight years among the Afghans, 1905]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অইয়ুব-বিন্-শাদী—খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অইয়ুবাইদ নামক এক পরাক্রান্ত রাজবংশ মিশর, সিরিয়া ও য়েমেনে রাজত্ব করিয়াছিল [অইয়ুবাইদ দ্রঃ]। অইয়ুব-বিন্-শাদী সেই রাজবংশের স্থাপয়িতা। ইঁহার পিতা শাদী-বিন্-মর্দান্ কুর্দবংশীয় ছিলেন এবং আর্মেনিয়ার দ্বিন্ বা তোবিন্ নগরে ইঁহার বাস ছিল।[১] ইঁহার পূর্বপুরুষগণ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পরবর্তী অইয়ুবাইদ শাসনকর্তাদিগের রাজ-সভায় লিখিত বংশতালিকায় ইঁহাদিগকে সম্ভ্রান্ত আরববংশীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শাদী তাঁহার দুই পুত্র নজম্-উদ্দীন্-অইয়ুব এবং অসদ্-উদ্দীন্-শীর্কূহ্‌কে[২] লইয়া জন্ম-

* Yakut, Mudjam, II, 645 s. v. Dair Aiyub.

১ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থের অনুবাদকার Major H. G. Raverty লিখিয়াছেন, শাদী অজরবৈজান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতার নাম মর্দান (The Tabakat-i. Nasiri, 207 n 8)।

২ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে ইঁহাদের নাম মলিক অইয়ুব ও মলিক অসদুদ্দীন বলিয়া লিখিত আছে।

ভূমি পরিত্যাগ করিয়া বগ্দাদে গমন করেন। সেইস্থানের শাসনকর্তা বহ্রুজ্ তাঁহাকে টাইগ্রিস্ নদীর তীরস্থ তিক্রীৎ দুর্গের শাসনভার প্রদান করেন।* শাদীর মৃত্যুর পর অইয়ুব এই দুর্গের শাসনভার প্রাপ্ত হ'ন। কেহ কেহ বলেন অইয়ুবই প্রথম হইতে এই দুর্গের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শাদী পান নাই। উভয় ভ্রাতা কিছুকাল এই দুর্গে বাস করিবার পর ৫২৬ হিজরীতে (১১৩২ খ্রীঃ) যখন মবসিল্ বা মসুলের অতবেগ্ জেঙ্গী বগ্দাদের সেলজুক-বাহিনী-কর্তৃক তিক্রীতের নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন, তখন জেঙ্গীর শত্রুর সামন্ত অইয়ুব তাঁহাকে পলায়ন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাতে বগ্দাদের রাজসভার অসন্তুষ্টির আভাস দেখা গিয়াছিল। কিছুকাল পরে যখন অইয়ুবের ভ্রাতা শীর্কুহ্ ক্রোধবশে একজন উচ্চ রাজকর্মচারীকে হত্যা করিয়া ফেলেন, তখন ইঁহাদিগের উক্ত দুর্গে বাস করা অসম্ভব হইল। এই সময় ইঁহারা মবসিলে (মসুল) জেঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিক্রীতের দুর্গ পরিত্যাগ করিবার পূর্বরাত্রে সেইখানেই সলাদিনের জন্ম হয়। জেঙ্গী তাঁহার রক্ষাকর্তা এই সাহসী বীরদ্বয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহারা কিছুকাল তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জেঙ্গীর পক্ষ হইয়া অইয়ুব বলবেক্ দুর্গ অধিকার করেন এবং এই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হ'ন (৫৩৪ হিঃ, ১১৩৯ খ্রীঃ)। জেঙ্গীর মৃত্যুর পর বুরীদগণ বলবেক্ পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করে। অইয়ুব তাহাদিগের বিরুদ্ধে নগর রক্ষা করিতে সমর্থ না হইয়া তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করেন (৫৪১ হিঃ, ১১৪৬-১১৪৭ খ্রীঃ)। ইনি ক্রমে তাহাদের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হ'ন। ইতিমধ্যে শীর্কুহ্ জেঙ্গীর পুত্র নূর-উদ্দীন্ মহমুদের অধীনে কার্য করিতেছিলেন। নূর-উদ্দীন্ দমস্কাস্ অধিকার করিবার বাসনায় অইয়ুবের বিরুদ্ধে শীর্কুহ্‌কে প্রেরণ করেন। দুই ভ্রাতায় সন্ধি হইল; শীর্কুহ্ বিনা বাধায় দমস্কাসে প্রবেশ করিলেন (৫৪৯ হিঃ, ১১৫৪ খ্রীঃ)। অইয়ুব নূর-উদ্দীনের নিকট বহু সম্মান লাভ করিলেন ও দমস্কাসের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন এবং শীর্কুহ্ হিম্স্ প্রাপ্ত হইলেন।

পরে যখন নূর-উদ্দীন মিশরের রাষ্ট্রনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হইলেন তখন শীর্কুহ্ তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে তথায় গমন করিলেন এবং সলাদীন তাঁহার সহিত গেলেন। মিশর ও জেরুজালেমের নৃপতিগণের সহিত বহু যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বাদানুবাদের পর শীর্কুহ্ সফলকাম হইলেন এবং শেষ ফাতিমিদ খলিফা আদিদের উজীরের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সহসা মৃত্যুতে সলাদিনকে সেই পদ দেওয়া হইল। সলাদিন নিজ পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নূর-উদ্দীনের প্ররোচনায় মুমূর্ষু খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অব্বাসবংশীয় খলিফাগণকে সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে (৫৬৫ হিঃ) তিনি তাঁহার পিতা ও পরিবারবর্গকে নিজের নিকট আনাইয়াছিলেন। অইয়ুব পুত্রের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ৫৬৭ হিঃ জিলহিজ্জ মাসে করকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া কাহিরাহ্ নগরের নাস্র সিংহদ্বারের সম্মুখে পুত্রের সেনাদল পরিদর্শন করিতে করিতে অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া ইনি গুরুতর আহত হ'ন এবং তাহার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন (৫৬৮ হিঃ)।

[Recueil : des Historiens des Croisades; Abu'l-Fida : Mukhtasar; Makrizi : Khitat; ঐ, Saluk (tranl. by Bilochet, in the Revue de l' Orient Latin, VIII; sq); Ibn al-Athir (ed. Tornb), XI, sq: Ibn khallikan (ed. Wustenf), No 106, 856 (tran. by de Slane, I, 243; IV, 479) এবং অন্যত্র; Usama b. Munkidh (ed. Derenbourg); H. Derenbourg : 'Oumara du Yemen; St. Lane Poole : History of Egypt; ঐ : Saladin; ঐ : The Mohammedan Dynasties; A. Muller : Der Islam im Morgen—und Abendland; Amari : Diplomi Arabi; Marcel : Histoire de l' Egypte]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

* এইস্থানেই শাদীর মৃত্যু হয় এবং এইস্থানে তাঁহার সমাধি-মণ্ডপ অদ্যাবধি বর্তমান ছিল।

অইয়ুবাইদ—মিশর, সিরিয়া ও য়েমেনের প্রসিদ্ধ বংশ। মধ্যযুগে প্রাচ্যে এই বংশ বিশেষভাবে ক্ষমতাপন্ন ছিল। সলাদীনের পিতা অইয়ুব-বিন-শাদীর নামে এই বংশের নামকরণ হইয়াছে। ['অইয়ুব-বিন্-শাদী' দ্রঃ] সলাদীন এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ['সলাদীন' দ্র°]। সলাদীনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই বংশের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করে—মিশরে ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দ (৬৫০ হিঃ) পর্যন্ত, দমস্কাস্ ও হলবএ (অলেপ্পো) ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ (৬৫৮ হিঃ) পর্যন্ত, মেসোপোটেমিয়ায় ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ (৬৪৩ হিঃ) পর্যন্ত, হমাৎএ ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দ (৭৪২ হিঃ) পর্যন্ত ও দক্ষিণ আরবে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ (৬২৫-৬২৬ হিঃ) পর্যন্ত। অইয়ুবের এক ভ্রাতা শীর্কুহ্, ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ (৫৭৪ হিঃ) হইতে ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দ (৬৬১ হিঃ) পর্যন্ত হিম্স্ তাঁহার অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ['অইয়ুব বিন্ শাদী' দ্র°]।

[গ্রন্থপঞ্জী—'অইয়ুব-বিন-শাদী' দ্র°]

অইন্—শাহাবাদ জেলার একটী শহর।
[SAB, XII, 202]

অইরকিন—গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিলাস-নগর। এরান-শিলালেখে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান এরানই এই অইরকিন রূপে অভিহিত হইয়াছে। ইহা বীণা নদীর তীরে অবস্থিত।

[FGI, 18; ASR, X, 89; HIns, 42]

অইরান্-বেজ্—নামান্তর, 'অইরান্-বেজো' ও অবেস্তায় 'অইর্যনেম্-বএজো'। অবেস্তায় উল্লিখিত পৌরাণিক দেশ। ইরানীয়দিগের প্রথম আবাস-স্থল রূপে কথিত। Geiger ইহার অবস্থান জরফ্সান্ নদীর তীরে নির্দেশ করিয়াছেন।* অবেস্তার বুন্দহিশ্ গ্রন্থে নির্দিষ্ট ও প্রচলিত প্রথানুসারে ইহার অবস্থান আতুর্-

* Ostiranische Kultur im Altertum, by von W. Geiger, 30-33.

পাতকান্ (আন্দর্-বিগান)-এর দিকে। * শীতের আধিক্য এইস্থানে বেশী, অর্থাৎ এই-স্থানে দশ মাস শীত ও ছইমাস গ্রীষ্ম। † অহুরমজ্দ্ এই স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ‡ এইস্থানে এইটুকু জান যে, স্থানীয় অধি-বাসিগণের আয়ুকাল তিনশত বৎসর এবং মেষ ও বৃষের আয়ুকাল দেড়শত বৎসর। অধি-বাসিগণকে বেদনা ও অসুস্থতা খুব কমই ভোগ করিতে হইত; তাহারা ক্রন্দন ও অনুতাপ করিত না বা তাহাদের আলস্য আসিত না। তাহারা দশজনে মিলিয়া একখানি রুটি খাইলেই সন্তুষ্ট হইতে পারিত। একজন পুরুষ ও নারীর ৪০ বৎসর অন্তর একটী সন্তান হইত। সদ্ভাবই তাহাদের রীতি-নীতি ও প্রাচীন বিশ্বাসই (পওইর্যো-কএশ) তাহাদের ধর্ম। মৃত্যু হইলে পুণ্যাত্মারূপে তাহারা স্বর্গে যাইত। তাহাদের ধর্মনায়ক 'গোপাইতো' এবং রাজা বা অধিনায়ক দেবদূত 'উরওদ্'। অহুরমজ্দ্-এর পূজার প্রবর্তন এই স্থানে প্রথম হয়। ইহা যিম্-এর বাসস্থান। জরথুস্ত্র এইস্থানে প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। §

[SBE, XXIV, 86 sq. 109sq : XXXVII, 190]

শ্রীধীরেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অইরী,—মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডল জেলায় সেগুন বৃক্ষের অরণ্য। আয়তন-পরিমাণ—৫ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২২° ৩৮´—২২° ৪০´ উ°, ৮০° ৪৩´ ৪৫´´—৮০° ৪৬´ ৪৫´´ পূ°। ইহা হালোন ও বুর্নারের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

অইরী,—দক্ষিণ-ভারতের কুকুর-বাহন দেবতা-বি° [অইয়নার দ্র°]।

অইল—[প্রা°] অমরুচির গাছ; চামড়ায় ইহার রস লাগাইলে চামড়া নরম ও পরিষ্কার

* বুন্দহিস্ যাস্ত্—২৯.১২
† বেন্দীদাদ্—১.৯.১০
‡ বেন্দীদাদ্—১.২-৩
§ বেন্দীদাদ্—১.১.৩; ২.২১; বুন্দহিস্ যাস্ত্—২০.৩২; ৩২.৩

হয়; ইহা দ্বারা চামড়ায় রং (tan) করা হয়। ২ চালের ছাঁটচ। ৩ হইল [প্রা° গ্রীবা:; পূ° বঙ্গ]।

অইলম্—অহ্মদনগরের পূর্বদিকে অবস্থিত বীরনগরীতে যাইবার পথে একটী গিরিবর্ত্ম। এই গিরিবর্ত্ম দিয়া সম্রাট্ শাহ্জহানের সেনাপতি আজম্ খাঁ বিদ্রোহী মুকদ্দর খাঁ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে অনুসরণ করেন।

[EHI, VII, 17]

অইলহুঁ—আসিলাম। "পুরবক প্রেম অইলহুঁ তুঅ হেরি।" বি° প° ৩৬৬.১।

অইলি—[প্রা° মৈ°] আসিলি। "রাধা অইলি হে পিয়া বিসরাই"—বি° প° ২৩২.৩।

অইলিহুঁ—[প্রা° মৈ°] আসিলাম। "পইরি মোয়ঁ অইলিহুঁ তরনি তরঙ্গ"—বি° প° ২৯৩.১।

অইবিহু—[প্রা° মৈ°] আসিলাম। "এত কএ অইবিহুঁ জব উপেখি"—বি° প° ২৯৩.৫।

অইবল্লি—প্রাচীন গ্রাম। বোম্বাইএর বিজাপুর জেলার অন্তর্গত অইহোলের নামান্তর [অইহোল দ্র°]।

'অইম্ল্—মুহম্মদ অসকরীর কবি-নাম [অস-করী মুহম্মদ দ্র°]। ইনি সম্রাট্ শাহ্ আলমের সময় জীবিত ছিলেন।

[OBD]

'অইশী—কবি-বি°। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (হিঃ ১০৪৬) ইনি 'হফ্ৎ অখ্তর্' (অর্থ, সপ্তগ্রহ) নামক মস্নবী গ্রন্থ রচনা করেন।

[OBD]

অইস—[সং ঈদৃশ; অতি প্রা° বা° আইস] ঈদৃশ; এতাদৃশ।

অইসএ—এমন করিয়া। "অইসএ মিলমি ধনি কুমক যাব"—বি° প° ২৯৯.১১।

অইসন—[অই+সন (সম)] এমন; ঐসন; এরূপ। "কতহু ন সুনলে অইসন বাত"—বি° প° ৪২৫.৯।

অইসমা—এমন সময়। "অইসমা লাগএ মোহি ভান"—বি° প° ৬৩০.৪।

অইসনি—এমন। "কাহাহু ন দেখিঅ অইসনি পিরীতি"—বি° প° ৬৩৩.৪।

অইসী—ইলা খাঁর অধিকৃত ভূভাগকে অইসী বলিত।

[EHI, V, 429; VIII, XXXV, iii]

অইহর—অযোধ্যার রায়-বেরেলি জেলায় অবস্থিত নগরী। দলমৌ হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ৫ মাইল। প্রকৃত নাম উচ্চারণ করিলে দুর্ভাগ্য আসিবে ভাবিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ এইস্থানকে চুনিয়াগাঁও বলিয়া থাকে।

অইহোল বা অইবল্লি—(প্রাচীন নাম 'আর্যপুর'—'অয্যাবোল') (অ° ১৬° ১৫´—দ্রা° ৭৫°৪৭´) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিজাপুর জেলায় (পূর্বে কলাদ্গি জেলার) বাদামী তালুকের অন্তর্গত মলপ্রভা নদীর তীরে একটী প্রাচীন গ্রাম। * জনসংখ্যা ১,৬৩৮ (১৯০১ খ্রীঃ)। ইহা বাদামী রেল স্টেশন হইতে প্রায় সাত ক্রোশ উত্তর-পূর্বে। কিন্তু কট্গেরি স্টেশন হইতে গুলেদ্গুড়ের মধ্য দিয়া বাগলকোট্ হইতে কমট্গির মধ্য দিয়া সহজে এই স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে ইহা চালুক্যদের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী ছিল। প্রাচীনকালে গ্রামটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল ও পথগুলি প্রস্তরাবৃত ছিল। প্রাচীন শিলালিপিতে ইহার নাম ছিল 'অয্যাবোল' (ASR, 1907-8, 189)। গ্রামের মধ্যে ও চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি মন্দির আছে; তাহাদের সংখ্যা ৭০।৮০টীর কম নহে। এ ছাড়া গ্রামের পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে দুইটী গুহা-মন্দির আছে। গ্রামের পূর্ব-দিকে পাহাড়ে কয়েকটী dolmenও দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রামের প্রায় চতুর্দিকেই অনুচ্চ পাহাড় আছে। নদীতীরে একটী পাহাড় আছে, তাহার আকৃতি অনেকটা কুঠারের ন্যায়। পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরশুরাম এইখানে কুঠার ধুইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

* Cousens—Chal. Arch., 29.

স্থানীয় লোকে নদীগর্ভে একটী প্রস্তরখণ্ডে পরশুরামের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে বলিয়া দেখাইয়া থাকে। গ্রামের পূর্বে একটী

অইহোল গ্রামের পুরাতন প্রাচীর

পাহাড়ে "মেগুটি" নামক একটী প্রাচীন মন্দির আছে; দক্ষিণে মলাপহারী বা মলপ্রভানদী শাখা বিস্তার করিয়া আছে।

গ্রামের অভ্যন্তরস্থ মন্দিরগুলির মধ্যে দুর্গা, লাড়খাঁ ও কোন্তগুড়ি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের বাহিরের মন্দিরগুলির মধ্যে মেগুটি ও হুচ্চিমল্লিগুড়ি মন্দির প্রসিদ্ধ।

মেগুটি—একটা সুদীর্ঘ শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারা যায়, এই মন্দিরটী জৈন-মন্দির এবং ৫৫৬ শকে (৬৩৪-৩৫ খ্রীঃ) চালুক্যরাজ ২য় পুলকেশীর রাজত্বকালে অইহোললিপি-রচয়িতা রবিকীর্ত্তি নামক এক পণ্ডিত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহা একটী জৈন-মন্দির। এই মন্দিরের পূর্ব-প্রাচীর-গাত্রে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যপূর্ণ একটী ক্ষোদিত লিপি আছে। ['অইহোল লিপি', 'মেগুটি' ও 'পুলকেশী' দ্র°]।

পর্বতের নিম্নদেশে মেগুটি মন্দিরের কিছু নীচে একটী জৈন-মন্দির আছে। তাহার কিয়দংশ পাহাড় হইতে ক্ষোদিত ও কিয়দংশ প্রস্তরাদি-নির্মিত। এই পাহাড়ের দক্ষিণদিকে মেগুটি মন্দিরের কিছু পূর্বে একটী জৈন-গুহা আছে।

দুর্গা-মন্দির—গ্রামের উত্তরাংশে একটী প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরটীর স্থাপত্য-

মেগুটি-মন্দির

বৈশিষ্ট্যই অইহোলের বিশেষত্ব। মন্দিরটী যে বৌদ্ধ চৈত্যগুহার একটী স্থাপত্য-প্রতীক তাহা তাহার নক্সা হইতে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় ['দুর্গামন্দির' দ্র°]। মন্দিরের শিখরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে;—ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, উড়িষ্যার মন্দিরগুলির শিখরের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য ছিল। বৌদ্ধ চৈত্যের ন্যায় এই আয়ত মন্দিরটীর প্রান্তদেশ অর্দ্ধবৃত্তাকার।
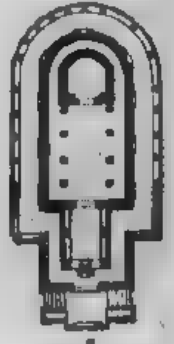
দুর্গা-মন্দিরের নক্সা

মন্দিরের গর্ভগৃহ ও শালার সংস্থান বৌদ্ধ চৈত্যগৃহের এতই অনুরূপ যে ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন, হিন্দুগণ যে বৌদ্ধ চৈত্যগুহা হইতে মন্দির নির্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং চৈত্যগুহা যে কিরূপে মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল এই মন্দিরটী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। [হিন্দু-মন্দির নির্মাণের মূল ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 'মন্দির' দ্র°)।

এই মন্দিরে অতি সুন্দর একটী চতুষ্কোণ

স্তম্ভ আছে, তাহার উপর নিপুণ ভাস্কর্যের

দুর্গা-মন্দির

চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান। মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবতার আসন শূন্য। গর্ভগৃহের প্রবেশ-

দুর্গামন্দিরের বিষ্ণু-স্তম্ভ

দ্বারের উপর গরুড়ের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। মন্দিরের সর্বত্রই বৈষ্ণব দেবতাগণের প্রাচুর্য হইতে মনে হয় মন্দিরটী প্রথমে বিষ্ণু-মন্দির ছিল। শৈব দেবতাগণের মূর্তিও এই মন্দিরে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা হইতে মনে হয় ইহা হরিহরের মন্দিরও হইতে পারে। মন্দিরে স্থানে স্থানে কয়েকটী শিলালিপি হইতে বুঝা যায় যে, পরবর্তীকালে মন্দিরটী জৈন মন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। একটী শিলালিপি হইতে জানা যায়, কেহ এই মন্দিরটী আদিত্য নামক এক পুরোহিতকে দান করিয়াছিলেন * ['দুর্গা-মন্দির' দ্র°]।

লাড়খাঁ—দুর্গামন্দিরের কিছু দক্ষিণে একটী মন্দির আছে, স্থানীয় লোকে উহাকে "লাড়খাঁর মন্দির" বলিয়া থাকে। লাড়খাঁ নামক একজন মুসলমান কিছুদিন এই মন্দিরটী বাসগৃহরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার ঐ নামকরণ হইয়াছে। এই মন্দিরটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার কোন শিখর নাই বা কোনকালে ছিল না। ইহার দেওয়ালগুলিকে প্রকৃতপক্ষে দেওয়াল বলা চলে না। কতকগুলি চতুষ্কোণ সারি সারি স্তম্ভের অন্তর্বর্তী স্থানগুলি প্রস্তরনির্মিত জাফরী বা পাতলা প্রস্তরের আবরণী (Screen) দ্বারা আবদ্ধ। মন্দিরটীর অভ্যন্তরের বড় হলঘরের একপ্রান্তে গর্ভগৃহ। দেখিলে মনে হয় ইহা কোন মঠ বা বিহারের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছিল, পরে যেন এই গর্ভগৃহটী নির্মাণ করিয়া ইহাকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। মন্দিরের একটী শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, কোন ব্যক্তি আর্যপুরের রাজধানীতে

আইহোল মূর্তিশিল্পের একটী নিদর্শন

পাঁচশত চতুর্বেদীর সঙ্ঘকে এই মন্দিরটী দান করিয়াছেন। শিলালিপির অক্ষরগুলি যে

* IA, VIII, 285

খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতকের তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়। *

লাড়খাঁর মন্দির

কোন্তগুড়ি—গ্রামের প্রায় মধ্যভাগে এই মন্দিরটী অবস্থিত। এই মন্দিরের প্রাচীন নাম অধুনা অজ্ঞাত। "কোন্ত" (কুন্ত) শব্দের অর্থ শিবের ত্রিশূল; এই মন্দিরে যে ব্যক্তি বাস করিত দশহরার (বিজয়া) দিন সে "কোন্ত" বহন করিয়া গ্রামের সীমায় লইয়া যাইত, সুতরাং এই নামকরণ। এই মন্দিরটী চতুষ্কোণ এবং লাড়খাঁর মন্দির হইতে ক্ষুদ্র। ইহার মধ্যস্থলে মাত্র চারিটী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থলে পরবর্তী যুগে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সম্মুখের দালানে একটী নন্দীর (ষাঁড়) প্রস্তরমূর্তিও আছে। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ দেওয়ালে বহু বৈষ্ণব-মূর্তি ক্ষোদিত থাকায় ইহা যে পূর্বে বৈষ্ণব-মন্দির ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। মন্দিরের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতির প্রস্তর-মূর্তি ক্ষোদিত আছে।

লাড়খাঁর মন্দিরের সম্মুখে সারি সারি আরও চারিটী ছোট ছোট মন্দির আছে ও একটী পুরাতন কুণ্ড বা পুষ্করিণী আছে, তাহার তীরে আর একটী মন্দির আছে। সকল মন্দিরগুলিই বৈষ্ণব-মন্দির।

বিরূপাক্ষ—লাড়খাঁর মন্দিরের পূর্বে গ্রামের প্রান্তে বিরূপাক্ষ মন্দির। এক্ষণে ইহা লিঙ্গায়ৎদিগের দ্বারা অধিকৃত। ইহা দক্ষিণমুখ সুতরাং মনে হয় ইহা পূর্বে জৈন-মন্দির ছিল।* ইহার গর্ভগৃহটীও পরবর্তীকালে নির্মিত। চারিটী স্তম্ভের উপর ছাদটী সমতল, তাহার পর চারিদিকে চারিটী ঢালু ছাদ চারি দেওয়ালের সহিত মিশিয়াছে। এই সমতল ছাদের উপর একটী অর্ধসমাপ্ত শিখর—তাহার উত্তরে শিবমূর্তি, দক্ষিণে ভৈরব-মূর্তি, পূর্বে বামন-অবতার ও পশ্চিমে বরাহ-অবতার। ইহাও সম্ভবতঃ এক সময়ে হরিহর বা ঐরূপ কোন দেবতার মন্দির ছিল। সমতল ছাদের নিম্নে মন্দিরের ভিতর দিকে (ceilingএ) ব্রহ্মার মূর্তিকে ঘিরিয়া অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। মন্দিরটী উত্তরমুখ, কিন্তু গর্ভগৃহের মুখ পশ্চিম দিকে। মন্দিরের ভিতর একটী স্তম্ভে একটী প্রস্তরখণ্ডে দ্বিতীয় চামুণ্ডের (১১৬৯ খ্রীঃ) একটী শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। *

কোন্তগুড়ি মন্দিরের পার্শ্বে আর একটী প্রাচীন মন্দির আছে, উহার ছাদের ভিতরের দিকে (ceilingএ) কয়েকটী সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে।

কোন্তগুড়ি-মন্দির

কোন্তগুড়ি মন্দিরের পূর্বে ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির ও উত্তরপূর্বে "চরন্তি মঠ"। গ্রামের মধ্যে আরও অনেক মন্দির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে।

* IA. VIII, 287

* প্রাচীনকালে হিন্দু-মন্দির দক্ষিণমুখ করা হইত না।

* IA, VIII.

হুচ্চিমল্লিগুড়ি—পূর্বোল্লিখিত মন্দিরগুলি ব্যতীত গ্রামের উত্তরদিকে মঠের মধ্যে একটী প্রাচীন মন্দির আছে, তাহার নাম হুচ্চিমল্লিগুড়ি। অন্যান্য প্রাচীন মন্দিরগুলির ন্যায় ইহার গর্ভগৃহও মধ্যের দালানে অবস্থিত এবং তাহার চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ-পথ বর্তমান। এই মন্দিরের শিখর কতকটা ভুবনেশ্বরের পরশুরামের মন্দিরের অনুরূপ ['পরশুরামের মন্দির' দ্র°]। মন্দিরটী পশ্চিমমুখ। প্রবেশ-দ্বারটী কারুকার্যশোভিত; উহার সম্মুখে একটী চন্দ্রাতপ। সেই চন্দ্রাতপের ছাদের ভিতর দিকে (ceilingএ) ময়ূরবাহন কার্তিকেয়ের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রাচীন কণাড় (Canarese) ভাষার শিলালিপিতে লিখিত আছে, বিজয়াদিত্য ৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মন্দিরের পুরোহিতকে তৈল দান করিতেছেন।*

হুচ্চিমল্লিগুড়ি-মন্দির

মলপ্রভানদী ও ইহার খাড়ির সঙ্গমস্থলে একটী মন্দির আছে এবং উহার দক্ষিণে খাড়ির অপর পারে মাঠের মধ্যে একটী উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে। উহার দক্ষিণে কতকগুলি মন্দির একস্থানে ঘন-সন্নিবিষ্ট। উহাদের মধ্যে একটীর নাম 'গলগনাথ'-মন্দির। এই মন্দিরগুলির দক্ষিণে সারি সারি চারিটী মন্দির, ইহাদের দক্ষিণ-পূর্বে রামলিঙ্গ-মন্দির।

বিরূপাক্ষের নিকটবর্তী একটী জৈন-মন্দির

গ্রামের উত্তরে বিরূপাক্ষ-মন্দিরের পূর্বে সারি সারি তিনটী মন্দির; উহার উত্তর-পশ্চিমে জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির।

অইহোলের মন্দিরগুলির কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি জৈন।

এই মন্দিরগুলি ব্যতীত দুইটী গুহা-মন্দির আছে; উহাদের একটী জৈন, অপরটী শৈব। জৈন গুহাটী মেগুটি-মন্দিরের নিকট। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩২ ফুট ও বিস্তারে ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। ইহার ছাদটী খিলানের ন্যায় বক্র। শালা-(hall) গৃহের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট শয়নগৃহ (cell); প্রান্তভাগে গর্ভগৃহে মহাবীরের আসীন মূর্তি অবস্থিত। গর্ভগৃহের বাহিরে দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী প্রহরীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে।*

অইহোল গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে শৈব-গুহা অবস্থিত। এই গুহায় বহু শৈব মূর্তি ক্ষোদিত আছে। যে পাহাড়ে জৈন-গুহাটী অবস্থিত, তাহাতে কুড়িটী dolmen আছে। তিনটী প্রস্তরকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া উহাদের মাথায় একটী প্রস্তরের আবরণ দিয়া এই dolmenগুলি প্রস্তুত, অনেকগুলিতে সম্মুখভাগও একটী প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ, তবে তাহাতে একজন মনুষ্য প্রবেশ করিবার মত একটী গোল ছিদ্র আছে। কতকগুলির

* IA., VIII, 284

* ASWI, I, 37, Plates 47, 48

আবার সম্মুখ দিক্ সম্পূর্ণ আবদ্ধ নহে, উহাতে ঐরূপ ছিদ্রও নাই। এই dolmen-গুলি সম্ভবতঃ মেগুটি মন্দিরের স্থপতিগণ বাসের জন্য নির্মাণ করিয়াছিল।

[Fergusson—Hist. Ind. Arch, I, 319-20, 321, 356; II, 18, 20, 193; Cousens—Chal. Arch., 5, 28-50, 138; Arch. Sur. WI, III, 129 ff; ASR, 1907-8, 205; Arch. Sur WI (Rep. First Season's Operations,) 37 ff; IA, V, 67; VIII, 237, 284-87, IX, 74: AMArch. Ind., 67-69, 177; EI, VI, 1; IG, V]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অইহোল-লিপি—অইহোলের মন্দির-গুলিতে বহু শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেগুটী-মন্দিরে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালের একটী বৃহৎশিলালিপি আছে; উহা হইতে পুলকেশীর ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। এই লিপিটীই ইতিহাসে 'অইহোল-লিপি' নামে খ্যাত। এই লিপি একটী ৪ ফুট ১১½ ইঞ্চি প্রশস্ত ও ২ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চ প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ। ইহা মন্দিরের পূর্বদিকের ভিত্তিগাত্রের বহির্ভাগে ক্ষোদিত আছে। এই লিপিটীতে সর্বসমেত ১৯টী পংক্তি আছে। ১ হইতে ১৭ পংক্তি সংস্কৃত ভাষায় ও খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের ব্রাহ্মী-অক্ষরে উৎকীর্ণ। অষ্টাদশ পংক্তির প্রথম কয়েকটী অক্ষর সংস্কৃত, তাহার পর কন্নড় ভাষায় দুইটী পংক্তি; এই শেষ অংশটী মূললিপির বহু পরে সংযুক্ত হইয়াছিল। তাহার অর্থও ভাল করিয়া বোধগম্য হয় না। সংস্কৃত লিপিটী ৩৭টী শ্লোকে রচিত। ইহার রচয়িতা মন্দিরের স্থাপয়িতা রবিকীর্তি স্বয়ং। লিপিটীর ভাবার্থ এই:—ভগবান্ জিনেন্দ্রের জয় হউক, অপরাজেয় চালুক্যকুলের জয় হউক, সত্যাশ্রয় দীর্ঘকাল জয়যুক্ত হউন। চালুক্য-বংশের বহু নরপতি গত হইলে সেই বংশে জয়সিংহবল্লভ নামে বহুগুণশালী পরাক্রান্ত নৃপতির জন্ম হয়, তাঁহার পুত্র রণরাগ, তাঁহার পুত্র ভাগ্যবান্ পুলিকেশী (পোলেকেশী) বাতাপীপুরীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কীর্তিবর্মা নল, কদম্ব ও মৌর্য-দিগের কালরাত্রিস্বরূপ ছিলেন; তিনি কদম্ব-কুলের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ মঙ্গলেশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এবং কটচ্চুরিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের রাজ্যশ্রী হরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বহু সৈন্য লইয়া রেবতীদ্বীপ অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (অগ্রজের তনয়) পুলিকেশী যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার খুল্লতাত তৎপ্রতি অসূয়া-পরবশ, তখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মঙ্গলেশ মৃত্যুকালে নিজ-পুত্রকে বিশাল রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। এইসময় চারিদিকে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, সেই সুযোগে বহু শত্রু-কর্তৃক চালুক্য-রাজ্য আক্রান্ত হইল। পুলিকেশী নিজ পরাক্রমে সেই সমস্ত শত্রুগণকে বিদূরিত করিলেন। আপ্যায়িকা খ্য গোবিন্দ ভৈমরথী (ভীমা) নদীর উত্তর ভাগস্থিত প্রদেশ জয় করিতে আসিলে পুলিকেশীর পরাক্রমে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বরদা নদীতীরবর্তী বনবাসী নগরী পুলিকেশী-কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। গঙ্গ ও আলুপ নৃপতিগণ বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কোঙ্কণদেশে মৌর্য-প্রভাব লুপ্ত হইল। পশ্চিম সমুদ্রকূলে তিনি একটী নগরী অবরোধ করিয়াছিলেন। লাট, মালব ও গুর্জরগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আর্যাবর্তের সম্রাট্ মহারাজ হর্ষের মুখের হাসি মিলাইয়া দিয়াছিলেন,[1] নিরানব্বই সহস্র গ্রামের অধীশ্বর মহারাষ্ট্রকগণকে পদানত করিয়াছিলেন, কলিঙ্গ ও কোশলের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন; তৎকর্তৃক পিষ্ট হইয়া পিষ্টপুর দুর্গ আর দুর্গম রহিল না, কুনালহ্রদের সলিল মনুষ্যরক্তে লোহিত হইয়া গেল।[2] পল্লবপতি তাঁহার উন্নতিতে বাধা দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পরাক্রম কাঞ্চীপুরের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। কাবেরী নদীতে হস্তিযূথ দ্বারা সেতুনির্মাণ করিয়া তিনি চোলদেশ জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পল্লব-পরাক্রম রোধ করিয়া তিনি চোল, কেরল ও পাণ্ড্যদিগের শ্রীবৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সর্বদিগ্বিজয়ী সত্যাশ্রয় বাতাপীনগরী হইতে সমস্ত পৃথিবী একটী নগরীর ন্যায় শাসন করিতেছেন। ভারত-যুদ্ধের পর তিন সহস্র সপ্তশত পঞ্চত্রিংশ বৎসর অতীত হইলে এবং শকনৃপতিগণের পাঁচশত ছাপ্পান্ন বৎসর গত হইলে কলিযুগে ভগবান্ জিনেন্দ্রের এই মন্দির সত্যাশ্রয়ের অনুগ্রহভাজন রবিকীর্তি-কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[3] এই কবিতা কালিদাস ও ভারবির ন্যায় খ্যাতনামা কবি রবিকীর্তি স্বয়ং রচনা করিয়াছেন।

এই শিলালিপি হইতে বুঝা যায় রবি-কীর্তি অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহার উৎপ্রেক্ষালঙ্কার অতুলনীয়। কালিদাসের রঘুবংশের কয়েকটী শ্লোকের অনুকরণে ইহার কয়েকটী শ্লোক রচিত হইয়াছিল। কবিতাটী আর্যা, শার্দূলবিক্রীড়িত, উপজাতি, রথোদ্ধতা, ঔপচ্ছন্দসিক, দ্রুতবিলম্বিত, বসন্ততিলকা, বংশস্থা, মালিনী, স্রগ্ধরা, মন্দাক্রান্তা, মত্তেভ-বিক্রীড়িত, ইন্দ্রবজ্রা, অনুষ্টুভ্, প্রহর্ষিণী ও আর্যাগীতি প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত। ইহাতে রবিকীর্তির পাণ্ডিত্যের ও কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত,

(১) অপরিমিতবিভূতিস্ফীতসামন্তসেনামকুটমণি-
ময়ূখাক্রান্তপাদারবিন্দঃ।
যুধি পতিতগজেন্দ্রানীকবীভৎসভূতো
ভয়বিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ॥

২ সমদবারণঘটাস্থগিতান্তরালং
নানায়ুধক্ষতনরক্ষতজাঙ্গরাগম্।
আসীজ্জলং যদবমর্দিতমভ্রগর্ভং
কৌনালমম্বরমিবোর্জিতসান্ধ্যরাগম্॥

৩ ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু শতেষব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥

এই মন্দিরে আর একটী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কন্নড়-শিলালিপি আছে। হুচ্ছিমল্লি-গুডি, দুর্গা, লাড়্খাঁ, গলগনাথ ও নারায়ণ মন্দিরে কয়েকটী শিলালিপি আছে [মেগুটি, হুচ্ছিমল্লিগুডি, দুর্গা, লাড়্খাঁ, গলগনাথ দ্র°]।

[Ind. Ant. V, 67-73 ; VIII, 237-246, 284-283 ; IX, 74-76 ; EHI, VI, 1.12.]

অঈল — অল ইদ্রীসী নামক আরব ভৌগোলিকের 'নুজহুত্ মুশতক্' গ্রন্থে 'নথা' নামক এক পরাক্রান্ত ভারতীয় জাতির শাসনাধীনে কীর কাযান নামে একটী প্রদেশের উল্লেখ আছে, তাহার নাম অঈল। এইস্থানের অধিবাসিগণ অধিকাংশই মুসলমান। এই দেশে শস্য, ধুনা, ফল, উষ্ট্র, গো ও মেষ পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে অঈল নামক এক ব্যক্তি এই দেশ জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

[EHI, I, 834]

অউক, অওক—[প° হি° ঔ> অউ, অও + ক (স্বার্থে) —অপ্র°] বিণ, অপর, অন্য। "একক হৃদয় অওক ন প্যাওল"। বি° প° ৩.৪।

অউনিঞা, আউনিঞা—[সং অগ্র (> আগু > আউ, অউ) + সং অনীক (> অনিজ > অনিঞা) —অপ্র°] —অগ্রগামী সৈন্য। "অউনিঞা পাইক"-কৃ°-রা°। হরি°॥

অউপগ—কম্বোজের নামান্তর ['কম্বোজ' দ্র°]।

[মার্কণ্ড° ৫৭ অ° ; GDI, 13]

অউহর্‌মজ্‌দ্ —ইরানের সৃষ্টিকর্তা দেবতা [অহুরমজ্‌দ্ দ্র°]।

অউষধ —[সং ঔষধ, ঔ = অউ, —অপ্র°] —ঔষধ।

অঋণ—১ ঋণাভাব। ২ বিণ, ঋণ নাই যার, অঋণী। ~ী [সং° অঋণিন্। (অঋণ—ইন্) ন + ঋণী নঞ্-তৎ, ঋকারের ব্যঞ্জনবর্ণ 'রি'র মত উচ্চারণ হওয়ায় ন (নঞ্) = অ (নিপাতনে — সন্ধি হয়া নয়, সন্ধি করিলে 'অনৃণী' হইবে) —'ঋকারস্য হল্‌ত্বাত্ত্বাপগমাৎ ন হট্ ন লোপমাত্রম্' ; 'হল্‌ত্বানাশ্রয়ণে দুটি' 'অনৃণী'ও হয়। নঞ্-তৎপুরুষ সমাস না করিয়া বহুব্রীহি সমাস করিলে 'অনৃণ'ও হইতে পারে] বিণ, ঋণ নাই যাহার, ঋণশূন্য। "দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ। অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥" মহাভা° ৩, ৩১২,১১৫। বাচ° শব্দ°। ৩ ঋণমুক্ত, যে ঋণ পরিশোধ করিয়াছে—উপস্থিত কোন ঋণ নাই। অনৃণী। ৪ কৃতজ্ঞতাসূচক কর্মদ্বারা উপকাররূপ ঋণ হইতে মুক্ত। ৫ যিনি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত। অগ্নিষ্টোম যাগ করিয়া দেবঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সন্তানাদি উৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। দানের দ্বারা ঋষিঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। "ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং দানকর্মণা। সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ॥"—শিষ্টপ্রয়োগ।

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অএ—[সং অয়ে>প্রা° অএ] অ, আমন্ত্রণ বা সম্বোধন-সূচক অব্যয়। ওহে, ওরে। এইরূপ সম্বোধনে গৌরব, রোষ, নিন্দা, স্নেহ, প্রণয় বা কাতরতা বুঝাইতে পারে।

অএও—দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের ক্যুক্‌পু জেলার অন্তর্গত অন নগরীর নামান্তর [অন দ্র°]।

অএজেম্নো—জরথুস্ত্রের পূর্বপুরুষ। নামান্তর— —অয়াজেম, অইয়াজেম, নয়াজেম ও অইজিম। ইনি জরথুস্ত্র হইতে উর্ধ্বতন একাদশ পুরুষ এবং ইনি পিতৃযের পিতামহ।

[SBE, XXXVII, 261, 261n.]

অএত—কয়বরদীন যাস্তএর কর্ষবরেস্‌এর পৌরাণিক বীরদিগের অন্যতম। ইনি যাঙুর পুত্র। ইহার 'ফ্রবষি' বা আত্মা * পূজ্য।

[SBE, XXIII, 179, 217]

অএথ্রপৈতি—অবেস্তার যস্‌না'র গাথামালায় কথিত একশ্রেণীর উপদেষ্টা।

[SBE, XXXI, pp. 318, 322]

অএথ্য— অবেস্তার যস্‌না'র গাথমালায় কথিত একশ্রেণীর উপদেষ্টা।

[SBE, XXXI, 323]

* সংস্কৃত 'পিতৃ' ও লাটিন 'Manes.' ইহার অনুরূপ।

অএলহু —[প্রা° মৈ°] আসিয়াছ। 'অধরক কাজর অএলহু ধোই'—বি° প° ৩১৪.২।

অএলহুঁ —[প্রা° মৈ°] আসিলাম। 'উবরি অএলহুঁ সখি পুরুব পুনে'—বি° প° ২০২.২।

অএলা —[প্রা° মৈ°] আসিলে। 'জদি ন অএলা হে তোহে ধনি সে কহলি কোহে'— বি° প° ২৯৫.৪।

অএলিহুঁ —[প্রা° মৈ°]আসিলাম। 'আজ পুনিম তিথি জানি মোয় অএলিহুঁ'— বি° প° ২৯৮.১।

অএষ্ম, অএষ্ম— অবেস্তার ক্রোধপরায়ণ ধ্বংসকারী অসুর। নামান্তর, 'অএষ্মো খ্রুবীদ্রুস্' 'অএষ্মো দএব' ইত্যাদি। মানব-সমাজের ক্ষতি, ধ্বংস, বিনাশ, বিপদ্, শোক, হত্যা প্রভৃতি ইহার কার্য। ধার্মিকদের অএষ্ম কোন ক্ষতি করিতে পারিত না, অধার্মিক-দিগেরই করিতে পারিত। এমন কি, অবেস্তায় উল্লিখিত আছে যে, অনেক ক্ষেত্রে অধার্মিক-দিগের ক্ষতি করিতে অএষ্ম সফল হইত না ; তখন অএষ্ম দৈত্যাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ লাগাইয়া দিত।

সৃষ্টিকর্তা অহুরমজ্‌দ্ জগতে সৎ ও অসৎ ক্রিয়ার জন্য দুইটী শক্তির সৃষ্টি করেন। সৎ কার্যের জন্য 'অক মনহ্' [অক মনহ্ দ্র°] ও অসৎ কার্যের জন্য 'অএষ্ম'। অক মনহ্ ও অএষ্ম উভয়ে মিলিয়া জগতের সুখ-ঐশ্বর্য ও দুঃখ-বিপদাদির সূত্রপাত করে। যুদ্ধকালে ইরানীয়গণ শত্রুর বিনাশের জন্য ইহার নিকট প্রার্থনা বা পূজা করে, তবে অবরোধকালে প্রার্থনা করিতে বিশেষ দেখা যায় না।

অবেস্তায় পাওয়া যায়, সাতজন কয়ান বীর সকল সময় ইহার সহায়তা করিত। ইহাদের দ্বারা সে জীবগণের বিনাশ-সাধনে সমর্থ। কয়ানগণ সকলেই হোশাঙ্-কর্তৃক বিনষ্ট হয়, কেবল একজন অবশিষ্ট থাকে। *

* দিনশাজী আংক্লেসর-লিখিত (১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রন্থের মতে 'অএষ্ম'র শক্তি ছয়টী।

প্রচলিত প্রথানুযায়ী জানিতে পারা যায় যে, মাত্র পাঁচজন 'কয়ান' ছিল। কিন্তু অবেস্তায় 'লোহরাসপ' ও বিস্তাসপ' ব্যতীত আটজন 'কয়ানে'র উল্লেখ আছে। 'বুন্দহিশ'এ ইহাদের বিবরণ পাওয়া যায়।

অবেস্তায় আছে যে, 'মীতোখ্‌ৎ' (মিথ্যা) উপস্থিত হইলে 'অরস্ক্‌' (বিদ্বেষ) সমাদৃত হয়, কিন্তু অরস্ক্‌ সমাদৃত হইলে অএস্মর আবির্ভাব হয়। অএস্মর আবির্ভাবে বহু জীবের বিনাশ সাধিত হয়। অএস্ম তখন যথেচ্ছভাবে ইরানীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়।

অবেস্তায় দেখা যায়, একবার অএস্ম নরকে ইহার প্রভু অহরমনের নিকট অভিযোগ করিবার জন্য গমন করে। অহরমন্‌ অভিযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলে যে, পৃথিবীর তিনটী ব্যাপারে তাহার কোন ক্ষমতা নাই—একটী ঋতু-উৎসব (গাসান্‌বার), একটী পবিত্র ভোজ (মীয়জদ্‌) এবং আর একটী বিবাহ (খুএতুক্‌-দস্‌) *। তখন অহরমন্‌ ইহাকে প্রথম দুইটার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ক্ষমতা দেন, কিন্তু শেষটীর উপর দিতে অসমর্থ হ'ন।

'মানুস্‌কিহর্‌'এর ভগিনী 'মান্‌সক্‌'কে অএস্ম বিবাহ করে। 'কোথরেদ্‌' উহাদের পুত্র। ইহার বংশধরেরা ইরানীদের বিনাশ-সাধনে তৎপর হইয়াছিল। প্রবাদ ইহার বংশধরগণ জরথুস্ত্রের শত্রু। অহুরমজ্দ্‌ আর্য-সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা, তিনিই পৃথিবীকে ঐশ্বর্য-শালী ও মঙ্গলময় করিয়াছেন, কিন্তু অএস্ম সে গৌরবের বিনাশকারী।

অবেস্তায় অহুরমজ্দ্‌ পৃথিবীপতি জরথুস্ত্রকে বলিতেছেন যে, তাঁহার (জরথুস্ত্রের) যুগের অবসানে সহস্র প্রকার ক্রুদ্ধ-প্রকৃতি দৈত্যের আবির্ভাব হইবে। তাহারা পূর্বদিক হইতে (অর্থাৎ খুরাসানের দিক্‌ হইতে) ইরানে আগমন করিবে। তাহারা সকলেই নীচ-জাতীয় (নীতূম্‌)। তাহারা পতাকা উড্ডীন করিয়া জীবের ধ্বংস করিতে করিতে আগমন করিবে। তাহারা শক্তিশালীকে হীনবীর্য করিবে এবং ইরানের বহু দ্রব্য ভস্মীকৃত ও নষ্ট করিয়া দিবে। গৃহীর গৃহ, চাষীর ভূমি, উন্নতি, সত্যতা, রাজশক্তি, ধর্ম, সত্য, সর্ত, প্রমোদ প্রভৃতি পবিত্র মজ্দ্‌-ধর্মাবলম্বীগণের সমুদয় বিষয় বিনষ্ট করিবে। ইরানে উহাতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এই দৈত্যগণ অএস্মর বংশজাত।

অহুরমজ্দ্‌এর সহিত অহরমনের এক সন্ধি হয়। অহরমন্‌ অনন্তকালের মধ্যে নয় সহস্র শীতকাল (বর্ষ) স্থির করেন। উহা যখন শেষ হইবে তখন পবিত্র স্রওশ্‌ অএস্মকে হত্যা করিতে পারিবেন। যখন সন্ধি-অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাল শেষ হইল তখন স্রওশ্‌ অএস্মকে হত্যা করিলেন।

[SBE: IV, 124, 126, 128, 140sq. 145-7 ; V, 107-9, 193 201sq. 205, 215, 217,220, 223sq., 227sq., 366, 387-9 ; XVIII, 93, 96, 113, 437 ; XXIII, 33, 143, 144, 154, 164, 224, 284, 297, 308 ; XXIV, 17sq. 33, 61 ; XXXI, XIX, XXIn, 280, 300, XXXVII, 221 ; VIIL, 8, 72, 83, 143]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অও, আও—আসামের নাগাজাতির একটী প্রধান শাখা। ইহারা আসামের উত্তর-পূর্ব অংশে ২৬°১২' হইতে ২৬° ৪৫' উ° দ্রা° এবং ৯৪°১৮' হইতে ৯৪°৫০' পূ° দ্রা° পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতীয় অঞ্চলে বাস করে। এই পর্বতীয় ভূভাগ উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা যেস্থানে শিবসাগর জেলার সহিত মিলিয়াছে সেইস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণে লোটা ও সেমা নাগা জাতির বাস-ভূমি। পূর্বে ও উত্তরে বহু নাগাজাতির বাস। অওগণ তাহাদিগকে মিরি বলিয়া থাকে। উত্তর ও পূর্বে অও নাগাদিগের বাসভূমি—মোটামুটি ধরিতে গেলে দিখু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ নদীর অপর পারে লোংসা নামক মাত্র একটী অও গ্রাম আছে।

অওগণ কতকটা স্বাধীন জাতি। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগের নিকট হইতে ইহাদের দেশের কিয়দংশ কাড়িয়া লইয়াছেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর গণনায় অও নাগা-দিগের লোক-সংখ্যা হইয়াছিল ৩০,৫৯৯ এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছে ৩২,১১৫; উহাদের মধ্যে ৫৩৮৪ জন পুরুষ ও ৬৮১৪ জন স্ত্রীলোক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী—বাকী অওগণের মধ্যে ৯৮০৩ জন পুরুষ এবং ১০,১১৪ জন স্ত্রীলোক। অওগণের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। ইহাদিগের দেশে সর্বসমেত ৪টী গ্রাম আছে। উহারা ইহাদিগের দেশকে চারিটী পর্বতমালা অনুসারে ভাগ করিয়াছে, যথা—লং বং কোং, অস্থু কোং, চং কি কোং এবং চপর্‌ কোং। ইহাদের মধ্যে চারিটী ভাষা প্রচলিত, যথা—চোঙ্‌লি, মোঙ্‌সেন্‌, চংকি এবং সংপুর ভাষা। উহাদের মধ্যে শেষোক্ত ভাষা প্রায় অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। লোংসা গ্রামের কয়েকজন মাত্র এই ভাষা বলিয়া থাকে।

অওগণের প্রকৃত নাম 'আওর্‌' অর্থাৎ 'যাহারা আসিয়াছিল'। আসামীগণ ইহা-দিগকে 'হাথিগরিয়া' বলিয়া থাকে। অওগণ বলিয়া থাকে যে তাহাদিগের পূর্বপুরুষগণ দিখুনদীর দক্ষিণতীরস্থ লংতেরোক নামক পর্বতের অভ্যন্তর ভূগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহারা সকলে চোংলিয়িম্‌তি নামক গ্রামে বাস করিতে থাকে; পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহারা দিখুনদী পার হইয়া তাহার উত্তরাংশে বাস করে। যাহারা দিখুনদীর দক্ষিণ পারে বাস করে, অওগণ তাহাদিগকে 'মিরি' বলিয়া থাকে।

অও নাগাগণ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যথা—চোঙ্‌লী শাখা, মোঙ্‌সেন শাখা ও চংকি শাখা। চোঙ্‌লি শাখার মধ্যে তিনটী উপশাখা আছে — পোন্‌জেন্‌, লুংকম এবং চমি। উহাদের প্রত্যেকটী আবার বহু ভাগে বিভক্ত। এইরূপ মোঙ্‌সেন শাখাও তিন ভাগে বিভক্ত। চংকি শাখাও বহু ভাগে বিভক্ত। * এই বিভিন্ন শাখার অওগণ নিজ নিজ শাখার মধ্যে বিবাহ করে না।

আকৃতি— তিন শাখার অওগণের মধ্যে আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অওগণের পুরুষদিগের উচ্চতা সাধারণতঃ পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি; স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা দুই ইঞ্চি খর্ব হইয়া থাকে। অওগণ অন্যান্য

---

* ইংরেজীতে next-of kin marriage

*সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার পুস্তকে অওনাগদের ৮টী ভাগ করিয়াছেন যথা—(1)Lungkhumro, (2) Chami, (3) Alam, (4) Pumen, (5) Paocen, (6) Lengcha, (7) Usumuk ও (8) Lumto.

নাগাদিগের ন্যায় কমবেশী তাম্র (brown) বর্ণের হইয়া থাকে। ইহাদিগের মুখে, বিশেষতঃ নাসিকায় ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা যায়। ইহাদিগের মস্তকের পরিমিতি (cephalic index) ৭৮'৮৮ এবং নাসিকার পরিমিতি (nasal index) ৮১'৪২। ইহাদিগের কেশ কুঞ্চিত, কাহারও কাহারও অত্যন্ত কুঞ্চিত। সাধারণতঃ শিশুদিগের কেশ গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ ও বয়ঃপ্রাপ্তদিগের কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পুরুষদের শ্মশ্রু ও গুম্ফ থাকে এবং দেহ যথেষ্ট লোমশ। ইহারা শ্মশ্রু রাখিতে ইচ্ছা করে না। যুবকেরা মুখমণ্ডলের কেশ উৎপাটিত করিয়া ফেলে; বৃদ্ধদিগকে শ্মশ্রু ও গুম্ফ রাখিতে দেখা যায়। পুরুষগণ কর্ণমূল পর্যন্ত মস্তকের পশ্চাতের কেশ কামাইয়া ফেলে এবং সম্মুখের কেশ ও ঐ রেখার সমান্তরাল স্থানের কেশ ছাঁটিয়া ফেলে, দেখিলে মনে হয় যেন মুণ্ডিত মস্তকে একটী লোমের টুপী পরিয়াছে। রমণীগণ কবরী বাঁধিয়া থাকে। চোঙ্‌লি রমণীগণ পরিত্যক্ত কেশের ফিতা বা কৃষ্ণবর্ণের ফিতা দিয়া কবরী বন্ধন করে এবং মোঙ্‌সেন সুন্দরীগণ শ্বেতবর্ণের সূতা বা বস্ত্রখণ্ড দিয়া কবরী বন্ধন করে। তাহারা শূকরের লোমের বুরুশ ব্যবহার করে।

অওদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত কতকটা মঙ্গোলদিগের মত; হনুদ্বয় উন্নত, নাসিকার অস্থি অনুন্নত ও নাসিকা বিস্ফারিত, ভ্রূ অল্প এবং প্রায়ই বক্র (slanting), চক্ষুর্দ্বয় গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ। দেহ সুগঠিত—ক্ষীণ বা বিপুল নহে। দেখিলে মনে হয় ইহাদের আহার্যের অভাব হয় না। মধ্যবয়সীদিগের মধ্যে মেদবহুল লোকও যে দৃষ্টিগোচর হয় না এরূপ নহে। পায়ের ডিম (calves) উত্তম, কিন্তু অত্যধিক স্ফীত নহে। রমণীগণ যৌবনে সুগঠিত ও লাবণ্যবতী হইয়া থাকে। তাহারা চিবুক, বক্ষঃস্থল, বাহুমূল, কব্জী ও পায়ে উল্কি অঙ্কিত করাইয়া থাকে। ভিন্ন শাখার রমণীগণের উল্কির মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে।

বেশ—অও জাতির পুরুষগণ সাধারণতঃ 'লেঙ্‌টী' পরিধান করে। লেঙ্‌টী বা লেক্‌ট কোমরেতে লজ্জানিবারণ করে, কোমরে উহার এক অংশ জড়ান থাকে এবং এক অংশ কুস্তিগীর পালোয়ানদিগের লেক্‌টের ন্যায় পশ্চাৎ হইতে আসিয়া নাভির নিকট একটী গ্রন্থি দিয়া সম্মুখে ঝুলিতে থাকে। এই সম্মুখের অংশটীতে নানাবিধ কারুকার্য থাকে। শিশুগণ সাধারণতঃ ৫।৬ বৎসর পর্যন্ত উলঙ্গ থাকে, তাহার পর দা ও কোমর-বন্ধ পরে এবং ৮।৯ বৎসর হইতে লেঙ্‌টী পরিধান করে। চোঙ্‌লী গ্রামের দুই একটী বালক বল্কল-সূত্রনির্মিত থলিয়া পরিয়া লজ্জা নিবারণ করে। কোন কোন স্থানে বালকের কোমরে একখণ্ড নীল বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা সম্মুখে নাভির নিকট গ্রন্থি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে 'সুনরি' বলে। পুরুষগণ যে বস্ত্রখণ্ডে গাত্র আবরণ করে তাহা দৈর্ঘ্যে চারি ফুট ছয় ইঞ্চি এবং প্রস্থে তিন ফুট ছয় ইঞ্চি। এই বস্ত্রখণ্ডে বহু চিত্র অঙ্কিত থাকে। এইসকল চিত্রিত বস্ত্রখণ্ডের বিচিত্র নাম আছে; ঐসকল পোষাকী বস্ত্র তাহারা সর্বদা পরিধান করে না। সাধারণতঃ তাহারা শুভ্র বস্ত্রখণ্ডই পরিধান করে।

অও রমণীগণ যে বস্ত্র পরিধান করে তাহা এক গজ হইতে দেড় গজ লম্বা ও বহর ২০ হইতে ৩০ ইঞ্চি; এই বস্ত্র তাহারা কটিদেশে বেষ্টন করিয়া বাম নিতম্বের উপর গ্রন্থি বাঁধিয়া থাকে। এই সকল কাপড় নীলবর্ণের এবং তাহাতে নীল পাড় থাকে। কখন কখন নীলের উপর লাল বর্ণের ডোরা কাটা থাকে। পাড়ের নানাবিধ নক্সা হইয়া থাকে। জাতির বা উপজাতির আচার বা ব্যবহার অনুসারে তাহাদিগের রমণীগণের বস্ত্রের পাড়ের নক্সা হয়। বালিকারা পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কোমরে একটী ঘুন্‌সী পরিয়া থাকে, তাহার পর কাপড় পরে। রমণীগণ যে বস্ত্রে গাত্র আবরণ করে তাহা শ্বেত বা গাঢ় নীলবর্ণের হইয়া থাকে। সন্তানের জননী না হওয়া পর্যন্ত সেই বস্ত্রখণ্ড বাহুমূলের তলা দিয়া বুকের উপর দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে। উৎসবের সময় রমণীগণ বিচিত্র গাত্রবাস পরিধান করে। ইহা ব্যতীত তাহারা পট্টি পরিধান করে।

বর্ষাকালে পুরুষগণ পৃষ্ঠদেশে পত্রনির্মিত টোকা বা আবরণী পরে। রমণীগণ আসামী মেয়েদের মত পত্রনির্মিত বৃহৎ মাথালি মাথায় দেয়।

অলঙ্কার—অও পুরুষগণ ভল্লুক চর্ম নির্মিত একপ্রকার টুপী পরে। তাহা আবার কখনও কখনও শূকরের দন্ত দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। ইহাই তাহাদিগের নিজস্ব শিরোভূষণ। ইহা ব্যতীত অবস্থাপন্ন লোকেরা বেত্রনির্মিত টোপরের ন্যায় টুপীও পরিধান করে। বোদ্ধ‌্‌গণ আর একপ্রকার টুপী পরিধান করে, তাহার চূড়ায় লোহিত ছাগলোমের ঝুঁটি থাকে এবং তাহা লাল বেত ও পীত অর্কিড দ্বারা অলঙ্কৃত থাকে। বৃদ্ধগণ বংশনির্মিত কাঠামর উপর কৃষ্ণ ছাগলোম বুনিয়া একপ্রকার টুপী পরিধান করিয়া আপনাদিগের পককেশ আবরণ করে। নৃত্যোৎসবের সময় অন্যান্য জাতির ন্যায় অওগণ মস্তকে ভল্লুক-লোমের বেষ্টনী বা পাগড়ী পরিয়া থাকে। উহার বংশনির্মিত ফ্রেমের সহিত ধনেশ পক্ষীর পালক আবদ্ধ থাকে। এই পালক ব্যবহারেরও কয়েকটী রীতি আছে।

অও পুরুষ কাণের তিন স্থানে বিদ্ধ করিয়া থাকে—যথা, কর্ণবল্লীতে (lobe), কর্ণরন্ধ্রের উপরে কর্ণমূলের নিকট (concha) এবং কর্ণপত্রের (foss of the anti helix) উপরিভাগে। জন্মের পরই কর্ণবল্লীতে ছিদ্র করা হয়। তাহার পর বালক কিছু বড় হইলেই অপর দুইটী ছিদ্র করা হয়। উত্তপ্ত লৌহ-শলাকার সাহায্যে এই সকল ছিদ্র করা হয় এবং তুলা দিয়া ছিদ্র বন্ধ করিয়া রাখা হয়। নিম্নের ছিদ্রেই নানাবিধ অলঙ্কার পরা হয়। সাধারণতঃ তাহারা লোহার তার বা শূকরদন্ত এই ছিদ্রে পরিয়া থাকে। যাহারা যুদ্ধে শত্রু নিপাত করিয়াছে তাহারা নৃত্যোৎসবে কর্ণে পক্ষীর পালক পরিধান করে; যাহারা মিথুনমেধ যজ্ঞ করিয়াছে তাহাদের কন্যারাও এই পালক কর্ণভূষারূপে ব্যবহার করে। কদাচিৎ পিতলের ভল্লুকাকৃতি কর্ণভূষণ কর্ণভূষারূপে

ব্যবহৃত হয়, তাহাতে আবার সূক্ষ্ম শিকল দিয়া ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলান থাকে।

ধনী ব্যক্তির পুত্র কণ্ঠদেশে পিতলের হাঁসুলী পরিয়া থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতলের হাঁসুলীর পরিবর্তে বরাহদন্তের হাঁসুলি পরিয়া থাকে। সামাজিক হিসাবে যাহার প্রাধান্য অধিক সেই সকল ব্যক্তি শঙ্খের মালা পরিয়া থাকে। বহু নহর বা লোহিতবর্ণ অকীক প্রস্তরের পাটা হারও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরিধান করে, এই হারের প্রতি নহর হাড়ের কাঠি দিয়া পৃথক করা থাকে।

লোটা ও অঙ্গামী নাগাদিগের ন্যায় অওগণ প্রকোষ্ঠে বা উপর-হাতে হস্তিদন্তনির্মিত তাগা পরিয়া থাকে। এই তাগা পরিধান করিবারও রীতি প্রতি শাখার মধ্যে বিভিন্ন। সকলের এইরূপ তাগা পরিবার অধিকার নাই। রীতি অনুসারে কোন কোন জাতি এক হাতে এবং কোন কোন জাতি দুই হাতে তাগা পরিয়া থাকে; অওদিগের মধ্যে একপ্রকার মিশ্রধাতুর প্রাচীন তাগা আছে, এই অলঙ্কার পরিধান করিবার অধিকার কয়েকটী জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তির আছে।

অওগণ মণিবন্ধে একপ্রকার কড়ির অলঙ্কার পরে, তাহাতে মণিবন্ধ হইতে হাতের অনেকটা পর্যন্ত আবৃত থাকে। উহার উভয় ধার লোহিত লোমের দ্বারা অলঙ্কৃত। পূর্বে বীরগণই এই অলঙ্কার পরিত। অধুনা গ্রামের মোড়লকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে যে কেহ এই অলঙ্কার পরিধান করিতে পারে। অওগণ 'খাপতাং' (শত্রুর দাঁত) নামক একপ্রকার অলঙ্কার বক্ষে ধারণ করে, তাহা কাষ্ঠফলকের উপর কড়ি দিয়া নির্মিত, লোহিত ছাগলোমে ইহার ধার অলঙ্কৃত। যে সকল বৃদ্ধ অও যুদ্ধে বহু শত্রু নিপাত করিয়াছে বা বহু মিথুনমেধ যাগ করিয়াছে তাহারা বক্ষঃস্থলে ধনেশ পক্ষীর মস্তক কণ্ঠ হইতে সূত্রের সাহায্যে ঝুলাইয়া দেয়।

রমণীগণ সাধারণতঃ কর্ণে দুইটী ছিদ্র করিয়া থাকে। উপরের ছিদ্রে তাহারা ৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট বৃহৎ পিতলের মাকড়ী পরিয়া থাকে; দুই কাণের মাকড়ী দুইটীকে সূতার সাহায্যে মাথার উপর বাঁধিয়া রাখে। এই মাকড়ী তিনটী পিতলের তার পাকাইয়া নির্মাণ করা হইয়া থাকে। অওদিগের বিশ্বাস, এই মাকড়ী অত্যন্ত সুলক্ষণ। ইহা ব্যতীত রমণীগণ কর্ণে 'তোংবাং' নামক একপ্রকার বৃহৎ কাচের দুল পরিয়া থাকে। প্রাচীনকালে এই দুল স্ফটিক-নির্মিত হইত এবং এক এক জোড়া দুল পাঁচ বা ছয় জোড়া গরুর বিনিময়ে ক্রীত হইত। অধুনা অধিকাংশ অল্পমূল্য কাচের দুলই মাড়োয়ারী বা অসামী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়; এগুলির দাম২ হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত।

অও যুবক

রমণীগণ বহুবিধ কণ্ঠভূষা ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেক গ্রামে দক্ষ পিঙ্গলবর্ণের কাঠির বহু নহর হার তাহারা পরিয়া থাকে। এই নহরগুলি হাড়ের কাঠি হইতে ঝুলান। শাঁখের মালা ও লাল প্রস্তরের (cornelian beads) মালাই সাধারণতঃ ইহারা পরিয়া থাকে। অনেকে বহুপ্রকার পুঁথি বা ঐরূপ দ্রব্যের মালা গলায় দিয়া বক্ষঃস্থল ঢাকিয়া রাখে।

রমণীগণ কচিৎ লৌহ বা পিতলের ভারী মালা পরিয়া থাকে। বালিকাগণ শৈশব হইতে তাহাদিগের মাতাদিগের ন্যায় হার ও বালা পরিয়া থাকে; বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা মাকড়ী পরিবার অধিকার পায়। দুল পরিলেই বুঝিতে হইবে তাহারা পূর্ণবয়স্কা হইয়াছে।

অলঙ্কার অন্যান্য ভারতীয়ের ন্যায় অওদিগের সঞ্চিত সম্পত্তি। নৃত্যোৎসবে ধনী ব্যক্তির স্ত্রী ও কন্যাগণ চুলের সহিত পিতলের শিকল জড়াইয়া বেণী করিয়া দুই স্কন্ধে ঝুলাইয়া দেয় এবং উহার সহিত পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধিয়া দেয়। তাহারা মধ্যে মধ্যে শরীরেও ছোট ছোট ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিয়া থাকে।

অস্ত্রাদি—অওগণের অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে 'দা' ও 'বর্শা'ই প্রধান। 'লাশাং', 'লিচাক্' নামক ঢালযুক্ত ধনুক এখন আর কেহ ব্যবহার করে না। ইহাদের প্রধান অস্ত্র 'দা'; সকল সময়েই ইহা লইয়া ইহারা চলা-ফেরা করে। 'দা'র উপরের দিক্ প্রায় পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও উহার বাঁশের মুঠির নিকট ইহার প্রস্থ এক ইঞ্চিরও কম। উহার আকৃতি কতকটা সমকোণ (right-angled) ত্রিভুজের মত; ত্রিভুজের দীর্ঘতম বাহুটী উহার ধার। প্রাচীনকালে নানা আকৃতির 'দা' নির্মিত হইত; সেই সকল 'দা' এখন অনেকের নিকট পৈতৃক সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। বালকগণ পক্ষি-শিকারের নিমিত্ত বাঁশের ধনুক ব্যবহার করে এবং তীরের আগায় ফলার পরিবর্তে বাঁশের গাঁইট দেওয়া হয়। বানর এবং অন্যান্য ছোট জন্তু শিকারের জন্য বক্রচাপ (cross bow) ব্যবহার করা হয়।

বাঁশের বা চামড়ার ঢাল অওদিগের একমাত্র আত্মরক্ষার শস্ত্র। গ্রামরক্ষার নিমিত্ত যে সকল বৃহৎ ঢাল ব্যবহৃত হয় তাহা বন্যমহিষের চামড়া হইতে নির্মিত। বাঘ বা চিতা শিকারের জন্য বাঁশের ঢালই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

অওগণের মধ্যে চারুশিল্পের নিদর্শন খুবই অল্প। ইহাদের সব জিনিসই সাদাসিধা।

চরিত্র—অওগণ সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয় জাতি; যুদ্ধ-বিগ্রহ ইহারা পছন্দ করে না। যদিও সময়ে সময়ে ইহারা সাহসের পরিচয় দেয়, তথাপি একবার কোন কারণে ভীত হইলে ইহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। ইহারা অত্যন্ত কলহপ্রিয়; সামান্য কারণে পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিয়া থাকে এবং দুই পক্ষের বহুলোক সমবেত হইয়া চীৎকারে গ্রাম মুখরিত করিয়া তোলে। ইহারা ইহা-

দের জাতীয় রীতিনীতির এতটুকু ব্যতিক্রম সহ্য করিতে পারে না। সামান্য কথায় ইহারা অপমানিত মনে করে এবং ক্ষতি-পূরণের দাবী করে। সাধারণতঃ ইহারা একটী বিবাহ করিলেও ইহাদের প্রকৃতি বহু-বিবাহের অনুকূলে। অবৈধরত ইহাদের মধ্যে একেবারেই বিরল। ইহারা সন্তানবৎসল এবং গৃহপালিত পশুগণের প্রতি যত্নশীল কিন্তু ইহারা মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্য করিয়া থাকে—যথা, যজ্ঞে বলি দিবার পূর্বে ইহারা মিথনকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া থাকে

অও রমণী

ও জীবন্ত মুরগীর পালক উপড়াইয়া ফেলে। অন্যান্য নাগাজাতির ন্যায় ইহারাও জীবন্ত কুকুর ও ছাগলের লোম উৎপাটন করিয়া লয়।

অন্যান্য নাগাদিগের ন্যায় অওগণ স্নান করিলেও অত্যধিক ধূম পানের নিমিত্ত সর্বদা ইহাদের গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। ইহাদের ভোজন ও পানপাত্র অত্যন্ত অপরিষ্কার। সাধারণতঃ ইহারা বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী। অন্যান্য নাগাদিগের অপেক্ষা ইহাদের বিদ্যানুরাগ অধিক। ইহারা রহস্যপ্রিয় জাতি, রসিকতার জ্ঞান ইহাদের যথেষ্ট।

গ্রাম—অও নাগাগণের গ্রামগুলি পর্বত-শিখরেই অবস্থিত। পর্বতমালার শাখাসমূহের চূড়ায় দুই-চারি টী গ্রাম থাকিলেও পর্বত-উপত্যকায় ইহারা কদাচ গ্রাম পত্তন করে না। স্থানের বিশেষত্ব অনুসারে গ্রামের নামকরণ হয়। গ্রামগুলি ছোট ছোট জঙ্গল ও বাঁশঝাড়ে ঘেরা। পর্বতের শিখরের উপর দিয়া একটী পথ প্রায় সকল গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। প্রতি গ্রামের সন্নিকটে এই পথের উপর প্রস্তর বিকীর্ণ আছে। এই পথের দুই পার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী পথটীকে ছায়াবহুল করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল বৃক্ষের কোনরূপ ক্ষতি করিলে গ্রামের মণ্ডলগণ অপরাধীর দণ্ডবিধান করে।

পুরাকালে গ্রামের প্রবেশপথে একটী কাঠের দরজা থাকিত এবং যাহাতে এই দরজা রৌদ্র ও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া না যায় সেইজন্য তাহার উপর একটা পাতার আচ্ছাদন থাকিত। এই দরজার উভয় পার্শ্বে গ্রামবাসিগণের ঘাঁটি থাকিত। অদূরে বৃহৎ বট বৃক্ষেও শত্রুর গতিবিধি নিরীক্ষণের জন্য প্রহরী থাকিত। কাঠের খুঁটি দিয়া সমস্ত গ্রামটী সুরক্ষিত থাকিত। তাহার বাহিরে খাতের মধ্যে 'পঞ্জি' পোঁতা থাকিত। গ্রামের যে অংশ দুরারোহ পর্বতের

চঙ্কি-রমণীর উল্কী
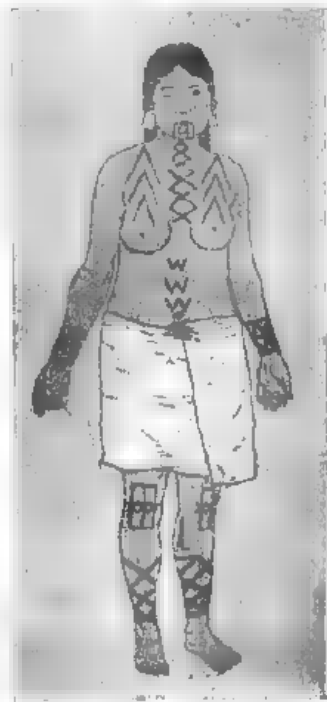
উপর কেবল সেই দিকে 'পঞ্জি' থাকিত না। পূর্বে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে একটী উৎসব করিয়া এই বেড়ার সংস্কার করা হইত। এই উৎসবের নাম "অৎসুৎসু কিমক" বা "উরঙ্ কিমক"।

গ্রামের বেড়ার ভিতরে প্রবেশদ্বারের নিকট একটী সুন্দর বৃহৎ ঘর থাকে, তাহাকে মোরাঙ্ বলে। মোরাঙ্ রক্ষিগৃহ ও সমাজগৃহরূপে ব্যবহৃত হয়। এইস্থানে রমণীগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই গৃহের সম্মুখে একটী বৃহৎ কাষ্ঠ-নির্মিত মঞ্চ থাকে। গ্রামের যুবকগণ তাহাতে বসিয়া গল্প-গুজব করে। এই মোরাঙ্ দুই প্রকার। পূর্ব-অঞ্চলের গ্রামগুলির মোরাঙের সম্মুখ দিক্ খোলা থাকে এবং পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামগুলির মোরাঙের সম্মুখভাগ বন্ধ থাকে। মোরাঙের চাল দুই দিকে মাটী পর্যন্ত আসিয়া থাকে। ইহাতে গৃহের দেওয়াল সহজে আক্রান্ত হইতে পারে না এবং ভিতরে নিদ্রিত ব্যক্তিগণও শত্রুর বর্শা দ্বারা সহজে আহত হইতে পারে না। কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বার ব্যতীত পশ্চিম অঞ্চলের মোরাঙের সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগ বন্ধ। প্রত্যেক দরজার সম্মুখে একটী বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড ফেলা থাকে। তাহাতে উঠিবার সময় সহজে পা পিছলাইয়া যায় এইরূপ খুব মসৃণ বাঁশের আরোহণী থাকে; সুতরাং শত্রু দরজার ভিতর প্রবেশ করিলেও গৃহের মধ্যে আসিতে হইলে সময় লাগিবে এবং কাষ্ঠের উপর হইতে গৃহের মেজেতে লাফাইয়া পড়িলে কাহারও না কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবে। মোরাঙের ভিতরে শয়নের জন্য কয়েকটী মঞ্চ নির্মিত থাকে। মেজেতেও দু'টী চুলীর ব্যবস্থা থাকে। সম্মুখের চুলী বয়োবৃদ্ধদিগের জন্য, পশ্চাতেরটী অল্পবয়স্কদিগের জন্য। পূর্বাঞ্চলের মোরাঙের সম্মুখদিক খোলা; এই সকল গৃহ পশ্চিম অঞ্চলের মোরাঙ্ আকারে ছোট। সম্মুখে কতকগুলি বিচিত্র খুঁটি থাকে দেখিতে কতকটা দালানের মত তাহার পর শয়ন গৃহ; শয়ন গৃহের দরজা একটু অদ্ভুত রকমের; একটী বৃহৎ কাষ্ঠের তক্তায় একটা ডিম্বাকার ছিদ্র থাকে, তাহাই প্রবেশ-পথ। প্রতি ছয় বৎসর অন্তর মোরাঙ্ পুনর্নির্মিত হয় এবং এক বৎসর অন্তর ইহার সংস্কার হয়।

মোরাঙের নিকটেই একটা চালার মধ্যে গ্রামের বৃহৎ ঢক্কা রক্ষিত থাকে। উহা কাষ্ঠ নির্মিত। একটা বৃহৎ বৃক্ষের গুঁড়ির এক দিকে ডোঙ্গার মত লম্বালম্বি খোল কাটিয়া এই ঢক্কা তৈয়ারী হয়, ইহার সম্মুখ দিক মহিষের মস্তকের অনুকরণে নির্মিত হয়। মোরাঙের যুবা ও বালকগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে এই ঢক্কার পার্শ্বে দাঁড়ায়। একজন দুইটা মুগুর দিয়া তাল দেয় ও সকলে এক একটা মুগুর দিয়া সেই খোলের ধারে আঘাত করে, সেই শব্দ বহু দূর হইতে শুনা যায়। বড় বড় কাঠের গুঁড়ির উপর আড়ভাবে এই ঢক্কাটী বসান থাকে। অওগণ দেবতার ন্যায় উহার পূজা করিয়া থাকে।

মোরাঙ্

অওদিগের গ্রামের মধ্যে রীতিমত পথ আছে, সেই সকল পথের দুইদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট গৃহশ্রেণী। পথগুলি স্থানে স্থানে এত সরু যে উভয় পার্শ্বের গৃহের চাল প্রায় পরস্পর সংলগ্ন হইয়াছে, আবার স্থানে স্থানে উহা যথেষ্ট প্রশস্ত। এই সকল স্থানে বলি দিবার পূর্বে মিথুন আনিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। গ্রামে অনেকগুলি পথ থাকে। গ্রামের সর্বোচ্চ অংশে যে পথ তাহাতে ধনী ব্যক্তিগণের গৃহ অবস্থিত, উহার উভয় পার্শ্বের ঢালু অংশে দরিদ্র ব্যক্তিগণের বাস। গ্রামের বাহিরে পর্বতের নিম্নতর অংশে শস্যের গোলা থাকে। আগুন লাগিবার ভয়ে এইগুলি একটু তফাতে নির্মিত হয়।

প্রত্যেক গ্রামে দুই বা ততোধিক খেল বা মুকু বা পল্লী থাকে। বঙ্গদেশের নাপিতপাড়া, তেলিপাড়া, মুখুয্যেপাড়া প্রভৃতির ন্যায় জাতি বা পরিবার হিসাবে এই সকল পল্লীর বিভাগ হয় না, কেবল পর্বতের উচ্চাবচ ভূমি হিসাবে ইহার বিভাগ হয়।

গ্রামের নিম্নে ঝরণাসকল একত্র করিয়া ছোটি ছোটি পুষ্করিণী বা ডোবা সৃষ্টি করা হয়, ইহা হইতে পানীয় জল সরবরাহ হয়। কোন কোন গ্রামে এই সকল ডোবা বেড়া দিয়া সুরক্ষিত আছে এবং উপরে চালা বাঁধিয়া যাহাতে পাতা পড়িয়া জল নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা আছে।

অও গ্রামের বিভিন্ন পথের উপর বিভিন্ন অবস্থার লোকের বাস। কোন্ পথে বাড়ী আছে তাহা দেখিয়া গৃহস্বামীর অবস্থার বিষয় অনুমান করা যায়। গৃহস্বামীর অবস্থানুযায়ী গৃহের গঠনের ইতর-বিশেষ আছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের গৃহগুলির এক একটী বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা কিছু পার্থক্য তাহা বাড়ীর সম্মুখভাগে চালের উপরের কারুকার্যে। গৃহের নক্সা সর্বত্রই প্রায় একরূপ। প্রত্যেক গৃহ পথের দিকে সম্মুখ করিয়া নির্মিত এবং পথটী সেই অঞ্চলের উচ্চতম অংশে অবস্থিত থাকায় গৃহের সম্মুখভাগ ভূমিসংলগ্ন হইয়া থাকে এবং পশ্চাদ্ভাগ পর্বতের ঢালু অংশে পড়ায় বাঁশের খুঁটির উপর অবস্থিত। যদি কেহ এই গৃহশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গমন করে তাহা হইলে তাহার চক্ষুতে সারি সারি অসংখ্য বাঁশের খুঁটি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইবে না।

গৃহগুলির সম্মুখভাগে একটা ক্ষুদ্র কক্ষ থাকে, এই কক্ষটী ভূমির উপর নির্মিত। ইহার পর একটী বৃহৎ কক্ষ, এই কক্ষটী বাঁশের খুঁটির উপর অবস্থিত মাচার উপরে নির্মিত ইহার পশ্চাতে একটী বসিবার চত্বর, ইহা বংশদণ্ডের উপর অবস্থিত বৃহৎ মঞ্চের পশ্চাদ্ভাগ। অওগণের মধ্যে অবস্থার তারতম্য এতই অল্প যে বিভিন্ন পল্লীর গৃহগুলির মধ্যে ইতর-বিশেষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য দরিদ্র বিধবাদিগের কুটীর হইতে তাহাদের দীনতা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। অওদিগের গৃহগুলি সাধারণতঃ ২৫ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রস্থ। পশ্চাতের খোলা মঞ্চটী ১১ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট প্রস্থ। গৃহগুলির উপরে খড় বা পাতা দিয়া ছাওয়া। চালের যোড়ে যে বাঁধন থাকে, তাহা সম্মুখে কিছু বাহির করা। গৃহ-নির্মাণে কাঠের তক্তা ব্যবহৃত হয় না, বাঁশের খাতা ও শক্ত চাটাই দিয়া দেয়াল তৈয়ারী হয়। সম্মুখের ঘরটীর মেজে মাটি উত্তমরূপে পিটাইয়া প্রস্তুত করা হয়। এই ঘরে চাল কাড়িবার 'সেম্‌যুক' বা আচাম (ঢেঁকি) থাকে। সম্মুখের কক্ষ হইতে শয়ন-কক্ষ একটু উঁচু। শয়ন-কক্ষের মেজে বাঁশের খাতা দিয়া তৈয়ারী, সুতরাং মোটেই ধূলা জমিতে পায় না, ফাটল দিয়া নীচে পড়িয়া যায়। এই কক্ষের মধ্যস্থলে মাটির বেদী করিয়া তাহাতে তিনটী পাথর দিয়া উনান প্রস্তুত করা হয়। শয়ন-কক্ষের চালের নীচে বাঁশের আস্তরণ (matting) দেওয়া থাকে। উনানের ঠিক উপরে একটার উপর একটী করিয়া তিনটী বাঁশের সিকা ঝুলান থাকে, তাহাতে শুষ্ক মাংস ও অন্যান্য আহার্য থাকে। দেয়ালে ২।৪টী কুলুঙ্গী থাকে। ঘরের এক কোণ ঘিরিয়া ভাঁড়ার করা হয়। এক এক খণ্ড কাঠ হইতে শয্যা প্রস্তুত

করা হয় কাঠের উঁচু ধার বালিশের কার্য করে। খাটের যেদিকে মস্তক থাকে সেদিকের পায়া ঈষৎ উঁচু। শয়নকক্ষ হইতে পিছনের চত্বরে যাইবার জন্য একটী দরজা থাকে। এই চত্বরে বসিয়া পরিবারের সকলে গল্প গুজব করে। চাটাইয়ে করিয়া এইখানে ধান রৌদ্রে দেওয়া হয় এবং গৃহকর্ত্রী সন্তানগণকে সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া বস্ত্রবয়ন করে। আশ্চর্যের বিষয়, সেই খোলা চত্বরের ধারে ধারে শিশুগুলি ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু কচিৎ তাহাদের নীচে পড়িয়া যাইবার কথা শুনা যায়। বাড়ীর সম্মুখভাগ দেখিয়া গৃহকর্তার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। ধনীর গৃহের সম্মুখ ভাগের ছাঁচ অধিকতর বিস্তৃত হইয়া থাকে। কখনও কখনও এই ছাঁচ একটা অতিরিক্ত গৃহের কার্য করে এবং তাহার সম্মুখে তাহার কীর্তি ঘোষণা করিয়া বিচিত্র কাষ্ঠস্তম্ভ বিরাজ করে।

অওগণ গৃহ-নির্মাণ কার্যে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম পালন করে। কাহারও গৃহের ঠিক সম্মুখে গৃহ নির্মাণ করে না। সম্মুখের গৃহের ঠিক সমান উঁচু করিয়া গৃহ নির্মাণ করে। এমন ভাবে শয়নকক্ষটী নির্মাণ করে যাহাতে সূর্যরশ্মি উনানের উপর আসিয়া না পড়ে। সাধারণতঃ বিবাহের পর অওযুবক গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অপদেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষে মালমসলা অর্থাৎ বাঁশ প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। নানা আড়ম্বরের ও অনুষ্ঠানের সহিত গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়।

অও কুমারীগণ মনোমত পতিলাভ করিবার জন্য উত্তমরূপে সূতা কাটিতে ও বস্ত্রবয়ন করিতে শিক্ষা করে। যে কুমারী বস্ত্রবয়ন করিতে জানে না তাহার ভাগ্যে উপযুক্ত পতিলাভ ঘটিয়া উঠে না। বস্ত্রবয়ন-শিল্প রমণীদিগেরই কার্য। কেবল লেঙটির উপর নীল ফোঁটা দেওয়ার কার্য পুরুষের, কোন রমণী এই কার্য করে না। অওগণের সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়নে বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। অওগণ কেবল নীল ও লোহিতবর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ঐ বর্ণে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করে। এক প্রকার উদ্ভিজ্জ ধূসর বর্ণে তাহারা বস্ত্রাদিতে চিত্রাদি অঙ্কন করে।

চাঙ কিজাতীয় রমণী ভিন্ন অওগণের মধ্যে কেহ মৃৎপাত্রাদি নির্মাণ করিত না, অধুনা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী অও-রমণীগণ মৃৎপাত্র নির্মাণ করিতেছে। হস্ত ও মসৃণ কাষ্ঠের ফলক-সাহায্যে ইহারা মৃৎপাত্র নির্মাণ করে। কেবলমাত্র আতামবাং (দা), উচাং
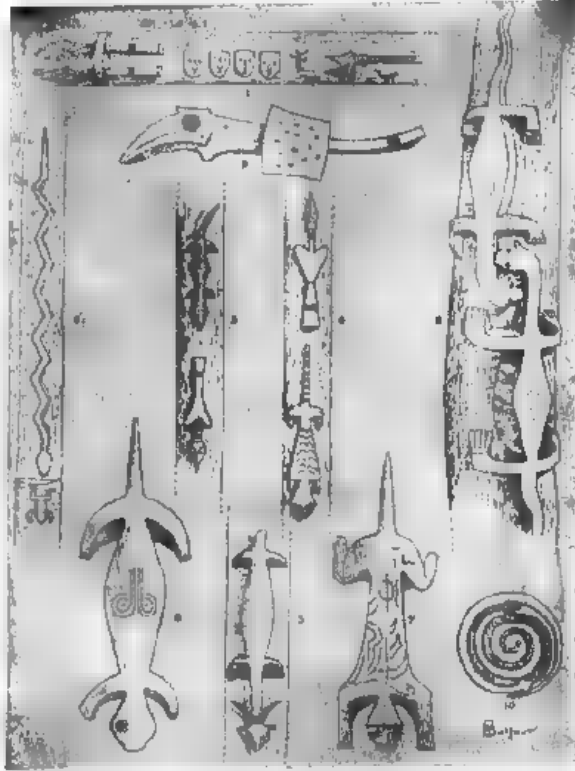
কাষ্ঠশিল্পের কয়েকটী নমুনা

(খোন্তা) ও চাবিলি (ছোট ছেনি) সাহায্যে অওগণ কাষ্ঠ-শিল্পীর কার্য করিয়া থাকে। মোরাঙের কাষ্ঠ-স্তম্ভগুলিতে মনুষ্য, ব্যাঘ্র, অজগর, ধনেশ ও মিথনের মস্তক, টিকটিকি প্রভৃতি এমন নিপুণভাবে এই সামান্য অস্ত্র সাহায্যে তাহারা খোদিত করিয়া তুলে যে দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কাষ্ঠ ও বংশ-নির্মিত থালা নির্মাণ করিয়া ইহারা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। চামড়ার ঢাল প্রস্তুত ব্যতীত আর কোন চর্মশিল্প উহাদের জানা নাই। অওগণ কোনকালে ধাতু-শিল্প জানিত না। কিছুকাল পূর্বে কয়েক জন সমতলক্ষেত্রবাসী তাহাদের জাতিভুক্ত হইয়া তাহাদিগকে কামারের কার্য শিক্ষা দিয়াছিল। অধুনা আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট্ মিশনের অনুগ্রহে এবং কোহিমাতে কুলাম্ টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল স্থাপিত হওয়ায় অওগণের দেশে দু'চারটী ছোট ছোট কামারশালা স্থাপিত হইতেছে। দা, বর্শার ফলা, কুঠার, কোদাল, কাস্তে, খোন্তা প্রভৃতি এবং মোটা টিনের পাতের বা পিতলের পাতের তৈয়ারী বাঁশী প্রভৃতি অধুনা এই সকল কামারশালায় তৈয়ারী হইয়া থাকে। চুড়ী ও বড় বড় মাকড়ী প্রভৃতি, ভাঙ্গা পিতল গলাইয়া ঢালাই করা হইয়া থাকে।

অওগণ বাঁশের ঝুড়ি ও চাটাই বুনিতে খুব পটু, পুরুষগণই এই কার্য করে। এমন কি খ্রীষ্টান অও-রমণীগণও এই কার্য করে না। অওগণ এমন সুন্দরভাবে বাঁশের ডোল বুনিয়া থাকে যে তাহাতে জল রাখা যায়। যাহাতে জল না বাহির হইয়া যায় এইজন্য তাহারা আথু নামক একপ্রকার গাছের আঠা দিয়া ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেয়।

বাঁশের মন্থনও বা চকমকি ও লৌহ সাহায্যে অওগণ অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। যদিও অধুনা জাপানী ও সুইডিশ্ দিয়াশলাই অও-দেশের সর্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে তথাপি শুভকার্যে তাহারা কদাচ দিয়াশলাই ব্যবহার করে না।

অধুনা যদিও দেশীয় মুদ্রায় বা দ্রব্য বিনিময়ে (barter) ব্যবসায় হইয়া থাকে

তথাপি অওদেশে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 'লাম্না' বা ১২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট বৃহৎ পিত্তলের চাকী কোন্যাক্, কোম্ বা চাং প্রভৃতি বিদেশী গ্রামের সহিত ব্যবসায়ে প্রচলিত ছিল। আধুনিককালের চাকীগুলি সমতলক্ষেত্রে প্রস্তুত হইয়া অওদেশে চালান যায়; তাহার মূল্য প্রায় দুই টাকা কিন্তু চারি বা পাঁচ টাকা মূল্য নির্ধারণ করিয়া ইহার প্রচলন হয়। প্রাচীনকালের মুদ্রা ছিল ছয় সাত ইঞ্চি দীর্ঘ লোহার পাত—কতকটা প্রাচীনকালের দায় মতন দেখিতে, ইহাকে বলিত 'চাবিলি'। ইহার এখন প্রচলন নাই।

অওদিগের দেশে লবণ জন্মে না; সুতরাং অওগণ পান, তুলা, লঙ্কা, আদা, লাউ, চাটাই, নিয়াং নামক একপ্রকার উদ্ভিজ্জ আঠার পরিবর্তে আসামের গ্রামসমূহ হইতে তাহারা লবণ ক্রয় করিয়া লইয়া যায় ও দিখু-নদীর অপরপারে কোম ও চাং প্রভৃতি গ্রামে শূকর ও মুরগীর পরিবর্তে উহা বিক্রয় করে। এই ব্যবসায়ে তাহারা তিনগুণ লাভ করিয়া থাকে। কিছু বন্য চায়ের বীজ আসামের চা-বাগানে ইহারা বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের দেশের পাহাড়িয়া পান, আসামী ও বাঙ্গালীগণের অত্যন্ত প্রিয়। লবণ ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে শুঁটকী মৎস্য আসামের সমতল ভূমি হইতে অওদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। অওদেশের উৎপন্ন প্রয়োজনাতিরিক্ত তুলা তাহারা লবণের পরিবর্তে বিক্রয় করে। অওগণ লোহিতবর্ণ ছাগ-লোম শোভিত বর্শা অত্যন্ত পছন্দ করে। এই সকল বর্শার দণ্ড সীমান্ত পার হইতে লোঙ্লাবাসিগণ পুরাতন 'দা'র পরিবর্তে বিক্রয় করে।

ল্হোটা(Lhota)গণ দলে দলে গবাদি পশু উমা জাতির নিকট বিক্রয় করে। তাহারা এক একটী করিয়া তাহা অওদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। অওগণ মিথুন পালন করে না। উংর্ এবং চুচুয়িমলং গ্রামের অধিবাসিগণ কোম দেশ হইতে মিথুন ক্রয় করিয়া আনিয়া অওগণকে বিক্রয় করে। অওগণ সুলক্ষণ দেখিয়া বলির জন্য মিথুন ক্রয় করিয়া থাকে।

অওগণ ব্যবসাজীবী নহে, ব্যবসা হইতে খরচ-খরচা বাদ দিয়া তাহারা অধিক লাভ রাখিতে পারে না। কৃষিকার্য করিয়াই অওগণ ধনশালী হয়, ব্যবসায়ে নহে।

অও-দেশে ধান অল্পই বিক্রয় হইয়া থাকে, এখানে ধান ধার দেওয়া হয়। ভাল ফসল না হইলে লোকে ধান ধার করিয়া থাকে। অন্যূন ছয় ঝুড়ি ধান একসঙ্গে ধার দেওয়া হয়, পর বৎসর তাহা সুদসমেত দশ ঝুড়ি হয়; দ্বিতীয় বৎসর ২০ ঝুড়ি এবং তৃতীয় বৎসর ৪০ ঝুড়ি হয়; ইহার পর আর সুদ বৃদ্ধি হয় না। অন্যান্য গ্রামে সুদ দুই বৎসরে দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়া আর বাড়ে না। আসল শোধ হইলেও সুদ বাকী থাকিতে পারে, কিন্তু সেই সুদ কখনও বাড়ে না। বীজধানও এইরূপে ধার দেওয়া হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ শোধ না হইলে পুনরায় ধার দেওয়া হয় না। দুর্ভিক্ষের সময় ধনী ব্যক্তিগণ ঋণ অপরিশোধ থাকিবার আশঙ্কায় ধার দিতে সম্মত হয় না, কিন্তু গ্রামের মোড়লের আদেশে ধার দেয় এবং অপর গ্রামবাসীকে বিক্রয়ও করে। লবণ ধার দেওয়া হয় না। টাকার সুদ শতকরা বার্ষিক ১০০৲ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে লেখা থাকে; কিন্তু মহাজন আসল ফেরৎ পাইলেই সুখী হয়, সুদের জন্য পীড়াপীড়ি করে না। টাকার তেজারতি এতই কম যে অও দেশে মহাজন বলিয়া কেহ নাই।

কৃষি—অওগণ প্রকৃতপক্ষে কৃষিজীবী। চাল ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাই উহাদিগের ধনসম্পত্তি এবং ইহা হইতেই উহাদের অন্যান্য আহার্যের সংস্থানও হইয়া থাকে। ইহারা কৃষিকার্যে তেমন পটু না হইলেও দেশের উর্বর পর্বত-উপত্যকায় সামান্য চেষ্টায় যথেষ্ট ফসল উৎপাদন করে। মধ্যে মধ্যে শস্যের অভাব হইলেও প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ উহাদিগের দেশে কদাচ দেখা দেয়। অওগণ জমি, বৃক্ষ-শূন্য করিয়া তাহার উর্বরতা-শক্তি নষ্ট করে না। ইহারা ভারতের পূর্ব অঞ্চলের ও ব্রহ্মদেশের পর্বতীয় প্রদেশে প্রচলিত 'ঝুম' প্রথায় আবাদ করে অর্থাৎ কতকটা জমির মধ্যে যত জঙ্গল আছে সব কাটিয়া ফেলিয়া তাহা শুকাইলে পোড়াইয়া দেয়; তাহার পর মাটী খুঁড়িয়া শস্য বপন করে এবং দুই বা তিন বৎসর আবাদ করার পর জমি পতিত রাখে; পুনরায় তাহাতে জঙ্গল জন্মাইতে থাকে; আট হইতে পনর বৎসর পর্যন্ত ঐ জমিতে আবাদ করা হয় না। যে গ্রামে যত বেশী জমি আছে, সেখানে জমি তত বেশী দিন ফেলিয়া রাখা হয়।

সাধারণতঃ সমস্ত গ্রামের লোক এক স্থানেই চাষ করিয়া থাকে। খুব বড় গ্রামে প্রতি 'খেলে'র লোক একটা নির্দিষ্ট জমিখণ্ডে চাষ করে। কতকগুলি ছোট ছোট ক্ষেত ঘেরা অপেক্ষা একটা বড় ক্ষেত ঘেরা সহজ, এই জন্য এই পন্থা অবলম্বিত হয়। ইহাতে বন্ধুগণ পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে; সমস্ত গ্রামের লোক একত্র হইয়া পথ পরিষ্কার করে। প্রতি বৎসর চাষের পূর্বে গ্রামের মোড়লগণ আবাদের জন্য জমি ভাগ করিয়া দেন। প্রত্যেক লোকের নিজ নিজ জমি থাকে বা গোষ্ঠীর জমিতে ভাগ থাকে। যদি কাহারও জমি না থাকে সে খাজনা দিয়া জমি লইয়া থাকে। প্রথমতঃ প্রত্যেকে নিজের খামার-বাড়ীর (আলুচেন বা আলুতি) জন্য একটা স্থান খুব বিবেচনা করিয়া স্থির করে, কারণ এইস্থানে দেবতার পূজা হয়, ধান্য মাড়াই হয়, আবাদের সময় মধ্যাহ্নে পরিবারের সকলে আহার করে। যাহাতে অপ-দেবতার উপদ্রব না হয় সেজন্য উহা নিবারণের উপায় অবলম্বিত হয়। জঙ্গল কাটা হইলেও শুষ্ক জঙ্গল পুড়াইয়া জমি পরিষ্কার করিলে খামার-বাড়ী তৈয়ারী হয়। তাহার পর খামার-বাড়ীর সম্মুখে পূজার বেদী নির্মিত হয়, ইহাকে বলে 'মুচুং' উৎসব। নূতন জমিতে চাষ আরম্ভ করিবার পূর্বে পূর্ববৎসরের আবাদী জমির চাষ আরম্ভ করিতে হয়। জমির চাষ হইলে নূতন জমিতে বীজ বপনের সময়ে একটা উৎসব হয় তাহার নাম 'তেন্

তেন্'। তিথি দেখিয়া শুভদিনে বীজ বপন হয়।* বীজ জমিতে ছড়াইয়া দিয়া কোদাল দিয়া মাটি উল্টাইয়া দেওয়া হয়।

অঙ্গগণের একটী গ্রাম

বপন করিবার পর অওদিগের সর্বাপেক্ষা বড় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তাহার নাম 'মোয়াৎসু' উৎসব। এই উৎসবে পূর্বে যথেষ্ট যৌন-ব্যভিচার চলিত; অধুনা ২।১টী গ্রাম ব্যতীত সর্বত্র একটু সংযতভাব দেখা যায়। এই উৎসবে নাচ, গান, ভোজন, মদ্যপান ও নানাবিধ ক্রীড়া হইয়া থাকে। ছয় দিন এই উৎসব চলে। শেষদিন সন্ধ্যায় অথবা তাহার পরদিন প্রভাতে পুরুষগণ ক্ষেত্রে যাইবার পথ পরিষ্কার করে। রমণীগণ ক্ষেত্রে গিয়া কার্য করে। আসামে সহজেই পথ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং পথ পরিষ্কার করা একটী বিশেষ কার্য; এইজন্য তাহার অনুষ্ঠানের পূর্বে দেবতার পূজা ও বলি হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানের নাম 'তালেন্ পুসং' বা 'আনুয়িমাং পুসং'।

ইহার পর আগাছা তোলা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে কয়েকটী উৎসবের পর ধান্য পাকিলে শস্য-সংগ্রহের সময় আসে। মহা আড়ম্বরের সহিত পূজা ও বলিদানের পর ধান কাটা হয়। ধান কাটিবার সময় বাম হাতে ধানের শীষ ধরিয়া ডান হাতে ছোট কাস্তের সাহায্যে নীচের অংশে কাটিয়া কাঁধের উপর দিয়া পৃষ্ঠস্থিত চুপড়ীতে ফেলিয়া দেয়। রমণী, বালিকা ও বৃদ্ধগণ ধান কাটে এবং যুবা ও বালকগণ ধান খামার-বাড়ীতে মাড়িবার জন্য লইয়া যায়। একটী শূকর ও একটী মোরগ বলি দিবার পর পা দিয়া মাড়াইয়া ও চাটাইয়ের কুশায় আছড়াইয়া শীষ হইতে ধান পৃথক্ করা হয়। তাহার পর ধান মাপিয়া গোলায় লইয়া যাওয়া হয়। সাধারণতঃ ক্ষেত হইতে গোলা বহু দূরে অবস্থিত, এই কারণে পথিমধ্যে ডাক বসাইয়া গোলায় ধান শীঘ্র শীঘ্র পৌছান হয়, নচেৎ হস্তী, শূকর ও বানরে ধান নষ্ট করিয়া ফেলে।

মোয়াৎসু উৎসবে নৃত্য

ধান্য ব্যতীত অপর একটী জিনিসের আবাদ হয়—তাহা তুলা। পুরাতন জমির বপনের ১৫ দিন পরে একবার এবং নূতন জমিগুলির বপন শেষ হইবার ১৫ দিন পরে আর একবার, এই দুইবার, তুলা বুনিবার সময়। নিম্ন উপত্যকায় প্রস্তর সমাকুল অথচ উর্বর জমিই তুলা চাষের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। তারো (কচু), ভুট্টা, লঙ্কা, আদা এবং ছোট মসুর ডাল, শ্বেত ও কৃষ্ণ সরিষারও কিছু কিছু চাষ হয়। লাউ, কুমড়া ও কাঁকুড়ের চাষ হয়; মিষ্টি আলু, তামাক ও পানেরও বেশ চাষ হয়। গ্রামের প্রান্তে

* কাহারও মতে অমাবস্যার দশ দিন পর হইতে দিন ভাল, কেহ বলে অষ্টমীর পর নবম দিন বা সপ্তম দিন শুভ।

ছোট ছোট বাগানে কলা, লেবু, কমলালেবু, ইক্ষু, লঙ্কা, রসুন প্রভৃতির অল্পবিস্তর চাষ হইয়া থাকে।

ইহাব্যতীত ইহারা ২।৪ প্রকার ফুলের গাছও বাগানে পুতিয়া থাকে। গৃহের নিকটস্থ বৃক্ষ শাখায় ইহারা বন হইতে আনীত অর্কিড বাঁধিয়া দেয়। আজকাল মোরাঙ্গের নিকট একটী ছোট ফল ও ফুলের বাগান করিবার রীতি হইয়াছে।

যখন ক্ষেত্রের নিকটে কোন জলাশয় না থাকে, তখন বাঁশের নলের সাহায্যে দূরস্থিত জলাশয় হইতে জল আনিয়া ক্ষেত্রের ভিতর প্রবাহিত করা হয়।

এই নলে করিয়া জল আনিবার সময় পুরুষগণ নানাপ্রকার অশ্লীল রসিকতা করিয়া থাকে।

আসামে যথেষ্ট বারিপাত হইয়া থাকে, কিন্তু চাষের সময়ে উপযুক্ত বারিপাত না হইলে অওগণ একটী অনুষ্ঠান করে। নদী বা পুষ্করিণী হইতে মাছ ধরিয়া এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; তাহাদের বিশ্বাস ইহার ফলে বৃষ্টি হয়। আবার অতিরিক্ত বারিপাতে ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে দেবতার উদ্দেশে মোরগ বলি দিয়া থাকে।

গৃহপালিত পশু—অওগণ মিথুনের মাংস ভক্ষণ করে এবং দেবতার তৃপ্তির জন্য মিথুন বলি দিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা সচরাচর মিথুন পালন করে না। মিথুন শস্যের অত্যন্ত অনিষ্ট করে এবং সহজে পোষ মানে না, এই জন্য মিথুন পালন করার রীতি নাই। অওগণ মাংস খাইবার জন্য গো-পালন করে। তাহারা গো-দোহন করিতে জানে না। সম্প্রতি খ্রীষ্টান-অওগণের মধ্যে কেহ কেহ গো-দোহন করিতে শিখিয়াছে। ইহাদিগের পালিত গো-সকলের অত্যন্ত দুর্দশা, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট প্রাণীগুলি যেন মৃত্যুর দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মিথুন ও গো-জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন জীবও অওগণ পালন করিয়া থাকে। ইহারা মাংস খাইবার ও লোমের জন্য ছাগ পালন করে, মেষ ইহাদের দেশে বড় দেখা যায় না। এখন যে মেষ দেখা যায় তাহা সম্প্রতি আমদানী হইয়াছে। প্রতি গ্রামে বহু শূকর পালিত হয়, ইহারা গ্রামের ময়লা পরিষ্কার করে। ছয়মাস বয়স হইলে শূকরগুলিকে ক্লীব করিয়া দেওয়া হয়। অওগণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করে এবং সেইজন্য কুকুর পুষিয়া থাকে, শিকার করিবার জন্য কয়েকটী কুকুর পোষা হয়, তাহাদিগকে রীতিমত খাইতে দেওয়া হয়। ইহারা সাধারণতঃ বিড়াল পোষে না। ইহারা কুক্কুট পালন করে, কিন্তু বিশেষ কোন যত্ন লয় না। কতকগুলি ঝুড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়; তাহাতেই কুক্কুটগণ বাস করে ও বংশ বৃদ্ধি করে।

শিকার—অওগণ চোরাগর্ত্ত খুঁড়িয়া হরিণ শিকার করে। গর্ত্তের মধ্যে সূচ্যগ্র বংশদণ্ডে বিদ্ধ হইয়া হরিণ প্রভৃতি প্রাণী প্রাণ হারায়। অওগণের হস্তিশিকারের পন্থা অদ্ভুত। মাটীতে কতকগুলি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে একখণ্ড প্রস্তর বা কাষ্ঠের উপর একখণ্ড তীক্ষ্ণাগ্র লৌহফলক সোজা করিয়া বসাইয়া নরম মাটী দিয়া গর্ত্ত বুজাইয়া দেওয়া হয়। হস্তী সেই গর্ত্তে পা দিলে লৌহফলক আমূল তাহার পায়ে বিদ্ধ হইলে যন্ত্রণায় সে চলিতে পারে না, তখন বর্শা দ্বারা তাহাকে বধ করা হয়। পথিমধ্যে গুরুভারযুক্ত বর্শা ঝুলাইয়া হস্তিশিকারের চেষ্টা হয়, হস্তী ইহার তলদেশ দিয়া যাইবার সময়ে বর্শা সংলগ্ন রজ্জু ছিন্ন হইয়া উহার দ্বারা আহত হয়। অওগণ প্রত্যেকে এক একটা বন্যবরাহ শিকার করিবার ভার লয়; বহুদিন অনুসরণের পর সে তাহাকে শিকার করে। অধিকাংশ সময় ঘুমন্ত অবস্থায় বর্শার সাহায্যে বরাহ শিকার করা হয়। অওগণ দল বাঁধিয়া মধ্যে মধ্যে বন্য শূকরের দলকে শিকার করে কোন সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে শূকরের পালকে আবদ্ধ করিয়া বর্শার সাহায্যে শূকর শিকার করা হয়। এই উপায়ে ইহারা চিতা বা ব্যাঘ্র শিকার করিয়া থাকে। বড় বড় বাঁশের খাঁচাকল পাতিয়াও চিতা ও বাঘকে বন্দী করিয়া থাকে। ঐরূপ ছোট ফাঁদ পাতিয়া তাহারা বানর শিকার করে। ফাঁদ পাতিয়া পক্ষী শিকার করে। প্রায়ই পক্ষি-শিকারের জন্য একরূপ আঠা ব্যবহৃত হয়। অওগণ সাঁতার কাটিতে জানে না, কাজেই তাহারা জাল দিয়া মাছ ধরে না। নদী বা পুকুরের জলে বিষাক্ত লতা পাতা মিশাইয়া তাহারা মৎস্য শিকার করে।

ব্যাঘ্র শিকারের আয়োজন

আহার্য—যে সমস্ত দ্রব্য তাহাদিগের খাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহা ব্যতীত অওগণ সকল দ্রব্যই ভক্ষণ করে, এমনকি পোকা-মাকড়ও বাদ দেয় না। ইহারা পচা মাংসও সানন্দে ভক্ষণ করে। শুঁটকী মাছ, মহিষের শুষ্ক চর্ম্ম এই সমস্ত দ্রব্যও ইহারা পরম পরিতোষের সহিত আহার

করে। নখ, চুল, হাড় ব্যতীত পশুর কোন অংশই ইহারা ফেলিয়া দেয় না। ইহারা ধান্য সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চাল প্রস্তুত করে এবং সেই চালের ভাত খায়। ইহারা বাষ্পতাপে ধান্য সিদ্ধ করিয়া সরিষার গুড়া মিশাইয়া এক প্রকার রুটী প্রস্তুত করে। মাংস ও তরকারীতে ইহারা যথেষ্ট লবণ ও লঙ্কা ব্যবহার করে। এক প্রকার দুর্গন্ধ ডাল ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। পচা মাছ হইতে ইহারা 'ঙাপি' বা 'ঙাংগ্' বলিয়া এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে। খ্রীষ্টান অওগণ আহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ মানে না, তাহারা সকল জীবের মাংসই ভক্ষণ করে। রমণীগণ সকল প্রকার মাংস খায় না। যে মাংস তাহারা খায় না তাহা আলাদা করিয়া স্বামীর জন্য রাঁধিয়া দেয়। অওগণ কতকগুলি জীবের মাংস খায় না তাহা ব্যতীত প্রতি গ্রামের বা প্রতি উপশাখার মধ্যে কয়েকটী বিশেষ মাংস নিষিদ্ধ আছে। অত্যন্ত বৃদ্ধ, যে সকল বালকগণ মোরাংএ প্রবেশ করিবার অধিকার পায় নাই ও উষ্ণী পরিবার পূর্বে বালিকারা যাহা ইচ্ছা খাইতে পারে, কারণ তাহারা তখন জাতির অংশভূত নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। অওগণ আমানি পাইলে জল পান করে না। ধান্য হইতে একপ্রকার পিষ্টক তৈয়ারী করিয়া তাহা হইতে ইহারা "মধু" নামক একপ্রকার উগ্র মদ্য প্রস্তুত করে। খ্রীষ্টান অওগণ মদ্য পান করে না। তাহারা তাহার পরিবর্তে নিকৃষ্ট চা, আফিং প্রভৃতি সেবন করে। মধ্যে মধ্যে তাহারা বিলাতী মদ ঔষধ বলিয়া পান করে এবং কেহ কেহ গাঁজাও খাইয়া থাকে।

অওগণ পান খায় ও আফিং হইতে গুলি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম পান করে। গাঁজা, আফিং প্রভৃতি লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকান ব্যতীত অন্যত্র বিক্রয় হয় না। গভর্ণমেণ্ট হইতে গুলিখোর ও গাঁজাখোরদিগের একটা তালিকা লইয়া তাহাদিগকে এক একটা টিকেট দেওয়া হইয়াছে; তাহা দেখাইয়া তাহারা আফিং বা গাঁজা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। গাঁজা, তামাকু ও গুলি খাইবার জন্য তাহারা নানাপ্রকার নল ও হুঁকা প্রস্তুত করে।

ঔষধ—অওগণ পীড়িত হইলে কোনরূপ ঔষধ সেবন করে না, তবে গ্রাম্য চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে অপদেবতাকে কি বলি দিতে হইবে। ছুঁচো, নেউল, কচ্ছপ প্রভৃতির শুষ্ক মাংস, কচি বাঁশ, 'আমরেন' নামক উদ্ভিদের পাতা, 'মেম্পান' নামক গাছের ছাল প্রভৃতি নানাবিধ গাছগাছড়া ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ঔষধ প্রকৃতই উপকারী ও ফলপ্রদ।

রীতি—অও বালকগণ আজকাল ক্রীড়া করিবার বড় অবকাশ পায় না। প্রায়ই তাহাদিগকে পিতা বা অভিভাবকের সঙ্গে মাঠে খাটিতে যাইতে হয়, তবে যখন অবসর পায় তখন নানাপ্রকার ক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়। তাহাদের ক্রীড়ার মধ্যে মোরাঙ্-নির্মাণ ও সেই উপলক্ষে দুই দলে যুদ্ধ, মিথন-বলি, ব্যাঘ্র-শিকার, হস্তি-শিকার ইত্যাদি। অও বালিকাগণও নুড়ি লইয়া পুতুল বা খোকা করে এবং একপ্রকার সীমের বীজ লইয়া গুলি খেলে। অওগণ সঙ্গীতপ্রিয় হইলেও তাহাদের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ কিছু নাই। মহিষের শিঙের শিঙ্গা, বাঁশের বাঁশী, একতারা, ঢোল—এই কয়েকটী বাদ্যযন্ত্র তাহারা বাজাইয়া থাকে। প্রত্যেক উৎসবেই অওগণ নৃত্য করিয়া থাকে। তাহাদের নৃত্যের তাল অত্যন্ত একঘেঁয়ে। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা গান গায় এবং ছোট ঢোল বাজায়। বিবিধ উৎসবে তাহারা নানা ভঙ্গিতে নানারূপ নৃত্য করিয়া থাকে [নৃত্য দ্র°]।

অওগণ যতক্ষণ জাগিয়া থাকে ততক্ষণ কোন না কোন কার্য করে। হাতে কোন কার্য না থাকিলে গল্প করে বা বসিয়া চিন্তা করে। সুতরাং একা বসিয়া থাকায় জন্য তাহাদের কষ্ট হয় না। চাষের সময় বস্তুতঃ পক্ষে অওগণ একা বসিবার অবসর কমই পায়। সকাল হইতেই রমণীগণ উনান জ্বালাইয়া রন্ধনের আয়োজন করে বা জল আনিতে যায়। পুরুষগণ 'মধু' পান করিয়া গৃহ-কর্ম সারিয়া কিছু আহারাদি করে এবং তাহার পর ভিজা ভাত ও অন্যান্য আহার্য লইয়া সপরিবারে ক্ষেত্রে যায়। খামার বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া লয়। কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া রমণীগণ জল আনিতে যায় এবং রন্ধনের আয়োজন করে। দিবাভাগে ক্ষেত্রে সকলে কাজে যাইলে গৃহে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও শিশু ব্যতীত কেহ থাকে না। বৃদ্ধগণ পরস্পর গল্প করে, চাটাই বুনে ও নাতি-নাতনীদিগকে পাহারা দেয়। বৃদ্ধাগণ রৌদ্রে চাল বা তুলা শুকায়। যাহারা গ্রাম পাহারা দিবার জন্য থাকে, তাহারা বসিয়া বসিয়া গল্প করে ও 'মধু' পান করে। চাষ শেষ হইলে পুরুষগণ কেনা-বেচা করিতে যায় এবং রমণীগণ বস্ত্র বয়ন করে ও সুতা কাটে। নৃত্য বা উৎসব উপলক্ষ্যে পুরুষ ও রমণী সযত্নে বেশ-ভূষা করিয়া থাকে।

ধর্ম ও সংস্কার—অওগণের ধর্ম কোন নৈতিক উপদেশ নহে, ইহা কতকগুলি পূজা বা অর্চনার সমষ্টি মাত্র। এই সকল দেবতা বা অপদেবতার পূজা না করিলে তাহার জীবন সর্বদা বিপন্ন হইবে ইহাই প্রত্যেক অওর ধারণা। অওগণের দেবতা বা অপদেবতাগণ বলিপ্রিয়। মিথন, শূকর, কুক্কুট, কুকুর প্রভৃতি জীবদিগকে দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়। অওগণ এই সকলের পূজা-অর্চনা করে এবং সন্তুষ্টচিত্তে নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় বুক বাঁধে। তাই বলিয়া অওগণ যে সর্বদা এই দেবতা বা অপদেবতার ভয়ে ভীত হইয়া জীবন যাপন করে তাহা নহে। তাহাদের ধারণা দেবতাকে সন্তুষ্ট করা উচিত, তাহাতে জীবনের পথ সুগম হইয়া যায়। পীড়া প্রভৃতির সময় হিন্দুগণ যেমন স্বস্ত্যয়ন বা গ্রহ শান্তি করেন, অওগণ সেইরূপ দেবতার নিকট বলি দিয়া থাকে। এই বলিতেও যখন দেবতা তুষ্ট হ'ন না এবং মৃত্যু যখন অনিবার্য হইয়া উঠে তখন মুমূর্ষু রোগী দৃঢ়চিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে, সে আসন্ন-মৃত্যুকে ভয় করে না।

অওগণ প্রত্যেক পূজা বা অর্চনার পূর্বে

সূর্য ও চন্দ্রের স্তব বা আরাধনা করিয়া থাকে। সুংগ্রেম্ (tsungrem) বা গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র প্রভৃতির দেবতাই তাহাদিগের প্রধান দেবতা। তাহাদিগের মতে গ্রাম, জঙ্গল, শস্যক্ষেত্র, আকাশ প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানে এক একটা সুংগ্রেম্ আছে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিলে সেই স্থানে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইয়া থাকে। অওগণ বড় বড় নুড়িকে এই সকল দেবতা বা সুংগ্রেমের প্রতীক বলিয়া মনে করে এবং তাহার উদ্দেশ্যে পূজা ও বলি দিয়া থাকে। প্রত্যেক পূজার সহিত এক একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। উপবাস, স্ত্রীসংসর্গে বিরতি প্রভৃতি নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থা ও নিষেধ এই সকল অর্চনার অঙ্গীভূত। এই সকল অর্চনার মধ্যে সুংগ্রেমুঙ্ (Tsungremmung) এবং লিচবা (Lichaba) প্রসিদ্ধ। অওগণ আকাশলোকের অধিবাসী দেবতাবৃন্দকে কোতাকৃর্ (Kotakr) বলে; অনংসুংগ্রেম বা আকাশের দেবতা তাহাদের একজন। প্রত্যেক অওগণের সঙ্গে সঙ্গে কিৎসুং (kitsung) নামে একটী অপদেবতা থাকে; সে সর্বদা সর্বস্থলে তাহার অনুসন্ধান করে। ইহাদ্বারা অপকার ও উপকার দুইই হয়। অওগণ অপকারী কিৎসুংকে গ্রামের প্রান্তে এক জঙ্গলের ঝুড়ি ঝুলাইয়া পরিত্যাগ করিয়া আসে।

অওগণের আত্মা-সম্বন্ধে ধারণা অদ্ভুত। তাহারা মনে করে প্রত্যেক মানুষের একটা ভাগ্য (tiya) আছে, তাহা আকাশে বাস করে। মানুষের ও তাহার ভাগ্যের তিন তিনটী করিয়া আত্মা (tenela) আছে। 'তিয়' আকাশবাসী দেবতা সুতরাং কোতাকৃর্। পুরুষের তিয় পুরুষ, স্ত্রীলোকের তিয় নারী। এই সকল তিয় ও তেনেলা মানুষের জন্মের পূর্ব হইতেই আকাশে বাস করে এবং কোন শিশুর জন্ম-মুহূর্তেই তাহাকে আশ্রয় করে। এই 'তিয়'গুলির মধ্যে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ বলবান্, কেহ দুর্বল; সুতরাং যে 'তিয়' যাহাকে আশ্রয় করে সেই মানব তাহার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মৃত্যুর পর আত্মা পরলোকে চলিয়া যায়, ইহাই সভ্যজাতির ধারণা কিন্তু অওগণের ধারণা তাহাদের আত্মাদিগের কোন একটী তাহার পূর্বে পরলোকে গিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু পরলোকে যায় মানুষ নিজে। তাহার আত্মা বা 'তেনেলা', চিল বা প্রজাপতির রূপ ধরিয়া ইহলোকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মৃত্যুর পর মানুষ যে কোথায় যায় সে বিষয়ে অওগণ বিশেষ চিন্তা করে নাই। তাহারা জানে যখন মানুষকে মৃতলোকে যাইতেই হইবে তখন সে কোথায় যাইবে তাহা লইয়া চিন্তা করিবার আবশ্যকতা কি? কাহারও মতে তাহা আকাশে, কাহারও মতে তাহা য়োখা (wokha) পর্বতের নিম্নে ভূগর্ভে অবস্থিত। এই মৃতলোকে যাইতে হইলে বৈতরণীর ন্যায় লুংগ্রিৎসু (Lungritsu) নামক একটী নদী পার হইতে হয়। ভূগর্ভস্থ মৃতলোকের অধীশ্বরের নাম মোয়োৎসুং (Moyotsung) বা মোজুং (Mozung)।* সমস্ত মৃত ব্যক্তিই তাঁহার ভৃত্য, যখন তাঁহার ভৃত্যের আবশ্যক হয়, তখন পৃথিবীতে মানবের মৃত্যু হয় এবং সে মৃতলোকে গমন করে। পরলোকে মানব ইহলোকের ন্যায়ই বাস করে, তবে সেখানে স্ত্রীসংসর্গ নাই। এই মৃতলোকে কিছু কাল বাস করিয়া মানব একটা অজ্ঞাত ছায়া-লোকে চলিয়া যায়। ইহা কতকটা নরকের ন্যায়; অতি অল্প কাল এই স্থানে বাস করিয়া মানব শূন্যে মিলাইয়া যায়।

অওদিগের বিশ্বাস, এই দেবতা বা সুংগ্রেম-গণ মানবের ভাগ্য বা তিয়কে আশ্রয় করিলে মানবের অসুখ হয়। ইহা ব্যতীত পূর্বে তুক্-তাক করিয়া লোকে শত্রু নিপাত করিত বলিয়া অওগণের বিশ্বাস ছিল। অপরাধীকে ধরিবার জন্যও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া করা হইত।

অওগণের মধ্যে কোন পুরোহিত-সম্প্রদায় নাই। প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন পুরোহিত। গ্রামের মঙ্গলার্থ কোন পূজা বা মিথন বলিদান করিতে হইলে গোষ্ঠী-পুরোহিত পুতির বা পতিরকে (Putir or Patir) আহ্বান করা হয়। এই সকল পুতির এককালে গ্রামসভার সভ্য ছিল, তাহাদের বৈশিষ্ট্য তাহাদিগের বয়স ও বহুদর্শিতা। কোন অঙ্গহানি হইলে কেহ পুতির হইতে পারে না। সকল গোষ্ঠীর পুরোহিতগণ একত্র হইয়া গ্রাম্য পুরোহিত-সঙ্ঘ গঠন করিয়া থাকে, প্রত্যেক পুরোহিতের একজন করিয়া সহকারী থাকে তাহার নাম পুতিবং বা পতিবং (Putibang or Patibang)। পুরোহিতের মৃত্যুর পর তাহার সহকারী তাহার পদ গ্রহণ করে।

গ্রামবৈদ্য বা ওঝার কাজ কতকটা বৈদ্য ও স্মার্ত পণ্ডিতের ন্যায়। কোন্ পূজায় কি করিতে হইবে, কোন্ দ্রব্য কতটা আবশ্যক তাহা এই ওঝা [অরসেন্ত্সুর্ (arasentsur) বা রচেনলার্ (rachenlar)] বলিয়া দেয়। সে নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া প্রাচীন গ্রীসের প্রত্যাদেশ-বাণীর (oracle) ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে।

পূর্বে কতকগুলি উৎসবের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল উৎসব ব্যতীত অওগণের বহু গ্রাম্য ও গার্হস্থ্য উৎসব আছে; যথা—অওবি (Aobi) বা বসন্ত-উৎসব। শীতকালে বিদেশ হইতে গ্রামবাসিগণ গ্রামে ফিরিয়া এই উৎসব করে। বরালেপ্তাং (waraleptang) উৎসব গ্রামে মহামারী হইলে তাহা তাড়াইবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। যাহাতে উত্তম শস্য হয় এই জন্য একটী উৎসব হয় তাহার নাম য়িম্কুলাম্শি (Yimkulamshi) বা য়ুংকুংকুলম্ (Yungkungkulam) বা অয়িম্কম্শি (Ayimkamshi)। অজন্মা হইবার আশঙ্কা হইলে একটা উৎসব হয় তাহার নাম মংকোতুরোংতোতোক্ (Mongkoturongtotok) বা য়িমুংতোক্চুক্ (Yimungtokchuk)।

অওদেশে এখনও এক আকাশে দুই সূর্যোদয় ইত্যাদি নৈসর্গিক অঘটন ঘটিয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস আছে। এইরূপ ঘটিলে উপ-

* যাহাদের বিশ্বাস পরলোক আকাশে তাহাদের মতে অনংসুং (Anungtsung) মৃত-লোকের দেবতা।

বাসানি ও বলিদান প্রভৃতি দিয়া দেবতার পূজা করা হয়।

গ্রাম্য উৎসবাদি বা পূজা ব্যতীত গৃহের মঙ্গলের জন্য আপ্‌তোক্ বা আপ্‌চুক (Aptok or Apchuk) এবং সেন্ত্‌সুক্‌তোক্ (Sentsuktok) প্রভৃতি গার্হস্থ্য উৎসব বা পূজা অওগণ করিয়া থাকে। অওগণ নানা উৎসবে ভোজ ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকে।

অওগণ সন্তানপ্রিয়। সন্তান জন্মিলে সে বড় হইয়া গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য করিতে পারিবে এই আশায় তাহারা দিশুত সন্তান কামনা করে। তাহার উপর অওদেশে ভূমির অভাব নাই, সুতরাং অন্নের ও অভাব নাই।

অওনারী গর্ভবতী হইলে তাহার কয়েকটা কার্য করা বা কয়েকটা ভক্ষ্য পরিত্যাগ করা উচিত। সন্তান-জন্মের সময় পিতার উপস্থিত থাকা কর্তব্য, নচেৎ প্রসূতির কষ্ট হয় ইহাই অওগণের ধারণা, বাঁশের ছুরী দিয়া পিতা সন্তানের নাড়ী কাটে এবং সদ্যপ্রসূত সন্তানকে ধুইয়া তাহার মুখে অন্ন দেয়। জন্মের পরদিন শিশুর নাম-করণ হয়, তাহার পরদিন তাহার কর্ণ-বেধ হয়। ঐদিন হইতে তাহাকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকা হয়। মৃত পূর্বপুরুষের নাম অনুসারেই শিশুর নাম রাখা হয়।

পুরুষগণ বিশ হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এবং রমণীগণ পনের হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে বিবাহিত হয়। পূর্বে আরও অধিক বয়সে বিবাহ হইত। বিবাহের পূর্বে পুরুষ অবিবাহিতা বালিকার শয়ন-গৃহে কিছুদিন যাতায়াত করে তাহার পর যুবতীর পিতামাতা বা অভিভাবকের উৎসাহ পাইলে সে বিবাহের প্রস্তাব করে। চোংলি ও মোংসেন অও-নাগাগণের মধ্যে বিবাহের অনুষ্ঠানের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। চোংলিগণের মধ্যে যদি কন্যা বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে তাহা হইলে কন্যার পিতা বরকে তাহার দত্ত মূল্য ফিরাইয়া দেয়। মোংসেনগণের মধ্যে যদি কন্যা বিবাহের চারি মাসের মধ্যে স্বামী ত্যাগ করে তাহা হইলে স্বামী অর্ধেক মূল্য ফেরৎ পায়, তাহার পর বিচ্ছেদ হইলে গৃহের জিনিসপত্র আধাআধি ভাগ হয়। যদি স্বামী স্ত্রীকে চারি মাসের মধ্যে ত্যাগ করে তাহা হইলে গৃহের সমুদয় সামগ্রী স্ত্রীর প্রাপ্য। চোংলি অওগণ নয়দিন এবং মোংসেনগণ ছয়দিন বিবাহের পর স্ত্রী-সংসর্গ করে না।

সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার—পূর্বেই বলা হইয়াছে অওগণ বহু শাখা ও উপশাখায় বিভক্ত। এই সকল উপ-শাখার মধ্যে কতকগুলি উপশাখা নিজদিগকে এক পর্যায়ভুক্ত মনে করে। অওগণ নিজ জাতি বা উপশাখার মধ্যে কদাচ বিবাহ করে না। তাহাদিগের মতে স্বজাতীয়া নারী অগম্যা। এমনকি এক পর্যায়ভুক্ত অপর উপশাখার স্ত্রীপুরুষে বিবাহ হয় না। বিবাহতো দূরের কথা ঠাট্টা বিদ্রূপও চলে না। অপরে তাহাদিগের সম্মুখে কোনরূপ অশ্লীল রহস্য করিলেও তাহারা লজ্জিতও অপমানিত বোধ করে। ভিন্ন শাখাভুক্ত হইলেও তাহারা বিধবা বিমাতা, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসার কন্যাকে বিবাহ করে না। নারীগণও পিতৃস্বসার পুত্রকে বিবাহ করে না।

অওগণ পিতা, মাতা, পিতামহ, মাতামহ, খুড়া, খুড়ী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা জ্যেষ্ঠ ভগিনীর নাম ধরিয়া সম্বোধন করে না। পুরুষগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ, শ্বশুর, শাশুড়ী, বড়শ্যালক ও বড় শ্যালিকার এবং রমণীগণ বড়ভগিনীর স্বামী শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, এবং বড়ননদের নাম ধরিয়া সম্বোধন করে না। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরিয়া থাকে। অওগণ গুরুজনের সহিত কলহ করে না ও কলহ হইলে তাহা অত্যন্ত অমঙ্গল জনক বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে। সমস্ত অওজাতি কখনও এক হয় নাই। তাহাদের মধ্যে একতা নাই। একটা জাতি অপরের সহিত যুদ্ধ বিবাদ লইয়া নিয়তই রত থাকিত। তবে অপর অও অপেক্ষা ভিন্ন জাতিকে তাহারা অধিকতর শত্রু মনে করিত। অপর উপশাখার সহিত কলহ হইলেও এক গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট একতা ছিল।

সমস্ত গ্রামের লোকের বয়স হিসাবে দল ভাগ করা হয় এবং গ্রামের সমস্ত কার্যের পরিচালনার ভার একটা সভা (tatar) বা সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত থাকে। প্রতি তিন বৎসরের মধ্যে যত বালকের জন্ম হয় তাহারা এক দল বা শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে। আজীবন তাহারা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত থাকে। সেই শ্রেণীর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম হইতেই দলের নামকরণ হইয়া থাকে। অন্ততঃ ১২ বৎসর বয়স হইলে বালকগণ মোরাঙ্‌এ প্রবেশ করে। প্রথমে তাহারা বয়োবৃদ্ধ বালকদিগের ভৃত্যের কার্য করে; এই সময়ে তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সাহসী ও কর্মঠ হইতে পারে সেই জন্য প্রস্তুত হয়। তাহাদের সাহস ও কর্মঠতার পরীক্ষা হয়। সাধারণতঃ তিন বৎসর অন্তর তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। যৌবনকালে অর্থাৎ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে তাহারা বিবাহ করিতে পারে, বিবাহের পর তাহারা আর মোরাঙ্‌এ থাকিতে পায় না। তবে ৩০ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাহারা মোরাঙ্ সংস্কার প্রভৃতি কার্যে সাহায্য করে। মোরাঙ্‌এ বাস কতকটা ব্রহ্মচর্যের ন্যায়। ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে তাহারা গ্রামের সভার সভ্য হয়, ইহাই অওদিগের সর্বোচ্চ সম্মানের সময় তাহার পর তাহারা সহকারী সভ্য হয় শেষ জীবনে অনেকে পুরোহিত হইয়া থাকে। অওগণের বিভিন্ন শাখার এই বিভিন্ন অবস্থার নিয়মের কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক লোক আপনাকে খেল (Khel) বিশেষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় না দিয়া অমুক মোরাঙ্‌এর অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দেয়। তাতার (tatar) বা গ্রাম্য সভার সভাপদ লইয়া প্রায়ই বিবাদ বিসংবাদ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কগণ এক এক দল

গ্রামের সভার সভ্য থাকে। তাহাদিগের সময় উত্তীর্ণ হইলে* তাহারা সহজে এই সম্মানের পদ ছাড়িতে চাহে না, তখন বিবাদ বাধে আগামী দলের সহিত। কোন বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে এই সভার সভ্যগণ একত্রিত হয়। এই সভ্যগণ উপহৃত বা আহৃত মাংসের অধিক ভাগ পাইয়া থাকে। অওদিগের মধ্যে কোন লোকের সামাজিক অবস্থা-(Status) সম্বন্ধে খোঁজ লইতে হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয় "তুমি কতটুকু মাংস পাও?"

গ্রামের পূজা, পার্বণ, অতিথি-সেবা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে ব্যয় হয় তাহা ধান কাটার পর গ্রাম হইতে সংগৃহীত হয়। প্রয়োজন হইলে কাধকালে ব্যয়নির্বাহের জন্য কোন সভ্য স্বয়ং সেই অর্থ অগ্রিম দেয়, পরে শস্য-সংগ্রহের সময় প্রতি গৃহ হইতে চাঁদা তুলিয়া বৎসরের ব্যয় সংগ্রহ হইলে তাহার প্রাপ্য তাহাকে মূল্যস্বরূপ ধান দিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ সমস্ত পূর্ব ঋণ শোধ করার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে তাহা লইয়া চাঁদা সংগ্রহকারিগণ ভোজ বা উৎসব করিয়া থাকে—ইহাই তাহাদের পরিশ্রমের পুরস্কার।

পূর্বে অওগণের মধ্যে প্রতি গোষ্ঠীর কতকটা করিয়া জমি থাকিত, এখন প্রত্যেক লোকের নির্দিষ্ট জমি আছে। কেহ কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মারা গেলে তাহার সম্পত্তি গোষ্ঠীর সম্পত্তি হয়; দুই এক মাস পরে সেই গোষ্ঠীর বয়োবৃদ্ধ লোক তাহা সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। প্রতি গ্রামের মোরাঙ্-এর ভূ-সম্পত্তি থাকে সেই সম্পত্তিতে সাধারণতঃ বড় বড় গাছ ও বাঁশ জন্মাইয়া থাকে। শস্যক্ষেত্র কখনও অওগণ মোরাঙ্-এর সম্পত্তিরূপে নষ্ট করে না। কোন কোন গ্রামে এখনও সাধারণ শস্যক্ষেত্র আছে তাহা হইতে গ্রামের সাধারণ ব্যয়ভার বহন করা হইয়া থাকে।

অওগণের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষগণই পাইয়া থাকে। যথা—(১) পুত্র (২) ভ্রাতা (৩) ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি। কোন লোক একমাত্র কন্যাকে বিবাহের সময় যদি কোন সম্পত্তি কিছু মূল্য না লইয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে সেই সম্পত্তি কন্যা তাহার জীবিত অবস্থায় ভোগ করে, তাহা কোন মতে হস্তান্তর করিতে পারে না। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পিতার নিকটতম পুরুষ-আত্মীয় পায়। বিবাহ-কালে পিতা কন্যাকে যে যৌতুক দেয় তাহার মূল্যস্বরূপ কন্যার নিকট হইতে নাম-মাত্র কিছু লইয়া থাকে। এই যৌতুক-সম্পত্তি কন্যার স্বাধীন, সে ইহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর যদি কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তাহা তাহার পিতৃকুলে ফিরিয়া যায়। কোন ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি লোকাচারের বিরুদ্ধে উইল করিয়া অপরকে দান করিতে পারে না। পুত্র-গণ সমান অংশ পাইয়া থাকে। বিধবা স্ত্রী বাড়ীতে বাস করিবার অধিকার ও কিছু শস্যের অংশ ও তাহার স্বামীর ভূ-সম্পত্তির যতখানি তাহার আবশ্যক মৃত্যুকাল বা পুনর্বিবাহ বা অক্ষম হইয়া পুত্রের স্বল্পগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত পাইয়া থাকে। বিধবা রমণীগণ শস্য ধার দিয়া স্বামী হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং ঐ অর্থে অন্য সম্পত্তি ক্রয় করে এই নূতন সম্পত্তিতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। নাবালক পুত্র বা কন্যা থাকিলে বিধবা স্বামীর সম্পত্তির অধিক ভাগ পাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের স্বোপার্জিত সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র, তাহার অভাবে ভ্রাতা বা পিতৃকুলের নিকটতম আত্মীয়ে বর্তিয়া থাকে। স্বামী মৃতা স্ত্রীর সম্পত্তির অধিকারী হয় না। স্ত্রী-লোকের যদি ধানা থাকে তাহা হইলে স্বামী তাহার কিয়দংশ পায়, বাকী পুত্র পায় বা পিতৃকুলে যায়। পুত্র না থাকিয়া কন্যা থাকিলে সে কিছু অংশ পায়; বাকী স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়গণ পাইয়া থাকে। অলঙ্কারাদি মূল্যবান্ সম্পত্তি স্বামীর অর্থে ক্রীত হইলে মৃত্যুর পর স্বামী বা তাহার উত্তরা-ধিকারী পাইয়া থাকে। বিবাহের যৌতুক হইলে অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য বাকী অর্ধেক পিতৃকুলে যায়। স্বোপার্জিত অর্থে ক্রীত অলঙ্কারাদি সে জীবিতাবস্থায় যাহাকে ইচ্ছা দিয়া যাইতে পারে। মৃত্যুকালে ঐ সম্পত্তি থাকিলে তাহা তাহার পিতৃকুলে যায়।

অওদিগের সকলেরই অবস্থা প্রায় সমান, সুতরাং কেহ পোষ্যপুত্র হইয়া থাকিতে চায় না। কিন্তু পোষ্যপুত্র লওয়ার প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পুত্র বর্তমানেই তাহারা পোষ্যপুত্র লইয়া থাকে। পোষ্যপুত্র পালক-পিতার উত্তরাধিকারী বর্তমানে সম্পত্তির অধিকারী হয় না, বংশে কেহ না থাকিলে সে অধিকারী হয়। এদিকে পোষ্যপুত্রের সন্তান বা ভ্রাতা না থাকিলে পালক-পিতা তাহার সম্পত্তি পাইয়া থাকে।

গ্রামে গ্রামে সামান্য বিবাদ হইলে অন্যান্য গ্রামের মোড়লগণ একত্রিত হইয়া তাহার মীমাংসা করে। কোন কোন সময়ে কোন কোন পরাক্রান্ত গ্রামের মোড়লগণকে সালিশ মানা হয়। বিবাদের মীমাংসা না হইলে যুদ্ধ বাধে।

মোরাঙ্-এ প্রবেশের পূর্বে বালক এবং উল্কী পরিবার পূর্বে বালিকা শিশু বলিয়া গণ্য হয়। তাহাদের কৃত অপরাধ অপরাধ বলিয়াই গণ্য হয় না। বয়স্থদিগের বিবাদ গ্রামের সভায় সভ্যগণ বিচার করে। সময়ে সময়ে সমস্ত গ্রামের লোক জড় হইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করে। এক এক সময়ে অপর গ্রামের বিচক্ষণ বলিয়া খ্যাত কোন ব্যক্তির অভিমত লইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। সাধারণতঃ অপরাধী ব্যক্তির শূকর দণ্ড দিতে হয়। তবে বিশেষ বিশেষ অপরাধের বিশেষ বিশেষ শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। নর-হত্যাকারীর আত্মীয়গণ তাহার প্রাণদণ্ডের দাবী করে বটে, কিন্তু তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দেওয়া হয়। চৌর্যাপরাধে শূকর দণ্ড হয় ও অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ

* এই সময় বিভিন্ন গ্রামের নিয়ম-অনুসারে নির্দিষ্ট হয়।

করিতে হয়। অনেক বিবাদ শপথ দ্বারা মীমাংসিত হয়।

অওদিগের মধ্যে বন্ধু পাতান প্রথা আছে। দা অথবা বর্শার আদান-প্রদান করিয়া বন্ধু পাতান হয়। তাহার পর উভয় বন্ধুর প্রীতি গভীর করিবার জন্য বহু প্রীতিভোজ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অনেক সময় এই বন্ধুত্ব বংশগত হইয়া থাকে।

অওদিগের মধ্যে পূর্বে মস্তকচ্ছেদন করা একটা গৌরবের বিষয় ছিল। যে ব্যক্তি শত্রু বা অপর গ্রামবাসী কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে তাহার ইহকাল ও পরকালের সম্মান বর্ধিত হইবে বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল; এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহারা নরহত্যার অভিযানে বাহির হইত। এইজন্য প্রতি গ্রামেই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অধিবাসিগণ গ্রামটীকে বিশেষরূপে সুরক্ষিত করিত।

এইরূপে আহৃত ছিন্নমুণ্ড বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন হইত, কেহ একা কোনও শিরশ্ছেদ করিলে সে একাই তাহা লইত। দুই বা তিন জনে কাহাকেও হত্যা করিলে তাহার ছিন্নমুণ্ড তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন হইত। এই ছিন্নশিরসমূহ বা তাহাদের অংশ বেত্র-রজ্জু দিয়া বংশদণ্ডের উপর ঝুলাইয়া গ্রামের প্রধান বৃক্ষের শাখায় বাঁধিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর ষষ্ঠদিনে তাহা নামাইয়া লইয়া অস্থিটী নিজ গৃহের সম্মুখ-দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা হইত। অবিবাহিত ব্যক্তিগণ উহা নিজ নিজ মোরাঙ্-এর সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিত। এই অসভ্য প্রথা বৃটিশ-শাসনে লুপ্ত হইয়াছে।

বৃটিশ-অধিকারের পূর্বে অওদিগের মধ্যে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাস বিবাহিত হইলে তাহার স্ত্রীও প্রভুর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইত। অওগণ ক্রীতদাসগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিত, তাহারা পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিত। নিজের ক্রয়ের মূল্য প্রভুকে দিয়া ক্রীতদাস মুক্ত হইতে পারিত। ক্রীতদাসের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া অনেক সময় প্রভু তাহাকে মুক্তি দিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিত।

অওরমণীর সামাজিক অবস্থা অনেক সভ্য-সমাজের রমণী অপেক্ষা ভাল, তাহার অধিকার পুরুষেরই অনুরূপ। স্ত্রী স্বামীর ক্রীতদাসী বা সম্পত্তি নহে। স্বামী দুর্ব্যবহার করিলে পিতৃকুলের আত্মীয়গণ তাহার সহায় হয় এবং স্বামীর দুর্ব্যবহারের প্রতিকার করে। স্ত্রীলোকের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে রমণী পিতৃগৃহে আর বাস করিতে পারে না, সে অপর কয়েকটী অবিবাহিতা বালিকার সহিত একটী বৃদ্ধাকে অভিভাবিকা স্বরূপ লইয়া একটী স্বতন্ত্র গৃহে বাস করে। মোরাঙ্-এর অবিবাহিত যুবকগণ এই অবিবাহিতাদিগের কুটীরে রাত্রির অন্ধকারে গমনাগমন করে। একটী বালিকার বহু প্রেমিক থাকে, কিন্তু কোন বালিকা স্বগোষ্ঠীর পুরুষের সহিত প্রেম করে না। এক সময়ে সাধারণতঃ একটী বালিকার একজন প্রেমিক থাকে; এই সংযোগের ফলে গর্ভবতী হইলে সেই প্রেমিকের সহিত তাহার বিবাহ হয়। অওদিগের মধ্যে পূর্বে বেশ্যাবৃত্তি ছিল না, অধুনা বৈদেশিকগণের সহিত মিলনের ফলে অল্পবিস্তর এই প্রথা দেখা গিয়াছে। অবিবাহিত অবস্থায় প্রেম হইতে যে বিবাহ হয়, তাহাকে বলে চিকি-বিবাহ (Chiki)। এই গান্ধর্ব-বিবাহ শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।* অওগণ এই বিবাহের পক্ষপাতী। এই বিবাহে যৌতুক খুব অল্পই দিতে হয়। ইহার ফলে পিতৃগণকে কন্যা বিক্রয় করিতে হয় না ইহাই সুবিধা। কিন্তু এই প্রকার বিবাহে বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজেই ঘটিয়া থাকে; স্বামীকে ইহার জন্য অল্পই যৌতুক দিতে হয়, সুতরাং এই বিবাহ-বিচ্ছেদে স্বামীর বিশেষ কষ্ট হয় না। অতি সামান্য কারণে অওদিগের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে—স্বভাবে না মিলিলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। স্বামী বা স্ত্রী অপরকে বলে যে "আমি দেখিয়াছি তুমি অপরকে ভালবাস, সুতরাং তোমার সহিত আমি বাস করিতে চাহি না।" বিচ্ছিন্ন স্ত্রী পুরুষ যথেচ্ছ পুনর্বিবাহ করিয়া থাকে, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন রমণী ও যুবতী বিধবা অবিবাহিতাদিগের ন্যায় কয়েকজনে মিলিয়া কুটীর নির্মাণ করিয়া থাকে। এই সকল কুটীরে বিবাহিত ও অবিবাহিত পুরুষগণ যথেচ্ছ গমনাগমন করে। কিন্তু বিবাহিত রমণী পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াই ক্ষান্ত হয়। তাহার প্রকাশ্যে পরপুরুষের সহিত মিলনের অধিকার নাই।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সংসারে পরিশ্রম করে। পুরুষ কঠোর পরিশ্রম করে এবং রমণী লঘু পরিশ্রম করে। রমণী নিজ অর্থ ব্যবসা ও তেজারতি করিয়া বর্ধিত করে, স্বামীর তাহাতে কোন অধিকার নাই। উৎসবে বা বড় ভোজে রমণীর যথেষ্ট সম্মান করা হয়। সে যথেচ্ছ সকলের সহিত মেলামেশা করে। মামলা-মোকদ্দমায় সে নিজেই উদ্যোক্ত্রী হয় ও সাক্ষ্য দেয়। অধুনা মিশনারীগণ স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অতি সামান্য কারণেই অওগণের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে এবং ইহা তাহাদের বিবাহিত জীবনের যেন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। বিবাহিত বয়স্ক অও একজনও নাই যাহার অন্ততঃ একবার না বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অনেক সময় দুইটী দম্পতির মধ্যে এক দম্পতির পুরুষ বা নারী অপর দম্পতির নারী বা পুরুষের প্রতি পরস্পর আসক্ত হওয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে; সেই সকল ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামী বদল করিয়াই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়, কোন পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। যখন স্বামি-স্ত্রীতে বনিবনাও হয় না তখন তাহারা বলে, তাহাদিগের তিয়ার মধ্যে মিল হইতেছে না। অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন দম্পতি আবার পুনর্মিলিত হয়। কিন্তু কয়েকটী বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদিগের পুনর্মিলন অসম্ভব হয়। বেশীর ভাগ সময় বিবাহ-বিচ্ছেদের মূলে কোন নারী থাকে। স্বামী কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত জানিয়া বা সন্দেহ করিয়া রমণী বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করে। এইসকল ক্ষেত্রে প্রমাণ করিতে পারিলে স্ত্রী বা তাহার আত্মীয়গণ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারে। সন্দেহ হইলে

* বাৎস্যায়নেরও এই মত।

অথচ প্রমাণ করিতে না পারিলে সেই রমণীর উল্লেখ করিয়া স্ত্রী স্বামীকে বলে "তুমি অমুককে বিবাহ করিলে-আমাকে এত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।" অনেক সময়ই স্ত্রীর সন্দেহ সত্য হয়। তখন স্বামী আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা দিয়া সেই দিনই তাহাকে গৃহে লইয়া আসে। বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন বিশেষ অনুষ্ঠান নাই। কেবল স্বামি-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, আর গৃহস্থালীর তৈজসপত্র ও ধনরত্নাদি অস্থাবর সম্পত্তি বণ্টন করে; কতকগুলি সম্পত্তির অধিকাংশই পুরুষ পায়, অপর কতকগুলি সম্পত্তির অধিকাংশ স্ত্রী পায়। এই বিবাহে জাত সন্তানসকল মাতার নিকটই থাকে, কিন্তু তাহাদিগের রোগের চিকিৎসা বা স্বস্ত্যয়নের ব্যয়-ভার পিতামাতা সমভাগে বহন করে। কোন সন্তান পিতার নিকট থাকিলে তাহার যাবতীয় ব্যয়-ভার পিতাকে বহন করিতে হয়। অওগণ সাধারণতঃ অত্যন্ত মামলাপ্রিয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় সম্পত্তির বিভাগ লইয়া তাহারা কদাচিৎ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে।

মৃত্যু ও সৎকার—অওগণের মৃত্যু আসন্ন হইলে আত্মীয়বর্গ চীৎকার করিয়া মুমূর্ষুদের নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে, যাহাতে তাহারা মৃত্যু-লোকের পথ হইতে ফিরিয়া আসে। মৃত্যুর পর মৃতের নিকটতম আত্মীয় তাহার চক্ষু দুইটী বন্ধ করিয়া দেয় এবং তাহার মুখ ধুইয়া কাপড় ঢাকা দেয়, তাহার পর সে একটা মুরগী মারিয়া মৃতের বিছানার কাছে ফেলিয়া দেয়। বড় বড় যোদ্ধা বা শিকারী মারা গেলে, মুরগীর পরিবর্তে কুকুর মারা হয়। ইহাদের বিশ্বাস, ঐ কুকুর পরলোকে মৃতের অনুগমন করিবে। তাহার পর মৃতদেহটীকে গৃহের বাহিরের কক্ষে একটা বাঁশের মাচার উপর কাপড় জড়াইয়া শোয়াইয়া নীচে আগুন দেওয়া হয়। পুরাকালে এইভাবে মৃতদেহ অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া পর বৎসরের নবান্নের সময় পর্যন্ত রাখা হইত; অধুনা বিভিন্ন গ্রামের নিয়মানুসারে একদিন হইতে একমাস পর্যন্ত রাখিয়া তাহার পর নিকটস্থ প্রধান পথের পার্শ্বে বাঁশের মাচার উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। মাচা প্রায় ৫ ফুট উচ্চ হয়। এইরূপ ঐ পথের পার্শ্বে বহু মাচা নির্মিত হয়। ইহাই অওগণের শ্মশান-ক্ষেত্র। এই মাচার উপর চালা বাঁধা হয়। মৃতদেহ পচিয়া অস্থিগুলি মাচা হইতে নীচে পড়িয়া গেলে শূকর, কুকুর প্রভৃতি তাহা মুখে করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে; তাহার পর কালক্রমে মাচাটী ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইরূপে অওদিগের মৃতদেহের সৎকার হয়। অওগণ শ্মশানক্ষেত্রের স্থান কখনও পরিবর্তন করে না; একটী মাচা ভাঙ্গিয়া পড়িলে সেই স্থানেই একটী নূতন মাচা নির্মিত হয়। মৃতব্যক্তির অবস্থাভেদে তাহার মৃতদেহের মঞ্চের তারতম্য হয়। এই মঞ্চের সম্মুখে মৃতব্যক্তির প্রিয় বস্তুর বা তাহার কীর্তির স্মারকচিহ্নস্বরূপ বাঁশ বা কাঠের আদর্শ সকল বাঁশ বা কাঠের খুঁটিতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ বৃদ্ধ লোকেই মৃতদেহ বহন করে বা মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। চারিজন লোকে বাঁশের মাচার উপর মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যায়। নিকটতম আত্মীয় অন্ন, মাংস, থালা, বাটী প্রভৃতি মৃতের পরজগতের ব্যবহার্য সামগ্রী লইয়া গমন করে। তাহার পর যে আত্মীয় মাংস প্রভৃতি লইয়া আসে সে কিছু আদা ও মাংস সেইখানে ছড়াইয়া দেয় এবং সকলের পূর্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করে। গৃহে ফিরিয়া সকলে হাত ধুইয়া একটী বাঁশের নূতন চোঙ্গা জলপূর্ণ করিয়া রাখে। অওদিগের বিশ্বাস, দুইদিন পরে মৃতব্যক্তির আত্মা কাকপক্ষীর রূপ ধরিয়া তাহার বাড়ীর নিকট উড়ে; যখন উহা উড়িতে থাকে তখন তাহারা চোঙ্গার জল ভূমিতে ঢালিয়া মৃতব্যক্তির উদ্দেশে উহাকে পান করিতে বলে। মৃতব্যক্তির পরিবারে অন্ততঃ ছয়দিন কেহ জীবহিংসা করে না। কোন কোন গ্রামে একমাস পর্যন্ত এই নিয়ম পালিত হয়।

খ্রীষ্টান অওগণ তাহাদের মৃতদেহের সমাধি দেয়, কিন্তু কেহ কেহ সমাধির সম্মুখে মৃতব্যক্তির ব্যবহৃত কোন দ্রব্য রাখিয়া দেয় ও ধর্ম-সংক্রান্ত ছবি টাঙ্গাইয়া দেয়। কতকগুলি মৃত্যুকে অওগণ অপমৃত্যু বলিয়া মনে করে, যথা—বন্যপশুর আক্রমণে মৃত্যু, সর্পাঘাত, বৃক্ষ বা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মৃত্যু, জলে ডুবিয়া বা আগুনে পুড়িয়া বা সন্তান জন্মিবার সময়ে মৃত্যু ইত্যাদি। অপমৃত্যুকে অওগণ 'অপোতিয়া' বলে। অপোতিয়ায় মৃত্যু হইলে মৃতব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার গৃহও পরিত্যক্ত হয়; তাহার পরিবারবর্গ একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যায় এবং কিছুদিন গ্রামের বাহিরে কুটীর বাঁধিয়া থাকিয়া তাহার পর পুনরায় গ্রামের মধ্যে কুটীর বাঁধে। এই সময় তাহারা গৃহহীন ও অর্থহীন হইয়া গ্রামবাসিগণের দয়ার উপর নির্ভর করে। মৃতব্যক্তি যতই অর্থশালী হউক না কেন তাহার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি কেহই ভোগ করিতে পায় না। কুষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটী রোগে মৃত্যু হইলে বা শিকারকালে বন্যপশু দ্বারা নিহত হইলে, অওএর অর্ধ অপোতিয়া হয়; তখন তাহার পরিবারবর্গ কেবল বাসগৃহ পরিত্যাগ করে, অন্যান্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় না। যাহাতে অপোতিয়া না হয়, সেইজন্য ঐরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তাহার আত্মীয়গণ অপমৃত্যুর ঘটনাস্থলে একটা কুক্কুট বলি দিয়া অপমৃত্যুর দোষক্ষালন করিয়া থাকে। অধুনা কোন কোন ক্ষেত্রে কাহারও অপমৃত্যু ঘটিলে তাহার আত্মীয়গণ তৎক্ষণাৎ খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়া এই কঠোর নিয়মের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। অপমৃত্যুতে মৃতব্যক্তির দেহ শ্মশান-ক্ষেত্রের একপার্শ্বে একটা খোলা মঞ্চে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং কোনরূপ অনুষ্ঠান করা হয় না। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে অওগণ তাহাকে অর্ধ অপোতিয়া বলিয়া মনে করে এবং মৃতব্যক্তির কবন্ধ মোরাঙের সম্মুখস্থ বেদীতে প্রথমে রাখিয়া পরে তাহাকে শ্মশান-ক্ষেত্রে লইয়া যায়। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জানিলে অওগণ পলায়ন করিয়া থাকে। কিন্তু

ভীরুতা ইহার কারণ নয়। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারের অশেষ দুর্গতি ও লজ্জার কারণ হয় বলিয়া তাহারা এইরূপ করে।

অঙ্গগণের বিশ্বাস যে তাহাদের পরলোকগত পূর্বপুরুষ তাহাদিগের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিতে বা অপহরণ করিতে পারে, এইজন্য তাহারা ওঝাদিগের হাত দিয়া তাহাকে উপহার পাঠাইয়া থাকে। কখনও কখনও তাহার উদ্দেশে মুণ্ডহীন কুক্কুট বা শূকর বলি দিয়া থাকে।

অন্ধ বিশ্বাস—অঙ্গগণ একপ্রকার প্রস্তরকে ভাগ্য-প্রস্তর মনে করে। ঐ সকল প্রস্তর কখনও মঙ্গল এবং কখনও অমঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। ইহারা মাদুলী বা তাবিজের ন্যায় শিকড় প্রভৃতি ধারণ করে। স্বপ্নে ইহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস; প্রত্যেক স্বপ্নের ইহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করে। ওঝাগণ নিহত পশুপক্ষীর নাড়ীভুঁড়ি দেখিয়া বা 'মধু' বা পাতার দিকে চাহিয়া শুভাশুভ বলিয়া দিতে পারে। অঙ্গগণ পদে পদে নানারূপ দৈব-বাধা-বিপত্তি কল্পনা করিয়া থাকে ও নানাবিধ তুক-তাকে বিশ্বাস করে।

অঙ্গগণের বিশ্বাস পৃথিবী সমতল ভূমি; ইহার উপরিভাগে উপর্যুপরি বহু সমতল ক্ষেত্র আছে; তাহার মধ্যে আমাদের আকাশই নিম্নতম। পৃথিবীর অধোদেশে মৃতদিগের বাসস্থান। চন্দ্র-সূর্য অস্তাচলে যাইবার পর প্রত্যহ তথায় আলোকদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর প্রান্তে একটী খুঁটির উপর ভর করিয়া আকাশ রহিয়াছে। নিংতাংর্ নামক একটী জীব তাহা ধরিয়া আছে; কখন কখন ক্ষুধা পাইলে সে খুঁটি ছাড়িয়া আহারের অন্বেষণে যায়; তখন খুঁটি কাঁপে ও তাহার ফলে ভূমিকম্প হয়। চন্দ্র-সূর্যের আয়তন-সম্বন্ধে অঙ্গগণের কোন ধারণা নাই। চন্দ্র-সূর্যকে আকাশপথে ব্যাঘ্র গ্রাস করে বলিয়া গ্রহণ হয়। চীৎকারে ব্যাঘ্র পলায়ন করিবে এই বিশ্বাসে গ্রহণের সময় অঙ্গগণ চীৎকার করে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র-সম্বন্ধে তাহাদের অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। এই সম্বন্ধে বহু পুরাতন কাহিনীও প্রচলিত আছে। তুষারাচ্ছন্ন হিমাদ্রিশিখর দেখিয়া ইহারা মনে করে, ঐ পর্বতের বৃক্ষ ও জীবসমূহও শুভ্রবর্ণ।

ভাষা—স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন অঙ্গদের ভাষাকে নাগাজাতির ভাষার একটী শাখা বলিয়া ধরিয়াছেন। অঙ্গগণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য তো আছেই, এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের ভাষাকে এক একটী পৃথক্ ভাষা বলা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে চোংলি, মোংসেন, চংকি, য়াচাম্ এবং লোংলা প্রধান। চংকি ভাষা মাত্র চারিটী গ্রামে ব্যবহৃত হয় এবং অনেকটা মোংসেন ভাষার অনুরূপ, কিন্তু চোংলি ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। য়াচাম্ ভাষা সীমান্তের অপরদিকে য়াচাম্ ও স্নোং গ্রামে প্রচলিত; উহা কতকটা চোংলি ভাষার অনুরূপ। লোংলা ভাষা দিখুনদীর পূর্বদিকের লোংলা ও নোকসান গ্রামে প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে চোংলি ও মোংসেন এই দুইটী ভাষাই প্রধান; ইহাদের মধ্যে এক্ষণে চোংলির প্রাধান্য বর্ধিত হইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে ইহা সমস্ত অঙ্গজাতির জাতীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইতেছে। মিশনারীগণ প্রথমে চোংলি দেশে বাস করিবার দরুণ চোংলি ভাষা শেখেন, সুতরাং সেই ভাষাতেই ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে মিশনারী-স্কুলের ছাত্রেরা চোংলি ভাষায় ইংরেজীর অর্থবোধ করে, কারণ তাহারা সেই ভাষাতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই দুই ভাষার মধ্যে মোংসেন ভাষাই প্রাচীনতর ও মধুর। নিম্নে অঙ্গ ভাষার পাঁচটী বিভাগের কয়েকটী শব্দের নমুনা দেওয়া গেল:—

বাঙ্গলা	মোংসেন	চোংলি	চংকি	লোংলা	য়াচাম্
এক	আখা	আখা	আখাং	খে	খাং
দুই	আনেং	আনা	আনেং	আনে	আনেং
তিন	আসম্	আশম্	আসম্	আসম্	আসম্
চার	যুলি	যুজু	যুলি	যুজু	যুলে
পাঁচ	কাঙ	পোঙো	কাঙ	পোঙো	ফোঙো
ছয়	তেরোক্	তেরোক্	তেরোক্	তেরোক্	তুলোক্
সাত	তেনি	তেনেং	তেনি	তুনে	তেঙেং
আট	ৎসিৎ	তী	তেজেং	তুজেং	তেসেং
নয়	তুক্	তোক্	তোক্	তীক্	তুখ্
দশ	তের	তুর	তের	তুরো	তুলো
বিশ	মুক্তি	মেৎসু	মুকি	মেৎসু	তাজোংখাৎ
শত	নোক্পাং খা	নোক্নাং খা	তেলাং খা	তেলাং খে	তাজোং ফাঙো
ধান	আচক্	খলোক্	আচক্	চক্	চিক্
চাউল	আচং	চং	আচং	চুং	চং

বাঙ্‌লা	মোংসেন	চোংলি	চংকি	লোংলি	রাচাম্
ভাত	আচ	চি	আচ	চু	চু
বাঘ	অক্‌র্	কিজি	অক্‌র্	খোর	খু
গরু	মস্থ	নশি	মস্থ	মশ্	মশ্
মাথা	তেলাম্	তুকুলক্	তুকুলোং	তোকো	তোকো
বাড়ী	অকি	কি	অকি	কি	কিমুং
বড়	তেলং	তলং	তেলং	তলং	নংল
নরম	তনিক্	তনোক্	তনিক্	তলপ্	স্থল
সত্য	জুচতং	অতংচি	জংপুং	ততন	হোলং
আসা	র	র	র	হল	লোয়া
বসা	মেস্থ	মেন্	মেন্‌লি	পেন	মেন্
কাটা	লেপ্	অলেপ্	লেপ্	লেপ	তু

মোংসেন ভাষার কয়েকটী বাক্যের উদাহরণ-সহ ভাষার গঠন-প্রণালী :—

আক্‌র্	আনা	তোংখালা	ভোসে তেন্‌গা
বাঘ	একটা	তাহাদিগকে	মারিয়াছিল

নিন	নাংখালালি	খীয়ো
আমি	তোমাকে	দিব

কুলি	কীআং
আমাকে	দাও

অ'মি	ইব'ন	নুখাংকো	সাওগো
মানুষ	এই	আমাকে	বলিয়াছিল

নিন	নং'ন	সিক্সি	অ.ব্‌-বাংহ্	উজেংগো
আমি	তুমি	চিঠি	পাঠাইয়াছিলে একটী	পাইয়াছিলাম

অওদিগের ভাষায় এই কয়েকটী স্বরবর্ণ আছে, যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও এবং ঔ। ইহাদের মধ্যে 'অ'র উচ্চারণ হ্রস্ব 'আ'র ন্যায়। 'এ' এবং 'ও'র দুইটী করিয়া উচ্চারণ আছে, একটী হ্রস্ব ও একটী দীর্ঘ। ঐ এবং ঔ উচ্চারিত হয় 'অ ই' এবং 'অ উ'এর ন্যায়।

ব্যঞ্জনবর্ণ এইগুলি—ক, খ, ঙ, চ, ছ, জ, ঞ, ত, থ, দ, ন, প, ফ, ব, ম, য, র, ল, শ, স, হ, ং। ত, থ ও দ-কারের উচ্চারণ মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্যবর্ণের মধ্যবর্ত্তী। ইহা ব্যতীত Wএর মত এবং Zএর মত উচ্চারণদ্যোতক শব্দ আছে।

ক ও ছএর উচ্চারণ দ-ঘেঁষা, শএর উচ্চারণ নাই, 'স'র উচ্চারণ আছে।

অও ভাষায় একটী বুঝাইতে 'আ', এবং এই, ঐ, বা কিছু নির্দ্দেশ করিতে 'হু' অথবা 'সা' ব্যবহৃত হয়। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইতে পুং ও স্ত্রী-বোধক শব্দ যোজিত হয়। বহুবচন বুঝাইতে হইলে সংখ্যা দ্বারা বুঝাইতে হয়। কারক-বোধক কোন প্রত্যয় নাই; বিভিন্ন শব্দযোজনা করিয়া বিভিন্ন কারক বুঝান হয়। বিশেষণ বিশেষ্যের অনুগমন করে, কেবল জাতি-বাচক বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে। সর্ব্বনামের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন আছে। ক্রিয়ার বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা এই চারিটি কাল আছে। Participle বা করিয়া, খাইয়া ইত্যাদি পদ আকারান্ত করিয়া এবং ক্রিয়ার দ্বিত্ব করিয়া বুঝান হয়।

নিষেধার্থক শব্দ বুঝাইতে হইলে মো, মা, মু এবং মে শব্দ ক্রিয়ায় যুক্ত হয়। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে কথা বলিবার ভঙ্গী দ্বারা বুঝাইতে হয়। Conditional clause বা 'যদি' বুঝাইতে হইলে 'বাধা' শব্দ যুক্ত হয়। 'পারা' বা Potential clause বুঝাইতে ক্রিয়ার মূলের সহিত 'মেৎপি' শব্দ যুক্ত হয়। অথবা 'কোক' এই ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। Temporal clause (অকৃতভাব) বুঝাইলে 'ঘুকো' শব্দ যুক্ত হয়, ইহার অর্থ 'সেই সময়ে'।

ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার অনুগমন করিয়া

আত্মীয়-স্বজনের নাম

অওগণ পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে ডাকিতে এক শব্দ ও তাহার কথা অপরকে বলিতে অন্য শব্দ ব্যবহার করে, যথা—

	বাঙ্‌লা	চোংলি	মোংসেন
ডাকনাম—	পিতামহ	তোপু	তুব
ভাষা-নাম—	দাদু	ওপু	অওব
	পিতা	তোব্	তুব
	বাবা	ওব	অব
	মাতা	তেৎসু	তু
	মা	উচ	অউ
	বড় ভাই	তিতি	তুতি
	দাদা	উতি	অতি

ক্রিয়া ও বিশেষণকে একটী শব্দে পরিণত করে ; ইহাতে কালবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় ; অথবা বিশেষণ-শব্দের সহিত 'ন' শব্দ যুক্ত হইয়া বিশেষণকে ক্রিয়ার বিশেষণে রূপান্তরিত করে। Conjunction বা সংযোজক অব্যয়—এবং='আতুর্', কিন্তু='তোবু', 'তোবু কুলো' এবং 'তুব কোগা', কিংবা='হু'।

ইহাই মোটামুটি মোংসেন অও ভাষার ব্যাকরণ। চোংলি অও ভাষার ব্যাকরণের সহিত ইহার প্রভেদ আছে। Mrs. E. W. Clark তাঁহার 'Ao Naga Grammar' গ্রন্থে চোংলি ব্যাকরণের সবিশেষ বিবরণ দিয়াছেন।

বর্তমান শাসনতন্ত্র—অওদেশ অধুনা বৃটিশ-শাসিত আসামের একটী জেলা ; ইহার দুইটী মহকুমা—কোহিমা ও মোকোকচুং। কোহিমা হইতে ডেপুটী কমিশনার জেলা শাসন করেন। এই মহকুমায় পৃথক্ মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট্ নাই। এই মহকুমায় অঙ্গামী, কাচা-নাগা, কুকী, কাছারি, রেঙ্গমা, লহোটা, সেমা এবং দক্ষিণ সাংতাম্ নাগাগণ বাস করে। মোকোকচুং কোহিমা হইতে ৮৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই মহকুমা একজন মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট্ দ্বারা শাসিত ; এখানে সেমা, লহোটা, অও, কোনিয়াক্ চাঙ জাতি ও একটী মাত্র সাংতাম্ গ্রাম আছে। মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর-সংগ্রহ ও মোকদ্দমার বিচার করেন এবং অধিবাসিগণের স্বাচ্ছন্দ্যের ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন। অও প্রভৃতি জাতিকে ঘর প্রতি ২৲ টাকা কর দিতে হয়। গ্রামের 'গাঁওবুড়া', অল্প বেতনের সরকারী কর্মচারী, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তির কর দিতে হয় না। গ্রামের মোড়ল কর সংগ্রহ করে এবং শতকরা সাড়ে বার টাকা কমিশন পায়। ইহা ব্যতীত নাগাগণকে প্রধান পথ পরিষ্কার ও সংস্কার করিতে হয়, পরিদর্শক কর্মচারীর মালবহন ও আহারীয় সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহাদের ইন্স্পেক্শন-বাংলোর বাঁশ, খুঁটি ও খড় যোগাড় করিয়া দিতে হয়। অবশ্য এই সকল কার্যের জন্য মূল্য ও পরিশ্রম বাবদ নির্ধারিত হারে অর্থ দেওয়া হয়। মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট্ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিয়া থাকেন ; নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধের মোকদ্দমা ডেপুটী কমিশনার বিচার করেন, তিনি দায়রা-জজের কাজও করিয়া থাকেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) এবং দেওয়ানী ফৌজদারী কার্যবিধি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় না ; কেবল আইনের মূল উদ্দেশ্যের উপর বিচার হয়। আদালতে কয়েকজন দেশীয় দোভাষী থাকে, তাহারা নাগা ভাষা হইতে নাগা-আসামী ভাষায় তর্জমা করে। মূলতঃ নাগাগণের সামাজিক নিয়মের উপর কোন

অও-সর্দার

হস্তক্ষেপ করা হয় না, তবে শিরশ্ছেদ (Head hunting) প্রভৃতি ভয়ঙ্কর প্রথা-সকল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মিশনরীগণের কার্য—বিগত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী হইতে জানা যায়, ৩২,৭৭৫ জন অওএর মধ্যে ১২,২৫৮ জন খ্রীষ্টান।* আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট্ মিশন প্রথম অওদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়াছে। পূর্বে অওগণ নিজেদের ধর্মের মধ্যে সুখে কালাতিপাত করিত, অধুনা খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের ফলে বহুলোক নিজধর্মে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে আবার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা আর আপনাদিগের পূর্ব ধর্ম ফিরিয়া পায় নাই। অওগণ বিবাহের পূর্বে স্ত্রীসংসর্গ করাকে কোন দোষের কার্য বলিয়া মনে করে না, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মে তাহা অত্যন্ত ঘৃণনীয়, অথচ অওগণ পূর্বসংস্কার ত্যাগ করিতে পারে না। অওগণ যে সকল স্ত্রীলোককে অগম্যা মনে করে, খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণ তাহাদিগকে অগম্যা মনে করে না। এইরূপে অগম্যা বিবাহ করিয়া জাতীয় সংস্কারবশে বিবেকের নিকট তাহারা দোষী থাকিয়া যায়। তবে অওগণ খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণের ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শিক্ষিত হইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণের ফলে অওগণের সাম্প্রদায়িক জীবন ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে। স্বদেশপ্রেম, গোষ্ঠীপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম, পিতৃপুরুষের প্রতি অচলা ভক্তি তাহারা হারাইতে বসিয়াছে। আধুনিক বেশভূষা অওগণের পক্ষে মোটেই শোভন নহে ; তাহারা যে প্রদেশে বাস করে সেই দেশের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তদনুরূপ বেশভূষা করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে বর্তমান সভ্যতার ফলে আধুনিক বেশভূষা অবলম্বন করিতে গিয়া প্রকৃতির সহিত তাহাদের স্বাস্থ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে না।

[CI (Assam), 1931 ; J. P. Mills : The Ao Nagas, London, 1926 ; W. C. Smith : The Ao Naga Tribe of Assam ; Dr. S. N. Majumdar : The Ao Nagas (Man in India, IV, 1 and 2) ; Dr. S. N. Majumdar : Ao Nagas (1925) ; B. C. Allen : Gazetteer of the Naga Hills and Manipur ; Lt.-Col. A. Vickers : "Among the Nagas (Black Wood's Magazine, MCCCV, July) ; Missionary Attitude toward the Welfare of Primitive People (Baptist Missionary Review XXXI, 4) ; G. Lloyd : Report on the Administration of Assam ; Lt.-Col. J. Shakespear : Customs at Death among the Manipuris and cognate Clans (Folk-lore XXIII, iv) ; T. C. Hodson : The Naga Tribes of Manipur ; T. C. Hodson :

* অও :—বয়স্ক পুরুষ ৯৮০৩, স্ত্রী ১০৭১৩ ; খ্রীষ্টান পুরুষ ৫৩৮৫, স্ত্রী ৬৮৭৩।

Head Hunting among the Hill Tribes of Assam—(Folk-lore, XX) ; হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার : "নেগা নাগা" (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৫) ; পদ্মনাথ বড়ুয়া : 'অগা' (বিজুলী, সংবৎ ১৮৩৪) ; J. H. Andrews : নগাজনা, গগাপানি সংবাদ—(বাহী, VIII, 7, 9, IX, 1, 5, 6, 9 and 10) ; Watt : Aboriginal Tribes of Manipur (J[R]AI, XVI) ; Dr. J. H. Hutton : Astronomical Beliefs in Assam (Folk-lore, XXXVI) ; Col. J. Shakespeare : Review of the Ao Naga Tribe of Assam, by Dr. W. C. Smith ; Sir G. Grierson : Linguistic Survey of India, III, pts. ii, iii and vi ; Mrs. M. M. Clark : A Corner in India ; Mrs. E. W. Clark : Ao Naga Grammar with illustrative phrases, etc. Assam Secretariat Press, Shillong.]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীজ্যোৎস্না মজুমদার

অও$_2$ [সং অপি, অপিচ>প্রা° অবি (হে° ১.৪১)>পূ° হি° অউ বা ও>প্রা° বা°, মৈ° অও>বা° ও ; ম° ব ; ব্রজ° বো ; সি° অউ] অ, এবং, আর। "চাঁদ গগন বস অও তারাগন"—বি° ৬০.৭।

অও$_3$—[প্রা° বা° অব, অহ>অহ, অহো (<* অসথ)] হও You be.

অও$_4$—[প্রা°<সং অতঃ] অ, এইজন্য ; এইহেতু। ২ ইহা হইতে লইয়া। বি, [সং অয়স্] লৌহ।~ঘণ [প্রা°<সং অয়োঘন] লৌহনির্মিত হাতুড়ি—'সীসংপি ভিন্দন্তি অওঘণেহিং' (সূত্র, ১.৫.২.১৪)।~মুহ [প্রা°<সং অয়োমুখ]—অয়োমুখ নামক অন্তর্দ্বীপ ও তন্নিবাসী (ঠা° ৫)।~মুহী [প্রা°<সং অয়োমুখী] নগরী-বি° (উপ° ৭৬৪)।

অও$_5$—[প্রা° মৈ° ; সং অপর>প্রা° অবর>] বিণ, অপর। "অও অগু অতি সুললিত বাণী"—বি° প° ৫৯.৪।

অওক—[প্রা° মৈ°] অপর। "একক গীন অওক অবলম্ব"—বি° প° ৫০.৬।

অওকাদিস—[প্রা° মৈ°] অপরদিকে। "এক দিস কাহ অওকাদিস সুবিতত বহহ বিমান"—বি° প° ২৯২.৫।

অওকে—[প্রা° মৈ°] অপর। "একে অবলা অওকে সহজক ছোটি।"—বি° প° ১৬৪.১।

অওঘর্ষণ—[প্রাদে°] গানের সুরের একতা harmony। জ্ঞা°॥

অওজী—পারস্যের কবি। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (হিঃ ১০৫০) ইঁহার মৃত্যু হয়।

[OBD]

অওধ, অওঁধ—অওধ, অওধা [সং অবমূর্ধা —হি° ওঁধা>] বিণ, নতমুখ, অবনত, উল্টা। 'অওধ আনন হঠ ন মানয়ে'—প° ক° ১৬৯৮। "অধর মঁগইত অওঁধ কর মাথ।"—বি° প° ১৬০.১। "অওঁধা কমল কান্তি নহি পুরএ হেরইত জুগ বহি জাই"—বি° প° ৭৪.৬।

অওনগর—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ধজোর পরগণার একটী গণ্ডগ্রাম।

[SAB, VII, 439]

অওর—[সং অপর>প্রা° অবর>হি° অউর, ঔর, অওর] আর। "হম কি সিখওবি অওর রস-রঙ্গ"—বি° প° ১৩২.১১।

অওরনোস্—সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন সুদৃঢ় দুর্গ। ইহার প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার। কেহ কেহ বলেন, সিন্ধুনদের পশ্চিমে ও পেশোয়ারের ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বে এই দুর্গ পর্বতের উপরে অবস্থিত। 'অওরনোস্' শব্দটী গ্রীক শব্দ।[১] ইহার অবস্থান লইয়া প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকদিগের মত সংগ্রহ করিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার The Early History of India পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে (Appendix D) আলোচনা করিয়াছেন ; উহাতে তিনি তাঁহাদের কোন মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অওরনোসের প্রকৃত সংস্থান সম্বন্ধে কোন কথা জোর করিয়া বলা যায় না বলিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে উক্ত পরিশিষ্টটী তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি ঐতিহাসিক ডিওডোরসের (Diodorus Siculusএর) মত কতকটা গ্রহণ করিয়াছেন। ডিওডোরসের মতে এই পর্বতের বিস্তৃতি ১১½ মাইল, কিন্তু আরিয়ান (Arrian) ২৩ মাইল বলিয়াছেন ; উচ্চতায় তিনি আরিয়ানের মতই গ্রহণ করিয়া ইহার উচ্চতা ৬৭০০ ফুট স্থির করিয়াছেন। ডিওডোরস ইহার উচ্চতা প্রায় ১০০০০ ফুট বলিয়াছেন। অনেকে এই পর্বতকে মহাবন পর্বতের সহিত অভিন্ন বলিয়াছিলেন।[২] ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে স্টাইন (Sir M. A. Stein) যখন অনুসন্ধান করিয়া এই মতের মূলে কুঠারাঘাত করেন, তখন হইতে এ মত পরিত্যক্ত হইয়াছে।[৩] গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ হইতে কানিংহাম স্থির করেন যে, এই দুর্গ পঞ্জাব প্রদেশের ওহিন্দ্ নামক স্থানের ৮ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, বাজ্‌.রের ৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে ও নোগ্রামের অব্যবহিত পরেই অবস্থিত রাণীঘাট পর্বতের উপর ছিল। রাণীঘাট মহাবন পর্বতমালার একটী থাক্।

আরিয়ানের বিবরণে 'অওরনোস্' নামে একটী নগরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ব্যাকট্রিয়ানদের প্রধান নগরগুলির মধ্যে অন্যতম। এই নগরে অওরনোস্ দুর্গ অবস্থিত

১ Loewenthal বলেন, 'বারাণসী' হইতে 'অওরনোস' শব্দ উৎপন্ন। তাঁহার মতে, 'বারাণসী'র গ্রীক অপভ্রংশ 'অবরনোস্' বা অওরনোস্'।—Cun AGI. 69.

২ JASB, 1848, 103 ; Cun AGI, 83. General Court বলেন যে, এই দুর্গ আটকের বিপরীত দিকে পর্বত-শিখরে অবস্থিত (JASB, 1836, 395)। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের Asiatic Society of Bengal এর জর্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে (৩০২ পৃঃ) General James Abbott মহাবন পর্বতের উপর 'শাহকোট'কে 'অওরনোসে'র ধ্বংসাবশেষ স্থির করেন। কিন্তু চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্ চোয়াঙের বিবরণে দেখা যায় যে, তিনি ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাবনে গিয়াছিলেন। তিনি এই দুর্গের কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। প্রধানতঃ হুয়েন্-চোয়াঙের যেরূপ বর্ণনা করিবার পদ্ধতি তাহাতে মনে হয় মহাবনে এই দুর্গ থাকিলে উহার বর্ণনায় অথবা ইহার নাম অবশ্য হইত এবং ইহার সম্যক্ বিবরণ পাওয়া যাইত।—JHT, III, 136 ; Cun AGI, 7.

৩ Sir M. A. Stein : Rep. Arch. Sur. Work in the N. W. Frontier Province etc. 1904-5.

ছিল।[৩] আরিয়ানের প্রদত্ত নামের সহিত টলেমির ভৌগোলিক অবস্থানের নির্দেশ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, টলেমির 'বাক্‌ট্রা রেগিয়া' ও 'অওরনোস্' অভিন্ন। এই 'বাক্‌ট্রা রেগিয়া' বরণ দেশে অবস্থিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও (৪. ২. ৮২) বরণ দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বরণের সহিত বর্ণিদেশ বা গ্রীক 'বর্ণোস্' বা 'অওরনোসে'র কি কোন সম্বন্ধ আছে ?[৪]

অওরনোসের সহিত রাজা বর'এর নামের বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। হস্তনগরের সাড়ে সাত ক্রোশ উত্তর-পূর্বে 'তথ্‌ত্-ই-বহই' নামক গিরিদুর্গ ইঁহার বাসস্থান ছিল বলিয়া কথিত আছে। পর্বতের পাদদেশে কতকগুলি গৃহের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় ; প্রবাদমূলে জানা যায় এগুলি বর'এর অশ্বশালা ছিল।[৫]

এককালে এই দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল। আলেকজান্দার এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া বশে আনিবার জন্য যখন চেষ্টা করেন, তখনকার ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে বলিতে পারা যায়, আলেকজান্দারের শক্তি প্রতিহত করিতে না পারিয়া বাজ়িরার (বর্তমান 'বাজ়ার') অধিবাসিগণ আত্মরক্ষার জন্য গভীর রাত্রিকালে নগর হইতে পলায়ন করিয়া অওরনোস্ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। [বাজ়িরা দ্র°] আলেকজান্দার নৌকার সেতু করিয়া সিন্ধুনদ পার হইতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু এই দুর্গই প্রথমে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল। তৎপরে দূরদর্শী আলেকজান্দার এই দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য পূর্ব হইতে তাঁহার সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বাৎ (বা সুবাৎ-Suwat) এবং বুনের (Buner) পর্বতের উপরিস্থিত 'ওরা', 'মাস্‌সাগা', 'বাজ়িরা' ও 'ওরোবাটিস্' নগর অধিকার করেন এবং স্বয়ং সমতল ভূমির উপর দিয়া, সম্ভবতঃ 'সাহকোট' গিরিবর্ত্ম দিয়া, অওরনোস্ দুর্গ আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ 'পেউকেলাওটিস্' (ছার্সদ্দ) শহর ও পার্শ্বস্থ দেশ, (আধুনিক নাম যুসুফ্‌জ়ী বা য়ুসুফ্‌জ়য়ী দেশ) তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। এই অভিযানে দুইজন স্থানীয় সর্দার তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি কোন গতিকে সিন্ধুনদের তীরবর্তী 'এম্বোলিমা' নামক ক্ষুদ্র শহরে উপস্থিত হ'ন। এই শহরটা 'অওরনোস্' পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এখান হইতে তিনি ক্রতেরোসের অধিনায়কত্বে সৈন্য-সমাবেশ করেন। আলেকজান্দার মনে করিয়াছিলেন, দুর্গ যদি সহজে তাঁহার হস্তগত না হয় এবং বহুদিন ধরিয়া যদি দুর্গকে অবরোধ করিয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে পর্বতের পাদদেশে সৈন্য-সমাবেশ করাই যুক্তিসঙ্গত।

ইহার পর আলেকজান্দার দুই দিন ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দুর্গের অবস্থান পরিদর্শন করেন এবং ক্ষুদ্র একটী বাহিনী লইয়া দুর্গ আক্রমণ করেন। আলেকজান্দারের সেনাপতি টলেমি পর্বতের পূর্ব বাহুর উপর উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অবরুদ্ধ সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। পরে আলেকজান্দার যখন টলেমির সহিত যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করেন তখন দেশীয় সৈন্যরা প্রাণপণে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই। অবরুদ্ধ নৃপতি আলেকজান্দারের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। চারি দিনের ভিতর আলেকজান্দার সসৈন্যে দুর্গের নিকট উপস্থিত হওয়ায় সেনারা ভয় পাইয়া পলায়নের পথ দেখিতেছিল এবং রাত্রিযোগে দুর্গ ছাড়িয়া যখন পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই তিনি সাতশত সমরকুশল সৈন্য লইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং বহুলোককে নিহত করেন। অনায়াসেই দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়।[৭]

কানিংহাম সাহেব রাণীঘাট পর্বতের ও দুর্গের একটী নক্সা লইয়াছেন। দুর্গটী দৈর্ঘ্যে ৫০০ ফুট ও প্রস্থে ৪০০ ফুট। পর্বতটী চারিদিক্ হইতেই দুরারোহ এবং চারিপার্শ্বের গিরিশ্রেণী হইতে দুই পার্শ্বে গভীর খাদের দ্বারা বিভক্ত। উত্তরদিকের খাদটী প্রায় ১০০ ফুট নিম্ন ও পশ্চিমদিকের খাদটী ৫০ হইতে ১৫০ ফুট নিম্ন। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে খাদের দিকে দুইটী বাঁধ আছে ; জল ধরিয়া রাখিবার জন্য এই দুইটী নির্মিত হইয়াছিল। উত্তর বাঁধের জল উপত্যকার পশ্চিমদিকের নীচু জায়গায় জমিত। উত্তর দিকের কন্দর ও দুর্গের মধ্যে তিনটী সমচতুরস্র কূপ ছিল। বহিঃপ্রাচীর প্রায় ৪৫০০ ফুট বিস্তৃত।[৮]

দুর্গের ভগ্নাবশেষের কিছুই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বহিঃপ্রাচীরের চিহ্ন অটুট রহিয়াছে। প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। প্রাচীরের সম্মুখের প্রবেশ-পথ কতকটা দক্ষিণদিকে বক্র হইয়াছে। অতঃপর উহা বামদিকে বাঁকিয়া একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পৌঁছিয়াছে। পরে উহা দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া অঙ্গনে শেষ হইয়াছে।

অন্তর্দুর্গ ও উহার উন্মুক্ত অঙ্গনের চতুর্দিকে মূল্যবান্ গৃহসমূহ ছিল। কানিংহাম ইহাকে রাজা বর'এর প্রাসাদ বলিয়া মনে করেন। উত্তর-সীমায় প্রশস্ত সোপান-শ্রেণী বাহিয়া নিম্নের একটী সমতল অঙ্গনে পড়া যায়। এটী বাহিরের অঙ্গনরূপে পরিগণিত ছিল। উন্মুক্ত স্থানে নানা আকারের মূর্তি বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের অধিকাংশই বুদ্ধদেবের বা বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুদের মূর্তি। ইহা ছাড়া যে সকল মূর্তি পাওয়া যায়, সেগুলির সহিত বৌদ্ধধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি সাধারণ মানুষের মূর্তি, আবার কতকগুলি অপ্রাকৃত মানবের মূর্তি। মূর্তিগুলি মাটীর তৈয়ারী। এগুলির পালিশ এমন চকচকে যে দেখিলেই মনে হয় যেন অল্পদিন হইল নির্মিত হইয়াছে। রাণীঘাট

৪ Arrian, Anab, IV, 28 ; Diodorus, XVIII, 86 ; Curtius, VIII, II : Strabo, XV, 8.

৫ Cun AGI, 69-70.

৬ Cun AGI, 70.

৭ Smith EHI, 4th Ed, 61-62.

৮ Cun AGI, 83-85.

পর্বতের অনেক পাথর কাটিয়া ছোট ছোট গুহা নির্মিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে বেশ সমতল। দুর্গের দক্ষিণদিকে অবস্থিত এইরূপ একটী গুহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার নাম 'কত্রী-কর' বা 'শস্ত্র-ব্যবসায়ীর গৃহ'। এখন রাণীঘাট পর্বতের শিখরদেশ বড় বড় বৃক্ষাদিতে পূর্ণ। লোয়েনথলের (Loewenthal) মতে যে পর্বতে অওরনোস্ দুর্গ অবস্থিত উহাতে প্রধানতঃ 'মার্টল' (বিলাতী মেদি) ও জলপাই গাছ আছে।*

[Smith EHI (4th Ed.), 59-60 ; Arrianus (Flavius) : Anabasis Alexandron, IV, 28 ; Diodorus (Siculus) : Bibliotheke Histovike, XVII, 84, XVIII, 86 ; Quintus Curtius Rufus : De rebus gestis Alexandri Magni.…VIII, 10-12 ; Strabo : Geographica, XV, 8 ; GDI, 9 ; Camb HI, 356 ; IA, I, 22 ; ASR, 1904-5, 42 ; JASB, 1848, 103 ; ঐ, 1863 ; Justin : Hist. XII, 7 ; Holdich : The Gates of India, 121 ; Merk : JRSArts, 1911, 760 ও প্রবন্ধের পাদটীকায় বিবৃত পঞ্জী দ্র°]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অওরা—[হিং° বরা ; সং° প্রা° অবর ; অউরা (কলিকাতা)] সুলভ, অল্পমূল্য, সস্তা। হরি° ॥

অওরো—[সং° অবরোহ ; হিং° অবরোহ>] উচ্চ সুর হইতে নিম্ন সুরে নামা—স্বর-সপ্তকের ক্রমাবরোহণ।

অওলী—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত সন্তোষ পরগণার একটী গণ্ডগ্রাম। এইস্থানে পণ্য-বিক্রয়ার্থ একটী বাজার আছে।

[SAB, VII, 452]

অওশনর—ফর্যুবর্দীন যস্ত'এর পাউ-র্বাজীর্য়া'র দৌহিত্র এবং পৌরুজীর-এর পুত্র। নামান্তর—অওশ্নোর, অওশ্নর, অওশানর, অউশ্-থুর। ইনি পূর্ণ জ্ঞানবান্। অবেস্তায় ইঁহার নাম প্রায়ই পাওয়া যায়। ইঁহার 'ফ্রবশি' বা আত্মা পূজ্য। ইনি একজন পৌরাণিক বীর। কয়ী-উস্ নামক স্থানের ইনি শাসনকর্তা ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ইনি মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালে গর্ভ হইতেই মাতাকে নানা বিষয়ে আশ্চর্যজনক উপদেশ দিতেন। জন্মের অব্যবহিত পরেই ইনি দৈত্য-উপাসক ফ্রাকীহ-এর বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়া অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কয়ী-উসের শাসনকর্তা হইবার পরে ইনি সপ্তরাজ্যের পরিচালক হইয়াছিলেন। ইঁহার জ্ঞানের দ্বারা ইনি মনুষ্য-সমাজের প্রভূত উপকার করেন। ইরানী-দিগকে ইনি বহু সদুপদেশ দিয়াছেন।

[Yt. 131, XXIII, 2 ; Af. zarat ; West, Pahlavi Texts, II, 171n3 ; SBE, XVIII, 90, 90n, 171, 171n ; XXIII, 221, 221n ; XLVII, x, 13:q.]

অওহদ্ উদ্দীন—পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি অনবারীর উপনাম [অনবারী দ্র°]।

[OBD]

অওহদ্ উদ্দীন ইস্ফহনী, শেখ—পারস্যের কবি-বি° [অওহদী দ্র°]।

[OBD]

অওহদ্ উদ্দীন কির্মানি, শেখ—কবি-নাম—হামিদ [হামিদ দ্র°]। শীরাজের শেখ সাদীর ইনি সমসাময়িক। 'মিস্বহ্-উল্-অর্বাহ্' ইঁহার রচিত গ্রন্থ। বোগ্দাদের খলিফ্ অল্-মুস্তনসর বিল্লাহ্র রাজত্বকালে ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে (৬৯৭ হিঃ) ইনি দেহত্যাগ করেন।

[OBD]

অওহদ সবজ়বরি, খ্বাজা—ফখ্র্ উদ্দীন খ্বাজার কবি-নাম। ইনি একাধারে কবি, চিকিৎসক ও জ্যোতিষী ছিলেন। ইনি সবজ়বার-নিবাসী। ফার্সী ভাষায় ইনি একখানি দীবান লেখেন, তাহাতে গজ়ল, কসীদা প্রভৃতি বহু উপাদান দিয়াছেন। মৃত্যু—১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে (৮৬৮ হিঃ) ৮১ বৎসর বয়সে।

[OBD]

অওহদী—অওহদ্ উদ্দীন ইস্ফহনী (শেখ)-এর কবি-নাম। ইনি 'জাম-ই-জম' কাব্য-রচয়িতা। ইহা সনাঈর হদীকার অনু-করণে লিখিত। ইনি একটী দীবানও রচনা করিয়াছিলেন। তাতার-নৃপতি অবুসৈদ খাঁ ইঁহাকে পুরস্কৃত করেন। অওহদ্ উদ্দীন কির্মানির ইনি একজন শিষ্য ছিলেন। ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে (হিঃ ৭৩৮) ইঁহার মৃত্যু হয় এবং তবরেজ়-এর মরাঘ নামক স্থানে ইঁহার সমাধি আছে।

[OBD]

অংরূপিণী—[অং (সূক্ষ্ম) রূপ+ইন্ (ইনি) অস্ত্যর্থে+স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)] সূক্ষ্মরূপ-বিশিষ্টা বিষ্ণুরূপা (যোগমায়া), অণুরূপা।

অংশ,—[√অংশ (ভাগ করা)+কর্তরি অচ্, কর্মণি ঘঞ্, ভাবে ঘঞ্, 'আচ্ছাদাল্পো ভবতি' পা° ৬. ১. ২০৭ (বৃত্তি); অংশ =অংশু (√অশ্—√অন্+শম্) যাস্ক° ১২. ৩৮, ২. ৫] **১** ভাগ portion, part, division. 'উদিনম্বস্য বিদ্যতেঽংশো ধনং ন জিগ্যুষঃ' —ঋ° ৭. ৩২. ১২=অ° ২০. ৫৯. ৩= গো° ব্রা° ২. ৪. ৩=আ° শ্রৌ° ৫. ১৬. ২= শা° শ্রৌ° ৭. ২৩. ৩ ; ১২. ৪. ২২ ; ১৮. ৮. ১০=বৈ° সূ° ৩৩. ২৪। দ্র° ॥ 'ইন্দ্রাণী পত্যা সুজিতং জিগায়োদংশেন পতিবিত্তে বিত্তেদ।'— মৈ° স° ৩. ৮. ৪ ; ৯৭. ১ ; ৪. ১২. ১ ; ১৭৯. ৯=কা° স° ৮. ১৭। 'তদ্দাংশেষেব দাতব্যং সমাগম্য স্বতোংশতঃ'—মনু° ৮. ৪০৮। 'অংশভাগো তু বণ্টকঃ'—অম° ২. ৯. ৯০। 'অবয়বো ভাগঃ বণ্টো বিভাগো ভাগোংশঃ'— অনে° ২. ৫৪২ ॥ অভি° ১০৬, বাচ° বৈজ° শব্দ° ॥ **ক** একদেশ, নির্দিষ্ট স্থান। 'ইন্দ্রাণী দেবী সুভগা সুপত্নী। উদংশেন (=এক-দেশেন—সা° ভা°) পতিবিত্তে জিগায়।'— তৈ° ব্রা° ২. ৪. ২. ৭। 'ছবির সাদা অংশ A চীনা মাটির তৈয়ারী।'—জগদা° 'স্থির-বিদ্যুৎ', পৃঃ ২৬। **খ** বিজিত দ্রব্যের ভাগ, জয়লক্ষ ভাগ a share of booty or spoil. 'বাজির্জয়ে কারমংশায় জিষ্যথ'—ঋ° ১. ১১২. ১ ॥ তুল° গ্রি° বেন্° মনি° ॥ গ

* Cnu AGI, 86-88.

সত্যাকারলক্ষণ মূল্যভাগ। 'মা সত্তাং রয়িং ভগাংশং ন প্রতিজানন্তে।'—ঋ° ৩. ৪৫. ৪.। বো-রো° ॥ **ঘ** পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ, রিকৃথভাগ। ঋ° ৩. ৪৫. ৪। 'সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।' মনু° ৯. ৪৭। 'অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ' (ক্লীব ও পতিত পৈতৃক ধনের অংশ পাইবে না) —মনু° ৯, ২০১। 'বিপ্রস্তোদ্ধারিকং দেয়মেকাংশশ্চ প্রধানতঃ'—মনু° ৯. ১৫০। ত্র্যংশং দায়াদ্ হরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।—মনু° ৯. ১৫১। 'চতুরোংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ। বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্ দ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতোহরেৎ।—মনু° ৯. ১৫৩। 'পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকা'—স্ত্রীধনরহিত মাতাও পুত্রদিগের সহিত সমান অংশ পাইবে।—যাজ্ঞ° ২. ১১৫॥ ব্রা° দ্বাবো° ॥ **ঙ** ব্রহ্মের জীবরূপ ভাগ। 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ'—ব্র° সূ° ২. ৩. ৪৩। 'অংশো পাদো ভাগ ইত্যনর্থান্তরম্।'—শং° ২. ৩. ৪৪। 'মমৈবাংশো......জীবভূতঃ'—গী° ১৫. ৭। 'যো হ খলু বাবৈতস্য সোংংশোহয়ং যশ্চেতনমাত্রঃ প্রতিপুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ'—মৈ° উপ° ২. ৫। **চ** ব্রহ্মের ত্রিমূর্তির একভাগ। 'অস্য তামসোংংশো...... যোহয়ং রুদ্রঃ......রাজসোংংশো...ব্রহ্মা...... সাত্ত্বিকোংংশো বিষ্ণুঃ।—মৈ° উপ° ৫. ২। **ছ** পরমাণুরূপী ভাগ।—য° ১০. ৫। **জ** পক্ষ, বিষয়, সম্বন্ধ। 'অস্মাকমংশমুদ বা ভরে ভরে।'—ঋ° ১. ১০২. ৪=অ° ৭. ৫০. ৪। 'অস্মাকমংশং মঘবন্ পুরুস্পৃহম্'—সাবেদ° ১. ২৯৮। 'কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ। আপনি করিলা তুমি নিজ কর্মবাদ॥' কাশী° মহা° ৮৫৩ পৃঃ॥ ব্রা° মনি° ॥ **ঝ** ভগ্নাংশ fraction [ভগ্নাংশ দ্বিবিধ—সামান্য simple, দশমিক decimal] 'অন্যোন্যহারাভিহতৌ হরাংশৌ'।—লী° কোদ্° বীজ° ১৩। **এর** বিভাজ্য অঙ্ক, ভাজ্যাঙ্ক, ভগ্নাংশের লব, সামান্য ভগ্নাংশের উপরের রাশি numerator। **ট** বৃত্তপরিধির ৩৬০ ভাগের একভাগ, অক্ষাংশ degree. 'অক্ষস্যাংশাঃ সমাখ্যাতাঃ, ষট্‌ত্রিংশশতত্রয়ম্'। বাচ° শব্দ° ॥ **ঠ** (জ্যো°) রাশি-চক্রের ত্রিশভাগের একভাগ। **২** পণ, সর্ত stake (in betting)। 'ইন্দ্রশ্চ মৃগয়াচাংশং (=পণং সা°) প্রাজ্ঞেত্তাম্।'—ভাং° ২৫. ১৩. ৭। **৩** খণ্ড, টুকরা।

মায়া বৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান॥

—চৈ° চ°, আ° ৬

৪ দেহাবয়ব, যন্ত্রাদির প্রত্যঙ্গ।
৫ রূপ, মূর্তি [বাঙ্গালায় ব্যবহৃত]।

"বাসুদেব কৃষ্ণরামের অংশবিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ॥

—চৈ° চ°, আ° ৫

৬ অবতার, দেবমূর্তিপরিগ্রহ।

সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে সেই অংশে অবধান।
সেইত অংশেরে কহি অবতার নাম॥

—চৈ° চ°, আ° ৫

৭ দেবতার ঔরস, বীর্য্য, তেজ বা প্রভাব, দেবাংশসহবাস।
৮ [অম+শ] হন্ধ [তু° অংস] অম°
৯ বিভাগ, বণ্টন, বাটোয়ারা share।

জমিদারীর অংশ, বিষয়ের অংশ, ঠাকুরের অংশ, ঠাকুরের পালার অংশ। অম° জটা°, অনে° ২. ৫৪২॥

১০ [বঙ্গীয় কুলগ্রন্থ-পরিভাষায়]—বৈবাহিক আদান-প্রদান ও বৈবাহিক সম্বন্ধ।

অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি, মহৎমনাঃ।
ত এব ঘটকাজ্ঞেয়াঃ ন নাম গ্রহণাৎ পরম্॥

—গৌড়ে ব্রা° ৪

১১ [জ্যো°] আত্মকারক নবাংশ।

অংশ২—আদিত্য বি°। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ছয় আদিত্যের ষষ্ঠ আদিত্য। অপর পঞ্চ আদিত্যের নাম—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ ও দক্ষ। —ঋ° ২. ২৭. ১=উ° ম° য° ৩৪. ৫৪=কা° ১১. ১২=খা° ১২. ২৬। মৈত্রায়ণী-সংহিতা দক্ষের নাম করে নাই— 'অদিতির্বৈ প্রজাকামৌদনমপচৎ সোচ্ছিষ্টমাশ্নাত্তস্যাধাতা চার্যমা...মিত্রশ্চ বরুণশ্চ...অংশশ্চ ভগশ্চাজায়েতাম্'—১. ৬. ১২=তৈ° ব্রা° ১.১. ৯. ১০২। আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। এ অদিতি কিন্তু কশ্যপপত্নী নহেন। ইনি সকল দেবের জনয়িত্রী—আদিদেবমাতা। যাস্ক ইঁহাকে 'অদিনা দেবমাতা' বলিয়াছেন। ৯. ১১৪.৩ ঋকে 'দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ' প্রভৃতি বচনে আদিত্যের সংখ্যা ৭ বলা হইয়াছে, কিন্তু কাহারও নাম করা হয় নাই। অতঃপর ১০. ৭২. ৮ ঋকে আছে যে, অদিতির আট পুত্র: তন্মধ্যে তিনি মার্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাতটীকে লইয়া দেবলোকে গমন করেন। এখানেও আদিত্যগণের নাম নাই। আটজন আদিত্যের নাম সর্বপ্রথম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ১. ৯. ১-৩) পাওয়া যায়। নামগুলি এই—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্। অতএব দেখা যাইতেছে, পূর্বে ছয় জনের মধ্যে দক্ষ স্থানে হইলেন 'ধাতা'। নূতন দুইজন যুক্ত হইল—'ইন্দ্র' ও 'বিবস্বান্'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণমতে অংশ অষ্ট আদিত্যের অন্যতম। শতপথ-ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা আছে। তাঁহারা দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের আদিত্য —'দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈতত্ আদিত্যাঃ এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি।'—১১. ৬. ৩. ৮।

মহাভারত, বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণে আদিত্যের সংখ্যা দ্বাদশ। অংশ তাঁহাদের অন্যতম। মহাভারতে দ্বাদশ আদিত্যের নাম —ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। —আদি° ৬৬. ১৪; ১২১. ১৩২. ৪৮। শান্তি° ২০৭. ১৭। অমরকোষেও (৩১০ পৃঃ) এই কয়টী নাম আছে।—

ধাতা মিত্রোর্যমা পূষা শক্রোংশো বরুণো ভগঃ॥৮
ত্বষ্টা বিবস্বান্ সবিতা দ্বাদশো বিষ্ণুরিত্যথ। ৯

কিন্তু মহাভারতের অনুশাসন পর্বে (২৫৫. ১৫) 'সবিতা'র পরিবর্তে 'জয়ন্ত' হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণের সহিত ভাগবত ও মহাভারতের নামের ঐক্য আছে।

তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ।

—বিষ্ণুপু° ১. ১৫. ৯০

বিবস্বান্ অর্যমা পূষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ।
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ॥

ভাগ° পু° ৬. ৬. ২৬

পরে বৈবস্বত মনুর অধিকার-কাল উপস্থিত হইলে ইঁহারাই অদিতির পুত্র হইয়া এই দ্বাদশ আদিত্য নাম প্রাপ্ত হইলেন।

"তুষিতা নাম তে পূর্বং চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে আদিত্যাশ্চাদিতেঃ সুতাঃ॥

কূর্মপু° ১৬. ১৯

এই পুরাণের ৪১ অঃ ২ শ্লোকে দ্বাদশ আদিত্যের নাম কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। সবিতা ও অংশ স্থানে পর্জন্য ও অংশু হইয়াছে। কূর্মপুরাণ-মতে (পূর্বভাগ ১৬.১৮-২৩) এই দ্বাদশদেবতা পূর্বকালে চাক্ষুষমনুর অধিকার-কালে তুষিত দেবতা নামে বিখ্যাত ছিলেন। ক সূর্যমূর্তির অন্তরভূতদেবনাম।— সা° শ্ব° ২. ১. ৪।

অংশ৩.—স্বায়ম্ভুব মনুবংশে প্রজাপতি-বি°। পত্নী—মৃত্যুকন্যা 'সুনীথা', পুত্র—'বেন'। পদ্মপু° সৃষ্টি° ৮. ৩-৭॥

অংশ৪.—স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামক ১২ দেবগণের দ্বাদশ। পিতা—'ক্রতু', মাতা—'তুষিতা'। দ্বাদশ তুষিত-দেবের নাম—বিশ্বশম্ভু, ধামায়,* গোপ, দেবায়ত, দেব, ভগবান্, অজ, ভুরোণ, আপ, মহৌজা, চিকিত্বান, অংশ। ইঁহারা সকলেই সোমপায়ী।—বায়ুপু° ৬৭, ৯-১১॥

অংশ৫.—সো° বংশ° নৃপ-বি°। পুরুহোত্রের পুত্র।—বিষ্ণুপু° ৩. ১২।

অংশ৬.—দেবতা-বি°। ইনি হৈমন্তিক অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সূর্যরথে বাস করিয়া থাকেন। মৎস্যপু° ১২৬. ১৭।

অংশ৭.—[সঙ্গীত°]—স্বর-বি°।

"সপ্তস্বরাণাং যত্রোঽপি স্বরে যস্মিন্ স্বরাগতা।
স জীবস্বর ইত্যুক্তো হ্যংশো বাদীতি কথ্যতে॥"

—স° স° শা°

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অংশ৮.—যদি কোন ব্যবসায়ে দুই বা তাহার অধিক লোক একই কারবারের স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে প্রত্যেকের স্বত্বের ভাগকে 'অংশ' বলে এবং প্রত্যেক লোককে 'অংশীদার' বলে। সাধারণতঃ অংশীদারেরা মূলধন যোগাইয়া অংশের ভাগী হয়। তবে অর্থ কেবল 'অংশ' নহে; 'অংশ' স্বত্ব ও দায়িত্বের অধিকারের মাত্রা; অধিকাংশ স্থলে অর্থের পরিমাণ অংশের মাপ-কাঠি মাত্র।

ব্যবসায়ের প্রকারভেদে অংশও বিভিন্ন প্রকারের। যথা:— সরিকানী-ব্যবসায়ের (Partnership) অংশ; সম্মিলিত মূলধন লইয়া 'জয়েন্ট স্টক্' কোম্পানীর ব্যবসায়ের অংশ; সমবায়-সমিতির (কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর) অংশ ইত্যাদি। আবার একই ব্যবসায়ে অংশীদারের স্বত্ব ও দায়িত্বের মাত্রা-ভেদে অংশও নানা প্রকারের হইয়া থাকে। জয়েন্ট স্টক্ কোম্পানীর ব্যবসায়ে এইরূপ বিবিধ প্রকারের অংশ দেখা যায়। ব্যবসায়ের লাভের উপর যে অংশবাবদ কোন 'বিশেষ' দাবী-দাওয়া থাকে না তাহাদিগকে 'অর্ডিনারী শেয়ার' বা 'সাধারণ অংশ' বলা হয়। বিশেষ অংশীদার থাকিলে লাভ হইতে প্রথমে তাহাদের দাবী নির্দিষ্টমতে মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সাধারণ অংশবাবদ ভাগ হইয়া থাকে। আবার এক প্রকার অংশ আছে যাহার দাবী সর্বাগ্রে। এ শ্রেণীর অংশকে 'প্রেফারেন্স্ শেয়ার' বা 'মুখ্য' অংশ বলা যাইতে পারে; কারণ প্রতি বৎসরের লাভ হইতে এই অংশের ভাগ সর্বপ্রথমে দেওয়া হয়। অনেক সময় ব্যবসায় বন্ধ করিবার সময়ে এই প্রকারের অংশবাবদ মূলধনও অগ্রে দিতে হয়। এইরূপ অংশের লভ্যাংশও শতকরা কত হইবে প্রথম হইতেই উহা নির্দিষ্ট থাকে; ব্যবসায়ের লাভ অত্যধিক হইলেও সেই নির্দিষ্ট হারের অধিক দেওয়া হয় না। অন্য পক্ষে 'সাধারণ' অংশের লভ্যাংশ ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের তারতম্যহিসাবে কম-বেশীও হইতে পারে। যদি বৎসরে লাভ হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ 'মুখ্য' অংশবাবদ লাভ অগ্রে দেওয়া হয়। আবার এক প্রকার 'মুখ্য' অংশ আছে যাহার লাভ এক বৎসর না হইলে অন্য বৎসরের লাভ হইতে তাহা দেওয়া হয়। এই প্রকার অংশকে 'কিউমুলেটিভ্ প্রেফারেন্স শেয়ার' বলা হয়। ইংরেজী 'কিউমুলেটিভ্' শব্দের 'অর্থ' পুঞ্জীকৃত হওয়া; তাই এই প্রকার অংশের দাবী বৎসরের পর বৎসর পুঞ্জীকৃত হয়। আবার অনেক সময় কয় বৎসর পর্যন্ত লাভ পুঞ্জীকৃত হইবে পূর্ব হইতে তাহারও সীমা নির্দিষ্ট থাকে; যথা—পাঁচ কি সাত বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার পরও যদি লাভ না হয়, তবে ভবিষ্যতে দাবী আর চলিবে না এইরূপ সর্ত থাকে। 'কিউমুলেটিভ্ প্রেফারেন্স শেয়ার'কে 'ক্রমবর্ধমান মুখ্য' অংশ বলা যাইতে পারে। 'মুখ্য' অংশেরও ক্রমিক ভাগ হইতে পারে; যথা:—প্রথম মুখ্য অংশ, দ্বিতীয় মুখ্য অংশ, তৃতীয় মুখ্য অংশ, ইত্যাদি। কতকগুলি মুখ্য অংশ আছে যাহাদিগকে 'প্রেফার্ড অর্ডিনারী শেয়ার', অন্য কতকগুলিকে 'ডেফার্ড্ অর্ডিনারী শেয়ার' বলে। এই দুই প্রকারের শেয়ার মুখ্য অংশ ও সাধারণ অংশের মাঝামাঝি এবং দাবী-দাওয়ার ক্রম-অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ করিতে গেলে প্রথমেই 'প্রেফারেন্স্ শেয়ার', তৎপরে 'প্রেফার্ড্ অর্ডিনারী শেয়ার', এবং সর্বশেষে 'অর্ডিনারী শেয়ার'; অর্থাৎ মুখ্য অংশের দাবী মিটাইয়া 'প্রেফার্ড্ অর্ডিনারী শেয়ার' বা 'মুখ্য সাধারণ অংশের' দাবী মিটাইতে হয়, তাহার পরে 'প্রেফার্ড অর্ডিনারী শেয়ার' বা 'গৌণ সাধারণ' শেয়ারের এবং শেষে সাধারণ অংশের দাবী মিটাইতে হয়; এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার অংশ আছে যাহাকে 'ডেফার্ড শেয়ার' বা 'ফাউণ্ডার্স শেয়ার' অথবা 'ম্যানেজ্মেন্ট শেয়ার' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। বাঙ্লা ভাষায় উহাদিগকে যথাক্রমে 'গৌণ অংশ', বা 'প্রতিষ্ঠাতার অংশ' বা 'পরিচালনের অংশ' বলা যাইতে পারে। এই

* আনন্দাশ্রম-বা° পু°র পাঠ অনুসারে 'ধামান' (৬২. ৯-১০)।

প্রকারের অংশের বাবদ দাবী সাধারণ অংশের পরে প্রাপ্য; যে ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক থাকে সেই ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ বা পরিচালকবর্গ সর্বশেষে তাহাদের প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার পুরস্কারস্বরূপ অধিক লাভ লইয়া থাকেন।

'সরিকানী' ব্যবসায় আরম্ভ হইবার সময় প্রথমে কত মূলধনের প্রয়োজন এবং কয়জন অংশীদার রাখা যাইবে, কে কি প্রকার অংশের অধিকারী হইবে এবং অংশীদার হইতে হইলে প্রতি অংশবাবদ কত টাকা দিতে হইবে বা তৎপরিমাণ মূল্যের কি সম্পত্তি দিতে হইবে অথবা কোন অর্থ বা সম্পত্তি না দিয়াও পরিচালনা প্রভৃতির জন্য কত অংশের ভাগ পাইবে ইত্যাদি বিষয় স্থিরীকৃত হয়। যৌথ-ব্যবসায় বা সমবায়-ব্যবসায় প্রভৃতির আরম্ভ হইবার সময়ে পূর্বোক্তরূপ বিষয়গুলি সর্বাগ্রে নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ কত মূলধন থাকিবে এবং কয়টী ও কি কি প্রকার অংশে উহা বিভাজ্য হইবে তাহা লিখিত থাকে। তখন প্রতি অংশের মূল্যও ঠিক করা হয়। এই অংশবাবদ টাকা কখন ও কি ভাবে দিতে হইবে তাহাও ধার্য করা হয়। অনেক সময় পুরাতন ব্যবসায় ক্রয় করিয়া নূতন যৌথ-ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে পুরাতন ব্যবসায়ের কর্তৃপক্ষকে মূল্যস্বরূপ কতকগুলি অংশ দেওয়া হয়; সুতরাং ঐ অংশবাবদ পুরাতন ব্যবসায়-সম্পর্কিত সম্পত্তি আসে, টাকাকড়ি আসে না। আবার অনেক স্থলে ব্যবসায়ের আরম্ভেই অংশবাবদ সমস্ত টাকা একেবারে দিতে হয় না; কিছু আদায় করিয়া বাকী অংশ পরে যখন দরকার হইবে, তখন আদায় করিবার ব্যবস্থা থাকে; ততদিন পর্যন্ত বক্রী দেয় টাকা অনাদায়ীভাবেই থাকে। কোম্পানী যখন ঐ টাকা চাহিবে তখন অংশীদারদিগকে এই অনাদায়ী অংশবাবদ সমস্ত অর্থ দিতে হইবে। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যবসায়ে সাধারণতঃ এই প্রকার প্রতি অংশবাবদ কিছু অনাদায়ী অংশ রাখা হয় এবং যতদিন প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়া থাকে ততদিন উহা স্বেচ্ছাপূর্বকই আদায় করা হয় না। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কারবারের প্রসার-বৃদ্ধি জনসাধারণের বিশ্বাসের উপর বহুলপরিমাণে নির্ভর করে। ব্যাঙ্কের ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি ছাড়াও যদি অংশীদারগণকে এই অনাদায়ী অংশের জন্য চিরকাল দায়ী রাখা হয়, তবে লোকের আস্থা অত্যধিক পরিমাণে জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে, ইহাতে ব্যাঙ্কের কাজেরও প্রসার বৃদ্ধি হয়; সুতরাং এই অনাদায়ী অংশের সমষ্টিকে ব্যবসায়ের 'গচ্ছিত দায়িত্ব' বা 'রিজার্ভড্ লায়েবিলিটী' বলে। যৌথ-কারবারের সমস্ত অংশই যে সর্বপ্রথমে বিক্রীত হয় তাহা নহে। সাধারণতঃ কারবারের কলেবর পরে বৃদ্ধি হইবে এই আশা করিয়া প্রথমে খুব বেশী অংশ বিক্রয় করিবার অধিকার সরকার হইতে গ্রহণ করিয়া রাখা হয়; অথচ আরম্ভে মূলধন বেশী দরকার হয় না বলিয়া কিছু অংশ আরম্ভে বিক্রী হয়; পরে যখন কারবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন আর্থিক প্রয়োজন-হিসাবে কতক কতক অংশ ক্রমশঃ বিক্রয় হয়। কিন্তু সরকার-অনুমোদিত অংশের সংখ্যা অপেক্ষা কোন মতেই অধিক সংখ্যা বিক্রয় হইতে পারে না। বিশেষ প্রয়োজনবোধে পুনরায় অংশের সংখ্যা বা অংশের মূল্য কি ভাবে কমাইতে বা বাড়াইতে পারা যায় তাহার বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সরকারী যৌথ-কারবার-বিষয়ক আইনে ও সমবায়-সমিতি-বিষয়ক আইনে লিপিবদ্ধ আছে। যৌথ-কারবার-সম্বন্ধে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, অংশের পরিবর্তনাদি করিবার নিমিত্ত অধিকার প্রথমেই 'আর্টিকেলস্ অফ্ এসোসিয়েশন'এ বা অনুষ্ঠানপত্রের উপবিধিতেই লিখিত হইয়া থাকে এবং উহার মতেই নূতন অংশের সৃষ্টি করা যাইতে পারে; শেয়ারকে স্টক এবং স্টক্‌কে শেয়ারে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে ('স্টক্' দ্র°); তবে বড় অংশকে ছোট অংশ করিতে হইলে 'স্পেশ্যাল রেজলিউশন' বা 'বিশেষ প্রস্তাব' করিতে হয় (বিশেষ প্রস্তাব-সম্বন্ধে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় যৌথ-কারবার-বিষয়ক আইনের ৮১ সংখ্যক বিধি দ্র°)। এই-সম্পর্কে যাহা করিতে হইবে তাহা পনের দিনের মধ্যে সরকারী রেজিষ্ট্রারকে জানাইতে হইবে। বিশেষ প্রস্তাব করিয়া এক প্রকারের অংশকে অন্য প্রকারের অংশেও পরিণত করা যাইতে পারে এবং তাহা কোর্টের বা বিচারালয়ের অনুমতি-সাপেক্ষ। উপবিধি মতে বিশেষ প্রস্তাব করিয়া অংশের মোট সংখ্যাকেও কমাইতে পারা যায়, অবশ্য এরূপ করিতে হইলে কোর্টের অনুমোদন আবশ্যক। ইহা ব্যতীত অংশ-বিষয়ক নানা প্রকার কূট তথ্য ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় যৌথ-কারবার-বিষয়ক আইনে আছে।

যে অংশের নির্দিষ্ট মূল্য সমানভাবে থাকে তাহাকে 'শেয়ার' বলে এবং যে অংশের কোন নির্দিষ্ট মূল্য নাই, অর্থাৎ যাহার মূল্য টাকা আনা প্রভৃতিতে যথেচ্ছরূপ হইতে পারে তাহাকে 'স্টক' বলে; এইস্থানে 'মূল্য' অর্থ বাজারের কেনা-বেচার মূল্য নহে, প্রাথমিক নির্দিষ্ট মূল্য মাত্র—যে মূল্য অংশপত্রের উপর লিখিত থাকে এবং কেবল যে মূল্য কারবারের কর্তৃপক্ষের নিকট স্বীকৃত হইয়া থাকে। যখন অংশীদারেরা এক বা ততোধিক অংশ লইয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে 'সার্টিফিকেট' বা অংশপত্র দেওয়া হয় এবং উহাই অংশীদারদের অংশের নিদর্শন। ঐ অংশ বা অংশপত্র ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারে এবং এইজন্য প্রত্যেক বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে 'শেয়ার মার্কেট' বা বাজার থাকে। অংশ বিক্রয় হইয়া গেলে অংশপত্র আবার নূতন ক্রেতার নামে পরিবর্তিত করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক ব্যবসায়ের অবস্থানুসারে, লাভালাভ ও বাজারের সুদের হার হিসাবে, বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতাদের সম্পত্তি অনুসারে ও নানাবিধ অবস্থাভেদে অংশের সরবরাহ, চাহিদা প্রভৃতি নির্ভর করে এবং অংশের বাজার-মূল্যেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। [অংশীদার; যৌথ-কারবার; শেয়ার-বাজার, সমবায়-সমিতি দ্র°]

[The Indian Contract Act, 1872; Indian Company's Act, 1913; The Co-operative Society's Act, 1912.]

শ্রীপ্রমথরঞ্জন দত্ত

অংশক—[√অংশ + অক (ণ্বুল্)-ক; স্ত্রী—অংশকা, অংশিকা] ১ বিণ, বিভাজক, বণ্টক। ২ [অংশ + ক (কন্)—পা° ৫. ২. ৬৯. 'অংশকঃ পুত্রঃ'—পা° বৃ° ৫. ২. ৬৯] (পুংস্ত্রী) অংশহারী, দায়াদ, জ্ঞাতি; an heir, i. e., one who is entitled to take a share at partition ॥ ত্রিকাণ্ড° ২৬.৯ শব্দ° মনি° অভি° ৪০-৪১ ॥ ৩ [অংশ + ক (কন্)-স্বার্থে]-অংশ, ভাগ a share ॥ মনি° অম° ১. ১ (২). ১৭ ॥ ৪ [অংশ + ক (কন্)—অল্পার্থে] অল্পভাগ, ক্ষুদ্রাংশ। ৫ (স্ত্রী) দিন ॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ১০৪; শব্দ° মনি° ॥ ৬ কড়ার, নিয়ম, সর্ত। ৭ [বঙ্গীয় কুলগ্রন্থের পরিভাষায়] ছয়প্রকার ঘটকের অন্যতম। 'ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা। দূষকস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ ॥'—গৌড়েব্রা° ২।

অংশকদশা—[জ্যো°] জ্যোতিষগ্রন্থের অধ্যায় বি°।

[Wintz : SISMss, 286]

অংশকরণ—[অংশ + করণ] ভাগ করা, বণ্টন করা, নির্দেশ করা act of dividing.

অংশকল্পনা — [অংশ + কল্পনা—৬তৎ] ভাগপ্রদান।

অংশকূট, অংসকূট—[অংশ (=অংস= স্কন্ধ) + কূট (উন্নত মাংসপিণ্ড prominence, projection) (অংশের কূট—৬তৎ)] ককুদ; বৃষের স্কন্ধের উপরিস্থিত উন্নত ভাগ; ষাঁড়ের ঝুঁটি hump.

অংশগত—[অংশ + গত (অংশকে গত—২ তৎ)] বিণ, ১ বিভাগসম্বন্ধীয়। ২ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অংশগ্রাহী—[অংশ + √গ্রহ্ (লওয়া) + ণিন্-ক। উপ-তৎ; স্ত্রী-অংশগ্রাহিণী] অংশ গ্রহণ করে যে, অংশী, শরিক। বিষ্ণুসংহিতার (১৫.৩৯) নির্দেশ এই যে, কোন লোকের বহু পত্নী থাকিলে, এক পত্নীর পুত্র অন্য পত্নীদেরও পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। সেই পুত্র ইঁহাদের সকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে পারিবে। এই পুত্র অংশ গ্রহণ করে বলিয়া 'অংশগ্রাহী' ॥ শিং° ॥

অংশতঃ—[সং° অংশতস্ (অংশ + তস্)] অ, কিয়দংশে, কতক, কিছু partly.

অংশদশা—[জ্যো°] জ্যোতিষগ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

[Cat. Cat, I; Rice, 28]

অংশন—[√অংশ + অন (ল্যুট্) -ভা] ক্লী°, ১ বিভাজন, বণ্টন, খণ্ড খণ্ড করণ act of sharing or dividing ২ অংশ, ভাগ।

অংশনীয়, অংশয়িতব্য—[√অংশ্ + অনীয়, + তব্য; স্ত্রী-অংশনীয়া, অংশয়িতব্যা] বিণ, বিভাজ্য, ভাগের উপযুক্ত divisible ॥ মনি° ॥

অংশপায়ন—ব্রহ্মদেব। ইনি পুষ্করক্ষেত্রে যজ্ঞে অধ্বর্যুগণের মধ্যে উন্নেতা ছিলেন। পদ্ম° সৃ° ৩৪।

অংশপ্রকাশিকা—নীলাম্বরকৃত বিষ্ণুপুরাণটীকা। আট অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। অমুদ্রিত। ১৭শ শতকের বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ৫৮ক পত্রাঙ্কে রচয়িতার নাম আছে।

অংশপ্রাস—[অংশ + প্রাস (প্র + অস্ + ঘঞ্, অণ্)] ১ অংশ ফেলা Aṃsa's throw or cast. তস্মাৎ এতৌ যজ্ঞেন যজ্ঞস্তেংশপ্রাসোংশস্ত—মৈ° স° ১. ৬. ১২ ॥ শিং°। ২ অংশকে যিনি ফেলেন। অংশং প্রাস্ততি—মৈ° স° ১. ৬. ১২.

অংশফল—জ্যোতিষগ্রন্থ। কোষ্ঠী অনুযায়ী জন্মলগ্নের দ্বাদশাংশের ফলবিচার।

[SMss. 13599]

অংশবিবর্তী—[সং° অংশবিবর্তিন্। অংশে বিবর্তী-৭তৎ; স্ত্রী-অংশবিবর্তিনী] স্কন্ধের অভিমুখবর্তী।

অংশভাক্—[সং° অংশভাজ্] বিণ, যে অংশের ভাগ পায়; অংশী; উত্তরাধিকারী one who has a share, an heir, a co-heir.

অংশভাগী—[সং° অংশভাগিন্। স্ত্রী-অংশভাগিনী বিণ,] অংশভাগকারী।

অংশভার—[অংসভার দ্র°]।

অংশভূ—[অংশ + √ভূ + কিপ্ 'অংশস্তু ভবিতা প্রাপ্তা, অংশং প্রাপ্নুবন্' দায়াদঃ, সহায়ঃ ভা° তৈ°. ৬. ৪. ৮. ২] দায়াদ, সহায়, সহভাগী partner, associate, helper. বরুণস্তে অশ্বংশভূঃ ... মিত্রস্তে অশ্বংশভূঃ। বায়ুষ্টে অশ্বংশভূঃ (=অংশস্য ভাগয়িতা ভা° সা°)—তৈ° ব্রা° ৩. ৭. ৯. ১; তৈ° স° ৬. ৪. ৮.২ ॥ মনি° স্থা-বো° কীথ° ॥

অংশমর্ম—[অংসমর্ম দ্র°]।

অংশমান— √অংশ + শান—ক] বিণ, ভাগ করিতেছে এরূপ; যে অংশ করিয়া লইতেছে।

অংশল—[অংশ + √লা (গ্রহণ করা) + অ (ক)-ক] ১ অংশগ্রাহী, অংশহর, উত্তরাধিকারী। ২ [অংশ (= স্কন্ধ) + ল (লচ্)] অংসল দ্র°।

অংশলগ্নদশাভুক্তিনিরূপণ—ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থ।

[SMss. 13600]

অংশ-সবর্ণন—১ ভগ্নাংশ লঘুকরণ reduction of fraction. ২ ভগ্নাংশের দুইটী অংশ থাকে। একটী হর অপরটী লব। লবের অপর নাম অংশ। পরস্পরের হর দ্বারা হর ও অংশকে গুণ করিলে রাশিদ্বয়ের বা বহুরাশির সমান হর হয়। ইহাকেই অংশসবর্ণন বলে। কোন সংখ্যা দ্বারা সকল রাশির হরগুলিকে অপবর্তিত করিয়া এই অপবর্তিত হর দ্বারা অপবর্তিত হর ও অংশকে গুণ করিলেও সমান হর পাওয়া যায়। ইহার ইংরেজী নাম Common Denomination। ভগ্নাংশের, যোগ, বিয়োগ গুণ, ভাগের জন্য অংশসবর্ণন আবশ্যক। ভাস্করাচার্য্য-কৃত লীলাবতীতে উক্ত হইয়াছে

"অংশয়োঃ অতুল্যচ্ছেদয়োঃ রাশ্যোঃ সমচ্ছেদ-করণম্"। ভাস্করাচার্য লীলাবতীতে বলিয়াছেন—

"অন্যোন্যহারাভিহতৌ হরাংশৌ
রাশ্যোঃ সমচ্ছেদবিধানমেবম্।
মিথো হরাভ্যামপবর্তিতাভ্যাং
যদ্বা হরাংশৌ সুধিয়াত্র গুণ্যৌ॥ ১

মনে করা যাউক $\frac{\text{ক}}{\text{খ}}$, $\frac{\text{গ}}{\text{ঘ}}$ দুইটী রাশি। যদি প্রথম রাশির হর (Denominator) ও অংশ (Numerator) 'ঘ' দ্বারা গুণ করা যায়, $\frac{\text{ক}}{\text{খ}}=\frac{\text{কঘ}}{\text{খঘ}}$ হয়। এখানে মানের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। যদি $\frac{\text{গ}}{\text{ঘ}}$ রাশির হর ও অংশকে 'খ' দ্বারা গুণ করা যায়, তবে $\frac{\text{গ}}{\text{ঘ}}=\frac{\text{গখ}}{\text{ঘখ}}$। $\frac{\text{কঘ}}{\text{খঘ}}$, $\frac{\text{খগ}}{\text{খঘ}}$ এই উভয়স্থলেই 'খঘ' সমান হয়।

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণজ্যোতিষতীর্থ

অংশস্বর—১ প্রধান ভাব, মূলভাব, নিয়ামক চিন্তা। [সঙ্গীত°] ২ জীবস্বর॥ ৩ বাদীস্বর; প্রাণ (তাল)। 'বহুশো গীয়তে যেন স্বরেণাংশঃ স কথ্যতে।'—সারামৃত; 'বহুলত্বং প্রয়োগেষু অংশস্বরঃ স উচ্যতে।'—স° সা° স° পৃঃ ৩৪। ৪ যে স্বর রাগে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। বর্তমান সময়ে বাদীস্বর, জীব-স্বর ও অংশস্বর একার্থবাচক বলিয়া গৃহীত।

"সপ্তস্বরাণাং মধ্যেঽপি স্বরে যস্মিন্ সুরাগতা।
স জীবস্বর ইত্যুক্তো হ্যংশো বাদীতি কথ্যতে॥"
—সঙ্গীতসমযসার

প্রাচীনকালে 'অংশ' শব্দ বোধ হয় এই অর্থে প্রযুক্ত হইত না। যে যে স্বরে রাগ বিভিন্ন পদে বিভক্ত হয় অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের সৃষ্টি করে তাহাদের নামই বোধ হয় ছিল অংশস্বর। সুতরাং এক রাগে একাধিক অংশস্বর হইতে পারে। কিন্তু জীবস্বর বা বাদীস্বর একাধিক হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত—খাম্বাজ ও হাম্বীর রাগের তুলনা করিলে দেখা যায়, খাম্বাজে গান্ধার স্বরগ্রহ এবং ন্যাসস্বররূপে ব্যবহৃত হয় এবং উহার প্রয়োগবাহুল্য যথেষ্ট, এইজন্য গান্ধারকে খাম্বাজের বাদীস্বর বলা যাইতে পারে। কিন্তু হাম্বীরে গান্ধার ও ধৈবতের বিশিষ্ট প্রয়োগ অঙ্গরূপ,—এই দুই স্বর মিলিয়া রাগের একটা পদ এমনভাবে আলাদা করিয়া দেখাইয়া দেয় যে তাহাতেই রাগের মূর্তি ধরা পড়ে; এই হিসাবে হাম্বীরের গান্ধার ও ধৈবতকে অংশস্বর বলা যাইতে পারে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় ধৈবত প্রবল স্বর হইলেও হাম্বীরের বাদীস্বর নহে, কারণ হাম্বীর রাত্রিগেয় রাগ। পণ্ডিতগণের মতে ধৈবতবাদী রাগ মধ্যাহ্নের পূর্বে গেয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

অংশা—নন্দ ও যশোদার কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবামাত্র কংসভয়ে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে যশোদার ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক সদ্যোজাতা কন্যা অংশাকে দেবকীর ক্রোড়ে স্থাপন করেন। কংস ইঁহাকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে দৈববাণী হয় যে, অন্যত্র তাঁহার বিনাশকারী আছেন, কালে আত্মপ্রকাশ করিয়া কংসকে বধ করিবেন। এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া বসুদেবের অনুরোধে কংস ইঁহাকে বধ করেন নাই। রুক্মিণীর বিবাহকালে বসুদেব অংশাকে দুর্বাসা মুনির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈ° পু°, কৃ° ৭, ১০৯-৩১।

অংশয়িতা—[পু° অংশয়িতৃ] বিণ, ভাগ-কারী divider, sharer॥ মনি°॥

অংশহর—[অংশ + √হৃ (বহন করা) + অ (অচ্)-ক; স্ত্রী- অংশহরা] বিণ, ভাগগ্রাহক; উত্তরাধিকারী one who has a share, a sharer.

অংশহারী—[পু° অংশহারিন্। অংশ + √হৃ (বহন করা) + ইন্ (ণিনি)-অবশ্যার্থে ("must, or necessity") "অংশংহারী" (পা° ৫. ২. ৬৯)—২য়া তৎ] বিণ, অবশ্য অংশ পায় যে=অংশক=উত্তরাধিকারী an heir.

অংশাংশ—[অংশ + অংশ (অংশের অংশ ৬ তৎ)] ১ ভাগের ভাগ; কলা; বিভাগের ছায়া অংশ। ২ [অংশ ও অংশ (দ্বন্দ্ব)] পৃথক্ পৃথক্ ভাগ।

অংশাংশি—পরস্পর বিভাগ।

অংশাংশিত্ব—[দর্শন°] ইহা একপ্রকার সম্বন্ধ। যাহার অংশ আছে তাহারই নাম অংশী; সুতরাং অংশ এবং অংশীর ভিতর যে সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহাই অংশাংশিত্ব বলিয়া অভিহিত হয়।

হিন্দু দর্শনে ভগবান্ অংশী এবং জীব অংশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; জীব এবং ঈশ্বরের ভিতর অংশাংশিত্ব সম্বন্ধ বিদ্যমান বলিয়া দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ, দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেব এবং ভেদাভেদ-বাদী ভাস্কর প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ ঈশ্বরের সঙ্গে জীবকে এই বিশিষ্ট সম্বন্ধে সংযোজিত করিয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় একবাক্যে জীবকে অণু, ভগবানের দাস এবং অপূর্ব পরিপূরক, অশেষ কল্যাণের আকর ভগবান্‌কে বিভু বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছেন। ইঁহারা কেহই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতানুসারে ব্রহ্মের নির্গুণ-বোধক শব্দ ঔপচারিক—অশেষকল্যাণের আলয়।

ভাস্করাচার্যের মতানুসারে ব্রহ্মই যেন জীব রূপে পরিণত হন, কার্যাবস্থাই কারণের পরিসমাপ্তি। ভাস্করাচার্য পরিণামবাদী কিন্তু তাৎপর্য এই যে, এই জগৎ-পরিণাম সাংখ্যের পরিণামবাদ হইতে একেবারেই বিভিন্ন—সাংখ্যে প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন না থাকিয়াও জগতের পরিণতি বা বিকাশ সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু ভাস্করাচার্য-প্রভৃতি আচার্যবৃন্দের মতে ঈশ্বরই জগদ্-রূপে পরিণত হন, ভগবানের সঙ্গে জীবের অংশাংশিত্ব সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। মুক্তাবস্থায় এই সম্পর্ক-সম্বন্ধে রামানুজ এবং

ভাস্করাচার্যের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ এবং মুক্ত জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণরূপে অভেদ এবং কার্যরূপে ভেদ, ইহাই ভেদাভেদবাদীর মতবাদের তাৎপর্য। রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ কিন্তু বলেন যে, জীব ব্রহ্ম হইতে চির পৃথক্, মুক্তাবস্থায়ও জীব অংশাংশিভাবে অবস্থান করে। ভাস্করাচার্যের মতে মুক্তির পর অংশাংশিত্ব সম্বন্ধের নিরসন হইয়া যায়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই অংশাংশিত্ব-সম্পর্ক স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই প্রতিবিম্বস্থানীয়। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেই জীব এবং ঈশ্বরে ভেদ পরিলক্ষিত হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সবই এক, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—একই আত্মা সর্বত্র বিরাজিত, এই আত্মা বা ব্রহ্ম নির্বিকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অমূর্ত বলিয়াই তাঁহার কোনও বিকার বা অংশ নাই। অংশবাচক শব্দ আচার্য শঙ্করের মতে ঔপচারিক। ব্রহ্মের বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বে° ৬. ১৯), "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" (তৈ° ২. ১. ১), "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কে° ৩. ১৫), "অস্থূলমনণু।" (বৃ° ৩. ৮. ৮)।

উপরি উক্ত অংশাংশিত্বসম্বন্ধবাদী আচার্যগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন; কারণ, ব্রহ্মের অংশ জানিয়াই প্রশ্ন-উপনিষদে পুরুষকে ষোড়শকলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—"এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ" (৬. ৫)। শ্রুতিতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীবাত্মা সর্বব্যাপী নহে, পরন্তু জীবাত্মা অণু-পরিমাণ। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" (মু° ৩. ১. ৯)। জীবের পরিমাণ নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রুতি বলেন, "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" (শ্বে° ৫. ৯), অর্থাৎ কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীবকে তাহার একভাগের সমান বলিয়া জানিতে হইবে। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে উক্ত হইয়াছে যে জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ বা এক পাদ, "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" (১০. ৯০. ৩) গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, জীবলোক সেই পুরুষোত্তমেরই অংশ। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গী° ১৫.৭)। পরাশর-প্রভৃতি ঋষিগণও প্রভা এবং প্রভা-বিশিষ্টের ন্যায়, শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায়, জগৎ এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধ ও শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিভাব স্মরণ করিয়া থাকেন—

"যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্বং বৈ
হরেস্তনুঃ॥" ৩৭
"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী
যথা।" ৫৪
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥" ৫৫
—বিষ্ণুপু° ১.২২. ৩৭, ৫৪, ৫৫

'ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণতি' এই মতবাদ যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহাদের সহিত ইউরোপীয় দর্শনের Pantheismএর অতি চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মতানুসারে ঈশ্বর দেশকালে পূর্ণভাবে প্রকাশিত। হেগেল এবং স্পিনোজা উক্ত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র।

রামানুজের মতে শব্দ-প্রকাশক সমস্ত বস্তু ব্রহ্মত্ববোধক—"সর্বে শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকাঃ"। দেবমনুষ্যাদি দেহধারী জীব পরমাত্মার শরীরস্থানীয় এবং জীব-বোধক শব্দসকল পরমাত্মাকেও নির্দেশ করিয়া থাকে; সুতরাং চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থ পরব্রহ্মের বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব লাভ করিয়া থাকে—এই জন্যই ব্রহ্মের সহিত জগতের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ প্রয়োগ হইয়াছে, "এবং দেবমনুষ্যাদি পিণ্ড-বিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীরতয়া তৎপ্রকাশকত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যন্তাঃ। অতঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়ৈব চিদচিদ্বস্তুনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামানাধিকরণ্যেন প্রয়োগঃ"। (রামানুজের বে° ভা° ১. ১ সূ° দ্র°)।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।" ৭.৫
"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্‌গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥" ১৪.৩

চেতন জীবসমুদয় ভোক্তা এবং অচেতন জড়পদার্থ তাহারই ভোগ্য। এই ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত সমুদয় জগৎ একমাত্র পরমপুরুষের শরীর বা অংশসম্ভূত (আত্মস্থ) বলিয়া তৎকর্তৃক পরিচালিত তথাপি অংশীরূপে অবস্থিত পরব্রহ্ম শরীররূপে পরিকল্পিত চেতনাচেতন জগতের সঙ্গে সামানাধিকরণ্যভাবে সম্পর্কিত, কিন্তু শঙ্কর-দর্শনের ন্যায় তাদাত্ম্য-ভাবে সংযুক্ত নয়। জীব কার্য, ভগবান্ কারণ, জীব অংশ, ব্রহ্ম অংশী, জীব অণু, ভগবান্ বিভু, জীব উপাসক, তিনি উপাস্য, তিনি ধর্মী, জীব তাঁহার ধর্ম বা প্রকার। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে 'হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপ বর্তমান ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" —ছা° ৬. ২. ১, "তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" তত্তেজোঽসৃজত"—ছা° ৬. ২. ৩।

দ্বৈতবাদীদের মতে জীব এবং ব্রহ্মে উপরি উক্ত বৈষম্যের জন্যই ভেদ বা পার্থক্য বিদ্যমান।

মাধ্বমত, গৌড়ীয় মত এবং বলদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ অনেকটা রামানুজের মতবাদেরই ন্যায়। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মনে করেন, গীতাই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যবোধক ভাষ্য; গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মনে করেন, জীব অণু, অংশ, ব্রহ্মের পরিণাম, সেবক, এবং একমাত্র ভগবানের প্রসাদেই জীব মুক্ত হইয়া থাকে। মাধ্বমতা-বলম্বী সম্প্রদায়ও উপরোক্ত মতবাদ পোষণ করেন; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদবাদীরা জীব এবং ব্রহ্মের ভিন্নত্ব স্বীকার করেন না।

মাধ্বমতে অংশী কখনও অংশ নয়, অংশাংশিত্ব-সম্পর্কে মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে অবস্থান করে। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেবের মতানুসারে গুণ এবং গুণিভাবে জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন এবং অভিন্ন, কিন্তু মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। সাধন-সম্বন্ধেও উভয় মতবাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। গৌড়ীয়, মাধ্ব এবং রামানুজ প্রভৃতি অংশাংশিত্ব-মতবাদী অন্যান্য সম্প্রদায় মাত্র দাস্যভাবে মুক্তির নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু বলদেব দাস্য ব্যতীত শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য

অংশাংশী—[পুং অংশাংশিন্। অংশ ও অংশী—দ্বন্দ্ব] অবতার ও অবতারী।

অংশান্তর—[অংশের অন্তর—৬তৎ] ১ অন্যভাগ, পৃথক্ ভাগ। ২ অংশ-(degree) দ্বয়ের পার্থক্য বা ব্যবধান।

অংশাবতার—[অংশ+অবতার (অংশের অবতার—৬তৎ)] ঈশ্বরের অংশসম্বন্ধী অবতার—যেমন, মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি। পুং

অংশাবতরণ—[অংশে অবতরণ, সুপ্ সুপা] ভগবান্ বা দেবতার অংশরূপে অপ্রপঞ্চ ধাম হইতে প্রপঞ্চে আবির্ভাব।

অংশাবতরণপর্ব—[পুং—পর্বন্] মহাভারতের আদিপর্বের ৫৯—৬৭ অধ্যায়।

অংশাবতারণ—[অংশ+অবতারণ (অংশে অবতারণ—সুপ্ সুপা)] ক্লী°।

অংশিত —[অংশ+ত(ক্ত)-র্ম: স্ত্রী-অংশিতা] বিণ. যাহা ভাগ করা হইয়াছে এইরূপ, বিভাজিত divided, shared। মনি°।

অংশিত্ব—১ [অংশিন্+ত্ব-ভা] ক্লী°, ভাগাধিকার; সরিকানা; ভাগ পাইবার অধিকার; ভাগিতা। ২ [দর্শন°] অংশী হওয়ার অসাধারণ কারণত্ব। যাহার অংশ আছে তাহারই নাম অংশী—যেমন পট, পটের অংশ সূত্র; সুতরাং সূত্র-গ্রথিত পট, অংশী বা কার্যরূপে পরিকল্পিত, কাজেই অংশিত্ব বিশেষ অর্থে কার্যত্ব। দার্শনিকগণ এই বিশিষ্ট অর্থে অংশিত্ব শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে অংশিত্বের এই বিশিষ্ট অর্থ কার্যত্ব। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ অংশিত্ব বা কার্যত্বকে মিথ্যাত্বের হেতু বলিয়া বর্ণনা করেন; সুতরাং অদ্বৈত-দর্শনে উক্ত কারণেই অংশিত্ব একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত না হইলে নির্গুণ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে; কাজেই এই মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্যই অংশিত্বের হেতু দেখান হইয়াছে। বৈদান্তিকগণ নিম্নোক্ত অনুমানের সাহায্যে অংশিত্বের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

বেদান্তবাদিগণ নৈয়ায়িকদের কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী এই তিন প্রকারের অনুমান স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অনুমান মাত্র অন্বয়িরূপ।

বেদান্ত-পরিভাষায় সুন্দরভাবে যুক্তিতর্কের সাহায্যে ন্যায়মত খণ্ডিত হইয়াছে। ন্যায়মতে অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যকত্বই কেবলান্বয়িত্ব; কিন্তু বেদান্তবাদিদের মতে সমস্ত ধর্মই ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং প্রত্যেক ধর্মই নিজ নিজ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। ব্রহ্মের কোনও ধর্ম না থাকায়, সকল ধর্মই ব্রহ্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী; সুতরাং সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়মতের অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী বলিয়া কোনও কিছুর অস্তিত্ব না থাকায় কেবলান্বয়ীর অনুমান গ্রাহ্য নয়।

অনুমানকে ব্যতিরেকিরূপও বলিতে পারা যায় না; সাধ্যের অভাব দৃষ্টে সাধনের অভাব যেখানে নিরূপিত হয় তাহাই কেবল ব্যতিরেকী অনুমানের উদাহরণ; কিন্তু বেদান্তমতে ইহা উপপাদ্য নহে। বেদান্ত সে স্থলে 'অর্থাপত্তি' প্রমাণের সাহায্যে অভাবের উপলব্ধি করেন—

"অনুমানস্যান্বয়িরূপমেকমেব। ন তু কেবলান্বয়ি, সর্বস্যাপি ধর্মস্য অস্মন্মতে ব্রহ্মনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বেন অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যকত্বরূপ- কেবলান্বয়িত্বস্যাসিদ্ধেঃ - নাপি অনুমানস্য ব্যতিরেকিরূপত্বং সাধ্যাভাবে সাধনাভাবনিরূপিত-ব্যাপ্তিজ্ঞানস্য সাধনেন সাধ্যানুমিতাবনুপযোগাৎ। কথং তর্হি ধূমাদাবন্বয়-ব্যাপ্তিমবিদুষোঽপি ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানাদনুমিতিঃ? অর্থাপত্তি প্রমাণাৎ ইতি বক্ষ্যামঃ।"
—বেদান্ত-পরিভাষা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিথ্যাত্বের লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া নিজের আশ্রয়নিষ্ঠ (assumed substratum) অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকেই তাঁহারা মিথ্যাত্ব বলেন। চিৎসুখাচার্য বলেন—

"সর্বেষামপি ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতিমৃষাত্মতা॥"

মিথ্যাত্বের হেতু অংশিত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি নিম্নলিখিত অনুমানের অবতারণা করেন। "অয়ং পটঃ, এতত্তন্তু-নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগী, অংশিত্বাৎ। ইতরাংশিবৎ; ইত্যাদ্যনুমানং মিথ্যাত্বে প্রমাণম্"। অর্থাৎ—(১) এই পট ইহার সূত্রনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, (২) কেন না ইহা পট, (৩) অন্য অংশবিশিষ্ট বস্তুর ন্যায় ইহা দ্বারা উপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকেই মিথ্যাত্বের লক্ষণ স্থির করা হইয়াছে; সুতরাং জগতের মিথ্যাত্বে অংশিত্ব বা কার্যত্বই হেতু। এই অংশিত্বের সাহায্যেই উল্লিখিত পটের ন্যায় যাবতীয় বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়; সুতরাং ব্যাপকভাবে কার্যত্ব বুঝাইতে দার্শনিকগণ অংশিত্বই বুঝিয়া থাকেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাসরাজস্বামীর (ন্যায়ামৃত-) মতে অংশিত্ব জগৎ-মিথ্যাত্বের হেতু হইতে পারে না; যেহেতু বেদান্তবাদীদের মতে কার্য কারণ অভিন্ন; সুতরাং সিদ্ধসাধনদোষপরিহার অসম্ভব হইয়া পড়ে। ব্যাসরাজের মতে জীব ব্রহ্মের অংশ এবং জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না; সুতরাং অংশিত্ব মিথ্যাত্বের হেতু নহে। মধুসূদন সরস্বতী অংশিত্বকে 'জগৎ মিথ্যা' প্রমাণের হেতু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ব্যাসরাজের আপত্তি খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, যদিও কার্য-কারণ পারমার্থিক-

সত্তার অভিন্ন, কিন্তু দেশ-কালে পরিকল্পিত অর্থ-প্রপঞ্চ-জগৎ নিষ্ক্রিয় নির্গুণ কারণ ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ; সুতরাং সিদ্ধসাধন-দোষ অসিদ্ধ।

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য

অংশী –[সং° অংশিন্। অংশ + ইন্ (ইনি) —অস্ত্যর্থে ; স্ত্রী-অংশিনী] বিণ, **১** যাহার অংশ আছে, অংশবান, ভাগী a sharer, co-heir ॥ মনি° ॥ **২** [অংশ + ইন্ (ণিনি) -ক] যে ভাগ করিয়া লয়, অংশকারক, বিভাজক। **৩** [বাঙ্‌লায় বি-র্থে] অংশের আশ্রয় ; অংশের আধার ; যাহা হইতে অংশসকলের উদ্ভব হয় ; অংশধর ; অবতারী। **৪** ভূ-পরিধির ৩৬০ ভাগের এক এক ভাগ যাহার মধ্যে আছে। রাশিচক্রের ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগবিশিষ্ট। **৫** [দর্শন°] যাহার অংশ আছে তাহাকে অংশী বলে, অবয়ব-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় পদার্থ, বিভাজ্য পদার্থ। **৬** বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী হিন্দু দার্শনিকগণ ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে অংশাংশিত্ব নামক এক বিশিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে জগৎ মিথ্যা নয়। ইহারও একটা সত্তা বর্তমান, কারণ জগৎ তাহার কারণরূপ সৎ-পদার্থজাত। ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই জগৎ মায়াবাদীদের ন্যায় মিথ্যাপরিকল্পিত নয়। ব্রহ্ম অংশী এবং জগৎ তাহার অংশ বা অণু, উভয়ই সদ্বস্তু। সুতরাং অংশী অর্থে উপরি উক্ত দার্শনিকদের মতে জগতের কারণ-রূপে অবস্থিত ব্রহ্ম।

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য

অংশীদার,—[অংশিন্ + দার] অংশভাগী ; ভাগীদার ; সরিক ; দায়াদ ; সম্পত্তির অংশের মালিক partner ; share-holder.

অংশীদার, — অংশের স্বত্বাধিকারীকে অংশীদার বলে। ব্যবসায়ের প্রকারভেদে অংশীদারদিগের স্বত্ব ও দায়িত্ব নানা প্রকারের এবং বিভিন্ন প্রকারের স্বত্বাধিকারীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, যথা :—অর্ডিনারী শেয়ার-হোল্ডার, প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডার ইত্যাদি [অংশী দ্র°], যৌথ-ব্যবসায় ও সমবায়-সমিতি প্রভৃতির অংশীদারদিগকে 'মেম্বর' বা সভ্য নামেও অভিহিত করা হয়।

সরিকানী-ব্যবসায় বা 'পার্টনারশিপ' কারবারে অধিক সংখ্যক কয়জন অংশীদার হইতে পারিবে তাহা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট থাকে ; তাহার অধিক সংখ্যা হইলে যৌথ-কারবারাদি গঠন করিতে হয়। আমাদের দেশের বর্তমান আইনানুসারে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় দশজনের অধিক অংশীদার এবং অন্যান্য ব্যবসায় বিশ জনের অধিক অংশীদার লওয়া নিষিদ্ধ। এই প্রকার কোন অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের মধ্যে মৌখিক বা লিখিত একটা চুক্তি হয় যে, কে কত মূলধন দিবে বা না দিবে, কে কতটুকু অংশের ভাগী এবং কে কত লাভালাভ লইবে। এই সকল কারবারে রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল হওয়াই সর্বসময়ে বাঞ্ছনীয়, তাহা না হইলে অংশীদারদের স্বত্ব ও দায়িত্ব এবং নিত্যনৈমিত্তিক কার্যকলাপে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে কে আইনতঃ অংশীদার কে নয়, তাহার বিচার সরকারী বিচারালয়ের উপর পড়ে। এই বিষয়ে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনের (দি ইণ্ডিয়ান্ কন্ট্রাক্ট এক্ট, ১৮৭২) ২৩৯ সংখ্যক বিধান হইতে ২৬৬ সংখ্যক বিধান প্রণিধানযোগ্য। উহাতে আছে 'পার্টনার-শিপ'-ব্যবসায়ে অংশীদারীর প্রধান মাপকাঠি স্বত্বাধিকারী হিসাবে লভ্যাংশ লইবার দাবী ; কিন্তু সুদ, চাকরীর বেতন অথবা অন্য কোন দেয় অর্থ শোধ করিবার জন্য লভ্যাংশ পাইলে সে অংশীদার বলিয়া গণ্য হয় না। হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের যদি কোন ব্যবসায় থাকে তবে পরিবারভুক্ত কাহাকেও ঐ ব্যবসায়ের অংশীদার বলা যাইতে পারে না ; কারণ অংশীদারীর মূলে অংশীদারদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও অর্থ-স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের কাহারও এরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই। বিকৃতমস্তিষ্ক ভিন্ন অপর যে কেহ অংশীদার হইতে পারে ; স্ত্রীলোকের স্বামী থাকিলেও তিনি পারেন ; নাবালকও হইতে পারে কিন্তু এরূপ নাবালক লাভের অংশের স্বত্ববান্ হইলেও স্বীয় অংশবাকী কিছুর জন্য দায়ী নয়। সরিকানী-ব্যবসায়ে যে কোন অংশীদার তাহার আগমনের পর হইতে লাভ-লোকসানের জন্য সমষ্টিভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে দায়ী।

যৌথ-কারবারে অংশীদারের সংখ্যার ঊর্ধ্ব সীমা থাকে না ; সাত বা ততোধিক অংশীদার হইলেই হয়, তবে 'ঘরোয়া'-যৌথ-কারবার বা 'প্রাইভেট্ কোম্পানী' বলিয়া যে যৌথ-কারবার আছে তাহার অংশীদারের সংখ্যা দুই হইতে পঞ্চাশ জন। অংশীদারদের সংখ্যাধিক্যবশতঃ এবং তাহাদের কার্যক্ষেত্র দেশ-বিদেশব্যাপী বলিয়াই অংশীদারদের দাবী-দাওয়া ও কর্তব্যাদি সুনির্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত বিশেষ সরকারী আইন আছে (ইণ্ডিয়ান্ কম্পানীজ্ এক্ট, ১৯১৩) এবং এই আইনানুসারে অংশীদারদের মধ্যেও একটা স্মারক-অনুষ্ঠানপত্রের (মেমোরেণ্ডাম্ অফ্ এসোসিয়েশন্) সর্ত হইয়া থাকে ; ইহা একপক্ষে যেমন অংশীদারগণের স্বীকৃতি-পত্র, অন্যপক্ষে তাহাদের সনন্দ-পত্রও। আবার যৌথ-কারবার কি ভাবে পরিচালিত হইবে, তাহার জন্যও বিবিধ আইন বিধিবদ্ধ থাকে ; উহাকে 'আরটিকেল্‌স্ অফ্ এসোসিয়েশন' বা অনুষ্ঠান-বিধি বলে। অংশীদার হইতে গেলে তাহাকে প্রথমে সনন্দ লইবার সময় "মেমোরেণ্ডম্ অফ্ এসোসিয়েশনে" দস্তখত করিবার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে হয় কিংবা পরে দরখাস্ত করিয়া কারবারের 'রেজিষ্টারী বহি' বা 'অংশীদারের খাতা'তে নাম লিখাইতে হয়। যৌথ-কারবারের অংশীদারদের দায়িত্ব "সীমাবদ্ধ", অর্থাৎ সরিকানী-ব্যবসায়ের অংশীদারদের ন্যায় ব্যবসায়ের সমস্ত দেনার জন্য এক অংশীদার একাই দায়ী ন'ন, প্রত্যেক অংশীদার 'স্বীকৃতি-পত্রে' উল্লিখিত অংশানুযায়ী দায়ী। অংশীদারদের দায়িত্ব অংশের প্রাথমিক মূল্যের সমান হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে

যদি কতকাংশ প্রথমেই প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে দায়িত্বের মাত্রা বাকী অংশের জন্য থাকে। ধরা যাক্ যদি কোন অংশের নির্দিষ্ট প্রাথমিক মূল্য ১০০৲ টাকা হয়, তন্মধ্যে কোন অংশীদার যদি ৭৫৲ টাকা মূলধন দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার দায়িত্ব বাকী ২৫৲ টাকার জন্য থাকে। সমস্ত টাকা দেওয়া হইলে আর দায়িত্ব থাকে না। কোথাও কোথাও অংশের নির্দিষ্ট মূল্য যাহাই হউক না কেন অংশীদারেরা স্বীকৃত টাকার দায়িত্ব লইয়া 'গ্যারান্টি' বা স্বীকৃতি-পত্র দিয়া থাকেন; অংশীদারগণের স্বীকৃতি-মত সীমা নির্ধারিত হয়। তবে ইচ্ছা করিলে যৌথ-কারবারের অংশীদারদের নির্বাচিত পরিচালকবর্গের বা ডিরেক্টরদের দায়িত্ব সীমাহীনও করা যাইতে পারে। কোন অংশীদারের দায়িত্ব তাহার আগমনের পূর্ববর্তী দেনার জন্য হইতে পারে না; তাহার সময়ের দেনার জন্য তাহার দায়িত্বসম্পর্ক ত্যাগের একবৎসর পর্যন্ত থাকে, এবং এই দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না বর্তমান অংশীদারেরা সেই দেনা পরিশোধ করিতে সমর্থ হ'ন। অংশীদারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ বলিয়া এবং আরও কয়েকটী কারণে যৌথ-কারবারের কার্য সুচারুভাবে পরিচালন ও ঋণ করিবার জন্য বিশেষ বিধি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

এইখানে বলা যাইতে পারে যে, সমবায়-সমিতির অংশীদারদের দায়িত্ব খুব বেশী, কারণ কেবলমাত্র তাঁহারাই আপনাদের ভিতর সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দুই প্রকার সমবায়-সমিতি আছে; এক প্রকার 'নাগরিক সমিতি' (urban society) অন্য প্রকার 'গ্রাম্য সমিতি' (rural society)। গ্রাম্য-সমিতির অংশীদারদের অংশ-বাবদ দায়িত্বের কোন নির্দিষ্ট সীমা থাকে না। দায়িত্ব থাকিলে, অধিকার থাকে। যৌথ-কারবারে অংশীদারদের অধিকার সম্মিলিত বটে, তবে ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেক অংশীদারের অধিকার তাহার অংশের অনুপাত-মত। স্বত্বাধিকারী হিসাবে যৌথকারবারের প্রকৃত পরিচালক হইতেছেন অংশীদারেরা বটে, তবে যেখানে পরিচালনা বহুমত-সাপেক্ষ সেখানে অংশীদারেরা গণতান্ত্রিক নিয়মে নিজেদের জন্য কয়েকসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পরিচালনা করেন; এই প্রতিনিধিবর্গকে 'ডিরেক্টর' বা পরিচালক বলে। অনেকস্থলে পরিচালনার সুবিধার জন্য পরিচালকবর্গের অধীনে বেতনভুক্ পরিচালকও থাকেন। প্রতিনিধিবর্গকর্তৃক দৈনন্দিন কারবার পরিচালিত হয় বলিয়া অংশীদারদের পরিচালনার অধিকার কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় না এবং এই অধিকার বজায় রাখিবার জন্যই অংশীদারদের মিটিং বা সভা হয় এবং এই সভাতে পরিচালন-ব্যাপারও নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এক প্রকার সভা হয় বার্ষিক, ইহাকে 'বার্ষিক সাধারণ সভা' বলে। আর এক প্রকার সভা হয় যাহাকে 'প্রাথমিক রীতি-নির্ধারিত সভা' বলা যাইতে পারে; ইহার ইংরেজী নাম 'ষ্টেট্যুটারী মিটিং'। তৃতীয় প্রকার সভা আছে যাহাকে 'বিশেষ সভা' বা 'এক্‌স্ট্রা-অর্ডিনারী মিটিং' বলা হয়। এই সকল অংশীদারদের সভা হইতে গেলে অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে অংশীদারদিগকে আহ্বান করিতে হয় এবং তাহাদিগকে সভার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিতে হয়। প্রাথমিক সভা কারবারের জন্মের ছয়মাসের মধ্যে হয়, এবং এই সভায় নূতন অংশীদারদিগকে প্রাথমিক হিসাব-নিকাশ দিতে হয় এবং অংশীদারদিগের অংশের পরিমাণ নির্দেশ করিতে হয়। তার পর প্রতি বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। ইহাতে পরিচালকবর্গের পূর্ব বৎসরের কার্যের বিবরণ ও হিসাব দিতে হয় এবং অংশীদারেরা যে সব তথ্যাদি জানিতে চান তাহাও দিতে হয়। এই সভায় নূতন বৎসরের পরিচালকবর্গ ও পরিচালন-পদ্ধতিও নির্ধারিত হয়। ইহা ব্যতীত বিশেষ আবশ্যক হইলে পরিচালকবর্গ বা এক-দশমাংশ অংশের অংশীদারেরা বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারেন। এই ভাবে অংশীদারেরা নিজেদের অধিকার পরিচালনা করেন। একদিকে যেমন অংশীদারদের অধিকার আছে, অন্যদিকে আবার তাহাদের অনেক কর্তব্যও আছে, অংশীদারদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য। যে সব দেশে অংশীদারেরা আপনাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেষ্ট ন'ন, সেই সকল দেশে যৌথ-কারবারের পরিচালকবর্গেরা অনেক সময়ে সততার সীমা লঙ্ঘন করিয়া অংশীদারদিগের অনিষ্ট-সাধন ও যৌথ-কারবারের প্রসার-লাভের ব্যাঘাত ঘটায়। অন্যদিকে অংশীদারেরাও যাহাতে তাহাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিবর্গের কার্যাবলীতে অতিরিক্ত মাত্রায় হস্তক্ষেপ করিয়া পরিচালনায় বাধা না দেন, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যৌথ-কারবার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলিয়াই অংশীদারদিগকে গণতান্ত্রিকভাবাপন্ন হইতে হয়। প্রত্যেক অংশীদারের অধিকার সমান, বহু-কর্তৃক-প্রচলিত বিধিসমূহ যতদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিতভাবে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সকলকেই উহা মান্য করিয়া চলিতে হইবে। গণতান্ত্রিক-মতে ব্যবসা না চালাইতে পারিলে যৌথ-কারবার পরিচালনা দুর্ঘট হয়। [অংশ, যৌথকারবার, সমবায়-সমিতি দ্র°]।

শ্রীপ্রমথরঞ্জন দত্ত

অংশু,—[√অশ্ (ব্যাপ্ত করা) + উ (কু) নুম্-ক; √অংশ + কু; √অম্ + উ শকারোপ-জনঃ;—উণা°। (√অশ — √অন্ + শম্) "শমষ্টমাত্রো ভবতি, অননায় শম্ভবতীতি বা" যা° ২. ৫] ১ [বৈদিক] সোম। 'অংশোঃ সুতং পায়য় মৎসরস্য ক্ষয়দ্বীরং বর্ধয় সূনৃতাভিঃ' ঋ° ১. ১২৫. ৩—সা°; 'শুচ্যবো অতৃপন্ন গব্যামংশো ন পূতং পরিষিক্তমংশোঃ'—ঋ° ৪. ১. ১৯—সা°; সাম° পূ° ৫. ২. ৪. ৭-ভ° ॥ যাক° ॥ কন্ দৃশ্যাবয়ব বা লতাবয়ব সোমের অংশ। "সোমস্তেবাংশুঃ প্রতিভাগগ্রাহ্যম্" ঋ° ১০. ১৪৯. ৫=যা° নি° ১০. ৩৩; দু° ২. ৫ (ঋ° ১০. ৯৪. ৯); সা° ঋ° ১. ৯১. ১৭; ৩. ৪৮. ২; তা° সা° তৈ° ১. ৩. ৬. ১; তৈ° ব্রা° ১. ৪. ৭. ৫; উ° ম° ম° ৭. ১—বা° ৪. ১; শ° ৪. ১.

১. ৯ ॥ খ সোমের রসাত্মক ভাগ। উ° ম° য° ২০. ২৭। গ (সোমের) রসভাব। সা° ঋ° ৯. ৯৭. ১৪; সাম° উ° ২. ১১. ২। ঘ (সোম-) গ্রহ, অংশুনামক হবির্বি°। (সোমপ্রকরণে প্রসিদ্ধ—সোমাধার পবিত্র হইতে গ্রহপাত্র দ্বারা ও চমসদ্বারা গ্রহণ করিয়া আহুতি দেওয়া হয় বলিয়া গ্রহ নাম হইয়াছে। অংশু এইরূপ গ্রহপাত্রের অন্যতম) শ° য° ১৮. ১৯=কা° ১৮. ১১। 'অংশুর্বৈ নাম গ্রহঃ'—শ° ৪. ১. ১. ২। 'স যেনৈব পাত্রেণ অংশুং গৃহ্লাতি'—১১. ৫. ৯. ৬। ২ যাহা ব্যাপ্ত করে—কিরণ, রশ্মি, কর। সা° অ° =১৯. ৬. ১৬; য° ১৭. ৮৯; শ° কৌ° উ° ২. ৮ ॥ অম° ১. ২. ৩৩; অনে° ২. ৫৩০; অভি° ২. ১৩; বৈজ° বাচ° মে° মনি° ॥ ৩ দীপ্তি, প্রভা, বিভা, রুচি। সা° ঋ° ১. ৪৬. ১০; ৪. ৫৮. ১ ॥ কমল্র° মে° চণ্ডী° অনে° ২. ৫৩০ ॥ ৪ সূত্র, সুতা। —চরক° ৪. ১। ৫ সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ, তন্তু, আঁশ fibre ॥ অভি° বৈজ° বাচ° মনি° অনে° ২. ৫৩০ ॥ ৬ বস্ত্র, বেশ, পরিচ্ছদ ॥ ধরণী° মনি° শব্দ° ॥ ৭ অণু, লেশ ॥ বিশ্ব° শব্দ° মনি° ॥ ৮ বেগ ॥ উইল° আপ্° ॥ ৯ প্রকাশ, আলোক, বিরোক ॥ কল্পদ্রু° মনি° ॥ ১০ সূর্য ॥ বিশ্ব° মনি° য° ১৮. ১৯; অভি° ২. ৯. বৈজ° ॥ ১১ সূক্ষ্মাংশ ■ point or end ॥ মনি° ॥ ১২ চন্দ্রমা। ছ° ৭. ১৭ (=ঋ° ৪. ৫৮. ১); ৫. ১১=যথাদিত্যা (যা° পূ° পা° যথা দেবা···) অংশুমাপ্যায়য়ন্তি যথা ক্ষিতিমক্ষিতয়ঃ পিবন্তি···মৈ° ৪. ৯. ২৭; ৪. ১২. ২ ॥ বৈজ° ॥ ১৩ প্রাণ। উ° ম° য° ১৭. ৮৯=ঋ° ৪. ৫৮. ১। ১৪ অগ্নি সা° ঋ° ৮. ৭২. ২. ১৫ [বৈদিক] প্রক্রিয়াভেদে প্রাজাপত্যাদি (অধ্যাত্মাদি) ভাবসাধক চারিটী অর্থ—ক প্রজাপতি। 'প্রজাপতির্বা এষ যদংশুঃ'—শ° ৪. ৬. ১১; ৪. ১. ১ ২; ১১. ৫. ৯. ১। খ প্রজা, পশু। 'প্রজাবৈ পশবোহংশবঃ'—মৈ° ৩. ৯, ১। গ চক্ষু। 'চক্ষুরেবাংশুঃ'—শ° ১১, ৫. ৯, ২। ঘ ব্রীহি। (ব্রহ্মৌদনসব উলূখলমুসলয়োর্ব্রীবিহেন রূপণাং প্রকরণাত্তপচারেণ) অংশুঃ=ব্রীহিঃ সা° অ° ১১. ১. ৯।

অংশু$_2$—১ [বৈদিক] ধনের জন্য অশ্বিদ্বয় কর্তৃক রক্ষিত ঋষি। 'যথোত কৃৎব্যে ধনেহংশুং গোষ্বগস্ত্যং। যথা বাজেষু সোভরিং।'— ঋ° ৮. ৫. ২৬। ২ [বৈদিক] অংশু নামক ঋত্বিগ্-বি°। সা° ঋ° ৮. ৫. ২৬। ৩ [বৈদিক] অংশু ধানঞ্জয্য নামক অমাবাস্য শাণ্ডিল্যায়নের শিষ্য আচার্য-বি°।—বং° ব্রা° ১. ২। ■ গোকুলে কৃষ্ণ ও বলরামের সখা—ভা° ১০. ২২.৩১। ৫ মার্গশীর্ষ মাসে সূর্যের নাম—ভা° ১২. ১১. ৩৮। ৬ 'কুণ্ড'-'গোলকা'দি শাস্ত্র-প্রবর্তক সত্বতের পিতা, ইনি সোম° যদু° পুরুকুৎসের পুত্র এবং অসুর পৌত্র।—কূর্মপু° পূ° ২৪. ৩১-৩৩ ॥ ৭ পুরুহোত্রের পুত্র অংশের নামান্তর—বিষ্ণুপু° ৩. ১২। [অংশ দ্র°]। ৮ সোম° যদু° অসুর পৌত্র। পুরুদ্বানের (তু°—কূর্মপু° ২৪. ৩১) ঔরসে বিদর্ভকন্যা ভদ্রাবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইক্ষ্বাকুর কন্যার গর্ভে ইঁহার 'সত্ব' (তু° কূর্মপু° ঐ) নামক পুত্র হয়।—লিঙ্গপু° পূ° ৬৮. ৪৮-৪৯।

অংশুক$_1$,—[অংশু+ক (কন্); অংশু+ কাশ্+অ (ড)- ক (রামাশ্রমী) ব-শব্দ°] ১ ক্লী°, বস্ত্র (অংশু দিয়া প্রকাশ বলিয়া) ॥ শব্দ° ॥ ২ সূক্ষ্মবস্ত্র ॥ শব্দ° ॥ ৩ উত্তরীয়, উড়ানি ॥ মে° শব্দ° ॥ ৪ শুক্ল-বস্ত্র ॥ রমানাথ (অম-টী°) শব্দ° ॥ ৫ পত্র, তেজপাত ॥ রাজনি° শব্দ° ॥

অংশুক$_2$—[অংশু+ক (কন্) স্বার্থে] পুং কিরণ, প্রভা ॥ ব-শব্দ° ॥ ২ [অংশু+ক (কন্) অল্পার্থে] অল্পকিরণ, অল্পপ্রভা ॥ ব-শব্দ° ॥

অংশুকায়—[অংশু (কিরণ)+কায় (দেহ)-অংশুর ন্যায় দেহ যাহার—বহু°] যে সমস্ত জীবের কর্মেন্দ্রিয় অংশুর ন্যায়, যেমন প্রবাল কীট, তারাকীট starfish, rayed animal ॥ সু° জ্ঞা° ॥ সামুদ্রিক জন্তু-বি°। ইহাদের আকৃতি পঞ্চ বা তদতিরিক্ত কোণ বিশিষ্ট তারার ন্যায়। মধ্যস্থিত চ্যাপ্টা বা গোল চক্র হইতে পঞ্চ বা তাহার অধিক বাহু প্রসারিত হইয়াছে। ইহা আমাদের বাহুর মত নয়, যেমন গল্দা চিংড়ীর যকৃৎ আমাদের যকৃতের মত নয়। ইহাকে অংশু (ray) বলা হয়। এগুলি ক্রমশঃ সরু হইয়া পরিধির দিকে গিয়াছে। এগুলি ফাঁপা এবং ইহাদের মধ্যে নাড়ীভুঁড়ি আছে। বাহু নাই বলিয়া এগুলিকে উদর বলা যুক্তিসঙ্গত। মধ্যস্থলের চক্রের নিম্নে ঠিক মাঝখানে ইহাদের মুখ। ইহার অনতিদূরে গুহ্যদেশ। চক্রের উপরের দিকে কাঁটায় জড়ান পুরু চামড়া। মুখের নিকটে খোলা ব্যাগের আকারে উদর, তৎপরে ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small intestine)। এখান হইতে ১০টী লম্বা শাখা বাহির হইয়াছে, প্রত্যেক অংশুতে (বাহুতে) ২টী করিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই শাখাগুলি গল্দা চিংড়ির যকৃতের মত, কারণ আহারীয় দ্রব্যের সূক্ষ্মতর কণাগুলি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হজম হইয়া যায়। এই জন্তুকে উপুড় করিয়া ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার মুখ হইতে ৫টী খাঁজ (groove) বাহির হইয়া প্রত্যেক বাহুর মধ্যে একটী করিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং প্রত্যেক খাঁজের ঘনবিন্যস্ত দুই বা চারি সার ছোট নল আছে। নলের মুখে শোষণী (sucker) অবস্থিত। এগুলি থালীর মত। ইহাতে ছিদ্র আছে। এইগুলি পৈশিক (muscular)। ইচ্ছা-মত ইহাদিগকে বর্ধিত বা হ্রস্ব করিতে পারা যায়। এই নল-চরণের (tube-feet) গতির সাহায্যে ইহারা শোষণী দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া বুকে হামাগুড়ি দিয়া চলা-ফেরা করে। ইহাদের দেহের ভিতর বাহুনলে জলীয় পদার্থ ও জলাধার আছে। এই জলীয় দ্রব্যে পূর্ণ রক্ত-বহা নাড়ীমণ্ডলী (Water-vascular system) ইহাদের আছে, অন্যত্র এইরূপ নাড়ীমণ্ডলী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কণ্টকচর্মীদের (Echinoderms) মাত্র এইরূপ জলপূর্ণ রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলী আছে—ইহাই এই শ্রেণীর জীবের বৈশিষ্ট্য।

ইহাদের আর একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যদি ইহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়, তাহা হইলে নূতন অংশু বা বাহু উদ্ভূত হইয়া নূতন দুইটী সম্পূর্ণ মাছ (সাধারণতঃ ইহাকে 'তারা' মাছ বা 'চাঁদা' মাছ বলে) হইবে। যদি চাকৃতির কোন একটী বাহুর সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা হইলে অবশিষ্ট বাহুগুলি উৎপন্ন
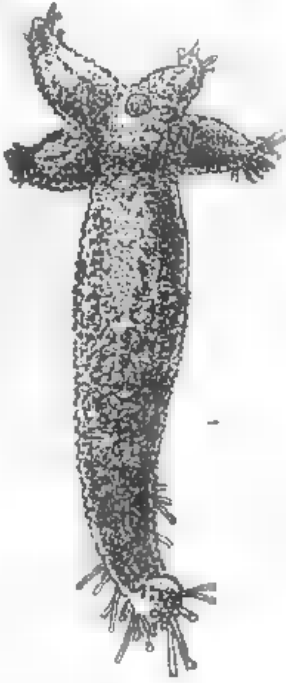
উল্কা-অংশুকার

হইবে। এইরূপেও ইহারা বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। যখন দুইটী সম্পূর্ণ মৎস্য গড়িয়া ওঠে তখন দুইটা মাছ দুইদিকে চলিতে থাকে। মূল জীবের সমুদয় বস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

পঞ্চ অংশুবিশিষ্ট এক প্রকার অংশুকারের নাম 'উল্কা-অংশুকার' (Comet Starfish)।

ইহাদের ভিতর এক শ্রেণীর মৎস্য আছে যাহাদের নাম Solaster S. Papposus। ইহাদের ১৩টী অংশু বা বাহু আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ৩৪টী অংশুবিশিষ্ট আর এক শ্রেণীর জীব আছে। জীবাশ্মি দেখিয়া জানিতে পারা যায় যে, পূর্বে আর এক প্রকার অংশুকারের অস্তিত্ব ছিল: ইহাদের অংশুর সংখ্যা ছিল ৩৩। ইহাদের নাম ছিল S. Moretoni of the great Oolite। জীবাশ্মি হইতে অপর এক প্রকার অংশুকারের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। ইহাদের অংশুর সংখ্যা ১৬। এগুলি ডিভোনিয়ান-যুগের (Devonian Age)। ইহাদের নাম ছিল Helianthaster Rhenanus। ছোট ছোট অংশুবিশিষ্ট জীবদিগের উপরকার চক্রটী দেখিতে পঞ্চ কোণ-বিশিষ্ট থালীর মত (Pentagonal disc)।*

অংশুকার মৎস্য ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তক্ত-প্রবণ ছোট ছোট অংশুকারগুলি ইউরোপ ও আফ্রিকার সমুদ্রে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

* En.Brit. (10th Ed.) 7, 632.

২৭০০ ফুট নিয়ে এই মৎস্য দেখেন ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ৩০০০ ফুট নিম্নেও দেখিয়াছিলেন।*

অক্ষাংশের ভিতর সমুদ্রতলে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি গ্রীণলণ্ডের উত্তরদিকের সাগরেও এগুলি পাওয়া যায়। ইহারা ঝিনুক, শুক্তি, clams নামক শুক্তিবিশেষ, শামুক, পোকা, কর্কট, চিংড়ী প্রভৃতি বর্মধর মৎস্য (Crustaceans) আহার করিয়া থাকে। ঝিনুক-(Oysters) গুলিকে ইহারা গিলিয়া ফেলে।

এই মৎস্যের জনক-জননীরা ইহাদের শাবকদিগের প্রতি যত্ন লইতে তৎপর। ইহারা
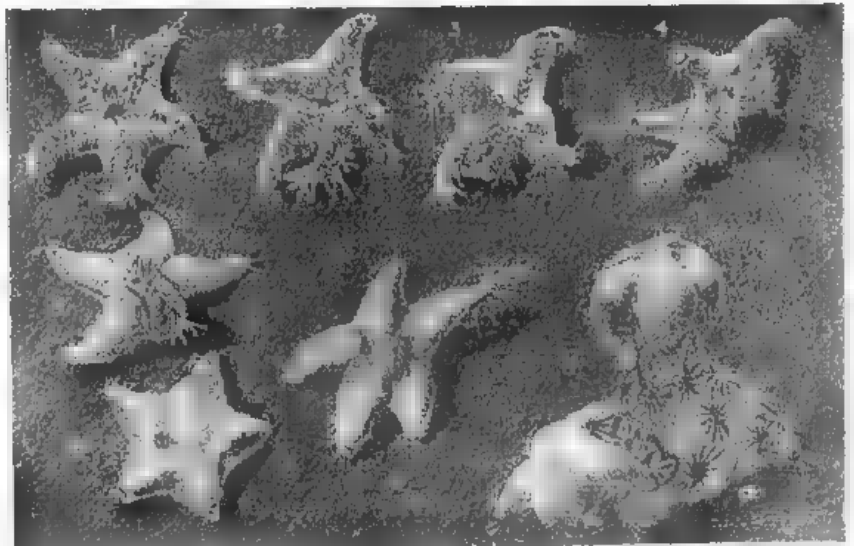
আকৃতির অনুরূপ ক্ষুদ্র অংশুকার-(Asterina) দিগের চলন-ভঙ্গী

আমেরিকার সমুদ্রগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের এই শ্রেণীর মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, পাশ্চাত্য ভূমণ্ডল অপেক্ষা প্রাচ্য-ভূমণ্ডলে অধিক মাত্রায় অংশুকার দেখিতে পাওয়া যায়। অগভীর সমুদ্রে সাধারণতঃ ইহারা বাস করিয়া থাকে। গভীর সমুদ্রতলেও ইহাদিগকে বাস করিতে দেখা গিয়াছে। Sir Wyville Thomson যখন "The Challenger" নামক জাহাজ লইয়া সমুদ্রের জীব-জন্তুর বিবরণ সংগ্রহ করিতে যাত্রা করেন তখন প্রশান্ত মহাসাগরে ডিম্বাণু (ova) গোপন করিয়া থাকে। স্যর ওয়াইভিল টমসন 'চ্যালেঞ্জার'র সাহায্যে যখন সমুদ্র-অভিযান করেন তখন অংশুকার ও Holothurians নামক মৎস্যদিগের শাবককে পৃষ্ঠের উপর করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন।

[H. G. Wells : Science of Life ; Edward Forbes, F.R.S : A History of British Starfishes (1841).]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

* En.Brit. (10th Ed.) 7, 278.

অংশুকাম্বর—স্থূলপত্র, তেজপাত। 'অংশুকাম্বক পত্রকম্'—কল্পক্র° ১৭৭পৃঃ, ৪০২।

অংশুচমস—সোমপাত্র। 'অংশুচমসমেকে তেন স বজেতেতি শ্রুতেঃ।'—কা° শ্রৌ° ২২. ২৫৫।

অংশুজাল—[৬ তৎ] ক্লী°, কিরণসমূহ, রশ্মিসমূহ a collection of rays, a blaze of light.

অংশুতাপন—দানব-রাজ বিরোচনের পুত্র বলি। বলির শতপুত্রের মধ্যে অংশুতাপন অন্যতম। পদ্মপু° সৃ° ৬. ৪২-৪৩।

অংশুধর—[অংশু—১√ধৃ+অ (অন্)-ক; অংশু (কিরণ, বেগ) ধারণ করেন যিনি—উপ° অথবা ৬ তৎ] ১ সূর্য॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° মনি°॥ ২ বিণ, অংশুধারণকারী; স্ত্রী-অংশুধরা। ৩ মনু-বং° অযোধ্যাধিপ অসমঞ্জার নামান্তর। পিতা—সগর, পুত্র—মনু। পদ্মপু° সৃ° ৮. ১৪৮। ৪ কবি-বি° [Cat. Cat I; SKm.]

অংশুধান—রামায়ণে (২. ৭১. ৯) উল্লিখিত গ্রাম। এই স্থানে গঙ্গা পার হওয়া কঠিন বিবেচনা করিয়া ভরত 'প্রাগ্-বট' নামক নগরে গমন করেন।

অংশুধানগুহ্য—অমাবাসা শাণ্ডিল্যায়নের শিষ্য আচার্য-বি°—ব° ব্রা° ১. ২।

অংশুধারয়—['অংশূন্ ধারয়তি ইত্যংশুধারঃ, অংশুধার এবাংশুধারয়ঃ প্রদীপঃ। ধর্ত্তা চ বিধর্ত্তা চ বিধারয় ইতিবৎ প্রয়োগঃ।'—মৈ° উ° রামতীর্থ টীকা] প্রদীপ। অংশুধারয় ইবাণুবাতেরিতঃ—মৈ° উ° ৬. ৩৫॥ শি°॥

অংশুপট্ট—[অংশু (সূক্ষ্মসূত্র বা তন্তু fibre) দ্বারা প্রস্তুত যে পট্ট (সূক্ষ্মবস্ত্র) মধ্য° লো° কর্ম°] ক্লী°, সূক্ষ্মসূত্রঘটিত পট্টবস্ত্র; ক্ষৌমবস্ত্র; চেলী, তসর, গরদ, মটকা প্রভৃতি রেশমী কাপড়॥ মনি° বাচ°॥ "শ্রীকৌষেরংশুপট্টানাম্"—বিষ্ণুস° ২৩. ২১; মনুস° ৫. ১২০॥ ব-শব্দ°॥

কৃমি-কোষ-জাত তন্তু হইতে নির্মিত সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রের নাম অংশুপট্ট বা পট্টবস্ত্র। বঙ্গদেশে চারি প্রকারের রেশমী কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে—তসর, গরদ, মটকা ও কেটে। এই চারি প্রকার রেশমী বস্ত্রের প্রস্তুত-প্রণালীও বিভিন্ন।

তসর—চাইবাসা প্রভৃতি অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে এক প্রকার কীট জন্মে। ইহারা জঙ্গলের শাল, সেগুন, কুল প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া মুখ হইতে নিঃসৃত লালা দ্বারা 'গুটি' তৈয়ারী করে। এই 'গুটি'কে কোথাও কোথাও 'চুলি'ও বলে। এই 'গুটি' বা 'চুলি' ঈষৎ গরম জলে ও গোময়-জলে সিদ্ধ করিলে যে রেশম বাহির হয় উহাকে অংশু বলে। ঐ অংশু হইতে তসর নির্মিত হয়। তসরের কাপড়কে 'চুলি'ও বলা হয়। অংশুর আঁশগুলি বাহির করিয়া একটা লাটাই-এর সাহায্যে গুটাইয়া পরে খই বা ভাতের মণ্ডের মাজন দিয়া ঘসিয়া উহাকে শক্ত করিয়া সূতার মত টান-সহ করা হয়। পরে ঐ টান-সহ রেশমের সূতার সাহায্যে বস্ত্র-বয়নের প্রণালীতে তসরের বস্ত্র বয়ন করা হয়।

গরদ—মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর, বেলডাঙ্গা ও মালদহ জেলার মালদহ, শিবগঞ্জ, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বর্ধমান জেলার জাহানাবাদ ও মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে প্রজাপতির ন্যায় এক প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়। এই পোকাগুলি স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। এগুলিকে 'পলুপোকা' বলে। পলু পোকাগুলিকে একটা বহু খোপ-বিশিষ্ট ডালার মধ্যে, প্রত্যেক খোপে ২।৪টা করিয়া রাখা হয় এবং 'তুঁত'পাতাকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ডালার উপর রাখা হয়। পোকাগুলি 'তুঁত'পাতা খাইয়া বহু ডিম্ব প্রসব করে, কালে ঐগুলি ফুটিয়া ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া যখন সোনালি রঙের মত হয়, তখন উহাদের মুখনিঃসৃত লালা হইতে 'গুটি' বা 'কুয়া' তৈয়ারী হয়। পোকাদের পালনের কাজ রৌদ্রহীন ঠাণ্ডা জায়গায় করিতে হয়। যখন ডালার মধ্যে ঐরূপ অসংখ্য পরিণত গুটি তৈয়ারী হয় তখন ডালাটিকে রৌদ্রে রাখিতে হয়। সূর্যতাপে গুটির মধ্যস্থ পোকাগুলি মরিয়া যায়। এইরূপ গুটিকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে রেশম বাহির করা হয়। উক্ত রেশমের সাহায্যে যে বস্ত্র বয়ন করা হয় তাহাকে গরদ বলে।

যে সকল স্থানে রেশমের কাপড় প্রস্তুত হয় উহাদিগকে 'আড়ং' বলে। গরদের আড়ংএর মধ্যে মুর্শিদাবাদের কাপড়ই সর্বোৎকৃষ্ট। এইস্থানের কাপড়ের টানা 'তাকুড়ে' পাক্ দিয়া প্রস্তুত হয়। 'তাকুড়ে' অর্থে একযোগে পাকান তিন বা চারি তার। পাক্ দিয়া প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহাকে 'পাকোয়ান' বলা হয়। ইহা বেশ মজবুত। মুর্শিদাবাদের গরদে ২৮০০ হইতে ৩২০০ পর্যন্ত 'সানা' থাকে। মূল্যের অনুপাতে গরদে ১৪০০ হইতে ৩২০০ পর্যন্ত সানা থাকে।

মট্‌কা—'মট্‌কা'র অপর নাম 'মুখ-কাটা'। গুটিপোকার লালা হইতে যে 'কুয়া' প্রস্তুত হয়, সেই 'কুয়া' হইতে কীট বাহির হইয়া গেলে অর্থাৎ 'কুয়া' পাকিলে উহা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া যে রেশম প্রস্তুত হয়, উহা হইতে মট্‌কা জন্মে। 'কুয়া' পাকিবার সময় যদি অধিক মাত্রায় বৃষ্টি পড়ে, অথবা যদি রৌদ্র ভালরূপ না পায়, তাহা হইলে 'কুয়া'কে গরম জলে সিদ্ধ করিলে মট্‌কা জন্মে। আবার গরদ প্রস্তুত করিবার সময় যে 'গুটি'গুলি খারাপ হইয়া যায় কিংবা যেগুলিকে অপরিণত মনে করা হয়, অথবা রেশম বাহির হইবার সময় যে সকল তন্তু বাদ পড়িয়া যায়, সেগুলিকে গুছাইয়া তৎসমুদয় হইতে সূতা তৈয়ারী করিয়া, সেগুলি হইতে যে বস্ত্র নির্মিত হয় উহাকে মট্‌কা বলে। এই মট্‌কার কাপড় দীর্ঘকালস্থায়ী। মট্‌কা গরদ অপেক্ষা শুদ্ধ এবং পূজা-পার্বণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কারণ ইহা মৃত কীটের 'কুয়া' হইতে প্রস্তুত হয়।

কেটে—তসরের কতকগুলি কীট নিজের 'গুটি' বা 'চুলি'র মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আপনা আপনি 'গুটি' বা 'চুলি'র মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া পলাইয়া যায়, তখন সেই 'গুটি' বা

'চুলি'গুলিকে তসর নির্মাণের প্রণালীতে গরম জলে ও গোময়-জলে সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে খণ্ড খণ্ড অংশু বাহির করিয়া টাকুর সাহায্যে খণ্ডশঃ অংশগুলিকে পাকাইয়া সুতা তৈয়ারী করিতে হয়। ঐ সুতায় যে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাকে 'কেটে' বলে।

বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে 'কেটে'র কাপড় অধিক মাত্রায় প্রস্তুত হয়। ইহা অত্যন্ত শক্ত ও মজবুত। রেশমী কাপড়ের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ বস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সাধু-সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদিগের দ্বারা অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্বে যে রেশমের 'তুয়া'র কথা বলা হইয়াছে, উহার বর্ণ দ্বিবিধ—লাল ও শ্বেত। লালবর্ণকে 'লালি' এবং শ্বেতবর্ণকে 'ধোলি' বলা হয়। লাল রেশমকে শ্বেত করিতে হইলে সাবান ও ক্ষার-জলে সিদ্ধ করিতে হয়। যত বেশী জল ও রৌদ্র লাগিবে কাপড় তত বেশী সাদা হইবে। ধোলি রেশমের 'টানা' ও 'পড়েন' থাকিলে উহা গরদ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। কাপড়ে 'টানা', 'পড়েন' অপেক্ষা কড়া হওয়া আবশ্যক।

জেল্লা ও পালিশের জন্য সকল প্রকার রেশমী কাপড়ে মাড় দিতে হয়। উৎকৃষ্ট কাপড়ে সামান্য চিটে-জল দিয়া মাজিয়া পালিশ করা হয় এবং অল্প মূল্যের কাপড়ে চালের মাড়, খইয়ের মাড় প্রভৃতি দিয়া পালিশ করা হয়। রৌদ্রে কাপড় টাঁচিলে পালিশের জেল্লা ভাল হয়।

মুর্শিদাবাদের কাপড়ের পাড়ের জেল্লা সর্বাপেক্ষা ভাল। শিবগঞ্জের কাপড় প্রায়ই মুর্শিদাবাদের মত। গরদের 'গাউন-পিস্', 'থান', 'কোটে'র কাপড় মুর্শিদাবাদেই ভাল হয়। এই দুই জায়গায় এই সকল কাপড়ের টানাও 'পাকোয়ান' হইয়া প্রস্তুত হয়; ইস্লামপুরের চক ও অন্য কয়েকটী আড়ঙে গাউন-পিস প্রভৃতি তৈয়ারী হয়, কিন্তু উহার টানা 'একতারি', পাকোয়ান নয়। কাজেই উহা পূর্বোক্ত রেশমের থানের মত মজবুত হয় না, তবে শেষোক্ত স্থানের রেশমে চিটেজল দিয়া মাজিয়া টানা প্রস্তুত করা হয় বলিয়া টানা কতকটা শক্ত হয়। বিষ্ণুপুর, ঘাটাল, জগন্নাথপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার টানাও একতারি, পাকোয়ান নহে। দুই সুতা, তিন সুতা, চৌ-সুতা করিয়া 'ভরণা' দেওয়া হয়। টানা অপেক্ষা 'ভরণা' পুরু করিয়া না দিলে কাপড় মজবুত হয় না। ['টানা', 'পড়েন', 'ভরণা' দ্র°]

মুর্শিদাবাদে জরির পাড় হইতেছে। আজকাল বিষ্ণুপুরে অনেক নূতন ফ্যাসানের জরির ও রেশমের পাড় হয়। উহা দেখিতে অতি সুন্দর এবং দরেও কম। বিষ্ণুপুরে রঙ্গীন কাপড়ও হয়। রঙ পাকা। বিষ্ণুপুরে নথ পাড়, সতরঞ্চি পাড়, ফুল পাড় প্রভৃতি নানা প্রকার পাড়ের কাপড়ও তৈয়ারী হয়। রঙ্গীন চেলি ও তসর রামজীবনপুরে তৈয়ারী হয়।

ইস্লামপুর চকে 'মট্কার' কাপড় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। উহার 'টানা' সূতা প্রস্তুত করিবার সময় সমানভাবে কাটিতে হয়। সরু মোটা হইলে কাপড় খারাপ দেখায়।

রেশমের খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র (বেনারসী জোড়, সাড়ী) প্রস্তুত করিতে হইলে চীনের ও কাশ্মীরের রেশমই অধিকতর উপযোগী, কারণ উহা বঙ্গদেশের রেশম অপেক্ষা সূক্ষ্ম।

শ্রীতীর্থবাসী ভড়

অংশুপতি, -ভর্তা—[ষ° তৎ : ৬তৎ] ১ কিরণের পতি; আদিত্য, সূর্য। মনি°॥ ২ আদিত্যপত্র। 'আদিত্যপত্রাংশুপতিরথ'—কল্পদ্রু° ৩০৭, ৫২০।

অংশুপর্ণিকা, অংশুপর্ণী—স্ত্রী°, শালপাণি [অংশুমতী দ্র°]।

অংশুপল্লব, অংশুকপল্লব—[অংশু বা অংশুক + পল্লব] ১ উত্তরীয়, উপবস্ত্র, ওড়না, চাদর। 'দৃষ্টা চাবাচয়ৎকণ্ঠনিবদ্ধাংশুপল্লবে'—রাজত° ৪. ৫৭৭॥ শ্রি°॥ ২ ওড়নার খুঁট—কুট্টনী ৫১২; দশাব° ৭. ১৪৩; ৮. ৭৫; দর্পদ° ৩. ৮৮॥ শ্রি°॥

অংশুভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের অযুত সংখ্যক সমানাকৃতি গোপালের অন্যতম। ইনি পূর্বদ্বারের বাহিরে সুবর্ণমন্দিরে স্বর্ণবেদীর উপর স্বর্ণালঙ্কারবিভূষিত হইয়া অধিষ্ঠিত। পদ্মপু° পা° ৩৯. ২২।

অংশুমৎকাশ্যপীয়—[শিল্প°] প্রাচীন শিল্প-গ্রন্থ।

[Cat. Cat, I ; Taylor I, 314.]

অংশুমৎফল—[অংশুমৎ অর্থাৎ প্রভাযুক্ত ফল] কদলী Musa Sapientum সোম° যশস্তি° ১. ১৫৯. ১১ [কদলী দ্র°]।

অংশুমৎফলা—[অংশুমৎ অর্থাৎ প্রভাযুক্ত ফল যাহার] কদলীবৃক্ষ Musa Sapientum. যশস্তি° ১. ১০১. ৯ [কদলী দ্র°]।

অংশুমতী—[অংশুমৎ + (স্ত্রী) ঈ ঙীপ্ ঈপ্] ১ অংশুযুক্তা। অংশুমান্ দ্র°। ২ সোমরসাঢ্যিকা কুল্যা a stream rich in Soma juice, a rill of Soma juice. ঋ° ঋ. ৮. ৯৬. ১৩-১৫। ৩ নদী মা° ভ° স° ঋ° ৮. ৯৬. ১৩ (=সাম° পূ° ৪. ১. ৪. ১=কা° ২৮. ৪—ত্রৈ° ব্রা° ৬. ৩৬)-১৫। Geldner (Worterbuch des Rgveda von Watter Neisser) বলেন অংশুমতী=অসিক্নী নদী। বো-রো° মনি° গ্রি° মতে অন্তরীক্ষ নদী (যমুনা ?)। ইহার মধ্যে চন্দ্র তাঁহার লুপ্তজ্যোতির পুনরুদ্ধারের জন্য নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। সায়ণ কিন্তু বলেন ইহা কুরুপ্রদেশ সন্নিকটে অবস্থিত ('কুরূন্ প্রতি')। ৪ পৃথিবী (অংশুশব্দেন সোমলতাখণ্ডবাচিনা সর্বাস্বোষধয় উপলক্ষ্যন্তে তদ্যুক্তত্বাৎ) সা° তৈ° আ° ১. ৬. ৩। ৫ 'সালপর্ণী' ওষধি-বি° Hedysarum Gangeticum॥ অম° ২. ৪. ১১৫; মে° ১৮৫ বো-রো° মনি° বাচ°॥ ৬ স্ত্রী°, (Desnodium Gangeticum)—শালপাণি [শালপর্ণী দ্র°]।

অংশুমতীফলা—কদলীবৃক্ষ [কদলী দ্র°]।

অংশুমন্তন্ত্র—গ্রন্থ-অক্ষরে লিখিত পদ্ধতি-গ্রন্থ। অসম্পূর্ণ। মাত্র মাসপূজাবিধিপটল

পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত পুঁথির পত্র-সংখ্যা ২৩৪।

[I-h. 962]

অংশুমদ্ভেদ—কাশ্যপ-কৃত শিল্পশাস্ত্র-গ্রন্থ। ইহাতে গৃহ, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মন্দির, মূর্তি প্রভৃতি নির্মাণের কৌশল দেওয়া আছে।

[SMss, 13032]

অংশুমদ্ভেদসংগ্রহ— [বেদান্ত°] ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৈদান্তিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম কশ্যপ।

[Oppert, 5875]

অংশুমান্১—[(সূ°-মৎ) অংশু+মৎ (মতুপ্) অস্ত্যর্থে] **১** [বৈদিক] যাহার অংশু (=লতাতন্তুযুক্ত [সোম]) আছে rich in Soma shoots or filaments. ঋ° ৮. ১. ২ ॥ বো-রো° গ্রি° হ্বি° ॥ **ক** অন্যতম অংশু আছে এমন (সোম)। সা° ঋ° ৮. ১. ২। **খ** সোমাংশুগতরসবান্ rich in Soma plant or Soma juice ॥ মনি° ॥ (সবনপ্রকরণে) সোতব্যসোমাংশুযুক্ত। ভা° সা° তৈ° ৩. ২. ২. ১। **২** তন্তুযুক্ত (বীরুধাদি) fibrous অ° ৮. ৭. ৪ ॥ বো-রো° হ্বি° গ্রি° ॥ **৩** দীপ্তিমান্ (রথ) radiant, luminous. অ° ১৩. ২. ৭; জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্—গী° ১০. ২১। **ক** রজতের ন্যায় প্রভাযুক্ত। 'অংশুমান্ রজতপ্রভঃ'—কল্পদ্রু° ২৯৬ পৃ. ৪২৫ (তু° 'চন্দ্রমাঃ কনকাভাসঃ'—কল্পদ্রু° ৪২৩)। **৪** সূর্য। 'মিহিরোঽংশুমান্'—কল্পদ্রু° ৪৬৬. ২; অম° ২. ৭. ৫৫; 'অংশুপতিরংশুমান্'—অভি° ১. ১৩; বৈ° ১৮৫; 'জলধরেষিবাংশুমান্'—রাজ°৩. ১১৪॥ বৈজ° নব° ॥ **৫** চন্দ্রমাঃ আপ° মনি° ॥ **৬** আদিত্য-বি°। বৈবস্বত-মন্বন্তরের সহস্রকিরণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। মৎস্যপু° ৬. ৪। কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। হরি° ৩. ৪; মৎস্যপু° ৬. ৪-৫; চাক্ষুষ মনুর অধিকার-সময়ে ইনি তুষিত দেবতা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কূর্মপু° ১৬. ১৬-১৯। শক্তি—ক্রিয়া। আষাঢ় মাসে ইঁহার কিরণ ১৫০০। ভবি°-পু° ব্রাহ্ম° ১৭৮। **৭** ক্ষত্রিয়—পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত রাজগণের ইনি অন্যতম। মহা° আ° ২০১. ১১। ভারতযুদ্ধে ইনি দ্রোণাচার্য-কর্তৃক নিহত হ'ন।—মহা° ক° ৩. ১৪। হরিবংশে এক অংশুমানের উল্লেখ পাওয়া যায়, ইনি মথুরা আক্রমণকালে জরাসন্ধের পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হরি° বিষ্ণু° ৩৪. ১৭। **৮** সোমলতা। সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে উল্লিখিত আছে যে, হিমালয়, অর্বুদ, সহ্য, মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্বত, দেবগিরি, দেবসহ, পারিযাত্র ও বিন্ধ্য—এই সকল পর্বতে ও দেবসুন্দ নামক হ্রদে সর্বপ্রকার সোম পাওয়া যায়। বিতস্তা নদীর উত্তরে যে পঞ্চ পর্বত আছে, সেই সকল পর্বতের অধো-দেশের মধ্যস্থলে সিন্ধু নামক যে মহানদ আছে তথায় 'চন্দ্রমা' নামক সোম সহসা ভাসিয়া উঠে। সেইস্থানে মুঞ্জবান্ ও অংশুমান্ সোমও পাওয়া যায়।—সু° চি° ২৯. ৫। **৯** শ্রাদ্ধের অংশ-গ্রহণকারী ৬৪ জন বিশ্বদেবগণের অন্যতম। মহা° অনু° ৯১-৩২। **১০** কৌশিকের সপ্তপুত্রের একজন। পূর্বে ইনি পিতৃবর্তী নামে অভিহিত হইতেন। ইনি শ্রাদ্ধকর্তা, পিতৃ-বৎসল ও যোগ-পারগ ছিলেন, কিন্তু মন্দচেতা হওয়ায় যোগভ্রষ্ট হ'ন। এক সময় ইনি ক্রীড়া-ক্ষেত্রে পরাক্রমশালী পঞ্চালরাজ বিভ্রাজকে বল-বাহন-সহযোগে বিলাসিনীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রাজ্যভোগে অভিলাষী হইয়া-ছিলেন। মৎস্যপু° ২০. ১৮-২১। **১১** চন্দ্রের দশম অশ্বের অন্যতম। অন্য নয়টি অশ্বের সহিত ইহা যুগক্ষয় যাবৎ চন্দ্রকে বহন করিয়া থাকে। মৎস্যপু° ১২৬. ৫১-৫২। **১২** জনৈক ঋষি ॥ জী° কো° ॥ **১৩** রাজা বিদর্ভের পৌত্র ও ক্রথের পুত্র [ক্রথ দ্র°]।

অংশুমান্২—সূর্যবংশীয় নৃপতি অসমঞ্জের পুত্র (রা° ১. ৩৮. ২২; ১. ৭০. ৩৮; মৎস্যপু° ১২. ৪৩) / সগরের পৌত্র (মহা° ব° ১০৭. ৮; লিঙ্গ° ৬৬. ১৬-১৯) ও পঞ্চজনের পুত্র (পদ্মপু° উ° ২১. ৭; ঐ. সৃ° ৯. ৪৬; হরি° ১৫. ১৩) কিন্তু কূর্মপুরাণ-মতে অসমঞ্জ ও ভানুমতীর পুত্র (কূর্মপু° ২১. ৫-৮)। হরিবংশের মতে (১৫. ৬-৭) পঞ্চজন ও অসমঞ্জ অভিন্ন। পূর্বে অযোধ্যায় সগর নামে এক নৃপতি ছিলেন, তাঁহার কেশিনী ও সুমতি নামে দুই মহিষী ছিলেন। ভৃগু মুনির বরে কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জ নামে এক পুত্র জন্মে ও সুমতির গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। অসমঞ্জের অংশুমান্ নামে এক পুত্র হইল। অসমঞ্জ পাপাচারী হইলে রাজা পুত্রকে নির্বাসিত করিলেন। অংশুমান্ পিতা-মহের নিকট লালিতপালিত হইতে লাগিলেন। একদা সগর রাজা অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র ও অংশুমান্ (রা° ১. ৩৯. ৬-৭) যজ্ঞাশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রত্ব-লোপের আশঙ্কায় রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া সেই যজ্ঞাশ্ব হরণ করিলেন। রসাতলে ভগবান্ বাসুদেব কপিলরূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকটে সেই যজ্ঞাশ্বকে ছাড়িয়া আসিলেন। সগর রাজার পুত্রগণ পৃথিবী খনন করিয়া যজ্ঞাশ্বের অনু-সন্ধান করিতে করিতে কপিলের নিকট উপস্থিত হইলেন। কপিল মুনিকে যজ্ঞাশ্বের হরণকারী মনে করিয়া তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে কপিলের হুঙ্কারে নিমিষে সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র ভস্ম হইয়া গেল।

এদিকে পুত্রগণের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া রাজা সগর পৌত্র অংশুমান্‌কে তাহাদের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। দিগ্‌গজগণের নিকট তিনি পিতৃব্যগণের বিনাশ-বৃত্তান্ত শুনিয়া শোক করিলেন। তারপর তাঁহারা যেখানে ভস্ম হইয়াছিলেন সেখানে গিয়া তিনি অশ্বকে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন (রা° ১. ৪১. ১-১৪)। পিতৃব্যগণের তর্পণ করিতে মানস করিয়া অংশু-মান্ জলান্বেষণ করেন (রা° ১. ৪১. ১৫), জল না পাইয়া পিতৃব্যগণের মাতুল গরুড়ের উপদেশক্রমে গঙ্গাজলে পিতৃব্যগণের মুক্তি-তর্পণ করেন। অতঃপর কপিলকে সন্তুষ্ট

করিয়া যজ্ঞ সমাপনের জন্য অশ্ব লইয়া সগরের নিকট ইনি গমন করেন (রা° ১. ৪১. ২৩)।* সগরের মৃত্যুর পর প্রজাগণ-কর্তৃক ইনি রাজা মনোনীত হ'ন। মহারাজ অংশুমানের পুত্র দিলীপ। † দিলীপের পুত্র ভগীরথ (মৎস্যপু° ১২. ৪৩ ; কূর্মপু° ২১. ৮)।

শ্রীগৌরীক্রকুমার ঘোষ

অংশুমানকল্প—[শিল্প°] প্রাসাদাদি নির্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধীয় শিল্পশাস্ত্র।

[Burnell, 626]

অংশুমালা—[৬-তৎ] স্ত্রী°, ১ কিরণ-রাশি ; জ্যোতিঃসমূহ। ২ কিরণের মালা garland of rays, halo ॥ মনি° ॥

অংশুমালী—[(পুং°-মালিন্) অংশুমালা+ইন্ (ইনি) অস্ত্যর্থে ; স্ত্রী—মালিনী] ১ বিণ, যাহার কিরণের মালা আছে ; কিরণ-মালী ; কিরণমালাবিশিষ্ট ; দীপ্তিশালী। ২ সূর্য (কিরণের মালা আছে বলিয়া)। ৩ দ্বাদশ সংখ্যা (১২) বুঝাইবার সাঙ্কেতিক শব্দ। ৪ সোমব° নৃপতি মণ্ডলের পুত্র—মহা° ৩৩. ৭৭।

অংশুল—[অংশু+√লা+অ (গ্রহণ করা) (ক)—ক] ১ উজ্জ্বল, দীপ্তিযুক্ত radiant ॥ মনি° ॥ ২ [অংশু (প্রভা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি)+√লা +অ] তীক্ষ্ণকুশাগ্রবুদ্ধি চাণক্য মুনি ॥ ত্রিকাণ্ড° ২. ৭. ২২ ; শব্দ° মনি° ॥

অংশুবৎ—অব্য, অংশুর ন্যায়। কা°-শ্রৌ° ১২. ৫. ১৯ ; ১৫. ৮. ২২ ॥ শ্মি° ॥

অংশুবর্মা—নেপালের ঠাকুরী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজি এবং বেণ্ডাল অংশুবর্মার কয়েকটী শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহাদের আবিষ্কৃত আরও

* বিষ্ণুপুরাণে (৪. ৪. ১-১৪) লিখিত আছে, অংশুমান স্তবে কপিলকে সন্তুষ্ট করিলে তিনিই গঙ্গাজলে সগর-পুত্রগণের তর্পণ করিতে বলেন।

† রামায়ণে লিখিত আছে, অংশুমান্ পুত্রকে রাজ্য দিয়া ৩২ লক্ষ বৎসর হিমবানে তপশ্চর্যা করিয়া স্বর্গলাভ করেন (রা° ১. ৪২. ১-৪)। ভবি°-পু° প্রতি° ১. ৩১) মতে ইঁহার রাজ্যকাল ৩০,৮০০ বর্ষ।

কয়েকটী শিলালেখে অংশুবর্মার উল্লেখ আছে। এইগুলি পর্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই নৃপতি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদে নেপালে রাজত্ব করিতেন (৩৯ হর্ষাব্দ=৬৪৫ খ্রীঃ)। ইঁহাদের কুল-চিহ্ন বা ধ্বজ ছিল মহাদেবের বাহন ষণ্ড। নেপালের অন্যতম নৃপতি লিচ্ছবী-কুলকেতু শিবদেব ও সম্রাট্ হর্ষবর্ধন ইঁহার সমসাময়িক। প্রথম শিবদেবের একটী শিলা-লেখ হইতে (গুপ্ত-সংবৎ ৩১৮ বা ৬৩৭-৩৮ খ্রীঃ) জানা যায় যে, লিচ্ছবী-বংশীয় দ্বিতীয় শিবদেব অংশুবর্মার জামাতা ছিলেন। ডক্টর ফ্লীট বলেন যে, শিবদেব ও অংশুবর্মা প্রথমে হর্ষ-বর্ধনের অধীনে সামন্ত নৃপতি ছিলেন এবং হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ অংশুবর্মা স্বাধীন হইয়াছিলেন। সেই সময় শিবদেব বা তাঁহার পুত্র ধ্রুবদেব ইঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। এই সময় লিচ্ছবী-রাজকুলের রাজধানী ছিল 'মানগৃহ' ও ঠাকুরীবংশের বা ইঁহার রাজধানী ছিল 'কৈলাসকূটভবন'। সম্ভবতঃ ইনিই 'কৈলাসকূটভবন' প্রতিষ্ঠা করেন।* এখান হইতে ইনি বহু শিলালিপি বাহির করেন। নেপালের বৌদ্ধ 'পর্বতীয় বংশাবলী' হইতে জানা যায় যে, ইনি দেবপাটনের দরবার পরিত্যাগ করিয়া 'মধ্যলখ' নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু ইঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদয় শিলালেখে কৈলাসকূট-ভবনেরই উল্লেখ পাওয়া যায়—কোথাও মধ্যলখের উল্লেখ নাই। য়ুয়ন্-চোয়ঙের বিবরণ-অনুযায়ী কৈলাসকূটভবনের আয়তন ২০ শি।

'রাজবংশাবলী'র বিবরণ হইতে জানা যায়, অংশুবর্মা একজন শক্তিশালী এবং উপযুক্ত নৃপতি ছিলেন। য়ুয়ন্-চোয়ঙ্ তাঁহার বিবরণে নেপালের এক নৃপতি অংশুবর্মার † নাম করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে আছে যে, ইনি অতিশয় বিদ্বান্ ও উদ্ভাবনী-শক্তিসম্পন্ন

* HN-EI, 291.

† য়ুয়ন্-চোয়ঙের বিবরণে—'অং-শু-ফ-ম' বা চৈনিক 'কুয়াং-চন্' অর্থাৎ 'অংশুবর্ম' বা 'অংশুবর্মা'।

ছিলেন ; অংশুবর্মা 'শব্দবিদ্যাশাস্ত্র' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বিদ্যার সমাদর ও ধর্মের সম্মান করিতেন এবং ইঁহার যশঃ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অংশুবর্মা শৈব ছিলেন এবং শৈব-ধর্মের পালক ছিলেন। শিলালেখসমূহে ইঁহার নামের সহিত 'পশুপতি-ভট্টারক-পাদানুগৃহীত' দেখা যায়। ইঁহার রাজ্যকালে নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইতেছিল ; * বৌদ্ধধর্মের হস্ত হইতে শৈব-ধর্মকে রক্ষার জন্য ইনি বদ্ধপরিকর হ'ন। ইনি বহু শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনকে ইনি 'অসদ্-দর্শন' বলিয়া অভিহিত করেন এবং যাহাতে উহা সদ্-ধর্মকে (শৈবধর্মকে) নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য ইনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন।

সম্ভবতঃ ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অংশুবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন। † নেপালের রাজবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, 'ইনি ৩০০০ কল্যাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। সূর্যবংশীয় শেষ নৃপতি বিশ্বদেববর্মার মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য নেপালে আগমন করিয়া স্বীয় অব্দ প্রচলন করিয়া চলিয়া যান। অংশুবর্মা এই বিশ্বদেববর্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং নেপালের সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'ন। ইনি অতিবলবান্, চঞ্চল ও ভয়ঙ্কর ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ৬৮ বৎসর। সর্বদাই ইনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেন। সর্বদা ইঁহার লক্ষ্য ছিল—'কথম্ প্রজা মে সুখিতা ভবেৎ'। ‡

অংশুবর্মা ও তাঁহার পরবর্তী ঠাকুরীবংশীয় নৃপতিগণ তাঁহাদিগের শিলালিপিতে মহারাজ হর্ষের প্রতিষ্ঠিত অব্দ ব্যবহার করিতেন, কিন্তু

* য়ুয়ন-চোয়ঙের বিবরণে এই সময় নেপালে বহু বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ ছিল।

† RCI, 306.

‡ দ্র°—'সম্যক্-প্রজাপালন-পরিশ্রমোপার্জিত-শুক্ল-কলাভিজ্ঞাত-দিঙ্মণ্ডলেন'—কাঠমাণ্ডু ৫ মাইল উত্তরে 'বুড় নীলকণ্ঠ' সরোবরের নিকটে প্রস্তরে খোদিত প্রথম শিবদেবের লিপি। ইহাতে প্রস্তর সময়ের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা ৩০৪ সংবৎ বা ৬২৩-২৪ খ্রীঃ অব্দে প্রদত্ত।

গুপ্তবংশের সহিত সম্বন্ধ থাকার জন্য লিচ্ছবী-বংশের নৃপতিগণ তাঁহাদের শিলালিপিতে গুপ্তাব্দ ব্যবহার করিতেন।

অংশুবর্মার ৩৯ হর্ষ-সংবৎ বা ৬৪৫ খ্রীঃ অব্দের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, শূরসেনের * পত্নী এবং ভোগবর্মা ও ভাগ্যদেবীর মাতা ভোগদেবী অংশুবর্মার ভগিনী ছিলেন। ইঁহার সমসাময়িক লিচ্ছবী-নৃপতি দ্বিতীয় শিবদেব ইঁহারই জামাতা। † তিব্বতের মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ স্রং-সন্-গম্‌পো অংশুবর্মার এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নেপাল ইহার পর কিছুকাল তিব্বতের অধীন ছিল।

ইঁহার রাজ্যের প্রধান বিচারক (সর্ব-দণ্ড-নায়ক) ছিলেন রাজপুত্র বিক্রমসেন ও সেনাধ্যক্ষ (মহাবলাধ্যক্ষ) ছিলেন বিন্দুস্বামী। বিভিন্ন বিষয়ের পরিচালনার ভার ইনি ইঁহার নিযুক্ত বিভিন্ন সমিতির উপর দেন; 'অধঃশালা পঞ্চালিকা' এইরূপ একটী সমিতি। এই সমিতি ভোগদেবীর, ভাগ্যদেবীর ও ইঁহার পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমূহের সম্পত্তির পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ছিল। ‡ তিরহুতের অধিপতি অর্জুন (বা অরুণাশ্ব) হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ওয়াঙ হিউয়েন্‌ৎসের অধিনায়কত্বে যে চীনা অভিযান হয় তাহাতে তিব্বতীয়দের সহিত নেপালরাজ (অংশুবর্মা) যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সম্মিলিত শক্তির সহিত কামরূপরাজ যোগদান করিয়া ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে অর্জুনকে পরাজিত করেন।

অংশুবর্মার পর জিষ্ণুগুপ্ত কৈলাসকূট-ভবনের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৫৮ হর্ষাব্দ = ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। §

* শূরসেন মৌখরি-বংশীয়। সম্ভবতঃ সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ইনি কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেন। ভোগবর্মা মৌখরি-বংশীয় শেষ নৃপতি।—HN-EI, 290.

† HN-EI, 290.

‡ HN-EI, 292.

§ জিষ্ণুগুপ্তের প্রদত্ত শিলালেখ (হর্ষ-সংবৎ ৫৮ বা ৬৬৪ খ্রীঃ)।

[HN-EI, 183, 249-61, 274, 279-80, 282, 289-98; WrightHN, 130ff; IA, IX, 169-72, XIII, 411, 422ff, XIV, 97-98, 342ff; CII, III, Introduction, Appendix-IV, 177-91; Op. Cit., 180 and Table 189; Bendall: Journey in Nepal and Northern India, 72ff; Watters: Yuan Chwang, II, 83-85; JASB, LVIII; RCI, 50, 51, 126, 305; SmithEHI, 380; WIR, II, 81; M. Sylvain Levi: Le Nepal, t. 1, p. 282; t. 3, pp. 3, 79, 83.]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীঅজিত ঘোষ

অংশুবাণ—[অংশু (কিরণ) বাণ (শর) সদৃশ যার—বহু°] সূর্য (কিরণ বাণ সদৃশ বলিয়া) Sun (having rays for arrows)॥ মনি°॥

অংশুহস্ত—[অংশু (কিরণ) হস্ত তুল্য যাহার—বহু°] সূর্য; অংশুমালী।

অংশ্য—[√অংশ + য]—বিভাজ্য divisible॥ মনি°॥

অংশ্যমান—[√অংশ + শানচ্-র্ম; স্ত্রী—মানা] বিণ, যাহা ভাগকরা হইতেছে এমন।

অংস—[√অংস + অ (অচ্)-ভা; অম্ + স্নন্ উনা°; √অংস ভাবকর্মাণো অচ্ ১ গতি। ২ পুং ক্লী° [অংস + অ-র্ম] যাহা ভারাদি দ্বারা সমাহত হয়; ভুজমূল; স্কন্ধ। 'স্কন্ধাংসো স্ত্রী'—কল্পদ্রু° ৩৮, পৃঃ ১৬১ shoulder, shoulder-blade॥ বো-রো° গ্রা° গ্রি° ঋ° ১. ৩৪. ৪; ১৫৮. ৫; হ্বি° (অ° ২. ৩৩. ২)॥ ক দুইটী স্কন্ধের অর্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থান। ইহা আহত হইলে বাহুস্তম্ভ হয়। ৩ চতুর্ভুজের কোণ Corner of a quadrangle॥ মনি°॥ ক উত্তরবেদীর নাভি নামে মধ্যদেশের অগ্নি ও ঈশান কোণ the two angles of an altar॥ বো-রো° মনি°॥ ৪ [√অংস + অ-র্মী] অংশ, ভাগ। ৫ [√অংস্—ভোগ করা) + অ—ভা] বিভাগ, বন্টন—অপ্র°] অংশ দ্র°]।

অংসকূট—[অংশকূট দ্র°]।

অংসত্র—[অংহস্—অংস—√ত্রৈ (ত্রাণ করা) + অ (ক)-র্ক] ক্লী°, ১ কবচ (অংহসস্ত্রাণং সেন)। ক অংহসস্ত্রাণ ('প্রহারাদিকাৎ ত্রায়কং রক্ষকম্' দু°। ঐ° ৪. ২.) কবচ—ঋ° ৫. ২৫। 'অংসৌ ত্রায়তে তৎ' 'কবচম্' সা° ঋ° ৪. ৩৪. ৯॥ বাচ°-মনি° বো-রো° গ্রা° গ্রি°॥ ২ অংহস-ত্রাণ ('প্রহারাদিকাৎ ত্রাতৃ' দু°। ঐ° ৪. ২) ধনু—যা° ৫. ২৫। ৩ শরীররক্ষক বল 'অংসোপলক্ষিতস্য কৃৎস্নস্য শরীরস্য ত্রায়কং রক্ষকং বলম্'—সা° ঋ° ৮. ১৭. ১৪।

অংসত্রকোশ,-কোষ — [অংসত্র + কোশ, কোষ] ধনু ও কবচ কোশস্থানীয় (রক্ষক) হইয়াছে যাহাতে having a bucket, trough or cask for its armour or protection. অংসত্রাণি ধনুংষি কবচানি চ কোশস্থানীয়ানি যস্মিন্ সঃ (অবতঃ = সংগ্রামভূমিরূপঃ কূপঃ)—যা° ৫. ২৬, দু°। সা° ঋ° ১০. ১০১. ৭।

অংসধ্রী—[অংস + ধৃ + ক; 'অংসান্ স্কন্ধান্ পার্শ্বান্—অংশান্ দেবপিতৃসম্বন্ধিনঃ ভাগান্ ধারয়তি সা'] ১ স্ত্রী°, পাকপাত্র, পিঠর, স্থালী॥ বো-রো° মো° নূ° গ্রি°॥ ২ [অংসৌ কোণৌ ধারয়তি] কোণযুক্তা (বেদি)-অ° ১১. ১. ২৩।

অংসপারিক—[বৈরাক] মহানিষদ্ধক [মহানিষ দ্র°]।

অংসফলক—[অংসের (স্কন্ধের) ফলক (অস্থি)—৬-তৎ] ভুজমূল চালনা করিবার সময় স্কন্ধের পৃষ্ঠস্থিত যে ত্রিকোণাকার অস্থি দেখা যায় Scapula, shoulder-blade, the upper part of the spine.

অংসভার—[মধ্যপদলো°] স্কন্ধস্থিত ভার; কাঁধের বোঝা।

অংসভারিক—[অংসভার + ইক (ঠন্), হরণার্থে (বহনার্থে)—পা° ৪. ৪. ১৬; স্ত্রী—কী] যে স্কন্ধে ভার হরণ করে।

অংসমর্ম—স্কন্ধস্থিত মর্ম। স্কন্ধমর্ম। পৃষ্ঠ-

দেশস্থ মর্ম। পৃষ্ঠভাগে দুইটি করিয়া যে ১৪টি মর্ম আছে অংসমর্ম তাহাদের অন্যতম। সু° শা° ৬. ৬।

অংসল—[অংস (=বল)+ল (লচ-বলার্থে) 'বৎসাংসাভ্যাং কামবলে' (পা° ৫. ২. ৯৮)—বলার্থে মতুপ্, যথা—'অংসবতী গৌঃ, অংসবান্ দুর্বলঃ'; স্ত্রী—লা] বলবান্; মাংসল Strong, lusty ॥ 'বলবান্ মাংসলোঽংসলঃ' অমর° ৩৭শ্লোঃ ১০৮, অম° ২. ৩ (৫). ৪৪)॥ [অংশল (২) দ্র°]।

অংসিন্ধু—পার্সী অক্ষরে লিখিত কাশ্মিরী ভাষায় কাব্য। অমুদ্রিত (বিকানীরে প্রাপ্ত)।
[DCMss, VIII, 790]

অংস্তুবণ্ণম্—অতি প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্যের ক্রাঙ্গানোর প্রদেশে ইহুদীগণ বাস করিত। পর্তুগীজগণ এই প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলে তাহারা কোচিনে গিয়া বসবাস করিতে থাকে। ক্রাঙ্গানোরে যে সময় এই ইহুদীগণ বাস করিত, তখন সেইস্থানে বসবাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলে ইহারা যে ফলক বা তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয় তাহাতে লিখিত আছে, মহারাজ শ্রী পার্করণ্ ইরবি বন্মর্ (ভাস্কর রবি-বর্মা ?) ইহাদিগকে অংস্তুবণ্ণম্ ও অপর ৭২টী সম্পত্তি দান করেন। এই অংস্তুবণ্ণম্ স্থানটী কোথায় তাহা অদ্যাপি নির্ধারিত হয় নাই। সম্ভবতঃ ক্রাঙ্গানোরের নিকটবর্তী কোন গ্রাম বা মৌজা হইবে। এই তাম্রশাসনটী পশ্চিম উপকূলে ব্যবহৃত প্রাচীন তামিল ভাষায় লিখিত; অক্ষরগুলি তামিলদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ব্যবহৃত বট্টেলুত্তু।
[IA, III, 333-34]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অংসেপাদ্—[অংসে+পাদ]-অংসে (স্কন্ধে) ককুদ-রূপ পাদ যাহার (অলুক্সমাস, ষাঁড়) with a developed hump (bull) 'স্যাদুম্রংসেপাদ-মানকেত পশুকামো মিথুনো যা এব বোঽংসেপাৎ স্যাৎ মিথুনস্য প্রজনিতা…' —কা° ১৩. ৬।

অংসেভারাক্ষ—অংসভার—পা° ৪. ৪. ১৬।

অংস্য [অংস+যৎ] ১ স্কন্ধের উপরে যাহা থাকে, কাঁধের উপরে যাহা পাওয়া যায়। 'অংসে ভবঃ, অংস্যাঃ'—সা°; 'অংস্যাই'; দা° ॥ গ্রা° ঋষি°। ২ স্কন্ধ দ্বারা যাহা প্রহার করে বা দংশন করে। 'অংস্যাভ্যাং বাহন্, অংসেন প্রহরন্'—সা° দা° ঋ° ১. ১৯১. ৭.

অংহুরূপা—[অংহ্ (সূক্ষ্ম) রূপ যাহার—বহু°; স্ত্রী আ (টাপ্)] অণুরূপা (কালী)।

√অংহ্, —১ [অহিগতৌ ভ্বা°] যাওয়া, যাত্রা করা, আরম্ভ করা, উপস্থিত হওয়া। ২ [অহি সম্পীড়ননিহননয়োঃ (=√ হন্—>√ অংহ্ ধা°) অর্বা°] সম্পীড়ন করা, নিহনন করা to press, strangle (তু° গ্রীক AXOS eggus, লা° angustus—অংহু দ্র°)। ৩ [অহি ভাষার্থে—চুরা°] বলা to speak, ৪ [অহি ভাসনে—কো°] দীপ্তি পাওয়া to shine.

অংহ, —[অংহ্+অ (অচ্)—করণে, যাহা দ্বারা অধোগমন ঘটে; সং° অংহস্>প্রা° অংহ>বা° অংহ] ক্লী°, পাপ; অধর্ম।

অংহঃ—[সং°-অংহস্। √ হন্ √ অংহ্ > (√ ২ অংহ্) + অসুন্, √ ১ অম্ + অসুন্ 'হুগপ-মনঃ উণা° ৪. ২-১৩। 'অংহতিশ্চাংহশ্চাংহশ্চ হন্তেনিরূঢ়োপধাদ্ বিপরীতাৎ'—যা° ৪.২৫] ১ দুঃখ, কষ্ট, সঙ্কট। 'অংহতে হন্ততে সং-পীড়য়তে অনেন তৎ'—যা° সা° ঋ° ১. ১০৭. ১; ২. ২৩. ৫; সু° ১৩. ১=ঋ° ২. ২৮. ৬; ভ° সাম° পূ° ৫. ১. ১. ৭.=ঋ° ৮. ১৮. ১০। আন° ঋ° ১. ১৮. ৫ ॥ বো-রো° গ্রা° অন° মাক° গ্রি° (ঋ° ১. ৪২. ১; ৪. ২. ৯; ২. ৩৩. ২; ২. ২৩. ৪) গ্রি° (অ° ২. ৪, ৩)॥ ক দারিদ্র্য—স্বা° দা° ঋ ১. ১২৫. ৬; ৩. ১৫. ৩॥ গ্রি° peril, mortal danger. (সাম° পূ° ৫. ১, ৪, ৮)॥ ২ পাপ, দুষ্কৃত, অনিষ্টাচরণ। 'অমতি প্রাপ্নোতি দুঃখং যেন তৎ'—সা° ঋ° ৭ ৬০. ৬; ৩. ১৫. ৩। স্বা° তৈ° ১. ৫. ১১. ৫; অম° ১. ৪. ২৩। ক অপরাধ, অধর্ম—সা° ঋ° ৫. ৩১. ১০; ২. ২৩. ৫। খ নানাবিধ রোগনিদান পাপ—সা° অ° ৬. ৯৬. ১. ম° য° ১৯. ২০। গ বিঘ্নহেতুপাপ—সা° ঋ° ১. ৪২. ১। ঘ অবৈধ কর্ম—ভ° সাম° পূ° ৪. ২. ৩. ৬= ঋ° ৩, ২. ৪। ঙ পাপরূপ (অনিষ্টাচরণরূপ) অবৈদিকমার্গ—সা° ঋ° ১০, ৬৩. ৬। ৩ প্রহারকারী রাক্ষস প্রভৃতি—স্বা° ঋ° ৩, ৫৯. ২; ভ° সাম° পূ° ৫. ১. ৪. ৮= ঋ° ১০, ১২৬. ১। ক পাপরূপ দুঃখাত্মক 'ত্রবীস' নামক অগ্নি—সা° ঋ° ১. ১১৭. ৩; ৭. ৭১. ৫। খ উপদ্রবকারী দস্যু—সা° ঋ° ১০. ৬৫. ১২। ৪ গতি—স্বা° (তৈ° ১. ৪. ১৪. ১। ম° য° ৭. ৩০)। ৫ পাপরূপ শত্রুদিগের বাধকারী—সা° ঋ° ১০. ৬৩. ৫। ৬ অংহস [√ ১ অংহ্ + কসিন্] ক্লী° অতিগন্তব্য (উৎপথ)—সা° অ° ৬. ৩৫. ২।

অংহতি,-তী—[√ হন্—> √ অংহ্ (=√ ২ অংহ্) + অতি তিং উণা° ৪. ৬২। 'অংহতিশ্চাংহশ্চাংহশ্চ হন্তেনিরূঢ়োপধাৎ বিপ-রীতাৎ'—যা° ৪. ২৫=ঋ° ১. ৯৪. ২] ১ দুঃখ, উদ্বেগ। 'হন্ততেঽহন্তে সংপীড্যতেঽনয়া সা°—দু° ৪, ২৫.। সা° ঋ° ৫. ৫৫. ১০ (=কা° ৮. ১৭); ৮. ৬৭. ২১ ॥ বো-রো° গ্রা° মনি° গ্রি° ঋ° ১. ৯৪. ২; ৫. ৫৫. ১০; ৮. ৬৭. ২, ২১; ৭০, ৯; ম্যাক্স° ঋ° ৫. ৫৫. ১০॥ ২ আর্তি, দারিদ্র্য—স্বা° দা° ঋ° ১. ৯৪. ২। ৩ = ব্যাধি, রোগ,—মে° ৩. ৮৬। (তু°-লাটিন Ango)। ৪ দ্রোহ সা°। ক অভিভব, তিরস্কার—ভা° তৈ° ২. ৬. ১১, ২। খ হনন, বধ। দু° সা° ৪. ২৩=ঋ° ৮. ৭৫. ৯=কা° ৭. ১৭। ৬ক ('হন্তি দুরিতমনয়া') দান, ত্যাগ, অপবর্জন the act of giving away, distribution, gift,—বিশ্রাণন, নির্বপণ donation (এ অর্থে 'অংহতী'ও হয়॥ অভি° ৩. ৫১,

অম° ২, ৭, ৩৫. ১. ২ ম° ১৯. ২৬ ; বাচ° ॥

অংহস্পতি, অংহসস্পতি—[অংহস্ (√অম্ নিপাত)=দুঃখ, অঘ, পাপ+পতি, অংহসঃ (ষ° অলুক্)+পতি ; তু° অঘ, আগ। 'অংহঃ পাপং তস্য পতিঃ'—উ° ম° 'অংহো গতিস্তস্য পতিঃ'—ম°] বৈদিক অধিমাস। ত্রয়োদশ মলমাস 'Lord of distress', intercalary month ধ° ৭. ৩০। অংহসস্পতয়ে স্বেতিত্রয়োদশং (ক্রতু—) গ্রহং গৃহ্লাতি—শ° ৪. ৩. ১. ২০। 'অসংক্রান্তা বেকবর্ষে যৌ চেৎ সংসর্প আদিমঃ। ক্ষয়মাসো দ্বিসংক্রান্তঃ স চাংহস্পতি সংজ্ঞকঃ॥'
"অধিমাসোংহস্পতিঃ স্যাদ্দ্বাত্রিংশদ্দিনমাসকৈঃ। দিনৈঃ ষোড়শভির্ঘাবৈশ্চতুর্ণাড়ীসমন্বিতৈঃ॥"

—কল্পদ্রু° ৪১২, ৬৩।

কৃষ্ণযজুর্বেদ-সংহিতায় (৭. ৩০ ; ২২ ৩১) উল্লিখিত অধিমাস। অন্যান্য সংহিতায় ইহার নাম স্বতন্ত্র ॥ বো-রো° গ্রি° মনি° V. 1 ॥

অংহস্পত্য—[অংহস্+পতি+(ভাবে) যক্, অংহস্—অহ (ন্) স্+পতি+ণ্য—পা° ৪. ১. ৮৫। অংহস্+√পৎ+ণিচ্+যৎ] ১ (অংহঃ পাপং তস্য পতিস্তস্য ভাবোংহস্পত্যম্) পাপশমনসামর্থ্য। 'অংহস্পতিস্ত্রয়োদশো মাসস্তস্য পাপশমনলক্ষণং সামর্থ্যং বলমংহস্পত্যম্'—সা° ॥ বো-রো° মনি° ॥ ২ ত্রয়োদশ মাস (=অংহস্পতি=সংসর্প)॥ কীথ°॥ 'অংহসাং গত্তীনাং পাতাংহস্পতিরাদিত্যোংহো দিনং তৎপতি-র্বাদিত্যস্তত আগতত্বস্যাপত্যং বা'—ভা°। ক 'অংহাংসি পাপানি পাত্যয়তি নাশয়তীতি অংহস্পত্যঃ'—ভা° তৈ° ১. ৪. ১৪. ১=মৈ° ৩. ১২. ১৩। আপ° শ্রৌ° ৮. ২০. ৮।

অংহস্বান্—[মু°—বৎ] পাপী।

অংহসংঘ—[৬ তৎ]—পাপরাশি।

অংহহর—পাপনাশন, পাপহারী।

অংহু—ইন্দ্র অংহার ধন রাজা সুদাসকে দান করিয়াছিলেন [সুদাস দ্র°]। অংহু রাজা সুদাসের শত্রু ; ইন্দ্র যজ্ঞকুণ্ডের ন্যায় অনায়াসে ইঁহার ধন ছিন্ন করেন ও সুদাসকে দান করেন (ঋ° ১. ৬৩. ৭)।

অংহিতি—দান [অংহতি দ্র°]।

অংহীয়সী—[অংহু+ঈয়সুন্] স্ত্রী, অল্পতরা, সঙ্কুচিততরা narrower : 'কনীয়ো ব্রতমুপৈতি তস্মাদাস্মনঃ প্রজাংহীয়সী'—কা° ২৪. ৯। 'পুরস্তাদংহীয়সী পশ্চাদ্বরীয়সী'—কা° ২৫. ৯। 'পরোবরীয়াংসো বা ইমে লোকা অর্বাগংহীয়াংসঃ পরস্তাৎ'—ঐ° ব্রা° (সা°) ১. ২৫ ॥ বো-রো° মনি° কীথ° ॥

অংহু—[(হন্—>) অংহ (=√২ অংহ), √১ অংহ্ (ভা°)+কু উণা°। 'অংহতিশ্চাংহুশ্চ হন্তেনিরূঢ়োপধাদ বিপরীতাৎ' যা° ৪. ২৫] ১ আহননশীল পাপ (দুষ্কর্ম) সা° ভা° ঋ° ৮. ১৮. ৫ ; তৈ° ১. ৪. ২২. ১। ২ সংপীড়ন, আর্তি, দুঃখ, বিষাদ ॥ বো-রো° গ্রা° গ্রি° মনি° ঋ° ১. ৬৩. ৭॥ ক অবৃত্তি, দারিদ্র্য—সা° ঋ° ২. ২৬. ৪। ৩ আহন্তা, হননশীল, দুরাত্মা—ভা° তৈ° ১. ৪. ২২. ১=ঋ° ১. ১০৭. ১=য° ৮. ৪=৩৩. ৬৮=কা° ৪. ১০—সা° ঋ° ৮. ৬৭. ৭। অংহু=আহন্তা দস্যু—সা° (ঋ° ৬. ৪৭. ২০)। ৪ 'অংহু' নামক অসুর-বি°—সা° সা° ঋ° ১. ৬৩. ৭। ৫ (ঽ অংহু—হন্ত-মানত্বাৎ) ভগ-ম° য° ২৩. ২৮। ৬ (প্রকরণতো দারিদ্র্য-মধ্যাঙ্গত্য তৎপ্রাপ্তিমান্। দরিদ্র সা° ঋ° ১. ১০৭. ১। ৭ জ্ঞাতা, বিদ্বান্—ভা° তৈ° ১. ৪. ২২. ১। ৮ অংহস্বান্, অপরাধী, পাপী (অধ্বর্যুাদি)—সা° ঋ° ৫. ৬৫, ৬৭. ৪। ৯ সঙ্কুচিত [অংহীয়স্ দ্র°] ॥ বো-রো° মনি° ॥

অংহুভেদী—[অংহু+√ভিদ্+(কর্তরি, কর্মণি) অণ্] স্ত্রী°, ১ অংহু (ভগ) ভেদ্য (বিদার্য) যাহার, অথবা অংহ (ভগ°) ভেদ করা যায় যাহার। ২ অল্প-যোনি, সঙ্কুচিতযোনি having a narrow slit, having the pudendum divided—অংহুর্হস্বয়ো ভেদো যোন্যপ্রবেশঃ প্রজনন-মস্যাঃ সা°—উ° য° ২৩, ২৮=অ° ২০. ১৩৬. ১॥ বো-রো° মনি° ॥

অংহুর—[√২ অংহ +উরচ্ উণা° ; অংহু +(মত্বর্থে) র—চ°। 'অংহুরোংহস্বান্' যা° ৬. ২৭=ঋ°] ১ ব্যথিত, দুঃখিত, সঙ্কটে নিমগ্ন, দীন straitened, distressed ॥ বো-রো°—গ্রা° হ্বি° গ্রি° মাক্° । ২ (মর্যাদার ব্যুৎক্রমহেতু) পাপযুক্ত, পাপবান্—দু° মা° সা° ঋ° ০. ৫. ৬=অ° ৫. ১. ৬।

অংহূরণ—[√২, ১ অংহ্+উর-উণা°+(পামাদিলক্ষণঃ) ন ; অংহু+রণ ; 'অংহুরোংহস্বান্ অংহূরণং (দীর্ঘরম্বাধিকো নশ্চ) ইত্যপস্য ভবতি'—যা° ৬. ২৭ ; স্ত্রী-ণা] ১ বিণ, (স্ত্রী) সঙ্কুচিতা, স্বল্পা ॥ গ্রি° ॥ ২ (স্ত্রী) বিকটা, সঙ্কটময়ী ॥ বো-রো° গ্রা° মনি° ॥ ৩ (স্ত্রী) দস্যুদিগের রমণকর্ত্রী। 'অহূনাং ……দস্যূনাং রমণা রমযিত্রী'—সা° ॥ ৪ (ক্লী°) কুটিলগমন। সা° অ° ৬. ৯৯. ১। ৫ (ক্লী°) দুঃখ, সঙ্কট, বিপত্তি॥ গ্রা° হ্বি° গ্রি° (ঋ° ১. ১০৫.১৭। অ° ৬. ৯৯. ১ ; ৯. ২. ৩)॥ ৬ (ক্লী°) পাপাত্মিকা স্থিতি। 'অংহসা বা এষ গৃহীতো য আত্মতা গৃহৈ-র্বাংহূরণমবৈতি'—কা° ১০. ৯। ৭ (ক্লী°) দুঃখ বা পাপরূপ কূপপাত। সা° ১. ১০৫. ১৭। ৮ (ক্লী°) অংহস্বান্—দুঃখময়কূপ—দু° ৬. ২৭=ঋ° ১. ১০৫. ১৭।

অংহোগৃহীত—[অংহস্+গৃহীত] পাপের দ্বারা বা ব্যাধিদ্বারা অভিভূত predisposed to evil, রুগ্ন। যোনির্বা এষ প্রজানাং তং মরুতোংভ্যকামযন্ত তেংহোগৃহীতা অসৃজ্যন্ত। বৈশ্বদেবেন বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত তস্য মরুতো হব্যমমথ্নত ততো অংহোগৃহীতা অসৃজ্যন্ত—কা° ২৬. ১, ৫।

অংহোমুক্—[মু° অংহোমুচ্। অংহস্+√মুচ্+কিপ্] ১ দুঃখাদ্বাতমুক্তি—উ° য° ৪. ১৩। অংহস ইব হেতো মুক্তি (আপঃ)—

শ° ৩. ২. ২. ২০॥ বো-রো° গ্রা° গ্রি° (ঋ° ১০. ৬৩. ৯), হ্বি° (অ° ১৯. ৪২. ৪), মনি°॥ **২** পাপমোচক—সা° ঋ° ১০. ৬৩ ৯) তৈ° ৪. ১, ১. ১. ১= তৈ° ব্রা° ২. ৭. ১৩. ৩। তা° তৈ° ১. ৬. ১২. ৩। অগ্নয়েংহোমুচেহষ্টাদশকপাল ইন্দ্রায়াংহোমুচ একাদশকপালঃ—কা° ৪৫. ১১ =তৈ° ৭. ৫. ২২. ১। মৈ° ৩. ১৫. ১। ইন্দ্রায়াংহোমুচ একা···, ইন্দ্রোংহসো মোক্তা··· স এনমংহসো মুক্তি—কা° ১০. ৯, ১০। মৈ° ২. ২. ১০। **৩** ঋষি-বি°। গৌরে-রাঙ্গিরসস্ত সামাংহোমুচো বা—আর্ষে° ২. ১৭।

অংহোমুক্ বামদেবী—ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের ঋষি।

অংহোমুচ্ বামদেব্য—বৈদিক সূক্ত-দ্রষ্টা (ঋ° ১০. ১২৭)।

অংহোয়ু—[অংহঃয়ু। অংহস্+√কাচ +উ; অংহস্+√যু+ক্বিপ্ (তুগভাবঃ)] বিণ, **১** পরপীড়নশীল, ক্লেশদ॥ বো-রো° গ্রা° মনি°॥ **২** পাপপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, পাপী।

অংঘ্রি—[√অন্হ (যাওয়া)+রি—ণ] **১** চরণ, পদ, পা। **২** বৃক্ষমূল। **৩** [অংহ+রি—অধি] শ্লোকের চরণ।

অংঘ্রিশিরঃ—[মূ-শিরস্] কূর্চের উপরে যে স্কন্ধ, গুড়মুড়া॥ কল্পদ্রু° ৪৪পৃ, ২১৯

অংঘ্রীপ—(পদদ্বারা পান করে বলিয়া) বৃক্ষ।

অংঘ্রী-স্কন্ধ—[অংঘ্রীর (চরণের) স্কন্ধ —৬-তৎ] পায়ের গাঁট ও গোড়ালির মধ্যবর্তী অংশ।

অঁ—কর্তৃবাচ্যে বর্তমানকালে হিন্দীতে ধাতুর উত্তমপুরুষের ওঁ বিভক্তি হয়। প্রা° বা° 'ওঁ' স্থানে অনেক স্থলে অঁ হয়; যেমন, 'বর্ন্দো' স্থানে 'বর্দ্দ'—আমি বন্দনা করি।

অঁকামীরী—ব্রহ্ম-পুত্রনদের উত্তর তীরে লখিমপুর ও দরং জেলার উত্তরভাগে আসাম ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সমগ্র পর্বতীয় প্রদেশ জুড়িয়া (৯৫° ৪০´ এবং ৯২°র মধ্যে পূর্ব দ্রাঘিমার সমান্তরালে) অসংখ্য পর্বতীয় জাতি বাস করে। তাহাদিগের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমতা থাকিলেও তাহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল জাতির মধ্যে "মীরী" জাতি অন্যতম। এই জাতির মধ্যে "মীরী", "পর্বতীয় মীরী" ও "অঁকামীরী" নামে তিনটী শ্রেণী আছে [মীরী দ্র°] লখিমপুর জেলার অন্তর্গত দিসি ও দমাজি মৌজার উত্তরে পর্বতীয় মীরী জাতি বাস করে; ইহাদিগের উত্তর-পশ্চিমে অঁকামীরী জাতির বাস। ইহারা কখনও সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসে না। মীরীজাতির আচার-ব্যবহার 'পাদম' জাতির অনুরূপ [পাদম দ্র°]।

অত্যুচ্চ পর্বতমালা-বেষ্টিত কতকটা সমতল অধিত্যকায় ইহারা বাস করে; ইহাদিগের শ্যামল দেশে সুন্দরী নদী প্রবাহিত। এই অধিত্যকার মধ্যে অন্যূন ১৫টী গণ্ডগ্রাম আছে। সুন্দরী বা সুঁদরী নদী হইতে জল সেচন করিয়া ইহারা কৃষিকার্য করিয়া থাকে। ধান্যই ইহাদিগের প্রধান শস্য। ইহাদের রমণীরা স্বহস্ত-নির্মিত নীল বা কাল রঙের ঘাগরা ও সাদা কার্পাসনির্মিত জামা পরিধান করে। ইহাদের মুখ নানাবিধ উল্কী দ্বারা চিত্রিত বলিয়া আসামীগণ ইহাদিগকে "আঁকা" (অঙ্কিত) বলিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে "তেনী" বলিয়া অভি-হিত করে। পুরুষগণ এক প্রকার বেত্র-নির্মিত পোষাক পরিধান করে, উহার পশ্চাদ্ভাগে কতকটা আঁকড়া লেজের মত অংশ থাকে [পাদম দ্র°]। ইহাদের সাজ-সজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার পর্বতীয় মীরীদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যত বড়ই সংসার হউক না কেন এবং যতগুলি দম্পতি এক সংসারে বাস করুক না কেন সাধারণতঃ মীরীজাতি এক গৃহে বাস করে; কিন্তু এই তেনী জাতির যুবক বিবাহের পর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ তেনীজাতি শান্তিপ্রিয়, তবে মধ্যে মধ্যে শত্রুদমনের নিমিত্ত তেনীরা অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। আবর ও মীরীজাতি সাধারণতঃ রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া শত্রুকে আক্রমণ করে এবং জয়লাভ করিলে স্ত্রীপুরুষ ও শিশুনির্বিশেষে সকলকে হত্যা করে [আবর দ্র°]। অঁকামীরী বা তেনী জাতির লোকেরা কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধ করে—শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইহারা শত্রুকে আক্রমণ করে এবং কখনও নিরস্ত্রের অঙ্গে আঘাত করে না [তেনী দ্র°]।

অঁক্কোল—[স° অঙ্কোট, অঙ্কোঠ, অঙ্কোল, অঙ্কোলক; তু°—ও° ধলাঙ্কু=শ্বেত অঙ্কোল] আঁকোড় গাছ Alangium Lamarck ii। ছোট গাছ, পাতা ৭১। ডাল খুব সরু, এগুলি পরে কাঁটায় পরিণত হয়। ফুল শ্বেতবর্ণের, ফল দেখিতে প্রায় জামের মত, ইহার কাঠ খুব শক্ত, রঙ খুব সাদা। এই কাঠ দিয়া ছড়ি তৈরী হয়। কোন কোন জায়গায় এই গাছ 'বাঘ-আঁচড়া' নামে প্রসিদ্ধ॥ যো°॥

অঁটা—[প্রা° নড্ডা (মুলা)>নটা>অঁটা, হি°, অঁটী] হস্ত॥ জ্ঞা°॥

অঁতর—[স° অন্তর, হি° অঁতরা, মৈ° আঁতর (=মধ্যে)] প্রা° বা°, মধ্য, মন॥ ব-শব্দ°॥

অঁধার—[স° অন্ধকার—প্রা° অন্ধআর—প্রা° অন্ধার—হি° অন্ধার] বিণ, **১** অন্ধকার-ময়; তমিস্র। **২** অপ্রফুল্ল।

অঁধিয়ার—[স° অন্ধকার—প্রা° অন্ধআর, অন্ধয়ার]—বিণ, অন্ধকারময়; তমিস্র; তমঃপূর্ণ।

√অক্—[অক কুটিলায়াং গতৌ ভ্বা° —(সর্পের ন্যায়) কুটিলভাবে গমন করা to move tortuously (like a snake).

অক্কদ,—গ্রীস্ ও রোমের পৌরাণিক-যুগের বাবিলোনিয়া সাম্রাজ্য যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রিস্ নদীর নিম্ন উপত্যকায় অতি প্রাচীনকালে

সুমের ও অক্‌কদ নামে দুইটী প্রসিদ্ধ দেশ ছিল। এই ভূভাগের পশ্চিমে ও দক্ষিণে আরবের মরুভূমি ও পারস্য উপসাগর।* পূর্বে সম্ভবতঃ তাইগ্রিস্ নদী প্রাকৃতিক সীমান্ত-রেখার কার্য করিত। এইদিকের সীমান্তরেখা প্রাচীন নগররাষ্ট্রসমূহের শাসনকালে অনবরত পরিবর্তনশীল ছিল। যেস্থানে তাইগ্রিস্ নদী অধেম্ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নিকটবর্তী নদীতীরস্থ সমর্‌রা নামক শহর হইতে ইউফ্রেতিস্ নদীতীরবর্তী হীৎ শহর পর্যন্ত একটী কাল্পনিক রেখা টানিলে প্রাচীন অক্কদদেশের উত্তর ভাগের প্রাকৃতিক সীমারেখার সৃষ্টি করিতে পারে। এই রেখার উত্তরাংশের ভূমি কিছু উন্নত ও বন্ধুর এবং দক্ষিণাংশ (পরন্তি) সমতলভূমি। এই নদী-বহুল সমতলভূমিই অতি প্রাচীনকালে সুমের ও অক্কদ নামে খ্যাত ছিল। এই দেশের উত্তর ভাগ অক্কদ ও দক্ষিণ ভাগ সুমের বা শুমের। সমগ্র ভূভাগটী বিশেষ বড় ছিল না। আধুনিক মানচিত্রে ইহার আকৃতি যেরূপ দেখা যায়, প্রাচীনকালে এই দেশটী তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল; কারণ পারস্য উপসাগর আরও প্রায় ১২০।১৩০ মাইল উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইউফ্রেতিস্ নদী আরও পূর্বদিকে অনেক দূরে প্রবাহিত ছিল। এই ভূখণ্ডের উত্তরে গ্রীক পৌরাণিক যুগের মেসোপোটামিয়া ও আসীরিয়া দেশ। সুমের ও অক্কদ দেশের অধিকাংশ ভূভাগ পারস্য উপসাগরগামী নদীসমূহের পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই সমতলভূমির মধ্য দিয়া নদীগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া সমুদ্রে গিয়া মিশিয়াছে।

অক্কদ ও সুমের দেশের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা ছিল না। এই দেশের উত্তর-পূর্ব অংশকে অক্কদ ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণাংশকে সুমের বলিত। অগদে (Agade) বা অক্কদ, সিপ্‌পার, কিশ্, ওপিস্, কুথা, বাবিলন ও বর্সিপ্পা এই নগর কয়টী অক্কদ দেশে অবস্থিত ছিল। সুমের বা অক্কদ এই নাম দুইটী সমগ্র দেশের অভিধাস্বরূপ উর নগরীর নৃপতিগণের শাসন-কালে প্রথম ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। যখন তাঁহারা এই দুই অংশকে একত্র করিয়া একটী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন হইতে তাঁহারা আপনাদিগকে সুমের ও অক্কদের নৃপতি বলিয়া অভিহিত করিতেন। অগদে নগরের সেমিতিক নাম অক্কদ।

ঐতিহাসিক যুগের পূর্বে বাবিলোনিয়া বা সুমের এবং অক্কদ দেশ প্রাচীন যুগে মিশরের ন্যায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। অবশেষে এই সকল রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া দুইটী যুক্তরাষ্ট্র হইল। উত্তরাংশের নগরগুলি সম্মিলিত হইয়া অক্কদ ও দক্ষিণাংশের নগর-গুলি মিলিত হইয়া সুমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ঐতিহাসিক যুগের অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ প্রথম অক্কদ-সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা শার্-গনি-শার্রির রাজত্বকালেরও বহু পূর্বে, প্রাচীন সেমিতিক জাতি সীরিয়ার সমুদ্রোপকূল ধরিয়া পথিমধ্যে কয়েকটী উপনিবেশ স্থাপন করিতে করিতে* বাবিলোনিয়ার উত্তর-পশ্চিম হইতে প্রবেশ করিয়া ইহার উত্তরাংশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারাই কিশ্ ও অক্কদের প্রাচীনতম সেমিতিক রাজবংশের স্থাপয়িতা। এই যাযাবর জাতি জার্গস পর্বতশ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া 'লুলুবু' ও 'গুতিউ' নামক দুইটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এই সময়ে বাবিলোনিয়ার উত্তরাংশ বা অক্কদ 'উরি' বা 'কিউরি' নামে খ্যাত ছিল এবং দক্ষিণাংশ বা সুমের 'কেঙ্গি' নামে অভিহিত হইত।

সুমেরীয়দিগের সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া অক্কদের সেমিতিক অধিবাসিবৃন্দ পরবর্তী কালে পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসে বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐতিহাসিক যুগের সেমিতিক অক্কদ ও সুমেরীয়গণের মধ্যে যে আকৃতিগত পার্থক্য যথেষ্ট ছিল অধুনা আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্তিসমূহ হইতে তাহা বিশেষ-ভাবে বুঝিতে পারা যায় এবং তাহাদিগের ভাষাও যে বিভিন্ন ছিল তাহা অধুনা আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ হইতেও জানিতে পারা যায়। [সুমের ও সেমাইৎ দ্র°]।

পাশ্চাত্ত্য এশিয়ার এই অংশে যে সমস্ত সেমিতিক রাজ্য এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কিছুদিন যাবৎ স্বাধীনভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অক্কদ-বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বংশের নৃপতিগণ যে কোন অক্কদ ও সুমের দেশে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে, বাবিলোনিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা একটী অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বংশের নৃপতি-গণ স্বীয় জীবদ্দশায় নিজ নিজ মূর্তি সাধারণে পূজিত হইতে দেখিয়া গিয়াছেন। এই সকল নৃপতিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও সময় তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য পারস্য উপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং আরবদেশ হইতে কুর্দিস্তানের পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ হইতে ২৮০০ অব্দের মধ্যে যখন মিশর-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তখন ক্রীটদ্বীপে মিনোয়ান্-সভ্যতার বিকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং ক্রীটবাসীরা যখন ব্রোঞ্জ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কিশ্‌নগরীতে সুমেরীয় ও অক্কদের সেমিতিক সভ্যতার মিশ্রণে এক শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল। এই রাজবংশের কয়েক জন পরাক্রান্ত নৃপতির শাসনের পর ইহা তাইগ্রিস্ নদীতীরস্থ কিশের কিছু উত্তরে অবস্থিত ওপিস্ নামক এক নগরীর শাসনাধীনে আসে। একশত বৎসর পরে এক নূতন রাজবংশের অধীনে কিশ্ পুনরায় স্বাধীন হয়। এই রাজবংশের প্রথম নৃপতির নাম

* এই যুগে পারস্য উপসাগর উত্তরে এরিদু নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

* ইহারাই পাশ্চাত্য সেমাইৎ বা অমুরু নামে পরিচিত। ইহারা পরবর্তী যুগে বাবিলোনিয়ায় প্রবেশ করিয়া বাবিলোনিয়ার স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে।

শারুক-গি (২৬৭০ খ্রীঃ পূঃ)। তাহার পর আনুমানিক ২৭০০ খ্রীঃ পূর্বে মনিশ্‌তুসু নামক একজন নৃপতি এই নগরে রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় অক্কদ নগর যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। উম্মা ও নাগাশের নৃপতিগণ এই সময় এই নগর অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার পর উরুমুশ্‌ বা রিমুশ্‌ নামক একজন নৃপতি এই বংশে রাজত্ব করেন। একজন অজ্ঞাতনামা সুমেরীয় নৃপতির শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি একটী যুদ্ধে এন্‌বি-ইশ্‌-তার্‌ নামক কিশ্‌ নগরের একজন নৃপতি এবং ওপিস্‌ নগরের নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া ঐ নগরদ্বয় ধ্বংস করেন। এই অজ্ঞাতনামা নৃপতি শারুক-গির পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

কিশের রাজবংশের পতনের পর শার্‌-গনি-শেরি অক্কদ নগরকে রাজধানী করিয়া একটী নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (অন্যূন ২৬৫০ খ্রীঃ পূঃ)। এই নৃপতি প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার পৌরাণিক আখ্যানে শার্‌গণ বা সার্‌গণ নামে পরিচিত। তাঁহার সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। সেই সকল কাহিনীর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া অনেকে তাঁহাকে অক্কি নামক কিশ্‌নগরের একজন উদ্যানপালকের পুত্র বলিয়া মনে করেন এবং এই অক্কির নাম হইতে সম্ভবতঃ অক্কদের নামকরণ হইয়াছে।

শার্‌-গনি-শারির পর তাঁহার পুত্র নরাম্‌-শিন্‌ অক্‌কদের সিংহাসনে আরোহণ করেন (অন্যূন ২৬০০ খ্রীঃ পূঃ)। ইনি অক্কদ-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌ হ'ন। ইঁহার মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং এরেখ্‌ নামক একটী নগর অক্‌কদের স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু ২৫ বৎসরের মধ্যে সমগ্র সুমের ও অক্‌কর্‌দ উত্তর-পূর্ব পর্বতপ্রদেশের 'গুতিয়ম' নামক দুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে, এমন কি পরাক্রান্ত ব্যাবিলন শহরও তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। গ্রীকদিগের সময়ে এই ভীষণ ধ্বংসলীলার চিহ্ন বর্তমান ছিল।

৩০০০ হইতে ২০০০ বৎসর পর্যন্ত অক্কদের ভাগ্যলক্ষ্মী কখনও এক রাষ্ট্রের, কখনও অপর রাষ্ট্রের অঙ্কশায়িনী হইয়া পরিশেষে মহাবীর হামুরাবী যখন সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ার খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রসমূহকে এক করিয়া সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহার অধীনে আসে [ব্যাবিলন ও হামুরাবী দ্র°]।

অক্কদদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভূমির জোত-স্বত্ব (land tenure) বর্তমান ছিল। শিল্পকলায় অক্‌কদের সেমিতিক অধিবাসিগণ সুমেরীয়দিগের অনুকরণ করিত। এলমের সহিত অক্কদের রাষ্ট্র-সম্বন্ধ না থাকিলেও দুইদেশের মধ্যে সভ্যতার আদান-প্রদান হইত। [এলম দ্র°]। অক্কদের কোন কোন নৃপতি এলম অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

[L.W. King : History of Sumer and Akkad ; CamAH, II ; D. A. Mackenzie : Myths and Legends of Babylon ; En. Brit (14th Ed.) ; Luckenbill : Ancient Records of Assyria and Babylonia, II, Rogers : A History of Babylonia and Assyria ; Winkler : A History of Babylonia etc ; L. W. King : History of Babylonia]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অক্কদ২—নগর বি°। ইহার প্রাচীন নাম 'অগদে'। সেমিতিকগণ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইহার নাম দেয় অক্কদ। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে Sir E. A. Wallis Budge তাল-এদ্‌-দীর (Tal-Ed-Deir) নামক স্থান খনন করেন ও ঐ স্থানকে প্রাচীন অক্কদ বলিয়া মনে করেন। আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে মনে হয় উহা আধুনিক সিপ্‌পারের নিকটবর্তী। সুপণ্ডিত Langdon আধুনিক সিপ্‌পার—হাবুব্বকে প্রাচীন অক্কদ বলিয়া মনে করেন কিন্তু সে বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। L. W. Kingও মনে করেন ইহা সিপ্‌পারের নিকট কোনখানে অবস্থিত। তাল-এদ্‌-দীরে একটী সুপ্রশস্ত নগর-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ত্রিভুজের দুইটী বাহুর ন্যায়; তৃতীয় দিকে হয় ইউফ্রেতিস্‌ নদী বা কোন খাল ছিল। পশ্চিম দিকের দুই বাহুর মিলন স্থলে ঐ নগরের প্রধান প্রবেশ-পথ ছিল। নগরটী একেবারে দুর্গের আকারে নির্মিত হইয়াছিল।

কিশ্‌ নগরীর অভ্যুত্থানের বহু পূর্বে এই নগর সেমিতিক উপনিবেশের একটী কেন্দ্র-স্বরূপ ছিল। সুমেরীয় নৃপতি মনিশ্‌তুসুর (২৭০০ খ্রীঃ পূঃ) রাজত্বকালে ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আনুমানিক ২৭৫০ খ্রীঃ পূঃ শার্‌-গনি-শারি বা শারগণ কিশের সেমিতিক রাজবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া অক্কদে এক নূতন সেমিতিক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ও তাঁহার পুত্র নরাম শিনের শাসন কালে এই নগরী এক সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ২৪০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত শার্‌-গনি-শারি-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ এই নগরীতে শাসন করিয়াছিল। [অক্কদ১, সুমের ও কিশ্‌ দ্র°]।

[L. W. King : History of Sumer and Akkad ; CamAH, II ; D. A. Mackenzie : Myths and Legends of Babylon ; En. Brit. (14th Ed)]

অক্‌কদিয় মোত—কাটিয়াড় প্রদেশস্থ অম্রেলির আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম।

[R. B. Foote : Prehistoric and Protohistoric Antiquities, 1916, 148]

অক্কন্ন, অক্কন—খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে সম্রাট্‌ আলমগীরের রাজত্বকালে গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী-বংশীয় নবাব অবদুল্লাহ্‌ কুতুবশাহ্‌র হিন্দু মন্ত্রী। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা মাদন্ন নবাবের মন্ত্রী ছিলেন। পিতা অতিশয় দুঃস্থ ছিলেন বলিয়া ইঁহারা দারিদ্র্যের কোলে লালিত-পালিত হ'ন। ইনি লেখাপড়াও তাদৃশ শিখিবার সুযোগ পান নাই। ইঁহার প্রখর বুদ্ধি-শক্তি না থাকিলেও চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতায় ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। প্রবাদমূলে জানিতে

পাওয়া যায় ইনি ভদ্রাচলমের বৈষ্ণব-সাধু রামদাসের আত্মীয় ছিলেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ ইনি গোলকুণ্ডার জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান কুসীদ-জীবী ও মহাজন সৈয়দ মুস্তাকার অধীনে মাসিক সামান্য ১০ জিলদার বেতনে চাক্‌রী গ্রহণ করেন। উত্তরকালে ইনি মীর জুম্‌লা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন ও নবাবের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া মন্ত্রিত্ব পান। নবাব অবদুল্লাহ্ কুতুবশাহ্‌র মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অবদুল্লাহ্ হসন গোলকুণ্ডার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা মাদন্ন গোলকুণ্ডার শেষ নৃপতি এই অবদুল্লাহ্ হসনের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু বহুকাল ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। ১৬৮৫ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেব তাঁহার সেনাদল লইয়া গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন এবং প্রথমেই মাদন্নের প্রাসাদ লুণ্ঠন করেন। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি ঔরঙ্গজেবের আদেশে সদর রাস্তায় জনতার সম্মুখে মাদন্নের মস্তক ছিন্ন ও অক্কনকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করা হয়। অবশ্য ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা মুগল সম্রাটের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য পূর্ব হইতেই স্বদেশ ছাড়িয়া বেজবাদায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়া প্রধান কেন্দ্র করিয়াছিলেন; কিন্তু নিয়তির পরিহাসে ইঁহাদের সকল মন্ত্রণাই বিফল হইয়া যায় ও ইঁহাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

[Mad. Ep. Report 1915, 117 sq ; I. G. VII, 19 ; Pringle Kennedy : History of Great Moghuls, Calcutta 1911, 133]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অক্কলরাজ—সামন্ত নৃপতি-বিº। নাম্বা-জুর বালক-কাময়। ১৪০৩ সংবতে (১৪৮২ খ্রীঃ) ইঁহার প্রদত্ত জম্বুকেশ্বর-শিলালিপিতে* ইঁহার পরিচয় আছে। শিলালিপি অনুসারে ইঁহার রাজধানী—উড়ইয়ুর। শিলালিপিতে ইনি নিজেকে চোল-বংশীয় 'মহামণ্ডলেশ্বর' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনি প্রথম বিজয়নগর-বংশীয় কোন নৃপতির সামন্ত ছিলেন।

[EI, III, 1894-95, 72 ; Dr. Hultzsch : Annual Report for 1891-92, 7 ; Moor : Trichinapoly Mannual, 341 ; R. Sewell : Lists of Antiquities, I, 267].

অক্কা,—পালেস্তাইনের একটী সমুদ্রোপ-কূলস্থিত নগরী ও পোতাশ্রয়। এই নগরীর অধিকাংশ অধিবাসী আরব-মুসলমান। বিভিন্ন ভাষায় প্রাচীন ইতিহাসে ইহার বিভিন্ন নাম আছে, যথা—মিশর ভাষায়—অকা; আসিরিয়ানে—অক্কু; হিব্রুতে—অক্কো; গ্রীকে—অকে; যোসেফসের গ্রন্থে 'অর্কে'; লাটীনে—অক্কে; (Ac[c]e); ক্রুজেডের সময় প্রচলিত মুদ্রায় 'অক্কন্' (Ac[c]on) এবং আরবদিগের ইতিহাসে 'অক্কা'। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ইহার নাম হয় 'টলেমাইস্'; সম্ভবতঃ মহারাজ অশোকের সমসাময়িক দ্বিতীয় টলেমি বা টলেমি ফিলাডেল্-ফসের নাম হইতে এই নগরীর ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। ক্রুজেডের সময় যখন এইস্থান হইতে Knight Hospitaller গণের অভি-ষেক হইত, তখন হইতে এই স্থানের নাম ইউরোপীয় ইতিহাসে "সাঁ-জেয়াঁ-দক্র্" (St Jean d' Acre) হইয়াছে। আরব-দিগের বিবরণে "অক্ক" নামক একটী প্রাচীন জাতি এই নগরীর নামকরণ করে বলিয়া উল্লিখিত আছে; কিন্তু ইহা নিছক কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন অক্কদের সেমিতিক অধিবাসীদিগের সহিত এই নগরীর কোন সম্বন্ধ ছিল কি না সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

ভৌগোলিক অবস্থান—ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে পালেস্তাইনের এক অংশ—বাইবেলে উল্লিখিত কারমেল পর্বতের উত্তর ও গালিলীর পূর্ব উপকূল—একর উপসাগর দ্বারা বিধৌত; এই উপসাগরের উত্তর তীরে একটী ক্ষুদ্র বন্ধুর অন্তরীপে এই নগরী অবস্থিত। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান উº নিº ৩২°৫৬´ এবং পূº দ্রাº ৩৫°৪´। এই নগরীর যে প্রাচীন পোতাশ্রয় ছিল তাহা কালক্রমে মজিয়া গিয়াছে—সমুদ্রের গভীরত্ব এখানে নিতান্ত অল্প। সমুদ্র উপ-কূলস্থ বাঁধান পথের ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্র-গামী পোতসকল নোঙ্গর করিয়া রাখা হয়। আধুনিক অক্কা নগরীর পূর্বদিক্ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং উত্তরে স্থলভাগের দিকে পর পর দুইটী দুর্গ-প্রাকার ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই নগরীর দক্ষিণে একর উপসাগরের কূলে ম্যালেরিয়ার আবাসস্থলস্বরূপ বিশাল জলাভূমি। এই স্থানেই প্রাচীন যুগের বেলুস্ ও বর্তমানের নমান্ নদী সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে। এই নদীতে বহু প্রাচীনকাল হইতে মুরেক্স্ (murex) নামক শম্বুক জন্মিয়া আসিতেছে এবং উহা হইতে অতি উত্তম বেগুণী রং তৈয়ারী হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে ফিনিসীয় বণিগ্‌গণ এই রং দেশ-বিদেশে বিক্রয় করিত।

ইতিহাস—গালিলীর সমুদ্রোপকূলবর্তী সামরিক রাজপথের উপর অবস্থিত এস্‌দ্রেলন ক্ষেত্রের (Plain of Esdraealon) পশ্চিম-প্রবেশপথের সন্নিহিত বলিয়া এবং গালিলী দামস্কস্ ও হৌরানের প্রাকৃতিক বন্দর হওয়ায় এই নগরীর রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্য চিরকালই ছিল। ইহার ইতিহাসে বহু রোমহর্ষণ ও করুণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরের সম্রাট্ তৃতীয় থুৎমোস্ (আনুº ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) এবং প্রথম সেতিয় (আনুº ১৩১৪ খ্রীঃ পূঃ) যুদ্ধাভিযানের তালিকায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ আমেনহোতেপের (আনুº ১৩৭৫ খ্রীঃ পূঃ) আদেশ-পত্রসমূহ হইতে জানা যায় যে, অক্কা নগরীর নৃপতি বাবিলনের নৃপতি দ্বিতীয় বুর্‌না-বুরিয়াশের পণ্যসম্ভার লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার বিরক্তিভাজন হইয়া-ছিলেন। বাইবেলে (OT. Judges i.

* Ins. No, 30 of 1891 in Dr. Hultzsch's Annual Report for 1891-92.

এই শিলালেখ ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্তী শ্রীরঙ্গমের জম্বুকেশ্বর মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারে খোদিত। EI, XIV, 1917-18, 72.

31) যে সকল দেশ হইতে কানান্ দেশের অধিবাসীরা ইস্রায়েলের অধিবাসিগণ-কর্তৃক বিতাড়িত হয় নাই তাহার তালিকায় 'অক্কো' নগরের নামোল্লেখ আছে। আসীরীয় শিলালেখসমূহে 'অক্কু' ও টায়ার নগরীর একত্র নামোল্লেখ থাকায় বুঝা যায় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে যখন আসীরীয়গণ ক্ষমতার সর্বোচ্চশিখরে অধিরূঢ়, তখন কিছুকালের জন্য এই নগরী টায়ারের অধীন ছিল। অসুরবনিপালের (৬৬৮—৬২৮ খ্রীঃ পূঃ) লিপিসমূহে ইহার নাম প্রথম পৃথগ্ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পারসীক নৃপতি আর্তাকসেরেক্সেসের মিশর-অভিযানকালে তিনি এই স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন (Strabo. VI. 2)। এই সময় হইতে মিশর, এশিয়ামাইনর, গ্রীস ও তাহার দ্বীপসমূহ এবং ইতালীর টলেমাইস্ বন্দর, সীরিয়ার সমুদ্র উপকূলের বাণিজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এই সময় হইতে নিউটেস্টামেন্টের সময় পর্যন্ত উল্লিখিত দেশ সমূহ হইতে বহু মহাপুরুষ এই নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন ; বহু বিশাল-বাহিনী এই স্থানে সমবেত হইয়াছিল, সীরিয়া দেশের আক্রমণকারী বহু বীর এই স্থানে শীত ঋতুতে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং গ্রীক ও ইহুদী জাতির মধ্যে বহু রোমহর্ষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যোসেফস্ ও মক্কাবাসের গ্রন্থসমূহে ইহার সুখ-দুঃখের বহু করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সাইমন মক্কাবকাস্-কর্তৃক পর্যুদস্ত হইয়া সীরিয়াবাসী গ্রীকগণ ইহার প্রাচীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল (১৬৪ খ্রীঃ পূঃ)। সীরিয়ার সিংহাসন লইয়া বিবাদে আলেকজান্দার বালুস্ দিমেত্রিয়সের হস্ত হইতে এই নগরী কাড়িয়া লন (১৫০ খ্রীঃ পূঃ)। ত্রাইফো-কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া জোনাথান ইহার সিংহদ্বার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বন্দী হইয়াছিলেন (১৪৩ খ্রীঃ পূঃ)। আনুমানিক ১০৪ খ্রীঃ পূর্বে আলেকজান্দার জানীয়াস্ এই নগরী অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু টলেমি লাথাইরসের ভয়ে সৈন্য লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তাহার পর টলেমি স্বয়ং ঐ নগরী অবরোধ করিয়া অধিকার করেন, কিন্তু পরে তাঁহার মাতা ক্লিয়োপেট্রাকে এই নগরী ছাড়িয়া দেন। ২০ খ্রীঃ পূর্বে আর্মেনিয়ার নৃপতি তাইগ্রেনিস্ ইহা অধিকার করেন, কিন্তু রোমান্দিগের ভয়ে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিনা বাধায় এই নগরী পার্থীয় নৃপতি প্যাকোরাসের নিকট আত্মসমর্পণ করে (Josephus, BJ i. 13)। হেরড্ এইস্থানে সীজারকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তিনি এইস্থানে একটী ব্যায়ামাগার নির্মাণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ক্লডিয়স্ এইস্থানে একটী রোমক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদ্র-পথে টায়ার হইতে সীজারিয়া যাইবার সময় সেন্টপল টলেমাইসে একরাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন (Acts XX i. 7)। ইহুদীদিগের সহিত যুদ্ধে রোমক সেনাপতিগণ* এইস্থানকে সামরিক কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রাদুর্ভাবের সময় টলেমাইসে একজন বিশপ থাকিতেন। †

শুরাহ্বীল হসনের নেতৃত্বে আরবগণ এই নগরী অধিকার করেন (৬৩৮ খ্রীঃ)। বৈজান্টাইনগণের সহিত যুদ্ধে নগরের অনেক ক্ষতি হওয়ায় খলিফা মুয়াবিয়া ইহা পুনর্নির্মাণ করেন। ইনি অক্কা নগরীতে কয়েকটী জেটি প্রস্তুত করেন, সেগুলি পরে খলিফা হিশাম টায়ার নগরে উঠাইয়া লইয়া যান। পরবর্তী কালে ইবন্ তুলুন্ বন্দরটীকে প্রস্তরের বাঁধ দিয়া সুরক্ষিত করেন। ক্রুজেডের সঙ্গে সঙ্গে এই নগরীর নূতন ইতিহাস আরম্ভ হয়। কয়েকবার আক্রমণের পর ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে নৃপতি প্রথম বলডুইন ইহা জয় করেন। মুসলমান-অধিকৃত খ্রীষ্টানদিগের ধর্মক্ষেত্রে ইহাই প্রথম অধিকার-স্থাপন। ইহার পর যখন টাইবেরিয়াস্ বা কর্ন্ হত্তিনের যুদ্ধে মহাবীর সালাদীন জয়লাভ করিলেন, তখন টায়ার অন্তিওক ও ত্রিপলী ব্যতীত প্যালেস্তাইন ও সীরিয়ায় খ্রীষ্টানদিগের অধিকৃত সমস্ত ভূভাগ তাঁহার অধিকারে আসিল এবং অক্কা নগরী তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। খ্রীষ্টানগণ সহজে এই সামরিক সুবিধাজনক সমুদ্র তীরবর্তী নগরীর অধিকার ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইল এবং গী দে লুসিনান্ (Guy de Lusignan) ইহা অবরোধ করিলেন। দুই বৎসর অবরোধের পর যখন ফ্রান্সের নৃপতি ফিলিপ ও ইংলণ্ডের নৃপতি সিংহপরাক্রম প্রথম রিচার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন তখন ভীষণ যুদ্ধের পর (১১৯১ খ্রীঃ) অক্কানগরী খ্রীষ্টানগণের অধিকারভুক্ত হইল।* ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই নগরী প্যালেস্তাইনের খ্রীষ্টান-শক্তির কেন্দ্রস্থল হইল এবং সেণ্ট জন নাইট-হুডের (Knight Hospitaller) অভিষেক-ভূমি হইল। তখন হইতে ইহার নাম হইল সাঁ-জেয়াঁ-দক্র (St Jean d' Acre) এবং অধুনা ইহা ইউরোপীয়গণের নিকট একর্ নামে অভিহিত। ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান অল্ মালিক-অল্-অশ্রফ্ অক্কা নগরী অধিকার করিয়া প্যালেস্তাইনের খ্রীষ্টান অধিকারের বিলোপ সাধন করিলেন। নগরটী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গেল এবং বহুদিন পর্যন্ত ইহার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাত্র কয়েক ঘর অধিবাসী দেশের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া কোন মতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাথা গুঁজিয়াছিল। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান প্রথম সেলিমের নেতৃত্বে তুর্কীগণ ইহা অধিকার করে, কিন্তু নগর আর পুনরায় স্থাপিত হইল না। তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গালিলীর নূতন রাজ্যের স্থাপয়িতা জহর-এল্-আমির অক্কাতেই

* Varus, Vitellius, Patronius, Cestius, Vespasian.

† Caesarea (198) Nicea (325) Constantinople (381) Chalcedon (451), Jerusalem (536).

* এই যুদ্ধে খ্রীষ্টানদিগের পক্ষে ১০০০ লোক জীবন হারাইয়াছিল।

তাঁহার নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন। নগরী পুনর্নির্মিত হইল এবং নরশোণিতলোলুপ দুর্দান্ত আহ্‌মদ-অল্-জজ্জার-এর শাসনকালে (১৭৭৫—১৮০৪ খ্রীঃ) ইহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়ান এই নগরী অবরোধ করেন। তৎকালে স্যর সিড্‌নি স্মিথের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের নৌবাহিনী অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সেই মহাবীরের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। অল্ জজ্জার-এর পরবর্তী শাসনকর্তাদিগের শান্তিময় রাজত্বকালে অক্কার গৌরব বর্ধিত হয়, কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের ইব্রাহিম পাশা এই নগরী অধিকার করিয়া ধ্বংস করেন। পুনরায় এই নগরী সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

স্যর চার্লস্ নেপিয়রের নেতৃত্বে পুনরায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের নৌবাহিনীর তিন ঘণ্টাব্যাপী অবিরাম গোলাবর্ষণের পর ইহা অধিকৃত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইহা তুর্কীদিগের অধিকারে ছিল; তাহার পর ইংরেজশাসিত মিশরের অশ্বারোহী সৈন্যগণ-কর্তৃক সহজেই ইহা অধিকৃত হয়।*

অধুনা এই নগরীর লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০০; ইহার মধ্যে পাঁচ সহস্রের অধিক মুসলমান। ইহা এখন ইংরেজ-কর্তৃত্বাধীনে শাসিত ভূভাগের অন্তর্গত। তুরস্কগণের শাসনকালে ইহা একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার রাজধানী ছিল। পূর্বে হরৌন হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আনীত শস্যসম্ভার এখান হইতে দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইত, কিন্তু ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দমস্কাস বৈরাট্ রেলপথের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বাণিজ্য হ্রাস হইতে থাকে, অবশেষে যখন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে হৈফা-দমস্কাস্ রেলপথ স্থাপিত হইল, তখন ইহার বাণিজ্য প্রায় লুপ্ত হইয়া গেল। সামান্য যাহা কিছু রহিল তাহা হৈফা হইতেই চলিতে লাগিল। এক্ষণে এইস্থান হইতে কিছু কিছু স্থানীয় শস্য, তিল, তিলতৈল এবং কমলালেবু বৈরাটে সমুদ্রপথে রপ্তানী হইয়া থাকে। এইস্থানে কিছু পিত্তল ও তামার তৈজস নির্মিত হয়। ইহা এক্ষণে হৈফার রপ্তানী পণ্যদ্রব্যের শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি। অক্‌কা নগরী অবহুল বাহা-কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমতের একটী প্রধান কেন্দ্র।* পুনঃ পুনঃ সংঘাতের ফলে এই নগরীর অতি অল্প সংখ্যকই মনোহর অট্টালিকা ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সকল অট্টালিকা অধুনা বর্তমান তাহার মধ্যে অল্ জজ্জার-কর্তৃক নির্মিত সুবৃহৎ মসজিদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নগরীর চারিটী সুবৃহৎ সরাইখানায় এককালে দুই তিন সহস্র পণ্যবাহী উষ্ট্র লইয়া সার্থবাহকদল বাণিজ্যের জন্য আসিত।

ইংরেজশাসনে এখানে একটী সরকারী হাসপাতাল, একটী আরণ্য তরুণতরুবাটী (forest nursery) এবং একটী বৃহৎ কারাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। ফরাসীগণ সমুদ্রকূল বাহিয়া অক্‌কা বা এক্‌র্ হইতে বৈরাট্ পর্যন্ত একটী রেলপথ নির্মাণ করিয়াছেন।

[Reland : Palestine ; E. Robinson : Later Biblical Researches in Palestine ; G. A. Smith : "Ptolamais" in EnBiblica ; Luke and Keeth Roach : Hand-book of Palestine ; "Acre" in En. Bri. (14th Ed) ; "Akka" in En. Islam.]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অক্কা₂—মাদ্রাজের কৈম্বতোর জেলার অন্তর্গত অনমলয় পর্বতের শিখরদ্বয়ের অন্যতম। 'অক্কা' অর্থে 'জ্যেষ্ঠা ভগিনী' বলিয়া বড় শিখরের নাম 'অক্কা' [অনমলয় দ্র°]।

অক্‌কানাগম্মা—নিজাম প্রদেশের অন্তর্গত কল্যাণ রাজ্যের কলচুরি-বংশীয় জৈন-নৃপতি বিজ্জলের পত্নী ও লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত বাসবের (১১০০-৬৮ খ্রীঃ) ভগিনী [বাসব দ্র°]। ইনি বাসবের সহিত কল্যাণ-রাজ্যে আসিলে বিজ্জল ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার প্রতি আসক্ত হ'ন এবং ইঁহাকে বিবাহ করেন।

[BG. XXIV, 119]

অক্‌কাব্বিকা—বেঙ্গলনু-বংশীয় নৃপতি বীর রাজেন্দ্র চোলের পত্নী [রাজেন্দ্র চোল দ্র°]। ১১০৮ সংবতের পৃথ্বীশ্বরের পীঠপুরম্ শিলালেখের ৪৯তম শ্লোকে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইনি সৌন্দর্যেরললামভূতা ছিলেন।

অক্‌কিনটেশ্বর—রাজা মুগইয-দিয়রৈয়র কুলমাণিক্কেশ্বনার-এর পত্নী [মুগইয়দিয়রৈয়র দ্র°]। ৮৭৬ সংবতের মুগই-এর শিলালেখে ইঁহার উল্লেখ আছে।

[Dr. Hultzsch : Annual Report for 1902, ins. no. 338.]

অক্‌কিবট্ট—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাঁও জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইহা চিকোদি হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পেশোয়া নারায়ণরাওর হত্যার পর (১৭৭৩ খ্রীঃ) যখন রঘুনাথরাও পেশোয়া হইয়া বসিলেন, তখন পুনার মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। এই সময়ে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় জমগাঁওর পরশুরাম ভাউ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলহাপুর আক্রমণ করেন এবং অক্‌কিবট্ট অবরোধ করেন। এই সময় দুইজন বীর[1] এই দুর্গটী রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবরোধকালে একটী যুদ্ধে তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু হইলে ও দুর্গবাসিগণ খাদ্যাভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলে পরশুরামের হস্তে তাহারা আত্মসমর্পণ করে।

অক্‌কিবট দস্যুগণের আবাসস্থান হইয়া উঠায় ও নিকটবর্তী ইংরেজ-অধিকৃত গ্রামসমূহ তাহাদের উৎপাতে বিব্রত হইয়া উঠিলে বৃটিশ-গভর্ণমেন্ট কোলহাপুরের নৃপতিকে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামটী বৃটিশের হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন।[2]

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে অক্কিবটের দুর্গ পরীক্ষা করিবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হয়। কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ইহা

* 13th Cavalry Brigade (5th Cavalry Division) of the Egyptian Expeditionary force.

* ইহা Babism এর একটি শাখা।

১ An Historical Account of the Belgaum District—H. J. Stokes, 56.

২ Ibid, 82.

৮০০ ফুট অসমচতুষ্কোণ একটা প্রস্তর-নির্মিত দুর্গ। ইহা উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অসমাপ্ত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। নানা আকারের ইহার দ্বাদশটি বুরুজ আবরণী দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। এই বুরুজ ও আবরণী প্রস্তর-নির্মিত, কিন্তু তাহাতে সিমেন্ট ব্যবহার করা হয় নাই। আলিসা-সমেত বুরুজগুলি ২০ হইতে ২৫ ফুট উচ্চ। অধুনা এগুলি অসংস্কৃত অবস্থায় আছে। দুর্গের পরিখাটী অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও কয়েক ফুট মাত্র গভীর। দুর্গের উত্তর দিকে একটী ও পূর্ব দিকে একটী প্রবেশদ্বার আছে। উত্তর দিকের দুর্গদ্বারের প্রবেশপথটী উভয় পার্শ্বে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত, কিন্তু প্রবেশদ্বারটী নিতান্ত দুর্বল। পূর্ব দিকের দ্বারটী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তবে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। দুর্গের জল সরবরাহের ব্যবস্থা উত্তম কিন্তু কামানের গোলার বিরুদ্ধে রক্ষা পাইবার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। এই দুর্গে পূর্বে অনেক সৈন্য থাকিত। ইহা ঢালু মৃত্তিকা-স্তূপের উপর অবস্থিত। ইহার উত্তর এবং পূর্ব দিকে কয়েকখানা বাড়ী আছে।

[BG, XXI, 384, 510 ; H. J. Stokes : An Historical Account of the Belgaum District]

অক্কুক, অক্কু—বা অক্কুব, অক্কব। যোদ্ধা বি°। ৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে (৮৩২ শকাব্দ) রাষ্ট্র-কূট বংশীয় দ্বিতীয় কৃষ্ণের শিলা-লেখের ১৮শ শ্লোকে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইনি ধবলপ্পের পুত্র ও প্রচণ্ডের ভ্রাতা। অসি-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং যুদ্ধপ্রিয়ও ছিলেন।

[EI, I, 1892, 53, 27 ; BG, I, pt. i, 129]

অক্চা—অক্‌গান-তুর্কীস্তানের অন্তর্গত অক্চা জেলার প্রধান নগর। কুণ্‌দুজী ও মজ়ার-ই-শরিফ্‌'এর মধ্যভাগে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৬°৫৫´ উ°; দ্রাঘি° ৬৬°১০´ পূ°। সমুদ্র-সমতল হইতে ১০৮৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই নগরী প্রাচীর-বেষ্টিত এবং এই বেষ্টনীর পরিমাণ ২ মাইল। গ্রীষ্মকালে এই স্থানের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর। এস্থানে প্রচুর পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্য হইয়া থাকে।

অক্‌টাভিয়ানুস্—অগাস্টস্‌এর নামান্তর [অগ্‌স্টস্ দ্র°]।

অক্‌টারলোনী, স্যর ডেভিড (Baron Sir David Octherlony)—১২ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটের বোস্টন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ডেভিড অক্টারলোনী। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈনিকের কার্য গ্রহণ করেন। ১৭৮১-৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল কুটের অধীনে কর্ণেল টি, ডি, পিয়ার্স'এর বাহিনীতে কার্য করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কুড্ডলোর (Cuddalore) আক্রমণকালে বন্দী হ'ন এবং ১৭৮৪ খ্রী্‌ষ্টাব্দে মুক্তি পান। ১৮০৩ খ্রী্‌ষ্টাব্দে লর্ড লেকের অধীনে দোয়াব-এ (Doab) এক বাহিনী পরিচালনা করেন। এই বৎসরেই ইনি স্বীয় প্রতিভা-বলে কোয়েল (Koel), আলিগড় ও দিল্লীর ডেপুটী অ্যাসিস্টান্ট জেনারেলের পদে উন্নীত হন ও লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল উপাধিতে ভূষিত হন; পরে দিল্লীর রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

২য় আলমগীরের পুত্র শাহ্‌-আলম ১৭৭১ খ্রী্‌ষ্টাব্দে সিন্ধিয়া-কর্তৃক দিল্লীর সম্রাট্‌রূপে ঘোষিত হন। ইনি নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন; মরাঠা-রাজ সিন্ধিয়ার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ১৭৮৮ খ্রী্‌ষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ্‌-আলম ইঁহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইয়া বিফলমনোরথ হন। সম্রাটের হস্তে যেটুকু ক্ষমতা ছিল সিন্ধিয়ারাজ সেটুকুও হরণ করিয়া ইহাকে পুত্তলিকার মত করিয়া রাখেন এবং ইঁহার প্রতি ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা প্রদর্শন ও দুর্ব্যবহার করেন। ১৮০৩ খ্রী্‌ষ্টাব্দ লর্ড লেক সিন্ধিয়াকে দিল্লীর প্রাচীরের নিকট পরাজিত করিয়া শহরের মধ্যে প্রবেশ করেন ও সম্রাট্‌কে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে রাখেন। ১৮০৪ খ্রী্‌ষ্টাব্দে মরাঠারা হোলকারের অধিনায়কত্বে পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করিলে বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্ণেল অক্টারলোনী মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া দিল্লী রক্ষা করেন। ৮ দিন ধরিয়া অগণিত মরাঠা সৈন্যের অবিরত গোলাগুলিতে দিল্লী অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান ছিল; পরে লর্ড লেকের সৈন্যদল আসিয়া হোলকারকে পরাজিত করেন। এই সালেই তিনি মেজর জেনারেলের পদ পান। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এলাহাবাদে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ-যাত্রা করেন ও ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিং'এর বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের নেপালযুদ্ধে প্রেরিত ৪টী বাহিনীর একটীর ইনি অধিনায়ক ছিলেন।

মার্ক্‌ইস্ অফ হেষ্টিংস (লর্ড ময়রা) ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তিনি এখানে আসিয়াই দেখিলেন নেপালের গুর্খাদের সহিত যে সখ্যতার সম্বন্ধ ছিল উহা তাহারা বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। দুর্ধর্ষ গুর্খারা চীন দেশে আপনাদের রাজ্য-বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়া ঈস্ট্‌-ইণ্ডিয়া কোম্পানির মিত্ররাজ্য আক্রমণ করিতে চেষ্টা পায়। ইহারা অযোধ্যার উত্তরে অবস্থিত বুটুয়াল ও সিওরাজ জেলা দুইটী অবরোধ করে এবং সিকিম আক্রমণ করে। ঈস্ট্‌-ইণ্ডিয়া কোম্পানি নেপালরাজকে এইরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিতে বলেন; কিন্তু নেপাল-সরকার একথায় কর্ণপাত করেন নাই। এই ঘটনায় লর্ড ময়রা স্বয়ং উত্তর-প্রদেশে গমন করেন ও নেপালের সহিত যুদ্ধ করা উচিত কি না তাহা বিবেচনা করিয়া ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন এবং নেপালের সীমান্ত প্রদেশ ছয়শত মাইল বিস্তৃত জানিয়া প্রথমেই এই স্থানের উপর আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আক্রমণের ফল সুবিধাজনক হয় নাই। পর্বতীয় প্রদেশ সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান না থাকায় ও গুর্খাদিগকে সামান্য পাহাড়ী সৈন্য ভাবিয়া ইংরেজ সেনা-ধ্যক্ষেরা সেরূপ মনোযোগ দেন নাই এবং পর্বতীয় ম্যালেরিয়ায় বহু সৈন্য আক্রান্ত হওয়ায় এই অভিযানের ফল ভয়ঙ্কর দুর্দশাজনক হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জেনারেল মার্লে,

উড ও জিলিপ্সির অধীনে পশ্চিমদিকে সেনারা আক্রমণ করিয়াছিল। কলুঙ্গা দুর্গ অবরোধকালে জেনারেল জিলিপ্সি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। যাহা হউক ১৮১৫ খ্রীঃ জেনারেল অক্‌টারলোনী শতদ্রু নদীর উপর দিয়া গমন করিয়া পর্বতার দুর্গের পর দুর্গ আক্রমণ করিয়া গুর্খাদিগকে বিধ্বস্ত করেন। ১৮১৫ খ্রীঃ পাটনা হইতে ইনি অভিযান আরম্ভ করেন এবং বৎসরের শেষে মুসৌরী, নৈনিতাল প্রভৃতি পশ্চিমের স্থানগুলি পুনরায় অধিকার করেন এবং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই নেপাল-রাজ্যের রাজধানী কাটমাণ্ডুর ৫০ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হ'ন। পূর্বে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সকল সর্তে যুদ্ধ নিষ্পত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সে সকল সর্তে গুর্খারা রাজী হয় নাই, এক্ষণে সেই সকল সর্তেই নেপাল-দরবার ইংরেজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ন। সর্তগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটা সর্ত হইতেছে এইরূপ:—সিকিম হইতে গুর্খারা প্রত্যাবর্তন করিবে, হিমালয়ের পশ্চিম দিকের নৈনিতাল, মুসৌরী প্রভৃতি স্বাস্থ্যপ্রদ অধিকৃত স্থানগুলি ফেরত দিবে ও নেপালে ব্রিটিশ-রেসিডেণ্ট রাখিতে বাধ্য হইবে এবং উভয় রাজ্যের সীমানার নিকটবর্তী কয়েকটী স্থান ইংরেজকে দিবে। ১৮১৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে সিগৌলির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং আজ পর্যন্ত নেপাল-দরবার সর্তগুলির কোনটাই ভঙ্গ করেন নাই।

১৮১৪ খ্রীঃ অক্‌টারলোনী নলগড় দুর্গ হস্তগত করেন এবং ১৮১৫ খ্রীঃ অমরসিংহকে পরাজিত করিয়া মালব জয় করেন।

১৮১৬ খ্রীঃ ইনি কে·সি·বি, জি·সি·বি ও ব্যারন উপাধিতে ভূষিত হ'ন।

১৮১৭-১৮ খ্রীঃ পিণ্ডারী-যুদ্ধে জেনারেল অক্‌টারলোনী যেরূপ দক্ষতার সহিত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কার্যোদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাতে বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না। এই পিণ্ডারীরা লুণ্ঠনকারী দস্যুমাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মহারাষ্ট্র ও রাজপুতদিগের অধীনে সৈনিকের কার্য করিয়াছিল; সুতরাং ইহাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত ছিল। ইহাদের সর্দারের নাম আমীর খাঁ। মালব-প্রদেশেই ইহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। পিণ্ডারীদের লুণ্ঠন-ব্যবসা কেবল মধ্যভারতেই নিবদ্ধ ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষেই ইহাদের কার্যক্ষেত্র ছিল। দুর্ধর্ষ পিণ্ডারীরা জেনারেল অক্‌টারলোনী-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহারই প্রস্তাবিত সর্তে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হয় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আর কখন দল বাঁধিবে না ও দল ভঙ্গ করিয়া দিবে এবং ইংরেজ-রাজ্য আক্রমণ করিবে না।

অক্‌টারলোনী

এই বৎসরেই ইনি রাজপুতানার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হ'ন; অতঃপর পুনরায় দিল্লী ও মালবের রেসিডেণ্ট হ'ন।

১৮২৫ খ্রীঃ ছয় বৎসর বয়স্ক রাজা বলবন্ত সিং-এর বিরুদ্ধে দুর্জনশাল বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ইনি বলবন্তের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ও গভর্ণর জেনারেলের সহিত পরামর্শ না করিয়া কার্য করায় লর্ড আমহার্ষ্ট ইঁহার উপর যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করেন। ফলে জেনারেল অক্‌টারলোনী পদত্যাগ করেন। বড়লাট বাহাদুরের এই ব্যবহারে ভগ্নহৃদয় হইয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই মীরাটে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। কর্ম হইতে অপসৃত হইয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, দিল্লীতেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীরা কলিকাতা ময়দানে এক স্মৃতি-স্তম্ভ উত্তোলিত করে। ইহা 'অক্‌টারলোনী-কলম' ■ মনুমেণ্ট নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতা ১৫২ ফুট এবং ইহা নির্মাণ করিতে প্রায় ৩৫ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অক্‌টোপাস্‌—(অষ্টপদ) — সামুদ্রিক প্রাণি-বিং। ইহারা মুণ্ডপদী-(Caphalo-ped) শ্রেণীর জীব—Cuttle fish ও Squids পর্যায়ভুক্ত। ইহাদিগকে 'Devil fish' বা 'Poulp'ও বলা হয়। ইহাদের শয়তানী বুদ্ধির জন্য ইহারা 'devil fish' নামে আখ্যাত। ইহাদের দেহ ক্ষুদ্র ও গোলাকার; উহা হইতে ৮টী লম্বা বাহু বা দাড়া (tentacles) প্রলম্বিত হইয়াছে। প্রত্যেকটীর অগ্রভাগে শোষণ করিবার জন্য দুই পংক্তি করিয়া শোষণী (sucker) আছে। এগুলির সাহায্যে ইহারা শিকার সংগ্রহ করে। ইহাদের মাথায় গোলাকার দুইটী উজ্জ্বল চক্ষু আছে। ইহাদের বাহুগুলি বেশ শক্ত, এগুলির সাহায্যেই জীবজন্তু এমন কি সময়ে সময়ে মনুষ্যকে পর্যন্ত আবদ্ধ করিয়া ফেলে। ইহাদের চোয়ালের হাড় টিয়াপাখীর চঞ্চুর মত খুব শক্ত এবং তীক্ষ্ণধার। ইহারা খুব দ্রুত সন্তরণ করিতে পারে। ইহাদের খাদ্য প্রধানতঃ শুক্তি, ঝিনুক, কর্কট প্রভৃতি ও অমেরুদণ্ডী জীব। শিকার আক্রমণ করিয়া ইহারা ধারাল চোয়াল দ্বারা কামড়াইয়া উহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়। ইহাদের মুখ হইতে একপ্রকার লালা নিঃসৃত হইয়া ধৃত জীবের দেহকে জড়ীভূত করিয়া দেয়; তৎপরে ইহারা শিকারকে হজম করিয়া ফেলে। আততায়ীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সময় সময় ইহারা ঘোর

পিঙ্গল মিশ্রিত বাদামী বর্ণের দেহকে বালির রঙে পরিবর্তিত করে: উহাতেও যদি আক্রমণকারী তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে দেখে, তাহা হইলে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে।
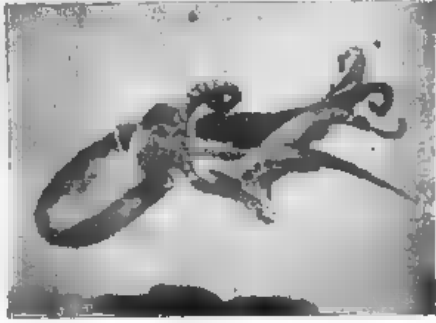
বাবেরকণ্ঠী অক্টোপাস সহসা ফুৎকার দ্বারা জল নিষ্কাশন করিয়া পশ্চাদ্দিকে সন্তরণ করিতেছে।

আক্রমণকারীর ভয়ে ভীত হইয়া বর্ণ-বৈচিত্র্যের সাহায্যে উহার চক্ষুতে ধাঁধা দিবার জন্যই ইহারা বহুরূপ ধারণ করিয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন, মুণ্ডপদী জীবদিগের মধ্যে অক্টোপাস, Cuttlefish প্রভৃতি প্রাণীর ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মস্তিষ্ক আছে *।

সাধারণতঃ ইহারা সমুদ্রের তলদেশে বাস করে, পাহাড়ের কন্দরে বা প্রস্তরখণ্ডের ফাটালে থাকে। প্রায়ই প্রস্তরখণ্ডের আশ্রয়ে ইহারা বাসস্থান নির্মাণ করে এবং তথা হইতে অজগর সর্পের মত অতর্কিতে শিকারীকে আক্রমণ করে।

ইউরোপের দক্ষিণ উপকূলে ভূমধ্যসাগরে ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে বেশী পরিমাণে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল সমুদ্রেই পাহাড়ের কাছে ইহারা থাকে। তবে কোন কোন স্থানে ইহাদের আকৃতি ছোট হয়, আবার কোন কোন স্থানে বেশ বড় হয়। প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের অক্টোপাস্ দেখিতে পাওয়া যায়। কেপ কডের উত্তর দিকের সমুদ্রে খুব ছোট আকারের অক্টোপাস্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বাহুগুলি মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা। এ শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জীব ভূমধ্যসাগরে ও পশ্চিম ভারত-মহাসাগরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বাহুগুলি ১২ হইতে ১৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা। এগুলি সামর্থ্যশালী ও ভয়ানক জীব। এই দুই স্থানের সাধারণ অক্টোপাস্‌গুলির বাহুর বিস্তৃতি ৯ ফুট এবং ওজনে ৮০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। প্রশান্ত-মহাসাগরের জীবদিগের বাহু কখনও কখনও ১৪ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। এলাস্কা হইতে লোয়ার কালিফর্নিয়া পর্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও জলের সীমা-রেখার শেষভাগে ইহারা বাস করে। স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর নিকটবর্তী সমুদ্রে চৈনিক ও ইটালীবাসীরা ইহাদিগকে ধরিয়া আহার করে। প্রশান্তমহাসাগর হইতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অক্টোপাস্ পাওয়া গিয়াছে। এখানকার এ শ্রেণীর জীবেরা সময়ে সময়ে মুক্তা উত্তোলনকারীদের আক্রমণ করিয়া দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়, কখনও কখনও তাহাদিগকে মারিয়াও ফেলে। অবশ্য ভিক্টর হুগো তাঁহার 'Toilers of the Sea' পুস্তকে চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জের যে বৃহৎ সয়তান-মৎস্যের(devil fish) বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অতি-রঞ্জিত।
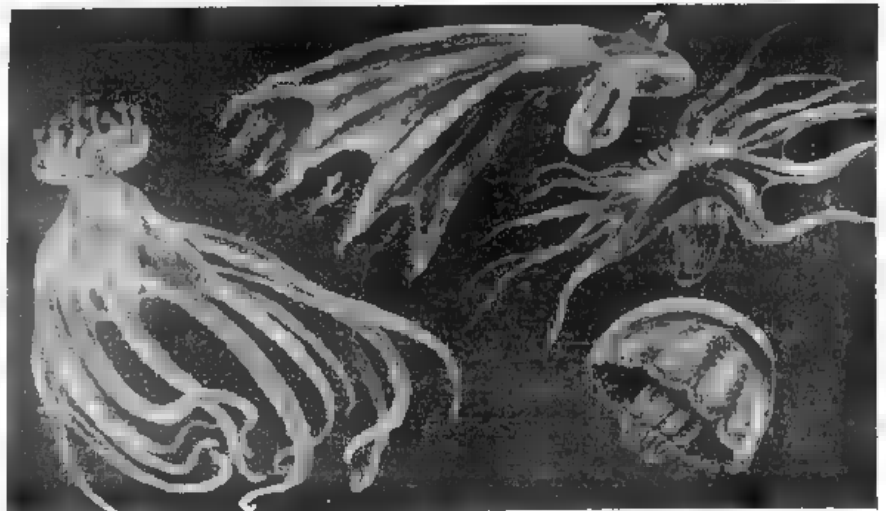
কল্পনাসৃষ্ট তিনটী অক্টোপাস ও দক্ষিণ দিকের নিম্নভাগে একটী বৃহৎ জেলি মৎস্য

* They are provided with sense-organs and brains—Science of Life, II, 450

[H. G. Wells: The Science of Life, 132, 462, 464, 567, 666, 741 and 746; En. Brit. (10th Ed) Vol VI, 735; Vol XV, 669 Sq]

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

অক্‌টোবর—প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে দ্বাদশ মাসে এক পূর্ণ বৎসর গণনা করিবার প্রথা ছিল। এই বার মাসের মধ্যে কতকগুলি মাসকে পূর্ণমাস (full) বলা হইত এবং কতকগুলিকে অপূর্ণ (hollow) বলা হইত। পূর্ণমাসে ৩০ দিন এবং অপূর্ণ মাসে ২৯ দিন থাকিত। এইরূপে ৩৫৪ দিনে এক চান্দ্র বৎসর গণনা হইত; ইহা সৌর বৎসর অপেক্ষা প্রায় এগার দিন কম। ইহার পর এথেন্সবাসীরাই প্রথমে চান্দ্র ও সৌর বৎসরের সংযোগে নূতনভাবে পঞ্জিকায় বর্ষগণনা আরম্ভ করে। গ্রীসের প্রাচীন রাষ্ট্রগুলির সর্বত্রই বার মাসের নাম ঠিকই ছিল, কিন্তু বৎসরের প্রথম মাস কোন কোন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময় হইতে গণনা করা হইত, এথেন্সের বর্ষগণনায় বর্তমান অক্টোবর Boedromion ও Pyanepsion এই দুইটী এথেন্স-প্রচলিত মাসের মধ্যে পড়িত। জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতে এথেন্সে বৎসর আরম্ভ হইত; সুতরাং বর্তমান অক্টোবর মাস তৃতীয় মাসের অর্ধেক এবং চতুর্থ মাসের অর্ধেকে পড়িত প্রাচীন রোমান্ জাতিদের মধ্যে প্রথমে

দশ মাসে বৎসর গণনা করিবার প্রথা ছিল; এ সম্বন্ধে Censorinus (die Natali ch xx.) এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখক (Ovid, Fasti, i 27 ff) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; ইহাকে রোমুলুসের (Romulus) বর্ষ বলিত; এই বৎসর মার্চ মাস হইতে গণনা করা হইত; দশ মাসের মধ্যে কয়েকটী মাস ৩১ দিনে এবং কয়েকটী মাস ৩০ দিনে গণনা করা হইত। অক্টোবর মাস রোমুলুসের বর্ষে ৩১ দিনে গণনা করা হইত; এবং অক্টোবর মাস অষ্টম মাস ছিল (Octo=eight)। রোমুলুস-প্রবর্তিত বর্ষে 'পূর্ণ' মাস ছিল চারিটী:—মার্চ, মে, জুলাই ও অক্টোবর। ইহাদের প্রত্যেকের দিন-সংখ্যা ছিল ৩১। বাকী ছয় মাসের দিন-সংখ্যা ছিল ৩০। ইহাতে কিন্তু বৎসরে মাত্র ৩০৪ দিন নির্ধারিত হয়; চান্দ্র বা সৌর-বৎসরের কোনটীর দিনসংখ্যার সহিত ইহার সামঞ্জস্য হয় না। রোমদেশে প্রথমে রাজা নুমা বার মাসে বৎসর গণনার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইনি ডিসেম্বরের পরে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস জুড়িয়া দেন (Censorinus, XX. 4)। রাজা নুমার বর্ষগণনায়ও অক্টোবর মাস ৩১ একত্রিশ দিনে ধরা হইত। এ মতে মার্চ ৩১, এপ্রিল ২৯, মে ৩১, জুন ২৯, কুইনটিলিস ৩১, সেক্‌টিলিস ২৯, সেপ্টেম্বর ২৯, অক্টোবর ৩১, নভেম্বর ২৯, ডিসেম্বর ২৯, জানুয়ারী ২৯, ফেব্রুয়ারী ২৮ দিন; ইহাতে বৎসরে ৩৫৫ দিন হয়। বর্ষগণনায় বিবিধ অসুবিধা হয় দেখিয়া পরে চান্দ্র ও সৌর বৎসরের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হয়। সুপ্রসিদ্ধ জুলিয়াস সিজার গণিতজ্ঞ সোসিগেনেসের (Sosigenes) সাহায্যে ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা করেন। ইঁহার সংশোধিত বর্ষ ৪৫ খৃঃ পূর্বাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হয়; ইহাকে 'জুলিয়ান-বৎসর' বলা হইত। ৪৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ৩ মাস অতিরিক্ত ধরিয়া চান্দ্র ও সৌর বৎসরের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। ইহাতে প্রত্যেক বৎসর ৩৬৫ দিনে ধরা হইত; প্রত্যেক চতুর্থবর্ষে ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন অতিরিক্ত ধরিয়া সেই বৎসরকে ৩৬৬ দিনে গণনা করা হইত। রোমে প্রাচীনকালে প্রধানতঃ ধর্ম ও কৃষি-সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে সংস্রব রাখিয়া বর্ষগণনা ও মাসের নাম নির্ধারণ করা হইত। ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবর্তন-অনুসারে যে মাসগুলির নাম করা হইয়াছে তাহা মাসের নামের অর্থ অনুধাবন করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। প্রথমে মার্চ মাস হইতে বর্ষ-গণনা করা হইত। মার্চ একজন দেবতার নাম ['জুলিয়ান-বৎসর দ্র°']।

জুলিয়ান বৎসর ১৫৮২ খৃঃ পর্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী পঞ্জিকায় যে সামান্য ভুলটুকু ছিল তাহাও সংশোধন করিয়া দেন। এক্ষণে 'গ্রিগোরিয়ান' পঞ্জিকা অনুসারেই বর্ষ-গণনা চলিতেছে। অক্টোবর মাস অষ্টম মাসের স্থলে দশম মাস জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষারম্ভ চলিয়াছে। ৮ দিনের যে ভুল ছিল তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

টিউটন জাতির প্রাচীন বর্ষ-গণনা সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণী পাই (Bede's Treatise, de Temporum Ratione, chap. 15) তাহাতে অক্টোবর মাসের নাম আমরা Winterfylleth পাই (Winterfylleth= winter+full moon); অক্টোবর মাসের প্রথমে পূর্ণিমা পড়ে বলিয়া এবং শীতঋতুর প্রথম মাস বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

Miklosich আলোচনা করিলে প্রাচীন শ্লাভজাতির মাসগুলির নাম জুলিয়ানবৎসর অনুসারে প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া যে দেওয়া হইয়াছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

[Censorinus: de Die Natali, Ch. XX. Th. Mommsen: Rom. Chronol, bis auf Caesar, 1859; A. Bouche-Leclercq: Les Pontifes, 1871, 133 ff, 227ff. Marquardt: Rom. Staat sverwaltung, 281 ff. H. Mattat: Rom. Chronol. 1883-84. Smith: Dict. of Gr. Rom. Ant. 1890. I, 340 ff. G. Wissowa: Religion und Kultus der Romer, 1902. W. Warde fowler: Roman festivals of the period of the Republic, 1899. Introd.]

শ্রীতারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অক্‌টোবর ক্লাব—ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলবি°। এই দলে উদারমতাবলম্বী 'টোরি'রা ও জ্যাকোবাইট-দলভুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বলিংব্রোক এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হার্লেসর মতকে খণ্ডন করাই এই ক্লাবের সভ্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

অক্‌ট্রৈয়—(Octroi) কোন কোন আহারীয় ও ব্যবহার্য বস্তুর উপর ধার্য শুল্ক। বাহির হইতে সহরে ঐ সকল বস্তু আনয়ন করিতে হইলে পরমিটের শুল্কাগারে যে টেক্স দিতে হয়; ইহা স্থানীয় পরমিট-শুল্ক।

অক্‌ তপ—রুশ-অফগান সীমান্তে 'পঞ্জদেহ' (Panjdeh) ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে 'শ্বেতবর্ণ স্তূপের নাম। 'তপ' অর্থে স্তূপ। দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত কুষ্ক নদীর দুই তীরে দুইটী স্তূপ দেখা যায়—একটী অক্‌-তপ, অপরটী কিজিল তপ (কিজিল তপ দ্র°)। চন্দ্রালোকে স্তূপটী অতি সুন্দর দেখায়।

[Col. Sir J. H. Holdich: The Indian Borderland, London, 1909,121, 125, 129; James Burgess: The Chronology of India, Ed, 1913, 411]

অক্‌বর—বাবরের বংশের তৃতীয় সম্রাট্।

বাল্যজীবন—১৫৪২ খ্রীঃ ১৫ই অক্টোবর (৯৪৯ হিঃ—৫ই রজব) রবিবারে সম্রাট্ জলালুদ্দীন মুহম্মদ অক্‌বর সিন্ধুদেশের উমরকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন[১] তৎকালে তাঁহার পিতা হুমায়ুন সিংহাসন হারাইয়া সেইস্থানে "রাণা প্রসাদের" আশ্রয় লইয়াছিলেন (হুমায়ুন দ্র°)। মাতার নাম "হমীদা বানু

১ আবুল ফজল "অক্‌বরনামায়" অক্‌বরের জন্মতারিখ লিখিয়াছেন ১লা রজব। অনেক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন ১৫ শা'বান।

বেগম *।[১] হুমায়ূনের পারস্য অভিমুখে পলায়ন-কালে অক্‌বর কনিষ্ঠ খুল্লতাত মির্জা অস্করীর হস্তে পতিত হন; ১৫৪৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মির্জা কামরানের নিকট কাবুলে অক্‌বরকে প্রেরণ করেন (অস্করী ও কামরান দ্র°)। হুমায়ূন কাবুল পুনরধিকার করিলে পিতাপুত্রে মিলন হইল। ১৫৪৫খ্রীঃ ১৫ই নভেম্বর—১০ রমজান)[২]। হুমায়ূনের অনুপস্থিতি-কালে কামরান পুনরায় কাবুল অধিকার করেন (১৫৫০খ্রীঃ) এবং অক্‌বর পুনরায় পিতৃব্যের কবলে পতিত হন। হুমায়ূন কাবুল অবরোধ করিলে অক্‌বরকে গোলাগুলির সম্মুখে প্রাচীরের উপরে বসাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু "মাহম অনগহ" নামক রমণীর কৌশলে সম্রাট্‌-পুত্রের প্রাণরক্ষা হয় (মাহম অনগহ দ্র°)। হুমায়ূন কাবুল পুনরধিকার করিলে পিতাপুত্রে পুনরায় মিলন হইল। খৈবার গিরিবর্ত্মের নিকট কামরান রাত্রিযোগে আক্রমণ করিলে হিন্দাল মির্জা নিহত হন (৯৫৮হিঃ ২১ জিলক'দ—১৫৫১খ্রীঃ ১২এ নভেম্বর)। মৃত পিতৃব্যের কন্যা 'রকিয়া সুলতানার' সহিত অক্‌বরের বিবাহ হইল এবং অক্‌বর শ্বশুরের সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন। সুলতান সিকন্দর অফগান সরহিন্দ আক্রমণ করিলে অক্‌বর সেনাপতি বৈরম খাঁ ও চগতাই সেনাপতি-গণের সাহায্যে তাঁহাকে পরাজিত করেন (১৫৫৫খ্রীঃ)। ২২এ জুন হুমায়ূন এই সময় অক্‌বরকে যুবরাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়া এই বিজয়বার্তা দিকে দিকে প্রচারিত করেন।

রাজ্যাভিষেক ও নাবালক অবস্থা—৯৬৩ হিঃ ৮ই রবী'-উল্ আওয়ল (১৫৫৬ খ্রীঃ ২১শে জানুয়ারী) সন্ধ্যার সময় সম্রাট্‌ পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে আহত হন এবং ১৫ই তারিখে (২৮ এ জানুয়ারী) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময় অক্‌বর পঞ্জাবে কলানোরে সেকেন্দর সুরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন—তিনদিন পরে এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা তাঁহার কর্ণগোচর করান হয়। অশৌচান্তে কলানোরেই অক্‌বরের রাজ্যাভিষেক হয় (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২রা রবী'উস্ সানি)। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ৯ মাস। সেনাপতি বৈরম খাঁ অক্‌বরের অভিভাবক হইলেন (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২ রবী'উস্‌সানি)। এই বৎসর হইতে অক্‌বর ফসলী বৎসর এবং ইলাহী অব্দ প্রচলিত করেন (১১ই মার্চ—২৭ রবী'-উল-আখির; ইলাহী ১) [ইলাহী দ্র°]।

অক্‌বরের জ্ঞাতি সুলেমান মির্জা কাবুল অধিকার করেন, কিন্তু পরে বদখ্‌শানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। অক্‌বরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা হকীম কাবুলের নামমাত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার মাতা মহচুচক বেগম ও তাঁহার শিক্ষক মুনিম খাঁ তাঁহার অভিভাবক হইলেন। মুহম্মদ শাঁ অদলীর সেনাপতি ও মন্ত্রী হিমু দিল্লী আক্রমণ করেন এবং সম্রাটের সেনাপতি তর্দিবেগ খাঁ তাঁহার হস্তে পরাজিত হ'ন। [তর্দিবেগ খাঁ দ্র°]। বিখ্যাত পানিপথ-ক্ষেত্রে সেনাপতি বৈরম খাঁর নেতৃত্বে সম্রাট্‌ অক্‌বর বীরবর হিমুকে পরাজিত করেন (৫ই নবেম্বর—২রা মুহর্‌রম, ৯৬৪ হিঃ) [দ্বিতীয় পাণিপথ যুদ্ধ দ্র°]। বৈরম খাঁ স্বহস্তে আহত ও মুমূর্ষু হিমুর শিরশ্ছেদ করেন [হিমু দ্র°]। ইহার পর সেনাপতি হাজী খাঁ অজমের, নগোর প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। *

সম্রাটের বাহিনী ছয়মাস মনকোট অবরোধ করিলে সিকন্দর সুর ভগোদ্যম হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পুত্র অবদুল রহমনকে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন (ইলাহী-২—১৫৫৭খ্রীঃ, জুলাই—৯৬৪ হিঃ রমজান)। সন্ধি স্থাপিত হইলে দুর্গ সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয় (২৭এ রমজান)। ৯৬৬ হিঃ, ১৭ই মুহর্‌রম অক্‌বর দিল্লী হইতে আগ্রায় গমন করেন ও বাদলগড় দুর্গে অবস্থান করেন (ইঃ-৩—১৫৫৮ খ্রীঃ ৩০এ অক্টোবর)। এই সময় হইতে দিল্লীর পরিবর্তে আগ্রাই নূতন রাজধানী হইল। এই বৎসর মীর অবদুল-লতীফ কজ্‌বীনী সম্রাটের শিক্ষক নিযুক্ত হন। সম্রাট্‌ তাঁহার নিকট গজ্‌ল্ পাঠ করিতেন।[৩] অক্‌বরের সেনাপতিগণ[৪] কয়েকদিন অবরোধের পর গোয়ালিয়র দুর্গ জয় করেন (রবী-'উল-আখির) [গোয়ালিয়র দ্র°]।

৯৬৬ হিঃ (ইঃ-৪—১৫৫৯ খ্রীঃ) খাঁ জ়মান্ 'অলী কুলি শৈবানী, জৌনপুর ও বারাণসী সম্রাটের অধিকারভুক্ত করেন। এই বৎসর হবীব 'অলী খাঁ রণথম্বর দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু দুর্গ জয় করিতে না পারিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ উৎসন্ন করেন। কিছুদিন পরে খাঁ জ়মানের ভ্রাতা বহাদুর খাঁ মালবের অফ্‌গান নৃপতি বাজ়-বহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন, কিন্তু রাজ-ধানীতে বৈরম খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া অর্ধপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সম্রাট্‌ মাহম অনগহ,[৫] তাঁহার পুত্র অধম খাঁ ও দিল্লীর শাসনকর্তা শাহাবুদ্দীন অহ্‌মদ খাঁর চক্রান্তে খান্ খানান্ বৈরম খাঁর উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। একটা হঠকারিতায় বৈরম সম্রাটের অত্যন্ত বিরক্তি-ভাজন হইলেন। সম্রাট্‌ বৈরমকে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, এখন হইতে রাজকার্য তিনি স্বয়ং পর্যালোচনা করিবেন (ইঃ-৫—১৫৬০ খ্রীঃ, মার্চ—জুমাদাল্‌আখির ৯৬৭ হিঃ)। তাহারপর সম্রাটের রাজ্যভার গ্রহণের কথা সমস্ত সাম্রাজ্যে ঘোষিত হইল। কতকটা বাধ্য হইয়া[৬] বৈরম

---

* ইঁহার মৃত্যুর পর লোকে ইঁহাকে মরিয়ম-ই-মকানী (Mary of the Age) বলিয়া অভিহিত করিত।

২ এই সময়ে অস্করী ও হিন্দাল হুমায়ূনের সহিত যোগ দেন; কামরান সিন্ধুদেশে পলায়ন করেন। অক্‌বরনামায় এই তারিখ লিখিত আছে ১২ই রমজান ৯৫২ হিঃ।

* অক্‌বরনামা দ্র°।

৩ EHI, v. 259; Tabakat-i- Akbari.

৪ হবীব 'আলী সুলতান, মহ্‌মূদ 'আলী কোর এবং কিয়া খাঁ।

৫ এই সময় মাহম অনগহ রাজ-অন্তঃপুরে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজমাতা ও স্বয়ং সম্রাট্‌ তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন।

৬ বৈরমের শত্রুগণ সম্রাট্‌কে বুঝাইল যে তিনি পঞ্জাব আক্রমণ করিতে যাইতেছেন। এইরূপে সম্রাটের সেনাপতিগণ অবিরত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। মক্কা যাইবার পথে গুজরাটে একজন লোহানী অফগানের হস্তে বৈরম খাঁ নিহত হন। ৯ই নভেম্বর ১৫৬০ খ্রীঃ।

খাঁ বিদ্রোহী হইলেন এবং পরাজিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। [বৈরম খাঁ দ্র°]।

সাম্রাজ্য-বিস্তার ও বিদ্রোহ-দমন—অক্‌বর যখন স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে পঞ্জাব ও পূর্বে জৌনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বারাণসী, চুনার, বঙ্গ ও বিহার তখন সূর-বংশীয় পাঠান নৃপতিগণের অধীনে ছিল। দাক্ষিণাত্যে মুঘ্‌ল-প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। সম্রাট অক্‌বর সাম্রাজ্য-বিস্তারে বদ্ধপরিকর হইলেন। (ই:-৬—১৫৬১ খ্রী:—৯৬৮ হি:)। অধম খাঁ ও পীর মুহম্মদ খাঁ মালব আক্রমণ করেন। বাজ়্‌বহাদুর সারঙ্গপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে তাঁহার পত্নীগণ[৭] ও ধনরত্নাদি অধম খাঁর হস্তে পতিত হয়। অধম খাঁ অনন্ত ধনরত্নাদি আত্মসাৎ করিয়া বিদ্রোহের ভাব প্রদর্শন করিলে সম্রাট্ স্বয়ং মালবে গমন করেন; তখন অধম খাঁ সম্রাটের প্রাপ্য যাহা কিছু সমস্তই সম্রাট্‌কে উপঢৌকন দেন।

সম্রাট্ মালব হইতে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করার কয়েক মাস পরে মুহম্মদ শাহ্ আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শের খাঁ[৮] জৌনপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যান।*

৯৬৯ হি:, ৮ই জুমাদল আওওল সম্রাট্ কুৎবুল্‌-ঔলিয়া খ্বাজা মুইনুদ্দীন চিশ্তীর সমাধি দর্শন করিবার জন্য অজ্‌মের যাত্রা করেন; পথিমধ্যে অম্বরের রাণা বিহারীমল ও তাঁহার পুত্র ভগবানদাস সম্রাটের অভ্যর্থনা করেন। সম্রাট্ বিহারীমলের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অজমেরে অবস্থানকালে সম্রাট্ মারবাড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মির্থা দুর্গ অধিকার করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। বহু আয়াসে ঐ দুর্গ অধিকৃত হয়[৯] (ই:-৭—১৫৬২ খ্রী:, মার্চ—৯৬৯ হি:, রজব)।

মালবের শাসনকর্তা পীর মুহম্মদ খাঁর সহিত বাজ়্‌বহাদুরের দুইবার যুদ্ধ হয়, প্রথম যুদ্ধে বাজ়্‌বহাদুর পরাজিত হইয়া খান্দেশে পলায়ন করেন; পরে বুর্হানপুর ও আসীরের শাসনকর্তৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া পীর মুহম্মদকে পরাজিত করেন। পীর মুহম্মদ পলায়নকালে নর্মদার জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। কিছুদিনের জন্য মালব বাজ়্‌-বহাদুরের হস্তগত হয়। ইহার পর অবদুল্লা খাঁ উজ়্‌বেকের হস্তে পরাজিত হইয়া বাজ়্‌-বহাদুর রাণা উদয়সিংহের শরণাপন্ন হ'ন। এই বর্ষের শেষভাগে পারস্য-সম্রাট্ শাহ্ তহ্‌মাস্‌প সুফী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়িদ বেগকে রাজদূতরূপে অক্‌বরের রাজসভায় প্রেরণ করেন। অক্‌বরের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (ই:—৮; ১৫৬৩ খ্রী: ১৩ই আগষ্ট—৯৭০ হি:, ১২ই রমজ়ান) পঞ্জাবের শাসনকর্তা শমসুদ্দীন মুহম্মদ "খান্-ই-'আজ়ম" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অধম খাঁ তাঁহাকে হত্যা করেন। এই অপরাধে অধম খাঁকে ছাদ হইতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করা হয় [অধম খাঁ দ্র°]। ইহার চল্লিশ দিন পরে ধাত্রী মাহম পুত্রশোকে দেহত্যাগ করে।

সম্রাট্ অক্‌বর—মুঘ্‌ল-দরবারে চিত্রকর-কর্তৃক অঙ্কিত রেখাচিত্র

এই বৎসর গক্‌খরদিগের রাজ্য আদম খাঁর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া পূর্ব রাজবংশীয় কমাল খাঁকে প্রদান করা হয়[১০] [আদম খাঁ গক্‌খর দ্র°]।

অক্‌বরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মুহম্মদ হকীমের অভিভাবক মুনি'ম খাঁ কাবুল হইতে আগ্রায় আসিলে হকীমের অভিভাবকের পদ লইয়া গোলযোগ হয়। এই সূত্রে মহচূচক বেগমের সহিত মুনি'ম খাঁর অধীন সম্রাট্-বাহিনীর এক যুদ্ধ হয়। বেগম পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু মুনি'ম খাঁ কাবুলে না গিয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন। নাগোরের জায়গীরদার মির্জা শরফুদ্দীন হুসেন আমীর-উল্‌-উমরা বিদ্রোহী হ'ন। এই সময়ে হুমায়ুনের প্রিয়পাত্র অবুল্‌-'আমলী মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্রোহী শরফুদ্দীনের সহিত যোগদান করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া কাবুলে আশ্রয় গ্রহণ করেন—সেইখানে মির্জা হকীমের ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়[১১]।

মুহম্মদ শাহ্ আদলীর ফত্তু নামক এক

---

৭ প্রধানা মহিষী রূপমতী বিষপানে আত্মহত্যা করেন [রূপমতী দ্র°]

৮ দ্বিতীয় সের খাঁ চুনার ও বর্ধমানের পূর্বভাগের অধীশ্বর ছিলেন।

* Burgess এর "chronology of Modern India" গ্রন্থে লিখিত আছে অক্‌বর ইহার পর মূনকোট ও নাগোর অধিকার করিয়া এক হিন্দুরাজাকে প্রদান করেন, কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা ঠিক নহে।

৯ দেবীদাস ও জয়মল দুর্গ রক্ষা করিতে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন [দেবীদাস ও জয়মল দ্র°]।

১০ সিবালিক পর্বতশ্রেণী হইতে কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত সিন্ধুনদের তীরবর্তী সমস্ত ভূভাগ গক্‌খরদিগের অধিকৃত ছিল।

১১ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অবুল ম'আলি তাঁহার শ্বশ্রূ মহচূচক বেগমকে হত্যা করিয়া কাবুলের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। মুহম্মদ হকীম বদখশানে মির্জা সুলেমানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অবুল ম'আলি সুলেমানের হস্তে পরাজিত হইয়া বন্দী হন এবং মির্জা হকিমের আদেশে শ্বাসরোধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ক্রীতদাস চূনার দুর্গের রক্ষক ছিল সে সম্রাটের সেনাপতি 'আসফ খাঁর হস্তে ঐ দুর্গ ছাড়িয়া দেয়[12]। (ইঃ-৯—১৫৬৪ খ্রীঃ)। 'আসফ খাঁ করা প্রদেশের শাসনকর্তা হইয়া গোণ্ডোয়ানা আক্রমণ করেন। গোণ্ডোয়ানার নাবালক রাজার পক্ষে তাঁহার মাতা রাণী দুর্গাবতী রাজ্যশাসন করিতেন; জব্বলপুরের নিকট গড়া ও মণ্ডলার মধ্যবর্তী এক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধের পর দুর্গাবতী পরাজিত হ'ন ও গোণ্ডোয়ানা অক্‌বরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয় [দুর্গাবতী দ্র°]।

সম্রাট্ অক্‌বরের রাজত্বের নবম বর্ষে মণ্ডুর শাসনকর্তা অবদুল্লা খাঁ উজ্‌বেক বিদ্রোহী হ'ন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করেন[13]। (৯৭১ হিঃ) ইহার পর খান্দেশের শাসনকর্তা মীরান মুবারক খাঁ অক্‌বরকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া একজন দূত প্রেরণ করেন[14]। এই বৎসর সম্রাটের হাসান ও হুসেন নামক যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহারা মাত্র এক মাস জীবিত ছিল।

এই বৎসর অক্‌বরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মুহম্মদ হকীম বদখশানের শাসনকর্তা মির্জা সুলেমান-কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে সম্রাটের আদেশে পঞ্জাবের জায়গীরদারগণ তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন [মির্জা সুলেমান ও মির্জা মুহম্মদ হকীম দ্র°]।

অক্‌বরের রাজত্বের দশমবৎসরে (ইঃ—১০, ১৫৬৫ খ্রীঃ ৯৭২ হিঃ) উজ্‌বেক ওমরাহ্‌গণ বিদ্রোহী হন। অবদুল্লা খাঁ উজ্‌বেগের প্রতি সম্রাটের কঠোর ব্যবহারে উজ্‌বেক ওমরাহ্‌গণ মনে করিয়াছিলেন যে সম্রাট্ তাঁহাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। এই আশঙ্কায় সিকন্দর খাঁ, ইব্রাহিম খাঁ ও অলীকুলী খাঁ বিদ্রোহী হইলেন। এই বৎসর জৌনপুরে বিদ্রোহের সূচনা হইল। বিদ্রোহিগণ বঙ্গের অফগান-শাসনকর্তা সুলেমান কিরানীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। যাহাতে সুলেমান কিরানী বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিতে না পারেন, এইজন্য উড়িষ্যার হিন্দু রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন।* ইহার পর সহসা সেনাপতি আসফ খাঁ বিদ্রোহী হইলেন; সেনাপতি মুজাফ্ফর খাঁ তাঁহার হস্তে পরাজিত হইলেন। তাহার পর বিদ্রোহী উজ্‌বেক ওমরাহ্‌গণ সম্রাটের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে সম্রাট্ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে পুনরায় 'আলী কুলী খাঁ বিদ্রোহী হন; পরে আবার সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করেন (৯৭৩ হিঃ)।

অক্‌বরের রাজত্বের একাদশ বর্ষের প্রথমভাগে (ইঃ—১১) 'আসফ খাঁ পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। এইরূপে বিদ্রোহদমন হইল। এই সময়ে মির্জা সুলেমান চতুর্থবার কাবুল আক্রমণ করিলে মির্জা হকীম পুনরায় সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এদিকে আবার মাতুল ফরীদুন খাঁর প্ররোচনায় হকীম লাহোর আক্রমণ করেন, (১৫৬৬ খ্রীঃ, ৯৭ হিঃ)। সম্রাট্ স্বয়ং লাহোরের দিকে অগ্রসর হইলে হকীম সরিয়া পড়েন [মির্জা মুহম্মদ হকীম দ্র°]।

সম্রাট্ অক্‌বর লাহোরে গমন করিলে সম্বল সরকারের জায়গীরদার মির্জাগণ* বিদ্রোহী হন, কিন্তু স্থানীয় জায়গীরদারগণের সমবেত আক্রমণে তাঁহারা মালবে পলায়ন করেন (ইঃ—১২)। ইহার পর উজ্‌বেক ওমরাহ্‌গণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া কনৌজ ও অযোধ্যা অধিকার করেন। অসীম ধৈর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সম্রাট্ এই সকল বিদ্রোহ দমন করেন ['আলী কুলী খাঁ, বহাদুর খাঁ ও সিকন্দর খাঁ দ্র°]।

সম্রাট্ মেবার আক্রমণ করিয়া চিতোড় দুর্গ অবরোধ করেন (১৫৬৮ খ্রীঃ, ৪ ফেব্রুয়ারী), ৯৭৫ হিঃ, ৫ শা'বান)। বেদনুরের জয়মল ও কৈলবার পত্তা অমিতবিক্রমে দুর্গ রক্ষা করেন। অক্‌বর-নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে জয়মল নিহত হইলে রাজপুত বীরগণ সমরাঙ্গণে আত্মাহুতি দেন। বীরনারীগণ জহরব্রতে পুড়িয়া মরেন। জেতৃগণ চিতোড় অধিকার করিয়া নিষ্ঠুরভাবে নগরবাসিগণকে হত্যা করেন [চিতোড় দ্র°]।

ইহার পর সম্রাট্ অক্‌বর রণথম্ভর দুর্গ অধিকার করেন (ইঃ—১৩, ১৫৬৯ খ্রীঃ ২২এ মার্চ—৯৭৬ হিঃ ৭ শওয়াল)। ইহার পর রেবার রাজা রামচন্দ্র ভীত হইয়া কালিঞ্জর দুর্গ সম্রাটের হস্তে ছাড়িয়া দেন (ইঃ—১৪, জুলাই—৯৭৭ হিঃ, সফর) [কালিঞ্জর দ্র°]।

ইহার কিছুদিন পরে ফতেপুর সিক্রিতে[15] ফকির সলিম চিশ্তীর আশ্রমে সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সুলতান সলিম মির্জা জন্মগ্রহণ করেন (৩০এ আগষ্ট বুধবার, ১৮ রবী'উল অওয়ল) [সলিম দ্র°]।*

(১৫৭০ খ্রীঃ) বাজবহাদুর সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করেন; সম্রাট্ তাঁহাকে দুইহাজারী মনসবদার পদ দান করেন এবং মালব অক্‌বরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

৭ই জুন, (ইঃ—১৫ ৯৭৮ হিঃ ৩ মুহররম ১৫৭০ খ্রীঃ) সম্রাটের নাগোরে অবস্থানকালে মারবাড়রাজ মালদেব সম্রাটের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেনকে দূত-স্বরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিকানীর রাজ

---

১২ অবুল ফজলের মতে অক্‌বরের রাজত্বের অষ্টবর্ষে সম্রাট্ আসফ খাঁকে চুনার দুর্গ জয় করিতে পাঠাইলে কত্তু ভীত হইয়া আসফ খাঁর হস্তে দুর্গ ছাড়িয়া দেন।

১৩ তখন গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন চঙ্গিস খাঁ [চঙ্গিস খাঁ দ্র°]।

১৪ সম্রাট্ তাঁহার এক কন্যাকে পুত্রের সহিত বিবাহ করিবার জন্য চাহিয়া পাঠান। মুবারক খাঁ সানন্দে তাঁহার এক কন্যাকে সম্রাটের সেবার জন্য প্রেরণ করেন।—EHI. v. 290.

* এই সময় আগ্রার পুরাতন দুর্গ ভাঙ্গিয়া প্রস্তর-নির্মিত নূতন দুর্গের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়। চারি-বৎসরে দুর্গনির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

* মুহম্মদ হুসেনমির্জা, ইব্রাহিম হুসেনমির্জা, আকিল হুসেন মির্জা, উলুগ মির্জা, শাহমির্জা দ্র°]

১৫ সম্রাট্ ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে সিক্রীগ্রামে একটি নগর স্থাপনের কল্পনা করিয়া তাহা নানা সৌধে শোভিত করিতেছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়াছিলেন ফতেপুর।

* ইহার কিছুদিন পরে সম্রাট্ কাশ্মীরে হুসেন শাহের দরবারে কয়েকজন দূত প্রেরণ করেন [হুসেন শাহ দ্র°]।

কল্যাণ-মল্ল ও তাঁহার পুত্র রায় সিং এইস্থানে সম্রাট্‌কে কর দান করেন। সম্রাট্‌ কল্যাণ-মল্লের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

অক্‌বরের রাজত্বের ষোড়শ বর্ষে (১৫৭১খ্রীঃ) সিন্ধুদেশের মানীল ও বকর দুর্গ সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়* [মানীল ও বকর দ্র°]।

পর বৎসর (ইঃ—১৭) গুজরাটে অভিজাত ও সামন্তবর্গ পরস্পর পরিস্পরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল; তাহার উপর সম্রাটের জ্ঞাতি মির্জাগণ গুজরাটে উপস্থিত হইয়া নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকিলে 'ইৎমাদ খাঁ সম্রাট্‌ অক্‌বরকে গুজরাট অধিকার করিতে নিমন্ত্রণ করেন।

সম্রাট্‌ ফতেপুর সিক্রী হইতে গুজরাট-অভিযানে যাত্রা করেন (১৫৭২ খ্রীঃ জুলাই, ৯৮০ হিঃ ২০এ সফর)। নাগোরের নিকট সম্রাট্‌ সংবাদ পাইলেন আজমেরে শেখ দানিয়েলের আশ্রমে তাঁহার একটী পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে; ইনিই কুমার দানিয়েল। ইহার পর সম্রাট্‌ সিরোহীতে পৌঁছিয়া রায়সিং বিকানিরীকে যোধপুরে প্রেরণ করেন যাহাতে মেবারের রাণা বা অন্যান্য রাজপুত রাণাগণ তাঁহার এই অভিযানে বাধা না দিতে পারেন। ইহার পর সম্রাট্‌ পাটনে উপস্থিত হইয়া তৃতীয় মজঃফরের হস্ত হইতে রাজদণ্ড গ্রহণ করেন (১লা সেপ্টেম্বর)। সম্রাট্‌ অহমদাবাদে পৌঁছিলে শের খাঁ ফুলাদী অবরোধ উঠাইয়া পলায়ন করেন। অহমদা-বাদের শাসনকর্তা 'ইৎমাদ খাঁ ও অন্যান্য সামন্তরাজগণ অক্‌বরকে তাঁহাদের সম্রাট্‌ বলিয়া অভিবাদন করেন। সম্রাট্‌ বড়োদায় উপস্থিত হইয়া অহমদাবাদকে গুজরাটের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর সুরাট অধিকার করেন [সুরাট দ্র°]।[১৬] ডিসেম্বর মাসে সর্নাল নামক স্থানে ইব্রাহিম হুসেন মির্জার সহিত সম্রাটের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। ইব্রাহিম পরাজিত হইয়া পাটনে পলায়ন করেন। মির্জাগণ সম্রাটের এক বাহিনীকে পাটনের নিকট পরাজিত করেন।

সম্রাটের সেনাপতি 'আজ.ম খাঁ পাটনের নিকট ফুলাদী ও মির্জাগণের সমবেত শক্তিকে পরাজিত করেন। মুহম্মদ হুসেন মির্জা দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন (১৫৭৩ খ্রীঃ ২২এ ফেব্রুয়ারী)। খান্‌-ই-'আজ.মকে গুজরাটের শাসনভার অর্পণ করিয়া সম্রাট্‌ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন (ইঃ-১৮, ১০ই জি.লহিজ্জ —১০ই এপ্রিল)। পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন ইব্রাহিম মির্জার মুলতানে মৃত্যু হইয়াছে [ইব্রাহিম মির্জা দ্র°]। সম্রাট্‌ রাজধানীতে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে অহমদাবাদে আবার বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। সম্রাট্‌ নয় দিনে উষ্ট্রী, শকট ও অশ্বারোহণে অহমদাবাদে পৌঁছিলেন এবং বিদ্রোহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। এই সময়ে সেনাপতি হুসেন কুলী খাঁ নগরকোট অধিকার করেন [নগর-কোট দ্র°]।*

এই সময় সিন্ধুদেশে সন্নিহিত ভক্কর প্রদেশ সম্রাটের অধিকারে আসিল। এইরূপে অক্‌বর সিন্ধুদেশের উত্তরার্ধের অধীশ্বর হইলেন (১৫৭৪ খ্রীঃ—৯৮২ হিঃ)।

ইঃ—১৯-২০। বঙ্গদেশে অফগান শাসন-কর্তা দাউদ খাঁর সহিত সম্রাটের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। দাউদ গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থলে খান্‌খানান্‌ মুনি'ম খাঁকে আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মুনি'ম খাঁ পাটনা আক্রমণ করিলেন। সম্রাট্‌ স্বয়ং পাটনার দিকে অগ্রসর হইলেন। সেনা-পতি 'আলম খাঁ হাজীপুর অধিকার করিলেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন (১১ই আগষ্ট)। মুনি'ম খাঁ বঙ্গ ও বিহারের শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন. গৌড় তাঁহার রাজধানী হইল। দাউদ খাঁ মুগ.লমারী নামক স্থানে রাজা তোড়রমল ও মুনি'ম খাঁর হস্তে পরাজিত হইলেন (১৫৭৫ খ্রীঃ ৩রা মার্চ ২০এ জি.লকদ)। ইহার পর কটকে সন্ধি স্থাপিত হইল। দাউদ সম্রাট্‌কে বঙ্গ ও বিহার ছাড়িয়া দিলেন। সম্রাট্‌ দাউদকে উড়িষ্যার অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন (১২ই এপ্রিল—৯৮৩ হিঃ, ১লা মুহরম) [দাউদ খাঁ দ্র°]।

১৫৭৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে মুনি'ম খাঁর মৃত্যু হয়। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্‌বর শিখগুরু রামদাসকে অমৃতসর শহর জায়গীরস্বরূপ দান করেন এবং এইস্থানেই শিখেরা বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন। ইহা হইতে অক্‌বরের পরধর্ম-মতসহিষ্ণুতা ও পরধর্ম গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুনি'ম খাঁর মৃত্যুর পর খাঁ জহান হুসেন কুলী খাঁ বাঙ্গলার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন (ইঃ—২২), কিন্তু পঞ্জাব হইতে তাঁহার বঙ্গদেশে পৌঁছিবার পূর্বে দাউদ খাঁ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এদিকে গোগান্দা বা হলদীঘাটের যুদ্ধে সেনাপতি মানসিংহ মেবারের রাণা প্রতাপসিংহকে পরাজিত করেন (১৮ই জুন, ৯৮৪ হিঃ, ২১ রবী'উলঅওয়ল)। [প্রতাপসিংহ দ্র°]।

হুসেন কুলী খাঁ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া কয়েকটী যুদ্ধের পর রাজমহলের নিকট দাউদ খাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন। হতভাগ্য দাউদের ছিন্নশির সম্রাটের নিকট প্রেরিত হয় ১২ই (জুলাই—১৫ই রবী'উল আখেরী)। [দাউদ খাঁ দ্র°]।

বুরহানপুর ও আসিরগড়ের শাসনকর্তা রাজা 'আলী খাঁ সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য তাঁহাকে দমন করা আবশ্যক হইলে কয়েকজন আমীরকে মালবে প্রেরণ করা হইল (ইঃ—২৩) [রাজা 'আলী খাঁ দ্র°]।

১৫৭৮ খ্রীঃ রাজা তোড়রমলকে গুজরাটে রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে

---

* মারবাড়ের স্বয়ং না আসিয়া পুত্রকে সম্রাটের নিকটে প্রেরণ করায় সম্রাট্‌ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ৯৮০ হিজরীতে সম্রাট্‌ কল্যাণমল্লের পুত্র রায়সিংকে যোধপুরের শাসনভার দান করেন (Burgess, 44. BF, ii, 235)

১৬ পথিমধ্যে ইব্রাহিম হুসেন সম্রাট্‌কে আক্রমণ করেন। রাজা বিহারীমল্লের পুত্র ভূপতি তাঁহাকে বিশেষ যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। রাজা ভগবানদাস ও সম্রাট্‌ স্বয়ং অদ্ভুত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে পরাজিত করেন।

* এই বৎসর মালদেবের মৃত্যুর পর চন্দ্রসিং মারবাড়ের রাজা হইলেন ও তাঁহার ভগিনী যোধবাঈয়ের সহিত সম্রাটের বিবাহ দিলেন।

মির্জা ইব্রাহিমের পুত্র মজঃফর হুসেন গুজরাটে উপস্থিত হইলে তাঁহার পক্ষ হইতে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। গুজরাটের শাসনকর্তা ওয়াজি.র খাঁ রাজা তোডরমলের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন [মজঃফর হুসেন মির্জা দ্র°]।

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (ইঃ—২৪) সম্রাট্ মা'সুম খাঁ নামক একজন বীরপুরুষকে ৫০০ সৈন্যের অধিনায়কত্ব ও বিহারে কিছু জায়গীর দান করেন[১৭] [মা'সুম খাঁ দ্র°]। মেবাড়ের রাণা প্রতাপসিংহ সম্রাটের সেনাপতিগণ দ্বারা বিতাড়িত হইয়া জঙ্গলে ও পর্বতে আত্মগোপন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বঙ্গের শাসনকর্তা হুসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গের অফগানগণ বিদ্রোহী হয়। বিহারের শাসনকর্তা মজঃফর খাঁ বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

পর বৎসর (ইঃ—২৫) অক্‌বর কাশ্মীরের রাজ্যচ্যুত য়ুসুফ খাঁকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন [য়ুসুফ খাঁ দ্র°]।

১৫৮০ খ্রীঃ মজঃফর খাঁ বঙ্গের শাসনকর্তা হইয়া কোনপ্রকার কর পাঠাইতে পারেন নাই। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৫ লক্ষ টাকা ও বহু মূল্যবান্ সামগ্রী সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন।

ইঃ—২৬, ১৫৮১ খ্রীঃ। বঙ্গের শাসনকর্তার সর্বগ্রাসী নীতিতে বঙ্গে বাবা খাঁ কাকশালের নেতৃত্বে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল।* বিদ্রোহিগণ গৌড় অধিকার করিল এবং টাঁড়ার দুর্গে মজঃফর খাঁকে হত্যা করিল [মজঃফর খাঁ দ্র°]। বঙ্গে আবার অফগানগণ স্বাধীন হইল। বাবা কাকশালের মৃত্যুর পর তোডরমলের ভেদনীতিতে অফগানগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে বিহার পুনরায় অক্‌বরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। অক্‌বর তাঁহার ২৭শ বৎসর রাজত্বকালে তমগা বা আন্তর্দেশিক শুল্ক ও জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন।

ইঃ—২৭, ১৫৮২ খ্রীঃ। বঙ্গের বিদ্রোহের সুযোগ বুঝিয়া মির্জা হকীম পুনরায় পঞ্জাব আক্রমণ করেন। অক্‌বর পঞ্জাবে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কুমার মুরাদ পিতৃব্যকে পরাজিত করিয়া কাবুল অধিকার করিলেন। অক্‌বর কাবুলে প্রবেশ করিয়া ২০ দিন তথায় বাস করিলেন; তাহার পর মির্জা হকীম ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে কাবুলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অক্‌বরের ২৯শ বৎসরের রাজত্বের প্রারম্ভে বঙ্গদেশ ক্রমে বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে পুনরধিকৃত হইল এবং তথায় কতকটা শান্তি স্থাপিত হইল।* উড়িষ্যা তখন কত্‌লু খাঁ অফগানের অধীনে। এই সময়ে গুজরাটে সম্রাটের বৃত্তিভোগী মজঃফর খাঁ গুজরাটীর নেতৃত্বে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই সময় সম্রাট্ প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে একটা দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং প্রয়াগের নামকরণ করিলেন ইলাহাবাদ (আল্লাবাদ)। এই বৎসর দাক্ষিণাত্যে বেরার ও অহমদ নগরেও গোলযোগ বাধিল। এই সুযোগে রাজা 'আলী খাঁ আবার বিদ্রোহী হইলেন। বহু আয়াসে এই সকল বিদ্রোহের দমন হইল। 'আজ.ম খাঁকে গুজরাটের শাসনভার দেওয়া হইল। এই সময়ে জৈন খাঁ ও বেত্তিয়ার রাজা রামচন্দ্র সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন।

সম্রাটের রাজত্বের ত্রিংশবর্ষে যুবরাজ সেলিমের সহিত রাজা ভগবান্ দাসের কন্যার বিবাহ হইল (ইঃ—৩০, ৯৯৩ হিঃ ১৫৮৫ খ্রীঃ)।

কাবুলে সম্রাটের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা মুহম্মদ হকীমের মৃত্যু হইলে (ইঃ—৩১, ১৫৮৬ খ্রীঃ) সম্রাট্ রাজা ভগবান্ দাস ও মানসিংহকে কাবুলের শাসনভার গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ মৃত ভ্রাতার পুত্রগণকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। এই বৎসর কাশ্মীরের নৃপতি য়ুসুফ খাঁর বিরুদ্ধে ভগবান দাস, শাহ্ কুলী মহ্‌রম প্রভৃতি সেনাপতিগণের নেতৃত্বে ৫০০০ সৈন্য প্রেরিত হয়। ইসমাইল কুলী খাঁ ও রায় সিংহকে বেলুচিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। এই সময় স্বাতের (Swat) অফগানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া রাজা বীরবল পরাজিত ও নিহত হন এবং বহু সহস্র মুগ.ল সৈন্য নিহত হয়। ইহার পর রাজা তোডরমল ও মানসিংহ বহু আয়াসে অফগানগণকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন।

১৫৮৭ খ্রীঃ কাশ্মীরে তুষার ও বৃষ্টিপাতে এবং খাদ্যাভাবে মুগ.ল সৈন্যের অত্যন্ত দুর্দশা হইল। সেনাপতিগণ য়ুসুফ খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। সম্রাট্ ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন।

রাণা প্রতাপ এই সময় কয়েকটা যুদ্ধে মুগ.লগণকে পরাজিত করিয়া চিতোড়, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মেবাড় জয় করিয়া লন।

কাশ্মীরের য়ুসুফ খাঁ বন্দী হইলে সম্রাট্ পুনরায় কাশ্মীর জয় করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। য়ুসুফের পুত্র য়াকুব মুগ.ল সৈন্যের প্রতিরোধ করিলেন, কিন্তু কাশ্মীরে গৃহ-বিবাদ হওয়ায় তাঁহাকে রাজধানীতে ফিরিতে হইল; মুগ.লগণ অনায়াসে কাশ্মীর অধিকার করিল। য়াকুব সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া আমীরগণের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইলেন।

১৫৮৯ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর সম্রাট্ কাবুলে গমন করিলেন। লাহোরে রাজা ভগবান দাস ও তোডরমলের মৃত্যু হইল। কাবুলের শাসনভার মুহম্মদ কাসিম মীর বহরের উপর অর্পণ করিয়া সম্রাট্ ফিরিয়া আসিলেন।

মানসিংহ ইতিমধ্যে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি রাজা উপাধি পাইলেন ও বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

[১৭] মা'সুম খাঁ বঙ্গের অফগান-নেতা কালাপাহাড়কে একটী যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে আহত হইয়া ফিরিয়া আসেন (EHI, v, 409)।

* মজঃফর খাঁ স্বেচ্ছভাবে কায়গীরদারগণের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিতেছিলেন।

* এই সময় সম্রাটের আদেশে মহাভারতের পারস্য ভাষায় অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহার নাম—রজ.ম-নামা [যুদ্ধের ইতিহাস]।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ সিন্ধুদেশ জয় করিবার জন্ত একদল সৈন্ত পাঠাইলেন।[১৮]

সম্রাটের ৩২ বৎসর রাজত্বকালে সম্রাট্ অফগানিস্তান, কাশ্মীর ও বেলুচিস্তানে ■ তিনটী অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বেলুচিস্তানের অভিযানটী সফল হইয়াছিল; বেলুচিগণ সহজেই মুগ্‌ল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ কাবুলের শাসনকর্তা রূপে প্রেরিত হইলেন এবং কাশ্মীরে পুনরায় এক অভিযান প্রেরণ করা হইল। অন্তর্বিদ্রোহের সুযোগে কাশ্মীর মুগ্‌লসাম্রাজ্যভুক্ত হইল।[১৯] উত্তরকালে ইহা মুগ্‌ল সম্রাটগণের গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হইয়াছিল। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলীগণ মানসিংহের শাসনে অসন্তুষ্ট হওয়ায় সম্রাট্ তাঁহাকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। পর বৎসর অক্‌বর কাশ্মীর-যাত্রা করিলেন।

রাজা মানসিংহ

১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে (৯৯৭ হিঃ, ১লা শা'বান) সম্রাট্ শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া ২৭এ রমজ়ান তিনি কাবুল-যাত্রা করিলেন।[২০] সম্রাট্ দুই মাস কাবুলে অতিবাহিত করিলেন এবং সেইখানে অবস্থান-কালে রাজা তোডরমলের ও রাজা ভগবানদাসের মৃত্যুর সংবাদ পান (১০ই নভেম্বর ১৫৮৯ খ্রীঃ)।[২১] সম্রাট্ কাবুল, গুজরাট ও জৌনপুরে শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া হিন্দুস্থান-অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন ও মানসিংহকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিলেন।[২২]

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে সম্রাট্ লাহোরে পৌঁছিয়া শুনিলেন 'আজ়ম খাঁর সহিত নবনগরের জাম-প্রমুখ গুজরাটের জমিদারগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে; যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত (৬ই শবাল ৯৯৮ হিঃ)।*

সম্রাট্ ইহার পর কয়েক বৎসর লাহোরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধুদেশ সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনিবার জন্ত ফেব্রুয়ারী মাসে খান্ খানান্‌কে তথায় প্রেরণ করিলেন।

পর বৎসর চারি জন সম্ভ্রান্ত কর্মচারীকে বুর্হানপুর, অহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—দাক্ষিণাত্যের এই চারিটী রাজ্যে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন (১৫৯১ খ্রীঃ)।

২৮ জ়িলহিজ্জ শাহ্‌জ়াদা মুরাদ মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। 'আজ়ম খাঁ জুনাগড় দুর্গ অধিকার করিলেন (৫ই জ়িলকদ)। এদিকে গুজরাটে খান্ খানান্ জানী বেগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। কিছুকাল পরে থট্টা অধিকৃত হইল (১৫৯২ খ্রীঃ) [জানী বেগ দ্র°]।

সম্রাট্ চিনাবের তীরে মৃগয়ায় ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় কাশ্মীরের বিদ্রোহ-সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি কাশ্মীরে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যেই বিদ্রোহ-দমনের সংবাদ পাইলেন। এই সময় সিন্ধুদেশ অক্‌বরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।[২৩] ১০০১ হিঃ রাজা মানসিংহ উড়িষ্যায় অফগান অধিপতি কতলু খাঁর পুত্রগণকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিলেন।[২৪]

১৫৯৩ খ্রীঃ দাক্ষিণাত্য হইতে দূতগণ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, দাক্ষিণাত্যের নৃপতিগণ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। সম্রাট্ শাহ্‌জ়াদা দানিয়ালের নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। পরে এই বাহিনীর ভার খান্ খানান্ মির্জা খাঁকে দেওয়া হইল।

১৫৯৪খ্রীঃ—২১এ সেপ্টেম্বর (১০ই মুহরম ১০০৩ হিঃ) অক্‌বর ফরীদ বখ্শী-উল্ মুল্‌ক ও অন্যান্য আমীরগণকে শিবালিক জয় করিতে প্রেরণ করেন। জম্মুদুর্গ অধিকৃত হইল এবং কাজি হসন ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

১৫৯৫খ্রীঃ—মির্জা মুজ়ফ্‌ফর হুসেন সম্রাটের হস্তে কন্দাহার ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলে শাহ্ বেগ অর্‌গুন তাহা অধিকার করিলেন।[২৫] কোচবিহার অক্‌বরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। [লক্ষ্মণনারায়ণ দ্র°]। অহমদনগরের মন্ত্রী মিয়ান মঞ্জু্র নিমন্ত্রণে মুরাদ গুজরাট হইতে দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে যাত্রা করিলেন (১৫৯৫

১৮ EHI, I. 240, 297; V. 459, 464; TN (Raverty), 601.

১৯ Badaoni, II, 364.

২০ EHI. V, 457, 462, 464.

২১ Akbarnamo, III. 595; Ain, I, 333.

২২ Akbarnama, III, 595.

* সম্ভবতঃ এই যুদ্ধে সম্রাট্-পক্ষ পরাজিত হইয়াছিল—BF ii, 264.

২৩ EHI, I, 240, 297; V. 459, 461; TN (Raverty), 601; মীর মুহম্মদ মাসূম-কৃত 'তারিখ-ই ম'সূমী' বা 'তারিখুস্ সিন্দ'। Smith-Akbar, 244.

২৪ EHI., V. 465; VI, 85, 88;

২৫ Smith-Akbar, 258; TN (Raverty), 680 n.

খ্রীঃ, ১০০৪ হিঃ)। ২৫এ ডিসেম্বর মুগ্‌ল-বাহিনী অহমদনগরের পথে বুর্হানাবাদনগর ধ্বংস করিয়া পরে অহমদনগরের দুর্গ অবরোধ করে। অহমদনগরের সুলতান ইব্রাহিমের পিতৃষসা বিজাপুরের বিধবা রাণী চাঁদবিবি অতুলবিক্রমে এই দুর্গ এরূপ কৌশলে রক্ষা করেন যে, মুগ্‌লগণ অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়া সন্ধির হীন সর্ত্ত স্বীকার করে। সন্ধির সর্ত্তানুসারে বেরার-প্রদেশ মুগ্‌লদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বুর্হানুল মুল্‌কের পৌত্র বহাদুরকে অহমদনগরের সুলতান বলিয়া স্বীকার করা হইল (১১ই মার্চ, ১৫৯৬)। মুগ্‌লগণ বেরারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মুরাদ রাজা 'আলী খাঁর পৌত্রীকে বিবাহ করিলেন।

আবার মুগ্‌লদ্বয়ের সহিত দাক্ষিণাত্য-বাসিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১৭ই জুমাদুল অওয়ল ১০০৫ হিঃ, ২৭এ ডিসেম্বর ১৫৯৬ খ্রীঃ গোদাবরী-তীরে সুপার নিকটে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল[২৬] [অহমদ-নগর ও চাঁদবিবি দ্র°]। ১৫৯৭ খ্রীঃ সেনাপতি খান্ খানান্ কোনরূপে যুদ্ধ জয় করিলেন। মুরাদের সহিত খান্ খানানের বিবাদ হওয়ায় সম্রাট্ খান্ খানান্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অবুল ফজ়্‌ল ও সৈয়দ য়ুসুফ মশেদি মুরাদের সাহায্যে প্রেরিত হইলেন। এদিকে উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সম্রাট্ বিদ্রোহ দমন করিলেন।

ইহার পর সম্রাট্ (১৫৯৮ খ্রীঃ, ১০০৬ হিঃ) সৈন্য-পরিদর্শন করিতে পঞ্জাব হইতে স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন।

১৫৯৯ খ্রীঃ ১০ই মে, (হিঃ ১০০৭ শব্বাল ১৫) সুলতান মুরাদ পীড়িত হইয়া বেরারেই দেহত্যাগ করিলেন।[২৭]

১৬০০ খ্রীঃ (১০০৮ হিঃ) সম্রাট্ নর্মদা-তীরে উপস্থিত হইয়া বুর্হানপুর আক্রমণ করিলেন। বুর্হানপুর বিনা বাধায় অধিকৃত হইল।[২৮] এই সময়ে তিনি শুনিলেন অহমদ-নগরের ভূতপূর্ব মন্ত্রী নিহং খাঁ অহমদনগর অবরোধ করিয়াছেন। এই সুযোগে সম্রাটের তৃতীয় পুত্র দানিয়াল ও খান্ খানান্‌কে * অহমদনগর জয় করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। যখন মুগ্‌লদিগের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল সেই সময়ে চাঁদবিবি তাঁহার প্রাসাদে নিজ সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক নিহত হন, অথবা বিষ পান করিয়া মরিতে বাধ্য হন। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট্ মাসে নগরটী বিধ্বস্ত হয়। সমস্ত রাজ্য কিন্তু মুগ্‌লদের অধীনে আসে নাই। মুর্ত্তজা নামক একজন স্থানীয় রাজকুমার অহমদ-নগরের অধিকাংশ নিজ শাসনাধীনে রাখিয়া-ছিলেন। ইহার পর বলপ্রয়োগ ব্যর্থ হইলে বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে ১৬০১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে অসীরগড় দুর্গ অধিকার করা হইল[২৯] এবং রাজা 'আলী খাঁর পুত্র মিরান বহাদুর ও সুলতান মুরাদের শ্বশুর বহাদুর খাঁ ফারুকী দিল্লীতে বৃত্তিভোগী হইয়া রহিলেন।

খান্দেশের রাজা 'আলী খাঁর উত্তরাধিকারী দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি ভাবিলেন তাঁহার সুদৃঢ় দুর্গ মুগ্‌লদিগকে বাধা দিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। বস্তুতঃ এই দুর্গ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বস্তু ছিল। অক্‌বর এই দুর্গ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

বঙ্গদেশে পুনরায় বিদ্রোহ হইল[৩০] এবং ফলে ইহা অফগানগণের শাসনে আসিল।

১৬০০ খ্রীঃ অগস্ট্ (হিঃ ১০০৯, সফর) মুগ্‌লগণ অহমদনগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল,[৩১] সুলতান বহাদুর নিজাম শাহ্ সপরি-বারে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হইলেন।

অহমদনগরের পতনে ভীত হইয়া বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম 'আদিল শাহ্ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার এক কন্যার সহিত সম্রাটের তৃতীয়পুত্র দানিয়ালের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

বেরার, খান্দেশ, অহমদনগর, গুজরাট, ও মালব লইয়া দাক্ষিণাত্য বিভাগ হইল ও তাহার শাসনভার দানিয়ালের হস্তে অর্পিত হইল।[৩২] খান্ খানান্ জামাতার সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে মেবাড়ের রাণা প্রতাপসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল (১৫৯৭খ্রীঃ)। মৃত্যুর পর সম্রাট্ তাঁহার স্বতন্ত্ররাজ্যের অধিকাংশই জয় করিয়াছিলেন। সম্রাট্ যুবরাজ সেলিমকে রাজস্থানের বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরণ করেন। সেলিম ইতিমধ্যেই বিদ্রোহের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি রাজস্থানে যাত্রা না করিয়া ১৬০১খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে সহসা আগ্রায় দুর্গ ও অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়া নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও কোষাগার হস্তগত করিলেন [জাহাঙ্গীর দ্র°]।[৩৩]

সেলিম অবুল ফজ়্‌লের উপর পিতার অনুরাগ দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি নরসিংহ দেও নামক একজন রাজপুত সামন্তের দ্বারা অবুল ফজ়্‌লের হত্যা সাধন করিলেন—১৬০২খ্রীঃ ১২ই অগস্ট্ (১০১১ হিঃ রবী 'অওয়ল)[৩৪] [অবুল ফজ়্‌ল দ্র°]। অক্‌বর এই বৎসর 'দক্ষিণাপথাধীশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

১৬০৩ খ্রীঃ ইলাহাবাদে নিজকর্মে অনুতপ্ত সেলিম পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সলিমা বেগমের মধ্যস্থতায় এই কার্য সম্পন্ন হয়। আবার পিতাপুত্রে মিলন হইল।[৩৫]

১৬০৪খ্রীঃ মার্চ মাসে (১০১৩হিঃ)

---

২৬ BF, II, 273.

২৭ OBD

২৮ Smith-Akbar, 272.

২৯ Smith-Akbar, 299.

৩০ EHI, VI, 78, 79, 106.

৩১ EHI, VI, 99, 100, 144.

* ইতিমধ্যে মুগ্‌ল সৈন্যের দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল এবং মুগ্‌লগণ বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। অক্‌বর খান্ খানানের কন্যা জানী বেগমের সহিত শাহ্‌জাদা দানিয়েলের বিবাহ দিয়াছিলেন।

৩২ EHI, VI, 146; Ain, I, 115.

৩৩ Smith-Akbar, App. B.

৩৪ Du Jarric, III; 114, EHI, VI, 154, 155; Smith-Akbar, 304—307;

৩৫ Smith-Akbar, 310.

অবুল ফজ্‌ল

বিজাপুরের রাজকন্যার সহিত সুলতান দানিয়ালের গোদাবরীতীরে বিবাহ হইল। এদিকে সম্রাটের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতেছিল, সেইজন্য তাঁহার উত্তরাধিকারী কে হইবেন ইহা লইয়া নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। রাজা মানসিংহ নিজ ভাগিনেয় ও সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান খুস্‌রুকে সেলিমের পরিবর্তে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিবার মানসে বঙ্গদেশের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর বৎসর অতিরিক্ত মদ্যপানে বুরহানপুরে দানিয়ালের মৃত্যু হইল (১৬০৫ খ্রীঃ, ২০এ এপ্রিল)। খান্ খানান্ মিয়ান মঞ্জু ও মালিক অম্বরের সহিত সন্ধি করিলেন।

মুরাদের মৃত্যু, সেলিমের বিদ্রোহ ও অবুল ফজ্‌লের মৃত্যুতে সম্রাট্ ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন, তাহার উপর কনিষ্ঠ পুত্র দানিয়ালের মৃত্যুতে ভগ্নস্বাস্থ্য সম্রাট্ ৫১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২ই জুমাদল আখির ১০১৪ হিঃ, ১৩ই অক্টোবর বুধবার রাত্রিতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। * মৃত্যুকালে, সভাসদগণের সমক্ষে তিনি যুবরাজ সেলিমকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। মৃত্যুকালে সম্রাট্ অক্‌বরের বয়স ৬৩ বৎসর দুই দিন হইয়াছিল।

সম্রাট্ অক্‌বর ও সেলিম

সম্রাট্ অক্‌বরের বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি—

অক্‌বর বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৮টী বিবাহের কথা বিশেষভাবে জানা যায়, যথা :— (১) রুকিয়া বেগম—ইনি মির্জা হিন্দালের কন্যা, ইঁহার কোন সন্তান হয় নাই, (২) বৈরম খাঁর বিধবা পত্নী সলিমা বেগম, (৩) বিহারীমল্লের কন্যা, (৪) অব্দুল বাসীর পত্নী, (৫) যোধপুরের রাজকন্যা যোধাবাঈ—ইনি জহাঙ্গীরের মাতা, (৬) বিবিদৌলত শাদ, (৭) অবদুল্লা খাঁর কন্যা, (৮) মীরান মুবারক শাহ্‌র কন্যা।

অক্‌বরের প্রথম দুইটী যমজপুত্র হসন ও হুসেন জন্মাইবার এক মাস পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৃতীয় পুত্র যুবরাজ সেলিম, চতুর্থ পুত্র সুলতান মুরাদ ও পঞ্চম পুত্র সুলতান দানিয়াল। তিন কন্যার মধ্যে শাহ্‌জাদী খানম্ বেগম জ্যেষ্ঠা, মধ্যমা শুক্রুন্নিসা বেগম ও কনিষ্ঠা আরাম বানু বেগম।

অক্‌বরের রাজ্যশাসন-প্রণালী— বাহুবলে বিজিত সাম্রাজ্য অবিচ্ছিন্নভাবে ও অপ্রতিহতভাবে সুশাসন করিবার জন্য যে মানসিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের আবশ্যক তাহা সম্রাট্ অক্‌বরের ছিল। রাজশাসনের ক্ষুদ্রতম বিষয় অনুধাবন ও কর্মচারীদের রাজকার্যে শৈথিল্য দমন করিবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। স্বৈরতন্ত্র (absolute autocracy) ব্যতীত অন্যপ্রকার শাসনতন্ত্র সে যুগে ভারতে অজ্ঞাত ছিল; সুতরাং অক্‌বরের শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর উহা বহু অংশে লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের শাসনকালে ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র লোপ পাইতে থাকে, পরে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায়।

কতকটা পারসিক ও কতকটা আরবীয় প্রথায় তিনি আমলা-তন্ত্রের বিভাগ করিয়াছিলেন। তাহার কাঠাম ছিল যুদ্ধ-বিভাগের মত। রাজস্ব-বিভাগ, শাসন-বিভাগ, বিচার-বিভাগ ও সৈন্য-বিভাগ—সবই একভাবে বিভক্ত হইয়াছিল। রাজধানীতেও তাঁহার রাজসভা ছিল যেন একটা যুদ্ধশিবির, আর তাঁহার

* তব্‌ কিলাই অক্‌বরনামা গ্রন্থে শেখ ইনায়তুল্লা এবং ফেরিস্তা এই তারিখ লিখিয়াছেন, কিন্তু মাসির-ই-রহিমী গ্রন্থে আবদুল বাকী অক্‌বরের মৃত্যু তারিখ দিয়াছেন ২৭এ জমাদুল আওয়ল এবং অক্‌বর-উল-অক্‌বর গ্রন্থে মুহম্মদ অমীন লিখিয়াছেন ১২ই জুমাদ-সসানী। আমরা ইনায়তুল্লা ও ফেরিস্তার তারিখই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। EHI. vi. 113, 243, 248; BF II 280 ; Dow II, 319.

যুদ্ধশিবিরও ছিল একটা জঙ্গম নগর। পারস্য ও আরবীয় শাসন-প্রণালীকে ভারতীয়ভাবে প্রবর্তিত করিয়া তৈমুরবংশীয় সম্রাট্‌গণ রাজ্য-শাসন করিতেন; ফলে এই বিশাল শাসনযন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মন্ত্রীকে সদা সতর্ক থাকিতে হইত ও বহু হিসাব-পত্রের ব্যবস্থা করিতে হইত। এই শাসনযন্ত্র যে কেবল বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা নহে; ইহা সামাজিক আচার-পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করিত না ও গ্রামবাসীকে কতক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিল বলিয়া প্রজাগণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইত।

শাসনতন্ত্রের মূলে ছিলেন সম্রাট্, অপ্রতিহত ছিল তাঁহার শক্তি, কিন্তু কার্যকালে নিজের প্রিয় অনুচরগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি কোন কার্য করিতেন না। অক্‌বর সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রবাদী সম্রাট্ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন না। কি রাজনীতি, কি ধর্মনীতি কোন বিষয়েই তাঁহার উপর কথা বলিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না, সুতরাং মন্ত্রি-পরিষৎ রাখিবার তাঁহার কোন আবশ্যকতা ছিল না। অবশ্য রাজকার্যে সাহায্যের জন্য মন্ত্রী বা কর্মচারী তাঁহার অনেক ছিল, কিন্তু কাহারও পরামর্শ শুনিতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সম্রাট্ মন্ত্রিগণের পরামর্শে চালিত না হইয়া নিজের মতে তাঁহাদিগকে চালিত করিতেন।

সম্রাটের নিম্নে ছিলেন বকীল বা প্রধান অমাত্য; তিনিই সম্রাটের প্রধান সহায় ছিলেন। রাজত্বের প্রথমভাগে বৈরম খাঁ বকীল ছিলেন।

সম্রাটের শাসন-বিভাগ প্রধানতঃ যে কয়ভাগে বিভক্ত ছিল তাহার প্রত্যেক ভাগের ভার এক এক্‌জন প্রধান কর্মচারীর উপর ছিল:—

১। দেওয়ান বা বজীর—রাজস্ব-সচিব। সাম্রাজ্যের সমগ্র রাজস্ব আদায়ের ভার ইঁহার উপর ছিল, বেওয়ারিশ ব্যক্তিদের সম্পত্তি আদায়ের ভারও ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। পদচ্যুত কর্মচারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ভার ও জায়গীর দানের ব্যবস্থাও ইনি করিতেন। অধীন কর্মচারীদের স্থানান্তরিত করিবার ও তাঁহাদের ভাতা বা মাহিনা-সম্পর্কীয় যাবতীয় কর্মের ভার ইঁহার উপর ছিল। ইঁহার অধীনে মীর মল ছিলেন সম্রাটের নিজস্ব ধনের রক্ষক।

মীর বক্‌শী,—ইনি সৈন্যবিভাগের, বেতন-বিভাগের তত্ত্বাবধান ও হিসাব-পরিদর্শন করিতেন (Adjutant General)। বড়বেগি সম্রাটের নিকট আবেদনকারীদের উপস্থিত করিতেন। মীর তোজাক্ ছিলেন উপহার-দাতাদিগের উপহৃত দ্রব্যের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী।

ফৎপুর সিক্রী—বুলন্দ দরজা

২। খান্-ই-সামান—ইনি প্রাসাদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

৩। কাজী-উল-কুজ্জৎ— ইনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য দুই জন সহকারী বিচারপতি (মীর আদিল) ছিলেন। আসামী বা ফরিয়াদীর ভিতর এক জন মুসলমান থাকিলেই কাজীর নিকট বিচার হইত। ফাঁসীর হুকুম কাজী দিতে পারিতেন, কিন্তু সম্রাটের বিনা অনুমোদনে কাহারও ফাঁসী হইত না।

৪। সদ্‌র-ই-সুদ্‌র—ইনি ধর্মার্থে দান ও অন্যান্য দাতব্য অনুষ্ঠান-বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন।

৫। মুহ্‌তাসিব—জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের পরিদর্শক ছিলেন।

ইহা ব্যতীত সম্রাটের পীলরক্ষক ও তুর্বে (লাঞ্ছনধারী কর্মচারী), মীর আতীশ্ বা দারোগা-ই-তোপখানা, দারোগা-ই-ডাকচৌকি, টাঁকশালের দারোগা প্রভৃতি আরও কয়েক জন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। হিসাব-বিভাগের ভার ছিল মুস্তৌফীর (Deputy Diwan) উপর। দেওয়ান-ই-বয়্‌তাতের উপর সম্রাটের সাংসারিক ব্যয় পরিদর্শনের ভার ছিল।

যে কর্মচারী নগরের শান্তি রক্ষা করিতেন তাঁহাকে বলিত কোৎবাল।

এই সকল কর্মচারী সম্রাটের সহচর-স্বরূপ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রাসাদের হকিম্, জ্যোতির্বিদ্ (Astronomer), দৈবজ্ঞ (Astrologer) ও রাজ-কবি ছিলেন। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ এবং রণপোতদিগের ভার এক এক জন বিশিষ্ট কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল।

কয়েকটা ছোট খাট বিভাগের ভার অধস্তন কর্মচারীদের উপর ছিল, যথা—নাজির বুয়ুতাতের উপর কয়েক খানা সরকারী কারখানার ভার ছিল। ইনি ছিলেন এখনকার কালের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। মীর বরের উপর সরকারী বন-বিভাগের ভার ছিল। খানা-সালারের উপর সরকারী খানার ও কুশ্‌বেগীর উপর চিড়িয়াখানার ভার ছিল।

এই কয়েকজন প্রধান কর্মচারী ব্যতীত আরও কয়েকজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কর্মচারী ছিলেন। আবুল ফজ্‌ল বজীর বা বকীল না হইলেও তিনি বহুকাল সম্রাটের রাজকার্যের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।

সম্রাটের প্রাসাদরক্ষিগণ সম্মানিত কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেন। প্রাসাদের প্রত্যেক

বিভাগ এক এক জন প্রধান কর্মচারীর অধীনে ছিল। মীর বকাবল বা রন্ধনশালার অধ্যক্ষ হকীম হুমন সম্রাটের একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন।

সম্রাটের অন্তঃপুরে অন্যূন পাঁচ সহস্র রমণী বাস করিতেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সম্রাট্‌কে অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। অন্তঃপুরচারিণীগণকে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রতি বিভাগের পর্যবেক্ষণের জন্য একজন স্ত্রী দারোগা নিযুক্ত ছিল। বিপুল ব্যয়ের হিসাব সুচারুরূপে পরীক্ষা করা হইত। অন্তঃপুরের ভিতরে সশস্ত্র স্ত্রীরক্ষিগণ পাহারা দিত; তাহার বাহিরে খোজ্‌গণ পাহারা দিত এবং তাহার বাহিরে বিশ্বস্ত রাজপুতগণ পাহারা দিত। দূরে দূরে অশ্বারূঢ় সৈন্যের ঘাঁটিও ছিল।

হস্তিপৃষ্ঠে সম্রাট আকবর শিকারে বাহির হইয়াছেন

আকবরের নিজের বেতনভোগী সৈন্যের সংখ্যা বেশী ছিল না। সামন্ত নৃপতিগণই সম্রাটের সৈন্য-সংগ্রহ ও সেই সৈন্যের নেতৃত্ব করিতেন। এই সমস্ত সামন্ত নৃপতিগণ সম্রাট্‌কে কিছু কর-দান, মধ্যে মধ্যে উপঢৌকন-দান ও যুদ্ধকালে সৈন্য-সাহায্য করিতেন, ইহা ব্যতীত অন্য বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। এই সকল সৈন্য অপেক্ষা সম্রাটের নিয়োজিত কর্মচারিগণ-কর্তৃক সংগৃহীত সৈন্যের উপর তিনি অধিক নির্ভর করিতেন। প্রত্যেক কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তিসৈন্য সংগ্রহ করিতে হইত। ঘোড়াগুলি সকল চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইত। সম্রাট্ এই বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। যে সকল সৈন্য যে কর্মচারী সংগ্রহ করিতেন তাহারা তাঁহাকেই তাহাদের নেতা বলিয়া জানিত। এই সকল সেনার কোন প্রকার বিভাগ (Regiment), উর্দি (uniform) বা এক-রূপ অস্ত্র-শস্ত্রাদি ছিল না। কুচকাওয়াজ বা অন্য কোন প্রকার সামরিক শিক্ষাও তাহারা গ্রহণ করিত না। সম্রাট্ কিছু বেতনভোগী সৈন্য রাখিতেন; বিশেষ আবশ্যক হইলে তাহার সংখ্যা বর্ধিত করা হইত।* সাধারণতঃ সামন্ত রাজগণ ও মন্‌-সব্‌দারগণ নিজ নিজ সৈন্যের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সময় সময় (যেমন গুজরাট অভিযান কালে—১৫৭৩খ্রীঃ) রাজকোষ হইতে তাহাদের ব্যয়-নির্বাহ হইত। যান-বাহনের ব্যবস্থা প্রত্যেককে স্বয়ং করিতে হইত। তখন কমিসেরিয়েট্‌-বিভাগ বলিয়া কিছু ছিল না। শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বাজার চলিত। "বনজারা" নামক এক যাযাবর জাতি † (Commentarius, 581) সৈন্যদলের শস্য সরবরাহ করিত।

সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণকে "মন্‌সব্‌দার" বলা হইত। "মন্‌সব" এই আরবী শব্দের অর্থ "স্থান" বা "পদ"। যিনি যেরূপ মন্‌সব্‌দার তিনি সেই সংখ্যক সৈন্য-সংগ্রহ করিতেন ও তাহার নায়ক থাকিতেন। দশ জন সৈন্য হইতে ১০,০০০ দশ সহস্র সৈন্যের নায়ক পর্যন্ত তেত্রিশ শ্রেণীর মন্‌সব্‌দার ছিল। আকবরের সময়ে ১৩৮৮জন মন্‌সব্‌দার ছিল। রাজত্বের শেষ ভাগে এই মন্‌সব্‌দারের সংখ্যা ১৭০০ পর্যন্ত হইয়াছিল। উচ্চপদের মন্‌সব্‌দারের সংখ্যা ছিল ২৫২। ইহাদের মধ্যে মাত্র ৩২জন হিন্দু ছিল। আকবরের সময় হইতে হিন্দু মন্‌সব্‌দারের সংখ্যা একটু করিয়া বাড়িতে থাকে। প্রথম শ্রেণীর মন্‌সব্‌দারের মধ্যে মাত্র ২জন হিন্দু ছিল। [মন্‌সব্‌দার দ্র°]।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মন্‌সব্‌দারের সংখ্যা প্রায় ৭৫০০ ছিল এবং ৪০০০ জায়গীরদার ছিল (অধ্যাপক যদুনাথ সরকার-কর্তৃক উদ্ধৃত বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পারসী পুঁথি)।

সম্রাটের বেতনভোগী সৈন্যগণ, যাহারা মন্‌সব্‌দার-কর্তৃক সংগৃহীত হইত না তাহা-দিগকে "দাখিলী" বলা হইত। ইহা ব্যতীত ভদ্রবংশ হইতে যে সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করা হইত তাহাদিগকে বলা হইত "অহদী" [অহদী দ্র°]।

৫০০ হইতে আড়াই হাজারী মন্‌সব্‌দারকে বলিত 'উমরা'। বড় বড় উমরাগণের উপাধি ছিল "অমীরই অজ.ম"। কখন কখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি "অমীর-উল-উমরা" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। "খান্ খানান্"ও একটী সম্মানিত উপাধি ছিল। বৈরম খাঁর পুত্র অবদুর-রহিম 'খান্ খানান্' উপাধি পাইয়াছিলেন।

আকবরের সময়ে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ঠিক যে কত ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। Ralph Fitch বলেন, ফথ্‌পুর ও আগ্রায় ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। অবুল ফজ.লের মতে তাঁহার আস্তাবলে কখনই ১২,০০০ বার হাজার অশ্বের কম থাকিত না। অবুল ফজ.লের মতে পদাতিকের সংখ্যা ছিল

† Blochmann এর মতে সাধারণতঃ ২৫০০০ সৈন্য থাকিত।

* Monserrate বলেন, কাবুল অভিযানের সময় আকবর ৪৫০০০ বেতনভোগী সৈন্য পোষণ করিতেন। Commmetarius, 582.

৪৪ লক্ষ, কেরেরি ও বর্গিয়ারের মতে ৪ লক্ষ পদাতিক ছিল।

অকবরের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুগল সম্রাট্‌গণ কর্মচারীদিগকে জাগীর দান করিতেন। তাঁহারা সেই জাগীর হইতে তাঁহাদের ব্যয় সঙ্কুলান করিতেন। সম্রাট্‌ সুরবংশীয় নৃপতিগণের অনুকরণে সেই প্রথা তুলিয়া দেন। জাগীরদারগণ নিজ নিজ ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া পড়িতেন এবং ইহাতে রাজকোষের আর্থিক ক্ষতিও হইত। তিনি জাগীরগুলি খালসা বা খাসমহলে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং জাগীরের পরিবর্তে কর্মচারিগণকে বেতন দিতেন [জাগীর দ্র°]।

অকবর স্বয়ং ভাল বন্দুক চালাইতে জানিতেন, এবং কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতে ভাল বাসিতেন; কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি উপযুক্ত গোলন্দাজ সৈন্য প্রস্তুত করিতে পারেন নাই এবং তদানীন্তন পর্তুগীজ কামানের তুলনায় তাঁহার কামানগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ছিল। তাঁহার পদাতিক সৈন্যও মোটেই সুশিক্ষিত ছিল না, অবশ্য তৎকালীন অন্যান্য রাজ্যের সৈন্য অপেক্ষা তাঁহার সৈন্য সুশিক্ষিত ছিল বটে, কিন্তু সমসাময়িক যে কোন ইউরোপীয় বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ বাধিলে তাঁহার সৈন্যদল অচিরে পরাজিত হইত। কেবল তাঁহার বীর উদ্যমে, সাহসে ও সেনাপতিত্বে তিনি এই অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া ভারতে এত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ শিবির একটা চলন্ত নগরের ন্যায় ছিল * এবং তাহা পরবর্তী কালে ক্ষিপ্র অভিযানের প্রধান অন্তরায় বলিয়া গণ্য হইত। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ অকবরকে মরাঠা (বর্গী) সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত তাহা হইলে তিনিও তাঁহার প্রপৌত্র ঔরঙ্গজেব অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন না। নৌবাহিনীও তাঁহার ভাল ছিল না। পর্তুগীজেরা যদি জলপথে নৌবহর লইয়া আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাগ্য অন্যরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিত। সত্য কথা বলিতে কি স্থলপথে যদি কোন বিদেশীয় আক্রমণকারী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহারা জয়ী হইতে পারিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গিরিবর্ত্মগুলি অকবরের সময়ে আদৌ সুরক্ষিত ছিল না। সেখানে দুর্গও ছিল না, মাত্র শিবির স্থাপন করিয়া সময়ে সময়ে কিছু সৈন্য থাকিত। তৈমুর ও আলবুকার্কের নিকট হইতে তিনি শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই।

সম্রাটের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ বা জাগীরদারগণ ও জমিদারগণ স্ব স্ব অধিকারে সর্বময় কর্তা ছিলেন, তাঁহাদের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনপ্রকার বাঁধা নিয়ম ছিল না, প্রজার দুঃখমোচন করিবার কোন উপায় সম্রাটের ছিল না।

বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একটী শিকার-চিত্র

সম্রাটের নাবালক অবস্থায় রাজস্ব-সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ছিল। ১৫৬৪ বা ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মুজ়ফ্ফর খাঁ তুর্বতী কতকটা সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ২।৩ বৎসর পরে শিহাবুদ্দীন খাঁ রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত হইয়া কর্মচারিগণের তহবিল তসরুপাত কতক পরিমাণে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বার্ষিক বন্দোবস্তের নিয়ম উঠাইয়া দিয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৫৭০-১ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান মুজ়ফ্ফর খাঁ তুর্বতী তোডরমলের সহযোগে সদর কানুনগোগণকর্তৃক পরীক্ষিত স্থানীয় কানুনগোগণের হিসাব অনুসারে সদর জমার একটা সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত করেন। (কানুনগো দ্র°)।

সম্রাট্‌-কর্তৃক গুজরাট্‌ অধিকারের পর তোডরমলকে নবজিত প্রদেশের রাজস্ব-বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রেরণ করা হয় (১৫৭৩খ্রীঃ)। এই সময়ে আমরা জমি-বন্দোবস্তের পূর্বে সুব্যবস্থিত ভূমি-জরীপের সর্বপ্রথম উদাহরণ পাই। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৮৪টী পরগনার ভিতর ৬৪টী পরগনায় জরীপ হইয়াছিল। এই সমস্ত জরীপকৃত ভূমির তিন ভাগের দুই ভাগ কর্ষণযোগ্য ছিল। এই জরীপ-অনুসারেই এ সমস্ত ভূমির রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। উক্ত প্রদেশের বাকী অংশের রাজস্ব উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হইতে নির্ধারিত হইয়াছিল। * অর্থ বা শস্য দ্বারা রাজকর দেওয়া যাইত। শের শাহ্‌ সমস্ত সাম্রাজ্যকে কয়েকটী সরকার ও সরকারগুলিকে পরগনায় ভাগ করিয়াছিলেন। অকবর সেই বিভাগ তুলিয়া দিয়া ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ, বিহার ও গুজরাট ব্যতীত সমস্ত সাম্রাজ্য ১৮২টী করোরে ভাগ করেন। 'করোর' শব্দের অর্থ ক্রোর=কোটী। প্রতি করোর হইতে এক কোটি মুদ্রা রাজস্ব আদায় হইত অর্থাৎ ২৫০,০০০ টাকা। (V Smith, 140

* সম্রাটের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার অনেক সময় জিন মরিয়ী ও রাজমাতা প্রভৃতি অন্যান্য মহিলাগণ অনুচরীগণসহ সম্রাটের অনুগমন করিতেন। যুদ্ধ-শিবিরে বিলাসের উপকরণের কোন ত্রুটিই ছিল না।

* কোন কোন স্থলে শস্য কাটিবার পর তাহার পরিমাণ দেখিয়া এবং কোন স্থলে ক্ষেত্রস্থিত শস্যের পরিমাণ দেখিয়া নির্ধারিত হইত।

—141 n.)। যে কর্মচারিগণ এই রাজস্ব আদায় করিতেন তাঁহাদিগকে করোরী বা আমিন বলিত। কিন্তু এই নূতন বিভাগ সুবিধাজনক হইল না বলিয়া উহা রহিত করা হইল [তোডরমল দ্র°]।

সম্রাটের রাজত্বের ২৪ ও ২৫ বর্ষে (১৫৭৯-৮০খ্রীঃ) বার্ষিক বন্দোবস্তের অসুবিধা দেখিয়া খ্বাজা শাহ্ মনসুর ও রাজা তোডরমল দশ বৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হইতে একটা হার নির্ধারিত করিয়া দেন।* বন্দোবস্তের মিয়াদের কোন স্থিরতা ছিল না। কিন্তু এই ভাবে রাজকর নির্ধারিত হওয়ায় উহা যে বৎসর অধিক শস্য উৎপন্ন হইত তাহার হিসাবেও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

অক্‌বরের সময় ভূমি-জরীপের উপমান ছিল ইলাহী গজ (১গজ=৪১অঙ্গুলি=প্রায় ৩০ ইঞ্চি)। প্রথমে শনের দড়ি দিয়া জমি মাপ হইত; ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কঞ্চির জরীপ * দিয়া মাপ হইতে আরম্ভ হয়।

ভূমির বিভাগ এই প্রকারে হইত:—

১। পোলাজ—যে ভূমি বরাবর আবাদ করা চলে।

২। পরৌটী—যে ভূমি এক বা দুই বৎসর অন্তর আবাদ করিতে হয়।

৩। চচর—যে ভূমি তিন বা চার বৎসর অন্তর আবাদ করিতে হয়।

৪। বঞ্জর—যে ভূমি পাঁচ অথবা ততোধিক বৎসর অন্তর আবাদ করিতে হয়।

প্রথম তিন শ্রেণীর ভূমি আবার উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইত এবং পোলাজ প্রভৃতি প্রতি শ্রেণীর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ উক্ত তিন ভাগের গড় হইতে নির্ধারিত হইত *। উৎপন্ন শস্যের ১/৩ অংশ রাজকর বলিয়া নির্ধারিত হইত। কাশ্মীর প্রভৃতি দুই একটী স্থানে অর্ধেক অংশ রাজকর স্বরূপ গ্রহণ করা হইত।

অক্‌বরের রাজস্ব-বন্দোবস্ত ছিল রায়তোয়ারী। কৃষকগণের সহিত জমির বন্দোবস্ত হইত, তাহারাই স্বয়ং রাজকর দিত, যাহাতে জমিদার বা মোড়লগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে অধিক কর আদায় করিয়া লাভবান্ না হইতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইত। তবে যদি কোন মোড়ল রাজস্ব-সংগ্রহে সরকারকে সাহায্য করিত, তাহা হইলে তাহাকে কিছু কমিশন দেওয়া হইত। বাজে জমা; অবাব ■ অন্য কোন অতিরিক্ত কর আদায় অক্‌বর বন্ধ করিয়া দেন। ইহা সত্ত্বেও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ প্রজাদিগের নিকট প্রায়ই অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া লইতেন। এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি ঘোষণা দ্বারা ঐরূপ বাজে আদায় বন্ধ করিয়া দিতেন।

অক্‌বরের রাজত্বকালে তিন প্রকার কর-নির্ধারণের প্রথা ছিল, যথা:—"গ.ল্লবক্‌শ", "জ.বৎ" এবং "নসক্"। বঙ্গ, সিন্ধু, বেরার ও খান্দেশে তত্তৎ দেশ-প্রচলিত প্রথামতে কর নির্ধারিত হইত; মুলতান হইতে বিহার পর্যন্ত সর্বত্র "জ.বৎ" প্রথা চলিত ছিল। এই প্রথায় পরিবর্তনশীল বাজার দর অনুসারে শস্যের মূল্য নির্ধারণ না করিয়া প্রত্যেক শস্যের একটা মোটামুটি মূল্য ধরিয়া রাজকর নির্ধারণ করা হইত। যে সমস্ত জমি চাষ করা হইত তাহাদের উপরেই রাজকর লওয়া হইত; অনাবাদী জমির উপর কোন রাজকর ধার্য করা হইত না। অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা শস্যের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস হইলে রাজকর কম করিয়া দেওয়া হইত। ১৫৯০খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের রাজস্ব ছিল ১৩ কোটী ২১ লক্ষ এবং ১৬০৫খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ১৭ কোটী ■ লক্ষ টাকা। * হিন্দু রাজত্বে রাজারা প্রজাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ১/৬ অংশ কর-স্বরূপ আদায় করিতেন। পারস্য দেশে ১/৫ অংশ, তুরস্কে ১/২ অংশ কর আদায় হইত। শের শাহ্ ১/৪ অংশ, অক্‌বর ১/৩ অংশ কর আদায় করিতেন। অক্‌বরের উত্তরাধিকারীরা আবশ্যকমত ইহা অপেক্ষাও অধিক কর আদায় করিতেন। রাজস্ব আদায় করিবার জন্য অক্‌বরের সময় শতকরা ৮ টাকা করিয়া ব্যয় নির্ধারিত ছিল। টেক্স-আদায়-কারীদের বলিত 'করোরী'। ইহারা আদায়ের উপর কমিশন পাইতেন। সেসের টাকা হইতে উহাদের কমিশন দেওয়া হইত। প্রজাদের নিকট হইতে চারি কিস্তিতে টাকা আদায় হইত। টাকা অনাদায় থাকিলে সৈন্য-সাহায্যে আদায় করা হইত।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন সমস্ত সাম্রাজ্য বারটী সুবায় বিভক্ত হয়; যথা—১। ইলাহাবাদ, ২। আগ্রা, ৩। অযোধ, ৪। দিল্লী, ৫। লাহোর, ৬। মুলতান, ৭। কাবুল, ৮। আজমের, ৯। বাঙ্গলা, ১০। বিহার, ১১। অহমদাবাদ ও ১২। মালব।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত কাশ্মীর প্রদেশ লাহোর সুবার অন্তর্গত হয়। ১৫৯০-১খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ঐ প্রদেশ মুলতান সুবার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয় করিয়া উহা বাঙ্গলা সুবার অন্তর্গত করা হয়। দাক্ষিণাত্য জয়ের পর ১৩। বেরার, ১৪। খান্দেশ ও ১৫। অহমদনগর এই তিনটী নূতন সুবার সৃষ্টি হয়।

এই পনেরটি সুবার শাসনভার এক এক জন সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপর ন্যস্ত হয়। এক একটী সুবা সাম্রাজ্যের এক একটী ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ-বিশেষ ছিল। সুবাদারের ক্ষমতাও অসীম ছিল। প্রত্যেক সুবাদার তাঁহার শাসিত সুবায় সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতেন। রাজস্বের

* সম্রাটের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষ হইতে চতুর্বিংশতিবর্ষ পর্যন্ত এই দশ বৎসরের হিসাব হইতে এই হার নির্ধারিত হয়।

* জরীব—কতকগুলি বংশখণ্ড লোহার আংটা (Ring) দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ৬০গজে একটী জরীব প্রস্তুত হইত। ৩৬০০ বর্গগজে এক বিঘা ছিল।

* বিশেষ তথ্যের জন্য আইন-ই-অক্‌বরী দ্রষ্টব্য। Ain II; Ain (Gladwin) 344—351 Ed J. Mukherjee.

* V. Smith 379.

শেষভাগে সুবাদারকে সিপাহ্‌সালার বা প্রধান সেনাপতি বলা হইত। সুবার প্রজাগণ ও সেনাগণ তাঁহার আদেশেই চালিত হইত, তাঁহার সুশাসনের উপর তাহাদের সৌভাগ্য নির্ভর করিত।

সুবাদার কাজীগণের সাহায্যে অপরাধীর বিচার করিতেন। সাক্ষিগণের কথার উপর তাঁহারা কোনরূপ আস্থাস্থাপন করিতেন না। অপরাধীর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও তাহাদিগের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া বিচারক অপরাধ নির্ণয় করিতেন। বিচারের কার্যাবলী মৌখিক ছিল, লিখিত কোন নথি রাখা হইত না। কাজীগণ আইন-সম্পর্কে সাহায্য করিতেন ও তাঁহাদের নজীর-অনুসারে মীর 'আদ্‌ল্ বা ধর্মাধ্যক্ষ (Justiciary) অপরাধীর দণ্ড দিতেন।

শাসন-উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সুবা কতকগুলি সরকারে বিভক্ত হইত এবং প্রত্যেক সরকারের শাসনভার এক একজন ফৌজদারের উপর ন্যস্ত থাকিত। তিনি বিদ্রোহ দমন করিতেন এবং দুর্দান্ত প্রজাগণের নিকট হইতে বল-প্রয়োগে রাজস্ব আদায় করিতেন। প্রত্যেক সরকারে অনেকগুলি করিয়া পরগনা থাকিত।

সুবাদারের অধীনে দেওয়ান, বক্‌শী, মীর 'আদ্‌ল্, সদর, কোৎওয়াল, মীর বহর ও ওয়াকিয়া-নবীস থাকিতেন।

নগরের শান্তিরক্ষার ভার কোৎওয়ালের উপর থাকিত। যে নগরে কোৎওয়াল না থাকিত, সেই নগরের তহশীলদারের উপর শান্তিরক্ষার ভার থাকিত। কোৎওয়াল শান্তি-রক্ষার নিয়ম-লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিতেন, সময়ে সময়ে অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদেরও ব্যবস্থা ছিল [কোৎওয়াল দ্র°]।

অর্থদণ্ড ব্যতীত, অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ, শূল, হস্তিপদতলে পেষণ, শিরশ্ছেদ ও গুরুতর-রূপে কশাঘাত গুরু অপরাধের দণ্ড ছিল। কিন্তু দণ্ডবিধানের কোন লিপিবদ্ধ নিয়ম ছিল না; কর্মচারীর ইচ্ছার উপরই তাহা নির্ভর করিত।*

* সম্রাট্ হিন্দু "দিব্যপরীক্ষা" (Ordeal) অনুসারে দোষ নির্ণয় করিতেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমারও কোন লিখিত নথি থাকিত না। কোরানের নিয়মানুসারে বিচার হইত।

সম্রাট্ প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর দরবারে বসিতেন। দিবসের প্রথম প্রহরের পর দ্বিতীয় বার দরবারে আসিতেন; ইহা ভিন্ন অন্য সময়েও ঝরোখায় (জানালায়) দাঁড়াইয়া প্রজাগণের আবেদন শুনিতেন, সংবাদ গ্রহণ করিতেন, বিচার করিতেন বা সমারোহ দেখিতেন। কর্মচারিগণ দরখাস্ত বা প্রজা-গণকে সম্রাটের নজরে পেশ করিলে সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ আদেশ দিতেন এবং মুন্সীগণ তৎক্ষণাৎ সম্রাটের প্রত্যেক কথাটি লিখিয়া লইতেন। হুমায়ূনের যেমন দৈনন্দিন কার্য-তালিকা নির্দিষ্ট ছিল, অক্‌বরের সেরূপ

সম্রাট্ অক্‌বর ও রাজা বীরবল

ছিল না। প্রত্যেক দিন তিনি রাজ্যশাসনের প্রত্যেক বিভাগের কার্যই করিতেন, মাত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় ধর্মালোচনার জন্য পৃথক্‌ভাবে নির্দিষ্ট ছিল।

রক্ষণশীল ভারতবর্ষে চিরাচরিত প্রথার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারা বড় সহজ কথা নয়। অক্‌বরকেও অনেক সময় এই প্রথাগুলিকে মস্তশিরে মানিতে হইয়াছে। ঝরোখা হইতে সম্রাটকে দর্শনাভিলাষী প্রজাদিগকে দর্শন দিতেই হইত। এ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী ছিল। সংস্কারকামী অক্‌বরের মুসলমান ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরক্তি কোন দিনই ছিল না; অনেক-সময় মুসলমান ধর্মের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ছিল, তথাপি প্রচারিত সকল মুদ্রার উপর তিনি আপনার মূর্তি খোদিত করিতে পারেন নাই—মাত্র কয়েকটি মুদ্রার উপর করিয়াছিলেন।

মন্ত্রণাগৃহে সম্রাট্ মন্ত্রিগণের অভিমত শুনিতেন ও নিজের মত প্রকাশ করিতেন। যদি কেহ ভিন্ন মত পোষণ করিতেন সম্রাট্ তাঁহার কথা মন দিয়া শুনিয়া পরে নিজের অভিমত জানাইতেন।

অক্‌বরের সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা—

দাম, পয়সা বা ফুলুস নামক তাম্র মুদ্রা সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল, উহার ওজন প্রায় ৩২০½ গ্রেন। ৪০ দামে এক তঙ্কা। অর্ধ সিকি বা ¼ দামও প্রচলিত ছিল; আবার ২ দাম বা ডবল দামও প্রচলিত ছিল। হিসাবের সময় ২৫ জীতলে এক দাম ধরা হইত, কিন্তু জীতল নামে কোন মুদ্রা ছিল না। মজুর বা শ্রমিকগণকে মুদ্রায় পারি-শ্রমিক দেওয়া হইত। রাজ-সরকারে যে সমস্ত সাধারণ মজুর খাটিত তাহারা দৈনিক ২ দাম পারিশ্রমিক পাইত। উত্তম কারিগর বা সূত্রধর প্রভৃতি দৈনিক ৭ দাম পারিশ্রমিক পাইত।

অক্‌বরের সময় সের বা মণ দরে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় হইত। এক মণ আধুনিক মণের প্রায় ⅔ ছিল।* ৪০ সেরে এক মণ সুতরাং সেরও ঐ অনুপাতে কম ওজনের

* ১ মণের ওজন ছিল ৫৫½ পাউণ্ড বা প্রায় ২৭ সের।

ছিল। খাদ্যসামগ্রী এখনকার তুলনায় অত্যন্ত সুলভ ছিল। ২ দাম মূল্যের খাদ্য-সামগ্রী এক জন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মোটা-মুটি যথেষ্ট ছিল। নিম্নে একটা খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যের তালিকা দেওয়া গেল।

দ্রব্য	মূল্য প্রতি মণ
গোধূম	১২দাম
যব	৪দাম
জোয়ার	১০দাম
কৃষ্ণকলাই	৮দাম
মটর	৬দাম
মসিনা	১২দাম
উৎকৃষ্ট চাউল	১০০দাম
নিকৃষ্ট চাউল	৮দাম
মুগ	১৮দাম
মাষকলাই	১৬দাম
সাদা তিল	২০দাম
কৃষ্ণ তিল	১৯দাম
ছোলা	১৬½দাম
ময়দা	২২দাম
ঘৃত	১০৫দাম
তিলতৈল	৮০দাম
দুগ্ধ	২৫দাম
দধি	১৮দাম
সাদা চিনি	১২৮দাম
লাল চিনি	৫৬ দাম
মেষমাংস	৬৫দাম
ছাগমাংস	৫৪দাম
লবণ	১৬ দাম

দ্রব্য	প্রতি সের
জাফরান্	৪০০দাম
লবঙ্গ	৬০দাম
গোলমরিচ	১৭দাম
এলাচ	৫২দাম
দারুচিনি	৪০দাম

অক্‌বরের সময়ে রূপার মূল্য তাম্রের মূল্যের ৭২½ গুণ ছিল; তঙ্কা বা টাকার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। স্বর্ণের মূল্য রৌপ্যের মূল্যের প্রায় ১০ গুণ ছিল।

অক্‌বরের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত ভাল ছিল। নগরসকলে বিপণি-সমূহ নানা প্রকার পণ্যসম্ভারে পূর্ণ থাকিত। গ্রামবাসিগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিত। মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারী দেশের শান্তি নষ্ট করিত। ১৫৯৫-৮ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় সম্রাট্ শেখ ফরীদ নামক বোখোরার এক জন সদাশয় ব্যক্তিকে আর্ত্ত-ত্রাণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শিল্প—বয়নশিল্পের অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। কাশ্মীর ও লাহোরে কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হইত। আগ্রা ও ফৎপুর-সিক্রীতে গালিচা ও অন্যান্য সুন্দর আসনপ্রভৃতি প্রস্তুত হইত। গুজরাটের পাটনে ও খান্দেশের বুর্হানপুরে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঢাকা জেলার সোনারগাঁয়ে ভারতের বিখ্যাত মসলিন প্রস্তুত হইত।

বিদেশ হইতে বহুবিধ বিলাসের সামগ্রী আমদানী হইত। আরব-সাগরে সুরাট একটী বিখ্যাত বন্দর ছিল। বঙ্গোপসাগরে সপ্তগ্রাম একটী বিখ্যাত বন্দর ও সুন্দর নগর ছিল। চীন হইতে চীনামাটীর বাসন ও জিনিস হইতে কাচের বাসন আমদানী হইত। সম্রাট্ চীনামাটী ও কাচের বাসন অত্যন্ত পছন্দ করিতেন।

কয়েকটী বড় বড় রাজপথ ব্যতীত পথগুলি বিশেষ ভাল ছিল না। সেতুর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। খেয়া পার হইয়া নদী অতিক্রম করিতে হইত। বন্যার সময় নদীপার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। অক্‌বরের সময় জৌনপুরে মু'নিম খাঁ গঙ্গার উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ করেন, উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পথি-পার্শ্বে ছায়া-দানকারী ঘন-পত্রবহুল তরু রোপণ করিয়া পথিকগণের শ্রমলাঘবের চেষ্টা করা হইত। রাজপথের পার্শ্বে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য চটি বা সরাই থাকিত।

অক্‌বরের রাজত্বকালে রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী—

গ্রন্থের নাম — গ্রন্থকার

১। রামচরিতমানস (১৫৭৪) তুলসীদাস।
২। গ্রন্থসাহেব (১৫৮১)—গুরু অর্জ্জুনমল্ল।
৩। তজ্‌কিরৎ-উল্-ওয়াকিয়া'ৎ (১৫৮৭)—জৌহর।
৪। তারিখ্-ই-অল্‌ফী (১৫৯১)—মৌলানা অহমদ প্রভৃতি
৫। তবকাৎ-ই-অক্‌বরী (১৫৯৩)—নিজা-মুদ্দীন অহমদ বখ্‌শী।
৬। তারিখ-ই হক্কী (১৫৯৬)-শেখ অবদুল হক্।
৭। যৌজৎ-উৎ-তাহিরিন্ (১৬০২)—তাহির মুহম্মদ বিন্ 'ইমদাদুদ্দীন্ হসন্ বিন সুলতান্ 'আলী বিন্ হাজি মুহম্মদ হুসেন সবজ্‌ওয়ারী।
৮। মরকজ অদ্‌বার— শেখ ফৈজ়ী
৯। সুলেমান বিল্‌কৈস— ,,
১০। নলদমন— ,,
১১। হফ্‌ৎ ইক্‌লীম — ,,
১২। সবাৎ-উল্-ইল্‌হাম্— ,,
১৩। মবারিদ্-উল-কলম— ,,
১৪। "মুন্তখব্-উৎ-তবারিখ্" বা "তারিখ-ই-বদাউনী"—শেখ অবদুল কাদির বদাউনী
১৫। নজ্‌তুর্-রশিদ— ,,
১৬। মুজম-উল-বুলদান— ,,
*১৭। জামি-উর্-রশিদি— ,,
*১৮। রজ়মনামা (মহাভারতের দুই পর্ব্বের অনুবাদ ৯৯০ হিঃ)—,,
*১৯। খিরদ্ অফ্‌জা (বত্রিশ-সিংহাসনের অনুবাদ ৯৮২ হিঃ)
*২০। অক্‌বরনামা— অবুল ফজ়ল
২১। 'আ'ইন্-ই-অক্‌বরী— ,,
২২। আয়তুল কুর্‌সী— ,,
২৩। মক্‌তুবাতুল অল্লামী— ,,

ইহা ব্যতীত শেখ ফৈজ়ী ভাস্করাচার্য্যের

* এই পুস্তকগুলি অনূদিত।

"বীজগণিত" ও "লীলাবতী" পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। বদাউনী রামায়ণের (৯৯২-৯৯৪ হিঃ), অথর্ববেদের কিয়দংশের অনুবাদ করেন। বদাউনী আরও অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবুল্ ফজ.ল "কলিলা ও দমনা" নামক আরবী পুস্তকের "অয়ার-ই-দানিশ" নামে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন।

অক্‌বরের সময়ে সাহিত্য ও কলা—

স্বয়ং লেখাপড়া না জানিলেও সম্রাট্ বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার দরবার পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনে সতত পূর্ণ থাকিত। সেই সময়ে পারস্য ভাষার যথেষ্ট সমাদর ছিল ও বহু গ্রন্থ ঐ ভাষায় রচিত ও অন্য ভাষা হইতে অনূদিত হয়। অবুল্ ফজ.ল শেখ ফৈজী ও অবদুল কাদির বদাউনী তিন জনের মধ্যে ফৈজী সে যুগের এক জন খ্যাতনামা পারসীক কবি ছিলেন। অবুল্ ফজ.লের গদ্য রচনা একটু অলঙ্কারবহুল হইলেও মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ছিল। বদাউনীর ভাষা কিছু কঠিন ছিল।

অক্‌বরের সভা অলঙ্কৃত করিয়া থাকিতেন বহু গায়ক, হকীম, দার্শনিক, চিত্রকর ও কবি। তিনি সুকবি হুসেন নকভীকে একটী শ্লোকের জন্য দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। কথিত আছে তাঁহারই আদেশে বৈরম খাঁ কবি হকীমের একটী শ্লোকের জন্য লক্ষ টাকা ও গায়ক রামদাসকে লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

সেই যুগে তুলসীদাস হিন্দীভাষায় "রাম-চরিত-মানস" লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সেই মহাগ্রন্থ উত্তর-ভারতে প্রতি ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে [তুলসীদাস দ্র°]। অন্ধ কবি সুরদাসের রচিত কবিতা ও গীতসমূহ অতীব মধুর। সুরদাস সম্রাটের ছত্রিশ জন সভা-গায়ক-বৃন্দের অন্যতম ছিলেন। সম্রাটের আদেশে রামায়ণ, মহাভারত ও অথর্ববেদের এবং হরিবংশ ও নলরাজার আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত নলদমন পারস্যভাষায় অনুবাদের চেষ্টা হয় *। কয়েকখানি গ্রীক ও আরবী পুস্তক পারস্যভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তুরস্কভাষায় রচিত বাবরের জীবন-স্মৃতির পারস্য ভাষায় অনুবাদ [illegible]।†

সম্রাটের পূর্বপুরুষগণ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিলেও পুস্তক সংগ্রহ করিতে ভাল বাসিতেন। সম্রাট্ অক্‌বরের গ্রন্থাগারে নানা ভাষায় ও নানা বিষয়ের বহু হস্ত-লিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই বিখ্যাত চিত্রকরগণ দ্বারা অঙ্কিত চিত্র-শোভিত ও নিপুণ লিপিকর দ্বারা লিখিত। সম্রাটের সময়ে পর্তুগীজগণ পুস্তক মুদ্রণ আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট্ মুদ্রিত পুস্তক মোটেই পছন্দ করিতেন না।

লিপিবিদ্যারও সে যুগে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুহম্মদ হুসেন কাশ্মীরী জরীণ-কলম উপাধি পাইয়া ছিলেন।

সম্রাট্ অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় হিন্দু, ইরানী, তুরানী ও কাশ্মীরী নানা দেশীয় গায়ক-গায়িকা ও বাদিত্রবাদক ছিলেন। এই গায়ক ও বাদিত্র-বাদকগণ সাত ভাগে বিভক্ত ছিলেন। সপ্তাহের এক এক দিনে এক এক দলকে গীত-চর্চা করিতে হইত।

অবুল্ ফজ.ল-কর্তৃক উল্লিখিত ৩৬ জন গান্ধর্বগণের মধ্যে মালবের ভূতপূর্ব নৃপতি বাজ. বহাদুরের [বাজ. বহাদুর দ্র°] প্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক সে যুগে কেহ ছিল না। মিঞা তানসেনের নাম সকলের নিকটেই সুপরিচিত [তানসেন দ্র°]। সম্রাট্ স্বয়ং মিঞা লাল বা লালকলাবন্তের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং উত্তম নকাড়া বাজাইতে পারিতেন।

সম্রাটের চিত্রকলানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। ফথ্‌পুরসিক্রী নগরী স্থাপনের পর হইতে তাঁহার চিত্রকলার প্রতি অনুরাগের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অক্‌বরের সময়ের মুসলমান চিত্রকরগণ পারস্যদেশীয় চিত্রকলার অনুকরণ করিয়া ভারতীয় ভাবের সংমিশ্রণে এক নূতন ধরণের চিত্রকলার সৃষ্টি করে, তাহাকে আধুনিক যুগে মুগ.ল চিত্রকলা বলা হয়। অক্‌বরের সভায় হুমায়ূনের সম-সাময়িক পারস্যদেশীয় চিত্রকর ও লিপিকর খ্বাজা অব্‌দুস্ সমাদ বাস করিতেন। সম্রাট্ তাঁহাকে টাঁকশালের দারোগা করিয়া দেন। পরে মুলতানের দেওয়ান করিয়া পাঠান। কথিত আছে ইনি একটী পোস্তদানার উপর কোর্‌আনের ১১২শ অধ্যায়টী লিখিয়া ছিলেন। অক্‌বরের পূর্বে গোঁড়া সুন্নী মুসলমান-গণ চিত্রাঙ্কন-বিদ্যাকে ঘৃণা করিতেন, সম্রাটের উৎসাহ পাইয়া সেই যুগে চিত্রকলার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। অক্‌বরের রাজ-সভায় সতর জন বিখ্যাত চিত্রকরের মধ্যে ১৩জন ছিলেন হিন্দু। দসবন্থ নামক একজন কাহার জাতীয় পাল্কী বেহারা নিজ প্রতিভাবলে এক জন বিখ্যাত চিত্রকর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন (দসবন্থ দ্র°)।

বসাবন্ নামক অপর এক জন হিন্দু চিত্রকর দসবন্থের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অবুল্ ফজ.ল বলেন সে যুগের হিন্দু চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্রের তুলনা জগতে দুর্লভ ছিল। হিন্দু চিত্রকরগণ এক ধারার প্রবর্তন করিয়া ছিলেন যাহা এযুগে রাজপুত চিত্রকলা বলিয়া বিখ্যাত। সে সময় আলেখ্য-চিত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং ভিত্তি-চিত্রের (Fresco) যথেষ্ট চর্চা ও উন্নতি হইয়াছিল। ফথ্‌পুর সিক্রীর প্রাসাদে সম্রাটের শয়নগৃহে যে ভিত্তি-চিত্রের চিহ্ন আছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে সে যুগে ভিত্তি-চিত্রের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

অক্‌বরের রাজত্বকালে বহু মসজিদ ও প্রাসাদাদি নির্মিত হইয়াছিল। হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরও যথেষ্ট নির্মিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন ও মথুরায় মন্দিরগুলি এই সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। শত্রুঞ্জয় পর্বতে জৈনমন্দির নির্মিত

* বদাউনি নকিবুল্লাহ সহিত এই কয়খানি পুস্তকের কিয়দংশ অনুবাদ করেন।

† খান্ খানান্ এই অনুবাদ করেন।

হইয়াছিল। এই সকল মন্দির ও অনেক প্রাসাদ হিন্দু-অঙ্কন-রীতি অনুসারে নির্মিত হইয়াছিল। অনেক প্রাসাদ হিন্দু ও মুসলমান রীতির সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সমস্ত স্থাপত্যকলার মধ্যে পারস্য-দেশীয় প্রথার প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। মাত্র ইস্‌লামীয় প্রথায় প্রস্তুত হর্ম্যাদি এই যুগে অত্যন্ত কম।

ফথ্‌পুর সিক্রীর অধিকাংশ প্রাসাদ অক্‌বরের সময়ে নির্মিত হয়। এই নগরীর প্রাচীর ও বিভিন্ন প্রবেশদ্বারগুলি সে যুগের স্থাপত্যকলার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। ফথ্‌পুর সিক্রীর বৃহৎ মসজিদের ভিতর যে স্থাপত্যকলার নিদর্শন আছে তাহা দেখিলে মনে হয় যেন কোন চিত্রকরের নিপুণ তুলিকা-সম্পাতে তাহার উদ্ভব হইয়াছে। বীরবলের প্রাসাদ ও দেওয়ানি খাসের কারুকার্য-নৈপুণ্য দেখিলে নয়ন সার্থক হয়। সম্রাট্ এই নূতন নগরীটীকে প্রচুর অর্থব্যয়ে নিপুণ শিল্পী দ্বারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মসজিদ, স্নানাগার, বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও বিলাসভবন সর্বজন-মনোরম করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল প্রাসাদ ও হর্ম্য নির্মাণের জন্য তাঁহাকে বহু অর্থ-ব্যয়ে ভরতপুর হইতে রক্ত প্রস্তর (Red stone), জয়পুর ও অজমের হইতে নানা বর্ণের প্রস্তর ও মধ্যভারত হইতে চুণাপাথর (Lime stone) আনয়ন করিতে হইয়াছিল।

অক্‌বরের নবরত্ন-সভা—অক্‌বরের সভায় তাঁহার নয় জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নবরত্ন বলা হইত, যথা :—রাজা বীরবল, রাজা মানসিংহ, রাজা তোডরমল, হকীম হুমাম, মুল্লা দুপিয়াজ, শেখ ফৈজী, অবুল ফজ্‌ল, মির্জা অবদুর রহিম, খান্ খানান্ এবং মিঞা তানসেন। [তত্তৎশব্দ দ্র°]

অক্‌বরের ধর্মমত—শৈশব হইতে গোঁড়া সুন্নীদিগের মধ্যে লালিত হওয়ায় বাহ্যব্যবহারে অক্‌বরের একটা গোঁড়ামীর ভাব প্রকাশ পাইত। শিয়ামতাবলম্বীরা হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতে শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত গোঁড়ামী স্থান পায় নাই। বাল্যকালে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কোন ধর্মমত পোষণ করিবার অবসর তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। সাধারণতঃ তিনি ধর্মপ্রাণ ছিলেন; বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, মনে হয়, তাঁহার ধর্ম-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার ভাব জাগিয়া উঠে। সাধু ও ফকীরগণের সঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত। সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বৎসর পরে অজমেরে বুৎবুল উলিয়া খাজা-মুঈনুদ্দীন চিস্তির সমাধি-দর্শনে গমন করেন, সেই অবধি প্রায় প্রতি বৎসরই সেইখানে তীর্থ-যাত্রা করিতেন। শেখ সেলিম চিস্তি, শেখ দানিয়াল প্রভৃতি কয়েক জন মুসলমান সাধুর সহিত প্রায়ই ধর্মালোচনা করিতেন। সম্রাট্ তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে কয়েকটী মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং অ-মুসলমানদিগকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ক্রমে সুফীদিগের সহিত পরিচয় হওয়ায় ধর্ম-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়া গেল। অবুল ফজ্‌লের পিতা শেখ মুবারক নাগোরী সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপের ফলে তাঁহার ধর্মমত ক্রমশঃ উদার হইতে থাকে। মনের মধ্যে ধর্ম-সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব হওয়ায় প্রায়ই ভাবাভিভূত হইয়া পড়িতেন।*

গুজরাট হইতে যুদ্ধ জয় করিবার পর ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেখ মুবারক অক্‌বরের মনে একটা নূতন ধর্মমত প্রচার করিবার ইচ্ছা জাগরূক করিয়া দেন। ধর্মচর্চার সুবিধার জন্য ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে "ইবাদৎ খানা" নির্মাণ করেন। এখানে তিনি সাধু ও পণ্ডিতগণের সহিত ধর্মচর্চায় বহুক্ষণ যাপন করিতেন। প্রতি শুক্রবারে এইখানে সাধু ও ফকীরগণকে বহু অর্থ দান করিতেন। এইখানে মুসলমান ধর্মের মতভেদ লইয়া মখদুমুল্ মুল্ক ও শেখ অবদুন্নবী নামক দুই জন ধর্মজ্ঞ মুসলমান ঘোরতর তর্ক করিতেন। মধ্যে মধ্যে এই তর্ক বিরক্তিকর হইয়া উঠিত এবং অক্‌বরের মনে হইত যে দুই জনের মতই ভ্রমপূর্ণ। এই সময় হইতে তাঁহার মনে ইস্‌লাম ধর্মের মূল শিথিল হইতে লাগিল। তখন তিনি হিন্দু, জৈন, পার্সী ও খ্রীষ্টানদিগের ধর্মমত আলোচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে সম্রাট্ অক্‌বরের অগ্নি-উপাসক পার্সীগণের সহিত পরিচয় হয়। পার্সীধর্মজ্ঞ দস্তুর মহ্‌রাজজী রাণার শিক্ষায় সূর্য ও অগ্নির উপাসনা আরম্ভ করিলেন। প্রাসাদে অগ্নির বেদী নির্মিত হইল এবং পর্য-বেক্ষণভার অবুল ফজ্‌লের উপর অর্পিত হইল। প্রকাশ্যে অক্‌বর সূর্য ও অগ্নিকে প্রণাম করিতে লাগিলেন (১৫৮০ খ্রীঃ)। সন্ধ্যার সময় দীপ জ্বালিলে সভার সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া আলোকমালাকে অভিবাদন করিতেন। হিন্দু রাজা বীরবল অগ্নি-উপাসনায় তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। সম্রাট্ পারসীক মাস ও বারের নাম গ্রহণ করিয়া পার্সীদিগের অনুষ্ঠানের অনুমোদন করেন (১৫৮৯ খ্রীঃ) ‡।

অক্‌বর গোয়ার জেস্যুইট্ পাদ্রীগণকে নিমন্ত্রণ করেন (১৫৭৮ খ্রীঃ)। Ridolfo Aquaviva, Antonio Monserrate এবং Francesco Enriquez আগমন করেন (১৫৮৯ খ্রীঃ) ও বাইবেল উপহার দেন।

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেখ মুবারক যে ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রথম বিকাশ হয় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে। আপনাকে ইমাম-ই-আদিল (সমগ্র জাতির ধর্মগুরু) বলিয়া ঘোষণা করিয়া মস্‌জিদ-ই-জামের বেদীতে উঠিয়া খুৎবা পাঠ করেন * (ঊলা জুমাদল অওয়াল, শুক্রবার)।

ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের পূর্বে অক্‌বর আপনাকে মুসলমান ধর্মের বিভিন্ন মতের একমাত্র বিচারক বলিয়া প্রচার করেন।

* Epileptic fits—see Du Jarric, ii, 498.

‡ V. Smith-Akbar, 163-4. Commentarius, 548. J. J. Modi: "Parsees at the court of Akbar and Dastur Mehrju Rana", Bombay, 1903.

† Royal Polyglot Bible of Plantyn, printed in 1569-72 for Philip ii of Spain.

* এই খুৎবাটী শেখ ফৈজির লেখা।

Badaoni vol ii, 218; A. N. iii, 396; EHI v 412; V. Smith, 176-178.

মুসলমান পণ্ডিত ও ধর্মজ্ঞগণ একটা অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর করিয়া দেন (এই পত্রখানি শেখ মুবারক মুসাবিদা করেন)। ইহার মর্ম এই—আমরা সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান উলমাগণ সকলে স্বীকার করিতেছি যে, ইমাম-ই আদিলই আল্লার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং তাঁহার পদ মুজৎহিদগণ * অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুজৎহিদ-গণের মধ্যে মতভেদ হইলে অবুল ফৎ জলা-লুদ্দীন মুহম্মদ অক্‌বর পাদশাহ গাজী সুলতান-ই-আদিল যে মতটী ধ্রুব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিবেন তাহাই আমরা তথা সমস্ত (মুসলমান) জাতি স্বীকার করিব ও মান্য করিতে বাধ্য থাকিব এবং সম্রাট্ কোর'নের মতের অনুকূল ও জাতির প্রকৃত মঙ্গলার্থ কোন আদেশ প্রচার করেন আমরা তথা সমস্ত (মুসলমান) জাতি তাহাতে বাধ্য থাকিব। যে এই আদেশ অমান্য করিবে তাহার পরকালে গতি হইবে না এবং ইহকালে সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে" (রজব ৯৮৭ হিঃ)। *

ইহাতে ইমাম-ই-আদিলের উপর কথা বলিবার কেহ রহিল না এবং তাঁহার বিরুদ্ধা-চরণ করাও অসম্ভব হইল।† ইহার পর ইবাদৎ খানায় মুসলমান ধর্মমত লইয়া বিবাদ বন্ধ হইল। ফলে তর্কের ক্ষেত্র বর্ধিত হইল; বিভিন্ন ধর্মমত লইয়া বিচার-তর্ক আরম্ভ হইল।

গুজরাটে অভিযানকালে সম্রাট্ জৈন-গুরু হীরবিজয় সূরির নাম শুনিয়াছিলেন। কাবুল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া (১৫৮২ খ্রীঃ) গুজরাটের শাসনকর্তার উপর জৈন-গুরুকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিবার আদেশ হইল। হীরবিজয় সূরি ও ভানুচন্দ্র উপাধ্যায় পদব্রজে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন (হীরবিজয় সূরি ও ভানুচন্দ্র উপাধ্যায় দ্র°)। তাঁহারা অবুল ফজ্‌লের তত্ত্বাবধানে থাকিলেন ও তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিলেন; তাহার পর সম্রাটের সহিত ধর্মালোচনা করিলেন।

* মুজৎ-হিদ্—কোরা'নের ব্যাখ্যাকার।

* EHI v, 532; Ain i, 185.

† Badaoni ii, 279.

তাঁহার অনুরোধে বন্দীগণ মুক্ত হইল ও পক্ষি-সমূহ পিঞ্জরমুক্ত হইল এবং বৎসরের কয়েক দিন পশুহত্যা নিবারিত হইল।* কয়েক বৎসর পরে জিজিয়া কর বন্ধ হইল ও বৎসরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক দিন পশুহত্যা নিষিদ্ধ হইল। অন্যথা হইলে প্রাণদণ্ডের (১৫৮৭ খ্রীঃ) বিধান চলিতে লাগিল। ১৫৯৩ খ্রীঃ জৈনগুরু সিদ্ধিচন্দ্র লাহোরে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ফলে শত্রুঞ্জয় পর্বতে তীর্থযাত্রী জৈনদিগের কর রহিত হইল। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে মুগ.ল যুগে তীর্থযাত্রীর ও বিবিধ ব্যবসায়ের উপর যে কর নির্ধারিত ছিল অক্‌বর তাহা উঠাইয়া দেন। অবুল ফজ.লের বিবরণ হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে মাশুল ও পথ-শুল্ক অক্‌বর রহিত করিয়া দেন এবং পোতাশ্রয়ের দেয় শুল্কের হার কমাইয়া শতকরা ২½ টাকা করিয়া দেন।

জৈন-প্রভাবে শেষ জীবনে অক্‌বর নিরামিষাশী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রিয় ব্যসন মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মাছ ধরিবার সখ কিছুদিন তাঁহার ছিল, পরে তাহাও লোপ পাইয়াছিল†।

মুসলমান ধর্মের প্রতি এই বিতৃষ্ণা ও অপরাপর ধর্মে অনুরাগের জন্য ক্রমে লোকের মনে অসন্তুষ্টি জাগিল। সম্রাট্ ১৫৭৯খ্রীষ্টাব্দে অজমেরে তীর্থযাত্রা করিলেন এবং পদব্রজে ৫ ক্রোশ হাঁটিয়া পীরের সমাধিস্থানে গমন করিলেন।[১] ফিরিবার সময় বস্ত্রাবাসে মসজিদ করিয়া দিনে পাঁচবার নমাজ করিতে লাগিলেন।[২] পর বৎসর স্বয়ং না গিয়া শাহ্-

* শত্রুঞ্জয় পর্বতে আদীশ্বরের মন্দিরে একটী প্রকাণ্ড শিলালিপিতে মন্দিরের স্থাপয়িতা হীরবিজয়ের গুণাবলি ও সম্রাট্ অক্‌বরের বদান্যতার ও গুণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সম্রাট্ হীরবিজয়কে জগদ্গুরু উপাধি দিয়াছিলেন।

† Hiravijaya Suri or the Jainas at the court of Akbar by "C" in 'Jaina-Shasana' Benares, 1910 (Vira Sam 2437), 113-28; Ain, i, 538, 547; V. Smith, 166168.

১ Badaoni, iii, 320.

২ A. N. iii, 407 n.

জ.াদা দানিয়ালকে অজমেরে পাঠাইলেন। এক ব্যক্তি মক্কা হইতে একটী প্রস্তর আনিয়াছিল, সেই প্রস্তরে হজরত মুহম্মদের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে বলায় সম্রাট্ স্বয়ং স্কন্ধে করিয়া তাহা কিছু দিন বহন করেন।* সম্রাটের এই সকল অনুষ্ঠানে যে কোন আন্তরিকতা ছিল না, তিনি কেবল মুসলমান প্রজাগণকে ছলনা করিতেছিলেন বুদ্ধিমান্ লোকে তাহা বুঝিতে পারিল। সম্রাটের নবধর্ম প্রচারের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিলেন শেখ অবদুন্নবী ও মখদ্-মুল্‌মুল্‌ক। ইঁহাদিগকে তিনি মক্কা পাঠাইয়া-ছিলেন; তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের বিনাশ সাধন করিলেন। (মখদ্ মুল্‌মুল্‌ক ও শেখ 'অবদুন্নবী দ্র°)

সম্রাট্ ১৫৮০খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রকাশ্য-ভাবে একেশ্বরবাদ বা "দীন ইলাহী" নিজ ধর্ম বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। (ইলাহী দ্র°)। অবশ্য তাঁহার নূতন ধর্ম যাঁহারা গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই সম্রাটের অনুগ্রহলাভের আশায় বা তাঁহার কোপানলে পড়িবার ভয়ে করিলেন। হিন্দু-দিগের মধ্যে কেবল রাজা বীরবলের নাম উল্লেখযোগ্য। নবধর্ম গ্রহণকারিগণ পূর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একটী একরারনামা লিখিয়া দিতেন; উহা নূতন ধর্মের মুজৎহিদ অবুল ফজ.লের নিকট থাকিত। নবধর্ম গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিত ব্যক্তির রাজ-অনুগ্রহে বৈষয়িক উন্নতিও পদমর্যাদা বৃদ্ধি হইত।*

সম্রাট্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গ সম্রাট্‌কে "মহতীদেবতাহ্যেষাং নররূপেণ তিষ্ঠতি" মনে করিতেন। রাজদর্শন তাঁহারা দেবপূজার সমান বলিয়া জ্ঞান করিতেন। রাজা আল্লার ছায়া, তাঁহাকে দর্শন করিলে আল্লারই প্রতীক-দর্শন হইল বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা ছিল।†

৩ A. N. iii, 411; Badaoni, 280; EHI v, 536; Badaoni (Lowe),32; Ain i, 273.

* Badaoni ii, 314; Ain i, 194.

† Happy Sayings, Ain iii, 398; Guerreiro (Relacam, Spanish tr, ch iii, 16):—"es tan soberio y arrugate, que consiete ser adorado como dios" ie 'He is so proud and arrogant that he is willing to be worshipped as God.'

বিশাল ভারতের সম্রাট্‌ হইয়া তাঁহার মনে হইল যে, ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ভাষাই ভারতবাসীর একতার পথে অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিয়া এক মহাজাতি গড়িয়া তুলিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল। সেই উদ্দেশ্যে সকল ধর্মের সার সংগ্রহ করিয়া তিনি "দীন ইলাহী"র প্রচার করিলেন। এই জন্ত হয় তো তাঁহাকে তাঁহার মুসলমান ধর্মের অনেক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং এই জন্তই তিনি মুসলমানদিগের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য যে সাধু ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমসাময়িক মুসলমান ও খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণ অক্‌বরকে স্বৈরাচারী বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অক্‌বর ধর্ম-সম্বন্ধে উদারভাব পোষণ করিতেন। তাঁহার কয়েকটী ঘোষণা ও আইন হইতে তাঁহার সমদর্শিতার কতিপয় নিদর্শন পাওয়া যায় :—

(১) যদি কোন হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার নিজ ধর্মে ফিরিয়া যাইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইত।

(২) কোন ব্যক্তিকে তাহার ধর্মানুসারে অনুষ্ঠান করিতে বাধা দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং লোকে স্বেচ্ছানুসারে যে কোন ধর্ম অবলম্বন করিতে পারিত।

(৩) যদি কোন হিন্দু রমণী প্রেমে পড়িয়া কোন মুসলমানকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকে জোর করিয়া তাহার মুসলমান স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ পরিবারে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(৪) যদি কোন হিন্দু, খ্রীষ্টান, জৈন বা পার্শী তাহাদের মন্দির, গির্জা বা অন্ত কোন ধর্ম-মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিত না।*

তিনি হিন্দু, জৈন ও পার্শীদিগের ধর্ম হইতে কয়েকটী আচার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যের মধ্যে গো-হত্যা করিলে প্রাণ-দণ্ড হইবে বলিয়া সম্রাট্‌ ঘোষণা করেন। গোমাংস, পিয়াজ ও রসুন ভক্ষণ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।[১]

সম্রাট্‌ হিন্দুদিগের ন্তায় ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত করিতেন; পূর্বদিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতেন। দিবসাধিপতি গ্রহের বর্ণানুরূপ বর্ণের বেশ পরিধান করিতেন।[২]

সম্রাট্‌ অন্তঃপুরে আহার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে রাখী গ্রহণ করিতেন।[৩]

সম্রাট্‌ অক্‌বর

এতদ্ব্যতীত জৈন ও পার্শীদিগের আচার-গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে। বদাউনী সম্রাটের ইসলাম-বিদ্বেষের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;

আমরা কিন্তু 'অক্‌বর-নামা', 'আইন-ই-অক্‌বরী', 'তবকাৎ-ই-অক্‌বরী', কোন পুস্তকেই উল্লিখিত বিবরণগুলি দেখিতে পাই না। গোঁড়া সুন্নী মতাবলম্বী শেখ বদাউনী সম্রাটের ধর্ম-সম্বন্ধে উদারতায় ঘোরতর অসন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া সমস্ত বিষয়ই তিনি বিষ-চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সম্রাট্‌ খ্রীষ্টধর্মের সারমর্ম জানিবার জন্ত গোয়ার পর্তুগীজ পাদ্রীগণকে তাঁহার সভায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এডোয়ার্ড লিয়োটন্‌ (Edward Leioton) এবং ক্রসটোফার ডি বেগা (Crisropher di Vega) নামক দুই জন পাদ্রী ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে সম্রাটের দরবারে আগমন করেন। সম্রাট্‌ মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। পরে যখন পাদ্রীগণ বুঝিলেন হিন্দুস্থানের চতুর সম্রাট্‌ তাঁহাদের ধর্মে দীক্ষিত হইবেন না, কেবল তিনি তাঁহাদের ধর্মমত জানিতে চাহেন, তখন তাঁহারা ক্ষুণ্নমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।* এইজন্ত অনেক জেসুইট পাদ্রী সম্রাটের ইলাহীধর্মের উপর বিদ্রূপবাণও বর্ষণ করিয়াছেন।

অক্‌বরের আকৃতি ও প্রকৃতি—

সম্রাট্‌ ছিলেন বলিষ্ঠ মধ্যমাকৃতি পুরুষ, উচ্চতায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি; তাঁহার গঠন ছিল দোহারা; তাঁহার বিশাল বক্ষ, ক্ষীণমধ্য ও দীর্ঘবাহু; পদদ্বয় অত্যধিক অশ্বারোহণে ঈষৎ বক্র; পায়ে কোন দোষ না থাকিলেও ভ্রমণকালে বামপদ একটু টানিয়া চলিতেন। মস্তক একটু দক্ষিণ স্কন্ধে হেলিয়া থাকিত, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা ঈষৎ ক্ষুদ্র ও তাহার মধ্যভাগের হাড় একটু উন্নত, নাসারন্ধ্র ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ন্তায় স্ফীত, বাম নাসাপুট ও ওষ্ঠের সংযোগস্থলে সৌভাগ্যসূচক একটী মটরের অর্ধভাগ পরিমাণ ক্ষুদ্র আঁচিল ছিল। ক্ষীণ কৃষ্ণ ভ্রূ ও অল্পপরিসর উজ্জ্বল চক্ষুর তাঁহার মোঙ্গল-বংশে উৎপত্তির পরিচায়ক। তাঁহার বর্ণ ছিল গোধূমবৎ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুহীন, গুম্ফ ক্ষুদ্র ও উত্তমরূপে ছাঁটা। তিনি দীর্ঘকেশ রাখিতেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল

* "মুন্তখবুৎ তওয়ারিখ" Lowe ii, 327.

(১) Badaoni ii, 331 ; Ain i, 200.

(২) EHI v, 529-30.

(৩) EHI v, 530-533.

* Hosten : Jesuit missionaries in Southern India, Pamphlet, Catholic Orphen, Press, Calcutta 1987, 8.

গুরুগম্ভীর। যখন অপরাধীর প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন তখন তাঁহাকে ভয়ঙ্কর দেখাইত।

জানুর নিম্ন পর্যন্ত বিলম্বিত জরীর কাজ-করা মসলিন বা পাতলা রেশমের 'কাবায়' সাধারণতঃ সম্রাটের বহির্বাস ছিল। মস্তকে ক্ষুদ্র পাকান মণিমুক্তাখচিত পাগড়ী হিন্দু ও মুসলমান প্রথার সমন্বয়ে প্রস্তুত হইত। উত্তম পাতলা রেশমী বস্ত্রের (Sarcenet) আগুল্ফবিলম্বিত পায়জামার প্রান্ত মুক্তা-গ্রথিত সূত্র দ্বারা বদ্ধ। তিনি নিজের খেয়াল-মত অদ্ভুত আকৃতির জুতা পরিধান করিতেন। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ রেশম বা মখমল-নির্মিত পর্তুগীজ বেশ পরিধান করিতেন। তিনি সর্বদা সঙ্গে এক খানি ছোরা এবং হস্তের সন্নিকটে এক খানি তরবারি রাখিতেন।

তাঁহার ব্যবহার অতি মনোহর ছিল।[১] নিজ পরিবারে তিনি স্নেহশীল, ক্ষমতাশালীর নিকট ভয়ঙ্কর এবং সাধারণ দীনের প্রতি সহৃদয় ছিলেন।[২] সম্রাট্ সর্বদাই দীন ও সাধারণ লোকের আবেদন ও অনুযোগ আনন্দে শ্রবণ করিতেন। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপহার তিনি সাদরে বক্ষে তুলিয়া লইতেন। কিন্তু ধনীর উপহারে সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না, সময়ে সময়ে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

অক্বর অত্যন্ত মিতাহার ছিলেন। দিনের মধ্যে একবার- মাত্র প্রকৃত আহার করিতেন। আহারের সময়ের কোন স্থিরতা ছিল না, ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই আহার করিতেন। তাঁহার সম্মুখে অবশ্য নানাবিধ ভোজ্যসম্ভার সযত্নে ও যাহাতে কেহ বিষ-মিশ্রিত করিতে না পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক সাজাইয়া রাখা হইত। অক্বর মাংস ভোজন করিতে ভাল বাসিতেন না। জীবনের শেষ ভাগে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[৩] তিনি আঙুর, খরমুজ ও বেদানা অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। মদ্যপান বা অহিফেন সেবনকালে ফল ভক্ষণ করিতেন।[৩] নানাবিধ দেশীয় উগ্র সুরা পান করিতেন। মধ্যে মধ্যে এত অধিক সুরা পান করিতেন যে, তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইত। অহিফেনের সুগন্ধি পানীয় প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন।[৪] সাম্রাজ্যে অহিফেন-চাষের জন্য কৃষকগণকে উৎসাহ দেওয়া হইত।[৫]

যন্ত্রশিল্পে অক্বরের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। বন্দুক ও কামান নির্মাণ করিতেও তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।[৬] তিনি বহু নূতন নূতন যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও যন্ত্রাদির উন্নতি করিয়াছিলেন।[৮] প্রাসাদের মধ্যে কারখানা ছিল।

অক্বর নাম সহি করিতে পারিতেন মাত্র। লেখাপড়া না শিখিলেও নানা দিক হইতে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করিতেন তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। অসামান্য স্মৃতিশক্তি-প্রভাবে রাজকার্যের সামান্য খুঁটিনাটি, অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, কুকুর, পক্ষী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর নাম তাঁহার নখদর্পণে অঙ্কিত ছিল। রাজকার্যে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল।[৯]

মুসলমান ইতিহাসে বা ধর্মশাস্ত্রে অক্বরের মোটামুটি জ্ঞান ছিল। এশিয়ার সাহিত্যে বিশেষতঃ সুফী কবিদিগের কবিতায় তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। খ্রীষ্টান বাইবেলের গল্প ও ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ জ্ঞান ছিল। হিন্দু, জৈন ও পার্শী ধর্মের সারমর্ম তাঁহার মোটামুটি জানা ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে ছবি আঁকিতে ভালবাসিতেন। সারাজীবন চিত্র-শিল্পে তাঁহার সমধিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নির্মিত অট্টালিকাসমূহে তাঁহার সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। যে তাঁহার সহিত তর্ক করিত সে তাঁহাকে অশিক্ষিত বলিয়া বুঝিতে পারিত না।

অক্বর নানাবিধ ক্রীড়া ভাল বাসিতেন। পাশা ও দাবা খেলা, চৌগান (polo) খেলা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও কুকুর-সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। মৃগয়া তাঁহার একটা প্রিয় ব্যসন ছিল। বহু শিকারী পক্ষী পুষিলেও তিনি পক্ষি-শিকার পছন্দ করিতেন না। তিনি চিতার সাহায্যে হরিণ-শিকার করিতেন; তিনি বহু পারাবত পুষিয়াছিলেন; তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে তিনি ভালবাসিতেন। তিনি মহিষ, হস্তী, মেষ ও পক্ষিযুদ্ধে আনন্দ অনুভব করিতেন। মল্লযুদ্ধ দেখিতেও সম্রাট্ খুব ভালবাসিতেন।[১০]

থানেশ্বরে কুরুক্ষেত্র হ্রদের তীরে গিরি ও পুরী সন্ন্যাসীদিগের ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া সম্রাট্ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার সৈন্যগণ উভয় দলে যোগদান করিয়া সেই যুদ্ধ ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিল; উহাতে অন্যূন ২০ জন নিহত হইয়াছিল।[১১] সম্রাট সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্য অত্যন্ত ভালবাসিতেন; স্বয়ং পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। ভাঁড় ও বিদূষকগণের ভাঁড়ামি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। সরস এবং আনন্দপূর্ণ গল্প শুনিতে তিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণও করিতেন। তিনি রাত্রিতে তিন ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতেন না। সহজে ক্রুদ্ধ হইতেন না, তবে সময়ে সময়ে অতি অল্প কারণেই ক্রুদ্ধ হইতেন, ক্রুদ্ধ হইলে তিনি ভীষণ হইতেন,[১২] তবে তাঁহার ক্রোধ শীঘ্রই প্রশমিত হইত। তিনি সাধারণতঃ দয়ালু, শান্ত ও সহৃদয় ছিলেন।[১৩]

১। Peruoschi, 20.

২। Bartoli, 5.

৩। Ain BK i, ain 26; Vol i, 61;

৪। Jahangir. R. B. i, 270, 350; Ain BK i, ain 28; Vol i, 64, 65.

৫। Ain BK i, iii, ain 14; Vol ii

৬। Jahangir R. B. i. 2; Bartoli, 59, 64; Commentarius, 558, 642.

৭। Peruschi, 20.

৮। Ain BK, ain 35 etc.

৯। Ain BK i, ain 73; vol i, 157.

১০। Commentarius, 574.

১১। Akbarnama, ii, 361.

১২। অমর খাঁ ও হতভাগা রোশনীদার (lamp-lighter) এর শাস্তি দ্র EHI v, 277, vi 26; vi, 164.

১৩। Peruschi.

সম্রাট্ চাতুরীতে অত্যন্ত অত্যন্ত ছিলেন ; তাঁহার মনোভাব অপরে জানিতে পারিত না। রাজ্যশাসন বা ধর্মবিষয়ে কেহই তাঁহার সহিত আলাপে তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না। * কুটিল রাজনীতি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল। অনেক সময় তিনি মুখে বলিতেন একরূপ কার্যে করিতেন অন্যরূপ। ‡ অসীরগড়ের রাজার প্রতি তাঁহার ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত নহে। (ধর্মমত দ্র°) §। তিনি যাঁহাদিগের নিকট হইতে ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কা করিতেন অথচ যাঁহাদিগকে প্রকাশ্যে শাস্তি দিবার তাঁহার উপায় ছিল না বা শাস্তি দিলে সাধারণ প্রজাদের অসন্তুষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল, তাঁহাদিগকে গোপনে হত্যা করাইয়াছিলেন। *

অক্‌বরের সমাধিস্থান

* Bartoli, 6.

‡ যখন সম্রাট্ প্রথম জেস্যুইট পাদ্রীগণকে তাঁহার দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি গুপ্তভাবে দিউ ও দামন অধিকার করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন।

§ Ain Bk I, ain 72 ; vol i, 154 ; A. N. iii, 403, 411, 412.

* (১) ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে কামরানের পুত্রকে হত্যা ; (২) মখদুমুল-মুল্‌ক ও শেখ অব্দুন্নবীর মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সন্দেহজনক মৃত্যু [A. N. iii, 406 note by Beveridge ; Badaoni ii ; 32] ; (৩) মাসুম কবুলীর মৃত্যু (Ain. i, 444 ; Blachmann's note) ; (৪) adaoni, ii, 285 ; (৫) রণথম্ভর দুর্গে হাজী ইব্রাহিমের হত্যা (Badaoni, ii, 286, 322)

সম্রাট্ বিচারকার্যে সময় ও দেশোপযোগী যতদূর ন্যায়বিচার করা সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতেন। কেহ তাঁহাকে কোন কার্যে অধিকক্ষণ বাধা দান করিলে তাঁহার বিপক্ষের ব্যবহার যতই বীরত্বব্যঞ্জক হউক না কেন, তিনি তাহা অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। * শত্রুর প্রতি তাঁহার দয়া সাধারণতঃ কোন বিশেষ গূঢ় কারণেই প্রদর্শিত হইত, ইহা কোন আবেগের ফলে হইত না।

তিনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন তাঁহার জিগীষা কোনরূপ সাধু উদ্দেশ্যের জন্য উদ্ভূত হইত না। আক্রান্ত দেশের সুশাসনের জন্য তিনি সেই দেশ জয় করিতেন না। গোণ্ডয়ানা, কাশ্মীর, সিন্ধু, ও দাক্ষিণাত্যের দেশগুলি জয় করিয়া তিনি সেই সেই দেশবাসীর প্রিয় হন নাই বা সুশাসনে তাহাদিগের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন নাই। নৃপতির মনে সর্বদাই জিগীষা থাকা আবশ্যক, নচেৎ তাঁহার প্রতিবেশিগণ তাঁহার বিরুদ্ধা-চরণ করিতে পারে এবং সৈন্যগণকে সর্বদা যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত না রাখিলে তাহারা অলস হইয়া পড়ে ‡—ইহাই অক্‌বরের ধারণা ছিল।

* চিতোড় জয়ের পর চিতোড়বাসীদের নৃশংসভাবে হত্যা দ্র°।

অক্‌বর অর্থ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহার মাতার চরমপত্র উপেক্ষা করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত ধনসম্পত্তি স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। মৃত্যুকালে সম্রাট ৪০ কোটী টাকা পরিমাণ অর্থাৎ এখনকার মূল্য হিসাবে ২০০ কোটী টাকা পরিমাণ অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। ফেরিস্তা লিখিয়াছেন, মৃত্যুকালে অক্‌বর ১০ মণ সুবর্ণ, ৭০ মণ রৌপ্য, ৬০ মণ তাম্রপিণ্ড (Bullion), ১১ কোটী কাঁচা টাকা ও ১ কোটী মূল্যের তাম্র রাখিয়া যান। খান্দেশ অধিকারের পর শাহ্‌জাদা দানিয়াল সম্রাটের আদেশে সেই দেশের কর বহুগুণ বর্ধিত করিয়া দেন। সম্রাটের ভূমি-সংক্রান্ত করীপ ■ রাজস্বের ব্যবস্থা প্রথমতঃ তাঁহারই অর্থাগমের সুবিধার জন্যই তোড়রমল করিয়াছিলেন, অবশ্য ইহাতে প্রজার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। মৃত বে-ওয়ারিশ ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার প্রভূত অর্থাগম হইয়াছিল। ১৫৯৬-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারত দুর্ভিক্ষে ধ্বংসপ্রায় হইলে রাজকোষ হইতে কোন বিশেষ অর্থ সাহায্য করা হয় নাই। সম্রাট্ নিজ সুবিধার জন্য ব্যতীত লোকহিতার্থে কোন গৃহনির্মাণ করেন নাই। 'আইন' হইতে জানিতে পারা যায় যে, সম্রাট্ সর্বতোভাবে প্রজাসাধারণের মনো-রঞ্জনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট তিনি এই আদেশ প্রচার করেন, যেন তাঁহারা সর্বদা জনসাধারণের সন্তুষ্টি-বিধানে নিরত থাকেন। তাহাদের যে সকল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যেন সে-গুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। জন-প্রিয় হইবার জন্য অক্‌বর এই ব্যাবহারিক রীতি মানিয়া চলিতেন।

অক্‌বরের চরিত্রে দোষ থাকা সত্ত্বেও

‡ Happy Sayings, Ain. iii, 399.

তাঁহার গুণরাশির তুলনায় দোষগুলি ম্লান হইয়া গিয়াছে। তিনি একজন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিলেন এবং সেই যুগের অদ্বিতীয় সেনপতি ছিলেন। কোন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন নাই; তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা, সামাজিক কুসংস্কার ও নৃশংস আচার দূর করিবার ইচ্ছা, আশ্রিত-বাৎসল্য, দীন প্রজার প্রতি অপরিসীম করুণা এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্সী-নির্বিশেষে সমব্যবহার সেযুগের ইতিহাসে তাঁহার স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।

সৈনিক অপেক্ষা অক্‌বর ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কূট রাজনীতি-বিশারদ; অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য্য যে সেনাপতি হিসাবেও তিনি অবজ্ঞেয় ছিলেন না। যুদ্ধে তাঁহার ন্যায় অসীম সাহসিকতা ও সহনশীলতা খুব কম সৈনিকই দেখাইতে পারিয়াছেন।

বন্ধুদিগের নিকট সম্রাট্ অক্‌বর ছিলেন বন্ধুবৎসল ও উদারপ্রকৃতি।

সম্রাট্ অক্‌বরের চরিত্র ক্ষমাগুণে ভূষিত ছিল। তিনি চিরবিরোধী শত্রুকেও ক্ষমা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি বধ্যভূমিতে কখনও উপস্থিত হইতেন না। দণ্ডিতের আর্তনাদ শুনিয়া নিষ্ঠুর আনন্দলাভের পক্ষপাতীও ছিলেন না।

আত্মসংযমের ক্ষমতা সম্রাটের মধ্যে বিশেষরূপে বর্তমান ছিল। তিনি সত্যসন্ধিৎসু ছিলেন। অক্‌বরের চরিত্র আদর্শ সম্রাট অশোকের চরিত্রের সহিত তুলনীয়। অশোক নিজে বৌদ্ধ হইয়াও যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মাবলম্বীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজধর্ম পালন করিয়া গিয়াছেন, অক্‌বরও নিজে বিশিষ্ট ধর্মমত অবলম্বন করিয়াও সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্রে রাজধর্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। অকারণ রক্তপাতের তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিরাট্ ব্যক্তিত্ব হিন্দুবীরগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

অনেক সময়ে তাঁহার অন্তরের বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গতাবৃত্তি জাগিয়া উঠিত। তিনি বলিতেন—'এতবড় সাম্রাজ্যের আমি প্রভু; ইহার সর্বময় কর্তৃত্ব আমার হাতে, তথাপি মনে হয় একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনেই প্রকৃত মহত্ত্ব, জগতে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের দ্বন্দ্বে আমার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই সাম্রাজ্য পরিচালনে বাহ্য আড়ম্বর ভিন্ন আর কি আছে? ইহা কি আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে? আমার এই বিবেকের দ্বন্দ্ব নিবারণ করিতে পারেন, এমন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির আমি অপেক্ষা করিতেছি।' *

পারস্য ও তুর্কি ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি ও তাহাদিগের অনুবাদ —H. Blochmann : Ain-i Akbari by Abul Fazl Allami, i ; H, S. Jarrett : ibid. ii - iii ; H. Beveridge : Akbarnama by Abul Fazl ; E. and D and von Noer ; Takmili Akbarnama by Inayatullah ; Lt-col. Ranking (i), W. H. Lowe (ii), Lt-Col Haig (iii) : Tarikh-i Badaoni or Muntakhabu-t Tawarikh by Abdul Kadir or Kadiri, B. De : Tabakat-i Akbari or Akbar Shahi or Tarikh-i Nizami by Khwaja Nizamuddin Ahmad : John Briggs : Tarikh-i Firishta by Muhammad Kasim Hindu Shah ; E and D, vi, 150-74 ; Wikaya, or Halat-i Asad Beg, by Asad Beg ; E and D, vi, 189-94 ; Zubdatu-t Tawarikh by Shaikh Nurul Hakk, E and D, v, 167-74 ; Tarikh-i Alfi, by Maulana Ahmad ; E and D, vi, 116-46 ; Akbarnama by Shaikh Illahdad Faizi Sirhindi ; E and D, vi, 244—50 ; Anfa'u-l Akhbar by Muhammad Amin : Tarikh-i Salatini Afaghana by Ahmad Yadgar ; Erskine, H. Beveridge in J. A. S. B., Part i, xvii, 296-316 ; Mukhlasar or Tarikh-i Humayun by Bayavid Sultan ; Major C. Stewart : Tazkiratu-l Wakiat ; Humayun Shahi or Tarikh-i Humayun by Jauhar, E and D vi, 147—9 ; Wakiat by Shaikh Faizi ; A. Rogers : : Tuzuk-i Jahangiri ; E and D., vi. 442-4 ; Ma'sir-i Jahangiri by Khwaja Kamgar Ghairat Khan : A. S. Beveridge : Humayun-Nama by Gulbadan Begum ; Shea and Trayer : Dabistanu-l Mazahib.

জেসুইট পাদ্রী ও ভ্রমণকারীদিগের বিবরণ—A. Monserrate, Mongolicae Legationis Commentarius, M A S B, quarto, iii, No. 9, 518—704 ; Hosten : Father A Monserrate's Account of Akbar ; W. F. Philipps and Beveridge : The Marsden Mss in the Brit Mus, J and Proc. ASB 1910, 437—61 ; H. Hosten List of Jesuit Missionaries in 'Mogor' (1580—1803), Ibid., 527—42 ; L. Besse and H. Hosten, ; List of Portuguese Jesuits Missionaries in Bengal and Burma (1576—1642), ibid, 1911, 15—35 ; Father A. Monserrate's Description of Delhi : Firoz Shah's Tunnels by same, ibid., 99—10 ; Felix : On the Persian Farmans granted to the Jesuits by the Moghul Emperors and Tibetan and Newar Farmans granted to the Capuchin missionaries in Tibet and Nepal, ibid 1912, 325-32 ; Baptist : Informatione del Regno e Stato del gran Re' di Mogor ; F. D. Bartoli ; Missione al gran Mogor del Padre Ridolfo aquaviva ; F P du Jarric : Histoire des choses plus memorables . . . . en e' establishment et progrez de la foi Chrestienne et Catholique, et principalement de ce que les Religieux de la Compagnie de Jesus y ont faict et endure pour la mesne fin, etc. F de Sousa : Oriente conquistado a Jesu Christo pelos padres da Companhia de Jesus da Provincia de Goa, ii, 146—172 ; E. D. Maclagan : The Jesuit Missons to the Emperor Akbar, J. A. S. B. part i. lxv (1896), 38—113 ; F Goldie : The First Christian Mission to the Great Mogul. Dublin, 1897 ; Fitch Hakluyt's Principall Navigations, 1599—1600, ii, Pt. 1 ; J. H. Riley : Ralph Fitch, England's Pioneer to India, Burma etc (Unwin, London, 1899) ; S. Purchas : Purchas his Pilgrimage, or Relalions of the World, etc, Rev. E. Terry : A Voyage to East India ; W. Foster : the Embassay of Sir Thomas Roe to the Court of the Great Mogul, 1615—1619, as narrated in his Journal and Correspondence ; De Laet : De Imperio MagniMogolis, sive India Vera, commentarius e variis auctoribus Congestus. T. Herbert : Some Years Travels into divers parts of Africa and Asia the Great, etc ; J Davies : The Voyages and Travels of John Albert de Mandelslo" into the East Indies ; F. Bernier : Travels in the Mogul Empire, 1656.

*Happy Sayings—Ain, Vol iii, p 387

* Happy Sayings, Ain, Vol iii pp.380—6

1668. মুদ্রা—E. Thomas : The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi (London, Trubner, 1871) ; S. Lane-Poole : The Coins of the Mogul Emperors of Hindustan in the British Museum 1892 ; C. J.Rodgers : (1) Copper Coins of Akbar, JASB pt. i, 1880, 213 and ibid, 1885, 55 ; (2) Rare Copper Coins of Akbar, Ind. Ant. 1890, 219 ; (3)Mogul Copper Coins, JASB (pt. i), lxiv, 1895, 172, 191 ; Vost : On Some Rare Muhammadan Coins, ibid, 40 ; The Dogum Mint, ibid, 69 ; L. W. King : Novelties in Moghal Coins, Num. Chron. 1896,155—82, JASB, 1904, 5—10.

বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে অক্‌বর—W. Irvine : Niccolao Manucci, Storia do Mogor or Mogul India (1653-1708) ; J. Tod : The Annals and Antiquities of Rajasthan ; Elphinstone : History of India (1841), 5th Ed. by E. B. Cowell (1866) ; C. Stewart : History of Bengal ; W. Irvine : The Army of the Indian Moghuls, its Organization and Administration ; ASR Annual, 1902-3, 61-8 ; 1905-6, 35-42 ; 1907-8, 8-22, 31, 32 ; ASR, XXXV ; Smith : A History of Fine Art in India and Ceylon ; EHI, vi, 59, 289 ; Jerome Xavier : History Christi, etc., Latine reddita a Ludovico de Dieu, Leyden, 1639 ; S. Lee : Controversial Tracts on Christianity and Muhammadanism, Cambridge, 1824 ; Vans Kennedy : art. in Transact. Bomb. Lit. Soc. ; H. H. Wilson : art. in Calcutta Quarterly Oriental Magazine ; Von Noer : Kaiser Akbar (German tr. The Emperor Akbar by Mrs. Beveridge, Calcutta 1890) ; Shamsu-l ulama Maulvi Muhammad Husain : Darbar-Akbari (Urdu), Lahore, 1898 ; Malleson : Akbar (Rulers of India Series) ; V. A. Smith : Akbar the great Mugol, 4th Ed ; J. J. Modi : Parsis at the Court of Akbar and Dastur Meherjee Rana, Bombay, 1903 ; "Hiravijaya Suri or the Jains at the Court of Akbar" by "C" in Jaina Shasana, Benares, 1910 (Vira Sam 2437), 113—28 ; Guerreiro : "Relacam" Spanish translation ch. iii, 16,33 ; Hosten : Jesuit Missionaries in Northern India, Pamphlet, Catholic Orphan Press, Calcutta. Peruschi : Il Re non e Moro, Rome ; Prof. S. V. Venkateswar : Indian Culture through the Ages, ii ; Bunyun : Akbar.

—শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও
শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়

অক্‌বর৫—সম্রাট্ আলমগীরের চতুর্থ পুত্র। ১০৬৭ হিজরীর ১১ই জিলহিজ্জ (১০ই সেপ্টেম্বর ১৬৫৭ খ্রীঃ) তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম দিলরাস্ বানু। ইনি জন্মের এক মাস পরে মাতৃহীন হন। বাল্যকালে পিতার এবং সমস্ত রাজপরিবারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।* ভগিনী জেবউন্নিসা ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে জেবউন্নিসা গোপনে ইঁহাকে উৎসাহ দেন। সম্রাট্ সে কথা জানিয়া জেবউন্নিসার ৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখেন [জেবউন্নিসা দ্র°]। ৫ বৎসর বয়সে দারা শেকোর পৌত্রী এবং সুলেমান শেকোর কন্যা সলিমা বানুকে ইনি বিবাহ করেন। বাল্যকালে ইনি উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯ বৎসর বয়সে ইনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন। ২৩ বৎসর বয়সে পিতার সহিত রাজপুতানা আক্রমণ করেন। রমজান উপলক্ষে সম্রাট্ যখন অজমেরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ইনি মারবাড় আক্রমণ করেন। সেই সময় অজমেরের ফৌজদার তহব্বর খাঁ তাঁহার অনুগমন করেন [তহব্বর খাঁ দ্র°]। প্রথম প্রথম রাঠোরগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া ২।১টী যুদ্ধে পরাস্ত হয়।

সম্রাট্ মেবাড় আক্রমণ করিলে ইনি মারবাড় হইতে তাঁহার সহিত যোগ দেন ও সম্রাট্ মেবাড়ে বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া উদয়পুর হইতে ফিরিয়া গেলে ইনি সসৈন্য চিতোড়ে অবস্থান করেন।† মহারাণা রাজসিংহ আরাবল্লী পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া মুগলসৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন এবং দেবারীঘাটীর অক্‌বরকে একবার সসৈন্যে আবদ্ধ করেন ও রসদ লুঠ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলেন। সম্রাট্ তাঁহার অক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে মারবাড়ে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার স্থলে শাহ্‌জাদা আজমকে চিতোড় রক্ষার ভার দেন। মারবাড়েও ইনি রাঠোরগণকে দমন করিতে বা দেওসুরি গিরিবর্ত্ম দিয়া মেবাড়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

এদিকে রাঠোর দুর্গাদাস ও মহারাণা রাজসিংহ তাঁহাকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতেছিলেন [দুর্গাদাস ও রাজসিংহ দ্র°]। মহারাণার মৃত্যুর পর (২২এ অক্টোবর ১৬৮০ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র জয়সিংহ [জয়সিংহ দ্র°] সেই ষড়যন্ত্র চালাইলেন ; তহব্বর খাঁ এই ষড়যন্ত্রের প্রধান সহায় ছিলেন। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অক্‌বর স্বয়ং সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট্ প্রমাদ গণিলেন। তিনি চারিদিকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া চারিদিক্ হইতে বিশ্বস্ত সেনাপতিগণ সম্রাটের সহিত আসিয়া যোগ দিলেন। শাহ্‌জাদা মুয়জ্জম পিতার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। অক্‌বরের দীর্ঘসূত্রতা সম্রাটকে রক্ষা করিল। দিন দিন মুগলসেনাপতিগণ অক্‌বরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিতেছিলেন। অক্‌বর রাজপুতগণসহ অজমেরের সন্নিকটে আসিলে চতুর সম্রাট্ তহব্বর খাঁর শ্বশুরকে দিয়া তহব্বর খাঁকে এক পত্র দিলেন যে এখনও সময় আছে, তিনি সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র রক্ষা পাইবে, নচেৎ তাঁহার স্ত্রীগণকে প্রকাশ্য রাজপথে অপমানিত ও পুত্রগণকে হত্যা করা হইবে। ভীত হইয়া তহব্বর খাঁ সম্রাটের শিবিরে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন ও নিহত হইলেন। এদিকে সম্রাট্ অক্‌বরকে একখানা চাতুরীপূর্ণ পত্র লিখিলেন, তাহা দুর্গাদাসের হস্তে পড়িল, তাহাতে রাজপুতগণ মনে করিলেন অক্‌বর চাতুরী করিয়া তাঁহাদিগকে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ

* সুলেমান গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হইলে ইনি ঔরঙ্গজেবের ভগিনী রোশনারা বেগমের নিকট লালিত-পালিত হন। J. N. S : Aurangzeb, III, 57, 3rd Edn.

† রাজপ্রশস্তিতে লিখিত আছে, দিল্লীশ্বর-পুত্র অক্‌বর তহব্বর খাঁর সহিত ১৭৩৬ সংবতে পৌষ মাসে কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে মেবাড় আক্রমণ করেন।

শতে সপ্তদশাতীতে বর্ষে ষট্ত্রিংশতাধিকে। পৌষস্য কৃষ্ণৈকাদশ্যাং মেবারে দিল্লীকাপতিঃ। আয়াত তৎ পুত্র আলো অকবরাভিধঃ ; তথা তহব্বরখানঃ প্রোক্তঃ সেনাসমাবৃতঃ। [রাজপ্রশস্তি ২২।১০-১১]

করিতে যাইতেছেন। তাঁহারা রাত্রিযোগে অক্‌বরকে পরিত্যাগ করিলেন। অক্‌বর প্রভাতে আপনাকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া পলায়ন করিলেন। সম্রাটের সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। অক্‌বর দুর্গাদাসের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সম্রাট-পুত্রকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মেবাড়ের রাণা তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু মেবাড় নিরাপদ নহে মনে করিয়া দুর্গাদাস তাঁহাকে লইয়া বহুকষ্টে মরাঠা-নৃপতি শিবাজীর পুত্র শম্ভাজীর আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দেন [শম্ভাজী দ্র°]। কিছু দিন পরে তিনি সেখান হইতে পারস্যের পথে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে মস্কটের ইমাম তাঁহাকে বন্দী করেন ও সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করেন, কিন্তু পারস্যের শাহ্‌র আদেশে তাঁহাকে পারস্যে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পারস্যের শাহ তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পারস্যের ইস্‌পাহানে বাস করিতে হইল। পারস্যের শাহ সুলতান সুলেমানের মৃত্যু হইলে সুলতান হুসেন পারস্যের শাহ্‌ হইলেন; অক্‌বর তাঁহার নিকটও পিতার বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তিনিও এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। অক্‌বর তখন ইস্‌পাহানের স্বাস্থ্য তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইতেছে না বলিয়া গর্মাসিরে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ঐ স্থানেই তাঁহাকে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হইল ও ঐ দেশের আয় হইতে তাঁহার খরচ নির্বাহের ব্যবস্থা করা হইল (১৬৯৫-৬ খ্রীঃ)। ১৭০৬ খ্রীঃ 'অলমগীরের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে সেইস্থানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। খুরাশানের মশাদ নামক স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেবও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। ('অলমগীর দ্র°)।

অক্‌বর২—চতুর্দশ মুগ়ল সম্রাট্‌। ইনি সম্রাট্‌ দ্বিতীয় শাহ্‌ 'আলমের পুত্র। ১৭৮৫ খ্রীঃ মার্চ মাসের শেষে মরাঠা সেনাপতি মাহদজি পাটেল আগ্রা অধিকার করিয়া শাহ্‌-জাদা অক্‌বরকে তাহার শাসনভার দেন। ১৮০৬ খ্রীঃ দ্বিতীয় শাহ্‌ 'আলমের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অবুল-নস্‌র্‌ মুইন্নুদ্দীন্‌ মুহম্মদ, দ্বিতীয় অক্‌বর উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর তক্তে উপবেশন করেন ও নামমাত্র বাদশাহ্‌ হন।* ১৮৩৭ খ্রীঃ ২৮এ সেপ্টেম্বর তারিখে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

[IG ii 412, J. Burgess CLI 256, 290, 335]

অক্‌বর৩—লাহোর হইতে মুলতানের যে রাস্তা আছে তাহার উপরিস্থিত একটী গ্রাম। ইহা গুগেরার ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং লাহোর হইতে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের সন্নিকটে একটী অতি পুরাতন শহরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ১০০০ বর্গ ফুট একটী স্তূপের উপর ইহা অবস্থিত। ইহার মধ্যে ২০০ বর্গ ফুট ব্যাপিয়া ক্ষুদ্র রাজপ্রাসাদ ছিল। ইহার ইষ্টকাদি দেখিয়া কানিংহাম সাহেব বলেন ইহা যে একটী অতি পুরাতন শহর ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। পরিত্যক্ত শহর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই জনবিরল হইয়া পড়ে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন শহরের নিকটেই গুলাব সিং গোবিন্দিয়া এই নূতন গ্রামের পত্তন করেন।

[Cunn, AGI (2nd Ed), 243]

অক্‌বর আলি—পটৌদি রাজ্যের অধিপতি তলব ফৈজ্‌ খাঁর পুত্র [তলব ফৈজ্‌ খাঁ ও পটৌদি দ্র°]। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

অক্‌বর আলি খাঁ—১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে টিপু সুলতান-কর্তৃক জলপথে পণ্ডিচারী হইতে ফরাসী দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

[Wilk : History of Mysore, II, 147]

অক্‌বর আলি খাঁ (রাজা)—ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সুরুহৎ ও সারণের শাসনকর্তা ছিলেন। কয়েক বৎসর রাজস্ব দিতে না পারায় ইঁহার নিকট বহু টাকা পাওনা হইয়াছিল; সেইজন্য ইনি পাটনায় কারারুদ্ধ ছিলেন। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ বিদ্রোহী হইলে সেই অবকাশে ইনি পাটনা হইতে পলায়ন করিয়া ৫০০০ বন্দুকধারী পদাতিক সংগ্রহ করিয়া দেশলুণ্ঠনে ব্যাপৃত হন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি Ensign Downesকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে এবং রাজা অক্‌বর আলিকে বন্দী করিতে প্রেরণ করা হয়; কিন্তু গুমিয়া (গুমো) গিরিবর্ত্মের নিকট এই রাজা এরূপভাবে সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন যে এক দল সৈন্যের পক্ষে তাঁহার সহিত পারিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে দানাপুর হইতে Captain Powellএর অধীনে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। ২২এ অক্টোবর ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি বিদ্রোহী রাজাকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হন। তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে খড়্গপুর পর্বতের দিকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যান। সেই স্থানের কর্তৃত্ব তখন Mr Clevelandএর উপর ছিল; সুতরাং ঐ বিদ্রোহী রাজাকে ধরিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। অবশেষে অক্‌বর আলির বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

[JASB, 1904 (i) 191 ; Burgess CI, 248]

অক্‌বর আলি তশ্‌বিহি—১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে (৯৯৩ হিজরা) জীবিত ছিলেন। প্রায়

* ভারত-শাসন-ভার তখন ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।

৪০০০ শ্লোক রচনা করিয়া একটী দীবান ও "জ.র্রা বা খুরসেদ্" নামক মসনবী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ভারতে আসিয়া ইনি ফকির হ'ন, কিন্তু নাস্তিকপন্থী হওয়ায় সন্ন্যাস-ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। "খুলাসত্-উল্-অস্‌হার"এ ইঁহার উল্লেখ আছে।

[OBD, Cal, 1881, 3]

অক্‌বর আলি (বা সাহা), সৈয়দ—বঙ্গভাষার গ্রন্থকার। রচিত গ্রন্থ—"জে.বল মুল্লুক সবারোকের পুথি"। সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল।

অক্‌বর কুলী খাঁ সুলতান গক্‌খর—সম্রাট্ শাহ্‌জহানের এক জন সেনাপতি। ইনি শাহ্‌জহানের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে মুরাদ বক্‌সের অধীনে নুরপুর ও মৌ-এর শাসনকর্তা রাজরূপ ও তাহার পিতা জগৎসিংহের বিদ্রোহ দমন করিতে কাবুল হইতে শিয়ালকোট হইয়া কাঙ্গড়ার দিকে অগ্রসর হন। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর (২১এ শা'বান) তারিখে অক্‌বর কুলী খাঁ অন্যান্য সেনাপতিদিগের সহিত বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করেন। [জগৎসিংহ দ্র°]।

[JASB 1875, (pt.i) 195-97]

অক্‌বর খাঁ,—বরক্‌জ.াই-বংশীয় কাবুলের আমীর দোস্ত মুহম্মদের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শিখদিগের সহিত যুদ্ধের সময় ইনি অফ্‌গান সৈন্যের নায়ক হইয়া খৈবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া ৩০এ এপ্রিল তারিখে জামরুদের নিকট শিখ-বাহিনীকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে শিখসেনাপতি হরি সিং নিহত হন এবং শিখ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়। কিন্তু অফগানগণ মাত্র দুইটী কামান অধিকার করিতে সমর্থ হয়; জামরুদ বা পেশাবর অধিকার করিতে পারে নাই। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্নেসের নেতৃত্বে যে Mission of Commerce কাবুলে গিয়াছিল, পিতার পক্ষ হইতে অক্‌বর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইংরেজের সহিত সংঘর্ষের ফলে দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া (১৮৪০ খ্রীঃ) যখন কলিকাতায় রাজবন্দীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ইঁহার নেতৃত্বে কাবুল-বাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া স্যর অ্যালেক্‌জ.ান্ডার বার্নেসকে হত্যা করে ও কোষাগার লুণ্ঠন করে (১৮৪১ খ্রীঃ নভেম্বর)। ইহার পর অফগানদিগের হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া বৃদ্ধ সেনাপতি এলফিন্‌স্টোন, পলিটিক্যাল এজেন্ট স্যর উইলিয়ম ম্যাকনাটেনকে সন্ধির প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করেন। ম্যাকনাটেনের প্রস্তাবে অফগানগণ কাবুলস্থিত সমগ্র বৃটিশবাহিনীকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বলায় তিনি অস্বীকার করেন। অকর্মণ্য সেনাপতি যুদ্ধের কোনরূপ আয়োজন না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকায় ১১ ডিসেম্বর ম্যাকনাটেন পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করেন। স্থির হয় যে কাবুল, কন্দাহার, গজ.নী ও জলালাবাদ হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে, ইংরেজগণ অফগানদিগের নিকট প্রতিভূ রাখিবেন এবং অফগানগণ ইংরেজসৈন্যগণের শীঘ্র শীঘ্র যাইবার সুবিধার জন্য যানবাহন ও রসদ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। অক্‌বর নিজের কর্তব্য কিছুই করিলেন না। অধিকন্তু জামিন চাহিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধভাণ্ডার অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ম্যাক্‌নাটেন তখন শঠের সহিত শঠতা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সেনাপতিগণকে উপদেশ দিয়া ষোল জন সৈন্য ও তিন জন কর্মচারী লইয়া অক্‌বরের শিবিরে গমন করিলেন। বিশ্বাস-ঘাতক অক্‌বর তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার চেষ্টা করায় ম্যাকনাটেন বাধা প্রদান করেন এবং অক্‌বর স্বহস্তে তাঁহাকে হত্যা করেন (২৬এ ডিসেম্বর ১৮৪১ খ্রীঃ)। * এই যুদ্ধে দুই জন কর্মচারী বন্দী হন এবং অবশিষ্ট অফিসারটী নিহত হন।

ইহার পর ইংরেজ সৈন্যগণ ভারতে প্রত্যাগমনকালে অফগানকর্তৃক সমূলে নিহত ও বন্দী হয়; কোনমতে ডাক্তার ব্রাইডন জলালাবাদে প্রাণ লইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। (অফগানিস্তান দ্র°)

অফগানদিগের সহিত সন্ধি হইল না, যুদ্ধ চলিতে লাগিল। [অফগানিস্তান দ্র°] অফগানগণ জলালাবাদ অবরোধ করিল। মাসের শেষে অক্‌বর খাঁ জলালাবাদে বৃটিশ সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। তেজি.ন নামক স্থানে সেপ্টেম্বর মাসে অক্‌বর সেনাপতি পলকের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। সেনাপতি নট ও সেনাপতি পলক কাবুলের দিকে অগ্রসর হইলে অক্‌বর বন্দীদিগকে লইয়া হিন্দুকুশের দিকে যাত্রা করিলেন, কিন্তু সেনাপতি শটীক্সপিয়রের চেষ্টায় বন্দিগণ মুক্ত হইল। ইংরেজগণ বিজয়গর্বে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসার পর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে দোস্ত মুহম্মদকে মুক্তি দেওয়া হয় [দোস্ত মুহম্মদ দ্র°]। দোস্ত মুহম্মদ কাবুলের সিংহাসনে উপ-বেশন করিলে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র অফজ.ল খাঁর পরিবর্তে অক্‌বর খাঁ উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হইলেন, কিন্তু পিতার জীবিতাবস্থাতেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। [অফগানিস্তান দ্র°]

[IG, v, 38 ; xiv, 244 ; Lt. G. Macmunn : Afghanistan from Darius to Amanullah, 104, 128, 139, 142, 143, 156, 161 ; Report of the Afghan War -Bermingham Conference ; C. R. Low, The Afghan War—from the Journal and Correspondence of the late Major Genl. A. Abbott ; W. Barr : Journal of a march from Delhi to Peshawar and from thence to Kabul ; J. S. Cumming : A Six Years' Diary ; A narrative of the march and operations of the Army of the Indus in the expedition into Afghanistan. Papers relating to Military operations in Afghanistan ; D. Urquhart : Edinb. Rev and Afghan War Holdoworth : Campaign of the Indus Lt, J. S. Knox : Nott's Brigade in Afghanistan 1838—42 ; Private Diary of Lt Walker, Beng. Artil. written during the Kabul War of 1839-42 ; Diary of Lt. C. F. Frower (JRUSI No 440, Nov. 1915, 442—468) ; Capt. J. D. de

* মতান্তরে ২৩এ ডিসেম্বর—Macmunn : Afghanistan from Darius to Amanullah, 142.

Wend : Letters Concerning the 44th Regiment during the retreat from Kabul in the first Afghan War (JRUSI, No 440, Nov. 1915 404—441)

অক্‌বর খাঁ₂—খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্রোহী ব্যক্তিগণের অন্যতম। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যভারতে বৃটিশ-আধিপত্য স্থাপিত হইবার পরে ইনি মধ্যভারতের করোই (Karwai) রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি এই রাজ্যের পূর্বতন শাসনকর্তার পুত্র। মালবের প্রসিদ্ধ লুণ্ঠনকারী আমীর খাঁর ভ্রাতা করিম উদ্দীন-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইনি করোইএ নিহত হন। ইঁহার মস্তক ও লুণ্ঠিত দ্রব্য-সমূহ আমীর খাঁর নিকট প্রেরিত হয়।

[Sir J. Malcolm : A Memoir of Central India and Malwa. i, 173]

অক্‌বর খাঁ₃—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পেশাবার জেলার উত্তর পশ্চিমে মোহমুদ (Mohmaud) রাজ্যের অন্তর্গত লালপুরের খাঁ-বংশীয় অধিপতি। ইহার পূর্বতন অধিপতি সআদৎ খাঁ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইবার কয়েকবর্ষব্যাপী অরাজকতার পর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্য ইংরেজদের নিকট হইতে ইনি প্রাপ্ত হন [সআদৎ খাঁ দ্র°]।

অক্‌বরনগর₁—নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশকে ত্রয়োদশ ভাগে বিভক্ত করেন, তাহার প্রত্যেকটীকে চাক্‌লা বলিত [চাক্‌লা দ্র°]। অকবরনগর গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব কূলস্থিত ছয় চাক্‌লার একটী। সরকার ওড়ম্বর [ওড়ম্বর দ্র°] ও জেন্নেতাবাদের কিয়দংশ, সমগ্র পূর্ণিয়া ও তেজপুর লইয়া চাক্‌লা অকবরনগরের গঠন হয়। রাজমহাল বা কাঁকজোল জমীদারী, পিঞ্জরা বা দিনাজপুর জমীদারীর কিয়দংশ ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারী এই চাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাতে ১১৮টী পরগনা ছিল এবং বার্ষিক জমা ৬, ২৬, ২০০ টাকা নির্ধারিত ছিল।

[SAB i, 358, নিখিলনাথ রায়—"মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" ১ম খণ্ড ৫৩১-৩৪]

অক্‌বরনগর₂—বঙ্গদেশে সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহাল নগরের পুরাতন নাম। ইহা গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত (অক্ষা° ২৫° ২´´ ২৫ "উ° এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৫২´ ৫১´ পূ°) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান [রাজমহাল দ্র°]। অক্‌বরনগর নামে অভিহিত হইবার পূর্বে এই নগর আগমহাল নামে পরিচিত ছিল। রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিয়া বঙ্গে প্রত্যাগমন-কালে বঙ্গদেশের রাজধানীরূপে এই স্থান নির্বাচিত করেন। তখন তিনি ইহার নাম রাখেন রাজমহাল। কিন্তু মুসলমানগণ ইহাকে অক্‌বরনগর বলিয়া থাকেন এবং এতৎ-সম্পর্কে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ উড়িষ্যা-জয়ের পর ফিরিয়া আসিয়া আপনার জন্য একটী প্রাসাদ ও একটী মন্দির নির্মাণ করেন। ইহাতে বিহারের মুসলমান শাসনকর্তা ফতিহ জঙ্গ খাঁ (ইনি পূর্বে রাজমহালে বাস করিতেন) সম্রাট্ অক্‌বরকে এই ব্যাপার লিখিয়া মানসিংহের অন্যায় কার্যের সংবাদ দেন। মানসিংহ ইহা জানিতে পারিয়াই এই স্থানের নাম অক্‌বরনগর রাখিলেন ও মন্দিরটী জমা মসজিদে পরিণত করিলেন।

[IG, v, 179 ; Stewart's Bengal, 186 ; EHI, v, 180 ; vii, 250 ; SAB, xiv, 325]

অক্‌বরনগর₃—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গ্রাম। ইহা ছিরামতী নদীর পূর্বকূলে অবস্থিত।

[SAB VII, 355]

অক্‌বরনগর₄—মালদহের অন্তর্গত পরগনা। আয়তন-পরিমাণ ১৫৫৯ একর বা ৪৩ বর্গ মাইল। জমিদারী-সংখ্যা, ২টী। অনুর্বর ভূমি ৪৮৭ একর এবং উর্বর বা চাষের যোগ্য ভূমি ১০৭২ একর। এই পরগনার ভূমি অনেকখানি কাঁকজোল পরগনার সহিত সংশ্লিষ্ট।

[SAB, VII, 127]

অক্‌বরনামা—ইহা শেখ্ অবূল-ফজ়্‌ল্-লিখিত সম্রাট্ অক্‌বরের সুবৃহৎ জীবনী। গ্রন্থকার তাঁহার লিখিত আইন্-ই-অক্‌বরীকে ইহার অংশ-বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটী পৃথক গ্রন্থ। অক্‌বরনামা দুই খণ্ডে বিভক্ত। এই পুস্তক প্রাঞ্জল পারসিক ভাষায় লিখিত এবং উপক্রমণিকা ব্যতীত সর্বসমেত ৬৯৯টী অধ্যায় আছে। তাহার মধ্যে ৬৯১টী অধ্যায় অবূল-ফজ়্‌ল্ লিখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে শেখ ইনায়ৎ উল্লাহ্ বা মুহম্মদ সালিহ্ ইহা সম্পূর্ণ করেন। কতকগুলি পুথিতে অক্‌বরনামার পরিশিষ্ট বা 'তক্‌মিলা-ই-অক্‌বরনামা'র গ্রন্থকার মুহ্‌বিব আলী বলিয়া লিখিত আছে এবং বিভিন্ন পুথির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন এই গ্রন্থের একাধিক পরিশিষ্ট লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় মুহ্‌বিব-আলী কোন লিপিকরের নাম। এই পরিশিষ্টের রচনাকাল লইয়া বহু মতভেদ আছে ; কেহ কেহ বলেন ইহা সমসাময়িক এবং অনেকে ইহা অকবরের মৃত্যুর পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন।

অবূল ফজ়্‌লের রচনা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। সাধারণতঃ ইউরোপীয় লেখকেরা তাঁহার রচনার বহু নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। বেভারিজ, এলিয়ট্, এল্‌ফিন্‌স্টোন্, ম্যাড্-উইন্, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইঁহার বহু নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ইউরোপের Cousuines, Sully, Clarendon প্রভৃতি যে সমস্ত মন্ত্রিগণ সমসাময়িক ইতিহাস লিখিয়াছেন অবূল ফজ়্‌লের রচনা তাঁহাদের সহিত তুলনাই করা যায় না। যদিও তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল এবং মনোভাব উদার ছিল, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে অলঙ্কারের আধিক্যবশতঃ প্রকৃত তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন। অতিশয়োক্তি দ্বারা তিনি তাঁহার প্রভুর গুণরাশি এরূপ স্ফীত করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করা যায় না। অনেক

স্থলে তাঁহার প্রভুর অন্যায় কার্যকলাপ এরূপভাবে মাজিয়া ঘষিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিয়াছেন যে তাহাতে সত্যের অপলাপ ঘটিয়াছে। অনেক স্থলে তিনি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাঁহার প্রভুর দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহার বর্ণনা অনর্থক দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে এত সংক্ষিপ্ত ও প্রচ্ছন্ন যে প্রকৃত ঘটনা বুঝিয়া উঠা যায় না। সর্বত্র তিনি তাঁহার প্রভুর এত গুণগান করিয়াছেন যে তাঁহাকে নির্লজ্জ স্তাবক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Blochmann, Major Price ও Professor Dowson-প্রমুখ পণ্ডিতগণ কিন্তু অবুল ফজ়লকে এতটা নিন্দা করার পক্ষপাতী নন। তাঁহারা বলেন যে, "অক্‌বরনামা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গ্রন্থকার ঐরূপ নিন্দাভাজন হইবার উপযুক্ত নন। তাঁহার রচনার সহিত অন্যান্য প্রাচ্যজগতের ইতিহাসের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তিনি তুলনায় তাঁহার প্রভুর খুব কমই প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসার ভিতর অন্যান্য কবি বা গ্রন্থকারগণের তুলনায় যথেষ্ট লালিত্য ও সৌন্দর্য আছে। কোন দেশীয় গ্রন্থকার তাঁহাকে স্তাবক বলিয়া দোষারোপ করেন নাই।" অবুল ফজ়ল অনেক স্থলে অক্‌বরকে পয়গম্বর বা ভগবানের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মহান্ সম্রাটের গুণমুগ্ধ সভাসদ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাচ্যের নৃপতিগণকে তাঁহাদের প্রজাগণ ভগবানের অবতার বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, তাহার উপর যদি সেই নৃপতি বহু সদ্‌গুণসম্পন্ন হন, তাহা হইলে তো কথাই নাই। এই সকল স্তবস্তুতি ছাড়িয়া দিলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, অবুল ফজ়ল একজন বড় সুলেখক বলিয়া সে যুগে পরিচিত ছিলেন। সে যুগে তাঁহার রচনার অলঙ্কার-প্রাচুর্য নিন্দিত না হইয়া সমাদৃত হইত। তবে তাঁহার অক্‌বরনামার পরিশিষ্টকার ইনায়ৎ উল্লাহ্ বলেন—

"অক্‌বরনামার দ্বিতীয় খণ্ডে শেখের রচনাভঙ্গীর মাধুর্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল এবং বহু দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল।" [অবুল ফজ়ল্ দ্র°]

প্রথম খণ্ডে প্রথম পঞ্চদশ অধ্যায়ে অক্‌বরের কাল্পনিক ও প্রকৃত পূর্বপুরুষগণের কল্পিত ইতিহাস ও অক্‌বরের জন্ম-কোষ্ঠী প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায় হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। ষোড়শ অধ্যায়ে তৈমুর হইতে বাবরের পিতার ইতিবৃত্ত আছে। সপ্তদশ হইতে উনবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বাবরের এবং বিংশ হইতে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় পর্যন্ত হুমায়ূনের রাজত্বের বিশদ ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। তাহার পর সম্রাট্ অক্‌বরের রাজত্ব-কালের প্রতি বৎসরের বিশদ বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। অক্‌বরের ৪৬ বর্ষের ইতিহাস অবুল ফজ়ল লিখিয়া গিয়াছিলেন। ৪৭শ বর্ষে অবুল ফজ়ল নিহত হন। শেষ কয়েক বৎসরের ইতিহাস ইনায়ৎ উল্লাহ্ লিখিয়া এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

Beveridgeএর পূর্বে আর কেহ এই বিরাট্ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন নাই। Major Price তাঁহার "Retrospect of Mahommedan History" গ্রন্থে অনেক স্থলে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। Lieut. Chambers এই মহাগ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত অনুবাদ লিখিয়াছিলেন, ইহার পাণ্ডুলিপি Royal Asiatic Societyর পাঠাগারে রক্ষিত আছে। পাতিয়ালার রাজার ব্যয়ে একখানি মূল পুঁথির লিথোগ্রাফ ছাপা হইয়াছিল। মুহম্মদ খলিল 'আলীর্খা বাকিয়ৎ-ই-অক্‌বরী নামে উর্দু ভাষায় অক্‌বরনামার একটী অনুবাদ করেন। তাহার পর এলিয়ট্ সাহেব এই গ্রন্থের কতকাংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার History of Indiaর ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথমাংশে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

অবুল ফজ়ল ব্যতীত শেখ ইল্লাহ্‌দাদ্ বা ফৈজ়ী সিরহিন্দী লিখিত একখানি অক্‌বরনামা আছে। এই গ্রন্থটী তবকাৎ-ই-অক্‌বরী ও অবুল ফজ়লের অক্‌বরনামা দৃষ্টে লিখিত। এই গ্রন্থকার-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ইনি সম্রাট্ অক্‌বরের সমসাময়িক। [ইল্লাহ্‌দাদ দ্র°]

[H. Beveridge: 'Akbar-nama' (Introduction); V. Smith: Akbar the 'Great Mugol' (Appendix); EHI, vi, 1-9, 104, 116: Blochmann: 'Ain-i-Akbari' (Introduction): Major Price: Retrospect of Mahommedan History (Introduction): JASB, 1904, pt. I, 49, 277, 278]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অক্‌বরপুর—মধ্যভারতের নর্মদা বিভাগের অন্তর্গত নিমার জেলার একটী শহর। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে মালবের মুসলমান শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন (১৫০০-১৫১২) এই স্থানে একটী বহুপ্রশংসিত সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই নগরটী মাণ্ডু হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে নর্মদা-তীরে অবস্থিত। মুসলমান-যুগের বহু ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। বহু বিশাল বাহিনী এই স্থানে নর্মদা অতিক্রম করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগে দাক্ষিণাত্য হইতে উজ্জয়িনী যাইবার দুইটী পথের উল্লেখ আছে। একটী দিয়া যাইতে হইলে নিমার জেলার পশ্চিমে মাহিষ্মতী (আধুনিক মহেশ্বর) নগরীর নিকট নর্মদা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। অপরটী ইহার পশ্চিমে চিকলদা নামক স্থানে নর্মদা অতিক্রম করিয়া বাঘ হইয়া গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মুসলমানযুগে প্রাচীন বৌদ্ধ পথের অনুসরণ করিয়াই একটী পথ নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই পথে যাইতে হইলে অক্‌বরপুর ঘাট বা আধুনিক খালঘাটে নর্মদা অতিক্রম করিতে হইত। ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল উলিয়ম ফিঞ্চ ইহাকে একটী সুন্দর নগর ও উত্তম দুর্গ বলিয়া (a prettie town and a faire castle) বর্ণনা করিয়াছেন। John Jourdain (১৬১১ খ্রীঃ) ও Sir Thomas Roe ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। অবদুল হমীদ-রচিত বাদিশাহনামায় ইহার উল্লেখ আছে।

[IG, xix, 118; EHI, vii 18, 218, 451, 472; JASB: 1904,

pt i. 329; ibid 1929 56n; BG i, pt. i. 365; Bigs: iv, 243; Early Travels in India, ed. by Sir W. Foster, 140; Journal of Sir Thomas Roe, ed. by Sir. W. Foster, 147; Embassy of Sir Thomas Roe ed. by Sir W. Foster (Hak. Society), 101; Badishahnama (Bibl. Ind. Text) I. i. 336; EHI, vii, 18, 218, 451, 472; Ain, ii, 203, 209]

অক্‌বরপুর—যুক্তপ্রদেশে ফৈজাবাদ জেলার দক্ষিণ-পূর্বের তহশীল। অক্‌বরপুর, মঝৌরা এবং সুরহরপুর (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে) পরগনা সমূহ লইয়া এই তহশীল হইয়াছে। অক্ষা° ২৬° ১৫´´—২৬° ৩৫´´ উ°; দ্রাঘি° ৮২° ১৩´´—৮২° ৫৪´´ পূ°। আয়তন, ৫৩৭ বর্গ মাইল। গ্রামসংখ্যা ৮৫৪ এবং নগরসংখ্যা ৩। নগর তিনটীর মধ্যে জলালপুর ও অক্‌বরপুর প্রসিদ্ধ। অকবরপুর তহশীলের দক্ষিণ সীমায় মজ্‌হোঈ নদী প্রবাহিত; পশ্চিমে বিস্নী ও মাঢ়া নদী মিলিত হইয়া তোন নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই তহশীলে অনেকগুলি ঝিল আছে। দক্ষিণের বহু স্থান অনুর্বর এবং কাঁটাবনে পূর্ণ।

[IG. v. 180]

অক্‌বরপুর—নগর-নি°। ফৈজাবাদ জেলার অকবরপুর তহশীলের মুখ্য নিবেশ [অক্‌বরপুর দ্র°]। অক্ষা° ২৬° ২৬´´ উ°, দ্রাঘি° ৮২° ৩২´´ পূ°। তোন নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগরে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে, তন্মধ্যে একটী সুন্দর মসজিদ বর্তমান। তোন নদীর উপর একটী সুবৃহৎ সেতুও নির্মিত হইয়াছিল। তহশীলী গৃহ সমূহের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত পারস্য ভাষায় ক্ষোদিত একটী শিলালিপি হইতে জানা যায়, সম্রাট অক্‌বরের রাজত্বকালে ৯৭৬ হিজরায় যখন মুনিম খাঁ খান্‌-ই-খানান্‌ অযোধ্যার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন মুহম্মদ মুহসীন খাঁ এই দুর্গ, সেতু ও মসজিদ নির্মাণ করেন। পুরাতন সিংঝৌলি পরগনার ভার ইঁহার উপর অর্পিত ছিল। সেতুটী খুব মজবুত ছিল। উহার উত্তরমুখে একটী প্রস্তরে একটী লিপি আছে, এই লিপি-অনুসারে ৯৭৬ হিজরায় এই সেতু নির্মিত হয়। সম্রাট অক্‌বর যখন জৌনপুর হইতে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন এই স্থানের মধ্য দিয়া অতিক্রমণ করিবার সময় তাঁহারই নির্দেশানুসারে তহশীলী গৃহগুলি নির্মিত হয়।

[U. P. Gazetteer, xliii, by H. R. Nevill: 179-80; IG. v. 180; JASB, 1929, 54—55n]

অক্‌বরপুর—যুক্তপ্রদেশে কানপুর জেলার অন্তর্গত তহশীল। অক্ষা° ১৬° ১৫´´ হইতে ২৬° ৩৩´´উ°; দ্রাঘি° ৭৯° ৫১´´ হইতে ৮০° ১১´´ পূ°। আয়তন ২৪৫ বর্গ মাইল। এই স্থানে ১৯৯টী গ্রাম ও অক্‌বরপুর নামক একটী নগর বর্তমান। অক্‌বরপুর নগর অক্‌বরপুর তহশীলের মুখ্য নিবেশ। তিনটী নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তর সীমায় রিন্দ্‌ নদী প্রবাহিত। ইহার তীরস্থ ভূমি লোহিতবর্ণ এবং খুব উর্বর। নোননদ একটী ঝিল হইতে উদ্গত হইয়াছে। দক্ষিণে সেঙ্গার নদী প্রবাহিত।

[IG. v. 180.]

অক্‌বরপুর—কানপুরের অন্তর্গত অক্‌বরপুর-তহশীলের মধ্যবর্তী নগর [অক্‌বরপুর দ্র°]।

[IG. v, 180—81. U. P. Dist. Gaz xix, 229-30.]

অক্‌বরপুর—চব্বিশ পরগনা জেলার একটী পরগনা। ইহার অবস্থান অধুনা নির্ণয় করা কঠিন। গ্রাণ্ট সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট কোম্পানীর অধিকৃত বাঙ্গলার রাজস্ব-সংক্রান্ত যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহাতেও ২৭টী মহালের মধ্যে অক্‌বরপুরের উল্লেখ আছে।

[SAB. i. 20, 363; Fifth Report (Madras Ed), 491]

অক্‌বরপুর—মালদহ জেলার একটী পরগনা। ইহা ঐ জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। ইহার ভূমির পরিমাণ ৯৪, ১২২ একর বা ১৪৭·০৭ বর্গ মাইল। ইহাতে ২৫টী তৌজী আছে এবং রেভেনিউ সার্ভেয়রের বিবরণ অনুসারে ইহার রাজস্ব ছিল ৮৫০ পাউণ্ড ১৪ শিলিং ৪ পেন্স অর্থাৎ আনুমানিক ৮,৫০৭৸০ *। বোর্ড অব রেভিনিউর বিবরণ অনুসারে ইহার রাজস্ব ১৮৬২ পাউণ্ড ২ শিলিং অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৬২১ টাকা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই পরগনার পতিত জমি ছিল ৯১১৬ একর এবং আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি ছিল ৮৪,৯৫৩ একর ও প্রকৃত আবাদী জমি ছিল ৪২, ৬৭৬ একর। আবাদযোগ্য জমির একর প্রতি রাজস্ব ছিল ২¾ পেন্স এবং আবাদী জমির রাজস্ব ছিল ৫¼ পেন্স। এই পরগনা সুজলা—গঙ্গা, কালিন্দী নদী ইহার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত এবং কঙ্কর, গোবরা গরাইলা, ধরমলৌলা, কঙ্কা এবং কাশ্‌ নদী এই পরগনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই সকল নদী কালিন্দীর উপনদী। এই পরগনার সদর হৈয়ৎপুর, সুলতানগঞ্জ, হরিচন্দ্রপুর, ভেগাল, ভালুকরাই, খিদরগঞ্জ, দেবীপুর এবং কামালগঞ্জ স্থানে হাট বসিত। এই পরগনার অধিবাসীদের অবস্থা সাধারণতঃ সচ্ছল। ইহার আবহাওয়া জলা এবং অস্বাস্থ্যকর। ভাদ্র হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ হইয়া থাকে।

[SAB. vii, 127.]

অক্‌বরপুর—ইহার অপর নাম কটরা। ইহা মুজঃফরপুর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুজঃফরপুর শহর হইতে ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে লখন্দই নদীর পশ্চিম তীরে ইহা অবস্থিত। ইহার আনুমানিক লোক-সংখ্যা তিন হাজার; হিন্দুর সংখ্যা অধিক। ইহার নিকটে দুইটী চূণা পাথরের পাহাড় আছে। এইস্থানে থানা ও একটী ছোট বাজার আছে। থানাটী একটী পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষের উপর গ্রামের উত্তরাংশে অবস্থিত। এই দুর্গটী প্রায় ৬০ বিঘা ভূমির উপর অবস্থিত ছিল।

* পূর্বে ১০৲ টাকায় ১ পাউণ্ড ধরা হইত।

প্রাচীরগুলি প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। অধুনা এই প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত ভূমিখণ্ডেই প্রায় চাষ হইয়া থাকে। এই ভগ্নাবশেষের এক অংশে থানা আছে। এই দুর্গ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ :— রাজা চাঁদ নামক এই স্থানের একজন রাজা ধারভাঙ্গায় যাইবার সময় তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়া যান যে, যদি তাঁহারা শুনেন যে সেই স্থানে অর্থাৎ ধারভাঙ্গায় তৎকর্তৃক উত্তোলিত পতাকা ভূমিসাৎ হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে তিনি নিহত হইয়াছেন। তাঁহার এক কুর্মী-জাতীয় শত্রু ঐ পতাকা ছিঁড়িয়া ফেলে। এই সংবাদ এই স্থানে পৌঁছিলে তাঁহার আত্মীয়বর্গ জহরব্রত অবলম্বন করিয়া অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন।

[SAB, xiii, 54-55 ; JASB, 1877, 22 ; District Gazetteer of Muzaffarpur.]

অক্‌বরপুর,—মথুরা হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং আগ্রা হইতে প্রায় ২৪ ক্রোশ দূরে একটা প্রাচীন নগর। সম্রাট জহাঙ্গীর তাঁহার জীবনীতে ইহার বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। সার টমাস হার্বার্ট তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উইলিয়ম ফিঞ্চের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে আগ্রা হইতে লাহোর যাইবার পথে তিনি এই স্থান অতিক্রম করেন। তিনি বলেন পূর্বে এই-স্থানে একটা নগর ছিল। এক্ষণে তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানের নিকটে তিনি একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও বহু বিশালকায় মূর্তি দেখিয়াছিলেন। ঐ সকল মূর্তি সেই সময় স্থানীয় অধিবাসিগণ পূজা করিত।

[Tuzuk Tr. by Rogers and Beveridge ii, 112, 193 ; Early Travels in India, ed. by Foster, 155 ; Sir. Thomas Herbert : "Travels" Ed 1665, 26 : JASB, 1929 55n]

অক্‌বরপুর,,—কাল্পির নিকট একটা গ্রাম। এইস্থানে হাস্যরসিক বীরবল জন্মগ্রহণ করেন। ৯২১ হিজরীতে ২৩শে শা'বান তারিখে সম্রাট্ অকবর এইস্থান পরিদর্শন করেন।*

[Beveridge : Akbar-nama (Tr) iii, 617 : Text, iii, 415 ; JASB, 1929, 56n ; Sir Jadunath Sarcar : India of Aurangzeb, 18n]

অক্‌বরপুর,,—বিহারের রোটাস্ দুর্গের পাদদেশে এই গ্রামটী অবস্থিত। Peter Mundy (১৬৩২) এবং Jean Baptiste Tavernier (১৬৬৫) তাঁহাদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

[Journal of Peter Mundy, ed. by Sir. R. C. Temple, ii, 167 : Travels of Jean Baptiste Tavernier, ed. by Bull i, 121 ; JASB, 1929, 56n.]

অক্‌বরপুর,২—সম্রাট্ অক্‌বরের রাজ্যের যে সমস্ত স্থান হইতে কর পওয়া যায় সেই সমস্ত স্থানের অবুল-ফজ্‌ল-কৃত তালিকায় (Rent-roll of Abul Fazl) সারঙপুর সরকারের অন্তর্ভুক্ত মহাল-বি°।

[JASB, 1929, 56n ; Ain, ii, 203, 209]

অক্‌বরপুর,৩—দিল্লীর ৪৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত স্থান।

[Thorton's Gazetteer, 1857, 18 ; JASB, 1929, 56n.]

অক্‌বরপুর,৪—বেরিলির ৪২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্থান।

[Thorton's Gazetteer, 1857, 18 ; JASB 1929, 56n]

অক্‌বরপুর ঘাট—মধ্য-ভারতের ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তস্থিত নিমার জেলার নর্মদা তীরবর্তী একটা গ্রাম। মুগ্‌ল সম্রাট্‌দিগের শাসনকালে এইস্থান দিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লী ও আগ্রায় আসিবার প্রধান পথ প্রসারিত ছিল এবং এইস্থানে নর্মদা অতিক্রম করিতে হইত। মুগ্‌ল সম্রাট্‌গণ বৌদ্ধযুগের বাণিজ্য-পথ অনুসরণ করিয়াই এই পথটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই পথের ধারে গ্রামগুলির সহিত এখনও "সরাই", "চোকী" প্রভৃতি শব্দ যুক্ত আছে। মুগ্‌ল সাম্রাজ্যের পতনের সময় ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর হুসেন 'আলি খাঁ এইস্থানে নর্মদা অতিক্রম করিয়া দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।*

[IG, v. 181 ; xix, 118 ; JASB 1904, i, 329]

অক্‌বরপুর টাণ্ডা—ইহা আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের একটা স্টেশন। যুক্ত প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার টাণ্ডা তহসীলের সদর হইতে ইহা ১১ মাইল দূরে অবস্থিত এবং এই জন্য ইহার নাম অক্‌বরপুর টাণ্ডা। ইহা ফৈজাবাদ শহরের ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সম্রাট্ অক্‌বরের যুগে এইস্থানে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। অক্‌বর ও জহাঙ্গীরের শাসনকালে এই স্থানটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। অক্‌বরনামায় লিখিত আছে ইহা আউধ হইতে ১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।† সম্রাট অক্‌বরের সময়ে সিংরৌলি পরগনার শাসনকর্তা মুহম্মদ মহ্‌সিন এই নগরের পত্তন করিয়াছিলেন। তমসা নদীর তীরে তিনি একটা দুর্গ ও তাহার মধ্যে একটা মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি তমসার উপর একটী সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গের মধ্যে একটী শিলালিপিতে পারস্য ভাষায় লিখিত আছে যে উক্ত কর্মচারী সম্রাট্ অক্‌বরের শাসনকালে খান্-ই-খানান্ মুনিম খাঁ যখন আউধের শাসনকর্তা ছিলেন তখন ৯৭৬ হিজরীতে এই দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গের মধ্যে অধুনা তহসীলের সরকারী ইমারতগুলি অবস্থিত। সেতুটী ইষ্টক-নির্মিত এবং সুদৃঢ়। ইহার উত্তর প্রান্তে একটী শিলালিপিতে লিখিত আছে সম্রাট্ অক্‌বর জৌনপুর হইতে আগ্রা ফিরিবার পথে এই সেতু ও দুর্গ

* স্যর যদুনাথ সরকার (India of Aurangzeb, 18n) বলেন যে, ইহা কানপুরের ২৮ মাইল দূরবর্তী অক্‌বরপুর হইতে ভিন্ন।

* JASB, 1904, 329.

† Akbar-nama (Beveridge) iii, 487.

নির্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন ; তদনুসারে ৯৭৬ হিজরীতে এই সেতু নির্মিত হইয়াছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল উইলিয়ম ফিঞ্চ তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (১৬০৮—১৬১১) লিখিয়াছেন আউধ হইতে অক্‌বরপুরের দূরত্ব ৩০ ক্রোশ এবং অক্‌বরপুর হইতে বারাণসী ও জৌনপুরের দূরত্ব ৩০ ক্রোশ।* De Laet তাঁহার De Imperio Magni. Mogolis (১৬৩১) গ্রন্থে ফিঞ্চ সাহেবেরই উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। † এইস্থানে মুদ্রিত মুদ্রার তারিখ ৯৭৩ ও ৯৭৪ হিজরী।

[JASB, 1909, 320 ; ibid. 1929, 54—55n (Akbarpur Tanda and Akbarpur by S. H. Hodivala) ; Beveridge : Akbarnama, iii, 487 ; H. R. Nevill : UPG, xliii, 179—80. IG, v, 5n ; William Finch : From Oude to Acabarpore, in Early travels in India ed. by Sir William Foster, 176 ; De Laet : De Imperio Magni Mogolis, translated by J. S. Hoyland in Early Travels in India, 65.]

অক্‌বরবন্দর—রঙ্গপুর জেলার নিল্‌ফামারী থানার অন্তর্গত তিস্তা নদীতীরস্থ একটী গ্রাম। এই স্থান হইতে নৌকাযোগে স্থানীয় পাট ও তামাক অন্যান্য দেশে রপ্তানী হয়। এইস্থানে একটী বাজার আছে।

[SAB, vii, 128]

অক্‌বর মুল্লা সৈয়দ—অকাখেল আফ্রিদী জাতির একজন সর্দার। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট মাসে ইঁহার নেতৃত্বে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সমস্ত আফ্রিদী শাখা একত্র হইয়া ভারতসরকারের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করে এবং খৈবার গিরিসঙ্কটের ঘাঁটিসকল অধিকার করিয়া ব্রিটিশ সরকারকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে ; বহুকষ্টে এই বিদ্রোহ দমন হয়।

[আফ্রিদী, অকাখেল, টীরা-অভিযান দ্র°]

[IG, xix, 158 ; Enc, Brit : Afridi, Tirah ; Warburton : Eighteen Years in the Khybar, (1900)]

অক্‌বর মুহম্মদ—'তমিম গোলাল—চৈতন্য সিলালে'র পুথি-রচয়িতা। এই গ্রন্থে তমিম গোলাল ও চৈতন্য সিলালের প্রেমকাহিনী বর্ণিত আছে। মুহম্মদ রাজাই এই বিষয় লইয়া একটী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন [মুহম্মদ রাজাই দ্র°]।

অক্‌বরশাহ—কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদরচয়িতা।

অক্‌বরশাহ, সৈয়দ—সোয়াতের (Swat) ধর্ম-সম্পর্কীয় নেতা। ইঁহার অধীনে হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণ একটী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল এবং সিত্তান নামক স্থানে * উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

[IG, v, 289].

অক্‌বরশাহী—বীরভূম জেলার একটী পরগনা। ইহার পরিমাণ ১৭,৬৩৪ একর, বা ২৭'৫৫ বর্গমাইল ; ইহাতে ২৫টী তৌজী আছে। এই পরগনার অন্তর্গত সিউড়ী ও রামপুরহাট প্রধান শহর। সিউড়ী বীরভূম জেলার সদর। রামপুরহাটে সবজজ আদালত আছে ; ইহা একটি মহকুমা শহর। এই পরগনাটী ক্ষুদ্র হইলেও ইহা জনবহুল এবং ইহার ভূমির অতি অল্প অংশই পতিত। আবাদী অংশের অধিকাংশই সমতল ভূমি। ইহার উর্বর ভূমিতে প্রচুর ধান্য, ইক্ষু, যব, সরিষা, ছোলা এবং গম জন্মিয়া থাকে। এই পরগনায় আম্রকুঞ্জ ও তালীবন আছে, গ্রামগুলি পরিচ্ছন্ন, গৃহগুলি মৃত্তিকা-নির্মিত ও বিচালী দিয়া ছাওয়া। এই সকল গ্রামের অধিবাসীরা যথেষ্ট গোপালন করিয়া থাকে। আবাদী গ্রামগুলিতে জল সরবরাহের উত্তম ব্যবস্থা আছে। প্রতি পদক্ষেপে একটী করিয়া পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরগনার মধ্য দিয়া দ্বারকা নদী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণ সীমান্তে প্রায় এক মাইল মোর নদী প্রবাহিত। কিন্তু এই সকল নদীর জল সেঁচের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

[SAB iv, 421]

অক্‌বরশাহী—মালদহ জেলার অন্তর্গত পরগনা। আয়তন ১১৭৩ একর বা ২'৭৭ বর্গ মাইল। জমিদারী-সংখ্যা, ২টী।

[SAB, vii, 128]

অক্‌বরশাহী—বীরভূম জেলার অন্তর্গত পরগনা। নামান্তর সাঁরুল বা সুরুল।

[SAB, I, 370]

অক্‌বরশাহী—সম্রাট্ অক্‌বরের সময়ে সরকার শরিফাবাদের অন্তর্গত একটী পরগনা। ইহার অপর নাম ভলকোণ্ডা (Bhalkonda)। ইহাকে সাধারণতঃ সাঁদল বলিত। * কোম্পানীর আমলে ইহা বর্দ্ধমান পরগনা ও অক্‌বরশাহী নামে অভিহিত হইত।

[JASB, 1909. 252-53.

অক্‌বরাবাদ—আগ্রার নামান্তর। মুগল-যুগে আগ্রা শহর ও আগ্রা প্রদেশ অক্‌বরাবাদ নামে অভিহিত হইত। এই স্থানে একটী টাঁকশাল ছিল। এখান হইতে যত মুদ্রা প্রস্তুত হইত, সকলগুলির উপর 'অক্‌বরাবাদ' অঙ্কিত থাকিত। সম্রাট্ অক্‌বরের পরবর্তী যুগের সমুদয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহা অক্‌বরাবাদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

[Ma' asir-i-'Alamgiri, 204 ; EHI, viii, 275, 353 ; JASB, 1895, i, 912, 434 ; 1904, i, e 32, e 33, e 34, e 37, 357 ; 1908, 521]

* Early Travels in India, ed, by Sir William Foster, 176.

† Ibid. 65.

* সিকিম [illegible] সীমান্তের অধিবাসী উতমানজাই ইউসুফজাই জাতির একটী গ্রাম।

* সাঁদল পূর্বে সাঁচল নামে অভিহিত হইত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কর্তৃক নেপাল হইতে আনীত '[illegible]' পুথিতে ইহা '[illegible] গ্রাম' বলিয়া উল্লিখিত আছে। [সাঁদল দ্র°]

অক্বরাবাদী—দিল্লীর ফৈজ.-বাজারের একটী প্রাচীন মস্জিদ। দিল্লী দুর্গের দিল্লী দরজা হইতে নগরের দক্ষিণ দ্বারে যাইবার পথে ইহা অবস্থিত। এই স্থানে সম্রাট্ ফর্‌রুখ শীয়রের হত্যার পর তাঁহার মৃতদেহ প্রথম আনীত হয় [ফর্‌রুখ শীয়র দ্র°]।
[JASB. 1904, pt. i, 351]

অক্বরাবাদী মহল—নামান্তর অয্‌জ.-উন্‌নিসা বেগম। সম্রাট্ শাহ্ জহানের অন্যতমা পত্নী। দিল্লীর ফৈজ.-বাজারে ১৬৫১ খ্রীঃ (১০৬০ হিজরা) ইনি দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রসিদ্ধ লোহিত প্রস্তরের মস্জিদ নির্মাণ করেন। আগ্রার অন্তর্গত অক্বরাবাদী মস্‌জিদও ইঁহার নির্মিত। ইনি আগ্রায় একটী প্রাসাদও নির্মাণ করিয়াছিলেন। আলমগীরের রাজত্বকালে ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারী (৪ জি.ল-হিজ্জা, ১০৮৭ হিজরা) ইঁহার মৃত্যু হয়।
[OBD]

অক্‌বরী সরাই—বুর্‌হানপুর অক্বরী সরাই-এর শিলা-লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই সরাই জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬১৭-১৮ খ্রীঃ (১০২৭ হিজরা) নির্মিত হইয়াছিল। তখনকার নাম তোগ্র ছিল বলিয়া ইহাতে উল্লেখ আছে।
[HIns, 73]

অক্‌মল-উদ্দীন—সম্পূর্ণ নাম—শেখ অক্‌মল-উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ মহ্‌মুদ। 'হিদায়' নামক গ্রন্থের টীকাকার। টীকা-গ্রন্থের নাম—'ইনায়' বা 'অল্-ইনায়'। ১৮৩৭ খ্রীঃ ইহা কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। মৃত্যু ১৩৮৪ খ্রীঃ (৭৮৬ হিজরা)।
[OBD]

অক্‌রু—অক্রহের নাম [অক্রহ দ্র°]।

অক্রবি—এডেনের জাতি-বি°। বীর অহ্‌মদ ও রস অম্রানের মধ্যে সমুদ্র-তীরবর্তী স্থানে এই জাতি বাস করে। অক্রবিরা সাহসের জন্য প্রসিদ্ধ।

অক্রম খাঁ—অফগান সেনাপতি-বি°। হজ়ারার শাসনকর্তা ছত্তর সিং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ করিলে যখন তাহার পুত্র শের সিং তাঁহার সহিত যোগদান করেন, তখন ইনি ১৫০০ অফগান অশ্বারোহী লইয়া তাঁহার পক্ষ লইয়াছিলেন। লর্ড গফ ইঁহাদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন এবং জেনারেল গিলবার্ট ঝিলাম অতিক্রম করিয়া অক্রম খাঁকে আটক পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। অক্রম খাঁ সিন্ধুনদী পার হইয়া খৈবার গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া পলায়ন করেন।
[Burgess Cl, 352]

অক্রাহ—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বান্নু জেলার অন্তর্গত বান্নু শহরের নিকটবর্তী প্রাচীন স্থান। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ৩৩° উঃ এবং ৭০° ৩৬´´ পূঃ। প্রবাদ ইহা জাল-ই-জার এবং কাবুলশাহ্‌র কন্যার পুত্র মহাবীর রুস্তমের রাজধানী ছিল। প্রবাদ, রুস্তমের ভগিনী বান্নু এই স্থানটী ও নিকটবর্তী ভূভাগ তাঁহার ভরণপোষণের জন্য পাইয়াছিলেন সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছে বান্নু। এই স্থানে গ্রীক্ বা পশ্চিম এশিয়ার নৃপতিগণের শেষ মাইকিনীয় যুগের অনুরূপ মুদ্রাঙ্কিত রত্নসমূহ পাওয়া গিয়াছে।
[IG, v, 190-91 : Furtwangler's 'Antike Gemmen,' ii, 27, 59, iii, 22, 23, 25]

অক্‌রিম—নামান্তর ইক্‌রিম [ইকরিম দ্র°]।
[OBD]

অক্‌লুজ—শোলাপুর জেলার অন্তর্গত নীর নদীর তীরে বিজাপুর ও পুনার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নগর। Elphinstone-এর ম্যাপে ইহার নাম 'আল্‌দুস' (Aldus)।
[EHI, vii, 340]

অক্ল্যাণ্ড—নিউ জীল্যাণ্ডের বৃহত্তম নগর। ঐ দ্বীপের উত্তরাংশস্থিত হৌরাকী উপসাগরের ওয়েটেমাটা নামক একটী খাড়ির উপর দ্বীপের পূর্ব উপকূলে ইহা অবস্থিত। পশ্চিম উপকূলস্থ মানুকৌ নামক পোতাশ্রয় এই স্থান হইতে মাত্র ৬ মাইল। ইহা একটী সমৃদ্ধশালী বন্দর। ইহার লোক-সংখ্যা অন্যূন ২০২, ৫০০। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ৩৬°৫০´´ দঃ এবং ১৭৪° ৪৮´´ পূঃ। এই বন্দরটী নিউ জীল্যাণ্ড দ্বীপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। পূর্ণ ভাঁটার সময়েও বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ এই বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। এই বন্দরের Concrete এর বৃহৎ জেটিগুলি আধুনিক প্রথায় নির্মিত। কুইন্ স্ট্রীট এই নগরের প্রধান রাজপথ; সমুদ্রতীর হইতে ইহা নগরের মধ্যে গিয়াছে। সরকারী প্রাসাদগুলির অধিকাংশই এই রাস্তায় অবস্থিত। এই নগরে একটী বিশ্ববিদ্যালয়, একটী চিত্রাগার ও একটী পুস্তকাগার আছে। চিত্রাগার ও পুস্তকাগারে অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র ও অনেক মূল্যবান্ পুথি আছে। এই নগরীর মিউজিয়মে বহু সুদৃশ্য চিত্র সংগৃহীত আছে। সাধারণের জন্য বহু সুন্দর উদ্যান ও ময়দান আছে। এই নগরীর পশুশালা একটী দেখিবার জিনিস, উহার আয়তন ২১ একর। নিউটন পার্নেল ও নিউমার্কেট নগরের প্রধান শহরতলী; ডিভনপোর্ট, বার্কেনহেড্ এবং নর্থকোর্ট নামক পল্লীগুলি এই বন্দরের উত্তরকূলে অবস্থিত এবং স্টীমার-যোগে ঐ সকল স্থানের অধিবাসীরা নগরে যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অভ্যন্তর-প্রদেশে মাউন্ট এলবার্ট, মাউন্ট্ এডেন এবং এপসোম নামক কতকগুলি পল্লী আছে। মানুকৌ পোতাশ্রয়ে ওনেহুঙ্গা একটী বন্দর। কয়েক বৎসর যাবৎ এই নগরে যত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তত নিউ জীল্যাণ্ডের অন্য কোন নগরে হয় নাই। ১৮৪০ খ্রীঃ গভর্নর হবসন এই নগরে প্রথমে নিউ জীল্যাণ্ডের রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীঃ রাজধানী ওয়েলিংটনে স্থানান্তরিত হয়। এই রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার এবং প্রাচ্য দেশীয়

বন্দর-সমূহে যাইবার জন্য রীতিমত স্টীম-পোতের সুব্যবস্থা আছে।

[En. Brit.]

অক্ল্যাণ্ড—ইংলণ্ডের ডারহাম কাউন্‌টির একটী নগর। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ৫৪°৩৭´´ উঃ, ১°৪৪´´ পূঃ।

অক্‌ল্যাণ্ড, উইলিয়ম এডেন, ব্যারন—(১৭৪৪—১৮১৪ খ্রীঃ) ইংরেজ-রাজনীতিবিশারদ ও কূটরাজনীতিজ্ঞ। ইঁহার পিতার নাম স্যর রবার্ট অক্ল্যাণ্ড, ব্যারন অফ্ ওয়েস্ট অক্ল্যাণ্ড ডারহাম্। ১৭৪৪ খ্রীঃ ৩রা এপ্রিল তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড ও ইটন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ১৭৬৮ খ্রীঃ ব্যারিস্‌টার হন। ১৭৭২ খ্রীঃ আণ্ডার-সেক্রেটারী অফ্ স্‌টেট্ পদ প্রাপ্ত হন। ইনি ইহার দুই বৎসর পরে পার্লিয়ামেন্টের মহাসভায় উডস্‌টকের প্রতিনিধিস্বরূপ সভ্য নির্বাচিত হন। কমন্স মহাসভায় প্রবিষ্ট হইয়া ইনি লর্ড নর্থের দলভুক্ত হন। ইনি পিটের একজন ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীঃ ইনি 'লর্ড অফ্ দি বোর্ড অফ্ ট্রেড এণ্ড এগ্রিকালচার' নিযুক্ত হন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডের চীফ সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৮৬ খ্রীঃ পিট-কর্তৃক পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত রাজপ্রতিনিধি ও মন্ত্রিস্বরূপ ফ্রান্সে প্রেরিত হন। এই সময়েই ইনি ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য-বিষয়ক এক সন্ধি স্থাপন করেন। তৎপরে ইনি স্‌পেন ও পরে হল্যাণ্ডের রাজদূত নিযুক্ত হন। ১৭৮৮ হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি মাদ্রিদ ও নেদারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি-স্বরূপ হাউস অফ্ কমন্সে প্রবিষ্ট হন। ১৭৯৮ খ্রীঃ হইতে ১৮০১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি পিটের গভর্ণমেন্টের একজন সদস্য ছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ আয়র্ল্যাণ্ডের পিয়র ও ১৭৯৩ খ্রীঃ ইংলণ্ডের পিয়র নিযুক্ত হন। ১৭৯৮ হইতে ১৮০১ পর্য্যন্ত পোস্‌ট মাস্‌টার জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ ইনি বোর্ড অফ্ ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮১৪ খ্রীঃ ২৮এ মে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইনি একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী, চিন্তাশীল, ধীর, বিচক্ষণ রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ-নৈতিক উন্নতির বহু পন্থা ইনি উদ্ভাবন করিয়া

উইলিয়ম এডেন অক্ল্যাণ্ড

গিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত Principles of the Penal Law (১৭৭২ খ্রীঃ) ও History of New Hollend (১৭৮৭ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য পুস্তক। ১৮৬০ হইতে ১৮৬২ খ্রীঃ মধ্যে ইঁহার Journals and Correspondence প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অক্‌ল্যাণ্ড খাড়ী—ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে টেনাসেরিম উপকূলের শেষপ্রান্তের একটী সামুদ্রিক খাড়ী। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ১২°৫´´ উঃ, ৯৮° ৪০´´ পূঃ।

অক্‌ল্যাণ্ড, জর্জ এডেন আর্ল অফ্—১৭৮৪—১৮৪৯ খ্রীঃ। প্রথম ব্যারন অক্ল্যাণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র। ইংরেজ শাসন-কর্ত্তা। ১৭৮০ খ্রীঃ ২৫এ আগস্‌ট বেকেন-হ্যামের নিকটস্থ 'ইডেন ফার্মে' ভূমিষ্ঠ হন। অক্সফোর্ড বিদ্যালয় হইতে শিক্ষার পর ১৮০৯ খ্রীঃ ব্যারিস্‌টার হন। ১৮১৪ খ্রীঃ পিতার মৃত্যু হইলে ইনি পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় ব্যারন অক্ল্যাণ্ডরূপে পার্লিয়ামেন্টের লর্ডসভার সভ্য হন। ইনি নব-সংস্কার-বাদী মিন্টর্ষদলের সহায়ক ছিলেন এবং হুইগ্-(whig)দলভুক্ত ছিলেন বলিয়া ১৮৩০ খ্রীঃ বোর্ড অফ ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট ও টাঁকশালের কর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পর ভারত-বাসীর অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য শিক্ষা-বিষয়ে মনোনিবেশ করেন ও অল্প কালের মধ্যে শিক্ষার উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। ইঁহার দ্বিতীয় চেষ্টা হয় কিসে ভারতবর্ষের অধিক উন্নতি করিতে পারা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের চেষ্টায়ও ইনি অবহিত হন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত ইনি অফ্‌গানিস্তানের সহিত যুদ্ধ-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই যুদ্ধের জন্যই ইনি সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এ সময়ে ইনি ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। ১৮৩৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে অফগানদিগের বিরুদ্ধে ইনি যুদ্ধ-ঘোষণা করেন। যুদ্ধ বাধিবার অব্যবহিত পরে অফ্‌গানরাজ দোস্ত মুহম্মদের মৃত্যু হয়। এযুদ্ধে অফগানদিগের নিকট ইংরেজেরা পরাজিত হন। এই পরাজয়ে গভর্ণমেন্ট মর্মাহত হইয়া ইঁহাকে অপমানিত করেন (১৮৪১ খ্রীঃ)। ইহার পূর্বেই ইনি সম্মানার্হ আর্ল অফ্ অক্ল্যাণ্ড উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৪২ সালে বিলাতে গমন করিয়া কিছু-দিনের জন্য সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ পুনরায় ইনি "প্রথম লর্ড অফ্ এডমিরালটী" পদে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই কার্যে নিযুক্ত

ছিলেন। ১৮৫৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে অবিবাহিত অবস্থায় ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুতে 'আর্ল অফ অক্‌ল্যাণ্ড' পদ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং 'ব্যারন অফ্ অক্‌ল্যাণ্ড' পদ ইঁহার ভ্রাতাকে প্রদান করা হয়।

অক্‌ল্যাণ্ডদ্বীপপুঞ্জ—প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশে এই দ্বীপপুঞ্জটী অবস্থিত। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ৫০° ২৪´´ দঃ, ১৬৬ °৭´´ পূঃ। ১৮০৬ খ্রীঃ ক্যাপটেন ব্রিস্‌কো ইহা আবিষ্কার করেন। সমুদ্র-গর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এই দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জ বৃক্ষসমাকুল এবং ইহার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একটী কোম্পানীকে তিমি-মৎস্য শিকার করিবার জন্য ইহা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫২ খ্রীঃ ঐ কোম্পানী ইহা ছাড়িয়া দেয়। অধুনা ইহা নিউ জীলাণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সরকার হইতে এই স্থানে ভগ্নতরী হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত নাবিকগণের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বস্ত্র ও আহার্যের ডিপো করিয়া রাখিয়াছেন। এই দ্বীপে কোন অধিবাসী নাই। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপটীর আয়তন ৩৩০ বর্গ মাইল।

[En. Brit.]

অক্‌সেনস্‌টিয়েনা, এক্সেল, কাউন্ট—(Oxenstierna Axel, Count) সুইডেনের রাজনীতিবিশারদ। স্টকহল্‌মের উত্তর 'ফ্যানো'য় জন্ম,—১৬ই জুন ১৫৮৩ খ্রীঃ, মৃত্যু—২৮এ আগস্ট ১৬৫৬ খ্রীঃ।

অক্‌সফোর্ডশায়ার—অক্‌সফোর্ডশায়ার ইংলণ্ডের একটী কাউন্টি; সাধারণতঃ ইহাকে অক্সফোর্ড বা 'অক্সন' বলা হয়। লোকসংখ্যা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ১৮২,৭৬৮। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ও জারজ সন্তানের শতকরা [illegible] যথাক্রমে, ২৪'১, ১৪'১, ১৩'৪, ... সীমানা — দক্ষিণে টেম্‌স্‌নদী, পশ্চিমে গ্লস্টারশায়ার, উত্তরে ওয়ারউইক, উত্তর-পূর্বে নর্থাম্পটন, পূর্বে বাকিংহামশায়ার। আকৃতি—অত্যন্ত অসম, চওড়া ৭ হইতে ২৭½ মাইল, লম্বায় বৃহত্তম অংশ প্রায় ৫২ মাইল।

পরিমাণ—৪৮৩,৬২১ একর বা ৭৫৬ বর্গ মাইল।

এ স্থান নদীবহুল—আইসিস, উইণ্ডরাস, ইভেনলোড, ল্যাইম চেরওয়াল ও টেম্‌স নদী। এখানে কয়েকটী ছোট পাহাড়ও আছে, যথা—ওয়াইথম (৫৩৯ ফুট), কাথারহাস্ট (৫১৫ ফুট), স্টোনসিথ (৫৩৫ ফুট)—এগুলি টেম্‌স উপত্যকার পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার নদীগর্ভ (river-bed) সমুদ্রের সমতল হইতে ১৮০ ফুট উচ্চ। টেম্‌স্ ও চেরওয়াল উপত্যকা দুইটী শীত ও বসন্তকালে জলমগ্ন হইয়া যায়। স্থানটী স্বাস্থ্যকর ও শুষ্ক। ইংলণ্ডে দক্ষিণ দিকের কাউন্টিগুলির মধ্যে এখানে শীতটা একটু বেশী মাত্রায় অনুভূত হয়, বিশেষতঃ চিলটার্নে।

কৃষিকার্যের অবস্থা ভাল। বস্ত্র-শিল্পের ভিতর হুইট্‌নীতে পশমী কাপড় 'টুইড্', ঘোটকের পেটি ও ঘোটকের পৃষ্ঠাবরণবস্ত্র চিপিংনরটনে ও কাগজের কল হ্যাম্‌টন গে, সিপ লেকি, ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড-অন-টেম্‌স্-এ পাওয়া যায়। কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি এবং সহজবাহ্য এঞ্জিন বনবেরি শহরে প্রস্তুত হয়। উড্‌স্টকে দস্তানা তৈয়ারী হয়। ফিতা ও লেস তৈয়ারীর কার্য্য বহু স্ত্রীলোক ও বালিকারা করিয়া থাকে।

ইতিহাস—রোমক-আক্রমণের সময় এই জিলা ট্রিক্টে দোবুন জাতিরা বাস করিত। টেম্‌স্ ও চেরওয়াল নদী দুইটীর মোহনার উপর একটী ছোট গ্রাম ছিল। উহাই এক্ষণে অক্‌সফোর্ড শহর হইয়াছে। রাজা আলফ্রেডের মুদ্রায় অক্সনাফোর্ডা বা অস নাফোর্ডা মুদ্রিত থাকায় বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে এখানে একটী টাঁকশাল ছিল। ইংলিশ ক্রনিক্‌ল হইতে জানা যায় যে, ৯১২ খ্রীঃ অক্‌সফোর্ড, মার্শিয়া ও ওয়েসেক্স রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ১১৩০ খ্রীঃ ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম হেনরী এই শহরে বীমন্ট প্রাসাদ নির্মিত করেন। ১১৪২ খ্রীঃ ইংলণ্ডাধিপতি স্টিফেন রাণী ম্যাটিলডাকে এই প্রাসাদে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তিনি তুষারাবৃত নদী বক্ষের উপর দিয়া আবিংডন নামক স্থানে পলায়ন করিয়া যান। ইংলণ্ডাধিপতি প্রথম হেনরীর নিকট হইতে এই স্থান স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে ইংলণ্ডে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ছাত্রগণ প্যারী শহরে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরীর ক্যান্টারবেরির প্রধান ধর্মযাজক টমাস্ বেকেটের সহিত মনোমালিন্য ঘটার ফলে তিনি ইংলণ্ডের দেবোত্তর সম্পত্তিভোগী প্রবাসী ধর্মযাজকদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করেন ও তাহারা ফিরিয়া আসিলে পুনরায় আদেশ করেন ভবিষ্যতে তাহারা আর ঐ সকল দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এমন কি সমুদ্র পার হইতে পারিবে না। এদিকে ফরাসীরা ১১৭৭ খ্রীঃ বৈদেশিক ছাত্রদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ফলে ধর্মযাজকদিগের সহিত ইংরেজ ছাত্ররাও ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিল। ইংলণ্ডে তখন ভাল শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। ১২৪৯ খ্রীঃ ডার্হামের ডিউক উইলিয়ম ইউনিভার্সিটি কলেজ স্থাপিত করেন। ১২৬৬ খ্রীঃ জন ডি বেলিয়ল নামক স্কটল্যাণ্ডবাসী জনৈক ধনী ব্যক্তি বেলিয়ল কলেজ (১২৬৮-১২৮২ খ্রীঃ) স্থাপিত করেন। ১২৬৪ খ্রীঃ মার্টন ও ১২৮৩ খ্রীঃ উরসেস্টার কলেজ স্থাপিত হয়। তৎপরে বহু কলেজ স্থাপিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক জন্ম তারিখ জানিতে পারা যায় না, তবে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে যে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জগদ্বিখ্যাত। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অত্যন্ত সুপরিচিত হইবার কারণ

এখানকার রোড্স-বৃত্তিভুক্ ছাত্রদিগকে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করিতে হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ ও ইউনাইটেড্ স্টেটসের ছাত্রেরাই এই বৃত্তি উপভোগ করিতে পারেন। [রোড্স্-বৃত্তি দ্র°] এখানকার বোডলিয়ন পাঠাগারও জগতের মধ্যে একটী প্রধান পাঠাগার। জগতের প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ পুস্তকাবলী ও প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ এখানে যেরূপ আছে অন্যত্র তাহা দুর্লভ। ১৬০২ খ্রীঃ স্যর টমাস বোডলে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন। ১৬১০ খ্রীঃ হইতে আইন করা হইয়াছে যে যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) যে কোন পুস্তক প্রচারিত হইবে তাহারই এক সংখ্যা এইখানে উপহার দিতে হইবে। নিম্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির নাম ও প্রতিষ্ঠার খ্রীষ্টাব্দ প্রদত্ত হইল :—

(১) ইউনিভার্সিটি—১২৪৯
(২) মার্টন—১২৬৪
(৩) বেলিয়ল—১২৬৬ (১২৮২)
(৪) উর্সেটার—১১৮৩ ১৭১৪)
(৫) এক্সিটার—১৩১৪ (১৫৬৬)
(৬) অরিয়েল—১৩২৪—১৩২৬
(৭) কুইন্স—১৩৪০
(৮) নিউ কলেজ (সেন্টমেরি উইন্‌টন) —
১৩৭৯—৮০
(৯) লিঙ্কন—১৪২৭
(১০) অলসোলস্—১৪৩৭
(১১) ম্যাগডালেন—১৪৫৬
(১২) ব্রেসনোজ—১৫০৯
(১৩) কর্পাস ক্রাইস্‌ট—১৫১৬
(১৪) ক্রাইস্ট চার্চ—১৫২৫
(১৫) ট্রিনিটি—১৫৫৫, ফেব্রুয়ারী
(১৬) সেন্ট জন—১৫৫৫, জুন
(১৭) জেসাস—১৫৭১
(১৮) ওয়াড্‌হাম—১৬১০—১৬১৩
(১৯) পেমব্রোক—১৬২৪
(২০) কেব্‌ল্—১৮৬৮—১৮৭০
(২১) হার্টফোর্ড—১৮৭৪

এতদ্ব্যতীত শিক্ষার ব্যাবহারিক দিকের প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নজর পড়িয়াছে। ১৮৯২ খ্রীঃ 'ডেনিসেন্তে-তে ট্রেনিং কলেজ' স্থাপিত হইয়াছে। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে ট্রেনিং কোর্স দেওয়া হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ শিক্ষা-সম্বন্ধে উপাধি দিবার জন্য একটী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। দুইটী বিদ্যালয় হইতে বহু ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা পাইয়া জ্ঞান-বিস্তারে প্রকৃত সাহায্য করিতেছেন।

১৮৯৫ খ্রীঃ হইতে গবেষণার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় বি-লিট্ ও বি-এস্‌সি উপাধি প্রদান করিতেছেন এবং ১৯০০ খ্রীঃ হইতে Instituion of Research Doctorates গবেষকদিগকে ডি-লিট্ ও ডি-এসসি উপাধি দিতেছেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভৌগোলিক বিভাগ খুলিয়াছেন। ইহার ব্যয়ভার রয়েল 'জিওগ্রাফিকাল সোসাইটী' ও বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে বহন করিয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য সমেরভিল কলেজ ও লেডি মারগ্যারেট হল স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীঃ সেন্ট হিউজেস হল ও ১৮৯৩ খ্রীঃ সেন্ট হিলডাস হল উপরোক্ত দুইটী কলেজের সহিত স্থাপিত হইয়াছে।

১৯২০ খ্রীঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে স্ত্রীলোকদিগকে ডিগ্রী দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইহার বহু পূর্ব হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে ডিগ্রী দিয়া আসিতেছেন।

চ্যান্সেলার, অধ্যাপক ও ছাত্রগণ লইয়াই অক্সফোর্ড বিদ্যালয় গঠিত। আবার প্রত্যেক কলেজই সমবেতভাবে একব্যক্তিস্বরূপ (Corporate body)। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাই আইন প্রণয়ন করেন এবং ঐ আইনের দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয় চালিত হইয়া থাকে।

চ্যান্সেলারই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তা। ইনি উপাধি-বিতরণ-সভার সভ্যগণ-কর্তৃক যাবজ্জীবনের জন্য নির্বাচিত হন। প্রকৃতপক্ষে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কার্যই পরিচালনা করেন না। বিভিন্ন কলেজগুলির অধ্যক্ষদিগের ভিতর হইতে ইনি একজনকে ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত করেন। তিনি আবার কলেজের অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে চারিজনকে প্রো-ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন। ভাইস্-চ্যান্সেলার ও প্রো-ভাইস্-চ্যান্সেলাররাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসিন্দা-সভ্যদিগের মধ্যে যাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী তাহাদের বিচার ভার একজন হাই-স্টুয়ার্ডের উপর অর্পিত হয়। প্রতিবৎসর পর্যায়ক্রমে দুই দুইটী কলেজ হইতে দুই জন করিয়া 'প্রক্টর' এক-বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। ইঁহাদের কার্য বাহিরের সভ্যগণের চারিত্রিক ব্যবহার ও নিয়ম-নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কার্য হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য-নির্বাহক সমিতিগুলির কার্য লিপিবদ্ধ করা। বোর্ড অফ্ ফ্যাকাল্টিগুলির সেক্রেটারিরাই বিভিন্ন বোর্ডের কার্য লিপিবদ্ধ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইংলণ্ডের হাউস অফ্ কমন্সে দুইজন সভ্য পাঠাইতে পারেন।

অক্সফোর্ডের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির নাম প্রতিষ্ঠার তারিখসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) ক্রাইস্ট চার্চ ক্যাথিড্রাল—১১৬০
(২) ডিভিনিটি স্কুল—১৪৮০
(৩) অল্ সেন্টস্ ক্যাথিড্রাল—অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে।
(৪) রোমান ক্যাথলিক চার্চ—১৮৭৫
(৫) সেলডন থিয়েটার—১৬৬৯ খ্রীঃ আর্কবিশপ্ সেল্ডনের ব্যয়ে নির্মিত হয়। স্যর ক্রিস্‌টোফার রেন ইহার নক্সা করেন।
(৬) ইউনিভারসিটি প্রেস—১৬৬৯ খ্রীঃ। কিন্তু ইহার বহু পূর্বে ইউনিভারসিটির প্রথম প্রিন্টার মিস্টার জোসেফ্ বার্নেসের নাম ১৪৮৫ সালে দেখিতে পাওয়া যায়।
(৭) অক্সফোর্ডে ছাপাখানার প্রথম সৃষ্টি হয় ১৪৬৮ খ্রীঃ (১৪৮৭ খ্রীঃ)।
(৮) ক্ল্যারেণ্ডন্ বিল্ডিং—১৭১৩
(৯) এস্মোলিয়ান মাস্যুম—১৬৮৩
(১০) বোটানিক্যাল গার্ডেন—১৬৩৩

ইহাই ইংলণ্ডের ভিতর প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন।

(১১) নূতন যাদুঘর—১৮৫৫

(১২) ক্ল্যারেণ্ডন প্রেস—১৮৩০

(১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দির—১৮৭৩

(১৪) টেলার লাইব্রেরী—১৮৪৯

(১৫) টাউন হল—১৭৫২

(১৬) র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ হাঁসপাতাল (প্রধান হাঁসপাতাল)—১৭৭০

(১৭) র‍্যাড্‌ক্লিফ পাঠাগার—১৭৪৯

অক্‌সফোর্ড২ — অক্‌স্‌ফোর্ড-শায়ারের প্রধান শহর। লণ্ডনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। লণ্ডন হইতে ইহার দূরত্ব ৫৫ মাইল, রেলপথে ৬৩½ মাইল। লোকসংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল ৪৯,৪১৩; ১৯২১ সালে হইয়াছে ৫৭,০৫২।

কৃষিকার্য—সমগ্র ভূভাগের [illegible] অংশে কৃষিকার্য হইয়া থাকে; তন্মধ্যে [illegible] অংশে শস্য উৎপন্ন হয়। [illegible] অংশ স্থায়ী পশুচারণের মাঠ; ২০০০দুই হাজার একরে ফলের বাগান ও ২৬০০০ ছাব্বিশ হাজার একরে বন আছে। শস্যের মধ্যে যবাদি শস্য, সবজী ও পশুখাদ্যোপযোগী তৃণ (ক্লোভার) চাষ হইয়া থাকে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই শহরে নিম্নলিখিত জীব-জন্ত ছিল:—

ঘোটক—১৭,২৭৮; গবাদি পশু—৬১, ৮৪১; ভেড়া—২,৩০,৩২৫; শূকর—৩১,০৩২।

বহু হর্ম্যের বিষয় পূর্বেই অক্‌সফোর্ড-শায়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

নবনির্মিত হর্ম্যাদি:—থিয়েটার—১৮৮৬ খ্রীঃ; কর্ন্‌ এক্সচেঞ্জ—১৮৯৬ খ্রীঃ।

ধর্মজীবন গঠিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত কলেজগুলি নির্মিত হইয়াছে:—

দি পুসে হাউস—১৮৮৪খ্রীঃ

ম্যান্সফিল্ড কলেজ—১৮৮৯খ্রীঃ

ম্যান্‌চেস্‌টার কলেজ—১৮৯৩খ্রীঃ।

অক্‌সফোর্ড, অনারেব্‌ল রাইট্‌ হার্বার্ট, হেনরী এস্‌কুইথ, আর্ল (কে-সি, কে-জি)—ইংলণ্ডের রাজনীতিবিশারদ, মনস্বী ব্যক্তি। ১৮৫২খ্রীঃ ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত মর্লে শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জোসেফ ডিক্সন্ এস্‌কুইথ। ইনি মর্লে'র অনেক বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি একজন চরিত্রবান্ পুরুষ। ইনি যুবকদিগের জন্য বাইবেল-স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মাতা ছিলেন উইলিয়াম উইলিয়ামস্ হাড্‌স্ফ্রেসফিল্ডের কন্যা। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী রমণী। হেনরীর পিতা অল্পবয়সে মারা যান; চারিটী পুত্রের মধ্যে ইনি মধ্যম পুত্র। মাতা পুত্রদিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা উইলিয়াম অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম বিদ্যাভ্যাস হয় 'সিটি অফ্ লণ্ডন স্কুলে'। বেলিয়াল কলেজে পাঠ শেষ করিয়া ইনি ব্যারিস্টার হন। ইনি প্রথম বিবাহ করেন কুমারী হেলেনকে। এই সময়ে ইনি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া, বক্তৃতা দিয়া ও অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন। আদালতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে বড় কিছু করিতে পারেন নাই। যখন ইনি হিয়ারফোর্ডের লর্ড জেমসের অনুরোধে 'ব্রাড্‌ল'-কেস গ্রহণ করিয়া জয়লাভ করেন, তখন হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী ইঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। ক্রমশঃ ইনি বারের উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন এবং সম্মানার্হ কিংস্ কাউন্সেল (কে-সি) উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার হাউস অফ্ কমন্সের সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থান হইতে প্রতিবারই সভ্য নির্বাচিত হন। তৎপরে ১৯২০ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পেলে (Paisley) হইতে সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বরাষ্ট্র'-সেক্রেটারি-পদে নিযুক্ত হন। এই সময় ইঁহার পত্নী হেলেন মারা যান। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে ইনি দ্বিতীয়বার অনারেব্‌ল স্যর চার্ল্‌স্ টেনান্টের কন্যা মার্গারেটকে বিবাহ করেন। বিবাহ-কার্য সম্পাদিত হয় সেন্ট জর্জের হানোভার স্কোয়ারে। এই বিবাহের রেজেস্ট্রীতে সহি করেন ইংলণ্ডের চারি জন প্রধান মন্ত্রী— গ্লাডস্টোন, লর্ড রোজবেরী, বালফুর ও এস্‌কুইথ। ১৯০৫ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি 'চ্যান্সেলার অফ্ দি এক্সচেকার' পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্বের গুরুভার বহন করেন। এই সময়ে ইনি যে সকল আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনই তাঁহার অগ্রগামী রাজনৈতিক নীতি প্রচলনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কমন্স-সভা হইতে যে কোন আইন পাশ হইবে তাহা রদ (Veto) করিবার একটী বিশেষ ক্ষমতা এই লর্ড-সভার ছিল। ইঁহার সময় লর্ড-সভার এ শক্তি উঠাইয়া দেওয়া হয়। 'ওয়েল্‌স চার্চ' বিলও ইঁহার সময় পাশ হয়। ইতিপূর্বে ১৮৭৮ খ্রীঃ জেলের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিবার জন্য এক আইন হাউস-অফ্-কমন্সে উপস্থাপিত করেন। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জেলের কয়েদীদিগের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করা।

ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হইলে (১৯১৪ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের সমর-সচিব পদত্যাগ করেন। ইনি প্রধান মন্ত্রিত্ব-পদের সহিত সমর-সচিবের পদও গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ আগস্ট মাসে ইনি লর্ড কিচ্‌নারকে সমর-সচিব নিযুক্ত করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ ইনি কমন্স-মহাসভার বিভিন্ন দলের সভ্যদিগকে লইয়া 'সমবায় মন্ত্রিত্ব' গঠন করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি প্রধান মন্ত্রিত্বের পদ ত্যাগ করিলে লয়েড জর্জ ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৫ খ্রীঃ 'নাইট গার্টার' (কে-জি) উপাধিতে ভূষিত হইয়া 'পিয়ার'দিগের মধ্যে উন্নীত হন এবং 'আর্ল-অফ্-অক্‌সফোর্ড

এণ্ড এস্‌কুইৎ' এই উপাধি গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রথম পক্ষের সন্তানগণ :—

(১) রেমণ্ড (১৮৭৮—১৯১৬ খ্রীঃ)
[এস্‌কুইৎ, রেমণ্ড দ্র°]

(২) হার্বার্ট (১৮৮১ খ্রীঃ —)
[এস্‌কুইৎ, হার্বার্ট দ্র°]

(৩) আর্থার মেলাণ্ড (১৮৮৩ খ্রীঃ—)
[এস্‌কুইৎ, মেলাণ্ড দ্র°]

(৪) সিরিল (১৮৯০ খ্রীঃ —)
[এস্‌কুইৎ, সিরিল দ্র°]

(৫) কন্যা কুমারী হেলেন ভায়োলেট এস্‌কুইৎ। উত্তরকালে ইনি স্যর বোনহাম কার্টারকে বিবাহ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র এণ্টনি (১৯০২ খ্রীঃ—) ও কন্যা এলিজাবেথ। এলিজাবেথ রুমদেশের কূটরাজনীতি-বিশারদ প্রিন্স্ বিবেস্কোকে (Prince Antoine Bibesco) বিবাহ করিয়াছেন। এলিজাবেথ একজন প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক। নিম্নলিখিত উপন্যাস ও গল্পের বই প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বিনী হইয়াছেন—'I have only myself to blame'; 'Balloons'; 'The Whole Story'; 'There is no Return'; 'Portrait of Caroline'.

আর্ল অফ্ অক্সফোর্ড ১৯২৮ খ্রীঃ মারা যান। ইঁহার মৃত্যুতে ইঁহার প্রথম পুত্র রেমণ্ডের একমাত্র পুত্র জুলিয়ান দ্বিতীয় আর্ল অফ্ অক্সফোর্ড ও এস্‌কুইৎ হইয়াছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অক্‌সফোর্ড-আন্দোলন — খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমে 'চার্চ অফ্ ইংলণ্ডের' বহু পাদরী প্রচলিত ধর্ম-শাস্ত্রের বিরোধী উদার মত পোষণ ও হেতুমূলক ধর্মবাদ (Rationalism) প্রচার করিতেছিলেন। ইঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণ প্রকৃত খ্রীষ্টীয় ধর্মের মত হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছিলেন ও তাঁহাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবনতি হইতেছিল। এই মতবাদকে ব্যর্থ করিবার মানসে জনকতক পাদরী ও অক্‌সফোর্ডের শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ অক্‌সফোর্ড শহরে ১৮৩৩ খ্রীঃ যে ধর্ম-সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন উহাকেই 'Oxford movement' বা অক্‌সফোর্ড-আন্দোলন বলা হয়। আন্দোলনকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের চার্চকে প্রথম যুগের ধর্মোপদেষ্টারা (Fathers) যে উচ্চস্তরে লইয়া গিয়াছিলেন সেইস্থানে পুনরায় উহাকে স্থাপন করা। ইঁহাদের মতে পুনরায় এমনভাবে চার্চের সংস্কার করিতে হইবে যাহাতে খ্রীষ্টের অন্তিম ভোজনানুষ্ঠানের (Sacrement) বা খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির প্রতি লোকে শ্রদ্ধাবান্ হয়। যাহাতে খ্রীষ্ট-পার্ষদ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর পারম্পর্য রক্ষিত হয় তজ্জন্য ইঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ খ্রীঃ জুলাই মাসে 'জাতীয় ধর্মচ্যুতি' (A National Apostasy) সম্বন্ধে অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জায় জন কেব্‌ল প্রথমে এক ধর্মোপদেশ দেন। তৎপরে, ১৪ই জুলাই সাফোক্ কাউন্টির হ্যাড্‌লে শহরে এক সভা আহূত হয়। এই সভায় রেক্টর এইচ, জে, রোজ. ও অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসিন্দা ফেলো আর, এইচ, ফ্রাউড উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরে অরিয়েল কলেজের ফেলো কেব্‌ল, ফ্রাউড ও নিউম্যান (পরে কার্ডিন্যাল) পুস্তিকাকারে তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিয়া সাধারণে প্রচার করেন। উঁহারা প্রচার করিতে থাকেন যে, ইংলণ্ডের চার্চের উপর স্টেটও একদিন হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, যেমন ১৮৩২ খ্রীঃ 'রিফর্ম বিল' অনুসারে আয়র্লণ্ডের চার্চের বিশপের সংখ্যা ২০ হইতে ১০এ পরিণত করা হইয়াছে। যখন এই সংখ্যা-হ্রাসের কথা পার্লিয়ামেন্ট-মহাসভায় উপস্থিত করা হয়, তখন কেব্‌ল তাঁহার প্রসিদ্ধ ধর্মোপদেশ দিবার সময় বলেন, 'আজ যাহা আয়র্লণ্ডে ঘটিল, শীঘ্রই ইংলণ্ডের চার্চের উপরও এইরূপ বিপৎপাত হইবার সম্ভাবনা রহিল।'

ডীন চার্চের কথায় বলিতে গেলে 'এই আন্দোলনের প্রেরণা দিয়াছিলেন কেব্‌ল, উত্তেজনা দিয়াছিলেন ফ্রাউড এবং কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন নিউম্যান।'

একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য যে, সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিবার শক্তি আনয়ন করিয়াছিলেন রেক্টর এইচ, জে, রোজ.। ইনি ছিলেন 'British Magazine' পত্রিকার সম্পাদক। ইঁহাকে সাধারণে বলিত 'অক্সফোর্ড-আন্দোলনের কেম্ব্রিজ প্রবোচক'। ইঁহারই বাসভবনে হাইচার্চ পাদরীগণ-কর্তৃক ২৫এ জুলাই হইতে ২৯এ জুলাই পর্যন্ত এক বিশেষ সভা আহূত হইয়াছিল। উহাতে নিউম্যান উপস্থিত ছিলেন না। ইহাতে খ্রীষ্টীয় পার্ষদ-প্রবর্তিত প্রার্থনা-পুস্তকের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিউম্যান 'The Tracts for the Times' নামে পত্রিকা প্রচার করেন। এই সময় হইতে আন্দোলনকে 'Tractasion' (ধর্ম-প্রচারক সংঘের মত প্রচারকারী) বলা হয়। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল 'চার্চ অফ্ ইংলণ্ডের' মতবাদকে নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর স্থাপন ও নিয়মের অনুবর্তন করা। ভবিষ্যতে স্টেট যে ইচ্ছা করিলেই কোন হাইচার্চের পাদরীকে বিনা দোষে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন তাহা যাহাতে ঘটিতে না পারে সেদিকে ইঁহাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য ছিল।

পাদরীদিগের অমনোযোগিতা ও শৈথিল্য দূর করিবার জন্য ইঁহারা বদ্ধপরিকর হন ও পাদরীদের এতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল যে তাঁহারা 'এরিয়াস'-(Ariaus) এর মতবাদ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এরিয়াস খ্রীষ্টধর্ম সংঘের প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মত ও নীতি প্রচার করেন।

'Tracts for the 'Times'-এর ভিতর ৯০ খানি পুস্তিকা বাহির হইয়াছিল। উহাদের লেখকদিগের মধ্যে পুসে, ওয়াইজম্যান, দুইজন ওয়েস্‌লী, হুইটফিল্ড, নিউম্যান, ডীন স্টান্‌লে, হোয়েট্‌লি,

কার্ডিনাল নিউম্যান লেখক ছিলেন। পুসে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি অক্সফোর্ড আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৮৩৫-১৮৩৬ সালে Baptism (খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার সময় জল-সংস্কার) ও Liberty of Fathers অর্থাৎ প্রথম যুগের খ্রীষ্টধর্মোপদেষ্টাদিগের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রচার করেন। ইনি পূর্বোক্ত ধর্মোপদেষ্টাদিগের মতবাদ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সংস্কারের পূর্বে (Pre-reformation) সপ্তদশ শতকের খ্রীষ্ট-ধর্মোপদেষ্টারা যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন ও যে সকল ধর্মবিষয়ক নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন উহাই নৈতিক জীবন গঠন ও জীবন-পরিচালনের পক্ষে সুষ্ঠু উপায়। যাহাতে ঐরূপ ধারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

১৮৩৬ খ্রীঃ ওয়াইজ্‌ম্যান্ 'ডব্‌লিন রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে ইনি ইংরেজ পাদরীদিগের কর্মবিমুখতা ও আলস্য দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন ও ইঁহাদের সমক্ষে উচ্চ নৈতিক আদর্শ স্থাপন করেন।

ইহার পর ৯০ সংখ্যক পুস্তিকায় নিউম্যান প্রচার করেন যে, ৩৯টী সিদ্ধান্ত (39 Articles) এরূপভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহাতে ট্রান্টের মতবাদের সহিত অসমঞ্জস না হয়। এই কথা প্রচারের সহিত ইংলণ্ডের চার্চের পাদরীদের ভিতর বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল। ১৮৪১ খ্রীঃ ইঁহারা প্রচার করেন যে, এই মত কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। ফলে নিউম্যান ও তাঁহার সহকর্মীদের ভিতর অনেকেই রোমের চার্চে প্রবিষ্ট হন।

যাহা হউক, এই আন্দোলনের ফলে পাদরীরা তাঁহাদের নৈতিক চরিত্র-সম্বন্ধে উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের চার্চে আদিম যুগের ধারানুযায়ী সংস্কার-কার্য চলিতে সুরু হইয়াছিল।

[En Br. (10 Ed) XXVIII, 224, 192; XXXI, 192, 158; XX, 115; VIII, 378; XXXIII, 862; XXVII, 88, 503; XIV, 25; XXX 223, 521; ERE]

অক্‌সফোর্ড, জন—নাট্যকার ও সমালোচক। জন্ম—ক্যাম্বরওয়েল, লণ্ডন, ১৮১২ খ্রীঃ। মৃত্যু—ট্রিনিটি স্‌কোয়ার, সাউথওয়ার্ক, লণ্ডন, ২১এ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ।

অক্‌স্‌ফোর্ড, হ্যার্লে রবার্ট, প্রথম আর্ল অফ্—ইংলণ্ডের রাজনীতি-বিশারদ। জন্ম—লণ্ডন, ৫ই ডিসেম্বর ১৬৬১ খ্রীঃ, মৃত্যু—২১এ মে ১৭২৪ খ্রীঃ।

অকসেকোফ্ আইভন্ সের্‌গেয়েভিচ্ (১৮২৩—১৮৮৬ খ্রীঃ)—রুশদেশের কবি। ১৮২৩ খ্রীঃ ২৬এ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম, সেরগেই টিমোফেয়েভিচ্ অক্সকোফ্। ব্যবহারজীবী হইয়া রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন এবং স্লাভ-পক্ষপাতী প্যান স্লাভিস্‌ট দলের অনুরাগী হন। মস্কো শহরে ইনি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করেন এবং তিন বারই ইঁহার সম্পাদিত পত্রিকা সরকার বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিনের সন্ধির বিরুদ্ধে স্পষ্ট মত প্রকাশ করায় ইনি স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি পান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইনি সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ২৭এ জানুয়ারী ইঁহার মৃত্যু হয়।

মাধুর্য অপেক্ষা ইঁহার কবিতায় রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তনবাদের গভীরতা দৃষ্ট হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ প্রকাশিত 'The Tramp' কাব্যে রুশ দেশের কৃষক-জীবনের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।

অক্‌সেকোফ্, সেরগেই টিমোফেয়েভিচ্ (১৭৯১—১৮৫৯ খ্রীঃ)—রুশ কথা-সাহিত্যিক। ধনশালী জমিদারের পুত্র। ওরেনবার্গের উফায় ১৭৯১ খ্রীঃ ২০এ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া সেণ্ট পিটার্সবার্গের সরকারী দপ্তরখানায় চাকুরী গ্রহণ করেন। শহরের বাঁধাধরা জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া পল্লীভবনে ফিরিয়া যান। দুঃখের বিষয় এখানে আসিয়া বহু অর্থ অপব্যয় করিয়া পুনরায় সরকারী কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং মস্কো শহরে চাকুরীর চেষ্টায় যান। ১৮৩৩ খ্রীঃ প্রসিদ্ধ লেখক গোগোলের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উত্তরোত্তর ইঁহাদের সখ্যতা সুদৃঢ় হয়। ইঁহারই প্ররোচনায় অক্সকোফ্ স্বয়ং রচনা-কার্যে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার উপন্যাসগুলি বস্তুতান্ত্রিকতায় ভরপুর। অল্পদিনের মধ্যেই ইনি সাধারণের নিকট সুপরিচিত হন। উপন্যাসগুলির বিষয়-বস্তু ছিল কৃষকদিগের ভিতর দাসত্ব-প্রথা উঠিয়া যাইবার পূর্বে তাহাদের উপর জমিদারগণ-কর্তৃক যে নিষ্ঠুর অত্যাচার সাধিত হইত তাহার চিত্র। ইঁহার পূর্বপুরুষদিগের অনুষ্ঠিত আচার-ব্যবহারের নিখুঁত চিত্র এগুলিতে পাওয়া যায়। এগুলিতে ইঁহার তীব্র দৃষ্টি-শক্তির পরিচয় ও মানব-প্রকৃতির গভীর সমবেদনার চিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সত্যের কাঠামোর উপর এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হওয়ায় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইঁহার 'Chronicles of a Russian Family' ও 'A Russian Gentleman' ইঁহার স্বরচিত জীবন-বৃত্তের আখ্যায়িকা লইয়া রচিত। ১৮৫৯ খ্রীঃ ৩০এ এপ্রেল মস্কো শহরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অক্‌সাইড (Oxide) বা অম্লজান-জারিতক—অক্‌সিজেন বা অম্লজান বাষ্পের সহিত সংযোজনে যে যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়, তাহাকে রসায়ন-শাস্ত্রে 'অক্সাইড' বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ উপাদান ও পদার্থের সহিত অক্‌সিজেন সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন

এই সব পদার্থের বিশ্লেষণে, বিচারে, পরীক্ষায় কেবল অক্সিজেন বা অক্সাইডের গুণ রসায়নবিদ্গণ যে বাহির করিয়াছেন তাহা নয়, অন্যান্য উপাদানসমূহের গুণও আলোচিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। যৎ-সামান্য জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে প্রত্যক্ষভাবে অক্সিজেন অন্য উপাদানের সহিত সংযোজিত হইয়া যায়; প্রত্যক্ষভাবে না হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া সংযোজিত করা যায়। তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে—যেমন, ফ্লুওরিন (Fluorine), ব্রোমিন (Bromine) এবং শূন্যশ্রেণীর (Group 0) নিষ্ক্রিয় (inert) বাষ্পসমূহের—যথা, হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন প্রভৃতির—সহিত অক্সিজেন একেবারে সংযোজিত হয় না। কতক উপাদান অক্সিজেনের সহিত বিভিন্ন পরিমাণে সংযোজিত হয়; যথা, নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান পাঁচরকমে সংযোজিত হয়—

N_2O, NO, N_2O_3, NO_2, N_2O_5.
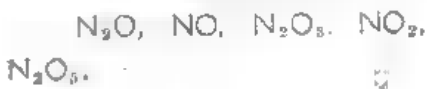
গুণের তারতম্যানুসারে অক্সাইড-সমূহকে পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(১) এসিডিক (Acidic বা অম্লাত্মক অক্সাইড। ইহার অন্য নাম এন্হাইড্রাইড (Anhydride) বা নিরুদক। সচরাচর অ-ধাতব অক্সাইড-সমূহকে এসিডিক অক্সাইড বলা হয়। জলের সহিত মিশ্রিত করিলে এই সব অক্সাইডে এসিড বা অম্ল প্রস্তুত হয় এবং বেসের (Base বা ক্ষারীয় অর্থাৎ অম্লের বিপরীত ভাবাপন্ন বস্তুর) ক্রিয়া নাশ করে।

SO_3—Sulphuric anhydride.

N_2O_5—Nitric anhydride.

$SO_3 + H_2O = H_2SO_4$.

$N_2O_5 + H_2O = 2HNO_3$

ইত্যাদি।

(২) বেসিক (Basic বা ক্ষারীয়) অক্সাইড। সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইডকে বেসিক অক্সাইড বলে। ইহা অম্লের ক্রিয়া নাশ করে এবং তৎসংযোগে লবণ ও জল উৎপাদন করে। এই বেসিক অক্সাইডসমূহের মধ্যে পুনরায় কয়েকটী অক্সাইড জলের সহিত মিশ্রিত হইলে ধাতব হাইড্রোক্সাইড হয় এবং লাল লিটমাস্ কাগজকে নীল করে। উদাহরণ—

CaO, CuO, FeO, K_2O, Na_2O প্রভৃতি

$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$

$K_2O + H_2O = 2KOH$

$Na_2O + H_2O = 2NaOH$ প্রভৃতি।
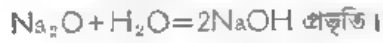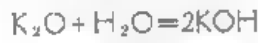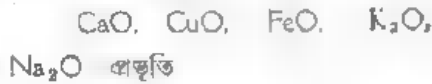
(৩) নিউট্রাল বা উদাসীন অক্সাইড। ইহা অম্লাত্মক বা তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন নয়। যেমন, জল প্রভৃতি, H_2O, CO, NO প্রভৃতি।

(৪) এম্ফোটেরিক (Amphoteric) অক্সাইড। এই অক্সাইডে এসিডিক এবং বেসিক উভয়ের গুণ বর্তমান; যেমন, ZnO, SnO, Al_2O_3 প্রভৃতি। ZnO এসিডে গলিয়া যায় এবং জিঙ্কের লবণ প্রস্তুত হয়—সে কারণে উহা বেসিক। পুনরায় ZnO এলকালি বা ক্ষারে গলিয়া যায় এবং ক্ষার জিঙ্কেট (alkali zincates) প্রস্তুত হয়—সে কারণে উহা অম্লাত্মক।

(৫) পেরোক্সাইড। ইহাতে এসিডিক বা বেসিক অক্সাইড অপেক্ষা বেশী অক্সিজেন বর্তমান থাকে। অল্প আয়াসে (যেমন অল্প উত্তাপ প্রয়োগে) ইহা হইতে অক্সিজেন বিচ্ছিন্ন করা যায়—যথা, হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড (H_2O_2), সোডিয়াম পেরোক্সাইড (Na_2O_2) প্রভৃতি। লেড্ ডাইঅক্সাইডে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। পেরোক্সাইডসমূহে অক্সিজেন-যোজনের ক্ষমতা দেখা যায়।

অক্সিডেশন (Oxidation) বা অম্লজানযোগ—সঙ্কীর্ণ অর্থে অক্সিজেন সংযোজনাকে অক্সিডেশন বলে। জল প্রস্তুতের জন্য হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে, কার্বন, গন্ধক ইত্যাদিতে অক্সিজেন-সংস্পর্শে অগ্নির সংযোগে যে পরিবর্তন সাধিত হয় সেই পরিবর্তন অক্সিডেশন নামে পরিচিত। পুনরায় কোন পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন বাহির করিয়া লওয়াকেও অক্সিডেশন বলে; যথা—

$$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$
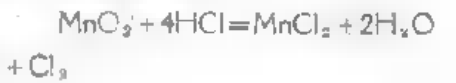
অক্সিজেন অ-ধাতব বা ইলেক্ট্রো-নেগেটিভ উপাদানসমূহের অন্যতম। সেজন্য ইহার ব্যাপক অর্থ এই—

যে প্রণালী দ্বারা কোন উপাদান বা যৌগিক পদার্থে ইলেক্ট্রো-নেগেটিভ্ উপাদান (যথা, অক্সিজেন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, গন্ধক প্রভৃতি) সংযোজিত বা বর্দ্ধিত করা যায়, কিংবা কোন উপাদান বা যৌগিক পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রো-পজিটিভ্ উপাদান (যথা, হাইড্রোজেন, ধাতুবর্গ প্রভৃতি) বহিষ্কার করিয়া লওয়া যায় তাহাকে অক্সিডেশন বলে।

রিডাক্শন (Reduction)—সচরাচর কোন পদার্থ হইতে অক্সিজেন বিচ্ছিন্ন করাকে রিডাক্শন বা অম্লজানহরণ বলে।

ব্যাপক অর্থে—যে প্রণালী দ্বারা কোন উপাদানে বা যৌগিক পদার্থে ইলেক্ট্রো-পজিটিভ্ উপাদান সংযোজিত বা বর্দ্ধিত করা যায় কিংবা কোন উপাদান বা যৌগিক পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রো-নেগেটিভ্ উপাদান বহিষ্কার বা হ্রাস করিয়া লওয়া যায় তাহাকে 'রিডাক্শন' বলে।

নিম্নলিখিত বস্তুবর্গ দ্বারা অক্সিডেশন হয়:—অক্সিজেন, ওজোন, পেরোক্সাইড, ক্লোরিন, ব্রোমিন, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি।

নিম্নলিখিত বস্তুবর্গ দ্বারা 'রিডাক্শন' হয়:—হাইড্রোজেন, কার্বন, সোডিয়াম, পোটাসিয়াম, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি।

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

অক্সামাইড (Oxamide)—অঙ্গারীয় রসায়নশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত যৌগিক পদার্থ

$$\begin{array}{l} CO \cdot NH_2 \\ | \\ CO \cdot NH_2 \end{array}$$ ইহার রাসায়নিক সূত্র।

সায়ানোজেন (Cyanogen) হইতে এমোনিয়াম অক্সালেটে রূপান্তরিত করিবার সময় ইহা উৎপন্ন হয়। এমোনিয়াম অক্সালেটকে উত্তপ্ত করিলেও ইহা পাওয়া যায়। মিথাইল বা ইথাইল অক্সালেটের (Methyl or Ethyl oxalate) সহিত ঘনীভূত এমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া আন্দোলিত করিলে ইহা পাওয়া যায়।

$$C_2O_4 (C_2H_5)_2 + 2NH_3$$
$$= C_2O_2 (NH_2)_2 + 2C_2H_5OH.$$

ইহা বর্ণহীন স্ফটিকবৎ (crystalline) চূর্ণ। ইহা জলে দ্রবণীয় নহে। জল বা ক্ষার প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ইহা হইতে অক্সালিক এসিড বা অক্সালেট পাওয়া যায়—

$$C_2O_2 (NH_2)_2 + 2H_2O$$
$$= C_2O_4H_2 + 2NH_3$$
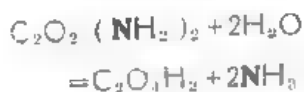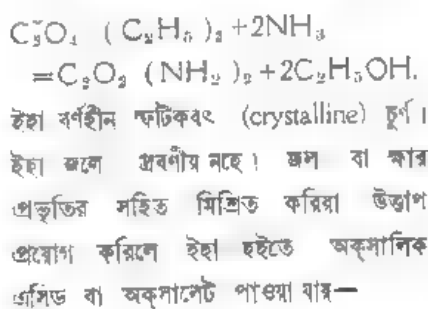
অক্সালিক এসিড (Oxalic acid) —[Gr. Oxys acid]—রাসায়নিক সূত্র $H_2C_2O_4 . 2H_2O$। অঙ্গারীয় রসায়নশাস্ত্রের এসিড বা অম্লবিশেষ। ইহা rhubarb (rheum), dock (rumex), sorrel (oxalis acetosella) প্রভৃতি লতাতে দৃষ্টিগোচর হয়। জলের সহিত সরেল মিশ্রণপূর্বক চূর্ণ করিয়া ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংযোগে ক্যালসিয়াম অক্সালেট পাওয়া যায়। শীল (Scheele) শর্করার সহিত নাইট্রিক এসিডের মিশ্রণে ইহা প্রস্তুত করেন। Alcohol, glycol, sucrose, fats এবং অন্যান্য অনেক অঙ্গারীয় যৌগিক পদার্থের (Organic compounds) সহিত নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিলে অক্সালিক এসিড প্রস্তুত হয়।

করাতের গুঁড়া হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। করাতের গুঁড়ায় cellulose, lignin প্রভৃতি থাকে। ক্ষার সংযোগে ইহাকে উত্তপ্ত করিলে অক্সালিক এসিড বাহির হয়।

ইহা স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পদার্থ। ইহাতে জলের দুই অণু বর্তমান থাকে। সুরাসারে (Alcohol) অতি সত্বর ইহা গলিয়া যায়—জলেও গলে; কিন্তু ইথারে অতি অল্প গলে। ১০০° ডিগ্রী উত্তাপে জলের অণু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অত্যধিক উত্তাপে ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ফরমিক্ এসিড হয়।

Anhydrous acid জলীয় বাষ্প অতি সত্বর আহরণ করে। সালফিউরিক এসিড সংযোগে ইহাকে উত্তপ্ত করিলে ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

$$C_2O_4H_2 = CO_2 + CO + H_2O$$

অম্লের গুণ ইহাতে বর্তমান। কার্বনেট-সমূহকে ইহা বিশ্লিষ্ট করে এবং কতকগুলি ধাতব অক্সাইডকে গলাইয়া ফেলে। ইহাতে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন থাকায় ইহা অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী যৌগিক পদার্থ।

ইহা অতি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। ইহার ব্যবহারে অনেক সময়ে মৃত্যু পর্যন্ত সংঘটিত হয়। এই বিষের প্রতিকারের নিমিত্ত চূণের জল, খড়ি প্রভৃতি খাওয়ান হয় এবং Castor oil প্রভৃতি প্রয়োগে কোষ্ঠ পরিষ্কার করা হয়। ইহার ক্ষার লবণ-জলে দ্রবণীয়। উত্তাপ প্রয়োগে অক্সালেট সমূহ বিশ্লিষ্ট করা যায়। প্রস্রাবে এবং পাথুরী রোগে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা এবং ইহার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়—যথা, ফটোগ্রাফিক ক্রমবিকাশে (as developer), রং প্রস্তুতে, রঞ্জনে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্লাটিনোটাইপ প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যে।

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

অক্সাস্—মধ্য এশিয়ার মহানদ। নামান্তর, আমুদেরিয়া ও বক্ষু [আমুদেরিয়া ও বক্ষু দ্র°]।

অক্সিজেন, অম্লজান বাষ্প—সাঙ্কেতিক চিহ্ন—O, পরমাণুভার—১৬.১ রুশ-রাসায়নবিদ্ মেনডেলেফ (Mendeleef) ও পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণের মতে Periodic Table এর Group VI এর প্রথম রাসায়নিক পদার্থ হইল অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্প। ইহার পরমাণুর ভার (atomic weight) ষোল এবং সাধারণ আণবিক যোগশক্তি (valency) দুই। সচরাচর ইহা বাষ্পাকারে থাকে।

১৭৭৪ খ্রীঃ জে, প্রিস্টলী (J. Priestley) মার্কেরমার্কিউরিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করিয়া বাষ্পাকারে ইহা প্রাপ্ত হন বলিয়া প্রকাশ করেন। তিনি ইহাকে dephlogistigated air নামে অভিহিত করেন। কে, ডবলিউ, শীল (K. W. Scheele) স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করিয়া ১৭৭৫ খ্রীঃ অম্লজান বাষ্প আবিষ্কার করেন। তিনি ইহার নাম দেন 'দিব্য বায়ু' (empyreal air)। এ, এল, লাভোয়াসিয়ে (A. L. Lavoisier) প্রথম ইহার নাম অক্সিজেন রাখেন। তিনিই প্রথম দেখেন যে ইহা হইতে প্রাপ্ত অধিকাংশ যৌগিক পদার্থ অম্লাত্মক—সেজন্য তিনি ইহার নাম অম্লজান বাষ্প রাখিলেন [অক্সাইড দ্র°]।

বায়ুমণ্ডলের অন্যতম প্রধান উপাদান অম্লজান বাষ্প। বায়ুর প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইহার দ্বারা পরিপূর্ণ। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জড় পদার্থে ইহা প্রচুর পরিমাণে সংযুক্ত আছে। পৃথিবীর বহিরংশের কঠিন আবরণের প্রতি অণুতে ইহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়—বিশাল পর্বতমালা হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের প্রত্যেক অংশের অর্ধাংশ ইহা দ্বারা অধিকৃত। খুটিং, বালি, চুণ, ইট প্রভৃতি মানবের সৌধমালা প্রস্তুতের উপকরণসমূহের শতকরা ৫০ ভাগ অক্সিজেন। জলের শতকরা ৮৮.৮ ভাগ, ও মানবদেহের শতকরা ৬০ ভাগ অম্লজান বাষ্প। অন্য কথায় বলিলে প্রত্যেক প্রাণী ইহার জন্য জীবিত আছে—পানীয় ও খাদ্যের সহিত ইহাকে আহার করিতেছে, বায়ুর সহিত ইহাকে

সেবন করিতেছে। জীবদেহের অঙ্গারের (Carbon) সহিত মিশ্রিত অক্‌সিজেন বায়ু সেবন করিয়া শরীরের মধ্যে অঙ্গারীয় বাষ্পে (Carbon dioxide) রূপান্তরিত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই অঙ্গারায় বাষ্প উদ্ভিদাদির দ্বারা সেবিত হইয়া পুনরায় অক্‌সিজেনে অবিভূর্ত হইয়া বিশ্বের অম্লজান বাষ্পের সমতা রক্ষা করিতেছে।

অক্‌সিজেন স্বাদ, বর্ণ, গন্ধবিহীন বাষ্প। বায়ু অপেক্ষা ইহা কিছু ভারী। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ১·১০৫। ইহা জলে অল্প পরিমাণে দ্রবণীয়; কিন্তু সুরাসারে (alcohol) অধিক পরিমাণে গলিয়া যায়। গলিত রৌপ্য, স্বর্ণ, প্লাটিনাম, প্যালেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুতে শীঘ্র ইহা গলিয়া যায়। জলের সহিত অক্‌সিজেন গলিয়া থাকায় জলচর প্রাণিগণ সেবন করিয়া বাঁচিয়া আছে। ইহা স্বয়ং দাহ্য বস্তু নয় কিন্তু প্রজ্বলনে ইহা অত্যুত্তম সহায়ক। অতি অল্পে ইহা অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়। সেজন্য বায়ু যে দ্রব্যের সংস্পর্শে আসে, সাধারণতঃ অল্প উত্তাপ বা চাপের পরিবর্তনে কিংবা যথোপযুক্ত অবস্থার পরিবর্তনে সেই দ্রব্যের যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়, সুতরাং গুণেরও পরিবর্তন হয়। এইচ, বি, বেকার দেখাইয়াছেন যে সচরাচর এই সব প্রতিক্রিয়া একেবারে শুষ্ক উপাদানের সংমিশ্রণে হয় না; এমন কি, ১০০০°C উত্তাপে দুইভাগ উদজান (hydrogen) একভাগ অম্লজানের (অক্‌সিজেনের) সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যৌগিক পদার্থ জলের উৎপত্তি করে না।

যেরূপ অল্পে ইহা অন্য পদার্থের সহিত সংমিশ্রিত হয়, সেইরূপ অল্প আয়াসেই ইহা অনেক যৌগিক পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

উপরি উক্ত নীতির সহায়তা লইয়া অধিকাংশ স্থলে অক্‌সিজেন প্রস্তুত করা হয়। সাধারণতঃ তিন রকমে অক্‌সিজেন পাওয়া যায়—প্রথমতঃ যে সকল যৌগিক পদার্থে প্রচুর অক্‌সিজেন মিশ্রিত আছে সেগুলি হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, দ্বিতীয়তঃ জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তৃতীয়তঃ বায়ু হইতে আহরণ করিয়া। পারদ (mercuric) অক্‌সাইড মূল্যবান্ ধাতব অক্‌সাইডসমূহকে উত্তপ্ত করিলে অক্‌সিজেন বাহির হয়। অতিরিক্ত উত্তপ্ত করিলে ম্যাংগানিজ ডাই-অক্‌সাইড, অনেক পেরোক্‌সাইড, অক্‌সি-এসিড (যথা, নাইট্রিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, লেড নাইট্রেট, পোটাসিয়াম ক্লোরেট, জিঙ্ক সলফেট, প্রভৃতি) হইতে অক্‌সিজেন বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। সাধারণতঃ পোটাসিয়াম ক্লোরেটকে উহার এক-তৃতীয়াংশ ম্যাংগানিজ ডাইঅক্‌সাইডের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে অক্‌সিজেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রতিক্রিয়ায় প্রকৃত বিচ্ছেদ কতখানি হয় তাহা এখনও নিশ্চিত করিয়া নির্ণীত হয় নাই। সাধারণ উত্তাপে দেখা যায়—

$$8KClO_3 = 5KClO_4 + 3KCl + 2O_2$$

ক্রমশঃ উত্তাপ বর্ধিত করিলে নিম্নলিখিত পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়—

$$2KClO_3 = KClO_4 + KCl + O_2$$

$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2.$$
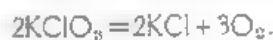
সালফিউরিক এসিডের সহিত পোটাসিয়াম বাইক্রোমেট, পোটাসিয়াম পার্ম্যাংগানেট, বা ম্যাংগানিজ ডাইঅক্‌সাইডকে উত্তপ্ত করিলে; ব্লিচিং পাউডার সলিউসনের সহিত কোবাল্ট লবণসমূহ (Cobalt salts) বা ম্যাংগানিজ ডাইঅক্‌সাইডের প্রতিক্রিয়ায়; ফেরাস (ferrous) বা ম্যাংগানাস লবণের সহিত কোবাল্ট, নিকেল, বা তাম্রের লবণের সংযোগে ব্লিচিং পাউডারের উপর; চূণের জলের (Milk of lime) উপর ক্লোরিন প্রবাহিত করিয়া; জলীয় বাষ্পকে উত্তাপে রক্তবর্ণ করিয়া ক্লোরিনের প্রতিক্রিয়ায় এবং অন্যান্য উপায়ে অক্‌সিজেন প্রস্তুত করা যায়।

প্রচুর পরিমাণে অক্‌সিজেন প্রস্তুত করিবার বিভিন্ন নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। অত্যধিক উত্তাপে সালফিউরিক এসিডের সহিত কোন পদার্থের সংযোগে অক্‌সিজেন বাহির হয়; একভাগ সোডিয়াম নাইট্রেটের সহিত দুইভাগ জিঙ্ক অক্‌সাইড সুন্দররূপে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ইহা পাওয়া যায়:—

$$2ZnO + 4NaNO_3$$
$$= 2Zn(ONa)_2 + 2N_2 + 5O_2$$
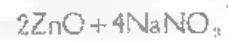
এইরূপ নানা বৈজ্ঞানিক নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তন্মধ্যে—ব্রিন-প্রক্রিয়া ও লিন্‌ডে-প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রক্রিয়ায় বায়ু হইতে অক্‌সিজেন আহরণ করা হয়।

বেরিয়াম মনোক্‌সাইড বায়ুর সংস্পর্শে ৫০০°C তাপে বেরিয়াম পেরোক্‌সাইড হয়। পুনরায় তাপ বর্ধিত করিয়া ৮০০°C করিলে অক্‌সিজেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বেরিয়াম পেরোক্‌সাইড বেরিয়াম মনোক্‌সাইডে রূপান্তরিত হয়।

$$2BaO + O_2 = 2 BaO_2$$

$$2BaO_2 = 2BaO + O_2$$

এক বেরিয়াম মনোক্‌সাইডে বায়ু হইতে অক্‌সিজেন আহরণ চলিতে থাকে। তাপ পরিবর্তনে ব্যয় অধিক হওয়াতে সাধারণতঃ ৫০০°C তাপে স্থির রাখিয়া চাপ পরিবর্তন করিয়া কাজ করা হয়।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে আধুনিক যুগে অক্‌সিজেন প্রস্তুত হইতেছে:—বায়ু হইতে কার্বন ডাইঅক্‌সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া ঘোরান (Spiral) তামার নল দিয়া ২০০ বায়ুমণ্ডলের চাপে প্রবাহিত করা হয়। এই ঘোরান নলের বাহিরে আর একটী বদ্ধ জ্যাকেট থাকে। ঐ ঘোরান নলের যে প্রান্ত জ্যাকেটের মধ্যে থাকে সেই প্রান্তে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে; সেই ছিদ্র দিয়া বায়ু জ্যাকেটের মধ্যে বাহির হইয়া আসে। ঐ ২০০ বায়ুমণ্ডলের চাপে জ্যাকেটের মধ্যে সহসা বায়ু বাহির হওয়ার জন্য বায়ুর তাপ হ্রাস হয়। ঐ শীতল বায়ু জ্যাকেটের মধ্য দিয়া ঐ ঘোরান নলের উপর প্রবাহিত করা হয়। ঐরূপ

ক্রমাগত করিতে থাকিলে বাতাস দ্রবীভূত হয়। তৎপরে fractional vapourisationএ (অর্থাৎ তাপ অল্প বর্ধিত করিয়া) নাইট্রোজেন বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং শতকরা ৯৬ ভাগ অমিশ্রিত অক্‌সিজেন পাওয়া যায়। এই অক্‌সিজেন বাষ্প লৌহ-সিলিণ্ডারে পাম্প করিয়া ভর্তি করা হয়। তরল অক্‌সিজেনের boiling point (স্ফুটন-বিন্দু)—১৮২·°৫ C, তরল বায়ুর—১৯০°C এবং তরল নাইট্রোজেনের—১৯৪°C।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ে এই অক্‌সিজেনের ব্যবহার অতি ব্যাপকভাবে হইয়া থাকে। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্, হৃদ্‌রোগ, হাঁপানি, কণ্ঠপ্রদাহ প্রভৃতিতে ইহা সেবন করান হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় কিংবা শ্বাসরোধে ইহার ব্যবহার বহুস্থানে উপকার দেয় এবং মৃত্যুকালীন কষ্ট লাঘব করে। ক্লোরোফর্ম, কোন বাষ্প বা নাইট্রাস অক্‌সাইডের বিষে ইহা প্রয়োগে অনেক সময়ে অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়। জলমগ্ন ব্যক্তিকে, অহিফেন বা সায়ানাইড বিষসেবীর পক্ষে ইহার মূল্য অনেক। লৌহ-সিলিণ্ডারে পূর্ণ অক্‌সিজেন বায়ুর সহিত কখনও মিশ্রিত কখনও অবিমিশ্র অবস্থায় পীড়িত ব্যক্তিকে আবশ্যকমত সেবন করান হয়। অবিমিশ্র অবস্থায় অধিক পরিমাণে সেবনে ইহা বিষের কার্য করে। কোন রোগযুক্ত স্থানে ইহার প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। সাধারণতঃ সেইজন্য হাইড্রোজেন পেরোক্‌সাইড ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোজেন পেরোক্‌সাইডের অক্‌সিজেন ক্ষতস্থানের উপকার করে। এই কারণে ডিপথিরিয়া, টন্‌সিলাইটিস, কণ্ঠস্থ ক্ষয়রোগ প্রভৃতিতে হাইড্রোজেন পেরোক্‌সাইড ব্যবহৃত হয়। জরায়ুস্থ কর্কট রোগে (Cancer), চর্মরোগে, কানের পুঁযে, গণোরিয়ায় ইহার ব্যবহার হয়। বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতির দংশন-যাতনা ইহার প্রয়োগে লাঘব হয়। উদরাময়, অজীর্ণ, অন্ত্রপ্রদাহে সময়ে সময়ে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ চেতনা বা স্পর্শশক্তি হরণ করিবার সময়ে ক্লোরোফর্মের বা নাইট্রাস অক্‌সাইডের সহিত ইহা মিশ্রিত করা হয়।

অক্‌সিজেন ষষ্ঠ গ্রুপের উপাদানহেতু ইহার সর্বোচ্চ আণবিক যোগশক্তি ছয়; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই এবং কোথাও কোথাও চার যোগশক্তি দেখা যায়।

উপযুক্ত ব্যবস্থায় অক্‌সিজেনের তিনটী পরমাণু একত্র করা যায়। ইহার নাম ওজোন। ক্ষয়রোগে ইহা উপকারী। ইহা সমুদ্র-উপকূলের বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে থাকে [ওজোন দ্র°]।

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

অক্‌সিঁদাত, মারিয়াদেল (১৭৯৫—১৮৪৫ খ্রীঃ)—শ্রীমতী মারিয়া ব্রুক্‌স এই ছদ্মনামে আমেরিকায় কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশিত করেন। লেখিকা 'Zophiel or the Bride of the Sevens' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন।

অক্‌সিন্‌ডেন, স্যর জর্জ—বোম্বাই-এর শাসনকর্তা। জন্ম—১৬১৯ খ্রীঃ; মৃত্যু—১৬৬৯ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই, সুরাটে। ১৬৬২ খ্রীঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর সুরাটে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ১৬৬৭ খ্রীঃ ব্যারনেট্ ও স্যর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময় বোম্বাই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হইলে ইনি উহার শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। বোম্বাই-এর 'ইংলিশ চার্চ' ইঁহার পরিকল্পনায় ইঁহারই দ্বারা স্থাপিত। ইনি অধিক সময় সুরাটেই থাকিতেন।

অক্‌সিস্ন—[ইক্‌সির দ্র°]।

অক্-সু₁—প্রাচীন শহর-বি°। ইহা পূর্ব-তুর্কীস্তানে অক্‌সু নদীর [অক্‌সু₂ দ্র°] বাম তীরে অবস্থিত। পূর্বনাম অর্দাদিল বা অর্দাবিল। যুয়ান্-চোয়াঙ্ এই স্থানকে 'পই-শুই-চেঙ্' (Pai-Shui-Ch'eng) বলিয়াছেন। 'পই-শুই-চেঙ্' অর্থে শ্বেতবর্ণ জল। এই শহরের চতুর্দিক্ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তামাক, অশ্বারোহীর পরিচ্ছদ, মৃন্ময় পাত্রাদি, গো-মেষাদি পালন ও শকটের ব্যবসার জন্য এই শহর উল্লেখযোগ্য।

অক্-সু₂—পূর্ব তুর্কীস্তানের নদী-বি°। ইহা তিয়ানশান পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে [অক্-সু₁ দ্র°]। পূর্বে ভৌগোলিকগণের ধারণা ছিল যে, বর্তমান অক্‌সাস নদের নাম অক্-সু হইতে হইয়াছে [অক্‌সাস দ্র°]।

অক₁—[=অর্ক] পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন তৃণগুল্ম Calatropis gigantea. কাহারও কাহারও মতে সম্রাট্ অক্‌বরের নাম 'অক' হইতে ব্যুৎপন্ন।

[BG, xxv, 21]

অক₂—পাণিনি-ব্যাকরণে গৃহীত কৃৎ-প্রত্যয়স্থানে জাত প্রত্যয়। "যুবোরনাকৌ"-পা° ৭.১.১। যু এবং বু প্রত্যয়স্থলে যথাক্রমে অন এবং অক আদেশ হয়।

যথা,—ণ্বুল্, কারকঃ "ণ্বুল্‌তৃচৌ"-পা° ৩. ১. ১৩৩। সকল ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণ্বুল্ এবং তৃচ্ প্রত্যয় হয়। ণ্বুলের উদাহরণ কারকঃ (কৃ+ণ্বুল্+অক), হারকঃ, পাচকঃ ইত্যাদি।

ষ্বুন্ প্রত্যয়স্থলেও অক আদেশ হইবে, যথা—"শিল্পিনি ষ্বুন্"—পা° ৩. ১.১৪৫। শিল্পী কর্তা হইলে অর্থাৎ যাহারা শিল্পকার্য করে এইরূপ কর্তা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ষ্বুন্ প্রত্যয় হয়। যথা—নর্তকঃ অর্থাৎ নৃত্যকারী "নৃতি গাত্রবিক্ষেপে" (নৃৎ দিবাদি+ষ্বুন্+অক)। এইরূপ রজকঃ, খনকঃ, ইত্যাদি পদ নিষ্পন্ন হয়। ষ্বুন্ প্রত্যয় করিলে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া থাকে; যথা—পুং-নর্তকঃ, স্ত্রী-নর্তকী।

কিন্তু এই ষ্বুন্ প্রত্যয়টী নৃৎ, খন্ এবং রন্‌জ ধাতুর উত্তরই হয়।

বার্তিক—নৃতিখনিরঞ্জিভ্যঃ পরিগণনং কর্তব্যম্"—পা° ৩.১.১৪৫। ক্বুন্ প্রত্যয় করিয়াও রজকঃ এইরূপ পদ হইবে; ক্বুনের নকারের

লোপ হইয়া থাকে। "রঞ্জের শিল্পিসংজ্ঞয়োরপি কুন্"—পতঞ্জলির মতে রঞ্জ-ধাতুর উত্তর কুন্ প্রত্যয় হইবে।

"প্রসৃল্বঃ সমভিহারে বুন্"—পা° ৩. ১. ১৪৯। সমভিহার, অর্থাৎ পটুতা অর্থ বুঝাইলে, প্রু, সৃ, ল্ব এবং লূ এই ধাতুসমূহের উত্তর বুন্ হয়। যথা—প্রবকঃ (প্রু+বুন্+অক), প্রবকঃ, সরকঃ, লবকঃ। সমভিহার-শব্দের অর্থ নিপুণভাবে করা। কলাপব্যাকরণে সমভিহার শব্দের "সাধুকারিণি" এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

"আশিষি চ"—পা° ৩. ১. ১৫০। আশীর্বাদ অর্থ বুঝাইলে ধাতুমাত্রের উত্তর অর্থাৎ আশীর্বাচক সকল ধাতুর উত্তর বুন্ প্রত্যয় হয়। যথা—জীব+বুন্+অক=জীবকঃ; এইরূপ নন্দকঃ প্রভৃতি পদ হয়।

"ন তৃজকাভ্যাং কর্তরি"-পা° ২.২. ১৫। কর্তৃবাচ্যে যে ষষ্ঠী বিভক্তি বিহিত হইয়াছে সেই ষষ্ঠী তৃচ্ এবং অক প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের সহিত সমস্যমান হয় না। অর্থাৎ তৃচ্ প্রত্যয় এবং অক প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদের সহিত ষষ্ঠী সমাস হয় না। যেমন—ভবতঃ শায়িকা—আপনার শয্যা; ভবতঃ আশিকা—আপনার ভোজ্য; ভবতোঽগ্র-গামিকা—আপনার অগ্রগামিনী অথবা, অন্নস্য পাচকঃ, প্রজানাং পালকঃ ইত্যাদি স্থলে সমাসে বিভক্তির লোপ হইয়া প্রজাপালকঃ এইরূপ শুদ্ধ প্রয়োগ হইতে পারিবে না।

"কর্তরি চ"—পা° ২. ২. ১৬। কর্তৃবাচ্যে যে তৃচ্ এবং অক প্রত্যয় হয়, তাহার সহিত ষষ্ঠী সমাস হয় না। যেমন অপাং স্রষ্টা—জলের সৃষ্টিকর্তা; পুরাং ভেত্তা, যিনি পুরীসমূহ নষ্ট করিয়াছেন। এই সকল স্থলেও ষষ্ঠী সমাস হয় না। অক-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের যোগেও ষষ্ঠী সমাস হয় না, যথা— ওদনস্য ভোজকঃ—অন্ন-ভোক্তা; সক্তূনাং পায়কঃ—সক্তুভক্ষণ-কারী। ভোজকঃ এবং পায়কঃ এই দুইটী অক-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ। অক প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত না হইয়া তৃণ্ প্রত্যয়ান্ত হইলে সমাস হইবে।

"নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ"—পা° ২.২. ১৭। ক্রীড়া এবং জীবিকা অর্থাৎ জীবন-ধারণের উপায় এইরূপ অর্থ বুঝাইলে অক-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সহিত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইতে পারে। যথা—ক্রীড়ায় উদ্দালকপুষ্প-ভঞ্জিকা। উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা একটী পূর্ব-দেশীয় ক্রীড়া-বিশেষ। উদ্দালক নামক এক প্রকার ফুল ছিঁড়িয়া এই খেলা হইয়া থাকে। এইরূপ বারণপুষ্পপ্রচায়িকাও একটী ক্রীড়া। জীবিকা অর্থে, যথা—জীবিকায় দন্তলেখকঃ, নখলেখকঃ ইত্যাদি। দন্তলেখকঃ—দন্তকে যিনি রঞ্জিত করেন।

"যাজকাদিভিশ্চ"—পা° ২. ২. ৯। যাজক প্রভৃতি পদের সহিত ষষ্ঠীতৎ-পুরুষ সমাস হয়। যথা—ব্রাহ্মণযাজকঃ—যিনি ব্রাহ্মণের দৈবকার্য সম্পাদন করেন। যাজকাদি, যথা—

১। যাজক, ২। পূজক, ৩। পরিচারক, ৪। পরিবেষক, ৫। পরিষেচক, ৬। স্নাপক, ৭। অধ্যাপক, ৮। উৎসাদক অথবা উৎসাদক, ৯। উদ্বর্তক, ১০। হোতৃ, ১১। ভর্তৃ, ১২। রথগণক, ১৩। পত্তিগণক, ১৪। পোতৃ, ১৫। হর্তৃ, ১৬। বর্তক।

"প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বস্যাত ইদাপ্য-সুপঃ"—পা° ৭. ৩. ৪৪। প্রত্যয়ে স্থিত যে ককার, তাহার পূর্বের অকারের স্থানে ইকারাদেশ হয়; আপ্ পরে থাকিলে সেই আপ্ প্রত্যয় যদি সুপের পরবর্তী না হয়। বার্তিক—মামক ও নরক শব্দের উপসংখ্যান করা কর্তব্য, যেহেতু এই শব্দ-দ্বয় প্রত্যয়স্থ নহে। কারিকা এইস্থলে প্রত্যয়স্থ হইলেও সুপের পরবর্তী হইয়াছে। কিন্তু এতিকা, পটিলিকা, গুণিকা, দণ্ডিকা কারিকা, হারিকা প্রভৃতি স্থলে সুপের পরবর্তী হয় নাই, এইজন্য ইকার হইতে পারিল।

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ

অক৪—'প্রচলাকিন্'-শব্দব্যাখ্যায় : প্রচলম্ অকতি কুটিলং গচ্ছতীতি প্রচলাকিনঃ পুরঃ প্রচারিণো যোধাঃ।

অক৫—অনিষ্ট, অপকার, ক্ষতি mischief. কাশী° ২৪. ১৭।

অক৬—বিণ, ১ অকুৎসিত। সোম° ধর্ম° ২. ২৩৬। ২ [নাস্তি কং শিরো যেষাং তেঽকাঃ] শিরোহীন ॥ শি° ॥ ৩ কুটিলগামী।

অক৭—[ন-ক (নঞ্ তৎ) 'কং সুখং তৎ-প্রতিষিদ্ধম্'—যা° ২.১৪ দু°]; ক্লীং ১ দুঃখ। 'যৎপুরা প্রযাজেভ্যঃ প্রাগুদারস্কন্দেদধ্বর্যবে চ যজমানায় চাকং (=দুঃখম্-ভা° সা°) স্যাৎ'—তৈ° ব্রা°৩. ৭. ২২৫=কা° ৩৫. ১৮। 'নহি তত্র গতায় কস্মৈচনাকং ভবতি'—শ° ৮. ৪. ১. ২৪। 'তম্ (ত্রয়স্ত্রিংশং স্তোমম্) উ নাক ইত্যাহুর্ন হি প্রজাপতিঃ কস্মৈচনাকং (অকং=দুঃখহেতুঃ সা°) ভবতি'-তা° ১০. ১. ১৮। অথৈতা নাকসদো নাকংহ না ····ন বৈ তত্র কিং চন জগ্মুষেঽকম্··· তস্মান্নাকসদ···মৈ° ৩. ৩. ১। 'অথৈতা নাক-সদো নাকসত্তিঃ···নবা অমুং লোকং জগ্মুষে কিং চ নাকং তন্নাকসদাং নাকসত্ত্বম্'—কা° ২১. ২=তা° ২১. ৮. ৪=যা° ২. ১৪॥ 'কং সুখং তৎপ্রতিষিদ্ধম্'-যা° ২. ১৪; দু°; দুঃখম্' তা° তৈ° ৫. ৩. ৭. ১; অনে° ২. ১; মে° ক° ১৬॥ ২ পাপ॥ অনে° ২. ১; মে° ক° ১৬; কল্পদ্রু° ৩৩৭. ৩; মনি° শব্দ°॥ ৩ [√ অক্ (বক্রভাবে যাওয়া)+অল্—ভা°] বক্র-গতি, কুটিলগমন, বাঁকাভাবে গমন moving tortuously (like a snake)। ৪ [প্রা° বা° অক্কু >। অ+ক—অপ্র°; কর্মকারকের প্রয়োগ] এই স্থান, ঐ স্থান॥ ব-শব্দ° দ্র°॥

অ-ক—প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় পণ্ডিত। প্রকৃত-নাম—কৃষ্ণ; 'অ-ক' এই নামও ইতিহাসে সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ১৮৬৬ খ্রীঃ কর্নেল মণ্টো-গোমারি-কর্তৃক ভারতীয় জরীপ-কার্যে নিযুক্ত হ'ন। বহু বিপদসঙ্কুল স্থানে নানা বিপদের

মধ্যে কৃত্তিত্বের সহিত কার্য করিয়া ও তিব্বতীয় বহু তথ্যের আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিব্বতের সর্বত্র, এমন কি মঙ্গোলিয়া, চীন ও ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্যন্ত ইনি গমন করিয়াছিলেন। অনেক স্থলে ইঁহাকে ছদ্মবেশেও গমন করিতে হইয়াছিল। লাসায় ইনি দুইবার গিয়াছিলেন (দ্বিতীয়বার ১৮৭৮ খ্রীঃ)। ইঁহার পরিমাপ-সমূহ নির্ভুল।

[L. A. Waddell : Lassa and its Mysteries, 5, 6.]

অক-ওল্লি—উত্তর-আসামের একটি পথ। খ্রীঃ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে গৌহাটীর সর্বশ্রেষ্ঠ অহোম-নৃপতি গদাধর সিং-কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়।

[L. W. Shakespear : Hist. of Upper Assam, Upper Burmah & N. E. Frontier, 45]

অকইব.াস, আখইব.াস—প্রাচীন মিশরে আকিয়নদের নামান্তর [আকিয়ন দ্র°]। যুদ্ধপ্রিয় অসভ্য জাতি।

[H. Schneider : History of World Civilization, London, 1939,369 ; G. A. Hammerton : Universal History of the World, London, 794 ; D. A. Mackenzie : Egyptian Myth & Legend, London, 349]

অকক—[অনু°শব্দ। নামান্তর ইকাক, কক] ইস্‌লামীয় পুরাণে উল্লিখিত পক্ষি-বি°। প্রাক্-ইস্‌লামীয় সাহিত্যে এই পক্ষীর উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। মধ্যযুগের সাহিত্যে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে কিকি, কিকিদিবি নামে এক পক্ষীর নাম পাওয়া যায়। অবশ্য এ পক্ষী অন্যজাতীয় হওয়াই সম্ভব। আরবদিগের বিশ্বাস, অকক পক্ষী অশুভ সূচনা করিয়া থাকে। এই পক্ষী অন্য পক্ষীর বাসায় নিজ শাবক ফেলিয়া আসে।

অকচ—[ন (নাই) কচ (কেশ) যাহার—বহু°] বিণ, ১ কেশশূন্য, নেড়া ॥ শব্দ° মনি°॥ ২ [ন (থাকে না) কচ (মেঘ) যাহা হইতে—বহু° ; স্ত্রী—অকচা] কেতুগ্রহ (যাহার সঞ্চারে মেঘ থাকে না)॥ রত্নাবলী, শব্দ° মনি°॥ [কেতু দ্র°]

অকচমুখিন্নী—শৈব সম্প্রদায়-বি°। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা উর্ধ্ববাহু ও আকাশমুখী হইয়া থাকেন এবং যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইয়া আসে ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে ততক্ষণ অচঞ্চলভাবে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল উর্ধ্ববাহু হইয়া ও কেহ কেহ মাত্র আকাশমুখী থাকিয়া উপাসনা করেন [উর্ধ্ববাহু ও আকাশমুখী দ্র°]।

[W. S. Lilly : India and its Problems. London, 1902, 134 ; IG.1, 421]

অকচ্ছ—[ন=অ+প্রা° কচ্ছ (<স° কক্ষ) যাহার—বহু°] বিণ, ১ নগ্ন। ২ ব্যভিচারী, লম্পট, পরস্ত্রীগামী। ৩ দিগম্বর-সম্প্রদায়ের সাধু, নির্গ্রন্থ।

অকজ.ই—নামান্তর, অকোজ.ই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের অন্তর্গত হজ.ারা জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্বতের অধিবাসী অফগান জাতি। ১৮৮৮ খ্রীঃ এই জাতি অপর অফগান জাতি হসনসইদের সহযোগে মেজর বাটিয়ে ও কাপ্তেন আরম্‌স্টন এবং কয়েকজন গুর্খা সৈন্যকে হত্যা করে। ইহাদের নেতা হাসিম আলি এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত আছেন এইরূপ সন্দেহ করিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইঁহার বিরুদ্ধে এক অভিযান করেন। ইহাতে অকজ.ই জাতি আপনাদের দোষ স্বীকার করিয়া হাসিমকে ইব্রাহিম খাঁ নামক তাঁহারই এক আত্মীয় শত্রুর নিকট নির্বাসিত করে।

অকজো.াম এমন (Akazome Emon)—'অইগোয়া মোনোগতরি,(=গৌরব-কাহিনী) নামক জাপানী ঐতিহাসিক কাহিনী-রচয়িত্রী। গ্রন্থখানি একচল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে দুইশত বৎসরের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। শেষ ঘটনা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ১০৯২ খ্রীঃ। ফুজিয়ারা নোমিচিনগ (৯৬৬-১০১৭ খ্রীঃ) এবং তাঁহার দুই পুত্রের সুশাসন-কথাই এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। গ্রন্থকর্ত্রী মিচিনগ-পত্নীর সহচরী ছিলেন। শেষাংশ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। দশম শতকের প্রথমার্ধে লিখিত 'ত কে তরি মোনোগতরি' ও 'ইসেমোনোগতরি' নামক দুইখানি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার প্রভাব ইহাতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 'অইগোয়া মোনোগতরি' জাপানী ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম আখ্যায়িকা।

[W. C. Aston : History of Japanese Literature (122—125, 1899) ; Michel Revon: Anthologie de la litterature Japonaise (225—228, 1910].

† **অকট, অক.কট**—[বৌ° বা°। < অ (=ন)+কৃত (> কত > কট)—অকৃত= যাহা করা হয় নাই, যাহা কাহারও করা নয় > যাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছু পাওয়া যায় না > আশ্চর্য ; 'অকটাশ্চর্য'—৪১ চ. প. টীকা ; 'অকট উতাশ্চর্য'-দো. কো. ১১০ পৃঃ] বিণ, আশ্চর্য। অকট জোই আরে মা কর হথা লোল্লা—চ. ৪১।

অকটকিনা—[প্রাদে°। অ+কটকিনা ; তু° অস° কটকিনা=দুর্লভ, কৃপণ] বিণ, ১ কাটছাঁটবর্জিত, অপ্রতিবন্ধক, ধরাকাট বা বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি যাহাতে নাই। ২ সুলভ ; তু°-'কটকিনা ঠাঁই'—অস° [কটকিনা দ্র°]।

অকটবিকট—[মূ° আকৃতিবিকৃতি] ভীতিবশতঃ অঙ্গবিকৃতি, অঙ্গভঙ্গী, ছটফট॥ ব-শব্দ° জ্ঞা°॥

অকটাক্ষ—একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া staring.

অকটু—[ন=অ+কটু—নঞ্‌ তৎ। বি, —তা, ত্ব] বিণ, কটুতাবিহীন, মিষ্ট, মধুর, স্বাদু।

অকঠিন—[ন=অ+কঠিন—নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী—অকঠিনা। বি°,—তা, ত্ব] বিণ, কোমল, নরম, নম্র, অকর্কশ, মৃদু, অকঠোর, সুকুমার।

অকঠোর—[ন=অ+কঠোর—নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী—অকঠোরা। বি°,—তা, ত্ব] বিণ, ১ (বস্তু সম্পর্কে) শক্ত নহে এরূপ, কাঠিন্যরহিত, অকঠিন। ২ (বিষয় সম্পর্কে) দুরূহ নহে এরূপ, সহজ, সরল, সুখবোধ্য। ৩ (বাক্য সম্পর্কে) মিষ্ট, মধুর, অকর্কশ, মৃদু, নম্র, উগ্র বা রূক্ষ নহে এরূপ। ৪ (হৃদয় সম্পর্কে সদয়, কোমল, সরল॥ স্ত্রা° ॥

অকডম চক্র—তান্ত্রিক দীক্ষাচক্র। দীক্ষা-গ্রহণকালে শিষ্যের পক্ষে কোন্ মন্ত্র মঙ্গলদায়ক তাহা স্থির করিবার জন্য এই চক্রের প্রয়োজন। তন্ত্রসারে অকডম চক্রের অঙ্কনপদ্ধতি বিবৃত আছে। প্রথমে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত দুইটী সরলরেখা টানিতে হইবে। এই দুই রেখার মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে আরও দুইটী রেখা অঙ্কন করিতে হইবে। তারপর, কোনাকুণি ঈশান ও নৈঋ‍র্তকোণে এবং বায়ু ও অগ্নিকোণে কোণাকুণি (তির্যক্‌ভাবে) ক্রমান্বয়ে দুইটী করিয়া চারিটী রেখা টানিয়া একটী রাশিচক্রের মত চক্র করিতে হইবে। অতঃপর এই চক্রে ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এই চারিটী ক্লীববর্ণ বাদ দিয়া অকার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষকার পর্যন্ত বর্ণমালা ক্রমান্বয়ে লিখিতে হইবে। বর্ণগুলি দক্ষিণাবর্তে লিখিত হইবে। মেষাদি দ্বাদশরাশি যেভাবে লিখিত হয় সেইরূপ বর্ণমালা বিন্যস্ত হইবে। ঈশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্তে বৃষ পর্যন্ত ঘরে এক একটী বর্ণের বিন্যাস হইবে। যতক্ষণ না বীজমন্ত্রের আদি অক্ষরের ঘর পাওয়া যায় ততক্ষণ সাধকের নামের আদি অক্ষর হইতে দক্ষিণাবর্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি যথাক্রমে এই চারিটী পুনঃ পুনঃ গণনা করিতে হইবে। যদি মেষ হইতে মীন পর্যন্ত বর্ণসমূহ বামাবর্তে লিখিত হয় তাহা হইলে গণনাও বামাবর্তে হইবে। অকডমচক্রে নবম, প্রথম ও পঞ্চম সিদ্ধগৃহ। ষষ্ঠ, দশম ও দ্বিতীয় সাধ্যপ্রকোষ্ঠ। তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ সুসিদ্ধ গৃহ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অরিগৃহ। মন্ত্র সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ হইলে ফল শুভ হয়। কিন্তু তাহা না হইলে অশুভ হয়। গণনায় বীজমন্ত্রের প্রকোষ্ঠে সিদ্ধ, সাধ্য বা সুসিদ্ধ পড়িলে সাধকের মন্ত্রোদ্ধার হইবে এবং তিনি তখন সেই

মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিবেন। বীজমন্ত্রের ঘরে 'অরি' পড়িলে মন্ত্রোদ্ধার হয় না ফলও অশুভ হয়। কাজেই সাধকের সে-ক্ষেত্রে নূতন নামকরণই বিধি। প্রথম প্রকোষ্ঠ হইতে অকডম লিখিয়া সূচনা করিতে হয় বলিয়া চক্রের নাম 'অকডম' হইয়াছে। রুদ্রযামল উপদেশ করিয়াছেন—শিষ্য নিজের তারা-রাশি প্রকোষ্ঠের অনুকূল মন্ত্র ভজনা করিবে। গুরুও চক্রের দ্বারা অনুকূল মন্ত্র বিচার করিয়া শিষ্যকে তাহা দিবেন।* রুদ্রযামলমতে শিবমন্ত্রে অকডমচক্র এবং বিষ্ণুমন্ত্রে রাশিচক্র প্রশস্ত। কিন্তু ভুবনেশ্বরী-তন্ত্র বলেন, বৈষ্ণবগণের তারাশুদ্ধি, শিবের কোষ্ঠশুদ্ধি, ত্রিপুরার উপাসকের রাশিশুদ্ধি এবং গোপালমন্ত্রে অকডম-চক্র বিহিত হইয়াছে। বামনেরও অকডম-চক্র।* কিন্তু বারাহীতন্ত্র বলেন অন্যরূপ। এই তন্ত্রমতে বৈষ্ণবগণের তারাশুদ্ধি, শৈবগণের অকথহচক্র। ত্রিপুরার উপাসকের রাশিচক্র এবং গোপালমন্ত্রোপাসকের পক্ষে অকডম-চক্র বিহিত হইয়াছে।

শ্রীকালীপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

অকড়িয়া-কড়ে—[প্রাদে'। ন=অ +কড়িয়া, কড়ে (=কড়িওয়ালা, ধনবান্) —নঞ্‌ তৎ] ১ কড়ি নাই যাহার, দরিদ্র ২ কড়ি দিয়া—মূল্য দিয়া ক্রীত হয় নাই এরূপ, অযোগ্য, অকিঞ্চিৎকর মূল্যহীন॥ স্ত্রা° ॥

অকণ্টক—[ন=অ (নাই) কণ্টক যাহার বা যাহাতে—বহু° ; স্ত্রী—অকণ্টকা] ১ কণ্টক-শূন্য, কাঁটা নাই এরূপ Free from thorns. ২ (বাধা-বিঘ্ন কণ্টকস্বরূপ বলিয়া) বাধা-

* স্বতারারাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্মনূন্।
শিষ্যানুকূলং চক্রজ্ঞো জ্ঞাত্বা দদ্যান্মনুং গুরুঃ।

* তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ।
রাশিশুদ্ধিস্ত্রিপুরে ॥ গোপালেঽকডম স্মৃতঃ।
অকডম বামনস্য গণেশে নক্ষত্রকম্।
নামাদিচক্রে সর্বেষাং কূর্মচক্রে তথৈব চ।—ভুবনেশ্বরীতন্ত্র

শূন্য, প্রতিবন্ধকশূন্য, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন, (নির্বিবাদ, নিরুপদ্রব Free from troubles, difficulties । ৩ (শত্রু কণ্টকস্বরূপ বলিয়া) শত্রুশূন্য Free from enemies ॥ মনি° ॥

অকণ্টকে—ক্রি-বিণ, নির্বিঘ্নে, স্বচ্ছন্দে ।

অকণ্টবিদ্ধ—[নঞ্-তৎ ; স্ত্রী—া] যে কণ্টকবিদ্ধ নহে ; যাহার কাঁটা ফুটে নাই ।

অকণ্ঠ—[ন = অ + কণ্ঠ] বিণ, যাহার কণ্ঠ নাই অর্থাৎ যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে ; রুক্ষ, কর্কশ, পরুষ বা উচ্চস্বর যাহার ॥ শি° ॥

অকণ্ঠস্থ—[ন = অ + কণ্ঠ + স্থা + অ—ড্] বিণ, ১ যাহা কণ্ঠে ধারণ করা হয় নাই । ২ যাহা মুখস্থ করা হয় নাই, অনভ্যস্ত ॥ জ্ঞা° ।

অকণ্ডিত—নিস্তুষীকৃত unhusked. সোম° বর্ষ° ২, ৩৬৮, ১৩ ।

•অকতক—[ন = অ + কতক (the clearing nut plant)—নঞ্-তৎ—পা° ৫, ১, ১২১] বিণ, কতক (ফল-বি°) যুক্ত নয় যাহা ।

অকৎ খাঁ—সম্রাট্ অলাউদ্দীন খল্‌জীর ভ্রাতুষ্পুত্র । সম্রাট্ অলাউদ্দীনের রাজ-সরকারে বকীলদারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । সম্রাটের সেনাপতিগণ যখন রণথম্ভর দুর্গ অবরোধ করিয়া কিছুতেই তাহা অধিকার করিতে পারিতেছিলেন না, তখন সম্রাট্ স্বয়ং রণথম্ভর-অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে তিলপৎ-নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া মৃগয়া করিতে থাকেন । ইত্যবসরে অকৎ খাঁ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই সুযোগে যদি তিনি সম্রাট্‌কে হত্যা করিতে পারেন তাহা হইলে অনায়াসেই সিংহাসন লাভ করিতে পারিবেন । তখন তাঁহার অধীন মুসলমান অশ্বারোহিগণের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া উহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । সম্রাট্ যখন মৃগয়ায় ব্যাপৃত তখন অকৎ খাঁর জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য সম্রাটের হস্তে দুইটী তীর বিদ্ধ করে । মানিক নামক সুলতানের একজন ক্রীতদাস আপন দেহ দিয়া সম্রাট্‌কে রক্ষা করিতে লাগিল ; তাহার গাত্রে তিন চারিটী তীর বিদ্ধ হইল । ইতিমধ্যে সম্রাটের দেহরক্ষী পাইকগণ ঢাল দিয়া সম্রাট্‌কে ঘিরিয়া ফেলিল । অকৎ খাঁ সম্রাটের শিরশ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহার অনুচরগণের সহিত ধাবিত হইলেন, কিন্তু সম্রাটের পাইকগণ মুক্ত তরবারি হস্তে সম্রাট্‌কে রক্ষা করায় তাহারা সম্রাটের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না । পাইকগণ চীৎকার করিয়া বলিল সুলতানের মৃত্যু হইয়াছে । অকৎ খাঁ তাহাদের এই মিথ্যা সংবাদে সুলতানকে মৃত বিবেচনা করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ না করিয়া তিলপৎ-অভিমুখে ধাবিত হইলেন । তিনি সম্রাটের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন যে তিনি সুলতানকে হত্যা করিয়াছেন । সদর্পে গর্বিত অকৎ খাঁ রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন । মালিক-দীনার নামক অন্তঃপুররক্ষী সশস্ত্র অনুচরগণের সহিত তাঁহার প্রতিরোধ করিল । ইতিমধ্যে আহত সম্রাট্ কতকটা সুস্থ হইয়া তাঁহার ভ্রাতা উলুগ খাঁর নিকট গিয়া পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু নায়েব বকীলদার মলিক হামিদউদ্দীন তাঁহার এ সঙ্কল্পে বাধা দিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইতে পরামর্শ দিলেন । তাঁহার উপদেশ মত সম্রাট্ সেনা-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে অফগানপুরে অকৎ খাঁর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে ধৃত করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন । তাঁহার ছিন্নমুণ্ড বর্শা-ফলকের উপরে রাখিয়া দিল্লীর রাজপথে প্রদর্শিত হইল । ভ্রাতার অপরাধে অকৎ খাঁর নিরপরাধ ভ্রাতা কৎলগ খাঁর প্রাণদণ্ড হইল । একে একে অকৎ খাঁর সাহায্যকারিগণের সন্ধান করিয়া কণ্টকময় তারের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইল এবং তাহাদিগের স্ত্রী-পুত্রগণকে বিভিন্ন দুর্গে বন্দী করা হইল ।

জিয়া-উদ্দীন-বর্নির রচিত তারিখ-ই ফিরোজশাহী গ্রন্থে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে । ফেরিস্তা অকৎ খাঁর নাম সুলেমন শাহ্ বা রুক্‌ন্ খাঁ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তাঁহার লিখিত অন্যান্য ঘটনার সহিত বর্নির উপাখ্যানের বিশেষ অনৈক্য নাই ।

[EHI. iii. 172-174 ; BHM, 337-340 ; Elp.HI. 392]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অকথত্রিকোণ—ত্রিকোণ যন্ত্রবি° । বহু-তন্ত্রে ইহা কাম-কলা নামে অভিহিত । পাদুকাপঞ্চক, শ্যামারহস্য, রুদ্রযামল, স্বতন্ত্রতন্ত্র, তন্ত্রজীবন, কামকলাবিলাস, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, বৃহন্নীলতন্ত্র, কালীঊর্ধ্বাম্নায়, কামকলাবিলাস-টীকা, পাদুকাপঞ্চকটীকা প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থে অকথত্রিকোণ বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

অকথত্রিকোণ বামাবর্তে অঙ্কিত করিতে হয় ।[১] সত্ত্বরেখা সকলের উপরে থাকিবে রজোরেখা তাহার বামভাগে এবং দক্ষিণভাগে তমোরেখা থাকিবে ।[২] এই ত্রিরেখাযুক্ত ত্রিকোণের মধ্যে হ ল ক্ষ এই তিনটী বর্ণ থাকিবে ।[৩] সত্ত্বরেখার নামান্তর বিষ্ণুরেখা বা বামা । রজোরেখার নামান্তর ব্রহ্মরেখা বা জ্যেষ্ঠা । তমোরেখার নামান্তর শিবরেখা বা রৌদ্রী ।[৪] ব্রহ্মরেখায় অকার হইতে

(১) বামাবর্তেন বিলিখেদকথাদিত্রিকোণকম্—শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী ।

(২) উপরিষ্টাৎ সত্ত্বরেখা রজোরেখা তথাহধঃ ।
তমোরেখা দক্ষভাগে রেখাত্রয়মুদাহৃতম্ ।—বৃ

৩ অকথাদিত্রিগংক্তা তু হলক্ষবর্ণভূষিতম্ ।
এতেন হলক্ষবর্ণানাং ত্রিকোণমধ্যে স্থিতিরিত্যুক্তম্ ।—স্বতন্ত্রতন্ত্র ।

৪ পাদুকাপঞ্চকের টীকায় পাওয়া যায়, বহ্নিবিন্দুর অনুস্বরূপ দক্ষিণ দিক্ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত রেখা বামা-রেখা নামে কথিত । ঈশান কোণস্থ চন্দ্রবিন্দুর অনুস্বরূপ ঈশান হইতে বায়ুকোণ পর্যন্ত গত রেখা জ্যেষ্ঠা রেখা এবং বায়ুকোণস্থ সূর্যবিন্দুর অনুস্বরূপ বায়ু হইতে বহ্নিবিন্দুর সহিত মিলিত রেখা রৌদ্রীরেখা । এই ত্রিবিন্দু, ত্রিরেখাঙ্কিত হইয়া কামকলারূপ ত্রিকোণ হয় ।

অরিসুসিদ্ধ মন্ত্র পত্নী এবং অরিঅরি মন্ত্র সাধককে বিনষ্ট করে।[৩]

অরিমন্ত্র পরিত্যাগের নিয়ম :—এক দ্রোণ[৪] পরিমাণ গোতুগ্ধের উপর একশত একশত আটবার ঐ মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর ঐ বৈরিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গলে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া স্রোতের জলে উদরস্থ দুগ্ধ বমন করিবে। এই-

১ অ ক থ হ সিদ্ধ সিদ্ধ	২ উ ঙ প সিদ্ধ সাধ্য	৫ আ খ দ সাধ্য সিদ্ধ	৬ ঊ চ ফ সাধ্য সাধ্য
৪ ও ড ব সিদ্ধ অরি	৩ ঌ ঝ ম সিদ্ধ সুসিদ্ধ	৮ ঔ ঢ শ সাধ্য অরি	৭ ৡ ঞ য সাধ্য সুসিদ্ধ
১৩ ঈ ঘ ন অরি সিদ্ধ	১৪ ৠ জ ভ অরি সাধ্য	৯ ই গ ধ সুসিদ্ধ সিদ্ধ	১০ ঋ ছ ব সুসিদ্ধ সাধ্য
১৬ অঃ ত স অরি অরি	১৫ ঐ ঠ ল অরি সুসিদ্ধ	১২ অং ণ ষ সুসিদ্ধ অরি	১১ এ ট র সুসিদ্ধ সুসিদ্ধ

আটবার বৈরিমন্ত্র জপ করিবে এবং সেই দুগ্ধ পান করিয়া পুনর্বার প্রকারে বৈরিমন্ত্র হইতে বিমুক্ত হইবে। সাধক অরিমন্ত্র জানিতে পারিলে আর ঐ মন্ত্র জপ করিবেন না; সেই দেবতার অরি-মন্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিবে।[৫]

রুদ্রযামলতন্ত্রমতে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগের নিয়ম :—অরিমন্ত্র বটপত্রে লিখিয়া স্রোতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে মন্ত্রবিমুক্তি হয়, ইহাই শিব বলিয়াছেন।*

আগমতত্ত্ববিলাসে অকথহ চক্রের নিয়ম—ষোড়শ কোষ্ঠযুক্ত চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে যথাক্রমে অকারাদি বর্ণ লিখিবে। অকারের পর আকার, তাহার পর ইকার; যাহার নাম অকারাদি তাহার আদ্য কোষ্ঠ গ্রহণ করিয়া চারিটী কোষ্ঠ সিদ্ধ, আকার-যুক্ত তৃতীয় কোষ্ঠ হইতে চারিটী কোষ্ঠ সাধ্য, ইকারযুক্ত তৃতীয় কোষ্ঠ হইতে চারিটী কোষ্ঠ সুসিদ্ধ, ঈকারযুক্ত নবম কোষ্ঠ হইতে চারিটী কোষ্ঠ অরি; তাহাদের মধ্যে অকারযুক্ত কোষ্ঠ সিদ্ধসিদ্ধ, উকারযুক্ত কোষ্ঠ সিদ্ধসাধ্য, ঌকার যুক্ত কোষ্ঠ সিদ্ধসুসিদ্ধ, ওকারযুক্ত কোষ্ঠ সিদ্ধারি, আকারযুক্ত কোষ্ঠ সাধ্যসিদ্ধ, ঊকারযুক্ত কোষ্ঠ সাধ্যসাধ্য, ৡকারযুক্ত কোষ্ঠ সাধ্যসুসিদ্ধ, ঔকার-যুক্ত কোষ্ঠ সাধ্যারি, ইকারযুক্ত সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, ঋকারযুক্ত কোষ্ঠ সুসিদ্ধসাধ্য, একারযুক্ত কোষ্ঠ সিদ্ধসুসিদ্ধ, অনুস্বার-যুক্ত কোষ্ঠ সুসিদ্ধারি, ঈকারযুক্ত কোষ্ঠ অরি সিদ্ধ, ৠকারযুক্ত কোষ্ঠ অরিসাধ্য, ঐকারযুক্ত কোষ্ঠ অরিসুসিদ্ধ, বিসর্গযুক্ত কোষ্ঠ অরিঅরি : এইরূপে ক খ ছ প্রভৃতি অক্ষর যাহার নামের আদিতে আছে তাহারও পূর্বোক্ত রূপে গণনা হইবে। উকারাদি নামের উকার সিদ্ধসিদ্ধ, ঊকার সাধ্যসিদ্ধ, ঋকার সুসিদ্ধ-সিদ্ধ ৠকার অরিসিদ্ধ। এইরূপে গকারাদি নামের গকার সিদ্ধসিদ্ধ, খকার সাধ্যসিদ্ধ,

[৩] সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্॥
সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণকঃ সাধ্যসাধ্যো নিরর্থকঃ।
তৎসুসিদ্ধো দ্বিগুণজপাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্।
সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ তৎসাধ্যো দ্বিগুণাধিকাৎ।
তৎসুসিদ্ধো গ্রহণেন সুসিদ্ধারিঃ সগোত্রহা॥
অরিসিদ্ধঃ সুতান্ হন্যাদরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ।
তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীমরিরর্হন্তি গোত্রজান্॥
—তন্ত্রসারধৃত বচন

[৪] "দ্রোণের পরিমাণ তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, "২ পলে ১ প্রসৃতি, ২ প্রসৃতিতে ১ কুড়ব, ৪ কুড়বে ১ প্রস্থ, ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক, ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ।"
পলদ্বয়ং প্রসৃতিঃ কুড়বং তচ্চতুষ্টয়ম্।
চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থঃ প্রস্থাশ্চত্বার আঢ়কম্॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কথিতো মানবেদিভিঃ॥

[৫] গবাং ক্ষীরে দ্রোণমিতে জপেদষ্টশতাষ্টকম্।
পীত্বা ক্ষীরং গলে তদ্বৎ সমুচ্চার্য ত্যজেৎ তথা॥
অনেনৈব বিধানেন বৈরিমন্ত্রাদ্ বিমুচ্যতে।
অরিমন্ত্রং বিদিত্বা তু ন পুনঃ প্রজপেচ্চ তং॥
সন্ত্যজ্য তং দেবতায়াস্তথা অন্যং জপেন্মনুম্।

* বটপত্রে লিখিত্বারিমন্ত্রং স্রোতসি নিক্ষিপেৎ।
এবং মন্ত্রবিমুক্তিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ॥
—রুদ্রযামল

অকার সুসিদ্ধসিদ্ধ, আকার অরিসিদ্ধ—এই প্রকারে দক্ষিণ দিক্ হইতে গণনা করিবে—অরিমন্ত্র এবং সাধ্যসাধ্যমন্ত্র বর্জন করিবে। সাধকের নামের প্রথম অক্ষর প্রথম কোষ্ঠে লিখনক্রমে বর্ণসংস্থান করিলে সিদ্ধসাধ্যাদি গৃহ সুব্যক্ত হয়। মন্ত্রমুক্তাবলী ও বাঘার্চন-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে প্রতি অক্ষরেই সিদ্ধাদির শোধন উক্ত হইয়াছে।—তন্ত্রসারটিপ্পনীধৃত আগমতত্ত্ববিলাস

পিঙ্গলাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—পিতা, মাতা অথবা আত্মীয়গণ-কর্তৃক বিহিত নামের বর্ণসমূহ স্বর-ব্যঞ্জনভেদে বিশ্লেষ করিয়া তাহাতে মন্ত্রের বীজ অক্ষর-যুক্ত করিয়া শোধন করিবে। বিন্দু, দ্বিবিন্দু অর্থাৎ বিসর্গ, উপধ্মানীয় ও জিহ্বামূলসম্ভূত, দ্বিরুক্ত, অধিকাক্ষরযুক্ত এবং অপভ্রংশাক্ষর অর্থাৎ ল এবং ক্ষ নপুংসকচতুষ্টয় অর্থাৎ ঋবর্ণ ও ৯-বর্ণদ্বয় ত্যাগ করিয়া শেষ অক্ষরগুলি লিখিবে। মন্ত্রবর্ণগুলিও অনুস্বার-সহিত লিখিবে। এইরূপে এক একটী বর্ণের দ্বারা এক একটী বর্ণ শোধন করিবে। নামের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত মন্ত্রের প্রথম ব্যঞ্জন, দ্বিতীয় অক্ষরের সহিত দ্বিতীয় অক্ষর; সেইরূপ নামের প্রথমস্থিত আদি-স্বরের সহিত মন্ত্রের প্রথমস্থিত আদি-স্বরসমূহ শোধন করিবে। যদি মন্ত্র অপেক্ষা নামের ও নাম অপেক্ষা মন্ত্রের বর্ণ অধিক হয়, তবে যে পর্যন্ত সমতা হয় সেই পর্যন্ত বর্ণসমূহ শোধন করিবে। অবশিষ্ট বর্ণের শোধন না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। আদিতে ও অন্তে যদি সিদ্ধবর্ণ থাকে, তবে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়। প্রথমে সাধ্যবর্ণ অন্তে সিদ্ধবর্ণ থাকিলে অত্যন্ত কষ্টে সিদ্ধিলাভ হয়। আদিতে ও অন্তে সুসিদ্ধবর্ণ থাকিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আদিতে ও অন্তে রিপুবর্ণ থাকিলে সেই মন্ত্র ত্যাগ করিবে। আদি, মধ্য ও অন্তে অরিবর্ণ থাকিলে মৃত্যু। আদিতে অরিবর্ণ, মধ্যে সিদ্ধ ও অন্তে সাধ্যবর্ণ থাকিলে কষ্টে কার্যসিদ্ধি হয়। অরশিষ্টগুলি অল্প-ফল-দায়ক। অন্তে শত্রু, প্রথমে ও মধ্যে সাধ্য থাকিলে বিলম্বে কার্যসিদ্ধি ও পরে বিনাশ হয়। সিদ্ধবর্ণ ও সুসিদ্ধবর্ণ যদি অরিমন্ত্রের মধ্যগত হয় তবে তাহা ত্যাগ করিবে।* রাঘবভট্টও এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অকথা—[ন = অ (কুৎসিত) + কথা—নঞ্-তৎ] স্ত্রী, কুৎসিত কথা, কুবাক্য, অশ্লীল কথা, যাহা মুখে আনিতে লজ্জা হয়।

অকথিত—[ন = অ + কথিত—নঞ্-তৎ] বিণ, ১ যাহা কথিত অর্থাৎ বলা হয় নাই, অনুক্ত। ২ যাহা কথিত অর্থাৎ উচ্চারিত হয় নাই, অনুচ্চারিত। ৩ [ব্যাকরণে] সংস্কৃতে এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহারা মুখ্য (direct) কর্ম (object) ব্যতীত আর একটী গৌণ বা অপ্রধান (indirect) কর্ম লইয়া থাকে। এই কর্ম অপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি কারক দ্বারা কথিত বা বিবক্ষিত (mentioned) নয়। অকথিত-শব্দের সাধারণ অর্থ অনুক্ত অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস বা নিপাতের দ্বারা কিছুই বলা হয় নাই। ব্যাকরণে দুহ্, যাচ্, রুধ্, প্রচ্ছ্, ভিক্ষ্, চিঞ্, পচ্, দণ্ড্, মন্থ্, ব্রূ, শাস্, জি, মুষ্, বদ্, অর্থ, নী, কৃষ্, বহ্, হৃ প্রভৃতি ধাতুগুলি দ্বিকর্মক, অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের দুইটী করিয়া কর্ম হয়। যথা—

'গাং দোগ্ধি পয়ঃ' গাভীর দুগ্ধ দোহন করিতেছে। এস্থলে 'দোগ্ধি' এই ক্রিয়ার 'পয়ঃ' একটী কর্ম এবং 'গাং' আর একটী কর্ম। কেন না, দোহন-ক্রিয়ার দ্বারা পয়ঃ যেমন ব্যাপ্ত হইয়াছে, গাং এই কথাটীও সেরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পয়ঃ মুখ্য কর্ম, কারণ দোহন-ক্রিয়ার সহিত পয়ঃ অধিক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। গাং গৌণ কর্ম। 'গাং দোগ্ধি পয়ঃ'—এস্থলে 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' এই সূত্রদ্বারা মুখ্য-কর্মের কর্ম-সংজ্ঞার বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু গাং এই গৌণ-কর্মের সময় ইহা দ্বারা আর কর্ম-সংজ্ঞা করা যায় না। অতএব এস্থলে কি করিয়া কর্মসংজ্ঞা হয়? এজন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—

'অকথিতঞ্চ'—পা° ১. ৪. ৫১। অপাদানাদি বিশেষের দ্বারা যে কারক অকথিত অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে কোনও পূর্বোক্তরূপ বিশেষ সংজ্ঞা করা হয় নাই তাহার নাম অকথিত কারক। অকথিত যে কারক তাহার কর্মসংজ্ঞা হয়। 'গাং দোগ্ধি পয়ঃ'—এস্থলে গো ইহার কর্মসংজ্ঞা, কারক দ্বারা অবিবক্ষিত—'গোঃ পয়ো দোগ্ধি' এইরূপ অপাদান কারকের ই প্রাপ্তি আছে।

'গাং দোগ্ধি পয়ঃ'—এখানে গাং এই গৌণ কর্মস্থলে কর্মসংজ্ঞা বিধান করিবার

---

* পিতৃমাতৃকৃতং নাম যদ্বাপ্যাত্মীয়জনৈস্তথা।
বিভিদ্য তস্য বৈ বর্ণান্ স্বরব্যঞ্জনভেদতঃ॥
তত্রৈব মন্ত্রবীজানি ততঃ শোধনমাচরেৎ
বিন্দুদ্বিবিন্দূপধ্মানীয়জিহ্বামূলসম্ভবম্॥
সংযুক্তোচ্চারণপ্রায়মধিকাক্ষরমেব চ।
অপভ্রংশাক্ষরং লক্ষৌ হিত্বা ষণ্ডচতুষ্টয়ম্॥
মন্ত্রাক্ষরৈঃ সহৈকৈকং নামবর্ণান্ বিশোধয়েৎ।
ব্যঞ্জনৈর্ব্যঞ্জনান্যেব স্বরৈঃ সাকং স্বরাংস্তথা।
আদ্যমাদ্যেন সংশোধ্য দ্বিতীয়েন দ্বিতীয়কম্।
মন্ত্রে নাম্ন্যথবা বর্ণা বর্ণাঃ স্যুরধিকা যদা।
তদা যাবৎ সমানত্বং সমং যাবৎ বিশোধয়েৎ॥
আদ্যন্তয়োঃ সিদ্ধবর্ণো মধ্যে বর্ণান্ বদাম্যহম্।
অচিরেণৈব কালেন ... ভবেৎ সর্বসিদ্ধিদঃ।
সাধ্যাদ্যাদিযুতো যস্য অতিকৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি।
আদ্যন্তয়োঃ সুসিদ্ধশ্চ সর্বকার্যবিভূতিদঃ।
আদ্যন্তয়ো রিপুর্যস্য ভবেৎ ত্যাজ্যঃ স সাধকঃ॥
দানত্রয়গতারিশ্চে মধ্যে মৃত্যুমধ্যে মতঃ।
শত্রুমধ্যে যদাদৌ তু মধ্যে সিদ্ধস্তথান্তকে॥
সাধ্যঃ কষ্টেন কার্যসিদ্ধিস্তস্য ফলং স্বল্পমেবাদ্যে।
অন্তে যদি ভবতি রিপুঃ প্রথমে মধ্যমে চ ভবতি সাধ্যযুক্॥
কার্যং বিলম্বিতং স্যাৎ প্রণশ্যতি চ সর্বমেবান্তে।
সিদ্ধঃ সুসিদ্ধমথবা রিপুণাবৃতিতং পরিত্যজেৎ যত্নাৎ॥
তন্ত্রসার-টিপ্পনীধৃত পিঙ্গলাতন্ত্র

জন্যই অকথিত এইরূপ সূত্র প্রণীত হইয়াছে। দুহাদি ধাতু দ্বিকর্মক। দ্বিকর্মক হইলেই তাহার মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম আছে। মুখ্যকর্মস্থলে 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' বলিয়া কর্মসংজ্ঞা করা হইয়াছে। গৌণকর্মের স্থলে কর্মসংজ্ঞার সূত্র করা হয় নাই, অথবা দ্বিকর্মকত্বহেতু কর্মসংজ্ঞার প্রাপ্তি আছে। এজন্য 'গোঃ পয়ো দোগ্ধি' এখানে গোঃ এই অপাদান স্থলেও দ্বিকর্মক ক্রিয়া থাকায় অকথিত বলিয়া কর্মসংজ্ঞা হইল।

শ্রীমাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ

অকথ্য— [ন=অ+কথ্য— নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, **১** যাহা কহিবার যোগ্য নহে, অবক্তব্য, এত নিন্দিত যে উচ্চারণের অযোগ্য। অশ্লীল (ভাষা)। 'অকথ্য কথন দেখি ক্রোধ হইলে বলে।'—মহা° (কাশী)। অকথ্য ভাষায় গালি। **২** যাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না, বাক্যের অতীত। 'অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।' চৈ° ভা° ৩৯৬। 'অকথ্য কথন'—চৈ° চ°। **৩** যাহা প্রকাশ করা অনুচিত, অবক্তব্য, গোপনীয়। 'যদ্যপি অকথ্য, তভো কহিব অবশ্য।'—চৈ° ভা° ১২৬। **৪** যাহা বলিবার নয়—বলিতে অতিশয় দুঃখ হয় এরূপ।

অকথ্যকথন— **১** যাহা বলিবার অযোগ্য এরূপ বাক্যের প্রয়োগ, গালি। **২** যাহা বর্ণনার অতীত, অনির্বচনীয়। 'শচী-দুঃখ অকথ্যকথন।'—চৈ° ভা° ১১। **৩** অদ্ভুত কথা, আশ্চর্য কথা। 'সখীর স্বভাব এক অকথ্যকথন।' চৈ° চ° ১১৯॥ ব-শব্দ°॥

অকদ্বদ—বিণ, খারাপ নয়, সুবাচ্য speaking good শিশু° ১৪, ১॥ শ্রি°॥

অকনিষ্ঠ—[ন (অবিদ্যমান, নাই) কনিষ্ঠ যাহার-বহু°, স্ত্রী— -া] বিণ, **১** যিনি ছোট ন'ন, (কনিষ্ঠভাব অপ্রাপ্ত) শ্রেষ্ঠ, বড়। 'অকনিষ্ঠাঃ (পশবঃ) যাম্যাগমিষ্যান্তীতি'—ঐ° ব্রা° ৬. ২৪॥ সা° (ঐ° ব্রা° ৬. ২৪) বো-রো° গ্রা° শ্মি° ম্যাক°॥ **২** পরস্পর-কনিষ্ঠভাবরহিত। 'অবিদ্যমানঃ কনিষ্ঠো যেষাং তে' পরস্পরকনিষ্ঠভাবরহিতাঃ—সা° (ঋ° ৫. ৫৯. ৬; ৫. ৬০. ৫)। **৩** [অকে (বেদনিন্দাজনিত পাপে) নিষ্ঠা যাহার-বহু°। বুদ্ধের প্রতি আক্রোশজনিত উক্তি] বুদ্ধ॥ শব্দ-রত্নাবলী, শব্দ° বাচ° মনি°॥ **৪** বৌদ্ধদিগের দেবতা-বি°। 'বহূনি শত-সহস্রাণি যাবদকনিষ্ঠানাং দেবানাম্...।'—ললিত-বিস্তর। বুদ্ধচরিতে (৫. ৪৭) লিখিত আছে যে, অকনিষ্ঠ দেবতাগণ গাত্রচেষ্টাদ্বারা গৌতমের অন্তঃপুরবাসিনীদের ঘুম পাড়াইয়া দিতেন॥ শব্দ° বাচ°॥ [অকনিষ্ঠভবন দ্র°]

অকনিষ্ঠগ—বুদ্ধ,জিন। 'জিনোঽকনিষ্ঠগো বুদ্ধঃ সর্বদর্শী মহাবলঃ। সমন্তঃ করুণাকূর্চো মারজিল্লোকজিচ্চ সঃ।' কল্পদ্রু° ৩৬৮, ১॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° মনি°॥

অকনিষ্ঠভবন, অকনিষ্ঠ —বৌদ্ধেরা চতুর্থ ধ্যানবাসকে বেশ বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা রূপধাতু বা রূপব্রহ্মধাতুর উপর তথাকথিত স্বর্গ পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ধ্যানস্বর্গ চারিটী। তন্মধ্যে চতুর্থ ধ্যানস্বর্গে ৮টী লোক। এই আটটীর মধ্যে 'অকনিষ্ঠ' অষ্টম। অকনিষ্ঠ শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রতর নয় অর্থাৎ সর্বোত্তম—শ্রেষ্ঠ (not youngest, not smallest i.-e. greatest highest!)। ইহার নামান্তর—'অঘনিষ্ঠ' [বর্গের নিষ্ঠ বা শেষে যাহা *] অর্থাৎ রূপ-জগতের শেষে বা সর্বোচ্চে। অবিধর্মকোষে (৩·২) রূপধাতুতে সর্বসমেত ১৭টী ভূমি (stages) আছে। অকনিষ্ঠ সর্বশেষ ভূমি, অতঃপর অরূপধাতু।—SBE, 10 (1), 57n. সাধনমালায় (৪৭, ৫৪, ৯৪, ২৬৮, ৪২৪, ৪৯০) অকনিষ্ঠভবন 'অকনিষ্ঠভুবন' নামে প্রসিদ্ধ।

ইহা আদি বুদ্ধদেবের বাসভবন। ইহার আকৃতি চৈত্যের চূড়ার মত। এইখানে নির্বাণ-লাভের পূর্বে অল্পমাত্রায় উন্নত সাধু-প্রকৃতির বৌদ্ধেরা বাস করিবার অধিকার পান। এখান হইতে তাঁহাদিগকে পুনরায় আর দেহ ধারণ করিতে হয় না। নির্বাণ লাভ করিবার পূর্বে বহু শতাব্দী ধরিয়া ইঁহা-দিগকে এখানে বাস করিতে হয়। এই স্থানের অপর নাম সুখাবতী বা গৃধ্র-শিখর (Vulture Peak) ** [সুখাবতী দ্র°]।

অকন্যা—[নঞ্‌তৎ] স্ত্রী, যে কন্যা নহে, অকুমারী no virgin. 'অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্দ্বেষেণ মানবঃ।'—মনু° ৮. ২২৫॥ মনি°॥

অকপট—[ন (নাই) কপট (ছল) যাহার বা যাহাতে—নঞ্‌ বহু°; স্ত্রী-া] বিণ, ছলনাশূন্য, কপটহীন, প্রবঞ্চনাশূন্য, সরল, অমায়িক। বি,-তা,-ত্ব—**১** সারল্য। **২** উদারতা। [অকপটে—ক্রি-বিণ, সরল-ভাবে।

অকপি—তামস-নামক চতুর্থ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। অপর ছয় জনের নাম—কবি, পৃথু, অগ্নি, কপি, জল্প ও ধীমান্। মৎস্যপু° ৯.১৫।

অকপীবান্—তামস-নামক চতুর্থ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। অপর ছয় জনের নাম—কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা ও কপীবান্। হরি° হরি° ৭.২১।

অকবজ্র—[ন=অ+ আ° কব্‌ জ্‌ (= অধিকার)] বিণ, অধিকারে নাই যাহা, অনধিকৃত॥ আ°॥

---

* ললিতবিস্তরে (৩৩. ১৩) আছে—নিষ্ঠগতাশ্চা-কনিষ্ঠাশ্চ। মহাব্যুৎপত্তি, ১৬১; Beal 85. n. 10; Wogihara, অসঙ্গের বোধিসত্ত্বভূমি .1909, 18. A. K. V. উদ্ধৃত করিয়া বলেন—"অকনিষ্ঠ অজ্যেষ্ঠ"। ছোটও নয় বড়ও নয়। ঋগ্বেদে (৫. ৫৯. ৬; ৫. ৬০. ৫) মরুদ্গণকে এই কথা বলা হইয়াছে। অকনিষ্ঠরা অত্যন্ত বিখ্যাত দেবতা (দীঘনিকায় ২, ২৮৬)। সংযুক্তনিকায়ে আছে—উদ্ধংসোত······অকনিট্ঠগ।

** ERE. i. 94, 98.

অকমনহ্—জরথুস্ত্রীয় শাস্ত্রে কয়েক জন পরোপকারী দেবদূতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগকে 'অমেশ স্পেনতস্' বলে। ইঁহারা মানবের মঙ্গল-চেষ্টায় সতত নিযুক্ত থাকেন। আবার ইঁহাদের কার্যে বাধা দিবার জন্য ছয় জন অসুরপ্রকৃতির দানব আছে। অকমনহ্ উহাদের অন্যতম। এই শব্দের অর্থ 'কু-চিন্তা' (Evil thought)। ইহারা নরকাধিপতি 'অহ্রিমনের' সভাসদ্। ইহাদের নাম—অকমনহ্, ইন্দ্র, সৌরু, নাওনহৈথ্য, তৌরব ও জৈরিচ।

অকমনীয়—[ন=অ + কমনীয়—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, অনভিলষণীয়, অসুন্দর, বিশ্রী। বি— -তা,-ত্ব।

অকম্প্য—[ন (নাই) কম্প (স্পন্দন) যাহার —নঞ্ বহু°; স্ত্রী— -া বিণ, যাহাতে কম্প বা স্পন্দন নাই, কম্পনশূন্য, স্থির, স্তব্ধ, নিশ্চল, অবিচলিত।

অকম্পন—[ন (নাই) কম্পন যাহার—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ স্থির, স্তব্ধ, কম্পনহীন, নির্ভীক। বি— -তা,-ত্ব। ২ কৃতযুগের এক রাজর্ষি। হরি নামে ইঁহার এক পরাক্রমশালী পুত্র ছিল। একবার যুদ্ধে শত্রুগণ ইঁহাকে বন্দী করিলে ইঁহার পুত্র হরি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া কৌশলে অকম্পনকে মুক্ত করেন, কিন্তু নিজে যুদ্ধে প্রাণ হারান। অকম্পন সংগ্রামে মৃত স্বীয় পুত্র হরির জন্য শোক করিতেছিলেন; নারদ ইঁহাকে মৃত্যু-সৃষ্টি-কথা বলিলে ইনি শান্তি লাভ করেন।—মহা° দ্রো° ৫২-৫৪; শা° ২৬২। ৩ রাবণের মাতুল ও রক্ষসেনাপতি। পিতা—সুমালী, মাতা—কেতুমতী (রা° উ° ৫)। ইঁহার অপর ভ্রাতা প্রহস্ত, বিকট, কালকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস, ভাসকর্ণ; ভগিনী—বৃক্ষীনসী, পুষ্পোৎকটা, রাকা, কৈকসী (রাবণের মাতা)—রা° উ° ৪,৫-৯। বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধে নিহত হইলে অকম্পন রাবণ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হনুমানের এক আঘাতে ধূম্রাক্ষ প্রভৃতির সহিত নিহত হ'ন (রা° কি° ৪২, ৪৭; লং° ৫২, ৫৬, ৫৭, ৭৭)। ৪ দৈত্য-বি°। হিরণ্যকশিপুর সমসাময়িক। হিরণ্যকশিপুকে প্রভু বলিয়া মানিতেন ও উপাসনা করিতেন—মৎস্যপু° ১৬১, ৮১-৮৪। ৫ রাক্ষসবীর। পিতা—কশ্যপ, মাতা—খসা (বায়ুপু° ৬৯, ১৬৩-৬৭)। ৬ জৈন-তপস্বী নৃপতি-বি°। ইঁহার কন্যা—সুলোচনা, জামাতা—মেঘেশ্বর।—জৈনহরিবংশপু° ১২,৮,৯,৪০।

অকম্পনীয়, অকম্প্য—বিণ, ১ যাহা কম্পন করিবার অসাধ্য। ২ কম্পনের অযোগ্য।

অকম্পিত$_1$—[ন=অ + কম্পিত—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ স্থির, ধীর, কম্পনরহিত, দৃঢ়, অচল firm, unshaken. ২ স্বর-কম্পনরহিত। অসন্দিগ্ধান্ 'স্বরান্ ক্রুষ্টাদবিরুষ্টান-কম্পিতান্'—ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৩.১৮। ৩ সঙ্কল্পে অটল, অধ্যবসায়ে দৃঢ়।

অকম্পিত$_2$—১ জৈন শেষ তীর্থঙ্করের (মহাবীরের) শিষ্য। ২ জৈন-সম্প্রদায়ের একাদশ গণাধিপের অন্যতম—হে° ৩২। ৩ মহাবীরের আটজন গণধর।

অকম্প্র—[ন (নাই) কম্প্র (কম্প + র) যাহার—নঞ্ বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, অকম্পিত, অটল, দৃঢ়।

অকর$_1$—[ন (নাই) কর (হস্ত বা রাজস্ব) যাহার—নঞ্ বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহার কর নাই, হস্তহীন handless, maimed. ২ যাহার কর নাই, নিষ্কর, রাজস্বহীন rent-free, exempt from tax or duty, privileged. ৩ যে কাজ করে না, অ-কারক not acting ॥ মনি° ॥

অকর$_2$—সিন্ধুনদের মধ্যস্থিত কোন দ্বীপের একটী প্রাচীন দুর্গ। 'অলাউদ্দীন জুবৈনী-লিখিত 'তারিখ-উল্-জহান কুশা' গ্রন্থে লিখিত আছে, সুলতান জলালুদ্দীন মঙ্গবর্নী যখন সিন্ধুদেশের নৃপতি কুবাচার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন, তখন তিনি নদীমধ্যস্থিত অকর ও বকর নামক দুইটী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বকর সম্ভবতঃ ভক্কর দ্বীপস্থিত বিখ্যাত দুর্গ; অকর সম্ভবতঃ ঐ দ্বীপের নিকটবর্তী দ্বীপের নাম। ঐ দুর্গের নাম 'অকর' ছিল কি 'সকর' ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে।
[Raverty —TN, 294n; EHI, ii, 396, 554]

অকরণ—[ন (নাই) করণ (ইন্দ্রিয়) যাহার—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] ১ যাহার দেহেন্দ্রিয়াদি করণ নাই—যিনি সকল প্রকার করণবিহীন অর্থাৎ পরমাত্মা। এ অর্থে ইহা পুংলিঙ্গ। ২ ক্লী°, [ন=অ + করণ—নঞ্ তৎ] করণের অভাব, অক্রিয়া, অননুষ্ঠান, নিবৃত্তি absence of action ॥ মনি° ॥ ৩ অনির্মিত, অকৃত্রিম, পরমাত্মা। ৪ অনুচিতকর্ম, অন্যায় কর্ম। ৫ কোন ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপারে যোগ না দেওয়া।—আপ° শ্রৌ° ৪, ১, ২। শি° ॥

অকরণ-সংবর—অকরণ (=অন্যায় কর্ম) + সংবর (=সংযম restraint)—৬ তৎ] বৌদ্ধ তান্ত্রিক তারাসাধন-প্রক্রিয়ার চতুর্থ প্রক্রিয়া। ইহা অন্যায় কর্ম সংযম restraint on wrong deeds. অন্যায় কর্মানুষ্ঠান হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখা। ইহাতে সাধককে তাঁহার অন্যায়কর্মসংযম যোগ করিতে হয়। এই সময় সুগত, প্রত্যেক, শ্রাবক, জিন এবং তাহাদের সন্তানগণের ও বোধিসত্ত্বের পুণ্য অনুমোদন করেন।
[Buddhist Iconography, 170]

অকরণি—[ন=অ + √কৃ (করা) + অনি-ভা°], স্ত্রী°, বিফলতা, আক্রোশ, শাপ। বৈফল্য বা ক্রোধবশতঃ কাহারও প্রতি অভিশাপ, যথা—'তস্যাকরণিরেবাস্তু'=সে যেন বিফল হয়। এইরূপ 'অজননিঃ' 'অজীবনিঃ' 'অন-গ্রাহঃ' 'নিগ্রাহঃ' প্রভৃতি: দৃষ্টান্ত—'তস্যাজীবনিরেবাস্তু'=সে যেন না বাঁচে। বা ইহার প্রয়োগ নাই। 'অকরণিরিত্যাদয়ঃ শাপে'—অম° ৩, ৪, ৩৯; অকরণিরজীবনিশ্চা-জননিরজননিঃ শপ্যা ইত্যাদয়ঃ প্রায়ো বিক্রেয়াঃ ক্ষেপণার্থকাঃ'।—কল্পদ্রু° ২৪৪, ৮৪॥ শব্দ° মনি°॥

অকরণী—[বীজগণিত ন=অ নয় করণী যাহা —নঞ্-বহু°] যুক্ত রাশি rational number যাহার বর্গমূল ঘনমূল ইত্যাদি পূর্ণসংখ্যা কিংবা সামান্য বা দশমিক ভগ্নাংশরূপে নিঃশেষে বাহির করা যায় না তাহাকে করণী বলে, যথা—√২ √৩ ইত্যাদি। ইংরেজি গণিতশাস্ত্রে Surd বলিলে যেমন যে সংখ্যা বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি নিঃশেষে বাহির করা যায় না সেইরূপ সংখ্যাকেই বুঝায়, বাঙ্গালায়ও করণী বলিয়া ঐরূপ সংখ্যাকে নির্দেশ করা হয় [করণী দ্রঃ]। √৪ √৯ ইত্যাদি অকরণী, কারণ ইহারা দেখিতে করণীর মত কিন্তু প্রকৃত করণী নয়।

শ্রীশারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

অকরণীয়—[ন=অ+করণীয়—নঞ্-বহু°] বিণ, করণের অযোগ্য, বিবাহাদি সম্বন্ধের অযোগ্য, অনাচরণীয়, অননুষ্ঠেয়, অকর্তব্য।

অকরদ—[অর্থশা°] যে কর দেয় না, রাজস্ব হইতে মুক্ত।—কৌটি° ১১১. ১৪. ১৮।

অকরমাশা বা অকরমাশে—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ ও থানা জেলার কুন্বী নামক কৃষিজীবী-জাতির একটী শাখা। কথিত আছে, ইহারা দাসীপুত্র। গুর্জর-জাতীয়া রক্ষিতা দাসীগণের গর্ভে ইহাদের জন্ম। মাহিম ও মুর্বাদ ব্যতীত থানা জেলার সর্বত্র ও খান্দেশের অন্তর্গত নাসিরাবাদ, চোপ্‌দা, শাহাদা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের বাস। অপর উচ্চজাতীয় কুন্বীগণ ইহাদের সহিত আহারাদি করে না। ইহাদিগের আরও কয়েকটী বিভিন্ন নাম আছে ; যথা :—কড়ু, সিন্দে, লেকাবলে। এই অকরমাশা জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—'আসল' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা মরাঠা পিতার ঔরসে মরাঠা রক্ষিতা মাতার গর্ভে জাত সন্তান, এবং 'কমাসল' অর্থাৎ মরাঠা রক্ষিতার গর্ভে অপর জাতির ঔরসে জাত।

পুরাকালে ধনী মরাঠাগণ তাঁহাদিগের জামাতাদিগকে কুন্বী-জাতীয় দাসী উপহার দিতেন। তাহারা নববধূর সহিত তাহার স্বামিগৃহে গমন করিত। তাহাদিগের সন্তানগণকে অকরমাশা বলা হইত। পূর্বে ইহারা গৃহস্থের দাস-স্বরূপ ছিল। দাস-প্রথা রহিত হইলে ইহারা দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়। এই জাতির পুরুষগণ সাধারণতঃ কৃশ, দুর্বল ও সুদর্শন। ইহারা সাধারণতঃ মস্তকে চূড়া বাঁধিয়া থাকে ও শ্মশ্রুগুম্ফ রাখে। ইহারা মরাঠী ভাষা বলে। ইহারা পরিচ্ছন্ন, স্থিরবুদ্ধি, কিছু আলস্যপরায়ণ ও বেশভূষাপ্রিয়। ইহারা দোকানী, রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর, কামার, চাষী ও মজুর এবং গৃহস্থানীর কাজকর্ম করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অবস্থাপন্নগণ ইষ্টক বা প্রস্তর-নির্মিত গৃহে বাস করে, দরিদ্রগণ ছাঁচের বেড়া দেওয়া কুঁড়ে ঘরে বাস করে। নাচ্‌নি, বরি, ভাত, তুর, সবজী ও মাছ ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা মধ্যে মধ্যে ছাগ, মেষ ও পক্ষিমাংস আহার করে এবং মদ্যপান করে। মরাঠাজাতীয় বেশই ইহাদের বেশ। এই জাতির অবিবাহিতা কন্যাগণের পিতার যে জাতি সেই জাতীয়া রমণীর পুত্রের সহিত ইহাদের বিবাহ হয়। ইহারা ইহাদের মৃত ব্যক্তির দেহ সমাধিস্থ বা দাহ করে। বিধবাগণ পুনর্বার বিবাহ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুধর্মের ব্রতনিয়মাদি পালন করে, মরাঠা ব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজন করেন। সাধারণতঃ ইহারা ভাগবত বা স্মার্ত। জাতির পঞ্চায়েৎ-কর্তৃক ইহাদের সামাজিক মতভেদ মীমাংসিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। সামান্য বেতনে ইহারা সন্তুষ্ট।

[B G. xii. 69 ; xiii. 142-43]

অকরা—স্ত্রী°, আমলকী। Phyllanthus Emblica L. (ইং Emblic myrobalan) [আমলকী দ্র°]।

অকরাকরভ—পুং. (Anacyclus pyrethrum) Spanish Pellitory. Family Compositae—গাঁদা-জাতীয়। পর্যায়—অকল্লক, অকর্কর, অকলকর, অকল, আকল, অকরাকরভ। ভাষানাম—বাং°—আকরকরা ; হিং°—ঐ ; তেলুগু—অকলকর্‌রা ; গুজরাটী—অকীরকরম্। উৎপত্তি-স্থান—বাঙ্গালা, আরব ও মধ্যপ্রদেশ।

শিকড়ের বর্ণনা—ইহা Radix pyrethri নামে বৃটিশ ফারমাকোপিয়াতে উল্লিখিত আছে। একপ্রকার গুল্মের প্রধান মোটা শিকড় ; রং গাজরের মত। ½ ইঞ্চি মোটা, ২ হইতে ৪ ইঞ্চি লম্বা, দুই দিক্ সরু। উপমূলহীন মূলের ঊর্ধ্বপ্রান্তে রোমগুচ্ছ থাকে। Anacyclus Officinarum গাছের অনুরূপ ঔষধিগুণ দেখিতে পাওয়া যায়। মূলচর্বণ করিলে প্রথমতঃ একটু মিষ্ট বোধ হয়, পরে কটু বা ঝাল লাগে এবং মুখ জ্বালা করে, ঠোঁট জিহ্বার অগ্রভাগ চিন্‌চিন্ করে। অনেকে ইহাকে 'আকরকরা বচ' বলিয়া থাকে ; কিন্তু ইহা বচ হইতে ভিন্ন।

গাছের বর্ণনা—চন্দ্রমল্লিকার (Chrysanthemum) মত পুষ্পস্তবক। স্তবকের প্রান্তস্থিত পুষ্পগুলি প্রায়ই ক্লীব এবং স্তবকের মধ্যের পুষ্প উভলিঙ্গ (bisexual) ; পুষ্প ক্ষুদ্র, পাঁচটী দল একত্র সংযুক্ত। স্তবকের কেন্দ্রস্থিত পুষ্পকে মণ্ডল-পুষ্পিকা (Disc florets) বলা হয়। ইহারা বৃন্তের পার্শ্বস্থ (outer) রশ্মিপুষ্পিকা (Ray florets) হইতে ভিন্নপ্রকারের। রশ্মি-পুষ্পিকার দল বা পাপড়ী জিহ্বার মত। প্রত্যেক পুষ্পিকা হইতে একটী বীজ উৎপন্ন হয়, ফল ক্ষুদ্র বীজমাত্র।

গুণ—"অকোলঃ কবোষ্ণো বীর্যেণ বলকৃৎ কটুকো মতঃ। প্রতিশ্যায়ক, শোথক, বাতশ্লৈষ্ম বিনাশয়েৎ"। (বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর : বৈদ্যকনিঘণ্টু)।

উপাদান—পিরেথ্রিন (Pyrethrin) নামক এক প্রকার পিঙ্গলবর্ণ উগ্র রজনের ন্যায় পদার্থ (ইহা চিনির ন্যায় দানাযুক্ত) শতকরা ৫ ভাগ, এক প্রকার ক্ষার (alkaloid), দুই প্রকার স্নেহ পদার্থ, শতকরা ৫০ ভাগ ইনুলিন (inulin); গঁদ,

রঞ্জন, লবণ এবং সামান্য ট্যানিন (tanin) ইহাতে আছে।

বৈদ্যকে ব্যবহার—'উপদংশ' বা 'ফিরঙ্গ' রোগে (Syphilis)—"পারদটঙ্কমানঃ * ভাগং খদিরষ্টঙ্কসম্মিতঃ। অকরাকরকস্তাপি প্রাহুষ্টঙ্কবরান্বিতঃ॥ টঙ্কত্রয়ান্বিতং ক্ষৌদ্রং † খল্বে ‡ সর্বং বিনিক্ষিপেৎ। সংমর্দ্য তস্য সর্বস্য কুর্যাৎ সপ্তবটী ভিষক্॥ স রোগী ভক্ষয়েৎ প্রাতরেকৈকামমুনা বটীম্। বর্জয়েল্লবণং ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি।" ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ-দ্রি°। সন্ন্যাস-রোগে ইহার মূলের গুঁড়া মধুসহ সেবন করিতে হয়।

আদা ও galangal নামক উদ্ভিদের সহিত আকরকরার কাথ তন্দ্রা এবং জড়তা নাশ করিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়। ইহার কাথ বাত রোগে উপকারী। আকরকরার টিংচার স্নায়ুশূল-ঘটিত শিরোবেদনায় (Neuralgic headache), দাঁতে পোকা লাগিয়া দন্তশূলের প্রশমনার্থ এবং জিহ্বাস্তম্ভের ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুর বেদনায় ব্যবহৃত হয়। আকরকরার টিংচার দ্বারা প্রস্তুত লোশন্ কিংবা আকরকরার শীত কষায় (anaesthetic gargle) প্রস্তুত করিয়া গলক্ষত এবং আলজিভ্ বাড়িলে কিংবা শুক, মিম্বিন, গলগন্ড ও স্বরভঙ্গাদি রোগে কুলকুচা বা মুখধাবনার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রতিশ্যায় বা পীনস-রোগে আকরকরার চূর্ণনস্য রূপে গ্রহণ করা বিধেয়। আকরকরার গোরক্ষা ধ্বজভঙ্গ ও পুরাতন শুক্রক্ষয়জ দৌর্বল্যে সেব্য। লালাস্রাবকারী বলিয়া ইহা আইওডিনজাত পুরাতন বিষ-রোগে ব্যবহৃত হয়, কারণ লালা-স্রাব করিয়া শীঘ্রই বিষ বাহির করিয়া দেয়।

ক্রিয়া—আকরকরা উত্তেজক, চর্মের লৌহিত্যোৎপাদক, প্রদাহজনক এবং মুখে লইলে লালা উৎপাদন করে, চর্বণ করিলে প্রথমে জিহ্বা চিন্ চিন্ করে এবং মুখের ও লালা-গ্রন্থির স্নায়ু ও শিরা-সমূহকে উত্তেজিত করে এবং ক্রমে তাহাদিগের অনুভূতিশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। অল্প পরিমাণে সেবন করিলে ইহা উত্তেজক ও হৃদ্য। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মাইয়া রক্তমিশ্রিত মলস্রাব জন্মায়; বারংবার মলত্যাগের উদ্বেগ ও সংজ্ঞাহীনতা জন্মায়, নাড়ী বেগবতী হয়।

টিংচার বা আরক প্রস্তুত-প্রণালী—মূল চূর্ণ ১ভাগ, সুরাসার (alcohol) ৫ভাগ দ্বারা ধৌত করিতে হইবে। আরক গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ হইবে।

[R. N. Khory : Materia Medica of India ii 349 ; বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ; বনৌষধিদর্পণ, ১ম খণ্ড, ৬২, ৬৩ ; ৫৮-৫৯ (২য় সংখ্যা) ; গৃহচিকিৎসা রত্নাকর ; বৈদ্যকরত্নাকর, ভাবপ্রকাশ ; K. M. Nadkaruni : Indian Materia Medica, 61]

শ্রীঅশোক সেন

অকরাস্তুক—পুং, [অকরাকরভ দ্র°]।

অকরার—লিখিত সর্ত bond.

অকরুণ—[ন (নাই) করুণা যাহার—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, করুণাশূন্য, নির্দয়, দয়াহীন, নিষ্ঠুর॥ মনি°॥

অকরোটী, টি—[ন (অ) করোটী বা করোটি (মাথার খুলি) যাহার (নঞ্-বহু° । পুং বা স্ত্রী°, যে সকল জন্তুর মাথার খুলি একেবারেই নাই বা সামান্য আছে। Acrania.

অকর্কর₁—সর্প-বি°। পিতা—কশ্যপ, মাতা—কদ্রু। মহা° আ° ৩৫, ১৬।

অকর্কর₂—[অকরাকরভ দ্র°]।

অকর্কশ—[ন=অ+কর্কশ—নঞ্-তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ অকঠিন, কোমল॥ হে° শব্দ° মনি°॥ ২ মসৃণ, তেলা।

অকর্ণ—[ন=অ(নাই) কর্ণ যাহার—নঞ্-বহু ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ শ্রবণশক্তিহীন, বধির। ২ সর্প—চক্ষুঃশ্রবণাৎ। ৩ হালশূন্য নৌকা। ৪ [অঙ্গরাজ মহাবীর কর্ণ] কর্ণশূন্য (দ্র° অরাজ বা অরাবণ)। ৫ (বৈদিক) অখণ্ডিত, অচ্ছিন্ন (তণ্ডুল)—সা° তৈ° ১, ৩, ৯, ৩

অকর্ণধার—[ন—কর্ণধার যাহার—বহু°] বিণ, ১ নাবিকশূন্য, চালকশূন্য। ২ কুৎসিত কর্ণধার।

অকর্ণিকা—অশোককাননে সীতার রক্ষিকা রাক্ষসী-বি°।

অকর্তন—[ন=অ (নাই) কর্তন (কর্তনশক্তি) যাহার—বহু°] ১ বামন a dwarf. ২ অচ্ছেদন। বিণ, খর্ব।

অকর্তব্য₁—[ন=অ+কর্তব্য—নঞ্-তৎ স্ত্রী—া] বিণ, অকরণীয়, অননুষ্ঠেয়, অবিধেয়, অনুচিত, গর্হিত। বি—তা।

অকর্তব্য₂—[ন=অ (নাই) কর্তব্য যাহার বহু°] ক্লী, নিষ্ক্রিয় কূটস্থ চৈতন্য॥ ব-শব্দ°॥

অকর্তা₁—[মূল—কৃ ; ন=অ+কর্তা—নঞ্-তৎ ; স্ত্রী - অকর্ত্রী] বিণ, যে কর্তা নহে এরূপ, অপ্রভু, কর্তৃভিন্ন। যে কিছু করে না, অকারক, নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়াহীন। ১ (ব্যাকরণে) কর্তৃকারক ভিন্ন কারক। পা° ৩, ৩, ১৯।

অকর্তা₂—পুং°, ১ সাংখ্যপুরুষ। ২ কর্তৃ-ভিন্ন জন, সহকারী কর্তা—অপ্রধান ব্যক্তি।

অকর্তৃত্ব—[ন=অ+কর্তৃত্ব—নঞ্-তৎ] ক্লী°, ১ কর্তৃত্বের অভাব, অপ্রভুত্ব। ২ কর্তৃত্বের অভিমানশূন্যতা।

অকর্ম—[পুং—মন্ ; ন=অ+কর্ম—নঞ্-তৎ] ১ কর্মাভাব, কর্মের অকরণ, কর্ম-সন্ন্যাস, কর্মত্যাগ, কর্মরাহিত্য। 'কিং কর্ম কিমকর্মেতি'—গী° ৪, ১৬ ; 'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ'—গী° ৪, ১৮ ; 'কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ'—গী° ৩, ৮ ; 'অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যম্'—গী° ৪, ১৭। ২ অপ্রশস্ত কর্ম ; অপকর্ম, দুষ্কৃত, কুৎসিত কর্ম, কুকর্ম, অবৈধ বা নিন্দনীয় কর্ম। 'সৎকর্মকিম, সমধর্মধিম'—ভারত°॥ শব্দ°॥ ৩ হীনকর্ম, যথা—দ্যূতাদি। মহা° ৫, ৩৩, ৩৫।

* টঙ্ক—তোলা ; † ক্ষৌদ্র—মধু ; ‡ খল্ব—খল।

অকর্মক—[ন=অ+কর্ম যাহার,—নঞ্-বহু°, বহু°সমাসান্তে 'ক' (কপ্); স্ত্রী—-র্মিকা। বিণ, ১ কর্মরহিত, নির্ব্যাপার। ২ কর্মে অনুপযুক্ত। ৩ [ব্যাকরণে] কর্মপদ থাকে না এমন ক্রিয়া, যে ক্রিয়া বা ধাতু কর্মহীন intransitive. পা° ৩. ৪. ৬৯ ; ৭. ১. ৭ (সি° কৌ°)।

অকর্মকৃৎ—[অকর্ম+√কৃ+ক্বিপ্—ক—উপ-তৎ] বিণ, ১ কুকর্মকারী, দুর্বৃত্ত। ২ [নঞ্-তৎ] কর্মহীন, ব্যাপারশূন্য। 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ'—গী° ৩. ৫।

অকর্মঠ—[ন=অ+কর্ম+ঠ (শক্ত ও কুশলার্থে)—নঞ্-তৎ ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ অকর্মক্ষম, কার্যতৎপর নয়, দীর্ঘসূত্র। ২ (গ্রা°) নিশ্চেষ্ট, অলস, কুড়ে।

অকর্মণ্য—[ন=অ+কর্মণ্য—নঞ্-তৎ ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ কাজে অপটু, অকেজো, কার্যে অযোগ্য, কার্যে অসমর্থ। ২ শাস্ত্রীয় ক্রিয়ায় অপ্রশস্ত বা অবিহিত। অকর্মণ্যাং তিথিমন্যং বিহায়েকাদশীং বিনা—তিথ্যাদিতত্ত্ব ॥ ব-শব্দ° ॥ বি°—-তা।

অকর্মভোগ—কর্মফলত্যাগজনিত সুখ-ভোগ Enjoyment of the freedom from the fruits of action.

অকর্মা—[মূ°-অকর্মন্। ন=অ (নাই) কর্ম যাহার—নঞ্-বহু°] বিণ, ১ নিষ্ক্রিয় ॥ মা° ॥ ২ অবিদ্যমানযাগাদিকর্মা—সব° (ঋ° ১০. ২২. ৮ ॥ গ্রি° বো-স্রো° মনি° ॥ ৩ যাহাতে কর্মপদ নাই, অকর্মক (ধাতুভেদে ব্যাকরণে) intransitive root. ৪ কার্যাক্ষম, কার্যের অনুপযুক্ত, অকেজো, যে কোন কাজ শেষ করিতে পারে না। ৫ অলস, নিরুদ্যম, জড়। ৬ স্বেচ্ছাচারী, নিন্দনীয় কর্মকারী। ৭ পাপ বা পুণ্য কর্ম যাহার নাই, ফলভোগের জন্য যাহার কর্ম নাই।

অকর্মান্বিত—[ন=অ+কর্ম দ্বারা অন্বিত (যুক্ত) ৩-তৎ ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ অকার্যে-কুকার্যে রত criminal. ২ যে কার্যে নিযুক্ত নহে, কর্মহীন unoccupied. ৩ ভাল কাজ করে না এরূপ disqualified.

অকর্মিষ্ঠ—[গ্রা° প্র°—অকর্মিষ্ট,-ষ্টি] বিণ, অকর্মে নিরত।

অকল—ক্লী°, ১ জ্ঞান। পুং°, ২ শিব—মহা° সহস্র নাম।

অকল-উস্তৎ—গুরুগোবিন্দ সিংএর গ্রন্থ-সাহিবের অংশ-বি°। 'অকল-উস্তৎ' শব্দের অর্থ ভগবানের স্তুতি। এই অংশে ভগবানের স্তোত্র (জপ্জী) আছে [গ্রন্থ-সাহিব ও জপ্জী দ্র°]। এতদ্ভিন্ন ইহাতে 'বচিত্তর নাটক' (বিচিত্র নাটক) লিখিত। এই অংশে গুরু গোবিন্দ সিং আপনার বংশ-পরিচয় ও ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অধ্যাত্ম সমর-প্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'দেবী-মাহাত্ম্যের সংক্ষিপ্ত অনুবাদও আছে।

অকলকোট,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুর এজেন্সীর পূর্বভাগস্থিত ক্ষুদ্র করদ-রাজ্য। **ভৌগোলিক অবস্থান**—১৭° ১৮′ ও ১৭°৩৪′ উঃ দ্রা° এবং ৭৫°৫৩′ ও ৭৬°২৮′ পূঃ দ্রা° মধ্যে। **আয়তন**—৪৯৮ বর্গ-মাইল। **সীমানা**—উত্তর—নিজামের রাজ্য, পূর্ব—ছোট কুরুন্দবাড় রাজ্য ও নিজামের রাজ্য ; দক্ষিণ—নিজামের রাজ্য ও বিজাপুর জেলা ; পশ্চিম—শোলাপুর জেলা। **প্রাকৃতিক বিশেষত্ব**—দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অংশ ; ভূমি—উচ্চাবচ ও উন্মুক্ত ; মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও বহু বেসালিক (Basalic) পাহাড় বর্ত-মান। পতিত জমি—৩৯ বর্গমাইল ; অরণ্য—১৩ বর্গমাইল। কয়েকটা ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে বোরী নদী প্রধান ; নৈর্ঋত কোণে ভীমা ও সীনা নদী প্রবাহিতা ; উক্ত নদীত্রয়ে জল সকল সময়েই থাকে। আবহাওয়া সাধারণতঃ শীতল ও মনোরম। সাধারণতঃ উত্তাপ ৮৫° ডিগ্রী ; গ্রীষ্মে ১০৮° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে এবং শীতকালে ৩২° ডিগ্রী পর্যন্ত নামে। বারিপাত ৩২″ ইঞ্চি। এখানে দুর্ভিক্ষ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

নগর, গ্রাম, লোকসংখ্যা ইত্যাদি :—এই রাজ্যে ১টী শহর ও ১০২টী গ্রাম আছে। নগরে ২,২৯৪ ঘর ও গ্রামে ১৭,৩১৮ ঘর লোকের বাস। ১৯৩১ খ্রীঃ আদমসুমারীর গণনায় লোকসংখ্যা ৯২,৬০৫ (স্ত্রী-৪৮,০৯৫ ; পুরুষ-৪৪,৫১০) ; হিন্দু ৭৮,৬৬১ (পুরুষ-৪০,৮০৬ ; স্ত্রী-৩৭,৮২৫) ; মুসলমান ১৩,৪৮৪ (স্ত্রী-৬,৪৭৭ ; পুরুষ-৭,০০৭)। শিয়া ৩২৩ (পুঃ-১৮০ ; স্ত্রী-১৪৩) ; সুন্নী ১৩,১০৬ (পুঃ-৬,৮০৬ ; স্ত্রী-৬,৩০০) ; অজ্ঞাত ৫৫ (পুঃ-২১, স্ত্রী-৩৪)। জৈন ৪৬৬ (পুঃ-২৬৪ ; স্ত্রী-২০২) ; শ্বেতাম্বর ৬০ (পুঃ-৩৮ ; স্ত্রী-২২) ; দিগম্বর ২২২ (পুঃ-১২১ ; স্ত্রী-১০১) ; অজ্ঞাত ১৮৪ (পুঃ-১০৫ ; স্ত্রী-৭৯)। খ্রীষ্টান রোমান্ ক্যাথলিক ১১ পুরুষ ; অপরাপর ১১ (পুঃ-৫ ; স্ত্রী-৬)। শিখ ২ পুরুষ। বাঙ্গালী ২ (১-পুঃ ; ১-স্ত্রী)। শিক্ষিত পুরুষ ৫,৬৪১ ও স্ত্রী ৪০৬। শিক্ষিত হিন্দু—পুঃ-৪,৫৭৭, স্ত্রী-৩২২ ; শিক্ষিত মুসলমান—পুঃ ৮৭২, স্ত্রী ৪৭। শিক্ষিত জৈন—পুঃ ১৯, স্ত্রী ৩৩। শিক্ষিত খ্রীষ্টান—পুঃ ১১, স্ত্রী—৪।

শিক্ষিত নিম্নস্তরের হিন্দু—পুঃ ৪২২, স্ত্রী ৩১।

মোট ইংরেজী-শিক্ষিত—পুঃ-৫,৬৪০, স্ত্রী-৪০৬।

অধিবাসিগণ অধিকাংশই কৃষিজীবী। উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা অল্প। সাধারণতঃ কৃষিকার্যের জন্য কূপ হইতে জলসেচন করা হয় ; নদীর নিকটস্থ জমিসমূহে নদী হইতে বুরকী সাহায্যে জল তুলিয়া সেচন করা হয়। প্রধান শস্য তিসি, ছোলা, গম, তুলা ও ইক্ষু। নগরে রাজার উদ্যানে বহু নারিকেল ও সুপারী গাছ আছে। *

* CI, 1931—Bom. pt. ii ;IG, v.

১৯০৩-৪ খ্রীঃ সরকার হইতে আধুনিক কালোপযোগী কৃষিকার্যের যন্ত্রাদি ক্রয় করা হইয়াছে। ১৯০২-৩ খ্রীঃ সরকার হইতে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে ; এখানে জমি ক্রয় ও জমির উন্নতির জন্য ঋণ দেওয়া হয়।

শিল্প ও বাণিজ্য—বয়নশিল্প—মোটা কাপড়, পাগড়ী ও শাড়ী। রপ্তানী—জোয়ার, গম ও তিসি। আমদানী—(বোম্বাই ও শোলাপুর হইতে) তাম্র ও পিত্তলের তৈজসাদি, লবণ, চাউল, দাইল, মশলা ইত্যাদি।

রেলপথ—গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে (উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ১৮ মাইল), স্টেশন—অকলকোট রোড ও বোরোটি; সাদার্ন মরাঠা রেলওয়ে (দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কয়েক মাইল), স্টেশন—তাডবাল।

শাসন ও বিচার—শোলাপুরের কলেক্টর এস্থানের পলিটিক্যাল এজেণ্ট ; ইনি দায়রা-জজ ও দেওয়ানী আপীলের বিচার করেন। বৃটিশ-ভারতের আইন এদেশে প্রচলিত।

রাজস্ব ও শুল্ক—রাজস্ব সাড়ে চারি লক্ষ টাকার অধিক। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শুল্ক বাবদ বার্ষিক ৯৮০৯৲ টাকা নিয়া থাকেন।

লবণ ও আবগারী—এদেশে লবণ প্রস্তুত করার অধিকার নাই। বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট অহিফেন সরবরাহ করেন।

জরীপ—প্রথম ১৮৬৬-৭১ খ্রীঃ, পরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ও তৎপরে ১৯২৪ খ্রীঃ পুনরায় জরীপ হয়। একর-প্রতি ভূমিকর ১৲ এক টাকা ধার্য হইয়াছে।

১৯০৩-৪ খ্রীঃ এই রাজ্যে ৩৫টী স্কুলে ১,৫৩১ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এক্ষণে স্কুলের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ছাত্রের সংখ্যাও বহুগুণ বাড়িয়াছে। সৈন্য ৫০ জন, পুলিশ ৭০ জন।

ইতিহাস—'অকলকোট দুর্গ' হইতে এই রাজ্যের নাম। বহ্‌মনী-রাজ্যের পতনের পর এই রাজ্যটী বিজাপুর ও অহ্‌মদনগরের সীমান্তে অবস্থিত থাকায় কখন বিজাপুরের কখনও বা অহ্‌মদনগরের সৈন্যগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইত। *

মুগলের বন্দীবাস হইতে মুক্ত হইয়া শম্ভাজীর পুত্র সাহু পিতৃরাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে রাজারামের বিধবা পত্নী তাঁহাকে বাধা দেন। সেই সময় গোদাবরীর সন্নিহিত একটী গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ সাহুর সৈন্যের উপর গুলিবর্ষণ করিলে সাহুর সৈন্যগণ সেই গ্রামটী ধ্বংস করে। এমন সময় এক জন রমণী একটী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সাহুর পদতলে স্থাপন করিয়া বলে, সে রাজার অনুগত। সাহু সেই শিশুকে নিজের পুত্রের ন্যায় পালন করিতে থাকেন। এই শিশুই ভবিষ্যতে অকলকোটের রাজা হন। প্রথম জয়লাভের সময় প্রাপ্ত বলিয়া সাহু তাহার নাম রাখিলেন 'ফতেসিং' [ফতেসিং ভোঁসলে দ্র°]। † এই শিশুর পিতার নাম ছিল লক্ষণ দেও। ১৭৫০ খ্রীঃ ফতেসিং ভোঁসলে অকলকোটের রাজপদ প্রাপ্ত হন ও মহারাষ্ট্রের এক জন অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক বলিয়া পরিগণিত হন। ইঁহার বংশধরগণ এখনও অকলকোটে রাজত্ব করিতেছেন। দ্বিতীয় বাজীরাওএর সহিত ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষের সময় অকলকোটের রাজা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত বাজীরাওএর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করেন। এইজন্য বাজীরাওএর পতনের পর সাতারার রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট মহারাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের বণ্টনের সময় অকলকোটের রাজাকে তাঁহার জায়গীরে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁহারই অনুরোধে তাঁহাকে সাতারার রাজার অধীন জায়গীরদার বলিয়া নির্দেশ করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ সাতারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক অধিকৃত হইলে অকলকোট-রাজ্য বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের করদরাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ ওয়েলেস্‌লীর অধীনতা-মূলক মিত্রতা-নীতির অনুসারে যে অশ্বারোহি-সৈন্যদল এই রাজ্যের ব্যয়ে পরিপুষ্ট হইত সেই সৈন্যদল উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ১৪,৫৯২৲ টাকা কর দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। এই রাজ্যের রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। এই রাজ্যের কোন রাজা অপুত্রক হইলে দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ এই রাজ্যের রাজাকে কু-শাসনের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টই ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ সিংহাসনচ্যুত রাজার পুত্র সাবালক হইলে তাঁহাকেই শাসনভার দেওয়া হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ ঐ রাজা এক শিশুপুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পুনরায় বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট ইহার শাসনভার গ্রহণ করে। এক্ষণে এই রাজা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেছেন। অকলকোটের রাজা দাক্ষিণাত্যের প্রথম শ্রেণীর সর্দারগণের অন্যতম।

[IG, v ; CI, 1931—Bom. pt. ii ; Duff, (Cambray Ed.) i. 60, 340 ; iii. 493-96]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অকলকোট২—শহর-বি°। অকলকোট-রাজ্যের রাজধানী।

ভৌগোলিক অবস্থান—১৭°৩১´ উ° অ° এবং ৭৬°১৫´ পূ° দ্রা°; গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের অকলকোট রোড হইতে ৭ মাইল।

লোকসংখ্যা—(১৯৩১) মোট ১০,৮৫৭ (পুঃ-৫,৭০৫, স্ত্রী-৫,১৫২), তন্মধ্যে হিন্দু ৭,৮৫০ (পুঃ-৪,১৭২, স্ত্রী-৩,৬৭৮) ; মুসলমান ২,৭৭৮ (পুঃ-১,৪০৫, স্ত্রী-১,৩৭৩); জৈন ২১৫ (পুঃ-১২০, স্ত্রী-৯৫) ; খ্রীষ্টান ১৪ (পুঃ-৮, স্ত্রী-৬)।

এই শহরে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। রাজপ্রাসাদের অস্ত্রাগার একটী দেখিবার জিনিস। সাধারণ উদ্যান ও তন্মধ্যস্থিত ফোয়ারাগুলি ও নৃপতিগণের স্মৃতিস্তম্ভসকল অতি সুন্দর। ১৯০৩-৪ খ্রীঃ একটী বাজার ও একটী শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

[IG, v ; CI, 1931—Bom. pt. ii]

* Duff, i. 60. (Cambray Ed.)
† Duff, i. 341. (Cambray Ed.)

অকলগড়—পঞ্জাবের গুজ্‌রানবালা জেলার অন্তর্গত হাজি়রাবাদ তহশীলের নগর। অক্ষা° ৩২° ১৬´ উ°; দ্রাঘি°৭৩° ৫০´ পূ°। ১৮৬৭ খ্রীঃ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। এই স্থান কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ নহে। ছোপ্‌রা-বংশীয় ক্ষত্রীগণ এইস্থানে বাস করে। শিখদিগের প্রভুত্বের অবসানকালে ইহা মূলতানের দুই জন শাসনকর্তা দীয়ান সাবন এবং তাঁহার পুত্র মূলরাজের অধিকৃত ছিল।

অকলঙ্ক১—[ন=অ (নাই) কলঙ্ক যাহার বহু°] বিণ, ১ কলঙ্কহীন, নির্মল। ২ শুভ্র। ৩ অপবাদহীন, নির্দোষ, সাধু। ৪ সুন্দর [বৈ°-সা°]—'অকলঙ্ক পূর্ণচান্দে কামিনীমোহন ফান্দে'—পদক° ১৯৪।

অকলঙ্ক২, অকলঙ্কচন্দ্র, অকলঙ্কদেব—দিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক। মহীশূরের শ্রবণ-বেল্‌গোল্‌া ইঁহার জন্মভূমি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে ইঁহার জন্ম হয় এবং শেষার্ধে ইনি খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি কোন নৃপতির পুত্র, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। *

রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ যখন চালুক্যগণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী অধিকার করেন (৭৫৩-৫৪ খ্রীঃ) তখন অকলঙ্ক খ্যাতনামা দার্শনিক। দন্তিদুর্গের পর যখন তাঁহার পিতৃব্য ১ম কৃষ্ণরাজ শুভতুঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইনি তাঁহা দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছিলেন [অকালবর্ষ, ১ম কৃষ্ণরাজ দ্র°]। †

কথিত আছে, ইনি কাঞ্চীরাজ হিমশীতলের সভায় বৌদ্ধ দার্শনিকগণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।* এ-সম্বন্ধে ইহাও কথিত আছে যে, শালিবাহন ৭১০ শকাব্দে মহারাজ হিমশীতলের রাজত্বকালে উত্তরা-পথ হইতে বহু জৈন কাঞ্চীতে আগমন করে। সেই সময় কাঞ্চী অরণ্য-সমাকুল ছিল। উক্ত জৈনগণ ঐ অরণ্য কাটিয়া সেইস্থানে চাষ ও বসবাস করিতে থাকে। এই সময় নৃপতির সভায় বৌদ্ধদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে অকলঙ্কদেব তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। প্রথমে বৌদ্ধগণকে তৈলযন্ত্রে পেষণ করিয়া হত্যা করার প্রস্তাব হয়, পরে নৃপতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে সিংহলদ্বীপে নির্বাসিত করেন। † ইনি অকলঙ্ক সামন্তভদ্র নামক জৈন দার্শনিকের 'আপ্ত-মীমাংসা' নামক গ্রন্থের 'অষ্টশতী' নাম্নী একটী টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত 'লঘীয়স্ত্রয়', 'ন্যায়বিনিশ্চয়', 'অকলঙ্কস্তোত্র', 'স্বরূপসম্বোধন', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'দেবাগম-স্তোত্র-ভাষ্য', 'প্রমাণরত্নপ্রদীপ' ও 'তত্ত্বার্থ-বার্তিক' নামক জৈন ধর্মশাস্ত্রের 'তত্ত্বার্থ-বার্তিকব্যাখ্যানালঙ্কার' নামে একটী টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত ইনি কন্নড় ভাষায় 'জৈন-বর্ণাশ্রম' নামক একটী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

'আপ্তমীমাংসা'র অপর টীকা 'অষ্টসহস্রী'র রচয়িতা 'বিদ্যানন্দ' বা 'পাত্রকেশরী' অকলঙ্কদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে। মাণিক্যনন্দী তাঁহার 'পরীক্ষামুখ' গ্রন্থে অকলঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র তাঁহার 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড' নামক 'পরীক্ষামুখ' গ্রন্থের টীকায় অকলঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন * এবং 'ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়' নামক অকলঙ্ক-রচিত 'লঘীয়স্ত্রয়' গ্রন্থের টীকায় আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। † জৈনহরিবংশের (৭০৫ শকাব্দ) রচয়িতা জিনসেন তাঁহার 'আদিপুরাণে'র উপক্রমণিকায় অকলঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ কন্নড়-কবি পম্প তাঁহার 'আদিপুরাণে' (শকাব্দ ৮৬৩) অকলঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন। পোন্ন, কমলভব, নাগচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কন্নড় গ্রন্থকারগণও তাঁহাদিগের গ্রন্থে অকলঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন। ** সায়নমাধব তাঁহার 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' অকলঙ্ক-রচিত 'স্বরূপসম্বোধন' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহীশূরের অন্তর্গত বেলগামির একটী শিলালিপিতে (১০৭৭ খ্রীঃ) †† এবং সৌন্দত্তির একটী শিলালিপিতে (শকাব্দ ৯০২) ‡‡ অকলঙ্কদেবের উল্লেখ আছে।

---

* শ্রীরাজিতবরকলঙ্ক শ্রমা লঘু হব্য নৃপতিবরতনয়ঃ। অনবরত নিখিলবিদ্বজ্জনমুক্ত বিদ্যঃ প্রশস্ত জনহৃদয়ঃ। ইতি তত্ত্বার্থবার্তিকব্যাখ্যানালঙ্কারে প্রথমোধ্যায়ঃ। JBBRAS, xvii. (extra no.)78-9.

† HInsSI, 29.

একটী 'দিগম্বর-কথা-কোষে' অকলঙ্ক ও নিষ্কলঙ্ক রাষ্ট্রকূটের শুভতুঙ্গ নামক নৃপতির দুই পুত্র ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। ভাণ্ডারকর ইঁহাকে প্রথম কৃষ্ণ বলিয়া মনে করেন। ED, 49; JBBRAS, xvii. (extra no.) 79.

* শ্রবণবেলগোলের মল্লিষেণের শিলালিপিতে (EI, iii. 184ff) লিখিত আছে, অকলঙ্কদেব নৃপতি 'সাহসতুঙ্গে'র সভায় তিনটী শ্লোক পাঠ করেন; উহার তৃতীয় শ্লোকে তিনি বৌদ্ধদিগের এই পরাজয়ের কথার উল্লেখ করেন—'নাহংকারবশীকৃতেন মনসা ন দ্বেষিণা কেবলং নৈরাত্ম্যং প্রতিপদ্য নশ্যতি জনে কারুণ্যবুদ্ধ্যা মযা। রাজ্ঞঃ শ্রীহিমশীতলস্য সদসি প্রায়োবিদগ্ধাত্মনো বৌদ্ধৌঘান্ সকলান্ বিজিত্য সুগতঃ পাদেন বিস্ফোটিতঃ।'

† Catalogues of Rev. W. Taylor, iii, 423ff, 436 ff.

‡ P. Peterson : A Second Report of operations in search of Sanskrit Mss. in the Bombay circle, 1883-84—JBBRAS, xvii. (extra no.) 78-79; A. Guerinot : Essai de bibliographic Jaina, 76, 94, 99, 270, 298, 416, 444, 684, 694, Lewis Rice : Mysore Inscriptions (translated);

* অকলঙ্কবচোম্ভোধেরুদ্দধ্রে যেন ধীমতা।
ন্যায়বিদ্যামৃতং তস্মৈ নমো মাণিক্যনন্দিনে।

† K. B. Pathak : Bhartrihari & Kumarila in JBBRAS, xviii. 213ff.

‡ R. G. Bhandarkar : 'Principal results of my last two years' studies in Sanskrit manuscripts and literature', 31.

** JRAS (n. s.), xv. 299.

†† Rice : Mysore Inscrptions, 32.

‡‡ FGI, reprinted from JBBRAS, 40, 44.

ASSI, ii. 268ff : JRAS (n. s.), xv. 295-314 ; K. B. Pathak : Position of Kumarila in Digambara Literature (translated), i. 186-214 ; K. B. Pathak : Bhartrihari & Kumarila—JBBRAS, xviii. 213-38 ; Notices on different digambara authors, ii. 364-66 ; HInsSI, 29 ; EI, iii. 184ff ; Catalogues of Rev. W. Taylor, iii. 31 ; BD, 49]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অকলঙ্ক—এক জন জিন।

[SMu, 2424]

অকলঙ্কচরিত-সত্যাশ্রয় — পশ্চিম চালুক্যবংশীয় নৃপতি ইডিবিভুজঙ্গ সত্যাশ্রয় (বা সত্তিগ) এই নাম ব্যবহার করিতেন [সত্যাশ্রয় চালুক্য দ্র°]।

[EI, xv. 330 ; FKD, 432]

অকলঙ্কদেব—একজন জৈন পণ্ডিত। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইনি মহীশূরে বাস করিতেন। নাগর জেলায় কন্নড় ভাষায় লিখিত একটী শিলালিপিতে ইনি ও পুষ্পসেনদেব উভয়ে রাজগুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।* ঐ শিলালিপিতে ইনি 'সকলাগমকোবিদ' ও 'মহামণ্ডলাচার্য' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।† ইনি ও পুষ্পসেন উভয়ে ১১৭৮ শকে (১২৫৫ খ্রীঃ) যোগাসনে দেহত্যাগ করেন।

অকলঙ্ক-বিক্রম-চোল—চোল-বংশীয় নরপতি বিক্রম-চোল। ইনি আপনার নামের পূর্বে 'অকলঙ্ক' নাম ব্যবহার করিতেন [বিক্রম-চোল দ্র°]।

[EI, v. 1 ; vi. 228, 229]

অকলঙ্কভট্ট—ভট্টাকলঙ্ক এক জন জৈন যতি। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি 'পোস্তকগচ্ছ' এবং 'দেশীগণ' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।* কনকগিরির জৈন-প্রতিষ্ঠানের ইনি প্রধান আচার্য ছিলেন।† ১৮১৩ খ্রীঃ চামরাজনগর তালুকের অন্তর্গত মলেয়ুরু নামক গ্রামে একটী পাহাড়ের উপর ইনি দেহত্যাগ করেন।

অকলঙ্কশঙ্কন—অমাত্য-বি°। হারীতগোত্রীয় সোমযাগের অনুষ্ঠাতা কঞ্চেন নামক আপস্তম্ব ব্রাহ্মণের পৌত্র ও কঞ্চেনার্যের পুত্র। পত্নী—সামেকাম্বা। সামেকাম্বার গর্ভে ইঁহার নারায়ণ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই নারায়ণই প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর [রাজশেখর দ্র°]।

[EI, iv. 302]

অকলঙ্কস্তোত্র—জৈনগ্রন্থ-বি°। অকলঙ্ক নামক জিনের স্তোত্র।

অকলঙ্কস্বামী—'বিদ্যাবিনোদ' নামক চিকিৎসাশাস্ত্রকার। এই গ্রন্থে পুন্নাগ, অশোক, দেবদারু, সরল, চন্দন, বকুল, কপিত্থ, জম্বু, ডুম্বর, পনস, বৎসক, ধনঞ্জয় প্রভৃতি বৃক্ষের লক্ষণও আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সময় ও বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত। গ্রন্থশেষে পুষ্পিকায় (Colophonএ) গ্রন্থকারপরিচয় যথা—"শ্রীমদর্হৎপরমেশ্বরচারুচরণারবিন্দদ্বন্দ্বগন্ধগুণানন্দিতমানসাশেষকলাশাস্ত্রপ্রবীণপরমাগমত্রয়বেদিপ্রাণাপায়াগমাস্তরসমুদিতবৈদ্যশাস্ত্রাম্বুনিধিপারগসর্ববিদ্যানন্দমানসশ্রীমদকলঙ্কস্বামিবিরচিতমহাবৈদ্যশাস্ত্রেবিদ্যাবিনোদাখ্যে…" অসম্পূর্ণ পুথি G. O. M. গ্রন্থাগারে রক্ষিত R. 3 ॥

[TCMR, 3]

অকলঙ্কী—[পুং—ঙ্কিন্। ন=অ+কলঙ্কী (কলঙ্ক+ইন্ (স্ত্যা) ; স্ত্রী—ঙ্কিনী] বিণ, নির্মল, কলঙ্কশূন্য, নির্দোষ।

অকলতরা—বিলাসপুরের ১৭ মাইল দূরে এবং মুহম্মদপুরের ২ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রাম। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটী স্টেশনও এইস্থানে আছে। রত্নপুরের কলচুরিবংশীয়দের উৎকীর্ণ শিলালিপি এইস্থানে পাওয়া গিয়াছে।

[HIns, 109, 111, 112, 116]

অকলুষ—[ন=অ+(নাই) কলুষ যাহার বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, নির্দোষ, নিষ্পাপ।

অকলুষিত—[ন=অ+কলুষিত-নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, অকলঙ্ক।

অকল্ক—[ন=অ (নাই) কল্ক (মল) যাহার—নঞ্‌বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ নির্মল। ২ [কল্ক—পাপ] অপাপ। ৩ [কল্ক—অহঙ্কার] দম্ভহীন। ৪ [কল্ক—ফেনা] বিণ, ফেনা নাই যাহাতে। ৫ [কল্ক—শঠতা] শঠতাহীন, উদার, সরল। বি°—তা।

অকল্কন, অকল্কল—অহঙ্কারশূন্য, সৎ, নম্র ॥ বনি° কল্কক° হে° ॥

অকল্কর—পুং [অকরাকরভ দ্র°]।

অকল্প১— [ন=অ+কল্প—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ [বৈদিক] অন্য সমর্থদিগের তুলনায় অসমান, অন্যের তুলনায় অধিক, অনুপম ॥ বো-রো° গ্রা° ত্রি° (ঋ° ১.১০২. ৬) ॥ ২ স্বতন্ত্র। ৩ (কল্পো বিধিচোদনালক্ষণো যস্মিন্ ন ক্রমতে সঃ) স্বাধীনপ্রবৃত্তিযুক্ত not subject to rules, uncontrolled. ৪ অসমর্থ, অক্ষম। ৫ অধীর, কাতর।

অকল্প২—পুং [অকরাকরভ দ্র°]

অকল্পন, -না—[অ (অপ্রশস্ত) কল্পনা] ১ মন্দ মতলব। ২ প্রকৃত, যথার্থ। ৩ চিন্তার অভাব।

---

* মহামণ্ডলাচার্যরুং রাজগুরুগলুং অপ্প শ্রীপুষ্পসেনদেবরুং অকলঙ্কদেবরুং সকলশিষ্টিরিং হরিশিপুরুক্তিশবরুং লবরক।

EC, viii. 265 (No 44.)

† "জিনধর্মগৃহঃ বৃহৎপূর্বাশিরপুণ্ পোল…… ……মহিমঃ সকলাগমকোবিদরুং অকলঙ্ক ভূবির……" —EC, viii, 265, (No. 44.)

* "শ্রীমদ্দেবরদেববন্দিত জিনাঙ্ঘ্রি, হৃৎসরোজিত প্রেমং বেত্র সমস্ত কথা জনরিঙ্গং লৌকিকং সন্মন্ত্রপোদামং পোস্তকগচ্ছ দেশিগণ পোল্ বিরাজিতং সংকলারামং ভট্টাকলঙ্ক মুনিপং ত্রৈলোক্য সম্পূজ্যম্।—EI, iii-iv. (Ins. No. 146.)

† জিনেন্দ্রাকে শরাদি-বাসব-হিমগু সংখ্যাঙ্কিতে (১৭৩৫ শক) শ্রীমুখাবে পৌষমাসে ত্রয়োদশবশিন দিবসে বাতুকে চামরাজ শ্রীমদ্দেশীগণাগ্রঃ কনকগিরিবরে নিষদিস্থানকেশঃ প্রাপন্ ভট্টাকলঙ্কপুঙ্গব-জিতাশিষ্য দিবৌ নাকলোকং।—E.C iii-iv. (No 150.)

অকল্পিত—[ন=অ+কল্পিত—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহা কল্পনা-প্রসূত নহে ; স্বাভাবিক, অকৃত্রিম। ২ সত্য, যথার্থ।

অকল্পিতা—শ্রীমতী হেমলতাদেবী-বিরচিত গীতিকাব্য। [হেমলতাদেবী দ্র°]

অকল্মষ,—[ন=অ (নাই) কল্মষ (পাপ) যাহার—নঞ্‌-বহু°] বিণ, অপাপ, নির্দোষ, পাপশূন্য, নিষ্পাপ।

অকল্মষ,, **অকল্মাষ**—চতুর্থ মনু তামসের দশ পুত্রের প্রথম। ইনি সর্বদাই ধর্মাচাররত থাকিতেন এবং মনুবংশের গৌরববর্ধনের কারণ ছিলেন। [হরি° হরি° ৭. ২৪ ; মৎস্যপু° ৯. ১৭]

অকল্যা—[বা°—অপ্রচলিত ; ন=অ (নয়)+কল্যা (সুস্থ)—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অসুস্থ, পীড়িত। ২ অসমর্থ। ৩ সত্য।

অকল্যাণ—[ন=অ (নাই) কল্যাণ যাহাতে—নঞ্‌-বহু° ; স্ত্রী— -া] ১ যাহাতে কল্যাণ নাই ; অশুভ, অমঙ্গল। ২ ক্লী° অনিষ্ট, অহিত adversity.

অকল্যাণকরী—[বৌ° সা°] পক্ষিণ।

অকব—[বৈদিক ; ন=অ+কব (√কু+অপ্, অচ্—পা° ৬. ৩. ১০৭)] ১ অনল্প—সা°, বদান্য, not scanty, benevolent, liberal ॥ গ্রা° ম্যাক্স° গ্রি° (ঋ° ৫. ৫৮. ৫ ; ৩. ৫৪. ৬) মনি° ॥ ২ বলবান্ strong ॥ গ্রি° (ঋ° ৫. ৫৮. ৫) ॥ ৩ ['কবো নূনমিবত্‌বা তন্ত্রিকঃ'] সমৃদ্ধ ॥ গ্রা° (ঋ° ১. ৫৮. ১ ; ৬. ৬০. ৩=কা° ৪. ১৫) ॥ ৪ অকৃপণ, বহুপ্রদ, বদান্য ॥ গ্রা° ম্যাক্স° গ্রি° (ঋ° ৫. ৫৮. ॥ ; ৩.৫৪. ১৬) ॥ ৫ অকুৎসিত, প্রশংসিত ॥ সা° (ঋ° ৫. ৫৮. ৫ ; ৩. ৫৪. ১৬) ॥ ৬ অবর্ণনীয় ॥ বাচ° ॥

অকবচ—[ন=অ+কবচ—নঞ্‌তৎ] কবচরহিত without a coat of mail ॥ সা° (ঋ° ১১. ১২. ১২) বো-রো° হিব° গ্রি° মনি° ॥

অকবারি—[বৈদিক ; অকব+অরি] ১ অকুৎসিত, ঐশ্বর্যযুক্ত, উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যযুক্ত ॥ উ° ম° ॥ ২ অকুৎসিত দানযুক্ত ॥ উ° ॥ ৩. অকুৎসিতারি, যাহার শত্রুও অকুৎসিত ॥ মা° সা° স্কা° উ° মূ° (ঋ° ৩. ৪৭. ৫=মৈ° ১. ৪. ১৭. ১=বৃ° ৭. ৩৫=কা° ৪. ৮=মৈ° ২. ৩. ২১) ॥ ৪ যাহার শত্রু নাই, অবিদ্যমান শত্রু। ৫ অধর্মাবাদিগের শত্রু 'কবো ধর্মায়ো তস্যারিস্তস্থিমঃ'—য° ৭. ৩৬।

অকবারী—স্ত্রী°, অকুৎসিতগমনা, উত্তমগতিশীলা—মা° সা° ঋ° ৭. ৯৬. ৩।

অকবি—[ন=অ+কবি—নঞ্‌তৎ] ১ [বৈদিক] অপ্রকৃষ্টজ্ঞান, অবিদ্বান্, অদূরদর্শী, অল্পবুদ্ধি, মূর্খ unwise, foolish ॥ বো-রো° গ্রা° গ্রি° মনি° মা° সা° (ঋ° ৭. ৪. ৪) ॥ ২ কবিত্ববিহীন ; কবিনামের অযোগ্য, কুৎসিত-কবি।

অকষ্ট—[ন=অ (নাই) কষ্ট যাহাতে—নঞ্‌-বহু° ; স্ত্রী— -া] ক্লেশহীন।

অকষ্টকল্পনা—[অকষ্টা কল্পনা—কর্মধা°] স্ত্রী, স্বাভাবিক রচনা, যে রচনার জন্য লেখককে কষ্ট বা আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, অনায়াসসাধ্য-রচনা unlaboured production, natural production.

অকষ্টকল্পিত—[ন=অ+কষ্টকল্পিত—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] যাহা কষ্টে কল্পিত নহে, অনায়াসে রচিত not laboured.

অকষ্টবন্ধ—[ন=অ (নাই) কষ্টবন্ধ (কষ্টের বন্ধন) যাহা হইতে—নঞ্‌-বহু°] ১ বিষম সঙ্কট, অনিবার্য বিপদ্, এমন অবস্থা যাহাতে পড়িলে নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য থাকে না। ২ বিণ, অতিশয় কষ্টে পতিত, বিপজ্জালজড়িত। স্ত্রী— -া।

অকসার—[আ° অক্‌সার ; বা° সাধারণতঃ আকসার, আকচার রূপে ব্যবহৃত] অ, সর্বদা।

অকস্মাৎ—[ন=অ (নহে) কস্মাৎ (কিম্ শব্দের ৫মী ১ব°) পূর্ব লক্ষণ নাই—কোন সম্ভাবনা নাই কোথা হইতে উপস্থিত হইল এই অর্থে] ক্রি-বিণ, ১ অকারণে, কোন কারণ হইতে নহে without a why ro wherefore. ২ হঠাৎ, অতর্কিতভাবে accidentally, suddenly.

অকা,—[সং অজ্ঞ>অগা, অগা] বিণ, নির্বোধ, বোকা, হাঁদা।

অকা, আঁকা, আকা বা হ্রুস্‌সো—আসামের উত্তরাংশে দরং জেলার তেজপুর মহকুমার প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে তোবাং ও দফ্‌লা নামক দুইটী পর্বতীয় জাতির বাসস্থানের মধ্যবর্তী অত্যুচ্চ পর্বতে এই অসভ্য জাতির বাস। ইহারা যে পর্বতে বাস করে উহা আসাম ও ভুটান পর্বতমালার সন্ধিস্থলে এবং উহার উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৬০০০ ফুট মাত্র। অকাদেশের দক্ষিণে আসাম, পশ্চিমে ভুটান, উত্তরে মিজিদিগের দেশ এবং পূর্বে দফ্‌লা জাতির দেশ। ভরলি বা বুরুলি নদী অকাদেশ ও দফ্‌লা দেশের সীমান্ত রেখার কার্য করে। ইহারা সংখ্যায় অতি অল্প। দফ্‌লা, মীরী, আবর, ও খোআস্ জাতি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন[১]। দফ্‌লাদিগের অপেক্ষা ইহারা অনেকটা পরিচ্ছন্ন। ইহাদিগের যুবকগণের মুখশ্রী সুন্দরী যুবতীর ন্যায় ; কিন্তু যুদ্ধকালে ইহারা দুর্ধর্ষ। অকাগণ সম্ভবতঃ তিব্বতীয় ব্রহ্ম (Tibeto-Burman) বা তুরানীয় পর্বতীয় জাতির কোন শাখা হইতে উদ্ভূত। ইহাদের সুগঠিত সুদৃঢ় অঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত যে একটা দুঃসাহস ও দর্পের ভাব আছে তাহা দফ্‌লা নাগা ও অপর কোন অসভ্যজাতির মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। খোআস্‌দিগের সহিত অকাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় জাতির ভাষাগত কোন সাদৃশ্য নাই। উভয় জাতিই একরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। খোআস্‌রা শ্রমজীবী, অকারা অলস, খোআস্‌রা অকাদের জন্যই পরিশ্রম করিয়া থাকে ; কিন্তু ইহারা অকাদের দাস নয়,

---

১. Col. Dalton লিখিয়াছেন যে, দফ্‌লা, মীরী ও আবরদিগের সহিত ইহাদের জাতীয় ঐক্য আছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে—ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। ইহাদের স্বভাব, দৈহিক গঠন ও ভাষা পূর্বোক্ত জাতিদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কারণ ইহারা পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ লইয়া থাকে। ইহারা আপনাদের গ্রামে বাস করে। অকাদের মত ইহাদের দুইটী উপশ্রেণী নয়, ইহাদের চারিটী উপশ্রেণী আছে।

'অকা' অসমীয়া শব্দ। অকারা আপনাদিগকে 'হ্রুসো' বলিয়া অভিহিত করে। যখন পরাক্রান্ত অহোম জাতি তাহাদিগের গিরিনিবাস হইতে বহির্গত হইয়া অহোমের (আসামের) উপত্যকাসমূহে অধিকার বিস্তার করে তাহার কিছু পূর্বে এই হ্রুসো জাতি অহোমগণ-দ্বারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিতাড়িত হইতে হইতে অবশেষে তাহাদিগের আধুনিক বাসভূমিতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। এই পর্বত অধুনা ইহাদিগের অসমীয়া নাম হইতে 'অকা' পর্বত নামে পরিচিত। ইহাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। প্রবাদমুখে জানিতে পারা যায়, ইহারা প্রাচ্য-দেশীয়। ইহাদের জন্মবৃত্তান্ত-বিষয়ক কাহিনী কোন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর লিখিত নাই। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, ইহাদের ধমনীতে 'মোঙ্গল'-রক্ত প্রবাহিত। অকাগণ কিন্তু বলিয়া থাকে, পুরাকালে ইহাদের পূর্বপুরুষগণ বিশ্বনাথ পর্বতের উত্তরে প্রতাবগড়ে পিলাধারী নদীতীরে বাস করিত। সেইস্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম-কর্তৃক ইহারা বিতাড়িত হয়। ইহারা বাণরাজার পৌত্র 'ভালুকের' বংশধর। ইনি অকা পর্বতের পাদদেশে একটী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এখনও লোকে বালিপাড়ার নিকটে সেই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। অকাদিগের রাজা পর্ব-উপলক্ষে তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের ন্যায় সুচিত্রিত রেশমের পোষাক ও অদ্ভুত কল্গাইকরা টুপী পরিধান করিয়া থাকেন।

অকাদিগের দেশে যাইবার সোজা পথ অত্যন্ত দুর্গম—অকা ও দফ্লা দেশের মধ্যে প্রবাহিত খরস্রোতা ভরলী নদী বা অন্যান্য ক্ষুদ্র পর্বতীয় নদী বাহিয়া অথবা বেতের দড়ির সাহায্যে অতিকষ্টে উত্তুঙ্গ পর্বতের গাত্র বাহিয়া অল্প দিনের মধ্যে সেখানে পৌছান যায়; কিন্তু ভুটানের মধ্য দিয়া বরাবর উত্তরে ৪ দিনের পথ সাতরাজাদিগের বসতি স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে বরাবর পূর্বে আরও দুই দিন হাঁটিয়া অকাদিগের দেশে পৌছিতে পারা যায়। এই পথে অকাদিগের রমণী ও শিশুগণ এবং পণ্যবাহী ঘোটক-সকল যাতায়াত করিয়া থাকে।

অকাগণ সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। ১৮৭২ খ্রীঃ ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল ২০০টী পরিবার।[২] ইহারা অত্যন্ত সাহসী, জিঘাংসা-পরায়ণ, দুর্ধর্ষ জাতি। দস্যুবৃত্তি দ্বারা ইহারা প্রধানতঃ জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

অকাগণ দুইটী শাখায় বিভক্ত; এই দুই শাখা দুইটী বিভিন্ন গ্রামে বাস করে। ইহাদের নাম কুৎসুন ও কুবৎসুন। উভয় শ্রেণীর ভিতর নানা উপশ্রেণী আছে। এই শ্রেণী-বিভাগের মূলে সবর্ণ-বিবাহ বা অসবর্ণ-বিবাহ নাই। সামাজিক অবস্থাভেদে এই দুই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। উপশ্রেণীগুলির মধ্যে পরস্পরের বিবাহ-বন্ধন স্থাপিত হয় না। প্রধান দুইটী উপশ্রেণীর নাম খোবসোর ও যস্‌দেসোর। এই দুই শ্রেণী হইতে সর্দার নির্বাচিত হয়। অসমীয়ারা একটী শাখার নাম 'হাজারীখোয়া' অর্থাৎ যাহারা সহস্র পরিবার হইতে কর গ্রহণ করে এবং অপরটীর নামকরণ করিয়াছে 'কাপাস-চোর' বা 'কার্পাসচোর'। ইহা ছাড়া অসমীয়ারা অপর একটী অকা বা অঁকা জাতির নাম 'অঁকামীরী' দিয়াছেন। ইহারা এক্ষণে 'কাপাস-চোর' অকাদিগের বাসস্থানের পূর্বদিকে বাস করে[৩] [অঁকামীরী দ্র°]।

এই জাতির শাখাদ্বয়ের আবার কয়েকটী উপশাখা বা গোষ্ঠী আছে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক এক জন দলপতি আছে। ইহারা 'রাজা' বলিয়াই অভিহিত হন। আন্দাজ ৩০ হইতে ১০০ লোক লইয়া এক একটী গোষ্ঠী গঠিত। অনেক স্থলে এক গোষ্ঠীর লোক এক গৃহেই বাস করে। গোষ্ঠীর জনসংখ্যা অনুসারে গৃহগুলির আয়তন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। এই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ বাধিয়া থাকে।

অহোম রাজাদিগের রাজত্ব-কালে অসমীয়া 'বুরুয়া' বা শাসনকর্তারা প্রতি-হিংসা বা ষড়যন্ত্রের জন্য এই অকাগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। আসামের শেষ নৃপতি গৌরীনাথের রাজত্ব-কালে 'চারদোয়ারে'র এক জন বুরুয়ার দলাদলির উৎসাহের ফলে অকাগণ দারং জেলার উত্তর ভাগে বালিপাড়া মহলের প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে এক টুকরা আসামী রেশমী বস্ত্র ও কার্পাস-বস্ত্র বা 'পোসা' করস্বরূপে আদায় করিবার সুযোগ পায়। দারং জেলা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইবার পরও ইহারা ঐরূপ উপদ্রব করিতে বিরত হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ বৃটিশ কর্মচারীদিগের অনবধানতা। 'হাজারিখোয়া' অকাগণ প্রতি-বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া প্রতিগৃহ হইতে একটী স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ, এক ফেটি সূতা ও একখানা কমাল আদায় করিয়া এবং আবশ্যক লৌহ, ইস্পাত ও পিত্তলের তৈজসাদি খরিদ করিয়া চলিয়া যাইত। প্রতি গৃহ হইতে কর আদায় করার জন্য অসমীয়াগণ ইহাদিগকে 'হাজারি-খোয়া' বলিয়া থাকে। ইহারা যাহাতে এইরূপ প্রতিগৃহ হইতে কর আদায়ের পরিবর্তে মোট একটা টাকা লইয়া গ্রামে আসা বন্ধ করে তাহার জন্য বহু চেষ্টা হইতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হয় যে প্রতি-বৎসর মোট ৭০০৲ সাত শত টাকা পাইলে ইহারা আর গ্রামে আসিয়া উৎপাত করিবে না। এখনও সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।[৪]

২. ১৮৮১ খ্রীঃ বৃটিশ-ভারতে মাত্র ১১ জন, ১৯০১ খ্রীঃ ২৮ জন এবং ১৯১১ খ্রীঃ ৩৩ জন বাস করিত।

৩. প্রাচীন মানচিত্রে তিব্বতের দিকে তুবারাচ্ছন্ন পর্বতীয় অংশে ইহাদের বাসভূমি ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

৪. Gait : History of Assam, 313.

'কাপাসচোর' অকাজাতি এইরূপ কোন টাকা পাইত না, সুতরাং তাহারা প্রায়ই অত্যাচার করিত। 'তাগি' বা 'তাজি' রাজা নামক ইহাদিগের এক সর্দার বহু দিন যাবৎ গ্রামে আসিয়া অত্যাচার, লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিত। অবশেষে ১৮২৯ খ্রীঃ ঐ দস্যুরাজকে ধরিয়া গৌহাটীর জেলে চারি বৎসর বন্দী করিয়া রাখা হয়। তাহার হিন্দু গুরুর অনুরোধে গভর্নমেণ্ট তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়। মুক্ত হইয়া যাহারা তাহাকে বন্দী করিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগকে সে হত্যা করিল। তাহাকে কোনমতে ধরিতে পারা গেল না। ১৮৩৫ খ্রীঃ সে বালিপাড়ার কয়েক জন অধিবাসীকে ও আসাম লাইট্ ইনফ্যান্ট্রির * কয়েক জন সৈন্যকে হত্যা করিল। এইরূপে সাত বৎসর আত্মগোপন করিয়া সে অত্যাচার করিতে লাগিল; অবশেষে এইরূপ লুকাইয়া থাকায় বিরক্ত হইয়া সে বশ্যতা স্বীকার করিল ও-বার্ষিক ৩৬০৲ তিন শত ষাট টাকা পেন্সন পাইয়া ইংরেজের প্রজাদিগের উপর অত্যাচার বা দেশের শান্তিভঙ্গ করিবে না এই স্বীকৃতি দিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিল এবং ইহার পর সে বৈষ্ণব হইয়া নিজ-জাতির মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে লাগিল।

১৮৭৫ খ্রীঃ রাজ্য-সীমানা লইয়া অকাদিগের সহিত পুনরায় গোলমাল বাধে। এই সময় ইহাদিগের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে পুনরায় ইংরেজ সৈন্য ইহাদিগের দেশ অবরোধ করিলে ইহারা অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৮৮৩ খ্রীঃ কলিকাতা-প্রদর্শনী উপলক্ষে অকা-সর্দারের নিকট হইতে কয়েকটী দ্রব্য ও মডেল গড়িবার জন্য এক জন অকাপুরুষ ও এক জন অকা নারী চাহিয়া এক জন দেশীয় কর্মচারীকে পাঠান হয়। ইহাতে অকা-সর্দার অসন্তুষ্ট হইয়া সেই কর্মচারীকে আটক করিয়া রাখে এবং 'কাপাসচোর' সর্দার মেধি ও চণ্ডী বালিপাড়া আক্রমণ করিয়া স্থানীয় বন-বিভাগের কার্যালয় লুণ্ঠন করে ও কয়েক জন দেশীয় কর্মচারী ও দুই জন বন-বিভাগের বাঙ্গালী কর্মচারীকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইহার মধ্যে এক জন ছিলেন অন্নদাচরণ দে; শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের নিকটবর্তী শৈলগ্রামে ইঁহার বাসস্থান। ইনি সেই সময়ে বালিপাড়ায় 'ফরেষ্ট রেঞ্জারের' কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অকাগণ বন্দীদিগকে ধফলাগিরির নিকট একটী গ্রামে লুকাইয়া রাখে। অকাদিগকে দমন ও কর্মচারিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য জেনারাল সেলজিলের নেতৃত্বে ৭০০ সৈন্য, ২টী কামান ও ৪৫০ জন কুলী পাঠান হয়। ভরলী নদীর তীরে একটী খণ্ডযুদ্ধ ঘটে; পরে মেধির গ্রাম ইংরেজ-সৈন্য-কর্তৃক আক্রান্ত হইলে কামান দেখিয়া ভয় পাইয়া অকাগণ পলায়ন করে। দুই দিন পরে ইহারা বন্দীগণকে প্রত্যর্পণ করে। ইহাদিগের সহিত এই সর্তে সন্ধি হয় যে, ইহারা বৃটিশ-অধিকারভুক্ত গ্রামের কোন বাজারে আসিবার পূর্বে সংবাদ দিবে এবং ন্যায্য মূল্যে জিনিস-পত্র ক্রয়-বিক্রয় করিবে; চুরি বা কোন প্রকার অপরাধ করিবে না; বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অন্য জাতিকে সাহায্য করিবে না; নিরস্ত্র হইয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিবে এবং আদালতের সাহায্যে বৃটিশ প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের প্রাপ্য ঋণ আদায় করিবে। এই সকল সর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাদিগের পেন্সনের টাকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই সন্ধির পর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অকাদিগের দেশ হইতে বৃটিশ সৈন্যদিগকে প্রত্যাহার করা হয়।

১৯০০ খ্রীঃ এক দল সশস্ত্র অকা বালিপাড়ার এক জন ব্যবসায়ীর দোকানে প্রবেশ করে এবং পর্বতের রবার বৃক্ষসমূহ হইতে রবার সংগ্রহের জন্য ইহাদিগের প্রাপ্য কর দাবী করে। এই হঠকারিতার জন্য গভর্নমেণ্ট সমস্ত অকাজাতির উপর অর্থদণ্ড করেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ গোলমাল না হয় সেইজন্য স্থির হয় যে, রবার-সংগ্রহের জন্য পর্বতে আর মজুর প্রেরণ করা হইবে না; পর্বতবাসীরা নিজেরাই রবার সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিবে।

অকাদিগের উত্তরে মিজিদিগের বাস; ইহাদিগের সহিত অকাগণের বিবাহ হইয়া থাকে। অকাগণ মিজিদিগের সহিত ও তিব্বতীয়দিগের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকে। অকারা কোদাল দিয়া মাটী খুঁড়িয়া মাটী পিটাইয়া ডেলা ভাঙ্গিয়া চৌরস করিয়া আবাদের উপযুক্ত জমি তৈয়ারী করে এবং সেই জমিতে কাঠির সাহায্যে ছোট ছোট গর্ত করিয়া তাহাতে ৩।৪টী বীজধান্য বপন করিয়া কৃষিকার্য করিয়া থাকে। ইহারা 'দক্‌লা সান' নামক এক প্রকার 'চীনার' ন্যায় শস্যের চাষ করিয়া থাকে; এই শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। নানাবিধ দাইল-কলাই এবং সব্জীর চাষও অকাগণ করিয়া থাকে। ওডল (odal) নামক বৃক্ষের আঁস হইতে ইহারা জাল ও দড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অকাদিগের গৃহগুলি অনেকটা পর্বতীয় মীরীদিগের গৃহের ন্যায়, কিন্তু এগুলি সুদৃঢ় এবং যত্নসহকারে নির্মিত [মীরী দ্র°]।

অকাদিগের পুরোহিতকে 'দেওরি' বলে। গৃহ-নির্মাণের পূর্বে দেওরি কোন সুলক্ষণসম্পন্ন ভূমিখণ্ড গৃহ-নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। তাহার পর যথাবিধি পশুবলি দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া স্থান নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহার পর কাষ্ঠ ও অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করা হয়। সত্ব ও ফুফুসু দেবতার উদ্দেশ্যে ঐ সকল উপাদানের কিয়দংশ উৎসর্গ করিয়া গৃহখানির নির্মাণ আরম্ভ হয় ভূমি হইতে ৫।৭ ফুট উচ্চ বেদীর উপর ইহারা গৃহ নির্মাণ করে। প্রথমে ঘনসন্নিবিষ্ট কাঠের তক্তা দিয়া ঘরের মেজে তৈয়ারী করা হয়। ইহাদের গৃহ-প্রাচীরগুলিও সুমসৃণ কাঠের তক্তা-দ্বারা নির্মিত। এক প্রকার চওড়া

* আধুনিক 6th Goorkha Rifle.

বৃক্ষ-পত্র দিয়া ইহারা সারা গৃহের চাল প্রস্তুত করে। ঝড়-বাতাসে চাল যাহাতে উড়িয়া না যায়, তাহার জন্য পাতার উপরে সুনিপুণভাবে চাটাই বাঁধিয়া দেয়। রাজা ব্যতীত সাধারণ লোকের বাড়ীতে একটীমাত্র ঘর থাকে, অধিবাসীর সংখ্যা অনুসারে দৈর্ঘ্যে গৃহের আয়তন বড় হইয়া থাকে। পরিবারস্থ সকলে এবং দাসদাসী একই চালে বাস করে, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটা ঝাঁপ দিয়া দীর্ঘ গৃহটাকে কয়েকটী কক্ষে বিভক্ত করা হয়। ইহারা প্রচণ্ড শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গৃহমধ্যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া রাখে। যতগুলি দম্পতি গৃহে বাস করে ততগুলি অগ্নিকুণ্ড থাকে। পরিবারে নূতন দম্পতির সংখ্যা বাড়িলে গৃহের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া নূতন অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করা হয়। শস্যের গোলা ও গোয়ালঘর অগ্নির ভয়ে গৃহ হইতে কিছু দূরে নির্মিত হয়।

অকাদিগের কোন নির্দিষ্ট বেশভূষা নাই। ইহারা প্রচুর পরিমাণে এরিয়া বস্ত্র নানাভাবে সর্বাঙ্গে জড়াইয়া পরিধান করে। এরিয়া বস্ত্র দিয়া ইহারা এক প্রকার হাঁটু পর্যন্ত পা-জামা প্রস্তুত করে। অনেক সময় কম্বলই পা-জামার কার্য করে। একপ্রকার বেত্র-নির্মিত বা চেঁচো বাঁশের তিন ইঞ্চি উচ্চ টুপী ইহারা মাথায় দেয়। এই টুপীর সম্মুখে দুই একটী লম্বা মোরগের পালক বা বাঁশের পাতা গোঁজা থাকে। পুরুষেরা মোটা তুলার কাপড় পরিধান করে; কাঁধের কাছে কাঠের পিন দিয়া উহা বাঁধিয়া রাখে। দেহকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া কোমরবন্ধ দ্বারা কটিদেশে আটকাইয়া রাখে। ইহারা কখনও কখনও আস্তীন ব্যবহার করে, আবার কখনও কখনও করে না। পর্বতীয় পোকা-মাকড়দিগের নিকট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহারা পাদদেশে গুল্ফত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

কোমরবন্ধ হইতে প্রায়শঃ ইহারা দা বা তরবারি ঝুলাইয়া রাখে। পৃষ্ঠদেশে ইহারা তূণ রাখে। কখনও ইহারা বাণ হস্তে ধরিয়া থাকে, কখনও তূণের ভিতরে রাখে। পান, পাইপ, তামাক, ইস্পাত ও প্রস্তরখণ্ড ব্যাগের ভিতর পুরিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। ইহারা গুটিকার কণ্ঠহার পরিতে ভালবাসে। সামান্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অকা রমণীরা অঙ্গ আবরণ করিয়া থাকে; কিন্তু রৌপ্য ও পিত্তলের অলঙ্কার প্রায় সকল স্ত্রীলোকই ব্যবহার করে। ইহাদের গৃহস্থালীর সমস্ত তৈজসপত্রই ধাতুনির্মিত।

ইহারা সাধারণতঃ শূকর-মাংস, গোমাংস ও মিথুনের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে; গো-মেষাদি পালন করিলেও ইহারা উহাদের দুগ্ধ পান করে না। ইহারা শূকর, কুক্কুট ও পারাবত পুষিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের ধর্মে হাঁস পোষা নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেও মাংস ভক্ষণে ইহাদের বাধা নাই। কেবল কুক্কুর বা ঐরূপ যে সকল জীবের মাংস সভ্যজাতিতে ভক্ষণ করে না ইহারাও ঐসকল মাংস অখাদ্য বলিয়া মনে করে।

ইহারা আফিং ও তামাক খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। প্রকৃতপক্ষে অকা স্ত্রী বা পুরুষ প্রায় সকল সময়েই ধূমপান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ একখণ্ড বাঁশের সরু চোঙার এক-প্রান্তে ছিদ্র করিয়া তাহাতে সরু নল লাগাইয়া ইহারা ধূমপানের নল তৈয়ারী করিয়া থাকে। অধুনা মিশ্রধাতুনির্মিত তিব্বতীয় ধূম-পানের নলও ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহারা সমতল-ক্ষেত্র হইতে আনীত তাম্বুল সেবন করিয়া থাকে, কিন্তু চা পান করে না। ইহারা ইহাদের তৈয়ারী মদ পান করিয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে সুরাপানেও উন্মত্ত হয়।

অকাদিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। পুরুষ দেখিতে সুশ্রী হইলে অকা রমণী তাহাকে বিবাহ করে। কুৎসিত পুরুষের ভাগ্যে বিবাহ অনেক সময় ঘটিয়া উঠে না। সুশ্রী অকা বালকের ১০।১২ বৎসরেই বিবাহ হয়, তবে সচরাচর স্ত্রীলোকের ১৪।১৫ বৎসর বয়সে এবং পুরুষের ২৪।২৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বাল্যবিবাহ অকা-দিগের মধ্যে বিরল। অকাগণ বহুবিবাহ করিয়া থাকে। অকারমণীগণের মধ্যে স্বাধীনতা বর্তমান থাকিলেও তাহারা সতীত্বের আদর জানে, সাধারণতঃ ইহারা সতী ও পতিব্রতা হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের মনের মিল না হইলে বিবাহ হয় না। বিবাহযোগ্য অকা যুবকের পিতামাতা বা পরিবারের পরিচিত অন্য কেহ অকা বা মিজি-পরিবারের মধ্য হইতে বিবাহযোগ্যা বধূ নির্বাচন করে। তাহার পর বরবধূর মধ্যে মনের মিল হইলে বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের দিন 'দেওরি' আসিয়া দেবতার উদ্দেশে বলিদান করিয়া থাকে। তাহার পর ভোজ ও পানোৎসব চলিতে থাকে। একটী চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া পুরোহিত বরবধূকে তাহার নীচে লইয়া যায় এবং একখণ্ড বস্ত্র বরবধূর গাত্রে জড়াইয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয় *। ইহাতে তাহাদের মিলন সূচনা করে। এই অনুষ্ঠানের পর নববধূ স্বামি-স্ত্রীরূপে গণ্য হয়।

অকাগণ নৃত্য করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে নৃত্য করিয়া থাকে; তবে সাধারণতঃ রমণীরাই নৃত্য করিয়া থাকে ও পুরুষগণ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া থাকে।

নাসিকার দুই রন্ধ্রের ভিতর দুইটী নলের সাহায্যে অকারা সুরতরঙ্গ তুলিয়া থাকে। ইহারা বিভিন্ন আকারের দামামা বাজাইয়া থাকে। পূজা-পার্বণে মিথুনের শৃঙ্গের শিঙ্গা বাজায়।

অকাগণ পরস্পরকে সম্বোধন করার সময় সম্মান করিয়া 'রাজা' বলিয়া সম্ভাষণ করে। লঙ্কার গুঁড়া দিয়া অভ্যাগতকে সংবর্ধনা করে বা পথে পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে লঙ্কার গুঁড়া দিয়া অভিবাদন করে; সেই জন্য প্রত্যেক অকার সঙ্গে একটী বাঁশের চোঙায় কিছু লঙ্কার গুঁড়া থাকে।

বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে ইহারা

---

* সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত অকারাজা বিবাহের এই একমাত্র অনুষ্ঠানটীর প্রবর্তন করিয়াছেন।

আপনাদের ধর্ম-বিশ্বাস অনুসারে চলিত, কিন্তু ইহাদের কোন লিখিত শাস্ত্র নাই। ইহারা কয়েকটী দেবতার উপাসনা করিত। অভ্রভেদী তুষার কিরীট হিমালয়, ভৈরব-নাদিনী খরস্রোতা পর্বতীয় তটিনী, বিশাল মহীরুহ-সমাচ্ছন্ন ঘন বনানী প্রভৃতি তাহাদিগের উপাস্য দেবতা ছিল। অরণ্য ও জলের দেবতার নাম 'ফুক্সু', 'ফিরন্' ও 'সিমন্' দুই জন যুদ্ধদেবতা এবং 'সতু' তাহাদিগের গৃহ ও কৃষিক্ষেত্রের দেবতা। প্রতি পল্লীতে অকাদিগের এক জন করিয়া পুরোহিত ('দেওরি') থাকে। গ্রামবাসিগণের মধ্য হইতে সুলক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'দেওরি' বা পুরোহিত নির্বাচন করা হয়। ঐ সকল দেবতাদিগের মন্দিরে নিত্য পূজা করা ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সংখ্যক মিথুন, গো, ছাগ, কুক্কুট ও পারাবত বলি দেওয়া তাঁহার কাজ। ছোট ছোট পর্ণকুটীরে ঐ সকল দেবতার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত। বিভিন্ন শস্যের চাষের সময় ও সন্তানাদি জন্মিলে দেবতার পূজা দেওয়া হয়। ইহাদের পুত্র এবং কন্যার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই; উভয় সন্তানের জন্মের সময় সমান আদরেই উৎসব হইয়া থাকে। যদি কোন রুগ্‌ণ পীড়িত হয় তাহা হইলে 'ফুক্সু' দেবতার নিকট কুক্কুট ও অন্যান্য জীব বলি দেওয়া হয়। এবং রোগীকে 'ঝাড়ান' হয়। ভূমি-কর্ষণের সময়, শস্য-বপন ও সংগ্রহের সময় পূর্বে ঐ সকল দেবতার পূজা হইত। কোন শপথ গ্রহণ করিবার সময় সর্দারগণ কুক্কুট বলি দিত, হস্তে ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের চর্ম ধারণ করিত, পরে হস্তে হস্তি-বিষ্ঠা লইয়া শপথ গ্রহণ করিত।

অকাগণ সূর্য ও চন্দ্র, শান্তি ও সৌভাগ্য বা অশান্তি ও দুর্ভাগ্য আনয়ন করিতে পারে বলিয়া মনে করে। তজ্জন্য উঁহাদের সন্তোষ বিধান করিতে অকাগণ উঁহাদের নিকট জীব-বলি দিয়া থাকে।

ভূমিকম্পের কারণ অনিষ্টকারী গুবরে পোকা। ইহারা দন্তদ্বারা মৃত্তিকা খননপূর্বক সুড়ঙ্গ উৎপাদন করিয়া ভূমধ্যস্থ দেবতাকে জানাইয়া দেয় যে, পৃথিবীর সমুদয় লোক নিহত হইয়াছে। দেবতা ইহাদের সত্যতা নির্ধারণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কম্পন আনয়ন করেন। এইজন্য ভূমিকম্প হইলে অকারা চীৎকার করিয়া বলে, 'আমরা জীবিত আছি, আমরা জীবিত আছি'।

দেবতা সিপ্‌জিতু সূর্য ও চন্দ্রের সহিত বিবাদ করিয়া যখন উঁহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলেন তখনই সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়। গ্রহণ হইলে বুঝিতে পারা যায় অকাদের দুর্ভাগ্যের সময় আগতপ্রায়, যুদ্ধ, ব্যাধি ও বিপদ আসন্ন।

অকাগণ মৃতের সমাধি দিয়া থাকে। চার পাঁচ ফুট গভীর গর্তের মধ্যে ইহারা মৃতদেহ সমাহিত করে। মৃতের মস্তক উত্তর দিকে ও মুখ পশ্চিম দিকে রাখে। হাঁটু বক্ষের সহিত বাঁধিয়া দেয় ও থুৎনীর নিম্নেই হাত দুটী রাখিয়া দেয়। বাড়ী হইতে মৃত ব্যক্তিকে ইহারা কখনও সদর দরজা দিয়া বাহির করে না, পার্শ্বের দরজা দিয়া বাহির করে। মৃতের সহিত তাহার সামাজিক অবস্থানুযায়ী বসন-ভূষণ, অস্ত্রশস্ত্র, আহারীয় প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য সমাহিত করে, যেন সে ইহলোক হইতে পরলোকে ভ্রমণ করিতে যাইতেছে। মৃতের শরীরে যাহাতে মৃত্তিকা না লাগিতে পারে তাহার জন্য কাঠের তক্তা ও মাদুর দিয়া কবরটী আবৃত করে। ইহার উপর আবার তক্তা ঢাকিয়া মাটী দিয়া আবৃত করে। কবরের উত্তর দিকে চেঁচা বাঁশের মঞ্চ করিয়া তাহার উপর চারিটী তুলার পতাকা তুলিয়া দেয়। অতঃপর যত্নসহকারে সমাধিটী মাটী দিয়া ঢাকিয়া উহার উপর বাঁশ ও কঞ্চি দিয়া একটা আবরণী দেয় ও উহার উপর এক খানি কাপড় বিছাইয়া দেয়। একটী বংশদণ্ডের উপর একটা বাহু নির্মাণ করিয়া কবরের নিকট প্রোথিত করিয়া রাখে। দশ দিন ধরিয়া এই বাহুর উপর এক ঝুড়ি চাউল, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখে।

ইহাদের ধারণা মৃত্যুর পর ইহারা ভূতলে নামিয়া যায় এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সূর্য ও চন্দ্রের আস্তানায় গিয়া পৌঁছায়। তাহার পর ইহারা আকাশমার্গে উঠিতে থাকে। জন্মিবার অব্যবহিত পরে যাহারা মারা যায় তাহারা মৃত্যুর পর একেবারেই স্বর্গে উঠিয়া যায়, তাহাদিগকে আর ভূতল প্রদক্ষিণ করিতে হয় না।

অকাগণ লেখাপড়া জানে না। ইহারা চিত্র বড় ভালবাসে। আসাম ও ভুটান হইতে নানাবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়া ইহারা গৃহ সজ্জিত করে। মধ্যে মধ্যে তিব্বতীয় তৈলচিত্র ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিও ইহারা সংগ্রহ করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রতন্ত্র—অকাদিগের মধ্যে এক জন সর্দার আছে। তাহার কাজ বাহিরের জাতি বা লোকদিগের সহিত যথাযথভাবে সম্বন্ধ রক্ষা করা। অকারা গণতন্ত্র (democracy) মানিয়া চলে। প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিরই ভোটের অধিকার আছে এবং পরিষৎ-সভায় প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে।

ভাষা—অকা ভাষায় স্বরবর্ণের মধ্যে অকারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ আছে। আ, ই, ঈ, উ, ঊ, হ্রস্ব এ, দীর্ঘ এ, হ্রস্ব এবং দীর্ঘ ও এবং ঔ আছে।

ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ক, খ, গ, চ, জ, ত, থ, দ, ন, প, ফ, ব, ম, র, য, ল, ব, শ, স, হ, ঃ, খ. (x) এবং জ. (z) এই সকল উচ্চারণ আছে। নিম্নে অকা-ভাষার কিছু নমুনা দেওয়া গেল :—

এক—আ ; দুই—ষসে ; তিন—থসে ; চার—কেরি ; পাঁচ—কুফু ; ছয়—রি ; সাত—মুজ্র ; আট—ফ্সি ; নয়—সথো ; দশ—এর্ বা ব্র; বিশ—বলা ; পঞ্চাশ—সে রে ; শত—পুরুআ ; আমি—ন্যো বা নো ; তুই—বা, তুমি—জো ; সে—ক্কো ; হাত—গসি ; পা—সসি ; নাক—গুফু ; চোখ—নি ; মুখ—নফু ; দাঁত—থু ; কান—যু ; চুল—কেচু ; মাথা—খী ; জিভ্—ভাবলা ; লোহ—সসে ; স্বর্ণ—ড ;

রৌপ্য—সুম্ফে ; বারা—আউ ; মা—আবি ; ভাই—গ্গা ; বোন—হুমি ; পুরুষ—মুনা ; স্ত্রী-লোক—হুমি ; স্ত্রী—গ্‌সি ; সন্তান—আঙ্গাসা ; পুত্র—সাউ ; কন্যা—সামি ; দাস—খ্‌না ; কৃষক—রিজৌ ; দেবতা—শেমুস্থ্ ; সূর্য—সন্ন ; চন্দ্র—খ্‌শুবী ; তারা—লিৎসী ; অগ্নি—মি ; জল—খ্‌মু ; গৃহ—নী ; ঘোড়া—কুগ্রা ; গরু—কুলুব্‌শু ; মোরগ—দাম্বঙউ ; হাঁস—অপা ; গাধা—কুব ; পাখী—ঢঙ ; খাওয়া—চাউএ বা ৎসাম্রুএ ; বসা—রিউএ বা রৌউএ ; আসা—অপেথাউএ ; মারা—গুপা ; মরা—বুজিসি ; দেওয়া—জিবা ; হরিণ—শু ।

(ক) তোমার নাম কি ?

বানিনি হাথি আউএ ?

(খ) তার ভাই তার বোনের চেয়ে লম্বা।

এহুমিসে ও আমা প্‌শুকালা ।

(গ) উহার দাম আড়াই টাকা ।

তোকার পুক্‌সে আওলিআ ।

[CI, 1911—Assam, pt.-i ; ERE, ii. 133; C. A. Gait : A Hist. of Assam, 312-13, 320 ; L. W. Shakespear : Hist. of Upper Assam, Upper Burma and N. E. Frontier, 103-5 ; SAA, i. 350, 355-57 ; EB, 37-8 ; JASB, xxxvii. 194-208 : C. A. Gait : Report of the Census of Assam, 1891, 223-24 ; B. C. Allen : Do. 1901, 122 ; A. Mackenzie : Memorandum on the N. E. Frontier Tribes ; Major J. Butler : A Sketch of Assam, 206-12 ; C. H. Hesselmeyer : Hill Tribes of the Northern Frontiers of Assam ; IG, v ; শ্রীঅশ্বিনীকুমার দে : আসামের অকাজাতি, প্রবাসী, ১৩১৬, ৮২৯-৩১]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অকাকু—বিণ, (স্বর-সম্বন্ধে) অপরিবর্তিত। শিশু° ১১. ১।

অকাখাসো—বর্মায় প্রত্যেক বৃক্ষে ভূত-যোনির অস্তিত্ব সেখানকার অধিবাসীরা বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহাদের নাম 'নট'। পর্বত ও অরণ্যবাসীরা ইহাদের ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত। বিশেষ বিশেষ বৃক্ষে বিশেষ বিশেষ নটের আস্তানা আছে (বর্মার ভাষায় ইহাদিগকে 'সেক্‌থা' বলে) এবং ইহাদের বিশেষ বিশেষ নামও আছে। করেন ও তজ্জাতীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, গ্রামের রক্ষাকর্তা নটেরা বৃক্ষে, উপবনে বা ঝোপে, গ্রামের নিকটবর্তী ঘন জঙ্গলে বাস করে। ইহাদের জন্য মন্দিরও আছে। বৃক্ষের চূড়ায়, গুঁড়িতে এবং শিকড়ে যে নটেরা বাস করে তাহাদের নাম বর্মিদের ভাষায় যথাক্রমে 'অকাখাসো,' 'সেক্‌কাসো' ও 'বোম্মাসো'। 'সো' শব্দের অর্থ প্রধান বা কর্তা।

বর্মাবাসীরা এই ভূতযোনিদের নাম ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের পুস্তকে পঞ্চ নটের বিশেষভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ নট প্রকৃতিরাজ্যে অশরীরী আত্মা। 'সেক্‌কাসো' মেঘের কর্তা, 'বোম্মাসো' ভূমির কর্তা, 'যোক্‌কাসো' রুক্‌খের (বৃক্ষের) কর্তা, 'অকাখাসো' আকাশের কর্তা, 'আবোসো' সার তৃণের বা জলের কর্তা।

[Burma Gazetteer, i. 491.]

অকাখেল—আফ্রিদি-পাঠান জাতির অন্তর্ভুক্ত শাখা-বি°। ইহারা সিন্ধুনদের উত্তর-পশ্চিমে কোহাটের নিকটবর্তী স্থানে বাস করে। ইহাদিগের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের নাম—মাহ্‌রুফ্‌খেল, নসৃগবখেল, শেরখেল, মদ্দনখেল, মুডাখেল প্রভৃতি। দস্যুবৃত্তি ও উপদ্রব করার জন্য ১৮৫৭ খ্রীঃ ইংরেজ-গভর্নমেণ্ট ইহাদের ভারতে প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। পরে অর্থদণ্ড ও শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পুনরায় ইহারা ভারতে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

অকাজ—[স° অকার্য। ন=অ(অন্যায়) কাজ] ১ অসৎ কার্য, নিন্দনীয় কার্য। ২ বৃথা কার্য। ৩ অন্যায় কার্য, অবৈধ কার্য। ৪ অনর্থ। ৫ বিষম সমস্যার কার্য বা বিষয়। বিণ, অকাজুয়া > অকেজো—কাজের অযোগ্য।

অকাঞ্চন—বিণ, সুবর্ণহীন, স্বর্ণালঙ্কারশূন্য। নৈষ° ৯. ২৮।

অকাট—[ন=অ(নয়) + √কাট (=কাটা), কাটা নয় এইরূপ] বিণ, ১ রাজশাহী জেলায় বন ও জঙ্গল-সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যে জঙ্গলে গাছ কাটা বা কেলা হয় নাই তাহার সম্বন্ধে ইহার ভূরি প্রয়োগ। এ পর্যন্ত কাটা হয় নাই এরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-সম্বন্ধেও ইহা প্রযুক্ত হয়। ২ [ন=অ (সদৃশ) + কাট (=কাঠ, কাষ্ঠ)—কাষ্ঠসদৃশ কঠিন, শুষ্ক, নীরস] নীরেট, সম্পূর্ণ। সাধারণতঃ 'আকাট'ই বলা হইয়া থাকে। 'অকাট' যশোহর জেলায় প্রয়োগ ; যেমন—তুমি অকাট মিথ্যুক ; তুমি অকাট মূর্খ।

অকাটা—[ন=অ (নয়) + কাটা (কর্তিত)] বিণ, অকর্তিত, অখণ্ডিত, আস্ত। সাধারণতঃ 'আকাটা'রূপে ব্যবহৃত [আকাটা দ্র°]।

অকাট্য—[প্রাদে°। ন=অ (নয়) + কাটা (< স° কৃত্ত > প্রা° কট্ট > বা° কাট + য)—নঞ্‌-তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, যাহা যুক্তি দ্বারা কাটা অর্থাৎ খণ্ডন বা কর্তন করা যায় না ; অখণ্ডনীয়, সুসঙ্গত, ন্যায্য (কথা, যুক্তি)।

অকাঠিন্য—[ন=অ + কাঠিন্য (কাঠিন্য দ্র°)—নঞ্‌-তৎ] স্ত্রী°, কঠিনতার অভাব, কোমলতা।

অকাণা—[বৈদিক। ন=অ + কাণা (এক-নেত্রহীনা)] স্ত্রী°, একনেত্রা নয় যে not one-eyed "সা যা বক্রঃ......অকাণা"—তৈ° স° ৩. ১. ১৫, ১৬ ॥ মনি° স্ত্রী° কাঠ-স° ॥

অকাণ্ড—[ন=অ (নাই) + কাণ্ড (গুঁড়ি, স্কন্ধ) যাহার—নঞ্‌-বহু° ; স্ত্রী—া] ১ কাণ্ড-(স্কন্ধ, গুঁড়ি) রহিত (বৃক্ষ), যে বৃক্ষের গুঁড়ি নাই। এইরূপ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়। ২ [ন=অ (নয়) + কাণ্ড (অবসর)—নঞ্‌-তৎ] অসময়, অকাল, যাহার অবসর বা উচিত কাল নাই, অঘটনীয়, অতর্কিত বা আকস্মিক ব্যাপার।

অকাণ্ডজাত—[অকাণ্ডে (হঠাৎ, অকস্মাৎ, অসময়ে) জাত (উৎপন্ন)—৭-তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, অকালে যাহার জন্ম হইয়াছে, অকাল-জাত, অসময়ে উৎপন্ন ॥ মনি° ॥

অকাণ্ডপাত-জাত—জন্ম মাত্র যাহার মৃত্যু হয় dying as soon as born ॥ মনি° ॥

অকাণ্ডমৃত্যু—কুকুরাধ্যক্ষ বা কুকুর-পরিদর্শকের নাম name of the superintendent of dogs. সোম° বশ° ২. ১৮৮. ৪ ।

অকাণ্ডশূল—অকস্মাৎ শূল-রোগে আক্রমণ sudden attack of colic ॥ মনি° ॥

অকাণ্ডে—অ, হঠাৎ, অকস্মাৎ, অকারণ causelessly, unexpectedly ॥ মনি° ॥

অকাতর—[ন = অ + কাতর (কাতর দ্র°) —নঞ্-তৎ ; স্ত্রী— -া] ১ যে কাতর নহে, অব্যাকুল, অক্লিষ্ট। ২ নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। ৩ অসঙ্কোচ। ৪ প্রফুল্ল cheerful, hearty. ৫ অনভিভূত not down-hearted. বি, -ত্ব।

অকাতরে—[ন = অ (নাই) কাতর যাহাতে—নঞ্-বহু°] ক্রি-বিণ, কাতর না হইয়া। ক অক্লেশে, অক্লিষ্টভাবে, যেমন—অকাতরে পরিশ্রম করা। খ সন্তুষ্টচিত্তে, অকুণ্ঠিতভাবে, যেমন—অকাতরে দান করা। গ প্রগাঢ়ভাবে, যেমন—অকাতরে নিদ্রা যাওয়া।

অকান্দনে—[সং° আক্রন্দন >প্রা° অক্কংদন> অকান্দন ; অপ্র°] ১ আক্রন্দনপূর্বক : ২ আর্তনাদপূর্বক, উচ্চরবে। 'অকান্দনে কান্দে পদ্মা পিতা লৈয়া কোলে' বি° প° ২৯৮ ॥ ব-শব্দ° ॥

অকাপট্য—[ন = অ + কাপট্য (কপট- + ষ্ণ্য) ১ অকপটতা, সারল্য। ২ ঔদার্য।

অকাপর্বত—ইহা হিমালয়ের এক শাখা পর্বতের অংশ। আসাম প্রদেশের অন্তর্গত দারং জেলার উত্তরে ধনসিরি ও টিকরাই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই পর্বতের সানুদেশ অত্যন্ত বন্ধুর এবং ঘন অরণ্যসমাকীর্ণ। এই পর্বতের অধিবাসিগণের প্রকৃতি হিংস্র ও পর্বতের দুরধিগম্যতার জন্য ঐ অঞ্চল কখনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা হয় নাই (অকা দ্র°]।

[IG, v. 177 ; SAA, i. 103, 104, 107]

অকাবাঈ—খ্রীঃ ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। ইতরজাতীয়া বাঙ্গালী রমণী। ইনি এক ওস্তাদী দল গঠন করিয়াছিলেন। কবি দাশরথি রায় ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার দলে যোগদান করেন [দাশরথি রায় দ্র°]।

অকাম১—[ন = অ (নাই) কাম যাহার, নঞ্-বহু°, স্ত্রী — -া] বিণ, ১ যাহার কামনা বা ফলানুসন্ধান নাই, কামনাহীন, নিষ্কাম, কামরহিত, প্রবৃত্তীচ্ছারহিত free from desire, desireless. 'অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ'—মনু° ২. ৪॥ বো-রো° স্নি° গ্রি° (অ° ১০. ৮. ৪৪)॥ ক (যজ্ঞাদিতে প্রমাদ বা আলস্যবশতঃ) ইচ্ছারহিত। 'নমঃ পিতৃভ্যো অভি যে নো অখ্যন্ যজ্ঞকৃতো যজ্ঞকামাঃ সুদেবা অকামা বো দক্ষিণাং ন নীনিম'—সা° ভা° তৈ° ৩. ২. ৮. ৩। খ ('পূর্বকৃতপাপাদ্ ভয়মানত্বাৎ') কামনারহিত—সা° অ° ৬. ১১৪. ৩। গ ফল-কামনারহিত। 'উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাঃ' (= 'বিভূতিতৃষ্ণাবর্জিতাঃ'-শ°) —মুণ্ড° ৩. ২. ১। ঘ আত্মভিন্নাসক্তিরহিত। 'যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি —বৃহ° ৪. ৪. ৬। ২ (কামাদিবর্জিত) ইচ্ছাদ্বেষরহিত—ভা° তৈ° ৩. ২. ৮. ৩। ৩ ইচ্ছারহিত, অনিচ্ছু, বিরুদ্ধেচ্ছ, প্রতিকূল। 'যামকামো দদাতি তস্মাৎ ক্রূরং ব্রহ্মাস্তি' —কা° ২৮. ৫। 'নরা এতে এতং প্রযান্ত্যকামা অনুপ্রযান্তি' —কা° ২. ১৭॥ রু° স্নি° গ্রি° মনি° (অ° ৬. ১১৪. ৩)॥ ৪ সম্ভোগেচ্ছারহিত। 'উর্বশী⋯পুরূরবসমৈড়ং চকমে ⋯⋯ বৈতসেন দণ্ডেন হতাৎ কামাংস্ম'—শ° ১১. ৫. ১. ১। 'যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাম্'-মনু° ৮. ৩৬৪। ৫ (ব্যাকরণে) সন্ধিবিশেষের নাম। রেফের পর রেফ থাকিলে লোপ হয় এবং উপধা হ্রস্বস্থানে দীর্ঘ হয়—ইহার নাম 'অকামসন্ধি'। 'রেফঘ্যো লুপাতে, ত্রাঘিতোপধাহ্রস্বস্য, অকামানিয়তাবক্তাবিমৌ' —ঋ° প্রা° ৪. ২৯. ৩০, ৩১। অকাম (-ম্) —ক্রি-বিণ, সংস্কৃতে অবুদ্ধিপূর্বক অর্থে প্রযুক্ত হয়। সা° ঐ° ব্রা° ৩. ৪৬।

অকাম২, **অখাম, উইলিয়াম অব্**—'স্কলাস্টিক'-মতবাদী। ১২৮০খ্রীঃ সারের অখাম্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ফ্রান্সিস্কান অর্ডারের পাদরী-শ্রেণীভুক্ত হন ; অক্সফোর্ড ও পারী শহরে পাঠাভ্যাস করেন। দ্বাবিংশ পোপ জন যখন খ্রীষ্টীয় সুসমাচার নামক গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দাবাদ করেন তখন ইনি ফ্রানসিস্কান মতাবলম্বীদের নেতৃস্বরূপে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 'এভিন্নে' কারারুদ্ধ থাকিবার পর ইনি মিউনিক শহরে পলায়ন করেন এবং তথায় ব্যাভেরিয়ার সম্রাট্ লুই ইঁহার মত সমর্থন করেন। পোপ যখন সম্রাটের পার্থিব সম্পত্তি দাবী করেন, তখন ইনি তাহার ভীষণ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি রাজাদিগের ঐশ্বরিক শক্তিতে আস্থাবান্ ছিলেন। ইনি দর্শনে 'নামবাদ' (nominalism) মতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত। রাষ্ট্রসম্বন্ধে, দর্শনে ও ধর্মতত্ত্বে ইনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে Dialogus, Sermon Logices, Tractatus de Scaramento Attaris বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ইনি বহু পুস্তকের ভাষ্যও লিখিয়াছেন। প্রায় ১৩৪৯ খ্রীঃ ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অকামকর্শন—[ন = অ + কাম + কর্শন (√কৃশ্ (ণিচ্) + ল্যু)]—(বৈদিক) ১ অভিমত ফলদানে কামবর্ধক, কামনাসমূহকে যিনি নষ্ট করেন না, যিনি ইচ্ছা পূর্ণ করেন not diminishing desires, not disappointing desires. 'কামান্ কর্শয়তি ন নাশয়তি সঃ' কামানাং কর্শয়িতা, কামানাং নাশয়িতা (অভিমত ফলদানেন কামবর্ধকঃ) সা° ঋ° ভা° ঋ° ১. ৫৩. ২ = অ° ২০. ২১, ২। 'হোতা যক্ষদ্বীরমচিষ্টুমপাকংরেতোধাং বিশ্রবসং যশোধাম্। পুরুরূপমকামকর্শনং সুপোষঃ পোষৈঃ স্যাৎ'—কা° ১৫.১৩ = মৈ° ৪, ১৩,২ = তৈ° ব্রা° ৩.৬.২.৩ ॥ বো-রো° ব্রা° গ্রি°

মনি° (ঋ° ১. ৫৩. ২)॥ ২ যিনি অন্যদিগকে নির্বল করেন—ঋ° ১. ৫২. ২।

অকামতঃ—[অকাম+তস্] অ, অনিচ্ছাবশতঃ unintentionally, unwillingly ॥ মনি° ॥

অকামতা—[অকাম+তা] স্ত্রী, কামনা বা স্নেহশূন্যতা freedom from desire or affection ॥ মনি° ॥

অকামপ্রীত—[কামেন (যজমানসম্বন্ধিন্যা তীব্রভাবনয়া) প্রীতঃ (রঞ্জিতঃ, প্রেরিতঃ) কামপ্রীতস্তদ্ভিন্নঃ (কামঃ—কাম্যঃ)] (বৈদিক) বিণ, (যজমানসম্বন্ধিনী) তীব্র ভাবনা দ্বারা যিনি প্রেরিত নন unattracted by (strong devotional) desires ॥ সা° ভা° তৈ° ব্রা° ৩. ৭. ১. ১='স যদনিষ্ট্বা প্রযায়াদকামপ্রীতা এনং কামা নাঙ্গপ্রযায়ুরতেজা অবীর্যঃ স্যাৎ'......কা° ৩৫. ১৭।

অকাময়মান—বিণ, অনিচ্ছু। শ° ব্রা° ১৪. ৭. ২. ৮।

অকাময়ান—বিণ, অনিচ্ছু। মহা° ১৪. ২৮. ৪।

অকামবিক্রিয়—বিণ, যাহার কোন কাম বিকার নাই। হেম° পর° ২. ১১২।

অকামহত—১ কামনাদ্বারা যিনি হত নন not smitten by desires. ২ কামনাহীন, স্থির, ধীর free from desires, calm.

অকামাত্মা—বিণ, কামনারহিত। বশিষ্ঠ° ১. ৬।

অকামিক—[ব্রজ°। স° আকস্মিক>] ১ অকস্মাৎ, হঠাৎ। ২ অকারণ, বিনা কারণে [প্রা° অকামিয়]।

> আজ কলাই এঁবাটে জাওব
> বুঝএ ন পারল বেলা।
> বিধিক ঘটন ভেল অকামিক
> লোচন লোচন মেলা॥
> বি° প° ২.২।

অকামী—[সং° অকামিন্, অকাম+ইন্ (অস্ত্যর্থে); ন=অ+কামী—নঞ্ তৎ] বিণ, ১ কামনাহীন, ইচ্ছাশূন্য। ২. কামভাববর্জিত [অকাম দ্র°]।

অকামুক—[ন=অ+কামুক (কামুক দ্র°)—নঞ্ তৎ] বিণ, যে কামুক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ নয়।

অকাম্য—[ন=অ+কাম্য—নঞ্ তৎ; স্ত্রী —া] বিণ, অবাঞ্ছনীয়, অনভিলষণীয়, অনভিপ্রেত।

অকায়—[ন=অ (নাই) কায় (দেহ) যাহার—নঞ্ বহু°; স্ত্রী°—া] ১ (ক্লী°) শরীরবিহীন। ২ (বৈদিক) লিঙ্গশরীরবর্জিত উ° ম° শ° (য° ৪০. ৮=ঈ°=৮)॥ বো-রো° গ্রি° মনি°॥ ৩ (ক্লী°) পরমাত্মা, ব্রহ্ম (বাজ° ৪০. ৮) ৪ রাহুগ্রহ। সমুদ্রমন্থনকালে রাহু দেবতার রূপ ধারণ করিয়া দেবতাদিগের সহিত অমৃত ভক্ষণ করিয়াছেন। চন্দ্র ও সূর্যের নিকট হইতে ইহা জানিতে পারিয়া নারায়ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া শরীর দ্বিখণ্ডিত করেন। অমৃত তাহার কণ্ঠদেশ পর্যন্ত গিয়াছিল, সেই কারণে সে অমরত্ব লাভ করিল বটে, কিন্তু দেহশূন্য হইল। তাহার মস্তকটী 'রাহু' নামে এবং দেহ 'কেতু' নামে প্রসিদ্ধ হয়। তাহার মুণ্ড দেহ অর্থাৎ কায় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহার নাম হয় অকায়। চন্দ্র ও সূর্য রাহুর শত্রু হইল।—মহা° আদি° ১৯. ১০৯)।

অকার—[ন=অ+কার (স্বার্থে)] ১ স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ'। কোনটী কোন্ বর্ণ তাহা নাম করিয়া বলিবার সময় সেই বর্ণের সহিত-'কার' যোগ করিতে হয়। ব্যাকরণে তাই বর্ণের উত্তর-'কার' প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়ে বর্ণাস্বরূপ বুঝায়। 'বর্ণাৎ কারঃ'-কাত্যায়নবার্ত্তিক (পা° ৩.৩.১০৮) যেমন—অকার, উকার, ককার। কিন্তু 'র'কার স্থলে বিকল্পে 'রেফ' এই প্রয়োগ হইবে। সূত্র—'রাদিফঃ' (পা° ৩. ৩. ১০৮) 'র' এই বর্ণের পর ইফ্ প্রত্যয় হয়। যথা, রকার রেফ। 'রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো মম পার্বতি।'—পদ্মপু° উ° ২৫৪. ২১। ২ 'অ' এই বর্ণ। ৩ ব্রহ্মা। ৪ শূন্যবচন—পু° চি° ১০ পৃঃ ['অ'—দ্র°]।

অকারকবাদ—ইহা একটী দার্শনিক মত। 'সামঞ্ঞফলসুত্ত' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, পূরণ কস্সপ গৌতম বুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধ নিজ প্রতীত্য-সমুৎপাদ (dependent-causation) বা 'পটিচ্চ সমুপ্পাদ' হইতে কস্সপের অধীত্য সমুৎপাদ (Fortuitous causation) বা 'অধিচ্চ-সমুপ্পাদ' অথবা 'অহেতুবাদ'-(Non-causation) এর বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই মতটী এইরূপ—'কোন শুভ বা অশুভ কার্য নিজে করায় বা অপরকে করানতে পুণ্য বা পাপ নাই। হিংসা, হত্যা, চৌর্য, দস্যুতা, ব্যভিচার—কোন কার্যেই দোষ হয় না বা পাপবৃদ্ধি হয় না এবং দান, যজ্ঞ, সহৃদয়তা, আত্ম-দমন, ইন্দ্রিয়-জয়, সত্যবাদিতা প্রভৃতি কার্যেও কোনও পুণ্য সঞ্চয় হয় না।'

এই মতবাদ কতকটা উপনিষদের আত্মার নির্বিশেষত্ব বা নিষ্ক্রিয়তা (passivity of soul) সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

[Rhys Davids : Dialogues, ii. 69 : Belvalkar & Ranade : History of Indian Philosophy, ii. 451-2]

অকারণ১—ন (নাই) কারণ যাহার [নঞ্ বহু°;—স্ত্রী—া] বিণ, ১ অহৈতুক, অনর্থক, বিনা কারণে। ২ উদ্দেশ্যহীন। ৩ অকর্তব্য।

অকারণ২—তঃ=অকারণাৎ। শিশু° ১০.১৬।

অকারণক—বিণ, যাহার কোন কারণ নাই। সর্ব° ১২০. ৭।

অকারণ-গুণপূর্বক—[(পুং) নঞ্ তৎ] যাহা কারণের গুণপূর্বক (গুণজন্য) নহে। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে প্রথমে উৎপন্ন দ্রব্যে রূপরসাদি যে সমস্ত বিশেষ গুণ জন্মে, তাহা সেই দ্রব্যের উপাদানকারণের রূপরসাদি বিশেষগুণজন্য অর্থাৎ উপাদানকারণস্থ রূপ-

রসাদি বিশেষ গুণই প্রথমে সেই কারণজন্য দ্রব্যে সেই বিশেষ গুণের সজাতীয় অপর বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। এইরূপ আরও কোন কোন গুণ ও কার্যদ্রব্যে তজ্জাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে। তাই সেই সমস্ত গুণকে বলা হইয়াছে 'কারণ গুণ-পূর্বক'। কারণ-গুণ-পূর্বক অর্থাৎ সেই দ্রব্যের উপাদানকারণের গুণজন্য। উক্ত অর্থে 'কারণগুণোৎপন্ন' ইত্যাদি শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ কারণ-'গুণপূর্বক' শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া সূত্র করিয়াছেন — 'কারণগুণ-পূর্বকাঃ পৃথিব্যাং পাকজাঃ' (৭. ১ .৬)। এখানে 'কারণ' শব্দের অর্থ উৎপন্ন দ্রব্যের উপাদানকারণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে সেই দ্রব্যের অংশরূপ অবয়বই তাহার উপাদানকারণ বা সমবায়ি-কারণ। যেমন রক্তসূত্রের দ্বারা কোন বস্ত্র নির্মিত হইলে উহার অবয়ব সেই সমস্ত রক্তসূত্রই উহার উপাদানকারণ। এইরূপ নীলসূত্রদ্বারা কোন বস্ত্র নির্মিত হইলে উহার অবয়ব সেই সমস্ত নীল সূত্রই উহার উপাদানকারণ। কিন্তু রক্তসূত্র-নির্মিত বস্ত্রে রক্তরূপই জন্মে, নীলাদি কোনরূপ জন্মে না এবং নীলসূত্রনির্মিত বস্ত্রে নীলরূপই জন্মে, রক্তাদি কোনরূপ জন্মে না। সুতরাং উক্তমতে ইহাই নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে যে, দ্রব্যের উপাদানকারণস্থ বিশেষ গুণই সেই দ্রব্যে সজাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সম্মত 'আরম্ভবাদে'র বর্ণন করিতে আচার্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্যও 'মানসোল্লাস'-গ্রন্থে বলিয়াছেন—'পরমাণুগতা এব গুণা রূপ-রসাদয়ঃ। কার্যে সমানজাতীয়-মারভন্তে গুণান্তরম্ ॥'

অর্থাৎ মূল উপাদানকারণ নিত্য পরমাণুতে রূপরসাদি যে সমস্ত বিশেষ গুণ থাকে, তাহাই প্রথমে সেই পরমাণুদ্বয়জন্য 'দ্ব্যণুক' নামক সূক্ষ্মদ্রব্যে সেই বিশেষ গুণের সজাতীয় অপর বিশেষ গুণ (রূপরসাদি) উৎপন্ন করে। টীকাকার অদ্বৈতবাদী রামতীর্থও সুরেশ্বরের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'সমান-জাতীয়মিতি বিশেষগুণাভিপ্রায়ম্।' সুতরাং উক্ত মতে অন্যান্য সমস্ত স্থূল দ্রব্যে পূর্বোৎপন্ন যে সমস্ত বিশেষ গুণ, তাহাও সেই দ্রব্যের উপাদানকারণ অবয়বের বিশেষ গুণজন্য।

উক্ত মতে দ্রব্য পদার্থ হইতে তাহার রূপাদি গুণ পৃথক্ পদার্থ এবং জন্য দ্রব্যের উপাদান অবয়ব হইতে সেই অবয়বী দ্রব্যও বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ। সুতরাং বস্ত্রের অবয়ব সূত্র হইতে সেই বস্ত্র ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় সেই সমস্ত সূত্রের রূপাদি গুণ সেই বস্ত্রে থাকে না। কিন্তু সেই বস্ত্রে পৃথক্ রূপাদিগুণই জন্মে। উহা সেই সমস্ত সূত্রের রূপাদি বিশেষজন্য। এইরূপ সর্বত্রই অবয়বী দ্রব্যের সেই সমস্ত বিশেষ গুণ, সেই দ্রব্যের উপাদানকারণ অবয়বরূপ দ্রব্যের বিশেষগুণজন্য। অর্থাৎ উপাদানকারণের ঐ সমস্ত গুণই সেই দ্রব্যে তজ্জাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। তাই পূর্বোক্ত অর্থে ঐ সমস্ত গুণকে 'কারণগুণপূর্বক' বলা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে কণাদোক্ত দ্রব্য গুণ ও কর্ম প্রভৃতি পদার্থ ও উহার লক্ষণাদি ন্যায়দর্শন-কার গৌতমেরও সম্মত। ন্যায়দর্শনে গৌতমের 'দ্রব্য-গুণ-ধর্মভেদাচ্চোপলব্ধিনিয়মঃ' (৩.১.৩৭) ইত্যাদি অনেক সূত্র দ্বারাও তাহা বুঝা যায়।

অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় উক্ত মতের বহু প্রতিবাদ করিলেও এবং বিশেষ গুণের লক্ষণ খণ্ডন করিলেও ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় ঐকমত্যে উক্তমতই সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহারা পার্থিব দ্রব্যে বিজাতীয় তেজঃ সংযোগরূপপাকজন্য পৃথক্ রূপরসাদি সমর্থন করিয়া সেই সমস্ত রূপাদিকে পাকজ ও 'অকারণগুণপূর্বক' বলিয়াছেন।

যেমন প্রথমে শ্যামবর্ণ কাঁচাঘট নির্মিত হইয়া পরে অগ্নি-পক্ব হইলে তাহাতে যে রক্ত-রূপ জন্মে, তাহা পাকজ রক্তরূপ। সেই ঘটের উপাদান কারণ সেই মৃত্তিকাবিশেষে রক্তরূপ না থাকায় ঐ পাকজ রক্তরূপকে উপাদানকারণের রূপজন্য বলা যায় না; সুতরাং উহা কারণগুণপূর্বক না হওয়ায় 'অকারণ-গুণপূর্বক' বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাই ঐ তাৎপর্যেই পূর্বোক্ত সূত্রে কণাদ পরে বলিয়াছেন—'পৃথিব্যাং পাকজাঃ।'

উক্ত পাকজ রূপাদির ব্যাখ্যা ও কারণ বিচার বৈশেষিক গ্রন্থে বিস্তৃত হইলেও 'অকারণপূর্বক' ঐ পাকজ রূপাদি গুণান্তর ন্যায়দর্শনকার গৌতমেরও সম্মত; কারণ ন্যায়দর্শনে গৌতমও বলিয়াছেন, 'ন, পাকজগুণান্তরোৎপত্তেঃ'। 'প্রতিদ্বন্দ্বিসিদ্ধেঃ পাকজানামপ্রতিষেধঃ' ॥ (৩. ২. ৪৮-৪৯) তবে বিশেষ এই যে, বৈশেষিকাচার্যগণ ঘটাদি পার্থিব দ্রব্যের মূল পরমাণুতেই পাক স্বীকার করিয়া ক্রমে সেই দ্রব্যের নাশ ও পরে সেখানে পূর্ববৎ তজ্জাতীয় অন্য ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তিই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ঐরূপ কল্পনাগৌরব স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে ঘটাদিদ্রব্যের পাককালে উহার সর্বত্রই বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগ রূপ পাক-জন্য সেই দ্রব্যেরই পূর্বরূপের বিনাশ ও তাহাতেই অপর রূপের উৎপত্তি হয়। 'নৈয়ায়িকানাস্তু নয়ে দ্ব্যণুকাদাবপীষ্যতে' ॥—(ভাষাপরিচ্ছেদ)।

এইরূপ বিভুদ্রব্যের যে সমস্ত বিশেষ গুণ, তাহাও 'অকারণগুণপূর্বক'। তাই 'ভাষাপরিচ্ছেদে' বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন-বলিয়াছেন—'বিভুনাস্তু যে স্যুর্বৈশেষিকা গুণাঃ। অকারণগুণোৎপন্না এতেতু পরিকীর্তিতাঃ।'

'বিভু' শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী। ন্যায়-বৈশেষিকমতে পৃথিব্যাদি দ্রব্যের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা বিভুদ্রব্য। তন্মধ্যে কাল ও দিকের সামান্য গুণ (সংখ্যাদি) থাকিলেও কোন বিশেষ গুণ নাই। আকাশ নামক বিভুদ্রব্যের বিশেষ গুণ শব্দ এবং আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি। কিন্তু বিভুদ্রব্যের মূল পরমাণু বা কোন অবয়ব না থাকায় উৎপত্তি হয় না, উহা নিত্য; সুতরাং বিভুদ্রব্য আকাশের বিশেষ গুণ যে শব্দ এবং আত্মার বিশেষ গুণ যে জ্ঞানাদি, তাহা পূর্বোক্ত অর্থে "কারণগুণপূর্বক" হইতেই পারে না। কারণ নিত্যদ্রব্য আকাশ ও আত্মার কোন কারণই নাই। সুতরাং বিভুদ্রব্য আকাশ ও আত্মার যে সমস্ত বিশেষ গুণ, তাহাও 'অকারণগুণপূর্বক' বলিয়াই কথিত হইয়াছে। ফলকথা, উৎপন্ন দ্রব্য পদার্থের যে সমস্ত গুণ সেইদ্রব্যের অবয়ব রূপ

উপাদানকারণের সজাতীয় গুণজন্য, তাহা কারণগুণপূর্বক বা কারণগুণোৎপন্ন। সুতরাং যে সমস্ত গুণ ঐরূপ কারণগুণজন্য নহে, তাহাই 'অকারণগুণপূর্বক' বা 'অকারণগুণোৎপন্ন' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ['গুণ' দ্র°]।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অকারণবন্ধু—স্বার্থশূন্য অকৃত্রিম বন্ধু। মৃচ্ছ° ১৭৩. ৬।

অকারাদি—[অকার + আদি ; অকার (অবর্ণ) আদিতে যাহার (বা যাহাদের)—বহু°] বিণ, ১ বর্ণমালার আদি অক্ষর 'অ', সুতরাং অকারাদি বর্ণমালা বলিতে 'অ' হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণমালাকে বুঝায়—'অকারাদি হকারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্তিতা।' ২ যে শব্দের গোড়ায় 'অ' আছে।

অকারাদিনিঘণ্টু—গ্রন্থ-বি°।

অকারান্ত—[অকার + অন্ত ; অকার অন্তে আছে যাহার—বহু°] বিণ, যে শব্দের শেষ বর্ণ অকার অথবা অন্ত্যাক্ষর অকারযুক্ত ; যথা—দেহ, হস্ত, ফল প্রভৃতি। [বাঙ্‌লায় অন্ত্য অকার প্রায়ই অনুচ্চারিত ; ('অ' দ্র°)]

অকারিন—[অ + কারিন (কৃ + ণিন্—ক) ; স্ত্রী—-ী] বিণ, ১ অকর্মণ্য, অলস। ২ অপকর্মকারী।

অকারিব—নামান্তর, অক্রাবী। দক্ষিণ আরবীয় জাতি-বিশেষ। ইহারা এডেনের নিকটবর্তী স্থানে বাস করে। ইহাদের বাসভূমি মাত্র দুই বা তিন বর্গ মাইল পরিমিত। ইহাদের দেশের মধ্য দিয়া লহেজ. নদী প্রবাহিত। প্রধান শহর বির্ অহ্‌মদ। এখানে সুলতানের দুর্গ অবস্থিত এবং তিনি এখানেই বাস করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ ইহাদের নিকট হইতে উপকূলভূমি ও জে.বেল হসন আগ্নেয়গিরি ক্রয় করেন। ইংরেজগণ ইহাদিগকে শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।

[Die alte Geographie Arabiens, 80]

অকারিয়া—[দ° অকতিত] বিণ, আকাঁড়া (চাউল) unhusked.

অকার্য—[ন=অ + কার্য (কৃ + ঘ্যণ্)—নঞ্‌-তৎ ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ যাহা করণীয় নহে, অকর্তব্য কার্য। ২ কুৎসিত কার্য, পাপকার্য। ৩ [ন (নাই কার্য যার-বহু°] কার্যহীন।

অকার্যকর—[অকার্যকর ; স্ত্রী°—-ী] বিণ, ১ অযথা কুকর্মকারী, অকর্মণ্য ; ২ অনাবশ্যক useless.

অকার্যকারক—[অকার্য + কারক ; স্ত্রী°—-কারিকা] বিণ, যে অকার্য বা অপকার্য করে।

অকার্যকারী—[পু°—কারিন্ ; অকার্য + কারিন্ (কৃ + ণিন্—ক) ; স্ত্রী°—-কারিণী] ১ অবৈধকার্যকারক। ২ উপপাতকাদি-কারক)। ৩ যে কোন কাজ করে না, নিষ্ক্রিয়, অলস।

অকার্যকারিতা—[অকার্য + কারিতা (কারিতা দ্র°)] অবৈধকার্যকারকতা।

অকার্যক্ষম—[অ =(অবৈধ) কার্য(কাজের) ক্ষম (ক্ষমতা)যার—বহু° ; স্ত্রী — -া] বিণ, যে অকার্য করিতে পারে, কুকর্মা।

অকার্যচিন্তক—[অকার্য + চিন্তক (চিন্ত + ণক্—ক)] বিণ, কুচিন্তাকারী, অনর্থক-চিন্তাকারী।

অকার্যচিন্তা—[অকার্য + চিন্তা (চিন্তা দ্র°] ১ অনর্থক চিন্তা। ২ কুচিন্তা।

অকার্যত্ব—[অকার্য + ত্ব (ভাবে)] অকার্যের ভাব।

অকার্ষ্ণ্য—[ন=অ + কার্ষ্ণ্য (কৃষ্ণ + ষ্ণ)] বিণ, কৃষ্ণবর্ণহীন, কালরঙের অভাব।

অকাল₁—[স°। ন=অ + কাল—নঞ্‌-তৎ স্ত্রী°—-া ; (অশুভাল—হি°, মৈ°)] বিণ ১ যাহার কাল (সময়) নহে, অসময়, অপ্রাপ্ত-কাল, অপূর্ণকাল। ২ অশুভকাল, অশুদ্ধকাল—গুরু শুক্রের বৃদ্ধাস্ত বাল্যাদি কাল। মলমাস ইত্যাদি, শুভকর্মের অযোগ্যকাল। ৩ দুর্ভিক্ষ, দুঃসময়। ৪ অতর্কিতকাল। ৫ প্রলয়। ৬ কৃষ্ণবর্ণের অভাববিশিষ্ট, যাহা কাল নয়। ৭ শিব (মহা° সহস্রনাম)।

অকাল₂—জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায় বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, বিবাহ প্রভৃতি মঙ্গল কার্য, দীক্ষা, ব্রতারম্ভ, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যজ্ঞকার্য, পুরশ্চরণ, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, দেবকূপাদির আরম্ভ, অনাবৃত্ত-তীর্থস্নান, অনাদিদেব মূর্তিদর্শন, আরাম-নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা কার্য অকালে করিতে নাই। নিম্নলিখিত কারণে অকাল হইয়া থাকে :—

বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের অস্ত, বাল্য ও বার্ধক্য সময়ে অকাল হইয়া থাকে। বৃহস্পতি গ্রহ যত দণ্ডাদি সময়ে অস্ত যান তাহার ঠিক পূর্বে ১৫ দিন বৃহস্পতির বার্ধক্যাবস্থা, উদয় হইবার পর ১৫ দিন বাল্যাবস্থা; এইরূপ স্থলে অস্তের পূর্বে ১৫ দিন এবং অস্তকালীন উদয়ের পূর্বে ১৫ দিন এবং এইরূপ সময় অকাল।

শুক্র পূর্বদিকে উদিত হইলে তিন দিন বালক থাকেন এবং পশ্চিম দিকে উদিত হইলে দশ দিন বালক হন। পশ্চিম-দিকে অস্তমিত হইলে দশ দিন (আপদ-বিষয়ে) পাঁচ দিন বৃদ্ধ হন এবং পূর্বদিকে অস্তমিত হইলে একপক্ষ কাল (১৫ দিন) বৃদ্ধ থাকেন। শুক্র যে দিন অস্তমিত হইবেন তাহার পূর্বে এবং উদয়ের পর উক্ত সংখ্যক দিন যথাক্রমে বৃদ্ধ এবং বালক থাকেন। এই সময় এবং অস্ত যত দিন থাকিবেন তত দিন অকাল। শুক্রের পূর্বাস্তকে মহাস্ত এবং পশ্চিমাস্তকে পাদাস্ত বলা হয়। সাধারণতঃ শুক্র গ্রহের অস্তে ৩২ দিন, মহাস্তে ৭২ দিন, পাদাস্তে ১২ দিন অকাল হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার আবার তারতম্যও হইয়া থাকে। অত্যন্ত অশক্ত হইলে বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের বাল্যাবস্থায় চারি দিন, বৃদ্ধ হইলে পাঁচ দিন এবং সন্ধ্যাগত হইলে তিন দিন পরিত্যাগ করিয়া বিবাহাদি কার্য হইতে পারে। বৃহস্পতি ও রবি যদি এক-

নক্ষত্রগত হইয়া এক রাশিতে থাকেন তাহা হইলে গুর্বাদিত্য যোগ হয়। এই গুর্বাদিত্য-যোগে অকাল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি অতিচারী হইলে ত্রি-পক্ষ (৪৫ দিন) এবং বক্রী হইলে চারি পক্ষ (৬০ দিন) অকাল হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য মতে পাওয়া যায়, গুরু অতিচার বা বক্রগতি দ্বারা যে রাশিতে অবস্থান করিতেছেন সেই রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করিলে রাশ্যন্তর গমন দিন হইতে ২৮ দিন অকাল।

বৃহস্পতি অতিচার গতিদ্বারা ভিন্ন রাশিতে গমন করিয়া যদি বক্রী হইয়া পূর্বরাশিতে ফিরিয়া না আসেন তাহা হইলে গুরুর সেই রাশি-ভোগকাল লুপ্ত সংবৎসর নামে অভিহিত হয়; এই সময় অকাল। বৃহস্পতি অতিচারী বা মহাতিচারী হইয়া বৃষ, বৃশ্চিক বা কুম্ভ রাশিতে গমন করিলে অকাল হইবে না। পরাশর বলেন, বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া স্থির রাশিতে অবস্থিতি করিলে অতিচার জন্য অকাল হইবে না। বৃহস্পতি বক্রী বা অতিচারী হইয়া কর্ম-কর্তার নবম, পঞ্চম, সপ্তম, দ্বিতীয় অথবা একাদশ রাশিতে অবস্থিত হইলে মঙ্গল-দায়ক হইয়া থাকে।

রাহু ও বৃহস্পতি এক রাশিতে অবস্থিত হইলে অকাল হইয়া থাকে। এ-সম্বন্ধে মতান্তর এই যে, বৃহস্পতি রাহুযুক্ত হইলে কর্ণাট, লাট, অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেই অকাল হইবে অন্যদেশে হইবে না।

বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে অবস্থিত হইলে এক বৎসর অকাল। এ বিষয়ে বিশেষ বিধি এই যে, যদি মাঘীপূর্ণিমার সহিত মঘানক্ষত্রের যোগ না হয় তাহা হইলে সিংহস্থ বৃহস্পতিতে অশুদ্ধি হয় না। মাণ্ডব্য বলেন, কর্ণবেধ, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি সমস্ত কার্যই সিংহস্থ বৃহস্পতিতে করা যাইতে পারে, কেবল বিবাহ নিষিদ্ধ। সৌর ভাদ্র প্রতিবৎসর অকাল হইলেও অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, দূর্বাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতের আরম্ভ এবং প্রতিষ্ঠা সৌর ভাদ্রে হইতে পারে। কিন্তু ইহা সর্ববাদী মত নহে। অন্য এক দল পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, অশুদ্ধ কাল পর্যুদস্ত কাল। পর্যুদস্তকালে দূর্বাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতের আরম্ভ এবং পতিত ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলে পণ্ড হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি নীচস্থ হইলে অকাল হইয়া থাকে (মকর রাশির পঞ্চমাংশ পর্যন্ত গুরু নীচস্থ)।

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই চারি মাসের মধ্যে পাপের দাগ হয় এইরূপ এক দিন বৃষ্টি হইলে ১ দিন, ২ দিন বৃষ্টি হইলে ৩ দিন, ৩ দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির শেষ দিন হইতে ৭ দিন অকাল এবং পূর্ব ২ দিন সহ ৯ দিন অকাল।

ভানুলঙ্ঘিত মাসে, ক্ষয়মাসে এবং মলমাসে এক মাস অকাল। ক্ষয়মাসের বৎসরে দুইটী মলমাস হয়; তাহার একটী মলমাস, অপরটী ভানুলঙ্ঘিত মাস নামে অভিহিত। যে চান্দ্র মাসে একটীও রবির সংক্রমণ হয় নাই তাহার নাম অধিমাস বা মলমাস। যে চান্দ্রমাসে ২ বার রবির সংক্রমণ হয় তাহার নাম ক্ষয়মাস।

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের পর বিবাহে ৩০ রাত্রি, উপনয়নে তিন রাত্রি এবং যাত্রায় সাত রাত্রি অকাল।

ভূকম্পাদি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিলে ৭ দিন অকাল। মহর্ষি ভৃগু বলেন, ভূকম্পে রাজার ৭ দিন, ব্রাহ্মণগণের ত্রিরাত্রি, শূদ্রগণের ৩০ দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সকল কার্য করা যাইতে পারে। উল্কাপাতে ৩ দিন, ধূমোদয়ে ৫ দিন, বজ্রপাতে ১ দিন অকাল। ইহাতে সকল কার্য নিষিদ্ধ।

প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন, কন্যা অরক্ষণীয়া হইলে অকালেও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে এবং এই মতানুসারে বহু বিবাহ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহা রঘুনন্দন-সম্মত নহে। দক্ষিণায়নে, হরিশয়নে কোন কোন কার্য নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান অকালে বর্জনীয় নহে।

শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ

অকালকুষ্মাণ্ড—[অকালে (অসময়ে) জাত কুষ্মাণ্ড (কুমড়া)—মধ্য° কর্ম°] ১ অসময়ে জাত কুমড়া, যে কুমড়া বলিদানের কাজে লাগে না। ২ অকেজো (অসময়ে জাত কুমড়া যেমন কদাকার ও বিস্বাদ হয়, কোন কাজে লাগে না, তেমনই অস্বাভাবিক স্বভাববিশিষ্ট মানুষকে অকালকুষ্মাণ্ড বলা হয়)। ৩ কাণ্ডজ্ঞানহীন, দুর্বৃত্ত। ৪ পরিবারের অনিষ্টকর বংশধর। [গান্ধারী অকালে কুষ্মাণ্ডাকার মাংসপিণ্ড প্রসব করেন, তাহা হইতে দুর্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়; তাহারা কুরুকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন।]

অকালকুসুম—[অকালে জাত যে কুসুম —মধ্য° কর্ম°] ১ অসময়ের ফুল। ২ অসম্ভব কিছু।

অকালজ, -জাত [অকাল + √জন + অ (ড)-ক ; স্ত্রী— -া] বিণ. অসময়ে উৎপন্ন।

অকালজলদোদয়—[অকালে জলদের (মেঘের) উদয়—৭-তৎ, ৬ তৎ] ১ অসময়ে মেঘের উদয়। ২ কুজ্ঝটিকা।

অকালজ্ঞ—[ন=অ + কালজ্ঞ (কালজ্ঞ দ্র°) স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যে ঠিক সময় জানে না। ২ অনবসরজ্ঞ।

অকালদেব—রত্নপুরের কলচুরি-বংশীয় নৃপতি। মুহম্মদপুরের উৎকীর্ণ শিলালেখে ইহার উল্লেখ আছে। ইনি দ্বিতীয় পৃথ্বীদেবের ভ্রাতা। মুহম্মদপুর হইতে দুই মাইল দূরবর্তী অকলতরা নামক গ্রাম ইনি নিজ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

[IA, xx, 85 ; Cousens , Progress Report, 1904, 50 ; Bilaspur Dist. Gaz 255ff ; Hl-- 11-12]

অকালপক্ক—[অকালে পক্ক (৭ তৎ)] বিণ, ১ অসময়ে পক্ক। ২ এঁচোড়ে পাকা (বাল্যে বৃদ্ধবৎ আচরণকারী)। বি— -তা ; অসময়ে পক্কতার ভাব।

অকালবর্ষ, ১ম কৃষ্ণরাজ—রাষ্ট্রকূট-বংশীয় (মূল পর্যায়) সপ্তম নৃপতি। মূল নাম, কৃষ্ণরাজ ; অকালবর্ষ, শুভতুঙ্গ,

প্রভূতবর্ষ, কন্নড়দেব, কবিবল্লভ, বল্লভ, পৃথিবীবল্লভ ও বিক্রমাবলোক নাম ব্যবহার করিতেন। পিতা—চতুর্থ নৃপতি, ১ম কর্করাজ বা কক্করাজ। কর্করাজের পরে অকালবর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ২য় ইন্দ্ররাজ এবং তৎপরে ইন্দ্ররাজের পুত্র দন্তিদুর্গ বা দন্তিবর্মা বল্লভ নৃপতি হন। অতঃপর অকালবর্ষ সিংহাসনারোহণ করেন (রাজ্যকাল ৭৬৮—৭৭২ খ্রীঃ)।[১] ইঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ২য় গোবিন্দরাজ বল্লভ প্রভূতবর্ষ এবং কনিষ্ঠ ধ্রুবরাজ নিরুপম নৃপতুঙ্গ ধারাবর্ষ। অকালবর্ষের পরে প্রথমে গোবিন্দরাজ এবং তৎপরে ধ্রুবরাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এল্লোরার প্রসিদ্ধ কৈলাস-মন্দির অকালবর্ষের অমর কীর্তি।[২] কক্করাজের বড়োদা-শিলালেখে উল্লিখিত হইয়াছে, কৃষ্ণরাজ এলাপুরে (বর্তমান এলোরা বা ভেড়ুল) পর্বতোপরি একটী বিরাট্ শিবের মন্দির নির্মাণ করেন। নিজের 'কন্নড়' নামসহযোগে এই মন্দিরের তিনি নামকরণ করেন 'কন্নেশ্বর' বা 'কন্নশ্বর'।[৩] এলোরার মন্দিরগাত্রে ও ছাদে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে ইঁহার চিত্রও আছে। চিত্রে তিনি উপবেশন করিয়া আছেন, কয়েক জন তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। চিত্রের উপর লিখিত আছে—'স্বস্তি কন্নর-দেবরায়'।[৪] অনেকের মতে, দন্তিদুর্গের রাজ্যকালেই অকালবর্ষ ইহার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেন; সিংহাসনে আরোহণের পরে উহা সমাপ্ত হয়।[৫] [এলোরা ও কৈলাস-মন্দির দ্র°]।

ইঁহার পত্নী স্বয়ংবরা হইয়া ইঁহাকে বিবাহ করেন।[৬] চালুক্যগণের ইনি এক জন বিশেষ শত্রু ছিলেন; উঁহাদের উচ্ছেদসাধনে তিনি তৎপর হন। চালুক্য রাহপ্প ইঁহার নিকট পরাজিত হন।[৭] ৭৬৮ খ্রীঃ পশ্চিম গঙ্গদিগের রাজধানী বর্তমান ব্যাঙ্গালোরের নিকটবর্তী মন্নই নামক স্থানে ইনি সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন।[৮] কোঙ্কন-শিলাহার দক্ষিণশাখার প্রতিষ্ঠাতা সণফুল্ল ইঁহারই সামন্ত নৃপতি। অকালবর্ষ ইঁহাকে সহ্যাদ্রি হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত ভূভাগ প্রদান করিয়াছিলেন [সণফুল্ল দ্র°]।[৯] সুপ্রসিদ্ধ 'অষ্টশতী,' 'লঘীয়স্ত্রয়' ও 'ন্যায়বিনিশ্চয়' গ্রন্থ-প্রণেতা অকলঙ্ক বা অকলঙ্কচন্দ্র ইঁহার সভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন [অকলঙ্ক, দ্র°]।[১০]

[BG, i. pt.ii. 390, 537; BD, 63, 78, 121; RCI, 67-8, 300; IA, xii. 228; JBBRAS, i. 217ff; EI, iii. 294; vi. 27, 162, 169, 171, 186, 208, 212, 213, 286; vii. app. 55, 56; x. 84; xiii. 69; xiv. 123; HInsSI, 29, 383-4; এবং প্রবন্ধে বিবৃত পাদটীকা]

শ্রীঅজিত ঘোষ

১ HInsSI, 383. ২ IA, xii. 228-30.
৩ id. xl. 237-38. ৪ Burg ASR, No.10, 97.
৫ IA, xl. 238. ৬ EI, vi. 34. ৭ RCI, 67.
৮ EI, xiii. 275.

৯ RCI, 67-8. ১০ JBBRAS, xviii. 219ff.

অকালবর্ষ, ২য় কৃষ্ণরাজ—রাষ্ট্রকূট-বংশীয় (মূল শাখার) দ্বাদশ নৃপতি। মূল নাম—কৃষ্ণরাজ; অকালবর্ষ, শুভতুঙ্গ, কন্নড় (বা 'কন্নড়') ও বল্লভ নাম ইনি ব্যবহার করিতেন। পিতা—একাদশ নৃপতি, শণ্ড (বা শর্ব) দুর্লভ ১ম অমোঘবর্ষ বল্লভ। ৮৭৭ খ্রীঃ (৭৯৯ শকাঃ) অকালবর্ষ সিংহাসনারোহণ করেন। রাজ্যকাল ৮৭৭—৯১৩ খ্রীঃ)।[১]

চেদির হৈহয়-কলচুরিবংশীয় নরপতি ১ম কোক্কলদেবের কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন এবং কোক্কলদেবের পুত্র রণবিগ্রহের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত স্বীয় পুত্র (কোক্কলদেবের কন্যার গর্ভজাত) ২য় জগত্তুঙ্গের বিবাহ দেন। কোক্কলদেবের কন্যা ইঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন। পিতার রাজ্যকালেই জগত্তুঙ্গের মৃত্যু হয়, এজন্য অকালবর্ষের পরে তাঁহার পৌত্র (জগত্তুঙ্গ ও লক্ষ্মীর পুত্র) ৩য় ইন্দ্ররাজ নিত্যবর্ষ নরেন্দ্রদেব সিংহাসনারোহণ করেন (৯১৫ খ্রীঃ)।[২] চালুক্য-নৃপতি ভীমদেবের পুত্র ২য় অয্যণের সহিত ইনি স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন।[৩] ইঁহার ভগিনীর সহিত পল্লব-নৃপতি ৩য় নন্দিবর্মার বিবাহ হইয়াছিল।[৪]

কান্যকুব্জের অধিপতি প্রতিহার-বংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি ভোজদেব (৮৬২—৮৮২ খ্রীঃ) অকালবর্ষের সমসাময়িক [ভোজদেব দ্র°]।[৫] কান্যকুব্জ বা মহোদয় গুর্জরের রাজধানী ছিল এবং ভোজদেবের রাজ্য উত্তর-ভারতে বিস্তৃত ছিল। তৎকালে রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার বা গুর্জরদিগের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত এবং উহাতে উভয়েরই জয়পরাজয় সংঘটিত হইত।[৬] অবশেষে ভোজদেবের পুত্র কুমার মহেন্দ্রপাল অকালবর্ষের নিকট পরাজিত হন [মহেন্দ্রপাল দ্র°]।[৭] অকালবর্ষ প্রতিহারদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য গুজরাটে তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ তাঁহার অধীন অভিজাতবর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন।[৮]

৮৮৮ খ্রীঃ অকালবর্ষ পূর্ব চালুক্য-শাখার ১ম চালুক্য ভীমদেবের নিকট পরাজিত হন এবং ভীমদেব বেঙ্গী পুনরুদ্ধার করেন [ভীমদেব চালুক্য দ্র°]।[৯] ইহার পূর্বেও এক বার ভীমদেবের পূর্বতন পূর্ব চালুক্য-শাখার নৃপতি গুণক ৩য় বিজয়াদিত্যের সহিত যুদ্ধে কৃষ্ণরাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া-

১ HInsSI, 383; EI, ii. 34. ২য় কৃষ্ণরাজের এক সামন্ত নৃপতি পৃথ্বীরামের একটী শিলালেখ হইতে জানা যায়, ৮৭৫ খ্রীঃ (৭৯৭ শকাঃ) ইনি রাজত্ব করিতেছেন; কিন্তু কণহেরি-শিলালেখে পাওয়া যায় যে, ৮৭৭ খ্রীঃ (৭৯৯ শকাঃ) ১ম অমোঘবর্ষ রাজত্ব করিতেছেন। তবে 'প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, অমোঘবর্ষ ধর্মানুষ্ঠানে জীবন-যাপন করিবার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে ২য় কৃষ্ণরাজ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধদেশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং গুর্জর-লাট ও গৌড়-রাজের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। (৩য় কৃষ্ণরাজের দেওলী-প্রশস্তি)।—RCI, 79.

২ ৯১৫ খ্রীঃ (৮৩৭ শকাঃ) প্রদত্ত নৌসারি-তাম্রলিপি।—JBBRAS, xviii. 253, 257, 261.
৩ HInsSI, 383.
৪ IA, xvi. 18; EI, ii. 97, 171.
৫ EI, ii. 301. ৬ id. xix. 175.
৭ id. ix. 25.
৮ id. xix. 240. ৮৩২ শকাব্দে প্রদত্ত কাপড়বঞ্জ-শিলালেখে উক্ত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের নিকট হইতে ইনি গুজরাট পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।
৯ IA, xx. 103.

ছিলেন।[১০] ৩য় গোবিন্দ জগত্তুঙ্গের সময় হইতেই পূর্ব চালুক্যদের সহিত রাষ্ট্রকূট-দিগের সংঘর্ষ চলিতেছিল।

প্রায় ৯০০ খ্রীঃ মালবের পরমারগণ রাষ্ট্রকূট-রাজ্য আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ অকালবর্ষের বপ্পৈকরাজ নামে এক জন সেনাপতি ছিলেন। তিনি বা তাঁহার পুত্র বৈরিসিংহ গুজরাট হইতে মালবে গমন করিয়া ঐ বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [পরমার, বপ্পৈকরাজ ও বৈরিসিংহ দ্র°]।[১১]

অকালবর্ষের অধীন সামন্ত নৃপতি-গণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম পাওয়া যায় :—(১) সৌন্দতি ও বেলগাঁও-এর শাসনকর্তা পৃথ্বীবর্মা ভট্ট ;[১২] (২) ব্রহ্মবক-বংশীয় ধবলপ্পের পুত্র ও গুজরাটের একাংশের অধিপতি প্রচণ্ডদেব ;[১৩] এবং বঙ্কাপুরান্তর্গত বনবাসী-রাজ্যের শাসনকর্তা চেল্লপটাক বা চেল্লকেতন-বংশীয় লোকাদিত্য।[১৪]

অকালবর্ষের রাজ্যকালে 'উত্তরপুরাণ' ও 'আত্মানুশাসন'-রচয়িতা এবং জিনসেনের লিখিত 'আদিপুরাণের' শেষ অংশের রচয়িতা প্রসিদ্ধ গুণভদ্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। গুণভদ্র অকালবর্ষের শিক্ষাগুরু ছিলেন (৮৬০—৮৮০ খ্রীঃ) [গুণভদ্র দ্র°]।[১৫] অকালবর্ষ জৈনধর্মের এক জন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তিনি বহু জৈন-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১৬]

১০ EI, vii. 26. ১১ id. xix. 240.

১২ ৮৭৫ খ্রীঃ (৭৯৭ শকাঃ) প্রদত্ত সৌন্দতি শিলালেখ।—RCI, 78.

১৩ ৯১০ খ্রীঃ (৮৩২ শকাঃ) প্রদত্ত কাপডবাঞ্জ-তাম্রলিপি।—EI, i. 52.

এই তাম্রলিপিতে উল্লিখিত আছে যে, ২য় কৃষ্ণরাজ গুরুকুল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভট্টকে 'ব্যাঘ্রাস' বা 'বহুৱিকা' (বর্তমান 'বগাস') নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ঐ গ্রাম ৭৫০টী গ্রামের অন্যতম। এই ৭৫০ গ্রাম-মণ্ডলীর চন্দ্রগুপ্ত নামে 'দণ্ডনায়ক' বা বিচারপতি ছিলেন ; তিনি মহাসামন্ত প্রচণ্ডের অধীন ছিলেন।—EI, i. 52-3.

১৪ BD, 69 ; BG, i. pt.-ii. 407, 411.

মতান্তরে—'বনবাসী' কলিবিট্টের দ্বারা শাসিত হইত। —EC, vii. 219 ; viii. 88.

১৫ BD. 68-9 ; JBBRAS, xviii. 225.

১৬ BD, 69.

[HInsSI, 35, 39, 41, 42, 44, 383-4 ; ASSI, iii. 42 ; CunASR, ix. 100, 102, 103, 112 ; BG. i. pt.-ii. 410ff ; JBBRAS, x. 167, 190 ; xviii. 241, 250, 260 ; HIns, 10-11 ; EC, xi. 19 ; IA, xii. 220, 221, 222 ; xiii. 69 ; xx. 102-3 ; EI, iii. 268n., 293 ; v. 188 ; vi. 175, 176, 193, 287 ; ix. 25, 28 ; xvi. 278 ; RCI, 69, 77-80, 82, 84 ; BD, 68ff, 78 ; A. Guerinot : Essai de Bibliographie Jaina, 230, 395 ; এবং প্রবন্ধে বিবৃত পাদটীকা]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অকালবর্ষ, ৩য় কৃষ্ণরাজ—রাষ্ট্রকূট-বংশীয় (মূল পর্যায়) অষ্টাদশ নৃপতি। মূল নাম—কৃষ্ণরাজ।[১] পিতা—সপ্তদশ নৃপতি, ৩য় অমোঘবর্ষ-বদ্দিগ ; মাতা—চেদির ১ম যুবরাজের কন্যা কুন্দকদেবী।[২] ৯৩৭-৮ খ্রীঃ ইনি সিংহাসনারোহণ করেন (রাজ্যকাল, ৯৩৭-৮—৯৬৫-৬ খ্রীঃ)। ৯৩৮ খ্রীঃ ইনি উত্তর-পশ্চিম মহীশূরের ও বনবাসীর সর্বময় অধিপতি বলিয়া গণ্য হ'ন। এই সময় মাচিয়রস বা মঞ্চিগ বনবাসীর শাসনকর্তা ছিলেন।[৩]

সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পূর্ব হইতেই অকালবর্ষ পিতাকে রাজকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন এবং পিতার জীবিতাবস্থায় মঞ্চিগ (সম্ভবতঃ কাঞ্চীর

১ ৯৪০ খ্রীঃ (৮৬২ শকাঃ) দেওলী-শিলালেখ হইতে জানা যায়, ইনি অকালবর্ষ, শ্রীবল্লভ, পৃথ্বী-বল্লভ ও মহারাজেন্দ্রদেব নাম ব্যবহার করিতেন ; কিন্তু ৯৪৪ খ্রীঃ (৮৬৬ শকাঃ) সালোটগি-শিলালেখে 'পৃথ্বী-বল্লভের' স্থানে 'পৃথিবীবল্লভ' দেখা যায়। ৯৪৯-৫০ খ্রীঃ (৮৭২ শকাঃ) আটকুর-শিলালেখে ইঁহার প্রাকৃত ভাষায় নাম পাওয়া যায় 'কন্নরদেব' বা 'কন্নড়দেব'। ইঁহার রাজ্যকালের কল্লুগী তালুকের অন্তর্গত দেবী-হোসুর-শিলালেখ এবং গদগ তালুকের অন্তর্গত চিঞ্চলি-শিলালেখেও 'অকালবর্ষ' ও 'কন্নড়দেব' উপাধি দেখা যায় ; এতদ্ব্যতীত পূর্বোক্ত চিঞ্চলি-শিলালেখে 'চক্রবর্তী' উপাধিও উল্লিখিত হইয়াছে।—EI, x. 178-80. আয়েঙ্গার ও শিওয়েল সাহেব ইঁহার আর একটী নাম দেখাইয়াছেন 'ইম্মডিবিক্রম'।—HInsSI, 384.

২ JBBRAS, xviii. 242.

৩ EI, iv. 81 ; EC, iii. 70, 71

অধিপতি) এবং বপ্পুককে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন।[৪] রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণের মধ্যে ইনি বিজেতারূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার ষোড়শ রাজ্যাঙ্কের উক্কল-শিলালেখ হইতে জানা যায়, ইনি কাঞ্চী ও তাঞ্জোর জয় করিয়াছিলেন।[৫] ৯৫৯ খ্রীঃ ইঁহার কর্হাড-শিলালেখে বিবৃত আছে যে, বর্তমান দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত মেলপাটী নামক স্থানে ইনি সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন ; উহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—দক্ষিণ প্রদেশের রাজ্যসমূহে স্বীয় অধীন কর্মচারিগণের জীবিকার ব্যবস্থা এবং 'কালপ্রিয়েশ্বর', 'গণ্ডমার্তণ্ডেশ্বর', 'কৃষ্ণেশ্বর' প্রভৃতি শিবমন্দিরসমূহ স্থাপনা।[৬]

৯৩৮ খ্রীঃ পশ্চিম গঙ্গ-বংশীয় নৃপতি ৪র্থ ইরেয়প্প মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন ৩য় রাছমল্ল বা রজ্যমল্ল গঙ্গ-সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু ৯৬১ খ্রীঃ তদীয় ভ্রাতা বুতুগ বা বুতার্য (কাহারও কাহারও মতে বুতুগ) ৩য় কৃষ্ণরাজের সাহায্যে ভ্রাতাকে নিহত করিয়া গঙ্গ-সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণরাজই তাঁহাকে গঙ্গ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।[৭] বুতুগ কৃষ্ণরাজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী রেবকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণরাজের অধীন শাসনকর্তা ছিলেন [বুতুগ দ্র°]।[৮]

৯৪৭ খ্রীঃ চোল-নৃপতি ১ম পরান্তকের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ১ম রাজাদিত্য চোল-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ চোল-রাজ্য আক্রমণের এই সুবর্ণসুযোগ পাইয়া অকালবর্ষ বুতুগের সহযোগে চোল-দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বর্তমান আর্কোনম্ রেলওয়ে-স্টেশনের নিকটবর্তী

৪ RCI, 89.

৫ 'কচ্চিয়ুম-তাঞ্জৈয়ুম-কোণ্ড'—অর্থাৎ কাঞ্চী ও তাঞ্জোরের বিজেতা।—SII, iii. pt.-ii, no. 7.

৬ IA, vi. 179.

৭ EI, vi. 40 ; JBBRAS, xviii. 239ff.

৮ HInsSI, 383 ; RCI, 91.

তকোল নামক স্থানে রাজাদিত্য স্বয়ং বাহিনী পরিচালিত করিয়া রাষ্ট্রকূট-বাহিনীর সমুখীন হন। ফলে প্রসিদ্ধ তকোল-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রাজাদিত্য পরাজিত হইয়া বুতুগের হস্তে নিহত হন (৯৪৯ খ্রীঃ)।[৯] চোল-রাজ্য অকালবর্ষের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই বিজয়ের কাহিনী বহু শিলালেখে লিখিত আছে। চোল-বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ অকালবর্ষ বুতুগকে বনবাসীরাজ্যের শাসন-ভার অর্পণ করেন। ইতঃপূর্বেই বুতুগ অমোঘবর্ষের নিকট হইতে কন্যার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পুলিগেরে, কিশুকাড, বেল.গোল.l ও বাগেনাড প্রদেশগুলির শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; চোল-বিজয়ের পরে সেগুলিরও তিনি সামন্ত অধিপতি হন।[১০]

৯৬০ খ্রীঃ কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে সন্দবোলু দেশের বৈদুম্ব-অধিপতি অকালবর্ষের অধীনতা স্বীকার করেন।[১১]

অকালবর্ষের রাজ্যজয় যে কেবল দক্ষিণ-প্রদেশসমূহেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তিনি উত্তর-প্রদেশেও বিজয়-অভিযান করিয়াছিলেন। ৯৬৩-৬৪ খ্রীঃ ইঁহার জবলপুরের নিকটবর্তী জুর-শিলালেখে দেখা যায়, ইনি উত্তরে অভিযান করিয়া কলচুরিদের পরাজিত করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতা ও পত্নীর দিক্ দিয়া এই কলচুরিদের সহিত ইঁহার সম্পর্ক ছিল। ৯৫৭ খ্রীঃ এই অভিযান সংঘটিত হইয়াছিল।[১২]

বুতুগের পুত্র মারসিংহের শ্রবণ-বেল.-গোল.l-শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে, মারসিংহ অকালবর্ষের সেনানায়ক হইয়া উত্তর-প্রদেশ জয় করেন। অকালবর্ষ তাঁহাকে গুর্জরদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহাতে মারসিংহ নোল.ম্বাডীর পল্লবদিগকে পরাজিত করেন। তাঁহার এই যুদ্ধাভিযানের কথা তাঁহার ৯৬৩ খ্রীঃ কূড্লুর-তাম্রলিপিতে উল্লিখিত আছে। উহাতে দেখা যায় যে, উত্তর-প্রদেশে অভিযান করিবার সময় মারসিংহকে অকালবর্ষ স্বয়ং গঙ্গপাডির (গঙ্গরাজ্যের) সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৯৬৩-৪ খ্রীঃ মারসিংহের অভিষেক-ক্রিয়া হইয়াছিল [মারসিংহ দ্র°]।[১৩]

৯৬৬ খ্রীঃ বেল্লারি জেলার অন্তর্গত কোল.গোল্লুর একটী শিলালেখ হইতে জানা যায়, ৯৬৫-৬৬ খ্রীঃ কৃষ্ণরাজের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা খোট্টিগদেব রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১৪]

কৃষ্ণরাজের রাজ্যকালে জৈন কবি সোমদেব প্রসিদ্ধ 'যশস্তিলক' রচনা করেন [সোমদেব দ্র°]।[১৫]

[JBBRAS, xviii. 241ff. 260 ; (n. s.) x. (1934), 21-37 ; BG, i. pt.-ii, 305ff, 418ff ; Bisheshwar Nath Reu ; Hist. of the Rashtrakutas, Jodhpur, 1933 ; BD, 73, 78, 97 ; HInsSI, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 283-84 ; HIns, 10-11 ; EI, ii. 167, 171, iii. 54 ; v. 188 ; EC, viii. 75, 77, 83, 471, 476 ; xi. 75 ; VR, i. 44, 579, 586, 622, 633, 778, 1050 ; 2 of 1897, 428 of 1902 ; 375 of 1909 ; 119 of 1906. ; 232 of 1902 ; 181 of 1912 ; MysAR, 1923, no. 115, 116 ; ASR, 1912 ; ASSI, iii. 112 ; IA, vii. 101 ; xii. 225, 257, 270-71 ; xvi. 18 ; RCI, 86, 88, 89, 94-5 ; JG, xviii. 171 ; এবং অবন্ধে বিবৃত পাদটীকা]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অকালবর্ষ, কৃষ্ণরাজ — অমোঘবর্ষের 'মহাসামন্তাধিপতি'; রাষ্ট্রকূট-বংশীয় (২য় পর্যায়) রাঠোর দ্বিতীয় ধ্রুবের সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ইনি দ্বিতীয় ধ্রুবের ভ্রাতা দন্তিবর্মার পুত্র ও অকালবর্ষ শুভতুঙ্গের পৌত্র। ৮১০ হইতে ৮৩২ শকাব্দের মধ্যে মূল পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ২য় কৃষ্ণরাজ অকালবর্ষ গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন [অকালবর্ষ, ২য় কৃষ্ণরাজ দ্র°]। রাষ্ট্রকূট ২য় পর্যায়ে কৃষ্ণরাজ অকালবর্ষের পরে আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না।—৮৮৮ খ্রীঃ (৮১০ শকাঃ) প্রদত্ত বগুম্‌রা তাম্রলিপি।

[IA, xiii. 65 ; xviii. 90 ; EI, iii. 54 ; BG, i. pt.-ii, 412 ; RCI, 81]

অকালবর্ষ শুভতুঙ্গ – রাঠোর—রাষ্ট্রকূটবংশীয় (২য় পর্যায়) পঞ্চম নৃপতি; ৮৫০ খ্রীঃ সিংহাসনারোহণ করেন। পিতা—চতুর্থ নৃপতি ১ম ধ্রুবরাজ নিরুপম ধারাবর্ষ। ইঁহার পর ইঁহার পুত্র ২য় ধ্রুবরাজ নিরুপম ধারাবর্ষ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৮৬৩ খ্রীঃ)।

৮৬৬-৬৭ খ্রীঃ প্রদত্ত বড়োদা-শিলালিপিতে দেখা যায়, রাষ্ট্রকূট সামন্তনৃপতি ধ্রুবরাজ নিরুপম ধারাবর্ষ গুর্জরের বল্লভ-বাহিনীর (সম্ভবতঃ 'অণহিলবাড়া'র চাবড়াগণ) সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাদের প্রতিহত করেন। অকালবর্ষ শুভতুঙ্গ শীঘ্রই বল্লভবাহিনী-কর্তৃক অবরুদ্ধ পৈতৃক রাজ্যও পুনরুদ্ধার করেন।

[EI, iii. 54 ; JBBRAS, xvi. 105 ; IA, xii. 179, 188 ; xiii. 69 ; RCI, 76, 78, 301]

অকালবুঙ্গ — শিখ অকালী-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ মন্দির। পঞ্জাবের অন্তর্বর্তী অমৃতসরে ইহা অবস্থিত। অমৃতসরে 'হরিমন্দির' বা 'দরবার-সাহিব' শিখ-মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলে একটী সুবৃহৎ অঙ্গনে পড়া যায়। ইহার পশ্চিমে অকালবুঙ্গ মন্দির [দরবার-সাহিব ও অমৃতসর দ্র°]। অকালবুঙ্গ অর্থে অমর পুরুষের বা ঈশ্বরের পান্থশালা। ইহা অকালীদের চারিটী 'তখ্ত' বা 'পবিত্র সিংহাসনে'র অন্যতম [অকালী দ্র°]। ১৩০৭ খ্রীঃ (১০ই হার, ১৬৬৩ সংবৎ) অকালীদের

[৯] EC, iii. 41 ; EI, ii. 168 ; vi. 40 ; vii. 192 ; xii. 123. কাহারও কাহারও মতে ১ম পরান্তক ৯৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারই রাজ্যকালে তকোল-যুদ্ধ সংঘটিত হয়।—EI, xix. 288.

৯৪৯-৫০ খ্রীঃ আটকূর-শিলালেখে উল্লিখিত আছে, বুতুগ রাজাদিত্যকে ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিয়া নির্দয়ভাবে নিহত করিয়াছিলেন।

[১০] RCI, 91 ; EI, ii. 174 ; iii. 169.

[১১] EI, vii. 138. [১২] id, xix. 288.

[১৩] EI, v. 151ff. 172 ; xix. 89 ; MysAR, 1921, 17ff ; REC, no. 158.

Riceএর মতে ৯৬১ খ্রীঃ মারসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন।—Coorg Ins. 12, table.

[১৪] BD. 54 ; VR, i. 84 ; 236 of 1913.

[১৫] PR (ii), 33-49.

প্রবর্তক গুরু হরগোবিন্দ সিং-কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দির অহ্‌মদ শাহ্‌ অব্‌দালী-কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু শিখগণ অল্পকালের মধ্যেই ইহার পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন [অহ্‌মদ শাহ্‌ অব্‌দালী দ্র°]; অতঃপর খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে মহারাজ রণজিৎ সিং এবং হরি সিং নালব-প্রমুখ শিখ-সর্দারগণের সৌজন্যে ইহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

প্রতি বৎসর প্রায় ১২০০ শিখ অকাল-বৃক্ষে 'পহুল' (দীক্ষা) গ্রহণ করে। মন্দির-সংলগ্ন বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া পুরোহিত প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান নরনারীকে দীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। এই বারান্দা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এইস্থানে পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবারও ব্যবস্থা আছে [অকালবৃক্ষে দীক্ষা-পদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্তের নিয়মগুলি 'অকালী' শব্দে দ্র°]।

প্রতি দিন প্রাতঃকালে অকালবৃক্ষ হইতে গুরুগোবিন্দের 'গ্রন্থ-সাহিব' বিশেষ সমারোহের সহিত প্রধান দ্বার দিয়া দরবার-সাহিব মন্দিরে আনীত হয় এবং রাত্রে অনুরূপ আড়ম্বরের সহিত যথাস্থানে রক্ষিত হইয়া থাকে ['গ্রন্থ-সাহিব' দ্র°]।

অকালবৃক্ষের গম্বুজ সুবর্ণপাতমণ্ডিত। শিখ ব্যতীত কোন দর্শককে মন্দির-সংলগ্ন বারান্দার উপর যাইতে দেওয়া হয় না। বারান্দার এক স্থানে গুরুদিগের কয়েকটা শস্ত্র অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত শস্ত্র কয়টা উল্লেখযোগ্য :—গুরু গোবিন্দের একটা তরবারি, ইহার দ্বারা তিনি মুসলমান শত্রুদের নিহত করিয়াছিলেন; তাঁহারই একটা মুষল; মহারাজ রণজিৎ সিং, নাভার রাজা হীরা সিং ও ঝীন্দ্‌এর রাজা সুরূপ সিংএর তরবারি। বাবা দীপ সিং শহীদের একটা তপ্পোত (সুবৃহৎ তরবারি)—ইহার সাহায্যে ইনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; বাবা গুরুবখ্‌শ সিংএর একটা বৃহৎ তরবারি; গুরু গোবিন্দের এক খানি ছুরিকা—কথিত আছে, ইহা দ্বারা তিনি চারিটা ব্যাঘ্র নিহত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই ব্যবহৃত একটা তীর—ইহা তিনি তিন মাইল পর্যন্ত ছুঁড়িতেন। পূর্বদিকে একটা ছোট ঘরে প্রাচীরে দুই খানি চিত্র অঙ্কিত আছে—এগুলি কাচের আবরণের মধ্যে রক্ষিত; একটা বাজপক্ষী-সহ গুরু গোবিন্দের প্রতিকৃতি এবং অপরটা দাক্ষিণাত্যের অবচলনগরের শিখ-মন্দিরের চিত্র [অকালী দ্র°]। এই গৃহে অকালবৃক্ষের ধন-ভাণ্ডার রক্ষিত আছে। দক্ষিণদিকের আর একটি গৃহে গ্রন্থ-সাহিবের অনুলিপিসমূহ রক্ষিত আছে। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে একটা গৃহে অকালীদিগকে ভাঙ্‌ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। *

[Sirdar Sunder Singh Ramgarhia : Guide to the Darbar Sahib or Golden Temple of Amritsar, Lahore, 1904, 31-6; IG, v. Amritsar শব্দ : Siromani Gurudvara Pravandhak Committee, Amritsar : Sat Sri Akal, 1924 ; Hon. W. G. Osborne : The Court & Camp of Ranjeet Singh, Lond. 1840]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অকালবৃষ্টি—[অকালে বৃষ্টি—৭-তৎ] স্ত্রী°. অসময়ে বর্ষণ।

অকালবেলা—[অকাল (অযোগ্য অথবা অশুভ) যে বেলা—কর্মধা°] ১ যাহা উপযুক্ত সময় নহে, অসময়। ২ অশুভ সময়।

অকালবোধন—[অকালে বোধন—৭-তৎ] ক্লী°, অসময়ে জাগরণ—অসময়ে দেবীর জাগরণের জন্য বিহিত অনুষ্ঠান-বি°। উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন এবং দক্ষিণায়ণ দেবতাদের রাত্রি। রাত্রিতে নিদ্রিতের পূজা বিধেয় নহে; সুতরাং আশ্বিন মাসে (শারদ-শুক্লপক্ষে) রামচন্দ্র রাবণ-বধার্থ দুর্গার বোধন করায় তাহা দেবতাদের রাত্রিকাল বলিয়া এই বোধন অকালবোধন নামে খ্যাত।]

অকালমেঘোদয়—[অকালে মেঘোদয়—৭-তৎ] অসময়ে মেঘের আবির্ভাব।

অকালসহ—[ন—কাল—সহ + অন্‌ ক] বিণ, ১ যাহার কালবিলম্ব সহে না, অধীর। ২ যে দুর্গ দীর্ঘকাল অবরোধ সহে না।

অকালী—শিখ ধর্মসম্প্রদায়-বি°। দশম শিখ গুরু হরগোবিন্দ সিং (১৬৭৫—১৭০৮ খ্রীঃ) ইহার প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায় গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য শিখদিগকে একতা-সূত্রে বাঁধিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। 'অকালী' অর্থে অমর। অকালীগণ 'অকাল পুরুষ' বা 'অকাল পুরুষ' অর্থাৎ অমর পুরুষের (ঈশ্বরের) উপাসক।[১] অনেকের মতে 'অকালী' অর্থে অজেয়, সুতরাং নিজেদের অজেয়রূপে দেখে বলিয়াই এই সম্প্রদায় 'অকালী' নামে পরিচিত হইয়াছে।

অধিকাংশ অকালী নিজেদের 'নিহঙ্গ' নামে পরিচয় দিয়া থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমুদয় অকালী-সম্প্রদায়ে এই নামের প্রয়োগ দেখা যায়। 'নিহঙ্গ' অর্থে মকর বা হাঙ্গর এবং উহা অনন্তকালের প্রতীক। এজন্য শিখদিগের মাথায় ব্যবহৃত অনন্যসাধারণ চূড়াবিশিষ্ট নীল পাগড়ী নিহঙ্গের অনুরূপ বলিয়া গুরু গোবিন্দ এই নামের প্রচলন করেন।[২]

---

* M'Gregor (Hist. of the Sikhs, i. 238) বলেন যে, কেহ অকালবৃক্ষে উপস্থিত হইলে তাহাকে কয়েকটা টাকা দিতে হয়। উহার পরিবর্তে তাহার মুখ দেখিবার জন্য তাহার মুখের কাছে একটা ছোট আয়না ধরা হইয়া থাকে ও কিছু চিনি দেওয়া হয়। এই রীতি পূর্বে থাকিলেও, এখন দেখা যায় না।

১ Murray : Hist. of Panjab, i. 130 : Cunningham : Hist. of the Sikhs, 117.

২ Sundara Sinha : Guide to Darbar Sahib, 33. এই শিরস্ত্রাণ পরিধান করিলে পরিহিত শিখের পক্ষে একটা ভয়ঙ্কর ভাবের সূচনা করে। হাতে কিছু না থাকিলে এই পাগড়ীই তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার মস্তকাভরণের সহিত বহু লৌহের চাকতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরবারি, ছুরিকা ও শিকল এবং কঙ্কণ ও মুষ্টি-ছাদে বহুবিধ অস্ত্রাদি বিলম্বিত থাকে।—id. 34.

কানিংহামের Hist. of the Sikhs (p. 379) গ্রন্থে দেখা যায়, 'নিহঙ্গ' শব্দের অর্থ 'উলঙ্গ' বা 'পবিত্র'। কিন্তু শিখ-ভাষায় ইহার অর্থ 'নির্ভীক' বা 'দুঃসাহসী'। অনেকস্থলে 'নিহঙ্গ' অর্থে 'অসাবধান'। অনেকে আবার ইহার অর্থ 'নঙ্গ' (অর্থাৎ 'উলঙ্গ') বা সংস্কৃত 'নিঃসঙ্গ' (অর্থাৎ 'যাহার কোনও সংস্রব নাই') শব্দ হইতে করিয়া থাকেন। দুঃসাহসিকতাই নিহঙ্গদের বৈশিষ্ট্য।—Maclagan : Panjab Census Report (1891), Para 107ff. [Ibbetson : id. (1881), 552-3 দ্র°]

ইতিহাস—গুরু গোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অজিত সিং সর্বপ্রথম অকালী-ধর্মে দীক্ষিত হন। গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর অকালীগণ বৈরাগী বন্দার প্রবর্তিত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু মহারাজ রণজিৎ সিংএর পূর্বে সম্যক্‌রূপে শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে নাই [বন্দা দ্র°]। রণজিৎ সিংএর রাজত্বকালে (১৮০১—৩৯ খ্রীঃ) ইহারা ফূলা সিংএর অধিনায়কত্বে অত্যধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে। ফূলা সিং স্বয়ং চরিত্র-বান্ ছিলেন, তজ্জন্য অনেক শিখ তাঁহার অনুসরণ করে। কালে ইহারাই শিখ সৈন্যদিগের মধ্যে দুর্ধর্ষ ও অসীমসাহসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই সময়ে অমৃতসরে অকাল-বুঙ্গ নামক স্থানে ইহারা মুখ্যানিবেশ স্থাপন করিয়া রণজিৎ সিংকে সাহায্য করিত। ইহাদিগের উপর রণজিৎ সিংএর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; ইহাদিগের সদ্‌গুণ-রাজিতেও তিনি বশীভূত হইয়াছিলেন। প্রতি যুদ্ধে সর্বাগ্রে ইহাদেরই দেখা যাইত।

শিখ-ইতিহাসে অকালীগণ বিশেষভাবে 'শহীদ' রূপে পরিচিত।[৩] ১৮১৮ খ্রীঃ মুলতান আক্রমণকালে সাধু সিংএর নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় ধর্মান্ধ অকালী মুলতান-দুর্গের অধিকার লাভ করিয়াছিল।[৪] ১৮০৯ খ্রীঃ অমৃতসরে মেট্‌কাফের সহিত যুদ্ধকালে ফূলা সিং প্রথম অকালী-দিগের অধিনায়করূপে মেট্‌কাফকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফূলা সিংএর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া রণজিৎ সিং তাঁহাকে নিজকার্যে নিযুক্ত করেন। অতঃপর ফূলা সিং তাঁহার অকালী-বাহিনী লইয়া সিন্ধু-উপত্যকার দুর্দান্ত পাঠানগণের বিরুদ্ধে ও কাশ্মীরে অভিযান করিয়াছিলেন। এই আক্রমণে সিন্ধু-উপত্যকার মুসলমানগণ জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল।[৫] ১৮২৩ খ্রীঃ তরাই-রণক্ষেত্রে রণজিৎ সিংএর পক্ষে ফূলা সিং যুসুফজাইদিগকে পরাজিত করেন, কিন্তু আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। নৌশহর নামক স্থানে তাঁহার সমাধির উপর একটী মন্দির নির্মিত হয়।[৬]

অশ্বারোহী অকালী [ফূলা সিংএর প্রতিকৃতি হইতে গৃহীত]

ফূলা সিংএর অভ্যুদয়ের পূর্বে অকালীগণ শত্রু ও মিত্র উভয়েরই ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মের নামে ইহারা বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করিত। ইহাদের দমন করিবার জন্য শিখ সর্দারেরা বাধ্য হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে বাহিনীও প্রেরণ করিতেন। রণজিৎ সিং ইহাদিগকে নিজের দলভুক্ত করিয়া শক্তিশালী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা আপনাদের শক্তির অপব্যয় করিতেছে দেখিয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে তিনি ইহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে ইহাদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য নষ্ট হইয়া যায় ['ফূলা সিং' ও 'রণজিৎ সিং' দ্র°]।

অমৃতসরের অকালবুঙ্গে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে শিখগণ সমবেত হইয়া এক জাতীয় সভায় আহ্বান করিত; এই সভার নাম 'গুরুমত্ত'। গুরুমত্তে সমুদয় খালসা-(শিখ) নায়কগণ যোগদান করিতেন। উহাতে অকালীগণ প্রার্থনা-সঙ্গীত করিত এবং সর্বশেষে সকলকে গুরু নানক যেরূপ রুটি খাইতেন সেই-রূপ রুটি খাইতে দিত। ১৮০৫ খ্রীঃ পঞ্জাবে বৃটিশ-কর্তৃক হোলকার আক্রান্ত হইলে ইহারা সর্বশেষ গুরুমত্তের আহ্বান করিয়াছিল। গুরুমত্তের সর্বপ্রথম আহ্বান করিয়াছিলেন গুরু গোবিন্দ সিং।

বেশভূষা—অকালীগণ পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ বিচিত্র পোষাক ব্যবহার করিয়া থাকে।[৭] ইহারা মাথায় লোহার চাক্তি

---

৩ Malcolm : Sketch of the Sikhs, 53.

৪ JHI, (1934)-xii. pt-iii. 366-72.

৫ Prinsep : Sikh Power in the Panjab, 111 ; Smyth : Hist. of the Reigning Family of Lahore, 185-92.

৬ এই স্থান বর্তমানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত।

৭ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম নীলবর্ণ কাপড় পরিধান করিতেন (তজ্জন্য তাঁহাকে নীলাম্বর বলা হইত)। অকালীরা বেশভূষায় উহাই অনুকরণ করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। -Malcolm : Asiatic Researches, xi. 22.

দেওয়া পাগড়ী পরে এবং বক্ষঃস্থলে বিচিত্র লৌহাস্ত্র বিলম্বিত করিয়া রাখে। ইহাদিগকে পাঁচটী 'ক' ('কক') অর্থাৎ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয়; যথা—(১) 'কেশ'—মাথার চুল অকর্তিত রাখিতে হইবে, (২) 'কচ্ছ'—কাছ=কসাবার=ছোট পায়জামা বা জাঙ্গিয়া পরিধান করিতে হইবে, (৩) 'কড়া'—হস্তে লৌহ-বলয় ধারণ করিতে হইবে, (৪) 'খণ্ড' বা 'কৃপাণ'—লৌহনির্মিত ছুরিকা সঙ্গে রাখিতে হইবে এবং (৫) 'কঙ্ঘা'—চিরুণী ব্যবহার করিতে হইবে। এগুলির মধ্যে প্রথম নিয়মটী অবশ্যপালনীয়। কোন কোন অকালীকে একটী নীল পাগড়ীর নিম্নে পীত-বর্ণ পাগড়ী পরিতে দেখা যায়; যাহারা এইরূপ দ্বিতীয় পাগড়ী পরিধান করে, তাহাদের কপালের উপর একটীমাত্র নীল কাপড়ের বেড় বা ফেরতা দেওয়া থাকে। বসন্ত-পঞ্চমীতে অকালীগণ পীতবর্ণ পাগড়ী পরিধান করে।[৮] কোন কোন অকালীকে মাথায় জটা রাখিতে দেখা যায়। যাহারা জটা রাখে না তাহারা মাত্র 'ডুর' ও 'লোটা'র জল ব্যবহার করে। যে কোন অকালীর অনুমতি-পত্র থাকিবে সেই-ই তরবারি ব্যবহার করিতে পারিবে। সে লৌহের আংটা-দেওয়া একটী বর্শাও ব্যবহার করে। এই বর্শার শিখ নাম 'সলোতর্'।

ধর্ম ও রীতিনীতি—সাধারণতঃ অকালী-গণ কৌমার্যব্রতাবলম্বী। বিবাহের সময় ইহারা পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের সাহায্য লয় না। ইহারা হিন্দু রীতি মানিয়া চলে না—বিবাহেও হিন্দু রীতি অনুসরণ করে না।[৯] ইহাদের একটী শাখার লোকেরা কখনও স্ত্রীলোকের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না; অপর শাখার লোকেরা আপন নামের সহিত 'সিং' বা 'সিংহ' উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকে।[১০] অন্যান্য শিখ-দিগের ন্যায় ইহারা মদ্য বা মাংস গ্রহণ করে না; তবে ইহারা প্রচুর 'ভাঙ্' গ্রহণ করিয়া থাকে। যে সমুদয় অকালী জটা রাখে তাহারা ধুম পান করে না, কিন্তু যাহারা 'ডুর' ও 'লোটা' ব্যবহার করে তাহারা ধুমপান করিয়া থাকে। গুরু কিংবা শিষ্য হইতে গেলে কোন বিশেষ নিয়ম নির্ধারিত নাই।

ইহারা সাধারণতঃ যোদ্ধা। সৈন্য না হইলেও প্রত্যেক অকালী গুরুর অনুগত সৈন্য। সে নিজেকে লক্ষ লক্ষ অকালীর সমান মনে করে। কোন স্থানে পাঁচ জন অকালী উপস্থিত থাকিলে তাহারা পাঁচ লক্ষ অকালীর উপস্থিতি জানায়। যদি এক জনকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কেমন আছ?' সে উত্তর করিবে, 'বাহিনী ভালই আছে।' যদি এক জনকে জিজ্ঞাসা করা যায়, 'কোথা হইতে আসিতেছ?' সে বলিবে, 'বাহিনী লাহোর হইতে আসিতেছে।'

উপাসনার পরে অকালী যথাশক্তি চীৎকার করিয়া বলে, 'সৎ শ্রী অকাল' অর্থাৎ অমর পুরুষ ঈশ্বর সত্য। কোন অকালীকে 'করাহ্ প্রসাদ' ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া অর্থ দিলে, তখনই সে চীৎকার করিয়া এই 'জয়কার' উচ্চারণ করে।

অমৃতসরের অকালবুঙ্গ, হুসিয়ারপুর জেলায় গুরুদ্বার আনন্দপুর সাহিব, বিহারের অন্তর্গত পাটনার মন্দির ও দাক্ষিণাত্যের অবচলনগরের মন্দির অকালীদের চারিটী মুখ্যস্থান। এই তীর্থগুলি 'তখ্ত' ('পবিত্র সিংহাসন') নামে পরিচিত।[১১] তখ্ত অকালবুঙ্গ অকালীদের সর্বপ্রধান মিলনক্ষেত্র [অকালবুঙ্গ দ্র°]। আনন্দপুরে গুরু গোবিন্দের নিজ বাটী। বার্ষিক হোলী-উৎসবে অকালীগণ এই স্থানে বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান করিত। রণজিৎ সিংএর রাজ্যকাল পর্যন্ত ইহা অকালীদের সর্বপ্রধান আখড়া ছিল [আনন্দপুর দ্র°]। দাক্ষিণাত্যের অবচল-নগরে গুরু গোবিন্দ দেহত্যাগ করেন; তজ্জন্য ইহা অকালীদের একটী বিশেষ তীর্থরূপে পরিগণিত [অবচলনগর দ্র°]।

দীক্ষা—অকালীদের দীক্ষাকে 'পহুল' বলা হয়। যে কোনও স্থানে গুরু গোবিন্দের 'গ্রন্থ-সাহিবের' সমক্ষে যে কোন প্রতিষ্ঠা-বান্ শিক্ষিত বা ধর্মানুচারীর নিকট অকালীরা পহুল লইতে পারে। কিন্তু যথাসম্ভব চারিটী তখ্তেই পহুল হইয়া থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই দীক্ষিত হইতে পারে, তবে স্ত্রীলোকের দীক্ষাকালে অপেক্ষা-কৃত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। উভয়েরই মধ্যে বিবেচনা-শক্তির প্রকাশের বয়স উপস্থিত না হইলে, অর্থাৎ সাধারণতঃ ১০ বৎসরের পূর্বে পহুল দেওয়া হয় না। অধিকাংশ অকালী অকালবুঙ্গে দীক্ষিত হয়। অকালবুঙ্গের বিধি-অনুসারে ইহারা নিম্নলিখিত বিধানে দীক্ষিত হয়:—

পুরোহিত 'গ্রন্থ-সাহিব' লইয়া যে পহুল গ্রহণ করিবে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হন। এই উপলক্ষে পাঁচ জন

---

৮ অকালীদের পাগড়ী ও বেশ লইয়া অনেকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, এক দিন গুরু গোবিন্দ দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র মস্তে সিং চূড়াদার পাগড়ী (এই পাগড়ী অকালীরা ব্যবহার করে) মাথায় বাঁধিয়া খেলা করিতেছে। তিনি পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া ঐরূপ পাগড়ীওয়ালা এক ধর্মসম্প্রদায় গঠন করিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, একবার 'জিন্দগা-নীম' নামক গ্রন্থের রচয়িতা নন্দলাল নামে দ্বিতীয় এক জন মন্ত্রী গুরু গোবিন্দকে পীতবর্ণ পাগড়ী পরিয়া দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং গুরুও তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। আবার মতান্তরে দেখা যায়, গুরু গোবিন্দ যখন অম্বালার চামকউর হইতে সাহরানার মাচিবারাতে এক জন পাঠান বন্ধুর গৃহে পলায়ন করিতেছিলেন তখন তাঁহারই ছদ্মবেশের পরিচ্ছদ অকালীরা পরিচ্ছদে পরিণত করেন।

ভাই গুরুদাস লিখিয়াছেন—

'নিবাহ্, হুকেন্, দুর্খ্, ক্রধাএ।

জো পহ্নে সোই গুরকাই॥'

অর্থাৎ 'যাহারা কৃষ্ণবর্ণ বেশ পরিধান করে (অকালী), যাহারা শ্বেতবর্ণ বেশ পরিধান করে (নির্মল) এবং যাহারা লোহিত (উদাসী) বা পীতবর্ণ বেশ পরিধান করে তাহারা শিখ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৯ W. Crooke: The Tribes & Castes, i. 77; Maclagan: Panjab Census Report (1891).

১০ Sundara Sinha: Guide to the Darbar Sahib, 34.

১১ id. 32.

দীক্ষিত শিখ তখ্তে উপস্থিত থাকে। তখন পুষ্করিণী হইতে লৌহ-নির্মিত পাত্র ভরিয়া পবিত্র জল আনা হয় এবং উহাতে সামান্য চিনি দিয়া একটী উভয় দিকে ধারাল 'খণ্ড' (ছুরিকা) দ্বারা মিশ্রণ করা হয় ; কিন্তু দীক্ষাগ্রহণকারী স্ত্রীলোক হইলে এক দিকে ধারাল 'কর্দ' (ক্ষুদ্র তরবারি) দ্বারা মিশ্রণ করা হইয়া থাকে। এই মিশ্রিত বস্তুকে শিখগণ 'অমৃত' বলে। অতঃপর উক্ত পাঁচ জন দীক্ষিত শিখ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকে এবং তাঁহাদেরই মধ্যে এক জন খণ্ড দ্বারা অমৃত গুলাইতে থাকে। ইহার পর পাঁচ-বার এই অমৃত ঐ ছুরিকার দ্বারা দীক্ষা-গ্রহণকারীর মুখের উপর ছিটাইয়া দেওয়া হয়। এই সময় দীক্ষাগ্রহণকারীকে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া থাকিতে হয় এবং 'বাহ্ গুরুজী কা খালসা, বাহ্ গুরু জী কী ফতেহ্' (অর্থাৎ 'ভগবানের খালসা, ভগবানের জয়') বলিতে হয়। ইহার পর দীক্ষাগ্রহণকারী হাতে অমৃত লইয়া উহা পাঁচ বার চুমুক দিয়া ও পাঁচ বার মাথায় দিয়া অবশেষে পাত্র হইতে সমস্ত অমৃতটুকু পান করিয়া লয়। অনন্তর তাহাকে ময়দা, চিনি ও ঘী দ্বারা প্রস্তুত 'করাহ্ প্রসাদ' দেওয়া হয়। সে উহা অন্যান্য নবদীক্ষাপ্রাপ্ত শিখদিগের সহিত একত্র ভক্ষণ করে। এই সময় হইতে সে অকালী হইয়া 'সিং' বা 'সিংহ' উপাধি লাভ করে।

কোন পাপকার্য করিলে অনেকক্ষেত্রে অকালীগণ অপরাধ ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে। অকালবুঙ্গে প্রধানতঃ এই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। দোষী তখ্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপন অপরাধ স্বীকার করে। পুরোহিত তাহাকে দোষের গুরুত্ব-অনুসারে 'তঙ্খাহ্' (অর্থদণ্ড) করেন। অপরাধী দরিদ্র হইলে 'তঙ্খাহ্' প্রদানে অসমর্থ বলিয়া মন্দির পরিষ্কার বা কয়েকটী মন্ত্রের পুনরুচ্চারণ প্রভৃতি করিয়া অব্যাহতি পায়। অনেক সময় দোষীকে পুনর্বার দীক্ষিত করা হয়। কথিত আছে, এমন কি মহারাজ রণজিৎ সিং মুসলমান মোরনের সহিত বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ায় অকালবুঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

[E. Trumpp : Die Religion der Sikhs, Leipzig, 1881 ; Sundara Sinha : Guide to Darbar Sahib or Golden Temple of Amritsar, 1904 ; J. C. Oman : Mystics, Ascetics, and Saints of India, Lond. 1903, 153, 198-201 ; J. D. Cunningham : A Hist. of the Sikhs, Lond. 1853 ; Sir John J. H. Gordon : The Sikhs, Lond. 1904 ; A. Barth : Religions of India, Lond. 1889, 248ff ; John Buchan : The Nations of To-day (India), Lond. 1923, 33 ; W. G. Osborne : The Court and Camp of Ranjeet Singh (with illustrations), Lond. 1840 ; Carmichael Smyth : A Hist. of the Reigning Family of Laho e, Cal. 1847, 21, 185-92 (Phoola Sing) : W. Crooke : Things Indian, Lond. 1906, 431 ; H. T. Prinsep : Origin of the Sikh Power in the Panjab, Cal. 1834 ; Siromani Gurudvara Pravandhak Committee, Amritsar—Sat Sri Akal, 1924 ; W Crooke : The Tribes & Castes of N. W. Provinces & Oudh, i. Cal. 1896, 76-7 ; Russel & Hiralal : The Tribes & Castes of the C. P. of India, i. Lond. 1916, 317-25 ; Handbook of Castes & Tribes, compiled by Tea Districts Labour Assn., Cal. 1924, 108 ; Rev. M. A. Sherring : Hindu Tribes & Castes of India, i. Cal. 1872, 269 ; MBH, 175 ; Sir Denzil Ibbetson : Panjab Census Report (1881) and E. D. Maclagan : id. (1891) ; Khazam Simha : Hist. & Philosophy of Sikh Religion (2 pts.), 1914 ; C. Rebsch Stulpenagel : The Sikhs of Lahore, 1870 ; Max Arthur Macauliffe : Sikh Religion (4 vols.), 1919 ; Rup Singh : Sikhism, Amritsar, 1911]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অকালে—[অকাল স্র°] ক্রি-বিণ, ১ অসময়ে। ২ অল্প বয়সে।

অকাল্পনিক— [ন=অ+কল্পনা+ইক ; স্ত্রী— ী] বিণ, যাহা কল্পনাসম্ভূত নহে ; প্রকৃত, বাস্তব, যথার্থ।

অকাল্য—[অকাল+য—স্বার্থে] অসাময়িক unseasonable.

অকাশকুলিআ—[বৌ° বা° প্রা°] [আকাশকুসুম দ্র°]।

অকিকা—গুজরাটের মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত একটা প্রথা। সন্তান প্রসব হইবার পর সপ্তম, চতুর্দশ অথবা একবিংশ দিবসে মুসলমানই এই অনুষ্ঠানটী যত্ন-সহকারে সকল শ্রেণীর করিয়া থাকে।

এই অনুষ্ঠানের দুইটী অঙ্গ—(১) শিশুর মস্তক-মুণ্ডন ও (২) একটী বা দুইটী ছাগ-বধ। যদি শিশু বালিকা হয় তাহা হইলে একটী এবং বালক হইলে দুইটী ছাগ ক্রয় করিয়া আনা হয়। কয়েক জন আত্মীয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং একটী নাপিত ডাকা হয়। শিশুর মস্তকে ক্ষৌরকার্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সঙ্কেত করিবামাত্র শিশুর পিতা বা পিতৃনির্দিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি ছাগের কণ্ঠদেশে এই বলিয়া ছুরিকার পোঁচ দেয় 'আমি এই শিশুর হিতার্থে এই পশুটাকে বা পশুগুলিকে বলি দিতেছি—রক্তের পরিবর্তে রক্ত, চর্মের পরিবর্তে চর্ম, মাংসের পরিবর্তে মাংস এবং লোমের পরিবর্তে লোম'। ক্ষৌরকার্য শেষ হইলে শিশুর নখ ও চুল একটা আধ সেঁকা রুটীর উপর লইয়া নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। নাপিত সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নিকটে যায় এবং প্রত্যেকে তাহার বাটীতে ২।১টী পয়সা দান করিয়া থাকে। তাহার পর নিমন্ত্রিত-গণকে পরিতোষসহকারে ভোজন করান হয়।* সর্বসমেত ধনীর গৃহে এই অনুষ্ঠানে কুড়ি হইতে ত্রিশ টাকা এবং দরিদ্রের গৃহে তিন হইতে সাড়ে সাত টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

অকিঞ্চন,—[ন =অ (নাই)+কিঞ্চন (কিছু) যাহার—বহু° ; স্ত্রী°— া] বিণ, ১ নিঃস্ব, দরিদ্র। ২ দুঃখী। ৩ সামান্য, ইতর। ৪ মূঢ়, মত্ত। ৫ সংসার-বিরাগী। ৬ (বা°) একাগ্র, ঐকান্তিক। ৭ কৃপণ।

* এই ছাগমাংস রন্ধনের সময় ইহার অস্থিসকল অখণ্ডিত রাখা হয় এবং মাংস হইতে অস্থি পৃথক করিয়া পুড়িয়া ফেলা হয়। মাংস ও চর্ম তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ দান করা হয়, এক ভাগ বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং এক ভাগ আত্মীয়স্বজনকে ভোজন করান হয়।

অকিঞ্চন,—সঙ্গীতকার। প্রকৃত নাম—দেওয়ান রঘুনাথ রায়। ইঁহার সঙ্গীতগুলি 'অকিঞ্চন' ভণিতাযুক্ত। জন্ম, ১৭৫০ খ্রীঃ; মৃত্যু, ১৮৩৬ খ্রীঃ (১৯এ ভাদ্র, ১২৪৩ বঙ্গাব্দ)। নিবাস, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নিকটবর্তী চুপীগ্রামে। পিতা, বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়। অকিঞ্চনও বর্ধমানাধিপতির দেওয়ান ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের অনুগ্রহে ইনি দিল্লীর প্রধান সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিছুকাল ইনি দেওয়ানের কার্য পরিচালনা করিয়া পরমার্থ-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। ইনি বহু শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণবিষয়ক ও অন্যান্য সঙ্গীতও ইনি রচনা করিতেন।

অকিঞ্চনতা,-ত্ব—[অকিঞ্চন+তা—তা°] ১ দৈন্য, দারিদ্র্য। ২ বিনয়নম্রতা। ৩ অর্থস্পৃহাশূন্যতা। ৪ জৈন-সন্ন্যাসীর স্বেচ্ছাবলম্বিত দারিদ্র্য।

অকিঞ্চন দাস,—সহজিয়া-সম্প্রদায়ের 'বিবর্তবিলাস' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। উক্ত গ্রন্থে কবি নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁহার গুরু এবং গুরুর যিনি গুরু তাঁহার নামও উল্লেখ করিয়াছেন—

'বিবর্তবিলাস এই করিএ বর্ণন।
শ্রীরসিকের পাদপদ্ম করিয়ে স্মরণ॥' (পৃঃ ১৭)

অন্যত্র

'সেই রসিকচাঁদ পদে বেড়ি বেড়ি।
এই ত হৃদয়ে আশা সতত আমারি॥
ঠাকুর রসিক বিনে দাস্ত সে কাহারে।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ তাহারি শরীরে॥'
(পৃঃ ১৫১)

এবং

'জয় জয় শ্রীযুত রসিক মহাশয়।
অনন্ত প্রণাম করি তব পাদদ্বয়॥'(পৃঃ ১৫৪)

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অকিঞ্চনের এক গুরুর নাম রসিক ছিল। 'বিবর্তবিলাসে'র প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষভাগে কবি তাঁহার ভণিতায় এই রসিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

'শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে আশ।
অকিঞ্চন হইয়া করি বিবর্তবিলাস॥'
(পৃঃ ১৭, ৩৩, ৫৫, ১০৬)

রসিকই অকিঞ্চনের একমাত্র গুরু ছিলেন না, বিহারী নামে দ্বিতীয় গুরুর উল্লেখও অকিঞ্চন করিয়াছেন—

'শ্রীবিহারীর পদে যেন মোর হয় আশ।
জন্মে জন্মে লাগে তাঁর পদের বাতাস॥
তাঁর কাছে অভিমান নহে যেন মোর।
জন্মে যেন হই বিহারীর গুণে ভোর॥'
(পৃঃ ১৫৪)

অন্যত্র

'শ্রীরূপ রঘুনাথ বিহারী পদে যার আশ।
অকিঞ্চন হইয়া করি বিবর্তবিলাস॥'
(পৃঃ ১৫৬)

চৈতন্যদেবের কেশবভারতী ও ঈশ্বরপুরীর ন্যায় এই দুই গুরুর মধ্যে একজন বোধ হয় অকিঞ্চনের দীক্ষাগুরু এবং অপর ব্যক্তি শিক্ষাগুরু ছিলেন। বিহারীর উল্লেখ করিয়া অকিঞ্চন লিখিয়াছেন—

'যাহার কৃপায় মুই আশ্রয় জানিল।'

অন্যত্র

'গুরুপাশে শুনি মন তোমারে কহিল।
লিখিয়া রাখিছ আর তোমায় শিক্ষা দিল॥'
(পৃঃ ১৫৪)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিহারী অকিঞ্চনের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

অকিঞ্চনের সময়-নির্ণয়—

প্রথমতঃ—'বিবর্তবিলাস'-রচনা-সম্বন্ধে অকিঞ্চন লিখিয়াছেন—

'আমার প্রভুর প্রভু রঘুনাথ নাম।
কহিয়ে তাঁহার কিছু শুন গুণগ্রাম॥
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরেন সামর্থ্য।
গৌরীদাস পণ্ডিতের রচিল যে চরিত অসংখ্য॥'
(পৃঃ ১৪৫)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অকিঞ্চনের গুরুর গুরুর নাম রঘুনাথ ছিল, এবং তিনি শ্রীপাট অম্বিকার নিকটবর্তী কোন এক গ্রামে বাস করিতেন—

'শ্রীপাট অম্বিকা বাগনাপাড়া গুপ্তিগ্রাম।
তাঁহার নিকট গ্রাম নাহি কহিলাম॥
সেই গ্রামে রহেন পরম আমার গুরু।
জীবের উপরে যেন বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আমারে করিলেন যেরূপে আজ্ঞাদান।
প্রকাশিল সেই গুণ শুন শ্রোতাগণ॥'
(পৃঃ ১৪৫)

তাহার বিবরণ এই—

'যে বৎসর তিনি নিত্য গমন করিল।
সে বৎসর মোরে অন্য দেশে পাঠাইল॥
অপ্রকট পরে ছয় মাস যেন আমি।
দেশেতে আইলু মুই ভাগ্যহীন প্রাণী॥
তৃতীয় দিবস-রাত্রে তৃতীয় প্রহর।
নিদ্রা হইল চেতন মোর নাহিক শরীর॥
শেষ রাত্রে আসি মোর মস্তক ধরিয়া।
তোলাইল, উঠ বাপ, বলিল ডাকিয়া॥
যে কর্ম যে ধর্ম পাইলা করহ লিখন।'
ইত্যাদি (পৃঃ ১৪৫-৪৯)

তৎপরে

'সেই স্বপ্ন প্রাতে মোর প্রভুকে কহিল।
শুনিয়া আমার প্রভু কান্দিতে লাগিল॥
কান্দিতে কান্দিতে মোরে করিলেন আজ্ঞা।
প্রভু যাহা কহিলেন সেই সে প্রতিজ্ঞা॥'
(পৃঃ ১৪৯)

ইহারই ফলে 'বিবর্তবিলাস' রচিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিহারীর গুরু রঘুনাথ বৃন্দাবনের বিখ্যাত রঘুনাথ দাস গোস্বামী নহেন। অকিঞ্চন ইহাও লিখিয়াছেন যে, এই রঘুনাথ এক সময়ে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পরে কেশুরিয়া গাছের রস অঙ্গে লেপন করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন (পৃঃ ১৪৬-৭)। রঘুনাথ যে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার আভাস পূর্ববর্তী উল্লেখ হইতে পাওয়া যায়। এক রঘুনাথ আত্মনির্ণয়, আরোপ, মনঃশিক্ষা, রাগকারিকা, সিদ্ধটীকা, সিদ্ধান্তটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal, 300)। সিদ্ধটীকায় রঘুনাথ লিখিয়াছেন—

'সিদ্ধদেহে গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণব কারে বলি ?'

শ্রীরূপ রঘুনাথ (পৃঃ ২)।

তিনি মুকুন্দ শ্রীনিবাসেরও উল্লেখ করিয়াছেন—

'মানসিক নিত্যসিদ্ধা, মুকুন্দের আশ্রয়।
সেই বস্তু শ্রীনিবাস সাধন করিল ॥'

(পৃঃ ৩-৫)।

অতএব এই রঘুনাথ যে মুকুন্দ শ্রীনিবাসের পরবর্তী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা তাঁহার নিজের রচনাই বলিয়া দিতেছে। কর্ণানন্দে (বহরমপুর সং পৃঃ ১০) শ্রীনিবাসের শিষ্য এক রঘুনাথের উল্লেখ রহিয়াছে। সিদ্ধটীকাতেও রঘুনাথ শ্রীনিবাসের উল্লেখ করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রঘুনাথ-রচিত 'মনঃশিক্ষা' নামে এক খানি পুঁথি আছে (ক্রমিক সং ১১২২)। তাহার তারিখ ১০৭৪ সন, অর্থাৎ ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব রঘুনাথ ইহার পূর্বেই বর্তমান ছিলেন। ইহা হইতে বোধ হয় কর্ণানন্দোক্ত শ্রীনিবাসের শিষ্যই গ্রন্থ-প্রণেতা রঘুনাথ।*

এখানে রঘুনাথকে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাইতেছি। তাঁহার অপ্রকটের পরে 'বিবর্ত-বিলাস' রচিত হইয়াছিল। অতএব এই গ্রন্থ রচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—

অকিঞ্চন রসিককেও গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক রসিকদাস ভাগবতামৃত-কণা, রতিবিলাস-পদ্ধতি, রসতত্ত্বসার প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রসতত্ত্বসারে তিনি লিখিয়াছেন—

'শ্রীমথুরাদাস স্বামী তেঁহ কৃপা কৈল।
ছয় প্রমাণ দিয়া তত্ত্বাবলী এ কহিল ॥
পরমাত্মা রূপ সেহ নিত্যদেহে রয়।
রসিক করণ সেই আমারে শিখায় ॥
চৈতন্যরূপ পরমাত্মা গুরু মথুরাদাস।'

(পৃঃ ১৭)

অন্যত্র

'শ্রীমুকুন্দ মথুরাদাস পদে করি আশ।
রসতত্ত্বসার গ্রন্থ কহে রসিকদাস ॥'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মথুরাদাস ছিলেন রসিকদাসের শিক্ষাগুরু। মথুরাদাসের একটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে (৭৮৯ সং পদ)। 'আনন্দলহরী' নামে তিনি এক গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন (Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal, 299)। রসিকের গুরু মথুরাদাস, পদকর্তা মথুরদাস এবং 'আনন্দ-লহরী'-রচয়িতা মথুরাদাস একই ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে।

রসিকদাস মুকুন্দের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। 'বিবর্ত-বিলাসে' মুকুন্দকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলা হইয়াছে।

'কবিরাজের মর্মশাখায় করিয়ে গণন।
মুকুন্দ কনিষ্ঠ শাখা সবার স্নেহের ভাজন।
কবিরাজ চাঁদের তেঁহ হন প্রাণধন ॥'

(পৃঃ ২৬)

অমৃতরত্নাবলী গ্রন্থেও মুকুন্দকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলা হইয়াছে, যথা—

'মুকুন্দদেব গোসাঞির আজ্ঞা পায়া।
সহজ বস্তু লিখিলেন সংস্কার করিয়া ॥' (পৃঃ ৩)

অন্যত্র

'শ্রীযুত মুকুন্দ-আজ্ঞায় লিখিলাম আমি।'

(পৃঃ ২৩)

ইহা হইতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণদাস গোস্বামীর আজ্ঞায় মুকুন্দ সহজ-ধর্মের পুস্তক তাঁহার এক শিষ্য দ্বারা লিখাইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যে কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন, ইহা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বোধ হয় মথুরাদাস তাঁহাদের অন্যতম, এবং এইজন্যই রসতত্ত্বসারে রসিক-দাস মথুরাদাসের নামের পূর্বভাগে মুকুন্দের নাম উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

সিদ্ধান্ত—

অতএব দাঁড়াইল এই—কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ, তাঁহার শিষ্য মথুরাদাস, তাঁহার শিষ্য রসিকদাস, তাঁহার শিষ্য অকিঞ্চন দাস। অতএব অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে শিষ্যপরম্পরায় পঞ্চম স্থানীয়।

আবার বিহারীর দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলেও কৃষ্ণদাসের পরে শিষ্যস্থানীয় শ্রীনিবাস, তৎপর রঘুনাথ, বিহারী ও অকিঞ্চন। এই প্রণালীতে গণনা করিলেও কৃষ্ণদাস হইতে অকিঞ্চন পঞ্চম স্থানীয় হন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে লোকান্তরিত হ'ন। অতএব তাঁহার পঞ্চম পর্যায়ের শিষ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত।

অকিঞ্চন-নাম-নিরুক্তি—

উপরে 'বিবর্তবিলাস' হইতে যে সকল ভণিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পর্যবেক্ষণ করিলে কবির প্রকৃত নাম যে অকিঞ্চন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

'শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে আশ।
অকিঞ্চন হইয়া করি বিবর্তবিলাস।'

ইহা হইতে কবির প্রকৃত নাম কি ছিল, জানা যায় না। বোধ হইতেছে, 'অকিঞ্চন' তাঁহার উপাধি মাত্র। 'ভক্তিরসাত্মিকা' নামক আর এক খানি গ্রন্থের ভণিতায়ও অকিঞ্চনের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের একাধিক পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১০৫ সংখ্যক পুঁথির একটী ভণিতা এইরূপ—

'এই সব বাক্য কহে নিত্য আবেশে।
দয়ার ঠাকুর কহে অকিঞ্চন কৃষ্ণদাসে ॥'

(পৃঃ ২)

কিন্তু ঐ গ্রন্থেরই ১১৫৭ সংখ্যক পুঁথিতে এই ভণিতাটী এইরূপে পাওয়া যায়—

* পদকল্পতরুতে রঘুনাথের তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে (পদ-সংখ্যা ২৩৮৭।২৪৩৭, ২৮৩৯)। সতীশ রায় মহাশয় ঐ পদগুলি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর রচিত বলিয়াছেন (ভূমিকা, পৃঃ ১২৭)। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, পদও যে রচনা করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না, সংস্কৃত ভাষাতে গ্রন্থ রচনা করাই তাঁহাদের প্রথা ছিল। আমাদের মনে হয় পদকল্পতরুর ঐ পদগুলি শ্রীনিবাস-শিষ্য রঘুনাথের রচিত।

'এই মত বাত করেন নিত্যানন্দ আবেশে।
দয়ার ঠাকুর কহে মোর অকিঞ্চন দাসে॥'
(পৃঃ ৩)

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে এক অকিঞ্চন কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া যায়—

'অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম।'

কিন্তু এই অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, অতএব তিনি 'বিবর্তবিলাস'-রচয়িতা অকিঞ্চন নহেন। উক্ত নামের সাদৃশ্যে পরবর্তী কোন কবি বোধ হয় 'অকিঞ্চন' আখ্যা গ্রহণ করিয়া গ্রন্থ-রচনা করিয়া থাকিবেন।

অকিঞ্চন-চরিত গ্রন্থ-পরিচয়—

অকিঞ্চনের ভণিতাযুক্ত দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে—১। বিবর্তবিলাস, ২। ভক্তি-রসাত্মিকা।

১। বিবর্তবিলাস—

এই গ্রন্থ বটতলায় ছাপা হইয়াছে। ইহাতে পাঁচটী বিলাস আছে, তাহাতে যথাক্রমে মঙ্গলাচরণ, মুকুন্দের পূর্ব গুণ-বর্ণন, মনঃশিক্ষা-বর্ণন, নবধা ভক্তি-বর্ণন এবং গায়ত্রীর মর্মার্থ ব্যাখ্যান প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় বিলাসে কবি 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনা-সম্বন্ধীয় বিবরণ এবং মুকুন্দের পূর্ব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করিবার সময় প্রত্যেক অধ্যায় শেষ হইলেই তাহা তাঁহার শিষ্য মুকুন্দকে দেখিতে দিতেন। মুকুন্দ গোপনে তাহা নকল করিয়া নিজের নিকটে রাখিয়া দিতেন। অবশেষে 'চরিতামৃত'-রচনা সম্পূর্ণ হইলে কৃষ্ণদাস তাহা অনুমোদনের জন্য জীব গোস্বামীকে প্রদান করেন। তিনি এই গ্রন্থ যমুনাতে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু ভাসিতে ভাসিতে ইহা মদনমোহনের মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিন দিন পরে জীব গোস্বামী ঐ গ্রন্থ জল হইতে তুলিয়া আনিয়া অন্যান্য গ্রন্থের সহিত এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইহাতে গ্রন্থ-প্রচারের ব্যাঘাত উপস্থিত হইল দেখিয়া কৃষ্ণদাস মনের দুঃখে মথুরায় এক ব্রাহ্মণের ঘরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সেখানেও তিনি তিন দিন উপবাসে কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার এই মনঃকষ্ট দূরীভূত করিবার জন্য মুকুন্দ নিজে নকল করিয়া যে গ্রন্থ গোপনে রাখিয়াছিলেন তাহা কৃষ্ণদাসকে প্রদান করিলেন। তাহার পর শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূরের সহিত কৃষ্ণদাসের মথুরায় বিশ্রাম-ঘাটে সাক্ষাৎ হয়। কর্ণপূরের সহিত তিনি বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং কর্ণপূরের অনুরোধে জীব গোস্বামী গ্রন্থশালা হইতে 'চরিতামৃত' আনিতে আদেশ করেন। তখন সকলে দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চরিতামৃত সকল গ্রন্থের উপরে রহিয়াছে। সেই গ্রন্থ এখনও ব্রজধামেই আছে। মুকুন্দ যে পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, তাহা কৃষ্ণদাস মুকুন্দের সহিত নবদ্বীপে প্রেরণ করেন।

শ্রীনিবাস বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের গ্রন্থের সহিত 'চরিতামৃত' লইয়া আসিয়াছিলেন, এই কথা অনেক লেখক প্রচার করিয়াছেন। এই ধারণা যে সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন তাহা 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'কার স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছেন। শ্রীনিবাসের গৌড়ে আগমনের সময় 'চরিতামৃত' রচিত হয় নাই। পরবর্তী কালে ইহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী'তে বলা হইয়াছে যে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়া 'চরিতামৃত' লইয়া আসিয়াছিলেন। কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত গ্রন্থকার এই কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা জানি না, কিন্তু— 'বিবর্তবিলাস'-মতে মুকুন্দই ইহা নবদ্বীপে লইয়া আসেন। বোধ হয় নবদ্বীপে আসিয়া তিনি এ দেশে অনেক বৈষ্ণবকে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। রসিকদাস, রঘুনাথ, অকিঞ্চন প্রভৃতির গ্রন্থে এইজন্যই মুকুন্দের নামের উল্লেখ রহিয়াছে। 'বিবর্তবিলাসে' মুকুন্দের বিবরণ এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে —মুকুন্দ পশ্চিমের মুলতান গ্রামবাসী এক সদাগরের পুত্র। এক দিন রাত্রে বৃন্দাবননাথ গোবিন্দ তাঁহাকে বৃন্দাবনে আসিতে স্বপ্নাদেশ করেন, তদনুসারে তিনি পিতার অনুমতি লইয়া তিন খানি নৌকা মাল বোঝাই করিয়া বৃন্দাবনে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হ'ন এবং কৃষ্ণদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাসের প্রধান শিষ্য পাঁচ জন —১। গোপাল ক্ষেত্রী ২। বিষ্ণুদাস ৩। রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৪। গোবিন্দ অধিকারী ৫। মুকুন্দ; তন্মধ্যে মুকুন্দই কনিষ্ঠ শাখা।

২। ভক্তিরসাত্মিকা—

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের কথোপকথনের ছলে ইহাতে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র এবং ইহা সহজিয়া-তত্ত্বকথায় পূর্ণ।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

অকিঞ্চন দাস [2]—এক জন বৈষ্ণব মহাজন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভক্তিতত্ত্ব-বিলাস'। ইঁহার পরিচয় অজ্ঞাত।

অকিঞ্চিৎ— [ন = অ + কিঞ্চিৎ— নঞ্-তৎ] বিণ, তুচ্ছ, সামান্য।

অকিঞ্চিৎকর— [ন = অ + কিঞ্চিৎকর— নঞ্‌তৎ] বিণ, যাহা কিছুই করে না, ক্রিয়াশূন্য, তুচ্ছ, সামান্য।

অকিতব—[ন = অ + কিতব— নঞ্‌তৎ] অদ্যূতকারী, দ্যূতাদি ব্যসনরহিত, অজুয়ারী। —ম° ধ° ৩০.৮ = ভা° সা° বৈ° ব্রা° ৩. ৪. ৫. ১॥ বো-রো° মনি° গ্রি°।

অকিলৎ খাঁ—অসালৎ খাঁ মশ্‌হদীর ভ্রাতা মীর মহ্‌মুদের উপাধি। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট 'আলমগীরের চতুর্দশ রাজ্যাঙ্কে ভারতে আগমন করেন এবং সহস্র সৈন্য ও চারি শত সওয়ারের নেতার পদে নিযুক্ত হ'ন।

অকিবা বেন্ জোসেফ্ (৫০—১৩২ খ্রীঃ) এক জন বিখ্যাত হিব্রু রব্বি বা ধর্মোপদেষ্টা। জেরুজালেমের পতনের পর ইনি ইহুদী চিন্তাধারায় যথেষ্ট পরিবর্তন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানগণও ইঁহাকে সম্মান করিতেন। ইঁহার পূর্বে ইতিহাস কল্পিত কাহিনীর সহিত এরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা

হইতে সত্য নির্ধারণ করিবার উপায় ছিল না। ইনি বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমসম্রাট্ ডোমিটিয়ানকে একটী নিষ্ঠুর আইন প্রণয়নে নিরস্ত করিতে ইনি কয়েক জন সঙ্গীর সহিত রোমে দরবার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় ইঁহাদিগকে সেইস্থানে থাকিতে হয়। রোমে সম্রাট্ নার্বা ইঁহাকে অনুগ্রহ করিতেন। এইখানে তাঁহার চেষ্টায় সম্রাট্ ডোমিটিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র কন্‌সাল Flavius Clemens, Akylas এবং Domitilla ইহুদীধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে Akylas বা Aquila ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। সম্রাট্ ট্রাজানের সিংহাসনারোহণে ইহুদীদিগের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হইল এবং অকিবা পালেস্তাইনে ফিরিয়া গেলেন। তথা হইতে তিনি বাবিলনে গিয়া নেহারদিয়া হইতে ধর্মোপদেশ দিতে ও ধর্মপ্রচার করিতে থাকেন। পরে ইনি গজ্‌াখা নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

ইহুদী-নেতা বর্‌কোচবা যখন রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার পূর্বে অকিবা পার্থিয়া ও এশিয়ামাইনরে পরিভ্রমণ করিয়া ফ্রিজিয়া, গলাটিয়া, গালিলিয়া এবং কাপাডোকিয়া প্রভৃতি স্থানে সম্রাট্ হাড্রিয়ান ও তাঁহার সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ভূমিকম্পে নীকোমিদিয়া নগর ভূমিসাৎ হইলে অকিবা ও অন্যান্য ইহুদী বিদ্রোহীদিগের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, যখন জেরুজালেমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই নগরের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখন তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরাজ্যের পুরাতন রাজধানী জেরুজালেমের পুনরুত্থান হইবে।

বর্‌কোচ্‌বার বিদ্রোহের শোচনীয় অকৃতকার্যতার ফলে অকিবা রোমানগণকর্তৃক ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে ইঁহাকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। ইনি হাসিমুখে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ইঁহার এই অপূর্ব দেহত্যাগের কথা ইহুদী ধর্মপুস্তকে নানাভাবে লিখিত আছে। ইহুদীদিগের মধ্যে ধর্মের জন্য যে দশ জন মহানুভব ব্যক্তি আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন অকিবা তাঁহাদিগের অন্যতম।

কথিত আছে অকিবার মৃত্যুর পর এলিজা ও অকিবার প্রিয়শিষ্য জোশুয়া কারাগার হইতে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া একটী গুহায় প্রবেশ করেন। তাহার ভিতর একটী শয্যা, টেবিল, চেয়ার ও দীপ সজ্জিত ছিল। ইঁহারা মৃতদেহকে শয্যায় শায়িত করিয়া গুহা হইতে বাহিরে আসিতে না আসিতে গুহামুখ আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। কেহ আর সেই গুহা দেখিতে পায় নাই।

অকিবা নবপ্রচারিত খ্রীষ্ট-ধর্মের * অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁহার খ্যাতনামা শিষ্য অকিলা হিব্রু-ভাষায় লিখিত বাইবেল গ্রীক ভাষায় তর্জমা করেন। অকিবার অন্যান্য শিষ্যগণের মধ্যে মীর্ হিব্রু ভাষায় ঈশপের ন্যায় নীতিপূর্ণ গল্প লিখিয়াছিলেন এবং যোগী সিমিয়ন বেন জোচাই কাব্বালার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিখ্যাত।

অকিবা তাঁহার ধর্মমতকে গণিতের প্রমাণের ন্যায় প্রমাণ-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সমসাময়িক পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, অকিবার আবির্ভাব না হইলে ইহুদীদিগের যাবতীয় প্রাচীন ধর্মনীতি ও আচার একবারে লুপ্ত হইয়া যাইত। এই জন্যই অকিবাকে প্রকৃতপক্ষে তল্‌মুদের জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। অকিবা ইহুদীদিগের বিক্ষিপ্ত ধর্মসূত্রগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়-অনুসারে বিভাগ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে এই সকল ধর্মসূত্র সহজেই কণ্ঠস্থ হইতে পারে সেইভাবে সেইগুলি সাজাইয়া ছিলেন। ধর্মসূত্র বা 'হলাখহ্'-গুলির বিভাগকে 'মিশ্‌না' বলে। অকিবার পূর্বে আরও অনেক মিশ্‌না ছিল, কিন্তু অকিবার মিশ্‌নাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

* New Testament.

[Talmud, Midrash and Wusche in Bibliotheca Rabbinica ; Schurer : H. J. P. ii ; Graetz : History of the Jews, iv ; Bacher : Agada der Tannaiten ; I. H. Weiss : Zur Geschichte Judischen Tradition (Vienna, 1871-87) ; Gastfreund : Toldoth R. Akiba (Lewberg, 1871), Strack : Einbitung zum Talmud]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অকিলেসেস্—[অকেলে দ্র°]।

অকিল্বিষ—[ন=অ+কিল্বিষ (কিল+টিষচ্—ক) নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ নিষ্পাপ। ২ নির্দোষ।

অকীক—এক জাতীয় মূল্যবান্ প্রস্তর। ভারতবর্ষের জব্বলপুর, বান্দা, রেবাকণ্ঠ, রতনপুর, রাজপিপ্‌লা, কাম্বে, রাজমহল ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বহুস্থানে, স্কটলণ্ড, সাইবেরিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু স্থানে ইহা পাওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষে যেরূপ বহুবিধ অকীক পাওয়া যায় সেরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইংরেজীতে এই প্রস্তরের নাম ক্যালসেডানি বা ক্যালসিডোনি। ইহা লোহিত, পীত, পাটল, সবুজ ও নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের হইয়া থাকে। ইহা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ বা আংশিক স্বচ্ছ এবং মোমের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কয়েক প্রকার অকীক অস্বচ্ছ দুগ্ধধবল বর্ণের ও তদুপরি নানাবর্ণের দাগ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বর্ণ ও প্রকারভেদে ইংরেজীতে ইহাকে ব্লড্‌স্টোন (Blood-stone বা রক্ত-পাষাণ) কর্নেলিয়ান্ (Cornelian), ক্রুসোপ্রাজ (Chrysoprase), ওনিক্স (Onyx বা সুলেমানি পাথর), সার্ড (Sard), প্লাজ্‌মা (Plasma) বা অ্যাগেট (Agate বা গোমেদ) বলিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে ভূগর্ভোত্থিত পর্বত-(igneous rocks) সমূহের প্রস্তর-ফাটলে অগ্নিপ্রস্তর (silica) জমিয়া এই প্রকার প্রস্তর উদ্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু এ অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

সাধারণতঃ অকীকপ্রস্তর শুভ্র বা ধূসর বর্ণের হইয়া থাকে। উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের প্রস্তরের নাম কর্নেলিয়ান্, পাটলাভ লোহিত

বর্ণের নাম সার্ড। পীতবর্ণের অকীক উত্তপ্ত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে লোহিত বর্ণের করা হইয়া থাকে। ক্রুসোপ্রাজ্ নামক এক প্রকার প্রস্তরকে অল্প পরিমাণে hydrated nickel oxide দিয়া পীতাভ সবুজ (apple green) বর্ণের করা হইয়া থাকে। অকীকের স্বাভাবিক বর্ণ রৌদ্রতাপে বা অগ্ন্যুত্তাপে বিবর্ণ হইতে পারে, কিন্তু nickel sulphide-এর রসায়ন দ্বারা ইহার পূর্ববর্ণ ফিরাইয়া আনিতে বা উজ্জ্বলতর করিতে পারা যায়। এই সকল প্রস্তর যদিও কঠিন, মোলায়েম ও ঘাতসহ হওয়াতে সহজে ইহা দ্বারা বহুবিধ দ্রব্য নির্মিত হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রস্তর-শিল্পের উপাদানরূপে, শীলমোহর (seal) প্রভৃতি নির্মাণ করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত।

বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে ভারত-জাত অকীক পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী হইত। অকীক প্রস্তরের এক একটী সামগ্রী বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। এযুগেও অকীক প্রস্তরের বহু সামগ্রী এশিয়া ও ইউরোপের বহুস্থানে রপ্তানী হয়।

[আগেট্, ওনিক্স্, কর্নেলিয়ান্ ও ক্রুসোপ্রাজ্ দ্র°]

[IG, xxi. 81 ; En. Brit.]

অকীর্ত্তি—[ন=অ+কীর্ত্তি—নঞ্ তৎ] অপবাদ, দুর্নাম।

অকীর্ত্তিকর—[নঞ্ তৎ বা ৬-তৎ] বিণ, নিন্দাজনক।

অকীর্ত্তিমান্—[অকীর্ত্তি+মতু—(আছে অর্থে)] বিণ, অসৎ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ; অযশস্বী, অখ্যাত।

'অকীল—মুহম্মদের জামাতা খলিফা 'আলির ভ্রাতা। কথিত আছে, 'আলির ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইনি মু'আবীয়ের নিকট গমন করিয়া ভ্রাতার বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। মু'আবীয় ইঁহাকে বিশেষ সমাদর করিয়া 'আলিকে অভিশাপ দিবার আদেশ করেন। মৃত্যু—৬৬০খ্রীঃ (৪০ হি°)।

[OBD]

অকীল খাঁ—উজীর অকল্.দ খাঁর আত্মীয় এবং সম্রাট্ শাহ্‌জহানের অধীনে তিন সহস্র সেনার নায়ক। মৃত্যু—১৬৪৯ খ্রীঃ (১০৫৯ হিঃ)।

[OBD]

অকীল খাঁ, নবাব—মীর 'অস্‌করীর উপাধি। খুরাসানের খরাফ'এর অধিবাসী। 'আলমগীরের সময়ে ইনি মন্ত্রণার কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। শাহ্ বুর্হান-উদ্দীনের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে 'রাজ.-ই-ইলাহী' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন এবং কাব্যজগতে 'রাজী' নাম ব্যবহার করিতেন [রাজী দ্র°]। রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'মস্‌নবী' ও 'দীয়ান' অন্যতম। মৃত্যু, ১৬৯৫ খ্রীঃ (১১০৮ হিঃ)।

[OBD]

অকীল মুহম্মদ খাঁ—অফ্‌গান-নেতা ও ভূপালের দিবান বা প্রধান মন্ত্রী। ভূপালের দিবান করিম মুহম্মদ খাঁর প্রপিতামহ। হুলী নামক স্থানে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্যোগে নিহত হ'ন।

[Sir J. Malcolm : Memoir of Central India and Malwa, i. 289]

অকু—[আ° – রাশ, রক্] ১ ঘটনা, দুর্দৈব। ২ দুস্থান। ৩[আদা° দেশজ°]মৃত্যু, মারপিট, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধজনক ঘটনা Occurrence of offence. ৪ ঘটনাস্থল scene of occurrence.

অকুআৎ—[দেশজ°] ঘটনা।

অকুটিল—[ন=অ+কুটিল—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী —া] বিণ, কুটিলতা-(বক্রতা) শূন্য, ঋজু, অবক্র, সরল।

অকুণ্ঠ-[ন=অ+কুণ্ঠ (আলস্য)+অ (র্তৃ)] বিণ, ১ কুণ্ঠভিন্ন, তীক্ষ্ণ, ধারাল। ২ অসঙ্কুচিত। ৩ স্থির। ৪ নিত্য, সনাতন। ৫ অক্ষুব্ধ। ৬ কার্যক্ষম।

অকুণ্ঠধিষ্ণ্য—[অকুণ্ঠ (স্থির)+ধিষ্ণ্য (আসন)] স্বর্গ।

অকুণ্ঠিত—[ন=অ+কুণ্ঠিত (কুণ্ঠ্+ত—র্তৃ)—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী —া] বিণ, ১ মুক্ত উদার। ২ অক্ষুব্ধ, অবিঘ্ন। ৩ স্পষ্ট, স্ফুট। ৪ অপ্রতিহত। ৫ অখণ্ডিত, পরিপালিত।

অকুণ্ঠিতচিত্ত—[অকুণ্ঠিত চিত্ত যাহার—বহু°] বিণ, কুণ্ঠাহীনহৃদয়, উদারহৃদয়, দ্বিধাশূন্য।

অকুৎসা—[ন=অ+কুৎসা (কুৎসা দ্র°)] অনিন্দা।

অকুৎসিত—[প্রা° অকুচ্ছিত। ন=অ+কুৎসিত—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ সুন্দর। ২ সম্ভ্রান্ত।

অকুত১—[ন=অ+কুতঃ (কিম্+তঃ) —নঞ্ তৎ] কোন স্থান হইতে নয়, কোন কারণে নয়।

অকুত২—অকুতেঙ্-এর নামান্তর [অকুতেঙ দ্র°]।

অকুতশ্চল—[অকুতঃ+চল] বিণ, ১ অচল, কোন কারণে নড়িবার সামর্থ্যহীন। ২ মহাদেবের একটী নাম।

অকুতেঙ্—চীনের লিয়া-(খিতন) বংশের অধীনে জনৈক হু-চি তাতার নায়কের পুত্র। জন্ম, ১০৬৯খ্রীঃ। বিদ্রোহী হইবার পূর্বেই ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ১১১৪ খ্রীঃ ইনি বিদ্রোহী হইয়া নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন ও সিন্-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১১২০ খ্রীঃ ইনি সুঙ্-বংশের সহিত লিয়াও-সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া দুই বৎসর পরেই পিকিঙ্ অধিকার করেন। লিয়াও-সম্রাট্ পলায়ন করেন। ১১২৩ খ্রীঃ অকুতেঙের মৃত্যু হয়। অনেক স্থলে অকুতেঙ্‌কে 'অকুত' বলা হইয়া থাকে।

[Gile : Biographical Dictionary—China and the Manchus ; J. A. Hammerton : Universal History of the World, Lond. iv. 2561]

অকুতোভয়—[স° অকুতোভয়। ন=অ+

কুতঃ (কিম্ + তঃ ; কোথাও হইতে) + ভয় যাহার—নঞ্-বহু°] যে কাহাকেও বা কোনও কারণে ভয় করে না, নিঃশঙ্ক, নির্ভীক, অবিচলিত। বি,-তা।

অকুতোমৃত্যু— [ন = অ + কুতঃ + মৃত্যু যাহার —নঞ্-বহু°] বিণ, যাহার কিছুতে মৃত্যু নাই ; সর্বত্র মৃত্যুভয়হীন।

অকুত্র—(বা অকুত্রা) [ন = অ + কুত্র (কিম্ + ত্র) ; স্ত্রী— া] যেখানে-সেখানে, বিপথে, কুস্থানে।

অকুত্রা—[অকুত্র] অ, (বৈদিক) অগম্য-দেশে, অবিষয়ে, পরদেশে nowhere, astray, in a wrong place. সা° ঋ° ১. ১২০. ৮ ॥ বো- রো° গ্রা° মনি° ॥

অকুধ্র্যচ্—[ন = অ + কুধ্রি (কুধি—কুহ°) + √অচ্ + ক্বিন্ ; 'সধ্র্যচ্' দ্র°] অ, উদ্দেশ্য-রহিত, লক্ষ্যরহিত, নিষ্ফল, নিরর্থক ॥ বো-রো° গ্রা° মনি° ম্যাক°গ্রি° (ঋ° ১০. ২২. ১২) ॥

অকুধ্র্যঞ্—নিষ্ফল।

অকুপথ—[ন = অ + কুপথ (ক্লেশ)—নঞ্-তৎ] বিণ, ক্লেশহীন।

অকুপার—[অকূপার দ্র°]।

অকুপ্য—[ন = অ + কুপ্য (গুপ্ + ক্যপ্, র্ণ-নিপা°)—নঞ্-তৎ, ১ স্বর্ণ। ২ রজত।

অকুপ্যৎ— [ন = অ + √কুপ্ + শতৃ] যিনি ক্রোধ করেন না not angry ॥ গ্রি° (ঋ° ২০, ১৩০, ৮) ॥

অকুব—[অকুব দ্র°] বুদ্ধি ; আক্কেল।

অকুমার—১[বৈদিক] কুমার নয়, পঞ্চবিংশতি-বর্ষাতীত—সা° সা° ঋ° ১. ১৫৫. ৬। ইন্দ্রসম্পর্কে ইহার প্রয়োগ॥ বো-রো° গ্রা° মনি° গ্রি°। ২ [স্ব° । ন = অ (অতীত) কুমার (কুমার দ্র°) অবস্থা যাহার—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী— ী] ৩ যে কুমার নহে, অর্থাৎ ষোড়শ-বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক ; তরুণ, যুবা। ৪ বিবাহিত যুবক। স্ত্রী° :—ক যে কুমারী নহে, অর্থাৎ দ্বাদশ-বর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যা। খ তরুণী, প্রথমযৌবনা নারী। গ প্রা° বাঙ্লায় অবিবাহিতা কন্যা —'অকুমারীকালে জন্ম হইল নন্দনে—ম° ৭৩০। ঘ বলহীনা নারী 'ব্রহ্মার বরে রাবণ তোমাকে ত্রিভুবনে নারি। কি করিতে পারি আমি নারী অকুমারী ॥'—কৃ-উ° ৩৯।

অকুল,—[ন = অ (অপ্রশস্ত) + কুল (বংশ, ঘর) যাহার—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী— া] ১ যাহার কুল অপ্রশস্ত ; যে বংশের সহিত করণ-কারণ চলিত নাই ; অকুলীন, অধম। ২ বিপদ। ৩ যাহার কুল নাই, শিব।

অকুল২—'অকুলবীরতন্ত্র' ও 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় 'কুল' 'অকুল' হইতে জাত—

'অকুলে তু কুলঃ দেব কথং জাতং হি ভৈরব ।' কৌ-জ্ঞা-নি° ৮. ১।

আবার 'কুল' জানিলেই 'অকুল'কে জানিতে পারা যায়—'অকুলশ্চ কুলং জ্ঞাত্বা…'

ভাস্কররায়ের টীকায় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহা প্রচলিত প্রামাণিক তন্ত্র হইতে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তমকুলং শিব উচ্যতে।
কুলেঽকুলস্য সম্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে॥
ইতি তন্ত্রোক্তং শিবশক্তিসামরস্যং [illegible] কৌলম্।'

অর্থাৎ 'কুল' হইতেছেন শক্তি, আর 'অকুল' হইতেছেন শিব। ইহাদের সম্বন্ধকেও 'অকুল' বলা হয়। শিব ও শক্তির একত্ব বা 'সামরস্য'কে 'কুল' নামে অভিহিত করা হয়।

'কুলার্ণব-তন্ত্রে'ও শিবকে 'অকুল' ও শক্তিকে 'কুল' বলা হইয়াছে :—

'অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্তিতা।' 'কৌলজ্ঞান-নির্ণয়' ও 'কুলার্ণব-তন্ত্রে' 'কুল' বা শক্তিরই প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে, আর 'অকুলবীরতন্ত্রে' 'অকুল' বা শিবেরই প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু 'অকুলবীরতন্ত্রে'র

'অকুলং কুলরূপেণ তেজোরূপং বিচিন্তয়েৎ।
সর্বং [পশু ?] যাদশ্চ দ্রব্যভাবেষু সংস্থিতম্ ॥'
—৩১ শ্লোক

হইতে বুঝিতে পারা যায়, অকুলের স্থান সর্বাগ্রে নয়। 'অকুল' তখনই আদর্শ অবস্থায় উন্নীত হয় যখন ইহা 'কুল' বা শক্তির সহিত লীন হইয়া যায়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্চী

অকুলন, অকুলান— [ন = অ + কুল (রাশিকরা) + অন] ১ না কুলান, অভাব, অনটন। ২ অল্পতা, অপ্রাচুর্য।

অকুলবীর—'অকুলবীর' সাধকের একটী অবস্থা বা দশার নাম। জীবের মৃত্যুর পর আর যখন জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না, জীব যখন জন্ম-স্রোতে লীন হইবার সৌভাগ্য লাভ করে, তখনই তাহার সেই আশ্রয়ের অবস্থাকে মৎস্যেন্দ্রনাথের দর্শনে 'অকুলবীর' বলা হয়। যেমন মিলিত নদীসমূহ সমুদ্রে পতিত হইয়া আপনার বৈশিষ্ট্য বিসর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ সকল ধর্ম অকুলবীরে মিশিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে। অকুলবীর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আধার-স্বরূপ। 'সহজানন্দে' যাহারা নিমজ্জিত হয় না তাহারা অজ্ঞানান্ধকারে বাস করে, মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অপবিত্র-ভাবে জীবন যাপন করে, শাস্ত্রের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া তাহারা কৌলদিগের সহজানন্দ হইতে বঞ্চিত থাকে। যাহারা স্থায়-বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মাবলম্বী, যাহারা সোমসিদ্ধান্ত, মীমাংসা ও তন্ত্রের পথাবলম্বী, যাহারা বামাচারী ও দক্ষিণমার্গে বিচরণ করে, যাহারা ইতিহাস, পুরাণ, ভূততন্ত্র, গারুড় ও শৈব-ধর্মের বিভিন্ন শাখার ধর্মমতাবলম্বী, তাহারা সকলেই ভ্রান্তপথচারী—তাহারা সকলেই পাপের অনুষ্ঠান করে, কারণ এই সকল সিদ্ধান্তের ভিতর মিথ্যা ও ভ্রান্ত মত বর্তমান আছে। যাহারা অকুলবীর তাহারা সর্বজ্ঞ। অকুলবীরেই সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বদিক্ দিয়া অকুলবীর অবস্থায় উন্নীত হইলে মন শান্ত ভাব ধারণ করে। ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যপ্রাপ্ত জ্ঞান এবং চিন্তা তখন লোপ পায়। ভাব ও অভাব হইতে মুক্ত হইয়া উত্থান ও পতনের অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া অকুলবীর সহজ আনন্দে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই

বুঝিতে পারা যায় এই অবস্থা সকল দ্রব্যের আধার-স্বরূপ, সকলই ইহার ভিতর অবস্থিত।

এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে 'চক্র'কে ভঙ্গ করিবার আবশ্যকতা থাকে না, ঈড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ীরও অস্তিত্ব-লোপ হইয়া যায়। চক্ষু উন্মীলিত করিবার প্রয়োজনই হয় না বা নাসিকার অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যোগাভ্যাসও করিতে হয় না। এই অবস্থায় বিভিন্ন প্রাণের উপর কর্তৃত্ব করিতে হয় না—তাহাদিগকে প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা রোধ করিতেও হয় না। অকুলবীর হইতে পারিলে 'ধ্যান' ও 'মুদ্রা'রও কোন প্রয়োজন থাকে না। এ অবস্থা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনরূপ অনুভূতির (perception) দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না।

ইহা পরস্পর-বিরোধী গুণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্মুক্ত। ইহার কোন কারণও নাই, আবার কোন কিছুর সহিত ইহার উপমাও হয় না। ইহা দূরে বা নিকটে অবস্থিত নয়, ইহা পূর্ণও নয় আবার অপূর্ণও নয়। ইহার কোনরূপ বৈশিষ্ট্য নাই। ইহার ভিতর এমন কোন বস্তু নাই যাহা ইন্দ্রিয়-সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। ইহাই অকুলবীর।

এই অকুলবীর সমরসের (একত্বের) আধার। অকুলবীরের অবস্থায় যিনি পৌঁছিতে পারেন এবং সমরসকে যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মা, হরি, ঈশ, রুদ্র, ঈশ্বর, শিব, সোম, অর্ক এবং অগ্নি প্রভৃতি পরমব্রহ্মের মত অবস্থা পান। তিনি স্বয়ংই সাংখ্য, পুরাণ, অর্হৎ, বুদ্ধ এবং তিনিই দেব, দেবী, শিষ্য, গুরু এবং তিনিই চিন্তা এবং চিন্তার বিষয়।

মানব আপনার আদর্শ হিসাবে আত্মিক উন্নতি করিতে পারে। অকুলবীরাবস্থায় মানব জগতের ভিতর ও বাহির সর্বত্র একই রূপ দেখিতে পায়—এ রূপ অখণ্ড, পরিপূর্ণ; ইহার কায়া আছে, ছায়া নাই। ইহার বৃদ্ধিও নাই, ধ্বংসও নাই। ইহা গুণ-রহিত—শান্ত। তর্ক দ্বারা ইহার সম্যক্ ধারণা করা যায় না। আবিলতা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অকুলবীর সর্বজ্ঞ, স্বরাট্ (complete in himself) অখর্বীকৃত (undiminished), কার্য ও কারণের বাধামুক্ত ■ স্বতঃস্ফূর্ত (free from cause and effect), ধারণাতীত, মায়াপাশ হইতে মুক্ত (beyond illusion), মূলহীন (without any basis in the material world) বা জড়জগতে ভিত্তিহীন, সর্বব্যাপী, সমত্বশীল, সম্পূর্ণ ভাবে অনুদ্বিগ্ন (absolutely undisturbed), সত্তাবাচক বা অসত্তাবাচক রূপহীন (having no positive or negative aspect) ।

এ অবস্থায় মন, জ্ঞান, বিবেচনা, চিন্তা, সংবিৎ, কাল ও তাহার বৃত্তি (function) কিছুই থাকে না—শিব-শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, সুখ-দুঃখ থাকে না। রস বা বিরস, আলো বা ছায়া, শীত বা গ্রীষ্ম থাকে না। এ অবস্থায় চিন্তার আবির্ভাব বা বিলোপ হয় না, অনতিক্রম্য সীমাও থাকে না।

এ অদ্বৈতের অবস্থা—অবিচলিত, স্থির অবস্থা। ইহার নিকট অপর কোন বস্তু থাকিলেও ইহার চাঞ্চল্য দেখা যায় না। এ অবস্থায় উৎপীড়নও দেখা যায় না এবং বিরোধ-ভাবও মনে জাগে না, অকুলবীরের কোন প্রভু থাকিতে পারে না, স্বয়ং তিনিই প্রভু। এ অবস্থায় সর্বত্র সমরস বিরাজিত এবং অকুলবীর স্বয়ংই বিরাজমান থাকেন।

অকুলবীর শৃঙ্খলমুক্ত। তাঁহার পিতা-মাতা, বন্ধু বা দেবতা থাকে না। তাঁহার ত্যাগের, ধর্মার্থে উপবাসের, পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানের কোন প্রয়োজনই থাকে না। অকুলবীরে লীন হইয়া যোগী মায়ার প্রবাহ হইতে মুক্ত হন। চিন্তা, দেবার্চনা, স্নান, হোম ও লৌকিক অনুষ্ঠান করিবারও তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকে না।

ইহা অপরকে দান করা যায় না। ইহা অনুভূতির যোগ্য এবং যতদিন না ইহা অনুভূত হয় ততদিন মানবকে মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়। অকুলবীরের জ্ঞানে দ্বৈতভাব নাই। এই জ্ঞান অপরিমেয় ও রূপহীন। অকুলবীর অনুভূত হইলে বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়। তখন অহং বা অহং-এর কোন ভাবই থাকে না। শৃঙ্খল বা শৃঙ্খলাবদ্ধ কিছুই থাকে না—কর্তাও কেহ থাকে না। কালও থাকে না, স্থিতি বা ধ্বংসও থাকে না, সন্তোষ বা অসন্তোষ থাকে না। যোগী তখন অস্থির স্থায় স্বেচ্ছামত অরণ্যে ভ্রমণ করিতে পারেন।

মনকে কোনমতেই চঞ্চল হইতে দেওয়া উচিত নয়। দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা উঠিতে পারে না। জগতে এমন মানুষ আছে যাহারা ধর্ম, শাস্ত্র, জগৎ, পথ, ধর্ম-নিষ্ঠা, সাফল্য, জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয়, পবিত্র-অপবিত্র, ভক্তি, ভক্ত, তত্ত্ব ও চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু এ সকল লোক নির্বোধ, কারণ ইহারা প্রকৃত পথে না চলিয়া বিপথে চলিয়া থাকে এবং তজ্জন্য মনঃক্ষুণ্ণও হয়। অকুলবীরের পথই প্রকৃত পথ। যতদিন না এই অবস্থায় মানুষ উপনীত হইতে পারে ততদিন তাহাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। আর এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে আর জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না, যেমন দগ্ধ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না বা কর্তিত-মূল বৃক্ষ হইতে বৃক্ষের বৃদ্ধি হয় না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

অক্‌লাগমতন্ত্র – মৎস্যেন্দ্রনাথ-সম্প্রদায়ের এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ। সপ্তদশ শতকের নেওয়ারি অক্ষরে লিখিত। পাণ্ডুলিপি নেপাল 'দরবার গ্রন্থাগারে' রক্ষিত। পত্র-সংখ্যা ৫২। নয়টী অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ৭৯১ সংবৎ, বৈশাখ কৃষ্ণ-পক্ষ, নবমী, রবিবার অর্থাৎ ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। এই গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথের নাম নাই, কিন্তু অক্‌লবীরের নাম থাকায় ইহা যে মৎস্যেন্দ্র-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ, তাহা বলিতে পারা যায়। গ্রন্থের ৫১ পত্রাঙ্কে একটী শ্লোকে ঈশ্বরকে অক্‌লনাথ নামে নির্দেশ করা হইয়াছে।

শ্লোকটী এই—

'যস্য জ্ঞানং বরং তন্ত্রে অকুলাগমমধ্যতঃ।
প্রোক্তং চাকুলনাথেন সোঽকুলঃ কুলবর্জিতঃ॥
সর্বত্র বিষদেহেষু ব্যাপিতঃ ব্যোমবৎ প্রভুঃ।
তেনেদং রচিতং শাস্ত্রং বন্ধবিচ্ছেদকারকম্॥'

প্রথম অধ্যায়ে যোগ ও যোগানুশীলন-প্রণালী প্রদত্ত হইয়াছে। যোগ নিম্নলিখিত কয়টী অঙ্গে বিভক্ত:—(১) আসন, (২) প্রাণ-সংরোধ, (৩) প্রত্যাহার, (৪) ধারণা, (৫) ধ্যান ও (৬) সমাধি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১০ খ, ১১ ক ও ১২ ক) কর্ম ও অকর্ম, ধর্ম ও অধর্ম এবং মুক্তির বর্ণনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে (১৪ খ-১৫ খ) বিভিন্ন ম-কার—মদ্য, মৈথুন, মাংস প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। এগুলি বাহ্যব্যাপার যে নয় তাহা ইহাতে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। ইহাদের গুহ্য অর্থ আছে। ইহার একটী শ্লোক এইরূপ—

'বাহ্যমদে রতো যস্য মৈথুনে মাংসভক্ষণে।
তে সর্বে নরকং যান্তি ইতি সত্যং বচো মম॥'

অর্থাৎ 'যাহারা বাহ্য মদ, মাংস ও মৈথুনে অনুরক্ত তাহারা সকলেই নরকে গমন করিবে, ইহা আমি সত্য বলিতেছি।' ৩৭ ক-খ পত্রাঙ্কে যোগিগণকে সমুদয় বাহ্য ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ করা হইয়াছে। যাঁহারা 'বাগ্‌দণ্ডী' ও 'মনোদণ্ডী' অর্থাৎ বাক্যে ও মনে যাঁহাদের স্বামিত্ব আছে তাঁহারা যথাক্রমে উত্তম 'ব্রহ্মচারী' ও 'শ্রেষ্ঠ সাধক'; যাঁহারা 'কর্মদণ্ডী' অর্থাৎ কর্মের উপর যাঁহাদের স্বামিত্ব আছে তাঁহারা 'বানপ্রস্থী' এবং যাঁহারা জ্ঞানকে বশে আনিয়াছেন তাঁহারা 'জ্ঞানদণ্ডী'।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী

অকুলিনি—মন্দ বংশ। 'অকুলিনি বিয়াহী, কুলক উপহাস'—(প্রবাদ)।

অকুলী—(মৈ°) বংশহীন, মন্দ, হীন।

অকুলীন—[ন=অ+কুলীন (কুলীন দ্র°)—নঞ্‌তৎ; স্ত্রী—-া] ১ হীনবংশজ, কুল-মর্যাদাশূন্য, যে কুলাচারপরায়ণ নহে। ২ বল্লাল-সেন-কৃত কুলবন্ধন-বহির্ভূত।

অকুশ, অকুষ্ক—[আ°—রুক্ক (বুদ্ধি), বৌ° বা°—অক্কইব = পণ্ডিত] বুদ্ধি, আক্কেল।

অকুশল— [ন=অ+কুশল— নঞ্‌তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অশুভ, অমঙ্গল। ২ অজ্ঞ, অনিপুণ, আনাড়ি। ৩ অশোভন। ৪ [ন (নাই) কুশল যাহার বা যাহা হইতে— নঞ্‌-বহু°] যাহাতে অথবা যাহার কুশল (মঙ্গল) নাই, অকুশলী। ৫ বি, পাপ। ৬ অনিষ্ট বা অপ্রিয় বাক্য। ৭ দুর্লক্ষণ।

অকুশলা—অকল্যাণযুক্তা [অকুশল দ্র°]।

অকুশলী—[অকুশল দ্র°]।

অকুসীদ—[ন=অ+কুসীদ (কুসীদ দ্র°)—নঞ্‌তৎ] সুদগ্রহণ করিতে যে অনিচ্ছুক; যে সুদগ্রহণ করে না।

অকুসুম—[ন=অ (নাই)+কুসুম যাহাতে—নঞ্‌-বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, পুষ্পহীন, ফুলশূন্য।

অকুস্থল—[আ° বকু+স্থল (অকু দ্র°)] ঘটনাস্থল।

অকুহ—যে কাহাকেও ঠকায় না।

অকুট—কলবৃক্ষ-বি°। আগইকল [আগইকল দ্র°]—(বৈদ্যকশব্দসিন্ধু, রত্নাবলী)।

অকূটা—[বৈদিক] স্ত্রী°, ১ কূটা কুটিল-শৃঙ্গা তদ্ভিন্না—ভা°। ২ কূটা একশৃঙ্গা তদ্ভিন্না—ভা°। ৩ কূটা ভগ্নশৃঙ্গা—সা° (তৈ° ১.৮.৯.১; তদ্ভিন্না—ভা°। ৪ শৃঙ্গরহিতা কৌ°—তৈ° ৬. ১. ৭। সা যা বভ্রুঃ......অকূটা ......কাণা-কর্ণী .....শ° ৩. ৩. ১. ১৫, ১৬। ৫ কূট= কপট বিসংবাদিত্বরহিত, অমোঘ (শস্ত্র)। ক শুদ্ধ পূর্ণ মূল্যযুক্ত (দীনারাদি) not false, sterling.

অকূপার₁—[ন=অ+কু (পৃথিবী)+পারে যাহার=নঞ্‌-বহু°—দীর্ঘ; ন=অ+কূপ+√ঋ+অণ্] বিণ, ১ অপার, পরিপূর্ণ, মহান্ boundless, inexhaustible (Inora)॥ বো-রো° গ্রি° মনি° (ঋ° ৫. ৩৯. ২—অকুৎসিতপারঃ (ইন্দ্রঃ)॥ ক অসীম, প্রভূত। অকূপারণং (দানম্) যা° কুৎসিতং পরণং পূরণং কূপরণং তদ্ভিন্নম্ অকূপরণং প্রভূতং (ধনম্)—দু° ৪. ১৮॥ বো-রো° গ্রা° গ্রি° মনি° (ঋ° ১০. ১০৯. ১; অ° ৫. ১৭. ১) ম্যাক°॥ খ খোলা, পুষ্কল—অকুৎসিতঃ পারোঽস্যো যস্য তাদৃশং (পুষ্কলমন্নম্)—সা° (ঋ° ৫. ৩৯. ২)। ২ বি°, আদিত্য (অকূপারো ভবতি ভবতি দূরপারঃ) যা° ৪. ১৮। মহতোঽস্মনঃ পারয়িতা—দু°। মহাগতিঃ সা° ঋ° ১০. ১০৯. ১=অ° ৫. ১৭ ১। ৩ সমুদ্র (অকূপারো ভবতি মহাপারঃ [=বিস্তীর্ণপারঃ—দু°) ॥ যা° ৪. ১৮; উ° ম° সা° য° ২৪, ৩৫—তৈ° ৫. ৫. ১৩. ১। অম° ১. ১০ ১; অনে° ৪. ২. ৩৭; অভি° ৪. ১৩৯; মে° ২৪৬॥ ৪ কচ্ছপ (অকূপারো ভবতি ন কূপমৃচ্ছতি [অপিতু সমুদ্রং নদীং বা—দু°) যা° ৪. ১৮; অনে° ৪. ২৩৭।

অকূপার₂—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবরস্থিত চিরজীবী কচ্ছপ। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের লুপ্তকীর্তি পুনঃ প্রবর্তিত করেন। মহা° সভা° ২০২. ৮-৯।

অকূর—অক্রূর, যাদব-বি°। 'দেখ সখি এ পুন নহত অক্রুর'—পদরত্নাকর—২০৭. ৫।

অকূর্চ—[ন=অ+কূর্চ (কপট)—নঞ্‌-তৎ; স্ত্রী— -া] ১ সরল। ২ বুদ্ধ।

অকূল—[ন=অ (নাই) কূল (তীর) যাহার—নঞ্‌-বহু°] ১ যাহার তীর নাই, সুবিশাল, অপার। ২ অসীম, অনন্ত। ৩ সাগর, সমুদ্র। ৪ ঠিকানা। ঠাঁই। ৫ নিরুপায়। ৬ বিপদ, সঙ্কট;

অকূল-কাণ্ডারী—ভব-সাগরের কর্ণধার, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

অকূলপাথার—[অকূল+পাথার] ১ কূল-কিনারাহীন জল, অপার সমুদ্র। ২ মহাবিপদ।

অকৃচ্ছ্র—[ন=অ+কৃচ্ছ্র (কষ্ট)—নঞ্‌তৎ] বিণ, সহজসাধ্য, যাহা সাধনে কষ্ট নাই।

অকৃৎস্ন—যাহা সম্পূর্ণ নহে।

অকৃত—[ন=অ+কৃত—নঞ্‌তৎ; স্ত্রী— -া]বিণ, ১ যাহা কৃত নয়; অসম্পাদিত। ২ অক্রিয়মাণ—সা° (ঋ° ৩. ১৮. ১৫)। ক

অনাচরিত, অসমাপ্ত, অনিষ্পাদিত—সা° (ঋ° ৮. ৬৬. ৯; ১. ১০৪. ৭)। কর্মাকৃতম্—বৃহ° ঋ° ১. ৪. ১৫। কিঞ্চিদস্যাকৃতং ভবতি—১. ৫. ১৭। কৃতং চাপাকৃতং ভবেৎ—মনু° ৮. ১১৭। সর্বান্নপরকৃতানর্থানকৃতান্মনুরব্রবীৎ—মনু° ৮. ১৩৮। খ (ক্ষেত্রসম্পর্কে) অকৃষ্ট, অনুপ্ত। মনু° ১০. ১১৪। গ (অন্নসম্বন্ধে) অসিদ্ধ, অনগ্নিপক্ক। 'কৃতান্নং চাকৃতান্নেন তিলা ধান্যেন তৎসমা (পরিবর্তনীয়াঃ)'—মনু° ১০. ৯৪; ৫২. ৬৪.। ৩ (যোনিসম্বন্ধে) অপগাঙ্গ, ধনশূন্য—সা° সা° (ঋ° ১. ১০৪. ৭)। ৪ নিত্য। 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'—মুণ্ড° ১. ২. ১২। 'অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি' —ছা° ৮.১৩.১। ৫ ক্লী°, অকরণ। 'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহকশ্চন'—গী° ৩. ১৮॥ বাচ°॥ ৬ অনাচার, নিষিদ্ধাচরণ—সা°। ৭ অকৃতপূর্ব কর্ম—'অদ্বয় বৈ প্রজাপতিরকৃতমকঃ—ঐ° ব্রা° ৩. ৩৩। ৮ নিরর্থক; বিফল। ৯ সংস্কাররহিত। ১০ অবৈধভাবে সাধিত। ১১ অরচিত, অনির্মিত। ১২ অপরিণত; অপক্ক। ১৩ অসংস্কৃত, মলিন। বি,-তা,-ত্ব—অকর্মণ্যতা।

অকৃতকর্মা—[পুং°-কর্মন্; ন=অ+কৃত-কর্ম যৎকর্তৃক—বহু°] অকৃতকার্য, অকেজো, যে কার্যক্ষম নহে। যে কাজ করিয়া শিক্ষিত হয় নাই unpractical।

অকৃতকার—[ন=অ+কৃত+কার (কার্য)] যে কৃতকার্য নহে।

অকৃতকার্য—[ন=অ+কৃতকার্য—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ নিষ্ফলকার্য। ২ বিফলমনোরথ, হতাশ। বি, -তা।

অকৃতকীর্তি—[ন=অ+কৃত+কীর্তি—নঞ্-বহু°] অকর্ম, কীর্তিহীন।

অকৃতকৃত্য—বিণ, ১ অকৃতকার্য। ২ অকৃতার্থ। ৩ কর্তব্যপালনে অক্ষম। ৪ নিরাশ। ৫ [অ (অনমুষ্ঠিত) কৃত্য যৎকর্তৃক—বহু°] অনমুষ্ঠিত কর্ম। বি, -তা।

অকৃতঘ্ন—[ন=অ+কৃত (উপকার)+ঘ্ন (নাশ করা); স্ত্রী—-া] বিণ, যে কৃত উপকার নাশ করে না; কৃতজ্ঞ; যে কৃত উপকার স্বীকার করে।

অকৃতজ্ঞ—[ন=অ+কৃতজ্ঞ—উপ°; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ যে কৃতজ্ঞ নয়; যে উপকারীর অপকার করে; নিমকহারাম। ২ [প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে] অকৃতকে (absolute) জানে যে one knownig the absolute [অপ্র°]। বি,-তা।

অকৃতদার—[ন=অ+কৃত+দার—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] বিণ, যে দার-পরিগ্রহ করে নাই; অবিবাহিত।

অকৃতনিশ্চয়—[ন=অ+কৃতনিশ্চয়—নঞ্-তৎ] বিণ, অস্থিরীকৃত। বি,-তা।

অকৃতবিবাহ—[ন=অ+কৃত (বিহিত) বিবাহ (দারপরিগ্রহ) যৎকর্তৃক—বহু°] বিণ, যাহার বিবাহ হয় নাই, অবিবাহিত।

অকৃতবুদ্ধি—[ন=অ+কৃতবুদ্ধি—নঞ্-তৎ] অস্থিরচিত্ত, বুদ্ধিহীন। বি—-ত্ব,-তা।

অকৃতব্রণ—ব্রহ্মর্ষি-বি°। পরশুরামের সখা ও অনুচর এবং প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম।—মহা° উদ্যো° ১৭৬. ৩৫। মহেন্দ্রপর্বতে ইনি বাস করিতেন। বনবাসকালে যুধিষ্ঠির ইঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট ইনি পরশুরামের গুণকীর্তন করেন। —মহা° বন° ১১৬. ৩। ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সময় উপস্থিত ছিলেন।—ভাগ° ১০. ৭৪. ৯। ব্যাস-শিষ্যের নিকট হইতে ইনি চারিটী মূল সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।—ভাগ° ১২. ৭. ৫, ৬। ইঁহার নিকট অম্বাও গমন করিয়াছিলেন। মহা° উ° ১৭৬. ৩৫। ২ ইনি কাশ্যপ। মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্যের অন্যতম। ইনি নিজে একখানি পুরাণ-সংহিতা রচনা করেন।—বিষ্ণুপু° ৩. ১৭-১৯।

অকৃতা—অপুত্রিকা a daughter who has not been made Putrika or sharer in the privileges of a son. 'অকৃতা বা কৃতা বাপি যং বিন্দেৎ সদৃশাৎসুতম্'—মনু° ৯. ১৩৬॥ যো-রো° বেন্° মনি°॥

অকৃতাদর—[ন=অ+কৃত আদর যাহাকে বা যাহা-কর্তৃক—বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ অনাদৃত। ২ অনাদরকারী।

অকৃতাপরাধ—[ন=অ+কৃত+অপরাধ (যৎকর্তৃক)—বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ নিরপরাধ। ২ বিনা অপরাধে।

অকৃতাভ্যাগম দোষ—কর্ম অনুষ্ঠিত না হইলেও যদি তাহার ফলভোগ হয় তাহা হইলে উহাকে 'অকৃতাভ্যাগম দোষ' বলে। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি হইলে পরমেশ্বরে এ দোষ আরোপিত হইতে পারে না, নচেৎ জীবের প্রথম নিষ্কারণ ফলভোগের জন্য কে প্রষ্টব্য হইবে। কৃতনাশের সহিত বা কৃতপ্রাণনাশের সহিত ইহার পারিভাষিক দ্বন্দ্ব আছে।

শ্রীগুরুপদ হালদার

অকৃতার্থ— ন=অ+কৃত (সাধিত)+অর্থ (প্রয়োজন) যৎকর্তৃক—বহু°] বিণ, ১ বিফলমনোরথ। ২ অচরিতার্থ।

অকৃতাশ্ব, অকৃশাশ্ব—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সংহতাশ্বের দুই পুত্রের প্রথম এবং নিকুম্ভের পৌত্র। অপর ভ্রাতা রণাশ্ব (হরি° হরি° ১২. ৩০৪মতে 'কৃশাশ্ব')।—মৎস্যপু° ১২ ৩৩-৩৪।

অকৃতাস্ত্র—যে কৃতাস্ত্র নহে; যে অস্ত্রশিক্ষা করে নাই; অস্ত্রে অশিক্ষিত।

অকৃতাহ্নিক—[ন=অ+কৃত আহ্নিক যৎকর্তৃক—বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, যে দৈনিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে নাই, সন্ধ্যাবন্দনাদির অননুষ্ঠাতা।

অকৃতি—১ [ন=অ+কৃতি—নঞ্-তৎ] কৃতির অভাব, অনির্মাণ। ২ [পুং—অকৃতী > অপ্র° অকৃতি। ক ভজনকার্যে অক্ষম। খ অক্ষম, নির্গুণ। বি,-ত্ব,-তা। ৩ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের অন্যতম—মহা° সভা° ৪. ৩৭। ইনি শ্রীকৃষ্ণ-পত্নী রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের ভ্রাতা। মহা° সভা° ১৪. ১২।

অকৃতী—[পুং°—অকৃতিন্ (ন=অ+কৃতিন্)] বিণ, যে কৃতী নহে; অক্ষম, কার্যে অপটু।

অকৃতোত্তর—[ন= অ+কৃত+উত্তর]

বিণ, ১ যাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। ২ [ন কৃত উত্তর যৎকর্তৃক—বহু°] যে উত্তর করে নাই বা জবাব দেয় নাই।

অকৃতোদ্বাহ—[ন=অ+কৃত+উদ্বাহ যৎকর্তৃক—বহু°; স্ত্রী—া] বিণ, অবিবাহিত, আইবুড়।

অকৃত্ত—[ন=অ+কৃত্ত (ছিন্ন, খণ্ডিত)—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, যাহা কাটা নহে; আকাটা, অবিচ্ছিন্ন।

অকৃত্তরুক্—[মূ°-রুচ্। অকৃত্ত+রুচ্+ক্বিপ্] অখণ্ডতেজঃপূর্ণ, অচ্ছিন্নদীপ্তি—সা° (ঋ° ১০. ৮৪. ৪=অ° ৪. ৩১. ৪) possessing unimpaired splendour, of perfect splendour, of undivided brightness॥ বো-রো° গ্রা° মনি°॥

অকৃত্য—[ন=অ (কুৎসিত) কৃত্য (কার্য) —নঞ্-তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ যাহা করণীয় নহে। ২ নিন্দিত কার্য, অকার্য।

অকৃত্রিম—[ন=অ+কৃত্রিম (কৃত্রিম দ্র°)—নঞ্-তৎ] বিণ, ১ যাহা কল্পিত নহে; স্বাভাবিক। ২ অকরণীয়। ৩ (বা°) অকপট, সরল। ৪ বিশুদ্ধ, খাঁটি।

অকৃপ—[ন=অ (নাই) কৃপা (দয়া) যাহার—বহু°; স্ত্রী—া] বিণ, ১ নির্দয়, কৃপাহীন। ২ কৃপ-(কৃপাচার্য) শূন্য।

অকৃপণ—[ন=অ+কৃপণ—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—া, ী] বিণ, ১ মিতব্যয়ী। ২ অকপট, দীনতাশূন্য। ৩ প্রচুর।

অকৃশ—[ন=অ+কৃশ—নঞ্-তৎ] বিণ, ১ যিনি দুর্বল নন, কার্শ্যরহিত—ভা° সা° তৈ° ৩. ২. ৮. ৫॥ মনি°। ২ কৃশ অর্থাৎ কাহিল নহে এরূপ; সবল। ৩ স্থূল, মোটা।

অকৃশলক্ষ্মী—[অকৃশ লক্ষ্মী নহে যাহার—বহু°] বিণ, সৌভাগ্য বা সম্পৎসম্ভোগকারী।

অকৃশাশ্ব, অকৃশাশ্ব—সূর্যবংশীয় সংহতাশ্বের অন্যতর পুত্র। নামান্তর—অকৃশ্রাশ [অকৃশাশ্ব দ্র°]।

অকৃষীবলা—[ন=অ+কৃষি+বলচ্—পা° ৫. ২. ১১২] স্ত্রী°, (বৈদিক) ১ কৃষিরহিত, অকৃষ্টা not agricultural॥ মনি°॥ ক কৃষির অনপেক্ষণ হেতু অকৃষীবল। (অরণ্যানী)—ভা°। ২ (বলচের কর্তরি যোগ মনে করিয়া) অকৃষিকা not tilling the soil॥ বো-রো° গ্রা° গ্রি° (ঋ° ১০. ১৪৬. ৬)। ৩ কর্ষক-বিযুক্তা—স.° (ঋ° ১০. ১৪৬. ৬=তৈ° ব্রা° ২. ২. ৫. ৫. ৭।

অকৃষ্ণ—১ অমলিন, সপ্রকাশ, উজ্জ্বল (ব্রহ্ম)। ক অবিদ্যান্ধকাররহিত (চতুর্বেদবিৎ) ২ (কৃষ্ণ=প্রকাশরহিত তদ্ভিন্ন) প্রকাশমান (ব্রহ্ম=চন্দ্রমা)। ক কৃষ্ণলাঞ্ছনারহিত (ন বিদ্যতে কৃষ্ণ-[লাঞ্ছনং—ম°] যস্মিন্ তাকৃষ্ণঃ চন্দ্রমা—উ°=ম° ২৩. ১৩)। 'চন্দ্রমা বৈ ব্রহ্মা কৃষ্ণচন্দ্রমস এবৈনং পরি দধাতি'—শ° ১৩. ২. ৭. ৭। ৩ কৃষ্ণবর্ণহীন। ৪ পীতলোহিত বর্ণাদি। ৫ শুভ্রবর্ণ।

অকৃষ্ণকর্মা—[ন=অ (নাই) কৃষ্ণ (কাল=পাপ)—কর্মন্ (কার্য) যাহার—বহু°] বিণ, দুষ্কর্মরহিত, নিষ্পাপ।

অকৃষ্ট—১ যাহা কর্ষণ করা হয় নাই। ২ অনাকর্ষিত, যাহা সেচন করা হয় নাই। ৩ চাষ করা হয় নাই এমন ক্ষেত্র। 'যথা হ বা অন্যো রেতঃ সিঞ্চেৎ তদন্যদকৃষ্টে বপতি'—শ° ৭. ২. ২. ৫। 'ইয়ং (সীতা) বা অয়েরতি নাহানবিত্তেৎসৈতদ্বিশ্বপমপশ্যৎকৃষ্টং চাকৃষ্টং কৃষ্টং চাকৃষ্টং চ তবতাস্মা অনতিবাহায়'—তৈ° ৫. ২. ৫. ২, ৩=কা° ২০. ৩॥

অকৃষ্টক্ষেত্র—(কর্মধা°) ক্লী°, যে ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া হয় নাই।

অকৃষ্টপচ্য—[অকৃষ্ট+পচ্য (√পচ্+ক্যপ্)] ১ ভূমিকর্ষণ বা বীজবপনাদি কর্ম না করিয়া যাহা আপনা-আপনি জন্মিয়া (পচ্যমান—উৎপদ্যমান হয়) পক্ক হয়। ম°ধ° ১৮. ১৪। ভা° তৈ° ২. ৪. ৪. ৩। 'সোমো বা অকৃষ্টপচ্যস্য রাজা। অকৃষ্টপচ্যমেবাস্মৈ স্বদয়তি'—তৈ° ব্রা° ১. ৬. ১. ১১। 'যম বা এতদ্যদকৃষ্টপচ্যমিতি স সৌম্যঃপৌষ্ণঃ চরুঃ'—কা° ১০. ১১; মৈ° ২. ২. ৪। 'ওষধীনেব ফলং গ্রাহয়তি তস্মাৎ দেতা অকৃষ্টপচ্যাঃ পচ্যন্তে'—কা° ২৬, ৫॥ বাচ°. বো-রো° ব্রি° মনি° গ্রি° (য° ১৮. ১৪; অ° ৫. ২৯. ৭)॥ স্ত্রী°, যে ভূমি অকৃষ্ট হইয়াও ফল প্রসব করে।

অকৃষ্টমাষ—বৈদিক ঋষি। ইনি কতিপয় ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। —ঋ° ৯. ৮৬. ১-১০, ৩১-৪০।

অক্লৃপ্ত—১ অসম্পন্ন—ভ°। 'কল্মান্ ধ্রুবো তাক্লৃপ্তা ক্লৃপ্তৈঃ'—তৈ° ৫. ৪. ৮. ৫=কা° ২২. ১১। ২ স্বকার্যকরণে অসমর্থ—সা° ভা° তৈ° ৩. ৪. ৮. ৫। ৩ অব্যবস্থিত, বিপর্যস্ত—কৌ° তৈ° ৫. ৪. ৮. ৫। ৪ অসামর্থ্য—সা° ভা° তৈ° ৩. ৪. ৯. ৩। 'ইদমক্লৃপ্তমভূৎ প্রজাভ্যো ন কল্পতে'—কা° ১৯. ১০। 'যজ্ঞস্যাক্লৃপ্তমভূৎ ন কল্পতে'—কা° ৩০. ৩। ৫ ক্লী°, বিপর্যস্ততায়, অস্বাস্থ্য—কৌ° তৈ° ৩. ৪. ৯. ৩।

অক্লৃপ্তি—১ বিপর্যয় disarrangement—সা° ভা° তৈ° ৩. ২. ৭. ১। ২ স্বকার্যে অক্ষমত্ব।

অকেঅ—মৃত্যুর পর আত্মা সুখময় স্থানে গমন করিয়া থাকে এই বিশ্বাস প্রাচীন অসভ্য বহু ও বহু সুসভ্যজাতিদের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে অশরীরী আত্মা স্বর্গে বা পাতালে কিংবা জল বা বৃক্ষমধ্যে কোন এক সুখময় স্থানে বাস করিবার অধিকারী হয়। পলিনেশিয়ার অন্তর্গত স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপবাসীদের ধারণা যে মৃত্যুর পর আত্মা 'পো'তে গমন করে। এই খানে চিররাত্রি বিরাজমান। এখানে বহু আত্মার বিনাশ ঘটিয়া থাকে; ভাগ্যবান্ আত্মারা অমরত্ব লাভ করিয়া ভূতযোনিতে উন্নীত হয়, কেহ কেহ পাতাল মধ্যস্থিত 'মিরু' ও 'একেঅ' নামক সুখৈশ্বর্যপূর্ণ স্থানে বাস করিবার অধিকার পায়। ইহাদের সর্দারেরা অনেক দেবতাকর্তৃক স্বর্গে নীত হইয়া থাকে।

পাতালমধ্যস্থিত সুখময় স্থান সমস্তই ও সৌন্দর্যের নিলয়। সেখানে ভোগের বস্তুসমূহ আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

'মিক্ক'তে মৃত-আত্মারা কোলাহলপূর্ণ খেলায় যোগদান করিয়া থাকে। 'অকেম'তে স্থির শান্তি বিরাজিত।

[Retzel : History of Mankind, i. 315 ; Jones : Sandwich Islands, 42.]

অকেজো—[অকার্য > প্রা° বা° অকাজুয়া > আ° বা° অকেজো। অ+কেজো] বিণ, ১ কাজের অনুপযুক্ত, অকর্মা। ২ যাহা কোন কাজে লাগে না। ৩ যে কোন কাজ করে না।

অকেতন—[ন = অ + কেতন (গৃহ, স্থান) —নঞ্‌ তৎ] গৃহহীন।

অকেতু—[ন = অ + কেতু—নঞ্‌ তৎ] ১ বুদ্ধিহীন, অজ্ঞান। ২ চেতনারহিত। ৩ স্মৃতিরহিত, সংস্কাররহিত, অভিজ্ঞানরহিত। ৪ প্রকাশরহিত। ৫ ধ্বজারহিত। ৬ অন্ধ্যান্ধকার। —ঋ° ১. ৬. ৩—ঋ° ২৯. ৩৭ = তৈ° ৭. ৪. ১০. ১ = কা° ৪৪. ৯।

অকের—মিশরের সিংহমূর্তি দেব-বি°। ইনি অতি প্রাচীন ভূমি দেবতা। মিশরবাসীরা এই দেবতাকে অজ্ঞস্থান হইতে আনিয়া মিশরে ইঁহার পূজা প্রবর্তিত করিয়াছে।

অকেশ—[ন = অ+কেশ—নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী — -া] বিণ, ১ কেশহীন, টাকপড়া, চুলশূন্য। ২ অপ্রশস্ত কেশযুক্ত। ৩ [ন (নাই) ক (সুখ) যাহার সে অক—বহু', তাহার ঈশ—৬-তৎ] বিণ, দুঃখীর ঈশ্বর।

অকেশনালিজ্‌ম্‌ (অনিয়তকারণ-বাদ)—অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের মধ্যে যে সমস্যা বিদ্যমান তাহা নিরাকরণের জন্য Occassionalism বা অনিয়তকারণবাদ ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের (Descartes) মতবাদী আর্নল্ড জিউলিঙ্কস্‌-(Arnold Geulincx) কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে হইলে দেকার্তের মতবাদ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দেকার্তের মতানুসারে যাহা অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়াই স্বীয় সত্তায় অবস্থান করে তাহাই পদার্থ বা Substance. এমতে একমাত্র ঈশ্বরই পদার্থ।

তাঁহারই সৃষ্ট চিৎ এবং জড়বস্তু একে অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই অবস্থিত হইতে পারে বলিয়া ইহাদেরও কতকপরিমাণে আপেক্ষিক স্বাধীন সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। সামান্য ব্যাপকভাবে ধরিলে ইহাদিগকেও পদার্থ বা Substances বলা যাইতে পারে। ইহারা সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া অভিহিত। এই সৃষ্ট পদার্থদ্বয়—চিৎ পদার্থ (Thinking substance) এবং জড় পদার্থ (Material substance) স্বীয় গুণদ্বারা পরিচিত। ব্যাপ্তি (Extension) জড় পদার্থ-পরিচায়ক, জড় পদার্থেরই অন্তর্গত গুণ এবং চিন্তা (Thought) চিৎ পদার্থ নির্ণায়ক। এই বিরুদ্ধধর্ম-সম্পন্ন গুণদ্বয় সম্পূর্ণ পৃথক্, একের অবস্থিতি অন্যের অনস্তিত্বই প্রমাণ করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কিরূপে এই বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। দেকার্তের মতে পরস্পর পৃথক্ বলিয়া ইহাদের অর্থাৎ দেহ এবং আত্মার যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবেই যান্ত্রিক (Mechanical)। এই শরীরের মধ্যে আত্মা অবস্থান করে সত্য, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে উভয়ের সংযোগ একটা অতিরিক্ত শক্তিদ্বারা (a forcible collocation) সংঘটিত হইতেছে। দেহে আত্মার অধিষ্ঠান দ্বারা দৈহিক শক্তির কোনই পরিবর্তন হয় না, মাত্র দেহে দৈহিক ক্ষমতার অতিরিক্ত একটা গতি মাত্র সঞ্চালিত হয় ; কিন্তু মানসিক ক্লান্তি দেহকে অবসন্ন করে এবং দৈহিক অক্ষমতা মনকে পঙ্গু করে; সুতরাং এই দেহ এবং মনের সম্বন্ধ-নিরূপণের জন্য দেকার্তেকে একটী অতিরিক্ত ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দেকার্তের মতে আত্মা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে না, অথবা সমস্ত মস্তিষ্কের (Brain) মধ্যেও আত্মার অবস্থিতি নহে, মাত্র সহস্রার (Pineal gland) নামে মস্তিষ্কের অতি সূক্ষ্ম এবং গোপন এক অংশে আত্মার বাসস্থান। এই স্থান হইতেই মন বা আত্মা সাক্ষাদ্‌ভাবেই দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং দৈহিক প্রভাব-দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ইহাই দেকার্তের প্রসিদ্ধ দ্বৈতবাদ বা Dualism.

এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য দার্শনিকগণ বিভিন্ন প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। জড়বাদী হব্‌স্‌ (Hobbes) প্রভৃতি দার্শনিকগণ আত্মাকে দেহের বশীভূত করিয়া একমাত্র স্বাধীন সত্তা দ্বারা দেহকেই বিভূষিত করিয়াছেন, আবার দেহকে বার্কলে ও লাইব্‌নিস্‌ প্রভৃতি দার্শনিকগণ মনের উপোৎপাদন (by-product) বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; আবার জিউলিঙ্কস্‌ প্রভৃতি 'অকেশনালিষ্ট' বা অনিয়তকারণবাদীরা ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধকেই প্রপঞ্চ (illusion) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

জিউলিঙ্কসের মতে সাক্ষাদ্‌ভাবে মন বা আত্মা দেহের প্রভাব হইতে বিনির্মুক্ত। মন দেহকে বশীভূত করিতে পারে না, কারণ মনের অজ্ঞাতে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে এবং এই পরিবর্তনের কারণ আত্মা নয়, অধিকন্তু কিভাবে মন দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহা মনের অজ্ঞাত। জিউলিঙ্কসের অভিমত এই যে, পরিদৃশ্যমান জগতের আমরা দ্রষ্টা মাত্র। আত্মা এবং শরীর যে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে ইহা আমাদের ধারণা মাত্র এবং এই প্রভাব-বিস্তার একটা চিরন্তন রহস্য।

একটী দৃষ্ট বস্তু কিরূপে মনের উপর তাহার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করে? কিরূপে বাহ্যবস্তু চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হয়?—বস্তুর স্বরূপ বস্তুগত হওয়াই স্বাভাবিক; সুতরাং জিউলিঙ্কসের মতে এই রূপান্তরিত চির-অমীমাংসিত একটী প্রশ্ন। সুতরাং মানবশক্তির অতিরিক্ত ঈশ্বর-শক্তির আশ্রয় ভিন্ন এ রহস্যোদ্‌ঘাটন সম্ভবপর নহে। একমাত্র ভগবান্‌ই বাহ্য এবং অন্তরকে এক অচিন্তনীয় যোগসূত্রে সংযোজিত করিয়াছেন। তিনি বাহ্য জগৎকে আমাদের মনের উপর চৈতন্যরূপে প্রতিবিম্বিত করিয়া মনের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছেন এবং এই

ভগবৎ-সাহায্যেই বাহ্যবস্তু অন্তর-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের মনে জ্ঞানের উদ্রেক করিয়া থাকে ; সুতরাং আমরা যে আমাদের দেহকে পরিচালনা করি ইহা মাত্র আমাদের ইচ্ছার (volition) দ্বারাই হয় না, পরন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন বলিয়া মানসিক ইচ্ছায় শরীর পরিচালিত হইয়া থাকে।

আমার ইচ্ছা হইবামাত্র ভগবান্ দেহকে তদনুসারে পরিচালিত করেন এবং শারীরিক বিকার দ্বারা মন যে বিকার-গ্রস্ত হয় তাহাও ভগবৎ-কর্তৃক সম্পন্ন হয়। এই একান্ত ঈশ্বরাধীন অনিয়ত-কারণই কার্যের নিয়ামক বলিয়া এই মতবাদ অনিয়ত-কারণবাদ বা Occasionalism নামে অভিহিত।

আমার ইচ্ছাক্রমেই আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরিচালিত হয় না, কিন্তু যিনি জড়-জগতের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি দান করিয়াছেন, যিনি বাহ্য-জগৎকে নিয়মশৃঙ্খলাদ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই মানব-ইচ্ছাকে সৃষ্টি করিয়া এই দেহ এবং মনকে এমনভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন যে, যখনই আমি ইচ্ছা করি আমার ইচ্ছানুযায়ী একটা বাহ্যগতি তখনই দেহে পরিলক্ষিত হয় এবং বাহ্যগতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ইচ্ছা জাগরূক হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে একে অন্যের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ; জিউলিঙ্কস্ দুইটী ঘড়ির উদাহরণ দ্বারা এই সম্বন্ধে স্পষ্ট ও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যেমন দুইটী ঘড়ি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতে থাকিয়াও ঠিক সময় জ্ঞাপন করে, অথচ তাহাদের পরস্পরের ভিতর কোন সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই—এক সময় তাহারা বাহ্য চালক দ্বারা নির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হইয়াছিল মাত্র, সেইরূপ বিশ্বস্রষ্টা এই দেহ এবং আত্মাকে মানব-বুদ্ধির অনধিগম্য এক যোগসূত্রে গ্রথিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং বিচারবুদ্ধির নিকট ইহা একটী রহস্য। আত্মা এবং শরীরের সম্পর্ক—অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের প্রতিনিয়ত সম্বন্ধ—দূটতর্কের অমীমাংসিত একটী অতিপ্রশ্ন।

জিউলিঙ্কসের পরে মালব্রান্‌শ্‌ (Malebranche) 'অকেশনালিজ্‌ম্‌' মতবাদের বিশিষ্ট রূপ প্রদান করেন। জিউলিঙ্কসের নীতিশাস্ত্র (Ethics) নামক পুস্তক প্রকাশের প্রায় ৯ বৎসর পরে মালব্রান্‌শ্‌ দেহ এবং মনের সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও ব্যাপকভাবে কার্য-কারণ নির্ণয়ের জন্য উক্ত মতবাদ প্রচার করেন। তিনি মূল-কারণ (Formal cause), নিমিত্ত-কারণ (Efficient cause) অথবা কার্যের অন্য কোনও কারণ আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। এতদ্ভিন্ন ইনি জ্ঞান-শাস্ত্রের (Epistemology) দিক্ হইতেও এই মতবাদের যথেষ্ট মূল্য দিয়াছেন। ইঁহার মতে দেহ এবং মন পরস্পরের প্রভাব হইতে বিনির্মুক্ত নয় ; অধিকন্তু চেতন মন জড়বস্তুর স্বভাব জানিতেও পারে না—আমরা বাহ্যবস্তুকে ভগবৎ-সান্নিধ্যের জন্য দেখিতে পাই (we see things in God)। তিনিই যখন একমাত্র কারণ, তখন তিনিই জ্ঞানের একমাত্র জনক ; জড়বস্তু বিষয়রূপে প্রতীতি হয় মাত্র।

[Descartes : Principia, 36 ; Meds., v and vi, Passions de l'Ame ; Geulincx : Ethics, 113 · Met., 26 ; Malebranche : Researche de la Verite, vi. 2, 3 ; Falekenberg, Windelband, Ueberweg : History of Philosoophy, ii.]

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য

অকেশপরাগকোষ—কিঞ্জল্ক ও রেণু-শূন্য পুষ্পবৃন্ত sessile anther.

অকেসিনেস্‌১—পঞ্জাব প্রদেশের চন্দ্রভাগা নদীর গ্রীক নাম। ইহা ঋগ্‌বেদে উল্লিখিত 'অসিক্নী'র অপভ্রংশ। [চন্দ্রভাগা দ্র°]।

[ঋ° ১০ ৭৫ ; GDI, 1]

অকেসিনেস্‌২—সিসিলির নদী-বি°।

[EHI, i. 269, 272]

অকৈতব—[ন = অ + কৈতব (মিথ্যা)—নঞ্‌ তৎ] বিণ, ১ যাহাতে মিথ্যা নাই ; অকপট, সরল। ২ অকৃত্রিম। ৩ একাগ্র, একান্ত।

অকৈবল্য—[ন = অ + কৈবল্য (মোক্ষ) —নঞ্‌ তৎ] কৈবল্যরহিত।

অক্কো—বর্মা-প্রদেশের পূর্বভাগে অবস্থিত কেঙ্‌তুঙের একাংশের অধিবাসী জাতি-বি°। শারীরিক গঠনে ও বেশভূষায় ইহারা খাদের বিপরীত, কিন্তু ইহারা খাদের ভাষা ব্যবহার করে। সম্ভবতঃ ইহাদের সহিত খাদের জাতিগত সম্পর্ক আছে [খা দ্র°]।

অক্কোক্‌তোঙ্‌—বর্মাপ্রদেশের অন্তর্গত হেন্‌জাদা জেলার উত্তর সীমায় আরাকান যোম-পর্বতমালার পূর্বভাগে অবস্থিত একটী পাহাড়। পাহাড়টী ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। উচ্চতা —৩০০ ফুট। অক্ষা° ১৮° ২৯´ ৪৫´´ উ° ; দ্রা° ৯৫° ১০´ ৪৫´´ পূ°। পাহাড়ে বর্মীজদিগের একটী সুদৃঢ় দুর্গ আছে—উহারও নাম অকোক্‌তোঙ্‌ দুর্গ। কতকগুলি বৌদ্ধ গুহাও এইস্থানে আছে ; উহাতে বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্তি থাকায় স্থানটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। কয়েকটী যুদ্ধও এইস্থানে সংঘটিত হওয়ায় ইহা অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৮৫২ খ্রী: ৯ই জুলাই ক্যাপ্টেন টার্লটন (Captain Tarleton) ইরাবতী নদী পরীক্ষা করিবার সময় এইস্থানে বর্মীজ-বাহিনী-কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি তাহাদের বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইরাবতী নদী অকোক্‌তোঙ্‌ পাহাড়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া একটী ব-দ্বীপে আসিয়া পরে কতকগুলি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় বর্মা-যুদ্ধের সময় বৃটিশ-কর্তৃক প্রোম অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত অকোক্‌তোঙ্‌ দুর্গ বর্মীজদের অধিকারে ছিল, প্রোমের অধিকার-সংবাদ পাইয়া বর্মীজ-বাহিনী অকোক্‌তোঙ্‌ দুর্গ পরিত্যাগ করে।

[BurgCI, 356 ; IA, xiii, 104 ; Sir H. T. White : Burma, Camb. 1923, 26, 208-9 ; General L. de Beylie : l'Architecture Hindouen Extreme—Orient]

অক্কোট১—[ন—কুট (কৌটিল্য) + অন্‌ ক] যে সরলভাবে বর্ধিত হয়, গুবাক গাছ areca catechu [গুবাক দ্র°]।

অক্কোট২—বেরারের অন্তর্গত অকোলা জেলার উত্তর ভাগের তালুক। অকোলা শহর

হইতে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৫৫´ ও ২১° ১৫´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭০° ৪৭´ ও ৭৭° ১৫´ পূ°। আয়তন-পরিমাণ—৫১৭ বর্গ মাইল। গ্রামসংখ্যা—২২৮; নগর দুইটী—একটী অকোট নগর [অকোট৩ দ্র°] এবং আর একটী হিবারখেদ। পূর্ণা নদী ইহার দক্ষিণ সীমা দিয়া প্রবাহিত; উহার দ্বারা ইহার ভূমির উর্বরতা নিষ্পন্ন হইয়াছে। উত্তরে গাবীলগড় পাহাড়। এই পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের শাখায় প্রাচীন নরনালা দুর্গ অবস্থিত। অর্‌গাঁও গ্রাম ইহার ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামে ১৮০৩ খ্রীঃ ২৯এ নভেম্বর ওয়েলেস্‌লী মহ্রাঠাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গাবীলগড় পাহাড় হইতে বহু ক্ষুদ্র নদী অকোটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ণা নদীতে পতিত হইয়াছে। এই সমুদয় নদী এই স্থানের উর্বরতা সম্পন্ন করিয়াছে।

অকোট৩—বেরারের অন্তর্গত অকোলা জেলার উত্তরে অবস্থিত অকোট তালুকের মুখ্যনিবেশ। অক্ষা° ২১° ৬´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৬´ পূ°। ১৮৮৪ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা হয়। কূপ হইতে যথেষ্ট জল পাওয়া যায়। তুলার জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ এবং যথেষ্ট তুলার ব্যবসা এইস্থানে চলিয়া থাকে। এই স্থানের তুলার কার্পেটের আদর খুব বেশী।

অকোড়ি১—মীর্জাপুর তহশীলের অন্তর্গত হিয়ানুরে তাপ্পার একটী গণ্ডগ্রাম। অবস্থান অক্ষা° ২৫° ১১´ ৬´´ উ°; এবং দ্রাঘি° ৮২° ২৮´ পূ°। ইহা মীর্জাপুরের দশ মাইল পশ্চিমে। মীর্জাপুর হইতে এই গ্রামে যাইবার একটী পাকা রাস্তা আছে। গ্রামটী একটী নালার উপর অবস্থিত। বৎসরের অধিকাংশ সময় নালাটী শুষ্ক থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে একটী নদীর আকার ধারণ করে; ইহাকে লোকে পাহাড়ী নদী বলিয়া থাকে। অকোড়িতে কোন রেলওয়ে স্টেশন নাই, তবে ইহা ঈস্ট ইণ্ডিয়ন্ রেলওয়ের বিরোহী নামক স্টেশনের খুব নিকটে। এই গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানের বাস আছে; হিন্দুগণ সংখ্যায় অধিক এবং তাহাদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও রাজপুত। এই রাজপুতগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া বিদিত। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মীর্জাপুরে এক জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে, অকোড়ি গ্রামবাসিগণ শহর লুঠ করিতে আসিতেছে। এই গ্রামে অনেক বিখ্যাত মন্দির আছে, কিন্তু কোনটীরই ভাস্কর্যের তেমন উৎকর্ষ নাই। গ্রামের অধিকাংশ গৃহ নিকটবর্তী পাহাড়ের প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। গ্রামটী কাশী-নরেশের সম্পত্তিভুক্ত।

[U. P. Gaz., Mirzapur, xxvii. 264]

অকোড়ি২—যুক্তপ্রদেশের কানপুর জেলার ভোগিনপুর তহশীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রামের নিকট দিয়া গঙ্গানদীর শাখা ভোগিনপুর কাটাখালের একটী উপশাখা বহিয়া গিয়াছে। 'অলাউদ্দীন মেও রাজপুতদিগের নিকট হইতে এই সকল প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন; পরে এক জন কায়স্থ এই গ্রামের তহশীলের ভার পাইয়াছিলেন। তিনি 'তেওয়া' দুর্গ জায়গীর-স্বরূপ পাইয়াছিলেন। সম্রাট্ শাহ্‌জহানের সময় ইঁহার বংশধর কিরাত সিংহ কানুনগো ও চৌধুরীর পদ পাইয়াছিলেন।

[U. P. Gaz., Cawnpore, xix. 26, 246, 248]

অকোপ১—১ [ন= অ + কোপ—নঞ্ তৎ] ক্রোধাভাব। ২ [ন = অ (নাই) কোপ যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী— -া, -ী] বিশ, ক্রোধহীন।

অকোপ২—মহারাজ দশরথের ব্রাহ্মণেতরবর্ণ অষ্ট মন্ত্রিগণের অন্যতম। রা° বাল° ৭, ৩-৪।

অকোপন—[ন = অ + কোপন (কোপন স্বভাব)—নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, অক্রোধ, ক্রোধহীন।

অকোপিনী—ক্রোধহীনা; শান্তা।

অকোপী—[মূ° অকোপিন্। ন = অ + কোপী—নঞ্ তৎ; স্ত্রী—অকোপিনী] ক্রোধশূন্য।

অকোবিদ—[ন = অ + কোবিদ (পণ্ডিত) —নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, অপণ্ডিত, নিরক্ষর।

অকোমল—[ন = অ + কোমল – নঞ্ তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহা কোমল নহে, কঠিন, কর্কশ।

অকোর—আচ্ছাদন করিয়া [অগোর দ্র°]।

'বরজ-বধূগন তোড়ই ডারত
দেয়ত প্রাণ অকোর'॥
প° র° ৪৬২. ১৩

অকোর মলিক—খত্তক জাতির নেতা। [খত্তক দ্র°]। কাবুল নদীর দক্ষিণস্থ রাস্তা লুণ্ঠনাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত ইনি সম্রাট্ অকবরের সহিত যোগদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। প্রতিদানে ইনি জায়গীরস্বরূপ প্রভূত ভূভাগ পাইয়াছিলেন। ইঁহার রাজ্যের নাম হইল অকোর। ইনি অতঃপর ইঁহার জাতির মধ্যে নেতৃস্থান লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর ইঁহার বংশধরগণ অকোররাজ্য বংশপরম্পরায় লাভ করেন। প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও কবি খুশ্‌হাল খাঁ ইঁহার বংশধর।

অকোলা১—বেরার প্রদেশের একটী জেলা। উ° নি° ২০° ৫২´ ও ২১° ১৫´ এবং পূ° দ্রা° ৭৬° ৪০´ ও ৭৭° ৪৭´ মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৪৭২০ বর্গমাইল।* ইহার উত্তরে মেলঘাট জেলার গাবিলগড় পর্বত; পূর্বে দরিয়াপুর, অমরাবতী, চন্দুর ও মরুহা তালুক; দক্ষিণে নিজামের রাজ্য এবং পুসাদ তালুক, পশ্চিমে বুল্‌দানা জেলার মেখর্ খমগাঁও ও জাল্‌গাঁও তালুক। এই জেলাটী সমতল; ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য উল্লেখযোগ্য নহে। এই জেলার উত্তরাংশে মেলঘাটের পর্বতমালার একটী শাখার উপর নরনালার দুর্গ (৩,১৬১ ফুট) অবস্থিত।

* ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর হিসাবে ৪০৯১ বর্গমাইল, কিন্তু মার্ডোনাল্ড জেনারেলের জরীপে ৪৭২০ বর্গমাইল।

এই জেলায় দক্ষিণার্ধে পাতুরের নিকট হইতে ভূমি ক্রমশঃ উচু হইয়া বালাঘাটের দিকে গিয়াছে। পূর্ণা নদীই এই জেলার প্রধান নদী। ইহা পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে; উত্তরে মেলঘাটের পর্বতমালা ও দক্ষিণে বালাঘাটের পর্বতমালা হইতে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পূর্ণা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

উত্তরের সঙ্কীর্ণ পর্বতীয় অংশ ব্যতীত এই জেলার অধিকাংশই বেরারের মধ্যপ্রদেশের পায়ানঘাট উপত্যকায় অবস্থিত। * এই জেলার বন্যজন্তুর মধ্যে কৃষ্ণসার, বন্যশূকর, নীলগাই এবং চিতাবাঘই প্রধান। বড় বাঘ প্রায়ই দেখা যায় না; কখনও কখনও বন্যশূকর ও নেকড়ে বাঘ দেখা যায়।

অকোলা জেলায় বৎসরে তিন মাস অত্যন্ত গরম, সেই সময় তাপমান গড়পড়তা ১১৫° ডিগ্রী হয়; কখনও কখনও ১১৭° ডিগ্রীর উপরেও উঠিয়া থাকে। জুন মাসে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ কমিয়া যায়। নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে তাপমান নামিয়া গড়ে ৬২·৫° পর্যন্ত হয়, আবার কখনও কখনও ৩৬·৬° পর্যন্ত নামে। গ্রীষ্মকালে দিনে প্রচণ্ড গরম হইলেও রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা থাকে। নরনালার দুর্গ একটা ছোট-খাট স্বাস্থ্য-নিবাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে; ইহার আবহাওয়া বেশ প্রীতিপ্রদ।

১৯২০ হইতে ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই জেলার গড়পড়তা বারিপাত হইয়াছিল ২৮·০৪ ইঞ্চি। যে সময় অনাবৃষ্টি হয় সেই সময় দারুণ গ্রীষ্মে বহু গো-মেষাদি মারা যায়।

অকোলা জেলার কোন কালে একটা বিশেষ রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ছিল না। ইহার সীমার মধ্যে যে সমস্ত বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে সেইগুলি লইয়াই ইহার ইতিহাস। অকবরের সময়ে আধুনিক অকোলা জেলাটী নরনালা-সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অকোলা একটী শহর ছিল।

১৪৩৭ খ্রীঃ খান্দেশের সুলতান বেরার আক্রমণ করিলে বহ্‌মনি-বংশের দ্বিতীয় 'অলাউদ্দীন অহ্‌মদ শাহ্‌র অধীন ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা খান্-ই-জহান্ বিদ্রোহী সামন্তগণ-কর্তৃক অকোলার উত্তর-সীমান্তস্থিত নরনালার দুর্গে অবরুদ্ধ হন।* বেরারের শেষ স্বাধীন নৃপতি বুর্হান 'ইমাদ শাহ্ নরনালার দুর্গে তাঁহার মন্ত্রি-কর্তৃক বন্দী হন। ১৫৭২ খ্রীঃ অহ্‌মদনগরের নৃপতি মুর্তজা নিজাম শাহ্ নরনালার দুর্গ অবরোধ করিয়া বেরারের নৃপতি ও মন্ত্রীকে বন্দী ও হত্যা করেন। ১৫৯৭-৮ খ্রীঃ সম্রাট্ অকবরের কর্মচারিগণ এই দুর্গ অধিকার করেন।

১৭২০ খ্রীঃ মুহম্মদ শাহ্ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আসীন, তখন নিজাম উল্-মুল্ক আসফ জা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ২২এ জুন বুর্হানপুরের নিকট রতনপুর নামক স্থানে দিলাবর 'অলী খাঁকে পরাজিত করিয়া বেরার-পৈনঘাটে বালাপুর নামক স্থানে 'আলম্ 'অলী খাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। বালাপুর অকোলা জেলার একটী তালুক। এই জেলার অন্তর্গত গাঁও নামক স্থানে ১৮০৩ খ্রীঃ ২৯এ নভেম্বর তারিখে কর্নেল সটিভেন্সন্ জেনারেল ওয়েল্‌সলীর সহিত মিলিত হইয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও রঘুজী ভোঁসলাকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে মরাঠাগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

১৮৪১ খ্রীঃ এই জেলার উত্তরে জামোদ দুর্গের প্রাচীরে মরাঠা-সেনাপতি মুগজীরাও ভোঁসলার পতাকা উড্ডীন করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ অকোলাতে এক ধর্মগত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধিয়াছিল। এলিচপুর হইতে সত্বর বৃটিশকর্মচারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় সহজেই গোলমাল থামিয়া যায়। ১৮৪৯ খ্রীঃ অপ্পা সাহেবের নেতৃত্বে কয়েকবার বিদ্রোহ ঘটিলে ইংরেজেরা বলপ্রয়োগে সেই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল। ১৮৫৩ খ্রীঃ নিজাম ইংরেজের হস্তে বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্বে নিজামের কর্মচারিগণের অত্যাচারে ও শোষণ-নীতিতে মধ্যে মধ্যে কৃষকগণ বিদ্রোহী হইত।

বেরার প্রদেশ ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইলে ইহা পূর্ব ও পশ্চিম বেরার এই দুইটী জেলায় বিভক্ত হয়। পূর্ব বেরারের প্রধান নগর ছিল অমরাবতী এবং পশ্চিম বেরারের অকোলা।

১৮৬৪ খ্রীঃ দক্ষিণ-পশ্চিম বেরার বা পরবর্তী কালের মেহ্‌কর অথবা আধুনিক বুলদানা জেলাকে অকোলা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছিল। ১৮৬৭ হইতে ১৮৭২ খ্রীঃ মধ্যে বেরার প্রদেশের দুইটী রাজস্ব-সংক্রান্ত বিভাগ করা হইয়াছিল—পূর্ব এবং পশ্চিম বেরার। এই সময়ে অকোলা শহর পশ্চিম বেরারের কর্তৃপক্ষের আবাসস্থল হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ বেরার প্রদেশের বাসিম বিভাগটী একটী বিভিন্ন জেলায় পরিণত হয়।

এই জেলার প্রাচীন দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে পাতুর পর্বতে দুইটী বিহার, হিমাদপন্থির মন্দিরগুলি, বিশেষতঃ বার্সিতাকলী মন্দির, নরনালা ও বালাপুরের দুর্গদ্বয় এবং বালাপুরের ছত্রী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২১ খ্রীঃ অকোলা জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৭৯৪,৮৪৭ এবং ১৯৩১ খ্রীঃ উহা বাড়িয়া ৭৯৬,৩৬২ হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৪৪৮,৮৯৬ জন পুরুষ এবং ৩৪৭,৪৬৬ জন স্ত্রীলোক। শহরগুলিতে লোকসংখ্যা ১৫১,৬৯৩ এবং গ্রামে ৭২৪,৬৬৯ জন। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ৭১৮,৪৫১ (পুরুষ ৩৩৭,৪৬০; স্ত্রী ৩৮০,৯৯১) ও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ৮৯,১৮৫ (পুরুষ ৪৬,৯০৩; স্ত্রী ৪২,২৮২)। এই জেলার তালুকগুলি অনেকটা একই প্রকৃতির; কিন্তু অন্যান্য তালুকের তুলনায় বালাপুর ও মঙ্গরুলপীর তালুকে লোকসংখ্যা খুব অল্পই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই জেলায় ১১টী শহর ও ১,৬১২টী গ্রাম আছে। শহরগুলির মধ্যে অকোলা, অকোট, বাসিম, মুর্তজাপুর ও করঞ্জায় মিউনিসিপ্যালিটী আছে; বার্সিতাকলি, বালা-

* কৃষক ও উদ্ভিজ্জ-সম্বন্ধে 'বেরার' দ্র°।

* তবে ইহার পর তিনি দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন।

পুর, পাতুর, ওয়াদেগাঁও, হিবারখেদ ও মঙ্গরুলপীর শহরে মিউনিসিপ্যালিটী নাই। শহরগুলিতে ৩০,৫৪৫ ঘর লোকের বাস ও গ্রামে ১.৫৬,৫৫৫ ঘর লোক বাস করে। অকোলা জেলায় পাঁচটী তালুক আছে। যথা—অকোলা, অকোট, বাসিম, বালাপুর, মঙ্গরুলপীর ও মুর্ত্তজাপুর। পূর্ব্বে অকোলা জেলার আয়তন ক্ষুদ্র ছিল, তখন খামগাঁ ও জালগাঁ তালুক ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বাসিম, মঙ্গরুলপীর ও মুর্ত্তিজাপুর এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯০৫ খ্রীঃ এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বেরার প্রদেশের মধ্যে এই জেলার আয়তন হিসাবে লোকসংখ্যা খুব বেশী। এখানকার লোকেরা সাধারণতঃ মরাঠি ভাষা বলিয়া থাকে, মুসলমানগণ উর্দু বলে। হিন্দুদিগের মধ্যে কুন্‌বী, মহার, মালী, ধাঙ্গড় ও তেলীর সংখ্যা অধিক। ব্রাহ্মণের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। এই জেলার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। *

হাজারকরা কত জন লোক কি কাজ করে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :— যাহারা পশু পালন ও চাষ করে—৮০৭, যাহারা খনিতে কাজ করে—২, শিল্পী—৮৭, মালবাহী—১২, ব্যবসায়ী—৪০, পুলিশ প্রভৃতি—৪, যাহারা শাসন বিভাগে কার্য করে—৭, স্বাধীন বৃত্তি বা চারুকলা হইতে যাহারা জীবন নির্ব্বাহ করে—১৩, পৈত্রিক সম্পত্তির আয় হইতে যাহারা জীবন নির্ব্বাহ করে—১, যাহারা গৃহস্থালীর কার্য করে—১০, যাহাদের স্থির কোন বৃত্তি নাই—২৬, অন্যান্য—১১। মোট সংখ্যা—১০০০।

আবাদী জমির মধ্যে শতকরা কত অংশে কি চাষ হয় তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল :—

চাউল	গম	তুলা	জোয়ার	অন্যান্য
১	৪	৫০	৩৩	১২

খাদ্যের মধ্যে জোয়ারের চাষই অধিক হয়।

* কৃষির অবস্থা-সম্বন্ধে 'বেরার' দ্র'।

অধিকাংশ জমিতে তুলার চাষ হইয়া থাকে। বেরার প্রদেশের মধ্যে অকোলা জেলাই অত্যন্ত উর্ব্বর।

বালাপুর এবং অকোট তালুকের কিয়দংশে বৃহত্তর গবাদি পশু পাওয়া যায়; এই জেলার অন্যান্য অংশে উমদা বা ক্ষুদ্রতর আকৃতির গরু পাওয়া যায়। নিমাড়ী, শোলাপুরী, হোশঙ্গাবাদী, মালবী, গুজরাটী এবং সুরাটী গরু এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষগুলি প্রায় সমস্ত নাগপুরী। এইস্থানে ঘোটক সাধারণতঃ নিকৃষ্টজাতীয় এবং মেষ ও ছাগল অত্যন্ত অপকৃষ্ট। শহরে দুগ্ধবতী গুজরাটী ছাগী দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০৩-৪ খ্রীঃ এই জেলায় মাত্র ১১ বর্গ মাইল স্থানে কূপাদি হইতে উপযুক্ত জল-সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে পুষ্করিণী ও নদী হইতে খাল কাটিয়া জল-সরবরাহেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল; কিন্তু অধুনা পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ হওয়ার পর জল-সরবরাহের অনেক সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

মেলঘাট ও বালাঘাট পর্ব্বতমালার নিকট যে সামান্য স্থানে অরণ্য আছে তাহাতে সলাই, খদির, বাবলা ও কিছু কিছু সেগুন গাছ জন্মে।

পূর্ণা উপত্যকার লবণ-কূপসমূহ হইতে পূর্ব্বে নিকৃষ্ট লবণ সংগ্রহ করা হইত, উহাতে কোনও মতে স্থানীয় অভাব মোচন হইত এবং যৎসামান্য রাজকর আদায় হইত। অধুনা বোম্বাই হইতে রেলপথে উৎকৃষ্ট লবণ আমদানী হওয়ায় লবণ-শিল্প বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই জেলার শিল্প ও চারুকলা সেরূপ উল্লেখযোগ্য নহে। অকোট ও বালাপুরে সতরঞ্চি তৈয়ারী হইত, কিন্তু উৎকৃষ্টতর মাল আমদানী হওয়ায় ক্রমে ক্রমে এই শিল্পও উঠিয়া যাইতেছে, তুলা প্রস্তুত করাই এই জেলার প্রধান শিল্প। বাষ্পযন্ত্রের সাহায্যে তুলা ধুনা ও পাট করা হয়।

এই জেলার প্রধান ব্যবসায় তুলার রপ্তানী। অকোলা, অকোট, বালাপুর, মুর্ত্তজাপুর ও বাসিম-এই কয়েকটী স্থান তুলার ব্যবসায়ের কেন্দ্র। এই সকল স্থান হইতে বোম্বাইয়ে তুলা রেলযোগে রপ্তানী হইয়া থাকে।

অকোলা জেলায় দুইটী রেলপথ আছে—একটী জি, আই, পি, রেলওয়ের নাগপুর শাখা, এই জেলার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে, ইহার দৈর্ঘ্য অন্যূন ৫৫ মাইল এবং আর একটী ছোট লাইন অমরাবতী জেলার এলিচপুর হইতে বরাবর দক্ষিণমুখে আসিয়া মুর্ত্তজাপুরে জি, আই, পি, লাইনকে অতিক্রম করিয়া করঞ্জা পর্য্যন্ত আসিয়া পূর্ব্বমুখে ইয়োটমল জেলার প্রধান শহর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এই জেলার মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৬৮,০২১ জন; উহার মধ্যে ৬৩,৭৮৫ জন পুরুষ ও ৫,১৩৬ জন স্ত্রীলোক। মোট ইংরেজী-শিক্ষিতের সংখ্যা ৬,০৮৭; উহার মধ্যে ৫,৮১০ জন পুরুষ ও ২৭৭ জন স্ত্রীলোক। হিন্দুদিগের মধ্যে ৫৭,৭৪২ জন শিক্ষিত (পুঃ ৫৩,৮২৯; স্ত্রী—৩,৯১৩); ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা ৪,৯৩৫ (পুঃ ৮,৭৩১; স্ত্রী ২০৪); শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ৮,৪৩১ (পুঃ ৭,৬১৯; স্ত্রী ৮১২); ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ৭৪৬, (পুঃ ৭৩৬; স্ত্রী ১০); শিক্ষিত জৈনের সংখ্যা ২,০৬১ (পুঃ ১,৮৮০; স্ত্রী ১৮১); ইংরেজী-শিক্ষিত জৈনের সংখ্যা ২১৩; কোন জৈন স্ত্রীলোক ইংরেজী জানে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এখানে হাজারকরা ৯৩ জন শিক্ষিত।

অকোলা জেলার ছয়টী তালুকে এক একটী তহশীলদার আছে। অন্যান্য জেলার মত বুলদানা ও অকোলায় কর্মচারিবৃন্দ আছেন, অধিকন্তু এক জন বন-বিভাগের কর্মচারী আছেন।

১৯০৭ খ্রীঃ অকোলা-জেলার ভূমির রাজস্ব বার্ষিক ২৫,০০,০০০ টাকা ও সেস্ ছিল ১,৯৭০০০ টাকা; অধুনা নূতন জরীপ হওয়ায় ভূমিরাজস্ব কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হওয়ায় সেস্ও বাড়িয়াছে।

অকোলা জেলার জেলখানা অকোলা

বুলদানা ও বাসিম জেলার প্রধান জেলখানা বলিয়া বিবেচিত হয়।

[IG. v ; CI (1931)—C. P. & Berar ; A, Review of the Administration of C. P. & Berar, 1931-32, 1932-33]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অকোলা২—বেরার প্রদেশের অন্তর্গত অকোলা জেলার প্রধান শহর। উ° নি° ২০° ৪২´ ও পূ° দ্রা° ৭৬° ২´; গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা রেলওয়ের নাগপুর শাখার উপর ইহা অবস্থিত। বোম্বাই হইতে ইহার দূরত্ব ৩৮৩ মাইল ও নাগপুর হইতে ১৫৭ মাইল। ১৯৩১ খ্রীঃ ইহার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৪৭,৬৩২ (পুঃ—২৬,৪০১, স্ত্রী—২১,২৩১); হিন্দু ৩৫,২০২ (পুঃ—১৯,৬১২, স্ত্রী—১৫, ৯০); মুসলমান ১১,২০৮ (পুঃ—৬,১১৮, স্ত্রী—৫,০৯০); খৃষ্টান ৫২১ (পুঃ—২৮৬, স্ত্রী—২৩৫); শিখ ৪১ (পুঃ—২০, স্ত্রী—২১); পার্শী ৪৬ (পুঃ—২৪, স্ত্রী—২২); জৈন ৫৯০ (পুঃ—৩৩০, স্ত্রী—২৬০); অন্যান্য ১০ (পুঃ—৫, স্ত্রী—৫); আইন-ই-অকবরীতে অকোলা নরনালা-সরকারের অন্তর্গত একটী পরগণার প্রধান শহর বলিয়া উল্লিখিত আছে। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে অকোলা অমীর-উল-উমরা অসদ খাঁর জায়গীরের অন্তর্গত ছিল। তিনি এই শহরের প্রাচীরগুলি ও ঈদ্গা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ প্রাচীরগুলির গাত্রে উহার নির্মাণ ও সংস্কার-সম্বন্ধে বহু লিপি আছে। ইহার পর দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় অকবর শাহ্‌র সময়ে (১৮০৬—১৮৩৭ খ্রীঃ) নিজামের অধীন শাসনকর্তা সালিহ্ মুহম্মদ খাঁ এই নগরীর মধ্যে একটী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সময় এই দুর্গে ৫টী হস্তী, এক সহস্র অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক সৈন্য ছিল। ১৮০৩ খ্রীঃ জেনারেল ওয়েলস্‌লী আসে (Assaye) হইতে এই শহরের ৩৬ মাইল উত্তরস্থিত অর্গাঁও নামক স্থানে যাইবার পথে এই নগরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। অর্গাঁও-এর যুদ্ধে তিনি রঘুজী ভোঁস্‌লার ভ্রাতা বেঙ্কজীর অধীন মহারাষ্ট্র-বাহিনীকে পরাজিত করেন। নিজাম বেরার প্রদেশ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবার পূর্বে অকোলার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, কারণ নিজামের অধীনে তালুকদারের কুশাসনে ও শোষণ-নীতিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই স্থানের অধিবাসিগণের অনেকে অমরাবতীতে পলায়ন করে। পূর্ণা নদী এই শহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। অকোলা এই নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। অপর ভাগের নাম তাজ্‌না-পেঠ; এই স্থানে ইংরেজদিগের আবাসস্থানগুলি ও সরকারী হর্ম্যগুলি অবস্থিত। ১৮৬৭ খ্রীঃ এই শহরে মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। এই শহরটী বেরার প্রদেশের তুলা-ব্যবসায়ের একটী প্রধান কেন্দ্র। এই স্থানে বহু তুলা ধুনিবার ও পাট করিবার কারখানা আছে। ১৮৬৮ খ্রীঃ হইতে তাজ্‌নাপেঠে একটী তুলার বাজার আছে।

এই শহরের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল ও মহার বালকদিগের স্কুল এবং তাহাদের ছাত্রাবাস উল্লেখযোগ্য। ছাত্রদিগের আহার ও ছাত্রাবাসে বাসের জন্য কোন ব্যয় লাগে না।

[IG, v ; CI, 1931—C. P. & Berar ; A Review of the Adminstration of the Province C. P. & Berar, 1931-32, 1932-33]

অকোলা তালুক১—বেরার প্রদেশের অকোলা জেলার প্রধান তালুক। উ° নি° ২০° ২৫´ ও ২০° ৫৫´ এবং পূ° দ্রা° ৭৬° ৫৫´ ও ৭৭° ২৫ মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৭৩৯ বর্গমাইল। এই তালুকে দুইটী শহর আছে—অকোলা ও বার্সিতাকলি। ১৯০৩-৪ খ্রীঃ এই তালুক ৫,৭১,০০০৲ টাকা কৃষি-রাজস্ব ও ৪৫০০০৲ টাকা সেস্ দিত। এই তালুক পূর্ণা নদীর উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে পূর্ণা নদী, দক্ষিণে বালাঘাট পর্বতমালার উত্তর শাখা। এই তালুকের মধ্য দিয়া কাটা-পূর্ণা নদী প্রবাহিত হইয়া পূর্ণানদীর সহিত মিশিয়াছে।

২য় অকবর শাহ্ মুহম্মদের রাজত্বকালে (১৮০৬—১৮২০ খ্রীঃ) শাহ্ মুহম্মদ খাঁ এই স্থানের জায়গীরদার ছিলেন।

[IG. v. ; Hlns. 63, 131-37]

অকোলা তালুক২—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অহ্‌মদনগর জেলার একটী তালুক। উ° নি° ১৯° ১৬´ ও ১৯° ৪৫´ এবং পূ° দ্রা° ৭৩° ৩৭´ ও ৭৪° ৭´ মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৫৭২ বর্গমাইল।

এই তালুকে ১৫৭টী গ্রাম আছে; তন্মধ্যে প্রধান স্থান অকোলা। ১৯০৩-৪ খ্রীঃ কৃষি-রাজস্ব এক লক্ষ এবং সেস্ ৭০০০৲ টাকা ছিল। অকোলা তালুকের দুইটি প্রধান নদী প্রবর ও মূলা। উত্তরাংশে আড়লা নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। নদীগুলি পর্বতীয় নদী। এই তালুকের ভূমি উচ্চাবচ। রাজুর নামক গ্রামের কিছু দূরে প্রবর নদীর উপত্যকা সমতল হইয়া গিয়াছে। এই স্থানকে অকোলা তালুকের 'দেশ' বলা হয়। এই স্থানে আড়লা নদীও ২০০ ফুট উচ্চ পর্বতীয় ভূভাগ হইতে অবতরণ করিয়া এই সমতলক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই তালুকের পশ্চিম অংশে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার শিখরসমূহ অবস্থিত। এই অংশে প্রচুর বারিপাত হইয়া থাকে। সীমান্তে বৎসরে ২০০ হইতে ২৫০ ইঞ্চি বারিপাত হয়; কিন্তু 'দেশে' বা পূর্বাংশে ২২ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হয় না।

এই তালুকের প্রধান শহরের নাম অকোলা।

[IG. v.]

অকোশা—কুড্‌মলরহিতা without buds. 'যাঃ ফলিনী র্যা অফলা অকোশা কোশিনীশ্চ যাঃ' —কা° ১৬. ১৩=মৈ° ২. ৭. ১৩।

অকোহ্রি—যুক্তপ্রদেশের উনাও জেলার পুর্‌বা তহশীলের মৌরানবন্ পরগণায় একটী গণ্ডগ্রাম; ইহার লোকসংখ্যা চারি সহস্রের অধিক। ইহার অধিকাংশই আহীর ও ছত্রী। ইহার অবস্থান অক্ষ ২৬° ২৩´ উ° এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৪´ পূ°। উনাও হইতে রাইবেরিলি যাইবার পথের অর্ধ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। উনাও

হইতে ইহার দূরত্ব ৩১ মাইল এবং তহ-শীলের সদর পুর্‌বা হইতে ১১ মাইল। গ্রামের কিছু উত্তরে একটা হ্রদ আছে। গ্রামটার উত্তর হইতে দক্ষিণের দৈর্ঘ্য তিন মাইলের অধিক এবং বিস্তার তিন মাইল। কথিত আছে, ধারা নগরের অকৃবর সিং নামক এক মানবার ছত্রী এই গ্রামটা প্রতিষ্ঠিত করেন।

অকোড়ি জন্‌বার তালুকদারদিগের সদর। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কেবল পুর-সেনী মৌজার মালিক ছিলেন। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহে ইংরেজদিগের সাহায্য করায় সর্দার ঝকা সিং হিন্দপাল সিংহের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি পুরস্কারস্বরূপ পাইয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঠাকুর বলদেও বক্‌শ ১৮৯৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। তাহার পর ইঁহারই পৌত্র মুনেশ্বর বক্‌শের নাবালক অবস্থায় এই এস্‌টেট্‌ 'কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসে'র তত্ত্বাবধানে ছিল। ইহার বার্ষিক রাজস্ব ১৩,২৪০৲ টাকা। তিনটা গ্রাম, জেলার একটা পট্টি এবং লক্ষ্ণৌয়ের কিছু সম্পত্তি এই এস্‌টেটের অন্তর্ভুক্ত।

[U. P. Gaz. xxxviii, 71, 142]

অকৌটিল্য — [ন = অ + কৌটিল্য— নঞ্‌ তৎ] অকুটিলতা, সারল্য।

অকৌশল—[ন—অ + কুশল + অ (ভা°) —নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— ।] ১ কৌশলের অভাব, অপটুতা। ২ মনোমালিন্য। ৩ বিবাদ, ঝগড়া।

অক্কট—[দোহাভাষা ; তু° আকাট] আশ্চর্য। 'অক্কট পণ্ডিঅ ভক্তিঅ (ভন্তিঅ) নাসিঅ' = আশ্চর্যং পণ্ডিতৈঃ……ভ্রান্তির্নাশিতা— দো° ১১০।

অক্করস-গঙ্গরস-রাজন্য—নৃপতি-বি°। ১২৪৭-৮ খ্রীঃ ইনি কুন্দপ-রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন [কুন্দপ দ্র°]।

[VR, Cudd. 925 ; HinsSI, 347]

অক্করিগ বৃত্তি—অক্কর (সং অক্ষর হইতে) +তদ্ধিত প্রত্যয় ইগ। নাগবর্মের 'কর্ণাটক ভাষাভূষণ' গ্রন্থের ১৬৭ সূত্র ('তদ্ধেত্বাধীতে বা') অনুসারে ইহার অর্থ 'জ্ঞান'।[1] অতএব শব্দটার অর্থ, 'যিনি শব্দ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত'।[2]

৯৩৪ শকাব্দের ৮ই পৌষ তারিখে (ডিসেম্বর, ১০১২ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ ৫ম বিক্রমা-দিত্যের 'কোটবুমছগি'-লিপিতে (পং ১৪-৩২) কতকগুলি সম্পত্তির আয় হইতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের ব্যয় নির্বাহ করার উল্লেখ আছে, যথা মন্দিরের সংরক্ষণ ও উহার ভৃত্যগণের ভরণ-পোষণ, ভট্ট ও অক্করিগগণের বেতন, ছাত্রদিগের বৃত্তিদান, এবং 'এল্‌কোটি' সন্ন্যাসিগণের ভোজ।[3]

এই লিপি হইতে ইহা জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'উম্মছিগে' নামক স্থানে একটা বিরাট্‌ শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল। তথায় একটা বিদ্যানিকেতন (কলেজ) ও তৎসংশ্লিষ্ট একটা অবৈতনিক ছাত্রনিবাস ছিল। সেখানে নানা শাস্ত্র-সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা হইত। এই লিপিতে নির্দেশ আছে যে, ন্যাস (সম্ভবতঃ ব্যাকরণ) ও প্রভাকর-প্রণীত (মীমাংসা-) শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ভট্টগণের প্রত্যেককে পঞ্চাশৎ 'মত্তর' ও একটা বাসস্থান, উক্ত বিষয়-গুলি যে সকল ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চবিংশ 'মত্তর' এবং নাগদেশিগ নামক অক্করিগকে পঞ্চবিংশ 'মত্তর' ও একটা বাসস্থান প্রদান করিতে হইবে। এই নাগদেশিগ গণিত, জ্যোতিষ, ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে অধ্যাপনা ও পুস্তক রচনা করিতে পারিতেন। ইঁহাকে ইঁহার ছাত্র-দিগকে শিক্ষাদান করিতে হইত ও এক বেলা খাদ্য দান করিতে হইত, এবং ইহাদিগের প্রত্যেককে বৎসরে এক খানা করিয়া বস্ত্র প্রদান করিতে হইত।

এই দুই বৃত্তিকে লিপিতে যথাক্রমে 'ভট্ট বৃত্তি' ও 'অক্করিগ বৃত্তি' বলা হইয়াছে। বাসস্থানের জন্য ভট্ট এবং ছাত্রগণ গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন অংশ লাভ করিতেন, আর অক্ক-রিগের অপেক্ষাকৃত কম আয় থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ছাত্রগণকে বস্ত্র ও খাদ্য প্রদান করিতে হইত। দুই বৃত্তির এই পার্থক্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষাপদ্ধতি (curriculumn) দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে একটার উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং অপরটার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের সাধারণ অভাব দূর করা।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অক্কা,—[অক (দুঃখ) + ণিচ = √অকি (নামধাতু) + কিপ্‌ ; —ক = অক্‌ (= দুঃখিত) ; অক্‌ + √কৈ (= শব্দ করা) + ড—ক, স্ত্রী— আপ্‌ ; যিনি সন্তান প্রসবকালে দুঃখিতা হইয়া শব্দ করেন। তু°—তা° অক্কা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; মরাঠী—অক্কো—জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি সম্মান-সূচক আখ্যা ; বয়োজ্যেষ্ঠা বা মনোমত স্ত্রী ; দখিনী—অক্কা—পিতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; দেশী (১. ৬)—অক্কা—ভগিনী ; ফা°—অকা —মালিক, প্রভু ; তুর্কী—আতা—পিতা ; গ্রা° অক্তা—মাতা ; লা° Acca] ১ মাতা, জননী। ২ [শ্রীহট্ট ও যশোহরের প্রাদে°] মৃত্যু। ক্রি — অক্কাপাওয়া = মরা। কৃষ্ণপ্রাপ্তি = ঈশ্বরপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ ; গঙ্গালাভ = জগন্মাতৃ-প্রাপ্তি, স্বর্গলাভ ; কেষ্ট পাওয়া = কৃষ্ণপ্রাপ্তি হওয়া = মরা ; অক্কাপাওয়া = মাতৃ-(জগন্মাতৃ-) প্রাপ্তি হওয়া = মরা। বৈষ্ণবগণের মৃত্যু = 'কৃষ্ণ প্রাপ্তি' ও শাক্তগণের মৃত্যু = 'অক্কা প্রাপ্তি,' এই ধারণা হইতেই সম্ভবতঃ মরা = কেষ্ট-পাওয়া বা অক্কা পাওয়া সূচনা হইয়া থাকিবে। তু°—বাইবেলের To be gathered to one's fathers 'বাবা অক্কা পেলো'—বুড়ো বক্কেশ্বর।

অক্কা,—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর অধ্যভাগে পল্লিপোম্বুচ্চের ৭ম সাঁত্তরা জৈন নৃপতি

১ 'কর্ণাটক-ভাষাভূষণ' — মহীশূর গভর্ন্‌মেন্ট সংস্করণ, ৭২ পৃঃ।

২ EI xx, 65n.

৩ ibid.

এল্‌কোটি সন্ন্যাসিগণ সম্ভবতঃ 'মল্লারি'-রূপী শিবের উপাসক ছিলেন। সাত কোটি সৈন্যসহ 'মল্ল' নামক দৈত্য ও তাহার ভ্রাতাকে নিধন করিবার জন্য শিবের এক নাম হইয়াছিল 'মল্লারি'। —IG, xvii. 30-1.

রাবের পত্নী [রায় দ্র°]। পট্টিপোম্বুচ্ছ বর্তমান, উত্তর-পশ্চিম মহীশূরের অন্তর্গত ও পশ্চিমঘাটের নিকটবর্তী সিমোগ জেলার হুংচ্ নামক স্থান।

[HInsSI, 389-90 ; EC. viii. 35]

অক্কাদেবী (১০১০—১০৫৪ খ্রীঃ)—কল্যাণের পশ্চিম চালুক্যবংশীয় দশবর্মা বা যশোবর্মার কন্যা এবং দ্বাদশ নৃপতি ৫ম বিক্রমাদিত্যের (১০০৮—১০১৪ খ্রীঃ) অনুজা ও চতুর্দশ নৃপতি ২য় জয়সিংহের (১০২৫—১০৪২ খ্রীঃ) অগ্রজা ভগিনী। মাতা—ভাগত। ভারতের যে সমুদয় নারী শাসনকার্যে ও রাজ্যপরিচালনায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি অন্যতমা। বীরত্বে এবং যুদ্ধাদিতেও ইনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

অক্কাদেবী কিশুকাডের শাসনকর্ত্রী ছিলেন। যথাক্রমে ইনি ইঁহার অগ্রজদ্বয় ৫ম বিক্রমাদিত্য ও ২য় অয্যণ (পশ্চিম চালুক্য ত্রয়োদশ নৃপতি; ১০১৪—১০১৫ খ্রীঃ) এবং অনুজ ২য় জয়সিংহ ও জয়সিংহের পুত্র ১ম সোমেশ্বরের (১০৪২—১০৬৮ খ্রীঃ) অধীনে শাসনকার্য করিয়াছিলেন। ১০১০ খ্রীঃ, ৮ই নভেম্বর ধারবার জেলার অন্তর্গত হুভির তাম্রলিপি হইতে দেখা যায় যে, তখন ইনি বিক্রমাদিত্যের অধীনে কিশুকাড শাসন করিতেন। অন্যান্য লিপি হইতে জানা যায়, ১০৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি কিশুকাড শাসন করিয়াছিলেন।[1] ১০৩৭ খ্রীঃ, ২১এ নভেম্বর ধারবার জেলার হোট্টুর-লিপিতে ইঁহাকে বনবাসী শাসন করিতে দেখা যায়।[2] ১০৫০ খ্রীঃ ধারবার জেলার হুভি-লিপিতে উল্লিখিত আছে, ইনি কিশুকাড, তোড়ভরে ও মাসবাড়ী শাসন করিতেন। তখন বিক্রমপুর ইঁহার রাজধানী ছিল। বিজাপুর জেলার হুনগুন্দ তালুকের অন্তর্গত বর্তমান অরসীবীডি ছিল বিক্রমপুরের রাজধানী। ১০৪৭ খ্রীঃ বিজাপুর জেলার অরসীবীডি লিপিতে দেখা যায়, ইনি বেলগাঁও জেলার অন্তর্গত 'গোকাগে' বা 'গোকাক' দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। ১০৬৬ খ্রীঃ ধারবার জেলার হোট্টুর-শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে, ইনি কাদম্ববংশীয় মহামণ্ডলেশ্বর তোয়িমদেবের (রাজ্যারোহণ—১০৬৪-৫ বা ১০৭৭-৮ খ্রীঃ) মাতা। তোয়িমদেব তখন 'বনবাসী' ও 'পান্থুলশ'-রাজ্যে সোমেশ্বরের সামন্তাধিপতি ছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হানগলের কাদম্ববংশীয় কোন ব্যক্তি ইঁহার স্বামী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম পাওয়া যায় না।[3]

অক্কাদেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। ইনি জিন ও বুদ্ধ এবং বিষ্ণু ও শিবের পূজা করিতেন।[4] ১০৪৭ খ্রীঃ সোমেশ্বরের রাজ্যকালে ইনি একটি জৈন মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।[5]

[HInsSI, 59, 68, 72, 78, 335 ; BG, i. pt. ii. 437, 440 ; IA, xviii. 270ff ; SII, iii. 134 ; EI, vii. 153 ; xvi. 76, 77, 79, 82, 85, 88 ; xvii. 123 ; এবং প্রবন্ধে বিবৃত পাদটীকা]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অক্কাবাঈ—শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর দুই জন নারী শিষ্যার অন্যতমা। অপর শিষ্যার নাম—বেণুবাঈ। রামদাসের মৃত্যুর ৪০ বৎসর পরে ইঁহার মৃত্যু হয়। বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলার অন্তর্গত সজ্জনগড়ের পার্লি দুর্গে ইনি রামচন্দ্রের একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেন। কথিত আছে, দিবাকর গোস্বামীর সহযোগে ইনি মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে (basalt) নির্মিত। সজ্জনগড়ে ইঁহার সমাধি আজিও বর্তমান আছে।

[R. D. Ranade : Indian Mysticism (Mysticism in Maharastra), Poona, 1932, 337 ; IC, xx. 5.]

অক্ত,—[√অন্জ্ (মাখা) + ক্ত—ক ; স্ত্রী— -া। অন্য শব্দের সহিত সমাসে উত্তরপদরূপে ইহার প্রয়োগ, স্বতন্ত্র প্রয়োগ অপ্র°] বিণ. ১ মিশ্রিত, দিগ্ধ, লিপ্ত, ম্রক্ষিত, স্নিগ্ধ, সিক্ত—যেমন, 'বিষাক্ত বাণ', 'চন্দনাক্ত', 'ঘৃতাক্ত', 'অশ্রুধারাক্ত' ॥ কল্পদ্রু° ১১৯,২৭৩॥ ২ ব্যাপ্ত—যেমন, 'ঘর্মাক্ত'। ৩ রঞ্জিত—'রক্তাক্ত'। ৪ সংশ্লিষ্ট, সংপৃক্ত, সঙ্কুল। ৫ (গুণগুণ-) যুক্ত—'স্নেহাক্ত', 'কুঙ্কুমাক্ত'। ৬ [√অন্ক্ (গমন করা)] বিণ, গত, যুক্ত।

অক্ত২—বৈদিক যুগে নৃপতির অভিষেককার্যে ব্যবহৃত রীতি। ইহাতে নৃপতিকে অভিষেচনীয় বারি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া পবিত্র করা হইত।

[S. V. Venkateswara : Indian Culture through Ages, 1932, ii. 9]

অক্তু১,—[বৈদিক। √অন্জ্ + ক্ত (উণা° ৩. ৮৯) + (স্ত্রী°) আপ্] স্ত্রী°. (অন্ধকার দ্বারা) ব্যাপ্ত করে এই অর্থে—রাত্রি। 'অনক্তাগনবৎ পদার্থানাজ্ঞাদয়তি সা', রাত্রি—মা° সা° ঋ° ১. ৬২. ৮ ॥ বো-রো° প্রা° ত্রি° মনি° (ঋ° ১. ৬২. ৮)।

অক্তু২,—বরাকর নদীর একটি উপনদী। ইহা উত্তর দিক্ দিয়া আসিয়া বরাকর নদীর সহিত মিশিয়াছে।

[Hazaribagh Dt. Gaz, 9]

অক্তু,—[বৈদিক। √অঞ্জ্ + কিরন্—উণা°] ১ ব্যক্ত বা প্রকট প্রাপ্তব্য পদার্থ। —ঋ° ১. ৬৮. ১। ক প্রসিদ্ধ কর্মমার্গ। —ঋ° ১. ৯৪. ৫। খ অভিব্যক্ত নানা প্রকার সত্তা। —সা° তৈ° ২. ২. ১২. ৩। ২ দিন (রূপাদি ইহাতে ব্যক্ত হয় বলিয়া)—'বাজাত্মে রূপাণীক্ষিন্', অহঃ—সা° মা° ঋ° ৭. ১১. ৩৪, ত্রি° (ঋ° ৭. ১৬. ৩) ॥ ক ব্যক্তিকর্তা আদিত্য, সূর্য—সা° ঋ° ১০. ৯২. ২ ; ১. ৩০. ৯। খ কিরণ, রশ্মি ray, beam—সা° ঋ° ১. ৯৪. ৫ ॥ দ্রি° ত্রি° (অ° ১৩. ২. ১৭ ; ১৩. ২. ২২ ; ঋ° ১. ৫৯. ১৪ ॥ গ তেজঃ—মা° সা° ঋ° ২. ১৯. ৩। নক্ষত্রাদিতেজঃ—সা° ঋ° ৬. ৬৫. ১। ঘ কান্তি—সা° ঋ° ৪. ৫৩. ৩। ৩ অঞ্জনসাধন আজ্য—মা° সা° ঋ° ১. ৯৪. ৫ ; ৬. ১৭. ১। ক সেচক স্রোত—সা° ঋ° ২. ৩০. ১। খ অঞ্জন, লেপন ointment, unguent মা°

---

[1] EI, xv. 73.
[2] Id, xvi. 75.
[3] EI, xvi. 81.
[4] IA, xviii. 271.
[5] EI, xvii. 121.

ঋ° ৬. ৬৫. ৩॥ বো-রো° গ্রা° ওল° ম্যাক° মনি° গ্রি° (ঋ° ৩. ১৭. ১)॥ ৪ রাত্রি —'অক্তাভে সিচাতে অস্থামনস্থায়েন জগৎ—দে°; বা° ১. ৭; সা° ঋ° ৬. ৪৯. ১০। সা°° ঋ° ১. ৬১. ১॥ বো রো° গ্রা° মনি° ম্যাক° ওল° (ঋ° ১ ১৪৩. ৩; ১০. ১৪. ৯; ১. ৩৬. ১৬; ১. ৯৪. ৫॥ ক অন্ধকার—য° ১১. ৪৩। খ জগদ্ব্যঞ্জক নৈশ তমঃ।—সা° ঋ° ১০. ৩. ৪; ২. ১০. ৩; ১. ১৬৩. ৩। গ (রাত্রিসঞ্চারী বা রাত্রিবৎ) কৃষ্ণ শত্রু, রাক্ষসাদি—সা° ঋ° ১০. ১. ৭; ৬. ৩. ৩। ৫ (রাত্রি-সম্বন্ধহেতু) শক্ষমানাদি—সা° ঋ° ৬. ৩৯. ৩। ৬ (গমনশীল) স্তোত্র—সা° ঋ° ৫. ৮৪. ২। ক স্তুত্যাদিক কর্ম—ভা° তৈ° ২. ২. ১২. ৩। ৭ শস্ত্র, আয়ুধ সা° ঋ° ১. ৩৯. ১৬।

অক্তুক্—বর্ম, সাঁজোয়া mail.

অক্ত—[<√অঞ্চ্] বিণ. নমিত।

অক্যি, ওক্তি—[সং ঐক্য>বাং (অইক্য) অক্যি—গ্রা°] একতা, মিল। 'অক্যি বাক্যি নাই'—পরস্পর একতা বা মিল নাই।

অক্র,—১ [বৈদিক। ন=অ+ক্র—নঞ্-তৎ] ক্রিয়াহীন, অক্রিয় inactive, bootless. ২ [বৈদিক। তু° লা° acer] প্রচণ্ড, প্রবল, তীব্র, মহাবেগ, উগ্র violent. ৩ [বৈদিক। ন=অ+ক্র (=ধন) যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, দরিদ্র।

অক্র,—[অ+√ক্রম্+ড, 'আক্রমণাদক্রঃ' —যা° ৬. ২৭; ন=অ+√ক্রম্+ড—ভাবে] ১ বিণ. আক্রমণকারী, আক্রমিতা, আক্রমণশীল—সা° ঋ° ৩. ১. ১২; ১০. ৭৭. ৩। ক আক্রমী, তীব্র, উৎকট, রভস্বান্ hasty, violent, eager, keen॥ গ্রি° (ঋ° ১. ১৮৯. ৭)॥ ২ (অন্যকর্তৃক আক্রমণরহিত), অনপক্রান্ত —সা° ঋ° ১. ১৪৩. ৭; ৬. ১. ১২; ভা° তৈ° ব্রা° ১. ২. ১. ১৩=ঋ° ১. ১৪৩. ৭। ৩ অশ্ব —ও° ঋ° ১. ১৪৩, ৭; বৈ° সূচী° ১. ৫৬৮। ৪ প্রাকার—তু° ৬. ১৭। ৫ আকাশ [আক্রমতি সর্বম্, সর্বৈরাক্রম্যতে বা—দে° ৪. ৩]। ৬ ধ্বজা, পতাকা॥ গ্রা° ম্যাক্স°॥ ৭ স্তম্ভ, স্তূপ—॥ গ্রি° (ঋ° ১০. ৭৭. ২)॥ ৮ করী?—॥ গেল্° (ঋ° ১. ১৪৩. ৭)॥

অক্রতু—১ অযজ্ঞ—সা° ঋ° ৭. ৬. ৩। ২ কর্মরহিত, অকর্মা actionless—ঋ° ১০. ৮৭॥ হ্বি° অ° ৪. ৩২. ৫॥ ৩ কার্যাকার্যবিভাগজ্ঞানশূন্য, নির্বুদ্ধি—সা° ঋ° ৩৭. ৭. ৩; অ° ৩. ২৫. ৩। শক্তিহীন, নির্বল—গ্রা° গ্রি° ঋ° ১০. ৮৩. ৫=অ° ৪. ৩২. ৫। ৪ পরতন্ত্র—গ্রি° অ° ৩. ২৫. ৩। ৫ কর্মবন্ধনরহিত, ফলেচ্ছারহিত—'তমক্রতুঃ (অক্রতুম্—শ্বে° ৩. ২০) পশ্যতি বীতশোকঃ'—কঠ° ২. ২০।

অক্রম—[ন=অ (অভাব)+ক্রম (শৃঙ্খলা) —নঞ্-তৎ] ১ ক্রমবিপর্যয়, ব্যতিক্রম want of order, confusion। ২ [ন=অ (নাই) ক্রম যাহার—নঞ্-বহু°] বিণ. বিশৃঙ্খল, অনিয়ম, ক্রমরহিত, পরপর নয়।

অক্রবিহস্ত—[ন=অ+ক্রবি (√কৃৎ->ক্র্+ই—উণা° যথা ২. ২১)+হস্ত] ১ অহিংসাহস্ত with hands that shed no blood, not having bloody hands॥ বো-রো° মনি° গ্রি° (ঋ° ৫. ৬২. ৬)॥ ২ অকৃপণহস্ত, দানশূর—সা° ঋ° ৫. ৬২. ৬। ৩ যাহা হস্ব (কাঁচা বা পচা) নয়, সতেজ হস্ত।

অক্রব্যাদ—[ন=অ+ক্রব্যাদ (ক্রব্য (মাংস)+অদ্ অন্—ক—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] যে মাংসাশী নয়; অমাংসভোজী। যিনি আমমাংস খান না not carnivorous, not eating flesh, corpse.॥ হ্বি° গ্রি° (অ° ১২. ২. ৩) মনু° ১১. ১৩৮; বাজ্ঞ° ৩. ২৭২॥

অক্রা—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের বান্নু জেলার প্রাচীন শহর। ইহা বান্নু শহরের নিকট অবস্থিত। অক্ষা° ৩৩° উ° এবং দ্রাঘি° ৭০° ৩৮' পূ°। প্রবাদ, প্রসিদ্ধ পারস্য বীর রুস্তম এবং কাবুল-শাহ্র কন্যার ইহা রাজধানী ছিল। রুস্তমের ভগিনী ইহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। গ্রীক অথবা পশ্চিম এশিয়ার আদর্শে কারুকার্যখচিত বহু মণিমালিকা এইস্থানে পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে একটী পরবর্তী মাইসিনীয় পদ্ধতির। [বান্নু ও বর্ণু দ্র°]।

[IG. v; Furtwangler: Antike Gemmen, ii. 27, 59; iii. 22, 23, 25]

অক্রানি—বোম্বাই প্রদেশের পশ্চিম খান্দেশ জেলার পরগণা; মুসলমান আমলের শেষের দিকে (১৭০০ খ্রীঃ) ইহা রাণা চাবজী নামে এক জন রাজপুতের অধিকৃত ছিল। তৎপরে (১৮১৭ খ্রীঃ) ইহা পেশোয়ার অধিকারে আসে। ১৮১৮ খ্রীঃ ইংরেজেরা ইহা অধিকার করে। সীমা—উত্তরে নর্মদা, দক্ষিণে সুলতানপুর ও কুকরমুণ্ডা তালুক, পূর্বে বারবানী ও তুরন্মাল এবং পশ্চিমে মেহবা রাজ্য। বার্লি-অধিবাসী ও পাবরা নামক পাহাড়ী জাতি এখানে বাস করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী আছে। ইহাতে দুইটী দুর্গ ছিল—একটী 'অক্রানি দুর্গ'—গুমান সিংহ-কর্তৃক নির্মিত; অপরটী—'রুশমল দুর্গ', নির্মাতা—রাণা ভাউসিংহ।

[BG. i. pt. i, 633; xii. 19, 421-24, 431]

অক্রানি দুর্গ—[অক্রানি দ্র°]।

অক্রান্ত—[ন=অ+ক্রান্ত (ক্রম্+ক্ত—কর্ম) নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ যাহা অতিক্রম করা হয় নাই, অনাক্রান্ত unpassed. ২ অনতিবাহিত unsurpassed. ৩ অপরাজিত unconquered.

অক্রান্তা—স্ত্রী°, বৃহতী॥ শব্দরত্নমালা॥ মহতী, সিংহিকা The Eggplant॥ কল্পদ্রু॥ [বৃহতী দ্র°]।

অক্রারি—যুক্তপ্রদেশের বস্তি জেলার দোমারিয়াগঞ্জ তহশীলের রসুলপুর ও পশ্চিম বংশী পরগণাদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহা দোমারিয়া রাজ্যের কিছু উত্তরে অক্রারিতাল নামক হ্রদ হইতে বাহির হইয়া চৌখারা অতিক্রম করিয়া পূর্বাভিমুখী হইয়া বৈরার নিকট পরসি নদীর সহিত মিলিয়াছে।

[U. P. Gaz. xxxii. (Basti), 15, 177 255, 256]

অক্রারিতাল—ইহা বস্তি জেলার ডোমিয়ারগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত রসুলপুর পরগনার একটী হ্রদ। এই হ্রদ হইতে অক্রারি নদী উৎপন্ন হইয়াছে [অক্রারি দ্র°]। এই হ্রদটী যেখানে অবস্থিত তাহার নাম শেষপুর।
[U. P. Dt. Gaz, xxxii (Basti), 15, 256.]

অক্রিয়₁—(কর্মাদিশূন্যহেতু) পরমাত্মা। [ন=অ (নাই) ক্রিয়া যাহার—নঞ্‌বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ ক্রিয়াশূন্য, কর্মরহিত without work. 'অক্রিয়স্তচ্চ সর্বদা'—চরক°। ২ কর্মত্যাগী। ৩ নিশ্চেষ্ট inactive, নিষ্পন্দ torpid. ৪ শাস্ত্রসম্মত কর্মরহিত abstaining from religious rites. ক 'অনগ্নিপূর্তধাকর্মত্যাগী'—শ্রীধর° গী° ৬. ১। ৫ [ন=অ (অপ্রশস্ত, কুৎসিত, নিন্দিত) ক্রিয়া যাহার—নঞ্‌বহু°] অক্রিয়াম্বিত, কুকর্মবিশিষ্ট,দুষ্টপ্রকৃতি, কুক্রিয়। স্ত্রী— -া ; ক ক্রিয়ার অভাব, ক্রিয়ারাহিত্য inactivity. খ ধর্মকার্যের কর্তব্যের অবহেলা neglect of duty, অননুষ্ঠান। 'প্রধানস্থ অক্রিয়া, অঙ্গস্থ অক্রিয়া'—কাত্যা° ৩. ৬। গ অপ্রশস্ত ক্রিয়া, দুষ্কর্ম, অবৈধ কর্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম॥ কাত্যা° ৩.১ ; ব-শব্দ°॥ বি— -তা,-ত্ব। ক্রিয়াহীনতা।

অক্রিয়₂—(সো° বংশ) গম্ভীরের পুত্র। ইঁহার পুত্র তপা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন (ভা° ১০. ১১)।

অক্রিয়কর্মা—[পূ°—কর্মন্] বিণ, কুকর্মকারী।

অক্রিয়মাণ—[ন=অ+কৃ+আন (ম) ম, য আগম, কৃ+য+মান, ই আগম ; স্ত্রী— -া] বিণ, যে কাজ করে না, নিকর্মা।

অক্রিয়া—কর্মের অকরণ। ইহা ত্রিবিধ—১ অক্রিয়া। ২ পরোক্ষা। ৩ অযথাক্রিয়া।—ছন্দোগপরিশিষ্টে কাত্যায়নোক্তি (মিতা° টী° বা° পৃঃ ২৫৩)।

অক্রিয়াচরণ—[ন=অ+ক্রিয়া+আচরণ] কুক্রিয়ার আচরণ, কুব্যবহার।

অক্রিয়ানিরত—[অক্রিয়ারত দ্র°]।

অক্রিয়ানিষ্ঠ—[ন=অ+ক্রিয়া+নিষ্ঠ ; স্ত্রী— -া ; অক্রিয়াতে নিষ্ঠ (স্থিত)—৭-তৎ] বিণ, নিন্দিত বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্যকারী।

অক্রিয়ান্বিত—[অক্রিয়া দ্বারা অন্বিত—৩-তৎ] নিন্দিতকর্মকারী।

অক্রিয়াপর—[অক্রিয়াতে পর (আসক্ত) —৭-তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, কুকর্মে আসক্ত।

অক্রিয়াময়—[অক্রিয়া+ময় (পূর্ণার্থে ময়ট্) ; স্ত্রী— -ী] অনুচিত বা দুষ্ট কর্মপূর্ণ।

অক্রিয়াযুক্ত—[অক্রিয়ার যুক্ত (মিলিত) —৭-তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, পাপকর্মাসক্ত।

অক্রিয়ারত, -নিরত—[অক্রিয়াতে রত বা নিরত (ব্যাপৃত)—৭-তৎ ; স্ত্রী— -া] অসৎকার্যে লিপ্ত।

অক্রিয়াবাদ (Fatalism, Determinism).—ভারতীয় দার্শনিকদিগের সকলেই কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। বর্তমান জন্ম পূর্বানুষ্ঠিত কর্মদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। উপনিষদ্‌ও এই মত প্রচার করেন, প্রচলিত প্রবাদবাক্যও ইহা সমর্থন করে। কর্মফল অমোঘ অদৃষ্টরূপে আমাদের জীবনের নিয়ামক হইয়া থাকে—কর্মফল লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই ; এই কারণেই হিন্দু-সম্প্রদায় (অন্ততঃ বাস্তব জগতে) অনেকটা অদৃষ্টবাদী।

চরম অদৃষ্টবাদীদের এক সম্প্রদায় কর্মফলের প্রভাব স্বীকার করেন না : ইঁহাদের মতে অদৃষ্ট অলঙ্ঘনীয়। মানব-জীবন অদৃষ্ট-দ্বারা পরিচালিত, এই অদৃষ্ট কর্মফলাশ্রিত নয়। ইঁহাদের মতে, অদৃষ্টের স্বাভাবিক নিয়মে জীব জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে—এ নিয়মের ব্যতিক্রম মানব-শক্তির অতীত। কাহারও কাহারও মতে কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান প্রত্যেকেরই চতুর্ভূতাত্মক দেহ* চতুর্ভূতে বিলীন হইয়া যায়, মৃত্যুর পর তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। এই একান্ত অদৃষ্টবাদেরই বিশিষ্ট এক শাখা অক্রিয়াবাদ নামে পরিচিত।

এ মতবাদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কারণ ভিন্ন জন্মরূপ কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, কিংবা কোনও এক অপরিজ্ঞাত কারণই আমাদের জন্মের জনক। আজীবিক-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গোসাল জীব-জগতে কার্যের উৎপাদক কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; গোসালের এই মতবাদ চরমপন্থী অদৃষ্টবাদীদের অক্রিয়াবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 'উবাসগ-দসাও'তে গোসালের অক্রিয়াবাদ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, 'শক্তি, সামর্থ্য, পরিশ্রম বলিয়া কোনও কিছুর অস্তিত্ব (প্রভাব) নাই। সমস্ত বস্তু বিধিরই অখণ্ডভাবে নিয়মিত।' (উ° দ° ১, ৭৭, ১১৫, ১১১, ১৩২ ; স° নি° ৩, ২১০ ; অ° নি° ১, ২৮৬) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-জগতে কোনও কারণ নাই ; মানব কারণের অপেক্ষা না রাখিয়াই পূত ও শুদ্ধ হইয়া থাকে ; জগতে কিছুই কাহারও উদ্যম বা চেষ্টার উপর নির্ভর করে না।

প্রত্যেক মানবের অদৃষ্টই স্ব স্ব বৈচিত্র্যের নিয়ামক (দীঘ-নিকায় ৫৩ ; Dial, ৭১)। অদৃষ্টই মানুষকে তাহার অভীষ্টপথে চালিত করে, মানবের সামাজিক অবস্থান এবং ব্যক্তিগত জীবনই ইহার জন্য দায়ী। মহাভারতেও উল্লেখ দেখা যায় যে, স্বভাবই মানুষকে কার্যাভিমুখী করে (মহা° ১২. ২২৯, ২ ; গীতা ১৩. ২৭) স্বভাব, নিয়তি, অদৃষ্ট প্রভৃতি শব্দ লৌকিক বার্থতাই সপ্রমাণ করে। এই অক্রিয়াবাদ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধ মতবাদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ অক্রিয়াবাদ বলিয়া কোনও মত প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল না। অক্রিয়াবাদ সমস্তবাদ (শাশ্বতবাদ) অথবা অনেকান্তবাদ হইতে উদ্ভূত। নৈতিক চরিত্রের বিচার-প্রসঙ্গেই শেষোক্ত মতবাদ অক্রিয়াবাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। জৈনদের মৌলিক সপ্ত পদার্থ পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য নয় বলিয়াই এই মত অক্রিয়াবাদ বলিয়া অভিহিত হয়। অদৃষ্টই এই মতে সক্রিয় এবং স্বপ্রধান বলিয়াও এ মতবাদ অক্রিয়াবাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

* এ সম্প্রদায় ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এবং মরুৎ এই চারিটি ভূত (মৌলিক পদার্থ) মানিয়া থাকেন, ব্যোমের অস্তিত্ব ইঁহারা স্বীকার করেন না।

অন্যান্য দর্শনে কর্মদ্বারাই ফলাফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু কর্মদ্বারা এসম্প্রদায়ের মতবাদ প্রভাবান্বিত নয়—অক্রিয়াবাদ নামের ইহাও তাৎপর্য।

বৌদ্ধগ্রন্থে অক্রিয়াবাদের নিম্নলিখিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অক্রিয়াবাদে স্বাধীন চিন্তার স্থান নাই। এ মত নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে না। ইহাতে অক্ষয় অব্যয় আত্মার অস্তিত্ব নাই; ইহা জন্মান্তরবাদ অস্বীকার করে; এ মতে জ্ঞান এবং ধর্মের সাহায্যে মুক্তি স্বীকার্য নহে, এমন কি কার্যকারণ-সম্বন্ধ ইহাতে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অক্রিয়াবাদ দুই ভাগে বিভক্ত (১) 'পূর্বান্ত-কল্পিক'—এই সম্প্রদায়ের সূরিগণ বিশিষ্টরূপে সৃষ্টির প্রারম্ভ-বিষয়ে গবেষণা করেন; (২) 'অপরান্ত-কল্পিক'—এই মতবাদীরা জগৎ-পরিণতির সমাধানে নিরত।

জৈন-সম্প্রদায়ের অক্রিয়াবাদ চৌরাশী বিভিন্ন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিতভাবে ঐগুলির বিভাগ হইয়াছে:—জীব, অ-জীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ জৈনদিগের এই সপ্ত পদার্থ যাঁহারা স্বীকার করেন না; আবার যাঁহারা কাল, ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি, স্বভাব বা যদৃচ্ছা প্রভৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করেন; আবার যাঁহারা উক্ত স্বপ্রধান পদার্থ সমুদায়কে স্বেচ্ছাচারী বা অন্য কাহারও কর্তৃত্বে নির্ভরশীল বলিয়া স্বীকার করেন। পরস্পর ইহাদের সমবায়ে ইহারা (৭ × ২ × ৬) ৮৪ ভাগে বিভক্ত।* অক্রিয়াবাদ বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় সম্প্রদায়-কর্তৃক নিন্দিত।

এই অক্রিয়াবাদী আজীবিকগণ (ইহারা দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ভুক্ত) অশোকের রাজত্বকালে বিশিষ্ট এক সঙ্ঘে পরিণত হয়। দক্ষিণ-ভারতের শিলালিপিসমূহে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উক্ত নামের উল্লেখ দেখা যায়।

জন্মান্তরবাদ বর্ণনা-প্রসঙ্গে গোসাল বলেন, 'মানবকে ৮, ৪০০,০০০ মহাকল্প পর্যন্ত

* টীকাকারের মতে ক্রিয়াবাদীদের ১৮০ সম্প্রদায় অক্রিয়াবাদীদের ৮৪, অজ্ঞানবাদীদের ৬৭ এবং বৈনয়িকবাদীদের ৩২। এই সংখ্যাগুলি গণনা দ্বারা পাওয়া গিয়াছে, পরিদর্শন করিয়া নয়।

মুক্তির জন্য জন্ম-মৃত্যুর নিয়মাধীনে পরিভ্রমণ করিতে হয়। এই পরিভ্রমণের ভিতর মানবকে সাত বার দেব-যোনি এবং সাত বার মনুষ্য-যোনিতে বিচরণ করিতে হয়।' অবশেষে মানব মুক্ত হয়, যদিও অক্রিয়াবাদি-সম্প্রদায় কর্মের প্রভাব অস্বীকার করে, তথাপি এই মতে তপশ্চরণ মুক্তির সহায়ক বলিয়া উক্ত হয়।

সাংখ্যবাদীদিগকে কেহ কেহ অক্রিয়াবাদী মনে করেন। সূত্রকৃতাঙ্গের টীকাকার শীলাঙ্ক বলেন, শূন্যবাদীরা এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন। শূন্যবাদীরাও অক্রিয়াবাদীদের অন্তর্গত। অক্রিয়াবাদীরা কর্ম মানে না। ইহাদের পরিভাষায় ইহারা 'লবাবসক্কী'; লব= কর্ম, অবসক্কী = অপসর্তুং শীলং যেষাং তে।

সূত্রকৃতাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, আচার, ভগবতী, নন্দী প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থে এবং গোমটসার প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে নানা মতবাদের কথা আছে। গোমটসারে ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ ও বিনয়বাদের কথা আছে। এই সমস্ত বাদ যাহারা মানিয়া চলে তাহাদিগকে 'বাদিসমবসরণ' বলে। টীকাকারগণ ইহাদের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন— 'জীবাজীবাদিরর্থো'হস্তিত্যেবংরূপাং বদন্তীতি ক্রিয়াবাদিনঃ, আস্তিকা ইত্যর্থঃ। তদ্বিপরীতাঃ অক্রিয়াবাদিনো নাস্তিকা ইত্যর্থঃ। অজ্ঞানমভ্যুপগমদ্বারেণ যেষাং অস্তি তে অজ্ঞানিকাঃ। বিনয় এব বৈনয়িকং; তদেব নিঃশ্রেয়সায়েত্যেবংবাদিনো বৈনয়িকবাদিনঃ।'

১৮০ + ৮৪ + ৬৭ + ৩২ = ৩৬৩টী দার্শনিক মতবাদ মহাবীরের সময় পরিজ্ঞাত ছিল। বৌদ্ধদের গ্রন্থেও এইরূপ অনেক মতের কথা আছে। দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসুত্তে গৌতম বুদ্ধের সময় ৬২টী অবৌদ্ধমত বিজ্ঞাত ছিল।

[EHB, i. 99; Belvalkar & Ranade: History of Indian Philosophy ii. 399, 445, 446, 453, 457; C. J. Shah: Jainism in North India (800 B. C.—A. D. 526,) 1932, 56, 226; Sutrakrtanga (Agamodaya Samiti), v. 119, 209]

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য

অক্রিয়াশক্ত—[অক্রিয়াতে আশক্ত (সমর্থ) ৭-তৎ; স্ত্রী— -া] কুক্রিয়াশীল।

অক্রিয়াসক্ত—[অক্রিয়াতে আসক্ত ৭-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, কুক্রিয়ায় নিরত।

অক্রীড়—দ্যুমন্তের পৌত্র ও কক্ষথামের পুত্র। পুত্র—পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল। হরি° হরি° ৩২. ১২২-৩।

অক্রীড়ৎ—[ন=অ+ক্রীড়ৎ (ক্রীড়্+ শতৃ); স্ত্রী—অক্রীড়ন্তী] বিণ, যে ক্রীড়া করে না not playing.

অক্রীড়া—[ন=অ+ক্রীড়া—নঞ্ তৎ] অযোগ্য ক্রীড়া; অনুচিত খেলা।

অক্রীত—[ন=অ+ক্রীত—নঞ্ তৎ; স্ত্রী — -া] যাহা ক্রীত হয় নাই—কৌ° তৈ° ৬. ১. ১০. ৫। 'যদাক্রীতোঽহরণী চাজাং চাদায়' —কা° ২৬. ৩। 'অক্রীতা সোমেন সোমক্রয়ণী'—কা° ২৪. ১।

অক্রুদ্ধ—[ন=অ+ক্রুদ্ধ—নঞ তৎ; স্ত্রী — -া] বিণ, যে ক্রুদ্ধ নয়, ক্রোধশূন্য, অকুপিত, শান্ত, ধীর।

অক্রূর১—[ন=অ+ক্রূর—নঞ্ তৎ; স্ত্রী — -া] **১** বিণ. সরল, ঋজু, অকপট not cruel, gentle. **২** বি, অনুস্বার। 'দীর্ঘাক্রূরযুক্তা'—রামপূ-উ° ৭২। **৩** কদ্রপুত্র। **৪** [তন্ত্র] **ক** ব্যোমরূপ। 'অক্রূরো ব্যোমরূপশ্চ'—মাতৃকানিঘণ্টু ১৭। **খ** চেতনা। **গ** নাদ। 'অক্রূরশ্চেতনা নাদঃ'—একাক্ষরমন্ত্রাভিধান ৫০।

অক্রূর২—পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সোমবংশীয় নহুষের কুলে যদু এবং যদুর বংশে বৃষ্ণি জন্ম গ্রহণ করেন। বৃষ্ণির দুই পত্নী ছিলেন —গান্ধারী ও মাদ্রী। মাদ্রীর গর্ভে যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষ নামে দুই পুত্র জন্মে।[1] যুধাজিতের পুত্র পৃশ্নি[2], তাঁহার পুত্র শ্বফল্ক। শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজ-দুহিতা গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণ[3],

১ হরিবংশে ও ব্রহ্মপুরাণে ক্রোষ্টার দুই ভার্যা গান্ধারী ও মাদ্রী হইতে যুধাজিতাদি পুত্রগণের জন্ম লিখিত আছে (হরি° ৩৪; ব্রহ্মপু° ১৪)।

২ পৃশ্নিকে হরিবংশে (হরি° ৩৪. ৩) ভ্রমক্রমে বৃষ্ণি বলা হইয়াছে; কিন্তু হরি° ৩৮, ১৪ শ্লোকে 'পৃশ্নি' আছে।

৩ বিষ্ণুপু° ৪. ১২-১৩; ৫. ১৭-১৮।

ব্রহ্মপুরাণ,[৩] হরিবংশ[৪], কূর্মপুরাণ[৫], শ্রীমদ্‌-ভাগবত[৬], ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ[৭], বায়ুপুরাণ[৮], প্রভৃতিতে অক্রূরের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। এই সকল পুরাণে প্রদত্ত বৃষ্ণি-বংশের তালিকায় যথেষ্ট অসাদৃশ্য রহিয়াছে [বৃষ্ণি দ্র°]। ভাগবত মতে অক্রূর কৃষ্ণের পিতৃব্য। ভাগবতের বংশতালিকায়ও তাহাই পাওয়া যায় (৯. ২৪. ১২-১৭) এবং ১০. ৪৮. ২৯ শ্লোকে অক্রূরকে পিতৃব্য বলা হইয়াছে। পারজিটার সাহেব তাঁহার Ancient Indian Historical Traditions নামক গ্রন্থে[১০] সকল পুরাণের বিবরণ তুলনা করিয়া যে বংশলতিকাটী স্থির

গান্ধারী = বৃষ্ণি = মাদ্রী

- সুমিত্র বা অমিত্র (১ম)
  - নিঘ্ন
    - প্রসেন
    - সত্রাজিৎ
      - ভঙ্গকার
- যুধাজিৎ
  - পৃশ্নি
    - শ্বফল্ক
      - অক্রূর
        - দেববান্
        - উপদেব
    - চিত্রক
      - পৃথু ইত্যাদি
- দেবমীঢ়ুষ
  - শূর
    - বসুদেব
      - বলরাম
      - শ্রীকৃষ্ণ
    - অন্যান্য
- অনমিত্র (২য়)
  - শিনি
    - সত্যক
      - যুযুধান
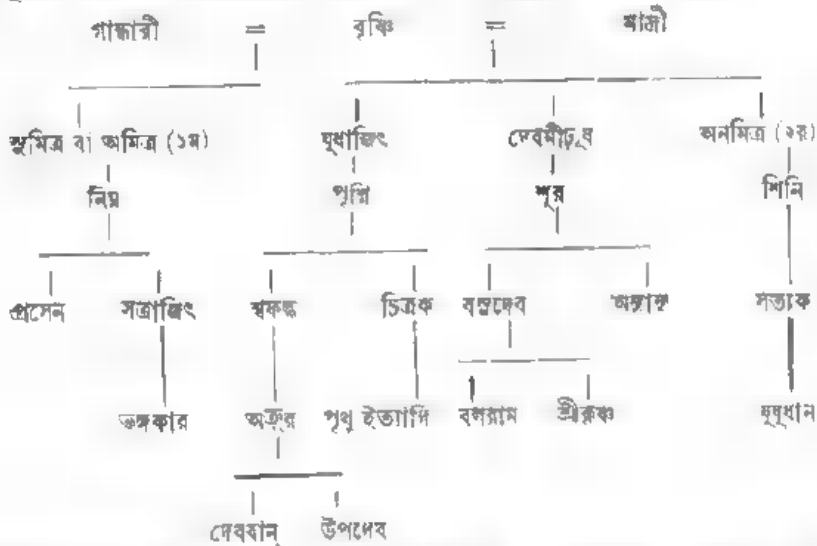
করিয়াছেন তাহা উপরে প্রদত্ত হইল।

অক্রূরের বংশ-তালিকায় বিভিন্ন পুরাণে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, তিনি যে শ্বফল্ক ও গান্দিনীর পুত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অক্রূরের অনেকগুলি সহোদর ও একটী মাত্র ভগিনী ছিলেন।[১১] উগ্রসেনা[১২] বা উগ্রসেনীর[১৩] গর্ভে অক্রূরের প্রসেন ও উপদেব[১৪] —মতান্তরে দেববান্ অথবা সুদেব ও উপদেব[১৫] নামক দুই পুত্র জন্মে। এখানে বক্তব্য বিভিন্ন পুরাণে শ্বফল্কের পুত্রগণের বিভিন্ন তালিকা আছে; হরিবংশ ও ব্রহ্মপুরাণে দুইটী করিয়া তালিকা আছে।

এই সকল পুরাণে আমরা অক্রূরের দুই মূর্তি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ স্যমন্তক-উপাখ্যানে অক্রূরের যে মূর্তি দেখি, তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি এবং তাঁহার বাসুদেবের প্রতি জ্ঞাতিসুলভ ঈর্ষার অভাব নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখি বৃন্দাবন-লীলার ভক্ত অক্রূর। আমরা এক্ষণে অক্রূরের এই দুই রূপের বিষয় আলোচনা করিব। বৃন্দাবন-লীলা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরের কাহিনী এবং স্যমন্তক-উপাখ্যান তাঁহার যৌবনের কাহিনী; কিন্তু স্যমন্তক-উপাখ্যান পরে উক্ত না হইয়া ভাগবত ব্যতীত সকল পুরাণেই অগ্রে কথিত হইয়াছে। আর বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সকল পুরাণে যে অংশে ভক্ত অক্রূর দেখা দিয়াছেন, সেইখানে বাসুদেব গোপীজনবল্লভ রসিক বংশীধারী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। ভাগবতে স্যমন্তক-উপাখ্যান বৃন্দাবন-লীলার পরে লিখিত হইয়াছে। ভাগবত সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পুরাণ।

জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিলেন এবং উহা সত্রাজিৎকে ফিরাইয়া দিলে তাঁহার কলঙ্ক-মোচন হইল। সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসেনের হত্যাকারী ও মণি-অপহরণকারী বলিয়া অযথা অপবাদ দেওয়ায় লজ্জিত ও ভীত হইয়া স্বীয় সুন্দরী কন্যা সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ দিলেন।[১৬] সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সগোত্রা ও সপিণ্ডকন্যা হইলেও এরূপ বিবাহ যাদবদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অক্রূর, কৃতবর্মা, শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ সত্যভামার পাণি-প্রার্থী ছিলেন। এক্ষণে সত্রাজিৎ বাসুদেবকে কন্যা দান করায় তাঁহারা সকলে আপনা-দিগকে অবজ্ঞাত মনে করিলেন। জতুগৃহ দহনের ফলে পাণ্ডবগণের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া বাসুদেব শ্রাদ্ধ করিবার জন্য বারণাবতে গিয়াছিলেন। এই অবসরে অক্রূর ও কৃতবর্মা সত্রাজিৎকে নিহত করিয়া স্যমন্তক মণি অপহরণের জন্য শতধন্বাকে উৎসাহিত করিলেন।[১৭] শতধন্বা নিদ্রিত সত্রাজিৎকে হত্যা

৩ ব্রহ্মপু° ১৭. ১৩২।
৪ হরি° ১. ৩৮-৩৯ ; ২. ২২, ২৫-২৬।
৫ কূর্মপু° ২৪. ৪৫।
৬ শ্রীমদ্ভাগবত—৯. ২৪ ; ১০. ৩৮-৪১, ৫৭।
৭ ব্রহ্মবৈ°—শ্রীকৃষ্ণজন্ম° ৭৫, ৭০।
৮ বায়ুপু° ৯৬।
১০ Ed. 1922, 107.

১১ 'উপমদ্গুস্তথা মদ্গুর্মৃদুরশ্চারিমেজয়ঃ। গিরিরক্ষস্তথা যক্ষঃ শত্রুঘ্নো বারিমর্দনঃ। ধর্মভৃদ্দৃষ্টধর্মা চ গন্ধমোচস্তথাপরঃ। আবাহপ্রতিবাহৌ চ বসুদেবা বরাঙ্গনা॥ বায়ুপু° ৯৬, ১১০-১১ উপাসঙ্গস্তথা মদ্গুর্মৃদুরশ্চারিমেজয়ঃ। অবিক্ষিপস্তথোপেক্ষঃ শত্রুঘ্নোঽথারিমর্দনঃ। ধর্মভৃদ্ যতিধর্মা চ গৃধ্রমোজান্ধকস্তথা। আবাহপ্রতিবাহৌ চ সুন্দরী॥ বরাঙ্গনা॥ হরি° ৩৪. ১২-১৩ ; উপমদ্গুস্তথা মদ্গুর্মেদুরশ্চারিমেজয়ঃ। অবিক্ষিতস্তথাক্ষেপঃ শত্রুঘ্নশ্চারিমর্দনঃ॥ ধর্মধৃগ্ যতিধর্মা॥ ধর্মোক্ষান্ধকরস্তথা। আবাহপ্রতিবাহৌ চ সুন্দরী চ বরাঙ্গনা॥—ব্রহ্মপু° ১৪. ৯-১০। আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্‌গিরি ধর্মবৃদ্ধঃ সুকর্মা চ ক্ষেত্রোপেক্ষোঽরিমর্দনঃ শত্রুঘ্নো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহশ্চ দ্বাদশ। তেষাং স্বসা সুচারাখ্যা ... ভা° ৯. ২৪. ১৬-১৭। তথোপমদ্গুমৃদুরবিশারিমেজয়গিরিক্ষত্রোপক্ষত্রশত্রুঘ্নারিমর্দনধর্মধৃক্‌দৃষ্টধর্মগন্ধমোজাবাহপ্রতিবাহাখ্যাঃ পুত্রাঃ সুতারাখ্যা চ কন্যা। বিষ্ণুপু° ৪.১৪.২।

১২ ব্রহ্মপু° ১৪. ১১।
১৩ বায়ুপু° ৯৬.১১২ ; হরি° ৩৪. ১৪।
১৪ ব্রহ্মপু° ১১ ; হরি° ৩৪. ১৪।
১৫ বায়ুপু° ৯৬. ১১৩ ; হরি° ৩৮. ৫৫ ; ভা° ৯. ২৪. ১৮ ; বিষ্ণুপু° ৪. ১৪. ২।

১৬ হরিবংশে প্রসঙ্গে সত্যভামার বিশেষণরূপে ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনী তাঁহার দুই ভগিনী বলিয়া বর্ণিত হইবার পর সত্রাজিতের তিন কন্যার সহিত কৃষ্ণের বিবাহের উল্লেখ আছে। হরি° ৩৮. ৪৮-৪৮।

১৭ 'অক্রূরকৃতবর্মপ্রমুখাস্তশতধন্ব মভূচুঃ, অয়মতি দুরাত্মা সত্রাজিতো যোঽস্মাভির্ভবতা চাভ্যর্থিতোঽপ্যাত্মজামস্মান্ ভবন্তং চাবিগণয্য কৃষ্ণায় দত্তবান্। তদলমনেন

করিয়া মণি অপহরণ করিলেন। পিতার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত সত্যভামা বারণাবতে গমন করিয়া স্বামীকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করিলেন। বাসুদেব দ্বারকায় ফিরিয়া বলদেবকে মণিলাভ করার লোভ দেখাইয়া শতধন্বার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। এদিকে শতধন্বা কৃষ্ণ-বলরামের উদ্যোগ দেখিয়া প্রথমে কৃতবর্মা ও পরে অক্রূরের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন।[18] কিন্তু পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যকালে কেহই সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না।[19] শতধন্বা মণিটী গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছা করিলে অক্রূর তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাত করাইয়া লইলেন যে, তাঁহার নিকট যে মণি রহিল এ কথা যেন প্রাণান্তে কাহাকেও বলা না হয়।[20] শতধন্বা অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াও মণি পাইলেন না। বলদেব শ্রীকৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস না করিয়া ক্রোধভরে মিথিলায় প্রস্থান করিলেন।

এদিকে অক্রূর মণি-রত্নের প্রভাবে প্রভূত ধনশালী হইলেন। যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকিলে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া তিনি বহুকাল ধরিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার যজ্ঞ 'অক্রূর-যজ্ঞ' নামে অভিহিত হইল। এই যজ্ঞে কোন প্রার্থীই বিফলকাম হয় নাই। এই সময় একটী ঘটনা ঘটিল; অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ সত্রাজিতের পৌত্র শত্রুঘ্ন ও বজ্রমানকে[21] হত্যা করিল। অক্রূর সত্রাজিতের মৃত্যুর কারণ জানিয়াও জ্ঞাতিবিরোধভয়ে বাসুদেব তাঁহার কোন অনিষ্ট করেন নাই। অক্রূর একণে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ভোজদিগের সহিত দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলেন। যতদিন অক্রূর দ্বারকায় ছিলেন ততদিন সুবৃষ্টি হইয়াছিল; তাঁহার দ্বারকা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অনাবৃষ্টি আরম্ভ হইল, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। যাদব বৃদ্ধগণ বলিলেন শ্বফল্ক অত্যন্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্র দাতা অক্রূরও পুণ্যবান্; সুতরাং তাঁহার প্রস্থানের জন্যই অনাবৃষ্টি হইতেছে। অবশেষে যাদবগণ অক্রূরকে অভয় দান করিয়া দ্বারকায় ফিরাইয়া আনিলেন। পুনরায় সুবৃষ্টি আরম্ভ হইল। অক্রূর বাসুদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজ ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।[22] এই ঘটনায় বাসুদেবের সন্দেহ হইল স্যমন্তক মণি নিশ্চয়ই অক্রূরের নিকট আছে। স্যমন্তক মণি যেখানে থাকে, সেখানে কদাচ অনাবৃষ্টি হয় না এবং বহুকাল ধরিয়া যজ্ঞ করিবার অর্থই বা অক্রূর কোথা হইতে পাইলেন। স্যমন্তক প্রত্যহ অষ্ট ভার সুবর্ণ উৎপাদন করে, নিশ্চয়ই স্যমন্তক অক্রূরের নিকট রহিয়াছে। এই স্থির করিয়া বাসুদেব অক্রূরকে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে দানপতে, আমরা জানি শতধন্বা আপনার নিকট যে মণিরত্ন প্রদান করিয়াছেন, সে মণি আপনার নিকটই থাকুক, কারণ আপনার নিকটে থাকিলে আমরা সকলেই তাহার ফলভোগ করিব। তবে একবার সেই মহারত্ন সভামধ্যে প্রদর্শন করুন।' অক্রূর যখন বুঝিলেন আর গোপন করিয়া লাভ নাই, তখন অগত্যা সেই মণি সভামধ্যে প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই মণি অক্রূরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। ইহাই স্যমন্তক-উপাখ্যান [স্যমন্তক দ্র°] এবং পুরাণে ইহাই অক্রূরের আদিম রূপ। এই স্যমন্তক উপাখ্যান হইতে অনুমান হয় যে, এককালে যদুবংশ সূর্যোপাসক ছিল। কৃষ্ণের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহাকে প্রাচীন দেবতা বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিষ্ণুর আদিম রূপ সূর্য।

ইহার পর অক্রূরের দ্বিতীয় রূপ আমরা দেখি—বৃন্দাবন-লীলায়। উগ্রসেনের পুত্র রাজা কংস যখন নন্দালয়ে কৃষ্ণ-বলরামের অবস্থিতির কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য ধনুর্যজ্ঞ দর্শনের ব্যপদেশে মথুরায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার দূত হইলেন অক্রূর। অক্রূর এখন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। ইনি তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া জানেন। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণের মতে যখন শতধন্বা কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে অক্রূরের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তখন অক্রূর তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য পুরাণে স্যমন্তক-উপাখ্যানে অক্রূরের মুখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইরূপ কোন উক্তি দেখা যায় না।

অক্রূর ব্রজমধ্যে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গদ্গদ বাক্যে বলিলেন, 'হে তাত কেশব! আমার নিকটে আইস', এবং সেই কল্পান্তকালে বটপত্রশায়ী ও বলিচ্ছলনকালে ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী-কর্তৃক নিষেবিত বামনরূপধারী বাসুদেবকে বাল্য-যৌবন-সন্ধিতে বর্তমান দেখিয়া বারংবার প্রশংসা করিয়া আপনা আপনিই বলিলেন,—'এই সেই মহামহীধরদেহ পূর্ণ-পয়োদপ্রতিম সিংহশার্দূলবিক্রম কমল-লোচন শ্রীকৃষ্ণ······ইনিই সেই জগতের প্রথম পূজ্য উপনিষন্মূর্তি গোপ-বেশধারী মূর্তিমান্

জীবতা। যাতস্মিন্নেবং তথ্যহারকং দ্রব্যং কিং ন গৃহ্যতে; বরমক্রূরাগস্থানঃ কৃষ্ণচ্যুতবধাদপি বৈরানুবন্ধঃ করিষ্যতীতি।' —বিষ্ণুপু° ৪. ১৩. ৩৫।

১৮ বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশে লিখিত আছে,—শতধন্বার সহিত বাসুদেবের ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চারিদিকে অন্বেষণ করিয়াও তিনি অক্রূরকে দেখিতে পাইলেন না। অক্রূর ক্ষমতা সত্ত্বেও শঠতাপ্রযুক্ত তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। ব্রহ্মবৈ° ১৭. ১২-১৩; হরি° ৩৯. ১২-১৩; বায়ুপু° ৯৬.৭১-৭৮।

১৯ বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশে লিখিত আছে শতধন্বা সত্রাজিৎকে নিহত করিয়াই মণিটী অক্রূরকে উপহার দিলেন; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে শতধন্বার অনুরোধে অক্রূর উহা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

২০ 'যজ্ঞদানাগম্যস্যাঃ ম কস্যৈচিদ্ ভবান্ কথয়িষ্যতি তদহমেনং প্রবিশ্যামি। তথেত্যুক্তে অক্রূর-স্তন্মণিরত্নং জগ্রাহ।' বিষ্ণুপু° ৪. ১৩. ৪২।

২১ বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, বৃষ্ণির কন্যা বরাতে সত্রাজিতের পুত্র ভঙ্গকার শত্রুঘ্ন ও বজ্রমান্ নামক দুই পুত্র উৎপাদন করেন। বায়ুপু° ৯৬.৮৬-৮৭।

২২ ব্রহ্মপুরাণে (১৭. ৩৩) লিখিত আছে, অক্রূর বাসুদেবকে কন্যা ও ভগিনী দান করেন।

বিষ্ণু ।......' তাহার পর অক্রূর কংসের নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন। বসুদেব ও দেবকী যে কংসের গৃহে কিরূপ নিগৃহীত হইতেছেন তাহাও জানাইলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধাম হইতে বিদায়-গ্রহণ। এইবার যে ব্যাপারের অবতারণা হয় তাহা ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সম্পত্তি—গোপীগণের বিলাপ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে, গোপীগণ অক্রূরের প্রতি কোপান্বিতা হইয়া 'তাঁহাকে করধারা তাড়ন করিতে লাগিলেন, কেহ বা তাঁহার বস্ত্রহরণ করিয়া তাঁহাকে বিবসন করিলেন'।[২৩] ইহার পর বলরাম, কেশব ও অক্রূর রথারোহণে মথুরাযাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে যামুনহ্রদের তীরে রথস্থাপন করিয়া অক্রূর স্নানার্থ অবতীর্ণ হইলেন এবং স্নানকালে শেষ নাগের ক্রোড়ে শায়িত শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার সন্নিকটে সঙ্কর্ষণকে দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে গেলে তাঁহার বাক্য স্তব্ধ হইল। তাহার পর স্নান-সমাপনান্তে তীরে উঠিয়া কেশব ও সঙ্কর্ষণকে রথারূঢ় দেখিয়া অক্রূর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া নিশ্চিত জানিতে পারিলেন। ইহার পর তাঁহারা মথুরায় গমন করিলেন। ইহাই অক্রূরের দ্বিতীয় রূপ। এই অক্রূর কংসের ভগিনীপতি হওয়াই সম্ভব। উগ্রসেনা বা উগ্রসেনী যে অক্রূরের স্ত্রী তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতেই তিনি উগ্রসেনের কন্যা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু উগ্রসেনের কন্যা ঔগ্রসেনী না হইয়া উগ্রসেনা হইল কেন? অব্যবহিত পরে এই অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে যখন গোকুলে দেখিতেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বালক, কিন্তু অক্রূর বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া তাত বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। যে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার ভগিনী দান করিলেন, তাঁহাকে তাত বলা সঙ্গত নয়। যে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের যৌবনকালে সত্যভামার পাণিপ্রার্থী, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্থানীয় কিরূপে হইলেন? পুরাণাদির তালিকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও অক্রূরের সম্বন্ধ জ্ঞাতিভ্রাতা বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য ভাগবতমতে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য (১০. ৪৮. ২৯)।

যে অক্রূর বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জানিলেন, তিনি যৌবনে শতধন্বাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে কিরূপে সাহস পাইলেন? এই সকল বিরুদ্ধ প্রমাণ হইতে অক্রূরের দ্বিতীয় মূর্তি কল্পিত হইয়াছে।

মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় অক্রূরকে দেখিতে পাওয়া যায়।[২৪] ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাহা জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ করেন। তিনি বহু দিন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ছিলেন।[২৫]

মৎস্যপুরাণের মতে বৃষ্ণিবংশীয় শ্বফল্কের ঔরসে অতিথিপরায়ণ অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন।[২৬] পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে অনমিত্র বা অনয় হইতে অক্রূরের জন্ম হয়।

পুরাণকারগণ অক্রূরের বিবাহ বা বিবাহিতা পত্নীর নাম সম্বন্ধে একমত নহেন। দৃষ্টান্ত:—(১) আহুক-কন্যা সুতনু। —মহা° সভা° ১৪. ৩৪। (২) শৈব্যকন্যা রত্না। ইঁহার গর্ভে অক্রূরের উপমঙ্গু, মাঙ্গুমুক্ত, জনমেজয়, গিরিরক্ষ, উপেক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন, ধর্মভৃৎ, দৃষ্টধর্মা, গোধনবর, আবাহ ও প্রতিবাহ প্রভৃতি পুত্র। —লিঙ্গপু° ৬৯-২৫। পদ্মপু° সৃষ্টি° ১৩. ৯৮ মতে রত্ন-কন্যা শৈব্যা। (৩) হরিবংশ ৩৪. ১৪ মতে কংসের পিতা উগ্রসেন-কন্যা (ক) সুগাত্রী। লিঙ্গপুরাণ-মতে উগ্রসেন-কন্যা (খ) সুধারা ও বরাঙ্গনা; সুধারার গর্ভে দেববান্ এবং বরাঙ্গনার গর্ভে উপদেব (৬৯. ২৭)। (৪) কাশীরাজকন্যা। ইঁহার গর্ভে সত্যকেতু।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অক্রূর২—গর্গমুনির পুত্র। রাজা জনমেজয় তাঁহাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হন। পরে ইনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হন (লিঙ্গপু° ৬৬. ৭২, ৭৭)।

অক্রূর৩—গোপীবল্লভপুরের শ্যামানন্দের অন্যতম শিষ্য। 'উদ্ধব, অক্রূর, মধুসূদন, গোবিন্দ। জগন্নাথ, গদাধর, আর সুন্দরানন্দ[১] ॥ হরিরায়, কালানাথ, শ্রীকৃষ্ণকিশোর। শ্যামানন্দ-শাখা বাস গোপীবল্লভপুর ॥' —প্রেমবিলাস, ২০।

অক্রূর৪—জাতি-বিশেষের উপাধি। মেদিনীপুরে 'অক্রূর' উপাধি-বিশিষ্ট জাতি আছে।

অক্রূরংকার—অক্রূরতানুকূলতা, অহিংসা। 'অদিতিবদিতৌবাদিত্যাং খনত্যক্রূরংকারায় নহি ধ্বংহি নিধি দেবানাং দ্যা পত্নী বিভ্যাহ দেবানাম্।' —তৈ° স° ৫. ১. ৭. ১ (৩৫)।

অক্রূরচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'শিক্ষাসোপান' (ঢাকা, ১৮৮৩) ও 'জীবন'—জীবনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধীয় কাব্য (ঢাকা, ১৮৯৪)।

অক্রূরপরমানন্দ—সূত্রধর-জাতির নাম।

অক্রূরপরিবার—অহিংসকমণ্ডলী, হিংসাদ্বেষশূন্য পরিবার, মৃদুভাবাপন্ন পরিজন। ~তা—সরলস্বভাব, সৌজন্য। 'জিতশ্রমত্বং বাগ্মিত্বমক্রূরপরিবারতা। প্রকৃতিস্মীতক্তা চেতি বিজিগীষোর্গুণোদয়ঃ ॥' —কাম° নীতি° ৮. ১১।

অক্রূরমহত্ত্ব—[অক্রূর, দ্র°]।

অক্রূর-সংবাদ—১ পৌরাণিক নাটক। রচয়িতা—হরিনাথ মজুমদার (কলিকাতা, ১৮৭৩)। ২ কাব্য। রচয়িতা—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (কলিকাতা, ১৮৬৯; ১৮৭৩)। ৩ পৌরাণিক কাব্য। সম্পাদক—মহেশচন্দ্র পাল (কলিকাতা, ১৮৭২)।

অক্রূরেশ্বর—অকুলেশ্বর, অঙ্কলেশ্বর। বর্তমান অক্লেশ্বর বা অঙ্কেশ্বরের প্রাচীন নাম। নর্মদার দক্ষিণ তীরে বরোচের অপর পারে অবস্থিত। ৪৮৩ খ্রীঃ স্থানীয় নৃপতি শ্রীদত্তকুশলী অক্রূরেশ্বরে কিঞ্চিৎ ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করেন (Dowson—JRAS, n.s., i. 280)। অকালবর্ষ কৃষ্ণের অক্রূরেশ্বর-লিপির জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। ১৭১০ খ্রীঃ এইস্থানে মহারাষ্ট্রদিগের পরাজয় হয় [অঙ্কেশ্বর দ্র°]।
[CunAGI (n), 369; BG. i. pt-ii, 314.]

অক্রেয়—[ন = অ + ক্রেয়—নঞ্‌ তৎ; স্ত্রী —-] ১ ক্রয় করিতে পারা যায় না

২৩ ব্রহ্মবৈ° কৃষ্ণজ° ৭০. ৮০-৮১

২৪ মহা° আদি° ২০১. ১৮।

২৫ মহা° সভা° ৪. ৩৬; ১৪. ৩৪।

২৬ মৎস্যপু°—৪৫. ২৮-২৯।

১ পাঠান্তর—আনন্দানন্দ।

এমন, দুর্মূল্য, আক্রা, মহার্ঘ। ২ যাহা মূল্য দিয়াও ক্রয় করিতে পারা যায় না।

অক্রোধ—[ন=অ+ক্রোধ—নঞ্‌তৎ] ১ ক্রোধশূন্যতা, ক্রোধাভাব, ক্রোধরাহিত্য। —মনু° ৩. ২০৫ ; ১০. ২২৩। ২ আশ্রমীর (গৃহস্থের) দশবিধ ধর্মলক্ষণের অন্যতম—'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥' মনু° ৬. ৯২। ৩ [ন=অ (নাই) ক্রোধ যাহার —নঞ্‌বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ক্রোধশূন্য, শান্তভাবযুক্ত। ক্রোধের কারণ থাকিলেও যাহার ক্রোধ সঞ্চার হয় না। 'অক্রোধ পরমানন্দ মোর গৌর হরি'—চৈ° চ°।

অক্রোধন—[ন=অ+ক্রোধন—নঞ্‌তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অকোপন, ক্রোধের কারণ থাকিলেও যে সহসা ক্রুদ্ধ [illegible] না। —মনু° ৩. ১৯২, ২১৩। ২ শান্ত। ৩ সোমবংশীয় পুরু নৃপতি। পিতা—অযুতানায়ী (ভবিষ্যপু°-মতে অযুতায়ু ; মৎস্যপু°-মতে [৫০. ৩৭] তাবিতায়ু) ; মাতা—ভাসা ; স্ত্রী—কণ্ডূ ; পুত্র—দেবাতিথি (মহা° আদি° ৯৩. ২১-২২)।

অক্রোধনেশ্বর—শিবের অন্য নাম। জ্যেষ্ঠেশ্বর নামক তীর্থে অক্রোধনেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত (স্কন্দপু° কাশী° উত্তর°)।

অক্রোধিত—যাহার ক্রোধ হয় না, অক্রুদ্ধ, ক্রোধমুক্ত।

অক্রোধী—অক্রোধন।

অক্লম—[ন=অ+ক্লম (ক্লান্তি)—নঞ্‌তৎ] শ্রমাভাব freedom from fatigue.

অক্লান্ত—[ন=অ (নয়)—ক্লান্ত নঞ্‌বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, যে পরিশ্রম করিয়া কাতর হয় না। ক্লান্তিশূন্য। বি—অক্লান্তি।

অক্লিক্কা, অক্লীকা—[হি° নীলী ; ম° নীলীচে ঝাড় ; ক° নীলী ; তে° নীলমন্দুচেট্টু। স্ত্রী°, (বৈদ্যক) নীলী, নীলগাছ the indigo plant (Indigofera tinctoria)। নীলী দুই প্রকারের—নীলী ও মহানীলী। রাজনিঘণ্টু (বর্গ ৪) মতে ইহার গুণ—'কটুতিক্তোষ্ণা কেশ্যা কাসকফামঘ্নী লঘুঃ বাতবিষোদরগুল্মকৃমিজ্বরঘ্নী'।—রা-নি° বর্গ ৪। ভাবপ্রকাশ (পূ° ১ম) ও মদনপাল (১ বর্গ) মতে—'রেচনী মোহ ভ্রমাময়াতোদাবর্তঘ্নী চ'। রাজনিঘণ্টু (৪ বর্গ) মহানীলী-সম্বন্ধে বলেন —'মহানীলী গুণাঢ্যা স্যাৎ রঙ্গশ্রেষ্ঠা সুবীর্যদা। পূর্বোক্তনীলীকা দেশ্যা সগুণা সর্বকর্মসু ॥' নীলীবৃক্ষে—শব্দচন্দ্রিকা।

অক্লিন্ন—[ন=অ+ক্লিন্ন (ক্লিদ্+ক্ত—ক) —নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অমলিন, ক্লেদশূন্য। ২ অসিক্ত, অনার্দ্র, ভিজা নয় এমন।

অক্লিন্নবর্ত্ম—ক্লী°, নেত্রবর্ত্মজ রোগ-বি°। এই রোগে নেত্রদ্বয়ের পক্ষের অভাব হয়। তজ্জন্য চোখ বুজিলে ব্যথা হইয়া থাকে। —মাধবনিদান।

অক্লিষ্ট—[ন=অ+ক্লিষ্ট (ক্লিশ্+ক্ত—ক) —নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, পরিশ্রমে যাহার ক্লেশ বোধ হয় না ; ক্লান্তিশূন্য ; অখেদ unwearied. ২ অদম্য, অখণ্ডিত। ৩ অম্লান ; অমলিন। ৪ স্পষ্ট ; সুব্যক্ত, পরিস্ফুট। ৫ দৃঢ়, সম্যক্‌ পালিত।

অক্লিষ্টকর্মা,—[সং°—কর্মন্। ন=অ (নাই) ক্লিষ্ট (ক্লেশযুক্ত) কর্ম (কর্মন্) যাহার—নঞ্‌বহু°]বিণ, ১ অক্লেশে কর্ম সম্পাদনকারী। 'দৃতোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ'—রা° সু° ৪৩. ৯। ২ যিনি অধিক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হন না। ৩ জামদগ্ন্য রামের পবিত্র তীর্থ। এখানে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। —কূর্মপু° ৪২. ১০।

অক্লিষ্টকান্তি—[ন=অ+ক্লিষ্ট (ক্লেশপ্রাপ্ত>বিবর্ণ) কান্তি (লাবণ্য) যাহার নঞ্‌বহু°] বিণ, যাহার দেহের লাবণ্য বিবর্ণ হয় নাই।

অক্লিষ্টকারী—[সং°—কারিন্। অক্লিষ্ট+√কৃ+ইন্ (ণিনি), তাচ্ছিল্যে কৃ—১র] বিণ, যাহাতে কাহারও ক্লেশ হয় না এইরূপ ভাবে যে কার্য করে।

অক্লীকা—[অক্লিকা দ্র°]।

অক্লীব—[ন=অ+ক্লীব—নঞ্‌তৎ] বিণ, ১ অনপুংসক। ২ বীর। ৩ ধীর, ধৈর্যশালী। বি— -তা, -ত্ব।

অক্লেদ্য—[ন=অ+ক্লিদ্ (ক্লিন্ন হওয়া) +য (য)] বিণ, যাহা ক্লিন্ন হয় না, অপচ্য, যাহা আর্দ্র বা গলিত হয় না, যাহা জলে গুলিয়া যায় না। ২ যাহা ক্লেশযুক্ত হয় না। বি— -ত্ব। অপচ্যতা। 'অদাহ্যবং হুতাশেন অক্লেদ্যবং জলেন চ।' —বামনপু° ৯. ৫।

অক্লেশ,—[ন=অ+ক্লেশ—নঞ্‌তৎ; স্ত্রী — -া] বিণ, ক্লেশাভাব, অনায়াস, ক্লেশহীনতা। ২ যাহার ক্লেশ হয় না।

অক্লেশ,—বৌদ্ধ ঋষি। সর্বধার (Kunhdsin) পর্বতের উপরে অক্লেশ (Kunmongs-med Misbyin) ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নলদ (Asita)বাস করিতেন। অসিত বুদ্ধের জন্মকালে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি গৃহত্যাগ করিবেন এবং ৬ বৎসর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া অমৃতপদ লাভ করিবেন। 'ললিতবিস্তরে' অক্লেশের নাম অসিত বলিয়া লিখিত আছে [অসিত দ্র°]।

[Rockhill : Life of Buddha, 18]

অক্কথিত—যাহা জ্বাল দেওয়া হয় নাই, যাহা সিদ্ধ করা হয় নাই, unboiled.~ক্ষীর—আম দুগ্ধ, কাঁচা দুধ। গুণ—শ্লেষ্মপ্রকোপী, গুরু।—বৈদ্যকনিঘণ্টু।

অক্কন্‌দীব.—পা[illegible] খ্যাত কবি ফর্দৌসী তাঁহার 'শাহ্‌নামা' নামক মহাকাব্যে মহাবীর রুস্তমের সহিত অক্কন্‌দীব নামক এক জন দানবের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন—"একদা সম্রাট্‌ কৈ-খুস্রুর নিকট প্রজাগণ আসিয়া নিবেদন করিল যে, একটী মহাপরাক্রান্ত মৃগ গৃহপালিত পশুযূথের মধ্যে আগমন করিয়া অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে। তাহার বর্ণ পীত ও আকৃতি চিতাবাঘের ন্যায় চিত্রিত। বিচক্ষণ নৃপতি তাহার কার্যকলাপের বিষয়

শুনিয়া বুঝিলেন যে, তাহা মৃগ নহে, দীব অকন্ মৃগ-মূর্তি ধারণ করিয়া তথায় আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ জ়াবুলিস্তানে জ়ালের পুত্র মহাবীর রুস্তমকে সংবাদ প্রেরণ করা হইল। রুস্তম প্রথমে যুদ্ধে অকন্‌কে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। একসময় তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অকন্ তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। সমুদ্র হইতে কোনমতে উদ্ধার পাইলে নৃপতি আফ্‌রাসিয়াবের সৈন্যসকলের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তিনি একাকী তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনরায় অকন্‌দীবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং পাশদ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া নিহত করেন।"

কথিত আছে, নৃপতি আফ্‌রাসিয়াব যখন বিজ়নকে বন্দী করিয়া একটী গুহায় আবদ্ধ করিয়া রাখেন তখন অকন্‌দীবের প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সেই গুহামুখ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাবীর রুস্তম সেই প্রস্তর এক হস্তে উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বন্দী বিজ়নকে উদ্ধার করেন। জ়োরোস্ট্রীয়গণের দেবতত্ত্বে দ্বৈতবাদের উল্লেখে দেখা যায়, কতকগুলি দৈবীশক্তি সর্বদা মানবের মঙ্গল কামনা করিতেছে এবং অপর কতকগুলি তাহার অমঙ্গল কামনা করিতেছে। প্রথম শ্রেণীর নায়ক অহুরমজ়্দ বা ঔহরমজ়্দ বা উরমুজ়্দ। ইনি সর্বদা নিজ গুণরাশিরূপ ছয়টী অনুচরদ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহার মধ্যে বোহুমনো বা সুচিন্তা একটী। অপর শ্রেণীর নায়ক অঙ্গ্রমৈন্যু বা অহ্‌রমন্ বা আহ্রিমন্‌ও ছয়টী অনুচরদ্বারা সর্বদা বেষ্টিত থাকেন। অকেম্‌মনো বা অকোমনো বা অকোমন্ বা অক-মনহ্ অর্থাৎ কুচিন্তা তাহার এক জন। ঔরমুজ়্দ ও অহ্রিমনের অনুচরগণের মধ্যে পরস্পর সর্বদা বিবাদ লাগিয়া আছে। বোহুমনো ও অকেম্‌মনো পরস্পর বিরোধী। Prof. Noldeke মনে করেন, ফর্দৌসী স্বয়ং বা তিনি যাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারা সম্ভবতঃ এই অকোমন বা অকুমনকে ভ্রমক্রমে অকন্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন পারসীক ও পহ্লবী গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, জ়োরোস্তর বা জ়রথুস্ত্রের জন্মসময়ে অহ্‌র্মন অকোমনোকে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু ঔহরমজ়্দ-কর্তৃক প্রেরিত বোহুমনো অকোমনোকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করে। অকোমন্ জীবগণের মনে কুচিন্তা প্রবেশ করাইয়া থাকে ও বিবাদ বাধাইয়া দেয়।

এদিকে যেমন জ়োরোস্ট্রীয় দেবতত্ত্বের অকোমনোর সহিত অকন্‌দীব-এর নামের সাদৃশ্য আছে তেমনি চৈনিক পবন-দৈত্য 'ফী লিয়েন্'এর সহিত ইহার আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে।* অকন্‌দীবের ন্যায় তাহার দেহ মৃগের মত এবং আকৃতি চিতাবাঘের ন্যায়। সে যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে প্রবাহিত করিতে পারে। ইহার একটী সর্পের ন্যায় লাঙ্গুল আছে। যখন সে এক জন বৃদ্ধের ন্যায় দেহ ধারণ করে, তখন তাহার বর্ণ পীত এবং যখন সে খনিব আকার ধারণ করে তখন তাহার বর্ণ শ্বেত হয়। ফর্দৌসী অকন্‌দীবের বর্ণনায় তাহার পীতবর্ণ এবং দেহে চিতাবাঘের ন্যায় দাগের কথা পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন এবং তাহার সর্প-প্রকৃতির কথারও উল্লেখ করিয়াছেন।

অকন্‌দীব যখন রুস্তমের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিল না তখন সে বায়ুতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। ফর্দৌসী অন্যান চারিটী বিভিন্ন স্থানে অকন্‌দীবের বায়ু-প্রকৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু ফর্দৌসী এই কাহিনীর প্রারম্ভে বলিয়াছেন, 'চৈনিক দার্শনিকগণ এই সম্বন্ধে একটী কাহিনী লিখিয়াছেন'। চীনের বেই-(Wei) রাজবংশের হাওদিতার রাজত্বকালে একটী মায়ামৃগের আবির্ভাব হয়, তাহা ছাগযূথমধ্যে মিলিয়া তাহাদের আকার ধারণ করিয়াছিল।†

রুস্তমের পূর্বপুরুষ কেরেশাস্প বিধ্বংসী প্রবল বায়ুকে স্ববশে আনিয়া জীবহিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; সুতরাং মৃগরূপী বায়ু বা অকন্‌দীবের সহিত রুস্তমের যুদ্ধ অশোভন হয় নাই।

[Shahname of Firdause, tran. by Arthur George Warner and Edmond Warner, (Trubner's Oriental Series), iii. 271-84; Das Iranische Nationalepos von Theodor Noldeke, 10 note; SBE, iv. 210; v. 9sq, 10n, 128. 179; xviii. 93, 96; xxiii. 297, 308; xxxi, pp. xviii sq. 147, 150; xxxvii. 243, 252sq, 286, 388; xlvii, 141 sq.] Pere Dore: Superstitions en Chine, x. pt.-ii; Werner: Myths & Legends of Chinese; JASB, xxiv (n.s.) 1814.]

শ্রীরবিনাথ রায়

* Pere Dore: Superstitions en Chine, x. pt-ii, 699-707.

† De Girval Religious System of China, iv. 24.

অক্ষ্—[সং° মিশ্রধাতু। সম্ভবতঃ অশ্ ধাতুর প্রাচীন সনন্ত রূপ old desiderative form] ১ ভেদ করা to penetrate, pass through. ২ ব্যাপ্ত করা to pervade ॥ ব্যাপ্তৌ—কবিকল্পদ্রুম ॥ ৩ রাশি করা, সংগ্রহ করা, একত্র করা accumulate ॥ সংহতৌ—কবিকল্পদ্রুম ॥ ৪ আলিঙ্গন করা to embrace. ৫ পৌঁছান to reach.

অক্ষ১—[√অক্ষ্ (ব্যাপা) + অ (অন্)—ক। তু°—বৈদিক—অক্ষ; অবে° অশ; গ্রী° Axon (এক অক্ষ-[= axle] যুক্ত রথ বা গাড়ী); লা° axis; প্রা° জা° ahsa; বর্ত° জা° achse; লিথু° assis; ই° axle,<লা° ago = সং √ অজ্] যাহা রথচক্রের নাভিছিদ্র ব্যাপ্ত করে, রথাদির আবর্তনরেখা, আবর্তনযষ্টি axis, রথ বা গাড়ীর চাকার ভিতরের দণ্ড, ধুর, ধুরা axle, চক্রধারণ, রথাবয়ব, রথাক্ষ axis of the wheel. ঋ° ১. ৩০. ১৪; ৬. ২৪. ৩; ১০. ৮৯. ৪; ১. ১৬১. ৬; ৩. ৫৩. ৭; শিশু° ১২. ২, ১৮. ৭; মাঘ° ১২. ২; রঘু° ২. ৯৬; জাতক ১. ১০৯, ১৯২; ৫. ১৫২; মিলিন্দ° ২৭ ॥ 'চক্রধারণম্'—বৈজ° ১১৪. ২৬১; 'রথস্যাবয়বে'—অনে° যত্ত° ৩২, ৩৩; অভি°; হলা° ৫. ৬৬; 'রথাঙ্গ'—বৈজ° ২৩০. ৩-৪ ॥

অক্ষ২—[পাল্য° ক্ষিটহ° ২. ১২; পা° ৬. ২. ২; উণা° ৩. ৬৫] ১ পাশক, পাশি, পাশা। 'পীবানং মেষমপচন্ত বীরা ন্যুপ্তা অক্ষ অনু দীব আসন্'—ঋ° ১০. ২৭. ১৭; 'অক্ষা

ইব শ্বঘ্নী নি মিনোতি তানি (বরুণঃ)'—অ° ৪. ১৬. ৫ ; 'যা অক্ষেষু প্রমোদন্তে (অপ্সরসঃ)' —অ° ৪. ৩৮. ৩ ; 'অক্ষেষু কৃতাং বাং চক্রুঃ' —অ° ৫. ৩১. ৬ ; ৭. ৫০. ১ ; ৭. ৫০. ৯ ; ৭. ১১০. ১। শা° শ° ব্রা° ৫. ৪. ১. ৬। মনু° ৪. ৭৪ ; ৭. ৪৭, ৫০। ২ ['অক্ষৈরক্ষান্ বা দীব্যতি'—সি° কৌ°] পাশক্রীড়া, দ্যূত, দেবন playing with dice, gambling. 'মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদ স্ত্রিয়ো মদঃ।' —মনু° ৭. ৪৭। 'হস্তবিক্ষোরূপ' । মধ্য হলা° ২.৩৩ ; ৫. ৬৬ ।। [অক্ষক্রীড়া দ্র°]।

অক্ষ৩—১ চক্র, চাকা ।। মে° ৩ ।। ২ রথ, শকট, গাড়ী ।। অভি° মে° ২ ; 'শকটে'—বৈজ° ২৩০. ৩-৪ ; অনে° মর্ত্যা° ২. ৫৬৯ ।। ৩ তুলাদণ্ড beam of a balance or string holding the pivot of the beam. ৪ কর্ণ ও নেত্রের মধ্যস্থ শঙ্খের অধোভাগ temporal bone, bone on the forehead. 'অক্ষঃ কর্ণনেত্রয়োর্মধ্যে শঙ্খাদধোভাগঃ'—বিজ্ঞানেশ্বর—মিতা° (যাজ্ঞ° ৩. ৮৭) ; 'অক্ষঃ কর্ণনেত্রান্তরালদেশঃ'—বীরমি° ৩. ৮৭। ৫ বিভীতকবৃক্ষ, বহেড়াগাছ Terminalia Belerica ॥ 'কলিরক্ষো বিভীতকঃ'—অভি° ভূমি° ১০৮ ; মে° ৩ ; সুশ্রু° ; 'কলিদ্রুম'—অগ° ; 'বিভীতকে'—বৈজ° ২৩৪.৩-৪, অনে° ২. ২৬৯ [ZDMG. II. 123 দ্র°], 'কলিরক্ষো বিভীতঃ স্যাৎ'—হলা° ২. ২৬৩ ; ৫. ৬৬ ।। ৬ বিভীতকফল, বহেড়া Beleric Myrobolan (Terminalia Belerica—Rox)। 'যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাক্ষৌ মুষ্টিরনুভবতি'—ছা° উ° ৭. ৩. ১। 'ধান্যভিরক্ষমাত্রাভিঃ'—অর্জুনসমাগম ৮. ৪। বৈদিকযুগের গোড়ার দিকে বহেড়ার আঁটি পাশকরূপে ব্যবহৃত হইত। ৭ পদ্মের বীজ ।।মধ্য।। ৮ ফলবিশেষের বীজ, রুদ্রাক্ষ ।। মে° ৩ ।। [অক্ষমালা দ্র°]। ৯ অন্ত বৃক্ষের বীজ, ইন্দ্রাক্ষ ।। মে° ৩ ।। ১০ তিনিশ বৃক্ষ । ১১ নিম্ববৃক্ষ ।। অজয়° ।। ১২ সর্প ।। মে° ।। ১৩ গরুড় ।। শব্দ° বৈজ° ১০৩, ২৫০ ।। ১৪ (বৈদ্যক) এককর্ষ পরিমাণ=একতরি বা ১৬ মাষা (মাষক) [মতান্তরে—২৪ মাষা] ।। অভি° মে° বৈজ° ১১০. ৯৮, ২৩০. ৩-৪ ; অনে° ২.৫৬৯ ।। ১৫ আধার ।। বৈজ° ২৩০ ৩-৪ ।। ১৬ ব্যবহার law-suit ।। 'ন্যায়োঽক্ষোব্যবহারোঽর্থ' —বৈজ° ১২৪. ২৯ ; অনে° ২. ৫৬৯ ।। ১৭ ন্যায় justice, equity ।। 'ন্যায়োঽক্ষঃ'—।। হলা° ২. ২১৪ ।। ১৮ আত্মা ।। অনে° ২. ৫৬৯ ।। ১৯ জ্ঞাতার্থ, জ্ঞানার্থ ।। অনে° ২. ৫৬৯ ।। ২০ (ভূগোল°) গোলকপৃষ্ঠে বিষুবরেখার উত্তর পার্শ্বের যে কোন স্থানের দূরত্ব terrestrial latitude । ২১ (খগোল°) রবিমার্গ হইতে কোন নক্ষত্র বা গ্রহের দূরত্ব-পরিমাণ। ২২ রাশিচক্রের অবয়ব, গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ। ২৩ জন্মান্ধ, জাতান্ধ ।। শব্দরত্নাবলী ।। ২৪ তুম্বি, মল্লযুদ্ধ। ২৫ আক্ষজ। ২৬ রন্ধ্র, ছিদ্র। ২৭ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান ।। অনে° ২. ৫৬৯ ।। ২৮ পাঁচ (৫) এই সংখ্যা। ২৯ চারি হস্ত বা ৯৬ অঙ্গুলির মান-বি° ।। অপু, সম ।। ৩০ ক্লী°, ইন্দ্রিয়-যথা, অধোক্ষজ ।। হলা° ২. ৩৭০, ৫. ৬৬ ; অভি° মে° ।। ৩১ শিব। ৩২ সৌবর্চল লবণ, সোচল নুন, Sochal salt, sea-salt. ৩৩ (অক্ষির ন্যায় স্বচ্ছ বলিয়া) তুঁতে, তুথ। ৩৪ কাঁকড়াশৃঙ্গী। ৩৫ অস্থি। ৩৬ বৃক্ষ। ৩৭ যজ্ঞধূপ, ধুনা। ৩৮ রসাঞ্জন

অক্ষ৪—১ রাবণের পুত্র।—রা° বা° ১. ৭৫। হনুমান্ অশোক-কানন ধ্বংস করিলে যখন ইনি তাঁহাকে ধরিতে আসেন তখন হনুমান্ ইঁহার পদদ্বয় ধরিয়া শূন্যে ধারণপূর্বক আছাড় মারেন এবং তাহাতে ইঁহার মৃত্যু হয়।—রা° সু° ৪৭. ১-৩৮। ২ দেবাসুর-সংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ। ৩ কাশ্মীররাজ ২য় নরের পুত্র। ইনি ৬০ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই অক্ষবাল বা বর্তমান অচ্‌বাল নামক গ্রাম স্থাপন করেন। পুত্র—গোপাদিত্য।—রাজত° ১. ৩৩৮।

অক্ষক—[অক্ষ + কন্ (স্বার্থে)] ১ (শারীর°) গ্রীবাস্থি, কণ্ঠাস্থি Collar-bone. ২ শিম্বাদিবর্গের আরণ্য তরু-বি°, তিনিশ বৃক্ষ Ougenia dalbergioides [তিনিশ দ্র°]। ৩ পাশক-ক্রীড়ক, যে পাশা খেলে। ৪ বিপ, ব্যাপক। ৫ দানব-বি°। পিতা—কশ্যপ ; মাতা—দনু ; ভ্রাতা—বিপ্রচিত্তি।—বায়ুপু° ৭. ২, ৫।

অক্ষকর্ণ—১ সমকোণ ত্রিভুজের (right-angled triangle) সমকোণের সম্মুখীন ভুজরেখা hypotenuse. ২ পতনক্ষেত্র [কর্ণ দ্র°]। ৩ (জ্যো°) দ্বাদশাঙ্গুল শঙ্কুকোটি, পলভাভুজ এবং তাহার কর্ণ অক্ষকর্ণ নামে অভিহিত। ইহাকে পলকর্ণ ও বিষুবকর্ণও বলে।

অক্ষকাম—অক্ষপ্রিয়, যে পাশাখেলা ভালবাসে (অপ্সরসঃ অ° ৩. ২. ৫)।

অক্ষকিতব—১ পাশাখেলায় যে শঠতা অবলম্বন করে। 'শকুনিশ্চাক্ষকিতবং সহদেবো হনিষ্যতি।'—মহা° সভা° ৭৭. ২৬। ২ পাশাখেলায় দক্ষ। ৩ জুয়াড়ু।

অক্ষকুশল, -কোবিদ, -শৌণ্ড—[অক্ষে (অক্ষক্রীড়ায়) কুশল, কোবিদ, শৌণ্ড—৭-তৎ ; স্ত্রী—-া] অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ, পাশাখেলায় সিদ্ধহস্ত Skilful in gambling, skilled in dice.

অক্ষকূট—[অক্ষির কূট—৬ তৎ] ১ চক্ষুর তারকা, নয়নতারা। ২ পাশাখেলা-বিষয়ে কপটতা। 'অক্ষকূটমধিষ্ঠায় হৃতং দুর্যোধনেন বৈ।'—মহা° বন° ৩৩. ৩।

অক্ষকোবিদ—[অক্ষকুশল দ্র°]।

অক্ষক্রীড়া—দ্যূতক্রীড়া-বি° ; পাশাখেলা। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতি কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, ধাতু বা মৃত্তিকা-নির্মিত নানারূপ আকৃতি-বিশিষ্ট অক্ষ বা পাশক লইয়া সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে দ্যূতক্রীড়া করিয়া আসিতেছে। মিশর, বাবিলন, আসীরিয়া ও ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশসমূহে এই ক্রীড়ার অত্যন্ত সমাদর ছিল। এই সর্বস্বাপহারী

ব্যসন কে যে জগতে প্রথম প্রচলিত করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। সমস্ত দেশের অক্ষক্রীড়ার প্রণালী তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ক্রীড়ার প্রাচীনতম পদ্ধতি সকল দেশেই কতকটা একরূপ ছিল। পরবর্তী যুগে সকল দেশেই নৃপতিগণ এই ক্রীড়ার সম্যক্ তত্ত্বাবধানের জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ধূর্ত কপট দ্যূত-ক্রীড়কগণ সকল দেশেই রাজচক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া ব্যসনাসক্ত নিরীহ জনসাধারণের সর্বস্বাপহরণ করিয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষ—অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে দ্যূত ও সমাহ্বয় চলিয়া আসিতেছে। মনু বলিয়াছেন—'অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে। প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥'—মনু° ৯. ২২৩। অর্থাৎ 'অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়া করাকে দ্যূত বলে এবং মেষ-কুক্কুটাদি প্রাণী দ্বারা পণপূর্বক ক্রীড়া করাকে সমাহ্বয় বলে।' নারদ বলিয়াছেন, 'অক্ষ, চর্মপট্টিকা (পেটি), হস্তিদন্ত-নির্মিত শলাকা প্রভৃতি দ্বারা পণ রাখিয়া ধূর্ততাসহকারে যে ক্রীড়া তাহাকে দ্যূত বলে এবং (প্রাণিসকলের উপর) পণ রাখিয়া বাজী ধরিয়া যে ক্রীড়া তাহাকে সমাহ্বয় বলে'।[১]

কত প্রাচীনকাল হইতে অক্ষক্রীড়া প্রচলিত ছিল তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। বৈদিক সাহিত্যে তো অক্ষক্রীড়ার প্রচুর উল্লেখ আছেই, তাহার পূর্বেও ভারতে অক্ষক্রীড়া প্রচলিত ছিল। ইহার প্রমাণ আমরা মোহেঞ্জোদড়োর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হইতে জানিতে পারি। এই খনন হইতে বহু মৃত্তিকা-নির্মিত ষড়স্রঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (cubical) অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, ঐ যুগে অক্ষক্রীড়ার সমধিক প্রচলন ছিল। এই অক্ষগুলির আয়তন ১°২ × ১°২ × ১°২ ঘন ইঞ্চি হইতে ১°৫ × ১°৫ × .°৫ ঘন ইঞ্চি। ইহার মধ্যে কেবল একটী অক্ষ পাওয়া গিয়াছে যাহার আকৃতি আয়তাকার (১°৬ × ১°৪ × ১°১ ঘন ইঞ্চি)।

মোহেঞ্জোদড়োর অক্ষগুলির বিন্দুচিহ্ন আধুনিক যুগের অক্ষের ন্যায় সজ্জিত নহে,* অর্থাৎ তাহার বিপরীত দিকের বিন্দুর যোগফল ৭ নহে, পরন্তু অক্ষের যে দিকে ১টী বিন্দু তাহার বিপরীত দিকে ২টী বিন্দু; যে দিকে ৩টী বিন্দু তাহার বিপরীত দিকে ৪টী বিন্দু এবং যে দিকে ৫টী বিন্দু তাহার বিপরীত দিকে ৬টী বিন্দু। যে অক্ষগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার সমস্তগুলির ধার বেশ অক্ষত রহিয়াছে—ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই; বিন্দুগুলি অগভীর ছিদ্র, তাহার ব্যাস ১/৮ ইঞ্চি। এই মৃত্তিকা-নির্মিত অক্ষ অগ্নিদগ্ধ করিয়া ঈষৎ লোহিতাভ করা হইয়াছে। কয়েকটী অক্ষ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। অক্ষগুলি নিশ্চয়ই কোন কোমল আস্তরণের উপর বা নরম ধূলিময় ভূমিতেও নিক্ষিপ্ত হইত সেইজন্য ইহার ধার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। কয়টী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করা হইত তাহা ঠিক বুঝা যায় না, তবে একস্থানে ঠিক একই আকৃতির দুইটী অক্ষ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, একাধিক অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত।

উর্ নামক স্থানে Woslley সাহেব অক্ষের সহিত চতুরঙ্গের ছকের ন্যায় একটী ছক পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ কোন কোন ক্রীড়ায় ছক লইয়া অক্ষক্রীড়া হইত।

বৈদিকযুগ—অক্ষদ্যূত বা অক্ষ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বৈদিক যুগে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে আমরা 'অক্ষ' শব্দের বহুল প্রয়োগ পাই; কিন্তু এই সকল প্রয়োগ হইতে সেই যুগের অক্ষক্রীড়ার প্রণালী-সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না।

উপাদান—'অক্ষ' শব্দের অর্থ পাশা বলিলে ঠিক হইবে না, কারণ মনু ও নারদ-সংহিতা হইতে অক্ষ ও শলাকা দুইটী বিভিন্ন ক্রীড়নকের উল্লেখ পাওয়া যায়। শলাকাই আধুনিক পাশার প্রাচীন সংস্করণ। 'অক্ষ' শব্দের অর্থ সায়ণ বলিয়াছেন 'বিভীতকো বিকারোঽক্ষো'[২] অর্থাৎ বহেড়া হইতে অক্ষের উৎপত্তি। খুব সম্ভব শুষ্ক বহেড়াই অক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে 'বিভীদক' বা 'বিভীতক' অর্থে এইরূপ অক্ষের উল্লেখ দেখিতে পাই।[৩] 'বিভীতক' বা বহেড়ার বর্ণ 'বভ্রু' বা পিঙ্গল, সুতরাং অক্ষকে বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থলে 'বভ্রু' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে[৪] এবং বাত্যা-সঙ্কুল পর্বতগাত্রে যে তাহার জন্ম সে কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫] পরবর্তী যুগে যজ্ঞাদিতে অক্ষক্রীড়ার প্রথা ছিল।[৬] কিন্তু সেই সকল অক্ষ কি উপাদান হইতে

---

১ 'অক্ষবধ্রশলাকাদ্যৈ দেবনং জিহ্ম কারিতং। পণক্রীড়া বয়োভিশ্চ পদং দ্যূতসমাহ্বয়ম্'—নারদ° ১৬. ১। টীকাকার 'বধ্র'শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'চর্মপট্টিকা' (slices of leather) এবং 'শলাকা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'দন্তাদিময্যো দীর্ঘ চতুরস্রাঃ' (little staves of ivory)।

* Bellasis ১৮৫৫ খ্রীঃ ব্রাহ্মণাবাদে এক প্রকার অক্ষ পাইয়াছিলেন তাহার বিন্দু চিহ্ন ঠিক আধুনিক নিয়মে সজ্জিত।—Arch Surv. Ind. Asm. Rep. 1900-09, 85.

২ ঋ° টীকা—৭. ৮৬. ৬ ; ১০. ৩৪. ১।

৩ 'সা স্থা মহ্যবিভিদকো অচিত্তিঃ'—ঋ° ৭. ৮৬. ৬। 'প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ। সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্॥'—ঋ° ১০. ৩৪. ১।

৪ 'সুপ্রুৎস্ত ব্রভবঃ শাচমক্রন্'—ঋ° ১০. ৩৪. ৫; (সায়ণ—'বভ্রবো বভ্রুবর্ণা অক্ষাঃ')। 'ইন্দুর্যাব বভ্রবে নমো যে অক্ষেষু তনুবশী'—অ° ৭. ১০৯. ১। 'অক্ষানাদ্বভ্রুমালভতে কে নো মৃডত্তীদৃশে'—অ° ৭. ১০৯.৭।

৫ 'প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ'—ঋ° ১০. ৩৪. ১।

৬ "অথাস্মৈ পঞ্চাক্ষান্ পাণাবাবপতি। অভিভূরস্যেতাস্তে পঞ্চদিশঃ কল্পন্তামিত্যেষ বা অয়মভিভূর্যোঽয়ং কলিরেষ হি সর্বানয়ানভিভবতি তস্মাদাহাভিভূরস্যেতাস্তে পঞ্চদিশঃ কল্পন্তামিতি পঞ্চ বৈ দিশস্তদস্মৈ সর্বা এব দিশঃ কল্পয়তি।"—শ° ব্রা° ৫. ৪. ৪.৬।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের টীকায় রাজসূয়-যজ্ঞে দ্যূতক্রীড়ার এইরূপ বর্ণনা আছে—অক্ষাবাপ (Keeper of dice) একটী কাষ্ঠনির্মিত অধি-ষায়া একটী অক্ষবপন স্থান অঙ্কিত করিয়া তথায় শত বা সহস্র স্বর্ণনির্মিত অক্ষ বিকীর্ণ করে, নৃপতি উঁহাদের মধ্য হইতে পাঁচটী অক্ষ বাছিয়া লন (তৈ° ব্রা° ১. ৭. ১০)। কাত্যা-য়নের সূত্রে (১৫. ৭. ১৮–১৯) যেরূপ ক্রীড়ার বর্ণনা আছে তাহাতে 'কলি' সাধারণ সর্বনিম্ন অয় বা দান বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু শতপথ-ব্রাহ্মণের (৫. ৪. ৪. ৬) একস্থলে কলি অভিভূ বা অপর অয়সকলের অভি-ভবকারী বা শ্রেষ্ঠ অয় বলিয়া বর্ণিত হই-য়াছে। অন্যস্থলে কৃত সর্বোচ্চ অয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[১৯] মহাভারতের টীকায় (বি° ৫০. ২৪) নীলকণ্ঠ দ্যূতক্রীড়ায় পণবন্ধের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা দ্যূতক্রীড়ার কতক আভাস পাই :—ক্রীড়ার সময় পাঁচটী নিজের ও পাঁচটী অপরের মুদ্রা পণ ধরা হয়, 'কলি' দান পড়িলে নিজের একটী মুদ্রা মাত্র জয় করা হয়, 'দ্বাপর' পড়িলে নিজের একটী ও অপরের দুইটী মুদ্রা জয় হয়, 'ত্রেতা' পড়িলে নিজের তিনটী ও অপরের তিনটী জয় হয় এবং 'কৃত' পড়িলে নিজের ও অপরের সকল মুদ্রাগুলি জয় করা যায়। আমরা এই ব্যাখ্যা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বৈদিক সাহিত্যে আমরা অশ্ব-মেধ এবং রাজসূয়-যজ্ঞে যে অক্ষক্রীড়ার বর্ণনা দেখিতে পাই তাহা হইতে মনে হয় সাধা-রণ ক্রীড়ার সহিত যজ্ঞ উপলক্ষে ক্রীড়ার যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।[২০]

অক্ষক্রীড়ায় বা পাশাখেলায় আধুনিক যুগে যে ছক ব্যবহৃত হয় বৈদিক যুগে তাহা হইত না। মাটিতে একটু গর্ত করিয়া সেই স্থানে অক্ষ নিক্ষেপ করা হইত। উহাকে 'অধিদেবন',[২১] দেবন[২২] বা ইরিণ[২৩] বলিত। শতপথ-ব্রাহ্মণের টীকায় লিখিত আছে, সভ্যাগ্নি-স্থাপনের সময় পুরোহিতগণ যজ্ঞস্থলের উত্তরভাগে ভূমিতে একটী বৃষচর্ম আস্তৃত করিয়া তাহার উপর পিত্তলের পাত্র অধোমুখে বসাইয়া তদুপরি পাঁচটী কপর্দক ক্ষেপণ করি-তেন, এই ক্রীড়ায় পণ হইত যজ্ঞকর্তৃ-কর্তৃক দত্ত একটী গাভী। দান ফেলিবার সময় বলা হইত 'যোড় ফেলিলে আমার জয় এবং বিযোড় ফেলিলে তোমার জয়।' এই-রূপে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হইত।*

আধুনিক কালের বৈদেশিক অক্ষক্রীড়ার ন্যায় অক্ষক্ষেপের জন্য কোনরূপ আধার ব্যবহৃত হইত না, তবে অক্ষগুলি রাখিবার একপ্রকার আধার ছিল তাহার নাম 'অক্ষা-বপন'।[২৪] পূর্বেই বলিয়াছি জয়সূচক দান পড়াকে বলিত 'অয়', কিন্তু দান মাত্রকেই 'গ্লহ'[২৫] বা 'প্রাভ'[২৬] বলিত। পণকে বলিত 'বিজ'[২৭], যজ্ঞের সময় যাহার নিকট অক্ষগুলি থাকিত (Keeper of the dice) তাহাকে বলিত 'অক্ষাবাপ'[২৮]। অক্ষক্রীড়ার শোচনীয় পরিণাম এবং কিতব বা অক্ষক্রীড়াসক্ত ব্যক্তি ক্রীড়ার সময় মত্ততাবশতঃ সর্বস্ব, এমন কি, পতি-পরায়ণা স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ রাখিত তাহার প্রমাণ আমরা ঋগ্বেদ হইতেও পাইয়া থাকি।[২৯]

মহাভারত—মহাভারতে অক্ষক্রীড়ার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। সে যুগে অক্ষক্রীড়ার দ্যূত, পাশক, দুরোদর প্রভৃতি নাম হইয়াছিল। সভাপর্বের শেষাংশ দ্যূত ও অনুদ্যূত নামক দুইটী পর্বাংশে বিভক্ত। ৪৬ অধ্যায় হইতে ৬১ অধ্যায় এবং ৭৪ ও ৭৬ অধ্যায় যুধিষ্ঠির ও শকুনির দ্যূতক্রীড়ার বিব-রণে পূর্ণ। ঐ পর্বের অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিবার জন্য দুর্যোধনকে পরামর্শ দিতেছেন।[৩০] ষট্পঞ্চা-শৎ অধ্যায়ে শকুনি দ্যূতক্রীড়া করিয়া যুধি-ষ্ঠিরের সমস্ত ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করিবেন বলিয়া পরশ্রীকাতর দুর্যোধনকে আশ্বাস দিতেছেন এবং স্বীয় অক্ষবিদ্যার দক্ষতা-সম্বন্ধে বলিতে-ছেন :—'গ্লহ-(দান throw) সকল আমার ধনু, অক্ষসকল আমার শর, অক্ষের হৃদয় আমার জ্যা এবং আমার স্ফূর্তি আমার রথ।'[৩১] কপট অক্ষদেবী শকুনি যে 'অক্ষ-হৃদয়'-এর উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পারদ বা সীসক। পারদ বা সীসক অক্ষের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কপট অক্ষদেবিগণ ইচ্ছানু-রূপ দান ফেলিত। তাহারা এইরূপ যখন নিজ অক্ষ-দ্বারা ক্রীড়া করিত তখন সর্বত্রই তাহাদিগের জয় হইত। উক্ত অধ্যায়ে অক্ষ-ক্রীড়ার জন্য বিশাল সভা-নির্মাণের কথা লিখিত আছে।[৩২] মহারাজ যুধিষ্ঠির অক্ষ-ক্রীড়া সকল অনিষ্টের আকর জানিয়া ও আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য কপটদেবী শকুনির সহিত অক্ষক্রীড়ায় সম্মত হইলেন।[৩৩] আমরা

---

১৯ শ° ব্রা° ১৩. ৩. ২. ১।

২০ বৌ° শ্রৌ° ২. ৮, ৯ ; আ° শ্রৌ° ৫. ১৯. ৪ ; ২০. ১ (রুদ্রদত্তের টীকা) ; ১৮.১৮. ১৬ ইঃ ; মৈ° স° ৪. ৪. ৬ ; তৈ° ব্রা° ১. ৭. ১০. ৫ ; ১. ৫. ১১. ১ ; শ° ব্রা° ৫. ৪. ৪. ৬ ; কা°শ্রৌ° ১৫.৭.৫ ইঃ ; Macdonell & Keith তাঁহাদের Vedic Index-এ লিখিয়াছেন অক্ষের উপর কোন চিহ্ন থাকিত না ও বহুসংখ্যক অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত। এ মত সমর্থন করা যায় না।

২১ অ° ৫. ৩১. ৬ ; ৬. ৭০. ১ ; মৈ° স° ১. ৬. ১১ ; ৪. ৪. ৬ ইত্যাদি।

২২ ঋ° ১০. ৪৩. ৫. । ভূমিতে অক্ষ নিক্ষেপের কথা অথর্ববেদে (৭. ১০৯. ৪) আছে।

২৩ ঋ° ১০. ৩৪. ১।

* Satapatha Brahmana, chap. II, 1st Brahman. SBE, xii. 302 n.

২৪ শ° ব্রা° ৫. ৩. ১. ১১।

২৫ অ° ৪. ৩৮. ১, ২, ৩ ; ৭. ১০৯. ৫।

২৬ ঋ° ৮. ৮১. ১ ; ৯. ১০৬. ৩।

২৭ ঋ° ১. ৯২. ১০ ; ২. ১২. ৫।

২৮ SBE, xli, 107 n.

২৯ ঋ° ৬. ১১৮ ; অ° ১০. ৩৪. ২ ; ৪. ৮৫.৮ ; ৭. ৮৩. ৬ ; ১০৫. ১৩।

৩০ মহা° সভা° ৪৮. ১৯–২১।

৩১ 'গ্লহান্ ধনূংষি মে বিদ্ধি শরানক্ষাংশ্চ ভারত। অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাস্তরম্—মহা° সভা° ৫৬. ৪।

৩২ মহা° সভা° ৫৬. ১৮।

৩৩ মহা° সভা° ৫৮. ১৬।

মহাভারতে শকুনি ব্যতীত কপটদেবী আরও কয়েকজন নৃপতিকে দুর্যোধনের সভায় দেখিতে পাই।[৩৪] মহাভারতের সময়ে যুদ্ধে শুষ্কদ্যূত অর্থাৎ পণ না রাখিয়া আমোদের নিমিত্ত দ্যূত-ক্রীড়া ও দুরোদরের নাম দেখা যায়। টীকাকার নীলকণ্ঠ দুরোদরের অর্থ করিয়াছেন 'পণে দ্যূতে দুরোদরমিতি'।[৩৫] সভাপর্ব ব্যতীত বনপর্বে নলোপাখ্যানে ও বিরাটপর্বে অক্ষক্রীড়ার বিশেষ উল্লেখ আছে।[৩৬] পরম ধার্মিক যুধিষ্ঠির এবং পুণ্যশ্লোক নল রাজাও অক্ষক্রীড়া সকল অনিষ্টের মূল জানিয়াও তাহার আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য সর্বস্বান্তও হইয়াছিলেন। বিরাটরাজা পুত্র উত্তরের বিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইয়া দ্যূতক্রীড়া করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবর্তিত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বিরাট্ দ্যূতক্রীড়ার অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই।[৩৭]

বৈদিক সাহিত্যে আমরা কিতব শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই।[৩৮] কিতব অর্থে প্রথমে দ্যূতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝাইত। পরে মহাভারতের যুগে এবং স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহে ইহার অর্থ ধূর্ত কপট অক্ষদেবী[৩৯] হইয়াছিল। ইহা পারদ-সীসকাদি ধাতুগর্ভ অক্ষের সাহায্যে পণদ্যূতে জয়লাভ করিত।

স্মৃতিশাস্ত্র—মন্বাদিস্মৃতিশাস্ত্রকারগণ একবাক্যে দ্যূতক্রীড়ার নিন্দা করিয়াছেন।[৪০] কিন্তু মনু ব্যতীত অন্যান্য স্মৃতিকারগণ বলিয়াছেন, নৃপতি-কর্তৃক সম্যগ্ভাবে পরিদর্শিত হইলে এবং দ্যূত-ক্রীড়কগণ বা 'সভিক' নৃপতিকে তাঁহার প্রাপ্য ভাগ দান করিলে তাহাতে দোষ হয় না।[৪১] নৃপতি-কর্তৃক নিযুক্ত দ্যূতাধ্যক্ষ (Superintendent of gambling) এই সকল দ্যূত-সভা পরিদর্শন করিতেন এবং 'সভিক' বা দ্যূত-শালার অধিকারী বিজেতাকে তাহার জিত পণ দিয়া নৃপতিকে তাঁহার প্রাপ্য ভাগ দান করিত।[৪২] বিভিন্ন স্মৃতিতে সভিকের, বিজেতার এবং নৃপতির লভ্যাংশের পরিমাণ লিখিত আছে।[৪৩] মনু দ্যূতক্রীড়াকে দণ্ডনীয় ব্যসন বলিয়াছেন এবং তস্কর প্রভৃতির ন্যায় দ্যূত-দেবীকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা রাজার উচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৪৪] কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ও বৃহস্পতি তস্করাদির গতিবিধি পর্যালোচনা করিবার জন্য দ্যূতক্রীড়াকে একমুখ বা একস্থানে নির্দিষ্ট (centralise) করিতে বলিয়াছেন এবং নৃপতি-কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক তাহার সম্যক্ পরিদর্শন করিবেন[৪৫] ইহাও বলিয়াছেন।

এই সকল পরিদর্শক সত্ত্বেও ধূর্ত কিতবগণ কৌশল করিয়া বা 'কূটাক্ষ'* লইয়া ক্রীড়া করিয়া অজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিত। এই সকল ধূর্ত কিতবগণকে স্মৃতিকারগণ যথোচিত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।[৪৬] ধূর্ত কিতবগণ দ্যূতক্রীড়ায় দান পড়া লইয়া বিবাদ করিত, জিত অর্থের হিসাবে গোলমাল করিয়া রাজাকে তাঁহার প্রাপ্য ভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিত। নারদ বলিয়াছেন, যদি দান পড়িবার সময় অক্ষের দুই-বার দান পড়ে অর্থাৎ একপ্রকার দান পড়িতে পড়িতে অন্য কোন দ্রব্যে আহত হইয়া অপর প্রকার দান পড়ে তাহা হইলে যে দান ফেলে তাহারই পরাজয় হয়।[৪৭] এইরূপ দান লইয়া বিবাদ হইলে 'সভিক' বা পরিদর্শক ও কিতবগণকে বিচারার্থ আহ্বান করা উচিত। তাহারা সাক্ষী ও বিচারকের কার্য করিবে।[৪৮] কিন্তু যদি এই কিতবদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের কাহারও শত্রুতা থাকে তখন নৃপতিই বিচার করিবেন।[৪৯] যে সকল কিতব কপট দ্যূতে পরাজিত হয় বা যাহারা দ্যূতক্রীড়ার নিয়ম না জানিয়া পরাজিত হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অর্থাৎ তাহাদিগের নিকট হইতে নৃপতি শুল্ক আদায় করিবেন না। দ্যূতক্রীড়ার

---

৩৪ মহা° সভা° ৫৮. ১৩।

৩৫ মহা° সভা ৫৮. ১৪ টীকা।

৩৬ মহা° বন° ৬১-৬১, ৭৮ অধ্যায়, বিরাট্ ৬৮ অধ্যায়।

৩৭ মহা° বি° ৬৮. ৩০-৩৪।

৩৮ ঋ° ২. ২৯. ৫ ; ৫. ৮৫. ৮ ; ১০. ৩৪. ১১, ১৩; অ° ৭. ৫০. ১ ; ১০৯. ৩ ; য° ৩০. ৮. ১৮. ২৫।

৩৯ মহা° সভা° ৫৮. ৯, ১২, ১৪।

৪০ মনু° ৯. ২২৬-৭ ; যাজ্ঞ° ১. ৪৭ ; বৌ ধ্রৌ ২. ১. ২. ১৬ ; বিবাদচিন্তামণি, ৩১৮ পৃঃ (Tagore ed) ; বীরমিত্রোদয়, ৭২১. ৭২২ পৃঃ (জীবানন্দ সং)।

৪১ 'অথবা কিতবা রাজ্ঞে দত্ত্বা ভাগং যথোদিতম্।
প্রকাশং দেবনং কুর্যুরেবং দোষো ন বিদ্যতে।
নারদ° ১৬. ৮।

৪২ 'সভিকঃ কারয়েদ্দ্যূতং দেয়ং দদ্যাচ্চ তৎকৃতম্।'—নারদ° ১৬. ২ ; 'সভিকো গ্রাহকস্তত্র দদ্যাজ্জেত্রে নৃপায় চ'—বৃহ° ২৬. ১ ; 'স সম্যক্ পালিতো দদ্যাদ্রাজ্ঞে ভাগং যথাকৃতম্। জিতমুদ্গ্রাহয়েজ্জেত্রে দদ্যাৎ সত্যং বচঃ ক্ষমী।'—যাজ্ঞবল্ক্য ২. ২০৩।

৪৩ 'পঞ্চকং চ শতং বৃদ্ধিস্তস্মাদ্ধূর্তকারিণঃ।—নারদ° ১৬. ২ ; 'গ্লহে শতিক বৃদ্ধেস্তু সভিকঃ পঞ্চকং শতম্। গৃহ্নীয়াদ্ধূর্তকিতবাদিতরাদ্দশকং শতম্।'—যাজ্ঞবল্ক্য ২. ২০৩।

৪৪ 'দ্যূতং সমাহ্বয়ং চৈব যঃ কুর্যাৎ কারয়েত বা। তান্ সর্বান্ ঘাতয়েদ্ রাজা…… ……'—মনু° ৯. ২২৪। 'কিতবান্…… ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ পুরাৎ'।—মনু° ৯. ২২৫।

'দ্যূতমেতৎপুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ। তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্।' 'প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ। তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাদ্ যথেষ্টং নৃপতের্তথা।'—মনু° ৯. ২২৭-২৮।

৪৫ 'দ্যূতমেকমুখং কার্যং তস্করজ্ঞানকারণাৎ'—যাজ্ঞবল্ক্য° ২. ২০৩।

'সভিকাধিষ্ঠিতং কার্যং তস্করজ্ঞানহেতুকম্'। বৃহ° ২৬.২।

* কূটাক্ষ—পারদসীসকাদিপূর্ণ ধাতুগর্ভ অক্ষ।

৪৬ 'কূটাক্ষদেবিনঃ পাপান্নির্বাসয়েদ্ দ্যূতমণ্ডলাৎ। কণ্ঠেঽক্ষমালামাসজ্য স হ্যেষু বিনয়ঃ স্মৃতঃ।'—নারদ° ১৬. ৩।

'রাজ্ঞাঙ্কয়িত্বা নির্বাস্যাঃ কূটাক্ষোপধিদেবিনঃ।'—যাজ্ঞবল্ক্য° ২. ২০২। 'দ্যূতে কূটাক্ষদেবিনাং করচ্ছেদঃ উপধিদেবিনাম্ অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদঃ' বিষ্ণু°—বৃহ° ২৬. ৫, ৯।

৪৭ 'দ্বিঃপাতনে পতত্যক্ষো গ্রহে যস্য বিশেষিনঃ। জয়ঃ তস্যাপরস্যাহঃ কিতবস্য পরাজয়ম্।' নারদ° ১৬. ৩।

৪৮ 'কিতবেষ্বেব তিষ্ঠেয়ুঃ কিতবাঃ সংশয়ং প্রতি। ত এব তস্য দ্রষ্টারঃ এব স্যুশ্চ সাক্ষিণঃ।'—নারদ° ১৬. ৪।

'জ্ঞেয়ো ব্যবহারাণাং সাক্ষিণশ্চ ত এব হি'—যাজ্ঞবল্ক্য° ২. ২০৫।

'উভয়োরপি সন্দিগ্ধে কিতবাঃ স্যুঃ পরীক্ষকাঃ'—বৃহ° ২৬. ৬।

৪৯ 'যদা বিবদিতারো তু তদা রাজা বিচারয়েৎ'—বৃহ° ২৬. ৭।

যাহারা সর্বস্ব হারাইয়া বসে তাহাদিগকে সর্বস্ব দিবার জন্ত কোনরূপ জোর করা হইবে না।[৫০] অনেক সময় 'সভিক' ও ধূর্ত কিতবগণের দ্বারা যাহারা বঞ্চিত হইত নৃপতি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন।[৫১] এই স্থানে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত। এই সকল নৃপতি-নির্দিষ্ট দ্যূতালয়ে যে অক্ষ ব্যবহৃত হইত তাহা নৃপতি-কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শক বা সভিক সরবরাহ করিতেন।[৫২] যে সকল ব্যক্তি এই সকল দ্যূতালয় ব্যতীত অন্যত্র ক্রীড়া করিত তাহাদিগের যথোচিত শাস্তি হইত ও সেই সকল দ্যূতক্রীড়ায় কেহ বঞ্চিত হইলে রাজা তাহার কোন প্রতীকার করিতেন না।[৫৩] স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বলেন যে, দ্যূতক্রীড়ায় যে অর্থ উপার্জিত হয় তাহা কলুষিত অর্থ ;[৫৪] পিতা দ্যূতক্রীড়ায় যে ঋণ করেন পুত্র তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে।[৫৫] ব্রহ্মচারী ও স্নাতকের দ্যূতক্রীড়া করা নিষিদ্ধ।[৫৬] শ্রাদ্ধে দ্যূতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিকে বা সভিককে নিমন্ত্রণ করা উচিত নহে[৫৭] এবং দ্যূতক্রীড়ককে কোন বিচার-কার্যে সাক্ষী করা উচিত নহে।[৫৮] বিষ্ণু বলেন, ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে দ্যূতক্রীড়ায় সফলকাম হওয়া যায়।[৫৯] ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, 'দ্যূতং ছলয়তামস্মি'।[৬০]

কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে দ্যূত-সমাহ্বয়-সম্বন্ধে দণ্ডনীতির যে নিয়ম লিখিয়াছেন তাহা স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের উক্তিগুলির সমর্থন করে। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রের ধর্মস্থীয় (৩য়) অধিকরণের শেষ প্রকরণে দ্যূতসমাহ্বয়-ঘটিত অপরাধের দণ্ডসম্বন্ধে বলিয়াছেন,[৬১] তস্কর ও গুপ্তচরদিগের গতিবিধি জানিবার জন্ত দ্যূতাধ্যক্ষ দ্যূতক্রীড়ার একটী নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করিবেন, অপর কোন স্থলে দ্যূতক্রীড়া করিলে তাহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। দ্যূত-সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আসিলে এবং জেতার ও বিজিতের দোষ প্রমাণিত হইলে দণ্ড হইত। কৌটিল্যের পূর্বাচার্যগণ জেতা অপেক্ষা পরাজিতের দণ্ড অধিক হইবে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কৌটিল্য বলেন, পরাজিতের দ্বিগুণ দণ্ড হইলে কেহই রাজদ্বারে অভিযোগ করিবে না। কিতবগণ প্রায়শঃই কূটদেবী হয় বলিয়া এক জন সৎ-চরিত্র ব্যক্তিকে দ্যূতাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে বলিয়াছেন। দ্যূতাধ্যক্ষ ক্রীড়ার্থ অক্ষ সরবরাহ করিতেন এবং তাহার জন্ত এক কাকণি আদায় করিতেন। কেহ যদি উক্ত অক্ষের পরিবর্তে নিজ অক্ষ ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহার দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে, কূটদেবীর 'পূর্বসাহসদণ্ড' হইবে, চৌর্যাপরাধের জন্ত দণ্ড হইবে ও তাহার জিত অর্থও বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

দ্যূতাধ্যক্ষ জিত অর্থের শতকরা পাঁচ হিসাবে রাজভাগ গ্রহণ করিবেন, অক্ষ ব্যবহারের ভাড়া পাইবেন, ক্রীড়া উপলক্ষে তিনি যাহা কিছু সরবরাহ করিবেন তাহার জন্ত ভাড়া আদায় করিবেন এবং অস্থ-সম্পত্তি-পণের শুল্ক, ভূমির কর ও জল সরবরাহ করিলে তাহার পারিশ্রমিক আদায় করিবেন। এইস্থলে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, এবং বন্ধকীকার্যও চালাইতে পারেন। যদি তিনি ধূর্ত কিতবগণের চাতুরী ও হস্তকৌশলাদি নিবারণ না করেন তাহা হইলে তাঁহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।[৬২] কৌটিল্য অপর স্থলে কামজ ব্যসনের মধ্যে মৃগয়া অপেক্ষা দ্যূতক্রীড়াকে অধিকতর অনিষ্টজনক বলিয়াছেন—দ্যূতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তির বিজিত দ্রব্যের উপর কোন আসক্তি থাকে না, অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জন হয়, ভোগ না করিতেই অর্থ-নাশ হয় এবং মূত্রপুরীষ ধারণ ও যথাসময়ে আহার না করিয়া রোগ জন্মে।[৬৩] দ্যূতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তি গভীর রাত্রি পর্যন্ত দ্যূতক্রীড়া করে, মাতার মৃত্যু হইলেও দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হয় না এবং বিপদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ক্রুদ্ধ হয়।[৬৪]

---

৫০ বৃহ° ২৬.৭।

৫১ 'স সম্যক্ পালিতঃ'—যাজ্ঞবল্ক্য° ২.২০৩।

৫২ 'In the midst of the assembly-house (the superintendent of the house) shall raise a play-table and sprinkle it with water, turning his hand downwards and place on it dice in even numbers made of Vibhitaka as many as are wanted. Men of the first three castes, who are pure and truthful, may be allowed to play there.' Apastamba, ii. 25. 12-13.

'Having played there, they shall give a fixed sum to the gambling house-keeper and go away. The latter shall every day or every month or every year, give that gain to the king. And the king shall punish those who play elsewhere or quarrel in the assembly house.' —Haradatta (Commentary on the above passage of Apastamba.')

৫৩ 'অনির্দিষ্টেষু যো রাজ্ঞ দ্যূতং কুর্বীত মানবঃ।
ন স তং প্রাপ্নুয়াৎ কামং বিনয়ং চৈব সোঽর্হতি॥'
—নারদ° ১৬.৭।

'জিতং স সভিকে স্থানে দাপয়েৎ অন্যথা ন তু।'
—যাজ্ঞবল্ক্য° ২.২০৩।

৫৪ নারদ° ১.৫৭।

৫৫ মনু° ৮.১৫৯; নারদ° ১.১০; বৃহ° ১১.৫১।

৫৬ গৌতম° ২.১৭; বিষ্ণু° ৮১.৪৪; মনু° ৪.৭৪।

৫৭ গৌতম ১৫.১৮; মনু° ৩.১৫১, ১৫৯।

৫৮ নারদ° ১.১৫৯, ১৭৮; বৃহ° ৭.৩০।

৫৯ বিষ্ণু° ৭৭.৬১।

৬০ গীতা ১০.৩৬।

৬১ 'দ্যূতমেকমুখং কার্যং তস্করজ্ঞানকারণাৎ।'
—যাজ্ঞবল্ক্য° ২.২০৩।

৬২ "দ্যূতাধ্যক্ষো দ্যূতমেকমুখং কারয়েৎ অন্যত্র-দীব্যতো দ্বাদশ-পণো দণ্ডঃ গূঢ়াজীবিজ্ঞাপনার্থম্। 'দ্যূতাভিযোগে জেতুঃ পূর্বসাহসদণ্ডঃ। পরাজিতস্য মধ্যমঃ। বালিশজাতীয়ো হ্যেষ জেতুকামঃ পরাজয়ং ন ক্ষমতে' ইত্যাচার্যাঃ। 'ন' ইতি কৌটিল্যঃ—পরাজিতশ্চেৎ দ্বিগুণদণ্ডঃ ক্রিয়েত, ন কশ্চন রাজানমভিসরিষ্যতি। প্রায়শো হি কিতবাঃ কূটদেবিনঃ তেষামধ্যক্ষাঃ শুদ্ধাঃ কাকণ্যক্ষাংশ্চ স্থাপয়েয়ুঃ। কাকণ্যক্ষাণামন্যোপধানে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। কূটকর্মণি পূর্বসাহসদণ্ডঃ জিতপ্রত্যাদানমুপধিস্তেয়দণ্ডশ্চ। জিতদ্রব্যাদধ্যক্ষঃ পঞ্চকং শতমাদদীত, কাকণ্যক্ষারলাশলাকাবক্রয়মুদককর্মক্রয়ং চ। দ্রব্যানামাধানং বিক্রয়ং চ কুর্যাৎ। অক্ষভূমিহস্তদোষাণাং চাপ্রতিষেধনে দ্বিগুণো দণ্ডঃ।"—অর্থশা° ৩য় অধি, ২০ অধ্যায়, ৭৬ প্রকরণ।

৬৩ অর্থশা° ৮.৩৩;

৬৪ 'সতোঽপ্য দ্রব্যস্য প্রতিলাভবিনাশঃ...অন্যায়েনার্থপ্রাপ্তিঃ অপ্রতিভুক্তনাশো মূত্রপুরীষধারণ বুভুক্ষাদিভিশ্চ ব্যাধিলাভঃ।'
—অর্থশা° ৮.৩৩।

৬৫ 'সাতত্যেন হি নিশি প্রদীপে মাতরি চ মৃতায়াং দীব্যত্যেব কিতবঃ কৃচ্ছ্রে চ প্রতিপৃষ্টঃ কুপ্যতি।'
—অর্থশা° ৮.৩৩।

দ্যূতক্রীড়ার জন্য একতাবদ্ধ সঙ্ঘের মধ্যে ও রাজকুলে বিচ্ছেদ ও বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে সর্বনাশ হয়।[৬৬] কৌটিল্য যুদ্ধশিবিরে দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করিতে বলিয়াছেন।[৬৭]

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে চতুঃষষ্টিকলার মধ্যে 'দ্যূতবিশেষ' ও 'আকর্ষক্রীড়া'র উল্লেখ আছে।[৬৮] টীকাকার যশোধর দ্যূতবিশেষের অর্থে লিখিয়াছেন, 'নির্জীবদ্যূতবিধানমেতদ্ যত্র যে প্রাগ্ব্যাখ্যিকিঃ শকলশক্তিরবৈস্তু ষ্টি-কুষ্ককাদয়ো দ্যূতবিশেষাঃ প্রতীতার্থাঃ' এবং 'আকর্ষক্রীড়া' অর্থে লিখিয়াছেন 'পাশকক্রীড়া'। সম্ভবতঃ অক্ষ এবং পাশক লইয়া যে দ্যূতক্রীড়া করা হইত তাহাকে আকর্ষক্রীড়া বলা হইত এবং অন্য প্রকার দ্যূতক্রীড়াকে সাধারণতঃ দ্যূতক্রীড়া বলা হইত।

সর্বপ্রথমে আমরা বাৎস্যায়নেই 'দ্যূত-ফলক' ও 'আকর্ষফলকের' উল্লেখ পাই।[৬৯] নাগরিকগণ গৃহে যে সমস্ত আসবাব রাখিতেন তাহাদের মধ্যে দ্যূতফলক ও আকর্ষফলক দেওয়ালে ঠেস্ দেওয়া থাকিত, প্রয়োজন হইলে তাহা নামাইয়া ক্রীড়া করা হইত। বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভারতে যে দ্যূতক্রীড়ার কথা পাওয়া যায় তাহাতে কোথাও দ্যূতক্রীড়ার ছকের আভাস মাত্রও পাওয়া যায় না। এই ছক লইয়া ঘুঁটি চালিয়া পাশা খেলার প্রথম স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় কামসূত্রে। ইহা হইতে মনে হয় অক্ষদ্যূত বা পাশাখেলা দুই প্রকার ছিল। প্রথমতঃ কেবল দান ফেলিয়া জুয়া খেলা হইত; দ্বিতীয়তঃ দান ফেলিয়া তদনুসারে ছকের উপর ঘুঁটি চালিয়া ক্রীড়া করা হইত। এই শেষোক্ত ক্রীড়া সম্ভবতঃ গৃহস্থদের অধিকাংশ প্রযুক্ত হইত।

বাৎস্যায়ন নাগরিকদিগের বিভিন্ন ক্রীড়ার মধ্যে প্রথমে 'যক্ষরাত্রি' ও 'কৌমুদী-জাগর'[৭০] নামক দুইটী ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়াছেন। যক্ষরাত্রি অর্থাৎ কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি দ্যূতক্রীড়া করিয়া উৎসব করা হইত।[৭১] এইরূপ কোজাগরী-পূর্ণিমার রাত্রিতেও সমস্ত রাত্রি দোলাক্রীড়া ও দ্যূতক্রীড়া করা হইত।[৭২] নাগরিকগণ উদ্যান-বাটিকায় গিয়া মধ্যাহ্নে দ্যূত-ক্রীড়া করিতেন।[৭৩] কামসূত্র ও পরবর্তী যুগের কাব্যাদি হইতে[৭৪] জানিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে গণিকালয়সমূহ দ্যূতক্রীড়ার এক একটী আড্ডা ছিল। সেই সকল স্থানে নৃপতির শাসন কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না।

পুরাণসমূহ আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পূর্বকালে দ্যূতক্রীড়ার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। নানা পুরাণে কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে দ্যূতক্রীড়া করার রীতির কথা লিখিত আছে। এই জন্য এই তিথিকে দ্যূত-প্রতিপদ্ বলিত। কথিত আছে এই তিথিতে হর-পার্বতী দ্যূতক্রীড়া করেন, ফলে পার্বতী জিতি-লেন, শিব হারিলেন; তাহার পর হইতে পার্বতীর সুখে বৎসর কাটিল। তদবধি এই নিয়ম হইয়াছে যে, এই তিথিতে দ্যূত-ক্রীড়ায় জয় লাভ করিলে সংবৎসর সুখে কাটিবে।

অদ্যাপি কোজাগরী-পূর্ণিমায় এবং কার্তিক অমাবস্যা বা শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে অর্থাৎ দীপান্বিতা-উৎসব উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র নানাবিধ জুয়া খেলা হইয়া থাকে। ইহাই প্রাচীন যুগের দ্যূত-পূর্ণিমা, যক্ষরাত্রি ও দ্যূত-প্রতিপদের আধুনিক রূপ।

প্রাচীনকালে যে রমণীগণও দ্যূতক্রীড়া করিত তাহার অনেক উদাহরণ আছে।[৭৫] বিশেষতঃ গণিকালয়ে বিলাসিগণ দ্যূতক্রীড়া করিতে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতেন।

আধুনিক যুগে যে পাশাখেলা প্রচ-লিত আছে আইন-ই-অকবরী-গ্রন্থে তাহা 'চৌপড়' ক্রীড়া নামে উল্লিখিত হইয়াছে।[৭৬] এই ক্রীড়ায় চারিটী করিয়া চারি বিভিন্ন রঙের ১৬টী ঘুঁটি ব্যবহৃত হয় এবং চারি জন লোকে ইহা খেলিয়া থাকে। এই ক্রীড়ায় তিনটী চতুরস্র হস্তিদন্ত-নির্মিত শলাকাবৎ অক্ষ ব্যবহৃত হয়। অক্ষের চারিপলে যথা-ক্রমে ১, ২, ৬ ও ৫টী বিন্দু থাকে, বিপরীত দিকের বিন্দুগুলির যোগফল ৭ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আধুনিক যুগে ভারত-বর্ষে যে পাশা ব্যবহৃত হয় অকবরের সময়েও তাহাই ব্যবহৃত হইত এবং নারদ যে শলাকার উল্লেখ করিয়াছেন ইহাই সেই চতুরস্র শলাকা।

---

৬৬ সঙ্ঘানাং সঙ্ঘধর্মিণাং চ রাজকুলানাং দ্যূত-নিমিত্তো ভেদঃ; তন্নিমিত্তো বিনাশঃ।'—অর্থশাস্ত্র ৮. ৩৩।

৬৭ অর্থশাস্ত্র ১০. ১ (১৪৭ প্রকরণ)।

৬৮ কামসূত্র ১. ৩. ১৬।

৬৯ কামসূত্র ১. ৪. ১২।

৭০ কামসূত্র ১. ৪. ৪২।

৭১ কেহ কেহ বলেন, কার্তিক পূর্ণিমা রাত্রি।—কন্দর্প-চূড়ামণি-(Lahore) টীকা।

৭২ 'শারদী দ্যূতপূর্ণিমা কোজাগরঃ'……ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ। 'আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যাং তু চরেজ্জাগরণং নিশি। কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কার্যালোকবিভূতয়ে। কৌমুদ্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীমিন্দ্রমৈরাবতস্থিতম্। সুগন্ধিনিশি সদ্বেশ-শ্চাক্ষৈর্জাগরণং চরেৎ। নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্তীতি ভাষিণী। তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।'—প্রসিদ্ধবচন।

'The last is the Dewalee which, like the Sheb Berat of the Mohemmedans, is celebrated with illuminations. It begins on the 29th which night they reckon luck for many undertakings, and for playing at dice', Ayeen Akbery (Gladwin), pt.-iii. HF.

৭৩ কামসূত্র ১. ৪. ৪০।

৭৪ 'দ্যূতাবাপোর্জিতানাং ধনানাং দেবপ্রসক্তানাম্। অসমাসমাকারাঃ যবনিকুন্তিকালিকা কুরুতে।'

—কুট্টনীমত ৫৯৪।

'তরলাপাঙ্গক্রীডঃ প্রিয়দেবো যত্র কৌশিকঃ সততম্। গতবদ্ধতাবদঃ পরগৃহদেবধর্মাঙ্কেষু।'

—কুট্টনীমত ১১।

'ইদং খলু বিলাসবতী বিটজনেন সহ প্রবর্তিতাক্ষ-বিভবঃ। মুখরিতবলয়ঃ সলীলমঙ্কান্, করকমলেন মুহুর্মুহুঃ নৃত্যে ক্ষিপন্তী। তরলতরনয়নদৃষ্টিমোহয়ন্তী কনককরাঙ্গক মরোবিকিং বিহারং।'—শৃঙ্গারভূষণ, পৃঃ ১৪ (কাব্যমালা)

৭৬ Ayeen Akbery (Gladwin), pt.-ii. Games. 'This a very ancient Hindustany game'.

আধুনিক যুগে যেরূপ পাশাখেলার ছক ব্যবহৃত হয় তাহা এইরূপ :—

সাড়ে চার ইঞ্চি প্রস্থ ও দুই ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি দীর্ঘ দুইটী বস্ত্রখণ্ড সমবাহু-যুক্ত 'ক্রশে'র আকারে একটীর উপর অপরটী সেলাই করিয়া চারিটী বাহুর প্রত্যেক-টীতে সমান তিন পংক্তি করিয়া (৩×৮) ২৪টী সমচতুষ্কোণ ঘর কাটিয়া লইতে হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড সেলাই করিয়া লইলেই ভাল। এই 'ক্রশে'র মধ্যে যে সমচতুষ্কোণ বৃহৎ ঘরটী হইল তাহাই এই ছকের কেন্দ্র। প্রতি বাহুর মধ্যম পংক্তির শেষ ঘর এবং উভয় পার্শ্বের পংক্তির কেন্দ্র হইতে চতুর্থ-ঘর × 'ক্রশ' চিহ্নিত করিতে হয়। পিস্-বোর্ড বা কাষ্ঠের উপরও এইরূপ ছক আঁকিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

চারি জন বা দুই জন খেলোয়াড়ে এই পাশাখেলা করিয়া থাকে। চারি জনে যে খেলা হয় উহাই আইন-ই-অক্‌বরী-লিখিত 'চৌপড়' খেলা এবং দুই জনে যে খেলা হয় তাহার নাম রং খেলা। ইহা ব্যতীত সম্রাট্ অক্‌বর ষোল জন ক্রীড়কের জন্য এক প্রকার পাশাখেলা আবিষ্কার করেন তাহার নাম 'চন্দেল-মন্দেল'; ইহার ছক একটু স্বতন্ত্র প্রকারের।

চৌপড় খেলা—চৌপড় খেলায় চারি জন ক্রীড়কের দুই জন করিয়া এক একটী পক্ষ হয় এবং সহযোগিদ্বয় পরস্পরের সম্মুখে বসে। প্রত্যেক ছকের এক একটী বাহুর সম্মুখে বসিয়া আপন আপন বিভিন্ন বর্ণের ঘুঁটি চারিটীর দুইটী ছকের মধ্যম পংক্তির কেন্দ্র হইতে ষষ্ঠ ও সপ্তম ঘরে বসিবে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পংক্তির ৭ম ও ৮ম ঘরে অপর দুইটী ঘুঁটি রাখিবে, তাহার পর পাশা তিনটী মুষ্টিতে লইয়া হস্তে সঞ্চালিত করিয়া ভূমিতে দান ফেলিবে। অধুনা সাধারণতঃ 'ছয় তিন নয়' (৬+২+১=৯), 'দশ ছয় ষোল' (৫+৫+৬=১৬) বা 'বারপঞ্জা সতের' (৬+৬+৫=১৭) এই তিনটী দান পড়িলে হাত খুলিতে পারা যায়, অর্থাৎ ক্রীড়ক ঘুঁটি চালিতে পারে। ছকের প্রান্তস্থ পংক্তি ধরিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া ঘুঁটি অগ্রসর হইতে থাকে এবং সমগ্র ছকটী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া নিজ বাহুর মধ্যস্থ পংক্তিতে প্রবেশ করিয়া কেন্দ্রস্থ হয়। এইরূপে সকল ঘুঁটি কেন্দ্রস্থ হইলে জয় হয়। এই পংক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম ঘরে আসিলে ঘুঁটি পাকে, তখন তাহাকে কাৎ করিয়া রাখা হয়। শেষ ঘুঁটি কেন্দ্রস্থ হইতে হইলে যে কয়টী ঘর অবশিষ্ট থাকে ঠিক সেইরূপ দান ফেলিতে হয়, নচেৎ অধিক দান ফেলিলে পুনরায় ঘুঁটি কাঁচাইয়া খেলা করিতে হয়। অনেক সময় বাজী জিতিবার জন্য অবস্থানুসারে পাকা ঘুঁটি কাঁচাইয়া খেলা করিতে হয়। ঘুঁটি চালিবার সময় যদি কোন বিপক্ষের ঈপ্সিত ঘর অধিকার করিয়া থাকে, তখন তাহাকে কক্ষচ্যুত করিয়া নিজ ঘুঁটি বসাইতে হয়—ইহাকে 'কাটা' বা 'খাওয়া' বলে। কিন্তু যদি দুইটী এক বর্ণের ঘুঁটি যুগ্ম বা যোড় বাঁধিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে কাটা যায় না। যদি কোনরূপ যুগ্মদান পড়ে অর্থাৎ দুইটী পাশায় একরূপ দান পড়ে তাহা হইলে যুগ্মঘুঁটিকে পূর্ণ দান অনুযায়ী বা অর্দ্ধদান অনুযায়ী ইচ্ছামত চালিতে পারা যায় অর্থাৎ দুইটী পাশায় ছয় করিয়া বার দান পড়িলে ইচ্ছামত জোড়া ঘুঁটিকে বার ঘর বা ছয় ঘর চালিতে পারা যায়। ঘর বন্ধ থাকার জন্য যদি ঘুঁটি কোনরূপে বসিতে না পারে, তাহা হইলে 'রুদ্ধ' হইয়া সে পক্ষের ঘুঁটি বসিতে পারে না এবং সে পক্ষের হার হইয়া যায়।

রং খেলা—এই খেলা খেলিবার সময় ক্রীড়কের প্রত্যেকে দুই রংএর চারিটী করিয়া আটটী ঘুঁটি লইয়া খেলিতে বসে। এই আটটী ঘুঁটির এক রংএর চারিটীকে বলে 'রং' এবং অপর রংএর চারিটী ঘুঁটিকে বলে 'বদ রং'। রংএর চারিটী ঘুঁটি ক্রীড়কের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বাহুর বাম পংক্তির সপ্তম ও অষ্টম স্থানে দুইটী দুইটী করিয়া বসাইতে হয় এবং বদ রংএর চারিটী ঘুঁটি সম্মুখস্থ বাহুর মধ্যস্থ পংক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে এই ভাবে বসাইতে হয়। দানে কোন একটী পাশায় ১ পড়িলে তবে হাত খুলিবে। প্রথমে রংএর ঘুঁটি চালিতে হয়। রং ও বদ রংএর ঘুঁটির যেটী অগ্রে কাটা পড়ে, দান পড়িলে সেইটীই অগ্রে বসে। বদ রংএর ঘুঁটিগুলি একবারে ঘর হইতে বাহির না হইলে রংএর ঘুঁটি পাকিতে পারে না। কাটা ঘুঁটি ঘরে বসিতে হইলে দানে ১ পড়া চাই এবং সম্মুখস্থ বাহুর মধ্য পংক্তির কেন্দ্র হইতে প্রথম ঘর হইতে চাল আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমে যে দানে হাত খোলে সেই দানেই রংএর শেষ ঘুঁটিটী ঘরে তুলিতে হয়; তাহার পর বদ রংএর ঘুঁটি ঘরে উঠে। এক ঘরে রং ও বদ রংএর ঘুঁটি একত্র বসিতে পারিবে না। কোনমতে ঘুঁটি বসিতে না পারিলে 'রুদ্ধ' হইয়া খেলায় পরাজয় হয়; এই জন্য কাটা ঘুঁটি যাহাতে পুনরায় বসিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সকল জটিলতার জন্য রং খেলা চৌপড় অপেক্ষা কিছু কঠিন।

চন্দেল-মন্দেল—সম্রাট্ অক্‌বর এই খেলা আবিষ্কার করেন। ষোল জন ক্রীড়ক লইয়া এই খেলা করা হইত এবং চারিটী পাশা লইয়া খেলিতে হইত। এই খেলার ছক বৃত্তাকার এবং চৌপড় খেলার অনুরূপ ষোলটী বাহু থাকিত। এই খেলায় প্রত্যেক ক্রীড়ক স্বতন্ত্রভাবে খেলিত। যে অগ্রে ঘুঁটি পাকাইয়া জয়লাভ করিত, অপর পনের জন তাহাকে তাহার পণের টাকা দিত। এই পনের জনের মধ্যে যে সর্ব্বাগ্রে ঘুঁটি কেন্দ্রস্থ করিত তাহাকে অপর চৌদ্দ জন পণের টাকা দিত; এইরূপে যে সর্ব্বশেষ হইত তাহাকে সকলের পণের টাকা দিতে হইত। এই ক্রীড়া অধুনা অপ্রচলিত।

ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ—মিশর ও প্রাচীন গ্রীসের সমাধিসমূহে এবং চীন, সুদূর প্রাচ্যে ও ভারতের বহুস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক

অনুসন্ধানের ফলে অস্থি, ধাতু বা মৃত্তিকা-নির্মিত ষড়স্রঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (cubical) অক্ষ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানের অক্ষের মধ্যে আকৃতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই সকল অক্ষের ছয়টী তলে (Surface) ১ হইতে ৬টী পর্য্যন্ত বিন্দু অঙ্কিত আছে। রোমের সমাধিসমূহে যে ঈষৎ দীর্ঘ ও উভয় প্রান্ত বর্ত্তুলাকৃতি অক্ষ পাওয়া গিয়াছে তাহাকে তালি (Tali) বলিত; উহা Knuckle bone বা আমাদের দেশের ঘুঁটিং খেলার মত খেলার জন্য ব্যবহৃত হইত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই ঘুঁটিং খেলা হইতে অক্ষক্রীড়ার উদ্ভব হইয়াছে। পাথরের নুড়ি লইয়া জোড়-বিজোড় খেলা সৃষ্টির আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোন্ সময়ে যে Knuckle bone বা ঘুটিং খেলা অক্ষক্রীড়ায় পরিবর্ত্তিত হইল তাহা নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করা কঠিন। হোমরের অডিসী-মহাকাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে, ইউলিসিস্ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর পাণিপ্রার্থিগণ গোচর্ম্মের আসনে বসিয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ। সফোক্লেস্ একস্থানে লিখিয়াছেন, পালামিডিস্ নামক এক জন গ্রীক ট্রয় নগরী অবরোধকালে এই ক্রীড়া আবিষ্কার করিয়া তাহার দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পসানিয়স্ (Pausanius) লিখিয়াছেন (Corinth xx) এই পালামিডিস্ ভাগ্য-দেবতার মন্দিরে অক্ষক্রীড়ার উদ্দেশে পূজা দিয়াছিলেন। হেরোডোটস্ বলেন, নৃপতি অতিস (Atys)-এর রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষের সময় লিডিয়াবাসিগণ চতুরঙ্গ ব্যতীত অক্ষক্রীড়া, Knuckle bone এবং অপর সকল প্রকার ক্রীড়া আবিষ্কার করিয়াছিল। এখন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, অক্ষক্রীড়ার জন্মস্থান প্রাচ্যখণ্ড। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে ঋগ্বেদে ইহার বহু উল্লেখ আছে।

তিনটী এবং সময়ে সময়ে দুইটী অক্ষ লইয়া দ্যূতক্রীড়া গ্রীসে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। পান-গোষ্ঠিতে অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা একটী আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। টোপরাকৃতি অক্ষাধার হইতে অক্ষ নিক্ষিপ্ত হইত। তিনটী অক্ষে ছয়দান পড়িলে তাহাকে বলিত 'আফ্রোদিতি'—ইহাই সর্ব্বোচ্চ দান। তিনটীতে এক পড়িলে তাহার নাম 'কুকুর' (Dog) ইহাই সর্ব্বনিম্ন দান। রোমে চারিটী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত এবং চারিটী অক্ষে যথাক্রমে ১, ৩, ৪, ও ৬ দান পড়িলে তাহাই সর্ব্বোচ্চ দান বলিয়া গণ্য হইত এবং উহার নাম ছিল 'ভিনাস্' এবং চারিটী ১ দান পড়িলে সর্ব্বনিম্ন দান হইত, তাহার নাম ছিল 'কুকুর'। গ্রীস ও রোমে দান গণনা করিবার বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত ছিল। রোমদেশে অক্ষের নাম ছিল 'তেসেরে' (Tesserae)। রোমকগণ অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত ছিল; বিশেষতঃ সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে Saturnalia-উৎসব ব্যতীত অন্য সময়ে দ্যূতক্রীড়া নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইহা একটী লোকপ্রিয় ব্যসনে পরিগণিত হইয়াছিল। সম্রাট্ অগস্টসের পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি বন্ধুদিগের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেন। ধনী অভিজাতগণ হস্তিদন্ত-নির্মিত অক্ষাধার ও স্বর্ণখচিত স্ফটিক-নির্মিত অক্ষ প্রস্তুত করাইতেন। মার্ক এন্টনী আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে অক্ষক্রীড়ায় কালক্ষেপ করিতেন। সিউটোনিয়সের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়—অগস্টস্, ক্লডিয়স্, নীরো প্রভৃতি সম্রাট্‌গণ অত্যন্ত অক্ষক্রীড়ালস ছিলেন। সম্রাট্ ক্লডিয়স্ স্বয়ং অক্ষক্রীড়া-সম্বন্ধে একটী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ কালিগুলা অক্ষক্রীড়ায় বিপক্ষকে প্রতারণা করিতেন। ডমিটিয়ন্ অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিলেন, কামোডিয়স্ অক্ষক্রীড়ার জন্য স্বীয় প্রাসাদে পৃথক্ কক্ষসমূহ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং এন্টোনিয়সের পোষ্যপুত্র সম্রাট্ বেরাস্ সময়ে সময়ে সমস্ত রাত্রি দ্যূতক্রীড়ায় অতিবাহিত করিতেন।

যে দেশে সম্রাট্‌দিগের এই অবস্থা সে দেশের জন-সাধারণের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিলাসী ধনী নাগরিকগণ সম্রাট্‌দিগের অনুকরণে অত্যন্ত দ্যূতপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও অক্ষক্রীড়ায় বহু অর্থ অপব্যয়িত হইত। যুবকগণ মৃগয়া, অস্ত্রচালনা বা অশ্বারোহণ ত্যাগ করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় নিমগ্ন থাকিত। দ্যূতক্রীড়ায় অর্থ অপব্যয় করায় রোমে এই ব্যসন দমন করার জন্য বহু আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেহ নিজ গৃহে অক্ষক্রীড়া করিতে অনুমতি দিয়া যদি তাহার ফলে প্রতারিত বা প্রহৃত হইত তাহা হইলে সে তজ্জন্য কোনরূপ অভিযোগ করিতে পারিত না। পেশাদার জুয়াড়ীগণ ধাতুগর্ভ অক্ষ লইয়া ক্রীড়া করিত; সেই সকল অক্ষ অদ্যাপি মিউজিয়মসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। রোমের সাধারণ গণিকালয়সমূহ অক্ষক্রীড়ার এক একটী আড্ডা ছিল। টাসিটাসের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি, জর্ম্মান প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি রোম-সাম্রাজ্যের সীমান্তে বাস করিত অথবা যাহারা রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহারা অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত ছিল। দ্যূতে সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাহারা আপন স্বাধীনতা পণ করিত।

কয়েক শতাব্দী পরে মধ্যযুগের অশ্বারোহিমণ্ডলীর (Knights) মধ্যে দ্যূতক্রীড়া এরূপ প্রিয় ব্যসন হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য বিদ্যালয় ও সভ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফ্রান্সে এই সম্প্রদায় ও মহিলাদিগের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া এরূপ মজ্জাগত হইয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ আইন করিয়া ইহার স্রোত রুদ্ধ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল।

ইউরোপীয়গণ ১৬৩৬ খ্রীঃ উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে অক্ষক্রীড়া করিতে দেখিয়াছেন। Father Brebuf তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে আমেরিকাবাসিগণের দ্যূতাসক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত আমেরিকাবাসিগণ এরূপ দ্যূতাসক্ত ছিল যে, তাহারা প্রায়ই সর্ব্বস্বপণ

করিয়া গৃহহীন ও কপর্দকশূন্য হইয়া পড়িত। বিগত মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈন্য যখন ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিল, তখন তাহারা 'ক্র্যাপ' নামক অক্ষক্রীড়ার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। আমেরিকার নিগ্রো অধিবাসিগণের মধ্যে অক্ষক্রীড়া একটা মজ্জাগত ব্যসন।

চীন দেশে ও জাপানে অক্ষক্রীড়া অত্যন্ত প্রচলিত আছে। এই দুই দেশের (Spinning dice বা tutoturn) অক্ষগুলির ভিতর দিয়া একটী শলাকা বিদ্ধ থাকে এবং অক্ষটী উহার উপরে ঘুরে। চীনদেশের অক্ষের নাম 'শু' (Shu) এবং জাপানে 'সাই' (Sai)। সেলিবিস্ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অক্ষক্রীড়ার সমধিক প্রচলন আছে। অক্ষগুলি বড়ুস্র, কিন্তু তাহাদের উপরে অঙ্কিত চিহ্ন বিভিন্ন। এইরূপ অক্ষক্রীড়ার নাম 'তোংকো-তোংকো'। এই সকল দেশে ঘোরা অক্ষের প্রচলনও আছে—এই ক্রীড়ার নাম 'দাদোএ পোয়েতর' (Dadoe Poetar)। ভারতবর্ষেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলে এরূপ অক্ষ অধুনা দ্যূতক্রীড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফরাসী দেশে বালকবালিকাদিগকে গুণন, নামতা শিখাইবার জন্য অষ্টাস্র অক্ষ ব্যবহৃত হয়।

অক্ষাধার – কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, মৃত্তিকা, অকীক প্রস্তর, স্ফটিক, পিস্‌বোর্ড ও ধাতুনির্মিত বিভিন্নাকৃতির অক্ষাধার বিভিন্নদেশে অক্ষনিক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত হইত। অনেক অক্ষাধারের মধ্যে ধাতুনির্মিত শলাকা আবদ্ধ থাকিত—ইহাতে অক্ষগুলি ঠিকভাবে আবর্তিত হইতে পারিত এবং ধূর্ত অক্ষদেবিগণ কোন রূপ চাতুরীর আশ্রয় লইতে পারিত না। অর্ধচন্দ্রাকৃতি টোপরের ন্যায় সমচতুষ্কোণ এইরূপ নানা আকারের অক্ষাধার অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়।

অক্ষক্রীড়ার প্রণালী —অধুনা নানা প্রকার ক্রীড়ার উদ্ভব হওয়ায় অক্ষক্রীড়ার প্রচলন হ্রাস হইয়াছে। ইংলণ্ডে অতি প্রাচীন কালে আমোদের জন্য 'ব্যাকগ্যামন' (backgammon) নামক এক প্রকার অক্ষক্রীড়া হইত। এই ক্রীড়ায় ছক ব্যবহৃত হইত এবং ঘুঁটি চালিয়া খেলা হইত। কথিত আছে, ইহা খ্রীষ্টীয় দশম শতকে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রোমানগণও এইরূপ ক্রীড়া জানিত (Ludus duodecim Scriptorum)। প্লেটো তাঁহার Republicএর দশম খণ্ডে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ইংরেজ কবি চসার তিনটী অক্ষ লইয়া এই ক্রীড়া করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। Harbeian-পুঁথিতে (১৫২৭ খ্রী:) Ludus Anglicorum এর উল্লেখ আছে। ফরাসীগণ এই ক্রীড়াকে বলে trictrac. চারি ভাগে বিভক্ত ছকে ঘুঁটি চালিয়া দুই জনে এই খেলা খেলিতে হয়। ছকের প্রতি অংশে ছয়টী বিভিন্ন বর্ণের বিন্দু থাকে; ১৫টী সাদা ও ১৫টী কাল ঘুঁটি লইয়া খেলা হয়; অক্ষের ছয় দিকে এক হইতে ছয়টী বিন্দু থাকে।

অধুনা এই ক্রীড়ার অনুরূপ Ludo, Halma, Snakes এবং Ladders প্রভৃতি বহুবিধ অক্ষক্রীড়া আমোদের জন্য খেলা হইয়া থাকে।

বহুপূর্বে বিন্দুযুক্ত তিনটী অক্ষ এইরূপ নিয়মে খেলা হইত। ইহাতে তিন বার অক্ষ নিক্ষেপ করা হইত; উদ্দেশ্য তিনটী ছয় ফেলা অর্থাৎ ১৮ বিন্দু বা তাহার সন্নিহিত দান ফেলা। যদি একটী ছয় বা পাঁচ পড়িত তাহা সরাইয়া রাখিয়া অপর দুইটী অক্ষের দান ফেলা হইত; এইরূপে তিন বার নিক্ষেপে যেরূপ দান পড়িত তাহা লইয়া ক্রীড়কের দানের পরিমাণ গণনা করা হইত।

ইংলণ্ডে পণদ্যূতের মধ্যে Crap বা Crap-shootingই বিশেষ প্রচলিত। দুইটী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হয়। প্রত্যেক জুয়াড়ী প্রথমে কিছু কিছু পণ ধরে এবং যে প্রথমে ক্রীড়া করে সে ঐ পণের একটীর বা সকলগুলির উপর পণ ধরিয়া হস্তের তালু হইতে অক্ষ নিক্ষেপ করে, অক্ষদ্বয়ের বিন্দুর যোগফল ৭ অথবা ১১ হইলে ক্রীড়কের জয় হয় এবং ২, ৩ অথবা ১২ হইলে 'ক্র্যাপ' হয় এবং ক্রীড়কের বাজী হার হয়। ইহা ব্যতীত অন্য দান ফেলিলে তাহাকে পুনরায় দান ফেলিতে হয়; যদি একই দান পড়ে তাহা হইলে তাহার জয় হয় এবং যদি ৭ পড়ে তাহা হইলে হার হয়। এই খেলা ফ্রান্সের hazard ক্রীড়ার একটী প্রকারভেদ মাত্র।

ফ্রান্সে Simple নামক ক্রীড়ায় দুই জন ক্রীড়ক খেলিয়া থাকে; অন্যান্য ক্রীড়ায় যত জন ইচ্ছা খেলিতে পারে। Pair et de impair নামক ক্রীড়ায় তিনটী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হয় এবং অন্যান্য ক্রীড়ায় ২টী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইয়া থাকে। ফ্রান্সের অক্ষক্রীড়াগুলির নাম :— (১) Simple, (২) Hazard, (৩) Pair et de impair, (৪) Parse-dix, (৫) Rafle, (৬) Krabs, (৭) Quinquenore, (৮) L'esperance.

ইংলণ্ডে Poker-dice নামক এক প্রকার অক্ষক্রীড়া হইত, তাহার অক্ষে ১, ২ প্রভৃতি বিন্দুর পরিবর্তে তাসের ন্যায় টেক্কা, রাজা, রাণী, গোলাম, দশ ও নয় বিন্দু থাকে; ৫টী অক্ষ লইয়া এই ক্রীড়া খেলিতে হয়। তিনটী দানে সাহেব-বিবি বা টেক্কা-সাহেব-বিবি বা সাহেব-বিবি-গোলাম অথবা একই চিহ্নের ৪টী অথবা ৫টী ফেলিতে পারিলে জয় হয়।

ইংলণ্ডে সময় সময় ১,২,৩,৪,৫ ও ৬ বিন্দুবিশিষ্ট ষড়যুক্ত ছকে কোনরূপ চিহ্ন বর্জিত অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করা হইত; অক্ষগুলি যে যে ঘরে পড়িত ক্রীড়কের সেই সেই দান পড়িত বলিয়া ধরা হইত।

চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলে এরূপ অক্ষক্রীড়া করা হয় তাহাতে একটী রেকাবী বা থালার উপর অক্ষটী ঘুরাইয়া নারিকেলের মালা বা ঐরূপ কোন কাষ্ঠাধার দিয়া আবরণ করা হয় এবং কি দান পড়িবে তাহার অনুমান করিয়া জুয়াড়ীগণ অক্ষের চিহ্ন অনুসারে চিহ্নিত ছকের উপর পণ ধরিয়া থাকে। তৎপরে আবরণ উন্মোচিত হইলে যাহার অনুমান সত্য হয়, সে সমস্ত পণের অর্ধ গ্রহণ করে, অপর সকলে পরাজিত হয়। কাহারও অনুমান ঠিক না হইলে ক্রীড়ার অধ্যক্ষ পণের টাকা পাইয়া থাকে।

সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে যে অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হয় তাহার ছয় দিকের প্রত্যেক দিকে অর্ধেক শাদা ও অর্ধেক লাল অংশে বিভক্ত এবং তাহার উপর নানারূপ চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। ভূমিতে অথবা মাদুরের উপর একটা সমচতুষ্কোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার চারি কোণ হইতে চারিটী রেখা টানা হয়। একটী চতুষ্কোণ পিতলের কৌটায় অক্ষটী রাখিয়া ঐরূপ একটী চতুষ্কোণ আবরণী দিয়া উহা বন্ধ করা হয় এবং ঐ পাত্রটী ছকের চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে রাখিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া এই প্রক্রিয়া করা হয়; তাহার পর জুয়াড়ীগণ ছকের দুই রেখার মধ্যবর্তী স্থানে পণ রাখে; অক্ষাধার খুলিলে যদি অক্ষের লোহিতার্ধ ছকের যে স্থানে পণের টাকা রাখা হইয়াছে সেই দিকে থাকে তাহা হইলে জয় হয়।

এইরূপে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অক্ষক্রীড়া প্রচলিত আছে।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অক্ষক্ষেত্র—[অক্ষের (পাশাখেলার) ক্ষেত্র (চক্র) ৬-তৎ] ১ পাশাখেলার ঘর। ২ (জ্যো°) অক্ষাংশের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের নাম অক্ষক্ষেত্র। ভাস্করাচার্য ত্রিপ্রশ্না-

ধ্যায়ে আটপ্রকার অক্ষক্ষেত্রের কথা বলিয়াছেন। এগুলি পরস্পর সজাতীয় ও সমানুপাতীয়। (১) পলভাভুজ, ১২ অঙ্গুল শঙ্কু কোটি, পলকর্ণ কর্ণ। (২) লম্বজ্যা কোটি, অক্ষজ্যা ভুজ, ত্রিজ্যা কর্ণ। (৩) উন্মণ্ডলে ক্রান্তিজ্যা কোটি, অহোরাত্র-বৃত্তে কুজ্যা ভুজ, ক্ষিতিজবৃত্তে অগ্রা কর্ণ। (৪) সমশঙ্কু কোটি, অগ্রা ভুজ, ছায়াবৃত্তে তদ্‌ধৃতি কর্ণ। (৫) কুজ্যোন-তদ্‌ধৃতি কোটি, ক্রান্তিজ্যা ভুজ, সমশঙ্কু কর্ণ। (৬) অগ্রাদি-খণ্ড কোটি, উন্মণ্ডল-শঙ্কু ভুজ, ক্রান্তিজ্যা কর্ণ। (৭) উন্মণ্ডলশঙ্কু কোটি, অগ্রাগ্রখণ্ড ভুজ, কুজ্যা কর্ণ। (৮) শঙ্কু কোটি, শঙ্কুতল ভুজ, হেম বা দৃতি কর্ণ। এই ৮টী অক্ষক্ষেত্রের ভুজদ্বয় থাকিলে অনুপাতে তৃতীয় ভুজ জানা যায়। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে ত্রিপ্রশ্নাধ্যায়ে ৬৩ প্রকারের ভুজানয়নের উপায় বলা হইয়াছে।
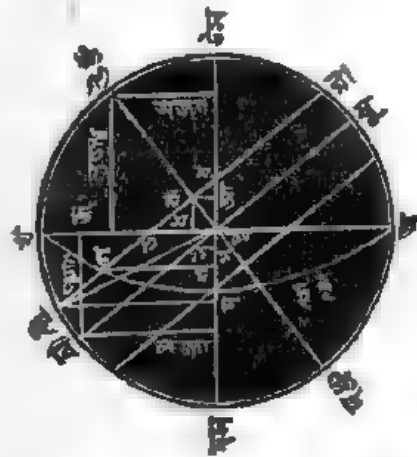
অক্ষগ্রামী সাহরি—বঙ্গদেশের বাৎস্য-গোত্রের বারেন্দ্রদের মধ্যে ২৪টী গাঞি আছে। তন্মধ্যে 'অক্ষগ্রামী সাহরি' ('……বোড়গ্রামী ভ্রুতবটী চাক্ষগ্রামী চ সাহরিঃ।'—গৌ° ব্রা° ৯৯) একটী গাঞি।

অক্ষগ্রহ—[অক্ষ দ্বারা গ্রহ (গ্রহ দ্র°)—৩-তৎ] পাশা লইয়া পণখেলা বা জুয়াখেলা, পাশা খেলার পণ। 'অক্ষগ্রহঃ সোঽভিভবেৎ পরং নঃ।'—মহা° সভা° ৮৪. ৮।

অক্ষচক্র—[অক্ষ ও চক্র—দ্বন্দ্ব°] ১ ধুর ও চক্র wheel and axle. ২ অনায়াসে গুরুভার উত্তোলন করিবার যন্ত্র-বি°। এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প আয়াসে অধিক বল প্রযুক্ত হয়। এই যন্ত্রে একটী দণ্ডে একটী চক্র সংযুক্ত থাকে। দণ্ডে রজ্জু সংলগ্ন থাকে এবং ঐ রজ্জুতে কোন ভার সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। চক্রের পরিধিতে বল প্রয়োগ করিয়া ঐ ভার অনায়াসে উপরে তুলিতে পারা যায়। এই দণ্ডের নাম অক্ষ। জাহাজের নঙ্গর উঠাইবার সময় এবং কূপাদি হইতে জল তুলিবার সময় এই [illegible] ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অক্ষচন্দ্র—বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় নৃপতি-বি°। তারনাথের বৌদ্ধ ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ইনি হরিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ইঁহার পুত্র জয়চন্দ্র।

[JASB. iv. 363; GdB,2,78,80]

অক্ষচরণ—অক্ষপাদ। গৌতমের নামান্তর [অক্ষপাদ ও গৌতম দ্র°]।—Hall. 20.

অক্ষজ—[অক্ষ + √জন্ + অ (ড)—ক; স্ত্রী—-া; যাহা অক্ষ (ইন্দ্রিয়) হইতে জন্মায়—৫-তৎ] বিণ, ১ ইন্দ্রিয়জাত। ২ যাহা অস্থি হইতে জাত। (দধীচি মুনির দেহের প্রধান অংশ অস্থি হইতে নির্মিত বলিয়া বজ্র॥ শব্দ° মনি°॥ ৩ হীরক॥ শব্দ° মনি°॥ ৪ বিষ্ণু। 'অথাবোৎপতৎ গদয়া হলাবপুর্নমক্ষজঃ'—ভা° ৩. ১৯. ২॥ মনি° অভি°॥ ৫ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান, প্রত্যক্ষজ্ঞান।

অক্ষজ্ঞ—[অক্ষ + √জ্ঞা + ড—ক; স্ত্রী—-া] জুয়াখেলায় পারদর্শী॥ মনি°॥

অক্ষটি,-টী—[সং°—আখেটক > হিং আখেটী—অপ্র°] ব্যাধ, শিকারী। 'অক্ষটীর [আখেটি দ্র°] ভাঙ্গা গেল হাতের সাতনা।' —দামোদরের বন্ধা। 'সুখে রাজ্য করিতে অক্ষটি হইল কাল।'—ক° চ° ১৫৫।

অক্ষণ—[ন = অ (নাই) ক্ষণ (যোগ্য কাল) যাহার—নঞ্‌বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ অসাময়িক। ২ (বা°) অশুভক্ষণ, কুক্ষণ, দুর্ভাগ্য। ৩ নিশীথ কালে বা অসময়ে ভ্রমণ।—অর্থশা° ১, ৩৬; ৩. ১২; ৪. ৯।

অক্ষণগৃহীতা—প্রাচীন কালে কোন রমণীকে নিশীথে একাকী ভ্রমণ করিতে দেখিলে শান্তিরক্ষকগণ তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিত। এইরূপে বন্দিনী রমণীকে অক্ষণগৃহীতা বলিত।—অর্থশা° ৪. ৯।

অক্ষণ-তাড়ন—অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে, সূর্যাস্তের একপ্রহর পর হইতে সূর্যোদয়ের একপ্রহর পূর্ব পর্যন্ত কোন ব্যক্তি রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে বিচরণ করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। এই দণ্ডকে বলা হইত 'অক্ষণ-তাড়ন'।—অর্থশা° ২. ৩৬।

অক্ষণভীত—যে ব্যক্তি নিশীথ কালে বা রাজাদেশে নিষিদ্ধকালে ভ্রমণ করিতে ভীত হয়। অর্থশা° ৩. ১২।

অক্ষণবেধী—[বৌ° বা°। অক্ষণ (অন-

প্রভা°) বেধী (লক্ষভেদী)] বিণ ১ যাহার শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, যে বিদ্যুতের আলোকে লক্ষ্যভেদ করিতে পারে। ২ ক্ষিপ্রহস্ত।

অক্ষণিক—[ন = অ + ক্ষণিক—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহা ক্ষণিকের নহে, স্থির, নিশ্চল। ২ রসিক॥ অভি° = বাগ্র—হর্ষ° ১৭৩, ১৪॥

অক্ষণ্বৎ—[অক্ষি + মতুপ্। পা° ৬. ১. ১৭৬; ৭. ১. ৭৬; ৭. ২. ১৬] বিণ, অক্ষিবান্ চক্ষুষ্মান্ having eyes.—ঋ° ১. ১৬৪. ১৬; ১০. ৭১. ৭।

অক্ষত—[ন = অ + ক্ষত (হিংসিত)—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ ১ অহিংসিত, অনাহত। ঋ° ৫. ৭৮. ৯; ১০. ১৬৬. ২; অ° ১২. ১. ১১; মনু° ৮. ১২৪; ৮. ৩০০; মহা° বন° ১৪৫. ২॥ 'অহিংসিতে'—অভি° ৩. ২৩৭; মে° ৫৯॥ ২ অখণ্ডিত, অবিদারিত, অবিভক্ত। 'অক্ষতসপ্ত'। 'অক্ষতবিল্বপত্র'। আশ্ব-গৃহ্য° ২. ১; রঘু° ২. ২১। ৩ নির্দোষ, নিখুঁত। ৪ অদণ্ডিত। 'অক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ'—মনু° ৮. ১২৪। ৫ দাগ বা আঁচড়-শূন্য। ৬ [স° পুং° ও বহুবচনে ব্যবহৃত] অখণ্ডতণ্ডুল, আতপতণ্ডুল। ৭ [স° পুং° ক্লী° বহু°] যব, লাজ, খই। 'অক্ষতাস্তু যবাঃ প্রোক্তাঃ'—কাত্যা° ২৮. ১। ৮ ক্ষয়রহিত, অক্ষয়, অক্ষীণ। ৯ অবিনষ্ট। ১০ পুরুষসংসর্গরহিত, অবিদারিত। 'অক্ষত-যোনি কুমারী'। ১১ শিব। ১২ খোজা॥ মনি°॥ ১৩ ক্লী°, ক্ষতের অভাব, অবিঘ্ন।

অক্ষতত্ত্ব—পাশকক্রীড়া-শাস্ত্র, দ্যূতবিজ্ঞান, অক্ষহৃদয়। বিণ, বিৎ— পাশাখেলায় অভিজ্ঞ ; পাশক ক্রীড়া-শাস্ত্রবিৎ 'ততো জগ্রাহ শকুনিস্তান-ক্ষানক্ষতত্ত্ববিৎ'।—মহা° সভা° ৮৫. ৯।

অক্ষতদেহ—[অক্ষত যে দেহ—কর্মধা° স্ত্রী— -া] ১ ক্ষতশূন্য শরীর, অপ্রাহত কায়, অনাহত দেহ। ২ [অক্ষত হইয়াছে দেহ যাহার—বহু] বিণ, যাহার দেহে ক্ষত নাই, ক্ষতশূন্যদেহবিশিষ্ট। ক্রি-বিণ,— ~দেহে—গাত্রে আঘাত পায় নাই এরূপভাবে, অনাহত দেহে।

অক্ষতধানা—অসিদ্ধযব।—গোভি° ৩.৩.৬।

অক্ষতযোনি—অক্ষত (অখণ্ডিত) যোনি যাহার—বহু°] বিণ, ১ যে স্ত্রীর যোনি পুরুষ-সঙ্গমে ক্ষত (বিদারিত) হয় নাই, যাহার পুরুষ সঙ্গম হয় নাই, পুরুষ-সঙ্গমরহিতা স্ত্রী। ২ যাহার যোনি অক্ষত অর্থাৎ যাহার প্রথম রজোদর্শন হয় নাই। ৩ কুমারী। ~পুনর্ভূ° - [বিবাহ দ্র°]।

অক্ষতশ্রম—[ন = অ + ক্ষত (ব্যর্থীকৃত) যে শ্রম—কর্মধা°]। ১ যে শ্রম ব্যর্থ হইবার নয়। ২ ঋষি-বি°। ইঁহার বিবরণ অজ্ঞাত। ইনি শিব-বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন।—স্কন্দপু° মাহে° কেদার° ২৩. ৫৫।

অক্ষতসক্তু—অসিদ্ধ শস্যের ছাতু।—মান° গৃহ্য° ১, ১১। 'অক্ষতসক্তূনাং নবং কলশং পূরয়িত্বা' —আশ্ব° গৃহ্য° ২. ১।

অক্ষতা—১(বাস্তুবিদ্যা) দেবতা-বি° ২ বৃক্ষ-বি°। কর্কটশৃঙ্গী॥ শব্দ°॥

অক্ষতাঙ্গ—[অক্ষত (যে) অঙ্গ কর্মধা] যে অঙ্গ অক্ষত বা অনাহত অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। ২ বিণ, যাহার অঙ্গ অক্ষত।

অক্ষতাদিলক্ষপূজাবিধি—ধর্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°। Burnell. 146.b

অক্ষতাগম—ক্ষতশূন্য পীড়া।—শ° ব্রা° ১৩. ৩. ৮. ৩।

অক্ষতিমান—মূ°-মৎ অনাহত।

অক্ষতোদক—যে জলে অসিদ্ধ শস্য রাখা হয়।—মান° গৃহ্য° ১. ৮।

অক্ষত্র—[ন = অ (নাই) ক্ষত্র যাহাতে—নঞ্ বহু] ক্ষত্রিয়শূন্য ; ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে পৃথক্। 'নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্ধতে।'—মনু° ৯. ৩২২।

অক্ষদ্রুক্—বিষনাশক ঔষধি। 'হরেণুমাংসী মঞ্জিষ্ঠা রজনী মধুকা মধু। অক্ষত্বক্ সুরসং লাক্ষা শ্বপিত্তং পূর্ববদ্ভবেৎ ॥১১ বাদিত্রাণি পতাকাশ্চ পিষ্টৈরেতৈঃ প্রলেপিতাঃ। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা সমাঘ্রায় সদ্যো ভবতি নির্বিষঃ॥' অর্থাৎ—রেণুকা, জটামাংসী, হরিদ্রা, মধুক, মধু, অক্ষত্বক্, সুরসা, লাক্ষা, ও কুক্কুরপিত্ত—এই সকল একত্র করিয়া তাহার দ্বারা পটহাদি বাদিত্র ও পতাকা প্রলিপ্ত করিয়া সেই সকল দর্শন, দ্রাণ ও বাদ্য-শব্দ শ্রবণে সদ্য বিষ নষ্ট হয়।—মৎস্য° ২১৮. ১১।

অক্ষদণ্ড—মেরুদণ্ড axis, minor axis। 'পৃথিবীর মধ্যদেশভেদী ও উভয় কেন্দ্রসংস্পর্শী কাল্পনিক সরল রেখা। ঐ কল্পিত দণ্ডোপরি পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে প্রতিদিন আবৃত্তি হয়।'—প্রকৃতিবাদ। [মেরুদণ্ড দ্র°]।

অক্ষ-দর্শক, দৃক্—[অক্ষ (ব্যবহার = ঋণদানাদিবিচার) + দর্শক (= যে দেখে,—৬তৎ ; অক্ষকে যে দেখে—২-তৎ)] বিচারক, ধর্মাধ্যক্ষ ব্যবহারদ্রষ্টা ॥ Judge॥ কল্প° ২৭৪॥ [অক্ষপাটক দ্র°]।

অক্ষদায়— ['অক্ষ = পাশা + দায় = দান ; 'দায়ো দানে যৌতুকাদিধনে'—বিশ্ব] পাশার দান। 'শারীকরস্তাং সখি যাবদৈতামিত্যক্ষ-দায়ে কথিতে কয়াপি।'—নৈষধ° ৬. ৭১।

অক্ষদেবন—[অক্ষের দেবন (ক্রীড়া)— ৬-তৎ] পাশাখেলা, কপদখেলা, পাশক্রীড়া। ~পাণি—অক্ষক্রীড়ায় পণ করিয়া, বাজি রাখিয়া।—ZDMG, 36. 512. ॥ শ্বি°॥

অক্ষদেবী—[মূ°—দেবিন্। অক্ষ + √দিব্ + ইন্ (ণিনি) তাচ্ছীল্যে—ক ; স্ত্রী°-দেবিনী] অক্ষক্রীড়াশীল, যে পাশা খেলা করে, পাশক্রীড়ক, দ্যূতকার, জুয়াড়ু। 'গান্ধাররাজঃ শকুনিঃ পার্বতীয়ো নিকর্তনে যো দ্বিতীয়োঽক্ষদেবী।'—মহা° উ° ৩০, ৩১ ॥ শব্দ° মনি°॥

অক্ষদ্যূ—দ্যূতক্রীড়াকারী, জুয়াড়ী।—পা° ৬. ৪. ১৯; ॥ মনি°॥

অক্ষদ্যূত—[অক্ষ দ্বারা দ্যূত—৩-তৎ] অক্ষক্রীড়া, পাশাখেলা, কপদ খেলা।—মহা° সভা° ৮৬. ৬। যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়ার বিবরণ—মহা° সভা° ৮৫। নলের দ্যূতক্রীড়ার বিবরণ—মহা° বন° ৫৬. ৪-২০; ৫৭. ১-২৬; ৫৮. ১-৭। বিরাটের দ্যূতক্রীড়ার বিবরণ—মহা° বন° ৭০. ১-৫১। [অক্ষক্রীড়া দ্র°]। দ্যূতিকা—জুয়া খেলার বিবাদ। মনি°।

অক্ষক্রন্ধ—[অক্ষ দ্বারা ক্রন্ধ (গ্লপিত)—৩-তৎ] অক্ষক্রীড়ায় মন্দভাগ্য। 'অক্ষক্রন্ধো রাজন্যঃ পাপ আত্মপরাজিতঃ। ব্রাহ্মণস্য গামত্তাদস্য জীবানি মা শ্বঃ॥'—অ° ৫. ১৮. ২।

অক্ষজ্বার—অক্ষের গর্ত।—সা° শ্ব° ৫.৩১.১।

অক্ষধর—[অক্ষের (চক্র) ধর (ধারক)—৬-তৎ ; স্ত্রী°—-া] ১ সুদর্শন চক্রধারী বিষ্ণু। ২ শাখোটক বৃক্ষ, আসসেওড়া গাছ Trophis aspera. আসসেওড়া। ৩ চক্র। ৪ বিণ, চক্রধারক, পাশক্রীড়ক।

অক্ষধর্ম—অক্ষক্রীড়ার নিয়ম, পদ্ধতি।

অক্ষধুর, অক্ষধূঃ—[দ্বৃ—ধুর] ১ চাকার ধুরা, গাড়ীর বম্, চক্রাগ্র, চাকার অগ্রভাগ। axis.axle, pole of cart.

অক্ষ-ধূর্ত—[অক্ষ ধূর্ত—৭-তৎ; স্ত্রী—-া] ১ অক্ষবিদ্যায় চতুর, জুয়াড়ী, gambler॥ বৈক্ষ° ১৪০, ১১৬। ২ বৃষ।

~ধূর্তিল – বৃষ॥ বৈক্ষ° ৩৯. ১০৩; হারাবলী°।

অক্ষ-নৈপুণ,-নৈপুণ্য—[অক্ষে নৈপুণ, নৈপুণ্য—৭-তৎ; স্ত্রী°—-া] অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী। মনি°॥

অক্ষপটল—[অক্ষের (অক্ষির, চোখের) পটলতুল্য আচ্ছাদক —৬-তৎ] ১ অক্ষিপটল, চোখের পাতা। ২ অক্ষিরোগ-বি°, ছানি cataract [ছানি দ্র°]। ৩ হিসাবরক্ষকের কার্যালয় (Office of Accountants)। প্রাচীনকালে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের রীতিমত হিসাব রাখা হইত এবং তজ্জন্য একটী বিশেষ বিভাগ থাকিত তাহার নাম 'অক্ষপটল'। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গুপ্তরাজগণের সময়ের ও অন্যান্য শিলালিপিতে[১] এবং কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে[২] অক্ষপটলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীর টীকাকার স্টাইনকেব মতে ইহার অর্থ 'গণনাধিপতিস্থান' অর্থাৎ 'হিসাব-দপ্তর সর্বাধ্যক্ষের কার্যালয়।' (৫. ৩০১, ৩৮৯, ৩৯৮ ; ৬. ২৮৭ ; ৭.১৬২. ১৬০৪)। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধিকরণের সপ্তম অধ্যায়ে অক্ষপটলসম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। রাজধানী, বড় বড় নগর ও দুর্গসমূহের মধ্যে যখন অক্ষপটল নির্মিত হইত তখন ইহা দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নির্মিত হইত।[৩]

কৌটিল্য বলিয়াছেন, 'অধ্যক্ষ পূর্বমুখ বা উত্তর মুখ করিয়া অক্ষপটল নির্মাণ করাইবেন এবং তাহার মধ্যে শ্রেণীভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারিগণের পৃথক্ বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন ও হিসাবের খাতা সকল রাখিবার আধার বা শেল্ফ প্রস্তুত করাইবেন।'

এই সকল নিবন্ধ-পুস্তকে বা হিসাবের খাতায় কি কি বিষয় লিখিত থাকিত সে সম্বন্ধে কৌটিল্য বলিতেছেন, 'ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ বা বিভাগের নাম, তাহাতে কি কার্য হইতেছে তাহার বিবরণ ও তাহার কার্যের কি ফল হইল তাহার বিবরণ লিখিত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কর্মান্ত[৪] বা দ্রব্যোৎপত্তি স্থানে উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি, ক্ষতি, ব্যয়, বকেয়া আদায়, কর্মচারীর পদ ও তাহার বেতন, নিযুক্ত ভৃত্যাদির বেতন (establishment) প্রভৃতির হিসাব। বহুমূল্য ও অল্পমূল্য রত্নসমূহের ও অরণ্যজাত দ্রব্যসকলের মূল্য, বর্ণগুণ, ওজন, আকৃতির মাপ, উচ্চতা, ও সেইসকল দ্রব্য আহরণের জন্য যে মূলধন ফেলা হইয়াছে তাহার হিসাব, দেশ, গ্রাম, জাতি, কুল ও সঙ্ঘ প্রভৃতির ধর্ম, ব্যবহার ও চরিত্র এই সকল পুস্তকে লিখিত থাকে। রাজকর্মচারিগণের রাজ-অনুগ্রহ, বাসস্থান জায়গীর, করমুক্তি, অশ্বগজাদি ব্যবহার, বেতন ইত্যাদি লাভের হিসাব এই-সকল পুস্তকে লিখিত থাকে। নৃপতির পত্নী ও পুত্র সকলের রত্ন ও ভূমিলাভ নিত্য-নৈমিত্তিক দেয়, উৎসবাদিতে ধনলাভ, ব্যাধি প্রভৃতি প্রতীকারার্থ ধনলাভ ইহাও নিবন্ধ-পুস্তকে লিখিত থাকে। মিত্র ও অমিত্র নৃপতিগণের সহিত সন্ধি ও বিক্রমানুসারে প্রদান ও আদানের হিসাবও ঐ সকল নিবন্ধ-পুস্তকে লিখিত থাকে।'

এই সকল নিবন্ধ-পুস্তক হইতে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইত। প্রত্যেক অধিকরণের কি কি কার্য করিতে বাকী আছে এবং কি কার্য সিদ্ধ হইয়াছে আয়, ব্যয় বাকীর হিসাব, কি কি নূতন কার্য আরম্ভ করিতে হইবে তৎসমুদয় নিবন্ধ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

এই বিভাগে বৎসরের কত দিন ছুটি, কত দিন কার্যের দিন, কোন সময়ে নিকাশ দিতে হইবে ও আয়ব্যয় কিরূপ থাকা উচিত, যথাসময়ে নিকাশ না দিলে কর্মচারিগণের কি দণ্ড হইবে ও কিরূপে তাহাদিগের দ্বারা নিকাশ করাইয়া লইতে হইবে, কিরূপে হিসাব রাখিতে হইবে ও তাহার ব্যতিক্রম করিলে কি দণ্ড হইবে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রের এই অধিকরণে সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অক্ষপটলাধিকৃত, অক্ষপটলিক—হিসাবরক্ষক(accountant)। [অক্ষপটল দ্র°]।

অক্ষপরাজয়—অক্ষক্রীড়ায় হারা 'ক্ষুধামারং তৃষ্ণামারমথো অক্ষপরাজয়ম্। অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে॥'—অ° ৪. ১৭. ১।

অক্ষপরি—[অং অক্ষক্রীয় যেরূপ গুটিকাপাত জয় হয় তাহার বিপরীত পাতনে ॥ বাচ°॥ পা° ২. ১. ১০]।

অক্ষপাট—[অক্ষের পাট—৬-তৎ] পাশার ছাঁচ॥ মনি°॥

অক্ষপাটক—ধর্মাধ্যক্ষ, বিচারক, judge॥ জটাধর শব্দ°॥ [অক্ষদর্শক, অক্ষদৃক্, অক্ষপটল দ্র°]।

---

১ 'মহাক্ষপটলিক' ৭ম শিলাদিত্যের অলীনা-তাম্রশাসন ৭৫ পংক্তি—Fleet CII iii. 180. 190. 190n. অক্ষপটলিক in Kadi grant of Bhima-deva II of Vikrama-Sam 1283, line 34, (IA. vi. 200) 'অক্ষপ্রাকাক্ষপটলাধিকৃত' —'Spu ious Gaya copper-plate of Samudra Gupta l. 15, CII, 257. বিজয় সেনের ব্যারাকপুর লিপি।

২ 'মন্ত্রিণামক্ষপটলপ্রধানমুপাধিকারণ'—৫. ৩৮৯। 'তমক্ষপটলং গত্বা রত্নকোশাগ্রমব্রবীৎ'—৫. ৩৯৮।

৩ দক্ষিণপূর্বভাগং ভক্তিশালমক্ষপটলং কর্মনিবন্ধং'—অর্থশা° ২. ৩।

৪ কর্মান্তঃ—'খনিধাতোৎপত্তি ভূমি, পণ্য, রূপ্যাদি' কর্মস্থানানি' অর্থশা°-টীকা গণপতি শাস্ত্রী।

অক্ষপাটি—[< সং°—অক্ষপট্ট। অক্ষের পাটি—৬-তৎ] পাশা। ইহা অস্থিনির্মিত পাটা। 'অক্ষপাটি হবে তুমি আমার সহায়।' —মহা° (কাশী)।

অক্ষ-পাত,-পাতন—পাশাখেলা, পাশকক্ষেপণ cast of dice ॥ বৈজ° ১৪১. ১২২।

অক্ষপাদ$_1$—১ পঞ্চাধ্যায়াত্মক ন্যায়সূত্রকার গৌতমের নামান্তর। পৌরাণিক উক্তি—'গৌর্যাক ভবৈন তমগ্নন্ পরান্ গৌতম উচ্যতে গোতমাখ্যয়ক্ষেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ।' পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে যে, গৌতম নিজের মতদূষক ব্যাসের মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ব্যাস তাঁহাকে প্রসন্ন করায় তিনি চরণে নেত্র প্রকাশ করিয়া ব্যাসদেবকে দর্শন করেন। তখন হইতে তাঁহার নাম 'অক্ষপাদ' হয়। ইঁহার প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রও 'অক্ষপাদদর্শন' নামে প্রসিদ্ধ। [গৌতম ও ন্যায়দর্শন দ্র°]। ২ তার্কিক, নৈয়ায়িক। ৩ অক্ষপাদদর্শনের মতাবলম্বী। ~দর্শন—[ন্যায়দর্শন দ্র°]।

অক্ষপাদ$_2$—বরাহকল্পের সপ্তবিংশতি দ্বাপরে দ্বিজ সোমশর্মার (=পূর্ব কোন কল্পের রুদ্র প্রজাপতির) চারিপুত্রের অন্যতম জ্যেষ্ঠ। অক্ষপাদের অপর তিন ভ্রাতার নাম—কণাদ, উলূক ও বৎস। ইঁহারা সকলেই মাহেশ্বর-যোগাবলম্বী।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৩. ২১৬ *

অক্ষপাদেশ্বর—বারাণসীধামের বিখ্যাত শিবলিঙ্গের নাম ॥ তী-কে°॥

অক্ষপীড়া—লতা-বি°। যবতিক্তালতা॥ রাজনি° শব্দ°॥

অক্ষপূগ—[অক্ষের (পাশকের) পূগ (সমষ্টি) —৬-তৎ] পাশক-সমষ্টি। 'মহামায়ঃ শকুনিঃ পার্বতীয়ঃ সভামধ্যে প্রবপন্নক্ষপূগান্।' —মহা° বন° ৩৪, ৪।

অক্ষপ্রিয়—১ [অক্ষ (পাশা) প্রিয় যাহার —বহু°; স্ত্রী— -া] পাশকপ্রিয় ॥ মদি°॥ ২ [অক্ষ-কর্তৃক প্রিয়—৩-তৎ] ভাগ্যবান্।

অক্ষফল—পুত্রজাব, পুত্রজীব ॥ Roxburghii, 51. 157 ॥ [অক্ষমালা$_2$ ও পুত্রজীব দ্র°]।

অক্ষভাগ—অক্ষরেখার ভাগ degree of latitude।

অক্ষ ভার—এক শকট পরিমিত ভার, শাকট, এক গাড়ীতে বহনযোগ্য ভার cartload.

অক্ষভূমি—১ পাশাখেলার স্থান। ২ পাশার ছক। ৩ মল্লভূমি, অক্ষবাট।

অক্ষম$_1$—[ন=অ+ক্ষম(সমর্থ)—নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অপারগ, অসমর্থ। ২ দুর্বল, অপটু, সহনাসমর্থ। 'রোগে অক্ষম হইয়া পড়া'। 'ব্রতোপবাসাক্ষম'। ৩ অকৃতী, অযোগ্য, যোগ্যতাশূন্য। ৪ [ন=অ (নাই)+ক্ষমা যাহার—নঞ্-বহু°] ক্ষমাহীন। বি—তা,-ত্ব—অশক্তি, অসামর্থ্য। ২ বিশুণতা।

অক্ষম$_2$—রাজকুমার। সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ংবর-সভায় ইনি আসিয়াছিলেন। কল্কিপু° ৫. ১২।

অক্ষমদ—পাশাখেলার নেশা, জুয়ার নেশা।

অক্ষমমান—যে সহ্য করিতে পারে না। 'কলহে পূর্বাপতো জয়ত্যক্ষমমানো হি প্রধাবতি —ইত্যাচার্যাঃ'—অর্থশা° ৩. ১৯। 'পরকৃতমাবাধমসহমান'—গণপতি শাস্ত্রি-কৃত টীকা।

অক্ষমা—১ ক্ষমার অভাব, ঈর্ষা। ২ ক্রোধ। ৩ অসহিষ্ণুতা। ৪ অশক্তি। ৫ অক্ষান্তি—পা° ১. ৪. ৩৭। ৬ যাহাকে ক্ষমা করা হয় নাই। 'অক্ষমায়াঃ স্ত্রিয়ঃ কর্ণনাসাচ্ছেদনম্।'—অর্থশা° ৪. ১২।

অক্ষমাত্র—১ পাশা। ২ পাশার ন্যায় সমান দ্রব্য। ৩ চক্ষুর পলক। ৪ এক মুহূর্ত।

অক্ষমালা$_1$—[অক্ষের (রুদ্রাক্ষের) মালা —৬-তৎ]। ১ রুদ্রাক্ষমালা। ২ স্বর্ণমণিমুক্তাদিনির্মিত জপমালা। ৩ (তন্ত্রশা°) অ-কারাদি-ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণের মালা। ইহা আভ্যন্তর মালা। ৪ পঞ্চাশদ্বর্ণের প্রতিনিধিকৃত স্ফটিকাদির মালা। ইহা বাহ্যমালা। ৫ মুদ্রা-বি°। দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রে অঙ্গুষ্ঠ সংযোগ করিয়া অবশিষ্ট তিন অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যে মুদ্রা হয় তাহার নাম 'অক্ষমালা'। 'অঙ্গুষ্ঠং তর্জন্যগ্রে তু গ্রথয়িত্বাঙ্গুলিত্রয়ম্। প্রসারয়েদক্ষমালামুদ্রেয়ং পরিকীর্তিতা ॥'—তন্ত্রসার।

অক্ষমালা$_2$—মালার ব্যবহার অতি প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্মৃতির সহায়তা করিবার জন্যই মালার সৃষ্টি হয়। মালার প্রথম প্রবর্তন এশিয়া মহাদেশেই হয়। কতকগুলি গুটিকা বা পদার্থ-বিশেষের সমষ্টি লইয়া মালা গ্রথিত হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণের সংখ্যা কত হইল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বীজ, ধাতু বা মণি-মাণিক্য ব্যবহৃত হইত। এগুলি মালার উপকরণ। পুনঃ পুনঃ দেবতার নাম বা গুণকীর্তনের জন্য ভারতবর্ষে মালার প্রচলন হইয়াছিল।

মালার প্রথম প্রচলন, উপযোগিতা ও ব্যাপকতা—কোন্ দেশে এই মালার প্রথম প্রচলন হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। সাঙ্কেতিক চিহ্ন বুঝাইবার জন্য 'গ্রন্থি' বা 'গিরা'র ব্যবহার বহু দেশে প্রচলিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ দেশে ইহা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল এবং তথা হইতে কবে কোথায় ইহা প্রথম অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আজও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ 'স্মরণী' হিসাবে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহা প্রচলিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু দেশে গ্রন্থিযুক্ত মালার সাহায্যে অধিবাসীরা স্মরণযোগ্য বহু বিষয়ই মনে করিয়া রাখিত।[১] য়ুঙ্-চিঙ্-চে (Yung-ching-che) সময়ে চীন দেশে লিখনের পরিবর্তে এইরূপ গ্রন্থির মালার ব্যবহার ছিল।[২] জাপানের বৌদ্ধ শিল্প

* লিঙ্গপুরাণমতে (২৪, ১২০-২৪) অক্ষপাদ যোগাচার্য শিবাবতার সোমশর্মার চারি শিষ্যের অন্যতম।

১ E. B. Tylor: Researches into the Early Hist. of Mankind, 1865. 154-8.

২ J. A. M. de Moyria de Maillac:

জাতিদের ভিতরও মূল মালা হইতে দুইটী প্রলম্বিত সূত্রের সংযোগস্থলে একটী গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থি বা সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ 'মানব'।[৩] ভারতবর্ষে কোন কিছু স্মরণ করিয়া দিবার জন্য বস্ত্রে, পায়জামায়, রুমালে বা চাদরে গ্রন্থি বাঁধিতে দেখা যায়। স্মরণ রাখিবার জন্য ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে আজিও অনেক স্থলে রুমালে গ্রন্থি বাঁধিবার প্রথা আছে। পূর্ব-আফ্রিকার মধ্যভাগে অবস্থিত বাসোগো জাতিদের ভিতর স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থার হিসাব রাখিবার জন্য প্রতি অমাবস্যায় একটী মালায় একটী গ্রন্থি বাঁধিয়া রাখা হয়।[৪]

সাহিত্যে 'মালা'র প্রথম উল্লেখ— ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে জৈন-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম 'মালার' উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গে এই মালার উল্লেখ হইয়াছে।

জৈনেরা মালা অর্থে ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহৃত দুইটী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। একটী (১) 'গণেত্তিয়া' (প্রাকৃত, সং° 'গণয়িতৃকা' =গুটিকা) এবং অপরটী (২) 'কঞ্চনিয়া' (প্রাকৃত 'কঞ্চন', সং° কাঞ্চন=সুবর্ণ, উজ্জ্বল বা দীপ্তিমান্)। পরবর্তী যুগের সংস্কৃত ভাষায় মালা অর্থে (১) 'মাতা' বা 'মালিকা' এবং (২) 'সূত্র' বুঝাইত।[৫]

মালার বিস্তৃতি—হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদীদিগের ভিতর মালার প্রচলন আছে।

বহু পণ্ডিতের বিশ্বাস হিন্দুরাই প্রথমে মালার আবিষ্কার করিয়াছেন। সংস্কৃত 'জপ-মালা' অর্থে মন্ত্রোচ্চারণ বুঝায়। অক্ষ, রুদ্রাক্ষ, কমলাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ প্রভৃতির মালাদ্বারা ভক্ত হিন্দুরা পুনঃ পুনঃ অব্যক্তভাবে কিংবা অস্ফুটভাবে বা স্ফুটভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সংখ্যার নির্ণয় করেন এবং সময়ে সময়ে আপনার ইষ্টদেবতার নামের উচ্চারিত সংখ্যাও ঐরূপ মালাদ্বারা গণনা করিয়া থাকেন।[৬] সাধুসন্ন্যাসীরা মননের উৎকর্ষ সাধনের জন্যও জপমালা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মালার উপাদান—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বিভিন্নরূপ মালার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বহু পদার্থ হইতেই মালার উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে। ব্যবহৃত প্রত্যেক উপাদানেরই একটা বৈশিষ্ট্য বা লক্ষ্য আছে। সম্প্রদায়-অনুসারে গুটিকার সংখ্যারও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। শৈবরা ৩২ বা ৬৪টী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-উপাসক বা বৈষ্ণবেরা ১০৮টী তুলসী-মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। শৈবরাও যে কখন কখন ১০৮টী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন না তাহাও নহে। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বা গৃহী বহু সহস্র মালাও ব্যবহার করিয়া থাকেন। মালার প্রারম্ভেই কয়েকটী রুদ্রাক্ষ, তুলসী-বীজ বা অন্যান্য বীজের দুই বা ততোধিক সংখ্যক একত্র সন্নিবিষ্ট হয়। এগুলিকে 'শিখা' বলে।

শৈবদিগের মালার উপাদান হইতেছে রুদ্রাক্ষ। এগুলি রুদ্র বা শিবের 'অক্ষি' বলিয়া ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। উদ্ভিদতত্ত্ব-মতে এগুলি Eleocarpus ganimusএর বীজ। পঞ্জাব প্রদেশে 'বুমুরি' গাছের বীজ হইতে রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। বীজের 'মুখে'র সংখ্যার উপর রুদ্রাক্ষের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। একমুখী রুদ্রাক্ষ সৌভাগ্যের দ্যোতক। এরূপ রুদ্রাক্ষের যিনি অধিকারী তিনি লক্ষ্মীদেবীর কৃপা বিশেষভাবে পাইয়া থাকেন। কেবল শৈব নহে, হিন্দুমাত্রেই একমুখী রুদ্রাক্ষকে বংশের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন। অকৃতদার সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ একাদশমুখী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন ও বিবাহিত সন্ন্যাসীরা দুইমুখী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন। ভক্ত হনুমানের উপাসকেরা সাধারণতঃ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন। রুদ্রাক্ষ-বীজের অমসৃণ মুখ কঠোর তপস্যার প্রতীক। মহাদেবের পঞ্চমুখের প্রতীক পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ। শিবের পঞ্চমুখ পাঁচটী বিভিন্ন গুণের পরিচায়ক।[৭] বিষ্ণু-উপাসকেরা মসৃণ অক্ষ বা বীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে তুলসী গাছের (Ocimum sanctum) কাষ্ঠ-নির্মিত অক্ষই সাধারণতঃ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। শাক্তেরা করপল্লবে জপ করিয়া থাকেন। দক্ষিণ হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুলীর ৩টী পর্বে ১০ পর্যন্ত গণনা করিয়া বাম হস্তের পর্বে ১, ২ ক্রমে সংখ্যা ধরিয়া ১০০ হইলে একটী 'চিনাক' (যব, ছোলা প্রভৃতি) অন্তত্র রাখিয়া দেন এবং এইরূপ জপের সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জপ করিয়া থাকেন। তর্জনীর প্রথম ও মধ্যম পর্ব 'মাতৃক্ষেত্র' বলিয়া ঐ দুই পর্ব গণনার মধ্যে ধরা হয় না। বাঙ্গালা দেশের সাধু-ফকিরেরা অক্ষকে বিভাগ করিয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা কফোণিতে (কনুইএ) ২৭টী অক্ষের মালা ধারণ করেন, ৫টী অক্ষের কঙ্কণ হস্তে ও ৩টী অক্ষের কুণ্ডল কর্ণে পরিধান করেন।[৮]

ছয় কিংবা সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষা-গ্রহণের সময় গুরু বা পুরোহিত দীক্ষা গ্রহণকারীর গলদেশে তুলসীর মালা দিয়া বাসুদেব, রাম বা কৃষ্ণকে ভক্তি করিতে ও পূজা করিতে উপদেশ দেন। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রাত্যহিক 'গায়ত্রী'-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় গোপনে মালা 'গোমুখী'র ভিতর রাখিয়া মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। মন্ত্রটী এই :— 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।'—'সেই বরেণ্য সমুজ্জ্বলশ্রী সবিতা যিনি জগতের সকলকে প্রাণবন্ত

Hist. gen de la Chine, i. 4; A. Y. Goguet: Origine des lois, des arts et des Sciences, 1777-85, iii. 322.

[৩] JAS: of Japan, ix. 177.

[৪] H. Cole: JAI, xxxii. 323.

[৫] E. Leumann: Rosaries mentioned in Indian Literature, Oriental Congress Report, 1891, 31.

[৬] Monier Williams: Modern India and the Indians, 108f.

[৭] Monier Williams: Modern India and the Indians, 110.

[৮] W. Crooke: Things Indian, 1906, 409.

করিয়াছেন আমরা তাঁহারই বন্দনা করি, তিনি আমাদের জ্ঞানকে সমুজ্জ্বল করুন।' এই মন্ত্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উচ্চারণ করিবার অধিকারী।

অক্ষমালার ব্যবহার-সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বিধি লক্ষ্য করা উচিত। দেবীর মহিমার কীর্তনে অক্ষ ব্যবহৃত হইলে তাহা প্রবালের, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় মুক্তামালার, বাসনা-পূর্ণের জন্য হইলে রুদ্রাক্ষের, মোক্ষের জন্য হইলে স্ফটিকের এবং ইন্দ্রিয়-দমনের বা স্তম্ভনের জন্য হইলে হরিদ্রা-গাছের শিকড়ের অক্ষ হওয়া কর্তব্য।[৯]

শাক্তেরা মৃত ব্যক্তির বা মহাপুরুষ-দিগের দন্ত, কেশ বা ঐরূপ দেহাবশেষ লইয়া গুটিকা নির্মাণ করিয়া মালা রচনা করেন।

'বৈজয়ন্তী' নামে হিন্দুদিগের আর এক প্রকার মালা আছে, তাহা পঞ্চভূতের উপাদান হইতে নির্মিত। ক্ষিতি হইতে নীলা, অপ্ হইতে মুক্তা, তেজঃ হইতে পদ্মরাগ, মরুৎ হইতে পোখরাজ বা পুষ্পরাজ, ব্যোম হইতে হীরক লইয়া এই মালা গ্রথিত হয়। 'বৈজয়ন্তী' অর্থে বৈষ্ণবদিগের পতাকা বুঝায়।

শক্তি-উপাসকদিগের ভিতর একপ্রকার অক্ষ ব্যবহৃত হয়, উহাকে 'পুত্রজীব' বলা হয়। এই মালা জপ করিলে পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। এই গাছের বীজের বর্ণ ফিকা, আকৃতি অণ্ডের মত। এই গাছের বৃদ্ধি অত্যধিক বলিয়া বোধ হয় ইহার বীজকে 'পুত্রজীব' বলা হয়।

পণ্ডিত রামগরিব চোবে পুত্রপ্রাপ্তির জন্য যে ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস, নক্ষত্র-দিগের প্রতিকূল অবস্থানের জন্য মানব পুত্র-লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। শনি, রাহু বা কেতুর অবস্থানের জন্য যদি কাহারও এইরূপ ঘটে, তাহা হইলে গয়াধামে বা হরিদ্বারে নারায়ণী শিলার উপর শ্রাদ্ধ করিলেই প্রতি-বন্ধক দূর হইয়া যায় এবং পুত্রপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই সময় সাত দিন নৈষ্ঠিক পণ্ডিত দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করান উচিত। কিন্তু সহজ উপায় হইতেছে রামচন্দ্র, বাসুদেব কিংবা শিবের মন্দিরে বসিয়া এক শত দুই হাজার বার নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করা —'হে দেবকীসুত গোবিন্দ ! তুমিই জগতের অধীশ্বর, আমি অনন্যশরণ হইয়া তোমার নিকট পুত্রকামনা করিতেছি।'[১০]

প্রতাপগড় জেলা হইতে সংগৃহীত একটী মালা অক্সফোর্ডের 'পিট্-রিভার্স'-যাদুঘরে রক্ষিত আছে, উহাতে ২১০টী ছোট গুটিকা আছে, ইহা ছাড়া একটী 'শিখা'ও আছে। গুটিকাগুলি ফিকা পশমের এবং মালা হইতে একটী রেশমের থোপা প্রলম্বিত আছে। কথিত আছে, এই মালা ব্যবহার করিলে 'দুষ্ট চক্ষু'র দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

বিভিন্ন তন্ত্র হইতে অক্ষ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নানাবিধ মালার বিষয় যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল :—

রুদ্রাক্ষের মালা শিবমন্ত্রে ও শক্তিমন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। রুদ্রাক্ষ এবং স্বর্ণসংযুক্ত মালা শিবাত্মিকা বলিয়া কথিত। সমস্ত তন্ত্রে রুদ্রাক্ষ বিহিত আছে, কিন্তু শক্তিমন্ত্রে বিনে রুদ্রাক্ষের ব্যবহার নিষিদ্ধ।[১১]

যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, রুদ্রা-ক্ষের মালা সকল অভীষ্ট পূরণ করে। শঙ্খের মালা ধন এবং কীর্তি দান করে। পদ্মবীজের মালা পুষ্টি ও ঐশ্বর্য দান এবং শত্রু বিনষ্ট করে। পুত্রজীবের (জীবপত্রিকার) মালা পুত্র, পশু, শ্রী, ধান্য এবং সমৃদ্ধি দান করে। মুক্তার মালা সৌভাগ্য এবং বিপুল সমৃদ্ধি দেয়। ইহা ধারণে মন্ত্র প্রত্যক্ষ হয়, দেহ পুষ্টিলাভ করে ও মনে শান্তি আসে। ইহা মুক্তিপ্রদ। স্ফটিকের অক্ষমালাও মুক্তা মালার অনুরূপ ফলপ্রদ। পদ্মরাগ মণির মালা প্রচুর ধন ও বিদ্যা দিয়া থাকে। স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত মালা সকল অভীষ্ট প্রদান করে। প্রবালের মালা বিত্ত, বশ্যকর্ম ও ধনাগমের সহায়তা করিয়া থাকে।[১২]

কুশের মালা পাপ নষ্ট করে। রুদ্রাক্ষ হইতে কুশ পর্যন্ত সকল শ্রেণীরই মালা মুক্তি দান করে। অশ্বদন্ত-নির্মিত মালা উচ্চাটনে, অধোমুখ গর্দভ-দন্তের ও মনুষ্য-অস্থি-তন্তুর মালা শত্রুবিনাশ করে। অশোধিত প্রেতদন্ত দ্বারা জপমালা করিবে। উহা সাধ্য-দেহজাত কেশের দ্বারা গ্রথিত করিবে। পুত্রজীব (জীবপুত্রিকা) দশগুণ দ্বারা শত, শঙ্খ দ্বারা সহস্র, প্রবালমণিরত্নের মালার দ্বারা দশ সহস্র, স্ফটিকের মালার দ্বারা দশ সহস্র, মুক্তার অক্ষমালার দ্বারা লক্ষ জপ করিবে। পদ্মবীজের অক্ষমালার দ্বারা দশ লক্ষ ও রৌপ্যের মালার দ্বারা কোটী-সংখ্যক এবং স্বর্ণের অক্ষমালার দ্বারা দুই কোটী বার জপ করিবে। সকল রকমের মালার দ্বারা শতগুণ জপ করিবে। রুদ্রাক্ষ মালা যদি কুশদ্বারা গ্রথিত হয় তবে উহা অনন্ত ফল দান করে। —যামলতন্ত্র।

মেরুতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কুশগ্রন্থিযুক্ত মালাদ্বারা ব্রাহ্মণ, পুত্রজীব অর্থাৎ জীবপত্র-নির্মিত

---

৯ K. Raghunathyi : PNQ, iii. 608.

১০ NINQ, iv. 378.

১১ শিবশক্তিময়ী মালা রৌদ্রাক্ষী স্ফাটিকী তথা।
রুদ্রাক্ষবর্ণসংযুক্তাং মালাং বিদ্ধি শিবাত্মিকাম্।
সর্বতন্ত্রেষু রুদ্রাক্ষাঃ শক্তিমন্ত্রে বিনা ন হি।
—যামলতন্ত্র।

১২ রুদ্রাক্ষৈর্বিহিতা মালা সর্বকামপ্রসাধনী।
নির্মিতা শঙ্খমালাভির্ধনং কীর্তিং দদাতি।
পদ্মাক্ষৈঃ পুষ্টি-লক্ষ্মীশ্চ শত্রুনাশকরী তথা।
পুত্রজীবকৃতা পুত্রপশুশ্রীধান্যদায়িকা।
মুক্তাভী রচিতা মালা সৌভাগ্যং বিপুলং শ্রিয়ম্।
মন্ত্রপ্রত্যক্ষদা নিত্যং শান্তিকং চাপি পৌষ্টিকম্।
মুক্তিদা কথ্যতে তদ্বৎ স্ফাটিকাক্ষমালিকা।
সাধকস্য পদ্মরাগা পুষ্কলং চ ধনং তথা।
সৌবর্ণী রাজতী মালা সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি।
সাধকস্য প্রবালোত্থা কর্মহৃদিকর্মাসাদ্যে।
—যামলতন্ত্র।

মালাদ্বারা বৈশ্য, পদ্মবীজের মালাদ্বারা চতুর্বর্ণের সকলেই জপ করিবে। রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক ও ইন্দ্র-নীলমণির অক্ষমালার মধ্যস্থলে কিছুই থাকে না। মধ্যে কিছু দিয়া জপ করিলে কাম ও মোক্ষ বিনষ্ট হয়।[১৩] রুদ্রাক্ষের ভেদ ও মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে মেরুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে:—রুদ্রাক্ষ আমলকী ফলের ন্যায় হইলে তাহা শ্রেষ্ঠ, বদরীফলের ন্যায় রুদ্রাক্ষ মধ্যম ও চণক-(ছোলা) সদৃশ রুদ্রাক্ষ অধম। এই প্রকার ভিন্ন অন্য রুদ্রাক্ষ বিপদ আনয়ন করে।[১৪] ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ ক্রমান্বয়ে শ্বেত, রক্ত, স্বর্ণাভ ও কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। অতি স্থূল, অতি সূক্ষ্ম, স্ফুটিত, ক্ষয়, লঘু, বিদীর্ণ পূর্বধৃত ও জীর্ণ রুদ্রাক্ষ শুভফলদায়ক হয় না।[১৫] এক মুখ, দ্বিমুখ, চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ ও ষষ্ঠমুখ রুদ্রাক্ষদ্বারা মালা নির্মাণ করিবে। এক-মুখ-বিশিষ্ট রুদ্রাক্ষ শিব। একমুখ রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নষ্ট হয় ও রাজ্য প্রভৃতি ইষ্টফল লাভ হয়। দ্বিমুখ রুদ্রাক্ষ উমা ও শঙ্কর-স্বরূপ। এই-রূপ রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিলে গো-হত্যাদি পাপ নষ্ট ও ঐহিক সুখ লাভ হয়। ত্রিমুখ রুদ্রাক্ষ অগ্নি-স্বরূপ। ইহার মালা ধারণ করিলে স্ত্রী-হত্যাদি পাপ নষ্ট ও ধর্ম অর্থ কাম সিদ্ধ হয়। চতুর্মুখ রুদ্রাক্ষ ব্রাহ্মণ; ইহার মালা জপ করিলে ভ্রূণ-হত্যাদি পাপ ক্ষয় হয় ও সকল বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় এবং বাক্-সিদ্ধি জন্মায়। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ শিব। পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ ও জপ করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়। শৈব, গাণপত্য ও শাক্ত-গণ এই মালা জপের দ্বারা শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ষণ্মুখ রুদ্রাক্ষ ব্রতভঙ্গ-জনিত পাপ নাশ করে। ইহা বিধিপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। সপ্তমুখ-বিশিষ্ট রুদ্রাক্ষ মহানাগ অনন্তস্বরূপ, এইরূপ রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিলে অনন্ত সিদ্ধিলাভ হয়, সর্প-বিষের ভয় থাকে না। অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষ গণেশ। এই রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিলে সকল বিঘ্ন নষ্ট হয় ও কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ দূরীভূত হয়। নববক্ত্র রুদ্রাক্ষ ভৈরবস্বরূপ। এই রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিলে বামমার্গীয় দেবগণ প্রসন্ন হন ও বামবাহুস্থিত পাপ নষ্ট হয়। দশমুখ রুদ্রাক্ষ জনার্দনস্বরূপ। ইহা ধারণ করিলে পিশাচ, গ্রহ, বেতাল-ব্রহ্মরাক্ষস ও সর্পের ভয় নষ্ট হয়। একাদশমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ রুদ্রস্বরূপ; এই রুদ্রাক্ষ ধারণ ও ইহার মালা জপ করিলে অশ্বমেধপ্রভৃতি যজ্ঞের ফল লাভ হয়। দ্বাদশমুখ রুদ্রাক্ষ সূর্য। এই রুদ্রাক্ষ ধারণ ও ইহার মালা জপ করিলে মানব তেজস্বী ও প্রতাপশালী হয় এবং গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ত্রয়োদশ-মুখ রুদ্রাক্ষ বিশ্ব-দেবাত্মক। ইহা শ্রাদ্ধকালে ধারণ করিলে পিতৃপুরুষের অক্ষয় গতি-লাভ হয়। চতুর্দশমুখ রুদ্রাক্ষ অনন্তফলদায়ক; ইহা ধারণে ধারণকারী দেব ও মনুষ্যদ্বারা পূজিত হয় ও অক্ষয় গতি লাভ করে। (মেরুতন্ত্র, ৬ষ্ঠ আহ্নিকপ্রকাশ, ৩২৬—৩৩৯)।

রুদ্রাক্ষ সকল দেবতার মন্ত্রসিদ্ধি বিধান করে। রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া কুকুরও যদি মৃত হয় তবে সেও রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যগণের তো কথাই নাই। উচ্ছিষ্টযুক্ত অসৎকর্মনিরত ও সর্বপাপযুক্ত হইলেও রুদ্রাক্ষ ধারণের দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। রুদ্রাক্ষ-মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া ভক্তিহীন পাপাসক্ত লোকও রুদ্রলোকে গমন করে। রুদ্রাক্ষ ধারণ না করিয়া যে যে বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা কোন ফলই দান করিতে পারে না।[১৬]

রুদ্রাক্ষ-ধারণের নিয়ম—'শিরো-মালা হইলে দ্বাত্রিংশটী; কণ্ঠমালা হইলে বত্রিশটী কর্ণদ্বয়ে ষোলটী, মণিবন্ধদ্বয়ে বত্রিশটী ও অষ্টোত্তর শত রুদ্রাক্ষদ্বারা উপবীত ধারণ করা বিধি। চূড়ায় রুদ্রাক্ষদ্বারা বক্ষোমালা, শিখাতে একটী রুদ্রাক্ষ, দুই কর্ণে দুইটী রুদ্রাক্ষ ধারণ করা বিধেয়; নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে অল্প ধারণ করিবে না, কিন্তু রুদ্রাক্ষ অধিক হইলে দোষ নাই।'—মেরুতন্ত্র, ৬ষ্ঠ আহ্নিকপ্রকাশ, ৩৫৪-৭।

তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, 'যিনি কণ্ঠদেশে বত্রিশটী, মস্তকে দ্বাবিংশ ও দুই কর্ণে বারটী, করদ্বয়ে চব্বিশটী, দুই বাহুতে ষোলটী, নয়নদ্বয়ে দুইটী ও বক্ষোদেশে এক শত আটটী রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন তিনি স্বয়ং নীলকণ্ঠ।' (পুরশ্চর্যার্ণব পঞ্চমতরঙ্গধৃত তন্ত্রান্তর-বচন ৪৩৮ পৃঃ)। যিনি রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন তিনি দেহান্তে শিবত্ব প্রাপ্ত হন এবং বহুল পুণ্য ও সৌভাগ্য লাভ করেন। স্নান, দান, হোম, বৈশ্বদেব, দেবপূজা, প্রায়শ্চিত্ত, দীক্ষা ও শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া যে যে কার্য করেন সে সমস্তই সফল হয়। রুদ্রাক্ষ-ধারণে মানব রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করিয়াও রুদ্রাক্ষ মস্তকে ধারণের দ্বারা মানব তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। —মেরুতন্ত্র, ৬ষ্ঠ আহ্নিকপ্রকাশ ৩৫১-৭২।

অক্ষমালার সংস্কারবিধি—চতুর্থীতে গণেশ মন্ত্রদ্বারা, সপ্তমীতে মধ্যাহ্নে সূর্যের-

---

১৩ কুশগ্রন্থ্যা জপেৎ বিপ্রঃ পূর্বর্ণমণিভির্নৃপঃ। ৩০৬
পুত্রজীবৈর্জপেদ্ বৈশ্যঃ পদ্মাক্ষৈঃ সর্ব এব হি।
রুদ্রাক্ষস্ফটিকেন্দ্রাক্ষমধ্যে কিঞ্চিন্ন যোজয়েৎ। ৩০৭
মধ্যে দত্ত্বা জপং কুর্বন্ কামমোক্ষৌ বিনাশয়েৎ। ৩০৮
—৬ষ্ঠ আহ্নিকপ্রকাশ, ৩০৬-৮।

১৪ ধাত্রীফলসমঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যো বদরসন্নিভঃ।
অধমশ্চণকাভঃ স্যাৎ ততো হীনো বিপত্তিকৃৎ॥
—৬ষ্ঠ আহ্নিকপ্রকাশ, ৩১১।

১৫ অতিস্থূলোঽতিসূক্ষ্মশ্চ স্ফুটিতো ক্ষয়ো লঘুঃ।
ভিন্নঃ পূর্বধৃতো জীর্ণো রুদ্রাক্ষো ন শুভঃ স্মৃতঃ॥
—৬ষ্ঠ আহ্নিকপ্রকাশ, ৩২৪।

১৬ রুদ্রাক্ষং কণ্ঠমাশ্রিত্য শুনকো ম্রিয়তে যদি।
সোঽপি রুদ্রত্বমাপ্নোতি কিং পুনর্মনুজাদয়ঃ॥ ৩৬৩
উচ্ছিষ্টো বা বিকর্মস্থো যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো নরো রুদ্রাক্ষধারণাৎ॥ ৩৬৫
রুদ্রাক্ষমালিকাং কণ্ঠে ধারয়েদ্ ভক্তিবর্জিতঃ।
পাপকর্মাপি যো নিত্যং রুদ্রলোকে মহীয়তে॥ ৩৬৬
অকৃত্বা রুদ্রাক্ষধারণং কুর্যাৎ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম বৈদিকম্।
কুর্বাণ বিপ্রোঽপি যো মোহান্নরকং যাতি তৎক্ষণাৎ॥
৩৬৭
৬ষ্ঠ আহ্নিকপ্রকাশ, ৩৬৩-৭।

মন্ত্রে, রবিবারে বায়ু-মন্ত্রদ্বারা, দ্বাদশী তিথিতে বৈষ্ণবী মালা বিষ্ণু-মন্ত্রদ্বারা ও ত্রয়োদশীতে সন্ধ্যায় শিব-মন্ত্রদ্বারা শিবমালা, অষ্টমী, চতুর্দশী ও নবমী তিথিতে মঙ্গলবারে রাত্রিতে ভোজন করিয়া শক্তি-মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি শক্তিমালা গাঁথা উচিত।

মালা গাঁথিবার সূত্রভেদ—পট্টসূত্র দ্বারা শক্তিমন্ত্রের, কার্পাসসূত্রের দ্বারা বৈষ্ণবী মালা, ঊর্ণা অথবা বল্কলসূত্রের দ্বারা শৈবী মালা গাঁথিবে। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পবিত্রা স্ত্রী-কর্তৃক নির্মিত গ্রন্থিহীন ত্রিগুণ সূত্রকে ত্রিগুণ করিয়া প্রক্ষালনপূর্বক তাহাদ্বারা মালা গ্রথিত করিবে; ইহা সকল দেবতার জপ-মালাতেই প্রশস্ত। —মেরুতন্ত্র, ষষ্ঠ আহ্নিক-প্রকাশ, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ৩০৮, ৩৭৪।

উমামহেশ্বরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যাহার পুত্র জীবিত আছে এইরূপ সুন্দরী পতিবৎসলা রমণী-কর্তৃক প্রস্তুত সূত্রে গ্রথিত মালা শুভ ফল দান করে।

পুরশ্চর্যার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে, কন্যা-দ্বারা প্রস্তুত সূত্রে ও রজত এবং স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মালাও মন্ত্রসিদ্ধি ও শুভ ফল দান করে।

মালা গ্রথিত করিবার নিয়ম—নিত্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া পূর্বোক্ত তিথি ও নক্ষত্রে অক্ষসমূহ আনয়ন করিবে। ঐ অক্ষসমূহ নূতন ও সমানাকার হইবে, অত্যন্ত স্থূল অথবা অত্যন্ত কৃশ এবং কীটদুষ্ট হইলে চলিবে না। অক্ষগুলি পঞ্চ গব্যের দ্বারা শোধন করিবে।

পঞ্চগব্যের বৈশিষ্ট্য — কাঞ্চনবর্ণ গাভীর দুগ্ধ, শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণ গাভীর মূত্র, নীলবর্ণ গাভীর দধি, এবং কৃষ্ণবর্ণ গাভীর ঘৃত দ্বারা মালা শোধন করিবার বিধি মেরুতন্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত বর্ণসমূহের গাভী সর্বত্র পাওয়া যায় না। যেখানে এই সকল গাভী পাওয়া যায় সেখানে বর্ণ-বিভাগের দ্বারা পঞ্চগব্য আহরণ করিবে। পূর্বোক্ত গাভীর অভাব ঘটিলেও মাত্রা পরিত্যাগ অবিধেয়। গোময়ের মাত্রায় দ্বিগুণ মূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত, অষ্টগুণ দুগ্ধ ও দধি হইবে। গায়ত্রী-মন্ত্রে গোমূত্র, গন্ধদ্বার-মন্ত্রে গোময়, আপ্যায়স্ব-মন্ত্রে ক্ষীর, দধিক্রাব্ণ-মন্ত্রে দধি, তেজোঽসি-মন্ত্রে ঘৃত, দেবস্যত্বা-মন্ত্রে কুশোদক শোধন করিয়া সকল শোধিত বস্তু দ্বারা অক্ষমালা শোধন করিবে। —মেরুতন্ত্র, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস।

পুরশ্চরণচন্দ্রিকা-মতে মালাসংস্কার-বিধি—প্রথমে নয়টী অশ্বত্থপত্র লইয়া তাহাকে পদ্মাকারে কল্পনা করিবে। ইহার পর সেই সূত্রে গন্ধপ্রক্ষালিত মণিসকল নিঃক্ষেপ করিবে। সূত্রে এবং মণিসমূহে তার, শক্তি ও মাতৃকা বিন্যস্ত করিয়া পূজা করিয়া ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে। অতঃপর এক একটী মণি লইয়া সূত্রে গ্রথিত করিবে। মুখের সহিত মুখ এবং পুচ্ছদেশের সহিত পুচ্ছদেশ সংলগ্ন করিবে। মালাটী গোপুচ্ছের ন্যায় অথবা সর্পাকৃতি করিবে।

মেরুতন্ত্রোক্ত মালা-সংস্কার-বিধি—মালার মধ্যে যে অক্ষটী অত্যন্ত স্থূল তাহা দ্বারা মেরু বিন্যাস করিবে। এই মালা সর্পাকার করিবে। অক্ষোন্য ঘর্ষণ হইলে নিশ্চয় জপ-হানি হইবে। মধ্যে গ্রন্থি দিবে, কিন্তু মুক্তাদি বিন্যস্ত করিবে না।

ক্রিয়াসংগ্রহ-মতে মালা-সংস্কার-বিধি—মূল মন্ত্রের দ্বারা মালা অভিমন্ত্রিত করিয়া মাতৃকাবর্ণের দ্বারা শোধন করিবে। অতঃপর ইষ্টদেবের অর্চনা করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। ইহার দশাংশ হোম করিবে।

যোগিনীতন্ত্রোক্ত মালা-সংস্কার-বিধি—প্রণবতঃ জপ করিবে, অতঃপর ঘৃত-দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। হোমকর্মে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। 'ত্বং মালে সর্বলোকানাং সর্বসিদ্ধিপ্রদা মতা। তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে॥' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া মালা-সংস্কার করিবে।[১৭]

পুরশ্চরণচন্দ্রিকোক্ত মালা-সংস্কার—অক্ষমালায় মাতৃকাবর্ণ জপ করিবে, কারণ মাতৃকা-বর্ণ হইতেই সকল মন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে; গুরুর পূজা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মালা ধারণ করিবে। গায়ত্রী জপ করিয়া কেহ কেহ মালা সংস্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই নিয়ম কোনও তন্ত্রশাস্ত্রে নিরূপিত নাই। অশুচি অবস্থায় মালা স্পর্শ করিবে না এবং ইহা করভ্রষ্ট করিবে না।

মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, যে মন্ত্রে যে মালা গ্রথিত সেই মালা দ্বারা সেই মন্ত্রই জপ করিবে। অন্য মন্ত্র জপে দেবতা শাপ দান করেন। দৃঢ় সূত্রের দ্বারা মালা গাঁথিবে। সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্বার সূত্রদ্বারা গ্রথিত করিয়া শত জপ করিবে।[১৮]

প্রমাদবশতঃ হস্ত হইতে মালা পতিত হইলে অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া ধারণ করিবে। জপ করিবার সময় তর্জনী-দ্বারা সূত্র স্পর্শ করিবে না; মালা কম্পিত করিবে না ও ধূপিত করিবে না। বাম হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিবে না ও করভ্রষ্ট করিবে না। একটী অক্ষ স্পর্শ করিবার সময় অন্য অক্ষ স্পর্শ করিবে না। জপকালে কখনও মেরুলঙ্ঘন করিবে না। পরিবর্তনের সময় সংঘট্টন করিবে না।—মেরুতন্ত্র, ষষ্ঠ আহ্নিকপ্রকাশ, ৩৭৪-৮।

ক্রিয়াসংগ্রহ-মতে সূত্র ছিন্ন হইলে মালার পুনঃসংস্কার করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত জপ করিবে।

শৈবাগম-মতে—মালা ছিন্ন হইলে গ্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে।

পুষ্করী শশিবীজঞ্চ দ্বন্দ্বং দুগ্ধাদ্বিতঃ তথা।
আকাশশশিসংযুক্তং সিদ্ধো হৃদন্তসংযুক্তম্॥
—যোগিনীতন্ত্র, উত্তরখণ্ড, ৭ম পটল ১৩০, ১৩১।

১৭ মালে মালে মহামালে সর্বতত্ত্বস্বরূপিণি।
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব॥

১৮ যেন মন্ত্রেণ যা মালা কৃতা তং তু জপেৎ তয়া।
অন্যমন্ত্রজপাচ্ছাপো দেবতাভিঃ প্রজায়তে॥
দৃঢ়সূত্রং নিযুঞ্জীত জপে ত্রুটাতি নো যথা।
জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ॥
—পুরশ্চর্যার্ণব, বসুমতী, ৬৬৬ পৃঃ-উদ্ধৃত মেরুতন্ত্র।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, মালা স্বয়ং ছিন্ন হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র জপ ও হোম করিবে। অতঃপর মালা গ্রথিত করিয়া প্রাণ-ন্যাস করিবে। ইহাতে মালা সিদ্ধিদানে সমর্থ হইবে। মালা অগ্নিদগ্ধ হইলে লক্ষ, নষ্ট অথবা ক্ষয় হইলে বিলক্ষ, চৌর-কর্তৃক অপহৃত হইলে ছয় হাজার এবং পতিত হইলে শত জপ করিবে।

পুরশ্চরণচন্দ্রিকোক্ত মালা ব্যবহার-বিধি—অঙ্গুষ্ঠস্থিত অক্ষমালাকে মধ্যমাগ্রের দ্বারা চালনা করিবে। তর্জনীদ্বারা স্পর্শ করিবে না। উত্তম কার্যে অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা-দ্বারা জপ করিবে। বিদ্বেষণ ও উচ্চাটনে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে ও মারণ-কর্মে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠসংযোগে জপ করিবে। অন্য সময়ে এই মালা পূজা করিয়া রক্ষা করিবে। গুরুর নিকটে কখনও মন্ত্র প্রকাশ করিবে না। অক্ষমালা ও মুদ্রা গুরুকে দেখাইবে না। প্রকাশ্যে রক্ষা করিলে ভূত, রাক্ষস, বেতাল, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণ-গণ ইহা হরণ করিয়া থাকে।—পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা, ৪৪৫ পৃঃ।

মেরুতন্ত্রমতে স্ত্রী ও শূদ্রদিগের মালা-সংস্কার—গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ইহা-দের ভক্তিভাবে মালার উপর পূজা করিয়া সেই মালাকে 'হসৌঁ' বীজমন্ত্রে অষ্টোত্তর শত জপে অভিমন্ত্রিত করিয়া তিন দিন পঞ্চগব্যে স্থাপন করিবে। চতুর্থ দিবসে উহা উঠাইয়া জলক্রমে প্রক্ষালন করিবে। স্বয়ম্ভে গ্রথিত করিয়া উহা স্থণ্ডিলে স্থাপন করিবে। পরে উহা হইতে সেই মালা উঠাইয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিবে। পঞ্চামৃত ও শীতল জলের দ্বারা স্নান করাইয়া চন্দন, সুগন্ধ, কস্তুরী, কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারাও স্নান করাইবে। অতঃপর 'হসৌঁ' এই মন্ত্রে অভিষেক করিবে। নবগ্রহের পূজা করিয়া দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। ঘৃতযুক্ত তিলের দ্বারা হোম করিয়া মালার যত সংখ্যক মণি আছে তাহার সমান স্বর্ণ গুরুকে দক্ষিণা দিবে। সাধক নিজে যে মন্ত্রে উপাসনা করেন সেই মন্ত্রজপকারী ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। স্বর্ণপাত্রের অভাবে অশ্বত্থপত্র গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। —পুরশ্চর্যার্ণব, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৪৬ পৃঃ; মেরুতন্ত্র, ৬ষ্ঠ আহ্নিক-প্রকাশ, ৩৬৮-৭৫।

মেরুতন্ত্রমতে বামাচারিগণের মালা-সংস্কার—প্রথমতঃ মদ্য, গন্ধ ও অনুলেপনা-দির দ্বারা শিল্পীকে পূজা করিবে।···অতঃপর মালা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূত মধু পান করিবে।

হিন্দুদিগের বহু দেবতার অঙ্গবিশেষে অক্ষমালা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অক্ষমালার স্থান নির্দিষ্ট হইবে[১৯]:—

দেবতার নাম	বাহুসংখ্যা	অক্ষমালা স্থাপন-নির্দেশ	গ্রন্থাদিতে উল্লেখ
উচ্ছিষ্ট-গণপতি	৬	একহস্তে	ক্রিয়াক্রমদ্যোতিঃ
শক্তি-গণপতি	৪	ঐ	মন্ত্রমহার্ণব
পঞ্চহস্তিবদন হেরম্ব	৮	ঐ	বিশ্বেশ্বরপ্রতিষ্ঠাবিধি
ধ্বজ-গণপতি	৪	ঐ	
যোগস্থানক-(বিষ্ণু) মূর্তির সহিত দণ্ডায়মান ব্রহ্মা	৪	ঐ	
দুর্গা (বলরাম ও কৃষ্ণের মূর্তি-মধ্যে অবস্থিতা) দেবী	২, ৪ বা ৮	৪ বা ৮ হস্তে দক্ষিণ হস্তে (১)	বৃহৎসংহিতা
দত্তাত্রেয় (বিষ্ণু) [ত্রিমূর্তির সমাহার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দণ্ডায়মান মূর্তি]	ব্রহ্মার ৪, শিবের ৪	ব্রহ্মার পশ্চাতের দুই হস্তের একটীতে, শিবের সম্মুখের দুই হস্তের একটীতে	হলে.বিডুর হয়সলেশ্বর মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে খোদিত প্রস্তরমূর্তি
হরিহর পিতামহ	উৎকুটিকাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মার ৪, শিবের ৪, বিষ্ণুর ৪	ব্রহ্মার এক হস্তে, শিবের এক হস্তে ও বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্তের একটীতে	রূপমণ্ডন আজমীর-যাদুঘরে রক্ষিত মূর্তি
বিশ্বরূপ	২০	বাম দিকের ৮ হস্তের একটীতে	
ধর্ম	৪	দক্ষিণের এক হস্তে	আদিত্যপুরাণ
দ্বাদশ আদিত্য ও নবগ্রহ:—			
রুদ্র	৪	পশ্চাতের দক্ষিণ হস্তের একটীতে	
সূর্য	৪	পশ্চাতের বাম হস্তের একটীতে	
ঐ	৪	সম্মুখের দক্ষিণ হস্তের একটীতে	এলোরার প্রস্তরমূর্তি

১৯ G. Rao : Elements of Hindu Iconography, pt. i. and ii ; শিল্পরত্ন—শিল্পবিধি।

দেবতার নাম	বাহুসংখ্যা	অক্ষমালা স্থাপন-নির্দেশ	গ্রন্থাদিতে উল্লেখ
বৃহস্পতি ও শুক্র	৪	চারিহস্তের এক হস্তে	
বৃহস্পতি	২	এক হস্তে	বিষ্ণুধর্মোত্তর
শনৈশ্চর		এক হস্তে	ঐ
শক্তিরূপী দেবীদের মধ্যে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী মহালক্ষ্মী	৪	ঐ	মার্কণ্ডেয়পুরাণ
ভদ্রকালী	১৮	ঐ	
মঙ্গলা, গৌরী, উমা, পার্বতী শ্রদ্ধা, ধৃতি, সরস্বতী	২ (প্রত্যেকের)	ঐ	
ত্রিপুরাভৈরবী	৪	ঐ	
কৃষ্ণা, ভদ্রা	৪ (প্রত্যেকের)	ঐ	
বালা সাবিত্রী, সরস্বতী	৪ প্রত্যেকের	দক্ষিণদিকের এক হস্তে	হলে.বিড়ুর প্রস্তর-মূর্তি
সরস্বতী	৪	ঐ	দেবীমাহাত্ম্য
ব্রহ্মাণী	৪, ২	পশ্চাতের বাম হস্তে(১), বাম হস্তে	সুপ্রভেদাগম
মহেশ্বরী	৪, ২	এক হস্তে, বাম হস্তে	
তোড়লা	২	ঐ	
শিবচন্দ্রশেখর	৪	ঐ	
গজাসুর-সংহারমূর্তি (শিব)	১০	দক্ষিণ হস্তের একটিতে	
আলিঙ্গন-চন্দ্রশেখর	৪	এক হস্তে	চালুক্য হরসন-মূর্তি
পাশুপত মহাদেব	৪	ঐ	
উমা-মহেশ্বর	মহেশ্বরের ৪	ঐ	
সংহার-মূর্তি—			
কামান্তক	৪	ঐ	উত্তরকামিকাগম, সুপ্রভেদাগম
গজান্তক-মূর্তি	১৬	ঐ	ঐ [ও পূর্বকারণাগম
শরভেশ-মূর্তি	৩২	দক্ষিণদিকের এক হস্তে	শ্রীতত্ত্বনিধি
ব্রহ্মশিরশ্ছেদ-মূর্তি, ভৈরব	৪	এক হস্তে	
অঘোর	৩২	দক্ষিণদিকের এক হস্তে	শিবতত্ত্ব-রত্নাকর
দক্ষিণা-মূর্তি—			দক্ষিণামূর্তি-উপনিষদ্
(বাগ-দক্ষিণা মহাদেব)			
ব্যাখ্যান-দক্ষিণা-মূর্তি	৪	পশ্চাদ্ভাগের দক্ষিণ হস্তে	
জ্ঞান দক্ষিণা-মূর্তি	৪	ঐ	
যোগ-দক্ষিণা	৪	ঐ	
অর্ধনারীশ্বর, হরিহর	অর্ধনারীশ্বরের ৪	এক হস্তে	
কঙ্কালের ঈশান, চণ্ডেশ্বর	৪ (প্রত্যেকের)	দক্ষিণ হস্তের একটীতে	
মহেশ	১০	ঐ	
অঘোর	৬	ঐ	
অজ	১৬	বামদিকের এক হস্তে	বিশ্বকর্ম-শিল্প
একপাদ ও অহির্বুধ্ন্য		ঐ	
বিরূপাক্ষ ও রৈবত		দক্ষিণদিকের এক হস্তে	
সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিকের)	৪	বামদিকের এক হস্তে	
তারকারি			শ্রীতত্ত্বনিধি
ব্রহ্মশাস্তা	৪	পশ্চাদ্দিকের একহস্তে	বল্লীকল্যাণসুন্দর
দিক্পালগণ	৪ হইলে	ঐ	
অষ্টবসু—			
ধর	৪ হইলে	পশ্চাদ্দিকের দক্ষিণ হস্তে	
ধ্রুব	ঐ	সম্মুখদিকের দক্ষিণ হস্তে	
অনিল	ঐ	পশ্চাদ্দিকের দক্ষিণ হস্তে	
অনল	ঐ	সম্মুখদিকের দক্ষিণ হস্তে	
অষ্টনাগ	২ হইলে (প্রত্যেকের)	দক্ষিণ হস্তে	

হিন্দুদিগের মত জৈন, শিখ ও বৌদ্ধদিগের ভিতরও মালার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

জৈন—জৈন গৃহস্থেরা 'নবকর' মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় সাধারণতঃ মালা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই মালার উপকরণ ধারণকারীর অর্থ ও সামর্থ্যানুসারে এবং যে উদ্দেশ্যে ধারণ করা হয় সেই উদ্দেশ্যের পোষক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। নির্ধন জৈনরা সাধারণতঃ তুলার বা চন্দন কাঠের গুটিকা ব্যবহার করিয়া থাকে। ধনশালী জৈনরা রক্তপ্রবাল স্ফটিক, কৃত্রিম নীলমণি, মরকত, মুক্তা, রৌপ্য ও স্বর্ণের গুটিকা ব্যবহার করিয়া থাকে।

জৈনরা নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, অষ্টমঙ্গলা ও অপরাপর দেবতাদিগের সন্তোষবিধানের জন্য যথাক্রমে লোহিত, পীত, সবুজ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের অক্ষ নিম্নলিখিত উপলক্ষে ব্যবহার করিয়া থাকে:—(১) শান্তিস্নাত্র, (২) অষ্টোত্তরী স্নাত্র (১০৮ বার দেবতার স্নান), (৩) অঞ্জন-শলাকা (মূর্তির উৎসর্গ,Ceremony of sanctifying images), (৪) চৈত্য-প্রবিশ (জৈনমন্দিরে প্রথম প্রবেশ), (৫) প্রতিষ্ঠা (দেব-প্রতিষ্ঠা)। তীর্থঙ্করদিগের গাত্রের বর্ণ পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে বলিয়া এই পাঁচ প্রকার বর্ণের অক্ষের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। লোহিতবর্ণ রক্তপ্রবালের, পীতবর্ণ স্বর্ণের, শ্বেতবর্ণ রৌপ্যের, শ্বেতমুক্তা বা স্ফটিকের, সবুজবর্ণ মরকতের, কৃষ্ণবর্ণ বা গাঢ় শ্যামবর্ণ 'অকিকলবাহে'র অক্ষের প্রতীক। তুলার গুটিকা শ্বেতবর্ণের প্রতীক নহে। পূর্বোক্ত দেবতাদিগের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া জৈনরা বিভিন্ন বর্ণের অক্ষ শাস্ত্রবর্ণিত উপায়ে কর-সাহায্যে জপ করিয়া থাকে; আবার শত্রুর ক্ষতি করিবার জন্য ও মারণ, উচাটন প্রভৃতির জন্য পূর্ববর্ণিত বর্ণের অক্ষ ব্যবহার করে। জৈনরা এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার গুটিকা ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহাদিগকে 'বোকেরক' বলা হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক মূল্যবান্ প্রস্তর প্রভৃতির অক্ষ সংগ্রহ করিতে না পারিলে অভাবকরে এই স্বল্প-মূল্যের গুটিকায় ৬, ৯, ১২, ১৮, ২৭, ৩৬ বা ৫৪টী জপ করিতে থাকে। এই সংখ্যাগুলির সমস্তই ১০৮এর গুণিতক।[২০] উপাসকের অক্ষের আকৃতির ও বৃহত্ত্বের উপর কার্যকারিতা ও গুণোৎকর্ষ ধরা হইয়া থাকে।[২১]

শিখ—শিখেরা পশমের গ্রন্থীর মালা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারাও ১০৮টী গ্রন্থী লইয়া মালা গ্রথিত করে। এই মালা সহজেই নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহারা ১০৮টী লৌহ-গুটিকার মালা গাঁথিয়া জপ করিয়া থাকে। গুটিকাগুলি পাতলা লৌহ-শৃঙ্খলের বা তারের দ্বারা গ্রথিত। শিখেরা আপন আপন মণিবন্ধেও অনেক সময় ২৭টী গুটিকার লৌহমালা ধারণ করিয়া থাকে। ইহার নাম 'লোহে কা সিমরনা'। এগুলি গোষ্ঠি-সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।[২২]

অক্ষমালা ও যাদুমন্ত্র—হিন্দুদিগের অক্ষের সহিত যাদুকরদিগের কুহকমন্ত্রের গুটিকাকে সমপর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে না, যদিও বহুস্থলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায়, দক্ষিণ মীর্জাপুরের 'বদিনট'দিগের আখড়ায় ব্যবহৃত পবিত্র 'নাগদমন'-যন্ত্রের কথা। সর্পদিগকে দমন বা বশীভূত করিবার এই যন্ত্রের শক্তি অসাধারণ। সর্পের হাড়ের মালা এই যাদুযন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে। যন্ত্রের সহিত একটী এইরূপ মালা থাকিলে ইহা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহারে তেমন ফললাভও হয় না। এইরূপ দুইটী মালা যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকিলে যন্ত্রটী পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সময়বিশেষে এই যন্ত্রের পূজাও হইয়া থাকে। ইহা হইতে প্রলম্বিত হাড়ের গুটিকা ব্যবহার করিয়া অনেক রোগী রোগমুক্ত হয়।[২৩] রোগীরা আপনাদের মণিবন্ধে ইহা ধারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সাপুড়িয়ারাও সর্প-দংশনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ও সর্পদিগকে নির্বীষ করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে খেলা দেখাইবার জন্য তাহাদের ব্যবহৃত 'তুবড়ী' নামক বাদ্যযন্ত্র হইতে পূর্বোক্তরূপ হাড়ের মালা ঝুলাইয়া রাখে। মুসলমান ফকিরেরাও সর্পের মেরুদণ্ড হইতে গুটি তৈয়ারী করিয়া উষ্ণীষে ধারণ করে এবং গুটির উপর গুরু-দত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সর্প-দংশন হইতে রক্ষা পায়। এইরূপ এক টুকরা সর্পের মেরুদণ্ডের গুটিকা ব্যবহার করিলে বাতগ্রস্ত রোগীর বাত আরোগ্য হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।[২৪] বাঙ্গালাদেশে ফকিরেরা 'শিবজটা' নামক গাছের শিকড় হইতে গুটি কাটিয়া মাদুলির ভিতর পুরিয়া বাতগ্রস্ত রোগীর আক্রান্ত অংশে বাঁধিয়া দেয়।

ভারতীয় বৌদ্ধ—বৌদ্ধেরা ১০৮টী গুটিকাযুক্ত মালা জপ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে উহারা ইহার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই ১০৮ সংখ্যাটী হিন্দুর ন্যায় বৌদ্ধদের নিকটও পবিত্র সংখ্যা। বুদ্ধের জন্মের সময় ১০৮ জন ব্রাহ্মণ জাতকের ভবিষ্যৎ-বার্তা বলিবার জন্য আহূত হইয়াছিল। ব্রহ্মীয় বুদ্ধদেবের পদচিহ্নের ১০৮টী অংশ আছে। তিব্বতের ধর্মগ্রন্থ 'কংগুর' ১০৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ; চীনদেশে শ্বেত-প্যাগোডার ১০৮টী স্তম্ভ আছে; চীনদেশে অপরাধীর শাস্তি-বিধানের জন্য ১০৮ প্রকার আঘাতের ব্যবস্থা আছে এবং জাপানে

২০ NINQ, iii, 84.

২১ Monier Williams : Modern India and the Indians, 113.

২২ J. N. Bhattacharya : Hindu Castes and Sects, 510.

২৩ NINQ, iii, 56.

২৪ W. Crooke : Things Indian, 408.

মৃত ব্যক্তিদের বার্ষিক উৎসবে সমুদ্র, হ্রদ বা নদীর তীরে ১০৮টী প্রীতিপ্রদ আলোক জ্বালাইয়া রাখা হয় এবং সাধারণতঃ ১০৮৲ টাকা গরীব-দুঃখীকে দান করা হয়। এই অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর ১৩ই জুলাই হইতে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ণ ১০৮ সংখ্যক গুটিকাবিশিষ্ট মালার পরিবর্তে বৌদ্ধেরা কখন কখন অল্প সংখ্যক গুটিকার মালাও ব্যবহার করিয়া থাকে; গুটিকার সংখ্যা বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের জপমালার ভিতর বড় একটা পার্থক্য নাই, তবে অর্থশালী বৌদ্ধেরা মূল্যবান্ প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যের গুটিকার মালা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা ফিরোজা, প্রবাল, রজন, রৌপ্য, মুক্তা ও অন্যান্য মণিমাণিক্য ব্যবহার করিয়া থাকে। দুঃস্থ লোকেরা কাষ্ঠ, স্বচ্ছ স্ফটিক-প্রস্তর, বার্তাকীয় ফলের (Berry) আঁটি বা হাড়ের গুটি প্রস্তুত করিয়া মালা গাঁথিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই ৩০।৪০টী গুটি লইয়া মালা গাঁথে।

এই সমুদয় জপমালা ব্যতীত বর্মা, তিব্বত, চীন, কোরিয়া ও জাপান দেশের বৌদ্ধেরা এবং খ্রীষ্টান, ইহুদী ও মুসলমানেরা যে ভাবে মালা জপ করিয়াথাকে তাহার বিবরণ 'মালা' শব্দে দ্র°।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অক্ষমালা$_{৩}$—১ বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী। ইনি অধম চণ্ডালকুলে উৎপন্না। 'অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।'—মনু° ৯. ২৩। ২ অক্ষের (=সপ্তর্ষিনক্ষত্রচক্রের) মালারূপা। সপ্তর্ষিমণ্ডলে অরুন্ধতী বশিষ্ঠের নিকট মালারূপে অবস্থিতা বলিয়া তাঁহাকে অক্ষমালা বলা হইয়া থাকে। ৩ তীর্থ-বি°।

অক্ষমালাপ্রতিষ্ঠা—অক্ষমালা-সম্বন্ধে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি-বিষয়ক গ্রন্থ।—Burnell, 1486.

অক্ষমালিকা—রুদ্রাক্ষাদিনির্মিত মালা, জপমালা।

অক্ষমালিকোপনিষদ্ — গ্রন্থ-বি°।—Io. 3183; L. 436; Burnell, 59; Haug. 44; Bhr. 487.

অক্ষমালিনী—অক্ষমালাপরিহিতা ঋষি°॥

অক্ষমালী—[পু—মালিন্]—যাহার অক্ষমালা আছে, শিব।—ব্রহ্মপু° ৩০. ২০৬।

অক্ষয়$_{১}$,—[ন=অ (নাই) ক্ষয় (বিনাশ) যাহার—নঞ-বহু°; স্ত্রী—া] বিণ, ১ যাহার ক্ষয় নাই, ক্ষয়রহিত, অবিনশ্বর, কল্পান্তস্থায়ী। ২ অশেষ, অনন্ত, নিরবচ্ছিন্ন, যাহা কখনও ফুরায় না। 'স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা'—মনু° ৩. ৭৯, ২০২, ২৭৩, ২৭৫; ৪. ২৩, ২২৬; ৬. ৬৪, ৯৭; ৭. ৮২, ৮৩; ৮. ৩৪৪। ৩ যাহার ক্ষয় (=বাসস্থান) নাই, দরিদ্র, বাসহীন॥ বাচ°॥ ৪ [বা°] নীরোগ; মৃত্যুহীন। ৫ [জ্যো°] বৃহস্পতি ষষ্টিসংবৎসরের বিংশ বর্ষের নাম। ৬ [বা°] অক্ষয়বট। ৭ পর্বত-বি°।

অক্ষয়$_{২}$, অক্ষয়কুমার—রাবণের অন্যতম পুত্র। মন্দোদরীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। হনুমান্ যখন সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গিয়া রাবণের প্রমোদবন নষ্ট করিতে আরম্ভ করেন, তখন রাবণের আদেশে অক্ষয়কুমার হনুমান্‌কে দমন করিতে আসিয়া হনুমানের হস্তে নিহত হন।—রা° সু° ৪৭. ১-৩৬।

অক্ষয়কীর্ত্তি—চিরস্থায়ী যশ, যে খ্যাতি কখনও নষ্ট হয় না, অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

অক্ষয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পাণ্ডব-বিলাপ নাটক (কলিকাতা, ১৮৮১ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার ঘোষ$_{১}$—নিবাস, বর্দ্ধমান জেলা। জাতি, গোপ। বহু হাস্য-কবিতার রচয়িতা। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ এবং বাঙ্গালা গদ্য-রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উড়িষ্যাবাসী কায়স্থ-কবি সুন্দরদাসের কবির দলের বাঁধনদার [সুন্দরদাস দ্র°]। পুত্র, প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা নটবর ঘোষ [নটবর ঘোষ দ্র°]।

অক্ষয়কুমার ঘোষ$_{২}$—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কাকলী। কবিতাপুস্তক। পৃঃ ৭২, কলিকাতা, ১৯১৬ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিলাতী কৃত (প্রহসন। পৃঃ ১+৩৩, কলিকাতা, ১৯০৬খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়$_{১}$—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব, আমরা ও বিশ্বজগৎ।

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়$_{২}$—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—ভট্টাচার্য-পরিবার (উপন্যাস। পৃঃ ১৯০, কলিকাতা, ১৯০৩ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার চৌধুরী— নাট্যকার। গ্রন্থ—দুর্গাবতী (ঐতিহাসিক নাটক। পৃঃ ১০৪, ১৮৭৪ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার দত্ত—সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও পত্রিকা-সম্পাদক। জন্ম—(চুপী, নবদ্বীপের নিকট), ১লা শ্রাবণ, ১২২৭ বঃ; মৃত্যু—(বালী), ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩ বঃ। পিতা—পীতাম্বর দত্ত; মাতা—দয়াময়ী। শিক্ষা—বাল্যে স্বগ্রামের পাঠশালায়, ১০ম বর্ষ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম খিদিরপুরে মিশনারী বিদ্যালয়ে ও পরে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'তে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর পিতার মৃত্যু হইলে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং নিজেই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নানা গ্রন্থ পড়িতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত 'প্রভাকরে' ইঁহার রচনা প্রথম প্রকাশিত হইলে ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত পরিচয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্রই ইঁহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় যোগদান এবং ১২৪৭ বঃ তত্ত্ববোধিনী-পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থ-বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত(বেতন প্রথমে ৮৲ পরে ১৩৲ টাকা হয়)। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'অ. কু. দ.' নাম ব্যবহার করিয়া ইনি প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। ১২৪৯ বঃ অক্ষয়কুমার অনেক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া 'বিদ্যাদর্শন' নামক মাসিকপত্র' সম্পাদন করেন। পত্রখানি মাত্র

ছয় মাস চলিয়াছিল। 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র সহকারী-সম্পাদক (১২৫০-৫২ বঃ); উক্ত পত্রিকার সম্পাদক (১২৫২—৬২ বঃ), মাসিক বেতন ৬০৲। এই সময়ে ইনি নানা-বিষয়িণী বিদ্যার এবং ফরাসী, জর্মান প্রভৃতি ভাষার অনুশীলন করেন। 'তত্ত্ববোধিনী-সভা'র কার্য ত্যাগ করিয়া ইনি 'কলিকাতা নর্মাল স্কুলে'র প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন (১২৬২ বঃ)—বেতন ১৫০৲ টাকা। কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগর নামক স্থানে 'নীতিতরঙ্গিণী-সভা'র মধ্যে মধ্যে ইনি প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। ইনি নিরামিষাশী ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন (১২৫০ বঃ)।

গ্রন্থাবলী—ভূগোল (পৃঃ ২+৭৫, কলিকাতা, ১২৪৭ বঃ); চারুপাঠ (১ম সং-১ম ভাগ-১২৫৮, ২য় ভাগ-১২৬১ ও ৩য় ভাগ-১২৭০ বঃ); বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, (১ম ভাগ-১২৫৮ ও ২য় ভাগ-১২৫৯ বঃ); বাষ্পীয় উপদেশ (রেল-যাত্রীদের প্রতি উপদেশ। পৃঃ ২০, কলিকাতা, ১২৬১ বঃ); ধর্মোন্নতি সংশোধন-বিষয়ক প্রস্তাব (পৃঃ ২৩, শক ১৭৭৭ বা ১৮৫৫ খ্রীঃ): পদার্থবিদ্যা (১২৬৩ বঃ): ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, (১ম ভাগ-১ম সং-১৮৭০ খ্রীঃ, অষ্ট সং-১৯১১ খ্রীঃ ও ২য় ভাগ-১২৮৯ বঃ); ডেভিড হেয়ার-সম্বন্ধে বক্তৃতা (১৮৭৫ খ্রীঃ); ধর্মনীতি (১২৮৩ বঃ); প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা (ভূমিকা ও টিপ্পনী-সহ অক্ষয়কুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র রজনীনাথ দত্ত-কর্তৃক সম্পাদিত। পৃঃ ২০৯, কলিকাতা ১৩০৮ বঃ)।

রচনা-রীতি—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন বাঙ্গালাভাষায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময়ে যে সমুদয় মনীষী সেই অনুশীলনে ব্রতী হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনা বঙ্গভারতীকে শ্রী-মণ্ডিত করিয়াছে। আধুনিক গদ্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যসেবাতেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির ইতিহাসে তাঁহার কীর্তি ও দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচনার গাম্ভীর্য ও চিন্তাশীলতা তাঁহাকে পণ্ডিত-সমাজে চির-বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালাভাষার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার পূর্বেই অক্ষয়কুমার বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১২৪৭ বঃ তাঁহার 'ভূগোল' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে তিনি আরও কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন। কেবল সাহিত্যসেবা ও গ্রন্থ-রচনা করিয়াই তিনি বঙ্গভাষার সেবা করেন নাই, সংবাদ-পত্রের সেবা করিয়াও তিনি জনমত গঠনের সহায়তা করেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি এক জন বিশিষ্ট সাংবাদিকও ছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র তিনি এক জন সম্পাদক ছিলেন। সংবাদ-সাহিত্যের ভিতর এ পত্রিকার স্থান অত্যন্ত উচ্চে ছিল। শক্তিশালী অক্ষয়কুমারের রচনা-সম্ভারে ইহা বিশেষ শক্তি ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। দেশের ও দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় জীবনের বিবিধ প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের কথা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় স্থান পাইয়াছে। ওজস্বিনী ভাষা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণদ্বারা তিনি জনসাধারণের মতকে তাঁহার মতের দিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। ইঁহার স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা দেশবাসীর প্রাণে অনেক সময়েই উত্তেজনা ও বলের সঞ্চার করিত।

সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য, কিন্তু সেই ঈশ্বরচন্দ্রই বলিয়াছেন —'অগ্রে যাহাকে শিষ্যপদে অভিষিক্ত করিয়াছি তাহাকে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করি'।

দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হন। দশবৎসর কাল ধরিয়া অক্ষয়কুমার ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, ধর্মনীতি, মনস্তত্ত্ব এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণা-মূলক প্রবন্ধসকল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে'র ১ম ভাগে ১০৬ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকায় বহু জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উইলসন সাহেবের Asiatic Researches গ্রন্থমালায় প্রকাশিত Religious Sects of Hindoos নামক প্রবন্ধ-অবলম্বনে অক্ষয়কুমার এই ১ম ভাগ রচনা করেন। তিনি ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি হিন্দু উপাসক-সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়া দুই ভাগে প্রচার করেন। ২য় ভাগে ২৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করিয়া ইউরোপ ও এশিয়ার ভাষা ও ধর্ম-সম্বন্ধে সমতা-স্থাপনের এবং হিন্দুদিগের ধর্ম ও সংস্কৃতির সর্ব দিক্ হইতে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা করেন। ইহাতে তাঁহার যে গভীর জ্ঞানবত্তার ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রশংসার যোগ্য।

অক্ষয়কুমারের গদ্যভঙ্গীর একটী বৈশিষ্ট্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁহার ভাষা বিশেষভাবেই সংস্কৃতবহুল, তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত রীতিরই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য তাঁহার গদ্যরচনায় যেমন একদিকে দৃঢ়তা, শক্তি ও সংযম আছে, অপর-দিকে তেমনই মাধুর্য ও সরসতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়। অক্ষয়কুমারের ভাষার

কথ্যভাষার স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার রচনায় গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু লালিত্য বড় পাওয়া যায় না। অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে লঘু রচনার স্থান নাই, হাস্য-রসের অবতারণা করিয়া রচনাকে সরস করিতে তাঁহাকে বড় দেখা যায় না—তবে কোথায়ও শৈথিল্য বা দুর্বলতারও পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি বাঙ্গালাভাষাকে বিশেষভাবেই শক্তিশালী ও তেজস্বী করিয়া গিয়াছেন। এই রচনায় যে দৃঢ় মেরুদণ্ড আছে, তাহা সকলকেই এক-বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। অক্ষয়-কুমারের তেজোময় ব্যক্তিত্বের সহিত তাঁহার সুবিস্তৃত গদ্যভঙ্গীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাঁহার অন্তরে যে উন্নত পুরুষোচিত মহত্ত্বাব ঊর্ধ্ব-শিখায় জ্বলিতেছিল তাহাই তাঁহার রচনায় সগৌরবে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীরমেশ বসু

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নবসন্দর্ভ (৪র্থ সং-পৃঃ ১ + ৭৭, ঢাকা, ১৯১০ খ্রীঃ); পুণ্যগাথা (৫র্থ সং-পৃঃ ৩৪, কলিকাতা, ১৯১৩ খ্রীঃ); বঙ্কিমচন্দ্র; সন্দর্ভচন্দ্রিকা (ষষ্ঠ সং-পৃঃ ১ + ৮ + ২০৯, কলিকাতা, ১৯১৪ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য (কবিতাপুস্তক। পৃঃ ৯, কলিকাতা, ১৯১৫ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অভিমন্যু-বধ যাত্রা (১ম সং-পৃঃ ৬০, ১২৮৪ বঃ; ২য় সং পৃঃ ৬৮, কলিকাতা, ১৮৭৮খ্রীঃ); তরণীসেন-বধ যাত্রা (পৃঃ ৫৩, কলিকাতা, ১৮৭৮ খ্রীঃ; ৪র্থ সং-পৃঃ ৫৮, কলিকাতা, ১৮৮২ খ্রীঃ); দেবগণের গঙ্গাস্নান (প্রহসন। পৃঃ১৪৩, কলিকাতা, ১৯১০ খ্রীঃ); মেঘনাদ-বধ নাটক (২য় সং-পৃঃ ৯৪, কলিকাতা, ১৮৮০ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার নন্দী—গ্রন্থকার ও পত্রিকা-সম্পাদক। গ্রন্থ—ইউরোপে তিন মাস। সম্পাদিত মাসিকপত্র—মাতৃমন্দির (সুরবালা দেবী সহ। ১৩৩০ হইতে সম্পাদিত)।

অক্ষয়কুমার বড়াল—বঙ্গভাষার প্রথিত-যশা কবি। জন্ম—১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতার চোরবাগান-পল্লীর শ্রীনাথ রায় নামক গলিতে (এই রাস্তা এখন নাই—বর্তমান চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর অংশ-বিশেষ)। মৃত্যু—১৩২৬ বঃ, শ্রাবণ মাসে। পিতা, কালীচরণ বড়াল। জাতি, সুবর্ণবণিক। কবিগুরু বিহারিলাল চক্রবর্তীর শিষ্য। ইনি কলিকাতা 'হেয়ার স্কুলে' শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। আপনার চেষ্টায় অধ্যয়ন করিয়া ইনি জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। সওদা-গরী অফিসে চাকরী করিয়া অবসর সময়ে ইনি কাব্যচর্চা করিতেন।

রচিত কাব্যগ্রন্থ—প্রদীপ (১ম খণ্ড কাব্য। ১ম সং-১২৯০বঃ,চৈত্র; ২য় সং-১৩০০

বঃ, আশ্বিন; ৩য় সং-১৩১১ বঃ, ফাল্গুন); কনকাঞ্জলি (১ম সং-১২৯২ বঃ; ২য় সং-১৩০৪ বঃ, বৈশাখ); ভুল (১২৯৪ বঃ); শঙ্খ (১ম সং-১৩১৭ বঃ, আশ্বিন; ২য় সং-১৩২০ বঃ, আশ্বিন); এষা (পৃঃ ৯ + ১৩৭, ১৩১৯ বঃ, শ্রাবণ—পত্নী-বিয়োগের পর তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে রচিত)। ইঁহার প্রথম কবিতা 'রজনীর মৃত্যু' (১২৮৯ বঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত)। পান্থ (ওমারখৈয়ামের অনুকরণে রচিত। ১৩১১ ও ১৩১৮ বঃ; 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। এইখানি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই)। 'চণ্ডীদাস' নাটকের চারি অঙ্ক রচনা করেন, কিন্তু নাটকখানি প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। শেষরচনা—স্বজাতি-সম্ভাষণ (সুবর্ণ-বণিক-সম্মিলনের চুঁচুড়া অধিবেশনে পঠিত)।

অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ঔপ-ন্যাসিক। গ্রন্থ—ঠাকুর মহাশয়ের সংসার (উপন্যাস। পৃঃ ৪২৭, কলিকাতা, ১৯০৩খ্রীঃ); গণক অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যক ব্যবহারো-পযোগী হিসাব (পৃঃ ২ + ৯২, ১২৮৩ বঃ)।

অক্ষয়কুমার বসু—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—নির্মলা, নিরুপমা প্রভৃতি।

অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ—গ্রন্থ-কার। গ্রন্থ—বঙ্গীয় সাহিত্য-সমালোচনী, (১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৮৯৫ খ্রীঃ) চাণক্য-শ্লোক (মূল ও বঙ্গানুবাদসহ। পৃঃ ৮৮, কলিকাতা, ১৯০৯ খ্রীঃ); হিতোপদেশ (পৃঃ ৩৬, কলিকাতা, ১৯১৩ খ্রীঃ); সংস্কৃত অনুবাদ-শিক্ষা (পৃঃ ২ + ৩ + ২২০, কলিকাতা, ১৯১২ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার মজুমদার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গণিত-বোধ(১ম সং-পৃঃ ৩৮, ১৮৭৩খ্রীঃ; ২য় সং-পৃঃ ৮৪, ১৮৭৭ খ্রীঃ; ৩য় সং-পৃঃ ৪ + ৯৪, ১৮৭৮ খ্রীঃ; ৪র্থ সং-পৃঃ ১২৪, ১৮৮৯, কলিকাতা)।

অক্ষয়কুমার মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মরণে বরণ (নাটক। পৃঃ ২ + ১২৮, কলিকাতা, ১৯১৫ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—বাঙ্গালাদেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। জন্ম—১লা মাঘ, শুক্রবার, ১২৬৮ বঃ নদীয়া জেলার নওয়া-পাড়ার সিমলা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৬ বঃ, ২৭এ মাঘ। পিতা—মথুরানাথ মৈত্রেয়, মাতা—সৌদামিনী দেবী। বারেন্দ্র-শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। মাতা রাজসাহীর বাগচী-বংশীয়া। জন্মের অব্যবহিত পরে ইনি মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত হন কিন্তু এক ধাত্রী নানারূপ প্রক্রিয়ায় ইঁহাকে রক্ষা করেন। মৈত্রেয়-বংশের আদি-নিবাস রাজসাহী জেলার গুড়-নই গ্রামে। ইঁহার পিতামহী পুত্রকন্যাসহ প্রথম কুমারখালিতে আগমন করেন। ইনি কখনও রাজসাহীতে আবার কখনও বা কুমারখালিতে বিদ্যাচর্চা করিতেন। জলধর

সেন ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ইঁহার বাল্যসহপাঠী ও কাঙাল হরিনাথ ইঁহার সাহিত্যগুরু। কাঙাল হরিনাথ মথুরানাথের বন্ধু ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের স্মৃতি লইয়া, যাহাতে ইঁনিও তাঁহার মত সাহিত্যসেবী হইয়া উঠেন, সেই জন্য ইঁহারও নামকরণ হরিনাথ অক্ষয়কুমার করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ রামপুর বোয়ালিয়া গভর্নমেন্ট স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি পান। অতঃপর রাজসাহী কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। অনন্তর বি-এ পরীক্ষা দিয়া এম-এ পড়িতে থাকেন; কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ এম-এ পাঠ ত্যাগ করিয়া বি-এল পাশ করিয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ হইতে রাজসাহীতে ওকালতী করিতে থাকেন।

ইঁহার ন্যায় তেজস্বী লেখক, স্পষ্টবাদী ও গভীর ঐতিহাসিক গবেষক বঙ্গসাহিত্যে বিরল। প্রথমে ইনি কবিতা লিখিতেন। রাজসাহীর 'হিন্দুপত্রিকা' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্তায়' ইঁহার কবিতাবলী প্রকাশিত হইত। রাজসাহী কলেজে এফ-এ অধ্যয়নকালে প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া বিশেষরূপে বাদানুবাদের পর মেকলের ক্লাইভ ও হেস্টিংসের গ্রন্থের বহু ভ্রমাত্মক তথ্যের সংশোধন করেন। ইহার জন্য ইঁহাকে বহু গ্রন্থের অনুশীলন করিতে হইত। এই সময় হইতেই ইঁহার অনুসন্ধিৎসু-বৃত্তির স্ফুরণ হইতে দেখা গিয়াছিল। ইঁহার ঐতিহাসিক ও আখ্যায়িকা-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে 'রাণী ভবানী,' 'সিরাজউদ্দৌলা,' 'সীতারাম,' 'মীর কাসিম' (জীবনী। পৃঃ ২+২+২+৩৬, কলিকাতা, ১৯১৩ খ্রীঃ); 'গৌড়লেখমালা' (১ম সং-১৯১২ খ্রীঃ; ২য় সং-১৯১৬ খ্রীঃ); 'গৌড়রাজমালা' (রমাপ্রসাদ চন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ১+৮+১৮+৭৪+৪৫, কলিকাতা, ১৯১২ খ্রীঃ); 'ফিরিঙ্গী বণিক'; 'অজ্ঞেয়বাদ'; 'Gaur under the Hindus'; 'Pal Kings of Bengal' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। সম্পাদিত মাসিক পত্র—'ঐতিহাসিক চিত্র' (কলিকাতা, ১৮৯৯ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ)। সাধনা, ভারতী, সাহিত্য ও Journal of the Asiatic Society-তে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ইনি সি-আই-ই উপাধি পান এবং বহুবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ইনি এক জন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং বহু জনহিতকর কার্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সমুদয় গুণ ব্যতীত ইনি ক্রিকেট খেলা, চিত্রাঙ্কণ ও রেশমশিল্পের কার্যে নিপুণ ছিলেন। রাজসাহীতে 'বেণীসংহার,' 'শকুন্তলা' প্রভৃতি সংস্কৃত অভিনয়ের ইনি প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। মদনগোপাল গোস্বামী, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, অধ্যাপক হরিনাথ বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ সেই অভিনয় দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া ইঁহাকে অভিনন্দন দেন। ইনি এরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন যে, প্রত্যহ মাতাকে প্রণাম না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অক্ষয়কুমার রায়—নাট্যকার। গ্রন্থ—নাদিরশাহ (ঐতিহাসিক নাটক। পৃঃ ২০২, ঢাকা, ১৯১৪ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ (প্রমথনাথ তর্কভূষণ-সহ। পৃঃ ২০+৪২৪, কলিকাতা, ১৯১৩ খ্রীঃ)। বেদান্ত-সংক্রান্ত বক্তৃতা (২য় বক্তৃতা। কলিকাতা, ১৯১৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি।

অক্ষয়কুমার সরকার—কবি। গ্রন্থ—তারকসংহার কাব্য (৯সর্গে সমাপ্ত। পৃঃ ১৪৪, ১২৯৫ বঃ)।

অক্ষয়কুমার সাধু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঘরেই বহু চিনে (প্রহসন। পৃঃ ৩৪, কলিকাতা, ১৮৭১ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার সাহা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বঙ্গের মহোৎসব (কবিতাপুস্তক। পৃঃ ৩৪, কলিকাতা, ১৮৭৫ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমার সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রামকৃষ্ণ পুঁথি (১ম সং-পৃঃ ৫৭৯, ১৯১৪ খ্রীঃ; ২য় সং-পৃঃ ২+৫৭৯, কলিকাতা, ১৯১৪ খ্রীঃ); পদ্যপরিচয় (কবিতাপুস্তক। পৃঃ ১২, কলিকাতা, ১৮৭৮ খ্রীঃ)।

অক্ষয়কুমারী দেবী—গ্রন্থকর্ত্রী। গ্রন্থ—পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস (কলিকাতা, ১৩০৪ বঃ); বৈদিক যুগ (কলিকাতা, ১৯৩০ খ্রীঃ)।

অক্ষয়গুণ—[ন = অ (নাই) ক্ষয় গুণ যাহার —নঞ্-বহু°] বিণ, ১ চিরস্থায়ী গুণ আছে যাহার, অবিনাশী গুণবিশিষ্ট possessing imperishable qualities ॥ মনি° ॥ ২ শিব।

অক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সমাজ-রহস্য (পৃঃ ৩+৯১, কলিকাতা, ১৮৭২ খ্রীঃ)।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—সুপ্রসিদ্ধ লেখক, পত্রিকা-সম্পাদক ও সমালোচক। জন্ম—চুঁচুড়া (হুগলী), ১২৫৩, বঃ; মৃত্যু,—১৩২৪ বঃ। পিতা—রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর [গঙ্গাচরণ সরকার দ্র°]। শিক্ষা—প্রবেশিকা-পরীক্ষা, ১৮৬৩ খ্রীঃ (হুগলী কলিজিয়েট স্কুল); এফ-এ,১৮৬৫খ্রীঃ; বি-এ,১৮৬৭খ্রীঃ (হুগলী কলেজ); বি-এল,১৮৬৮খ্রীঃ (প্রেসিডেন্সি কলেজ)। বিবাহ—সপ্তদশ বর্ষে। কর্মজীবন

—শিক্ষাকার্য শেষ হইলে ইনি বহরমপুর-কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ইঁহার বন্ধুতার সূত্রপাত। অতঃপর 'বঙ্গদর্শনে' নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। ১২৮০ বঃ ১১ই কার্ত্তিক সাপ্তাহিক 'সাধারণী' প্রকাশ। মাসিক 'নবজীবন' (কলিকাতা, ১২৯১) ও 'নববিভাকর-সাধারণী' (কলিকাতা, ১২৯৩)। দিল্লীর দরবারে আমন্ত্রিত (১৮৭৭ খ্রীঃ)। ১২৯৭ বঃ পত্নী-বিয়োগ। এক জন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, —ইনি হিন্দুজাতির উন্নতির জন্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থান সর্বাগ্রে আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, চুঁচুড়া, ১৩১৮ বঃ। মূল সভাপতি—ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, চট্টগ্রাম, ১৩১৯ বঃ। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সদস্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি (১৩২০ বঃ)। চুঁচুড়ায় চতুষ্পাঠী-স্থাপন। জ্যেষ্ঠপুত্র অমরচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইহার নাম-করণ হয় 'অমর-চতুষ্পাঠী'। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যশিষ্য এবং মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গবাসী-সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সাহিত্য-গুরু।

গ্রন্থাবলী—প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ (১২৮১ বঃ); শিক্ষানবিশের পদ্য (বায়রন প্রভৃতি ইংরেজ কবির কবিতা অবলম্বনে লিখিত পদ্য। পৃঃ ৫৬, চুঁচুড়া, ১২৮১ বঃ); সমাজ-সমালোচনা, ১ম ভাগ ('বঙ্গদর্শন' হইতে পুনর্মুদ্রিত সামাজিক রচনা। পৃঃ ৪৭, চুঁচুড়া, ১২৮১ বঃ); কবিকঙ্কন-চণ্ডী (পৃঃ ১৩+৮০০, চুঁচুড়া, ১২৮৫ বঃ); গোবিন্দদাস-কৃত পদাবলী (পৃঃ ২+২১২, চুঁচুড়া, ১২৮৫ বঃ); চণ্ডীদাস-কৃত পদাবলী (পৃঃ ১৫৯, চুঁচুড়া, ১২৮৫ বঃ); বিদ্যাপতি-কৃত পদাবলী (পৃঃ ২২০, চুঁচুড়া, ১২৮৫ বঃ), গোচারণের মাঠ (পদ্য। ১২৮৫-৮৭ বঃ); সংক্ষিপ্ত রামায়ণ (১২৮৯ বঃ); হাতে হাতে ফল (১২৯১ বঃ); প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ, ২য় ভাগ (১২৯১ বঃ); পিতা-পুত্র ('বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' ১ম ভাগের অন্তর্গত—আত্ম ও পিতৃজীবনী (১৩১১ বঃ); সনাতনী (পৃঃ ৪+২+১৭৬, কলিকাতা, ১৩১৭ বঃ); কবি হেমচন্দ্র (১৩১৮ বঃ); মোতি-কুমারী (Haggard-এর 'Pearl Maiden' নামক উপন্যাসের ভাবানুবাদ এবং কয়েকটী ছোট গল্প ও সমাজ-চিত্র। ১৩২৪ বঃ); মহাপূজা ('সাধারণী' ও 'নবজীবন' হইতে সঙ্কলিত প্রবন্ধাবলী। ১৩২৮ বঃ); রূপক ও রহস্য (১৩৩০ বঃ); সাহিত্য-পাঠ (১৩৩১ বঃ)।

রচনা-রীতি—অক্ষয়চন্দ্রের রচনা-রীতি-সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য বিষয় তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি অকপট অনুরাগ। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শেই তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ভাষার সরলতা, সরসতা এবং সাবলীল ভঙ্গীর জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় বন্দনাগীতি 'বন্দেমাতরম্' বাহির হইবার পূর্বেই 'দশমহাবিদ্যা'র ভারতমাতার বন্দনাগীতি তাঁহার গভীর স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়াছিল। 'হেমচন্দ্রে'ও তিনি স্বাদেশিকতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতেও তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে—সনাতন হিন্দুর আর্যভূমিকে বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা অধিকতর আপনার বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতের হিন্দুই তাঁহার স্বজাতি ছিল।

বাঙ্গালাভাষা অক্ষয়চন্দ্রের প্রাণের মতই প্রিয় ছিল। বাঙ্গালীর রচনা-রীতিতে লিখিতেন বলিয়াই তাঁহার ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা। তিনি প্রচলিত দেশীয় ভাষা কখনও পরিত্যাগ করিতেন না—সংস্কৃত শব্দের পার্শ্বেই উহাকে স্থান দিয়া তাঁহার রচনার সরসতা ও শক্তি বর্ধন করিতেন। সাহিত্যে প্রচলিত শব্দ বর্জন করা তাঁহার নীতি-বিরুদ্ধ ছিল। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার রচনায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় আর একটী গুণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার রচনায় দূরদর্শিতা, অসাধারণ বিচার-বিশ্লেষণ-শক্তি এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি নিজের মতামত নির্ভয়ে প্রচার করিতেন। তাঁহার স্পষ্টবাদিতা এবং ভাষার উপর অসাধারণ অধিকারের জন্যই তিনি বাঙ্গালার সাহিত্য-জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে 'বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রবাহ'-প্রসঙ্গে তিনি রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'ভাষার তেজ, আবেগ; বল, জীবন, প্রাণ আনিতে বা রাখিতে হইলে লিখিত ভাষার কথিত ভাষার অধিকতর সংস্রব রাখিতে হইবে। সকল বিষয়েই আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, ভাষায় বা সাহিত্যে একটু প্রাণ রাখিতে বা আনিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা ক্রমে সকল বিষয়েই প্রাণ পাইতে পারি।...লিখিত-ভাষা যত কথিত-ভাষার সহিত কাছাকাছি থাকিবে ততই লিখিত ভাষায় জীবন পাওয়া যাইবে। লিখিত-ভাষা কথিত-ভাষাকে যত দূরে ফেলিয়া রাখিবে, ততই আপনি জীবন হারাইবে। দেবভাষা দেবকার্যের, পিতৃকার্য্যের জন্য থাকুক, আমাদের ব্যাবহারিক কার্যে সাহিত্য-চর্চায় বাঙ্গালীর প্রাধান্য রক্ষিত হউক।...ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে, তাহা সাধা-

রণের বোধগম্য করা আবশ্যক; আর তাহাকে সুন্দর করিতে হইলে, তাহাতে রস সংযোগ করা আবশ্যক। রসময়ী ভাষাই সাহিত্যের আধার।' এই কয়টী কথার মধ্যেই অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-রীতির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ

অক্ষয়চরণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনোরম্য ইতিহাস, (১৮৮৩ খ্রীঃ)।

অক্ষয়তা, অক্ষয়ত্ব—[অক্ষয় + তা (ভাবে), ত্ব] চিরস্থায়িত্ব, নিত্যত্ব, বিনাশ-রাহিত্য॥ মনি° ॥

অক্ষয়তূণ—[অক্ষয় (ক্ষয়হীন) যে তূণ—কর্মধা°] যে তূণের বাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যাহার বাণ ফুরায় না।' 'অক্ষয্যমহেষুধি।' খাণ্ডবদহনে অর্জুন অগ্নিদেবের নিকট হইতে এইরূপ দুইটী (= অক্ষয্য মহেষুধি) 'অক্ষয়তূণ' প্রসাদস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন।—মহা° আদি° ২৫১. ৯, ২২, ৩২।

অক্ষয়তৃতীয়া—[তৃ° তি° নাম—অখা-তীজ, অখতুজ—অখতীজ (বোম্বাই), অছে-তীজ—অছে তিরতিয়া (ভাগলপুর), অখর-তীজ (পাটনা), অখরতিজিয়া (গয়া)] পুণ্যতিথি-বি° ; ব্রত-বি°। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথি 'অক্ষয়তৃতীয়া' নামে প্রসিদ্ধ। (ক) শাস্ত্রানুসারে[১] অক্ষয়তৃতীয়ায় সত্যযুগের উৎপত্তি। পঞ্জিকারগণ[২] ইহা স্বীকৃত। অক্ষয়-তৃতীয়া-রাত্রির প্রথম যামে পরশুরাম রেণুকার গর্ভ হইতে অবতীর্ণ হন।[৩] সেইজন্য অক্ষয়-তৃতীয়ায় 'পরশুরাম জয়ন্তী'। (খ) পুরুষ হইতে নানাবিধ উৎপত্তি-প্রসঙ্গে যবোৎপত্তির কথা উপনিষদে পাওয়া যায়।[৪] পুরাণ[৫] এই যবের সৃষ্টি অক্ষয়তৃতীয়ায় হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নিবন্ধকারগণ[৬] বোধ হয় সেই-জন্য ব্রহ্মপুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

'তস্যাং কার্যো যবৈর্হোমো যবৈর্বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ।
যবান্ দদ্যাদ্ দ্বিজাতিভ্যঃ প্রযতঃ
প্রাশয়েদ্ যবান্ ॥'

নিবন্ধকারগণ বলেন, ভগীরথ এইদিন গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন।[৭] গঙ্গানয়ন ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া অক্ষয়তৃতীয়া-দিবসে শিব, কৈলাস, হিমালয়, গঙ্গা ও ভগীরথ-পূজার বিধি নিরূপিত হইয়াছে। নিবন্ধকারধৃত ব্রহ্মপুরাণবচন[৮]—

'পূজয়েচ্ছঙ্করং গঙ্গাং কৈলাসঞ্চ হিমালয়ম্।
ভগীরথঞ্চ নৃপতিং সাগরাণাং সুখাবহম্ ॥'

মৎস্যপুরাণ বলেন, এই তিথিতে উপবাস করিলে নিখিল সুকৃতসঞ্চয়ের অক্ষয় ফললাভ হইয়া থাকে। এই তিথি কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত হইলে প্রশস্ত হয়। এই সময় দান, হোম বা জপ যাহা কিছু করা যায় সকলই অক্ষয় হইয়া থাকে।

'বৈশাখশুক্লপক্ষে তু তৃতীয়া যৈরুপোষিতা।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি সর্বস্য সুকৃতস্য চ ॥
সা তথা কৃত্তিকোপেতা বিশেষেণ সুপূজিতা।
তত্র দত্তং হুতং জপ্তং সর্বমক্ষয়মুচ্যতে ॥
—মৎস্যপু° ৬৫. ২-৩।

'এই তিথিতে ব্রতকারিণী রমণীর সন্ততি ও সুকৃতি অক্ষয় হইয়া থাকে। অক্ষতদ্বারা স্নান করিয়া বিষ্ণুকে অক্ষত ও বিপ্রবর্গকে সুসংস্কৃত সক্তু দান করিয়া যথানির্দিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে মহাভাগ্যশালী হইয়া অক্ষয় ফল পাওয়া যায়।'—মৎস্যপু° ৬৫. ৪-৭।

স্কন্দপুরাণ (বিষ্ণু° বৈশাখ° ১৫) বলেন—'বৈশাখ মাসের তৃতীয়ার নাম অক্ষয়-তৃতীয়া। এই অক্ষয়তৃতীয়ায় বৃত্তিক্লিষ্ট ব্রাহ্মণকে সকৃৎপ্রসূতা গো দান কর। এইরূপ করিলে কোষপরিপূর্ণ হইবে।'[৯] এই পুরাণ (বিষ্ণু° বৈশাখ° ২৩) আরও বলিয়াছেন—

'যাহারা এই অক্ষয়তৃতীয়ার সূর্যোদয়ে প্রাতঃস্নান করে, তাহারা পাপনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে মানব এই পুণ্য তিথিতে দেব, পিতৃ ও মুনিগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে, তাহার সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত যজ্ঞ ও শত শ্রাদ্ধ করা হয়। যে সকল লোক অক্ষয়তৃতীয়ায় মধুসূদনের পূজা করিয়া তদীয় পুণ্যকথা শ্রবণ করে, তাহারা মুক্তি-ভাজন হয়। যে নর এই তিথিতে মধুরিপুর প্রীতির জন্য মনোজ্ঞ দান করে, মধুশাসনের শাসনে তাহার সেই দান অক্ষয়ফল প্রসব করিয়া থাকে। এই শুভদায়িনী পুণ্যতিথির দেবতা দেব, ঋষি ও পিতৃগণ—ইহাতে ধর্মকর্ম করিলে তাহা অক্ষয় হয় ও এই তৃতীয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণ এই ত্রিলোককেই তৃপ্তিদান করিয়া থাকে।'[১০]

---

১ 'বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং নবমী কার্তিকস্য চ। পঞ্চদশী চ মাঘস্য নভস্যে চ ত্রয়োদশী। যুগাদয়ঃ স্মৃতা হ্যেতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ।'—মৎস্যপু° ১৭. ৪-৫। 'বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া নবম্যসৌ কার্তিকশুক্লপক্ষে। নভস্য মাসস্য তমিস্রপক্ষে ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে। এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ ॥'—বিষ্ণুপু° ৩. ১৪. ১২-১৩।

'বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং জনার্দনঃ। যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চারব্ধবান্ কৃতম্ ॥'—নিবন্ধকারধৃত ব্রহ্মপু° (তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩১)' ; গদাধরপদ্ধতি (কালসার), পৃঃ ৭০-৭১ ; বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২৫০)।

২ 'বৈশাখ-শুক্লপক্ষীয়াক্ষয়তৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্য-যুগোৎপত্তি।'

৩ 'বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং পুনর্বসৌ। নিশায়াঃ প্রথমে যামে রামাখ্যঃ সমত্ত্বর্ভবঃ। রেণুকায়াস্তু যো গর্ভাদবতীর্ণো হরিঃ স্বয়ম্।' ইতি ভাস্করচন্দ্রিকা-ধৃত স্কান্দবচন (স্মৃতিকৌস্তুভ, পৃঃ ২৮-২৯)।

৪ মুণ্ডক° ২. ১. ৭ ; বৃহদ° ৫. ৭. ১। 'তৃতীয়া মাধবে শুক্লা রোহিণ্যাং শনিবাসরে। একাদশ্যাদিমধ্যে নক্তং রামোহভবদ্বিভুঃ ॥'—প্রাণতোষণীধৃত ব্রহ্মবচন।

৫ পাদটীকা ১ দ্রঃ।

৬ রঘুনন্দন,—তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩১ ; নির্ণয়ামৃতধৃত ভবিষ্যোত্তরবচন।

৭ তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩১ ; গদাধরপদ্ধতি (কালসার), পৃঃ ৭০-৭১ ও বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২৫০।'...জনার্দনঃ।... ব্রহ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ।' এখানে ভগীরথ না হইয়া জনার্দন।

৮ তিথিতত্ত্ব, পৃঃ ৩১ ; গদাধরপদ্ধতি, পৃঃ ৭০-৭১, বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃঃ ২৫০ দ্র°।

৯ মাসোঽয়ং মাধবো নাম তৃতীয়া চাক্ষয়াহ্বয়া ॥২৯
গাশ্চ সকৃৎপ্রসূতাশ্চাঃ দেহি বিপ্রায় সীদতে।
তেন তে কোশপূর্তিঃ স্যাদক্ষয্যাং দেহি সুখং ভবেৎ ॥৩০

১০ যে কুর্বন্তি নরাস্তস্যাং বৈ প্রাতঃ স্নানমুদ্যোদয়ে।
তে সর্বে পাপনির্মুক্তা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥২
দেবান্ পিতৄন্ মুনীন্ যস্তু কুর্যাদ্ভক্ত্যা তর্পণম্।
তেনাধীতঞ্চ তেনেষ্টং তেন শ্রাদ্ধশতং কৃতম্ ॥৩
মধুসূদনমভ্যর্চ্য কথাং শৃণ্বন্তি যে নরাঃ।
অক্ষয্যায়াং তৃতীয়ায়াং তে নরা মুক্তিভাগিনঃ ॥৪
যে দানং তত্র কুর্বন্তি মধুরিপুপ্রীতয়ে শুভম্।
তদক্ষয়ং ফলত্যেব মধুশাসনশাসনাৎ ॥৫
দেবর্ষিপিতৃদৈবত্যা তিথিরেষা মহাশুভা।
ত্রয়াণাং তৃপ্তিদাত্রী চ কৃতে ধর্মে সনাতনে ॥৬

ভবিষ্যপুরাণ (২১. ৩১-৩২) বলেন—'...যিনি এই তিথিতে বারি ও অন্নযুক্ত কুম্ভ দান করেন তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন।'[১১]

কৃত্তিকারোহিণীযুক্ত বৈশাখতৃতীয়ায় দানাদি পুণ্য অক্ষয় হইয়া থাকে।[১২] ঐদিন চন্দনচর্চিত কৃষ্ণদর্শনে বৈকুণ্ঠে গতি হয়।[১৩] ঐদিন জগন্নাথকে গন্ধলেপন করিতে হয়।[১৪] ঐদিন স্নান দান, তপঃ, শ্রাদ্ধ, জপ, হোম—যাহা কিছু করা যায় তাহার ফল অক্ষয় হয়।[১৫] কলধৌত ধান্য, ঘৃত, চন্দনদানের ফল অক্ষয়।[১৬] উপানৎ, ছত্র, জলপাত্র দান কর্তব্য।[১৭] ঐদিবস চন্দনভূষিত লিঙ্গ দর্শন করিতে হয়।[১৮] ঐদিন পুষ্প-ধূপ বিলেপন দ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা করিতে হয়।[১৯] জলকুম্ভ, কনক, অন্ন, যব, গোধূম, চণক, সক্তু, দধ্যোদন-দান প্রশস্ত।[২০] ঐদিন সাগর-স্নান করিলে ভূমিদান ও কুরুক্ষেত্রে সহস্র গো-দানের ফল প্রাপ্তি হয়।[২১] গঙ্গাস্নান করিলে সর্বপাপমুক্তি হয়।[২২]

বর্তমান বঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে অক্ষয়-তৃতীয়ায় লোকে সাধারণতঃ গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। ঐদিন কলসী-উৎসর্গও হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ½ অংশ ঐদিন 'নূতন খাতা' মহরৎ করিয়া থাকে। ঐদিন অন্য কোন উৎসবাদি হয় না।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব—প্রবর্তক-সঙ্ঘের উদ্যোগে চন্দননগর গোস্বামীঘাটে 'শ্রীমন্দির'-প্রাঙ্গণে ১৩৩০ বঃ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে প্রতিষ্ঠিত বিরাট্ উৎসব। ঐ সময় উক্ত শ্রীমন্দিরে সঙ্ঘ-কর্তৃক নির্মিত ত্রিতল বেদীতে শাস্ত্রসিদ্ধ মতে গঙ্গোদকপূর্ণ রজতঘটে স্বর্ণাক্ষরে জাতির আদর্শ প্রতীকরূপে পরিকল্পিত 'ওঁ' প্রণবরূপী শব্দব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৩৩১ বঃ অক্ষয়তৃতীয়ায় ইহার সাংবৎসরিক অধ্যাত্ম-উৎসবের সহিত একটী জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনী সংযোজিত হয়। ইহাতে চিত্র, লিপি ও মূর্তিসম্বলিত নানা দৃশ্যাবলী-সহযোগে ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা ও সাধনার মর্মপরিচয় ফুটাইয়া সহজ ও মনোরম উপায়ে লোকশিক্ষার বিশেষ আয়োজন করা হইয়া থাকে। এই মেলা ও প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য—স্বদেশজাত শিল্প-সামগ্রীর বিচিত্র সমাবেশে, বিশেষতঃ খাদি, চরকা, ও নারীশিল্পের মধ্য দিয়া দেশের ঋদ্ধি-সিদ্ধির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। উৎসব-সভায় সভাপতিগণ :—১৩৩০—বিপিনচন্দ্র পাল; ১৩৩১—স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়; ১৩৩২—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী; ১৩৩৩—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন (এই বৎসর মহাত্মা গান্ধী উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন); ১৩৩৪—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৩৩৫—যোগেন্দ্রনাথ বসু; ১৩৩৬—ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী; ১৩৩৭—ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার; ১৩৩৮—স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী; ১৩৩৯—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; ১৩৪০—যতীন্দ্রনাথ বসু; ১৩৪১—হরিহর শেঠ;

প্রবর্তক-সঙ্ঘের ঘাট ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির (উৎসব-ক্ষেত্র)

---

১১ 'যা শুক্লা কৃষ্ণশার্দূল বৈশাখে মাসি বৈ তিথিঃ।
তৃতীয়া সাক্ষয়া লোকে গীর্বাণৈরভিনন্দিতা।
যোঽস্যাং দদাতি করকান্ বারিবীজসমন্বিতান্।
স যাতি পুরুষো বীর লোকান্ বৈ হেমমালিনঃ।'

১২ বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র শুক্লপক্ষে তৃতীয়িকা। অক্ষয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা কৃত্তিকারোহিণীযুতা। তস্যাং দানাদিকং সর্বং পুণ্যমক্ষয়মুদাহৃতম্।

১৩ যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনরূষিতম্। বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্। (রূষিতং—চর্চিতম্)—ব্রহ্মপু°

১৪ বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা। তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধলেপৈর্‌ অতিশোভনৈঃ। (মাং—জগন্নাথম্)—স্কন্দপু°

১৫ স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধং জপহোমাদিকং বৎ। অক্ষয়া ক্রিয়তে তত্র তদনন্তায় কল্পতে॥ সিদ্ধান্তীয়ে ত্রিবিধেন সর্বমক্ষয়মুচ্যতে।

১৬ বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র তৃতীয়া চন্দনস্য চ। কলধৌতং তথা ধান্যং ঘৃতং বাপি বিশেষতঃ॥ তস্যাং দত্তমক্ষয়ং স্যাৎ তেনেয়মক্ষয়া স্মৃতা। চন্দনস্যেত্যাদৌ...চন্দনং স্নানং শস্তম্।

১৭ আত্মোপাধিবু উপানচ্ছত্রজলপাত্রদানাদ্যুক্তানি।
—গদাধর° কালসার পৃঃ ১২০

১৮ বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং লিঙ্গং চন্দনভূষিতম্।
ঐ পৃঃ ২১৯

১৯ বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং শ্রীসমেতং জগদ্গুরুম্। নারায়ণং পূজয়েথাঃ পুষ্পধূপবিলেপনৈঃ॥ পুরুষার্থ চিন্তামণিধৃত ভবিষ্যোত্তর।

২০ 'উদকুম্ভান্ সকনকান্ সান্নান্ সর্বরসৈঃ সহ।
যবগোধূমচণকান্ সক্তূন্ দধ্যোদনং তথা।
গ্রৈষ্মিকং সর্বমেবাত্র শস্যং দানে প্রশস্যতে।'
তৃতীয়ায়াং তু বৈশাখে রোহিণ্যর্ক্ষে প্রপূজ্য চ।
উদকুম্ভপ্রদানেন শিবলোকে মহীয়তে।—দেবীপু°

২১ দৃশ্যতো তু নরঃ স্নাত্বা বিধিবদ্‌বসোপবর্তী।
গোসহস্রপ্রদানস্য কুরুক্ষেত্রে ফলং চ যৎ।
তৎফলং লভতে মর্ত্যো ভূমিদানস্য চ ধ্রুবম্।
—সৌরপু°

২২ বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং তথৈব চ।
গঙ্গাতোয়ে নরঃ স্নাত্বা মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ॥—
নির্ণয়ামৃতে ভবিষ্যোত্তর

১৩৪২—কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী। চন্দননগরের এই উৎসবে বক্তৃতা, আলোক-চিত্র, বিদ্বৎ-সম্মেলন, আলোচনা-সভা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

অক্ষয়-নীবী,-নীমিকা,-নীমী—[অক্ষয় + নীবী (<নি + √ বো) = মূলধন principal, Capital, Stock; যে মূলধন কখনও ক্ষয় হয় না] পুণ্যানুষ্ঠান উপলক্ষ্য করিয়া বরাবরের জন্য যে দান বা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় তাহার প্রাচীন পারিভাষিক সংজ্ঞা অক্ষয়-নীবী; permanent endowment—রাজত° ১, ৩৪৭ পাদটীকা। এই বৃত্তি বা দানের সর্ত এই যে, মূলধন কখনও নষ্ট করা হইবে না—ইহার আয় বা সুদ খরচ হইতে পারিবে। শিলালিপি ও তাম্রশাসনে 'অক্ষয়নীমিকা' এবং 'অক্ষয়নীমী'ও দেখিতে পাওয়া যায়। 'গলব-তরলতরাণি লক্ষা অক্ষয়নীবীবৎ নিবেদিতা।'—সাঁচীতোরণ-লিপি, পঙ্‌ক্তি ৬ (EI, i. 173)। 'বহুপুরুষগণযোর্থায়ে বারপ্রমুখস্থানেন নিবেদিতা অক্ষয়নীমিকা'—ঐ, পঙ্‌ক্তি ৭, ৯, ২১ ই° (EI, i. 174)। 'প্র[ভি ধর্মহেতো] শ্বকর্ম-ধ্বমশাক্তিমক্ষয়নীবাং প্রদত্তং তচ্চতুবিন্‌শতি-ভির্জাগৈঃ'—গরীবনাথ-মন্দিরে প্রাপ্ত লেখ্য-লিপি, পঙ্‌ক্তি ১, ১২ (EI, i. 187.)। গুপ্তাব্দ ১৩১এর (= ৪৫০-৫১ খ্রীঃ) একখানি বৌদ্ধ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, উপাসক সনসিদ্ধের পত্নী উপাসিকা হরিস্বামিনী ১২ দীনার কাকনাদবোটের আর্যসঙ্ঘে যে ভিক্ষু আসিবেন তাঁহার দৈনিক আহারের ব্যবস্থা তাঁহার প্রদত্ত মুদ্রার সুদ হইতে দেওয়া হইবে।—FleetCII. no. 62. এইরূপ সামন্ত মহারাজ শিবরাজের ৩৯ জন ব্রাহ্মণকে অক্ষয়নীবী-পদ্ধতির একখানি গ্রাম দান—EI, ix, no. 40, 285ff. 'কারণপূজা'র জন্য অবধার্য অক্ষয়নীবী-রীতির দান—Ind-rati, no. 2.

অক্ষয়পুরুহূত—শিব। মনি°।

অক্ষয়প্রভা—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত (৭৭. ২৮) তীর্থ-বি°।

অক্ষয়মঙ্গল—বালাঘাটের অন্তর্গত পলান-পুর, পলি ও তিরমাল নামক স্থানের অধিবাসীরা কয়েকটী শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে 'অক্ষয়মঙ্গল' একটী।

অক্ষয়মতি—বোধিসত্ত্বের নাম [অক্ষয়মতি লোকেশ্বর দ্র°]।

অক্ষয়মতি লোকেশ্বর—সদ্ধর্মপুণ্ডরীক-সূত্র নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি বোধিসত্ত্ব মহাসত্ত্বদিগের মধ্যে একজন।[১] ঐগ্রন্থে অন্যস্থলে লিখিত আছে,[২] 'একদা ইনি বুদ্ধ শাক্যসিংহকে মহাসত্ত্ব

অক্ষয়মতি লোকেশ্বর

অবলোকিতেশ্বরের কেন ঐরূপ নামকরণ হইল সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাহার উত্তর প্রদান করিলে তিনি অবলোকিতেশ্বরের সহিত জগতে বিচরণ ও ধর্ম-প্রচারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, পরে বুদ্ধদেবের উত্তরে অবলোকিতেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা-নির্মিত কণ্ঠ-হার উপহার দেন। অবলোকিতেশ্বর সেই কণ্ঠহার লইতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহাকে একটী মুক্তাহার প্রদান করেন। অবলোকিতেশ্বর সেই মুক্তাহারটী দুইভাগ করিয়া এক-ভাগ বুদ্ধ শাক্যমুনিকে প্রদান করেন, অপর ভাগটী সম্পূর্ণরূপে নির্বাণপ্রাপ্ত তথাগত প্রভূতরত্নের স্তূপে উপহার দান করেন।' সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে আরও লিখিত আছে, চিত্র-ধ্বজ অক্ষয়মতিকে অবলোকিতেশ্বরের নামের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার কৌতূহল দূর করেন।[৩] [অবলোকিতেশ্বর দ্র°]

নেপালে কাটমাণ্ডুর মচ্ছন্দর বহালে ১০৮ প্রকার অবলোকিতেশ্বর মূর্তির ভেদ আছে, তাহার মধ্যে একটী মূর্তির নাম অক্ষয়-মতিলোকেশ্বর। ইহা সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের উল্লিখিত মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব অক্ষয়মতি ■ অবলোকিতে-শ্বরের অক্ষয়মতির নিকট হইতে মুক্তাহার গ্রহণকালের মূর্তি তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহার একটী বদন, দুই হস্ত, দক্ষিণ হস্তে মুক্তা-মালা, অপর হস্তে ঘটের উপর স্থাপিত পদ্ম। ইনি পদ্মাসনের উপর বজ্রপর্যঙ্কভাবে আসীন। একটী উত্তরীয় স্কন্ধের উপর হইতে দুই দিকে আসিয়া কক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া বাহু বেষ্টনপূর্বক ক্রোড়ে পতিত হইয়াছে। সাধনমালায় বহুস্থলে লোকেশ্বরের উল্লেখ আছে, কিন্তু অক্ষয়মতি লোকেশ্বর নামে কোন লোকেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায় না [লোকেশ্বর দ্র°]।

[Saddharma pundarika—SBH, xxi; Buddhist Iconography, 183, pl. LV].

অক্ষয়ললিতা—স্ত্রীগণের অনুষ্ঠেয় ভবিষ্য-পুরাণোক্ত ব্রত-বি°। ভাদ্র শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন হিন্দু রমণীগণ হর-গৌরীর পূজা করিয়া কুকুটী-ব্রতকথা শুনিয়া থাকে। নামান্তর—ললিতা-সপ্তমী [ললিতা-সপ্তমী দ্র°]।

অক্ষয়লোক—[অক্ষয় (নিত্য, অনন্ত) লোক (ধাম)] যে লোকের ক্ষয় নাই, নিত্য-ধাম, স্বর্গ।

অক্ষয়বট—প্রয়াগ, গয়া, পুরী, ভুবনে-শ্বর, বৈতরণীতট, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দু-তীর্থস্থানে 'অক্ষয়বট' নামে এক একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ বর্তমান। প্রবাদ, এই সকল বটবৃক্ষের ক্ষয় নাই। এই সকল স্থানে বটবৃক্ষে জল-সেক ও ইহার পূজা করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। হিন্দুতীর্থযাত্রীরা পুণ্যলাভের

১ SBH, xxi. 4.

২ id. 406ff.

৩ id. xxi. 413 ff.

আশায় ইহাতে অনেকে ও ইহার পূজা করিয়া থাকে। প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে অতি প্রাচীন কাল হইতে একটী বটবৃক্ষ আছে। বর্তমানে সঙ্গমের নিকটবর্তী 'এলাহাবাদ ফোর্টে'র প্রাচীরের ভিতরে 'এলেনবরাব্যারাকে'র ঠিক পূর্বে একটী প্রাচীন মন্দিরের পার্শ্বে পুরাকালের সেই অক্ষয়বট অদ্যাপি বর্তমান। মন্দিরের দক্ষিণে অশোকের লৌহস্তম্ভ ও সমুদ্রগুপ্তের লৌহস্তম্ভ রহিয়াছে। চীনা পরিব্রাজক হুয়েন্ চোয়াঙ্ খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে এই স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁহার বিবরণ-অনুসারে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলেই তখন প্রয়াগ নগরী অবস্থিত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, নগরীর মধ্যস্থলে একটী হিন্দুমন্দির ছিল এবং মন্দিরের সম্মুখভাগে বিস্তীর্ণ শাখাবিশিষ্ট একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল; সেই বৃক্ষে একটী নরভোজী রাক্ষসের বাস বলিয়া প্রবাদ ছিল। অক্ষয় পুণ্য লাভের আশায় লোকে এই বৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করিত। বৃক্ষের চারিদিকে অসংখ্য নরকঙ্কালও ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে হুয়েন্ চোয়াঙ্-বর্ণিত এই বৃক্ষই বর্তমান অক্ষয়বট। পূর্বে ইহা উন্মুক্ত প্রান্তরে ছিল। বর্তমানে স্থানটি মৃত্তিকায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। মুসলমান ঐতিহাসিক রসিদ্-উদ্দীন তাঁহার 'জামি উৎ-তারিখ্' নামক গ্রন্থে প্রয়াগ-স্থিত অক্ষয়বটের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক 'অবহুল কাদিরের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, অক্‌বর বাদশাহ্‌র রাজত্বকালে এই বৃক্ষ হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া লোকে প্রাণত্যাগ করিত। এখানে বৃক্ষের সমস্ত অংশই ভূগর্ভে অবস্থিত। একটী অন্ধকার গর্তের মধ্যে যে অংশ রহিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতে হয়; আলোর সাহায্যে পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদিগকে সেই স্থানে লইয়া যায়। ইহা দুর্গের প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত হইলেও প্রবেশের পৃথক্ দ্বার আছে এবং স্থানটিকে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অক্ষয়বটের চারিদিক্ পাকা করিয়া গাঁথা; উপরে ছাদ। বটের শুধু কাণ্ডই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রামায়ণে ও রঘুবংশে চিত্রকূটের নিকটবর্তী বরপ্রদ এক 'শ্যামবটে'র উল্লেখ আছে (রা° অ° ৫৫. ৬; রঘু° ১৩. ৫৩)। চিত্রকূট হইতে প্রয়াগের দূরত্ব অধিক নহে, বিশেষতঃ রামচন্দ্র ক্রমাগত 'পুষ্পক রথে' আসিয়াছেন, কাজেই রঘুবংশে বর্ণিত 'শ্যামবট' প্রয়াগের অক্ষয়বট হওয়া অসম্ভব নয়, অন্ততঃ রঘুবংশকার কালিদাস 'শ্যামবট' বা 'অক্ষয়বটের' অস্তিত্ব জানিতেন। ঐতিহাসিক আবুরিহান্ গজ্‌নীর সুলতান মহ্‌মুদের সময়ের লোক। তিনিও অক্ষয়বটের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গয়ায় একটী অক্ষয়বট আছে, গয়ামাহাত্ম্য ইহার প্রশংসায় মুখর। ইহা বিষ্ণুপদের (মুণ্ডপৃষ্ঠের) প্রায় অর্ধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ঠিক ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের 'গয়াশির' পর্বতের নিম্নে অবস্থিত। এই অক্ষয়বটের তলে তীর্থযাত্রীরা তাহাদের তীর্থযাত্রার শেষকৃত্য গয়ালীদের নিকট করিয়া থাকে। প্রপিতামহেশ্বরের মন্দির এই অক্ষয়বটের নিকটেই অবস্থিত। ধর্মভীরু হিন্দুগণের বিশ্বাস, অক্ষয়বটে গমন করিয়া বিবিধ উপচারে ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে পিতৃগণসহ দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মহাভারতে * আছে, রাজর্ষি গয় অক্ষয় পুণ্য কামনায় অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহু দান করেন; তিনি দান-যজ্ঞাদি কর্মের পরে তাহার ফল যাহাতে অক্ষয় হইয়া থাকে সেইজন্য একটী ব্রহ্মসরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার তীরে একটী বটবৃক্ষ রোপণ করেন। প্রবাদ, রাজর্ষি গয়-প্রতিষ্ঠিত বটবৃক্ষই গয়ার বর্তমান অক্ষয়বট।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অক্ষয়শাস্ত্রী—'ভাগবতচম্পূ'র সংস্কৃত টী°1-রচয়িতা ॥ Rice, 250, Cat. Cat. ॥

অক্ষয়সরোবর—তন্ত্রে চক্রের সহিত পদ্মের পরিকল্পনাও বিকাশ লাভ করিয়াছে। পদ্ম সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য শক্তির আধার চক্রের স্থানে প্রেমমার্গীয় সহজিয়াগণ রসাধার সরোবরের কল্পনা করিয়া থাকিবেন। 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী'তে মানব-শরীরে অনেকগুলি সরোবরের স্থান নির্দেশিত হইয়াছে, যথা—

> নাভিস্থানে নাভি-সরোবর অড়পদ্ম তায়।
> মস্তকে অক্ষয়-সরোবর সহস্রদল হৈবে।
> আর নীচে কণ্ঠ-সরোবর জানিবে নিশ্চিতে।
> চতুর্দল পদ্ম হৈবে জানিবে [illegible]। ইত্যাদি

চণ্ডীদাসের কবিতাযুক্ত একটী পদেও পদ্মাদির সংস্থান-সম্বন্ধীয় বর্ণনা রক্ষিয়াছে যথা—

> কিবা কাঞ্চিকরের [illegible] কারিকুরি।
> তার মধ্যে দল পদ্ম রাখিয়াছে পূরি।
> সহস্রারে দল পদ্ম সহস্রেক দল।
> তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল। ইত্যাদি

চণ্ডীদাস মূলতঃ তন্ত্র অনুসরণ করিয়াই ছয় পদ্মের সংস্থান নির্দেশ করিয়াছেন, অন্যান্য সহজিয়া গ্রন্থকারগণের ন্যায় পদ্মের নূতন নাম ও সংস্থানের পরিকল্পনা করেন নাই। কিন্তু সরোবরের সংখ্যা ও নাম সম্বন্ধে কোন কোন সহজিয়া গ্রন্থে যাহাই লিখিত হউক না কেন, সহজিয়ারা সাধারণতঃ চারিটী সরোবর লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দেহমধ্যস্থ সরোবর প্রধানতঃ চারিটী, যথা—কাম-সরোবর, মান-সরোবর, প্রেম-সরোবর ও অক্ষয়-সরোবর। 'অমৃতরত্নাবলী'তে আছে—

> কাম-সরোবর আর মান-সরোবর।
> প্রেম-সরোবর আর অক্ষয়-সরোবর।
> চারি সরোবর আছে শরীর ভিতরে।
> আপনার দেহ যদি পার সাধিবারে।

তন্মধ্যে কাম ও মান-সরোবরদ্বয় শরীরের বামার্ধে এবং প্রেম ও অক্ষয় সরোবরদ্বয় শরীরের দক্ষিণার্ধে অবস্থিত, যথা—

> কামসরোবর আর মানসরোবর।
> বাম পার্শ্বে প্রকৃতি অঙ্গ রস-মনোহর।
> অক্ষয়সরোবর আর প্রেমসরোবর।
> দক্ষিণার্ধে পুরুষ অঙ্গ শরীর ভিতর।
>
> —নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী

পরমাত্মা মস্তকেতে সহস্রদলে বাস করেন। তাঁহার ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার স্থিতিস্থান মস্তকে অক্ষয়-সরোবরে পরিকল্পিত হইয়াছে, যথা—

> মস্তকেতে পরমাত্মা সহস্রদলেতে।
> অক্ষয়সরোবর বলি কহিল তাহাতে।
> পরমাত্মার ক্ষয় নাই তাহাতে অক্ষয়।

* বহু প্রজাবান্ গয়রাজর্ষি [illegible] বিপ্রেভ্যঃ। অক্ষয়করণঃ পুণ্যঃ অক্ষয়বট তৎ।—মহা° বন° ৮৪. ৭০

সহজিয়া ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় অক্ষয়সরোবরের পরিকল্পনার সার্থকতা দৃষ্ট হয়। সকল ধর্মেই সাধকগণের জন্য একটী নিত্যস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। গোলোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাসের ন্যায় সহজিয়াগণও সদানন্দদেশ, সহজপুর, গুপ্তচন্দ্রপুর প্রভৃতি আখ্যায় তাঁহাদের নিত্যস্থানের নামকরণ করিয়াছেন। এই নিত্যস্থানের সহিত অক্ষয়সরোবরের পরিকল্পনা জড়িত রহিয়াছে। 'অমৃতরত্নাবলী'তে আছে—

গুপ্তচন্দ্রপুর সেহ অনেকদূর
চৌদ্দ ভুবনের বাহে।
নাহিক জরা কেহো নহে মরা
কি জাতি মানুষ আছে॥

*   *   *

আবার এই দেশ ও ইহার অধিবাসী সম্বন্ধে 'অমৃতরত্নাবলী'তে বলা হইয়াছে—

সেই স্থান অক্ষয় যুগে যুগে রয়
প্রলয়ে নাহিক যায়। ইত্যাদি
অযোনিজ মানুষ আছে সদানন্দ দেশ।
...   .
সেই মানুষের ■ সদানন্দ গ্রাম।
নিত্যের মানুষ সেই নিত্যবস্তু নাম। ইত্যাদি

ইহারই বর্ণনায় 'নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী'তে লিখিত হইয়াছে—

বিরজা নদীর পার সেই দেশ নাম।
সহজপুর সদানন্দ নামে সেই গ্রাম। ইত্যাদি
এবং—বিরজা নদীর পার মায়ার বসতি।
এবং—অক্ষয়সরোবরে পরমাত্মার স্থিতি।
তাহা উথলিয়া বান পড়িয়া নিশ্চিতি॥
সেই বান ঢেউ আসি বিরজা মিশাইল।
বিরজার ঢেউ আসি রেবাতে পড়িল॥ ইত্যাদি

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিত্যের মানুষ পরমাত্মা অক্ষয়-সরোবরে বাস করেন এবং তাহা হইতে বান আসিয়া বিরজা ও রেবাতে পতিত হয়। বিরজার সহিত অক্ষয় সরোবরের এই সম্বন্ধ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (৪৯ অঃ) লিখিত আছে যে, রাধার ভয়ে বিরজা নদীরূপে প্রবাহিতা হইয়াছিলেন। সহজিয়া আগমগ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে, তৎপর ইহাতে বলা হইয়াছে—'বিরজা দ্রবিত হৈই যমুনা আপ্যান'।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে' ৩য় অঙ্কে দেখা যায়—

যৎপারে বিরজং বিরাজি পরমব্যোমেতি যদ্গীয়তে।
নিত্যং চিন্ময়ভূমিচিন্ময়জনাকুলাদিতির্ময়ম্‌।
সান্দ্রানন্দমহোদয়ে পরমপদাধৈব্ তিং সর্বতঃ
তৎকৃষ্ণাখ্যমনীষতে কিমপরং সন্তাজনেভ্যঃ পদং॥

এবং 'ভগবৎসন্দর্ভে'—

প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্‌। ইত্যাদি

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিরজার তীরে যে নিত্যধাম অবস্থিত তাহা বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতেও স্বীকৃত হইয়াছে।

দেহের মধ্যেই সকল অবস্থিত আছে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া দেহতত্ত্ব-প্রচারে সহজিয়াগণ ঐ নিত্যস্থান, পরমাত্মা এবং অক্ষয়সরোবর প্রভৃতি মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতেই অক্ষয়সরোবরের পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে।

[An Introduction to the Post-Caitanya Sahajiya Cult in the Jour. Dept. of Letters, xvi. Pub. by C. U. 22-23, 54-70]

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

অক্ষয়সিন্দূর ব্রত—অক্ষয়তৃতীয়ায় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতকারিণী ঐ দিবস ব্রাহ্মণকন্যাকে আলতা, সিন্দূর, নূতন বস্ত্রাদি ও ভোজ্য দিয়া পূজা করে।

অক্ষয়সূরি—(অক্ষয়রাজ সূরি) শ্বেতাম্বর-জৈনযতি। ইনি গুজরাতী লুম্পক- (লুকা-) গচ্ছের অন্তর্গত পঞ্চদশ যতি। ইনি ধনরাজ-পক্ষশাখাভুক্ত ছিলেন। পাবাপুরীর শিলালেখ এবং মহতাব বিবির মন্দিরের শিলালেখে ইঁহাকে গুর্জ্জরাধিপতি পূজ্যাচার্য বলা হইয়াছে। অক্ষয়রাজসূরি ইঁহার পট্টালঙ্কৃত।
[জৈনলেখ-সংগ্রহ, ১ম খণ্ড—১৮৪, ২০১; ২য় খণ্ড—২০৩১]

অক্ষয়স্বর্গ, অক্ষয়স্বর্গলোক—[অক্ষয় যে স্বর্গ—কর্মধা°] অনন্তস্বর্গ, চিরস্থায়ী দিব্যধাম। ~**বাস**—[অক্ষয় যে স্বর্গবাস—কর্মধা°] নিত্য স্বর্গবাস।

অক্ষয়া—১ বারতিথি-ঘটিত যোগ-বি°। 'অমা বৈ সোমবারেণ রবিবারেণ সপ্তমী। চতুর্থী ভৌমবারেণ অক্ষয়াদপি চাক্ষয়াঃ'—শব্দ°-ধৃত ভবিষ্যপু°। সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী এবং মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে 'অক্ষয়া' নামে অভিহিত হয়। ২ যোগিনী। চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা।—অগ্নিপু° ৫২.১।

অক্ষয়াচতুর্থী—[চতুর্থীব্রত দ্র°]।

অক্ষয়ানবমী—জগদ্ধাত্রী পূজার নবমীর দিন এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয় [নবমীব্রত দ্র°]।

অক্ষয়াললিতা—[অক্ষয়ললিতা দ্র°]।

অক্ষয়াশান্তি—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ। Burnell 194a।

অক্ষয়িণী—১ শিব-পত্নীর নাম। বো-বো°। ২ চিরস্থায়ী দান Permanent endowment—রাজত° ১. ৩৪৭।

অক্ষয্য—১ [অক্ষয়+য (স্বা°)] অক্ষয়। ২ [অ+ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+য (র্ম)]; স্ত্রী—-া] বিণ, ক্ষয়ের অযোগ্য। ৩ প্রকৃত; অত্যন্ত। ৪ [অক্ষয়+য (স্বা°)] ঘৃতমধু-সংযুক্ত জল। 'উপতিষ্ঠতামক্ষয্যস্থানে বিপ্রবিসর্জনে'—যাজ্ঞ° ১. ২৪১; সু° ৬৫৪। 'নাবাহনং···উপতিষ্ঠতামিত্যক্ষয্যস্থানে'—শা° গৃ° ৪. ২।

অক্ষয্যোদক—[অক্ষয্য+উদক—কর্মধা°] শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের পর দেয় মধুতিলমিশ্রিত জল। 'দত্ত্বা বাচ্যং ততঃ কুর্যাদক্ষয্যোদকমেব চ'—অগ্নিপু° ১৬৩. ১৬; যাজ্ঞ° ১. ২৪২।

অক্ষর—[ন=অ+ক্ষর (ক্ষরিত হওয়া) যার—নঞ্‌-বহু°; স্ত্রী—-া। বৌ° বা° 'অক্খর'—দো° ৩. ১১৪]। ১ যাহার ক্ষরণ বা বিনাশ নাই, স্থির, অবিনশ্বর। ২ পরমাত্মা, ব্রহ্ম। ৩ নারায়ণের নাম-বি° (মৎস্যপু° ১৬৪. ২০); বিষ্ণু। ৪ জীবাত্মা। ৫ শিব। ৬ আকাশ, গগন। ৭ ধর্ম, তপস্যা। ৮ মোক্ষ। ৯ প্রকৃতি [সাংখ্য দ্র°]। ১০ শব্দের এক একটী অংশ বা মাত্রা syllable. ১১ মুদ্রণ-কার্যে ব্যবহৃত সীসা প্রভৃতি নির্মিত বর্ণপ্রভৃতি রূপ type. ১২ ক্রিয়াসূত্র। ১৩ অসি। ১৪ যজ্ঞ, অধ্বর। ১৫ আপাঙ্গাছ, অপামার্গ। ১৬ বেদ। ১৭ হস্তলিখিত বর্ণ, হাতের লেখা। ১৮ যাহা বিশ্বাদি ব্যাপ্ত করে, অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশ বর্ণ। ১৯ স্বরবর্ণ—'অক্ষর ব্যঞ্জনানামুপলব্ধিঃ নিঃ'— তৈ° ২৩. ৭। শব্দ°। ২০ স্বর বা স্বরসহিত ব্যঞ্জন। ২১ বীজমন্ত্র। ২২ জল। ২৩ পরমেশ্বরীর প্রকাশ।

অক্ষর।—বর্ণমালা। অক্ষরের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা 'বর্ণমালা' শব্দে দ্র°। এক্ষণে দিগ্‌দর্শন হিসাবে কিছু লিখিত হইতেছে। বর্তমান কালে স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ভারতের 'ব্রাহ্মী-লিপি' ভারতীয়দের উদ্ভাবিত আদিলিপি ['ব্রাহ্মীলিপি'—'বর্ণমালা' শব্দ দ্র°]।

জৈনগণের পন্নাবণা-সূত্রে এবং সমবায়াঙ্গ-সূত্রে যে অষ্টাদশ প্রকার লিপির নামোল্লেখ আছে তাহার প্রথমেই বম্ভী (বংভী) নাম পাওয়া যায়; ভগবতী-সূত্রের আরম্ভ-বাক্যে প্রথমেই 'নমো বংভীএ লিবিএ' লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিতবিস্তরে' ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে; ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার গুরু বিশ্বামিত্রের পাঠশালায় লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মী-(বংভী) লিপি ইহার অন্তর্গত। প্রাকৃত 'বম্ভী'র সংস্কৃত রূপ 'ব্রাহ্মী'।

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মী-(বংভী) লিপিই ভারতে অভিব্যক্ত সকল লিপির আদি; বর্তমানে এ মত অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিছু দিন হইল সিন্ধুনদ-মোহানার পারিপার্শ্বিক 'মোহেঞ্জোদড়ো' এবং পঞ্জাবের 'হরপ্পা' নামক স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আবিষ্কারে যে সকল পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে উহাদের মধ্যে যে সকল মুদ্রা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তথাকথিত সৈন্ধবী সভ্যতার কাল খ্রীঃ পূঃ চারি সহস্রাব্দের প্রথম পাদে। এই কাল আনুমানিক। বর্তমানে ৭ম স্তর পর্যন্ত উন্মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার নিম্নের অব্যবহিত স্তরেও লোকাবাসের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। অতএব আবিষ্কৃত ৭ম স্তর অবলম্বনেই সৈন্ধবী সভ্যতার আদ্য-কাল নির্ণীত হইয়া থাকিবে; সুতরাং কথিত কাল-পরিমাণটী যে পর্যাপ্ত নহে তাহা বলা যাইতে পারে।

জ্যোতির্বিদ গণনায় কেহ কেহ দেখাইয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৩২৫৮ অব্দে 'কৃতযুগ'। বৈদিক সাহিত্যাদি-(পুরাণাদি) মতে কৃতযুগে জাতিভেদ বা ধর্মভেদাদি কিছুই ছিল না। ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবৃত্ত হয়, এই মত বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক আর্য-সমাজের আদি প্রবর্তক বৈবস্বত মনু। ভাগবতাদি পুরাণে দেখা যায়, দ্রবিড়রাজ শ্রদ্ধদেব মনু (সত্যব্রত) কথাপুরুষীয় মহাপ্লাবনের পরে (হয়গ্রীব অসুর-বধের পর) বেদ প্রাপ্ত হন এবং যজ্ঞ (কর্মকাণ্ড) প্রবর্তন করেন। সুতরাং যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন দ্রবিড়রাজ শ্রদ্ধদেব মনুই প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন এবং আর্য-সমাজ তাঁহারই প্রবর্তিত। অতি প্রাচীন 'নিবিৎ' নামক ঋক্‌মন্ত্রে মনুর উল্লেখও আছে।

নিবিদ্ দধাতি

'অগ্নির্দেবেদ্ধঃ অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ অগ্নিঃ সুষমিৎ
হোতা দেববৃতঃ হোতা মনুবৃতঃ প্রণীর্যজ্ঞানাম্
রথীরধ্বরাণাম্ অতূর্তো হোতা তূর্ণির্হব্যবাট্
আ দেবো দেবান্‌বক্ষৎ যক্ষদগ্নির্দেবো
দেবান্ সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ'

ঐ° ব্রা° ২. ৩৪. ১।

মনুবৃত (মনুনা বৃতঃ) মনু হোতার সৃষ্টি করিয়াছেন অথবা মনু যজ্ঞার্থ হোতাদের নিয়োগ করিয়াছেন। যাগকর্তাদের মধ্যে হোতারাই শ্রেষ্ঠ।

অতএব এ হিসাবে শ্রদ্ধদেব মনু প্রথমে যজ্ঞ (কর্মকাণ্ড) প্রবর্তন করিয়াছিলেন, অগ্নিই যজ্ঞের কারণ এবং হোতাই যজ্ঞ করান। মনু এই হোতার প্রবর্তক। এই হেতু কাহারও কাহারও অনুমান যে, মনু আদি যজ্ঞপ্রবর্তক এবং আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাপক। এ মত অতি শিথিল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, সৈন্ধবী সভ্যতার কালে কৃতযুগের কিছু পরে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে। সৈন্ধবী সভ্যতার 'কৃতযুগে' আরম্ভ হইয়া খ্রীঃ ১ম শতাব্দের সংস্থিত ঊর্ধ্বস্তরে কুষাণাদ্য কালে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব সৈন্ধবী স্তরে স্তরে প্রাপ্ত (কুষাণ-স্তর পর্যন্ত) সমচিহ্ন লিপি-বিশিষ্ট মুদ্রা-লিপিগুলি সৈন্ধবী সভ্যতার আরম্ভ হইতে সমাপ্তি কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং এরূপও বলা যাইতে পারে যে, কুষাণ-কালের আদ্যকাল পর্যন্ত (খ্রীঃ ১ম শতকে) যোগ-সূত্র কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপিগুলি যে বৌদ্ধযুগের ব্রাহ্মী-লিপির পূর্ববর্তী, ইহাতে সন্দেহ বিরল। তদনুসারে ব্রাহ্মী-লিপিকে সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির পরবর্তী বিকাশ বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মী-লিপি সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির পরবর্তী অভিব্যক্তি।

সৈন্ধবী লিপি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে। এই লিপি সম্বন্ধে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং এই লিপির অক্ষর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না।

সৈন্ধবী-মুদ্রাক্ষরের আদর্শ *

[illegible] 149, [illegible] ;

202— [illegible] ;

324 — [illegible] ;

14 — [illegible] ;

ব্রাহ্মী-(বংভী) লিপির আদর্শ

প্রাচীন ব্রাহ্মী-লিপির আদর্শ সাধারণতঃ সম্রাট্ অশোকের শিলা-লেখমালা হইতেই ধরা হয়। অশোকের পূর্বের লিপি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে—'বড়লী-লিপি'। দ্বিতীয় নেপালের 'পিপ্‌রাবা-লিপি' অশোকের পূর্ববর্তী। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরবর্তী পাষাণ-ভাণ্ডের গাত্রে যাহাতে বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের শ্মশান-ভস্মাদি সংরক্ষিত ছিল, তাহাতে এই বিষয় উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং উক্ত লিপি বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক লিপি বলা যাইতে পারে। গৌতম বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন ৫৪৬ খ্রীঃ পূঃ ৩০এ মার্চ, বৈশাখী পূর্ণিমায়; মহাপরিনির্বাণ ৫০১ খ্রীঃ পূঃ ১৫ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, বৈশাখী পূর্ণিমা, বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর।

* Indus Civilization, Plate CXIX, I. 1.

ঐতিহাসিকেরা বলেন, খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে শিশুনাগ রাজগৃহের রাজা ছিলেন। বিম্বিসার এই নাগ-বংশের পঞ্চম রাজা, তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৩০ অব্দে মহারাজ্যের অঙ্গ-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু খ্রীঃ পূঃ ৫৮০ অব্দে রাজা হন। এই সময়ে শোন-গঙ্গার মধ্যস্থলে পাটলীপুত্র নগর (দুর্গ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিম্বিসারের রাজত্বকালে জৈন-ধর্মের আদি প্রবর্ত্তক বর্দ্ধমান মহাবীর এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রকট হন। অপ্রকট কাল ৫০১ খ্রীঃ পূঃ। এই অব্দের অব্যবহিত পরবর্ত্তী পিপ্রাবার শ্মশান-ভস্মাধার-লিপি। শিশুনাগ-বংশের সময়ে অবশ্য ব্রাহ্মীতুল্য একপ্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। অঙ্গ-বঙ্গাদি লিপি ভগবান্ বুদ্ধদেব শিক্ষা করেন। অশোকের গিরনার শৈল-লেখমালার আদর্শ—

(অশোক ব্রাহ্মী-লিপি) *

ইমং ধংমলিপী দেবানং পিয়েন

খ্রীঃ পূঃ ৩য় হইতে খ্রীঃ ১ম শতাব্দের ব্রাহ্মী-লিপির স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আদর্শ—

স্বরবর্ণ

অ আ ই উ

ঊ এ ঐ ও

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক-বর্গ—

চ ,,

ট ,,

ত ,,

প ,,

য র ল ব

শ ষ স হ

অশোক-স্তম্ভ-অনুশাসন লেখ-মালা

(লিপির পাঠ)

……নপাসংথা (সে ?) কেতবে এবং (২) বিনচতবুনি বসং তোখতিসা উদাতানি দসাসানং ধাপরিয়া অনুবিসসি অবাসয়ং (বং ?) য হেবং ইমং সাসনে………

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-কৃত সংস্কৃত অনুবাদ—'সংঘং ভক্তু এবং (ভিক্ষু) ভিক্ষুণীচ সংঘো ভক্তি অবদাতানি দুষ্যাণি এবং ধাপয়িতুং আজ্ঞাপয়ামাস। আবাসায় এবং ইমং শাসনে'। বঙ্গানুবাদ—'সংঘের ভক্তগণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সংঘ ভোজন করিবেন, ইহাদের নিমিত্ত শুক্ল-বস্ত্র স্থাপন বা আস্তরণের আদেশ হইল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সংঘের সমীপে যাঁহারা বিনয় বা শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিবেন তাঁহাদের আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল।'

খ্রীঃ ১ম হইতে ৩য় শতাব্দের কুষাণ-লিপির আদর্শ—

স্বরবর্ণ

অ ই ঈ

উ এ ও

ক-বর্গ—

চ ,,—

ট ,,—

ত ,,—

প ,,—

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক-বর্গ—

চ ,,

ট ,,

ত ,,

প ,,

য র ল ব

শ ষ স হ

খ্রীঃ ৪র্থ হইতে ৫ম শতকের গুপ্তাক্ষরের আদর্শ—

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ ৠ এ ঐ

ও ঔ ং ঃ

ব্যঞ্জনবর্ণ

য র ল ব

শ ষ স হ

---

* অশোক ব্রাহ্মী-লিপিতে যে প্রকার স্বরবর্ণের চিহ্ন (ব্যঞ্জনে) ব্যবহৃত হইয়াছে অনুরূপ চিহ্নগুলি উজ্জয়িনী মুদ্রা-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীঃ ৫ম হইতে ৯ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী ব্রাহ্মী অক্ষরের আদর্শ—

(উষ্ণীষবিজয়ধারণী-লিপি)

(খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী)

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঋৢ ৯ ৯ৢ এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ

খণ্ডগিরি-(কটক) লিপির অক্ষর

(খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ)

মধু-গুহা-লিপি

বৈকুণ্ঠ গুহা-লিপি

উপরি লিখিত তিনটী স্থানের, ১, ২, [৩] চিহ্নিত প্রথম চিত্রগুলি বিশেষ কোন অক্ষর নয়, উহা কোন পদ বা পদাংশ অথবা কোন দেবতার বিজ্ঞাপক প্রতীক-চিহ্ন। সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির মধ্যে বিবিধ প্রকার ভাব-বিজ্ঞাপক প্রতীক-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সেগুলি সংযুক্ত-লিপি (গুপ্ত-লিপি) বলিয়া মনে হয় না। কটকের খণ্ডগিরি-লিপিতে স্বস্তিক চিহ্নও আছে। স্বস্তিক যেমন এক প্রকার ভাব-চিত্র, উক্ত তিনটী ভাব-চিত্রও তদ্রূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাব-চিত্রলিপি। দেখা যাইতেছে, সৈন্ধবীয় ভাব-চিত্রের অনুরূপ চিত্র, আলোচ্য কটকের খণ্ডগিরি, ব্যাঘ্রগুহা এবং বৈকুণ্ঠ গুহা-লেখমালা পর্যন্ত মাঝে মাঝে ধর্ম-লিপিতে ব্যবহৃত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গুপ্তকালের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ভাব-প্রতীক চিত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। গুপ্তকালে লিপি-সংখ্যা পূর্ণ হইলে কেবল স্বস্তিক চিহ্ন ব্যতীত অন্যান্য ভাব-প্রতীক চিহ্নের আর ব্যবহারের আবশ্যক হয় নাই। ব্যাঘ্রগুহায় স্বস্তিক চিহ্ন ক্ষোদিত আছে। উহা খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে প্রচলিত ছিল।

খণ্ডগিরির (৬ ও ৭ গুহা) কলিঙ্গ-রাজ ঐল-কর্তৃক ক্ষোদিত হইয়াছিল এবং কুমার বড়ক ইহার অভ্যন্তরস্থ গুহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা বলেন, খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে উক্ত লিপি ক্ষোদিত হইয়াছে। কুষাণ-রাজত্বকালের পূর্বের লিপিই খণ্ডগিরিতে দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দের পর কুষাণ-আধিপত্যের আরম্ভ। কলিঙ্গ (গঞ্জাম-তেলেগু) দেশে উক্ত ভাব-প্রতীক চিত্রের প্রচলন ছিল। তখন প্রায় সৈন্ধবী সভ্যতার সমাপ্তি কাল। খ্রীঃ ১ম শতাব্দে কুষাণ-প্রভাবের আরম্ভকাল। সেই সময়ে কলিঙ্গরাজ ঐল এবং কুমার বড়ক বিদ্যমান ছিলেন। কলিঙ্গ অক্ষর এবং প্রতীক-চিত্র তখন ঐলাদি রাজন্যগণ ব্যবহার করিয়াছেন। সৈন্ধবী প্রতীক-চিত্রের প্রভাব তখন রাজ্য-বিশেষে প্রচলিত ছিল। উহা কুষাণ কাল হইতে লুপ্ত হইতে হইতে গুপ্ত-কালে একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দের ব্রাহ্মী-লিপি কটকে গিরি-গুহায় দেখা যায়। বৈকুণ্ঠ গুহা কলিঙ্গ-রাজ ললাক-কর্তৃক ক্ষোদিত হইয়াছিল। কটক তখন কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বঙ্গ-অক্ষরের সর্বাদি প্রকট কাল

খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দী

কোশাম্বী লেখমালা *

গুপ্ত-লিপি (গুপ্ত কালের)

(খ্রীঃ ৪-৫ শতাব্দ)

বাঙ্গালা অক্ষরের সর্বাদি রূপ

লিপিমালার মধ্যবর্তী কিয়দংশ গৃহীত হইল। ব্রাহ্মী ও বাঙ্গালা (আদি) অক্ষরের অনুরূপ অক্ষরে লিখিতাংশ। এই লেখমালা হইতে বুঝা যাইতেছে, গুপ্ত-রাজত্বকালে আজ বঙ্গাক্ষরের সর্বপ্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মী-লিপির মধ্যে কিছু কিছু রাঢ়ী-বাঙ্গালা-লিপির অনুরূপ লিপিও দেখিতে পাওয়া যায়। বোতল-চিত্রের মুখে 'মদ' লিখিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় বোতল-চিত্রের পশ্চাতে (৪ লিপিখানে) 'সৌবীরেঅ' পদটী বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

দেওটেক খণ্ডলিপি

(নাগপুর পারিপার্শ্বিক)

* গুপ্ত-লেখমালায় (কোশাম্বী) 'ক' এবং সংযুক্ত 'ক' বর্ণের কতক প্রকার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষর চিত্রটী কলিঙ্গ-লিপির 'ক'-তুল্য। দ্বিতীয়টী = কৃ।

বর্মাভাষার অক্ষর—ব্যঞ্জনবর্ণ

বিক্রমখোল-লেখমালার আদর্শ

(মধ্যপ্রদেশ)

দক্ষিণ অংশের চিত্র

(দক্ষিণ হইতে বামে পঠিতব্য)

এই লিপিমালার ‡ অংশের পাঠোদ্ধার 'প্রবাসী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মী-প্রমুখ লিপি-সাহায্যে উক্ত লেখমালার পাঠ উদ্ধার করা গিয়াছে।

উৎকলাক্ষর

স্বরবর্ণ

ଅ ଆ ଇ ଈ ଉ ଊ
ଋ ଌ ଏ ଐ ଓ, ଔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক-বর্গ— କ ଖ ଗ ଘ ଙ
চ ” — ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ
ট ” — ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ
ত ” — ତ ଥ ଦ ଧ ନ
প ” — ପ ଫ ବ ଭ ମ

ଯ ର ଲ ଵ
ଶ ଷ ସ ହ
ଡ଼ ଢ଼ ୟ ଳ

চাকমা-বর্ণমালার আদর্শ

স্বরবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরযোগ

লেখমালার আদর্শ

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ কলিঙ্গ ভাষার মত আকার-যুক্ত।

হরিহর-পট্ট-লিপি (অক্ষর)

(স্বরযোগসহ) ৩৫০ খ্রীঃ

ক খ গ ট

অ ও দ প

ব ভ ম র ল

শ ষ স হ

এই হরিহর-পট্টলিপির সামান্য অংশই প্রদত্ত হইল। ইহার মধ্যে কোন কোন অক্ষর সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির অনুরূপ। 'দ'টী অজড় গজামির 'ত'। 'ব'র অনুরূপ চিত্র-সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপিতে দেখা যায়।

তিব্বতী-লিপি

(মিশ্র-অক্ষর)

ক-বর্গ —

চ " —

ট " —

ত " —

প " —

ক্ষ এ য় র র্ণ

শ ষ হ

পশ্চিম রাঢ়ের প্রাচীন চিত্রলিপি

(লেখক-কর্তৃক আবিষ্কৃত)

(১)

ষোড়শ মাতৃকা চিত্র-লিপি

(শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহানা মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত)

উপরি অঙ্কিত চিত্রগুলির উপরের ছত্রের চিত্রগুলি সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপিতে দেখা যায়; সুতরাং রাঢ়দেশে এক কালে যে হরপ্পা এবং মোহেঞ্জোদড়োয় আবিষ্কৃত মুদ্রালিপির অনুরূপ চিত্র-লিপি প্রচলিত ছিল, ইহাই বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

মকর সংক্রান্তি-ব্রত-চিত্র

বাঁকুড়া জেলার কুলকুড়া গ্রামের মহিলারা অদ্যাপি এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলসী-তলায় ব্রত-পূজাদি করিয়া থাকেন।

(২)

ব্রত-আলিপনা

উক্ত চিত্রের মধ্যে কয়েকটী চিত্র সৈন্ধবী মুদ্রালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মী-অক্ষরের অনুরূপ চিত্র একাধিক বিদ্যমান রহিয়াছে। খরোষ্ঠী-লিপির অনুরূপ কয়েকটী অক্ষর সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। এই আলিম্পন-চিত্র কতিপয় প্রাচীন মিশ্র-লিপিতে চিত্রিত হইতে দেখা গিয়াছে।

বাঁকুড়া জেলায় বিহারীনাথ পাহাড়ের 'দাউনী-পাথর' নামক দুইটী পাষাণ চিত্র-লিপি

উক্ত চিত্র দুইটীর অনুরূপ চিত্র সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপিতে একাধিক বার দেখিতে পাওয়া যায়। দাউনী-পাথরের অন্যান্য চিত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাঢ়দেশে একদা সৈন্ধবী মুদ্রা লিপির অনুরূপ চিত্র-লিপি প্রচলিত ছিল; ইহার প্রমাণ পূর্বোক্ত তিন প্রকার চিত্রদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। হরপ্পায় (পঞ্জাব) অনুরূপ চিত্র-লিপি প্রাচীন রাঢ়মণ্ডলে একদা সুপ্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মী-লিপির ক্রমোৎকর্ষ

সারনাথ-যাদুঘরে রক্ষিত বিভিন্ন কালের বিবিধ মুদ্রাদি হইতে খ্রীঃ ৪র্থ শতক হইতে খ্রীঃ ১১ শতক পর্যন্ত লিপির ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় এবং মথুরা-যাদুঘরে রক্ষিত কুষাণ (কুশাণ ?) কালের লিপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার ইতিহাসে মোহেঞ্জোদড়োয় আবিষ্কৃত সপ্তম নিম্নস্তর হইতে সর্বোপরিস্থ কুষাণ-কাল সংশ্লিত স্তরে আবিষ্কৃত সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির চিত্রসমেত পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং সৈন্ধবী সভ্যতার আদ্যকাল খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৪০০০ অব্দ হইতে প্রায় খ্রীঃ ৩য় অব্দের লিপির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কুষাণ-পূর্ব অশোক-লিপি, তৎপূর্ববর্তী পিপ্রাবা ও বিড়লি-লিপি, সুতরাং খ্রীঃ পূঃ প্রায়

৪ সহস্র বৎসর হইতে বর্তমান কাল-প্রচলিত লিপির অভিব্যক্তির ধারাবাহিক পরিচয়-প্রাপ্তির আদৌ অভাব হয় না। আরোহ-পদ্ধতিক্রমে লিপি আলোচনা করিলে খ্রীঃ পূঃ চারি সহস্র বৎসর হইতে বর্তমান কাল-প্রচলিত বঙ্গাদি লিপির অভিব্যক্তির ক্রম অবগত হইতে বিলম্ব হয় না। এই পদ্ধতি অবলম্বনে সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপির পাঠোদ্ধারে সহায়তা হইতে পারে।

খ্রীঃ ৪র্থ শতক হইতে সারনাথ-যাদুঘরের মুদ্রা-লিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইল। একটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মন্ত্র-বিশেষ অবলম্বনে ('যে ধর্ম্মা হেতুপভবা' ইত্যাদি মন্ত্র) ধারাবাহিক মুদ্রা-লিপির পরিচয় দেওয়া গেল।

লিপি-চিত্র না দিয়া কেবল মুদ্রার পরিচয়

(১)

সারনাথ-মিউজিয়ম ক্যাটলগ সংখ্যা—
এক্ (ডি) ১৯—ধর্মচক্রমুদ্রা, শুষ্ক মৃৎমুদ্রা
ইহা লিপি-বিশারদ পণ্ডিত দয়ারাম সাহনি মহাশয়ের মতে গুপ্তকালের, সুতরাং খ্রীঃ ৪র্থ অব্দের লিপি।

(২)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ২০
গুপ্তকালের লিপি।

(৩)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ৩০, ভগ্ন মৃত্তিকা-মুদ্রা,
খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর।

(৪)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ৩৯-৫০, শুষ্ক মৃৎ-মুদ্রা,
খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর।

(৫)

খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর লিপি

সংখ্যা—এক্ (ডি) ২৬ (পৃঃ ৩১১)
অর্ধদগ্ধ মৃৎ-মুদ্রা।

(৬)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ৩১
সামান্য অগ্নি-দগ্ধ মুদ্রা, খ্রীঃ ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর।

(৭)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ৩৬ (পৃঃ ৩১২)
রৌদ্রপক্ব মৃৎ-মুদ্রা, খ্রীঃ ৮ম শতক-লিপি।

(৮)

খ্রীঃ ৯ম শতকের লিপি

সংখ্যা—এক্ (ডি) ৩৮ (পৃঃ ৩১২)
দগ্ধ মৃৎপুত্তলিকা-লিপি, খ্রীঃ ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর।

(৯)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ৫১ (পত্র ৩১২)
অর্ধদগ্ধ গোলাকৃতি মৃৎ-মুদ্রা-লিপি, খ্রীঃ ৯ম শতকের।

(১০)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ৫৫ (পৃঃ ৩১৩)
সামান্য অগ্নি-দগ্ধ মৃৎ-মুদ্রা, খ্রীঃ ৮ম বা ৯ম শতকের লিপি।

(১১)

খ্রীঃ ১০ম শতকের লিপি

সংখ্যা—এক্ (ডি) ৯ (পৃঃ ৩০৯)
উপহার স্তূপ-লিপি; মৃৎ-স্তূপ লিপি, খ্রীঃ ১০ম শতকের।

(১২)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ১০
দগ্ধ মৃৎস্তূপ-লিপি, খ্রীঃ ১০ম শতকের।

(১৩)

সংখ্যা—এক্ (ডি) ১২ (এ)-পৃঃ ৩০৯।
দগ্ধ মৃৎস্তূপ-লিপি (৫ ছত্র), খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর।

গুপ্তকাল হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ব্রাহ্মী-লিপির যে প্রকার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহাতে উহার ধারাবাহিক ক্রম নির্দেশ করা যায়। তথাকথিত লিপি-গুলির পরেই গৌড়বঙ্গেশ্বর মহীপালের সারনাথস্থ বুদ্ধ-পীঠে উৎকীর্ণ লিপির সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মী-লিপি খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে যে রূপ ধারণ করিয়াছিল উহাই গৌড়বঙ্গলিপির বর্তমান রূপের আদ্য অবস্থা সূচিত করিতেছে। ১১শ খ্রীষ্টাব্দের রাঢ়ী-বাঙ্গালা-লিপির আদর্শ উক্ত মহীপালের লিপিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। মহী-পাল-লিপির আদর্শ (বুদ্ধ-পাদপীঠ-লিপি) প্রদত্ত হইল।

বুদ্ধ-পাদপীঠের গৌড়ীয় মহীপাল-

পাদপীঠে সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত ১০২৬ খ্রীঃ গৃহ-সংস্কারের লেখমালা

লিপির একাধিক অক্ষর প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির লিপির সদৃশ। এই লিপিগুলি সুপ্রাচীন বঙ্গ-অক্ষর [বাঙ্গালা পুথি-লিপি দ্র°]।

চতুর্ভুজ মাত্রা-বিশিষ্ট শ্রীপুর-পট্টলিপি *

প্রাচীন মহাকোশলের রাজধানী ছিল শ্রীপুর; বর্তমানে ইহা সিরপুর (সিপুর ?)—মধ্য

* অক্ষর-শিরে মাত্রা দিবার প্রথা প্রথমে কুষাণ কাল হইতেই প্রবর্তিত হয়। ত্রিভুজ-মাত্রাবিশিষ্ট লিপি সম্বলপুরের এক শিবালয়-গাত্রে খোদিত

প্রদেশে রাইপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে যে লিপিমালায় শিবমূর্তি ক্ষোদিত আছে এবং যাহাতে বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত আছে সেই দুই খানির লিপিই 'শুদ্ধ কুটিল' অক্ষরে ক্ষোদিত। 'কুটিল' নাম নূতন প্রদত্ত হইয়াছে ; এ নাম মগধে কখন প্রচলিত ছিল না। পণ্ডিতেরা বলেন, উক্ত লিপি-পট্ট খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর।

শ্রীপুর-(সিপুর ?) রাজগণ আত্ম-পরিচয় দিবার সময় আপনাদিগকে 'সোমবংশীয়' বলিয়াছেন। এক খানি গজলক্ষ্মী-মূর্তিবিশিষ্ট স্তম্ভ তোরণ-অংশের লিপিতে এই বংশের উল্লেখ আছে।

শ্রীপুর-পট্টলিপির বৈশিষ্ট্য এই যে, অক্ষরের 'মাত্রা'গুলি চতুর্ভুজ এবং লিপি-গুলি সুন্দর। এইরূপ এক খানি পট্টলিপি ঠাকুরদিয়া গ্রামে 'মহাকোশল ঐতিহাসিক পরিষৎ'-কর্তৃক খ্রীঃ ১৯৩২ অব্দে আবিষ্কৃত হয়। উক্ত দানপত্রখানি রাজা মানমাত্রের পুত্র রাজা মহাপ্রবর-কর্তৃক প্রদত্ত। (মান-মাত্রসূতস্তেদং)। মহাসুদেব রাজার খরিয়ার সনন্দ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রসন্নমাত্র রাজা মানমাত্রের পিতা। 'মহা-কোশল ঐতিহাসিক পরিষদে' প্রসন্নমাত্রের একটী মুদ্রাও রক্ষিত আছে। উহাতে চতুর্ভুজ-মাত্রাশোভিত অক্ষরে রাজার নাম ক্ষোদিত আছে।

'হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি'-পত্রিকায় (x. pt.-i, March, 1934, 100—পৃথগ্ পত্র) যে লিপি-চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, উহা উল্টা-মুদ্রিত থাকায় প্রথমে আমাদের পাঠোদ্ধারে কষ্ট হইয়াছিল। ভ্রম-বশতঃ বিপরীতভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। অক্ষরের মাত্রাগুলি নিম্নে সংস্থিত দেখিয়া সহজেই এই ভ্রম ধরা পড়ে। লিপির আদর্শ উক্ত 'হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি'-পত্রিকার মুদ্রিত পত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীযুক্ত এল, পি, পাণ্ডেয় ইহার অনুবাদ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পট্টগুলির শিল্পী (করণক) দ্রোণ সিংহ।

পট্টের এক দিক্

পট্টের অপর দিক্

গুজরাটী লিপির আদর্শ

তামিল অক্ষরের আদর্শ

সিংহলী অক্ষরের আদর্শ

গুজরাটী, তামিল এবং সিংহলী বর্ণ-মালার মূল উৎপত্তি-ক্ষেত্র দূর সম্পর্কে একই ; সিংহলী লিপির সহিত গঞ্জামী (কলিঙ্গ) লিপির নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। তামিল বর্ণমালার সহিত তেলেগু অক্ষরের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাড় অক্ষরের সহিত গঞ্জামী বর্ণের সাদৃশ্য বিদ্যমান। গুজরাটী অক্ষরের সহিত মহারাষ্ট্রের অঙ্গলিপির খুবই নিকট সম্পর্ক। পূর্বে দেখান হইয়াছে, চাকমা-বর্ণের সহিত রাঢ়-বর্ণ-(মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ) মালার বিশেষ ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

শুদ্ধ মাত্রা-বিশিষ্ট অক্ষর

শ্যাম বর্ণমালার আদর্শ

মহা কারুণিকং নাথং
বণ্ণে নিপুণ গম্ভীর।

শ্যাম-বর্ণমালায় সংযুক্ত অক্ষরের ব্যবহার নাই। ইহা বাঙ্গালা-লিপির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ; ব্রাহ্মী-লিপি, বিশেষতঃ গুপ্ত এবং কাম্বোজ অক্ষরের সহিত শ্যাম-লিপির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। আকার, একারগুলি প্রায় বাঙ্গালার মতই। ং-যোগ প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির অনুরূপ।

মধ্যমরাজের তাম্রশাসন

৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ

(শশাঙ্কদেবের রাজত্বকাল)

শৈলোদ্ভব-বংশের রাজা মধ্যমরাজের রাজ্যের ২৬শ বর্ষের এক খানি দানপত্র ; গঞ্জামে আবিষ্কৃত ৩০০ গুপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেবের রাজত্ব-কালে প্রদত্ত দ্বিতীয় সৈন্যভীতের তাম্রশাসন (EI, ii. 143)। পুরীর খুর্দা গ্রামের আবিষ্কৃত (সৈন্যভীত—মাধবেন্দ্র এবং কলিঙ্গ দেশের পুলিন্দ সেন খ্রীঃ ৬১৯ অব্দের প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন) মাধবরাজের তাম্রশাসন (Jour. & Pro. ASB (n.s.), i. 228)।

২য় পট্ট—১২শ ছত্র

৩য় পট্ট—১২শ ছত্র ও ১০ম ছত্র (নিম্নের)

আছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় উক্ত লিপি-চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার এখনও করিতে পারা যায় নাই।

২য় ছত্রের ৪র্থ অক্ষরটী কাঞ্চ-লিপির 'অ' বর্ণের অনুরূপ। নবাবিষ্কৃত সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপিতেও ঐরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সংযুক্ত অক্ষর

১ম পট্ট (১২৬ পৃঃ)

২য় ছত্রের ১ম অংশে

মহারাঢ়-অধিপতি গোবিন্দপাল-দেবের বাসুদেব-মন্দির-সংলগ্ন লেখমালা*

প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরের আদর্শ—

(খ্রীঃ ৮৫০–৯৫০ অব্দ ;

সংবৎ ১২৩২)

১ ওঁ স্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায়।
সম্বত ১২৩২। বেদঃ। নৃসিংহঃ।

৩৯ গোবিন্দপাল রাজ্যাব্দের 'যোগরত্ন-মালা'-লিপি। †

(খ্রীঃ ১২৮৯)

বঙ্গলিপি

গোবিন্দরাজাঙ্ক ৩৮

'পঞ্চকর'—৪র্থ পংক্তি, ছিদ্রের দক্ষিণাংশ—

বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শন

বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম আকার গুপ্ত-কালের কোশাম্বী-লেখমালায় দৃষ্ট হয়। সুতরাং খ্রীঃ ৬ষ্ঠ হইতে ৫ম শতকের মধ্যে বঙ্গ-লিপির ইতিহাসের সামান্য একটু উপকরণ পাওয়া যায় একথা বলা যাইতে পারে।

খ্রীঃ ৬ষ্ঠ-৭ম শতকের কায়থী-লিপি, খ্রীঃ ১১শ শতকের মহীপাল-লিপি, খ্রীঃ১৩শ শতকের যোগরত্ন-মালা-লিপির নিদর্শন আছে। খ্রীঃ ১৫শ শতকের অক্ষর প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে দৃষ্ট হয়। খ্রীঃ ৪র্থ শতক হইতে বঙ্গাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর বঙ্গের মহাস্থান-লিপির অংশ

(পাষাণ-লিপি)

প্রাচীন বঙ্গের ব্রাহ্মী-লিপির আদর্শ

শ্রীযুক্ত ডি. আর. ভাণ্ডারকর উক্ত পট্টের নাম দিয়াছেন—'মহাস্থানের মৌর্য ব্রাহ্মী-লেখমালা।' * এই লেখমালাংশে 'পুণ্ড্র-নগরে'র বানানটী 'পুদনগর' (পোদনগর, পুদ—পুড ? পুড [পুণ্ড্র] জাতি গৌড়দেশের অতি প্রাচীন অধিবাসী)। এই লেখমালাংশে এইরূপ খোদিত আছে—

'পুদনগর'

'ধ' অক্ষরটী গুপ্ত-(কুটিল ?) লিপি, কায়থীর প্রায় অনুরূপ সুপ্রাচীন বঙ্গ-লিপির 'ধ' অক্ষরের প্রায় সমান। 'ধ'র দক্ষিণ বাহুর নিম্নে একটী ক্ষুদ্র সমতল রেখা বিদ্যমান। কায়থী বাঙ্গালার বাম বাহুনিম্নে সমতল রেখার যোগ আছে, উভয় লিপির মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ। মহাস্থান-লিপির 'পুদনগর' পুণ্ড্র-নগরেরই অপভ্রংশ। এই লিপি সম্ভবতঃ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী বলিয়াই বিবেচিত হয়। 'র' অক্ষরটী গুপ্ত-কালের 'র'র অনুরূপ, কেবল নিম্নের বক্রাংশ বামাবর্ত; কিন্তু গুপ্ত 'র' বর্ণের বক্রাংশ দক্ষিণাবর্ত। লিপি-চিত্রভেদের ইহা নিদর্শন। লিপির অক্ষর তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, খ্রীঃ ৪র্থ-৭ম শতাব্দীর 'র' ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া কায়থী মূর্তি ধারণপূর্বক ৯ম শতাব্দীর পর হইতে ক্রমে ক্রমে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাস্থান-লিপির 'র' খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক হইতে কুষাণাদ্য খ্রীঃ ১ম অব্দের 'ল' অক্ষরের সহিত ভ্রম হওয়া সম্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মীর 'ল' এবং মহাস্থানের 'ল'র মধ্যে বিশেষ প্রভেদ বিদ্যমান। 'গর'টী 'গল' পাঠ করা যায় না। তথাপি রাঢ়ী বাঙ্গালায় 'ন' এবং 'ল'র উচ্চারণ প্রায় সমান; যথা—লাউ=নাউ; লা—না ; নয়া=লয়া। শব্দ-বিশেষের 'ন' বা 'ল' বর্ণের উচ্চারণে বিশেষ উচ্চারণ ভেদ হয়। শব্দান্ত 'ন' বা 'ল' পৃথক্‌ই উচ্চারিত হয়। রাঢ়ী বাঙ্গালায় যখন উক্ত প্রকার লিপি প্রবর্তিত ছিল তখন উক্ত লিপিই ছিল তৎকালের 'বঙ্গ-অক্ষর' (রাঢ়—অঙ্গ, মগধ, বঙ্গ)।

মহাস্থান-লিপি দেখিয়া ধারণা হয়, সে সময়ে সাধারণে উক্ত লিপি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিল। রাঢ়ী-বাঙ্গালায়

* MAS, v. Plate xxvii—প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে উক্ত প্রকার 'ব' দৃষ্ট হয়।

† id. Plate xxxviii—গোবিন্দপালের সময়ে লিখিত পুথি।

* EI, xxi, pt-ii, 83ff.

ব্রাহ্মী-লিপি বিশেষ প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপি প্রায় উক্ত প্রকার। শুশুনিয়া শৈল-লিপি বাঁকুড়া জেলায় (বর্তমান) দামোদর-তীরবর্তী পোখরনায় (পুষ্করণা নগরী) রাজা চন্দ্রবর্মাকৃত লিপি। এই চন্দ্রবর্মা ছিলেন প্রাচীন শুশুনিয়ারাজ। পুষ্করণাপ্রভু চন্দ্রবর্মার সময়ে শূরভূম ও মল্লভূম পুষ্করণা নামে খ্যাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। চন্দ্রবর্মা ছিলেন প্রাচীন বাঁকুড়া (পুষ্করণা রাজ্যের) জেলার প্রধান রাজা। তাঁহার সহিত মাড়বাড়ের সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না। তবে তিনি মহাসামন্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

মহাস্থানের প্রাচীন ব্রাহ্মী-লিপি
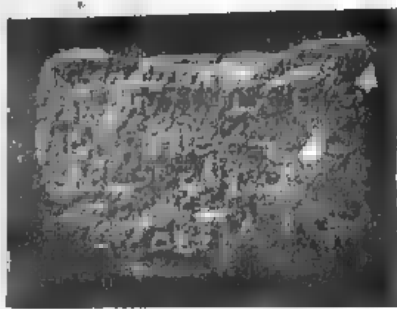
('হিস্টরিক্যাল কোয়াটার্লি' হইতে গৃহীত চিত্র)

খ্রীঃ ১৪শ শতকের সিলেট-লিপি

সিলেট-লিপিতে ৩২টী মাত্র অক্ষর—৫টী স্বর এবং ২৭টী ব্যঞ্জন। ৫টী স্বরচিহ্ন—আ-কার, ই-কার, উ-কার, এ-কার এবং (ঐ-কার ?) সংযুক্ত বর্ণ ১৬টী মাত্র।

স্বরবর্ণ

আ ই উ

এ ও

ব্যঞ্জনবর্ণ

সংযুক্তবর্ণ

আল্ ক্ক ক্ত নজ (ঞ্জ) ন্ত

(১)

সৈন্ধবী মুদ্রার চিত্রের সহিত ক্রীটচিত্রের তুলনা *

সৈন্ধবী ক্রীট

* IHQ, viii. pt.-ii, June, 1932, 5-6.
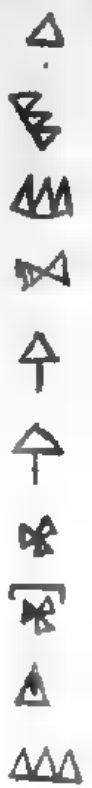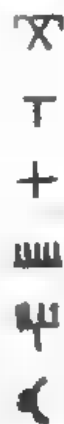
স্যর আর্থার জে. ইভান্সের 'এন্থ্রোপলজি এণ্ড দি ক্লাসিক্স'-চিত্রিত এক্ ডানুশিরার পাষাণাঙ্কিত চিত্রের ভিতর প্রাপ্ত কতিপয় চিত্র :—

(ক) (খ)

(গ)

(গ) চিত্রে—যাঁতা, কুলা, ঝাঁটা, ঢেঁকী, মরাই, উখুন-তাড়া চিত্রগুলি কৃষি-সাধন দ্রব্যাদির চিত্র। রাঢ়-বাঙ্গালা আলিপনায়—বোয়াক্র লক্ষ্মীপূজায় উক্ত প্রকার চিত্রাদির আলিপনা দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীপূজার আলিপনায় 'মরাই' চিত্র অবশ্য কর্তব্য মধ্যে গণ্য।

সৈন্ধবী মুদ্রা-লিপি-চিত্রের অনুরূপ বৈদেশিক চিত্রলিপি

(১)

৩০ = খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক Ʊ, ⲙ, ⲙ এই চিত্রগুলি কুষাণ কালের দ।

৪০ = " ২য় " —খরোষ্ঠীর গ বর্ণের রূপান্তর মাত্র।

৬১ = (অশোক) — খরোষ্ঠীর-উ প্রথমটী সংস্থান-ভেদ।

খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক = ১মটি গুপ্ত-খ তুল্য (B)-খ।

খ্রীঃ ২য়—৪র্থ শতক

৬০ = খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক V, Y, Y ইহা কতকটা 'অ'-তুল্য (Y), ৬ = Y, Y;

৭০ = " ২য় " X, Y =

খ্রীঃ ২য় শতক (মকরধ্বজ চিত্রেও দৃষ্ট হয়)।

৮০ = " ২য় " ⴱ, ⴱ, ব্রাহ্মীর বিপরীত-সংস্থিত ঠ।

৯০ = " ২য় "

খ্রীঃ ২য়—৪র্থ শতক

" ৪র্থ—৬ষ্ঠ "

১০০ = খ্রীঃ ২য় শতক (সল, শলি ?

" ২য়—৪র্থ "

" ৪র্থ—৬ষ্ঠ " প্রথম দুইটী ব্রাহ্মীর-দ। ৩য়-৪র্থ—স্র।

কানাড়ী-অ =

তেলেগু-অ =

কানাড়ীর প্রথম দুই প্রকার অ, সৈন্ধবী মুদ্রায়ও দৃষ্ট হয়। কানাড়ীর একাধিক স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণের অনুরূপ সৈন্ধবী মুদ্রায়ও দেখা যায়।

প্রাচীন বর্ণমালার সহিত বর্তমান বর্ণমালার বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ যুক্তাক্ষর বিভিন্ন রূপ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন পুথিতে দেখা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে প্রাচীন সংযুক্তবর্ণের আকারের পরি-

খ্রীষ্টপূর্ব—ক +

খ্রীষ্টাব্দের কুষাণ-যুগের " ,

পরবর্তী— " ,

গুপ্ত যুগের " , ; (অর্বাচীন) ক, ক ; (প্রাচীন) ক (ক)

বাঙ্গালা পুথির " , ;

কায়থী " , ;

বর্তন আরম্ভ হয় এবং মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠার কাল হইতেই ইহা সম্পূর্ণ পৃথগ্ রূপ ধারণ করিয়াছে।

কলিকাতায় 'হিন্দুস্থানী প্রেস' নামক প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। সেই প্রেসে মুদ্রিত একখানি গ্রন্থ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দুইখানি ব্রিটিশ-মিউজিয়ম-লাইব্রেরীতে আছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে 'জগদীশ-চরিত' নামক পুথি মুদ্রিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগদীশ-চরিত' আছে। কেরি সাহেবের আমলে মুদ্রিত 'দাশরথি রায়ের জীবন-চরিতে'র পুথিও পাওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত মুদ্রিত পুথিগুলির সংযুক্ত অক্ষরগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, ক্রমশঃ অক্ষরগুলি নূতন ধরণের হইয়াছে; তখন দেশী শিল্পীরা কাঠের অক্ষর প্রস্তুত করিতেন; সুতরাং অক্ষরগুলিতে পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্তমান যুক্তাক্ষরের সঙ্গে পূর্বোক্ত যুক্তাক্ষরগুলির বিশেষ পার্থক্য আছে। যুক্তাক্ষর বর্তমানে একটী নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তাক্ষর হইতে বর্তমান যুক্তাক্ষর বিভিন্ন হইলেও কতিপয় যুক্তাক্ষর প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হইতেছে।

'ক' অক্ষরটী সর্বাপেক্ষা অধিক রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অশোক-যুগের 'ক' কুষাণ যুগের 'ক' হইতে কিছু পৃথগ্ আকারের ছিল বলিয়া মনে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই 'ক' মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গে ব্যবহৃত হইত। কুষাণ যুগের 'ক' পূর্বেও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়; একাধিক আকৃতির 'ক'র প্রচলন পূর্বে ছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়।

উ-কারযোগ

কু— ...

কুষাণ — ...

" দীর্ঘ— ...

পুথির— ...

গুপ্ত— ...

প্রথমে পুথিতে উকারযোগ দ্বিতীয় চিত্রের মতই হইত। এই উকারযোগ প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতেও ব্যবহৃত হইত। বৈষ্ণবী মুদ্রাতেও ইহা কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই কাকপদীয় উকারযোগকে সুপ্রাচীন প্রথারই অনুবর্তন বলা যাইতে পারে।

চট্টগ্রামের কোন কোন স্থলে ঢুমাত্রা 'ঙ' বলা হইয়া থাকে। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির 'ঙ' দেখিলে ইহাকে কেন 'ঢুমাত্রা' (দুই-মাত্রা) 'ঙ' বলা হইত তাহা বুঝা যায়।

বাঙ্গালা পুথির ঙ— ...

এই প্রকার, যেন ড বর্ণের উপর দুইটী মাত্রা।

ব্রাহ্মীর ,— ...

কুষাণ ,— ...

গুপ্ত ,— ...

কামরূপী ,— ...

ঙ্গা— ... মধ্যের রেখাটী দীর্ঘ করিয়া 'ঙ্গা' হইত।

ঙ্গো— ... 'সমাঙ্গো' দ্রঃ।

ঙ্গা— ... 'একতা সমাঙ্গা' দ্রঃ।

ঙ্গু— ...

বর্তমান 'ঙ' কারথীর পরিবর্তিত 'ঙ' অথবা গুপ্ত 'ঙ' অক্ষরের আকারভেদ বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণবী মুদ্রায়—

...

এইরূপ চিত্র একাধিক দৃষ্ট হয়, ইহা কুষাণ কু + র + ধ বর্ণ-ত্রয়ের সংযোগের অনুরূপ। কাকপদীয় উকার- (দীর্ঘ) যোগের চিহ্ন, গির্নারের অশোক-লিপির—'প্রজুহিতব্যং' পদের 'জু'তে বিদ্যমান রহিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালা পুথিতে কাকপদীয় চিহ্ন বর্ণের নিম্নে চিত্রিত করিয়া মূল বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ বুঝাইত, উহাই পূর্বে এবং যথাসময়ে উকার চিহ্নরূপেও ব্যবহৃত হইত। দ্বিত্ব উচ্চারণ অক্ষরের নিম্নে ডানদিকে একটা পুঁটুলি শূন্য 'ছ' লিখিয়াও বিজ্ঞাপিত হইত, যথা—

ঙ্ক— ...

ঙ্গু— ...

খ্রীষ্টীয় ১৬১৩ অব্দের কতিপয় যুক্তাক্ষরের পরিচয়

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

২পত্র ১মপৃঃ—'এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার'।

শ্লো = ...

৩পত্র ১পৃঃ-৬ছঃ—'ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব'॥

'তার মধ্যে মুক্তি বাঞ্ছা কৈতব প্রধান'।

র্থ = ...

ঞ্ছ = ...

ঞ্ছ যুক্তাক্ষরটী যেন ঞ + ছ = 'ঞ্ছ'-তুল্যই ছিল। ১৬০৭খ্রীঃ অব্দে লিখিত গোবিন্দবিজয় (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, মালাধর বসু) গ্রন্থের ব্যঞ্জনবর্ণের 'ছ' চিত্রটী

ছ = ...

এই ছ-দুইটী চ বর্ণ-যোগে সৃষ্ট। ছএর পুচ্ছটী চ অক্ষরের দ্বিত্ব-বিজ্ঞাপক চিহ্ন মাত্র। চিত্রে প্রদর্শিত 'ছ' দুইটী চ যোগে সৃষ্ট হইয়াছে।

...

ঐ বাদশ পত্রে—'এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ'॥

দ্ভু = ...

১৪পৃঃ—'তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন'॥

তৃ = ...

র্থ = ...

শু = ...

ঐ ১৩ ছঃ—'সেই দুই প্রভুর করি চরণ-বন্দন'।

প্র = ...

ভু = ...

ন্দ = ...

ব = ...

ঐ ১৪ছঃ—'যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ'॥

ঘ্ন = ...

ষ্ট = ...

পূ = ...

অক্ষরবিন্যাস করিতে পারিত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তবে তাহার সহিত বৈদিক সভ্যতা ও ব্রাহ্মী-লিপির কতদূর সম্বন্ধ তাহাই সমস্যা। Prof. Langdon বলেন*, ব্রাহ্মীলিপি মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত প্রাচীন সিন্ধু-চিত্রলিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ডক্টর প্রাণনাথের মতে ব্রাহ্মী-লিপি মোহেঞ্জোদড়ো-লিপি হইতে উদ্ভূত এবং এই মোহেঞ্জোদড়ো লিপি Proto-Elamite-লিপি হইতে উদ্ভূত; কিন্তু Prof. Langdon এই শেষোক্ত মত স্বীকার করেন না।

আমাদের দেশে কবে অক্ষর-বিন্যাস বা বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নিয়ে আলোচনা করা হইল। প্রমাণগুলি প্রধানতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১)গ্রন্থোক্তি-প্রমাণ, ও (২) উৎকীর্ণ লিপি-প্রমাণ।

গ্রন্থোক্তি-প্রমাণ—স্মৃতিশাস্ত্রসকল যখন রচিত হইয়াছিল তখন ভারতবাসী রীতিমত লিখিতে জানিত, কারণ লিখিত দলিলাদির প্রচলন ছিল[7] এবং মোকদ্দমায় বাদী বা পূর্বপক্ষ-লিখিত আর্জি বিচারালয়ে দাখিল করিত[8] এবং প্রতিবাদী লিখিয়া তাহার জবাব দিত[9]। লিখিত প্রমাণ সকল সময়েই প্রামাণ্য (নারদ° ১; বৃহ° ৭৫); অধিকন্তু নারদ-স্মৃতি ও বৃহস্পতি-স্মৃতিতে লিখিত আছে, ব্রহ্মা স্বয়ং লিপি-বিদ্যা আবিষ্কার করেন।[10] 'জ্যোতিষতত্ত্ব'নামক এক খানি জ্যোতিষ-গ্রন্থেও এই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে।[11] 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' (২৬ অঃ) লিখিত আছে, প্রজাপতির চিন্তাধারা হইতে অক্ষর-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে বহু স্থানে লিখন-প্রণালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।[12] রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে হনুমান্ সীতাদেবীকে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রদর্শন করিতেছেন; ইহা লিপি-বিদ্যমানতার একটী প্রমাণ।[13] মহাভারতের বহু স্থলে গ্রন্থ-শব্দের ও লিপিবাচক শব্দের উল্লেখ আছে।[14] গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন, "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি"—(১১. ৩৩)। যাস্কের নিরুক্তে 'পুস্তক' অর্থে গ্রন্থের উল্লেখ আছে।[15] 'শিক্ষা-শ্লোক' নামক গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত পুস্তকের উল্লেখ আছে।[16]

Maxmuller-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনির সময়ে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। কিন্তু পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র প্রথম অধ্যায়েই লিখিত অক্ষরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ৬০ সূত্রে পাণিনি লোপের সংজ্ঞা দিতেছেন—'অদর্শনং লোপঃ', ইহার বৃত্তি হইতেছে—'অদর্শনমশ্রবণমনুচ্চারণ-মনুপলব্ধিরভাবো বর্ণ-বিনাশ ইত্যনর্থান্তর-মেতৈঃ শব্দৈর্যোঽর্থোঽভিধীয়তে তস্য লোপ ইতীয়ং সংজ্ঞা ভবতি', অর্থাৎ পূর্বে উচ্চারিত বর্ণ যদি অনুচ্চারিত, অশ্রুত ও অলিখিত হয় তবে তাহার লোপ-সংজ্ঞা হইবে। পাণিনিতে এই দৃশ্ ধাতুর দর্শন ব্যতীত অন্য কোন অর্থ খাটে না; সুতরাং অক্ষর লিখিত না হইলে তাহার অদর্শন হইবে কিরূপে? দর্শন অর্থে পাণিনি এই দৃশ্ ধাতুর বহু বার প্রয়োগ করিয়াছেন, সকল ক্ষেত্রেই লিপির অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছে। পাণিনির সময়েও যেন যে লিখিত গ্রন্থ ছিল তাহার প্রমাণ দুইটী শ্লোকে আছে।[17] পাণিনির সময়ে যে গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল তাহার অতি উত্তম প্রমাণ আছে, কারণ পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে চারি বার 'গ্রন্থ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।[18] এতদ্ভিন্ন পাণিনি 'শিশুক্রন্দীয়' ও 'যমসভ' নামক দুইটী লিখিত গ্রন্থের উদাহরণ দিয়াছেন।[19]

পাণিনির একটী সূত্রে লিপি, লিবি এবং লিপিকর (অর্থাৎ লেখক) শব্দের উল্লেখ আছে।[20] ইহা ব্যতীত রাজ-চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রারও

---

* Mohenjodaro and the Indus Civilization, ঞ্জী. 1931, ch.-xxiii. 423. 426-27.

৭ বশিষ্ঠ-স্মৃতি ১৬. ১০—'লেখ্যপ্রভাব'।

৮ সুনিশ্চিতবলাধানস্ত্বর্থী স্বার্থপ্রচোদিতঃ।
লেখয়েৎ পূর্বপক্ষং তু কৃতকার্যবিনিশ্চয়ঃ॥
—নারদ° ২. ১

৯ পূর্বপক্ষশ্রুতার্থস্তু প্রত্যর্থী তদনন্তরম্।
পূর্বপক্ষার্থসম্বন্ধং প্রতিপক্ষং নিবেশয়েৎ॥
যো লেখনং বা স লভেৎ ত্র্যহং সপ্তাহমেব বা।
অর্থী তৃতীয়পাদে তু যুক্তং সত্যং প্রবং জয়ী॥
—নারদ° ২. ২-৩

১০ না করিষ্যৎ যদি ব্রহ্মা লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্।
তত্রেয়মস্য লোকস্য না ভবিষ্যচ্ছুভা গতিঃ॥
—নারদ° ১. ৭০

১১ ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥

১২ বলাদত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্যচ্চাপি লেখিতম্।
সর্বান বলকৃতার্থান্ অকৃতান্ মনুরব্রবীৎ॥ (৮. ১৬৮)।
ঋণদাতুমশক্তো যঃ কর্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াং। স দত্ত্বা নির্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্তয়েৎ॥ মনু° ৮. ১৫৪।
যাজ্ঞবল্ক্যের লেখ্যপ্রকরণ ২২. ৬৬, ৮৮-৯৩ এবং ৩. ১৮১ দ্র°।

১৩ রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুরীয়কম্।—রা° সুন্দর° ৩৬. ২

১৪ মহাভারতে যেন যে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইত তাহার প্রমাণ আছে—
যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনং। এবমেতদ্ যথা চৈতদ্ধি গৃহ্যতি তথা ভবান্॥ ধার্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ। ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথা চ ত্বং নরেশ্বর॥ যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ। ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা॥ ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ। যস্তু গ্রন্থার্থ-তত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥ গ্রন্থস্যার্থঞ্চ পৃষ্টঃ সন্ তাদৃশো বক্তুমর্হতি। যথা তত্ত্বাভিগমনাদর্থং তস্য স বিন্দতি। ন যঃ সংসৎসু কথয়েদ্ গ্রন্থার্থং স্থূলবুদ্ধিমান্। স কথং মন্দবিজ্ঞানো গ্রন্থং বক্ষ্যতি নির্ণয়াৎ॥ শান্তি° মহা° ৩০৭. ১১-১৬

মহাভারতে বহু স্থলে লিপিবাচক এই শব্দের উল্লেখ আছে, যথা।—
গ্রন্থগ্রন্থিং তদাচক্রে মুনির্গূঢ়ং কুতূহলাৎ।
যস্মিন্ প্রতিজ্ঞয়া প্রাহ মুনি দ্বৈপায়নস্ত্বিদম্।
মহা° আদি° ১. ৮০

১৫ সাক্ষাৎ কৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্ম গ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি। ১. ২০

১৬ গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষডেতে পাঠকাধমাঃ॥—শিক্ষাশ্লোকঃ ৩২

১৭ দৃষ্টমপি দৃশ্যতে—৮. ২. ৭৩; ৭. ১. ৭৬।

১৮ ১. ৩. ৮৭; ৪. ৩. ১১৩; ৪. ৩. ৯৯; ১. ৩. ৭৫

১৯ 'শিশুক্রন্দযমসভদ্বন্দ্বেন্দ্রজননাদিভ্যশ্ছঃ'। 'শিশুক্রন্দীয়' শব্দের অর্থ কাশিকাবৃত্তিতে এইরূপ আছে—'শিশূনাং ক্রন্দনং শিশুক্রন্দনং তমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ শিশুক্রন্দীয়ঃ'।

২০ দিবা-বিভা-নিশা-প্রভাভাস্করান্তানন্তাদিবহুনান্দীকিং লিপিলিবিবলিভক্তিকর্তৃচিত্রক্ষেত্রসংখ্যা জঙ্ঘাবাহ্বহর্যত্তদ্ধনুররুষ্ণু।

উল্লেখ আছে।[২১] পাণিনির শিক্ষাসূত্রমধ্যে 'পুস্তক' শব্দের উল্লেখ আছে[২২] এবং গণপাঠে লিখনার্থে 'লিখ্' ধাতুরও প্রয়োগ পাওয়া যায়[২৩]।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অক্ষপটল অধিকরণ হইতে জানা যায় যে, রাজ্যের সামান্য খুঁটিনাটির হিসাব অক্ষপটলে বিভিন্ন পুস্তকে লিখিত হইয়া সুরক্ষিত হইত। 'নিবন্ধপুস্তক' এই শব্দ অর্থশাস্ত্রে আছে [অক্ষপটল দ্র°]। অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে, পত্রের জন্য বনাধ্যক্ষ তালি, তাল এবং ভূর্জবৃক্ষ রক্ষা করিবেন।

বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ হইতে সেই সময়ের লিপিজ্ঞানের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিনয়পিটকে 'লেখা' ও 'লেখক' অর্থবোধক বহু শব্দের উল্লেখ আছে[২৪] এবং এই লিপিবিদ্যাকে একটী উচ্চাঙ্গের বিদ্যা বলা হইয়াছে। ভিক্খুপাচিত্তিয়ে (৬০. ১) ছেলেদের তিনটী শিক্ষণীয় বিষয়ের একটী 'লেখা', অপর দুইটী 'গণনা' ও 'রূপ'। মহাবগ্গে (১. ৪৩, ৪৯) 'লিখিতকো চোরো' নামক উপাখ্যানে লিখিত রাজকীয় ঘোষণার উল্লেখ আছে। ধম্মপদ (১. ১৮২) এবং পেতবত্থু (১৪৫) নামক অতি পুরাতন গ্রন্থদ্বয়েও নাম লিখিবার নির্দেশ পাওয়া যায়। জাতকে চিঠিপত্রকে 'পণ্ণ', লেখাকে 'লেখ', বর্ণমালাকে 'অক্খরাণি', দলিলকে 'ইণপণ্ণ', পুস্তককে 'পোত্থক' ও কোন শক্ত জিনিসের উপর খোদাই করাকে 'অক্খিত্তি' বলা হইয়াছে। কটাহকজাতকে (১২৫) এক শ্রেষ্ঠী অপর এক শ্রেষ্ঠীকে পত্র লেখার উল্লেখ আছে। মহাসুতসোমজাতকে (৫৩৭) তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও গুরু তাঁহার শিষ্যকে পত্র লিখিতেছেন। কামজাতকে (৪৬৭) পত্র-ব্যবহারের উদাহরণ আছে। পণ্ণনদীজাতকে (২১৪) রাজমুদ্রিকা দ্বারা শীলমোহর করার উল্লেখ দেখা যায়। হারিতজাতকে (৪৩১) রাজমন্ত্রী রাজাকে পত্র লিখিতেছেন। চুল্লকালিঙ্গজাতকে রাজাকে পত্র পড়িয়া শুনান হইতেছে। কুরু- (৪৮২) এবং রুরু- (৪১০) জাতকে 'সুবর্ণপট্টে' খোদাই করিয়া দলিল লেখার কথা আছে। খত লিখিয়া টাকা কর্জ লওয়া ও টাকা পরিশোধ করিয়া খত ফেরত লইবার কথা খদিরঙ্গারজাতকে (৪০) দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দালকজাতকে (৪৮৭) অতি সুন্দর একখানি 'পোত্থক' একটী 'আধারকে'র উপর রাখিবার কথা আছে এবং তুণ্ডিলজাতকে (৩৮৮) বুদ্ধের আদেশে ব্যবহার অর্থাৎ আইন-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছিল এবং এই আইন-অনুসারে যে বিচারাদি হইত তাহার উল্লেখ আছে। অসদিসজাতকে (১৮১) উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। নৈতিক শিক্ষার নিমিত্ত উপদেশবাক্য ধাতু ও প্রস্তরাদির উপর উৎকীর্ণ হইত সে কথা আমরা কুরুধম্ম (২৭৬) তেসকুণ- (৫২১) এবং সম্ভব- (৫১৫) জাতকগুলি হইতে জানিতে পারি। ইহা ব্যতীত বৃক্ষপত্রের উপর শূচদ্বারা উৎকীর্ণ লিপি পত্ররূপে ব্যবহৃত হইত তাহা পণ্ণনদী- (২১৪) ও মহাউম্মগ্গ- (৫৪৬) জাতকে লিখিত আছে। দুম্মেধজাতকে (৫০৯) লিখিত আছে, জাতি হিঙ্গুল দিয়া ভিত্তির উপর অক্ষর লিখিত হইত। কটাহকজাতকে (১২৫) হইতে জানা যায়, বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ কাষ্ঠফলকের উপর লিখিয়া বর্ণমালা ও লিপিবিদ্যা শিখিত।*

বৈদিক সাহিত্যে বর্ণজ্ঞানের ও লিপিবিদ্যার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে; ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও স্পর্শবর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[২৫] অন্যান্য উপনিষদেও লিপিজ্ঞানসূচক বা লিখনার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[২৬]

ব্রাহ্মণগুলির মধ্যেও লিখনব্যাপারের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে,—'দশ চ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ শতান্যশীতীনাম্ সংবৎসরে মুহূর্তেনাশীতিমাপ্নোন্মুহূর্তে মুহূর্তেনাশীতিঃ সম্পদ্যতে'।[২৭] অর্থাৎ সংবৎসরে অষ্টশতাধিক দশসহস্রমুহূর্ত এবং বেদত্রয়ে তাবৎসংখ্যক পঙ্‌ক্তিপুঞ্জ আছে। অন্ত এক স্থলে (১০. ৪) লিখিত আছে—এক বর্ষে যত মুহূর্ত হয় তাহার দ্বিগুণ পঙ্‌ক্তি তিন বেদে আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতেও অক্ষরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৮] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সৃষ্টি-বর্ণনায় বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[২৯] এই ব্রাহ্মণে অন্যত্র লিখিত আছে,

২১ 'রূপাদাহত প্রশংসয়োর্যপ্'।—৫. ২. ১২০। যথা—আহতং রূপমস্য = রূপ্যো দীনারঃ। 'শতসহস্রান্তাচ্চ নিষ্কাৎ' (৫.২. ১১৯)।

২২ 'কঠকালাপ মহক মোদক চর্বক বর্ধক গুড়াকালিক……পুস্তকম্' (পুরাণিকসূত্র, ২০)।

২৩ 'লিখ অক্ষর বিন্যাসে'

২৪ ভিক্খুপাচিত্তিয়, ২. ২; ভিক্খুনীপাচিত্তিয়, ৪৯.২। বিনয়পিটক খ্রীঃ পূঃ ৬—৫ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ইহা বৈশালীর বৌদ্ধমহাসঙ্গীতির (খ্রীঃ পূঃ ৩৮০) পূর্বে রচিত বলিয়া Oldenburg, Maxmüller প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করিতেন।

* ভারতীয় বর্ণলিপির উৎপত্তি ... Fasciculus ... আলোচনীয়।

২৫ 'সর্বে স্বরা ইন্দ্রস্য আত্মানঃ। সর্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ। সর্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবং…' ২, ২২. ৩।

২৬। ঐত' উপ'—৩. ৫। তৈ'—৩ ২, ৪; ৫. ২৩; ৭. ১১। অমৃতনাদ'—২৪। তৈ' উপ'—১ ২. ১ শ্বেত'—৪. ১। গর্ভ'—৫। রাম'—৫৮, ৬০, ৬১, ৬৫, ৬৪, ৬৮, ৭২, ৮১। ব্রহ্ম'—১৪, ১৬, ৫। নী'—১০. ২৪, ৩৩; ৬. ১০. গোপী'—৩। ছান্দোগ্য°—১. ১. ১; ৪, ৬, ৭, ৯, ১০; ১. ৩. ৬, ৭; ১. ৪. ১, ৪, ৫; ২. ১০. ৩, ৪; ২ ২৩. ৩; ৮. ৩. ৫। মুণ্ড°—৫ ২, ১, ২, ৩; ৫. ৩. ১; ৫. ৫ ১, ৬, ৪; ৫. ১৪. ১, ২, ৩। কঠ°—২. ১৬; মাণ্ডূক্য°—১। নৃসিংহপূর্বতাপনী°—২. ২; ৪ ২; ৫ ২। অমৃতবিন্দু°—২. ৩২।

২৭ শ' ব্রা' ১০. ৪. ২. ২৫।

২৮ 'তস্মাদেবৈকাদশকপালঃ পুরোডাশো ব্রাহ্মণবিভূক্তা একয়োঃ ক্ষত্রকশ্চিঃ কা বিরক্তিঃ'। (১ম পঞ্চিকা, ২য় খণ্ড)। অনুষ্টুপ্-স্বর—অষ্টকপাল-অগ্নয়োঽষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী গায়ত্রপেক্ষণাঃ দ্বিতীয়ঃ ত্রিষ্টুবিত্যেবমত মা একাদশাক্ষরশক্তিঃ মা বিরক্তিঃ'।

২৯ 'তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বর্ণা অজায়ন্ত অকার উকারো মকারঃ ইতি তানেকধা সমভরৎ তদেতদোমিতি'। অক্ষর—'ইত্যেতৈরেব এবং ওং কারিতঃ সর্বমিতি হ অক্ষরং পঠিতম্ (৫ম পঞ্চিকা, ৩২ খণ্ড)। 'অক্ষরির

'অনুষ্টুভো বর্গকামঃ কুর্বীত হুরোগা অনুষ্টুভো-শ্চতুঃষষ্টিরক্ষরাণি' (১ম অ° ৫ম খ°) অর্থাৎ অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ চতুঃষষ্টি অক্ষর-সমন্বিত ; অনুষ্টুভ্ ও হ্যক্ষর যজ্ঞ স্বর্গকাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থানে (৩. ৩. ৪) এরূপ ভাবে অক্ষরের বর্ণনা আছে যে, ঐ ব্রাহ্মণ-রচনার সময় লিপি-প্রণালীর যে অস্তিত্ব ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সায়-নাম সেই অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল— 'তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রীমভ্যবদেতাং বিত্তং নাবক্ষরাণ্যনুপর্যাগুরিতি নেত্যব্রবীদ্-গায়ত্রী যথা বিত্তমেব ন ইতি তে দেবেষু প্রশ্ন-মৈতাং তে দেবা অব্রুবন্ যথা বিত্তমেব ন ইতি তস্মাদ্বাপ্যেতর্হি বিত্ত্যাং ব্যাহুর্যথাবিত্তমেব ন ইতি ততো অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যভবত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুবেকাক্ষরা জগতী সাষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃস-বনমবহৎ তাং গায়ত্র্যত্রবীদাস্তপি মেহ-ত্রাস্তিতি সা তথেত্যব্রবীৎ ত্রিষ্টুপ্ তাং বৈ মৈতৈরষ্টাভিরক্ষরৈরুপসন্ধেহীতি তথেতি তামুপ-সমদধাদেতদ্বৈ তদ্ গায়ত্র্যো মধ্যন্দিনে যন্ম-রুত্বতীয়স্যোত্তরে প্রতিপদো যচ্চানুচরঃ সৈকা-দশাক্ষরা ভূত্বা মাধ্যন্দিনং সবনমুদ্যচ্ছন্' ইত্যাদি।

অর্থাৎ ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী নামক অপর দুইটী ছন্দঃ গায়ত্রীর সমীপবর্তী হইয়া বলি-লেন, 'তোমরা যাহা পাইয়াছ তাহা আমাদের, সুতরাং আমরা তাহা পাইব। সেই অক্ষর কয়টী আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করুক।' গায়ত্রী উত্তর করিলেন, 'তাহা হইতে পারে না। যে যাহা পাইয়াছে তাহা তাহার নিজের, সুতরাং সে তাহাই পাইবে।' যখন এই কলহ কিছুতেই মিটিল না তখন তাঁহারা দেবগণকে মধ্যস্থ মানিলেন। দেবগণ গায়ত্রীর মতে মত দিয়া বলিলেন, 'যে যাহা পাই-য়াছে তাহার তাহাই থাকুক।' তখন গায়ত্রীর আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর এবং জগতীর এক অক্ষর হইল। সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যন্দিন সবন করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি আসিতেছি, এখানে আমারও স্থান হউক'। ত্রিষ্টুপ্ বলিলেন, 'তাহাই হউক, তুমি আমাকে অষ্টাক্ষর দিয়া যুক্ত কর'। গায়ত্রী তাহাই করিলেন।

প্রাতিশাখ্যগুলিতে শুধু অক্ষর কেন, অক্ষরগুলির নাম পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।[৩০] এতদ্ভিন্ন অথর্বপ্রাতিশাখ্যে তিনটী বৈয়া-করণিক সূত্র পাওয়া গিয়াছে।[৩১] ঋগ্বেদ ও অন্যান্য সংহিতাসমূহেও অক্ষর ও লিপি-জ্ঞানের যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান। অথর্ববেদে বর্ণদ্যোতক অক্ষরের উল্লেখ আছে 'অক্ষরেণ প্রতিমিমতে অর্কং' (১৮. ৩. ৪০)। অন্যত্রও (৯. ১০. ২) অক্ষরের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে বর্ণদ্যোতক অক্ষরের ব্যবহার আছে, যথা, 'আশ্রাবয় ইতি চতুরক্ষরং অস্তুশ্রৌষট্ ইতি চতুরক্ষরং যজ ইতি দ্ব্যক্ষরং যে যজামহে ইতি পঞ্চাক্ষরং'—অর্থাৎ 'আশ্রাবয়' ও 'অস্তুশ্রৌষট্' প্রত্যেকেই চতুর-ক্ষর, 'যজ' এই শব্দটী দ্ব্যক্ষর এবং 'যে যজামহে' এইটী পঞ্চাক্ষরযুক্ত। বাজসনেয়ী সংহিতায় ছন্দের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে— 'অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ' (১৫. ৪)। এইরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪. ৩. ১২. ৩), মৈত্রায়ণী সংহিতায় (২. ৮ ৭, ১১১. ১৫) এবং কাঠক সংহিতায় (১৭. ৬) বর্ণ অর্থে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদেও ভারতীয় আর্যগণের লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩২] একটী মন্ত্রে শতসহস্র হইতে পরার্ধ পর্যন্ত গণনা করিবার কথা আছে।[৩৩] লিপির সাহায্য ব্যতীত পরার্ধ পর্যন্ত কিরূপে গণনা করা যাইতে পারে? সর্ব-শেষে ঋগ্বেদের বহু স্থান হইতে অক্ষর ও লিপি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দুইটী ঋকে অক্ষরের উল্লেখ আছে, যথা—'গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্। বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ।'—(১. ১৬৪. ২৪) এবং 'অক্ষরেণ প্রতি মিম এতামৃতস্য নাভাবধি সংপুনামি।'—(১০. ১৩. ৩)। ঋগ্বেদের তিনটী স্থান হইতে লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—'উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।' (১০. ৭১. ৪) অর্থাৎ কেহ কেহ বাক্যকে শোনে, অথচ শোনায়

তৈত্তিরীয়ং ছন্দাংসি শব্দরাত্রীতি যু পূর্বং পটলম্' (১. ৬. ৩)। এখানে পটল—গ্রন্থ।

৩০ (ক) ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য :—১। অকার ইত্যাদি, ৪. ৬; ২। ই, উ, এ ইত্যাদি, অনুক্রমণিকা ; ৩। ক-(খৌ ইত্যাদি, অনুক্রমণিকা—৪; ৪। রেফ, ১. ১০; ৫। শকারচকারবর্গয়োঃ, ৪. ৩ (খ) তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য :— ১। অকার, ১. ২১; ইকার, ২. ২৮; হকার, ১. ১৩; অবর্ণ, ৭. ৫; ইবর্ণ, ইত্যাদি, ১০. ৩; ২। প, ৪. —৩০; ম, ৪. ৩২; ক, ৯. ৩; ৩। ত, ট, ৭. ১৩; খ, ৭. ১৩; র, ১. ১৯; ৪। রেফ, ১. ১৯; ৫। ক-বর্গ, ২. ৩৫; চ-বর্গ, ২. ৩৬; ট-বর্গ, ১৩. ২০।

কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য :—১। ঐকার, ঔকার, ১. ৭৩, ওকার ১. ৮৭; ইবর্ণ, ১. ১১৩। ২। উপধাদঃ :—১. ৭০; অ, ১. ৭১; ৩। র, ১. ৪০; হু, ১৩. ১৩২; ৪। তবর্গ, ৩. ৯২। অথর্বপ্রাতিশাখ্য :— ১। অকার, ১. ৮; মকার, ১. ৪; লকার, ১. ৫; বকার, ১. ২৩; ২। অবর্ণ, ১. ৩৭; ৩। য, র, ১. ৬৮; শষসেষু, ২. ৬; ৪। রেফ, ২. ২৮; ৫। চবর্গ, ১. ৭; উবর্গ, ২. ১২; চ, ট বর্গ, ২. ১৪; ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩১ (১) 'লোপঃ উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ সকারস্য (বাজ-সনেয়-প্রাতিশাখ্য ৪. ৯৫; তৈত্তিরীয় প্রা° ৫. [illegible])। (২) 'অন্তর্দেশেষু লোপঃ' (অথর্ব প্রা° ৩. ৩৫—ঋক্‌প্রা° ৫. ৫; বাজসনেয়-প্রা° ৪. ১; তৈত্তিরীয় প্রা° ১৩, ২)। (৩) (ঋক্-প্রা° ১৫; বাজসনেয়প্রা° ১, ১০৬ এবং অথর্বপ্রা° ১, ৫৮)

৩২ অশ্বমেধপ্রকরণে,—প্রশ্ন—'কত্যস্য বিষ্ঠাঃ কত্যক্ষরাণি'। অর্থাৎ উহার অঙ্গই (বিষ্ঠা) বা কত, অক্ষরই বা কত?

প্রত্যুত্তরমন্ত্র—'ষড়স্য বিষ্ঠাঃ শতমক্ষরাণি'—ছয়টী উহার অঙ্গ এবং শত সংখ্যক উহার অক্ষর।

অতঃপর বিরাট্‌রূপ কল্পনার বিবরণে 'এতস্মাদ্ ভূলোকোঽন্তরিক্ষলোকশ্চ দ্যুলোকঃ……ক্ষুরপ্রসকলাঃ'। ক্ষুরপ্রসকলাঃ—অর্থাৎ ক্ষুর বা লৌহ শলাকা দ্বারা লিখিত ছন্দঃ।

৩৩ ইমা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাযুতঞ্চ নিযুতং প্রযুতং চার্বুদঞ্চ ন্যর্বুদঞ্চ সমুদ্রশ্চ মধ্যঞ্চান্তশ্চ পরার্ধশ্চৈতা অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বমুত্রামুষ্মিল্লোকে'—১৭. ১৭. ২।

কল পায় না। অন্ত কেহ শুনাইলেও সে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না। কামযমানা রমণী যেমন সুবস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আপনার পতির নিকট দেহ সমর্পণ করে, সেইরূপ বাক্য-সকল এই দুই প্রকার লোক ভিন্ন আর এক প্রকার লোকের নিকট আপনার দেহ ও মূর্তি সমর্পণ করে। অন্ত ঋক্ দুইটী এই—'যং বৈ সূর্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ। অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্' (৫. ৪০. ৯) এবং 'বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে' (১. ২৫. ৮)। এখন দেখা যাইতেছে, ভারতীয় আর্যগণের শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থে অক্ষর ও লিপি-জ্ঞানের প্রমাণ বর্তমান।

উৎকীর্ণ লিপি—১। প্রিয়দর্শী অশোকের শিলালিপি সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে বহু স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে; অতএব অশোকের সময়ের লিপির নমুনা পাওয়া যাইতেছে।

২। এরান-মুদ্রা (Eran coins) খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে মুদ্রিত বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

৩। পারস্যদেশীয় 'সিগ্লোই' নামক মুদ্রা (Persian Sigloi) খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মুদ্রিত, কারণ অশোকের পূর্বেই ইহার প্রচলন বন্ধ হইয়াছিল।

৪। পিপ্রাবা গ্রামে আবিষ্কৃত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-সংরক্ষিত প্রস্তরাধারের উপর উৎকীর্ণ লিপি পণ্ডিতগণের মতে খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ।

৫। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা জেলায় ভট্টিপ্রোলু নামক গ্রামে আবিষ্কৃত দেহাবশেষ-সংরক্ষিত আধারের (relic casket) উপর উৎকীর্ণ লিপি পণ্ডিত Buhler-এর মতে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কিছু পূর্বে উৎকীর্ণ।

৬। স্বামী জ্ঞানানন্দের আবিষ্কৃত বিক্রমখোল-লিপি—কতকগুলি চিহ্ন, শ্রীযুক্ত জয়সবালের মতে এগুলি খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ (IA, March, 1930, 58-60)।

৭। হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োতে প্রায় ৩০০ প্রকার বিবিধ চিহ্ন, ৫৪১টী ক্ষুদ্র সীল-মোহরের ছাঁচ এবং ৫১৬টী স্পষ্ট চিহ্নবিশিষ্ট মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; পণ্ডিতগণ মনে করেন, এগুলি খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০-২৫০০ মধ্যে উৎকীর্ণ।

অধুনা আর্যাবর্তে যে সমস্ত প্রাদেশিক অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলিই ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে উদ্ভূত। ব্রহ্মা অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছেন এই ধারণায় ব্রাহ্মী অক্ষরের নামকরণ হইয়াছে। জৈন 'প্রজ্ঞাপনাসূত্র' গ্রন্থে লিখিত আছে—'জৈণং অদ্ধমগহাএ ভাষাএ ভাসেন্তি জস্স বংং বম্ভী লিবীপবত্তই', অর্থাৎ অর্ধমাগধী ভাষা যে লিপিতে প্রকাশ করা যায় তাহাই ব্রাহ্মী-লিপি। প্রিয়দর্শী অশোকের শিলালিপিসমূহে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। খরোষ্ঠী অক্ষর গান্ধার হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু ব্রাহ্মী-লিপি কালে যেরূপ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে খরোষ্ঠী সেরূপ হয় নাই। যদিও খরোষ্ঠী-লিপি খরোষ্ঠ নামক ঋষির আবিষ্কৃত বলিয়া প্রবাদ আছে, তথাপি উহা ভারতের নিজস্ব লিপি নহে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। খরোষ্ঠ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খর অর্থাৎ গর্দভের ওষ্ঠ। ভারতে খরোষ্ঠী-লিপির প্রচলন হয় খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দীতে। পারসীকগণ গান্ধারে রাজ্য-স্থাপন করিয়া শাসনকার্যের সুবিধার জন্ত ব্রাহ্মী অক্ষরের সহিত তাঁহাদের আনীত Aramaic বর্ণমালা চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গান্ধারের বাহিরে তাঁহাদিগের এ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ব্রাহ্মী অক্ষর তাঁহারা রাজকার্য হইতে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। একই মুদ্রার এক দিকে ব্রাহ্মী ও অপর দিকে খরোষ্ঠী-লিপিতে লেখা ছিল এইরূপ বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।*

অধিকাংশ ইন্দো-গ্রীক নৃপতিগণ খরোষ্ঠী-লিপি ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু আগাথোক্লেস্ ও পান্টালিয়ন্ এবং পরবর্তী নৃপতিগণ তাঁহাদিগের মুদ্রায় ব্রাহ্মীলিপিই ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খরোষ্ঠীলিপি কিছুদিনের জন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গৌণভাবে ব্রাহ্মীর সহিত প্রচলিত ছিল, কিন্তু কোন কালেই প্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মী-লিপির সহিত পারিয়া উঠে নাই। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মীলিপি এদেশেই উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে।

পাণিনি, ললিতবিস্তর, জৈনসমবায়সূত্র (৪র্থ অঙ্গ) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী ব্যতীত 'পুষ্করসারি' বলিয়া আর একটী প্রধান লিপির নাম পাওয়া যায়। এই তিনটী প্রধান লিপি ব্যতীত আরও অনেক প্রকার অপ্রধান লিপি ও প্রাদেশিক লিপির প্রচলন ছিল।[৩৮] ব্রাহ্মীলিপি মাত্র সমগ্র

---

* Sir H. Cunningham's Audambara and Kuninda Coins, Buhler, 50; also Persian Sigloi with Countermarks in Brahmi and Kharoshi Letters, JRAS, 1895, 866ff.

[৩৮] 'অথ বোধিসত্ত্ব উরগসারচন্দনময়ং লিপিফলকমাদায় দিব্যার্যসুবর্ণতিরকং সমন্তান্মণিরত্নপ্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রমাচার্যমেবমাহ। কতমাং মে ভো উপাধ্যায় লিপিং শিক্ষাপয়সি। ব্রাহ্মীখরোষ্ঠীপুষ্করসারিং। অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মঙ্গল্যলিপিং অঙ্গুলীয়লিপিং শকারিলিপিং ব্রহ্মবল্লিলিপিং পারুষ্যলিপিং দ্রাবিড়লিপিং কিরাতলিপিং দাক্ষিণ্যলিপিং উগ্রলিপিং সংখ্যালিপিং অনুলোমলিপিং অবমূর্ধলিপিং দরদলিপিং খাষ্যলিপিং চীনলিপিং লূনলিপিং হূণলিপিং মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপিং পুষ্পলিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং যক্ষলিপিং গন্ধর্বলিপিং কিন্নরলিপিং মহোরগলিপিং অসুরলিপিং গরুড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং বায়সরুতলিপিং ভৌমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেবলিপিং উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং অপরগোড়ানীলিপিং পূর্ববিদেহলিপিং উৎক্ষেপলিপিং নিক্ষেপলিপিং বিক্ষেপলিপিং প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিলেখলিপিং অনুদ্রুতলিপিং শাস্ত্রাবর্তাং গণনাবর্তলিপিং উৎক্ষেপাবর্তলিপিং (নিক্ষেপাবর্তলিপিং) পাদলিখিতলিপিং দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপিং যাবদ্দশোত্তরপদসন্ধিলিপিং মধ্যাহারিণীলিপিং সর্বরুতসংগ্রহণীলিপিং বিদ্যানুলোমাবিমিশ্রিতলিপিং ঋষিতপস্তপ্তাং রোচমানাং ধরণীপ্রেক্ষিণীলিপিং গগনপ্রেক্ষিণীলিপিং সর্বৌষধিনিষ্যন্দাং সর্বসারসংগ্রহণীং সর্বভূতরুতগ্রহণীং আসাং ভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টিলিপীনাং কতমাং ত্বং শিষ্যং পরিবাসি'।—ললিতবিস্তর, Lefmann, i. 125-6.

ভারতবর্ষেই পরিব্যাপ্ত হয় নাই, পশ্চিমে এলাম, মেসোপোটেমিয়া ছাড়াইয়া আফ্রিকার উপকূলে মাদাগাস্কার দ্বীপে, এমন কি ইউরোপের হাঙ্গেরী পর্যন্ত এবং পূর্বে ফিলিপাইন ও ঈস্টার দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়গণ ফিলিপিনো দ্বীপপুঞ্জে কতকগুলি লিপি প্রচলিত দেখিতে পায়। এই সকল লিপি প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে একটা সম্পর্কও ছিল।[৩৫] সেখানে আজ পর্যন্ত ছইটী জাতির[৩৬] লিপির মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

মোহেঞ্জোদড়োতে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই লিপি পশ্চিমে মেসোপোটেমিয়া, উরকিস্, তেল, অসর্ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে[৩৭] এবং পূর্বে ঈস্টার দ্বীপের লিপির সহিত এই লিপির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে।[৩৮] অধুনা কেহ কেহ মনে করেন, মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত লিপিই ব্রাহ্মীলিপির পূর্বরূপ; কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই। প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি হইতে আধুনিক প্রাদেশিক লিপিসমূহের রূপান্তর হইতে যে কতশতাব্দী লাগিয়াছে তাহা পরবর্তী যুগের বিভিন্ন শতাব্দীর লিপি তুলনা করিলে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতীয় বর্ণমালা আবিষ্কারের প্রথমে সম্ভবতঃ তাহার সংখ্যাধিক্য ছিল, পরে যখন তাহা উচ্চারণভেদে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইল, তাহার কিছু পূর্বে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তবে প্রাতিশাখ্য রচনা হওয়ার সময় অক্ষরের যে শ্রেণীবিভাগ হইয়া গিয়াছিল তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

তবে 'অক্ষর' শব্দ 'লিপি' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। লেখনীদ্বারা লিখিত লিপি ব্যতীত তাহাতে আরও চারি প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, যথা—মুদ্রালিপি (অর্থাৎ seal) এবং মুদ্রায় উৎকীর্ণ বা লিখিত লিপি ও শিল্পলিপি বা চিত্রাদিতে তুলিকা দ্বারা লিখিত এবং প্রস্তর বা কাষ্ঠাদিতে লিখিত লিপি, গুণ্ডিকালিপি বা আলিপনা বা তণ্ডুলচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা লিখিত লিপি এবং ঘুণাক্ষর অর্থাৎ কাষ্ঠাদিতে ঘুণ ধরিলে স্বতঃই যদি কোন লিপি সৃষ্টি হয় সেই লিপি।

[Johann Georg Buhler : Indian Paleography, 1904 ; A. C. Burnell : South Indian Paleography, 1878 ; গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা : প্রাচীন লিপিমালা, ১৯১৮ ; অন্যান্য নির্দেশ পাদটীকায় দ্র°]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অক্ষর।—[দর্শন শা°] 'অক্ষর' শব্দের প্রাথমিক অর্থ শব্দাংশ। যাহা অক্ষ বা জ্ঞান প্রদান করে, যাহা জ্ঞানের সোপান তাহাই অক্ষর বা বর্ণ। ঋগ্বেদে সপ্তবাণী চারিটী অক্ষরের দ্বারা পরিমিত হয় বলিয়া কথিত আছে। অক্ষর শব্দে পূর্বে syllable বুঝাইত। ক্রমশঃ ইহার অর্থ 'বর্ণ' হইয়াছে। 'ওঁ' সর্বশ্রেষ্ঠ অক্ষর (syllable) বলিয়া 'ওঁ' শব্দের অপর নাম হয় 'অক্ষর'। (১) কাঠক উপনিষদে—

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যো

ওঁমিত্যেতৎ।২.১৫

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥২.১৬

—সমস্ত বেদ যে পদ সম্যস্থান বলিয়া বলেন, যাহা সমস্ত তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া ব্রহ্মচর্য আচরিত হইয়া থাকে, তোমাকে সংক্ষেপে সেই পদের বিবর বলিব—'ওঁ'; এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ,—অর্থাৎ এই দুইয়ের প্রতীক। এই অক্ষরকে জানিলে যে যাহা ইচ্ছা করে তাহা তাহারই হয়। কাঠক উপনিষদে (৩.২)—'যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরম্। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি॥'—যাহা যজমানগণের দুঃখসন্তরণার্থ সেতুর ন্যায়, নাচিকেত অগ্নিকে আমরা জানিতে সমর্থ হই, আবার যাহা অভয়, সংসারের পরপারে তরণেচ্ছু ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় সেই অক্ষর পরম ব্রহ্ম জানিতেও সমর্থ হই। 'পরাৎপরে ব্রহ্মণী কর্মিব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যে ইতি বাক্যার্থঃ (শঙ্কর)। ওঁকারই অক্ষর। ওঁ যাঁহার প্রতীক, সেই ব্রহ্মও অক্ষর শব্দবাচ্য হইয়াছে দেখা গেল। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে—'ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত' (১. ১. ১).

শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—'ওঁমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠম্। তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি, প্রিয়নামগ্রহণ ইব লোকঃ। তদিহেতিপরং প্রযুক্তমভিধায়কত্বাৎ ব্যাবর্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রং প্রতীয়তে। তথা চার্চাদিবৎ পরমাত্মনঃ প্রতীকং সংপদ্যতে। এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ পরমাত্মোপাসনসাধনং শ্রেষ্ঠং সর্ববেদান্তেষ্ববগতম্। উপকর্মস্বাধ্যায়াদ্যন্তেষু চ বহুশঃ প্রয়োগাৎ প্রসিদ্ধমস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্। অতস্তদেতদক্ষরং বর্ণাত্মকং উদ্গীথভক্ত্যবয়বত্বাৎ উদ্গীথশব্দবাচ্যমুপাসীত।'

'আপয়িতা হৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে'

'সমর্ধয়িতা হৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে'

'তেনেয়ং ত্রয়ীবিদ্যা বর্তত ওমিত্যাশ্রাবয়তি ওমিতি শংসতি ওমিত্যুদ্গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন'

বৃহদারণ্যকোপনিষদে—'স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহং অচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসংগমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখং অমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন' (৩.৮. ৮)। এখানেও সেই পরমব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া অক্ষর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহার ক্ষয় নাই তাহা—অক্ষর (শঙ্কর)।

---

৩৫ Kroeber : Anthropology, 289.

৩৬ id. 290.

৩৭ Scale of Ancient Indian style found at Ur-Gadd. Proc. Bom. Arch., xviii. 1233, 22 pages and 3 Plates.

৩৮ Dr. G. de Hevesy : Sur une ecriture oceanienne. Published in the Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise (1933), Nos. 7-8—both the above references quoted from Dr. Fabri's article 'Latest attempts to read the Indus Script'—Indian Culture, i. 1934, 51-6.

গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ।'

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনহেতু পৃথিবী ও আকাশ বিধৃত হইয়া আছে, ইহার শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর বিধৃত হইয়া আছে, ইহার প্রশাসনে তুষারশ্বেত পর্বত হইতে পূর্বমুখগামী নদীসমূহ গমন করিতেছে, পশ্চিমাভিমুখে নদীসকল গমন করিতেছে, অন্যদিকেও গমন করিতেছে। নরগণ ইহারই প্রশাসনে দানশীল ব্যক্তি ফলযুক্ত দেখিয়া প্রশংসা করেন এবং দেবগণ যজমানকে ও পিতৃগণ দর্বীহোমকে অনুগমন করেন। ইত্যাদি

ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ বলেন— এই 'অক্ষর' শব্দে প্রণবকে লক্ষিত হয় নাই, পরব্রহ্মকে লক্ষিত হইয়াছে :– 'অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ' (১. ৩. ১০)। পূর্বশ্রুতিতে আকাশান্ত ধারণের বিষয় উল্লিখিত থাকায় অক্ষর শব্দে প্রণব লক্ষিত হয় নাই, পরব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছে। 'আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত আছে?' এই প্রশ্নের উত্তরে 'অক্ষর' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ন ক্ষরতাশ্নুতে চ ইতি নিত্যত্বব্যাপিত্বাভ্যামক্ষরং পরমেব ব্রহ্ম'।—শঙ্কর

'সা চ প্রশাসনাৎ'—১. ৩. ১১।

ঐ অম্বরান্তধৃতি পারমেশ্বর কর্ম, অচেতনের প্রশাসন সম্ভব নহে।

'অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ'—১. ৩. ১২।

অন্যভাব হইতে ব্যাবৃত্তি বুঝাইতেছে—'অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ'; সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে; বা উপাধিযুক্ত শারীরও নহে। কারণ, তাহার চক্ষুও নাই, শ্রোত্রও নাই, বাক্‌ও নাই, মনও নাই।

বৃহদারণ্যকে ঐরূপ বলিলেও মাণ্ডূক্য ওঁকারকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন—'ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোংকার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোংকার এব। ১। সর্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥ সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোংকারঃ অধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ অকার উকারো মকারঃ ॥ ৮ ॥ মুণ্ডকোপনিষদে পরা বিদ্যা দ্বারা অক্ষর বা পরব্রহ্ম অধিগত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে—'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'—১. ১. ৫।

সেই অক্ষর হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সংভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্ ॥
—১. ১. ৭।

সেই অক্ষর ব্রহ্ম—

'যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।—২. ২. ২।

সেই ব্রহ্ম সকলের শরণ্য।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সংধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥—২. ২. ৩।

(প্রশ্ন° ৪. ১০, ১১; কৈবল্য° ৮; নারায়ণ° ৩৩—এই অক্ষর ব্রহ্ম দ্র°।)

(২) উত্তরকালে কতকগুলি শ্রুতিতে অক্ষরের ও পরতর পুরুষের বিষয় উল্লেখ করা আছে। 'অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' মুণ্ডক° ২. ১. ২।

এখানে 'অক্ষর' শব্দে নামরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপ সর্বকার্যকরণবীজরূপে উপলক্ষ্যমাণ যে তত্ত্ব তাহাই লক্ষিত হইয়াছে। তাহারও পর—নিরুপাধিক পুরুষ।—শঙ্কর

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই দুই প্রকার অক্ষর উক্ত হইয়াছে—

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১. ৮

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানৌ ঈশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাৎ
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১. ১০

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ৫. ১

অক্ষরের এই যে দুইটী শব্দার্থ প্রদর্শিত হইল শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও তাহা দৃষ্ট হয় :—

(১) অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম—৮. ৩।

'অক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমাত্মা এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীতি শ্রুতেঃ ওঁকারস্য চোমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি পরেণ বিশেষণাৎ তদগ্রহণং পরমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষরে উপপন্নতরং বিশেষণম্।—শঙ্কর

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ৮. ১১

যদক্ষরং ন ক্ষরতীতি অক্ষরং অবিনাশি বেদবিদো বেদার্থজ্ঞা বদন্তি 'তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি ইতি' শ্রুতেঃ, সর্ববিশেষনিবর্তকত্বেনাভিবদন্তি অস্থূলমনণু ইত্যাদি।—শঙ্কর

(২) দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
—১৫. ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥১৫. ১৭

শঙ্কর এখানে বলিয়াছেন—'ভগবতঃ ঈশ্বরস্য নারায়ণাখ্যস্য বিভূতিসংক্ষেপ উক্তো বিশিষ্টোপাধিকৃতঃ যদাদিত্যগতং তেজঃ ইত্যাদিনা অথ অধুনা তস্যৈব ক্ষরাক্ষরোপাধিপ্রবিভক্ততয়া নিরুপাধিকস্য কেবলস্য স্বরূপনির্দিধারয়িষয়া উত্তরে শ্লোকা আরভ্যন্তে। তত্র সর্বমেবাতীতানাগতানন্তরাধ্যায়ার্থজাতং ত্রিধারাশীকৃত্যাহ দ্বাবিমৌ ইতি। যৌ ইমৌ পৃথগ্‌রাশীকৃতৌ পুরুষৌ

ইত্যুচ্যতে লোকে সংসারে ক্ষরন্ত ক্ষরতি ইতি ক্ষরঃ বিনাশী একোরাশিরপরঃ পুরুষঃ অক্ষরস্তু বিপরীতো ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্ত পুরুষস্য উৎপত্তিবীজং অনেকসংসারিজন্তু কামকর্মাদিসংস্কারাশ্রয়ঃ অক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে ।'

এখানে শঙ্করের মতে সমস্ত অতীত অনাগতাদি দ্রব্যজাতকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যাহা বিনাশী তাহা ক্ষর; যাহা ভগবানের মায়াশক্তি ('কূটস্থ' = কূট অর্থাৎ মায়া বা বঞ্চনা, কুটিলতা, তাহাতে স্থিত); যিনি উত্তমপুরুষ তিনি ইহাদেরও অতীত পরমাত্মা।

রামানুজ বলেন, 'ক্ষর' মানে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত শরীর; 'অক্ষর' চেতন পুরুষ ('কূটস্থ' = 'অচিৎ-পরিণামবিশেষ ব্রহ্মাদিদেহসাধারণো ন ভবতীতি কূটস্থ ইত্যুচ্যতে')। উত্তমপুরুষ বদ্ধমুক্ত পুরুষ হইতেও অতীত, 'লোকত্রয়মচেতনং তৎসংসৃষ্টচেতনো মুক্তশ্চেতি প্রমাণাদবগম্যতে তত্রয়ং য আত্মতয়াবিশ্য বিভর্তি'। এই পরব্রহ্ম-বিষয়ক অক্ষরকে উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

যে দ্বিজে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্বণী শ্রুতিঃ।
পরয়া অক্ষরপ্রাপ্তি ঋগ্বেদাদিময়াপরা ॥
—৬. ৫. ৬৫

যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্।
অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥৬.৫.৬৬

বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্বং তদ্ বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥
—৬.৫.৬৭

তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৬.৫.৬৮

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহার ব্যাখ্যানাবসরে বলিয়াছেন—বিদ্যাশব্দেন তত্তৎকর্মবিষয়ো বেদভাগো গৃহ্যতে, তদাহ পরয়া ইতি। ব্রহ্মভাগোঽক্ষরপ্রতিপাদকপরাখ্য বেদভাগান্বিনা কর্মভাগ ঋগ্বেদাদি শব্দেনোচ্যতে। ব্রাহ্মণপরিব্রাজকাদিবৎ সা অপরা সাধনগোচরত্বাৎ। 'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে' 'যত্তদদ্রেশ্যম্' ইত্যাথর্বণশ্রুত্যুক্তম পরবিদ্যামঙ্গত্বাৎ পরং ব্রহ্মাহ দ্বিজিঃ।

পূর্বপ্রজ্ঞদর্শনাচার্য স্থিতার্থ গ্রহণ করিয়াছেন—

ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যাশ্চ শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরাঃ।
লক্ষ্মীরক্ষরদেহত্বাদক্ষরা তৎপরো হরিঃ ॥

ইহা পূর্বোক্ত গীতাশ্লোকের ফলিতার্থ। ব্রহ্মা, শিব ও দেবাদিরও শরীরের নাশ হয়; এজন্য উঁহারা ক্ষর। লক্ষ্মীর দেহ নষ্ট বা ক্ষরিত হয় না, সেজন্য তিনি অক্ষরা; ইঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হরি। হরিকে যদি পুরুষোত্তম স্বীকার করা যায়, লক্ষ্মী তাঁহার মায়াশক্তি, এজন্য অক্ষরা।

সমাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরম্।
নারায়ণং সদা বন্দে নির্দোষাশেষসদ্গুণম্ ॥

নিম্বার্কাচার্য পূর্বোক্ত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে বলিয়াছেন—

অক্ষরং ব্রহ্ম, কুতঃ কালত্রয়বর্তিকার্যাধারতয়া নির্দিষ্টস্যাকাশস্য ধারণাৎ। সা চ ধৃতিঃ পুরুষোত্তমস্যৈব, কুতঃ 'এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' ইত্যাজ্ঞাপরতন্ত্রাশ্রবণাৎ। অত্র প্রধানস্য জীবস্য বা অক্ষরশব্দেন গ্রহণং নাস্তি, পরস্যৈবাক্ষরশব্দার্থঃ।

বল্লভাচার্য 'তদ্ধাম পরমং মম' এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অক্ষর শব্দে বিষ্ণুর পরম ধাম রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পুরুষের মায়াশক্তি যদি প্রধান হয় তাহা হইতে প্রধানও অক্ষরশব্দবাচ্য। ইহা সাংখ্যের মত।

পঞ্চদশীকার প্রধানতঃ ঈশ্বরের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসন ইতি শ্রুতিঃ।
অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তায়ং জনানামিতি চ শ্রুতিঃ।
—চিত্রদীপ ১৮১

পরব্রহ্মে ও ঈশ্বরে প্রভেদ এই—

অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যেষ মহেশ্বরঃ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং হেতুপক্রমোপসংহৃতঃ।
যতো বাচো নিবর্তন্তে ইত্যাসঙ্গবিনির্ণয়ঃ ॥
মায়ী সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়য়া।
অন্য ইত্যপরা ব্রূতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজেৎ ॥
আনন্দময়ঃ ঈশোঽয়ং বহু স্যামিত্যবৈক্ষত।
হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূৎ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥

সুতরাং পঞ্চদশীকারের মতে শ্রুত্যুক্ত 'অক্ষর' শব্দ পরব্রহ্ম নহেন, ঈশ্বর, মায়োপাহিতচৈতন্যমাত্র—তিনি হিরণ্যগর্ভ হইয়াছিলেন।

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী

অক্ষরক—স্বরবর্ণ।—শ্রুতবোধ, ২৯। বো-বো' মনি° ॥

অক্ষরকর—শ্রেষ্ঠ সমাধি-বি°।—কারণ্ড° ৫২. ১০। শ্রি° ॥

অক্ষরকোষ—ভূর্জবল্কল। 'অক্ষরাৎ কোষপর্যায়ভূর্জ তু বল্কলে'—কল্প° ৫১. ২১১।

অক্ষরচঞ্চু—[অক্ষরচুঞ্চু দ্র°]।

অক্ষর-চণ,-চন—[অক্ষর + চণ (পটু-অর্থে)] লিপিকর্মে দক্ষ, সুলেখক, লিপিকর, মুন্শী ॥ শব্দ° মনি° ॥

অক্ষরচিন্তক—[বৌ° শা°। অপ্র°] বৈয়াকরণ বা পদকর্তা কবি a grammarian or versifier.

অক্ষরচুঞ্চু—[অক্ষর + চুঞ্চু (চুঞ্চুপ্)]—তদ্দ্বারা খ্যাত, অর্থে] অক্ষরচণ, লিখনকর্মে খ্যাত, অক্ষর দ্বারা খ্যাত, লেখাই যাহার পেশা, লিপিকর, লেখক scribe ॥ অম° শব্দ° মনি° ॥

অক্ষরচ্ছন্দঃ—[মূ°-ছন্দস্] অক্ষরের সংখ্যানুসারে রচিত ছন্দঃ, নামান্তর বৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত, অক্ষরসংখ্যাত। যেমন অনুষ্টুপ্ছন্দে আটটি অক্ষর থাকে। অক্ষরচ্ছন্দের বিপরীত 'মাত্রাচ্ছন্দঃ' [মাত্রাচ্ছন্দঃ দ্র°]।

অক্ষরচ্যুতক—[অক্ষরের চ্যুত যাহাতে—বহু°; সমাসান্ত ক (কপ্)] অক্ষরচ্যুতি অবলম্বনে ক্রীড়া-বি°। এই ক্রীড়ায় শ্লোকগত কোন পদের একটী অক্ষর ছাড়িয়া দিলে ঐ শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ হইয়া যায়; যথা—কুর্বন্ দিবাকরশ্লেষং দধচ্চরণডম্বরম্। দেব যৌষ্মাকসেনায়াঃ করেণুঃ প্রসরত্যসৌ ॥ কাদম্বরী 'করেণু' শব্দের 'ক' ছাড়িয়া দিলে শ্লোকের অন্য অর্থ হইয়া থাকে।

অক্ষরজননী—[অক্ষরের জননী—৬-তৎ; অপ্র°] যাহা হইতে অক্ষরের জন্ম হয় অর্থাৎ লেখনী, কলম a reed or pen ॥ মনি° শব্দ° ॥

অক্ষর-জীবক,-জীবিক,-জীবী—[অক্ষর + √জীব্ + অক,-অক্ষরজীবিকা যাহার—বহু°, অক্ষর + জীব + ণিন্] অক্ষর দ্বারা যে জীবিকানির্বাহ করে, মসিজীবী, লেখক।

অক্ষরজীবন—লেখক scribe ॥ বৈজ° ১৭৭, ৪৫ ॥

অক্ষরজুর—ব্রহ্মস্থ ঋষি ॥ মনি° ॥

অক্ষরডম্বর—[অল° শা°] মার্গ বা রীতি-বি°। বাণভট্ট (খ্রীঃ ৭ম শতক) বলেন, গৌড়গণ অক্ষর-ডম্বরে বিশেষ পটু ছিলেন। দণ্ডীও গৌড়মার্গের নিন্দায় এবিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

[S. K. De—Sanskrit Poetics, ii. 95]

অক্ষরণ—[ন = অ + ক্ষরণ—নঞ্‌ তৎ] স্রাবহীনতা।—যুধিষ্ঠিরবিজয় (কাব্যমালা), ৩.৬৩

অক্ষরতন্ত্র—'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় ষষ্টিতন্ত্রের সূচী আছে। এই সূচীতে ৩২খানি তন্ত্রের (metaphysical systems) উল্লেখ আছে। এই তন্ত্রগুলির মধ্যে অক্ষরতন্ত্র নবমতন্ত্র। ৩২ খানি তন্ত্রের নাম—

১	ব্রহ্মতন্ত্রম্	১০	প্রাণতন্ত্রম্
২	পুরুষতন্ত্রম্	১১	কর্তৃতন্ত্রম্
৩	শক্তিতন্ত্রম্	১২	সামি (?)তন্ত্রম্
৪	নিয়তিতন্ত্রম্	১৩-১৭	জ্ঞানতন্ত্রাণি
৫	কালতন্ত্রম্	১৮-২২	ক্রিয়াতন্ত্রাণি
৬-৮	গুণতন্ত্রম্	২৩-২৭	মাত্রাতন্ত্রাণি
৯	অক্ষরতন্ত্রম্	২৮-৩২	ভূততন্ত্রাণি

[Belvalkar and Ranade: Hist. of Ind. Philosophy ii, 1449]

অক্ষরতূলিকা—[অক্ষরের তূলিকা—৬-তৎ] লিখিবার তূলি; কলম; লেখনী। তূলিকাও লেখনীর কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই নাম। চৈনিক জাতি তূলিকার দ্বারাই লিখিয়া থাকে।

অক্ষরদীপিকা—মধ্যিভট্টবংশ বিদ্যাধীশ্বর-দেবহরি-কৃত নৈষধচরিতটীকা। এই টীকায় গ্রন্থকারের পরিচয় আছে।

[Mad. Govt. Ori, Mss. Li, iii, Pt 1, Sans. C, 2757]

অক্ষরদেবতা—অগ্নি বায়ুস্তথা সূর্যো বিষ্ণুরিন্দ্রো বরুণশ্চ।
বৃহস্পতিশ্চ পর্জন্য ইন্দ্রো গন্ধর্ব এব চ॥
পূষা মিত্রাবরুণৌ চ ত্বষ্টা চ বসবস্তথা।
মরুতঃ সোমোঽঙ্গিরাশ্চ বিশ্বেদেবা স্তথাশ্বিনৌ॥
প্রজাপতিশ্চ দেবাশ্চ সমস্তব্রহ্মবিকল্পঃ।
জপকালে তু সংযোজ্য তেষাং সাযুজ্যতাং ব্রজেৎ॥
ন্যাসভক্ত্যক্ষরদেবতাচিন্তনং চ কামং ইতি বর্জিত।

[গদা° আচারসার° ২১৪,২১৫]

অক্ষর-নিবদ্ধ,-বদ্ধ—[অক্ষরদ্বারা নিবদ্ধ—৩-তৎ] বিণ, অক্ষরে প্রকাশিত বা লিখিত, পত্রগত।

অক্ষর-ন্যাস,-বিন্যাস ১ [অক্ষরের ন্যাস (ক্ষেপণ, সংস্থাপন)—৬-তৎ] অক্ষর-বিন্যাস বা সাজানো, সুশৃঙ্খলভাবে অক্ষর-পঙ্‌ক্তি লিখন; বর্ণসংস্থাপন। **২** [অক্ষরের ন্যাস, বিন্যাস (সন্নিবেশ) করা হয় যাহাতে] লিপি, পত্রিকা। **৩** শাস্ত্র, বর্ণ the alphabet ॥মনি°॥

অক্ষরপঙ্‌ক্তি—**১** বৈদিক ছন্দোবি°। ইহাতে চারিটী চরণ থাকে, প্রত্যেক চরণে পাঁচটী করিয়া অক্ষর (syllable) থাকে। কাব্যাদিতেও এই নিয়ম, তবে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম গুরু হইবে। 'আদ্যং চতুর্থং পঞ্চমকঞ্চেৎ যত্র গুরু স্যাৎ সাক্ষরপংক্তিঃ'; যথা—প্রত্ন ক্রৈতু (১) দেবী মনীষা (২)। অস্মৎ সুতষ্টো (৩) রথো ন বাজী (৪)॥ 'অক্ষরপংক্তিঃ পঞ্চকশ্চত্বারঃ'—পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র, ৪৪। শতপথব্রাহ্মণ(৮,৫,২,৬)এই ছন্দকে স্বর্গলোক বলিয়াছেন। 'অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ ইত্যসৌ বৈ লোকোঽক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ॥ মনি° ॥ **২** যজ্ঞবি°। সু, মৎ, পৎ, বক্, দে এই পাঁচটী অক্ষরযুক্ত যজ্ঞকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (২. ৮. ৬. ১) অক্ষরপংক্তি নামে অভিহিত করিয়াছে।

অক্ষরপরিচয়—[অক্ষরের পরিচয়—৬-তৎ] **১** বর্ণপরিচয়, অক্ষর জানা বা চেনা। **২** প্রথমশিক্ষা; হাতেখড়ি।

অক্ষরপল্লি—জৈনগ্রন্থে সংখ্যাদ্যোতক বর্ণ বা অক্ষর ['অক্ষরসংখ্যা' দ্র°]।

অক্ষরপিণ্ড—অক্ষর-সন্নিপাত—word ball' অর্থাৎ Sequence of words or sounds—ধম্মপদট্ঠ° ৪, ৭০।

অক্ষরপৃষ্ঠিকা—লিপি-বি°। জৈন-শাস্ত্রে ইহার প্রচলন। —সমবায়াঙ্গসূত্র ৩৫।

অক্ষরপ্রভেদ—[বৌ° শা°। অপ্র°] শিক্ষা phonology ও নিরুক্তি etymology.

অক্ষরপ্রশ্ন—[জ্যো°] জ্যোতিষিক প্রশ্নোত্তর গ্রন্থ। অক্ষর-সাহায্যে প্রশ্নের ফলাফল বিচার ইহাতে আছে বলিয়া এইরূপ নাম। নন্দিনাগরী ও তেলুগু অক্ষরে লিখিত। অমুদ্রিত। গ্রন্থকার অজ্ঞাত।

[Mad. Govt. Ori. Mss. Li., xxiv, Jyotish, No 13921]

অক্ষরবিন্যাস—[অক্ষরন্যাস দ্র°]।

অক্ষরব্যক্তি—[অক্ষরের ব্যক্তি (প্রকাশ)—৬ তৎ] অক্ষরসমূহের স্পষ্ট উচ্চারণ।

অক্ষরভাক্—বৈদিক স্তোত্রগত অক্ষরের বা syllableএর অংশে অধিকারী entitled to a share in the vedic hymns ঐ° ব্রা° ১, ১০; ২, ৩৭; ৩, ২২ ॥ মনি° ॥

অক্ষরভূমিকা—[অক্ষরের ভূমিকা (স্থান)—৬-তৎ] অক্ষরের লিখনস্থান, অক্ষরস্থান॥—রঘু° ১৮.৪৬।

অক্ষরমালা—[অক্ষরের মালা—৬-তৎ] বর্ণমালা, অক্ষরশ্রেণী।

অক্ষরমালাগদ্য—নামান্তর বসবাক্ষরমালাগদ্য। শ্রীশিবশ্রীবসবদণ্ডনাথের স্তুতি-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার প্রত্যেক গুণকীর্তি অকারাদি বর্ণমালানুসারে লিখিত। রচয়িতা সোমনাথ। গ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিত আছে—

অকারাদিক্ষকারান্তমকারাক্ষমালিকা।
প্রসাদে সোমনাথাখ্যো বসবস্ত কৃপাম্বুধেঃ॥

[Mad. Govt. Ori, Mss. Li, xviii, 9559-9162]

অক্ষরমালিকাস্তব—[অক্ষরীয়োপাখ্যান দ্র°]।

অক্ষরমুখ—[অক্ষর মুখে যাহার—বহু°]বিণ, ১ অক্ষরার্থক শাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ২ [সর্বদা মুখে শব্দোচ্চারণ করে যে] শিশু, ছাত্র। ৩ [অক্ষরের মুখ (আদি)—৬-তৎ] আদ্যক্ষর বা প্রথম অক্ষর 'অ'।

অক্ষরমুদ্রা—গুপ্তভাবে (কেহ বুঝিতে না পারে এমন করিয়া) কথোপকথনের কৌশল-বি'।—কামসূত্রে যশোধরকৃত 'জয়মঙ্গল'টীকা [অক্ষরমুষ্টিকাকথন দ্র°]

অক্ষরমুষ্টিকাকথন—অক্ষরসূচক মুষ্টিকা-সঙ্কেত অর্থাৎ অঙ্গুলি ও করপত্রের সাহায্যে সাঙ্কেতিক ভাষায় বর্ণ বা অক্ষর প্রকাশ করিয়া কথা বলা finger speech. ইহা চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম (ভা° ১০, ৪৫, ৩৫ শ্রীধরটীকা (৪৬ সং)।

বাৎস্যায়নোক্ত চতুঃষষ্টি কলার পঞ্চচত্বারিংশৎ কলা। ইহার অর্থ অক্ষর চুরি বা গোপন অর্থাৎ কোন শব্দ সম্পূর্ণ না বলিয়া তাহার সাঙ্কেতিক এক অক্ষরের ব্যবহার বা সেই শব্দ একেবারেই গোপন করিয়া অন্য কোন সঙ্কেত ব্যবহার করা। ইহা আধুনিক কালের code-এর মত। ইহা দুই প্রকার, (১) সাভাসা ও (২) নিরাভাসা। সাভাসাকে অক্ষর-মুদ্রাও বলা হয়; ইহাতে শব্দের অংশবিশেষ বা সাঙ্কেতিক অক্ষর ব্যবহার করা হয়। কোন গূঢ় বিষয় সাধারণের সমক্ষে ঈপ্সিত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত বা কোন গ্রন্থের সংক্ষেপার্থ ইহার ব্যবহার আছে। প্রাচীন কালে ইহার যথেষ্ট আদর ছিল। আচার্য রবিগুপ্ত 'চন্দ্রপ্রভা-বিজয়কাব্যে' এই কলা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'গহনপ্রসরসর্বাং কতিপয়সূত্রাশ্রিতামনন্তমুখীম্।
অনধীত্যাক্ষরমুদ্রাং বাদসমুদ্রে পরিপ্লবতে॥'

অর্থাৎ 'কতিপয় সূত্রে গ্রথিত এই সর্বতোমুখী অক্ষরমুদ্রা অধ্যয়ন না করিলে বাদ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়। ইহাতে সকলই প্রচ্ছাদিত, অথচ জানিলে সকলই প্রসন্নভাবে বিদিত হইয়া পড়ে।' ইহার উদাহরণ দিয়াছেন—

'মে বৃমিকসিংকতুবৃধময়ক্ষ্যো মৃধস বাস্তুশক-
নিষক আব্যাঃ।
ফচৈবৈজ্যে আশ্রাস্তা আকোমাপৌমা চৈব'
ইতি॥

ইহার প্রথম পাদে দ্বাদশ রাশির আদ্যক্ষর লইয়া দ্বাদশ রাশির নাম কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে রাশিগণের লগ্ন হইতে অবস্থান হিসাবে মূর্তি, ধন, সহজ (ভ্রাতা), বান্ধব, সুত, শত্রু, কলত্র, নিধন, ধর্ম, কর্ম আয় ও ব্যয়ের ভাব কথিত হইয়াছে। শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে ফাল্গুনাদি দ্বাদশ মাসের আদ্যক্ষর কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই উদাহরণে কয়েকটী অক্ষর একই হওয়ায় সঙ্কেত-কথনে যথেষ্ট গোলমালের সৃষ্টি হইতে পারে, যথা—'কর্কট' ও 'কন্যা' রাশির আদ্যক্ষর 'ক' 'বৃষ' ও 'বৃশ্চিক' রাশির আদ্যক্ষর 'বৃ'। সেইরূপ দ্বিতীয় পাদে 'কর্ম' ও 'কলত্রের' আদ্যক্ষর 'ক' এবং 'মার্গশীর্ষ' ও 'মাঘের' আদ্যক্ষর 'মা'।

ব্যাকরণ বা সূত্র প্রভৃতিতে এইরূপ অক্ষর-মুষ্টি ব্যবহৃত হয়; মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে; যথা—'অচ্' 'হস্' ইত্যাদি।

নিরাভাসা বা ভূতমুদ্রাও সাধারণ লোকের সমক্ষে ইষ্টলোক মাত্রের জানিবার জন্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহা মুখে না বলিয়া সঙ্কেত দ্বারা দেখান হইয়া থাকে। মূক ও বধিরদিগের মধ্যে পরস্পর বাক্যালাপে বা বালকগণের মধ্যে সর্ব সময়ে মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; ইহার উদাহরণ, যথা—

মুষ্টিঃকিসলয়ং চৈবচ্ছটাচারীপতাকিকা।
পতাকাঙ্কুশমুদ্রাশ্চ মুদ্রাবর্গেষু সপ্তসু॥
অঙ্গুল্যশ্চাক্ষরাণ্যেষাং স্বরাশ্চাঙ্গুলিপর্বসু।
সংযোগাদক্ষরং যুক্তং ভূতমুদ্রা প্রকীর্তিতা॥

মুষ্টি, কিসলয়, ছটা, চারী, পতাকিকা, পতাকা ও অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সপ্তবর্গ সূচিত হয়। এই শব্দগুলির একটু ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। মুষ্টি—বদ্ধাঙ্গুলি (closed fist); কিসলয়=সরলভাবে বিস্তৃত (outstretched forefinger) তর্জনী; ছটা=সকল অঙ্গুলির বিস্তার; চারি=গতি (motion, speed)—ভাবে মৃগ (deer)—এমুদ্রায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা ring-finger স্পর্শ করিয়া আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, কেবলমাত্র কনিষ্ঠা ও তর্জনী বিস্তৃত থাকে, ইহাকে 'মৃগমুদ্রা' বলা হয়। পতাকিকায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিস্তৃত থাকে, অপর অঙ্গুলিগুলি নিম্নদিকে পতাকার মত থাকে। পতাকায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অপর অঙ্গুলিগুলি বিস্তৃত থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী নিম্নদিকে পতাকার মত থাকে। অঙ্কুশমুদ্রায় তর্জনী ব্যতীত অপর অঙ্গুলিগুলি বিস্তৃত থাকে। তর্জনী বক্রভাবে অঙ্কুশের ন্যায় থাকে। এই সকল বর্গের এক একটী অক্ষর এক একটী অঙ্গুলি হইলে ইহার অক্ষর এইরূপে ব্যঞ্জনবর্ণ উক্ত হয়। অঙ্গুলির পর্বগুলির দ্বারা স্বরবর্ণ সূচিত হয়। ক, চ, ট, ত, প এই পাঁচবর্গে পাঁচটী করিয়া পঁচিশটী অক্ষর। অবশিষ্ট বর্ণগুলির মধ্যে য, র, ল, ব, শ এই পাঁচটী ষষ্ঠবর্গ এবং ষ, স, হ, ং, ঃ এই পাঁচটী সপ্তমবর্গ। হাতের অঙ্গুলির দ্বাদশ পর্ব অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ এই দ্বাদশ স্বরবর্ণের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়; এই অক্ষরগুলি যুক্ত করিয়া দেখাইলে সংযুক্তাক্ষর সূচিত হয়। ইহা ব্যতীত অন্যবিধ কাব্য-সংজ্ঞা ও ভূতমুদ্রা আছে। [ভাষাসঙ্কেত দ্র°]

[কামশাস্ত্রের যশোধর পণ্ডিতের 'জয়মঙ্গল' টীকা]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অক্ষরবর্গ—অক্ষর-(syllable)সম্পর্কিত।মনি°॥

অক্ষরলিপি—মুদ্রালিপি, শিলালিপি, লেখনীসম্ভূতলিপি, গুণ্ডিকা ও ঘুণসমুৎপন্নলিপি এই পাঁচপ্রকার অক্ষরলিপি।

'মুদ্রালিপিঃ শিল্পালিপি লিপিলেখনিসম্ভবা।
গুণ্ডিকাঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ॥'

অক্ষরবাদিনী—দুর্গার সহস্রনামের অন্যতম।

অক্ষরশঃ—অক্ষরানুসারে syllable by syllable. —তৈ° স° ৫, ১, ১।

অক্ষরশতক— আর্য নাগার্জুন-রচিত মাধ্যমিক দর্শনের শত অক্ষর-সমন্বিত ক্ষুদ্র পুথি। তিব্বতী অনুবাদের প্রারম্ভেই মঞ্জুশ্রী-বজ্রকে নমস্কার করা হইয়াছে। এই পুথিখানি তেঙ্গুরের (Tangyur, Mdo, Tsa.) ১৪৭ পত্রাঙ্কে লিপিবদ্ধ আছে।
[JASB, 1908, 373]

অক্ষরশতকনামবৃত্তি— অক্ষরশতকের টীকা [অক্ষরশতক দ্র°]। কুমারপ্রজ্ঞ (বন্দে গোন-নু-সেস-রব Vande Gshon-nu-ses-rab) কাশ্মীরে ইহার অনুবাদ করেন। পরবর্তী-কালে পণ্ডিত অনন্ত ও তিব্বতী দোভাষী রগ-বিয়োর্-সেস-রব (Grags-hbyor-ses-rab) ইহা সংশোধন করেন। তিব্বতী অনুবাদের প্রারম্ভে মঞ্জুবজ্রকে নমস্কার করা হইয়াছে। তেঙ্গুর (Tangyur, Mdo. Tsa.) ১৪৭—১৫৬ পত্রাঙ্কে ইহা আলোচিত হইয়াছে।
[JASB, 1908, 373]

অক্ষরশিক্ষা—লিখন শিক্ষা—দশকু° চ° ১৫, ১২।

অক্ষরশূন্য—অস্ফুট ॥ গনি° ॥

অক্ষরসংখ্যা—অক্ষর দিয়া সংখ্যা প্রকাশের নাম 'অক্ষরসংখ্যা'। একসময়ে হিন্দু, গ্রীক, ইহুদী, আরব প্রভৃতি জাতির মধ্যে বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। টীকাকার মল্লিভট্ট এই পদ্ধতিকে 'অক্ষরসংখ্যা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এক সময়ে অক্ষর-সংখ্যার বিভিন্ন প্রণালী প্রচলিত ছিল। ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ গণিতাচার্য আর্যভট-কর্তৃক একটী প্রণালী উদ্ভাবিত হয়। আর্যভটের 'আর্য-ভটীয়' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'অক্ষর-সংখ্যা'-প্রণালীর বিবরণ পাওয়া যায়। আর্যভটের উদ্ভাবিত প্রণালীতে সর্বসমেত বিয়াল্লিশটী অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে তেত্রিশটী ব্যঞ্জনবর্ণ, বাকী নয়টী স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ-গুলির মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ এই নয়টী অক্ষর সংখ্যারূপে গৃহীত হইয়াছে। আ, ঈ, ঊ, ৠ, ও, ৡ—এই দীর্ঘ স্বরবর্ণ কয়টী সাধারণতঃ আর্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে ব্যবহৃত হয় না। কখন হইলেও তাহারা তত্তৎ হ্রস্ব-স্বরবর্ণেরই সমশক্তিক বলিয়া ধরা হয়। বর্ণমালা-নির্বাচনে আর্য-ভট 'শিবসূত্রের' অনুসরণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মতে বর্ণমালায় মোট বিয়াল্লিশটী অক্ষর—তেত্রিশটী ব্যঞ্জন ও নয়টী স্বর।

আর্যভটের মতে অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণের অঙ্কস্থাপন-শক্তি নিম্নপ্রকার :—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
		য্	র্	ল্	ব্	শ্	ষ্	স্	হ্
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
২১	২২	২৩	২৪	২৫					
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্					

আর্যভটের প্রণালীতেও অসম্পৃক্ত স্বরবর্ণ কোন সংখ্যা স্থাপন করে না। কিন্তু তাহারা অঙ্কস্থান নির্দেশ করিয়া দেয় যে, সেই ব্যঞ্জন-বোধিত অঙ্কটী কোন্ অঙ্কস্থানে বসিবে। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু গণনাশাস্ত্রে একক, দশক হইতে পরার্ধ পর্যন্ত আঠারটী অঙ্কস্থান স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আর্য-ভট তাহাদিগকে দুই দুই করিয়া নয় যুগলে ভাগ করেন। পরে অ, ই ক্রমে স্বরবর্ণের দ্বারা তাহাদের চিহ্নিত করেন। যথা—

কোন ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পৃক্ত হইলে স্বর-বর্ণটী তাহাকে স্বীয় যুগলে টানিয়া লয়; কিন্তু ঐ যুগলের কোন্ স্থানে সেই ব্যঞ্জন-বোধিত অঙ্কটী স্থাপন করিতে হইবে তাহা নির্দেশ করিবার জন্য আর্যভট আর এক প্রকার প্রণালীর সাহায্য লইয়াছেন। তিনি অঙ্কস্থানকে 'বর্গ' ও 'অবর্গ' এই দুই সংজ্ঞার দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। একক, শতক, অযুত প্রভৃতি বর্গস্থান আর দশক, সহস্রক, লক্ষ প্রভৃতি অবর্গস্থান। থিবৌট-প্রমুখ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, একক, শতক প্রভৃতি স্থানের 'বর্গ' সংজ্ঞা করার কারণ এই যে, তাহাদিগকে বর্গরূপে প্রকাশ করা যায়। যথা—

একক = $১^২$, শতক = $১০^২$, অযুত = $১০০^২$ ইত্যাদি। বর্ণমালার বর্গাবর্গ বিভাগ হইতেও আর্যভট অঙ্কস্থানের এই প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকিতে পারেন। বর্ণমালার আদ্যক্ষর বর্গ, সুতরাং অঙ্কেরও আদ্যস্থানের বর্গ সংজ্ঞা করা উচিত। আর্যভটের মতে ঙ্-বোধিত অঙ্ক ও ম্-বোধিত অঙ্ক একত্রে য্-বোধিত অঙ্কের সমান। অসম্পৃক্ত য্ ৩ অঙ্ক স্থাপন করে; সুতরাং অ-যুগলের দশকস্থানে বসিলেই অকার-সম্পৃক্ত য্ ৩০ সংখ্যা স্থাপন করিতে পারে। য্ অবর্গাক্ষর; সুতরাং দশকস্থানেরও অবর্গ সংজ্ঞা হওয়া উচিত। হয়তো এই প্রকার বিচার করিয়াই আর্যভট অঙ্কস্থানগুলির বর্গ ও অবর্গরূপে ভেদ করিয়া থাকিবেন। এই প্রকারে বিভাগ-করণের ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক যুগলেই (pair) একটী বর্গস্থান ও একটী অবর্গস্থান আছে। আর্যভট বলেন যে, বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র বর্গসংজ্ঞিত অঙ্কস্থানে অবস্থান করিতে পারিবে এবং অবর্গ ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র অবর্গসংজ্ঞিত অঙ্কস্থানে বসিতে পারিবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইতে পারিবে না। এই নিয়মানুসারে স্বরসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটী যদি বর্গীয় হয়, তাহা অর্থাৎ তদ্বোধিত অঙ্ক স্বরনির্দিষ্ট যুগলের বর্গ-স্থানে বসিবে। আর যদি অবর্গীয় হয়, তবে তাহা ঐ যুগলের অবর্গস্থানে বসিবে। যথা—'খু'; খ্ বর্গীয় ব্যঞ্জন, তাই উ সম্পৃক্ত হওয়াতে তদ্বোধিত অঙ্ক ২কে উ-যুগলের বর্গ-স্থানে অর্থাৎ অযুত অঙ্কস্থানে বসাইতে হইবে। আর্যভট কল্পনা করেন যে, আঠার অঙ্কস্থানের প্রত্যেকটীই শূন্য। কোন স্থানে কোন অঙ্ক

রাখিলে মাত্র সেই স্থানই পূর্ণ হইবে এবং অপরগুলি তখনও শূন্য থাকিবে; অঙ্কপাতকালে তাহা শূন্যচিহ্ন (০) দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইতে হয়। এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 'গু' = ৩০,০০০। কিন্তু যদিও য্ = ৩ = গ, 'যু' = ৩০০,০০০। কারণ, য্ অবর্গীয় ব্যঞ্জন। তাই উ-বর্ণ তৎখ্যাপিত অঙ্ক ৩কে উ-যুগলের অবর্গস্থানে, অর্থাৎ লক্ষস্থানে লইয়া বসাইবে। কোন সংযুক্তবর্ণ অর্থাৎ দুইটী ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হইয়া যদি একই স্বরবর্ণসম্পৃক্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উভয় ব্যঞ্জনই ঐ স্বরনির্দেশিত যুগলে স্থান পাইবে। আর্যভট বলেন যে, এক মহাযুগে সূর্যের ভগণ 'খ্যুঘৃ'। ইহাতে ঘ্-খ্যাপিত অঙ্ক (৪) ঋ-যুগলে বসিবে। ঘ বর্গীয় বর্ণ, ঋ-যুগলের বর্গস্থান নিযুত। সুতরাং ৪কে নিযুতস্থানে রাখিতে হইবে। খ্ (=২) ও য (=৩) উভয়ে উ-যুগলে যাইবে। খ্ বর্গীয় বর্ণ; উ-যুগলের বর্গস্থান অযুত; সুতরাং ২কে অযুতস্থানে বসাইতে হইবে। য্ অবর্গীয় বর্ণ; উ-যুগলের অবর্গস্থান লক্ষ; সুতরাং ৩কে লক্ষস্থানে রাখিতে হইবে।

এইরূপে 'খ্যুঘৃ' = ৪,৩২০,০০০। যদি কোন বর্ণ দ্বিস্থানাঙ্ক খ্যাপন করে, যেমন দ্ = ১৮, তবে তাহা স্বস্থানে ও স্বোপরিস্থানে স্থাপয়িতব্য। যথা—আর্যভটের মতে পৃথিবীর ব্যাস 'ঞিলা'। এই স্থলে 'ঞ' বর্গীয়বর্ণ। সুতরাং তৎখ্যাপিত অঙ্ক ১০ ই-যুগলের বর্গস্থানে রাখিতে হইবে। কিন্তু ১০ দ্বিস্থানাঙ্ক। তাহাকে শতকস্থানে রাখিতে গেলে ১ উপরিবর্তী সহস্রকস্থানে গিয়া পড়িবে। ল্ দশক স্থানে বসিবে।

অতএব 'ঞিলা' = ১০৫০। আর্যভট বলেন যে, এক মহাযুগে চন্দ্রপাতের ভগণ 'বৃক্লিচ'।

উ — লক্ষ অযুত — ব্ ॥ ২—৩

ই — সহস্রক শতক — ক্ ॥ ২—২

অ — দশক একক — ল্ চ্ ॥ ॥ ২—০ ৬

সুতরাং 'বৃক্লিচ' = ২৩২২২৬।

অনেক খ্যাতনামা লেখকও আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী এই প্রকারের—

ক = ১	চ = ৬	ট = ১১	ত = ১৬	প = ২১	য = ৩০	ষ = ৮০
খ = ২	ছ = ৭	ঠ = ১২	থ = ১৭	ফ = ২২	র = ৪০	স = ৯০
গ = ৩	জ = ৮	ড = ১৩	দ = ১৮	ব = ২৩	ল = ৫০	হ = ১০০
ঘ = ৪	ঝ = ৯	ঢ = ১৪	ধ = ১৯	ভ = ২৪	ব = ৬০	
ঙ = ৫	ঞ = ১০	ণ = ১৫	ন = ২০	ম = ২৫	শ = ৭০	

অ = ১	এ = ১০০০০০০০০০০
ই = ১০০	ঐ = ১০০০০০০০০০০০০
উ = ১০০০০	ও = ১০০০০০০০০০০০০০০
ঋ = ১০০০০০০	ঔ = ১০০০০০০০০০০০০০০০০
ঌ = ১০০০০০০০০	

এই প্রকারের ব্যাখ্যায়ও কাজ চলে। তাহাতেও আর্যভট-প্রদত্ত ভগণাদি ঠিক ঠিক অঙ্কে পাত করা যায়। যথা—

'খ্যুঘৃ' = (খ + য) × উ + ঘ × ঋ

= (২ + ৩০) × ১০০০০ + ৪ × ১০০০০০০

= ৪,৩২০,০০০

কিন্তু আর্যভট এই প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। আর্যভট অঙ্কস্থানগুলিকে বর্গ ও অবর্গ হিসাবে ভাগ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বর্গাক্ষর বর্গস্থানে ও অবর্গাক্ষর অবর্গস্থানে বসিবে। শেষোক্ত ব্যাখ্যা সত্য হইলে এই বাক্য সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়। কারণ, তাহাতে বর্ণের ও অঙ্কস্থানের বর্গাবর্গ বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না।

এই ব্যাখ্যার আরও একটী দোষ আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অকার-সম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণই সংখ্যা খ্যাপন করে। কিন্তু তাহা ভুল; কারণ, অপর কোন স্বরবর্ণের সহিত যোগ করিতে গেলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহা পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; যথা—য + ই = 'যে' হইবে, 'যি' হইতে পারে না; গ + ঋ = 'গৃ' হইতে পারে না; 'গর্' হইবে। এইরূপে অভীপ্সিত সংখ্যা লেখা যাইতে পারে না। সুতরাং এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে গেলে বলিতে হইবে যে, কেবল অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনই সংখ্যা খ্যাপন করে। ঐরূপ করিলে বলিতে হইবে যে, য্ = ৩০,

য্=৪০ ইত্যাদি। এই করিলে আবার অপর বিরোধ উপস্থিত হইবে।

উপরোক্ত কারণহেতু স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত।

র‍্যানেল আর এক প্রকার ভুল করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আর্যভটের প্রণালীতে অ=১, আ=১০, ই=১০০০, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে আর্যভট হ্রস্বস্বরে ও দীর্ঘস্বরে কোন প্রকার প্রভেদ করেন নাই। তাঁহার প্রণালীতে অকার ও আকার, ইকার ও ঈকার প্রভৃতি সর্বপ্রকারে সমশক্তিক।

আর্যভট যে শ্লোকে আপনার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা এই—

বর্গাক্ষরাণি বর্গেঽবর্গেঽবর্গাক্ষরাণি কাৎঙ্মৌ যঃ।
খ দ্বিনবকে স্বরা নব বর্গেঽবর্গে নবান্ত্যবর্গে বা॥'

'ক্ হইতে বর্গাক্ষর বর্গ (স্থানে), (য্ হইতে) অবর্গাক্ষর অবর্গ (স্থানে বসিবে, যাহাতে) ঙ্ ম্ মিলিয়া য (হইতে পারে)। নব বর্গ ও নব অবর্গ (মিলিয়া) শূন্যোপলক্ষিত আঠার স্থানে স্বরবর্ণ (থাকিবে)। পরবর্তী স্থানসমূহেও সেই প্রকার।' আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী বিষয়ে যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে কত ভ্রান্ত, তাহা আর্যভটের মূল শ্লোক দেখিয়া অতি সহজেই বোধগম্য হইবে।

'আর্যভটীয়' গ্রন্থের দুইখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। একখানি সূর্যদেব যজ্বা প্রণীত, নাম 'ভটপ্রকাশিকা'। অপরখানি পরমেশ্বরকৃত। তিনি 'ভটপ্রকাশিকা'র মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। যকার-বোধিত সংখ্যা সম্বন্ধে সূর্যদেব বলেন—'বর্গস্থানাপেক্ষয়া ত্রিংশৎসংখ্যো যকারঃ, স্বস্থানাপেক্ষয়া ত্রিসংখ্যঃ। এবং যকারস্য ত্রিত্ববিধানাৎ তদুত্তরেষাং রেফাদীনাং তু চতুরাদি-সংখ্যাত্বং সিদ্ধং। তেন রেফঃ চতুঃসংখ্যঃ লকারঃ পঞ্চসংখ্যঃ ইত্যাদ্যবগন্তব্যম্।'

অর্থাৎ 'বর্গস্থানাপেক্ষায় য-কার ৩০ সংখ্যা (খ্যাপন করে)। কিন্তু স্বস্থানাপেক্ষায় ৩ সংখ্যা। এইরূপে য্-কার ৩ বলিয়া নির্ধারিত হওয়াতে র্ কারাদিরও ৪ প্রভৃতি সংখ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। সেই হেতু র্=৪, ল্=৫, এই প্রকার বুঝিতে হইবে।' পরমেশ্বরও এই প্রকারই বলিয়াছেন, 'অত্র প্রথমস্থানসম্বন্ধী-কৃত্য ত্রিংশদিত্যুক্তং ন তু দ্বিতীয়স্থানসম্বন্ধীকৃত্য। দ্বিতীয়স্থানে হি ত্রিসংখ্যো যকারঃ। ইত্যুক্তং ভবতি। রেফাদয়ঃ ক্রমেণ দ্বিতীয়স্থানে চতুরাদিসংখ্যাঃ স্যুঃ।

স্বরবর্ণ বিষয়ে পরমেশ্বর স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'এতদুক্তং ভবতি ককারাদ্যক্ষরগতাঃ স্বরাঃ স্থানপ্রদর্শকা ভবন্তি ন সংখ্যাবিশেষ-প্রদর্শকা ইতি' অর্থাৎ 'ইহা বলা হয় যে, স্বরবর্ণ ককারাদি অক্ষরের স্থানপ্রদর্শক হয়, সংখ্যা-বিশেষ প্রদর্শক হয় না ইতি'। সূর্যদেব এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে না বলিলেও তিনি দেখাইয়াছেন যে, কি করিয়া নয়টী স্বরবর্ণ অষ্টাদশ স্থানকে প্রদর্শন করিতে পারে। অতঃপর আর সংশয় থাকিতে পারে না যে, আর্যভটের অক্ষরপ্রণালী-বিষয়ে প্রথমোল্লিখিত ব্যাখ্যাই আবিষ্কর্তার অভীপ্সিত ও তাঁহার টীকাকারগণের অনুমোদিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কার্যকরী হইলেও প্রকৃত নহে।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে হ্বীটই বোধহয় সর্বপ্রথমে আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রকৃত অর্থ ধরিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দুই একটী ভুল করিয়াছেন। হ্বীট আর্যভটের শ্লোকের শেষ চরণের অর্থ বুঝেন নাই। তিনি মনে করেন যে, 'নবান্ত্যবর্গে বা' পদে আর্যভট হয়তো পরার্ধের পরে এক ঊনবিংশতিতম স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ও পর্যটক আলবিরুনী লিখিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের গণনাপদ্ধতিতে 'ভূরি' নামে এক ঊনবিংশতিতম স্থান আছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। সে যাহা হউক, হ্বীট স্বকৃত ব্যাখ্যার সমর্থনকল্পে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঐস্থান বৃহৎসংখ্যার বর্গতুল্য বলিয়া তাহাকে বর্গস্থান বলা হইয়াছে। এই প্রকারে তিনি ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্ক্তির অর্থ করেন—'নয়টী স্বরবর্ণ বর্গ ও অবর্গ দ্বিনবকস্থানে ও নবের ঠিক পরবর্তী বর্গস্থানে (ব্যবহৃত হইবে)।' মাত্র একস্থানে কি প্রকারে নয়টী স্বরবর্ণ রাখা যায়? আর্যভটের টীকাকারগণের অনুসরণ করিয়া ঐস্থলের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, পরার্ধ হইতেও বৃহৎ সংখ্যা নির্দেশের সঙ্কেত আর্যভট ঐ পদে করিয়াছেন। প্রথম অষ্টাদশ স্থানের ন্যায় দ্বিতীয় অষ্টাদশ স্থানকেও বর্গাবর্গ হিসাবে নয় যুগলে ভাগ করিয়া ও অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত করিয়া নয়টী স্বরবর্ণের দ্বারা তাহাদের নির্দেশ করিতে হইবে।

হ্বীট বলিয়াছেন, 'কি ব্যঞ্জনবর্ণ, কি স্বরবর্ণ, একাকী কেহ সংখ্যা নির্দেশ করিতে পারে না। উভয়ে সম্পৃক্ত হইলেই সংখ্যাখ্যাপন করিতে পারে।' ইহা সত্য নহে। অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনের যে সংখ্যা-জ্ঞাপিকা শক্তি আছে তাহা টীকাকারগণের কথাতেই বুঝা যায়। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন—যকার রকারাদি সম্পৃক্তাবস্থায় ৩০, ৪০ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করে। কিন্তু অসম্পৃক্ত অবস্থায় ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করে। আর্যভটের মূলশ্লোকে ইহার প্রমাণ আছে। তিনি লিখিয়াছেন—'ঙ্মৌ যঃ'। এখানে 'ঙমৌ' পাঠ করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়। 'ঙ্মৌ' পাঠই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অসম্পৃক্ত ঙকার দ্বারা আর্যভট ৫ সংখ্যা খ্যাপন করিয়াছেন। হ্বীট মনে করিতেন যে, আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে গ্রীক অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রভাব আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় হ্বীটের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর সম্বন্ধে কে' (G. R. Kaye) ভ্রান্ত মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, আর্যভট তাঁহার অক্ষরসংখ্যা-নির্দেশক বাক্যে ছোট

সংখ্যাটী বৃহৎ সংখ্যার বামে রাখিতেন; আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা প্রণালীতে স্থানীয় মানতত্ত্বের কোন পরিচিহ্ন নাই। ইহার কোনটীই ঠিক নহে। পূর্বোল্লিখিত মত বস্তুতপক্ষে অপ্রণিধানতা-জনিত। আর্যভটের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত যে দুইটি সংখ্যা-বাক্যের বিচার তিনি করিয়াছেন, 'খ্যুঘৃ' ও 'চয়গিয়িঙুশুছ্লৃ', তাহাদের দুইটীতেই স্বরবর্ণ-শ্রেণীর নিম্নতন স্বর উর্ধ্বতন স্বরের বামে রহিয়াছে বটে, কিন্তু আর্যভটের ব্যবহৃত অপরাপর সংখ্যা-বাক্যের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, সর্বত্র ঐ ক্রম অনুসৃত হয় নাই। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, 'জ্রুব্‌খিধ', 'হ্রুক্ষিনচ' ও 'চুঙ্গিঘ্ব' প্রভৃতি সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যে স্বরসংস্থানক্রম কে'র কথিত ক্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার 'শ্রীচ্যূত' ও 'সুভুশিথৃন'তে কোন প্রকারের বিশিষ্ট ক্রম নাই। প্রকৃতপক্ষে আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর মতে সংখ্যা প্রকাশ করিতে গিয়া স্বরসংস্থান-বিষয়ে কোন বিশিষ্ট ক্রমের অনুসরণ করার আবশ্যকতাও নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, স্থানীয় মানতত্ত্বের অবতারণা নাই বলিয়া কে' আর্যভট-প্রণালীর প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা বুঝি সত্য। হিন্দু দশমিক-প্রণালীমতে লিখিত সংখ্যায় কোন অঙ্কচিহ্ন স্থানপরিবর্তন করিলেই সংখ্যাটী বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু আর্যভট-প্রণালীতে লিখিত সংখ্যাবাক্যে এক একটী ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরসম্পৃক্ত থাকিয়া স্থান পরিবর্তন করিলেও ঐ বাক্যের সংখ্যাজ্ঞাপন-শক্তি অবিকৃত থাকিয়া যায়; যথা—'গকি' ও 'কিগ' একই সংখ্যা নির্দেশ করিবে। কিন্তু ২৩ ও ৩২ এক নহে। আর্যভটের প্রণালীতেও এক প্রকারের স্থানীয়মান আছে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয়মানের মূলতত্ত্বের উপরই তাহা সম্যক্ প্রতিষ্ঠাপিত। কারণ, বিভিন্ন স্বরসম্পৃক্ত হইয়া একই ব্যঞ্জনবর্ণ বিভিন্ন সংখ্যা জ্ঞাপন করে। স্বরগুলি আবার অঙ্কস্থানেরই পরিচায়ক। এক্ষেত্রে বলিতে হইবে যে, বিভিন্ন অঙ্কস্থানে বসিয়া একই অঙ্ক (ব্যঞ্জন-বোধিত) বিভিন্ন সংখ্যা জ্ঞাপন করে।

আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, হিন্দু দশমিক-প্রণালীর বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াও আর্যভট এক উৎকট অক্ষর-সংখ্যাপ্রণালীর পরিকল্পনা করিলেন কেন? উভয় প্রণালীই স্থানীয়-মানতত্ত্বের উপর সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। দশমিক-প্রণালীতে অঙ্ক-বিশেষের স্থানীয়মান সংখ্যা মধ্যে তাহার অবস্থিতি দেখিয়া বুঝিতে হয় এবং তাহা অব্যাহত রাখিবার জন্য সময় সময় কোন 'স্বপ্রকাশ' অঙ্কের সঙ্গে 'পরপ্রকাশ' শূন্য চিহ্ন (০) জুড়িয়া দিতে হয়। শূন্য চিহ্ন একাকী অবস্থান করিয়া কোন সংখ্যা জ্ঞাপন না করিলেও অপর অঙ্কচিহ্নের পার্শ্বে বসিয়া তাহার স্থানীয়মান নির্ণয় করে এবং তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই অঙ্কটী কোন্ সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে স্বরবর্ণ সম্পৃক্ত করিয়াই প্রত্যেক অঙ্কের স্থানীয়মান অপরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং তাহার জন্য অপর কোন চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক অঙ্কের সহিত তাহার স্থানীয়-মান দৃঢ়নিবদ্ধ আছে বলিয়াই সংখ্যাবাক্যের যে কোন অংশে তাহা রাখা যায়। কিন্তু দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষে তাহার স্থানীয় মান অপরোক্ষরূপে অভিনিহিত থাকে না বলিয়াই সংখ্যাবাক্যে তাহার অবস্থিতি পরিবর্তন করা যায় না। ফলে আর্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর দ্বারা কোন বৃহৎ সংখ্যা দশমিক-প্রণালী হইতেও সঙ্কুচিতভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা, আট লক্ষ লিখিতে দশমিক-প্রণালীতে ছয়টী চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে ৮০০০০০। কিন্তু আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে তাহা মাত্র একটা চিহ্নের দ্বারা লেখা যায়—'যূ'।

আর্যভটের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় ও দেবনাগর অক্ষরে লেখা। বর্তমান সময়ে দেবনাগর অক্ষরে ৯কারের রূপ এবং ঋ-সম্পৃক্ত লকারের রূপও একই প্রকারের। সুতরাং ঐ দেবনাগর রূপ দেখিয়া বলিতে পারা যায় না যে, উহা ৯কার, না ঋকারান্ত ল-কার। এই হেতু সংখ্যা-জ্ঞাপনে কি দোষ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ধরা যাউক, দেবনাগর অক্ষরে লিখিত 'ক্লৃঝ' একটী সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্য। উহাকে 'কঌঝ'ও মনে করা যাইতে পারে, অথবা 'ক্লৃঝ'ও মনে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার মনে করিলে ঐ বাক্যবোধিত সংখ্যা হইবে ১০০,০০০,০০৮; আর দ্বিতীয় প্রকার মনে করিলে হইবে ৩১,০০০,০০৮।

প্রথম পরিকল্পনার সময়ে আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে কোন দোষ ছিল না। কারণ সেই সময়ে দেবনাগরী বর্ণমালার জন্ম হয় নাই। কালের আবর্তনে বর্ণমালার পরিবর্তন হইয়া যাওয়াতে তাহাতে যে দোষ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য আর্যভট দোষী নহেন।

ভারতবর্ষে আরও এক প্রকার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহাকে সাধারণতঃ 'কটপয়াদি-প্রণালী' বলা হইত। ঐ প্রণালীতে অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা-জ্ঞাপিকা শক্তি নিম্নপ্রকার—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ	চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্					
য্	র্	ল্	ব্	শ্	ষ্	স্	হ্	ল্	

প্রত্যেক শ্রেণীর আদ্যক্ষরের সমাহার হইতে 'কটপয়াদি' নামের উৎপত্তি। স্বরবর্ণের ও সংযুক্তবর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি এবং সংখ্যা-জ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিবার ক্রম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য লইয়া কটপয়াদি-প্রণালীতে কয়েকটা অন্তর্ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল দেখা যায়। তাহার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা যাইতেছে।

'কটপয়াদি' প্রণালীর প্রথম অন্তর্বিভেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে—

১। স্বরবর্ণের অঙ্কজ্ঞাপিকা বা অঙ্কস্থান-নির্দেশিকা কোন প্রকারের শক্তি নাই। তাহারা

ব্যঞ্জনসম্পৃক্ত হওয়া ব্যতীত অসম্পৃক্ত অবস্থায় সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে অবস্থান করিতে পারে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণবিশেষের স্বনিহিত অঙ্কজ্ঞাপিকা শক্তির বিন্দুমাত্র বিপর্যয় বা ব্যতিক্রম হয় না। সুতরাং গ্, গ, গা, গি, গী ইত্যাদি সকলে একই অঙ্ক ৩ জ্ঞাপন করে।

২। সংযুক্তবর্ণের প্রত্যেকটীই স্বনির্দিষ্ট অঙ্ক জ্ঞাপন করে।

৩। কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইলে দক্ষিণা গতি অনুসরণ করিতে হয়, অর্থাৎ সেই বাক্যস্থ অক্ষরগুলি যে ক্রমে সজ্জিত আছে, তাহাদের বিজ্ঞাপিত অঙ্কগুলিও সেই ক্রমে সাজাইতে হয়।

উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে, 'কনধগনমথচসিয়া' = ১১৯৩৭০৫৬৭১, 'ক্রপুভিধুলঢীরদমনৈ' = ১৩১৪৯৩১২৮৫০০।

'কটপয়াদি'-প্রণালীর প্রথম পরিচয় দ্বিতীয় আর্যভট-কৃত 'মহার্যসিদ্ধান্তে' পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৯৫০ সালে এই আর্যভট জীবিত ছিলেন বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। আর্যভট বলেন—

'রূপাৎ কটপযপূর্বা বর্ণা বর্ণক্রমাদ্ভবন্ত্যঙ্কাঃ।
ঞ্নৌ শূন্যং প্রথমার্থে আ ছেদে ঐ তৃতীয়ার্থে॥'

'মহাসিদ্ধান্ত'—মধ্যমাধ্যায়, ২ শ্লোক

অর্থাৎ 'ক, ট, প, য হইতে আরম্ভ বর্ণক্রমে ১ হইতে (ঊর্ধ্বতন) অঙ্ক হয়। ঞ ও ন শূন্য। পদবিগ্রহে প্রথমা বিভক্তিতে আ ও তৃতীয়া বিভক্তিতে ঐ (হইবে)।'

বিভক্তির কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, সংস্কৃত ভাষায় প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনে বাক্যে 'আঃ' ও 'ঐঃ' প্রত্যয় হয়। তাহাতে সংখ্যাবোধক বাক্যে অনর্থ ঘটিতে পারে। তাই বিসর্গ-লোপের বিধি করা হইয়াছে। যথা—" 'উত্তরামা' 'চরণ' দ্বারা গুণিত হইয়া……" ইত্যাদি প্রকার বাক্য থাকিলে তাহাকে সংস্কৃত বলিতে হইবে 'উত্তরামা চরণৈ গুণিতা'। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিলে সন্ধিবশতঃ ঐ বাক্যটী এই প্রকারে পরিবর্তিত হইবে, 'উত্তরামাশ্চরণৈর্গুণিতা'। তাহাতে 'শ' ও 'র'-এর আগম হইয়া অনর্থ ঘটাইয়া দিবে।

'কটপয়াদি'-প্রণালীর দ্বিতীয় বিচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে—

১। স্বরবর্ণ অসম্পৃক্ত অবস্থায় শূন্য জ্ঞাপন করে। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলে তাহাদের কোন প্রকার শক্তিই থাকে না।

২। সংযুক্তবর্ণের শেষ বর্ণই সংখ্যা খ্যাপন করিতে পারে, অপরগুলি নিরর্থক।

৩। অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনের অঙ্কখ্যাপনশক্তি থাকে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যঞ্জনবিশেষের অঙ্কখ্যাপনশক্তি অবিকৃত থাকে। অনুস্বার ও বিসর্গের যে কোন অঙ্কখ্যাপিকা শক্তি নাই তাহা বলা বাহুল্য।

৪। কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইলে বামাগতি অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ সেই বাক্যস্থ অক্ষরগুলি যে ক্রমে সজ্জিত আছে তদ্বিজ্ঞাপিত অঙ্কগুলিকে তাহার বিপরীত ক্রমে সাজাইতে হয়।

এই প্রণালীর একটা প্রাচীন দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ষড়্গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন যে, কলিযুগের 'খগোন্ত্যাম্নেধাপ' দিন গত হইবার পর তিনি তাঁহার 'বেদার্থদীপিকা' নামক গ্রন্থরচনা শেষ করেন। এই বাক্যে ন্ ও ত্ নিরর্থক। খ = ২, গ = ৩, য = ৪, ম = ৫, ধ = ৬, থ = ৫, প = ১। সুতরাং কলির ১,৫৬১,১৩২ দিন গতে গ্রন্থরচনা শেষ হয়। খ্রীষ্টীয় সালের হিসাবে ঐদিন ১১৮৪ সালের ৪ঠা মার্চ।

এই প্রণালীর ব্যাখ্যা-কালে ফ্লীট বলেন যে, বাক্যের আদিতে অবস্থিত স্বরবর্ণই শূন্য জ্ঞাপন করে; তাঁহার ঐ মন্তব্য ভিত্তিহীন।

সূর্যদেব যজ্বা কখন কখন বাক্যে অনাবশ্যক অক্ষরও যোগ করিয়া দিয়াছেন। যথা, ৪৪৯ সংখ্যার জন্য তিনি লিখিয়াছেন—'ধীজবন' (= ০৪৪৯)। এস্থলে শেষের ন-কার অনাবশ্যক।

'কটপয়াদি'-প্রণালীতে দ্বিতীয় বিচ্ছেদের মূল যে কোথায় তাহা জানা যায় না। 'পদরত্নমালা' নামক গ্রন্থে দেখা যায়—

'নঞাবচশ্চ শূন্যানি সংখ্যা কটপয়াদয়ঃ।
মিশ্রে তূপান্ত্যহল্ সংখ্যা ন চ চিন্ত্যো হলস্বরঃ॥'

অর্থাৎ 'ন, ঞ ও স্বরবর্ণ শূন্য; ক, ট, প, য আদি করিয়া সংখ্যা। সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণই সংখ্যা; অস্বর ব্যঞ্জন চিন্তনীয় নহে।'

১৮২৭সালে হুইষ (C. M. Whish) এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতেই ফ্লীট উহা উদ্ধৃত করেন। তাঁহাদের শ্লোকে সামান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হইলেও, উদ্দেশ্য বিবৃত হয় নাই। ১৮৫৭সালে নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ স্ব-প্রণীত 'জৈমিনীয় সূত্রের' টীকায় 'প্রাচ্যকারিকা' নামক গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'কটপযবর্গভবৈরিহ পিণ্ডান্ত্যৈরক্ষরৈরঙ্কাঃ।
নঞি চ শূন্যং জ্ঞেয়ং তথা স্বরে কেবলে কথিতম্॥'

'জৈমিনীয় সূত্র'—১, ১, ৫।

তৃতীয় বিচ্ছেদ বিশেষভাবে পালি-গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। পালি-ভাষায় সকার একটী সংস্কৃতের মত তিনটী (শ, ষ, স,) নহে। সেই হেতু 'কটপয়াদি'-প্রণালীর যবর্গ অক্ষরের সংখ্যাখ্যাপিকা শক্তির কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। যথা—

য্ = ১, র্ = ২, ল্ = ৩, ব্ = ৪, স্ = ৫, হ্ = ৬, ল্ = ৭। অন্যান্য বিষয়ে এই বিচ্ছেদ দ্বিতীয় বিচ্ছেদেরই অনুরূপ। ডক্টর এন্. ডি. বার্নেট পালি-প্রণালীর খবর প্রচার করেন।

চতুর্থ বিচ্ছেদে দক্ষিণাগতি অনুসৃত হয়। অপরাপর সকল বিষয়েই ইহা দ্বিতীয় বিচ্ছেদেরই অনুরূপ। এই প্রকারের অক্ষর-সংখ্যা প্রণালী বিশেষভাবে কেরলদেশে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহাকে 'কেরল'-প্রণালী বলে।

'কটপয়াদি'-প্রণালীর উৎপত্তিকাল এখনও নির্ধারিত হয় নাই। ভারতবর্ষে আরও কয়েক প্রকারে বর্ণমালার দ্বারা সংখ্যা জ্ঞাপিত হইত। আমরা এখন সেগুলিরই বিবরণ দিতেছি। তাহাদের কোনটীই বৃহৎ সংখ্যা-লিখনের উপযোগী নহে।

(ক) চৌত্রিশটী ব্যঞ্জনবর্ণ ও ষোলটী স্বরবর্ণ-সংযোগে এই প্রণালী গঠিত। ক হইতে হ পর্যন্ত মোট ৩৩টী ব্যঞ্জনবর্ণ। তাহাদের সঙ্গে ল অথবা ক্ষ যোগ করিলে ৩৪ হইবে। স্বরবর্ণ—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। এই প্রণালীতে কি স্বরবর্ণ, কি ব্যঞ্জনবর্ণ, অসম্পৃক্ত অবস্থায় কোন বর্ণই সংখ্যা-খ্যাপন করিতে পারে না। কিন্তু উভয়ে সম্পৃক্ত হইলে তাহাদের সংখ্যাখ্যাপিকা শক্তির আগম হয়। অকার সম্পৃক্ত হইয়া ৩৪ ব্যঞ্জনবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ৩৪ সংখ্যা খ্যাপন করে। আকার-সম্পৃক্ত হইলে তাহারা ৩৫ হইতে ৬৮ সংখ্যা নির্দেশ করে। এই প্রকারে ইকার, ঈকার প্রভৃতি সম্পৃক্ত হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণ উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতন সংখ্যা নির্দেশ করে। এই প্রণালীকে সাঙ্কেতিক উপায়ে অতি সহজে লেখা যায়। যদি N চিহ্ন কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করে তবে—

$$N = ৩৪ (X - ১) + Y$$

যথায় X ও Y চিহ্ন নিম্নলিখিত কোন সংখ্যা হইতে পারে,

$$X = ১, ২, ৩, \cdots ১৬;\ Y = ১, ২, ৩, \ldots ৩৪$$

প্রকৃতপক্ষে X এবং Y স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমিক সংখ্যা। উদাহরণস্বরূপে 'ধী' কোন সংখ্যা নির্দেশ করে তাহা বিচার করা যাউক। ঈকার চতুর্থ স্বর ও ধকার অষ্টাদশ ব্যঞ্জন। সুতরাং

$$'ধী' = ৩৪ (৪ - ১) + ১৮ = ১২০$$

(খ) ইহাতেও উপরে কথিত চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ষোড়শ স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সম্পৃক্ত হইলে তাহাতে ভিন্ন প্রকারের সংখ্যাখ্যাপিকা শক্তির আবির্ভাব হয়। উপরের প্রণালীতে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রভাব মুখ্য, স্বরবর্ণের প্রভাব গৌণ। কিন্তু এই প্রণালীতে তাহাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বরবর্ণেরই মুখ্য স্থান। ককার সম্পৃক্ত হইয়া ষোলটী স্বরবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ১৬ সংখ্যা নির্দেশ করে; খকার সম্পৃক্ত হইয়া তাহারা ১৭ হইতে ৩২ সংখ্যা নির্দেশ করে। গকার, ঘকার প্রভৃতি সম্পৃক্ত হইয়া ঐ ষোলটী স্বর এই প্রকারে ক্রমে উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতন সংখ্যা নির্দেশ করে। পূর্বেকার মত সাঙ্কেতিক উপায়ে লিখিলে

$$N = ১৬ (Y - ১) + X$$

এখানে পূর্বের মত X এবং Y স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমিক সংখ্যা বুঝায়। এজন্ত পূর্বোক্ত সংখ্যা-চিহ্ন 'ধী' এই নিয়ম-অনুযায়ী ২৭৬ হইবে।

$$'ধী' = ১৬ (১৮ - ১) + ৪ = ২৭৬$$

(গ) অনেক সময় ঋ, ৠ, ঌ এবং ৡ সংখ্যার্থে গৃহীত হয় নাই; তখন স্বরবর্ণ-সংখ্যা ১২ হয়। ককার সম্পৃক্ত হইয়া উক্ত ১২টী স্বর যথাক্রমে ১ হইতে ১২ এবং খকার সম্পৃক্ত হইয়া যথাক্রমে ১৩ হইতে ২৪ সংখ্যা নির্দেশ করে।

উক্ত তিন প্রকারের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী বিশেষতঃ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির পত্রাঙ্ক নির্দেশ করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইত। প্রথম প্রণালীর ব্যবহার মালাবার ও তেলেগু এবং সিংহল, বর্মা ও শ্যামদেশে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে, দ্বিতীয় প্রণালীর ব্যবহার সিংহলের পালি ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এবং তৃতীয় প্রণালীর ব্যবহার ভিয়েনা শহরের রাষ্ট্রীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পালি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষরসংখ্যার আরও দুইটী সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। পাণিনি শিবসূত্রানুযায়ী ৯টী স্বরবর্ণ ও ৩৩টী ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ক্রমানুয়ে ১ হইতে ৪২ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ণমালার সাহায্যে জপের সংখ্যা রাখা আর একটী প্রণালী। ইহাতে ১৬টী স্বরবর্ণ ও ৩৪টী ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ হইত। 'সনৎকুমার-সংহিতা' ও তন্ত্রাদিতে এই প্রকারে জপের সংখ্যা রাখার বিধি দেখা যায়।

গ্রীসে এক সময় সকল রকম গণনা অক্ষরসংখ্যা দিয়া করা হইত। গ্রীকদের পদ্ধতি কিন্তু হিন্দুদের মত ছিল না। প্রাচীন গ্রীকদের ন্যায় হিব্রু, আরব প্রভৃতি সেমিটিক জাতিগণও অক্ষর দিয়া সংখ্যা বুঝাইত। ইহাদের প্রণালী গ্রীকদের অনুরূপই ছিল। কোন্ জাতি কখন অক্ষরসংখ্যা প্রবর্তন করে তাহা আজও নির্ণয় হয় নাই। গাউ ও হীথ-প্রমুখ গ্রীক গণিতের ঐতিহাসিকগণের মতে গ্রীকগণেই সকলের আগে অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ করে। খ্রীঃ পূঃ ৪০০ বৎসর পূর্বে হলিকর্নাসের শিলালেখে এ প্রণালীর অক্ষরসংখ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কারে ভারতবর্ষেরও যে দাবী থাকিতে পারে, একথা কোন বিদেশী পণ্ডিত বলেন নাই। ভারতবর্ষে কিন্তু বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনি ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দেরও পূর্বে অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেন, ঐ প্রকারে সংখ্যা-নির্দেশ-প্রণালী পাণিনিরই বৈশিষ্ট্য। তারপর একেবারে ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্যভটের গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। আর্যভটের প্রণালী কেহ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। লল্ল, ভাস্কর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীও তাহা গ্রহণ করেন নাই। টীকাকার সূর্যদেব যজ্বা 'কটপয়াদি'-প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। 'কটপয়াদি'-প্রণালীর প্রথম বিভেদের ব্যবহার একমাত্র 'মহাসিদ্ধান্তে'ই দেখা যায়। হিন্দুর পাটিগণিতে অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার কখনও হয় নাই। কোন আর্যভটই তাঁহাদের গ্রন্থের পাটিগণিত-ভাগে অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ করেন নাই, জ্যোতিষ-ভাগে করিয়াছেন মাত্র। এ-ক্ষেত্রে মনে হয়, সংখ্যাজ্ঞাপনের অন্য কোন সহজ ও সরল প্রণালী তাঁহাদের ছিল। গ্রীসদেশে অক্ষরসংখ্যার প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু ভারতবর্ষে কখনও কখনও নূতন নূতন প্রণালীর আবিষ্কার হইলেও বেশীদিন প্রচলিত ছিল না। 'কটপয়াদি'-প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের প্রমাণ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে অনেক পাওয়া যায়, তৎপূর্বে আর পাওয়া যায় না।

[1] C. M. Whish: 'On the Alphabetic Notation of the Hindus' in "Transaction of the Literary Society of Madras, 1872."

53ff ; L. Rodet : 'Sur la veritable significance de la Notation Numerique inventee par Aryabhata' in Jour. Asiatique, 1880, ii. 440ff ; G. R. Kaye : 'Notes on Indian Mathematics—Arithmetical Notation in JASB, 1907, iii. ; M. Cantor : Geschichte der Mathematik, Bd. i. Leipzig, 1907 ; Dr. Bibhutibhusan Datta : 'Aryabhata, the author of the Ganita' in Bull. Cal. Math. Soc., 1927, xviii. 5-18 ; J. F. Fleet : 'Aryabhata's system of expressing numbers' in JRAS, 1911, 109ff ; E. C. Sachau : Alberuni's India, Lond. 1910, i. ; Sarada Kanta Ganguly : 'Was Aryabhata indebted to the Greeks for his Alphabetic system of expressing numbers' in Bull. Cal. Math. Soc., xvii. 195ff ; Dr. Bibhutibhusan Datta : 'A Note on the Hindu-Arabic Numerals' and 'Early Literary Evidence of the Zero in India' in American Math. Monthly, xxxiii ; Sarada Kanta Ganguly : 'The Elder Aryabhata and the modern Arithmetical Notation' in American Math. Monthly, 1927, 409-15 ; শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত : ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র ; J. F. Fleet : 'The Katapayadi System of Expressing Numbers' in JRAS, 1911, 788-94 ; সুধাকর দ্বিবেদী : গণক-তরঙ্গিণী ; Gow : Short Hist. of Greek Mathematics, Camb. 1884, 43ff ; Prabodh Chandra Sen Gupta : Aryabhata, the Father of Indian Epicyclic Astronomy (reprint. from Jour. Dept. Lett. Cal. University, 1928) ; ডক্টর বিভূতিভূষণ দত্ত : শব্দ ব্যাবিলন-প্রণালী, ব° সা° প° প°, ১৩৩৫বঃ ও অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী, ঐ, ১৩৩৩বঃ]

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

অক্ষরসংস্থান— [অক্ষরের সংস্থান (বিন্যাস)—ষ-তৎ] ১ অক্ষরের আরোপণ ; কম্পোজ করা। ২ [অক্ষরের সংস্থান যাহাতে —বহু°] লিপি, পত্রিকা ॥ মনি° ॥ ৩ লিখিত বর্ণের আকৃতি।

অক্ষরসংহতি—[অল°শা°] অর্থগৌরবের জন্য স্বরাক্ষর সমাবেশ। ইহাতে শ্লোকের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। জয়দেব তাঁহার 'চন্দ্রালোকে' তৃতীয় অধ্যায়ে দশলক্ষণের মধ্যে 'অক্ষর-সংহতিকে' প্রথম স্থান দিয়াছেন।

[S. K. De : Sanskrit Poetics, ii. 319]

অক্ষরসমাম্নায়—[অক্ষরের সমাম্নায়—ষ-তৎ] বর্ণসমূহ, লিপিমালা।

'ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজঃ।
অন্তঃস্থোষ্মস্বরস্পর্শ-হ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্॥'

—ভা° ১২. ৬. ৪৩

অক্ষরসমাস—[জৈন শা°] ১ অক্ষরের সমূহ। ২ শ্রুত-জ্ঞানের একটী ভেদ।—কর্মগ্রন্থ (ষষ্ঠ) ১. ৭।

অক্ষরসমাম্নায়—শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের প্রকৃষ্ট গীতি-বি°।—শাট্যায়নসূত্র ৭. ৯. ৮।

অক্ষরা—১ মহাবল দুর্গাসুরের সহিত যুদ্ধকালে পরমশক্তি দেবী উমার অবয়ব হইতে ত্রৈলোক্যবিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগন্মাতা, ভীমা, ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুরতাপিনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়া, জলদা, অপরাজিতা, শঙ্খিনী, গজবক্ত্রা, মহিষঘ্নী, রণপ্রিয়া, শুভানন্দা, কোটরাক্ষী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শিবারবা, ত্রিনেত্রা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিপদা, সর্বমঙ্গলা, হুঙ্কারহেতী, তালেশী, সর্পাস্যা, সর্বসুন্দরী, সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, খরমুখী, বজ্রতারা, ষড়াননা, ময়ূরবদনা, কাকী, শুকী, ভাসী, গরুত্মতী, পদ্মাবতী, পদ্মকেশী, পদ্মাস্যা, পদ্মবাসিনী, অক্ষরা, ত্র্যক্ষরা, তন্তু, প্রণবেশী, স্বরাত্মিকা, ত্রিবর্গা, গর্বরহিতা, অজপা, জপহারিণী, জপসিদ্ধি, তপঃসিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরামৃতা, মিত্রনেত্রা, মৈত্রীকৃৎ, যক্ষেশী, দৈত্যতাপনী, স্তম্ভনী, মোহনী, মায়া, বহুমায়া, বলোৎকটা, উচ্চাটনী, মহোচ্ছ্বাসা, দনুজনাশিনী, ক্ষেমঙ্করী, সিদ্ধিকরা, ছিন্নমস্তা, শুভাননা, শাকম্ভরী, মোক্ষলক্ষ্মী, ত্রিবর্গদায়িনী, বার্তালী, জঙ্গলী, ক্রিয়া, অশ্বারূঢ়া, সুরেশ্বরী ও জ্বালামুখী প্রভৃতি যে নবকোটী শক্তি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন অক্ষরা সেই শক্তিগণের অন্যতমা।—স্কন্দপু° কাশী° উত্তর° ৭২. ৯। ২ পরমেশ্বরীর নামান্তর। —কূর্মপু° ১২.৭৪।

অক্ষরাংশ—অক্ষরের অংশ part of a syllable ॥ মনি° ॥

অক্ষরাঙ্ক—কলির নামান্তর [কলি দ্র°]।

অক্ষরান্তর, অক্ষরান্তরকরণ—ভাষাবিশেষের শব্দের অন্য ভাষার অক্ষরের দ্বারা প্রকাশকার্য transliteration.

অক্ষরার্থ=শব্দার্থ ॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ১৫১ ॥

অক্ষরিকা—ক্রীড়া-বি°। এই ক্রীড়ায় শূন্যে বা কাহারও পৃষ্ঠদেশে একজন অক্ষর বা শব্দ লেখে এবং অপরে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে।—বিনয়পিটক ২. ১০, ৩. ১৮০ ; ধর্মপদট্ঠ° ১৮৬।

অক্ষরেখা=অক্ষবৃত্ত [অক্ষবৃত্ত দ্র°]।

অক্ষলিঙ্গনগর—বর্তমান বারেকেলের প্রাচীন নাম। অপর নাম 'অক্ষমকুণ্ডপুর'—ইহা 'অক্ষমকুণ্ডপত্তন' নামেও কথিত হইয়া থাকে। [অক্ষমকুণ্ডপুর ও বারেকেল দ্র°]। [GDI, 3]

অক্ষবৎ—[অক্ষ + মতুপ্] ১ যাহার অক্ষ অর্থাৎ পাশা আছে, অক্ষযুক্ত। ২ পাশকক্রীড়া।

অক্ষবতী—[অক্ষ + মতুপ্ ; স্ত্রী—ঈ] ১ যাহাতে পাশক আছে। ২ পাশকক্রীড়া ॥ অম° ॥

অক্ষবাট—১ পাশকক্রীড়ার স্থান। ২ পাশা খেলিবার ছক। ৩ মল্লভূমি wrestling ground ॥ হে° মনি° ॥

অক্ষবান্—[অক্ষবিৎ দ্র°]।

অক্ষবাম—অসৎ জুয়াড়ী an unfair gambler ॥ মনি° ॥

অক্ষবাল—কাশ্মীরের তৃতীয় গোনর্দ-বংশীয় ষোড়শ নৃপতি ২য় নরের পুত্র মহারাজ অক্ষ নিজ নামানুসারে কাশ্মীরে 'অক্ষবাল' নামে একটী গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। (রাজত° ১৩৩৮)। কাশ্মীরের কুটহার পরগণার অচ্ছবল নামক স্থানই প্রাচীন অক্ষবাল। (অক্ষা° ৭৫° ১৭', দ্রাঘি° ৩৩° ৪১')। এই স্থান অতি সুন্দর ঝর্ণার জন্য বিখ্যাত। ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার (১৬৫৮–১৬৭০ খ্রীঃ) তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই ঝর্ণাগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নীলমত পুরাণে (৯১০)

একটী ঝরণাকে 'অক্ষিপাল নাগ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

[Stein : Rajatarangini, i. 50, Notes-338]

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অক্ষবিৎ—[অক্ষ (পাশকক্রীড়া)—বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্, ক] ১ যে পাশাক্রীড়া জানে, পাশাখেলায় পারদর্শী। ২ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, আইনজ্ঞ॥ মনি°॥

অক্ষবিদ্যা—১ পাশা খেলিবার বিদ্যা। ২ মন্ত্রবিদ্যা।

অক্ষবৃত্ত—[অক্ষে বৃত্ত (ব্যাপৃত)—৭-তৎ] ১ পাশাখেলায় অথবা দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত। ২ নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ দশ দশ অংশ অন্তরে কল্পিত বৃত্তসমূহ parallels of latitude. ৩ রাশিচক্ররূপ বৃত্ত; নিরক্ষরেখার সমান্তরাল ভূতলস্থ কল্পিত লঘুবৃত্ত (Small circle)। সুতরাং নিরক্ষরেখা ও অক্ষবৃত্ত সর্বত্র তুল্য। ভৌগোলিকগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান সূক্ষ্মরূপে ও শুদ্ধরূপে নির্দেশ করিবার নিমিত্ত এইরূপ ১৮০টী বৃত্তের কল্পনা করিয়াছেন। এইগুলি নিরক্ষরেখা হইতে প্রত্যেক মেরুর দূরত্বকে ৯০টী সমভাগে বিভক্ত করিয়াছে। অনুক্রমিক দুইটী অক্ষবৃত্তের দূরত্বকে 'এক অংশ' (degree) বলে এবং অক্ষাংশের এক অংশ প্রায় ৬৯ মাইল অক্ষবৃত্তগুলিকে নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত গণনা করা হয়। এইরূপে উত্তর মেরু ৯০° উত্তর অক্ষাংশে ও দক্ষিণ মেরু ৯০° দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত।

অক্ষবেত্তা—[অক্ষ+বিদ্+তৃন্ ক—১মা ১ব] ১ ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ২ পাশাখেলায় দক্ষ।

অক্ষশব্দ—চক্রদণ্ডের শব্দ sound of an axle tree—আপ° শ্রৌ° ১১. ৬, ১২।

অক্ষশালা—যে স্থলে সুবর্ণাদি মূল্যবান্ ধাতুর শিল্পকর্ম অর্থাৎ অলঙ্কারাদি নির্মিত হয়। 'অক্ষশালেতি সুবর্ণাদি পরিকর্মাবস্থানস্য সংজ্ঞা' ইতি অর্থশা°-টীকা। অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে (অর্থশা° ২. ১৩), সুবর্ণাধ্যক্ষ বিভিন্ন 'কর্মান্ত' বা কারখানায় সুবর্ণ ও রজতের অলঙ্কারাদি নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে চারিকক্ষসমন্বিত একদ্বার-বিশিষ্ট অক্ষশালা নির্মাণ করাইবেন। প্রশস্ত রাজপথমধ্যে নির্মিত অক্ষশালায় একজন সুশিক্ষিত অভিজাতবংশোদ্ভব এবং বিশ্বস্ত সুবর্ণকারকে নিযুক্ত করা উচিত। এই অক্ষশালায় যাহারা কর্ম করে না এরূপ ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ, এরূপ কেহ যদি প্রবেশ করে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে। যদি কোন নিযুক্ত ব্যক্তি সুবর্ণ বা রজত লইয়া অক্ষশালায় প্রবেশ করে তাহা হইলে সেই সুবর্ণ ও রজত হইতে সে বঞ্চিত হইবে। নিযুক্ত শিল্পী বা ভৃত্যগণ যখন অক্ষশালায় প্রবেশ করে ও তথা হইতে যখন বাহিরে যায় তখন তাহাদের বস্ত্রাদি ও দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা করা হইবে। কোন শিল্পী অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে থাকিলে গৃহে যাইবার সময় তাহাকে অসমাপ্ত অলঙ্কার ও যন্ত্রাদি কর্মস্থানে রাখিয়া আসিতে হইবে। যে সুবর্ণ লইয়া সে কার্য করিতেছে তাহা ও অসমাপ্ত অলঙ্কার অক্ষশালার কোষাগারে রাখিয়া আসিতে হইবে। অলঙ্কার প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা পরীক্ষা করা হইবে এবং কর্তা অর্থাৎ শিল্পী ও কারয়িতা অর্থাৎ অধ্যক্ষের মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত মালিক-কর্তৃক না লইয়া যাওয়া হয় ততক্ষণ তালাবদ্ধ থাকিবে। অক্ষশালা হইতে অতি সামান্য মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলেও কঠোর শাস্তি হইয়া থাকে (অর্থশা° ৪. ৯)।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অক্ষশালী (সং° শালিন্)—গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে অনেকগুলি তাম্রশাসনে শাসনক্ষোদকের নামের পূর্বে এই শব্দটী বা সমজাতীয় অপর কোনও শব্দ বা সংজ্ঞা ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা :—

(১) সম্বলপুর জেলার বলোদ নামক স্থানে প্রাপ্ত 'কোশলের নৃপতি' ও 'পাণ্ডুবংশীয়' বলিয়া কথিত তিবরদেবের (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে) তাম্রশাসন (EI, vii. 106, li. 41)। এই শাসনে শব্দটী 'আর্কশালী'।

(২) কলিঙ্গনগরের গঙ্গবংশীয় রাজা ইন্দ্রবর্মার ১৪৬ সংবতে উৎকীর্ণ চিকাকোলে প্রাপ্ত তাম্রশাসন (IA, xiii. 1884, 123, li. 25)। এস্থলে শব্দটী 'আক্ষশালিক'।

(৩) চিকাকোলের নিকটে সিদ্ধান্তম্ নামক স্থানে প্রাপ্ত গঙ্গবংশীয় গুণার্ণবের পুত্র দেবেন্দ্রবর্মার ১৯৫ সংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন (EI, xii. 215, li. 29-30)। এখানে শব্দটী 'অখশালী'।

(৪) ভিজগপত্তনে প্রাপ্ত গঙ্গবংশীয় রাজেন্দ্রবর্মার পুত্র দেবেন্দ্রবর্মার ২৫৪ সংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন (IA, xviii. 1889, 145, li. 26)। এস্থলে শব্দটী 'আক্ষশালিন্'।

(৫) গঞ্জাম জেলার তেকলি নামক স্থানে প্রাপ্ত গঙ্গবংশীয় রাজেন্দ্রবর্মার পুত্র দেবেন্দ্রবর্মার তাম্রশাসন (EI, xviii. 313)। এস্থানে কথাটী 'আক্ষশালিন্'।

(৬) ভিজগপত্তনের অলমন্দ নামক স্থানে প্রাপ্ত গঙ্গবংশীয় রাজেন্দ্রবর্মার পুত্র অনন্তবর্মার তাম্রশাসন (EI, iii. 19)। এস্থলেও শব্দটী 'আক্ষশালিন্'।

(৭) গঞ্জামে প্রাপ্ত ভঞ্জবংশীয় রাজা নেত্তভঞ্জদেবের (অধ্যাপক কিলহর্ন কর্তৃক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইঁহার কাল অনুমিত) তাম্রশাসন (EI, xviii. 295, li. 40)। এস্থলে শব্দটী 'আক্ষশালিক'।

(৮) গঞ্জামে প্রাপ্ত নেত্তভঞ্জদেবের অপর একখানি তাম্রশাসন (EI, xviii. 296 l. 36)। এস্থলে শব্দটী 'আক্ষসালিক'।

(৯) গঞ্জামে প্রাপ্ত বিদ্যাধর ভঞ্জদেবের তাম্রশাসন (EI. xviii. 298, li. 29-30)। এস্থলে শব্দটী 'আক্ষসালি'।

(১০) উড়িষ্যার কোনও স্থানে প্রাপ্ত বিদ্যাভঞ্জের অপর একখানি তাম্রশাসন (EI. ix. 277, li. 38)। এস্থলে শব্দটী 'আক্ষশালী'।

(১১) কোহ্লাপুররাজ্যের বামনীগ্রামে প্রাপ্ত শিলাহার-বংশীয় বিজয়াদিত্যের ১০৭৩ শকে বা ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন (EI., iii. 213)। এস্থলে শব্দটী 'অক্ষশালী'।

যতদূর জানা যায়, শব্দটী কোনও উত্তর-ভারতীয় তাম্রশাসনে ব্যবহৃত হয় নাই। কমৌলিতে প্রাপ্ত ১১৭৪ এবং ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের দুইখানি তাম্রশাসনের (EI, iv. 126—li. 32, 128—li. 32) শেষে আছে, 'উৎকীর্ণং চ লোহার লোষে-কেনেতি'। অর্থাৎ, উভয় তাম্রশাসনই 'লোষেক' নামক 'লোহার'-কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এস্থলে 'অক্ষশালী' বা 'অখশালী' শব্দের স্থানে বা পরিবর্তে 'লোহার' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'লোহার' শব্দের অর্থ লৌহকার বা কর্মকার।

ইন্দ্রবর্মার চিকাকোল-তাম্রশাসন ও দেবেন্দ্রবর্মার ভিজগপত্তন তাম্রশাসন সম্পাদন-কালে ডক্টর ফ্লীট ইহার কোন ব্যাখ্যাই দেন নাই। অনন্তবর্মার অলমন্দ তাম্রশাসন সম্পাদনকালে ডক্টর হুল্‌জ্‌ 'অক্ষশালী'কে 'অক্ষ-পটলিক'এর সমার্থবাচী মনে করিয়া অর্থ করিয়াছিলেন, '(সরকারী) দলিল-পত্রের রক্ষক' (keeper of records)। কার্লে ও নাসিকের গুহার শিলালিপিগুলি সম্পাদনকালে সেনার্‌ও এই অর্থ করিয়াছিলেন (EI, vii. 69, viii. 70)। দেবেন্দ্রবর্মার সিদ্ধান্তম্‌-তাম্রশাসন সম্পাদনকালে মি. রাম-দাস পন্তলু মহাশয়ও এই অর্থ গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। যে বিশিষ্ট রাজকর্মচারী সরকারী দলিলপত্রের রক্ষক তাঁহার পক্ষে তাম্র-শাসন ক্ষোদিত বা উৎকীর্ণ করা সম্ভবপর নয়। 'অক্ষশালী' অর্থে স্বর্ণকার, একথা সম্ভবতঃ কিল্‌হর্ন সাহেবই শিলাহার-বংশীয় বিজয়াদিত্যের বামণীগ্রাম-তাম্রশাসন সম্পাদনকালে প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে হুল্‌জ্‌ তিব্বরদেবের বলোদ-তাম্রশাসন সম্পাদনকালে এসম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন (EI, vii. 107 n. 4)। তাহার মর্মার্থ এই যে, 'আর্কশালিক' শব্দটী কন্নড়-দেশীয় 'অক্কশালিগ' বা 'অক্কসালে' শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর মাত্র। ইহার অর্থ স্বর্ণকার এবং ডক্টর কিটেলের কন্নড়-ইংরেজী অভিধান-অনুসারে ঐ শব্দ 'অর্ক' (ধাতু=metal) হইতে নিষ্পন্ন। সংস্কৃত 'অক্ষশালিন্‌' বা 'আক্ষশালিক' শব্দ প্রাকৃত 'অখশালিন্‌' শব্দের ভ্রমাত্মক রূপভেদ মাত্র এবং 'আর্ক-শালিক' শব্দ 'অক্ষপটলিক' শব্দের সহিত একার্থবাচক নহে। হুল্‌জ্‌ আরও দেখাইয়াছেন যে, (EI, xvii. 332 n. 1), 'অক্ষ-শালিন্‌' শব্দ তেলুগু 'অগসালি', 'অগ-সালবাড়ু' ও 'অগসালেবাড়ু' শব্দের সহিত তুলনীয় এবং এগুলির অর্থ স্বর্ণকার (Brownএর Telugu-English Dictionary দ্র°)।

হুল্‌জের এই মন্তব্য-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে 'সুবর্ণাধ্যক্ষ'-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, 'স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইলে সুবর্ণাধ্যক্ষের চারিটী কক্ষ এবং একদ্বারবিশিষ্ট একটী 'অক্ষশালা' থাকিবে। 'অর্থশাস্ত্রে'র টীকাকার ভট্টস্বামী 'অক্ষশালা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'অক্ষশালেতি সুবর্ণাদিপরিকর্মবিস্থানস্থ সংজ্ঞা', অর্থাৎ যে কক্ষে স্বর্ণাদি ধাতুর কার্য বা সুন্দর ও সূক্ষ্ম কর্ম নিষ্পন্ন হয় সেই কক্ষের নাম 'অক্ষশালা' (Eng. Tr. Shama Sastry, 2nd ed., 97)। অতএব যে স্বর্ণাদি ধাতুর কার্য করে তাহার নাম 'অক্ষশালী'। কিন্তু কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' 'অক্ষশালা' শব্দটী পাওয়া যাওয়াতে হুল্‌জের মন্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে যে, সংস্কৃত 'অক্ষশালিন্‌' বা 'আক্ষশালিক' শব্দ প্রাকৃত 'অখশালিন্‌' শব্দের ভ্রমাত্মক রূপভেদ কি না এবং 'অখশালিন্‌' শব্দ 'অর্ক' (=ধাতু) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন কি না। এমনও হইতে পারে যে, মূল সংস্কৃত 'অক্ষশালী' হইতেই প্রাকৃত 'অখ-শালি' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

গুণবর্মার পুত্র দেববর্মার সিদ্ধান্তম্‌-তাম্রশাসনে দেখা যায়, যে অক্ষশালী তাম্র-শাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিল তাহাকে 'অধি-কৃত'ও বলা হইয়াছে। 'অধিকৃত' শব্দ দেখিয়া বুঝা যায়, এই ব্যক্তি রাজ-সরকারের 'অক্ষশালী' ছিলেন। কিন্তু সকল 'অক্ষ-শালী'ই 'অধিকৃত' হইতেন কি না, অর্থাৎ কেবল রাজসরকারে নিযুক্ত স্বর্ণকারকে 'অক্ষশালী' বলিত কি না তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অক্ষশিক্ষা—পাশাখেলা শেখা।

অক্ষশৌণ্ড—[অক্ষে শৌণ্ড (আসক্ত) —৭-তৎ] পাশক-ক্রীড়ায় আসক্ত, দ্যূতপ্রিয় ॥ বনি° ॥

অক্ষসরকপ্রাপ—পশ্চিম ভারতের একটী প্রাচীন স্থান। 'বলভী'র (আধুনিক কাঠিয়া-বাড়ের 'বলা' বা 'বয়ালা' নামক স্থান) সেনাপতি ভটার্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের প্রথম ধ্রুবসেনের ২০৭ গুপ্ত-সংবতে (৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ 'গণেশগড়' নামক স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে এই স্থানের (সম্ভবতঃ অধিষ্ঠানের বা নগরের) উল্লেখ পাওয়া যায় (EI, iii. 320, li. 12)। ইহাতে দেখা যায়, অক্ষসরকপ্রাপ 'হস্তবপ্রাহরণী' নামক বৃহত্তর স্থানের (সম্ভবতঃ বিষয়ের) অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর 'হরিয়ানক' নামে একটী গ্রাম ছিল অক্ষসরকপ্রাপের অন্তর্ভুক্ত। হস্তব-প্রাহরণীর উল্লেখ বলভী-রাজবংশের আরও কয়েকখানি তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় (IA. i. 45, v. 204, vi 10); ইহাকে বর্ত-মান ভাবনগর-রাজ্যের 'গোঘা' নামক স্থানের ছয় মাইল দক্ষিণে 'হাথব' নামে যে স্থান আছে তাহারই প্রাচীন নাম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, অক্ষসরক-প্রাপ আধুনিক হাথবেরই নিকটবর্তী কোনও স্থান ছিল।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অক্ষসূত্র—[অক্ষের (রুদ্রাক্ষের) সূত্র (মালা) —৬-তৎ] ১ রুদ্রাক্ষরচিত মালা। ২ অক্ষমালা, জপমালা ॥ শব্দ° জটাধর ॥ ৩ [অক্ষসূত্র আছে যাহার—বহু°] বিণ, জপমালাধারী।—হেমাদ্রি° ২, খ, ১০৫, ৭, ১৬। ৪ তন্ত্রের মতে ষোলটী স্বর এবং চৌত্রিশটী ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টির নাম অক্ষমালা বা অক্ষসূত্র। 'অকারাদিক্ষকারান্তা অক্ষমালা প্রকীর্তিতা'।

অক্ষসূত্রক = অক্ষসূত্র। —হেমাদ্রি° ১. ৪৮৪. ৬।

অক্ষসূত্রবলয়ী = অক্ষবলয়ী।—চণ্ডকৌ° ৩০. ৮।

অক্ষসেন— মৈত্রায়ণ্যুপনিষদুক্ত প্রাচীন ভারতের রাজা।—মৈ° উ° ১. ৪।

অক্ষস্কন্ধ—বিভীতক, বহেড়া [বিভীতক দ্র°]।

অক্ষহৃদয়—দ্যূতবিদ্যা, দ্যূতরহস্য।—মহা° ব° ৭০.২৬ ২৯। নলরাজ এই দ্যূতবিদ্যা ঋতুপর্ণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।—মহা° ব° ৭০. ২৬-২৯। 'ঋতুপর্ণো নলসখো যোঽশ্ববিদ্যামবাপ্তবান্। দত্ত্বাক্ষহৃদয়ঞ্চাস্মৈ সর্বকামস্তু তৎসুতঃ॥' —ভা° ৯. ৯. ১৭। তাহার পর যুধিষ্ঠির বৃহদশ্বের নিকট হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন।—মহা° ব° ৭৭. ২১-২৩, ৪৯, ৫২, ৫৩।

অক্ষা— শ্রেষ্ঠ দণ্ড।—শা° শ্রৌ° ১৮. ৪. ১; ৫. ১।

অক্ষাগ্র—[অক্ষের অগ্র—৬-তৎ] গাড়ীর চাকার সম্মুখের দিক্ wheel axle of a carriage. **~কীল, ~কীলক** [অক্ষ (চক্র) + অগ্র কীল, কীলক—৬-তৎ] রথচক্র-রোধার্থ শঙ্কু, চাকার খিল, ধুরার অগ্রে ছিদ্রপ্রবিষ্ট কীল, অণি, আণি a linch-pin ॥ অম° শব্দ° ॥

অক্ষাংশ—ভূবৃত্তরেখার এক একটী অংশ a degree of latitude ॥ মনি° ॥

অক্ষানহ—[অক্ষ + আ + √নহ্ + ক্বিপ্] চক্র বদ্ধ রাখিবার কাষ্ঠ। —ঐ° ব্রা° ৭. ৯।

অক্ষান্ত—বিণ, অসোঢ়। 'অক্ষান্তপক্ষান্তমুপান্তবান্তং দধার তির্যগ্‌বলিতং বিলক্ষঃ'—নৈষধ° ৬. ১৮।

অক্ষান্তর—এক অক্ষ হইতে অন্য অক্ষের ব্যবধান। উত্তর-দক্ষিণস্থিত দুইটী অক্ষাংশের অন্তর বা ব্যবধান। [অক্ষাংশ দ্র°]

অক্ষান্তি—[ন = অ + ক্ষান্তি (ক্ষমা, সহিষ্ণুতা)—নঞ্-তৎ] ১ অধীরতা, অসহিষ্ণুতা ॥ মনি° ॥ ২ পরের গুণে বা সম্পদে অসূয়া, ঈর্ষা ॥ অম° ॥ ৩ অক্ষমা। ৪ ক্রোধ।

অক্ষাবলী—অক্ষের আবলী বা সমূহ, রুদ্রাক্ষমালা।

অক্ষাম—বিণ, অক্ষুদ্র, বৃহৎ।—যুধিষ্ঠিরবিজয় ৪. ৪৯।

অক্ষার—[ন = অ + ক্ষার (লবণ) যাহাতে —নঞ্ বহু°] যাহাতে ক্ষার পদার্থ নাই; লবণশূন্য।

অক্ষারজল—[ন (নাই) = অ + ক্ষার যে জলে—কর্মধা°] লবণ প্রভৃতি ক্ষার পদার্থ-শূন্য জল soft water.

অক্ষারলবণ— [ন = অ (নাই) ক্ষার লবণ যাহাতে—নঞ্-বহু°; যাহাতে ক্ষারলবণ (কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন লবণ) নাই] হবিষ্যান্ন বা তদঙ্গ অকৃত্রিম লবণ (সৈন্ধব ও সামুদ্রিক লবণ)। গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কনাচার্য তাঁহার 'শুদ্ধিকৌমুদী' গ্রন্থে[1] 'হবিষ্যান্ন' অর্থে শব্দটীকে প্রয়োগ করিয়াছেন[2]। স্বমত পরিপোষণের জন্য গোবিন্দানন্দ এই প্রসঙ্গে 'ভগস্ত্যসংহিতা' হইতে বচন[3] উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুনন্দনকৃত 'শুদ্ধিতত্ত্বে'র কাশীরামকৃত টীকায় হবিষ্যপ্রকরণীয় বচন বলিয়া উদ্ধৃত একটী শ্লোক[3] হইতেও শব্দটীর এইরূপ অর্থই প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে রঘুনন্দন[4] এবং মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূকভট্টের মতে (৩. ২৫৭, ৫. ৭৩, ১১. ১০৯) শব্দটী হবিষ্যান্নের অংশমাত্র বুঝায়। তাঁহাদের মতে ইহার অর্থ—অকৃত্রিম লবণ বা সৈন্ধব ও সামুদ্রিক লবণ। উপরিনির্দিষ্ট সকল গ্রন্থেই অক্ষারলবণ পবিত্র ও সাত্ত্বিক খাদ্যরূপে কথিত হইয়াছে; মৃতাশৌচাদিকালে ইহা ব্যবহার করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রাদি অতি প্রাচীন গ্রন্থে কিন্তু অন্যরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে[5] অশৌচাদিকালে অক্ষার লবণাশী হইবার ব্যবস্থা আছে (আশ্ব° গৃ° সূ° ১. ৮. ২২), অর্থাৎ ইহাদের মতে ক্ষার ও লবণগ্রহণ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিদিগের ব্যবহারও এই প্রাচীন বিধির অনুরূপ। বোধ হয়, এই 'অক্ষারালবণ' শব্দই কালক্রমে 'অক্ষারলবণ' এই আকার ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ রঘুনন্দন আশ্বলায়নের বচনটী উদ্ধৃত করিবার সময় 'অক্ষারালবণ' শব্দটিকে অক্ষারলবণ'-রূপেই পরিণত করিয়াছেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অক্ষারমদ্যমাংসাদ—ক্ষার পদার্থের সহিত মিশ্রণ না করিয়া মদ্যপান ও মাংসাহার যে করে। —বরাহ° যোগয° ৯. ১৫।

অক্ষারালবণ—[অক্ষারলবণ দ্র°]।

অক্ষারালবণাশী—[অক্ষারলবণ দ্র°]।

অক্ষালিত—ময়লা; যাহা ধোয়া হয় নাই।

অক্ষাবাপ, অক্ষাতিবাপ— [অক্ষ (পাশা) + আ + √বপ্ + ঘঞ্ (ক্রীড়াকারীর হস্তে পাশা ক্ষেপণ—শ° ব্রা° ৫. ৪. ৪. ৬)] ১ প্রাচীন ভারতে রাজসূয় যজ্ঞে বহুবিধ অনুষ্ঠান হইত। তন্মধ্যে 'রত্নহবিঃ' একটী বিশেষ অনুষ্ঠান। সাম্রাজ্যের রত্নস্বরূপ 'রত্নি'গণ যেখানে থাকিতেন সেইখানেই এই 'রত্নহবিঃ' অনুষ্ঠিত হইত। রত্নীরা ছিলেন রাজবংশের এবং রাজার শাসন-বিভাগের প্রধান প্রধান ব্যক্তি। ইঁহাদের সংখ্যা ও নাম-সম্বন্ধে সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ একমত নয়। 'রত্নি'গণের মধ্যে 'অক্ষাবাপ' অন্যতম। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (১. ৮. ৯. ১ ই°) ও তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (১. ৭. ৩. ১ ই°) অক্ষাবাপ ১২ জন রত্নীর দ্বাদশ ব্যক্তি, কিন্তু কাঠক-সংহিতায় (১৪. ৪) একাদশ ব্যক্তি। শতপথব্রাহ্মণ- (৫.৩.১.১ ই°)

---

১ এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল সংস্করণ, ১০০।

২ অক্ষারলবণান্যেব হবিষ্যং মন্যতে বুধাঃ। —শুদ্ধিকৌমুদী ১০১

৩ গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গাস্তিলা যবাঃ। লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে অক্ষারলবণং স্মৃতম্।

৪ অক্ষারলবণং সামুদ্রিকাদিকৃত্রিমলবণভিন্নম্। তত্তু সৈন্ধবং সামুদ্রঞ্চ। —শুদ্ধিতত্ত্ব (চণ্ডীচরণস্মৃতিভূষণ-কৃত সংস্করণ, ২১৮)

৫ 'ত্রিরাত্রমক্ষারালবণাশিনৌ স্যাতাম্'—আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৪. ৪. ২। ক্ষার: লবণ: চ নাশ্নীয়ূ—হরদত্তকৃতটীকা। 'অক্ষারালবণাশিনৌ' পারস্করগৃহ্যসূত্র, ১. ৮. ২১।

মতে ইনি এগার জন রত্নীর নবম ব্যক্তি। মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (২. ৬. ৫ ; ৪. ৩. ৮) তের জন রত্নীর মধ্যে ইনি দ্বাদশ ব্যক্তি। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে (১৯. ১. ৪) অক্ষাবাপের নাম নাই। ইহাতে রত্নীদিগকে 'বীর' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে, ইঁহারা রাজবান্ধব মধ্যে গণ্য। বীরের সংখ্যা আট। ম্যাক-ডোনেল ও কীথ (VI, ii. 200) বলেন, 'অক্ষাবাপ' শব্দের অর্থ—যিনি রাজার পক্ষে পাশা খেলেন। ইনি অক্ষকোবিদ অক্ষজীবী—রাজার সঙ্গে পাশা খেলেন অথবা রাজার খেলা দেখেন, চালের ভুল হইলে রাজাকে সতর্ক করিয়া দেন। ২ যে ক্রীড়াকারীর হস্তে পাশা তুলিয়া দেয়। পাশকরঙ্ক, পাশার ছক যাহার অধিকারে থাকে।—তৈ°-ব্রা° ১. ৭. ১০ ; তা° সা° শ° ব্রা° ৫. ২. ১. ১০। ৩ [অর্থশা°] রাজ্যমধ্যে পাশা খেলিবার স্থানগুলির পরিদর্শক প্রধান রাজকর্মচারী। দ্যূতক্রীড়ার কর-সংগ্রহের ভারও ইঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। পরবর্তী কালে কর-সংগ্রহ-বিভাগের প্রধান কর্মচারীকেও 'অক্ষাবাপ' বলা হইত। ৪ রাজকীয় হিসাব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ accountant of the state—মৈ° স° ২. ৬. ৫ ; ৪. ৩. ৮ ; তৈ° স° ১. ৮. ১৫ ; শ° ব্রা° ৫. ৩. ১ ; S. V. Vankateshwara : Indian Culture through the ages, ii. 22.

অক্ষাবপন—অক্ষক্রীড়ার ছক, দ্যূতক্রীড়াপাত্র dicebcard. 'অক্ষাউপ্যন্তেঽস্মিন্ নিত্যাক্ষাবপনমক্ষাবাপনপাত্র। সা° শ° ব্রা° ৫. ৩. ১. ১১। সা° শা° ব্রা° ॥ মনি° ॥

অক্ষাশ্ব—সূর্যবংশীয় রাজা। পিতা—সংহতাশ্ব ; পিতামহ—নিকুম্ভ ; সহোদর—কৃশাশ্ব ; সহোদরা—হৈমবতী।—শিবপু° ধর্ম° ৬০, ৭২, ৭৩।

অক্ষাংশ—(Terrestial latitude) অক্ষ মধ্যে যে রেখার চতুর্দিকে আকাশ-গোলক আপাত-দৃষ্টিতে ঘুরিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেই রেখা বুঝায়। অক্ষাংশ অর্থে এই অক্ষের (axisএর) উন্নতি পরিমাণ-কোণ বুঝায়। ইহা অংশ (degree), কলা (minute), বিকলা (second) প্রভৃতি দ্বারা সূচিত হয়। এই অক্ষাংশ বা ধ্রুবোন্নতি (altitude of the celestial pole), স্থানীয় লম্বক-সূত্র এবং পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ নিরক্ষবৃত্ততল-মধ্যবর্তী কোণের সমান।

যদি পৃথিবী সম্পূর্ণ বর্তুলাকার হইত তবে স্থানীয় লম্বকসূত্র ভূকেন্দ্রগামী হইত এবং ভূপৃষ্ঠস্থ কোনও স্থান এবং ভূকেন্দ্র এই দুই বিন্দুযোজক রেখা নিরক্ষতলের সহিত যে যে কোণ উৎপন্ন করে তাহা ও অক্ষাংশ বা অক্ষোন্নতি সমার্থক হইত। কিন্তু পৃথিবী মেরুর দুই দিকে চাপা বলিয়া এই লম্বকসূত্র ভূকেন্দ্রগামী হয় না। এই হেতু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দুই রকম অক্ষাংশের ব্যবহার আছে। একটার নাম ভূকেন্দ্রীয় অক্ষাংশ এবং অপরটার নাম ভৌগোলিক অক্ষাংশ। ভূকেন্দ্র এবং ভূপৃষ্ঠস্থ কোনও স্থানের যোজক সরলরেখা নিরক্ষ-বৃত্ততলের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে উহাকে ঐ স্থানের ভূকেন্দ্রীয় অক্ষাংশ বলা হয়। অপরপক্ষে স্থানীয় লম্বকসূত্র নিরক্ষবৃত্ততলের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে ঐ স্থানের ভৌগোলিক অক্ষাংশ বলে। কোনও স্থানের ভৌগোলিক অক্ষাংশ নিরূপিত হইলে পরে গণনা দ্বারা ঐ স্থানের ভূকেন্দ্রীয় অক্ষাংশ নিরূপণ করিতে হয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

অক্ষি,—[√অশ্‌+সি (ক্সি)—ক, —উণা° ৩. ১৫৮ ; √অক্ষ্‌+ই,—ভরত°। বৈদিক—অক্ষন্, অক্ষি ; অবে° অশি ; গ্রী° osse, okos, okkos ; লা° oculus ; আ° সা° e'age ; গথি° augo ; টিউ° augo ; জ° auge ; ডচ্‌ oog ; আইস° auga ; লিথু° akis ; প্রাকৃ° অক্‌খি, অচ্চিং ; প্রা° হি° আঁখ ; প° অক্‌খ ; সি° অখি ; ও° আঁখি ; কাশ্মিরী—অছ ; চন্দ কবির প্রয়োগ—আঁখি (=আঁখি)। বৌ° প্রাকৃ° অখি ('অখি নিবেসী আসনবন্ধী'—দো° ৮৪), অক্‌খি ('অক্‌খি উহাবিন্ধ কড্‌এ ধুবেথিত্তি'—দো° ৮২), আখি ('আখি বুজিঅ বাট জাইউ'—চ° ১৫. ৫) ; প্রা° বা° 'মোর দুই আখি ধারা শ্রাবণে' ; কৃ° কী° ও পরবর্তী কাব্যে—আঁখ, আঁখি (প° ক° ত° ১৮৩৩)। সমাসে 'অক্ষি' শব্দ স্থানে 'অক্ষ' হয় ; যথা, ১ অব্যয়ীভাবে ['অব্যয়ীভাবে শরৎপ্রভৃতিভ্যঃ'—পা° ৫. ৪. ১। অব্যয়ীভাব সমাসে শরদাদি শব্দের উত্তর টচ্‌ প্রত্যয় হয়। প্রতি, পর, সম্‌ ও অনুর পর অক্ষিশব্দ থাকিলে 'অক্ষি' স্থানে 'অক্ষ' হয় ('প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ')। এই চারিটী শব্দও শরদাদির মধ্যে] —প্রত্যক্ষম্, পরোক্ষঃ (তৎপুরুষ), সমক্ষম্, অন্বক্ষম্। ২ বহুব্রীহিতে (অজে) —কমলাক্ষ, লোহিতাক্ষ, বিশালাক্ষ[বহুব্রীহৌ-সক্‌থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্‌'—পা° ৫. ৪. ১১৩]। ৩-তৎপুরুষে—লবণাক্ষ, পুষ্করাক্ষ (উপমিত তৎপুরুষ—পা° ২. ১. ৫৬) ['অক্ষ্ণোঽদর্শনাৎ'—পা° ৫. ৪. ৭৬ ; 'অক্ষি' শব্দে চক্ষু না বুঝাইলে তৎস্থানে অক্ষ হয় ; 'কবরাক্ষ' 'গবাক্ষ'ও হয়। কবরাক্ষ বলিলে, অশ্বের বহু ছিদ্রবিশিষ্ট চর্মনির্মিত নেত্রাবরণকে বুঝায়। ইহারই মধ্য দিয়া অশ্ব দেখিয়া থাকে। গবাক্ষ বলিলে গরুর অক্ষির আকারের প্রাচীররন্ধ্র, যাহার মধ্য দিয়া লোকে দেখে।] ৩ যাহা (বিষয়, রূপ) ব্যাপ্ত করে, নয়ন, লোচন, নেত্র, চক্ষু। ৪ চক্ষুর গোলক। শব্দ° । ৫ বাঁশ প্রভৃতির গ্রন্থির যে স্থান হইতে অঙ্কুর বাহির হয় তাহার নাম 'অক্ষি'। চলিত কথায় ইহাকে 'চোখ', 'একো' বলে। 'স্থূলাক্ষা বেণুযষ্টিঃ'—সিদ্ধান্তকৌ° ; 'স্থূলাক্ষিরিক্ষুঃ'—(বৃত্তি) পা° ৫. ৪. ১১৭। ৬ বুদ্ধিবিষয়ে অক্ষিশব্দ ইন্দ্রিয়মাত্রপরঃ—(তত্ত্ববোধিনী), পা° ৫. ৪. ১০৭।

অক্ষি,—অক্ষি বা চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। আমাদের দুইটী করিয়া চক্ষু আছে ; উহারা দুইটী স্নায়ুগুলীর দ্বারা মস্তিষ্কের পশ্চাদ্দেশস্থ কেন্দ্রগুলির সহিত যুক্ত। নরকপালের (skull) দুই পার্শ্বের দুইটী কোটরে (sockets) চক্ষু অবস্থিত। ইহাদিগকে কক্ষ (orbits) বলে ;

ইহারা চক্ষুকে বিশেষভাবে রক্ষা করে। চক্ষুকোটর আঘাত হইতে চক্ষুকে বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া থাকে, নতুবা চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইত। কোটরগুলি চক্ষুর তুলনায় অনেক বড়; অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্দিকে চক্ষুর স্নায়ু ও পেশীগুলি বিভিন্ন দিকে অক্ষিকে জড়াইয়া আছে। সর্বসমেত অক্ষিকোটরে ছয়টী পেশী রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারিটী সরল এবং সেগুলি সোজাসুজি চক্ষুকে ঘুরাইয়া থাকে; অন্য দুইটী 'পুলি'র (pulley) মত থাকিয়া তির্যগ্‌ভাবে কার্য করে। অক্ষিকোটরের অবশিষ্ট অংশ নরম চর্বিতে পূর্ণ; সেইগুলির মধ্য দিয়া পেশী, স্নায়ু এবং রক্তবহা নাড়ীগুলি গিয়াছে। এই চর্বি ঠিক গদির মত রহিয়াছে এবং ইহাও চক্ষুকে যথাস্থানে রক্ষা করিবার পক্ষে সাহায্য করিতেছে।

দুইটী অক্ষিকোটরের মধ্যস্থলে নাসাপ্রদেশ অবস্থিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি অস্থি-গহ্বর আছে; সেই গহ্বরগুলি হইতে প্রায়ই প্রদাহ জন্মিয়া অস্থিকক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

চক্ষুর পাতা এবং লোমগুলি সুস্থ অবস্থায় চক্ষুকে রক্ষা করে এবং ইহার জন্যই বাহির হইতে কোন দ্রব্য চক্ষুতে পড়িতে পারে না। চক্ষুর পাতার ভিতর দিক্ একখানি নরম অন্তস্ত্বক্-(membrane) দ্বারা আচ্ছাদিত; ইহাই চক্ষুর যোজক-ত্বক্ (conjunctiva)। চক্ষুর শ্বেতমণ্ডল (cornea) এই যোজক-ত্বক্-দ্বারা আবৃত।

যোজক-ত্বক্ হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ বাহির হইয়া সকল সময়েই অক্ষিমণ্ডলকে ভিজাইয়া রাখে। ইহা ছাড়া চক্ষুর পাতার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাংসগ্রন্থি (glands) রহিয়াছে। এই মাংসগ্রন্থিগুলি পাতার কিনারাগুলিকে সর্বদা তৈলাক্ত করিয়া রাখে; এইগুলির মধ্যে meibomian glands সর্বাপেক্ষা কার্যকর।

অক্ষিগোলকের যোজক-ত্বক্ এবং শ্বেতমণ্ডলকে আর্দ্র রাখিবার জন্য যে সকল রস-নিঃসরণ হয়, সেইগুলি ছাড়া যোজক-ত্বকের বাহিরের দিকে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। তাহাতে অভ্যন্তরে কোন সূক্ষ্ম পদার্থ পড়িলে বাহির হইয়া আসে। ইহাতেই অশ্রুনিঃসরণ (lacrimal secretion) হইয়া থাকে। অক্ষিকক্ষের বহির্দিকস্থ অস্থির তলদেশে একটী ছোট মাংসগ্রন্থি আছে; যখন চক্ষুতে উপদাহ জন্মে বা গভীর অনুভূতিতে চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠে তখনই ইহা কার্য করিতে থাকে। উপরের এবং নীচের পাতার কিনারায় অশ্রু সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে অশ্রু চক্ষু ও নাসিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটী থলির মধ্যে সঞ্চিত হইয়া পরে নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে।
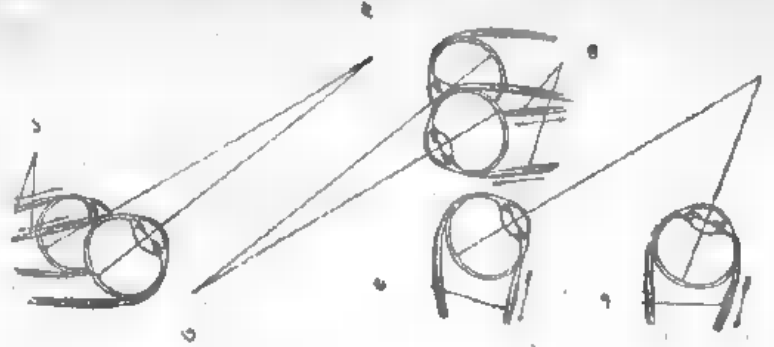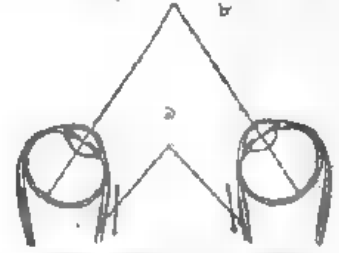
চক্ষুর দৃষ্টি-নির্দেশক পেশীসমষ্টি

১ প্রধান পেশী; ২ উপরের পেশী; ৩ নিম্নের পেশী; ৪ অপ্রধান পেশী; ৫ ডানদিকের পেশী; ৬ বামে - অন্তর্দিকস্থ পেশী; ৭ দক্ষিণে - বহির্দিকস্থ পেশী; ৮ একক্ষেত্রাভিমুখ পেশী; ৯ অন্তর্দিকস্থ পেশী।

অক্ষিকোটরের এই বিন্যাস সকল সময়েই অক্ষিগোলককে রক্ষা করিতে যত্নবান্; কিন্তু এই বিযুক্ত স্নায়ু ও শিরাগুলিই রোগের আকর হইয়া দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার সহায়তা করিতে পারে।

চক্ষু: কক্ষের ছেদচিত্র

এই চিত্রে অস্থিময় কোটরে অক্ষিগোলকের সংস্থান দেখান হইয়াছে। ১ উপরের পাতা; ২ সম্মুখস্থ অস্থি (frontal bone); ৩ কক্ষ; ৪ প্রধান অক্ষিপল্লবের উত্তোলক পেশী (levator palpebrae superioris); ৫ suprior rectus; ৬ orbicularis palpebrarum muscle; ৭ inferior rectus; ৮ উপরের চিবুকাস্থি; ৯ নীচের পাতা।

অক্ষিগোলক (eyeball)—অক্ষিগোলককে একটা ফটোগ্রাফের ক্যামেরার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা বর্তুলাকার এবং অক্ষিমণ্ডলের শ্বেত আবরণ ও তন্তুময় বিন্যাস (cornea ও sclera) হইতে ইহা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্দিক্ অধিকাংশই শুভ্র ও সূক্ষ্ম তন্তুজালে বদ্ধ। ইহাতে অক্ষির আকার ঠিক রাখিয়াছে এবং এই নেত্রাবরক বিন্যাস চক্ষুর অভ্যন্তরকে রক্ষা করিতেছে।

চক্ষুর সম্মুখস্থ শ্বেত আবরণও ঠিক পশ্চাদ্দিকের ন্যায় অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে অবস্থিত। পশ্চাদ্দিকের আবরণ অনুজ্জ্বল, কিন্তু সম্মুখদিকের আবরণ উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ। ইহা ঠিক ঘড়ির কাচের

ন্যায় পশ্চাদিকের শুভ্রমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ একটির কিনারা অপরটির কিনারার উপর স্থাপিত।

অক্ষিগোলক দুইটী প্রধান কক্ষে (chamber) বিভক্ত। দর্শনকেন্দ্রের (lens) সম্মুখদিকে একটী বৃহৎ কক্ষ নেত্রতারকামণ্ডল (iris)-দ্বারা দুইটী ছোট ছোট কক্ষে বিভক্ত হইয়াছে; অন্য বৃহৎ কক্ষটী পশ্চাদ্দিকে রহিয়াছে। আমরা সম্মুখ দিক্ হইতে চক্ষুর দিকে তাকাইলে প্রথমতঃ শ্বেতমণ্ডল দেখিতে পাই; ইহা স্বচ্ছ এবং এই শ্বেতমণ্ডলের মধ্য দিয়া আমরা রঞ্জিত নেত্রতারকামণ্ডল ও নেত্রতারকা (pupil) দেখিতে পাই। তিনটী স্তর-বিন্যাসে ইহা সুগঠিত এবং স্থিতিস্থাপক গুণোপেত। ইহার পশ্চাদ্দেশে একটী তন্তুস্তর বা উপচর্ম (epithelium) রহিয়াছে; উহা যদি অক্ষত থাকে তবে দূষিত পদার্থ হইতে অক্ষিগোলককে রক্ষা করে। শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের পৃষ্ঠও এই উপচর্মের দ্বারা বদ্ধ। শ্বেতমণ্ডলের মধ্যে কোন রক্তবহা নাড়ী নাই; ইহা যোজক-ত্বক্ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। অক্ষিকোটরের প্রথম গহ্বর বা অভ্যন্তরস্থ কক্ষ একপ্রকার পরিষ্কার তরল পদার্থে পরিপূর্ণ; চক্ষুগোলকের মধ্যবর্তী চাপ নিয়মিত করিবার জন্য এই স্বচ্ছ তরল পদার্থের মধ্যোপযুক্ত নিষ্ক্রমণ আবশ্যক। শ্বেতমণ্ডল ও নেত্রতারকামণ্ডলের কোণের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সম্মুখদিকের শ্বেতমণ্ডল ও পশ্চাদ্দিকের শ্বেত আবরণের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটী পরিস্রবণ-প্রণালী (drainage canal of schlemm) সহসা অক্ষিগোলকের এই চাপকে বৃদ্ধি পাইতে দেয় না।

চক্ষুর দুইটী তির্যক্ পেশী

১ কক্ষের চর্বি; ২ orbicularis oculi; ৩ প্রধান তির্যক পেশী; ৪ 'পুলি' (pulley); ৫ অপ্রধান তির্যক্ পেশী।

অক্ষির সম্মুখস্থ কক্ষের পশ্চাদ্দিকে নেত্রতারকামণ্ডল অবস্থিত। ইহাকে চক্ষুর পার্শ্বাংশচ্ছেদক (diaphragm) বলা যায়; ইহা পেশীতন্তু (muscular fibres) এবং স্নায়ু-দ্বারা চক্ষুর মধ্যে যে আলো পড়ে তাহাকে নিয়মিত করে। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার মধ্যভাগে অবস্থিত ধাতুফলকের ন্যায় ইহার কার্য। নেত্রতারকামণ্ডলের পশ্চাদ্ভাগে গভীর কাল রঞ্জক বস্তুর স্তর আছে; ইহা তারকা ভিন্ন অন্য স্থলে আলো প্রবেশ করিতে বাধা দেয়।

অক্ষিতারকা কেন্দ্রস্থ আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূতকারী মধ্যোন্নত অংশের (lens) কোষবন্ধনীর (capsula) সহিত সংলগ্ন। কিন্তু নেত্রতারকামণ্ডল ও lensএর পরিধির মধ্যে একটু ফাঁক আছে, এই স্থানকে পশ্চাদ্দেশস্থ কক্ষ (posterior chamber) বলে; ইহাও তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। নেত্রতারকামণ্ডলের পশ্চাতে অক্ষিগোলককে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া বিধান-তন্তুর সূক্ষ্ম কেশবৎ অঙ্গ (ciliary body) স্থাপিত। সূক্ষ্ম পেশীগুলি অক্ষিসংস্থানকে নিয়মিত করে এবং বিবর্ধিত অংশগুলি সমতা রক্ষা করে।

অক্ষির পরকলা ও কাচধর্মা কক্ষ (The Lens and Vitreous)—অতি ক্ষুদ্র বিবর্ধক কাচের মত অক্ষির পরকলা (lens) স্বচ্ছ এবং স্থিতিস্থাপকগুণোপেত। ইহা অতি সূক্ষ্ম কোষবন্ধনীর দ্বারা আবদ্ধ; এই কোষবন্ধনী কতকগুলি বৃত্তাকার বিধানতন্তু (tissue) দ্বারা পরিধির দিকে সূক্ষ্ম কেশবৎ অঙ্গের সহিত সংযুক্ত। এই বিধানতন্তুগুচ্ছকে অবলম্বন-বন্ধনী (suspensory ligament) বলে। চক্ষুর পরকলা চক্ষুর মধ্যে মুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে—শুধু কোষবন্ধনী ইহাকে ধরিয়া রহিয়াছে।

অক্ষিগোলকের অন্য বৃহত্তর শূন্যগর্ভ স্থানকে কাচধর্মা কক্ষ (vitreous chamber) বলা হয়; ইহার পশ্চাদ্দিকে অক্ষিপট (retina) অবস্থিত। ইহা তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন আস্তর; ইহাতে অতি সূক্ষ্ম শিরাপ্রান্ত রহিয়াছে; ইহারা বাহিরের দ্রব্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে এবং তজ্জনিত অভিঘাত মস্তিষ্কের উপযুক্ত কেন্দ্রে প্রেরণ করে। ইহাতে দর্শনেন্দ্রিয়ে বোধগম্য হইয়া দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে। কাচধর্মা কক্ষের প্রত্যেক অংশ পরকলাকে রক্ষা করিতেছে এবং যাহাতে ইহার উপরে পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি পড়ে সে বিষয়ে সাহায্য করে। পরকলার ঠিক পশ্চাতে স্বচ্ছ জেলির মত তন্তুময় বিধানদ্বারা অক্ষিগোলক পূর্ণ; এই বিধানতন্তুকে কাচপ্রভরস (vitreous humour) বলে। অক্ষির শুভ্রমণ্ডল (sclera) দৃঢ় তন্তুময় বিধান, ইহার প্রাচীরস্বরূপ রহিয়াছে। ইহার ভিতরে কৃষ্ণপটল (choroid) পরকলার পৃষ্ঠদেশ-স্বরূপ রহিয়াছে। ইহা ফটোক্যামেরার কৃষ্ণবর্ণ আস্তরণের ন্যায় কাজ করে; ইহা ছাড়া ইহার মধ্যে অনেকগুলি রক্তবহা নাড়ী রহিয়াছে; এই নাড়ীগুলি পরকলার পুষ্টির সাহায্য করে।

অক্ষিপট (Retina)—দর্শনেন্দ্রিয়ের অংশগুলির মধ্যে অক্ষিপটই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন। যদিও ইহা অত্যন্ত পাতলা তথাপি ইহা অনেকগুলি সূক্ষ্ম শিরাপ্রান্তের সমবায়ে গঠিত। শরীরের অন্য কোন অংশের সহিত এই শিরাপ্রান্তগুলির তুলনা হয় না। এই শিরাপ্রান্তগুলি অতি সূক্ষ্ম লম্বাকৃতি কোষে (cells) প্রস্তুত; এইগুলিকে ডণ্ডা (rods) ও শঙ্কু (cones) বলে। এই কোষগুলি আলোক-সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। শিরাপ্রান্তগুলি একটু বিশেষ ধরণের; ইহাতে আলোকরশ্মি এক প্রকার ফোটো-কেমিক্যাল (photo-chemical) পরিবর্তন সাধন করে। ডণ্ডা বা যষ্টির মত আকৃতিবিশিষ্ট কোষগুলি রূপবহা নাড়ীর (optic nerve) তন্তুগুলির সহিত

সংযুক্ত ; তাহারা এই আলোকসংঘাত মস্তিষ্কে বহন করে।

অক্ষিপটের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ শঙ্কুর ন্যায় কোষ (cones) রহিয়াছে ; যষ্টির ন্যায় কোষগুলির সংখ্যা ইহার প্রায় ৬।৭ গুণ। অক্ষিপটের কেন্দ্রে ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু যষ্টির ন্যায় কোষগুলির অনুপাত শঙ্কুর ন্যায় কোষগুলির অপেক্ষা পরিবেশের দিকে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়াছে ; এই পরিবেশ-অংশই পরোক্ষ দৃষ্টির (indirect vision) সহিত সংশ্লিষ্ট।

যষ্টির ন্যায় কোষগুলির বাহিরের দিকে এক প্রকার রঞ্জক বস্তু (pigment) রহিয়াছে ; ইহাকে rhodopsim বলা হয়। ইহা অনবরত আলোতে থাকিয়া বিবর্ণ হয়। এই থাকায় অক্ষিপটের উপরে ঠিক ফটো প্লেটের মত ছবি তোলা যাইতে পারে। ছবি ফটকিরি (alum) দিয়া অন্ধকারে রাখিলে তাহা কয়েকদিন থাকে, নতুবা রঞ্জক বস্তুর পরিবর্তনে ছবিও অদৃশ্য হয়। অক্ষিবীক্ষণ-যন্ত্র (ophthalmoscope)-দ্বারা অক্ষিপট পরীক্ষা করা যায়। অক্ষিপটের পৃষ্ঠদেশের অধিক ভাগই উজ্জ্বল লালবর্ণ বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু একপার্শ্বে ডিম্বাকৃতি পাটলবর্ণের আভাযুক্ত সাদা স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে দৃষ্টিচক্র (optic disc) বলে। দৃষ্টিচক্রের সহিত রূপবহা নাড়ী এবং স্নায়ুপ্রান্তগুলির সম্পর্ক রহিয়াছে। দৃষ্টিচক্রের উপরে আলোক-রশ্মি পড়িলে তাহাতে কোন দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে না, এইজন্য ইহাকে অন্ধস্থলী (blind spot) বলা হয়।
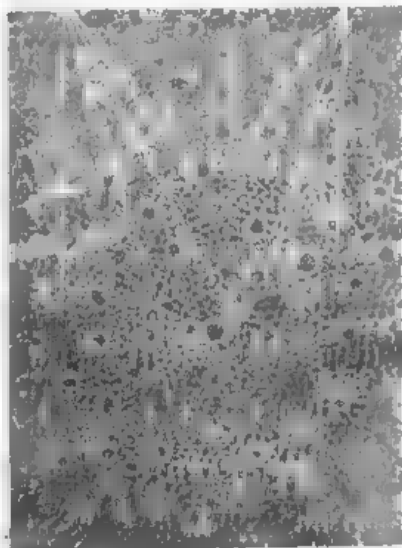
দণ্ড (rods) ও শঙ্কুর (cones) ছেদচিত্র

এই চিত্রে অক্ষিপটকে অণুবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে খুব বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। শঙ্কু ও দণ্ডগুলি একত্র সংমিশ্রিত হইয়াছে। হলুদে রঙের চিহ্নের (macula lutea) মধ্যবর্তী স্থানে শুধু শঙ্কুগুলিই দেখা যায়—এই স্থানে দৃষ্টি খুব প্রখর।

অক্ষিপটের অণুবীক্ষণিক গঠনপরিচয়
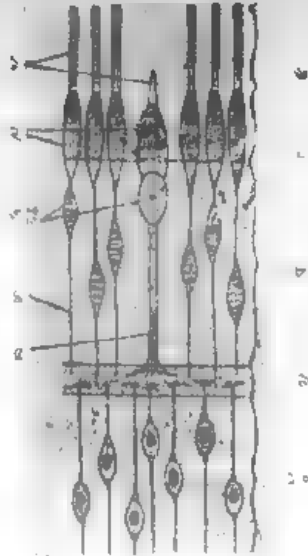
১ বহিঃস্থ প্রান্ত (outer limb) ; ২ অন্তঃস্থ প্রান্ত (inner limb) ; ৩ কেন্দ্র (nucleus) ; ৪ সূক্ষ্ম তন্তু ; ৫ স্থূল তন্তু ; ৬ দণ্ড ও শঙ্কুর স্তর ; ৭ বাহিরের সীমানির্দেশক অনুস্তর ; ৮ দণ্ড ও শঙ্কুর কেন্দ্র-স্তর ; ৯ দ্বিমেরুীয় কোষের (bifolar cells) স্তর ; দণ্ড ও শঙ্কুর মধ্যে আদান-প্রদান ; ১০ গ্রন্থিময় কোষ।

দৃষ্টিচক্রের কেন্দ্র হইতে রক্তবহা নাড়ীগুলি (blood vessels) অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশে বিকীর্ণ হইয়াছে। দৃষ্টিচক্র হইতে স্নায়ুতন্তুগুলি একত্র হইয়া রূপবহা নাড়ী সৃষ্টি করিয়াছে ; ইহা পশ্চাদ্দিকে কক্ষ এবং একটি অস্থিময় প্রণালীর (bony canal) মধ্য দিয়া মস্তকের খর্পরে (skull) প্রবেশ করিয়াছে। এইস্থলে দুইটি চক্ষের রূপবহা নাড়ী একটি Xএর আকারে মিলিত হইয়াছে। প্রত্যেক পত্রকলার অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া স্নায়ুতন্তুগুলিও এই স্থানের উপর অতিক্রম করিয়াছে ও মস্তিষ্কের বিপরীত পার্শ্বে চলিয়া গিয়াছে।

অক্ষিপটের সহিত মস্তিষ্কের সম্পর্ক বিচারকালে দেখা গিয়াছে যে, স্নায়ুগুলিই দৃষ্টি-শক্তি জন্মাইবার প্রধান কারণ। কিন্তু এই স্নায়ু-গুলি ছাড়াও কতকগুলি স্নায়ু রহিয়াছে, সেগুলি রূপবহা নাড়ী হইতে পৃথক্ এবং সেগুলির প্রভাবে অনেক সময়ে চক্ষে ব্যথা ও অস্বস্তি জন্মে ; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ অনুভূতিশীল, অন্যগুলি অক্ষির গতিবিধিসম্পর্কীয় এবং রক্তবহানাড়ীগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিশেষতঃ তরল পদার্থের ক্ষরণক্রিয়া যে সকল প্রধান অংশদ্বারা হইয়া থাকে তাহাদের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।
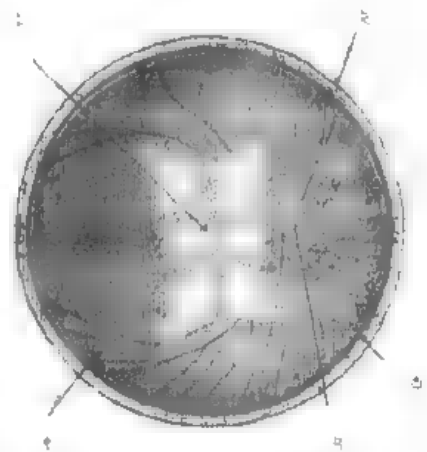
অক্ষিপটের প্রতিচ্ছবি

১ হলুদে রঙের চিহ্ন (macula lutea) ; ২ শ্বেত আবরণ ; ৩ রক্তপটল ; ৪ কাল চিহ্ন ; ৫ অক্ষিপট।

অক্ষির শুক্লমণ্ডল বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ুপ্রান্তদ্বারা আচ্ছন্ন, সুতরাং সামান্য উত্তেজনা পাইলেই ইহাতে তীব্র ব্যথা জন্মে। যোজকত্বক্ সম্বন্ধেও অনেকটা এই কথা খাটে। নেত্র-তারকামণ্ডলে অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ু থাকিলেও অক্ষির গভীরতর বিন্যাসগুলি তত অনুভূতি-প্রবণ নহে।

একটি স্নায়ুকে দৃষ্টিযন্ত্রচালক (oculo-motor) বলা হইয়া থাকে ; ইহাই অক্ষি-গোলকের গতিবিধি পরিচালনা করে। অন্যান্য স্নায়ুগুলি তারকা এবং অক্ষিপক্ষ্মে

ধরিয়া চক্ষুপল্লবকে শক্ত পাতলা কাঠির উপরে উল্টাইয়া দিতে হয়। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে প্রদত্ত প্রক্রিয়া-দ্বারা সহজেই প্রক্ষিপ্ত দ্রব্য বাহির করিতে পারা যায়।

কলকারখানায় কাজের সময়ে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। অনেক সময় ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ডগুলি উড়িয়া চক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে; এইরূপ স্থলে বিদ্যুৎ-চুম্বকের (electro-magnet) সাহায্য লইতে হয়। যদি অক্ষিমধ্যে ক্ষত হইয়া কোন প্রকারে স্বচ্ছকলা-(lens) বিদ্ধ হয় তাহা হইলে উহা অস্বচ্ছ হইয়া অভিঘাতজনিত ছানিরোগ (traumatic cataract) জন্মিতে পারে। যদি কেশবৎ সূক্ষ্ম অংশ বিদ্ধ হয় তবে দূষিত পচনক্রিয়া হওয়া সম্ভব। ইহা শুধু সেই চক্ষুকেই নষ্ট করে না, অপর চক্ষুতেও প্রদাহ জন্মাইতে পারে। অক্ষিমণ্ডলে আঘাত লাগিলে বিবিধ প্রকার অনিষ্ট হয়। যদি স্বচ্ছকলার আবরণ ছিন্ন হয় তবে ছানিরোগ জন্মিতে পারে, অথবা স্বচ্ছধর্মী অংশে haemorrhage হইতে পারে। অক্ষিপটের বিবিধ পরিবর্তন হইয়া দৃষ্টিশক্তির বিশেষ দোষ জন্মাইতে পারে এবং কৃষ্ণপটল ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। অক্ষিকক্ষে রূপবহা নাড়ীকে ছিন্ন করিলে পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া অন্ধত্ব জন্মায়। চক্ষুতে কোন কঠিন আঘাত হইলে প্রথমে একখণ্ড নরম পরিষ্কার 'গজ' (gauze) অথবা তুলার 'প্যাড্' (pad) দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া দিতে হয় এবং তৎক্ষণাৎ বিশেষজ্ঞের সাহায্য লওয়া উচিত। চক্ষুপল্লবে প্রায়ই বিভিন্ন কারণে স্ফীতি হইতে দেখা যায়। উহাদের মধ্যে meibomian cysts প্রধান। ইহাতে চক্ষুর কিনারা ফুলিয়া উঠে। অনেকে ইহাকে অঞ্জনিকা (styes) বলিয়া ভ্রম করেন বটে, কিন্তু অক্ষিপক্ষ্মের প্রান্তে এইগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অক্ষির জলবর্ষণ রোগ (epiphora) প্রায়ই দেখা যায়। ইহা ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা দৃষ্টি-বিবর্তনের দোষে হইতে পারে। অবিরত এই জলবর্ষণ হইলে অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি-সমূহের কোন দোষ হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। অশ্রুস্রাবী নালীতে (lacrimal duct) প্রতিরোধ জন্মিলে চক্ষু ও নাসিকার মধ্যে ফোড়া (abscess) হইতে পারে। ইহাকে mucocele বলে, তবে প্রদাহ থাকিলে তাহাকে dacryocystitis বলে। এইরূপ ক্ষেত্রে নাসা-রোগ-বিশেষজ্ঞের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন।

চক্ষু হইতে electro-magnet-দ্বারা ধাতু বহিষ্করণ

কলকারখানায় কাজ করিবার সময় বা অন্য কোন দুর্ঘটনায় চক্ষুমধ্যে লৌহাদি ধাতু পড়িতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে electro-magnet সাহায্যে ধাতু বহিষ্করণ করা শ্রেষ্ঠ উপায়। ধাতুর আকার অনুসারে এই যন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করা হয়।

বৃদ্ধলোকের অক্ষিপল্লবে প্রায়ই rodent ulcer নামে একপ্রকার ক্ষত জন্মিয়া থাকে। এই রোগ হইলে অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন।

শিশুরা প্রায়ই মিট্ মিট্ করিয়া চায়, ইহা কিরণ-বিবর্তনের দোষেই হইয়া থাকে। স্ফীতি হইলে বা শ্বেতমণ্ডলে ক্ষত হইলে চক্ষুপল্লব আকস্মিক বন্ধ হইয়া যাইতে পারে —ইহাকে blepharo-spasm বলা হয়। আলো সহ্য করিতে না পারায় এইরূপ হয়। যখনই আলোকাতঙ্ক (photophobia) প্রকাশ পাইবে তখনই শুক্লমণ্ডলের কোনরূপ ক্ষত হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। যদি শুক্লমণ্ডলে কোনরূপ আঘাত লাগিয়া অথবা বিষাক্ত ক্ষত (ulcer) হইয়া প্রদাহ জন্মে তাহা শুক্লমণ্ডলের অন্তঃস্থল প্রদেশও আক্রমণ করিতে পারে। যদি দূষিত পদার্থ সমগ্র শুক্লমণ্ডল ভেদ করে তাহা হইলে সম্মুখস্থ কক্ষে পূয দেখা দিবে এবং নেত্রতারকমণ্ডলের নীচের দিকে হরিদ্রাবর্ণের ক্লেদ দেখা যাইবে। ইহাকে hypopyon বলে। চক্ষু হইতে কোন প্রকার ক্ষরণই শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ রোগের (conjunctivitis) লক্ষণ; ইহাতে চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ হয়। কোনরূপ স্রাব না হইলে iritis হইবার সম্ভাবনা; ইহা যোজক-ত্বকের haemorrhageএর জন্যও হইতে পারে। শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ ছাড়া স্রাব-নিঃসরণ (blennorrhoea), পোথকী (trachoma) প্রভৃতি আরও উপসর্গ আছে।

ছানি রোগে (cataract) বৃদ্ধলোকের চক্ষুতারকা সাদা হইয়া ক্রমশঃ অন্ধত্ব জন্মে।

অক্ষিপটের কোন অংশে অথবা রূপবহা নাড়ীর মস্তিষ্কের কেন্দ্র পর্যন্ত গতির কোন অংশে প্রতিরোধ উপস্থিত হইলে আংশিক দৃষ্টিশক্তিহীনতা জন্মিতে পারে। অক্ষির স্নায়ুপ্রদাহ (optic neuritis) চক্ষু-বীক্ষণযন্ত্র (ophthalmoscope) সাহায্যে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে দৃষ্টি-মণ্ডলের স্ফীতি লক্ষিত হয় ও প্রায়ই মস্তিষ্কের

মস্তিষ্কের অর্বুদ বা প্রদাহের লক্ষণ। দৃষ্টিমণ্ডলের বিবর্ণতা হইতে বুঝা যায় যে রক্তবহা নাড়ীর নিয়মিত পরিপুষ্টির অভাব হইতেছে। ইহা খুব বেশী হইলে আলোকানুভূতির একান্ত অভাবে সম্পূর্ণ অন্ধত্ব জন্মায়।

পচনজনক ব্যাধির সংক্রমণে শুক্লমণ্ডল, যোজকত্বক্ এবং চক্ষুপল্লবের বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। iritis এবং cyclitis শরীরের কোন না কোন সাধারণ বিষক্রিয়া দ্বারা সংক্রামিত হয়। উপদংশ (syphilis) এবং যক্ষ্মারোগ (tuberculosis) দ্বারা চক্ষুর বিশেষ অনিষ্ট সম্পাদিত হইয়া থাকে। মূত্রাশয়ের পীড়া ও মধুমেহ (diabetis) রোগেও অক্ষিপট এবং পরকলার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। চক্ষুরোগ শরীরের অন্যান্য বিবিধ রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট, এজন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

চক্ষুর স্বাস্থ্যতত্ত্ব—জন্মমুহূর্ত হইতেই চক্ষুর যত্ন লওয়া উচিত। অক্ষিগোলক এবং অক্ষিপক্ষ উভয়ই পরিষ্কার রাখা দরকার। বিদ্যালয়ে ছোট ছোট শিশুদের দৃষ্টিশক্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পড়িবার ঘরগুলিতে যাহাতে আলোবাতাস ভালভাবে আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা ও সুন্দররূপে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা বিধেয়। সময় সময় বিশেষজ্ঞের দ্বারা তাহাদের চক্ষু পরীক্ষা করাইতে হয়। অদূরদৃষ্টি (myopia) দুষ্ট শিশুদের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার। শিশুদিগকে সকল সময়েই চক্ষু হইতে ১৮ ইঞ্চি দূরে বই রাখিয়া পড়িতে অভ্যাস করান ভাল। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের 'ডেস্ক' এমনভাবে রাখা উচিত যাহাতে বামদিক্ হইতে আলো আসে। লণ্ঠন বা অন্য আলোর সাহায্যে পড়িবার সময়ে সর্বদা আলোকাধার ছায়াযুক্ত করাই সঙ্গত। পাঠকালে আলোকাধার উপরে ও বামদিকে রাখিতে হইবে।

বিছানায় চিৎ হইয়া লেখাপড়া করা দৃষ্টিশক্তির পক্ষে একেবারেই মঙ্গলজনক নহে; তবে চক্ষু ও আলোর অবস্থা নির্ণয় করিয়া উপযুক্ত স্থানে পুস্তক রাখিয়া পড়িলে অনিষ্ট হয় না। চলন্ত গাড়ীতে পড়াশুনা করা চক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে তাহাতে বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

জন্মের পর শিশুদের চক্ষুর প্রতি সবিশেষ দৃষ্টির অভাবে ভবিষ্যতে চক্ষু খারাপ হইতে পারে। বিশেষতঃ এই সময়ে চক্ষুর এক প্রকার প্রদাহজনক অবস্থা প্রকাশ পায় এবং তাহাতে বয়োবৃদ্ধির সহিত অন্ধত্ব জন্মাইতে পারে। এই রোগকে ophthalmia neonatorum বলে। ইহা শিশুর জন্মের তিন সপ্তাহ মধ্যে হইয়া থাকে। জন্মসময়ে প্রসবদ্বার হইতে নিঃসৃত এক প্রকার রস লাগিয়া এইরূপ হয়। অনেক সময় ইহাতে আংশিক বা পূর্ণভাবেও অন্ধত্ব জন্মে। এইজন্য প্রসবের সময় প্রসূতিকে কোন প্রতিষেধক ঔষধ দেওয়া এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরই সন্তানের চক্ষু বিশেষভাবে প্রতিষেধক স্নিগ্ধ দ্রাবক-দ্বারা ধৌত করা উচিত। দ্রাবকের সহিত 'সিল্ভার নাইট্রেট' শতকরা একভাগ দেওয়া যাইতে পারে। পিতামাতার প্রমেহ (gonorrhea) রোগই শিশুদের এই রোগের কারণ। শতকরা বিশ জনকে এই রোগে অন্ধ হইতে দেখা যায়।

শৈশবে শিশুদের শুক্লমণ্ডলে প্রদাহ রোগ জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহা বিশেষ গুরুতর নহে। ইহাতে 'বোরাসিক্ লোশন' দিয়া সময় সময় চক্ষু ধৌত করা ও 'অক্সাইড অফ মার্কারী' মলম চক্ষুপল্লবে রাত্রে ব্যবহার করা উচিত। যদি শিশু আলো সহ্য করিতে না পারিয়া চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া রাখে তাহা হইলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া বিধেয়।

তির্যগ্‌দৃষ্টি দোষ প্রায়ই শিশুদের মধ্যে দেখা যায়; ইহা কোন গুরুতর রোগ নহে। যদি অক্ষিবিভাগে কোনরূপ দোষ না থাকে তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা নীরোগ হইয়া যায়।

শিশুর চক্ষু অত্যন্ত সুকুমার ও নরম। কাজেই তীব্র আলো অথবা আগুনের কাছে শিশুকে রাখা উচিত নহে।

চক্ষুর প্রতি সতর্কতা—চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়, আবার সৌন্দর্যের আধার। মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য চক্ষুর উপর নির্ভর করে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু যাহাতে সুস্থ ও সুদৃশ্য থাকে তাহার ব্যবস্থা করিলে বার্ধক্য পর্যন্ত কতক পরিমাণে সৌন্দর্য অটুট রাখা যায়। অক্ষির শুক্লমণ্ডল ঈষৎ স্বচ্ছ ও নীলাভ। পরিপাকক্রিয়ার দোষে অথবা ধূলা প্রভৃতি পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলির রক্তাধিক্যে চক্ষু লাল হইতে পারে; কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, অধিক পরিশ্রম করিলে, অথবা ঠাণ্ডা লাগিলেও চক্ষু লাল হয়। উপযুক্ত মাত্রায় 'বোরাসিক্ এসিডে'র দ্রাবক সমপরিমাণ গরম জল মিশাইয়া চক্ষু ধুইলে উপকার পাওয়া যায়। ঈষদুষ্ণ লবণাক্ত দ্রাবকে (saline solution) পরিষ্কার তুলা ভিজাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার উপরে চাপ দিলেও আরাম পাওয়া যায়। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে 'আইবাথ্ লোশন'-দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করা ভাল।

সূর্য কিরণের, সমুদ্রের, বালুকাময় অথবা বরফাচ্ছন্ন প্রদেশের শ্বেতবর্ণের দিকে অধিকক্ষণ তাকাইলে অনেক সময় চক্ষু ঝলসাইয়া রক্তবর্ণ হইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা হয়। এইরূপ স্থলে রঙীন্ চশমা ব্যবহার করা ভাল। যাহাদের চক্ষু অতি সহজেই পীড়িত হয়, মোটর প্রভৃতি যানে ভ্রমণের সময় তাহাদের চক্ষু ঢাকিয়া রাখা এবং প্রত্যহ ধৌত করা প্রয়োজন। রৌদ্রে বেড়াইবার সময়েও টুপি বা কোনরূপ চক্ষু-আবরক ব্যবহার করা উচিত; উভয়কালীন আহারের মধ্যবর্তী কালে প্রচুর জলপানও চক্ষুর সৌন্দর্য রক্ষা করিবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। কোন প্রকার নেত্রবিন্দু (eye-drops) ব্যবহার করিতে হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য।

বিশ্রামসময়ে চিন্তা বন্ধ না করিয়া মাত্র অক্ষিপল্লব মুদ্রিত করিলে চক্ষু বিশ্রাম পায় না। মনের সহিত চক্ষুর বিশেষ ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ; সুতরাং মানসিক শান্তিও দৃষ্টিশক্তি রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয়। অক্ষিনিম্নে ও অক্ষি-পার্শ্বে বলিরেখা না পড়ার জন্ম অনেকে বিবিধ প্রকারের মলম ও ক্রীম ব্যবহার করিয়া থাকে। সমপরিমাণ বাদাম তৈল (almond oil) ও জলপাই তৈল (olive oil) মিশ্রিত করিয়া প্রতি আউন্সে কয়েক ফোঁটা গন্ধ বিরজা (Canada balsam) মিশাইয়া লইলে বা ল্যানোলীনের (lanoline) সহিত মিশাইয়া লইলে উত্তম ক্রীম প্রস্তুত হয়।

মুখমণ্ডলে ক্রীম ব্যবহার করার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরভাবে হস্ত চালনা করিতে হয় এবং যাহাতে রক্তচালনা হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। অক্ষিমণ্ডলের নীচে ক্রীম লাগাইবার সময় উপরের দিকে তাকাইয়া মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বারা ধীরে ধীরে মালিশ করা বিধেয়। [বর্ণ (complexion) দ্র']

জীবজন্তুর চক্ষু—অশ্বের চক্ষু প্রায় বর্তুলাকার এবং মানুষের চক্ষুর মত, তথাপি উভয়ের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অশ্বের চক্ষুতারকা ডিম্বাকৃতি এবং উহার ব্যাস একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উপরের প্রান্তে অনেক-গুলি কাল সূক্ষ্ম অঙ্গ (corpora nigra) ঝালরের ন্যায় রহিয়াছে। ইহা অক্ষিপটকে উপরের আলোক হইতে রক্ষা করে। পশুদের কৃষ্ণপটলে রঞ্জক দ্রব্য (pigment) মানুষের চক্ষুর তুলনায় খুব কম। সেই কারণে তাহারা নিস্তেজ আলোকে মানুষের অপেক্ষা অধিক দেখিতে সমর্থ হয়।

ইহাদের চক্ষুকোটরে পশ্চাদ্দিকে একটী আকর্ষক পেশী রহিয়াছে, মানুষের চক্ষে এইরূপ নাই। অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্দিকে স্থিত চারিটী পেশীরজ্জু দ্বারা ইহা আবদ্ধ। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবজন্তুদের একটী তৃতীয় অক্ষিপল্লব রহিয়াছে। ইহা চক্ষুকোণে সঙ্কুচিত অবস্থকের মত দেখা যায়। পশুরা যখন অক্ষিগোলক ভিতরের দিকে টানিয়া লয় তখন ইহা বাহির হইয়া সমস্ত চক্ষু ঢাকিয়া দেয়। ধনুষ্টঙ্কার এবং তীব্র প্রদাহজনক পীড়ায় অক্ষির অস্থিপাঙ্ক্তি বাহির হইয়া পড়ে। চক্ষু-গোলকের বহির্ভাগে একটী অশ্রুগ্রন্থি রহিয়াছে; অক্ষির অভ্যন্তরস্থ কোণ হইতে একটী নালীর সাহায্যে অশ্রু বাহির হইয়া আসে। ইহা কৃত্রিম নাসা (false nostril) এবং নাসাদেশে যে স্থলে শ্লেষ্মা (mucous membrane lining) রহিয়াছে তাহার সংযোগস্থলের বাহিরে যুক্ত হইয়াছে।

অন্যান্য পশুর ঠিক অশ্বের অনুরূপ চক্ষু হইলেও সামান্য সামান্য পরিবর্তন আছে। বৃষের চক্ষু প্রায় বর্তুলাকার। চক্ষুতারকা অপবৃত্ত দীর্ঘক্ষেত্র (elongated ellipse) ও অক্ষিগোলক অশ্বের অক্ষিগোলক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। শূকরের নীচের চক্ষুপল্লবে লোম নাই। ইহা তির্যক্ ও ডিম্বাকৃতি। কুকুর ও বিড়ালের চক্ষু বেশ বড়। কুকুরের চক্ষু-তারকা গোল; বিড়ালের চক্ষুতারকা আলোক-সম্পাতের উপর নির্ভর করিয়া লম্বচ্ছেদ হইতে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া গোলাকার পর্যন্ত হইতে পারে। অত্যুজ্জ্বল আলোকে সকল জন্তুই মনুষ্য অপেক্ষা ভাল দেখিতে পায়।
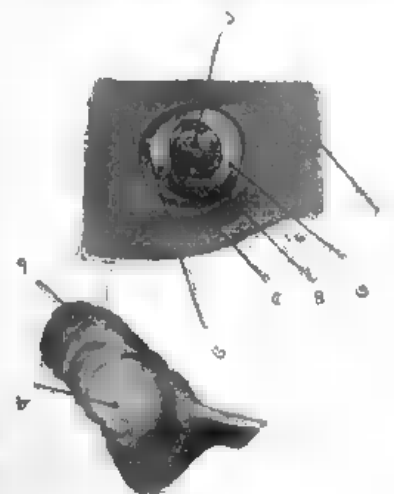
জীবজন্তুর তৃতীয় অক্ষিপল্লব

(উপরে) অশ্বের চক্ষু—উপরের ও নীচের পাতা তুলিয়া অক্ষিগোলক দেখান হইয়াছে এবং নিম্নে সমুদয় স্তন্যপায়ী গৃহপালিত পশুর তৃতীয় অক্ষিপল্লবের অক্ষপাটি। ১ অক্ষিতারকা; ২ গণ্ডের তোরণাকৃতি অস্থির (zygoma) বক্রতা; ৩ শুক্লমণ্ডল; ৪ কৃষ্ণমণ্ডল; ৫ তৃতীয় অক্ষিপল্লব; ৬ অশ্রুনালীর পথ; ৭ তরুণাস্থির পত্রীরূপের ভাগের চতুর্দিকের চর্বি; ৮ গ্রন্থি।

মানবচক্ষুর যাবতীয় ব্যাধি ও আঘাত-জনিত পীড়া পশুদিগের চক্ষুতেও হইয়া থাকে এবং তাহাদের চিকিৎসা-প্রণালীও অনুরূপ, তবে উপনেত্র বা চশমা ব্যবহারের দ্বারা তাহাদের দৃষ্টিশক্তির উন্নতিসাধন করা সম্ভবপর হয় না।

কৃত্রিম চক্ষু—বর্তমানে কাহারও চক্ষু একবারে নষ্ট হইলে কৃত্রিম চক্ষু অক্ষি-কোটরে বসাইয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় ইহা কৃত্রিম কি অকৃত্রিম তাহা সহজে বুঝা যায় না। উহা বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

বিনষ্ট অক্ষিগোলক অক্ষিকোটর হইতে বাহির করিয়া লইবার পর কৃত্রিম গোলক বসাইবার জন্য অন্ততঃ ছয় সপ্তাহকাল অপেক্ষা করা উচিত। উপযুক্ত কৃত্রিম গোলক বসান হইলে অক্ষিপ্রদাহ এবং তজ্জনিত কারণ বন্ধ হইয়া যায়। শক্তিহীন পেশীগুলি এবং চক্ষুপল্লব পুনরায় স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া পায়। অনুপযুক্ত কৃত্রিম অক্ষিগোলক ঠিক হইয়া কোটরে বসে না, বরং অক্ষিকোটরকে উত্তে-জিত করিয়া প্রদাহ জন্মায়; ইহাতে পেশী-তন্তুগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং অক্ষিকোটরের স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হইয়া শেষে অক্ষিকোটর ছোট হইয়া যায়; তখন উপযুক্ত কৃত্রিম চক্ষু বসাইলেও কোন ফল লাভ হয় না।

কৃত্রিম চক্ষু ব্যবহারকালে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রাত্রে উহা বাহির করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করা দরকার। একটী কাচের গ্লাসে বোরাসিক্ লোশনের মধ্যে কৃত্রিম চক্ষুকে রাখিতে হয়; উহা যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সেইজন্য গ্লাসের তলায় তুলার পট্টি রাখা ভাল। রাত্রে অথবা সকালে নিয়মিতভাবে এইরূপ করিতে হইবে। কিছুদিন ব্যবহার করিবার পর কৃত্রিম গোলক অসমান ও কর্কশ হইয়া যাইতে পারে; তখনই উহা বদলাইয়া লইতে হইবে, নতুবা গুরুতর প্রদাহ ও ক্ষত হইতে পারে।

অক্ষির শুক্লমণ্ডল-প্রদাহ যোগে লোশন দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবার জন্য এক প্রকার

বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট কাচের পাত্র ব্যবহার করা হয়, উহা ঠিক অক্ষিমণ্ডল ঘিরিয়া থাকে এবং লোশন কিছুতেই পড়িয়া যাইতে দেয় না। এইরূপে যখন চক্ষু ধৌত করা হয় তখন মাথা পিছনের দিকে তুলিয়া বারবার চক্ষু-পল্লব নাড়াচাড়া করিতে হইবে; ইহাতে ভিতর পর্যন্ত পরিষ্কার হইয়া আসে।

ভ্রূ (Eyebrow)—অক্ষিগুহার নীচে চামড়া ভাঁজ হইয়া রহিয়াছে; ইহা লোম-দ্বারা আবৃত এবং ইহার নীচে চর্বিস্তর রহিয়াছে। অক্ষিকক্ষের ইহা গদিস্বরূপ। যাহারা hypo-thyroidism রোগে ভোগে তাহাদের গলগ্রন্থি (thyroid gland) হইতে উপযুক্ত ক্ষরণ না হওয়ায় ভ্রূলোম নষ্ট হইয়া যায়।

সুগঠিত ভ্রূযুগল অক্ষি ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বিধান করে। বিশৃঙ্খল, অপ্রচুর বা টাকপড়া ভ্রূ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য নষ্টের কারণ। ভ্রূযুগল ইঙ্গিতপ্রকাশে অক্ষিকে সাহায্য করে। এজন্য ভ্রূর যত্নবিধান আবশ্যক। ভ্রূলোম-

কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণের উপায়
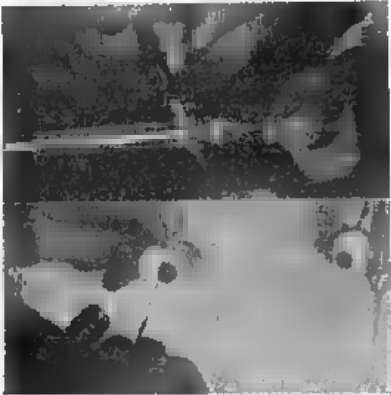
কৃত্রিম চক্ষু-নির্মাণ কলাশিল্পের পর্যায়ভুক্ত করিবার মত। (উপরে) একটী কাচের নল হইতে বায়ুপ্রবাহে নির্গত অগ্নিশিখা দ্বারা আকৃতি ঠিক করা হইতেছে এবং (নিচে) ঠিক স্বাভাবিক চক্ষুর মত করিবার জন্য অক্ষির নিপুণতার সহিত রঙ করা হইতেছে।

রাশি যদি বিবর্ণ হয় তবে তৈল ব্যবহারে ইহার বর্ণ স্বাভাবিক করা যায়। আধ আউন্স নারিকেল তৈল গলাইয়া আধ আউন্স রেড়ির তৈলের সহিত গরম করিয়া বিশেষভাবে মিশাইতে হয় এবং উহা প্রতি রাত্রে ব্রাশের সাহায্যে ভ্রূযুগলে লাগাইতে হয়; ইহাতে রেশমের ন্যায় লোম হইবে। বাজারে ভ্রূযুগলে ব্যবহারের জন্য ক্রীম পাওয়া যায়। যে সকল তৈল বা ঔষধে কেশবৃদ্ধির সহায়তা করে তাহাও মালিশ করা যাইতে পারে, তবে চক্ষুপক্ষে এইরূপ কিছু ব্যবহার করা কিছুতেই উচিত নহে। সকালে টুথব্রাশের মত ছোট ব্রাশ-দ্বারা ভ্রূ মার্জনা করিয়া ভ্রূকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিবার জন্য সামান্য ক্রীম অথবা তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বাভাবিক ভ্রূ তুলিয়া দিয়া বা কমাইয়া দিয়া কালির সাহায্যে পছন্দমত ভ্রূচিত্রণ একটী আধুনিক রুচিসম্মত রীতি। ইহা সকলের ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ স্থলে এইরূপ কালির কৃত্রিম ভ্রূ মুখোসের দাগের মতই দেখায়।

অনেকের ভ্রূ সুগঠিত নহে, বরং বিশৃঙ্খল লোমরাজি সৌন্দর্যের হানি করে। এইরূপ স্থলে অতিরিক্ত লোমরাজি তুলিয়া ফেলিয়া সুন্দর ও সুগঠিত ভ্রূ করিতে পারা যায়।

অক্ষিপক্ষ (Eyelash)—অক্ষিপক্ষের লোমরাজি মানব-শরীরের অন্য অংশ অপেক্ষা বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই লোমরাজি অক্ষিগোলককে রক্ষা করে এবং বাহির হইতে কোন দ্রব্য ভিতরে পড়িতে দেয় না। কোন বিশেষ স্থলে যখন অক্ষিপল্লব বিপর্যস্ত হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে এই লোমরাজি তুলিয়া ফেলিতে হয়। এই সকল লোমের নীচে মামড়ি জমিতে পারে; অতি সতর্কতার সহিত 'বাই কার্বনেট অফ সোডা'র জলে এই মামড়িগুলি মুছিয়া ফেলিতে হয়। অনেক সময় একপ্রকার ক্ষুদ্র স্ফোটক অক্ষিপক্ষে হয়। এই স্ফোটককে অঞ্জনী (stye) বলে।

অক্ষিপক্ষের লোমরাজি অক্ষিগোলকের রক্ষক। অক্ষিপল্লব নীরোগ থাকিলেই স্বভাবতঃ পক্ষযুগলও স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্দর থাকে। অতিরিক্ত রৌদ্রতাপে পক্ষযুগের অনিষ্ট হয়। লোমরাজি উঠিয়া যাইতে থাকিলে সাবধানে উহার যত্ন করা দরকার; রাত্রে অক্ষি-পল্লবের কিনারায় 'বোরাসিক্ ভেসেলিন' ব্যবহার করিতে হয়। আইবাথ্ ও বোরাসিক্ লোশন

অন্তর্বর্ধনে ক্ষতিগ্রস্ত অক্ষিপক্ষ

অনেক স্থলে এক বা একাধিক অক্ষিপক্ষ বাহিরের দিকে বর্ধিত না হইয়া ভিতরের দিকে বর্ধিত হয়। উহা শুক্লমণ্ডলকে পীড়া দেয়। এইরূপ চক্ষুপক্ষকে বাহিরে টানিয়া আনা এই পীড়া হইতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

সকালে ব্যবহার্য। সাধারণতঃ শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল রাখা উচিত এবং যাহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা না জন্মে সে বিষয়ে যত্নবান্ হইতে হয়। চক্ষু-পল্লবের কিনারায় blepharitis হইলেও পক্ষলোম পড়িয়া যাইতে পারে।

রাত্রে পক্ষগুলিতে শোধিত রেড়ির তৈল লাগাইলে বর্ণ গাঢ় হয় এবং উহার বৃদ্ধির সহায়তা করে। তৈল লাগাইবার পূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ বোরাসিক্ এসিডের দ্রাবকে (saturated solution of boracic acid) সমপরিমাণ গরম জল মিশাইয়া তাহার সাহায্যে পক্ষযুগল পরিষ্কার করিতে হইবে।

অক্ষিপল্লব (Eyelids)—প্রত্যেক অক্ষিতে দুইখানি করিয়া পল্লব আছে; একখানি উপরের দিক্ হইতে এবং অপরখানি নীচের দিক্ হইতে অক্ষিগোলককে রক্ষা করে। অক্ষিপল্লবের নিম্নস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির নাম যোজকত্বক্ (conjunctiva)। এই দুইটী স্তরের মধ্যভাগে একটী পাতলা দৃঢ় তন্তুময় উপাস্থির (forsal) স্তর ও অপর একটী পেশীময় স্তর আছে; ইহাদের সাহায্যেই ইচ্ছামত চক্ষু উন্মিলিত ও নীমিলিত করা যায়। উপরের পল্লব অধিকতর প্রশস্ত

এবং উহাতে একটী পেশীবিশেষ থাকার জন্য অল্প আয়াসেই পরিচালনা করিতে পারা যায়। পল্লবের প্রান্তভাগে অক্ষিপক্ষ রহিয়াছে

অক্ষিপল্লবের গ্রন্থিনিচয়

Meibomian গ্রন্থিগুলি অক্ষিপল্লবের কিনারায় নালী হইতে স্নেহজাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করিয়া বায়গুলিকে মসৃণ রাখে। কোন কোন সময় নালীগুলি বন্ধ হওয়ায় গ্রন্থি বড় হইয়া কোষ (cyst) পরিণত হয়, ফলে অক্ষিপল্লব ফুলিয়া ওঠে; ইহাকে chalazion বলে। ১ কোষ (cyst); ২ গ্রন্থি; ৩ উপরের পাতার অংশ (ভিতর হইতে); ৪ গ্রন্থি; ৫ নালীর মুখ; ৬ নীচের পাতার অংশ (ভিতর হইতে); ৭ গ্রন্থি।

এবং ইহার স্নেহজাতীয় পদার্থ নিঃসরণকারী গ্রন্থিনিচয় (meibomian glands) আছে। এই স্নেহজাতীয় পদার্থই অক্ষিপল্লবের প্রান্তভাগ সর্বদা সিক্ত করিয়া রাখে, পরস্পর ঘর্ষণজনিত ক্ষত হইতে রক্ষা করে এবং মুখমণ্ডলে অতিরিক্ত অশ্রুপ্রবাহ হইতে দেয় না। জীবজন্তু ও পক্ষীদের মধ্যে একটী অতিরিক্ত অক্ষিপল্লব দেখা যায়। ইহাকে nictitating membrane বলে।

মুখমণ্ডলের চর্মরোগদ্বারা অক্ষিপল্লব আক্রান্ত হইতে পারে এবং নানা কারণে যোজকত্বকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ হয়। চক্ষুপল্লব জন্মগত কোন কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে আংশিক বা পূর্ণভাবে উহা উত্তোলন করিবার শক্তি হ্রাস অথবা রহিত হইয়া ptosis ব্যাধি জন্মে। ঐ শক্তি পূর্ণভাবে রহিত হইলে দর্শনকার্যে বাধা জন্মায়।

চিকিৎসকগণ অনেক সময় নেত্রবিন্দু ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ চক্ষুপরীক্ষার জন্য চক্ষুতারকার বিকৃতি আবশ্যক হইলে atropine নেত্রবিন্দু ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে। অন্য অনেক প্রকার নেত্রবিন্দুও ব্যবহৃত হয়; আই-

অক্ষিপল্লব : অক্ষিগোলকের সংরক্ষক আবরকযুক্ত

(বামে—ক) একটী সাধারণ অক্ষিপল্লব এবং (দক্ষিণে—খ) অক্ষিপল্লবের ভিতরের দিকে meibomian গ্রন্থির কোষ ও অক্ষিপল্লবের মুখায় কোটক। ১(ক, খ) বিস্তারকারী পেশী (orbicularis muscle), ইহা চোখের পাতাগুলিকে বন্ধ করে; ২(ক, খ) অক্ষিপল্লবের উত্তোলক পেশী (levator palpebrae); ৩(ক) শুভ্রমণ্ডল; ৪(ক), ৩ ও ৫(খ) উপস্থিত meibomian গ্রন্থি; ৪(খ) স্ফীত meibomian কোষের চাপ; ৫(ক), ৬(খ) ciliary-এর পেশী; ৬(ক), ৭(খ) পক্ষরাজি; ৭(ক), ৮(খ) তারামণ্ডল; ৮(ক), ৯(খ) শুভ্রমণ্ডল; ৯(ক), ১১(খ) অক্ষিপক্ষ; ১০(খ) কোটক।

ড্রপারের সাহায্যে নেত্রবিন্দু চক্ষে দেওয়া অতি সহজ।

চক্ষুপীড়ায় বিবিধ প্রকার মলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মলম প্রয়োগকালে যাহাতে মলমের আধার চক্ষু স্পর্শ করিতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। যদি কোন কাচশলাকার (glass rod) সাহায্যে মলম প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে উহা ব্যবহারের পূর্বে গরম জলে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া কর্তব্য। যাহাতে অক্ষিপল্লব জুড়িয়া না যায় সেজন্য সাধারণতঃ 'বোরাসিক্ আই অয়েন্টমেন্ট' অক্ষিপল্লবের প্রান্তভাগে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

পীড়িত চক্ষুকে আলোকাদি ক্ষতিকারক বাহ্য বস্তু হইতে রক্ষা করিবার জন্য অক্ষি-আবরক ব্যবহৃত হয়। এগুলি সাধারণতঃ সেলুলয়েড-নির্মিত এবং ইহাদের রঙ্ মেঘের বর্ণের অনুরূপ। বায়ুচলাচলের জন্য ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। চক্ষু হইতে কোনরূপ রস নির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তুলা প্রভৃতি শোষক দ্রব্যের উপর ইহা ব্যবহার করা হয়।

দীর্ঘকাল অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে অত্যধিক কার্য করার জন্য চক্ষুর অবসাদ বা জড়তা জন্মে। অবসাদের লক্ষণ অতি সহজেই প্রকাশ পায়। তখন চক্ষু বিশেষ ক্লান্ত এবং ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয় এবং সময়ে সময়ে হঠাৎ সাময়িক দৃষ্টিহীনতাও হইয়া থাকে। শিশুদিগের চক্ষে অবসাদ বা ক্লান্তি উপস্থিত হইলে তাহারা চক্ষু মিট্ মিট্ করে অথবা ক্রমাগত চক্ষু রগড়াইতে থাকে। অতিরিক্ত অধ্যয়ন ও ছায়াচিত্র দর্শনেও চক্ষু ক্লান্ত হইয়া লাল হয় এবং সেই কারণে চক্ষে এবং মস্তিষ্কে প্রদাহ হইয়া থাকে। অত্যধিক কার্য করার জন্য চক্ষে অবসাদ উপস্থিত হইলে কার্য শেষ হইবার পূর্বেই চক্ষু বুজিয়া আসে এবং চক্ষুতে, মাথার উপরে বা ঘাড়ের নিকট বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে বিবমিষা, মস্তিষ্কের তীব্র প্রদাহ ও স্নায়বিক বৈকল্যও চক্ষুর অবসাদ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেক স্থলে চক্ষুতে কোনরূপ পীড়া বা প্রদাহ না হওয়ায় অনিদ্রা, কার্যে অনিচ্ছা, স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আলোকের

তীব্রতা, আলোকের অবস্থান ও ক্ষীণালোক এই তিনটীর যে কোন একটী কারণে শ্রমিকদিগের মধ্যে চক্ষুর অবসাদ বা জড়তা জন্মে। কাজ করিবার সময় আলোক-বর্তিকা চক্ষুর খুব নিকটতম প্রদেশে অবস্থানের জন্য অথবা যে দ্রব্যের উপর বা সাহায্যে কার্য করা যায় তাহার মসৃণতার জন্য চক্ষে আলোকের তীব্রতা অনুভূত হইয়া অবসাদ বা জড়তা আনয়ন করিয়া থাকে। সেই জন্য আধুনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্যস্থান খুব সুন্দররূপে আলোকিত করিতে হইবে, কিন্তু আলোকবর্তিকা সম্পূর্ণভাবে চক্ষুর অন্তরালে থাকিবে। ক্ষীণালোকে কার্য করাই চক্ষুর অবসাদ বা ক্লান্তি জন্মাইবার সর্বপ্রধান কারণ; সুতরাং যথোপযুক্ত আলোকে কার্য করা একান্ত কর্তব্য।

ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী

অক্ষি।— **~অঞ্জন**— কাজল eye ointment, collyrium —ধন্বন্ত° ৩, ৩৫৫। **~কম্প**—[অক্ষির কম্প—৬-তৎ] নেত্রস্পন্দন, নিমেষ, পলক twinkling. 'জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত'—রঘু° ১৫.৬৭ ॥ বো-রো° ॥ **~কূট, -কূটক**— [অক্ষির কূট, কূটক, (গোলক)—৬-তৎ] নেত্রগোলক, চক্ষুগোলক eye-ball ॥ শব্দ° বাচ° বো-রো° ॥ [অক্ষিগোলক দ্র°]। **~কূপ, -কোটর, -কোষ**—[অক্ষির কূপ, কোটর, কোষ—৬-তৎ] চক্ষুর খোল socket of the eye. **~গণ্ড**—দ্র।—জাতক° ৬, ৫০৪। **~গত**—[অক্ষিকে গত (প্রাপ্ত)—২-তৎ; স্ত্রী— -া। 'সর্বজনাবনাবশানব্যসমিরুদ্ধোঽপি উপস্থিত ইব'—বাচ°] বিণ, ১ নেত্রসন্নিকৃষ্ট, নয়নগোচর, দৃষ্টিপথগত visibly present. 'ন বিভাবয়ত্যনিশমক্ষিগতামপি মাং ভবানতিসমীপতয়া'—শিশু° ৯.৮১ ॥ বাচ° ॥ ২ [নেত্রমধ্যগত শল্যশূকাদির ন্যায় ক্লেশকর] দ্বেষ্য, দ্বেষ্য, দৃষ্টিদুঃখকর বস্তু বা ব্যক্তি rankling in the eye, eye-sore, hated, disliked. 'অরি কিম্নাক্ষিগতে স্নানৈস্ত্বিতিরিতি'—নৈষধ° ৪. ৭৬; 'অক্ষিগতোঽহমস্য হতো ভাতঃ'—দশকু° ১৫৯ ॥ অভি° মর্তা° ৭১; অম° শব্দ° বো-রো° মনি° ॥ **~গূথ, -গূথক**—পিচুটি secretion from the eye—সু° নি° অ° ২৫৮। **~গ্রাহন**—নেত্রবর্ত্ম ॥ যত্ন° ॥ **~চ্ছিদ্র**—চক্ষুগহ্বর the eye-hole. **~জল**—অশ্রু। **~জাহ**—[অক্ষি+জাহ] ক্লী°, চক্ষুর মূল the root of the eye ॥ বো-রো° মনি° ॥ **~তর**—[অক্ষি+তর (√তৃ+অচ্)—অক্ষীব তরতি; 'জলে নির্মলত্বাদক্ষেব তুল্যাত্বম্'—বাচ°] জল ॥ বাচ° ॥ **~তারা**—চোখের তারা, নেত্রতারা pupil. ইহা অক্ষিগোলকে কৃষ্ণমণ্ডলের সম্মুখভাগে তারামণ্ডলে (iris) অবস্থিত ছিদ্র। এই ছিদ্রপথে দ্রষ্টব্য বস্তুর আলোকরশ্মি প্রবেশ করিয়া অক্ষিপট বা আলোকরশ্মিগ্রাহকের (retina) উপর প্রতিফলিত হয়। [অক্ষি ও অক্ষিগোলক দ্র°]। **~দল**—চোখের পাতা, নেত্রাবরণ the eye-lid—ধন্বন্ত° ১. ১২৪। **~পক্ষ্ম** (ক্লী°-পক্ষ্মন্), **-লোম** (ক্লী°-লোমন্)—চক্ষুর পাতার লোম বা রোঁয়া the eye-lash. **~পঞ্চক**—শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, নেত্র ও নাসা।—যাজনি-বং° ১৮। **~পটল**—[অক্ষির পটল—৬-তৎ] ১ চক্ষুর পাতা a coat of the eye. ২ ছানি disease of the eye relating to this coat, cataract. **~পর্দা**—[অক্ষিপট দ্র°]। **~পাক**—[অক্ষির পাক (দাহ)—৬-তৎ] (বৈদ্যক) চক্ষুর দাহ, চোখজ্বালা। **~পাকাত্যয়**—(বৈদ্যক) কৃষ্ণগত অক্ষিরোগবি°। অক্ষির কৃষ্ণগত রোগ চারি প্রকার—(১) সব্রণশুক্র, (২) অব্রণশুক্র, (৩) পাকাত্যয় ও (৪) অজকা। ইংরেজীতে শুক্রকে corneal ulcer বলে। ইহার লক্ষণ—

> 'শ্বেতঃ সমাক্রামতি সর্বতো হি
> দোষেণ যস্যাসিতমণ্ডলম্।
> তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিরোগং
> সর্বাত্মকং বর্জয়িতব্যমাহুঃ।'*
> —সু° উ° ৫; মাধবনি° নেত্ররুক্° ৬।

অর্থাৎ, যে অক্ষিরোগে সমুদয় কৃষ্ণমণ্ডল শুভ্রাবৃত হয় তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও বর্জনীয়। **~পাত**—১ দৃষ্টিপাত soft look. ২ বিণ, যন্ত্রণাদায়ক hurtful ॥ মনি° ॥ **~পীলু**—(বৈদ্যক) মহানিম্ব, ঘোড়ানিম ॥ বৈ-নিঘ° ॥ [মহানিম্ব দ্র°]। **~পুট**—[অক্ষির পুট (পল্লব)—৬-তৎ] নেত্রপল্লব, চোখের পাতা। **~পূর**—অক্ষিপূর্ণ an eye-full—জাতক° ৩. ১৯১। **~ভিষক্**—চক্ষুচিকিৎসক। **~ভু**—[অক্ষির ভূ (বিষয়)—৬-তৎ] ১। বৈদিক। সত্যো নেত্রদৃষ্ট বস্তুরই সত্যতা অবিসংবাদিত বলিয়া ইহার সত্যতা। দৃশ্যমান, চক্ষুগোচর, প্রত্যক্ষ। 'সত্যাক্ষিভুবো যথা'—বাজ-স° ২৩. ২৯ ॥ বাচ° বো-রো° ॥ ২ বর্তমান ॥ মনি° ॥ **~ভেষজ**—[অক্ষির ভেষজ (ঔষধ)—৬-তৎ] ক্লী°, ১ নেত্রৌষধ, অঞ্জন, চক্ষুরোগের ঔষধ collyrium. ২ বৃক্ষবি°, লোহিত লোধ ॥ পট্টিকালোধ্রে—পুট্টিকালোধ্রে—যাজনি-বং° ৮; শ্বেতলোধ্রে—মদ° ব° ১ ॥ **~ভ্রুব**—[ভ্রূ ও অক্ষি—সমা° দ্বন্দ্ব]—ভ্রূনেত্র-সংঘাত। 'সৌমিত্রিরক্ষিভ্রুবমুক্তিহ্রান'—ভট্টি° ॥ মনি° ॥ **~মল**—নেত্রনিঃসৃত মল dirt from the eye. **~মান্**—[পুং°-মৎ। অক্ষি+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে); স্ত্রী— -মতী] ১ চক্ষুষ্মান্। ২ বুদ্ধিমান্। **~মালা**—১ নেত্রপঙ্‌ক্তি। ২ অক্ষমালা। **~রোগ**—চক্ষুরোগ। **~বিকূণিত, -বিকুণিত**—[অক্ষি (চক্ষু) বিকূণিত, বিকুণিত (সংকুচিত) হয় যাহাতে—বহু°; অক্ষির বিকূণিত, বিকুণিত—৬-তৎ] ক্লী°, ১ চক্ষুর প্রান্তদ্বারা দর্শন, অর্ধবীক্ষণ, কাক্ষ, কটাক্ষ, অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষপাত a side-look, a leer, a look with the eye-lids partially closed. ২ সংকোচন। 'তাসাং বীক্ষণম্। অপাঙ্গদর্শনং কাক্ষং কটাক্ষোঽক্ষিবিকূণিতম্।'—অভি° মর্ত্য° ৩২। **~বিক্ষেপ**—দৃষ্টিপাত। **~বিচূর্ণিত**—অপাঙ্গদৃষ্টি ॥ অভি° ॥ **~বৈরাগ্য**—নেত্র-বিরক্ততা। 'চকোরজাক্ষিবৈরাগ্যম্'—রা° পু° ৩। **~সেচন**—নেত্রনিষেচন। রা° পু° ১৩। **~স্পন্দন**—নেত্রস্পন্দন।

* পাঠান্তর—'সংছাদ্যতে শ্বেতনিভেন সর্বং দোষেণ যস্যাসিতমণ্ডলম্। তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপং সমুত্থিতং তীব্ররুজং বদন্তি।'—মা° নি°।

অক্ষি৪—পিতা—কর্দম প্রজাপতি; মাতা—কাম্যা; ভ্রাতা—সাম্রাজ, বিরাট্ ও প্রভু।—শিবপু° ধর্ম° ৫২. ৬। **২** রুদ্রাক্ষ; পদ্মবীজ।

অক্ষিক১—রাঘব-রামপক্ষীয় বানরবীর-বি°। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়ে গমন করেন। রামের আজ্ঞায় তাঁহার সহিত জাম্ববান্, নল, নীল, অক্ষিক প্রভৃতি বানরবীরগণ গমন করিয়াছিলেন। —পদ্মপু° পা° ৫. ১৬।

অক্ষিক২, অক্ষীক—[√অক্ষ্ (ব্যাপা) + ইক্, ঈক—ক] বৃক্ষবিশেষ, আচ্‌কুলের গাছ dalbergia oujeiniensis ॥ বৃহ° বাচ° শব্দ° রত্নমালা°।

অক্ষিকাচ—চক্ষুর মণি (lens of the eye)। চক্ষুগোলকের মধ্যে তারার পশ্চাতে একটী লেন্স থাকে; উহাকে অক্ষিকাচ বা পরকলা বলা হয়। ফোটো-ক্যামেরার ছিদ্র-পটের (diaphragm) পশ্চাতেও ঠিক এই রকম একটী লেন্স বসান থাকে।

চক্ষুর মণি বা পরকলা একটী শক্ত স্থিতি-স্থাপক থলির মধ্যে থাকে। এই পরকলার বিশেষত্ব এই যে ইহার উভয় দিকেরই মধ্যভাগ চারিপাশ হইতে অপেক্ষাকৃত পুরু। পিছনের পিঠ সামনের পিঠ অপেক্ষা একটু বেশী উন্নতোদর (convex)। এই পরকলার গঠনেও একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার স্তরসমূহ এককেন্দ্রিক (concentric laminae) অর্থাৎ ইহার ঠিক মধ্যভাগকে কেন্দ্র করিয়া স্তরগুলি একটীর বাহিরে আর একটী সজ্জিত এবং উহারা পরস্পর দৃঢ়ভাবে তন্তু-দ্বারা সংযুক্ত। এই তন্তুগুলি উপচর্ম (epithelium) হইতে উৎপন্ন এবং স্ফটিকিন্ (crystallin) নামক উত্তাপে জমাট বাঁধিয়া যায় এরূপ একটী পনীর (protein) উপাদানে গঠিত। পরকলার থলির সম্মুখাংশের ভিতরের দিকে চ্যাপ্টা আকারের উপচর্মকোষে গঠিত একটী স্তর আছে। এই কোষগুলি পরকলার কিনারায় চারিধারে তন্তুর আকার গ্রহণ করিয়াছে এবং পশ্চাদংশে পরকলার তন্তুসমূহের ইহাদের স্থান লইয়াছে। উপচর্ম-কোষ হইতে পরকলা-তন্তুতে এই পরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে সাধিত হইয়াছে। অক্ষির পরকলা কেন্দ্রবিসর্পী (radial) ফাটলের (fissure) দ্বারা তিন অংশে বিভক্ত। পরিণত বয়সে ফাটলগুলি বহুধা বিভক্ত হইয়া যায়। ইচ্ছা করিলে পরকলার এই ফাটলগুলি নিজেই পর্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়।

আলোকরশ্মি সাধারণতঃ সরলরেখায় গমন করে। তবে কোন ঘন স্থান হইতে ক্ষীণঘন স্থানে অথবা ক্ষীণঘন স্থান হইতে ঘন স্থানে গমনকালে আলোকরশ্মির পথ পরিবর্তিত হয়; ইহাকে আলোকের প্রতিসরণ বা বক্রীভবন (refraction) বলা হয়। যে লেন্সের মধ্যভাগ উভয় দিকেই উন্নতোদর অর্থাৎ দ্বি-স্ফীতমধ্য (bi-convex) তাহার মধ্য দিয়া যাইবার পর আলোক-পথের একটী বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। সমান্তরাল আলোকরশ্মিসমূহ দ্বি-স্ফীতমধ্য বা উভয়দিকে উন্নতোদর লেন্সের উপর আসিয়া পড়িলে সেগুলি লেন্স ভেদ করিয়া অপর দিকে বাহির হইয়া একটী বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই কেন্দ্রকে লেন্সের অধিশ্রয়ণ বিন্দু বা নাভি (focus) বলে। প্রত্যেক লেন্সের মধ্যে একটী কেন্দ্র (centre) থাকে যাহার মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় রশ্মিগুচ্ছের অক্ষসমূহ (axes of all pencils of light) পথ পরিবর্তন করে না; সেই বিন্দুকে উহার দৃক্‌কেন্দ্র (optic centre) বলা হয়। দৃষ্টবস্তুর উপরিস্থিত যে কোন বিন্দু হইতে লেন্সের এই দৃক্‌কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সরল রেখা টানিলে উহা লেন্সের অপরপার্শ্বে দৃষ্ট-বস্তুর ছায়ার অন্তর্বর্তী বিন্দুর মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবে: অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে সাধারণতঃ অনেকগুলি লেন্স থাকে।

চক্ষুর মধ্যে আলোক-প্রত্যাবর্তনের জন্য বিভিন্ন প্রতিসরণ-স্তর (refractive surfaces) আছে। প্রথমে বহিরাবরণের স্বচ্ছাংশের বহির্ভাগ অর্থাৎ স্বচ্ছপটল (cornea), তাহার পশ্চাদ্দিকে চক্ষুগোলকের সম্মুখভাগস্থ তরল পদার্থ বা চক্ষুর্জলের (aqueous humour) সম্মুখভাগ, তাহার ভিতরে পরকলার সম্মুখভাগ ও তাহার পর স্বচ্ছ তরল পদার্থের বা কাচ-প্রকরসের (vitreous humour) সম্মুখভাগ। এই সকল স্তরের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মির পথ নির্ণয় করা সুকঠিন, কারণ মধ্যগ (medium) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রশ্মিগুলির পথ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক মধ্যগের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মির এই গতি-পরিবর্তন নির্ণয় করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ ইহাদের প্রত্যেকেরই একটী সাধারণ দৃক্‌কেন্দ্র (optic centre) আছে, যাহার জন্য এই মধ্যগগুলির সমবায়কে একটী মাত্র স্তর বলিয়া কল্পনা করিলেই আলোকরশ্মির পথ-নির্ণয়ে কোন অসুবিধা হয় না।

দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে যে বিন্দু হইতে আলোক আসিয়া অক্ষিকাচের উপর পড়ে তাহাই সম্মুখের অধিশ্রয়ণ বিন্দু। উহার যে ছায়া অক্ষিপটের উপরে পড়ে সেই বিন্দুটী পশ্চাতের অধিশ্রয়ণ বিন্দু। কোন লেন্সের দৃক্‌কেন্দ্র হইতে পূর্বোক্ত পশ্চাতের অধিশ্রয়ণ বিন্দু পর্যন্ত যে দূরত্ব তাহা সমান্তরাল অর্থাৎ বহু দূরাগত রশ্মিসমূহের বিষয়ে একরূপ স্থির এবং অপরিবর্তনশীল। এই দূরত্বকে লেন্সের প্রধান অধিশ্রয়ণ বিন্দু বা মুখ্য নাভি (principal focus) বলা হয়। দৃক্‌কেন্দ্র হইতে সম্মুখের অধিশ্রয়ণ বিন্দু যত নিকটবর্তী হইবে পশ্চাতের অধিশ্রয়ণ বিন্দু লেন্স হইতে তত দূরে সরিয়া যাইবে। স্বাভাবিক চক্ষুর (emmetropic eye) ভিতর যে সমস্ত সমান্তরাল রশ্মি পড়ে সেগুলির পশ্চাতের অধিশ্রয়ণ বিন্দু অক্ষিপটের উপরেই পতিত হয়। দ্রষ্টব্য বস্তু যত নিকটবর্তী হয় তাহার পশ্চাতের অধিশ্রয়ণ বিন্দু ততই অক্ষিপটের পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য বস্তুর কোন বিন্দুর ছায়াতে অক্ষিপটের উপর অনুরূপ বিন্দু প্রতিফলিত হয় না, ক্ষুদ্র গোলাকার আলোক মাত্র দেখা যায়। দ্রষ্টব্য বস্তুর নিকটবর্তী বিন্দুগুলি হইতে বিকীর্ণ গোলাকার আলোকরশ্মি-গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া উহার একটী

অস্পষ্ট ছায়ামাত্র প্রতিভাত হয়। এক্ষেত্রে নিকটের জিনিস দেখিবার জন্য চক্ষুকে ফোটো-ক্যামেরার ন্যায় কেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ অক্ষিকাচের আলোক-সংকোচন ও প্রসারণ-শক্তি দ্বারাই এই কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

লেন্সের মধ্যভাগ যত অধিক পুরু হইবে উহার পশ্চাতের অধিশ্রয়ণ বিন্দু তত দৃক্‌কেন্দ্রের নিকটস্থ হইবে। দূরবর্তী বস্তু দেখিবার সময় অক্ষিকাচ স্বতঃই চ্যাপ্টা হইয়া যায় এবং নিকটস্থ বস্তু দেখিবার প্রয়োজন হইলে বিধানতন্ত্রের স্পন্দ কেশবৎ উপাঙ্গগুলি (ciliary muscles) সংকুচিত হইয়া অক্ষিকাচের উপর কম টান পড়িতে দেয়, তজ্জন্য উহার মধ্যভাগ ফুলিয়া স্ফীত-মধ্য হয়। তাহার ফলে নিকটস্থ বস্তু হইতে যে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়া অক্ষিকাচের উপর পড়ে তাহার পশ্চাদ্‌ভাগের অধিশ্রয়ণ বিন্দু অক্ষিপটের উপর পড়িয়া অক্ষিকে নিকটস্থ বস্তু দেখিবার উপযুক্ত করে।

সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী যে স্থান হইতে কোন বস্তু চক্ষুর দ্রষ্টব্য করিতে পারা যায় তাঁহাকে অক্ষির নিকটবিন্দু (near point) বলা হয়। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির এই নিকটবিন্দু স্বচ্ছপটল হইতে ৮ ইঞ্চি দূরবর্তী হইয়া থাকে। শিশুদের নিকটবিন্দু উহা অপেক্ষা নিকটবর্তী। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই বিন্দু ক্রমে দূরবর্তী হয়। নিকটবিন্দু সাধারণতঃ ৫০ বৎসর বয়সে ১২ ইঞ্চি এবং ৬০ বৎসর বয়সে ১৮ হইতে ২০ ইঞ্চি দূরবর্তী হয়; কারণ তখন অক্ষিকাচের এবং উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পেশীসমূহের স্থিতিস্থাপক শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। চলিত ভাষায় ইহাকে চালশে-ধরা (presbyopia) বলে। অধিক বৃদ্ধ বয়সে এই শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতেও পারে। তখন এই শক্তি পূরণের জন্য উন্নতোদর লেন্সের চশমা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয়।

ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

অক্ষিগোলক—অক্ষিকোটরে ইহার অবস্থান ও ইহা চারিদিকে একটী কঠিন আবরণে বেষ্টিত। ইহার মধ্যে আলোকরশ্মি প্রবেশ করিবার জন্য স্বচ্ছ তরল পদার্থ বা চক্ষুজল (aqueous humour) এবং পরকলা ও তাহার পশ্চাতে ঘন স্বচ্ছ তরল পদার্থ বা কাচপ্রস্তরজল (vitreous humour) বর্তমান। অক্ষিগোলক-আবরণীর তিনটী স্তর আছে; যথা: (১) শ্বেতপটল (sclerotic)। ইহার সম্মুখভাগে স্বচ্ছপটল (cornea) থাকে। সম্মুখভাগের উপর একটী আবরণী আছে, উহার নাম যোজকত্বক্‌ (conjunctiva)। (২) কৃষ্ণপটল (choroid) —শ্বেতপটলের ভিতরের আবরণী। এই আবরণীর সম্মুখে গোলাকার ছিদ্র আছে; এই ছিদ্রযুক্ত পর্দার নাম তারামণ্ডল (iris) ও ছিদ্রটীর নাম তারা (pupil)। তারামণ্ডল স্বচ্ছপটল ও পরকলার মধ্যে অবস্থিত। তারার মধ্য দিয়া চক্ষুমধ্যে আলোক প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনমত ইহার দ্বারা আলোক-প্রবেশের নিয়ন্ত্রণও করা হইয়া থাকে। (৩) অক্ষিপট (retina)— অক্ষিগোলকের পশ্চাদংশে কৃষ্ণপটল ও কাচপ্রস্তরসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত আলোকরশ্মিগ্রাহক পর্দা-বিশেষ।

দ্রষ্টব্য বস্তু হইতে আলোকরশ্মি চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করিয়া যথাক্রমে তারামণ্ডলে অবস্থিত তারা, অক্ষিকাচ ও কাচপ্রস্তররসের মধ্য দিয়া গিয়া অক্ষিপটের উপর পতিত হয়। ফোটো-ক্যামেরার সহিত অক্ষিগোলকের তুলনা করা যাইতে পারে। ফোটো-ক্যামেরা যেমন একটী বাক্সের মধ্যে থাকে, অক্ষিগোলকও তেমনি একটী কঠিন আবরণীর মধ্যে রক্ষিত। উভয়েরই অভ্যন্তর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। ক্যামেরার সম্মুখে যেরূপ ছিদ্রপট থাকে সেইরূপ চক্ষু-গোলকে তারা আছে। এই ছিদ্রের পিছনে যেরূপ লেন্স থাকে চক্ষুর মধ্যেও সেরূপ পরকলা আছে। দ্রষ্টব্য বস্তুর দূরত্ব-অনুসারে উহাকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। ক্যামেরার লেন্সের পশ্চাতে সুগ্রাহক-ফলক (sensitive plate) থাকে এবং তাহাতেই ছবি ওঠে। চক্ষুগোলকেও সেইরূপ লেন্সের পশ্চাতে অবস্থিত অক্ষিপটে দ্রষ্টব্য বস্তুর ছায়া ফোটো-ক্যামেরার মত উল্টা আকারেই পড়ে।

শ্বেতপটল—এই শ্বেতবর্ণ আবরণ ঘন তন্তুজালে নির্মিত; ইহাকে অস্বচ্ছ বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও বস্তুতঃ ইহা স্বচ্ছ। সম্মুখ-ভাগে ইহা অপেক্ষাকৃত পাতলা। ইহার পশ্চাদংশ ভেদ করিয়া রূপবহ স্নায়ু (optic nerve) চক্ষুগোলকে প্রবেশ করিয়াছে। চক্ষুগোলকের সম্মুখ হইতে পশ্চাদভিমুখে যদি একটী অক্ষরেখা কল্পনা করা যায় তাহা হইলে এই স্নায়ুর প্রবেশস্থান (lamina cribrosa) উহার অল্প ভিতরের দিকে হইবে। শ্বেতপটলের বহির্ভাগ মসৃণ ও উজ্জ্বল এবং অন্তর্ভাগ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত তন্তুজালে আবৃত (lamina fusca)। চক্ষুর শ্বেতপটলের সম্মুখস্থ এক-তৃতীয়াংশ যোজকত্বকের দ্বারা আবৃত। এই যোজকত্বকের উপচর্মকোষগুলি স্বচ্ছপটলের উপরেও বিস্তৃত।

স্বচ্ছপটল—ইহা খুব স্বচ্ছ। ইহার মধ্যে পাঁচটী স্তর আছে। স্বচ্ছপটলের তন্তুগুলের মধ্যে মধ্যে অনেক অণুকোষ (cell space) আছে। প্রত্যেক অণুকোষে তারকাকৃতি একটী করিয়া মধ্যবিন্দুযুক্ত কোষ (corneal corpuscle) থাকে। সেই কোষগুলির অসংখ্য শাখা চারিদিকে বিস্তৃত। স্বচ্ছপটলের বিশেষত্ব এই যে, উহার মধ্যে কোন রক্তবহা নাড়ী নাই, এই কোষগুলির উপরেই উহার পুষ্টি নির্ভর করে।

কৃষ্ণপটল—ইহা অত্যধিক রক্তরসাদি-বহা নাড়ী-সমন্বিত ও দুইভাগে বিভক্ত। পশ্চাদ্ভাগ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সম্মুখভাগ স্বচ্ছপটলের পশ্চাতে অবস্থিত। এই ভাগেই তারামণ্ডল ও নেত্রতারকা বর্তমান। কৃষ্ণপটলের মধ্যে যে পেশীতন্তুময় অণুকোষ (stroma) আছে তাহার সহিত অনেক তারকাকৃতি রঞ্জিত-কোষও সন্নিবিষ্ট আছে। কৃষ্ণপটলের তিনটী স্তর আছে— (১) বাহিরের স্তর, (২) রক্তপূর্ণ স্তর এবং (৩) অভ্যন্তরের স্তর—ইহার মধ্যে রক্তবহা নাড়ী, রঞ্জন পদার্থ ও অণুকোষ বর্তমান।

কৃষ্ণপটলের সম্মুখপ্রান্ত স্বচ্ছপটলের পার্শ্বে শ্বেতপটলের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলনস্থান হইতে কতকগুলি পেশীতন্তু শ্বেতপটল হইতে বাহির হইয়া ভিতরের দিকে ও পিছন দিকে কৃষ্ণপটলের মধ্যে গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অক্ষিগোলকের কর্তিত লম্বচ্ছেদে এগুলিকে পাখার মত দেখায়।

তারামণ্ডল—তারামণ্ডলের মধ্যস্থানে যে ছিদ্র থাকে তাহা চোখের তারা বা অক্ষি-তারকা। চক্ষুর উপর অসহনীয় আলোক পতিত হইলে তারামণ্ডল সংকুচিত হইয়া অতিরিক্ত আলোকপ্রবেশ হইতে চক্ষুকে রক্ষা করে। যথোপযুক্ত আলোক না থাকিলে তারামণ্ডল প্রসারিত হইয়া দেখিবার সুবিধা করিয়া দেয়। প্রয়োজনানুসারে তারামণ্ডল নিমেষের মধ্যে প্রসারিত বা সংকুচিত হইয়া থাকে।

তারামণ্ডলের সম্মুখভাগ উপচর্মের একটী স্তর-দ্বারা নির্মিত। এই স্তর স্বচ্ছপটলের উপরেও বিস্তৃত আছে। তারামণ্ডলের কৃষ্ণপটলের ন্যায় অন্তঃকোষ আছে এবং ইহার পেশীতন্তুগুলি প্রধানতঃ কেন্দ্রবিসর্পিভাবে সজ্জিত। তারামণ্ডলের অন্তঃকোষের মধ্যে ঘন রক্তবহা নাড়ীর জাল আছে। তারামণ্ডলের অভ্যন্তরভাগে একটী তন্তুময় গোলাকার বেষ্টনী আছে, উহা চক্ষুতারকার সংকোচক এবং অপর কতকগুলি পেশীতন্তুও আছে যেগুলি চক্ষুতারকার প্রসারক। সমবেদনশীল স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া এই পেশীগুলি দ্বারা তারাকে বিস্ফারিত করে। অক্ষিপটের রঞ্জক কোষগুলি তারামণ্ডলের অভ্যন্তরভাগে বিস্তৃত হইয়া রঞ্জিত উপচর্মের উপর্যুপরি দুইটী স্তর গঠন করিয়াছে।

ডাঃ মন্মোথকুমার মুখোপাধ্যায়

অক্ষিণী— ১ (কাব-শা°) স্থাবর সম্পত্তির আটটী সর্তের মধ্যে যে কোন একটী সর্ত ॥ মনি° ॥ ২ [সংস্কৃত ও কন্নড় শব্দ] অক্ষয়, চিরস্থায়ী বা বিনাশের অতীত দ্রব্য-সমূহ। শব্দটী দান ও বন্দোবস্ত-(lease) সংক্রান্ত শাসনে ও দলীলে ব্যবহৃত হয় (Nellore Ins., Butterworth and Chetty, iii. 1495)। সময়ে সময়ে শব্দটী ভূমি-সংক্রান্ত ব্যাপারে যথার্থ বা ন্যায্য সুবিধাসমূহও (actual privileges) বুঝায়।

[Wilson : A Glossary of Indian Terms, 36]

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অক্ষিৎ—(বৈদিক) অক্ষয়। —মৈ-স° ১. ৮. ৬॥ খি° ॥

অক্ষিত—[বৈদিক। ন = অ + ক্ষিত (ক্ষয়প্রাপ্ত)-নঞ্-তৎ ; স্ত্রী— া] বিণ, ১ ক্ষত-হীন। ২ যাহা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সর্বদা বর্ধমান, অক্ষয় imperishable. 'বিশ্বায়ুর্ধে-হ্যক্ষিতম্'—ঋ° ১. ৯. ৭ ; 'অতি দ্যুম্নানি বনিন ইন্দ্রং সচন্তে অক্ষিতা' —ঋ° ৩. ৪০. ৭ ; 'তং গাবো অভ্যনূষত সহস্রধারমক্ষিতম্' —ঋ° ৯. ২৬.২ ; 'তস্মিন্ মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব' —ঋ° ৯. ১১৩. ৭ ; 'তত্তন্তুমক্ষৌষিব সমুদ্র ইবৈষ্যক্ষিতঃ' —অ° ৬, ১৪২. ৩ ; ৭. ৭৭. ৩ ; ছা-উ° ৩. ১৭. ৬ ; 'অক্ষিতাম্ অনুপক্ষীণাম্' —নি° ১১. ১১। ৩ জলনাম-বি°।—পা° ৬.৪.৬০ ; নৈঘ° ১. ১২ ॥ বো-রো° মনি°॥

অক্ষিতঊতি—(বৈদিক) অক্ষয়রহিত ঊতি (জ্ঞান) যাহার।—ঋ° ১. ৫. ৯।

অক্ষিতব্য—(বৈদিক) যাহা ক্ষয় বা নষ্ট করা যায় না। —মৈ-স° ৪. ২. ৯ (৩২. ১০. ১২)।

অক্ষিতাবসু-[অক্ষিতা (অক্ষয়) বসু (ধন) যাহার—বহু°] ইন্দ্রের (ধনের অক্ষয়ত্ব হেতু) একটী নাম।—ঋ° ৮. ৪৯. ৬ ; বালখি° ১. ৬ ॥ বো-রো° মনি° খি°॥

অক্ষিতি—১ অক্ষয়ত্ব, পূর্ণত্ব, নিত্যত্ব। 'অক্ষিতিশ্চ ক্ষিতিশ্চ যা'—অ° ১১. ৫. ২৫। 'প্রজেব সক্ষিতিরক্ষিতিঃ স যঃ শ্রম সম্যানো বজতে তদেষৈং ন ক্ষীয়তে' —কৌ-ব্রা° ৭. ৪। 'পুরুষো বাঽক্ষিতিঃ'—শ-ব্রা° ১৪. ৪. ৭। 'আপোঽক্ষিতি র্যা ইমা এষু লোকেষু বাপ্তেষা অধ্যাপ্তম্' —কৌ-ব্রা° ৭. ৪। 'সমুদ্রক্ষিতৌ'—বাজ-স° ৬. ২৮। বৃহ-উ° ১. ৫. ২২ ; ৫. ২. ২। ২ বিণ, যাহার ক্ষয় নাই, অক্ষয়, পূর্ণ, নিত্য। 'সো বাধতে পত্যতে দস্যুমং বসু স ধত্তে অক্ষিতি শ্রবঃ' —ঋ° ১. ৪০. ৪ ; ৮. ৯২. ৫ ; ৯. ৬১. ৭]

অক্ষিতোতি—(সহায়তার অক্ষয়ত্ব হেতু) ইন্দ্রের নাম। 'অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজ-মিন্দ্রঃ সহস্রিণম্'। —ঋ° ১. ৫. ৯ ; ৪. ১৭. ১৬ ; ৬. ২৪. ১ ; ৮. ৩. ১৫ ॥ খি° ॥

অক্ষিনিকোচ — অভিপ্রায় - সহকারে নেত্রের নিমিষ ও উন্মেষ। চোখমারা ; কটাক্ষ ; অক্ষিবিকূণিত। 'সাক্ষিনিকোচং সখ্যাঃ পাণিতলং পাণিনা সমাহত্য। স্মরসমুপহসন্তি স্ত্রী সদাতু তস্য মহীরক্রম্॥'—কুট্টনীমত (৬২০ কা° ; বা ৬৩২ দা°)।

অক্ষিপট—ইহা চক্ষুর কৃষ্ণপটলের পশ্চাদ্ভাগে থাকে এবং কৃষ্ণপটল হইতেই পুষ্টিলাভ করে। যে সূক্ষ্ম ঝিল্লির মধ্যে কাচপ্রকরস থাকে তাহার সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট। শ্বেতপটল, কৃষ্ণপটল, ও অক্ষিপটের মধ্য দিয়া আসিয়া রূপবহ স্নায়ু (optic nerve) অক্ষিপটের পশ্চাদ্ভাগে বহুধা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই রূপ-বহ স্নায়ুই অক্ষিপটের উপর পতিত বাহিরের দ্রব্যের প্রতিবিম্বজনিত অভিঘাত মস্তিষ্কের উপযুক্ত কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ে বোধনা হইয়া দৃষ্টিজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।

ভিতর হইতে বাহিরের দিকে অক্ষিপটের কয়েকটী স্তর আছে। রূপবহ স্নায়ুর পেশী-তন্তুগুলিতে কোনরূপ মজ্জাকেন্দ্র (medulla) নাই ; স্নায়ুটী যেখানে অক্ষিগোলকে প্রবেশ করিয়াছে তাহার নিকটবর্তী অল্পাংশে মাত্র মজ্জাকেন্দ্র আছে। এই মজ্জাকেন্দ্রযুক্ত অংশকে দৃষ্টিচক্র (optic disc) বলা হয়। Opthalmoscope যন্ত্র-দ্বারা দেখিলে উহা শ্বেতবর্ণ দেখায়।

ডগা ও শঙ্কুগুলি (rods and cones) অক্ষিপটের উপর লম্বালম্বি ঘনসন্নিবেশ করিয়া সাজান আছে। ইহাদের আকারগত বৈসাদৃশ্য আছে। প্রত্যেক ডগা ও শঙ্কুর দুইটী অংশ ; একটী ভিতরের ও অপরটী বাহিরের

অংশ। শঙ্কু। পেশীগুলি তুলনায় পেশী অপেক্ষা অধিক স্থূল। স্নায়ু যেখানে অক্ষিপটে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে আলো গ্রাহ্য শঙ্কু থাকে না; এই স্থানটিকে অন্ধবিন্দু (blind spot) বলা হয়। অক্ষিপটে এক স্তর রঞ্জক কোষও আছে।

ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

অক্ষিপৎ—[বৈদিক। অক্ষি+পৎ (বিধ)] ক্রি-বিণ, 'ন হি মে অক্ষিপচ্চ নাচ্ছান্ৎস্থ পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' —ঋ° ১০, ১১৯ ৬। 'নহি তে পূর্তমক্ষিপদ্ভুবন্নেমানাং বসো'—ঋ° ৬. ১৬. ১৮।

অক্ষিপথ—দৃষ্টিসীমা, গোচর, জ্ঞানের গণ্ডী।

অক্ষিপালনাগ— কাশ্মীরের অন্তর্গত অচ্ছাবালের বিখ্যাত উৎস [অচ্ছাবাল দ্র°]।

অক্ষিপূজা—সম্রাট্ অশোকের অনুষ্ঠিত পূজা বি°; বৌদ্ধ কিংবদন্তীতে পাওয়া যায় যে, অশোক ঐশী শক্তি-(ঋদ্ধি) সম্পন্ন হইয়া একবার নাগরাজ নৃপতি মহাকালকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং অভ্যর্থনাপূর্বক তাঁহাকে অখিল জ্ঞানের আধার ধর্মচক্রপ্রবর্তনকারী ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করেন। নাগরাজ তাঁহার অনুরোধে এক বুদ্ধমূর্তি প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন। এই মূর্তি হইতে পবিত্র তেজঃপুঞ্জ প্রকটিত হইতেছিল। উহাতে বুদ্ধের মহাপুরুষের ৮০ প্রকার লক্ষণ ও ৩২ প্রকার বিশেষ লক্ষণ প্রকটিত হইতেছিল। মূর্তিটির তেজঃপ্রভাবে এবং মাধুর্যে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ এক সপ্তাহ উহার পূজা করেন। এই পূজাই 'অক্ষিপূজা' নামে অভিহিত হইয়াছিল।

[JASB, 1910, 65]

অক্ষিপ্রতীকার—চক্ষুরক্ষাকারী। যুদ্ধকালে ধূমধারা শত্রুর চক্ষু অন্ধ করিয়া দিবার কয়েকপ্রকার ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে যে ব্যক্তি এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে সে 'অক্ষিপ্রতীকার-অঞ্জন' অর্থাৎ চক্ষুরক্ষাকারী অঞ্জন নয়নে লেপন করিবে, নচেৎ চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।—অর্থশা° ১৪. ১।

অক্ষিবিক্ষেপ নেত্রপাত।

অক্ষিরোগনিদানম্—নামান্তর, অক্ষিরোগবর্ণন (S. Mss. 13102)। পঞ্চরাত্রাগমের 'সনৎকুমার সংহিতা'র ২৪তম অধ্যায়ের নাম। চক্ষুরোগের চিকিৎসা-বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। সনৎকুমার নারদকে ইহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং এই চিকিৎসা-প্রণালী কাশীরাজ পারিজাতের পুত্র বৃহদ্রথকে আরোগ্য করিয়াছিল বলিয়া ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

[Mad. Govt. Or. Mss. Li., xxiii. No. 13102]

অক্ষিক্ষৎ—(বৈদিক) ১ যে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে না। 'ক্রিবন্তু অমক্ষিক্ষতং কুলোভীরূতি রেণুং মঘবা সমোহম্' —ঋ° ৪. ১৭. ১৩। গৃহহীন, অনির্দিষ্টবাস nomad, unsettled. ২ যে স্থানের ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই—সায়ণ।

অক্ষিলক্ষীকরণ— চক্ষুর্বিস্তারজনাজ্ঞানবিষয়ীকরণ। 'উড়ুপরিষদি মধ্যস্থায়াশীতাংশুরেখায়ুকরণপটুলক্ষীমক্ষিলক্ষীচকার।' —নৈষধ° ২. ১০৭।

অক্ষিব, অক্ষীব—[ন=অ+√ক্ষীব্ (উন্মত্ত হওয়া)+অচ্; স্ত্রী°—া] ১ অপ্রমত্ত, অপ্রমত্ত, অমত্ত॥ বৈ°॥ ২ [ন ক্ষীবতি অনেন বা অক্ষীবয়তি বা। ক্ষীবৃমদে। পচাদ্যচ্। ন=অ √ক্ষীব্ (=কফাদি ফেলা, দর্প করা) + অচ্; রুক্ষবীর্যহেতু ভক্ষণেবনে কফাদি ফেলা যায় না যাহা দ্বারা] পুং°, শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজিনা গাছ guilandina or hyperanthera moringa. ৩ ক্লী°, সমুদ্রলবণ, করকচ লবণ॥ অব° 'তদক্ষীবং বণিগ্বন্ত'—ভক্তি° ভূমি° ১৩, মে°॥

অক্ষিবন্ধ—চক্ষুপ্রতিরোধন। 'ভ্রূযোঃপি বাণা নরশূন্যরং তং মহাংশয়স্ত্রক্ষিবনাক্ষিবন্ধাৎ।'—নৈষধ° ৮. ৩১।

অক্ষিশিরোমুখ—চক্ষু, মস্তক ও বদন।

অক্ষী—! 'অন্বতে বায়ুধস্থি বাভ্যাং বাহাভ্যান্তরবিস্তারযুক্তাভ্যাং তে'—ঋ° ১. ৭২. ১০। 'রূপপ্রকাশকে নেত্রে ইব'—ঋ° ৯. ১২০. ৬।

'অক্ষিঘ্নৈঃ অন্যস্তেবিভ্যাপ্রাণনঃ। তস্যাদেতে ব্যক্ততরে ইব ভবত ইতি বিজ্ঞায়তে॥'—নিরু° ১. ৯. ১। বাহ্যাভ্যন্তরবিস্তারযুক্ত চক্ষুর দ্বারা যাহা ব্যাপ্ত করা হয়।

অক্ষীক—[অক্ষিক দ্র°]।

অক্ষীকরণ ফোকস (focus) করা। [অক্ষিপাত দ্র°]

অক্ষীগতত্ত্ব বিষয়

অক্ষীণ—১ ক্ষীণ নয় এরূপ, স্থূল অক্ষুণ্ণ, সবল। ২ গোত্রকার ঋষি—বিশ্বামিত্রপুত্র। —মহা° অনু° ৭. ৫০। ~বৃত্তি—বেদবিহিত আচারনিষ্ঠ। ~বৃত্ত—[অক্ষীণ হইয়াছে বৃত্ত (বৃত্তি) যাহার—বহু°] চরিত্রবান্।

অক্ষীরাক্ষরলবণ—দুগ্ধ ও ক্ষারলবণশূন্য।—আপ° ১. ২৮. ১১।

অক্ষীব—[অক্ষিব দ্র°]।

অক্ষু—১ (বৈদিক) গৃহের ছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত একপ্রকার জাল। 'ভূনো যামক্ষ্বংহসো যত্ত্রা'—ঋ° ১.১৮০. ৫। 'অক্ষুণোপশং বিততং সহস্রাক্ষং বিষ্ববন্তি'—অ° ৯. ৩. ৮; ৮. ৮. ১৮। ২ রথাক্ষ axle of a car ঋগ্বি°॥

অক্ষীয়মাণ—অক্ষয়, নিত্য। 'যজ্ঞত্রী পূর্ণা মধুনা সদাক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি' —ঋ° ১. ১৫৪. ৪। 'শতধারমুৎসমক্ষীয়মাণম্'—ঋ° ০ ২৬. ৯। 'প্রজাবন্তং রয়িমক্ষীয়মাণম্'—ঋ° ৭. ২০. ৩।

অক্ষুণ্ণ—[ন=অ+ক্ষুণ্ণ—নঞ্-তৎ; ত্রী°] ১ ক্ষুণ্ণ নয় এইরূপ, অখণ্ডিত। ২ [ক্ষুদ্ ধাতুর্দশনাৎ] অক্ষোদিত, অচূর্ণিত॥ শব্দ°॥ ৩ ক্ষুদ্র, সরু;—শরীর অক্ষুণ্ণ। ৪ অছিন্ন, অকর্তিত unbroken, uncurtailed. 'অক্ষুণ্ণপরিধপ' (চূড়ামণিকরণে—গণপতি)॥ শব্দ°॥ ৫ অপরিশীলিত, অস্পৃষ্ট untrodden, unbeaten, unusual.—অক্ষুণ্ণ ভূভাগ=যে ভূখণ্ডে কেহ কখনও যায় নাই। ৬ অনবগাঢ়, অনালোড়িত;—অক্ষুণ্ণ হ্রদ=যে হ্রদে কেহ কখনও অবগাহন করে নাই। ৭ অবিজিত, অব্যর্থ, সফল,

চরিতার্থ not conquered or defeated, successful. 'অক্ষুণ্ণোদ্যমঃ প্রসাদমভিতাদ্ ইত পুরাতুরা' —বে° ১. ২ ৮ অবিক্ষত ; —অক্ষত রস অক্ষুণ্ণ। ৯ অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত ; —অক্ষুণ্ণমনা। ১০ অকলঙ্ক, নির্দোষ ;— অক্ষুণ্ণকুল। ১১ (বাঙলায়) পরিণতিপ্রাপ্ত, পরিপুষ্ট, সম্পূর্ণ ;—অক্ষুণ্ণ ভাব॥ হরি° ॥ ১২ (বাঙলায়) পূর্ববৎ, বজায়। বি— -তা। ~প্রতাপ— অখণ্ডতেজ, অমিতপরাক্রম ; ~প্রভাব—পূর্ণ বিক্রম। ~শক্তি—অটুটবল।

অক্ষুণ্ণপ্রবেশ—বর্শা বা তীর প্রক্ষেপ। ইহার অর্থ—বর্শা বা তীর এরূপভাবে নিক্ষেপ করা যাহাতে কোন নির্দিষ্ট চিহ্ন স্পর্শ করিতে বা বিঁধিতে পারে। 'দিব্যাবদানে' ইহার তিনবার উল্লেখ আছে—৩য় অধ্যায় (Cowell & Neil, p. 58, li. 27), ৮ম অধ্যায় (C. & N. p. 100, li. 12) ও ৩০শ অধ্যায় (C. & N p. 442, li. 8)। 'তদ্ যথা হস্তিশিক্ষায়াং অশ্বপৃষ্ঠে রথে শরে ধনুষি প্রয়াণে নির্যাণেঽঙ্কুশগ্রহে পাশগ্রহে তোমরগ্রহে যষ্টিবন্ধে মুষ্টিবন্ধে পদবন্ধে শিখাবন্ধে দূরবেধে মর্মবেধেঽক্ষুণ্ণবেধে দৃঢ়প্রহারিতায়াং পঞ্চসু স্থানেষু কৃতাবী সংবৃত্তঃ।'—C. & N. p. 58, li. 27.

অক্ষুদ্র—[ন=অ+ক্ষুদ্র—নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— -া] ১ যাহা ক্ষুদ্র নহে, বৃহৎ ; নীচ বা হীন নহে। ২ শিব॥ বো-ব্রো°॥ ~পরিচারী—বৃদ্ধ বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সেবক। ~পরিচারিতা—বৃদ্ধসেবা ; প্রাজ্ঞসেবিতা।—কাম-নীতি° ৪. ৭। ~পরিবার—মহৎ পরিবার। ~পরিবারতা—মহৎ পরিবারযুক্ততা।—কাম-নীতি° ৩. ৭।

অক্ষুদ্রপরিষৎক—গুণবৎপরিবার having an assembly of ministers of no mean quality. যে নৃপতির মন্ত্রিপরিষদে গুণবান্ মন্ত্রিগণ থাকেন ; আত্মবান্ নৃপতি॥ অর্থশা° ৬. ১॥

অক্ষুণ্ণ—পরিতৃপ্তি ; ভোগবিতৃষ্ণা satiety —বাজ-স°১৮. ১০।

অক্ষুধ—[ন=অ (নাই) ক্ষুধা যাহার—নঞ্‌ বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ক্ষুধাহীন, আহারে স্পৃহাহীন।

অক্ষুধা—[ন=অ (অল্প, অভাব) ক্ষুধা—নঞ্‌ তৎ] ক্ষুধার অভাব, আহারে অস্পৃহা।

অক্ষুধিত—[ন=অ + ক্ষুধা + ইত (অস্ত্যর্থে)] যাহার ক্ষুধা হয় নাই।

অক্ষুধ্য—আহারে অস্পৃহ, যাহার আহারে অভিরুচি নাই। 'উপহূতা ভূরিধনাঃ সখায়ঃ স্বাদুসম্মুদঃ। অক্ষুধ্যা অতৃষ্যাস্পৃহামাগৃহি- ভীতন।'—অ° ৭. ৬০. ৪. ৬।

অক্ষুব্ধ, অক্ষুভিত—[ন = অ + ক্ষুব্ধ—নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ ক্ষোভহীন, ক্ষুব্ধ নয় এইরূপ, অব্যাকুল। (সাগরাদি-সম্বন্ধে) নিস্তরঙ্গ, শান্ত। ২ অনাকুল, অব্যাকুল, ধীর, প্রশান্ত, স্থির।

অক্ষেআতি—[সং° অখ্যাতি > প্রা° বা°] অকীর্তি, দুর্নাম। 'হেন নীল বীর বন্দি বড় অক্ষেআতি' —কৃ-রা° উ° ২৫৬।

অক্ষেত্র—[ন=অ+ক্ষেত্র—নঞ্‌ তৎ] ১ যে ক্ষেত্র শস্য উৎপাদনের যোগ্য নহে, ঊষর দেশ, মরুভূমি। ২ অযোগ্য পাত্র। শ-দ্রা° ৩ স্ত্রী° অযোগ্য স্থান।—মনু° ১০. ৭১। ৪ (জ্যামিতি) অপ্রশস্ত ক্ষেত্র। ~বাদ—বিণ, অধ্যাত্ম জ্ঞানশূন্য।

অক্ষেত্রজ— [ন=অ+ক্ষেত্র+জন্ (জন্মান) + ড—ক] অক্ষেত্রজাত, ঊষরদেশে উৎপন্ন।

অক্ষেত্রজ্ঞ—বিণ, ১ যে ক্ষেত্র (দেহতত্ত্ব) জানে না, দেহতত্ত্বানভিজ্ঞ (পা° ৭. ৩. ৩০)। ২ দেহাভিমানী। বি -তা—আধ্যাত্মিক জ্ঞানশূন্যতা ; দেহতত্ত্বানভিজ্ঞতা (পা° ৭. ৩. ৩০)।

অক্ষেত্রবিদ্—বিণ, যে ক্ষেত্র (দেহতত্ত্ব) জানে না।—ঋ° ৫. ৪০. ৫ ; ১০. ৩২. ৭।

অক্ষেত্রী—[সং° ক্ষেত্রিন্। ন=অ+ক্ষেত্রী=ক্ষেত্রস্বামী—নঞ্‌ তৎ] বিণ, যে ক্ষেত্রস্বামী নহে, ক্ষেত্রস্বামী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি।—মনু° ৯. ৪৯. ৫১।

অক্ষেত্রিণী— [ন=অ+ক্ষেত্রিণী (= ক্ষেত্রিন্ + ঙীপ্ ; স্ত্রী°) —নঞ্‌ তৎ] বিণ, ক্ষেত্রহীনা।

অক্ষেম—[=অ (অভাব) + ক্ষেম (মঙ্গল) —নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— -া] অশুভ, অমঙ্গল।

অক্ষেশ্বর—অক্ষরপাকম্ নামক স্থানের মন্দির-বি°। এই মন্দিরে ১২৫০ খ্রীঃ বীরপাণ্ডদেব একটী লিপি ও ১২৯০ খ্রীঃ প্রথম জটাবর্মা সুন্দর-পাণ্ড্য একটী লিপি উৎকীর্ণ করেন। [বীরপাণ্ডদেব ও ১ম জটাবর্মা সুন্দরপাণ্ড্য দ্র°]

[El, vii. 11 ; viii. 280]

অক্ষোট—নামান্তর—অক্ষোড, অক্ষোক, অক্ষোড়ক, অক্ষোটক। প্রা° অক্রোড় ; হি° খরোট নাসপাতী, আখরোট ; ফা° অখরোট ; বা°-প্রচলিত আখরোট]। অন্যান্য নাম —কোল, ডুন, থিচা ; স° কর্পরাল ও কন্দরাল। পর্বতজাত পীলু jugulans regia. গুণ— মধুর, বলকারক, স্নিগ্ধোষ্ণ, বাতপিত্তঘ্ন, রক্তদোষহর, শীতল, কফকোপন—রাজনি° ২° ১১। 'মধুরং বল্যং গুরু উষ্ণং সারকং বাতঘ্ন' —মদ° ব° ৬। 'অক্ষোটকোঽপ্য বাতামসদৃশঃ কফপিত্তকৃৎ' ॥ ভাব-মি°॥

হিমালয় পর্বতের জঙ্গলে অফ্‌গানিস্থান হইতে ভুটান পর্যন্ত স্থানে ৩০০০ ফুট হইতে ১০০০০ ফুট উচ্চে এবং ব্রহ্মদেশে অক্ষোট বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের ও খাসিয়া পর্বতের অনেক স্থানে এখন এই বৃক্ষ রোপিত হইতেছে। ইহার কাষ্ঠ হইতে বন্দুকের বাট নির্মিত হয়। এক কিউবিক্ ফুট কাঠের ওজন প্রায় ২১০০ সের। এই বৃক্ষের ছাল রঙ্ ও ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অক্ষোট ফল জন্মে। প্রাচীন ভারতে ইহা রাজাদিগের অবশ্য সংগ্রহণীয় যাবতীয় মধুরগণ দ্রব্যসমূহের অন্যতম রূপে পরিগণিত ছিল (মৎস্যপু° ২১৭. ৪৩. ৪)। ভারতের সর্বত্রই ইহার ফলের শাঁস খাওয়া হয়। ইহার শাঁস হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা কাশ্মীর প্রভৃতি পার্বত্য দেশে খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। এই তৈল 'অক্ষোট-তৈল', 'অক্ষোটকলোথ

তৈল' এবং 'আখরোটের তেল' নামে পরিচিত। গুণ—মৃদুকতৈলবৎ।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী

অক্ষোট তৈল—[অক্ষোট দ্র°]।

অক্ষোটমল্ল — কাশ্মীরাধিপতি হর্ষের কর্মচারি-বি°। হর্ষের রাজত্বকালে (১০৮৯—১১০১ খ্রীঃ) রাজা উচ্চল ও তাঁহার ভ্রাতা সুস্সলের পিতা মল্ল হর্ষ-কর্তৃক নিহত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অভিভূত হইয়া পরদিবস তাঁহারা বিজয়েশ্বর আক্রমণ করেন। রাজা হর্ষ-কর্তৃক চন্দ্ররাজ সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া দীর্ঘকাল শত্রুপক্ষকে নিরস্ত করিয়া রাখেন। এই যুদ্ধে দুইজন রাজকর্মচারী বিপুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন, অক্ষোটমল্ল তাঁহাদিগের অন্যতম।

'অক্ষোটমল্লঃ সমরে তত্র মল্লশ্চ চাচরিঃ।
জগ্মাতাং রাজপুত্রৌ যৌ স্বর্গশ্রীভোগভাগিতাম্ ॥'
—রাজত° ৭, ১৫০১

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

অক্ষোদ্ধুক্ষ—অক্ষুধিত, যে ক্ষুধার্ত নয় not hungry ॥ মৈ-স° ১. ৬. ৫ ॥

অক্ষোভ—[ন=অ (নাই) ক্ষোভ (কাতরতা, চাঞ্চল্য) যাহার—নঞ্‌বহু° ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ ক্ষোভরহিত, স্থির। ২ অদুঃসাহ-হীনতা। ৩ অনায়াস, অক্লেশ। ৪ হস্তিবন্ধন-স্তম্ভ, আলান।

অক্ষোভণীয়—[ন=অ+ √ ক্ষুভ — অনীয়] বিণ, অক্ষুব্ধ, অব্যাকুল।

অক্ষোভিত—[ন= অ + ক্ষোভিত—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অবিচলিত, অব্যাকুল।

অক্ষোভিণী—উচ্চতম রাশি-বি°। একের পর ৪২টী শূন্যযুক্ত রাশি।—Childers. জাতক° ৫. ৩১২, ৬. ৩৯৫।

অক্ষোভী—[মূ°-অক্ষোভিন্। ন=অ+ক্ষোভ+ইন্ (অস্ত্যর্থে) বিণ, অক্ষুব্ধ।

অক্ষোভ্য১—[ন=অ+√ক্ষুভ্ (চঞ্চল হওয়া)+য; স্ত্রী—-া] বিণ, অবিচলিত, গম্ভীর, প্রশান্ত, অকম্প not to be shaken, imperturbable.—মিলিন্দ° ২১।

অক্ষোভ্য২—১ অসংখ্য (রা° ১৭. ৭৪)। ২ বৌদ্ধমতে বিপুল সংখ্যা=১০০ বিবর। ৩ প্রহরণ-বি° [অক্ষোভ্যতীর্থ দ্র°]। ৪ যোগিনী-বি°। চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের অন্যতমা (অগ্নিপু° ৫২. ১)।

অক্ষোভ্য৩ — বৌদ্ধ মহাযান শাখার অমিতাভ, অক্ষোভ্য, বৈরোচন, অমোঘসিদ্ধি ও রত্নসম্ভব নামক পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের অন্যতম [ধ্যানিবুদ্ধ দ্র°]।

বিভিন্ন দেশে অক্ষোভ্যের নাম—চীন—অ-চু (A-chiu)। তিব্বত—মি-ব্‌স্-ক্যোদ্-পা (Mi-bskyod-pa) অথবা মি-প্‌খ্‌রুগ্‌স্-পা (Mi-pkhrugs-pa)। জাপান—অ-শুকু (A-shuku)। মোঙ্গল—উলুকুদেলুকচি (Ulukudelukchi)।

অক্ষোভ্য

আদিবুদ্ধ স্বয়ম্ভূ ; নিবৃত্তি ইঁহার স্বাভাবিক ভাব হইলেও প্রবৃত্তিবশে ইনি পঞ্চবুদ্ধের সৃষ্টি করেন [আদিবুদ্ধ দ্র°]। সেই পঞ্চবুদ্ধের ত্রিকায় বা ত্রিমূর্তি আছে। ধ্যানিবুদ্ধগণ সেই ত্রিকায়ের প্রথম কায়—ধর্মকায় বা আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা। এই ধর্মকায়সম্পন্ন ধ্যানিবুদ্ধগণ-কর্তৃক অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া নির্মাণকায়সম্পন্ন মানুষী বুদ্ধগণ গূঢ় ধর্মতত্ত্ব নরলোকে প্রচার করিয়া থাকেন। অক্ষোভ্য পঞ্চধ্যানিবুদ্ধের মধ্যে দ্বিতীয় ; আদর্শ জ্ঞান হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি বুদ্ধ ব্যতীত অপর কিছুই ছিলেন না। বিবর্তনের ফলে ইনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন নাই। ইনি সর্বদাই ধ্যানমগ্ন। ইনি ও অপর চারিজন বুদ্ধ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে 'বোধিসত্ত্ব' হন নাই। 'পদ্ম' নামক স্বর্গে বা ক্ষুদ্রতর 'সুখাবতী ব্যূহে' ইনি অবস্থান করেন (Nanjio. Cat. no. 28)। স্যর চার্লস্ ইলিয়টের মতে ইনি ইন্দ্রের পরিবর্তিত মূর্তি। অক্ষোভ্য অর্থে 'অবিচলিত' (the undisturbed) কোনরূপ বাহ্য ও আভ্যন্তর বিপর্যয় যাঁহাকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

খ্রীঃ ৩য় শতকের প্রথম ভাগে রচিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রে' অক্ষোভ্যের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' ও 'সুখাবতী ব্যূহে'র ক্ষুদ্রতর সংস্করণে পূর্বদিকস্থ 'অভিরতি' নামক স্বর্গের অধীশ্বর বলিয়া ইনি বর্ণিত হইয়াছেন। চীন, জাপান, নেপাল ও তিব্বত সকল স্থানেই ইঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। হীনযান-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে অক্ষোভ্যের উপাসনার প্রথা নাই। সর্বপ্রথমে 'অমিতায়ুস্-সূত্রে'র ক্ষুদ্র সংস্করণে ইনি তথাগত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সূত্র ▮ ৩৮৪ অব্দ হইতে ৪১৭ অব্দের মধ্যে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

'অক্ষোভ্যস্য তথাগতস্য ব্যূহ' নামক একটী সূত্রের জাপানী অনুবাদে * এইরূপ লিখিত আছে—যখন বুদ্ধ শাক্যমুনি গৃধ্রকূট-শৈলে ১২৫০ জন ভিক্ষুর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি সারিপুত্রের নিকট বোধিসত্ত্ব অক্ষোভ্যের ব্রতপালনের কথা ও যে লোকে তিনি বাস করেন তাহার ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। শাক্যমুনি বলেন, "যখন তথাগত কোমোকু (বিশালনেত্র বা বিরূপাক্ষ ?) অভিরতি স্বর্গের অধীশ্বর ছিলেন তখন একজন সন্ন্যাসী ভিক্ষু তাঁহার নিকট বোধিসত্ত্বের আচরিত ব্রতপালন করিবার ইচ্ছা

* Taisho Issaikyo, 310. xix-xx—Hobogirin Ashuku'.

প্রকাশ করেন। তাহার উত্তরে তিনি বলেন—এই ব্রতপালন অতি কঠোর, কারণ বোধিসত্ত্ব হইতে হইলে মনকে অবিচলিত করিতে হইবে, কামক্রোধাদি দ্বারা বিচলিত হইলে ব্রত ভঙ্গ হইবে। অনন্তর সেই ভিক্ষু ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়া ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি বর্জন করিয়া এবং ব্রত পালন করিয়া 'অক্ষোভ্য' এই সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তাহার পর বহু জন্ম অতীত হইলে ইনি সেই অভিরতি স্বর্গেই তথাগত অক্ষোভ্য-রূপে আবির্ভূত হইলেন।"

জাপানী বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে অক্ষোভ্যের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। জাপানে পূর্বদিকের অধীশ্বররূপে 'ভৈষজ্যগুরু' নামক অপর এক বুদ্ধের উপাসনা হইত। অনেকে ইঁহাকে অক্ষোভ্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু অধুনা অক্ষোভ্য ও ভৈষজ্যগুরু দুই বিভিন্ন বুদ্ধ প্রতিপন্ন হওয়ায় অক্ষোভ্যের উপাসনা কদাচিৎ হইয়া থাকে। জাপানী ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রসমূহে বহুস্থলে অক্ষোভ্যের উল্লেখ আছে। কোন গ্রন্থে ইনি 'বুদ্ধ দীপঙ্কর' এবং 'ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কোথাও ইনি বুদ্ধ মহাভিজ্ঞাজ্ঞানাভিভূর ষোড়শ সন্তানের একজন; প্রথমে জ্ঞানাকর বোধিসত্ত্ব হইয়া পরে অভিরতি স্বর্গের বুদ্ধ হইয়াছিলেন। 'করুণাপুণ্ডরীকা-সূত্রে'র (২য়) জাপানী-সংস্করণে ইনি রাজা অরনেমির সহস্র পুত্রের অন্যতম ও অমিতাভের পূর্বজন্মের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

নেপালী বৌদ্ধদিগের মতে স্তূপের উপর যখন ইঁহার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় তখন ইঁহার মুখ পূর্বদিকে অবস্থিত থাকে।

জাপানী ধর্মশাস্ত্রে অক্ষোভ্য বজ্রলোকে এবং পূর্বদিকস্থ সূর্য বা চন্দ্ররূপ চক্রের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠান করেন এবং সর্বদা বজ্রসত্ত্ব-সমন্বিত চারি বোধিসত্ত্ব দ্বারা পরিবৃত থাকেন। পঞ্চজ্ঞানের একটি (যথা 'চি') ইঁহার ধর্ম। আদর্শন জ্ঞান ইঁহার সত্তা। মানবীয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করিয়া নির্মল চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করাই ইঁহার কার্য।

'পদ্ম-তন্যিগ' (padma-t'anyig) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে ধ্যানিবুদ্ধের তালিকায় অক্ষোভ্যের নাম নাই, তাহার পরিবর্তে বজ্রসত্ত্বের নাম আছে। কয়েকটি বৌদ্ধশাখার মতে বজ্রসত্ত্ব অক্ষোভ্যের বোধিসত্ত্ব; কিন্তু যাঁহারা ধ্যানিবুদ্ধ মত পোষণ করেন তাঁহাদিগের মতে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভ্যের ধ্যানিবোধিসত্ত্বের নাম 'বজ্রপাণি'। কাহারও কাহারও মতে বিশেষতঃ যোগাচার মতবাদীদিগের মতে বজ্রসত্ত্ব ষষ্ঠ ধ্যানিবুদ্ধ। [বজ্রসত্ত্ব দ্র°]

নেপালে প্রাপ্ত অক্ষোভ্য মূর্তি

তিব্বত, চীন ও জাপানে অক্ষোভ্যের উপাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু ধ্যানিবুদ্ধ বৈরোচন বা অমিতাভের ন্যায় ইনি লোকপ্রিয় হন নাই। ইঁহার প্রতিমূর্তি খুব কমই দৃষ্ট হয়। চিত্রে একাকী বা অন্য ধ্যানিবুদ্ধের মধ্যে ইঁহাকে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য ধ্যানিবুদ্ধের ন্যায় অক্ষোভ্য চিত্রাদিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার উভয় পদতল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং পদতলে চক্রচিহ্ন ও মস্তকের সম্মুখভাগে ঊর্ণা-চিহ্ন থাকে। তাঁহার বাম হস্ত ধ্যানমুদ্রায় ক্রোড়দেশে স্থাপিত এবং দক্ষিণ হস্ত ভূস্পর্শ-মুদ্রায় অঙ্গুলিদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে। এই ভাবে গান্ধার ও অন্যান্য ভাস্কর্য-কলায় গৌতম বুদ্ধের অনেক মূর্তি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে অক্ষোভ্যের যে সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে অক্ষোভ্য বজ্রাসনে উপবিষ্ট অর্থাৎ তিনি যে আসনে উপবিষ্ট তাহার সম্মুখে একটি বজ্রচিহ্ন আছে। এই বজ্রচিহ্ন কখনও কখনও ক্রোড়বিন্যস্ত বাম হস্তের করতলে দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষোভ্যের এই রূপই সাধনমালার ধ্যানের রূপ, যথা "নীল হূঁকারনিষ্পন্নো দ্বিভুজ একমুখো ভূস্পর্শ মুদ্রাধরো বজ্রপর্যঙ্কী ...... কৃষ্ণবজ্রচিহ্নঃ সুবিশুদ্ধধর্মধাতুবিজ্ঞানস্কন্ধস্বভাবঃ শিশিরমধ্যাহ্ন-কটুপ্রকৃতিআকাশশব্দচবর্গো। আঃ বজ্রধৃক্ হূঁ অস্য জাপমন্ত্রঃ।" —অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ, ২৩।

Oldenburg বলেন যে সেন্ট পিটার্স-বার্গে একটি অদ্ভুত অক্ষোভ্য-মূর্তি আছে। এই মূর্তি বাম হস্ত দ্বারা বাম স্কন্ধস্থিত উত্তরীয় ধারণ করিয়া আছেন এবং সেই হস্তেই বজ্র রহিয়াছে। জাপানে অক্ষোভ্যের এইরূপ অনেক মূর্তি আছে। তিব্বত ও নেপালে অক্ষোভ্যের বর্ণ নীল, কিন্তু জাপানে অক্ষোভ্যের বর্ণ সাধারণতঃ সুবর্ণ; কিন্তু জাপানী ধর্মগ্রন্থসমূহে অক্ষোভ্যের বর্ণ নীল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

একাকী অবস্থিত অক্ষোভ্যের মূর্তি ব্যতীত তাঁহার শক্তির সহিত রত্যালিঙ্গনবদ্ধ মূর্তিও (yab yan) দৃষ্টিগোচর হয়। এই আসনে অক্ষোভ্য নিজ শক্তিকে বক্ষে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, শক্তির পৃষ্ঠে অক্ষোভ্যের হস্তদ্বয় ক্রুশের আকারে বিন্যস্ত এবং সেই দুই হস্তে বজ্র ও ঘণ্টা অবস্থিত; শক্তির হস্তে কপাল ও বজ্র।

অক্ষোভ্য স্বয়ং আদর্শন জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া বায়ু, শ্রোত্র ও শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহার ধ্যানী বোধিসত্ত্ব—বজ্রপাণি মানুষী বুদ্ধ কনকমুনি এবং শক্তি লোচনা। ইঁহার বর্ণ—নীল, মুদ্রা—ভূস্পর্শ, কিরীট—বজ্র, আসন—বজ্রপর্যঙ্ক, স্থিতি—পূর্বদিক্, বাহন—হস্তী বা হস্তিদ্বয়, স্কন্ধ—বিজ্ঞান, ঋতু—শিশির, রস—কটু, বর্ণ—'চ', কাল—মধ্যাহ্ন এবং বীজমন্ত্র—'হূঁ'।

'সাধনমালা' হইতে জানিতে পারা যায়, অক্ষোভ্য হইতে বহু দেবদেবীর উদ্ভব হইয়াছে। অক্ষোভ্যের বর্ণ যেমন নীল তাঁহা হইতে উৎপন্ন

অনেক দেবদেবীর বর্ণও সেইরূপ নীল। এই নীলবর্ণ দানবীয় ভাবের দ্যোতক। জম্ভল ব্যতীত অক্ষোভ্য হইতে উৎপন্ন দেবগণ প্রায় সকলেই ত্রিনয়ন; সকলেরই আকৃতি ভীষণ, মুখভাব বিকৃত, দৌবনদন্ত বিকশিত, জিহ্বা লোল, কণ্ঠে নরকপালমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম ও ভূষণ সর্প।

যে সকল দেবদেবী অক্ষোভ্য হইতে উৎপন্ন তাঁহাদের সকলেরই মুকুটে ক্ষুদ্রাকৃতি অক্ষোভ্য-মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। অক্ষোভ্য হইতে উৎপন্ন দেবদেবীগণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

দেব :—

(১) চণ্ডরোষণ—সাধন° ৮৬, ৮৭, ৮৮।

(২) হেরুক (ক) একক মূর্তি (দ্বিভুজ)—সাধন° ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮; S. A., 258. Na 50-1, C 20. (খ) যুগনদ্ধ (yab-yam) মূর্তি (১। দ্বিভুজ; ২। চতুর্ভুজ)।

(৩) বুদ্ধকপাল—সাধন° ২৫৪।

(৪) বজ্রডাক।

(৫) হয়গ্রীব—সাধন° ২৫৯; S. A., 279, Na 87, C 217.

(৬) যমারি, যমান্তক—সাধন° ২৮০। (ক) রক্তযমারি; (খ) ষড়্ভুজ কৃষ্ণযমারি—সাধন° ২৭৪, ২৭৮।

(৭) জম্ভল—সাধন° ২৮৬, ২৯৭; S. A., 309, Na 28, C 237.

(৮) উচ্ছুষ্ম জম্ভল—সাধন° ২৯৫।

(৯) দ্বিভুজ সম্বর—সাধন° ২৫৫।

(১০) বাদিরাট্ মঞ্জুঘোষ—সাধন° ৪৬।

(১১) মঞ্জুশ্রী—সাধন° ৪৯, ৫১। (ক) বজ্রানঙ্গ মঞ্জুশ্রী—সাধন° ৫৯, ৬০।

(১২) সিদ্ধৈকবীর—সাধন° ৬৭।

(১৩) আর্যনামসঙ্গীতি—সাধন° ৮২।

দেবী :—

(১) বজ্রতারা—সাধন° ৯৭, ১১০।

(২) মহাচীনতারা—সাধন° ১০০, ১০১; S. A., 112, Na 80, C 87.

(৩) জাঙ্গুলী—ষড়্ভুজা ত্রিবদনা মূর্তি—সাধন° ১১৭, ১১৯; S. A., 133, Na 97, C 105; S. A. 131, Na 95, C 104.

(৪) একজটা—সাধন° ১২৩, ১২৭। (ক) শুক্লৈকজটা—সাধন° ১২৮।

(৫) বিদ্যুজ্জ্বালাকরালী।

(৬) পর্ণশবরী—সাধন° ১৪৮।

(৭) প্রজ্ঞাপারমিতা—(ক) সিত—সাধন° ১৫১। (খ) পীত—সাধন° ১৫৩।

(৮) বজ্রচর্চিকা—সাধন° ১৯৩।

(৯) মহাপ্রতিসরা—সাধন° ১৯৫।

(১০) মহামন্ত্রানুসারিণী—সাধন° ১৯৯; S.A., 215, Na17, C 171.

(১১) মহাপ্রত্যঙ্গিরা—সাধন° ২০২; S. A., 215-6, Na 18, C 172.

(১২) ধ্বজাগ্রকেয়ূরা—সাধন° ২০৩, ২৩০।

(১৩) বসুধারা—সাধন° ২১৩।

(১৪) প্রজ্ঞালোক (বজ্রবারাহী)—সাধন° ২১৮।

(১৫) নৈরাত্মা—সাধন° ২২৮, ২৪০।

(১৬) উষ্ণীষবিজয়া।

[Dr. Binoytosh Bhattacharya : Budbhist Iconography ; A. K. Coomaraswamy : Elements of Buddhist Iconography ; Getty : Northern Buddhism ; Hobogirin : ASR, iii. 200, iv. 82, 95, vi. 92, xiv. 102 ; Dr. B. Bhattacharya : Sadhanamala ; ERE]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অক্ষোভ্যতন্ত্র—বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ-বি°।

অক্ষোভ্যতীর্থ—বৈষ্ণব মাধ্বশাখার পঞ্চম গুরু। মাধ্বশাখার প্রবর্তক শ্রীমধ্বাচার্য পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থের চারিজন প্রধান শিষ্যের অন্যতম [মধ্বাচার্য দ্র°]। পূর্বাশ্রম-নাম—গোবিন্দশাস্ত্রী (Hall. 113 ; Burnell. 102a)। খ্রী: ১৪শ শতকে জীবিত ছিলেন।

১৩০৩ খ্রী: মধ্বাচার্যের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর ৩৩ বৎসর পরে ইনি অধ্যক্ষ হইয়া 'স্বামাধিপত্য' লাভ করেন। ইঁহার পূর্বে মধ্বাচার্যের আর তিনজন শিষ্য—পদ্মনাভতীর্থ ৭ বৎসর, নরহরিতীর্থ ৯ বৎসর ও মাধবতীর্থ ১৭ বৎসর যথাক্রমে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। অক্ষোভ্যতীর্থ ১৭ বৎসর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। একমাত্র ইনি ভিন্ন জীবিতকালের মধ্যে অন্য কোন গুরু 'স্বামাধিপত্য' পরিত্যাগ করেন নাই।

'উডিপি'র আটটি মন্দিরের প্রথম যে আটজন মহান্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অক্ষোভ্যতীর্থ অন্যতম। মধ্বাচার্যের নিকট এই আটজন মহান্তই একই দিবসে এক সঙ্গে দীক্ষিত হন। তাঁহাদের মধ্যে মধ্বাচার্যের ভ্রাতা বিষ্ণুতীর্থ মুখ্য। তিনি 'সোদি মঠে'র অধ্যক্ষ হন। অন্যান্য সাতজন—জনার্দনতীর্থ 'কৃষ্ণপুর মঠে'র, বামনতীর্থ 'কনূর মঠে'র, নরসিংহতীর্থ 'অধামর মঠে'র, উপেন্দ্রতীর্থ 'পুত্তুগী মঠে'র, রামতীর্থ 'শীরূর মঠে'র, হৃষীকেশতীর্থ 'পলিমর মঠে'র ও অক্ষোভ্যতীর্থ 'পেজবার মঠে'র অধ্যক্ষ ছিলেন। 'কণ্বতীর্থ' নামক পবিত্র জলাশয়ের নিকট ইঁহাদের দীক্ষা-কার্য সম্পন্ন হয়। এই জলাশয় বর্তমান মঙ্গেশ্বর হইতে এক মাইল ও মাঙ্গালোর হইতে দক্ষিণে প্রায় এগার মাইল দূরে অবস্থিত। ইঁহারা এক সঙ্গে মুণ্ডিতমস্তক হইয়া কণ্বতীর্থের জলে অবগাহন করেন এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বেদীর উপর মধ্বাচার্যের নিকট দীক্ষামন্ত্র লাভ করেন। এই স্থানগুলি এখনও বর্তমান এবং তীর্থযাত্রিগণের নিকট অতি পবিত্র।

অক্ষোভ্যতীর্থ বিজয়নগরাধিপতি ১ম বুক্কের মন্ত্রী মাধবাচার্য বিদ্যারণ্যের সমসাময়িক। মাধবাচার্য বিদ্যারণ্য খ্রী: ১৪শ শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন [মাধবাচার্য বিদ্যারণ্য দ্র°]। অক্ষোভ্যতীর্থ যে মাধবাচার্য বিদ্যারণ্যের সমসাময়িক তাহার প্রমাণ 'গুরুপরম্পরা-প্রভাব' (মাদ্রাজ-সং, পৃ: ১০৮) হইতেও পাওয়া যায়। একবার মাধবাচার্যের সহিত অক্ষোভ্যতীর্থের তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই তর্কযুদ্ধে উভয় পক্ষই বেঙ্কটনাথকে মধ্যস্থ করিয়াছিলেন। তাহাতে বেঙ্কটনাথ বলিয়াছিলেন—'অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্যারণ্যো মহামুনিঃ'। 'মালখেড়' নামক স্থানে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে অক্ষোভ্যতীর্থের সমাধি হয়।

অক্ষোভ্যতীর্থের অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগ-

প্রসঙ্গে একটী প্রবাদ আছে। মধ্বাচার্যের নির্দেশানুসারে অশ্বারোহী ধনপ রঘুনাথকে মুসলমানের স্পৃষ্ট জল পান করিতে দেখিয়া ইনি তাঁহাকে শিষ্য করেন ও নিজে অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অক্ষোভ্যতীর্থের পরে জয়রায়াচার্য বা জয়তীর্থ অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন ইহাই জানিতে পারা যায়। জয়তীর্থ অক্ষোভ্যতীর্থের শিষ্য ছিলেন। আনন্দতীর্থের 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যটীকা'র ('ভাবপ্রকাশিকা') ৫ম শ্লোকে জয়তীর্থ বলিতেছেন—'অক্ষোভ্যতীর্থ-মৃগরাজমহং নমামি' (I. O. Cat., i. 7976 ; Bhandarkar's Rep. 1882-3, 203)। জয়তীর্থ ২১ বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন। অক্ষোভ্যতীর্থের সময়ে মধ্বাচার্যের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মধ্যে বিশেষরূপে মতবৈষম্য উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা আত্মপ্রভুত্বের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হন এবং তাহার ফলে মাধ্বগণ চৌদ্দটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন।

[C. M. Padmanabha Char : Life and Teachings of Sri Madhwa, Mad. 1909, 202-3, 206; C. R. Krishna Rao : Sri Madhwa, his Life and Doctrine, Udipi, 1929, 24 ; EI, vi. 261, 262 ; Hins 89, 191.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অক্ষোভ্যধারণী—অক্ষোভ্যধ্যান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°।

অক্ষোভ্যবজ্রাচার্য—'শ্রীবজ্রভৈরবতন্ত্রটীকা' ও 'শ্রীকৃষ্ণযমারিসাধনপ্রচক্রার্থ বিস্তরব্যাখ্যা'-প্রণেতা।

অক্ষোভ্য ব্যূহ—বৌদ্ধ সূত্র-বি°। 'রত্নকূট' নামক সূত্রে চৈনিক ত্রিপিটক (ii. Pao-chi) ও তিব্বতীয় কেঙ্গুরের (iv. Kon ts'egs) বিবরণ আছে। ইহার ৫৯ সূত্রে 'সুখাবতী ব্যূহ', 'অক্ষোভ্য ব্যূহ' প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। অক্ষোভ্য ব্যূহে বুদ্ধ-অক্ষোভ্যভূমির বিবরণ সম্বন্ধ। অক্ষোভ্য ব্যূহে 'লোকক্ষেম' (১৭৮-১৮৮) এবং 'বোধিরুচি' (৬৯৩-৭১৩) নামে চীনানুবাদ আছে তিব্বতীয় কেঙ্গুরেও তাহা পাওয়া যায়। ইহা রত্নকূটের অংশ-বি°।

[S. Nanjio, No. 18 ; Bagchi, i, 43 ; Csoma de koros, AMG, ii. 214 ; Winternitz, ii.]

অক্ষোভ্যসংহিতায়ামুগ্রতারা-সহস্রনাম—উগ্রতারা স্তোত্র-সম্বলিত বৌদ্ধ গ্রন্থ-বি°।

অক্ষোভ্যসাধন (ভগবদ্)—অক্ষোভ্যসাধন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°।

অক্ষোভ্যসাধননাম—অক্ষোভ্যসাধন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°।

অক্ষোভ্যস্যতথাগতস্য ব্যূহ—বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ-বি°।

অক্ষোভ্যানুষঙ্গিকনামবিঘ্ননির্হরণ—বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ-বি°। ইহাতে অক্ষোভ্যসাধনের অন্তরায়সমূহ দূর করিবার বিধি বর্ণিত আছে।

অক্ষোভ্যোপায়িকা-পত্রিকা—বৌদ্ধ তান্ত্রিকগ্রন্থবি°।

অক্ষো মৌজবান্—ঋগ্বেদের একটী সূক্তের ঋষি (দ্রষ্টা)।—ঋ° ১০. ৩৪।

অক্ষোস্যুব—অগ্রহার বা জায়গীরবি°।—রাজত°৮. ৮৯৮।

অক্ষৌহিণী—['ঊহঃ সমূহঃ অস্তি যস্যা ইতি ঊহিনী'; অক্ষ+ঊহিনী, অক্ষাদূহিন্যামিতি বৃদ্ধিঃ, পূর্বপদাদিতি ণত্বম্ (পা° ৬.১.৮৯ বার্ত্তিক) = অক্ষৌহিণী। অক্ষাণাং (অক্ষেত, রথাদির) ঊহিনী (সমূহযুক্তা)—৬-তৎ] সংখ্যা-বিশেষযুক্ত সেনা ; চতুরঙ্গিণী সেনার সংখ্যাভেদ রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতির নির্দিষ্টসংখ্যাবিশেষ-যুক্ত সেনাবল ; অসংখ্য সেনা ; অসংখ্য।

মহা° আদি° ২অ° সৌতির উক্তিরূপে 'অক্ষৌহিণী'র চতুরঙ্গিণীসেনার সংখ্যাভেদ এইরূপ—

"একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।
ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে।।১৫
পত্তিং তু ত্রিগুণামেতামাহুঃ সেনামুখং বুধাঃ।
ত্রীণি সেনামুখান্যেকো গুল্ম ইত্যভিধীয়তে।।১৬
ত্রয়ো গুল্মা গণো নাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়ঃ।
স্মৃতাস্তিস্রস্তু বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ।।১৭
চমূস্তু পৃতনাস্তিস্রস্তিস্রশ্চম্বস্ত্বনীকিনী।
অনীকিনীং দশগুণাং প্রাহুরক্ষৌহিণীং বুধাঃ।।"১৮*

অর্থাৎ ১ রথ, ১ হস্তী, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতি লইয়া এক 'পত্তি' হয়। তিন পত্তিতে এক 'সেনামুখ', তিন সেনামুখে এক 'গুল্ম', তিন গুল্মে এক 'গণ', তিন গণে এক 'বাহিনী', তিন বাহিনীতে এক 'পৃতনা', তিন পৃতনায় এক 'চমূ', তিন চমূতে এক 'অনীকিনী' আর দশ অনীকিনীতে এক 'অক্ষৌহিণী' হয়। তাহা হইলে,

রথ		হস্তী		অশ্ব		পদাতি
১	+	১	+	৩	+	৫ = ১পত্তি
						৩
৩	+	৩	+	৯	+	১৫ = ১সেনামুখ
						৩
[illegible]	+	৯	+	২৭	+	৪৫ = ১গুল্ম
						৩
২৭	+	২৭	+	৮১	+	১৩৫ = ১গণ
						৩
৮১	+	৮১	+	২৪৩	+	৪০৫ = ১বাহিনী
						৩
২৪৩	+	২৪৩	+	৭২৯	+	১২১৫ = ১পৃতনা
						৩
৭২৯	+	৭২৯	+	২১৮৭	+	৩৬৪৫ = ১চমূ
						৩
২১৮৭	+	২১৮৭	+	৬৫৬১	+	১০৯৩৫ = ১অনীকিনী
						১০
২১৮৭০	+	২১৮৭০	+	৬৫৬১০	+	১০৯৩৫০ = ১অক্ষৌহিণী

'অমরকোষে'ও (ক্ষত্রিয়বর্গ) অক্ষৌহিণী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—

"একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।।২০৫
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্।
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণ্যথ সম্পদি।।"২০৬

হেমচন্দ্রের 'অভিধানচিন্তামণি'তে (মর্ত্য-কাণ্ড) আছে—

* পুনা হইতে প্রকাশিত (১৯৩৩) ও শ্রীযুক্ত ভি. এস. সুকথংকর-সম্পাদিত 'আদিপর্ব'। অধ্যায় ২, শ্লোক ১৯-২২। 'অক্ষৌহিণী' শব্দের ব্যাখ্যায় এই শ্লোকগুলি 'শব্দকল্পদ্রুমে'ও উদ্ধৃত আছে।

"একৈকেভরথাশ্বাঃ পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।
সেনা সেনামুখং গুল্মো বাহিনী পৃতনা চমূঃ ॥৪২১
অনীকিনী চ পত্তেঃ স্যাদিভাদ্যৈস্ত্রিগুণৈঃ ক্রমাৎ।
দশানীকিন্যোঽক্ষৌহিণী··· ॥"৪২৩

কেশবকৃত 'কল্পদ্রুকোষে' (ed. Ramavatara Sarma, i. Baroda,1928, 116-7) আছে—"পত্তিরেক রথৈকেভা ত্র্যশ্বা স্যাৎপঞ্চপদ্গমা। ইতঃ স্যুস্ত্রিগুণৈঃ সর্বৈর্যথোত্তরমনুক্রমাৎ ॥ ২৫০ ॥ গ্রীবে সেনামুখং গুল্মোঽস্ত্রিয়ামপি গণঃ পুমান্। বাহিনী পৃতনা চাপি চমূঃ পুনরনীকিনী ॥২৫১॥অপীয়ং দশভির্নিম্না সেনাক্ষৌহিণীতি।" যাদবপ্রকাশের 'বৈজয়ন্তী' (ভূমিকাণ্ড, ক্ষত্রিয়াধ্যায়, Oppert. 1893, 108) অভিধানে আছে, "সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ। অনীকিনীত্যনীকিন্যঃ পুনরক্ষৌহিণী দশ ॥" ৫৮ অর্থাৎ দশ অনীকিনী সেনা লইয়া এক অক্ষৌহিণী হয়। শাশ্বতের 'কোষে' (ed. Narayana Nathaji Kulkarni, Poona, 1927) পুরুষোত্তমের 'ত্রিকাণ্ডশেষে' হলায়ুধের 'অভিধান-রত্নমালা'য় এবং আরও কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে 'অক্ষৌহিণী' শব্দ নাই। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে রচিত তাঞ্জোরের নৃপতি সাহজি-কৃত 'শব্দরত্নসমন্বয়-কোষে' (ণ-চতুর্থম্; ed. V. L. Shastri, Baroda, 1932, 117) কেবল 'অক্ষৌহিণী সৈন্যমানে' শুধু আছে। 'বাচস্পত্য' অভিধানে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—

'অক্ষৌহিণ্যামিত্যধিকৈঃ সপ্তত্যা চাষ্টভিঃ শতৈঃ।
সংযুক্তানি সহস্রাণি গজানামেকবিংশতিঃ ॥
এবমেব রথানান্তু সংখ্যানং কীর্তিতং বুধৈঃ।
পঞ্চষষ্টিঃ সহস্রাণি ষট্শতানি দশৈব তু ॥
সংখ্যাতাস্তুরগাস্তজ্জ্ঞৈর্বিনা রথ্যতুরঙ্গমৈঃ।
নৃণাং শতসহস্রং তু সহস্রাণি নব তৈব তু।
শতানি ত্রীণি চান্যানি পঞ্চাশচ্চ পদাতয় ইতি ॥"

অর্থাৎ রথ ২১৮৭০, হস্তী ২১৮৭০, রথ-বাহকাতিরিক্ত অশ্ব ৬৫৬১০ ও পদাতি ১০৯৩৫০ = এক অক্ষৌহিণী।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ১৫৫ অধ্যায়ের ৫৪১৬ শ্লোকে কৌরব-পক্ষীয় সৈন্যবিভাগ বর্ণনায় দেখা যে যায়, প্রত্যেক রথের উপরে রথি-সহ ৪জন এবং প্রত্যেক হস্তীর উপরে রাজা-সহ ৭জন আরোহী থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। অতএব

২১৮৭০ × ৪ = ৮৭৪৮০
২১৮৭০ × ৭ = ১৫৩০৯০
৬৫৬১০
১০৯৩৫০

এক অক্ষৌহিণীতে সর্বসমেত ৪১৫৫৩০জন যোদ্ধা থাকিত।

অল্-বেরুনীর 'ভারত'-বৃত্তান্তে (প্রায় ১০৩০ খ্রীঃ, ed. Dr. Edward C. Sachau, Lond. 1910, 1408) 'অক্ষৌহিণী' শব্দের আলোচনা ও ব্যাখ্যা আছে। তাহাতে পাওয়া যায়—২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ৬৫৬১০ অশ্ব এবং প্রতি রথে চারিটী অশ্ব এবং তাহাদের সারথি, শর-সহ রথপতি, তাঁহার বর্শাধারী দুইজন সঙ্গী, তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন রক্ষক ও একজন রথ-সংস্কারকার্যে শিল্পী থাকে।

প্রতি হস্তীর উপর এক জন মাহুত আর তাহার এক জন সহকারী, আসনে উপবিষ্ট শর-সহ হস্তিপতি, আসনের পশ্চাতে হস্তীকে অঙ্কুশ-বিদ্ধ করিবার জন্য একজন লোক, হস্তিপতির দুইজন বর্শাধারী সঙ্গী, বিদূষক এবং ঢৌতব (?) থাকে। ঢৌতব অন্য সময়ে তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করে।

এ ক্ষেত্রে দেখা যায় হস্তী ও রথে আরোহীর সংখ্যা ২৮৪৩২৩ (sic)। যাহারা অশ্বারোহী তাহাদের সংখ্যা ৮৭৪৮০। অক্ষৌহিণীতে হস্তীর সংখ্যা ২১৮৭০; রথের সংখ্যা ২১৮৭০; অশ্বের সংখ্যা ১৫৩০৯০; এবং পদাতির সংখ্যা ৪৫৯২৮৩।

হস্তী, অশ্ব ও মানব লইয়া এক অক্ষৌহিণীতে প্রাণী থাকে সর্বসমেত ৬০৪২৪৩ এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীতে ১১৪১৬০৭৪ জন থাকে; যথা ৩৯৩৬৬০ হস্তী, ২৭৫৫৬২০ অশ্ব, ৮২৬৭০৯৪ পদাতি।

কেশবকৃত 'কল্পদ্রুকোষে' (পৃঃ ১১৬-৭) অক্ষৌহিণী ব্যতীত 'মহাক্ষৌহিণী'রও একটী ব্যাখ্যা আছে—

"শনৈশ্চরনিরদ্রাশ্বগুণভূমিমিতা রথাঃ ॥ ২৫২
গজাশ্চ খাম্বরেদাম্বরবিচন্দ্রাক্ষিভিঃ ক্রমাৎ।
সাদিনঃ খনবাক্ষাব্ধিতর্কৈঃ বসুধখ্যিতা ॥ ২৫৩
পত্তয়ো যত্র সা প্রোক্তা মহাক্ষৌহিণিকা বুধৈঃ।"

অর্থাৎ ১০৭১২৪৯০ রথ, ১০৭১২৪৯০ হস্তী, ৪১১০৭৪৭০ অশ্ব এবং ৮৫৬২৫৪০ (? ৬৮৫৬২৫৫০) পদাতি লইয়া এক মহাক্ষৌহিণী। অক্ষৌহিণীর সংখ্যাগুলিকে ৬২৭ দ্বারা গুণ করিয়া এই সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' কামন্দকীয় 'নীতিসার', 'শুক্রনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থে অক্ষৌহিণীর উল্লেখ নাই।

রামায়ণে আদিকাণ্ডে (১. ২২. ৩; গৌড়ীয় সং ১. ২৩. ৩) অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ দেখা যায়; দশরথ বলিতেছেন— 'ইয়ং অক্ষৌহিণী পূর্ণা বলস্য মম চর্ষণী', অর্থাৎ, আমার এই পূর্ণ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে।

'বৌদ্ধজাতকে' পূর্ণাঙ্গিণী সেনা অর্থে 'অক্খোহিণী' (অক্ষৌহিণী) শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় (Cowell, vi. 201, 303)।

ভট্টনারায়ণ-কৃত 'বেণী-সংহার' নাটকে (২য় অঙ্ক) 'অক্ষৌহিণী'র উল্লেখ আছে— 'কিং নো ব্যাপ্ত দিশাং প্রকম্পিতভুবামক্ষৌহিণীনাং ফলং'। 'নলোপাখ্যান' (১. ৩) গ্রন্থেও এই শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে (বো-মো° ২২ পৃঃ)।

অপরাপর কতকগুলি সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য, নাটক প্রভৃতিতেও এই শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের নানাস্থানেও উহার উল্লেখ আছে, যথা—কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে' (তারাচাঁদ দাস-প্রকাশিত) 'কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্ষৌহিণী'—(পৃঃ ২০৭); 'অক্ষৌহিণী সঙ্গরি (সমর) যে সহিত রাবণ'—(পৃঃ ২৩০)।

'ভরত লক্ষ্মণ ঠাট দুই অক্ষৌহিণী।'
(পৃঃ ৪০০)

'শত্রুঘ্নের কটক যে দুই অক্ষৌহিণী।'
(পৃঃ ৪০১)

'চারি অক্ষৌহিণী সেনা হইল সাজন।'
(পৃঃ ৪০৩)
'দুই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে।'
(পৃঃ ৪০৪)
'শ্রীরামের সঙ্গে সাজে তিন অক্ষৌহিণী।'
(পৃঃ ৪০৬)

ইত্যাদি। কাশীদাসী 'মহাভারতে'ও বহুবার অক্ষৌহিণীর উল্লেখ আছে। বিজয় পণ্ডিতের 'মহাভারতে' আছে—

'একাদশ অক্ষৌহিণী হইল উপনীত।'
'সাত অক্ষৌহিণী সেনা হইল বহুতর।'
'একাদশ অক্ষৌহিণী হয় এক ভিতে।'

(ব° সা° প°-সং, পৃঃ ২৩৩-৪)। এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

'অসংখ্য', 'অগণিত' ইত্যাদি অর্থে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ কৃত্তিবাসী রামায়ণে করা হইয়াছে—'রাবণের বাহুকাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী'। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণের অন্ততঃ দুইস্থানে (কিষ্কিন্ধ্যা° পৃঃ ১৭১ এবং লঙ্কা° পৃঃ ২২৫) অত্যধিক সংখ্যা-নিরূপণে 'অক্ষৌহিণী' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'শত লক্ষ বানরেতে এক কোটী জানি।
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি॥
শত কোটি বৃন্দে হয় এক অর্বুদ গণন।
শত কোটি অর্বুদেতে খর্ব নিরূপণ॥
শত কোটি খর্বে এক মহাখর্ব জানি।
শত কোটি মহাখর্বে একশঙ্খ গণি॥
শত কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খের গণন।
শত কোটি মহাশঙ্খে পদ্ম নিরূপণ॥
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি।
শত কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি॥
শত কোটি সাগরে মহাসাগর গণি।
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী॥
শত কোটি অক্ষৌহিণীতে এক অপার।
অপারের অধিক গণনা নাহি আর॥'

মহাভারত-অনুসারে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে 'অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী' সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল, তন্মধ্যে কৌরব-পক্ষে একাদশ ও পাণ্ডব-পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা ছিল। অল্‌বেরুনী (পৃঃ ১৭৯) বলিয়াছেন, তাঁহার সময়ে কৌরব-পক্ষীয় সেনাবল-অনুসারে 'অক্ষৌহিণী' শব্দ ১১ অঙ্ককে নির্দেশ করিত, অর্থাৎ 'অক্ষৌহিণী' বলিলে ১১ বুঝাইত।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অক্ষু—[অশ্‌+উ। অশ্‌ ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ। কৃতাশূভ্যাং কৃমঃ। কালঃ; উণাদিকোষঃ—শব্দ°। ব্যাপকে অখণ্ডে কালে—বাচ°] স্ত্রী°, (বৈদিক)=জাল—উণাদি° সূ° ৩. ১৭॥ শব্দ° বো রো° বাচ°॥ ~যাবন্‌—তির্যগ্‌-গমনে going across.—ঋ° ৮. ৭. ৩৫॥ বো-রো° মনি॥

অক্ষুয়া—(বৈদিক) [অপ্রচলিত 'অক্ষু' (> ্‌অক্‌) শব্দের ৩য়া] অ, ১ চক্রের ন্যায় পাদবিক্ষেপে circuitously, transversely. 'তানক্ষুয়া সংভুক্ষন্তি বক্ষকুয়া ন শক্নুয়াদপি সমীচঃ।' —শ-ব্রা° ৩. ৫. ৪. ১৩ (টীকা=বক্রমার্গেণ, কাত্যায়নবৃত্তি ৮. ৫. ১১=কৌটিল্য)। ২ তির্যগ্‌ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া। ৩ অন্যায়ভাবে, পাপযুক্তভাবে—বৃহ-উ° ১. ৫. ১৭॥ মনি°॥ ৪ (সুবহ°) কোণাকোণি ভাবে diogonally. ~দেশ—মধ্যবর্তিস্থান an intermediate region॥ মনি°॥ ~দ্রুহ্‌—অন্যায়ভাবে অনিষ্টান্বেষণ।—ঋ° ১. ১১২. ৯॥ বো রো°॥ ~ধ্রুক্‌—অন্যায়ভাবে অনিষ্টানুসন্ধান। ~রজ্জু—(সুবহ°) কর্ণরেখা diagonal line. ~স্তৌমিয়া—(তৈ-স°, শ-ব্রা°) ইষ্টকা-বি°॥ মনি°॥

অক্ষ্য—সৌবর্চল লবণ।

অক্ষ্যুপনিষদ্‌—তত্ত্বসঙ্কলীয় উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র উপনিষদ্‌-বি°।

[I. O. Cat. 3183; Haug. 44; Bhr. 487; Oppr. 7794, ii. 3087]

অখ্‌খল—[বৈদিক] আনন্দপ্রকাশক ধ্বনি (ঋ° ৭. ১০৩. ৩)। ~ীকরণ—[বৈদিক] আনন্দসূচক ধ্বনি উচ্চারণ (ঋ° ৭. ১০৩. ৩)।

অখ্‌তর—১ আরবের অন্তর্বর্তী বেল-এল-এপ্রিকের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থিত স্থান। ২ রাশিয়ার অন্তর্গত আজ়ফ সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। ৩ [আ° = তারকা (Star)] পারস্য সমাচার পত্র-বি°। কনস্তান্তিনোপ্‌ল হইতে মজ়দের জোরোয়াস্ত্রীয় সম্প্রদায়-কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৭৫-৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বাহির হইয়া বন্ধ হয়।—E. G. Browne: A Literary History of Persia. ৪ প্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও কবি। হুগলীনিবাসী ক়াজী মুহম্মদ সাদিক় খাঁ-কর্তৃক গৃহীত কবি-নাম। [ক়াজী মুহম্মদ সাদিক় খাঁ দ্র°] ৫ অযোধ্যার শেষ রাজা বাজিদ আলি শাহ্‌র (১৮৪৭-১৮৫৬ খ্রীঃ) নামান্তর। ইনি গার্ডেনরীচে (কলিকাতা) অবস্থান-কালে পারস্য ভাষায় যে সমস্ত কবিতা রচনা করিতেন সেগুলির রচয়িতা হিসাবে নিজেকে অখ্‌তর নামে পরিচিত করিতেন। [বাজিদ আলি শাহ্‌ দ্র°]।

[OBD]

অখ্‌তরী—মুসলিহুদ্দীন্‌ মুস্তফা বিন্‌ শম্‌-সুদ্দীন্‌ অল্‌ ক়রহিসারী। ১৫৪৫ খ্রীঃ আরবী-তুর্কী অভিধান 'অখ্‌তরী কবীর' প্রণয়ন করেন, কনস্তান্তিনোপলে উহা প্রথম মুদ্রিত হয়। কয়েকখানি সংক্ষিপ্তসারও আছে। মৃত্যু—১৫৬১ খ্রীঃ।

[Flugel: Die arab. pers. u. turk. Hss. zu Wien, i. 119-20]

অখ্‌তল্‌, অল্‌—প্রকৃত নাম, গিয়াস্‌-বিন্‌ সল্‌ৎ বিন্‌ তারিক়। গৃহীত নাম—অল্‌-অখ্‌তল্‌। শত্রুসম্প্রদায়-কর্তৃক ব্যবহৃত নাম—দউবল, অর্থাৎ শূকর কিংবা নেকড়ে বাঘ। জন্ম—৬৪০ খ্রীঃ অল-হীরা বা রুসাফের নিকট-বর্তী সীরীয় মরুভূমিতে। মৃত্যু—৭১০ খ্রীঃ। মাতা—খ্রীষ্টান য়াদ্‌-জাতীয়া মহিলা।

আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ উমৈয়াদ খ্রীষ্টান কবি। ইনি মেসোপোটেমিয়ার তগলিবের খ্রীষ্টান জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহার জীবন-সম্বন্ধে খুব কমই জানা গিয়াছে। জীবনের কিয়দংশ দামস্কসে ও কিয়দংশ নিজ জাতির মধ্যে অতিবাহিত করেন। ইঁহার প্রধান সঙ্গী ছিলেন কবি জরির ও কবি ফেরাজ়দক। অখ্‌-তলের কবিতাগুলি জেসুইট্‌ প্রেস হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আরবীয় খ্রীষ্টানদিগের রীতি-অনুসারে ইনি গলায় একটী স্বর্ণ-নির্মিত ক্রস্‌ সর্বদা ঝুলাইয়া রাখিতেন।

ধর্মবিষয়ে তিনি বিশেষ সংযত ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তৎকালীন খলিফ ইঁহাকে খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আদেশ দেওয়ায় ইনি উহা অস্বীকার করেন এবং তাঁহার জন্য বহু ক্লেশ ও বিপদের সম্মুখীন হন। ইঁহার পত্নী ইঁহার সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ করিলে ইনি পুনরায় এক বিবাহবিচ্ছিন্না রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন। আরবীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই রীতি অতি সাধারণ। ইঁহার কোন বংশধরের নাম পাওয়া যায় না। কবিতা রচনায় ইঁহার জীবনের ৪০ বৎসর নিয়োজিত হইয়াছিল। ইনি মনোরম উচ্চ শ্রেণীর কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার দীওয়ান অতিশয় প্রাঞ্জল। খলিফ ১ম বাহিদ 'ইবন্‌ 'অব্দ্‌ রহিমির রাজ্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

[Kitab al-Aghani, vii. 169-88, x. 2-6 ; Khizanat al-adab, i. 220-1 ; Caussin de Perceval Notice sur les poetes arabes Akhtal Ferazdaq et Djerir—JAP series 2, tome 13, 289, 507, tome 14, 5ff ; Houtsma Lugd : Akhtal Encomium Omayadarum, Bat. 1878 ; Dorn Muh. Quellen zur Gesch. der sudl. Kustenlander des Kasp. Meeres iv. St. Petersburg 1858, S. 64-70 ; P. A. Salhani S. J. (ed) : Le diwan d'al Akhtal, Beyrouth 1891-2, vgl. Noldeke WZKM, v. 160ff, vi. 340ff ; H. Lammens : Le chantre des Omiades—JAP s. 9, tome 4, 94-176, 193-241, 381-459 ; Do : Le Chantre des Omiades notes biographiques et litteraires sur le Poete arabe chretion Akhtal, Paris, 1895, 1-201 ; Wiener Zeitschr f. d. Kunde des Morgenlandes, v. 160sq ; Naqa'id Gerir wal Akhtal ta'lif al imam……Abi Temmam cod. Cpl. Bibl. 'Umumije. nr. 5471 ; Carl Brockelmann : Geschichte der Arabischen Literatur, i. 49-52 ; E. G. Browne : A Literary History of Persia, 280 ; A. I. S. de Sacy : Expose de la religion des Druzes, 1838]

মৌলবী মুহম্মদ হিদায়ৎ হোসেন

অখ্‌তিজ্‌—উৎসব-বি°। বোম্বাই প্রদেশে—অখতজ ; সাধারণতঃ 'অক্ষয়তৃতীয়া' [অক্ষয়-তৃতীয়া দ্র°]। বৈশাখ মাসের শুক্লা-তৃতীয়ায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কৃষি-কার্যের বৎসর এই দিন হইতে সূচিত হয়। কৃষকগণ 'রবিখন্দে'র সময় বণিক্‌দিগের নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করে [রবিখন্দ দ্র°] এই শুভদিনে তাহারা তাহা পরিশোধ করে। কৃষিকার্যের উপযোগী অস্ত্রাদি এইদিন প্রস্তুত করিতে দিতে হয় এবং সামান্য ভূমিকর্ষণ করিতে হয়, তবে বীজবপন নিষিদ্ধ। এই দিন কৃষকগণ-কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার বিধিও প্রচলিত।

অনেক স্থলে এই দিন বৃষপূজার দিন—বিবিধ উপচারে বৃষের পূজা করা হইয়া থাকে। মরাঠা প্রদেশে 'চিত্রকথী' নামক চিত্রকর-সম্প্রদায় এই উৎসব-উপলক্ষে পূর্বপুরুষগণের সম্মানার্থ একটী জলপূর্ণ পাত্রেরও পূজা করে।

[BG, ix. pt.-ii. 23n5, 66, 157, 170, 269, 313, 336, 374 ; Russel & Hiralal : Tribes and Castes of C. P. of India, 1916, ii. 439]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অখ্‌নূর্[1], —কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত জম্মু জেলার তহ্‌সীল-বি°। আয়তন—৩১৭ বর্গ-মাইল। নগরসংখ্যা—১, নাম 'অখ্‌নূর' এবং গ্রামসংখ্যা—২১৮। লোকসংখ্যা (১৯৩১ খ্রীঃ আদমসুমারী)—৮০৪৭১ ; পুরুষ—৪২৮৫১, স্ত্রী—৩৭৫৮০। মুসলমানের সংখ্যা অধিক।

অখ্‌নূর্[2]—কাশ্মীর রাজ্যের অখ্‌নূর তহ্‌-শীলের নগর [অখ্‌নূর[1] দ্র°]। অক্ষা° ৩২° ৫´ উ° ও দ্রা° ৭৪° ৪৭´ পূ°। হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে অবস্থিত। ইহার পার্শ্ব দিয়া চিনাব নদী প্রবাহিত হইয়াছে। একটী সুবৃহৎ প্রাচীন প্রাসাদ এবং 'অখ্‌নূর' দুর্গ নগরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এই স্থানে দেখা যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চিনাব নদী দিয়া নৌকাযোগে এই নগরে যাতায়াত করা যায়।

অখ্‌ফশ্‌, অল্‌—[অখ্‌ফশ 'দ্বিতীয়' বা 'মধ্য'] বৈয়াকরণ ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌। ৷৩৫ খ্রীঃ বা তৎপূর্বে জীবিত ছিলেন। সীবয়্‌হির শিষ্য। গুরুর ন্যায় নিজেও সম্ভবতঃ পারস্যদেশীয়।

[E. G. Browne : A Lit. Hist. of Persia, 178]

অখ্‌বার—[আ° খবর ; বহুব°—অখ্‌বার] ১ সংবাদ; সংবাদপত্র। ২ শাসনবিবরণ। ~নবীস—১ সংবাদ-লেখক, সংবাদদাতা, সাংবাদিক। ২ মুসলমান সম্রাট্‌দের অধীন একশ্রেণীর কর্মচারী ; ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্টস্থানের সংবাদ বাদশাহ্‌র নিকট লিখিয়া পাঠানই ইঁহাদের কাজ ছিল।

অখ্‌বার, (অল্‌-) অত্‌-তিৱাল—অর্থাৎ, দীর্ঘ গল্পসমূহের গ্রন্থ। গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—অবূ হনীফ অহ্‌মদ ইবন্‌ দা'উদ্‌ অল্‌-দীনবরী [অদ্‌-দীনবরী দ্র°]। ইহাতে পারস্যদেশের সাধারণ ইতিহাস গল্পে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

W. Guirgass ইহার একটী অনুবাদ-সংস্করণ (Leiden, 1888) এবং I. Kratchkovsky একটী ভূমিকা ও সূচী-সম্বলিত সংস্করণ প্রকাশ করেন (Leiden, 1912)।

[George Sarton : Introduction to the Hist. of Science, Washington, 1927, i. 615]

অখ্‌বার, অল্‌-রুসুল ব অল্‌-মুলূক—অর্থাৎ, সংস্কারক নেতৃবৃন্দ ও নৃপতিগণের বর্ষানুক্রমিক ইতিবৃত্ত। ঐতিহাসিক গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—অবূ জ'ফর্‌ মুহম্মদ ইবন্‌ জরীর অল্‌-তবরী [অত্‌-তবরী দ্র°]। আদম হইতে তাহার লিখিত সৃষ্টিকাল হইতে ৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বিস্তারিত ঘটনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

[George Sarton : Introduction to the Hist. of Science, Washington, 1927, i. 642]

অখ্‌বার, অল্‌-সীন্‌ অল্‌-হিন্দ্‌—অর্থাৎ, চীনদেশ ও ভারতবর্ষের সংবাদ। গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—অবূ জৈদ অল্‌-হসন অল্‌-সীরাফী [অবূ জৈদ দ্র°]। এই গ্রন্থে চীনদেশ, ভারতবর্ষ, খুরাসান, আরবের দক্ষিণ উপকূল, জাঞ্জিবার উপকূলের বিবরণ ও ৮৭৮ খ্রীঃ খান্‌ফূ (কান্‌ফু বা ক্যাণ্টন) নগরের গণহত্যা-বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

[George Sarton : Introduction to the Hist. of Science, Washington, 1927, i. 636]

অখ্‌বার ই অখ্‌য়ার[1], —ঐতিহাসিক গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা—গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ হুমাউদ্দীন খোন্দমীর [খোন্দমীর দ্র°]। মুগল-সম্রাট্‌ বাবরের রাজত্বকালে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

[EHI, iv. 142, 536]

অখ্‌বার-ই অখ্‌য়ার[2], —ঐতিহাসিক গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা—ভারতের প্রসিদ্ধ মুসলমান

ঐতিহাসিক শেখ অব্‌দুল হক [শেখ অব্‌দুল হক দ্র°] এই গ্রন্থে সাধু ফকিরগণ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

[EHI, iv. 142, vi. 175, 176, 184]

অখ্বার - ই দৱ্‌ল—ঐতিহাসিক গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা—মুহম্মদ বিন্ য়ূসুফ্ বিন্ মুহম্মদ। ইহাতে ভারতীয় ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

[EHI, vi. 570-1]

অখ্বার-ই বরামিক—গ্রন্থ-বি°। মুহম্মদ উফী-লিখিত 'জামিউল হিকায়াৎ' গ্রন্থ-রচনায় এই গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল বলিয়া 'জামিউল হিকায়াৎ'এ উল্লিখিত হইয়াছে।

[EHI, ii. 157]

অখ্বার - ই মুহব্বৎ — গজ্‌নী-আমল হইতে ১৮০৩ খ্রীঃ ২য় মুহম্মদ অকবরের সিংহাসনারোহণকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রচয়িতা—নবাব মুহব্বৎ খাঁ [মুহব্বৎ খাঁ দ্র°]।

গ্রন্থখানির অধিকাংশ অর্বাচীন ও এবং তাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। গ্রন্থকার নিজ বংশের মর্যাদার গর্ব করিয়া এবং নিজ পূর্বপুরুষগণের কার্যকলাপে পক্ষপাতিত্ব করিয়া গ্রন্থখানির পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। গ্রন্থটী যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। যে সমুদয় গ্রন্থের সাহায্য গ্রন্থকার লইয়াছেন সেগুলির নাম তিনি ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে 'অক্‌বর-নামা', 'তারিখ্‌-ই অক্‌বরী', 'তবকাৎ-ই অক্‌বরী', 'ইক্‌বাল-নামা', 'তারিখ্‌-ই শাহ্‌জহানী' প্রভৃতি মুসলমান গ্রন্থ ও 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বিষ্ণু-পুরাণ', 'ভাগবত', 'যোগবাশিষ্ঠ', 'রাজতরঙ্গিণী' 'রাজাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থের সাহায্য না লইয়াই যেমন উহার নামোল্লেখ করা হয় এই গ্রন্থেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

[EHI, viii. 376-93]

অতোয়ার রহমান সিদ্দিকী

অখ্বার-ই-সিহাবী—গ্রন্থ-বি°। ইহাতে সিহাবী-বংশের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের নিজ নামে অথবা যাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত তাঁহার নামে গ্রন্থটীর নামকরণ হইয়াছে। 'সুলতান গিয়াসুদ্দীনের কন্যা শাহ্ মলিক্‌এর নিকট গ্রন্থটী অতিশয় প্রিয় ছিল।

[TN, 291, 292n]

অখ্বারাৎ-ই হিন্দ্—প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মুহম্মদ রিজ়া-লিখিত 'বহ্‌রুল্ ম্‌ৱ্‌ক্‌বাৎ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের নাম [মুহম্মদ রিজ়া দ্র°]। উহাতে ভারতে হিন্দু-আমল হইতে ইংরেজ-আমলের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ড ১৮৫৭-৮ খ্রীঃ (১২৭৪ হিঃ) রচিত হয়।

[EHI, viii. 433-6]

অখ্বারিয়াহ্—শিয়াহ্ মুসলমানগণের ধর্মসম্প্রদায়-বি°। D. T. T, 414. [শিয়াহ্ দ্র°]

অখ্বারুস্ সহাব—গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা—ইব্‌ন্ অসীর [ইব্‌ন্ অসীর দ্র°]।

[EHI, ii. 245]

অখ্মিম, এখ্মিম্ — উত্তর মিশরের অন্তর্গত প্রাচীন নগর। নীলনদের উপত্যকা হইতে নদীপথে গমন করিলে তৃতীয় প্রাচীন নগর অখ্মিম্ পাওয়া যায়। ইহার নিকটে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। উত্তর মিশরের একটী সমাধিস্তম্ভে কার্পাস-সূত্রের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 'পাপীরস' তৃণ হইতে প্রাচীন মিশরবাসিগণ এই স্থানে কাগজ প্রস্তুত করিত।

[Mariette : Monuments divers, pl. xxi. b and text, 6 ; Schiaparelli : Chemmis Achmin e la sua antica Necropoli, in the Etudes Archeologiques, historiques et lingnistiques, dedies a Dr. C. Lemans, 85-88.]

অখ্‌রস্, অল্—'অবদুল গ়ফ্‌ফার বিন্ 'অবদুল ৱাহিদ্ বিন্ ৱাহ্‌ব্। অল্-অখ্‌রস (বোবা ব্যক্তি) উপনাম। জন্ম—১৮০৫ খ্রীঃ, অল্ মউসিল্; মৃত্যু—১৮৭৪ খ্রীঃ, বস্‌রা।

প্রসিদ্ধ আরবীয় কবি। ইঁহার প্রভাব-বিস্তারের জন্য বগদাদের তৎকালীন রুমী দাঊদ পাশা ইঁহাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন; কিন্তু ভারতবর্ষে ইঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। ইঁহার কবিতা ইরাক্‌বাসীদের খুব প্রিয়। রচনা-প্রণালীতে ইনি ইঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি বহু গ়জ়ল ও মুরসলাৎ রচনা করেন, কিন্তু সেগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া দীবান প্রণয়ন করেন নাই। ইঁহার মৃত্যুর পর ১৮৮৩-৭ খ্রীঃ অহ্‌মদ 'ইজ্‌জ়ৎ-পাশা অল্-ফারূকী ইঁহার কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া দীবান সংকলন করেন। কনস্তান্তিনোপলে উহা ছাপা হয়। এই দীবানের নাম—অল্-তিরাজ় অল্-অনফস ফী শি'র অল্-অখ্‌রস।

[Huart : Letterature arabe, 425]

অতোয়ার রহমান সিদ্দিকী

অখ্লাক্‌ - ই - জলালি — ধর্মনীতি-(Ethics) সম্বন্ধীয় ফার্সী গ্রন্থ। প্রণেতা—জলালুদ্দীন দৱানী মুহম্মদ বিন্ অস'দ সাদ্দাকি। (জন্ম—কাজ়রুন জেলার অন্তর্গত দৱান নামক গ্রামে ৮৩০ হিঃ; মৃত্যু—কাজ়রুনের নিকট ৯০৮ হিঃ; নামান্তর—সিদ্দিকি। অবু বকর সিদ্দিক্‌এর বংশধর। তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরূপে পরিচিত।) খ্রীঃ ১৫শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত।

গ্রন্থখানি একটী ভূমিকা ও তিনটী খণ্ডে ('লামেয়া') বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি অধ্যায়ও ('লমা') উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের নাম 'দর তহজি়ব অখ্লাক্‌' অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মনীতি (ethics proper); দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'দর তদবীর মনজি়ল' অর্থাৎ বংশের শাসননীতি (government of the family); এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম 'দর তদবীর মদন' অর্থাৎ শহরের শাসননীতি (government of the city)। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অধিকাংশই তিনি 'অখ্লাক্‌-ই নাসিরি' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮১০ খ্রীঃ কলিকাতায় ইহার একটী মুদ্রিত সংস্করণ ও ১৮৬৬-৭ খ্রীঃ (১২৮৩ হিঃ) লক্ষ্ণৌ 'নবলকিশোর প্রেস' হইতে একটী 'লিথোগ্রাফ'-সংস্করণ প্রকাশিত হয়। লণ্ডন শহরে ১৮৩৯ খ্রীঃ W. F. Thompson সাহেব 'Practical Philosophy of the Muhamedan People' নামে একটী ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। মুহম্মদ কাজি়ম শিরাজী ও প্রকাশ করিয়াছেন।

[BM. Cat. 442-3 ; E. G. Browne : A Literary History of Persia, 261]

মুহম্মদ হিদায়ৎ হোসেন

অখ্লাক্‌-ই জহাঙ্গীরী—শেখ 'অব্‌দুল ৱহাব-রচিত সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত [অব্‌দুল ৱহাব দ্র°]। 'তবকাৎ-ই-শাহ্‌জহানী' গ্রন্থে ইহার নাম উক্ত হইয়াছে।

[EHI, vi. 447.]

অখ্লাক্-ই নাসিরি — ফার্সী গ্রন্থবি°। রচয়িতা—নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ বিন্ মুহম্মদ বিন্-উল্ হসনউৎ-তুসি। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ্ (জন্ম—১২০০ খ্রীঃ বা ৫৯৭ হিঃ এবং মৃত্যু—বগদাদ শহরে ৬৭২ হিঃ বা ১২৭৪ খ্রীঃ জুন মাসে)। গ্রন্থখানি কুহিস্তানের ইস্মইলি শাসনকর্তা নাসিরুদ্দীন অবদ্'র রহিম বিন্ অবি মনসুরকে উৎসর্গীকৃত। এই গ্রন্থের কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ; যথা—বোম্বাইয়ে ১২৬৭ হিঃ; কলিকাতায় ১২৬৯ হিঃ ; লখ্নৌয়ে ১২৮৬ হিঃ ; এবং লাহোরে ১৮৬৫ খ্রীঃ। ইহার মূত্রার সারাংশ Lieut. E. Frissel-কর্ত্তৃক Bombay Transactions, i. 17-40তে প্রকাশিত হইয়াছে।

[Abul Fazaj. Historia dynastiarum, 358 ; Fleischer : Dresden Cat. No. 343, Schier: Specimen editions libri. Akhlaqi Nasiri, Dresden 1841, Sprenger : Zeitschrift, xiii. 539-41 B.M. Cat. of Persian Mss. iii. 441-2]

অখ্লাজ—[খল্জ দ্র°]।

অখ—সুপারী গাছ areca faufel or catachu ॥ 'অথঅথানিকোচথঃ স্যাৎ ক্রমুঃ' —কল্পদ্রু° ৩২৩. ৫৬ ॥

অখণ্ড—১ ঘোড়া নব। ২ সুন্দর—(বাসব° ২৮৫. ৭)।

অখট্ট—[হি° পিয়ার, পিয়াল, চিরোঞ্জি ; গ.রবাল — পিয়াল, মুরিয়া, কটকিল্বা ; অযোধ্যা—পিয়ার, পেইরা, পেয়ুরা ; কোল—তরুম্ ; ভূমিজ—পিয়ল ; খরবার—পীয়া ; সাঁওতাল—তরোপ ; ওড়িয়া—চক্ ; মধ্যপ্রদেশ—আচার, চার, চিরোঞ্জি ; ভীল—সীর ; বোম্বাই—পিয়াল, চারোলি ; কাইরাবাদ—চরবলি ; তামিল—মওদা, মরম্, কটময়া, অইমা ; তেলুগু—চর, চকমমুদি, জাক মাবিদি, চার-পপু ; কনড়—মুর্কলু ; মলয়—কালময়ম্ ; গুজ° কচ্ছ—চারোলি ; বর্মা—লোনেকা, লুয়বোচ লবোবেন, লবো বা লন্‌গো, লোনেপোময়া ; সং—পিয়াল, চার, চিরিক, অখট, খরস্কন্ধ, ললন, সন্নক্ত, তাপসপ্রিয়, উপবর্ত, ধনুঃপট] পিয়াল Buchanania Latifolia। চিরোঞ্জি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষ ও বর্মাপ্রদেশের পর্বতীয় প্রদেশে ৩০০০ ফুট অনুচ্চ স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহা ২০ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। ছোটনাগপুর ও সম্বলপুর জেলার শালবনে এই বৃক্ষ বহু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে একরূপ আঠা পাওয়া যায়। কাপড়ে 'ক্যালিকো-ছাপ' (calico printing) করিতে কোন কোন স্থানে ইহার ব্যবহার আছে।

ইহার ফল পাকিলে খাইতে সুস্বাদু হয়। ভিতরের শাঁসের জন্যই ইহার চাহিদা খুব বেশী। এই শাঁস হইতে হালুয়ার ন্যায় তুমিষ্ট ও সুগন্ধ মিঠাই প্রস্তুত হয়।

বৈদ্যকশাস্ত্রে পিয়াল ফলের নানা গুণ বিবৃত আছে। ইহা হৃদ্‌রোগের উপকারী, কফপিত্ত নাশক ও বলকারক। গুণ— 'মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং বাতপিত্তঘ্নং গুরু সরং অরদাহতৃষ্ণাহরঞ্চ'। ইহার মজ্জা—'মধুরং জল্যং বৃষ্যং বাতপিত্তহরং দুর্জরং স্নিগ্ধং বিষ্টম্ভি আমবর্ধনঞ্চ'। পক্বফল—'বৃষ্যং গৌল্যং অম্লকং গুরু চ'। বীজ—'মধুরং বৃষ্যং পিত্তদাহঘ্নঞ্চ'—রাজনি° ব° ১১। বীজকে পেয়ালবীজ ও চারদানা বলে। 'চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্নস্তৎফলং মধুরং গুরুস্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্তদাহজ্বরতৃষাপহম্। প্রিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ। হৃদ্যোঽতিদুর্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী চামবর্ধনঃ।'—ভাব° আমাদি-ব°।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী

অখটি১—গ্রাস, গলাধঃকরণ, গিলিয়া খাওয়া act of swallowing ॥ 'পুংস্যখটিঃ স্ত্রিয়াং খাটী খাটির্গরণগূরণে'—কল্পদ্রু° ২৩৬. ১৫ ॥

অখটি২—[প্রা° আখটি (<সং° অকোটি)] ১ অসদ্ব্যবহার, মন্দ আচরণ, অশিষ্ট ব্যবহার ॥ বাচ° শব্দ° ॥ ২ শিশুদিগের আবদার, দুষ্টামি, খেয়াল, অসদ্গ্রহ ॥ ত্রিকাণ্ড° ৩. ২. ৪ ; বো-বো° ॥

অখড়জাত — [মূ° —আ° ইখ্‌ড়াজাত। বা° অখড়জাত, আখড়জাত] ১ কর্মচারিদিগের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট রাজস্বের অংশ। ২ জমিদারীর সরঞ্জামের ব্যয়।

অখণ্ড১—[নঞ্—অ (নাই) খণ্ড যাহার বা যাহাতে—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ যাহা খণ্ড বা বিভক্ত নহে, খণ্ডরহিত, পূর্ণ, সমগ্র, সকল, অক্ষয়, অবিভক্ত। 'অখণ্ডঃ পুণ্যানাং ফলমিব—শকু° ২. ৫৫ ; 'অখণ্ডসাম্রাজ্যপতিভবেতি'—ভাস্কর ; বালবোধিনী ২৯ ; 'গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড'—কৃ-কী° ১২৫ ; 'বিবিধ ■ একই তান। গাওত গাওত অখণ্ডতান।'—প-ক-ত° ১৪২৮ ॥ বাচ° অভি° সারার্থ° ৭৪ ; অম° বো-বো° ॥ ২ অক্ষত, নিখুঁত। ৩ অবিচ্ছিন্ন। ৪ দোষস্পর্শহীন, বিশুদ্ধ। ৫ অক্ষুণ্ণ—যেমন, অখণ্ড প্রতাপ। ৬ (বা°)]=অখণ্ডা। অব্যর্থ, অলঙ্ঘনীয়, অকাট্য, অপরিবর্তনীয়। ৭ অছিন্ন, আস্ত, গোটা—যেমন 'অখণ্ড শ্রীফল'-ক-ক চ° ২৮০। ~ফল—বিণ, পূর্ণ (চন্দ্র) —কাদম্বরী° ৮৪.২। ~কাল—'অখণ্ডকালেশেনাধারে একাস্তে —যশতি° ৪০৬. ৫ ; ~তা, ত্ব—সম্পূর্ণতা। ~দণ্ড—একাধিপত্য, অব্যাহত প্রভুত্ব। ~ন—১ পুং°, কাল ॥ শব্দ° শব্দচন্দ্রিকা ॥ ২ (নিরবয়বত্বহেতু) ব্রহ্ম, পরমাত্মা ॥ বাচ° ॥ ৩ ক্লী°, অভেদ not breaking, খণ্ডনরাহিত্য, অপ্রত্যাখ্যান non-refutation ৪ বিণ.—অখণ্ডিত unbroken ; অখণ্ড full, entire ; বি,-তা,-ত্ব। ~নীয়- [স্ত্রী—া] যাহা খণ্ডন করিতে পারা যায় না, অকাট্য। ~বোধ—পূর্ণজ্ঞান। 'আধারমানন্দমখণ্ডবোধম্'—কৈবল্যউ° ১৫। ~মণ্ডল—১ সম্পূর্ণ চক্রের মত আকৃতি, সম্পূর্ণ গোল। ২ সকল, পূর্ণকল। —ভাগব° ৬. ২৬০

অখণ্ড২—পরম শৈব দেবদত্তের পুত্র। দেবদত্ত অলকাপুরীতে বাস করিতেন। তাঁহার গণ্ড, দণ্ড, দেবকুট, মহাগিরি, প্রচণ্ড, খণ্ড, অখণ্ড ও পৃথু নামে আট পুত্র ছিল। তাঁহারা একদিন শিবপূজার্থ মানসসরোবর হইতে কয়েকটী পদ্মফুল আহরণ করেন; কিন্তু উঁহাদের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পুষ্পগুলি আঘ্রাণ করিয়া পিতাকে প্রদান করেন। আঘ্রাত উচ্ছিষ্ট-পুষ্প-প্রদান-জনিত পাপে তাঁহারা ত্রিলয়ণ অঙ্গরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। —শিব° বিশ্ব° ৪৮।

অখণ্ড৩—গাজীপুরের ১২ মাইল দক্ষিণে দিলদারনগরের প্রাচীন নাম। [GDI,3]

অখণ্ড৪—গ্রন্থকার-বি°। রচিত গ্রন্থ—'অখণ্ডাদর্শ' [অখণ্ডাদর্শ দ্র°]।

অখণ্ডদ্বাদশী—বিষ্ণুদ্বাদশীর অন্যতমা। জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অখণ্ড প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্বাদশী আছে। ~ **ব্রত**—(স্মৃতি°) ব্রত-বি°। এই ব্রতে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে পঞ্চগব্য মাত্র ভোজন করিয়া থাকিতে হয় এবং পরে দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। অতঃপর অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই চারিমাস পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে পঞ্চব্রীহিযুক্ত পাত্র প্রদান করিবার নিয়ম। বিষ্ণুর নিকট ব্রতকারীকে এইরূপে প্রার্থনা করিতে হয়, 'হে ভগবান্, আমি সপ্তজন্ম ধরিয়া যাহা কিছু সৎকর্ম করিয়াছি তোমার অনুগ্রহে তাহা অখণ্ড হউক। তুমিই যেমন এই অখণ্ড জগৎ পুরুষোত্তমরূপী, সেইরূপ আমার সমস্ত ব্রত অখণ্ড হউক।'* ইহার পর চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারিমাসে যথাপূর্ব বিষ্ণুর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে শক্তু-পূর্ণ পাত্র প্রদান করিতে [illegible] এবং তদনন্তর শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারি মাসে যথাপূর্ব ব্রাহ্মণকে ঘৃতপূর্ণ পাত্র প্রদান করিতে হয়। এইরূপে এক বৎসর পূর্ণ হইলে 'অখণ্ডদ্বাদশী' ব্রত সমাপ্ত হইবে। এই ব্রত অনুষ্ঠান করার ফলে সপ্তজন্মকৃত ব্রত-বৈকল্য সফল হইয়া থাকে এবং ব্রতী মানব স্ত্রীপুত্র, স্বাস্থ্য, আয়ু, সুখ ও ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হয়।

[অগ্নিপু° ১৯০ ; পদ্মপু° পা° ২৮, ৮৯-৯ ; ; গরুড়পু° পূর্ব° ১১৮]

অখণ্ডধাম (মু°-ন)—'উপদেশসাহস্রী' নামক গ্রন্থের টীকা 'গূঢ়ার্থদীপিকা'র রচয়িতা। ইনি অখণ্ডানুভূতির শিষ্য।

অখণ্ডম্—অ°, অবিচ্ছিন্নরূপে, uninterruptedly.

---

* সপ্তজন্মনি যৎ কিঞ্চিন্ময়াখণ্ডব্রতং কৃতম্।
ভগবংস্তৎপ্রসাদেন তদখণ্ডমিহাস্তু মে।
যথাখণ্ডং জগৎ সর্বং ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ।
তথাখিলান্যখণ্ডানি ব্রতানি মম সন্তু বৈ। গরুড়পু° পূর্ব° ১১৮. ৩-৫।

অখণ্ডাদর্শ—অখণ্ড রচিত নিবন্ধ। ধর্ম ও ব্যবহার ইহার দুইটী কাণ্ড। বেঙ্কটনাথ স্মৃতিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।—Kane : History of Dharmashastra.

অখণ্ডানন্দ মুনি—বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী। আচার্য অখণ্ডানুভূতির শিষ্য। মাধবাচার্য বিদ্যারণ্যের পরবর্তীকালে খ্রীঃ ১৪শ শতকে জীবিত ছিলেন। পাদপদ্মাচার্য-কৃত 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' গ্রন্থের 'বিবরণতত্ত্বদীপন' নামে টীকা সংকলন করেন। 'পঞ্চপাদিকাবিবরণে'র আর একটী টীকা আছে, উহা নৃসিংহাশ্রম-কৃত 'ভাবপ্রকাশিকা'। 'ভাবপ্রকাশিকা'য় 'বিবরণতত্ত্বদীপনে'র উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এজন্য অনুমিত হয় যে অখণ্ডানন্দের টীকা পূর্বে লিখিত হইয়াছিল।

অখণ্ডানন্দ স্বামী—গঙ্গাধর মহারাজ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্যবর্গের অন্যতম। জন্ম—১৮৬৬ খ্রীঃ, সেপ্টেম্বর যশোহর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মনগ্রাম। পিতা—শ্রীমন্ত ঘটক তত্ত্বজ্ঞ (সাবর্ণ গঙ্গোপাধ্যায়-বংশীয়)। খ্যাতনামা স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়) মহারাজের সাহচর্য ও শিক্ষায় বাল্যকাল হইতেই নিয়মিত রূপে কঠোর ব্রহ্মচর্য-পালন ও ধর্মসাধন করিতে থাকেন। ইনি অতিশয় পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ ইনি নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীর সমুদয় আনুষ্ঠানিক নিয়মাদি বিধিপূর্বক পালন করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় চতুর্দশ বৎসর বয়সে ইনি প্রথম পরমহংসদেবের দর্শন লাভ করেন এবং দর্শনমাত্রেই পরমহংসদেব বহুকালের পরিচিতের ন্যায় ইহার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করেন। ক্রমশঃ ইনি দক্ষিণেশ্বরে ঘনিষ্ঠভাবে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন এবং পরমহংসদেবের অসীম দয়ায় সাধনমার্গে ইনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব যখন অসুস্থাবস্থায় কাশীপুর উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ইনি তাঁহাকে বিশেষভাবে সেবা করিয়া কৃতার্থ হন। পরে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং অতঃপর ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। এই সময়ে ইনি বহুশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন।

পিতার অনুমতি ও পদধূলি লইয়া ইনি যখন সন্ন্যাসব্রত লইয়া গৃহত্যাগ করেন তখন পিতা স্বয়ং হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া 'ভগবান্ লাভ কর' এই বলিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করেন।

১৮৯৭ খ্রীঃ ইনি গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ স্বামীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে'র সর্বপ্রথম আশ্রম মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাবদা সারগাছি গ্রামে স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে ইনি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যা, ধর্ম ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। পরহিতব্রতচারী ইনি অপর একটী অনাথাশ্রম ও দুঃস্থগণের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়, শ্রমজীবী ও নিরন্নদের বালকদিগের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জনৈক মুসলমান দাতার সাহায্যে একটী অবৈতনিক ঔষধালয় স্থাপন করেন। গুরুদেবের তিরোধানের পর উত্তরাখণ্ড হইয়া ইনি তিব-

বৎসরকাল তিব্বত ভ্রমণ করেন। 'তিব্বতে তিন বৎসর' শিরোনামায় ইঁহার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'উদ্বোধন' পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। কোন বিশেষ কারণে ইনি অদ্যাপি কাহাকেও মন্ত্রশিষ্য করেন নাই। ১৯৩৪ খ্রীঃ শিবানন্দ স্বামী দেহরক্ষা করিলে তাঁহার স্থানে ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সভাপতিপদে বৃত হইয়াছেন। বাল্যাবধি ইঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য-পালন, তীব্র বৈরাগ্য ও সাধনা, বালক-সুলভ সরল স্বভাব, অক্লান্ত জনসেবা, গভীর ধর্ম-পিপাসা ও উদার মহাপ্রাণতা ইঁহাকে সর্বজন-পূজ্য করিয়াছে।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু

অখণ্ডানুভূতি—'উপদেশসাহস্রী' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা-রচয়িতা অখণ্ডধামের গুরু।

অখণ্ডার্থ নিরূপণ—গ্রন্থ-বি'। —Oppert. I.

অখণ্ডিত—১ বিণ, খণ্ডিত নয় এমন, অবিভক্ত, গিণ্ড, জোড়া। যেমন—অখণ্ডিতখুর। ২ অবিচ্ছিন্ন, বিচ্ছেদশূন্য। 'অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যুঃ'—কু-স° ৭. ২৮। ৩ যাহা খণ্ডন [illegible] নাই, অপ্রতিহত, অবাধ। ৪ অন্যূনী-কৃত 'নৃপতেঃ শতশো মরুতো যথা শতমখং তম-খণ্ডিত পৌরুষম্'—রঘু° ৯. ১৩॥ ব-শব্দ°॥ ৫ অনিরাকৃত unrefuted. ৬ (বা°) অখণ্ড-নীয়, অব্যর্থ। 'আমি তোরে বলি আজি অখণ্ডিত কথা'—মহা° কাশী°॥ ব-শব্দ॥ ~খুর ১ আস্ত খুর, গোটা খুর, যে খুর কাটা বা চেরা নয়। ২ বিণ, [স্ত্রী—া] পূর্ণখুরবিশিষ্ট, যে পশুর খুর কাটা বা চেরা নয় এমন। ~পত্র—১ যে পত্রের পার্শ্বদেশ খণ্ডিত বা বিভক্ত নয়—যেমন, আম কাঁটাল প্রভৃতির পাতা। ২ বিণ, যে গাছের পাতা কাটা বা চেরা নয় এমন। ~বাহু—১ বাহু বিভক্ত হয় নাই এমন ক্ষেত্র। ২ ছিন্ন হস্ত নয় এমন। ~ঋতু—অখণ্ডিত ঋতু। অখণ্ডিত (নিরবচ্ছিন্ন-ফলপুষ্পাদিপ্রকর ঋতু [সময়] যাহাতে—বহু°) যেখানে নিরবচ্ছিন্ন কালের ফলপুষ্পাদি জন্মায়, সর্বঋতুতে ফলোৎপাদনকারী বৃক্ষ। সফলবৃক্ষাদি bearing fruit every season.—শব্দ° শব্দচন্দ্রিকা।

অখণ্ডিতাজ্ঞ—যে আদেশ অপ্রতিপালিত হইলে দণ্ডার্হ হইতে হয়।—রাজত° ৫. ২২৯।

অখণ্ডেশ্বর—কন্নড় রহস্য-বাদী (mystic)। ইনি বিশায়ৎ চিন্তাধারায় বহু উপকরণ দিয়াছেন। রহস্যবাদ অপেক্ষা ধর্মনীতি বিষয়ে প্রচেষ্টার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ।

[Ranade : Hist. of Ind. Philosophy, 18]

অখণ্ডোপাধি—কর্মধা°পু°। যাহার খণ্ড বা অংশ নাই, তাহা অখণ্ড এক। 'উপাধি' শব্দের ধর্ম অর্থ গ্রহণ করিলে কর্মধারয় সমাসে 'অখণ্ডোপাধি' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, অখণ্ড ধর্ম। যাহা কোন পদার্থে বিদ্যমান থাকে তাহা সেই পদার্থের ধর্ম। যেমন মনুষ্য-মাত্রে বিদ্যমান মনুষ্যত্ব, মনুষ্যমাত্রের ধর্ম। এইরূপ ঘটত্ব প্রভৃতিও ঘটাদি পদার্থের ধর্ম। যে সমস্ত ধর্মের জ্ঞানে কোন বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা নাই, অর্থাৎ স্বরূপতঃও যে সমস্ত ধর্মের জ্ঞান জন্মে, সেই সমস্ত ধর্মকে বলে অখণ্ড ধর্ম। কারণ, তাহাতে বিশেষণরূপ খণ্ড বা অংশ নাই।

যেমন ঘটে, চক্ষুঃসংযোগের পরে প্রথমে ঘটত্বের যে জ্ঞান জন্মে এবং পরক্ষণে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের যে জ্ঞান জন্মে তাহাতে ঘটত্বের কোন বিশেষণ জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু স্বরূপতঃই ঘটত্বের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং ঘটমাত্রের ঐ ঘটত্ব নামক যে এক ধর্ম উহা অখণ্ড ধর্ম। কিন্তু ঘটরূপ যে ধর্ম তাহা অখণ্ড নহে। কারণ ঘটত্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান ব্যতীত 'ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘট', এইরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সুতরাং কোন স্থানে বিদ্যমান ঘট প্রভৃতি ঐরূপ ধর্মগুলিকে বলা হইয়াছে—সখণ্ড ধর্ম।

এইরূপ শুক্লঘটত্ব ও নীলঘটত্ব প্রভৃতি যে ধর্ম, তাহাও সখণ্ড ধর্ম। কারণ, শুক্লত্ব ও নীলত্ব প্রভৃতি বিশেষণের জ্ঞান ব্যতীত শুক্লঘটত্ব ও নীলঘটত্ব প্রভৃতি ধর্মের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। কিন্তু কেবল ঘটত্বরূপ যে সামান্য ধর্ম বা জাতি তাহা পূর্বোক্ত কারণে অখণ্ড ধর্ম। মতান্তরে ঘটত্বও সখণ্ড ধর্ম বিশেষ, উহা জাতি নহে। 'কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে' (১ম স্তবক, ১৩শ) বর্ধমান উপাধ্যায় ইহাই পরে স্বীকার করিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ দ্রব্য প্রভৃতি ষট্‌পদার্থের মধ্যে চতুর্থ 'সামান্য' নামে যে পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই অপর নাম জাতি। মনুষ্যত্ব, গোত্ব, মহিষত্ব ও ঘটত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম-গুলি সেই 'সামান্য' বা জাতি। সকল মনুষ্যে বিদ্যমান একই মনুষ্যত্ব-রূপ সামান্য ধর্ম—মনুষ্যমাত্রের জাতি। গোত্ব প্রভৃতি জাতিও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ঐ সমস্ত সামান্য বা জাতি পূর্বোক্ত কারণে অখণ্ড ধর্ম সন্দেহ নাই।

কিন্তু [illegible] ধর্ম বহু পদার্থে থাকে না, যাহা একমাত্র পদার্থেরই ধর্ম, তাহা জাতি (কণাদোক্ত 'সামান্য' পদার্থ) নহে। যেমন কোন এক পদার্থে যে 'তদ্ব্যক্তিত্ব' রূপ ধর্ম থাকে তাহা জাতি নহে। কিন্তু তাহা 'অখণ্ডোপাধি'। কারণ, ঐ তদ্ব্যক্তিত্বের জ্ঞানে তাহাতে অপর কোন বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। আমরা যে কোন একটী পদার্থবিশেষকে প্রমাণ দ্বারা জানি, তাহাতে স্বরূপতঃই তদ্ব্যক্তিত্ব রূপ [illegible] বুঝিতে পারি। সুতরাং ঐরূপ ধর্মকেও বলা হইয়াছে 'অখণ্ডোপাধি'। নব্যনৈয়ায়িকগণ পূর্বোক্ত 'সামান্য' বা জাতি পদার্থকে অখণ্ড ধর্ম বলিলেও জাতি ভিন্ন জাতি তুল্য 'তদ্ব্যক্তি'ত্ব প্রভৃতি অখণ্ড ধর্মবিশেষেই পারিভাষিক 'অখণ্ডোপাধি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কিরূপ ধর্ম সখণ্ড ও কিরূপ ধর্ম অখণ্ডোপাধি বলিয়া স্বীকার্য, এবিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া গিয়াছেন। জাতি ভিন্ন ধর্মকেই উপাধি বলিয়াছেন। নবদ্বীপের নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' গ্রন্থে (১৯শ কারিকা-ব্যাখ্যায়) লিখিয়াছেন—'তত্র স্বরূপতঃ শক্তিগ্রাহ্যযোগাৎ, সখণ্ড নিরবচ্ছিন্নপ্রকারতাকাবাৎ'। 'গগন-ত্বাদেরখণ্ডোপাধিত্বে'। এইরূপ আরও অনেক স্থানে নব্য নৈয়ায়িকগণ জাতি ভিন্ন অখণ্ড ধর্মেই 'অখণ্ডোপাধি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু জাতিও যে অখণ্ড

ভাবপদার্থ, ইহা তাঁহারাও সমর্থন করিয়াছেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভাবরূপ জাতি স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে মনুষ্যত্ব, গোত্ব ও ঘটত্ব প্রভৃতি ভাবপদার্থ নহে, কিন্তু অসৎ বা অভাবরূপ। তাঁহারা উহাকে বলিয়াছেন—'অপোহ'। 'অপোহ' বলিতে 'অতদ্‌ব্যাবৃত্তি' অর্থাৎ তদ্‌ভিন্নভেদ। যেমন গোভিন্নের ভেদই গোত্ব, উহা গোমাত্রেরই কল্পিত ধর্ম। এবিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। সে সমস্ত অতি কঠিন কথা। বৌদ্ধাচার্য শঙ্করানন্দের 'অপোহ-সিদ্ধি' গ্রন্থ (এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সংস্করণ) বুঝিতে পারিলে তাহা বুঝা যাইবে। [অপোহ দ্র°]

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অখণ্ড্য—[ন=অ—খণ্ড+য—র্ম [বিণ, ১ অখণ্ডনীয়, অমোঘ, অকাট্য। যেমন, অখণ্ড্য প্রমাণ। ২ অলঙ্ঘনীয়, অবশ্যপালনীয়। ~মান—অখণ্ডনীয়।

অখদ্দে—[ন=অ+ফা° খরিদ+ব। ভ্রান্ত উচ্চারণে] খরিদ বা ক্রয় করিবারও অযোগ্য, অকর্মণ্য, ওঁচা, বাজে। ~অবদ্দে—কিনিবার ও বলিবার অযোগ্য, অর্থাৎ ওঁচা, অকর্মণ্য।

অখন—[এইক্ষণ>অখন>গ্রা° বা° ভ্রষ্ট উচ্চারণে-'খন] এক্ষণে, এখন।

অখনে, অখনেই, অখনেও—এখনই।

অখনৎ—[বৈদিক] খনন করিতেছে না এমন not digging—ঋ° ১০. ১০১. ১১।

অখনন—১অখনিত, যাহা খোঁড়া হয় নাই। ২ বিণ, খননাভাব।

অখনরাজী—বেহার প্রদেশের হলবাই জাতির শাখা-বি°। [হলবাই দ্র°]

অখয়—কখয় ও মদয় দুই ভ্রাতা। ইঁহারা ১৪৩১ খ্রীঃ দেবরায়ের রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটী প্রদেশ শাসন করিতেন (L. Rice—Mysore Ins. 213, 259)। তাঁহারা লিপিতে আপনাদিগকে 'বিষ্ণুবর্ধনগোত্রের হোগ গড়ে দেব' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের পিতার নাম—বোম্ময়প্প। ইঁহাদের নাম—অখয় দয়ায়ক ও মদয় দয়ায়ক।

[IA. xi, 236]

অখম লোহান—উত্তর ভারতের অন্তর্গত ব্রাহ্মণাবাদের অধিপতি। লাখ, সম্ম ও সিহ্ত নামক তিনটী প্রদেশও ইঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সিন্ধুদেশের অধিপতি সিলাইজের পুত্র পরাক্রমশালী রায় চচের সহিত ইঁহার এক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের বিবরণ 'চচনামা' বা 'ই-হিন্দ্-ব-সিন্দ' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, রাজা চচ সিবিস্থান জয় করিয়া ব্রাহ্মণাবাদ-অধিপতি অখম লোহানকে আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য পত্র লেখেন। তখন অখম লোহান সিবিস্থানের শাসনকর্তা মত্তকে ব্রাহ্মণাবাদে আশ্রয় দিয়া বন্ধুত্বের পরিচয় দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া একটী পত্র দেন; কিন্তু পথিমধ্যে পত্রবাহক চচের অনুচরগণ-কর্তৃক ধৃত হয়। তখন চচ পুনরায় নিজের বিজয়-গরিমার কথা বর্ণনা করিয়া অখম লোহানকে শাস্তি দিবার ভয় দেখাইয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। ইহার পরই তিনি সসৈন্যে ব্রাহ্মণাবাদে প্রবেশ করেন। তখন উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং বহু যোদ্ধাও হতাহত হয়। অখম লোহানের সৈন্যগণ অবশেষে প্রতিহত হইয়া পলাইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। চচ এক বৎসরকাল দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকেন। অখম লোহান নিরুপায় হইয়া হিন্দুস্থানের সম্রাট্ কনৌজাধিপতি শতবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কণশ্বিহারবাসী 'বুদ্ধরঘু' নামক একজন শ্রমণ অখম লোহানের গুরু ছিলেন। কথিত আছে, এই সন্ন্যাসী মন্ত্রবলে এক বৎসর কাল অখম লোহানকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অখম লোহানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শরবন্দ বুদ্ধরঘুর অভিপ্রায়ক্রমে অস্বীকার করায় বুদ্ধ-রঘু-কর্তৃক সৈন্যগণ প্ররোচিত হয়। উহাতে অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। তখন শরবন্দ চচেরই আনুগত্য স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণাবাদ চচের করায়ত্ত হইল। চচ দুর্গ অধিকার করিয়া অখম লোহানের পত্নীকে নিজে বিবাহ করেন ও নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যা ধরানিয়ার সহিত শরবন্দের বিবাহ দেন।

[BG, i. pt.-i, 519 ; EHI, i. 145-8]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অখয়রাজ—রাজপুতানার অন্তর্গত ক্ষুদ্র কুশালগড় রাজ্যের প্রথম নৃপতি। কুশালগড় বাঁশবাড়া রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। বাঁশবাড়া রাজ্যের জনেক কুশালসিংহ ভীলদিগের নিকট হইতে এই ভূখণ্ড অধিকার করিয়া অখয়রাজকে প্রদান করেন এবং অখয়-রাজ কুশালসিংহের নামানুসারে ঐ স্থানের নামকরণ করেন। কিন্তু কুশালগড়ের রাজবংশ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, অখয়সিংহ নিজেই ঐ স্থান ভীলদিগের নিকট হইতে অধিকার করিয়াছিলেন। ভীলদিগের নেতা ছিলেন কুশালসিংহ এবং তাঁহারই নামে অখয়রাজ ঐ স্থানের নামকরণ করেন।

[IG, xvi. 59]

অখর—কঠিন নয় এমন, নরম।

অখরুরুকর—চক্র।—যন্ত্রপোত্থন (ZDMG 63) ১. ২০।

অখরবাড়—যুক্তপ্রদেশে গোরখপুর জেলায় অনেক কুর্মীজাতি বাস করে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী শাখা আছে। অখরবাড় এই কুর্মীদের অন্যতম শাখা। [কুর্মী দ্র°]

অখরোট—[অক্ষোট দ্র°]।

অখর্ব—[স্ত্রী—া] ১ খর্বভিন্ন, প্রাংশু, বামন নয় এইরূপ, লম্বা, দীর্ঘ। ২ অক্ষুদ্র, বিপুল, অতিশয়। 'অখর্বেণ গর্বেণ বিরাজ-মানঃ'—দশকু° ৩।

অখল—[স্ত্রী—া] ১ খলতাশূন্য, অকপট, সরল, অক্রূর। ২ উত্তম বৈদ্য—বৈ° নিঘ°।

অখলকোপ—বোম্বাই প্রদেশের প্রাচীন নগর-বি°। সাতারা জেলায় কৃষ্ণানদীর তীরে অবস্থিত। 'দত্তাত্রেয়' ও 'মহাদেবা' নামক দুইটী প্রসিদ্ধ মন্দির স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। মন্দির দুইটীতে শিল্পকলার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাদেবা মন্দিরের বহির্গাত্র গণপতির অনুচর-বর্গের উৎকীর্ণ মূর্তি দ্বারা পরিশোভিত।

'কৃষ্ণমাহাত্ম্যে' মহাসোবা মন্দিরের মাহাত্ম্যের বর্ণনা দেখা যায়। ১৮৭০ খ্রীঃ দেশপাণ্ডেবংশীয় কৃষ্ণরাও ত্র্যম্বক বাপট উক্ত মন্দির দুইটির সংস্কার করিয়াছিলেন। অখলকোপের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এইখানে কৃষ্ণা দ্বাদশী, মার্গশীর্ষের পূর্ণিমা ও মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে মেলা বসে।

[BG. xix. 447-8]

অখলীকার—[অখল+চ্বি—কৃ+ঘঞ্] সপ্রয়োজনতাবিধান, অখলত্বসম্পাদন। —শিশু° ২. ৩৪ ॥ বাচ° ॥

অখা, —সমুদ্রের খাড়ী gulf.

অখা, —ইন্দো-চীন ও তিব্বতী-ব্রহ্ম পর্যায়ভুক্ত প্রাচীন লিহ্‌সর জাতি। বর্মাপ্রদেশের পূর্বভাগে চীন-সীমান্তে কেঙ্‌-তুঙের শান্‌রাজ্যের অন্তর্গত পর্বতীয় উচ্চ মালভূমির অধিবাসী। শানরাজ্যের অধিবাসীদের নিকট 'কহ' নামে সমধিক পরিচিত; অপর নাম 'হ্‌ক কহ'। মেকঙ-এর অপর পার্শ্ববর্তী 'পহ' ও 'লোটি'দিগের সহিত ইহাদের সংযোগ আছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন।

চীনাদিগের সহিত ইহাদের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চীনাদের সহিত ইহাদের বিবাহাদি প্রচলিত। ইহারা চীনা ভাষা জানে এবং চীনাদের মত কেশ বেণীবদ্ধ করিয়া রাখে। তবে ইহারা কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘকায় এবং ইহাদের গঠন অন্যান্য প্রতিবেশী জাতিগুলির মত না হইয়া কতকটা মোঙ্গল-জাতির মত। পুরুষের পোষাক মোঙ্গল হইতে বিভিন্ন ধরণের, কিন্তু শান্‌দেশীয় অধিবাসী ও চীনাদের সহিত পার্থক্য খুব কম। স্ত্রীলোকের পোষাকে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়—বংশের স্বাতন্ত্র্য-অনুসারে তাহাদের পোষাকের বৈশিষ্ট্য থাকে। তাহারা একটি ছোট কোট, সেইরূপ আয়তনেরই একটি ছোট ঘাগরা, কাপড়ের পদাবরণ ও মাথায় বংশ-নির্মিত বিচিত্র শিরোভূষণ পরিধান করে।

অখাদিগের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অনেক চীনাকে অখাজাতীয়া পত্নী লইয়া বাস করিতে দেখা যায়। অখাপল্লীতে পুরুষ অধিবাসিগণের অনেকেই চীন ও অখাজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন; তাহারা 'খোচিন' অর্থাৎ 'অতিথি-সম্প্রদায়' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কেঙ্‌তুঙের 'অখো' নামে আর একটি জাতির সহিত ইহাদের জাতিগত সম্পর্ক আছে, তবে শারীরিক গঠন, পোষাক ও ভাষায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

বহির্দেশস্থ জাতিগুলির মধ্যে মাত্র চীনাদের সহিতই অখাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় না। অখা রমণীগণ যে কোন আগন্তুক পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে। বিবাহে অখাদের কোন উৎসবের প্রচলন নাই। হরণ করিয়া বিবাহ করা ইহাদের রীতি। পাত্র পাত্রীকে লইয়া রাত্রে গৃহত্যাগ করে এবং প্রভাত হইলে পাত্রীর পিতামাতাকে সংবাদ দেয়। ইহাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত এবং যে কোন সময় অর্থদণ্ড দিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যাইতে পারে। বিবাহিতাদের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যভিচার হইতে দেখা যায় না, তবে অবিবাহিতাদের মধ্যে তাহা বিশেষভাবেই হইয়া থাকে।

ভূতযোনি ও পূর্বপুরুষের পূজা করা এবং কাহারও মৃত্যু হইলে যদি জানা যায় যে মৃতের আত্মা জীবিতের অনিষ্টসাধন করিতেছে তাহা হইলে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উৎসবের অনুষ্ঠান করা ইহাদের ধর্মগত নিয়ম। কাহারও মৃত্যু হইলে মৃতদেহ সাধারণতঃ শবাধারে রক্ষা করিয়া নির্জন স্থানে নীরবে কবর দেওয়া হয়—তাহাতে কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। সৎকারের পর কবরস্থান ভূমির সহিত যথাপূর্ব সমতল করিয়া রাখা হয় এবং তাহার প্রতি আর কোন লক্ষ্য রাখা হয় না। মৃতদেহের সৎকার সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা সাধারণ ব্যাপার। প্রয়োজন হইলে যতক্ষণ না প্রেতাত্মার অনুমতি পাওয়া যায় ততক্ষণ উহা স্থগিত থাকে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইহারা পাঁচটা মহিষ বলি দিয়া সকলে রাত্রিজাগরণ করিয়া ভোজ ও সুরাপানের এক বিরাট উৎসব করে। অবশ্য এই উৎসব উক্ত কারণে নির্দিষ্ট নহে—অখাদের ইহা প্রধান উৎসব। ইহাদের বিশ্বাস যে প্রেতাত্মারা এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে।

অখাদের বিশ্বাস, পূর্বপুরুষেরা ('মিকুন'রা) অন্তরালে বাস করে। তাহারা পশ্চিম দ্বার দিয়া ফিরিয়া আসিয়া জীবিতদের ক্ষতি করিতে পারে। এই দ্বার মাত্র পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, তবে স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধাদিকালে ইহা ব্যবহার করা নিষেধ। একদা অখাপল্লীর দ্বার ও প্রবেশপথগুলি বিশেষতঃ পূর্বপুরুষেরা যাহাতে ফিরিতে না পারে সেইভাবে নির্মিত এবং সেগুলি বলিদানের সময় বন্ধ করিয়া রাখা হয়। অখারা পূর্বপুরুষ-সম্বন্ধে কোন আলোচনা করে না—বস্তুতঃ সকলে নিঃশব্দে কোন কিছু লক্ষিত হইলে পূর্বপুরুষদের আত্মা প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে পারে। প্রত্যেক ভোজেই অখাগণ ভোজ্যের কিয়দংশ পূর্বপুরুষদের প্রদান করে। যেখানে শেষ পূর্বপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে সেখানে অথবা গৃহের পশ্চিম দিকে একটি পাত্রে উহা রক্ষা করা হয় এবং অতঃপর উহা মাটিতে পুতিয়া ফেলা হয়।

অখাদের মধ্যে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত। বর্মাদেশের প্রায় সকল পর্বতীয় জাতির মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। শস্য উৎপন্ন না হইলে অখারা নিজেদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে। তুলা ও অহিফেন ইহাদের প্রধান চাষের বস্তু। ইহাদের পল্লীগুলি সাধারণতঃ স্বাভাবিক ভূমি হইতে কিছু উচ্চস্থানে করা হয়। কুকুরের মাংস ইহাদের প্রধান খাদ্য।

[Scott & Hardiman : Gazetteer of Upper Burma and the Shan States, i. pt.-i. 592; IG. v. 181, ix. 139, xv. 201, xxiii. 256]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অখা, - ভগত অখা। সপ্তদশ শতাব্দীর গুজরাটের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও ভক্ত সাধক (১৬১৫-১৬৭৪ খ্রীঃ)। জাতি—গুজরাটী সুবর্ণবণিক্। জন্মস্থান—অহমদাবাদ; কাহারও কাহারও মতে অহমদাবাদের নিকটবর্তী জেতলপুর গ্রাম। তরুণবয়সে ইঁহার স্ত্রী ও একমাত্র ভগিনীর মৃত্যু হয়। কথিত আছে, অখা ভগিনীকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ভগিনীর মৃত্যুতে সংসারের কোলাহলের প্রতি

স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা জন্মে এবং বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ইহার পর কয়েকটী ঘটনাবিপর্যয়ে সংসারের প্রতি ইঁহার আসক্তির অবসান ঘটে। কথিত আছে, কোন এক মহিলা একটী কণ্ঠহার প্রস্তুত করিবার জন্য ৩০০, টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইঁহার নিকট দেন। এই মহিলাকে অখা আপন ভগিনীর মত স্নেহ করিতেন। ইনি নিজে আরও একশত টাকা মূল্যের স্বর্ণ দিয়া হারটী প্রস্তুত করিয়া মহিলাকে প্রদান করেন। স্বর্ণকার জাতির অবিশ্বস্ততা-হেতু সেই মহিলা কোন বন্ধুর পরামর্শে অখার সততা পরীক্ষার জন্য হারটী ভাঙ্গিয়া ওজন করেন এবং অতিরিক্ত স্বর্ণ দেখিয়া বিস্মিত হ'ন। অখা এই ঘটনা জানিতে পারিয়া মর্মাহত হন এবং সংসারে সততার উপর বিশ্বাসের অভাব জানিয়া সংসারের প্রতি অনাসক্ত হইয়া উঠেন।

আর একটী ঘটনাও ইঁহার সংসারে বিরাগ জন্মাইয়াছিল। ইনি অহমদাবাদের রাজকীয় টাঁকশালে কার্য করিতেন। ইঁহার স্বজাতীয় ব্যক্তিগণ টাঁকশালে নানারূপ প্রতারণার কার্য করিতে অভ্যস্ত ছিল। একবার রূপার সঙ্গে অল্প মূল্যের ধাতু মিশ্রণের অভিযোগের ষড়্‌যন্ত্রে ইনি জড়িত হইয়া পড়েন। নবাব কর্তৃক ইনি কারারুদ্ধ হন, কিন্তু পরে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হইলে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। কারামুক্ত হইয়া ইনি সংসারত্যাগে কৃতসংকল্প হন এবং সমুদয় কার্য ত্যাগ করিয়া উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ইনি জয়পুরে আসেন এবং তথায় প্রথমে বল্লভাচার্য-মন্দিরের প্রধান মহান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাতেও ধর্মপিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই; অতঃপর ইনি গোকুল ও মথুরায় যান। সেখানেও ইঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। বারাণসী ধামে ইনি বহু সাধু ও সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিলেন, কিন্তু কেহই মুক্তিমার্গের সন্ধান দিতে পারিল না। একদিন ইনি হতাশভাবে মণিকর্ণিকার ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন অদূরে একখানি সামান্য কুটীরে বসিয়া একজন সন্ন্যাসী একজন শিষ্যকে বেদান্তদর্শনের সূত্রগুলি বুঝাইয়া দিতেছেন এই আড়ম্বরহীন সন্ন্যাসী ইঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অখা প্রায় একবৎসর কাল সন্ন্যাসীর কুটীর-প্রাচীরের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহার বেদান্ত-দর্শন-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। এই ব্যাখ্যা শ্রবণে ইঁহার অন্তরে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে এবং ইনি পূর্ণভাবে কামিনী এবং কাঞ্চন ত্যাগে সমর্থ বলিয়া বিশ্বাসী হন। অতঃপর ঘটনাক্রমে সন্ন্যাসী অখাকে দেখিতে পাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং সকল বিষয় জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হন। অখা এক বৎসরকাল সন্ন্যাসীর যে সকল ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন সে সমস্ত যথাযথ আবৃত্তি করিলে সন্ন্যাসী বিমুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তিন বৎসর কাল অখা এইস্থানে অপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী গুরুর নিকট পঞ্চদশী, অধ্যাত্মরামায়ণ, ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, রামায়ণ এবং বেদান্তদর্শনের অন্যান্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। অখা শঙ্করপন্থী ছিলেন।

বারাণসী হইতে অখা অহমদাবাদের পথে জয়পুরে আসেন। জয়পুরে একদিন ধনবান্ শ্রেষ্ঠিরূপে মন্দিরে সমাদরে অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। সেই জয়পুরের বৈষ্ণবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দিরের দারবান পর্যন্ত বর্তমানে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী অখাকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিল না। বল্লভাচার্যের মন্দিরের প্রধান মহান্তকে অখা পূর্বে গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, সেই মহান্ত মহারাজও পর্যন্ত ইঁহাকে গ্রাহ্য করিলেন না। এই ব্যাপারে এবং এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভণ্ডামি ও কপটাচারে ইনি মর্মাহত হন। অতঃপর লোকসমাজে তাঁহাদের ভণ্ডামি প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ইনি নিজ গ্রন্থাদিতে ভণ্ড ও কপটাচারী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখেন।

অখার বেদান্তদর্শন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোধগম্য নহে, সেগুলি শুদ্ধবেদান্তদর্শনের আলোচনাতেই পূর্ণ। 'অখেগীতা', 'চিত্তবিচারসংবাদ', 'অনুভববিন্দু', 'কৈবল্যগীতা' ও 'পরমপদপ্রাপ্তি' গুজরাটী ভাষায় এবং 'পঞ্চদশী-তাৎপর্য' ও 'ব্রহ্মলীলা' হিন্দিভাষায় এই সাতখানি বেদান্ত-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি ৭০৬ ছপ্পা (ছয় পংক্তির কবিতা) এবং বাটটী পদ রচনা করিয়াছিলেন; এইগুলি বিশেষ রস ও তথ্যপূর্ণ। ইঁহার শিক্ষা—বৈরাগ্য। শঙ্করাচার্যের 'মোহমুদ্গরের' ন্যায় এইগুলি একমাত্র ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা-এইরূপ শিক্ষা দেয়। এইগুলির মধ্যে ইনি স্থানে স্থানে ভণ্ড ও কপটাচারী সন্ন্যাসী ও ধর্মসম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়াছেন।

সাহিত্য-প্রতিভা লইয়া অখা গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই। ইঁহার রচনারীতি ও আদর্শ সাহিত্য-রীতি নহে। রচনা অনেক স্থলে দুর্বোধ্য। সমালোচনায় ইনি নির্ভীক ও নিরপেক্ষ—সত্যকথা সোজাসুজি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে গুজরাটী সাহিত্যে ইনি অদ্বিতীয়। ইনি কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু ছন্দোবিন্যাস রীতি সে কবিতায় নাই। ইঁহাকে লোকশিক্ষক বা শ্রেষ্ঠ বিচারকের আসন দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণ কবিতায় অধিকাংশ স্থলে ইনি বেদান্তদর্শনাদির দুর্বোধ্য উপমা মিশাইয়া দিয়াছেন। অখার ব্যঙ্গকবিতার একটী নমুনা দেওয়া গেল; ইঁহার পূর্বতন গুরু জয়পুরের মহান্ত মহারাজসম্বন্ধে ইনি লিখিয়াছেন:—

"আমি গোকুলনাথকে আমার গুরু করিলাম। ইহা একটী বৃদ্ধ বলদের স্কন্ধে লাঙ্গল জুড়িয়া দিলে সে যেমন তোমার ঘাস খাইয়া নড়িবে না, ইহা সেইমত হইল। এইরূপ সে (গুরু) আমার ধনগ্রহণ করিল, কিন্তু মনে অধীরতা গ্রহণ করিল না। এইরূপ গুরু করায় কি লাভ?"

তীর্থভ্রমণ-কৃত পুণ্যলাভে ইনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ইঁহার মতে 'তীর্থ কোটী হরিজনের চরণ'। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে ইনি বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইনি

শান্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার লেখায় দেখা যায় —'হরি পাবনা সৌ তপ করে, অখো হরিমাঁ রেলে করে', অর্থাৎ—হরিকে শান্ত করিবার জন্য সকলেই তপস্যা করিতেছে, কিন্তু অখা হরির মধ্যেই বিচরণ করিতেছে। আবার বলিয়াছেন, 'পথর তেটনা পূজে দেব'—মূর্খ ই পাথরকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

দেবভাষা বলিয়া গৃহীত সংস্কৃতের প্রতি অখার কোন শ্রদ্ধা ছিল না, লোকভাষাতেই ভক্তপ্রচার ভালবাসিতেন। এইজন্য ইনি নিজ গ্রন্থাদি লোকভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন—

'ভাষানে শু বলগে ভুর, জে রণমাঁ জীতে তে শূর'।

অনেক দেশপ্রচলিত প্রথা হইতেও ইনি উপমা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অখা নিজেকে কবি বলিয়া সম্বোধিত হইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু ইঁহার ছপ্পাগুলিই ইঁহাকে কবির আসন দান করিয়াছে। ইনি আপনাকে দার্শনিক বা জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইনি একস্থানে বলিয়াছেন— 'জ্ঞানীনী কবিতা ন সাঁভল, কিয়ণ মূর্খনাঁ কেম বরণীঁদ'।

অখার কবিতায় একটীও বিশেষ কোন ছন্দে রচিত নহে। ছন্দঃশাস্ত্র-অনুযায়ী ইঁহার ছপ্পা রচিত হয় নাই, নিজের খেয়ালমত ছন্দ রচিত ও শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছিল। ছন্দ ও ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রতি ইনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। ইঁহার সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু ইঁহার বেদান্তদর্শন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি বৈদান্তিক ভিন্ন সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য। ইনি অবশ্য সাধারণ পাঠকের জন্যও গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও ইঁহার রচনায় সংসারদ্বেষ ও বিশ্বনিন্দার পরিচয় পাওয়া যায় তথাপি ইঁহার রচনায় ভগবদ্ভক্তি প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইনি গ্রন্থগুলি কবিতায় প্রণয়ন করিয়াছেন। 'অনুভববিন্দু'তে দর্শনশাস্ত্রের সূত্রগুলিও 'অখেগীতা'য় পরব্রহ্মের প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে গুজরাটি সাহিত্যে ভক্তিবাদের বিশেষরূপ প্রভাব ছিল। কিন্তু অখার অভ্যুদয় ও প্রভাবে সাহিত্যেও বৈরাগ্যবাদের ছায়া পড়ে। অখার দর্শনমত গুজরাটী সাহিত্যিকের মনে সংশয় ও বৈরাগ্যের ছায়াপাত করিয়াছিল। অপর দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখক প্রেমানন্দ এবং শামলও একই পথে সাহিত্যকে চালিত করেন। আধুনিক যুগের প্রাক্‌কালেও সেই সুরের প্রতিধ্বনি গুজরাটী সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অখা ভক্তিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন।

[K. M. Munshi : Gujarata and its literature : K. M. Zavery : Milestones in Gujarati literature]

শ্রীগঙ্গাশঙ্কর টি ব্যাস

অখাত—[খ্রী— -১] ১ যে জলাশয় মনুষ্য-কর্তৃক খনিত নয়, স্বাভাবিক খাত, দেবখাত ॥ 'অখাতো দেবখাতকঃ'—অম° টী° ॥ 'অখাতম্ দেবখাতম্'—অভি° ভূমি° ৬৫। ২ মন্দিরের সম্মুখস্থ হ্রদ বা জলাশয়। ৩ বিণ, অখনিত not dug, not burried.

অখাদিত—[খ্রী — -১] ১ অভুক্ত, যাহা খাওয়া হয় নাই, অনাস্বাদিত। ২ বিণ, যে খায় নাই, অভুক্ত, উপবাসী।

অখান্দেশ্বা.তেল—শিখ বৈরাগী সম্প্রদায়-বি°। অকালী নিহঙ্গ [অকালী দ্র°]। ইঁহারা বিবাহ করে না।

অখাদ্য—[(পীড়াজনকত্বহেতু) ভোজনের অযোগ্য —পূতি মাংসাদি] ১ অপ্রশস্ত খাদ্য, পীড়াদায়ক খাদ্য। ২ বিরুদ্ধ খাদ্য —যেমন, লবণমিশ্রিত দুগ্ধ। ৩ শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্য।

জগতের প্রত্যেক জাতির মধ্যেই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বিভিন্ন ভোজনদ্রব্যের ব্যবস্থা আছে। কতকগুলি দ্রব্য একেবারেই অখাদ্য বলিয়া নির্দিষ্ট এবং কতকগুলি সময়বিশেষে অথবা স্থান-বিশেষে অখাদ্য, আবার স্পর্শদোষেও কতকগুলি দ্রব্য অখাদ্যরূপে গণ্য। বিভিন্ন জাতির নিষিদ্ধ বিভিন্ন ভোজনদ্রব্যের তালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এই সকল নিষিদ্ধ ভোজন-দ্রব্যের অধিকাংশই স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর; বিশেষতঃ স্থানীয় জলবায়ুর উপর দৃষ্টি রাখিয়াই ভোজনদ্রব্যগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে। কতিপয় জাতির মধ্যে আবার স্থানীয় উৎ-পন্ন দ্রব্যের পরিমাণের অপ্রাচুর্য হেতু অর্থ-নৈতিক কারণে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত কতক-গুলি দ্রব্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার ইউয়ালারি জাতির মধ্যে এইরূপ রীতি দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায়, একই পরিবারে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানগণ বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে। ইহাতেও অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে।[১] অর্থনৈতিক কারণে রাজবিধি-অনুসারে নির্দিষ্টকালের জন্য কোন কোন দ্রব্যের ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

শাস্ত্রনির্দিষ্ট অখাদ্যের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে। সাধারণতঃ বিস্বাদ অথবা অতিশয় তিক্তস্বাদ দ্রব্যগুলিই অখাদ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে সকল পশুর আকৃতি কদাকার বা বিশ্রী তাহাদের মাংসও কোন কোন জাতি ভক্ষণ করে না। সাধারণতঃ পালিত পশুর প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি অথবা উপকারের গুরুত্বেও অনেক পশুর মাংস অখাদ্যরূপে গণ্য হই-য়াছে। নিরামিষ আহার কোন কোন ধর্মে জীবে প্রেম ও আত্মায় বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক স্থানে অন্ধ সংস্কারেরও বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এইরূপ সংস্কারবশতঃ কোন কোন পশুমাংস নিষিদ্ধ হইয়াছে। আন্দামান দ্বীপের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রত্যেককে মৎস্য ও মাংসের মধ্যে কোন না কোন একটী ত্যাগ করিতে দেখা যায়। আরও কতকগুলি জাতির মধ্যেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত।[২] নবহো জাতি কখনও মৎস্য অথবা বন্য পেক-পক্ষী ভক্ষণ করে না। নবহো, ইয়াকুত, ল্যাপ, গায়ানাদেশীয় ইণ্ডিয়ান নামক জাতি, প্রাচীন মিশরীয় ও সেমিটিক জাতিদের পক্ষে শূকরমাংস অখাদ্য।[৩] আমেরিকার ইণ্ডিয়ান নামক জাতি, নমকুয়া ও কাফ্রি জাতি সাধারণতঃ ভীরু, দুর্বল ও

১ Westermarck, MI, ii. 319 ; Roth, 57, 70.

২ E. H. Man, JAI, 1883, xii. 354.

৩ Westermarck, MI, ii. 326.

অলস অথবা শুক্রদেহ প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে না। কাফ্রি জাতি শশকের মাংস আহার করিলে শশকের ন্যায় ভীরু হইয়া পড়িবে এইরূপ বিশ্বাস করে।[৪] মুসলমানগণ খাদ্যদ্রব্য-সম্বন্ধে 'মুসা'র (Moses) ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কোরানে দেখা যায়, মৃতের মাংস, রক্ত এবং শূকর-মাংস মুসলমানগণের অখাদ্য। যে সকল প্রাণীর খুর খণ্ডিত ও যাহারা জাবর কাটে সেই সকল প্রাণীর মাংস তাহারা আহার করে। কাঁকড়া এবং কচ্ছপও মুসলমানগণের নিষিদ্ধ খাদ্য। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের কাছে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যও মুসলমানগণের খাওয়া নিষিদ্ধ।[৫] ইহুদী এবং আদিম খ্রীষ্টানগণের নিকটেও রক্ত অখাদ্য ছিল। নাড়ীভুঁড়ি এবং উদরস্থ মায়ুমণ্ডলী ইহুদীগণের খাওয়া নিষিদ্ধ। বাইবেলে (লেভিটিকাস্ ৯—১১) দেখা যায়, যে সকল রোমন্থক পশুর খুর দ্বিখণ্ডিত তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে পারা যায় ; উটের খুর দ্বিখণ্ডিত নহে, সুতরাং উটের মাংস অখাদ্য। শশকের মাংসও নিষিদ্ধ। খ্রীষ্টানগণ ঈগল, চিল, শকুনি, কাক, পেচক, কোকিল, বাদুড়, উষ্ট্র, এবং যে সকল পাখী বুকে হাঁটে তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে না। চীন ও বর্মাজাতির দুগ্ধপান করিতে নাই।

বিভিন্ন জাতির চিকিৎসা-শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, কতকগুলি দ্রব্য স্বাস্থ্যহানিকর, এই জন্য সেইগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ। মাস, তিথি ও বার বিশেষেও হিন্দুশাস্ত্রে নানা দ্রব্য খাইতে নিষেধ আছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এইরূপ নিষেধের উদ্দেশ্য যে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা তাহা বুঝা যায়।

হিন্দুশাস্ত্রে খাদ্যসম্বন্ধে বিশেষ কঠোর নিয়ম রহিয়াছে। এমন কি, নিষিদ্ধ জাতির স্পৃষ্ট অন্ন বা খাদ্যাদি ভক্ষণে সমাজ ও জাতিচ্যুত হইতে হয়। গোমাংস-ভক্ষণে জাতিচ্যুতি অনিবার্য।[৬] হিন্দুসমাজে জাতিচ্যুতি সর্বাপেক্ষা কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তি। প্রাচীন কালে হিন্দুসমাজে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল। বেদে অতিথি-সৎকারের জন্য গোমাংসের ব্যবস্থা আছে। চরকসংহিতায় আছে—গরু, মহিষ ও শূকরমাংস নিত্য ভোজন করিবে না, কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টির জন্য গর্ভবতী নারীকে গোমাংস রীতিমত ভক্ষণ করাইবে।[৭] প্রাচীন সমাজে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্যে এবং যজ্ঞাদিতে উৎসর্গীকৃত মাংস ভক্ষণের নিয়ম ছিল ; নতুবা ব্রাহ্মণের মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল।[৮] বর্তমানে বাঙলা ভিন্ন অন্যত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মৎস্য ও মাংস ভোজন করেন না। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা জলাচরণীয় অন্য জাতির হস্তে ঘৃতপক্ব লুচি বা মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করেন, কিন্তু পক্ব খাদ্য গ্রহণ করেন না। অস্পৃশ্য জাতির স্পৃষ্ট জলপানে পর্যন্ত জাতিচ্যুতি ঘটে। এইজন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত করেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুগৃহে রন্ধনগৃহ দেবমন্দিরের ন্যায় পবিত্র, অস্পৃশ্য অথবা অহিন্দু উচ্চজাতির রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। স্বজাতি বা স্ববর্ণ ভিন্ন অন্য কেহ পক্ব খাদ্য স্পর্শ করিলেই তাহা অখাদ্য বলিয়া গণ্য হয়। উচ্চাসনে কোনরূপ কাঁটা ও চামচ-সহযোগে খাদ্য-গ্রহণও হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। সুরাপান হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া গণ্য।[৯] হিন্দুদের মধ্যে অতি নীচ জাতীয় চামার প্রভৃতি কতিপয় জাতি গোমাংস ও শূকর-মাংস আহার করিয়া থাকে। বৌদ্ধগণ হত্যা করে না, কিন্তু অন্যদ্বারা হত মাংসাদি ভক্ষণ করে। ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, চিনি, মৎস্য ও মাংস প্রভৃতি চিকিৎসকের ব্যবস্থা ভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষুর পক্ষে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। জৈনগণ প্রকৃতপক্ষে নিরামিষাশী ; ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দিনে দুইবারের অধিক ফলমূল ভিন্ন অন্য খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। ভোজনেরও বিশেষ বিধি আছে। প্রথমে ইষ্টদেবতার বা পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে খাদ্যের প্রথম অংশ উৎসর্গ করিতে হয়। ভোজন-সমাপনে মন্ত্রপূত জল-দ্বারা আচমনের বিধি আছে। তিন বেলা আহ্নিককৃত্য ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ না করিয়া খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ। স্নান না করিয়া খাদ্যগ্রহণও গৃহস্থের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়, পূর্বে এইরূপ অপরাধে সমাজচ্যুতিরও ভয় ছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সাধারণতঃ নিরামিষাশী। বৈষ্ণবের পক্ষে অনাচারী ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট খাদ্য পর্যন্ত গ্রহণে নিষেধ আছে। যাহাদের স্পৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহারা অনাচারী ও অপবিত্র হইলে তাহাদের স্পৃষ্ট দ্রব্যও অখাদ্যরূপে গণ্য হয়।

অখাদ্য অন্ন—হিন্দুশাস্ত্রে অন্নগ্রহণ-সম্বন্ধে কঠোর বিধি রহিয়াছে। সাধারণতঃ উন্মাদগ্রস্ত, সুরাপায়ী, ক্রোধপরবশ, ব্যাধি-যুক্ত, কৃপণ, বেশ্যা, চোর, গীতজীবী, ভ্রূণহত্যাকারী, কাষ্ঠতক্ষণজীবী, বৃদ্ধিজীবী, নিগড়বদ্ধ, মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী, ছলকারী, চিকিৎসক, ব্যাধ, পুরোহিত, শত্রু, শূদ্র, অবীরা স্ত্রী, কর্মকার, নিষাদ, নট, মাংসজীবী, স্বর্ণকার, বেণুজীবী, চণ্ডাল, লৌহবিক্রেতা, ডোম, রজক, শুণ্ডীজীবী, মদ্যজীবী, হত্যাজীবী, সূচিকর্মজীবীর অন্ন অখাদ্য। যে অন্নে কাকাদি পক্ষী মুখ দিয়াছে, কেশ বা কীটের সহিত পক্বান্ন, ইচ্ছাক্রমে পাদস্পৃষ্ট অন্ন কদাচ ভক্ষ্য নহে। ভ্রূণ ও গোহত্যাকারী যে অন্ন দর্শন করে তাহা এবং রজঃস্বলা-স্পৃষ্ট অন্ন, কুকুর-স্পৃষ্ট অন্ন অখাদ্য। অদীক্ষিতের অন্ন, যে যজ্ঞে বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করে সেই যজ্ঞের

[৪] Adair : American Indians, Lond. 1775, 130-ff ; T. Hahn : Tsuni-Goam, Lond. 1881, 106.

[৫] Quran—SBE, vi. 1900, 23ff, 58, 194. 97, 106, 109ff, 134ff. 262ff.

[৬] 'অমেধ্যেভ্যো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপি বা।
যদি ভুক্তং তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥'
—পরা-স' ১১ ১

[৭] Indo-Aryans, by Rajendra Lal Mitra, i.360.

[৮] মনু" ৫. ৩২,৪১ ; Indo-Aryans, by Rajendra Lal Mitra, i. 379.

[৯] মনু" ১১. ৫৩

অন্ন, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার অন্ন, অকৃতজ্ঞের অন্ন, নগরপালের অন্ন, অশ্রদ্ধাদত্ত অন্ন অভক্ষ্য। যাহারা মদ্যে রত করে ও যাহারা শিকারের অথবা ব্যবসায়ের জন্য কুকুর পুষিয়া থাকে তাহাদের অন্ন, যে জানিয়া স্ত্রীর উপপতিভোগ সহ্য করে অথবা যে স্ত্রীজিত তাহার অন্ন, সূতিকা-গৃহস্থিত স্ত্রীর অন্ন, যে অন্নে হাঁচি পড়িয়াছে, জননমরণাশৌচীর অন্ন অথবা যে সকল বস্তু পচিয়া গিয়াছে সেই অন্ন অখাদ্য।[১০] দুগ্ধের সহিত লবণ কিংবা মৎস্য ও মাংস আহার নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্রে মধুর রস অখাদ্য। জলাশয়ে অস্থি, চর্ম, কুকুর বা শৃগাল, মৃতদেহ পতিত হইলে সেই জলাশয়ের জল অপেয়।[১১] বৃক্ষের রক্তবর্ণ নির্যাস কঠিন হইলে অখাদ্য। প্রসবের পর দশ দিন গাভীদুগ্ধ, প্রসবের পর দশ দিন যে কোন পশুর দুগ্ধ, উষ্ট্রীর দুগ্ধ, অশ্ব প্রভৃতি অখণ্ডিত খুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, মেষীর দুগ্ধ, ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ, বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ, স্ত্রীলোকের দুগ্ধ; বন্য পশুর দুগ্ধ অখাদ্য।[১২]

শাকসব্জী—গাজর, রশুন, পলাণ্ডু, ছত্রাক, বিষ্ঠাদিতে উৎপন্ন শাক, চালতা।[১৩]

জলজন্তু—কাঁকড়া, শুগলি, কড়ি, ও তিমি, মকর, হাঙ্গর, নক্র প্রভৃতি হিংস্র জলজন্তুর মাংস নিষিদ্ধ।

পশুমাংস—গ্রাম্য শূকর, এক খুর-বিশিষ্ট পশু, শুষ্ক মাংস, কসাইখানার মাংস, সর্প, অভিনব মৃগ-মাংস, সজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস ভিন্ন পঞ্চনখ জন্তুর মাংস, একপাটী দন্তবিশিষ্ট জন্তুর মাংস ও গোমাংস নিষিদ্ধ মাংস।[১৪]

পক্ষীমাংস—মাংসাশী পক্ষী, গ্রাম্য পক্ষী, গ্রাম্য কুক্কুট, টিট্টিভ, চড়ুই, গুড়্‌গুড়ে, হংস, চক্রবাক, ডাক, শালিক, টিয়া, যে সকল পক্ষী নখ দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া খাদ্য অন্বেষণ করে, লিপ্তপদ পক্ষী, পানকৌড়ী প্রভৃতি পক্ষী যাহারা জলে ডুব দিয়া মাছ ধরে, বক, বলাকা, কাক, খঞ্জন।[১৫]

তিথি-মাসাদিতে অভক্ষ্য—কার্তিক মাসে, ষষ্ঠী, অষ্টমী চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিবারে মৎস্য-মাংস। হরিশয়নে—শ্বেত সীম, মাষকলাই, কলমী; নবমীতে—লাউ; ত্রয়োদশীতে—বেগুন; অষ্টমীতে নারিকেল; জননমরণাশৌচে—মৎস্য ও মাংস।

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অখানূর—প্রাচীন গ্রাম-বি°। পঞ্জাব প্রদেশে চিনাব নদীর তীরে অবস্থিত। ভারত আক্রমণ করিবার পর বিজয়ী নাদির শাহ্ পঞ্জাবের পথে পারস্যে প্রত্যাবর্তনকালে চিনাব নদী অতিক্রম করিবার জন্য এই গ্রামের নিকটে একটী সেতু নির্মাণ করেন। কিন্তু নদীর ভীষণ বন্যায় হঠাৎ সেতুটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বহু সৈন্য জলগর্ভে বিনষ্ট হয়।

[EHI, viii. 94]

অখাম (বা অকাম)—উইলিয়ম অফ অখাম (William of Okham or Occam, Doctor Singularis et invinsibilis) । বিশিষ্ট পণ্ডিত (Eng. Vicar of Franciscan order of monks)। জন্ম—সার দেশে অখামে, ১২৮০ খ্রীঃ; মৃত্যু—মিউনিকে, ১৩৪৯ খ্রীঃ।

অখামণ্ডল—বর্তমান গায়কবাড় রাজ্যের শাসনাধীন বোম্বাইএর অন্তর্গত জেলা [বোম্বাই দ্র°]।

অখার—গ্রাম-বি°। 'তবকাৎ-ই অকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা নিজাম উদ্দীন অহমদ যখন সম্রাট্ অকবরের পক্ষে পলায়িত মুজফরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন তখন মুজফর কিছুকালের জন্য এই গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহা অহমদাবাদ হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ ও বীরম্‌গাঁও হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে সৈয়দ জলালের পুত্র সৈয়দ মুস্তফাকে মুজফর অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজাম উদ্দীন অহমদের আগমন-সংবাদ পাইয়া সেখান হইতে পলায়ন করেন। [মুজফর দ্র°]

[EHI, v. 445]

অখাস্ মলিক—অখাস্ মলিক বিন্ খাঁ মলিক। অপর নাম—উজাল্ মলিক। পিতা—খাঁ মলিক। সুলতান জলাল্-উদ্দীনের মাতুল। দুর্ধর্ষীয় চিঙ্গিজ্ খাঁর আক্রমণে জলালুদ্দীন তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিরত হইয়া সম্পূর্ণভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িলে ইনি তাঁহার অশ্বের লাগাম ধরিয়া তাঁহাকে পলায়নের জন্য নির্দেশ করিয়াছিলেন। [জলালুদ্দীন দ্র°] [TN. 291n]

অখি—[স° অক্ষি > প্রা° বা°] আঁখি, চক্ষু।

অখিদা—[ন=অ + √খিদ্ + ঘ] খেদ-রহিত, অক্লান্ত, অশোচ্য। ~ মান—অম্লান, অশোচ্য।

অখিদ্র—[ন=অ + √খিদ্ + রক্] খেদ-শূন্য॥ বৈ-দো° ॥ ~যামন্—[বৈদিক। অখিদ্র + যামন্] অক্লান্তগতি।

অখিন্ন—[ন=অ + √খিদ্ + ক্ত] বিণ, ১ খেদশূন্য। ২ অক্লান্ত।

অখিল—[ন=অ (নাই) খিল (অবশিষ্ট) যাহার—নঞ্ বহু°; স্ত্রী—~া] বিণ, সমস্ত, সমগ্র, সর্ব। প্রায়ই 'সর্ব' শব্দের সহিত যুক্ত থাকে। 'এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্বমে-ষোঽখিলং মুনিঃ' —মনু° ১. ৫৯। 'ব্রাহ্মণশ্চ ধর্মমখিলম্'—মনু° ১. ১১৪। 'বেদোঽখিলো'—মনু° ২. ৬; 'মহীমখিলাম্'—মনু° ৯. ৬১। 'অখিলং ধনম্'—মনু° ৯. ১০১। 'অখিলং চারিত্রকুলম্'—মনু° ৪. ৫। অখিলাত্মনঃ'—ভা° ২. ৬. ১৭। (বা°) ১ পৃথিবী। ২ বিশ, ত্রৈলোক্য। ~খণ্ড—কৃষ্ণ। ~গতি—বায়ু

১০ পদ্ম-স° ১১. ৪. ৫; হারী-স° ১২. ৩১-৩৪; শঙ্খস° ১৭. ৩৬-৩৮; বৃহ-স° ১. ৩১-৩২; বিষ্ণুস° ৫১. ৭-২২; মনুস° ১১. ১৫৯; সম-স° ১৮৯. ৯০; অত্রিস° ৩. ৩৩-৪।

১১ পরা-স° ১১. ৪১।

১২ মনুস° ৫. ১৯; শাতা-স° ৫. ৩।

১৩ যাজ্ঞ-স° ১. ১৭১-৭৪।

১৪ সম্ব-স° ১৯২ ২৪; যাজ্ঞ-স° ১. ১৭১-৭৪; বিষ্ণু স° ৫১. ২৬-৩৩।

১৫ পরা-স° ১১. ১১; যাজ্ঞ-স° ১, ১৭২. ৭৫; বিষ্ণুস° ৫১. ২৬ ৩৩; উশ-স° ১৭

(বশচি° ৩০১. ৪)। ~জনাবসর—সভা-বিশেষের নাম•(বশচি° ৮১.৮)।~দীপদীপ—সূর্য-(বর্শচি° ৪২. ১)। ~প্রিয়—সর্বজনপ্রিয়। ~লোকনাথ—বিষ্ণু।

অখিলরস—১ পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণভেদে দ্বাদশ প্রকার রস। মুখ্যরস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; গৌণরস—বীর, করুণ, বীভৎস, ভয়ানক, রৌদ্র, হাস্য ও অদ্ভুত।

ভবেদ্ভক্তিরসোপেয় মুখ্যগৌণতয়া দ্বিধা।
মধুরস্তেকাধী জ্ঞেয়া যথা পূর্বমনুক্রমাঃ॥
মুখ্যস্ত পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।
এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্দ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণবি° ৫ল°।

২ অখণ্ডরস — অখিলঃ অখণ্ডঃ রসঃ আস্বাদো যত্র।—দুর্গমসঙ্গমনীটীকা। পরমা-নন্দতাদাত্ম্যাৎ রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ। রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি। (অখণ্ডত্বমনন্যস্ফূর্তি-মত্ত্বং সিধ্যতি—টীকা)।—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দ-বি° ৫ল°।

অখিলাণ্ডনায়কী, অখিলাণ্ডেশ্বরী—দেবী-বি°। বালক-কামর বা অক্ষলরাজের ১৪৮৩ খ্রীঃ (১৪০৩ শকাব্দ) জম্বুকেশ্বর-শিলালেখের ৩য় পঙ্ক্তিতে ইঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে (EI, iii. 73)। উহাতে দেখা যায়—রাজবিভাটের* নামে প্রদত্ত এক বেলি ভূমিদান হইতে প্রত্যহ এক পাত্র অন্ন অখিলাণ্ডনায়কীকে পূজা দেওয়া হয় এবং উহা প্রসাদরূপে বিতরিত হইয়া থাকে।...

১৩০৩ শকাব্দে বিজয়নগররাজ হোক্কনাপ-নায়কের জম্বুকেশ্বর-শিলালেখের উর্ধ্বাংশে একটী অর্ধবৃত্তাকার স্থান আছে। এই স্থানে সূর্য ও চন্দ্রের মূর্তি আছে; নিম্নে বীরাসনে উপবিষ্ট অঞ্জলিবদ্ধ একজন পূজারীর মস্তক হইতে একটী বৃক্ষ উঠিয়াছে—এই বৃক্ষতলে বেদীর উপর একটী লিঙ্গ স্থাপিত; একটী হস্তী লিঙ্গের উপরে শুণ্ড তুলিয়া ধরিয়া আছে, একটী মাকড়সার ন্যায় জীব লিঙ্গের উপর উঠিতেছে এবং লিঙ্গের দক্ষিণে একজন দেবী দণ্ডায়মানা। বেদীর উপর স্থাপিত লিঙ্গ জম্বুকেশ্বর এবং দেবীমূর্তিটী অখিলাণ্ডনায়কী বা অখিলাণ্ডেশ্বরী (EI, xvi. 89)।

শ্রীঅজিত ঘোষ

অখিলাত্মা—[পুং°-আত্মন্] বিশ্বাত্মা, বিশ্ব-রূপ, ব্রহ্ম।

অখিলাঙ্ক-বেঙ্কিনারী (নারি-)কুল—'ভামিনীবিলাস'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের পরিচয়াত্মক বংশ-বি°। ভামিনী-বিলাসের পুষ্পিকায় (colophon)আছে, 'ইতি শ্রীমদখিলাঙ্কবেঙ্কিনারীকুলাবতংসপণ্ডিতরাজ-জগন্নাথবিরচিতে ভামিনীবিলাসে শান্তশ্চতুর্থো বিলাসঃ সমাপ্তঃ'।

[I. O. Cat. i. b 1525b, 1526b]

অখিলিকা—[হি° করেলী ছোটী] ক্ষুদ্র কারবল্লী, উচ্ছে memordica charautia.

অখিলেন—অ, সম্পূর্ণরূপে। 'তৎসর্বমখিলেনোক্তম্'—বিষ্ণু° ৯. ৮। মনু° ১. ১০৭; ৮. ২১৮, ২৬৬, ৩০১।

অখিলেশ্বর— [ন—অ (নাই) খিল (অবশিষ্ট) যাহার = অখিল+ঈশ্বর] জগদীশ্বর।

অখিসিংহ—ভট্টিকুলোদ্ভব রাজপুত, যশ-মীরের অধিপতি জগৎসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জগৎসিংহ আত্মহত্যা করায়, অখিসিংহ সিংহা-সনের অধিকারী হন, কিন্তু তদীয় পিতৃব্য তেজ-সিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। তেজসিংহ দিল্লী গমন করিয়া পিতামহ রাবল যশোবন্ত সিংহের ভ্রাতা হরিসিংহের শরণাপন্ন হন। হরিসিংহ দিল্লীর বাদশাহের অধীনে কার্য করিতেন। 'লাস' উৎসবের দিন হরিসিংহ সসৈন্যে যশল্মীর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে তেজসিংহের মৃত্যু হয় এবং তেজসিংহের শিশুপুত্র শোবেসিংহ রাজসিংহাসনে প্রতি-ষ্ঠিত হন। অতঃপর অখিসিংহ যশল্মীর রাজ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যশল্মীর দুর্গ আক্রমণ করেন। অখিসিংহ শোবে-সিংহকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮১৮ সংবতে বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অখুব—কাশ্মীরের গ্রাম-বিশেষের নাম।—রাজত° ৪. ৬৭৭।

অখেটিক — [ন=অ+খিট+ঠিকন্] ১ বৃক্ষমাত্র। বাচ°॥ ২ শিকারের পশ্চাদ্ধা-বনপটু সুশিক্ষিত কুকুর a dog trained to the chase.

অখেৎ—প্রাচীন মিশরের রাজ্যের দেবী বি°। প্রাচীন মিশরের তিনটী ঋতুর নাম-অখেৎ=বর্ষা (inundation), প্রোএৎ (বসন্ত) ও শোমু=গ্রীষ্ম। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী দেবী বলিয়া গৃহীত।—ZA, xxxviii (1900), 107; Brugsch. Rec-ucil, vi, 130, Ptolemaic.

অখেতাতোন—প্রাচীন মিশরের রাজধানী বর্তমান 'তেল্ এল্-অমর্ণ'। প্রসিদ্ধ রাজাও অখেনতোন বা ইখ্নতোন তাঁহার রাজ্যকালের ষষ্ঠ বর্ষে অমোন-সংস্কৃতি পরিত্যাগ করিবার ও নিজের নূতন নাম গ্রহণের পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববর্তী রাজধানী থীব্সের প্রায় এক শত মাইল দক্ষিণে মনোরম পর্বতীয় ভূভাগে অখেনতোন এই স্থান নির্বাচন করেন এবং উহার নামকরণ করেন 'অখেৎতোন' অর্থাৎ 'দেবতা অতোনের রাজ্য' [অখেনতোন দ্র°]। এই শহরের দৈর্ঘ্য প্রায় চার মাইল এবং প্রস্থ প্রায় এক মাইল। শহরের চতুর্দিকস্থ ভূভাগ অতোনের রাজ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উভয় পার্শ্বের পাহাড়ের চূড়ায় সর্বসমেত ১৪টী শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেগুলিতে শহরের চতুর্দিকে অতোনের পবিত্র রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করিয়া লিপি খোদিত হয়। এই শিলাস্তম্ভগুলির একটীর উচ্চতা ২৬ ফুটের কম নয়। উক্ত লিপিপাঠে জানা যায়। শহরের চতুষ্পার্শের ভূখণ্ড প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় আট মাইল এবং দৈর্ঘ্যে বার হইতে সতের মাইলেরও অধিক। অখেনতোন

---

* রাজবিভাট কন্নড়-লিপিসমূহে উল্লিখিত বিজয়নগররাজগণের বিরুদ।

নিজে উহাকে অতোনের রাজ্য বলিয়া এইভাবে প্রচার করিয়াছিলেন—"অখেতাতোনের পূর্বদিকস্থ পর্বতের সীমারেখা হইতে পশ্চিমের সীমারেখা পর্যন্ত এখন হইতে আমার পিতা অমর অতোনের রাজ্য—কি পর্বত বা শিখর, কি জলাভূমি, বেলাভূমি, উচ্চভূমি বা ক্ষেত্র, কি নগর, জল বা বৃক্ষ, কি মানব বা পশু বা যে কোন দ্রব্য আমার পিতা অতোনের সৃষ্টি...... আমি এই ভূভাগ চিরকালের জন্য অতোনের নামেই উৎসর্গ করিতেছি"।

এইভাবে অখেতাতোন শহরের প্রতিষ্ঠা হইলে উহা সমগ্র মিশরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। রাজকীয় পূর্তবিদ্ বেক্‌কে নূতন মন্দির-নির্মাণের জন্য প্রস্তর-সংগ্রহে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। শহরে তিনটি মন্দির নির্মাণ করা হয়—একটি রাণী মাতা 'তিয়ি'র, একটি অতোনের পরিচারিকা রাজকুমারী 'বেকেতাতোনে'র এবং একটি অতোনের। অতোনের মন্দিরটিই প্রধান। তবে অখেতাতোনে মাত্র অতোনেরই পূজা হইত, অন্য কোন দেবতার পূজার নিদর্শন পাওয়া যায় না। মন্দিরগুলির চতুর্দিকে রাজপ্রাসাদ ও পারিষদবর্গের বাসগৃহ নির্মিত হয়।

তৎকালে সৌন্দর্যে ও বৈশিষ্ট্যে অখেতাতোন বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তৎকালীন মিশরীয়গণ ইহাকে স্বর্গের সহিত তুলনা করিত। অখেনতোনের রাজ্যকালে এই শহর বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রঙীন কাচ ও বিচিত্র মৃৎপাত্র প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। অখেনতোনের মৃত্যুর পর কিন্তু এই শহরের পতনের সূচনা হয়। ইঁহার পরবর্তী দুইজন ফারাও ইঁহার প্রবর্তিত ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু অতঃপর আবার অমোন-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পুনরায় থীব্‌সে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ধীরে ধীরে অখেতাতোন জনশূন্য হইয়া পড়িল। রাজপ্রাসাদ, গৃহাদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল এবং পরিশেষে শহরটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরই বর্তমান 'তেল এল্-অমর্না'।

[Cam.AH, ii. 114sq., 128, 205-6 ; Arthur Weigall : The Life and Times of Akhnaton, Pharaoh of Egypt. Lond. 1923 ; Do : A Hist. of the Pharaohs, Lond. 1925 ; J. Baikie : The Amarna Age, Lond. 1926 ; Borchardt : Mittheilungen der deutschen Orient-Gesellschaft, No-57, March, 1917 ; N. de G. Davies : The Rock Tombs of Tell el-Amarna, Arch. Survey Egyptian Exploration Society, Lond. 1903 etc. ; T. E. Peet & C. L. Woolley : The City of Akhetaton, Lond. 1923 ; Schaefer : Zeitschrift fur aegyptische und Altertumskunde, lv. 1918, 1-14]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অখেদ— ১ দুঃখের অভাব, খেদশূন্যতা। [স্ত্রী— -া] বিণ, খেদশূন্য, অদুঃখিত।

অখেদিন্ত্র—জৈন অর্হতের বাগ্‌গুণভেদ ॥ অভি° ৭১ ॥

অখেনতোন, ইখ্‌নতোন — মিশরীয় অষ্টাদশ রাজবংশের নৃপতি। রাজা ৩য় আমনহোতেপের পুত্র। মাতা—রাণী তিয়ি। অখেনতোন খ্রীঃ ১৪শ শতকের শেষার্ধে জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ একাদশ বৎসর বয়সে পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। অভিষেকের পর ৪র্থ আমনহোতেপ নাম গ্রহণ করেন। চিরাচরিত অমোনের পূজার

কায়রো মিউজিয়মে রক্ষিত চিত্র
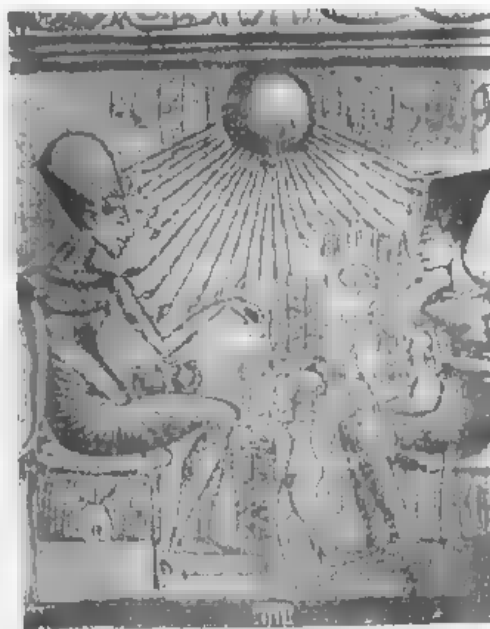
স্থলে সূর্যপূজা প্রবর্তিত করিবার সময় ইঁহার সহিত পুরোহিতদিগের সংঘর্ষ হয়। থীব্‌স হইতে ইনি রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত অখেতাতোনে লইয়া যান। নব-প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি অত্যধিক আস্থার জন্য ইনি সম্পূর্ণভাবে রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। ইনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। জনসাধারণ ইঁহার এই সংস্কারের জন্য ইঁহার

অখেনতোন

প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিতে থাকে। সেই জন্য ইঁহাকে বেশীদিন রাজত্ব করিতে হয় নাই। তেল এল-অমর্না খনন করিবার সময় ইঁহার প্রবর্তিত অনেক সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই খননকার্য অধ্যাপক ফ্লিন্ডার্স পেট্রি-কর্তৃক ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ আরব্ধ হয়। ইঁহার পত্নী রাণী নেফার তিতি। ইঁহার ন্যায় পত্নী-প্রেমিক সেকালের রাজাদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। ইঁহার রূপবতী সাতটি কন্যা পিতৃ-আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। অন্তর্বৈকল্য অবস্থায় ইনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। কায়রো-মিউজিয়মে রক্ষিত একটি চিত্রে অখেনতোনকে স্বীয় পত্নী ও তিনটি কন্যার সহিত দেখা যায়। [তুতংখামেন দ্র°]

[H. R. Hall : Egypt and the External World in the time of Akhenaton (Jour. of Egyptian Archaeology, 1921, t. 7, 39-53 ; Isis, v. 269) ; Arthur Weigall : The Life and Times of Akhnaton (Rv.-ed. Lond. 1923) ; Sir Ernest A. Wallis Budge : Tutankhamen (Lond. 1923, Isis, viii. 580).

শ্রীগৌরীপ্রকুমার ঘোষ

অখেয়াতি — =অখ্যাতি। অপ্র'। [অখ্যাতি দ্র°]

অখেয়াশ—[প্রাদে° । অ-খেয়াশ (ফা° খ্বাহিশ্ =ইচ্ছা)] ১ অনিচ্ছা। ২ অমনোযোগ।

অখেরাজজী গোহেল—কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবাড় রাজ্যের (ভাবনগর রাজ্য) গোহেল-বংশীয় নৃপতি। উক্ত নামে তিন-জন নৃপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় অখেরাজ প্রথম অখেরাজের প্রপৌত্র এবং তৃতীয় দ্বিতীয় অখেরাজের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র।

১ অখেরাজজী (১৬৩৬-৬০ খ্রীঃ)
রতনজী (১৬৬০-১৭০৩ খ্রীঃ) হরভামজী বিজয়রাজজী সরতানজী
ভাবসিংহজী—'ভাবনগরে'র প্রতিষ্ঠাতা (১৭০৩-৬৪ খ্রীঃ)
২ অখেরাজজী (১৭৬৪-৭২ খ্রীঃ) বিসোজী রামদাসজী গয়াজী
বখৎসিংহজী (১৭৭২-১৮১৬ খ্রীঃ)
বজেসিংহজী (১৮১৬-৫২ খ্রীঃ) বাপজী রামসিংহজী
ভাবসিংহজী (১৮৪৫ খ্রীঃ মৃত)
৩ অখেরাজজী (১৮৫২-৫৪ খ্রীঃ) স্যর যশবন্তসিংহজী (১৮৫৪-৭০ খ্রীঃ) দেবীসিংহজী রূপসিংহজী
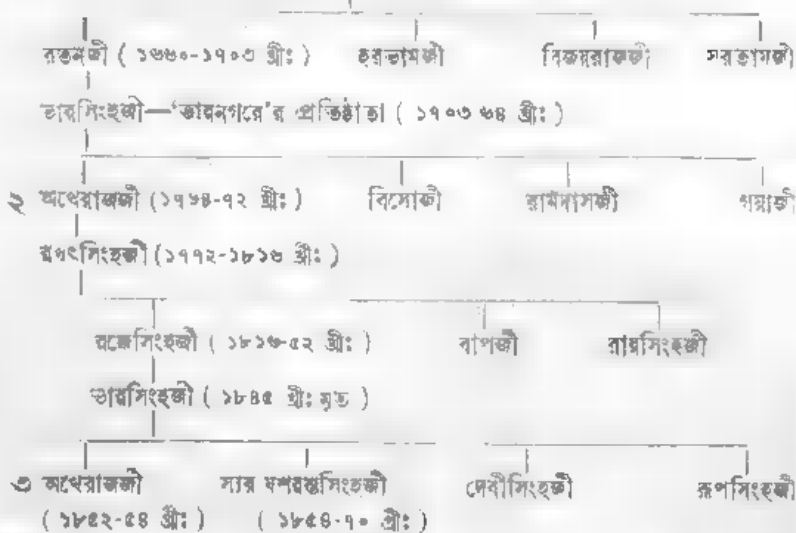
১ম—১৬২২ খ্রীঃ অখেরাজজীর পিতা হরভামজীর মৃত্যু হয়। তখন অখেরাজজী শিশু মাত্র। ইঁহার খুল্লতাত গোবিন্দজী একক রাজ্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার মাতা ইঁহাকে লইয়া কচ্ছদেশে গমন করেন এবং সেই স্থানে মাতারই ব্যবস্থায় ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত হন। গোবিন্দজী ইতিমধ্যে নিজের শক্তিবর্ধন করিয়া দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া পড়েন। ১৬৩৬ খ্রীঃ সোরথ-এ মির্জা ইশা তর্খাঁর সহিত তাঁহার এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে মির্জা ইশাকে তিনি 'গোগা' নামক বন্দরে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহার সহযোগিতা লাভ করেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই গোবিন্দজীর মৃত্যু হইল এবং তাঁহার পুত্র সতর্শলজী গদী অধিকার করিলেন। ইতিপূর্বে অখেরাজজীর অনুগত ব্যক্তিগণ ইঁহার প্রকৃত অধিকার পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, ইহার পর তাঁহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। একদিন রাত্রে সতর্শলজী নিদ্রিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া পুরে অপসারণ করেন এবং অখেরাজজীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অখেরাজজী গদী অধিকার করিবার কিছুকাল পরে গড়িয়াধরের নোঘানজী কাঠিদের নিকট হইতে গড়িয়াধর পুনরুদ্ধারের জন্য ইঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৬১৯ খ্রীঃ গড়িয়াধর কাঠিদিগের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং নোঘানজী বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অখেরাজজী নোঘানজীর সহিত মিলিত হইয়া কাঠিদের আক্রমণ করেন এবং গড়িয়াধর পুনরুদ্ধার করিয়া নোঘানজীকে অর্পণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে ইনি মুগল-সরকারের নিকট হইতে গোগার 'চৌথ' প্রাপ্ত হন।

২য়—সিংহাসনারোহণ—১৭৬৪ খ্রীঃ। ইঁহার পিতা ভাবসিংহজী গোহেলবাড়ের নাম পরিবর্তিত করিয়া উহার নাম 'ভাবনগর' রাখেন। অতঃপর গোহেলবাড় ভাবনগর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৃটিশ-সরকারের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্বে ১৭৭১ খ্রীঃ 'তলাজ' দুর্গ অধিকারের জন্য বৃটিশ-সরকার ইঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। এই দুর্গে 'কোলি' নামক দস্যু-সম্প্রদায় অবস্থান করিয়া ভাবনগরের বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতিসাধন করিত। শেষে বৃটিশের বাণিজ্য জাহাজ আক্রান্ত হওয়ায় বৃটিশ-সরকার ইঁহার সাহায্য লইতে বাধ্য হন। ইনিও জুনাগড়ের অমরজীর সাহচর্য গ্রহণ করিয়া বৃটিশের সহিত মিলিত হন এবং সমবেত ভাবে তলাজ আক্রমণ করিয়া উহা হস্তগত করেন। দস্যুদলও ইহার পর সম্পূর্ণভাবে শায়েস্তা হইল। এই যুদ্ধে অমরজী একটি গোলার আঘাতে আহত হন। অতঃপর বৃটিশ-সরকার ইঁহাকে তলাজ অর্পণ করেন, কিন্তু শত্রুঞ্জি নদীর পশ্চিমে নিজরাজ্য বিস্তার করিতে ইচ্ছা না থাকায় ইনি উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন বৃটিশ-সরকার উহা কাম্বের নবাব নূরুদ্দীনকে প্রদান করেন। কিন্তু নূরুদ্দীনও উহার উপর দৃষ্টি রাখিতে অসমর্থ হওয়ায় অখে-রাজের পুত্র বখৎসিংহজীর নিকট ৮০ হাজার টাকায় উহা বিক্রয় করা হয়।

১৭৭১ খ্রীঃ আর একবার পুনা হইতে পলায়িত রঘুনাথ রাওকে রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ-সরকার অখেরাজকে অনুরোধ করেন। ইনিও সর্বতোভাবে সেই অনুরোধ পালন করিয়াছিলেন। অবশেষে রঘুনাথ রাও ইঁহার একটি জাহাজে করিয়া গোপনে বোম্বাই শহরে প্রেরিত হন।

অখেরাজ আটবৎসর রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। ১৭৭২ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয় এবং ইঁহার পুত্র বখৎসিংহজী সিংহাসনারোহণ করেন।

৩য়—১৮৫২ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ববর্তী অধিপতি পিতামহ বজেসিংহ-জীর মৃত্যুর পূর্বেই পিতা ভাবসিংহজীর মৃত্যু

হওয়ায় পিতামহের মৃত্যুর পর গদী অধিকার করেন। কিন্তু দুই বৎসর পরেই ১৮৪৪ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয় এবং ইঁহার পরবর্তী ভ্রাতা যশবন্তসিংহজী গদীর অধিকার প্রাপ্ত হন।

[cf. Capt. H. Wilberforce-bell : The Hist. of Kathiawad Lond. 1916]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অখেরাজ, মহারাও ১ম—রাজপুতানার অন্তর্গত সিরোহীরাজ্যের অধিপতি। রাজ্যকাল—১৫২৩ খ্রীঃ হইতে ১৫৩৩ খ্রীঃ। পিতা—সিরোহীরাজ জগমাল; মাতা—মেবাড়ের মহারাণা রায়মলের কন্যা আনন্দাবাঈ; পুত্র—রায়সিং ও দূদা।

অখেরাজ বিশেষ বীর ও ধর্মনিষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। ইঁহার বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিভা দেখিয়া সিরোহীবাসিগণ ইঁহাকে 'উড়না আখা' বা 'উড়না অখেরাজ' বলিত। ইঁহার ধর্মনিষ্ঠার উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, ১৫৩১ খ্রীঃ বৈশাখী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ইনি আবু পাহাড়ে যাইবার পথে কিছুকাল পালড়ী গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন ইঁহার কর্মচারিগণ গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের নিকট চৌকিদারী আদায়ের জন্য অত্যাচার আরম্ভ করে। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ গ্রামপার্শ্বে 'লীলাধারী' নামক শিবালয়ে ধর্ণা দেয় এবং দুবে কল্লার কন্যা ও চতুর্ভুজের পত্নী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে উদ্যোগী হন। অখেরাজ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার করেন এবং ব্রাহ্মণগণকে চৌকিদারী কর হইতে নিষ্কৃতি দেন। ১৫২৩ খ্রীঃ ইনি 'সোয়ানা' দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। যোধপুরে এখনও এই দুর্গ বর্তমান। ১৫৩৩ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

[পঃ গৌরীশঙ্কর ওঝা : সিরোহীরাজ্যকা ইতিহাস, ২০২ ; IA, ii. 256, 316]

শ্রীগৌরীশঙ্কুমার ঘোষ

অখেরাজ, মহারাও ২য়—সিরোহীরাজ্যের অধিপতি। সিরোহীরাজ রাজসিংহের পুত্র। রাজ্যকাল—১৬২০ খ্রীঃ হইতে ১৬৭২ খ্রীঃ। জন্ম—১৬১৭ খ্রীঃ (বিং সং ১৬৭৪, কৃষ্ণা দশমী)। ইঁহার এগার জন পত্নী এবং উদয়ভান ও উদয়সিংহ নামে দুই পুত্র।

অখেরাজ ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেন। পৃথ্বীরাজ শৈশবে ইঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র উদয়ভান ইঁহার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীঃ তিনি সর্দারদিগের সহিত মিলিত হইয়া পিতাকে কারারুদ্ধ করেন এবং সিংহাসন অধিকার করেন। মেবাড়ের মহারাণা রাজসিংহ অখেরাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়া রাণাবত রামসিংহকে সসৈন্য সিরোহীতে প্রেরণ করিলেন। রামসিংহ উদয়ভানকে সিরোহী হইতে বিতাড়িত করিয়া অখেরাজকে কারামুক্ত করেন। অখেরাজ সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া উদয়ভান ও তৎপুত্রকে হত্যা করিলেন।

অখেরাজ শাহ্‌জাদা দারাশেকোর পক্ষাবলম্বী ছিলেন। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রুগ্নাবস্থায় দারাশেকো ইঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। অখেরাজ তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। ইঁহার বীরত্বের কথা সিরোহীতে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

[পঃ গৌরীশঙ্কর ওঝা : সিরোহীরাজ্যকা ইতিহাস, ২৫০-৬৩]

শ্রীগৌরীশঙ্কুমার ঘোষ

অখেরাজোত—কচ্ছবহ রাজপুতগণের নায়ক শ্রেণীর শাখা [কচ্ছবহ রাজপুত দ্রষ্টব্য]।

অখেরাম—(= অক্ষয়রাম) ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতকে'র লিপিকার (১৭৭৫ খ্রীঃ)। ১৮৩২ সংবতে ইনি জয়পুরে এই গ্রন্থের অনুলিপি করেন।

[I. O. Cat. ii. 1520a]

অখৌর—১ শ্রীবাস্তব কায়স্থগণের একটী শাখা। ২ বিহার প্রদেশের ডোমজাতির মগহিয়া শাখার গোষ্ঠিবিং।

অখ্যাতি,—[ন = অ + খ্যাতি—নঞ্‌ তৎ] দুর্নাম, নিন্দা, অপবাদ, অপযশ। ~**কর**—[অখ্যাতির কর (জনক)—৬ষ্ঠীতৎ ; স্ত্রী—করী] বিণ, কুৎসা, অপবাদ, নিন্দা বা দুর্নামজনক, অপ্রতিষ্ঠাজনক, অপযশকর। ~**কারক**—[অখ্যাতিরকারক—৬ষ্ঠীতৎ ; স্ত্রী—কারিকা] বিণ, ১ অপবাদ ঘোষণাকারী, যে অপযশঃ কীর্তন করে ২ যাহাতে অপযশ ঘটায়। ~**জনক**—[অখ্যাতি (অযশঃ) + জনক (কারক)—৬ষ্ঠীতৎ] বিণ, অপবাদজনক ; কুৎসাকর। ~**বোধ**—[ন = অ + খ্যাতিবোধ—নঞ্‌ তৎ] মিথ্যাবোধ, ভ্রমাত্মকজ্ঞান।

অখ্যাতি,—খ্যাতি শব্দে যশঃ, জ্ঞান, কথন বুঝায়। দর্শনশাস্ত্রে 'খ্যাতি' শব্দ 'ভ্রম' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু খ্যাতিবাদ অর্থে ভ্রম-সম্বন্ধে দার্শনিকগণের মতবাদ বুঝায়। এই খ্যাতিবাদ পাঁচ প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা—'আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতি খ্যাতিরন্যথা। তথাহনির্বচনখ্যাতিরিত্যেতং খ্যাতিপঞ্চকম্‌॥' অর্থাৎ আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথা খ্যাতি ও অনির্বচনীয়খ্যাতি এই পাঁচটী খ্যাতি বলা হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আত্মখ্যাতি, শূন্যবাদী বৌদ্ধের অসৎখ্যাতি, প্রভাকরের অখ্যাতি, নৈয়ায়িকের অন্যথাখ্যাতি এবং অদ্বৈতবেদান্তীর অনির্বচনীয় খ্যাতি বলা হয় কিন্তু পরবর্তীকালে রামানুজমতে সৎখ্যাতি এবং সাংখ্যবিজ্ঞানভিক্ষুমতে সদসৎখ্যাতি এই দুইটী নূতন মতবাদের উদ্ভব হওয়ায় খ্যাতিবাদ সর্বশুদ্ধ সাতটী বলা হয়। ফলতঃ খ্যাতি শব্দে এস্থলে ভ্রম বলা হয়। খ্যাতি শব্দের যশঃ এই অর্থ হইতেও ভ্রম অর্থ আবিষ্কার করিতে পারা যায়। কারণ, যশঃ বা সুখ্যাতি কালে যেমন কোন বিষয়ে অত্যুক্তি হইয়াই যায়, যাথার্থরূপের পরিচয় ঠিক আর থাকে না, এই ভ্রমস্থলেও সেইরূপ যথার্থ পরিচয় আর থাকে না। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে যে 'এই' বলিয়া একটা সামান্য জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থ হইলেও তাহাতে সর্পত্বপ্রকারক রূপবিশেষ জ্ঞান হয়। সেই জ্ঞানটী যথার্থ হয়, না। এস্থলেও যাহার প্রশংসা করা যায় তাহার সামান্যাংশে যথার্থ জ্ঞান থাকিলেও তাহার বিশেষ ধর্মে অত্যুক্তি ঘটিয়া কিঞ্চিৎ অযথার্থতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে যশঃ বা সুখ্যাতি হইতে খ্যাতি শব্দের ভ্রম অর্থ আবিষ্কার করা যায়। এইজন্য ভ্রম-সম্বন্ধে মতবাদের নামই খ্যাতিবাদ। এই অখ্যাতি

বাদীর মতে অখ্যাতি ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানকে বুঝায়। [অখ্যাতিবাদ দ্র°]

মঃ মঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ

অখ্যাতিবাদ—যে মতবাদে খ্যাতি অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞান স্বীকার করা হয় না সেই মতবাদের নাম অখ্যাতিবাদ। অখ্যাতির বাদ=অখ্যাতি-বাদ—ষষ্ঠীতৎ)। এই মতবাদের প্রবর্তক মীমাংসকপ্রবর অদ্বিতীয়বুদ্ধি আচার্য প্রভাকর। ইনি মীমাংসাদর্শনের শবর-ভাষ্যের উপর 'বৃহতী' নামক টীকার রচয়িতা। প্রবাদ এই যে আচার্য প্রভাকর মহামতি কুমারিলভট্টের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু প্রভাকরের মত কুমারিলের মত হইতে বহু বিষয়ে অন্যরূপ। কুমারিলভট্ট ভ্রম-সম্বন্ধে বিপরীত খ্যাতি অর্থাৎ অন্যথাখ্যাতিবাদী ছিলেন। প্রভাকর তাহার প্রতিবাদ করিয়া অখ্যাতিবাদ স্থাপন করেন। কথিত আছে, প্রভাকর তাঁহার গুরু কুমারিলের বুদ্ধির প্রখরতা রক্ষার জন্য তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি কুমারিলের মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং কুমারিলের দেহান্তে নিজ গ্রন্থাদি জলসাৎ করিয়া ফেলেন। কিন্তু প্রভাকরের 'বৃহতী' গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় এবং বঙ্গদেশে প্রভাকরের মতই অধিক প্রচলিত। এজন্য কেহ কেহ প্রভাকরকে বাঙ্গালী বলেন। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বহু স্থলে প্রভাকরের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব উক্ত প্রবাদের যথার্থতা-সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে অবশ্য বলিতে হইবে। এই অখ্যাতিবাদের পরিচয় লাভ করিতে হইলে ন্যায়মতে জ্ঞানের বিভাগটী একবার স্মরণ করা আবশ্যক। যথা—জ্ঞান দ্বিবিধ, অনুভব ও স্মৃতি। যাহা সংস্কারমাত্রজন্য তাহাই স্মৃতি এবং তদ্ভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই অনুভব। সুতরাং যাহা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান অথবা যাহা জ্ঞানাকরণক জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ অনুভব। এই অনুভব কিন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দভেদে—চারি প্রকার। এই অনুভব ও স্মৃতি যথার্থ ও অযথার্থভেদে দ্বিবিধ। যথার্থ জ্ঞানের অপর নাম প্রমা এবং অযথার্থ জ্ঞানের অপর নাম অপ্রমা। প্রমা অর্থ যাহা প্রমাণজন্য, অথবা যাহা তদ্বতে তৎপ্রকারক জ্ঞান তাহা এবং অযথার্থ অর্থ যাহা প্রমাণজন্য নহে অথবা তদভাববতে যে তৎপ্রকারক জ্ঞান অর্থাৎ-ভ্রম বা বিপর্যয় জ্ঞান তাহা। ইহার নাম অপ্রমা। অর্থাৎ শুক্তিকাতে যে শুক্তিকার প্রকারক জ্ঞান তাহাই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং শুক্তিকাতে যে রজতত্ব প্রকারক জ্ঞান তাহাই অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম বা বিপর্যয় জ্ঞান। অবশ্য অযথার্থ জ্ঞান এতদ্ভিন্নও আছে, যথা—স্বপ্ন, অনধ্যবসায়, সংশয় প্রভৃতি। এস্থলে ভ্রমসম্বন্ধে যে মতভেদ তাহাই খ্যাতিবাদ নামে অভিহিত হয়। ন্যায়মতে ভ্রমসম্বন্ধে অন্যথাখ্যাতিবাদ স্বীকার করা হয়। প্রভাকর কিন্তু অন্য সকল মতবাদ খণ্ডন করিয়া অখ্যাতিবাদ স্থাপন করেন। অপর সকল মতেই ভ্রম একটী জ্ঞান, কিন্তু অখ্যাতিবাদে ভ্রম, দুইটী জ্ঞানের মধ্যে ভেদের অগ্রহ অর্থাৎ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানবশতঃ সেই দুইটী জ্ঞান একটী জ্ঞানের ন্যায় ব্যবহৃত হয় এই মাত্র।

অখ্যাতিবাদ সম্বন্ধে মূলগ্রন্থ প্রভাকরাচার্যের শবরভাষ্যের বৃহতী নামক টীকা, শালিকনাথ মিশ্র-কৃত বৃহতীপঞ্জিকা নামক টীকা এবং শালিকনাথের প্রকরণপঞ্জিকা ও রামানুজাচার্যের তন্ত্ররহস্যই প্রধান এবং এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থে অখ্যাতিবাদ খণ্ডনকালে অখ্যাতিবাদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—বেদান্তমতের পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, তত্ত্বদীপন, বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ, শাঙ্করভাষ্যের ভামতী। শাঙ্করভাষ্যের প্রকটার্থ টীকা, অদ্বৈতসিদ্ধি, ইষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি। ন্যায়মতে—ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা, তত্ত্বচিন্তামণি, ন্যায়মঞ্জরী, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি। মীমাংসকমতে—পার্থসারথীমিশ্রের শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতি।

প্রভাকর এই অখ্যাতিবাদ যেরূপে উৎপাদন করেন তাহা এই—"নহি অন্য-সংপ্রযুক্তে চক্ষুষি অন্যালম্বনস্য জ্ঞানস্য উৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অন্যস্য অনুপাদাৎ ইত্যুক্তম্। অতএব ইদমুচ্যতে—ন অন্যামন্যম্ আলম্বনম্ অন্যাকারস্য জ্ঞানস্য উৎপত্তিহেতুঃ—ইতি। কথং তর্হি বিপরীতগ্রহো অন্যান্য আস্বাদঃ? উচ্যতে স্মৃত্যাত্মকম্ সদৃশম্ অবলম্ব্য অগৃহীত বিবেকং যৎ জ্ঞানম্ উৎপন্নং তৎ সদৃশবিষয়াপ্রযে স্মৃতিজ্ঞানহেতুত্বাৎ প্রতিপদ্যতে স্মরামি—ইতি জ্ঞানশূন্যতা। উপপন্নানি তাবৎ শুক্তিকাদিষু রজতাদিজ্ঞানানি।"—শাবরভাষ্যের (বৃহতী টীকা, ৬৪-৬৫ পৃঃ, মাদ্রাজ-সংস্করণ ইহার তাৎপর্যার্থ—('নহি উৎপত্তিহেতু' ইতি) শুক্তিকা প্রভৃতি বস্তুর সহিত চক্ষুসম্বন্ধ হইলে রজত প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হইতে পারে না। শুক্তিকা প্রত্যক্ষই উৎপন্ন হইবে। যে বিষয়ের সহিত চক্ষুসম্বন্ধ হয় তাহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অন্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ চক্ষু অন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। ইহাই অনুভবসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। যদি অন্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া চক্ষু অন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারিত তবে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ না হইয়াও বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এইরূপ স্বীকার করিতে হইত। আর তাহা হইলে অন্ধেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না, এজন্য এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে যে, যদাকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তদাকার বস্তুর সহিতই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অন্যাকার আ-লম্বন হইতে অন্যাকার প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় ইহা অসম্ভব। অর্থাৎ শুক্তির সহিত সম্বন্ধ চক্ষুর শুক্তিকাবিষয়ক প্রত্যক্ষই জন্মাইতে পারে, কিন্তু রজত-জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। এজন্য 'ইদং রজতম্' এইরূপ যে ভ্রম লোক-প্রসিদ্ধ আছে সেই জ্ঞানটী উভয়াকার অর্থাৎ ইদমাকার ও রজতাকার এজন্য এই উভয়াকার জ্ঞানের আলম্বনও উভয়াকারই হইবে; অর্থাৎ ইদমাকার-বিশিষ্ট বস্তু ও রজতাকারবিশিষ্ট বস্তু এই দুইটীই আলম্বন হইবে। এই দুইটী বস্তুর যে কোন একটী বস্তু অথবা অন্য বস্তু 'ইদং রজতম্' এইরূপ উভয়াকার জ্ঞানের আলম্বন হইতে পারে না। আর তাহা

তাহা হইলে বিপরীত জ্ঞান বলিয়া আর কিছু থাকিতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয় যাহার সহিত সম্বদ্ধ হইবে তাহারই প্রত্যক্ষ হইবে, অন্যের হইবে না ইহাই নিয়ম। সুতরাং শুক্তিকার সহিত সম্বদ্ধ চক্ষু রজতপ্রত্যক্ষের জনক হইতে পারিল না। আর তজ্জন্য লোকপ্রসিদ্ধ ভ্রমজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান আর সিদ্ধ হইতে পারিল না। (কথং জ্ঞানানি)—ইহাতে আপত্তি এই যে যদি জ্ঞানানুসারে বস্তুর সিদ্ধি হয় তবে আর বিপরীত জ্ঞানই হইতে পারে না, আর যদি বিপরীত জ্ঞান স্বীকার করা যায় তবে জ্ঞানানুসারে আর বস্তুর সিদ্ধি হইতে পারে না। অথচ প্রভাকরাচার্যের মতেও আত্মাতে অনাত্মাদির প্রতীতিরূপ বিপরীত জ্ঞান হয় ইহা স্বীকার করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য প্রভাকর 'উচ্যতে' বলিয়া সমাধান বলিতেছেন। রজত ও শুক্তি দুইটী ভিন্ন বিষয়। অথচ শুক্তিকা রজত-সদৃশী। এই রজত-সদৃশী শুক্তিকাই ইদমাকার প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এই প্রতীতিতে শুক্তিকার বিশেষাংশ গৃহীত হয় না। শুক্তিকার যে বিশেষরূপ তাহাই রজত হইতে শুক্তিকার ভেদজ্ঞানের হেতু। শুক্তিকার বিশেষ ধর্মগুলি ইদম্ এই জ্ঞানে জ্ঞানবান্ না হওয়ায় ইদম্ এইরূপ জ্ঞানকালে ইদম্ বস্তুটী রজত হইতে ভিন্নরূপে ভাসমান হইতে পারে নাই। যেমন ঘটজ্ঞানকালে ঘটের বিশেষ রূপগুলিও জ্ঞাত হওয়ায় পটাদি হইতে ভিন্নরূপেই ঘট গৃহীত হইয়া থাকে, কারণ ঘটের বিশেষরূপগুলিই পটাদি হইতে ঘটের ভেদ প্রতীতির কারণ। যে স্থলে এই বিশেষরূপ গৃহীত হয় না সেস্থলে পটাদি অপর বস্তু হইতে ঘটের ভেদ-প্রতীতিও হইতে পারে না। তদ্রূপ প্রকৃত স্থলে শুক্তিকা সামান্যরূপে ইদম্ এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হইলেও তাহার বিশেষরূপ গৃহীত না হওয়ায় রজত হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইল না। এখন তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় শুক্তিকার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ইদম্ এইরূপ সামান্যাকার প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করিল; কিন্তু শুক্তিকার বিশেষরূপের প্রত্যক্ষ হইল না কেন? শুক্তিকার বিশেষরূপ প্রত্যক্ষেও তো শুক্তিকার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধই কারণ? সেই সম্বন্ধ তো ইদম্ ইত্যাকার জ্ঞানস্থলেও আছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে শুক্তিকার বিশেষ ধর্মগুলি শুক্তিকাতে বিদ্যমান থাকিলেও এবং সেই শুক্তিকা চক্ষুরিন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ হইলেও সেই বিশেষ ধর্ম চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। কারণ ইন্দ্রিয়, মন ও বিষয়াদি দোষযুক্ত হইলে এইরূপ বিশেষাকারের গ্রহণ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াদির দোষই বিশেষাকার অগ্রহণের কারণ। এইজন্য শুক্তিকার সাধারণ ধর্ম ইদমাদি গৃহীত হইয়া ইদম্ ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই সাধারণরূপে শুক্তিকার জ্ঞান অর্থাৎ ইদম্ জ্ঞান শুক্তিকাসদৃশ বিষয়ান্তর রজতাদির স্মরণের হেতু হইয়া থাকে। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে সাদৃশ্য জ্ঞাত হইয়াই কারণ হয় না, কিন্তু সাদৃশ্যের স্বরূপসত্তামাত্রই অর্থাৎ সাদৃশ্য থাকিলেই বস্তুগত্যা সদৃশ বস্তুর স্মৃতি হইয়া থাকে। যদিও শুক্তিকার সদৃশ বস্তু কেবল রজতই নহে রঙ্গ প্রভৃতিও বটে, তথাপি রজতের প্রতি অনুরাগবশতঃ এবং দ্রষ্টার অদৃষ্টবশতঃ রজতেরই স্মৃতি হয়, রঙ্গের হয় না এবং রঙ্গানুরাগাদি থাকিলে রঙ্গেরই স্মৃতি হয়, রজতের হয় না। অবশ্য যাহার যে বিষয়ে স্মৃতি উৎপন্ন হইবে তাহার সে বিষয়ে সংস্কার থাকাও প্রয়োজন, সংস্কার না থাকিলে স্মৃতি হইতে পারে না। আর সেই সংস্কার অনুভবজন্যই হয়। পূর্বে অনুভূত না হইলে সংস্কার হয় না। এজন্য স্মরণমাত্রেই পূর্বানুভূতের অবমর্শ হয় অর্থাৎ অনুভবস্থলে প্রতীতি ইদম্-এর হয় এবং স্মরণস্থলে তৎ এইরূপ পূর্বানুভূততার অনুসন্ধান হইয়া থাকে, অর্থাৎ অনুভবস্থলে ইহা এবং স্মরণস্থলে তাহা এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু এস্থলে দোষপ্রযুক্ত মনের সামর্থ্য লুপ্ত হওয়ায় আর পূর্বানুভূততার অনুসন্ধান হয় না, অর্থাৎ আমি রজত স্মরণ করিতেছি এইরূপ স্মরণের অভিমানও থাকে না। আর তজ্জন্য গৃহ্যমান ইদং বস্তু ও স্মর্যমাণ রজতবস্তুর ভেদও অবভাসমান হয় না। অর্থাৎ রজতস্মৃতিতে তত্তাংশের প্রমোষ অর্থাৎ অননুসন্ধান হইয়া থাকে। এজন্য ইহাকে প্রমুষ্টতত্তাক রজতস্মৃতি বলা হয়। যদি পূর্বানুভূততার অনুসন্ধান থাকিত অর্থাৎ পূর্বানুভূতরূপে রজতের জ্ঞান হইত, তবে ইদানীং অনুভূয়মান ইদং বস্তুর সহিত পূর্বানুভূত রজতবস্তুর ভেদও গৃহীত হইয়া পড়িত।

যদি স্মরণাভিমান না হয়, অর্থাৎ আমি স্মরণ করিতেছি এইরূপ বোধ না হয় তবে ইহা যে স্মৃতি তাহা কিরূপ বলা যাইতে পারে এরূপ আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ রজতানুভবের যত প্রকার সামগ্রী তাহা এস্থলে নাই, অর্থাৎ রজত-প্রত্যক্ষের সামগ্রী রজতের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ নাই, রজতানুমিতির সামগ্রী লিঙ্গাদির প্রতিসন্ধান নাই, উপমিতির সামগ্রী-সাদৃশ্যজ্ঞান নাই, শব্দবোধের সামগ্রী-পদজ্ঞান নাই, এইরূপ অর্থাপত্তির সামগ্রীও নাই অথচ রজত-জ্ঞান হইতেছে, সুতরাং পারিশেষ্যপ্রযুক্ত ইহাকে স্মৃতিই বলিতে হইবে। কারণ স্মৃতি ও অনুভব ভিন্ন তৃতীয় প্রকার জ্ঞান নাই। এজন্য 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞান একটী জ্ঞান নহে। কিন্তু ইদম্ ইহা শুক্তির সামান্য রূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং রজতম্ ইহা প্রমুষ্টতত্তাক রজতের স্মরণ। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও স্মরণ এস্থলে এই দুইটী জ্ঞান হইয়াছে। একটী জ্ঞান বলিলে রজতের জ্ঞানই সম্ভাবিত [illegible] না, কারণ এই রজতজ্ঞানটী রজতেন্দ্রিয় সম্বন্ধজন্য নহে। দেশান্তরীয় রজতের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধের সম্ভাবনাই নাই। আর অসংযুক্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপন্ন করে না। এই জন্য অন্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান হয় না। আর তজ্জন্য রজতজ্ঞানকে স্মৃতিই বলিতে হইবে। এই দুইটী জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন অথচ দোষবশতঃ ভেদের জ্ঞান হয় না, এইজন্য একটী বিষয়ের মত বলিয়া জ্ঞান হয়। এইরূপ দুইটী জ্ঞানও পরস্পর ভিন্ন অথচ দোষবশতঃ জ্ঞানদ্বয়ের ভেদ গৃহীত হয় না বলিয়া একটী জ্ঞানের মত বলিয়া মনে হয়। বস্তুগত্যা বিষয়ও একটী নহে, জ্ঞানও একটী নহে। যাঁহারা এইরূপ জ্ঞানকে এক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেই ভ্রম জ্ঞান স্বীকার করা হয়। প্রভাকর

তাহা স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহার মতে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করা হয় না। এজন্য প্রভাকরকে অখ্যাতিবাদী বলা হইয়া থাকে। এমতে আরও বলা হয় যে, বিষয় না থাকিয়াও যদি জ্ঞান হইতে পারিত তবে জগতে ব্যবহার মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইত। সর্বত্র ব্যবহার জ্ঞান-প্রযুক্তই হইয়া থাকে, আর সেই জ্ঞান যদি বিষয়-নিরপেক্ষ হয় তবে কোন ব্যক্তিরই জ্ঞানাধীন বিষয়সত্তা নিরূপিত হইতে পারিবে না, সুতরাং প্রবৃত্তিও হইতে পারিবে না। এজন্য তাঁহারা বলেন—

"অহোবত মহানেষ প্রমাণাধীনতাক্ষতিঃ।
জ্ঞানস্য ব্যভিচারিত্বে বিশ্বাসঃ কিং নিবন্ধনঃ॥"
—চিন্তামণি, প্রঃ-খণ্ড, ৪১০পৃঃ;
প্রকরণপঞ্জিকা নয়বীথিপ্রকরণ (৩৮-৩৯)।

প্রভাকর আরও বলেন—

"দুষ্টং চ পূর্বতায়াঃ কার্যাক্ষমত্বং ন পুনঃ কার্যান্তরসামর্থ্যং
তস্মাৎ অগ্রহণনিবন্ধনা এব বিপর্যয়া ইতি।"
(বৃহতী ৩৭পৃঃ)

অভিপ্রায় এই যে, দোষদুষ্ট কারণ নিজের উচিত কার্য জন্মাইতে পারে না, ইহাই দেখা যায়। কিন্তু এরূপ কখনই সম্ভাবিত নহে যে দোষদুষ্ট কারণ যোচিতকার্য না জন্মাইয়া অভিনব কার্যের জনক হইবে। দুষ্ট চক্ষু শুক্তিকার বিশেষাকার গ্রহণ না করিয়া দূরদেশস্থিত রজতকেই গ্রহণ করিয়া ফেলিবে এরূপ কল্পনা অত্যন্ত অসঙ্গত। দোষ কার্যের বিঘাতই করিতে পারে—অভিনব কার্যের জনক হইতে পারে না। যদি পারিত তবে দুষ্ট যববীজ শালিধানের অঙ্কুর জন্মাইতে পারিত। এস্থলে কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন দোষ অভিনব কার্যের জনকও তো হইয়া থাকে, যেমন ভস্মক দোষদুষ্ট ঔদর্যবহ্নি হইতেও বহু অন্ন পরিপাক হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। ঔদর্যবহ্নির উচিত কার্য শরীরের বলপুষ্টি প্রভৃতি। ভস্মকদোষদুষ্ট ঔদর্য অগ্নি হইলে শরীরের বলপুষ্টি হয় না, মৃত্যুই হয়। আর অন্নের যে অতিপাক তাহা অগ্নিসামান্যের কার্য, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া এস্থলে দোষ বলা হয় নাই। বলপুষ্টি প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়াই দোষ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঔদর্যবহ্নিরই দোষ হইয়াছে, বহ্নিসামান্যের দোষ হয় নাই; এজন্য বহ্নিকার্য পাক হয়, কিন্তু ঔদর্যবহ্নির কার্য দেহের বলপুষ্টিকর হয় না।

যদি বলা যায় 'ইদং রজতম্' স্থলে যে ইদমাকার জ্ঞান তাহা প্রত্যক্ষ এবং রজতম্ এই যে রজতাকার জ্ঞান তাহা প্রমুষ্টতত্তাক স্মৃতি, এখন এই উভয়জ্ঞানের ভেদাগ্রহ হইলে 'ইদং রজতম্' এই প্রতীতি কেন অনুভবাত্মক বলিয়া মনে করা হয়, স্মরণাত্মক বলা হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে দোষবশতঃ রজতস্মরণটী প্রমুষ্টতত্তাক এবং 'স্মরামি' ইত্যাকারক স্মরণাভিমানশূন্য হইয়াছে, তথাপি যে ইহাকে স্মৃতি বলা হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রকার না হওয়ায় অর্থাৎ পারিশেষ্যবশতঃ স্মৃতিই বলিতে বাধ্য হইতে হয়। কারণ অনুভব ও স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানান্তর নাই। কিন্তু ইদমাকার অনুভবমধ্যে কোন অঙ্গহানি হয় না, সেখানে অনুভবামি এইরূপ প্রতিসন্ধান থাকে এবং কৃৎস্ন সামগ্রীজন্যত্বও থাকে। এজন্য 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞানমধ্যে ইদমাকার প্রত্যক্ষটী প্রবল হইল এবং রজতস্মৃতিটী দুর্বল হইল। অর্থাৎ যে রজতস্মৃতি নিজেরই স্মরণের ব্যবহারের জনক হয় নাই সে অন্যের স্মরণ-ব্যবহারের সম্পাদক কিরূপে হইবে? এইজন্য 'ইদম্ রজতম্' জ্ঞানটী প্রত্যক্ষরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু স্মৃতিরূপে ব্যবহৃত হয় না। এইরূপে স্মরণে গ্রহণ-ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু অনুভবে স্মরণ-ব্যবহার হয় না। গৃহীত-গ্রহণস্বভাবা স্মৃতির গৃহীতত্বাংশ প্রমোষ হইলে গ্রহণব্যবহারেরই হেতু হইয়া থাকে। আর এতাদৃশ গ্রহণব্যবহার বিসংবাদী বলিয়া ব্যবহারের অনঙ্গীভূত জ্ঞানকেও ভ্রম বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে।

যদি বলা হয় বিষয় ও জ্ঞান অবাধিত বলিয়া 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞানের পর যখন দোষের অপগম নিবন্ধন 'নেদং রজতম্' এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন 'নেদং রজতম্' এই জ্ঞানটী কাহার বাধক হইবে? তাহা হইলে 'নেদং রজতম্' এই বাধকজ্ঞানের বাধকত্ব কোথায়? ইদং জ্ঞানটী সত্য বিষয়ক এবং রজতস্মৃতিও অবিপরীতার্থক, সুতরাং বাধা কাহার হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে বিসংবাদী রজত-ব্যবহারের বাধকত্বনিবন্ধন বাধকজ্ঞানের বাধকত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ রজত বলিয়া ব্যবহারের বাধা হয় বলিয়া 'নেদং রজতম্' জ্ঞানকে বাধক জ্ঞান বলা হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ যে ভ্রম জ্ঞান স্বীকার করেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ 'ইদং রজতম্' এই প্রতীতিস্থলে রজত না থাকিয়াও রজতের প্রত্যক্ষ হয় একথাও ভ্রমবাদিগণকে স্বীকার করিতে হইবে। যদিও রজত দেশান্তরে থাকে বটে তথাপি যে দেশে রজতের জ্ঞান হইতেছে সে দেশে রজত নাই ইহা বলিতেই হইবে। আর বিষয় না থাকিয়াও যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তবে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতের সহিত প্রভেদ আর থাকে না। কিন্তু অখ্যাতিবাদে সে দোষ হয় না। আর যে বস্তু যেস্থানে নাই সেস্থানে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ অত্যন্ত অসম্ভাবিত অসতের প্রত্যক্ষ হয় না। বিষয়ের অন্যত্র সত্ত্ব অকিঞ্চিৎকর। দেশান্তরীয় রজতের প্রত্যক্ষের কারণ সন্নিকর্ষ নাই। যদি জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলা হয় তবে তাহা লৌকিক সন্নিকর্ষ নয়, তাহাকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অনুমানের উচ্ছেদাপত্তিরূপ অগণিত দোষের সম্ভাবনা হইবে। অর্থাৎ বহ্নিমান্ ধূমাৎস্থলে বহ্নিরও প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে। তাহার পর অলৌকিক সন্নিকর্ষবশতঃ যদি দেশান্তরীয় রজতের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়া 'ইদং রজতম্' জ্ঞান হয় এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে সেস্থলে আর 'রজতম্ ইদম্' জ্ঞান হইতে পারে না। যাহার 'ইদং রজতম্' জ্ঞান হয় তাহার 'রজতম্ ইদম্' জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু অলৌকিক সন্নিকর্ষবশতঃ রজত প্রত্যক্ষস্থলে আর 'রজতম্ ইদম্' জ্ঞান হয় না। কারণ যে অংশে লৌকিক সন্নিকর্ষ থাকিবে তাহাই বিশেষ্যরূপে এবং

অলৌকিক সন্নিকর্ষযুক্ত বিষয় বিশেষণরূপে ভাসমান হয়। এইজন্য 'সুরভি চন্দন' এইরূপ প্রত্যক্ষ হইলেও 'চন্দনে সৌরভম্' এইরূপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। প্রভাকর-মতের নির্ব্বচিন্তাবলি গ্রন্থে একটী কারিকা-দ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই কারিকাটী এই—

"সাকারপাতাদসতো ন জনাৎ সংবিদ্‌বিরোধাদথ-
হেত্বভাবাৎ।
ধিয়ামনাথাসভায়াচ্চনেষ্টা যতোহন্যথাখ্যাতিরতো-
যথার্থা॥

—প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৪৭৪ পৃঃ।

অর্থাৎ অন্যথা খ্যাতি স্বীকার করিলে সাকার বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে প্রবেশ করিতে হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহকে বিজ্ঞানেরই আকার বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানের আকার ব্যতিরিক্ত পরিদৃশ্যমান বাহ্য বস্তু নাই। অন্যথাখ্যাতি-বাদিগণের মতেও ভ্রমে ভাসমান রজত বিজ্ঞানের আকারেই পর্যবসিত হইল। যেখানে রজত দেখা যাইতেছে সেখানে রজত নাই, অথচ বিজ্ঞানই রজতাকার হইয়া প্রকাশমান হইতেছে। কোন এক স্থলে বৌদ্ধমত স্বীকার করিলে অর্থাৎ বিষয়নিরপেক্ষ জ্ঞান স্বীকার করিলে সর্বত্রই এই বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে, আর কোন স্থলেই বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তু স্বীকারের প্রয়োজন নাই। তদ্রূপ অসতেরও ভাণ হয় না। যে স্থলে যে বস্তু নাই সেখানে তাহার প্রত্যক্ষ কখনও হইতে পারে না। সেস্থানেও সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে গেলে অসতেরই প্রত্যক্ষ হয় এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু অসতের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কারণ সদ্‌বস্তুরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত অসদ্‌ বস্তুর কোন সম্বন্ধ হয় না। সৎ ও অসতের কোন সম্বন্ধ নাই। ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। অন্যথাখ্যাতি-বাদিগণের মতে যে স্থানে ইদং রজত প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই স্থলে রজত বিদ্যমান নহে বলিয়া সে স্থলে রজত অসৎ সুতরাং অসতের প্রত্যক্ষ হয় না। তদ্রূপ সংবিতের স্বভাবেরও বিরোধ হয়। জ্ঞানের স্বভাব এই যে জ্ঞানে যে বস্তুটী প্রকাশমান হয় তাহাই জ্ঞানের বিষয় বা আলম্বন হইয়া থাকে। জ্ঞানে ভাসমান অন্য বস্তু ও বিষয় বা আলম্বন অন্য বস্তু এরূপ হইতে পারে না। রজতজ্ঞানের বিষয় রজতই হইবে, শুক্তিকা হইবে না। এইরূপ শুক্তিকা-জ্ঞানের বিষয় শুক্তিকাই হইবে রজত হইবে না। এজন্য যাহা রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান তাহা রজতত্ববদ্‌ বিশেষ্যক হইবে। ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। কিন্তু রজতত্বাভাববদ্‌ বস্তু রজতত্ব-প্রকারক জ্ঞানের বিশেষ্য হইতে পারে না। এজন্য অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ যে ভ্রমস্থলে ভ্রমব্যাবৃত্তির জন্য যে তদভাববদ্‌বিশেষ্যকত্ব বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। তৎপ্রকারক জ্ঞান জ্ঞানের স্বভাবপ্রযুক্তই তদ্বদ্‌ বিশেষ্যক হইবে। তৎপ্রকারক জ্ঞান তদভাববদ্‌ বিশেষ্যক কোন স্থলেই হইতে পারে না। ইহা জ্ঞানের স্বভাববিরুদ্ধ কথা। তদ্রূপ রজতাদির প্রাত্যক্ষিক ভ্রমস্থলে রজতের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ না থাকিয়াও অর্থাৎ হেতু না থাকিয়াও ভ্রমাত্মক রজত প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অন্যথা-খ্যাতিবাদিগণকে স্বীকার করিতে হয়। আর এরূপ যদি হয়, অর্থাৎ বিষয় না থাকিয়াও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি বিষয়ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে প্রামাণিকগণের প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানজন্য ব্যবহার অসম্ভাবিত হইয়া পড়ে। এজন্য অন্যথা-খ্যাতি বা ভ্রম স্বীকার করা যাইতে পারে না। আর তাহাতে অখ্যাতিবাদই অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানই সমীচীন এই কথারই স্বীকার যুক্তিযুক্ত। যেরূপ প্রাত্যক্ষিক ভ্রম স্বীকার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ ও অনুভববিরুদ্ধ তদ্রূপ পরোক্ষ ভ্রম স্বীকার করাও অনুভববিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ পরোক্ষ ভ্রমস্থলেও অন্যথাখ্যাতিবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন, অখ্যাতিবাদিগণ সেস্থলেও অখ্যাতিই স্বীকার করেন, অর্থাৎ সমীচীন জ্ঞানই বলিয়া থাকেন।

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শুক্তিকা দেখিয়া তাহাতে ইদমাকার এই সামান্য অনুভব হইলে সাদৃশ্যাদি প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতৃদোষনিবন্ধন প্রবুদ্ধসংস্কার রজতস্মৃতি হইলে ইদমাকার সামান্য জ্ঞান ও রজতত্বপ্রকারক বিশেষ জ্ঞানরূপ স্মৃতি এই জ্ঞানদ্বয়ের ভেদের অগ্রহ হয়, আর এই অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয় সমীচীন রজতজ্ঞানের মত রজতব্যবহার জন্মাইয়া থাকে। জ্ঞান-দ্বয়ের ভেদাগ্রহ ব্যবহারের জনক নহে, কারণ জ্ঞানের অভাব কখন ব্যবহারের জনক হয় না।

মঃ-মঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ

অগ্‌ঘান দিন—[প্রাদে° দ্রষ্টব্য। অগ্‌+ঘান—পাজিটার] মাসের প্রথম দিন।

√অগ্‌১—[ভ্বা-প°—অগতি, আগ, আগীৎ; অগিতুম্; ণিচ্‌—অগয়তি, অগয়িতুম্। তু° √অঙ্ক] বক্রগতিতে গমন করা to move tortuously, wind.

√অগ্‌২—[ভ্বা-প°—অগতি, আনগ, আগীৎ; ণিচ্‌—অগয়তি, অগাপয়তি] গমন করা, যাওয়া।

অগ্‌গঞ্ঞ-সুত্ত—বৌদ্ধ সুত্তপিটকের একটী সুত্ত [সুত্তপিটক দ্র°]।

অগ্‌গপরাজু—বাণ-বংশীয় সামন্ত নৃপতি। দক্ষিণ ভারতের নেলোর জেলার অন্তর্গত পদিলি মহকুমার সগ্‌মুরু নামক স্থানে ৯৬৮ খ্রীঃ (৮৯০ শক) প্রদত্ত শিলালেখে ইঁহাকে একরূপ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

[EI. xi. 238; Butterworth & Chetty: Nellore Ins., 1201ff.]

অগ্‌গড়ঞ্জুর—প্রাচীন স্থান-বি°। ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য তদীয় চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে 'জালেশ্বর' নামক শিবমন্দিরের ব্যয়-নির্বাহার্থ অগ্‌গড়ঞ্জুরের কোন কোন উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর নির্ধারণ করিয়াছিলেন।

[EI. xix. 188]

অগ্‌গাড়ব চৈত্য—সুসঙ্গের সকাশ নামক স্থান হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত চৈত্য। ইহা প্রাগ্‌বৌদ্ধ মন্দির বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (Rhys Davids & Stede: Pali Dictionary, 104)। ইহারই নিকটবর্তী 'অলসা' নামক স্থানে বুদ্ধদেব তাঁহার ষোড়শ 'বর্ষা' (বর্ষস) যাপন করিয়াছিলেন। তিনি এখানে 'মণিকণ্ঠ,' 'ব্রহ্মদত্ত' ও 'অধিদেব'

জাতক ভিক্ষুদিগকে বিবৃত করেন (Fausboll's Jataka, ii. 282 ; iii. 78, 351)। [বুদ্ধদেব দ্র°] আড়বক নামক যক্ষ এইস্থানে বাস করিত বলিয়া কথিত [আড়বী দ্র°]। 'তিপল্লথ মিগ' জাতকে অগ্‌গাড়ব চৈত্যের উল্লেখ আছে (Fausboll's Jataka, i. 160)।

[GDI ; Fa Hian's Travels, xvii ; JRAS, 1891, 338-9 ; GEB, 25, 46, 77]

অগ্‌ডেন—আমেরিকার উটা (Utah) প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। ওয়াসাচ্‌ (Wasatch) পর্বতমালার পাদদেশে অগ্‌ডেন ও ওয়েবার নদীর সঙ্গমস্থলে সল্ট লেক্ সিটি (Salt Lake City) হইতে ৩৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ১৮৪৮ খ্রীঃ ইহার পত্তন আরম্ভ হয় এবং ১৮৫০ খ্রীঃ ব্রিগহাম ইয়ং-এর (Brigham Young) নির্দেশ-অনুসারে এই স্থানে নগর স্থাপিত হয়। লোকসংখ্যা —৪০২৭২ (১৯৩০ খ্রীঃ)। এই নগর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিশেষ খ্যাত। নগরের পার্শ্ব দিয়া দশ মাইল বিস্তীর্ণ পার্বত খাতের তীরবর্তী তরুশ্রেণী-শোভিত প্রশস্ত বর্ত্ম ইহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। এই নগর হইতে প্রচুর ফল, মাংস, তৈল, চিনি ও ময়দা রপ্তানি হইয়া থাকে।

অগ,—[ন=অ+ √গম্ (গমন করা) +ড (র্ত্ত)—ক>গ ; নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী — া। 'নগোঽপ্রাণিষ্বন্যতরস্যাম্'— পা° ৬. ৩. ৭৭। প্রাণী না বুঝাইলে নঞ্‌ স্থানে বিকল্পে অ-কার হয়, যথা—নগ অগ। কিন্তু প্রাণী বুঝাইলে নঞ্‌স্থানে নিত্য অ-কার হইবে, যথা—অগো বৃষলঃ শীতেন] বিণ, **১** যাহা গমন করিতে পারে না, চলিতে পারে না, চলচ্ছক্তিহীন। **২** দুর্গম—'অবস্বরগং হিত্বা দীনাং যাদো ত্রিপিষ্টকম্'—ভা° ৪.১২.৩১। **৩** পুং (গমন করিতে পারে না বলিয়া) পর্বত, নগ, অচল॥—পা° ৬. ৩. ৭৭ : মে° গৎ : 'অগোঽপি বর্ত্তেত শ্লোকঃ শ্লোকবন্মতে বুধৈঃ'—অভি° শিলা° ২৭ ; অম° ॥ **৪** পুং (চলিতে পারে না বলিয়া) বৃক্ষ। —শিশু° ৪. ৩২ ॥ মে° গৎ ; 'বৃক্ষোঽগঃ'—অভি° ভূমি° ১০ ; শব্দ° ॥ **৫** পুং [আর্যভটাদি জ্যোতির্বিদ্‌গণ সূর্যের গতিহীনতার বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া সূর্যের নাম 'অগ' (অচল) দিয়াছিলেন। মতান্তরে সূর্য বক্রগতিতে গমন করে বলিয়া উহার নাম 'অগ'। বৎসরের মধ্যে সূর্য ছয়মাস উত্তরায়ণ ও ছয়মাস দক্ষিণায়ন, এইজন্য সূর্য বৎসরের মধ্যে মাত্র দুই দিন বিষুবরেখা স্পর্শ করেন অর্থাৎ সরল গতিতে গমন না করিয়া বক্রগতিতে গমন করেন] সূর্য॥ মে° গৎ : অভি° শব্দ° ॥ **৬** সর্প (বক্র গমন করে বলিয়া)॥ মে° গৎ : শব্দ° ॥ **৭** কুম্ভ—'অগঃ কুম্ভঃ'—দুর্গাদাস (নি° ১. ৫) ॥বো-বো°॥ **৮** পবন, বায়ু॥ মে° গৎ ॥ **৯** প্রস্তর। **১০** (গণিত°। সঙ্কুলাচলের সংখ্যানুসারে) সাত (৭) এই সংখ্যা॥ বৃহন্‌° বর্ন্দে° শব্দা° ॥ **১১** একজাতীয় ফলবান্ বৃক্ষ, অগই dillenia scabrella [অগই দ্র°]। ~আত্মজা —পার্বতীর নাম। ~ওকঃ—[সং° ওকস্] পুং **ক** পর্বতবাসী। **খ** পক্ষী (বৃক্ষবাসী বলিয়া)। **গ** অষ্টপদ শরভ। **ঘ** সিংহ।

অগ,—[সং° অঘোঃ—অগ্র°] অ, সম্বোধন-সূচক শব্দ=আধুনিক বাং° 'ওগো'।

অগই—**১** [প্রাদে°] ফলবান্ বৃক্ষবি° dillenia scabrella. **২** অযোধ্যার প্রতাপগড় জেলা হইতে ১৪ ক্রোশ ও রায়বেরিলি হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত নগর।

অগকোয়ম্—কোচিনরাজ্যের দ্রবিড়-সম্প্রদায়ের মণ্ডল-বি°। পঞ্চায়ৎ-কর্তৃক বিচারকালে ইহাদিগকে রাজপ্রতিনিধি পুরকোয়মের সহিত উন্মুক্ত তরবারিহস্তে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং অপরাহ্ণ ৫ টায় ইহাদিগকে মীমাংসাকার বা নম্বুদ্রিরিকে (দ্রবিড় ব্রাহ্মণ) সমস্ত দিনের কার্যের বিবৃতি প্রদান করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পরবর্তী দিবসে কিরূপ প্রশ্ন বিচারে উপস্থাপিত করা হইবে তাহাও ইহাদের জানিয়া লওয়া নিয়ম। এইভাবে কয়েক দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর বিচারকার্য চলিয়া থাকে।

[L. K. Anantha Krishna Iyer : The Cochin Tribes & Castes, 1912, ii. 211, 212]

অগঙ্গ—[ন=অ (নাই) গঙ্গা যেখানে—নঞ্‌-বহু°] বিণ, **১** গঙ্গাশূন্য দেশ। **২** গঙ্গা-হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত দেশ।

অগচ্ছ—**১** [সং°] বিণ, যাহা যায় না not going. **২** [সং°] বৃক্ষ, গাছ ॥—ত্রিকাণ্ড° ২. ৪. ২। **৩** [সং° অ (হীন,অল্প) গচ্ছ (গাছ)] আগাছা [আগাছা দ্র°]।

অগচ্ছস্বয়ম্—আগমান্ত শৈবগণ 'পাশুপত' ধর্মকে এই নামে অভিহিত করিয়া থাকে। রামানুজ 'জীবাত্মা', 'পশু', 'পরমাত্মা' ও 'পতি' এই চারিটী ধর্মকে 'পাশুপত' ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। [পাশুপত দ্র°]

[HI, ii. pt.-i., 17]

অগচ্ছিত—[ন=অ+গচ্ছিত (ন্যস্ত)—নঞ্‌তৎ] বিণ, যাহা ন্যস্ত নহে, যাহা কাহারও জিম্মায় রাখা হয় নাই।

অগজ—[অগ (পর্বত, বৃক্ষ) + √জন্ (জন্মানে) + অ (র্ত্ত)] **১** বিণ, পর্বতজাত, বৃক্ষজাত। **২** [ন=অ (অভাব) + গজ—নঞ্‌তৎ] বিণ, গজের অভাবযুক্ত, গজশূন্য। **৩** পুং তুম্বুরী, আর্দ্র ধানা, কাঁচা ধনে, তেজবলের গাছ, নেপালী ধনে xanthoxylon alatum ॥ মদনপাল॥ [তুম্বুরী দ্র°] **৪** মাকড়া, পরগাছা, বাঁদা epydendrum tessellentum [বন্দাক দ্র°]। **৫** ক্লী° শিলাজতু bitumen ॥রত্নমালা॥ [শিলাজতু দ্র°]

অগঠিত—অনির্মিত unformed.

অগড়-বগড়—বা অগড়ম-বগড়ম, আগড়-বাগড়, আগড়ম-বাগড়ম। (প্রাদে° গ্রা°) **১** গোলমাল। **২** উন্মত্ত প্রলাপ ; অর্থশূন্য বাক্য ; বাতুলের প্রলাপ [আগড়-বাগড় দ্র°]।

অগণ্‌তি—[সং° অগণিত> ; গ্রা° অগুন্‌তি ; ন=অ+গণিত—নঞ্‌তৎ] বিণ, অত্যধিক, অসংখ্য।

অগণন—[ন=অ+গণন যাহার—নঞ্‌-বহু° ; স্ত্রী— া] বিণ, অগণ্য, অসংখ্য। বহুসংখ্যক। ~ীয়—[ন=অ+গণনীয়—নঞ্‌তৎ ; স্ত্রী — া] বিণ, **১** বহুসংখ্যক, অসংখ্য।

২ অগ্রাহ্য, গ্রাহ্য করিবার যোগ্য নহে এমন। ৩ তুচ্ছ, নগণ্য।

অগণিত—[ন=অ (নয়) গণিত যাহা—নঞ্-বহু°; স্ত্রী—-া] ১ গণনা করিয়া শেষ করা যায় না এরূপ, অসংখ্য। প্রা° অগণ্তি, অগুন্তি। ২ যাহা গণা হয় নাই, যাহার সংখ্যা করা হয় নাই। ৩ অজ্ঞাত। ~ লজ্জা—লজ্জা গণনা না করিয়া disregarding shame ॥ মনি° ॥ ~ত্ব—অগণ্য।

অগণিতচার— জ্যোতিষকলগণনা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। ইহার আলোচ্য বিষয় চারিটী—কুজপরিবৃত্তি, বুধপরিবৃত্তি, গুরুপরিবৃত্তি ও শুক্রপরিবৃত্তি। রাশিচক্রে গ্রহগণের গতি-অনুসারে গণনা করিয়া জৌতিষিক সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে এরূপ কয়েকটী সারণী আছে যাহাদের সাহায্যে গণনা না করিয়াও ফল বাহির করিতে পারা যায়। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র—১৬ পৃষ্ঠা মাত্র। গ্রন্থের প্রকরণ এইরূপ—

অগণিতচার (১) মেষ, ১৮. ক. ১ বৃ. ২১. ক ১ মি. ৯. তু ১ সিং ৫. বৃ ১ কু. ১৮. ধ ১ তু. ২১. ম. ১ ধ. ৫.। কু. কু. ১৯. মী. ১. বৃ. ৩০. মে ১ মী. ১৯. অন্তম্ ॥

(২) মে. ১২. বৃ ১ বৃ. ২৫. মি. ১ ক. ১. ক. ১.

[Seshagiri Sastri : Rep. Sans. & Tamil Mss., ii. 185 ; Cat. Cat. iii ; Oppert, ii. 3088 ; Mad. Mss., xxiv. 13382]

অগণ্য— [ন=অ+গণ (সংখ্যা করা) +য (য´); স্ত্রী — -া] ১ যাহা গণনা করা সম্ভব নহে, অসংখ্য। ২ অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। ৩ নগণ্য (অবজ্ঞা অর্থে নহে) —সমাজের নগণ্য ব্যক্তি।

অগণ্যগণাধিপ—মহাদেব।—বায়ুপু° পূ° ৩০. ২৫১।

অগত— [ন=অ+গত (গম্+ক্ত) —নঞ্তৎ; স্ত্রী— -া] ১ যে বা যাহা গত হয় নাই অথবা হইয়া যায় নাই, বর্ত্তমান, উপস্থিত, অনতীত, বিদ্যমান। ২ অপ্রাপ্ত। ৩ [বৈদিক] অনাগত not coming, non-return.—ঋ° ১১. ১২. ১৬ ; ১৪. ২. ৭৪।

অগতি—[ন=অ (নাই) + গতি (গমন) যাহার—নঞ্-বহু°। 'বালসেনমগতিমাদায়'—দশকু° ৯] বিণ, ১ অচল, গতিশূন্য, স্থির। ২ অসহায়, অনাথ, নিরাশ্রয়। ৩ [নঞ্তৎ] গতির অর্থাৎ উপায়ের অভাব, অনুপায়। ৪ (বাঙলায়) মুমূর্ষু বা প্রেতের পক্ষে শাস্ত্রীয় অথবা লৌকিক আচার—অন্তর্জলী সংকার ইত্যাদির অভাবে মুক্তির ব্যাঘাত। ক অগতিতে মৃত্যু—যে মৃত্যুর সময়ে কালোচিত আচারাদি অনুষ্ঠিত হয় নাই। খ অগতির গতি—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়; পতিতের উদ্ধারকর্তা; পতিতপাবন। ~ক —[অগতি + কন্ (স্বার্থে); ন=অ(নাই) গতি যাহার—নঞ্-বহু°] ১ বিণ, উপায়হীন, যাহার কোন গতি নাই। ২ বৃক্ষ। ৩ পর্বত। ~ক্রিয়—মৃত্যুর পর যাহার কালোচিত শাস্ত্রীয় আচারাদি অনুষ্ঠিত হয় নাই।

অগতিক, অগতীক— [ন = অ (নাই) + গতিক (গত + ইক—স্বা) যাহার—বহু°; স্ত্রী — -া] বিণ, ১ যাহার গত্যন্তর নাই, নিরুপায়, অনাথ, অকারণ। ২ যাহার উপায়ান্তর নাই, অসুবিধাজনক, বেগতিক। 'দণ্ডস্থগতিকাগতিঃ'—যাজ্ঞ° ১. ৩৪৬। ~গতি—অগতির গতি, নিরুপায়ের উপায়।

অগত্তিয়ম্—ঋষি অগস্ত্য-প্রণীত তামিল ভাষার প্রথম ব্যাকরণ।

[EI, xvii. 293]

অগত্তিয়ানপল্লী—দক্ষিণ-ভারতের গ্রামবি°। এই গ্রামে 'অগস্ত্যেশ্বর' মন্দির অবস্থিত। অগস্ত্যেশ্বর মন্দিরে চোল-বংশীয় নৃপতি ৩য় রাজরাজের ১২১৮ খ্রীঃ একটী লিপি আছে।

[EI, viii. 267]

অগত্তু চার্নবার — দক্ষিণভারতে কোচিন রাজ্যের অধিবাসী যজ্ঞানুষ্ঠাতা সম্প্রদায়বি°। চার্নাবার বা চার্নাবারগণের উৎপত্তি মালাবর হইতে। তাহাদের দুইটী শাখা—অগত্তু চার্নাবার ও পুরত্তু চার্নাবার। তাহাদের কার্য-সম্বন্ধে দুইটী মতের প্রচলন দেখা যায়। একটী মতে—পুরত্তু চার্নাবার সম্প্রদায় বিভিন্ন সৈনিকের কার্য ও অস্ত্রব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট এবং অগত্তু চার্নাবার ব্যক্তিগত ও গৃহস্থের কার্যে নির্দিষ্ট। কিন্তু অপর মতে দেখা যায়, 'যাগম' অর্থাৎ যজ্ঞাদির কার্যে উভয়েই নিয়োজিত হয় এবং সেখানেই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। এই মতে 'যাগশালা'র মধ্যে বিভিন্ন করণীয় ব্যাপারে অগত্তু চার্নাবার নিয়োজিত থাকে এবং পুরত্তু চার্নাবার তখন 'যাগশালা'র বাহিরে অবস্থান করিয়া রক্ষকের কার্য করে। সমাজে অগত্তু চার্নাবার অপেক্ষা পুরত্তু চার্নাবারের স্থান উচ্চে; সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, অগত্তু চার্নাবার যুদ্ধকার্যে নিয়োজিত সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। পুরত্তু চার্নাবারের স্ত্রীলোক অগত্তু চার্নাবারের পুরুষের সহিত ভোজন করিতে পারে, কিন্তু অগত্তু চার্নাবারের স্ত্রীলোক পুরত্তু চার্নাবারের পুরুষের সহিত ভোজন করিতে পারে না। উভয় সম্প্রদায়েরই পুরুষ একত্র ভোজন করিতে পারে; কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের তাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষের সহিত বা নম্বুদ্রির সহিত মাত্র ভোজন করিতে নিষেধ নাই। উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত পুরুষ 'নায়ার' পদবী ব্যবহার করে।

[L. K. Anantha Krishna Iyer : The Cochin Tribes & Castes, 1912, ii. 16]

অগত্যা—[ন=অ+গতি —৩য়া ১ব°] অন্য গতি বা উপায় নাই বলিয়া, কাজে-কাজে।

অগথ—[অপ্র°। স° অগস্ত্য > প্রা° অগথ > অগথ] বনফুল গাছ; বনফুল (বৈ-শা°)।

'সুগন্ধ চন্দন বন সুকন্ঠ চন্দন বন
অগথ কপিথ সুন্দরী।'
—কু-কী° ২০৭. ৪।

অগদ,—১ [ন= অ + (নাই) + গদ (রোগ) যাহার — বহু°] বিণ, নির্ব্যাধি, নীরোগ, সুস্থ। 'ত্রিপক্ষাদব্রুবন্, সাক্ষ্যমৃণাদিষু নরোঽগদঃ'—মনু° ৮. ১০৭ ॥ রাজনি° ২২০ ॥ ২ ন=অ+গদ (রোগ) যাহা হইতে বা যাহাতে—নঞ্-বহু°] পু° ঔষধ ॥ 'ভৈষজ্য-

মগদঃ'—অভি° মর্ত্য° ৪৯ ; রাজনি° ব১০ ; বাক্ভট° উ° ২৫অ° ॥ 'ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ'—মনু° ১১. ২৩৭। ৩ বিষঘ্ন ঔষধ antidote. 'বিষঘ্নৈরগদৈশ্চাস্য সর্বদ্রব্যাণি যোজয়েৎ'—মনু° ৭. ২১৮। ৪ স্ত্রী° গদের অভাব, নৈরুজ্য, আরোগ্য॥ ~কার—[অগদ (নীরোগ) + √কৃ (করা) + অন্ (মুমাগম) ; অগদং কার (যে করে)—যে রোগীকে অরোগী করে—উপ°] বৈদ্য, চিকিৎসক, কবিরাজ॥পা° ৬. ৩. ৭০ ; 'রোগহার্যগদঙ্কারঃ'—অভি° মর্ত্য° ৪৮ ; রাজনি° ব২০॥ ~তন্ত্র—[সু° পারি°] বিষক্রিয়াপ্রতিষেধক বিজ্ঞান ; বিষচিকিৎসাবিষয়ক তন্ত্র toxicology, science of antidotes. শল্যাদি অষ্টবিধ তন্ত্রান্তর্গত বৈদ্যকাঙ্গ-বি°। ইহাতে সর্প-কীট-লূতা - বৃশ্চিক-মূষিকাদিদষ্ট বিষ উপশমাদির ব্যাপার আলোচিত হইয়াছে॥সুশ্রু° সূ° ১অ°॥ ~নস্য—সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিশোধনের নস্য-বি° ॥ সু° কল্প° ॥ ~ঞ্জন বিষমূর্চ্ছিতাদিতে দেয় অঞ্জন-বি° ॥ সু° কল্প° ॥

অগদ২—[ন + গদ + অচ্ (ব্যক্তায়াং বাচি) —নঞ্ তৎ বিণ, গদহীন, ভাষাহীন, নীরব, যে কথাই কহে না। অগদিত—অকথিত।

অগদ৩—পুং° মরুজ বৃক্ষ, দাদমর্দন গাছ cassia alata ॥রাজনি° ব২ ॥ [দদ্রুঘ্নী দ্র°]

অগদী কোল্হাটী, কুট বৈকল্য—বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী দস্যু-সম্প্রদায়-বি°। ইহারা একস্থানে অবস্থান করে না,ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। স্ত্রীলোক ক্রয় করিয়া ইহারা তাহাদের দ্বারা গণিকার কার্য করায় এবং তাহা দ্বারা উপার্জন করে। সাধারণতঃ ইহারা শহরে বা হাটে অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঝুড়ি ও ঝাঁটা বিক্রয় করিয়া থাকে। বোম্বাইএর বেলদার কোর্কুদের মত ইহারা দস্যুদলের অভিযানে যোগদান করে।

[Sherring : Tribes & Castes, ii. 320]

অগদীর—আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে পশ্চিম আফ্রিকার মরক্কোরাজ্যের একটী বন্দর। এইস্থানে বিশেষভাবে পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে। 'অগদীর-সন্ধি'র (Agadir agreement) জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। ভূতপূর্ব সুলতান মুলই হাফিজ ও তদীয় প্রধান মন্ত্রীর অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া অগদীর নগরের চারিপার্শ্বের অধিবাসী মুরগণ ১৯১০ খ্রীঃ বিদ্রোহী হয়। এই সময় মরক্কোর ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য 'আল্জিসিরাস্ অধিবেশনে' প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু যথানুরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায় ফরাসীদিগের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং তাহারা ফেজ অধিকার করিবার জন্য অভিযান করে। জর্মানগণ ইহাতে মরক্কোর প্রতি ফরাসী শোষণতন্ত্রের প্রতিবাদ করিয়া অগদীর বন্দরে 'প্যান্থার' নামক যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করে। উহাতে জর্মানগণ উক্ত রাজ্যের কিংবা অন্য কোন স্থানের ভূভাগ ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাবীও করিয়াছিল। ইংলণ্ডও তাহাতে যোগদান করে। কিন্তু শীঘ্রই জর্মান ও ফ্রান্স সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ■ (সেপ্টেম্বর, ১৯১১ খ্রীঃ)। এই সন্ধির ফলে জর্মানগণ মরক্কোয় ফরাসী-আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিল এবং ফরাসীগণ কঙ্গোরাজ্যে জর্মানদের ভূভাগ সমর্পণ করিল। [আলজিসিরাস্ অধিবেশন দ্র°]।

অগন্ধ—[ন—অ + গন্ধ] ১ দোষবহুল গন্ধ। ২ কবিতা। ৩ বিণ, সুখ ॥ মনি° ॥

অগনি—[অপ্র° । স° অগ্নি > প্রা° অগনি (অভি°) ; গদ্যে ব্যবহার নাই] অগ্নি।

অগন্তব্য—[ন গন্তব্য—নঞ্ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, গমনের অযোগ্য, দুর্গম, দুরধিগম্য।

অগন্তে—(অপ্র°) অগণ্তি, অগণনীয়। 'অগন্তে জিউধর বড় কাঘড়া'—ক-চ° ২৩৪।

অগন্ধিক—স্ত্রী° সৌবর্চলবণ, সোচললবণ sochal salt ॥ মদনপাল, ভাবপ্র° ॥

অগপোগল—[স° অগ্র্যপুদ্গল ; পালি° অগ্গপুগ্গল] বুদ্ধের একটী নাম।

[EI, xx. 26]

অগবল—প্রাচীন তামিল ভাষায় প্রচলিত ছন্দোবি°।

[EI, xvii. 292]

অগভীর— [ন—অ + গভীর—নঞ্ তৎ] বিণ, ১ যাহা অধিক গভীর নহে, অল্প গভীর। ২ ভাসা ভাসা, অপ্রগাঢ়।

অগম — [ন + √গম্ + অচ্ ; ন গম যাহার—বহু°] ১ গতিশূন্য, অচল, অগামী। ২ (প্রা°) অথই, অতলস্পর্শ। ৩ বৃক্ষ ॥ অভি° ভূমি° ১০ ; মা° ১২. ৭৩॥ ৪ পর্বত। ~তা—বি, ১ অস্থিরতা, অসক্ষম। ২ অপ্রবেশ, গতিহীনতা। ~ন— ১ বি, গমনাভাব। 'অগমনে প্রেম গমনে কুলভাএত' —বি-প° ২৭৯. ১। ২ বিণ, স্থির। গমনের অযোগ্য। 'অগমন গমন বুঝও মতিমান'—বি-প° ২৮১. ১১। ~নীয়—[ন গমনীয় —নঞ্ তৎ] ১ গমনের অযোগ্য। দুর্গম।

অগমুদইয়ন্ — দক্ষিণভারতীয় জাতি-বি°। আবাসস্থান — ত্রিচিনপল্লী, উত্তর আর্কট, সালেম, কোয়েম্বাটুর ও ত্রিচিনাপল্লি এবং বিশেষতঃ তাঞ্জোর ও তিন্নেভেলি। কোন কোন জেলায় বেল্লাল, পিল্লাই, সেন্দকরণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে ইহাদের দেখা যায়। এক্ষেত্রে অনুমিত হয় যে ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে ইহাদের সংখ্যা যেরূপ ছিল এখন তদপেক্ষা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ঐতিহাসিকগণের মতে মাদুরা ইহাদের আদিম বাসস্থান। দীর্ঘকাল উত্তরপ্রদেশে বাস করিয়া জন্মভূমি ও স্বজাতির সহিত ইহারা সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। মাদুরার অগমুদইয়ন্ জাতি কিছু উন্নত। তাহাদের সহিত আর্কট প্রভৃতি প্রদেশের অগমুদইয়ন্ জাতির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। অগমুদইয়ন্ জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে অইবলিনত্তন, মলনাড়ু, কোত্তইপত্তু, নত্তুমঙ্গলম্, রাজবোজ, রাজকুলম্, রাজবসল, কল্লন্, মরবন, তুলুবন্, ও সেন্দেকরণ প্রভৃতি শাখা প্রধান। রাজবসল অর্থে রাজভৃত্য। রাজকুলমেরা নিজেদের রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কোত্তইপত্তু অর্থে যাহারা দুর্গে বাস করে। অগমুদইয়নেরা তিন্নেভেলির কোত্তই-বেল্লালদিগকে কোত্তইপত্তু-অগমুদইয়ন বলিয়া বিবাহ করে। ইহাদের অন্য একটী শাখার নাম 'শানি' (সোমবার)। তাঞ্জোর জেলায়

অগমুদইয়নেরা 'তেভিকিত্তির' বলিয়াও অভিহিত হয়। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর ও রায়পুরেও ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহারা সৈন্যদলে কাজ করিতে আসিয়া এই স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছে। ইহারা নিজেদের 'পিল্লই' (ঈশ্বরের পুত্র) বলিয়া পরিচয় দেয়। তাঞ্জোরে ইহাদিগকে 'অহমুদইয়ন্' বলা হয়। তামিলভাষায় 'অহমুদ-ইয়ন্' অর্থে গৃহস্বামী বা ভূস্বামী। কোন কোন স্থানে আবার ইহাদিগকে 'অহম্বদীয়ান্'ও বলা হইয়া থাকে। তামিল ব্রাহ্মণগণ কোন স্ত্রীলোকের নিকটে তাহার স্বামীর কথা বলিতে তাহাকে 'অহমুদইয়ন্' বলিয়া উল্লেখ করেন। এইরূপে সম্মানার্থে ইহা ব্যবহৃত হয়। মরবন, কল্লন ও অগমুদইয়ন্ জাতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, অহল্যার পিতা কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্তা দেখিয়া ঘোষণা করেন, এক সহস্র বৎসর যে জলমধ্যে অবস্থান করিতে পারিবে তাহার সহিত অহল্যার বিবাহ হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র পাঁচশত বৎসর জলমধ্যে মগ্ন থাকিয়া সর্ত-পূরণে অকৃতকার্য হ'ন। কিন্তু গৌতম-ঋষি এক সহস্র বৎসর জলমগ্ন থাকিয়া অহল্যাকে লাভ করেন। ব্যর্থমনোরথ ইন্দ্র পূর্ণকাম হইবার জন্য মধ্যরাত্রিতে কুক্কুটের বেশে গৌতমের গৃহে প্রবেশ করেন। কুক্কুট-দর্শনে রাত্রিপ্রভাতের সূচনা মনে করিয়া গৌতম প্রাতঃকৃত্যে বাহির হইয়া যান। ইত্যবসরে ইন্দ্র গৌতমের ছদ্মবেশে নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। ইন্দ্রের ঔরসে অহল্যার গর্ভে তিনটী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মরবন্ ও কল্লনেরা প্রথম দুইটী সন্তানের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। তৃতীয় সন্তান হইতে অগমুদইয়ন্ জাতির উৎপত্তি বলিয়া কথিত। অগমুদইয়নেরা এইরূপে ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা পূজাদি-কার্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করে ও হিন্দু আচারাদি পালন করে।

ইহারা তামিলভাষী। ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা অতি সাধারণ। সাধারণতঃ পাত্রের ভগিনী নিজে বিবিধ উপহার লইয়া গিয়া কন্যাকে সাজাইয়া লইয়া আসে। ঐদিন সন্ধ্যায় বরের গৃহে একটী ভোজ হয়। উন্নত শ্রেণীর অগমুদইয়ন্ পৌরাণিক মতে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং আড়ম্বরও করিয়া থাকে। প্রথমতঃ একজন জ্যোতিষী পাত্রপাত্রীর যোগ্যতা বিচার করেন। বিবাহে সাধারণতঃ পাত্রীর জাতি পাত্রের জাতি হইতে উচ্চ হয়। পাত্রীর রাশিচক্রও পাত্রের রাশিচক্র অপেক্ষা উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

ইহাদের মৃতদেহ-সৎকারে বৈশিষ্ট্য আছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে মৃতের পুত্র আত্মীয়গণসহ সমাধিস্থলে গিয়া খাদ্য ও জলপূর্ণ ভাণ্ড মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। অধিকন্তু ধনীরা পক্ষকালমধ্যে মৃতের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে খাদ্যাদি উৎসর্গ ও ব্রাহ্মণদিগকে অর্থাদি দান করিয়া থাকে। অতঃপর পবিত্র জলসেচনে অশৌচ দূর করিয়া ইহারা আত্মীয়-গণকে ভোজ দেয়।

ইহারা অইয়নার, পিদারি করুপন্নস্বামী প্রভৃতি দেবতার পূজা করে।

[Russel & Hiralal : Tribes & Castes, i. 339 ; Tea Assn. Tribes & Castes, Cal. 1924, 173-4]

শ্রীধীরেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অগম্য—[ন=অ+গম্—য (র্ম) ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ গমনের অযোগ্য ; যেখানে অথবা যাহার নিকটে যাওয়া উচিত নহে। ২ দুর্গম, দুষ্প্রবেশ unapproachable. 'যোগিনামপ্যগম্যঃ'। ৩ দুর্বোধ, অজ্ঞেয় inconcievable. 'যাঃ সম্পাদস্তা মনসোঽপ্য-গম্যাঃ'—শিশু° ৩. ৫৯।

অগম্যরূপ—যার রূপের বা শ্রীর তুলনা নাই। 'অগম্যরূপাং পদবীং প্রপিৎসুনা'—কিরাত° ১. ৯।

অগম্যা১ — [ন=অ+গম্যা—নঞ্-তৎ] বিণ, যে স্ত্রীকে সম্ভোগ করা অবৈধ [অগম্যা২ দ্র°]। ~**গমন**—[অগম্যার বা অগম্যাতে গমন—৬ বা ৭-তৎ] অগম্যা স্ত্রীকে সম্ভোগ করা। ~**গমনীয়**—অগম্যা স্ত্রী সম্ভোগ্যা। ~**গামী**— [পুং°-গামিন্। অগম্যা—গম্+ণিন্—ক] অগম্যা নারী-সম্ভোগকারী ; যে পুরুষ অগম্যা নারী সম্ভোগ করে।

অগম্যা২ — জগতের প্রত্যেক দেশেই সমাজ ও ধর্মনীতি-অনুসারে বিবাহ ও যৌনমিলনের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী রহিয়াছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা-রক্ষায় নৈতিক জীবনের উন্নতি-সাধনই যে ইহার মূল লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর সকল সমাজেই পরস্ত্রীগমন নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ। সকল ধর্মশাস্ত্রেই বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে ঋতুমতী ভার্যা ভিন্ন অন্য স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। সকল শাস্ত্রেই ■ সকল নারীর সহিত যৌন সম্বন্ধ করা উচিত নহে এমন কতকগুলি নারী নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সমুদয় নারীর সহিত যৌন সম্বন্ধ করিলে দোষার্হ হইতে হয় এবং সেই জন্য দণ্ডগ্রহণও করিতে হয়। পূর্বে সামাজিক দণ্ড-বিধান সকল সমাজেই অত্যন্ত কঠোর ছিল।

পৃথিবীর সকল সমাজেই মাতৃগমন অত্যন্ত হীন ও মহাপাপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও মাতৃগমনে কঠোর ভাবে দণ্ডিত হইতে হয়। হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রে অগম্যাগমনে অতিশয় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মাতৃগমনের অপরাধে সকোষলিঙ্গ ছেদনে, তপ্ত লৌহপ্রতিমা আলিঙ্গনে অথবা তপ্ত লৌহশয্যায় মৃত্যু প্রভৃতি জঘন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল।[২]

হিন্দুশাস্ত্রমতে অগম্যা—গুরুতল্প বা পিতৃদারা (মাতা), বন্ধুপত্নী, ভগিনী, সগোত্রা, শিষ্যভার্যা, কন্যা, মাতুলানী, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা, স্নুষা, পত্নী, অসংস্কৃতা (অনূঢ়া), ভিন্নবর্ণা, বিমাতৃকন্যা, বিমাতা, পিতৃব্যপত্নী, মাতামহী, পিতামহী, শ্বাশুড়ী, নৃপপত্নী, শ্রোত্রিয়পত্নী, ঋত্বিক্‌পত্নী, উপাধ্যায়পত্নী, মিত্রপত্নী, ভগিনীর সখী, ভার্যার সখী, উত্তমবর্ণা, কুমারী, অন্ত্যজা, রজস্বলা, শরণাগতা, প্রব্রজ্যাবলম্বিনী, পতিতা,

১ 'মুক্তো ভার্যামুপেয়াৎ'—পরা-স° ১০. ২।

২ আপস্তু° ১. ২৫. ১ ; গৌত° ২. ১. ১২ ; গৌ-সূ° ২৩. ৯ ; বিষ্ণু° ১. ১৯ ; মনু ১০. ১০৪।

ভগিনীকন্যা, পিতৃষ্বসৃকন্যা, মাতৃষ্বসৃকন্যা, মাতুলকন্যা, শ্যালিকা, ভ্রাতৃ-জায়া, ভ্রাতুষ্পুত্রী, শিষ্যা, পুত্রবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ, ভাগিনেয়বধূ, চণ্ডালী, পুক্কশী, নটী, শৈলুষী, রজকী, বেণুজীবিনী, চর্মোপজীবিনী, বারবণিতা।[৩] এতদ্ব্যতীত কুষ্ঠরোগগ্রস্তা, উন্মত্তা, পতিতা, গোপ্যপ্রকাশকারিণী, গতযৌবনা, অত্যন্ত-শ্বেতবর্ণা, অতিকৃষ্ণবর্ণা, শ্বাসে ও বস্ত্রে দুর্গন্ধ-যুক্তা, বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্তা, বিদ্যা বা যৌনসম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির পত্নীও অগম্যা।[৪] মিত্রপত্নী ব্যভিচারিণী হইলেও অগম্যা, যাহার সঙ্গে দারা অর্থাৎ বিদ্যাসম্বন্ধ বা যৌনি-সম্বন্ধ আছে তাহার ভার্যা এবং শ্রোত্রিয়ের ভার্যা দুশ্চরিত্রা স্বৈরিণী হইলেও অগম্যা।[৫]

দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যা ও পিতৃষ্বসৃ-কন্যাকে বিবাহ করা যায়।[৬] শাক্যবংশে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

বিভিন্ন জাতির নিয়ম—ভারতীয় ভীল, খন্দ, গোন্দ, বেদ্দা প্রভৃতি জাতির মধ্যে জ্ঞাতি বা সগোত্রা কন্যা অগম্যা। ব্রহ্মদেশে রাজাদের মধ্যে মাতার পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করার রীতি ছিল। শ্যামরাজ্যেও এইরূপ প্রথা ছিল। মিশরে একমাত্র মাতাই অগম্যা বলিয়া নির্দিষ্ট হইত।

প্রাচীন গ্রীসে দত্তককন্যা অগম্যা ছিল বটে, কিন্তু পিতার দত্তককন্যাকে বিবাহ করায় নিষেধ ছিল না। প্রাচীন রোমে একই গোষ্ঠীর ছয় পুরুষের মধ্যে এবং একই বংশে ছয়পুরুষজাত জ্ঞাতিভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। রোমে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত প্রাচ্য সম্প্রদায়ের (Eastern Church) মধ্যে প্রপিতামহের বা প্রমাতামহের বংশজাত কাহারও মধ্যে বিবাহ হইত না। আবার ঐরূপ পাশ্চাত্ত্য সম্প্রদায়ের (Western Church) মধ্যে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সাত পুরুষের মধ্যে বিবাহ-প্রথা নিষিদ্ধ ছিল। পোপ ৩য় ইনোসেন্ট এই প্রথার পরিবর্তন করিয়া চারি পুরুষ পর্যন্ত বিবাহ রহিত করেন।

কোরানের মতে মাতা, ভগিনী, কন্যা, পিতৃব্যপত্নী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, ধাত্রীমাতা, ধাত্রীকন্যা, শ্বশ্রূ, পত্নীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা ও পত্নীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্রবধূ, পুত্রবধূ, জীবিতপত্নীর ভগিনী, স্বাধীন পরদারা অগম্যা। পিতার বা পিতামহের বিবাহিতা স্ত্রী অগম্যা বা তাহাদের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের পর ইহাদিগকে বিবাহ করা যায়।

চীনদেশে সগোত্র বা একই পদবী-যুক্ত ব্যক্তির কন্যা অগম্যা। পিতৃকুলজাত রমণী, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রবধূ, ভ্রাতার কন্যা, পিতৃব্যকন্যা মাতৃষ্বসা, ভাগিনেয়ী, বিমাতার কন্যা, মৃত ভ্রাতার বিধবা পত্নীও চীন-দেশে অগম্যা।

পারস্যদেশে মাতা ও ভগিনী অগম্যা বলিয়া নির্দিষ্ট।

ইহুদিধর্মে মাতা, বিমাতা, ভগিনী (একপিতা অথবা একমাতার সন্তান), পৌত্রী, দৌহিত্রী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, পিতৃব্যপত্নী, পুত্রবধূ, কন্যা, ভ্রাতৃবধূ, পত্নীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা, পত্নীর পৌত্রী বা দৌহিত্রী, পত্নী বর্তমানে শ্যালিকা, রজস্বলা স্ত্রী, প্রতিবেশীর স্ত্রী অগম্যা। পুরুষ ও পশুগমন নিষিদ্ধ।

প্রাচীন রোমে কোন অবস্থাতেই দত্তক-কন্যা বা দত্তকপৌত্রী বিবাহ করা চলিত না। দত্তক অবস্থায় ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

লাটিন ধর্মে দত্তকগ্রহীতার সন্তান ও দত্তকসন্তানের মধ্যে বিবাহ চলিত না।

ফ্রান্স ও বেলজিয়মে দুই দত্তকসন্তানের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। জস্টিনিয়নের বিধি-অনুযায়ী ধর্মপিতা ও ধর্মকন্যার মধ্যে বিবাহের নিয়ম নাই। ধর্মযাজক তাঁহার দ্বারা দীক্ষিত রমণীকে ও সেই রমণীর মাতাকে বিবাহ করিতে পারেন না। দীক্ষার পর ধর্মপিতা ধর্মমাতার কন্যাকে এবং ধর্মমাতা ধর্মপিতার পুত্রকে বিবাহ করিতে পারেন না।

শ্রীঘারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অগম্মা—ধান্যের রোগ-বি০। 'বহার' নামক স্থানেও এই রোগ দেখা যায়। ধানগাছে এই রোগ হইলে সমস্ত ধানগাছ কাটিয়া ফেলিতে হয়।

অগর—১ [সং অগ্র > (অপভ্রংশে) অগর। হিং আগর (অপ্র০)] শ্রেষ্ঠ; প্রধান। **২** [সং অগরু > প্রা০ অগর। হিং অগর (অপ্র০)] অগুরুচন্দন। 'পরিমল অগর চন্দনে'—বি-প০ ২৯৫.১। [অগুরু দ্র০]

অগর৩—মধ্যভারতে গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত শাজাপুর জেলার নগর। অক্ষা০ ২৩° ৪০′ উ০; দ্রা০ ৭৬° ১′ পূ০। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ১৭৭৫ ফুট। উজ্জয়িনী হইতে এইস্থান পর্যন্ত ৪১ মাইল পাকা রাস্তা আছে। নগরটী দুইটী হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং চারিদিকে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। খ্রীঃ ১৮শ শতকে এই প্রাচীর নির্মিত হয়। হ্রদ দুইটী অবস্থানের জন্য ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষ উপভোগ্য।

অগ্র ভীলের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। খ্রীঃ ১০ম শতকে তিনি এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। অনতি-কাল পরেই ইহা বাল রাজপুতগণের হস্ত-গত হয় এবং খ্রীঃ ১৮শ শতক পর্যন্ত ইহা তাঁহাদের অধিকারে থাকে। তদনন্তর ইহা ধারের যশবন্ত রাও পোনওয়ারের করতলগত

---

৩ আপ-সূ০ ১. ২৫. ১; ২. ১৩. ৩; বৌ-সূ০ ২. ১. ১২; গৌ-সূ০ ২৩. ১২; বিষ্ণু০ ৩৬. ১-২; উশন০ ৯. ২-৩; সম্বর্ত০ ১৫৯-১৬১; পরা-স০ ১০. ১, ৫, ৭, ১১, ১৩ ১৪, ১৫; শঙ্খ ৭; ব্রহ্মবৈ-পু০ প্রকৃ০ ২৭; শাতা০ ৫০; যাজ্ঞ০ ৩. ২৩১-৩৪; মনু০ ৫. ৪১; ১০. ২১; হারীত০ ২৪. ১১; নারদ ১২. ৭৩-৭৫; বৃহ-স্মৃ০ ১. ৩৭; সম্বর্ত০ ১. ৬৩।

পিতৃদারান্ সমারুহ্য মাতুরাপ্তাং চ ভ্রাতৃজাম্।
গুরুপত্নীং স্নুষাং চৈব ভ্রাতৃভার্যাং তথৈব চ॥
মাতুলানীং সগোত্রাং চ প্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ।
গোমিথুনং দক্ষিণাং দত্ত্বা শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

পরা-স০ ১০. ১৩-১৪

৪ কাম০ ১. ৫. ৬২।

৫ কামসূত্রোক্ত গোণিকাপুত্রের মত।

৬ বৌধ-সূ০ ১. ১. ২. ১-৩; কাম০ ৩. ৩. ৩।

হয়। ১৮০১ খ্রীঃ যখন বাপুজি সিন্ধিয়া শাজাপুর জেলায় অভিযান করেন তখন এই নগরটীও তাঁহার হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কয়েকবর্ষ পরে দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া তাহা পুনরুদ্ধার করেন। ১৯০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ইহা 'অগর' নামে একটী জেলার প্রধান নগর ছিল। অতঃপর মাত্র নগরটীই 'অগর' নামে পরিচিত হয়।

অগর নগর বৃটিশ সামরিক ক্ষেত্রের জন্য উল্লেখযোগ্য। এই সামরিক ক্ষেত্র নগরের উত্তর দিকে অবস্থিত। নগর ও সামরিক ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে 'রাতারিয়া' ■ ও বৃক্ষশ্রেণী উভয়ের মধ্যে ব্যবধান। ১৮৪৪ খ্রীঃ স্থানীয় সৈন্যবিভাগ-কর্তৃক সৈন্যনিবাসের জন্য ইহা অধিকৃত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ 'গোয়ালিয়র কনটিন্‌জেন্ট' হইতে '৩য় রেজিমেন্ট অফ্ ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি' ও 'মেহিদপুর কনটিন্‌জেন্ট' হইতে কতকগুলি কামান এইস্থানে আনা হয়। ঐ বৎসরেই ৪ঠা জুলাই এই সৈন্যদলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং তাহারা কয়েকজন উচ্চ কর্মচারীকে নিহত করে। কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীঃ 'সেন্ট্রাল ইন্‌ডিয়া হর্স' নামক সৈন্যদল-কর্তৃক নগর সুরক্ষিত করা হয় এবং বিদ্রোহী সেনাদলের স্থানে উহাকে নিয়োজিত করা হয়। ১৮৭০ হইতে ১৮৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত পশ্চিম মালব এজেন্সির ইহা মুখ্য স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে শস্য ও তুলার ব্যবসা হইয়া থাকে। তুলার বীচি ছাড়াইবার দুইটী কারখানাও এই স্থানে আছে। নগরের বাহিরে মাধোগঞ্জে সরকারী কার্যালয়, কোর্ট ('কমাস্‌দার'এর আদালত), স্কুল, পোস্ট অফিস ও হাসপাতাল অবস্থিত।

[IG, v. 70; BG, ix. pt.-i, 70]

অগর₂—বোম্বাই প্রদেশে রেওয়া কান্থের অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্য।

[IG, v. 69; BG. vi. 142]

অগরু₃, অগরিয়া, অগরী — দ্রবিড় জাতির শাখা-বি°। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বাঙ্গলা ও উত্তরভারতের কয়েকটী অংশে এই জাতির বাস। কর্নেল ডাল্টন ও মিঃ রিজলি মধ্যপ্রদেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন কয়েকটী সম্প্রদায়কেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আদমসুমারী হইতে ইহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। সাধারণতঃ লোকগণনায় দ্রবিড় বা মুণ্ডা-জাতীয় অন্ততঃ দুই তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একসঙ্গে অগরিয়া নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। অগরিয়া জাতি প্রধানতঃ যুক্তপ্রদেশের অন্তর্বর্তী মির্জাপুর জেলার পার্বত্য অঞ্চলে ও ছোটনাগপুরে বাস করে। ইহারা প্রধানতঃ প্রাচীন প্রথায় লৌহ গলাই করিয়া লৌহের কাজ করে ও খনিতে মজুরের কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। যুক্তপ্রদেশের মির্জাপুরে স্বর্ণকার জাতির একটী শাখা অগরিয়া নামে পরিচিত।

বঙ্গদেশের সিংহভূমে ও মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলায় অগরিয়াগণের গঠন খুব সুন্দর এবং তাহারা দেখিতে খুব সুশ্রী। তাহাদিগকে দ্রবিড় বা মুণ্ডাজাতীয় বলিয়া মনে হয় না। মির্জাপুরের অগরিয়াগণের আকৃতি দ্রবিড়ভাবব্যঞ্জক; তাহারা দেখিতে অনেকটা কারোয়া, পরহিয়া প্রভৃতি জাতির ন্যায়। কিন্তু অন্যান্য দ্রবিড় জাতির ন্যায় তাহারা সাহসী নহে; তাহাদের মধ্যে হিন্দুত্ব ভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। বাঙলা ও সম্বলপুর জেলার অগরিয়াগণ আপনাদের রাজপুত বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে পূর্বে তাহারা আগ্রার অধিবাসী ছিল বলিয়া অগরিয়া নামে পরিচিত হইয়াছে। দিল্লীর মুসলমান-সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার না করায় তাহারা আদি বাসস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। দ্রবিড়জাতীয় অগরিয়া জাতি হইতে পৃথগ্‌ভাবে নির্দেশ করিবার জন্য আদমসুমারীতে ইহাদিগকে 'অঘরিয়া' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছোটনাগপুরের অন্য একটী সম্প্রদায়কে এবং কোরয়ৎ জাতির একটী শাখাকেও অগরিয়াদিগের সহিত একত্র ধরা হইয়াছে; কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক্।

আচারব্যবহার ও রীতিনীতি—অগরিয়া জাতির মধ্যে সাতটী বিভাগ বর্তমান। তাহাদের মধ্যে 'বাহুবের' শাখাই সর্বপ্রধান। উহারা পঞ্চায়ৎ-সভার সাহায্যে নিজেদের সামাজিক বিচারাদি করিয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাত্রই পঞ্চায়ৎ-সভায় যোগ দিতে পারে। মৃত্যু হইলে ও বিবাহকালেও পঞ্চায়ৎ মিলিত হয়। মোড়লের পদ ইহাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক। মোড়লের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে, যতদিন না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, ততদিন সেই বংশের কোন প্রবীণ ব্যক্তি মোড়লের কার্য করে।

বিবাহে কন্যাকে দশ টাকা মূল্য দিয়া গ্রহণ করাই ইহাদের রীতি। নিজ 'কুরি' অর্থাৎ কুলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, তবে পিতৃব্যকন্যাকে বিবাহ করা চলে। এক স্ত্রী বর্তমানেও বহুবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুপতিত্ব অবৈধ। ব্যভিচার-দোষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমাজে দণ্ডনীয় হয়। সাধারণতঃ পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ হয়। প্রথমা পত্নীই স্বামীর সংসারে গৃহিণী ও ধর্মপত্নী বলিয়া গণ্য হয় এবং ধর্মকার্যে স্বামীর সহিত যোগ দিতে পারে। একই ব্যক্তির বহু স্ত্রী থাকিলে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দিষ্ট থাকে। বিবাহে পাত্র বা পাত্রীর মতামতের কোন মূল্য নাই, উভয়পক্ষে মাতাপিতার মত হইলেই বিবাহ হইতে পারে। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে পাত্রের পিতা বা অভিভাবক কন্যার পিতাকে দশটী টাকা ও একজোড়া ধুতি পাঠাইয়া দেয়। এই টাকায় সামাজিক ভোজ হয়। অগরিয়াদের মতে মাঘ মাসই বিবাহের প্রশস্ত কাল। বিবাহের দিন বরযাত্রীদিগকে ভোজ দিবার নিয়ম নাই। বিবাহের কন্যাকে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখা হয়। পরদিন সকালে বর আপন বন্ধুগণসহ আসিয়া কন্যাকে গুপ্তস্থান হইতে বলপূর্বক প্রাঙ্গণে লইয়া আসে। স্ত্রী অসচ্চরিত্রা হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার প্রথা আছে। কোন অবিবাহিতা কন্যা যদি স্বজাতীয় ব্যক্তির সহিত অবৈধ প্রণয় করে তাহা হইলে কন্যার পিতা দশ টাকা জরিমানা দিয়া ও জাতিভোজ করাইয়া সেই কন্যাকে প্রণয়ীর সহিত বিবাহ

দিয়া থাকে। অপর জাতীয় কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ প্রণয় করিলে কন্যাকে কুলত্যাগ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের রীতি নাই। বিধবাবিবাহের প্রথা আছে, কিন্তু তাহার জন্য অভিভাবকদের অনুমতি লইতে হয়। বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারে; তখন প্রথম স্বামীর সন্তান বা সম্পত্তিতে বিবাহিতা বিধবার কোন অধিকার থাকে না।

অগরিয়াগণ আপনাদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের বহু আচার-ব্যবহার হিন্দুদের অনুকরণে গঠিত। অপুত্রক ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের রীতি ইহাদের মধ্যে আছে। পোষ্যপুত্র প্রকৃত পিতার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। একমাত্র পুত্রসন্তানকেই দত্তক গ্রহণ করা যায়। অবিবাহিত ব্যক্তি বা বিধবার দত্তক-গ্রহণের নিয়ম নাই।

মৃতব্যক্তিকে সাধারণতঃ অনলে দগ্ধ করিবার নিয়ম। যে বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হয়, মৃত্যুর দিন সেই বাড়ীতে অরন্ধন পালন করা হইয়া থাকে। দক্ষিণদিকে পা করিয়া শব চিতায় রক্ষিত হয়, তাহার পর মৃতের কোন নিকট আত্মীয় শবকে পাঁচ বার প্রদক্ষিণ করিয়া মৃতের মুখে অগ্নি প্রদান করে।

ধর্মনীতি—অগরিয়াগণ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও ইহাদিগকে কোন হিন্দু দেবীর পূজা করিতে দেখা যায় না। মির্জাপুরের অগরিয়াগণ পৌষ মাসে লোহাসুর দেবীর পূজা করে। এই দেবীকে ইহারা লৌহদেবতা বা লৌহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই দেবীর নিকটে গ্রামের বৈগা (মোড়ল) একটী অপ্রাপ্ত ছাগী বলি দেয় এবং কয়েকখণ্ড পিষ্টক দেবীকে উৎসর্গ করে। অতঃপর মাংস ও অবশিষ্ট পিষ্টকাদি দেবীর প্রসাদরূপে উপস্থিত সকলে ভক্ষণ করে। লোহাসুর দেবীর কোন মন্দির বা মূর্তি নাই। ইহারা শালবৃক্ষকে বিশেষ পবিত্র মনে করে। শালের শাখা পুঁতিয়া ইহাদের মধ্যে বিবাহ করিবার রীতি রহিয়াছে। ফাগুয়া বা হোলি ইহাদের একটী প্রধান উৎসব; এই উৎসবের দিন ইহারা একটী কুক্কুটকে ভোজন করাইয়া দেবতার নিকট উৎসর্গ করে এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া মদ্যপান করিয়া থাকে। 'মূয়া' (মৃত) ইহাদের আর একটী প্রধান উৎসব। এই উৎসবে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পূজা ও তর্পণাদি করা হইয়া থাকে। গ্রাম্য দেবতার পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। পালামৌ জেলায় অগরিয়াগণ অতি নিম্ন শ্রেণীর। ছোটনাগপুরের অগরিয়াগণ বৃক্ষাদি ইতর জন্তু হইতে জাত হইয়াছে বলিয়া নিজেরা বিশ্বাস করে। এইরূপ বিশ্বাস-অনুযায়ী তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বতন্ত্র চিহ্নও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়।

অগরিয়াগণ পূজার্চনায় কোন পুরোহিত নিযুক্ত করে না। ইহারা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে এবং তাহাদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত থাকে। স্ত্রীলোকেরা হস্তী, শঙ্খ প্রভৃতি নানাবিধ চিহ্ন শরীরে ধারণ করে; ইহাতে স্বর্গলাভ হইবে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। ইহারা গবাদি পশুর মাংসও আহার করিয়া থাকে। মধ্য প্রদেশ ও বোম্বাইয়ের অগরিয়াগণ হিন্দু, তাহারা মহাবীরের (হনুমানের) পূজা করিয়া থাকে এবং প্রস্তরাদিকে দেবতার প্রতিমূর্তি মনে করিয়া পূজা করে।

বাঙলাদেশে এক শ্রেণীর অগরিয়া স্ত্রীলোক ডাকিনী বিদ্যা জানে বলিয়া খ্যাতি আছে। তাহারা মন্ত্রবলে লোকের প্রাণ পর্যন্ত নষ্ট করিতে পারে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। কুমারীগণ বিবাহের পর অবাধ্য স্বামীকে বশে রাখিবার জন্য বয়স্কা ডাকিনী-দিগের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করে।

অগরিয়া নামে পরিচিত আরও কয়েকটী সম্প্রদায় আছে। মির্জাপুরের অগরিয়াগণ বলিয়া থাকে যে তাহারা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে রেওয়া হইতে মির্জাপুরে আসিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের মণ্ডল জেলায় গোঁড় জাতির শাখা বলিয়া পরিচিত অগরিয়া জাতি মণ্ডপ ও অচল। বোম্বাই প্রদেশে অগরিয়া জাতির একটী শাখা আছে, ইহারা সাধারণতঃ লবণ-প্রস্তুতের ব্যবসা করিয়া থাকে। লবণের খনিতে ('আকর') কাজ করে বলিয়া ইহাদের নাম অগর বা অগরী।

মধ্য গঙ্গা-যমুনার দোয়াব প্রদেশে এক শ্রেণীর অগরিয়া বাস করে। ইহারাও লবণ-প্রস্তুতের ব্যবসা করে। ইহাদের সহিত মির্জা-পুরের অগরিয়াগণের কোন সম্পর্ক নাই। নিজেদের ইহারা চৌহান রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে মণ্ডল হইতে ইহারা মুরাদাবাদ জেলার বুলন্দ শহরে আসিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিবাহাদি ব্যাপারে রাজপুত-গণের রীতিনীতিই ইহারা পালন করে; কিন্তু কন্যাকে পণ দিয়া ক্রয় করার প্রথা ইহাদের মধ্যে বর্তমান। ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার-দোষে পরিত্যক্তা স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে। ইহারা কৃষিকার্যও করে।

লোহারডাগায় মুণ্ডা জাতির সমশ্রেণীর অগরিয়া নামে পরিচিত অসুর জাতির একটী শাখা আছে। ইহারা অগরিয়াগণের ভাষায় কথা বলে। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'অন্তরিয়া' ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। এই দেবীর নিকটে হাতুড়ির আঘাত করিতে করিতে ইহারা কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া থাকে। লৌহঢালাই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। এতদ্ভিন্ন ইহারা পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'বোঙ্গ পহাড়ী বোঙ্গা'র নিকট ছাগ এবং 'পরা'দেবের (সূর্যের) নিকট কুক্কুট উৎসর্গ করে।

ডোম জাতির একটী পাহাড়ী শাখা 'অগরী' নামে পরিচিত। ইহারা প্রধানতঃ লৌহের ও খনিতে মজুরের কাজ করে। পঞ্জাবের অগরী জাতির সামাজিক মর্যাদা লোহারগণের উপরে কিন্তু জাঠগণের নিম্নে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গোলাঠাকুর বা অগরী নামে পরিচিত একটী স্বতন্ত্র জাতিও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিহার প্রদেশের রাঁচি জেলায়, গাজপুর ও জসপুরে অগরিয়া বা লোহার নামে অসুর জাতির বাস। ইহারা লোহা গালাই ও ঢালাইয়ের কাজ করে। কদাচিৎ ইহারা কৃষিকার্য অথবা মজুরের কাজ করিয়া থাকে।

ইহারা মুণ্ডাজাতির দেবতা 'সিংবোঙ্গা'র পূজা করে; বিশেষতঃ ইহারা 'নানা' নামে পর্বতের পূজা করিয়া থাকে। ইতর জন্তু অথবা বৃক্ষাদিকে ইহারা পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করে। ইহারা তেরটী শ্রেণীতে বিভক্ত। মুণ্ডাজাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে ইহারা লৌহকর্মে নিপুণ অসুর জাতিকে একবার সিংবোঙ্গার কৃপায় পরাজিত করিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইহারাই অসুর জাতির বংশধর।

বিহারের পালামৌ, জসপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কোর্‌ৱহ জাতির অগরিয়া নামে একটী শাখা দেখা যায়। অনেকের মতে অগরিয়া জাতি ও কোর্‌ৱহ জাতির সংমিশ্রণে এই শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের পুরুষেরা সাধারণতঃ শিকার করিয়া বেড়ায়, স্ত্রীলোকেরাই কৃষিকার্য ও গৃহকর্মাদি করিয়া থাকে।

আগ্রার অধিবাসী বলিয়া রাঠোর রাজপুতদিগের মুসলমান ধর্মাবলম্বী একটী শাখা অগরিয়া নামে খ্যাত হয়; কচ্ছ প্রদেশের ভুবর, মথোড়া, ঘোষড়া এবং মাণ্ডবীতে ইহাদের দেখা যায়। ইহারা কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। বাঙলা ও মধ্যপ্রদেশের কোন কোন অংশে হিন্দু অগারিয়াগণও এইরূপ পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী। এই সকল হিন্দু অগরিয়াকে আদমসুমারীতে পৃথগ্‌ভাবে নির্দেশ করিবার জন্য 'অঘরিয়া' নামে পরিচিত করা হইয়াছে।

[Dalton : Ethnology of Bengal, 1872, 196, 322ff : Forbes : Settlement Rep. on Palamau, quoted in North Indian Notes and Queries, iv. 43 ; Crooke, i. 1ff ; ii. 332 ; iv. 334 ; Tea Assn. Tribes & Castes, 295-6, 257-8, 290]

শ্রীগৌরীহরকুমার ঘোষ

অগার-অগার—কাথের মত এক প্রকার আঠাজাতীয় দ্রব্য gracilaria gigantina, g. sphaerococcus. এই আঠা চীনদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয় এবং তথায় ব্যবহারোপযোগী করিয়া 'অগর-অগর' প্রস্তুত হয়। চীনা নাম—'হই-স'ই' ও 'হ্'ন্-প্'। ইহা বহুবিধ কার্যে, বিশেষতঃ খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুকাইয়া গেলে ইহা কাচের মত কতকটা স্বচ্ছ হইয়া উঠে, এইজন্য বাঁশের লণ্ঠনাদির আক্‌রীর কার্যে এই আঠা ব্যবহার করা হয়। সাধারণ আঠার কার্যে ইহা বিশেষ উপযোগী; ইহার দ্বারা জোড়া লাগাইলে পোকায় কাটে না। চিনির সহিত সিদ্ধ করিলে ইহা বিশেষ সুস্বাদু কাথে পরিণত হয় এবং মিষ্টান্নাদির মত খাওয়া চলে। অনেক স্থলে এইরূপ অগর-অগরের মিষ্টান্নও বিক্রয় হইতে দেখা যায়। চীনা ভাষায় এই মিষ্টান্নের নাম 'য়োং-লেউং-কন্'। ইউরোপীয়েরাও এই সুমিষ্ট কাথ অত্যন্ত পছন্দ করে।

বিশেষতঃ মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও চৈনিক দেশে এই আঠা উৎপন্ন হয়। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে চীনদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নিউ হল্যান্‌ড, নিউ গিনি এবং উহাদের নিকটবর্তী দ্বীপগুলি হইতে প্রচুর অগর-অগরের আঠা চীনদেশে রপ্তানি হয়। সিঙ্গাপুর হইতেও বৎসরে বহু পরিমাণ অগর-অগর লইয়া যাওয়া হয়। সিংহল হইতেও এক প্রকার অগর-অগর রেশম-নির্মিত দ্রব্যাদি জুড়িবার জন্য গ্রেটবৃটেনে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মলাক্কা দ্বীপে সমুদ্রবেষ্টিত পর্বতগাত্রে উৎপন্ন এক প্রকার তৃণ হইতে এক প্রকার অগর-অগর প্রস্তুত হয়। সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরবর্তী অর্ধমগ্ন পর্বতপ্রাচীরাদিতে উৎপন্ন তৃণ হইতেও প্রচুর অগর-অগর নির্মিত হইয়া থাকে।

গলগণ্ড, উদরী, শোথ ও স্ত্রীলোকের রক্তঃক্ষরণ রোগে অগর-অগর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

[Hon. A. Morrison : Exhib. Jour. Rep. & Cat. ; Balfour : Cyclopaedia of India : Encyclopaedia Sinica]

অগার আতর—অগুরু আতর। গন্ধদ্রব্য-বি°। 'পিতাকরা' নামক বৃক্ষের নির্যাস হইতে এই আতর প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ শ্রীহট্টের পর্বতীয় স্থানে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আরব, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে ইহার ব্যবহার হয়।

অগরখেড়—বিজাপুরে ভীমা নদীর তীরবর্তী একটী সুবৃহৎ গ্রাম। এই গ্রামে শঙ্করলিঙ্গদেবের একটী সুপ্রাচীন মন্দির ও জৈনমপন্থীদিগের অপর একটী মন্দির আছে। ১১৭২ খ্রীঃ শঙ্করলিঙ্গলিঙ্গমন্দিরে একটী শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল। মন্দিরের লিঙ্গটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত। পূর্বের লিঙ্গমূর্তিটী স্থানান্তরিত হইয়া উহা ১৮০০ খ্রীঃ নির্মিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

[BG. xxiii. 545]

অগরনাথ, অগরসেন—নৃপতি-বি°। অগরবাল সম্প্রদায় আপনাদিগকে ইঁহার বংশধর বলিয়া অভিহিত করে। তাহাদের মতে ইঁহারই নাম হইতে অগরবালের উৎপত্তি। ইনি 'অগ্র' ও 'অগ্রোহ' এই উভয় স্থানের অধিপতি ছিলেন। [অগরবাল দ্র°]

অগরখাদ্দি—ক্ষুদ্র জাতি-বি°। ইহারা ভাগলপুর জেলার সুপুল মহকুমায় বাস করে। নেপাল হইতে ইহারা আসিয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহারা খয়ের প্রস্তুত করিয়া ও কাঠ চিরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

অগরব.াল—বেনিয়া (বণিক্) জাতির একটী শাখা এবং এই শাখাই বেনিয়া-সম্প্রদায়ের সমুদয় শাখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য। সম্রাট্ আকবরের অন্যতম মন্ত্রী টোডরমল এই জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশে অগরবালদের বিশেষ সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ১৯১১ খ্রীঃ মাত্র জব্বলপুর ও নাগপুরে ইহাদের সংখ্যা ২৫,০০০ দেখা গিয়াছিল। গুজরাট, বিজাপুর, খান্দেশ, পুনা, শোলাপুর প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহাদের বাস আছে। ভারতের নানা প্রদেশে নানা জাতির মধ্যেও 'অগরবাল' নামে শাখা বর্তমান। সেগুলি—

(১) যুক্তপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশের প্রসিদ্ধ কুসীদজীবী ও বণিক্ 'ভাটিয়া' জাতির একটী শাখা।—Crooke, ii. 41.

(২) রাঠোর রাজপুত জাতি হইতে উদ্ভূত হিন্দু 'ছীপি' জাতির একটী শাখা। ইহারা 'ক্যালিকো প্রিন্টিং' ও ছিটের কাজ করে।—Crooke, ii. 224.

(৩) হিন্দু 'দর্জি' জাতির পাঁচ শত ছাব্বিশটী বিভিন্ন শাখার অন্যতম।—Crooke, ii. 253.

(৪) উত্তর ভারত ও যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী 'পটুয়' (পট্টবস্ত্রনির্মাণকারী) জাতির শাখা-বিঃ।—Crooke, iv. 172.

(৫) যুক্তপ্রদেশের 'কঞ্জর' নামক বেদেশ্রেণীর একটী শাখা।—Crooke, iii. 138.

(৬) 'কেবট' (কৈবর্ত) জাতির শাখা-বিঃ।—Crooke, iii. 217.

(৭) উত্তর ভারতের 'কুম্হার' (কুম্ভকার) জাতির একটী শাখা।—Crooke, iii. 336.

(৮) উত্তর ভারতের 'মাল্লা' জাতির শাখা-বিঃ।—Crooke, iii. 461.

(৯) উত্তর ভারতের 'মুচি' জাতির একটী শাখা। Crooke, iii. 499.

(১০) উত্তর ভারতের 'বেলদার' জাতির শাখা বিঃ।—Crooke, i. 238.

উপরোক্ত অগরবাল সম্প্রদায়গুলি উল্লেখযোগ্য নহে। বেনিয়া জাতির অগরবাল শ্রেণীই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য।

উৎপত্তি—সম্ভবতঃ 'অগ্রোহ' নাম হইতে অগরবাল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। অগ্রোহ পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত হিসার জেলার একটী ক্ষুদ্র নগর।* অগরবালগণ তাহাদের উৎপত্তি রাজা অগরনাথ বা অগরসেন হইতে বলিয়া থাকে। রাজা অগরনাথের সপ্তদশ পুত্র নাগরাজ বাসুকির সপ্তদশ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।† অগরবালগণ নিজেরাই বলিয়া থাকে—'মাত কা মামিলাণ নাগবংশী হৈ', অর্থাৎ আমাদের মাতা নাগবংশোদ্ভূতা। অগরসেন অগ্র ও অগ্রোহ এই উভয় স্থানেরই অধিপতি ছিলেন। অগ্র অগ্রোহ নামক স্থান হইতে অধিকতর উল্লেখযোগ্য। এজন্য অগ্র নামের সহিত অগরবালদের যে সম্বন্ধ থাকা সম্ভব তাহা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ দেখা যায়। বর্তমান আগ্রা ও দিল্লী শহরের চতুর্দিকে ইহারা বাস করিয়া থাকে এবং দিল্লীর নিকটেও ইহাদের উপাস্য-দেবীর একটী মন্দির আছে। ইহাতে সহজেই অনুমিত [illegible] যে আগ্রা অগ্র নামেরই রূপান্তর। আর একটী প্রবাদ হইতে দেখা যায় যে, যখন রাজা অগরের পুত্রগণ নাগকন্যাদিগকে বিবাহ করেন তখন তিনি দেবী লক্ষ্মীর নিকট এই অনুমতি পান যে তাঁহার পুত্রদের বংশধরগণ তাঁহারই নামে পরিচিত হইবে, তাঁহাদের মাতাদের নামে নহে।

বিশ ও দশ সম্প্রদায়—মধ্যপ্রদেশে অন্যান্য বেনিয়া শাখার মত অগরবালদের মধ্যে 'বিশ' ও 'দশ' নামে দুইটী প্রধান শাখা দেখা যায়। বিশ-সম্প্রদায় দশ-সম্প্রদায় হইতে উচ্চ শ্রেণীর। এইরূপ প্রবাদ যে দশ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এক পুনর্বিবাহিতা বিধবা রমণী হইতে। কিন্তু মতান্তরে জানা যায়, বাসুকির সপ্তদশ কন্যা প্রত্যেকেই একজন করিয়া পরিচারিকা আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানাদিই দশ নামে অভিহিত হইয়াছে। বিশ ও দশ উভয়েই নিজেদের মধ্যে বিবাহাদি করিয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশে বিশ ও দশ ভিন্ন 'পঞ্চ' নামে আর একটী শাখাও দেখা যায়। এই শাখার উৎপত্তি-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে যখন বিশ বা দশ শ্রেণীর কেহ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না তখন সে প্রায়ই পঞ্চ শ্রেণীর নারীকে বিবাহ করে। বিশ শ্রেণীই প্রকৃত অগরবাল এবং তাহারা দশ শ্রেণীর সহিত আহার, পান ও অন্তর্বিবাহ করে না।

গোত্র-পর্যায়—অগরবালদের মধ্যে সার্ধ সপ্তদশটী গোত্র দেখা যায়। সতেরটী গোত্র রাজা অগরসেনের সতের জন পুত্রের স্বতন্ত্র বংশধরগণেরই হওয়া সম্ভব। অর্ধ গোত্রটী সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, কিন্তু সম্ভবতঃ উহা জারজ-বংশীয়ের। সপ্তদশ গোত্রের কতকগুলি গোত্রের নামকরণ গর্গ, গৌতম, কৌশিক, কশ্যপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদের নামানুসারে করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ ও নদীর নামেও গোত্র দেখা যায়। পুত্র পিতার গোত্র প্রাপ্ত হয়, মাতার দিক্ হইতে গোত্র-পর্যায়ের নিয়ম নাই।

ধর্ম ও রীতিনীতি — অধিকাংশ অগরবাল জৈনধর্মাবলম্বী। জৈন বা সরাওগি ধর্মাবলম্বীও বর্তমান, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কিছু কিছু শৈব বা শাক্ত অগরবালও দেখা যায়—তাহারা পশুবলি দেয় এবং মাংসাহার ও মদ্যপান করে। বৈষ্ণব বা জৈন অগরবালদের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। অগরবালদের মধ্যে ধর্মে ও আহারে পার্থক্য থাকিলেও উক্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে অন্তর্বিবাহ চলিতে পারে। দুইটী বিভিন্ন ধর্মে যখন বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হয় তখন হিন্দু রীতিই অবলম্বন করা হয়। তবে এক্ষেত্রে পাত্রীর পক্ষে পূর্বে পাত্রের ধর্ম গ্রহণ করা নিয়ম। বিবাহের পরে কন্যা যতদিন পিতৃ-গৃহে থাকুক না কেন তাহাকে স্বপাক আহার করিতে হয়। লক্ষ্মী অগরবালদের জাতীয় উপাস্য-দেবী। সাধারণ শ্রাদ্ধকার্যে ইহারা পিতৃ-

* পূর্বে এই নগর বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে—এই নগরে যখন কোন একটী বাণিজ্যশালার পত্তন হইত তখন নগরের অন্যান্য বাণিজ্যশালাগুলির প্রত্যেকটী হইতে একটী করিয়া ইষ্টক ও পাঁচটী করিয়া মুদ্রা পতনশীল বাণিজ্যশালাকে ব্যবসা চালাইবার সুবিধার জন্য দেওয়া হইত।—Blochman: Eastern India, ii. 465.

† Elliot সাহেব নাগজাতিকে উত্তর এশিয়াবাসী শকজাতি (Scythian) বা শকবংশীয় কোন জাতি অথবা 'য়ুএ-চি' বা কুষাণ জাতি বলিয়া মনে করেন। নাগবংশীয় নামে কথিত এই সমুদয় জাতি হইতে তৈয়র, তাক প্রভৃতি রাজপুতবংশীয়গণ বিবাহ করিয়াছিলেন। অগরসেন রাজপুতবংশীয় ক্ষত্রিয় হওয়া সম্ভব। Crooke-এর মতে অগরবালদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রাজপুতদের মত এবং তাহাদের উচ্চবংশীয় বলিয়াই মনে হয়।

পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। নাগ-পঞ্চমীর দিন ইহাদের সর্পপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৃক্ষাদির মধ্যে ইহারা পিপুল, কদম, শমী, ও ববুল বৃক্ষকে পবিত্র ও সম্মানার্হ জ্ঞান করে। সাধারণতঃ গৌড় ব্রাহ্মণদিগকে পৌরোহিত্য করিতে দেখা যায়।

জৈন অগরবালগণ হিন্দু-উৎসব অনুষ্ঠান করে এবং এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতও নিয়োজিত করে।

নিমার জেলায় অগরবালদের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়মের প্রচলন দেখা যায়। সেখানে কোন রমণী তাহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন না হওয়া পর্যন্ত গম খাইতে পারে না, মাত্র জুয়ারী ভক্ষণ করে। যদি তাহার সন্তানাদি একবারেই না হয়, হয়তো সে সারা জীবনই গম আহারে বঞ্চিত হয়। যদি তাহার পুত্রসন্তান হয় তাহা হইলে তাহাকে 'মহোর' গ্রামে 'মোহন' দেবীর নিকট যাইতে হইবে * এবং অতঃপর সে গম আহার করিতে পারিবে। কিন্তু যদি পুনরায় একটি পুত্র হয় তাহা হইলে যতক্ষণ না সে আবার মোহন দেবীর মন্দিরে গিয়া পূজা না দেয় ততক্ষণ তাহাকে আবার গম আহারে বঞ্চিত হইতে হয়। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে অন্য নিয়ম পালিত হইয়া থাকে। কন্যা জন্মাইলেই রমণী গম আহার করিতে পারে—তাহাকে মোহন দেবীর মন্দিরে যাইতে হয় না।

নিমার জেলার অগরবালগণ 'গোব-পীরে'র পূজা করে। গোবপীর ধাঙড় বা মেথরের দেবতা। শ্রাবণ মাসের প্রায় প্রত্যহই ত্রিশ ফুট লম্বা একটি কাষ্ঠদণ্ড লইয়া ধাঙড়েরা নগরের পথ দিয়া শোভাযাত্রা করে। এই কাষ্ঠদণ্ডে কাপড় ও নারিকেল ঝুলান থাকে। শোভাযাত্রার সময় অগরবালগণ কাষ্ঠদণ্ডে নারিকেল বাঁধিয়া দেয়। অনেক অগরবাল গোবপীরের উদ্দেশে সিন্দুরও প্রদান করে। অনেকে আবার শোভাযাত্রাকারীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত রাত্রি নিজগৃহে রাখে।

সামাজিক ভোজের সময় অগরবালগণ নিজেদের কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর পাত্র ব্যবহার করে না; বাঙলার সাধারণ সামাজিক ভোজের মতই পাতা ও মৃৎপাত্র ব্যবহার করা হয়—উহা নিমন্ত্রণকারীই প্রদান করিয়া থাকে।

পেঁয়াজ, রশুন, গাজর ও শালগম ইহাদের নিষিদ্ধ খাদ্য। আহারে বসিবার পূর্বে প্রথমে ইহারা কিছু খাদ্য অগ্নিতে ও কিছু খাদ্য পারিবারিক গাভীকে ('গোগ্রা') প্রদান করে। সমুদয় 'পছেঁনীয়' ও অধিকাংশ 'পুরবীয়' অগরবাল উপবীত ধারণ করিয়া থাকে। বেহারের অগরবালগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরই নিম্নস্তর জাতি বলিয়া অভিহিত করে এবং ব্রাহ্মণেরা তাহাদের হাতে জল ও কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে পারে। গৌড়ের ব্রাহ্মণ, তৈলঙ্গ, গুজরাটী এবং সনাধ-সম্প্রদায়ের নিম্ন জাতিগুলির নিকট রন্ধন-করা ('পক্কি') খাদ্য গ্রহণ করিতে বাধা নাই। অনাচারী গুরু ও মহাব্রাহ্মণ ব্যতীত যে কোন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত, বইস্ বণ্ড, ক্ষত্রী (ইহারা সাধারণতঃ বৈশ্যরূপে পরিচিত) ও যে কোন মিশ্রজাতীয় উন্নত পরিবারের নিকট ইহারা জল গ্রহণ করিতে পারে। রন্ধন-করা খাদ্যের উপর অনেক অগরবালের নানা প্রকার কুসংস্কার দেখা যায়—রন্ধন-করা খাদ্য শুদ্ধ করায় নানা প্রকার আনুষ্ঠানিক বিধির প্রচলন তাহাদের মধ্যে আছে। অনেক স্থানে শ্বশ্রূ পুত্রবধূর রন্ধন-করা খাদ্য গ্রহণ করে না। ইহারা অসুবাল, মহেশ্রী ও খণ্ডেলবাল বেনিয়া-শ্রেণীগুলির নিকট জল না দিয়া রন্ধন-করা খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে সকল প্রকার মাংসাহার নিষিদ্ধ। ইহারা 'জোবন্দ' চাউল গ্রহণ করে না, কারণ খোসা ছাড়াইবার পূর্বে উহা একবার সিদ্ধ করিতে হয়। জৈন অগরবালগণ ক্ষুদ্র কীটাদি খাইয়া ফেলিবার ভয়ে অন্ধকারে আহার করে না। মিষ্টান্ন ও জল দিয়া ধূমপান করিতে দেওয়া ইহাদের রীতি। একই হুকায় পুরোহিত ও যজমান ধূমপান করিয়া থাকে।

স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবার কোন পুত্র না থাকিলেও সে স্বামীর সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারিণী হয়। সে ইচ্ছা করিলে মৃত-স্বামীর অনুমতি বা আত্মীয়স্বজনের সম্মতি না থাকিলেও নিজ দৌহিত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিতে পারে। এই পোষ্যই অতঃপর সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হয়।

সর্পপূজা—সর্পপূজা অগরবালদের শ্রেষ্ঠ রীতি। নাগগুরু আস্তিকের সম্মানার্থ এই পূজার প্রচলন। সর্পপূজা করে বলিয়া ইহারা আপনাদিগকে 'নাগ-উপাসক' বলিয়া অভিহিত করে। আস্তিক মুনি জরৎকারুর ঔরসে ও বাসুকির ভগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে বাসুকির প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন [আস্তিক দ্র°]। অগরবালদের সর্পপূজায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই পূজা তেওয়ারী ব্রাহ্মণগণই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্রাবণের শুক্লা চতুর্থীতে তাঁহারা গঙ্গাস্নান করিয়া নিজ নিজ গৃহপ্রাচীরে ঘৃত ও সিন্দুর দিয়া একুশটা চিহ্ন অঙ্কিত করেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে নারিকেল, কাপড়, পাঁচপ্রকার শুষ্ক ফল, একুশ জোড়া পাপর, কতকগুলি পীত তিলফুল ও ঘৃত-দ্বারা প্রজ্বলিত একটি দীপ প্রদান করা হয়। তাঁহারা তখন কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করেন। এই আরতি শেষ হইলেই গৃহস্থ রমণীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তখন পুনরায় কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করা হয়। আরতি-শেষে 'রোরি' (সিন্দুর) দ্বারা রমণীদের কপালে ব্রাহ্মণগণ ফোঁটা দিয়া প্রসাদ-স্বরূপ কিছু কিছু পাপর তাহাদের প্রদান করেন। প্রতি রমণী দক্ষিণাস্বরূপ দুই পয়সা করিয়া ব্রাহ্মণকে দেয়। পূজার তিলফুল গ্রহণ করিয়া রমণীরা তাহা গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়; তাহাদের বিশ্বাস, ইহাতে সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই রমণীরা বিশেষ একটি মন্ত্র গ্রহণ করে।

* মহোর হিমার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এই স্থানে মোহন দেবীর মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীর চিতায় তিনি প্রাণ বিসর্জন করেন। তাঁহারই পবিত্র আত্মা এই মন্দিরে অবস্থান করিয়া নারীদের মঙ্গল সাধন করে।

সেই মন্ত্রের মূল অর্থ এই যে যাহার জন্যে আস্তিকের পূজানুষ্ঠান হইয়াছে সে সর্প বলিয়া চীৎকার করিলে অতি বিষাক্ত সর্পও পলায়ন করিয়া থাকে। বৎসরে এই একবারই সর্প-পূজার অনুষ্ঠান হয়। পূজানুষ্ঠানের পর উপস্থিত সকলেই পূজারী ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু শস্য প্রদান করে। জৈন অগরবাল-দের মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন নাই।

যে কোন হিন্দু বা জৈন অগরবাল সর্পকে হত্যা বা আহত করে না। দিল্লীতে বৈষ্ণব অগরবালগণ বহির্দ্বারের দুই পার্শ্বে সর্পের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখে এবং উহাদের উদ্দেশে ফল ও ফুল উৎসর্গ করে।

জন্ম—প্রসূতি সন্তান প্রসব করিলে ইহাদের মধ্যে এক বিশেষ রীতি পরিলক্ষিত হয়। প্রসূত সন্তান যদি পুত্র হয় তাহা হইলে প্রসূতির স্বামী নিজে চমারী-জাতীয়া ধাত্রীকে ডাকিয়া আনে; উহা ইহাদের শিষ্ট-তার পরিচায়ক। কিন্তু কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে প্রসূতির স্বামীর নিজে যাইবার কোন প্রয়োজন হয় না, কোন লোক পাঠাইতে পারে। ধাত্রী আসিয়া সন্তান ও প্রসূতির মধ্যে সংযুক্ত নাড়ী কাটিয়া দেয় এবং অধিকাংশ স্থলে সেই নাড়ী সূতিকা-গৃহের ভূমি খুঁড়িয়া পুতিয়া রাখে। প্রসূতির নিকট একটা অগ্ন্যাধার ('পশঙ্গিথ') রাখা হয়। ইহাদের বিশ্বাস উহাতে বিঘ্নকারী ভূতযোনিরা পলায়ন করে। এই সময় ভয়ঙ্কর দৈত্য 'জমদুয়া'কে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য বন্দুকের শব্দ করা হয়। প্রসবের পর প্রসূতিকে জলের সহিত হিং মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হয়—উহা এমন ভাবে মিশাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে প্রসূতি হিং-এর গন্ধ ও তিক্ততা অনুভব করিতে না পারে। প্রসূতির পরিচর্যার জন্য চমারী ধাত্রী তিন দিন অবস্থান করে এবং এই তিন দিন মাত্র প্রসূতি ফলাহার করে, অতঃপর প্রসূতিকে স্নান করাইয়া গম খাইতে দেওয়া হয়। ষষ্ঠ দিবস 'চমর ছঠির' দিবস। এই দিন প্রসূতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে এবং সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বালাইয়া রাখা নিয়ম। সকল রমণীকেই ঐ দীপ হইতে কাজল গ্রহণ করিয়া চক্ষুতে দিতে হয়—ইহা সৌভাগ্যের সূচনা করে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। শিশুর চক্ষেও অল্প কাজল দেওয়া হইয়া থাকে। পঞ্চদশ দিবসে স্থানীয় পণ্ডিতের অনুমতি লইয়া প্রসূতি স্নান করে। এই পণ্ডিতই তখন সন্তানের 'রাশি' নির্ধারণ করেন এবং গৃহস্বামি-কর্তৃক সন্তানের নামকরণ হয়। চত্বারিংশ দিবসে প্রসূতি পুনরায় স্নান করিয়া শুদ্ধ হয় এবং পারিবারিক কার্যে যোগদান করে। অনেক স্থলে পণ্ডিত আনাইয়া সন্তানের 'নামকর্ম' উৎসব সম্পন্ন করিতে দেখা যায়।

বিবাহ—বিবাহের অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের প্রথানুযায়ী হইয়া থাকে। বিবাহের কোন নির্দিষ্ট বয়স নাই। বিশেষতঃ ধনী অগরবালগণ তাঁহাদের কন্যাদের বিবাহ বাল্যাবস্থায় দিয়া থাকেন। অন্যান্য সকলে যতদিন না উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় ততদিন কন্যার বিবাহ দেয় না। কোষ্ঠিবিচার করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। স্থানীয় পণ্ডিত বিবাহের জন্য শুভদিন নির্দেশ করেন। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ পণপ্রথা নাই। বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাত্রের পিতা পাত্রীর বাটীতে দধি, মিঠাই ও দুইটী টাকা প্রেরণ করে। একটী মৃৎপাত্রে দধি পীতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহার মুখে একটী লাল কাপড় বাঁধিয়া তাহার উপর টাকা দিতে হয়। বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে পুনরায় পাত্রের পিতা কিছু মিশ্রধাতুর ('ফুল') অলঙ্কার, একটী সিঁদের খোপা, কিছু মেহেদি ও ডালিম, কিছু মিষ্টান্ন, খেলনা এবং একটী শাড়ী পাঠাইয়া দেয়। ইহার সহিত অন্যূন একাদশটী থালা তাহাকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইতে হয়; এই থালা একশত পঁচিশটী পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। পাত্রীর পিতা কন্যার জন্য শাড়ী, কিছু মিষ্টান্ন ও পুষ্পাদি রাখিয়া বাকী সমস্তই পাত্রের বাটীতে ফেরত পাঠায়। পরদিবস পাত্রীর চুলে ফুলগুলি পরাইয়া দেওয়া হয়। নগরে বিবাহ হইলে পাত্রী কোন মন্দিরে গিয়া পূজার্চনা করে এবং তথায় ভাবী শ্বশ্রুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করে। ইহার পর পাত্র ও পাত্রীকে অভিমন্ত্রিত তৈল-দ্বারা সংস্কৃত করা হয়। ইহার নাম 'তেল্-হর্দি'।

বরানুগমনের প্রারম্ভে কুম্হার (কুম্ভকার) একটী গর্দভ লইয়া আসে, বর উহাকে পদ-দ্বারা স্পর্শ করে, অনেক স্থলে বরকে উহার উপর চড়িয়া বসিতেও শোনা যায়। এই রীতির দ্বারা বর যুদ্ধের কার্য করিতে যাইতেছে এইরূপ সূচিত হইয়া থাকে।

বর পাত্রীর বাটীতে উপস্থিত হইলে তাহাকে একটী পিঁড়ির উপর বসিতে দেওয়া হয়। তখন সেই পরিবারের রমণীগণ কনেকে ধরিয়া তুলিয়া বরের চারিদিকে ঘুরাইতে থাকে। এই সময় কনে বরের পায়ে চাউল ('অছৎ') ছুড়িয়া দেয়। এই নিয়মের নাম 'বর্হি পিরাণ'। ইহার পর 'লখ্রণ' বিধি অনুষ্ঠিত হয়। এই বিধি-অনুসারে একটী থলিতে কিছু দধি রাখিয়া উহা ঝুলাইয়া রাখা হইয়া থাকে। যখন সমস্ত জলীয় অংশ পড়িয়া যায় তখন সারাংশ লইয়া তাহাতে দুগ্ধ, চিনি, এলাচ, মরিচ ও সুগন্ধি মিশাইয়া প্রথমে কুলদেবতার নিকট উৎসর্গ করা হয় এবং অন্য একজন দেবতা ও এক জন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়। অতঃপর উহা ভোজে ('জেওনার'এ) সকলকে পরিবেশন করা হইয়া থাকে।

কোন নিকট আত্মীয় ('মান') কনেকে বিবাহ-সভায় লইয়া আসে এবং তথায় কনের পিতার ক্রোড়ে তাহাকে বসাইয়া দেয়। সাধারণতঃ কনের ভগিনীপতিই এই কার্য করিয়া থাকে। কনের পিতা একটী অঙ্গুরীয় ও কিছু ময়দার পিণ্ডের সহিত কনের হাত বরের হাতে অর্পণ করে। ইহার পর যথারীতি মন্ত্রপাঠ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করা হয়। পুরোহিতই সকলের মন্ত্র নির্দেশ করেন। অতঃপর একটী উত্তরীয় দিয়া বর ও কনেকে ঢাকা দেওয়া হয়। উহার অন্তরালে বর কনের সীঁথিতে পাঁচ বার সিন্দূর লেপন করে এবং উহা হইয়া গেলে তাহারা পাঁচ বার বিবাহ-মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে। ইহার পর

উপস্থিত রমণীগণ উহাদের উভয়ের কাপড় একসঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া বাসরঘরে ('কোহবর'এ) লইয়া যায়। কনের নিকট আত্মীয় ('মান') তথায় যাইবার পথে আগে আগে জল ছড়াইয়া গমন করে। বাসরঘরে বরের মাথার টোপর ('সেহ্‌র') তুলিয়া লওয়া হয়।

অগরবালদের রীতি-অনুসারে কনে তাহার নবপরিণীত স্বামীর সহিত বিবাহের পরেই স্বামিগৃহে আসিতে পারে না, বিবাহের পরে তৃতীয় বা পঞ্চম বৎসরে আসে। অগরবালদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম নাই।

অগরবালগণ শাস্ত্রীয় বিধিবদ্ধ নিয়ম যথাযথরূপ পালন করে এবং নিষিদ্ধ নিয়মে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। সমস্ত শ্রেণীতেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত, তবে কতকগুলি আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কোনও পুরুষ সাধারণতঃ চারিটী ক্ষেত্রে বিবাহ করিতে পারে না। সেগুলি—(১) সগোত্রা নারী, (২) পিতামহের, প্রপিতামহের বা বৃদ্ধপ্রপিতামহের এবং মাতামহের, প্রমাতামহের বা বৃদ্ধ প্রমাতামহের বংশীয়া নারী, (৩) নিজ পিতা বা মাতার মাত-(নানিহাল-) বংশীয়া রমণী এবং (৪) পিতৃষস্- ও মাতৃষস্-বংশীয়া রমণী। কোনও পুরুষ তাহার মৃত পত্নীর অনুজা ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু অগ্রজা ভগিনী বা দুই ভগিনীকে পরস্পরের বর্তমানে বিবাহ করিতে পারে না। অগরবালদের গোত্র-নিয়ম খুবই প্রাচীন। অন্যান্য নিয়মগুলি ক্রমে উত্তরকালে প্রয়োজনানুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে।

বৃত্তি—অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অগরবালগণ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও ধনী। ইঁহারা ধনিক ব্যবসায়ী, সওদাগর এবং বিত্তশালী জমিদার। সওদাগরী ব্যবসায় দ্বারা ইঁহারা এই জমিদারী ও বিত্তোপার্জন করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের অগরবালগণের ছত্তিশগড় নামক স্থানে প্রভূত জমিদারী আছে। ১৮৬০-৭০ খ্রীঃ প্রথম বন্দোবস্তের (settlement) সময় দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হওয়ায় যখন গ্রাম্য মোড়লগণ নির্ধারিত করদানে অসমর্থ হন সেই সময় ইঁহারা এই সমুদয় ভূভাগ করায়ত্ত করেন। অগরবালগণ সাধারণতঃ কুসীদজীবী। অগরবাল স্ত্রীলোকেরা অতিশয় সুন্দর মিঠাই ও 'সেমুই' (vermicelli pastry) প্রস্তুত করিতে পারে এবং সেগুলি বিক্রয়ও করা হয়।

[Crooke, i. 15-26 ; Russell & Hiralal, ii. 136-9, 339 ; Risley, i. 5sq. ; BG, ix. pt.-i, p. xi.n3, 70 ; xii. 61 ; xviii. pt.-i, 262-3 ; xx. 48-50 ; xxiii. 90-1]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অগরা, অগরী—স্ত্রী° একপ্রকার তৃণ—সাধারণতঃ 'দেওতাড়' নামে পরিচিত andropogon serratus. [দেবদালিকা দ্র°]

অগরু, অগুরু—পর্যায়—বংশিক, রাজার্হ, লোহ, ক্রমিজ, ক্রিমিজ, জোঙ্গক, অনার্যক, বংশক, লঘু, পিচ্ছিল, কৃমজ, কৃষ্ণ, লোহাখ্য, রাতক, বর্ণপ্রসাদন, অনার্যক, অসার, অগ্নিকাষ্ঠ, ক্রিমিজগ্ধ, কাষ্ঠক। লা° aquilaria agallocha, aquilaria ovata, amyris agallocha. ইং aloe wood, eagle wood. আ° অগরে-হিন্দি, ঊদ, ঊদ্, ঊদে- (ঊদে-) হিন্দি, অগলুগেন। ফা° অগরে-হিন্দী, অগর্। ভাষানাম—বা° অগুরুচন্দন; হি° ও গুজ° অগর্; তা° অগ্‌গলিবম্, অগর্; তে° হরুগুহচেট্টু, কৃষ্ণাগুরু, অগ্নি, কাষ্টমু; মরা° শিশবাটে পাড্ড, কৃষ্ণাগুরু; পঞ্জাবী—ঊদ্, ঊদ্ফাসী; বোম্বাই—অগর, হিন্দিঅগর; অস° সসি, সচি, বিস্‌লংন্।

উৎপত্তিস্থান—হিমালয়ের পূর্বাংশ, ভূটান, আসাম, খাসিয়া পর্বত, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা-পর্বত, চট্টগ্রাম বিভাগের কোন কোন স্থান ও বর্মাদেশ।

বর্ণনা—দীর্ঘ চিরশ্যামল বৃক্ষ; নবোদ্গত শাখা রেশমকোমল; বল্কবক্ পাতলা, দৃঢ় এবং তাহার গাত্র মসৃণ; উত্তম বল্কবক্ ঠিক তৈয়ারী করিলে 'পার্চমেন্টে'র মত হয়। প্রাচীনকালে অসমীয়া নৃপতিগণ ইহা লিখিবার উপকরণরূপে কাগজের মত ব্যবহার করিতেন। কাষ্ঠ—শ্বেত, সমাংশু; প্রথম কাটিবার সময় সুগন্ধি বাহির হয়। পুরাতন বৃক্ষের ভিতর একপ্রকার শক্ত ও খুব গাঢ় রংএর কাষ্ঠ থাকে, তাহার গন্ধ কতকটা মধুর মত; উহাই বাজারে অগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। পত্র—২ হইতে ৩॥০ ইঞ্চি লম্বা ও অত্যন্ত সরু; পত্রের শিরা বহু; সমান্তরাল পত্রবৃন্ত ⅛ ইঞ্চি। পুষ্প—শ্বেত; একগুচ্ছে বহু পুষ্প জন্মে; পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র; পুষ্পদলের উপরিভাগ রেশমের ন্যায় চিক্কণ ও তলভাগ মখমলের মত। ফলের গাত্রও মখমলের ন্যায় সূক্ষ্ম রোমে আবৃত; নিম্নাংশ সরু; খোসা পাতলা।

অগুরু-সংগ্রহকারিগণ অগুরু কাঠের অসার ভাগ ত্যাগ করিয়া নির্যাসবৎ পদার্থযুক্ত সার কাষ্ঠ সংগ্রহ করে। অনেক সময় তাহারা বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া কাষ্ঠ মাটির নীচে পুতিয়া রাখে; যখন অসার ভাগ পচিয়া যায় তখন সার ভাগ পৃথক্ করিয়া লওয়া সহজ। অগুরু বৃক্ষের সর্বত্র নির্যাসবৎ পদার্থ সঞ্চিত হয় না, যে স্থানে কোন প্রকার আঘাত বা ঘর্ষণ লাগে সেই স্থানেই ঐ নির্যাস সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। এই জন্যই সম্ভবতঃ ইহাকে ক্রিমিজ বা ক্রিমিজাত বলা হয়।

অগুরু পাঁচ প্রকার—(১) কৃষ্ণাগুরু, (২) দাহাগুরু, (৩) স্বাদ্বগুরু, (৪) মঙ্গল্যাগুরু ও (৫) কালাগুরু॥ রাজনি° ব১২॥

কৃষ্ণাগুরু—পর্যায়—কাকতুণ্ড, অগুরু, শৃঙ্গার, বিশ্বরূপক, শীর্ষ, কালাগুরু, কেশ্য, বসুক, কৃষ্ণকাষ্ঠ, ধূপার্হ, বন্দুর, মিশ্রবর্ণ, গন্ধ ও গন্ধসার। ইহাতে সারভাগ অধিক থাকায় ইহা জলে ডুবিয়া যায়।* গুণ—'কৃষ্ণাগুরু কটূষ্ণঞ্চ তিক্তং লেপে চ শীতলম্। পানে পিত্তহরং কিঞ্চিত্রিদোষঘ্নমুদাহৃতম্॥' —রাজনি° ব১২। মুখরোগ ও বাতঘ্ন।

দাহাগুরু—গুর্জরদেশে প্রসিদ্ধ। পর্যায়—তৈলাগুরু, দাহাগুরু, দাহনাগুরু, দাহকাষ্ঠ, ধূপাগুরু। গুণ—'দাহাগুরু কটূষ্ণং কেশানাং বর্ধনক বর্ণাঢ্য। অপায়তি কেশদোষা নাত্যন্তে সতত্ক সৌগন্ধ্যম্॥' —রাজনি°।

---

* 'কৃষ্ণং গুণাধিকং তত্র, লৌহবদ্বারিমজ্জতি'—ভা-প্র°।

স্বাদ্বগুরু—পুং মধুররস অগুরু। ইহা ভিন্ন বৃক্ষজাত। গুণ—উষ্ণ, আমবাতহর, তুবর॥ রাজবল্লভ॥

কাষ্ঠাগুরু—পীতবর্ণ অগুরু। গুণ—'কাষ্ঠাগুরু কটূষ্ণ লেপে রুক্ষং কফাপহম্।' —রাজনি°।

মঙ্গল্যাগুরু—কেনারে এই নামেই ইহা প্রসিদ্ধ। গুণ—'শিশিরং গন্ধাঢ্য যোগবাহিকম্' —রাজনি° ব১২। নিঘণ্টুকারের মতে এই অগুরুই শ্রেষ্ঠ।

প্রাচীনকালে গুরুত্ব হিসাবে অগুরুর উত্তমাধম পরীক্ষা হইত। অগুরু কাষ্ঠের আকৃতি ও বর্ণ নির্যাসের ন্যূনাধিক্যানুসারে পীত, ধূসর, পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। যে অগুরু জলে ডুবিয়া যায় ও চর্বণ করিলে দাঁতে জড়াইয়া ধরে, যাহার স্বাদ কষায় ও তিক্ত, যাহা পেষণ করিলে ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া যায় এবং যাহার গন্ধ মনোরম, যাহার ধূপ চারিদিক্ সুগন্ধে আমোদিত করে সেই অগুরুই শ্রেষ্ঠ। শ্রীহট্টে শ্রেষ্ঠ অগুরুর নাম 'ঘরকি', ইহার মূল্য প্রতি সের ১২৲ হইতে ১৬৲ টাকা। সাধারণতঃ এই অগুরু অগর আতর [অগর আতর দ্র°] নামে কথিত হয়। অনেক সময় কম্বোডিয়া ও মালয় উপদ্বীপে উৎপন্ন অগুরু সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। সাধারণতঃ বাজারে প্রকৃত অগুরুর পরিবর্তে বহু কৃত্রিম কাষ্ঠ ও অপর সুগন্ধি কাষ্ঠ বিক্রীত হইয়া থাকে।

অগুরুর তৈল পীতবর্ণ ও সুগন্ধিযুক্ত। উহার গুণ—কৃষ্ণাগুরুর তুল্য; 'অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমোমতঃ' —ভা-প্র°।

প্রাচীনকালে ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে অগুরুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।*

ব্যবহার :—(বৈদ্যকে)—তৈল ও নির্যাসসংলিপ্ত কাষ্ঠ।

অগুরুর গুণ :—'অগরুষ্ণং কটু ত্বচ্যং তিক্তং তীক্ষ্ণং পিত্তলম্। লঘু কর্ণাক্ষিরোগঘ্নং শীতবাতকফপ্রণুৎ॥' —ভা-প্র°। 'অগরু প্রণাঅভিক্রং কটূষ্ণং কফবাতজিৎ'—রাজবল্লভ। 'কটূতিক্তোষ্ণমগরুস্নিগ্ধং বাতকফাপহম্। ক্রতিনেত্ররুজং হন্তি শ্বাসলাং কুষ্ঠনুৎ পরম্॥' —ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু। হিক্কারোগীকে মধুর সহিত কৃষ্ণাগুরুচূর্ণ সেবন করান বিধেয়।* অগুরুর কাথ লবণমেহরোগীকে পান করাইতে হয়।† দক্র, কুষ্ঠ ও কিটিভ নামক চর্মরোগে অগুরু তৈল অভ্যঙ্গ করিতে দেওয়া উচিত।‡ কাসরোগীকে মধুর সহিত অগুরুচূর্ণ সেবন করিতে দেওয়া ভাল।** হিক্কা ও শ্বাসরোগীকে উত্তম কৃষ্ণাগুরুর ধূম নাসিকাদ্বারা গ্রহণ করিতে দিতে হয়। —বাগ্‌ভট° চি° ৪অঃ।

অগুরুর সুগন্ধ নির্যাস হৃদ্য। সন্ধিবাত ও বাতে ইহা অনুলেপনরূপে ব্যবহৃত হয়। মাথাঘোরা এবং পক্ষাঘাতেও ইহা অনুলেপন করা হইয়া থাকে। অগুরু কাষ্ঠচূর্ণ উদরাময় ও বমন রোগে উপকারী। ইহার কাথ জ্বরকালীন পিপাসা দূর করে। অগুরু কাষ্ঠচূর্ণ বস্ত্রে লেপন করিলে মক্ষিকাদি বসিতে পারে না এবং চর্মে লেপন করিলে উৎকুণ দূর হয়। অগুরু কাষ্ঠচূর্ণ স্নায়ুর বলাধান করে এবং পাচক ও বাতশ্লেষ্ম ঔষধের উপাদানে ব্যবহৃত হয়। শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ হইলে বা শিরোবেদনায় ব্রাণ্ডির সহিত লেপন করিলে উপকার হইয়া থাকে। ইহা নানাবিধ অঙ্গরাগের উপাদান [অঙ্গরাগ দ্র°]।

মাত্রা—চূর্ণ ১০ হইতে ৬০ গ্রেন; কাথ—৫ হইতে ১০ তোলা।

বিশ হইতে ৫০।৬০ বৎসরের বৃক্ষ অগুরু প্রদান করে। ৫০ কিংবা ৬০ বৎসরের বৃক্ষ অধিক পরিমাণে সুগন্ধ রস দিয়া থাকে। ঐ রস শুষ্ক হইলে ধূনার মত একরূপ গন্ধদ্রব্য প্রদান করে। সাধারণতঃ এক এক বৃক্ষ হইতে ৩।৪ সের অগুরু পাওয়া যায়। কোন কোন বৃক্ষ প্রায় ৩০০৲ টাকা মূল্যের গন্ধদ্রব্য প্রদান করে। কোন কোন বৃক্ষ ৫।৬ ফুট-মোটা ও ৭০।৮০ ফুট-লম্বা হইয়া থাকে। গাছের যে অংশ হইতে নির্যাস বাহির করিয়া লওয়া হয় সেই অংশ ছোট ছোট টুকরায় কাটিয়া ধূনার মত ঠাকুরপূজায় বা ঘরে জ্বালান চলে।

[Kirtikar & Bose : Indian Medicinal Plants, 1111-2, pl. 836B ; R. N. Khory : Materia Medica of India, ii. 535 ; Dymock : Pharmacographia Indica : বিশ্বকোষ ঔষধ ; বনৌষধিদর্পণ, ১ম°, ১-৪]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অগরুসার,-ক—কৃষ্ণাগরু ; ইহা রুচির, স্বাদু ও সুধূম॥কল্পদ্রু° ৬৫. ৪০৫॥ [অগর দ্র°]

অগর্ভ—(ধর্মশা°) গর্ভ অর্থাৎ অঙ্কুররূপসারশূন্য। পূজাদি অনুষ্ঠানে সগর্ভ দূর্বা দিবার বিধি নাই, গর্ভ অর্থাৎ অঙ্কুরশূন্য দূর্বা দানই বিধি।

অগর্ভবতী, অগর্ভিণী—[নঞ্‌ তৎ] বিণ, গর্ভ হয় নাই এরূপ স্ত্রী।

অগর্ব—১ [ন=অ (নাই) গর্ব-যাহার—বহু°] বিণ, অহঙ্কারশূন্যতা। ২ [নঞ্‌ তৎ] বিনয়, বিনীতভাব। বিণ—**অগর্বিত, অগর্বী**—[নঞ্‌ তৎ] অহঙ্কারশূন্য, নিরহঙ্কার ; বিনয়ী।

অগর্হ—[ন=অ (নাই) গর্হ যাহার—বহু°] বিণ, যাহার কোন নিন্দা নাই, নিন্দাশূন্য। বিণ—**অগর্হিত**— ১ অনিন্দিত, অদূষিত, দোষরহিত, শুদ্ধ। ২ অনিন্দ্য, শাস্ত্রবিহিত। ৩ অতিরস্কৃত।

অগল—(গ্রা°) অগ্রগণ্য, অগ্রসর।

অগলদত্ত—দেবেন্দ্রগণি-কৃত 'উত্তরাধ্যয়ন' নামে জৈন গ্রন্থের টীকায় বর্ণিত আখ্যায়িকার দস্যু-বি°। 'প্রাকৃতকথাসংগ্রহে'র সপ্তম আখ্যায়িকা। মহারাষ্ট্রীতে লিখিত।

[Winternitz, 490 ; J. Charpentier : Uttaradhyana, xx iii]

অগলস্‌সিয়া—গ্রীক ঐতিহাসিকগণ-কর্তৃক অগলস্‌সির নামক জাতির বাসস্থান বলিয়া কথিত। অগলৌকিকদিগের বাসস্থান [অগলৌকিক দ্র°]। পঞ্জাবের ঝিলাম ও চন্দ্রভাগা নদীর সংযোগস্থলে ইহা অবস্থিত ছিল। ইহা

* Dymock : Pharmacographia Indica.

* 'মধুনা সংযুতঃ লেহ্যঃ চূর্ণং বা কাললোহজম্।' —চরক° চি° ২১ অঃ।

† 'লবণমেহিনং পাঠাগরুকষায়ম্।' সু° চি° ১১. ৭।

‡ 'শিংশপাগরুসারস্নেহো দক্রকুষ্ঠকিটিভেষু।' সু° চি° ৩১. ৫।

** 'মধুনৈব চ লেহয়েৎ'—বাগ্‌ভট° চি° ৩. ৪১।

শিবিজাতির প্রতিবেশীর বাসস্থান বলিয়াও কথিত।

[McCrindle's Invasion of India, 2[illegible]; GDI, 8; অক-পূ° ১১৮ অ:]

অগস্ট (August)—ইংরেজী অষ্টম মাস। লাটিন নাম হইতে ইংরেজী মাসগুলির অনুরূপ নামকরণ হইয়াছে। জুলাই মাসের নাম পূর্বে ছিল 'কুইন্‌টিলিস্' (Quintilis)। 'কুইন্‌টস্' (Quintus = পঞ্চম) হইতে এই নামের উৎপত্তি। মার্চ হইতে পঞ্চম মাস বলিয়া এইরূপ নামকরণ হয়। কিন্তু যখন জুলিয়স সীজ.র ও তাঁহার জ্যোতিষী সোসিগেনেস্ পঞ্জিকাসংস্কার করিলেন তখন জুলিয়স সীজ.র নিজ নামের গৌরব ও সম্মানবৃদ্ধির জন্ত পঞ্চম মাসের নাম রাখিলেন 'জুলিয়স'। ইহা হইতে ইংরেজী নাম হইল 'জুলাই'। এইরূপ মার্চ হইতে ষষ্ঠ মাসের নাম হইল 'সেক্সটিলিস্' (Sextilis : Sextus = ষষ্ঠ>)। সম্রাট্ অগস্‌টস ষষ্ঠ মাসে 'কন্‌সুলেট্'এ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন, এই মাসে তিনি তিন বার বিজয়োৎসব করেন। 'জানিকুলম্'এ অবস্থিত রোমক সৈন্যগণ এই মাসে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে। এই মাসেই তিনি রোমের অন্তর্বিদ্রোহ দমন করেন এবং মিশর তাঁহার অধিকারে আসে। তিনি এই ষষ্ঠ মাসের নাম পরিবর্তিত করিয়া 'অগস্‌টস' রাখিলেন। ইহারই ইংরেজী নাম 'অগস্‌ট'। জুলাই মাস ৩১ দিনে নির্দিষ্ট ছিল বলিয়া অগস্‌টস এই মাসকে ৩১ দিনে নির্দিষ্ট করেন। প্রাচীন রোমে এই মাসে ছয়টী উৎসব হইত। এই উৎসবগুলির তারিখ ছিল ১৭ই, ১৯এ, ২১এ, ২৩এ, ২৫এ ও ২৭এ।

অগস্টস্, (Augustus)—রোম-সম্রাট্-গণের উপাধি। 'অগস্‌টস' শব্দের অর্থ 'পূজার্হ' বা 'মাননীয়' (consecrated by augury)। এই সম্মানজনক উপাধি সর্বপ্রথমে ২৭ খ্রীঃ-পূঃ ১৭ই জানুয়ারী রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা অক্টেভিয়ানসকে সেনেট্-কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এই উপাধি বংশানুক্রমে গৃহীত হইত না। সেনেটের অনুমতিক্রমে এই উপাধি সম্রাট্‌গণ ব্যবহার করিতেন। ক্রমে এই উপাধি রাজপুরুষদিগের উপাধি বা সরকারী উপাধিতে পর্যবসিত হয়। মার্কস্ অরেলিয়স্ প্রথমে এই উপাধিদানের নিয়ম ভঙ্গ করেন। ১৭১ খ্রীঃ তিনি লুসিয়স ভেরসকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কমোডস্‌ও এই উপাধিতে ভূষিত হন। ডোমিটিয়ানের সময় হইতে নিয়ম হইল যে সম্রাটের উপাধির প্রথমে থাকিবে 'ইম্পেরাটর কেজ.রাস্ প্রেনোমিনা' (Imperator Caesaras Praenomina) এবং শেষে থাকিবে 'অগস্‌টস'। এইভাবে এই উপাধি ডিও-ক্লেটিয়নের সময় পর্যন্ত চলিয়াছিল। ডিওক্লেটিয়নের সময় স্থির হয় যে রোমের পূর্বাঞ্চলের সম্রাট্ ও পশ্চিমাঞ্চলের সম্রাট্ 'অগস্‌টস' উপাধি-ব্যবহারে অধিকারী। রোম-ধ্বংসের পরও এই উপাধি ছিল। বিশিষ্ট রাজপরিবারের মহিলাগণও নিজ নামের সহিত 'অগস্‌টা' উপাধি ব্যবহার করিতে পারিতেন। [অগস্টা, দ্র°]

অগস্টস্,—(Augustus)—জন্ম, রোম ৬৩ খ্রীঃ-পূঃ ; মৃত্যু, নোলা ১৪ খ্রীঃ। রোমের প্রথম সম্রাট্। পিতা—কেয়স অক্টেভিয়স (Caius Octavius); মাতা—আটিয়া (Atia), ইনি জুলিয়স সীজ.রের ভগিনী জুলিয়ার কন্যা। চারি বৎসর বয়সে সীজ.র ইঁহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্বনাম ছিল 'অক্টেভিয়স', পরে নাম হয় 'গেয়স জুলিয়স সীজ.র অক্টেভিয়ানস' (Gaius Julius Caesar Octavianus)। ২৭ খ্রীঃ-পূঃ সেনেট্-সভা ও প্রজাবৃন্দ ইঁহাকে 'অগস্টস' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৩৬ বৎসর বয়সে ইনি এই উপাধি প্রাপ্ত হন এবং নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। সীজ.রের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ [illegible] খ্রীঃ-পূঃ অক্টেভিয়সের নিকট পৌঁছে। তখন তিনি ইলীরিয়ার মধ্যে অবস্থিত আপোলোনিয়ার পাঠাভ্যাসে রত ছিলেন। রোমে পৌঁছিয়া ইনি পিতৃ-অধিকার দাবী করেন এবং আপনাকে গণতন্ত্রবাদী বলিয়া প্রচার করেন। প্রথমেই খুল্লতাত মার্কস্ আন্‌টনিয়সের সহিত ইঁহার যুদ্ধ হয়। ইঁহার পক্ষে যোগদান করেন কন্‌সাল হিরটিয়স ও পান্‌সা। আন্‌টনিয়স্ আল্‌প্‌স্ পর্বত অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন। হিরটিয়স ও পান্‌সা যুদ্ধে নিহত হন। অক্টেভিয়স রোমে প্রত্যাবর্তন করিলে সেনেট্-সভা ইঁহাকে কন্‌সাল নির্বাচিত করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ইনি পুনরায় আন্‌টনিয়সের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই সময়ে লেপিডসের মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল তাহা দূর হইয়া যায় এবং তিনজনের মিলনে ত্রিশাসকতন্ত্রের (Triumvirate) পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। এইরূপ শাসন পাঁচ বৎসরের জন্ত নির্ধারিত হইয়াছিল। ইঁহারা ইঁহাদের শত্রু ২০০০ নাইট্ ও ৩০০ সেনেটরকে হত্যা করেন ও তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এই ঘটনায় ইঁহার চরিত্র মসীলিপ্ত হয়। ইঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বক্তা সিসেরোও ছিলেন। ৪২ খ্রীঃ-পূঃ অক্টেভিয়স ও আন্‌টনিয়স্ ফিলিপ্পিতে ব্রুটস ও কেসিয়সকে পরাজিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রবাদীদের আশার মূলে কুঠারাঘাত করেন। ৪১ খ্রীঃ-পূঃ ইটালীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অগস্টস্ আন্‌টনির পত্নী ফুলভিয়ার ও আপন ভ্রাতা আন্‌টনিয়সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অগস্টস-কর্তৃক পেরুসিয়ম অধিকৃত হইলে বিজয়লক্ষ্মী ইঁহার অঙ্কশায়িনী হন। আন্‌টনি এই সময় অগস্‌টসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। ইতিমধ্যে ফুলভিয়ার মৃত্যু হওয়ায় ব্রান্‌ডুসিয়মে উভয়ের মধ্যে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্তানুসারে আন্‌টনি রাজ্যের পূর্ব দিক্, অগস্টস্ পশ্চিম দিক্ ও লেপিডস্ আফ্রিকায় অধিকৃত স্থান প্রাপ্ত হন। ৩৬ খ্রীঃ-পূঃ ইনি পম্পির পুত্র সেক্সটস পম্পিয়সের শক্তি খর্ব করেন। ইতিপূর্বে ইনি সিসিলিতে বহুকাল ধরিয়া সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন এবং লেপিডসকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাকে রোমের প্রধান পুরোহিত হইয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই সময়

আন্টনি নিজ পত্নীকে (অগস্টসের ভগিনী) পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনায় ও মিশরের ক্লিয়োপেট্রা-ঘটিত ষড়্‌যন্ত্রে উত্ত্যক্ত হইয়া অগস্টস উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে গোলযোগ হইতেছিল তাঁহার অবসান করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ৩১ খ্রীঃ-পূঃ আক্টিয়মের যুদ্ধ আরম্ভ করেন ও আন্টনিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। পরবৎসর ইনি মিশরে গমন করেন এবং তথায় ক্লিওপেট্রা ও আন্টনির মৃত্যু হওয়ায় ইনি রোম-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ হন। ২৯ খ্রীঃ-পূঃ ইনি রোমে ফিরিয়া আসিয়া তিনটী বিজয়োৎসবের শোভাযাত্রা বাহির করেন। ৯ খ্রীঃ জর্মানীতে ভেরস-যুদ্ধে ইনি পরাজিত হন।

২৭ খ্রীঃ-পূঃ ইনি আপনার প্রচুর ক্ষমতা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেনেট্-সভা উহাতে আপত্তি করিয়া ইঁহাকে দশ বৎসরের জন্য ঐ সকল বিশেষ ক্ষমতা রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। একাধিক বার ইঁহাকে এই রূপ অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

স্বেচ্ছাপরতন্ত্র নৃপতি হইলেও ইনি গণ-তন্ত্রবাদের গঠন রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। এগার বার ইনি রোমের কন্সাল নির্বাচিত হন, কিন্তু ইঁহার শক্তির প্রকৃত উৎস ছিল সেনেট্-সভা এবং সৈন্যবর্গের প্রদত্ত ক্ষমতা। ইহারই বলে ইনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ভিতর সর্বেসর্বা ছিলেন। ইঁহার রাজত্বে সুনিয়ন্ত্রিত আইনকানুন প্রবর্তিত হইয়াছিল, বিচারকার্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছিল এবং শিল্প-কলায় প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। ইঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় হোরেস, ভার্জিল, লিভি প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষিগণ জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সুশাসন প্রচলিত করিবার দিকে ইঁহার যতদূর লক্ষ্য ছিল, রাজ্যবিস্তারের দিকে ততটা ছিল না। সংযম ও সুশৃঙ্খলার সহিত ইনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন; মাত্র ত্রিশাসক-যুগের কার্যাবলী ইঁহার চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছিল। মৃত্যুকালে ইঁহার রাজ্য পশ্চিমে আটলান্টিক্, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, পূর্বে ইউফ্রেটিস্ ও উত্তরে ডানিয়ুব ও রাইন্ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণ ইঁহার স্মরণার্থ বহু মন্দির ও বেদী নির্মাণ করিয়াছিল।

[Cicero's Letters & Philippics ; Tacitus's Annals, i ; Suetonius's Augustus ; Plutarch's Antonius ; Dion Cassius, xlv-lvi ; Henry Nettleship ও Dr. Sandy : A Dictionary of Classical Antiquities, 1902, 87 ; Beule & Gardthausen : Augustus, 1904 ; Shuckburgh : Life of Augustus, 1903 ; Baring-Goules : Tragedy of the Caesars ; Nelson's Encyclopaedia, ii]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অগস্টস্, ইলেক্টর অফ্ স্যাক্সনী—জর্মান ধর্মাধ্যক্ষ-বি° (১৫২৬—৮৬ খ্রীঃ)। 'ইলেক্টর'গণ ধর্মাধ্যক্ষরূপে জর্মানসম্রাট্-কর্তৃক মনোনীত হইতেন। অগস্টস ফ্রাইবুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রেগে লালিত-পালিত হন। তথায় ইঁহার মধ্যে কেলভিন্-মতবাদ গড়িয়া উঠে। ম্যাক্সিমিলিয়নের সহিত ইনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ও উত্তরকালে জর্মানীর সম্রাট্ হইয়াছিলেন। ১৫৪৮ খ্রীঃ লুথার-মতবাদী ডেনমার্কের অধি-বাসিনী আনা (Anna)কে বিবাহ করিয়া ইনি লুথার-মতাবলম্বী হইয়া পড়েন। ইঁহার ভ্রাতা মরিশের মৃত্যুতে ইনি ১৫৫৩ খ্রীঃ তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর কেলভিন্-মতবাদিগণ ইঁহার দ্বারা নানা ভাবে নির্যাতিত হন। ১৫৫৫ খ্রীঃ অগস্‌বুর্গের সন্ধি-স্থাপনায় ইনি প্রকৃত সাহায্য করিয়াছিলেন। স্যাক্সনীর আইন-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারকার্যে ইঁহার প্রভাব ছিল।

অগস্টস্, ২য় ফ্রেডারিক দি স্ট্রং—পোল্যাণ্ডের অধিপতি এবং স্যাক্সনীর 'ইলেক্টর' (১৬৭০—১৭৩৩ খ্রীঃ)। স্যাক্সনীর ৩য় জন জর্জের দ্বিতীয় পুত্র। ড্রেস্‌ডেন শহরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইঁহার ভ্রাতা ৪র্থ জন জর্জের উত্তরাধিকারী হন এবং ১৬৯৪ খ্রীঃ স্যাক্সনীর ইলেক্টর নির্বাচিত হন। এই নির্বাচন-ব্যাপারে ইঁহাকে স্বীয় পূর্ব ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া 'রোমান্ ক্যাথলিক' মত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ডেনমার্ক ও পিটার দি গ্রেটের সহিত একযোগে ইনি সুইডেন আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১২শ চার্লস্ এই সময় সুইডনের অধিপতি ছিলেন। ১৬৯৯ খ্রীঃ লিভোনিয়া-আক্রমণে, ১৭০১ খ্রীঃ রীগার যুদ্ধে এবং ১৭০২ খ্রীঃ ক্লিসোর যুদ্ধে অগস্টস পরাজিত হন। তখন ১২শ চার্লস্ ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্ট্যানিশ্‌লেয়স লেশ্‌জিন্‌স্কিকে (Stanislaus Leczynski) পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ১৭০৯ খ্রীঃ ১২শ চার্লস পুলটোয়া-যুদ্ধে পরাজিত হইলে অগস্টস সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। অতঃপর ইনি ১৭১০ হইতে ১৭১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। ইঁহার বহু রক্ষিতা নারী ছিল, তন্মধ্যে অরোরা ফন্ কেনিগ্‌স্মার্ক (Aurora von Konigsmarck) অন্যতম। ইঁহার জারজ সন্তানদিগের মধ্যে মার্শাল স্যাক্স (Marshal Saxe) প্রধান।

অগস্টস্, ৩য় ফ্রেডারিক—স্যাক্সনীর 'ইলেক্টর' (১৬৯৬—১৭৬৩ খ্রীঃ)। পিতা—অগস্টস ২য় ফ্রেডারিক [অগস্টস্, দ্র°]। ড্রেস্‌ডেন শহরে ইঁহার জন্ম। ১৭৩৩ খ্রীঃ পিতার মৃত্যু হইলে ইনি 'ইলেক্টর' এবং ১৭৩৪ খ্রীঃ পোল্যাণ্ডের অধিপতি হন। এই সময় পোল্যাণ্ডে 'স্ট্যানিশ্‌লেয়স' (Stanislaus) ও 'উইএট্' (Wiet) দল বর্তমান ছিল। উইএট্ দল স্ট্যানিশ্‌লেয়স দলকে পরাজিত করিয়া ইঁহাকে নির্বাসিত করে। ইহার পর ইনি তিনটী 'সিলিসিয়ান্' যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে ইনি প্রুশিয়ার পক্ষাবলম্বন করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধে প্রুশিয়ার শক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া অস্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৭৪৫ খ্রীঃ দ্বিতীয় যুদ্ধে ফ্রেডারিক দি গ্রেট ইঁহাকে মারিয়া থেরেসাকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া ড্রেস্‌ডেন অধিকার করিয়া লন। তৃতীয় যুদ্ধে (Seven Year's War, ১৭৫৬—

৬৩খ্রীঃ) ইনি পোল্যাণ্ডে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৭৬৩ খ্রীঃ হুবার্টস্‌বুর্গের সন্ধি স্থাপিত হইলে পুনরায় ইনি পোল্যাণ্ড-অধিকারে সমর্থ হন। ইনি সংগীত ও চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অগস্টা১ (Augusta)—'অগস্টা' অগস্টস শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এই উপাধি প্রাচীন রোমের রাজবংশে প্রচলিত ছিল এবং সম্রাটের অনুমোদন-সহকারে সেনেট্-কর্তৃক প্রদত্ত হইত [অগস্টস, দ্রঃ]। রাজকীয় পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রীলোকই ইহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। অক্টেভিয়ানস্‌ তাঁহার উইলে তদীয় পত্নী লিভিয়াকে এই উপাধি ব্যবহারের আদেশ প্রথম প্রদান করেন। অতঃপর আন্টোনিয়া তাঁহার পৌত্র কালিগুলার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন। সম্রাজ্ঞী হিসাবে নীরোর পত্নী আগ্রিপ্পিনা সর্বপ্রথম নিজে ইহা গ্রহণ করেন। ডমিটিয়ানের সময়ে রাণী ব্যতীত তাঁহাদের নিকট আত্মীয়া, প্রধানতঃ সম্রাটের কন্যাগণও ইহা ব্যবহার করিতে পারিতেন।

অগস্টা২—আমেরিকার পূর্বজর্জিয়া প্রদেশের নগর-বিং। ১৭৩৫খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে বহু কলকারখানা আছে। সাভানা হইতে প্রায় ১৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সাভানা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা কৃষিপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এবং আমেরিকার অন্যতম প্রসিদ্ধ কার্পাসের বাজার। এই নগরীর কলকারখানাগুলি জলপ্রবাহে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি-দ্বারা চালিত হয়। এই নগরীর উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যগুলির মধ্যে কার্পাসজাত দ্রব্য, ইষ্টক, আসবাবপত্র, মোটরের টায়ার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একটী অস্ত্রাগার আছে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈপ্লবিক যুদ্ধের পর কিছুকাল ইহা জর্জিয়া প্রদেশের রাজধানী ছিল। ১৯৩০ খ্রীঃ লোকসংখ্যা ৬০৩৪২।

অগস্টা৩—আমেরিকার মেন প্রদেশের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র-বিং। কেনেবেক্ নদীর উভয় তীরে অবস্থিত, নদীর মোহানা হইতে দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। লোকসংখ্যা—১৭১৯৮ (১৯৩০ খ্রীঃ)। এইস্থানে গ্র্যানাইট প্রস্তরের অনেক অট্টালিকা আছে। উন্মাদাগার ও যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রীয় অস্ত্রাগারের জন্য ইহার প্রসিদ্ধি। কেনেবেক্ নদীর জলপ্রবাহ হইতে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি এই নগরীতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এই স্থানে বহু কাপড়, কাগজ ও করাতের কল আছে।

অগস্টা৪—জর্মান-সম্রাজ্ঞী। জন্ম—উইমার, ৩০এ সেপ্টেম্বর ১৮১১ খ্রীঃ; মৃত্যু—বার্লিন, ৭ই জানুয়ারী ১৮৯০ খ্রীঃ। স্যাক্স-উইমারের ডিউক চার্ল্‌স ফ্রেডারিকের কন্যা ও জর্মান-সম্রাট উইলিয়মের পত্নী (বিবাহ ১৮২৯ খ্রীঃ)। ইনি স্বীয় স্বামী ও পুত্র ফ্রেডারিক উভয়ের রাজ্যকালে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

অগস্টা৫—জর্মান-সম্রাজ্ঞী। জন্ম—২২এ অক্টোবর ১৮৫৮খ্রীঃ; মৃত্যু—১১ই এপ্রিল ১৯২১ খ্রীঃ। শ্লেস্‌উইগ্‌ হলষ্টাইনের রাজকুমারী। জর্মান-সম্রাট্ ২য় উইলিয়মের পত্নী (বিবাহ ১৮৮১খ্রীঃ)। ১৯১৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসের বিপ্লবে ইনি স্বামীর সহিত নেদারল্যান্ডের ডুর্নএ গিয়া বাস করেন।

অগস্টি (Augusti)—জন ক্রিশ্চান উইলিয়ম অগস্টি। জর্মান অধ্যাত্মবাদী। জন্ম—গোটার নিকটবর্তী এশেন্‌বের্গের, ১৭৭২ খ্রীঃ; মৃত্যু—কব্‌লেন্‌ট্‌স্ ১৮৪১ খ্রীঃ।

অগস্টিন, আন্টনিও (Agustine Antonio)—স্পেনদেশীয় দার্শনিক ও আইনতত্ত্ববিদ্। জন্ম—সারাগোসা, ১৫১৭খ্রীঃ; মৃত্যু—১৫৮৬ খ্রীঃ। আল্‌কালা ও সালামান্‌কা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আইন-সম্বন্ধে ইনি বিশেষ গবেষণা করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ খ্রীঃ স্পেনের নৃপতি-কর্তৃক 'টারাগোনা'র আর্কবিশপের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অগস্টিন, সেন্ট (St. Augustine Auralius)—রোমান ক্যাথলিক ধর্মসঙ্ঘের মঠাধ্যক্ষ। জন্ম—নুমিডিয়ার অন্তর্বর্তী টাজেন্ট (বা টাগাস্‌ট), ১৩ই নভেম্বর ৩৫৪ খ্রীঃ; মৃত্যু—হিপো, ২৮এ অগস্ট ৪৩০ খ্রীঃ। ইঁহার পিতা অখ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু মাতা মোনিকা ছিলেন খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাসী ও ধর্মশীলা। মাডুরা ও কার্থেজের বিদ্যালয়ে ইনি গণিত, ন্যায়, অলঙ্কার, সংগীতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ইনি কার্থেজে পাঠাভ্যাস করিতে যান। ছাত্রাবস্থায় ইনি আমোদ-প্রমোদে অধিকতর সময় অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু তাহার ফলে পাঠে অমনোযোগী হন নাই। অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তখনকার দিনে এ সৌভাগ্য-লাভ খুব কঠিন ছিল। কার্থেজে অবস্থানকালে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে ইনি এক যুবতীর প্রেমে মুগ্ধ হন, কিন্তু তাহাকে ইনি বিবাহ করেন নাই—বিবাহ না করিয়া চতুর্দশ বর্ষ (কাহারও কাহারও মতে সপ্তদশ বর্ষ) তাহার সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন।

অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইনি প্রথমে টাগাস্টে এবং ৩৭৯ খ্রীঃ কার্থেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত হন। অতঃপর ইনি রোম ও মিলান শহরে গমন করেন। রোমে আসিয়া ইনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রদের দৌরাত্ম্যের জন্য উহা তুলিয়া দিয়া রোমে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। মিলানে ইনি সরকার হইতে বেতন পাইতেন। তথায় ইনি প্রাচ্য অতীন্দ্রিয়বাদ ও প্লেটোর দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রণে গঠিত মতবাদের (Neo-Platonism) প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। মিলানের বিশপের নিকট খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া ইঁহার মতের পরিবর্তন সূচিত হয়। বিশ বৎসর বয়সেই সিসেরোর Hortensius পাঠ করিয়া ইঁহার মনে অক্ষয় জ্ঞানলাভের জন্য আগ্রহ জন্মিয়াছিল। সিসেরোর অতুলনীয় ভাবৈশ্বর্য ইঁহার চিন্তাশীল মনে বিশেষভাবে ছায়াপাত করে। ৩৭৩ খ্রীঃ ইনি খ্রীষ্টধর্মবিরোধী পারস্যদেশের অধিবাসী ম্যানী-প্রবর্তিত ধর্মমত (Manichaeism) গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ইনি খ্রীষ্টধর্মগ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া ম্যানী-মতাবলম্বী রক্ষিতাকে পরিত্যাগপূর্বক ২৫এ এপ্রিল ৩৮৭ খ্রীঃ পুত্র এডিওডেটসের

সহিত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ৩৯১ খ্রীঃ ইনি পুনরায় কার্থেজে গমন করিতে উদ্যত হন, কিন্তু এই সময় ইঁহার মাতার ও পুত্রের মৃত্যু হয়। এই বৎসরেই ইনি ধর্মাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ৩৯৫ খ্রীঃ হিপোর বিশপ-রূপে ভ্যালেরিয়সের সহকারী নিযুক্ত হন। অনন্তর ইনি ম্যানী- ও পেলাজিয়াস্-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়দ্বয়ের এবং ধর্মাধ্যক্ষের অননুমোদিত বৃত্তিভোগী যাজক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনটী বিশেষ তর্কযুদ্ধে যোগদান করেন। ইঁহাকে মধ্যযুগের খ্রীষ্টধর্মশাস্ত্রের ও দর্শনের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইনি সাহিত্যচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। পত্র ও ধর্মোপ-দেশাবলী ব্যতীত ইনি সর্বসমেত ২৩৩ খানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে Confessions ও De Civitale সমধিক উল্লেখযোগ্য। সংগীত-শাস্ত্রে ইঁহার রচিত গ্রন্থ De Musica ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ম্যানীমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ইনি প্রচার করিয়াছিলেন যে পাপ মানবের প্রকৃতিগত নয়। ভগবান্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মঙ্গলজনক ও পুণ্যময়। পাপ মানব-প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি বা অবনতি। মানব আপনার ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনদ্বারা ইহা আনয়ন করিয়াছে। ডোনা-টিস্টগণ বলেন, ক্যাথলিক মতাবলম্বীরা তাঁহাদের গির্জায় অবিশ্বাসীদিগকে প্রবেশ করিতে দিয়া গির্জার বিশুদ্ধি নষ্ট করিয়াছেন। এ মত ইনি অস্বীকার করেন এবং এই মতাবলম্বীর বিরুদ্ধে ইনি বলেন যে ক্যাথলিক গির্জা ভবিষ্যতে উন্নতশীল গির্জার সহিত সমানভাবে ব্যাপক হইবে। এ মতের পোষণ করিয়া ইনি 'Tares' ও 'Drag-net' নামক দুইটী রূপক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

পিলেজিয়স্-মতবাদীরা ইংরেজ পাদরী পিলেজিয়স্-প্রবর্তিত ধর্মমতের অনুগামী। পিলেজিয়স্ ও ইঁহার মতে সত্তা, ব্যক্তিত্ব ও মুক্তির অবস্থা লইয়া পার্থক্য। ইঁহার মতে মানব স্বয়ং কোন মঙ্গলজনক ইচ্ছা করিতে পারে না। জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা মানবের পক্ষে যাহা মঙ্গল তাহা নির্বাচন বা অনুভব করিতে পারা যায়। ভগবানের কৃপা ভিন্ন এ কার্য সম্ভবপর হয় না এবং ইহা অনুভূতিসাপেক্ষ। বাইবেলের উপদেশ হইতে ইনি দেখাইয়াছেন, ভগবান্ সর্বময় কর্তা, মানবের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা নাই। মানবকে ভগবানের উপর নির্ভরশীল হইতেই হইবে, যাঁহারা মুক্ত তাঁহারা পূর্ব হইতে এরূপ নিরূপিত হইয়া আছেন। উত্তরকালে কেলভিন-মতবাদ অগস্টিনের এই মতবাদেরই উপর স্থাপিত হইয়াছে।

[Schaff : Life & Labours of St. Augustine, 1854 ; Baillie : St. Augustine, 1859 ; Milman : Latin Christianity ; Morley : Augustinianism ; Cunningham : St. Augustine etc. (Hulsean Lecture, 1885 ; Hutzfeld : St. Augustine, 1898 ; Harnack : Hist. of Dogma (1898) & Manichaeism & Confessions of Augustine 1901) ; Rainy : Catholic Church, 1902 ; Maccabe : St. Augustine & his age, 1902 ; Nelson's Encyclopaedia, ii ; Nettleship & Dr. Sandys : A Dict. of Classical Antiquities (from the German of Dr. Oskar Seyffert), 1902]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অগস্টিন, সেন্ট অস্টিন (St. Austine Augustine)—ক্যান্টারবেরির প্রথম 'আর্কবিশপ' বা ধর্মাধ্যক্ষ। প্রথমে ইনি রোমের বেনিডিক্টিন্-মতবাদী যাজক ছিলেন। পোপ গ্রেগরী-কর্তৃক বৃটেনে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিবার জন্য ইনি প্রেরিত হন। ৫৯৮ খ্রীঃ ৪০ জন যাজকসহ ইনি থানেটদ্বীপে অবতরণ করেন। কেন্টের রাজা এথেলবার্টের পত্নী বার্থার মধ্যস্থতায় ইনি কেন্টে ধর্মোপদেশ দিতে অধিকার পান ও রাজাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। ইঁহার ন্যায় ধর্মপ্রচারে নিষ্ঠা বিশেষ দেখা যায় না। ৬০৭ খ্রীঃ ক্যান্টারবেরিতে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং এই স্থানেই ইনি সমাহিত হন।

[Bede : Eccles. Hist. (ed. Gidley, 1870 ; A. J. Mason : The Mission of St. Augustine to England, 1897 ; G. W. Benson : Augustine ; G. F. Brown : Augustine ; W. E. Collins : Augustine, 1897]

অগস—মহীশূর-রাজ্যের অধিবাসী রজক জাতি। ইহারা 'মদিবাল' (মদি=পরিষ্কার করা) নামেও পরিচিত। কন্নড় ইহাদের মাতৃভাষা। মাদ্রাজপ্রদেশে 'বড়ান' নামে পরিচিত ইহাদের সমশ্রেণী জাতি দেখা যায়। মহীশূরে ইহাদের সংখ্যা ৯৯,৮৭৬ (১৯২১), তন্মধ্যে ৫০,৭৯২ পুরুষ ও ৪৯,০৮৪ স্ত্রীলোক ; মাদ্রাজে বড়ান জাতির সংখ্যা ২৫২,৫৯৫, তন্মধ্যে ১২৭,৬৮৮ পুরুষ এবং ১২৪,৯০৭ স্ত্রীলোক ; বোম্বাই প্রদেশে ইহাদের সংখ্যা ৭৯,৭৫২, তন্মধ্যে পুরুষ ৪১,৭৪৬ এবং স্ত্রীলোক ৩৮,০০৬।

অগসগণ নিজেদের শিবের অনুচর বীর-ভদ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। মহীশূরে ইহারা 'বীরঘট মদিবাল' নামেও পরিচিত ; ইহারা 'মাদেবী বক্কল'র ভক্ত বলিয়া আপনাদের মরিজ মাদেবী বক্কল' (মাদেবী বক্কলুর ভক্ত) বলে। ইহাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে। উপাখ্যানটী এই—

দক্ষযজ্ঞে দক্ষ ও তাঁহার অনুচরগণকে বিনাশ করিয়া শিব-শিষ্য বীরভদ্র রক্তকলঙ্কিত বেশভূষায় শিবকে স্পর্শ করায় শিব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দেন এবং কল্যাণরাজ্যে 'বসব' এবং তাঁহার অনুচরগণের বস্ত্রাদি ধৌত করিলে সে শাপমুক্ত হইবেন এইরূপ নির্দেশ করেন। তদনুসারে বীরভদ্র 'মাচয্য' নামে রজককুলে জন্মগ্রহণ করে ; বসব-পুরাণে একবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত মাচয্যাই বীরভদ্র। অগসরা মাচয্যের বংশধর।

অন্য একটী উপাখ্যানে দেখা যায়, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী, শচী ও ছায়া (সূর্য-পত্নী) ঋতুকালে বস্ত্রাদি ধৌতকরণের জন্য সম্মুখে শিশুপুত্রসহ এক রমণীকে পাইয়া তাহার হস্তে অর্পণ করেন। রমণী দেবীগণের বস্ত্র লইয়া সমুদ্রতীরে শিলাতল না পাইয়া নিজের পুত্রের পৃষ্ঠদেশকে শিলাতল এবং রক্তদ্বারা বস্ত্ররঞ্জন, হস্তপদাদি দ্বারা ইন্ধন যোগাইয়া বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া দেবীগণকে প্রত্যর্পণ করে। দেবীগণের বরে সেই রমণীর বংশধরগণ

জগতে রজকবৃত্তিতে একচ্ছত্র অধিকার প্রাপ্ত করে এবং রমণীর মৃতপুত্র পুনর্জীবিত হয়। বর্ত্তমান অগমগণ এই পুত্রকে তাহাদের আদিপুরুষ বলিয়া দাবী করে। বসব ইহাদের অনেককে লিঙ্গায়ত-ধর্মে দীক্ষা দেন।

জীবন-প্রণালী —অগমরা মাটী ও ইটকের দ্বারা গৃহনির্মাণ করে। সাধারণতঃ শহরের সঙ্কীর্ণ পথগুলিতে সারিবাঁধা অগমপল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে কয়েকটী ভাঁড় ভিন্ন বড় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; বস্ত্রাদি বহন করিবার জন্য ইহারা গর্দ্দভ পালন করিয়া থাকে।

মহীশূরে কন্নড়ভাষী ও তেলেগুভাষী দুইশ্রেণীর প্রধান অগম আছে। অন্য উপাধিধারী রজকদেরও অনেকে বর্ত্তমানে মহীশূরে বস্ত্রধৌতকরণের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা বাহির হইতে আসিয়াছে—অগমজাতির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তেলেগুভাষী অগম মুরিকিনাড়ু, পত্তপুনতি, অগদি, এলপোলু, দান্দহর ও পনামবন্দলু এই কয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান চলিত আছে। সম্ভবতঃ বাসভূমির নামানুসারে এই সকল শ্রেণীর নামোৎপত্তি হইয়াছে। সাধারণতঃ বংশধারা বা পরিচয় নির্দেশ করিবার জন্য ইহারা রীতিমত উৎসবাদিতে সম্মিলিত হয়। প্রত্যেক বংশের নির্দিষ্ট দেবতাকেও সেই বংশের প্রত্যেকে পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বংশের প্রধানগণের নামানুসারে বংশপরিচয় দিবার প্রথা আছে, যেমন—লক্ষমন, কলয়র মনেতন, কেম্প লিঙ্গয়র মনেতন ইত্যাদি।

তেলেগুভাষী অগমের মধ্যে মুণ্ডলিকুল, বেল্লিকুল, হলুকুল, মুখদক্ক, মুক্কণক্ক, হুবিনবক্ক, খণ্ডগদবক্ক প্রভৃতি শ্রেণীও আছে তবে উহাদের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান নাই। এক শ্রেণীর অগম রাজ্রেও কাজ করিয়া থাকে।

বোম্বাই প্রদেশের অগম জাতির মধ্যে অন্নকুল, অগ্নিগোত্রজ, ভূপর্ণ, ধৌতকর, হুলগার, পমত, রজক, রেজেনদি, যোমগিল্ল, তেলেগু বরিহুবাদি প্রভৃতি শ্রেণী আছে; তাহাদের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান নাই। তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু এইরূপ বিধবাবিবাহে উৎপন্ন সন্তান সমাজে অগ্রহণীয়, এজন্য তাহাদের একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীরও সৃষ্টি হইয়াছে।

অগমজাতি সাধারণতঃ পূর্বোক্ত নিয়মের অধীন স্বশ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে মাতুলকন্যা ও পিতৃষ্বসাকন্যাকে বিবাহ করার রীতি আছে; বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কন্যাকে বিবাহ করা ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনীর কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। যাহাকে মাতা অথবা যাহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে তাহার সহিতও বিবাহ নিষিদ্ধ। সহোদর ভ্রাতাভগ্নী, অথবা কোন অনুরূপ পাতান সম্বন্ধেও বিবাহে নিষেধ আছে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহেরও প্রচলন দেখা যায়। কন্যা ইচ্ছা করিলে আজীবন কুমারী থাকিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ কুমারীরা ধর্মানুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে পারে না। তাহাদের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদিও সংক্ষিপ্ত ভাবে হইয়া থাকে।

বিবাহরীতি —বরের পক্ষ হইতে প্রথমে বিবাহের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। বরের পিতা নিজ আত্মীয়গণসহ কন্যার পিতার বাড়ীতে আসিয়া বলে, 'আমরা তোমার বাড়ীতে দীঘলে খাইতে আসিয়াছি'। ইহাতে কন্যার পিতা তাহাদিগকে একটী ভোজ দেয়। ভোজের পর বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। কন্যার পিতার সম্মতি হইলে বিবাহ স্থির হয়। এই অনুষ্ঠানকে ইহারা 'বোপ্ পুবিলা' বা 'তাম্বূল-স্বীকৃতি' বলে। ইহার পর 'বিলোপাত্র' (পানসুপারির উৎসব) হয়। এই উৎসবে জ্ঞাতিগণ ও 'জঙ্গম' (পুরোহিত) নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। প্রথমে কন্যার অলঙ্কারাদি দান-সম্বন্ধে পাত্রপক্ষ নির্দিষ্ট অঙ্গীকার করে এবং উহা স্থির হইলে বিবাহের পাকাপাকি কথা হয়। অতঃপর 'সভামধ্যে' 'হুবলি'র (লিঙ্গায়ত-পুরোহিতের অনুচর) জন্য ঘটী ও চামচ রাখিয়া তাঁহার পূজা করা নিয়ম। দুই পক্ষ হইতেই আপনাপন সম্পত্তিজ্ঞাপনের নিদর্শনস্বরূপ পান সুপারি বিনিময় করিতে হয়। অতঃপর রমণীগণ-বেষ্টিতা সজ্জিতা পাত্রীকে পাত্রপক্ষ প্রতিশ্রুত অলঙ্কারের একটী ও অন্যান্য উপহার দান করে। ইহার পর একটী ভোজ হয়। পাত্র বা পাত্রীর যে কোন পক্ষের গৃহে বিবাহ হইতে পারে। বিবাহের পূর্বদিন বরপক্ষ গ্রামের বাহিরে উপস্থিত হইলে গ্রামের লোকজনসহ কন্যাপক্ষ জল ও পানসুপারি দিয়া বর ও বরপক্ষকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রামে লইয়া আসে এবং একটী স্বতন্ত্র গৃহে বাস করিতে দেয়।

বারটী স্তম্ভের উপর ইহারা বিবাহমণ্ডপ প্রস্তুত করে। বিবাহমণ্ডপের উত্তরপূর্ব কোণে 'কম্বি' বা অশ্বত্থশাখা আরোপিত হয়। কোন কোন স্থলে মাতুল অথবা স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি উহা কর্ত্তন করে। প্রথমে ঐ শাখা কোন দেবমন্দিরে রক্ষিত হয়, পরে যথাবিধি পূজা দিয়া আনিতে হয়। মণ্ডপের আচ্ছাদনবস্ত্র চূণ ও জাফরানের সাহায্যে চিত্রিত থাকে। রমণীরা কুম্ভকার গৃহ হইতে এক 'হন' মূল্যে (চারি আনা আট পাই) চিত্রিত ঘটাদি বিবাহের উদ্দেশ্যে লইয়া আসে। ঐ রমণীগণ সারিবদ্ধভাবে ভূতলে পাতিত বস্ত্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া বিবাহের জন্য জল আনয়ন করে। অতঃপর বিবাহমণ্ডপে রমণীদের একটী ভোজ হয়। কোন কোন স্থলে বর ও কনে জ্ঞাতিদের প্রত্যেকের গৃহে পালাক্রমে ভ্রমণ করে। তখন জ্ঞাতিগণ আশীর্বাদস্বরূপ বর ও কনেকে অনুলেপন-দ্বারা গাত্র মার্জনা করিয়া দেয়। অনন্তর বর ও কনে কোন দেবমন্দিরে গমন করে এবং তথায় বিবাহের মালা পূজা করিয়া বিচিত্র ছত্রের আচ্ছাদনে গৃহে লইয়া আসে।

বিবাহের দ্বিতীয় দিবসে বর ও কনেকে নখ কাটিতে হয়; এই কার্য অগমরা নিজেরাই করে। ইহার পর বর ও কনে উভয়ের স্নান সমাপ্ত হয়। স্নান করিয়া বর সজ্জিত হইয়া দেবমন্দিরে গমন করে। এই সময়ে 'বন্নি' বৃক্ষের একটী শাখা কনের মাতুল কাটিয়া আনিয়া বিবাহ-মণ্ডপে রক্ষা করে।

দেবমন্দির হইতে প্রথমে দুই বার বরপক্ষের লোক কন্যাপক্ষের বাটীতে গিয়া কনেকে উপহারবস্ত্রাদি দিয়া আসে। তৃতীয় বারে বর নিজে তরবারিহস্তে লোকজনসমেত গমন করে। তাহার সহিত কনের জন্য অলঙ্কারও লইয়া যাওয়া হয়। বর জোর করিয়া বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে চাহিলে কৃত্রিম বাধাদানের পর তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার পর কোন পুরোহিত, জঙ্গম অথবা প্রবীণ ব্যক্তি বিবাহকার্য সমাধা করান। বিবাহের পর একটী ভোজ দেওয়া হয়। এই উৎসবে বর কনের গলায় 'তালি' বন্ধন করে, এই জন্য এই উৎসবকে 'তালি-বন্ধন' বলে।

তৃতীয় দিনে বর একটী অশ্বে এবং কনে একটী বৃষে আরোহণ করিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত কোনও অশ্বথবৃক্ষের তলে গমন করে। সেই স্থানে পিতা ও মাতা 'থুম্বে' পুষ্প মুষ্টিতে তুলিয়া নিক্ষেপ করে। এই দিন অপরাহ্নে সিংহাসনপূজা হয়। কৃষ্ণবর্ণ কম্বলাস্তীর্ণ একটী গদি বর ও কনের জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমে লিঙ্গায়ত অনুচর-কর্তৃক আনীত ঘণ্টা ও চামচ গদিতে রক্ষিত হয়। বর ও কনে উহার পূজা করিয়া পানসুপারী বণ্টন করে।

সাধারণতঃ ইহাদের বিবাহে পণ দিয়া কন্যাক্রয় প্রথা বর্তমান। কন্যামূল্য নগদ ১২৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা হইলেও অলঙ্কারাদি-সমেত একশত হইতে দুইশত টাকার মধ্যে পড়ে।

চতুর্থ দিনে বিবাহমণ্ডপের স্তম্ভগুলিকে পূজা করিয়া বর নববিবাহিতা বধূসহ স্বগৃহে গমন করে। যদি বধূ প্রাপ্তবয়স্কা না হয় তাহা হইলে সে তিন দিন পরে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে এবং বয়ঃপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে।

সাধারণতঃ বিপত্নীক ব্যক্তিরই বিধবা-বিবাহের অধিকার আছে। বিধবাবিবাহে বিশেষ কোন জাঁকজমক হইতে দেখা যায় না। পুনর্ভূ রমণী পূর্বস্বামীর উত্তরাধিকার ও সন্তান হইতে বঞ্চিত হয়।

ব্যভিচার-দোষ ভিন্ন কেহ পত্নীত্যাগ করিতে পারে না। স্বামী ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে অথবা জাতিচ্যুত হইলে স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারে এবং স্ত্রী ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে বা জাতিচ্যুতা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিবাহিতা রমণীকে অপহরণ করে, তাহা হইলে উক্ত রমণীর পূর্বস্বামী বিবাহের ব্যয় ও সামাজিক দণ্ড দিয়া সেই রমণীকে বিবাহ করিতে পারে। ঐ রমণীকেও পূর্বস্বামীর অলঙ্কারাদি ফিরাইয়া দিতে হয়। কোন স্ত্রীলোক কোন উচ্চশ্রেণীর পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে সেই পুরুষের সামান্য অর্থদণ্ড করা হয় ও ব্যভিচারের ফলে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহাকে স্বীকার করা হয়। মাত্র নীচজাতীয়ের সহিত ব্যভিচারে স্ত্রীলোকের সমাজচ্যুতি ঘটে।

বিবাহিতা রমণী গর্ভবতী হইলে সপ্তম অথবা নবম মাসে 'অরতি', 'অক্ষত' বা 'সীমন্তপ্রস্থ' উৎসব হয়। এই উৎসবগুলিতে বর ও কন্যাপক্ষের আত্মীয়গণ ভোজে সমবেত হইয়া থাকে। ইহার পর রমণী পিতৃগৃহে সন্তান-প্রসবের জন্য গমন করে। জন্মের পরে নানা উৎসবের অনুষ্ঠানে সন্তানের নামকরণ হয়। সাধারণতঃ পুত্রসন্তানের নাম পিতামহের এবং কন্যাসন্তানের নাম মাতামহের নামে রাখাই নিয়ম। কখন বা কুলদেবতার নামও রাখা হয়। অগসদের মধ্যে অন্নাজি, অক্কম্মা, অসোম, ছিন্নপ্প, পুট্টুসমি প্রভৃতি নামই অধিক প্রচলিত। নিম্নে কয়েকটী নামের তালিকা দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন সন্তানের অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ উৎসবও হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন হয়। কখন কখন দেবমন্দিরেও এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পুরুষ		স্ত্রী	
কন্নড়	তেলেগু	কন্নড়	তেলেগু
নরসৈয়	নক্কল	নরসি	জেল্লি
পপ্প	সুব্ব	তুরগম্ম	মুনি
বট্টৈয়		কলি	
তিম্ম		করিঅম্ম	
গিরিয়		সিদ্দি	
থম্মর		মুনি	
ওবলিগ		সিদ্দি	
বুনিয়		কল্যাণী	
সোও			

অগস-পরিবারে পিতাই পরিবারের কর্তা। পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ সকলকেই কঠোর পরিশ্রমে পরিবারের কর্তাকে সাহায্য করিতে হয়।

অগসরা হিন্দু আইন মানিয়া চলে। বিধবা এবং পরিত্যক্তা কন্যা ও ভগিনীরা পরিবারেই ভরণপোষণ পাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দত্তক গ্রহণের প্রথা আছে। সাধারণতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তকগ্রহণই ইহাদের মধ্যে শ্রেয়ঃ বলিয়া গণ্য হয়। এই উপলক্ষে উৎসবও হইয়া থাকে।

সমাজের মোড়ল অন্যান্য প্রবীণ ব্যক্তির সাহায্যে সামাজিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে। সমাজের মোড়লকে 'গৌড়' বলে—তাহার নিম্নে 'কোল্‌কার' বা 'হওরমস্থ্য'। ইহারা মীমাংসা করিতে না পারিলে অগস-জাতির প্রধান মোড়ল 'দেশসেট্টি'র উপর ভার দেওয়া হয়; তাহার বিচারই সর্বশেষ মীমাংসা। সাধারণতঃ দোষীর অর্থদণ্ড হইয়া থাকে।

অগসগণ বঞ্জলিগ, কুরুম্ব প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর লোককেও স্বশ্রেণীভুক্ত করিতে পারে। সাধারণতঃ এইরূপ কোন প্রার্থী হইলে সকল সমাজের লোক ও প্রধানেরা সমবেত হইয়া সেই ব্যক্তিকে মস্তকমুণ্ডন ও গঙ্গাস্নানাদি করিতে আদেশ দেয়। ইহার পর পূজার্চনাদি সমাপন করিয়া সে সমাজে গৃহীত হয়। এইরূপ ব্যক্তি দুই এক পুরুষ পর্যন্ত সমাজে কথঞ্চিৎ হেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

অন্যান্য নীচজাতির মত ইহারা ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস করে। ইহাদের বিশ্বাস, সামাজিক বিচারের সময় ভগবান্ অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থাকেন। ইহাদের অধিকাংশই শৈব-মতাবলম্বী। অন্যান্য হিন্দুদের মত ইহারা সকল দেবতা, তীর্থস্থান ও দেবমন্দিরকে পবিত্র জ্ঞান করে। ইহারা লক্ষ্মী ও হনুমানের পূজা করিয়া থাকে। চান্দ্র ভাদ্রপদের শুক্লা তৃতীয়ায় ইহারা 'ভূমি-দেবরু'র পূজা করে। ভূমি-দেবরু ইহাদের পৃথিবীর দেবতা এবং জাতীয় দেবতা বলিয়া পরিগণিত। ভূমি-দেবরুর পূজার দিন ইহারা ব্যবসায়ের সাজ-সরঞ্জামাদি পরিষ্কার করিয়া রাখে এবং শুদ্ধাচারে থাকিয়া একবার মাত্র আহার করে। কোন কোন স্থানে ভূমি-দেবরুর মন্দিরও দেখা যায়। এই সকল মন্দিরে ইহারা ফলমূলাদি ও নারিকেল উৎসর্গ করিয়া আসিয়া পূজানুষ্ঠান করে। দেবীর নিকট পশুবলিও দেওয়া হয়।

দক্ষিণ প্রদেশে বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারী-রোগের দেবী সপ্ত-ভগিনী (চৌদেশ্বরম্মা, মরেশ্বরম্মা, মল্লিকম্মা, অম্মা, উদ্দলম্মা, কল্কম্মা ও সুকম্মা) আছেন। অগসরাই তাঁহাদের পূজায় পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মঙ্গল ও শুক্রবারে এই দেবীদিগের পূজা হয়। ইহারা 'হিরিয়ন্ন' ও 'হুনসম্ম' নামে আরও দুইজন দেবতার পূজা করে। হিরিয়ন্ন পুরুষ-দেবতা, তাঁহার বার্ষিক পূজায় মহিষ-বলি দেওয়া হয়। ইহারা 'সাধু মদিবল মাছয়া মহাগে মাদেবী'রও পূজা করে। জঙ্গমদিগকেও ইহারা বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর শিবচতুর্দশীর মধ্যরাত্রিতে ইহারা মাদেবীর পূজাকালে কাহাকেও সেই পূজা দেখিতে দেয় না। ঐ পূজায় উৎসর্গীকৃত পক্কান্নাদি কোন নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিকে দিবার নিয়ম নাই। সাধারণতঃ জঙ্গমেরা অথবা সমাজের মণ্ডলেরাই পূজায় পৌরোহিত্য করে। অগসদের পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রায়ই দেখা যায় না। শৈবধর্মী অগসগণ 'তীর্থ' ও 'প্রসাদ' লাভ করিবার জন্য সময়ানুযায়ী তাহাদিগের লিঙ্গায়ত গুরুকে প্রণামীস্বরূপ বিবিধ উপহার দেয়। লিঙ্গায়ত গুরু অগসের নিকট হইতে প্রণামীস্বরূপ 'কাণিকে' অর্থাৎ অর্থ-লাভও করে।

একটী বিশেষ উৎসব – বাঙ্গালোরের প্রান্তদেশে সপ্তভগিনী মারীদেবতার একটী মন্দির আছে। প্রতি বৎসর দশ দিনের জন্য এই স্থানে অগসরা একটী বিরাট্ উৎসবের অনুষ্ঠান করে। এই উৎসব-উপলক্ষে আগুনের উপর দিয়া পূজারি ও ভক্তবৃন্দ অনায়াসে হাঁটিয়া যায়। সাধারণতঃ মন্দিরের সম্মুখে ত্রিশ ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া ও দেড় ফুট গভীর একটী খাদ কাটিয়া গোবরজলে সেই খাদটী পরিষ্কার ও পবিত্র করা হয়। উৎসবের পঞ্চম দিনে ইহারা ত্রিশ সের চাউলের ভাত আনিয়া এই খাদের পার্শ্বে রাখে এবং অতঃপর উহা দেবীগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। পরে খাদটীতে ভাত ঢালিয়া দিয়া উহার উপর দশ সের পরিমাণ দধি ঢালিয়া দেওয়া হয়। পরে উপস্থিত জনগণের মধ্যে উহা বণ্টন করা হইয়া থাকে। সকলে উহা প্রসাদরূপে পরম ভক্তি-সহকারে ভক্ষণ করে। অতঃপর খাদের মধ্যে কাঠ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। অন্ততঃ তিন ঘণ্টা জ্বলিবার পর জ্বলন্ত কাঠকয়লার উপর দিয়া খালি পায়ে পূজারি হাঁটিয়া যায়; তাহার পশ্চাতে ৩০।৪০ জন স্ত্রীলোক আরতির দ্রব্যাদি লইয়া গমন করে। মাদ্রাজ-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও এই উৎসব হইয়া থাকে। 'সাতনি'-জাতীয় লোকেরাই অগসদের গুরুর কার্য করে। পঞ্চাঙ্গ ব্রাহ্মণেরা পঞ্জিকা পাঠ করে ও বিবাহাদিসময়ে আসিয়া অমাবস্যা প্রভৃতি তিথির কথা ইহাদিগকে জানায়। তাহাদের নির্দেশানুযায়ী অগসগণ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও উপবাস করে।

মৃতদেহ-সৎকার—সাধারণতঃ গর্ভবতী নারী অথবা কুষ্ঠরোগীর মৃতদেহ ভিন্ন অপর সকল মৃতদেহ অগসরা সমাধি দিয়া থাকে। গর্ভবতী নারী বা কুষ্ঠরোগীর মৃতদেহ সাধারণতঃ দাহ করা হয়, কদাচিৎ উহা প্রস্তরাদির নিম্নে প্রোথিত করিতে দেখা যায়। একখানি নূতন কাপড়ের অর্ধেক ইহারা মৃতদেহের সহিত প্রোথিত করে এবং অর্ধেক শ্মশানে ফেলিয়া দেয়। শ্মশানে সাধারণতঃ তুলসী গাছ অথবা 'দুর্ব' গাছ রোপণ করিবার নিয়ম আছে। যে গৃহে মৃত্যু হইয়াছে সেই গৃহ হইতে মৃতদেহ অপসারণের পর ঐ স্থানে একটী আলো জ্বালিয়া রাখা হয়, শববাহিগণ ফিরিয়া আসিয়া এই আলো দেখে। রাত্রিতে ঐ স্থানে 'এক্ক' পত্রের আঁটি ও এক পাত্র জল রাখা হয়। তৃতীয় দিনে মৃতের নিকটতম আত্মীয় ও শববাহিগণ শ্মশানে গিয়া দুধ, ঘী ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিয়া আসে এবং স্কন্ধদেশে দুধ ও ঘী মালিশ করে। একাদশ দিবসে ব্রাহ্মণ আসিয়া যথাচারে গৃহ শুদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণসহ মৃতের নিকটতম আত্মীয় সমাধিস্থানে পক্কান্ন ও পিষ্টকাদি দান করিয়া আসে। ঐ দিন সন্ধ্যায় একটী ভোজ দেওয়া হয়। যে গৃহে মৃতব্যক্তি ছিল সেই ঘরের মধ্যভাগে একটী জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া একটী নারিকেল উৎসর্গ করা হয়; উহার পার্শ্বে ধূপ-ধুনাদি প্রজ্বলিত করিয়া সকলে মিলিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাহার অর্থ এইরূপ—

'তুমি আর এ জগতে নাই, তুমি স্বর্গে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণের সহিত মিলিত হইয়াছ। আমরা আমাদিগকে এবং আমাদিগের পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার করুণা প্রার্থনা করি। হে পিতঃ, আমাদিগকে রক্ষা কর।'

ইহার পর কিছুক্ষণ ঘরটী বন্ধ রাখিয়া পরে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যাদি ভক্ষণ করা হয়। ইহারা মৃতাশৌচ তিন দিন পালন করে, তবে নিকটতম আত্মীয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধের অধিকারীকে

এগার দিন অশৌচ পালন করিতে হয়। সাধারণতঃ এই সময়ে ইহারা নিজ ব্যবসায় বন্ধ রাখে এবং মাংস ও মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করে না।

ইহারা অন্য কোনরূপ শ্রাদ্ধ করে না। তবে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে সম্বৎসরের অন্নাদি উৎসর্গ করে। সাধারণতঃ দসেরা, দীপান্বিতা, নববর্ষের প্রথম দিন, অথবা ভাদ্রপদের অমাবস্যায় ইহারা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে অন্নাদি উৎসর্গ করে অথবা গৃহমধ্যে জলপূর্ণ কলসী ও নববস্ত্র বসাইয়া রাখে—তখন নারিকেল ও পক্কান্নাদিও উৎসর্গ করিতে দেখা যায়। ইহাদের বিশ্বাস, বিপত্নীক ব্যক্তি পুনর্বার বিবাহ করিলে পূর্বপত্নীর প্রেতাত্মা নববিবাহিতাকে অথবা তদ্জাত সন্তানকে নষ্ট করে। এজন্য নববিবাহিতা পত্নীর বা তদ্জাত সন্তানের রোগাদি দেখা দিলে মৃত পত্নীর নামে ঐরূপ কলসাদি উৎসর্গ করা হইয়া থাকে।

বস্ত্র ধৌতকরণই অগস জাতির প্রধান ব্যবসায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কৃষিকার্যেও মনোনিবেশ করিয়াছে। কদাচিৎ ইহারা সাধারণ মজুরের কাজ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা বস্ত্র ধৌতকরণের পারিশ্রমিকস্বরূপ কৃষকগণের নিকট হইতে পারিবারিক লোকসংখ্যার অনুপাতে শস্যের অংশ গ্রহণ করে। ইহা হইতে গ্রামের মোড়ল রাজস্ব-স্বরূপ একটী অংশ মজুত করিয়া রাখে। ইহারা বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের সময়েও বস্ত্রাদি উপহার পায়।

নিম্নজাতি হইলেও ইহারা দাক্ষিণাত্যের অপবিত্র অস্পৃশ্য জাতি নহে। দুই শ্রেণীর অগসের মধ্যে অন্তর্বিবাহের প্রথা না থাকিলেও ইহাদের পরস্পরের হাতে খাওয়ার নিষেধ নাই। ইহারা মাংসাশী, কিন্তু গোমাংস ভক্ষণ করে না। নিম্ন জাতির মধ্যে 'হোলের' ও 'মদিগ'রা অগসের হাতে খায়।

অগস স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে গৌরবর্ণ কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ বা কৃষ্ণাভ বর্ণের হয়। ইহাদের চুল রুক্ষ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণতঃ ইহারা খর্বাকৃতি ও বলিষ্ঠ। অগস পুরুষ সামান্য বস্ত্রখণ্ড পরিয়া থাকে এবং প্রায়ই মাথায় পাগড়ী বাঁধে। স্ত্রীলোকেরা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য নারীর মত নানারঙের শাড়ী ও জামা পরে। ইহারা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে। পুরুষেরা পূর্বে স্বর্ণ-রৌপ্যাদির অলঙ্কার পরিত, কিন্তু এখন তাহাদিগকে মাত্র ভস্মের তিলকাদি ললাটে ধারণ করিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা দাক্ষিণাত্যের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় গহনাদি ব্যবহার করে।

লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায়—মহীশূরের সর্বত্র লিঙ্গায়ত অগসদিগকে দেখা যায়। বোম্বাই প্রদেশের কন্নড়, সাতারা ও বেলগাঁও জেলায়ও ইহারা বাস করে। বোম্বাই প্রদেশের লিঙ্গায়তগণ নিজেদের মচুগুপ্তের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। মহীশূরের লিঙ্গায়ত-মতাবলম্বী অগসরা লিঙ্গায়ত অগস নামে পরিচিত।

মহীশূরের লিঙ্গায়তগণ কন্নড় বা তেলেগুভাষী অগসদের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয় না। বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পূর্বেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হয়। ছেলেদের বিবাহে এইরূপ কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই। বরের পিতাকে মূল্য-স্বরূপ অর্থ কনের পিতাকে দিতে হয়। লিঙ্গায়ত অগসগণ সাধারণতঃ উৎসবাদি ব্যাপারে লিঙ্গায়তদিগকে অনুসরণ করে [লিঙ্গায়ত দ্র°]। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, কিন্তু বিপত্নীক ব্যক্তিই বিধবা-বিবাহ করিতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদেরও প্রচলন আছে। পত্নীর চরিত্র দূষিত হইলে অথবা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মত হইলে বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্তা রমণীর পুনর্বিবাহ হয় না। কোন স্ত্রীলোক উচ্চজাতির পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে সামান্য অর্থদণ্ড বা একটী ভোজ দিলেই তাহাকে ক্ষমা করা হয়; কিন্তু নিম্নজাতির পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে স্ত্রীলোককে সমাজচ্যুতা হইতে হয়। হিন্দু-আইনে ইহারা উত্তরাধিকার পাইয়া থাকে।

লিঙ্গায়ত অগসরা পঞ্চমজাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। বীরভদ্র এবং পার্বতী ইহাদের গৃহদেবতা। ইহারা শিব, বসব এবং অন্য কতিপয় হিন্দুদেবতার পূজা করে। ইহাদের গৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ খাদ্যাদি উৎসর্গদ্বারা পিতৃপুরুষগণের নামে এই সকল লিঙ্গের পূজা করা হয়। কলেরা ও বসন্তের সময় ইহারা 'দুর্গম্মা' ও 'মরিয়ম্মার' পূজা করে। ইহারা হিন্দুর সমস্ত পর্বাদি পালন করে এবং গোকর্ণ ও অন্যতীর্থে গমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শবদেহ প্রোথিত করিবার রীতিও আছে। কুষ্ঠরোগীকে ইহারা দাহ করে। ইহাদের কেহ কেহ আবার লিঙ্গায়তগণের অনুকরণে বিমানে বসাইয়া সেই অবস্থায় শব প্রোথিত করিয়া থাকে। অপর সকলে দক্ষিণ দিকে মাথা করিয়া শবকে শায়িত করে।

এই শ্রেণীর অগসগণ সাধারণতঃ লিঙ্গায়তদিগের বস্ত্রধৌতকরণের ব্যবসায় করে। কেহ কেহ চাষআবাদও করিয়া থাকে।

[1] K. Anantha Krishna Iyer : Mysore Tribes and Castes, ii.

শ্রীবারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অগস্তি১—অগস্ত্য ঋষির নামান্তর [অগস্ত্য১ দ্র°]।

অগস্তি২, অগস্তিদ্রুম—পুং, মুনিদ্রুম, পাশুপত, বক, বসু, মুনি, কুম্ভযোনি* sesbania grandiflora (Carey), aeschynomene grandiflora (Wilson).

ভাষানাম—বাং° বকফুলের গাছ, বাসকোণাফুলের গাছ; হিং° অগস্তিয়া, হতিয়া, বকুল, বৃহৎরোমশরী, হদগা; গুজ° অগথিয়ো; মরা° অগস্তা, হদগা; কন্নড়—অগসেমরমু; তে° দমর বিসেচেট্টু, অনীসে, অবিসি; তা° অগত্তি।

সংজ্ঞা—(পরিচয়জ্ঞাপিকা)—'বক্রপুষ্প', 'দীর্ঘফলক', 'শীঘ্রপুষ্প', (গুণপ্রকাশিকা) 'ব্রণারি'।

* 'মুনিদ্রুমঃ পাশুপতো বকাহ্বয়ো বসুর্মুনিঃ' ইতি রত্নঃ।

বর্ণনা—ইহার পুষ্প শ্বেত, রক্ত, নীল ও পীতভেদে চতুর্বিধ। ইহা ভারতের সর্বত্র জন্মে এবং শীঘ্র বর্ধিত ও পুষ্পিত হয়। সাধারণতঃ ২০ হাত উচ্চ, কাণ্ড সরল, শাখা-অসম্বিদ্ধ দীর্ঘবৃন্তের উভয়পার্শ্বে ৮ হইতে ১২ জোড়া বা তাহার অধিক পত্র থাকে। পুষ্প—বৃহৎ; কোরকাবস্থায় চন্দ্রকলার ন্যায় বক্র; * পুষ্পদল—পৃথক্ ও বিষমাকৃতি [পুষ্প দ্র°]। শিম্বী বা শুঁটি—লম্বা (তাঁতের ন্যায়)। শিম্বী ও পুষ্প মানুষের খাদ্য।

গুণসমূহ—'অগস্ত্যং শিশিরং তিক্তং ত্রিদোষঘ্নং ভ্রমাপহম্ বলাসকাসবৈবর্ণ্যকৃতমুক্ বলাপহম্।' —রাজনি° ব ১০। 'অথাগস্ত্যো বকসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ অগস্তিঃ পিত্তকফজিচ্চাতুর্থকহরো হিমঃ। রুক্ষো-বাত-করস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায়-নিবারণঃ॥' ভা-প্র° পুষ্পবর্গ ৪৩। 'অগস্তি-কুসুমং শীতং চাতুর্থকনিবারণম্। নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ॥ পীনসশ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্মতম্॥' ভা-প্র° —শাকবর্গ ৪৫। 'পর্পট মুনিবৃক্ষস্য কটুতিক্তং গুরু স্মৃতম্। মধুরং কিঞ্চিদুষ্ণঞ্চ ক্রিমিকফাপহম্। কণ্ডুং বিষং রক্তপিত্তং নাশয়েদিতি কীর্তিতম্। মুনিশিম্বী সরা প্রোক্তা বুদ্ধিদা রুচিদা লঘুঃ। পাককালে তু মধুরা তিক্তা চৈব স্মৃতিপ্রদা॥ ত্রিদোষশূলকফঘ্নং পাণ্ডুরোগবিষাপহম্। শোথ-গুল্মহরা প্রোক্তা সা পক্বা রুক্ষপিত্তলা॥'—বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর।

বৈদ্যকে ব্যবহার—নক্তান্ধ্যে অগস্তির পত্র শিলায় পেষণ করিয়া ১ পোয়া আন্দাজ লইয়া এক সের গব্যঘৃতে নীরস না হওয়া পর্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। তাহার পর উহা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া রাত্রকানাকে পান করিতে দিবে। —সু° সু ৪৬, পুঃ বঃ; বাগ্‌ভট ৬ উ° ১৩ অঃ।

অপস্মারে—অগস্তিপত্র অধিক পরিমাণ ও অল্প গোলমরিচপূর্ণ গোমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অপস্মার রোগীকে নস্য গ্রহণ করিতে দিতে হয়। —রা° চি° ১৯। শিশুর অপস্মারে অগস্তিপত্রের রসে মরিচচূর্ণ মিশাইয়া সেই রসে তুলা ভিজাইয়া যাহাতে নস্যের কাজ হয় এমন ভাবে শিশুর নাসারন্ধ্রের কাছে স্থাপন করিতে হয়। —হা° চি° ৪৩। চাতুর্থক জ্বরে দুই দিন অন্তর জ্বর হইলে জ্বর আগমনের দিন অগস্তিপত্রের রসে নস্য প্রয়োগ করিবার বিধান আছে। প্লীহাযকৃৎ-বর্জিত চাতুর্থক জ্বরেও ইহা প্রযোজ্য। —চক্র° জ্বর-চি°। বাতরক্তে অগস্তি পুষ্প পেষণ করিয়া মহিষদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেই দুগ্ধের দধি হইতে ননী তুলিয়া মাখিলে পা-ফাটা ভাল হয়। —ভা-প্র° মঃ খঃ ২য় ভাগ। প্রতিশ্যায় অর্থাৎ তরুণ সর্দি-নিবারক।—ভা-প্র°। সরা অর্থাৎ রেচক। —বৃহন্নিঘণ্টু-রত্নাকর। অগস্তির মূল মধুসহ তরুণ কফরোগে প্রযোজ্য। ত্বক্—বলকারক। পত্র ও পুষ্পের রসে নস্য গ্রহণ করিলে পীনস, প্রতিশ্যায় ও শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। অগস্তির মূল সমভাগে পেষণ করিয়া স্ফীত অঙ্গে প্রলেপ করিলে উহা প্রশমিত হয়।*

উপাদান—ট্যানিন্ (tanin) নামক সঙ্কোচক বৃক্ষনির্যাস ও গঁদ (gum)।

নামান্তর—অগস্তিকুসুম, অগস্তিদ্রু, অগস্তিদ্রুম, অগস্তিপুষ্প (ত্রিকা শু° ২. ৪. ২৯)।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অগস্তি₂—১ দক্ষিণ দিক্। ২ মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের ব্রাহ্মণের উপাধি-বি°। ৪ অগস্ত্য-নক্ষত্র [অগস্ত্য, দ্র°]।

অগস্তিকাগ্রহার—সিন্ধিয়ারাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলার প্রধান নগর 'মন্দোর' বা 'মন্দসোর'এর প্রাচীন নাম। 'মন্দসোর' হইতে ইহা ২৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ৩২১ গুপ্ত-সংবৎসর-তাম্রশাসনে 'অগস্তিকাগ্রহারে'র উল্লেখ আছে।

[EI, viii. 189, 194, 195; Fleet Gupta Ins. 79 ff.]

অগস্তিকুসুম—[অগস্তি, দ্র°]

অগস্তি-দ্রু, -দ্রুম—[অগস্তি, দ্র°

অগস্তিপুরী—নাসিকের ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত গ্রাম। এই স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল বলিয়া কথিত (রা° আরণ্য° ১১ অঃ)। [অগস্ত্য, দ্র°]

অগস্তিপুষ্প—[অগস্তি, দ্র°]

অগস্তিমোদক—(বৈদ্যক) মোদক-বি°। এই মোদক প্রস্তুত করিতে হরীতকী ৩ পল, ত্রিকটু ৩ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা এবং গুড় /১ এক সের আবশ্যক; এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত হয় তাহাতে শোথ, অর্শ, গ্রহণী, কাস ও উদাবর্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।*

অগস্তিসূতরাজরস—(বৈদ্যক) কজ্জলী ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, ধুস্তুরাবীজ ১ ভাগ, ও অহিফেন ৪ ভাগ—এই সকল জীবরাজ-রসে মর্দন করিয়া গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। †

অগস্তী—অগস্ত্য-সংক্রান্ত স্ত্রী (পা° ৬. ৪. ১৪৯)।
—য়—অগস্ত্যিসম্বন্ধীয় (পা° ৬. ৪. ১৪৯ [বার্তিক])।

অগস্ত্য₁—আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে যে সকল উজ্জ্বল নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় অগস্ত্য তাহাদের অন্যতম। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতে অগস্ত্য মিথুনরাশির অন্তে[১] অথবা কর্কটরাশির আদ্যে[২] অবস্থিত। মীনরাশির

---

* মুনিদ্রুমঃ কোরকিতঃ সিতি-(সিত-) দ্যুতির্বনে-
মৃগালবান্ত শিখরিকাগ্রতঃ-
স্থিতিক্রমসঙ্কলিতপিকশিখঃ কলাকলাপং কিল
বৈধবং বলম্।—নৈষধ° ১. ৯০।

* R. N. Khory: Materia Medica of India, ii. 229-30.

* হরীতকীনাং ত্রিপলং ত্রীণ্যাহুরপি কটুত্রিকম্।
ত্বক্পত্রকার্ধপলং গুড়স্যাষ্টপলং মতম্॥
অগস্তিমোদকাদেতান্ ভক্ষিতান্ পরিকল্পয়েৎ।
শোথার্শোগ্রহণীদোষ—কাসোদাবর্তনাশনম্॥
—আয়ুর্বেদসংগ্রহ

† রসবলিসমভাগং তুল্যহিঙ্গুলযুক্তং
বিগুণকনকবীজং নাগফেনেন তুল্যম্।
সকলমিহিতচূর্ণং ভাবয়েৎ ভূঙ্গরাজৈ—
গ্রহণিকলাবিশেষে সূতরাজোহগস্তিঃ।
—আয়ুর্বেদসংগ্রহ

১ 'অগস্তিরুদ্রবৈরাণাং যাতস্য মিথুনান্তগঃ'—সূর্য-সিদ্ধান্ত।

২ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ১৩. ৩০।

শেষ হইতে যে নক্ষত্রের যোগতারা যতদূরে অবস্থিত তাহাকে সেই নক্ষত্রের ধ্রুবক (longitude) বলে। অগস্ত্য নক্ষত্রের ধ্রুবক ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মতে ৮৭ অংশ এবং বরাহাচার্য ও সূর্যসিদ্ধান্ত-মতে তিন রাশি অর্থাৎ ৯০ অংশ। ইহার বিক্ষেপ—সূর্যসিদ্ধান্তমতে ৮০ অংশ, ব্রহ্মগুপ্ত-মতে ৭৭ অংশ। সূর্যসিদ্ধান্তমতে ইহার কালাংশ ১৩।

অগস্ত্য শব্দের যৌগিক অর্থ—যে নক্ষত্রের দ্বারা নক্ষত্রসংঘ স্তব্ধ, নিরুদ্ধ বা সংহত হয় তাহাই অগস্ত্য।[৩] অগস্ত্য নক্ষত্র মিথুন রাশির শেষ ভাগে অবস্থিত হওয়ায় ছায়াপথের (Milky way) সমীপে বর্তমান। ছায়াপথ উত্তর খগোলার্ধে বৃষ ও মিথুন রাশির মধ্যে এবং দক্ষিণখগোলার্ধে বৃশ্চিক ও ধনু রাশির মধ্যে ছেদ করিয়াছে। ঐ ছায়াপথে শুভ্রবর্ণ নীহারিকা-সমূহ বিদ্যমান এবং ছায়াপথে ও তাহার উভয়-পার্শ্বে পুঞ্জীভূত নক্ষত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বস্তুতঃ প্রায় ২০,০০০,০০০ নক্ষত্রের মধ্যে অন্ততঃ ১৮,০০০,০০০ নক্ষত্র এই ছায়াপথের মধ্যে বা সন্নিকটে অবস্থিত। প্রাচীন আর্যগণ কল্পনা করিলেন, ছায়াপথের পার্শ্বে বর্তমান থাকিয়া অগস্ত্যই এই সকল নক্ষত্রকে নিরুদ্ধ বা সংহত করিয়া আছে, অর্থাৎ তাহাদিগকে আকাশ হইতে স্খলিত বা বিক্ষিপ্ত হইতে দিতেছে না। এই জন্যই ইহার নাম অগস্ত্য হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সূর্যসম্বন্ধেও ঐরূপ কল্পনা দেখা যায়।[৪]

অগস্ত্য নক্ষত্রের ইংরেজী নাম Canopus; ইহা Argo নক্ষত্রমণ্ডলের সর্বোজ্জ্বল তারকা। Argo শব্দের অর্থ অর্ণবপোত। গ্রীক Argos শব্দের অর্থ দ্রুতগামী। Jasonএর যে অর্ণব-পোতসমূহ সৌবর্ণ উর্ণার (Golden fleece) অন্বেষণে অসমসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের নাম Argo দেওয়া হইয়াছিল। Canopus প্রাচীন মিশরদেশে জলদেবতা ছিলেন। মিশরে প্রাচীনকালে অগস্ত্যোদয়ে বর্ষারম্ভ সূচিত হইত বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে, কাল্‌ডীয়গণ (Chaldean) অগ্নির পূজা করিত। তাহারা অন্যান্য দেবতাগণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিলে Canopusএর একজন পূজক প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হয়। কাল্‌ডীয়গণ Canopus দেবের চারিদিকে জ্বালাময় বহ্নি প্রজ্বলিত করিলে Canopus দেবতা সলিলের প্রবল উৎস উদ্গীর্ণ করিয়া অগ্নি নির্বাপিত করেন।

প্রাচীন ভারতে অগস্ত্য জলদেবতা না হইলেও জলদেব বরুণের পুত্র ছিলেন। ঋগ্বেদে কথিত আছে, যজ্ঞস্থলে উর্বশীকে উপস্থিত দেখিয়া মিত্র ও বরুণের বীর্য স্খলিত হয়। কুম্ভে সেই রেতঃ সিক্ত হওয়ায় তাহার মধ্য হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। অগস্ত্যের অপর নাম 'মান' বা 'মান্য' ছিল।

সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে
রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্।
ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো
জাতমৃষিমাহুর্বসিষ্ঠম্॥ ঋ° ৭. ৩৩. ১৩

এই কারণে অগস্ত্যকে কুম্ভসম্ভব, মৈত্রাবরুণি, ঔর্বশেয় ও বারুণি বলা হয়।[৫] তাই নর-সিংহপুরাণে অগস্ত্যার্ঘ্য দিবার মন্ত্র:—

কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তুতে॥

এক্ষণে কয়েকটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইতে পারে—

(১) অগস্ত্য নক্ষত্রকে কুম্ভযোনি বলা হইল কেন?

অগ্রে দেখা যাউক, অগস্ত্যের উদয় (বা কবির কথায় জন্ম) কবে হয়। অগস্ত্যের উদয় হইলে অগস্ত্যার্ঘ্য দিতে হয়। বৃহৎ-সংহিতামতে সূর্য হস্তা নক্ষত্রে গমন করিলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের প্রায় ১১ দিনে অগস্ত্য নক্ষত্র সকল দেশে-দৃষ্ট হয় (১২. ১২)। সূর্য রোহিণীতে গমন করিলে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রায় ১১ দিনে সকল দেশেই অস্তমিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের[৬] ও ভবিষ্যপুরাণের মতে সূর্যস্ফুট ৪. ২৭ হইলে অর্থাৎ ভাদ্রমাসের ২৭ দিনে অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয় হয়। বৃহৎ-সংহিতামতে সূর্যস্ফুট ৫. ৩ অর্থাৎ ভাদ্রমাসের ২৩ দিনে উজ্জয়িনীতে ঐ নক্ষত্র উদিত হয়। জীমূতবাহন (খ্রীঃ ১২শ শতক) তাঁহার 'কাল-বিবেক' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ভাদ্র মাসের শেষ চারি দিন অবশিষ্ট থাকিতে উজ্জয়িনীতে ও সাত দিন অবশিষ্ট থাকিতে রাঢ়াদিতে অগস্ত্যোদয় হয়। রঘুনন্দনের মতে সৌর ভাদ্র মাসের ১৭ তারিখে অগস্ত্যোদয় হয়। কালিদাস বলেন, অগস্ত্যোদয়ে জল নির্মল হয়।[৭]

অগস্ত্যনক্ষত্র সূর্যের সহিত একরাশিতে অবস্থানাদি ত্যাগ করিয়া যথেষ্ট দূরত্ব প্রাপ্ত না হইলে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জন্য সিংহ রাশির শেষ ভাগে সূর্য গমন করিলে উষাকালে ঐ নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। বৈদিক যুগে কুম্ভ রাশির অন্তর্গত বরুণদৈবত শতভিষানক্ষত্রোদয়ের দ্বারা যে রাত্রির প্রারম্ভ সূচিত হইত সেই রাত্রির শেষ ভাগে অগস্ত্যোদয় হইত। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন, কবিকল্পনায় অগস্ত্য কুম্ভরাশিজাত বা কুম্ভসম্ভব।

(২) অগস্ত্যকে মৈত্রাবরুণি বা বারুণি বলা হইল কেন?

শতভিষা নক্ষত্র বরুণদৈবত। বরুণ-সংসূচিত রাত্রিশেষে অগস্ত্যের জন্ম বলিয়া তিনি বারুণি। আবার মিত্রদৈবত অনুরাধা নক্ষত্রের দ্বারা যে রাত্রির প্রারম্ভ সংসূচিত হয় অগস্ত্য নক্ষত্র সেই সমস্ত রাত্রেই আকাশে দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য ঐ নক্ষত্র মিত্র-বীর্যসম্ভূতও বটে। কবিকল্পনায় মিত্র ও বরুণ কুম্ভ রাশিতে যে বীর্যাধান করিয়াছিলেন তাহা হইতে অগস্ত্যের উদয়। মহাভারতমতে অগস্ত্য বরুণেরই তেজে জাত, সেজন্য ইহার নাম বারুণি। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের ৭. ৩৩. ১৩ সূক্ত পাঠে মনে হয়, মিত্রের

৩ 'অগং (অচলং) নক্ষত্রসংঘং স্ত্যায়তি স্তভ্নোতি' ইতি অগস্ত্যঃ। যাহা গমনশীল নহে তাহা অগ।

৪ ১৮শ অঃ ৪র্থ খঃ।

৫ 'মিত্রাবরুণয়োঃ কুম্ভযোনিরূর্বশেয়ঃ বারুণিঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডঃ। 'অগস্ত্যঃ কুম্ভযোনির্মুনিঃ কলসীসুতঃ' ইতি শব্দার্ণবঃ।

৬ অগ্রাদেব তাবত্ত কন্যাং শেষভূতৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অর্থাৎ বহুলাত্যায় গৌড়দেশনিবাসিনঃ।

৭ প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্মহৌজসঃ॥
—রঘু ৪. ২১।

বীর্যে বশিষ্ঠ ও বরুণের বীর্যে অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল।

(৩) অগস্ত্য অগ্নিমারুতসম্ভব কেন?

জ্যোতিষমতে সিংহরাশি অগ্নিরাশি এবং কুম্ভরাশি বায়ুরাশি। অগস্ত্য কুম্ভসম্ভব হইলে বায়ু বা মারুতসম্ভব বটেই, অধিকন্তু সিংহ-রাশিতে সূর্যাবস্থানহেতু তাহার উদয় হওয়ায় অগস্ত্য অগ্নিসম্ভবও বটে।

(৪) অগস্ত্য ঔর্বশেয় কেন?

মৎস্যপুরাণে কথিত আছে—পুরাকালে ইন্দ্র অগ্নিকে মারুতের সাহায্যে সুরশত্রুগণকে বিনাশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তখন হুতাশনের আক্রমণে সহস্র সহস্র দানব দগ্ধ হইতে লাগিল। অবশিষ্ট দানবগণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রসলিলে বাস করিতে লাগিল। আক্রমণ করা অসম্ভব বোধ করিয়া অগ্নি ও বায়ু তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যদিগকে উৎপীড়িত করিয়া পুনরায় জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রিভুবন সন্ত্রস্ত হওয়ায় ইন্দ্র পুনরায় অগ্নি ও বরুণকে আদেশ করিলেন—'তোমরা সমুদ্রকে পুনরায় শুষ্ক করিয়া ফেল'। অগ্নি ও বায়ু বলিলেন, 'বারিধিকে শুষ্ক করিয়া ফেলিলে অনেক প্রাণী মরিয়া যাইবে, সুতরাং আমরা এইরূপ পাপাচরণ করিতে পারিব না'। একজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা-দিগকে অভিশাপ দিলেন, 'তোমরা অহিংসারূপ মুনিব্রত গ্রহণ করিয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় অস্ত উভয়েই একদেহ হইয়া মর্ত্যে মুনিরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে। ইন্দ্রের এই অভিশাপহেতু তাঁহারা একই দেহে কুম্ভ হইতে জন্মলাভ করিলেন। উক্ত পুরাণে আরও কথিত হইয়াছে যে পুরাণপুরুষ বিষ্ণু ধর্মপুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া গন্ধমাদন শৈলে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার মনঃসংক্ষোভজন্ত বিশেষ চেষ্টা হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন না; পরন্তু মনঃক্ষোভ-কারিগণের মনঃক্ষোভ সমুৎপাদনের জন্য নিজ উরুদেশ হইতে এক ভুবনমোহিনী রমণী উৎপাদন করিলেন। এই রমণী উর্বশী নামে খ্যাত। মিত্র ও বরুণ উভয়ে তাহাকে কামনা করিলে উর্বশী যথাক্রমে উভয়ের সহিত সহবাসে সম্মত হইল। অনন্তর মিত্র ও বরুণ উভয়ে জল-কুম্ভমধ্যে স্ব স্ব বীর্য নিক্ষেপ করায় তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ দুইজন মুনিশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিলেন (৬১. ৩-৩১)।

এই বিবরণে অগস্ত্য নক্ষত্রের সহিত অগস্ত্য মুনির কাহিনীর অদ্ভুত সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হইলেও উর্বশীর উৎপত্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। বামনপুরাণে (৮০. ৫) নক্ষত্র-পুরুষ হরির ব্রতপ্রসঙ্গে অনুরাধা নক্ষত্রকে হরির উরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণ-মতে আষাঢ়াদ্বয় তাঁহার উরুদেশ। জ্যোতিষ-মতে ধনুরাশি কালপুরুষের উরুদেশ; অতএব আষাঢ়াদ্বয়কে উর্বশী বলা যাইতে পারে। ঐ নক্ষত্রের উদয়ে রাত্রির প্রারম্ভ সংঘটিত হইলে অগস্ত্য নক্ষত্রের তিরোভাব ঘটে। কবিকল্পনায় তৎকালে অগস্ত্য মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন। এজন্য অগস্ত্য নক্ষত্র ঔর্বশেয়।

Cox বিবেচনা করেন, Argos নাম উষার অর্জুনী নাম হইতে উৎপন্ন।* Max Muller বলেন, উর্বশী (=Europe) উষারই নামান্তর। † অর্জুনী বা পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্য আগত হইলে অগস্ত্য দৃষ্টিগোচর হয়, আবার উষাকালেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতবাদ ঠিক হইলে অগস্ত্যকে ঔর্বশেয় বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

(৫) অগস্ত্যকে মান বলা হয় কেন?

প্রায় ১,৪০,০০ বৎসর পূর্বে অগস্ত্য সম্ভবতঃ দক্ষিণ ধ্রুব তারকা ছিল। এই জন্য ইহার অপর নাম 'মান' অর্থাৎ পৃথিবীর মানদণ্ড বা অক্ষপ্রান্ত। মেরুপর্বতের অন্যতর শৃঙ্গ মন্দার পর্বতের সখ্য বলিয়া ইহার নাম মান্দার্য।

মিশরদেশে অগস্ত্যকে জলদেবতা বলা হইত এবং ভারতে তাহাকে জলদেবতার পুত্র বলা হইয়া থাকে। ইহা হইতে মনে হয় মিশরদেশে অগস্ত্যপূজা প্রাচীনতর। মিশরদেশে প্রাচীনকালে অর্থাৎ যখন অগস্ত্যপূজার প্রত্যাবর্তন হয় তখন সম্ভবতঃ অগস্ত্যোদয়ে বর্ষার আরম্ভ হইত; ভারতেও অগস্ত্যার্ঘ্য প্রচলিত হইবার সময় বর্ষাশেষে অগস্ত্যোদয় হইত। কালিদাসের সময় অগস্ত্য নক্ষত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই জন্য কালিদাস বহু বার উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্মহৌজসঃ।

রঘু ৪. ২১

অগস্ত্যাচরিতামাশামনাশাস্তজয়ো যযৌ।

ঐ ৪. ৪৪

অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং দিগুত্তরা

ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।

আনন্দশীতামিব বাষ্পবৃষ্টিং হিমস্রুতিং

হৈমবতীং সসর্জ॥ ঐ ১৬. ৪৪

শেষোক্ত শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হয় যে সে সময়েও অগস্ত্যের উদয় বর্ষাশেষে হইত; তাই জলাধারে জল নির্মল হইত এবং দক্ষিণায়নও প্রায় সেই সময় আরম্ভ হইত। অগস্ত্যাধিষ্ঠিত দিক্ যে দক্ষিণ দিক্ তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মিশরদেশে অগস্ত্যপূজা ভারত অপেক্ষা ১০০০ বৎসর প্রাচীনতর।

অগস্ত্যার্ঘ্যদান—

বৃহৎসংহিতায় এইরূপ নির্দেশ আছে—

সংখ্যাবিধানাৎ প্রতিদেশমস্য বিজ্ঞায়

সন্দর্শনমাদিশেজ্জ্ঞঃ।

তচ্চোজ্জয়িন্যামগতস্য কন্যাং ভাগৈঃ

স্বরাখ্যৈঃ স্ফুটভাস্করস্য॥

অর্থাৎ, প্রতি দেশে গণিতানুসারে অগস্ত্যোদয় গণনা করিয়া পণ্ডিতগণ প্রচার করিবেন। উজ্জয়িনীতে কন্যারাশিতে ভাস্কর গমন করিবার পূর্বে ৭ম অংশ থাকিতে অগস্ত্যোদয় হইবে; অর্থাৎ ভাদ্রমাসের ২৩ দিনে অগস্ত্যোদয় হইবে।

অগ্নিপুরাণ (২০৬ অঃ) ও গরুড়-পুরাণের (পূর্ব ১১৯ অঃ) মতে সূর্য

* Mythology of Aryan Nations, i. bk.-i, cp. 10.

† Selected Essays, 1881, i. 406n.

কন্যারাশিতে যাইবার পূর্বে তিন দিন প্রদোষ-সময়ে ঘটমধ্যে কাশপুষ্পময়ী মূর্তি রচনা করিয়া রাত্রিতে সেই মূর্তির পূজা করিয়া জাগরণ করিতে হইবে। সাত বৎসর এইরূপ অর্ঘ্যদান করিলে সকলের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ও স্ত্রীলোক এই ব্রত করিলে পুত্রসৌভাগ্য ও স্বামিসৌভাগ্য লাভ করে।

মৎস্যপুরাণে (৬১. ৪০, ৪১) কথিত আছে—অগস্ত্য বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মপরিমাণে পঞ্চ-বিংশতি-কোটিসহস্র বৎসর আমি দক্ষিণাচল-পথে বৈমানিক হইয়া থাকিব। আমার বিমানোদয়ে যে কেহ আমার পূজা করিবে সে পর্যায়ক্রমে সপ্তলোকের অধিপতি হইবে'।

অভিজ্ঞ গৃহী ব্যক্তি প্রত্যূষে অগস্ত্যোদয় হইলে শুক্লতিলদ্বারা স্নান করিয়া শুক্লমাল্য ও শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্বক মালা ও বস্ত্রভূষিত ঘৃতপাত্র-যুক্ত পঞ্চরত্নসমন্বিত অব্রণ এক কুম্ভ স্থাপন করিবেন। অনন্তর সুবর্ণদ্বারা অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত পুরুষ মূর্তি নির্মাণ করিবে, উহার চারিটী মুখ থাকিবে ও বাহুদণ্ড আয়ত হইবে। পরে কুম্ভমুখে সপ্তধান্য, ধান্য ও ঐ পুরুষপ্রতিমা স্থাপন করিবে। অনন্তর দক্ষিণমুখ হইয়া উদর নমিত ও বাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া একাগ্রমনে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কোনও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কাংস্যপাত্র, অক্ষত ও ভক্তিসহ ঐ পুরুষমূর্তি প্রদান করিবে।

বোধ হয়, এই নক্ষত্র প্রায় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং বর্ষাশেষে ইহার উদয়দ্বারা নৃপতিগণের বিজয়যাত্রা সংসূচিত হইত বলিয়া ইহার পূজা বিহিত হইয়াছিল।

বৃহৎসংহিতার মতে অগস্ত্য নক্ষত্র যদি পরুষ বা রুক্ষ দৃষ্ট হন, তবে রোগ হয়। কপিল-বর্ণ হইলে অনাবৃষ্টি, ধূম্রবর্ণে গোসকলের অশুভ, কম্পযুক্ত হইলে ভয়, মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় বর্ণযুক্ত হইলে ক্ষুধা ও যুদ্ধ, সূক্ষ্ম হইলে নগররোধ এবং রৌপ্যের ন্যায় বা স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইলে পৃথিবী প্রচুর অন্নশালিনী ও ভয়রোগাদিশূন্য জনপরিবৃতা হয়। অগস্ত্য উল্কা বা কেতুদ্বারা আহত হইলে ক্ষুধাভয় ও মড়ক হয়।

অগস্ত্য নক্ষত্র পূর্বোক্ত কারণে কবি-কল্পনায় কুম্ভসম্ভব। কালে অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্য বিন্ধ্যাসংস্তম্ভন করিয়া অগস্ত্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যিনি দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রশোষণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সমুদ্রের পারেও আর্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনিও নামসাদৃশ্যে কুম্ভসম্ভব বলিয়া কথিত হইতে লাগিলেন। কথিত আছে, তিনি ইন্দ্রের সহিত একতাপাক করিয়াছিলেন (ঐ-ব্রা° ২৩. ১)।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ বসু সরস্বতী

অগস্ত্য২—[অগ + √স্তৈ (স্তম্ভন করা) + অ—ক। স্বামী দয়ানন্দ অগস্ত্যের অনুরূপ ব্যুৎপত্ত্যর্থ করেন, যথা—'যে ধর্মাৎ অন্যত্র ন গচ্ছন্তি তেষ্বগস্ত্যেষু সাধুঃ'—ঋ° ১. ১৭৬. ৬। 'অগম্ অপরাধম্ অস্যন্তি প্রক্ষিপন্তি তেষ্ সাধুঃ'—১. ১৮০. ৮। 'অগস্ত্যোঃ'—৭. ৩৩. ১০। 'অগস্তে অপরাধিষু জাতব্যোষু ব্যবহারেষু সাধুরিব কর্মণি' (অত্রাগধাতোরৌণাদিকস্তিঃ প্রত্যয়োঽসুগাগমশ্চ)—১. ১১৭.১১। 'অপরাধ-রহিতে মার্গে'—১ ১৮৪. ৫। 'অগস্ত্য অগস্ত্যো বিজ্ঞানে সাধো'—১৭০. ৩।] নামান্তর অগস্তি। 'বিন্ধ্য-নামগমমসাতীতি অগস্তিঃ'—উণা° ৪. ৮১ ; মে° ১. ৮৫। অথর্ববেদে (৪. ২৯. ৩) একবার মাত্র 'অগস্তি'র উল্লেখ আছে; সেখানে অগস্তি = অগস্ত্য। পুরাণগুলির মধ্যে একমাত্র কূর্মপুরাণে (পূ° ২২. ১৯) অগস্তি নাম পাওয়া যায়। ইনি শৈব (রুদ্রপরায়ণ)। বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রির সহিত ইনি কার্তবীর্যার্জুন রাজার পুত্র জয়ধ্বজের যজ্ঞ সম্পাদন করেন। পর্যায়—'অগস্ত্যোঽগস্তিঃ পীতাব্ধি-র্বাতাপিদ্বিড়্ ঘটোদ্ভবঃ। মৈত্রাবরুণিরায়োনঃ ঊর্বশেয়াগ্নিমারুতৌ॥'—অভি° দেব° ৬২, ৬৩।

ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ছাব্বিশটী সূক্ত (১. ৬৫-১৯১)[১] অগস্ত্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অগস্ত্যের নামে বহু প্রবাদ, আখ্যায়িকা ও পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ইনি দক্ষিণভারতে আর্য-সভ্যতা বিস্তারের অগ্রদূত বলিয়া পূজিত; এমন কি, ভারতের বাহিরে কাম্বোডিয়া ও শ্যামদেশে এবং যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচারক বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে একমাত্র অগস্ত্যই এইরূপে ভারতে বিশেষতঃ দক্ষিণাপথে ও বহির্ভারতে জ্ঞান ও ধর্মবিস্তারের অগ্রদূতরূপে দেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অগস্ত্যের জন্ম-বিবরণ —অপ্সরা উর্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়। তাঁহারা কুম্ভমধ্যে যুগপৎ সেই রেতঃসেক করেন; তাহা হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি হয় (ঋ° ৭. ৩৩. ১১, ১৩)। ঋগ্বেদে সপ্তমমণ্ডলে (৭. ৩৩. ১৩) অগস্ত্যের নাম 'মান' এবং অন্যত্র (ঋ ১. ১৬৫. ১৪, ১৫ ; ১৬৬. ১৫) 'মান্য' ও 'মান্দার্য' লিখিত হইয়াছে। বৈদিক কাহিনী অবলম্বনে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম-সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতা (৫. ১৩২-৩), রামায়ণ (৭. ৫৭) ও বিভিন্ন পুরাণাদিতে বিভিন্ন আখ্যান লিখিত হইয়াছে। মিত্র ও বরুণের ঔরসে জাত বলিয়া পুরাণে অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি নামে প্রসিদ্ধ। কুম্ভ হইতে উদ্ভূত বলিয়া তিনি কুম্ভযোনি, কুম্ভমুনি, কুম্ভসম্ভব, ঘটোদ্ভব, কলশজ, কলসীসুত, প্রভৃতি নামেও পরিচিত। প্রলয়-কালে কুম্ভ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কুম্ভমুনি নামে প্রসিদ্ধিলাভের আখ্যায়িকাও প্রচলিত আছে। এই জন্যই হিন্দু মূর্তিশিল্পে কোন কোন অগস্ত্যমূর্তির হস্তে কুম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়।[২]

বৃহৎসংহিতায় অগস্ত্যের বৈদিক নাম 'মান' ও 'মান্য' হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। সায়ণাচার্যের ভাষ্য বৃহৎ-সংহিতা অবলম্বনে লিখিত। তাহা হইতে জানা যায়, আদিত্যযজ্ঞে উর্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয় এবং সেই রেতঃ কুম্ভে, জলে ও স্থলে পতিত হয়। ইহা হইতে কুম্ভ হইতে

১ ঋ° ১. ১৬৫. ১৩-১৫, ১৬৬-৯ ; ১৭০. ২, ৫, ১৭১-৮ ; ১৭৯. ৩. ৪, ১৮০-১।

২ P. V. Jagadisa Ayar : Southern Indian Studies. [illegible]

অগস্ত্যের, জল হইতে দ্যুতিমান্ মৎস্যের ও কুম্ভ হইতে বশিষ্ঠের উৎপত্তি হয়। অগস্ত্যের আকার লাঙলের জোয়ালের মত হইয়াছিল এবং এইরূপ আকার বলিয়া তিনি মানা বা মান নামে পরিচিত। কুম্ভে তাঁহার জন্ম, অতএব কুম্ভদ্বারা তাঁহার পরিমাণ হইতেছে বলিয়া তিনি মান নামেও পরিচিত হন। ঔর্বশীয় নামেও তিনি আখ্যাত।* অগস্ত্য খর্বাকৃতি বলিয়া দক্ষিণাপথে তিনি কুরুমুনি নামে অভিহিত হন।

মহাভারতে (১. ১৭৮. ১০) মিত্র ও বরুণের মধ্যে বরুণের রেতঃ হইতে অগস্ত্যের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে বারুণি বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (১. ১০. ৯) দেখা যায়, পুলস্ত্য ও প্রীতির পুত্র দত্তোলি পূর্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। ভাগবতে (৪. ১. ৩৫) পুলস্ত্য ও হবির্ভূর পুত্র অগস্ত্য; তাঁহার পূর্বজন্মের নাম দহ্রাগ্নি।

ঋগ্বেদে অগস্ত্য—ঋগ্বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অগস্ত্য-সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সূক্তগুলির কোন কোনটাতে ওৎসম্বন্ধীয় ঘটনার উল্লেখ আছে। খেল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম বিশ্‌পলা। অগস্ত্য এই রাজার পুরোহিত ছিলেন (ঋ° ১.১৮২.১)। একদা যুদ্ধকালে শত্রুর অস্ত্রে বিশ্‌পলার একটী পদ ছিন্ন হইয়া যায়। অগস্ত্য অশ্বিদেবতাদ্বয়ের স্তুতি করিলে তাঁহারা রাত্রিতে আসিয়া বিশ্‌পলার লৌহের পা করিয়া দেন (ঋ° ১. ১১৭. ১১; ১. ১১৬. ১৫)। ঋগ্বেদের কয়েকটী সূক্তে (১. ১৬৫, ১৭০, ১৭১) যজ্ঞের হবির অধিকার লইয়া ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণের মধ্যে মনোমালিন্যের আভাস পাওয়া যায়। অগস্ত্য ইন্দ্রকে শান্ত করিয়া মরুদ্‌গণকে হবির্দানের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য গ্রন্থেও এই ব্যাপারের উল্লেখ আছে।[৩] অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সম্ভোগ-সম্বন্ধে কথোপকথনচ্ছলে ঋগ্বেদে একটী সূক্ত আছে (ঋ° ১. ১৭৯)। অগস্ত্যের অন্যান্য সূক্ত ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণের উদ্দেশ্যে রচিত।

অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা—অগস্ত্য-পত্নীর নাম লোপামুদ্রা (ঋ° ১. ১৭৯. ৪)। অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সম্ভোগ-সম্বন্ধে কথোপকথনের

অগস্ত্য

[চণ্ডিবাননের (দক্ষিণ দেশ—যবদ্বীপ) মূর্তিচিত্র]
(খ্রী: ৯ম—১০ম শতক)

[illegible] সূক্ত ঋগ্বেদে (১. ১৭৯) আছে, তাহা হইতে লোপামুদ্রাকে জ্ঞানসম্পন্না তপস্বিনী বলিয়াই জানা যায়। অগস্ত্যের বিবাহ-সম্বন্ধে মহাভারতে ও পুরাণাদিতে একটী আখ্যান আছে। কথিত আছে, তপোবৃদ্ধ অগস্ত্য প্রথমে বিবাহ করেন নাই। একদিন তিনি দেখিলেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ গর্তমধ্যে অধোমুখে লম্বমান অবস্থায় রহিয়াছেন (মহা° ৩. ৯৬. ১৪)। তিনি তাঁহাদের এইরূপ অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা অগস্ত্যের পুত্রহীনতার জন্য বংশ ও পিণ্ডলোপের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া অগস্ত্যকে ভর্ৎসনা করেন। তখন বিবাহ করিবার সংকল্প করিয়া তিনি মনোমত পাত্রীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য না হইয়া অবশেষে বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর উৎকৃষ্ট অঙ্গের সমবায়ে তপঃপ্রভাবে এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন এবং তাহার পরিপালনের ভার বিদর্ভরাজের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিদর্ভরাজ এই সর্বসুলক্ষণা কন্যার নাম রাখেন লোপামুদ্রা। যথাকালে তিনি লোপামুদ্রার বিবাহের আয়োজন করিলেন, কিন্তু কেহই এই অসামান্যা রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণে সাহসী হইলেন না; তখন অগস্ত্য লোপামুদ্রার পাণিপ্রার্থী হন। বিদর্ভরাজ অভিশাপের ভয়ে অগস্ত্যকে কন্যা দান করিলেন (মহা° ৩. [illegible]. ৪-৯)। বিবাহান্তে দীর্ঘকাল গঙ্গাদ্বারে তপস্যা করিবার পর একদিন অগস্ত্য পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত পত্নী লোপামুদ্রাতে উপগত হইতে চাহিলেন; কিন্তু লোপামুদ্রা পিতা বিদর্ভরাজের গৃহের অনুরূপ পরিচ্ছদ, শয্যা ও অলঙ্কারাদি না পাইলে অগস্ত্যের কামনা পূর্ণ করিতে অস্বীকৃতা হন। অগস্ত্য লোপামুদ্রার ঈপ্সিত দ্রব্যসমূহ সংগ্রহের জন্য ক্রমান্বয়ে শ্রুতর্বা, ব্রধ্নশ্ব ও পুরুকুৎসপুত্র ত্রসদস্যু নৃপতিত্রয়ের শরণাপন্ন হইলেন (ঐ, ৩. ৯৮)। কিন্তু তাঁহাদের আয়ব্যয়ের পরিমাণ সমান দেখিয়া তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। তখন নৃপতিত্রয়ের অভিপ্রায়-অনুসারে তিনি অভীপ্সিত দ্রব্যাদি লাভের জন্য তাঁহাদের সহিত মণিমতীপুরের রাজা দানব ইল্বলের নিকট গমন করিলেন। ইল্বল ব্রাহ্মণগণের পরমশত্রু ছিলেন।* ইল্বলের বাতাপি নামে এক ভ্রাতা

* অবেস্তার অগ্রের পুত্র ক্রবসি দেবতার জন্মব্যাপারের সহিত অগস্ত্যের জন্মব্যাপারের সাদৃশ্য আছে। —SBE, xxiii. 224n.

৩ তৈ-স° ২. ৫. ৫. ২; তৈ-ব্রা° ২. ৭. ১১. ১; মৈ-স° ২. ১. ৮; কা-স° ১০. ১১; পঞ্চ-ব্রা° ২১.১৪. ৫; ঐ-ব্রা° ৫. ১৬; কৌ-ব্রা° ২৬. ৯।

* অদ্যাপি দক্ষিণাপথে আইহোল (বর্তমান আইহোলে) ইল্বলের এবং বাদামী (পূর্বনাম বাতাপিপুর) বাতাপির

ছিল। কোন ব্রাহ্মণ ইল্বলের অতিথি হইলে ইল্বল ছাগরূপী মায়াবী ভ্রাতা বাতাপিকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দিতেন। ব্রাহ্মণের আহারাদি শেষ হইলে ইল্বল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র বাতাপি ব্রাহ্মণের উদর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিত, তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ ঘটিত। ইল্বল নৃপতিগণসহ অগস্ত্যকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অগস্ত্যের প্রাণ-নাশের জন্য পূর্বোক্ত কৌশল অবলম্বন করিলে অগস্ত্য বাতাপির সমস্ত মাংস জীর্ণ করিয়া ইল্বলের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করেন (মহা° ৩. ৯৭. ৯; রা° ৩. ১১. ৬১)। তখন ইল্বল ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া অগস্ত্যের প্রার্থিত দ্রব্যাদি ও বহু ধনরত্ন নৃপতিগণকে প্রদান করিলেন। রামায়ণে (৩. ২. ৬৬) দেখা যায়, অগস্ত্যের রোষাগ্নিতে ইল্বলও বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর অগস্ত্য লোপামুদ্রার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া সংসারধর্মে মনোনিবেশ করেন। লোপামুদ্রার গর্ভে দৃঢ়স্যু বা ইধ্মবাহ নামে তাঁহার এক মহাবীর্যশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন (মহা° ৩. ৯৭. ৩১, ৩৩)। দৃঢ়স্যু অসাধারণ তেজস্বী ছিলেন; বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি ইন্ধন আহরণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ইধ্মবাহ হয় (ঐ, ৩. ৯৭. ৩৩)।

অগস্ত্য বংশ—অগস্ত্যের বহু পুত্র জন্মলাভের কথাও পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মতে দৃঢ়স্যু ও ইধ্মবাহ পৃথক্ ব্যক্তি। এতদ্ভিন্ন অগস্তি, করম্ভি, কৌশল্য, শকট, সুমেধ, ময়োভু, গান্ধারকায়ণ ও দৃঢ়াস্যের নামও পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে ইধ্মবাহকে ঋষি ক্রতু এবং দৃঢ়াস্যকে পুলহ পুত্ররূপে গ্রহণ করেন (মৎস্যপু° ২০২. ১. ১০৪)। অগস্ত্যের বংশ অগস্ত্যগোত্র বলিয়া পরিচিত; এখনও অনেকে অগস্ত্যগোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পৌলস্ত্য-, পৌলহ- ও ক্রতু-বংশীয় দ্বিজগণও অগস্ত্যবংশ বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদিগের সকলেরই তিনটী আর্ষের প্রবর, যথা—অগস্ত্য, পৌর্ণমাস ও পারণ (ঐ, ২০২ অঃ)।

মহাভারতে অগস্ত্য—ভৃগু, অঙ্গিরা ও সপ্তর্ষি-চক্রের বাহিরে অগস্ত্য প্রধান ঋষি। মহাভারতে তিনি অগস্তি নামেও অভিহিত এবং বৈদিক আখ্যান-অনুসারে বশিষ্ঠের ভ্রাতা ও মিত্রাবরুণের পুত্র বলিয়া কথিত। কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের গুরু অগ্নিবেশ্য অগস্ত্যের শিষ্য (মহা° ১. ১৫১. ১০)। ইন্দ্র দ্বাদশবর্ষ বৃষ্টিদান বন্ধ করিলে অগস্ত্য বৃষ্টিদান করেন (মহা° ১৪. ৯২. ৪-২০)। তিনি জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে আকাশে বিরাজমান ('জ্যোতিষাং গণাঃ'—মহা° ১২. ২৪৫. ১৬, ২২)।

অগস্ত্যের দ্বারা ইন্দ্রপত্নী শচীর সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা এবং নহুষের স্বর্গচ্যুতির আখ্যানও মহাভারতে আছে। বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপভয়ে পলাইয়া লুক্কায়িত থাকেন। ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে দেবগণ নহুষকে স্বর্গের সিংহাসন দান করেন। নহুষ স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়া অত্যন্ত অহঙ্কারী ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন। তিনি ইন্দ্রপত্নী শচীকে লাভ করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়াস করেন। ইন্দ্রাণী নিরুপায় হইয়া নহুষকে বলিয়া পাঠান যে নহুষ যদি সপ্তর্ষি-বাহিত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। গর্বোন্মত্ত নহুষ সপ্তর্ষিবাহিত রথে শচীর নিকট গমনকালে মন্থরগতি অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করেন। ক্রুদ্ধ অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ সর্পরূপে ভূতলে পতিত হন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির-কর্তৃক শাপমুক্ত হইয়াছিলেন (মহা° ৩. ১৮১. ১৪; ৫. ১৭অঃ)।

অগস্ত্য-কর্তৃক বিন্ধ্যপর্বত অবনমন ও সাগরশোষণ-সম্বন্ধে কৌতূহলপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। বিন্ধ্যপর্বতকে অবনত করিয়া অগস্ত্য দক্ষিণাপথে গমন করেন; এই আখ্যায়িকার সহিত অগস্ত্যকর্তৃক দক্ষিণাপথে আর্যধর্ম ও আর্যসভ্যতা-বিস্তারের কাহিনী জড়িত; বাতাপি ও ইল্বলের কাহিনী হইতেও আর্যশত্রু অনার্যদমন-সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। কথিত আছে, সুমেরু পর্বতকে বেষ্টন করিয়া সূর্য চন্দ্রাদি গ্রহউপগ্রহ পরিভ্রমণ করেন; ইহাতে বিন্ধ্য সুমেরুপর্বতের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহার সমকক্ষ হইবার জন্য শির উত্তোলন করিতে থাকে। সূর্যাদি গ্রহের গতি রুদ্ধ হইবার ভয়ে দেবগণ বিন্ধ্যের দীক্ষাগুরু অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট সপরিবারে গমনপূর্বক বিন্ধ্য লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণাপথে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বিন্ধ্য প্রণত হইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিলে, যে পর্যন্ত না তিনি দক্ষিণাপথ হইতে ফিরিয়া আসেন সেই পর্যন্ত অবনত মস্তকে সেইভাবে থাকিবার জন্য আদেশ করিয়া চলিয়া যান। অগস্ত্য আর ফিরিয়া আসেন নাই; সুতরাং বিন্ধ্যকে অদ্যাপি অবনত থাকিতে হইয়াছে (মহা° ৩. ১০৩. ১৫)। রামায়ণে অগস্ত্যের চিরকালের জন্য দক্ষিণাপথ-যাত্রার কথা নাই। ইহার পরেও অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বত পুনর্বার লঙ্ঘন করিয়া অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন (রা° ৭. ৩)। অগস্ত্যযাত্রা অদ্যাপি সমগ্র ভারতে প্রবাদবাক্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসে না তাহার সম্বন্ধে অগস্ত্য-যাত্রার প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। ভাদ্রমাসের প্রথম দিন অগস্ত্য দক্ষিণাপথে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই; এই সংস্কারবশতঃ ঐদিন বঙ্গদেশের হিন্দুগণ যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া মানিয়া থাকেন।

কালকেয় নামক অসুরগণ বৃত্রাসুরের অধীনে দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইন্দ্র-কর্তৃক বৃত্র নিহত হইলে কালকেয়গণ সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগ ও সুবিধামত দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। দেবগণ সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত অসুরগণকে বধ করিতে না পারিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তাঁহারা বিষ্ণুর পরামর্শে অগস্ত্যের সাহায্য ভিক্ষা করেন। দেবগণের অনুরোধে অগস্ত্য সমুদ্রের সমস্ত জল পান করেন। ইহাতে সমুদ্র শুষ্ক হওয়ায় দেবগণ অনায়াসে অসুরগণকে বধ করিতে সমর্থ হন। পরে ভগীরথ গঙ্গা

নামের সহিত সংশ্লিষ্ট; থলামীর নিকটবর্তী স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। M. S. Aiyangar: Tamil Studies, 1914, 45.

আনয়ন করিলে সমুদ্র আবার জলপূর্ণ হয় (মহা° ৩. ১০৩. ২১-২৫)।

রামায়ণে অগস্ত্য—রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত অগস্ত্যের উৎপত্তির আখ্যান বৈদিক আখ্যানেরই প্রতিধ্বনি। উভয় মহাকাব্যেই অগস্ত্যসম্বন্ধীয় বহু ঘটনা সাধারণ। মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্ণিত রাজন্য এবং ঋষিবর্গের পরম্পরাক্রমে সময়নিরূপণ-সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাল ও পারম্পর্য-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ঋগ্বেদের ঋষি অগস্ত্যকে প্রায় সমস্ত প্রাচীন হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থে, রামায়ণে ও মহাভারতে পাওয়া যায়। অগস্ত্য নামধেয় ঋষি অমর ছিলেন এই উক্তি স্বীকার না করিলে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে একই ব্যক্তির অবস্থান সম্ভব হইতে পারে না।

রামায়ণে দেখা যায়, দণ্ডকারণ্যে গোদাবরী ও পম্পার নিকটবর্তী স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। রামচন্দ্র বনবাসকালে সেই আশ্রমে সীতা ও লক্ষ্মণসহ অগস্ত্যের অতিথি হইয়াছিলেন এবং অগস্ত্যের নির্দেশেই রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে অবস্থান করেন (রা° ৩. ১৩. ১৩)। রামায়ণে বহু স্থলে অগস্ত্যের দক্ষিণাপথে আর্য-ধর্ম বিস্তারের কথার উল্লেখ আছে; এক স্থানে (রা° ৩. ১১. ৮১) আছে, তিনি দুর্ধর্ষ অসুরদিগকে দমন করিয়া দক্ষিণদেশ লোক-হিতার্থে মনুষ্যবাসের উপযোগী করেন (রা° ৩. ১১. ৮১)।* তাঁহার আশ্রমে অষ্টাদশ দেবতার পূজার ব্যবস্থা ছিল, তাঁহাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আয়তনও নির্দিষ্ট ছিল (রা° ৩. ১১. ২১)। তাড়কা-কর্তৃক তাঁহার আশ্রম বিধ্বস্ত হয় (রা° ১. ২৫)। রামচন্দ্র তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে তিনি রামচন্দ্রকে ইন্দ্রদত্ত হেমময় হীরক-খচিত বিশ্বকর্ম-নির্মিত দিব্য বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্যপ্রভ অমোঘশর, অক্ষয়তূণীর এবং স্বর্ণ-কোষে নিবদ্ধ অসি প্রভৃতি উপহার দেন (রা° ৩. ১২. ৩২-৩৪)। রাম ও রাবণের যুদ্ধকালে অগস্ত্য রণস্থলে আসিয়া রামকে রিপুধ্বংসকারী আদিত্যহৃদয় নামক সূর্যস্তোত্র শিক্ষা দেন (রা° ৬. ১০৫. ১-৪)। অগস্ত্যদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রাম রাবণবধ করিয়াছিলেন (রা° ৬. ১০৮)। রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইলে অগস্ত্য অভিনন্দিত করিতে আসিয়া রামকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট আভরণ উপহার দিয়া শ্বেতরাজার উপাখ্যান বলেন (রা° ৭. ৭৮)।

ব্রোঞ্জনির্মিত শিবগুরু মূর্তিচিত্র

বৌদ্ধপিটকে অগস্ত্য—অকিত্ত-(অগস্ত্য-) জাতকে অগস্ত্যের আখ্যান আছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ অগস্ত্যের কঠোর তপশ্চর্যা, সংসার-ত্যাগ এবং দক্ষিণাপথে ও বহির্ভারতে গমনের কথা আছে। নেপাল ও তিব্বতে এই জাতক বিশেষ প্রচলিত আছে। নেপালী শাস্ত্রে অগস্ত্য-পূজার বিধি আছে। [অগস্ত্যজাতক দ্র°] অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে (৫. ৩৭) অগস্ত্য সোম-পত্নী রোহিণীর প্রতি অবৈধ প্রেমে আসক্ত ছিলেন বলিয়া উক্তি আছে।

তীরন্দাজ অগস্ত্য—ঋষি অগস্ত্যের নাম মৃগয়াবিদ্যা ও ধনুর্বিদ্যার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। মনুসংহিতায় (৫. ২২) তিনি একজন নিপুণ শিকারী ও তীরন্দাজরূপে কথিত। যজ্ঞার্থে মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি বধের ব্যবস্থায় অগস্ত্যের উল্লেখ আছে (মনু° ৫. ২২; ব-সূ° ১৩,১৫)। মহাভারতে (১. ১১৮,১৪-১৫) দেখা যায়, অগস্ত্য দেবার্থে মৃগবলি দিয়া মৃগয়া বিধি-সম্মত করেন।

বৈদ্যক ও ঐন্দ্রজালিক অগস্ত্য—অগস্ত্যের নাম বশীকরণ, যাদুমন্ত্র ও বৈদ্যক শাস্ত্রের সহিতও বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে আয়ুর্বেদের ও রসায়নবিদ্যার প্রবর্তক বলিয়া অগস্ত্যের খ্যাতি আছে। ঋগ্বেদে (১. ১১৭. ১১; ১. ১১৬. ১৪) অগস্ত্যকর্তৃক অশ্বিদ্বয়ের প্রার্থনা ও খেলের পত্নীর ছিন্ন পদস্থলে লৌহপদ-নির্মাণের আখ্যানে ইঁহার মূলসূত্রের আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদেও অগস্ত্য-রচিত একটা যাদুমন্ত্রের সূক্ত (১. ১৯১) আছে। অথর্ব-বেদে (২. ৩২; ৫. ২৩; ৪. ৩৭) বশীকরণ ও যাদুমন্ত্রে অগস্ত্যের উল্লেখ আছে।

গৃহ্যসূত্রে অগস্ত্য—সাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে চূড়াকরণের মধ্যে অগস্ত্যের উদ্দেশে জল উৎসর্গ করিবার বিধি আছে।° হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্রে (২. ১৯. ৬) আকাশের দক্ষিণপূর্ব দিকে নক্ষত্রগণের অগস্ত্যের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (৪. ২. ৯) একপ্রকারের গাভী-(বিষ্টকর্ণ্যঃ) সম্বন্ধে অগস্ত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

* নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
দক্ষিণা দিক্ কৃতা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্মণা।
—রা° ৩. ১১. ৮১

° ৫০৭ পৃষ্ঠা; SBE, xxix. 25ff.

অগস্ত্যের আশ্রম—দক্ষিণ প্রদেশে আর্য-প্রভাবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই অগস্ত্যের প্রসিদ্ধি। অগস্ত্যের এই প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার কথা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে (১৭. ১৭) স্তুতিচ্ছলে উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণের বর্ণনায় (৩. ১১. ২৯, ৩৯-৪৩; ১৯ অঃ; ১৭ অঃ; ৬. ১০৮. ৩৩) তাঁহার আশ্রম মহাদেব পর্বত ও গোদাবরীর অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল এবং মহাদেব পর্বত হইতে উহার দূরত্ব ছিল পাঁচ যোজন অর্থাৎ প্রায় ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে। পরবর্তী যুগে একাধিক স্থান তাঁহার আশ্রম বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্বে (৮৮. ১৮) ভারতের তীর্থসমূহের একটী বর্ণনায় অগস্ত্য-আশ্রম দাক্ষিণাত্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই বর্ণনাতেই আবার দেখা যায় যে উহা পূর্বদেশান্তর্গত প্রয়াগে অবস্থিত ছিল (৮৮. ১৯)। প্রয়াগের নিকটবর্তী একটী পাহাড় অগস্ত্যেরই নামে পরিচিত (ঐ, ৮৮. ২০-২১)। অনেকের মতে রুদ্রপ্রয়াগের ৬ ক্রোশ দূরবর্তী গাড়্বালের অন্তর্বর্তী অগস্ত্যমুনি নামক গ্রামই এই স্থান (GDI, 2)। উত্তর ভারতে মালবের নিকটবর্তী কোন স্থানে অগস্ত্যসরঃ নামেও একটী তীর্থ ছিল (মহা° ৩. ৮৭. ১২)। মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে দুর্জয় নামক স্থানে অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করিতে দেখা যায় (মহা° ৩. ৯৬. ১), কিন্তু উহার সংস্থান কোথায় ছিল তাহা স্থির করা যায় না—তবে উহা গঙ্গার নিকটবর্তী বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। অন্য স্থানে দেখা যায় যে অর্জুন বনবাসকালে অগস্ত্যবট নামক স্থানেও গিয়াছিলেন (১. ২১৭. ২)। হরিবংশে দেখা যায়, তুঙ্গভদ্রা-তীরে কুঞ্জর পর্বতে তাঁহার আশ্রম ছিল। রামায়ণে রামচন্দ্র প্রথমে বর্তমান নাসিকের নিকটবর্তী দণ্ডকারণ্যে অগস্ত্যের আশ্রমে অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু অন্যত্র দেখা যায়, ঋষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া তারকা রাক্ষসীর বধার্থে যে তারকা-অধ্যুষিত স্থানে গমন করেন তথায় অগস্ত্য বাস করিতেন (১. ২৭ অঃ; ২৮. ৮-১২)। এই বর্ণনায় যে ভৌগোলিক নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে অনুমিত হয় যে এই স্থান শাহাবাদ জেলার অন্তর্বর্তী গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল।

এই সমুদয় বিবরণ হইতে অগস্ত্যের আশ্রমের সংস্থিতি-সম্বন্ধে কোনরূপ স্থির নির্দেশ করিতে পারা যায় না। ভারতের সম্পূর্ণ দক্ষিণে ইঁহার আবাসস্থানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অটহোলে. ইঁহার আশ্রম ছিল বলিয়া ঐ স্থানকে দক্ষিণকাশী বলা হইয়া থাকে। অগস্ত্য-সম্বন্ধে তিব্বত, নেপাল, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, বোর্নিও, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে এত বেশী পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে যে উহাদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা অসম্ভব। উত্তর ভারতের সংস্কৃত পুরাণগুলির অনুরূপ আখ্যান দক্ষিণ ভারতের তামিল পুরাণগুলিতেও আছে। স্কন্দপুরাণের কাশী-খণ্ডে অগস্ত্য-কর্তৃক গঙ্গা-আনয়নের কাহিনীর সহিত দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত তাম্রপর্ণী লাভের আখ্যায়িকায় সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাঁহার সহিত বিদর্ভরাজকন্যা লোপামুদ্রার বিবাহের আখ্যান ও কাবেররাজকন্যা কাবেরীর বিবাহের আখ্যানের মিল আছে। কথিত আছে, তিনি বারাণসীতে বেদধর্মপ্রচারে ব্যাসদেবের সহযোগী ছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেবের সহিত মত-দ্বৈধ হওয়ায় তিনি দক্ষিণাপথে গমন করেন।

অগস্ত্যের তীর্থ গৌতম সমুদ্রের তীরে বা নিকটে অবস্থিত এবং পাণ্ড্য ও দ্রবিড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল (মহা° ৩. ৮৮. ১৩; ৩. ১১৮. ৪)। সুগ্রীব হনুমানকে ভৌগোলিক নির্দেশ দিবার সময় এক সুবৃহৎ নদীর (কাবেরী নদীর) তীরবর্তী মলয় পর্বতে অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন (রা° ৪. ৪১ অঃ)। এই সংবাদের অনুকূলে দেখা যায়, মাদ্রাজে ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের নেয়াত্তিঙ্কর তালুকের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশের অনন্তসংলগ্ন শঙ্কুর মত একটী শিখরের নাম অগস্ত্যমলয়; উহাকে পোতিয়মলয় ও অগস্ত্যকূটও বলা হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট উহা সহ্যপর্বত বা সহ্যাদ্রি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই পর্বত তিনেভেলি ও ত্রিবাঙ্কুর জেলার সীমারূপে অবস্থিত। এই পর্বত হইতে নেয়ার নদী ও পবিত্র তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এখনও অগস্ত্য ঋষি এই পর্বতের শিখরে যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন।[৫] অগস্ত্যমলয়ের নিকটবর্তী কোন স্থানে ইনি বাতাপি নামক দৈত্যকে ভক্ষণ করিয়া সংহার করিয়াছিলেন।[৬] দাক্ষিণাত্যে বেদারণ্যের নিকটবর্তী একটী গ্রামের নাম অগস্ত্যপল্লী। মেরুপর্বতে শিব ও পার্বতীর বিবাহের সময় যখন সমস্ত দেবতা বিবাহস্থানে উপস্থিত হন তখন দেবতাদের ভারে উত্তর প্রদেশ নিম্নদেশে নামিতে থাকে। মহাদেব তখন অগস্ত্যকে দক্ষিণ প্রদেশে গিয়া উহার সমতা রক্ষার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। অগস্ত্য সেই আদেশানুসারে অগস্ত্যপল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।[৭] রামায়ণে দেখা যায়, দক্ষিণে সিংহলেরও পরে একটী পর্বতে তাঁহার আশ্রম ছিল (৪. ৪১. ৫০)। কাশীধামে যে অগস্ত্যকুণ্ড বর্তমান তাহাও তাঁহার আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

অন্যান্য স্থান হইতে অগস্ত্যের আশ্রমের যে নির্দেশ পাওয়া যায় সেগুলিও এখানে প্রদত্ত হইল :—

(ক) নাসিকের ২২ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত অগস্তিপুরী এবং নাসিকের পূর্বপ্রান্তে অকোলা (রা° ৩. ১১অঃ)। (খ) বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কোলাপুর; (গ) বোম্বাইএর কলাদগি জেলার বাদামী (বাতাপিপুর) নামক স্থানের দেড় ক্রোশ পূর্বে মলকূট নামক পর্বত; (ঘ) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সন্দীপা নামক স্থানের এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে

---

৫ IG, v. 71; Caldwell: Dravidian Grammar, Int. 118. ভাগ—'অধিরাজক', ৪ অঃ।

৬ Jagadisha Iyar: Southern Indian Shrines, 103.

৭ ঐ

ও ইটাহ্‌র ২০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে সরাইঘা-ঘাট নামক স্থান[৮] এবং (ঙ) বৈদূর্য বা সাতপুরা পর্বত (মহা° ৩. ৮৮. ১৮)।

মহাদেব পর্বতের ১৫ ক্রোশ দূরবর্তী স্থান হইতে রামায়ণের পঞ্চবটী পর্যন্ত মধুক নামক বিস্তৃত অরণ্য ছিল। বর্দা ও পেনগঙ্গা নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং ইন্দ্যাদ্রি পর্বত ইহার অন্তর্গত ছিল। মধুকারণ্যের উত্তরাভিমুখে ন্যগ্রোধ পর্যন্ত একটি পথ ছিল (হরি° ৩৮ অঃ)। অগস্ত্য বিদর্ভ-রাজকন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন (মহা° ৩. ৯৬ অঃ, ৯৭ অঃ)। বিদর্ভের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে অগস্ত্যের তাপ্তী নদীর শাখা পূর্ণা নদীর অর্থাৎ প্রাচীন পয়োষ্ণী নদীর তীর দিয়া পশ্চিম দিকে যাওয়া সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে নাগপুরের নিকটবর্তী কোন স্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল বলিয়া নির্ধারিত করা যাইতে পারে।

এইরূপ ভারতের বহু স্থানে এবং বহির্ভারতে অগস্ত্যের আশ্রমের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে ভারতের নানা স্থানে ও বহির্ভারতে অগস্ত্য-সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। অগস্ত্য যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাত্র এক স্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল না।

দক্ষিণভারতে ও বহির্ভারতে অগস্ত্য —দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা-বিস্তারের সহিত অগস্ত্যের নাম নিবিড় ভাবে জড়িত। দক্ষিণ ভারতেই আর্যধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বহির্ভারতেও আর্য-সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারত মনুষ্যের বসবাসের উপযোগী করিয়াছিলেন বলিয়া রামায়ণে বহু বার উল্লেখ আছে; রামচন্দ্র লঙ্কাবিজয় ও রাবণবধকে অগস্ত্য-কর্তৃক অগম্য দাক্ষিণাত্যগমনের সহিত তুলনা করিয়াছেন (রা° ৬. ১১৭. ১৩-১৫)। অগস্ত্য দক্ষিণাপথে ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টারূপে দেবপদবাচ্য হইয়া রহিয়াছেন। বহির্ভারতে শ্যাম, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, বোর্নিও ও সুমাত্রা প্রভৃতি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও তিনি আর্য-সভ্যতা বিশেষতঃ শৈবধর্মের প্রচারক বলিয়া খ্যাত। এই সকল দেশে তিনি শিবপদবাচ্য হইয়া পূজা লাভ করিয়াছেন। অগস্ত্যের নানা মূর্তিও এই সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে যেমন শৈবধর্ম ও বহু শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠার সহিত তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট, বহির্ভারতেও সেইরূপ শৈবধর্ম ও শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠাতৃরূপে তিনি চিরস্মরণীয়। সেই সুদূর অতীতে অগস্ত্য-কর্তৃক সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আর্য-উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনীর ঐতিহাসিক প্রমাণেরও অভাব নাই। কাম্বোডিয়ায় অগস্ত্যের নাম কুম্ভমুনি বলা হইত। সম্প্রতি অঙ্কোর-ভট নামক স্থানে আবিষ্কৃত লিপিতে অগস্ত্য নামধেয় আর্যঋষির কীর্তিকাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির কয়েকটি স্থান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় সেই সকল অংশ পাঠ করা যায় না। লিপিতে দেখা যায়, আর্যদেশোদ্ভব শিবারাধনতৎপর অগস্ত্য নামক ঋষি যোগ-প্রভাবে কম্বুদেশে পূজার জন্য শ্রীভদ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আনয়ন করেন এবং বহু কাল শিবারাধনা করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করেন।[*] কাম্বোডিয়ার চোবাঙ-পে পর্বতে আবিষ্কৃত ৮১১ শকের একখানি শিলালিপিতে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ নৃপতি যশোবর্মা আপনাকে অগস্ত্যের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই শিলালিপি-অনুসারে অগস্ত্য কাম্বোডিয়ার রাজসিংহ-বংশীয়া যশোমতী নামে এক কুমারীকে বিবাহ করেন—তাঁহার গর্ভে নরেন্দ্রবর্মা নামে এক পুত্র জন্মে।[*] কাম্বোডিয়ার অন্যান্য কতিপয় বংশতালিকারও এই উক্তি দেখা যায়। অগস্ত্যের নামের সহিত কাম্বোডিয়ার ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। শিলালিপির উক্তি-অনুসারে কাম্বোডিয়ার বিশাল শিবমন্দিরগুলি অগস্ত্য-কর্তৃক স্থাপিত। অগস্ত্য দক্ষিণাপথ হইতেই যে বহির্ভারতে গমন করেন তাহার সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতীয় পঞ্চ-লৌহ প্রতিমূর্তির অনুরূপ বহু মূর্তি শ্যামদেশে পাওয়া যায়; আশ্চর্যের বিষয়, তাহাদের কতকগুলিতে আবার তামিল লিপিও আছে। বহির্ভারতে এইরূপে আর্যসভ্যতা-বিস্তারের বহু নিদর্শন বর্তমান। কাম্বোডিয়ার সহিত দক্ষিণ ভারতের যোগসূত্র-স্থাপনের অন্যান্য প্রমাণেরও অভাব নাই। স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, বহ্লানন্দ নামে একজন শাক্যবংশীয় রাজা মহাদ্রি-(শোণপর্বত-) স্থিত তীর্থক্ষেত্রে কম্বোজদেশীয় অশ্বে (কম্বোজ-হয়) আরোহণ করিয়া গমন করায় সেই তীর্থের পবিত্রতা নষ্ট হয়। অগস্ত্যের উপদেশে সেই রাজা সোমেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা আরম্ভ করেন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি পূজায় নিঃশেষ করিয়া অগস্ত্য ও তৎপত্নী লোপামুদ্রার স্নেহভাজন হন (স্কন্দপু° মাহে° অরুণ°)। শ্যাম ও কাম্বোডিয়ার সংস্কৃতি তথা সভ্যতা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তৃতিরই নিদর্শন।

পুরাণগুলিতেও অগস্ত্যের বহির্ভারতে গমনের কথা আছে। বায়ুপুরাণে (৪৮, ২০, ২২, ২৩) দেখা যায়, তিনি ভারতমহাসাগরস্থিত বর্হিণ (বর্তমান বোর্নিও) দ্বীপ, বরাহদ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ, মলয়দ্বীপ প্রভৃতিতে গমন করেন। মলয়দ্বীপের মহামলয় পর্বতে তাঁহার আশ্রম ছিল। সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে অতিপ্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব যে এই সকল দেশে গিয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণে সুমাত্রাদ্বীপে মলয় নামক পর্বতের উল্লেখ আছে। যবদ্বীপ

[৮] Fuhrer: Monumental Antiquities & Inscriptions.

[*] সেই লিপির কিয়দংশ—"আর্যদেশে সমুৎপন্নঃ শিবারাধনতৎপরঃ যো যোগেনাগতঃ কম্বুদেশেস্মিন্ ……শ্রীভদ্রেশ্বর শম্ভোর্লিঙ্গস্যার্থম্, সমারাধ্য চিরকালম্ জন্মজাং প্রয়াতো পরমেশ্বরম্, …… দ্বিজ-সত্তা …… সিদ্ধিঃ …… শান্ত-মনসঃ—Inscriptions Sanscrites de Champa et du Cambodge, 1893, lxv. 48a-b, 380 (560).

[*] Bergaigne: ibid. Stele de Prah Bat, 355 (175).

সুমাত্রা, বোর্নিও, সুম্বা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ঐতিহাসিক তথ্য ও শিলালেখমালায় অতি প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই সকল স্থানের শিবমন্দিরগুলি অগস্ত্য-সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। চীনদেশীয় ঐতিহাসিকের বিবরণে দেখা যায়, প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে (১৩৭ খ্রীঃ) চম্পা নামক হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিলে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধ প্রচারকগণের পূর্বে হিন্দু প্রচারকগণ এই সকল দেশে গমন করিয়াছিলেন। পুরাণ ও হরিবংশে অগস্ত্য-কর্তৃক শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা আছে।

যবদ্বীপে দক্ষিণ কেডুর চঙ্গল নামক স্থানে ৬৫৪ শকের (৭৩২ খ্রীঃ) সংস্কৃতে ক্ষোদিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, উহাই যবদ্বীপে প্রাপ্ত লিপিমালার মধ্যে প্রাচীনতম। লিপিটিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"আসীদ্ দ্বীপবরং যবাখ্যং অতুলং(ম্) ধান্যাদিবীজাধিকম্
সম্পন্নং কনকাকরৈ স্তদমরৈ(:) র্নিনোপার্জিতম্।
শ্রীমৎ কুঞ্জরকুঞ্জদেশনিহিত বংশাদিতীর্থ ধ্রুবম্।
স্থানং দিব্যতমং শিবায় জগতঃ শম্ভোস্ত যত্রাদ্ভুতম্॥"

অর্থাৎ—"সকল দ্বীপের শ্রেষ্ঠ যব নামে দ্বীপ ছিল; তাহা অতুল ধান্য, শস্য ও বীজাদিতে সমৃদ্ধ; তাহা স্বর্ণখনিতে ও মরণশীল জীবে পরিপূর্ণ; সেই স্থানে জগতের হিতার্থ কুঞ্জরকুঞ্জদেশবাসী এক বংশকর্তৃক কুঞ্জরকুঞ্জদেশ হইতে শম্ভুর (শিবের) দিব্য অত্যাশ্চর্য মন্দির স্থানান্তরিত বা স্থাপিত হয়।"

লিপিটী অতি দীর্ঘ। উহার অন্যান্য অংশ হইতে স্থির করিতে পারা যায় যে কুঞ্জরকুঞ্জদেশবাসী এক নৃপতি যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ কুঞ্জরকুঞ্জের মন্দিরশিল্পের আদর্শে সেই স্থানে এক শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। কুঞ্জরকুঞ্জ বিজয়নগররাজ্যের অন্তর্গত কুঞ্জরকোণ (কন্নড়—'আনে গোন্দি') নামক স্থান। হরিবংশমতে ভৃগুতুঙ্গপ্রাতীরস্থ কুঞ্জরকুঞ্জ পর্বতে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। এই স্থানে তিনি একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরেরই আদর্শে সঞ্জয় যবদ্বীপে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

চঙ্গলের লিপির সহিত অগস্ত্যের শৈবধর্ম-প্রচার জড়িত। যবদ্বীপের মধ্যদেশে প্রাপ্ত অন্য একটী লিপিতেও তাঁহার নাম শিবমন্দির-প্রতিষ্ঠার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। যবদ্বীপের প্রাচীনতম শিবমন্দির (শম্ভুস্থান) অগস্ত্য-বংশীয়-কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া খ্যাত। উক্ত লিপিতে দেখা যায়—

"বিহিতে কলসজন্মা ভদ্রলোকাভবে বিবুধগেহে।
তস্যাপ পুত্রপৌত্রাঃ ভবন্ত লব্ধেষ্টপরজীবাঃ॥"

অর্থাৎ—"কলসজ (অগস্ত্য) ভদ্রলোক নামে অভিহিত দিব্য ভবন (মন্দির) নির্মাণ করেন—তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়গণের হৃদয়ের অভীষ্ট এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক।"

লিপিটী বিচার করিলে দেখা যায় যে অগস্ত্যবংশীয় কতিপয় ব্যক্তি যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। চঙ্গলের ও পূর্বোক্ত লিপির বিচার করিলে দক্ষিণ ভারত হইতে যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রাজা সঞ্জয় ও অগস্ত্য-গোত্রীয় ছিলেন। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণের ৪৯ গোত্রের মধ্যে অগস্ত্যগোত্র অন্যতম। যবদ্বীপে অগস্ত্য-গোত্রীয়ের সন্ধানও পাওয়া যায়।[১০]

যবদ্বীপে অগস্ত্য বা অগস্ত্যবংশীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। এই স্থানে অগস্ত্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবেরও অগ্রগণ্য দেবতারূপে পূজিত হইতেন। দ্বীপের প্রায় সকল অংশেই শিবগুরু অগস্ত্যের মূর্তি পাওয়া যায়। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তিনি বিশেষতঃ শিবগুরু, ভট্টারকগুরু ও বলেঙ[১১] নামে পরিচিত। যবদ্বীপের বহু বংশের তিনি আদিপুরুষ দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতীয় শিল্পের প্রচারক। যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের লোকেরা তাঁহার নামে শপথও গ্রহণ করে। একটী প্রাচীন কবিলেখে তাঁহাকে হরিচন্দনের ঋষি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। চন্দনকাষ্ঠ-(হরিচন্দন-) দ্বারা পূর্বে যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যে তাঁহার মূর্তি প্রস্তুত হইত তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম যবদ্বীপে মালেঙ জেলায় দিনয় নামক স্থানে প্রাপ্ত ৬৮২ অগস্ত্য-শকাব্দের একখানি শিলালিপিতে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে তৎসমুদয়ের মর্মানুবাদ এইরূপ—

"কীর্তিপ্রিয় মনস্বী নৃপতি তাঁহার পূর্বপুরুষ-কর্তৃক স্থাপিত দেবদারুনির্মিত মূর্তি ভূতলে পতিত দেখিয়া শিল্পিপ্রধানগণকে কৃষ্ণ-প্রস্তরের একটী সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দেন। ৬৮২ অগস্ত্যশকে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্রবার পক্ষসন্ধি প্রতিপদ তিথিতে কুম্ভলগ্নে এই শ্রীসম্পন্ন নৃপতি বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ, যতিগণ ও নিপুণ শিল্পিগণের দ্বারা কুম্ভযোনির একটী মূর্তি স্থাপন করেন।" *

দাক্ষিণাত্যে শকাব্দ অগস্ত্য-প্রবর্তিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যে নৃপতি অগস্ত্যের প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি গজয়ন নামে খ্যাত। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই সময়ের পূর্ববর্তী মূর্তিসমূহ সাধারণতঃ কাষ্ঠে নির্মাণ করা হইত। যবদ্বীপে প্রাপ্ত অগস্ত্য-

১০ Tijdschrift Voor Indisch Taak, Land-Envolkenkunde. Deel xx. 1873, 89-117; H. Kern Essays, 293.

১১ Bulletin of the Department of Indian History & Archaeology, No. 1.

* পূর্বৈঃ কৃতং তু সুরদারুময়ীং সমীক্ষ্য
কীর্তিপ্রিয়ঃ ত্বগস্ত্যপ্রতিমাং মনস্বী
আজ্ঞাপ্য শিল্পিনঃ অয়ং সঃ দীর্ঘদর্শী
কৃষ্ণাদ্ভুতোপলময়ীং নৃপতিঃ চকার
রাজ অগস্ত্যশকাব্দে নয়ন-বসু-রসে
মার্গশীর্ষে চ মাসে
আর্দ্রর্ক্ষে শুক্রবারে প্রতিপদি দিবসে
পক্ষসন্ধৌ ধ্রুবে
ঋত্বিগ্‌ভিঃ বেদবিদ্ভিঃ যতিবর-সহিতৈঃ
স্থাপকাদ্যৈঃ
কর্মজ্ঞৈঃ কুম্ভলগ্নে দৃঢ়মতিমহতা
স্থাপিতঃ কুম্ভযোনিঃ।"

মূর্তিসমূহ দক্ষিণভারতের বেদারণ্য, চিদম্বরম্, নারায়ণবনম্, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের অগস্ত্য-মূর্তির অনুরূপ। মূর্তিগুলিতে অগস্ত্যের মাথায় জটামুকুট, মুখে দীর্ঘশ্মশ্রু, হস্তে কমণ্ডলু ও অক্ষমালা এবং কটিদেশ স্থূল দেখা যায়। যবদ্বীপে প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত প্রায় ৪০টী অগস্ত্যমূর্তি পাওয়া গিয়াছে; উহাদের অধিকাংশই লাইডেন ও বাটাভিয়ার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

ভারতবর্ষ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাপ্ত অগস্ত্যের মূর্তিগুলির মধ্যে যবদ্বীপের চণ্ডি-বনানে প্রাপ্ত মূর্তিই শিল্পকলার বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। ওলন্দাজ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ শ্মশ্রুমণ্ডিত ও স্থূলোদরবিশিষ্ট অগস্ত্যমূর্তিকে শিব বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অগস্ত্যের শিবগুরু নামই এই ভ্রমোৎপাদনের কারণ। Dr. Vogelও এই ভ্রম করিয়াছেন।

যবদ্বীপের অতি প্রাচীন ধর্ম ও সভ্যতা যে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার নিদর্শন তাহার অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়। এইস্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ ও দুর্গা প্রভৃতির মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। যবদ্বীপের মধ্যপ্রদেশে দিয়েঙ্ অধিত্যকায় প্রাপ্ত মূর্তিনিচয় ভারতীয় শিল্পকলার অনুরূপ। যবদ্বীপের মূর্তিগুলি ভারতীয় শিল্পের পরিচয় দিলেও দক্ষিণ ভারতে তদনুরূপ প্রাচীন মূর্তি বিরল। যবদ্বীপে প্রাপ্ত লিপিপ্রণালীর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ঐ লিপিপদ্ধতির সহিত করমণ্ডল উপকূলের পল্লববংশীয় নৃপতিগণের শিলালেখমালার সাদৃশ্য আছে। যবদ্বীপের কোয়েটিঞ-লিপির অক্ষরের সহিত ৭ম শতকের মহেন্দ্রবর্মার গুহালিপির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।[১৫]

যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও রাজবংশাবলী আলোচনা করিলে মনে হয়, অগস্ত্য স্বয়ং তথায় গিয়াছিলেন। তথায় তিনি রাষ্ট্রনীতিরও পরিচালন করিতেন। বিভিন্ন সময়ে ভারত হইতে তিনি আপনার প্রতিভূস্বরূপ শাসনকর্তা বা নৃপতি প্রেরণ করিতেন। একটী প্রবাদে দেখা যায়, যবদ্বীপের কোন হিন্দু রাজা নিহত হইলে ভট্টারগুরু (অগস্ত্য) ক্লিঙ্গ-(কলিঙ্গ-) দেশের সউইল-অচল (সহ্যাদ্রি) হইতে তথায় সুমেরুপর্বতের পাদদেশে গিলিংবেশি নামক রাজ্যে রাজত্ব করিতে পাঠান। অন্য একটী আখ্যায়িকায় দেখা যায়, 'অজি জয় বায়' (জয়বাহ) নামক গ্রামে একজন রাজা ভট্টারগুরুর আদেশে কুরুযুদ্ধের (মহাভারতের যুদ্ধের) আবৃত্তি করিয়াছিলেন 'মহাভারতযুদ্ধকাব্য' আজিও যবদ্বীপের জাতীয় কাব্যরূপে পরিগণিত।

১৫০ খ্রীঃ টলেমি বাদামীর (Badiamaoi) উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে বাদামী হিন্দুরাজ্যের একটী কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কতকগুলি শিলালেখে বাদাপির (বাদামীর) উল্লেখ দেখা যায়। উহাতে স্থির হয় যে খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে পল্লববংশীয় সিংহবিষ্ণুর নিকট হইতে চালুক্যরাজ ১ম পুলকেশী বাদামী অধিকার করেন। বাদামী ও অইহোলে বহু প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের নিদর্শন আছে। অগস্ত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তারের ফলে যে এই প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। অগস্ত্য-সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রবাদ ও আখ্যায়িকাগুলির অধিকাংশই অধুনা শিলালেখ প্রমাণে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। তিনি যে দক্ষিণ ভারতের বহু রাজবংশের বিশেষতঃ পাণ্ড্যবংশের গুরু বা পুরোহিত ছিলেন তাহার প্রমাণও বহু স্থানে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত সিন্নমণুর প্রশস্তিতে শ্লোকিত আছে—"হিতোদিনারতি মহাপার্থীনাং হিমাচলারোপিতশাসনানাং পুরোহিতো 'কুম্ভাবলীপার্থীনাং বহুগুণানাং ভগবান্ অগস্ত্যঃ।" এই প্রশস্তিরই শেষাংশে রাজা জটিলবর্মা পাণ্ড্য আপনাকে অগস্ত্যশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের অগস্ত্যমন্দিরগুলির মধ্যে দুইটী মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। একটী উত্তর আর্কটের পুত্তুর রেলস্টেশনের নিকটবর্তী নারায়ণবন নামক স্থানে ও অপরটী করমণ্ডল উপকূলের নিকটবর্তী বেদারণ্যে অবস্থিত। অগস্ত্যের যাত্রা মাত্র দক্ষিণাপথেই আবদ্ধ ছিল না। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রবাদ-অনুসারে তিনি তথায় অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকালের জন্য অন্তর্হিত হইতেন। তাঁহার এই অন্তর্ধানের সহিত শ্যাম, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, বলি প্রভৃতি দেশে আর্যসভ্যতা তথা শৈবধর্মপ্রচারের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। অগ্নিপুরাণে দেখা যায়, দ্বীপজাত চন্দনকাষ্ঠ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।* সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ চন্দনকাষ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ।

অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যের বনভূমি মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়া আর্য-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে একটী তামিল আখ্যান প্রচলিত আছে। প্রবাদ, উত্তর ভারতে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর ভারের সমতা রক্ষায় বিঘ্ন ঘটিতেছিল। সেইজন্য হিমালয়ে দেব ও ঋষিগণের মন্ত্রণাসভায় অগস্ত্যকে দক্ষিণভারতে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হয়। বিশ্বের কল্যাণকল্পে অগস্ত্য এই প্রস্তাবে সম্মত হন। প্রথমে তিনি গঙ্গানদীর নিকট হইতে কাবেরীকে গ্রহণ করেন। অতঃপর ঋষি জমদগ্নির অনুমতি লইয়া তাঁহার পুত্র তৃণধূমাগ্নিকে এবং ঋষি পুলস্ত্যের নিকট হইতে তাঁহার কুমারী ভগিনী লোপামুদ্রাকে সঙ্গে লইলেন। অতঃপর তিনি সঙ্গিগণসহ দ্বারকায় আসিয়া বৃষ্ণিবংশীয় ১৮টী রাজপরিবার এবং ১৮কোটি বেলির ও অরুবলর-জাতীয় লোক সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন। দাক্ষিণাত্যে বেলির ও অরুবলর-জাতীয় লোক অদ্যাপি বাস করিতেছে। মহীশূরের অন্তর্গত দ্বারসমুদ্রম্ দ্বারকার নামানুকরণে রাখা হইয়াছিল।[১৬] কোন কোন ঐতিহাসিক অগস্ত্যের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে কল্পনাপ্রসূত পৌরাণিক আখ্যান বলিয়া প্রতিপন্ন

১৫ Dr. Vogel: 'The Yupa Ins. of King Mula-Varman', Bijdragen Jot de Taal-Land-en Volkenkunde, Deel 74, 1918, 230-32.

* 'দ্বীপান্তরে সমুৎপন্নং দেবানাং পরমং প্রিয়ম্।
বাঞ্ছানাং সর্বভূতানাং চন্দনং প্রতিগৃহ্যতাম্।'

১৬ M. S. Aiyangar: Tamil Studies, 45. S. L. Aiyangar: Some Contribution of South India to Indian Culture, 43-46.

করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সে ধারণার কোন প্রকৃষ্ট ভিত্তি নাই। শুধু পৌরাণিক নহে, শিলালেখমালা, মূর্তিশিল্প প্রভৃতি অগস্ত্যের ঐতিহাসিক সত্তার বিশিষ্ট নিদর্শন। 'মণর-কাঞ্চি' নামক তামিল গ্রন্থে দেখা যায়, পাণ্ড্যরাজ-পুরোহিত অগস্ত্যের রাজনৈতিক কৌশলে লঙ্কাধিপতি রাবণ তামিল-রাজ্য আক্রমণ না করিয়া পলায়ন করেন।[১৪] দাক্ষিণাত্যে আবিষ্কৃত একখানি ক্ষোদিত লিপিতে (Velvikudi Grant) দেখা যায়, অগস্ত্য পাণ্ড্যরাজবংশের পুরোহিত ছিলেন। রাজা সুন্দর আপনাকে অগস্ত্যশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে অগস্ত্য জ্ঞান ও ধর্মের আদিগুরুরূপে পূজিত। দাক্ষিণাত্যের বহু তীর্থ তাঁহার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। কথিত আছে, অদ্যাপি তিনি অমররূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে ত্রিবাঙ্কুরের অগস্ত্যমলয়ে বাস করিতেছেন। এই পর্বত হইতে তিনেভেলির পবিত্র নদী পোরুনৈই ■ তাম্রপর্ণী উৎপন্ন হইয়াছে।[১৫] অগস্ত্য তামিল লিপির প্রবর্তক এবং তামিল ভাষার ও তামিল ব্যাকরণের আদিগুরু। তামিল-সঙ্গমেরও তিনি আদিগুরু। তিনি মাদুরায় তামিল শিক্ষাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

অগস্ত্যশিষ্য — অগস্ত্যের শিষ্যদিগের মধ্যে দ্বাদশ জনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। (১) তোল্‌কাপ্পিয়নার, (২) সেম্পুট্টেয়্‌, (৩) অতঙ্কোট্টান্‌, (৪) তুরালিঙ্গন্‌, (৫) কলারম্বন্‌, (৬) বায়্‌প্‌পিয়ন্‌, (৭) পনম্পারন্‌, (৮) বাইয়াপ্‌পিকন্‌, (৯) অবিনয়ন্‌, (১০) কক্কৈপটিনিয়ন্‌, (১১) নররক্কল্‌ ও (১২) বামনন্‌। এতদ্ভিন্ন শিকণ্ডী নামক অন্য একজন অগস্ত্য-শিষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অগস্ত্যের শিষ্যদিগের মধ্যে তোল্‌কাপ্পিয়নার বিশেষ খ্যাত। তিনি প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ 'তোলকাপ্পিয় প্রণেতা।

প্রচলিত আখ্যায়িকা-অনুসারে তোল্‌কাপ্পিয়নার জমদগ্নির পুত্র তৃণধূমাগ্নির তামিল নাম; ইনি তামিলদেশে তৃণধূমাগ্নি নামেও পরিচিত। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞান ও সভ্যতা-বিস্তারে তোল্‌কাপ্পিয়নার অগস্ত্যের প্রধান সহযোগী ছিলেন। অগস্ত্য তামিল ব্যাকরণের আদি লেখক হইলেও তাঁহার রচিত তামিল ব্যাকরণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তোল্‌কাপ্পিয়নারের তামিল ব্যাকরণই তামিল ভাষার আদি ব্যাকরণের নিদর্শন। অগস্ত্যের ব্যাকরণে বার হাজার সূত্র ছিল বলিয়া কথিত আছে। অগস্ত্য ইয়ল, ইসই এবং নাটকম্‌ এই তিন শ্রেণীরই তামিল ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণ তামিল দেশে 'অগত্তিয়ম্‌' নামে পরিচিত। 'অগস্ত্য-সূত্রম্‌' নামে তাঁহার ব্যাকরণের সূত্র-সঙ্কলন বলিয়া পরিচিত একখানি ব্যাকরণের সূত্রগ্রন্থ তামিলদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু উহার ভাষা ও গুণ বিচার করিয়া উহাকে অগস্ত্যরচিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, বরং উহাকে তোল্‌কাপ্পিয়নারের পরবর্তী কালের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ঐতিহাসিকগণের মতে বিভিন্ন ব্যক্তির রচিত সূত্রসমাবেশে উহা সংকলিত। তোল্‌কাপ্পিয়নারের সময় খ্রীঃ-পূঃ ৪র্থ শতাব্দী বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তিনি অগস্ত্যের শিষ্য হইলেও বৈদিক ঋষি অগস্ত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে খ্রীঃ প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন তামিল সাহিত্যে অগস্ত্যের কোন উল্লেখ নাই।[১৬]

তামিল পুরাণগুলিতে সংস্কৃত এবং তামিল ভাষা শিবের সৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কন্দপুরাণে এবং তিরুবিলয়দলপুরাণে দেখা যায়, শিব যেমন পাণিনিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়াছিলেন সেইরূপ অগস্ত্যকেও তিনি তামিল ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। অন্য আখ্যান-অনুসারে সুব্রহ্মণ্য তাঁহাকে তামিল-ভাষা শিক্ষা দেন। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে শিব-জ্ঞানস্বামী তৎ-রচিত তোল্‌কাপ্পিয়সূত্রবৃত্তিতে বলিয়াছেন, তামিলভাষার সৃষ্টির সহিত অগস্ত্যের ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। জৈনদের মতে অগস্ত্য অবলোকিতের নিকট তামিলভাষা শিক্ষা করিয়া উহার প্রবর্তন করেন।[১৭]

বৈয়াকরণিক তোল্‌কাপ্পিয়নারও অগস্ত্যের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক ইন্দ্রজালে আবৃত হইয়াছেন। বায়ুপুরাণে ও দেবীভাগবতে তিনি দ্বাপরযুগের ২৩শ ব্যাস। তামিল পুরাণের কাহিনীতে দেখা যায়, অগস্ত্য তৃণধূমাগ্নির ভগিনী লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। যবদ্বীপে অগস্ত্যমূর্তির সহিত তৃণবিন্দু ও মারীচির বহু প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। যবদ্বীপে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলিতে অগস্ত্যমূর্তির দুইপার্শ্বে তৃণবিন্দু ও মারীচির মূর্তি পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলিতে স্পষ্ট নাগরী অক্ষরে মূর্তির নাম লেখা আছে।[১৮]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, তৃণবিন্দুর কন্যা দ্রবিড়া বা ইড়বিলার সহিত পুলস্ত্যের বিবাহ হয়। এই আখ্যায়িকার অনুরূপ কাহিনী তামিলদেশেও প্রচলিত আছে। এই কাহিনী-অনুসারে অগস্ত্য পুলস্ত্যের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সূত্রে তৃণবিন্দু তামিলভাষায় পরম পণ্ডিত অগস্ত্যের সহিত পরিচিত হন। তামিল প্রবাদে অগস্ত্য পদিয়িল বা মলয়পর্বতে আশ্রম স্থাপন করিয়া জমদগ্নিপুত্র স্বীয় শিষ্য তৃণবিন্দুর প্রতি নিজপত্নী লোপামুদ্রাকে উত্তরপ্রদেশের কোন স্থান হইতে লইয়া আসিতে আদেশ দেন এবং লইয়া আসিবার পথে উভয়ের মধ্যে চারি যষ্টি ব্যবধান রাখিবার নির্দেশ দেন। তৃণবিন্দু ও লোপামুদ্রা যখন বৈগৈ নদী অতিক্রম করিতেছিলেন তখন অকস্মাৎ নদীতে জোয়ার আসিয়া লোপামুদ্রাকে ভাসাইয়া লইয়া

---

১৪ M. S. Aiyangar: Tamil Studies, 52.

১৫ Caldwell: Compar. Gram. of Dravidian Languages.

১৬ M. S. Aiyangar: Tamil Studies, 149, 150. 183

১৭ ঐ

১৮ Eluttuzikaram Sirappayiram, Siva Siddhanta Publication. 1923, 14, 15. QIMS, xvii. 181, Fig. 9.

যায়। তৃণবিন্দু নিরুপায় হইয়া একটী বংশদণ্ডের সাহায্যে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এইরূপ স্পর্শদোষে অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন যে, তাঁহাদের জন্ম স্বর্গদ্বার রুদ্ধ থাকিবে। এইরূপ অবিচারে অভিশাপ দেওয়ার জন্য তাঁহারাও অগস্ত্যকে অনুরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন।[১৯]

কোন কোন ঐতিহাসিক অগস্ত্যের কাহিনী উত্তর ভারতে আর্য-জাতির অবাস্তর কল্পনা বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।[২০] অবশ্য অতিমানব পৌরাণিক কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। দ্রাবিড়জাতি ভিন্নদেশীয় একজন আগন্তুককে বিনা কারণে দেবপদবাচ্য করিয়া তুলিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তও করা যায় না। দক্ষিণ-ভারতে আর্য-সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তারকাল অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হইলে রামায়ণ, মহাভারত ও বেদাদি গ্রন্থের আলোচনা করিতে হয়। রামায়ণে অগস্ত্যের দক্ষিণাপথে গমনের জন্য বহু স্তুতিবাদ আছে। ঋগ্বেদে দক্ষিণাপথের কোন উল্লেখ নাই। বহুকাল পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত আর্যগণের গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল। বিন্ধ্যপর্বতের পূর্ব-দক্ষিণ ও পশ্চিমদক্ষিণপ্রান্তে আর্য-সভ্যতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ঐতরেয়-আরণ্যকে দেখা যায়, বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পিতার অভিশাপে অনার্য, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতির দেশে বাস করিতেছিল। এই সকল জাতির মধ্যে কতিপয় জাতির আবাস দক্ষিণ দেশে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের মতে পাণিনির আবির্ভাবকাল খ্রীঃ-পূঃ ৮ম শতক। পাণিনি কিন্তু বিন্ধ্যের দক্ষিণস্থ কোন দেশের নাম করেন নাই। বিদর্ভরাজ্যের কথাও তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে পাণিনির পূর্বে দক্ষিণ-ভারতে আর্য-সভ্যতা তথা অগস্ত্য-সংস্কৃতির বিস্তার সম্ভবপর নহে। গ্রীক্‌দূত মেগাস্থেনেস্ ও টলেমিদের বিবরণেও দাক্ষিণাত্যের কোন রাজ্যেরই উল্লেখ নাই। খ্রীঃ ৩য় শতকে মুকুন্দকদম্ব প্রথমে উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে বহু ব্রাহ্মণ লইয়া আসিয়াছিলেন; মহীশূরে আবিষ্কৃত লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[২১] এই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণ দক্ষিণাপথে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই কারণে জৈনপ্রবাদে অবলোকিতেশ্বরের সহিত অগস্ত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। মুকুন্দকদম্বের পূর্বে যে দক্ষিণাপথে একেবারে ব্রাহ্মণ ছিল না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প থাকিলে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা আর্য-সভ্যতা দক্ষিণাপথে বিস্তৃত হয় নাই, এইরূপ অনুমান করাও ঠিক নহে। আর্যাবর্তের সহিত দক্ষিণাপথের যোগাযোগ না থাকিলে খ্রীঃ-পূঃ ৩য় শতাব্দীর পূর্বে জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকগণ অনায়াসে দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। তবে অগস্ত্য-সম্বন্ধে এত অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে যে সেগুলি হইতে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা কঠিন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে অগস্ত্য ব্যতীত অগস্ত্যবংশীয় অথবা 'অগস্ত্য'নামধেয় অগস্ত্যবাদাবলম্বী বহু ব্যক্তি দক্ষিণ ও বহির্ভারতে আর্যধর্মের বিস্তার করিয়াছিলেন। যে সমুদয় ব্যাপার ও কার্য অগস্ত্য-কৃত বলিয়া প্রচলিত সেগুলি এত বিরাট্ যে তৎসমুদয় একজন অগস্ত্যদ্বারা সম্ভবপর নয়—বিভিন্ন সময়েও একই অগস্ত্যের অস্তিত্বও সম্ভবপর নয়।[২২]

অতি প্রাচীন তামিল সাহিত্যে অগস্ত্যের উল্লেখ না থাকিলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের যথেষ্ট স্তুতিবাদ আছে। কোন কোন তামিল নৃপতিকে ব্রাহ্মণশিষ্যও বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ষড়্‌বিধকর্মেরও (অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, পৌরোহিত্য, দান ও দানগ্রহণের) উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণরচিত বহু প্রাচীন তামিল গ্রন্থও দেখা যায়।[২৩] অকিওজ্ঞাতকে অগস্ত্যের দক্ষিণ-ভারতে গমন-সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা আছে। উহাতে দেখা যায়, অগস্ত্য এক পরম বিত্তশালী ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তিনি ও তাঁহার ভগিনী বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বারাণসীর কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন। নির্জন স্থানে বাস করিতে তিনি ভালবাসিতেন, কিন্তু সেই স্থানে দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসায় তিনি ভগিনীর অজ্ঞাতে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া তামিলরাজ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হন এবং কাবেরীপত্তনে আশ্রম স্থাপন করেন। সেই স্থানেও নির্জনে বাস করিতে না পারিয়া তিনি সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নাগদ্বীপের নিকটবর্তী কারাদ্বীপে বা অহিদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

'মণিমেখলৈ পদিকম্' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়, তিনি নিজের কমণ্ডলুতে কাবেরী নদীকে লইয়া দক্ষিণে গমন করেন এবং চোলরাজ কান্দমের অনুরোধে কাবেরীকে প্রবাহিত হইতে দেন। কান্দম পরশুরামের ভয়ে অগস্ত্যের শরণ লইয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। অন্য একজন চোলরাজ অগস্ত্যের নির্দেশে কাবেরীপত্তনে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ দিনব্যাপী মহোৎসব করেন। পূর্বে কাবেরীপত্তনের নাম ছিল চম্পা, কিন্তু কাবেরী নদী প্রবাহিত হওয়ায় ইহার নাম কাবেরীপত্তন হয়। বৌদ্ধযুগে যে অগস্ত্যের বিশেষ প্রভাব ছিল এই কাহিনী তাহার অন্যতম নিদর্শন।

শৈবধর্ম ও অগস্ত্য—দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান। শিবমন্দিরের ও শিবমূর্তির সংখ্যাও তথায় অল্প নহে। মন্দিরগুলির অধিকাংশের সহিত অগস্ত্যের নাম বিশেষভাবে জড়িত। কুমারিকা অন্তরীপের চার পাঁচ মাইল উত্তরে অগস্ত্যীশ্বর মন্দিরে অগস্ত্যের পূজা হইয়া থাকে। বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে এক সময় অগস্ত্য-মূর্তির পূজা হইত তাহার প্রমাণও পাওয়া

১৯ S. K. Aiyangar : Some Cotributions of South India to Indian Culture.

২০ K. N. Sivaraja Pillai : Agastya in the Tamil Land.

২১ Rice : Mysore & Coorg from Inscriptions, 27. 204.

২২ O. C. Gangoly : 'The Cult of Agastya and the Origin of Indian Colonial Art' । QIMS, xviii. 3, Jan. 1927।

২৩ Padirruppattao (Poem 24, 11. 6-8)

যায়। তাঞ্জোর জেলায় পাপনাশম্ স্টেশন হইতে তিন মাইল পূর্বে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে কল্যাণসুন্দরেশ নামক শিবমন্দির বর্তমান। প্রবাদ, এই পাহাড় হইতে অগস্ত্য কৈলাসে হরপার্বতীর বিবাহ দর্শন করিয়াছিলেন।[২৮] শৈবধর্ম সম্বন্ধে 'অগস্ত্য-জ্ঞানম্' দাক্ষিণাপথের শৈবগণের একমাত্র পথ-নির্দেশক। আর্য-উপনিবেশ-স্থাপনে অগস্ত্যের স্থান কিরূপ উচ্চে ছিল তাহা বিবেচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অগস্ত্য-প্রচারিত শৈবধর্ম এক বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল এবং এই ধর্মে গুরু মুক্তির অবলম্বন বলিয়া মুক্তির লক্ষ্যের সহিত তিনি একপদস্থ লাভ করিয়াছিলেন।[২৯]

অগস্ত্যরচিত গ্রন্থ—আর্যসভ্যতার সূত্রপাত হইতে ঋগ্বেদের সূক্তকারগণের মধ্যে অগস্ত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দক্ষিণাপথে শৈবগ্রন্থ, তামিল ব্যাকরণ (অগস্তিয়ম্), বৈদ্যকগ্রন্থ যোগশাস্ত্র ও বাস্তুবিদ্যার বহু গ্রন্থের রচয়িতারূপেও অগস্ত্য প্রসিদ্ধ। এই সকল গ্রন্থের কোন্‌গুলি প্রকৃতপক্ষে অগস্ত্যের রচিত তাহা বিচার করিয়া নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কালে বিভিন্ন গ্রন্থ লিখিয়া সেগুলি লোকপ্রিয় করিবার জন্য অগস্ত্যের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। অগস্ত্য-নামধেয় বহু ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে।

নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি অগস্ত্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ—(১) অগস্ত্যসূত্র (অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় ৩০টী স্তবক), (২) অগস্ত্যাষ্টকম্ (অগস্ত্যরচিত ৮টী শিবস্তোত্র), (৩) অগস্ত্য-স্মৃতি (ব্রাহ্মণ্য নিত্যকর্মপদ্ধতি), (৪) অগস্ত্য-সংহিতা (জ্যোতিষ ও ব্রহ্মসংহিতা-মূলক ৩২টী অধ্যায়ে বিভক্ত), (৫) অগস্ত্য-শিল্পম্ (শিল্প, স্থপতি ও ভাস্কর্য-বিদ্যার গ্রন্থ), (৬) অগস্তিয়সকলাধিকার (তামিলদেশে প্রচলিত মূর্তিশিল্পশাস্ত্রীয় গ্রন্থ) এবং (৭) অগস্ত্য-বাস্তুশাস্ত্রম্ (বাস্তুপদবিভাগ, বাস্তুপরীক্ষাবিধি, বাস্তুগ্রহণবিধি, মানসক্ষেত্র-প্রক্রিয়াবিধান, সভাবিধান, রাজগৃহ-বিধান, দুর্গনিবেশ, দুর্গাধিকরণ, স্কন্ধাবারবিন্যাস, রাজ-বেশ্মবিধান, প্রাকারবিধান, গোপুরবিধান, বেশ্মবাসাধিকার, প্রসূতিকাগারবিধান, নিশান্ত-প্রবেশ, দিবাস্থানবিধান, যন্ত্রবিধান প্রভৃতি অধ্যায়-সম্বলিত)। এতদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে পশুপালোপাখ্যানে অগস্ত্যগীতা, পঞ্চরাত্রে অগস্ত্যসংহিতা, স্কন্দপুরাণে অগস্ত্যসংহিতা ও শিবসংহিতা, ভাস্করসংহিতায় বৈধনির্ণয়তন্ত্রের উল্লেখ আছে (ব্রহ্ম-পু° ২. ১৬)।

অগস্ত্যের পূজা—অগস্ত্য সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্থান না পাইলেও নক্ষত্রমণ্ডলে স্থান পাইয়াছেন। শরতের প্রারম্ভে অগস্ত্য নক্ষত্র (Canopus) বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে প্রতিভাত হয় (তৈ-আ° ১. ২. ২; বরাহমিহির-বৃ-স° ১২. ১৭)। আকাশমণ্ডলে অগস্ত্য নক্ষত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাঋতুর শেষ হয়। ইহা শরতের আগমন সূচনা করে [অগস্ত্য, দ্র°]। পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায়, অগস্ত্য সমুদ্রজল শোষণ করিয়া করিয়া সূর্যকে মেঘমুক্ত ও বিন্ধ্যপর্বতের মস্তক নত করাইয়া সূর্যের গতিপথের বিঘ্ন দূর করেন। মহাভারতে (১৪. ৯২. ৪-) দেখা যায়, ইন্দ্র বৃষ্টিদান করিতে বিরত হইলে অগস্ত্য বৃষ্টিদান করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করেন। সম্ভবতঃ এই সকল কারণে পরবর্তী কালে তিনি অতিবৃষ্টি-নিবারণের দেবতারূপে পূজিত হন। অদ্যাপি মুজঃফরপুর অঞ্চলে বৃষ্টিনিবারণের দেবতারূপেও তাঁহাকে পূজা করা হয়। শিবসদৃশ অগস্ত্যের পূজার নিদর্শন ভারতের ও বহির্ভারতের বহু মন্দির ও মূর্তিতে দেখা যায়।[৩০] অগ্নিপুরাণে (২০৬ অঃ) অগস্ত্যার্ঘ্যদান-ব্রতের বিধান আছে। সূর্য কন্যারাশিতে গমন না করিলে তিন দিন অগস্ত্যের পূজা ও অর্ঘ্যদান করিতে হয়। উহার সহিত অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার পূজা করাও বিহিত। পুরাণে অগস্ত্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বলা হইয়াছে।[৩১] [অগস্ত্যার্ঘ্যদানব্রত দ্র°]

অগস্ত্যের ধ্যান—

"কাশপুষ্প প্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃপুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তুতে॥
আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃশোষিতো যেন সোঽগস্ত্যঃসম্মুখোঽস্তু মে॥"

[O. C. Gangoly: Agastya Cult in South India; Ihering: The Evolution of the Aryans; K. N. Sivaraja Pillai: Agastya in the Tamil Land; Seshagiri Sastri: Essay on Tamil Literature; M. S. Aiyangar: Tamil Studies; P. V. Jagadisha Ayyar: Southern Indian Shrines; Bulletin de la Commission Arcneologique de l'Indo-Chine Annee, 1908, 229, 231; 1912, 160; O. C. Gangoly: Migrations of Southern Indian Culture (Daily Express Annual, Mad 1925]

শ্রীঅজিত ঘোষ
শ্রীগৌরীশঙ্করকুমার ঘোষ

অগস্ত্য২—প্রসিদ্ধ তামিল বৈয়াকরণ-বি°। দক্ষিণ-ভারতে ইনি প্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি অগস্ত্যের অবতার বলিয়া খ্যাত। ইঁহার জন্মের প্রকৃত সময় নিরূপিত হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত প্রবাদ-অনুসারে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইনি শূদ্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি স্থায়, ধর্ম, স্মৃতি, বৈদ্যক ও রসায়নশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত ব্যাকরণ 'অগস্ত্য-ব্যাকরণ' নামে প্রসিদ্ধ।

অগস্ত্য৩—প্রসিদ্ধ দ্রবিড় শিল্পশাস্ত্ররচয়িতা। ইনি ময়মত, বিশ্বকর্মীয়, চিত্রসর, সারস্বত,

২৮ P. V. Jagadisha Ayyar: Sonthern Indian Shrines, 85.

২৯ O. C. Gangoly: 'The Cult of Agastya and the Origin of Indian Colonial Art' (QIMS, xviii. 3, Jan. 1927.

৩০ Crooke: The Popular Religion and Folklore of Northern India, i. 76.

৩১ "অগস্ত্যো ভগবান্ বিষ্ণুস্তস্যৈতাম্ প্রাঞ্জলিঃ।
অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং সত্রিভাগৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ
অর্ঘাং দত্ত্বা সমস্তায় পূজয়িত্বা হ্যপোষিতঃ॥
—অগ্নিপু° ২০৬. ১।

বিশ্বসার, চিত্রজ্ঞান, কপিঞ্জলসংহিতা, চক্রজ্ঞান, মানসার, ব্রহ্মশিল্প, ব্রহ্মযামল, নারদীয়, দীপ্তিসার, কৌমুদিক, আগস্তীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বিভিন্ন অধ্যায় সঙ্কলন করিয়া অল্পটীকাসহ 'শিল্প-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অগস্ত্য,—দক্ষিণাপথবাসী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইনি বালভারতচম্পূ, মণিপরীক্ষা (রত্নপরীক্ষা) লক্ষ্মীস্তোত্র, ললিতাসহস্রনাম, শিবসংহিতা, শিবাষ্টক ও সকলাধিকার নামক গ্রন্থ রচনা করেন।—Cat. Cat.

অগস্ত্য,— অগস্ত্যকবি ও অগস্ত্যপণ্ডিত নামেও প্রখ্যাত। খ্রীঃ ১৪শ শতকের পণ্ডিত কবি-বি°। ইনি বিদ্যানাথ এই উপনামেও পরিচিত। বরঙ্গলনিবাসী প্রতাপরুদ্রের ইনি আশ্রিত ছিলেন। ইনি ৬৭খানি গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে মাত্র তিনখানির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই তিনখানি গ্রন্থ তাঞ্জোর সরস্বতীমহল-গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। গ্রন্থ তিনটির নাম—(১) প্রতাপরুদ্রীয়, (২) বালভারত ও (৩) কৃষ্ণচরিত (গদ্যে লিখিত)। প্রতাপরুদ্রীয় গ্রন্থে রচয়িতার নাম বিদ্যানাথ পাওয়া যায়। 'রঘুনাথ-ভূপালীয়ম্'-প্রণেতা কৃষ্ণযজ্বা প্রতাপরুদ্রীয়-রচয়িতা বিদ্যানাথের নাম গ্রন্থভূমিকায় করিয়াছেন। বালভারত মহাকাব্য ২০ সর্গে সম্পূর্ণ (Burnell, Tanjore, 159b; A. Holtzmann, Das Mahabharata, iii. 44)। প্রথম সর্গের শেষে 'ইতি অগস্ত্যপণ্ডিত-কৃতৌ বালভারতে প্রথমঃ সর্গঃ'—অন্য সর্গের শেষে শুধু 'অগস্ত্য-কৃতৌ চ'। ইহার টীকা (ব্যাখ্যান) প্রণয়ন করিয়াছেন সাড়ুব তিম্মর বণ্ডাধিনাথ; টীকার নাম—'বালভারতব্যাখ্যান' (Cat. Oriental Mss., i. 168—Taylor)। ইনি বিজয়-নগররাজ কৃষ্ণদেবরায়ের মন্ত্রী ছিলেন (EI. vi. 109n. 5)।

[Tanj. Mss.: SISM—Wintamitz; Jour. Myth. Society, x.]

অগস্ত্য.—গোত্র-বি°। মহর্ষি অগস্ত্যের বংশ অগস্ত্য-গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। দাক্ষিণাত্যে এখনও অনেকে অগস্ত্য-গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বেশী নয়। অগস্ত্যগোত্রীয়গণ বহ্‌বৃচ শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ। [অগস্ত্য, দ্র°]

অগস্ত্য৮—দাক্ষিণাত্যের কোঙ্গইয়মকোঙ্গই মরবন জাতির কয়েকটী শাখা আছে। তন্মধ্যে অগস্ত্য অন্যতম।

[EI. xiv. 215-16; xv. 305]

অগস্ত্য-আশ্রম—[অগস্ত্য, দ্র°]।

অগস্ত্যকবি—গ্রন্থকার-বি° [অগস্ত্য, দ্র°]।

অগস্ত্যকুণ্ড—বারাণসীধামে বাঙ্গালীটোলায় অগস্ত্যকুণ্ডমহল্লায় নিমগাছের নিকট অগস্ত্যেশ্বর শিবের ক্ষুদ্র মন্দির আছে। উহার প্রাচীর-মধ্যে গণেশ ও লোপামুদ্রার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারগুলি পূর্বে অগস্ত্যকুণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এক্ষণে অগস্ত্যকুণ্ড নাই, সেই স্থানে একটী অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে।

অগস্ত্য-কূট, -মলয়, পদ্মিয়মলয়—মাদ্রাজে ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের অন্তর্গত নেয়াট্টিন্কর তালুকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণাংশের অনন্যসংলগ্ন শিখর-বি°। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট ইহা সহ্যপর্বত বা সহ্যাদ্রি নামে অভিহিত হয়। ইহা তিনেভেলি ও ত্রিবাঙ্কুরজেলার সীমারূপে অবস্থিত। পূর্বে জ্যোতির্বিদ্‌গণের উহা একটী কেন্দ্র ছিল। ১৮৫৫ ও ১৮৬২ খ্রীঃ ব্রাউন সাহেব এইস্থানে পর পর দুইটী অবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই পর্বত হইতে নেয়ার নদী ও পবিত্র তাম্রপর্ণী নদী উত্থিত হইয়াছে। তাম্রপর্ণী তিনেভেলি জেলার ও নেয়ার নেয়াট্টিন্কর তালুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। প্রবাদ আছে, মহর্ষি অগস্ত্য এখনও অগস্ত্যমলয়ে যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন [অগস্ত্য, দ্র°]।

[IG. v. 71; Caldwell: Dravidian Grammar, Int. 118; Jagadisa Ayyar: Southern Indian Shrines, 103]

অগস্ত্যগীতা—আদিবরাহপুরাণের অন্তর্গত অগস্ত্যস্তোত্রের অংশ-বি° (৫১—৬৭ অঃ)। অধ্যায়গুলির আলোচ্য বিষয় এইরূপ:— অগস্ত্যগীতা (৫১—৫২); পশুপালোপাখ্যান (৫৩); উত্তমভর্তৃপ্রাপ্তিব্রত (৫৪); শুভব্রত (৫৫); ধন্যব্রত (৫৬); কান্তিব্রত (৫৭); সৌভাগ্যব্রত (৫৮); অবিঘ্নব্রত (৫৯); শান্তিব্রত (৬০); কাম (৬১); আরোগ্য (৬২); পুত্রপ্রাপ্তি (৬৩); শৌর্য (৬৪); সার্বভৌম (৬৫); নারদপুরাণ-শুভব্রত (৬৬); এবং বিষ্ণুচার্য (৬৭)।

অগস্ত্য-চার, -মার্গ—অগস্ত্যের পথ অর্থাৎ দক্ষিণ দিক্ (Canopus)।

অগস্ত্য জাতক—এক সময়ে বোধিসত্ত্ব এক পূতচরিত্র ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রবিধি-অনুসারে জাতকর্ম উপনয়নাদি সংস্কারের পর তিনি বেদ, বেদাঙ্গ এবং সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই ব্রাহ্মণকুমারের বিমল যশোরাশি সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার গুণমুগ্ধ দানধর্মশীল ব্যক্তিগণের দানে তিনি অতুল সম্পদের অধিকারী হন। তিনি ধনী দরিদ্র দীনদুঃখী সকলেরই সুখদুঃখের ভাগী হইয়া দানধর্মে সংসারধর্ম পালন করিতে থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিলেন।

অতঃপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণকুমার সংসার ত্যাগ করিয়া জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তপশ্চর্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নির্জন আবাসেও বহু সংসারী ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আসিতে থাকে। লোক-হিতব্রত অগস্ত্য তাহাদিগকে মুক্তিমার্গের উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে সংসারধর্মী লোকের সংস্পর্শে তাঁহার সাধনায় ব্যাঘাত জন্মিতেছে। তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে লোক-সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার জন্য দক্ষিণ-মহাসাগরস্থ কারাদ্বীপে গমন করেন। এই দ্বীপ ফলপুষ্পে শোভিত বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রকৃতির লীলা-নিকেতন এই দ্বীপে তিনি আশ্রম স্থাপন করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করেন।

আহারের সময়ে তিনি বনজাত ফল-মূলাদি আহরণ করিতেন এবং কোন অতিথি

উপস্থিত হইলে যথারীতি অতিথি-সৎকার করিয়া অবশিষ্টাংশ নিজে গ্রহণ করিতেন। মৌনব্রতাবলম্বী তপস্বী অগস্ত্যমুনির কঠোর তপশ্চর্যার কথা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে দেবরাজ শক্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। শক্র তাঁহার আশ্রমসন্নিহিত স্থানের ঋষিদের ভক্ষ্য সমস্ত ফলমূলাদি দেবমায়ায় লুক্কায়িত করিলেন। অগস্ত্য তপশ্চর্যায় নিরত থাকায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইলেন না। তপশ্চর্যার পর ফল-মূলাদি না পাইয়া তিনি বৃক্ষের কচি পাতা আগুনে তপ্ত করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ উপস্থিত হইল না। তথাপি তাঁহার মানসিক শান্তি নষ্ট হইল না দেখিয়া শক্র মায়াপ্রভাবে সমস্ত বৃক্ষলতাদি পত্রশূন্য করিলেন। পত্রগুলি ভূতলে ঝরিয়া পড়িল। অগস্ত্য তাহা হইতে সতেজ পত্র-গুলি আহরণপূর্বক জলে সিদ্ধ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন। ইহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক মানস-বলে মুগ্ধ হইয়া একদিন শক্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মধ্যাহ্নে আহারের সময় তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

ঋষি তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয়নম্র বচনে অতিথি ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিয়া আপনার জন্য সংগৃহীত সিদ্ধ বৃক্ষপত্র ব্রাহ্মণকে আহারার্থ পরিবেশন করিলেন। নিজে উপবাসী থাকিলেও পরম পরিতোষের সহিত অতিথিকে আহার করাইয়া তিনি পুনর্বার ধ্যানমগ্ন হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপর্যুপরি পাঁচ দিন অতিথি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আসিয়া তাঁহার আহার্য গ্রহণ করিলেন, সুতরাং তিনিও পাঁচ দিন সম্পূর্ণ অভুক্ত রহিলেন। ইহাতেও তাঁহার মানসিক শান্তি নষ্ট হইল না। শক্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অগস্ত্য কঠোর তপশ্চর্যায় ইন্দ্রত্বলাভের অধিকারী হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইলেন। তখন শক্র স্বরূপে অগস্ত্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তপশ্চর্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ঋষি বলিলেন, সংসারে জন্মগ্রহণ করিলেই সুখদুঃখ, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর আবর্তনে কষ্টভোগ করিতে হয়; এজন্য জন্মমৃত্যুর হাত হইতে চিরমুক্তি পাইবার জন্যই আমি তপশ্চর্যা করিতেছি।

স্বর্গের রাজত্ব বা ইন্দ্রত্ব এই ঋষির কাম্য বা লক্ষ্য নহে দেখিয়া শক্র আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহাকে বরদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অগস্ত্য বলিলেন, "আপনি যদি একান্তই আমাকে বর দান করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন তাহা হইলে যাহাতে সংসার-মায়ারূপ আসক্তির অগ্নি আমার হৃদয়ে কিছুতেই প্রবেশ না করে সেইরূপ বর দান করুন"।

ইন্দ্র তাঁহাকে দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যে অসূয়া-অগ্নিতে মানব সর্বস্বান্ত হয় সেই অসূয়া-রূপ অগ্নি যাহাতে আমার হৃদয়ে কিছুতেই প্রবেশ না করে, সেইরূপ বর দান করুন"।

অতঃপর ইন্দ্র তাঁহাকে অন্য বর দান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি দেখিলেন সংসার-ধর্মী মূর্খজনের সংস্রবে তাঁহার তপশ্চর্যার ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং যাহাতে এইরূপ মূর্খজনের সংস্রবে না আসিতে হয় সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। এই উপলক্ষ্যে ইন্দ্রের নিকটে বোধিসত্ত্ব দুরারোগ্য মূর্খতা-ব্যাধির কথা এবং ধার্মিক ব্যক্তির গুণব্যাখ্যা করিলেন। যাহাতে তিনি সর্বদা ধার্মিক ব্যক্তির সংসর্গ লাভ করিতে পারেন সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।

নির্লোভ ধর্মপ্রাণ এই ঋষির চিত্তের পরিচয় পাইয়া শক্র অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার উপকারের জন্য অন্য বর দিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর তিনি পূর্ণভাবে পবিত্র শক্রের ভোজ্য নিজের হউক, এই প্রার্থনা করিলেন এবং শক্র যাহাতে তাঁহার রাজসিক ঐশ্বর্যের রূপ লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত না হন, সেই প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে বর দান করিয়া শক্র অদৃশ্য হইলেন। পর দিন হইতে দেবদূতগণ ও সত্যোকবৃক্ষগণ শক্রের নির্দেশানুসারে তাঁহারই ভোজ্য লইয়া সেই মহামুনির নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মুনিও কঠোরতর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

বোধিসত্ত্বাবদানে জাতকটী অনুবিধ। বোধিসত্ত্ব অগস্ত্য নামে ধনী ব্রাহ্মণ ছিলেন। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে ইনি কৃচ্ছ্রসাধন করেন। তদন্তরে ইন্দ্র আগমন করিয়া ঋষির নিকট খাদ্য ভিক্ষা করেন। ইহা করিয়া তাঁহাকে তিনি আহার হইতে বঞ্চিত করেন। চারি দিন পরে ঋষি ক্ষুধায় প্রাণত্যাগ করেন।—Cat. Nepal Buddhist Literature.

[Pali Jataka, No. 480 ; Fausball, iv. 23-242 ; চরিয়াপিটক ১. ১ ; বোধিসত্ত্বাবদান ; JRAS, 1894, 248-50]

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অগস্ত্যতীর্থ—[অগস্ত্য, দ্র°]

অগস্ত্যদেশ—দক্ষিণ দেশ। অগস্ত্য ঋষি উত্তর ভারত ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথে বাস করেন; এইজন্য দক্ষিণাপথ অগস্ত্যদেশ নামে খ্যাত। বিশেষতঃ অগস্ত্য চিরকালের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া দক্ষিণ দিক্ মৃত্যু-দেবতা যমের দেশ বা দিক্ বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

অগস্ত্য-নিঘণ্টু— অগস্ত্য-তামিল-ব্যাক-রণোক্ত শব্দসংগ্রহ-নিঘণ্টু বা কোষ-বি°। সঙ্কলয়িতার নাম অজ্ঞাত। নামান্তর—সংগ্রহ মালা।

[TSMss. 4712]

অগস্ত্যপণ্ডিত—গ্রন্থকার-বি° [অগস্ত্য, দ্র°]।

অগস্ত্যপল্লী—দক্ষিণভারতে বেদারণ্যের নিকটবর্তী গ্রাম বি°। প্রবাদ আছে, মেরুপর্বতে শিব ও পার্বতীর বিবাহের সময় যখন সমস্ত দেবতা বিবাহস্থানে উপস্থিত হন তখন দেবতা-দের সমবেতভাবে উত্তরপ্রদেশ নিম্নদেশে নামিতে থাকে। মহাদেব তখন অগস্ত্যকে দক্ষিণপ্রদেশে গিয়া উহার সমতা রক্ষার জন্য আদেশ দেন। অগস্ত্য সেই আদেশ-অনুসারে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। [অগস্ত্য, দ্র°]

[Jagadisa Ayyar : Southern Indian Shrines, 103]

অগস্ত্যমলয়—[অগস্ত্যকূট দ্র°]।

অগস্ত্য-মহেশ্বর—মন্দির-বি°। ১৪৪০ শকের (১৫১৮ খ্রীঃ) শেষে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণরায়ের স্তম্ভলিপিতে দেখা যায়, সাড়ুর তিম্মরের মঙ্গলার্থ তিনি ক্রাঞ্চার (ক্রাঞ্চা বর্তমান কাঞ্চা নামক স্থান, ইহা গুণ্টুরের কিঞ্চিদধিক ৪ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত) প্রতিষ্ঠিত অগস্ত্য-মহেশ্বর মন্দিরে একটী সুবৃহৎ মনোহর গৃহ (মণ্ডপ) নির্মাণ করিয়াছিলেন। —EI, vi. 114.

অগস্ত্যমার্গ—[অগস্ত্যচার দ্র°]।

অগস্ত্যমুনি$_{১}$—অগস্ত্যঋষি [অগস্ত্য$_{২}$ দ্র°]।

অগস্ত্যমুনি$_{২}$—গাড়বাল জেলার অন্তর্গত রুদ্রপ্রয়াগ হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দূরবর্তী একটী গ্রামের নাম। এই স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে [অগস্ত্য$_{২}$ দ্র°]।

অগস্ত্যযাত্রা—অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্যপর্বত লঙ্ঘন করিয়া ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে দক্ষিণাপথে যাত্রা করেন। তাঁহার এই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রা নামে খ্যাত। লোকপ্রবাদ-অনুসারে অগস্ত্য আর উত্তর-ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই; এজন্য হিন্দুজাতির লৌকিক আচারে ঐদিন যাত্রা নিষিদ্ধ। চিরকালের জন্য বা অন্যের মত প্রস্থান করাই এই প্রবাদের মর্ম [অগস্ত্য$_{২}$ দ্র°]।

অগস্ত্যরস—[বৈদ্যক] উদররোগঘ্ন রস। রস, গন্ধক, জয়পালবীজ, লৌহ, শিলাজতু, তাম্র ও হরিদ্রা এই কয়টীর প্রত্যেকের সমান ভাগ লইতে হইবে এবং ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, আর্দ্রক, নিম, নিশুণ্ডী ও ঘর্ষণী এইগুলি ক্বাথের সহিত মর্দন করিয়া লইতে হইবে। অনুপান—গুড়, হরীতকী বা কম্পিল্লচূর্ণ। 'রস-গন্ধকজৈপালবীজলৌহশিলাজতু তাম্রহরিদ্রাণাং প্রত্যেকং সমভাগঃ, একত্র ত্রিকটুভৃঙ্গরাজার্দ্রক-নিম্ব-নিশুণ্ডীঘর্ষণীক্বাথৈরেকবারং মর্দ্যঃ। অনুপান, গুড়হরীতকী, কম্পিল্লচূর্ণং বা।' —রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

অগস্ত্যবট—মহাভারতে (১. ২০৫. ২) উল্লিখিত হিমবানের পার্শ্বস্থ তীর্থ-বি°। এই স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। [অগস্ত্য$_{২}$ দ্র°]

অগস্ত্যবার—রাজপুত সম্প্রদায়-বি°। মহর্ষি অগস্ত্যের নাম হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া ইহারা দাবী করিয়া থাকে। অগস্ত্য তাঁহার নিকট ইহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বারাণসী জেলার অন্তর্গত মোহ্‌গর্‌নী ও হাবেলী পরগণায় ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

[Sherring : Hindu Tribes & Castes, i. 179 ; Crooke : Tribes & Castes, i. 26]

অগস্ত্যবাল — কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্বর্তী নিমারি ও বদায়ন এবং অহ্‌মদাবাদ ও ধোলকা নামক স্থানের অধিবাসী জাতি-বি°। মহর্ষি অগস্ত্যের নামানুসারে এই জাতির নাম হইয়াছে।

[Sherring : HinduTribes & Castes, ii. 256]

অগস্ত্যবাস্তুশাস্ত্র—একখানি শিল্পশাস্ত্রগ্রন্থ [অগস্ত্য$_{২}$ দ্র°]।

অগস্ত্যশকাব্দ—দক্ষিণ-ভারতে অনেক স্থলে শকাব্দকে অগস্ত্যশকাব্দ বলা হইয়া থাকে। তথায় শকাব্দ অগস্ত্য-কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া প্রবাদ আছে। কয়েকটী উৎকীর্ণ লিপিতেও অগস্ত্যশকাব্দের উল্লেখ আছে। [অগস্ত্য$_{২}$ দ্র°]

অগস্ত্যশিখা—হিন্দুশাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধকার্যে ব্যবহৃত ভেষজ দ্রব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহা অতিশয় তীব্র ও কষায়গুণসম্পন্ন।

অগস্ত্য-সংহিতা—**১** অগস্ত্যরচিত শাস্ত্রগ্রন্থ-বি°। নামান্তর 'শিবগীতা'; ইহা 'দেহতত্ত্ব' নামেও খ্যাত। তপঃসিদ্ধা উলূপীর হিতোপদেশ-পূর্ণ দেহতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিবিধ আখ্যান-সম্বলিত বলিয়াই ইহাকে শিবগীতা নামে এবং দেহ ও আত্মা-সম্বন্ধে নানা আলোচনা আছে বলিয়া দেহতত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়। কথিত আছে, দেবী পার্বতী লোকহিতকল্পে অনুকম্পাবশতঃ অগস্ত্যকে যোগব্যাপার-সম্বন্ধে বহু তত্ত্বোপদেশ দান করিয়াছিলেন; সেই সমুদয় উপদেশ অগস্ত্য এই গ্রন্থে সন্নদ্ধ করেন।

২ অগস্ত্যরচিত গ্রন্থ-বি°। ইহার আলোচ্য বিষয় :—তামসপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের মুক্তির উপায়। ঈশ্বরের সাকারত্বে প্রমাণপ্রদর্শন। ভগবানের মাহাত্ম্যকথন। শ্রীশ্রীরামারাধনাদি-নিরূপণ। রামপূজাবিধাননিরূপণ। কামাদি-নিরূপণ। ভগবদ্ভক্তিযোগরামারাধনাসক্তানন্দ-মতিতপোরক্তিগণের প্রত্যেক লক্ষণনিরূপণ। শ্রীরামপ্রতিমাবিধানাদিনিরূপণ। শ্রীরামগোপালাদিপ্রতিষ্ঠাবারতিথিসময়াদিনিরূপণ। শ্রীরামমন্ত্রপূজাপুরশ্চরণাদিনিরূপণ। শ্রীরামস্তোত্র-কবচাদিকথন। [সংহিতা দ্র°]

[Cat. Cat. : B. 4, 25 ; Radh. 33 ; Oudh. vii. 26. ix, 18.]

অগস্ত্য সম্পাত—গ্রন্থ-বি° [Oppert. 6707]।

অগস্ত্যসরঃ—**১** অযোধ্যানগরীর একটী কুণ্ডের নাম। এই কুণ্ড সরযূনদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। হিন্দুদের নিকট ইহা একটী পবিত্র স্থান। 'অযোধ্যামাহাত্ম্যে' বর্ণিত আছে—এইস্থানে স্নান, দান, যাগ, যজ্ঞ এবং তিন রাত্রি বাস করিলে 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তিন রাত্রি ফলমূল আহার করিয়া এই স্থানে বাস করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। **২** মহাভারতে উল্লিখিত তীর্থ-বি°। উত্তর-ভারতের নিকটবর্তী কোন স্থানে উহা অবস্থিত ছিল। —মহা° ৩. ৮২. ৪৪। [অগস্ত্য$_{২}$ দ্র°]

অগস্ত্য-সূক্ত—বৈদ্যকগ্রন্থ-বি°।

[Oudh. xvi. 12 ; xxi. 4, 12, 14 ; xxii. 18]

অগস্ত্যসেবিত— অগস্ত্য-কর্তৃক অধ্যুষিত। 'অগস্ত্যসেবিতামাশাং সেবমানে দিবাকরে' —রা° ৩. ২২. ৮।

অগস্ত্যহরীতকী — কাসরোগাধিকারে আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ-বি°। মহর্ষি অগস্ত্য-কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়া কথিত। প্রস্তুতপ্রণালী :—দশমূল, আলকুশীবীজ (অভাবে মূল), শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, আপাং

(অপামার্গ), পিপুলমূল, চিতা, বামুনহাটী ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), প্রত্যেকটি দুই পল ; পোট্‌লীবদ্ধ যব আট সের, উৎকৃষ্ট হরীতকী ১০০টী। প্রথমে হরীতকী ও যব পৃথক পোট্‌লীতে বদ্ধ করিয়া উক্ত দ্রব্যগুলির সহিত দুই মণ জলে পাক করিতে হয়। চতুর্থাংশ অর্থাৎ কুড়ি সের জল অবশিষ্ট থাকিতে এবং যবগুলি সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে সিদ্ধ হরীতকীগুলি অল্প কোটাইয়া এক সের ঘৃতে ও এক সের তৈলে (একত্র মিলিত) ভাজিয়া উক্ত কাথে নিক্ষেপ করিতে হয়। ঘনীভূত হইলে পিপুলচূর্ণ অর্ধ সের এবং দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেকের দুই তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিতে হয়। পাক শেষ হইলে উহা নামাইতে হইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে এক সের মধু ঢালিয়া দিতে হইবে। প্রত্যহ দুই তোলা মাত্রায় দুইটী হরীতকীসহ এই লেহ সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাশ, ক্ষয়, হিক্কা, বিষমজ্বর, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্‌রোগ, অরুচি, পীনস ও বলীপলিত নাশ এবং বর্ণ, আয়ুঃ ও বল বর্ধিত হয়। এই ঔষধ উৎকৃষ্ট রাসায়নিক বিধির পরিচায়ক ও শরীরের সুস্থতা-সম্পাদক। —বস° সা° কা° যো° ৪৩।*

* কাসে হিক্কা। পাকবিধি :—দশমূলাদিকাথদ্রব্যাণি প্র. ২প. যবাঃ ৮প. হরীতকীশতম্। হরীতকীযবান্ পোট্টলীকৃতান্ একত্র ৮০প জলে পক্ত্বা পাদশিষ্টঃ কাথঃ কর্তব্যঃ। অথ তত্রঃ (১২৫প) উদ্ধৃতাভ্যেন গোলাকিা কুড়বাদ্ধ-ঘৃততৈলভর্জিতবিবস্ত্রিহরীতকী সহিতঃ পক্ত্বা ■ পাদশিষ্টে-ত্বার্থ শীতে পিপ্‌পলীচূর্ণঃ ■ প প্রক্ষিপেৎ। শীতলে মধু ৪০প মিশ্রয়েৎ। মাত্রা—হরীতকীদ্বয়ং লেহস্য ■ তো.২ প্রত্যহং খাদেৎ। এতদ্বর্জিতা চৌষপুলী লবঙ্গড়িকা। চ. ৮. কাস। মতান্তরে দশমূলদ্রব্যাঃ প্রঃ ৪ তো। দশমূলীং শবং ওবাঃ পঞ্চপূলীং শতীং বলাম্। হস্তিপিপ্‌পল্যপামার্গ পিপ্‌পলীমূলচিত্রকান্। ভার্গী-পুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢকম্। হরীতকীশতৈকঞ্চ জলপক্কাঢকে পচেৎ। যবস্বিন্নস্বাসকং পূতং তচ্চপক্বাশত্রম্। পচেদ্গুড়তুলাং দত্তা কুড়বঞ্চ পৃথক্ ঘৃতাৎ। তৈলাৎ সপিপ্‌পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধশীতে চ মাক্ষিকাৎ। লিহ্যাদ্বে ভক্ষ্যং খাদেচ্চিত্রং রসায়নাৎ।—রসরত্নাকর ; প্রয়োগ হারীতোত্তরে অত্রি ৩. ২অঃ ৭ [চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ]

অগস্ত্যাচরিত—[অগস্ত্য-কর্তৃক আচরিত (=পূত)—৩-তৎ] অগস্ত্যপূত,অগস্ত্যাধিষ্ঠিত। 'অগস্ত্যাচরিতমাশামনাশাস্যজয়ো যযৌ' —রঘু° ৪. ৪৪।

অগস্ত্যার্ঘ্যকথা— =অগস্ত্যার্ঘ্যবিধিব্রত। ভবিষ্যপুরাণোক্ত (উ° প° ১১৮) অগস্ত্যার্ঘ্য-সম্বন্ধীয় কথা।—A. K. 106.

অগস্ত্যার্ঘ্য-(দান-)ব্রত—বিভিন্নপুরাণে অগস্ত্যার্ঘ্যদানব্রতের উল্লেখ আছে। অগ্নি-পুরাণে অগস্ত্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বলা হইয়াছে ; তাঁহার অর্চনা করিলে হরিকে লাভ করা যায়। সূর্য কন্যারাশিতে গমন না করিলে (অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষ তৃতীয় ভাগে) তিন দিন পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।*

প্রদোষে ঘটমধ্যে কাশপুষ্পময়ী মূর্তি বিন্যস্ত করিয়া রাত্রিতে সেই মূর্তির পূজা করিতে ■ এবং সেই রাত্রি জাগরণ করা নিয়ম। নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন করিতে হয় :—

অগস্ত্য মুনিশার্দূল তেজোরাশে মহামতে।
ইমাং মম কৃতাং পূজাং গৃহ্ণীষ প্রিয়য়া সহ॥

আবাহনান্তে চন্দনাদি-দ্বারা ও বিবিধ উপচারে যথাবিধি পূজা করিয়া প্রাতঃকালে জলাশয়-সমীপে গিয়া অর্ঘ্য প্রদান করা বিধান। অর্ঘ্য-দানের মন্ত্র (অগ্নিপু° ২০৬. ৫-৬)—

কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে॥
আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন সোঽগস্ত্যঃ
সম্মুখোঽস্তু মে॥

অতঃপর যথাবিহিত মন্ত্রে চন্দন, ধূপ, বস্ত্র, ব্রীহি, ফল ও স্বর্ণসহযোগে অর্ঘ্যদান করিতে হয়। অগস্ত্যকে অর্ঘ্যদান করিয়া তৎপত্নী লোপামুদ্রাকেও পঞ্চরত্নময় হেমরূপ্যসমন্বিত সপ্তধান্যপরিপূর্ণ ও দধিচন্দনযুক্ত পাত্র দান করা নিয়ম। লোপামুদ্রার অর্ঘ্যদানমন্ত্র (ঐ, ১৪)—

রাজপুত্রি নমস্তুভ্যং মুনিপত্নি মহাব্রতে।
অর্ঘ্যং গৃহ্ণীষ দেবেশি লোপামুদ্রে যশস্বিনি।

* অগস্ত্যো ভগবান্ বিষ্ণুস্তমভ্যর্চ্যাপ্নুয়াদ্ধরিম্।
অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং সত্রিভাগৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অর্ঘ্যং দদ্যাদগস্ত্যায় পূজয়িত্বা প্রদোষিতঃ। অগ্নিপু°২০৬.১।

গরুড়পুরাণে লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্যদানের কথা নাই। স্ত্রীলোকেরা ও শূদ্রগণও এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতে পারে। ব্রতানুষ্ঠানকালে ব্রতীকে অগস্ত্যের উদ্দেশে ধান্য, ফল ও রস পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত, পায়স ও মোদকসহ ভোজন করাইতে হয় এবং তাহাদিগকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্রাদি দক্ষিণাস্বরূপ দিতে হয়। অনন্তর ঘৃতপায়সযুক্ত কুম্ভের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া সেই কুম্ভ সুবর্ণসহ ব্রাহ্মণকে প্রদান করা নিয়ম। সাত বৎসর এইরূপ অর্ঘ্যদান করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। অগস্ত্যার্ঘ্যদান-ব্রতের ফলস্বরূপ রমণী পুত্র, স্বামী ও সৌভাগ্য লাভ করে।

[অগ্নিপু° ২০৬. ১-২০ ; গরুড়পু° ১১৯. ১-৭ ; কৃত্যসারসমুচ্চয়, ১২ ; তিথিতত্ত্ব, ১৬৭ ; যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, ৩২০ ; গদাধরপদ্ধতি, ৫৮৫-৮৩ ; চতুর্বর্গচিন্তামণি, ৮৯৯-৯০৩]

অগস্ত্যাষ্টক—অগস্ত্য-কৃত শিবস্তোত্র। শিবমন্দিরে এই স্তোত্র উচ্চারণ করিলে মৃত্যুভয় নাশ এবং দিব্য শান্তি লাভ হয়। এই অষ্টক প্রাচীন নয়। ইহার শ্লোক এইরূপ—

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
অদ্য মে সফলং জ্ঞানং শম্ভো ত্বৎপাদদর্শনাৎ।
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং
ন সংশয়ঃ।
অদ্য মে পাদপদ্মস্য দর্শনাদ্ভক্তবৎসল॥

[Mad. Sk. Mss. 10899-10903]

অগস্ত্যেশ—নন্নপাটিতে অবস্থিত মন্দির। ১৪৩৮ শকের (১৫১৬ খ্রীঃ) বিজয়নগররাজ কৃষ্ণরায়ের স্তম্ভলিপিতে দেখা যায়, তাঁহার মন্ত্রী অপ্‌প নন্নপাটির অগস্ত্যেশ মন্দিরে একটী সুরম্য গৃহ (মণ্ডপ) নির্মাণ করিয়াছিলেন। গুণ্টুরের কিঞ্চিদধিক ২ ক্রোশ উত্তরে নন্নপাড়ু বা নেলপাড়ু অবস্থিত। এই গ্রামে অনেকগুলি (Sewell : List of Antiquities, i. 75) মন্দির আছে। গুণ্টুর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে নন্নপাড়ু নামে আর একটী স্থান আছে, কিন্তু সেখানে কোন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। —EI, vi. 117

অগস্ত্যেশ্বর — সৌরপুরাণে উজ্জয়িনী নগরীতে স্থাপিত অগস্ত্যেশ্বর শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায়, তথায় শূলেশ্বর নামক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শনমাত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। শূলেশ্বরের পূর্বে উত্তম ওঙ্কারেশ্বরলিঙ্গ। সেখানে পবিত্র মহাদিব্যকুণ্ডে স্নান করিলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, দশম বা পঞ্চদশ দিবসে অথবা এক মাস বা ছয় মাসের মধ্যে স্বপ্নে শিবদর্শন হয় ও দেবদুর্লভ দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কুণ্ডে স্নান করিয়া ওঙ্কারলিঙ্গ দর্শন করিলে যজ্ঞদীক্ষাফললাভ করিয়া পরমগতিপ্রাপ্তি ঘটে। এইস্থানে অগস্ত্য তপস্যাযোগে শিবের আরাধনা করায় শিব প্রাদুর্ভূত হন—তিনিই অগস্ত্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ; তাঁহার দর্শনে ব্রহ্মহত্যা দূর হয়।—সৌরপু° ৬৭. ৫০-৯।

স্কন্দপুরাণে (আবন্ত্য° অবন্তী° ৬৬. ২৬-৩৬) এক তীর্থের উল্লেখ আছে—ঐ তীর্থে অগস্ত্যেশ্বর দেবতা অধিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি সমাহিতভাবে তাঁহাকে দর্শন করে পৃথিবীতে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। এই তীর্থে পবনপুত্র হনুমান্ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচারী, সদাচারী, যতি ও সর্বার্থসাধক হন এবং সর্বার্থসিদ্ধির জন্য ঐ স্থানে অবস্থান করেন। এই তীর্থে সিদ্ধিলাভের জন্য বটবৃক্ষের তলে মহর্ষি অগস্ত্য তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। বোধি, ন্যগ্রোধ ও ও অগস্তি নামক বট এইস্থানে অবস্থিত। অগস্তি-মূলে স্ত্রী ও পুরুষ একত্র সাবিত্রীব্রত অনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য লাভ করে। এই তীর্থে স্নান করিয়া পুরুষ অষ্টসৌভাগ্যপূর্ণ সপ্তধান্যোপেত পঞ্চরত্নবিশিষ্ট সৌপিষ্টকযুক্ত সবস্ত্র বংশপাত্র, মাল্য ও স্বর্ণময়ী সাবিত্রী বেদবেদাঙ্গবিদ্ বিপ্রকে দান করা বিধেয়; এইরূপ করিলে মঙ্গলজনক বিপুল সৌভাগ্য লাভ হয় এবং বিবিধ ভোগের পর স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। সাবিত্রী-ব্রতচারিণী রমণী পতিব্রতা, পতিব্রতা ও মহাভাগা হয় এবং অবৈধব্য লাভ করে।

শিলালিপিসমূহে কয়েকটি অগস্ত্যেশ্বর মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করা হইল:—

(১) 'নাগর-ভাবী'র (অর্থাৎ নাগের কূপের) পূর্বপারে অবস্থিত বালুপ্রস্তরনির্মিত মন্দির। নাগর-ভাবী গভর্নমেন্ট সার্ভে নং ৩১৪ জলাশয়ের উত্তরে একটা কূপ বা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। মন্দিরটী দ্রাবিড়-শিল্পকলার নিদর্শন। মন্দিরের একটী দ্বারমণ্ডপ ছিল, উহা এখন ধ্বংস-প্রাপ্ত। একটী প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ (মণ্ডপ) ও লিঙ্গ এই মন্দিরে আছে। —EI. xviii. 170.

মণ্ডপের উত্তর প্রাচীরে বিজ্জল-প্রদত্ত ১০৮৪ শকের (১১৬২খ্রীঃ) কৃষ্ণপ্রস্তরে উৎকীর্ণ একটী লিপি আছে। ঐ লিপির ৪৪-৪৭ পংক্তিতে খোদিত অংশের মর্মার্থ এই—"......তিনি (বিজ্জল) কোল্লিগেরি পত্তিত জমির দুই মত্তরের মধ্যে নগরের পশ্চিম দ্বারসমীপে অষ্টোপচারে (জল, সুগন্ধি, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, প্রদীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বূল) অগস্ত্যেশ্বরের পূজার জন্য সর্বনমস্য ভূমিখণ্ড দান করিয়াছিলেন।"—EI, xviii. 212, 213, 218.

(২) শ্রীরঙ্গপত্তম্ তালুকের অন্তর্গত বড়গুড্ড-হোবড়ির বনচূরি নামক স্থানে অবস্থিত মন্দির। এই মন্দিরের পশ্চিম প্রাচীরে উৎকীর্ণ রাজরাজের ৯১৩ শকের (৯৯১ খ্রীঃ) একটী লিপি আছে।—EI, iv. 68.

(৩) নিজামরাজ্যের নলগোণ্ড জেলার অন্তর্গত মিরিয়ালগুডেম তালুকে মুসি ও কৃষ্ণা-নদীর সঙ্গমস্থলে বাদপল্লী নামক গ্রামে অবস্থিত মন্দির।—EI, viii. 12.

(৪) অগস্তিয়ানপল্লীতে অবস্থিত মন্দির। এই মন্দিরে রাজরাজ-প্রদত্ত ১১৪০ শকের (১২১৮ খ্রীঃ) লিপি আছে।—EI, viii. 267.

(৫) তিরুক্কুলই নামক স্থানে অবস্থিত মন্দির। এই মন্দিরে ১১২৪-২৫ শকের (১২০২-৩ খ্রীঃ) কুলশেখরদেব-প্রদত্ত একটী লিপি পাওয়া যায়।—EI, viii. 257.

শ্রীঅজিত ঘোষ

অগস্ত্যেশ্বরাষ্টকম্ — ঋষি অগস্ত্যের স্তুতিপাঠ। কোপ্পরাজ সুব্রায় ইহা রচনা করেন। গুণ্টুরে ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

অগস্ত্যোদয়—১ নক্ষত্ররূপে দক্ষিণ দিকে অগস্ত্যের উদয়; অগস্ত্যনক্ষত্রের (Canopus) আবির্ভাব। ২ অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয়কাল। সৌর ভাদ্র মাসের সপ্তদশ দিবস। ভাদ্র মাস শেষ হইবার তিন দিন অবশিষ্ট থাকিতে অগস্ত্যনক্ষত্র ও অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রার অর্ঘ্যদানের বিধি আছে [অগস্ত্যার্ঘদানব্রত দ্র°]। অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয় হইলে জলাশয়াদির জল নির্মল হয় (রঘু° ৪. ২১)।

অগস্ত্যোপাখ্যান — অগস্ত্যঋষি ও বিনায়ক-সম্বন্ধীয় আখ্যানমূলক গ্রন্থ। ইহাতে বিনায়কের পূজার উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক কাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে বিনায়কের পূজা হয়।

অগহাট— প্রাচীন সপ্তগ্রাম নগরীর ধ্বংসা-বশেষের প্রায় অর্ধ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটী ধ্বংসাবশেষ। ইহাকে সপ্তগ্রামের সমসাময়িক ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমিত করা হয়। সপ্তগ্রাম কাছকুলের নিকটে অবস্থিত। অগহাট একটী প্রাচীন নগরী ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষের ব্যাস কিঞ্চিদধিক অর্ধ মাইল এবং উচ্চতা ৪০ ফুট। ১৫৭০ খ্রীঃ স্থানীয় পাঠান জমিদার ধ্বংসাবশেষের উত্তর-পূর্ব কোণে একটী সরাই নির্মাণ করেন; এজন্য উহা অগহাট-সরাই নামে পরিচিত। কিন্তু বর্তমানে উহাকে অগাট বলা হইয়া থাকে। দিল্লী ও জৌনপুরের মুসলমান নৃপতিগণের অনেকগুলি মুদ্রা এই ধ্বংসাবশেষ-খননে পাওয়া গিয়াছে।

অগহিন—[স° অগভীর> অগহির>; অ—নিরর্থক; অগহিন=গভীর] গভীর, অগাধ। প্র°—অগহিন জল=অথই জল, অগাধ জল ॥ হরি° ॥

অগা—১ [স° অজ্ঞ>; প্রাদে° অগা] অজ্ঞ, মূর্খ, নির্বোধ, বোকা, আনাড়ী। 'শাহ্-রাম অগা'—আলাল°। 'অগা মুক্তোর'। ২ (বৈদিক) যে গমনশীল নয় not going. ৩ [অগ+আপ্] বিণ, স্ত্রী° অচলা। ৪ [দৈ°] পূর্বে before. ~কাণ্ড, ~চণ্ডী, ~চত্বর, ~চক্র, ~রাম—(তিরস্কার বা

গাপিতে অথবা সস্নেহ তিরস্কারে)—নির্বোধ, বোকা, অকর্মণ্য, অপদার্থ। ~মরা, ~মারা —[অগা-(অজ্ঞতা)-দ্বারা মরা (হত, গ্রস্ত) —৩ তৎ] নির্বোধ, অকর্মণ্য, অপদার্থ ; অগা মেরে যাওয়া=বোকা হইয়া যাওয়া। অগার একশেষ, বেহদ্দ=বেজায় বোকা।

অগাই—[সং অগ্রাহ্য=দুর্জ্ঞেয়> ; অপ°] ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা জানা যায় না ; জ্ঞানাতীত। 'গোকুল-ঈশ্বর, অনন্ত অনাদি অগাই'—ধর্মম° ১৫৭ ॥ হরি° ॥

অগাগি— [সং অগ্রাগ্নি > ; অপ্র°] সঙ্গ co-ordination ॥ জ্ঞা° সু° ॥

অগাত্মজা—[অগের (পর্বতের) আত্মজা (কন্যা) ৬-তৎ] হিমালয়কন্যা, পার্বতী, উমা।

অগাত্র—[অ=ন (নাই) গাত্র যাহার—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, গাত্রহীন, দেহশূন্য, অনঙ্গ, অশরীরী।

অগাধ—১ [অ=ন (নাই) গাধ (প্রতিষ্ঠা) যাহার বা যাহাতে—নঞ্-বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, অতলস্পর্শ, অতি গভীর, তলদেশ স্পর্শ করা যায় না এরূপ। [গাধ দ্র°] ২ পুং, ক্লী° ছিদ্র, গর্ত ॥ মে° শব্দ° মনি° ॥ ৩ বুদ্ধশূন্য। ৪ লোকশূন্য ; লিপ্সাশূন্য।—বাসব° ২৪. ২। ৫ যাহাকারে পঞ্চাগ্নির অন্যতম অগ্নি। ~জল—১ অতলস্পর্শ জল, অথই জল। ২ ক্লী° (গভীর) হ্রদ ॥ অম° শব্দ° মনি° ॥ ৩ বিণ, অতি গভীর জলবিশিষ্ট। ~পথ—আবদ্ধ বম্র। ~বুদ্ধি—গভীরবুদ্ধি। 'ধর্মাত্মানাং বিপ্রমগাধবুদ্ধিং সুখাসীনো বাক্যমুবাচ রাজা' —মহা° ৩. ৪. ১।

অগাধিরাজ — [অগ=নগ (পর্বত)+ অধিরাজ] ১ পর্বতশ্রেষ্ঠ। ২ হিমালয় পর্বত। ~সুতা—পার্বতী।—শ্রীক° ৫. ৫৫।

অগার—[অগ+আ+√গ্ৰ+অ (ক)—ক; অগম্ ন গচ্ছত্যবৃক্ষত্তি প্রাপ্নোতি অগ+√ঋ —অণ্—যাচ°; পা° ৩. ৩. ৭৯ ; ৪. ৪. ৭০] ক্লী° ১ অন্যাদিকৃত বৃক্ষকে যাহা গ্রহণ করে—ভরত (অম°), আগার, গৃহ। 'অগারদাহীগরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী' —মনু° ৩. ১৫৮। 'বসংশ্চতুর্থোঽগ্নিরিবাগ্ন্যাগারে' —রঘু° ৫. ২৫। 'দোহাই রাজার, লুটিলি অগার, ধরিয়া খাইলি জাতি।' —অ-ম°। 'তত্রাগারং ধনপতিগৃহানিতি ॥ মেঘ° ॥ ২ গৃহস্থের বাড়ী। 'সপ্তাগারাংশ্চরেদ্ভৈক্ষং স্বকর্ম পরিকীর্তয়ন্।' —মনু° ১১. ১২২ ॥ হরি° শব্দ° বো-রো° ॥

অগারক— ক্ষুদ্র গৃহ, কুটীর।—জাতক ৬. ৮১।

অগারধূম—গৃহধূম, ঝুল (ধূমাগমনহেতু ঘরে যে ঝুল সৃষ্টি হয়)।—বাগ্ভট, উ° ৩৮ অ°।

অগারধূমাদ্য তৈল — [বৈদ্যক] উপদংশে লেপন করিবার তৈল-বি°। গৃহের ঝুল হইতে এই তৈল প্রস্তুত ■ বলিয়া ইহার এই নাম। এই তৈলদ্বারা উপদংশ হইতে পূযাদি বাহির হইয়া যায় এবং ঐ স্থান শুষ্ক হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ লাভ করে। প্রস্তুত-বিধি (ভাগ-পরিমাণ) :—চারি সের তৈল; এক পল, এক কর্ষ, পাঁচ মাষা ও তিন রতি কল্কার্থ গৃহের ঝুল ; দুই পল, দুই কর্ষ, দশ মাষা ও ছয় রতি হরিদ্রা এবং চার পল মতবীজ।—ভৈষজ্যরত্না°।

অগারসিন্দুর—ময়মনসিং জেলার একটী গ্রাম। অনেকের মতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ যখন ময়মনসিংএর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত এই গ্রাম তখন উহারই তীরবর্তী ছিল। এই গ্রামে কারুকার্যখচিত একটী মস্জিদ আছে। অষ্টকোণবিশিষ্ট চারিটী ভিত্তির উপর উহার সুবৃহৎ চূড়া অবস্থিত। বর্তমানে উহার স্থানবিশেষ ফাটিয়া গিয়াছে এবং জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে। ১৭৪০ খ্রীঃ উৎকীর্ণ লিপিসংযুক্ত একটী প্রস্তরফলক উহার দ্বারদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। মস্জিদের সন্নিকটে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষও আছে। হাজরাদি পরগণার ইতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে এই স্থানেই ঈশা খাঁ মানসিংহ-কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

[Beng. Dist. Gaz., Mymensing, 1917, 6, 22, 32, 32-3]

অগারিক—১ বিণ, যাহার গৃহ আছে। ২ গৃহস্থ (সন্ন্যাসী নয়)। —বিনয়° ১. ১৭। স্ত্রী— -া — গৃহকর্ত্রী। —বিনয়° ১. ২৭২ [আগারিক দ্র°]।

অগারিয়া—১ সাঁচির একটী অতি ক্ষুদ্র জাতির কথ্য ভাষা। ২ মুণ্ডা জাতির খেরয়ারি কথ্য ভাষার দশটী শাখার অন্যতম [মুণ্ডা দ্র°]।

[B & O. Dist. Gaz., Ranchi, 1917, 60 ; LG. i. 383]

অগারেশ্বর—পৌরাণিক তীর্থ বি°। এই তীর্থে গমন করিলে রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। কুবেরের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি বলেন—'ততোঽগারেশ্বরং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ। সর্বপাপবিনির্মুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি॥' —মৎস্যপু° ১৯০. ৯। অর্থাৎ, 'ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া এবং নিয়মিতভোজী হইয়া অগারেশ্বর নামক তীর্থে গমন করিবে। যে ব্যক্তি এই তীর্থে গমন করে সে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে।'

অগাবহ—যদুবংশীয় শক্তিশালী নরপতি-বি°। পিতা—রাজা বসুদেব এবং মাতা—ত্রিগর্ত রাজ-কন্যা বৃকদেবী। শ্রীকৃষ্ণ ও জরাসন্ধের যুদ্ধে ইনি জরাসন্ধের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। —পদ্মপু° সৃষ্টি ; হরি° ৩৯. ১১ ; ব্রহ্মপু° ১৪. ৪৬ ; ১৩. ১২৪।

অগাশি — বোম্বাই প্রদেশে থানা জেলার অন্তর্গত বেসিন তালুকের বন্দর। অক্ষা° ১৯° ২৮' উ° ; দ্রা° ৭২° ৫৭' পূ°। বেসিনের ৫ ক্রোশ উত্তরে এবং 'সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া রেলওয়ে', বোম্বাইএর বেয়ার ও বরোদার মধ্যবর্তী পাকা রাস্তা হইতে কিঞ্চিদধিক দেড় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

১৫৫০—১৬০০ খ্রীঃ অগাশি জাহাজ-নির্মাণের ঘাটি এবং ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাঠের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ১৫২৯ খ্রীঃ পর্তুগীজগণ ইহা পুড়াইয়া দেয় এবং ১৫৩০ খ্রীঃ ও ১৫৩১ খ্রীঃ দুই বার ইহা হস্তগত করে। ১৫৩০ খ্রীঃ পর্তুগীজগণ প্রায় ৩০০ গুজরাটী জাহাজ অধিকার করিয়াছিল।

এই জাহাজগুলি তাহারা আন্‌তোনিও দে সিল্‌ভেরিয়ার অধিনায়কত্বে সুরাট ও রান্দের লুণ্ঠন করিয়া ফিরিবার পথে হস্তগত করিয়া পুড়াইয়া দেয় এবং অগাশি নগরী লুণ্ঠন করে। ১৫৩১ খ্রীঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী আন্‌তোনিও দে সাল্‌দান্‌হা ৬০টী রণপোত লইয়া যখন কাম্বে বন্দর ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করেন তখন তিনি পথে ১৫৩২ খ্রীঃ অগাশি বন্দর ধ্বংস করেন। ১৫৪০ খ্রীঃ পর্তুগীজগণ অগাশির জাহাজ-নির্মাণের ঘাটগুলি আক্রমণ করিয়া অনেকগুলি জাহাজ হস্তগত করে; পরে সেই জাহাজগুলি তাহারা ইউরোপে যাতায়াতের কার্যে ব্যবহার করিয়াছিল।

বোম্বাই শহরের সহিত অগাশির ব্যবসা-বাণিজ্যাদি চলিয়া থাকে। থানা জেলার ইহা একটী প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র। বাণিজ্যবস্তুর মধ্যে শুষ্ক কদলীই প্রধান। ১৫৫০—১৬০০ খ্রীঃ এই স্থানে সুবৃহৎ জাহাজসমূহ নির্মিত হইত; সেগুলি ইউরোপে যাতায়াত করিত। ১৫৩০ খ্রীঃ ইহা জাহাজ-নির্মাণের কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠে এবং ১৫৫০ খ্রীঃ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই স্থানে একটী পর্তুগীজ স্কুল আছে। সুবৃহৎ ভবানীশঙ্কর মন্দির এই স্থানে অবস্থিত। মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ১৭৯১ খ্রীঃ উহা নির্মিত হয়। মন্দিরের নিকটবর্তী স্নানের ঘাটে স্নান করিলে চর্মরোগ সারিয়া যায় বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস। সুন্দর সুন্দর উদ্যানের জন্যও অগাশি প্রসিদ্ধ; উহাদের মধ্যে আম্রবৃক্ষ ও খর্জুরের উদ্যানই উল্লেখযোগ্য। বেসিন ও অগাশির মধ্যবর্তী কিঞ্চিদধিক প্রায় ৭ ক্রোশ স্থানে বহু উদ্যান অবস্থিত। ১৮৯৫ খ্রীঃ অগাশি গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্যনিবাসরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

[BG, i. pt.-ii, 36; xiii. 46, 57, 426n.3, 443, 451, 456, 459, 455, 469, 483-4, 485, 490, 499, 514, 558; xiv. 1-2, 11, 314, 316, 386, Burg-CI, 22, 70; Ib, v. 71]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অগাশি-লিপি—অগাশি নগরীর নিকটে প্রাপ্ত লিপি (১০৭২ শক বা ১১৫০ খ্রীঃ) [অগাশি দ্র°]। ১৮৮১ খ্রীঃ ইহা আবিষ্কৃত হয়। লিপিতে উত্তর কোঙ্কনের হরিপালদেবের শিলাহারের উল্লেখ আছে। ইহাতে দেখা যায়—বেহুলদল, লক্ষ্মণপ্রভু, পদ্মশিব রাউল ও রামশি নায়ক হরিপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। লিপির অনুশাসনে শূর্পারক বা সোপারের মধ্যবর্তী ভট্টারক বা ভত্তারের অধীশ্বর আহবমল্ল-কর্তৃক দিবাকরভট্টের পুত্র ও গোবর্ধনভট্টের পৌত্র রাজপুরোহিত ব্রহ্মদেবভট্টকে পত্তকিল বা পাত্তিলএর (নৃপতির) অভিভাবকত্বে শ্রীদেবদির স্থায়ী বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। এই অনুশাসনের সাক্ষী ছিলেন ভট্টারক গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ঋষি মহত্তর, নাগুজি মহত্তর, অনন্ত নায়ক ও চাঙ্গদেব মহত্তর।

[BG, xiii. pt.-ii. 426n.3; RCI, 151]

অগাশিব—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সাতারা জেলার একটী পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ১২০০ ফুট। পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অনেকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে। গুহাগুলিকে অগাশিব গুহা বলা হয়। সাতারা জেলার এগুলিই প্রাচীনতম বৌদ্ধ গুহা। এই গুহাসমষ্টি সাতারার অন্তর্বর্তী করাদ তালুকের কালে নামক গ্রামের নিকটে অবস্থিত।

[BG, xix. 11; IG, xiv. 306]

অগিদেবা, অগিদোদেবা=অগ্নিদেবা। সাঁচিস্তূপ-লিপিমালায় অগিদেবা বা অগিদোদেবা নাম পাওয়া যায়। [অগ্নিদেবা দ্র°]—EI, ii. 95, 104.

অগি্ন—পু°, স্বর্গ [অগির দ্র°]।

অগিনি—[স° অগ্নি > অগিনি; পালি—গিনি বা অগ্‌গি; তু° পালি—'অগ্‌গিনি' সমগ্র পালিসাহিত্যের মধ্যে সুত্ত-নিপাতের মাত্র দুই স্থানের (৬৬৮, ৬৭০) প্রয়োগ; প্রা° বা° কাব্যের প্রয়োগ] অগ্নি। 'জ্বালাইল অগিনি'—গোপীচন্দ্র।

অগিম—[স° আগ্রিব > ব্রজবুলি অগিম] গ্রীবা পর্যন্ত। "কপোলে চুম্বন করে অগিম দোলনে" —জ্ঞানদাস।

অগিমিত্রণক=অগ্নিমিত্র। কার্লে-লিপিমালায় দেখা যায়, গোতি-পুত্র (=গুপ্তবংশীয়) মহারথি অগিমিত্রণক একটী সিংহ-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ('মহারথিস গোতিপুত্রস অগিমিত্রণকস সিহথভো দানম্')। [অগ্নিমিত্র দ্র°]—EI, vii. 49-50.

অগিয়ারি—১ সংস্কৃত 'অগ্নি' ও 'আরি' শব্দের সংযোগের রূপান্তর-বি°। অগ্নি-পূজক বিখ্যাত পার্সী-সম্প্রদায়ে সাধারণের পূজার নিমিত্ত মন্দিরে যে অগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে তাহাকে অগিয়ারি বা দরেমহের বলা হয়। ২ পার্সীদিগের অগ্নিপূজার মন্দির।

[BG, ix, pt.-ii, 213, 222, 247-51]

অগির—[অ=ন (নাই) গির (জ্ঞাপক, বিজ্ঞাপক) যাহা হইতে—নঞ্‌-বহু°; স্ত্রী—-া। ন+√গৄ+ক; 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' —পা° ৩. ১. ১৩৫। 'বাহুলকাৎ গীর্যতে ইতি গিরঃ'] ১ পু°, অগ্নি। ২ সূর্য। ৩ স্বর্গ। ৪ রাক্ষস ॥ জটা° শব্দ° বো-রো° ॥ ৫ [অ=ন (নাই) গিরা (বাক্য) যাহার—নঞ্‌-বহু°] বিণ, বাক্‌শক্তিবিহীন, বোবা। ৬ চিত্রক বৃক্ষ [চিত্রক দ্র°]।

অগিরৌকাঃ—[বৈদিক। (স্তু° অগিরৌকস্) অ+গিরা (গির্‌ শব্দের ৩-য়া)+ওকঃ] মরুদ্গণের নামান্তর।—ঋ° ১. ১৩৫. ৯। ২ [অগির (স্বর্গ) ওকঃ (বাসস্থান) যাহার—বহু°] দেবতা।

অগিল, অগিল্ল=অগ্নিল। সাঁচিস্তূপ-লিপিমালায় দেখা যায়, ইনি অধপুর-(=অর্ধপুর-) নিবাসী ও সম্ভবতঃ পল্লবনৃপতি শিবস্কন্দবর্মার জামাতা ছিলেন। —EI, i. 8; ii. 112.

অগিসমক=অগ্নিশর্মা। ইনি একজন ব্রাহ্মণপ্রধান ছিলেন। সাঁচিস্তূপ-লিপিমালায় অগিসমকের উল্লেখ আছে। [অগ্নিশর্মা দ্র°]—EI, i. 8, 9.

অগি-হুম্‌বে—বৈশাখী পূর্ণিমা। অগী—চুয়াপাহ। এই দিন দারু, তামাক ও মরিচের

বীজ বপন করা হয় বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। —EI, v. 12.

অগীখত্তি মুহম্মদ খাঁ—নবাব স'আদৎ উল্লার পিতা। ইঁহার দুই পুত্র—স'আদৎ-উল্লা খাঁ ১ম (মুহম্মদ সৈয়ীদ) এবং গুলাম আলি খাঁ। স'আদৎ-উল্লা খাঁ দিল্লীর বাদশাহ্ বহাদুর শাহ্-কর্তৃক নবাব-পদে বৃত হন এবং গুলাম খাঁ তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃকর্তৃক বেল্লোরের জায়গীর-দাররূপে প্রতিষ্ঠিত হন। —HInsSI. 326.

অগু—১ পুং, রাহুগ্রহ ॥ দীপিকা° শব্দ° বো-রো° ॥ ২ [বৈদিক। অ=ন (নাই) গো (কিরণ) যাহার—নঞ্-বহু° ; 'গোস্ত্রিয়োরু-পসর্জনস্য'—পা° ১. ২. ৪৮] বিণ, কিরণশূন্য। ৩ দরিদ্র, গাভীবিহীন।—ঋ° ৮. ২. ১৪।

অগুঞ্জী—[স্ত্রী° অগুঞ্জিন্] গুঞ্জনশব্দরহিত, মৃদু-শব্দরহিত। 'এসচ্ছায়াস্তবিচিত্রচত্বরপাকং বিভ্রান্ত-বৈতালিকশ্লাঘালোকমগুঞ্জিমঞ্জুমুরজং বিধ্বস্ত-গীতধ্বনি।'—বালরা° ৬. ১২।

অগুণ—বিণ, ১ যাহার গুণ (= গুণত্রয়ের কার্য) নাই, ত্রিগুণাতীত। ২ যাহার গুণ (সদ্গুণ) নাই। ৩ পুং, অপকার, দোষ। 'তস্ত সর্বং প্রবক্ষ্যামি প্রসবে চ গুণাগুণান্'—মনু° ৩. ২২। 'ভক্তিপ্রীতিপ্রণয়-সহিতং মানসজ্ঞাস্বমেতং চেৎ তোহস্মাকং গুণবদ-গুণং গোত্রহাং দেহমেতৎ—উদ্ধবদূত'। ৪ পুং, গুণের অভাব।—কা-শ্রৌ° ৬. ৭. ২৩। ~কারক—[স্ত্রী— -কারিকা] অনিষ্টকর, অপকারী। ~ী—অগুণবান্। 'অগুণ্যপি'—আ' কা-শ্রৌ° ৩. ৫. ৮। ~তা—সদ্গুণাভাব। —গুণহীন বিশেষতঃ সদ্গুণহীন। ~বাদী—[স্ত্রী— -বাদিনী-(পুং° -বাদিন্)] দোষানুসন্ধানী, দোষদর্শী। ~বান্ (পুং°-বৎ) ~শীল—মন্দমতি, অসচ্চরিত্র।

অগুণপান্সোর—ভীলজাতি-অধ্যুষিত রাজ-পুতানার জনপদ-বি°। মেবারের দক্ষিণ-পশ্চিম দেশে পর্বতীয় চন্দন নামক ভীলরাজ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, মেবারের রাণাবংশের আদিপুরুষ বাপ্পারাও রাজ্যলাভের পূর্বে এক ঝুলনপর্বে আকস্মিকভাবে সোলঙ্কীরাজকন্যা ও তদীয় ছয় শত সহচরীকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু উহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় তিনি ত্রিকূট পর্বতের এক গুহায় আত্মগোপন করেন। এই সময়ে অগুণপানোরের বালীয় ও দেব নামক দুই জন ভীল রাখাল তাঁহার সঙ্গী হন; ইঁহারা চিরকাল তাঁহার বন্ধু ছিলেন [বাপ্পা দ্র°]। মুগলদিগের সহিত রাণা প্রতাপের যুদ্ধকালে অগুণপানোরের ভীলগণই প্রতাপকে আহারাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং নানাভাবে জীবনরক্ষায় সহায়তা করিয়া সাহায্য করিয়াছিল। রাণা প্রতাপ কমলমীর দুর্গ হইতে চাবন্দ দুর্গে পলায়ন করিলে যাহাতে তিনি আর ভীল-দিগের সহিত মিলিত হইতে না পারেন সেই উদ্দেশ্য লইয়া মুগল-সেনাপতি আমীর শাহ্ চাবন্দ ও অগুণপানোরের মধ্যবর্তী স্থানে ঘাটি স্থাপন করেন।

[Tod's Annals of Rajasthan, Chap. 2 & 12]

অগুণ্যতা—অগণ্যতা অর্থে অপপ্রয়োগ = অনাদরণীয়তা। 'তব কৃষ্ণ গুণাস্ততো সদৈবস-মানস্য দধত্যগণ্যতাম্।'—শিশু° ১৬. ৬।

অগুনতি—[সং° অগণিত > বর্ণবিপর্যয়ে] গণনাতীত, বহু।

অগুপ্ত—[স্ত্রী— -া] বিণ, অগূঢ়, অপ্রচ্ছন্ন, প্রকাশিত, ব্যক্ত।

অগুম্বি—মাদ্রাজ প্রদেশান্তর্গত গিরিবর্ত্ম। ইহা দক্ষিণ কন্নড় জেলায় উদিপি তালুকে অবস্থিত। মহীশূররাজ্যের সহিত কন্নড় জেলার ইহাই সংযোগপথ। অক্ষা° ১৩° ২৯´—১৩° ৩৯´ ৩০´´ উ°; দ্রা° ৭৫° ৬´ ২০´´—৭৫° ৮´ পূ°।

অগুয়ান—[হি° অগ্‌বান; অগ্র°] অগ্রসর। 'একলি চললি ধনি হোই অগুয়ান'—বি°৩৯.৫।

অগুর্—মাদ্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলার একটা পর্বতীয় ক্ষুদ্র জাতি।

[Sherring : Hindu Tribes & Castes, iii. 206]

অগুরু—১ কৃষ্ণবর্ণ চন্দন, গুগ্গুল [অগরু দ্র°]। ২ শিশুগাছ। হি° কপিলবর্ণ শীসব ॥ ভা-প্র° পূর্ব° ১, বটাদিবর্গ; মে° র-ত্রিকম্ ॥ [শিংশপা দ্র°] ৩ বিণ, [অ=ন (নাই) গুরু (ভারী) যাহা হইতে—নঞ্-বহু°] অধিক ভারবিশিষ্ট, খুব ভারী। ৪ [অ=ন (নাই) গুরু (উপদেষ্টা) যাহার—নঞ্-বহু°] বিণ, উপদেষ্টৃবিহীন, গুরুহীন ॥ আপ° ॥ ৫ [অ=ন (নাই) গুরু—নঞ্তৎ] গৌরবশূন্য, লঘু, হালকা ॥ মে° শব্দ° ॥ ৬ (ছন্দঃশা°) গুরুবর্ণব্যতীত বর্ণ অর্থাৎ লঘুবর্ণ। যে বর্ণ অনুস্বার, বিসর্গ অথবা দীর্ঘস্বরযুক্ত নয় অথবা সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী নয়। 'অগুরুচতুষ্কং ভবতি গুরু যৌ। ঘনকুচযুগ্মে, শশিবদনাসৌ'—শ্রুত-বোধ ৮। ~ক = অগুরু। —হেমাদ্রি° ১. ৪২৩. ১৩। ~গন্ধ—স্ত্রী°, হিঙ্গু [হিঙ্গু দ্র°]। ~গবী—ক্ষুদ্র গাভী।—আশ-গৃ°২. ১০. ৮। ~তম—গুরুপত্নীগমনশূন্যতা ॥আপ°॥ ~তা—লঘুত্ব। —SI, 113. 7. ~শিংশপা—স্ত্রী° শিশুগাছ; শিংশপা বৃক্ষ—derbergia sisu ॥ ক্ষীরস্বামী : অমরটীকা ॥ [শিংশপা দ্র°] ~সার—পুং°, কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষ। —রত্নাবলী; সুশ্র°১. ১৮৩, ১৫; ২. ১৭৫. ৪; রঘু° ৬. ৮। ~সারা—স্ত্রী°, শিশুগাছ ॥ ভা-প্র° ॥ [শিংশপা দ্র° ॥]

অগুসরি—(ব্রজবুলি) অগ্রসর হইয়া। 'অগুসরি ধরতহি দোতিক পাণি'—পদরত্নসার ৯৮। 'রাই-মুখ হেরি সমাদরে অগুসরি করে ধরি মীলল নাগররাজ।'—পদরত্নাকর ৫১৭।

অগুহ্য—[নঞ্তৎ; স্ত্রী— -া] অগূঢ়, প্রকাশ্য, অগোপ্য।

অগূঢ়—[নঞ্তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, অগুপ্ত, প্রকাশিত, ব্যক্ত। ~গন্ধ—[অগূঢ় (ব্যক্ত) গন্ধ যাহার—বহু°] ক্লী°, (গন্ধ লুকান যায় না বলিয়া) হিঙ্গু, হিং asafoetida ॥ রাজনি° ॥ ~গন্ধবটিকা—হিঙ্গুবটিকা [হিঙ্গু দ্র°]। ~গন্ধসার—হিঙ্গুসার [হিঙ্গু দ্র°]। ~ভাব—স্বচ্ছ বা সরল, অকপট মতিবিশিষ্ট।

অগৃভীত—[বৈদিক। = অগৃহীত—হ = ভ; 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি' ইতি ভকারঃ'; তু° 'জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাঃ'—ভা° ১০. ৮৭. ১৪]। অগৃহীত, অনাক্রান্ত, অপরাভূত।—ঋ° ৮.৭৯.১; তৈ-ব্রা°২.৪.৭.৬। ~শোচি—[স্ত্রী° -শোচিস্] ১ [বৈদিক] অচিন্ত্য দ্যুতিবিশিষ্ট।

—সাগ্নিক। ২ অগ্নি ও মরুতের নাম।—ঋ° ৫. ৫৪. ৫, ১২ ; ১. ২৩. ১।

অগৃহ—১ [অ=ন (নাই) গৃহ যাহার—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী—া] বিণ, গৃহহীন। ২ গৃহশূন্য ব্যক্তি, বানপ্রস্থ বা তৃতীয় আশ্রমাবলম্বী ব্রাহ্মণ। ~তা—গৃহরাহিত্য। 'গৃহা বৈ দেবানাং যাদপ্যাকো নাগৃহতয়া ভবান্।'—তাণ্ড্যব্রা° ১০. ৫. ১৬।

অগৃহীত—গ্রহণ করা হয় নাই এরূপ, অস্বীকৃত।—শ-ব্রা° ৩. ৯. ২. ৮ ; ৪. ২. ৩. ৩. ৫।

অগৃহ্যা—[ন-—গ্রহ+ক্যপ্ (কর্মণি) ; পা° ৩. ১. ১১৯] স্ত্রী°, অস্বৈরিণী, অস্বতন্ত্রা। 'অগৃহ্যাঃ বীতকামস্যাক্ষেবগৃহ্যামনিন্দিতাম্' —ভট্টি° ৩. ৩১।

অগে—প্রা° বা°=ওগো। 'অগে ধনি সুন্দরি রাম'—বি-প° ৩৩৫. ৩।

অগেআন, অগেয়ান—[স° অজ্ঞান ; স্ত্রী—নী (-ী)] ১ জ্ঞানাভাব। 'হিয়-অগেয়ান-তিমির-বরজ্ঞান-সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ।' —প-ক° ১। ২ জ্ঞানহীন। 'ভ্রমই ভবন-বনে অন্ধ অগেয়ান'—প-ক° ১৯২২। 'বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানে'—বি-প°। 'অতি অগেয়ানী কুলের কামিনী'—(বলরাম) সা. প. ২০১ সং পুথি।

অগেন্দ্রকন্যা=পার্বতী।

অগের—দাক্ষিণাত্যে কন্নড় জেলার অধিবাসী একটী জাতি।

[BG, xvi. pt.-i, 360]

অগো১—[বৈদিক] বিণ, গোপশুবর্জ গো-পশু ভিন্ন। 'পশুস্তেপাল্লাব্যোগামগ্রেণাগ্নীন্ পরীত্য পলাশশাখাং নিহন্তি।' —পার-গৃ° ৩. ১১. ২। ~তা—গবাভাব want of cow. —ঋ° ৩. ১৬. ৫ ; অ° ৪. ১৭. ৬।

অগো২—[প্রা° বা° সম্বোধন = ওগো ; ওগো দ্র°] অ, হে, ওহে, ওগো। 'অগো মা ঠাকুরাণী যে ভক্তে পান না'—অন্নদা° ২১, ১৩।

অগোঅর্ঘ — [বৈদিক। অগোঅর্ঘং অগোমূল্যং উনমূল্যং। গৌরর্ঘো মূল্যং যস্য স গোঅর্ঘঃ গবা সমানমহিমা। 'সর্বত্র বিভাষা গোঃ' ইতি প্রকৃতিভাবঃ, ন গোঅর্ঘ অগোঅর্ঘঃ তস্মৈ ন্যূনমূল্যায়] ন্যূনমূল্য। 'অগোঅর্ঘবিতাগোঅর্ঘঃ। সোমম্। ক্রীণাং।'—তৈ-স° ৬. ১. ১০. ১।

অগোচর — ১ ইন্দ্রিয়দ্বারা অবিজ্ঞেয়, অতীন্দ্রিয়। ২ অন্ধ যিনি দৃষ্টির বহিভূর্ত। ৩ অজ্ঞাত। 'বিধি-অগোচর নানা উপহার থালীতে থালীতে ভরি।'—প-ক° ২৫১৭। 'অগোচরং নয়নয়োর্যাতা'—বিক্রম° ১২। ৪ ক্রি-বিণ—অগোচরে [স° অগোচরেণ—হিত° ৩০. ১১] =অপ্রকাশ্যে, অজ্ঞাতসারে পরোক্ষে, চুপিচুপি।

অগোত্রচরণ—[অ=ন (নাই) গোত্র ও চরণ (শাখা) যাহার—নঞ্-বহু°] গোত্র ও শাখার (school) বৈশিষ্ট্যরহিত ; বংশ ও শাখাবর্জিত ; উৎপত্তি ও সম্প্রদায়রহিত ; উৎপত্তি ও বিভাগরহিত। 'যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রচরণং ধ্রুবম্'—অগ্নিপু° ১. ১৮।

অগোপন—১ [নঞ্-তৎ ; স্ত্রী—া] গোপনাভাব, প্রকাশ। ২ [অ=ন (নাই) গোপন যাহার—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী—া] অগুপ্ত, প্রকাশমান। ~ীয়—[নঞ্-তৎ ; স্ত্রী—া] যাহা গোপন করিবার বা রাখিবার অযোগ্য বা অসাধ্য।

অগোপা, অগোপালক—[বৈদিক ; 'আশ্চর্যো গবাং দোহোঽগোপালকেন'—পা° ২. ২. ১৪] গোপাল বা রাখালের দ্বারা চালিত হয় নাই এইরূপ without a cowherd.

অগোর—১ [স° অগুরু>ব্রজবুলি অগোর] অগুরুকাষ্ঠ। 'অগোর চন্দন তনু ঘন লেপন গৌরকে করল সব দেশ॥'—প-ক° ১৪৮। ২ (ব্রজবুলি) আগ্লাইয়া। 'পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই অহনিশি রহত অগোর।—প-ক° ৬৭। ~ই—[হি°] আগ্লায়। 'বাম চরণ ভুজ পুন পুন অগোরই।' —প-ক° ২৭৪২। 'অগোরহি গহি বাহু বসনে' —প-ক° ২৯০৫। ~ল—[ব্রজবুলি] ১ আবৃত করিল। 'শ্যামবয়ান ধনি করহি অগোরল।'—প-ক° ১২২১। ২ আগলাইল। 'একলি নেহারি অগোরল পন্থ।'—পদরত্নাকর ৭১৫।

অগোরবটাই—গয়া, মজঃফরপুর ও চম্পারন জেলায় প্রচলিত ভূম্যধিকারী ও চাষী প্রজার মধ্যে একপ্রকার শস্যবণ্টন-পদ্ধতির নাম। অগোরবটাই পদ্ধতি 'বটাই' নামেও পরিচিত। গয়া জেলায় অগোরবটাই ও দানাবন্দি নামে দুইটী পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। বটাই পদ্ধতি-অনুসারে যে স্থানে শস্য মাড়িয়া বাহির করা হয় সেই স্থানেই উহা ভাগ করা হইয়া থাকে ; কিন্তু দানাবন্দি পদ্ধতিতে শস্য কর্তিত হইবার পূর্বেই ভাগ করা হয়। বটাই পদ্ধতিতে ভূম্যধিকারী প্রতারিত হইবার আশঙ্কায় বণ্টনের সময় নজর (অগোরা) রাখিবার জন্য লোক নিয়োজিত করে, সেই লোক যথাস্থানে উপস্থিত থাকে। এই জন্য বটাই পদ্ধতি অগোরবটাই নামে খ্যাত। এই পদ্ধতি-অনুসারে চাষী-প্রজাই শস্যাদি উৎপন্ন করে এবং যথাকালে শস্য কর্তন করিয়া খামারে লইয়া আসে। প্রথমতঃ শস্যোৎপাদনকারীর ও অন্যান্য মজুরের প্রাপ্য দিয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে শস্য বণ্টিত হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিতে প্রতারিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে এবং প্রায়ই প্রতারণা চলে।

মজঃফরপুর ও চম্পারন জেলায় বটাই পদ্ধতির নিয়ম অন্যরূপ। এই দুই স্থানে বটাই, ডাওলি ও মাংখপ এই তিন পদ্ধতিতে উৎপন্ন শস্যাদির জন্য কর দেওয়া হইয়া থাকে। বটাই পদ্ধতিতে উৎপন্ন শস্য গড়-সমেত ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে বণ্টিত হয়। সাধারণতঃ প্রজা উৎপন্ন শস্যের সমানুপাতে ৯/১৬ এবং ভূম্যধিকারী ৭/১৬ অংশ অথবা প্রজা ১/২ এবং ভূম্যধিকারী ১/২ অংশ পাইয়া থাকে। শস্যক্ষেত্রে আটি বা বোঝা-অনুসারে উভয়ের মধ্যে শস্য বণ্টিত হইলে সেই বণ্টনকে বোঝ-বটাই বলে। মাড়াইয়ের স্থানে গয়ায় প্রচলিত নিয়মে বণ্টিত হইলে অগোরবটাই বলা হয়।

[Bang. Dist. Gaz., Gaya, 1919, 158-59, 164 ; Id. Muzaffarpur, 1907, 29-80 ; Id. Champaran, 1907, 91]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অগোরস— গুগ্গুলু। —হেমাদ্রি° ১. ৩৯. ১৪।

অগোরি—[ব্রজবুলি] ১ আগলাইল। 'ছহুঁ দোহাঁ কোরে অগোরি।' —প-ক° ২৫০৩। ২ আগলাইয়া। 'গোঙরি বিছের যেন ছহুঁ আকুল, ছহুঁ রহু কোরে অগোরি।' —প-ক° ২৫০৫।

অগোরুধ—[বৈদিক] ১ গাভীকে রোধ করে না এমন।—ঋ° ৮. ২৪. ২০। ২ প্রশংসানিন্দাকারী নয়। —সায়ণ।

অগোরে—আগলায়। 'ঝুলনা কমকত রাই চমকিত কানু কোরে অগোরে।' —পদ-রসসার ৪৪৩।

অগোষ্পদ—গরুর পদচিহ্ন নাই যাহাতে।

অগোহ্য—[বৈদিক] যাহা লুকান যায় না, যাহা আবৃত করা যায় না, উজ্জ্বল।

অগৌকাঃ—[বৃ° অগৌকস্ ; অগ (পর্বত বা বৃক্ষ) হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার—বহু°] ১ পর্বতবাসী, বৃক্ষবাসী। ২ সিংহ, শরভ, পক্ষী॥ মে° শব্দ°॥

অগৌণ—[নঞ্-তৎ ; স্ত্রী— ণী] মুখ্য, প্রধান।

অগোপবন—গোপবন ব্যতীত। —কা-শ্রৌ° ১০. ২. ২১।

অগৌর—[নঞ্-তৎ ; স্ত্রী— রী] ১ গৌরবর্ণ নয়। ২ অগুরু ['অগুরু দ্র°]।

অগৌরব—[নঞ্-তৎ ; স্ত্রী— বা] ১ গুরুত্বশূন্যতা, গৌরবহীনতা, অসম্মান, অমর্যাদা। ২ বিণ, [অ=ন (নাই) গৌরব যাহার—নঞ্-বহু° ; স্ত্রী— বা] ২ বিণ, [অ=ন (নাই) গৌরব যাহার — নঞ্-বহু°, স্ত্রী — বা] ২ বিণ, মর্যাদাশূন্য, অসম্মানিত।

অগ্নামরুতৌ—[দ্বিবচনান্ত—দ্বন্দ্ব ; বৈদিক প্রয়োগে সাধু] অগ্নি ও মরুৎ দেবতা। ইঁহারা এক হবিঃ পান করেন।

অগ্নায়ী—১ [অগ্নি+ঙীপ্ (পত্নী অর্থে)] অগ্নির পত্নী ; স্বাহা॥ অম° শব্দ°॥ ২ ত্রেতাযুগ॥ জটা°॥

অগ্নাবিষ্ণূ—এক আহুতিভুক্ অগ্নি ও বিষ্ণু দেবতাদ্বয়।

অগ্নি,—অগ্নির সাহায্যে মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অগ্নিকে বর্তমান যাবতীয় শিল্পের মূলীকৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলেই অগ্নি। কোন্ সময়ে মানব-জাতি প্রথমে অগ্নি উৎপাদন ও উহার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। শুষ্ক কাষ্ঠাদির ঘর্ষণে অরণ্যমধ্যে অথবা বজ্রপাতে স্বভাবতঃই যে অগ্নির উৎপত্তি হয় আদিম মানব তাহা হইতেই অগ্নি-সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কৌতূহলী হইয়া উঠে। কিন্তু বাস্তব জগতে যে দ্রব্য কোন কাজে লাগে না, আদিম মানব নিশ্চয়ই তাহার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিতে পারে নাই। বজ্রপাতে ভীতিরই সঞ্চার হয়। কিন্তু অরণ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অরণ্যের জীবজন্তু প্রাণভয়ে পলাইতে থাকে। ইহা হইতে হিংস্র জন্তু-তাড়নে অগ্নি-ব্যবহারের ইচ্ছা স্বভাবতঃই জন্মিবার কথা। হয়তো অরণ্যে দগ্ধ অথবা অর্ধদগ্ধ ফলমূলাদি ও পশুমাংসাদির ঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া মানব তাহার আস্বাদগ্রহণে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ কারণ হইতেই প্রথমতঃ মানবের অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ কৌতূহল হইতেই মানব কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি-উৎপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করিবার কৌশল আয়ত্ত করিবার পূর্বেই অনেক জাতি অগ্নির ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আদিম অসভ্য জাতিরাও অগ্নির ব্যবহার স্মরণাতীত কাল হইতে জানে। যে সকল জাতি অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন তাহারাই অগ্নির-উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়। বিশেষতঃ অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত না করিলে সভ্য জাতিসকল পৃথিবীর নানা অংশে, প্রধানতঃ শীতপ্রধান দেশগুলিতে, ছড়াইয়া পড়িতে পারিত না। অসভ্য জাতিরা অধিক শৈত্য হইতে শরীররক্ষার কৌশলস্বরূপ বস্ত্রাদি ও অগ্নি-ব্যবহারের কৌশল না জানায় উষ্ণদেশে বাস করিতে ভালবাসে।

প্রথমে মানব অগ্নি উৎপাদন করিতে শেখে নাই এবং অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল-গুলিও তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। সুতরাং অগ্নি-উৎপাদন-কৌশলের আবিষ্কারক অনেক জাতির মধ্যে দেবতারূপে গণ্য হইয়াছেন। অগ্নি-উৎপাদন-সম্বন্ধে অনেক রহস্যপূর্ণ পৌরাণিক আখ্যানও বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বিখ্যাত 'শাহ্‌নামা' কাব্যে দেখা যায়, বীরবর হুশেঙ্ক সর্প বধ করিবার জন্য একটা আশ্চর্য প্রস্তর নিক্ষেপ করেন; সেই প্রস্তর সর্পের গায়ে না লাগিয়া একটা পাষাণ-স্তূপে আঘাত করে, উহাতে অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয়। উত্তর আমেরিকার একটা কাহিনীতে আছে, একটা মহিষ রাত্রিকালে পাষাণস্তূপে বিচরণ করিবার সময় তাহার খুরের আঘাতে পাষাণস্তূপ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার কুইচি জাতিদের ধারণা যে তোহিল নামক একজন দেবতা তাঁহার পাদুকাঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন। পর্বতীয় পাষাণময় প্রদেশগুলির অগ্নি উৎ-পাদনের আখ্যানগুলিতে এই রূপ সামঞ্জস্য দেখা যায়। সম্ভবতঃ প্রস্তরাদির ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় দেখিয়া সহজে দাহ্য শুষ্কপত্রাদির সাহায্যে পর্বতীয় অঞ্চলের লোকেরা অগ্নি উৎ-পাদন করিতে শিখিয়াছিল। অন্যান্য অঞ্চলে ও অরণ্যে গ্রীষ্মকালে বাত্যাতাড়িত শুষ্ক বৃক্ষ-শাখাদির পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হইতে দেখিয়া কৃত্রিম উপায়ে অনুরূপভাবে অগ্নি উৎপাদন করিবার কৌশল ক্রমশঃ আয়ত্ত করা আশ্চর্য নহে।

সংঘাত ও ঘর্ষণ এই দুই উপায়ে অগ্নি-উৎপাদন ও তাহার ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সভ্যজাতিগুলির মধ্যেও প্রচলিত ছিল। নিউজিল্যাণ্ড, হাউআই, টোঙ্গা, সামোয়া প্রভৃতি দেশে মাটির উপরে

একটী কাঠের লাঠি শোয়াইয়া রাখিয়া খুব জোরে উহার উপর অন্য একটী লাঠির আঘাত করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করা হয়। এই সকল দেশে আদিম জাতিরা নিমেষমধ্যে এই রূপে অগ্নি উৎপাদন করে। অস্ট্রেলিয়া, কামাস্কাট্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপেও এইরূপ প্রথায় আদিম জাতিদিগের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করিবার বিধি ছিল। দিয়াশলাই আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে সভ্যজাতিদিগের মধ্যেও দুইটী প্রস্তরের ঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত ছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ভারতে চক্মকি পাথরের সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদন করা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

দর্পণ ও সূর্যরশ্মির সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদনও অতি প্রাচীন পদ্ধতি, কিন্তু তাহার ব্যবহার কোন কোন জাতি জানিলেও উহা বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিজ্-কর্তৃক দর্পণ ও সূর্যরশ্মির সাহায্যে রোম-দেশীয় আক্রমণকারীদিগের পোতাদি ভস্মীভূত করার কাহিনী ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছে। চীনদেশে দর্পণের সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল ইহার পূর্বেও প্রচলিত ছিল।

পরবর্তী যুগে ফস্ফরাস, গন্ধক প্রভৃতির সংমিশ্রণে ঘর্ষণ করিয়া (দিয়াশলাইয়ের সাহায্যে) অগ্নি-উৎপাদন-প্রথা আবিষ্কৃত হয় (১৮৩০ খ্রীঃ)। ইহার পূর্বে চক্মকি পাথর ও ইস্পাতের সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্বত্র প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে অগ্ন্যুৎপাদন করা হয়।

অতি প্রাচীন যুগে অগ্নি-উৎপাদন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল; এজন্য প্রত্যেক জাতিই প্রজ্বলিত অগ্নি রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নশীল ছিল। বর্তমান যুগেও অনেক আদিম জাতি প্রজ্বলিত অগ্নি বিভিন্ন উপায়ে রক্ষা করিয়া থাকে। আন্দামান ও পপুয়ার আদিম জাতি অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল জানে না; তাহারা কুটীরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখে। এমন কি, পপুয়াবাসীরা দৈবক্রমে অগ্নি নিবিয়া গেলে বহুদূর হইতে অন্য জাতির নিকট হইতে প্রজ্বলিত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া আনে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাও অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল জানে না, বরং বহুদূর হইতে অগ্নি-সংগ্রহের কষ্ট স্বীকার করে। এই সকল আদিম জাতিদের অনেকেই প্রজ্বলিত অগ্নি দৈবক্রমে নিবিয়া গেলে তাহা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করে। সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও সেই আদিম সংস্কার রূপান্তরিত ভাবে এখন পর্যন্তও বর্তমান আছে। ধর্মোৎসবে অথবা কোন শুভকার্যে প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া রাখা অনেক সভ্য জাতির মধ্যে বর্তমান। এইরূপ প্রদীপ হঠাৎ নির্বাপিত হইলে উহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া সেই সকল জাতি মনে করে। হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ ধারণা বিশেষ বদ্ধমূল। কথিত আছে, যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সপ্তাহে (Passion Week) সকল ধর্মমন্দিরের প্রদীপ ক্রমশঃ নির্বাপিত হইতে থাকে; শেষ প্রদীপটী নির্বাপিত হইলে পুনরায় প্রদীপগুলি নূতন অগ্নিতে প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে, এই 'নূতন অগ্নি' হইতে দেশের সর্বত্র অগ্নি-গ্রহণ করা হয়। পূর্বদেশীয় ধর্মিক যাত্রীরা দলে দলে জেরুজালেম হইতে এই অগ্নি গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, সেই যুগে অনেক দেশে অগ্নি-প্রজ্বালন বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না এবং কোথাও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে বহু দূর-দেশের লোকও তাহার সংবাদ পাইয়া অগ্নি লইতে আসিত। বিশেষতঃ কোন ধর্মানুষ্ঠান অথবা মহাপুরুষের সহিত যে অগ্নি-প্রজ্বালন জড়িত, সকলে সেই অগ্নি গ্রহণ করিতে ও রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইত। এই জন্যই অগ্নির উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানাবিধ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। গ্রীক পুরাণে দেখা যায়, প্রোমেথিয়স্ (Prometheus) পৃথিবীতে অগ্নি আনয়ন করেন; কোন কোন মতে দেখা যায়, তিনি সূর্যের রথ হইতে একটী মশাল প্রজ্বলিত করিয়া আনেন। দ্বীপের অধিবাসীদের আখ্যানে আছে, বীরবর মউই পাতাল হইতে দুইটী কাঠের ঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে অগ্নি উৎপাদন করেন।

অগ্নিপূজা—এই সকল ধারণা হইতে অগ্নির গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় সকল জাতিই অগ্নিরক্ষায় যত্নবান্ হয়। অনেক জাতি আবার অগ্নিরক্ষা ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছে। গ্রীক, রোমান, ইরানী ও ভারতীয় আর্যগণের নিকট অগ্নি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা-রূপে পূজিত হন। প্রাচীন রোমে গৃহদেবীর মন্দিরে নিয়োজিত কুমারী পরিচারিকাগণ দেবীর সম্মুখে নিত্য পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিত। পেরুদেশেও এই রূপ রীতি ছিল।

সকল জাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, অগ্নিপূজা সকল জাতিরই একটী সাধারণ ব্যাপার। ভারতবর্ষ হইতে পেরু পর্যন্ত সমুদয় স্থানের সকল জাতি বেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। সমুদয় জাতির মধ্যে যাঁহারা শুভচিন্ত তাঁহারা যাহাতে অগ্নি নির্বাপিত হইয়া না যায় তজ্জন্য অগ্নিতে অবিরত কাষ্ঠ যোগাইয়া আসিয়াছেন। যাজকগণ-রক্ষিত অগ্নিমধ্যে কোন অপবিত্র বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই। সমুদয় জাতিই অগ্নিকে সর্বোচ্চ শক্তির নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করে। আলোকরূপে অগ্নি সত্যের আদর্শ; সমুদয় দ্রব্য অগ্নি হইতে উৎপন্ন এবং উহা সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অণু-পরমাণু সমস্তই অগ্নির লীলাসম্ভূত।

আসিরিয়া, ক্যাল্ডিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক ছিল। পারস্যবাসীদের অগ্নির উপাসনা সুবিখ্যাত। ইহাদের বংশীয় বর্তমান কির্মান ও বোম্বাইয়ের পার্সীরা আজিও অগ্নির পূজা করিয়া থাকে।

এশিয়ায় অগ্নির পূজা বড় কম ছিল না। এশিয়ার কাল্মুকেরা অন্যান্য দেবপূজার সহিত অগ্নির পূজা করে। জাপানের য়েসো দেশবাসীদের অগ্নিই প্রধান দেবতা। তুঙ্গুস, মুগল ও তুর্কীরাও অগ্নির পূজা করে।

ইউরোপেও গ্রীকদিগের মধ্যে Vulcan Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। প্রাচীন

প্রুশিয়া, রুশ ও লিথুনিয়ান জাতি অগ্নির পূজা করিত। এখনও ইউরোপে অগ্নিপূজার ছিটা-ফোঁটা আছে। প্রাচীন ইহুদী ধর্মেরও অগ্নিপূজা একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহুদীগণ দেবতা ও পূর্বপুরুষদিগের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত।

মেক্সিকোবাসীরাও অগ্নিপূজক ছিল; তাহাদের অগ্নিদেবতার নাম ছিল Xiuheuctli. বাইবেলে (Old Testament) দেখা যায়, ইহুদীজাতির মধ্যে অগ্নির নিকট সন্তানসন্ততি উৎসর্গ করার প্রথা ছিল। আব্রাহামের সময়েই ইহার সংস্কার আরম্ভ হয়; আব্রাহাম নিজপুত্র আইজাককে (Isaac) অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে সম্মত হন নাই।

ভারতবাসী ও ইরানীদের ধর্মে অগ্নির উপাসনা একটী প্রধান ব্যাপার। ভারতবাসীদের যেমন অগ্নিদেব ছিল, ইরানীদেরও সেইরূপ ছিল। কিন্তু উভয় জাতির অগ্নিদেবের নাম এক নয়। ইরানীদের অগ্নিদেবের নাম 'আতর্', ভারতবাসীদের এই দেবতার নাম 'অগ্নি'। স্লাভদিগের মধ্যেও অগ্নিদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাহাদের অগ্নির নামের সহিত ভারতবাসীদের অগ্নিদেবের নামের বিশেষ পার্থক্য নাই। বৈদিক ভাষায় এই দেবতার নাম 'অগ্নি, স্লাভদিগের অগ্নিদেবের নাম ogun, প্রাচীন স্লাভ রূপ ogni। স্লাভ, ভারতবাসী এবং ইরানীগণ সকলেই আর্য। এক সময় ইহারা সকলেই অগ্নিদেবের উপাসক ছিল এবং ইহাদের সকলের অগ্নিদেবের নামও এক ছিল। এক সাধারণ শব্দ হইতে যে অগ্নিদ্যোতক শব্দ উৎপন্ন তাহা বেশ বুঝা যায়। আর্যদের পরস্পর ছাড়াছাড়ির পূর্বে সকলেরই অগ্নিবোধক সাধারণ শব্দ ছিল। কিন্তু অগ্নিদেবের উপাসনা কোন্ সময়ে প্রবর্তিত হয়, তাহা এই ভাবে স্থির করা খুব কঠিন। ভারতীয় হিন্দুধর্ম প্রাচীন আর্য-ধর্মেরই একটী শাখা—সুপ্রাচীন আর্যরীতি এই ধর্মে অনেক রহিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিলে অগ্নি-সম্বন্ধে বহু তথ্য নির্ণয় করিতে পারা যায়।

আমরা দেখিতে পাই যে স্লাভদিগের অগ্নিদেববোধক একটী শব্দ বর্তমান; বেদের অগ্নির সহিত সেই শব্দটার বেশ সাদৃশ্যও আছে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতবর্ষীয় আর্যেরা যেমন অগ্নির উপাসক ছিলেন, স্লাভেরাও তেমনই অগ্নির উপাসক ছিলেন। ইরানীদের অগ্নিদেবের নাম একটা পরিবর্তিত হইবার কারণ আমরা বুঝিতে না পারিলেও উহাদের মধ্যেও যে অগ্নি-উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহা তাহাদের অগ্নিদেবের নামের অস্তিত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হয়।

ভারতীয় আর্য ও ইরানীদের মধ্যে প্রধান একটী দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবতার উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈদিক 'অপাম্ নপাৎ' হইতে বেশ একটু পরিচয় পাওয়া যায়।* 'অপাম্ নপাৎ' শব্দটী অতি প্রাচীন। ইহার অর্থ 'জল-জাত'। জলদ হইতে যে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, 'অপাম্ নপাৎ' বলিতে সেই বিদ্যুতের দেবতা বুঝায়। ইনি দেব এবং মনুষ্যের মধ্যবর্তী। অবেস্তায় এই দেবতাকে একবার মাত্র অপর একজন অগ্নিদেবতার সহিত একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার নাম নইর্যোসংঘ। নইর্যোসংঘ অর্থে 'দেবদূত'।† পরবর্তী গ্রন্থে নইর্যোসংঘের আরাধনা খুব বেশী আছে। 'যস্ন্' নামক গ্রন্থে ইহাকে মানবের নির্মাতা ও আকৃতিদাতা বলা হইয়াছে। বেদেও একটী শব্দ আছে—'নরাশংস'। ইহাও দেবদূত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইরানী ভাষায় 'নইর্যোসংঘে'র সহিত বৈদিক 'নরাশংসে'র সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয়।

ইরানীরা অগ্নিদেবকে 'আতর্' বলে। অগ্নিদেবের এই নামটী বহু প্রাচীন। কিন্তু ভারতীয় আর্যেরা এই নামটী ভুলিয়া গিয়াছে। তবে এই নামটী হইতে 'অথর্বন্' বলিয়া যে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বেদে তাহা স্থান পাইয়াছে; উহার অর্থ 'অগ্নি-পুরোহিত'। ইরানীরা কিন্তু 'আথ্রবন্' শব্দে 'পুরোহিত'ই বুঝিয়া থাকে। অথর্বন্ শব্দের 'অথর্বে'র সহিত 'আতরে'র সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। ভারতবাসীরা তাহাদের অগ্নিকে 'আতর্' বলে না বটে, কিন্তু তাহাদের অগ্নির পুরোহিতকে অথর্বন্ বলে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন, আতর্ শব্দের অর্থ 'ভক্ষক' —কারণ আতর্ শব্দের মূলাংশ 'অদ্' ধাতু; এই 'অদ্' ধাতু বলিতে ভক্ষণ করা বুঝায়। তদনুসারে আতর্ বলিতে 'ভক্ষক' বুঝিতে হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অগ্নিদেবের নামের সার্থকতা ইরানীভাষায় ঠিক বজায় থাকে। আর্যগণও অগ্নিকে সর্বভুক্ বলিয়া থাকেন। অগ্নিকে যাহাই অর্পণ করা যায়, অগ্নি তাহাই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সুতরাং অগ্নিকে ভক্ষক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেহ কেহ এইরূপও অনুমান করিয়াছেন যে প্রাচ্য আর্যদের সময়ে অগ্নিদেব আতর্ নামেই অভিহিত হইতেন। কারণ, বেদে অগ্নি-পুরোহিতকে অথর্বন্ বলা হইয়াছে। অগ্নি-পুরোহিতেরা স্বর্গ হইতে অগ্নিকে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথাও বেদে উক্ত হইয়াছে।

ভারতবাসী ও ইরানীদের পরস্পর নৈকট্য-বশতঃ এক জাতি অপর জাতির নিকট হইতে অগ্নি-উপাসনা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবাসী ও ইরানীরা স্বাধীনভাবে স্ব স্ব পদ্ধতি-অনুসারে অগ্নি-উপাসনা করিত।

ভারতবাসীদের ন্যায় ইরানীদের অগ্নি-যাগ ও সোমযাগ প্রচলিত ছিল। ভারতবাসীদের সোমযাগ যাহা, ইরানীদের মধ্যে 'হওম' যাগ প্রায় তাহাই। ভারতবাসী সোমরসকে দেবভোগ্য অমৃত বলিত। অমৃত দেবভোগ্য, উপাদেয় দিব্য পেয়। ইরানীদেরও দেবভোগ্য দিব্য পেয় ছিল, তাহার নাম 'অমেরেতাৎ'। অমৃত ও অমেরেতাতের শব্দগত সাদৃশ্য যথেষ্ট আছে। ইরানীদের এ ছাড়া আর একটী দেবভোগ্য পবিত্র ভোজ্য ছিল,

* Spiegel বলেন, 'অপাম্ নপাৎ' অতি প্রাচীন ও বিশেষভাবে সম্পূজিত দেবতা। —Die arische Periode, 313.

† অবেস্তা ১১.৫২।

তাহাকে তাহারা হউরবতাৎ* বলিত। ✻ হউরবতাৎ খাদ্য,অমেরেতাৎ পেয়। শুধু খাদ্য ও পেয় নয়; ইহারা যমজ দেবতা; স্বর্গবাসীদের ইহারা পোষণ করে। ভারতীয় দেব—বিবস্বান্, যম, ত্রিত অপ্ত্য সোমউপাসক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে ইরানী দেবতা বিবঙ্ঘৎ, যিমের পিতা, থ্রিত ও অথ্‌বা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হওম-উপাসক। সোমরস পান করিলে মনের যে অবস্থা হয় বেদে তাহাকে 'মদ' বলিত, অবেস্তায় তাহার নাম 'মধ'। সুতরাং সোমযাগ যে অতি প্রাচীন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। একথাও অন্ততঃ বলিতে হইবে যে যখন ইরানী ও ভারতবাসীরা একত্র থাকিত তখন তাহাদের মধ্যে অগ্নি-উপাসনা ও সোমযাগ প্রচলিত ছিল। প্রাচ্য আর্যযুগেই যে অগ্নি-উপাসনা ও সোমযাগ আরম্ভ হয় তাহা বলা যাইতে পারে না। এই যুগের অনেক পূর্বে যে উভয় যাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

বেদে অগ্ন্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গ—দুই খণ্ড সমিৎকাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ইহাতে অগ্নি-উপাসকেরা মনে করিতেন যে সমিৎকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত থাকে। তাই সমিধ্ বড় পবিত্র। সমিধ্‌কে অরণি বলা হইত। সমিৎকাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে এক খণ্ড হইতে দিব্যাগ্নি ও অপর খণ্ড হইতে পার্থিবাগ্নি উৎপন্ন হইত। যজ্ঞে আর তিনখানি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। এই কাষ্ঠত্রয়কে পরিধি বলা হইত। পরিধিও অগ্নির জনক। অগ্নি পূর্বে ইন্দ্রের বজ্রমধ্যে নিহিত ছিলেন। ইন্দ্র বজ্রমধ্য হইতে তিন প্রকার অগ্নিকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করেন। তখন হইতে এক অগ্নি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, এক অগ্নি বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, আর এক অগ্নি জীবান্তর্গত হইয়া জীবগণের অধিনায়ক হইয়া রহিয়াছেন। অগ্নি, মাতা পৃথ্বীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অগ্নিই পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির জনক এবং অগ্নিই জীব-হৃদয়ে প্রাণ। পরিধিকাষ্ঠত্রয়ের একটী দ্যৌ বা পৃথ্বীর প্রতিনিধি, একটী তাঁহার উৎপাদিকা শক্তির জনক বলিয়া অগ্নি পিতৃরূপী, আর একটী কাষ্ঠ জীবের প্রাণের স্বরূপ। যজ্ঞে পরিধিকাষ্ঠত্রয় ত্রিকোণাকারে সজ্জিত হয় এবং প্রথম সমিদুৎপন্ন অগ্নিদ্বারা তাহার নিম্নে কাষ্ঠ প্রজ্বালিত করা হয়। পরিধির তলকাষ্ঠ জীবনী শক্তিরূপে পৃথ্বীদেবী ও বিশ্বপিতাকে সমুত্তেজিত ও একত্র সম্বদ্ধ করে। ত্রিকোণাকারে সজ্জিত পরিধিকাষ্ঠত্রয়ের মধ্যে যে সকল উপকরণ থাকে পুরোহিত তারপর তাহাও প্রজ্বালিত করেন। প্রথম সমিধ্ দিব্যাগ্নি ও দ্বিতীয় সমিধ্ পার্থিবাগ্নি। পুরোহিত এই দ্বিতীয় সমিদগ্নি দ্বারা বসন্ত ঋতুকে প্রজ্বালিত করেন এবং ইহা দ্বারা উৎপাদনক্ষম সমগ্র বর্ষকে প্রজ্বালিত করেন।

বৈদিক আখ্যানে পাওয়া যায়, অগ্নি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতরিশ্বার নিকট প্রথম প্রকট হইলেন। মনোবল ও মাহাত্ম্য দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্বর্গ ও পৃথিবী আলোকে উদ্ভাসিত করিল। মাতরিশ্বা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিলেন। তিনি অগ্নিকে অথর্বা ভৃগুর নিকট আনয়ন করিলেন। ভৃগু ঘর্ষণ-দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য মনুকে প্রদান করিলেন।

নানা ঋষিবংশদ্বারা অগ্নি প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বেদে উল্লেখ আছে। ঋষি অঙ্গিরা অগ্নিকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন বলিয়া শতপথ উপদেশ করিয়াছে। অঙ্গিরার জন্য অগ্নি হুত ও তাঁহা দ্বারা স্তুত হইয়াছিল বলিয়াই বেদে উল্লেখ আছে। বেদ বলে, অপ্নবান অগ্নিকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন; ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ সলিলাবাসে অগ্নির পূজা করিয়া আয়ুপরিবারে তাঁহাকে স্থাপন করেন। আয়ু-পরিবারে প্রথম অতিথি হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগের দ্বারাই গৃহে গৃহে নীত হন। বস্তুতঃ ভৃগুগণই মনুষ্যমধ্যে অগ্নিকে প্রথম প্রচার করেন। বসুগণ ও জন্মরাজদিগের মধ্যেও অগ্নিকে প্রথম স্থাপিত দেখা যায়। উশিগেরা তাঁহাকে প্রথম হোতা ও বিবস্বান্ প্রথম দূতরূপে নিযুক্ত করেন। মনুগণও প্রথম অগ্নিস্থাপন করেন। ইহারা ইন্দের গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। অগ্নি মনুদিগের পুরোহিত হইয়া পড়িলেন। শতপথে আছে, দেবগণ, মনু ও ঋষিগণ তাঁহাকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন।

অগ্নি নহুষদিগের গোষ্ঠীপতি হন। পুরুনীথ শাতবনের গৃহে অগ্নি প্রথম স্থাপিত। পুরুগণ তাঁহাকে প্রথম পূজা করেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতি অগ্নিপূজায় প্রবর্তিত হইয়াছিলেন। নানা রূপে ও নানা নামে অগ্নি নানা স্থানে পরিচিত। প্রাচীন স্লাভেরা অগ্নিকে বলিত Ogni, পরবর্তী স্লাভেরা তাহার নাম দিয়াছিল Ogun. লাটিন ভাষায় ইহা Ignis, লিথুয়ানিয়ায় Ugnis. শব্দতত্ত্বালোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে অগ্নি ignis, ugnis, ogni প্রভৃতি এক সুপ্রাচীন সাধারণ শব্দের রূপান্তর। কিন্তু অগ্নির ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সংস্কৃত 'অগ্নি'-শব্দে যত স্পষ্ট, অন্য কোন দেশের ভাষায় তাহা তত স্পষ্ট নয়। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশেষ সমস্যার বিষয়। ইহার ব্যুৎপত্ত্যর্থ লইয়া ভারতের বিভিন্ন সময়ের পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার একটু আভাষ নিম্নে দেওয়া হইল।

নিরুক্তি — অমরটীকায় ক্ষীরস্বামী 'অগ্নি'র ব্যুৎপত্ত্যর্থ দিয়াছেন—'অগতি ঊর্ধ্বং যাতি ইতি অগ্নিঃ' (১, ৫৩); সাধারণতঃ অগ্নির নিরুক্তিতে এই অর্থই দেওয়া হইয়া থাকে। এই ব্যুৎপত্তির পক্ষে সাধারণ যুক্তি এই যে পদার্থবিশেষের এক একটী ধর্ম আছে। জলের যেমন ধর্ম নিম্নে গমন করা, অগ্নির তেমনই ধর্ম ঊর্ধ্বে গমন করা। অগ্নির এই ধর্ম দেখিয়া ক্ষীরস্বামীর এই ব্যুৎপত্তি।

ঋগ্‌ভাষ্যকার শাকপূণি অগ্নি শব্দের এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে অগ্নিতে এই কয়টী বর্ণ আছে—'অ'—'গ্'—'নি'। এই তিনটীর আখ্যাত তিনি অতি কৌশলে বাহির করিয়া অগ্নি শব্দকে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। 'অন্'র

✻ এই দুইটী শব্দকে সর্বদা একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বর্তমান ও অনাগত সম্পূর্ণ যুক্তিদ্যোতক।

'অ', দহ্ ধাতু হইতে যে দগ্ধ পদ হয়, তাহার 'গ' এবং 'নী' ধাতুর 'নী'কে ছান্দস প্রণালীতে লুপ্ত করিয়া তিনি 'অগ্নি' শব্দ খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এইরূপ—

"ত্রিভ্য এব আখ্যাতেভ্যঃ জায়তে। অক্ত্, ব্যক্তিম্রক্ষণগতিষু, অক্তেঃ অকারমাদত্তে, দহতের্দগ্ধশব্দাদ্‌গকারমাদত্তে, ততঃ নীপরাৎ ভবৈষা ভবতি। নী ছান্দসত্বাৎ হ্রস্বো ভূত্বা নির্দিশ্যতে।" অগ্নির এই এক নিরুক্তি।

ঋগ্বেদের অন্যতম ভাষ্যকার যাস্ক তাঁহার প্রণীত নিরুক্তে বলিয়াছেন,—"অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, প্রথমং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, [ততঃ] অগ্রণীর্ভবতি"—যজ্ঞের অগ্রে—প্রথমে অগ্নি-স্থাপনা না করিয়া কোন কাজেরই অনুষ্ঠান হয় না, এই জন্য ইঁহার নাম 'অগ্নি'।

স্থূলাষ্ঠীবানের পুত্র বলেন, 'অক্নোপনো ভবতীতি অগ্নিঃ', ইনি দ্রবীভূত করেন না, রুক্ষতা সম্পাদন করেন, এই জন্যই ইঁহার নাম 'অগ্নি'।

অগ্নি সকলকে 'অঙ্গং নয়তি' আত্মসাৎ করেন, অতএব ইঁহার নাম 'অগ্নি'।

'সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ' —এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১. ২. ২৮) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন — "অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদিযোগা-শ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি। গার্হপত্যাদিকল্পনং প্রাণাহুত্যধিকরণত্ব পরমাত্ম-নোঽপি সর্বাত্মত্বাদুপপদ্যতে।"—অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি-নিষ্পন্ন অর্থ 'অগ্রণী' অর্থাৎ যাহা অগ্রে নয়ন করে, এইরূপ করিলে অগ্নিশব্দকেও পরমেশ্বর-অর্থে ধরা যায় ; যেমন 'অগ্নয়তি প্রাপয়তি কর্মণঃ ফলম্ ইত্যাগ্নিঃ।' যিনি উচ্চাবচ কর্মফলের প্রাপক তিনি অগ্নি। অগ্নি ও পরমেশ্বর সমান। গার্হপত্যাদিকল্পনাও পরমেশ্বরে সঙ্গত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য এখানে এই একই সিদ্ধান্ত 'অগ্রে নয়তি' দ্বারা করিয়াছেন।

বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। বেদের প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণই করিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের মধ্যে অগ্নির নিরুক্তি পাওয়া যায়। শতপথের (৬. ১. ১১) নির্দেশ এইরূপ—যে গর্ভ অভ্যন্তরে ছিল, তাহা 'অগ্রি'রূপে সৃষ্ট হইল। যেহেতু, ইহা সর্বাগ্রে (অগ্রম্) সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম 'অগ্রি'। বস্তুতঃ, 'অগ্রি' তিনি যাঁহাকে লোকে 'পরোক্ষ'ভাবে (mystically) বলে 'অগ্নি' ; কারণ, দেবতারা 'পরোক্ষকামা' অর্থাৎ mysticদিগকেই ভালবাসে। শতপথের উক্তি (৬. ১. ১. ১১) যথা—"অথ যো গর্ভোঽন্ত-রাসীৎ। সোঽগ্নিরসৃজ্যত স যদস্য সর্বস্যাগ্রম-সৃজ্যত তস্মাদগ্রিরগ্রির্হ বৈ তমগ্নিরিত্যাচক্ষতে পরোক্ষং পরোক্ষকামা হি দেবাঃ।'

জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে অগ্নি-শব্দের এক ব্যাখ্যা আছে। অগ্নি; বায়ু প্রভৃতি শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ব্রাহ্মণ ইঁহাদের বাচ্য-বাচকভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইঁহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে এই ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে 'অ' বর্ণে অমৃতের দৃষ্টি এবং 'গ্নি' বর্ণে মর্ত্যের দৃষ্টি করিতে হয়। এই ব্যাখ্যা-অনুসারে দেখা যায় যে অগ্নি শব্দের দুইটী অংশ আছে—একটী অমৃত, অপরটী মর্ত্য। দেবতাদের মধ্যে দুইটী অংশ আছে। একটী অমৃত বা মর্ত্য, আর একটী সত্য বা অমৃত। নামরূপাদির অংশটুকু মিথ্যা, আর সেই নামরূপাদির আশ্রয় যে অংশ তাহা সত্য বা অমৃত। বাচ্য অংশের দিক্ লক্ষ্য করিয়া তাহার যে বাচক শব্দ তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটী অংশের প্রতিপাদকরূপে শিষ্যের বোধসৌকর্যার্থ এক একটী অর্থ করা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'এতাবেরমৃতমপহতপাপ্মাঙ্ক্ষরম্।
মিথিতাক্ষ মর্ত্যমনপহতপাপ্মাক্ষরম্।' (৮ অনু° ৩. ৪) বৃহদ্দেবতা (২. ১৪) অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি এই রূপে স্থির করিয়াছেন,—

'জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্রণীরধ্বরে চ যৎ।
নাম্না সন্নয়তে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ ॥'

ঋষিগণ যে ইঁহাকে অগ্নি নামে স্তুতি করিয়া থাকেন তাহার কারণ—(১) তিনি সমস্ত ভূতসৃষ্টির পূর্বে জাত হইয়াছিলেন, (২) যজ্ঞে তিনি অগ্রণী এবং (৩) তিনি অঙ্গকে সংযুক্ত করেন।

অগ্নির নাম—বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সংহিতাদি গ্রন্থে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তৈত্তিরীয়সংহিতা বলেন (২. ২. ৪২) —পার্থিব অগ্নির নাম বিপ্রগণ দিয়াছেন 'পবমান', অন্তরীক্ষের অগ্নির নাম 'পাবক' এবং দ্যুলোকস্থ অগ্নিকে বলা হয় 'শুচি'। অথর্ববেদ (৫. ২৪. ২) পাবককে 'বনস্পতি' নামে অভিহিত করিয়াছে। পুরাণ-গুলি একটু প্রকারভেদ করিয়া সাধারণতঃ সংহিতারই অনুসরণ করিয়াছে। পুরাণকার-গণ বলেন, অগ্নির পত্নী স্বাহার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র হয় ; পবমান—ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি, পাবক—বিদ্যুদগ্নি ও শুচি—সৌরাগ্নি। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছে—ইহলোকে ঋষিগণ অগ্নি-নামেই অগ্নির স্তুতি করেন, অন্তরীক্ষে ইঁনি জাতবেদ বলিয়া পূজিত হন এবং দ্যুলোকে বৈশ্বানর নামে স্তুত হইয়া থাকেন। বৃহদ্দেবতায় এই তিনটী নামের উল্লেখ আছে।* নিঘণ্টুকার দৈবতকাণ্ডের প্রথমেই এই তিনটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন। যাস্ক (৭. ২৩) বলেন, প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা অগ্নি বৈশ্বানর বলিতে সূর্য বুঝিতেন। শাকপূণির মতে কিন্তু বৈশ্বানর পার্থিব অগ্নি। পরে যাস্ক (৭. ৩১) শাকপূণির মতই মানিয়া লইয়াছেন।

বৃহদ্দেবতা বলে, অগ্নির একটী নাম 'ইন্দ্র'। নিজের রশ্মিজাল দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া বায়ুর সাহায্যে তাহা পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন বলিয়া অগ্নির এই নামের সার্থকতা।

নিরুক্ত (৭. ৫) ও সর্বানুক্রমণী (২. ৮) পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র ও বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্যকে 'ত্রিদেব' নামে পরিচিত করিয়াছে।

অগ্নিত্রয়—অগ্নিত্রয় বলিলে অগ্নি, জাতবেদ ও বৈশ্বানর, এই তিন অগ্নিকে

* ইহাগ্নিভূতস্তু বিভিলোঁকে স্তুতিভিরীড়িতঃ। জাত-বেদাঃ স্তুতো মধ্যে স্তুতো বৈশ্বানরো দিবি॥—১. ৬৭।

বুঝায়। এই তিন স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পার্থক্য দেখান হইয়া থাকে। ইঁহাদের প্রকৃতি, বিভূতিস্থান বা কর্ম নির্বাচন করা অসম্ভব বলিয়া বৃহদ্দেবতা নির্দেশ করিয়াছে; এইরূপ করিবার কারণ, সমস্ত জগৎ তাঁহাদের দ্বারা ব্যাপ্ত।

আবার অগ্নি বৈশ্বানরে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্নিতে এবং জাতবেদ উভয়ে আশ্রিত, এইরূপে অগ্নি ও বৈশ্বানর জাতবেদের দুই রূপ হইয়াছে।*

সালোক্য, একজাতত্ব ও ব্যাপ্তিমত্তায় তাঁহারা এক হইলেও তাঁহাদের পৃথক্ দেবত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। যখন কোন সূক্তে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইলে তখন সেই সূক্তভাক্ হইবেন 'পার্থিব' অগ্নি। জাত-বেদকে উদ্দেশ করিয়া কোন সূক্তের কথা বলিলে সেই সূক্তভাক্ হইবেন মধ্যমাগ্নি। বৈশ্বানর-সম্বোধিত কোন সূক্তের কথা বলিলে সেই সূক্তভাক্ হইবেন সূর্য।[1]

এই পৃথিবীস্থান অগ্নি মনুষ্যদিগের দ্বারা নীত হয় এবং সেই দ্যুস্থান তাঁহাকে নমন করেন। এই জন্য এই উভয় একনামযুক্ত হইয়াও প্রত্যেকে পৃথগ্‌ভাবে আপন কার্য করিয়া থাকে।

জাতবেদ নামের কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে—যাঁহারা জাত, তাঁহারা তাঁহাকে জানেন বলিয়া তাঁহার এই নাম, অথবা তিনি যখনই জাত হন, জন্মগ্রহণ করেন, তখন জাত—বিদিত হন বলিয়া তাঁহার নাম 'জাতবেদ'।

পৃথিবীস্থান অগ্নি অর্চিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া, অন্তরীক্ষস্থান অগ্নি বিদ্যুদ্রূপ কেশযুক্ত বলিয়া এবং দ্যুস্থান অগ্নি রশ্মিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া কবিরা তাঁহার নাম দিয়াছেন 'কেশী'।[2] তবে প্রক্রিয়ায় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি।[3]

* 'এতে উভয়ে জ্যোতিষী জাতবেদসী উচ্যেতে।' —বা° ৭. ২৩।

১ বৃহদ্দেবতা ১. ৯৮-১০০।

২ ঋ° ১০. ১৩৬-১৭।

৩ বৃহদ্দেবতা ১. ৯৫।

... শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে পার্থিব ও মধ্যমাগ্নি সূর্য হইতে প্রসূত। প্রত্যেক যজ্ঞে অগ্নি ও মরুৎকে তিরোধা করিবার সময় বৈশ্বানরীয় সূক্ত দিয়া কার্য করিতে হয়।[4] এই বৈশ্বানর হইল দ্যুলোকস্থান সূর্য। এই কার্য ত্রিলোকের অবরোহপ্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়। প্রথমে এই দ্যুলোক-দেবতার স্তুতি করিয়া মধ্যস্থান বা অন্তরীক্ষ-দেবতা রুদ্র ও মরুতের স্তুতি করিতে হয়; তারপর পুনরায় জ্যোতিষ্[5] দেবতা অগ্নির স্তুতি করিতে হয়।

চতুরগ্নি—অগ্নি চারি প্রকার—আহিত, উদ্ধৃত, প্রহৃত ও বিহৃত।[6] এই লোক আহিত, অন্তরীক্ষ উদ্ধৃত, দ্যৌ প্রহৃত, দিক্সকল বিহৃত। সুতরাং অগ্নি আহিত, বায়ু উদ্ধৃত, আদিত্য প্রহৃত এবং চন্দ্রমা বিহৃত। গার্হপত্য আহিত, আহবনীয় উদ্ধৃত। গার্হপত্য, আহবনীয়, অন্বাহার্য এবং পচন চতুরগ্নি বলিয়াও খ্যাত।[7]

অগ্নির পঞ্চনাম—বৃহদ্দেবতা (২. ২২) বলেন, বৈদিক সূক্তে অগ্নির পাঁচটী নাম, ইন্দ্রের ছাব্বিশটী এবং সূর্যের সাতটী।

অগ্নির পাঁচটী নাম বলিলে বুঝাইবে—দ্রবিণোদা, তনূনপাৎ, নরাশংস, পবমান ও জাতবেদা।

১। বৈদিক ঋষি কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিয়া থাকেন। দ্রবিণ বলিলে ধন ও বল বুঝায়; সুতরাং তিনি অগ্নিকে 'দ্রবিণোদাঃ' নামে প্রচার করিলেন।[8]

২। পার্থিব অগ্নির নাম 'তনূনপাৎ'। দিব্যাগ্নিকে তনূ বলে। তনন (প্রসরণ) হইতে তনূ নিষ্পন্ন। তনূ হইতে মধ্যমাগ্নির জন্ম। মধ্যমাগ্নি হইতে 'তনূনপাৎ' জাত হইয়াছে।

৪ বৃহদ্দেবতা ১. ১০১; বা° ৭. ২৩।

৫ অগ্নিদেবতা সম্পর্কেই জ্যোতিষের বৈশিষ্ট্য। যাস্ক বলেন—'তত আগচ্ছতি মধ্যমস্থানা দেবতা, রুদ্রশ্চ মরুতশ্চ, ততোঽগ্নিরিহস্থানম্ অত্রৈব জ্যোতিঃ শংসতি।' —বা° ৭. ২৩। এই প্রসঙ্গে Rothএর Erlauterungen দ্র°।

৬ শ-ব্রা° ১১. ৮. ২. ১।

৭ শ-ব্রা° ২. ২. ২. ১৮।

৮ বৃহদ্দেবতা ২. ২৪; ঋ° ১. ৯৬. ৮।

পৌত্রকে কবিরা 'নপাৎ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাস্কও বলিয়াছেন—'নপাদিতি অনন্তরায়াঃ প্রজায়াঃ নামধেয়ম্' (৮. ৫)। পুত্রের ঠিক পরবর্তী যিনি, 'অনন্তর' বলিলে তাঁহাকেই বুঝায়। তাই বৃহদ্দেবতা (২. ২৭) বলিয়াছেন—

অনন্তরং প্রজায়াস্তু নপাদিতি কপস্তুবঃ।
নপাদসৌ চৈবাস্মদিত্যেন তনূনপাৎ॥

পার্থিবাগ্নি দিব্যাগ্নির পৌত্র; সুতরাং ইনি তনূনপাৎ।

৩। সমবেত নরগণের দ্বারা যজ্ঞে অগ্নি পৃথগ্‌ভাবে পূজিত (শংসিত) হন বলিয়া আপ্রী-সূক্তে অগ্নির নাম হইয়াছে—'নরাশংস'। যাস্কের উক্তিতে কাত্থক্যের মত এইরূপ—'নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাত্থক্যো নরা অস্মিন্নাসীনাঃ শংসন্তি'। শাকপূণির মত—'অগ্নিরিতি শাকপূণির্নরৈঃ প্রশস্যো ভবতি'। কাত্থক্যের ন্যায় বৃহদ্দেবতাও বলেন—যজ্ঞে আসীন হইয়া অগ্নি স্তুত হয় বলিয়া 'নরাশংস' যজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪। পার্থিবাগ্নি এই বিশ্বকে পবিত্র করেন বলিয়া বৈখানস ঋষিগণ তাঁহাকে 'পবমান' নামে স্তব করিয়াছেন।

৫। অগ্নির একটী নাম 'জাতবেদাঃ'। জাত হইয়াই অর্থাৎ জন্মিয়াই—

(ক) ইনি ভূতগণকে জানেন বলিয়াই ইঁহার নাম 'জাতবেদাঃ'।

(খ) বিদ্যা হইতে জাত বলিয়া ইঁহাকে 'জাতবেদাঃ' বলে।

(গ) জাত হইয়াই বিত্ত (ধন) অবগত হইয়াছেন বলিয়া ইঁহার এই নাম।

(ঘ) বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ভূতগণ-দ্বারা বিদিত হন, তাই ঋষিগণের 'মধ্যাতপেত্রে'র ন্যায় তিনি 'জাতবেদাঃ' বলিয়া স্তুত হন।

নিরুক্তকার যাস্ক (৭. ১৯) অগ্নিকে বলিয়াছেন—'জাতবিদ্য', 'জাতবিত্ত', 'জাতে জাতে বিদ্যতে'।

অগ্নির পৌরাণিক নাম—পুরাণে অগ্নির বিবরণ কিছু স্বতন্ত্র। মহাভারতে দেখা যায়,

অগ্নি এক, কিন্তু তাঁর রূপ বহু। কোথাও কোথাও অগ্নি ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কর্মে তাঁহার বহুত্ব—'বহুধা কর্মস্থ'। সকল সময়ই তিনি 'সপ্তার্চির্জ্বলনঃ', তিনি 'সপ্তজিহ্বানন'। কখনও কখনও সাতটী অগ্নির উল্লেখ দেখা যায়; তিনটী যাজ্ঞিক অগ্নি—'অগ্নিত্রেতা' বা 'ত্রেতাগ্নয়ঃ'; ইহাদের মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি হইলেন পিতা, দক্ষিণাগ্নি হইলেন মাতা এবং আহবনীয় হইলেন গুরু। আর বাকী চারিটী অগ্নি হইল—সভ্য, আবসথ্য, স্মার্ত ও লৌকিক। হরিবংশ (১২, ২২২) বলেন, সপ্তার্চির পরিবর্তে অগ্নির তিনটী শিখা আছে, তাই তাঁর নাম 'ত্রিশিখ'। পুরাণে অগ্নির এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে অগ্নি পঞ্চ—আত্মা, অগ্নি, পিতা, মাতা, গুরু। যজ্ঞাগ্নির হিসাব অনেক রকমে হয়—পাঁচ, ছয়, আট। অথর্ববেদও এই আটের কথা বলিয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্বে (৭, ২১) পাওয়া যায়—ইন্দ্রের প্রসাদে অগ্নির সংখ্যা সাতাশ। অন্যত্র (১৩, ১০৩) ত্রিশ। পুরাণে অগ্নির একটী সাধারণ নাম 'যুগান্তার্ক', 'সম্বর্তক বহ্নি'। মহাভারতে ঊর্বের ক্রোধ হইতে জাত অগ্নির নাম হইয়াছে—'পাতালজ্বলন'; হরিবংশ কিন্তু এই নামে বুঝেন, ঔর্ব ভার্গবের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন যে অগ্নি তাঁহাকে। এ ছাড়া দেশ ও কালবিশেষে অগ্নির বহু নাম পুরাণে পাওয়া যায়; যেমন 'তোয়াগ্নিঃ সাগরে'। 'কালাগ্নি' থাকেন মাল্যবান্ পর্বতে অথবা নাগলোকে। 'সপ্তার্চি' প্রভাতে ও সায়ংকালে হেমকূটের উপরে উদিত হন।

বেদ বলেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণ স্থির করিয়া দিলেন, তিনি ব্রহ্মার বড় ছেলে। কোন পুরাণ বলিলেন, অগ্নি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। ধর্মের বসু নামক পত্নীর গর্ভে কেহ অগ্নির জন্ম স্থির করিলেন। কাহারও মতে অগ্নি হইলেন অঙ্গিরার পুত্র, শাণ্ডিলের পৌত্র। কোন পুরাণমতে দেবী শাণ্ডিলী শৃঙ্গবান্ পর্বতে থাকিতেন, অগ্নি তাঁহারই পুত্র। ভাগবত বলেন, এই অগ্নিমাতা শাণ্ডিলী দক্ষপ্রজাপতির অপর পত্নী। মহাভারত এক স্থানে বলিয়াছেন, অগ্নি বায়ুদেবতা অনিলের পুত্র। রামায়ণও তাহা সমর্থন করিয়াছে। স্বাহা হইলেন অগ্নির স্ত্রী। ইনি কশ্যপের কন্যা। বায়ুপুরাণ-মতে দক্ষের কন্যা। স্বধা ও বসুধারা তাঁহার অপর স্ত্রী। পূর্বে পাবক, শুচি ও পবমান, অগ্নির এই তিন পুত্রের নাম করা হইয়াছে। পাবকের পুত্র 'কব্যবাহন'—ইনি পিতৃগণের অগ্নি। শুচির পুত্র 'হব্যবাহন'। ইনি দেবতাদিগের অগ্নি। পবমানের পুত্র 'সহরক্ষ', ইনি অসুরদিগের অগ্নি। বায়ু ও অগ্নিপুরাণে ইহাদের বিস্তৃত বংশবিবরণ আছে।

কোন কোন পুরাণে অগ্নির কন্যার নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণে (২ অঃ) তাঁহার কন্যার নাম 'ধিষণা'—ইনি হবির্ধানের পত্নী। বায়ুপুরাণও তাহাই বলেন। তবে অগ্নির আর একটী কন্যা হবির্ধানের ঊর্ধ্বতম পঞ্চম পুরুষ উরুর পত্নী।

পুরাণকারগণ অগ্নির নানা রূপ সংখ্যা দিয়াছেন। বসুধারার পুত্র ও পৌত্র লইয়া ৪৫ জন অগ্নি। বায়ুপুরাণে এই ৪৫ জন অগ্নি, স্বয়ং অগ্নি ও পাবক, পবমান ও শুচি, এই কয়জনকে লইয়া ৪৯ অগ্নির বিষয় বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ মন্বন্তরে পুরাণোক্ত সর্বমেলিতাগ্নির সংখ্যা ৬১।

পুরাণমতে অগ্নি পিতৃগণের রাজা। চতুর্থ মনু তমঃ যখন রাজা ছিলেন তখন ইনি সপ্ত ঋষির মধ্যে অন্যতম ঋষি ছিলেন। মহাদেবের রুদ্র নামক যে মূর্তি, তাহারই নাম অগ্নি। অগ্নি সকল দেবতা ও পিতৃলোকের মুখস্বরূপ।

পুরাণে কর্মবিশেষে অগ্নির নামবিশেষে পূজার বিধি আছে। নবগৃহপ্রবেশকালে পাবক নামক অগ্নির আরাধনা করিতে হয়। গর্ভাধান-উপলক্ষে মারুত, অন্নপ্রাশনে শুচি, নাম-করণে পার্থিব, চূড়াকরণে সত্যনাম, গর্ভিণীর চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম মাসে কর্তব্য সংস্কারে মঙ্গল, জাতকরণে সংস্কারবিশেষে প্রগল্ভ, প্রায়শ্চিত্তে (মহাব্যাহৃতি হোমে) বিধু, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, শান্তির জন্য বরদ, বৃষদানে দুষক ও বশীকরণে দমন নামক অগ্নির পূজার ব্যবস্থা আছে।

সৃষ্টিতত্ত্বে অগ্নি—উপনিষৎ উপদেশ করে—চক্ষুর্দৃশ্য পদার্থের মধ্যে অগ্নি সর্বপ্রথম পদার্থ। মনুর মতে অপ্ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। মনু জলকেই আগুনের জনক বলিয়াছেন, এই উক্তিতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই 'অপ্' সাধারণ জল নয়; ইহা ভূতসমূহের সম্মিলিত তরলাবস্থা। শাস্ত্রে বহু স্থলে ইহাকেই কারণবারি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদ্ বলে, অগ্নিই জলের জনক। বেদান্ত-মতে বায়ু অগ্নির জনক।

কঠোপনিষদে 'লোকাদিং অগ্নিম্' বলিয়া যে অগ্নির উল্লেখ আছে তাহা এই স্থূল অগ্নি নহে। সেই অগ্নি হিরণ্যগর্ভ বা প্রথম শরীরী।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত......" বলিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম হইতে তেজ [illegible] অগ্নির উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছে; ইহা দ্বারাও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে স্থূল অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না; কেন না, শ্রুতির সকল স্থলেই আকাশাদিক্রমে ভূতের উৎপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে প্রাণ, মন ও আকাশাদি সৃষ্টির পরই অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এখানে তৎশব্দে তেজের কারণ যে 'বাগাত্মা' তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে যে এখানে জগতের কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া ভূতের মধ্যে প্রথমে তেজেরই উল্লেখ করা হইল তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এখানে দৃশ্যমান (অর্থাৎ যাহা চোখে দেখা যায়) জগতের মূল কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। দৃশ্যমান জগতের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজোময় জগতের মূল কারণ—তেজ বা অগ্নি।

মনু প্রথমেই জলের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। ইহা মনুর স্বকপোল-কল্পিত কথা নয়। শ্রুতিতেও ইহা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছে—'সোঽর্চন্নচরত্তস্যার্চত আপোঽজায়ন্ত।' মনু তাহারই অনুবাদ

করিয়াছেন। এখানে বুঝিতে হইবে, এই জলসৃষ্টি ক্ষিতি বা পৃথিবীর পূর্বসৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে প্রথম সৃষ্টি নয়। সকল শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এইরূপই বুঝিতে হইবে যে জল সৃষ্টির পূর্বে প্রাণাদিক্রমে যে সৃষ্টিক্রম শ্রুতিতে নির্দিষ্ট আছে এখানে জলসৃষ্টিতেও সেই ক্রমই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জলের পূর্ববর্তী আকাশাদি প্রাণান্ত সৃষ্টি ইহার অন্তর্ভূত। তবে পৃথিবীর কারণ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া শ্রুতি এখানে সেইগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। এই জন্য জলেরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পূর্ববর্তী কারণগুলির করেন নাই।

শ্রুতির অনেক স্থলে প্রথমেই জল সৃষ্টির কথা উল্লিখিত আছে। সকল স্থলেই যে পৃথিবীমাত্রের কারণ-নির্দেশই শ্রুতির অভিপ্রেত তাহা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, সৃষ্টির আদিভূত জলসৃষ্টি যে ভূত-ভৌতিক জলসৃষ্টি তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। সকল ভূতের অসংহত অবস্থা ক্রমে সংহত হইয়া সমস্ত বিশ্বে পরিণত হইয়াছে, শাস্ত্রে অনেক স্থলে যাহাকে কারণার্ণব বলা হইয়া থাকে সেই কারণবারি বা অসংহত ভূতরাশিকেই লক্ষ্য করিয়া সকল স্থলে শ্রুতিতে 'অপ্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কাজেই সকল ভূতের সৃষ্টির পূর্বে সেই অপ্ বা কারণ-সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত।

প্রথম শরীরীর নাম অগ্নি কেন—মহাপ্রলয়ে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে। তখন কোন গুণেরই কোন ক্রিয়া হয় না। তারপর যখন সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন প্রথমেই রজঃশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। রজের উদ্বোধ ব্যতীত কোন ক্রিয়াই সম্ভবপর নয়; কারণ, ক্রিয়া রজেরই মূর্তি। আর ক্রিয়া না হইলে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সৃষ্টিও সম্ভবপর নয়। কাজেই সাম্যাবস্থার ভিতর দিয়াই রজঃ বা ক্রিয়াশক্তিরই প্রথম উদ্বোধ হয়। এই যে উদ্বুদ্ধ রজঃপ্রধান কারণ-শরীর ইহাই প্রথম শরীর—ইহাই হিরণ্যগর্ভ, আর ইহাকেই অগ্নি বলা হইয়াছে। ইহাকে অগ্নি বলিবার একটু তাৎপর্য আছে। আমাদের মনে হয়, রজোগুণ তাপস্বরূপ। আর অগ্নিও রজঃপ্রধান বলিয়া তাপময়। রজোগুণের পরিচয় দিতে হইলে তাপ-জনকতা হিসাবেই রজোগুণের পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। স্থূল জগতে অগ্নি তাপজনক বলিয়া এই হিসাবে সূক্ষ্ম প্রথম শরীরীকে রজঃপ্রধান বলিয়া অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়।

ঋগ্বেদের ঋষি ও অগ্নি—ঋগ্বেদে দশটী মণ্ডল। প্রথম ও দশম মণ্ডল বিভিন্ন বংশের ঋষিগণের দ্বারা উদ্গীত। দ্বিতীয় মণ্ডলে শুধু একজন ঋষির সূক্ত আছে—ঋষির নাম গৃৎসমদ। তৃতীয় মণ্ডলে কেবল বিশ্বামিত্রেরই সূক্ত। বামদেব চতুর্থ মণ্ডলের এবং অত্রি পঞ্চম মণ্ডলের ঋষি। ভরদ্বাজ ষষ্ঠ এবং বসিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা। অষ্টম ও নবম মণ্ডলের বাণী যথাক্রমে কণ্ব ও অঙ্গিরার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। এই সমস্ত ঋষি বলিতে শুধু তাঁহাদিগকেই বুঝায় না, তাঁহাদের বংশকেও বুঝায়।

প্রত্যেক মণ্ডলের সূক্তগুলি ঋষি-সম্বোধিত দেবতাদের ক্রম-অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ক্রম-হিসাবে অগ্নির প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্তগুলি প্রথম স্থান অধিকার করে; তারপর ইন্দ্রের প্রতি আরাধিত সূক্তের স্থান এবং অতঃপর অন্য দেবতার প্রতি ঈরিত বাণীর স্থান। প্রথম আটটী মণ্ডলে প্রধানতঃ এই ক্রম অনুসৃত হইয়াছে। কেবল সোমস্তুতিতেই নবম মণ্ডল পরিপূর্ণ—সামসংহিতার সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ, আর দশম মণ্ডলের সহিত অথর্বসংহিতার আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঐতরেয় আরণ্যক এবং আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন গৃহ্য-সূত্রে পূর্বোল্লিখিত ক্রমের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে দেখা যায়, কয়েকজন ঋষি ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাকে প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন; আবার জন কয়েক ঋষি অগ্নির স্তুতি করিয়া ক্রমশঃ তাঁহাকেই প্রধান করিয়াছেন। ইন্দ্র-স্তুতিকারক ঋষিগণের মধ্যে আঙ্গিরস সব্য ইন্দ্রের প্রধান উপাসক; আর অগ্নি-স্তুতিকারক ঋষিগণের মধ্যে শাক্ত্য পরাশরকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

কুৎস—কুৎস ঋষি নবম মণ্ডলের ঋষি অঙ্গিরার বংশোদ্ভব। ইনি অগ্নি ও ইন্দ্রকে এক করিয়াছেন। অঙ্গিরা অগ্নি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কুৎস অগ্নিকে প্রধান করিয়া ইন্দ্রকে অগ্নির অন্তর্গত করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইন্দ্র ও অগ্নির কার্য একই। ইন্দ্র পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন। সমস্ত পদার্থ হইতে তিনি রস আকর্ষণ করেন।* সেই রসকে উর্ধ্বে আকৃষ্ট করিয়া মেঘাকারে পরিণত করেন। পরে সেই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন। (মেঘগণ অগ্নির মাতা; কারণ, মেঘ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ অগ্নিরই একটা আকারবিশেষ।) কুৎস অগ্নিকে ইন্দ্রের মধ্যে এবং ইন্দ্রকে অগ্নির মধ্যে দেখিয়াছেন। অগ্নি ইন্দ্রের এক রূপ, সূর্য ইন্দ্রের অপর রূপ। তিনি সূর্যরূপে আকাশে ও অগ্নিরূপে পৃথিবীতে বিরাজ করেন।†

যখন বজ্রপাত, বৃষ্টিপতন হয়, নক্ষত্রের বিমল উজ্জ্বলা বা সূর্যের প্রথর জ্যোতি প্রকাশ পায় তখন তন্মূলে [illegible] শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে যেমন ইন্দ্রশক্তি বলা যায়, তেমনই আবার অগ্নিশক্তিও বলা যাইতে পারে। কুৎসের অত্যুচ্চ উদারে ইন্দ্রশক্তি ও অগ্নি-শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সব্য ইন্দ্রকে [illegible] ভাবে দেখিয়াছেন, পরাশর অগ্নিকে সেই ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। অগ্নি যে শুধু পার্থিব অগ্নি তাহা নহে। তিনি আকাশেও বিরাজ করেন, বায়ুমণ্ডলেও অবস্থিতি করেন। যেখানে যত শক্তির কার্য, পরাশর সেই সমস্তের মূলে অগ্নিকে দেখিয়াছেন। কাজেই সব্য ঋষির ইন্দ্র ও পরাশরের অগ্নির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে না। সব্যের চিন্তা ইন্দ্রের ও পরাশরের চিন্তা অগ্নির উৎকর্ষসাধন করিয়াছে। পরবর্তী কালে কুৎস তৎফলে অগ্নি ও ইন্দ্রের সমীকরণে কৃতকার্য হইয়া-

* ১.৯৫.৭

† ১.১০৩.১

ছিলেন। যখনই সখোর ইন্দ্র ও পরাশরের অগ্নি তাঁহার স্তম্ভিত বিমুগ্ধ হৃদয়ে সম্মিলিত হইলেন, তখনই তিনি বিদ্যুতের প্রোজ্জ্বল জ্যোতির সঙ্গে বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ মিশাইয়া গান করিলেন—

চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা
বৃত্রহনা উত স্থঃ।
তাবিন্দ্রাগ্নী সধ্র্যঞ্চা নিষদ্যা বৃষ্ণঃ সোমস্য
বৃষণা বৃষেথাং ॥ ১. ১০৮. ৩

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের কল্যাণকর নাম দুটী একত্র সম্মিলিত করিয়াছ ; হে বৃত্রহন্তৃদ্বয়। তোমরা বৃত্রবধের জন্য সঙ্গত হইয়াছিলে। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এক সঙ্গে বসিয়া অভিষিক্ত সোম আপনাদের উদরে সেচন কর।

কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিয়া থাকেন। দ্রবিণ বলিলে ধন ও বল বুঝায় ; সুতরাং তিনি অগ্নিকে 'দ্রবিণদাঃ' নামে প্রচার করিলেন।

দীর্ঘতমা—গৃৎসমদ—কুৎসের পর দীর্ঘতমার আবির্ভাব। এই ঋষিও অগ্নির উপাসক। আদিত্যরূপ অগ্নি ইঁহার উপাস্য।[১] এই অগ্নির মধ্যে ইনি শুধু ইন্দ্রকে কেন, মিত্র, বরুণ, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতিকেও দেখিয়াছেন। দীর্ঘতমা আদিত্যরূপী অগ্নিকে জন্মরহিত ও এক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সকল দেবকে তিনি অগ্নির মধ্যেই দেখিয়াছেন।[২] দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি গৃৎসমদ দীর্ঘতমার পথ অনুসরণ করিয়া অগ্নির মধ্যে ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও ত্বষ্টাকে দেখিয়াছেন।[৩] তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র ও তাঁহার বংশোদ্ভূত ঋষিগণ অগ্নির উপাসক ; ইঁহারা অগ্নিকে প্রধান করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক।[৪] বিশ্বামিত্র উক্তি করিয়াছেন—অগ্নি সর্বজ্ঞ, চিত্তবান্, চেতনাবান্[৫] ও জগৎপতি[৬]। অগ্নিকে সকল দেবতার পূজ্য বলিবার জন্য তিনি বলিতেছেন—

ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা
ন চাসপর্যন্। ৩. ৯. ৯

৩৩৩৯ দেবতা অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন।[৭]

ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি ভরদ্বাজও অগ্নির উপাসক। তিনি অগ্নির যজ্ঞ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

'বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্বীদং জ্যোতি-
র্হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্বক্ষ্যামি
কিমু নূ মনিষ্যে ॥' ৬. ৯. ৬

(তোমার গুণ শুনিবার জন্য) আমার কর্ণ এবং (তোমার রূপ দেখিবার জন্য) আমার চক্ষু ধাবিত হইতেছে। হৃদয়ে যে (বুদ্ধিস্বরূপ) জ্যোতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাও তোমার স্বরূপ জানিবার জন্য (উৎসুক হইয়াছে)। দূরস্থ বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত আমার মন (তাঁহারই দিকে) ধাবিত হইতেছে। আমি কেমন করিয়া (বৈশ্বানরের) স্বরূপ বলিব। আর কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিব?

আবার তিনি ইন্দ্রেরও বীর্যে আস্থাবান্ হইয়া তাঁহারও স্তুতি করিয়াছেন। শেষে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়কে এক সঙ্গে স্তুতি করিতে করিতে বলিতেছেন—

'বলিত্থা মহিমা বামিন্দ্রাগ্নী পনিষ্ঠ আ।
সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবিহেহ
মাতরা। ৬. ৫৯. ২

হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমাদের যে জন্মমহিমা কীর্তিত হয়, সে সমস্ত সত্য ও প্রশংসার যোগ্য। তোমাদের দুজনেরই এক জনক ; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ; তোমাদের মাতা সকল স্থানেই আছেন।

ইন্দ্রাগ্নি—ঋগ্বেদে অগ্নির উদ্দেশে যত মন্ত্র আছে ইন্দ্র ব্যতীত কোন দেবতারই উদ্দেশে তার চেয়ে বেশী মন্ত্র নাই। শুধু তাহাই নয়, ইন্দ্র ও অগ্নির একসঙ্গে সম্মিলন যেমন দেখা যায়, তেমন অন্য কোন দুটী দেবতার দেখা যায় না। কিন্তু যে সকল সূক্তে ইন্দ্রের সহিত অগ্নির বর্ণনা দেখা যায়, সেই সকল সূক্তে ইন্দ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি অল্পই আভাস পাওয়া যায়।

অগ্নির তিন প্রকৃতিযুক্ত তিন মূর্তি। তিনি সূর্য রূপে কালের বিভাগকারী—দিবারাত্রির তিনিই একমাত্র জনক। এই অবস্থায় তিনি বরুণের সমভিব্যাহারী। আকাশে তিনি বিদ্যুদগ্নির পরিচালক। এই অবস্থায় তিনি ইন্দ্রের অন্তরীক্ষ বীরকীর্তির সহায় রূপে পার্শ্ববর্তী। ভূমণ্ডলও অগ্নিদেবের লীলাভূমি। এখানে তিনি যে মূর্তিতে অবস্থান করেন, সেই মূর্তিতে তিনি দেবতা ও মনুষ্যের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত থাকেন। এ অবস্থায় তিনি যজ্ঞাগ্নিরূপে দেবগণকে যজ্ঞভূমিতে নিমন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন। যজ্ঞাগ্নি কখন কখন হব্যবাহনরূপে দেবগণের নিকট যজ্ঞহবিঃ বহনও করিয়া থাকেন।

অগ্নিকে ইন্দ্রের সহগামী করিবার দুইটী কারণ দেখা যায়। অগ্নিকে দেব ও মানবগণের দৌত্য কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ; সুতরাং দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়া অন্যান্য দেবগণের অপেক্ষা অগ্নিকে ইন্দ্রেরই সহিত অধিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিতে হয়। বৃত্রসংহার কার্যে কুলিশাগ্নিরূপে অগ্নি ইন্দ্রের সহকারিতায় নিযুক্ত ছিলেন। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার ইন্দ্রের সহিত খুব গাঢ় সম্বন্ধ।

অগ্নি প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের সহিত একত্র থাকিলেও, ইন্দ্রের আসন অবশ্য অগ্নির উপর। ইন্দ্রের সঙ্গে সাহচর্যে সকল দেবেরই জ্যোতি ম্লান হইয়া পড়ে। বৈদিক ঋষিরা সাধারণতঃ কোন দেবতার গৌরব বৃদ্ধি করিবার সময় প্রায়ই ইন্দ্রের সহিত তাঁহাদের তুলনা করিতেন।* কতকগুলি মন্ত্রে দেখিতে

১ ১, ১৪৬. ৪—৬

২ ১. ১৪৬. ৮৬

৩ ২ মণ্ডল। ১ম সূক্ত। সম্পূর্ণ।

৪ ৩. ২০. ১

৫ ৩, ২৫. ১

৬ ৩. ২৩. ৩

৭ সায়ণ বলেন, দেবতা ৩৩—৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমা মাত্র।

* পূজা সম্পর্কে—'ইন্দ্রো ন যজ্ঞৈঃ' (৬. ১৮. ১৪) মহত্ত্বসম্পর্কে—'বিশ্বেষমুন্ ইন্দ্র ইব' (১০. ১৭৭. ৫) ; [illegible] জবান্ অম সম্পর্কে—'চক্রমাণ্ ইন্দ্রম্ ইব' (১. ১১৯. ১০) ইত্যাদি।

পাওয়া যায়, অগ্নি ইন্দ্রের সমতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। একটী মন্ত্রে (ঋ° ৭. ৬. ১) অগ্নিকে বলা হইয়াছে—'ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দে দারুং বন্দমানো বিবক্মি'—যিনি ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী আমি তাঁহার কর্মসমূহের কীর্ত্তন করি। এই মন্ত্রে অগ্নি যে ইন্দ্রের সমপদারূঢ় তাহা বুঝিবার কারণ নাই।

আনব অগ্নি—বেদে আছে, সুদাস দশজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইন্দ্র অনুর পুত্রের গৃহাদি সম্পত্তি সমস্তই তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। 'আনবস্য তৃৎসবে গয়ং ভাগ্ জেষ্ম' (ঋ° ৭. ১৮. ১৩)। মহাভারতে (আদি—সম্ভবপর্বে) অনুর পুত্রদিগকে ম্লেচ্ছজাতি বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে দেখা যায়, অনুদের সহিত পুরুদের সম্বন্ধ ছিল। অনুরা পুরুরাজের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ ও তাঁহার প্রজা ছিল। পরুষ্ণী নদীর উত্তর তীরে তৃৎসুরা থাকিত। এই নদীর তীরেই যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা নদী পার হইয়া দক্ষিণ দিক্ হইতে অনুদের রাজ্যে আসিয়া পড়ে। অনুদের তখন রাজা ছিলেন শ্রুতর্বা। ইনি ঋক্ষপুত্র। —ঋ° ৮. ৭৪. ৪। আর্য্যেরা অনুদিগের মধ্যে অগ্নি-উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অনুরা অগ্নির এত ভক্ত হইয়া পড়িল যে শেষে তাহারা নিজেদের দেবতা পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিকে পূজা করিতে লাগিল। অনুরা যে এক সময়ে নিজেদের দেবদেবী ছাড়িয়া অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা 'আনব অগ্নি' এই কথাটিতেই বেশ প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদে (৮. ৭৪. ৪) আমরা উদ্গীত দেখিতে পাই—

আগন্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমগ্নিমানবং।
যস্য শ্রুতর্বা বৃহন্নার্ক্ষো অনীক এধতে॥

আমরা সেই বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ আনব অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়াছি, যাঁহার নিকট ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্বা শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং যাঁহাকে অনুদের শত্রুরা ভয় করে।

ভারত অগ্নি — ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে 'ভারত অগ্নি'র কথা পাওয়া যায়। এই মণ্ডলের সূক্তগুলি ভারতদিগের পুরোহিত ভরদ্বাজগণ-কর্ত্তৃক উদ্গীত। ভারত অগ্নি দানবনিধনকারী বলিয়া এই মণ্ডলে প্রশংসিত হইয়াছেন।

আগ্নিরগামি ভারতো বৃত্রহা পুরুচেতনঃ।
দিবোদাসস্য সৎপতিঃ।—৬. ১৬. ১৯
উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ।
শোচা বি ভাহ্যজর। —৬. ১৬. ৪৫

আমরা হব্যবাহক দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্বজ্ঞ ভারত অগ্নিকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। হে ভারত অগ্নি! তুমি উজ্জ্বল ভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয় দীপ্তিমান্ অমর! তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও।

অসুর অগ্নি—বেদে অনেক দেবতাকে অসুর বলা হইয়াছে। মরুৎ (১. ৬৪. ২), দ্যৌ (১. ১৩১. ১), ইন্দ্র (১. ৫৪. ৩), বরুণ (২. ২৭. ১০), ত্বষ্টা (১. ১১০. ৩), বায়ু (৫. ৪২. ১), পূষা (৫. ৫১. ১১) প্রভৃতি দেবের বিশেষণরূপে 'অসুর'কে কখনও কখনও দেখা যায়। সেইরূপ অগ্নিকেও ১৫. ১২. ১ ঋকে অসুর নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে অসুর শব্দের অর্থ বলবান্—দেব-বিদ্বেষী অর্থ নয়।

পার্থিবাগ্নি দেবতা—জাতবেদ অগ্নিতে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্নিতে আশ্রিত; দ্রবিণোদ, ইধ্ম ও তনূনপাৎ ইহারাও অগ্নিতে আশ্রিত।

নরাশংস, ইল, বর্হি ও দিব্য দ্বার অগ্নিতে সংশ্রিত। নক্ত ও উষা, দিব্য হোতৃদ্বয়, দেবীত্রয় এবং ত্বষ্টা তাহাতে আশ্রিত।

বনস্পতি, স্বাহাকৃতিগণ, অশ্ব, শকুনি ও মণ্ডূকগণ তদাশ্রিত।

গ্রাবা, অক্ষ, নরাশংস, রথ, দুন্দুভি, ইষুধি, হস্তঘ্ন, অভীশব ও ধনু অগ্নিতে আশ্রিত।

জ্যা, ইষু, অশ্বাজনী (চাবুক), দ্রুঘণ (mallet), ঊল (draught), উলূখল, তাঁহাতে আশ্রিত।

নদীগণ, অপ্‌সমূহ এবং সমস্ত ওষধি তাহাতে সংশ্রিত। রাত্রি, অপ্‌বা, অগ্নায়ী, অরণ্যানী, শ্রদ্ধা, ইড়া ও পৃথ্বী উর্বী, রোদসী, মুষল, উলূখল, হবির্ধানদ্বয় তাঁহাকে ভজনা করে।

দুই কোত্রী, দুই উর্জাহুতী, বিপাট্ ও শুতুদ্রি, শুন ও সীর নামক অগ্নিদ্বয় তাঁহাতে আশ্রিত।

এই লোক, প্রাতঃসবন, বসন্ত ও শরৎ ঋতু, গায়ত্রী ও ত্রিবৃৎ স্তোম তাঁহাতে আশ্রিত।

অগ্নি-সহচর অন্যান্য দেবতা—গায়ত্রী একবিংশ স্তোম, রথন্তর সাম, বিরাজ সাম, সাধ্য, আপ্ত্য ও বসুগণ; ইঁহারা অগ্নি-স্থান দেবতা। ইন্দ্র ও মরুৎ, সোম ও বরুণ, পর্জন্য ও ঋতুগণ এবং বিষ্ণুর সহিত অগ্নি যুক্ত হইয়া থাকেন।

এই একই অগ্নি পূষা ও বরুণের সহিত সাম্রাজ্য অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অগ্নি-প্রতীক — প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পকলায় বিভিন্ন প্রতীকরূপে চক্র, পাদুকা, ত্রিশূল, বৃক্ষ প্রভৃতি দেখা যায়; এই সকল প্রতীক বৌদ্ধধর্মের অভিনব আবিষ্কার নহে, বেদ ও উপনিষদাদি বুদ্ধপূর্ব যুগের ধর্মগ্রন্থাদি আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।[1] বেদাদি গ্রন্থে বনস্পতি বা ব্রহ্মের প্রতীক।[2] মৈত্র্যুপনিষদে (৬. ১-৪; ৭. ১১; ৬. ৩৫) বিশ্ববৃক্ষের বর্ণনায় আমরা বৌদ্ধ-শিল্পকলার প্রতীকের সহিত হিন্দু প্রতীকের সম্পর্ক বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। এখানে আমরা অগ্নির (তেজঃ) প্রতীকের আলোচনা করিব। বেদে দেখা যায়, অগ্নি পৃথিবী ও স্বর্গের আরম্ভরূপে স্তম্ভরূপী মেরুদণ্ডস্বরূপ।[3] বৌদ্ধকলায় এই প্রতীক পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে।[4] মৈত্র্যুপনিষদে দেখা যায়—ব্রহ্ম

১ ঋ ১. ২৪. ৭; ৬. ১৩. ৫; ১০. ৮২. ৫; অ° ১০. ৭. ৩৮; ছা-উ° ৩. ৮. ৪; ৩. ১১. ১; ৬. ১২. ২; শ্বেতা° উ° ৬. ৯; তৈ° উ° ১. ১০। Coomarswamy : Yaksas, i. & ii, Washington, 1928 1931; Do : Early Indian Architecture ii; Bodhi-gharas, in Eastern Art, iii. 1931.

২ ঋ ১. ২৪. ৭; ১. ১৬৪. ২০-২১; অ° ১০. ৭. ৩৮; কেন-উ° ১৩. ২৩।

৩ ঋ° ১. ৫৯. ১-২; ৪. ১৩. ৫; ৬. ১৩. ১৩।

৪ Coomarswamy : Buddh. Icn. Figs. 4-10.

সমগ্র বিশ্বব্যাপ্ত বৃক্ষস্বরূপ; ঊর্ধ্বে এই বৃক্ষের মূল; আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি ইহার শাখা। এই একক অশ্বত্থবৃক্ষে (এক অশ্বত্থ) তেজঃ অর্থাৎ মহাসূর্য অবস্থান করিতেছে, ইহাই সম্বোধয়িতা। এইরূপে পূর্ণব্রহ্মের তেজোরাশিকে অগ্নি, সূর্য ও আত্মা এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'ওম্' শব্দব্রহ্ম। 'ওম্' দ্বারা তেজঃ উদ্‌বুদ্ধ হয়, ইহাই ব্রহ্মবৃক্ষের চির-আনন্দ ইত্যাদি।

অধিকাংশ বৈদিক গ্রন্থে অগ্নি নিখিল বিশ্বব্যবস্থা-সম্বন্ধীয় স্তম্ভরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও এই প্রতীক গৃহীত হইয়াছে; বৈদিক 'ব্রহ্ম'র স্থান বৌদ্ধশাস্ত্রে গ্রহণ করিয়াছেন 'বুদ্ধ'। বৌদ্ধশাস্ত্রে অশ্বত্থ 'মহাসম্বোধি'রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদের 'বিশ্ববৃক্ষের' সহিত ইহার মিল দেখা যায়।[৫] মৈত্র্যুপনিষদে বৃক্ষকে উদ্বোধয়িতা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে উষর্বুধ (উষাকালে জাগরিত) বলা হইয়াছে। ইহা বুদ্ধের উপরে আরোপ করা যায়। মহাসম্বোধি বৃক্ষমূলেই বুদ্ধ জাগরিত বা প্রবুদ্ধ হন। বৌদ্ধশাস্ত্রে মহাসম্বোধি (অশ্বত্থ) জাগরণের প্রতীকস্বরূপ। তেজঃ বুদ্ধের মধ্যেই প্রতিভাত হইয়াছিল; বুদ্ধই উগ্রতেজে (উগ্‌গতেজো) দীপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার শিখাই প্রজ্ঞা (পঞ্‌ঞা)।[৬] এইরূপে দেখা যায়, অগ্নি বৌদ্ধগণ-কর্তৃক প্রবুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীকরূপে গৃহীত হন।

অমরাবতীতে পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত প্রাচীরগাত্রাদিতে উৎকীর্ণ ভক্ষ-ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে বুদ্ধের প্রতীকরূপে অগ্নি-স্তম্ভ ও তৎসহ পদ্মোপরি স্থাপিত চক্র-চিহ্নিত পদতল এবং একটী ত্রিশূল আছে।[৭] বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের আলোচনা এই দিক্ দিয়া বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। অমরাবতীর এই বৌদ্ধভাস্কর্য আমাদিগকে বেদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অগ্নি জল বা পৃথ্বী হইতে উদ্ভূত, সুতরাং পদ্মের (পুষ্করের) উপরে প্রতিষ্ঠিত। ঋগ্বেদে অগ্নিকে বিশ্বধারক স্তম্ভরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৮] সাঁচি-স্তূপে বুদ্ধকে কল্পবৃক্ষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।[৯] বৌদ্ধাচার্যগণ সাঁচির কল্পবৃক্ষের যে বর্ণনা করিয়াছেন বৈদিক ও উপনিষদের বিশ্ব-বৃক্ষের সহিত তাহার পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। 'অমিতায়ু' বোধিবৃক্ষ অগ্নির বৈদিক বিশেষণ 'বনস্পতি', 'বিশ্বায়ু' ও 'একায়ু' প্রভৃতিরই নামান্তর। অগ্নি বা সূর্যের উপাধি অমিতায়ু ও অমিতাভকেও বৌদ্ধশাস্ত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে।[১০] বৌদ্ধশাস্ত্রে ত্রিশূল ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের) প্রতীক। Senart এই ত্রিশূলকে অগ্নির প্রতীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (La legende du Bouddha, 484)। শিবের সহিত বেদে অগ্নির অভিন্ন সম্পর্ক, আবার নন্দীপদ ত্রিশূলেরই নামান্তর। ঋগ্বেদে অগ্নিকে বৃষভ এবং বৃষভের পদচিহ্নের অন্বেষণে জ্ঞানান্বেষণের রূপক করা হইয়াছে।[১১] বৌদ্ধ শিল্পকলার পদ্ম ও অগ্নিস্তম্ভের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে আমরা ঋগ্বেদে পদ্ম (পুষ্কর) হইতে অগ্নির উৎপত্তি দেখিতে পাই।[১২] পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মার সহিত আমরা বৌদ্ধশাস্ত্রের ব্রহ্মাপ্রজাপতি ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যের পদ্মোপরি আসীন বুদ্ধদেবের তুলনা করিতে পারি।[১৩]

মূর্তিতত্ত্বে অগ্নি—অগ্নির মূর্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্নি এক জন দিক্‌পাল-বিশেষ। পূর্বদক্ষিণ কোণের নাম অগ্নিকোণ। অগ্নি এই বিদিকের অধিপতি। ইনি অষ্ট লোকপালের এক লোকপাল। মহাযান বৌদ্ধেরা বলে, দশ জন লোকপাল দশ দিক্ রক্ষা করেন; অগ্নি তাঁহাদের এক জন।[১৪] মহা-যানান্তর্গত বৌদ্ধদিগের মতে অগ্নির স্থানে বরুণ লোকপালদিগের অন্যতম নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 'ধর্মসংগ্রহ'[১৫] নামক বৌদ্ধগ্রন্থের মতে দিক্‌পাল বা লোকপাল চারি, আট, দশ বা চৌদ্দ। তন্ত্রে[১৬] দশজন দিক্‌পালের পূজার কথাই আছে। এই দশ দিক্‌পালের নাম—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু (অনন্ত)। অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি সাধারণতঃ মন্দিরের মহামণ্ডপে বিতান মধ্যভাগে দেখিতে পাওয়া যায়।[১৭] দিক্‌পালগণের মধ্যে অগ্নিই প্রধান। দেবতাদিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া মূর্তিতত্ত্বে তাঁহাকে বৃদ্ধ করিয়া দেখান হয়। অগ্নির সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, মস্তক দুইটী; তাঁহার ছয় চক্ষু, সাত হাত, সাত জিহ্বা, চারিটী শৃঙ্গ, তিনটী চরণ; তাঁহার চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল। অগ্নি পদ্মাসনে আসীন। চতুরস্র যজ্ঞকুণ্ডের অনুকরণে তাঁহাকে চতুষ্কোণের মধ্যে সংস্থিত করা হয়। প্রোক্ষণী, স্রুক্, স্রুব, পূর্ণপাত্র, চামর, ব্যজনী ও ঘৃতপাত্র তিনি হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি যজ্ঞোপবীতধারী, লম্বজঠর; তাঁহার রক্ত বেশ, তাঁহার কেশ বেণীরূপে সংগ্রথিত। তাঁহার বাহন মেষ; তাঁহার কেতু মেষচিহ্নযুক্ত। তাঁহার উভয় পার্শ্বে তাঁহার দুই পত্নী স্বাহা ও স্বধা। অগ্নিমূর্তির এই এক বর্ণনা।[১৮]

বিষ্ণুধর্মোত্তরে অগ্নিমূর্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই শাস্ত্র বলে, মন্দিরে অগ্নিমূর্তি স্থাপন করিতে হইলে এইরূপ মূর্তি প্রস্তুত

---

৫ তুল° সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, পৃঃ ৩১৮; অভিধর্মকোষ ১. ৫৪; ২. ৩৪; মহাবস্তু বৃহ ৩২; মৈ উ° ৬. ১-৪; ৭. ১১।

৬ ধম্মপদ ৩৮৭; সংযুত্তনিকায় ১. ১৪০; থেরগাথা ১০১০; তুল° ঋ° ১. ১৫৭. ১; ৩. ৫. ১; ৫. ১. ১; ৭. ৯. ১।

৭ Coomaraswamy : Buddh. Icn. Figs. 4-10.

৮ ঋ° ৬. ১৪. ১৩; ১. ৫২. ১-২; ৪. ১৩. ৫।

৯ Coomarswamy : Buddh. Icn. Fig. 1.

১০ ঋ° ১. ৬৮. ৫; ৯. ১০. ৪।

১১ ঋ° ১. ৩৪. ১; ৪. ৫. ৩; ১০. ২১. ৩; ৩. ৩৯. ৬।

১২ ঋ° ৬ ১৬. ১৩; তুল° তৈ°স° ৪. ১. ৩. কৌ. ব্রা° ৮. ১।

১৩ Coomarswamy : Buddh. Icn. Figs. 35, 39, 40.

১৪ Waddel : Buddhism. 84.

১৫ Annecdota Oxoniensia. i. pi..v, verses 8, 9.

১৬ যথা, মহানির্বাণতন্ত্র, ৬ষ্ঠ উল্লাস, ১১৯ শ্লোক।

১৭ IA. 1903, xxxii. 464.

১৮ SIIG. 142-43.

করিতে হইবে—অগ্নির বর্ণ রক্ত হইবে; মস্তকে জটা থাকিবে। অগ্নি সৌম্যমূর্তি, ধূম্রবসন; জ্বালামালাকুল, ত্রিনেত্র, শ্মশ্রুধারী হইবেন। ইঁহার চারিটী বাহু। বাগ্‌দণ্ড, বিগ্‌দণ্ড, ধনদণ্ড ও বধদণ্ড এই চারি দণ্ডের দ্যোতক চারিটী দংষ্ট্রা; সারথি—বায়ু। ইনি ধূমচিহ্ন রথে অবস্থিত। ইঁহার রথ চারিটী শুক-যুক্ত—চারি শুক চারি বেদদ্যোতক। ইন্দ্রের শচীর ন্যায় ইঁহার বামাঙ্কে স্বাহা। দেবীর হস্তে রত্নপাত্র। অগ্নির দুইটী দক্ষিণ হস্তে জ্বালা ও ত্রিশূল, বাম হস্তে অক্ষমালা। তেজের রূপ রক্ত বলিয়া ইনি রক্তবর্ণ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের উক্তি এইরূপ—

(মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্রের উক্তি)

রক্তং জটাধরং বহ্নিং কুর্যাদ্ বৈ ধূম্রবাসসম্।
জ্বালামালাকুলং সৌম্যং ত্রিনেত্রং শ্মশ্রুধারিণম্ ॥১
চতুর্বাহুং চতুর্দংষ্ট্রং দেবেশং বাতসারথিম্।
চতুর্ভিশ্চ শুকৈর্যুক্তে ধূমচিহ্নরথে স্থিতম্ ॥২
বামোৎসঙ্গগতা স্বাহা শক্রস্যেব শচী ভবেৎ।
রত্নপাত্রকরা দেবী বহ্নের্দক্ষিণহস্তয়োঃ ॥৩
জ্বালাত্রিশূলৌ কর্তব্যৌ চাক্ষমালা তু বামকে।
রক্তং হি তেজসো রূপং রক্তবর্ণং ততঃ স্মৃতম্ ॥৪
বাতসারথিতা তস্য প্রত্যক্ষং ধূম্রকেতুতা।
প্রত্যক্ষা চ তথা প্রোক্তা বাগধূম্রাম্বরত্বতা ॥৫
অক্ষমালাং ত্রিশূলঞ্চ জটামুকুটত্রিনেত্রতা।
সর্বাভরণধারিত্বং ব্যাখ্যাতং তস্য শম্ভুনা ॥৬
জ্বালাকারং পরং ধাম হুতং তেন প্রতীচ্ছতি।
গৃহীত্বা সর্বদেবেভ্যো ততো নয়তি শঙ্করম্ ॥৭
বাগ্‌দণ্ডমথ দিগ্দণ্ডং ধনদণ্ডং তথৈব চ।
চতুর্থং বধদণ্ডঞ্চ দংষ্ট্রাস্তস্য প্রকীর্তিতাঃ ॥৮
শ্মশ্রু তস্য বিনির্দিষ্টং দর্ভাঃ পরমপাবনম্।
যে বেদাস্তে শুকাস্তস্য রথযুক্তা মহাত্মনঃ ॥৯
আদ্যৈরমেতদ্ভবরূপযুক্তং পাপাপহং সিদ্ধিকরং নরাণাম্।
সোমং তথৈতদ্রূপ হোমকালে সর্বাবিকর্মণ্যপরাজিতেন ॥১০

'বিশ্বকর্মশিল্প' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে অগ্নির রূপ-বর্ণনা এইরূপ :—

ধ্বজহস্তো মহাবীর্যস্তাম্রাক্ষো ধূম্রসন্নিভঃ।
জ্বালামালাকুলং দীপ্তং চাম্বাশেত্তাংশুমণ্ডলম্ ॥
মেষারূঢং চ কুণ্ডস্থং যোগপট্টেন বেষ্টিতম্।
দক্ষিণস্থ স্থিতং স্বাহা রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
সর্বাঙ্গসহিতং পুণ্যং পিঙ্গভূষণভূষিতম্ ॥

অগ্নির হস্তে ধ্বজ সংস্থিত; তিনি মহাবীর্য, তাঁহার অক্ষি তাম্রবর্ণ, বর্ণ ধূম্রের ন্যায়। তিনি জ্বালামালা-বেষ্টিত, উজ্জ্বল ও জ্যোতির্মণ্ডিত, মেষারূঢ়, কুণ্ডস্থ, যোগপট্ট-বেষ্টিত। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্বাহা। তাঁহার কর্ণ রত্নকুণ্ডলমণ্ডিত, তিনি সর্বজনহিতকর পুণ্য ও পিঙ্গভূষণ-দ্বারা ভূষিত। হেমাদ্রি অগ্নিমূর্তির অন্যরূপ একটী বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতে অগ্নির এক মুখ, তিন চক্ষু, চারি হস্ত। তাঁহার বর্ণিত অগ্নির গোঁফ আছে। তিনি রথারূঢ়। বায়ু তাঁহার সারথিরূপে রথ চালান। রথ টানে চারিটী শুক। রত্নপাত্র-হস্তে তৎপত্নী সাবিত্রী তাঁহার বাম উরুর উপর আসীনা। অগ্নির দুই হস্তে অনল ত্রিশূল, এক হস্তে অক্ষমালা। এই বর্ণনায় স্বাহার পরিবর্তে সাবিত্রী।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য-লিখিত প্রপঞ্চসারতন্ত্রে অগ্নিমূর্তির পরিচয় আছে। প্রপঞ্চসার অগ্নির নমস্কার-চ্ছলে বলেন—

ত্রিনয়নমরুণাপ্তাবদ্ধমৌলিং সুশুক্লাং
শুকমরুণমনেকাকল্পমম্ভোজসংস্থম্।
অভিমতবরশক্তিস্বস্তিকাভীতিহস্তং
নমত কনকমালালঙ্কৃতাংসং কৃশানুম্ ॥

৬ পটল ৮৮ শ্লোক

আদিত্য-পুরাণমতে অগ্নির সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, জঠর স্থূল, ভ্রূ, কেশ ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র, সাতটী শিখা। বাহন—ছাগ। 'পিঙ্গভ্রূ শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তি-ধারকঃ ॥' অগ্নিপুরাণ বলেন—'ইন্দ্রো বজ্রী গজারূঢ়শ্ছাগগোঽগ্নিশ্চ শক্তিমান্।'[১০] —ইন্দ্র বজ্রী ও গজারূঢ়, অগ্নি ছাগারূঢ় ও শক্তি-মান্। মৎস্যুনি তাঁহার মতে বলিয়াছেন, অগ্নির একটী সুবর্ণের মেষ ও শক্তি থাকিবে।

১০ অগ্নিপু° ৫১, ১৪।

মহাভারতে অগ্নির এক বর্ণনা আছে, তাহাতে অগ্নির সাতটী রক্তজিহ্বা বা রক্ত অশ্ব, সপ্তমুখ, রক্তকণ্ঠ, পিঙ্গলচক্ষু, উজ্জ্বল কেশ, স্বর্ণবীজ।

যাহা হউক, সাধারণতঃ অগ্নির দুই মুখ, তিন পা, সাত হাত; বর্ণ লোহিত, বাহন মেষ। অগ্নির সম্মুখে ধ্বজপতাকা থাকে—তাহাতে মেষ অঙ্কিত থাকে।

অগ্নিমূর্তি-পরিচয়—উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরমণ্ডপে দিক্‌পতিদের মূর্তি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বাহনাদি সর্বত্র একরূপ নয়।

বাহন—উড়িষ্যার মন্দিরমণ্ডপে ছাগ ও মেষ উভয় বাহনই আছে। মহীশূরের হরিহরেশ্বরের মন্দিরে অগ্নির বাহন ছাগ, বাগলির কল্লেশ্বরের মন্দিরস্থ অগ্নির বাহন অশ্ব।

ভারতবর্ষের প্রথম প্রোটেস্টান্ট পাদরে Bartholomacus Ziegenbalg ১৮৬৯ খ্রীঃ মলবর দেবতাদের বিবৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইঁহার গ্রন্থের নাম—Genealogie der Malabarischen Gotter. ইহাতে তিনি অষ্টদিক্‌পালের বাহনের নাম দিয়াছেন। Rhea তাঁহার Chalukyan Architecture গ্রন্থে তুলনামূলক একটী তালিকা দিয়াছেন। Ziegenbalg শুধু ছাগেরই উল্লেখ করিয়াছেন। Rhea ছাগ ও অশ্বের নাম করিয়াছেন। কিন্তু মূর্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে অগ্নি পদ্ম, ছাগ, মেষ ও অশ্বের উপর বসিয়া থাকেন। অশ্ব যে অগ্নির বাহন তৎসম্বন্ধে বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

অগ্নির তিনটী নাম—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ; এই তিন অগ্নিই শ্রৌত অগ্নি। বিবাহের পর অগ্ন্যাধান কার্য অনুষ্ঠেয়। অগ্ন্যাধানের সময় যখন অরণি দ্বারা অগ্নি মন্থন করা হয় তখন একটী অশ্বের প্রয়োজন হইত। গার্হপত্যের অগ্নি লইয়া আহবনীয় স্থানে যাইবার সময় এই অশ্বটী অগ্রে অগ্রে গমন করে। যজমান ইহার পিছনে পিছনে যান। কোন কোন মূর্তিতে অশ্বকে যে অগ্নির বাহনরূপে দেখা যায়, তাহার মূল সূত্র বোধ হয়

অশ্বাধানের এই অশ্ব-সম্বন্ধীয় ব্যাপার হইতে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

সাধারণতঃ অগ্নির বাহন ছাগ। ছাগের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ কি? উপনিষদে আছে, পুরুষ, আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, সমস্ত জীব সৃষ্টি করিলেন। অজ প্রথমে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়। এদিকে আবার অগ্নি তাঁহার প্রথম সৃষ্টি। আবার 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ'। অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও ছাগের সেই জন্যই বোধ হয় একটা অচিন্ত্য (mystic) সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণযজুঃসংহিতায় (১. ৩. ৩) অগ্নিকে 'অজ একপাদ্' বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। এই সংহিতায় সোমযাগের নিয়মে দেখা যায় যে সোমযাগের 'সুত্যা'র (Pressing-day) পূর্ব দিন অগ্নি ও সোমের জন্য ছাগ-বলির ব্যবস্থা। পরে ছাগের পরিবর্তে 'নিরূঢ় পশু'র ব্যবস্থা হয়। ঋগ্বেদ ভিন্ন অন্যান্য সংহিতায় অশ্বমেধ-যজ্ঞে বলির পশুর একটা বড় তালিকা আছে। ঋগ্বেদে কেবল ছাগ ও অশ্ব পাওয়া যায়। দেবতাদের নিকট সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ঘোড়ার আগে আগে ছাগলকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়। শাঙ্খায়ন-(১৬. ৩. ২৭-৩৪) মতে ছাগকে দুইটাতে পরিণত করিয়া অশ্বের অঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাজসনেয়ি-(২৪. ১) ও মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (৩. ১২) মতে একটী ছাগ অশ্বের ললাটে, অপরটী পূষা অথবা সোম ও পূষার নাভিদেশে বাঁধা হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩. ৮-২৩) অগ্নির জন্য ছাগের ব্যবস্থা দিয়াছে। ওড়িষার রামচণ্ডীমন্দিরের ভোগ-মণ্ডপের অঙ্গনে একটী মেষ-সমাসীন অগ্নিমূর্তি আছে। পূর্বে ইহাকে কেহ কেহ বিভাণ্ডক মুনি বলিতেন। বিবণস্বরূপ এই মূর্তিকে বৃহস্পতি বলিয়া স্থির করেন। সুপণ্ডিত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সর্বপ্রথম ইহাকে অগ্নিমূর্তি বলিয়া নির্দেশ করেন। মূর্তি-প্রস্তরটী chlorite-নির্মিত—পরিমাণে ২১/২—১০·১/২" × ১—৫১/২"। মূর্তিটীর শিরোভূষণ অতি সুন্দর। এই অগ্নিমূর্তির জঠর বেশ স্থূল। মূর্তিটী গুম্ফশ্মশ্রুযুক্ত। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, দাড়িটী মুসলমানী ধরণের।

নীলগিরির অন্তর্গত অযোধ্যা ও অযোধ্যা হইতে আড়াই ক্রোশ পূর্বে শোন নদের তীরবর্তী ডোম-গণ্ডরার অগ্নিমূর্তি আছে। ২৪ বৎসর পূর্বে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ডোম-গণ্ডরার অগ্নিমূর্তি প্রকাশ করেন।

এই অগ্নি দণ্ডায়মান। অগ্নির গলায় পৈতা। কোঁচা দিয়া কাপড় পরা মূর্তি। অগ্নির জটা ও দাড়ী-গোঁফ আছে। উভয় হাতের সম্মুখভাগ ভগ্ন। অগ্নির দুইপাশে ঊর্ধ্ব-অধোভাবে দুইটী করিয়া কুণ্ড। অগ্নির দুই পার্শ্বে নীচের দিকে অসিহস্তে দুই জন দ্বারপাল। দক্ষিণস্থ দ্বারপালের সম্মুখে একটী মেষ।

রুষপণ্ডিত C. Oldenburg ১৯০৩ খ্রীঃ তিব্বতে প্রাপ্ত ৩০০ মূর্তির চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ চিত্রগুলির মধ্যে ২৮৬ সংখ্যক চিত্র অগ্নিদেবের। অগ্নি ছাগোপরি আসীন। মূর্তির দুই হস্ত; দক্ষিণ হস্তে অক্ষ-মালা, বাম হস্তে ধৃত অঙ্কোপরি পূর্ণঘট। মস্তকে পঞ্চরত্নখচিত শিরোভূষণ। কণ্ঠে বৈদূর্যমণির হার।[২০] তিব্বতে অগ্নিদেবের নাম—'মেল্‌হা' বা 'মেল্‌হা মর-পো' (Melha বা Melhad mo-po)। অগ্নির মোঙ্গোলীয় নাম 'গুল্‌-উন্ তগ্ রি' (Gnl-untagri)।

এলোরায় ডুমরলেনা বা সীতার চাবড়ী নামক গুহামন্দিরে দক্ষিণ দিকের পূর্ব প্রাচীরের উপর হরপার্বতীর বিবাহদৃশ্য। হর ও পার্বতী উভয়েরই বাম হস্তে একটী করিয়া ফুল। নীচের দিকে দক্ষিণে ত্রিমুখ ব্রহ্মা পুরোহিতরূপে হোমাগ্নির নিকট নতজানু হইয়া বসিয়া আছেন। বাম দিকে মেনা ও হিমালয় পুষ্প ও নারিকেল-হস্তে। ঊর্ধ্বে দেবদেবীগণ; বামে—গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু, মহিষারূঢ় যম, মৃগারূঢ় বায়ু, ছাগারূঢ় অগ্নি এবং সম্ভবতঃ বরুণ; দক্ষিণ দিকে ঐরাবতের উপর ইন্দ্র এবং মকরের উপর নির্ঋতি।

এলোরার কৈলাসপর্বত মন্দিরে মহামণ্ডপে একটী সুন্দর মূর্তি আছে। যে অলিন্দ দিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করা যায় তাহার পার্শ্বে এবং উত্তর প্রাচীরের মূর্তিগুলির মধ্যে একটী মহিষ-মর্দিনী মূর্তি আছে। মহিষমর্দিনী অসুর বিনাশ করিয়াছেন, দেবতা ও মহর্ষিগণ সানন্দে দেখিতে আসিয়াছেন। এই দেবতাদের মধ্যে দেখিয়া চিনিতে পারা যায় ঐরাবতে ইন্দ্রকে, মেষোপরি অগ্নিকে, মহিষোপরি যমকে গরুড়োপরি বিষ্ণুকে ইত্যাদি।

কলিকাতার চিত্রশালায় একটা অগ্নিমূর্তি আছে। মূর্তিটী ১' ৮১/২" × ১১১/২। এখানেও অগ্নি মেষারূঢ়। ইঁহার দুই হাত। এক হস্তে অক্ষমালা, অন্য হস্তে কমণ্ডলু। এই মূর্তিটী স্থূলবামনাকৃতি। এই অগ্নি শ্মশ্রুবিশিষ্ট এবং ইঁহার দেহের চতুর্দিকে অগ্নিশিখা। মূর্তিটী বিহার হইতে প্রাপ্ত। দেবমূর্তির মধ্যে যম, সূর্য, অগ্নি ও নবগ্রহের অন্তম শনির দাড়ি থাকিতে দেখা যায়। শিবগুরু মূর্তিতে কখন কখন দাড়ি থাকিতে দেখা যায়। ২টী দাড়িওয়ালা শিবগুরু আছে। এছাড়া ঋষিদের মূর্তিতেও দাড়ি থাকিতে দেখা যায়। অগস্ত্যের মূর্তিতে দাড়ি থাকে। চিদম্বরমের পূর্বগোপুরে শ্মশ্রুধারী অগস্ত্যের মূর্তি আছে; অন্যত্রও আছে। কুমারস্বামীর 'বিশ্বকর্মা'র শ্মশ্রুবিশিষ্ট নৃত্যশীল একটী ঋষির কাষ্ঠ-মূর্তির চিত্র আছে। এ মূর্তিটী ৭ম বা ৮ম শতকের। Havell-এর Ideals of Indian Art, কৃষ্ণ শাস্ত্রীর South Indian Images of Gods & Goddesses প্রভৃতি গ্রন্থেও শ্মশ্রু-বিশিষ্ট ঋষির চিত্র আছে।

সারনাথ-চিত্রশালায় অষ্টদিক্‌পালের মধ্যে অগ্নির একটী মূর্তি আছে। এই চিত্রশালার তালিকায় ৩১৮ পৃষ্ঠায় G ২৪ সংখ্যক মূর্তির বিবরণে দয়ারাম সাহনি একটী ভ্রমপূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি আছে। ইহার অগ্নির মস্তকের চারিদিকে শিখা। দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা, হাতে কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়। বাম হস্তে কমণ্ডলু।

---

২০ 'ঐক্রে মরকতং বিভ্রাদ্ বৈদূর্যং বহ্নিগোচরে।'—পৃঃ ১১২, শ্লোঃ ১৬৮।

হরিহরেশ্বর মন্দিরের অন্তরালমণ্ডপে একটী ছাদের ভিতরকার দিকে অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যভাগে দণ্ডায়মান ঈশ্বরমূর্তি। ঈশ্বরের চতুর্দিকে দিক্‌পালদিগের নিজ নিজ বাহন। দিক্‌পালগণ বাহনের উপর আসীন।

এই স্থানের মহামণ্ডপ গম্বুজ-আকারে নির্মিত। ইহার ভিত্তিস্থল কতকগুলি ক্রম-সংকীর্ণ মণ্ডলাকৃতি ক্ষেত্র। শিখরের (crown) মধ্য দিয়া এক খণ্ড ভারি পাথর লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পাথরের সম্মুখে ও পশ্চাদ্‌ভাগে দেবমূর্তি, নীচের দিকে জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করা। ভিত্তিমণ্ডলগুলি কোণ-বিশিষ্ট, আর ঐ কোণগুলিতে অর্ধচন্দ্র কাটা। সকলের নীচের ক্ষেত্রে আট দিকের প্রলম্বিত শিলায় অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি ক্ষোদিত।

বেণুগোপাল স্বামীর মন্দিরে মহামণ্ডপের মধ্যবর্তী কক্ষের ছাদের ভিতরকার দিক্‌টী বেশ সুন্দরভাবে ক্ষোদিত। এইটীই প্রধান এবং সকলের চেয়ে সুন্দর। উপরের মণ্ডলাকৃতি অংশ চারি কোণের চারিটী থামের উপরিভাগে অবস্থিত। আট দিকের আটটী কোণে ঠিক কড়ির উপর স্তর করা অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি। এইগুলি নীচের দিক্ থেকে উপরের দিকে চক্রাকারে গড়িয়া উঠিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের বাদামী মন্দিরে দ্বিতীয় ভাগে সর্বোচ্চ স্থানে অধিপতিরূপে চতুর্বাহু বিষ্ণু উপবিষ্ট। দক্ষিণের একটী হস্তে চক্র এবং বাম দিকের এক হস্তে শঙ্খ। ইঁহার উভয় পার্শ্বে ভূমিদেবী ও শ্রী বা লক্ষ্মী। বিষ্ণুর চারিদিকে চক্রাকারে অষ্টদিক্‌পাল। সপরিবারে অগ্নি মেষারূঢ়।

মহানির্বাণতন্ত্রে (৯. ২১) 'ধনঞ্জয়' নামক অগ্নির একটী ধ্যান আছে। তাহাতে অগ্নি দ্বিমস্তকবিশিষ্ট।

ধ্যানটী এই—

বালার্কারুণসঙ্কাশং সপ্তজিহ্বং দ্বিমস্তকম্।
অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥

দুইটী মুখযুক্ত অগ্নির মূর্তি বড় একটা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ একটী মূর্তির চিত্র দিয়াছেন। এই চিত্রটী চিদম্বরমের অগ্নিমূর্তি হইতে গৃহীত। মূর্তিটী দণ্ডায়মান। চরণ দুইটী। হাত সাতটী। মস্তকের উষ্ণীষ অতি সুন্দর। অগ্নির বাহন মেষটী তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান।

দ্বিমুখবিশিষ্ট আর দুইটী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন চিত্র আমরা Moor-এর Hindu Pantheon নামক গ্রন্থে পাই। এই চিত্রের অগ্নি মেষারূঢ়। ইনি ত্রিপদ ও সপ্তহস্ত। সম্মুখে ও পশ্চাতে দ্বারপাল, একজন মেষাঙ্কিত ধ্বজ লইয়া, আর একজন চামর হস্তে। এই মূর্তির অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

মূরের আর একটী চিত্রে অগ্নি পদ্মাসীন। সপ্তহস্তের মধ্যে এক হস্তে ধ্বজ। পদ্মাসীন অগ্নিমূর্তির আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। 'প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে'র ষষ্ঠ পটলে (৮৮ শ্লোকে) 'অন্তোজসংস্থ' বলিয়া অগ্নির পরিচয় আছে। দ্বিমুখবিশিষ্ট অগ্নির মূর্তি পাওয়া গেলেও ত্রিমুখবিশিষ্ট অগ্নিমূর্তি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে ত্রিমুখযুক্ত অগ্নির ধ্যান আছে। এই গ্রন্থের ষোড়শ পটলে এইরূপ উক্তি আছে।

শক্তিস্বস্তিকপাশান্ সাঙ্কুশবরদাভয়ান্ দধত্রিমুখঃ।
মুকুটাদিবিবিধভূষোঽবতাচ্চিরং পাবকঃ
প্রসন্নো বঃ॥ ২৮ শ্লোক।

অগ্নিপ্রহরণ—কোন কোন দেবমূর্তির হস্তে বিবিধ প্রহরণের সহিত 'অগ্নি' বা 'বহ্নি' নামক প্রহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

'পঞ্চরাত্রাগমে' উল্লেখ আছে যে সুদর্শন-চক্রের সম্মুখভাগে বিষ্ণুর একটী ভয়ঙ্কর মূর্তি থাকে। এই বিষ্ণুমূর্তির প্রহরণগুলির মধ্যে 'অগ্নি' একটী প্রহরণ। 'শিল্পরত্নসারে' কিন্তু চক্ররূপী বিষ্ণুর হাতে অগ্নির উল্লেখ নাই।

অর্ধনারীশ্বর-মূর্তির আট হাত। ইঁহার একটী হাতে 'বহ্নি' থাকে। প্রপঞ্চসার-তন্ত্রের ২৯ পটলে এইরূপ উল্লেখ আছে—

অহিশশধরগঙ্গা-বন্ধুতুঙ্গাকুলমৌলি-
স্ত্রিদশগণনতাঙ্ঘ্রি স্ত্রীক্ষণঃ স্ত্রীবিলাসঃ।
ভুজগবরগুণান্ পঙ্কাবহ্নী কপালং
শরমপি দধতীশো বিভ্রদব্যাচ্চিরং বঃ। ৩ শ্লোক

সদাশিবের দশ হাত। 'অগ্নি' ইঁহার একটী প্রহরণ। প্রপঞ্চসারে (২৬. ৪) এইরূপ আছে—'শূলাহী টঙ্কঘণ্টাসিসৃণিকুলিশপাশাগ্ন্যভীতীর্দধানম্।'

'হেবজ্রতন্ত্রে' হেবজ্রের রূপ-বর্ণনা আছে। গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের। হেবজ্রের আটটী মুণ্ড, ১৬ হাত, ৪ পা। সকল হাতেই নরকপাল। দক্ষিণ-দিকের আট-হাতে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতর, বৃষভ, উষ্ট্র, মনুষ্য, হরিণ ও মার্জার-মূর্তি। বাম দিকের হস্তে—

১। বরুণ—পীত বর্ণ
২। বায়ু—হরিৎ ,,
৩। অগ্নি—রক্ত ,,
৪। চন্দ্র—শ্বেত ,,
৫। সূর্য—রক্ত ,,
৬। যম—নীল ,,
৭। বসুধারা—পীত বর্ণ
৮। ?— পীত বর্ণ

Grunwedel এই মত মানিয়া লইয়াছেন। Alice Getty-লিখিত Gods of Northern Buddhism নামক গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় হেবজ্রের মূর্তি আছে।

শিল্পশাস্ত্রে অগ্নি পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। এই অগ্নির দুই প্রকার তাৎপর্য। প্রথমতঃ ইহা যুদ্ধের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। আর সাধারণতঃ শিবের হস্তেই এই অস্ত্র দেখা যায় এবং দ্বিতীয়তঃ হবন ব্যাপারে অগ্নি দেওয়া হইয়া থাকে। গোপীনাথ রাও মহাশয়ের গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১ম ভাগে (পৃঃ ৭) এই উভয়বিধ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মথুরার প্রত্নশালায় (museum) অগ্নির একটী মূর্তি আছে। এই মূর্তির চতুর্দিকে অগ্নিশিখা চক্রাকারে আবর্তিত। মূর্তির দুই পার্শ্বে দুইটী অনুচর। দক্ষিণ পার্শ্বের অনুচরের দেহ মানুষের কিন্তু মস্তকটী ছাগের। ত্রিবাঙ্কুরে কণ্ডীয়ূরের শিবমন্দিরে দুইটী ছাগমুখবিশিষ্ট অগ্নিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। চিদম্বরমের শিব-মন্দিরে যে অগ্নিমূর্তি আছে তাহারও দুইটী মুখ, কিন্তু এ মুখ দুইটী মনুষ্যাকৃতি। এই মূর্তির পিছনে একটী বৃষের মূর্তি অঙ্কিত। সম্ভবতঃ

এটী বাহন। কোণারকে কয়েকটী সূর্য-মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলির দ্বারপাল—পিঙ্গল ও দণ্ডনায়ক, পিঙ্গল অগ্নি, দণ্ডনায়ক যম।

বিশ্বকর্মশিল্পে মিত্র বা সূর্যের দুইটী দ্বারপাল—একটী দণ্ড (যম) * আর একটী পিঙ্গল (অগ্নি)। দণ্ড ও পিঙ্গলের হস্তে অসি। 'দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালৌ চ খড়্গিনৌ।' —বিশ্বকর্মশিল্প।

অগ্নি-সম্পর্কে আর্য ও দস্যু—নিরুক্তকারগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বেদ-ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের সময় পর্যন্ত বেদের প্রত্যেক ভাষ্যকার আর্য বলিতে যাঁহারা অগ্নি-উপাসক তাঁহাদিগকেই বুঝিয়াছেন। বেদের বহু মন্ত্রে দস্যুদিগকে নিরগ্নি বলা হইয়াছে। আর্যগণের বিশ্বাস ছিল যে দেবগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যস্থ অগ্নি, তিনি দেব ও মানবের দূত। অগ্নি দেবগণের মুখস্বরূপ, অর্থাৎ দেবগণ অগ্নির মুখেই আহার করেন। আর্যদের ন্যায় দস্যুরাও যজ্ঞ করিত, যজ্ঞে পশুবধ করিত; কিন্তু তাহারা অগ্নির সাহায্যে দেবগণকে তুষ্ট করিত না। এই অপরাধে তাহারা আর্যগণের নিতান্ত অপ্রিয় ছিল। আর্যগণ অগ্নির উপাসনা করিত বলিয়া দস্যুরাও তাহাদিগকে ঘৃণা করিত, তাহাদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিত। নিরুক্তে দস্যুকে 'অগ্নি-যজ্ঞ-ধ্বংসকারী' বলা হইয়াছে। আর্যেরা তাঁহাদের দেবতার নিকট যে পশুবলি দিতেন তাহা তাঁহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন। এ ছাড়া ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য তাঁহারা আরও কিছু করিতেন। আর্যদের দেবতা ইন্দ্র বৃষভ- ও ছাগমাংস ভালবাসিতেন, কিন্তু সোমরস তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল।

দ্রাবিড় ও মুণ্ডা অগ্নিপূজক নয়—বেদের ভাষা অগ্নি-সোম-উপাসকদিগের পবিত্র ভাষা। অগ্নি-সোম-উপাসক আর্যগণ উত্তর-ভারত অধিকার করিবার পূর্বে বৈদিক ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল না। তখন ভারতবর্ষে দুইটী বিভিন্ন জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের একটী দ্রাবিড়, আর একটী মুণ্ডা। এই বিবিধ ভাষাভাষী জাতি অগ্নি-উপাসক নহে। ইহাদের মধ্যে এখনও যাহারা আর্যরীতি অবলম্বন করে নাই তাহাদের কোন ক্রিয়াকলাপের সহিত অদ্যাপি অগ্নির সম্পর্কমাত্র নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে জাতি ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ চান্দ্রমাসে বর্ষগণনা প্রবর্তিত করে সেই জাতি পূর্বে ইউফ্রেটিস্ উপত্যকার অধিবাসী ছিল। ইহারা উত্তরাঞ্চলের অক্কডীয় উপাসক ছিল। ইহারা যে অক্কডীয় দেবের উপাসনা করিত সেমাইটেরা সেই দেবকে 'অদর্' বলিত। এই অদর্ দেবই প্রথম অগ্নিদেব। ইউফ্রেটিসের উপত্যকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে অক্কডেরা বাস করিত। উত্তরাঞ্চলের অক্কডেরা অগ্নি-পূজক ছিল। ইহারা ভারতবর্ষে কশ্যপপুত্র বলিয়া পরিচিত হইত। প্রসিদ্ধি আছে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে কাবুলাঞ্চলে কশ্যপের রাজ্য ছিল।

অক্কডেরা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে এখানে চন্দ্রোপাসকেরা বাস করিত। অক্কডেরা দ্রাবিড় জাতিরই একটী শাখা। ইহাদিগকে সুমের-অক্কডও (Sumero-Akkadian) বলা হয়। এই অক্কড জাতি যজ্ঞকার্যের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষালোচনার সূচনা করে।

আর্যদের পঞ্জাবপ্রদেশ অধিকারের বহু পূর্বে দ্রাবিড়েরা ভারতবর্ষে তাহাদের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দ্রাবিড়দিগের প্রবর্তিত ধর্মভাব জড়াত্মক ছিল। আর্যেরা তাহাদের জড়াত্মক ধর্মভাবে আধ্যাত্মিক ভাব সংযুক্ত করিয়াছিল। তৎপরে ভারতবর্ষে ধর্মনীতির প্রবর্তন আর্যজাতিই করে। স্বার্থসিদ্ধি, বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ, সম্পদ্লাভ প্রভৃতি হিসাবে পূর্বে ধর্মানুষ্ঠান হইত। ধর্মই যে ধর্মের পুরস্কার, এই নীতি আর্যরাই প্রবর্তিত করে।

দ্রাবিড়জাতীয় লোকেদের দুইটী দল ভারতবর্ষে ছিল। এক দল পৃথ্বী ও চন্দ্রের উপাসক ছিল। চন্দ্র তাহাদের নিকট দেবী বলিয়া পরিগণিত হইত। আর এক দল সর্পোপাসক ছিল। বহু কাল ধরিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল। ইহারা যে এক সময়ে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্যন্ত শাসন করিত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাদের পরে ভারতবর্ষে অগ্নি-উপাসনা প্রবর্তিত হয়।

সোমযাগ ও অগ্নিযাগ—ভারতীয় আর্যগণ সোমযাগ করিতেন। সোমযাগ ভারতবর্ষে বিশেষ উৎকর্ষলাভও করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সোমযাগের আরম্ভ ভারতবর্ষে হয় নাই। এই যাগটী ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক অনুষ্ঠান। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও আছে। একটী বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে সোমলতা ভারতের দ্রব্য নয়। গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের দূরবর্তী পর্বতে সোমলতা উৎপন্ন হইত। আজকাল যেমন শুষ্ক করিয়া চরস সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, পূর্বকালে কিঞ্চিৎ আয়াস-সহকারে ঐ সকল অঞ্চল হইতে সোমলতা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইত। কিছুকাল পরে ভারতীয় আর্যগণ সোমলতা কিরূপ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; শেষে এমন কি সোমলতার পরিবর্তে অন্য একপ্রকার লতা সোম নামে ব্যবহৃত হইত। সোমলতা যে পারস্য, গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের পর্বতীয় স্থানে জন্মিত, এখানে পাওয়া যাইত না, বেদমন্ত্রেই তাহা উল্লিখিত আছে। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান, প্রাচীনকালে পারস্যদেশে সোমযাগের প্রাদুর্ভাব হয়। সে যাহাই হউক, অতটা স্বীকার না করিলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সোমযাগ খাঁটি ভারতীয় যাগ নয়।

অতি প্রাচীনকালে সোমযাগের ন্যায় অগ্নিযাগেরও প্রাদুর্ভাব পারস্যদেশে ছিল। তবে ভারতের অগ্নিযাগে ও পারস্যের অগ্নিযাগে কিছু প্রভেদ আছে। পার্থক্য এই যে, ভারতীয় আর্যরা নিবেদিত দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন, কিন্তু পারসিকেরা বলির পশুশরীরের অংশবিশেষ অগ্নিকে দেখাইয়া অন্য দিকে ফেলিয়া দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস,

* অগ্নিপুরাণে দণ্ডের যে বর্ণনা আছে তাহাতে, দণ্ড = দণ্ডনায়ক = দেবসেনাপতি = স্কন্দ।

মাংস অগ্নিতে স্পর্শ করাইলে অগ্নি অপবিত্র হইবে।

ত্রিমূর্তি ও অগ্নি—তিন এই সংখ্যাটী ভারতীয় ধর্মেতিহাসের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বেদ ও বৈদিক ধর্মে 'তিন' ও 'সাত' সংখ্যা প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে তিন এই সংখ্যাটীর পবিত্র ভাব স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। এই 'তিন' সংখ্যা অবলম্বন করিয়াই বিশ্বের তিনটী মূলতত্ত্বই কালে উপাস্য ত্রিমূর্তিতে পরিণত হয়। হিন্দুদর্শন-অনুসারেও রজোগুণ-প্রভাবে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে প্রলয় হয়। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—বিশ্বের এই তিন মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বত্রয়ই ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। সাধারণতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তির সহিত আমরা পরিচিত। এই ত্রিমূর্তির ধারণা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। পৌরাণিক যুগেই ত্রিমূর্তির কল্পনা হইয়া থাকাই সম্ভব। কেন না, ইহার পূর্ববর্তী যুগে কোথাও এই ত্রিমূর্তির উল্লেখ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে আমাদের শাস্ত্রে অন্য ত্রিমূর্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিমূর্তির মূল কি এবং 'তিন' এই সংখ্যাটীই বা এত পবিত্র কেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিবার কোনও উপায় নাই। যাস্ক ত্রিমূর্তি বলিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বুঝায় একথা কোথাও বলেন নাই। সকল স্থানেই তিনি অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য এই তিনটীকে ত্রিমূর্তি বলিতে বুঝিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনটী পরবর্তী ত্রিমূর্তি। যাস্কের সময়ে সম্ভবতঃ পরবর্তী ত্রিমূর্তির বিষয় জানা ছিল না। নতুবা তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন না। যাস্কের গ্রন্থে তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন কতিপয় পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। তাঁহারা সকলেই সর্বসমেত তিনটী মাত্র দেবতারই অস্তিত্ব স্বীকার করেন।
[ত্রিমূর্তি দ্র°]

অগ্নিতীর্থ ও মন্দির—অগ্নির কোন তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্নির মন্দিরও কোথায় আছে বলিয়া জানা যায় না। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গে অগ্নির মন্দিরের উল্লেখ আছে। অগস্ত্যাশ্রমে যখন অগস্ত্যের সহিত রামচন্দ্রের মিলন হয় তখন তিনি আঠারটী দেবতার জন্য নির্মিত আঠারটী মন্দির দেখিয়াছিলেন। সেই আঠারটী মন্দিরের মধ্যে অগ্নির মন্দিরও ছিল।

প্রলম্বস্ফুরিণাকীর্ণমাশ্রমং ব্যবলোকয়ন্।
স তত্র ব্রাহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ ॥১৭
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানঞ্চৈব বিবস্বতঃ।
সোমস্থানং ভগস্থানং কৌবেরমেব চ ॥ ১৮

অগ্নিতীর্থের উল্লেখ রামটেক-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় (IA. 1908, 202)।

নারায়ণকৃত 'তন্ত্রসমুচ্চয়ে' অগ্নিমন্দিরে মূর্তিসংস্থান-সম্বন্ধে একটী উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—

বহ্নিস্তুবি বজ্রহস্তঃ প্রাসাদে শক্তিপাণিশ্চ।
সদপি পুনরগ্নিকেতুর্বাংহো বা স্যুঃ স্যন্দকেতুশ্চ ॥
৯ম পটল, ২য় শ্লোক।

তক্ষশিলার নিকটবর্তী জাণ্ডিয়ালার মন্দির সম্প্রতি মৃত্তিকা খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই মন্দিরটী পরীক্ষা করিয়া Dr Modi ও Sir John Marshall ইহাকে জোরোয়াস্ত্রীয় স্থায়ি-মন্দির বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ-অনুসারে প্রথম সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন শাকদ্বীপ-রাজ প্রিয়ব্রতপুত্র। এইটী বিমানাকারে প্রস্তর-নির্মিত।

সম্প্রতি মোহেঞ্জোদড়োয় একটী অগ্নি-মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদড়োর প্রথম স্তূপের উপরে দুইটী মন্দির আছে; একটী খ্রীঃ ২য় শতকের বৌদ্ধস্তূপ, আর একটী 'পবিত্র-অগ্নিমন্দির'।

বুনের (Buner) হইতে প্রাপ্ত একটী হোমকুণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। রাজা ও রাণী আদর্শ ভারতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া অনুচরদিগের সহিত এই কুণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। কুণ্ডটী কুষাণ-মুদ্রায় প্রাপ্ত কুণ্ড-সদৃশ। পণ্ডিত কে. এন. সীতারাম ইহাকে সাসানীয় কুণ্ড বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন (Jour. Cama. Oriental Inst., i. pt.-ii, 83)।

শাস্ত্রে অগ্নিতত্ত্ব—বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাক্যকে 'অগ্নি' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। দুর্নিমিক দেবতা যখন বাক্য বা শব্দকে মৃত্যুর পরপারে আনয়ন করেন তখন শব্দ 'অগ্নি' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু অতিক্রান্ত হইয়াই অগ্নি দীপ্তি পাইয়া থাকে (বৃহ-উ° ১. ৩. ১২)। মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্ আবার অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিকে অক্ষর, অব্যয় ব্রহ্মের প্রধান প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। যাহারা অগ্নি প্রভৃতির উপাসক তাহারা পার্থিব সুখ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু পরব্রহ্মে যাহাদের আসক্তি তাহারা পুরুষের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয় (মৈ-উ° ৪. ৬)।

আত্মা কি দেবলোক, কি জীবলোক সমস্তেরই সমষ্টিভূত (মনু° ১২. ১১৯)। অগ্নি এই আত্মার শব্দস্বরূপ (মনু° ১২. ১২১)। আত্মা অগ্নিরূপেও অনেক স্থানে পরিচিত (মনু° ১২. ১২৩) প্রতিনিয়ত আত্মা পঞ্চভূতের সৃষ্টি ও লয়ের কারণ।

শতপথ ব্রাহ্মণেও অগ্নি বাক্য বা শব্দ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১০.৩. ৫১) এইরূপে বর্ণনা করিয়াছে—ধীর শাতপর্ণেয় একদিন জানক সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'বিজ্ঞান লাভ করিয়া আপনি আমার সমীপাগত হইয়াছেন কি?' 'আমি অগ্নির বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়াই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।' 'কোন্ অগ্নির বিষয় আপনি পরিজ্ঞাত আছেন কি?' ''শব্দ' অগ্নির এই বিষয় জ্ঞান লাভ করিলে তাহার কি হইয়া থাকে?' 'শব্দজ্ঞান তাহার সম্যক্ লাভ হয়।'

এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করায় তিনি অগ্নিকে চক্ষু বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বলেন, অগ্নির এই স্বরূপ অবগত হইয়া মানব সর্ব-দ্রষ্টা হইয়া থাকে; পরে অগ্নির অন্য স্বরূপ মন বলিয়া তিনি বর্ণনা করেন—ইহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ মননশীল হয়।

তাঁহার মতে অগ্নি শ্রোত্র বলিয়া কথিত হন—এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া মানব সমস্ত শব্দ শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়। পরিশেষে সর্বস্বরূপ সার বলিয়া অগ্নি অভিহিত হইয়াছে।

শব্দ-প্রকাশক অগ্নি নিদ্রাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসে (বায়ুতে) পরিণত হয় ; তখন চক্ষু, মন, কর্ণ প্রভৃতিরও পৃথক্ অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। জাগ্রদবস্থায় তাহারা বিভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অগ্নি নির্বাপিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে এবং এই বায়ু হইতেই আবার তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে সমাগত হয়, যিনি অগ্নির এই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের (পরিবর্তনের) বিষয় সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে শব্দে, চক্ষুর সাহায্যে সূর্যে, মনের সাহায্যে চন্দ্রে, কর্ণের (শ্রোত্রের) দ্বারা দিঙ্মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন এবং তিনি কোনও দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া সাম্যাবস্থায় অবস্থান করেন।

প্রসঙ্গক্রমে জীবের উক্ত প্রকার মুক্তিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃত্যুর পরে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃতির ঐ সমস্ত বিভিন্ন প্রকাশে উপনীত হন। মুক্তাবস্থায় জীব তাহার উপাদান-কারণের যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন (শ-ব্রা° ১০. ৩. ৩. ৬-৮)।

শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শব্দই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং এই শব্দ অগ্নিসম্ভূত (৯. ৩. ১. ৪)।

শাণ্ডিল্য বলেন—অগ্নিই বৎসর, অগ্নির মস্তকই বসন্তকাল, দক্ষিণ পক্ষ গ্রীষ্ম, বাম পক্ষ বর্ষা, মধ্যভাগ শরৎ, পুচ্ছ শীত এবং পদ হেমন্ত। এই অগ্নিই বায়ু, সূর্য (চক্ষু), চন্দ্র (মন), দিক্ (কর্ণ), উৎপাদিকাশক্তি (জল), পদ মুখ, অর্ধচন্দ্র দিন, রাত্রি এবং এই প্রকারে ঈশ্বরস্থানীয় এই অগ্নিই দৃশ্যমান বস্তুর স্বরূপ (শ-ব্রা° ১০. ৪. ৫. ২)।

অগ্নির এই প্রকৃতি যেন পঞ্চ ভূতের ভিতর নিহিত সূক্ষ্ম শক্তিসমষ্টি। বিশ্বপ্রকৃতি যেন কারণরূপে অগ্নির ভিতরে অবস্থান করেন। বিশ্বজগৎ কার্যরূপে যেন অগ্নিরই বহিঃপ্রকাশ, ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের কোথাও অগ্নির এতটা প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই।

জলধারাই অগ্নি পরিতৃপ্ত হন, উক্ত কারণেই যজ্ঞাগ্নিকে জলধারা শান্ত করিবার ব্যবস্থা। যাজ্ঞিক চতুর্দিকে জল নিক্ষেপ করিবেন এবং তদনুসারে চতুর্দিক্ প্রশমিত হইবে; অগ্নির স্বরূপ ত্রিধা বিভক্ত; সুতরাং যাজ্ঞিককে তিন বার জল প্রক্ষেপ করিতে হইবে এবং তবেই অমিততেজা অগ্নি শান্ত হন। চতুর্দিকে জল প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে সমুদ্র বিদ্যমান।

বাম হইতে দক্ষিণে জল প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই সমুদ্র বাম হইতে দক্ষিণে প্রবহমান। অর্থাৎ প্রস্তর হইতে জল প্রক্ষেপ করেন বলিয়াই পর্বতগাত্র হইতে জলরাশি উদ্গত হইয়া থাকে (শ-ব্রা° ১. ১. ২. ২৪)। উপরি উক্ত বিবরণে বাস্তব ব্যাখ্যার সহিত দার্শনিক মতবাদের এক অদ্ভুতপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অগ্নি ঊর্ধ্বে (ঊর্ধ্বলোকে) এবং অধোলোকে (জগতে) এই উভয় স্থানে অবস্থান করেন।

অগ্নি শব্দরূপে পরিণত হইয়া মুখে প্রবেশ করেন, (বেদান্ত-সূত্র ২. ১. ৬) অর্থাৎ যাহার শব্দ-স্বরূপে অবস্থান, মুখবিবর হইতে জিহ্বার সাহায্যে তাহা বাক্যরূপে প্রকাশিত হয়। বেদান্তসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত প্রাণাদি অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতাগণের সাহায্যেই পরিচালিত হয় (২. ১. ৫.)। অগ্নিই পৃথিবী (মুণ্ড-উ° ২. ১. ৪.)।

এই সৃষ্টিরহস্য অগ্নির সাহায্যেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে এই অগ্নিকেই সৃষ্টির প্রধান সহায়ক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—জীবন-ধারণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজক বলিয়াই যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে শাস্ত্র অগ্নির জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্বাচন করিয়াছেন, জগৎ-সৃষ্টির উল্লেখ-প্রসঙ্গে শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন—(পিতা) প্রজাপতি পিতা হইয়াও অগ্নির পুত্র; কারণ অগ্নিকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু রক্ষা করেন বলিয়া আবার তিনি প্রজাপতিরও জনক। বাক্যের সাহায্যে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেন (শ-ব্রা° ৬. ১. ২. ২৭-২৮); কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে অগ্নিই বাক্য বা শব্দ। অগ্নি কাহার সাহায্যে সৃষ্টি করিলেন শতপথ-ব্রাহ্মণের উক্ত প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে।

মুক্তি-প্রসঙ্গেও অগ্নির অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে। যজ্ঞে অগ্নিবেদী কেন নির্মিত হয় তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, পক্ষীর আকার ধারণ করিলে অগ্নি আমাদিগকে আকাশ-মার্গে পরিচালিত করিবেন (শ-ব্রা° ৬. ১. ২. ৩৬)। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পৌরাণিক দার্শনিকগণ বিশেষ বিবেচনার সহিত অগ্নির প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টি-কার্য অগ্নির সাহায্যেই পরিচালিত হয়; স্থিতিকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অগ্নিই পোষক; মৃত্যুর পরেও মুক্তি-সহায়ক হিসাবে অগ্নিরই স্থান সর্বোপরি।

অগ্নি দূতরূপে মাতরিশ্বা নামে পরিচিত (ঋ° ৩. ১৯. ১১)। ঋগ্বেদে কিন্তু মাতরিশ্বা হইতে পৃথগ্ভাবেও অগ্নির উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২. ১৫) অগ্নি উষা এবং অশ্বিকে প্রাতঃকালের দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রজাপতির তপস্যায় অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা এবং উষা আবির্ভূত হন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ আছে।

ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নির উদ্গমনের উল্লেখ ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। ভৃগু ব্যোম (আকাশ) হইতে অগ্নিকে আনয়ন করিলেন। অন্যত্র দেখা যায়, তিনি ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া মনুষ্যাবাসে তাহাকে স্থাপন করিলেন।

ইন্দ্রের সহায়করূপে অগ্নি কাজ করেন। স্বর্গ এবং মর্ত্যের ভিতর সংবাদাদির আদান-প্রদান করিয়া তিনি উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন।

বেদান্তসূত্র অগ্নিকে বাক্যের অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার প্রয়োজন। কারণ, ইন্দ্রিয়-সমূহ তাহাদেরই প্রয়োজনীয় কার্যাভিমুখী বৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য বেদান্ত-সূত্র এখানে অগ্নিকে অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

—বেদান্তসূত্র ২. ১. ৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিদগ্ধ শাকল্যের কথোপকথন-প্রসঙ্গে অগ্নির বাসস্থান-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

শাকল্য—দীক্ষা বা মন্ত্রের অধিষ্ঠান কোথায় ?
যাজ্ঞ—সত্যের মধ্যে মন্ত্রের অধিষ্ঠান।
শাকল্য—সত্যের সন্ধান কোথায় মিলিবে ?

যাজ্ঞ—অনুসন্ধান করিলে সত্যকে তোমার হৃদয়ের ভিতরই সন্ধান পাইবে; কারণ মাত্র হৃদয়ের (অন্তঃকরণের) সাহায্যেই সত্য অবগত হওয়া যায়।

শাকল্য—অধিষ্ঠাতা কে ? যাজ্ঞ—অগ্নি,অগ্নির মধ্যেই সমস্ত অধিষ্ঠিত। শাকল্য—অগ্নি কোথায় অবস্থান করে ? যাজ্ঞ—বাক্যই অগ্নির অধিষ্ঠান (৩. ৯. ২৩-২৪)। প্রশ্নোপনিষদে অগ্নিকে প্রাণ বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে (১১. ৫)। অথর্ববেদে অগ্নিকে জীবনীশক্তি বৃদ্ধির মূলীভূত কারণরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বহু মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একমাত্র অগ্নিকে আবাহন করা হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা অগ্নি জীবজগৎকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। —অ° ২. ২৮।

বেদান্তদর্শনে যাগযজ্ঞের ফলও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং উক্ত ফল-লাভ ব্রহ্মের সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব; উক্ত প্রসঙ্গে যজ্ঞের বিষয়ীভূত অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ-রূপে ব্রহ্মকেই প্রতিপন্ন করা হয়। যাজ্ঞিক ব্রহ্মের সাহায্যেই যজ্ঞফল ভোগ করিয়া থাকে (১. ১. ১১)। ব্রহ্মোপাসনার ফল অক্ষয় এবং অনন্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নি ব্রহ্মেরই প্রকাশ; অগ্নি, রুদ্র, ব্রহ্মা—ইহারা ব্রহ্মেরই প্রকাশ: ইহাদের উপাসনাদ্বারা দেহী মাত্র ঐহিক সুখের অধিকারী হইয়া থাকে (মৈত্রায়ণ-ব্রা-উ° ৪. ৫. ৭)। সত্যকামের নিকট অগ্নিকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে অগ্নি আত্মা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পুরোহিতের নিকট অগ্নির স্থান ঠিক ইন্দ্রেরই নিম্নে। ঋগ্বেদে মাত্র অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়াই ন্যূনকল্পে দুই শত সূক্ত রচিত হইয়াছে। মাত্র কল্পনার বলেই অগ্নির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহার বিভূতির ভিতরই তাঁহার প্রকাশ। অগ্নি তাঁহার উপাসককে সুখসম্পদ দান করিয়া থাকেন, জগতের মঙ্গলের অধিকাংশ তাঁহার হস্তেই নিহিত। জীবজগতের শুভাশুভের নিয়ামক বলিয়াই অগ্নি অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা জগতের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

হস্তাপদাদিশূন্য অগ্নিগর্ভ বলিয়াই অগ্নির বর্ণনা করা হয়। অন্যত্র ইহার ভিন্ন বর্ণনাও দেখা যায়।

দেবতাগণ অগ্নির সাহায্যেই যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করিয়া থাকেন; সেই জন্য পুরোহিত যজ্ঞে অগ্নিকে বিশেষভাবে আবাহন করেন।

দৌত্যকার্যে অথবা যজ্ঞে দেবতাদের পথ-প্রদর্শক-(নায়ক-) রূপে অগ্নির গমনাগমনের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। অন্ধকারময় পথ আলোকিত করিয়া বিদ্যুদ্দীপ্তিতে অরণ্যানীর ভিতর দিয়া তিনি ঘোটকচালিত যানে ধাবিত হন। উক্ত শকটে দেবতাগণ তাঁহার সহিত মর্ত্যভূমিতে আগমন করেন।

অগ্নিতত্ত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি—অগ্নি ঋগ্বেদের এক প্রধান দেবতা। ইনি অমর এবং ইনি মানুষের অতিথিরূপে মানুষের সহিত বাস করিতেছেন। বেদে অগ্নিকে হোতা, ঋত্বিক্ ও পুরোহিত বলা হইয়াছে। যজ্ঞে ইনি দেবতা ও মনুষ্য-দ্বারা নিযুক্ত হন। অগ্নি জ্ঞানী, সকল প্রকার যজ্ঞের বিষয় তিনি অবগত আছেন। ইনি কর্মকুশল ও সকল যজ্ঞের রক্ষক। অগ্নি অত্যন্ত আশুগতি। ইনি দেবপুরোহিত। দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইঁহাকে দূতরূপে নিযুক্ত করেন; মনুষ্যেরা দেবগণের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করিলে সেই মন্ত্রের বার্তা ইনি দেবগণের নিকট নিবেদন করেন এবং মনুষ্যেরা দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলে অগ্নি যজ্ঞ-হবি দেবতাগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। আকাশের সকল স্থানের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় আছে, সেই জন্য যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করিবার পক্ষে অগ্নির উপযোগিতা। অগ্নি কখন কখন আহূত দেবগণের সহিত এক রথেই আরোহণ করিয়া আসেন, আবার কখন কখন তাঁহাদের পূর্বেই যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া আসেন।

অগ্নি বরুণকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন, ইন্দ্রকে আকাশ হইতে এবং মরুদ্গণকে বায়ুমণ্ডল হইতে আনয়ন করেন। অগ্নি ব্যতীত দেবতাদিগের তৃপ্তি হয় না। অগ্নি দেব ও মনুষ্যগণের মুখ ও জিহ্বাস্বরূপ। অগ্নি না থাকিলে মনুষ্য ও দেবগণ যজ্ঞের আস্বাদ পাইতেন না।*

ধর্ম, অর্ক শুক্র, জ্যোতিঃ ও সূর্য—অগ্নির নাম। (শ-ব্রা° ৯. ৪. ২. ২৫)। অগ্নির অষ্টরূপ—রুদ্র, সর্ব = শর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব, ঈশান। (শ-ব্রা° ৬. ১. ৩. ১৮)। অগ্নির দ্বিবিধ নাম—ইতর ও শান্ত। প্রাচ্যগণ অগ্নিকে বলেন—শর্ব; বাহীকগণ বলেন—ভব, পশুপতি ও রুদ্র। এগুলি তাঁহার ইতর নাম। অগ্নির শান্ততম নাম—অগ্নি।

'যো বৈ রুদ্রঃ সোঽগ্নিঃ' (শ-ব্রা° ৫. ২. ৪. ১৩)। যিনি রুদ্র তিনিই অগ্নি। 'অগ্নির্বাঽ-অর্কঃ' (শ-ব্রা° ২. ৫. ১. ৪ ; ১০. ৩. ২. ৫)। অগ্নিই অর্ক। অগ্নিই অরুণ।[১] পশুগণের অগ্নি।[২] সমস্ত পশুই অগ্নি।[৩] অগ্নিই দেবতাগণের পশু।[৪]

---

* এইরূপ নানা ভঙ্গীতে অগ্নির গুণাবলীর বর্ণনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গুণবর্ণনা দ্বারাই একখানি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। A. Macdonell তাঁহার Vedic Mythology নামক গ্রন্থে ও JRAS (n. s.) ১ম খণ্ডে এবং Muir তাঁহার Oriental Sanskrit Texts-এর ৫ম খণ্ডে অগ্নির গুণাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

১ অগ্নির্বা অরুণঃ।—তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ৪. ১।

২ অগ্নির্বৈ পশূনামীষ্টে।—শ-ব্রা° ৪. ৩. ৪. ১১।

৩ এতে বৈ পশবো যদগ্নিঃ। অগ্নিরেব সংপশবঃ।—শ-ব্রা° ৬. ২. ১. ১২। পশবোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৪. ১. ২ ; ৭. ১. ৪. ৩০ ; ৭. ৩. ২. ১৭।

৪ অগ্নির্হি দেবানাং পশুঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ১৫। তে দেবা অব্রুবন্ পশুর্বা অগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২২।

অগ্নি—দেবতাদিগের অবম, বিষ্ণু পরম।[5] অগ্নি দেবতাদিগের অবরার্ধ্য, বিষ্ণু পরার্ধ্য,[6] দেবতাদিগের বসিষ্ঠ,[7] যজ্ঞের শিরঃ,[8] যজ্ঞের যোনি,[9] যজ্ঞমুখ,[10] সর্বদেবতা,[11] সকল দেবতার আত্মা।[12] আত্মাই অগ্নি।[13] অগ্নি প্রথম সৃষ্টি।[14] দেবগণ অগ্নিমুখ।[15] সর্বত্রই অগ্নির অঙ্গ।[16] অগ্নি সর্বতোমুখ।[17] তিনি অন্নপতি,[18] বাক্‌পতি,[19] অন্নের শময়িতা।[20] তিনি দেবযোনি,[21] মুখ্যতমতম,[22] মৃদুহৃদয়তম,[23] অন্নাদ।[24] অগ্নিতে দেবতারা আহার করেন।[25] অগ্নি—জঠর,[26] বিরুক্তম,[27] ব্রতপতি,[28] যষ্টা,[29] হোতা,[30] দূত,[31] নেদিষ্ঠ[32] ও গোপা।[33] অগ্নির সহিত সকল ব্যাপারেরই সম্বন্ধ; ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। অগ্নি প্রজা প্রজনন করেন,[34] তিনি মিথুনের কর্তা,[35] প্রজনয়িতা,[36] রেতোধা।[37] আবার অগ্নি = প্রজনন।[38] পৃথিবী = অগ্নি।[39] সংবৎসর = অগ্নি।[40] তেজ = অগ্নি।[41] জ্যোতি = অগ্নি।[42] তপ = অগ্নি।[43] পুরুষ = অগ্নি[44]। যোষা = অগ্নি[45]। যোষা, অপ্ = বৃষাগ্নি[46]। অগ্নি—প্রাণ, মন।[47] গায়ত্রছন্দ, বীর্য—অগ্নি-দ্যোতক।[48] অগ্নি = গায়ত্রী।[49] অগ্নি = ব্রহ্ম,[50] ক্ষত্র,[51] পর্জন্য,[52] সোম,[53] অহঃ,[54] দিক্,[55] আয়ু।[56] আবার অগ্নি = মৃত্যু।[57]

---

৫ অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ। —ঐ-ব্রা° ১. ১।

৬ অগ্নির্বৈ যজ্ঞস্যাবরার্ধ্যো বিষ্ণুঃ পরার্ধ্যঃ।—শ-ব্রা° ৩. ১. ৩. ১; ৫. ২. ৩. ৬। অগ্নির্বৈ দেবানামবরার্ধ্যো বিষ্ণুঃ পরার্ধ্যঃ।—কৌ-ব্রা° ৭. ১।

৭ অগ্নির্বৈ দেবানাং বসিষ্ঠঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ২৮।

৮ শির এবাগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ১০. ১. ২. ৫। শির এতদ্‌যজ্ঞস্য যদগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৯. ২. ৩. ৩১।

৯ অগ্নির্বৈ যোনির্যজ্ঞস্য।—শ-ব্রা° ১. ৪. ২. ১১, ২৫; ৩. ১. ৩. ২৮; ১১. ১. ২. ২।

১০ অগ্নির্বৈ যজ্ঞস্য মুখম্।—তৈ-ব্রা° ১. ৬. ১. ৮।

১১ অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ।—ঐ-ব্রা° ২. ৩; তৈ-ব্রা° ১. ৪. ৪. ১০। অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ১; শ-ব্রা° ১. ৬. ২. ৮; ৩. ১. ৩. ১; তা-ব্রা° ৯. ৬. ৫; ১৮. ১. ৮; ষ° ৩. ৭; গো-উ° ১. ১২, ১৩। সর্বদেবত্যোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৩. ১. ২. ২৮। অগ্নৌ বা এতাঃ সর্বাভ্যো বদেভ্যো (বাগ্‌বায়বঃ) দেবতাঃ। —ঐ-ব্রা° ৩. ৪।

১২ অগ্নির্বৈ সর্বেষাং দেবানামাত্মা।—শ-ব্রা° ১৪. ৩. ২. ৫। সর্বেষাম্ হৈষ দেবানামাত্মা যদগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৭. ৪. ১. ২৫; ৯. ৫. ১. ৭।

১৩ আত্মৈবাগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৭. ১. ২০; ১০. ১. ২. ৪। আত্মা বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৭. ৩. ১. ২।

১৪ প্রজাপতির্দেবতাঃ সৃজমানঃ। অগ্নিমেব দেবতানাং প্রথমমসৃজত।—তৈ-ব্রা° ২. ১. ৬. ৪। সঃ (প্রজাপতিঃ) অগ্নিমব্রবীত্ত্বং বৈ মে জ্যেষ্ঠঃ পুত্রাণামসি। ত্বং প্রথমো বৃণীষ্বেতি। সঃ (অগ্নিঃ) অব্রবীদহং সাম্না বৃণৈহন্না-ভামিতি।—জৈ-উ° ১. ৫১. ৫-৬।

১৫ অগ্নিমুখা বৈ দেবতাঃ।—তা-ব্রা° ২৫. ১৪. ৪; অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখম্।—কৌ-ব্রা° ৩. ৬ ৫. ৫; তা-ব্রা° ৬. ১. ৬; গো-উ° ১. ১৩। তস্মাদ্দেবা অগ্নিমুখা অন্নমদন্তি।—শ-ব্রা° ৭. ১. ২. ৪।

১৭ সর্বতো মুখোঽয়মগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ২. ৩. ৩. ১৫।

১৮ অগ্নিরন্নাদোঽন্নপতিঃ।—তৈ-ব্রা° ২. ৫. ৭. ৩। অন্নাদো বা এষোঽন্নপতির্যদগ্নিঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ৮।

১৯ এষ (অগ্নিঃ) হি বাচামাং পতিঃ।—ঐ-ব্রা° ২. ৫।

২০ অগ্নির্বা অন্নানাং শময়িতা। কৌ-ব্রা° ৬. ১৪।

২১ অগ্নির্বৈ দেবযোনিঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ২২. ২. ৬।

২২ অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখং মুখ্যতমঃ।—ঐ-ব্রা° ৭. ১৬।

২৩ অগ্নির্বৈ দেবানাং মৃদুহৃদয়তমঃ।—শ-ব্রা° ১. ৬. ২. ১০।

২৪ অগ্নির্বৈ দেবানামন্নাদঃ।—তৈ-ব্রা° ৩. ১. ৪. ১। স যো হৈবমেতমগ্নিমন্নাদং বেদান্নাদো হৈব ভবতি।—শ-ব্রা° ২. ২. ৪. ১।

২৫ তস্মাদ্দেবা অগ্নিমুখা অন্নমদন্তি।—শ-ব্রা° ৭. ১. ২. ৪। অগ্নৌ হি সর্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহ্বতি।—শ-ব্রা° ১. ৬. ২. ৮।

২৬ অগ্নির্দেবানাং জঠরম্।—তৈ-ব্রা° ২. ৭. ১২. ৩।

২৭ তে (দেবাঃ) হবিষ্ণুঃ। অয়ং (অগ্নিঃ) বৈ নো বিরুক্তমঃ।—শ-ব্রা° ৩. ৪. ৩. ৮।

২৮ অগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ।—শ-ব্রা° ১. ১. ১. ২; ৩. ২. ২. ২২।

২৯ অগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টা।—শ-ব্রা° ৩. ৩. ৭. ৬।

৩০ অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা।—ঐ-ব্রা° ১. ২৮. ৩. ১৪।

৩১ স (অগ্নিঃ) হি দেবানাং দূত আসীৎ।—শ-ব্রা° ৩. ৫. ১. ২১। অগ্নিরেব দেবানাং দূত আস।—শ-ব্রা° ৩. ৫. ১. ২১।

৩২ অগ্নির্বৈ দেবানাং নেদিষ্ঠম্।—শ-ব্রা° ১. ৬ ২. ১১।

৩৩ অগ্নির্বৈ দেবানাং গোপাঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ২৮।

৩৪ অগ্নিঃ প্রজানাং প্রজনয়িতা।—তৈ-ব্রা° ১. ৭, ২. ৩।

৩৫ অগ্নির্বৈ মিথুনস্য কর্তা প্রজনয়িতা।—শ-ব্রা° ৩. ৪. ৩. ৪।

৩৬ অগ্নিঃ প্রজানাং প্রজনয়িতা।—তৈ-ব্রা° ১. ৭. ২. ৩।

৩৭ অগ্নির্বৈ রেতোধাঃ।—তৈ-ব্রা° ২. ১. ২. ১১; ৩. ৭. ৩. ৭।

৩৮ প্রজননং বা অগ্নিঃ।—তৈ-ব্রা° ১. ৩. ১. ৪।

৩৯ ইয়ং (পৃথিবী) অগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ১. ১. ১৪; ৬. ১. ১. ২.। ইয়ং পৃথিবী বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৭. ৩. ১. ২২।

৪০ সংবৎসর এবোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৭. ১. ১৮। সংবৎসরোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২৫। সংবৎসর এবাগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ১০. ৪. ৫. ২।

৪১ তেজো বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ২. ৫. ৪. ৮; ৩. ৯. ১. ১৯; তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ৫. ২।

৪২ অগ্নির্বৈ জ্যোতি রক্ষোহা।—শ-ব্রা° ৭. ৪. ১ ৩৪।

৪৩ তপো বাঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৩. ৪. ৩. ২।

৪৪ পুরুষোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা ১০. ৪. ১. ৬। পুরুষো বাঽঅগ্নিঃ। ঐ—২৭. ৯. ১. ১৫।

৪৫ যোষা বাঽঅগ্নি।—শ-ব্রা° ১৪. ৯. ১. ১৬।

৪৬ যোষা বাঽআপো বৃষাগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ১. ১ ১. ১৮।

৪৭ প্রাণো বা অগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৯. ৫. ১. ৬৮। মন এবাগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ১০. ১. ২. ৩।

৪৮ গায়ত্রছন্দা অগ্নিঃ।—তা-ব্রা° ৭. ৮. ৫। বীর্যং বা অগ্নিঃ।—তৈ-ব্রা° ১. ৭. ২. ২; গো-উ° ৬. ৭।

৪৯ অগ্নির্বৈ গায়ত্রী।—শ-ব্রা° ৩. ৪. ১. ১৯। যো বা অয়মগ্নির্গায়ত্রী স নিদানেন।—শ-ব্রা° ১. ৮. ২. ১৫।

৫০ অগ্নিরেব ব্রহ্ম।—শ-ব্রা° ১০. ৪. ১. ৫। ব্রহ্ম বা অগ্নি।—কৌ-ব্রা° ৯. ১. ৫; ১২. ৮; শ-ব্রা° ২. ৫. ৪. ৮; ৫. ৩. ৫. ৩২ তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ১৬. ৩। ব্রহ্মাগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ১. ৩. ৩. ১৯।

৫১ অয়ং বাঽঅগ্নির্ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ।—শ-ব্রা° ৬. ৬. ৩. ১৫। ব্রহ্ম বা অগ্নিঃ ক্ষত্রংসোম।—কৌ-ব্রা ৯. ৫।

৫২ পর্জন্যো বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ১৪, ৯. ১. ৬৩

৫৩ ৫১ সংখ্যা দ্র°।

৫৪ অগ্নির্বাঽঅহঃ।—শ-ব্রা° ৩. ৪. ৪. ১৫।

৫৫ দিশোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ২. ২. ৩৪।

৫৬ আয়ুর্বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৭. ৩. ৭। অগ্নি-র্বাঽআয়ুষ্মানায়ুর-ইষ্টে।—শ-ব্রা° ১৩. ৮. ৪. ৮।

৫৭ অথ যোঽগ্নিস্তু মৃত্যুঃ।—জৈ-উ° ১. ২৫. ৮। সো (অগ্নিঃ = মৃত্যুঃ) হপাপমনম্।—শ-ব্রা° ১৪. ৬. ২. ১০।

অগ্নি = স্বর্গলোকের অধিপতি,[৫৮] ভূতগণের ও জনগণের অতিথি।[৫৯] তিনি অর্ধা, ত্রিবৃৎ।[৬০] দ্যৌ অগ্নির পরম জন্ম।[৬১] অগ্নি অশ্বমেধের যোনি,[৬২] আয়তন।[৬৩] ওষধিগণ অগ্নির তনু।[৬৪] তিনি একদিকে পৃথিবীপতি[৬৫], আবার অপরদিকে অন্তরীক্ষের প্রতিষ্ঠা।[৬৬] আখুরূপে তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করেন,[৬৭] অশ্বরূপে পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।[৬৮] আবার রোহিত অগ্নির অশ্ব।[৬৯] আহুতিগণ অগ্নির প্রিয় ধাম।[৭০]

অগ্নির বর্ণনার শেষ নাই। অগ্নি যজ্ঞের হোতা,' আবার পঞ্চহোতাদিগের মধ্যে অগ্নি হোতা।[৭১] তিনি যজ্ঞের প্রাতঃসবন,[৭২] তিনি পঞ্চচিতিক,[৭৩] তিনি সপ্তচিতিক।[৭৪] এইরূপে দেখা যায়, অগ্নি—সর্বকাম।[৭৫]

অগ্নি বৃক্ষে অবস্থান করেন, পৃথিবীর নাভিদেশে ইঁহার অবস্থিতি। জল হইতে অগ্নি উত্থিত হন। অথর্ববেদে জলে অবস্থিত অগ্নি জ্যোতিষ্ক পদার্থে সংস্থাপিত অগ্নি অপেক্ষা পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। বায়ুর সহিত অগ্নির যোগাযোগও সর্ববাদিসম্মত।

স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, বিদ্যুৎ হইতেই অগ্নি উৎপন্ন হইয়া জলগর্ভে প্রবিষ্ট হন, তৎপরে জীব-জগতের হিতার্থে নানাভাবে কার্য করিয়া থাকেন। জলের সহিত বৃক্ষলতাগুল্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অগ্নিকে বৃক্ষস্থায়ী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অগ্নি ধূম্রাকারে উত্থিত হইয়া মেঘে পরিণত হয়। এই জন্যই বেদে মেঘাগ্নির বহু উল্লেখ দেখা যায়। এই মেঘই পুনরায় জলে পরিণত হয়। এই চক্রাকারই অগ্নির গতি, সুতরাং ইঁহার বিভিন্ন অবস্থিতির অংশমাত্র অবলম্বন করিয়াই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ অগ্নির অনন্ত যৌবনের বর্ণনাও বোধ হয় চক্রাকারে নিয়ত অবস্থানেরই উল্লেখমাত্র।

প্রতি বৎসরান্তে অগ্নির তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; তখন অগ্নিষ্টোম-যাগদ্বারা তাহাকে পুনর্জীবিত করার ব্যবস্থা আছে। যাগযজ্ঞাদিতে অগ্নির তিন অবস্থার উল্লেখ দেখা যায়—তিনটী বিভিন্ন বেদীতে ইঁহারা অবস্থান করেন। এই তিন ত্রিঅবস্থা যথাক্রমে গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণ বলিয়া অভিহিত হন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অগ্নি—পালি ভাষায় 'অগ্নি'কে 'অগ্‌গি' বলা হয়। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে 'অগ্‌গি' শব্দ আছে। কিন্তু টীকাকারগণ তাহার অর্থ অগ্নিদেব বলিয়া মনে করেন না। কয়েক স্থানের অর্থ যে অগ্নিদেব সে বিষয়ে কোনই ভুল নাই। জাতকটীকায় অগ্নিদেব বুঝাইতে 'অগ্‌গি-ভগবা' বলা হইয়াছে (জাতক, ১ম খণ্ড, ২৮৫, ৪৯৪; ২য় খণ্ড, ৪৪)। জাতকের এই দুই স্থানের টীকায় দেখা যায় যে গৃহে শিশু প্রসূত হইলে সেই দিন হইতে তাহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা হইত।

বিনয়পিটকে (১. ৩১) পাওয়া জটিলগণ অগ্নিপরিচর্যা করিত। 'জটিলা অগ্‌গী পরিচরিতুকামা'। অঙ্গুত্তরনিকায়ে (৫. ২৬৩, ২৬৬) ও থেরীগাথায় (২. ১৪৩) 'অগ্‌গীহুত্তং পরিচরতি' ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিহোত্রের কথা পাওয়া যায়। সংযুক্তনিকায়েও (১. ১৬৬) এইরূপ উক্তি আছে। অঙ্গুত্তর (৫. ২৩৫) অগ্নিপূজার উল্লেখও করিয়াছে—'অগ্‌গীং নমতি সক্কমেতি'। অঙ্গুত্তর- ও সংযুক্তনিকায়ে অগ্নিত্রয়কে উপলক্ষ্য করিয়া 'ত্রি' শব্দের উল্লেখ আছে (সংযুক্ত° ৪. ১৯; অঙ্গুত্তর° ৪. ৪১)। সপ্তাগ্নি-অবশিষ্ট চতুরগ্নিরও উল্লেখ আছে; যথা—আহুনেয্য, গহপত, দক্খিণেয্য ও কট্ঠ।

জৈনশাস্ত্রে অগ্নি—জৈনদিগের বড় বড় মন্দিরের চারিদিকে দিক্‌পালের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় (IA, 1903, xxxii. 464)। জ্ঞানার্ণব খ্রীঃ ১১শ শতকের একখানি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীশুভচন্দ্র। এই গ্রন্থের অষ্টবিংশ প্রকরণে বহ্নিমণ্ডলের বিবরণ আছে।

> যঃ প্রাণায়ামনিষ্ণাতো স নকুলচতুষ্টয়ম্।
> নিশ্চিনোতু যতঃ সাধ্বী ধ্যানসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৫
> তত্রাদৌ পার্থিবং জ্ঞেয়ং বারুণং তদনন্তরম্।
> মরুৎপুরং ততঃ স্ফীতং পর্যন্তে বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ১৮
>
> বহ্নিমণ্ডল
>
> স্ফুলিঙ্গপিঙ্গলং ভীমমূর্ধ্বজ্বালাশতাচিতম্।
> ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং তদ্বীজং বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ২২

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সমান, পিঙ্গল বর্ণ, ভীম, রৌদ্ররূপ, ঊর্ধ্বগমনস্বরূপ শতজ্বালাসমন্বিত,

৫৮ অগ্নির্বৈ স্বর্গস্য লোকস্যাধিপতিঃ।—ঐ-ব্রা° ৩. ৪২।

৫৯ অগ্নিরতিথির্জনানাম্।—তৈ-ব্রা° ২. ৪. ৩. ৬। সর্বেষাং বা এষ (অগ্নিঃ) ভূতানামতিথিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৭. ৩. ১১।

৬০ ত্রিবৃদগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২০। ত্রিবৃদ্বা অগ্নিরর্ধা অর্চিধ্ন ইতি। কৌ-ব্রা° ২৮. ৫।

৬১ দ্যৌর্বা অস্য (অগ্নেঃ) পরমং জন্ম।—শ-ব্রা° ৭, ২. ৩. ৩৯।

৬২, ৬৩ অগ্নির্বা অশ্বমেধস্য যোনিরায়তনম্।—তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ২১. ২, ৩।

৬৪ অগ্নের্বা এষা তনূঃ। যদোষধয়ঃ।—তৈ-ব্রা° ৩. ২. ৫. ৭।

৬৫ অগ্নে পৃথিবীপতে।—তৈ-ব্রা° ৩. ১১. ৪. ১।

৬৬ অগ্নিরসি পৃথিব্যাং শ্রিতঃ। অন্তরীক্ষস্য প্রতিষ্ঠা।—তৈ-ব্রা° ৩. ১১. ১. ৭।

৬৭ আখুরূপং কৃত্বা স পৃথিবীং প্রাবিশৎ।—তৈ-ব্রা° ১. ১. ৩. ৩।

৬৮ অশ্বো রূপং কৃত্বা সোঽশ্বত্থে সংবৎসরমতিষ্ঠৎ।—তৈ-ব্রা° ১. ১. ৩. ৯।

৬৯ রোহিতো হ্যগ্নেরশ্বঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৬. ৩. ৪।

৭০ আহুতয়ো বা অস্য (অগ্নেঃ) প্রিয়ং ধাম।—শ-ব্রা° ২. ৩. ৪. ২৪।

৭১ তস্য (যজ্ঞস্য) অগ্নির্হোতাসীৎ।—গো-পূ° ১. ১৩। অগ্নির্হোতা পঞ্চহোতৄণাম্।—তৈ-ব্রা° ১. ১২. ৫. ২।

৭২ অগ্নেরৈব প্রাতঃসবনম্।—কৌ-ব্রা° ১২. ৩; ১৪. ৪; ২৮. ৫।

৭৩ পঞ্চচিতিকোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২৪; ৮. ৬. ৩. ১২।

৭৪ সপ্তচিতিকোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৬. ১. ১৪; ৯. ১. ১. ৪৩।

৭৫ অগ্নিঃ সর্বে কামাঃ।—শ-ব্রা° ১০. ২. ৪. ১।

* ইহা অগ্নির স্বর্গীয় অবস্থান এবং পূর্বোল্লিখিত মাতরিশ্বা।

ত্রিকোণাকার, স্বস্তিক সহিত বহির্বীজমণ্ডিত যাহা তাহা বহ্নিমণ্ডল। এই গ্রন্থে অগ্নির ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা আছে। ত্রৈবর্ণাচার বা ধর্মরসিকশাস্ত্রে হোমশালা, হোমকুণ্ডস্থান, হোমকাল, হোমবিধি প্রভৃতির বিশেষ ও বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ শ্রীসোমসেন ১৬৬৭ বিক্রমাব্দে রচনা করেন।
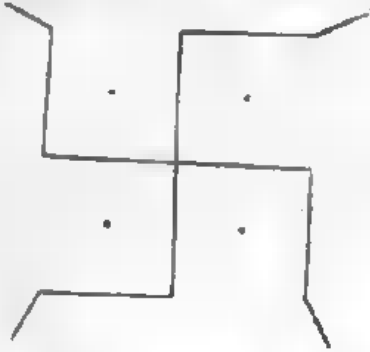
হোমকুণ্ডস্থানে সপ্তম শ্লোকে স্বস্তিকের উপরি প্রদত্ত আকারের বর্ণনা আছে। ইহাতে দেখা যায় যে গার্হপত্যাগ্নি = চতুষ্কোণ কুণ্ড। আহবনীয় অগ্নি = ত্রিকোণকুণ্ড।* দক্ষিণাগ্নি = বর্তুলকুণ্ড। ইহাদের প্রতিকৃতি এইরূপ—
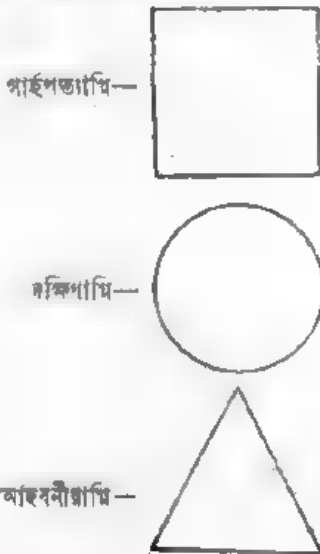
* রাসায়নিক চিহ্নের সমস্ত তালিকায় সমত্রিকোণ (equilateral triangle) দ্বারা অগ্নি বোঝান হইয়া থাকে। শত বৎসর পূর্বে বিলাতী মতের চিকিৎসকেরা সমত্রিকোণ চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। এই পুরাতন পদ্ধতি এখনও লোপ পায় নাই। অগ্নিজ্ঞাপক এই ত্রিকোণের চূড়াগ্র উপরের দিকে থাকে। অগ্নি বুঝাইতে হইলে মিসরেও ঠিক এইরূপ ত্রিকোণ প্রতীক (Symbol) ব্যবহৃত হইত। অগ্নি-শিখা উপরের দিকে উঠিয়া এইরূপ ত্রিকোণাকার ধারণ করে বলিয়া ত্রিকোণের চূড়াগ্র (apex) উপরের দিকে করিবার নিয়ম। জল কিন্তু নিম্নগামী বলিয়া নীচের দিকে যায়। নীচের দিকে ইহার গতি বুঝাইবার জন্য জলদ্যোতক ত্রিকোণের চূড়াগ্র নীচের দিকে থাকে।

আরও দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থে অগ্নি-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। একখানির নাম 'তত্ত্বার্থসূত্র', এখানি উমাস্বাতি-রচিত; গ্রন্থের রচনাকাল বিক্রমাব্দ ৪৫-৫৭। অপর-খানির নাম 'মহাপুরাণ' বা 'আদিপুরাণ'; জিনসেন ও গুণভদ্র ৭৬০ শকাব্দে ইহা রচনা করেন।

নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং সিংঘী মহাশয়ের সংগৃহীত পুথি হইতে উদ্ধৃত 'কল্পলতা' নামক কল্পসূত্রের একখানি টীকা হইতে পাওয়া যায়—

"তস্মিন্ [যুগলিনাং আহার-] প্রস্তাবে বনমধ্যে বংশঘর্ষণাৎ অগ্নিরুত্থিতঃ তং জ্বলনং দৃষ্ট্বা অপূর্বমিদং রত্নমিতিবুদ্ধ্যা গ্রহীতুং লগ্না দগ্ধাঃ দহ্যমানা ভীতাঃ সন্তঃ শ্রীঋষভদেবসমীপে আগত্য কথয়ামাসুঃ হে স্বামিন্ একং অপূর্বরত্নং উৎপন্নং সত্তেজঃ পরং মহাক্রোধী অত্যাসন্নগমনে আলনায় ধাবতি ভগবতা জ্ঞাতং অগ্নিরুত্থিতঃ ততো ভগবতা প্রোক্তং পার্শ্বস্থানে তৃণলতাদীনি ছেদয়িত্বা অগ্নিরত্নং গৃহ্নীতং ততস্তস্মিন্ ধান্য-পাকং কুরুত ততস্তে মনুষ্যাস্তথাকৃত্বা অগ্নৌ ধান্যং প্রক্ষিপন্তিস্ম ততো ধান্যং দগ্ধং ততস্তৈঃ আগত্য স্বামী বিজ্ঞপ্তো হে স্বামিন্ অয়মন্যতোপি ক্ষুধাতুরঃ সর্বধান্যং ভক্ষিতং ন কিমপি পশ্চাদ্দত্তং ততঃ প্রভুনা প্রোক্তং যদা অহং হস্তিস্কন্ধারূঢ়ো নিস্সরামি তদা ভবদ্ভি মৃৎপিণ্ডং আনীয়দেয়স্তৈঃ তথাকৃতে ভগবতা হস্তিকুম্ভ-স্থলোপরি মৃৎপিণ্ডং স্থাপয়িত্বা নানাপ্রকারাণি স্থালী কুণ্ডী প্রমুখানি ভাজনানি কৃত্বা দত্তানি অথ তৈরূপানি কৃত্বা মধ্যে পাচয়িত্বা পানীয়ং······ ······ধান্যাকমধ্যে প্রক্ষিপ্য অগ্নিরূপরিস্থাপয়িত্বা পাকঃ কর্তব্যঃ তথাকৃতে পচনারম্ভপ্রবৃত্তির্জাতা ইতি যুগলিনামাহারবিধিঃ।"

অগ্নির ধ্বজপতাকার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও ধ্বজপতাকাও আছে। কয়েক বর্ষ পূর্বে India Museum South Kensington-এ অষ্টদিক্‌পালের ধ্বজ-পতাকা সংরক্ষিত হয়। এগুলি যেখানে অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহাদেরই উপরে ঝোলান আছে।—IA, x. 54.

পঞ্জাব প্রদেশে 'ক্রিয়াকাণ্ডে' কয়েকটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। তাহাদের মধ্যে স্বস্তিক একটী। সতিয়া নামক ক্রিয়ার সাধারণ আকার নিম্নরূপ। কিন্তু ডেরা গাজিখার

একটী অদ্ভুত রকমের বাহু যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই সতিয়ার একটী বিশেষ অর্থ আছে। নিম্নরূপ চারিটী প্রধান রেখায়

সতিয়া তৈয়ারি করা হয়। এই চারিটী রেখায় চারিটী দিকের অধিপতি বুঝায়। কুবের উত্তরের, যম দক্ষিণের, ইন্দ্র পূর্বের এবং বরুণ পশ্চিমের অধিপতি দেবতা। ইহাতে আর চারিটী রেখা জুড়িয়া দিয়া এইরূপ আকারের মুক্ত রেখাগুলিতে চারিটী অর্ধ দিকের কোণের অধিপতিদের বোঝায়—ঈসর (উত্তর-পূর্বে), অগ্নি (দক্ষিণপূর্বে), বায়ু (উত্তর-পশ্চিমে), নৈর্ঋত (দক্ষিণ-পশ্চিমে)।

দেবতাদের অধিপতি গণপতির স্থান সকলের মধ্যস্থলে। 'বরিবস্তারহস্য' নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

বিশ্ববিসৃক্ষাবশতস্বার্ধে ী শক্তি
ব্যলোকয়দ্ব্রহ্মা।
বিন্দুর্ভবতি তমিন্দুং প্রবিশতি
শক্তিশ্চ রক্তবিন্দুতয়া
এতদ্বিন্দুমিতয়ং বিসর্গসংজ্ঞং হকারচৈতন্যম্।

বিশ্বসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহার অর্ধাঙ্গী শক্তির দিকে অবলোকন করিলেন। তাহার ফলে চন্দ্রাকার একটী বিন্দু হইল। শক্তি রক্তবিন্দুরূপে শ্বেতবিন্দু-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই উভয় বিন্দুর সহযোগে বিসর্গ হইল; ইহা হকারচৈতন্য।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গ্রন্থকার বলেন—উল্লিখিত অর্থে 'বিসর্গ' শব্দ বৈদিক অগ্নিষ্টোমের সমর্থক। ইহা অগ্নি ও চন্দ্রের মিলিত আকার। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণেরও বচন এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার অর্থ—"অগ্নি উদীয়মান সূর্যে প্রবেশ করে, অথবা সূর্য অস্তকালে অগ্নিতে প্রবেশ করে। অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্র মিলিত হয়।"

টীকাকার শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য রক্ত ও শ্বেত বিন্দুর সম্মিলন, যেহেতু অগ্নি ও চন্দ্র তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। সুশ্রুতকার সুশ্রুতও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের এই একই মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুতের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে—পুংবীর্য চান্দ্র ও স্ত্রীবীর্য আগ্নেয়। গর্ভমধ্যে যে ভ্রূণ হয় অগ্নি ও চন্দ্রের সম্মিলনই তাহার কারণ।—IA, 1906, 280.

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে ৮ম পটলের প্রথমভাগে প্রাণাগ্নি হোমের বিবরণ আছে। সাধক কিরূপে বসিয়া কি প্রকারে মূলাধারে সাধনা করিবে এই পটলে তাহার বিবরণ আছে। এই সাধনের অবস্থায় সাধককে শক্তি সত্ত্ব অর্থাৎ কুণ্ডলিনী সাধন করিতে হয়। সাধক "মায়াবীজ" দ্বারা বেষ্টিত থাকে। মূলাধারের মধ্যে একটী ত্রিকুণ্ড ও পাঁচটী কুণ্ড থাকে। এই ৫টী কুণ্ডে ৫টী অগ্নির অবস্থিতি। আসনথ্য, সূক্ষ্ম, আহবনীয় অন্বাহার্য এবং গার্হপত্য। এই পাঁচটী কুণ্ডে অক্ষরগুলি হোমে প্রদত্ত হয়। ব্যঞ্জনগুলি সাতভাগে বিভক্ত এবং স্বরবর্ণগুলি আটটী করিয়া দুইটী ভাগে বিভক্ত। এই বর্ণগুলির প্রত্যেক অংশ নব রত্নের নামানুসারে সংজ্ঞিত হয়। কোন্ কোন্ অক্ষর কোন্ কোন্ কুণ্ডে আহুতিস্বরূপ দেওয়া হইবে তাহারও বিধি আছে। এই অনুষ্ঠানে সাধকের সূক্ষ্মদেহের উপলব্ধি হয়। বিশেষ বিবরণ প্রপঞ্চসারতন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

তান্ত্রিকমতে অগ্নি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। [তন্ত্র দ্র°] তন্ত্রাভিধানে 'ত্রৈ'=অগ্নি। মাতৃকানিঘণ্টুতে 'ই' = অগ্নি।
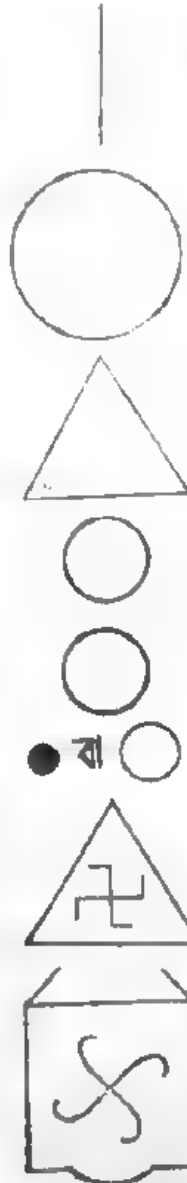
(বিশ্বরক্ষয়িত্রী) শক্তি

(বিশ্ববিনাশকারিণী) শক্তি

(বিশ্বসৃষ্টিকালে) শক্তি

বিসর্গ

বিন্দু

অগ্নি

নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত অগ্নি

মন্দিরের অভিব্যক্তি অগ্নিতে—ভারতের প্রায় সকল জায়গায়ই মন্দির ও শ্রীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মন্দির ও শ্রীমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া লোকে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বৈদিকযুগে ধর্মানুষ্ঠান কিন্তু এরূপে হইত না।

আর্যগণ যখন পঞ্জাবে ছিলেন তখন তাঁহাদের পূজার কোন দেবতা বা মন্দির ছিল না। কিন্তু এই আর্যদের নিকট হইতেই ভারত তাহার ধর্মকে গড়িয়া তুলিয়াছে। ভারতের হোতা, ভারতের বিদ্যালয়, ধর্মের বিধিনিষেধ সমস্তই আর্যদের দান। আর্যরা খুব ধর্মপ্রবণ জাতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সর্বসাধারণের উপযোগী পূজার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পূজা বলিলে আমরা বুঝি কোন দেব বা দেবীকে আবাহন করিয়া কোন নির্দিষ্ট বিধিপূর্বক অর্চনা, আরাধনা, উপাসনা ও সেবা। কিন্তু আর্যদের মধ্যে প্রথম প্রথম এরূপ কোন অনুষ্ঠান দেখা যায় না। তবে তাঁহারা তাঁহাদের গৃহকে উপলক্ষ্য করিয়া, শস্যক্ষেত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক রকম ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের পুরোহিত ছিল। পুরোহিতগণ ধর্মানুষ্ঠানের সমস্ত খুঁটিনাটি বেশ ভাল করিয়া অভ্যাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান ছিল। তাঁহারা দেবতাদের উদ্দেশে অনেক স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন।

আর্যরা যজ্ঞ করিতেন। তাঁহাদের যজ্ঞ ছিল তিন রকমের। প্রথমতঃ, বেদিতে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে তাঁহারা দুগ্ধ, নবনীত ও শস্য আহুতি দিতেন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা পশুবলি দিতেন, এবং তৃতীয়তঃ তাঁহারা যজ্ঞীয় তৃণের উপর এক রকম হাতাকৃতি পাত্রে সোম ঢালিতেন। যজমান যিনি যজ্ঞ করিতেন তিনি তাঁহার গৃহে পুরোহিতদের নিমন্ত্রণ করিতেন। যজ্ঞস্থলে দেবতাদের অবতরণের জন্য নানা প্রকারে স্তুতি করা হইত। স্বর্গ হইতে বায়ুরথে আরোহণ করিয়া আকাশ-পথে যজ্ঞভূমিতে অবতরণ করিবার জন্য প্রার্থনা

করা হইত। দেবতারা এইরূপে অবতরণ করিয়া, যজমানের পত্নী ও পুরোহিতগণের সহিত বসিয়া পানভোজন করিবার জন্য যজমান তাঁহাদিগকে আবাহনও করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম দিক্‌কার সময়ে এই সমস্ত অনুষ্ঠান করা হইত। সে সময় প্রাচীন আর্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণ অধিকার করিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা সিন্ধুনদের উপরের প্রদেশই আপনাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছিলেন। সুতরাং সেইসময়ে কাবুল নদের উপত্যকা, সোয়াট নদী, কুরম, গোমল প্রভৃতির উপর তাঁহাদের স্বামিত্ব ছিল। ঋগ্বেদের শেষের দিকের সময় আর্যসভ্যতা যমুনা ও গঙ্গাপর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন আর্যরা নর্মদা বা বিন্ধ্যপর্বত জানিতেন না, ঋগ্বেদে তাহাদের উল্লেখও নাই। কিন্তু সমগ্র বৈদিক যুগের মধ্যে আর্যসভ্যতা সমস্ত হিন্দুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে ও বিন্ধ্যাগিরির উত্তরে সমস্ত দেশ আর্যসভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যে সময় আর্যসভ্যতার কেন্দ্র গঙ্গার উপত্যকায় ছিল যজুর্বেদে সেই সময়েরই দ্যোতনা পাওয়া যায়। যজুর্বেদের সময় চারি বর্ণ তো দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিলই, অধিকন্তু পরবর্তী যুগে যে সমস্ত মিশ্র জাতির নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই উল্লেখ যজুর্বেদে আছে।

এই সময়ে যজ্ঞ ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। যজ্ঞ না করিলে প্রত্যবায় ছিল। বেদি নির্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। বেদিও ছিল অনেক প্রকার।

অগ্নির সহিত সকল বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বৈদিক ভারতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল সময়ই হইত। বৈদিক যজ্ঞে তিন প্রকার অগ্নির কথা জানিতে পারা যায়। এই তিন অগ্নির নাম গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি। বৈদিক সাহিত্যে এই তিন অগ্নির যথেষ্ট আলোচনা আছে। এই তিন অগ্নির আকার ৩৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই তিন অগ্নির সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ। লোকে এই তিন অগ্নি রাখিত। ক্রমশঃ প্রাচীন বৈদিক ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদি রক্ষা করিতেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ঋগ্বেদের বাণী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ (১. ১৩৬. ৩) উপদেশ করিতেছেন—

'জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎক্ষিতিং স্বর্বতীমা।'—'যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ঋষিরা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রভৃতি দানের প্রয়োজন হইত। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর অর্থাৎ দারুতলার উপর পীতবর্ণের মূর্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে 'হব্যবাহনী' বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০. ১৮৮. ৩) ঈঙ্গিত হইয়াছে—

'যাভ্যো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ।
তাভির্নো যজ্ঞমিন্বতু॥''

এই কুণ্ডও তিন অগ্নির আকারে নির্মিত হইত। কালে বোধহয় এই তিনটীর প্রতীক নিয়ে মূর্তিত আকারে সংস্থিত হইত।

আমাদের মন্দিরের কল্পনাও ইহা হইতেই হইয়া থাকিতে পারে, আর তাহা অসম্ভবও নয়।

পূর্বকালে ভারতে বিশ্বের উপাদানসূচক স্তূপাদির প্রচলন অধিক ছিল—আজকালও আছে, তবে কম। জ্যামিতিক রেখাদ্বারা ভৌতিক উপাদানগুলির প্রতীক নির্দেশ করা হইত। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, গ্রীসেও হইত—জাপানেও হইত, এখনও হয়। সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে স্তূপ বলা হয় জাপানীরা তাহাকে 'সত্তোবা' বলে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—জগতের ভৌতিক উপাদান। জাপানীদের সত্তোবার অংশগুলির এক একটী, এক একটী ভৌতিক উপাদানের প্রতীক।

[Macdonell—JRAS, xxvi. 12-22, 40 Hopkins : Religions of India, 105-12 ; Oldenberg : Die Religion des Veda, 102-33 ; Hardy Vedisch-brahmanische Periode, 63-8 ; Kuhn Herabkunft des Feuers und des Gottertranks, 1-105 ; Whitney—JAOS, iii. 317-8 ; Bloomfield—JAOS, xvi. 16-41 ; Muir : Original Sans. Texts, 5, 199-220 ; Kaegi : Der Rigveda, 35-7 ; i. 305-8 ; ii. 99ff ; Hillebrandt : Vedische Mythologie, Breslau, 1891-1902 i. 339-55 ; ii. 57-154, Weber : Indische Studien, x. 89-95 ; Grassmann : Tran. of the Rigveda, i. 6-52 ; Max Muller : Physical Religion, (cp. Kirste, Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes—Veinna Oriental Journal), 117, 144-203, 252, 302 ; Whitney : American Jour. of Philology, iii. 409 ; Pischel : Vedische Studien, i. 94 ; Macdonell : Vedic Mythology, Strassburg, 1897, 88-101 ; Bergaigne : La Religion Vedique, i. 11-31, 38-45, 70-74, 100ff, 103, 139-45, 153-56 ; ii. 99ff, 217 ; Roth : Nirukta, Intr. 36ff ; Erl. 7. 19-15, 117-18, 121-24 ; Max Muller : History of Ancient Sanskrit Literature, 463-66 ; Ludwig : Tran. Rigveda, iii. 356 ; v. 504-5 ; Mund Up., i. 24 ; ZDMG, xxxv. 552 ; Oldenburg—ZDMG, xxxix. 68-72 ; l. 425-26 ; W. E. Hearn : The Aryan Household, Lond. & Melbourne, 1879 ; Frazer : Totemism & Exogamy, Lond. 1910 ; G. G. F. Riedel : De sluik-en kroesharige rassen, Hague, 1886, 303 ; D. G. Brinton : Myths of the New World, Philadelphia, 1896, 151 ; W. M.

কলিকাতা চিত্রশালার অগ্নিমূর্তি

ভোমগওয়ার অগ্নিমূর্তি

চিদম্বরমের অগ্নি

ক = অগ্নি
খ = বায়ু
গ = ক্ষিতি
ঘ = অপ্

অগ্নি-যন্ত্র
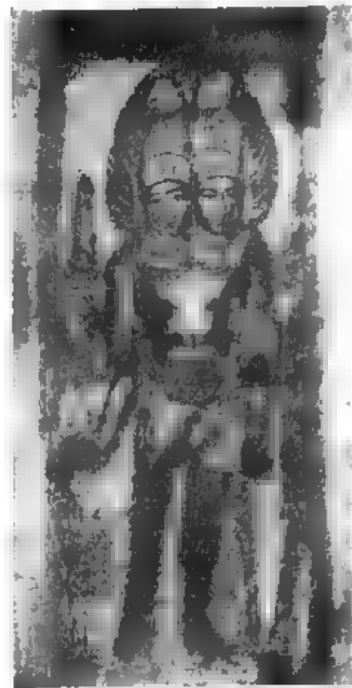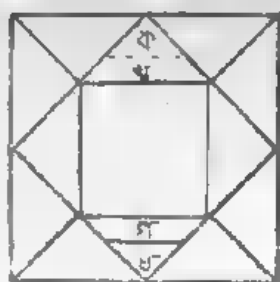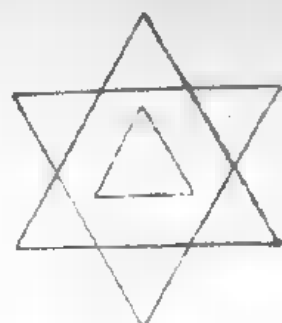
অগ্নি
(শ্রীনন্দলাল বসু-অঙ্কিত)

তিব্বতের অগ্নিমূর্তি

হরিহরেশ্বরে অষ্টদিক্‌পাল

Thomson: The Land & the Book, 1859, 280ff; R. Taylor: Te Ika a Maui, 1870, 501; E. Crawley: The Mystic Rose, Lond. 1902, 197; Monier Williams: Brahmanism & Hinduism, Lond. 1891, 280ff, 282ff, 365ff; Frazer: Golden Bough, i. 308; ii. 326, 331, 333, 465, 469ff, 470; iii. 237-307; Frazer—Jour. Philology, xiv. 145-172; E. B. Tylor: Early Hist. of Mankind, Lond. 1870; SBE Series; Spiegel: Die arische Periode, 313; Roth: Erlauterungen; Coomarswamy: Yaksas, i & ii, Washington 1928, 1931; Do: Early Indian Architecture; Do: Bodh. Icn. Figs. i, 4-10, 35, 39, 40. Bodhi-gharas, in Eastern Art, iii. 1931. Waddel: Budhism, 84; Annecdota Oxoniensia, 1. v. 8, 9; IA, 1903, xxxii. 464; SHG. 142-43; বা° ৭. ২৩; ১২. ২৪, ২৭; ঋগ্বেদ ১. ৯৫, ৯৬, ৯৮-১০১, ১৪৭; ২. ২৪; ঋ° ১. ২৪. ৭; ১ ৫৯. ১-২; ১. ৬৫. ১, ৫; ১. ৯৫. ৭; ১. ১০৩. ১; ১. ১১৯. ১০; ১. ১৪৯. ৪-৬, ৪৫; ১. ১৫৭. ১; ১. ১৭৪. ২০২১; ২. ১; ৩. ৫. ১; ৩. ২৫. ৭; ৩. ২৩. ৩; ৩. ২৫. ১; ৩. ৬৯. ৬; ৫. ৫. ৩; ৪. ১৩. ৫; ৫. ১. ১; ৬. ১০. ৪; ৬. ১৬. ১৩; ৬. ৪৮. ১৪; ৭. ৯. ১; ১০. ৭১. ৩; ১০. ৮২. ৫; ১০. ১৪৭. ৫; শ-ব্রা° ১১. ৮. ২. ১; ২. ২. ২. ২৮; ৫. ৩. ৪. ১১; ৬. ২. ১. ১২; ৬. ৪. ১. ২; ৭. ১. ৪. ৩০; ৭. ৩. ২. ১৭; ৬. ৩. ১. ২২, ২৫; ৩. ১. ৩. ১; ৫. ২. ৩. ৬; ১০. ১. ২. ৫; ৯. ২. ৩. ৩১; ১. ৫. ২. ১১, ২৪; ৬. ১. ৩. ৪৮; ১১. ১. ২. ২; ১. ৬. ২. ৮; ৩. ১. ৩. ১; ৬. ১. ২. ৫৮; ১৪. ৩. ২. ৫; ৭. ৪. ১, ২৫; ৯. ৫. ১. ৭; ৬. ৭. ১. ২০; ১০. ১. ২. ৪; ৭. ৩. ১. ২; ৭. ১. ২. ৪; ২. ৬. ৩. ১৫; ১৪. ৬. ২. ১০; ১৩. ৮. ৪. ৮; ৬. ৭. ৬. ৭; ৩. ২. ৫. ৩৪; ৩. ৪. ৪. ১৪; ১৪. ৯. ১. ৬৩; ৬. ৩; ১. ৩. ৩. ১৯; ২. ৫. ৪. ৮; ৫. ৩. ৫. ৩২; ১. ৮. ২. ১৫; ৩. ৯. ১. ১৯; ১০. ১. ২. ৩; ৯. ৫. ১. ৬৮; ১৪. ৯. ১. ১৬; ১. ১. ১. ১৮; ১০. ৪. ১. ৫-৬; ৩. ৪. ৩. ২; ৭. ৪. ১. ৩৪; ২. ৫. ৪. ৮; ৩. ৯. ১. ১৯; ৬. ১. ১. ১৪; ৬. ৭. ৬. ১১; ৯. ২. ৩. ৩৯; ৬. ৬. ৩. ৪; ২. ৩. ৪. ২৪; ৮. ৬. ৩. ১২; ৬. ৬. ১. ১৪; ৯. ১. ১. ২৬; ১০. ২. ৪. ১; অ° ১০. ৭. ৩৮; ছা-উ° ৬. ৮. ৪; ৬. ১১. ১; ৬. ১২. ২; অগ্নিপু° ৫১, ১৪; শ্বেতা-উ° ৩. ৯; তৈ-উ° ১. ১০; কেন-উ° ১৬. ২৬; তৈ-স° ৪. ১; কৌ-ব্রা° ৮. ১; ৭. ১; ৩. ৬. ৫. ৫; ৬. ১৪; ৯. ৫; ১২. ৩; ১৪. ৫; ২৮, ৫; মৈ-উ° ৬. ১-৩; ৭. ১১; ঐ-ব্রা° ১. ১, ৮, ১৫, ২২, ২৮; ২. ৩, ৫, ৪২; ৩. ৪; ৭. ১৬; তৈ-ব্রা° ১. ৬. ১. ৮; ১. ৪. ৪. ১০; ২. ১. ৬. ৪; ১. ৭. ২. ২০; ২. ১. ২. ১১; ৩. ৭. ৩৭; ১. ৩. ১. ৪; ৩. ৯. ১৩. ৬; ২. ৪. ৩. ৬. ৬; ১১. ৪. ৩; ৬. ১. ২১. ২৩; ৩. ২. ৫. ৭; ৩. ১১. ৪. ৭; ৩. ১১. ৩. ৩; ১. ৩. ৩. ৯; ১. ১২. ৫. ৫; জৈ-ব্রা° ৩. ১. ৬; ৭. ৮. ৪; ১৮. ১. ৮; ২৫. ১২ ৪; গো-উ° ১. ১২. ১৬; ৬. ৭; জৈ-উ° ১. ২৭. ৮; ১. ৫১. ৫; সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, পৃঃ ৩০৮; অভিধর্মকোষ ১. ২৪; ২. ৩৪; মহাবংশ-বঙ্গবৃত্ত ৫২; ধম্মপদ ৩৮৭; সংযুক্তনিকায় ১. ১. ১৫৯; বেরনাথ ৯০৯৫ মহানির্বাণতন্ত্র, ৬. ১৯ উঃ ১৭৯ শ্লোঃ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অগ্নি২—[বা° প্র° আগুন। অজ-নি। অজের্লোপশ্চ (উণা° ৪. ৫০)। অঙ্গতি ঊর্ধ্বং গচ্ছতীতি।] অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন। [অগি, দ্র°] ~ অবতার—অগ্নির মূর্তস্বরূপ, দ্বিতীয়াগ্নি। ~কণ—[৬-তৎ; স্ত্রী— -া] আগুনের ফিন্‌কি, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা॥ অম° শব্দ°॥ ~কর্ম—[অগ্নিসাধ্যকর্ম—৩-তৎ ম-প-লো বা অগ্নির প্রীত্যর্থ কর্ম ম-প-লো°] ১ অগ্নি-সম্বন্ধীয় কার্য; যেমন—অগ্নিহোত্র, হোমাদি। ২ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মৃতব্যক্তির দাহকার্য, মৃতসংস্কার। ৩ অগ্নিসাধ্য কার্য; (সুশ্রু°) কস্টিক অথবা তপ্তলৌহ দিয়া পোড়ান cauterisation, cauterism. চরক° চি° ২৫ অঃ; সুশ্রু° সূত্র° ১২ অঃ এবং বাভট-চি° ১৫ অঃ দ্র°। ৪ গ্রন্থি প্রভৃতি রোগে দগ্ধশলাকাদিদ্বারা প্রযোজ্য দাহকার্য; ইহা ক্ষারদাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহার পরে আর রোগ জন্মে না। ~কল্প—[অগ্নি+কল্প (কল্পপ্‌)—ঈষৎ অসমাপ্ত্যর্থে; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অগ্নির তুল্য, অনলপ্রায়, বহ্নিসদৃশ। ২ উগ্র, প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ। ~কাণ্ড—দহনব্যাপার, গৃহাদিদাহ, আগ্নেয়াস্ত্রপ্রয়োগ, গোলাগুলিবর্ষণ। ~কারক—[৬-তৎ; স্ত্রী—কারিকা] বিণ, ১ বহ্নুৎপাদক, বহ্নিজনক; ক পাচক, পরিপাকশক্তিদায়ক, ক্ষুধাবর্ধক। ২ মৃত-সংস্কারকারী। ~কারিকা—১ [অগ্নিকারক দ্র°]। ২ অগ্নিকার্য॥ অভি°॥ ~কার্য—১ অগ্নিতে বা অগ্নির কার্য, হবির্দানাদিপূর্বক অগ্নিপ্রজ্বালন, অগ্নীন্ধন, অগ্নীধ্রা, অগ্নিকারিকা॥ অভি° শব্দ°॥ ~কুক্কুট—জ্বলদগ্নিতৃণোল্কা, জ্বলন্ত তৃণ, জ্বলন্ত খড় lighted wisp of straw, fire-brand॥ ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ৬৯; শব্দ°॥

অগ্নি৩—উদরাগ্নি বা পাচকাগ্নি। ইহা প্রত্যেক জীবদেহেই বিদ্যমান। ইহা দ্বারা ভুক্তদ্রব্য পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া জীবদেহের পুষ্টি সাধিত হয়। আয়ুর্বেদে ইহার চারি প্রকার বিভেদ আছে—মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি, বিষমাগ্নি ও সমাগ্নি। তন্মধ্যে সমাগ্নি দেহের সুস্থতা-সম্পাদক, সুতরাং অবৈকারিক; অবশিষ্ট তিনটী ব্যাধিজনক অর্থাৎ বৈকারিক। যথাকালে উপযুক্ত মাত্রায় উপযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে উহা যথাসময়ে পরিপাকপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে সমাগ্নি বলা হয়; ইহাতে শরীরের ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা) প্রকৃতিস্থ থাকে—সুতরাং সমাগ্নি ব্যক্তির স্বাস্থ্যও অব্যাহত থাকে।

উক্ত শারীর দোষত্রয়ের বিকৃতি-নিবন্ধন অবশিষ্ট তিন প্রকার বৈকারিক অগ্নির উৎপত্তি হয়। বিকৃত বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি ও বিকৃত শ্লেষ্মাধিক্যে মন্দাগ্নি উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে এই ত্রিবিধ বৈকারিক অগ্নি হইতে দোষত্রয়জাত ব্যাধিসমূহের প্রকোপও হইয়া থাকে। বিষমাগ্নি বাতজ ব্যাধির, তীক্ষ্ণাগ্নি পিত্তজ ব্যাধির এবং মন্দাগ্নি শ্লেষ্মজ ব্যাধির কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই ত্রিবিধ বৈকারিক অগ্নি ও শারীর দোষত্রয়ের মধ্যে পরস্পর জন্যজনকসম্বন্ধ বিদ্যমান।

লক্ষণ—বিষমাগ্নি হইলে যথাকালে হিত-কর খাদ্যদ্রব্য উপযুক্তমাত্রায় ভোজন করিলে কখনও সম্যক্ পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, কখনও বা হয় না।

তীক্ষ্ণাগ্নি হইলে অতি গুরু দ্রব্য অত্যধিক মাত্রায় ভোজন করিলেও উহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জীর্ণ হইয়া যায় এবং রোগী মুহুর্মুহুঃ ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়ে। ইহারই নামান্তর ভস্মক।

মন্দাগ্নি হইলে লঘুতম দ্রব্য অতি অল্প মাত্রায় ভোজন করিলে তাহা অতি দীর্ঘ সময়েও সম্যক্ পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না (মাধবনি°)। 'চরকসংহিতা'য় কথিত আছে, যেমন হাঁড়িতে

চাউল ও জল রাখিয়া উহার অধোদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অন্ন পাক করা হয় সেইরূপ আমাশয়স্থ ভুক্তদ্রব্য উহার অধোভাগস্থিত অগ্নির সাহায্যে পরিপাক প্রাপ্ত হয় (আমাশয়ের অধোভাগেই অগ্নি অবস্থিত)।

আয়ুর্বেদে এই পাচকাগ্নি ভিন্ন আর এক প্রকার অগ্নির উল্লেখ আছে, উহার নাম 'ধাত্বগ্নি'। শরীরস্থ সপ্তধাতু (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র) স্ব স্ব উষ্মার পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় পুষ্টি সম্পাদন করে। ধাতুর পাকক্রিয়া সাধিত হয় বলিয়া এই উষ্মাই ধাত্বগ্নি নামে অভিহিত। —চরক° চিকিৎসিতস্থান।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ

অগ্নি—প্রাচীন ঋষি-বি°। পত্নী—সন্নতী। ইনি পুলস্ত্যের ঔরসে ও প্রীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে অগ্নির পর্জন্য নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৯. ৩৮।

অগ্নি—১ তামস মন্বন্তরের জ্যোতির্ধাম, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর এই সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি।—মার্ক-পু° ৭৪. ৫৯। ২ স্বারচিষ মন্বন্তরের দত্ত, অগ্নি, চ্যবন, স্তম্ব, প্রাণ, কশ্যপ ও বৃহস্পতি এই সপ্ত ঋষির অন্যতম। —মৎস্যপু° ৯. ৮। ৩ ইন্দ্রের শিষ্য ইঁহার শিষ্য কশ্যপ। —বং-ব্রা° ২। ৪ বসুর অন্যতম পুত্র। পত্নী—বসোর্ধারা; ইঁহার গর্ভে পুত্র—দ্রবিণক ইত্যাদি। অপর পত্নী কৃত্তিকা হইতে পুত্র—স্কন্দ।—ভা° ৬. ৬. ১১, ১৩।

অগ্নি—ঋগ্‌মন্ত্ররচয়িতা ঋষি। ইনি বৃহস্পতির পুত্র।—ঋ° ৮. ১০২. ১।

অগ্নি—মরুত্বতী দেবীর বিংশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ।—মৎস্যপু° ১৭১. ৫২।

অগ্নি—মানভূম জেলার অধিবাসী ভড় জাতির শাখা-বি°। সম্ভবতঃ ইঁহারা অনার্য; হিন্দুদের নিকট সংস্কৃত হইয়া ইঁহারা 'অগ্নি' নামক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

অগ্নি—(জ্যোতিষে) অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি —র। —পরাশর ও সর্বার্থচিন্তামণি।

অগ্নিক—ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ কীট, আষাঢ়ে পোকা॥ অভি° শব্দ°॥ ২ [বৈদ্যক] চিত্রক বৃক্ষ।—বাঙ্গট বি° ৭॥ ৩ (বৈদ্যক) ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলা গাছ।—ভা-প্র° পু° ১, ২ ব°। [ভল্লাতক দ্র°]

অগ্নিক—মহাদেবের বিবিধ গণের অন্যতম। ইনি শতকোটি অনুচর-সহ হরপার্বতীর বিবাহে গিয়াছিলেন। —স্কন্দপু° মাহে° কু° ২৬. ৪৪। ২ গণপতি।—হরিবি° ২০. ২৫।

অগ্নিক ভরদ্বাজ—[পালি—অগ্‌গিক ভরদ্বাজ] সুত্ত-নিপাতে 'সুত্ত' নামক উপাখ্যানে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-বি°। বুদ্ধদেব জাতিচ্যুতির বিশ্লেষণ করিলে ইনি তৎকর্তৃক দীক্ষিত হন। 'সুত্ত-নিপাতে'র 'বসলসুত্ত' নামক গল্পটী ইঁহারই সম্বন্ধীয়। গল্পটী এইরূপ—

শ্রাবস্তীর অন্তর্গত অনাথপিণ্ডিকের জেতবন নামক উদ্যানে বুদ্ধদেব বাস করিতেন। এক দিন প্রাতঃকালে তিনি শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন। গৃহের পর গৃহে ভিক্ষা করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ অগ্নিক ভরদ্বাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অগ্নিক ভরদ্বাজ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—'হে ভিক্ষু ! ঐ স্থানে দাঁড়াও, হে সমণক ! হে বসলক (জাতিচ্যুত) ! ঐ স্থানে দাঁড়াও।' তখন ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন—'ব্রাহ্মণ ! জাতিচ্যুত বা যাহা জাতিচ্যুতি ঘটায় তাহা কি তুমি জান ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'না গৌতম ! আমি তাহা জানি না, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও।' বুদ্ধ তখন তাঁহার নিকট জাতিচ্যুতির বিশ্লেষণ করিলেন [বসলসুত্ত দ্র°]। এই বিশ্লেষণে ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হইয়া বুদ্ধদেবের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন এবং আপনাকে তাঁহার উপাসকরূপে দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন।

[Spence Hardy : The Legends & Theories of the Buddhists, 49 ; Alwis : Buddhist Nirvana, 119 ; SBE, x (ii), 20-24]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অগ্নিকর্ম—বৈদ্যকগ্রন্থ-বি°। —Cat. Cat. B. 4, 216.

অগ্নিকর্মকাণ্ডব্রাহ্মণ—[অগ্নিব্রাহ্মণ, অগ্নিরহস্যকাণ্ড দ্র°]—Opp. ii, 444-12.

অগ্নিকশ্যপীয়—১ অগ্নি ও কশ্যপকে অধিকার করিয়া যাহা কৃত।—পা° ৪. ৩. ৮৮। ২ অগ্নিকশ্যপবংশ্য মুনি।

অগ্নিকলা—[তন্ত্রশা°] যকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণযুক্ত দশ আগ্নেয় কলা। এই দশকলার নাম—ধূম্রার্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা ও কব্যবহা। প্রপঞ্চসারতন্ত্র (৩ পটল)—

"ধূম্রার্চিরুষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী ॥১৮
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহে অপি।
যাদ্যার্ণযুক্তা বহ্ন্যুত্থা দশ ধর্মপ্রদাঃ কলা॥" ১৯*

শারদাতিলকে (২. ১-৬) বৈখরী সৃষ্টি শব্দসৃষ্টিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বর্ণমালাগুলি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া চালিত হইয়া কণ্ঠাদি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ সৌম্য, ব্যঞ্জনের মধ্যে ম-ভিন্ন ২৪টী স্পর্শবর্ণ সৌর এবং যকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ আগ্নেয়। য র ল ব শ ষ স হ ল (Lla) ক্ষ—এই দশটী আগ্নেয় বর্ণ। বর্ণমালা হইতে ৩৮ কলার উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৬টী সৌম্য, ১২টী সৌর এবং ১০টী বহ্নিজ। ন্যাসে মন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা কলার সহিত বর্ণ যোগ করিতে হয়। তদনুসারে অগ্নি-কলায় 'যং ধূম্রার্চিষে নমঃ', 'রং উষ্মনে নমঃ' ইত্যাদি বলিতে হইবে। 'কলা' শব্দের অর্থ অংশ; হঠযোগ-প্রদীপিকার টীকানুসারে (৪. ১) 'কলা না দৈকদেশঃ'। প্রত্যেক শক্তিতে মূল প্রকৃতি অংশরূপিণী, কলারূপিণী ও কলাংশরূপিণীরূপে প্রকটিত হন। দশ বহ্নিজ কলা ব্যাপক হইতে সঞ্জাত ('আগ্নেয়ং তু ব্যাপকানাম্'—শারদায় [৩. ১০] রাঘবভট্ট)। সুতরাং

* "ধূম্রার্চিরুষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহে অপি॥
যাদীনাং বহ্নিবর্ণানাং কলা ধর্মপ্রদা ইমাঃ।"

—শারদাতিলক ২. ১৪-১৬।

ব্যাপকের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ। ইহারা ধর্ম প্রদান করিয়া থাকে। এই সমস্ত কল্প হইতে সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয়।

অগ্নিকর্ণী—স্ত্রী°, বৃক্ষবি°।—বৈদ্য-নি° ২; অতিসারজ্বর-চিকিৎসা।

অগ্নিকা—বিক্রান্ত নামক গন্ধর্বের তিন কন্যার অন্যতমা। কার্ত্তিকেয়ের ঔরসে ইঁহার গর্ভে এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।—বায়ুপু° ৬৯।

অগ্নিকার্পাস (Gun-cotton)—আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত তীব্রশক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য-বি°। ঊনবিংশ শতকে বিবিধ বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল; সেই সময়ে আবিষ্কৃত বিস্ফোরক পদার্থগুলির মধ্যে অগ্নিকার্পাস (Gun-cotton) অন্যতম। ১৮৪৫ খ্রীঃ শোনবাইন-(Schonbein) কর্তৃক অগ্নিকার্পাস আবিষ্কৃত হয়। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রধান উপাদান কার্পাসতুলা। তুলাতে সেলুলোসের ভাগ খুব বেশী। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড-সমন্বয়ে এই পদার্থটী অগ্নিকার্পাসে রূপান্তরিত হয়। গন্ধকদ্রাবে এবং তাম্রদ্রাবে তুলা ডুবাইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। প্রথমতঃ ইহার কার্যকারিতার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় নাই, কারণ ইহা প্রায়ই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সশব্দে বিদীর্ণ হইত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করা যায় নাই। অতঃপর আবেল (১৮৬৫-৭১ খ্রীঃ) গভীর গবেষণার পর নির্ধারণ করেন, যদি সতর্কতার সহিত অগ্নিকার্পাস বিশুদ্ধীকৃত হয় তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা কম হইবে। পরবর্তী কালে তাঁহার গবেষণা সুফল প্রদান করিয়াছিল। বর্তমান সময়ে অগ্নিকার্পাস বিশেষ নির্ভরযোগ্য বিস্ফোরক পদার্থ। অবশ্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহা কম বিপজ্জনক নহে; বিশেষতঃ অত্যধিক উত্তাপে ইহার যৌগিক উপাদানগুলি বিশিষ্ট হইয়া পড়ে।

প্রস্তুতপ্রণালী—অগ্নিকার্পাস শাদা, গন্ধহীন, নীরেট এবং দেখিতে প্রায় কার্পাসের মত। ইহা জল, এল্‌কহল (alcohol), ইথার (ether) এবং জমাটবাঁধা এসেটিক এসিডে (glacial acetic acid) দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু এসিটোন (acetone), আলকাইল (alkyl), এসিটেটস্ (acetates) এবং নাইট্রো-বেন্‌জিনে দ্রবীভূত হয়। যদি খুব তীব্র তাম্রদ্রাব মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে এইরূপ তুলায় ১৪.১৪ % ভাগ নাইট্রোজেন থাকিতে পারে। যে কার্পাসতুলায় $C_6H_{10}O_5$ formula অনুযায়ী অনুকোষ রহিয়াছে, সেই তুলা দ্রাবমিশ্রিত হইলে তিন গুণ অনুকোষ ধারণ করে এবং $C_6H_7O_2$ (O. No_2) ও দ্বিগুণ বিধির (double formula) অনুকোষে অর্থাৎ $C_{12}H_{10}O_5$ অগ্নিকার্পাস হেক্সানাইট্রোসেলুলোস অর্থাৎ $C_{12}H_{14}O_4$ ($O.NO_2$)$_6$ হয়। ভিএল্ (Vieille) বলিয়াছিলেন, সেলুলোসের নাইট্রেশন ৮টী স্তরে হইয়া থাকে। তিনি বলেন, সেলুলোস $C_{24}H_{40}O_{20}$ ছিল। এই নাইট্রেশনে কেবল আন্‌ডেকা ও ডেকা নাইট্রো-সেলুলোস-$C_{24}H_{29}O_9$ (O. NO_2)$_{11}$ এবং $C_{24}H_{30}O_{10}$ ($O.NO_2$)এর বিশেষ গুণ আছে; ইহাতে অগ্নিকার্পাস ইথার এবং এল্‌কহলে দ্রবীভূত হয় না। এই গুণ থাকার জন্য ইহা কম নাইট্রেটেড সেলুলোস হইতে বিভিন্ন। অগ্নিকার্পাস কলডিয়ন হইতেও অধিকতর বিস্ফোরক এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্রিটিশ-কর্তৃক কর্ডাইট (cordite) প্রস্তুতের জন্য নাইট্রো-গ্লিসারিনের সহিত ব্যবহৃত হয়। এই দুইটী পদার্থের মিশ্রণ এসিটোনের (acetone) সাহায্যে হয়। কিন্তু এসিটোনের সাহায্য না লইয়াও কর্ডাইট অধিকমাত্রায় নাইট্রোগ্লিসারিনের সহিত কলডিয়ন ব্যবহার করিলে পাওয়া যায়। অগ্নিকার্পাস প্রস্তুত করিতে হইলে বিশুদ্ধ কার্পাসতুলা তিন ভাগ নাইট্রিক এসিডের (HNO_3) সহিত এক ভাগ পরিমাণ তীব্র সলফিউরিক এসিড মিশাইতে হয় এবং এই মিশ্রিত অম্লের (acid) মধ্যে কয়েক ঘণ্টা অথবা এক দিন পর্যন্ত নিমজ্জিত রাখিতে হয়।

এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটন-কালে তাপ পরিমাণ কোনক্রমেই দশ ডিগ্রীর ঊর্ধ্বে উঠিতে দেওয়া হয় না। ক্রিয়া-সমাপনান্তে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে রূপান্তরিত কার্পাসকে মিশ্রিত অম্লের পাত্র হইতে তুলিয়া ফেলা হয় এবং যে পর্যন্ত না এই রূপান্তরিত পদার্থটী সম্পূর্ণরূপে অম্লমুক্ত হয় সেই পর্যন্ত এই বস্তুটীকে জলের সাহায্যে অতি যত্ন-সহকারে বারংবার ধৌত করিতে হয়। এইরূপে অম্লমুক্ত করিবার পর এই নূতন বস্তুটীকে শুষ্ক করিতে হয়। ইহাই অগ্নিকার্পাস।

ইহার জমি কার্পাসের মতই তন্তুবিশিষ্ট। কিন্তু শুষ্ক অবস্থায় ইহা কার্পাসের অপেক্ষা অনেক বেশী দহনশীল ও বেশ তাড়াতাড়ি জ্বলিয়া উঠে। সেই হেতু গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য অগ্নি-কার্পাসের ব্যবহার প্রচলিত আছে। উপযুক্ত চাপের সাহায্যে ইহাকে গোলাগুলিতে রূপান্তরিত করা হয়। ইহা অতি ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ। আর এই ভীষণ বস্তুটীর সহজ বিস্ফোরণেই মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র সম্ভবপর হইয়াছে।

শত ভাগ অগ্নিকার্পাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রায় তের বা তাহার কিঞ্চিৎ অধিক। এই বস্তুটী ইথার-মিশ্রিত সুরাসারে দ্রবণীয় নহে। কিন্তু এসিটোনে ইহা অতি সহজেই দ্রবণীয় এবং ইহার সংমিশ্রণে অগ্নিকার্পাস কতকটা জেলীর রূপ প্রাপ্ত হয়। শত ভাগ অতি ভেলো কার্পাস তুলা হইতে প্রায় ১৭০ অগ্নিকার্পাস অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়।

নাইট্রোসেলুলোস (অনুকোষপূর্ণ তাম্রদ্রাব) প্রস্তুত প্রণালীঃ—

অগ্নিকার্পাস নির্মাণ প্রণালীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(১) কার্পাসতুলা বিশুদ্ধীকরণ।

(২) তাম্রদাবদ্বারা পরিপূরিতকরণ (nitration)।

(৩) সিদ্ধকরণ (boiling)।

(৪) ফেটান (beating)।

(৫) শুষ্ককরণ (drying)।

(১) কার্পাস তুলা বিশুদ্ধীকরণ :—প্রথমে কার্পাসতুলা লইয়া তাহা হইতে কাষ্ঠ তৃণ প্রভৃতি অন্ত পদার্থ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হয়। তাম্রদ্রাবে ভিজাইবার পূর্বে ইহা উত্তমরূপে শুকাইয়া লইতে হয়।

(২) নাইট্রেশন (তাম্রদ্রাব পরিপূরণ)—কেন্দ্রাতিগ-যন্ত্র-(centrifugal machine) দ্বারা অথবা (২) নাথান Nathan) (ও টম্পসন-(Thompson) আবিষ্কৃত অপসরণ-প্রক্রিয়া (displacement process) দ্বারা—এই দুই উপায়ে তাম্রদ্রাব পরিপূরণ কার্য হইতে পারে।

(১) কেন্দ্রাতিগ ■ (centrifugal machine)। প্রথমতঃ নাইট্রিক এসিড তিনভাগ ও উগ্র সাল্‌ফিউরিক এসিড একভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া কেন্দ্রাতিগ যন্ত্রে ঢালিয়া দিতে হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এসিডের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ তুলার পরিমাণ না হয় ততক্ষণ তুলা দিতে হয়। এইরূপ কয়েক ঘণ্টা তুলা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তার পর যখন যন্ত্র হইতে এসিড প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখন যন্ত্রটী সংলগ্ন এসিড দূরীকরণের জন্ত ঘুরাইতে হয়। তারপর নাইট্রোসেলুলোস (nitrocellulose) চিমটা-দ্বারা তুলিয়া স্রোতঃপূর্ণ জলাধারে ফেলিয়া দিতে হয়।

(২) অপসরণ-প্রক্রিয়া (displacement process)। এই পদ্ধতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাতে যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, উপরে তাহার চিত্র দেওয়া হইল। ইহাতে পাতলা গোলাকার মাটীর ভাঁড় অথবা এসিড-সহ লৌহকটাহের প্রয়োজন হয়। ইহার তলদেশে রন্ধ্রবিশিষ্ট প্লেট থাকে। ইহাতে মিশ্রিত এসিড ঢালিয়া দিয়া ধীরে ধীরে তুলা ডুবাইয়া দিতে হয়। তুলার বহির্দেশও রন্ধ্রবিশিষ্ট প্লেটদ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। তার পর ধীরে ধীরে জল ঢালিতে হয়। জল এসিড অপেক্ষা পাতলা হওয়ায় এসিডের উপরিভাগে পাতলা স্তর সৃষ্টি করে। ইহাতে এসিডের ফেনা উথলাইতে পারে না।

প্রায় ২½ ঘণ্টা এই কার্য চলিতে থাকে। ইহার পর তলদেশের খুঁজি খুলিয়া দিতে হয়। ইহাতে উগ্র এসিড বেগে তলদেশ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এই সময় উপরে জল বেগে ঢালিয়া দিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় এসিড অপসারিত হয়। যতদূর সম্ভব এসিড

১ পাতলা অ্যালুমিনিয়মের ঢাকা ; ২ বড় ছিদ্র ; ৩ জল-সরবরাহের পাত্র ;
৪ ও ৫ সূক্ষ্ম রন্ধ্রবিশিষ্ট প্লেট ; ৬ ধূমনল ; ৭ তুলা।

অপসারণের জন্ত কিছু কাল এইরূপ এসিড বাহির হইতে দেওয়া হয়।

সিদ্ধকরণ (Boiling)—এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সিদ্ধকরণ একটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য। ইহাতে কার্পাস হইতে সম্পূর্ণভাবে এসিড অপসারিত এবং প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অন্যান্ত অস্থায়ী পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করে। ইহা কৃত্রিম তলদেশবিশিষ্ট একটী বৃহৎ কাঠের গামলায় সিদ্ধ করা হয়। প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা ইহাতে অগ্নিকার্পাস সিদ্ধ করিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনমত জল বদলাইতে হয়। প্রথম বার ফুটাইবার সময়ে মল দূরীকরণের জন্ত কিছু এসিড দিতে হয় এবং শেষ বারে নাইট্রোসেলুলোস এসিডের ক্রিয়া নষ্ট করিবার জন্তকিছু আলকেলি (alkeli) মিশাইতে হয়।

ফেটান (Beating)—এই প্রক্রিয়ায় নাইট্রো-সেলুলোসকে পৃথক্ পৃথক্ তন্তুতে বিভক্ত করা হয় ; এবং ইহা প্রায় মণ্ডে পরিণত হয়। একটী ডিম্বাকৃতি আধার একটী ঘূর্ণায়মান চক্রাকৃতি চোঙদ্বারা পূর্ণ থাকে ; এই চোঙ ক্ষিতিজ সমান্তরাল এবং ইহার সহিত ফলকযুক্ত থাকে। এই যন্ত্রে মণ্ডটী আলোড়িত করিতে হয়। এমনভাবে উহা আলোড়িত করিতে হয় যে ইহার প্রত্যেক তন্তু পৃথক্ হইয়া পড়ে। অতঃপর ইহা ধৌত করিয়া লইলে অবশিষ্ট এসিডভাগ সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয়।

শুষ্ককরণ(Drying)—এইরূপ আঁশগুলিতে সাধারণতঃ জলীয় ভাগ অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে। বর্তুলাকার দণ্ডবিশিষ্ট চাপযন্ত্রে সেই আঁশ রাখিয়া চাপ দিলে জল বাহির করিয়া দেয়। পরে নিষ্কাশনের জন্ত এল্‌কহল (alcohol)-মিশ্রিত করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

মৌলিক উপাদান (Properties)—অগ্নিকার্পাসের প্রজ্বালন-তাপমাত্রা 136°c. ইহা প্রজ্বলনের পক্ষে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ধারণ

করে না। কিন্তু ইহা এত দহনশীল যে যদি সামান্য পরিমাণ অগ্নিকার্পাস হাতে রাখিয়া তাহাতে গরম কাচ স্পর্শ করান যায় তাহা হইলে ইহা হঠাৎ এত দ্রুত জ্বলিয়া উঠে যে হাতের কোন ক্ষতিই হয় না। ইহা প্রজ্বলনে যে গ্যাস উৎপন্ন করে তাহাতে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ কার্বন-মনক্সাইড (CO) এবং ১৫ হইতে ২০ ভাগ হাইড্রোজেন (H_2) আছে। যদি কোন নেহাইর (anvil) উপরে ইহা রাখিয়া হাতুড়িদ্বারা আঘাত করা যায় তবে ইহা ভীষণ শব্দে বিস্ফুরিত হয়।

অগ্নিকার্পাস এসিটনে (aceton) গলিয়া গিয়া জেলির (jelly) আকার ধারণ করে। ইহা নাইট্রোবেনজেন (nitrobenzene) ক্লোরোফরম (chloroform) এবং অন্যান্য দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়।

ব্যবহার-প্রণালী — নাইট্রো-সেলুলোস অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্যরূপেও আগ্নেয়াস্ত্রে বিস্ফোরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সামরিক পূর্তবিভাগে অগ্নিকার্পাস আর্দ্র অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি নাইট্রো-গ্লিসারিন বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। এইরূপ পদার্থে বিস্ফোরণের জন্যই ইহা লাগে। যদি ইহা চাপ দিয়া কার্তুজে পরিণত করা হয় এবং ইহাতে ধাতুময় টোপর পরান হয় তখন ইহা একটী ভয়ানক শক্তিশালী বিস্ফোরকে পরিণত হয়।

শ্রীফণিভূষণ সেন
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

অগ্নিকাষ্ঠ—[অগ্নি-উৎপাদনের জন্য কাষ্ঠ—ম-প-লো° ক°] ১ অরণি—ইহার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় [অরণি দ্র°]। ২ অগুরু কাষ্ঠ (রাজনি° ২৩ ব°)। ৩ সমিধ, শমীকাষ্ঠ, খাঁইকাঠ (রাজনি° ১২ ব°)। ৪ (বাঙ্গালায়) ইন্ধন, জ্বালানি কাঠ।

অগ্নিকার্য—ধর্মগ্রন্থ-বি°। —Burnell 150 b) Taylar i, 275.

অগ্নিকার্যপদ্ধতি— শ্রৌতগ্রন্থ-বি°। —Kane.

অগ্নিকার্যপ্রয়োগ— শ্রৌতগ্রন্থ-বি°।—Opp. ii. 3951.

অগ্নিকীল—পুং, অগ্নিজ্বালা।

অগ্নিকুণ্ড, —অগ্ন্যাধান স্থান [যজ্ঞ দ্র°]।

অগ্নিকুণ্ড, —ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জে রামপাল নামক গ্রামের নিকট অবস্থিত প্রাচীন কুণ্ড। বাঙ্গলার সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী। বিক্রমপুরে সেন-রাজত্বের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে বল্লাল-বাড়ী ও তৎসন্নিহিত অগ্নিকুণ্ড, রামপাল দীঘি ও বাবা আদমের মসজিদ বর্তমান। বল্লাল-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ৩০০০ বর্গ ফুট পরিমিত এবং উহা ২০০ ফুট প্রশস্ত ও এক মাইল দীর্ঘ একটী পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বল্লাল-বাড়ীর অর্ধ মাইল পশ্চিমে অগ্নিকুণ্ড অবস্থিত। ইহার নিকট একটী ক্ষুদ্র সমচতুষ্কোণ পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে, বঙ্গদেশে মুসলমানদের প্রথম আগমনে বিক্রমপুরের শেষ নৃপতি (লক্ষ্মণ সেন) সপরিবারে এই স্থানে অগ্নিতে আপনাদের আহুতি প্রদান করেন। এই জন্য এই কুণ্ড অগ্নিকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। কুণ্ডের নিকট একটী ক্ষুদ্র মসজিদ বর্তমান, উহার দ্বারদেশে একটী প্রস্তরনির্মিত ভৈরবমূর্তি শায়িত—উহার উপর পদদলিত হইবার ছাপ আছে।

স্থানীয় প্রবাদ-অনুসারে জানা যায়, শেষ সেন-নৃপতি আক্রমণকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার সময় সংবাদবাহী একটী পারাবত সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই পারাবত প্রাসাদে উপস্থিত হইলে উহার দ্বারা পরাজয় ও বিপদ্ আগমনের সূচনা করিত। সেন-নৃপতি এরূপ জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রণক্লান্ত হইয়া যখন তিনি একটী নদী হইতে জলপান করিতেছিলেন তখন হঠাৎ পারাবতটী তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া উড়িয়া প্রাসাদে আগমন করে। পারাবতের আগমনে রাজপরিবার আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠেন এবং রাজবাটীর সন্নিধানে অগ্নিকুণ্ড রচনা করিয়া উহাতে আত্মদান করেন। সেন-নৃপতি কোনরূপ বিপত্তির ভয়ে অতি শীঘ্র প্রাসাদে আগমন করিলেন, কিন্তু রাজপরিবারের পরিণাম দেখিয়া শোকবিহ্বল হইয়া ঐ অগ্নিতে তিনিও আত্মাহুতি দিলেন। সেই হইতে ঐ কুণ্ড 'অগ্নিকুণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

[Cun ASR, xv, 132-3 ; IG, xxi. 182 ; Dr. Taylor : Topography and Statistics, 102]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অগ্নিকুমার, —(বৈদ্যক) ঔষধবি°। এই ঔষধ চয় প্রকারের—

(১) অগ্নিকুমাররস নামে অভিহিত, রত্নাবলীর জ্বরাধিকারে লিখিত। ইহা মিঠাবিষ-ঘটিত এবং কচিৎ ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী— মরিচ ২ মাষা, বচ ২ মাষা, কুড় ২ মাষা, মুথা ২ মাষা, শোধিত মিঠাবিষ ৮ মাষা। আদার রসে পেষণ করিয়া ১ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করা নিয়ম।

(২) রত্নাবলীর গ্রহণীরোগাধিকারে লিখিত। ইহা আফিং ও বিষ-ঘটিত। 'রসেন্দ্রসারে'ও ইহার উল্লেখ আছে। ইহারও প্রয়োগ বেশী নাই।

উপাদান—শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, শোধিত বিষ, ত্রিকটু সোহাগার খই, লৌহ, বনযমানী, অহিফেন, প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসমান নিশ্চন্দ্র অভ্রকম। চিতার কাথে ১প্রহর মর্দন করিয়া মরিচের ন্যায় বটী করিতে হয়।

(৩) রসেন্দ্রসারসংগ্রহের গ্রহণী-অধিকারে লিখিত। ইহা সিদ্ধি-ঘটিত, কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়।

উপাদান—পারদ ১, গন্ধক ১, ত্রিকটু ৩, পঞ্চলবণ ৫ ভাগ, সিদ্ধি ১০ ভাগ একত্রে চিতার কাথে, ভৃঙ্গরাজের রসে ও সিদ্ধির কাথে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া বালুকাযন্ত্রে ১প্রহর পাক করিয়া আদার রসে ভাবনা দিয়া অর্ধ তোলা পরিমাণ মধুর সহিত ব্যবহার করা নিয়ম।

(৪) রসেন্দ্রসারের অজীর্ণ-অধিকারে লিখিত। ইহা অনেক স্থলে নানারূপে ব্যবহৃত হয়।

উপাদান—পারদ ১, গন্ধক ১, সোহাগার খই ১, বিষ ৩, কড়িভস্ম ৩, শঙ্খভস্ম

৩ ও মরিচ ৮ তোলা একত্রে পাকা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়।

(৫) রসেন্দ্রসারের অজীর্ণ-অধিকারে বৃহদগ্নিকুমাররস নামে লিখিত।

উপাদান—পারদ ১, গন্ধক ২, সোহাগার খই ২, ত্রিফলা ৩, যবক্ষার ১, ত্রিকটু ৩, পঞ্চলবণ ৫—একত্রে ৭ বার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া এই চূর্ণ ½ তোলা মাত্রায় আদার রসে সেব্য।

(৬) রসেন্দ্রসারের অজীর্ণ-অধিকারে অপর বৃহদগ্নিকুমার নামে লিখিত। ইহা ধাতুঘটিত।

উপাদান—ত্রিকটু, জায়ফল, জবিত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপত্র, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, সোহাগার খই, যোয়ান, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, হিং, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক সমান ভাগ লইয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য

অগ্নিকুমার২—কার্ত্তিকেয়। স্কন্দপুরাণে (মাহে° কে°-২৭, কু°-২৯) আছে—শিব ও পার্বতীর কামক্রীড়ায় বাধা উৎপাদন করায় পার্বতীর শাপে অগ্নি তাঁহার শুক্র গ্রহণ করিয়া গর্ভধারণ করেন। অতঃপর অগ্নি ঐ গর্ভ গঙ্গাকে প্রদান করিলে গঙ্গা হিমালয়ে কার্ত্তিকেয়ের জন্মদান করেন। [কার্ত্তিকেয় দ্র°]

অগ্নিকুমার৩—বল্লভাচার্যপুত্র বিট্‌ঠলের নাম।—Hall, 147.

অগ্নিকুমার৪—বন্য ক্ষুপ-বি° Toddalia Aculetota. উৎকলবাসীরা ইহাকে 'তুণ্ডপোড়া' বলিয়া থাকে [তুণ্ডপোড়া দ্র°]।

অগ্নিকুমারমোদক—(বৈদ্যক) ঔষধ-বি°। বেলার মূল, বালা, মুতা, দারুচিনি, তেজপাতা, নাগেশ্বররেণু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, কুড়, শটী, শুঠ্, পিপুল, মরিচ, বেলশুঠ্, ধনে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, ছোট এলাচ, জটামাংসী, রাস্না, তগর-পাদুকা, বরাক্রান্তা, গোক্ষুচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বং ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; এই সকল চূর্ণের সমান মেথীচূর্ণ। সমুদয় চূর্ণের অর্ধেক শোধিত সিদ্ধি-পত্রচূর্ণ। সকলচূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। পাকের পর মধু মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হয়। শীতল জল অথবা ছাগীদুগ্ধের সহিত অর্ধ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেব্য। দুস্তর গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, আমবাত প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

অগ্নিকুমারার্য—কাশিকাবৃত্তির টীকা 'পদমঞ্জরী'-কার হরদত্তমিশ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা—রুদ্রকুমারার্য; মাতা—শ্রী।—পদমঞ্জরী শ্লোক ৩।—I. O. Cat, i. 160b; Cat Cat.

অগ্নিকুল—অগ্নি হইতে উৎপন্ন বলিয়া রাজপুত পরমার, প্রতিহার, চৌহান ও সোলঙ্কি নামক চারিটি রাজবংশ 'অগ্নিকুল' নামে পরিচিত। এই চারিটী রাজবংশ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ৩৬ ক্ষত্রিয় রাজবংশের অন্যতম। এই কয়টী বংশই ৩৬ রাজবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। অন্যান্য রাজবংশগুলি ইহাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া চলে। রাজপুতগণ আপনাদের 'সূরযবংশী' (সূর্যবংশীয়) ও 'চন্দ্রবংশী' (চন্দ্রবংশীয়) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। ৩৬ রাজবংশাবলীর মধ্যে কয়েকটী সূর্যবংশীয় এবং কয়েকটী চন্দ্রবংশীয় বলিয়াও আপনাদের পরিচয় দেয়; কিন্তু অনেকে তাহাদের মধ্যে কয়েকটী যদুবংশীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।[1]

পরমার—নামান্তর পোন্‌য়ার, পোয়ার, প্রমার, পয়ার, পুয়র। প্রাচীন যুগে এই রাজবংশ শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী রাজপুত বংশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্তমানে প্রধানতঃ ইহাদের চৌদ্দটী শাখা দেখা যায়। সেগুলি—

(১) মোরি—চন্দ্রগুপ্ত ও চিতোরের গুহিলোতদিগের পূর্বতন নৃপতিগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(২) সোদ—আলেকজান্দারের সময়ের 'সোগ্‌দি' (Sogdi)।

(৩) সঙ্কল—মাড়বারের অন্তর্গত পুগলের রাজবংশ।

(৪) খয়র্—ইঁহাদের রাজধানী খয়রালু।

(৫) উম্‌রা ও সুম্‌রা—প্রাচীন কালে রাজপুতানার মরুভূমির অন্তর্গত রাজবংশ; বর্তমানে মুসলমান।

(৬) বিহিল—চন্দ্রাবতীর রাজবংশ।

(৭) মৈপবৎ—মেবারের অন্তর্গত বিজোলির বর্তমান রাজবংশ।

(৮) বুল্‌হার—রাজপুতানার উত্তরমরুভূমির বংশ।

(৯) কাবা—প্রাচীন কালে সৌরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল বলিয়া কথিত। বর্তমানে সিরনিতে কিছু কিছু দেখা যায়।

(১০) উমত—মালবের অন্তর্গত উমতবারার রাজবংশ। দ্বাদশ পুরুষ ইঁহারা রাজত্ব করিতেছেন। উমতবারা পরমারদিগের বৃহত্তম রাজ্য। ১৮১৭ খ্রীঃ যুদ্ধের পর উমতগণ বৃটিশ-সরকারের নিকট স্বাধীনতা বিসর্জন দেন।

(১১) রেহর, (১২) ধুন্দ, (১৩) সোরতিয় এবং (১৪) হরয়র—মালবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী পরমার-বংশের সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি যথাক্রমে চওন্দ, খেজর, সগ্র, বর্কোট, পুনি, সাম্পাল, ভীব, কালপুসর, কলমোহ, কোহিল, পপা, কহোরিয়, ধন্দ্‌দেব, বর্হর, জীপ্র, পোস্র, ধুন্ধ, রিকম্ব, ও তৈক। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই

[1] চাঁদ কবি উঁহার প্রসিদ্ধ 'পৃথ্বিরাজ রাসা' নামক গ্রন্থে (১ম সময়, ১৩৩ রূপক) ৩৬ রাজবংশের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—

"রবি শশি জাদব বংস। ককুৎস্থ পরমার সদাবর।
চাহুবান চালুক। ছন্দ সিলার আভীয়র।
দোয়মত্ত মকবান। গরুয় গোহিল গোহিলপুত্ত।
চাপোৎকট পরিহার। রাব রাঠোর রোসজুত্ত।
দেবরা টাঁক সৈন্ধব অনিগ। যোতিক প্রতিহার দধিখট্ট।
কারট্টপাল কোটপাল হূল। হরিতট্ট গোর কলাব মট্ট।
ধান্যপালক নিকুম্ভবর। রাজপাল কবিনীশ।
কালচ্ছুরকে আদিদে। বরনে বংস ছত্তীস।"

ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং কয়েকটী পঞ্চনদের অপর পারে বাস করিতেছে।[১]

প্রতিহার—নামান্তর—পড়িহার। অন্য তিনটী অগ্নিকুল-বংশের মধ্যে এই বংশটীর প্রসিদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম। পূর্বে ইহারা খুব শক্তিশালী ছিল। মাড়বারের অন্তর্গত মান্দরার রাঠোরদিগের দ্বারা অধিকৃত হইবার পূর্বে উহা ইহাদের রাজধানী ছিল। ইহাদের সময় মান্দরার মারবারের প্রধান জনপদরূপে পরিগণিত ছিল। ইহাদের বারটী শাখা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্রা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ভদৌরিয়াদিগের সহিত ইহাদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়—তবে তথায় ইহাদের নিবাস বেশীদিনের নয়। এটোয়া জেলার কুমারী ও চম্বল নদীর দক্ষিণে দুর্গম সন্দৌ তালুকেও ইঁহাদের বসবাস আছে।

সোলঙ্কি—ইহারা চালুক্য নামেও পরিচিত। এটোয়া জেলায় প্রধানতঃ ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে ইহারা গুজরাট হইতে এবং কাহারও কাহারও মতে টোঙ্ক হইতে এই স্থানে আসিয়াছে। বারাণসী জেলার সুলতানপুরের নিকটও ইহাদের একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দেখা যায়। ইহাদের শাখা ষোলটী—

(১) বগেল—বগেলখণ্ডের রাজবংশ (পীতপুর, থেরক্ষ প্রভৃতির রাওগণ)। রাজধানী—বন্দুগড়।

(২) বীরপুর—লুনবারার রাও।

(৩) বেহিল—মেবারের অন্তর্গত কল্যাণপুরের রাও।

(৪) ভুর্ত ও (৫) কলচ—জশল্মীরের অন্তর্গত বরু, তেজু ও চাহির নামক স্থানে বাস করে। ইহারা মরুভূমিতে মলছত নামে দস্যুসম্প্রদায়রূপেও প্রসিদ্ধ।

(৬) লঙ্গহ—মুলতানের অধিবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়।

(৭) কোত্র এবং (৮) বিহু—পঞ্চনদের অধিবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়।

(৯) সুর্কি—দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী।

(১০) সির্‌রিয়া—সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত গির্‌নার রাজ্যে।

(১১) রাওক—জয়পুরের টোঙ্ক।

(১২) রণিকা—মেবারের দৈস্হরি।

(১৩) তক্ষিয়া—শাকম্ভরির চাঁদকড়।

(১৪) খরর—মালবের অন্তর্গত আলোট ও জাবর।

(১৫) অলুমেচ—ইঁহাদের কোন ভূভাগ নাই।

(১৬) কলমোর—গুজরাট।

চৌহান—নামান্তর—চাহমান। ইঁহাদের সর্বসমেত ২৪টী শাখা আছে। সেগুলি যথাক্রমে—(১) চৌহান, (২) হারা, (৩) খীচী, (৪) সোনিগর, (৫) দেওরা, (৬) পবিয়া, (৭) সঞ্চোর, (৮) গোলবাল, (৯) ভদৌরিয়া, (১০) নরবান, (১১) মালানি, (১২) পুর্বীয়, (১৩) সুর, (১৪) মদ্রেচ, (১৫) সঙ্ক্রেচ, (১৬) ভুরেচ, (১৭) বলেচ, (১৮) পসপর, (১৯) চচবিয়া (২০) রোসিয়া, (২১) চণ্ড, (২২) নৈকুম্ভ (নকুম্প), (২৩) ভবার এবং (২৪) বঙ্কট।

বুন্দী, কোতবা ও সিরোহি-রাজ চৌহান বংশীয়।

অগ্নিকুলদিগের উৎপত্তি-সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যান—অগ্নিকুলদিগের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে নানারূপ আখ্যান বিজড়িত আছে। একটী পৌরাণিক আখ্যানে দেখা যায়—একবার পৃথিবী দৈত্যদানব-কর্তৃক অধ্যুষিত হইয়া পড়ে। তাহারা শাস্ত্রাদি নষ্ট করিতে থাকে এবং জীবগণের বিশেষ ভয়ের কারণ হয়। ঋষি বিশ্বামিত্র ইহার প্রতিকারকল্পে দেবগণকে আবুপাহাড়ে আমন্ত্রণ করিয়া সমবেত করান এবং চারিটী দুর্বাদল-নির্মিত মূর্তি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া উহাদের প্রাণসঞ্চারের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করেন। উহাতে অগ্নিকুণ্ড হইতে পরমার, প্রতিহার, সোলঙ্কি ও চৌহান এই চারি বংশের চারি জন অমিতশক্তি প্রথম পুরুষ জন্মলাভ করিলেন; তাঁহারাই দৈত্যগণের বিনাশসাধন করিয়া জগতে শান্তি আনয়ন করেন।

মধ্যযুগের রাজপুত চারণগণ যে সমুদয় কাহিনী প্রচার করিতেন সেগুলি হইতেও ইহাদিগের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটী আখ্যান পাওয়া যায়। আখ্যানটী খ্রীঃ ১৩শ শতকেরও পূর্বের। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন পরশুরাম সমুদয় প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশগুলির উচ্ছেদসাধন করেন তখন সর্বত্র ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি হয়। দেবগণ তাঁহাদের পবিত্র বিধানের এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। তাঁহারা তখন নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টির জন্য অর্বুদপর্বতে ঋষিগণের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। তথায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রচিত অগ্নিকুণ্ড হইতে পরমার, প্রতিহার, সোলঙ্কি ও চৌহান বংশের চারি জন পূর্বপুরুষকে সৃষ্টি করা হয়। উত্তরকালে তাঁহাদের বংশই রাজপুতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

চাঁদ বর্দাই তাঁহার 'পৃথিরাজ রাসো' নামক গ্রন্থে ভিন্নরূপ আখ্যায়িকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে (১ সময়, ১২৭ রূপক) আছে—

একবার ঋষিগণ আবুপাহাড়ে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু রাক্ষসগণ তাঁহাদের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তখন ঋষিগণ বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হন। বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এক বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে অগ্নি হইতে যথাক্রমে প্রতিহার, চালুক্য ও পরমার বীর উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাঁহারা রাক্ষসগণকে প্রতিহত করিতে সমর্থ না হওয়ায় অবশেষে চাহমান (চৌহান) বীর জন্মলাভ করেন। ইঁহার চারি হস্ত। ইনি দেবী দুর্গা ও অন্যান্য দেববর্গের বরলাভ করিয়া দুর্দমনীয় শক্তির অধিকারী হন এবং দানবগণের বিনাশ করিতে সমর্থ হন।

চৌহানের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে কিন্তু 'হম্মীর-মহাকাব্যে' ভিন্নরূপ আখ্যান পাওয়া

[১] Tod's Rajasthan, i. 91-93.

যায়। 'হমীর-মহাকাব্য' ১৪৯০ খ্রীঃর পরে রচিত হয়। হমীর এই সময়ে পৃথিরাজের বংশীয় নৃপতি ছিলেন। এই কাব্যে আছে—একবার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা একটী যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করেন। যজ্ঞের পরিকল্পনায় যখন তিনি বিভোর তখন তাঁহার হস্তস্থিত পদ্ম নীচে পড়িয়া যায়। পদ্মটী যেখানে পড়িল সেখানে একটী 'পুষ্করে'র সৃষ্টি হইল। এই স্থানে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। সেই যজ্ঞে সূর্যদেব এক শক্তিশালী বীরের জন্ম দেন। সেই বীরই প্রথম চাহমান। বুন্দিকোটের চৌহান নৃপতি রামসিং এর (প্রায় ১৭০০ খ্রীঃ) সভাকবি সূর্যমল ভাট‌ও তদীয় 'বংশ-ভাস্কর' নামক গ্রন্থে চৌহানদিগের উৎপত্তির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি চাঁদেরই বর্ণিত বিবরণ দিয়া উহাতে আরও বহু বিষয় সংযোজিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বশিষ্ঠ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে দ্বাপরযুগের ৩৫৩১ বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ খ্রীঃ-পূঃ ৬৬৩২ বৎসর পূর্বে) হইয়াছিল। তিনি চৌহান-বংশের একটী বিস্তৃত তালিকাও দিয়াছেন। তাঁহার মতে অগ্নিকুল-শাখাগুলির সংখ্যা পাঁচটী।[৩]

উপরি উক্ত প্রবাদ-কাহিনীগুলির মূলেই হউক বা অন্য কারণে হউক আবুপাহাড় রাজপুতদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। অগ্নিকুল-সম্প্রদায় এই তীর্থে আগমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। আবুপাহাড়ের নিকটবর্তী ভূভাগ অগ্নিকুলদিগেরই রাজ্য। বর্তমানে প্রধানতঃ অগ্নিকুলদিগকে বারাণসীর নিকট উজ্জয়িনী হইতে রেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বাস করিতে দেখা যায়।

এই সমুদয় প্রচলিত কাহিনী যে কল্পনা-মাত্র তাহা মনে করায় বাধা নাই। ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে এই চারিটী অগ্নিকুল-শাখা নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ বিদেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং অগ্নির সাহায্যে সংস্কৃত হইয়া হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিবার অধিকার পান।

ক্রুক সাহেবও এই সন্দেহ করিয়াছেন।[৪]

অগ্নি হইতে অগ্নিকুলের উৎপত্তির কাহিনী চাঁদ বর্দাই প্রথম রচনা করেন। চাঁদ বর্দাই চৌহান-নৃপতি পৃথ্বিরাজের চারণ ছিলেন। খ্রীঃ ১২শ শতকে পৃথিরাজ রাজত্ব করিতেন। চাঁদ বর্দাইএর বর্ণনা রাজপুতগণ বিশ্বাস করিয়া থাকে। আখ্যানটী অবশ্য চৌহানদিগের গুণকীর্তনেই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং বশিষ্ঠ-কর্তৃক আবুপাহাড় বা অর্বুদশিখরে অচলেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সহিত সম্বন্ধ করা হইয়াছে।

ইতিহাস—খ্রীঃ ১০ম হইতে ১৩শ বা ১৪শ শতকের আবিষ্কৃত লিপিমালা হইতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে চাঁদের এই কাহিনীর কোন সত্যতা নাই, ইহা তাঁহার কল্পনামাত্র। শিলালিপির অনুশাসনে ইহাই পরিলক্ষিত হয় যে খ্রীঃ ৯ম শতক হইতে খ্রীঃ ১২শ শতকে চাঁদের সময় পর্যন্ত বা তাহার কিছু পরে পরমার, প্রতিহার, সোলঙ্কি ও চৌহানগণ অগ্নিকুল নামে পরিচিত ছিল না।[৫] প্রতিহার ও চৌহানগণ এই সমুদয় লিপিমালায় মাত্র সূর্য-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। লিপিমালায় মাত্র পরমারকেই অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। কিন্তু পরমারগণ নিজেদের সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াই অভিহিত করে। পরন্তু চারিটী শাখাই এখনও আপনাদের অগ্নিকুল না বলিয়া সূর্য ও চন্দ্রবংশীয়ই বলিয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে অগ্নি-কুলের উৎপত্তির প্রবাদ চাঁদই সূচনা করেন। পরে উহা নানাস্থানে নানারূপ আকার ধারণ করিয়াছে। চাঁদও এই চারিটী শাখার নূতন ধারা প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই।

স্তর গ্রীয়ার্সনের মতে প্রাচীনকালে দুইটী বিভিন্ন আর্য জাতি ভারতে আগমন করেন। ভাষাগত তত্ত্বাই এইরূপ অনুমান করিবার মুখ্য কারণ। পরবর্তী যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভেরও পরে আর একটী শাখা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা আর্য ছিল না, তাহারা ছিল তুরানীয়। এই তুরানীয়গণই অগ্নিকুলরূপে পরিগণিত হয়। শক, হুন, গুজর বা গুর্জর ও মেহের এই চারিটী তুরানীয় জাতিই বাহির হইতে এদেশে আসিয়া অগ্নিদ্বারা সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিল। গ্রীয়ার্সন-উল্লিখিত এই চারিটী জাতিই চৌহান, চালুক্য, পরমার ও প্রতিহার বলিয়া স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে। ভিন্সেন্ট স্মিথও গুজরকে প্রতিহার বলিয়া ধরিয়াছেন। শ্বেত হুনরা যখন ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল সেই সময় তাহাদের সহিত বা তাহাদের অল্পকাল পরে গুজররা আসিয়াছিল। এই শাখার অনেকে রাজপুতানায় আসিয়া বাস করিতে থাকে; কিন্তু তাহারা এশিয়ার কোন অংশ হইতে আসিয়াছিল বা তাহারা কোন জাতির অন্তর্গত ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।[৬] জে. ডি. কানিংহাম মনে করেন, অগ্নিকুল জাতি বাহির হইতে আগমন করিয়া কতকাংশে ব্রাহ্মণ, কতকাংশে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ও কতকাংশে গ্রীকো-ব্যাক্ট্রিয়ান- (Graeco-Bactrian) দিগের আক্রমণে সহযোগিতা করে। ইহাদের বীরত্ব ও সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য ইহারা অগ্নিকুল নামে অভিহিত হয়।[৭]

চৌহানগণ আপনাদের সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করে। ৯৫২ খ্রীঃ (১০৩০ বিক্রমাব্দ) হর্ষবর্ধনের শিলালেখেও সেই প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮] চাঁদ বর্দাইএর সমসাময়িক পৃথ্বিরাজের অন্য এক জন সভাকবির রচিত 'পৃথ্বিরাজ-বিজয়ে'ও বর্ণিত হইয়াছে যে চৌহান-গণ সূর্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়। 'হমীর-মহাকাব্যে'র আখ্যানে চৌহানগণ যে সূর্য হইতে উৎপন্ন তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সমুদয় কারণে সিদ্ধান্ত করিতে পারাযায় যে খ্রীঃ ১০ম হইতে ১৪শ শতকের মধ্যে চৌহানগণ সূর্যবংশীয়

---

৩ ভুবজব, সমুজব, অর্কজব, শশিজব ইত্যেব বংশ। যে চৌকিজ অভিজন হব, গমন প্রথিত প্রসন।

৪ J. Ray : 'Rajput Mahrattas' in Anthrop. Inst. 1911, 42 ; SmithEHI, 428.

৫ JBRAS, xx...

৬ Smith EHI, 412.

৭ J. D. Cunningham : Hist. of the Sikhs, Lond. 1853, 20n.

৮ '...ভুজযুক্তার্যুগাগতো রঘুকুলে ভূচক্রবর্তী নৃপ'—EI, ii. 119.

ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত ছিল। ১২২৬ সংবতের বিজোলিয়া-লিপিতে দেখা যায়, সামন্ত নামক প্রথম চৌহান-নৃপতি বৎস-গোত্রীয় এক জন ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহাতে অগ্নি হইতে উৎপত্তির কোন প্রমাণ নাই।[৯]

প্রতিহার রাজপুতগণের ব্যাপারটীও বেশ পরিষ্কার। ৮৭৬ খ্রীঃ ভোজদেবের গোয়ালিয়র-লিপিতে ইঁহাদের বংশ ও রাজত্বের এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।[১০] উহাতে দেখা যায়, রামায়ণের লক্ষ্মণের বংশ প্রতিহাররূপে পরিচিত। লক্ষ্মণ ছিলেন রামচন্দ্রের 'প্রতিহার' অর্থাৎ দ্বাররক্ষক বা শত্রুবিনাশকারী। প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর প্রতিহার-বংশীয় রাজা মহেন্দ্রপাল ও মহীপালকে 'রঘুকুল-তিলক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজশেখর খ্রীঃ ১০ম শতকে মহেন্দ্রপাল ও মহীপাল উভয়েরই সভাকবি ছিলেন। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে খ্রীঃ ১০ম শতকেও প্রতিহারগণ সূর্যবংশীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। আবার একটী শিলালেখে দেখা যায়, প্রথম প্রতিহারের জন্ম হইয়াছিল হরিশ্চন্দ্র নামে এক জন ব্রাহ্মণের ঔরসে এক ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইহাদেরও অগ্নি হইতে উৎপত্তির কোন মূলগত কারণ নাই।

সোলঙ্কি বা চালুক্যগণ চন্দ্রবংশীয়। কলচুরি-হৈহয়-লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে দ্রোণ ভরদ্বাজ তাঁহার শত্রু দ্রুপদরাজকে নিধন করিবার জন্য নিজ অঞ্জলিপূর্ণ জল হইতে বীরশ্রেষ্ঠ প্রথম চালুক্যের জন্ম দান করেন।[১১] লিপিটীর সময় নির্দিষ্ট না থাকিলেও উহাকে খ্রীঃ ১০ম শতকের শেষ ও ১১শ শতকের প্রথম-ভাগের বলিয়া নির্ণীত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দেও চালুক্যদের ভরদ্বাজ-গোত্রীয় চন্দ্রবংশীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে খ্রীঃ ৮ম হইতে ১০ম শতক পর্যন্ত চৌহান, প্রতিহার ও চালুক্যগণ সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, তখন অগ্নিকুলদিগের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য উদিপুর-প্রশস্তিতে পরমারকে অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু উহার আখ্যানের সহিত চাঁদ বর্দইএর আখ্যানের কোন মিল নাই। আখ্যানটী এইরূপ—একবার রাজা বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠের কামধেনু বলপূর্বক লইয়া যান। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জব্দ করিয়া তাঁহার কামধেনু উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য অগ্নিকুণ্ড হইতে পরমার বীরের সৃষ্টি করেন। সেই বীর বশিষ্ঠের ইচ্ছা পূর্ণ করিলে বশিষ্ঠ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গোত্রে পরিচিত হইবার অনুমতি দেন। আবিষ্কৃত নাগপুর-লিপিতেও এই আখ্যান দেখা যায়।[১২] প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে পরমারগণ বিস্তার লাভ করিয়াছে। মহারাষ্ট্রে 'পন্‌বার' নামে পরিচিত পরমারগণ আপনাদের বশিষ্ঠ-গোত্রীয় ও 'সূর্যবংশী' বলিয়া অভিহিত করে।

চাঁদ বর্দইএর বর্ণনায় এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। অনেকের মতে চাঁদ যখন 'পৃথ্বিরাজ রাসা' রচনা করেন তখন ভারতবর্ষ মুসলমানগণের করতলে আসিয়া পড়ায় ভারতের প্রায় সমস্ত লিপি-মালার ধ্বংস হয় এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি খুব কমই অবশিষ্ট থাকে। সেজন্য চাঁদের পক্ষে প্রাচীন ইতিবৃত্ত না জানাই সম্ভবপর। প্রাচীন যুগ হইতে সূর্য ও চন্দ্রবংশই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অগ্নিকুলের সৃষ্টি তাঁহারই উদ্ভাবিত। পরবর্তী যুগে চৌহান, চালুক্য, পরমার ও প্রতিহার-গণের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে চাঁদের বর্ণনাও ভ্রমক্রমে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়াছে।

[Sherring : Hindu Castes & Tribes, i. 145-59 ; Lt. Col. J. Tod : Annals & Antiquities of Rajasthan ; A. F. R. Hoernle : The Prithiraj Rasau of Chand Bardai, Cal. 1881 ; Prithiraj-Raso—Nagari Pracharini Granthamala Series ; A. F. R. Hoernle : 'Some Problems of Ancient Indian Hist.—The Gurjara Clans' in JRAS, 1905 ; Vincent Smith : 'The Gurjaras of Rajputana and Kanauj' in JRAS, 1909 ; J. Roy : 'Rajput Mahrattas'—Anthrop. Inst. 1911 ; C. V. Vaidya : 'The Exploded Myth of Agnikulas'—JBRAS, xxvi, 1921-22, (ii) 1-10 ; Haricharana Bandhu : The Origin of Rajput Kshatriyas, Burdwan 1929 ; G. Festing : From the Land of Princes, Lond. 1904]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অগ্নিকৃচ্ছ্রব্রত — কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই কৃচ্ছ্রব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ তিথিতে উপবাস-বিধি। পলাশ, বিল্বপত্র, কুশ, পদ্ম, উডুম্বর, সুপত—ব্যবহার্য ; দুগ্ধ পেয়।

[গোপীনাথ কবিরাজ : কৃত্যকোষ, সং ৭২০]

অগ্নিকৃত—১ যাহা অগ্নি-দ্বারা করা হইয়াছে। ২ যাহা অগ্নিকে উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছে।

অগ্নিকেতু,— [অগ্নি + √ চায়্ + তু (উণা° ১, ৭৩) ; অগ্নেঃ কেতুরিব] অগ্নির শিখা, ঊর্ধ্বগামী ধূম।

অগ্নিকেতু,—লঙ্কাধিপতি রাবণের অন্যতম সেনাপতি। ইনি রাবণসভায় সশস্ত্র হইয়া রামকে বধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন (রা° ৬, ৯, ২)। লঙ্কাসমরে রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া (রা° ৬, ৪৩, ১১) অগ্নিকেতু রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হন (রা° ৬, ৪৩, ২৬-৭)।

অগ্নিকোণ— [অগ্নির কোণ—৬-তৎ, বা অগ্নিপতিক কোণ (ম-প-লো° ক°).] পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ, পূর্ব-দক্ষিণ কোণ। অগ্নিদেব এই কোণের অধিপতি। [অগ্নি, দ্র°]

অগ্নিকৌতুক— [অগ্নিদ্বারা কৌতুক—৩-তৎ] ক্লী°, অগ্নিখেলা, ধূপাদিত্যাগ, বাজী-পোড়ান ইত্যাদি। [অগ্নিক্রীড়া দ্র°]

অগ্নিক্রিয়া— ১ অগ্নিকার্য, অগ্নিদাহ। 'বিপাকে গোত্রবাসাক দেবতাদিক্রিয়াস্ চ'—

৯ JBRAS, lv.
১০ ASR, 1903-4, 280.
১১ EI, i. 253.
১২ EI, ii. 183.

বাজ° ৩, ২৮৫। ২ অগ্নিতে মৃতের দাহকার্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

অগ্নিক্রীড়া—[অগ্নিদ্বারা ক্রীড়া—৩-তৎ] ১ আগুন লইয়া খেলা, অগ্নিখেলা। ২ আগুনের উপর বা মধ্যে ক্রীড়া। ৩ নানা রংএর আগুন জ্বালান। ৪ বাজী-পোড়ান [-আতসবাজী দ্র°]।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন দেশে আগুন লইয়া খেলার প্রচলন ছিল। এখনও অনেক স্থানে অগ্নিতে ক্রীড়া করিতে দেখা যায়। বিভিন্ন কৌশলে অগ্নি-উৎপাদন করিয়া বৈচিত্র্য প্রদর্শন করাই অগ্নিক্রীড়ার উদ্দেশ্য। বর্তমানে অগ্নিক্রীড়ার মধ্যে বাজী-পোড়ান, ফুলখেলা ও নানাবর্ণের অগ্নি প্রজ্বলিত করা প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রচলিত।

বাজী-পোড়ান—বিভিন্ন উৎসবে বাজী-পোড়ান ভারতবর্ষে বিশেষ প্রচলিত। বাঙলা-দেশে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, দোল, কালীপূজা, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে বাজী-পোড়ানর প্রথা বহু প্রাচীন। অধুনা বিশেষ বিশেষ আনন্দোৎসবেই বাজী-পোড়ানর ব্যবস্থা একটী বিশেষ অংশ বলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষে কালীপূজা বা দীপালি-উৎসবের অগ্নিক্রীড়া বিশেষ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে; বাঙলাদেশে নির্ধন কুটীরবাসী হিন্দুও এই উৎসবের দিন বাজী-পোড়ান ব্যাপারটীকে ধর্মের একটী অনিবার্য অঙ্গ মনে করিয়া যথাসাধ্য উহা সম্পন্ন করে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ অগ্নি-ক্রীড়া সভ্যদেশসমূহে যে বিশেষ আদৃত ছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। অগ্নিক্রীড়ার বা আতসবাজীর উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে কল্পনার উপরে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। অগ্নির ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া আদিম মানব হয়তো বন্য জন্তু প্রভৃতি তাড়নার জন্য বিভিন্ন প্রকারে মশালাদি অন্ধকারে ঘুরাইয়া নিজেকে নিরাপদ করিত। এইরূপ মশালাদি অথবা অগ্নি-সংযুক্ত লাঠিখেলা এখনও অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে বর্তমান। তারপর আতসবাজীর কথা। সোরা আতসবাজীর একটী প্রধান উপাদান। দৈবক্রমে অগ্নি বা জ্বলন্ত অঙ্গারে সোরার প্রথম সংযোগ হইতে ইহার প্রতি মানুষের কৌতূহলী মন আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভব ও তাহার পরিণতির সহিত আধুনিক প্রণালীর অগ্নিক্রীড়ার বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। ১৩শ শতাব্দীতে Berthold Schwartes বন্দুকের জন্য বারুদ (gun-powder) আবিষ্কার করেন; এই বারুদের আবিষ্কার উন্নত ধরণের অগ্নিক্রীড়ার পথ সুগম করে। বিশেষতঃ যুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যদল অত্যস্ত্র শস্ত্রাদির সহিত যে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা ভীষণ ধ্বনি এবং কৌতুকপ্রদ ক্রীড়া করিত তাহা হইতে অগ্নিক্রীড়া বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। ইউরোপে ১৭শ শতকে রাজকীয় বিজয়-উৎসবে সৈন্যবিভাগের কৃত্রিমভাবে আগ্নেয়াস্ত্র-চালনায় অগ্নিক্রীড়ার সূচনা হয়।

খ্রীঃ ১৭শ শতকে উত্তর ইউরোপে নুরেমবার্গ (Nuremberg) অগ্নিক্রীড়ার উপাদান-প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং উত্তর ইউরোপে অগ্নিক্রীড়া-প্রণালী ইতালীয় বা দক্ষিণ ইউরোপীয় প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইতালীয় প্রণালী বিশেষ বিচিত্র ও উন্নত ধরণের ছিল। ফরাসী সম্রাট্ ১৫শ লুই (Louis XV) অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন; বোলনের (Bologne) প্রসিদ্ধ আতসবাজীকার রুজিয়েরি (Ruggieri) ভ্রাতৃদ্বয় ১৫শ লুই-কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ভেরসেল্সে অদ্ভুতপূর্ব আতসবাজীর ক্রীড়া দেখান। এইরূপ ক্রীড়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। রুজিয়েরি ভ্রাতৃদ্বয়ের এক জন Aix-la-chapelle-এর বিজয়োৎসবে ১৭৭৯ খ্রীঃ লণ্ডন শহরে আতসবাজী-ক্রীড়া দেখাইয়াছিলেন। ইউরোপে অতঃপর বিশেষ বিশেষ উৎসব-উপলক্ষ্যে প্রমোদোদ্যান, পার্ক প্রভৃতিতে অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করা একটী বিশেষ রীতি হইয়া উঠে। চীনদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, অগ্নিক্রীড়া সেদেশে অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। রোমান্ জাতি যে সকল আনন্দোৎসব সম্পন্ন করিত অগ্নিক্রীড়া সেগুলির একটী অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। মানিলিয়সের গ্রন্থে রোমসম্রাট্ অগস্টসের সময় রোমে যে অগ্নি-ক্রীড়া হইত তাহার বর্ণনা দেখা যায়। বর্তমানে চরকী, তুবড়ী প্রভৃতি আতসবাজীর বিশেষ প্রচলন আছে। সার্কাসগুলিতেও বহু কৌশল-পূর্ণ আগুনের খেলা দেখান হইয়া থাকে। খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত ক্লডিয়ন্ নামক এক জন রোমান্ গ্রন্থকার বিশদভাবে তদানীন্তন রোমে প্রচলিত অগ্নিক্রীড়ার বিচিত্র বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে দেখা যায় যে তৎকালে রোমে সার্কাসাদিতে চরকী, তুবড়ী প্রভৃতির সাহায্যে কৌশলপূর্ণ ও মনোরম অগ্নি-ক্রীড়াদি প্রদর্শিত হইত।

প্রাচ্যদেশেই অগ্নিক্রীড়ার বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। মুসলমানদিগের নিকট হইতে খ্রীষ্টানদিগের পবিত্র ধর্মক্ষেত্র জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ (Crusade) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধের সময় ইউরোপের সহিত এশিয়ার বিশেষ সংস্রব ঘটে। তখন ইউরোপ হইতে যে সকল নৃপতি বা সেনাধ্যক্ষ ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিতেন তাঁহারা এশিয়া হইতে নানা প্রকার অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) ইউরোপে লইয়া যাইতেন। এইরূপে ইউ-রোপে নানাবিধি অনুকরণে বিভিন্ন প্রকার অগ্নিক্রীড়ার প্রচলন হয়। এই সমুদয় ব্যাপারে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তখন প্রাচ্যে ইউ-রোপের অপেক্ষা অধিকতর বিচিত্র অগ্নি-ক্রীড়ার প্রচলন ছিল এবং প্রচুর অগ্নিচূর্ণও উৎপাদন করা হইত। অতঃপর ইউরোপে বিভিন্ন আনন্দোৎসবে, শোভাযাত্রায় ও প্রদর্শনীতে অগ্নিক্রীড়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইংলণ্ডেও সেই সময় হইতে অগ্নিক্রীড়া বিশেষ আদৃত হয়। বিবাহাদি উৎসবে ইংলণ্ডে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ অগ্নিক্রীড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের রাজা ৭ম হেন্‌রী ও রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহকালে নদীবক্ষে বিশেষ কৌশলের সহিত অত্যাশ্চর্য অগ্নিক্রীড়া সম্পন্ন হয়। ৮ম হেন্‌রীর দ্বিতীয় বার বিবাহের সময়ে অগ্ন্যুদ্গীরণকারী কৃত্রিম ড্রাগনের সাহায্যে অভিনব অগ্নিক্রীড়াদ্বারা বিবাহসভাস্থ জনগণকে

বহ্নি-পরিক্রমা

মরিসাসে অগ্নি-উৎসবে রমণী

মরিসাসে অগ্নি-উৎসবে ক্রীড়ক-দলপতি

ঘোষিত করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের নৃপতিগণও অগ্নিক্রীড়ার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডে অগ্নিক্রীড়ার বিশেষ আদর ছিল। ১৬১৩ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রাজা ১ম জেম্‌সের কন্যার সহিত প্যালেস্‌টাইনের রাজকুমারের বিবাহোৎসবে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শিত হয়।

ফরাসীদেশেও অগ্নিক্রীড়ার বিশেষ আদর ছিল। ১৭০৭ খ্রীঃ ফ্রান্সের সম্রাট্ পারী শহরের বিরাট্ প্রদর্শনীতে অগ্নিক্রীড়ার নিজ হাতে প্রথম অগ্নিসংযোগ করিয়া প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অনেক সময় অগ্নিক্রীড়ায় বা আতসবাজী প্রভৃতি পোড়ান ব্যাপারে লোকের প্রাণহানি ঘটিতে থাকায় ১৫৩৫ খ্রীঃ সম্রাট্ ৫ম চার্লস অগ্নিক্রীড়া-সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করেন। ইহার পর পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অগ্নিক্রীড়ায় আইন বিধিবদ্ধ হয়।

আতসবাজী বা অগ্নিক্রীড়ার জন্য ভারতবর্ষ বর্তমানেও বিশেষ প্রসিদ্ধ। হিন্দুরাজত্বের সময়, বিশেষতঃ রাজপুত-রাজ্যে দীপালী, আহেরিয়া প্রভৃতি উৎসবে বৈচিত্র্যপূর্ণ অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শিত হইত। অদ্যাপি বহু প্রকার অগ্নিক্রীড়া ও আতসবাজীতে ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। বর্তমানে জাপান, জর্মান ও বিলাতী আতসবাজীতে ভারতীয় বাজার পূর্ণ হইলেও দীপালীর সময় আতসবাজী স্বহস্তে প্রস্তুত করা বাঙলার একটী বিশেষত্ব। ভারতবর্ষে মুসলমান, বিশেষতঃ মোগল-শাসনকালে এই শিল্প বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ-উপলক্ষ্যে দিল্লীতে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে যে দরবার হইয়াছিল তাহাতে এক রাত্রিতে লক্ষাধিক টাকার বাজী পোড়ান হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ ইউরোপের মহাযুদ্ধের অবসানে জাতীয় শান্তি-উৎসবে (National Peace Display) লণ্ডনের হাইড পার্কে যে অগ্নিক্রীড়া বা আতসবাজী পোড়ান হয় তাহার বৈচিত্র্য অভূতপূর্ব ও অতুলনীয়; এই বিরাট্ প্রদর্শনীর ন্যায় অন্য কোন প্রদর্শনী অদ্যাপি হয় নাই। ১৯৩৫ খ্রীঃ সম্রাট্ ৫ম জর্জের রাজত্বকালের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় যে রজত-জুবিলী-উৎসব হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতারই তিন দিনে দুই লক্ষ টাকার বাজী পোড়ান হইয়াছিল!

ফুলখেলা—চৈত্র মাসের গাজন বাঙলাদেশের একটী বিশেষ উৎসব। এই সময়ে এক সন্ন্যাসি সম্প্রদায় গাজনের শেষ রাত্রে নানা স্থান হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া অগ্নি প্রজ্বালন করে। পরে জলন্ত অঙ্গারের উপর তাহারা উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করে। এই নৃত্যের সময় জলন্ত অঙ্গার চারিদিকে ছড়াইতে থাকে; তাহাতে এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এই ক্রীড়াই ফুলখেলা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা চড়ক-পূজার অনুষঙ্গী। চড়কপূজায় প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকায় গভর্নমেন্ট-কর্তৃক চড়কপূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে; একারণ ফুলখেলার সেরূপ ঘটা আর নাই।

এখনও পৃথিবীর অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে ফুলখেলার অনুরূপ অগ্নিক্রীড়ার প্রচলন আছে। ভারতবর্ষ, জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে যে সকল অগ্নিক্রীড়ার প্রচলন আছে বিভিন্ন ভ্রমণকারীর বর্ণনা হইতে তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল অগ্নিক্রীড়া অগ্নিপরীক্ষারই অনুরূপ। আশ্চর্যের বিষয়, ইহাতে ক্রীড়ক অগ্নির উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলেও তাহার কোন অনিষ্ট হয় না। রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা আছে; তাহার মূলে অগ্নি অপাপবিদ্ধ জনকে অগ্নিদগ্ধ করেন না। অন্যান্য দেশেও সীতার অগ্নিপরীক্ষার অনুরূপ গল্প আছে। কিন্তু তথাকথিত অনুন্নত জাতি মন্ত্রবলে অথবা যাদুবলেই অগ্নির দাহিকা শক্তি নষ্ট করিতে পারে বলিয়া দাবী করে।

কোন এক ইউরোপীয় মহিলা প্রশান্ত মহাসাগরের কুক দ্বীপের অনুন্নত অধিবাসীদিগের এইরূপ একটী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন—উৎসবের কিছু দিন পূর্ব হইতেই একটী প্রস্তরস্তূপের চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া প্রস্তরগুলিকে ভীষণভাবে উত্তপ্ত করা হয়। উৎসবের নেতা অর্থাৎ সেই দলের সর্দার একটী যাদুদণ্ড (magic wand) হাতে লইয়া এক প্রকার মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সেই প্রস্তর-স্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। তার পর তাহার তিন জন শিষ্য এবং পরে উপস্থিত সর্বসাধারণ সেই স্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। ইহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না। ইহা দেখিয়া কৌতূহলী ইউরোপীয় মহিলাটী দলপতির অনুমতি লইয়া নিজেই সেই স্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলেন। তিনি ভীষণভাবে অগ্নির উত্তাপ অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু পরে দেখিলেন ইহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় নাই।

প্রসিদ্ধা ভ্রমণকারিণী শ্রীমতি রোজে.টা ফর্বেসের Woman Called Wild নামক গ্রন্থে ডাচ্ গায়নায় একটী অগ্নিনৃত্যের বর্ণনা দিয়াছেন। তাহাতে তিনি একটী বালিকাকে গভীর অরণ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে নৃত্য করিয়া অক্ষতশরীরে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়াছেন। অগ্নি বালিকার একটী কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ফিজি দ্বীপেরও কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর হাঁটিবার প্রথা বা উৎসব বর্তমান। ইহারা তিন ফুট গভীর একটী গর্তে প্রথমে পাথর রাখিয়া উৎসবের ষোল ঘণ্টা পূর্বে তাহাতে কাঠের সাহায্যে অগ্নি-সংযোগ করে। সেই সময় অগ্নির উত্তাপে গর্তের নিকটে যাওয়াও দুঃসহ হইয়া পড়ে। পরে পত্রপুষ্পে সজ্জিত এক দল লোক দীর্ঘদণ্ডের সাহায্যে অগ্নিবং উত্তপ্ত প্রস্তরগুলি বাহির করিয়া সাজাইয়া রাখে। অতঃপর সেই সকল উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর দিয়া ক্রীড়কের দল অনায়াসে হাঁটিয়া যায়।

মরিশাস দ্বীপের রোজ-হিলে প্রতি বৎসর ২রা জানুয়ারী একটী অগ্নিক্রীড়া হয়; উহা খুবই আশ্চর্যজনক। সেই স্থানের আদিম অধিবাসীরা প্রতি বৎসর এই দিনে উক্ত উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই উৎসবে দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফুট ও প্রস্থে ছয় ফুট একটী গর্ত করিয়া তাহাতে জলন্ত অঙ্গার রক্ষিত হয়। প্রথমে দলের সর্দার

তাহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। পরে অন্যেরা নানাপ্রকার উল্লাসধ্বনি করিয়া তাহার অনুসরণ করে। অনেক সময় অগ্নিক্রীড়কেরা শরীরে ও মুখে লম্বা লম্বা সূচ বিদ্ধ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। সূচবিদ্ধ করিলেও ইহাদের শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, এমন কি রক্তপাত হইতেও দেখা যায় না।

মহীশূরে প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটা করিয়া এইরূপ অগ্নি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকও ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। প্রথমে একটা খোলা মাঠের এক পার্শ্বে জ্বালানি কাষ্ঠ স্তূপাকারে সজ্জিত করা হয়। উৎসবের পূর্ব দিন সন্ধ্যাকালে ক্রীড়কগণের গুরু সেই স্তূপের চারি দিক্ পরিক্রমা করিয়া পূজা ও মন্ত্রপাঠাদি করেন। পর দিন প্রাতঃকালে একটা গর্তে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হয়। এই উৎসবে বিবিধ বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন করা হয় এবং সহস্র সহস্র দর্শক সমবেত হইয়া থাকে। অগ্নিক্রীড়কেরা পূর্ব দিন সমস্ত রাত্রি নৃত্যাদি করিয়া কাটায়। উৎসবের প্রারম্ভে বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে সমস্ত দর্শকমণ্ডলীকে সাক্ষী করা হয়। গুরু প্রথমে পূজা করেন; অতঃপর নৃত্যাদি করিয়া প্রথমে গুরু এবং তাহার পরে শিষ্যগণ সেই অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। এই সময় উত্তেজনাবশতঃ ক্রীড়কগণের কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেও তাহার শারীরিক কোন ক্ষতি হয় না।

[Vannuccio Biringoccio : Protechnia, Venice, 1540 & 1553 ; Kentish : The Pyrotechnist's Treasury, 1878 ; Chertier : Nouvelles recherches sur les feux d'artifice, 1843 & 1854 ; De Frezier : Traite des Feux d'Artifice, 1707 & 1747 ; Ruggieri : Elemans de Pyrotechnie, 1801 & 1821 ; Websky : Lustfeuerwe k-kunst, Leipzig, 1878 ; A. St. H. Brock : Pyrotechnics—The Hist. and Art of Pyrotechny, 1922 ; Denisse : Traite pratique complet des feux d'artifice, 1882 ; Ency. Brit. : J. G. Frazer : Golden Bough, London, 1900, iii. 305 ff ; A. Lang : Modern Mythology, London, 1897.]

শ্রীহরেশচন্দ্র শর্মাচার্য
শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অগ্নিক্ষেত্র— অগ্নিসংস্থাপনের কুণ্ড, যজ্ঞসম্পাদনোপযোগী স্থান, অগ্নিপূজা-সম্পাদ্য স্থান।—আপ-শ্রৌ° ১৪. ৮. ৫।

অগ্নিখণ্ড—অঙ্গারের খণ্ড। 'অঙ্গারাকর্ষনানি অগ্নিখণ্ডানামাতাননানি' —বঙ্গত্তি° পূর্ব° ১৮৫. ৯।

অগ্নিখদা—উত্তপ্ত কটাহ; নরকাগ্নিকটাহ, নরকাগ্নি।—কারণ্ড° ১০. ১২; ৩৭. ৪।

অগ্নিগত—অগ্নিভূত, যাহা অগ্নির ন্যায় হইয়াছে having become (like) fire. —মিলিন্দ° ৩০২।

অগ্নিগড়—[ওঝাদিগের পারিভাষিক শব্দ] সর্পদষ্ট বা ভূতপ্রেতাধিকৃত ব্যক্তির চতুর্দিকে ওঝারা কুলকাঠ অথবা তালপাতা জ্বালাইয়া আগুনের চক্র বা গড় প্রস্তুত করে এবং মন্ত্র পড়িয়া রোগীকে ঝাড়িতে থাকে। এই চক্রের নাম 'অগ্নিগড়'। [ওঝা দ্র°]

অগ্নিগর্জন— আগুনের উচ্চ শব্দ, ভীষণ আগুন লাগিলে যে এক প্রকার শব্দ হয়।

অগ্নিগর্ভ—[অগ্নির ন্যায় জারক গর্ভ যাহার —বহু°, স্ত্রী— া] ১ অগ্নিজার বৃক্ষ।—রাজনি° ব° ৯। ২ [অগ্নি গর্ভে আছে যাহার—বহু°] সূর্যকান্তমণি, আতসী পাথর lens. —রাজনি° ব° ৭। [সূর্যকিরণে আতসী পাথর ধরিয়া তাহার নিম্নে একখানি সোলা বা অঙ্গার ধরিলে অল্পক্ষণ পরেই উহা জ্বলিয়া উঠে]। ৩ অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ, অরণি। ৪ বিশ, অগ্নি ভিতরে আছে যাহার।

অগ্নিগর্ভা—[অগ্নিগর্ভ + স্ত্রী আ (টাপ্)] স্ত্রী°, ১ শমীবৃক্ষ, সাঁইগাছ accacia suma [শমী দ্র°]। প্রাচীনকালে শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করা হইত। মহাভারতে (১৩. ৮৫. ৩৬-৪৪) শমীগর্ভে অগ্নি লুকায়িত থাকার আখ্যায়িকা আছে। এক বার দেবতাগণ বলোন্মত্ত তারকাসুরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অগ্নিপুত্রের (কার্তিকেয়ের) বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন। তখন তাঁহারা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নির্দেশমত অগ্নির অনুসন্ধানে বহির্গত হন। কিন্তু সমস্ত বিশ্ব ঘুরিয়াও তাঁহারা অগ্নির সন্ধান পাইলেন না। তখন জলোপরি ভাসমান হইয়া একটা ভেক তাঁহাদের সংবাদ দিল যে অগ্নি জলমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। অগ্নি তখন ভেককে অভিশাপ দিয়া অশ্বত্থবৃক্ষে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু একটা হস্তী অশ্বত্থবৃক্ষে অবস্থানের কথা দেবতাদিগকে জানাইলে তাহাকেও অভিশাপ দিয়া অবশেষে অগ্নি শমীবৃক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। একটা শুকপক্ষী এই অবস্থানবার্তা দেবতাদিগকে জ্ঞাপন করিল এবং সেও অগ্নিকর্তৃক অভিশপ্ত হইল। এই সময় হইতে অগ্নি শমীবৃক্ষেই অবস্থান করিতে থাকেন এবং এই স্থানেই দেবতাগণ তাঁহার সন্ধান পান। ২ মহাজ্যোতিষ্মতীলতা, বড়লতাফট্‌কী। ৩ (অগ্নিতুল্য রুদ্রবীর্য ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া) পৃথিবী।—মহা° ১৩. ৮৫. ৩৮-৭১। ৪ বিশ, অগ্নি গর্ভে অর্থাৎ ভিতরে আছে যাহার।

অগ্নিগিরি — অগ্নিপর্বত, আগ্নেয় গিরি, আগ্নেয় পর্বত। যে পাহাড় অথবা উন্নত ভূখণ্ড বা পর্বতের মস্তকস্থ গহ্বর হইতে ধূম, অগ্নি, ধাতুমল ও গলিত ধাতব পদার্থাদি সবেগে উদ্গীর্ণ হয় তাহাকে অগ্নিগিরি বলে। কোন কোন অগ্নিগিরি প্রতিনিয়ত সক্রিয় (active), কোন কোনটী বা বহুকাল পূর্বে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতাদির পর নিষ্ক্রিয় (dormant) হইলেও মধ্যে মধ্যে সক্রিয় হইয়া উঠে; আবার কোন কোন অগ্নিগিরি একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। দ্রবদাহ উত্তপ্ত ধাতব পদার্থাদিই অগ্নিগিরি উদ্গীরণ করে। অগ্ন্যুৎপাত বা অগ্নি-উদ্গীরণ করে বলিয়াই ইহার নাম অগ্নিগিরি।

রোমের পৌরাণিক অগ্নিদেবতা ভল্কানের (Vulcan) নামানুসারে অগ্নিগিরির লাটিন নাম Volcano হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরের এট্‌না ও লিপারি দ্বীপপুঞ্জের অগ্নিগিরিগুলি গ্রীকদিগের অগ্নিদেবতা হেফেস্‌টসের বাসভূমি বলিয়া খ্যাত। হেফেস্‌টস্ (Hephaestus) প্রাচীন রোমেরই ভল্কান্ দেবতা।

সাধারণতঃ অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গেই মুখ

পাহাড়ের আকারে অগ্নিগিরির উৎপত্তি হয়। কোন কোন অগ্নিগিরি ১৭০০০ হইতে ২৩০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। উচ্চতা-অনুযায়ী অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাত নির্ণীত হয় না। ইতালীর ভিসুভিয়স, জাপানের বন্দাই-সন্ (Bandai-san), আইসলণ্ডের স্কেপ্টার জোকাল (Skaptar Jokull) প্রভৃতি অগ্নিগিরির উচ্চতা হাজার ফুটেরও কম, কিন্তু এইগুলির ভীষণ অগ্ন্যুদ্গীরণ অতুলনীয়।

অগ্নিগিরির শঙ্কুর ন্যায় আকৃতি হওয়ার সহিত ধাতুদ্রবাদির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ ভূমধ্যস্থ উত্তপ্ত কর্দম ও ধাতব পদার্থাদি সবেগে ভূত্বক্ বিদীর্ণ করিয়া গহ্বরের সৃষ্টি করে এবং সেই গহ্বরমুখ হইতে ধাতুদ্রব ও কর্দমাদি উদ্গীর্ণ হইয়া স্তূপীকৃত হয় এবং শঙ্কুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পর্বতের কোন কোন স্থানে ইহার আকৃতির রূপান্তরও দেখা যায়। আবার দুই এক স্থলে দেখা গিয়াছে যে উদ্গীর্ণ পদার্থনিচয়ের সমবায়ে পর্বতাকৃতি স্তূপ না হইয়া একপ্রকার প্রস্তর-স্তূপের সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণতঃ ভস্ম ও ধাতুমলাদি অন্যান্য ধাতব পদার্থসহ অগ্ন্যুৎপাত-কালে সবেগে বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া আবার নিম্নে পতিত হইয়া স্তূপের সৃষ্টি করে। গলিত ধাতুদ্রব্যাদি স্রোতের ন্যায় পর্বতগাত্র দিয়া বহিয়া যায়; এজন্য অগ্নিগিরি কোন কোন স্থলে ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর আকার ধারণ করে। অগ্ন্যুৎপাতের স্থিতিকাল ও শক্তি-অনুযায়ী ধাতুদ্রবেরও হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৭৯ খ্রীঃ ভিসুভিয়সের যে বিখ্যাত অগ্ন্যুৎপাতে পম্পিয়াই ও হারকুলেনিয়ম নগর বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহাতে ধাতুদ্রব নির্গত হয় নাই—ধাতুমল ও ভস্মমিশ্রিত একপ্রকার উত্তপ্ত কর্দম বহু ফুট পুরু হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীঃ ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতে চারি ঘন মাইল পরিমাণ ধাতব পদার্থ উদ্গীর্ণ হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ■ ১৮১৫ খ্রীঃ সুম্বত্তা দ্বীপের তম্বোরা গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রায় চারি শত ঘন মাইল পরিমাণ পদার্থ নির্গত হইয়াছিল।

সাধারণতঃ গোলাকার গহ্বরের মুখ দিয়াই ধাতব পদার্থাদি উদ্গীর্ণ হয়। ধাতব পদার্থ সকল সময়ে উদ্গীর্ণ না হইলেও ধূমনির্গমনের ফলে এই মুখ বন্ধ হইতে পারে না। অগ্নিগিরি নিষ্ক্রিয় হইলে ধাতব পদার্থ বা মলাদি উদ্গীর্ণ হয় না; ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত পদার্থাদির সহিত কোন কারণে এই গহ্বরের সংযোগস্থান বন্ধ হইলে সেই স্থানে স্থিত পদার্থাদি নিঃশেষিত হইলেই এইরূপ হইয়া থাকে। তখন ধাতব পদার্থাদি শীতল হইয়া অগ্নিগিরির মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং অনেক সময়ে গহ্বরগাত্রও ভাঙ্গিয়া দিয়া গহ্বরের মুখ বন্ধ করে। অগ্নিগিরি একেবারে নির্বাপিত না হইলে মধ্যে মধ্যে অবরুদ্ধ গহ্বরমুখ ছিন্ন করিয়া পুনরায় অগ্ন্যুৎপাতাদি হইয়া থাকে। আবার পূর্বের মুখ দিয়া উদ্গীর্ণ হইবার সুবিধা না হইলে পর্বতের যে কোন দিক্ দিয়া সবেগে ধাতুস্রবাদি হইতে পারে। এক্ষেত্রে অগ্নি-গিরির মুখেরও পরিবর্তন হয়। যে সমুদয় অগ্নিগিরি অত্যন্ত উচ্চ তাহাদের শিখর পর্যন্ত ধাতুদ্রব পৌছিতে পারে না: সেগুলি অনেক সময় পর্বতগাত্রস্থ সহজভেদ্য স্থান ভেদ করিয়া উৎপতিত হইয়া থাকে। এইরূপে সেই পর্বতের গাত্রদেশে অন্য স্তূপাকৃতি শৈলের উৎপত্তি হয়। এট্‌নার অগ্নিগিরিতে এইরূপ শত স্তূপাকৃতি গণ্ডশৈল আছে।

অনেক স্থলে বহুদূরবিস্তৃত ধাতুস্তর দেখা যায়—কোন অগ্নিগিরির আকারে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে মধ্যে মধ্যে পৃথিবীর গাত্রের ফাটল দিয়া ধাতুদ্রব নির্গত হইয়া থাকে। বর্তমানে এইরূপ ধাতুদ্রবের নিদর্শন না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন স্থানের ধাতুস্তর ও মৃত্তিকাদি পরীক্ষা করিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বৃটেন ও আয়র্লণ্ডের উত্তরাংশে বৈজ্ঞানিকগণ ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। বিশেষতঃ আইস্‌লণ্ডে এইরূপ বহুদূরবিস্তৃত ধাতুস্তর আছে।

সমুদ্রগর্ভে অগ্ন্যুৎপাতের প্রমাণ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এইরূপ উৎপতনে সমুদ্র-গর্ভ আলোড়ন, ধূম- ও অগ্নি-উদ্গীরণ প্রভৃতি হইয়া অকস্মাৎ সমুদ্র হইতে শঙ্কুয়াকৃত দ্বীপ বা পর্বতের আবির্ভাব হয়। এই সকল দ্বীপ আবার অকস্মাৎ অন্তর্হিতও হইয়া যায়। ১৮৩১ খ্রীঃ ভূমধ্যসাগরে সিসিলি ও আফ্রিকার উপকূলের মধ্যবর্তী স্থানে একটী দ্বীপ আবির্ভূত হইয়াছিল। এইরূপ বিভিন্ন স্থলে উদ্ভূত দ্বীপের সম্বন্ধে বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা করিয়াছেন।

অগ্নিগিরি হইতে অগ্ন্যুদ্গমের পূর্বে সাধারণতঃ অগ্ন্যুদ্গমের স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ভূকম্প হইয়া থাকে এবং প্রায়ই ভূমধ্য হইতে বজ্রধ্বনির ন্যায় গড়্‌গড়্ শব্দ ধ্বনিত হইতে থাকে। অনেক সময়ে আবহাওয়ারও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ পর্বতের মুখ হইতে নানা প্রকার গ্যাস উত্থিত হইতে থাকে। যে সকল স্থানে পর্বতের মুখে জল জমা হইয়া হ্রদের সৃষ্টি করে সেই সমুদয় স্থানে পুনর্বার অগ্ন্যুদ্গমের উপক্রম হইলে জল গরম হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে।

অধিকাংশ স্থলেই অগ্ন্যুদ্গমের পূর্বে পর্বতমুখ হইতে ভীষণভাবে বাষ্প বাহির হইয়া জলস্তম্ভের ন্যায় আকার ধারণ করে। ৭৯ খ্রীঃ ভিসুভিয়সের প্রলয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গমের সময় এইরূপ ভীষণ বাষ্প উঠিয়াছিল; টাসি-টাসের নিকট প্লিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৬ খ্রীঃ ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুদ্গমের প্রাক্কালে ধূলিমিশ্রিত বাষ্প ও ধূম ঊর্ধ্বদিকে প্রায় ৭।৮ মাইল পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীঃ ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুদ্গমের সময় এইরূপ বাষ্প প্রায় ২০ মাইল উপরে উঠিয়াছিল। অগ্ন্যুদ্গমের পূর্বে পর্বতের নিকটবর্তী প্রস্রবণ ও কূপাদি জলশূন্য হইতেও দেখা যায়।

পর্বত হইতে উত্থিত ধূলি ও অন্যান্য পদার্থমিশ্রিত বাষ্প পরে শীতল হইলে বৃষ্টির ন্যায় চারিদিক্ ব্যাপিয়া পতিত হয়। এইরূপ বৃষ্টি অধিকাংশ স্থলেই অগ্নিগিরির সন্নিহিত স্থানের ভীষণ ক্ষতি করে; কারণ এই বৃষ্টি অতি মাত্রায় কর্দম ও ধাতব মলাদিতে পূর্ণ থাকে। ৭৯ খ্রীঃ ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুদ্গমের

প্রাক্কালে হারকুলেনিয়ম নগর এইরূপ কর্দম-বৃষ্টিতে নিমজ্জিত হইয়াছিল। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে প্রবল কর্দম-বৃষ্টির কথা প্রায়ই শুনা যায়। কখন কখন অগ্নিগিরি হইতে উষ্ণ কর্দমস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। অগ্নিগিরি হইতে উদ্গত উষ্ণ ধাতব ভস্মাদি নিকটবর্তী নদী ও হ্রদাদির জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াও কর্দম-প্রবাহের সৃষ্টি করে। আইস্‌লণ্ডে গলিত তুষার, নদী ও হ্রদের জলের সহিত ভস্ম মিশ্রিত হওয়ায় এইরূপ কর্দমপ্রবাহের সৃষ্টি হইতে প্রায়ই দেখা যায়। ১৯০২ খ্রীঃ মার্টিনিকের মণ্ট-পেলেতে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে অতি প্রবল কর্দমস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকার পর কোন অগ্নিগিরি পুনর্বার অগ্ন্যুদ্গীরণ করিবার প্রাক্কালে গহ্বরে সঞ্চিত পদার্থাদি প্রথমে উদ্গীরণ করে। ইহা প্রধানতঃ আগ্নেয় গহ্বরপথের গাত্রনিহিত ভস্ম ও প্রস্তরাদিতে পূর্ণ থাকে। এই সকল পদার্থে নানা প্রকার ধাতব পদার্থও মিশ্রিত থাকে। এইরূপ ভিসুভিয়সের সোম্মা পর্বত হইতে প্রচুর চুণা পাথর উদ্গীর্ণ হইয়াছিল। এট্‌নায় উদ্গীর্ণ ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে বেলে পাথর স্ফটিক-পাথরে পরিণত হইয়াছিল।

অগ্নিগিরির মুখের বাধা এইরূপে অপসারিত হইলে তাহা হইতে প্রবল বেগে ছোট-বড় নানা প্রকার পোড়া কয়লা ও চূর্ণীকৃত ধাতব পদার্থও বাহির হয়। বড় বড় পোড়া কয়লাকে cinder বা scoriae, ছোটগুলিকে lapilli, গোলাকার কয়লাকে bombs বা volcanic tears এবং চূর্ণীকৃত ধাতুদ্রবকে volcanic sand বলে। এইরূপ চূর্ণ অতি সূক্ষ্ম হইলে তাহাকে ভস্ম (ash) বলা হয়। ১৯০৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ভিসুভিয়স হইতে কয়লা, ভস্ম ও ধাতুচূর্ণাদি উদ্গীর্ণ হইয়া ওটাজানো ও সান্ গিউসেপ্‌ নামক নগরদ্বয় আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

অগ্নিগিরি হইতে উদ্গীর্ণ ছোট-বড় কয়লা ও ধাতুকণা প্রভৃতি কঠিন ধাতুদ্রব ভিন্ন কিছুই নহে। গলিত ধাতুদ্রব স্রোতাকারে প্রবাহিত হয়; সাধারণতঃ পর্বতের উচ্চতা, ক্রমনিম্নতা ও উদ্গীরণের বেগ-অনুযায়ী ধাতু-দ্রবের বেগের তারতম্য হইয়া থাকে। ১৮৫৫ খ্রীঃ হাওয়াই দ্বীপের মৌনা লোয়া পর্বতে ধাতুদ্রব ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। ১৮০৫ খ্রীঃ ভিসুভিয়স হইতে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ধাতুস্রোত বহিয়াছিল। ক্রমে শীতল হইলে ধাতুস্রোতের উপর কঠিন আবরণ পড়িতে পারে; তবে আবরণের নিম্ন দিয়াও অধিকাংশ স্থলে স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। পর্বত হইতে নিম্নগামী ধাতুস্রোত মধ্যপথে কোন বৃহৎ প্রস্তরে বাধা পাইলে জলপ্রপাতের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন স্থলে ধাতুস্রোত গুহার সৃষ্টি করে। পরে ধাতুস্রোত বন্ধ হইলে সেই গুহার গাত্রদেশে এবং গুহার শীর্ষস্থানে চূর্ণীকৃত একপ্রকার ধাতব পদার্থ ঝুলিতে থাকে; নিম্নদেশে এইরূপ চূর্ণময় পদার্থ প্রায়ই সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়।

অগ্নিগিরি হইতে বহির্গত ধাতুদ্রব শীতল হইয়া অনেক সময় এক প্রকার অনাকিক কাচধর্মী পদার্থে পরিণত হয়। এইরূপ কাচকে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকগণ obsidian বলিয়া থাকেন। এট্‌না, ভিসুভিয়স প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে কাচপদার্থ নির্গত হইয়াছিল। অনেক স্থলে কাচপদার্থ ভাসিয়া বেড়ায় এবং ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া প্রস্তরের আকার ধারণ করে। এইরূপ প্রস্তরগিরিকে porphyry এবং উহার গঠনপ্রণালীকে porphyritic বলে।

ধাতুদ্রবের রাসায়নিক উপাদান সকল সময়ে একরূপ থাকে না। কোন কোন সময়ে উহাতে এসিডের ভাগ ও কোন কোন সময়ে ক্ষারিক (basic) ভাগ অতিরিক্ত থাকে। এট্‌নার ভল্ দেল্ বোভের পুরাতন মুখ Trifoglietto হইতে যে ধাতুদ্রব নির্গত হইয়াছিল তাহার সহিত শতকরা ৫৫ ভাগ সিলিকা ছিল।

হাওয়াই দ্বীপের অগ্নিগিরি হইতে বহির্গত ধাতুদ্রব এক প্রকার কেশনিভ পদার্থে (capillary lava) পরিণত হইয়াছিল; উহাকে হাওয়াই দ্বীপের অগ্নিগিরির দেবতা 'পেলে'র কেশ বলিয়া তথাকার অধিবাসীরা বিশ্বাস করে। বর্তমানে ইহা Pele's hair নামে খ্যাত।

অনেক সময়ে উত্থিত বাষ্পের সংস্রবে ধাতুদ্রব স্পঞ্জের আকার ধারণ করে; এইরূপ লাভাকে pumiceous lava বলে। ধাতু-দ্রব হইতে অবিরত ধূমোদ্গীরণ হইতে থাকে। ধাতুদ্রব ঠাণ্ডা হইবার পর উহার উপরে শক্ত আবরণ পড়িলে অনেক সময় অভ্যন্তরস্থ বাষ্প শঙ্কুর আকারে সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হয়। এইরূপ শঙ্কুকে spiracles বলা হয়। অগ্নিগিরির বাষ্পনির্গমনের রন্ধ্রগুলির নাম fumaroles.

১৯০২ খ্রীঃ পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পেলে পর্বতের অগ্ন্যুদ্গমে অতি ভীষণ বেগে ঘন মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণ শ্বাসরোধকারী উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ ধূম নির্গত হইয়া পরে বৃষ্টির আকারে পতিত হইয়াছিল।

সাধারণতঃ ভূকম্পপ্রবণ প্রদেশগুলিতেই অগ্নিগিরির প্রাচুর্য দেখা যায়। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে ভূকম্পের সহিত অগ্নিগিরির কোন সম্পর্ক নাই, তবে মূলতঃ একই কারণে ভূকম্প হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ভূমধ্যস্থ গলিত ধাতব পদার্থের আলোড়ন বা বিকৃতিতেই ভূকম্প বা অগ্নিগিরির উদ্ভব হয়। বৈজ্ঞানিকগণ ভূমণ্ডলের অগ্নিগিরিসঙ্কুল ভূভাগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ অগ্নিগিরির আবেষ্টনীতে ভূমণ্ডল বেষ্টিত রহিয়াছে। এই আবেষ্টনীকে fracture-lines বলা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বতটে এইরূপ অগ্নিগিরি-বলয় কেপ্ হর্ন হইতে আলাস্কা পর্যন্ত বিস্তৃত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহু অগ্নিগিরি বর্তমানে নিষ্ক্রিয় হইয়া আছে।

জাপান-দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ দিক্ দিয়া অগ্নিগিরি-বলয় চলিয়া গিয়াছে। এই বলয় কয়্যোসা হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত

বিস্তৃত। ইহার মধ্যে বহু জলমগ্ন অগ্নিগিরির নিদর্শনও পাওয়া যায়।

নিউজিল্যণ্ডের উত্তরস্থ দ্বীপ অগ্নিগিরি-প্রবণ। ১৮৮৬ খ্রীঃ টেরাবেরার প্রবল অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ১৫টীরও অধিক অগ্নিগিরি আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অগ্নিগিরি-বলয়ের সহিত ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অগ্নিগিরি-বলয়ের সংযোগ বর্তমান। এই বলয় নিউ-গিনি হইতে বন্দা ও সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া যাভা ও সুমাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। যাভার পূর্বস্থ ফ্লোরেস্, সুম্বা, লোম্বোক এবং বলি প্রভৃতি দ্বীপে অনেকগুলি অগ্নিগিরি আছে। যাভা-দ্বীপে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অগ্নিগিরির সংখ্যা ৪৮ টীরও অধিক। ১৭৭২ খ্রীঃ যাভার পাপন্-ডয়ঙ্গের অগ্নিগিরি হইতে অকস্মাৎ অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীঃ ক্রাকাতোয়া দ্বীপে অগ্নিগিরির উৎক্ষেপে দ্বীপের একটী অংশ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। সুমাত্রার ভিতর দিয়া একটী অগ্নিগিরি-বলয় বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ব্যারেন দ্বীপে একটী সক্রিয় এবং নরকোন্দমদ্বীপে একটী নিষ্ক্রিয় অগ্নিগিরি আছে। ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকে ম্যাস্কারিন দ্বীপপুঞ্জ ও রি-ইউনিয়ন দ্বীপে সক্রিয় অগ্নিগিরির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্তে নিউ আমস্টারডাম এবং সেন্ট পল দ্বীপেও অগ্নিগিরি আছে।

ইউরোপে ভিসুভিয়সই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ভূমধ্যসাগরে সিসিলি দ্বীপের এট্না, লিপারি দ্বীপপুঞ্জ, স্ট্রোম্বলি ও ভল্কানো অগ্নিগিরিও সক্রিয়। সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরস্থ সস্তোরিনে অগ্নিগিরির উদ্ভব হইয়াছে। সিসিলি ও আফ্রিকার উপকূলের মধ্যবর্তী স্থানেও জলমগ্ন অগ্নিগিরির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৩১ খ্রীঃ ঐ স্থানে একটী অগ্নিগিরি উদ্ভূত হইয়া আবার অন্তর্হিত হইয়াছিল। ঐ দ্বীপ গ্রাহাম দ্বীপ নামে খ্যাত। আগ্নেয় দ্বীপ প্যান্টেলারিয়া দ্বীপের নিকট আর একটী অগ্নিগিরি সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। ইউরোপের নির্বাপিত অগ্নিগিরিগুলির মধ্যে অভারেন্, ইফেল, বোহেমিয়া ও কাটালোনিয়া প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইতালীর ইউগানিয়ান ও আলবান পর্বত এবং ফ্রেগ্রাইয়ান ভূমিতেও অগ্নিগিরির চিহ্ন পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর সক্রিয় অগ্নিগিরির সংখ্যা ৩০০ হইতে ৪০০এর মধ্যে স্থির করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় অগ্নিগিরিগুলিকেই ধরিলে এই সংখ্যা বহু সহস্রে দাঁড়ায়।

অগ্নিগিরির উৎপত্তির কারণ—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ উহার বহির্ভাগ হইতে উত্তপ্ত। পৃথিবীর কঠিন আবরণের নিম্নে দ্রবীভূত একটী স্তর আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই দ্রবীভূত স্তরকে magma বলা হয়। এই স্তরে চাপ পড়িলে উত্তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থে গ্যাস উৎপন্ন হইয়া তাহা সবেগে বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেক স্থলে এই গ্যাস ভূত্বক্ বিদীর্ণ করিয়া আপনি বাহির হইয়া আসে; উহার সহিত অভ্যন্তরস্থ ধাতুদ্রবও ঊর্ধ্বগামী হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, অধিকাংশ অগ্নিগিরি সমুদ্রের নিকটে বা উহার নিকটবর্তী প্রদেশে অবস্থিত। ইহাতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে কোনক্রমে ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থের সহিত কোন প্রকারে সমুদ্রজলের সংযোগ থাকিলেই বিস্ফুরণ হইয়া অগ্ন্যুদ্গমের সূচনা করে। এই জন্য অগ্ন্যুদ্গমকালে প্রচুর ধূম, বাষ্প ও জলীয় পদার্থ নির্গত হইতে দেখা যায়; অবশ্য সকল স্থানে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। প্রধানতঃ যে সমুদয় স্থানে ভূত্বক্ সহজভেদ্য সেই সকল স্থানেই অগ্ন্যুদ্গম হইয়া থাকে। পর্বতভূমীর মধ্যবর্তী স্থান বিশেষভাবে সহজ-ভেদ্য। এজন্য পর্বতীয় স্থানেই অধিকাংশ অগ্নিগিরির উদ্ভব হইয়াছে।

আগ্নেয় দ্বীপ (Volcano Islands)—প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণস্থ তিনটী দ্বীপ আগ্নেয় দ্বীপ নামে খ্যাত। ইহাদিগকে মাগেলান দ্বীপপুঞ্জও বলা হয়। জাপানে এই দ্বীপত্রয় Kwazan-retto নামে প্রসিদ্ধ। ইহার অবস্থান ২৪° ও ২৬° উ° এবং ১৪১° ও ১৪২° পূ°। দ্বীপ তিনটীর নাম—কীতো-ইও-জিমা Kito-iwo-jima (Santo Alessandro), ইও-জিমা Iwo-jima (Sulphur) ও মিনমি-ইও-জিমা Minami-iwo-jima (Santo Agostino)। ইহাদের মধ্যে কীতো-ইও-জিমা সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৫২০ফুট এবং মিনমি ইও-জিমা ৩০২১ফুট উচ্চে অবস্থিত।

কর্দমোৎপাদক অগ্নিগিরি—(Mud Volcanoes)—কর্দম-উদ্গীরণকারী অগ্নিগিরিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; একটী শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে অগ্ন্যুদ্গমের সহিত সংশ্লিষ্ট, অপরটীর সহিত অগ্ন্যুদ্গম বা অগ্নিগিরির কোন সম্পর্ক নাই। ভূগর্ভস্থ খনিজ তৈলসিক্ত স্তরাদিতে গ্যাস উৎপন্ন হইয়া কর্দম উদ্গারণ করিবার জন্যই এই দ্বিতীয়টীর আবির্ভাব হয়। ক্রিমিয়া দ্বীপ, বর্মা ও কাস্পিয়ান সাগরতীরের প্রদেশগুলিতে এইরূপ পর্বত আছে। কোন কোন স্থানে এইরূপ কর্দমের সহিত ধাতুদ্রবের কণিকাও নির্গত হয়। উষ্ণ প্রস্রবণের উৎপত্তির সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। উষ্ণ প্রস্রবণে স্বচ্ছ জল নির্গত হয়, কিন্তু ইহাতে কর্দম-মিশ্রিত জল বাহির হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্থলে নির্গত পদার্থ আঠার মত হইয়া থাকে। আইস্লণ্ড ও সিসিলি দ্বীপে এইরূপ কর্দমোদ্গীরণকারী অগ্নিগিরি আছে।

জলমগ্ন অগ্নিগিরি (Submarine Volcanoes)—সমুদ্রগর্ভেও অগ্নিগিরির নিদর্শন পাওয়া যায়। অগ্ন্যুদ্গমের ফলে সমুদ্রজল ভীষণভাবে আলোড়িত হইয়া উঠে এবং উহার অভ্যন্তর হইতে বজ্রনির্ঘোষের মত গম্ভীর ধ্বনি শোনা যায়। কোন কোন স্থলে জল উচ্চ প্রস্রবণের আকারে বহু ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। চারিদিকে অগ্নিগিরি-প্রক্ষিপ্ত পদার্থাদির সহিত স্ফুর্গ ও মৎস্যাদি ভাসিতে থাকে। কখন কখনও অগ্ন্যুদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয় দ্বীপেরও সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ স্থলে এইরূপ দ্বীপ কিছুকাল পরে অদৃশ্য হইয়া যায়। ভারত

মহাসাগরের গ্রীষ্টমাস দ্বীপ (১৪০০০ ফুট উচ্চ) এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরের অগ্নিগিরিবিশিষ্ট দ্বীপগুলি প্রথমে সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যারিং সাগরস্থ ক্যাসল দ্বীপ এইরূপ সমুদ্রগর্ভ হইতে অগ্ন্যুদ্গমের ফলে ১৭৯৬ খ্রীঃ আবির্ভূত হইয়াছে। এই দ্বীপের পার্শ্বেই ১৮৮৩ খ্রীঃ নিউ বোগোস্লোফ নামে পরিচিত নূতন আগ্নেয় দ্বীপের উৎপত্তি হয়।

[C. E. Dutton: 'Volcanoes and Radioactivity' in Jour. of Geology, xiv. Chicago, 1906; T. C. Chamberlin & R. D. Salisbury: Geology, Processes and their Results, 1905; G. P. Scrope: Volcanoes, 1872; G. D. Louderback: The Relation of Radioactivity of Vulcanism; J. Joly: Radioactivity and Geology, 1909; Tempest Anderson: Volcanic Studies in many Lands, 1903 & 1917; A. Harker: The Natural Hist. of Igneous Rocks, 1909; J. Joly: The Surface Hist. of the Earth, 1925; G. Mercalli: I Vulcani attivi della terra, 1907; F. V. Wolff: Der Vulkanismus, Stuttgart, 1914; S. Arrhenius: 'Zur Physik des Vulcanismus' in Geologiska Foreningens i Stockholm Forhandlingar, Band xxii. 1900; F. W. Clarke: 'The Data of Geochemistry' in Bull. U. S. Geological Survey, No. 770, 1924; H. J. Johnston-Lavis: 'The Eruption of Vesuvius in April 1906' in Sc. Trans. Royal Dublin Society, Jan. 1909; The Eruption of Krakatoa Committee of the Royal Society, 1888; Tempest Anderson & J. S. Fleet: Royal Society Rep. on the Eruption of the Soufriere, in St. Vincent, in 1902; A Lacroix: La Montagne Pelee, 1904; I. C. Russell: Volcanoes of North America, 1897; G. H. Hitchcock: Hawaii and its Volcanoes, Honolulu, 1909; Ency. Brit.]

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন

অগ্নিগৃহ— ক্লী°, ১ গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের রক্ষার্থ গৃহ, অগ্ন্যাগার।—মনু° ৪. ৫৮ (কুল্লুক)। ২ শ্রৌত ও স্মার্ত হোমশালা। ৩ পারসীকগণের অগ্নিপূজার জন্য নির্দিষ্ট পবিত্র গৃহ। ৪ উষ্ণজলে স্নান করিবার গৃহ hot-bath-room—চরক°।

অগ্নিগৃহপতি সহস্পুত্র— সূক্তদ্রষ্টা ঋষি। ইনি সহের পুত্র গৃহপতি।—ঋ° ৮. ১০২।

অগ্নিগোদান— [অগ্নিদেবতাত্র যস্মিন্ গোদানে তদগ্নিগোদানম্। অগ্নিশব্দেন তদ্দৈবত্যং গোদানং লক্ষ্যতে। অগ্নিগোদানমদোতি বিগ্রহঃ] গোদান নামক কর্ম যাহাতে অগ্নি দেবতা। এই কর্মে হোম, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি, স্নানাদি কর্তব্য।—আপ-গৃহ্য° ১৬. ১৩।

অগ্নিঘট— (বৈদিক) অগ্নিরক্ষার পাত্র-বি°।—কাত্য° ১৮. ১১।

অগ্নিঘৃত— [অগ্নি + √ঘৃ + ক্ত। 'অগ্নিঘৃশিক্তাঃ ক্তঃ'—উণা° ৩. ৮৯] (বৈদ্যক। ঔষধ-বি°। ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ঘৃত, অগ্ন্যুদ্দীপন ঘৃত। প্রস্তুতবিধি— পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপুল, হিঙ্গু, চৈ, যমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও হবুষা ইহাদের প্রত্যেকের উক্তমরূপ চূর্ণিত কল্ক ৪ তোলা; দধি /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, শুক্ত /৪ সের ও আদার রস /৪ সের; এই সকল দ্রব্যের সহিত /৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিতে হয়। ইহা মন্দাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহাতে অর্শ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্বুদ, অপচী, কাশ, গ্রহণী, শোথ, মেদ, ভগন্দর এবং বস্তি ও কুক্ষিগত রোগসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। —'চক্রদত্ত' অগ্নিমান্দ্য-চি° ২১।

অগ্নিচয়—অগ্নিরাশি = heap of fire —রা° ৩. ৯. ৩৫: ৩. ৬১. ৯; ৫. ৫৫. ১৮ ॥ বো-রো° ॥

অগ্নিচয়ন,—[অগ্নি + √চি + ল্যুট্ ভাবে, করণে—ভ-ক্ত; পা° ৩. ১. ১৩২ (কাশিকা)] ক্লী, ১ (বৈদিক) অগ্নির স্থাপন, অগ্ন্যাধান। ২ অগ্ন্যাধান-মন্ত্র।

অগ্নিচয়ন,—শাস্ত্রীয় অগ্নিসম্পাদ্য গ্রন্থ-বি°। —Oppert 1373, 1730, 1731; Cat. Cat. ~কারিকা—গ্রন্থ-বি°।—বৌধা° Burnell. 25b; Cat. Cat. ~প্রয়োগ—গ্রন্থ-বি°(আপ°)।—Peters, 2, 176; Cat. Cat.

অগ্নিচাক্ষুষ—সূক্তদ্রষ্টা ঋষি। —ঋ° ৯. ১০৬. ১-৩; ১০, ১৪।

অগ্নিচিৎ—[অগ্নি + √ চি + (কর্মণি) ক্বিপ্—ভূতার্থে—অগ্নিং চিতবান্। 'অগ্নৌ চেঃ' —পা° ৩. ২. ৯১] ১ বিণ, যিনি অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, যিনি বিধিপূর্বক অগ্নিস্থাপন করিয়াছেন, কৃতাগ্ন্যাধান, আহিতাগ্নি, সাগ্নিক, যজ্ঞীয় অগ্নিগ্রহণকারী। 'বিনয়ে বিধিবদ্য নৈষ্ঠিকং যতিভিঃ সার্ধমনগ্নিমগ্নিচিৎ'—রঘু° ৮. ২৫ ॥ অত্রি° মত্স্য° ৮৮; শতপ্র° ৭৫. ৬৩; ৭৯. ২৬; শঙ্খ° অম° ব্রহ্ম° ২৯॥ ২ অগ্ন্যাধান।

অগ্নিচিতি—অগ্ন্যাধান, অগ্ন্যাধান-ঘর।

অগ্নিচিতিকারিকা— অগ্নিস্থাপনবিষয়ক গ্রন্থ (আপ°)।—Peters. 2. 176: Cat. Cat.

অগ্নিচিত্যা— [অগ্নি + √চি + ক্যপ্ (ভা°) + আ; 'চিত্যাগ্নিচিত্যে চ'—পা° ৩. ১. ১৩২; বোপ° ২৬. ১১; নিপাতনে সিদ্ধ (চিত্যশব্দোঽগ্নিচিত্যাশব্দশ্চ নিপাত্যতে। ভাবে যকারপ্রত্যয়স্তুক্ চ—কাশিকা)—অগ্নে চেয়, অগ্নিচেয়] স্ত্রী°, অগ্নিচয়ন, অগ্ন্যাধান, অগ্নিসঞ্চয়। 'সর্বং বা অগ্নিচিত্যা'—কৌ-ব্রা° ১৯. ৫, ৭। 'কৃত্তপাব্যবস্তাং কল্পিতাগ্নিচিত্যাবতাং তথা'—কল্কি° ৩. ৬৮।

অগ্নিচিত্বৎ— [অগ্নিচিৎ + মতুপ্; পা° ৮. ২. ১০] (বৈদিক) অগ্নিচয়নশীল যজ্ঞ।

অগ্নিচূড়— [অগ্নিবর্ণ চূড়া যাহার—বহু°] কুক্কুট, মোরগ, কুঁকড়া, তাম্রচূড়পক্ষী [কুক্কুট দ্র°]।

অগ্নি-চূর্ণ, -চূর্ণক —[অগ্নিজনক চূর্ণ, চূর্ণক —ম-প-লো°] অগ্ন্যুৎপাদক চূর্ণ বা গুঁড়া, বারুদ gunpowder. শুক্রনীতিসার প্রভৃতি গ্রন্থে অগ্নিচূর্ণের প্রস্তুতপ্রণালীর প্রকরণ প্রদত্ত হইয়াছে। [বারুদ দ্র°]

অগ্নিজ,—[অগ্নি + √জন্ + অ (ড)-ক; স্ত্রী —া] ১ অগ্নি হইতে জাত, অনলোৎপন্ন। ২ পুং, অগ্নিজারবৃক্ষ।—রাজনি° বর্গ ৬। ৩ জলাতক, ফেনা। ৪ কার্ত্তিকেয় (অগ্নিকুমার দ্র°)। ৫ বিষ্ণু। ৬ ক্লী°, সুবর্ণ। ৭ মাংসধাতু।

অগ্নিজ২—আগ্নেয়। উত্তর-ভারতের অধিবাসি-বি° (মার্ক-পু° ৫৮. ১৩)। এই অধিবাসীদের বিবরণ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্জিটার সাহেবের মতে ইঁহারা সম্ভবতঃ 'আগ্নেয়'। আগ্নেয় জাতির উল্লেখ মহাভারতের অনুশাসনপর্বে আছে (মহা° ১৩. ২. ১০২-১২)। এই জাতি কুরুক্ষেত্রে বাস করিত। কুরুক্ষেত্রের আগ্নেয় শস্যকীর্তনের কথা রামায়ণে উল্লিখিত আছে (রা° ২. ৭০. ৩)। আগ্নেয় জাতি কুরুক্ষেত্রের উত্তরাংশে বাস করিত।

[Pargiter: Bibliotheca Indica—Markandeya Purana, 378]

অগ্নিজনক—[স্ত্রী— -জনিকা] বিণ, ১ অনলোৎপাদক। ২ ক্ষুধাবর্ধক, পরিপাক-শক্তিবর্ধক, পাচক।

অগ্নিজননবিধি— শ্রৌতগ্রন্থ-বি°। —Oppert. 2741; Cat. Cat.

অগ্নিজননী— (বৈদ্যক) ঔষধ-বি°। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য নাশ হয়। —রস-চি°। এক পল মূর্চ্ছিত পারদ, মরিচ, হিং ও জীরা এবং বচ ও শুণ্ঠী প্রত্যেক এক তোলা ক্ষুদ্রাম্লরসের সহিত মর্দন করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। এক মাষা পরিমাণ এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিয়া গুড়ের সহিত দাড়িমরস ও নাগররস-সহযোগে সেবন করা বিহিত। —প্রয়োগামৃত।

অগ্নিজন্ম—[পুং-জন্মন্] ক্লী°, স্বর্ণ, অগ্নিজ।

অগ্নিজন্মা—[পুং—জন্মন্] ১ অগ্নিজাত, কার্ত্তিকেয়। শ্রীকণ্ঠ° ১৮. ৪৭। [অগ্নিকুমার দ্র°] ২ সুরুক। —বর্ধষ্ঠি° ২. ২০৩. ৮।

অগ্নিজাত—অগ্নিজারবৃক্ষ। —রাজনি° বর্গ৬।

অগ্নিজাত-সুব্রহ্মণ্য — দাক্ষিণাত্যের বিশেষ প্রসিদ্ধ দেবতা। সুব্রহ্মণ্য কার্ত্তিকেয়ের একটী নাম। দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র ইঁহার পূজা প্রচলিত; তবে উত্তরভারতে কোথাও ইঁহার পূজা দেখা যায় না। [সুব্রহ্মণ্য দ্র°] 'শ্রীতত্ত্বনিধি' গ্রন্থে সুব্রহ্মণ্যের ছয়টী মূর্তির পরিচয় আছে; সেগুলি—অগ্নিজাত-সুব্রহ্মণ্য, সৌরভেয়-সুব্রহ্মণ্য, গাঙ্গেয়-সুব্রহ্মণ্য, গুহ-সুব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মচারি-সুব্রহ্মণ্য এবং দেশিক-সুব্রহ্মণ্য। অগ্নি হইতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য 'অগ্নিজাত-সুব্রহ্মণ্য' নাম হইয়াছে। মূর্তিতত্ত্ববিদ্ গোপীনাথ রাও অগ্নিজাত-সুব্রহ্মণ্য-মূর্তির পরিচয়ে নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"দ্বিমুখং চাষ্টবাহুং চ শ্বেতং বা শ্যামকন্ধরম্।
স্রুবাক্ষমালাং খড়্গং চ স্বস্তিকং দক্ষিণে করে॥
কুক্কুটং খেটকং বজ্রমাজ্যপাত্রং তু বামকে।
অগ্নিহোত্রবিধিঃ দেবমগ্নিজাতস্বরূপম্॥
নীলবর্ণঃ।"

অর্থাৎ ইঁহার দুইটী মুখ ও আটটী হস্ত থাকিবে। ইঁহার বর্ণ হইবে শ্বেত, কিন্তু স্কন্ধদেশ হইবে শ্যামবর্ণ। চারিটী দক্ষিণ হস্তের মধ্যে তিনটীতে যথাক্রমে স্রুব, অক্ষমালা ও খড়্গ থাকিবে এবং অপরটী স্বস্তিকমুদ্রায় অবস্থিত থাকিবে। চারিটী বাম হস্তের তিনটীতে যথাক্রমে বজ্র, কুক্কুট ও খেটক থাকিবে এবং অপরটীতে থাকিবে আজ্য-পাত্র অর্থাৎ ঘৃতপূর্ণ পাত্র। ইনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন এইরূপ ভাব সূচিত করিয়া ইঁহার মূর্তি গঠন করিতে হইবে।

[T. A. Gopinatha Rao: Elements of Hindu Iconography ii. pt.-ii. Mad. 1916, 440-41, App. B. 225]

অগ্নিজার—পুং°, অগ্নিবর্ধক ঔষধের উপাদানরূপে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ সাগর-সম্ভূত ওষধি-বি°। পর্যায়—অগ্নিনির্যাস, অগ্নিগর্ভ, অগ্নিজ, বড়বাগ্নিমল, জরায়ু-অর্ণবোদ্ভব, অগ্নিজাত, সিন্ধুকফ। ইহা চারি প্রকার বর্ণের হইয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে লোহিত বর্ণই শ্রেষ্ঠ। 'আরাক্তো মহনস্পর্শী পিচ্ছিলঃ সাগরে ভবঃ। জরায়ুস্তচ্চতুর্বর্ণঃ তেষু শ্রেষ্ঠঃ সলোহিতঃ।' গুণ—'স্যাদগ্নিজারঃ কটূষ্ণবীর্যঃ শুলাময় বাত-কফাময়ঘ্নঃ। পিত্তপ্রদঃ সোহধিকসন্নিপাত-শূলাতিশীতাময়নাশকশ্চ॥' —রাজনি° বর্গ ৬।

অগ্নিজাল = অগ্নিজার। —রাজনি° বর্গ ৬।

অগ্নিজিহ্ব—১ [অগ্নি জিহ্বা যাহাদের—বহু°] (অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারা হুত দ্রব্যের আস্বাদন করেন বলিয়া) দেবতা। ২ (বরাহ-অবতারে অগ্নিজিহ্ব হইয়াছিলেন বলিয়া) বরাহ-রূপী বিষ্ণু। ৩ দ্বাদশ ক্ষেত্রপালের অন্যতম [ক্ষেত্রপাল দ্র°]। ইনি জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। —কালিকাপু° ৭৩. ১০৯। ৪ অঙ্গিরাগোত্রী ঋষি। —মৎস্যপু° ১৯৬. ৪২।

অগ্নি-জিহ্বা১, -জিহ্বিকা—[বাং বিষলাঙ্গুলিয়া; হিং কলিহারী; মহা° কললাবী] স্ত্রী°, লাঙ্গলীবৃক্ষ methonica superba—রত্নাবলী [লাঙ্গলী দ্র°]।

অগ্নিজিহ্বা২— অগ্নির সাতটী জিহ্বা। মুণ্ডকোপনিষদে (১. ২. ৪) অগ্নির সপ্তজিহ্বার নাম—'কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥' তন্ত্রশাস্ত্রে সপ্তজিহ্বার নাম—হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তা। 'বৃহদ্ধোমে' ইহাদের পূজার বিধি আছে। 'প্রাণতোষিণী' বলেন—'হিরণ্যা গগনা রক্তা কৃষ্ণাখ্যা সুপ্রভাম্বতা। বহুরূপাতিরক্তা চ সাত্ত্বিক্যো হোমকর্মসু॥' —শারদাতিলকের টীকায় রাঘবভট্ট।

অগ্নিজিহ্বা৩—বেতালনাম-বি°। —কালী° ৬৮. ৭৩।

অগ্নিজিহ্বা৪—জ্যোতিঃশাস্ত্রসম্মত যোগ-বি°। 'সপ্তষষ্ঠ্যাদিতিথয়ঃ সোমবারাদিভির্যুতাঃ। অগ্নিজিহ্বাঃ সপ্তযোগাঃ মঙ্গলেষ্বতিগর্হিতাঃ॥' —যোগশাস্ত্র।

অগ্নিজ্যেষ্ঠ— বসুগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ (প্রধান) অগ্নি। —তৈ-ব্রা° ৩. ১. ৪, ৬।

অগ্নিজ্বলিত-তেজন— অনলদীপ্তাগ্রীয় আয়ুধ, অগ্নিতে দগ্ধ তীক্ষ্ণ অস্ত্র। 'ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ।' —মনু° ৭. ৯০।

অগ্নিজ্বালা—স্ত্রী°, ১ গজপিপ্পলী scindapsus officinalis [পিপ্পলী দ্র°]। ২ লাঙ্গলীবৃক্ষ। ৩ অগ্নিজার। ৪ জলপিপ্পলী grislea Tomentosa. ৫ ধাতকী, ধাইগাছ। —রাজনি° বর্গ ২৩; 'অগ্নিজ্বালাসুভিক্ষেতু ধাতকী ধাতুপুষ্পিকা'—অম° বাং ২৬৬; কল্পদ্রু° ১১৫. ৩৭৮; ৩০৪. ৪৯৩।

অগ্নিঝম্প—অগ্নিতে ঝম্পদান, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া। নানা দেশের অগ্নিক্রীড়ায় আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার রীতি আছে। আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া উহার উপর ক্রীড়া করা বা হাঁটিয়া যাওয়ার নিদর্শন বহু স্থানে পাওয়া যায়। [অগ্নিক্রীড়া দ্র°] অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করা সাধারণতঃ ধর্মানুষ্ঠানের সহিত জড়িত, বিশেষতঃ এদেশে ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন। চৈত্র মাসে গাজনপর্বে আগুনে ঝাঁপ দিয়া হাঁটিয়া যাইবার বিধি আছে। ব্রতানুচারী শৈব সন্ন্যাসিগণ ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই অগ্নিঝম্পে কেহ আহত হইলে সে ভণ্ড বলিয়া এবং যে অনায়াসে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে সে প্রকৃত ভক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। ভারতের বহু পৌরাণিক আখ্যান ও ঐতিহাসিক বীরত্ব-কাহিনীতে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পরীক্ষা দেওয়া বা আত্মাহুতি দেওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। [অগ্নিপরীক্ষা দ্র°] রাজপুত-রমণীদের ইতিহাসে ও পূর্বকালের বাঙলার সতী রমণীদের স্বামীর মৃত্যুকালে তাহাদের সহগমনেও অগ্নিতে ঝম্পদানের প্রমাণ আছে [সতীদাহ দ্র°]।

অগ্নিতপ্—[বৈদিক। অগ্নি + √তপ্ + ক্বিপ্] অগ্নির উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করে যে, অগ্নিহোত্রী।—ঋ° ৫. ৬১. ৪।

অগ্নিতপা—[পু°- তপস্ ; অগ্নি + √তপ্ + অসুন্] বিণ, অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত, আগুনের মত উষ্ণ, উজ্জ্বল।—ঋ° ১০. ৬৮. ৬।

অগ্নিতপ্ত—[অগ্নি দ্বারা তাপিত—৩-তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অগ্নিতে বা অগ্নি-সংযোগে তপ্ত। 'ইন্দ্রাসোমা বর্তয়তং দিবস্পর্যগ্নিতপ্তেভির্যুবমশ্মহন্মভিঃ।' —ঋ° ৭. ১০৪. ৫ ; অ° ৮. ৪. ৫।

অগ্নিতরঙ্গ—আগুনের ঢেউ, বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত ঢেউ-খেলান আগুন।

অগ্নিতা—অগ্নির ভাব, অগ্নিত্ব, উত্তাপ।

অগ্নিতুণ্ড—জন্তু। —বিষ্ণুস° ৪৩. ৩৫।

অগ্নিতুণ্ডি —[অগ্নি + তুণ্ডি + ইন্ ; উণা° ৪. ১১৭] অগ্নিমান্দ্যের ঔষধ-বি°।

অগ্নিতুণ্ডীরস—পারদ, বিষ, গন্ধক, যমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধব লবণ, জীরা, সচল লবণ, বিড়ঙ্গ, কর্কচ লবণ ও ত্রিকটু (পাঠান্তরে সোহাগার খৈ)—প্রত্যেক সমভাগ ; সর্বসমান কুচিলা। এইগুলি একত্র গোঁড়া লেবুর রসে মর্দন করিয়া মরিচসদৃশ বটিকা করিতে হয়। ইহা অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অম্লপিত্ত ও শূলরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অগ্নিতুল্য—[স্ত্রী— -া] ১ অনলসম, বহ্নিসদৃশ, আগুনের ন্যায়। ২ আগুনের মত উষ্ণ, অত্যন্ত গরম।

অগ্নিতীর্থ—যমুনানদীর দক্ষিণে অবস্থিত তীর্থ বি°। —মহা° ৩. ৮১. ১০৮ ; ১২. ৪৮. ১৯ | এই তীর্থের উৎপত্তি-সম্বন্ধে পৌরাণিক নানা কাহিনী আছে।

একটী কাহিনীতে দেখা যায়—সীতাকে লঙ্কা হইতে উদ্ধার করিবার পর ঋষির বাক্যে নির্ভর করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে বিশুদ্ধজ্ঞানে গ্রহণ করেন। এইরূপে সীতা-শুদ্ধির জন্য রাম শম্ভীতীর্থের অনতিদূরে অগ্নিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। উহাতে অগ্নি অবধির যে প্রদেশ হইতে উত্থিত হন সেই প্রদেশ উত্তম অগ্নিতীর্থ বলিয়া বিদিত। অগ্নিনির্গমন-হেতুই ঐ স্থান অগ্নিতীর্থ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। —স্কন্দপু° ব্রহ্ম° ২২।

আর একটী আখ্যানে আছে—পূর্বে সত্যযুগে দুর্যোধন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা ছিল—তাঁহার নাম সুদর্শনা। সেই কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে বহু নৃপতি তাঁহার পাণিগ্রহণে আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু সুদর্শনা কাহারও নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন না। অনন্তর একদা মহাতপা হুতাশন দ্বিজরূপ ধারণপূর্বক ধীরে ধীরে রাজার নিকট গমন করিয়া গোপনে তাঁহার কন্যাকে কামনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ এবং সম্পদশূন্য জানিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে অগ্নি অতিশয় পীড়িত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এই ব্যাপারে ভীত হইয়া মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের পরামর্শানুসারে দুর্যোধন দীর্ঘকালব্যাপী একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে মনস্থ হন ; কিন্তু যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ঋত্বিগ্‌গণের সম্মুখেই অগ্নি অদর্শন রহিলেন। যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। রাজার বিশেষ অনুরোধে অগ্নির অদর্শনের কারণ-নির্ণয়ের জন্য বিপ্রগণ সেই যজ্ঞশালায় অনশন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অগ্নি তখন স্বপ্নযোগে দ্বিজগণকে সমুদয় ব্যাপার জানাইয়া পুনরায় দুর্যোধনের গৃহে জাজ্বল্যমান থাকিবার পক্ষে কন্যা-সম্প্রদানের শর্ত উপস্থাপিত করেন। উহাতে দুর্যোধন সম্মত হইয়া নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিলে অগ্নি পুনরায় জাজ্বল্যমান হইয়া মাহিষ্মতীপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদবধি এই স্থান অগ্নিতীর্থরূপে প্রখ্যাত।—স্কন্দপু° আবন্ত্য° ৫২।

এইরূপে আর একটী আখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়—রাজা প্রতীপের দেবাপি ও শান্তনু নামে দুই পুত্র ছিল। প্রতীপের মৃত্যুর পর দেবাপি বনগমন করেন এবং শান্তনু পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহাতে দেবরাজ শক্র ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বাদশবর্ষ তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ বন্ধ করিলেন। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইল, প্রজাগণ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময়ে ঋষি বিশ্বামিত্র এক চণ্ডালের গৃহের পার্শ্বে একটী মৃত কুকুর দেখিতে পাইয়া প্রবল ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য উহাকে গ্রহণ করিলেন এবং প্রজ্বলিত হুতাশনে উহার মাংস দগ্ধ করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই মাংসের অগ্রভাগ যেমন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন অমনি অগ্নি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। অগ্নির অভাবে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া দেবগণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অধিনায়কত্বে অগ্নির অন্বেষণে বহির্গত হন। একটী গজ দেবগণকে বংশমধ্যে অগ্নির স্থিতির কথা জ্ঞাপন করে, কিন্তু অগ্নি গজকে অভিসম্পাত দিয়া এক অশ্বত্থবৃক্ষে প্রবেশ করেন। তখন একটী শুকপক্ষী তাহা দেবগণকে জানাইয়া দেয়। তাহাকেও শাপ দিয়া অগ্নি জলমধ্যে

প্রবেশ করেন। তথায় এক ভেক উহা দেবগণকে ব্যক্ত করিল। অগ্নি তাহাকে অভিশাপ দিয়া প্রস্থান করিবার সময় দেবগণ তাঁহাকে পৃথিবীত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে অগ্নি ইন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া তৎকর্তৃক দ্বাদশ বর্ষ বৃষ্টি না হওয়ার কথা জ্ঞাপন করিলেন। তখন দেবগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র বর্ষণ আরম্ভ করায় অগ্নিও পৃথিবীতে পুনরাবির্ভূত হন। এই জন্য পৃথিবীতে পবিত্র জলাশয় অগ্নিতীর্থ নামে খ্যাত হইয়া থাকে।—স্কন্দপু° নাগর° ১১।

পুরাণে অগ্নিতীর্থের ফলও কথিত হইয়াছে। অগ্নিতীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ দূর হয়। অগ্নিতীর্থে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে বংশে কদাচ দারিদ্র্য উপস্থিত হয় না। যে মানব উপবাসদ্বারা অগ্নিতীর্থে দেহত্যাগ করে সে সূর্যলোকাদি অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। এই তীর্থে সমলঙ্কৃত কন্যা দান করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র হইতেও শতগুণীকৃত শত শত যজ্ঞফল লাভ হয়।

শ্রীগৌরীকুমার ঘোষ

অগ্নিতেজঃ—[মূ°-তেজস্] ক্লী°, অগ্নির তেজঃ।

অগ্নিতেজা,—[মূ° -তেজস্। অগ্নির ন্যায় তেজ যাহার—বহু°] ১ অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। ২ অতি তেজস্বী।

অগ্নিতেজা,—১ একাদশ মনু। ধর্মসাবর্ণি মন্বন্তরের সপ্তর্ষির অন্যতম।—বিষ্ণুপু° ৩. ২. ৩০; ২ একাদশ পর্যায়ে তৃতীয় মন্বন্তরে রুদ্রমেরু সাবর্ণির সময়ে ভাবী সপ্তর্ষির অন্যতম। ইনি পুলহের পুত্র।—হরি° হরি° ৭. ৭১। ৩ যুদ্ধকালে বারাণসীরাজ দুর্জয়ের পক্ষাবলম্বী পঞ্চদশ দৈত্যপ্রধানের অন্যতম। ইনি মহর্ষি গৌরমুখের মণি-সমুৎপন্ন দৈন্যহস্তে নিহত হন।—বরাহপু° ১১. ১৩-৫।

অগ্নিত্রয়—[অগ্নির ত্রয়—ষ-তৎ] ১ তিন প্রকার অগ্নি:—(১) গার্হপত্য—এই অগ্নির সহিত সাগ্নিক গৃহস্বামীর নিত্য সম্বন্ধ, ইহা কখনও নির্বাপিত হয় না; (২) আহবনীয়—গার্হপত্য হইতে ইহা উদ্ধৃত হয় এবং হবনের জন্য ইহার সংস্কার হয়; (৩) দক্ষিণাগ্নি—ইহা দক্ষিণ দিকের অগ্নি, দক্ষিণায়ে এই অগ্নি স্বীয় পরিতৃপ্তির নিদর্শনস্বরূপ দেবতাগণকে দক্ষিণাভাগ প্রদান করে॥ কল্পদ্রু° ১৭. ৮১; অগ্ন° ব্রহ্ম° ৪৭, ৪৮॥ ২ অগ্নিত্রয়স্বরূপ পিতা, মাতা ও আচার্য; জন্মদাতা পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মূর্তি, গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর সাক্ষাৎ মূর্তি এবং বেদদাতা আচার্য ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মূর্তি।—মনু° ২. ২৩১।

অগ্নিত্রা—(বৈদিক) বিণ, অগ্নি-কর্তৃক রক্ষিত॥ মনি° ॥

অগ্নিত্রেতা—[অগ্নিত্রয় দ্র°]।

অগ্নিদ—[অগ্নি+ √দা+অ (ক)-ক; অগ্নি দেয় যে—উপ°; স্ত্রী—-া] ১ আততায়িবি°, যে দগ্ধ করিবার জন্য গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে, শত্রুতা করিয়া যে গৃহে আগুন লাগাইয়া দেয় an incendiary. অগ্নিদ ছয় প্রকার আততায়ীর অন্যতম। 'অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥'—যাজ্ঞ° ২. ১৬। এইরূপ অগ্নিদকে বিনা বিচারে বধ করা উচিত বলিয়া মনু অভিমত দিয়াছেন।—মনু° ৯. ২৭৮। ২ বিণ, পাচক, পরিপাকশক্তিবর্ধক tonic, stomachic.

অগ্নিদংষ্ট্র—দৈত্য-বি°।—হরিবিজয় ৩৪. ৩. ২০।

অগ্নিদগ্ধ,—[অগ্নিদ্বারা দগ্ধ—৩-তৎ; স্ত্রী—-া] বিণ, অগ্নিদ্বারা কৃত দাহ, আগুনে পোড়া।—রা° ৪. ৬০. ১৮।

অগ্নিদগ্ধ,—ভারতীয় আর্যদিগের মধ্যে মৃতদেহ সংস্কারের দুইটী প্রধান প্রথা ছিল—তন্মধ্যে অগ্নিদ্বারা মৃতদেহের ভস্মীকরণ অন্যতম। এইরূপ ভস্মীকৃত দেহকে 'অগ্নিদগ্ধ' বলা হইয়া থাকে।[1] যে সকল মৃতদেহ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ না করিয়া অন্য উপায়ে সংকার করা হয় সে সকল মৃতদেহকে 'অনগ্নিদগ্ধাঃ' বলা হয়।[2] প্রাচীন আর্যগণের মৃতদেহ-সংকারপদ্ধতি-সম্বন্ধে বেদাদি গ্রন্থে প্রচুর প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদের একটী সূক্তে (১০. ১৮) বিস্তৃতভাবে মৃতদেহ-সংকারপদ্ধতির আলোচনা দেখা যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে যে বিধবা রমণীকে (অর্থাৎ মৃতের পত্নীকে) প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া মৃত স্বামীর পার্শ্ব হইতে তুলিয়া আনা হয়। মৃতদেহকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হইত এবং তাহার হস্তে তীর ধনু দিবার রীতি ছিল। সূক্তটী অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে এক সময়ে পত্নীকেও মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত করা হইত; পরবর্তী কালে অর্থাৎ ঋগ্বেদের সময়ে যে এইরূপ সতীদাহ-প্রথা ছিল না তাহা বেশ বুঝা যায়। ঋগ্বেদে আছে (১০. ১৮), মৃতের পুত্র পূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত মৃতের হস্ত হইতে তীর ও ধনু গ্রহণ করিত[3] এবং মৃতের ভ্রাতা বা কোন নিকট আত্মীয় নিম্নোক্ত প্রবোধবাক্যে মৃতের পত্নীকে মৃতের পার্শ্ব হইতে তুলিয়া লইত—

"হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর; তুমি যাঁহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ তিনি গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছেন, চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া তোমায় গর্ভাধান করিয়াছিলেন সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্তব্য ছিল সকলই তোমার করা হইয়াছে।"—ঋ° ১০. ১৮. ৮।

ঋগ্বেদের এই সূক্তে মৃতদেহের ভূগর্ভে সমাধির কথাই রহিয়াছে। মৃত ও জীবিতকে পৃথক্ করিবার জন্য মধ্যস্থলে এক খণ্ড প্রস্তর দিবারও প্রথা ছিল। অথর্ববেদে (১৮. ২. ২৫; ৩. ৭০) শবাধারে (বৃক্ষে) শব রক্ষা করিয়া সমাধি দিবার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ-সংহিতায় (ঋ° ৭. ৮৯. ১; অ° ৫. ৩০. ১৪) ভূমি-গৃহেরও উল্লেখ দেখা যায়।

অথর্ববেদে 'অনগ্নিদগ্ধ' মৃতদেহ-সংকারের অন্য দুইটী পদ্ধতিও আছে।

---

১ ঋ° ১০. ১৫. ১৪; তৈ-ব্রা° ৬. ১. ১. ৭; অ° ১৮. ২. ৩৪।

২ ঋ° ১০. ১৫. ১৪; অ° ১৮. ২. ৩৪।

৩ ঋ° ১০. ১৮. ৯।

ইহার একটী পদ্ধতিতে দেখা যায়, মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইত (পরোপ্তাঃ)। অন্য পদ্ধতিতে বাহিরে কোন স্থলে মৃতদেহ রক্ষিত হইত এরূপ নিদর্শনও পাওয়া যায়।[৪] প্রকৃতপক্ষে কি ভাবে এই দুই পদ্ধতিতে কার্য হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে হিংস্র বা মাংসাশী পশুদের দ্বারা ভক্ষিত হইবার জন্য ইহাদীদের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইত। দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ ব্যক্তির দেহ বাহিরে রক্ষিত হইত।[৫] হুইট্‌নী সাহেবের মতে মৃতদেহ কোন উচ্চস্থলে রক্ষা করিবার বিধি ছিল।[৬]

ঋগ্বেদের সময়েও মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা ছিল। মৃতদেহের সর্বত্র দধি (আমিক্ষা) মাখাইয়া উহা অগ্নিতে দাহ করিবার পূর্বে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত করা হইত।[৭] মৃতদেহের ভস্মাবশেষ পরে শ্মশান-ভূমিতে প্রোথিত করিবারও ব্যবস্থা ছিল।[৮] ঋগ্বেদে (১০. ১৬. ৭) মেদবৎ পদার্থে মার্জিত মৃতদেহের সহিত পরলোকে পথ-প্রদর্শনের জন্য একটী জীবন্ত ছাগকেও ভস্মীভূত করা হইত।[৯] অথর্ববেদে (১২. ২. ৪৮) উল্লিখিত আছে, পরলোকে মৃতের বাহনের কার্য করিবার জন্য একটী বৃষকে ভস্মীভূত করিবার রীতি ছিল। মৃত ব্যক্তি ইহজীবনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ পূর্ণদেহ (সর্বতনুঃ সাঙ্গঃ) লইয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবে এইরূপ বিশ্বাসও তখন ছিল।[১০] মৃতের বিভিন্ন অঙ্গ যে বিভিন্ন লোকে গমন করে সে সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উক্তি দেখা যায় :—

"হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাক। তোমার পুণ্যফলে তুমি আকাশে ও পাতালে যাও, অথবা জলে গেলে যদি তোমার মঙ্গল হয় তবে জলে গমন কর। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিদ্‌বর্গের মধ্যে গিয়া অবস্থান করুক।"—ঋ° ১০. ১৬. ৩।

মৃতদেহ সমাধিস্থ অথবা অগ্নিদগ্ধ করিবার পূর্বে মৃতদেহ ধৌত করা হইত এবং যাহাতে মৃত ব্যক্তি ইহলোকে আর ফিরিয়া না আসে সেই উদ্দেশ্যে মৃতের পায়ে একটী স্থূল কাষ্ঠখণ্ড বাঁধিয়া দেওয়ার নিয়ম ছিল।[১১] ইহাকে বৈদিক যুগে 'কূদী' বলিত।

(Macdonell and Keith : Vedic Index ; ERE, iv. 476-79)

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অগ্নিদগ্ধ।—আগুনে পোড়া। মানুষের শরীরের যে কোন অংশ হঠাৎ আগুনে পুড়িয়া যাইতে পারে ; সাধারণতঃ আগুনের অতিরিক্ত উত্তাপ লাগিয়াও শরীরের কোন স্থান স্ফীত হইয়া উঠিয়া স্ফোটকের আকার ধারণ করিতে পারে। এইরূপ স্ফোটকের অভ্যন্তরে জলবৎ পদার্থ থাকে। মানব-ত্বকের প্রধানতঃ দুইটী স্তর আছে ; একটী বাহ্য ত্বক্, অপরটী মূল ত্বক্। বাহ্য ত্বক্ অভ্যন্তরস্থ মূল ত্বক্‌কে রক্ষা করে। বাহ্য ত্বকের বিশেষ কোন অনুভব-শক্তি নাই, কিন্তু মূল ত্বকে রক্তবাহী শিরা আছে এবং তাহা অত্যন্ত অনুভব-প্রবণ। যখন শরীরে কোন স্থান দগ্ধ হইয়া যায় তখন বাহ্য ত্বক্ স্ফোটকের আকার ধারণ করে এবং মূল ত্বকের রক্তবাহী শিরার রক্ত ও রস উহাতে সঞ্চিত হইয়া জলবৎ পদার্থের সৃষ্টি করে। প্রধানতঃ দেখা যায়, দগ্ধস্থানে স্ফোটকের সৃষ্টি না হইয়া কখন কখন স্থানটী লাল হইয়া উঠে। এইরূপ দগ্ধস্থান সত্বরই সারিয়া যায়, কারণ ইহার মূল ত্বক্ তত গভীরভাবে আক্রান্ত হয় না। তবে ইহাতে রক্তবাহী শিরা সাময়িকভাবে স্ফীত হইয়া উঠে। এইরূপ দগ্ধস্থানে সাধারণতঃ দাগ পড়ে না। স্ফোটক উৎপন্ন হইলেই তাহা গুরুতর হইতে পারে। বিশেষতঃ মূল ত্বকের একটী বর্ধনশীল স্তর আছে ; সেই স্তরের ক্ষতিসাধন হইলেই তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক হইতে পারে। সারিবার মুখে এইরূপ দগ্ধস্থানে সাধারণতঃ একটী গর্তের মত সৃষ্টি হয়। বর্ধনশীল স্তর সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইলে পার্শ্বস্থ চর্ম কুঞ্চিত করিয়া দগ্ধস্থানটী পরিপূরণ করিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি মূল ত্বক্‌কে অতিক্রম করিয়া শরীরের কোন অংশ সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়া যায় তাহা হইলে তাহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও ভয়ানক হইয়া উঠে।

এক্ষেত্রে অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসায় দগ্ধ স্থানের বা ক্ষতের গভীরতা-অনুসারে ব্যবস্থা বা ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। গভীরভাবে অগ্নিদগ্ধ হইলে রক্তবাহী শিরা ও অন্যান্য ধমনীগুলি নষ্ট হয় এবং সেগুলিতে যে রক্ত ও রস থাকে তাহা বিষাক্ত হইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় প্রাথমিক জ্বালা-যন্ত্রণা একটু প্রশমিত হইলেই দগ্ধ ব্যক্তির জ্বর দেখা দেয় এবং অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা হয়। এইরূপ রোগীর বার বার বমন হয় এবং ক্ষত ক্রমে মারাত্মক হইয়া উঠে। সুতরাং অগ্নিদগ্ধের প্রাথমিক চিকিৎসা যত সত্বর হয় ততই মঙ্গল। প্রাথমিক চিকিৎসার উপরেই অনেক সময়ে রোগীর জীবন পর্যন্ত নির্ভর করে।

অগ্নিদগ্ধের প্রাথমিক চিকিৎসা—সাধারণ অগ্নিদগ্ধে ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ একখানি দ্রবীভূত সাবানের প্রলেপ দিলে আশ্চর্য ভাবে সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণার উপশম হয়। সম-পরিমাণ তিসির তৈল ও চূণের জল উত্তমরূপে একসঙ্গে মিশাইয়া সেই তৈল প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। চূণের জল ও জলপাইয়ের তৈলের মিশ্রণও অনুরূপ ফলদায়ক। এতদ্ব্যতীত ঘৃতকুমারীর রস, নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল বা আলু বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য প্রদাহনাশক অনুরূপ দ্রব্যগুলির মধ্যে শক্তিশালী ক্ষারক (alkaline)

৪ অ° ১৮. ২. ৩৪।

৫ Zimmer : Altindisches Leben, 402 ; ঋ° ৮. ৫১. ২।

৬ Whitney : Tran. of Atharvaveda, 811.

৭ ছা-উ° ৮. ৮. ৫।

৮ সাম-স° ৩৫ ; কৌ-সূ° ৮০ ই° ; অ° ১৮. ১-৬ ; ৫. ৩১. ৮ ; ১০. ১. ১৮ ; তৈ-স° ৫. ২, ৮, ৫ ; ৬. ১১. ৩।

৯ ঋ° ১০. ১৬. ৫।

১০ শ-ব্রা° ৫. ৬. ১, ১ ; ১১. ১. ৮, ৬ ; ১২. ৮. ৩, ৩১ ; অ° ৫. ১৯. ১৬।

পদার্থই প্রধান। উপযুক্ত উপশমকারক দ্রব্যগুলি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ না করিলে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না।

অগ্নিদগ্ধে উৎপন্ন ক্ষত যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহা সাবানে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিতে হয় এবং পচননিবারক ঔষধ প্রয়োগপূর্বক ব্যাণ্ডেজ করিয়া (antiseptic dressing) রাখা নিয়ম। অনেক সময়ে পুড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি সঙ্গে সঙ্গে স্ফোটক উৎপন্ন না হয় তাহা হইলে এইরূপ ব্যাণ্ডেজের নীচে পর দিন স্ফোটক দেখা যাইতে পারে। স্ফোটক দেখা গেলে বীজাণুমুক্ত সূচদ্বারা ধীরে ধীরে তাহার ভিতরের জলবৎ পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া নিয়ম; ইহাতে দুই এক দিনের মধ্যেই স্থানটী সারিয়া যায়।

যদি দগ্ধস্থানের অবস্থা গভীর ও গুরুতর হয় তাহা হইলে অবস্থানুযায়ী প্রতীকার করা আবশ্যক। অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে রোগীর নাড়ী সাধারণতঃ বদ্ধ ও শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় গরম কম্বলদ্বারা রোগীকে আচ্ছাদিত করিয়া শোয়াইয়া রাখা নিয়ম এবং যাহাতে উত্তাপ লাগে সেই ভাবে গরম জলের বোতল দিয়া রোগীকে ঘেরিয়া রাখা উচিত। রোগীর মস্তক যেন উচ্চ দিকে না থাকে। যদি তাহার ঔষধাদি গিলিবার মত শক্তি বা জ্ঞান থাকে তাহা হইলে কয়েক মিনিট অন্তর গরম ব্রাণ্ডী ও জল ক্ষুদ্র চামচ করিয়া তাহাকে খাইতে দিতে হইবে। এইরূপ করিলে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার অবস্থার উন্নতি দেখা যায়। এই সময় দগ্ধস্থানগুলিতে ঔষধ-প্রয়োগের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা নিয়ম। আধ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর নাড়ী ফিরিয়া না আসিলে তাহার অবস্থা বিশেষ গুরুতর বুঝিতে হইবে। এইরূপ রোগীকে আর কোনরূপে বিরক্ত করা উচিত নহে।

প্রথমেই রোগে মূর্চ্ছিত না হইলে বা নাড়ী না হারাইলে দগ্ধস্থানের প্রতীকার অবলম্বন করা বিধেয়। এইরূপ রোগীর পরিচ্ছদাদি ধীরে ধীরে অপসারণ করিতে হয়। যাহাতে সকল সময়েই রোগী গরম থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি পরিচ্ছদের কোন অংশ দগ্ধস্থানে লাগিয়া যায় তাহা হইলে উহা জোর করিয়া টানিয়া তোলা ঠিক নহে, কাঁচিদ্বারা কাটিয়া পরিচ্ছদের সেই অংশ দগ্ধস্থানে লাগিয়া থাকিতে দিতে হয়।

রোগীর দগ্ধস্থান হইতে উৎপন্ন বিষাক্ত রসাদি যাহাতে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। চিকিৎসাকালে যাহাতে কোনরূপ পচনক্রিয়া আরম্ভ না হয় তাহাও দেখা উচিত।

রোগীর দগ্ধস্থানের বস্ত্রাদি অপসারিত করিয়া শুষ্ক পচন-নিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিতে দেওয়া নিয়ম। যদি উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায় তাহা হইলে দগ্ধস্থানটী উত্তমরূপে সাবান দিয়া ধৌত করা আবশ্যক। চিকিৎসক স্ফোটকগুলি গালিয়া দিবেন ও বিচ্ছিন্ন মাংসখণ্ডগুলি (tissues) অপসারিত করিবেন। দগ্ধস্থানের প্রাথমিক ঔষধাদি-প্রয়োগের উপরেই ক্ষতের গুরুত্ব নির্ভর করে। দগ্ধস্থানে সাধারণ স্ফোটক হইলে প্যারাফিন মোম (paraffin wax) বা এম্‌ব্রাইন (ambirine) ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অগ্নিদগ্ধের ক্ষতে প্রাথমিক বা সাধারণ চিকিৎসার পিক্‌রিক্ এসিড (picric acid) ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিম্নে তাহার বিধি (formula) দেওয়া হইল :—

পিক্‌রিক্ এসিড—২০ গ্রেন
এব্‌সলুট্ এলকহল—৬ ড্রাম
জল—১০ আউন্স

বীজাণুশূন্য সূক্ষ্মাংশুক বস্ত্রখণ্ড (gauze) এই এসিডে ডুবাইয়া ক্ষতস্থানে জড়াইয়া দিতে হয়। অতঃপর তুলাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ব্যাণ্ডেজ করা নিয়ম। এইরূপ ব্যাণ্ডেজ দুই এক দিন রাখা প্রশস্ত। যদি ক্ষতস্থান হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় রসাদি নির্গত হয় তবে তাহা পরিবর্তন করাই বিহিত।

ক্ষত অতিরিক্ত অথচ গভীর হইলে এবং তৎক্ষণাৎ কোন চিকিৎসকের সাহায্য না পাইলে ট্যানিক এসিড (tannic acid) প্রয়োগ করিতে হয়; ইহাতে বিষাক্ত রসাদি শরীরে শুষিয়া লইতে পারে না। জলের সহিত এই দ্রাবকের শতকরা ২½ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ৮।১০ ঘণ্টা প্রত্যেক ঘণ্টায় সেচন করিলে দেখা যায় যে দগ্ধস্থান কাল হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় আর ঔষধ প্রয়োগ না করাই সঙ্গত। দগ্ধস্থানে যাহাতে বাতাস লাগিতে পারে সেই জন্য দোলনার বিছানা (bed cradle) ব্যবহার করিতে হয়। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই রক্তের চাপ আরম্ভ হয় এবং পরিষ্কারভাবে ক্ষতস্থান পৃথক্ হইয়া পড়ে। ইহার পর পূর্বোক্তভাবে ঔষধ প্রয়োগ ও ব্যাণ্ডেজ করা নিয়ম। মারাত্মক দগ্ধাবস্থায় চিকিৎসকের সাহায্য লওয়াই উচিত। ঔষধ কৌশলের সহিত ধীরে ধীরে লাগান নিতান্ত আবশ্যক; আরোগ্য হইলেও অনেক সময়ে ঔষধ-প্রয়োগের দোষেই ক্ষতস্থানে বিশ্রী দাগ থাকিয়া যায়। বর্তমানে plastic surgeryর সাহায্যে দগ্ধ ও বিকৃত স্থানের স্বাভাবিক রূপদানের চেষ্টা অনেক অংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে।

আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা—[অগ্নিদগ্ধ, দ্র°]।

হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসার উপায়—আর্টিকা ইরেন্স, কান্থারাইডিস্ বা ক্রিয়োসোট্ জলের সহিত ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা নিয়ম। জ্বর ও প্রদাহ হইলে একোনাইট এবং দগ্ধস্থানে পচা ক্ষত হইলে আর্সেনিক ও কার্বো ভেজিটেবেলিস্ দিতে হয়।

ডাঃ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী

অগ্নিদগ্ধ৹—(বৈদ্যক) অগ্নিদগ্ধ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম—অনবধানতানিবন্ধন অকস্মাৎ দেহের সহিত অগ্নিসংযোগে দগ্ধ; দ্বিতীয় বিশিষ্ট বিশিষ্ট রোগের চিকিৎসার জন্য স্থান বিশিষ্টভাবে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা। এই শেষোক্ত দগ্ধ চিকিৎসাশাস্ত্রে "অগ্নিকর্ম" নামে অভিহিত। দৈবাৎ বা প্রমাদাদিবশতঃ প্রযুক্ত অগ্নিকর্ম ও ব্যাধিরূপে পরিগণিত হয়।

আয়ুর্বেদে এই দ্বিবিধ অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসা একই। চিকিৎসালোকার্যের জন্য আয়ুর্বেদে

অগ্নিকর্ম জনিত দগ্ধের চারি প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণ অগ্নিদগ্ধকে 'পুষ্ট' ও 'অতিদগ্ধ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেই সুচিকিৎসার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

লক্ষণ— যাহাতে পোড়াস্থান কেবল মাত্র বিবর্ণ হয়, কিংবা সামান্য ফোস্কাযুক্ত হয় তাহাকে পুষ্ট এবং যাহাতে ঐ স্থানে বড় ফোস্কা হয় ও অত্যন্ত আকর্ষণবৎ পীড়া, অতিরিক্ত দাহ, রক্তভা, পাক, অত্যন্ত বেদনা, কিংবা মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি প্রভৃতি পুড়িয়া জ্বর, দাহ, পিপাসা ও মূর্ছা প্রভৃতি উপদ্রব হয় এবং ক্ষত পূরণ হইতে বহু বিলম্ব হয় অথচ সারিয়া গেলেও পোড়াস্থান বিবর্ণ হইয়া থাকে তাহাকে অতিদগ্ধ বলা যায়।

চিকিৎসা—পুষ্ট দগ্ধে প্রথমতঃ দগ্ধ হওয়া মাত্রই সহ্য হইতে পারে এরূপভাবে ধীরে ধীরে আগুনের তাপ লাগাইতে হয়, উহাতে সাময়িক জ্বালা অনুভূত হইলেও পরিণামে ক্ষত বা ঘা হইবার আশঙ্কা খুব কম থাকে। পরে আবশ্যক হইলে ঐ স্থানে উষ্ণ বা উষ্ণবীর্যভেষজের প্রলেপাদি দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে শীতোপচার নিষিদ্ধ ; কারণ শীতোপচারে স্থানিক রক্ত গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় যথাস্থানে সঞ্চালিত হইতে না পারিয়া সেই স্থানেই আবদ্ধ থাকে এবং পরিণামে ক্ষতাদি উৎপন্ন করে।

ঔষধ—১। দগ্ধ হওয়া মাত্র রেড়ির তৈলে বা মধুতে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা বা তুলা ভিজাইয়া উক্তস্থানে লাগাইয়া দিয়া শুষ্ক হইলে পুনঃ পুনঃ রেড়ির তৈল বা মধুদ্বারা ভিজাইয়া দিলে সত্বর জ্বালার উপশম হয়।

২। কাঁচা গোল আলু বাটিয়া লাগাইলেও বিশেষ উপকার হয়।

৩। পেঁয়াজ বা কুক্‌সিমের পাতার রস পুনঃ পুনঃ লাগাইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

৪। 'মেথিলেটেড' স্পিরিট লাগাইলে যন্ত্রণানিবৃত্তি হয়।

অতিদগ্ধ—অতিদগ্ধে দগ্ধ মাংসাদি সাবধানে ধীরে ধীরে তুলিয়া ফেলিয়া শীতক্রিয়া ও শীতবীর্য ভেষজাদির প্রলেপ দেওয়া ও পিত্তজ বীসর্পোক্ত চিকিৎসাবিধি অবলম্বন করা উচিত। জ্বরাদি উপদ্রব হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহারও চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ঔষধ—১। শ্বেতধূনাচূর্ণ গব্য ঘৃত অথবা রেড়ির তৈলের সহিত মাড়িয়া জলদ্বারা শতধৌত করিয়া পোড়াস্থানে প্রলেপ দেওয়া নিয়ম।

২। নিমপাতা বাটিয়া চতুর্গুণ মাখনের সহিত মিশাইয়া পাক করিলে যে ঘৃত হইবে সেই ঘৃত অথবা লুচিভাজা (পোড়া) ঘৃত লাগাইলে ক্ষত সত্বর শুষ্ক হয়।

৩। মোম, যষ্টিমধু, লোধ, শ্বেতধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্বামূল সমভাগে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া উক্ত সমুদয় দ্রব্যের চতুর্গুণ গব্য ঘৃত ও ঘৃতের চতুর্গুণ জল একত্র পাক করিতে হয়। জল নিঃশেষ হইলে লইয়া সেই ঘৃত ক্ষতে লাগাইলে বিশেষ হাঁকিয়া সুফল পাওয়া যায়।—সুশ্রু° সূত্র° ১২ অঃ।

৪। বংশলোচন, পাকুড়ের ছাল, রক্তচন্দন ও সুবর্ণগৈরিক সমমাত্রায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া উচিত।—সুশ্রু° সূত্র° ১২ অঃ।

৫। গাবের ছালের কাথ ও গব্য ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে হয়।—সুশ্রু° সূত্র° ১২ অঃ।

সামান্য বা পুষ্ট দগ্ধ পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া বা ঔষধে নিরাময় না হইয়া ফোস্কা ফাটিয়া ক্ষতে পরিণত হইলে অতিদগ্ধোক্ত যে কোনও ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য (বিশেষতঃ ৩ সংখ্যক ঔষধ)।

সতর্কতা—বস্ত্রাদিতে হঠাৎ আগুন লাগিলে প্রথমতঃ নিবাইবার চেষ্টা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা ছাড়িয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়। বস্ত্রাদি সহজে খুলিবার উপায় না থাকিলে কম্বল, সতরঞ্চ বা মোটা কাপড় জড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্বাপিত হয়। তৎপর দগ্ধের অবস্থা বুঝিয়া উপরি উক্ত চিকিৎসা বা ঔষধাদি প্রযোজ্য। মোটের উপর, দেহের একচতুর্থ বা ততোধিক অংশ কিংবা মুখ, উদর বা গুহ্য প্রভৃতি সুকোমল স্থান পুড়িয়া যাইলে বিশেষ আশঙ্কার বিষয়। এ ক্ষেত্রে অবিলম্বে সুচিকিৎসকের সাহায্য লওয়াই বিধেয়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিদগ্ধ$_{2}$—বিপ্রগণের প্রধান পিতৃলোক-বি°।—মনু° ৩. ১৯৯। এই শব্দের প্রয়োগ বহুবচনেই হইয়া থাকে।

অগ্নিদগ্ধপ্রস্তর— [অগ্নিদ্বারা দগ্ধ প্রস্তর ৩-তৎ] আগুনে পোড়া পাথর, আগ্নেয় পাথর, যাজ্ঞ প্রস্তর igneous rocks [অগ্নিপ্রস্তর$_{2}$ দ্র°]।

অগ্নিদগ্ধব্রণ—আগুনে পুড়িয়া ক্ষত হইয়া যে স্ফোটক ■ [অগ্নিদগ্ধ$_{1-2}$ দ্র°]।

অগ্নিদত্ত$_{1}$— ১ যুদ্ধকালে সারাণসীরাজ দুর্জয়ের পক্ষাবলম্বী পঞ্চদশ দৈত্যপ্রধানের অন্যতম। ইনি অন্যান্য দৈত্যের সহিত মহর্ষি গৌরমুখের মণি-সম্ভূত সৈন্যগণের প্রহারে আহত হইয়া পরিশেষে নারায়ণের চক্রাস্ত্রে নিহত হন।—বরাহপু° ১১. ৯৩-১০৮। ২ ব্রাহ্মণ-বি°। ইনি গৃহনির্মাণের জন্য প্রতিবেশীর ইষ্টক অপহরণ করিবার পাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হন, কিন্তু পরে এক বণিকের পুণ্যফলে পাপমুক্ত হন।—(বরাহপু° হইতে উদ্ধৃত) প্রচলিত প্রবাদ। ৩ নরপতি-বি°। —দিব্যাব° ৬১০, ১৩।

অগ্নিদত্ত$_{2}$— 'গোপালপঞ্জরকবচ' নামক গ্রন্থ-রচয়িতা।—Cat. C. P. & Berar, 1483.

অগ্নিদত্ত$_{3}$— 'ধম্মপদ-অথকথা'য় উল্লিখিত বৌদ্ধ ভিক্ষু-বি°। পালি° অগ্‌গিদত্ত। পূর্বে ইনি ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন, কিন্তু পরে বুদ্ধদেব-কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষু হন। 'ধম্মপদে'র টীকায় (অথকথায়) ইঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যানটী পাওয়া যায়—

কোশলরাজ্যের অধিপতি মহাকোশলের মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার পুত্র প্রসেনজিৎ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন অগ্নিদত্ত কোশলরাজ-পরিবারের পুরোহিত ছিলেন। তিনি এক জন অল্পবয়স্ক নৃপতির পৌরোহিত্য করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া নিজ পুত্রকে রাজবংশের

পৌরোহিত্যের ভার অর্পণ করেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার দশ সহস্র শিষ্য ছিল। তাহাদের লইয়া তিনি অঙ্গ-মগধের পূর্বপ্রদেশ ও কুরুরাজ্যের অন্তর্বর্তী স্থানে গমনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে অঙ্গ-মগধ ও কুরুরাজ্যের অধিবাসিগণ খাদ্য ও পানীয় দিয়া সেবা করিত। একবার অঙ্গ-মগধ ও কুরুরাজ্যের অধিবাসিগণ দ্বারা এইরূপ একটী মহাদান-ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবার দিনে ব্রাহ্মণ অগ্নিদত্ত ও তাঁহার শিষ্যবর্গ ভগবান্ বুদ্ধদেব-কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর সেবকগণ খাদ্য ও পানীয় লইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ঋষিদিগের পরিবর্তে সেখানে বহু ভিক্ষুর সমাবেশ হইয়াছে; তাহাতে তাহারা অতিশয় বিস্মিত হইল। অতঃপর কৌতূহলী হইয়া তাহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে তাহাদের পূর্বপরিচিত ঋষি অগ্নিদত্ত ও তাঁহার শিষ্য ঋষিবর্গ এক্ষণে বুদ্ধদেব কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষু হইয়া গিয়াছেন।

[Dhammapada Commentary, Pub. by Pali Text Society, iii. 241-47 ; Dr. B. C. Law : Ancient Mid-Indian Kshatriya Tribes, Cal. 1924, i. 13-14 ; Do : Geography of Early Buddhism : Lond. 1932, 8, 17]

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অগ্নিদত্তা— 'কথাসরিৎসাগর' - উল্লিখিত গোবিন্দদত্তের স্ত্রী। —KSS, 78.

অগ্নি-দমনক, -দমনী—[ম° ধমাসাভেদ, অগ্নিদবনা; কেহ কেহ লোনা বলিয়া থাকে] ক্ষুদ্র কণ্টকবৃক্ষ-বি°, গণিকারী, গণিরী, গণিয়ারী, গণিকারিকা নামক ঔষধের গাছ Species of Cantacarica, narcotic plant, Solanum Jacquini. দুরালভাভেদ [দুরালভা দ্র°]। পর্যায়— বহ্নিদমনী, বহুকণ্টকা, বহ্নিকণ্টকাড়িকা, গুচ্ছফলা, ক্ষুদ্রফলা, ক্ষুদ্রকণ্টকারী, ক্ষুদ্রদুস্পর্শা, ক্ষুদ্রকণ্টকারিকা, মর্তেন্দ্রমাতা, দমনী। গুণ—'কটূষ্ণ কফঘ্ন রুচিকরঞ্চ অগ্নিদীপকম্'— রাজনি° বর্গ ৪। 'বাতগুল্ম কফঘ্নং প্লীহঘ্নং'—বৈদ্যকনি°... ॥ শব্দ° ॥

অগ্নিদাতা—[পুং-দাতৃ; অগ্নি+√দা+তৃচ্; অগ্নির দাতা—৬-তৎ; স্ত্রী— -দাত্রী] বিণ, অগ্নিদানকর্তা, যে প্রেতের মুখে শাস্ত্রবিধি-অনুসারে অগ্নি দান করে, মুখাগ্নিকারী, অন্ত্যেষ্টিকারক, প্রেতপিণ্ডাধিকারী।

অগ্নিদান—[অগ্নির দান—৬-তৎ] আগুন দেওয়া বা আগুন ধরান।

অগ্নিদায়ক—১ বিণ, যে আততায়ী গৃহ দগ্ধ করিবার জন্য অগ্নিপ্রদান করে an incendiary. ২ অগ্নিদাতা, পাচকশক্তিবর্ধক।

অগ্নিদাহ—[অগ্নিদ্বারা দাহ— ৩-তৎ] আগুনের জ্বালা, আগুনে পোড়া।

অগ্নিদিক্— (স্ত্রী°-দিশ্) অগ্নির কোণ; অগ্নির অধিষ্ঠিত দিক্, দক্ষিণ-পূর্ব দিক্। [অগ্নিকোণ দ্র°] ॥ মনি ॥

অগ্নিদীপন,—[অগ্নির দীপন (যে শক্তি দান করে)— ৬-তৎ; স্ত্রী— -নী] ১ ক্লী°, অগ্ন্যুদ্দীপক ঔষধ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর ঔষধ। ২ জঠরাগ্নির উদ্দীপন, অগ্নিপ্রজ্বলন। ৩ বিণ, পাচক, পরিপাকশক্তিবর্ধক tonic, stomachic. ৪ বরুণ বৃক্ষ।—ভা° পূ. ১ভ।

অগ্নিদীপনী—বিণ, অগ্নিবৃদ্ধিকারী, অগ্নিবর্ধক।

অগ্নিদীপ্ত— [অগ্নিদ্বারা দীপ্ত—৩-তৎ] প্রজ্বলিত, আগুনের দ্বারা আলোকিত।

অগ্নিদীপ্তা—[ম° খোড়মালকাঙ্গনী; হি° উথিজিনি] লতা বি°। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, লতাফট্কী।—রাজনি° বর্গ ২; ভা° পূ. ১ভ।

অগ্নি-দীপ্তি, -বৃদ্ধি— পরিপাকশক্তি, পরিপাকশক্তিবৃদ্ধি।

অগ্নিদুর্গা—'আগমে' আলোচিত নব প্রকার দুর্গামূর্তির নবটী মূর্তি প্রচলিত নবদুর্গামূর্তি হইতে স্বতন্ত্র। এই নবটী দুর্গামূর্তির নাম—নীলকণ্ঠী, ক্ষেমঙ্করী, হরসিদ্ধি, রুদ্রাংশদুর্গা, বনদুর্গা, অগ্নিদুর্গা, বিন্ধ্যবাসিদুর্গা ও রিপুমারিদুর্গা। অগ্নিদুর্গার ধ্যান এইরূপ :—

বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্। হস্তৈশ্চক্রবরাসিখেটবিশিখাংশ্চাপাঙ্কুশৌ তর্জনীং বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে॥

অগ্নিদুর্গার আট হাত। ছয় হাতে চক্র, খড়্গ, খেটক, বাণ, পাশ এবং অঙ্কুশ। অপর দুইটী হস্ত বরদ ও তর্জনী মুদ্রায় সংস্থিত। ইনি ত্রিনয়না; ইঁহার অঙ্গকান্তি অগ্নিপ্রভ, মুকুটোপরি অর্ধচন্দ্র; ইনি সিংহারূঢ়া ও ভীষণদর্শনা। ইঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে দুই জন সুন্দরী সহচরী দণ্ডায়মানা; এক জনের হস্তে অসি, অপরের হস্তে চর্ম।

অগ্নিদূত—[অগ্নি+√দু+ক্তন্; উণা° ৩. ৯০] ১ যজ্ঞ। ২ যজ্ঞনাহ। ৩ অগ্নিদূতস্বরূপ ॥ মনি° ॥ অগ্নি, (দেবতাদিগের নিকট হবিঃ দূতস্বরূপে বহন করেন বলিয়া অগ্নি যজ্ঞের দূত)। —ঋ° ১০. ১৪. ১১।

অগ্নিদূষিত—বিণ, অগ্নিদ্বারা আহত hurt by fire, branded ॥ মনি° ॥

অগ্নি-দেব, -দেবতা—[অগ্নি দেব যাহার—বহু°] অগ্নিপূজক, অগ্ন্যুপাসক। ২ [অগ্নি নামক যে দেব—ম-প-লো°] অনলদেবতা, বহ্নিদেব। ৩ কৃত্তিকা নক্ষত্র the third lunar mansion, the Pleiades. ৪ বিশাখার নাম, বিশাখেন্দ্রাগ্নি দেবতা।—অভি° দেব° ৪০; জৈ-হরি° ১৪৬. ২. ৭; ১২. ৫৭।

অগ্নিদেবত—অগ্নিদেবতা। 'কিং দেবতোহস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি সোঽগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ।'—বৃহ-উ° ৩. ৯. ২৪।

অগ্নিদেবা — ১ অগ্ন্যুপাসিকা। ২ কৃত্তিকানক্ষত্রের নাম। 'কৃত্তিকা বহুলাশ্চাগ্নিদেবা'—অভি° দেব° ২৬।

অগ্নিদৈব=কৃত্তিকা।—হেমাদ্রি° ১. ৭১২. ১৮।

অগ্নিদৈবত্য—১ অগ্নির দেবত্ব স্বীকার, অগ্নিকে সর্বপ্রধান ঈশ্বর বা দেবতা বলিয়া স্বীকার। ২ কৃত্তিকা।—পুরু° চিন্তা° ৩৫৩পৃঃ।

অগ্নিদ্রবার্হ—[অগ্নির দ্বারা দ্রবার্হ—৩-তৎ ; দ্রবের অর্হ (উপযুক্ত)—৬-তৎ] বিণ, যাহা অগ্নিতে গলিয়া যায়, অগ্নিতে দ্রব হইবার উপযুক্ত।

অগ্নিদ্বয়সংসর্গ—নারায়ণভট্ট-রচিত ধর্ম-গ্রন্থ-বি°। ইহাতে অগ্নিপ্রকরণ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে।—Cat. of Sans. & Prakrit Mss. C. P. & Berar, 2.

অগ্নিদ্বয়সংসর্গপ্রয়োগ—শ্রৌতপ্রয়োগ-গ্রন্থ-বি°। —Burnell. 26b ; Cat. Cat. ; TCM. 652(b).

অগ্নিদ্বার—(স্থাপত্যশা°) অগ্নিকোণে (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) সংস্থিত দ্বার।

'চতুর্দিক্ষু চতুষ্কোণে মহাদ্বারং প্রকল্পয়েৎ।
পূর্বদ্বারং অধৈশানে চাগ্নিদ্বারং তু দক্ষিণে।
পিতৃদ্বারং তু তৎপ্রত্যগ্ বায়ৌ দ্বারং তথোত্তরম্।

—মানসার (প্রসন্নকুমার আচার্য-সম্পাদিত), ৯, ১৯২, ২৯৪-৫।

অগ্নিধ্, অগ্নীধ্—[অগ্নি + √ধা + ক্বিপ্] অগ্ন্যাধানকারী পুরোহিত। 'অধ্বর্যুং বা মধুপাণিং সুহস্ত্যমগ্নিধং বা ধৃতদক্ষং দমূনসং।' —ঋ° ১০. ৪১. ৩। ৮৫২ শকঃ ৪র্থ গোবিন্দের কার্দে-লিপিতে মৈত্রাবরুণ, অধ্বর্য্, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অগ্নীধ্ এই কয়টী পুরোহিতের উল্লেখ আছে। ৪র্থ গোবিন্দ ইঁহাদের বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোগসামগ্রী, দান, দক্ষিণা ('বস্ত্রালঙ্কারসৎকারদানদক্ষিণা') প্রভৃতি দিয়া সেবা করিয়াছিলেন। —EI. vii. 41, 46.

অগ্নি-ধমন, -ধমনী—[বৈদ্যক ; ম° কডুনিম্ব] কটুনিম্ব, ঘোড়ানিম, কটুনিম্ব। —কল্পদ্রু° ৩০১, ৪৭২। [মহানিম্ব দ্র°]

অগ্নিধান—[অগ্নি+ √ধা+ল্যুট্ ; অগ্নি আহিত হয় যাহাতে—বহু°] ১ ক্লী°, পবিত্র অগ্নি রাখিবার পাত্র বা স্থান। ২ অগ্নিহোত্রীর গৃহ। মনি°॥

অগ্নিধামা—গণ-বি°।—হরবিজয় ৭. ২৭।

অগ্নিধারণ—বিধিপূর্বক অগ্নিধারণ বা রক্ষণ। maintaining the sacred fire.

অগ্নিধারা— গৌতমবনসমীপস্থ নদী।—মহা° ৩. ৮২. ১৪৯।

অগ্নিধিষ্ণ্য ঐশ্বর—সূক্তদ্রষ্টা ঋষি।—ঋ° ৯. ১০৯।

অগ্নিধ্র, অগ্নীধ্র, আগ্নিধ্র—স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর প্রিয়ব্রতের পুত্র (বায়ুপু° ৩১. ১৭ ; ৩৩. ৯ ; গরুড়পু° ৫৪. ১)। মাতা—বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতী। প্রিয়ব্রত আপন পুত্রগণের মধ্যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভাগ করিয়া দিলে অগ্নিধ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি হন (বায়ুপু° ৩৩. ১১)। ইনি ধার্মিক নরপতি ছিলেন এবং অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। (ভা° ৫. ২. ১ ; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৫৩. ৪৯)। বিষ্ণু (২. ১. ৫, ৭) ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের (৫৩. ১৩-১৫) মতে প্রজাপতি কর্দমের ঔরসে এবং প্রিয়-ব্রতের কন্যার গর্ভে অগ্নীধ্র জন্মগ্রহণ করেন। এক দিন রাজা অগ্নিধ্র পুত্রকামী হইয়া অমর-গণের লীলাভূমি মন্দর পর্বতে গমন করেন এবং তপোনুষ্ঠানদ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা ইঁহার নিকট পূর্বচিত্তি নাম্নী এক সুন্দরী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। এই অপ্সরার গর্ভে ইঁহার নাভি, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, কিম্পুরুষ প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মে। পুত্রগণের মধ্যে ইনি জম্বুদ্বীপ ভাগ করিয়া দেন ; এই নয় পুত্রের নামানুসারে জম্বুদ্বীপের নবটী অংশ বা বর্ষ পরিচিত হইত (বিষ্ণুপু° ২. ১-১০ ইং ; ভা° ৫. ৩)। অগ্নিধ্র পরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৩. ৪৪-৪৯)। ২ ভৌত্যমনুর সময়ে সপ্তর্ষির অন্যতম (বিষ্ণুপু° ৩. ২. ৪২)। ৩ স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতম (বায়ুপু° ৩১. ১৭ ; হরি° হরি° ৭. ১০)।

অগ্নিধ্রক্—দ্বাদশ মন্বন্তরে রুদ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির অন্যতম।—ভা° ৮. ১৩. ২৮।

অগ্নিনক্ষত্র—অগ্নিদেবতার নক্ষত্র, অগ্নি-দেবতাক নক্ষত্র, কৃত্তিকা নক্ষত্র।—শ-ব্রা° ২. ১. ২. ১০ [অগ্নিদেবা দ্র°]।

অগ্নিনয়ন—১ অগ্নির নেত্র। ২ রক্ত-নেত্র, আরক্ত নয়ন। ৩ শাস্ত্রবিধি-অনুসারে যজ্ঞীয় অগ্নির প্রণয়ন বা সংস্কার।

অগ্নিনষ্টপ্রায়শ্চিত্ত— 'অগ্নিহোত্রবিবরণ' (Mackenzie, iii. 155a, I. O. Cat. ii. 5547 [9]) নামক গ্রন্থের একাদশ আলোচ্য বিষয়ের ৯ম বিষয়। অগ্নি নির্বাপিত হইলে প্রায়শ্চিত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিবিধ বৈদিক বিশেষতঃ 'তৈ-স°' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। —I. O. Cat. ii. 5563.

অগ্নিনির্ণয়— কমলাকর-কৃত গ্রন্থ-বি°।—Kane, 104.

অগ্নিনির্যাস— অগ্নিজারবৃক্ষ।— রাজনি° বর্গ ৬।

অগ্নিনির্বাপণ—ক্লী°, অনলনির্বাণ, আগুন নিবাইয়া দেওয়া।

অগ্নিনুন্ন—[অগ্নি + √নুদ্ (প্রেরণ করা, নিক্ষেপ করা) + ক্ত—কর্ম ; অগ্নি-(যজ্ঞ-) দ্বারা নুন্ন বা নুত্ত (নিক্ষিপ্ত)] বিণ, যজ্ঞাহৃত, অগ্নিদ্বারা আহুত।—সাম° (উ) ৯. ৮. ২।

অগ্নিনেত্র—১ অগ্নির চক্ষু। ২ (অগ্নি-সাহায্যে হুত হবি দর্শন করেন বলিয়া) দেবতা। 'অগ্নিনেত্রেভ্যো দেবেভ্যঃ পুরঃ সদ্ভ্যঃ স্বাহা'—বাজ-স° ৯. ৩৫। 'অগ্নিনেত্রাঃ দেবাঃ'—শ-ব্রা° ৫. ২. ৪. ৫।

অগ্নিপ—তেজস্বী ঋষি-বি°। বেদনিধি নামক ঋষির পুত্র। পঞ্চগন্ধর্বকন্যা ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ দেন। গন্ধর্বকন্যাগণও ইঁহাকে প্রত্যভিশাপ দান করে। লোমশ মুনির কৃপায় তাহারা শাপমুক্ত হয়।—পদ্মপু° উ° ১২৮।

অগ্নিপক্ব—বিণ, অগ্নিদ্বারা কৃত পাক বা সিদ্ধ। ~াশন—বিণ, অগ্নিপক্ব খাদ্য যিনি ভোজন করেন eating cooked food.

অগ্নিপত্নী—স্ত্রী°, অগ্নিবতী, আগ্নেয়ী।

অগ্নিপদ—১ অগ্নিবোধক শব্দ। ২ অগ্ন্যাধানের স্থান। ৩ ব্যক্তি-বি°।

অগ্নিপর্বত — [অগ্নি+পর্বি+অতচ্; উণা° ১. ১১১] আগ্নেয় গিরি, অগ্নিগিরি [অগ্নিগিরি দ্র°]।

অগ্নিপরিক্রিয়া—অগ্নির পরিচর্যা, অগ্নিসেবা। 'পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া।'—মনু° ২. ৬৭।

অগ্নিপরিচরণ—অগ্নিপ্রদক্ষিণ। 'অগ্নিপরিচরণং কৃত্বা'—আশ্রম-উ° ৩।

অগ্নিপরিচ্ছদ — স্রুক্স্রুবাদি যজ্ঞের উপকরণ। 'অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নিপরিচ্ছদম্।'—মনু° ৬. ৪।

অগ্নিপরিধান—যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ implements required for a fire-sacrifice.

অগ্নিপরিশুদ্ধি—অগ্নিদ্বারা পরিশোধন, অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিপ্রবেশে সচ্চরিত্রতানিরূপণ [অগ্নিপরীক্ষা দ্র°]।

অগ্নিপরিষ্ক্রিয়া=অগ্নিপরিক্রিয়া।

অগ্নিপরীক্ষা— প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অগ্নি অথবা তদনুরূপ কোন উপায়ে ব্যক্তিবিশেষের নির্দোষ ভাব বা পবিত্রতা পরীক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতে এই প্রথা অতি প্রাচীন। তবে কোন সময় হইতে প্রকৃতপক্ষে ইহা বিচারবিভাগের অঙ্গীভূত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ঋগ্বেদ ভারতীয় আর্যদিগের সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ। শত্রু-কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি নিজের নির্দোষ ভাব অগ্নির নিকট আবেদন করিয়া দগ্ধীভূত না হইয়া রক্ষা পাইয়াছে, এইরূপ আখ্যান ঋগ্বেদে আছে; তবে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য বিচারে এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার আভাস ঋগ্বেদে নাই। ঋগ্বেদের (৭. ১০৪. ১৪ ই°) কয়েকটী মন্ত্রে অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া শপথগ্রহণের আভাসও দেখা যায়।

"যদিও আমার দেবতাগণ অসত্যস্বরূপ, অথবা যদিও আমি বৃথা দেবগণের নিকট গমন করি, তাহা হইলেও হে জাতবেদা অগ্নি! কি জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছ! মিথ্যাবাদিগণ তোমার হিংসা বিশেষরূপে প্রাপ্ত করুক।"

"যদি আমি যাতুধান হই, অথবা যদি পুরুষের আয়ু নাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেন এখনই মরিয়া যাই, অথবা যে আমাকে বৃথা রাক্ষস বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, সেই তোমার যেন দশ বীর পুত্র নষ্ট হয়।"—ঋ° ৭. ১০৪. ১৪-১৫।

উপরি উক্ত ঋক্গুলিতে বশিষ্ঠ ঋষি রাক্ষসকর্তৃক উত্যক্ত হইয়া অগ্নির নিকট শপথ করিতেছেন বা অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।

কথিত আছে, ঋষি দীর্ঘতমাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইয়া গর্ভদাসেরা তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, দীর্ঘতমার স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে রক্ষা করেন। ঋগ্বেদের (১. ১৫৮) সূক্তে অগ্নি ও জল হইতে দীর্ঘতমার পরিত্রাণলাভের নিম্নোক্ত আভাস পাওয়া যায়—

"হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের স্তুতি উচথ্যতনয়কে রক্ষা করুক। নিত্য প্রত্যাবর্তনশীল (অহোরাত্র) যেন আমাকে শীর্ণ করিতে না পারে, দশ বার প্রজ্বলিত অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে, কারণ তোমার আশ্রিত এই ব্যক্তি পাশবদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে।"—ঋ° ১. ১৫৮. ৪। অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা-সম্বন্ধে উক্ত অথর্ববেদের একটী সূক্ত (২. ১২) হইতেও এইরূপ অনুমান করা যায়।

প্রাচীন বেদগ্রন্থে উপরি উক্ত বর্ণনা ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই। পরবর্তী ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে অগ্নিসাক্ষী করিয়া শপথগ্রহণ ও অগ্নিপরীক্ষায় নির্দোষভাব-প্রমাণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (ঐ-ব্রা° ৫. ৩০)। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে (১৪. ৬. ৬.) দেখা যায়, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বৎসকে তাঁহার জন্ম-সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিলে তিনি অগ্নিমধ্য দিয়া গমনপূর্বক নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করেন।[১] ছান্দোগ্য-উপনিষদে (৬. ১৬) চৌর্যাদি অপরাধে নির্দোষ ভাব প্রমাণের জন্য তপ্ত কুঠার হস্তে লইয়া পরীক্ষারও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদেও (৩. ৫৩. ২২) তপ্ত কুঠার-গ্রহণে নির্দোষ ভাব প্রমাণের আভাস পাওয়া যায়। কৌশিকসূত্রে (৫২) তপ্ত স্বর্ণধারা পরীক্ষার উল্লেখ ও শতপথ-ব্রাহ্মণে (১১. ২. ৭. ৩৩) তুলাদণ্ডে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সমুদয় বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়, বৈদিক ভারতে অপরাধের নির্দোষ ভাব প্রমাণের জন্য কোন রাজকীয় বা বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থায় অগ্নিপরীক্ষাদির নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। বিশেষতঃ এই বর্ণনাগুলি হইতে বুঝা যায় যে এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা ব্যক্তিবিশেষ স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্দোষী প্রমাণ করিত। এই জন্যই প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে অগ্নিপরীক্ষাদির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্মসূত্রগুলি খ্রীঃ-পূঃ ৫০০ অব্দের নিকটবর্তী কোন সময় হইতে রচিত বলিয়া মনে করা হয়। ধর্মসূত্রগুলিতে অগ্নিপরীক্ষাদির কোন উল্লেখই নাই। একমাত্র পরবর্তী কালে রচিত আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রে দিব্যক্রিয়া (ordeal) নির্দোষ ভাব প্রমাণের বা বিবাদ-মীমাংসার একটী উপায় মাত্র বলা হইয়াছে (২. ১১. ২৯ ৬)। পরবর্তী কালেই ইহা ব্যবস্থাশাস্ত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মনুই প্রথম অগ্নিপরীক্ষাদি দিব্যক্রিয়াকে ধর্মাধিকরণের বিশেষ অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষা শপথগ্রহণেরই কঠোরতম রূপ। মনুর একটী স্থানে (৮. ১১৪-১৬) কোন কোন টীকাকার ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে পরে জলে নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করা হইত। বৎসের অগ্নির উপর পর্যটনে অগ্নিপরীক্ষার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্বেই মানবধর্মশাস্ত্র বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য- ও বিষ্ণু-স্মৃতিতে নির্দোষ ভাব প্রমাণের জন্য অগ্নিপরীক্ষাদি ব্যবস্থার বিশেষ পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির সময়ও খ্রীঃ ২০০ অব্দের পূর্ববর্তী। এই সময় হইতেই

১ Antigone (264) of Sophscles in O. Gruppe, Griechische Mythologie, Munich, 1906, 877.

এইরূপ রীতির বিস্তৃত আলোচনার সূচনা হয়। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে নারদের নির্দেশ ও উক্তিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। বৃহস্পতি, কাত্যায়ন ও পিতামহের গ্রন্থে নারদের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। পরবর্তী ব্যবহারশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি উপযুক্ত স্মৃতিগ্রন্থগুলির প্রামাণিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ১৭৮৩ খ্রীঃ বারাণসীর বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত স্মৃতিগ্রন্থ-অনুযায়ী দিব্যক্রিয়া-গ্রহণের সাহায্যে বিচার করিয়াছিলেন। স্মৃতিরচনার পরবর্তীকালে দিব্যক্রিয়াদির বিশেষ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু সকল গ্রন্থেই অনেক অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

ভারতীয় প্রাচীন বিচার-পদ্ধতিতে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির অভাবেই দিব্যক্রিয়াদির সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় হইত, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মত। অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে প্রায় অনুরূপ মতই প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ দিব্যক্রিয়াদির পরীক্ষায় একটা বিশেষ নিয়মও অনুসৃত হইত। সাধারণতঃ দিব্যক্রিয়াদির সাহায্যে নিজে নির্দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইলে প্রতিপক্ষ মিথ্যা দোষ আরোপ করার জন্য প্রতিফলস্বরূপ কোন শাস্তি পাইত না, কিন্তু কোনরূপ গুরুতর অপরাধ অন্যের উপর বিদ্বেষবশতঃ আরোপ করিলে সে যদি পরীক্ষাদির দ্বারা নিজেকে নির্দোষী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিত তবে রাজাই অভিযোগকারীর মিথ্যা অভিযোগের গুরুত্ব-অনুসারে অভিযোগকারীকে দণ্ড দিতেন। এইরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য রাজদ্রোহ, হত্যার ষড়্‌যন্ত্র ও শাস্ত্রোক্ত মহাপাপগুলিকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বিষ্ণুস্মৃতির মতে রাজদ্রোহ ও বিপ্লব এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কাত্যায়ন বিষ্ণুর সহিত একমত। পিতামহ দেবোদ্দেশ্যে প্রদানাদি নিষেকের দ্বারা এইরূপ স্থলে পরীক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গুরুতর অপরাধের জন্য বিষ্ণু তুলাদণ্ড, অগ্নি, জল এবং বিষ প্রয়োগে পরীক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন (বিষ্ণুস° ৯, ১৪)। বৃহস্পতির মতে নীচবর্ণ ৭৫০ পণ মূল্যের সম্পত্তির চৌর্যাপরাধে অগ্নিপরীক্ষার অধীন হইবে। ক্রমোচ্চ বর্ণের ব্যক্তির প্রতি দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, ও চতুর্গুণ মূল্যের সম্পত্তির চৌর্যাপরাধে অনুরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা হইত।

এইরূপ পরীক্ষার স্থলে প্রতিপক্ষ রাজবিচারে প্রতিফল গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিত। সাধারণতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে। উভয় পক্ষের মত না হইলে অগ্নিপরীক্ষাদির সাধারণতঃ গুরুতর পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত না। কিন্তু বিষ্ণু, কাত্যায়ন ও নারদ সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাত্যায়নের মতে নাস্তিক, সঙ্করজাতি, মহাপাপী ও ব্রাহ্মণ্যশাসন-বহির্ভূত জাতির প্রতি দিব্যক্রিয়াদির পরিবর্তে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

সংহিতাকারগণ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে উপরি উক্ত দিব্যক্রিয়াদির বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। হারীত এবং পিতামহ ক্ষত্রিয়ের জন্যই অগ্নি-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নারদও এক স্থলে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাত্যায়ন অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী তুলাদণ্ড, অগ্নি, জল ও বিষের যে কোনটার সাহায্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, শুধু ব্রাহ্মণকে জল-পরীক্ষা হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন। নারদের মতে ব্রতচারী, সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক, আর্ত ও পীড়িতের পরীক্ষাদির প্রয়োজন হইবে না। তিনি কুষ্ঠরোগী, অন্ধ অথবা কুনখী ব্যক্তিগণের অগ্নিপরীক্ষা নিষেধ করিয়াছেন। বিষ্ণু কুষ্ঠরোগী, অথর্ব এবং কর্মকারের অগ্নিপরীক্ষা নিষেধ করিয়াছেন। কাত্যায়নের মতেও কর্মকারের প্রতি অগ্নিপরীক্ষা প্রযুক্ত হইবে না।

পরীক্ষা-গ্রহণের কালও নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ষা ও শীত ঋতুকে অগ্নিপরীক্ষা-গ্রহণের প্রকৃষ্ট কাল বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল নিয়ম সম্পূর্ণভাবে পালন করা হইত বলিয়া মনে হয় না। মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ অথবা সন্ধ্যায় কখনও পরীক্ষা-গ্রহণের নিয়ম ছিল না; সাধারণতঃ প্রভাতে জনসাধারণের গম্য প্রকাশ্য স্থানে পরীক্ষা গৃহীত হইত।

বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্যে তুলা, অগ্নি, জল, বিষ এবং কোষ (sacred libations) এই পাঁচ প্রকার দিব্যবিশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে। নারদ ও কাত্যায়নে উপযুক্ত পরীক্ষাগুলির সহিত তণ্ডুল ও তপ্ত স্বর্ণমাষ দ্বারা পরীক্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হারীতেও এই সাত প্রকার দিব্য-বিশুদ্ধির উল্লেখ আছে; তপ্ত স্বর্ণের পরিবর্তে অন্য যে কোনটা গ্রহণের ব্যবস্থাও হারীতে আছে। দিব্যবিশুদ্ধিগুলি ধর্মকার্য মনে করিয়া বিশেষ শুদ্ধমনে পবিত্রতার সহিত সম্পন্ন হইত। বৃহস্পতি ও পিতামহ উপযুক্ত সাতটী পরীক্ষার সহিত ফলমূল ও ধর্ম অধর্ম এই আরও দুইটী দিব্যবিশুদ্ধি যোগ করিয়াছেন। পরীক্ষার্থী ব্যক্তি ধর্মাদি-কর্মের ন্যায় পরীক্ষা-গ্রহণের পূর্বদিনে উপবাস করিয়া থাকিত এবং স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে পরীক্ষাদান করিত। প্রত্যেক দিব্যবিশুদ্ধির পূর্বেই প্রার্থনা করা হইত। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে পরীক্ষার্থীকেই প্রার্থনা করিতে হইত; কিন্তু অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে দেখা যায় কোন ব্রাহ্মণই এই প্রার্থনা সম্পন্ন করিতেন। দিব্য-বিশুদ্ধির কার্যে দানাদির ব্যবস্থাও ছিল। এই বিশুদ্ধি-গ্রহণে বিচারক আচার্যরূপে (যজ্ঞকারী পুরোহিত) মান্য হইতেন। জনসাধারণের গম্য স্থানে, বিচারালয়ে, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে, মন্দিরে অথবা চারিটী রাস্তার মিলনস্থানে এইরূপ দিব্য-পরীক্ষা গৃহীত হইত।

হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের প্রণীত ব্যবস্থা প্রতিপালিত হওয়ার সাক্ষ্য অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায়। মহাভারতে (৩, ১৩৪, ২১ ইº) নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য জল-প্রবেশের উল্লেখ আছে। রামায়ণে (৬, ১১৬) সীতার অগ্নিপরীক্ষা ভারতে বিখ্যাত। কিন্তু রামায়ণের ও মহাভারতের উক্ত স্থানগুলি স্মৃতি-শাস্ত্র-প্রণীত ব্যবস্থার অধীন নহে; দোষগুণ-বিচারে কোন ধর্মাধিকরণ-কর্তৃক অনুরূপ

দিব্যবিশুদ্ধির ব্যবস্থা ছিল কি না বুঝিবার উপায় নাই।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বেই রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে দিব্যবিশুদ্ধির কোন উল্লেখ নাই। মৃচ্ছকটিক নাটকে (৯ অঃ) নারদ ও বৃহস্পতির স্মৃতি-অনুযায়ী একটী বিচার-দৃশ্যের অবতারণা আছে; যদিও সাক্ষ্যদ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি সেই ব্যক্তি তুলা, অগ্নি, জল ও বিষ প্রভৃতি দিব্যবিশুদ্ধি দ্বারা নিজের নির্দোষ ভাব প্রমাণে উৎসুক দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রে (১. ৪০৩) লিখিত প্রমাণ হইতে দেখা যায়, সাক্ষ্য হইতে দিব্য-বিশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যুয়ন-চোয়ঙ এর বর্ণনায় উপরি উক্ত চারি প্রকার দিব্যবিশুদ্ধির উল্লেখ আছে। সুলেমান (৮৫১ খ্রীঃ) অগ্নিপরীক্ষা ও তপ্ত তৈলাদিতে পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। অল্-বেরূণী (১১শ শতক) সকল ব্যবস্থারই বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনিও সাক্ষ্য-প্রমাণাদির অভাবে দিব্যবিশুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন: অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি নির্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশ-ভেদে পরীক্ষা-গ্রহণ বিভিন্নরূপ ছিল। স্মৃতি-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে (অনুমান খ্রীঃ ১২০০ অব্দ) বহু প্রকার দিব্যবিশুদ্ধি তৎকালে অপ্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রিটিশ-শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন প্রকার দিব্যবিশুদ্ধির প্রচলন ছিল। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা—অগ্নিপরীক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১৬ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর ১৬ অঙ্গুলি ব্যাসবিশিষ্ট সাতটী মণ্ডল নাতিশীঘ্র নাতিবিলম্বিতভাবে পদক্ষেপ করিয়া পঞ্চাশ পল পরিমিত তপ্ত লৌহপিণ্ড হাতে লইয়া অতিক্রম করিতে হইত। নারদের মতে আটটী এবং পিতামহের মতে নয়টী মণ্ডল অতিক্রম করিতে হইত। প্রথম মণ্ডলে অগ্ন লৌহপিণ্ড দেওয়াই রীতি। যে ব্যক্তির দুই হাতের মধ্যে কোন স্থান দগ্ধ হয় তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া জানা হইত। যে ব্যক্তি দগ্ধ হইত না সে বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। যে ব্যক্তি ভয়ক্রমে লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেয়, অথবা যে ব্যক্তি দগ্ধ হইল কি না ঠিক করা যায় না তাহাকে পুনর্বার লৌহপিণ্ড গ্রহণ করান হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন ঔষধাদি হাতে প্রয়োগ করিয়াছে কি না পূর্বেই তাহা পরীক্ষা করা হইত। তপ্ত লৌহপিণ্ড হাতে দিবার পূর্বে তাহার যুক্তহস্তে (অর্থাৎ অঞ্জলিতে) সাতটী অশ্বত্থপত্র স্থাপন করিয়া সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিতে হইত; অতঃপর পত্রের উপরেই লৌহখণ্ড স্থাপিত হইত। কেহ কেহ অশ্বত্থপত্রের পরিবর্তে শমী ও দূর্বাপত্র, তণ্ডুল অথবা দধিদানেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন। পরীক্ষার পূর্বে বিচারক নিম্নোক্ত প্রার্থনা করিতেন—

"হে অগ্নি! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। অতএব হে অগ্নি! যাহা মানুষের অজ্ঞাত তাহা তুমিই অবগত আছ। ব্যবহার-স্থলে আরোপিত কলঙ্কযুক্ত মনুষ্য শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।"—বিষ্ণুস° ১০।

অগ্নিদ্বারা দিব্যবিশুদ্ধির প্রমাণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপে প্রচলিত ছিল। ভারতে অগ্নির মধ্যে নগ্নপদে পরিক্রমণের দৃষ্টান্ত সীতার অগ্নিপরীক্ষায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে অশ্বত্থপত্রের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হইত।[২] ইরানী জাতিরা শুধু অগ্নির উপর পরিক্রমণ করিত না, এই সঙ্গে বক্ষোদেশে গলিত ধাতব পদার্থও ঢালিয়া দিত।[৩] শ্যামদেশীয়দিগের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারকুণ্ড পরিক্রমণের প্রথা ছিল।[৪] প্রাচীনকালে ইউরোপে অগ্নিমধ্যে হস্তস্থাপনের দ্বারা অগ্নিপরীক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়; দুই দিকে জ্বলন্ত কাষ্ঠস্তূপের মধ্য দিয়া গমন করিয়া অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থাও ইউরোপে ছিল।[৫] বর্তমানে বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে অগ্নি-পরিক্রমার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীন অগ্নিবিশুদ্ধির রূপান্তর। [অগ্নি-পরিক্রমা দ্র°]

ইস্‌লামধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে প্রাচীন আরবে অগ্নিপরীক্ষার প্রচলন ছিল। ভারতীয় অথবা প্রাচীন ইরানীগণের ন্যায় প্রাচীন আরবের প্রত্যেক জাতি অগ্নিরক্ষা করিত এবং তাহাদের পুরোহিত ছিল।[৬] যখন কোন বিবাদ-মীমাংসায় দোষী বা নির্দোষী সাব্যস্ত করিবার কোন প্রমাণ থাকিত না তখন অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত অথবা সন্দেহভাজন উভয় ব্যক্তিকেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইত। নির্দোষ ব্যক্তির ইহাতে কোন ক্ষতিই হইত না; অপরাধী ব্যক্তি দগ্ধ হইত বা প্রাণ হারাইত। ইব্‌ন্ হিশামে ইয়েমেনের (yemen) অগ্নিপরীক্ষার কথা আছে।[৭]

আধুনিক আরবে অগ্নিপরীক্ষা (bisha' ah) অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। বিবদমান উভয়পক্ষ মুবস্‌শীর (mubasshi) সম্মুখে আসিলে তিনি তরবারি, চামচ অথবা অনুরূপ পদার্থ অগ্নিতে উত্তপ্ত করেন। উভয় পক্ষকেই সেই উত্তপ্ত ধাতব পদার্থ জিহ্বাদ্বারা লেহন করিতে হয়; যাহার জিহ্বা ইহাতে দগ্ধ হয় তাহাকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইত।[৮] যদিও কোরানে দিব্যবিশুদ্ধির সাহায্যে বিচার নিষিদ্ধ হইয়াছে তথাপি কোন না কোন প্রকারে ইহা মুস্‌লিমজগতে প্রচলিত আছে।

প্রাচীন আইরিশ জাতির অগ্নিপরীক্ষার প্রচলন ছিল। অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বাইসে (adze) অভিযুক্ত ব্যক্তি জিহ্বা স্থাপন করিলে যদি তাহা দগ্ধ না হয় তাহা হইলে সে নির্দোষ প্রমাণিত হইত। স্ত্রীলোকের সতীত্বে সন্দেহ হইলে এইরূপ পরীক্ষা লওয়ার উল্লেখ পাওয়া

২ Balfour : Cyclopaedia of India.

৩ SBE, xlvii. 74, 159.

৪ Balfour : Cyclopaedia of India.

৫ Du Cange : 'ignis judiciam'.

৬ Jauhari, Cahah, Cairo, 1282—'Haul'.

৭ F. Wustenfeld, Gottingen, 1859. i. 17 : Wellhausen, 189.

৮ Burckhardt, i. 121 ; Landberg, 162ff.

যায়।[৯] প্রাচীন ওয়েলশ্ জাতির মধ্যে কোন দিব্যবিশুদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তী Dyvnwal Moelmudএর আইনে (Law of Dyvnwal) হত্যা, হত্যার ষড়্‌যন্ত্র ও রাজদ্রোহের অপরাধে তপ্ত লৌহ অথবা অত্যুষ্ণ জলের দ্বারা পরীক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। হোয়েল (Hoel, the Good) তাঁহার বিচারকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ দিব্যবিশুদ্ধির রীতি রহিত করিয়াছেন (Ancient Laws and Institutes of Wales, Lond. 1841, 707)।

প্রাচীন চীনে অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। খ্রীঃ ১ম শতকে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাববিস্তার-সম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থে একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে দেখা যায়, চীনসম্রাট্ বৌদ্ধ ধর্মের পোষকতা করায় স্থানীয় তাওই পুরোহিতগণ তাঁহাদিগের সম্রাটের নিকট অভিযোগ করেন; তাঁহারা নিজেরাই সম্রাট্‌কে নির্দেশ করেন যে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম অথবা তাওই ধর্ম শ্রেষ্ঠ, উহা প্রমাণের জন্য ভারতীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের গ্রন্থ ও তাওইগণের গ্রন্থগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হউক। অতঃপর তদনুসারে পরীক্ষাগ্রহণে তাওইগণের গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি ভিন্ন অপরগুলি ভস্মীভূত হয়; কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা জলপদ্মে পরিণত হইয়া বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিকে ধারণ করিল এবং ইহাতে বৌদ্ধ ধর্ম সহজেই জয়ী হইল।[১০] বর্তমানে চীনদেশে দিব্যবিশুদ্ধি কেবল অচৈনিক জাতিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

খ্রীষ্টধর্মে অগ্নিপরীক্ষা — বাইবেলে (Book of Numbers, 5. 11) দিব্যবিশুদ্ধির সামান্য উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহাতে অগ্নিপরীক্ষার কোন কথা নাই। তাহাতে কোন স্ত্রীলোককে জল পান করান হইয়াছে; যদি সে সাধ্বী না হয় তবে সেই মন্ত্রপূত জলের প্রভাবে তাহার উরু ও উদরদেশ নষ্ট হইবে এইরূপ অভিসম্পাত আছে। অবশ্য বিভিন্ন খ্রীষ্টান জাতির সমগ্র প্রাচীন ব্যবস্থা আলোচনা করিলে দিব্যবিশুদ্ধি যে প্রচলিত ছিল তাহা বলিতে পারা যায় [দিব্যবিশুদ্ধি দ্র°]।

কয়েকটী বৈদেশিক গ্রন্থে অগ্নিপরীক্ষারও উল্লেখ আছে। রাজদ্রোহী, রাজার জীবননাশে ষড়্‌যন্ত্রকারী, অথবা এইরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয়দানে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে নিজের দোষস্খালনের জন্য তপ্ত লৌহপিণ্ড হস্তে গ্রহণ করিতে হইত, অথবা উত্তপ্ত জলে হাত ডুবাইয়া দিতে হইত। মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী ও শপথভঙ্গকারী ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত উপায়ে তিন গুণ ভারি লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিতে হইত, অথবা সমগ্র বাহু উত্তপ্ত জলে ডুবাইয়া দিতে হইত।[১১] মধ্যযুগে ইউরোপে দিব্যবিশুদ্ধি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

হিব্রু জাতির মধ্যে দিব্যবিশুদ্ধি প্রচলিত ছিল। বাইবেল ইহার সাক্ষ্য দেয়।

ইরানী জাতির মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। ফর্দৌসী-রচিত শাহ্‌নামায় দেখা যায়, কৈকা'বুসের পুত্র সিয়াবুস্ বা সিয়াবখ্‌স্ অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা স্বেচ্ছায় নিজের বিশুদ্ধি প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দুইটী কাষ্ঠরচিত জলন্ত প্রাচীরের মধ্য দিয়া অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসেন; এইরূপে তাঁহার বিশুদ্ধি প্রমাণিত হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্টাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।[১২] ইরানী পহলবী-সাহিত্যে অগ্নিপরীক্ষার উল্লেখ আছে। অবেস্তায়ও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৩]

মাদাগাস্কার দ্বীপের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ অগ্নিবৎ তপ্ত লৌহ অথবা ফুটন্ত জলে এইরূপ পরীক্ষা হইত। পরীক্ষাগ্রহণের পূর্বমুহূর্তে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষাগ্রহণকারী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ইহাতে এক প্রকার বিশেষ কাষ্ঠের লৌহখণ্ড উত্তপ্ত করা হইত এবং এই সময়ে তিনি প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনার পর তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় ভিন্ন ভিন্ন তিন, চারি অথবা পাঁচ বার অভিযুক্ত ব্যক্তির জিহ্বা স্পর্শ করিতেন। অতঃপর অভিযুক্ত ব্যক্তি জিহ্বাদ্বারা তপ্ত লৌহখণ্ড একবার লেহন করিত। লেহন করিবার পূর্বে উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে কাষ্ঠনির্মিত রাজদণ্ড (hazomanitra) হইতে চাঁচিয়া কয়েকটী কণিকা উহার উপরে দেওয়া হইত।[১৪]

রোমান জাতির মধ্যেও অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষস্খালনের জন্য অগ্নিতে পরিক্রমণ অথবা অগ্নিবৎ তপ্ত লৌহপিণ্ড হস্তে গ্রহণ করিতে হইত। ভার্জিলের গ্রন্থে (Æn, xi. 785ff) দেখা যায়, আপোলো (Apollo) দেবতার পূজকেরা জলন্ত অঙ্গার হাতে লইয়া অগ্নিশিখার মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্লিনীর (Historia Naturalis, vii. 19) বর্ণনায় দেখা যায়, হার্‌পি (Hirpi) নামক এক শ্রেণীর গৃহস্থ অগ্নির উপর দিয়া পরিক্রমণ করিতে পারিত; এই জন্য রোমক সাম্রাজ্যে সামরিক অথবা রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় কোন গুরুভার ইহাদের উপর পড়িত না।[১৫]

কল্টীয় প্রভৃতি স্লাভ জাতির মধ্যেও অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এমন কি, বোহেমীয় জাতির মধ্যে খ্রীঃ ১৪শ শতক

৯ The Irish Ordeals, Cormac's Adventure in the Land of Promise, Ed. & Tr. W. Stokes in E. Windisch and Stokes, Irische Texte, iii. (Leipzig, 1891) 206ff; Ancient Laws of Ireland, Dublin, 1865-1901, v. 470ff.

১০ R. F. Johnston: Buddhist China, Lond. 1913, 137ff.

১১ Liebermann, i. 50; Aethelred, 5. 30; Leges Henrici, 64.

১২ Shahnamah, Ed. T. Macon, Cal. 1829, i. 396-98.

১৩ Dinkart, vii. 5. 4-6 (SBE, xlvii. 1897, 74ff); Shayast la-Shayast, xiii. 17 (SBE, v. 1880, 360); Avesta, xxxi. 3, xliii. 4, li. 9 (SBE, xxxi. 1887, 41, 100, 1814); Vend. iv. 46, 54 (SBE, iv. 1895, 46, 48ff).

১৪ A. and G. Grandidier: Hist. physique, naturelle et politique de Madagascar, Paris, 1908-16, iv.

১৫ K. H. Funkhanel; Gottesurtheil bei Griechen und Romern, Philologus, ii. 1847, 385-402.

পর্যন্ত ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। শস্যনাশকারী ব্যক্তিকে অগ্নিবৎ তপ্ত লৌহের অথবা ফুটন্ত জলের পরীক্ষা দিতে হইত।[১৬] খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে টিউটন জাতির মধ্যে দিব্যবিশুদ্ধি প্রচলিত ছিল কি না তাহা প্রমাণ করা সুকঠিন; তবে প্রাচীন আখ্যায়িকা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড-গ্রহণের উল্লেখ আছে। বিশপ পোপো (Poppo) এবং ডেন্‌মার্কের রাজা হরল্‌ড্‌র (Haraldr) গর্‌ম্‌সনরের (Gormssonr) গল্পেও উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডগ্রহণের কথা আছে। টিউটনবংশীয় বহু জাতির আখ্যায়িকায় অনুরূপ গল্প আছে। ইংলণ্ডে খ্রীঃ ১০ম শতকের পরেও অগ্নিপরীক্ষা-প্রচলনের নিদর্শনের অভাব নাই। সাধারণতঃ উত্তপ্ত জলের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত।[১৭]
[ERE, iv. এবং পারদীকা দ্র°]

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অগ্নিপাবক—ঋ° ১০.১৪০ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি।

অগ্নিপাবকবার্হস্পত্য—ঋ° ৮.১০২ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি।

অগ্নিবরিষ্ঠ সহঃপুত্র—ঋ° ৮.১০২ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি।

অগ্নিপুচ্ছ— (বৈদিক) **১** অগ্নির পুচ্ছ অর্থাৎ শেষভাগ, অহিতাগ্নি-সংস্থাপ্য স্থানের পশ্চাদ্ভাগ। ইহা পক্ষীর পুচ্ছাকারে নির্মিত।—আশ-শ্রৌ° ৪.১০৮। [যজ্ঞপুচ্ছ দ্র°] **২** যজ্ঞপুচ্ছ। ক্রমভঙ্গ না করিয়া পরপর যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইলে প্রথম যজ্ঞাগারের শেষ আবৃত্তি পরদিনের অনুষ্ঠানের আরম্ভসূচক ক্রিয়া বলিয়া গৃহীত হয়। অতিরাত্র ইহার দৃষ্টান্ত। ইহার শেষ আবৃত্তি দ্বাদশাহের (দ্বাদশদিনব্যাপী যজ্ঞের) প্রারম্ভরূপে অঙ্গীকৃত। ইহাও প্রকারান্তরে অতিরাত্র। এই অর্থে কাত্যায়ন-(১.৫.৪) মতে 'অহীনে'র (অর্থাৎ দ্বাদশাহের) অতিরাত্র অনুষ্ঠান 'যজ্ঞপুচ্ছ'।

১৬ A. Kucharski: Prava Zeme Ceske or Law of the Czech Country: A. Rambaud: Hist. de la Russie, Paris, 1878.

১৭ F. Liebermann: Die Gesetze der Angelsachsen, Halle, 1903-12, i. 401-30; ii. pt.-ii; J. Grimm: Deutsche Rechtsalterthümer, 576ff.

অগ্নিপুত্র—স্কন্দ।

অগ্নিপুর—মাহিষ্মতীর নামান্তর [মাহিষ্মতী দ্র°]। এই দেশ অগ্নি-কর্তৃক রক্ষিত হইত।
[মহা° অনু° ২৫ অ°; জৈমিনি-ভারত, ১১ অ°; GDI, 2]

অগ্নিপুরাণ— অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। ইহাতে পুরাণের সর্ববিধ লক্ষণই বিদ্যমান।* [পুরাণ দ্র°] নামান্তর—আগ্নেয় পুরাণ। ইহার বিভিন্ন সংস্করণে পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ সহস্র শ্লোক আছে। নারদীয় পুরাণে পঞ্চদশ সহস্র শ্লোকের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের তথা শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞানের বিবরীকৃত বিভিন্ন বিভাগের অগ্নিপুরাণ সংক্ষিপ্তসার; মুনি ও সুধীপ্রোক্ত উক্তি হিসাবে ইহা লিখিত। ইহার অন্তর্বর্তী বিষয়গুলিকে এক একটী প্রবন্ধ বলিলেও চলে। অগ্নিই ইহার প্রধান বক্তা; কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্র বা বিদ্যা-সম্বন্ধে অগ্নি নিজে কিছু না বলিয়া বিশেষজ্ঞের উপর বিবৃতির ভার অর্পণ করিয়াছেন; যেমন—চিকিৎসা-বিদ্যায় ধন্বন্তরী, হস্তিচিকিৎসায় পালকাপ্য, অশ্বচিকিৎসায় শালিহোত্র, সংস্কৃত-ব্যাকরণে কার্তিক ও স্বয়ং মহাদেব ব্যাখ্যাতা।

ইহাকে পুরাণের আকার দিবার জন্য বশিষ্ঠদেবকেও অগ্নির সহিত একযোগে বিবৃতি-কারী করা হইয়াছে। ষট্‌ সংবাদ সমাপ্ত করিবার জন্য ব্যাসদেব ও সূতকে পুস্তকের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষের দুই সংবাদে বিশেষ স্থান নাই।

অগ্নিপুরাণ পশ্চিম ভারতে লিখিত হয় নাই। ভারতের তীর্থগুলির বর্ণনা-প্রসঙ্গে অগ্নিপুরাণে গয়া (১১৪-১৬), গঙ্গা (১১০) প্রয়াগ (১১১), কাশী (১১২) ও নর্মদার (১১৩) বিশেষ বিবরণ পাঁচ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; অবশিষ্ট তীর্থগুলি দুই এক অধ্যায়ের মধ্যেই শেষ হইয়াছে। পুষ্কর ও কুরুক্ষেত্র-(১০৯) সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। পূর্বোক্ত পাঁচটী তীর্থ বঙ্গ বা বিহার হইতে সুগম ও শেষোক্ত দুইটী দুর্গম। ইহাতে মনে

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌॥
—বায়ুপু° ৪.১০।

হয়, অগ্নিপুরাণ বাঙলা অথবা বিহারের কোন স্থানে লিখিত হইয়াছিল। অগ্নিপুরাণে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ আছে তাহা চান্দ্র ব্যাকরণের অনুরূপ। চান্দ্র ব্যাকরণের উদ্ভব বাঙলায়। এই দেশেই ইহার পরিণতি এবং কয়েক শতক ধরিয়া এখানে ইহার প্রচলন ছিল; সুতরাং অগ্নিপুরাণের উদ্ভব যে বাঙলাদেশে হইয়াছিল এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে।

অগ্নিপুরাণের কাল-নিরূপণ—অগ্নিপুরাণের মধ্যে 'মহাপুরাণ' নামক অধ্যায় নারদীয় পুরাণের ৯২ হইতে ১০৯ অধ্যায়ের অনুরূপ; সুতরাং অগ্নিপুরাণ নারদীয় পুরাণের পরবর্তী কালের বলিয়া স্থির করা যায়। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নারদীয় পুরাণ রচনার কাল খ্রীঃ ৮ম শতক বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কিন্তু নারদীয় পুরাণ আরও তিন শতক পূর্বের গ্রন্থ। অগ্নিপুরাণ ইহার পরবর্তী কালে রচিত। ইহার ৭৪ অধ্যায়ে শিবপূজার বিধিব্যবস্থা বর্ণিত আছে দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে হিন্দু দেবতত্ত্বে শিবের স্থান হইবার পর ইহা রচিত হয়। 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহে' শিবদর্শনের বিস্তৃত আলোচনা আছে; অর্থাৎ অগ্নিপুরাণের শিবপূজা-পদ্ধতি-বিবরণ সর্বদর্শন-সংগ্রহের পরে লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে পঞ্চরাত্রেরও কয়েকটী অধ্যায় আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পর ইহা রচিত হইয়াছে। অলঙ্কারের মধ্যে কাব্য, দোষ, গুণ, অলঙ্কার, রীতি—সবই ইহাতে আছে; মাত্র 'ধ্বনি'র আলোচনা নাই। ইহাতে স্থির হয়, অলঙ্কার-শাস্ত্রে ধ্বনি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে অগ্নিপুরাণ রচিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণে চান্দ্র ব্যাকরণের যে কথা আছে উহা বঙ্গদেশে বরিশাল জেলার চন্দ্রদ্বীপ হইতে চন্দ্রগোমী-কর্তৃক খ্রীঃ ৪র্থ শতকে প্রবর্তিত হইয়াছিল; সুতরাং অগ্নিপুরাণ ইহার পরবর্তী কালের। এই পুরাণের এক স্থলে স্পষ্টই চান্দ্র ব্যাকরণের উল্লেখ আছে। 'ভুক্তিতের অধ্যায়ে এক স্থলে আছে—'বেত্তি অধীতে চান্দ্রকং', (অর্থাৎ সে চান্দ্র ব্যাকরণ

জানে এবং সেই চান্দ্র ব্যাকরণ পড়ে, সুতরাং সে 'চান্দ্রক') চন্দ্রের বৈয়াকরণ বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল; বোপদেবও চন্দ্রকে আট জন শাব্দিক বৈয়াকরণের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অগ্নিপুরাণে অলঙ্কার— অগ্নিপুরাণে অলঙ্কার-সম্বন্ধে আটটা অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়গুলি পিঙ্গলের অলঙ্কারসূত্রের সংক্ষিপ্তসার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সূত্রগুলি মাত্র অতিরিক্ত টীকা-সম্বলিত। হলায়ুধ খ্রীঃ ১০ম শতকের মধ্যবর্তী কালে উক্ত সূত্রগুলির বিপরীত সমালোচনা করিয়াছেন। এজন্য অগ্নিপুরাণ ইহার পূর্ববর্তী কালে রচিত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণে প্রথমেই শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ এই তিন প্রকার অলঙ্কার-বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে আট প্রকার অর্থালঙ্কারের উল্লেখ আছে—স্বরূপ, সাদৃশ্য, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়, বিভাবনা, বিরোধ, হেতু এবং সম (৩৪৩. ২-৩)। উপমা, রূপক, সহোক্তি, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি পৃথগ্‌ভাবে সাদৃশ্যের অন্তর্ভুক্তরূপে আলোচিত হইয়াছে (৩৪৩. ৫)। দণ্ডীর বিভাগ-পদ্ধতি-অনুযায়ী অষ্টাদশ প্রকার উপমার উল্লেখ আছে (৩৪৪. ৯-২০); যথা—ধর্মোপমা, বস্তূপমা, পরস্পরোপমা, বিপরীতোপমা, নিয়মোপমা, অনিয়মোপমা, সমুচ্চয়োপমা, ব্যতিরেকোপমা, বহূপমা, মালোপমা, বিক্রিয়োপমা, অদ্ভুতোপমা, মহোপমা, সংশয়োপমা, নিশ্চয়োপমা, বাক্যার্থোপমা, সাধারণী বা অতিশায়িনী, অন্যোপমা বা সমনোপমা।

প্রাচীনতম গ্রন্থের মধ্যে যে সকল গ্রন্থে উভয়ালঙ্কারের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে অগ্নিপুরাণ অন্যতম। ইহাতে 'উভয়ালঙ্কার' শীর্ষক পৃথক্ অধ্যায় আছে। প্রশস্তি, কান্তি, ঔচিত্য, সংক্ষেপ, যাবদর্থতা ও অভিব্যক্তি এই ৬টী ইহার অন্তর্ভুক্ত (৩৪৫. ২); কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্যান্য আলঙ্কারিক গুণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রে দশ প্রকার যমকের আলোচনা আছে। ভট্টি, দণ্ডী, বামন ও রুদ্রটের মত অগ্নিপুরাণকার এবং ভোজও প্রাচীন আলঙ্কারিক। অগ্নিপুরাণে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়।

উদারত্বগুণ-সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ (৩৪৬, ৯) দণ্ডীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। দণ্ডী বলিয়াছেন— 'শ্লাঘ্যৈর্বিশেষণৈর্যুক্তম্ উদারং কৈশ্চিদ্ ইষ্যতে'। অগ্নিপুরাণে—'উত্তানপদতৌদার্যং যুতং শ্লাঘ্যৈর্বিশেষণৈঃ'।

রীতি ও গুণের শ্রেণী-বিভাগ— পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকগণ ত্রিবিধ রীতি স্বীকার করেন। কিন্তু রুদ্রট ইহার সহিত 'লাটী'-রীতি যোগ করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে চারি প্রকার রীতিই স্বীকৃত হইয়াছে। রীতি-বিচারে অগ্নিপুরাণ শুধু বাক্যের হ্রস্বতা-দীর্ঘতার উপর নির্ভর না করিয়া উপচারকেও ইহার একটী বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

অগ্নিপুরাণে রসকে কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে ('বাগ্-বৈদগ্ধ্য-প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্'—৩৩৬. ৩৯)। এস্থলে অগ্নিপুরাণে দণ্ডী অথবা বামনের আদর্শে রীতির অনুবর্তন করা হয় নাই। অগ্নিপুরাণে গুণকে রীতির সহিত সংশ্লিষ্ট করান হয় নাই। অগ্নিপুরাণের মতে গুণ—'যঃ কাব্যে মহতীং ছায়ামনুগৃহ্নাত্যসৌ গুণঃ'—৩৪৬. ৩। কাব্যে যাহা মহতী ছায়া গ্রহণ করে তাহাকে এবং কাব্যশরীরভূত শব্দকে যাহা আশ্রয় করে তাহাকে গুণ বলে। অগ্নিপুরাণে গুণ দ্বিবিধ—বৈশেষিক এবং সামান্য। সামান্য গুণ তিন ভাগে বিভক্ত—শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ। অগ্নিপুরাণে শব্দগুণ সাতটী—শ্লেষ, লালিত্য, গাম্ভীর্য, সৌকুমার্য, উদারতা, সত্তা ও যৌগিকী; অর্থগুণ ছয়টী—মাধুর্য, সংবিধান, কোমলত্ব, উদারতা, প্রৌঢ়ী ও সাময়িকতা। শব্দার্থ-গুণকে আবার ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) প্রসাদ, (২) সৌভাগ্য, (৩) যথাসংখ্য, (৪) প্রশস্ততা, (৫) পাক এবং (৬) রাগ। এই সকল গুণের অনেকগুলিরই স্পষ্ট বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। সংবিধান ও যথাসংখ্য-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের পূর্ববর্তী লেখকদেরই কৃতিত্ব অধিক। একটী স্থলে দণ্ডি-বর্ণিত (৩৪৫. ১০ = দণ্ডী ১. ৮০) ওজোগুণের অনুবৃত্তি রহিয়াছে।

অগ্নিপুরাণের মতবাদ— অগ্নিপুরাণে ধ্বনি স্বীকৃত ■ নাই। ইহাতে পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকগণের সহিত বহু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ভোজ (সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ) ইহার অনুকরণে অতিরিক্ত মাত্রায় স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণ প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। ইহা একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ ব্যতীত কিছুই নহে। অগ্নিপুরাণ নিজেদের মতবাদের সুবিধা-অনুসারে পূর্ববর্তী গ্রন্থাদি হইতে আবশ্যকমত অভিমত সংকলন করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে ইহা অন্য গ্রন্থের সংজ্ঞাগুলির সহিত নিজের মতও সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'কাব্য-শরীর'-বর্ণনায় ইহা দণ্ডীর সংজ্ঞায় 'ইষ্টার্থ-ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী'র সহিত 'কাব্যং স্ফুটদলঙ্কারং গুণবদ্ দোষবর্জিতম্' (৩৩৬. ৬-৭) যোগ করিয়া ইহাকে অধিকতর দুর্বোধ্য করা হইয়াছে। গুণ অথবা অলঙ্কারের সংজ্ঞায়ও অগ্নিপুরাণে এইরূপ দেখা যায়।

অগ্নিপুরাণ ও ভোজের কণ্ঠাভরণের বহু আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অবশ্য অগ্নিপুরাণে ধ্বনিবাদ স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু 'আক্ষেপ' বর্ণনা-কালে শুধু ধ্বনির উল্লেখ আছে। ('স আক্ষেপো ধ্বনিঃ স্যাচ্চ ধ্বনিনা ব্যজ্যতে যতঃ'—৩৪৪. ১৪)। আরম্ভ-শ্লোকেও ধ্বনির উল্লেখ পাওয়া যায় (৩৩৭. ১ = ভোজ ১. ১)। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ধ্বনি, বর্ণ, পদ এবং বাক্যই বাঙ্ময় বলিয়া স্বীকৃত হয়।

অগ্নিপুরাণে রসকে কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে ('বাগ্-বৈদগ্ধ্য-প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্'—৩৩৭. ৩৩)। ভরতের অনুকরণে ইহাতে রস ও ভাব-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা আছে। রসের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ একটী বিশিষ্ট নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে—আনন্দ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে অভিমান এবং অভিমান হইতে রতির উৎপত্তি হয়। শৃঙ্গার, হাস্য এবং

অন্যান্য রস-সম্বন্ধেও এইরূপ নূতন কথা আছে (৩৩৯. ২-৪)। ভরতের অনুসরণে অগ্নিপুরাণ প্রধানতঃ চারিটী রস এবং তাহা হইতে অন্য পাঁচটী রসের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

অগ্নিপুরাণে রসালোচনা সম্পূর্ণভাবে হয় নাই; কারণ ইহাতে রীতি, গুণ ও অলঙ্কার প্রভৃতি অন্যান্য কাব্যাঙ্গের সবিশেষ আলোচনা নাই। অগ্নিপুরাণে প্রাচীনের অনুবর্তী আটটী রসের সহিত শান্তরস-যোগে রস-সংখ্যা নয় করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে শৃঙ্গার রসকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী কালে ভোজ ইহার অনুকরণে শৃঙ্গার রসকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দান করিয়াছেন।

অভিধান-সংকলনে অগ্নিপুরাণ অমরকোষ হইতে বহু বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন। অমরকোষের ইহা একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বিশেষতঃ উভয়ের অনেকগুলি শ্লোকের সমতা দৃষ্ট হয়। অধ্যায়বিন্যাস-রীতিও একরূপ।

অমরকোষ	অগ্নিপুরাণ
(১) স্বর্গবর্গ	স্বর্গবর্গ
(২) পাতালবর্গ	পাতালবর্গ
(৩) ভূমিবর্গ	অব্যয়বর্গ
(৪) পুরবর্গ	নানার্থবর্গ
(৫) শৈলবর্গ	ভূমিবর্গ
(৬) বনৌষধিবর্গ	বনৌষধিবর্গ
(৭) সিংহাদিবর্গ	মনুষ্যবর্গ
(৮) মনুষ্যবর্গ	ব্রহ্মবর্গ
(৯) ব্রাহ্মণবর্গ	ক্ষত্রবর্গ
(১০) ক্ষত্রিয়বর্গ	বৈশ্যবর্গ
(১১) বৈশ্যবর্গ	শূদ্রবর্গ
(১২) শূদ্রবর্গ	সামান্যনাম লিঙ্গাদিবর্গ
(১৩) বিশেষ্য নিঘ্নবর্গ	
(১৪) সঙ্কীর্ণবর্গ	
(১৫) নানার্থবর্গ	
(১৬) অব্যয়বর্গ	

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অগ্নিপুরাণ নারদীয় পুরাণের (খ্রীঃ ৫ম শতকের) পরবর্তী এবং হর্ষাযুধের (খ্রীঃ ১০ম শতকের মধ্যভাগের) পূর্ববর্তী। সুতরাং এই পুরাণ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম শতকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আরও দুইটী বিশিষ্ট প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অগ্নিপুরাণে রাজযোগের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে হঠযোগের কোনরূপ উল্লেখ নাই। হঠযোগের প্রকৃষ্ট প্রচলন ৮ম শতকেই হইয়াছিল। অগ্নিপুরাণে ইহার আলোচনা না থাকায় মনে হয়, হঠযোগ তখনও ভালরূপে প্রচলিত হয় নাই।

অগ্নিপুরাণে অদ্বৈত-ব্রহ্মবিজ্ঞান নামক একটী অধ্যায় আছে। উহাতে জড়ভরতের এবং সৌবীর রাজার উপাখ্যান আছে। এইগুলি বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণে ঋভু ও নিদাঘের কথোপকথনের মধ্যে দেখা যায়। ভারতে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা। কিন্তু অগ্নিপুরাণে শঙ্করাচার্যের অথবা তাঁহার মায়াবাদের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয়, অগ্নিপুরাণ শঙ্করাচার্য অথবা তাঁহার প্রবর্তিত মায়াবাদের প্রচারের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল।

অগ্নিপুরাণে-বিষয়বস্তুর বিন্যাসরীতি—যে রীতি অগ্নিপুরাণে বিষয়বস্তুর সার-সংকলনে অনুসৃত হইয়াছে তাহা ইহার নিজস্ব রীতি। ইহাতে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে সেগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত গ্রন্থের সারসংকলন। বিষয়বস্তুর দিক্ হইতে এগুলির সিদ্ধান্ত যে সর্বত্র চূড়ান্ত তাহা বলা যায় না এবং মতগুলিও যে সর্বস্থলে নির্ভুল তাহাও নয়। অগ্নিপুরাণে গয়াসম্বন্ধে যে তিনটী অধ্যায় আছে সেগুলি বায়ুপুরাণের 'গয়ামাহাত্ম্যে'র ৮ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার। রামায়ণের সপ্তকাণ্ড অগ্নিপুরাণে ৭টী অধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে (অগ্নিপু° ৫ম—১১ অ°); অথচ মূল বক্তব্য ইহাতে ঠিক আছে। ইহাতে রঘুর ১২শ সর্গের একটী চরণ অবিকৃতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে—'রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব'। সমস্ত হরিবংশখানি অগ্নিপুরাণে মাত্র এক অধ্যায়ের ৫৫টী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু—অগ্নিপুরাণে বিষ্ণুর দশ-অবতারের বিষয়গুলি ১৬ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সৃষ্টি-সম্বন্ধে মাত্র ৪টী অধ্যায় আছে। অনেকগুলি শ্লোক আবার মনুসংহিতা হইতে অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে।

বৈষ্ণবীয় অনুষ্ঠানগুলি 'পঞ্চরাত্র' হইতে লওয়া হইয়াছে। মন্দিরশিল্প, মূর্তিশিল্প, নগরসংস্কৃতিও ইহার মধ্যে আছে। বৈষ্ণব-অনুষ্ঠানগুলির অনেক উপকরণ অগ্নিপুরাণে দেখা যায়।

শৈব ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা অগ্নিপুরাণের একটী বৈশিষ্ট্য। সর্বদর্শন-সংগ্রহ হইতে শৈব দর্শনের ক্রিয়াকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক বিবরণ অগ্নিপুরাণে ৮১ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শৈব যুগের শিল্প-সম্বন্ধে আলোচনাও ইহাতে আছে।

১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে স্বর্গ-বর্ণনা ও ভূবৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। ইহাতে বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রসংক্রান্ত বিষয়ও বর্ণিত আছে। যুদ্ধজয়-সংক্রান্ত বিষয় ইহাতে 'যুদ্ধজয়ার্ণব' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১২৩ অধ্যায় হইতে ১৪৯ অধ্যায়ে বরাহমিহিরের 'শাস্ত্র' বর্ণিত হইয়াছে এবং স্মৃতি (১১—২১৭ অঃ), রাজনীতি (২১৮ অঃ), ও বৈদিকমন্ত্র (২৫৮—২৩৮ অঃ) ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ২৭০ অধ্যায়ে বৈদিক শাখার বর্ণনায় ইহাতে সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা আছে। অষ্টাদশ পুরাণে বিষ্ণুকে উপাস্য দেবতা করা হইয়াছে; কিন্তু অগ্নিপুরাণে বিশ্বরূপী হরিই উপাস্য দেবতা।

পুরাণের প্রতিপাদ্য মূল বিষয় ৫টী (১) সর্গ, (২) প্রতিসর্গ, (৩) মন্বন্তর, (৪) বংশ ও (৫) বংশানুচরিত।

কালে সূত-মুখে বর্ণিত কথা ও পৌরাণিক কাহিনীর স্থান পুরাণের মধ্যে প্রবেশলাভ করে। এই কাহিনীগুলির ভিতর দুই শ্রেণীর কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়—ক্ষাত্র এবং ঋষি, মুনি ও ব্রাহ্মণদিগের কাহিনী। এই কাহিনীবর্ণন-ব্যপদেশে অগ্নিপুরাণ হরিবংশের সার-সংকলন করিয়া দিয়াছেন।

পুরাণসকলের মধ্যে অনেকগুলিতেই নূতন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বা অন্য পুরাণ হইতে বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে, ফলে, ইহাদের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু পরবর্তী কালের পুরাণগুলিতে এ দোষ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ এগুলির বিষয়বস্তুতে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়—যথা, বিষ্ণু, অগ্নি ও ভাগবত পুরাণ। এগুলিতে বিষয়বস্তু প্রণালীবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

পরমার্থতত্ত্বে বা দেবতত্ত্বে পুরাণগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন প্রকারের। শাস্ত্রমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বরের বিশিষ্টভাবে গুণ-ব্যাখ্যাই বিশেষ বিশেষ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, পদ্ম ও গরুড়-পুরাণে সূর্যের প্রাধান্য বর্ণিত আছে; কিন্তু অগ্নিপুরাণে প্রধানতঃ বিষ্ণু ও শিবের পূজা-পদ্ধতির উল্লেখ আছে। এইজন্য বলিতে হয়—যাঁহারা পুরাণগুলিকে গুণ-বিভাগে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন তাঁহাদের মতে অগ্নিপুরাণকে রাজসিক ও তামসিক উভয় বিষয়েই শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়।

প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মত যখন সমাজে প্রচারিত হইতে লাগিল তখন উপধর্মগুলির স্থানও পুরাণের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই ধর্মগুলিকে পাষণ্ডীমত বা মোহ-শাস্ত্র বলা হয়। অগ্নিপুরাণের ১৬শ অধ্যায়ে ১ম হইতে ৪র্থ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় :—

'পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যৈর্দেবাঃ পরাজিতাঃ॥১
রক্ষ রক্ষেতি শরণং বদন্তো জগ্মুরীশ্বরম্।
মায়ামোহস্বরূপোঽসৌ শুদ্ধোদনসুতোঽভবৎ ॥২
মোহয়ামাস দৈত্যাংস্তাংস্ত্যাজিতান্ বেদধর্মকম্।
তে চ বৌদ্ধা বভূবুর্হি তেভ্যোঽন্যে বেদবর্জিতাঃ॥৩
আর্হতঃ সোঽভবৎ পশ্চাদার্হতানকরোৎ পরান্।
এবং পাষণ্ডিনো জাতা বেদধর্মাদিবর্জিতাঃ ॥৪॥

অর্থাৎ পুরাকালে দেবাসুর-যুদ্ধে দৈত্যদিগের নিকট দেবতারা পরাজিত হইয়া ঈশ্বর-সমীপে গিয়া তাঁহার শরণাগত হন এবং 'আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' বলেন। তখন মায়ামোহ-স্বরূপ ভগবান্ শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার মায়ায় দৈত্যেরা বেদধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। এই প্রকারেই বেদধর্মবর্জিত পাষণ্ডদিগের সৃষ্টি হইল; তাহারা সর্বদা এমন কার্যের অনুষ্ঠান করিত যাহাতে তাহারা নরকের যোগ্য হইত।

তীর্থভ্রমণের শুভফলের কথা বহু পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণ-রচনায় স্থাননিরূপণের সময় গয়া, গঙ্গা, প্রয়াগ, কাশী ও নর্মদা-তীর্থের বিবরণে এ বিষয় বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

রাজধর্ম-সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত আলোচনা অগ্নিপুরাণের ২২২ ও ২২৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

[Mm. H. P. Sastri : Catalogue Sans. Mss. v. 1928, Preface—cxlvi-civi ; JRAS, 1899, 523 ; অগ্নিপুরাণ : S. K. De : Sanskrit Poetics]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অগ্নিপূত— অগ্নিদ্বারা পরিশুদ্ধ, অগ্নি-সংযোগে পবিত্রীকৃত। 'যঃ শতরুদ্রীয়মধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি'।—কৈ-উ° ২, ১।

অগ্নিপ্রণয়ন — অগ্নিনয়ন। শাস্ত্রবিধি-অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণসহকারে আহবনীয় অগ্নি হইতে অগ্নিসংগ্রহপূর্বক দক্ষিণ হইতে উত্তর বেদীতে অগ্নি-নয়ন বা অগ্নি লইয়া যাওয়ার পরিভাষা।— আপ-শ্রৌ° ৩. ১. ১২৪ ; শা° ব্রা-ব্রা° ১. ২৮। ~ীয়— অগ্নিনয়নযোগ্য।

অগ্নিপ্রতিষ্ঠা— স্ত্রী, ১ অগ্নি-সংস্থাপন consecration of fire. ২ বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অগ্নিস্থাপন।

অগ্নিপ্রদ— [অগ্নি+প্র+√দা+ড—ক] অগ্নিদাতা, যে আগুন লাগাইয়া দেয় [অগ্নিদ দ্র°]।

অগ্নিপ্রদান= অগ্নিদান।

অগ্নি-প্রবেশ, -প্রবেশন (ক্লী°)— ক্লী, ১ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ। ২ মৃত পতির অনুগমন করিয়া চিতানলে প্রবেশ, সহমরণ।

অগ্নিপ্রস্কন্দন— ক্লী, যথাবিধি অগ্নিকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রৌত স্মার্ত হোমত্যাগ, অগ্নি-সাধ্য কর্মত্যাগ।— মহা° ১. ৮৪. ২৬।

অগ্নিপ্রভ— [অগ্নিপ্রকার ন্যায় প্রভা যাহার— বহু°] বিণ, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী।

অগ্নিপ্রভা— ১ বহ্নিজ্যোতিঃ, আগুনের হলকা। ২ বিণ, বহ্নির ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট।

অগ্নিপ্রয়োগ১—অগ্নিদান, আগুন লাগান।

অগ্নিপ্রয়োগ২—প্রয়োগগ্রন্থ। যজ্ঞাদিতে অগ্নিপ্রদানের যথাশাস্ত্র ব্যবস্থাবিধি।
[T. C. M. 616b]

অগ্নিপ্রস্তর১—[ম-প-সো°] ১ অগ্নিজনক পাষাণ, চকমকি পাথর flint [চকমকি পাথর দ্র°]। ২ অগ্নি হইতে উৎপন্ন প্রস্তর, আগ্নেয় প্রস্তর অগ্নিজ প্রস্তর [অগ্নি-প্রস্তর২ দ্র°]।

অগ্নিপ্রস্তর২ (Igneous rocks)— প্রায় এক হাজার খনিজ পদার্থের মধ্যে অল্প কয়েকটী মাত্র প্রস্তর বা পর্বত সৃষ্টি করে। অগ্নি-প্রস্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এইরূপ আকরিক ১০-১২ টী পদার্থে ইহা গঠিত। প্রধানতঃ কোয়ার্টজ (quartz), ফেলস্পারস্ (felspars), পাইরোক্সেনিজ (pyroxenes), এম্ফিবোলস্ (amphiboles), অভ্র (micas), অলিভাইন্স (olivines), নিফিলিন (nepheline), লিউসাইট (leucite), আকরিক লৌহ (iron ores) ও এপাটাইট (apatite) প্রভৃতি আকরিক পদার্থই অগ্নি-প্রস্তরের উপাদান। তলানি হইতে উৎপন্ন প্রস্তরে (sedimentary rocks) ক্লোরাইট (chlorite), কেওলিন ক্যালসাইট (kaolin calcite), ডলোমাইট (dolomite) এবং অন্যান্য কতিপয় পদার্থ অতিরিক্ত থাকে। নৈসর্গিক শক্তিদ্বারা রূপান্তরিত প্রস্তরগুলি (metamorphic rocks) প্রধানতঃ অগ্নি-প্রস্তরের একই উপাদানে গঠিত, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর কয়েকটী আকরিক পদার্থ থাকে। প্রস্তরের আকরিক প্রকৃতি (mineralogical nature)

মূলতঃ তাহার রাসায়নিক উপাদানের উপর নির্ভর করে; অন্যান্য অবস্থা ও উপাদানগুলিও প্রস্তরের উৎপত্তি ও পরিণতি বা মূলতত্ত্ব অনুশীলনে প্রয়োজন হয়। সমান আয়তনের দুই খণ্ড প্রস্তরে সমান উপাদান থাকিলেও তাহার আকরিক সংমিশ্রণে স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে। এইরূপে প্রচুর বাইওটাইট-(biotite) যুক্ত কোন প্রোফায়ার্স (prophyres) যে লিউসাইট-বেসল্ট্স্ (leucite-basalts) সমান বিকৃত থাকিতে পারে তাহাতে কোন ভুল নাই। অভিন্ন রাসায়নিক সংমিশ্রণের অসম অথচ খনিজ গঠনের অগ্নিপ্রস্তরকে heteromorphous বলে; ইহার প্রধান উৎপাদক পদার্থগুলির দৃঢ়ীকরণ-কাল নৈসর্গিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

সকল স্ফটিক প্রস্তরই (crystalline rocks) দ্রাবণ (solution) বা দ্রবীভূত পদার্থ দানা বাঁধিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। অত্যধিক উত্তাপ ও চাপ লাগিয়া তাহা হইতে গ্রানাইট প্রস্তর উৎপন্ন হয়। আবার micaschist অতিরিক্ত চাপ ও উত্তাপে কর্দম প্রস্তরের স্ফটিক প্রস্তুত হয়। এইরূপ পরিবর্তনকালে প্রস্তর বিশেষ নিরেট থাকে এবং সম্ভবতঃ অল্প কতিপয় তরলপদার্থ থাকায় পুনর্বার স্ফটিকে রূপান্তরিত হয়। সৈন্ধব লবণ (rock-salt), জিপসাম (gypsum); এন্‌হাইড্রাইট (anhydrite) প্রভৃতি স্ফটিক-প্রস্তর জলে দ্রব অবস্থায় থাকে। পরে উহাতে সূর্যের উত্তাপ লাগিলে উহা স্ফটিকের আকার ধারণ করে।

অগ্নিপ্রস্তরের উৎপত্তি—তরলীভূত অবস্থা হইতেই সমুদয় অগ্নি-প্রস্তর দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভূতত্ত্ব-বিদ্যার এই তরলীভূত অবস্থাকে ম্যাগ্‌মা (magma) বলে। প্রস্তরের ম্যাগ্‌মা এক প্রকার বালুকাময় দ্রাবণ(silicate solution)। ইহার প্রধান অংশ জল; ইহাতে প্রায় শতকরা ৫ হইতে ৬ ভাগ জল থাকিতে পারে। সক্রিয় আগ্নেয় গিরি হইতে যে মেঘ উত্থিত হয় তাহার অধিকাংশ বাষ্প, উহাতে অন্য গ্যাসও থাকে। এই গ্যাসগুলির মধ্যে CO_2, CO, HCl, S vapour, Oxides of sulphur, H_2S, HF, NH_3, CH_4, Cl, F, H এবং N প্রধান। ম্যাগ্‌মা দৃঢ়ীভূত হইলে উপর্যুক্ত গ্যাসগুলির অধিকাংশই বাতাসে উড়িয়া যায়। খুব তাড়াতাড়ি যদি দ্রবীভূত পদার্থ ঠাণ্ডা হইয়া যায় তাহা হইলে আগ্নেয় গিরির কাচের (volcanic glass) ন্যায় দানা না বাঁধিতে পারে এবং তাহাতে অধিক মাত্রায় জল থাকিতে পারে। পিচ্‌স্টোন বিশ্লেষণ করিয়া প্রায়ই শতকরা পাচ হইতে ছয় ভাগ জল পাওয়া যায়। অপর দিকে অপরিবর্তিত অগ্নিপ্রস্তরে কদাচিৎ শতকরা দুই ভাগের অতিরিক্ত জল পাওয়া যায়। অগ্নিজ ম্যাগ্‌মার উৎপত্তির উৎস-সম্বন্ধে প্রাচীন কালে ধারণা ছিল যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ তরল আগ্নেয় পদার্থে পূর্ণ এবং আগ্নেয় গিরি দিয়া সেই সকল পদার্থ বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা ঠিক নহে। পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে আগ্নেয় গিরির প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অগ্ন্যুদ্গমের মধ্যস্থলে (eruptive centre) আগ্নেয় তরল দ্রাবক থাকিবার স্থান আছে। এই দ্রাবকগুলিই অগ্নিপ্রস্তরের ম্যাগ্‌মা।

অগ্নিপ্রস্তরের শ্রেণী-বিভাগ— রাসায়নিক ও আকরিক পদার্থের তারতম্য, গঠন, বিন্যাস ও সংস্থান-অনুযায়ী অগ্নি-প্রস্তর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। দেখিতে পাওয়া যায় যে আকরিক ও রাসায়নিক পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস-অনুযায়ী এক শ্রেণীর অগ্নিপ্রস্তর অপর শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। ফোন্ লিওন্‌হার্ড(১৮২৫) ও ব্রোগ্‌নিয়ার্ট (১৮২৭)কে অগ্নিপ্রস্তরের শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। একভিন্ন নৌমান (১৮৫০), ফোন্ কোটা (১৮৫৫), রোট্‌ (১৮৬১) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও প্রস্তরের বিন্যাস ও গঠনপ্রণালীর অনুসারেই শ্রেণীবিভাগ করেন; তাঁহারা শুদ্ধ আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। আর্কেল (১৮৭৩) এবং রোজেন্‌বুশ্‌-(১৮৭৭)কে প্রস্তর-বিভাগে আধুনিক শিলাতত্ত্বের প্রবর্তক বলা হয়। ইঁহারা শ্রেণীবিভাগে প্রস্তরের আকরিক পদার্থ এবং সংস্থানের উপরেই প্রাধান্য আরোপ করিয়াছেন। রোজেন্‌বুশ্‌ ভূতত্ত্ব-বিচারদ্বারা শিলাতত্ত্বের সহিত তাহার সম্পর্কও নির্ধারণ করিয়াছেন। নূতন প্রণালীতে ভূতাত্ত্বিক অবস্থান, বিন্যাস, রাসায়নিক ও আকরিক মিশ্রণ-অনুযায়ী অগ্নিপ্রস্তরের শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছে। এইরূপ অগ্নিপ্রস্তরকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) বদ্ধমূল প্রস্তর (deep-seated rocks), (২) লক্ষিত পদার্থদ্বারা উৎপন্ন প্রস্তর (dike-rocks), (৩) নিঃস্রাবক প্রস্তর (effusive rocks)।

অগ্নিপ্রস্তর হয় ধাতুস্রবদ্বারা না প্রস্তরে বা প্রস্তরস্তরের মধ্যে গলিত প্রস্তরের সবলে প্রবেশদ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে।

আগ্নেয় গিরিগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, আগ্নেয়গিরির উৎপাতের সময়ে ধাতুস্রব বাহির হইয়া জড়াইয়া পড়ে এবং পরে বায়ু-সংস্পর্শে শক্ত হয়। কিন্তু অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে যে সকল ধাতব দ্রব আগ্নেয় গিরির ফাটল অথবা এইরূপ স্থান দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করে সেই সময়ে সেই সকল স্থানেই শীতল হইয়া আটকাইয়া যায় এবং প্রস্তরের আকার ধারণ করে। আগ্নেয় গিরি হইতে এই দুই উপায়ে অগ্নিপ্রস্তর উৎপন্ন হয়। ফাটলে আটকান প্রস্তরগুলি প্রথমতঃ দেখা যায় না, কিন্তু পরে গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে কঠিন প্রস্তরের মতই উদ্গীর্ণ হয়। প্রস্তরীভূত ধাতুস্রব অনেক সময়ে দানাদার থাকে; কারণ ধাতুস্রব বায়ু-সংস্পর্শে দ্রুতগতিতে ঠাণ্ডা হইয়া ঘনীভূত ও দৃঢ়ীভূত হইয়া পড়ে। সুতরাং কঠিনীভূত স্তরের নীচে দ্রবীভূত ধাতুস্রব অদ্রব অবস্থায় সহজেই দানা বাঁধিতে পারে।

ভূগর্ভস্থিত অগ্নিপ্রস্তর আকরিক পদার্থ বা ধাতুস্রব-স্তরের নিম্নে থাকে। ইহা আকস্মিক কারণে বিদীর্ণ হইয়া সবেগে উপরিস্থ স্তর ভেদ করিয়া অগ্নিগিরির ফাটলগুলির মধ্যে শিরার ন্যায় বহু ছিদ্রের সৃষ্টি করে। ইহার উত্তাপও অত্যন্ত অধিক। সুতরাং অন্যান্য প্রস্তরেও ইহার সংস্পর্শে পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে।

ইহার উত্তাপ অতি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কারণ বিভিন্ন পদার্থদ্বারা ইহা আচ্ছন্ন থাকে; এজন্য কাচধর্মা কোন পদার্থ ইহাকে সহজে শীতল করিতে পারে না। অতি ধীরে স্ফটিকী-ভূত হওয়ায় ইহাতে বাষ্পীয় পদার্থও থাকিতে পারে না; বিশেষতঃ উপরের স্তর ভেদ করিয়া ইহার মধ্যস্থ গ্যাসও বাহির হইতে পারে না। ইহাতে অধিকাংশ সময়ে ভূগর্ভে গহ্বরের সৃষ্টি হয় এবং আকরিক পদার্থেও বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়। সাধারণতঃ ইহার দলগুলি সমানায়তনের হইয়া থাকে, এই জন্য এইগুলিকে গ্রান্যুলার (দানাদার) প্রস্তর বলা হইয়া থাকে। সাধারণ পদ্ধতি-অনুসারে ভূগর্ভের নিম্নস্থিত সূক্ষ্ম দানাদার অগ্নিপ্রস্তরের সহিত সূক্ষ্ম উপরিস্থ বৃহদাকার অগ্নিপ্রস্তরের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; তথাপি ইহাদের প্রস্তরীভূত হওয়ার কালসম্বন্ধে অত্যন্ত পার্থক্য রহিয়াছে। এক-সময়ে সমস্ত প্রস্তরই দ্রবীভূত অবস্থায় ছিল। সুতরাং উপরের স্তরের প্রস্তরের আয়তনে অধিক সমতা রহিয়াছে; কিন্তু ক্রমনিম্নস্থ প্রস্তর-গুলির আয়তনে তত সমতা নাই। কারণ উপরিস্থ দৃঢ়ীভূত প্রস্তরের চাপে নিম্নস্থ তরল পদার্থের বিকৃতি ঘটাই সম্ভব। এইরূপে প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রস্তরকে Idiomorphic এবং অন্য শ্রেণীকে Allotriomorphic বলা হয়। এই উভয় শ্রেণীর প্রস্তরেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তর আছে।

ভূ-মধ্য হইতে আর এক প্রকার দ্রবীভূত প্রস্তর সবলে ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া মধ্য-পথেই আটকাইয়া যায়। এইরূপ প্রস্তর ভূগর্ভস্থ প্রস্তর হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর এবং ইহা অনেকটা ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।

পৃথিবীর বহিরাবরণের শতকরা প্রায় ৯৯ ৩ ভাগ বারটী মৌলিক পদার্থে (অক্সি-জেন, সিলিকন, এলুমিনিয়ম, লৌহ, ক্যালসি-য়ম, সোডিয়ম, পটাসিয়ম, ম্যাগ্‌নেসিয়ম, টিটানিয়ম, ফস্‌ফরাস, হাইড্রোজেন ও মাঙ্গানিজ) গঠিত। তন্মধ্যে অক্সিজেন অধিক পরিমাণে থাকে। অগ্নিপ্রস্তরের অক্সিজেন শতকরা প্রায় ৪৬,৫৯ ভাগ থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর বিশ্লেষণ-দ্বারা অগ্নিপ্রস্তর-সম্বন্ধে ওয়াশিংটন ও ক্লার্ক অগ্নিপ্রস্তরের গঠনের নিম্নলিখিত গড়পড়তা হার নির্ধারিত করিয়াছেন :—

SiO_2	59·12
Al_2O_3	15·34
Fe_2O_3	3·08
MgO	3·49
CaO	5·08
Na_2O	3·84
K_2O	3·13
H_2O	1·15
TiO_2	1·05
P_2O_5	0·3
MnO	0·12
Inclusive	0·5

অগ্নিপ্রস্তরের মধ্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত আকরিক পদার্থ আছে :—ফেলস্‌পারস্, পিরোক্সিনিজ, এম্ফিবোলস্ কোয়ার্টজ্ ও অভ্র। প্রস্তরের প্রধান উপাদান সিলিকা অথবা সিলিকেট প্রস্তরীকরণের পদার্থ মধ্যে অক্সাইডরূপে সিলিকেটস্, এলুমিনেস্, ক্লোরিড্‌স ক্রোমাইডাদ্ এবং সালফাইডস্ থাকে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন

অগ্নিপ্রায়শ্চিত্ত— গ্রন্থ-বি। —Burnell 27b.

অগ্নিপ্রেতদান— গ্রন্থ-বি°।

অগ্নিফলা— [ধোড়সাবকাংরী] মহাজ্যোতি-ষ্মতীলতা, বড় লতাকট্‌কী।—রাজনি° বর্গ ৩; কমক° ২৯৫, ৪১৭।

অগ্নিবাহু১—স্ত্রী, ধূম।

অগ্নিবাহু২—১ ভৌত্য নামক চতুর্দশ মনু-বির অন্যতম।— বিষ্ণুপু° ৩. ২. ৪২. ২ ভৌত্যমনুর পুত্র। ৩ স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের অন্যতম।—ব্রহ্মপু° ৫. ৯-১০।

অগ্নিবাহু৩— স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ও প্রিয়-ব্রতের অন্যতম পুত্র। ইঁহার মাতার নাম কাম্যা। অগ্নিবাহু জাতিস্মর ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। ইনি পিতার রাজ্যের একটী বর্ষ বা অংশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু সংসারের প্রতি আসক্তি না থাকায় সংসার ত্যাগ করিয়া তপশ্চর্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। (কূর্মপু° ৩৯. ৬-৭)। ভাগবতমতে (৮. ১৩. ৩৪) চতুর্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্রসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির অন্যতম।

অগ্নিব্রহ্মা— প্রসিদ্ধ ভিক্ষু-বি°। ইনি মহারাজ অশোকের জ্ঞাতি ছিলেন এবং ২৭৮ খ্রীঃ-পূঃ অশোকের কন্যা সংঘমিত্রাকে বিবাহ করেন। ২৬৬ খ্রীঃ-পূঃ ইনি অশোকের সহোদর তিষ্যের সহিত একসঙ্গে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করেন।

[Mahavastu, v. 170; Dr. R. Mukherjee; 'Authenticity of Asokan Legends' in Buddhistic Studies, Cal. 1931, 552]

অগ্নিব্রাহ্মণ১—শবদাহকালে পৌরোহিত্য-কারী ব্রাহ্মণ-বি°।

অগ্নিব্রাহ্মণ২—সামবেদ ব্রাহ্মণের প্রথম চারিখণ্ড; লেখক অজ্ঞাত। —S. Mss. 786, 787.

অগ্নিভ—১ [অগ্নিদেবতার ভ (নক্ষত্র)] স্ত্রী, কৃত্তিকা নক্ষত্র the pleiades। ২ ক্লী, (অগ্নির ন্যায় ভা [দীপ্তি] বলিয়া) স্বর্ণ।—রাজনি° বর্গ ১৩। ৩ বিণ, [স্ত্রী— া] অগ্নিবর্ণ।

অগ্নিভয়—অগ্নির জন্য ভীতি বা আশঙ্কা।

অগ্নিভা—[বা° লতাকট্‌কী; ম° কৃত্রমাল-কাঙ্গোনী; হি° কবুই] স্ত্রী, জ্যোতিষ্মতীলতা।

অগ্নিভাব—পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত মনুর সময়ে অমিতাভ দেবের চতুর্দশ গণের অন্যতম। —বিষ্ণুপু° ৩. ১. ২১।

অগ্নিভাস— পৌরাণিক দেবতা। রৈবত-মন্বন্তরে ইনি অন্যতম দেবতা ছিলেন। —বায়ুপু° ৬২. ৪৬।

অগ্নিভু—ক্লী, জল। —রাজনি° বর্গ ১৩।

অগ্নিভুক্—নিকুম্ভের বংশী ও ময়ূরপক্ষধারী গোপালকদের অন্যতম। ইঁহাদের অন্য নাম উপনন্দ।—গর্গ° গোল° ১৮।

অগ্নিভূ—[অগ্নি— √ভূ + ক্বিপ্ —ক; অগ্নিজাত স্কন্দ। —অভি° দেব° ৪৮; অম° স্বর্গ° ৩০] কার্তিকেয়ের নামান্তর।— শিবপু° জ্ঞান° ১৯. ১৭। মহাদেব স্বীয় বীর্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি সেই বীর্য গঙ্গায়

নিক্ষেপ করিলে ছয়জন কৃত্তিকা তাহা গ্রহণ করেন। তাহা হইতে ছয়টী পুত্রের জন্ম হয়; এই ছয় পুত্রের সঙ্গতিতে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি। অগ্নিতে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তির সহিত অগ্নির সম্পর্ক থাকায় তাঁহার নাম অগ্নিভূ হইয়াছে।

অগ্নিভূ কাশ্যপ—ইন্দ্রভূ কশ্যপের শিষ্য।—বংশ ব্রা° ২।

অগ্নিভূতি—[অগ্নি—√ভূ+ক্তি (ভা°); জৈন গণাধিপের নাম। অন্য গণাধিপের নাম—ইন্দ্রভূতি, বয়ভূতি, ব্যক্ত, সুধর্মা, মণ্ডিত, মৌর্যপুত্র, অবকম্পিত, অচলভ্রাতা, মেতার্য, প্রভাস। —অভি° দেবাধিদেব° ১১] অগ্নিভূতি জিননাথ মহাবীরের একজন প্রধান শিষ্য। জৈন কল্পসূত্রে স্থবিরাবলী অধ্যায়ে নব গণ ও এগার গণধরের প্রসঙ্গে ইঁহার নামোল্লেখ আছে। মহাবীরের সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ শিষ্য ছিলেন গৌতম-গোত্রীয় ইন্দ্রভূতি, ইনি পাঁচশত শ্রমণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মধ্যবয়স্ক ছিলেন এই অগ্নিভূতি, ইনিও গৌতম-গোত্রীয় ছিলেন, এবং পাঁচশত শ্রমণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন বায়ুভূতি, ইনিও গৌতম-গোত্রীয় ছিলেন এবং পাঁচ শত শ্রমণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।
[SBE. xxii, 286]

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অগ্নিভ্রাজস্—[ঋ° ভ্রাজস্—বৈদিক] অগ্নিসম দীপ্তিবিশিষ্ট having fiery splendour.

অগ্নিমঠর, -মাঠর, -মাতর—বেদব্যাস-শিষ্য পৈলের শিষ্য বাষ্কলির (বিষ্ণুপু° ৩. ৪. ১৮ মতে) আদি চারি শিষ্যের এবং ভাগবতমতে সাত শিষ্যের অন্যতম।* বাষ্কলি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আদি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান।—বিষ্ণুপু° ৩. ৪. ১৭।

অগ্নিমণি—[অগ্নিজনক মণি (ম-প-লো° ক°)] ১ সূর্যকান্তমণি sun-stone. ২ আতসী পাথর, চকমকি পাথর flint [চকমকি দ্র°]।

অগ্নিমথ্—[অগ্নি—√মন্থ + কিপ্—ন লোপ] ১ যাহা দ্বারা অগ্নি মথিত হয়। ক অরণিকাষ্ঠ। খ অগ্নিসাধনমন্ত্র। ২ অরণি-ঘর্ষণদ্বারা অগ্ন্যুৎপাদনকারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। [অগ্নি দ্র°]

অগ্নিমথ— [ষ° শ্বেতবর্বরা] শ্বেতবৃক্ষ-দারক, শ্বেতবিচতাড়ক, শ্বেতবুল্ল॥ বৈদ্যকনি°॥

অগ্নিমথন—পুং, গণিকারিকা। বা° গণিরী, আগ্ গন্ত॥ -রাজনি° বর্গ ৯। [গণিকারী ও অগ্নিমন্থ দ্র°]

অগ্নিমদন—কামাগ্নি।

অগ্নিমন্ত্র— যে মন্ত্রে সাধক অগ্নির ন্যায় ভাস্বর ও তেজস্বী হইতে সমর্থ হন, যে মন্ত্রে সাধনাকে পারিপার্শ্বিক দোষ-বর্জিত করিয়া সাফল্যমণ্ডিত করে, যে মন্ত্রের শক্তি অগ্নির ন্যায় কল্মষ ভস্মীভূত করিয়া চিত্তকে নির্মল ও সাধনাপোজ্জ্বল করে।

অগ্নিমন্থ,—১ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ।—কল্পদ্রু° ২৬৬। ২ যে মন্ত্রদ্বারা অগ্নিমন্থন সাধিত হয়।

অগ্নিমন্থ, —পুং, Premna integrifolia, Premna spinosa. ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ—Premna seratifolia. পর্যায়—গণিকারিকা, শ্রীপর্ণ, কণিকা, জয়া (অম°), তেজোমন্থ, হবির্মন্থ, জ্যোতিক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন (রত্না°), জয় (ভা-প্র°), গিরিকর্ণিকা (দ্রব্যাভি°), পাবকারণি (শব্দমা°), অগ্নিমথন, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু, শ্রীপর্ণী, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা, নদীজা, মথা, কেতু। অন্বর্থ-সংজ্ঞা—'তন্ত্রত্বচা', 'গন্ধপুষ্পা', 'গন্ধপত্রা'। ভাষানাম—বা° গণিয়ারী, গণিরী, অগ্ গান্ত; হি° অরনেথা, অর্ণী, ইরণি, গণিআরি; কোচবি° গনেন্দারী, গঁবদারী; আসাম—গনিয়রী; নেপাল—গিনেরি; অযোধ্যা—গনিয়ারি; গাড়বাল—বকরচা; উড়িয়া—অগুরাকৎ, অগিবথ; বো° নরবেল; গুজ° অরণী; ম° চামারি, থোর ঐরণ; কর্ণাট—নরুবল; তে° ঘেবুনেলি, পিন্নুনেলি, নেল্লিচেট্টু, বিরিনেল্লুচেট্টু; তা° মুন্নে; মলা° অপ্পেল; কুর্গ—এরুমৈমুন্নৈ।

উৎপত্তিস্থান—ভারতের সমুদ্রোপকূল, (বোম্বাই হইতে মলাক্কা); শ্রীহট্ট।

বর্ণনা—ক্ষুদ্র বহুশাখ চিরস্থায়ী বৃক্ষ। কখন কখন ১০।১২ হাত উচ্চ হয়। কাণ্ড ও শাখা কণ্টকাকীর্ণ। কাণ্ডত্বকের উপরিভাগ ম্লান পীতাভ ও উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার দাগ আছে; অভ্যন্তরভাগ হস্তিদন্তবৎ শুভ্র, লঘু ও ভঙ্গুর। কাষ্ঠ—লঘু, পিঙ্গলাভ, কিছু শক্ত, সমান আঁসবিশিষ্ট এবং সুগন্ধ। কচি পত্রাঙ্কুর প্রায় চিক্কণ, অতি ক্ষীণ রোমাবৃত। পত্র দুই হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা, প্রশস্ত-ডিম্বাকার; পত্রাগ্র সূক্ষ্ম; পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর মসৃণ ও চিক্কণ; পত্রপৃষ্ঠ শিরাবন্ধুর, পত্রে এক প্রকার তীব্র গন্ধ আছে। পত্রবৃন্ত ½ হইতে ¾ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প—পুষ্প এবং পুষ্পদণ্ড ম্লান পীতাভ হরিদ্বর্ণ; পুষ্পদণ্ড ক্ষুদ্র ও সরোম, সশাখ, প্রত্যেক শাখা ৩।৫টী পুষ্প ধারণ করে। পুষ্প অতি ক্ষুদ্র, মিলিতদল—প্রধানতঃ দুই ভাগ—এক অংশ অখণ্ডিত ও হ্রস্ব; অপরাংশ তিন ভাগে ঈষৎ খণ্ডিত ও দীর্ঘ। সুতরাং পুষ্পের বহিঃস্তবক দেখিতে চারি খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া মনে হয়। পুংকেশর চারিটী—তন্মধ্যে দুইটী বৃহৎ, দুইটী ক্ষুদ্র। পুংকেশর পুষ্প হইতে ঈষৎ বাহির হইয়া থাকে, পরাগকোষ কৃষ্ণবর্ণ। ফল—বর্তুলাকার, সাষ্টিক ½ ইঞ্চি, বীজ মটর কলাইয়ের মত।

ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থের (Premna Serratifolia) বৃক্ষ ক্ষুদ্রতর, গুল্মবিশেষ। গনিয়ারির কাণ্ডে ও শাখায় বৃহৎ, দৃঢ়, পরস্পর বিপরীত দিকে বিস্তৃতভাবে তীক্ষাগ্র শাখা বা কণ্টক থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা নাই।

গুণ—বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার গুণসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। "তর্কারী কটুকা॥ তিক্তানিলকফাপহা। শোফশ্লেষ্মাগ্নিমান্দ্যার্শো-

* চারিশিষ্যের নাম—বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর।—বিষ্ণুপু° ৩. ৪. ১৮। সাত শিষ্যের নাম—বোধ্য (বায়ুপু° মতে বোধ), অগ্নিমাঠর (ভা° মতে অগ্নিমিত্র ও ব্রহ্মাণ্ডপু° মতে অগ্নিমাতর), যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, কালায়নি (বালায়নি), গার্গ্য (ভজ্য), কথাজব (জাতুকর্ণ)।

বিড়্বন্ধাধ্মাননাশনী। অগ্নিমন্থদ্বয়ৈব তুল্যং বীর্যরসাদিষু। তৎপ্রয়োগানুসারেণ যোজয়েৎ শমনীবরা।"—রাজনি°। "অগ্নিমন্থঃ শ্বয়থুহৃৎ-বীর্যোষ্ণঃ কফবাতহৃৎ।* পাণ্ডুহৃৎ কটুকঃ তিক্তস্তুবরো মধুরোঽগ্নিদঃ॥ —ভা-প্র° পূ° ১ গুরু-বর্গ। '...হিতাবাতবিকারিণাম্' (রাজবল্লভঃ)। 'লঘ্বগ্নিমন্থস্ত গুণাঃ প্রোক্তা বৃহদগ্নিমন্থবৎ। বিশেষাল্লেপনে চোপনাহে শোফে চ পূজিতঃ'।—নিঘণ্টুরত্না°।

বৈদ্যকে ব্যবহার—অর্শ রোগীকে তৈল মর্দন করাইয়া ঈষদুষ্ণ অগ্নিমন্থের পত্রের কাথে স্নান করাইতে হয়।*

ইক্ষুমেহ (diabetes mellitus) রোগীকে গণিয়ারীর মূল বা কাণ্ড ত্বকের কাথ পান করাইতে হয়।†

চক্ষুঃকামিলে অসন বা পিয়াসালের কাঠ (terminalia tomentosa) আট তোলা, গণিয়ারী মূলের ছাল আট তোলা উত্তমরূপে ছেঁচিয়া আট সের জলের সহিত কাথ প্রস্তুত করিতে হয় এবং চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে দুই সের পরিপুষ্ট মাষকলাই সিদ্ধ করিতে হয়। সিদ্ধ হইবার সময়ে উহাতে চিতার মূলচূর্ণ দুই তোলা এবং আধসের কাঁচা আমলকীর রস প্রদান করা নিয়ম। মাষকলাই বেশ সিদ্ধ হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া মধু ও ঘৃতযোগে বলানুসারে ভোজন করিতে দিতে হয়। লবণ বর্জনীয়। মাষকলাই জীর্ণ হইলে মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করা যায়; ঐ যূষের সহিত ঘৃতমিশ্রিত অন্ন বিনা লবণে ভোজন করিতে দেওয়া বিহিত।—সুশ্রু° চিঃ ২৩ অঃ।

বাতব্রণে মাতুলুঙ্গ ও গণিয়ারির মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হয়। —হারীত° চিঃ ৩৫ অঃ। বসামেহরোগীকে গণিয়ারী-মূলত্বকের কাথ পান করিতে দেওয়া উচিত। —চরক° প্রমেহ-চিঃ। গণিয়ারী-মূলত্বক্ পেষণ করিয়া গব্যঘৃতের সহিত সপ্তাহ কাল পান করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠ নিবৃত্তি পায়।—চক্র° শীতপিত্ত-উদর্দচিঃ। গণিয়ারী-মূলত্বকের কাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ করিয়া পান করিলে অতি স্থূলকায় ব্যক্তি কৃশ হইয়া থাকে। —চক্র° স্থৌল্যচিঃ।

অগ্নিমন্থের মূল পাচক, কষ ও রসায়ন অম্লরোগে, উদরী রোগে এবং আমবাতে উপকারী। ইহার পত্রের কাথ কখন কখন পাচকরূপে ব্যবহৃত হয়; বিস্ফোটাদিজাত জ্বরে, শূলরোগে ও উদরাধ্মান রোগে বিশেষ উপকারী। অগ্নিমন্থের মূল 'দশমূলে'র একটী উপাদান। মূলের কাথ হৃদ্য ও বল্য এবং গণোরিয়া রোগে, জ্বরের পর দুর্বলাবস্থায়, বাতরোগ ও নিউর্যালজিয়া রোগে বিশেষ উপকারী। সর্দি হইলে ও জ্বরে ইহার পত্র গোলমরিচের সহিত বাটিয়া ব্যবহার করিতে দেওয়া নিয়ম। ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থের সমস্ত গুল্মটী ছেঁচিয়া কাথ করিয়া বাত ও নিউর্যালজিয়া রোগে পান করিতে দেওয়া হয়।

উপাদান—মূলত্বক্ হইতে একপ্রকার স্বাদহীন রজন (resin) ও তিক্ত বিকৃত ক্ষারধর্মক্রান্ত উদ্ভিজ্জ (bitter amorphous alkaloid) ও ট্যানিন পাওয়া যায়।

[ভা-প্র° পূ° খ° গুরু-বর্গ; রাজনি° বর্গ ৯; ধন্বন্তরি-নি°; বৈদ্য-নি°; রাজব°; নিঘণ্টুরত্না°; চরক° চিঃ ৯অঃ; সুশ্রু° চিঃ ১১, ২৭ অঃ; হারীত° চিঃ ৩৫ অঃ; চক্র°; বৈদ্যকল্প; বিরজাচরণ গুপ্ত: বনৌষধিদর্পণ, ১ম খণ্ড, ২৪৮-৫১; Kirtikar & Bose: Indian Medicinal Plants, 992, pl. 756; R. N. Khory: Meteria Medica of India, ii. 472; Pharmacographia Indica, iii. 67]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অগ্নিমন্দির— পঞ্জাব প্রদেশে কাংড়া জেলার অন্তর্গত ডেরা গোপীপুর তহশীলভুক্ত জ্বালামুখী নামক নগরে অবস্থিত মন্দির। জ্বালামুখীর অবস্থান— অক্ষা° ৩১° ৫২´ উ°, দ্রাঘি° ৭৬° ২০´ পূ°। এই নগর একটী সুউচ্চ পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত এবং মন্দিরটী পর্বতের পাদদেশ হইতে প্রায় শতাধিক ফুট উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী বেশ সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত। ইহার মধ্যে কোন বিগ্রহ নাই, মাত্র ভূগর্ভ হইতে উত্থিত ঈষৎ রক্তিমাভ স্থির এক অগ্নিশিখা পরিদৃষ্ট হয়। এই অগ্নিশিখাকে 'জ্বালামুখী' বা 'অগ্নিমুখী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে এবং উহাকে দেবী ভগবতীর অংশবিশেষ বিবেচনা করিয়া পূজা করা হয়। মন্দিরটী প্রসিদ্ধ ৫২ পীঠস্থানের অন্যতমরূপে পরিচিত।

মন্দিরের যে স্থান হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে সেই স্থানে দুই হস্ত পরিমিত একটী সমচতুষ্কোণ গহ্বর নির্মিত আছে। উহার চতুষ্পার্শ্বে একটী পথরেখা দেখা যায়। গহ্বরের ঠিক উপরে শূন্যে একটী সুবর্ণনির্মিত চন্দ্রাতপ ঝুলান আছে। এই চন্দ্রাতপ মহারাজ রণজিৎ সিংহ উপহার প্রদান করেন। ইহার উপর মন্দিরে আগত পূজার্থিগণ প্রণামীস্বরূপ মুদ্রা নিক্ষেপ করে। অবশ্য মন্দিরের চত্বরেও মুদ্রা পড়িতে দেখা যায়। মন্দিরের চূড়াও সুবর্ণমণ্ডিত এবং একটী সুদৃঢ় দ্বার রৌপ্য-নির্মিত। এই দ্বারটী মহারাজ খড়্গসিংহ-প্রদত্ত।

প্রতি বৎসর আশ্বিন ও ফাল্গুন মাসে এই স্থানে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত মেলা বসিয়া থাকে। মেলার সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র নরনারী এইস্থানে সমবেত হয়। এই সময় নানা প্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এগুলিতে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজান হয় এবং পূজার্থিরা ছাগবলি দেয়।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে মন্দিরস্থ অগ্নিশিখাকে দেবী ভগবতীর মুখনিঃসৃত অগ্নি বা 'জ্বালা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অপর একটী প্রবাদে জানা যায় উহা জালন্ধর নামক দৈত্যরাজের মুখনিঃসৃত অগ্নি। ভগবান্ শিব তাহাকে পর্বতাঘাতে দমন করেন। তদবধি পর্বতনিষ্পেষিত জালন্ধরের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে।

মন্দিরের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ এবং তীর্থযাত্রিগণ এই অগ্নিতে প্রচুর ঘৃত, মোম, পুষ্পাদি আহুতি দেয়। যাত্রিগণের প্রদত্ত দক্ষিণায় প্রভূত আয় হইয়া থাকে; এই

* 'অগ্নিমন্থ পত্রাণি। জলেনোষ্ণবতা সংস্নাতং পত্রভঙ্গবগাহয়েৎ।' —চরক° চিঃ ৯ অঃ।

† 'ইক্ষুমেহিনং বৈজয়ন্তিকষায়ম্'—সুশ্রু° চিঃ ১১ অঃ।

অর্থ পুরোহিতগণেরই প্রাপ্য। মুসলমান-রাজত্বে মন্দিরের যাত্রিগণের প্রত্যেকের উপর এক আনা করিয়া কর ধার্য ছিল। বর্তমানে ইহার যাত্রিগণের জন্য বহুবিধ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাতিয়ালার মহারাজা মন্দিরসংলগ্ন একটী সুন্দর সরাই নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অন্যূন আটটী ধর্মশালাও এই স্থানে আছে। মহাভারতে যে বড়বাতীর্থের উল্লেখ আছে তাহাতে বিতস্তা নদীর সন্নিকটস্থ এই জ্বালামুখীর অগ্নিমন্দিরই সূচিত হইয়াছে। তথায় স্নানান্তে সন্ধ্যাকালে অগ্নিদেবকে পিতৃ-লোকের উদ্দেশে বিষ্ণুর সন্তোষার্থ চরু-নিবেদনে ও বিষ্ণুমন্ত্র-জপে অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।* [জ্বালামুখী দ্র°]

কাস্পিয়ান সমুদ্রের পশ্চিম কূলে অবস্থিত বাকু শহরের কয়েক মাইল দূরবর্তী 'সুরুখানেহ' নামক স্থানে একটী প্রাচীন অগ্নিমন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। চিরপ্রজ্বলিত অগ্নির (বর্তমানে নির্বাপিত) মন্দিররূপে ইহা পরিচিত। বহু দিন হইতে ভারতীয় পুরোহিতগণের উহার পূজা ও সংরক্ষণ চলিতেছিল। স্থানটী প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত, মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরের ছাদে শৈবমন্দিরের প্রতীক-ত্রিশূল প্রোথিত।

[JRAS, 1897, 311, 316; 1902, 510, 523, 534, 736; Vans Kennedy: Hindu Mythology, 456; Baron Hugel: Travels in Kashmir, 42-5; Mrs. Harvey: Adventures of a Lady in Tartary, i. 21, 23; ASR, v; IG, xiv. 86; CunAGI, 138]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অগ্নিময়—১ [অগ্নি + ময়ট্ (ব্যাপ্ত্যর্থে), স্ত্রী— -ী] বিণ, অগ্নিপরিব্যাপ্ত। পুং ২ শ্বেত-বৃদ্ধদারক argyreia speciosa, lettsomia nervosa বা° শ্বেত বিজ্‌তাড়ক, বিজতড়ক [বৃদ্ধদারক দ্র°]। ৩ শ্বেতবুহ্ল। বা° শাদাবোণা।

* ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বড়বাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্।
পশ্চিমায়ান্তু সন্ধ্যায়ামুপস্পৃশ্য যথাবিধি।
চরুং সপ্তার্চিষে রাজন্ ।অথাণিকং লভেদ্দ্রবেৎ॥
—মহা° ৩. ৮৭. ১১১ ইং

অগ্নিমান্—প্রায়শ্চিত্তাগ্নি-বি°।—মহা° ৩. ২২৩. ৩১।

অগ্নিমান্—[পুং° -মৎ; স্ত্রী— -মতী] ১ বিণ, বহ্নিবিশিষ্ট, আগ্নিক, প্রদীপ্ত, প্রচণ্ড, অনল। ২ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।

অগ্নিমান্দ্য—অগ্নিমান্দ্য বা মন্দাগ্নি কোন ব্যাধিবিশেষ নহে; ইহা কোন কোন ব্যাধি-বিশেষের উপলক্ষণ বা লক্ষণসমূহের অবস্থা-বিশেষ অথবা ক্রিয়াব্যতিরেক বা কার্যকরণে শক্তিহীনতা মাত্র। শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পায় অর্থাৎ শরীরমধ্যে কোন না কোন ব্যাধি যে নিশ্চিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়।

যখন কোন ব্যাধির দৌর্বল্যনিবন্ধন শরীরাভ্যন্তরস্থ পরিপাক-যন্ত্রসমূহের ক্রিয়াশক্তি উপযুক্ত কার্য করিতে অশক্ত হইয়া স্বল্পপরিমাণ ভুক্ত দ্রব্যও পরিপাক করিতে অসমর্থ হয় তখনই অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে জানিতে হইবে। সাধারণতঃ নিয়মিত ও পরিমিত আহারে ব্যতিক্রম ঘটিলে বা কোন দুষ্পাচ্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলে শরীরগত পরিপাকযন্ত্রের এবং নিম্নোদর বা পক্বাশয়ের ক্রিয়াপদ্ধতির বিপর্যয়-জনিত যে অস্বস্তি অনুভূত হইয়া থাকে এবং খাদ্যদ্রব্যগ্রহণে যে অনভিলাষ বোধ হইয়া থাকে তাহাও অগ্নিমান্দ্য বা মন্দাগ্নি নামে উক্ত হয়। অগ্নিমান্দ্যে শরীরগত ভুক্ত দ্রব্যসমূহ উপযুক্তভাবে পরিপাক হয় না এবং তজ্জন্য দেহে অজীর্ণাদি লক্ষণসংযুক্ত ব্যাধির আবির্ভাব হইয়া থাকে ও তৎসহ বিবমিষা, যথারীতি আহার্য খাদ্যসামগ্রীগ্রহণে অনিচ্ছা (ইহাকে ব্যাবহারিক ভাষায় ক্ষুধামান্দ্য বলা হয়) প্রভৃতি উপসর্গ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আহার্যনীতিতে নিয়মিত পরিপাকক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলেই অথবা তাহাতে ব্যাঘাত জন্মিলেই ভুক্ত দ্রব্য আর জীর্ণ হয় না। এই অজীর্ণজনিত কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় নামক দুইটী বিপরীত লক্ষণাত্মক ব্যাধিরই অগ্নিমান্দ্য একমাত্র কারণ না হইলেও কারণবিশেষ বটে। আমাশয়ের প্রক্রিয়া-বিপর্যয়ই অগ্নিমান্দ্যের একটী বিশিষ্ট কারণ। মানবদেহে স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হইলে বা মানসিক দৌর্বল্য-জনিত অজীর্ণতা হইলে অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অপরিমিত ও অনিয়মিত আহার, অত্যধিক স্নেহজাতীয় দ্রব্য ও মৎস্য-মাংসাদি ভোজন, অধিক রাত্রি জাগরণ, মাদক দ্রব্যাদি সেবন, ও অতিরিক্ত ধূমপান প্রভৃতি বহু কারণে দেহের পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়ায় বাধা জন্মিয়া অজীর্ণলক্ষণাক্রান্ত অগ্নিমান্দ্য প্রকাশ পায়। আহারকালীন প্রবহমান রক্তের গতি আমাশয়ের দিকে ধাবিত হয় বলিয়া পিত্তনিঃসরণ হইয়া ভুক্ত দ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া থাকে; কিন্তু দুশ্চিন্তা, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি কারণে দুর্বল ব্যক্তির রক্তের গতি ঊর্ধ্বগামী হইয়া মস্তকের দিকে প্রবহমান থাকায় আহারের সময় সম্যগ্‌ভাবে পিত্ত-নিঃসরণ-ক্রিয়া হইতে পারে না; সেজন্য ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ না হওয়ায় অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে।

প্রয়োজনমত আমাশয়িক পাচকরসের অভাবে ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের ব্যাঘাতে অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে; উক্ত পাচকরসে লবণদ্রাবক (Hydrochloric acid) উপাদানের অল্পতানিবন্ধন যে অজীর্ণতা দেখা যায় তাহাতে অগ্নিমান্দ্য, নিম্নোদরের অস্বাচ্ছন্দ্য ও বিবমিষা প্রভৃতি লক্ষণাদি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাকে Hypochlorhydria বা Achylia gastrica বলা হয়।

সাধারণতঃ জিহ্বার বাহ্য পরিবর্তনাদি লক্ষ্য করিয়াই শরীরাভ্যন্তরস্থ পরিপাকযন্ত্রের সুস্থতা অথবা রুগ্নতাব নির্ণীত হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্যে রসনার আস্বাদনশক্তি বিকৃত হইয়া যায় এবং মুখগহ্বর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

শিশুদিগের মধ্যে অগ্নিমান্দ্য প্রায়ই দেখা যায় না। যদি কোন কারণে তাহাদের আহারবিধির বিশেষ ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে কদাচিৎ এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে জরার্দ্ধির সহিত এই উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বার্ধক্যে গুরুতর

আকার ধারণ করিয়া সবিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া থাকে।

শারীর ধর্ম ও আহার-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী যথারীতি পালন করিলে এবং মাদক দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্যগ্‌ভাবে পরিবর্জন করিলে অগ্নিমান্দ্যজাতীয় অজীর্ণজনিত উপসর্গাদি বিনা ঔষধপ্রয়োগে সহজেই দূরীভূত করিতে পারা যায়।

ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী

হোমিওপ্যাথী মত — প্রাচ্য-বৈদ্যগণ পাচকপিত্তের সহিত অগ্নির গুণ-বীর্যের সমতা লক্ষ্য করেন। লালাগ্রন্থি (salivary gland), পাকস্থলী বা আমাশয় (stomach ■ gastric), ক্লোমগ্রন্থি (pancreatic), যকৃৎ (liver), পিত্তকোষ (gall bladder) প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্র হইতে নিঃসৃত রস ভুক্ত দ্রব্যকে অগ্নিবৎ জীর্ণ করে। উক্ত পাচকরসের পরিমাণ ও গুণ যথোপযুক্ত না হইলে অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়। সুতরাং, অগ্নিমান্দ্যকে কোন একটী পৃথক্ রোগ না বলিয়া রোগের লক্ষণবিশেষ বলাই সঙ্গত। অগ্নিমান্দ্যের কারণ মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় ; (ক) মিথ্যা আহার ও বিহার, (খ) পরিপাকযন্ত্রের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন।

(ক) মিথ্যা আহার ও বিহার :— "মিথ্যা" শব্দের অর্থ অত্যয় বা অযোগ, অত্যধিক বা অতিযোগ অথবা বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ (inimical) ভোজন বলিতে পরস্পর বিরোধী খাদ্যদ্রব্যকে বুঝায়। কিন্তু যে ব্যক্তির পাচক রস অধিক নিঃসৃত হয় অথচ লালা ও পিত্ত অল্প নির্গত হয়, তাহার পক্ষে অধিক স্নেহপদার্থ ও রুটি, লুচি, আলু প্রভৃতি আহারে অজীর্ণ হইবে, কিন্তু ডাল্ মাংস, ডিম প্রভৃতি পদার্থ পরিপাক হইবে ; সেইরূপ আবার যে ব্যক্তির পাচকরস অল্প, কিন্তু পিত্ত ও লালাস্রাব অধিক নির্গত হয় তাহার পক্ষে মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্য অনিষ্টকর ; এই গুলিও মিথ্যা আহারের মধ্যে গণ্য। "বিহার" অর্থে কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ ক্রিয়াকেই বুঝায়। অতএব অত্যধিক শ্রম বা পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা, আহারের সময়ের অনির্দিষ্টতা, ভোজন-সময়ে এবং তাহার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে যে কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি মিথ্যা-বিহারের মধ্যে গণ্য।

(খ) পরিপাকযন্ত্রের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন :—আঘাতজনিত স্থানচ্যুতি, প্রদাহ, স্ফোটক বা জন্মগতিবশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বিকৃতিহেতু পরিপাকক্রিয়ায় বাধা হইতে পারে।

অগ্নিমান্দ্যের তরুণ অবস্থা হইতে প্রাচীন ও দুরূপনেয় অবস্থা পর্যন্ত প্রকারভেদে নানাবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং তদনুরূপ বিভিন্ন নামকরণ হয়। যথা :—এটোনিক (Atonic) ; পাচকাম্লরসে (Gastric juiceএ) লবণকাম্লের Hydrochloric acid এর) অল্পতা ; অম্লক (acid)—ইহা দুইভাগে বিভক্ত, (১) পাচকাম্লরসের আধিক্য (Hyperchlorhydria) (২) স্রাবাধিক্য (Hypersecretion) ; স্নায়বিক দৌর্বল্যজনিত অন্নস্থালীর স্নায়ুমণ্ডলীর বিকৃতি ; পচন জনিত (Fermentative)ভুক্তদ্রব্য অপরিপাকবশতঃ পচিয়া দুগ্ধাম্ল (Lactic acid ও Buitric acid এর) উৎপত্তি ; মদাত্যয় (alcoholic) অত্যন্ত সুরাজাতীয় দ্রব্যাদির পানহেতু।

প্রথম অবস্থায় রোগী নিজ চেষ্টা, সংযম, উপবাস ও নিয়মাদি পালনের দ্বারা অগ্নিমান্দ্যের প্রতিকার করিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন বা কঠিন অবস্থায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইতে পারেন। সর্বপ্রকার চিকিৎসা-প্রণালীর ভিতর হোমিওপ্যাথিমতে ঔষধ-নির্বাচন দুরূহ ব্যাপার। এরূপ খুঁটিনাটি বিচার আর কোনও চিকিৎসা-শাস্ত্রে আছে কি না সন্দেহ। কোনও রূপ 'পেটেন্ট' বা 'স্পেসিফিক্ রেমিডি' বলিয়া হোমিওপ্যাথিতে কিছুই নাই। রোগীর সমগ্র রোগলক্ষণের সহিত কোন্ দ্রব্যের পরীক্ষিত লক্ষণের সর্বাংশে মিল হইলে উক্ত কেবল দ্রব্যের শক্তি প্রয়োগে রোগী রোগমুক্ত হইবেন ইহাই হোমিওপ্যাথির মূল তথ্য অগ্নিমান্দ্য অধিকারে হোমিওপ্যাথি-মতে কয়েকটী ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রদত্ত হইল।

এবিস নায়গ্রা ৬, ৩০ ক্রম—অতিরিক্ত চা-পান ও ধূমপানজনিত ভুক্তদ্রব্য গলার নিকট আসিয়া সংলগ্ন থাকে। আহারের পরক্ষণেই শূলবেদনার বৃদ্ধি।

এসিড কার্বলিক ৬, ৩০—অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধময় ও বমন।

এনাকার্ডিয়াম্ ওরিয়েন্ট. ৬, ৩০—আহারের পরেই অম্লশূল নিবৃত্তি, পেট খালি হইলেই বৃদ্ধি।

আর্সেনিক এ্যাল্‌ব. ৬, ৩০, ২০০—কুল্‌ফি বরফ বা অত্যধিক শীতল দ্রব্যপানে অজীর্ণ, অল্পমাত্র ভোজনে বা পানে পেটবেদনা, ভয়ানক পিপাসা, অস্থিরতা ও গাত্রদাহ লক্ষণে। আর্সেনিকের জ্বালা উত্তাপে কমে। মদ্যপায়ীদের উদররোগে।

কার্বো. ভেজ. ৩, ৬—আহারের এক ঘণ্টা পর হইতে উদরের উপরাংশে বায়ু জমে ; উদ্গার উঠিলে সুস্থ বোধ, মেজাজ খিট্‌খিটে।

চায়না ৬, ৩০— উপরের ও নীচের সমস্ত পেট বায়ুর দ্বারা ফুলিয়া উঠে, ঊর্দ্ধ বা অধোবায়ু নিঃসরণে কষ্টের উপশম না হইয়া বৃদ্ধি পায়, ফল ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়ে অজীর্ণ গোটা গোটা খাদ্য মলের সহিত নির্গত হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব. ৬, ৩০—দুগ্ধ অসহ্য, অস্বাভাবিক ক্ষুধা, জিহ্বায় সাদা লেপ, বুকজ্বালা, সাদা দুর্গন্ধযুক্ত বা টক্‌গন্ধযুক্ত মল।

লাইকোপোডিয়ম্ ৩০, ২০০—প্রাচীন অবস্থায় আহারের সঙ্গে সঙ্গে পেট ফুলিয়া উঠে, নিম্নভাগে (colonএ) বায়ু জমে, পেট ডাকে, উদরের মুখে জল উঠে।

নক্স ভমিকা ৬, ৩০—আহারের দু'এক ঘণ্টা পর হইতে উদরে মন্দ মন্দ বেদনা, অনবরত মলত্যাগের ইচ্ছা, অল্প অল্প করিয়া দাস্ত হয়, গরম জল পানে সুস্থবোধ।

রোবিনিয়া ৬, ৩০—অম্লোদ্গার, অত্যন্ত বুক ও পেটজ্বালা (সাল্‌ফিউরিক্ এসিড তুং)।

ডাঃ বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায়

আয়ুর্বেদীয় মত—আয়ুর্বেদমতে সমাগ্নি, মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি ও বিষমাগ্নি নামে চতুর্বিধ জঠরিক অগ্নি। ইহাদের মধ্যে যে অগ্নিদ্বারা পরিমিত আহার সম্যগ্‌রূপে পরিপাক হয় তাহার নাম সমাগ্নি ; এই অগ্নি নীরোগেরমূল, কিন্তু অবশিষ্টগুলি নানা রোগের কারণ। কফের আধিক্য মন্দাগ্নির, পিত্তের আধিক্য তীক্ষ্ণাগ্নির এবং বায়ুর আধিক্য বিষমাগ্নির কারণ। বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা সাম্যাবস্থায় থাকিলে তাহাকে সমাগ্নি বলে। জঠরাগ্নি বিষম হইলে বায়ুজনিত, তীক্ষ্ণ হইলে পিত্তজনিত ও মন্দ হইলে কফজনিত রোগসমূহ আনয়ন করে।

যাহা দ্বারা আহার কখনও সম্যগ্‌রূপে পরিপাকপ্রাপ্ত হয় এবং কখনও বা হয় না তাহাকে বিষমাগ্নি বলা হয়। আর যাহা দ্বারা পরিমিত বা অপরিমিত আহার অনায়াসেই পরিপাক হয় তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি বলে। ইহা অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আয়ুর্বেদে তাহাকে ভস্মকাগ্নি বলা হয়। এরূপ অবস্থায় রোগী যতবার এবং যে পরিমাণেই আহার করুক না কেন তৎক্ষণাৎ সেই ভুক্তান্ন ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং অন্নপাকান্তে অন্নপাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি ধাতু সমূহকেও পাক করিয়া থাকে, এজন্য রোগী ক্রমশঃ দুর্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আহার করিলেই ক্ষণিক স্বাস্থ্য বোধ করে, কিন্তু জীর্ণ মাত্রেই পরক্ষণে অত্যগ্নিহেতু ভয়ানক তৃষ্ণা, কাস, দাহ ও মূর্চ্ছায় কাতর হইয়া পড়ে। উল্লিখিত চারি প্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ।

অধিক জলপান, অপরিমিত আহার, সর্বদা গুরুদ্রব্য ভোজন, অশ্রদ্ধাপূর্বক আহার, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, দুশ্চিন্তা, উত্তমরূপে চর্বনের অভাব, পরিপাক যন্ত্রের দোষ, ক্রিমিরোগ, অধিক শীতসেবা অথবা বেশী অগ্নিতাপ লাগান, রৌদ্র প্রভৃতি অধিক সেবন, অধিক জলক্রিয়া ও অধিক পান চিবাইলে অগ্নিমান্দ্য হয়।

অগ্নির সমতা রক্ষাই যেমন স্বস্থ দেহের হেতু, সেইরূপ অগ্নির বৈষম্যই সকল রোগের নিদান। সেজন্য বহু রোগেরই মুখ্য কারণ অগ্নিমান্দ্য বলা হইয়াছে।

অগ্নির সমতা রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য। ক্ষুধামান্দ্য, আহারে অরুচি, মন অপ্রসন্ন যেন কিছুই ভাল লাগিতেছে না, শরীরের জড়তা, দুর্বলতা বোধ এইগুলি অগ্নিমান্দ্যের পূর্বাবস্থা অর্থাৎ ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে অগ্নি মন্দ হইয়া আসিতেছে। এই সময় অগ্নির যাহাতে দীপ্তি হয় সেইরূপ ক্রিয়া আবশ্যক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কফের আধিক্য মন্দাগ্নির কারণ, এজন্য মন্দাগ্নিতে কফ-বিশোধনক্রিয়া প্রধান কর্তব্য।

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন

অগ্নিমারুত, আগ্নিমারুত—[অগ্নি—মরুৎ + অণ্ ; অগ্নি ও মরুতের পুত্র (অপত্যার্থে ইঞ্ ; অকারান্ত শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ইঞ্ প্রত্যয় হয়— পা° ৪. ১. ৯৫) বা অগ্নি ও মরুৎ দেবতা— পা° ৪. ১. ৯২ ; ৪. ২. ২৪। মরুতের উত্তর স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া অপত্য প্রত্যয় করিতে হয়। উভয় পদ বৃদ্ধি হইয়া 'আগ্নিমারুতি' শব্দ হইয়া থাকে ; এই অর্থে 'অগ্নিমারুতি' শব্দও দেখা যায় এবং তথায় পৃষোদরাদির অন্তর্গত ধরিয়া শব্দের সাধুত্ব স্বীকৃত হয়।] ১ অগ্নি ও মরুতের পুত্র, অগস্ত্য মুনি॥ অমর° ৪০৪. ২১৮ ; অভি° দেব° ৩২॥ সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের 'এষঃ বঃ স্তোমঃ মরুতঃ ইয়ংগীর্মান্দার্যস্য' (১. ১৬৫. ১৫) মন্ত্র হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। ২ অগ্নি ও মরুত-সম্বন্ধীয় হবিঃ।

অগ্নিমুখ,— [অগ্নিমুখ যাহাদের —বহু° ; ১ যাঁরা অগ্নিরূপ মুখদ্বারা হোমাদি ভক্ষণ করেন অর্থাৎ দেবতা। ২ যাহাদের মুখে অগ্নি (শাপানল) আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। ৩ চিত্রক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৪ কুঙ্কুম। ৫ স্ত্রী°, কুঙ্কুম ফুল—কুমুস্তপুর।

অগ্নিমুখ,—নিরতল নামক পাতাল প্রদেশবাসী জনৈক দানবের নাম। —কূর্মপু° ৪৭. ২২। ২ শিবের অন্যতম অনুচরের নাম। ইনি এক কোটি অনুচরসহ শিবের বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন।—স্কন্দ° মাহে° কুমা°।

অগ্নিমুখচূর্ণ—(বৈদ্যক) ১ অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণের বিখ্যাত ঔষধ। হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া সেব্য।—চক্র° অগ্নিমান্দ্য-চিঃ।

২ আরও একটী অগ্নিমুখচূর্ণ চক্রদত্তগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। উহা 'বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ' নামে অভিহিত। যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, কমলমূল, সৌবর্চল, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদ-লবণ, করকচ, ছোট এলাচ, তেজপত্র, ভার্গী, বিড়ঙ্গ, হিং কুড়, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইস, বৃদ্ধদারক, হবুষা, সোঁদালফলমজ্জা, তিলক্ষার, ঘণ্টাপারুলক্ষার, সজিনাক্ষার, কোকিলাক্ষ ক্ষার, পলাশক্ষার ও গোমূত্রশোধিত মণ্ডূর ইহার উপকরণ। ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেক সমানভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া, মাতুলুঙ্গরসে ৩ দিন ও আদার রসে ৩ দিন ভাবনা দিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিদীপ্তিকর। এই ঔষধ এত অগ্নিবর্ধক যে গ্রন্থকার ইহার ফলশ্রুতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সমস্ত ব্যঞ্জনাদিযুক্ত অন্ন একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া তদুপরি এই ঔষধ ২ তোলা মাত্রায় ছড়াইয়া ঢাকিয়া রাখিলে গোদোহনকালের মধ্যেই উহা উষ্মাযুক্ত ও দ্রবীভূত হইবে।—চক্র° অগ্নিমান্দ্য-চিঃ।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিমুখতাম্র—(বৈদ্যক) অম্লপিত্তরোগের ঔষধ। গন্ধক ২ তোলা ও পারদ ২ তোলা একত্র কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, উহা অর্জুনছালেররসে বা কাথে মাড়িয়া তদ্বারা ৪ তোলা সূক্ষ্ম তাম্রপাত্র লিপ্ত করিতে হইবে। পরে উহা যজ্ঞডুমুরের পত্রে জড়াইয়া পঞ্চলবণ চূর্ণদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয় এবং মৃত্তি-

পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিতে হয়। অতঃপর ঐ পাত্রের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া পুটপাক করা নিয়ম। যথা—

> গন্ধকেনাক্ষমাত্রেণ শুক্তচূর্ণেন নির্মিতা।
> কজ্জলী বা তয়া লেপ্যং তাম্রপত্রঞ্চ তৎসমম্ ॥
> অর্জুনস্বরসৈঃ সার্দ্ধং পক্বোপ্ত্ববয়পত্রকে।
> আচ্ছাদ্য পঞ্চলবণৈশ্চ চূর্ণৈশ্চাপি চ মুখরে ॥
> অদ্ধযুগাগতং খাতং তৎসিদ্ধং শুক্লবেলয়ঃ ॥
>
> —রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, অম্লপিত্তাধিকার।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিমিত্র— শুঙ্গ-বংশীয় নৃপতি। ইঁহার বিবরণ পুরাণসমূহ, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক ও অনেক প্রকার মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায়। পুরাণসমূহে লিখিত আছে যে সেনাপতি পুষ্যমিত্র মৌর্যসম্রাট্ বৃহদ্রথকে ধ্বংস করিয়া শুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুরাণ-অনুসারে মৌর্যসম্রাট্‌গণ ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ও তাহার পরে শুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে প্রথম মৌর্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩২২ খ্রী° পূ° সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সেনাপতি পুষ্যমিত্র আনুমানিক ১৮৫ খ্রী° পূ° রাজা হইয়াছিলেন। পুরাণ অনুসারে তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আনুমানিক ১৪৯ খ্রী° পূ° পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র রাজা হন এবং ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। সুতরাং তিনি আনুমানিক ১৪৯ খ্রী° পূ° হইতে ১৪১ খ্রী° পূ° পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটকে অগ্নিমিত্রের যুবরাজ-জীবনের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে অগ্নিমিত্র তাঁহার পিতার প্রতিনিধি-স্বরূপ বিদিশার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার মহিষী ধারিণীর ভ্রাতা বীরসেন নর্মদাতীরে অবস্থিত দুর্গের রক্ষকভাবে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে বিদর্ভে যজ্ঞসেন রাজা ছিলেন। যজ্ঞসেনের পিতৃব্যপুত্র মাধবসেন অগ্নিমিত্রের বন্ধু ছিলেন। একদা মাধবসেন বিদিশাতে আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে তিনি যজ্ঞসেনের একজন অন্তপালের দ্বারা বন্দী হন। মাধবসেনকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য অগ্নিমিত্র যজ্ঞসেনকে অনুরোধ করিলেন। এই ব্যাপার ঘটিবার পূর্বে অগ্নিমিত্র যজ্ঞসেনের শ্যালককে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্রের অনুরোধের প্রত্যুত্তরে যজ্ঞসেন জানাইলেন যে, অগ্নিমিত্র যদি তাঁহার শ্যালককে মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনিও মাধবসেনকে মুক্ত করিয়া দিবেন। এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরসেনকে যজ্ঞসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্নিমিত্র পাঠাইলেন। এই যুদ্ধে যজ্ঞসেন পরাজিত হইলেন। বিদর্ভরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল; একভাগের রাজা হইলেন যজ্ঞসেন ও অন্যভাগের রাজা হইলেন মাধবসেন। এই নাটকে আরও একটি প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। যখন অগ্নিমিত্র বিদিশার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য মনস্থ করিলেন এবং অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্রকে যজ্ঞীয় অশ্বের নেতা করিয়া পাঠাইলেন। তখন যবনগণ ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ্য-বিস্তারে ব্যাপৃত ছিল। তাহারা সিন্ধুনদের তীরে যজ্ঞীয় অশ্বকে বাধাপ্রদান করে এবং তাহার পরিণামে যবনগণের সহিত বসুমিত্রের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বসুমিত্র যবনগণকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এই সিন্ধুনদ বর্তমান চম্বল নদের উপনদ কালীসিন্ধু বা যমুনা নদীর উপনদ সিন্ধু বলিয়া মনে হয়। এই ঘটনাটি যে সত্য তাহা গোলড্‌সটুকের ও ভাণ্ডারকার পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে তিনটী উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে যে সমস্ত চরিত্র অঙ্কিত আছে তন্মধ্যে পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্রের উল্লেখ পুরাণে আছে এবং পুষ্যমিত্রের উল্লেখ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আছে। পুষ্যমিত্রের পর অগ্নিমিত্র পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আট বৎসর রাজত্বকালে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানা যায় না।

যুক্তপ্রদেশে বেরিলি জেলায় রামনগর বা অহিচ্ছত্র নামক স্থানে অগ্নিমিত্র নামক রাজার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কার্লাইল, রিভেট কার্নাক ও কানিংহাম এই মুদ্রাগুলি প্রকাশিত করেন। এই সকল মুদ্রা সম্ভবতঃ শুঙ্গরাজ অগ্নিমিত্রের মুদ্রা। এই মুদ্রাগুলি তাম্রনির্মিত ও ত্রিবিধ। প্রথম প্রকার মুদ্রার সম্মুখদিকে উপরিভাগে বামে বেদিকা-বেষ্টিত বোধিবৃক্ষ, মধ্যে নাগবেষ্টিত শিবলিঙ্গ ও দক্ষিণে পরস্পর সংগ্রথিত নাগদ্বয় রহিয়াছে ও নিম্নভাগে শুঙ্গযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে 'অগিমিতস' লিখিত আছে এবং বিপরীত দিকে মধ্যে একটী দণ্ডায়মান মানবমূর্তি রহিয়াছে; এই মূর্তির দুই দিকে দুইটী স্তম্ভ অবস্থিত এবং ইহার মস্তক হইতে পাঁচটী রেখা বাহির হইয়াছে। কানিংহাম এই মূর্তিটী অগ্নি-মূর্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ভূমিমিত্রের মুদ্রায় অঙ্কিত সম্পূর্ণ এই প্রকার একটী মূর্তি ভূমি- বা পৃথিবী-মূর্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মাদাম কৃশে অগ্নিমিত্রের ও ভূমিমিত্রের মুদ্রায় অঙ্কিত এই প্রকার মূর্তি নাগমূর্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং কানিংহাম যে পাঁচটী রেখাকে জ্যোতিঃরেখা বলিয়াছেন তাহা তিনি নাগ-পরিচায়ক রেখা বলিয়া মনে করেন। কানিংহাম একপ্রকার মূর্তিকে যে দুইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বার্ন কানিংহামের মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং মাদাম কৃশের মত অধিকতর গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রার সম্মুখদিকে উপরিভাগে বেদিকা-বেষ্টিত বোধিবৃক্ষ রহিয়াছে ও নিম্নভাগে শুঙ্গযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে '[অ] গিমিতস' লিখিত আছে এবং বিপরীত দিকে একটী বৃষ রহিয়াছে। তৃতীয় প্রকার মুদ্রার সম্মুখদিকে উপরিভাগে একটী দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি রহিয়াছে ও নিম্নভাগে শুঙ্গযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে 'অগিমিতস' লিখিত আছে ও বিপরীত দিকে কি আছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

[রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১০৭, ১৩২২ ; R. G. Bhandarkar : On the date of Patanjali and the king in whose reign he lived. (IA., I, 299-302, 1872) ; R. Burn : Indian Numismatics in 1932. (Kern Institute-Annual Bibliography of Indian Archaeology for the year 1932, 24, 1934) : A. C. L. Carlleyle : — (a) Identification of various sites. (ASR, xii, 165, 1879), (b) Coins of the Sunga or Mitra dynasty found at Ramnagar or Ahichhatra, the ancient capital of North Panchala in Rohilkhand. (Proceed. ASB 7-11, 1880), (c) Coins of the Sunga or Mitra dynasty, found near Ramnagar or Ahichhatra the ancient capital of North Panchala, in Rohilkhand. (JASB xlix. Pt. 1, 25-26, Pt. iii-6. 7, 1880) ; S. K. Chakraborty : Ancient Indian Numismatics, 205-07, 1931 ; A. Cunningham : Coins of Ancient India, 83, Pt. vii. 13-16, 1891 ; C. C. Das Gupta : Ancient coins found in Panchala, Ayodhya, Kausambi and Mathura—a study. (Indian Historical Quarterly, viii, 549-64, 1932); E. Bazin Foucher : Sur une monnaie du Pancala. ('Etudes d' Orientalisme, Musee Guimet, tome i, 145-53, 1932) ; S. P. Pandit : The Malavikagnimitra, 1889 ; F. E. Pargiter : The Purana text of the dynasties of the Kali Age, 31, 1913 ; E. J. Rapson (a) Indian Coins, 13, 1897 ; (b) Cambridge History of India, i. 520, v. 3, 1922 ; H. Rivett Carnac : Memorandum on coins of the Sunga dynasty (JASB xlix, Pt. i, 87, Pt. vii. 5, 6A— 6C, 1880) ; H. C. Roy Chaudhury : Political History of Ancient India, 255, 269-70, 1932 ; V. A. Smith : (a) Catalogue of the coins in the Indian Museum, Calcutta, i, 186-87, Pt. xxii. 1, 1906 ; (b) Early History of India, 210-12, 1924 ; C. H. Tawney : The Malavikagnimitra, 1891.]

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

অগ্নিমুখম্—হিন্দুশাস্ত্র। মৃতের মুখাগ্নিসংক্রান্ত পুস্তক-বি°।

অগ্নিমুখমণ্ডূর—(বৈদ্যক) শোথরোগের ঔষধ। প্রস্তুত প্রণালী—১২ পল শোধিতমণ্ডূর ১২ সের গোমূত্রে পাক করিতে হইবে, পাকশেষে পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া ও বিড়ঙ্গচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করিতে হয়। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া তক্রানুপানে প্রয়োগে শোথ ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়। এই ঔষধে শুঁঠ ও পিপুল দুইবার বলার তাৎপর্য্য এই যে উক্ত দ্রব্যদ্বয় প্রত্যেক ২ ভাগ গ্রাহ্য।—ভৈষজ্য-রত্নাবলী শোথধিকার।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিমুখ রস—(বৈদ্যক) শূলরোগের ঔষধ। রস, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, অম্লবেতস, বিষ ও ত্রিফলা প্রত্যেক সমভাগ লইয়া ধুস্তূর, পান, কণ্টকারী, জয়ন্তীপত্র, পদ্মপত্র, বালা, বাসক, ঘণ্টাপারুল, মনসা ও পাকা জামীর নেবুর রসে এক দিন করিয়া ভাবনা দিতে হয়। পরে উক্ত ঔষধের তুল্য পরিমাণ পঞ্চলবণ (প্রত্যেক সমভাগ) মিশ্রিত করিয়া পুনরায় আদার রসে ভাবনা দিতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। —রসেন্দ্রসার° শূলচি°।

রসরত্নাকর গ্রন্থেও শূলাধিকারে দুইটী অগ্নিমুখ রসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রথমটী ও উপরি উক্ত রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত অগ্নিমুখ রস, এতদুভয়ের উপাদান ও ভাগ একই, কেবল ভাবনা দ্রব্যগুলির সামান্য একটু তারতম্য আছে।

দ্বিতীয়টী, পারা ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া তৎসহ ১ ভাগ তাম্রভস্ম মিশ্রিত করিয়া সেগুন পাতার রসে ১ দিন ও ক্ষীরিণীর রসে ১ দিন মর্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিতে হয়।—রসরত্নাকর, শূলাধিকার।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিমুখ লবণ—(বৈদ্যক) অগ্নিমান্দ্যনাশক ঔষধ। চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল ও কুড় সমভাগ ও সমুদয় চূর্ণের সমপরিমাণ সৈন্ধব একত্র মিশ্রিত করিয়া মনসার আটায় ভাবনা দেওয়া নিয়ম। পরে মনসার ডাল কাটিয়া লইয়া লম্বালম্বি চিরিয়া তাহার মধ্যস্থিত শাঁস ফুরিয়া ফেলিলে ভিতরে যে অবকাশ হইবে তন্মধ্যে উক্ত ঔষধ পূরিয়া পুনরায় উভয় অর্দ্ধাংশ বাঁধিয়া তদুপরি কর্দম লিপ্ত করিয়া বস্ত্রখণ্ড জড়াইবে, তাহার উপর পুনরায় কর্দম লিপ্ত করিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং সুগন্ধ হইলে তুলিয়া শীতল অবস্থায় উহার ভিতরের ঔষধ বাহির করিয়া উত্তমরূপে খলে মাড়িয়া রাখিতে হয়। এই ঔষধ এক আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবনে অগ্নিবলবৃদ্ধি হয় এবং যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, গুল্ম, অর্শ, পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।—ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যাধিকার।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিমুখ লৌহ—(বৈদ্যক) অর্শরোগের ঔষধ-বি°। তেউড়ী মূল, চিতামূল, নিসিন্দা, মনসা, মুণ্ডিরী ও ভূম্যামলকী প্রত্যেক ৮ পল একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ কাথের সহিত গব্যঘৃত ২৪পল, মনঃশিলা শোধিত অথবা বৈঁচিমূলের রসে শোধিত রুক্ষ লৌহভস্ম ১২ পল এবং চিনি ১২ পল মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে। আসন্নপাকে বিড়ঙ্গচূর্ণ ৩ পল, মিশ্রিত ত্রিফলা চূর্ণ ৫ পল, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ৬ তোলা ও শোধিত শিলাজতু ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ হইলে নামাইয়া রাখিতে হইবে। পর দিন উহার সহিত ১২ পল মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ অর্শ রোগে প্রযোজ্য এবং ইহাতে মন্দাগ্নি, পাণ্ডু, শোথ, কুষ্ঠ, প্লীহা প্রভৃতি রোগও বিনষ্ট হয়।—চক্র° অর্শচি°।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিমুখা—স্ত্রী°, ১ জয়তকী, ভেলা। ২ লাঙ্গলিকা, ঈশলাঙ্গলীকা।

অগ্নিমুখী—স্ত্রী°, ১ ভেলা (রত্নাবলী চতু ৪ অঃ। ২ লাঙ্গলিকা বা ঈশলাঙ্গলিকা (ভা-প্র° পূর্ব্বখণ্ড, ২য় ভাগ, অনেকার্থ বর্গঃ)। ৩ কণ্টক বা কাঁচড়া।—রাজনি° বর্গঃ ৪। ৪ গুড়ূচী। ৫ গায়ত্রী মন্ত্র।

অগ্নিমূর্ত্তি—[অগ্নির মূর্ত্তি (৬ তৎ)] ১ অগ্নি

২ [অগ্নির তুল্য মূর্তি যাহার—বহু°] অগ্নির ন্যায় আকারবিশিষ্ট। ৩ অতিশয় ক্রোধান্বিত, অগ্নিশর্মা।

অগ্নিমূল্য—[অগ্নির ন্যায় মূল্য যাহার—বহু°] মহার্ঘ, দুর্মূল্য, অত্যন্ত আক্রা।

অগ্নিযন্ত্র—[অগ্নি-নিক্ষেপক যন্ত্র—(ম-প-লো°) আগ্নেয়াস্ত্র, কামান, বন্দুক।

অগ্নিযুতস্থৌর=অগ্নিযুপস্থৌর।

অগ্নিযুপস্থৌর—ঋ° ১০, ১১৬ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি। অগ্নিযুতস্থৌর—পাঠভেদ। ইনি ইন্দ্র-সম্বন্ধে কয়েকটী ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন।

অগ্নিযোজন—ক্লী°, যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বালন yoking of fire-altar.—শ-ব্রা° ৪. ১. ১. ৫ ইং°।

অগ্নিরক্ষণ—[অগ্নি—রক্ষ্ (রক্ষা করা) + অন—ভা; অগ্নির রক্ষণ—৬-তৎ] ১ অগ্নি-স্থাপন, সর্বদা অগ্নিরক্ষা। —কল্পদ্রু° ৮৯. ১৬; কতি° মর্ত্যা° ৮৯। ২ [অগ্নির রক্ষণ হয় যাহাতে—বহু°]। অগ্নিহোত্র, অগ্নিহোত্রগৃহ।

অগ্নিরজ—১ [অগ্নিরজাঃ দ্র°] ২ [সম্ভবতঃ 'অগ্নিরেজঃ' (—চলদগ্নি, চলন্ত আগুন) অর্থে প্রযুক্ত; অগ্নিরেজঃ দ্র°] ॥ শি° ॥

অগ্নিরজঃ—[পু°-রজস্] ১ ইন্দ্রগোপকীট coccinella।—কল্পদ্রু° ৩৩৭. ১১৭; অভি° ভূমি° ১২। ২ ক্লী°, অগ্নিবীর্যজাত স্বর্ণ। ৩ ক্লী°, অগ্নির তেজ বা রেতঃ, অগ্নিবীর্য।

অগ্নিরেজঃ—চলন্ত আগুন moving fire ॥ শি° ॥

অগ্নিরজু—ইন্দ্রগোপকীট, আষাঢ়ে পোকা।

অগ্নিরহিত—বিণ, ১ নিরগ্নিক, অগ্নিমুক্ত। ২ ক্ষুধারহিত, পরিপাকশক্তিশূন্য।

অগ্নিরস—১ রসরত্নাকরগ্রন্থোক্ত রাজযক্ষ্মা-নাশক ঔষধ-বি°।

বজ্রহাটকসূতানাং ভস্মনাং দ্বিত্রিষট্ ক্রমাৎ।
ত্রিকণ্টকরসৈর্ভাব্যং দিনান্তে তদ্বিচূর্ণয়েৎ।
গুঞ্জামাত্রং প্রযোক্তব্যং সক্ষরে রাজযক্ষ্মণি।
মুসলীমূলং চ ক্ষীরদ্রবৈঃ স্যাদনুপানকম্॥
সাধ্যাসাধ্যক্ষয়ং হন্তি ক্ষয়পানং মৃগাঙ্কবৎ।
অয়মগ্নিরসং খাদেজ্জনিকং রাজযক্ষ্মহৃৎ॥
—রসরত্না° রাজযক্ষ্মক্ষতক্ষীণাধিকার।

হীরকভস্ম ২ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ৩ ভাগ, পারদ ভস্ম বা রসসিন্দূর ৬ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া গোক্ষুরকাথে এক দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে উত্তমরূপে মাড়িয়া চূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। ইহাই অগ্নিরস নামে খ্যাত। ইহা এক রতি মাত্রায় অনুযুক্ত যক্ষ্মারোগে প্রযোজ্য।

২ উক্ত রসরত্নাকরগ্রন্থে কাস-চিকিৎসায় আর একটী অগ্নিরসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং কুর্যাদ্ যত্নেন কজ্জলীং
তয়োঃ সমং তীক্ষ্ণচূর্ণং মর্দয়েৎ কনক-(কন্যকা-) দ্রবৈঃ।
দ্বিযামান্তে কৃতং গোলং তাম্রপাত্রে বিনিঃক্ষিপেৎ
আচ্ছাদৈয়রণ্ডপত্রেণ যামার্ধে হ্যুষ্ণতা ভবেৎ।
ধান্যরাশৌ ন্যসেৎ পশ্চাৎ দ্বিযামান্তে সমুদ্ধরেৎ
সংপেষ্য গালয়েৎ বস্ত্রে সম্যো বারিতরঃ ভবেৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা চৈলা জাতীফল লবঙ্গকম্
এষাঞ্চ নবভাগানাং সমপূর্বরসো ভবেৎ।
সঞ্চূর্ণ্যালোড়য়েৎ ক্ষৌদ্রৈর্ভক্ষ্যং নিষ্কদ্বয়ং দ্বয়ং
অয়মগ্নিরসো নাম্না ক্ষয়কাসনিকৃন্তনঃ॥
—রসরত্না° কাসাধিকার

শোধিত পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া এতদুভয়ের সমপরিমাণ তীক্ষ্ণলৌহচূর্ণ তৎসহ মিশ্রিত করিয়া ধুস্তুর-পত্ররস অথবা ঘৃতকুমারীরসে দুই প্রহরকাল-পর্যন্ত উত্তমরূপে মর্দন করা বিধেয়। পরে উহা পিণ্ডাকার করিয়া একটী তাম্রপাত্রমধ্যে স্থাপন করিয়া এরণ্ড-পত্রদ্বারা ঐ পাত্রের মুখ আচ্ছাদন করিতে হয়। এইভাবে অর্ধপ্রহর কাল রাখিলে ঔষধটী কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইবে; তখন উহা তুলিয়া পুনরায় ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিতে হয়। দুই প্রহরকাল পরে ধান্যরাশি হইতে উদ্ধারপূর্বক ঐ ঔষধ উত্তমরূপে খলদ্বারা অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়; খলে মাড়িয়া এরূপ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিতে হয় যে উহা ছাঁকিলে জল-ছাঁকার ন্যায় কাপড়ে একটুও লাগিয়া না থাকে। তৎপরে উহার সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড়এলাচ, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ লইয়া পূর্বোক্ত ঔষধের সমপরিমাণ মিশ্রিত করিতে হয়। ইহারই নাম অগ্নিরস, ইহা ক্ষয়কাস-নাশক।

৩ ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রন্থে অপর একটী অগ্নিরসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে 'রস' আখ্যা না দিলেও চলে, যেহেতু উহাতে রস অর্থাৎ পারদের সংস্রব আদৌ নাই।

মরিচাব্দ বচাকুষ্ঠং সমাংশংবিষমেব চ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা মুদ্গমাত্রাঞ্চ কারয়েৎ॥
—ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যাধিকার

মরিচ, মুথা, বচ ও কুড় প্রত্যেক সমভাগ এবং এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের সমপরিমাণ মিঠা বিষ একত্র আদার রসে মর্দন করিয়া মুগ-কলায়ের আকারে বটী করা বিধেয়। ইহা সর্বপ্রকার অজীর্ণ রোগে প্রযোজ্য।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিরহস্য—অগ্নিসম্বন্ধীয় শাস্ত্র।—SV. Oudh, xiii. 28, 18; Oppert. ii. 1565.

অগ্নিরহস্যকাণ্ড—শ-ব্রা° দশমকাণ্ড; কণ্বশাখায় ১২শ কাণ্ড।—W. 44, 45; Okf. 395; Ben 11. শতপথের দশম কাণ্ডে উল্লিখিত আছে যে শাণ্ডিল্য ঋষি অগ্নিরহস্যের ঘোষণা করেন।

অগ্নিরাজ—[পু°-রাজন্; বহুবচনে প্র°] অগ্নি রাজা যাঁহাদের, বসুগণের নাম।—শাঙ্খা-শ্রৌ-সূ°।

অগ্নিরাশি—অনলরাশিপুঞ্জ, অনলস্তূপ।

অগ্নিরুহা—[অগ্নি—√রুহ+ক] স্ত্রী°, ১ মাংসাদনী বৃক্ষ 'মাংসরোহিণী'—বাভট, উ° ৩১; রাজনি° বর্গ ১২। ২ ক্ষুদ্র রোগ-বি°।

অগ্নিরূপ—১ ক্লী°, অগ্নির রূপভেদ, অগ্নির মূর্তিভেদ, অগ্নির ধ্যানমূর্তি-বি°।—শ-ব্রা° ৬,

১. ৩. ১৮. ১৯। ২ বিণ, অগ্নির ন্যায় রূপ, বর্ণ বা মূর্তি যাহার, অগ্নির আকৃতি-বি°।—ঋ°১০. ৮৪. ১। ৩ ত্রবিণোদা, আহুবা ও অগ্নিগুদরা ইষ্টকা 'অগ্নিরূপাণি' নামে পরিচিত।—বাজ-স° ৫. ৩. ১১; H.O.S, 19, 427.

অগ্নিরেতঃ— ১ অগ্নিবীর্য। ২ অগ্নিবীর্য-জাত স্বর্ণ, অগ্নিরেতসদৃশ সুবর্ণ।

অগ্নিরেতস— অগ্নিবীর্যজাত।— শ-ব্রা° ৩. ২. ৪. ৮।

অগ্নিরোহিণী— (বৈদ্যক) স্ত্রী°, আয়ুর্বেদোক্ত ৪৪ প্রকার ক্ষুদ্ররোগান্তর্গত রোগ-বি°। কুক্ষিতে কঠিন জ্বালাজনক ফোড়া, ক্ষুদ্ররোগ-বি° ॥ সুশ্রু° ॥ ইহা ত্রিদোষজ। ইহা সাধারণতঃ কক্ষাদেশে অর্থাৎ বগলে হয়।

> কক্ষাভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারণাঃ।
> অন্তর্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ॥
> সপ্তাহাদ্ দ্বাদশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্।
> তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সন্নিপাততঃ॥
> —সুশ্রু° নিঃ ১৩ অঃ।

কক্ষাদেশে অর্থাৎ বগলে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দাহজনক, অন্তর্দাহ ও জ্বরকারক, মাংসবিদারক স্ফোটকসমূহ উৎপন্ন হইয়া রোগীকে সাতদিন, বারদিন অথবা পনরদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পাতিত করে। ইহাকেই অগ্নিরোহিণী বলে। ইহা সন্নিপাতজ ও অসাধ্য। বস্তুতঃ সন্নিপাতজ হইলেও ইহাতে পিত্তের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। এ কথা অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতায় বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে—

> "মলৈঃ পিত্তোল্বণৈঃ স্ফোটা জ্বরিণো
> মাংসদারণাঃ।
> কক্ষাভাগেষু জায়ন্তে যেঽগ্ন্যাভাঃ সাগ্নিরোহিণী॥"
> —অ° হৃ° উ° ৩১ অঃ

চিকিৎসা— ইহা অসাধ্য বলিয়া উক্ত হইলেও উৎপত্তিমাত্র সুচিকিৎসা করিলে কোন কোনও ক্ষেত্রে সুফল লাভ করা যাইতে পারে।

> " ... ... বহ্নিরোহিণীম্।
> প্রত্যাখ্যায় যথাযোগং চিকিৎসিতমথাচরেৎ।
> বিসর্পোক্তেন বিধিনা সাধয়েদগ্নিরোহিণীম্॥"
> —সুশ্রু° চিঃ ২০অঃ

> 'পিত্তবীসর্পবচ্চৈবং প্রত্যাখ্যায়াগ্নিরোহিণীম্॥'
> —অ° হৃ° উ° ৩২ অঃ

অগ্নিরোহিণী রোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া দোষের বলাবল ও গতি-অনুসারে যথোপযুক্তভাবে বিসর্পরোগের ন্যায় চিকিৎসা-বিধি। অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংগ্রহকার আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন 'পিত্তবীসর্পের ন্যায়' চিকিৎসা করা কর্তব্য।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিলোক— [অগ্নির লোক —৬-তৎ] ১ অগ্নিপতিক দেশ, অগ্নিদেবের স্থান।—কৌ-উ°। ২ মেরুর অধোভাগে অবস্থিত দেশ যাহার অধিপতি অগ্নি।

অগ্নিলা—জনৈক পুরোহিত-পত্নী।—যশস্তি° ২. ২৮৩, ১৯।

অগ্নিলোচন—১ শবর ২ মন্দরমণি ৩ বিশালাক্ষ। "শবরো মন্দরমণির্বিশালাক্ষো-ঽগ্নিলোচনঃ।"—কল্পদ্রু° ৩৯০- ৯২।

অগ্নিবংশ— অগ্নিদেবের বংশ-পরম্পরা। মৎস্যপুরাণ (৫১ অ°) হইতে জানিতে পারা যায়, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে অভিমানী নামক অলৌকিক অগ্নি উৎপন্ন হন। তাঁহার পত্নী স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে তাঁহার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যুৎ হইতে যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহা পাবক অগ্নি, অরণী কাষ্ঠ-মন্থনে পবমান ও সূর্যগণসম্ভূত শুচি অগ্নিই স্থাবররূপে কথিত। পাবকাত্মজ অগ্নি রাক্ষস-গণাশ্রিত, পবমানাত্মজ অগ্নিকে হব্যবাহ বলে। ইনিই দেবগণের হব্যবাহী ছিলেন। এই কার্য করিতে করিতেই ইঁহার মৃত্যু হয়। পুরাকালে অথর্বা নামক ঋষি পুষ্করোদধি মন্থন করেন, এজন্য তখন ইঁহার নাম হয় আথর্বণ। এই অগ্নিই দক্ষিণাগ্নি বলিয়া বিখ্যাত। অথর্বা ঋষি ভৃগুর পুত্র। ইঁহার পুত্র অঙ্গিরা। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ (২৯ অ°) হইতে জানিতে পারা যায় যে অথর্বার দধ্যঙ নামে অপর একটী পুত্র ছিল। হব্যবাহের সঙ্গী শুচি অগ্নি দেবগণের অভিমত। পাবক, পবমান ও শুচির পুত্র-পৌত্রাদির সংখ্যা চত্বারিংশৎ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে উনপঞ্চাশৎ।

পাবক অগ্নিই প্রথম লৌকিক অগ্নি। ইঁহার পুত্র ব্রহ্মোদনাগ্নি। ভরত ও বৈশ্বানর—ইঁহার নামান্তর, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে ভরতের পুত্রের নাম বৈশ্বানর। ইনি যজ্ঞীয় ভোজ্যদ্রব্য হইতে অগ্রভাগ গ্রহণ করেন। পবমান সংশতীতে উপগত হইয়া সভ্য ও আবসথ্য নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্ম-বংশোৎপন্ন পবমান অগ্নিই নির্মাথ্য অগ্নি। ইঁহাকেই গার্হপত্য অগ্নি বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের মতে গার্হপত্যের দুই পুত্র শংস্য ও শুক্র। শংস্য হব্য বহন করেন বলিয়া আহবনীয় ও শুক্র প্রাণীতাগ্নি নামে পরিকীর্তিত। শংস্যের পুত্র সভ্য ও আবসথ্য।

দ্বিজগণাভিমত হব্যবাহী আহবনীয় অগ্নি কাবেরী, কৃষ্ণবেণী, নর্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী, শতদ্রু, সরযূ, সীতা, মনস্বিনী, হ্লাদিনী ও পাবনা নামক ষোলটী নদীকে কামনা করেন। এই সকল নদী স্বরূপ ধারণ করিয়া নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আহবনীয়ও আপনাকে ষোড়শভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইঁহাদের সহিত উপগত হন। ফলে ইঁহার ধিষ্ণ্য নামে সন্তানসকল উৎপন্ন হয়। এই নদীপুত্রগণ পুণ্যাহ উপস্থিত হইলে যথাস্থানে বিহার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে উত্তরবেদিক বাসব অগ্নি কৃশানু বলিয়া প্রসিদ্ধ, সম্রাট্ ইঁহার নামান্তর। দ্বিজগণ ইঁহাদের উপাসনা করেন। পবমান অগ্নিই মেঘরূপে দেখা দেন। উক্ত উত্তরাগ্নি সমূহ নামে বিখ্যাত। অসম্মৃজ্য হবাস্থল অগ্নি শামিত্র বলিয়া কথিত। শতধামা অগ্নি সুধাজ্যোতিঃ নামে পরিচিত। ইনিই রৌদ্রৈশ্বর্য বলিয়া নিরূপিত। ব্রহ্মজ্যোতিঃ বসুধামা অগ্নি ব্রহ্মস্থানীয় অগ্নি বলিয়া কথিত। অজৈকপাৎ অগ্নি শালামুখ। ইনি উপস্থানযোগ্য অহি ও ব্রধ্ন অনির্দেশ্য; ইঁহারা সর্ব কনিষ্ঠ এবং দক্ষিণাগ্নির অন্তর্গত। ইঁহারা দেবগণেরও সেব্য।

বিহরণীয় অষ্ট অগ্নিতনয়ের মধ্যে বর্হিষ নামক হোত্রীয় অগ্নি হইতে হব্যবাহন ও প্রচেতা

জন্মগ্রহণ করেন। প্রচেতা সংসহায়ক নামেও অভিহিত। অগ্নিপুত্র বিশ্ববেদার অপর একটি নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসি। জলযোনি যাস্ত নামক অগ্নিতনয়ের অপর নাম সেতু। এই সকল অগ্নি যজ্ঞস্থলে আহরণীয়। সাধুরা পাবক নামক যে অগ্নিকে যোগ নামে অভিহিত করেন সেই অগ্নি যজ্ঞস্থলে বরুণসহ সম্পূজিত হন। হৃদয় নামক অগ্নির পুত্র মন্যুমান্। ইনি নরগণের জঠরে প্রবিষ্ট হইয়া জঠরানলরূপে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক-কার্য সম্পন্ন করেন। মন্যুমানের পুত্র সংবর্ত্তক। ইনি সমুদ্রমধ্যে বাস করিয়া সর্বদা জল পান করিয়া থাকেন। ইনি বাড়বাগ্নি নামেও পরিচিত। ইঁহার পুত্র সহরক্ষ। ইনি নরগণের মধ্যে কামানল প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন। ইঁহার পুত্র ক্রব্যাৎ। শবদেহ ইঁহার আহার্য। পাবকের অন্যান্য পুত্রকে গন্ধর্ব ও অসুরগণ হরণ করে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে ধিষ্ণী হইতে উৎপন্ন নদীপুত্রগণের মধ্যে বিহরণীয় ও উপস্থেয় নামে যে সকল অগ্নি আছেন তাঁহাদের মধ্যে ঋতু নামক অগ্নিই জ্যেষ্ঠ। প্রবাহন্ ও অগ্নিধ্র নামেও ইনি পরিচিত। যজ্ঞদিনে সর্বানুক্রমে যে অগ্নি স্থাপিত হয় তাঁহার নাম সম্রাট্। ইঁহার পরেই পর্জন্য নামক অগ্নি। ইনি ব্রহ্মস্থানে ব্রহ্ম-জ্যোতিঃসম্পন্ন বসু, শামিত্রে হব্যহর্ষাদির অসংসৃষ্ট অগ্নি, ব্রহ্মস্থানে সমুদ্রাগ্নি এবং উত্তরবীস্থলে ঋতু নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থেয়াংশজাত অজৈকপাদগ্নি ও অহির্বুধ্ন্যাগ্নি গৃহপতি নামে উক্ত হন।

শুচি অগ্নির পুত্রদিগের মধ্যে অরণী-মন্থনজাত অগ্নি ইন্ধনাশ্রয়ে বাস করেন। পশুবলি-সম্বন্ধে যে অগ্নির প্রয়োজন হয় তাঁহার নাম আয়ু। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে অরণি তৃণ ও ওষধিতে আয়ুরূপে বিরাজিত আছেন বলিয়া আয়ু নামে উক্ত হইয়া থাকেন। ইনি দেবতা, গন্ধর্ব ও অসুরগণ-কর্ত্তৃক মথিত হইয়া অরণ্যমধ্যে যজ্ঞ-কাষ্ঠরূপে পরিণত হইয়াছেন।

মৎস্যপুরাণের মতে আয়ুর পুত্রের নাম মহিমান্, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে মৃগ্যবান্, পাপযজ্ঞে ইনি সবন নামে প্রসিদ্ধ। মহিমানের পুত্রের নাম দহন। ইনি দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সমস্ত হুতহব্য ভোজন করিয়া থাকেন। ইঁহার পুত্র সহিত। ইনি প্রায়শ্চিত্তের হুতহব্য ভোজন করিয়া থাকেন। অদ্ভুত ইঁহার নামান্তর। ইঁহার পুত্র বীর; তৎপুত্র বিবিধাগ্নি। বিবিধাগ্নির পুত্র মহাকবি ও অর্ক। কাম্যা ইষ্টির সহযোগে অর্কের ৮টী পুত্র, ইঁহাদের নাম—অভিমানী, রক্ষোহা, যতিকৃৎ, সুরভী, বসুমান্, নাদ, হর্যশ্ব, রুক্মবান্, প্রবর্গ ও ক্ষেমবান্। শুচির এই চতুর্দশটী সন্তান। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে সবণের পুত্র অদ্ভুত, তৎপুত্র বিবিচি। ইনি জীবণকর্মাদের প্রায়শ্চিত্তের হবিঃ গ্রহণ করেন। বিবিচির পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র অনীকবান্, বাজস্রবান্, রক্ষোহা, পিতৃকৃৎ, সুরভিও রুক্মবান্।

বায়ুপুরাণে (১ খ° ২৯ অঃ) অগ্নিবংশের বিবরণ আছে। এই বংশবিবরণ মৎস্যপুরাণের সহিত অভিন্ন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অগ্নিবক্তৃ—১ মহাদেবের একটী নাম। —বায়ুপু°৩০.২৫১। ২(বৈদ্যক)বস্তাতবৃক্ষ, তেলা গাছ। ৩ চিত্রকক্ষুপ, চিতে গাছ। মদ° ব° ১।

অগ্নিবৎ—[বৈদিক: ম স্থানে ব; স্ত্রী-বতী] ১ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ২ (লৌকিক) অনলপ্রভ, অগ্নিতুল্য।

অগ্নিবধূ—অগ্নিপত্নী স্বাহা। [স্বাহা দ্র°]

অগ্নিবর্চা—[পু°—বর্চস্] ১ স্ত্রী°, অগ্নির তেজ। ২ অগ্নিতুল্য দীপ্তিমান্। ৩ কাশীখণ্ড° ১০.৩০। ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণের ছয় পুরাণ শিষ্যের মধ্যে দ্বিতীয়। ব্যাসদেব রোমহর্ষণকে পুরাণসংহিতা প্রদান করেন।—বিষ্ণুপু° ৩. ৬. ১৭-১৮; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৫. ৫৯; বায়ুপু° ৬১।

অগ্নিবর্ধক, -বর্ধন—জঠরাগ্নির বৃদ্ধিকর, অগ্নিবর্ধক, অগ্ন্যুদ্দীপক (ঔষধ)।

অগ্নিবর্ণ—১ অগ্নির রূপ। ২ বিণ, অগ্নির ন্যায় বর্ণ যাহার, অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ। 'অগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ'—মনু° ১১. ৯১। ৩ জলন্ত, অত্যুষ্ণ, উত্তপ্ত।

অগ্নিবর্ণ—সূর্যবংশীয় (রা° ১. ৭০. ৪০-৪১ মতে—মনুবংশীয়) রাজা সুদর্শনের [কল্কিপু° (৩. ৪. ৩-৪) পুত্র। ভ্রমক্রমে সুদর্শন স্থানে স্যন্দন আছে] কল্কিব্যতীত সকল পুরাণই অগ্নিবর্ণকে সুদর্শনপুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু

বিষ্ণুপু°	ভা°	হরি° হরি°	গরুড়পু°	কল্কিপু°	বায়ুপু°
৪. ৪. ৪৮	৯. ১২. ৫	১৫. ১২. ৩১	১৪২. ৪২-৪৪	৩. ৪. ৩-৪	৮৮. ৯১-৯৩
হিরণ্যনাভ	হিরণ্যনাভ	শঙ্খ	হিরণ্যনাভ	পুষ্প	শঙ্খ
পুষ্য	ধ্রুবসন্ধি	ধ্যুষিতাশ্ব	পুষ্যক	ধ্রুব	ধ্যুষিতাশ্ব
ধ্রুবসন্ধি	সুদর্শন	পুষ্প	ধ্রুবসন্ধি	স্যন্দন	বিশ্বসহ
সুদর্শন	অগ্নিবর্ণ	বিধান্	সুদর্শন	অগ্নিবর্ণ	পুষ্য
অগ্নিবর্ণ	শীঘ্র	অর্থসিদ্ধি	অগ্নিবর্ণ	শীঘ্র	বিধান্
শীঘ্র	মরু	সুদর্শন	পদ্মবর্ণ	মরু	ধ্রুবসন্ধি
মরু		অগ্নিবর্ণ	শীঘ্র		সুদর্শন
		শীঘ্র	মরু		অগ্নিবর্ণ
		মরু			শীঘ্র
					মরু

অগ্নিবর্ণের পুরুষপরম্পরা-সম্বন্ধে পুরাণকারগণ একমত নহেন।

অগ্নিবর্ণ অত্যন্ত বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। সুদর্শন অগ্নিবর্ণের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য অগ্নিবর্ণ অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হন।—রঘু° ১৯. ১ ইং°।

অগ্নিবর্মা—পৌরববংশীয় নৃপতি। যুক্ত-প্রদেশে আলমোড়া জেলার অন্তর্গত তালেশ্বর নামক স্থানে যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে[1] তাহা হইতে ইঁহার বিবরণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুবর্মা এই বংশের সর্বপ্রথম নৃপতি। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বৃষবর্মা নৃপতি হন। বৃষবর্মার মৃত্যুর পর তৎপুত্র অগ্নিবর্মা নৃপতি হন। বিষ্ণুবর্মার ও বৃষ-বর্মার উল্লেখ এই তাম্রশাসনদ্বয়ে সংযুক্ত মুদ্রিকাতে আছে, কিন্তু মূল তাম্রপট্টে নাই। কিন্তু অগ্নিবর্মার উল্লেখ মুদ্রিকাতে ও মূল তাম্রপট্টে রহিয়াছে। তাম্রশাসনদ্বয়ে অগ্নিবর্মা চন্দ্র এবং সূর্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ("সোমদিবাকরান্বয়:"; "সোম-দিবাকরপ্রাংশুবংশবেশ্মপ্রদীপ:")। তিনি পৌরববংশীয় নৃপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন("পৌরব রাজবংশোদ্ভবঃ")। অগ্নিবর্মা যে একজন ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন তাহা তাঁহার "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ" উপাধি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি ভগবান্ বীরণেশ্বরের উপাসক ছিলেন। তাম্রশাসনদ্বয় হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার পুত্রের নাম দ্যুতিবর্মা এবং পৌত্রের নাম বিষ্ণুবর্মা ছিল। এক্ষণে অগ্নিবর্মা কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম তাম্রশাসনটী অগ্নিবর্মার পুত্র দ্যুতিবর্মার পঞ্চম রাজ্যাব্দে পৌষমাসে ত্রিংশ দিবসে লিখিত হইয়াছিল ও দ্বিতীয় তাম্রশাসনটী অগ্নিবর্মার পৌত্র বিষ্ণুবর্মার অষ্টবিংশ রাজ্যাব্দে মার্গশীর্ষ মাসে পঞ্চম দিবসে লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে দ্যুতিবর্মা অন্ততঃ পঞ্চবৎসর ও বিষ্ণুবর্মা অন্ততঃ অষ্টবিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা হইতে অগ্নিবর্মা কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত গুপ্তে বিশ্বাস করেন যে তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষরসমূহ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শতকে প্রচলিত অক্ষরের ন্যায়। সুতরাং অগ্নিবর্মা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অগ্নিবর্মার রাজধানী কোথায় ছিল তাহা নিশ্চয়ভাবে বলিতে পারা যায় না; কিন্তু তাঁহার পুত্র দ্যুতিবর্মার ও তাঁহার পৌত্র বিষ্ণুবর্মার রাজধানী যে ব্রহ্মপুর নামক নগরে অবস্থিত ছিল তাহা এই তাম্রশাসনদ্বয় হইতে বুঝিতে পারা যায় ("পুরন্দরপুর প্রতিমাৎ ব্রহ্মপুরাৎ"; "পুরোত্তমাৎ ব্রহ্মপুরাৎ")। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে অগ্নিবর্মার রাজধানীও সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুরে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম স্থির করিয়াছিলেন যে ব্রহ্মপুর বর্তমান বৈরাটপত্তন বা লখনপুরে অবস্থিত ছিল।[2] শ্রীযুক্ত গুপ্তে এই মত সমর্থন করেন। বর্তমান বৈরাটপত্তন বা লখনপুর যুক্তপ্রদেশে গাড়ওয়াল ও কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত। সুতরাং অগ্নিবর্মার রাজ্য বর্তমান গাড়ওয়াল ও কুমায়ুন জেলাতে ছিল বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

অগ্নিবল্লভ—১ অগ্নির মিত্র বা সখা। ২ শালবৃক্ষ, সর্জরস, ধুনা—কল্পদ্রু° ৮৬. ৪১৫; ২৬৯. ১৯১।

অগ্নিবাণ—[অগ্নিবর্ষণকারী বাণ—ম-প-লো°] ১ অগ্নি-উদ্গারী শর, আগ্নেয়াস্ত্র। ২ আতসবাজী, হাউই।

অগ্নিবাৎস্যগোত্র— 'মজ্ঝিম-নিকায়ে' উল্লিখিত পরিব্রাজক-বি°। পালি° অগ্গিবচ্ছ-গোত্ত। ইনি বুদ্ধদেব-কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে 'মজ্ঝিম-নিকায়ে' এইরূপ আখ্যান পাওয়া যায়— একদিন ইনি বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া এই বিশ্ব অনন্ত ও অসীম কিনা, এই দেহ আত্মা কি না এবং আত্মা দেহ হইতে বা দেহ আত্মা হইতে বিভিন্ন কি না জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধদেব ইহাতে নেতিবাচক উত্তর দিলে ইনি পুনরায় তাঁহাকে এই অসমীচীন মত পোষণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলেন যে, এই অসমীচীন মত দুঃখ ও মানসিক বিকারের সূচনা করে এবং ইহা নির্বাণের অনু-কূল নয়। তখন ইনি একজন ভিক্ষু মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু বুদ্ধ কোনরূপ অনুকূল উত্তর দিলেন না। ইহাতে ইনি অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বুদ্ধের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।

[Majjhima Nikay, PTS Pub. i. 483-89; Dr. B. C. Law: Gautama Bnddha and the Pari brajaks' in Buddhistic Stu dies, Cal. 1931, 95]

অগ্নিবায়ু— ১ অগ্নি ও বায়ু। ২ কোচিন-রাজ্যে নম্বুদ্রিদের পূজ্য দ্বাদশ দেবতার অন্যতম। Cochin Tribes & Castes, ii. 187.

অগ্নিবাহ— [অগ্নি—√বহ+অ (অণ) —ক] (অগ্নিকে বহন করে বলিয়া) ১ধূম।—অভি° ভূমি° ১৫। ২ ছাগ।

অগ্নিবাহন—ছাগ [অগ্নি দ্র°]।

অগ্নিবিন্দু১— [অগ্নেবিন্দুরিব। অগ্নির বিন্দু— ৬-তৎ] অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা, আগুনের ফিন্‌কি।

অগ্নিবিন্দু২— ঋষি-বি°। বিষ্ণুরূপী ভগবান্ কাশীর পঞ্চনদতীর্থে ইঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বহুবিধ বরদানে বিশ্বের মঙ্গল সাধন পূর্বক ইঁহাকে দেহের সহিত মিলিত করিয়া লইয়াছিলেন। এই আবির্ভাবের কাহিনী স্কন্দপুরাণে (কাশী° উত্তর° ৬০ ও ৬১ অঃ)

---

[1] EJ, xiii. 109-21, 2 Pe, 1915-16; xx. App. notice, Nos. 1786, 1787, 1929-30. এই তাম্রশাসন দুইটী এখন লক্ষ্ণৌ চিত্রশালাতে রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত গুপ্তে এই তাম্রশাসনদ্বয় জাল বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু অধ্যাপক ভাণ্ডারকার তাহা মনে করেন না।

[2] Cun AGI. 407-408, 1924

বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে বিষ্ণু পঞ্চনদতীর্থে সুখোপবিষ্ট, সুদৃষ্টিসম্পন্ন, বিষ্টরশ্রবা, কৃশাবয়ব, এই তপোধনের সম্মুখে স্বরূপে দেবাদি-দেবর্ষি-বর্গপরিবৃত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিও তাঁহার গুণকীর্তন করিয়া যথাবিহিত স্তব ও পূজাদি করিলে বিষ্ণু ইঁহাকে কয়েকটী বর প্রদান করেন। একটী বরে তিনি পঞ্চনদতীর্থে চিরকাল অবস্থানপূর্বক জীবের মঙ্গল-সাধন করিতে স্বীকৃত হন। উহাতে কাশীর মাহাত্ম্যের সূচনা হয়। অন্য দুইটী বরে তিনি একটীতে নিজ নামের সহিত অগ্নিবিন্দুর নামের মিলন করিয়া নিজের 'বিন্দুমাধব' নামের সৃষ্টি করেন এবং অপরটীতে পঞ্চনদতীর্থের নাম 'বিন্দুতীর্থ' রাখেন। এতদ্‌প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চনদতীর্থে তাঁর অবস্থানের এবং বিন্দুতীর্থ ও বিন্দুমাধবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন [পঞ্চনদ-তীর্থ, বিন্দুতীর্থ ও বিন্দুমাধব দ্র°]। অতঃপর 'বিন্দুমাধবে'র ভক্তগণ তাঁহার যে যে মূর্তিপূজা করিয়া কৃতার্থ হন সেইরূপ তাহার কয় প্রকার মূর্তি কাশীতে আছে তাহা অগ্নিবিন্দু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণু-কর্তৃক তাঁহার বিভিন্ন মূর্তির ও তীর্থের পরিচয়-সহকারে উহাদের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়। ইহার পর গরুড় ভগবানকে বিশ্বেশ্বরের আগমনবার্তা প্রদান করিলে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া অগ্নিবিন্দুকে স্বীয় সুদর্শন-চক্র স্পর্শ করিতে নির্দেশ করেন। অগ্নিবিন্দু সেইরূপ করিলে তিনি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তেজোময় মূর্তি ধারণপূর্বক ভগবান্ বিষ্ণুর শরীরে বিলীন হন।

অগ্নিবিসর্প, অগ্নিবীসর্প—(বৈদ্যক) বিসর্প বা বীসর্প নামক (Erysipelas) রোগের সপ্তবিধভেদের অন্যতম।

স্বনিদান প্রকুপিত বায়ু ও পিত্ত অতিমাত্রায় সঙ্কবল হইয়া দেহের স্থানবিশেষ আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ইহাতে রোগী সর্বাঙ্গ প্রজ্বলিত অঙ্গারাধিবারা ব্যাপ্ত বলিয়া মনে করে অর্থাৎ সর্বশরীরে প্রবল দাহ জন্মে। বমি, অতীসার, মূর্ছা, দাহ, ভ্রম, অন্ধকার দর্শন, অরুচি, অস্থি ও সন্ধিতে বেদনা, পিপাসা, অবিপাক, সর্বগাত্রে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব হয়। শরীরের যে যে স্থানে বীসর্প সরিয়া যায় সেই সেই স্থান অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণ বা অত্যন্ত লালবর্ণ হয় এবং অগ্নিদগ্ধ ফোস্কার ন্যায় ফোস্কার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। ইহা শীঘ্রগমনশীল বলিয়া অতিসত্বর মর্মস্থান আক্রমণ করে। হিক্কা, শ্বাস ও নিদ্রানাশ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। তখন রোগী এতদূর অস্বস্তি অনুভব করে যে শয়ন বা উপবেশন কিছুতেই শান্তি পায় না; কেবল ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। অবশেষে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া দুষ্প্রবোধনশীল নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাকেই অগ্নিবীসর্প বলে। ইহা অত্যন্ত দুশ্চিকিৎসা অর্থাৎ উৎপত্তিমাত্রেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না হইলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

"বাতপিত্তং প্রকুপিতমতিমাত্রংস্বহেতুভিঃ। পরস্পরং লব্ধবলং দহদ্‌গাত্রং বিসর্পতি॥ তদুপতাপাদাতুরঃ সর্বশরীরমঙ্গারৈরিবাকীর্যমানং মন্যতে। ছর্দ্যতীসারমূর্ছাদাহমোহজ্বরতমকারোচকাস্থিসন্ধিভেদতৃষ্ণাবিপাকাঙ্গভেদাদিভিশ্চাভিভূয়তে। যং যং চাবকাশং বিসর্পোঽনুসর্পতি সোঽবকাশঃ শান্তাঙ্গারপ্রকাশোঽতিরক্তো বা ভবতি, অগ্নিদগ্ধপ্রকারৈশ্চ স্ফোটৈরুপচীয়তে, স শীঘ্রগত্বাদাশ্বেব মর্মানুসারী ভবতি, মর্মাণি চোপতপ্তপবনোঽতিবলঃ ভিনত্ত্যঙ্গান্যতিমাত্রং, প্রমোহয়তি সংজ্ঞাং, হিক্কাশ্বাসৌ জনয়তি, নাশয়তি নিদ্রাং, স নষ্টনিদ্রঃ প্রমূঢ়সংজ্ঞো ব্যথিতচেতা ন ক্বচন সুখমুপলভতে, অরতিপরীতঃ স্থানাদাসনাৎ শয্যাং ক্রান্তুমিচ্ছতি, ক্লিষ্টভূয়িষ্ঠশ্চাশু নিদ্রাং-ভজত্যবলো দুষ্প্রবোধশ্চ; তমেবং বিধমগ্নি-বীসর্পপরীতমচিকিৎস্যং বিদ্যাৎ।"—চরক° চি° ১১

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতাও ইহারই প্রতিধ্বনি উক্ত আছে—

"বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দি মূর্ছাতীসারতৃড্‌ভ্রমৈঃ।
অস্থিভেদাগ্নিসদনতমকারোচকৈর্যুতঃ॥
করোতি সর্বমঙ্গং চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ।
যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতিভবেৎ স সঃ॥
শান্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাঽঽ চ চীয়তে।
অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বাদ্‌দ্রুতং চ সঃ॥
মর্মানুসারী বীসর্পঃ স্যাদ্বাতোঽতিবলস্ততঃ।
ব্যথেতাঙ্গং হরেৎসংজ্ঞাং নিদ্রাং চ, শ্বাসমীরয়েৎ।
হিক্কাং চ স গতোঽবস্থামীদৃশীং লভতে ন না।
ক্বচিচ্ছর্মারতিগ্রস্তো ভূমিশয্যাসনাদিষু॥
চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহশ্রমোদ্ভবাং।
দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নিবীসর্প উচ্যতে॥"
—অ° হৃ° স° নি° ১৩ অ°।

চিকিৎসা—

বাতপিত্তপ্রশমনমাগ্নিবীসর্পে হিতম্। —চরক° চি° ১১ অ°।

অগ্নিবীসর্পে মুখ্যতঃ বায়ু ও পিত্তনাশক ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। বিরেচন, স্থানিক রক্তমোক্ষণ, তিক্তঘৃত পান ও তত্তদ্রূপ-দ্রব্যের দোষাবিরোধে চিকিৎসাই ইহার প্রথম ও প্রধান কল্প।

ঔষধ—(১) কুষ্ঠাধিকারোক্ত মহাতিক্ত ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গে প্রযোজ্য।

(২) যজ্ঞডুমুরত্বক্, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, নাগকেশর ও প্রিয়ঙ্গু সমভাগ একত্র পেষণ করিয়া গব্যঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ।

(৩) অনন্তমূল, পদ্মকেশর, বেনারমূল, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, লোধ ও হরীতকী সমভাগে একত্র বাটিয়া প্রলেপ।

(৪) শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড সমভাগে একত্র বাটিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ।—চরক° চি° ১১ অ°।

(৫) যষ্টিমধু দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ।

(৬) কেবল শতধৌত ঘৃতের প্রলেপ।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্নিবীজ—১ অগ্নির তান্ত্রিক বীজমন্ত্র 'র'। ২ অগ্নি যাহার বীজ=মূল, স্বর্ণ।—মনু° ৫. ১১৩; কল্পদ্রু° ১৯২. ৫৩৩।

অগ্নিবেতাল— ছয় জন ক্ষেত্রপালের অন্যতম। অপর পঞ্চ ক্ষেত্রপালের নাম— হেতুক, ত্রিপুরঘ্ন, অগ্নিজিহ্ব, কাল ও করাল। ক্ষেত্রপালগণ জীবের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। বিল্বপত্রের মধ্যে অঙ্গন্যাস মন্ত্রদ্বারা ইঁহাদের পূজা করিতে হয়।—কালিকাপু° ৬৩. ১০৯-১০। [ক্ষেত্রপাল দ্র°]

অগ্নিবেশ১,—১ ঋগ্বেদের ঋষি-বি°। ইঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ রাজর্ষি 'শত্রি'। ঋষি সম্বরণ ঋ° ৫. ৩৪. ৯ শ্লোকে অগ্নিবেশ-পুত্র শনির স্তুতি করেন।—ঋ° ৫. ৩৪. ৯। ২ প্রসিদ্ধ ঋষি-বি°। ইঁহার আশ্রম শিষ্যপরিবৃত থাকিত। শ্রাদ্ধবিষয়ে ইঁহার উপদেশ আছে। —স্কন্দপু° নাগর° ২২০, ৪০-৫০।

অগ্নিবেশ২,—'রামায়ণরহস্য', 'রামায়ণ-শত-শ্লোকী' নামক ইতিহাস-রচয়িতা। Cat. Sans. & Prakit Mss. C. P. & Berar. Nos. 4755, 4759.

অগ্নিবেশ৩,—'চরক-সংহিতা'-কার।—IO. Cat i. 923a. 925b. 926a, 927b. 'অঞ্জন' বা 'অঞ্জননিদান'কার। IO Cat. 2714; Cat. Cat. 310a; R. Mitra: Cat. of Bik. Mss, 650; Dietz. Anal. Med. 135; C. P. & Berar. Nos. 24-26.

অগ্নিবেশ৪,—ঋষি-বি°। ইনি আত্রেয় মুনির নিকট আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া শিল্পের পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে অগ্নিবেশ আয়ুর্বেদ-সংহিতা নামে বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।—ভা-প্র°।

অগ্নিবেশ্য—১ বরাহকল্পে কলিসন্নিহিত চতুর্বিংশতি দ্বাপরযুগ পরিবর্ত হইলে নৈমিষক্ষেত্রে শিবাবতার শূলীর চারি শিষ্যের অন্যতম হইবেন। অপর তিন শিষ্যের নাম হইবে—শালিহোত্র, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসু।—বায়ুপু° ২৩. ১৯৪; ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৩. ১৪০-৪১। লিঙ্গপুরাণে (পূ° ২৪. ১১১) অগ্নিবেশ্য ও যুবনাশ্ব স্থলে অগ্নিবেশ ও জীবনাশ্ব লিখিত হইয়াছে। ২ (সু° নরিষ্যন্ত) নরপতি দেবদত্তের পুত্ররূপে ভগবান্ অগ্নি স্বয়ং অগ্নিবেশ্য নামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নামান্তর—কানীন ও জাতুকর্ণ। ইঁহা হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।—ভা° ৯. ২. ২০-২২। ৩ ব্রহ্মর্ষি। অগস্ত্য ঋষির শিষ্য (মহা° ১. ১৩১. ১০)। দ্রোণাচার্যের পিতৃব্য এবং ভরদ্বাজের অনুজ (মহা° ১. ১৪০. ৪১)। অগ্নিবেশ্য আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন (মহা° ১. ১৪০. ৪১)। অগ্নিবেশ্য দ্রোণাচার্য ও ভরদ্বাজসখা উত্তরপাঞ্চালরাজ পৃষতের পুত্র দ্রুপদকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করেন। ইনি দ্রোণ ও দ্রুপদের অস্ত্রশিক্ষাগুরু (মহা° ১. ১৪০ ৪২-৪৩)।

৪ কারুণ্য ঋষির পিতা মহর্ষি। জ্ঞান ও কর্ম-সংযোগে মুক্তি-তত্ত্বসম্বন্ধে স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন।—যোগবা° বৈরা° ১। ইনি কোন্ অগ্নিবেশ্য স্থির করা কঠিন।

৫ কাশীরাজপুত্র কুশধ্বজ অগ্নিবেশ্য মুনির কন্যা অপহরণ করেন। এই পাপে অগ্নিবেশ্যের অভিশাপে গৃধ্রযোনি প্রাপ্ত হন।—স্কন্দপু° মাহে° কুমা° ৯. ৩৯-৫৮। ইনি কোন্ অগ্নিবেশ্য তাহার নির্দেশ নাই।

অগ্নিবৈকৃত্য— মৎস্যপুরাণে (২৩৩ অঃ) বিনা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অগ্ন্যাৎপাতের জন্য রাজ্যে যে ক্ষতি হয় তাহাকে অগ্নিবৈকৃত্য বলা হইয়াছে। তদনুসারে যাঁহার রাজ্য বিনা অগ্নিতে দগ্ধ হয়, যেখানে ইন্ধনের অভাব আছে এবং অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, তাঁহার রাজ্য অন্য নৃপতি-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অশান্তিময় হইয়া উঠে। যে স্থানে জলে মাংস দগ্ধ হয় বা রাজ্যের কোন অংশ পুড়িয়া যায় বা যেখানে প্রাকার, তোরণ, দ্বার, রাজগৃহ ও দেবালয় দগ্ধ হয় বা যেখানে বিদ্যুতে দগ্ধ হয় তথাকার নৃপতির ভয় সমুপস্থিত হয়। বিনা অগ্নিতে ধূম উদ্গীর্ণ হইলে মহাভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। বিনা অগ্নিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেলে সংগ্রামের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অগ্নিবৈকৃত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বিধিও মৎস্যপুরাণে দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিবৈকৃত্য উপস্থিত হইলে সুসমাহিত পুরোহিতকে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া ক্ষীরিবৃক্ষের সমিধ্ ও সর্ষপদ্বারা অগ্নিমন্ত্রে হোম করিতে এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইবে। ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ, গো, বস্ত্র, ভূমি ইত্যাদি দান করিলে অগ্নিবৈকৃত্য-জনিত পাপ দূর হইয়া থাকে।

অগ্নিবৈশ্বানর— ঋ° ১০. ৭৯-৮০ সূক্ত-দ্রষ্টা ঋষি।

অগ্নিব্রণ—১ অগ্নিদাহজন্য ব্রণ, পোড়া ঘা। ২ অতিরিক্ত দাহজন্য পিত্তজ ও রক্তজ ব্রণ।

অগ্নিশর্মা১,— বৃষগণ-গোত্রীয় ঋষি। 'নডাদিভ্যঃ ফক্', 'অগ্নিশর্মন্ বৃষগণে'— পা° ৪. ১. ৯৯। 'বাহ্বাদিভ্যশ্চ' (পা° ৪. ১. ৯৬) সূত্রে 'আকৃতিগণে'র উদাহরণে অগ্নিশর্মার নাম আছে। বৃষগণের অগ্নিশর্মা অতি প্রাচীন যুগের ঋষি। তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণে (১৩. ৩. ১২) ইক্ষ্বাকুরাজবংশের ত্রিধাতুরাজপুত্র ত্র্যরুণ রাজার পুরোহিত ছিলেন—বিজানপুত্র বৃষ।

অগ্নিশর্মা২— সিংহল রাজ্যের ক্রোধী পুরোহিতবি°। ইনি অতি ক্রোধ-পরায়ণ ছিলেন।—কবিকঙ্কণ° বঙ্গবাসী-স° পৃ ২০৫।

অগ্নিশর্মা৩—ক্রুদ্ধস্বভাব ঋষি-বি°। ইঁহার পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি এরূপ ক্রোধী ছিলেন যে তাঁহার নাম প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে লোকে বলে 'অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছেন'। ভারতের সর্বত্র এই প্রবাদ প্রচলিত।

অগ্নিশরণ— অগ্নিগৃহ।— শকুন্তলা° ৪।

অগ্নিশর্মায়ন— কশ্যপবংশীয় একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি।—মৎস্যপু° ১৯৯. ৭।
"মরীচেঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপস্য তথাকুলে।
গোত্রকারানৃষীন্ বক্ষ্যে তেষাং নামানি মে শৃণু।
* * *
কৌবেরকাশ্চ শ্রাবপরা অগ্নিশর্মায়ণাশ্চ যে।
মেষপাঃ কৈকরস্তথা চৈব তু বভ্রবঃ॥"
মৎস্যপু° ১৯৭. ১-৭; [আগ্নিশর্মায়ন দ্র°]।

অগ্নিশাল, -শালা = অগ্নিগৃহ।

অগ্নিশিখ— [অগ্নির ন্যায় শিখা (দীপ্তি) যাহার—বহু°] ১ কুসুম। ২ কুসুম্ভ পুষ্প। ৩ দীপ। ৪ স্বর্ণ। ৫ বাণ, শর, তীর।

অগ্নিশিখা—মানবের প্রয়োজনবৃদ্ধির সহিত যখন অগ্নিসৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে তখন ফলে মানব জানিতে পারিল যে দুই খণ্ড কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি পাওয়া যায়। এই অগ্নিকণা যদি কোন দাহ্য

বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয় তাহা হইলে সহজেই অগ্নি ও অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয়। ক্রমে বৈজ্ঞানিকেরা দুই খণ্ড লৌহ বা দুই খণ্ড প্রস্তরের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৭০২ খ্রী° অধ্যাপক George Ernst Stahl অগ্নি-উৎপাদনের কারণ আবিষ্কার করেন। তাঁহার গবেষণার ফলে তিনি দেখিলেন যে, প্রত্যেক দাহ্য পদার্থেই Phlogiston নামক একটী দহনীয় শক্তি আছে। এই শক্তির দ্বারাই পদার্থগুলি জ্বলিতে থাকে। দাহ্য বস্তু জ্বলিবার সময় Phlogiston ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ঐ পদার্থ হইতে বিতাড়িত হয় এবং তাহার ফলে অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয়। সেই জন্য ঐগুলি দাহ্য পদার্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দহনের সময় বিতাড়িত Phlogiston নিকটের বাতাসকে পূর্ণ সিক্তাবস্থায় রাখে (saturate করে); ফলে অগ্নি নিবিয়া যায়। অঙ্গার, কাষ্ঠ, তৈল, চর্বি প্রভৃতি বস্তুতে Phlogiston বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

এই Phlogiston theory সেই যুগের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। পরে ১৭৭২ খ্রী° বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক Antoine Laurent Lavoisier দহন-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া স্থির করেন যে, যদি কোন ধাতুকে নির্দিষ্ট-আয়তন বাতাসের মধ্যে দহন করা হয়, তাহা হইলে ঐ ধাতুর ওজন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যে মাত্রায় ধাতুর ওজন বাড়িয়া যায়, ঠিক সেই মাত্রায় বাতাসের ওজন কমিয়া থাকে। ঠিক এই সময় (১৭৭৪ খ্রী°) Dr. Priestley বাতাসের মধ্যে oxygen নামক এক বায়বপদার্থের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই বায়বপদার্থের প্রধান গুণ এই যে, ইহা দহনের সহায়তা করে। এই পদার্থই ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া দহনের পর উহার ওজন বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে Phlogiston theory বিজ্ঞান-জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়।

পূর্বে অগ্নিশিখা-সম্বন্ধে কাহারও কিছু বিশেষ জ্ঞান ছিল না। নিউটনের সময় বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে 'জ্বলন্ত বাষ্প' (burning gas) বলিয়া ধারণা করিতেন। একটী জ্বলন্ত প্রদীপকে নিবাইয়া দিলে, পূর্বে যেখানে অগ্নিশিখা ছিল সেখানে কুণ্ডলাকার ধূম দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধূমের নিকট অগ্নিশিখা আনিলে পুনরায় উহা জ্বলিয়া উঠে। অগ্নিশিখাকে 'জ্বলন্ত ধূম' বলিবার ইহাই কারণ।

Van Helmont বলেন, 'অগ্নিশিখা একটী কুণ্ডল, ইহা দুইটী বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগে উত্তাপ ও আলোর সহিত উৎপন্ন হয়।' কিন্তু অগ্নিশিখার সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ আছে তাহার বিশেষ কিছুই তিনি উল্লেখ করেন নাই। ইহার এক শতাব্দী পরে Lavoisier স্থির করেন যে, দুই বা তাহার অধিক বায়বীয় মিশ্রিত পদার্থ বাতাসে যে অম্লজান (oxygen) আছে তাহার সংস্পর্শে আসিলে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা উহাদের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, ক্রমে উত্তাপের প্রখরতা এত বৃদ্ধি হয় যে যদি উহাতে অগ্নি-সংযোগ করা যায় তাহা হইলে তাপোজ্জ্বল (incandescent) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোন পদার্থ তীব্রভাবে উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হয়। অতএব যখন ঐ মিশ্রিত গ্যাস তাপোজ্জ্বল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন উহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে অগ্নিশিখার আকার ধারণ করে। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে, অম্লজান দহনের সহায়তা করে। এই জন্য এই গ্যাসকে দহনের সহায়ক বলে। আবার এমন কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা নিজেরাই দাহ্য, অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে জ্বলিতে থাকে; এই সকল পদার্থকে দাহ্য পদার্থ বলে। কিন্তু এখন এই দুই শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যাহাকে পূর্বে দহনের সহায়ক বলা হইত তাহাকেই এখন দাহ্য পদার্থ বলা হইয়া থাকে। ইহা একটী সহজ পরীক্ষার দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায়। একটী দুই মুখ খোলা কাচের ধূমনালীকে (glass chimney) সোজা ভাবে রাখিয়া নিচের খোলা মুখটীকে দুইটী ছিদ্রবিশিষ্ট একটী ছিপিদ্বারা বন্ধ করিয়া ঐ দুইটী ছিদ্রের মধ্য দিয়া দুইটী কাচের নলকে এমনভাবে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে যাহাতে একটী নল ধূমনলের মধ্যস্থলে ও আর একটী নল ছিপির ঠিক উপর পর্যন্ত যায়। পরে যে নলটী ছিপির উপর পর্যন্ত গিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া উদজান (hydrogen) বাষ্প চালনা করিলে এই বাষ্পের দ্বারা যখন ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া যায় তখন ঐ নলের উপরের খোলা মুখটী বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট একটী মোটা কাগজের দ্বারা বন্ধ করিয়া যে নলটী নালীর মধ্যস্থল পর্যন্ত গিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া অম্লজান বাষ্প চালনা করিতে হয়; পরে যদি উহার মুখে অগ্নিসংযোগ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, নালীর মধ্যে অম্লজান উদজান বাষ্পদ্বারা বেষ্টিত হইয়া নিজেই জ্বলিতেছে। এইরূপে নালীর খোলা মুখে অগ্নি-সংযোগ করিলে দেখা যায় উদজান বাতাসের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উহা নিজেই জ্বলিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অম্লজান বাষ্প নিজেই জ্বলিতে পারে; একজন্য ইহাকে দাহ্য বাষ্প বলা যায়।

অগ্নিশিখা সাধারণতঃ দুই প্রকারের—(১) সরল বা অমিশ্র অগ্নিশিখা (Simple flames) এবং (২) বায়ুপুষ্ট অগ্নিশিখা (Air-fed flames)

সরল বা অমিশ্র অগ্নিশিখা—কোন দাহ্য বাষ্পকে অম্লজানের সহিত মিশ্রিত না করিয়া যদি বায়ুর মধ্যে দহন করা যায় তাহাতে যে শিখা উৎপন্ন হয় তাহাকে সরল বা অমিশ্র অগ্নিশিখা বলা হয়। উদজান এবং একাম্ল অঙ্গারের (carbon monoxideএর) শিখার গঠন খুব সরল। ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটী বাষ্পকে একটী কাচের নলের মধ্য দিয়া চালাইয়া নলের এক প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করিলে শিখার আকার ধারণ করে। এই শিখা সাধারণতঃ বৃত্তসূচীর (coneএর) মত; কারণ প্রথমে যেখানে গ্যাস জ্বলে সেইখানে সমস্ত অম্লজান ব্যয়িত হইয়া যায়। পরে গ্যাস দ্বিতীয় স্তরে উঠিবার পর অম্লজানের সংস্পর্শ পায়। এইরূপে ইহা বৃত্তসূচীর আকার ধারণ করে। পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে এই শিখার দুইটী মণ্ডল থাকে; একটী মধ্য-

স্থিত মণ্ডল বা অদগ্ধ মণ্ডল (unburnt zone) ও অপরটী উজ্জ্বল মণ্ডল (luminous zone)। মধ্যস্থিত মণ্ডলে বাষ্প অদগ্ধ অবস্থায় থাকে। ইহাও একটী সহজ পরীক্ষার দ্বারা বেশ বুঝা যায়। (ক) একটী বাঁকা কাঁচের নলের এক প্রান্ত মধ্যস্থিত মণ্ডলের নিকট আনিয়া অপর প্রান্ত জ্বালাইয়া দিলে দেখা যায় ঐ প্রান্ত জ্বলিতে থাকে। (খ) এক খণ্ড কাগজকে শিখার উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমান্তরালভাবে পলিতা (wick) পর্যন্ত দ্রুত গতিতে নামাইলে কাগজের উপর বৃত্তাকারে একটী দাগ পড়ে ও দাগের মধ্যে কাগজ অদগ্ধ অবস্থায় থাকে।

উজ্জ্বল মণ্ডল (luminous zone) অদগ্ধ মণ্ডলটীকে পরিবেষ্টন করিয়া জ্বলিতে থাকে। এখানে উদজান বা অম্লজানের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা উত্তাপ ও আলোর সৃষ্টি হয়; $2H_2+O_2=2H_2O$. এইরূপে একাম্ল অঙ্গার ও অম্লজানের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা উত্তাপ ও আলোর সৃষ্টি হয়; $2CO+O_2 = 2CO_2$. অতএব এখানে কেবলমাত্র একটী রাসায়নিক ক্রিয়া হয় বলিয়া এই শিখাকে সরল বা অমিশ্র অগ্নিশিখা বলে।

ক্ষারিণ (ammonia) বাষ্প বায়ু অথবা অম্লজানের মধ্যে জ্বলিলে যে শিখ উৎপন্ন হয় তাহাতে সাধারণতঃ তিনটী মণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায় :—(ক) বাষ্পের অদগ্ধ মণ্ডল ও (খ) পীতাভ উজ্জ্বল মণ্ডল (yellow luminous zone)। এখানে ক্ষারিণ বাষ্পবিশ্লিষ্ট (decomposed) হয়, যথা :—$2NH_3 = N_2+3H_2$. এই উজ্জ্বল মণ্ডলকে পরিবেষ্টন করিয়া একটী নিষ্প্রভ পীতাভ রঙের (pale greenish-yellow) মণ্ডল থাকে। এইখানে উদজান বাষ্পের প্রদাহ হয়। Hydrogen sulphide (H_2S) এক পরমাণু যবক্ষার জান ও এক পরমাণু অঙ্গারকের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন cyanogen, নামে বিষাক্ত বাষ্প, carbon disulphide গ্যাসের শিখাও ক্ষারিণ বাষ্প-শিখার মত দেখায়।

মোমের বাতি কিংবা উদজান ও অঙ্গারের সংমিশ্রণে যে hydro-carbon গ্যাস হয় উহা জ্বালাইয়া শিখা পাওয়া যায়; উহার গঠন আরও জটিল। Berzelius ইহার শিখাকে চারিটী মণ্ডলে ভাগ করিয়াছেন :—(ক) অদগ্ধ বাষ্পের কৃষ্ণবর্ণ মাধ্যমিক মণ্ডল (the dark central zone of unburnt gas);
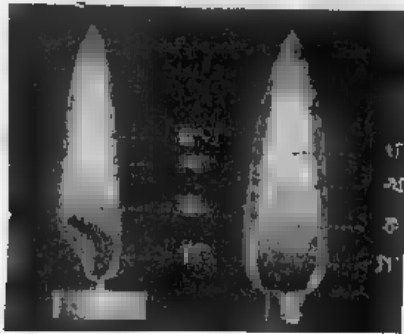
মোমবাতির শিখা — Bunsen burnerএর শিখা

(খ) অস্পষ্ট দৃশ্যমান বহিরাবরণ (the faintly visible outer mantle) ; (গ) নীলাভ মণ্ডল (the blue region) ; ও (ঘ) পীতাভ মণ্ডল (the yellow region)।

(ক) কৃষ্ণবর্ণের মধ্যমণ্ডলের মধ্যে গ্যাস অদগ্ধ অবস্থায় থাকে। সামান্য উত্তাপ পাইয়া মোম গলিয়া তরল হইয়া যায় ও তরল পদার্থটী তখন পলিতার সাহায্যে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। পরে কৃষ্ণবর্ণের মধ্যমণ্ডল dark central zoneএর নিকট গিয়া তরল পদার্থটী বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু ঐ বাষ্প বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় না এবং প্রদাহ তাপমান (ignition temperature) পর্যন্ত উত্তপ্ত হয় না; সে কারণে ইহা অদগ্ধ অবস্থায় থাকে।

(খ) 'খ' চিহ্নিত মণ্ডলটী সমস্ত শিখাকে বাহিরের দিকে অতিক্ষীণভাবে বেষ্টন করিয়া থাকে; ইহাকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহাকে দাহ্য পদার্থের সম্পূর্ণ মণ্ডল (zone of complete combustion) বলে। শিখার অন্যান্য মণ্ডলে যে পদার্থগুলি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় না সেইগুলি এখানে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে 'জারিত' (oxidised) হইয়া যায়, কারণ এখানে তাহারা বাতাস হইতে প্রচুর পরিমাণে অম্লজান পায়। এই অংশের উত্তাপ সর্বাপেক্ষা অধিক।

(গ) মোমবাতি কিংবা Bunsen burnerএর শিখার নিম্নাংশের 'গ' চিহ্নিত মণ্ডলটী অন্য মণ্ডলগুলি অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট। এই মণ্ডলটীর বর্ণ নীল, কারণ এখানে একাম্ল-অঙ্গার (carbon-monoxide) জ্বলিতে দেখা যায়।

(ঘ) এই অদগ্ধ বাষ্প ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে ও বাতাসের অম্লজানের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে মিশিবার সুযোগ পায়; ফলে উজ্জ্বল শিখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিখার রং পীতাভ ও অস্বচ্ছ। এই মণ্ডলের উজ্জ্বলতা-সম্বন্ধে Davy প্রথমে একটী সিদ্ধান্ত বাহির করেন। তাঁহার মতে যখন hydro-carbon বাষ্প এই মণ্ডলে আসিয়া পৌঁছায় তখন উত্তাপের ফলে এই বাষ্প বিশ্লিষ্ট (decomposed) হইয়া যায় এবং ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম অঙ্গারকণাগুলি বাষ্প হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ অঙ্গারের কণাগুলি এত বেশী উত্তপ্ত হয় যে তখন ইহা তাপোজ্জ্বল (incandescunt) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফলে ইহা হইতে আলোক বাহির হয়। ডেভীর এই সিদ্ধান্ত তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিকেরা সানন্দ চিত্তে মানিয়া লইয়াছিলেন; কারণ সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন কঠিন পদার্থ তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে উজ্জ্বল আলো বাহির হয় এবং যদি একটী কাগজকে সমান্তরালভাবে মোম বাতির আলোক-শিখার উপর ধরা যায় তাহা হইলে কাগজের উপর সূক্ষ্ম অঙ্গারের কণা লাগিয়া থাকে।

ফ্রাঙ্কলণ্ডের মতবাদ (Frankland's theory)—১৮৬১ খ্রীঃ Sir Edward Frankland শিখার উজ্জ্বলতা-সম্বন্ধে আর একটী তত্ত্ব বাহির করেন। তিনি একটী মোমের বাতি Mont Blancএর চূড়ায় ও Chamonix এর উপত্যকায় জ্বালাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, যদিও ঐ দুই স্থানে মোমের দাহনের পরিমাণ এক, তথাপি শিখার উজ্জ্বলতা Mont Blancএর চূড়া অপেক্ষা Chamonix-

এর উপতাকার অনেক কম। ইহার দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অগ্নিশিখার উজ্জ্বলতা বাতাসের উপর নির্ভর করে। শিখার উপর বাতাসের চাপ বৃদ্ধি হয় ও তাহার ফলে উদজ-অঙ্গারক (hydro-carbon) বাষ্প ঘনীভূত হয় ও শিখার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। কয়েকটী সাধারণ পরীক্ষার দ্বারা ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়:—(১) চাপপূর্ণ বাতাসের মধ্যে সুরাসার (alcohol) জ্বালাইলে শিখার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়, (২) বায়ুমণ্ডলের ২০ চাপে অম্লজান বায়ুর মধ্যে উদজান বাষ্প জ্বালাইলে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়।

লিয়েসের মতবাদ (Lewes's theory)—১৮৯২ খ্রী° V. B. Lewes উদজ-অঙ্গারক (hydro carbon) শিখার পৃথক্ পৃথক্ স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শিখার অন্দ্ধ স্থানে অসম্পৃক্ত উদজ-অঙ্গারকগুলি (unsaturated hydro carbon) ধীরে ধীরে কমিতে থাকে, কিন্তু শিখার উজ্জ্বল মণ্ডলে দ্রুত গতিতে কমিতে থাকে। এইরূপে যখন অসম্পৃক্ত উদজ-অঙ্গারকগুলি অনুজ্জ্বল মণ্ডলে উঠে তখন ইহার অনেক পরিবর্তন হয়। নিম্ন হইতে উপরে উঠিবার সময় যদিও উদজ-অঙ্গারকের পরিমাণ কমিয়া যায় তথাপি ইহার অনুপাতে উজ্জ্বল শিখা বর্ণহীন এসিটিলিন (acetylene) গ্যাসে পরিমাণ দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং যখন ইহা অনুজ্জ্বল মণ্ডলের উপরিভাগে উঠে তখন ইহার পরিমাণ উদজ-অঙ্গারক বাষ্পের (hydro-carbon) শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ হয়। অতএব Lewes স্থির করিলেন যে, শিখার উজ্জ্বলতার কারণ এই এসিটিলিন গ্যাস। $2CH_4 = C_2H_2 + 3H_2 = 2C + 4H_2$. উত্তাপ দ্বারা ইহা বিশ্লেষণ করা যায়:= $C_2H_2 + 3H_2 = 2C + 4H_2$ ও অঙ্গারের কণাগুলি বাহির হইয়া পড়ে। এসিটিলিনের (acetylene) অন্তর্তাপ-সম্বন্ধীয় (endo-thermic) গুণ থাকায় বিশ্লেষণের সময়ে বেশী পরিমাণে উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং এই উত্তাপ দ্বারা বহিষ্কৃত অঙ্গারের কণাগুলি তাপোজ্জ্বল (incan-descent) হইয়া শিখার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

আরও একটী পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অগ্নিশিখার তাপের বৃদ্ধি হইলে উহার উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয়। বর্তমানে শিখার উজ্জ্বলতার তত্ত্ব উপরোক্ত তিনটী মতের সমবায় মাত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে উজ্জ্বলতার কারণ পাঁচটী—(১) তাপ, (২) বায়ুর চাপ, (৩) বাষ্পের ঘনতা (density), (৪) স্থূল পদার্থের অবস্থিতি এবং (৫) এইগুলির সমবায়।

অনুজ্জ্বলতার কারণ (causes of non-luminosity):—(১) উদজ-অঙ্গারক বাষ্পকে (hydro-carbon gasকে) অন্য কোন বাষ্পের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বালাইলে ইহার অনেক পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। মিশ্রিত করিবার জন্য যে বাষ্প ব্যবহার করা হয় তাহার উপর এই পরিবর্তন নির্ভর করে। এই বাষ্প—অদাহ্য (incombustible), যেমন যবক্ষার জান ও দ্বাম্ল-অঙ্গারক CO_2 দাহ্য, যেমন উদজান H, একাম্লজান CO; দহনের সহায়ক, যেমন অম্লজান O_2। প্রথম দুই প্রকার বাষ্প বেশী পরিমাণে মিশ্রিত করিলে শিখার উজ্জ্বলতা লোপ পায়। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, hydro-carbon গ্যাসটী মিশ্রিত বাষ্পের দ্বারা তরল হইয়া যায়। ফলে অঙ্গারের কণাগুলি hydro-carbon gas হইতে পৃথক্ হইতে যে উত্তাপের প্রয়োজন হয় তাহার পূর্বেই অদাহ্য বাষ্প মিশ্রিত উদজ-অঙ্গারক বাষ্প আরও বেশী পরিমাণে উত্তপ্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে এই মিশ্রিত বাষ্প বাতাসের সংস্পর্শে চলিয়া আসে। ইহাকে জ্বালাইলে অনুজ্জ্বল শিখা উৎপন্ন হয়। (২) অগ্নিশিখার তাপ কমাইয়া দিলে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়। (৩) উদজ-অঙ্গারক বাষ্পকে অম্লজান কিংবা বাতাসের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বালাইলে শিখার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় এবং ইহার তাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এই শিখায় সাধারণতঃ দুইটী মণ্ডল থাকে; একটী ভিতরের মণ্ডল, অপরটী বাহিরের। ভিতরের মণ্ডলটী ক্ষীণ নীলবর্ণ এবং বাহিরের মণ্ডলটী তদপেক্ষা ক্ষীণ নীলবর্ণ। Bunsen burner-দ্বারা এই শিখার গঠন বিশেষভাবে জানা যায়। এই burnerএর পার্শ্বনলের মধ্য দিয়া কয়লার গ্যাস (coal gas) প্রবেশ করে এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া উহা বাহির হইয়া থাকে। এই স্থানে নলের গায়ে একটী বৃহৎ ছিদ্র থাকায় উদজ-অঙ্গারক ক্ষুদ্র নলের মধ্য হইতে বাহির হইবার সময় বৃহৎ ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাতাস টানিয়া লয় এবং ইহার সহিত বিশেষভাবে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই বৃহৎ ছিদ্রটীকে ইচ্ছামত বন্ধ করা ও খোলা যায়। পরে এই মিশ্রিত গ্যাস নলের মধ্য দিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে; পরে ইহাকে জ্বালাইলে ইহা অনুজ্জ্বল শিখা লইয়া জ্বলিতে থাকে। কিন্তু যদি বৃহৎ ছিদ্রপথটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে আর বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে না তখন ইহা উজ্জ্বল শিখা লইয়া জ্বলিতে থাকে।

যে পরিমাণ অম্লজান বা বাতাস উদজ-অঙ্গারক বাষ্পের সহিত মিশ্রিত করিলে উহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা যদি বেশী পরিমাণে মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে ভিতরের মণ্ডলটী নীলবর্ণ ধারণ করে এবং শিখা হইতে একটী শব্দ উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে অম্লজান মিশ্রিত করিলে এমন একটী অবস্থায় পরিণত হয় যে তখন মিশ্রিত গ্যাস খুব বিস্ফোরক (explosive) হইয়া পড়ে। তখন শিখাটী burnerএর নলের ভিতর প্রবেশ করে এবং যে ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে কয়লার গ্যাস বাহির হইতেছে সেইখানে উহাকে জ্বালাইয়া দিতে হয়। ঐখানে বাষ্পের সম্পূর্ণরূপে দহনের জন্য প্রচুর অম্লজান পায় না বলিয়া এসিটিলিন ও অন্যান্য অসম্পৃক্ত বাষ্প (unsaturated gas) বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও এক প্রকার তীব্র গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে।

স্মিথেল (Smithell) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, Bunsen burnerএর নলের সহিত একটী কাঁচের নল পরাইয়া দিবার

পর ঐ নলের মুখে আগুন জ্বালাইয়া দিলে সেইখানে অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয়। পরে ক্রমশঃ যদি burnerএর ভিতর দিয়া অম্লজান চালান যায় তাহা হইলে দেখা যায় নীল রংয়ের মণ্ডলটী বাহিরের মণ্ডল হইতে অবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও ক্রমশঃ ছোট হইয়া কাঁচের নলের ভিতর প্রবেশ করে। তাহার পর যদি কাঁচের নলটী ক্রমশঃ নীচের দিকে লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে নলের মধ্যে প্রবিষ্ট মণ্ডলটী কতক দূর গিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, কারণ সেই স্থানে মিশ্রিত গ্যাস দ্রুত গতিতে উপরের দিকে উঠিতে থাকে, কিন্তু বাহিরের মণ্ডলটী নলের মুখে জ্বলিতে থাকে।

শ্রীফণিভূষণ সেন

অগ্নিশিখা₂—স্ত্রী°, ১ কলিনী carthamus tinctorius, Crocus satirus—[Schmidt : কামসূত্র, ২১৩,২২০]। ২ [অগ্নির ন্যায় শিখা যাহার—বহু°] লাঙ্গলিকী, বিষলাঙ্গলিয়া বৃক্ষ ; ঝুঁঝকা শাক।—অম° বন° ২৫২। নামান্তর—অনন্তা,কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী,শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, বহ্নিবক্ত্রা, গর্ভনুৎ, ঈশ-লাঙ্গলা। ইহা কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ব্রণ, শূল, কফ ও ক্রিমিনাশক। ৩ [অগ্নির শিখা—৬-তৎ] আগুনের শীষ fire flame [অগ্নিশিখা, দ্র°]।

অগ্নিশিরঃ—[পুং°-শিরস্] সরস্বতী নদী-তীরস্থ তীর্থবি°। সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল সিরমুর পর্বত। এই স্থানের শাস্ত্রীয় নাম প্লক্ষাবতরণ বা প্লক্ষপ্রস্রবণ। অগ্নিশিরঃ তীর্থ ইহারই সন্নিকটে অবস্থিত। এই তীর্থে শৃঞ্জয়-পুত্র সহদেব শম্যাক্ষেপ * দ্বারা ভূমি পরিমাণ করিয়া যজ্ঞ করেন।—মহা° ৩. ৯০. ৫। যমুনার নিকট অগ্নিদেবের অর্চনা করিয়া সহদেব কোটি দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন।—মহা° ৩. ৯০. ৭। এই মহাদান অগ্নিশির তীর্থে অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দ্র সহদেবের প্রশংসা কীর্তন করেন। কালে এই গীতি গাথায় পরিণত হয়। পূরু° ভরত এই তীর্থে ৩৫ বার † অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।—বিংশতিং সপ্ত চাষ্টৌ চ হয়মেধানুপাহরৎ'—ঐ ৮।

অগ্নিশুদ্ধ—[অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ—৩-তৎ] অগ্নিস্পর্শদ্বারা পবিত্রীকৃত।

অগ্নিশুদ্ধি—অগ্নিসংস্পর্শে পবিত্র হওয়া।

অগ্নিশুশ্রূষা—যজ্ঞাগ্নির যথাবিধি সেবা attention to the sacred fire. যদি গুরুর সপিণ্ড পর্যন্ত কেহ বর্তমান না থাকেন তাহা হইলে গুরু-কর্তৃক স্থাপিত অগ্নি সমীপে হোমাদি করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে অগ্নি-শুশ্রূষা করিতে হয়। এইরূপ করিলে ঐ ব্রহ্মচারী নিজ দেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযোগী করিয়া থাকেন।—মনু° ২. ২৪৮।

অগ্নিশুশ্রূষা= অগ্নিহোত্র। অগ্নিহোত্রাগ্নি-শুশ্রূষা চ।'—কল্পদ্রু° ৩৭৭. ৭।

অগ্নিশেখর—১ [অগ্নি শেখর (শিরোভূষণ) যাহার—বহু°] মহাদেব। ২ স্ত্রী°, কুঙ্কুমবৃক্ষ, কুসুমবৃক্ষ।—রাজনি° বর্গ ১২। ৩ নটেশাক।

অগ্নিশেষ—তৈত্তিরীয় সংহিতার অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

অগ্নিশ্রী—(বৈদিক) [অগ্নিদ্বারা শ্রী (শোভা, ধন) যাহার—বহু°] অগ্নির আশ্রিত।—ঋ° ৩. ২৬. ৫।

অগ্নিশ্রোণী — বেদির পাদদেশ।

অগ্নিষ্টুৎ—১ [অগ্নি—স্তু+ক্বিপ্—ক বা অধি] অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ-বি°। বসন্ত ঋতুতে পঞ্চদিনে সম্পাদ্য অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের প্রথম দিন। প্রজাপতি ইহার প্রবর্তক। [অগ্নিষ্টোম₂ দ্র°] ২ চাক্ষুষ মনু ও রাজকন্যা নড্বলার পুত্র।—মৎস্যপু° ৪. ৪২। ৩ বৈরাজ-প্রজাপতির কন্যা নড্বলা ও মহৌজা-মনুর দশ পুত্রের অন্যতম।—কূর্মপু° ১২. ৭৯।

অগ্নিষ্টোম₁—১ চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ২ অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ।

অগ্নিষ্টোম₂—[অগ্নির স্তোম যাহাতে—বহু° ; পা° ৪. ৩. ৬৬—তত্ত্ববোধিনী, মত] প্রজাসৃষ্টি-কল্পনায় প্রজাপতি-কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্চদিনসাধ্য বসন্তকালীন যজ্ঞ-বি°। ইহাতে অগ্নির স্তুতি আছে।

স্বর্গকামনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীর যজ্ঞের প্রচলন ছিল। যে যজ্ঞ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং পুরোডাশ, পিষ্টক প্রভৃতি আহুতি দিয়া সম্পন্ন হইত, তাহার নাম 'হবির্যজ্ঞ' ; আর যে যজ্ঞ সোমরস আহুতি দিয়া অনুষ্ঠিত হইত তাহার নাম 'সোমযজ্ঞ' বা 'সোমযাগ'। যজ্ঞশেষে সোম পান করা হইত। কৃষ্ণযজুর্বেদে যজ্ঞের নাম ও সৃষ্টির কথা জানিতে পারা যায় ; 'প্রজাপতির্যজ্ঞানসৃজত। অগ্নিহোত্রং অগ্নিষ্টোমঞ্চ পৌর্ণমাসীঞ্চোক্থ্যঞ্চামাবাস্যাঞ্চাতিরাত্রম্'—কৃ-য° ১. ৬. ৯। অথর্ববেদের গোপথ-ব্রাহ্মণ (পূ° ১. ২৮, উ° ৩.২ ই° হইতে জানিতে পারা যায়, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোম-যাগ প্রচলন করেন।

সোমযজ্ঞ প্রধানতঃ ৭ প্রকারের। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম। এগুলি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ভিন্ন রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞও সোমযজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত হইত, কিন্তু এই দুইটী ব্রাহ্মণেরা করিতেন না। সোমযজ্ঞের নানা শ্রেণী থাকা সত্ত্বেও অগ্নিষ্টোমকেই সকলের প্রকৃতি স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়, কারণ এই শ্রেণীর যজ্ঞসমূহের সকল অনুষ্ঠানই সোমযজ্ঞের করণীয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলিয়াছেন, এই সাতটী সংস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে, অগ্নিস্তুতি 'অগ্নিষ্টোমসংস্থাঃ ক্রতুঃ'—ঋ° ৬. ৪৮. ১-২ ; কিন্তু বাজপেয় সংহিতায় ৯ম ও ১০ম স্তোত্রে অগ্নির স্তব আছে।

এই যজ্ঞ বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হইত, কারণ ঐ সময়ে প্রচুর সোম পাওয়া যাইত। 'বসন্তেঽগ্নিষ্টোমঃ' (কাত্যা° শ্রৌ° সূ° ৭. ১. ৫)· ইহার অপর একটী নাম জ্যোতিষ্টোম—'বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত' (আপ° শ্রৌ° সূ° ১০. ২৫)।

* শম্যাক্ষেপো বলবতা ক্ষিপ্তা শম্যা কাষ্ঠবিশেষো যাবদ্দূরং পতেত্তাবান্ ভূমিভাগো বধিয়াতেন শম্যাক্ষেপণেন।

† 'বিংশতিং' পাঠভেদে ১৪৮ নয়। এই পাঠ শুদ্ধ হয়।

সোমযজ্ঞ তিন প্রকারের—'অহীন', 'সত্র' ও 'একাহ'। যাহা এক দিনে অনুষ্ঠিত হইত তাহার নাম 'একাহ'; ২ হইতে ১২ দিনব্যাপী যে যজ্ঞ হইত তাহার নাম 'অহীন', আর এক পক্ষ কি বহুকালব্যাপী হইলে সেই যজ্ঞের নাম হইত 'সত্র'। সত্র আবার 'দীর্ঘসত্র' ইত্যাদি বহু প্রকারের ছিল।

'এষ বৈ যজ্ঞঃ স্বর্গ্যো যদগ্নিষ্টোমঃ'—তা-ব্রা° ৪. ২. ১১। স্বর্গকামনায় অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠিত হইত। ইহা সর্বাপেক্ষা সহজ ও সাধারণ সোমযাগ। এই যাগে একটীমাত্র পশু-বলি হইয়া থাকে। অগ্নিকে একটীমাত্র ছাগ আহুতি দিতে হয়। এই যাগে বারটী স্তোত্র গীত হইয়া থাকে। 'দ্বাদশাগ্নিষ্টোমস্য স্তোত্রাণি'—তৈ-ব্রা° ১. ২. ২. ১; তা-ব্রা° ৪. ২. ১২। — একটী বহিষ্পবমান-স্তোত্র[১], প্রাতঃসবনে চারিটী আজ্যস্তোত্র[২], মধ্যাহ্নসবনে মাধ্যন্দিনপবমান[৩] এবং চারিটী পৃষ্ঠস্তোত্র[৪]। সায়ংসবনে তৃতীয় (বা আর্তব)-পবমান[৫] এবং অগ্নিষ্টোম-সাম। এই শেষ স্তোত্র হইতেই এই যজ্ঞের নামকরণ হইয়াছে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণতঃ এই যজ্ঞ 'অগ্নিষ্টোমসংস্থঃ ক্রতুঃ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। তাই ষ-ব্রাহ্মণেও (৫. ১. ৩. ১) পাওয়া যায়—'আগ্নেয়ং অগ্নিষ্টোম আলভতে'। ইহার সায়ণ-ব্যাখ্যা এইরূপ—'অগ্নিঃ স্তূয়তেঽস্মিন্নিত্যগ্নিষ্টোমো নাম সাম, তস্মিন্ বিষয়ভূত আগ্নেয়মালভতে, এতেন পশুনাঽস্মিন্ বাজপেয়োঽগ্নিষ্টোমসংস্থং ক্রতুচেবোদৃষ্টিতবান্ ভবতি'। অথবা অগ্নির স্তোত্রে এই যজ্ঞের পর্যবসান হইত বলিয়া ইহার নাম অগ্নিষ্টোম।

সোমযাগে যতগুলি স্তোত্র অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যামে হইয়া থাকে ততগুলি শস্ত্রও বিহিত। অগ্নিষ্টোমে দ্বাদশ (১২) শস্ত্র, অত্যগ্নিষ্টোমে ত্রয়োদশ (১৩), উক্‌থে পঞ্চ-

যজ্ঞভূমি-পরিচয়

১ সামগানসমূহের উত্তরাগ্রন্থে তৃচাত্মক সূক্তগুলি আম্নাত হইয়াছে।—সাম° উ° ১. ১. ১-৯। সূক্তগুলির প্রথম সূক্ত—'উপাস্মৈ'। 'দবি দ্যুতত্যা'—দ্বিতীয় এবং 'পবমানস্য তে'—তৃতীয় সূক্ত। জ্যোতিষ্টোমের প্রাতঃসবনানুষ্ঠানে এই তিনটী সূক্তের মধ্যে গায়ত্র সাম গীত হইবে। এই সূক্তত্রয়গানসাধ্য স্তোত্রকে 'বহিষ্পবমান' বলে। পবমানার্থ ও সবনহেতু এই স্তোত্রের ঋক্‌গুলির 'বহি' নামে অভিহিত হইবার তাৎপর্য।

২ 'আ নবস্তোত্রান্নস্তোত্রিয়ান্ আসামি'—ঐ-ব্রা° ২. ৫. ৩; তা-ব্রা° ৭. ২। উত্তরাগ্রন্থে তিনটী বহিষ্পবমান সূক্ত ব্যতীত চারিটী সূক্ত আম্নাত হইয়াছে। এই চারিটী প্রাতঃসবনে গায়ত্র সাম দ্বারা গীত হয়। ইহাদের নাম আজ্যস্তোত্র।

৩ উত্তরাগ্রন্থে আজ্যস্তোত্র ব্যতীত যে তিনটী সূক্ত, সেই তিনটী মাধ্যন্দিনসবনে গায়ত্র-ঐড়-যৌধাজয়-ঔশন সাম দ্বারা গীয়মান পঞ্চস্তোত্র মাধ্যন্দিনসবন-স্তোত্র।

(৪) বৃহৎ, রথন্তর, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্ক ও রৈবত এই ছয়টী সামকে 'পৃষ্ঠ' বলে।—তা-ব্রা° ৭. ৬. ৭; তৈ-ব্রা° ১. ২. ২. ৩। 'পৃষ্ঠানাং সমূহঃ পৃষ্ঠ্যঃ'—পা° বা° ৩. ৩. ৪২। 'স্পৃশতি প্রাপ্নোতি স্বর্গো লোকোঽনেন সাধনভূতেন ইতি পৃষ্ঠঃ স্বর্গঃ লোকস্তৎপ্রাপকত্বাৎ পৃষ্ঠ্যঃ'—শ-ব্রা° ১২. ২. ২. ১১। রথন্তরাদি ছয়টী স্তোত্রকে পৃষ্ঠস্তোত্র বলে। সপ্তম কোন পৃষ্ঠস্তোত্র নাই।—তৈ-স° (ব্রা°) ১. ১৫।

৫ তৃতীয়সবনে শেষ গায়ত্র-সংহিত-সফ পৌষ্কল-শ্যাবাশ্ব-আন্ধীগব সাম দ্বারা বিশাখা আর্তব ছয়টী পবমান স্তোত্র তদুপাসক দেবগণকর্তৃক দৃষ্ট।—তা-ব্রা° ৮. ৩. ৩।

দশ (১৫), ষোড়শীতে ষোড়শ (১৬), বাজপেয়ে সপ্তদশ (১৭), অতিরাত্রে পঞ্চবিংশতি(২৫) এবং অপ্তোর্যামে ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩)।

এই যজ্ঞে অগ্নিরই স্তব করা হইত বলিয়া ইহার নাম অগ্নিষ্টোম ('অগ্নেঃ স্তোমঃ স্তবনং ইত্যগ্নিষ্টোমঃ')। ইহাতে অগ্নির স্তোত্র ও পূজা প্রধান অনুষ্ঠেয় হইলেও আনুষঙ্গিক বহু দেবতারও পূজা চলিত। যজ্ঞ-কার্যে সুনিপুণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হইত।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে অগ্নিষ্টোমের যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও ইহাকে আত্মা[১], কখনও বীর্য[২], প্রতিষ্ঠা[৩], ত্রিবিৎ[৪], আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কখনও বা ইহাকে ব্রহ্মা[৫], জ্যোতি[৬], সূর্য[৭], অগ্নি[৮] বা সংবৎসর[৯] বলা হইয়াছে। অগ্নিষ্টোম সকল যজ্ঞের মূলস্বরূপ[১০] বলিয়া ইহাকে 'জ্যেষ্ঠযজ্ঞ'[১১] নামেও আখ্যাত করা হইয়াছে। দেবতারা এই যজ্ঞদ্বারা ভূলোক জয় করিয়াছেন।[১২]

প্রথমে সুলক্ষণযুক্ত পবিত্র ভূমি যজ্ঞক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত হইত, পরে যেখানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত, সেই স্থানই যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। 'তদ্ধহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বার্ষ্ণ্যায় দেবযজনং জোষয়িতুমৈম। তৎসাত্যযজ্ঞোঽব্রবীৎ সর্বা বাঽইয়ং পৃথিবী দেবী দেবযজনং যত্র বাঽ অস্যৈ ক্ব চ যজুষৈব পরিগৃহ্য যাজয়েদিতি।'—শ-ব্রা° ৩. ১. ১. ৪। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছিলেন—'আমরা এক সময়ে বার্ষ্ণ্যের জন্য যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছিলাম, পথিমধ্যে সাত্যযজ্ঞের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, সকল স্থানেই যজ্ঞ হয়, তোমরা যেখানে মন্ত্র পাঠ করিবে সেইখানেই বার্ষ্ণ্যকে লইয়া যজ্ঞ করিতে পার।'

স্থান নির্দিষ্ট হইলে তথায় প্রথমে একটী মণ্ডপ নির্মাণ করা হইত। উহা চারিদিকে সমান ও প্রত্যেক দিকে ১২ অরত্নি-প্রমাণ। কনুই হইতে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্যন্ত মাপকে 'অরত্নি' বলা হইত; উহা পূরা এক হাত ছিল না, কনুই হইতে মুষ্টিবদ্ধহস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই মণ্ডপের নাম 'প্রাচীন বংশ'। ইহার চারিটী দ্বার থাকিত বলিয়া ইহাকে চতুর্দ্বার মণ্ডপও বলা হইত। মণ্ডপের চারিদিক্ তৃণাচ্ছাদিত করা হইত।

যজ্ঞমণ্ডপ-নির্মাণের পর যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার আহরিত হইত। তৎপরে ঋত্বিগ্‌গণ যজমানকে সেই গৃহে লইয়া গিয়া দীক্ষা দান করিতেন।

হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতৃভেদে ঋত্বিক্ চতুর্বিধ। সকল যজ্ঞে সমান সংখ্যক ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত না। সোমযাগে ১৬ জন ঋত্বিকের প্রয়োজন। ইঁহারা চারি গণে বিভক্ত—অধ্বর্যুগণ, ব্রহ্মগণ, হোতৃগণ ও উদ্গাতৃগণ। এক একটী গণে চারিটী চারিটী করিয়া ষোড়শ সংখ্যা পূর্ণ হয়। চতুর্গণ যথা—

ক	খ
অধ্বর্যুগণ	ব্রহ্মগণ
১ অধ্বর্যু	১ ব্রহ্মা
২ প্রতিপ্রস্থাতা	২ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী
৩ নেষ্টা	৩ আগ্নীধ্র
৪ উন্নেতা	৪ পোতা

গ	ঘ
হোতৃগণ	উদ্গাতৃগণ
১ হোতা	১ উদ্গাতা
২ মৈত্রাবরুণ বা প্রশাস্তা	২ প্রস্তোতা
৩ অচ্ছাবাক	৩ প্রতিহর্তা
৪ গ্রাবস্তুৎ	৪ সুব্রহ্মণ্য

উল্লিখিত ক্রম-অনুসারে সংখ্যানেরও ১ম, ২য় ইত্যাদি ক্রম হইবে। অধ্বর্যুগণে অধ্বর্যু প্রথম, প্রতিপ্রস্থাতা দ্বিতীয় ইত্যাদি। তদনুসারে দক্ষিণারও ক্রমের বিধি। অধ্বর্যু যতগুলি গো পাইবেন তাহার অর্ধেক প্রতিপ্রস্থাতা পাইবেন। অধ্বর্যুর ভাগের তৃতীয় অংশ নেষ্টা পাইবেন,চতুর্থ অংশ উন্নেতা। ইঁহাদিগকে অর্ধী, তৃতীয়ী, পাদীও বলা হইয়া থাকে। গণান্তরেরও এইরূপ ব্যবস্থা। এই ঋত্বিগ্‌গণকে বেদত্রয়-সম্বন্ধীয় কর্ম করিবার জন্যই বরণ করা হইয়া থাকে। আপস্তম্ব বলেন, এই ষোল জন ঋত্বিক্ ছাড়া এই যজ্ঞে 'সদস্যে'রও প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে ১৭ জন ঋত্বিকের আবশ্যক। ইঁহাদের মধ্যে চারি জন প্রধান ঋত্বিক্: যথা—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। অবশিষ্ট ঋত্বিকেরা ঐ চারি জনের সাহায্য করিতেন। হোতার সাহায্যকারী তিন জন—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতার সাহায্যকারী প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রহ্মণ্য। অধ্বর্যুর সাহায্যকারী প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা। ব্রহ্মার সাহায্যকারী ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা ও আগ্নীধ্র।

দেবতার স্তব ও আহ্বানকার্য হোতাকে করিতে হইত। যজ্ঞে আহুতিদান হইতে হোমদ্রব্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রধান কর্মসকল অধ্বর্যুকে করিতে হইত। উদ্গাতা দেবতার সন্তোষজনক সামগান করিতেন। কর্ম-বিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং সকলের কার্য দেখাশুনা করা ও জপ করা ব্রহ্মার কার্য। সদস্যের কার্য দোষগুণ পর্যবেক্ষণ করা।

বসন্তকালের যে কোন পুণ্যদিনে এই অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান করিতে হয়—প্রারম্ভে আভ্যুদয়িক। সাধারণতঃ শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ

১ আত্মা বা অগ্নিষ্টোমঃ।—তা-ব্রা° ১৯. ৫. ১১।

২ বীর্যং বা অগ্নিষ্টোমঃ।—তা-ব্রা° ৪. ৫. ২১।

৩ প্রতিষ্ঠা বা অগ্নিষ্টোমঃ।—কৌ-ব্রা° ২৫. ১৪।

৪ ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমঃ।—ঐ- ৩. ৯।

৫ ব্রহ্ম বা অগ্নিষ্টোমঃ।—কৌ-ব্রা° ২১. ৫।

৬ জ্যোতির্বা অগ্নিষ্টোমঃ।—কৌ-ব্রা° ২৫. ৯।

৭ যো বা এষ (সূর্যঃ) তপত্যেষোঽগ্নিষ্টোম এষ সাহ্নঃ।—ঐ-ব্রা° ৩. ৪৪। যো হ বা এষ (সূর্যঃ) তপত্যেষোঽগ্নিষ্টোম এষ সাহ্নঃ।—গো-ব্রা° উ° ৭. ১০।

৮ অগ্নিরগ্নিষ্টোমঃ।—ঐ-ব্রা° ৩. ৪১। অগ্নির্বা অগ্নিষ্টোমঃ।—শ-ব্রা° ৩. ৯. ৬. ৩২।

৯ অগ্নিষ্টোমো বৈ সংবৎসরঃ।—ঐ-ব্রা° ৪. ১২।

১০ অগ্নিষ্টোমো বৈ যজ্ঞানাং মুখম্।—কৌ-ব্রা° ১৯. ৪। যজ্ঞমুখং বা অগ্নিষ্টোমঃ।—তৈ-ব্রা° ১. ৮. ৭. ১; তা-ব্রা° ১৮. ৮. ১।

১১ জ্যেষ্ঠযজ্ঞো বা এষ যদগ্নিষ্টোমঃ।—তা-ব্রা° ৬. ৩. ৮। এষ বাব যজ্ঞঃ (—'মুখ্যো যজ্ঞঃ'—সায়ণ) যদগ্নিষ্টোমঃ, একস্মা অন্যে যজ্ঞক্রতব আহ্রিয়ন্তে সর্বেভ্যোঽগ্নিষ্টোমঃ।—তা-ব্রা° ৬. ৩. ১-২।

১২ অগ্নিষ্টোমেন বৈ দেবা ইমং লোকং (ভূলোকং) অভ্যজয়ন্।—তা-ব্রা° ৯. ২. ৯; ১০. ১. ৩।

করিয়া পূর্ণিমায় অগ্নিষ্টোম সমাপন করিতে হয়। ইহাই সম্প্রদায়গত বিধি। আভ্যুদয়িকের পর ঋত্বিগ্‌বরণ। সোমপ্রবাক নামক ঋত্বিক্‌কে প্রথমে বরণ করিতে হয়। ইনি বৃত হইয়া অধ্বর্যু প্রভৃতির গৃহে গমন করেন, সেখানে তাঁহাদিগকে বলেন—অমুকশর্মার যজ্ঞ হইবে, সেখানে আপনাদিগকে ঋত্বিকের কার্য করিতে হইবে। এইরূপ বাক্যে তাঁহাদিগকে লইয়া যজমানের গৃহে আগমন করেন। যজমান এই সকল ঋত্বিক্‌কে বরণ করেন। শাখান্তরে সদস্য-বরণও উক্ত হইয়াছে (আপ-শ্রৌ° সূ° ১০. ১. ৯-১০)। কিন্তু প্রচলিত শ্রুতিতে তাহা নিষিদ্ধ (শ-ব্রা° ১০. ৪. ১. ১৯)। অতঃপর বৃত ঋত্বিগ্‌গণকে মধুপর্ক দান করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠান গৃহে করিয়া তারপর অগ্নি-সমারোপণপূর্বক যেখানে সোমদ্বারা যজন হইবে সেই স্থানে যজমান গমন করেন। এই স্থানে শালা বা বিমিত নির্মাণ করিয়া বিতান প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর অরণি মন্থন করিয়া তাহা হইতে উত্থিত অগ্নিত্রয় কুণ্ডসমূহে যথারীতি স্থাপন করিতে হইবে। অপরাহ্ণে যজমান ও তৎপত্নী অভীষ্ট ভোজন করিবেন, নাও করিতে পারেন। তবে প্রথম দিনেই ইঁহারা ভোজন করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট চারিদিন তাঁহাদিগকে উপবাস করিতে হইবে। অতঃপর অবভৃথ। অনন্তর পুনরায় উভয়ের ভোজন। মধ্যে ব্রতপ্রাশন বিহিত। এই সময়ে ঋত্বিকেরা যজমানকে যজ্ঞ-মণ্ডপে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করেন। দীক্ষা-গ্রহণের সময় যজমান প্রথমে ক্ষৌরকর্ম, পরে স্নান ও নব-বস্ত্র পরিধান করিয়া মাঙ্গল্যদ্রব্য ধারণ করেন। পশ্চাৎ জ্ঞাতি-কুটুম্বের সহিত যজ্ঞশালায় নীত হন। ঋত্বিকেরা দর্ভপিঞ্জলী অর্থাৎ কুশ-গুচ্ছের দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ মার্জন করেন। বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজমানকে 'প্রাচীন বংশ' নামক যজ্ঞ-মণ্ডপের পূর্বদ্বার দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করান। প্রবেশের পরেই তাঁহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করাইতে হয়। এই কার্য করিতে মাত্র একটী ক্ষুদ্র হোম করান হইয়া থাকে। ইহার নাম 'দীক্ষণীয়া ইষ্টি'। এই ইষ্টিতে অগ্নাবিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে একাদশটী পুরোডাশ হোম করা বিধেয়।

তৎপরে যে যজমান ইতঃপূর্বে সোমযাগ করেন নাই তাঁহার জন্য 'ত্বমগ্নে স প্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ। ত্বয়া যজ্ঞং বিতন্বতে' (ঋ° ৫. ১৩. ৪)। এবং 'সোম যাস্তে ময়োভুব ঊতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব' (ঋ° ১. ৯১. ৯)—এই দুইটী ঋঙ্‌মন্ত্র হোতা অধ্বর্যুর আদেশ-অনুসারে পাঠ করেন। এই দুইটী মন্ত্র যাজ্যা ভাগদ্বয়ের পুরোঽনুবাক্যারূপে পঠিত হয়।

তৎপরে যাজ্যাভাগ দান-কর্মাঙ্গে নিম্নলিখিত দুইটী মন্ত্র অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে হবিঃ-প্রদানের জন্য অনুবাক্যা ও যাজ্যারূপে ব্যবহৃত হয়।

১ম—'অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সংগতানা-
মুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।
যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং
হবিরাগচ্ছতং নঃ॥'[1]

২য়—অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহো দীক্ষা-
পালায় বনতং হি শক্রা।
বিশ্বৈর্দেবৈর্যজ্ঞিয়ৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামস্মৈ
যজমানায় ধত্তম্॥'[2]

দীক্ষাকার্য শেষ হইলে প্রথমে প্রতিপ্রস্থাতা উচ্চৈঃস্বরে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে শুনাইয়া বলেন, 'দীক্ষিতোঽয়ং ব্রাহ্মণঃ' অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইলেও ব্রাহ্মণ বলা হইত।[3]

তৎপরে দ্বিতীয় দিনের কৃত্য। দীক্ষিত যজমান নিজে 'প্রায়ণীয়েষ্টি' নামক ক্ষুদ্র যাগ করেন। এই যাগে পঞ্চ দেবতা—অদিতি, পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা; তন্মধ্যে অদিতি প্রধান। এই যজ্ঞে চরু পাক করিয়া তাহার দ্বারা অদিতি এবং (আজ্য) ঘৃতের দ্বারা পথ্যাস্বস্তি, অগ্নি, সোম ও সবিতা এই চারি দেবতার উদ্দেশ্যে যাজ্যাহুতি দিতে হয়। অনুযাজের পর শংয়ুবাক সমাপ্তি। এই ইষ্টি সম্পন্ন হইলেই প্রকৃত পক্ষে যজ্ঞের আরম্ভ হয়। পরে 'উদয়নীয়া ইষ্টি' করিয়া সোমযজ্ঞের শেষ করিতে হয়। প্রথমে প্রতিপ্রস্থাতা নামক ঋত্বিক্ 'উপসব' প্রদেশে একখানি বৃষচর্ম বিস্তার করেন এবং তাহার উপরে কুশ বিছাইয়া তদুপরি সোমলতার বোঝা স্থাপন করেন। সোমবিক্রেতা সোমের অংশুগুলি বা তন্তুসকল পরীক্ষা এবং পরিষ্কার করিতে থাকে। পরে ১৭ জন ঋত্বিক্-সহ যজমান তথায় আসিয়া উহা একটী অরুণবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু এক বৎসরের গোবৎসের বিনিময়ে ক্রয় করেন। পরে বিক্রেতাকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিয়া রাজা সোমকে শকটে তুলিয়া সেই 'প্রাচীন বংশ' নামক যজ্ঞ-গৃহে পূর্বদ্বার দিয়া আসিয়া 'আহবনীয়' নামক অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে একখানি কাঠের পিঁড়ির উপর মৃগচর্ম বিছাইয়া তাহার উপর রাখিতে হয়। এই সময়ে 'আতিথ্যেষ্টি' নামক অপর একটী ছোট রকমের যজ্ঞ করিতে হয়।[4] ইহা পশ্বিষ্টি। ইহার উদ্দেশ্যে রাজা সোম যজমানের গৃহে অতিথি হইয়া আসিতেছেন। অতিথির যথোপযুক্ত সৎকার করা কর্তব্য, এই জন্য তাঁহার উদ্দেশে আতিথ্য হবিঃ নির্বপণ করা হয়। ইহার পরে সোমপ্রবহণ (৩ অ° ১ খ°), অগ্নিমন্থন (৫ খ°) আতিথ্যেষ্টি, (৬ খ°), প্রবর্গ্যকর্ম (৪ অ° ১ খ°), উপসদিষ্টি (৮ খ°), উপাংশু সোমপাবন-নিহ্নব (৯ খ°) যথাবিধি সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাদের ভিতর আমরা কয়েকটী যজ্ঞ-সম্বন্ধে কিছু বলিব। উপসদ যজ্ঞটী সোম-যজ্ঞের বিঘ্নকারী অসুরদিগের পরাভবের জন্য করিতে হয়। ইহাতে প্রাতঃকালে ও সায়ং-

---

১ কা-স° ৪. ১৩; তৈ-ব্রা° ২. ৪. ৩. ৩; আপ-শ্রৌ° সূ° ৫. ২. ৩।

২ ঐ-ব্রা° ১. ৪. ৮; তৈ-ব্রা° ২. ৪. ৩. ২; আপ-শ্রৌ° সূ° ৫. ২. ৩।

৩ প্রবৃত্তি বর্জনকরা সা প্রায়ণীয়া। ইহা দ্বারা ইষ্টি করিয়া সোমযাগ আরম্ভ হয়।—কা-শ্রৌ° সূ° ৭. ৫. ১৩; আপ-শ্রৌ° সূ° ৫. ২. ১৮, ৫. ৩. ১। যে দিন সোম ক্রয় করা হয় সেই দিনই প্রায়ণীয়েষ্টি করিতে হয়।—তৈ-স° ৬. ১. ৫-১; শ-ব্রা° ৩. ২. ৩. ২; নিরুক্ত ১১. ২. ৭।

৪ আতিথ্যেষ্টির দেবতা বিষ্ণু; নবকপাল পুরোডাশ—দ্রব্য।

কালে সোম ও বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতির দ্বারা হোম করিতে হয়। এই যজ্ঞ তিন দিন-ব্যাপী। তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালে প্রবর্গ্য উপসদের কৃত্য সম্পাদন করিয়া সৌমিকী মহাবেদী নির্মাণ করিতে হয়। ইহা বংশশালার সম্মুখে তিন পদ পরিমিত ভূভাগ ছাড়িয়া পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত ও বিস্তৃত করিয়া নির্মিত হয়। এই বেদিটীর উপরিভাগ ও চারিদিক্ লতা-বিতান দ্বারা আবৃত করা হয়। ইহার সম্মুখভাগের নাম 'অংস' ও পশ্চাদ্‌ভাগের নাম 'শ্রোণী'। অংস-প্রদেশে দশপদপরিমিত একটী বেদী রচনা করা হয়। ইহাকে 'উত্তর বেদী' বলা হয়, ইহা দেখিতে অগ্নিহোত্র বেদীর মত কৃশমধ্য। এই বেদীর অংসপ্রদেশের উত্তরভাগে পূর্বপশ্চিমে একপদ আয়ত এক বেদী নির্মিত হয়। ইহার আকারও অগ্নিহোত্র বেদীর মত। ইহার পর মহাবেদীর মধ্যভাগে শ্রোণী রেখা টানা হয়। মধ্য হইতে অংস পর্যন্ত এই রেখার নাম 'পৃষ্ঠ্যা'। মহা-বেদীর উত্তরাংশের পশ্চাদ্‌ভাগে তিন পা দূরে 'চত্বালক' নামে একটী গর্ত খনন করা হয়। ইহা হইতে বার পা দূরে 'উৎকর' নামক আর একটী গর্ত খনিত হয়।

এইগুলি নির্মিত হইলে অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা 'হবির্ধান' নামক দুইখানি শকট সেই উৎকর গর্তে ধৌত করিয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া বেদীতে আনিয়া শ্রোণীর নিকটে রাখেন এবং 'পৃষ্ঠ্যা' নামক রেখার দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি শকট মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ-উত্তর ক্রমে ৩ অরত্নি এবং ৯ অরত্নি পরিমিত চতুরস্র এবং চারিটী স্তম্ভবিশিষ্ট একটী মণ্ডপ নির্মাণ করেন। এই মণ্ডপের নাম 'হবির্ধান' মণ্ডপ। ইহার পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটী দরজা থাকে। বীরণ অর্থাৎ শরপত্রের মাদুর দিয়া চারিদিক্ আচ্ছাদিত করা হয়।

তৎপরে মণ্ডপের মাঝখানে সমান চারিটী প্রকোষ্ঠ তৈয়ারী করিতে হয় এবং উহার অগ্নিকোণস্থ প্রকোষ্ঠের মাঝখানে এক হাত প্রমাণ সমচতুরস্র কাল্পনিক রেখা টানিয়া প্রত্যেক কোণের প্রান্তভাগে বিস্তারে অর্ধহস্ত ও গভীরতায় এক হস্ত এরূপ চারিটী গর্ত করিতে হয়। এই গর্তগুলির মুখে বরুণ কাঠের অথবা যজ্ঞডুমুর কাঠের চারিখানি ফলক দ্বারা পুটিত অর্থাৎ বন্ধ করিতে হয়। এই কাঠের উপর বৃষচর্ম ও তদুপরি শিলাপট্ট বা পাথরের পাটা রাখিতে হয়। ইহাতেই রসনিষ্কাষণের জন্য সোম পিষ্ট হইয়া থাকে।

'হবির্ধান'-মণ্ডপের সম্মুখে 'পৃষ্ঠ্যা' নামক স্থানের দক্ষিণে হবির্ধান মণ্ডপের মত 'সদোমণ্ডপ' নির্মিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মহাবেদী বা সৌমিক বেদীর পশ্চিমাংশে এই মণ্ডপ। এই মণ্ডপ দশ অরত্নি প্রমাণ পূর্বায়ত, নব অরত্নি দীর্ঘ, চতুরস্র, স্তম্ভ-সুশোভিত এবং সুপরিষ্কৃত। এই সদোমণ্ডপের ঠিক মধ্যভাগে যজমানের তুল্য-প্রমাণ একটী উদুম্বরীযূপ। (অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর কাঠের খোঁটা) প্রোথিত করা হয়। ইহার পশ্চাতে সদোমণ্ডপ ও হবিধান-মণ্ডপের উত্তরভাগে আগ্নীধ্রশালা নির্মিত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ পূর্বেরই মত, কেবল ইহা পূর্বপশ্চিমে একটু দীর্ঘ। ইহার অর্ধাংশ বেদীর প্রান্তপ্রদেশে প্রবিষ্ট এবং অপর অর্ধাংশ বাহিরে নিঃসৃত থাকে। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ইহার দুইটী দ্বার থাকে। এই সদোমণ্ডপের মধ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে সারি দাঁড়িয়া ৬টী 'ধিষ্ণ্য' থাকে। এগুলি মৃত্তিকা ও কাঁকরের এক হস্ত প্রমাণ বেদী। 'ধিষ্ণ্য'গুলির প্রায় মধ্যভাগে ঔদুম্বরী স্থাপিত হয়। ধিষ্ণ্যগুলির মধ্যে দুইটী ধিষ্ণ্যের মধ্যে যেটী দক্ষিণভাগে অবস্থিত সেটীর নাম 'মার্জালীয়', আর যেটী উত্তরভাগে অবস্থিত তাহার নাম 'আগ্নীধ্রীয়' অগ্নিকুণ্ড। সদোমণ্ডপমধ্যে অচ্ছা-বাকের জন্য ১টী, নেষ্টার জন্য ১টী, পোতার জন্য ১টী, ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর জন্য ১টী ও মৈত্রাবরুণের জন্য ১টী; আগ্নীধ্রর জন্যও ১টী ধিষ্ণ্য থাকে। এই সাতটী ধিষ্ণ্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র এই সাত জন ঋগ্বেদী ঋত্বিকের জন্য। সবনত্রয়ে শস্ত্রপাঠের সময় ঐ ঋত্বিকেরা আগ্নীধ্র হইতে অগ্নি লইয়া নিজ নিজ ধিষ্ণ্যে জ্বালিতে থাকেন। এই মণ্ডপমধ্যে ধিষ্ণ্যের পার্শ্বে শস্ত্রপাঠকেরা শস্ত্র-পাঠ করেন ও ঔদুম্বরী ধরিয়া উদ্গাতারা স্তোত্রগান করেন।

মহাবেদীর সম্মুখে এবং আহবনীয় কুণ্ডের নিকটে যজ্ঞীয় যূপস্তম্ভ প্রোথিত করা হয়। যজ্ঞীয় যূপসকল অষ্টাস্র বা আট পোয়ালে হইত। বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে ইহার উচ্চতার তারতম্য হইত। সোমযজ্ঞে যূপের উচ্চতা পঞ্চ অরত্নি হইতে পঞ্চদশ অরত্নি পর্যন্ত হইত। যূপগুলি খদির কাষ্ঠ বা তাহার অভাবে পলাশ কাষ্ঠের হইত।

সোমযাগে অধিকার পাইবার পূর্বে তিন দিন ধরিয়া যে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহার নাম 'প্রবর্গ্য যজ্ঞ'। এই যজ্ঞ দুই দিন পূর্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ও তৃতীয় দিন পূর্বাহ্ণে দুই বার করিতে হয়। উপসদিষ্টির পর ইহা করা উচিত। ইহাতে ছয় জন ঋত্বিকের আবশ্যক—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু, অগ্নীৎ, প্রতিপ্রস্থাতা ও প্রস্তোতা। প্রধান হব্যের নাম 'ঘর্ম'। মহাবীর নামক মৃদ্‌ভাণ্ডে গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। অধ্বর্যু মহাবীর নির্মাণ ও ঘর্ম পাক হইতে আহুতি দান পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় কাজগুলি করেন। এই কার্যে প্রতিপ্রস্থাতা তাঁহার সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রস্তোতা সামগান করেন, হোতা প্রত্যেক কর্মের অনুকূল ঋক্ বা অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করেন। [অভিষ্টব ঘর্ম ও মহাবীর দ্রঃ] যজ্ঞান্তে সকলে ঘর্ম-শেষ ভক্ষণ করেন। ইহার পর চতুর্থদিনে 'বৈসর্জন' নামক হোম করিতে হয়।

এইদিনেই অগ্নিষোমীয় পশু যূপে বন্ধন করা হয়। অগ্নি-প্রণয়ন ও সোম-প্রণয়ন হইলেই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অগ্নিষোমীয় পশুযাগ করা উচিত। অগ্নিষোমীয় পশু দুই বর্ণের হওয়াই উচিত, কারণ এই যজ্ঞ অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট। ব্রহ্মবাদীরা কিন্তু এই নিয়ম মানিয়া চলেন না। তাঁহাদের মতে পশু স্থূল হওয়া কর্তব্য।

বংশশালায় উত্তর বেদীস্থিত সোমলতা আনীত হইয়া যখন হবির্ধান-মণ্ডপে রাখা হয়, তখন যজ্ঞের-পশুকে পবিত্রজলে স্নান করাইয়া

যূপের সম্মুখে পশ্চিম মুখে রাখিতে হয়। পরে কুশপিঞ্জলিযুক্ত প্লক্ষ-শাখার দ্বারা স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপূত করা হয়। প্লক্ষ ক্ষত্রিয়ের তক্ত।—ঐ-ব্রা' ৭. ৬. ৩৫। ইহার পর হইতে পশু-হনন পর্যন্ত যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেগুলির নাম পশ্বালম্ভন।

যজ্ঞকার্যের জন্য জাতশৃঙ্গ, অবিকৃতাঙ্গ, নীরোগ ও পুষ্ট একটীমাত্র ছাগই গ্রহণ করা বিধেয়। এই প্রকারের পশু যজ্ঞস্থলে নীত হইলে ঋত্বিকেরা উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। তৎপরে তাঁহারা আধুনিক বলিদান-প্রথায় ছাগকে হনন না করিয়া 'সংজ্ঞপন' কার্য সম্পন্ন করিতেন অর্থাৎ মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে ছাগকে বধ করিতেন। এই কার্য যে কোন ব্যক্তি সম্পন্ন করিতে পারিতেন। ইহার পর উহার হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, সম্মুখের বামপদ, পার্শ্বদ্বয়, দক্ষিণ শ্রোণী, পায়ু-নাল, বপা ও বসা প্রভৃতি কয়েকটী অঙ্গ কাটিয়া 'শামিত্র' নামক অগ্নিকুণ্ডে পাক করিয়া মন্ত্রগান করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই হোমের কার্যের নাম 'অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ'।

ইহার পর ঋত্বিকেরা এই দিন চাত্বাল ও উৎকর ভূমির উত্তরভাগে অবস্থিত জলাশয় হইতে জল আনিয়া যজ্ঞশালায় রাখেন। এই জলের বৈদিক নাম 'বসতীবরী'। এই দিবস রাত্রিকালে যজমান ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পুরাতন ঐতিহ্য ও দেবচরিত্র শ্রবণ করিতেন; এইজন্য এইদিনের নাম ছিল 'উপবসথ'।

ইহার পরদিনের নাম 'সুত্যাদিবস'।* ইহা পঞ্চম দিনের নামান্তর। এই দিনে অধ্বর্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া হবির্ধান-শকট হইতে সোম আহরণ করিয়া উপস্তরণে রাখিয়া দেন। অধ্বর্যু অতি প্রত্যূষে উঠিয়া হোতাকে 'প্রৈষ-মন্ত্রে' উদ্বুদ্ধ করেন অর্থাৎ এই মন্ত্রদ্বারা কর্মানুষ্ঠানে প্রেরণা আনয়ন করেন। হোতাও প্রাতরনুবাক্ পাঠ করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্তব করিতে থাকেন, আগ্নীধ্র পুরোডাশ প্রভৃতি তৈয়ারী করেন এবং উন্নেতা সোম-পাত্রসকল সুবিন্যস্ত করিতে থাকেন। সোমপাত্র গ্রহ ও স্থালী ভেদে দুই প্রকার। গ্রহগুলি কাষ্ঠ-নির্মিত ও স্থালীগুলি মৃত্তিকা-নির্মিত।

তৎপরে হবির্ধান-শকটের অক্ষ-প্রদেশে দুইখানি ঊর্ণবস্ত্র অর্থাৎ মেষলোমের কম্বল সোমরস-শোধনজন্য স্থাপন করা হয়। উহার একখানি প্রাদেশ ও অপরখানি অরত্নি পরিমাণ। তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থানের পরিমাপকে 'প্রাদেশ' বলে।

ইহার পর দক্ষিণ হবির্ধান-শকটের নিম্নে মৃন্ময় দ্রোণকলস স্থাপন করা হয় এবং উত্তর হবির্ধান-শকটের উপরে উপভৃত ও আধবনীয় নামক দুইটী বৃহৎ কলস রাখা হয়। অধিকন্তু উত্তর শকটের নিম্নে ১০খানি কাষ্ঠ চমস ও ৫টী মৃন্ময় ঘট স্থাপিত করা হয়। এই সকল কার্য উন্নেতাই করিয়া থাকেন।

পরে অধ্বর্যুর আদেশক্রমে যজমান ও তাঁহার পত্নী এবং চমসাধ্বর্যু ঘটদ্বারা জল আনয়ন করেন। পুরুষেরা যে জল আনেন তাহার নাম 'একধনা' ও তাঁহাদের পত্নীর আনীত জলের নাম 'পান্নেজন'। অধ্বর্যু এই দুই প্রকার জল পূর্বকথিত 'বসতীবরী' জলের সহিত মিশ্রিত করেন। পরে যজমান, প্রতি-প্রস্থাতা, নেষ্টা এবং অধ্বর্যু এই কয় জন ঋত্বিক্ 'সোমাভিষব' ফলকের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া উপলখণ্ড লইয়া অনুজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকেন। ইহার পর অধ্বর্যু পাঁচ মুঠা সোম সেই প্রস্তরফলকে রাখিবেন, প্রতিপ্রস্থাতা সেই সোমপুঞ্জ হইতে ছয়টী সোমের অংশু গ্রহণ করিয়া আপনার অঙ্গুলি-সন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। পরে সকলে একত্র হইয়া পেষণ-কার্য করিবেন। ইহা হইতে সোম নিষ্কাশিত হইবে। এই নিষ্কাশনের নাম 'সোমাভিষব'। ইহা দিনে তিনবার মাত্র করা হয়—প্রাতঃকালীন সোমাভিষবের নাম প্রাতঃসবন, মধ্যে মধ্যাহ্ন-সবন, সায়ংকালে সায়ংসবন। অভিষুত সোম-রস আহুতি প্রদত্ত হয়, অবশিষ্ট ভাগ পানার্থ রক্ষিত হয়।

'সোমাভিষব' হইয়া গেলে, ঋত্বিগ্‌গণ 'মহাভিষব' অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে সোম পেষণ আরম্ভ করিয়া দেন। অধ্বর্যু ইহাতে জল-সেচন করিতে থাকেন। উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে উহা আধবনীয় কলসে ফেলিয়া আলোড়ন করিতে থাকেন। পরে উহা বস্ত্রের দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হয়। সেই রস ক্রমে 'গ্রহ', 'চমস' ও 'কলসে' পূর্ণ করা হয়। এই সময় নানা প্রকার বেদমন্ত্রের পাঠ হয় ও সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মহেন্দ্র, বৈশ্বানরাগ্নি, চৈত্রাদি চতুর্দশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা*, ইন্দ্রাগ্নি, মরুদ্গণ সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্টৃসহিত অগ্নিপত্নী স্বাহা বা অগ্নায়ী সোমযাগের দেবতাবৃন্দের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়।

পরে ঋত্বিগ্‌গণ ও যজমান যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। ঋত্বিক্ ও যজমানের সোমপান-বিধি একরূপ নয়। ঋত্বিকেরা প্রত্যেক সবনেই অবশিষ্ট সোম পান করিতেন; যজমান কেবল সায়ংসবনে পান করিতেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে যজমান সদোমণ্ডপে গিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণা দান করিতেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগ-ক্রমে দ্বাদশ শত গাভী, অভাবে শত গাভী এবং সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, মেষ, ছাগ, অন্ন, যব ও মাসকলাই।

ইহার পর যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিকেরা সপত্নীক যজমান, বন্ধু, বান্ধব, সুহৃদ্‌বর্গসহ কোন মহানদীতে, অভাবে কোন পুণ্য জলাশয়ে গমন করিয়া 'অবভৃথ' স্নান করিয়া থাকেন। যাইবার সময় প্রস্তোতা সাম গান করিতে করিতে যান ও পত্নীসহ যজমান ও বন্ধুবান্ধবেরা 'নিধন' বাক্য গাহিতে গাহিতে যান। এই 'নিধন' বাক্য আমাদের গানের 'ধুয়া'র ন্যায়। জলাশয়ের নিকটে গিয়া সপত্নীক যজমান পুরোডাশাহুতি দিলে সকলে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। স্নানান্তে যজমান ও তাঁহার পত্নী দীক্ষাকালে গৃহীত কৃষ্ণাজিন-আদি ত্যাগ করেন ও বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া 'উদয়নীয় ইষ্টি'-প্রভৃতি সম্পন্ন করিবার

* বহ্বাঃ ক্রিয়াসাং সোমোহভিষূয়তে সা সুত্যা।

* প্রকৃত মাস দ্বাদশ হইলেও দুইটী মলমাসের সহিত চতুর্দশ হইয়াছে।

জন্ম যজ্ঞস্থলে দেবগণ বেশে ফিরিয়া আসেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞেই যে কেবল অবভৃথ স্নানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়, ইহা সমস্ত বৃহৎ যজ্ঞেরও অঙ্গ।

[W. Caland & V. Henry : L'Agnistoma ; Eggling : Satapatha-Brahmana ; SBE, xxvi. 299—301 ; xli. xii-xiv, 11sq ; xlii. 589 ; xliii. 287n ; xliv. 140n, 295sq ; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ : ঐ : যজ্ঞকথা ; ডক্টর রামদাস সেন : ঐতিহাসিক রহস্য ; A. Weber : The Satapatha-Brahmana ; বিদ্যাধর শর্মা : কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, কাশী ; রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন : আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ; Alfred Hillebrandt : The Sankhayana-Srauta-Sutra ; Dr. R. Garbe : Vaitana-Sutra ; আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ : লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র ; Dr. A. Weber : The Srauta-Sutra of Katyayana ; Dr. R. Garbe : The Srauta-Sutra of Apastamba ; Dr. F. Knauer : Das Manava-Srauta-Sutra; এবং পাদটীকা দ্র°]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অগ্নিষ্টোম২—বৌধায়ন-শ্রৌতসূত্রের অন্তর্গত বিভাগ-বি°। ব্রজনাথ 'সোমপ্রয়োগ' নামে ইহার একটী টীকা রচনা করেন। ইহা পঞ্চপ্রশ্নে বিভক্ত (Caland & Henry : L' Agnistoma দ্র°)।—I.O. Cat. 4746 ; Ben. 12 ; Proceed. ASB, 1869, 140, 41. ~**কারিকা**—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞসম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকর্তা—ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীনিবাস।—T.C.M. 634c ; Oppert. ii. 5468. ~**পদ্ধতি**— ঋক্ ও সূত্রের সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত। ইহা মাত্রাযুক্ত নহে।—I.O. Cat. 418 ; Cat. Cat. 10.1226 ; Ben. 15 ; Peters. 2,177. —আপ° Cat. Cat. 10. 793 ; I.O. Cat. 417. —কাত্যা° Cat. Cat. 10. 1135 ; I.O. Cat. 417. —কেশবস্বামিকৃত টীকা Ben. 7.—জগন্নাথকৃত টীকা Bik. 107. —যাজ্ঞিকদেবকৃত (কাত্যা°) টীকা Cat. Cat. 764, —রামকৃষ্ণ P. 7. ~**প্রয়োগ**—বৌধায়ন।— Paris (D152 বৌধা°) ; B. 1, 214 ; Ben. 12, 14 ; Oudh. xiii. 24 ; Burnell 246 ; Bhr. 522 (VS) ; Proceed. ASB, 1869, 136 (বৌধা°) ; Peters. 2, 178 (বৌধা°). —কেশবনারায়ণকৃত, I.O. Cat. 416. —যাজ্ঞ° গোবর্ধনকৃত. NP. x. 6. —বৌধা° গোবিন্দদেবকৃত. NP. ix. 6. —বিষ্ণুসূরের বংশ্য পণ্ডিতকৃত. Cat. Cat. 1. 774. —নারায়ণকৃত. Cat. Cat. 10, 56 ; Ben. 9. —ভবস্বামিকৃত Cat. Cat 10 866. ; L. 14006 ; NW.22. —রামকৃষ্ণনানাভাইকৃত. Ben. 17 ; Comp. 10, 609. ~**প্রয়োগচিন্তামণি** —কমলাকরকৃত গ্রন্থ।—NW. 8. ~**প্রস্তোতৃসামপ্রয়োগ**—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে প্রস্তোতা যে সমস্ত সাম গান করেন তৎসমুদয় এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থকর্তা অজ্ঞাত।—S. Mss. 2451. ~**ব্যাখ্যা** —অগ্নিস্বামিকৃত গ্রন্থ।— I.O. Cat. 282.~**ভাষ**—গ্রন্থ-বি°। —Ben. 10. **মন্ত্রমালা**—গ্রন্থ-বি°।— Cat. Cat. 10. 3009 ; NP. vi. 6 ; I.O. Cat. 423. ~**মন্ত্রানুক্রমণিকা**— অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রসমূহের সূচী।—S. Mss. 2368.~**মৈত্রাবরুণ**— গ্রন্থ-বি°।— I. O. Cat. 421. ~**মৈত্রাবরুণপ্রয়োগ**— অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে মৈত্রাবরুণের কার্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তা অজ্ঞাত।—S. Mss. 2417. ~**যজমান** (-**পদ্ধতি**)— গ্রন্থ-বি°।— I.O. Cat. 425. ~**যজ্ঞবিধি**— অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিধান। আলোচ্য বিষয় :—(১) যজ্ঞবিধি, (২) প্রবর্গ্য, (৩) অগ্নির প্রণয়ন, (৪) অপর রাত্র, (৫) সত্বক্রিক্ষত্য, (৬) অপোধিক্ষোপস্থান, (৭) তৃতীয় সবন আহবনীয়। গ্রন্থকর্তা অজ্ঞাত। —S. Mss. 2730. ~**যাগবিধি**— গ্রন্থ-বি°।— Oppert. 2742. ~**সপ্তহোতৃপ্রয়োগ**— গ্রন্থ-বি°।—Rice 40. ~**সপ্তহোত্র**— গ্রন্থ-বি°।— Haug. 50. ~**সাম**—[সূ°-সাগর] গ্রন্থ-বি°।—Cat. Cat. 10. 1666,1729b ; Oppert. ii. 5469. ~**সামপ্রয়োগ**— জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞের অনুক্রমে উদ্গাতৃগণ-কর্তৃক সামগান। গ্রন্থকর্তা অজ্ঞাত।—S. Mss. 2444. ~**স্তোত্রাণি**— গ্রন্থ-বি°।— I. O. Cat. 419-20. ~**স্তোমযাগ**— গ্রন্থ-বি°। Cat. Cat. 10. 1729e. ~**হোতৃসপ্তক**—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, নেষ্টা, অগ্নীধ্র, গ্রাবস্তুৎ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং পোতা এই সপ্ত ঋষির (হোতার) সম্পর্কে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ক্রিয়াবিধিসম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°। —T. C. M. 161b. ~**হৌত্র**— গ্রন্থ-বি°। —Rv. W. 30 ; Ben. W. (3). ~**হৌত্রকৢপ্তি**— অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে হোতৃগণের ক্রিয়াবিধি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°। —T. C. M. 164 (a). ~**হৌত্রপ্রয়োগ**—গ্রন্থ-বি°।—Peters. 2, 169.

অগ্নিষ্টোমাদিযজমানমন্ত্রানুক্রমণিকা— অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে যজমানকর্তৃক পঠনীয় মন্ত্রসমূহের সূচী। (১) অগ্নিষ্টোমঃ, (২) উক্থ্যম্, (৩)ষোড়শী, (৪) অতিরাত্রঃ,(৫) বাজপেয়ম্,(৬)অপ্তোর্যামঃ, (৭) সর্বপৃষ্ঠাপ্তোর্যামঃ,(৮) চয়নযাজমানম্, (৯) পশুবন্ধঃ,(১০) ঐষ্টিকম্,(১১) দীক্ষণীয়া, (১২) জ্যোতিস্ত্রিকদ্রুকোঽগ্নিষ্টোমঃ, (১৩) জ্যোতিস্ত্রিকদ্রুকউক্থ্যঃ,(১৪)আয়ুরুক্থ্যঃ, (১৫) অতিরাত্রঃ, (১৬) ত্রিকদ্রুকাতিরাত্রঃ, (১৭) ইন্দ্রস্য সর্বজিদগ্নিষ্টোমঃ, (১৮) সর্বজিদগ্নিষ্টোমঃ, (১৯) চত্বারঃ সাহস্রাঃ—ক। জ্যোতিরগ্নিষ্টোমঃ, খ। বিশ্বজ্যোতিরগ্নিষ্টোমঃ, গ। সর্বজ্যোতিরগ্নিষ্টোমঃ, ঘ। ত্রিরাত্রসম্মিতাগ্নিষ্টোমঃ, (২০) চত্বারঃ সাপ্তদশাঃ, (২১)শ্যেনযাগঃ, (২২) একত্রিকোঽগ্নিষ্টোমঃ, (২৩) ত্রয়ো বাচস্তোমাঃ, (২৪) চত্বারো বাচস্তোমাঃ, (২৫) ব্রাত্যস্তোমাঃ, (২৬) উর্ধ্বস্তোমাঃ, (২৭) নাকসদঃ পঞ্চ, (২৮) ত্রিবৃদগ্নিষ্টুৎ, (২৯) অগ্নিষ্টুচ্চতুষ্টোমঃ, (৩০) চত্বারগ্নিবৃদগ্নিষ্টোমঃ, (৩১) সৌমিকচাতুর্মাস্যানি—ক। বৈশ্বদেবম্,খ। বরুণপ্রঘাসঃ,গ। সাকমেধঃ—গৃহমেধীয়ঃ—শুনাসীরীয়ম্,(৩২) বহুহিরণ্যাগ্নিষ্টোমঃ, (৩৩) ত্রিবৃদগ্নিষ্টোমঃ, (৩৪) ইন্দ্রস্তুৎ, (৩৫) অগ্নিষ্টুৎ, (৩৬) মরুৎস্তোমঃ, (৩৭) উপহব্যঃ, (৩৮) সর্বতোমুখঃ, (৩৯) রাশি (?) মরায়ুশ্চতুষ্টোমৌ, (৪০) গৌতমচতুষ্টোমৌ, (৪১) উদ্ভিদ্বলভিদৌ, (৪২) অপচিতিঃ, (৪৩) ঋষভোঽগ্নিষ্টোমঃ, (৪৪) গোসবঃ, (৪৫) মরুৎস্তোমঃ, (৪৬) অগ্নিকুলায়ৌ, (৪৭) ইন্দ্রক্রতুক্থ্যা, (৪৮) ইন্দ্রাগ্নিস্তোমঃ, (৪৯) বিষনঃ, (৫০) সন্দেশঃ, (৫১) বজ্রষোড়শী, (৫২) জ্যোতিষ্টোমাতিরাত্রঃ, (৫৩) সর্বস্তোমাতিরাত্রঃ,

(৫৪) ত্রয়োদশাতিরাত্রঃ—ক। অশ্বোর্যামস্তাতিরাত্রঃ, খ। বিষুবদতিরাত্রঃ, গ। আয়ুরতিরাত্রঃ, ঘ। অভিজিদতিরাত্রঃ, ঙ। বিশ্বজিদতিরাত্রঃ, (৫৫) একস্তোমঃ—ক। ত্রিবিদতিরাত্রঃ, খ। পঞ্চদশাতিরাত্রঃ, গ। একবিংশাতিরাত্রঃ, (৫৬) দ্বিরাত্রাদিক্রতবঃ— ক। বৃষ্টিদ্বিরাত্রঃ, খ। অঙ্গিরসাং দ্বিরাত্রঃ, গ। কাবীবনদ্বিরাত্রঃ, ঘ। চৈত্ররথদ্বিরাত্রঃ, (৫৭) ক। গর্গত্রিরাত্রঃ, খ। বৈদত্রিরাত্রঃ, গ। পবমানত্রিরাত্রঃ, ঘ। পরাকত্রিরাত্রঃ, (৫৮) চতূরাত্রক্রতবঃ— ক। জামদগ্নচতূরাত্রঃ, খ। বাসিষ্ঠচতূরাত্রঃ, (৫৯) পঞ্চদশাহঃ— ক। বিশ্বজিদতিরাত্রঃ, গ। সর্বপৃষ্ঠাতিরাত্রঃ, গ। পার্ষ্ঠীবতম্, ঘ। অত্যাগ্নষ্টোপঞ্চরাত্রঃ, ঙ। অতিরাত্রঃ, (৬০) পঞ্চ শারদীয়াঃ পঞ্চবক্রাঃ, (৬১) চত্বারঃ ষড়হাঃ, (৬২) অষ্টো সপ্তরাত্রাঃ, (৬৩) অষ্টরাত্রঃ, (৬৪) ত্রয়ো নবরাত্রাঃ, (৬৫) চত্বারো দশরাত্রাঃ, (৬৬) একাদশরাত্রঃ (পৌণ্ডরীকম্) এবং (৬৭) দ্বাদশাহঃ।—S. Mss. 2372.

অগ্নিষ্টোমাদিসপ্তসংস্থাহোতৃপ্রয়োগ—গ্রন্থ-বি°।—Oppert, ii 4443.

অগ্নিষ্টোমীয়সংপ্রদায়পদ্ধতি—গ্রন্থ-বি°।—Bik. 107.

অগ্নিষ্টোমে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ প্রয়োগ—গ্রন্থ-বি°।—Haug. 35.

অগ্নিষ্টোমোদ্গাতৃপদ্ধতি—গ্রন্থ-বি°।—Ben. 17.

অগ্নিষ্টোমৌদ্গাত্রপ্রয়োগ—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে উদ্গাতৃগণের কার্যবিধি। গ্রন্থকর্তা অজ্ঞাত।—S. Mss. 2442.

অগ্নিষ্ঠ—[অগ্নি স্থ (স্থিতিকারক) যাহাতে—বহু°; অগ্নি+স্থা+অ (ড)—ক] যে অগ্নির উপরে থাকে, কটাহ, কড়া।

অগ্নি-ষ্বাত্ত=অগ্নিষাত্ত [অগ্নিষাত্ত দ্র°]।

অগ্নিষাত্ত, -ষ্বাত্ত—[বৈদিক। অগ্নিকর্তৃক স্বাত্ত (সু+আ+√দা+ক্ত—র্ম) অর্থাৎ সম্যক্ আত্ত (গৃহীত); নিত্যবহুবচনান্তশব্দ, বহুবচনে প্র°] সপ্তপিতৃগণের অন্যতম গণ-বি°। 'অগ্নিষাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।' —ঋ° ১০. ১৫. ১১.=অ° ১৮ ৩. ৪৪.=বাজ-স° ১৯. ৫৯=তৈ-স°. ২. ৬. ১২. ২=মৈ-স° ৪. ১০. ৬; ১৫৭. ১০; কৌ-স° ২১. ১৪.=আশ-শ্রৌ° ২. ১৯. ২২; ঋ° ১৯. ৬১.; ২১. ৪২, ৪৪, ৪৫; ২৪. ১৮। 'অগ্নিষ্বাত্তা ঋতুবৃধঃ— মৈ-স° ৪. ১০. ৬; ১৫৭. ৬; কৌ-স° ২১. ১৪. 'অগ্নিষ্বাত্তা ঋতুভিঃ সংবিদানাঃ'—তৈ-ব্রা° ২. ৬. ১৬.২; আপ-শ্রৌ° ৮. ১৫. ১৭। 'যানগ্নিরেব দহন্ত্স্বদয়তি তে পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ।' —শ-ব্রা° ২. ৬. ১. ৭। 'অথ পিতৃভ্যোঽগ্নিষ্বাত্তেভ্যঃ। নিবান্যায়ৈ দুগ্ধে সকৃত্পমথিত একশলাকয়া মন্থে ভবতি।'—শ-ব্রা° ২. ৬. ১. ৬.। 'যে বা অযজ্বানো গৃহমেধিনঃ। তে পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ।'—তৈ-ব্রা° ১. ৬. ৯. ৬। 'অর্ধমাসা বৈ পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ।'—তৈ-ব্রা° ১. ৬. ৮. ৩। বৈদিক সাহিত্যে সপ্তপিতৃগণের মধ্যে পিতৃগণত্রয়ের নাম পাওয়া যায়; যথা—সোমবন্তঃ, বর্হিষদঃ ও অগ্নিষ্বাত্তাঃ। মহাভারতে সপ্তপিতৃগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে— মূর্তিমান্ ও অশরীরী। বৈরাজ, অগ্নিষাত্ত ও গার্হপত্য-(=বর্হিষদ্) গণ অশরীরী। [অমূর্ত হইলেও ইঁহারা কামরূপ। আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাণুদরে পর্যন্ত ইঁহাদের প্রবেশ-সামর্থ্য আছে। —হরি° হরি° ১৮. ৪-৫ টীকা] ইঁহারা নাকচর এবং ব্রহ্মার অর্চনা করিয়া থাকেন। সোমপ, একশৃঙ্গ, চতুর্বেদ ও কল—ইঁহারা মূর্তিমান্ অর্থাৎ কর্মজদিব্যবিগ্রহবান্। চতুর্বর্ণের মধ্যে ইঁহাদের পূজা হইয়া থাকে। সপ্তপিতৃগণ প্রজাপতির সন্তান। ইঁহারা যখন আপ্যায়িত হন তখন সোমও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। (এতৈরাপ্যায়িতৈঃ পূর্বং সোমশ্চাপ্যায়তে পুনঃ)।[১] বৈদিক 'সোমবন্তঃ' 'সোমপাঃ' নামে পরিণত হইয়াছে। হরিবংশেও ইঁহাদের দুইটী ভাগ—মূর্তিমান্ ও অমূর্তি। তবে ইঁহাদের নামে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। সুকাল, আঙ্গিরস, সুস্বধা ও সোমপা—এই চারিটী পিতৃগণ মূর্তিমান্ এবং বৈরাজ, অগ্নিষাত্ত ও বর্হিষদ্ এই পিতৃগণত্রয় অমূর্ত।[২]

শ্রাদ্ধাদি কর্মে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান হিন্দুমাত্রেরই কর্তব্য। তর্পণ করিবার সময় সর্বাগ্রে অগ্নিষাত্ত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা বিধেয় [তর্পণ দ্র°]। পরে পিতৃপিতামহাদির তর্পণ করিতে হয়। চাতুর্মাস্যগণ পিতৃযজ্ঞব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—'যে বা অযজ্বানো গৃহমেধিন স্তে পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তা ইতি।' মাধবাচার্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যরূপে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ না করিয়া কেবল স্মার্তকর্মে নিযুক্ত ছিলেন বা অগ্নিহোত্রী ছিলেন না বলিয়া ইঁহারা মরণের পর অগ্নিষাত্তরূপে অভিহিত হইয়াছেন। তাহাকারের ইঙ্গিতানুসারে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, জীবদ্দশায় শ্রৌতাগ্নি সেবা না করিলেও মরণের পর যাঁহারা উত্তরপুরুষকর্তৃক প্রদত্ত আহুতি অগ্নি হইতে গ্রহণ করেন তাঁহারাই অগ্নিষাত্ত বা অগ্নিষ্বাত্ত। বিষ্ণুধর্মোত্তরের মার্কণ্ডেয়-বজ্রসংবাদে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—

পিতৄণাং তু গণাঃ সপ্ত নামতস্তন্নিবোধ মে।
ত্রয়োঽমূর্তিমতাস্তেষাং চত্বারশ্চ সমূর্তয়ঃ॥
সভাসুরা বর্হিষদোঽগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ।
ত্রয়োঽমূর্তিমতা স্তেতে চত্বারশ্চ সমূর্তয়ঃ॥
ক্রব্যাদা শ্চোপহূতাশ্চ আজ্যপাশ্চ সুকালিনঃ।
মূর্তিমন্ত পিতৃগণশ্চত্বার স্তে প্রকীর্তিতাঃ॥

১৩৮. ২-৪

—অগ্নিষাত্ত, বর্হিষদ্, সভাসুর, আজ্যপা, উপহূত, ক্রব্যাদ ও সুকালিন। ইঁহারা সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ।

মনুর মতে সোমসদ্, অগ্নিষাত্ত, বর্হিষদ্, সোমপা, হবির্ভু, আজ্যপা, সুকালিন, অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য ও সৌম্য এবং ইঁহাদের পুত্রাদি।

বিরাট্‌সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচা লোকবিশ্রুতাঃ॥
দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।

[১] মহা° ২. ১১. ৪০—৪৮।

[২] হরি° হরি° ৮. ৩৫°।

সুপর্ণকিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ ॥
সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণাস্তু সুকালিনঃ ॥
সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃ সুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য সুকালিনঃ ॥
অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দিশেৎ॥
য এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৄণাং পরিকীর্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥
—মনু° ৩. ১৯৬-২০০।

প্রায় সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর পিতৃগণের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।—মৎস্যপু° ১৪১. ১২; মহা° ২. ৮. ৩০; বায়ুপু° ৩০. ৬। ইঁহারা মরীচির পুত্র।—মার্ক-পু° ৫২. ৩০-৩১ ও কূর্মপু° ১৩. ১৯। ইঁহারা ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। মৎস্যপু° ১৪১. ১২, ১৬ পিতৃগণকে ঋতু-সন্তানও বলা হইয়াছে। হরি° ও মৎস্যপু° ইঁহাদিগকে কশ্যপের বা মরীচির পুত্র বলা হইয়াছে। —হরি° হরি° ১৮; মৎস্যপু° ১৪-১৫। যাঁহারা ইঁহাদিগকে মরীচি-পুত্র বলেন তাঁহাদের মতে ইঁহারা ব্রহ্মার পৌত্র।

স্বর্গে সোমপথ নামক লোকে ইঁহারা বাস করেন; ইঁহারা দেবগণের পিতা। দেবগণ সর্বদা ইঁহাদের ধ্যান করিয়া থাকেন। মনু-সংহিতায় অগ্নিষ্বাত্ত দেব ও ব্রাহ্মণগণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।—মনু° ৩. ১৯৫-১৯৯।

পিতৃগণ সকলেই রূপবান্, দিব্যমাল্যধারী, অঙ্গুলিত্রাণ, যুবা, বলবান্ ও ধনুর্বাণধারী।—মৎস্যপু° ১৪. ১৫।

মার্ক পু° রুচির উক্তিতে (৯৬. ৪১) অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণকে প্রাচী দিক্ রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে; 'অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্তু মে দিশম্'। অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণের পত্নীর নাম স্বধা।—ভা° ৪. ১. ৬২।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অগ্নিসংস্কার—[অগ্নির দ্বারা সংস্কার—৩-তৎ; অগ্নি + সম্ + √কৃ + ঘঞ্ (ভাবে)—পা° ৬. ৩. ১৮] ১ অগ্নিদ্বারা শোধন। ২ যথোপযুক্ত অনুষ্ঠানের সহিত শবদাহকরণ। দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই এমন শিশুর অগ্নিসংস্কার নাই। 'নাস্য কার্যোঽগ্নিসংস্কারো ন চ কার্যোদক-ক্রিয়া'—মনু° ৫. ৬৯। 'পিতুরীবাগ্নিসংস্কারাৎ পরা ববৃতিরে ক্রিয়াঃ'—রঘু° ১২. ৫৬।

অগ্নিসংস্কার — বাঙলা উপন্যাসগ্রন্থবি° ১৩২৭। রচয়িতা—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। [নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত দ্র°]

অগ্নিসংধানপ্রয়োগ— ১ ধর্মগ্রন্থবি°। Burnell 135a; Taylor i. 126. ২ শ্রৌত-গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা—বাপন্নভট্ট।— Burnell 27b.

অগ্নিসংসর্গ— শ্রৌতগ্রন্থ-বি°।— Oppert. ii. 5150.

অগ্নিসংস্থিত—অগ্নির উপরে সংরক্ষিত। 'অগ্নিসংস্থিতানি পূর্ণানি দারুপাত্রাণ্যগ্নৌ জুহুয়াৎ'—কঠশ্রু° ৩।

অগ্নিসংস্পর্শা—(বৈদ্যক) অগ্নিসংস্পর্শা, পর্পটী, রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা জতুকৃৎ, চক্রবর্তিনী—এই কয়টী একই পর্যায়ের শব্দ। পর্পটী এক প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য। ইহা উত্তর-প্রদেশে জন্মে। ঐ দেশে উহাকে পপ্পাবতী ও পপরী বলে। উহা বিষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠনাশক।

অগ্নিসংহিতা— চৈতন্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°। — L. 595.

অগ্নিসঙ্কাশ—[অগ্নিদ্বারা সঙ্কাশ—৩-তৎ —নিত্যসমাস; অগ্নি + সম্ + √কশ্ + অচ্; স্ত্রী— -া] বিণ, অগ্নির সদৃশ। অগ্নিতুল্য, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ বা পরাক্রমশালী। 'মকারস্ত্বগ্নিসঙ্কাশ' —ব্রহ্মবিদ্যা উ° ৯।

অগ্নিসপ্তক— প্রচণ্ড অগ্নি।

অগ্নিসখ—[অগ্নির সখা—৬-তৎ, সমাসান্তে 'অ' (টচ্)] ১ অগ্নির উদ্দীপনে সহায়ক বলিয়া অগ্নির বন্ধু বায়ু। ২ ধূম।—কল্পদ্রু° ৩৩২, ১৩৪। ৩ ধূম্রবর্ণ পারাবত।

অগ্নিসখা—[অগ্নি সখা যাহার—বহু°] (অগ্নি জ্বলিলেই বায়ুর বেগ হয় বলিয়া) বায়ু।

অগ্নিসৎকার— [অগ্নিদ্বারা সৎকার—৩-তৎ] দাহকার্য।

অগ্নিসমারোপণপ্রকার — গ্রন্থবি° (কাত্যা°)।—NP. x. 4.

অগ্নিসমাবেশ— (বৈদিক) ঋত্বিক্-কর্তৃক অরণি ঘর্ষণপূর্বক অগ্নিসমারোপণ-প্রক্রিয়া-বি°।

অগ্নিসহায়—১ অগ্নির বন্ধু, বায়ু। ২ ধূম।—কল্পদ্রু° ৩৩২. ১৩৪। ৩ বনকপোত, ঘুঘু। ৪ অগ্নিতুল্য সহায় বা সহগামী।

অগ্নিসন্দীপন— [অগ্নির সন্দীপন—৬-তৎ] ১ অগ্নির উত্তেজক; অগ্নি প্রজ্বালন। ২ [অগ্নির সন্দীপন হয় যদ্বারা—বহু°], জঠরানলবর্ধক অথবা অজীর্ণ রোগের ঔষধ-বি°। পঞ্চকোল, মরিচ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, টঙ্কনক্ষার, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, মৌরী, হিং, চিতামূল, জায়ফল, কুড়, জৈত্রী, দারুচিনি, বড় এলাচ, তেজপত্র, তিন্তিড়ীক্ষার, আপাংক্ষার, মিঠাবিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, লবঙ্গ, হরীতকী—প্রত্যেক ১ভাগ, অম্লবেতস ২ভাগ ও শঙ্খভস্ম ৪ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া পঞ্চকোলের ক্বাথ, চিতামূলের ক্বাথ, আপাংমূলের ক্বাথ ও আমরুলের রসে ৭বার করিয়া এবং সর্বশেষে নেবুর রসে ২১বার ভাবনা দিতে হয়।—ভৈষজ্য° অগ্নিমান্দ্য°।

অগ্নিসন্ধানম্—প্রয়োগগ্রন্থবি°। আলোচ্য বিষয়—নিত্য নিত্য উপাসনায় বিঘ্ন ঘটিলে তাহায় যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধীয় বিধি পর্যালোচন।
[T. C. M. 61r]

অগ্নিসম্ভব—[অগ্নি হইতে সম্ভব যাহার—বহু°; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অগ্নি যাহার উৎপত্তিস্থান, অগ্নিজাত। ২ স্ত্রী°, স্বর্ণ। ৩ বন্য কুসুম্ভ, বুনো কুসুমফুল। ৪ রসের নাম। —অভি° মর্ত্যা° ১৫১। ৫ উর্বা হইতে উৎপন্ন অগ্নিসম্ভব নামক দেবতাগণ।—বায়ুপু° ৬৯।

অগ্নিসম্ভবা—স্ত্রী°,বনকুসুমফুল ; বন্য কুসুম্ভ।

অগ্নিসব—যজ্ঞ-বি°। অগ্নিহোত্র-যজ্ঞে অনুষ্ঠেয় পঞ্চম কৃত্য। প্রথম অনুষ্ঠান 'সোমযাগ', দ্বিতীয় 'রাজসূয়', তৃতীয় 'বাজপেয়', চতুর্থ 'অশ্বমেধ' এবং পঞ্চম 'অগ্নিসব'। 'সৌম্যোঽধ্বরঃ প্রথমা চিতিঃ। যৎপ্রাচীনং সবেভ্যো রাজসূয়ো দ্বিতীয়া বাজপেয়স্তৃতীয়াশ্বমেধশ্চতুর্থ্যগ্নিসবঃ পঞ্চমী'—শ-ব্রা° ১০. ১. ৫. ৩। অগ্নিসব যজ্ঞে পশুবলি হইয়া থাকে।

অগ্নিসহায়— ১ অগ্নির বন্ধু, বায়ু। ২ ধূম।—কল্পদ্রু° ৩৩২. ১৩৪। ৩ বনকপোত, ঘুঘু। ৪ অগ্নিতুল্য সহায় বা সহগামী।

অগ্নিসাক্ষিক—১ [অগ্নি সাক্ষী যাহাতে বা যাহার—বহু°, সমাসান্ত ক (কপ্)] যাহাতে বা যাহার অগ্নি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। ২ অ, অগ্নিকে সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ রাখিয়া।—'চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্।'—রা° ১. ১. ৬১। ~মর্যাদ—যে অগ্নিসাক্ষী করিয়া দাম্পত্যনিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে।।মনি°।।

অগ্নিসাৎ—[অগ্নি + চসাৎ ; প্রয়োগ—√ভূ ও √কৃ যুক্ত হইয়া] অনলে পরিণত, ভস্মসাৎ।—অগ্নিসাৎ হওয়া = পুড়িয়া যাওয়া। 'ন চকার শরীরমগ্নিসাৎ'—রঘু° ৮. ৭২।

অগ্নিসাদ—(বৈদ্যক) জঠরাগ্নির অবসাদ, অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা।

অগ্নিসার—[অগ্নি সার (বল) যাহার—বহু°] স্ত্রী°, চক্ষুরোগের ঔষধ, রসাঞ্জন collyrium.—রাজনি° ব. ১।

অগ্নিসাবর্ণী—একজন মনু ॥ মনি° ॥

অগ্নিসিংহ—১ [প্রা° অগ্গিসিহ] জৈন মুনি-বি°।—উপ° ৪৮৬। ২ [প্রা° অগ্গিসীহ] সপ্তম কৃষ্ণ বাসুদেবের পিতা।—হরিবি° ৬১৬। ~নন্দন—অগ্নিসিংহের পুত্র—দত্ত। 'দত্তোঽগ্নিসিংহনন্দনঃ'—অভি° মর্ত্য° ২৩।

অগ্নিসুন্দররস— (বৈদ্যক) অজীর্ণের ঔষধ-বি°। সোহাগার খই ১ ভাগ ও মরিচ ১ ভাগ একত্র আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।—প্রয়োগা° অজীর্ণ°।

অগ্নিসূনুরস—(বৈদ্যক) নামান্তর অগ্নিকুমাররস। অজীর্ণের ঔষধবি°। প্রস্তুত-বিধি—কড়িভস্ম ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ২ ভাগ, কজ্জলী ১ ভাগ ও মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ কাগজী লেবুর রসে মর্দন করিয়া বটিকা করিতে হয়। অনুপানভেদে ইহা সেবন করিলে শূল, পাণ্ডু, উদরী, অর্শ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিসূত্র— [অগ্নির সূত্র—৬-তৎ]— উপনয়নকালে ব্রাহ্মণকুমারকে প্রদত্ত যজ্ঞীয় দূর্বারচিত বন্ধনী ॥ মনি° ॥

অগ্নিসেবন— অগ্নির উত্তাপ উপভোগ, আগুন পোয়ান।

অগ্নিসেবী— যে অগ্নি সেবন করে, যে আগুন পোয়ায়।—সহ্যা° ৩৪. ৩৩।

অগ্নিসোম— অগ্নি এবং সোমদেব।—মহা° ২. ৭. ২১ ; ৩. ২২৩. ১৫। মহাভারতে উভয়ের একযোনিত্ব উল্লিখিত হইয়াছে (১২. ৩৫১)।

অগ্নিসৌচীক— ঋ° ১০. ৫১. ২, ৪, ৬, ৮ ; ৫২ ; ৫৩. ৪, ৫ ; ৭৯ ; ৮০ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি।

অগ্নিস্কন্ধ—সম্রাট্ অশোকের চতুর্থ ধর্মানুশাসনে (4th Rock-edict) এই শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* ইহার অর্থ লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। Senart, Buhler এবং Prof. Hultzschএর অভিমতগুলি আলোচনা করিয়া F. W. Thomas ইহার অর্থ করিয়াছেন উৎসবাগ্নি (mass of fire, bon-fire)। অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার তামিলদিগের অনুষ্ঠিত শোক্কপনই উৎসবের অনুরূপ উৎসব বলিয়া ইহাকে ধরিয়া লইয়াছেন। দক্ষিণভারতে এই উৎসব কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের 'দীপালী' বা 'দীপান্বিতা'র মতই এই উৎসব। এই উৎসবে শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরে শতসহস্র দীপ প্রজ্বলিত করা হয়। শোক্কপনই-দীপ হইতেই অশোক স্থানে স্থানে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। কালে এইগুলি ধ্বজ-স্তম্ভরূপে ব্যবহৃত হইত।

অশোকের গির্লিপি-অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া মানব ভগবানের সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, জীবের ও আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা দেখাইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত নয়। অশোকের সদ্ধর্ম গ্রহণের পর হইতে যেখানে হিংসার রাজ্য ছিল, সেখানে যুদ্ধার্থ রথ, হস্তী, অগ্নিসব ও অন্যান্য যুদ্ধের বাহন এবং দিব্যরূপ দেখা যাইত, সেখানে ভিন্নরূপে বিমান, হস্তী, অগ্নিসব ও দিব্যরূপসমূহ দেখা যাইতে লাগিল ; শোভাযাত্রায় এইগুলি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 'বিমান' অর্থে দেবমন্দিরের পবিত্রতম অংশ বা 'গর্ভগৃহ'। শোভাযাত্রায় এগুলিকে দেখা যাইত। এখানেও হস্তী ব্যবহৃত হইত, কিন্তু প্রাণি-হত্যায় জন্য নয়, অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইয়া ইহারা দর্শকদের আনন্দ দান করিত। শোভাযাত্রায় যে 'অগ্নিসব' ব্যবহৃত হইত উহা সুসজ্জিত ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষমাত্র। পূর্বে 'অগ্নিসব' হইতে ভীষণ দাহ্য-পদার্থসকল শত্রুর উপর নিক্ষিপ্ত হইত। অগ্রে দিব্যরূপ অর্থে যোদ্ধৃগণকে বুঝাইত—এখানে শোভাযাত্রায় বাহিত দেব-দেবীর মূর্তিকে বুঝাইতে লাগিল। শিল্পীদিগের অঙ্কিত হস্তি-মূর্তিক বৃক্ষ প্রভৃতি শোভাযাত্রার কলেবর পুষ্ট করিতে লাগিল। ইহাতে নানারূপ আতস-বাজীও পুড়িতে লাগিল। অভিনয় সাহায্যে গান গাহিয়া আখ্যায়িকার বর্ণনা চলিতে লাগিল ; এগুলি আবার চিত্র-সাহায্যে ও পটে অঙ্কিত হইয়া প্রদর্শিত হইত। পতঞ্জলি এগুলির নাম দিয়াছেন 'শৌভিক' ও 'চিত্র-পটিক'। শৌভিকের দৃষ্টান্ত যেমন নাট্যপীঠে অভিনীত কৃষ্ণ-কর্তৃক কংস-বধ। গ্রন্থিক-

* অগি-কংধনি—Mansera Rock Edict, iv. 13—অগি-কংধানি—Kalsi Rock Edict, iv. 10, Dhauli iv. 13—অগি-খংধানি—Girnar, iv. 12. Buhler-(ZDMG, 37. 260) এর অর্থ—'fire trees, illuminations'. Hultzsch প্রথমে অর্থ করেন 'ball of fire, meteor', পরে (JRAS, 1913, 652) অর্থ করেন 'radiant beings of another world'. Corpusএ ইহার অর্থ 'masses of fire'.

কর্তৃক সূক্তের আবৃত্তি হইলে উহাকে 'চিত্রপটিক' বলা হইত।

অশোকের শোভাযাত্রায় যে সকল বিষয় প্রদর্শিত হইত উহাদিগের অনুরূপ বিষয়গুলি বহু দিন ধরিয়া চলিয়াছিল—যেমন 'যমপটিকা'র যমের কাহিনী বিবৃত হইত। —হর্ষচরিত (অনুবাদ) ১১৯।

অশোক যে উপায়ে হিংসা-প্রবণ মানবকে অহিংস করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন আজিও তদনুরূপ উপায়ে শোভাযাত্রা-দ্বারা লোক-শিক্ষার প্রচলন চলিতেছে। দক্ষিণ-ভারতে এইরূপ শোভাযাত্রা বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি প্রত্যেক মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতার জন্য বিভিন্ন সময়ে এইরূপ শোভাযাত্রা হইয়া থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খ্রী° প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে প্রচারিত তামিলভাষার 'শিলপ্পতিগারম্' ও 'মণিমেখলৈ' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থেও ইন্দ্রের জন্য অনুরূপ উৎসবের সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠান ২৮ দিন-ব্যাপী ছিল। কালিদাসের রঘুবংশে (৪. ৩) এই ইন্দ্রধ্বজের ('পুরুহূতধ্বজ'এর) উল্লেখ আছে।

[Krishnaswamy Ayanger : Agniskandha, in IA, xliv. 203ff ; JRAS, 1914, 394-95 ; S. V. Venkateswar : Indian Culture through the Ages, i. 24]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অগ্নিস্তব—গ্রন্থবি°।—Poona. 580.

অগ্নিস্তম্ভ১—[অগ্নিময় যে স্তম্ভ—ম-প-লো°] (বা°) স্তম্ভাকার অগ্নি, আগুনের থাম।

অগ্নি-স্তম্ভ২, **-স্তম্ভন**—[অগ্নির স্তম্ভ বা স্তম্ভন (স্তব্ধীভাব) হয় যাহা হইতে—বহু°] ঔষধ ও মন্ত্রবলে অগ্নির দাহিকা শক্তি নিবারণ, অগ্নির তাপ নিরোধ করিবার প্রক্রিয়া-বি°। নানা উপায়ে অগ্নির তাপ নাশ করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটা প্রচলিত মুষ্টিযোগ নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) পারা ½ ছটাক, কর্পূর ১ কাচ্চা ও আর্সেনিক বোল ১ ছটাক একত্র পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিলে গলিত সীসায় হাত দেওয়া যায়; (২) হোম করিবার সময়—আফিম, ফট্‌কিরি, সন্ধব লবণ, কস্তিরার্গর, মুরগীর ডিমের খোসা ও পারদ সিকার সহিত পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিয়া তদুপরি অশ্বত্থপত্রে হোম করিবার বিধি আছে; (৩) সোনা ব্যাঙের মস্তিষ্ক হাতে মাখিয়া তদুপরি হোম করিলেও শোনা যায়; (৪) বেলের আটা ও জোঁক একত্র বাটিয়া হস্তে লেপন করিলে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; (৫) বচ, মরিচ, কুড়, মুতীর ও নাগরমুথা চর্বণ করিয়া মুখে আগুন রাখা যায়; (৬) কর্পূর বা আকরকরা চিবাইয়া কষে রাখিলে হাল্কা কাঠের আগুন মুখে রাখা যায়, ইত্যাদি।

গরুড়পুরাণে (পূর্ব° ১৮৬. ১২-১৬) উল্লিখিত হইয়াছে, বিষমূলের রসের সহিত জলৌকা পেষণ করিয়া উত্তমরূপে হস্তে লেপন করিলে অগ্নিস্তম্ভন হইয়া থাকে—এই হস্তদ্বারা অনায়াসে অগ্নিগ্রহণ করা যায়। এতদ্ব্যতীত শাল্মলীর রস ও গর্দভের মূত্র একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে এবং বায়সীর উদর ও মণ্ডূকের বসা একত্র পেষণপূর্বক গুটিকা প্রস্তুত করিয়া 'ওঁ অগ্নিস্তম্ভনম্' মন্ত্রোচ্চারণের পর অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তম্ভন হয়। মণ্ডীতক, বচ, মরিচ, তগর—এই সমুদয় দ্রব্য চর্বণ করিয়া অবিলম্বে অগ্নিলেহন করিলে অগ্নিস্তম্ভন করা যাইতে পারে।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অগ্নিস্তুৎ—১ অগ্নির স্তব, অগ্নির স্তুতি। ২ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রথম দিবস। ৩ 'সত্র পঞ্চদশরাত্রে'র এক দিন॥ মনি°॥

অগ্নিস্তুভ্—ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষের পুত্র। মাতা—নড্বলা॥ মনি°॥ [অগ্নিষ্টুৎ দ্র°]।

অগ্নিস্তোক—[অগ্নির স্তোক (স্ফুলিঙ্গ) —ষ-তৎ] অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা spark॥মনি°॥

অগ্নিস্তোত্র—১ অগ্নির স্তুতি, অগ্নির স্তব। ২ গ্রন্থবি°।—Radh. 42 ; Burnell 208b. (ক) সহদেবকৃত—Burnell 201b. (খ) হরি° হইতে কৃত—Ch. 315 ; Burnell 201b.

অগ্নিস্থ—১ বিণ, অগ্নির উপরে, পার্শ্বে বা নিকটে রক্ষিত। ২ অশ্বমেধ যজ্ঞে একবিংশ যূপ (যজ্ঞীয় দণ্ড) মধ্যে একাদশ যূপ এবং আটটী যজ্ঞীয় দণ্ডের কোণের দণ্ড অগ্নির নিকটবর্তী থাকায় উহাদের 'অগ্নিস্থ' বলা হয়। ৩ লৌহকটাহ, লোহার কড়া। মনি°॥

অগ্নিস্তোমযাগ—গ্রন্থবি°।—I. O. Cat. 424.

অগ্নিস্থান—হৃদয়ে ব্যবস্থিত অন্তরাগ্নির স্থান; এই স্থানে পিত্ত সংস্থিত। 'স্থানি ব্যবস্থাঃ নরস্তি হৃদয়েঽন্তরাগ্নিঃ, অগ্নিস্থানে পিত্তম্'—গর্ভউ° ৩।

অগ্নিস্থাপনা—বিধিপূর্বক অগ্নি স্থাপনা। অগ্নিপুরাণে (৭৫. ৭৬°) অগ্নিস্থাপনবিধি কথিত হইয়াছে। উহাতে আছে—যজ্ঞস্থানে শুক্লপাত্রে অগ্নি আনয়ন ও স্থাপনপূর্বক ক্রব্যাদংশ ত্যাগ করিয়া বীক্ষণাদিদ্বারা আচার্যকে উহা বিশুদ্ধ করিতে হয়। অতঃপর ঔদার্য, ঐন্দব ও ভৌত এই তিন অগ্নিকে একত্র করিয়া 'ওঁ হূং বহ্নি চৈতন্যায়' এই বীজমন্ত্রে অগ্নি-বিন্যাস করা নিয়ম। ইহার পর যথাবিহিত অগ্নির অর্চনা করিয়া তাঁহাকে দেবী সরস্বতীর গর্ভগোচরে শিববীজ ধ্যান করিতে হয়। এই সময় তিনি বাগীশ্বর দেবতা-কর্তৃক কুণ্ডের অগ্নি ক্ষিপ্যমাণ হইতেছে এইরূপ চিন্তা করিবেন। তদনন্তর তিনি বিধিপূর্বক সরস্বতীর করপল্লবে গর্ভরক্ষণ বন্ধন করিবেন। গর্ভাধানের জন্য সদ্যোজাত অগ্নিতে, পুংসবনের জন্য তৃতীয় মাসে, সীমন্তোন্নয়নের জন্য ষষ্ঠ মাসে এবং জাতকর্মের ও নূকর্মের জন্য দশম মাসে এই রূপ যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা বিধেয়। গার্হস্থ্য আশ্রমে, বিশেষতঃ সন্তানজন্মের জন্য, এই রূপ অগ্নিস্থাপনার বিধি আছে। ইহাতে বিধিপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের এবং পরে অনন্তের পূজা করিতে হয়। তৎপরে অগ্নির অভিমুখী দেবতাগণের অর্চনাপূর্বক তাঁহাদের উপর ভাবী সন্তানের প্রতিপালনের ভার অর্পণ করা নিয়ম।

অগ্নিস্থালী—১ অগ্নিরক্ষিত পাত্র। ২ রাজা পুরূরবা উর্বশীর প্রাপ্তিসাধনের জন্য গন্ধর্বগণের নিকট হইতে বরস্বরূপ 'অগ্নিস্থালী' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিভাবরুণের

অভিশাপে উর্বশী স্বর্গলোক হইতে মনুষ্য-লোকে আসিয়া অবস্থানকালে পুরূরবা ও তিনি পরস্পর আসক্ত হন। উভয়ে বহু দিন একত্র পরম সুখে বাস করিলে গন্ধর্বগণ উর্বশীকে কৌশলে লইয়া যান। পুরূরবা শোকার্ত হইয়া উর্বশীর অনুসন্ধান করিলে কুরুক্ষেত্রের অম্ভোজ-সরোবরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। পুনরায় এক বৎসর পরে উর্বশী ঐ স্থানে পুরূরবার নিকট আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে একটী পুত্রসন্তান দান করেন এবং গন্ধর্বগণ উর্বশীর প্রীতিসম্পাদনের জন্য তাঁহাকে বরস্বরূপ 'অগ্নিস্থালী' প্রদান করেন। এই অগ্নিস্থালীর দ্বারা বেদানুসারী হইয়া উর্বশী-সহবাস কামনাপূর্বক প্রতিদিন এই অগ্নিকে তিন ভাগ করিয়া যজন করিলে তিনি উর্বশীর সহবাসের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন—এইরূপ প্রতিশ্রুতি পান। কিন্তু গৃহে আগমনকালে তিনি বনমধ্যে অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ করিয়া আসেন; পরে আবার উহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়া বনে গমন করিলে অগ্নিস্থালীর স্থানে একটী বৃহৎ শমী-বৃক্ষ দেখেন। সেই শমীবৃক্ষের অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদনপূর্বক তিনি যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হন এবং উর্বশী-লাভ করেন।—বিষ্ণুপু° ৪. ৬. ২০-৪৬।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—[অগ্নির স্ফুলিঙ্গ (কণা)—৬-তৎ] অগ্নিকণা, আগুনের ফিন্‌কি।

অগ্নিস্মৃতি—গ্রন্থবি°। রচয়িতা—নীলকণ্ঠ। কমলাকর-কর্তৃক 'আচারময়ূখ' ও 'প্রভময়ূখ' গ্রন্থে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে। —Oxf. 227b.

অগ্নিস্বাত্ত—[অগ্নিষাত্ত দ্র°]।

অগ্নিস্বামী—লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ও অগ্নি-ষ্টোমের ভাষ্যকার। ভাষ্যগ্রন্থ দুইটীর নাম—'লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রবৃত্তি' ও 'অগ্নিষ্টোমব্যাখ্যা'। ইনি 'মানবকল্পসূত্রে'রও একটী ভাষ্য রচনা করেন। ভবস্বামী, ভরতস্বামী, হরিস্বামী, ধূর্তস্বামী, খদিরস্বামী, মেধস্বামী, স্কন্দস্বামী, ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের ইনি সম-সাময়িক। উক্ত ভাষ্যকারগণ সম্ভবতঃ বাক্যের -সময়ের কিঞ্চিৎ পরে বিদ্যমান ছিলেন।

[Weber: HIL, 79; EI, ii. 23; Bhandarkar: Rep. on the Search for S. Mss. in Bom. Presidency, 1883-4, 31-32; Cat. Cat. 10, 1158; I. O. Cat. 263-64, 282]

অগ্নিহবনী—হোমে ব্যবহৃত হাতা [অগ্নি-হোত্রহবনী দ্র°]।

অগ্নিহুৎ, অগ্নিহুত—অগ্নিদ্বারা উৎসর্গী-কৃত, অগ্নিদ্বারা আহুত, sacrificed by fire ॥ মনি° ॥

অগ্নিহোত্র₁—[অগ্নি হোত্র যাহার—বহু°] ১ অগ্নিযজ্ঞ-বি°। সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম। ২ যজ্ঞাগ্নিরক্ষণ। সর্বদা অগ্নিরক্ষণ।—অভি° মর্ত্য° ৮০; অমর° ১২. ১৬; ৩১১. ৭। ৩ শ্রৌত ও স্মার্ত অগ্নি। ৪ অগ্নিরক্ষণ-স্থান, অগ্নিকুণ্ড। ৫ হোমদ্রব্য। ৬ অগ্নিতে হোম।

অগ্নিহোত্র₂—বিবাহান্তে অগ্ন্যাধান অনু-ষ্ঠানের পর গৃহস্থ-কর্তৃক প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে আচরণীয় কর্ম। অগ্নিহোত্র-যাগে কেবল অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের প্রয়ো-জন; তিনি যজমান-কর্তৃক বৃত হইয়া গার্হপত্য অগ্নি হইতে জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া আহবনীয় অগ্নিতে স্থাপন করেন। মনুর মতে স্ত্রীলোকের অগ্নিতে আহুতি দেওয়া নিষিদ্ধ; যে স্ত্রীলোক এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সে নরকে যায় (মনু° ১১. ৩৭)। এই যজ্ঞে বিশেষ লক্ষণযুক্ত গাভী হইতে হোমদ্রব্য (ক্ষীর) দোহন করিতে হয়। এই হোমদ্রব্য যতক্ষণ গাভীর শরীরে থাকে, তখন উহার দেবতা রুদ্র; যখন বৎসের স্পর্শে আসে, তখন উহার দেবতা বায়ু; যখন উহা দোহন করা যায়, তখন দেবতা অশ্বিদ্বয়; দোহনান্তে দেবতা সোম; অগ্নিতে পাকের সময় দেবতা বরুণ; পাত্রমধ্যে তাপে স্ফীত হইয়া উঠিবার সময় দেবতা পূষা; পাত্র হইতে উথলিয়া পড়িবার সময় দেবতা মরুদ্‌গণ; বুদ্‌বুদযুক্ত অবস্থায় দেবতা বিশ্বদেবগণ; সর পড়িলে দেবতা মিত্র; অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিলে দেবতা দ্যাবাপৃথিবী; হোমের জন্য গ্রহণের উপক্রম করিলে দেবতা সবিতা; গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে দেবতা বিষ্ণু; বেদিতে রাখিলে দেবতা বৃহস্পতি; প্রথম আহুতিকালে দেবতা অগ্নি; শেষ আহুতিকালে দেবতা প্রজাপতি এবং আহুতির পর দেবতা ইন্দ্র। এইরূপে অগ্নিহোত্রের হোমদ্রব্য বিশ্ব-দেবদৈবত, (উল্লিখিত) ষোড়শ-অবস্থাযুক্ত এবং পশুগণে প্রতিষ্ঠিত হয়। যিনি ইহা জানেন, তিনি বিশ্বদেবদৈবত, ষোড়শ-কলাযুক্ত ও পশুগণে প্রতিষ্ঠিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞদ্বারা সমৃদ্ধ হন। —ঐ-ব্রা° ৫. ২৫. ১।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বৈকল্য ঘটিলে প্রায়-শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। যে যজমানের অগ্নি-হোত্রী গাভী (যে গাভীর দুগ্ধে অগ্নিহোত্র নিষ্পন্ন হয়) বৎস-সংযোগের পর দোহনকালে বসিয়া পড়ে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রথমে সেই গাভীকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"যস্মাদ্ভীষা নিষীদসি ততো নো অভয়ং কৃধি। পশূন্নঃ সর্বান্ গোপায় নমো রুদ্রায় মীঢুষে।" —যাহার ভয়ে তুমি বসিয়াছ, তাহা হইতে আমাদের অভয় দাও, আমাদের সকল পশুকে রক্ষা কর; সেচনসমর্থ রুদ্রকে প্রণাম।

গাভীকে উঠাইবার মন্ত্র—"উদস্থাদ্‌ দেব্যদিতিরায়ুর্যজ্ঞপতাবধাৎ। ইন্দ্রায় কৃণ্বতী ভাগং মিত্রায় বরুণায় চ।" —দেবী অদিতি উঠিয়াছেন, উঠিয়া (যজমানে) আয়ু স্থাপন করিয়াছেন—ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার ভাগ দিয়াছেন।

তৎপরে তাহার বাঁটে ও মুখে জল দিয়া সেই গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়।

অগ্নিহোত্রী গাভী বৎস-সংযোগের পর দোহনকালে হাম্বারব করিলে, সে ক্ষুধা জানাইবার জন্যই ঐরূপ রব করিয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ স্থলেও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। ইহার শান্তির জন্য 'সূযবসাদ্ভগবতী হি ভূয়াঃ' (ভগবতী তুমি সুন্দর তৃণভোজিনী হও) এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গাভীকে অন্ন (তৃণাদি) ভোজন করাইতে হয়।

অগ্নিহোত্রী গাভী বৎস-সংযোগের পর দোহনকালে বিচলিত হইয়া যদি ক্ষীর ফেলিয়া

দেয়, তাহা হইলে ভূমিতলে ফেলিয়া দেওয়া ক্ষীর হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করা নিয়ম—

"যদদ্য দুগ্ধং পৃথিবীমসৃপ্ত যদোষধীরত্যসৃপদ্ যদাপঃ। পয়ো গৃহেষু পয়ো অঘ্ন্যায়াং পয়ো বৎসেষু পয়ো অস্তু তন্ময়ি॥" যে দুগ্ধ ভূমিতে পড়িয়াছে উহা ওষধির (ঘাসের) উপর পড়িয়াছে, যাহা জলে পড়িয়াছে, সেই দুগ্ধ আমাদের গৃহে, আমাদের গাভীতে, আমাদের বৎসে ও আমাদের শরীরে (উদরে) স্থানলাভ করুক।

যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিবে, উহা যদি হোমের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, তবে উহার দ্বারাই হোম করিতে হইবে। কিন্তু যদি সমস্ত দুগ্ধই ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অন্য গাভী আনিয়া দোহন করিয়া নিঃসৃত ক্ষীর হইতে হোম করা বিধেয়। যদি অন্য গাভী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দধি বা যবাগু প্রভৃতি হোমদ্রব্যে হোম করিতে হইবে। তদভাবে অন্ততঃ 'অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি' এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রদ্ধাদ্বারাও হোম করা যায়।—ঐ-ব্রা° ৫. ২৫. ২।

'শ্রদ্ধাহোমে' কোন পার্থিব পদার্থের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে দক্ষিণা দিতে হয় না; এইজন্য ইহাকে 'ভাবনাহোম'ও বলে। —ঐ-ব্রা° ৫. ২৫. ৩।

ভাবনাহোমে যজমানের পক্ষে আদিত্য যূপস্বরূপ, পৃথিবী বেদিস্বরূপ, ওষধিসকল বর্হিঃস্বরূপ, বনস্পতিসকল ইধ্মস্বরূপ, জল প্রোক্ষণীস্বরূপ ও দিক্‌সমূহ পরিধিস্বরূপ। যে ইহা জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, তৎসম্পর্কীয় যাহা কিছু বিনষ্ট হয়, যে কেহ মরিয়া যায়, যাহা কিছু হারাইয়া যায়, সে সমস্তই যজ্ঞে প্রদত্ত বস্তুর মত স্বর্গলোকে তাহার নিকট ফিরিয়া আসে।

অগ্নিহোত্র-প্রশংসা—এই অগ্নিহোত্রে সংবৎসরের মধ্যে সায়ংকালীন আহুতিসংখ্যা ৭২০; সংবৎসরমধ্যে প্রাতঃকালীন আহুতিসংখ্যাও ৭২০।

সায়ংকালে আহুতির সময় (ঋত্বিগ্‌রূপে কল্পিত) দেবগণের হস্তে মনুষ্যগণকে, এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই দক্ষিণাস্বরূপ অর্পণ করা হয়। দেবগণে দক্ষিণাস্বরূপে সমর্পিত হইলে মনুষ্যগণ (রাত্রিকালে) গৃহবুদ্ধিশূন্য হইয়া শয্যায় লীন হইয়া পড়ে। প্রাতঃকালে আহুতির সময় মনুষ্যগণের হস্তে দেবগণকে, এমন কি জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই দক্ষিণাস্বরূপ দেওয়া হয়। তখন দেবগণ (মনুষ্যগণের) অধীন হইয়া 'আমি এই কার্য করিব, আমি ঐ স্থানে যাইব,' এইরূপ বলিতে বলিতে (মনুষ্যের) অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য করিবার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ প্রাতর্হোমে মনুষ্যগণই ঋত্বিক্, দেবগণ ও জাগতিক পদার্থ তাঁহাদের নিকট প্রদত্ত দক্ষিণা। দিনের বেলায় দেবতারা মনুষ্যের অধীন হইয়া তাঁহাদের হিতসাধনার্থ নিযুক্ত থাকেন। —ঐ-ব্রা° ৫. ২৫. ৩।

হোমকাল—পূর্বে অগ্নিহোত্র দুই দিনে আহুত হইত, পরে এক দিনে হইবার ব্যবস্থা হয়।* সূর্য অস্তগত হইলে সায়ংহোম করিলে ও অনুদিত থাকিতে প্রাতঃকালে হোম করিলে এক দিনে অগ্নিহোত্রের হোম হয়; আর অস্তগমনের পর সায়ংকালে ও উদয়ের পর প্রাতঃকালে হোম করিলে দুই দিনে হোম হয়। যে অনুদয়ে হোম করে, সে চব্বিশ বৎসরে গায়ত্রী লোক প্রাপ্ত হয়; আর যে উদয়ে হোম করে, সে বার বৎসরে উহা লাভ করে। সে ব্যক্তি দুই বৎসর অনুদয়ে হোম করিলে এক বৎসরে কৃত উদয়ে হোমের ফল হয়। যে ইহা জানিয়া উদয়ে হোম করে, সে সংবৎসরেই সংবৎসরের ফল পায়। যে অস্তগমনের পর সায়ংহোম করে ও উদয়ের পর প্রাতর্হোম করে, সে দিন ও রাত্রি উভয়ের তেজেই হোম করিয়া থাকে; কারণ রাত্রি অগ্নির তেজেই তেজস্বতী এবং দিন আদিত্যের তেজেই তেজস্বী। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পর হোম করে, তাহার দিন ও রাত্রি উভয়ের তেজেই হোম করা হয়।—ঐ-ব্রা° ৫. ২৫. ৪।

আদিত্য অতিথির ন্যায় হোমকর্তার গৃহে বাস করেন। যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে সমর্থ হইয়াও অগ্নিহোত্র হোম না করে, সে সেই (অতিথিরূপী) দেবতাকে বাহির করিয়া দেয়। সুতরাং ঐ দেবতা তাহাকে এই লোক ও ঐ (স্বর্গ) লোক, উভয় লোক হইতেই বাহির করিয়া দেন।—ঐ-ব্রা° ৫. ২৫. ৫।

হোমমন্ত্র—সায়ংকালে 'ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ' এই মন্ত্রে এবং প্রাতঃকালে 'ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ সূর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্যঃ' এই মন্ত্রে হোম করিতে হয়। —ঐ-ব্রা° ৫. ২৫. ৬।

অপত্নীকের অগ্নিহোত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ; সে যদি অগ্নিহোত্র আহরণ না করে তাহা হইলে অনদ্ধা* (অসত্যনামা) হইবে।—ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ৮। বিবাহের পর অগ্নিহোত্রকারীর পত্নীবিয়োগ হইলে সেই অগ্নিহোত্র নষ্ট হয়, তিনি নিম্নোক্তরূপ বাচিক অগ্নিহোত্র হোম করিবেন। তিনি পুত্র, পৌত্র ও নপ্তাদিগকে এই কথা বলিবেন, যে ইহলোকে ও ঐ (পর) লোকে (শ্রেয়ঃ আবশ্যক); ইহলোকে যে স্বর্গ (শুনা যায়) অস্বর্গ অনুষ্ঠান (কাম্য কর্ম) দ্বারা সেই স্বর্গলোকে আরোহণ করিবে। এইরূপে সেই ব্যক্তি ঐ (স্বর্গ) লোকের অবিচ্ছেদ সম্পাদন করেন। যে ব্যক্তি (পুনরায় বিবাহ দ্বারা) পত্নী ইচ্ছা করেন না, তাঁহার উক্ত বাক্যে প্রেরিত (পুত্রাদি) অগ্নিহোত্র আধান করেন।

মানসিক অগ্নিহোত্র-অনুষ্ঠানে (অপত্নীক ব্যক্তির) শ্রদ্ধাই পত্নী ও সত্যই যজমান; শ্রদ্ধা ও সত্য (একযোগে) উত্তম মিথুনস্বরূপ। —ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ৯।

অগ্নিহোত্রী প্রবাসকালে অথবা প্রবাস হইতে ফিরিয়া অথবা স্বগৃহে তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নির উপস্থান করিবে। অগ্নির ভয় নিবারণের জন্য 'অভয়ং বো অভয়ং মেঽস্তু' (তোমার অভয় হউক, আমার অভয় হউক)-এইমন্ত্রে উপস্থান করিবে। —ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ১১।

---

* সায়ণ-মতে ইহা অনুচিত।

* যিনি দেবগণ, পিতৃগণ বা মনুষ্যগণের পূজা করেন না, তিনি অনদ্ধা নামে অভিহিত হন।

অগ্নিহোত্রে বৈকল্যের বিবিধ প্রায়শ্চিত্তবিধি—আহিতাগ্নি হইয়া উপবসথের দিনে যজমান মরিয়া গেলে তাহার যাগ হইবে না। অগ্নিহোত্রের ক্ষীর বা সান্নায্য[১] অথবা অন্য কোন হোমদ্রব্য অগ্নিতে পাকের পর আহিতাগ্নি যজমানের মৃত্যু হইলে তাহার পার্শ্বে ঐ সকল দ্রব্য একসঙ্গেই দগ্ধ করিতে হয়। হোমদ্রব্য বেদিতে স্থাপিত হইলে যদি আহিতাগ্নির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে যে যে দেবতার উদ্দেশে ঐ হোমদ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, 'তাভ্যঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে সেই সেই দ্রব্যদ্বারা আহবনীয়ে নিঃশেষে হোম করিতে হয়।

আহিতাগ্নি ভার্যার নিকটে অগ্নিহোত্র রাখিয়া যদি প্রবাসে মারা যান, তাহা হইলে গাভীর নিকটে অন্য একটী বৎস আনিয়া সেই গাভীর দুগ্ধে হোম করিতে হয়; অথবা যে কোন গাভীর দুগ্ধেও হোম করা যায়। অন্য মতে মৃতব্যক্তির শরীর (অস্থ্যাদি অবয়ব) আহরণ করিয়া আনয়ন করা পর্যন্ত (আহবনীয়াদি) সকল অগ্নিই বিনা হোমে সর্বদা জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। যদি তাহার শরীর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ৩৬০ সংখ্যক পলাশবৃক্ষের ছিন্ন-বৃন্ত আহরণ করিয়া উহাতে পুরুষমূর্তি গঠন করিয়া অগ্নিত্রয় স্পর্শ করিয়া অগ্নি লাগাইয়া দিতে হয়। ইহার মধ্যে দেড় শত বৃন্তে কায়, দুই পঞ্চাশ ও দুই বিশে সক্থিদ্বয় এবং দুই পঁচিশে উরুদ্বয় গঠন করিয়া অবশিষ্ট ২০খানি মস্তকের উপরে স্থাপন করা নিয়ম।—ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ১।

যদি সায়ংকালে দুগ্ধ সান্নায্য কোনরূপে দোষযুক্ত বা অপহৃত হয়, তাহা হইলে প্রাতঃকালের দুগ্ধকে দুই ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে সংস্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা যাগ করিতে হইবে। যদি প্রাতঃকালের দুগ্ধ দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট বা মহেন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ তাহার স্থানে নির্বপণ করিয়া যাগ করিতে হয়। সকল সান্নায্যই দোষযুক্ত হইলে ইন্দ্রের বা মহেন্দ্রের উদ্দেশে পূর্বের মত পুরোডাশ হইবে। সমুদয় হোমদ্রব্য দোষযুক্ত বা অপহৃত হইলে আজ্যদ্বারা হবিঃ প্রস্তুত করিয়া দেবতানুসারে আজ্যহবির্দ্বারা ইষ্টিযাগ করা বিহিত; তৎপরে আর একটী ইষ্টি যথাবিধি বিস্তার করিতে হয়।—ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ৩।

অগ্নিহোত্রের দুগ্ধপাকের সময় অশুদ্ধ হইলে, ঐ সমুদয় দুগ্ধ স্রুকে সেচন করিয়া পূর্বমুখে উত্থিত হইয়া আহবনীয়ে সমিধ্ স্থাপন করিতে হইবে এবং পরে আহবনীয়ের উত্তর ভাগ হইতে উক্ত ভস্ম বাহির করিয়া অগ্নিহোত্রের মন্ত্রদ্বারা মনে মনে, অথবা প্রাজাপত্য মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ঐ ভস্মে হোম করিতে হইবে। অগ্নিহোত্রের দুগ্ধ পাকের সময় বাহিরে পড়িয়া বা উথলিয়া গেলে শান্তির জন্য জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণ হস্তে উহা স্পর্শ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়।

অগ্নিহোত্র দ্রব্য পাকের পর পূর্বমুখে লইয়া যাইবার সময় যদি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে অধ্বর্যু যদি পশ্চিমমুখে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে যজমানকেও স্বর্গলোক হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে; সুতরাং তিনি সেই স্থানে বসিয়া থাকিবেন ও অন্য ব্যক্তি অগ্নিহোত্রের অবশিষ্ট অংশ আনিয়া দিলে তিনি তাহা স্রুকে উন্নয়নপূর্বক হোম করিবেন। স্রুক্ যদি ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে কিন্তু অন্য স্রুক্ আনিয়া হোম করিতে হইবে এবং সেই ভাঙা স্রুকের দণ্ডভাগ পূর্বে রাখিয়া ও উহার পুষ্করভাগ পশ্চিমে রাখিয়া স্রুক্‌টীকে আহবনীয়ে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

আহবনীয়ের অগ্নি বর্তমান থাকিলে ও গার্হপত্যের অগ্নি নিবিয়া গেলে, আহবনীয়ের সমুদয় অগ্নি ভস্মসমেত তুলিয়া লইয়া গার্হপত্য স্থানে রাখিয়া সেখান হইতে পূর্বমুখে আহবনীয়ে অগ্নি আনয়ন করিতে হইবে।—ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ৪।

আহবনীয়ে অগ্নি থাকিতে থাকিতেই গার্হপত্যের অগ্নি আহবনীয়ের জন্য আহরণ করা বিধি নয়। এইরূপ করিলে পূর্ববর্তী অগ্নিকে বাহির করিয়া দিয়া অপর অগ্নি স্থাপন করা নিয়ম। আর আহবনীয়ে অগ্নি দেখিতে না হইলে অগ্নিবান্ দেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করা বিধি। এই কর্মে 'অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে' (ঋ° ১. ১২. ৬) এই মন্ত্র অনুবাক্যা ও 'ত্বং হ্যগ্নে অগ্নিনা' (ঋ° ৮. ৪৩. ১৪) যাজ্যা হইবে; কিংবা পুরোডাশনির্বপণের পরিবর্তে 'অগ্নয়ে অগ্নিবতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৬. ১) বলিয়া আহবনীয়ে কেবল আজ্যের আহুতি দিতে হয়।

গার্হপত্য ও আহবনীয় উভয় অগ্নির পরস্পর সংযোগ ঘটিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইরূপ স্থলে অগ্নিবীতির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করা নিয়ম। এই কর্মে অনুবাক্যা 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' (ঋ° ৬. ১৬. ১০) ও যাজ্যা 'যো অগ্নিং দেববীতয়ে' (ঋ° ১. ১২. ৯) অথবা 'অগ্নয়ে বীতয়ে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৬. ২) বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিতে হয়।

যদি ত্রিবিধ অগ্নিরই সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে অগ্নি বিবিচির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হয়। ঐ কর্মে অনুবাক্যা 'স্বর্ণবস্তোরুষসামরোচি' (ঋ° ৭. ১০. ২) ও যাজ্যা 'ত্বামগ্নে মানুষীরীড়তে বিশঃ' (ঋ° ৫. ৮. ৩) বা 'অগ্নয়ে বিবিচয়ে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৬. ৩) বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিতে হয়। অগ্নিসমূহ অন্য অগ্নির সহিত সংসৃষ্ট হইলে অগ্নি ক্ষামবানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হইবে। ঐ কর্মে অনুবাক্যা 'অক্রন্দদগ্নিস্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ' (ঋ° ১০. ৪৫. ৪) ও যাজ্যা 'অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাসঃ' (ঋ° ৪. ২. ১৬) অথবা 'অগ্নয়ে ক্ষামবতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৬. ৪) বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিতে হয়।

অগ্নিসমূহ গ্রাম্য অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে অগ্নি সংবর্গের, দিব্য অগ্নিদ্বারা সংসৃষ্ট হইলে অগ্নি অপ্সুমানের, শবাগ্নি সংসৃষ্ট হইলে অগ্নি শুচির, আরণ্য অগ্নি সংসৃষ্ট হইলে অগ্নি সংবর্গের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হয়। অগ্নিসংবর্গের প্রায়শ্চিত্তে অনুবাক্যা 'কুবিৎসু নো গবিষ্টয়ে' (ঋ° ৮. ৭৫. ১১), যাজ্যা 'মা নো অস্মিন্ মহাধনে' (ঋ° ৮. ৭৫. ১২) অথবা 'অগ্নয়ে সংবর্গায় স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৭. ১) মন্ত্র বলিতে হয়। অগ্নি অপ্সুমানের

১. দর্শ পূর্ণমাসে সান্নায্য নামক ক্ষীর হোম হয়।

অনুবাক্যা 'অপ্সগ্নে সধিষ্টব' (ঋ° ৮. ৪৩. ৯) ও যাজ্যা 'মযো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষঃ' (ঋ° ৩. ১. ৩) অথবা 'অগ্নয়ে অপ্সুমতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৭. ২) মন্ত্র বলিতে হয়। অগ্নিশুচিতে অনুবাক্যা 'অগ্নিঃ শুচিব্রততমঃ' (ঋ° ৮. ৪৪. ২১) ও যাজ্যা 'উদগ্নে শুচয়স্তব' (ঋ° ৮. ৪৪. ১৭) অথবা 'অগ্নয়ে শুচয়ে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৭. ৩) মন্ত্র বলিতে হয়। শেষোক্ত স্থলে অর্থাৎ যাহার অগ্নিসমূহ আরণ্য অগ্নিতে দগ্ধ হয় সে স্থলে প্রায়শ্চিত্ত যগুপি অগ্নিদাহের পূর্বে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অরণিদ্বয়ের সহিত অগ্নিসমারোপণ কিংবা আহবনীয় বা গার্হপত্য হইতে উল্মুক (অগ্নিখণ্ড) বাহির করিতে হয়। এইরূপ কার্য করিতে না পারিলে অগ্নিসংবর্গের উদ্দেশে পূর্বোক্ত অনুবাক্যা ও যাজ্যা বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়, অথবা 'অগ্নয়ে সংবর্গায় স্বাহা' বলিয়া আহবনীয়ে আহুতি দিতে হয়।

আহিতাগ্নি যজমান উপবসথ দিনে অশ্রুপাত করিলে অগ্নিব্রতভৃতের, ব্রতবিরুদ্ধ আচরণ করিলে অগ্নিব্রতপতির এবং অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় ইষ্টিযাগ করিতে না পারিলে অগ্নিপথিকৃতের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হয়। অগ্নিব্রতভৃতে অনুবাক্যা 'ত্বমগ্নে ব্রতভৃচ্ছুচিঃ' (আশ্ব-শ্রৌ° সূ° ৩. ১২. ১৪) ও যাজ্যা 'ব্রতানি বিভ্রদ্ ব্রতপ অদব্ধঃ' (আশ্ব-শ্রৌ° সূ° ৩. ১২. ১৪), অগ্নিব্রতপতি দোষে অনুবাক্যা 'ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি' (ঋ° ৮. ১১. ১) ও যাজ্যা 'যদ্বো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি' (ঋ°১০. ২. ৪) অথবা 'অগ্নয়ে ব্রতপতয়ে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৮. ২) বলিতে হয়। অগ্নিপথিকৃতের উদ্দেশে অনুবাক্যা 'বেথা হি বেধো অধ্বনঃ' (ঋ° ৬. ১৬. ৩) ও যাজ্যা 'আ দেবানামপি পন্থামগন্ম' (ঋ° ১০. ২. ৩) অথবা 'অগ্নয়ে পথিকৃতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৮. ৩) মন্ত্র বলিতে হয়।

যদি সকল অগ্নিই নিবিয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নি তপস্বান্, অগ্নি জনদ্বান্, ও অগ্নি পাবকবানের উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ নির্বপণ করা বিধেয়। এই কার্যে অনুবাক্যা 'আয়াহি তপসা জনেষু' (আশ্ব-শ্রৌ° সূ° ৩. ১২. ২৭) এবং যাজ্যা 'আনো যাহি তপসা জনেষু' (ঐ) অথবা 'অগ্নয়ে তপস্বতে জনদ্বতে পাবকবতে স্বাহা' (ঐ-ব্রা° ৭. ৮. ৪) মন্ত্র বলিতে হয় (ঐ-ব্রা° ৭. ৩২. ৫-৭)।

কূর্মপু° উপরিভাগে ২৭ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অবশ্য আচরণীয় অগ্নিহোত্রাদি নিয়ম উক্ত হইয়াছে। ব্যাস বলিলেন,সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিধান-অনুসারে অগ্নিহোত্র হোম করিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষান্তে (অমাবস্যায়) দর্শ নামক যাগ ও শুক্লপক্ষশেষে পৌর্ণমাস নামক যাগ করিবে। নূতন শস্য উঠিলে ব্রাহ্মণদিগকে উহা দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়; ঋতুর অন্তে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করা বিধি, অয়নের অন্তে পশুযজ্ঞ এবং বৎসরের অন্তে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিতে হয়। যে সকল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নবান্ন (নবশস্যেষ্টি) এবং পশুযাগ না করিয়া অন্ন বা মাংস ভক্ষণ করেন না। যাঁহারা নবান্ন ও পশুহব্যদ্বারা যজ্ঞ না করিয়া নবান্ন বা মাংস ভক্ষণ করেন তাঁহারা স্বীয় প্রাণকেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন। প্রতি পর্বে সাবিত্রী হোম ও শান্তি হোম করিতে হয়। আর অষ্টকা ও অন্বষ্টকায় সকলেরই পিতৃদিগের নিত্য শ্রাদ্ধ করা বিধি। গৃহস্থাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এইগুলি নিত্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম; অপর কর্মগুলি অধর্ম বলিয়া আখ্যাত। নাস্তিক্য আলস্যবশতঃ যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান বা যজ্ঞ না করে, সে বহুতর নরক ভোগ করে এবং তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কুম্ভীপাক, বৈতরণী, অসিপত্রবন এবং অন্যান্য ঘোরতর নরকসমূহ ভোগ করিয়া অন্ত্যজকুলে শূদ্রযোনিতে জন্ম লাভ করে। সেই জন্য বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যত্নের সহিত অগ্ন্যাধান করিয়া বিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমেশ্বরকে পূজা করা উচিত (১. ১০)।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ।
আধায়াগ্নিং বিশুদ্ধাত্মা যজেত পরমেশ্বরম্ ॥১০

ব্রাহ্মণদিগের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নাই, সেকারণ তাঁহাদের সর্বদা অগ্নিহোত্র দ্বারাই ঈশ্বরের আরাধনা করা নিয়ম :—

অগ্নিহোত্রাৎ পরো ধর্মো দ্বিজানাং নেহ বিদ্যতে।
তস্মাদারাধয়েন্নিত্যমগ্নিহোত্রেণ শাশ্বতম্ ॥ ১১।

সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সোমযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। সোমলোকস্থিত মহেশ্বরকে সোমযাগ দ্বারা আরাধনা করিতে হয়। মহাদেবের আরাধনায় সোমযজ্ঞ অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ নাই, অথবা তাহার সমানও কোন যজ্ঞ নাই; একারণ সেই শ্রেষ্ঠ সোমযজ্ঞ দ্বারাই তাঁহার আরাধনা করিতে হয় :—

এষ বৈ সর্বযজ্ঞানাং সোমঃ প্রথম ইষ্যতে।
সোমেনারাধয়েদ্দেবং সোমলোকমহেশ্বরম্ ॥ ১৪
ন সোমযাগাদধিকো মহেশারাধনে ক্রতুঃ।
সমো বা বিদ্যতে তস্মাৎ সোমেনাভ্যর্চয়েৎ পরম্ ॥ ১৫

অগ্নিহোত্র দ্বিবিধ—কাম্য এবং নিত্য। কাম্য মাসসাধ্য ও নিত্য যাবজ্জীবনসাধ্য। বিবাহের পর বিহিত মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিস্থাপনপূর্বক এই হোম করিতে হয়। যাবজ্জীবনসাধ্য হোমের রক্ষিত অগ্নির দ্বারা অন্তিমে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের দাহকার্য হইয়া থাকে। যাবজ্জীবন এই যাগ করিতে হইলে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোম করিতে হয়। এই যজ্ঞে বিবাহের পর ব্রাহ্মণেরা বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়েরা গ্রীষ্মকালে এবং বৈশ্যেরা শরৎকালে অগ্নিস্থাপন করিয়া থাকেন। হোমের উপকরণ দুগ্ধ (ক্ষীর) দধি, যবাগূ, ঘৃত, অন্ন, তণ্ডুল প্রভৃতি। প্রথম দিন যে উপকরণ লইয়া যজ্ঞের সংকল্প করা হয়, জীবনাবধি সেই দ্রব্য দ্বারাই হোম করা বিধেয়। যে দিনে অগ্নি স্থাপন করা হয়, সেই দিনেই সায়াহ্নকালে প্রথম হোম করিতে হয়। শত হোম সম্পূর্ণ হইলে প্রাতে সূর্যদেবতার ও সন্ধ্যায় অগ্নিদেবতার হোম করা বিধেয়।

অগ্নিহোত্রকারীরা পরলোকে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ভোজন করেন, দর্শ পূর্ণমাস যাজীরা পক্ষান্তে,-চাতুর্মাস্যযাজীরা চারি মাস

অন্তরে, ৫ পশুবন্ধযাজীরা ছয় মাস অন্তর, সোমযাজীরা বৎসরান্তে এবং অগ্নিচিৎরা শতবর্ষান্তর আপন ইচ্ছামত ভোজন করেন বা আদৌ আহার করেন না, অর্থাৎ তাঁহারা প্রথমে যে আহার করেন তদ্দ্বারাই এক শত বৎসর আহারের কার্য চলিয়া থাকে ; তৎপরে তাঁহারা আহার করিতেও পারেন, নাও পারেন, কারণ তখন তাঁহারা অমরত্ব লাভের আশায় একরূপ নিশ্চিন্ত থাকেন এবং দেবতাদের স্বভাব প্রাপ্ত হন (শ-ব্রা° ১০. ১. ৫. ৪)

বৈশ্বানরবিদ্যার দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানে পুরুষ সর্বাত্মক হইয়া থাকেন। এই জন্য ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫. ২৪. ৫) আম্নাত হইয়াছে— 'যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্যুপাসতে। এবং সর্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে॥"

অগ্নিহোত্রের ফল কি তাহা নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারা যায়। একদা বিদেহরাজ জনক শ্বেতকেতু আরুণেয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অগ্নিহোত্র যাগ করিলে কি ফললাভ হয়? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, অগ্নিহোত্রী চিরজীবন সম্পৎশালী ও জয়যুক্ত হন এবং আদিত্য ও অগ্নির সাহচর্য লাভ করিয়া উঁহাদের লোকে বাস করিতে থাকেন (শ-ব্রা° ১১. ৬. ২. ২)।

এই প্রশ্নের উত্তরে সোমশুষ্ম সাত্যযজ্ঞি বলিয়াছিলেন—অগ্নিহোত্রী কমনীয়, জয়শ্রী-যুক্ত ও সম্পৎশালী হইয়া থাকেন এবং আদিত্য ও অগ্নির সাহচর্য লাভ করিয়া উঁহাদের লোকে বাস করিবার অধিকারী হন (শ-ব্রা° ১১. ৬. ২. ৩)।

যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, যখন আমি গার্হপত্য হইতে অগ্নি আহবনীয়ে স্থাপন করি তখন অগ্নিহোত্রকেই উদ্ধার করি ; কারণ যখন আদিত্য (সূর্য) অস্ত যান তখন দেবতারা তাঁহার অনুসরণ করেন এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে আমি অগ্নি তুলিলাম, তখন তাঁহারা পশ্চাদ্দিকে গমন করিতে থাকেন। তাহার পর যজ্ঞীয় পাত্রগুলি পরিষ্কৃত হইয়া বেদীর উপর রক্ষিত হইলে এবং অগ্নিহোত্রী গাভীর দোহন-কার্য সম্পন্ন হইলে, যখন তাহারা আমাকে দেখিতে পান ও আমিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, তখন আমি তাহাদের আনন্দ বর্ধন করি (শ-ব্রা° ১১. ৬. ২. ৪)।

[ঐ-ব্রা° (আনন্দাশ্রম, Bib. Ind) : রমেশচন্দ্রের ত্রিবেদী : ঐ-ব্রা° ; M. Haug : ঐ-ব্রা° ; শ-ব্রা° ; প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি]

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অগ্নিহোত্র₃—১ সবিতার অষ্ট পুত্রের অন্যতম। মাতা—পৃশ্নি।—ভা° ৬. ১৮. ১। ২ বাজসখাতির শাখা-বি°।

অগ্নিহোত্র₄—অগ্নিহোত্র-সম্বন্ধীয় আপ° গ্রন্থ।—Oppert. ii, 5306 ; yv. Mack 7. ~দ্রব্যেষ্ধিশ্রিতে ক্ষরণাদিপ্রায়শ্চিত্ত—যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থ-বি°।—Bhk. 11. ~পঞ্চক— শ্রৌতগ্রন্থ-বি°।— Rice 40. ~ প্রয়োগ— গ্রন্থ-বি°।— Haug. 34. আশ্ব°।—Burnell 23b ; Bhk. 11. অনন্তদেবকৃত।—L. 1390. ~প্রায়শ্চিত্ত—গ্রন্থ-বি°।—Burnell 27b ; Oppert. 6492 ; Cat. Cat. 11. 5653, 8797. আপ° দীপিকা, সোমপ-(?) কৃত।—Gu. 3. ~প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি—শ্রৌতগ্রন্থ-বি°।—Peters. 2. 181. ~প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ — আশ্ব° কৃষ্ণাত্মজ গ্রামককৃত।—B. 1. 214 ; Cat. Cat. 10. 1541c. ~প্রায়শ্চিত্তসংক্ষেপ—অগ্নিহোত্রাহুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা-গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তার নাম অজ্ঞাত।—S. Mss. 676 ; Burnell 27b. ~ভট্ট—১ গ্রন্থকার-বি°। রচিত গ্রন্থ—'শ্রৌতক্রিয়ানুষ্ঠান'।—Oppert. ii. 2899, 9539. ২ জয়দেবকৃত 'তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক' গ্রন্থের ভাষ্যকার।—Burnell 117b. ~মন্ত্র—ভাষ্য গ্রন্থ-বি°।—Oppert. ii. 2006, 5151 ; Cat. Cat. 11, 5152. ~রক্ষামণি—সটীক শ্রৌতধর্মগ্রন্থ। —T. C. M. 49a. ~ বিধি—বোধা° গ্রন্থ-বি°।—Rice 44. ~সূত্র—গ্রন্থবি°।—K. 4. ~সূরি—'অদ্বৈতকোষে'র টীকাকার। ইঁহার টীকা 'তত্ত্ববিবেচনী অদ্বৈতরত্নকোষটীকা' নামে প্রসিদ্ধ।—Poona 57 ; Taylor 1. 199. ~হোম—গ্রন্থ-বি°। অনন্তদেবকৃত।—B. 1. 214 ; Ben. 12. আপ° (রুদ্রদেবকৃত)—L. 837. আশ্ব°—Poona ii. 29. মানব°—B. 1. 188. ~হোমপদ্ধতি—গ্রন্থ-বি°। —Bik. 106. ~হোমবিধি— অথর্ববেদের পঞ্চচত্বারিংশৎ পরিশিষ্ট।—W. 92.

অগ্নিহোত্রহবনী—১ যজু মন্ত্র-বি°। এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিহোত্রের হব্য গ্রহণ করিতে হয়। ২ অগ্নিহোত্রযজ্ঞে হোমদ্রব্য লইবার স্রুক্ বা হাতা laddle for a fire-sacrifice.—ঐ-ব্রা° ৭. ৪।

অগ্নিহোত্রহুৎ—অগ্নিহোত্রকে যাহা দেওয়া হয়॥ মনি°॥

অগ্নিহোত্রহোম — সাগ্নিক ব্রাহ্মণের করণীয় হোম [অগ্নিহোত্র, দ্র°]।

অগ্নিহোত্রাভ্যেষ্টি—গ্রন্থবি°।—B 1. 214.

অগ্নিহোত্রাহুতি—অগ্নিহোত্রের আহুতি।

অগ্নিহোত্রী,—[অগ্নিহোত্র + ইন্ (ইনি)—অস্ত্যর্থে] বিণ, যাহার অগ্নিহোত্র আছে, অগ্নিহোত্র যাগকারী ব্রাহ্মণ, সাগ্নিক হোমকারী।—কল্পদ্রু° ৭১. ১৬ ; অভি° মর্ত্য° ৮৮ ; হেমনাথ° শিলো° ১৭৪।

যজ্ঞাগ্নি-রক্ষাকারী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়বি°। পবিত্র অগ্নি রক্ষা করাই ইঁহাদের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানকালে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বর্তমান সময়ে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অত্যধিক ব্যয় ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না হওয়াতেই এই সম্প্রদায় ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণদিগের বেদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ নাই। অগ্নিহোত্রীদিগের সমধিক সংখ্যা পঞ্চদ্রাবিড় ও দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ প্রত্যেক বার আহারের এক অংশ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া সাধারণ

ব্রাহ্মণের পঞ্চকর্তব্যের অন্যতম ; কিন্তু নিয়মিত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া অগ্নিহোত্রীর বিশেষ ও প্রধান কর্তব্য।

সংস্কার—অগ্নিহোত্রীদিগের মধ্যে সংস্কার এরূপ প্রবল যে সেরূপ অন্য কোন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। আবশ্যক শুচিতা রক্ষার জন্য ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিধিবদ্ধ রীতি আছে। অধিক কাল গৃহ হইতে দূরস্থানে থাকা বা দূরদেশে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ ; কোন অগ্নিহোত্রী তাহার নিজের বা পরিবারের প্রস্তুত কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না ; পার্থিব বা সাংসারিক ব্যাপারে অধিক মনঃসংযোগ করা নিয়মবিরুদ্ধ ; অগ্নিহোত্রীকে সত্য কথা বলিতে হইবে এবং প্রত্যহ স্নান করিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় দেবতাদের পূজা করিতে হইবে ; প্রতি মাসের পঞ্চদশ দিবসে আহার করিবার পূর্বে তাহাকে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হইবে ; রাত্রে ভোজন করা ও খারি লবণ, মধু, মাংস, নিকৃষ্ট শস্যাদি আহার করা নিষিদ্ধ ; অগ্নিহোত্রী বিছানায় শয়ন করিতে পারিবে না—তাহাকে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া রাত্রির অধিকাংশ সময় জাগরিত থাকিয়া শাস্ত্রাদি অনুশীলন করিতে হইবে। নিজ পত্নী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি তাহার কোন আসক্তি, সংস্রব বা অসৎ চিন্তা থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত শুচিতারক্ষারও বিধি অবশ্য পালনীয়।

বিশুদ্ধি ও অগ্নিরক্ষার ভারগ্রহণ—প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর অগ্নিহোত্রী দেখিতে পাওয়া যায় : প্রথম উত্তরাধিকারী অগ্নিহোত্রী, দ্বিতীয় উপবীত গ্রহণ করিবার সময় হইতে পবিত্র অগ্নিরক্ষার অধিকারী অগ্নিহোত্রী এবং তৃতীয় যাহারা যথাকালে অগ্নিরক্ষা করিতে আরম্ভ না করিয়া পরে করিয়া থাকে। অবশ্য উপবীত গ্রহণ করার সময় হইতেই অগ্নিরক্ষা করা বিহিত। যদি কেহ যথাসময়ে অগ্নিরক্ষার ভার গ্রহণ না করিয়া পরে করে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অগ্নিরক্ষা করার বিধান আছে। যদি অগ্নিরক্ষায় কোন বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে আনুষ্ঠানিক বিধি অবলম্বন করা হয় তাহাকে 'প্রাজাপত্য ব্রত' বলা হইয়া থাকে। এই প্রাজাপত্য ব্রত কৃচ্ছ্র-সাধনের তিন গুণ ফল প্রদান করে। ইহা চারি দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র অতি সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। পরদিন রাত্রে একবার মাত্র আহার করিতে হয়। চতুর্থ দিবস কোন খাদ্য গ্রহণ করিবার বিধি নাই। ব্রতী কোনরূপ খাদ্য চাহিতে পারিবে না, মাত্র তাহার সম্মুখে যাহা প্রদান করা হইবে তাহাই তাহাকে ভক্ষণ করিতে হইবে। অনেক স্থলে এইভাবে বার দিন পর্যন্তও ব্রতানুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। ব্রতানুষ্ঠানের সময় ঐ কার্যে প্রতিহত হইলে ব্রতানুষ্ঠাতাকে দীক্ষিত হইবার পর হইতে যত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে ততগুলি গাভী ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। ইহাও করিতে না পারিলে দীক্ষিত হইবার পর যত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, উহাদের প্রতি বৎসরের জন্য তাহাকে দশ সহস্র বার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। ইহাও না পারিলে সর্বশেষ তাহাকে প্রতি বৎসরের জন্য অগ্নিকুণ্ডে সহস্র সহস্র তিলের আহুতি প্রদান করিতে হইবে।

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণ তাহাদের আবাস-স্থলে একটী স্বতন্ত্র গৃহে বাস করে। সেই গৃহে প্রধানতঃ তিনটী অগ্নিকুণ্ড স্থাপিত থাকে ; একটী কুণ্ডে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, অপরটী হইতে কোন অগ্নিহোত্রীর বা তাহার পরিবারের কাহারও মৃত্যু হইলে দাহকার্যের জন্য অগ্নি গ্রহণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত গৃহস্থের প্রয়োজনানুযায়ী অগ্নি গ্রহণ করিবার জন্য আর একটী অগ্নিকুণ্ড থাকিতে দেখা যায়। যজ্ঞকুণ্ডের নাম 'হবনীয় কুণ্ড', মৃতের দাহকার্যের জন্য নির্দিষ্ট কুণ্ডের নাম 'দক্ষকুণ্ড' এবং তৃতীয়টীর নাম 'গ্রাহ্য কুণ্ড'। এই কুণ্ড এক হস্ত সম-পরিমিত। তিনটী কুণ্ডেরই আয়তন সমান। কুণ্ডের চতুর্দিকে একটী বেদী থাকে, উহা উচ্চতায় ও প্রস্থে বার অঙ্গুলি। উহা মাটী দিয়া তৈয়ারী হইতে পারে বা পাকা গাঁথনিরও হইতে পারে। বেদীর এক-তৃতীয়াংশ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত, উহাকে 'তমঃ' (= অন্ধকার বা কাম) বলা হয় ; এক-তৃতীয়াংশের নাম 'রজঃ' (= অপবিত্রতা), উহা লালবর্ণে রঞ্জিত ; অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত, উহা 'সৎ' (=-ধর্ম) নামে কথিত হইয়া থাকে। অনেক সময় পিপ্পল-পত্রের আকারে কুণ্ড নির্মাণ করিতে দেখা যায়—উহার মুখ যোনির আকারে নির্মিত হয়। প্রতি দিন প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রীকে কুণ্ডে প্রধানতঃ গব্যঘৃতে আহুতি দিতে হয়। গব্য-ঘৃতের অভাব হইলে মহিষী বা ছাগীর ঘৃত অথবা তিলতৈল, দধি বা দুগ্ধ দিয়া আহুতি দিতে হয়। এগুলিরও অভাব হইলে সর্বশেষে 'দন্দি' অর্থাৎ ধূপ দিয়া আহুতি দিবার বিধি আছে। অনেক স্থানে পায়স (ক্ষীর) দিয়াও আহুতি দেওয়া হয়—কোন কোন স্থানে গন্ধ-দ্রব্য দিয়াও করা হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রীর যজ্ঞবিধি—প্রথমে অগ্নি-কুণ্ডটীকে কুশ দিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং বহিষ্কৃত ভস্মাদি বাটীর উত্তর-পূর্বে কোন পরিষ্কার স্থানে ফেলিয়া দিতে হয়। অতঃপর কুণ্ডে গোময় লেপন করা হইয়া থাকে। এরূপ করা হইলে কুণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে একটী কুশবৃন্তদ্বারা তিনটী রেখা টানা হয় এবং ঐ রেখাত্রয় হইতে তিন টিপ ধূলি সংগ্রহ করিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে নিক্ষেপ করিতে হয়। তদনন্তর বেদী ও কুণ্ডে কুশদ্বারা পবিত্র বারি সেচন করা নিয়ম। এইরূপে বেদী ও কুণ্ড শুদ্ধ হইলে পবিত্র 'অরণি' দ্বারা অগ্নি-প্রজ্বালন করিয়া চন্দন বা পলাশকাষ্ঠে অগ্নি রচনা করিতে হয়। ইহার পর 'নান্দী শ্রাদ্ধ' করার বিধি। 'নান্দী শ্রাদ্ধে' কৃতপূর্ব দীক্ষা, বিবাহ প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানের স্মৃতি-উৎসবে আহুতিদান করিতে হয়। এই সময় নয়টী পিণ্ডদানের বিধি আছে—সেগুলি তিনটী করিয়া তিনবার দেওয়া নিয়ম। প্রথম তিনটীতে শেষমৃত পিতৃপুরুষ, পিতা ও

পিতামহকে, দ্বিতীয় তিনটীতে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধমাতামহ এবং শেষ তিনটাতে মাতা,মাতামহী এবং প্রমাতামহীকে উৎসর্গ দান করিতে হয়। অতঃপর যজ্ঞীয় 'প্রণীত' পাত্রে পবিত্র জল পূর্ণ করা হইয়া থাকে এবং কুড়িটী কুশফলক বেদীর চতুর্দিকে এমনভাবে সাজাইতে হয় যাহাতে সমস্ত কুশগুলিরই অগ্রভাগ পূর্ব দিকে থাকে। প্রথমে 'প্রণীত' রক্ষা করিয়া তিনটী কুশফলক সাজাইতে হয়। অতঃপর আর একটী যজ্ঞীয় পাত্রও রক্ষিত হয়, উহার নাম 'প্রোক্ষণী পাত্র'। প্রোক্ষণী পাত্রের পর 'আজ্য' বা 'আজ্যস্থালিপাত্র' রাখা হয়—উহাতে হব্যদানের জন্য ঘৃত থাকে। সর্বশেষে 'সম্মার্জন' (মার্জনী), 'স্রুব' (যজ্ঞীয় হাতা) এবং 'পূর্ণপাত্র' নামক আর একটী পাত্র রক্ষা করা হয়। পাত্রগুলিতে কুশ নিমজ্জিত করিয়া উহাদের শুদ্ধতা রক্ষা করা হইয়া থাকে। এইরূপ উদ্যোগ সমাপ্ত হইলে ঘণ্টাধ্বনিসহ প্রজাপতির (ব্রহ্মার) অর্চনা করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে হয়। কুণ্ডেও ঘৃতসিক্ত কাষ্ঠ নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রীদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রতি মাসের পঞ্চদশ দিবসে মৃত পূর্বপুরুষদের জন্য তাহাদিগকে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে মাসের শেষ দিনেও শ্রাদ্ধ করিবার নিয়ম আছে। চাতুর্মাস্যের সময় প্রতি দিন তাহাদিগকে বড় করিয়া হোমের অনুষ্ঠান করিতে হয়। শ্রাবণ ও চৈত্র মাসে উভয় পক্ষের অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করা এবং অগ্রহায়ণ মাসে বড় রকমের হোমযাগের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করান তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। যে কেহ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তাহাকে অমাবস্যা অথবা মাসের পঞ্চদশ দিবসে সূচনা করিতে হয়। 'ক্ষীর' (দুগ্ধ) আহুতি দিবার সময় বিশেষভাবে বড় একটী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হয়। এই অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট মন্ত্রের সহিত ধান কাড়িয়া চাউল লইবার জন্য উদূখল ও মুষল এবং হস্তচালিত পাখা ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

পর্বতীয় অগ্নিহোত্রী—পর্বতীয় অগ্নিহোত্রিগণ প্রথম গুজরাট হইতে আগমন করে। তাহারা সামবেদের উপাসক। বিবাহের পর হইতে তাহারা অগ্নিপূজা আরম্ভ করে। তাহাদের বিবাহের অগ্নি একটী তাম্রপাত্রে করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নীত হয়। এই অগ্নি ইন্ধন-সাহায্যে মৃত্যু-দিন পর্যন্ত রক্ষা করা হয়। মৃত্যু হইলে ঐ অগ্নির দ্বারা তাহাদের সৎকার করা হয়। এই অগ্নিহোত্রিগণ দিনে এক বার মাত্র আহার করে এবং তিন বার স্নান করে। মাংস, বেগুন প্রভৃতি তাহাদের মতে অপবিত্র খাদ্য। এগুলি তাহাদের গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাহাদের জুতা পরিতে নাই। তাহাদিগকে প্রতিদিন ঘৃত ও চাউলসংযোগে হোম এবং সামবেদের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। অপরাহ্নে তাহারা আহার গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রতিবার আহারগ্রহণের পূর্বে তাহাদিগকে এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রই উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কার্য প্রাপ্ত হয়—অন্য পুত্রগণ ইচ্ছা করিলে অগ্নিহোত্রী হইতে পারে। পণ্ডিত জনার্দন দত্ত যোশী এই অগ্নিহোত্রীদের একটী অগ্নিকুণ্ড দেখিয়াছেন, উহা দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট ও প্রস্থে পনের ফুট।

পর্বতীয় অগ্নিহোত্রিগণ নিম্নোক্ত উপায়ে অরণিদ্বারা অগ্নি উৎপাদন করে :—এক হাত লম্বা, এক বিঘত চওড়া এবং আট অঙ্গুলি পুরু এক খণ্ড শমীকাষ্ঠ তলদেশে স্থাপিত হয়। কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যভাগে যোনির আকৃতি চারি অঙ্গুলি গভীর একটী গর্ত করা হয় ; ইহা শক্তিযোনির প্রতীক। মধ্যস্থ অরণি একটী চোঙাকার দণ্ড, ইহা আঠার ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ইহার প্রস্থ চারি অঙ্গুলি। ইহার প্রান্তদেশে এক অঙ্গুলি চওড়া একটী লোহার পেরেক সংযুক্ত থাকে ; ইহা কজার কাজ করে। এই চোঙাকার দণ্ডের উপরে একটী চ্যাপ্টা কাষ্ঠ পেরেকের মধ্যে চাপিয়া ধরা হয়। দুই জন পুরোহিত নীচের অরণি যাহাতে স্থানচ্যুত না হয়, সেইজন্য চাপিয়া ধরিয়া থাকেন। রজ্জুর সাহায্যে এই দণ্ডটী ঘূর্ণিত হয়। যে স্থলে রজ্জু সংলগ্ন হয় সেই স্থলকে দেবযোনি বলা হয়। রজ্জু ঘূর্ণিত করিবার পূর্বে গায়ত্রী জপ করিয়া লইতে হয় এবং অগ্নিদেবতার উদ্দেশে প্রত্যাম্বিত হইয়া সামবেদের একটী সূক্ত আবৃত্তি করিতে হয়। এইরূপে দণ্ডের সম্পীড়নে যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহা একখানি তাম্র-পাত্রে রাখা নিয়ম। উহাতে অগ্নিরক্ষার জন্য শুষ্ক গোময়চূর্ণ ছড়ান থাকে। অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে অন্য একটী তাম্রপাত্রদ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখা হয় এবং উহার উপরে তিন বার গায়ত্রী জপ করিয়া কুশতৃণের দ্বারা জলের ছিটা দেওয়া হয়। পুনর্বার প্রত্যাম্বিত হইয়া অগ্নির উদ্দেশে একটী সামবেদের সূক্ত আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। অতঃপর এই অগ্নিকে অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন করা হয়। যদি কোন অগ্নিহোত্রীর অগ্নি নির্বাপিত হয়, তবে অন্য অগ্নিহোত্রীর যজ্ঞকুণ্ড হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হয়, অথবা অরণির সাহায্যে পুনর্বার অগ্নি উৎপাদন করিয়া লইতে হয়।

শ্রীঅজিত ঘোষ

অগ্নিহোত্রী,—যে গাভীর দুগ্ধে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অগ্নিহোত্রীর দোহনবৈকল্যের বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। [অগ্নিহোত্র, দ্র°]

অগ্নিহোত্রোপনিষদ্ = 'প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদ্'।—Haug. 18. [উপনিষদ্ দ্র°]

অগ্নীৎ—(বৈদিক ; অগ্নীধ্র। 'যজ্ঞমুখং বা অগ্নীৎ' —গো-উ° ৩. ১৮। 'অগ্নীৎ পত্নীষু রেতো দধ্যৌ' —ঐ, ৪. ৫।

অগ্নীধ্ = অগ্নিধ্—যে অগ্নিকে দীপ্ত করে, যজ্ঞীয় অগ্নিরক্ষায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ। সৌত্রামণি ও দশপেয়ে ইঁহার দক্ষিণা বলীবর্দ। —শ-ব্রা° ২. ৫. ৫. ১৭ ; ৫. ৪. ৫. ২০। —কাত্যায়নও (১৫. ৮. ২৭) অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। সায়ণ বলেন—'অনড্বাহম্ অগ্নিধ ইতি হৃত্বিক্তম্' ···'বহির্বা অনড্বানিতি হি তৈত্তিরীয়কম্'। পঞ্চবিল আহুতির জন্য দক্ষিণা সুবর্ণ। —ঐ,

৫. ৫. ১. ৮। ইনি যজ্ঞকুণ্ডে জল-সেচন করিয়া অগ্নিকে প্রশমিত করেন। [অগ্নীধ্র দ্র°]

অগ্নীধ্র—[অগ্নি + √ধৃ + অ (ক)—ক, দীর্ঘ] ১ অগ্ন্যাধানকারী ঋত্বিগ্‌বি°, যজ্ঞীয় অগ্নি সংরক্ষণে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ। ইনি ষোড়শ ঋত্বিকের অন্যতম। ২ প্রিয়ব্রত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ৩ প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পুত্রের একতম। ইঁহাদিগের নাম—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন ও পুত্র।—হরি° হরি° ৭. ১০, ১১। ৪ হোমগৃহ।—হেমনাম° শিলো° ১৭০।

অগ্নীধ্রা—ঘৃতাহুতির পর অগ্নি জ্বালন, অগ্নিকার্য।

অগ্নীধ্রি—হোমাগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি দান।

অগ্নীন্ধন—ক্লী°, ১ ঋগ্বেদোক্ত হবির্দানাদি-পূর্বক অগ্নিপ্রজ্বালন।—অভি° মর্ত্য° ১৫। ২ অগ্নিপ্রজ্বালনমন্ত্র-বি°। ৩ সমিদ্ধোম, আগুন জ্বালাইবার কাঠ, আগুন জ্বালান, অগ্নির দীপ্তিসাধন।—মনু° ২. ১০৮।

অগ্নীন্দ্র—অগ্নি ও ইন্দ্র।

অগ্নীপর্জন্য—অগ্নি এবং পর্জন্য।

অগ্নীয়—[অগ্নি + ঈয় (ছ) তৎসম্বন্ধার্থে, স্ত্রী — -া] ১ অগ্নিসম্বন্ধীয়, আগ্নেয়। ২ অগ্নির নিকটবর্তী (স্থানাদি)।

অগ্নীবরুণ—অগ্নি এবং বরুণ।—পা° ৬. ৩. ২৭।

অগ্নীশ্বর—মন্দির-বি°। বিভিন্ন শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।—Ei. vi. 146, 147, 148, 155.

অগ্নীশ্বরমাহাত্ম্য— > ব্রহ্মাণ্ডপু° উ° ক্ষেত্র°। (কাবেরীর দক্ষিণে তেরুকতুপল্লী) > ব্রহ্মাণ্ডপু°—Mack. 62. (মায়াবর্তের পশ্চিমে কাবেরীতীরস্থ স্থান) > বৈবস্বত-পু°—Burnell 190b.

অগ্নীষোম— ১ একবিভক্ত অগ্নি এবং সোম (চন্দ্র)। অগ্নীষোমকে একাদশ কপাল পুরোডাশ নির্বপণ করিতে হয়।—শ-ব্রা° ৫. ২. ৩. ৭; ৫. ২. ৫. ৯; ৫. ৩. ৩. ২। উপ-বসথে অগ্নীষোমের জন্য পশু প্রয়োজন।—ঐ, ৫. ৩. ৩. ১। দর্শপৌর্ণমাসে অগ্নীষোমকে পুরোডাশ প্রদেয়।—ঐ, ১১. ১. ৩. ২। অগ্নীষোমা—ঋ° ১. ৯৩. ২-৪, ৬, ৭, ৯, ১২; ১০. ১৯, ১; ১. ৯১, ৮; ১০. ৬৬. ৭। অগ্নী-ষোমৌ—ঐ, ১. ৯৩. ১, ৫, ১০, ১১। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে অগ্নীষোম-সম্বন্ধে বহুবিধ উক্তি আছে। কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—'প্রাণাপানাবগ্নী-ষোমৌ'—ঐ-ব্রা° ১. ৮; 'চক্ষুষী অগ্নীষোমৌ' —ঐ। 'যচ্ছুক্লং তদাগ্নেয়ং যৎকৃষ্ণং তৎসৌম্যং যদি বেতরেথা যদেব কৃষ্ণং তদাগ্নেয়ং যচ্ছুক্লং তৎসৌম্যং যদেব বীক্ষতে তদাগ্নেয়ং রূপং শুক্ল-ৎইব হি বীক্ষমাণস্যাক্ষিণী ভবতঃ শুক্লমিব হ্যাগ্নেয়ং যদেব স্বপিতি তৎসৌম্যং রূপমার্দ্রে-ৎইব সুষুপুষোঽক্ষিণী ভবত আর্দ্র ইব হি সোমঃ'—শ-ব্রা° ১. ৬. ৩. ৪১; 'যচ্ছুক্লং তদাগ্নেয়ং যদার্দ্রং তৎসৌম্যম্' —ঐ, ১. ৬. ৩. ২৩; 'সূর্য এবাগ্নেয়ঃ। চন্দ্রমাঃ সৌম্যোঽ-হরেবাগ্নেয়ং রাত্রিঃ সৌম্যা য এবাপূর্যতেঽর্ধমাসঃ স আগ্নেয়ো যোঽপক্ষীয়তে স সৌম্যঃ'—ঐ, ১. ৬. ৩. ২৪; 'অহোরাত্রে বা অগ্নীষোমৌ' —কৌ-ব্রা° ১০. ৩; 'দর্শপৌর্ণমাসিকে বা এতে দেবতে' —ঐ, ৫. ২; 'অগ্নীষোমীয়-মেকাদশকপালং পুরোডাশং নির্বপতি'—শ-ব্রা° ৫. ২. ৩. ৭; 'অগ্নীষোমাভ্যাং বা ইন্দ্রো বৃত্রমহন্নিতি' —তৈ-ব্রা° ১. ৬. ১. ৬; অগ্নীষোমৌ বৈ দেবানাং মুখম্ —গো-উ° ১. ১০; 'তস্মাচ্ছন্তে কৰ্ত্তে চ দেবতাভ্যৈ হবি-র্নির্বপতি তৎপুরস্তাদাজ্যভাগাবগ্নীষোমাভ্যাং যজন্তি'—শ-ব্রা° ১. ৬. ৩. ১৯। ~প্রণয়ন— ১ অগ্নি এবং সোমকে আনয়ন বা সংস্কার। ২ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের উৎসব।

অগ্নী-ষোমীয়, -ষোম্য— অগ্নি এবং সোমকে দেয় আহুতি। ~পশু—অগ্নি ও সোমের নিকট বলিরূপে উৎসর্গীকৃত পশু—সাধারণতঃ মেষ অথবা ছাগ। ~পশ্বনুষ্ঠান—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশুবলির অনুষ্ঠান। ~যাগ —পূর্ণমাসের তিনটী যজ্ঞের অন্যতম।

অগ্নেঃ করণলক্ষণ— অগ্নিবিবরণ-বিষয়ক গ্রন্থ—I. O. Cat. ii. 453b.

অগ্ন্যনুগতপ্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ—গ্রন্থ-বি°।—আথ° Burnell 28a.

অগ্ন্যস্ত্র—বিস্ফোরক দ্রব্যাদির সাহায্যে চালিত অস্ত্র; বন্দুক, পিস্তল, কামান প্রভৃতি। ইউরোপে চতুর্দশ শতাব্দীতে যুদ্ধাদিতে অগ্ন্যস্ত্র ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। অগ্ন্যস্ত্রগুলির মধ্যে বন্দুকের আবিষ্কার প্রথমে হয়। ১৪৪৬ খ্রী° হস্তচালিত বন্দুকের প্রচলন হয়। সেই বন্দুকের আকার অত্যন্ত বিশ্রী ধরণের ছিল। সাধারণতঃ উহা লৌহ বা পিত্তলের নলদ্বারা গঠিত। আকৃতি নলাকার বা নলিকাকার এবং ইহাতে রঞ্জক-ঘরা (touch hole) ছিল। বন্দুক হস্তদ্বারা সহজেই বহন করা যায় এবং ইহার মূলে যে কাষ্ঠখণ্ড থাকে নলটী উহার সহিত আবদ্ধ। স্কন্ধদেশের নিকটবর্তী করিয়া হস্তের দ্বারা লক্ষ্যপথে ইহা চালিত হয়। এই জন্য প্রথমে ইউরোপে ইহাকে hand gun বলা হইত। পঞ্চদশ শতকে আবিষ্কৃত বন্দুকের নল লৌহ অথবা পিত্তলদ্বারা নির্মিত হইত এবং সেই নল একটী কাষ্ঠখণ্ডে আবদ্ধ থাকিত; তাহাতে শিল্প-চাতুর্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বন্দুকে আবদ্ধ একটী কড়ার সহিত রজ্জুবদ্ধ করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যেরাও ইহা স্কন্ধদেশে বহন করিত। বন্দুকে বিস্ফোরণ উৎপাদন করিবার জন্য তখন এক প্রকার পলিতা ব্যবহৃত হইত। এই পলিতা তুলা অথবা শোণের আঁশ বুনিয়া তৈয়ারী হইত। এই পলিতা সোরা অথবা মদের তলানিতে সিক্ত করা হইত। বন্দুকের রঞ্জক-ঘরা প্রথমে নলের (barrelএর) উপর দিকে ছিল, পরে এক পার্শ্বে থাকিত। বারুদরক্ষণের জন্য রঞ্জক-ঘরার নীচে একটী ক্ষুদ্র পাত্র থাকিত এবং একটী আবরণদ্বারা উহা আচ্ছাদিত থাকিত, কিন্তু যোগকীলক ঘুরানর সঙ্গে সঙ্গে এই আবরণ সরিয়া যাইত।

ম্যাচলক্ (The Matchlock)—দীপ-শলাকা-সংযুক্ত বন্দুক। ইংলণ্ডে ৪র্থ

এডওয়ার্ডের রাজত্বের শেষভাগে, প্রকৃতপক্ষে ৭ম হেনরীর রাজত্বের প্রথম বর্ষেই প্রাচীন হস্তচালিত বন্দুকের সংস্কারসাধন করিয়া 'ম্যাচলক্' বন্দুকের আবিষ্কার হয়। এই সময়ে বন্দুক-চালনার জন্য ঘোড়া (cock) ও টিপ্‌কল (trigger) সংযোগ করিয়া ছোড়া হইত। এইরূপ বন্দুক অদ্যাপি চীনা, তাতার, শিখ, পার্শী, তুর্কী প্রভৃতি জাতিরা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার পর জর্মানীতে পরিবর্তিত আকারে হ্যাক্‌বাট বা হাগ্‌বাট নামক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বন্দুকের প্রচলন হয়। এইরূপ আকৃতির বন্দুককে demihague বলা হইত। Arquebus এবং hackbutt বন্দুকেরও গোড়াশুদ্ধ নলটা প্রায় এক গজ লম্বা। Demihague আয়তনে ও ওজনে hackbuttএর অর্ধেক। Demihagueএর পরিণতিতে উত্তরকালে পিস্তলের আবিষ্কার হয়। পদাতিক সৈন্যের ব্যবহারের জন্য হস্তচালিত 'মাস্কেটে'র পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে সাধারণতঃ arquebus ব্যবহৃত হইত।

হুইল-লক্ (The Wheel-lock)— ১৫১৭ খ্রী° 'হুইল-লক্' নামক কামান নুরেমবার্গে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইহা ম্যাচলকের পরিণতি মাত্র। এই বন্দুকের বারুদ-সন্নিবেশ-পাত্রের নিকট স্প্রীংএর সাহায্যে একটী ইস্পাত-নির্মিত চক্র স্থষ্ট হইত। ১৫২১ খ্রী° পার্‌মা (Parma) অবরোধকালে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৫৩০ খ্রী° হুইললক্ প্রথমে ইংলণ্ডে প্রবেশলাভ করে; রাজা ২য় চার্লসের রাজ্যকাল পর্যন্ত ইহা চলিয়াছিল। কিন্তু হুইল-লক্ ব্যবহারে বিশেষ অসুবিধা ও দুর্বিপাকের আশঙ্কা থাকায় শীঘ্রই উহা পরিত্যক্ত হয়। ১৫৪০ খ্রী° স্পেনে প্রায় দশ পাউণ্ড ওজনের একটী গোলা ধরিতে পারে এমন বৃহদাকার একটী ম্যাচলক্ আবিষ্কৃত হয়। এই ম্যাচলক্ অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে বিশেষভাবে আদর লাভ করে। প্রায় এই সময়েই জর্মানীতে 'স্ন্যাপ্‌হান্স' (snaphance) নামক বন্দুক তৈয়ারী হয়। স্ন্যাপ্‌হান্স দামে সস্তা হওয়ায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডে ইহার অত্যধিক প্রচলন হইয়াছিল। ইহাতে অগ্ন্যুদ্দীপক পলিতা বা চক্রের পরিবর্তে অগ্নিপ্রস্তর (চক্‌মকি পাথর) সংলগ্ন থাকিত। শিকারেই এই প্রকার বন্দুকের ব্যবহার বেশী হইত।

ফ্লিন্‌ট-লক্ (The Flint lock)— সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীতে অস্ত্রনির্মাণের বিশেষ খ্যাতি ছিল। এতদ্ভিন্ন, ইতালী, জর্মানী স্পেন, রুশিয়া প্রভৃতি দেশও বন্দুকনির্মাণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। স্পেন নল- (barrel) নির্মাণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৫৪০ খ্রী° ইতালীর Pistoia নগরে প্রথম পিস্তল নির্মিত হয়। ১৬৩৫ খ্রী° আধুনিক 'ফায়ার-লক্' (fire-lock) বা ফ্লিন্ট-লক্ আবিষ্কৃত হয়। ইহা প্রায় স্ন্যাপ্‌হান্সের অনুরূপ। অগ্নি-প্রস্তর যে ইস্পাতে আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সেই খাঁজ কাটা ইস্পাত ইহার মধ্যস্থ বারুদপাত্রের আবরণীর কাজ করে। প্রথম প্রথম বারুদের পাত্রে একপ্রকার চূর্ণাকৃতি বারুদ দেওয়া হইত। পরবর্তী কালে কার্তুজের কিছু অংশ এই পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হইত। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে সমগ্র ইউরোপে ইহা ব্যবহৃত হইত। আমেরিকার বিদ্রোহকালে ও নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য ফায়ার লক্ বা 'ফ্লিন্ট-লক' ব্যবহার করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কারিগর জোসেফ ম্যান্টন-কর্তৃক উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে ফ্লিন্ট-লকের চরম উন্নতি সাধিত হয়; বিশেষতঃ নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে ইংরেজ বন্দুকনির্মাতারা এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া অন্যান্য বন্দুকের তুলনায় অধিক কাযকর ও সহজ-বাহ্য বন্দুক নির্মাণ করেন। ১৬৩৭ খ্রী° লণ্ডনের বন্দুকনির্মাতারা অস্ত্র নির্মাণের রাজকীয় সনদ পান। উনবিংশ শতকের পূর্বে ইংলণ্ডে একসঙ্গে দুইটী গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে পারে এমন বন্দুকের ব্যবহার ছিল না। ১৬১৬ খ্রী° রোম শহরে গিলিয়ানো বোসি (Guilliano Bossi) নামক জনৈক কারিগর প্রথমে একসঙ্গে দুইটী গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে পারে এমন বন্দুক আবিষ্কার করিয়াছিলেন; উহার গোলা উপরে ও নীচে বসান হইত।

ফ্লিন্ট-লক্ ব্যবহারের অনেক দোষ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে বন্দুকে অগ্নিসংযোগেও বাধা ঘটিত। ১৮০৭ খ্রী° রেভারেণ্ড আলেকজান্দার জন্ ফোরসিথ (Alexander John Forsyth) বন্দুকে সহজে অগ্নিসংযোগের একপ্রকার পাউডার আবিষ্কার করেন। উহা ক্লোরেটপটাশ, গন্ধক, এবং কাঠকয়লার (charcoal) সংমিশ্রণে প্রস্তুত। ৩০ ত্রিশ বৎসরের ভিতর ইহার সম্যক্ আদর হয় নাই। তাহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার বেশ উন্নতি হয়; এবং বন্দুক ছুড়িবার জন্য রঞ্জক-ঘরায় নিবদ্ধ তামার টোপরের আবিষ্কার হয়। ১৮১৪ খ্রী° ফিলাডেলফিয়ার টমাস শ (Thomas Shaw) প্রথমে ইস্পাতনির্মিত টোপর আবিষ্কার ও ব্যবহার করেন। ১৮১৬ খ্রী° তিনি ইস্পাতের পরিবর্তে তামার টোপরের প্রচলন করেন। ইংলণ্ডের রাজা ৪র্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে উল্‌উইচে (Wool-wichএ) ফোরসিথের আবিষ্কৃত উচ্চ ধরণের ফ্লিন্ট-লক্ ও নব-আবিষ্কৃত তামার টোপরবিশিষ্ট বন্দুক ছুড়িয়া পরীক্ষা করা হয়। উহাতে দেখা যায়, তামার টোপরবিশিষ্ট বন্দুকই (percussion gun) শ্রেষ্ঠ এবং উহা সকল ঋতুতে নিরাপদে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এজন্য অল্প দিনের মধ্যেই যুদ্ধাদিতে percussion gunএর ব্যবহার বিশেষভাবে চলিতে থাকে। ১৮৪২ খ্রী° ইংরেজ-সৈন্যদলে একপ্রকার নূতন ধরণের percussion gun সরবরাহ করা হয়; উহার ওজন ১১ পাউণ্ড, ৬ আউন্স এবং দৈর্ঘ্য ৪ ফুট, ৬½ ইঞ্চি; সঙ্গীন যুক্ত করিলে উহা ৬ ফুট লম্বা হইত। উহার নলের দৈর্ঘ্য ছিল ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি। উহার গুলিসকলের (bullets) ওজন প্রায় এক পাউণ্ড ছিল এবং উহাতে ৪½ ড্রাম পাউডার দেওয়া হইত। ১৮৫১ খ্রী° Minie rifle আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজ

সৈন্যদলে উহা ব্যবহৃত হইত। অতঃপর ১৮৫৫ খ্রী° Enfield rifle নির্মিত হয়। Percussion gun হইতেই ফরাসীকর্তৃক ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ Brown Bess বন্দুকের আবিষ্কার হয়।

আধুনিক শিকারে ব্যবহৃত বন্দুকের আবিষ্কার হঠাৎ হয় নাই; প্রাচীন ধরণের বন্দুকগুলির ক্রমপরিণতিতেই উহা সম্ভবপর হইয়াছে। এইসকল আধুনিক বন্দুকের পশ্চাদ্ভাগে টোটা ভরা হয়। এগুলিকে breech-loader বলে। ১৫৩৭ খ্রী° প্রথম এই প্রকার বন্দুক বাহির হইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে অন্য একপ্রকার breech-loader বাহির হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন প্রকার breech loaderএর প্রচলন হইয়াছিল। ১৫৮৬ খ্রী° প্রথমে কাগজের আবেষ্টনীযুক্ত বারুদ ও গোলার সংমিশ্রণে টোটা বা কার্তুজ নির্মিত হয়। কার্তুজ প্রথমে muzzle-loaderএ ব্যবহৃত হইত। বারুদ-লিপ্ত ধাতুনির্মিত টোপর বাহির হওয়ার পর কার্তুজ breech loaderএ ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক। অতঃপর ১৮৫৭ খ্রী° Houiller নামে প্যারীর জনৈক বন্দুকনির্মাতা pin-fire আবিষ্কার করেন। ১৮৩৬ খ্রী° C. Lefaucheusre নামক প্যারীর অন্য এক ব্যক্তি বন্দুকনির্মাতা পল-(Paul) আবিষ্কৃত breech-loaderএর সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। Central fire cartridge ১৮৬১ খ্রী° ড-(Daw) কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়। প্যারীর Pottet নামা জনৈক শিল্পী এই প্রকার বন্দুক প্রথম আবিষ্কার করেন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক breech-loader বন্দুকের উন্নতি ১৮৬০ খ্রী° হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৬৭ খ্রী° rebounding lock প্রচলিত হয় এবং ১৮৬৯ খ্রী° উহার সংস্কার হইতে দেখা যায়। ১৮৬৫ খ্রী° আটকাইয়া রাখার জন্য W. W. Greener-কর্তৃক প্রথম কীলকের ব্যবহার প্রচলিত হয়। ১৮৭৩ খ্রী° এই পদ্ধতির উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৬২ খ্রী° ম্যা এবং ১৮৬৬ খ্রী° গ্রীন ঘোড়াবিহীন বন্দুকের আবিষ্কার করেন। ইহাতে অভ্যন্তরস্থ একটী leverএ ঘোড়ার কাজ হইত। কিন্তু এই প্রকার বন্দুক আদৃত হয় নাই। ১৮৭১ খ্রী° মারকোট (T. Murcott) ঘোড়াবিহীন বন্দুক পেটেন্ট করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ১৮৭৫ খ্রী° আনসন (Anson) ও ডিলি (Deeley) বন্দুক ছুড়িবার ঘোড়া কাজ করিবার জন্য নল-সংলগ্ন সম্মুখস্থ প্রান্তের ব্যবহার প্রচলন করেন। সেই সময় হইতে ঘোড়াবিহীন বন্দুক (hammerless gun) বিশেষভাবে আদৃত হয়। অন্যান্য কারিগরও ঘোড়াবিহীন বন্দুকের কলকব্জার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রী° J. Needham যাহাতে কার্তুজ আপনা হইতে বাহির হইতে পারে, এইরূপ-পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। পশ্চাদ্ভাগ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুড়িবার কলে সংলগ্ন স্প্রিংএর আঘাতে আপনা হইতে কার্তুজের শূন্য আবেষ্টনী খুলিয়া যায়।

আমেরিকা ও অন্য দুই একটী দেশের বন্দুকনির্মাণকারীরা magazine gun নামক বন্দুকের আবিষ্কার করেন। ইহাতে নির্দিষ্ট একটী প্রকোষ্ঠে কার্তুজ রাখিলে ইহার এক একটী আপনা হইতে বন্দুকের ঘরায় আসিয়া লাগে, এজন্য একবার কার্তুজ ভরিলে উহাতে পর পর অনেকবার আওয়াজ হয়।

বত্রিশ হইতে দশ প্রমাপকের (gauge) যে কোন রন্ধ্রের (boreএর) বন্দুক ছোটখাট পশুপক্ষী, কপোত ও বন্যপক্ষী শিকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য ১২ প্রমাপকের রন্ধ্রের বন্দুকই প্রশস্ত। বর্তমানে অল্পদীর্ঘ নলবিশিষ্ট বন্দুকই অধিক ব্যবহৃত হয়। এখন নলগুলি ইস্পাত নির্মিত; পূর্বে লৌহ ও ইস্পাত মিশ্রিতধাতুর নল হইত। ১২ রন্ধ্রের (boreএর) বন্দুকে সাধারণতঃ ৪২ গ্রেণ ধূম্রশূন্য বারুদ এবং ১ হইতে ১⅛ আউন্স ছর্‌রার সাহায্যে ছুড়িতে হয়। দো-নলা (double-barralled) ১২ রন্ধ্রের বন্দুকের সাধারণতঃ ওজন ৬ হইতে ৭ পাউণ্ড মাত্র। লম্বায় নলগুলি প্রায় ৩০ ইঞ্চিতে দাঁড়াইয়াছে। অধুনা ইহা অপেক্ষাও লম্বায় কম হইতেছে। শিকারের একনলা বন্দুক সাধারণতঃ ৩০ গজ দূরের পশুপক্ষীকে মারিবার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলে লক্ষ্যস্থানে ৩০ ইঞ্চি বৃত্ত করিতে পারে এমন ছর্‌রা প্রয়োগ করা উচিত এবং দোনলা হইলে একই বৃত্তে ৪০ গজ দূরের প্রাণী শিকারের জন্য ব্যবহৃত হয়। রন্ধ্রমুখের দিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম choke-boring কামান আবিষ্কৃত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের দূরত্ব যতদূর পর্যন্ত কার্যকর হয়, বন্দুকনির্মাতারা তাহাও নিরূপণ করিতে পারেন। এই প্রকার বন্দুকের প্রচলন ঊনবিংশ শতকে আমেরিকায় আরম্ভ হয়। বিভিন্ন ইংরাজ বন্দুক নির্মাতা-কর্তৃক এই পদ্ধতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সাধারণতঃ pigeon gun, শিকারে ব্যবহৃত বন্দুক হইতে অপেক্ষাকৃত ভারী। ইহার ওজন সাধারণতঃ ৭ হইতে ৮ পাউণ্ড হইয়া থাকে। বন্যজন্তু শিকারে ডবল ৮ রন্ধ্রের ৩০ ইঞ্চি নলের (barrelএর) বন্দুক ব্যবহৃত হয়। ইহার ওজন প্রায় ১৫ পাউণ্ড। ইহার টোটা ৭ ড্রাম বারুদ এবং ২¾ আউন্স হইতে ৩ আউন্স পর্যন্ত সীসার গুলির সাহায্যে নির্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন ১০০ পাউণ্ড ওজনের এক-নলা ১½ ইঞ্চি রন্ধ্রের punt gun'ও আছে। বর্তমানে বন্দুকের কল-কব্জার বিশেষ কোন নূতন কৌশল উদ্ভাবিত না হইলেও এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। লণ্ডনের নির্মিত বন্দুক বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

পিস্তল— বন্দুকের অনুরূপ, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র আকৃতির অগ্ন্যস্ত্র বিশেষ। ইহা অতিদ্রুত চালনা করা যায়। বিশেষতঃ আত্মরক্ষার জন্য ইহার কার্যকারিতা অতুলনীয়। ইহা এক হাতে চালনা করা যায়। প্রথমে পিস্তল অন্যান্য অগ্ন্যস্ত্রের মত এক নলা বা দো-নলা প্রস্তুত হইত এবং ইহার একটী মুক্ত প্রান্ত দিয়া গুলিবারুদ ভরিতে হইত।

পরবর্তী কালে রিভলভার ও ব্রীচ্-লোডার পিস্তল আবিষ্কৃত হয়। রিভলভারে একবার কার্তুজ ভরিলেই একটী ঘূর্ণচক্রের সাহায্যে পর পর কয়েক বার আওয়াজ করা যায়। ব্রীচ্-লোডার পিস্তলের পশ্চাদ্ভাগে টোটা ভরিতে হয়। এতদ্ভিন্ন নালীতে খাঁজকাটা রাইফেল-পদ্ধতির পিস্তল ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেই বাহির হইয়াছিল। ইতালীর Pistoia নগরে প্রথম পিস্তল আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ইহার নাম পিস্তল হইয়াছে। পিস্তলের আবিষ্কর্তা—Caminelleo Vitelli (১৫৪০ খ্রী°)। ষোড়শ শতকে প্রচলিত পিস্তল খর্বাকৃতি একটী-মাত্র ব্যারেল বা নলযুক্ত ছিল। উহার প্রান্ত-দেশ অত্যন্ত ভারী ও নলের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত ছিল। এইরূপ পিস্তল হুইল-লকের সাহায্যেই প্রস্তুত হইত। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ড্যাগ (dag) নামক খর্বাকৃতি ভারী পিস্তলের বিশেষ প্রচলন ছিল। ড্যাগের গোড়ার দিক্ হাতীর দাঁত, হাড়, কাঠ অথবা ধাতুদ্বারা প্রস্তুত হইত। ১৬৫০ খ্রী° আবিষ্কৃত বাটালি দিয়া কাটা ইতালীর ড্যাগের ১৪ ইঞ্চের ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ নল ছিল। জর্মানীর হুইল-লক্ পিস্তল বিশেষ কারুকার্য-খচিত ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ধাতুনির্মিত বাঁটের পিস্তলের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এডিনবার্গে হাইল্যাণ্ডার-দের ব্যবহারার্থ এইরূপ রূপার কাজ করা অত্যুৎকৃষ্ট কারুকার্য-খচিত পিস্তল প্রস্তুত হইত। প্রথম আবিষ্কৃত দো-নলা পিস্তল অত্যন্ত বৃহদায়তন ছিল। প্রথমতঃ পিস্তলগুলিতে অগ্নিসংযোগ-পলিতা ও ইস্পাতনির্মিত কল ছিল; পরে তাম্রনির্মিত টোপর ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী কালে পিস্তলে উপরে ও নীচে টিপকলের সাহায্যে দুইটী নলই চালনার ব্যবস্থা ছিল।

রিভলভার — রিভলভারের পশ্চাদ্ভাগ ঘোরান যাইতে পারে এবং এই অংশে এক সঙ্গে পর পর টোটা পুরিবার প্রকোষ্ঠ থাকে। এজন্য একবার টোটা ভরিয়া রিভলভারে বার বার আওয়াজ করা যায়। রিভলভারে একটীমাত্র ব্যারেল বা নলিকা থাকে। রিভলভার আবিষ্কৃত হওয়ায় সাধারণ পিস্তল অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে রিভলভার pepper-box নামে খ্যাত ছিল; ইহা হইতে ৬ হইতে ৮ বার পর্যন্ত আওয়াজ করা যাইত। টিপকল টানিলেই উহার ঘোড়া উত্তোলিত হইত এবং নলিকা ঘূর্ণিত হইত। উহা ব্যবহার করিতে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিত এবং সকল সময়ে লক্ষ্যও ঠিক হইত না। তাহার পর breech-cylinder আবিষ্কৃত হয়; 'টাওয়ার অফ্ লণ্ডনে' ইহার নিদর্শন আছে। ১ম চার্লসের সময়ে এক প্রকার পিস্তল ছিল, তাহার ঘোড়া উত্তোলিত হইলেই আপনা হইতে ব্যারেল ঘুরিয়া যাইত।

১৮১৪ খ্রী° ইংলণ্ডে আর এক প্রকার রিভলভার বাহির হয়, কিন্তু উহার কলকব্জা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ১৮১৮ খ্রী° কোলিয়ার (Collier) স্বতন্ত্র একটী স্প্রীংএর সাহায্যে যাহাতে টোটাভরা নল ঘুরিতে পারে এমন একটী রিভলভার আবিষ্কার করেন। ১৮৩৫ খ্রী° স্যামুয়েল কোল্ট নামক একজন আমেরিকান অতি উন্নত ধরণের রিভলভার বাহির করেন; তিনি 'টাওয়ার অফ্ লণ্ডনে' রক্ষিত পিস্তলের অনুকরণেই তাঁহার রিভলভার প্রস্তুত করেন।

আমেরিকার অস্ত্র-নির্মাতারা প্রথমতঃ ঘোড়া টানিলেই যাহাতে পিস্তলের নল ঘুরিতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু ইংরেজ অস্ত্র-নির্মাতারা টিপকল টানিলে যাহাতে পিস্তলের নল ঘুরিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৫৫ খ্রী° লণ্ডনের অ্যাডামস্ ও বার্মিংহামের ট্রান্টার পূর্বোক্ত উভয় প্রণালীতেই যাহাতে একই রিভলভার চালান হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। এই প্রকার পিস্তল বহুল প্রচলিত হইয়াছিল এবং সাধারণে ইহার আদর করিত। পরবর্তী কালে rim-fire, pin-fire ও central-fire প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার কার্তুজ বাহির হইলে ব্রীচ্-লোডার রিভলভার প্রস্তুত হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্প্রীং-ফীল্ড হইতে 'স্মিথ্ এণ্ড্ ওএসন' (Smith & Wesson) সর্ব-প্রথম রিভলভারের জন্য ধাতুনির্মিত কার্তুজ বাহির করেন। অতঃপর রিভলভারের বিশেষ উন্নতি হয়।

স্বয়ংচল পিস্তল (Automatic Pistol) —১৮৯৩ খ্রী° প্রথম স্বয়ংচল পিস্তল আবিষ্কৃত হয়। ইহা borchardt নামে পরিচিত ছিল এবং বিশেষ উন্নত ধরণের ছিল না। ইহাতে কল টিপিলেই আপনা হইতে গুলি চালিত হইয়া শূন্য কার্তুজ বাক্স হইতে পড়িয়া যাইত এবং তাহার স্থান নূতন কার্তুজ অধিকার করিত ও সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আওয়াজ হইত। সকল সময়ে ইহাদ্বারা ভালরূপ কার্য না হওয়ায় ১৮৯৮ খ্রী° Mauser পিস্তল ইহার স্থান অধিকার করে। অস্ত্রের কোঠরের এই ব্যাসের পরিমাণ ৭.৬৫ মিলিমিটার হয়; ইহার পরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৯ মিলিমিটার পর্যন্ত হইয়াছিল। ক্রমে শক্তিশালী কার্তুজ ব্যবহার করিয়া ইহার লক্ষ্যের দূরত্ব বৃদ্ধি করা হয়। গত বুয়র-যুদ্ধে এক হাজার গজ দূরবর্তী লক্ষ্য বিদ্ধ করিতেও মাঝে মাঝে অটোমেটিক পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্তমানে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদল ব্যতীত প্রায় সকল দেশের সৈন্যদলেই অটোমেটিক পিস্তল ব্যবহৃত হয়। ব্রিটিশ নৌসৈন্যদলে '৪৫৫ মডেলের ওয়েব্‌লি রিভলভার (Webley revolver) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল রকমের রিভলভারই হস্তদ্বারা চালিত হয়; কিন্তু অটোমেটিক পিস্তলে আবর্তনের উপরই কার্যকারিতা নির্ভর করে।

রিভলভার অপেক্ষা অটোমেটিক পিস্তল নিম্নোক্ত কয়েকটী কারণে অধিক কার্যকর বলিয়া মনে হয়। অটোমেটিক পিস্তলে প্রথমতঃ রিভলভার অপেক্ষা দ্রুত গুলি চলে; দ্বিতীয়তঃ পুনর্বার যে আওয়াজ হয় তাহা রিভলভার অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর; তৃতীয়তঃ অটোমেটিক পিস্তলের বারুদঘরায় অধিক গুলি ধরিতে পারে; অধিকন্তু ইহা দেখিতে অধিক সুন্দর ও সহজ-বহ। মেশিন-গানগুলিও অটোমেটিক কল-কব্জার সাহায্যে অনবরত গোলাগুলি উদ্গীরণ করিতে পারে। কিন্তু পিস্তলে অটোমেটিক বা কল-যোজনা করিলেও ইহা চালনার জন্য

প্রত্যেক গুলি ছুড়িতে ইহার সংলগ্ন একটী স্বতন্ত্র টিপকলের সাহায্য লইতে হয়। পিস্তল ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাপ্রদ নিম্নলিখিত কার্য করিবার শক্তি দেখা যায়—ইহার লক্ষ্য অধিকতর অব্যর্থ, কারণ ইহা হস্তধারাই চালিত হয়। বিশেষতঃ কলকব্জার জটিলতা ইহাতে নাই; অথচ কর্দম, ময়লা প্রভৃতি ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তৈলাদি-দানের অভাবে ইহার কলকজাও অচল হইয়া পড়ে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে টিপকল টানিয়াই পুনর্বার আওয়াজ করিতে পারা যায়। কিন্তু স্বয়ংচল পিস্তলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে পুনর্বার আওয়াজ করিতে অনেক বেগ পাইতে হয়; অথচ আওয়াজ না হইলে যে স্থানে আটকাইয়াছে, উহা সংশোধন করিতে হইলে লক্ষ্য হইতে নামাইয়া দুই হাতে উহা ঠিক করিতে হয়। সুতরাং এইরূপ করিতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড নষ্ট হইলেও উহা মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর হইতে পারে। বিশেষতঃ রিভলভার হইতে কোন আকস্মিক কারণে হঠাৎ আপনা হইতে গুলি বিস্ফোরণ হইতে পারে না। স্বয়ংচল পিস্তলে এই আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। স্বয়ংচল পিস্তলের গুলির বহিরাবরণ তামার উপর নিকেল-করা এবং ইহার গতিবেগ বেশ দ্রুত। এইরূপ আবরণ থাকায় পিস্তলের বারুদঘরায় কোন সংঘর্ষণ হইতে পারে না, অথবা পর পর আওয়াজ হইবার সময় বারুদ-ঘরা হইতে বাহির হইবার কালেও কোনরূপ সংঘর্ষ ঘটে না।

বিভিন্ন ধরণের রিভলভার প্রচলিত থাকিলেও নিম্নোক্ত চারিটি প্রধান বিষয়ে প্রত্যেক রিভলভারের নির্মাণ-পদ্ধতি একরূপ—সাধারণতঃ রিভলভার আওয়াজ করিবার সময় বন্দুকের ঘোড়া পিছনদিকে অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা টানিয়া ধরিতে হয়, অথবা টিপকল টানিয়া ধরিতে হয়। এইরূপ করিলে ঘোড়া আপন অক্ষদণ্ডের উপরে চালিত হইয়া যে স্প্রীং ঘোড়াকে চালায়, সেই স্প্রাংকে চাপিয়া ধরে। তারপর লক্ষ্য ঠিক করিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেই আওয়াজ হইয়া থাকে।

বারুদঘরাগুলি পর্যায়ক্রমে চালাইবার পদ্ধতিও প্রায় প্রত্যেক রিভলভারে একরূপ। একটী আঁকড়াযুক্ত চক্রের সাহায্যে পর্যায়ক্রমে বারুদ-ঘরাগুলি চালিত হইয়া থাকে। প্রতিক্ষেপ- (rebound) পদ্ধতিও প্রত্যেক রিভলভারে একরূপ। প্রত্যেক আওয়াজের পরই টিপকল স্বস্থানে একবার অগ্রসর হয় এবং ঘোড়াকে পশ্চাদ্দিকে একটু হঠাইয়া দিয়া কার্তুজ হইতে উহার মুখ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

আকস্মিক কারণে যাহাতে আওয়াজ না হইতে পারে, রিভলভারে তাহারও ব্যবস্থা আছে। ওয়েব্‌লি ও কোল্ট-পদ্ধতির রিভলভারে ঘোড়ার পুচ্ছভাগ এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, ইহার উর্দ্ধ দিকের সহিত যদি সম্মুখ দিকের ধাক্কা লাগে তবে ইহাতে একটী আঁকড়া লাগিয়া পুচ্ছভাগ আটকাইয়া যায় এবং টিপকল উঠিয়া ঘোড়ার গতি রুদ্ধ করে।

সাধারণতঃ ·৪৫৫ হইতে ·২৫০ ইঞ্চি ব্যাসের বহু ধরণের স্বয়ংচল পিস্তল প্রচলিত আছে। এগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর স্বয়ংচল পিস্তলে নল বা কীলকচোঙ্গ গুলি নির্গমনপর্যন্ত পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই শ্রেণীর পিস্তলে খুব ভারি গুলি ও মোটা কার্তুজ প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ সৈন্যবিভাগে এই প্রকার পিস্তল ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর পিস্তল আবার দুই প্রকারের। এক প্রকার পিস্তলে খিল গুলি (bolt) ছুড়িবার সময় চোঙ্গ হইতে পিছাইয়া যায়। অন্য প্রকার পিস্তলে গুলি ছুড়িবার পূর্বে চোঙ্গ একটু নীচু করিয়া ধরিলেই কীলক সরিয়া যায়।

সকল প্রকার পিস্তলেরই কার্তুজ রাখিবার ঘরে সাত হইতে দশ রাউণ্ড কার্তুজ ধরে। বর্তমানে পিস্তলের ভিতরে কার্তুজ আছে কি না তাহা সহজেই বুঝিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। কার্তুজঘরে কার্তুজ ফুরাইয়া গেলেই কার্তুজ-উত্তোলক দণ্ড উঠিয়া আসে এবং রাখিবার কলকে নিশ্চল করিয়া দেয়। ওয়েব্‌লি কস্‌ট্রী ·৩৫ নামীয় একপ্রকার অর্ধ-স্বয়ংচল (semi-automatic) পিস্তল আছে। ইহাতে ছয়টী করিয়া বারুদঘর আছে। প্রত্যেক আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই নল বা চোঙ্গ পশ্চাদ্দিকে হ আসে।

প্রাচীন ভারতীয় অগ্ন্যস্ত্র

নলিকা—নামান্তর—নালীক, নাল। এই অস্ত্রের বর্ণনা ও কার্যকারিতার বিষয় আলোচনা করিলে আধুনিক বন্দুকের আকার-প্রকার ও কার্যকারিতার সহিত ইহার বড় পার্থক্য দেখা যায় না। বৈশম্পায়ন মুনির 'ধনুর্বেদ', 'শুক্রনীতিসার', শার্ঙ্গধর-সংগৃহীত 'ধনুর্বেদ' ও 'বীরচিন্তামণি' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র-প্রণীত 'ধনুর্বেদে'ও ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারতের বহু স্থলে 'ততো নালীকনারাচৈঃ' এইরূপ পাঠে নলিকাস্ত্রের উল্লেখ আছে; রামায়ণেও 'নালীকৈ-স্তাড়য়ামাস' এইরূপ বর্ণনা আছে।

নালিকার বৈদিক নাম 'সূর্মী'। কৃষ্ণযজুর্বেদে (১. ৫. ৬. ৭.) 'সূর্মী' শব্দের উল্লেখ আছে। ভট্টভাস্কর-কৃত ব্যাখ্যায় দেখা যায়, পূর্বে অসুর ও দেবতারা 'সূর্মী' নামক একপ্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। সূর্মীর আকার-প্রকারে একটু পার্থক্য ছিল; যথা—'এষা বৈ সূর্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হাং স্তৃংহন্তি যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।'[১]—কৃষ্ণযজু° ১. ৫. ৬. ৭।

সায়ণ-ভাষ্যের অর্থ এই যে, সেই লৌহময়ী স্থূণা (সূর্মী)—যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র, যাহার মধ্য হইতে প্রজ্বলিত হুতাশন বাহির হয়। এই মন্ত্রটীও সেই লৌহময়ী জলন্ত স্থূণার মত। অসুরগণের মধ্যে

১ ভাষ্য—"জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্মী। গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্‌। কর্ণকাবতী অন্তঃশুষিরবতী অন্তর্জ্বালেত্যর্থঃ। শার্দূলকঃ দীর্ঘকম্‌। তৎসদৃশা জনিতার্থঃ। দেবা এতয়া অসুরাণাং মধ্যে শততর্হান্‌ একপ্রহারেণ শতশো হন্তৃন্‌। তৃংহন্তি হিংসন্তি। তৃহ হিংসায়াং রৌধাদিকঃ। তস্মাদেতয়া ঋচা সমিধমাদধাতি যজমানঃ স্বয়ম্‌ ইষ্টাপূর্তসম্পন্নেন একেন শতঘ্নীং পূর্বোক্তাং সূর্মীং ভ্রাতৃব্যায় শত্রবে প্রহরতি প্রক্ষিপতি।"

যাহারা সূর্মী লইয়া যুদ্ধ করে তাহারা এক আঘাতেই শত অরি বিনাশ করে; দেবতারাও তেমনি ইহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য শতঘ্নী বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঋঙ্‌মন্ত্র সেই শতঘ্নী বজ্রের বা সূর্মীর তুল্য। যে যজমান বা যজ্ঞকর্তা এই ঋকের দ্বারা সমিদাধান বা অগ্নিতে আহুতিদান করেন, তিনিও এই শতঘ্নী অর্থাৎ শত অরি-বিনাশক বজ্র বা সূর্মী উদ্ধৃত করিয়া শত্রুর প্রতি ঋক্ বা মন্ত্ররূপ প্রহরণকে ব্যর্থ করিতে পারেন।[২]

অথর্ববেদে (১. ১৬. ২, ৪) সীসকদ্বারা শত্রুবধের কথা আছে।[৩] লৌহনির্মিত সূর্মী (অর্থাৎ নল বা পোঁটা)—তাহার মধ্যে সুষির বা রন্ধ্র আছে, যাহা হইতে প্রজ্বলিত পদার্থ বাহির হইয়া এককালে শত অরি বিনাশ করে; এতদ্ভিন্ন সীসকের (গুলির) উল্লেখও রহিয়াছে। এইরূপ বর্ণনা হইতে বন্দুকের সহিতই সূর্মীর সাদৃশ্য দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাতে কামানের আভাসও পাওয়া যায়।

নলিকাস্ত্রের[৪] বর্ণনায় দেখা যায়, ইহা ঠিক সোজা ও সরু; নলের ন্যায় আকার বলিয়া ইহার নাম 'নলিকা'। ইহার মধ্যে রন্ধ্র আছে, ইহার বর্ণ কাল এবং ইহা হইতে অয়ঃকণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র লৌহ-গুলিকা তীরের ন্যায় বেগে বহির্গত হইয়া শত্রুর মর্ম ভেদ করিয়া থাকে।

বন্দুকের ন্যায় ইহা প্রথমে গ্রহণ, পরে ধ্মাপন অর্থাৎ প্রজ্বলিতকরণ, পশ্চাৎ সৃষ্ট অর্থাৎ বিদ্ধকরণের বিধি রহিয়াছে।[৫] শার্ঙ্গ-ধর-সংগৃহীত ধনুর্বেদে ইহাকে 'নালী' বলা হইয়াছে। যথা—

'নালিকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥'

—শার্ঙ্গধর : বীরচিন্তামণি

অর্থাৎ নালিক বাণ লঘু; ইহাকে নলযন্ত্রের দ্বারা নিক্ষেপ করা হইত। উচ্চ ও দূরলক্ষ্য স্থলে এবং দুর্গযুদ্ধে ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইত।

সুতরাং নালীকাস্ত্র ও আধুনিক বন্দুকের সাদৃশ্য সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে না। শুক্রনীতিতে স্পষ্টভাবে নালিকাস্ত্রের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে নালীকাস্ত্র ও বন্দুক যে সম-পর্যায়ভুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যথা—

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।
তির্যগূর্ধ্বচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি-তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবচূর্ণধৃক্ কর্ণমূলকম্॥
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃ-শলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্॥
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্যং পত্তিসাদিভিঃ।
যথা যথা তু ত্বক্‌সারং যথা স্থূলবিলান্তরম্॥
যথাদীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদি তথা তথা।
মূলকীল ভ্রমাল্লক্ষ্য-সমসন্ধানভাজি যৎ॥
বৃহন্নালিকসংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্॥"

—শুক্রনীতি ৪. ৭।

অর্থাৎ, শুক্রাচার্য নালিক ও মান্ত্রিক দুই প্রকার যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাকে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা মান্ত্রিক। মান্ত্রিকাস্ত্রের অভাবে নালিকাস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। নালিক দুই প্রকার—বৃহন্নালিক ও লঘু বা ক্ষুদ্র নালিক। লঘু নালিকের লক্ষণ এইরূপ—পঞ্চবিতস্তি পরিমাণ (৫ হাত লম্বা), একটী নাল বা নল (লৌহনির্মিত), তাহার মূলে তির্যগ্‌ভাবে একটী ছিদ্র, মূল হইতে ঊর্ধ্ব পর্যন্ত অন্তঃসুষির (গর্ত), মূলে ও ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু (মাছি) থাকে; যন্ত্রের আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হয় এরূপ প্রস্তরখণ্ড ইহার সহিত সংযুক্ত থাকিত, এইখানে অগ্নি-চূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তম কাঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুষ্টি থাকিত,—এইরূপ নালাস্ত্রের মধ্যগতের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী অর্থাৎ তর্জনী প্রবেশ করিতে পারে এরূপ গর্ত,—ইহার ভিতর অগ্নিচূর্ণ পুরিয়া রাখিবার দৃঢ় শলাকা; এরূপ নালাস্ত্রের নাম লঘুনালিক।

আধুনিক কামানের সহিত প্রাচীন বৃহন্নালিকের বেশ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নালিকাস্ত্রের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে; উহার গর্ত যত স্থূল হইবে ও উহার গোলা যত বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইবে। উহার মূলদেশে কীলক এবং কাষ্ঠ বুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনির্মিত ধরিবার হাতল থাকিত না, শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতির দ্বারা উহা বাহিত হইত। উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করিতে পারিলে ইহার সাহায্যে যুদ্ধ জয় অবশ্যম্ভাবী। ইহার নাম বৃহন্নালিক।

তৎকালে অগ্নিচূর্ণ-প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী ছিল; ইহা আধুনিক বারুদ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সাধারণতঃ সুবর্চিলবণ অর্থাৎ সোরা ৫ পল, গন্ধক ১ পল, অন্তর্ধূমবিপক্ক সুহী অঙ্গার অথবা আর্কজার ১ পল, সংশোধন-পূর্বক পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিতে হয়। অনন্তর সেই চূর্ণে সিজবৃক্ষের আটা ও রসুনের রস একত্রে পেষণ করিতে হয়। তারপর ইহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া পুনর্বার পেষণ করিলেই শর্করা বা বালুকার ন্যায় অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত হইবে। [বারুদ দ্র°]

গোলা বা গুলিকার প্রস্তুতপ্রণালীও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ

---

২ "অলঘ্নী লৌহময়ী সূর্মী সূর্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব জ্বলদ্বীপ্তার্থঃ। তৎ সমানেমন্ত্র। একেন প্রহারেণ শত সংখ্যকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শতঘ্ন্যঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ (সূর্মীযোদ্ধৃন্) এতস্যা বজ্রঃ দেবা হিংসন্তি। অনয়া সমিদাধানেন শতঘ্নীমেনাং বজ্রং বজ্রং কৃত্বা বৈরিণং হন্তুং প্রহরতি।"—সায়ণ-ভাষ্য।

৩ সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রায়চ্ছৎ তদঙ্গ যাতুচাতনম্॥২
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা॥৪

৪ "নলিকা ঋজুদেহা স্যাৎ তন্বী মধ্যরন্ধ্রিকা।
মর্মভেদকরী' নীলা * * *॥

৫ "গ্রহণং ধ্মাপনং চৈব সৃষ্টিরিতি গতিত্রয়ম্।
তান্মান্ত্রিকং দ্বিবিধা তু বেত্তারমান্ দিশুন্ বুধি॥"
—বৈশম্পায়ন নীতিপ্রকাশিকা, ধনুর্বেদ (Oppert Ed)

নালিকের জন্য লোহের গোলা প্রস্তুত হইত। উহা সগর্ভ অথবা কেবল নিরেট হইত। সগর্ভ গোলার ভিতর ক্ষুদ্র গুলিকা প্রভৃতি থাকিত। লঘু নালিকের জন্য সীসকের কি অন্য কোন ধাতুর দ্বারা নালছিদ্রের উপযুক্ত গুলিকা প্রস্তুত হইত। নালাস্ত্রগুলি লৌহময় কি অন্য কোন কঠিন ধাতু-দ্বারা নির্মাণ করা আবশ্যক। মহাভারতের নালীক, অয়ঃকণপ ও কণপ প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ আছে।

"অয়ঃ কণপ-চক্রাশ্ম-ভুশুণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ।
কৃষ্ণপার্থৌ জিঘাংসন্তঃ ক্রোধসংমূর্ছিতৌজসঃ॥"
—মহা° ১. ২২৫. ২৫।

এতদ্ভিন্ন গুলিকাস্ত্র, অশনি বা বজ্র; বায়ুস্ফোট যন্ত্র, তুলাগুড়া প্রভৃতি অগ্নি অস্ত্রেরই বিভিন্ন রূপ।

তুলাগুড়া—বজ্রমেঘের ন্যায় শব্দকারী চক্রযুক্ত 'তুলাগুড়া' এক প্রকার ভীষণ কামান ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহাভারতের বনপর্বে (৪২. ৫) বিভিন্ন অগ্ন্যস্ত্রের বর্ণনায় অর্জুন বলিয়াছেন—

'তথৈবাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা।'

ব্যাখ্যাকার নীলকণ্ঠ তুলাগুড়ার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ইহার আকার-প্রকার সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। "তুলাগুড়া তাগুগোলকাঃ। তাগুনি আগ্নেয়দ্রব্যবলেন গোলনিক্ষেপ-পাত্রাণি 'তুপান্' 'বন্দুখ' ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষাপ্রসিদ্ধানি। বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাৎ বায়ুং জনয়ন্ত্যঃ। সনির্ঘাতাঃ অশনিধ্বনিযুক্তাঃ মহামেঘস্বনাশ্চ॥"

তুলাগুড়া তুলা নামক পরিমাণ-দণ্ডের আকার-বিশিষ্ট গোলকনিক্ষেপক একটী পাত্র; উহা আবার আগ্নেয়দ্রব্যবলে নিক্ষিপ্ত হয় ও বায়ু উৎপাদন করে। ইহা হইতে বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হয় এবং উহা চক্রযুক্ত অর্থাৎ চাকাওয়ালা। সুতরাং আধুনিক কামানের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

শতঘ্নী—এই অস্ত্রের সাহায্যে শত-ব্যক্তিকে একসঙ্গে নিপাত করা যায়। কাহারও কাহারও মতে শতঘ্নী কণ্টকময় মুদ্গরবিশেষ।[৬] কিন্তু ইহার কার্যকারিতা চিন্তা করিলে, ইহা যে এক প্রকার অগ্ন্যস্ত্র ছিল, তাহাই মনে হয়। বিশেষতঃ ইহা হইতে অগ্নি প্রদীপ্ত হইত।[৭]

প্রাচীন ভারতে গোলাগুলি ও বারুদের ব্যবহার ছিল কি না এ বিষয়ে ভারতীয় ও বিদেশী বহু পণ্ডিত বহু আলোচনা করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত একরূপ স্থির করিয়াছেন যে, মামুদের ভারত-আক্রমণের পূর্বে ভারতে কোনরূপ অগ্ন্যস্ত্র ছিল না। তাঁহাদের মতে, প্রাচীন ভারত দাহ্য পদার্থ (inflamable) প্রস্তুত করিতে জানিলেও বিস্ফোরক (explosive) পদার্থের ব্যবহার জানিত না।

Halhed সাহেব ১৭৮১ খ্রী° সর্বপ্রথম তাঁহার Code of Gentoo Laws নামক গ্রন্থে (Introduction, 52ff) এ বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করেন। তৎপরে Elliot (Hist. of India vi. 455-82), Bohlen (All-Indien, 64-68) এবং Wilson (Works, iv. 303) ইঁহারা সকলেই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে পুরাকালে ভারতে অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার ছিল। অতঃপর Oppert 'নীতি-প্রকাশিকা' ও 'শুক্রনীতি-সার' (Nitiprakasika, 1882, 10-13 ; Sukranitisara, 194ff ; On weapons, 32) হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বন্দুক ও কামানের প্রয়োগ যে ভারতীয়েরা বহু পূর্বে জানিতেন তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র (Indo-Aryans, i. 311) ও ডক্টর হর-বিলাস সর্দা (Hindu Superiority, 300-9) Oppert-কে সমর্থন করেন। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল তাঁহার Antiquities of Orissa (i. 121) গ্রন্থে বলিয়াছেন, অগ্ন্যস্ত্রের বহুবার উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভারতীয়েরা তাহাদের শত্রুদের উপর এমন অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানিতেন যাহা হইতে গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইত, কিন্তু এখন পর্যন্ত উহাদের বর্ণনা পাওয়া যায় নাই। (From the frequent mention of the Agni-astra, or fire arms, it is to be inferred that the Hindus had some instruments for hurling shells or balls of burning matter against their enemies ; but no description of any such has yet been met with.) কিন্তু যদি তিনি 'ধনুর্বেদ', 'শুক্রনীতিসার', 'বীরচিন্তামণি' প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থগুলির কাল-নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে নিঃসংশয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিতে পারিতেন।

শুক্রনীতি যে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিতে পারা যায়, কারণ মহাভারতে বহু স্থানে 'শুক্রনীতি' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে—'শুক্রের নীতি', 'শুক্রের বাক্য', 'শুক্রের উক্তি' বলিয়া মহাভারতের বহু শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্র ও বৃহস্পতি নীতিশাস্ত্রের আদি গুরু বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন; মহাভারতের সময়-সম্বন্ধেও নানারূপ মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার "Comparative studies in Vaishnavism & Christianity" (15)-এ লিখিয়াছেন বৈশম্পায়নের প্রচলিত মহাভারত 'আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র' ও আদি পর্ব সুমন্তু ও জৈমিনি-কৃত 'ভারত-সংহিতা'র পুনঃসংস্করণমাত্র। ন্যূনকল্পে ধরিলেও মহাভারতের আরম্ভ হইয়াছিল খ্রী° পূ° ৬ষ্ঠ শতকে আর শেষ হইয়াছিল খ্রী° ১ম শতকে। তাহা হইলে শুক্রাচার্য ইহার পূর্বে 'শুক্রনীতি' রচনা করিয়াছিলেন।

Oppert-এর পরে যাঁহারা এই তথ্য-নির্ণয়ে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 'শুক্রনীতি-সার' ও 'নীতিপ্রকাশিকা'কে ইহার

৬ "শতঘ্নী কণ্টকযুতা কালায়সময়ঘৃতা।
মুদ্গরাকা চতুর্হস্তা বর্তুলাশ্মসন্নিভা॥
সদাকল্পিতকভোকা মন্যতি কথিতা ভব॥"
—ধনুর্বেদ, ৫

৭ মুদ্গরৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলোল্মুকপরশ্বধৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্ভিণ্ডিপালৈরপি স্মরাকরৈঃ। (মহা°)

বহু পরের রচনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে মহাভারতের বচনগুলিকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। 'প্রক্ষিপ্ত' বলা সহজ কিন্তু প্রমাণ করা খুবই কঠিন, উঁহাদের কেহই ঐগুলি যে প্রক্ষিপ্ত তাহার উল্লেখযোগ্য কোন পোষক প্রমাণ উত্থাপন করিতে পারেন নাই; অনেকে আবার বলেন যে দাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে অবগত থাকিলেও বিস্ফোরকদ্রব্য সম্বন্ধে হিন্দুরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ইহার পোষক কোন প্রমাণ তাঁহারা উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। [বারুদ দ্র°]

বিস্ফোরক-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের জ্ঞান কতদূর আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ছিল তাহা ঐ প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যাইবে, বারুদ-প্রস্তুতের উপাদান-সম্বন্ধেও তাঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। অধ্যাপক ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'International Law and Customs in Ancient India' in Jour. of the Dep. of Letters, C. U, i. 343-48) 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' (১৩. ৪) হইতে বারুদের একটি উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন। 'শুক্রনীতিসারে'র উপাদানের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে বারুদের ব্যবহার ছিল।

জি. এন. বৈদ্যও (Fire, Arms in Ancient India, JBBRAS, x. (n. s.), 1928, 27-38) এবিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। ইনি ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত উক্তির সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এখন পর্যন্ত কেহ ইহার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং লিখিয়াছেন, 'The authenticity of the passage has not been questioned and the problem therefore, presents quite a new appearance'. উদ্ধৃত অংশের সত্যতা-সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ সংশয় প্রকাশ না করায় প্রশ্নটি নূতন মূর্তিতে দেখিতে হইবে। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন, এ অস্ত্র দাহ্য (inflamable) ছিল, বিস্ফোরক (combustible) ছিল না। ইহার পরেও বৈদ্য মহাশয় অপর পণ্ডিত পাশ্চাত্ত্য পূর্বসূরীদের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন, জগতে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু এ সময়ের কোন যুদ্ধেই অগ্ন্যস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত (Hopkins : The Ruling Caste in Ancient India, JAOS, xiii. 297-304 ও R. Maclagan : On Early Asiatic Fire Weapons—JASB, 1876, 30-71 [40-56] বিশেষভাবে দ্র°)। সে সময়ে সভ্যজগতের কোন যুদ্ধে অগ্ন্যস্ত্রের উল্লেখ ছিল না বলিয়া ভারতেও যে অগ্ন্যস্ত্র থাকিতে পারে না এ সিদ্ধান্তে কোনক্রমেই আমরা উপনীত হইতে পারি না।

বৈদ্য মহাশয় সাহেবদের সহিত একমত হইয়া 'অগ্ন্যস্ত্র' অর্থে বুঝিয়াছেন, বাঁশের উপর তীর রাখিয়া কোনরূপে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ঐ তীর শত্রুর উপর নিক্ষেপ করা। ইনিও ঐ সকল পণ্ডিতের সহিত একরূপ মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতীয়েরা দাহ্য পদার্থের সহিত বিস্ফোরক-দ্রব্যের পার্থক্য জানিতেন না। ইনি বলিয়াছেন, বন্দুক ও কামানের প্রচলন থাকিলে তাহার পূর্বে বিস্ফোরক উপাদান-সম্বন্ধে ভারতীয়দের জ্ঞান থাকা উচিত। ইহার উপাদান হইতেছে সোরা, কয়লা ও গন্ধক। শুধু উপাদানগুলির জ্ঞান থাকিলেই চলিবে না, ঠিক মত ভাগও জানা চাই এবং যুদ্ধে ঐ গুলির ব্যবহার যে হইত তাহাও দেখান চাই। অবশ্য তিনি এ কথাও বলিয়াছেন, প্রাচীন ভারতে 'অগ্ন্যস্ত্র-দ্বারা বহু শত্রু বিনাশের উল্লেখ আছে'; কিন্তু ঐ অস্ত্র সাধারণ শর-নিক্ষেপের মত হইতে পারে না; তাহা হইলে উহার নিক্ষেপের জন্য কামান হইতে গোলা নিক্ষেপের মত কোনরূপ ব্যবস্থা থাকিত। রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থে কামানের মত কোন মারণাস্ত্রের উল্লেখই নাই। —'মহাভারত কী উপসংহার', ৫১৫। পুরাকালে যুদ্ধে তথাকথিত অগ্ন্যস্ত্রের কোন কার্যই দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামায়ণ, মহাভারত ও পরবর্তী গ্রন্থাদিতে 'শতঘ্নী' নামক অস্ত্রের উল্লেখ আছে। 'শতঘ্নী' অর্থে শতশত্রু-বিনাশকারী অস্ত্র বুঝায়। মহাভারতে দেখা যায় (১১. ১২. ২১; ৮. ১৬. ১৭; ৮. ১১. ১৮), শতঘ্নী হস্তদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত এবং উহা অন্যান্য অস্ত্রের সহিত রথের এক পার্শ্বে রক্ষিত হইত। ভীমসেনের প্রতি একবার শতঘ্নী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি শরদ্বারা উহার গতি লক্ষ্যপথ হইতে বিচ্যুত করেন (মহা° ৬. ১১৩. ৩৯ ইং°; ৬. ১৬. ৫৭)। যুধিষ্ঠিরও এইরূপ শল্যের প্রতি শতঘ্নী নিক্ষেপ করিলে তিনিও উহা শরের দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন (মহা° ৯. ১২. ২১)। ইহা হইতেই বৈদ্য মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, তৎকালে শতঘ্নী অগ্ন্যস্ত্ররূপে পরিচিত হইত না। কিন্তু তাঁহার এ যুক্তিদ্বয়ের কোনটীই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন, হস্তদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত বলিয়া শতঘ্নী কখনও অগ্ন্যস্ত্র হইতে পারে না। আজিও hand grenade হস্ত-দ্বারাই নিক্ষিপ্ত হয়, তথাপি ইহা হাত-বোমা। হস্তের সাহায্যে শত্রুর পরিখা ইত্যাদিতে যে বিস্ফোরকের গোলক নিক্ষিপ্ত হয় উহাই hand grenade. ইহাকে অগ্ন্যস্ত্র ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ 'শতঘ্নী' শব্দের অর্থ টীকাকারদের ব্যাখ্যার সহিত পাঠ করিলে বৈদ্য মহাশয়ের ভ্রম হইত না। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ 'শতঘ্নী' অর্থে আধুনিক কামানের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্রকে নির্দেশ করিয়াছেন (৩. ১৫. ৫-৮; ৩. ২১. ২)। ইহা রথের সহিত সংযুক্ত 'চক্র' যাহা হইতে তুলা-গুড়া বাহির হইত। ইহাকে 'বৃহন্নালিক'ও বলা হইত। আমকার আবার কোন কোন স্থলে প্রস্তর-নিক্ষেপক কাষ্ঠযন্ত্র-বিশেষকেও 'শতঘ্নী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রামায়ণের টীকাকার রামানুজ 'শতঘ্নী' অর্থে বৃহৎ মুদগর ধরিয়াছেন; অবশ্য এই অর্থে ধনুর্বেদের ৫ম অধ্যায়ে শতঘ্নী শব্দের ব্যবহার বৈশম্পায়ন করিয়াছেন, যথা :—

'শতঘ্নী কণ্টকযুতা কালায়সময়দৃঢ়া' ইত্যাদি বচনে কণ্টকযুক্ত লৌহসার-নির্মিত মুদগরতুল্য সুদৃঢ় ও গোলাকার 'শতঘ্নী' নামক

অস্ত্র চারি হাত পরিমিত ও তাহার মুট আছে। গদাযুদ্ধে গদা প্রয়োগ-কালে আস্ফালনের মত ইহার আস্ফালনও অনুরূপ।

কিন্তু এইরূপ হইলে বলিতে হয়, ইহাদ্বারা এক কালে শত পুরুষের হনন-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না এবং ইহা হইতে অগ্নিও প্রদীপ্ত হয় না। পূর্বোদ্ধৃত মহাভারতের বচন হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্গর ভিন্ন অন্য এক প্রকার প্রদীপ্ত শতঘ্নী ছিল, যাহাদ্বারা এককালে শত ব্যক্তির হনন-কার্য চলিত।

যে স্থলে 'শতঘ্নী' অর্থে মুদ্গর বুঝাইয়াছে, সেখানে শরদ্বারা তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কালিদাস 'শতঘ্নী'কে লৌহ-শলাকার দ্বারা আবৃত বলিয়াছেন এবং শর-সংঘাতে উহা খণ্ডিত হওয়ার উল্লেখও করিয়াছেন। —রঘু° ১২. ৯৫-৯৬। ইহা যে কবির কল্পনা-প্রসূত নয় তাহা কে বলিতে পারে? কালিদাস কাব্যই লিখিয়াছেন, অস্ত্রের ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই।

বৈদ্য মহাশয় মহাভারত ও রামায়ণে বহু স্থলে দুর্গ-প্রাচীরে শতঘ্নীর অবস্থিতি দেখিয়া (মহা° ১২. ৬৯; রা° ১২. ৯; ৫. ৩. ১৮; ৫. ৪. ১৭-২০) স্থির করিয়াছেন, ইহা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান-দিগের ব্যবহৃত Cata-pult নামক সামরিক যন্ত্রবিশেষ; এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা বল্লম, প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিত। আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতের অনুসরণ করিয়া বৈদ্য মহাশয় ধরিয়া লইয়াছেন যে, সভ্য-জগতের কোন স্থানেও যখন কামান ও বারুদের প্রচলন ছিল না, তখন ভারতে উহা প্রচলিত থাকিতে পারে না। বৈদ্য মহাশয় তাঁহার মতকে সুদৃঢ় করিবার জন্য বৈজয়ন্তী (ভূমিকাণ্ড, ক্ষত্রিয় অধ্যায়) হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

'শতঘ্নী তু চতুস্তালা লৌহ-কণ্টকসঞ্চিতা।
অয়ঃকণ্টকসঞ্ছন্না শতঘ্নোব মহাশিলা॥'১৬৯

অর্থাৎ শতঘ্নী শব: অস্ত্র, ইহা লৌহকণ্টক-দ্বারা আবৃত; 'কণ্টক' শব্দে তিনি knob বর্তুলাকার উন্নত অংশ লিখিয়াছেন। ইহা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বা লৌহশল্যদ্বারা কণ্টকিত।

শতঘ্নীর অর্থ-বৈষম্যের কারণ আমাদের মনে হয় মনু হইতেই হইয়াছে। তিনি সংহিতায় ৭. ৯০ শ্লোকে লিখিয়াছেন:—

'ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥'

পরস্পর যুদ্ধকালে কূটাস্ত্র অর্থাৎ গুপ্ত বিষাক্ত বাণ, কর্ণাকার-ফলকযুক্ত বাণ কিংবা অগ্নি-প্রদীপ্তাস্ত্র কাহাকেও প্রহার করা বিধেয় নয়।

মনুর অনুশাসন বিনা বাক্যব্যয়ে তখন সকলকেই মানিতে হইত; সুতরাং যে সকল টীকাকার তাঁহার পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শতঘ্নীর কষ্টকল্পিত অনুরূপ অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কখনও কখনও শতঘ্নীকে অগ্ন্যস্ত্র বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন।

বৈদ্য মহাশয় লিখিয়াছেন, 'নালিকা' বা 'নালিক'কে সাধারণতঃ বন্দুকের মত কোন রূপ অগ্ন্যস্ত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। 'নীতি-প্রকাশিকা'কারও উহাকে বন্দুক, কামানাদি ছুড়িবার কল বা Flint-lock বলিয়াছেন। কিন্তু বৈদ্য মহাশয় বলিয়াছেন, নীতিপ্রকাশিকাকারের পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতে এরূপ কোন যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং ইহাকে এক প্রকার শর বলিয়াই দেখা যায়। 'বৈজয়ন্তী'তেও উক্ত হইয়াছে, 'নালিকা মন্ত্রে-বাণে না'। 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি—ধনুর্বেদে' নালিকাকে 'নালিকা লঘবে বাণা' ইত্যাদি শ্লোকে ছোট রকমের শেল বা বল্লমের ন্যায় অস্ত্র বলা হইয়াছে; ইহা ফাঁপা নলের সাহায্যে চালিত হয়। দুর্গ-অবরোধের সময় ইহা অত্যন্ত কার্যকর হয়।

পূর্বে নালিকার উল্লেখস্থলে দেখান হইয়াছে যে ইহা একরূপ অগ্ন্যস্ত্র।

Oppert 'সূর্মী'কে বন্দুকের মত এক প্রকার অস্ত্র বলিয়াছেন। 'নীতিপ্রকাশিকা' (১১. ১০) ও বৈদিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে (ঋ° ৭. ১-৩; যজুর্বেদ [বাজ°] ১. ৫. ৭. ৬); যজুর্বেদে (১. ৫. ৬. ৭) আছে—'অনন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্মী সা॥ কর্ণকাবতী অন্তঃসুষিরবতী অন্তর্বহিশ্চ জ্বলন্তীতার্থঃ।' সায়ণও বলিয়াছেন—'জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্মী সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব জ্বলন্তীতার্থঃ।

তৎসমানেয়ুক্॥'

বৈশম্পায়নের ধনুর্বেদ-গ্রন্থে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়—

'সূর্মস্তু রক্তদেহঃ স্যাৎ সর্মাপদচপূর্বকঃ।
পুষ্পপ্রমাণ ঋজুস্তস্মিন্ ভ্রামণং পাতনং দ্বয়ম্॥'

অর্থাৎ আকার রক্তবর্ণ, ঘনগ্রন্থিযুক্ত পুরুষ-প্রমাণ লম্বা, সোজা লৌহ-বাণ; ভ্রামণ ও নিপাতন ইহার কার্য।

কিন্তু বৈদ্য মহাশয় 'সূর্মী'র অর্থ করিয়াছেন—অগ্নির শিখামাত্র।

বৈদ্য মহাশয়ের অর্থ লইলে 'ভ্রামণ' ও 'নিপাতন' বা শত্রুমারণ কার্য হইবে কি প্রকারে, অগ্নিশিখার কার্যমাত্র দগ্ধ করা।

অর্থশাস্ত্রোক্ত বারুদের উপাদান-গুলিকে বৈদ্য মহাশয় বিস্ফোরক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মত প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ বারুদের ব্যবহার পূর্বে কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এগুলি অগ্নিস্পৃষ্ট শর-মাত্র।

তিনি বলেন, এইরূপ শরের কথা মনুস্মৃতি (৭. ৯০), মহা° (৫. ১৫৫. ৫-৭) প্রভৃতিতে আছে। 'মানসোল্লাসে' বিস্ফোরক তৈল-সিক্ত 'অগ্নিতৈল বাণে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (২. ১০৬৫, ১০৭১, ১২১৩); 'রাজতরঙ্গিণী'তেও (৭. ৯৮৩, ৯৮৯) রাজা কন্দর্পকে বিস্ফোরক তৈলসিক্ত অগ্নিবাণ ছুড়িতে দেখা যায়। এই সমস্ত কারণে বৈদ্য মহাশয় বলিয়াছেন, বৈদিক বা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে কোনরূপ অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। প্রাচীন যুগে অগ্ন্যস্ত্র থাকিলে নিশ্চয়ই বারুদের ব্যবহার থাকিত, কিন্তু 'অশ্মচূর্ণে'র ব্যবহার রামায়ণ ও মহাভারতে স্থানে স্থানে আছে। 'অগ্নিচূর্ণে'র ব্যবহারও 'শুক্রনীতিসার' ও 'নীতিপ্রকাশিকা'য় আছে। [অশ্মচূর্ণ ও অগ্নিচূর্ণ-সম্বন্ধে 'বারুদ' দ্র°]

আচার্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও তাঁহার History of Hindu Chemistry-তে (i. 179-80) লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে অস্ত্র ও বারুদের ব্যবহার থাকা সম্ভব নয়—বিস্ফোরক তৈল বা ঐরূপ কোন দ্রব্যের ব্যবহার ছিল।

বৈদ্য মহাশয়ের মত অভিমত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের প্রবন্ধাবলীর স্বতন্ত্র আলোচনা না করিয়া বৈদ্যের প্রবন্ধের আলোচনা মাত্র করিয়া বলিতে পারা যায় যে, তিনি এমন কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলিতে পারেন নাই যাহা হইতে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতে পারি যে, রামায়ণ-মহাভারতের যুগে অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। আমাদের উদ্ধৃত প্রমাণাদি হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সে সময়ে 'বারুদের' ব্যবহার আর্যেরা জানিতেন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অগ্ন্যাগার, অগ্ন্যগার—[অগ্নি-রক্ষার্থ আগার, অগার—ম-প-লো°] ক্লী°, অগ্নিহোত্রীর হোমগৃহ, সাগ্নিকের হোমের ঘর, অগ্নিশালা।—রা° ২. ৩. ১২ ; রঘু° ৫. ২৫ ; মনু° ৪. ৫৮।

অগ্ন্যাত্মক—[অগ্নি আত্মা যাহার—বহু° ; স্ত্রী— -ত্মিকা] অতি ক্রোধী, অগ্নিশর্মা, যাহার স্বভাব অগ্নিতুল্য। 'সোমাত্মিকা স্ত্রী, অগ্ন্যাত্মকঃ পুরুষঃ' ॥ আগ্নে°।

অগ্ন্যাধান১, অগ্ন্যাধেয়,—[অগ্নির আধান—৬-তৎ] ক্লী°, ১ (অগ্নির আধান যাহাতে) অগ্নিহোত্র। ২ শাস্ত্রবিহিত অগ্নিসংস্কার।—কল্পদ্রু° ১৯. ১৬ ; অভি° মর্ত্য° ৮৯। ৩ বেদমন্ত্রদ্বারা অগ্নিস্থাপন।

বৈদিক ধর্মানুসারী গৃহস্থ-কর্তৃক বিবাহের পর সস্ত্রীক গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই অগ্নিত্রয় স্থাপনের নামই অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়। বৈশাখী শুক্লা প্রথমায় রোহিণীনক্ষত্রে অগ্নিস্থাপনই প্রশস্ত। অমাবস্যার সহিত রোহিণী নক্ষত্রের সংযোগে অগ্ন্যাধান বিশেষ প্রশস্ত। অমাবস্যায় অগ্নিস্থাপন ও পূর্ণিমায় পূর্ণযাগ করিতে হয়। এইরূপ অনবরত পনর বৎসর করিয়া পুনরায় পনর বৎসর ইহা সম্পন্ন করিলে অমরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৃহস্থমাত্রেরই ইহা করণীয়। কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, চিত্রা, ফল্গুনী, হস্তা প্রভৃতি নক্ষত্রেও অগ্ন্যাধান করা যায় ; অন্যান্য নক্ষত্রে অগ্ন্যাধান নিষিদ্ধ।

নবপরিণীত গৃহস্থকে প্রথমতঃ অগ্নিশালায় দুইখানি ঘর করিতে হয় ; ইহার এক খানি ঘরে গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি এবং অন্য ঘরে আহবনীয় অগ্নি ও বেদী স্থাপন করিতে হয়। এই তিনটী অগ্নিতে সমুদয় শ্রৌত যজ্ঞ সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এই জন্য এই অগ্নিত্রয়ের নাম শ্রৌত অগ্নি বা বৈতানিক অগ্নি। গার্হপত্য অগ্নিই নিয়ত জ্বলিতে থাকে ; প্রয়োজনমত যজ্ঞকালে অন্যান্য অগ্নি এই গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহরণ করিতে হয়। —শ-ব্রা° ২. ১ ; ১১. ১. ২ ; ঐ-ব্রা° ২৫. ১. ৭।

অগ্ন্যাধান২—গ্রন্থ-বি°।—আপ° B. 1. 146 ; মানব° B. 1. 188. ~পদ্ধতি – হিরণ্যকেশিশাখীয় অনুষ্ঠানবি°। —R. Mitra 122 ; Proceed. ASB, 1869, 38 ; 1870, 313. ~প্রকরণটীকা—জ্যো° গ্রন্থ-বি°। রামদৈবজ্ঞ কৃত—N.P. 1. 150. ~প্রয়োগ—১ বৌধা° Cat. Cat. 10. 395 ; L. 758, 833, 1416 ; Peters. 2.177. ২ গোপীনাথকৃত টীকা—N.P. viii. 4.~বিধিপ্রয়োগ—[আধানবিধিপ্রয়োগ দ্র°]। ~হোত্র—গ্রন্থবি°।—Bhk. 11.

অগ্ন্যাধেয়২—আপ° 4757. 4758.W.P. 319. ~কর্ম—(পুং-কর্মন্) বাজ° গ্রন্থ-বি°। —B.P. 287.

অগ্ন্যালয়—[অগ্নির আলয়—৬-তৎ] ১ হোমগৃহ, অগ্নি রক্ষা করিবার গৃহ। ২ যজ্ঞাগ্নির আধার, কুণ্ড ও স্থণ্ডিল।

অগ্ন্যাহিত—[আহিত (স্থাপিত) অগ্নি যৎকর্তৃক—বহু°] সাগ্নিক, আহিতাগ্নি, অগ্নিহোত্রী। —হেমনাম° শিলো° ১৭৬।

অগ্ন্যাহিতি—অনুষ্ঠানের পূর্বে হোমকুণ্ডে অগ্নিস্থাপন, বেদমন্ত্রদ্বারা অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র।

অগ্ন্যুচ্ছিষ্ট— অগ্নিপর্যায় হইতে উচ্ছিষ্ট স্বাস। —কল্পদ্রু° ৭৭. ৮২।

অগ্ন্যুৎপাত১—১ আকাশস্থ অগ্নিকৃত অশুভ উপদ্রব, উল্কাপাত, বিদ্যুৎপাত, ধূমকেতুর উদয়। —অম° কাল° ১৭৪ ; নানার্থ° ১৮০। [উল্কা দ্র°] ২ [অগ্নি সংক্রান্ত উৎপাত—ম-প লো°] গৃহদাহাদি যে কোন উপদ্রব। ৩ [বা° সাধারণতঃ প্রয়োগ] অগ্নিগিরি হইতে অগ্নি-পতন।

অগ্ন্যুৎপাত২—[অগ্নি দ্বারা উৎপাত—৩-তৎ] ধূমকেতু, উল্কা। বৈদ্যুতাদি প্রকৃতির পতনজনিত উৎপাত [উৎপাত দ্র°]। ব্যোমমার্গ হইতে নানারূপ ধাতব পদার্থ বা তৎসংমিশ্রিত পদার্থ কখনও ভূ-মার্গে পতিত হইয়া যে ক্ষতি করে তাহা বহুকাল হইতে নানা প্রদেশে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। এই সকল পদার্থ কখনও অগ্নি কখনও মাত্র উত্তপ্ত অবস্থায় পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়। ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় পৃথিবীর আকর্ষণে ভূ-মার্গে আসিয়া পড়িলে ইহাদের শব্দও শ্রুতিগোচর হয়। কখনও অগ্নিমাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। সাধারণতঃ এই অগ্নিস্ফুরণ বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘের সংঘর্ষণে উৎপন্ন হয়। অগ্ন্যুৎপাতের অন্য উত্তম উদাহরণ মেরুষা (ভূমেরু-বহ্নি ?)। [অরোরা পোলারিস্ দ্র°]

সৌর-মণ্ডলে গ্রহ-উপগ্রহের সহিত বহু ধূমকেতুও আছে। উহাদের সহিত আকারে, আবরণে ও কক্ষের বিভিন্নতায় ধূমকেতুর প্রভেদ দেখা যায়। গ্রহ-উপগ্রহের তুলনায় ইহাদের আকার বহু ক্ষুদ্র। সাধারণতঃ কুহেলিকা বা নীহারিকাময় আবরণদ্বারা ইহারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে—এই আবরণ কখনও গোলাকার, কখনও পুচ্ছাকার দৃষ্ট হয়। ইহাদের ডিম্বাকৃতি কক্ষ বহু সময়ে বর্ধিত হইয়া অধিবৃত্তাকার (parabolic) ধারণ করে। কয়েকটী ধূমকেতুর কক্ষ পরাবৃত্ত (hyper-

bolic) স্বরূপ। অদ্যাবধি যে সমস্ত অল্প আবর্তনকাল-বিশিষ্ট ধূমকেতুর বিষয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে এন্‌কীর (Encki's) ধূমকেতুর কালচক্র মাত্র সওয়া তিন বৎসর। ধূমকেতুর দীর্ঘতম আবর্তনকাল প্রায় নিযুত বৎসর। অধিকাংশ ধূমকেতুর আবর্তনকালচক্র দীর্ঘ। শতবর্ষের মধ্যে সূর্যের নিকটবর্তী হয় এইরূপ ধূমকেতুর সংখ্যা প্রায় তিন শত। সৌর-মণ্ডলে প্রায় এক লক্ষ বিশ সহস্র ধূমকেতু আছে।

পুরাকাল হইতে ইহাদের অনিয়মিত আবর্তন, দ্রুত পরিবর্তনশীল চঞ্চল গতি, সাময়িক উজ্জ্বলাকার এবং সম্মার্জনীর ন্যায় পুচ্ছ মানবের মনে ভয় ও কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। বহুকাল হইতে মানবের ধারণা যে আকাশের গ্রহ-উপগ্রহেরা মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সেইরূপ ধূমকেতুর কৌতূহলোদ্দীপক ও বিভীষিকাময় বিকাশে মানব-সাধারণের মনে যুদ্ধ ও মারী-ভয় আগমনের ধারণা অদ্যাবধি দৃঢ়মূল হইয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেক দেশে উহাদের আগমন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাতে পরে ইহাদের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুব্যবস্থা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ইহাদের প্রকৃতি লইয়া দুই মত গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক দলের মতে ইহারা ব্যোম-মার্গের বস্তু, অন্য দলের মত—ইহারা ভূ-মার্গের বাষ্পীয় পদার্থ। রোমীয় পণ্ডিত সেনেকা প্রথমোক্ত মতই বহু পূর্বে ব্যক্ত করিয়া যান। ষোড়শ শতাব্দীতে টাইকো ব্রাহি (Tycho Brahe) সেনেকার মতই সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। [অন্যান্য বিবরণ 'ধূমকেতু' শব্দে দ্র°]।

উল্কাসমূহ বহির্জগৎ হইতে আগমন করিয়া ভূ-মার্গে উপস্থিত হয় এবং তথায় সূর্যানুগত হইয়া উদয়শীল ও অস্তগামী হয়। পূর্বকালে ইহাদের উৎপত্তি বায়ুমণ্ডলে বলিয়া মানবের বিশ্বাস ছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণ জানিতে পারেন যে, ভূ-মণ্ডলের বহির্ভাগ হইতে উল্কাসমূহ আসে এবং সূর্যানুগামী হয়। এই তথ্য জানিবার পর হইতে ইহা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্তর্গত হয়। ১৮৩৩ খ্রী° ইউরোপে এরূপ উল্কাবর্ষণ হয় যে, তৎকালীন বহু লোকের ধারণা হইয়াছিল, পৃথিবীর ধ্বংসকাল আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা এই উল্কাবর্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মতে এই বর্ষণ সিংহ-রাশির দিক্ হইতে হওয়ায় এই সব উল্কার নাম Leonids হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে উহা তদপেক্ষা অধিক দূরস্থিত বহির্জগৎ হইতে পতিত হইয়াছিল। পৃথিবীর বহুদূরবর্তী স্থানসকল হইতে উল্কাসমূহ সমান্তরালভাবে পতিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

উল্কাপিণ্ড ভূ-মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের ন্যায় বেগে গতিশীল থাকে। ভূ-মণ্ডলে প্রবেশ করিলে ইহাদের দ্যুতি ও শব্দ মানব দেখিতে ও শুনিতে পায়। বায়ু-প্রতিঘাতে ইহারা প্রোজ্জ্বল গোলকের আকার ধারণ করে এবং তৎকালে এক একটী উল্কাকে চন্দ্রের অপেক্ষা বড় দেখায়। বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে ইহাদের দ্রুতগতি হ্রাস পায় এবং ইহাদের দ্রুতধাবন-জনিত বায়ুর আকস্মিক সঙ্কোচন ও পেষণে ইহারা বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সংঘর্ষণের জন্য আকাশে বজ্রপাতের ন্যায় গুরুগম্ভীর শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। এইরূপে গতিবেগ হ্রাস হইবার পর যখন ভূমিতলে ইহারা পতিত হয় তখন ইহাদের বেগ পূর্বাহ্নরূপ বা তাহার সহস্রাংশের একাংশও থাকে না। সেইজন্য ভূমি স্পর্শ করিলে ২।৪ ফুটের বেশী প্রোথিত হয় না। ইহাদের উত্তাপও হ্রাস পাইয়া স্পর্শযোগ্য হইয়া পড়ে। এই সমস্ত উল্কাপিণ্ডের বহির্ভাগে সামান্য দগ্ধাবশিষ্ট কৃষ্ণ আবরণ থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ উল্কাপিণ্ডসমূহ প্রস্তর, লৌহ ও নিকেল ধাতুময় হয়। পতনকালে মাত্র হিস্ হিস্ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। [অন্যান্য বিবরণ 'উল্কা' শব্দে দ্র°]

বায়ুমণ্ডলে নানা কারণে আকস্মিক চাপের উত্তাপের পরিবর্তন হয়। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প এবং ধূলি আছে। ধূলি থাকাতে জলীয় বাষ্প বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কণার আকার ধারণ করে। উহাদের পরস্পরের আঘাতে এবং পূর্বোক্ত আকস্মিক চাপ ও উত্তাপের পরিবর্তনে বৈদ্যুতাগ্নির উৎপত্তি হয়। মেঘমণ্ডলে জলীয় কণা থাকায় বৈদ্যুতাগ্নি পূর্ণ হয়। দুই বা ততোধিক মেঘ পরস্পরের সন্নিকটবর্তী হইলে অথবা কোন উচ্চ পর্বতের নিকটবর্তী হইলে বিদ্যুৎপাত হইয়া থাকে। [অন্যান্য বিবরণ 'মেঘ', 'বিদ্যুৎ', 'বজ্র' শব্দে দ্র°]

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

অগ্ন্যুৎপাত,—[উৎ=ঊর্ধ্ব, পাত=ক্ষেপণ]—ঊর্ধ্বদিকে অগ্নির ক্ষেপণ volcanicity. পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপে এই অগ্ন্যুৎপাত হয়। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ বহির্ভাগের উত্তাপ অপেক্ষা অনেক বেশী। অত্যুত্তাপে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ নানারূপ পদার্থ ফুটন্ত অবস্থায় আলোড়িত হয়। উহার কতকাংশ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ঐ দ্রব পদার্থসমূহের উপরিভাগ ও ভূগর্ভের গর্তসমূহকে পূর্ণ করিয়া রাখে।

পৃথিবীর উপরিভাগে বৃহৎ পর্বতমালা রহিয়াছে; ইহা ছাড়া বায়ুমণ্ডলের চাপও আছে। এই উভয় চাপ ক্রমবর্ধমান অবস্থায় ভূভাগের অভ্যন্তরে গিয়াছে এবং রুদ্ধ বাষ্পাদির উপর চাপ দিতেছে। এই চাপ উক্ত দ্রবীভূত পদার্থসমূহের উপর পড়ে। পৃথিবীর বহির্ভাগের যে অংশ কোমল থাকে, সেই স্থান বিদীর্ণ করিয়া দ্রব পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কোনও কোনও স্থলে রুদ্ধ বাষ্পের চাপেও ঐরূপ দ্রব পদার্থ বহির্গত হয়। এই মুক্তপথ হইতে নিস্রাব বাহির হওয়ায় উহা কোণাকৃতি ধারণ করিয়া গিরির আকারে পরিণত হয়।

সময়ে সময়ে পৃথিবীর বহিরাংশ কোন না কোন কারণে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত হইতে দেখা যায়। ইহার যথার্থ কারণ এখনও বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। তবে ইহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেক

স্থলেই অগ্ন্যুৎপাত ও গিরিসমাকর্ষণ একসঙ্গেই ঘটিয়াছে। পৃথিবীর এই সমাকৃষ্ট ও অন্য স্থানসমূহ অতি দুর্বল হইয়া পড়ে। যদি তির্যগ্‌ভাবে একই স্থল সমাকৃষ্ট হয় তবে ঐ প্রদেশ অতিশয় দুর্বল হইয়া বিস্তীর্ণবিবার কারণ হয়। পৃথিবীর এই সকল দুর্বল বহিরংশ দিয়া উত্তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থসমূহ বাহির হওয়াই অগ্ন্যুৎপাত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

গিরিনিস্রাব বাহির হওয়ার সময় স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হয় ও ভূগর্ভস্থ শব্দ শ্রুত হয়; এই সময় নির্ঝরের প্রবাহ ও উত্তাপের পরিবর্তন হয় এবং অগ্নি-গিরির নিকটে বাষ্পাদি বাহির হইতে থাকে।

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

অগ্ন্যুত্তারণপ্রয়োগ — ধর্মগ্রন্থ-বি°। —Burnell 148b.

অগ্ন্যুদ্‌গম, -গার, -গিরণ—১ অগ্নি-গিরি হইতে অগ্নি প্রভৃতির ঊর্ধ্বগমন বা উৎক্ষেপণ। ২ অগ্নির উত্থান, আগুন বাহির হওয়া।

অগ্ন্যুদ্ধরণ—যজ্ঞাহুতি দিবার পূর্বে হোমাগ্নি হোমকুণ্ড হইতে গ্রহণ।

অগ্ন্যুদ্ধার—অগ্ন্যাধানের জন্য অরণি ঘর্ষণ-পূর্বক অগ্ন্যুৎপাদন।

অগ্ন্যুৎসব—[অগ্নির দ্বারা উৎসব —৩-তৎ] ১ হর্ষজ্ঞাপক অগ্নিক্রীড়া; প্রচণ্ড আগুন জ্বালিয়া আমোদকরণ [দোল, হোলি দ্র°]। ২ দোলের চাঁচর, দোলযাত্রার পূর্ব-দিনে করণীয় উৎসব [দোল, চাঁচর দ্র°]।

অগ্ন্যুপস্থান—১ অগ্নিহোত্র সমাপ্ত হইবার পর অগ্নির আরাধনা, অগ্নির পূজা বা উপাসনা। ২ অগ্নির উপাসনা-মন্ত্র।

অগ্ন্যোঘ — গৃহদাহ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি।

অগ্র,—[বৈদিক অগ্র; তু°—অবে° অগ্রো =প্রথম; লিথু° agrs = সকালে early. √অন্‌গ্‌+র (রন)—ক, ন—লোপ; 'অঙ্গেষ্বগ্রাগ্রমগ্নবি প্রভৃত্যপ্রভৃত্যুক্তগ্রোগ্রকেশ্রেব-ক্তরুকশুক্লগৌরবশ্রেবামালাঃ' —উণা° ২. ২৮; যে প্রথমে গমন করে; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, (কালসম্বন্ধে) প্রথম, আদ্য:—অগ্রভাগ; অগ্রসংগ্রহ॥ মে° শব্দ° বো-মো°। ২ বিণ, (গুণসম্বন্ধে) প্রধান, শ্রেষ্ঠ, উত্তম:—অগ্র-জাতি; অগ্রবীর; অগ্রাসন (=সম্মুখ আসন, সম্মানের আসন)—মুদ্রা° ১. ১২; অগ্র-মহিষী— 'বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং স্বমগ্রমহিষীভব' —রা° ৫. ২২. ১৬; 'মমাগ্রমহিষী ভব'—রা° ৩. ৪৭. ২৮॥ অম° মে° শব্দ°॥ ৩ বিণ, অধিক॥ মে°॥ ৪ বিণ, (দিগ্‌সম্বন্ধে of space) উপরিস্থ:—বিমানাগ্রভূমি; অগ্রশাখা। ৫ স্ত্রী°, ক উপরিভাগ, ঊর্ধ্ব-ভাগ:—গৃহাগ্র। খ সূক্ষ্মতমাংশ, আগা, ডগা (—উপলক্ষণে, fig. তীক্ষ্ণতা):—নাসিকাগ্র— 'নাসাগ্রস্থিতমৌক্তিকম্‌'—ভামিনীবি°২. ১৭৫; নখাগ্র; জিহ্বাগ্র—'সমস্তা এব বিদ্যা জিহ্বা-গ্রেঽভবন্‌'—কুমারসম্ভব। গ শিখর, শির, শৃঙ্গ, চূড়া:—কৈলাসাগ্র, পর্বতাগ্র॥ অম°॥ ৬ উত্তরভাগ, প্রথমাংশ। ৭ আরম্ভ। ৮ আধিক্য, অতিরেক॥ মে°॥ ৯ সম্মুখ, পুরোভাগ:—অগ্রপাদ, অগ্রচরণ; 'অগ্রাণীকঃ (কং)'—মনু° ৭. ১৯৩। ১০ অবলম্বন, আলম্বন, আশ্রয়, লক্ষ্য goal, end॥ শব্দ°॥ ১১ ভিক্ষাপরিমাণবি°, গ্রাসচতুষ্টয়; 'গ্রাস-প্রমাণা ভিক্ষা স্যাদগ্রং ভিক্ষাচতুষ্টয়ম্‌।' ১২ (জ্যো°) এক পল পরিমাণ॥ শব্দ°॥ ১৩ উৎকর্ষ; 'অগ্রাদগ্রং রোহতি'—তা ব্রা°। ১৪ সমূহ॥ শব্দ° মে°॥ ~কর—[করের অগ্র —৬-তৎ, রাজদন্তাদি; অগ্র কর—কর্মধা° (মল্লিনাথ)] ১ অগ্রহস্ত, অগ্রস্থ করাংশ, হস্তের অগ্রভাগ, অঙ্গুলি। ২ (বৈজ্ঞা-পরিভা°) নাভিবিন্দু, focal point. ৩ প্রথম কিরণ॥ মনি°॥ ~কায়—[অগ্র কায়—কর্মধা°; কায়ের অগ্র—৬-তৎ, রাজদন্তাদি] শরীরের অগ্রভাগ, দেহের পুরোভাগ।—হরি. ১২৪৭। ~গ—[~+√গম্‌+অ (ড)—ক: পা° ৩. ২. ৪৮; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, যে অগ্রে গমন করে, অগ্রগামী, পুরোগামী, যে সকলের আগে যায়। ২ নায়ক leader, guide. ~গণী—অগ্রগণ্য (অগ্র°)। ~গণ্য—[অগ্রে গণ্য ৭-তৎ; অগ্র+গণ+যৎ (পা° ৪. ৪. ৮৪); স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অগ্রে বা প্রথমে গণনীয় বা উল্লেখ্য, প্রথম, শ্রেষ্ঠ, প্রধান:- পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য, নটের অগ্রগণ্য, চোরের অগ্রগণ্য; 'সমরভবনবানে যদ্‌ভবানগ্রগণ্যঃ' —মহানা°। ২ (প্রা° বা° অপভ্র°) অগ্রসর। ~গতি, -গমন—১ অগ্রে বা পূর্বে যাওয়া, পুরঃসরণ, পুরোবর্তিতা। ২ বৃদ্ধি। ৩ উন্নতি। ~গামী—[পুং-গামিন্‌। অগ্র+√গম্‌+ইন্‌ (ণিনি)—ক; 'সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে' —পা° ৩. ২. ৭৮; স্ত্রী— -গামিনী] ১ বিণ, অগ্রগ, প্রথমে গমনকারী, পুরোগামী, সম্মুখ-বর্তী, অগ্রেসর॥ অভি°॥ ২ নেতা, নায়ক, 'অমাত্যপুত্রা বীরাশ্চ পঞ্চসেনাগ্রগামিনঃ'—রা° ৫. ৪৮. ৭। ~গ্রাসিকা—প্রথম গ্রাসের অধি-কার—পা° ৩. ৩. ১১১(কাশিকা)। ~চর্বণদন্ত —মুখের সম্মুখভাগে অবস্থিত চর্বণদন্ত premo-lar tooth [দন্ত দ্র°]। ~জ—[অগ্র+√জন্‌+অ (ড)—ক; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, যে অগ্রে জন্মে, অগ্রজন্মা, অগ্রজাত first-born. ক পূর্বজ, জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রিয়॥ অম°॥ —শিশু° ২. ৬৯। 'নিবর্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ' —রা° ১. ১. ৩৮; 'তমেব-মুক্ত্বা সৌহার্দাদ্‌ ভ্রাতরং লক্ষ্মণাগ্রজঃ' —রা° ৭. ২১. ৪৫। ২ (চতুর্বর্ণের মধ্যে মুখ্য বা প্রধান বলিয়া, অথবা বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রধান স্থান মুখ হইতে জাত বলিয়া) ব্রাহ্মণ॥ অভি°॥ 'চাণ্ডালখাতপাপীষু পীত্বা সলিলমগ্রজঃ। অজ্ঞানাচ্চৈব নক্তেন অহোরাত্রেণ শুধ্যতি॥'—পরা-স° ৬. ২৩। ৩ কাক-বি°। ভাস পক্ষী। ~জঙ্ঘা—স্ত্রী°, জঙ্ঘার অগ্রভাগ, প্রতিজঙ্ঘা॥ অভি° শব্দ°॥ ~জন্মা—[পুং-জন্মন্‌; অগ্রে জন্ম যাহার—বহু°; স্ত্রী— -া] ১ (দেবতা-দিগের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন বলিয়া) লোকপিতা-মহ ব্রহ্মা॥ বিশ্ব° শব্দ°॥ ২ (চতুর্বর্ণের অগ্রজাত

বলিয়া) ব্রাহ্মণ ॥ অম° শব্দ° ॥ —দশকু° ১৩ ; মনু° ২. ২০। ৩ বিণ, প্রথমোৎপন্ন, জ্যেষ্ঠ। ~জা—স্ত্রী°, ১ বিণ, পূর্বজা, জ্যেষ্ঠা। ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ~জাত, -জাতক—[অগ্রে জাত—৭-তৎ ; অগ্র (প্রধান স্থান) হইতে জাত—৫-তৎ ; স্ত্রী— -া] ব্রাহ্মণ ॥ শব্দ° শব্দরত্না°। ২ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

অগ্রজাতক—(=প্রথম জাত সন্তান) হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহ এক পবিত্র বন্ধন। শাস্ত্রানুসারে সন্তানোৎপাদন করিবার জন্যই বিবাহের আবশ্যকতা। পুত্র না জন্মিলে পূর্বপুরুষদের পিণ্ডলোপ পায়, একারণ পুরাণাদি গ্রন্থে পুত্র-লাভের নিমিত্ত কঠোর তপোশ্চর্যা ও বিবিধ যাগ-যজ্ঞের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। পুত্রলাভের নিমিত্ত অযোধ্যারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করেন। সন্তানের, বিশেষতঃ প্রথম সন্তানের জন্ম হিন্দুশাস্ত্রের একটী বিশেষ অনুষ্ঠান। হিন্দুশাস্ত্রে অপুত্রক 'পুন্' নামক নরক হইতে ত্রাণ পায় না ; এই জন্যই সন্তানের নাম পুত্র (পুৎ [নরকবি°] + ত্রৈ [ত্রাণ করা]—ড)। মনু বলিয়াছেন—পুরুষ, পত্নী ও সন্তান এই তিনের সম্মেলনেই পুরুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে।—মনু° ৯. ৪৫। মনুসংহিতায় (৯. ১০৬) আছে—প্রথম সন্তানের জন্মই পুরুষকে পিতৃ-আখ্যা দান করে এবং সে পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হয়। সুতরাং জগতের সভ্য ও অসভ্য বহু জাতির মধ্যে প্রথম সন্তানের জন্ম এক বিশিষ্ট ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

কোন কোন জাতির মধ্যে প্রথম সন্তানের নামে পিতামাতা পরিচিত হইয়া থাকে। হিন্দু জাতির মধ্যেও এই প্রথা কোন কোন স্থলে আজিও বর্তমান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশে কাহারও প্রথম সন্তানের নামে তাহাকে 'অমুকের বাপ' বা 'অমুকের মা' বলিয়া পাড়াপড়শীয় নিকট-পরিচিত হইতে দেখা যায়। মালাগাস্কার, ইণ্ডোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অংশে এই প্রথা বর্তমান। এই সকল জাতির মধ্যে সন্তানের নামে পরিচিত হইতে গৌরববোধ করা হইয়া থাকে ; সম্ভবতঃ শিষ্টাচারের জন্য নাম ধরিয়া আহ্বানের পরিবর্তেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

পত্নী সন্তানসম্ভবা হইলেই গর্ভস্থ সন্তানের ও গর্ভিণীর মঙ্গলার্থে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। গর্ভস্থ সন্তান যাহাতে নিরাপদে যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, সেই কারণেই এই সকল ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। অপদেবতার ভয় হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য কোন কোন জাতির মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। প্রথম সন্তানের জন্মকালেই অতি সতর্কতার সহিত বিশেষভাবে অনুষ্ঠানগুলি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সন্তানের জন্মের সহিত পরিবারের ভাগ্য ও পিতামাতার সৌভাগ্য, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত জড়িত। এইরূপ সংস্কার হিন্দুজাতির মধ্যে প্রবলভাবে বর্তমান। হিন্দু ফলিত-জ্যোতিষে সন্তানের পিতৃরিষ্ট অথবা মাতৃরিষ্ট বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ; তদনুসারে সন্তানের জন্মসময়ের গ্রহসংস্থান-বৈষম্যে অত্যল্পকালের মধ্যে মাতাপিতা উভয়ের অথবা এক জনেরও মৃত্যু হইতে পারে। এজন্য প্রথম সন্তানোৎপত্তি-উপলক্ষে শাস্ত্রনির্দিষ্ট রীতি এবং লোকাচার-অনুযায়ী অনুষ্ঠানগুলি যথাযথ পালনের প্রচেষ্টা দেখা যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে গার্হস্থ্যজীবনে গর্ভাধান, পুংসবন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি অপরিহার্য দশবিধ সংস্কার সন্তান-জন্মের সহিত জড়িত। এতদ্ভিন্ন বহু লোকাচারও আছে এবং সেগুলির মধ্যে প্রসবের পূর্বে সাধভক্ষণ ও পঞ্চামৃত এবং পরে অষ্টাহকৃত্য ও ষষ্ঠী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন জাতির মধ্যেও অনুরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। মেলানেশিয়ার মোটলাভ নামক স্থানে প্রথম সন্তানের জন্মদিন হইতে কুড়ি দিন ধরিয়া গ্রামের মহিলারা সন্তান-সম্ভবার গৃহে ভোজন করে ও নিদ্রা যায়। এই কুড়ি দিনের প্রত্যেক দিন ইহারা বিভিন্ন প্রকার পোষাক পরিধান করে। বিংশতি দিনে সন্তানের পিতৃস্বসা সন্তানটীকে বাহিরে লইয়া আসে এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের হাতে একবার করিয়া সন্তানটীকে দেয়। পরে ইহারা একটী বৃক্ষকে চারিবার প্রদক্ষিণ করে। মোটা নামক স্থানে একটী ছোট ধনু নবজাত শিশুর হাতে দেওয়া হয়। প্রসূতির ভ্রাতা উহাতে তীর নিক্ষেপ করিয়া থাকে। অতঃপর শিশুর পিতৃস্বসা দুই হাতে সোজা করিয়া শক্তভাবে ধনুটী ধরিয়া শিশুর ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ পত্নীর উদ্দেশে মঙ্গলজনক একটী ছড়া আবৃত্তি করে। নিউ-গিনীর দক্ষিণ মাসিমে কদলীবৃক্ষের খোলে শিশুর নাড়ী-নাড়ি স্থাপিত হয় ; ঐ কদলীবৃক্ষের ফলমূলাদি সন্তানের মাতুলগণ কয়েকটী ভোজে ব্যবহার করে। সন্তানের পিতাকে এই সময় ছয় মাস ধরিয়া একটী বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয় ; এইরূপ অবস্থাকে 'পোতুম' বলে। পিতা এই সময়ে কয়েক প্রকার জিনিস খাইতে পারে না। শিশু আট মাসের না হওয়া পর্যন্ত পিতার পক্ষে তাহাকে স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ, কারণ ইহাতে শিশু পীড়িত হইয়া পড়িতে পারে। দুই তিন বর্ষ পর্যন্ত শিশুকেও কয়েকটী খাদ্য দেওয়া নিষিদ্ধ। নিউ-গিনীর উত্তর মাসিমে প্রথম সন্তানের জন্মের পূর্বে ও পরে যে গৃহে পত্নী বাস করে, সেই গৃহের বারান্দায় পিতাকে ঘুমাইতে হয়। পঞ্জাবে প্রথম সন্তান জাত হইলে বিবিধ উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাংড়া জেলায় পারিবারিক দেবতার নিকট সন্তানকে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহার সম্মানার্থ একটী ছাগ ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও অপর একটী ছাগ বলি দেওয়া হয়। অতঃপর প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ক্যারিব্‌দিগের মধ্যে একটী প্রথা আছে, উহাতে পুত্রের পিতার শরীর হইতে রক্ত লইয়া জাতকের জল-সংস্কার হয়। পিতাকেও দীর্ঘকাল কঠোর নিয়ম পালন করিয়া উপবাসী থাকিতে হয়। ওয়াগাণ্ডায় প্রথম পুত্র জাত হইলে পুত্রের পিতা আনন্দিত হইয়া একটী বৃষ প্রসূতির পিতাকে দান করে।

অগ্রজাতক-সম্বন্ধে কুসংস্কার—প্রথম জাতক সম্বন্ধে এইসকল জাতির অধিকাংশের মধ্যেই বিভিন্ন কুসংস্কার দেখা যায়। উত্তর-ভারতীয় মুসলমানগণের বিশ্বাস, প্রথম সন্তান জন্মিলে যদি পিতা বিধিমতে নির্দিষ্ট একটী অনুষ্ঠান করে, তবে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়। ভারতের উত্তর পশ্চিম দেশীয় লোকদের বিশ্বাস, যদি প্রথমজাত দুই ব্যক্তি ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একত্র দাঁড়াইয়া থাকে, তবে তাহাদের উপর বজ্রপাত হইবে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ প্রথম সন্তান বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। আমেরিকার নিগ্রোদের বিশ্বাস, যদি প্রথমজাত সন্তান দক্ষিণ পদদ্বারা প্রস্তরে আঘাত করে, তবে তাহা সৌভাগ্যের এবং বাম পদদ্বারা আঘাত করিলে দুর্ভাগ্যের সূচনা করে। ইংলণ্ডেরও বহু অংশে প্রথমে কন্যার জন্ম সৌভাগ্যসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। ডেভনের অধিবাসীদের বিশ্বাস, ডাইনীর বিষদৃষ্টি প্রথম জাত সন্তানের উপরে পতিত হয়; একারণ তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। বাকিংহামশায়ারে প্রথমজাত সন্তান ভূত-প্রেত দেখিতে পায় না বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস। পঞ্জাবে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা প্রথমজাত সন্তানের কেশগুচ্ছ কর্তন করিয়া তাহাদের বন্ধ্যাত্ব দূর করে।

প্রথম সন্তান উৎসর্গ—ইহুদীগণ প্রতি বৎসর pass-over নামক একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ধ্বংসকারী দেবদূত মিশরদেশীয় প্রথমজাত সন্তানগণকে বিনাশ করিবার জন্য গমন করিবার সময় ইজারইলাবাসীদের গৃহ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থ এই উৎসব হইয়া থাকে। ফ্রেজার সাহেবের মতে পূর্বে এই উৎসবে প্রথমজাত সন্তানকে উৎসর্গ করা হইত। চীনদেশের ফৈষু নামক স্থানের লোকেরাও প্রথম-জাত পুত্রকে ভক্ষণ করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। উগাণ্ডার সর্দারের প্রথম পুত্র দুর্ভাগ্যের সূচনা করে; কারণ তাহাদের বিশ্বাস, প্রথম পুত্র জন্মিলে পিতার মৃত্যু অনিবার্য। পুত্র জন্মিলেই ধাত্রীরা তৎক্ষণাৎ তাহার গলা টিপিয়া প্রাণনাশ করে এবং মৃত পুত্র প্রসূত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে।

কোন কোন স্থলে বন্ধ্যার প্রথম সন্তান দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত অথবা দেবতার নিকট বলিপ্রদত্ত হয়। আট্‌সি-জাতীয়া নিগ্রো-স্ত্রী কোন অপদেব-আশ্রিত বৃক্ষ অথবা প্রস্তরের নিকট সন্তান প্রার্থনা করিয়া সন্তান লাভ করিলে সেই সন্তান সেই অপদেবতার সন্তান বলিয়াই পরিচিত হইতে দেখা যায়। ফিউই নামক জাতিরা পৃথ্বীদেবগণের প্রধান আগ্‌বাসিয়ার নিকট প্রার্থনা করিয়া সন্তান লাভ করিলে, সেই সন্তানকে তাঁহার নিকট উৎসর্গ করে; এই সন্তান তাঁহার ভৃত্যরূপে পরিচিত হয়। যদি প্রথমে কন্যা হয়, তাহা হইলে পুরোহিতপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়, নতুবা মাতা যত দিন না কন্যাসন্তান প্রসব করিবে, তত দিন পুত্রকে পুরোহিতের ভৃত্যের কার্য করিতে হইবে। ভারতে কোন কোন হিন্দু স্ত্রীলোক সন্তান-কামনায় প্রার্থনা করেন যে, তাহার প্রথম সন্তান মহরমের তাজিয়ার শোভাযাত্রায় জলবাহকের কার্য করিবে। এইরূপ সন্তানেরা কয়েক বর্ষ মহরমে জলবাহকের কার্য করে। মধ্য-ভারতে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা সন্তানকামনায় ওঙ্কার মান্ধাতার নিকট প্রার্থনা করে এবং সন্তান জন্মিলে তাহাকে প্রথম হইতেই এমনভাবে এই দেবতার কথা শুনায় যে, মৃত্যুর পূর্বে সে নিজকে নিতান্ত ভাগ্যের অধীন মনে করে। নিঃসন্তান স্ত্রীলোকেরা প্রথম সন্তান গঙ্গাসাগর অথবা অনুরূপ পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিত; ইংরেজ আমলে লর্ড-উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সময় এই প্রথা বন্ধ হইয়াছে। ইহা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। লৌকিক গল্পাদিতে এইরূপ প্রথার সন্ধান পাওয়া যায়:—কুটোনকার মাতা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করে—আমার সন্তান হইলে তাহাকে তোমার নিকট উৎসর্গ করিব—আমাকে দয়া কর।

প্রাচীন পৌত্তলিক রুশগণ তাহাদের প্রথমজাত সন্তানকে 'পেরুন' নামক দেবতার নিকট বলিদান করিত। প্রাচীন 'ওথবা' ভিত্তিরক্ষার্থ প্রথম সন্তানের বলিদানের উল্লেখ হিব্রুগ্রন্থে আছে। ভারতেও কোন কোন স্থানে এইরূপ প্রথা ছিল।

বিভিন্ন কার্যের উদ্দেশ্যে সন্তানের বলিদান-প্রথা বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল; কিন্তু সকল স্থলেই যে প্রথমজাত সন্তানকে বলিদান করা হইত এমন নহে। কোন কোন জাতির বিশ্বাস, পিতাই পুত্ররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং পুত্রের জন্ম হইলে নিজের প্রাণরক্ষার অন্ধ বিশ্বাসে পুত্রকে হত্যা করা হয়। মনুসংহিতায় (৯. ১৩) আছে, পত্নী গর্ভধারণ করিলে স্বামী ভ্রূণরূপে তাহাতে সঞ্জাত হন এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। প্রাচীন মিশরীয়গণ বিশ্বাস করিত, দেবতার পুত্র দেবতারই প্রতিমূর্তি এবং দেবতার মৃত্যু হইলে সে তাহার স্থান অধিকার করিবে। ভারতের কোন কোন স্থলে উপরি উদ্ধৃত মনু-বচন এমন ভ্রান্তভাবে মানবকে চালিত করিয়াছে যে, পত্নীর গর্ভের পঞ্চম মাসে স্বামীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

জ্যেষ্ঠাধিকার—অধিকাংশ সভ্য জাতির মধ্যেই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে জ্যেষ্ঠাধিকারের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অগ্রজাত পুত্র কোন কোন স্থলে অতিরিক্ত অধিকার লাভ করে। অবশ্য কোন কোন জাতির মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পত্তি লাভ করে, অভাবে পিতার ভ্রাতার অথবা পিতার ভগিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্রও উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু সকল স্থলে পুত্রই প্রায় উত্তরাধিকারে অধিকাংশ, কোথাও সমস্ত অংশের অধিকার লাভ করে। পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে অগ্রজ পুত্রের অতিরিক্ত-দাবী সর্বজনখ্যাত; বিশেষতঃ রাজ্য কিংবা জমিদারী বা তত্তুল্য সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী প্রথম পুত্রই হইয়া থাকে। কোন কো' স্থলে আবার সকল সন্তানই সমান সমান ... অধিকারী হয়। কোন কোন স্থলে ...কের প্রধানা পত্নীর গর্ভজ ... এইরূপ পৈতৃক রাজ্যাদির

দক্ষিণ আফ্রিকার একটী জাতির মধ্যে প্রধানা পত্নীর গর্ভের প্রথম পুত্রই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়—কিন্তু অন্যান্য পত্নীর সন্তান অপেক্ষা প্রথমা পত্নীর প্রথম সন্তানের দাবীই বেশী। সাধারণতঃ বহুপত্নীকের প্রথমা পত্নীই প্রধানা পত্নী হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে সম্পত্তি সমভাগে সন্তানগণের মধ্যে বিভক্ত হইলেও অগ্রজাতকই পিতার বা পৈতৃক ধনের কতকাংশ বেশী অথবা বংশের গৌরব চিহ্নস্বরূপ দ্রব্যাদি পাইয়া থাকে।

প্রাচীন কালে অধিকাংশ সভ্য জাতির মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি তুল্যভাবে সন্তানগণের মধ্যে বিভক্ত হইত। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের বা অগ্রজাতকের বিশেষ কয়েকটী অধিকার রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিণ্ডদানের অধিকারী; সুতরাং একান্নবর্ত্তী পরিবারে পিতার মৃত্যুর পর অগ্রজই অভিভাবক হইয়া থাকে।—মনু° ৯. ১০৫। স্মৃতিতে সম্পত্তি সমভাগে ভাগ করার কথাই দেখা যায়।—আপ° ২. ৬. ১৪। অন্যস্থলে দেখা যায়, জ্যেষ্ঠ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও পরিবারের সকলকেই প্রতিপালন করিবার দায়িত্ব তাহার আছে।—গৌতম° ২৮. ১৪°; মনু° ৯. ১০৪। বর্ত্তমানে হিন্দুগণের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি সন্তানগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হইয়া থাকে; কিন্তু রাজ্য বা তত্তুল্য অবিভক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার একমাত্র অগ্রজই লাভ করে। এইরূপ সম্পত্তিতে অন্যান্য সন্তানের প্রতিপালনের অধিকার থাকে; অগ্রজকে সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালক বলা যাইতে পারে। মুসলমানগণের মধ্যেও পৈতৃক সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সমান অধিকার বা সমান অংশ থাকে; কিন্তু কোনরূপ রাজকীয় ক্ষমতার উত্তরাধিকার একমাত্র অগ্রজই লাভ করে। চীনদেশে সকল পুত্রই সমান অংশ লাভ করে; কিন্তু অগ্রজ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত সম্পত্তি বা অংশের পূর্ণ অধিকারী হয়। অধিকাংশ স্থলে বংশের গৌরববৃদ্ধির জন্য অন্যান্য সন্তানেরা নিজেদের অংশ অগ্রজকে ছাড়িয়া দেয়। অগ্রজ রত্নসামগ্রী, রত্নমালা, ছুরী প্রভৃতিও লাভ করে। মিশরে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জ্যেষ্ঠা কন্যার অগ্রজ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। গ্রীক ও রোমক জাতির মধ্যে প্রাচীনকালে অগ্রজাধিকারের নিদর্শন পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিক যুগে গ্রীসে পুত্রগণের মধ্যে বিষয় সমান অংশে বিভক্ত হইত। টিউটন জাতির মধ্যে উত্তরাধিকারে অগ্রজের বিশেষ অধিকার বা সর্ব্বময় কর্তৃত্ব নাই; কিন্তু উক্ত জাতির শাখা টেক্‌টোরি জাতির মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়, তবে পৈতৃক মুদ্রাখ পুত্রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ব্যক্তিই লাভ করে। গলের কেল্টজাতির মধ্যেও জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইত না। প্রাচীন আয়ার্লণ্ড অথবা ওয়েল্‌সেও এরূপ প্রথা ছিল না। হম্মুরবির আইনে দেখা যায়, স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পুত্রগণ সমান অংশে প্রাপ্ত হইত; কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অংশ অন্যান্য সকলের অংশ অপেক্ষা অধিক ছিল।

ভারতে অগ্রজের সম্মান বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রের জন্মদ্বারা পিতা পিতৃঋণের তিনটী ঋণের একটী হইতে মুক্ত হয় এবং পুত্রমুখ-দর্শনে অমরত্ব লাভ করে। অগ্রজ পুত্রেরই বিশেষ প্রশংসা শাস্ত্রে আছে, অন্যান্য সন্তানের এরূপ প্রশংসার উল্লেখ কোথাও নাই।—মনু° ৯. ১০৬; আপ° ২. ৯. ২৪। শাস্ত্রানুসারে অগ্রজ পুত্র পিতার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে। পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পারিবারিক পুরোহিতের কার্য করিত। পিতার মৃত্যুতেই পুত্র প্রকৃতপক্ষে সংসারে প্রবেশ করে, ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের মত। অন্যান্য সন্তানেরা অগ্রজকে পিতার সম্মান দান করে।—নারদ° ১. ৩১; মনু° ৪. ১৮৪; ৯. ১০৮। অগ্রজের বিবাহ না হইলে অন্যান্য সন্তানের বিবাহ হইতে পারে না, অথবা অগ্রজের সম্মুখে অন্যান্য সন্তান অগ্নিহোত্র অথবা অন্য শ্রৌত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারে না। এইরূপ কার্য করিলে অনুজকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।—মনু° ৩. ১৭১-২; ৬. ১১২; ৯. ৬১; বৌধা° ৪. ৬. ৭।

পৃথিবীর সভ্য অথবা অসভ্য অধিকাংশ জাতির মধ্যেই অগ্রজের বিশেষ সম্মান ও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোন রাজ্য অথবা অনুরূপ রাজকীয় উত্তরাধিকারে সর্ব্বত্রই অগ্রজ উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে; অন্যত্র সম্পত্তি সন্তানগণের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়। হিন্দুগণের মধ্যেও উত্তরাধিকারে পৈতৃক সম্পত্তি সমভাবে বিভক্ত হইলেও অগ্রজের সম্মানের কোনরূপ তারতম্য হয় নাই। চীনদেশেও অগ্রজের বিশেষ সম্মান ও অধিকার আছে। চীনপরিবারে মৃত পিতার পূজা করা ধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গ; এই পিতৃপূজায় অগ্রজই প্রধান আসন গ্রহণ করে। [উত্তরাধিকার দ্র°]

[Mayne : Hindu Law and Usage, Madras, 1906, 731-33 ; Rose : Folklore ; Rivers : Folklore ; Cronke : Folkore ; C. Letourneau : Property, its origin and development, Lond. 1892 ; J. G. Frazer : Golden Bough ; E. Cecil ; Primogeniture, Lond. 1895 ; W. R. Smith : Religion of the Semites, 1894 ; R. C. Thompson : Semitic Magic ; Boas : 5th. Rep. on N. W. Tribes of Canada ; Roscoe : Baganda ; Wilson : Essays, Lond. 1902, 157, 167, 201 ; Seligmann : Melaucsiaus of Brit. N. Guinea, Camb. 1910, 486ff ; Ellis : Hist. of Madagasoar, 1838 ; Spieth : Die Ewe-Stamme, Berlin, 1906, 448ff ; Cook : Laws of Moses & Code of Hammurabi, Lond. 1903 ; Sayce : Babylonians & Assyrians, 1900 ; E. Gans : Das Erbrecht in Weltgeschichtl. Entwickluns, Berlin, 1824-35 ; Mac-Lennan : Prim. Marriage, Lond. 1865, 188, 293ff ; M. H. Kingsley : W. African Studies, Lond. 1897. 485ff ; 'First-born' in ERE, v.]

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্রীরমেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অগ্র-জাতা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ~ জাতি —[অগ্র (জ্যেষ্ঠ) হইয়াছে জাতি যাহার, অগ্রে জাতি (জন্ম) যাহার—বহু°] ব্রাহ্মণ

॥ অভি° ॥ ~জিহ্বা—[জিহ্বার অগ্র—৬-তৎ, রাজদন্তাদি] জিহ্বার অগ্রভাগ, রসনাগ্র, জিহ্বা, আলজিভ। ~জ্যা—অগ্রাংশ, উদয়জ্যা sine of amplitude ॥ সূর্যসি° ॥ ~ণী—[অগ্র + √ নী (লওয়া) + ক্বিপ্—ক; পা° ৩. ২. ৬১ (বার্তিক)—ণত্ব; অগ্রে নয়ন করে যে—উপ°] ১ বিণ, যে অগ্রে লইয়া যায়, অগ্রিম, শ্রেষ্ঠ, প্রধান ॥ অভি° শব্দ° ॥ 'অপ্যগ্রণীর্মন্ত্রকৃতামৃষীণাম্'—রঘু° ৫. ৪। ২ অগ্রগামী নায়ক, নেতা, দলপতি। ৩ সেনাপতি। ~ণীতি—১ শ্রেষ্ঠ নীতি।—ঋ° ২. ১১. ৫। ২ প্রথম আহুতি।—ঋ° ২. ১১. ১৪। ~ত—[স°—অগ্রতঃ; প্রা° বা° অগ্গ°] ক্রি-বিণ, সম্মুখে, আগে। ~তঃ [মূ°-তস্; অগ্র+তঃ (তসি), ৭মী স্থানে—ছান্দস] ক্রি-বিণ, অ, ১ পূর্বে, প্রথমে, সৃষ্টির পূর্বে। 'পুরুষং জাতং অগ্রতঃ'—ঋ° ১০. ৯০. ৭—বাজ-স° ৩১. ৯—তৈ-আ° ৩. ১২. ৩। ২ পুরোভাগে, সম্মুখে ॥ 'অগ্রতোঽপস্থাস্থিতে গুরোঃ'—কৌ-ব্রা° ১৭১.৫। [পর্যায়—পুরতঃ, পুরঃ ॥ অম°।] ৩ প্রত্যক্ষে, নিকটে। ৪ [+ তঃ, ৫মী স্থানে] সম্মুখ হইতে। ~তঃসর—[অগ্রতঃ + √ সৃ (লওয়া) + ট—ক; স্ত্রী—°রী; পুরোঽগ্রতোঽগ্রেষু সর্তেঃ'—পা° ৩. ২. ১৮] বিণ, অগ্রগামী, আগুয়ান ॥ অম° শব্দ° ॥ ~তীর্থ—গণ নামক দানব-বংশে জাত পরাক্রান্ত প্রসিদ্ধ দানবরাজবি°। ইনি কলিঙ্গের অধিপতি ছিলেন।—মহা° ১. ৬৮. ৬৫। ~দাতা—যিনি দেবগণকে উত্তম ভাগ প্রদান করেন। ~দান—পূর্বে দান advancement. ~দানীয়—[অগ্রদান + ঈয় (ছ)] ১ অগ্রদানের যোগ্য। ২ অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। ~দিধিষু = অগ্রেদিধিষু (অগ্রেদিধিষু দ্র°) —তৈ-ব্রা°। ~দূত—১ পথপ্রদর্শক, অগ্রনায়ক। ২ প্রথমবার্তাবহ। ~ধান্য—ক্লী°, ধান্যবি°, কলায়, বাজরা। ~নখ—[অগ্র নখ—কর্মধা°] নখাগ্র। ~নাসিকা—স্ত্রী°, নাসিকার অগ্রভাগ। ~ন্থ—১ জৈন সাধু।—উণদাভিক-সূত্র। ২ বিণ, ধনরহিত।

~ন্থিক—[নির্গ্রন্থ দ্র°] সংসারবন্ধনরূপ গ্রন্থি যিনি ছিন্ন করিয়াছেন, তত্ত্বদর্শী। ~পর্ণী—[অগ্র (প্রধান) হইয়াছে পর্ণ যাহার—বহু°] স্ত্রী°, শূকশিম্বী—প-মুক্তা°। আলকুশী গাছ Cowage, Carpopogon Pruriens. অজলোমাবৃক্ষ।—রত্নমালা। ~পশ্চাৎ—পূর্বাপর, ভূতভবিষ্যৎ, আগপিছ। ~পা—প্রথম পানকারী। ~পাণি—[পাণির অগ্র—৬-তৎ; অগ্র (প্রধান) পাণি—কর্মধা°] ১ হস্তের অগ্রভাগ, অঙ্গুলি। ২ হস্তাগ্র। ৩ (প্রধান হস্ত বলিয়া) দক্ষিণ হস্ত। ~পাতী—[মূ°-পাতিন্; অগ্র + √ পত + ইন্ (ণিনি)-ক; স্ত্রী—-পাতিনী] বিণ, যাহা পূর্বে যায়, যাহা পূর্বে ঘটে, পূর্বগামী। ~পাদ [পাদের অগ্র—৬-তৎ, রাজদন্তাদি] চরণাগ্র, চরণাঙ্গুলি। ~পুষ্প—বেতসবৃক্ষ, বেতগাছ।—প-মুক্তা°। ~পূজা—১ প্রথম পূজা, প্রথম সম্মাননা। ২ অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজা।—মহা° ২. ৩৬. ৪৮। ~পেয়—পানে প্রথমে অধিকার precedence in drinking—ঐ-ব্রা°। ~প্রদায়ী—[মূ°-প্রদায়িন্] যে প্রথমে প্রদান করে offering first. ~প্রশীর্ণ—শীর্ষভাগে ভগ্ন broken at the top.—শ-ব্রা°। ~বর্তী—[মূ°-বর্তিন্। অগ্র—বর্ত্ + ইন্; যে অগ্রে থাকে—বহু°; অগ্রে বর্তী—৭-তৎ, স্ত্রী—-বর্তিনী] অগ্রগামী, সম্মুখস্থ। ~বাহু—[বাহুর অগ্র—৬-তৎ] বাহুর অগ্রভাগ, ভুজাগ্র। ~বীজ—১ বিণ, যাহার শাখার আগা কাটিয়া পুতিলে গাছ হয়, যাহার শাখাগ্রে কলম করিলে গাছ হয়। ২ কুরণ্টাদি বীজাগ্র বৃক্ষমাত্র, কলমের গাছ a viviparous plant—e. g. Gomphroena globosa ॥ অভি° ॥ ~বীর—[অগ্র বীর—কর্মধা°] শ্রেষ্ঠ বীর, মহাবীর। ~ব্রীহি—স্ত্রী°, প্রসাধিকা, নবান্নের ধান।—রত্নমালা। ~ভাগ—১ প্রথম বা উত্তম অংশ। ২ অবশেষ, শেষভাগ remnant, remainder. ৩ আগা, ডগা, মুড়া, শীর্ষ tip, point. ৪ প্রথম উদ্ধৃত প্রদত্ত দ্রব্যাংশ। ৫ (জ্যো°) বিস্তারাংশ degree of amplitude.

~ভাগী—[মূ°-ভাগিন্] অগ্রভাগের অধিকারী first to take claim (the remnant). ~ভুক্—আহারে যাহার প্রথম অধিকার—তৈ-আ°। ~ভূ—অগ্রজ। ~ভূমি—স্ত্রী°, ১ প্রাপ্য স্থান, প্রধান স্থান, গন্তব্য স্থান। ২ প্রধান লক্ষ্য। ৩ প্রধান আশ্রয়। ৪ গৃহের উপরতলা the top floor of a house. —মেঘ° (উ°) ৮। ~মন্দিরা—(নৌ-বিদ্যা°) প্রাচীন ভারতীয় জলযান-বি°। ~মহিষী—প্রধানা রাজ্ঞী, পাটরাণী। ~মাংস, -মাস—[অগ্রং প্রধানং মন্যতে জ্ঞায়তে বা অগ্র + √ মন্ + স। পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ] ক্লী°, ১ হৃদয়, বুক্কা ॥ অম° ॥ —'অগ্রমাংসং চানীতম্'—বেণী° ৩। ২ উদরমধ্যবর্তিমাংসবর্ধনরূপ রোগবি°, হৃদয়াভ্যন্তরমাংসবৃদ্ধিরূপ রোগবি°। [বিস্তৃত বিবরণ অগ্রে 'অগ্রমাংস' শব্দে দ্র°] ~য়ণ—১ অগ্রহায়ণ মাস। ২ অগ্রহায়ণে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের করণীয় নবশস্য-যজ্ঞবি° এবং নিরগ্নি ব্রাহ্মণের করণীয় নবান্ন-শ্রাদ্ধ। কোচিন-রাজ্যের ব্রাহ্মণ-পরিবারে নবশস্যযজ্ঞ বিশেষ প্রচলিত। এই যজ্ঞে নূতন চাউল রন্ধন করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে মন্ত্রপাঠপূর্বক ভক্ষণ করিতে হয়। আহারকালে মন্ত্রপাঠের পূর্বে উহা স্পর্শ করিবার বিধি নাই। —Cochin Tribes & Castes. ii. 158. ~যান—ক্লী°, বাগীর, সেনাগ্রগমন ॥ অভি° শব্দ° ॥ ~যায়ী—[মূ°-যায়িন্; অগ্র + √ যা + ইন্(ণিনি)—ক; স্ত্রী—-যায়িনী] ১ পুরোগামী, অগ্রগামী। 'পুত্রস্ত তে রণশিরস্যগ্রযায়ী'—শকু° ৭. ২৬। ২ প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ~যাব—[মূ°-যাবন্; বৈদিক] দেবতাদের পুরোভাগে যিনি আগমন করেন—'আ দেবানামগ্রযাবেহ' —ঋ° ১০. ৭০. ২। ~যোধী—[মূ°-যোধিন্; অগ্রে যোধী—৭-তৎ] সেনাগণের আগে থাকিয়া যে যুদ্ধ করে, অগ্রযোদ্ধা। ~লোড্য—চিরোটকক্ষুপ, চেঁচকো, চিকোড়মূল। গুণ—রক্তপাক, শীতল, অজীর্ণকর। —রাজবল্লভ। ~লোহিতা—স্ত্রী°, চিল্লীশাক।

রাজ-নি° বর্গ. ২ ॥ শব্দ° ॥ ~ব—উত্তমর্ণী-পুরুষ।—অ° ১৪. ২. ৭২ ।~শঃ—[পুং-শস্; ৭মী স্থানে তস্] অগ্রে, পূর্বে, প্রথমে। ~শ্রেণী—১ শত্রু-আক্রমণকালে সেনার যে দল প্রথমে গিয়া আক্রমণ করে। ২ প্রথম দল, মুখ্য দল। ~সংখ্যা [অগ্র সংখ্যা—কর্মধা°] স্ত্রী°, প্রথম সংখ্যা, প্রথম স্থান। ~সন্ধান—[অগ্রে সন্ধান—৭-তৎ] পূর্বেই অনুসন্ধানকরণ। ~সন্ধানী—১ [অগ্র + সম্ + √ধা + অন ণ + ঈপ্] স্ত্রী°, যমপঞ্জিকা (ইহাতে জীবগণের শুভাশুভ কর্ম লিখিত থাকে) ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ২ [পুং -সন্ধানিন্; স্ত্রী— -সন্ধানিনী] ক পূর্বেই অনুসন্ধানকারী। খ পূর্বে অনুসন্ধান-কারী দূত। ~সন্ধ্যা—[সন্ধ্যার অগ্র—৬-তৎ, রাজদন্তাদি; অগ্র সন্ধ্যা-কর্মধা°] স্ত্রী°, প্রথম সন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যা, ঊষা, ভোর। প্রথম প্রাতঃ-সন্ধ্যা, তৎপরে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা, শেষ সায়ংসন্ধ্যা। 'কর্কন্ধূনামুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা'—শকু° ৭। ~সর—[অগ্র + √সৃ + √অ (ট)—ক, বাহুলকে,পা° ৩.২. ১৮; স্ত্রী—-রী] ত্রিং, অগ্রগামী, অগ্রেসর ॥ অভি° শব্দ° ॥ —রঘু° ৫.৭১। 'অগ্রসরো জয়ন্তানাম্'—ভট্টি°৫.৯৭; রঘু° ২.২৩। ~সামানাবন্ধনী—স্ত্রী°, মেরুদণ্ড। ইহা পরস্পর উপর্যুপরি সংস্থিত গোলাকার অস্থিখণ্ডের দ্বারা নির্মিত। ~সারী—[প্রা° বা° অপ্র°] =অগ্রসর। 'দুই দল মিলিবেক রণ অগ্রসারী'।—ব-প° ৬১৭ ॥ব-শব্দ°॥ ~সারা—[অগ্র সার (শীর্ষ) যাহার—বহু°] স্ত্রী°, মঞ্জরী, যাহার আগাই সার, আগ্ড়া। ~সূচনা—পূর্বে জ্ঞাপন, আগে জানান। ~সূচী—[সূচীর অগ্র, ৬-তৎ, রাজদন্তাদি] সূচীর অগ্রভাগ, সূচ্যগ্র। ~হ—গৃহহীন ব্যক্তি, বানপ্রস্থ ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ~হণীয়—১ অগ্রাহ্য, গ্রহণের অযোগ্য। ২ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, বিষ্ণু। ~হর—[অগ্র + হৃ—অচ্ (কর্ম°)] ১ পূর্বে দেয় বস্তু। ২ অগ্রভাগহারী। ~হস্ত—[অগ্র হস্ত—কর্মধা°; হস্তের অগ্র—৬-তৎ, রাজদন্তাদি] ১ হস্তের অগ্রভাগ, হস্তাগ্র, হাতের পাতা 'অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ'—কু° স° ৫. ৬৩। ২ অঙ্গুলি। ৩ প্রধান হস্ত, দক্ষিণ হস্ত। ৪ করিশুণ্ডাগ্র।

অগ্রণী,—অগ্নির নাম-বি°। যিনি সকল প্রাণিগণকে অভ্যন্তরে রক্ষা করিতেছেন এবং সংসারে প্রাণিগণ যাঁহার প্রভাবে বিচিত্র কর্মসমূহে প্রবৃত্ত হইতেছে তিনি অগ্রণী নামক বহ্নি বলিয়া খ্যাত। 'যোঽন্তর্যচ্ছতি ভূতানি যেন চেষ্টন্তি নিত্যদা। কর্মস্বিহ বিচিত্রেষু সোঽগ্রণীর্বহ্নিরুচ্যতে ॥—মহা° ৩. ২২৩. ২২।

অগ্রণী,—বোম্বাই প্রদেশে সাতারা জেলার অন্তর্গত কর্হাদ নামক গ্রামের নিকটবর্তী নদী-বি°। এই কর্হাদ গ্রামে ৩য় কৃষ্ণের ৮৫৯ খ্রী° (শক° ৮৮০) প্রশস্তি পাওয়া যায়। —El. ix. 281.

অগ্রদানী—[অগ্রদান + ইন্ (ইনি); যাহার অগ্রদান আছে] শ্রাদ্ধাদিতে তিলাদি-গ্রাহক পতিত ব্রাহ্মণ-বি°। [বিশেষ বিবরণ ব্রাহ্মণ শব্দে দ্র°]

অগ্রদাস—সাধু, ভক্ত ও কবি। অনেকের মতে, রামভপন্থী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য। হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণের অন্যতম কৃষ্ণদাস পৈ অহারী বল্লভাচার্যের শিষ্য এবং এই কৃষ্ণদাসের শিষ্য অগ্রদাস। অগ্রদাস খ্রী° ১৬শ শতকের শেষ ও ১৭শ শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। নিবাস—গলতা, জয়পুর। ইঁহার প্রধান শিষ্য নাভাদাস প্রসিদ্ধ 'ভক্তমাল' রচনা করেন (প্রায় ১৫৮৫—১৬২৩ খ্রী°)। কথিত আছে, একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে নাভাদাস শৈশবাবস্থায় মাতাপিতা-কর্তৃক বনে পরিত্যক্ত হন। কাঠ আহরণ করিতে গিয়া অগ্রদাস শিশুকে দেখিতে পান এবং গুরুর আদেশক্রমে তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসেন। শিশুটী তখন অন্ধ ছিল। নাভাদাস জাতিতে ডোম ছিলেন। অগ্রদাসের কৃপায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় এবং তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। পরে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে অগ্রদাসই 'ভক্তমাল' রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

অগ্রদাস সততই ভগবদ্-আরাধনায় নিরত থাকিতেন—'শ্রীঅগ্রদাস হরিভজন বিন কাল বৃথা নহিঁ বীতয়ো' ('শ্রীভক্তমাল' বোম্বাই-সং, ৩৭)। সর্বদাই তিনি ভোগ-লালসার সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী-রচিত বাঙ্লা ভক্তমালে ইঁহার এইরূপ চরিত্র-সম্বন্ধে একটী কাহিনী পাওয়া যায়। একবার মহারাজ মানসিংহ ইঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইবার জন্য ইঁহার আশ্রমে আগমন করেন। তখন ইনি সম্মার্জনীদ্বারা আবর্জনা পরিষ্কার করিতেছিলেন। ইনি অনুচরবর্গসহ মানসিংহকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শক্তিশালী ব্যক্তির সংস্রব হইতে আত্মরক্ষার্থ দূরে বৃক্ষতলে গিয়া বসিয়া রহিলেন। মানসিংহ ব্যাপার বুঝিয়া অনুচরবর্গ পরিত্যাগপূর্বক ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণত হন, কিন্তু অগ্রদাস মাত্র দুই একটী কথা বলিলেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া পরমভাগ্য মনে করিয়া মানসিংহ ফিরিয়া যান।

অগ্রদাসের রচিত গ্রন্থ—(১) শ্রীরাম-ভজনমঞ্জরী, (২) কুণ্ডলিয়াঁ, (৩) হিতোপদেশ-ভাষা, (৪) উপাসনা-বাবনী (৫) ধ্যানমঞ্জরী, (৬) পদ ও (৭) রামচরিত্র কে পদ। কবিতা-রচনাকাল—১৬৩২ খ্রী°। ইঁহার রচিত গান এখনও গায়ক-সমাজে গীত হইয়া থাকে। রচনার উদাহরণ—

কুণ্ডল ললিত কপোল যুগল অস পরম সুদেসা।
তিনকো নিরখি প্রকাশ লজত রাকেস দিনেসা॥
মেচক কুটিল বিসাল সরোরুহ নৈন সুহাএ।
মুখ-পঙ্কজ কে নিকট মনো অলি ছৌনা আএ॥

[শ্রীভক্তমাল, বোম্বাই-সং; কৃষ্ণদাস বাবাজী: শ্রীশ্রী ভক্তমালগ্রন্থ (বাঙ্গলা), ১৫১; মিশ্রবন্ধুবিনোদ, ১ম ভাগ, ৩২৫; সিদ্ধান্ত সরস্বতী: বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি, ১ম সংখ্যা, ১-২; F. E. Keay: Hist. of Hindi Literature, 58, 73]

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অগ্রদ্বীপ—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ-বি°। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমায় ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৩১´—২৩° ৩১´ ৪৫´´ উ°; দ্রাঘি° ৮৮° ১৭´ ১৫´´ পূ°। পূর্বে ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু ১৮৮৮ খ্রী° ১লা এপ্রিল হইতে ইহাকে বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতে প্রায় সার্ধ সপ্ত ক্রোশ উ°। গঙ্গাগর্ভে চড়া পড়িয়া প্রথম এই স্থানের সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহার নাম অগ্রদ্বীপ; এইরূপে পরে নবদ্বীপেরও সৃষ্টি হয়। গঙ্গার এই গতিপরিবর্তনের জন্যই অগ্রদ্বীপ বর্ধমানের এলাকাভুক্ত হইয়াছে।*

বহু কাল হইতে অগ্রদ্বীপ হিন্দুসমাজের একটি বিশেষ তীর্থরূপে পরিগণিত। এখানে যাইতে হইলে 'দাঁইতলা' নামক স্থান দিয়া যাইতে হয়। এই স্থানে প্রসিদ্ধ গোপীনাথ-মন্দির অবস্থিত। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে এখানে গোপীনাথ ঠাকুরের মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব-উপলক্ষে কৃষ্ণা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা হইয়া থাকে। মেলার প্রথম দিবসে গোপীনাথবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এই উৎসবে যে তীর্থযাত্রীদের সমাগম দেখা যায় তাহাদের সংখ্যা দশ সহস্রাধিক। ১৭৬৩ খ্রী° এই স্থানের নিকট মীরকাসিমের সৈন্যগণ ইংরেজের হস্তে পরাজিত হয়।

'দিগ্বিজয়প্রকাশে'র মতে অগ্রদ্বীপে গঙ্গায় বারুণীস্নানে বারাণসীতে গঙ্গাস্নানের ফল হইয়া থাকে। অগ্রদ্বীপের বারুণীস্নান-মেলা শ্রীচৈতন্যদেবের বহুপূর্ব হইতেই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণবসাহিত্যে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেবের অন্যতম কায়স্থ শিষ্য গোবিন্দ ঘোষ-কর্তৃক গোপীনাথ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর তাঁহারই নির্দেশানুযায়ী একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার নাম গোপীনাথ রাখেন। তদবধি তিনি বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। [গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর দ্র°] বর্তমান গোপীনাথ মন্দির কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে কৃষ্ণনগরের অধিপতিই এই মন্দির ও বিগ্রহের অধিকারী।

গোবিন্দের সময় অগ্রদ্বীপ পাটুলীর জমিদারের জমিদারীভুক্ত ছিল। গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃবংশের হাতে গোপীনাথের সেবাকার্যের অধিকার আসে। কিন্তু পরে তাঁহাদের মধ্যে অধিকার লইয়া গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সেই সুযোগে উহা পাটুলীর জমিদারের করায়ত্ত হয়। কিন্তু কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুনাথের রাজত্বকালে অগ্রদ্বীপের একটি মেলাতে ৫।৬ জন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হইলে মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাব কৈফিয়ৎ দাবী করেন। পাটুলীর জমিদার ভীত হইয়া তাঁহার অধিকার অস্বীকার করিতে বাধ্য হন। তখন রঘুনাথ কৌশলে উহা নিজ অধিকারভুক্ত জানাইয়া নবাবের প্রীতিসম্পাদন করিলে অগ্রদ্বীপে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় গোপীনাথ-বিগ্রহ একবার কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের হাতে আসে। নবকৃষ্ণ উহা কলিকাতায় লইয়া আসেন, কিন্তু অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র উহার উদ্ধারসাধন করিয়া পুনরায় অগ্রদ্বীপে উহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা নবকৃষ্ণের প্রদত্ত বহুমূল্যের আভরণাদি এখনও গোপীনাথের অঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। শোভাবাজার-রাজবাটীতে গোপীনাথের অবস্থানের কথা বিজয়রামের 'তীর্থমঙ্গলে'ও আছে।

কৃষ্ণনগর-রাজবাটী হইতে অদ্যাপি গোপীনাথের নিত্যসেবার জন্য ব্যয় দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগররাজ গোপীনাথের সেবার্থে

অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ-মূর্তি

মুড়িয়া প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম দান করিয়াছেন। অগ্রদ্বীপে বর্ধমানরাজ-কর্তৃক রাধাকৃষ্ণজীর সেবার ব্যবস্থা আছে।

[মুরারীলাল অধিকারী: বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী, ১৩৩২, ১৯, ৬১; বিপিনবিহারী চক্রবর্তী: খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপকাহিনী, ১৩৩৮, ৩৯-৪১; Ward: Hist. of the Hindoos, i. 205-6; Beng. Dist. Gaz. Burdwan, 183; Do. Nadia, 2, 149; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ: দেবগণের মর্ত্যে আগমন, কলি-১৩১৮, ৩৪৬-৭; ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬-ষ্ঠ সং ৪৮৬]

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অগ্রপুরবিহার—বৌদ্ধ বহারবি°। রাজা শ্রীহর্ষের গুরু ভিক্ষু গুণপ্রভ এই বিহারে বাস করিতেন। Vassilief ইহা মথুরায় এবং Beal মতিপুরে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

[Vassilief: Bauddhisme, 78; S. Beal: Buddhist Records of the Western World, 191]

অগ্রমাংস—(বৈদ্যক) ক্লী°, রোগবিশেষ। বক্ষোদেশের নিম্নে উভয়পঞ্জরাস্থির সংযোগস্থলে লম্বমান তরুণাস্থিসদৃশ অপেক্ষাকৃত কঠিন পেশীখণ্ডকে 'পাত' ও 'কড়া' নামে অভিহিত করা হয়। উহার অগ্রভাগ ভিতর দিকে কিঞ্চিৎ নত অবস্থায় থাকে। ইহাকে ইংরেজীতে Xiphoid-process বলে। উক্ত

* Victoria Memorial Hall-এ অগ্রদ্বীপের চিত্র আছে। Gallery No. xxi. Between Agradwip and Cutwa, painted by Davis—1760-1819.

পাত বা কড়া অগ্রমাংসের আবরকরূপে অবস্থিত।

অহিতকর আহারবিহারাদির দ্বারা যখন প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত কারণে এই কড়ার উত্তর দিকেও মাংসসঞ্চয় হইয়া ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ বর্ধিত হয়; যকৃৎ অতিমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে নিম্নদিকে চাপ লাগায় উক্ত কড়ার অগ্রভাগও উন্নত হইয়া উঠে। ইহাই অগ্রমাংস রোগ নামে অভিহিত।

যে সকল কারণে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় অগ্রমাংস রোগও সেই সমস্ত কারণে উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা—প্লীহা ও যকৃতের সকল ঔষধই এই রোগে প্রযোজ্য। ইহার চিকিৎসাও ঠিক প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসার অনুরূপ।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অগ্রযায়ী—সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় বীর। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পুত্র। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইনি দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের হস্তে নিহত হন। ইনি পরাক্রমশালী ও সর্বশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। —মহা° ১. ১১১. ১১।

অগ্রবংশী—বেলদার জাতির একটি শাখা [বেলদার দ্র°]।

[Crooke : Tribes & Castes, i. 238]

অগ্রবক্র—আয়ুর্বেদোক্ত শঙ্কু-(hook) জাতীয় এক প্রকার শলাকা। ইহার অগ্রভাগ সর্পের ফণার মত বক্র বলিয়া নামান্তর 'সর্পফণা'। অশ্মরী-রোগে অস্ত্রোপ-চারের পর অশ্ম-(পাথর gravel) নিষ্কর্ষণের জন্য ইহার ব্যবহার নির্দেশ করা হইয়াছে ('অশ্মর্যাহরণং সর্পফণাবক্রক অগ্রতঃ'—[দ্বিতীয়] বাগ্ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা, সূত্রের সং [Kunte's ed.], I. xxv.)। সুশ্রুত-সংহিতায়ও (৪. ৭) ইহার ব্যবহার-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অগ্রবন—আগ্রার প্রাচীন নাম। ব্রজ-মণ্ডলের অন্যতম বন। ব্রজের তীর্থযাত্রিগণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অন্যতম ক্ষেত্র বলিয়া ব্রজ-পরিক্রমার সময় ইহাকে সর্বপ্রথম সন্দর্শন করে; এজন্য ইহা অগ্রবন বলিয়া আখ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যদ্বয় রূপ ও সনাতন যখন ব্রজমণ্ডল আবিষ্কার করিবার জন্য ব্রজধামে উপনীত হন, তখন এই স্থান অরণ্যময় ছিল—তাঁহাদের আগমনের পূর্বেও এই স্থান বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল।

খ্রী° ১৫শ শতকের শেষভাগে বহ্লুল লোদী বর্তমান আগ্রা শহরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার পুত্র সেকন্দর লোদী দিল্লী হইতে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। যমুনা নদীর তীরে বর্তমান শহরের অপর পারে তিনি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে ইব্রাহিম লোদী ও মুগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৫৩০ খ্রী° বাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ 'চরবাগে' কবরস্থ করা হয়। অতঃপর সম্রাট্ অকবর এই বাগের নাম 'রামবাগ' রাখেন। পরে বাবরের দেহাবশেষ কাবুলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। অকবর এইখানে যে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন তাহা সমগ্র ভারতের বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সম্রাট্ শাহ্জহান এই দুর্গেরই 'সমন্-বুরুজ' নামক অংশ নির্মাণ করিয়াছিলেন। [অকবর, আগ্রা ও শাহ্জহান দ্র°]

[GDI, 2; Calcutta Review, lxxix; Keen: Meadiaeval India]

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অগ্র বর্-খেরা—মধ্যভারতের অন্তর্গত গোয়ালিয়র এজেন্সীর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য—'ঠাকুরাৎ'। অক্ষা° ২৩° ৫৭′ উ°; দ্রাঘি° ৭৭° ৩২′ পূ°।—IG, v. 91.

অগ্রবাল, লালা গিরধারী লাল—এডভোকেট। জন্ম—১৮৭৮ খ্রী°। শিক্ষা—আগ্রা কলেজ। বি-এস-এম (লণ্ডন)। অগ্রবাল সেবা-সমিতির সভাপতি, লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীর সভ্য, মুরাদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলের (১০ বৎসর) ও রঙ্গরাল কটন জিন এণ্ড প্রেস কোং লিমিটেডের (৮ বৎসর) ডিরেক্টর। যুক্তপ্রদেশ চেম্বার অফ কমার্সের সংস্থাপনের সময়ে মনোনীত সভ্য ও রাজ্যের রয়েল সোসাইটীর সভ্য (১৯১৯)।

অগ্রবাল, গণপত রায়—হিন্দী সাহিত্যিক-বি°। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—খুনী ইতিহাস।

অগ্রবোধি—সিংহলের একজন প্রাচীন রাজা। ইনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। মৃত্যু—৫৮৯ খ্রী°।*

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহারাজ অশো-কের পুত্র মহেন্দ্র যখন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তখন ঐ দ্বীপের অধিপতি দেবানাম্-প্রিয় তিষ্য মহেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুগণের জন্য মেঘবন-উদ্যান উৎসর্গ করেন। ঐ স্থান মহাবিহার বা তিষ্যারাম নামে খ্যাত হইয়া উঠে। এই মহাবিহারবাসিগণকে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনিষ্টকারী বলিয়া রটনা করিয়া সিংহলের জেতবন হইতে আগত দুইজন ভিক্ষু অগ্রবোধির রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এক নূতন কলহ বাধাইবার প্রয়াস করেন। ঐ দুই ভিক্ষু নিজেদের ইচ্ছামত নিকায়গুলির ব্যাখ্যা করিয়া সেই ব্যাখ্যা প্রাচীন বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু এই বিচ্ছেদ-সৃষ্টি-প্রয়াস বেশী কার্যকর হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই, পরন্তু অগ্রবোধির রাজত্বের পর সিংহলের বৌদ্ধগণের মধ্যে কলহ ও হিংসার ভাব কমিয়া যায়।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অগ্রশাল—দক্ষিণ ভারতে নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ-দিগের 'শ্রী-কোবিল' মন্দিরে [শ্রী-কোবিল

* B. C. Law: Buddhistic Studies, 485.

দ্র°] ব্রাহ্মণদিগের জন্য নির্দিষ্ট ভোজনগৃহ। ইহা মন্দির-প্রাঙ্গণে বহিঃপ্রাচীর-সংলগ্ন অন্যান্য গৃহাদির সহিত সংস্থিত।

[Cochin Tribes & Castes, ii. 245]

অগ্রসহার — পেশবার-মিউজিয়মে রক্ষিত ১১০ খ্রী° একটি লিপিতে দেখা যায়, ইনি বিহারের মধ্যে একটি কূপ খনন করাইয়া দান করিয়াছিলেন। ইনি 'অব'-এর ('অপা'র) শ্বশুর।—EI, xix. 203.

অগ্রহণ—১ অজ্ঞান।—সুশ্র° ১২. ৪৩। ২ না লওয়া। —সে° ১১. ৯৮। ৩ অনাদর, অবজ্ঞা। —সে° ১১; সে° ১১. ৯৮। ৪ বিপ, যাহা গ্রহণ করা হয় না।

অগ্রহণী—[দেশী° অগ্গহণিয়া শব্দের সং রূপ; গুজ° অগ্রণী] সীমন্তোন্নয়ন, গর্ভাধানের পর সম্পাদ্য সংস্কার এবং তদুপলক্ষ্যে উৎসব।—সুপা° ২৩।

অগ্রহায়ণ—[হা ধাতু (নিপাতনে) ল্যুট্, = হায়ন। হায়ন অর্থে ব্রীহি, দীপ্তি ও বর্ষ— 'হায়নাঃ বর্ষার্চির্ব্রীহিভেদাঃ স্যুঃ'—অম° ৩. ৪. ১৬। 'হায়নস্য বৎসরস্য প্রথমোমাসঃ অগ্রহায়ণঃ'। হি° অঘান। পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বৎসর আরম্ভ হইত; অথবা— 'অগ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ হায়নঃ ব্রীহিঃঅস্মিন্ কালে'। এই সময়ে উত্তম ধান্যাদি হইত বলিয়া ইহার নাম অগ্রহায়ণ।

অগ্রহায়ণ মাস ভারতীয় গণনায় বৎসরের অষ্টম মাস। প্রায় ২৯৷৹ দিনে এই মাস সম্পন্ন হয়। এই মাসের শেষের দিকে পূর্ণিমা হইলে তাহা সাধারণতঃ মৃগশিরা নক্ষত্রে হইয়া থাকে, সেই জন্য ইহার অন্য নাম 'মার্গশীর্ষ' ॥ শব্দরত্না° ॥ এই মাসে রবি বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে। সাধারণ ঋতুবিভাগ-অনুসারে ইহা হেমন্ত ঋতুর শেষ মাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা শীত ঋতুরই অন্তর্গত, কেন না বর্তমান সৌরমাসগুলি ঋতু-অনুসারে যে সময়ে (৪২১ শকের সন্নিহিত কালে) বিভক্ত করা হইয়াছিল, তখন ৩০এ আশ্বিন দিবারাত্র সমান হইত, কিন্তু বর্তমানে উক্ত ঘটনা তাহার প্রায় ২৩ দিন পূর্বে (অর্থাৎ ৭ই আশ্বিনে) সংঘটিত হইতেছে, সেই জন্য প্রায় এক মাস করিয়া পূর্বে সকল ঋতুরই আরম্ভ হইতেছে।

গীতাতে (১০. ৩৫) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্'। ইহা হইতে মনে হয় যে, তৎকালে অগ্রহায়ণ মাসই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস বলিয়া বিবেচিত হইত।

অগ্রহায়ণ মাসই যে পূর্বে এক সময়ে বৎসরের আদি মাস ছিল, তাহা অমরকোষ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কেন না মাসের মধ্যে প্রথমেই অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তৎপরে পৌষাদি মাস-সমূহকে বলা হইয়াছে।—অম° ১. ১. ৪।

কি কারণে অগ্রহায়ণ মাসকে বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া গণ্য করা হইত তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, বর্তমান কালে যেমন অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ হয়, পুরাকালে তদ্রূপ কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রগণনার আরম্ভ হইত। সেই জন্য ফলিত জ্যোতিষের বহু প্রকার গণনা এখনও কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করা হইয়া থাকে। পূর্বে যে কৃত্তিকা নক্ষত্রই রাশিচক্রের আদিতে ছিল, তাহা তৈত্তিরীয়-সংহিতায় উল্লিখিত আছে। 'কৃত্তিকাস্বগ্নিমাদধীত মুখং বা এতন্নক্ষত্রাণাং যৎ কৃত্তিকাঃ'—তৈ-ব্রা°। কৃত্তিকা নক্ষত্র কি কারণে আদি নক্ষত্র হইল তাহা শ-ব্রা°র নিম্নোক্ত বচন হইতে জানা যায়—'এতাহবৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে।··· তস্মাৎ কৃত্তিকাস্বাদধীত॥' কৃত্তিকা-পুঞ্জ তৎকালে পূর্বদিকে উদিত হইত, সততই হইত, কখনও অন্যথা হইত না (গণনাদ্বারা জানা যায় যে, ৩০০ খ্রী-পূ° সন্নিহিত কালে কৃত্তিকার এইরূপ উদয় হইত)। সুতরাং কৃত্তিকা-পুঞ্জ তৎকালে বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত ছিল। প্রায় ৩০০ খ্রী-পূ° ক্রান্তিপাতবিন্দু কৃত্তিকাপুঞ্জের সন্নিকটে ছিল। এই সময়ে কৃত্তিকানক্ষত্রে রবি আগমন করিলে দিবারাত্র সমপরিমাণ হইত এবং তখন হইতে রবি বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া উত্তরে গমন করিত। তৎকালে, কিন্তু সূর্যসান্নিধ্যবশতঃ কৃত্তিকাপুঞ্জ অদৃশ্য থাকিত। তাহার ৬ মাস পরে রবি যখন বিশাখা (১৬) নক্ষত্রের শেষভাগে উপস্থিত হইত, তখন সন্ধ্যাকালে কৃত্তিকাপুঞ্জকে পূর্বাকাশে উদিত হইতে দেখা যাইত। সে সময়ে দক্ষিণাভিমুখী সূর্য পুনরায় বিষুবরেখায় উপস্থিত হওয়ায় দিবারাত্র সমপরিমাণ হইত; এই সময় হইতেই বর্ষারম্ভ গণনা করা হইত, সুতরাং তৎকালের বর্ষের প্রথম মাস অগ্রহায়ণ। বর্তমানকালেও পূর্বের ন্যায় বিশাখা নক্ষত্রের শেষভাগে রবির অবস্থিতিকালে অগ্রহায়ণ মাসের আরম্ভ হইয়া থাকে, কিন্তু এখন ঐ দিনে আর দিবারাত্র সমপরিমাণ হয় না। উক্ত সম-দিবারাত্রকাল অধুনা তাহার প্রায় পৌনে দুই মাস পূর্বে সংঘটিত হইতেছে। বর্তমানে আশ্বিন মাস যে প্রকার ঋতুর অন্তর্বর্তী, তৎকালে অগ্রহায়ণ মাসে সেই ঋতু উপস্থিত থাকিত। সুতরাং তখন অগ্রহায়ণ মাসেই ব্রীহি (আশুধান্য) উৎপন্ন হইত।

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

অগ্রহার—[অগ্র + √হৃ + ঘঞ্—কর্ম°; স্ত্রী—ী] বৃত্তি-বি°। 'কশ্চিৎকশ্চিদগ্রহারে কালীংনাম'—দশকু° ৮. ৯। মহাভারতে 'অগ্রহার' শব্দের উল্লেখ আছে। অগ্রহার শব্দ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—'অগ্রং ব্রাহ্মণভোজনং তদর্থং হ্রিয়ন্তে রাজধনাৎ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে তেঽগ্রহারাঃ ক্ষেত্রাদয়ঃ'। চতুর্ভুজ নামক মহাভারতের অন্য একজন টীকাকার অগ্রহার 'শাসনে'র প্রতিশব্দ বলিয়া ধরিয়াছেন।* কামিকাগমেও অগ্রহারের ব্যাখ্যা আছে। অগ্রহার সম্বন্ধে কামিকাগমের উক্তি এইরূপ— 'বিপ্রৈরধিষ্ঠিতাকোগাং মঙ্গলং চেতি কীর্তিতম্। অগ্রহারস্তদেবায়ুক্তং বিপ্রেন্দ্রাঃ কামিকাগমে॥' —২০. ৩। 'অগ্রহারং বিনান্যেষু স্থানীয়াদিষু বাস্তুষু। প্রাগাদিষু চতুর্দিক্ষু বায়ৌ ঈশে শিবালয়ঃ॥'—২৬. ৩২।

প্রাচীন ভারতে নৃপতি বা রাজন্যগণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিত, অধ্যাপক,

* দ্রো-রো°—অগ্রহার শব্দ দ্র°। P. K. Acharya : Dictionary of Hindu Architecture.

শাস্ত্রাদি-ব্যাখ্যাতা, বৈদ্য, সাধু, অমাত্য প্রভৃতিকে অগ্রহার-বৃত্তি প্রদান করিতেন। এই বৃত্তি খুবই সম্মানজনক। বৃত্তিভোগীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি বা গ্রাম দান করা হইত এবং এই বৃত্তির দ্বারা তাঁহার জীবন-ধারণের ব্যাপার চলিত। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণই অগ্রহারবৃত্তির অধিকারী হইতেন। এক বা একাধিক ব্রাহ্মণকে এই অগ্রহারবৃত্তি লাভ করিতে দেখা যায়; উহাতে বৃত্তিভোগীদের বৈশিষ্ট্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশ দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রকারে ইহাদের লইয়া অগ্রহার ব্রাহ্মণ-পল্লীতে পরিণত হইত। কোন উৎসব-উপলক্ষ্যে বা বিশেষ কোন কারণে অথবা রাজকীয় কার্যে নিয়োজিত হইবার জন্য বিশেষতঃ অগ্রহার-দানের নিয়ম ছিল। এই অগ্রহারভুক্ত ব্যক্তি বা অগ্রহারের অধিবাসী 'অগ্রহারিক' নামে পরিচিত হইতেন। কেবলমাত্র পুরুষই যে অগ্রহার-বৃত্তি পাইতেন তাহা নহে, অনেক স্থানে রমণীকেও এই বৃত্তি পাইতে দেখা যায়। ১৪২০ শক° (১৪৯৮ খ্রী°) বেঙ্কটের বেল্লুড়ি-অনুশাসনে কয়েকজন রমণীকে অগ্রহার-বৃত্তি-দানের পরিচয় আছে (EI, xvi. 300-2, 307-12)।

আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও অন্যান্য লিপি-মালার অনুশীলন করিলে নানাবিধ অগ্রহার-দানের রীতি পরিলক্ষিত হয়। কোন ব্রাহ্মণকে অগ্রহার দান করিলে তিনি আবার উহা হইতে অনেক অংশ বহু ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিতেন; অনেক স্থলে আবার তাঁহাকে মূল দাতার অনুমতি লইতে হইত। সাধারণতঃ চিরকাল বংশানুক্রমে অগ্রহার ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইত। কোথাও কোথাও পূর্বপ্রদত্ত অগ্রহার-বৃত্তির সংশোধন করিয়া নূতন ভাবে উহা দান করিতে দেখা যায়। ১০০ হর্ষ-সং মহোদয়ের ১ম ভোজদেবের দৌলতপুর-লিপিতে এইরূপ 'শিবা' নামক অগ্রহার বৃত্তির সংশোধন করিয়া নূতন বৃত্তির প্রচলন করা হইয়াছিল (EI, v. 212-3)।

সর্বস্ব দিয়া 'সর্বসিদ্ধি' অর্থাৎ নিষ্কর অগ্রহার-দানের যেমন নিয়ম ছিল, তেমনই আবার অনেক অগ্রহার হইতে কর আদায় করা হইত। যে অগ্রহার হইতে কর আদায় করা হইত তাহা মাত্র সেই অগ্রহারের বায়-নির্বাহার্থ নির্দিষ্ট হইতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার অগ্রহারের কর্মচারীদেরও অগ্রহারবৃত্তি দিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ চালাইবার রীতি ছিল। ১৩৫২ শক° (১৪৩১ খ্রী°) অন্নয়-দোড্ডের কোন্ডুরু-লিপিতে এইরূপ 'অন্নাড্ডয়েড্ডিদোড্ডবরম্' অগ্রহার-দানের সময় 'গ্রামগ্রাসার্থে'র জন্য 'অন্নবরম্' নামক গ্রাম (EI, v. 67-9) এবং বীড়-চোড়ের ২৩ রাজ্যাঙ্কে পীঠপুরম্-লিপিতে 'বীড়চোড়চতুর্বেদি-মঙ্গল' অগ্রহারে উহার পরিদর্শনের জন্য নিয়োজিত কর্মচারী-দিগকে ভূমিদানের পরিচয় আছে (EI, v. 96-9)।

প্রায় প্রত্যেক অগ্রহারেই একটী মন্দির থাকিত এবং ঐ মন্দিরের পূজার্চনার জন্য স্বতন্ত্র অগ্রহার-বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরের নামে যে অগ্রহার দান করা হইত তাহাতেই মন্দিরের খরচ-খরচা চলিত। অনেক স্থলে শিক্ষা-ব্যপদেশে কোন শিক্ষাকেন্দ্র-স্থাপনের জন্য অগ্রহার-বৃত্তি দেওয়া হইত। খ্রী° ১১শ শতকের প্রথম ভাগে এইরূপ অগ্রহার-দানের ফলে 'উম্মচিগে' অগ্রহার একটী বৃহৎ শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিগণিত হইয়াছিল (EI, xx. 69)। শিক্ষার জন্য প্রদত্ত অগ্রহার হইতে অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই বৃত্তি পাইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উম্মচিগে হইতে 'অক্করিগ' ও 'ভট্টরিগ' বৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মবিষয়ে প্রচারকার্যের জন্য বা ধর্মোন্নয়নের জন্যও অগ্রহার দেওয়া হইত। ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য এবং বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রে অধ্যাপনা ও উপদেশাদি দিবার জন্যও অগ্রহারদানের ব্যবস্থা ছিল।

বিভিন্ন সময়ের তাম্রশাসন, শিলালেখ প্রভৃতিতে অগ্রহারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটী অগ্রহারের পরিচয় এখানে সন্নিবিষ্ট হইল :—

বি-স° ৪৯৩ ভোজদেবের বরহ-তাম্রলেখে বাজসনেয় শাখার ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ভট্ট কাচরস্বামীর পরিবারস্থ ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জ-ভুক্তির কালঞ্জর-মণ্ডলের অন্তর্গত উদুম্বর-বিষয়ে 'বলাকাগ্রহার' নামক অগ্রহার দানের উল্লেখ আছে।—EI, xix. 15-9.

১৯৯ গুপ্ত° (৫১৮-৯ খ্রী°) সংক্ষোভের বেতুল-তাম্রলিপিতে মাধ্যন্দিন-বাজসনেয় শাখার ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভানুস্বামীকে ত্রিপুরী-বিষয়ের অন্তর্গত প্রস্তরবাটক গ্রামের অর্ধাংশ এবং দ্বারবটিকা গ্রামের এক-চতুর্থাংশ সর্বস্ব দিয়া অগ্রহাররূপে দানের উল্লেখ আছে।—ঐ, viii, 288.

২য় ভীমসেনের ৩৮২ গুপ্ত° (৭০১ খ্রী°) আরঙ-তাম্রশাসনে দোণ্ডাবিষয়ের অন্তর্গত 'বটপল্লিকা' অগ্রহার ভীমসেন-কর্তৃক তাঁহার পিতামাতার পুণ্যের জন্য ঋগ্বেদ-শাখার অন্তর্ভুক্ত ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হরিস্বামী ও বপ্পস্বামীকে প্রদানের পরিচয় পাওয়া যায়।—ঐ, ix. 345.

পূর্ব-চালুক্য নৃপতি ১ম জয়সিংহের (৬৩২—৬৭ খ্রী°) পুলীবুম্র-অনুশাসনে লিখিত আছে, জয়সিংহ অসনপুরের অধিবাসী পূর্বাগ্র-হারিক (অর্থাৎ পূর্বেও ইনি অগ্রহার-বৃত্তি পাইয়াছেন) তৈত্তিরীয় শাখার গোতম-গোত্রীয় রুদ্রশর্মাকে 'সর্বসিদ্ধি' দান-অনুযায়ী গুদ্দবাড়ি-বিষয়ের অন্তর্গত 'পুলীবুম্র' অগ্রহার দান করেন। 'সর্বসিদ্ধি'-দান অর্থে সর্ববিধ কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া।—ঐ, xix. 255, 258. এই জয়সিংহেরই পেদ্দ-বেগি-লিপিতে দেখা যায়, তিনি তৈত্তিরীয় শাখার গার্গ্য-গোত্রীয় সোমশর্মাকেও 'সর্বসিদ্ধি'-দানের দ্বারা 'কোবরু' অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—ঐ, 259, 260

রাষ্ট্রকূট-নৃপতি ৩য় ইন্দ্ররাজের ৮৩৬ শক° অনুশাসনে দেখা যায়, ইন্দ্ররাজ পাটলিপুত্র হইতে আগত বাজি-মাধ্যন্দিন-শাখার অন্তর্ভুক্ত লক্ষণ-গোত্রীয় ও শ্রীবেন্নপভট্টপুত্র সিদ্ধপভট্টকে বলি, চরু, বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র ও অতিথি-সন্তর্পণের উদ্দেশ্যে লাটদেশের অন্তর্গত ও কম্মণিজ্জের নিকটবর্তী 'তেন্ন' অগ্রহার প্রদান করিয়াছিলেন।—ঐ, ix. 40-1.

রাষ্ট্রকূট নৃপতি ৪র্থ গোবিন্দের ৮৫১

শক° (৯৩০ খ্রী°) কলস-লিপিতে সোমযাজী দেবদাসকে এরেরন-কাড়িয়ূর্ নামক স্থান অগ্রহাররূপে দান করিতে দেখা যায়।—ঐ, xiii. 330, 335.

৮৫২ শক° (৯৩০ খ্রী°) এই গোবিন্দের কাম্বে-লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি বাজি-কাথশাখার অন্তর্ভুক্ত মাঠর-গোত্রীয় মহাদেবযা-পুত্র ব্রাহ্মণ নাগমার্যকে লাট-প্রদেশে খেটকের অন্তর্গত ও পবিত্র কাবিকা নামক স্থানের নিকটবর্তী 'কেবঞ্জা' নামক গ্রাম অগ্রহারস্বরূপ অর্পণ করেন।—ঐ, vii. 27-28.

এই বর্ষেই গোবিন্দের আরও একটী কাম্বে-লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি গোদাবরী-তীরে কপিত্থক নামক গ্রামে তুলাপুরুষের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ছয় শত অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—ঐ, 45.

৯৩৪ শক° (১০১২ খ্রী°) ৫ম বিক্রমা-দিত্যের কোটবুমচ্‌গি-লিপিতে আছে, বিক্রমাদিত্যের সামন্ত শাসনকর্তা কেশবয্য নরেরুলের অন্তর্গত 'উম্মচিগে' (বর্তমান কোটবুমচ্‌গি গ্রাম) অগ্রহার মৌনর শ্রীধরভট্টকে দান করিয়াছিলেন। অতঃপর এই উম্মচিগে একটা বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। খ্রী° ১১শ শতকের প্রথম ভাগেই উহা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। [উম্মচিগে দ্র°] শ্রীধরভট্ট এই অগ্রহার পাইবার পর উহার ভার ১০৪ জন স্থানীয় মহাজনের উপর অর্পণ করেন এবং ৬ মত্তর পরিমাণ ভূমি সোমেশ্বর দেবতার জন্য, ১২ মত্তর ভূমি ভাগিয়বেশ্বর-মন্দিরে, এল্‌কোটি-সন্ন্যাসিগণের জন্য ১২ মত্তর, ৫ মত্তর ও একটী গৃহনির্মাণের ভূমি আয়চগাবুণ্ড-মন্দিরে, ৫ মত্তর ও একটী গৃহ-নির্মাণের ভূমি আদিত্যদেবের জন্য, ৫ মত্তর ও একটী গৃহনির্মাণের ভূমি দেবী বটুব-ভগবতীর জন্য এবং ৫ মত্তর ও একটী গৃহনির্মাণের ভূমি নারায়ণের জন্য উৎসর্গ করেন। উক্ত ৫০ মত্তর-পরিমিত ভূমি ও উহার সন্নিবেশিত গৃহাদি বেম্মেয়ভটারের বংশীয় অক্কতদার পুরুষেরা নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসীর আচার পালন করিয়া ভোগ করিতে পারিবে এইরূপ আজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ঐ, xx. 69.

১০৫২ খ্রী° নীরল্‌গি-(ধারবাড়) অনুশাসনে নীরিলি (নীরল্‌গি) অগ্রহারের উল্লেখ আছে। ঐ, xvi. 67.

১ম রাজরাজের ৩২শ রাজ্যাঙ্কে (১০৫৩ খ্রী°) নন্দমপূণ্ডি-প্রশস্তিতে নন্দমপূণ্ডি অগ্রহার-প্রদানের উল্লেখ দেখা যায়।—IA, iv. 303.

মাদ্রাজ-মিউজিয়মে রক্ষিত ৯৮৪ শক° ৩য় বল্লহদেবের অনুশাসনে তৎকর্তৃক বরাহ-বর্তনীর অন্তর্গত 'তামরচের' অগ্রহার 'চিকলী' বাটক-সহ সর্বস্ব দিয়া ৫০০ সুধী ব্রাহ্মণকে প্রদানের পরিচয় আছে। ইহার সহিত তিনি কোটীশ্বরের পূজার জন্য এবং তাঁহার বলি, চরু, নৈবেদ্য, দীপপূজা প্রভৃতির জন্য ২০০ 'মুরক' শস্য-উৎপাদনের উপযোগী ভূমি দান করেন। কোটীশ্বরের মন্দিরের কোনরূপ সংস্কার করিতে হইলে অগ্রহারিক ব্রাহ্মণদের উপর উহার ভার অর্পণ করা হয়।—EI, ix. 95.

১০৯১ খ্রী° স্থানকুণ্ডুর-(তালগুন্দ-) লিপিতে একটী অগ্রহারের কথা আছে। এই অগ্রহারে ৩২টী ব্রাহ্মণ-পরিবার অহিচ্ছত্র হইতে আগমন করিয়া অগ্রহারবৃত্তি লাভ করিয়াছিল। উহাদের ১৪৪টী নিষ্কর গ্রাম দান করা হয়। লিপিতে এই গ্রামগুলিতে তিন সহস্র ব্রাহ্মণের বাসের কথা আছে।—EC, vii. 178.

গোবিন্দচন্দ্রের ১১৭৬ বি-স° (১১১০-২০ খ্রী°) দোন্‌-বুজুর্গ-তাম্রলেখে দেখা যায়, গোবিন্দচন্দ্র ছান্দোগ-শাখার বৎস-গোত্রীয় বিশিষ্ট পণ্ডিত টুল্‌টাইচ-শর্মাকে অলাপ-পট্টলার (জেলার) অন্তর্গত বড়গ্রামের মধ্যবর্তী একটী অগ্রহার ('কোপাবড' গ্রাম ?) দান করিয়াছিলেন।—EI, xviii. 219, 223-4.

Sewell সাহেব আবিষ্কৃত ১০৫৬ শক° একটী তাম্রশাসন হইতে বলিয়াছেন, সরসীপুর-রাজ কোলনি কোটিয়-নায়ক কয়েকজন ব্রাহ্মণকে 'পাণ্ডুর' নামক একটী অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—List Ant. Remains of Madras, i. 39.

১১৪৩ খ্রী° চেন্নূর-লিপিতে দেখা যায়, সেনাধিনায়ক কাট ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে অত্তিলি জেলার অন্তর্গত 'মণ্ডরু' (বর্তমান মণ্ডুরু— অত্তিলির ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ও ছুনুমুরুর ২ মাইল পূর্বে অবস্থিত) এবং 'পোলুর' অগ্রহার দান করিয়াছিলেন। —EI, vii. 180.

১০৮৪ শক° (১১৬৪ খ্রী°) মনগোলি-লিপিতে উল্লিখিত আছে, চালুক্যনৃপতি ২য় জগদেকমল্লদেব 'মনিজবল্লি'র দক্ষিণে ৫০ মত্তর, 'সুলস্থান' দেবতার অঙ্গভোগ ও চৈত্রমাসের ক্রিয়াকর্মের জন্য, ৮ মত্তর দেবী মায়দার অঙ্গভোগের ও সন্ন্যাসীদের আহারের জন্য, ৫ মত্তর মন্দিরে কৌমারব্যাখ্যাতাদিগকে, ৮ মত্তর দেবতার সেবাকার্যের জন্য নির্দিষ্ট চারি জন ব্রাহ্মণকে এবং অবশিষ্ট ৪ মত্তর সর্বস্ব দিয়া অমৃতরাশি পণ্ডিতকে দান করেন।—ঐ, v. 22. কলচুর্যনৃ-পতি সঙ্কমের সময়ের ১১৮৮ খ্রী° মনগোলি-লিপিতেও 'মনিজবল্লি' অগ্রহারের উল্লেখ আছে।—ঐ, 28.

১০৮৭ শক° অগস্তেশ্বর-মন্দিরে প্রাপ্ত হূলি-লিপিতে ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ লাসি-রাজ-কর্তৃক নাগর-ভাবীর সংরক্ষণার্থ, স্থানীয় বায় ও অগস্তেশ্বর-মন্দিরে পূজার জন্য 'পুলি' অগ্রহার প্রদানের পরিচয় আছে।—ঐ, xviii. 213, 218.

১১০২ শক° (১১৭৯ খ্রী°) সঙ্কম ও সিঙ্ঘ বিক্রমাদিত্যের য়োন-লিপিতে 'য়োণ' অগ্রহারের উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায়, বিক্রমাদিত্য 'য়োণ' অগ্রহারে কল্প-মঠের আচার্য গুরুভক্তদেবের নিকট কল্প-মঠের চাগেশ্বর দেবতার পূজার্চনার জন্য ১২ মত্তর ভূমি ও স্থানীয় মালেশ্বর দেবতার পূজার জন্য ২ মত্তর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। —ঐ, xix. 227, 235-6.

১১৮৯ খ্রী° কলচুর্য সিঙ্ঘনের মুৎগি-লিপিতে 'মুরুগে' (বর্তমান মুৎগি) নামক সুবৃহৎ অগ্রহারের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অগ্রহার কুন্তলদেশে হন্দগাডিনাডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহা পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরি-

পূর্ণ ছিল। —ঐ, xv. 33 ; Dynasties of the Kanarese Districts, 518, 520.

১১১৪ শক° (১১৯৪ খ্রী°) ২য় ভোজ-রাজের কোল্হাপুর-শিলালেখে দেখা যায়, নায়ক লোকণের পুত্র নায়ক কালিয়ণ চারিজন ব্রাহ্মণকে তালুবগেখোলের অন্তর্গত 'পৌব' অগ্রহার হইতে কিছু সম্পত্তি ও অন্যত্র কিছু ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। —EI, iii. 215.

মল্লিদেবের বা মল্লপদেবের ১১১৭ শক° (১১৯৪-৫ খ্রী°) ও ১১২৪ শক° (১২০২ খ্রী°) পীঠপুরম্-লিপিতে 'মুড়িবেমু' অগ্রহারের উল্লেখ আছে। ইহা বিষ্ণুভট্ট সোমযাজীর অধিকারভুক্ত ছিল। মল্লিদেবের পূর্বপুরুষ বিজয়াদিত্য যখন দাক্ষিণাত্যে ত্রিলোচন-পল্লবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন তখন তাঁহার প্রধানা মহিষী ছয় মাস গর্ভবতী ছিলেন, তিনি এই অগ্রহারে আগমন করেন এবং এখানে তাঁহার বিষ্ণুবর্ধন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। —ঐ, iv. 145, 239.

১১৭২ শক° (১২৪৯-৫০ খ্রী°) গণ-পাম্বার (কাকতীয় নৃপতি গণপতির কন্যা) বেনমদল-লিপিতে লিখিত আছে যে, তাঁহার স্বামী বেতরাজের পিতামহ কেতরাজ বেণা নদীর দক্ষিণ তীরে ৭০টী অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।—ঐ, iii. 94, 102.

১১৯১ শক° মৎস্যবংশীয় অর্জুনের দিবিদ-তাম্রলেখে তৎপিতা জয়ন্তের পুণ্যার্থ ও পিতার নামানুসারে 'জন্তিদি' অগ্রহার ব্রাহ্মণদিগকে দানের বিষয় আছে। দুইটী অংশ শিব ও বিষ্ণু দেবতার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া বাকী অংশ তিনি রাজপুরোহিত ও অন্য ১৯ জন ব্রাহ্মণকে দান করেন। তবে এই গ্রামের খাদ্যাদি-নির্বাহের জন্য অগ্রহারিকদের উপর কর ধার্য করা হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী পেদ্দনকে পূর্বপ্রদত্ত ৮ দ্রোণ-পরিমাণ ভূমির (শস্যক্ষেত্রের) কর হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। —ঐ, v. 107, 109.

১২৫৯ শক° নায়র-নায়কের দোনেপুণ্ডি-তাম্রলেখে তৎকর্তৃক বেদ ও শাস্ত্রবিদ্ ভারদ্বাজ-গোত্রীয় গণপতিকে অষ্টভোগ ঐশ্বর্যের অধিকারসহ 'দোনেপুণ্ডি' অগ্রহার প্রদত্ত হয়। —ঐ, iv. 357.

১৩৪৪ খ্রী° মান্দ্রাজ-মিউজিয়মে রক্ষিত বেম-প্রদত্ত লিপিতে মুসলমান-অধিকৃত ব্রাহ্মণ অগ্রহারসমূহের পুনরুদ্ধারের বিষয় লিখিত আছে।—ঐ, viii. 9, 10, 11.

১২৭৮ শক° ২য় সঙ্গমের বিট্রগুণ্ট-শাসনে দেখা যায়, সঙ্গম পূর্বসমুদ্রতীরবর্তী পাকবিষয়ের ৩ যোজন দক্ষিণে বিট্রগুণ্ট (বা বিট্রিরকুণ্ট) গ্রাম 'শ্রীকণ্ঠপুর' নামে ও মুলিকি-দেশের অন্তর্গত পেন্নানদীর তীরবর্তী 'সিঙ্কেসরি' অগ্রহার ২৮ জন ব্রাহ্মণকে দান করেন। সিঙ্কেসরি অগ্রহারে পুররিপু শিবের পুণ্যাচল-মন্দির অবস্থিত ছিল।—ঐ, iii. 33-4.

১২৯৬ শক° (১৩৭২ খ্রী°) অন্ন-বেমের নড়ুপুরু-অনুশাসনে দেখা যায়, অন্ন-বেম তদীয় ভগিনী বেমসানীর পুণ্যার্থ কোনডাল-বিষয়ে নড়ুপুরু গ্রাম 'বেমপুর' নামে ২০ ভাগে অগ্রহার দান করেন। —ঐ, 291-2.

১৩০০ শক° (১৩৮০ খ্রী°) এই অন্ন-বেমের বনপল্লি-লিপিতে লোহিত-গোত্রীয় অমাত্য মল্লয়ের পুত্র ইম্মডিকে গৌতমীর পূর্বতীরে অগ্রহার প্রদানের পরিচয় আছে। এই অগ্রহারের নাম 'ইম্মডিলক' বা 'অন্নবেমপুর' (বর্তমান গোদাবরী নদীর শাখা গৌতমীর দক্ষিণতীরবর্তী বনপাল্লির উত্তরে ইম্মডিবারিলঙ্ক গ্রাম) রাখা হয়। ইম্মডিও মন্ত্রী হইয়াছিলেন। —ঐ, 60, 64-5.

১৩০৮ শক° (১৩৮৭ খ্রী°) বিরূপাক্ষের সোরেকবুর-তাম্রলিপিতে সোরেকবুরের অন্তর্গত একটী গ্রাম ও ৫ বেলি ভূমি অগ্রহাররূপে ১৪ জন ব্রাহ্মণকে দানের বিষয় লিখিত আছে। —ঐ, viii. 305-6.

১৩২৫ শক° ওয় চোড়ের পঙ্কবীরল-স্তম্ভলিপিতে দেখা যায়, রাজা উপেন্দ্র 'চোড়মল্ল' নামক অগ্রহার প্রদান করিয়াছিলেন। —ঐ, xix. 172.

১৩২৬ শক° বিজয়নগরাধিপতি ২য় বুক্ক ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রহার দান করিয়াছিলেন। ইহার এক পক্ষকাল পূর্বে তাঁহাকে মন্দিরের জন্য ভূমি দান করিতে দেখা যায়।—No. 11, Tirthahalli Tk., Shimoga Dt., EC ; No. 25, Koppa Tk., Kadur Dt., EC.

১৩২৭ শক° বিজয়নগরাধিপতি বিরূপাক্ষও একটী অগ্রহার দান করেন।—No. 196, Tirthahalli Tk., Shimoga Dt., EC.

১৩৩৩ শক° (১৪১১-২ খ্রী°) রাজা কুমারগিরির মন্ত্রী কাটয় বেমের ভোক্তরমুডি-তাম্রলেখে লিখিত আছে, কাটয়-বেম তাঁহার পত্নী ও কুমারগিরির ভগিনী মল্লাম্বা বা মল্লা-ম্বিকার নামানুসারে কোনদেশের অন্তর্গত মুক্তীশ্বরের নিকটবর্তী বৃদ্ধ-গৌতমীর তীরে 'মল্লবরম্' অগ্রহার কাণ্ব-শাখার কাশ্যপ-গোত্রীয় অন্নয়ার্যের পৌত্র ও অহোবলের পুত্র নৃসিংহকে দান করিয়াছিলেন।—EI, iv. 320.

মান্দ্রাজ-মিউজিয়মে রক্ষিত শ্রীগিরি-ভূপালের ১৩৩৬ শক° তাম্রলিপিতে দেখা যায়, কাশ্যপগোত্রীয় গোবিন্দ পণ্ডিতের পুত্র আয়ুর্বেদ ও বেদাঙ্গবিৎ বৈদ্য ও রত্নামসুর নামক নগরের অধিবাসী ব্রাহ্মণ সম্পৎকুমার রাজা বিজয়ভূমের নিকট হইতে কাবেরীপাক নদীর শাখা নাগ-কুল্যার তীরবর্তী অগ্রহাররূপে প্রাপ্ত শস্যশালী 'নীপতটাক' গ্রাম অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। এই গ্রাম বিজয়-রাটপুর বা বিজয়রায়পুর নামেও অভিহিত। তিনি ইহাকে ৫২টী অংশে বিভক্ত করেন ; তন্মধ্যে দুইটী অংশ শিব ও বিষ্ণুর মন্দিরের জন্য ও একটী 'কামাক্ষী-ধর্ম-মণ্ডপে' বাৎসরিক ভোজনের জন্য নির্দিষ্ট করেন ; অবশিষ্টগুলির মধ্যে ২২টী অংশ নিজের ছয় পুত্রের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ নিজ ভ্রাতা, আত্মীয় ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করেন। সকলকেই এই অংশসমূহ অগ্রহারের সর্বস্বত্বারা ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। —ঐ, viii. 315-7.

বিজয়নগরাধিপতি ২য় দেবরায়ের ১৩৪৬ শক° (১৪২৪ খ্রী°) সত্যমঙ্গলম্-অনুশাসনে দেখা যায়, দেবরায় মরতকপ্রান্ত-দেশের অন্তর্গত আল-নাড়ু-(বা আল্ল-নাড়ু-) বিষয়ে ও তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে 'চিটেরাটুরু' অগ্রহার

৮ জন ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। —ঐ, iii. 33, 45 ; IA, xiii. 132.

১৩৪৯ শক° বিরূপাক্ষের সোমলাপুরম্-তাম্রশাসনে দেখা যায়, বিরূপাক্ষ হগরী নদীর পশ্চিম তীরে মুডা-নাড়ুর অন্তর্গত 'হম্মেগেনূর' অগ্রহার নিট্টুরের অধিবাসী সারদার্যপুত্র যেন, সাঙ্খ্য ও মীমাংসা-দর্শনে পণ্ডিত ও 'ভাষ্য-সূত্র'-রচয়িতা জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মলেশ্বরপুত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য বিরূপাক্ষার্যকে 'কৃষ্ণ-তটাক', 'করিয়কেরে' ও 'চিট্টুকনাহালু' অগ্রহার প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি সোমলাপুরম্ গ্রাম 'বিরূপাক্ষপুরম্' নামে বীরনার্য নামক এক জন ব্রাহ্মণকে দান করেন। বীরনার্য আবার তাঁহার অগ্রহার ৬০টী-বৃত্তিতে বিভক্ত করিয়া অন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দান করিয়াছিলেন। তিনি যাঁহাদের বৃত্তি দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ৪ জনের নাম পাওয়া যায়। —EI, xvii. 197, 204.

১৩৫২ শক° (১৪৩১ খ্রী°) অন্নদোড্ডের কোচ্চুর-লিপিতে তৎকর্তৃক 'অল্লাড়বেড্ডিদোড্ডবরম্' অগ্রহার ব্রাহ্মণদিগকে দানের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত অন্নদোড্ড 'প্রসন্নবল্লভ' নামক বিষ্ণুমন্দির এবং 'ব্রহ্মনাগেশ্বর' নামক শিবমন্দিরের জন্য অগ্রহার উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতঃপর 'গ্রামগ্রাসার্থে' তিনি 'অন্নবরম্' নামক গ্রাম দান করেন, তবে উহা হইতে ■ খারি ভূমি তিনি উডলামাত্য-পুত্র নারনমন্ত্রীকে অর্পণ করেন।—ঐ, v. 67-9.

১৪৩৭ শক° বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায়ের অমরাবতী-লিপিতে কৃষ্ণবেণী (কৃষ্ণা) নদীতীরে অমরাবতীর অমরেশ-মন্দিরে শূলপাণি বিগ্রহের সমক্ষে 'তুলাপুরুষ' দানের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু অগ্রহারদানের পরিচয় আছে। —ঐ, vii. 20.

বিজয়নগররাজ কৃষ্ণরায়ের ১৪৪৩ শক° পেরলবণ্ড-তাম্রলেখে সর্বশাস্ত্রবিদ্ জিতেন্দ্রিয় বোধায়ন-সূত্রের অগস্ত্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নৃসিংহাযরিকে 'পেরলবণ্ড' গ্রাম 'কৃষ্ণরায়পুরম্' অগ্রহার নামে দানের পরিচয় পাওয়া যায়।—xix. 132-4.

১৫২০ শক° (১৫৯৮ খ্রী°) ১ম বেঙ্কটের পদ্মনেরী-তাম্রলেখে দেখা যায়, নাগ-পুত্র বিশ্বনাথ তিরুবদি-রাজ ও পাণ্ড্য বাণধ-রাজকে পরাজিত করিয়া মাদুরা অধিকার করিবার পর রাজা কৃষ্ণ-নায়ক মাদুরায় বহুবিধ দানের অনুষ্ঠান করেন। উহার সহিত তিনি ৪৩ জন শাস্ত্রবিদ্ বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে পদ্মনেরী গ্রাম 'তিরুমলাম্বাপুরম্' নামে অগ্রহার দান করেন। এই সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই দূরবর্তী স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। —ঐ, xvi. 288-91.

১৫২০ শক° (১৫৯৮ খ্রী°) এই বেঙ্কটের বেল্লাঙ্গুডি-অনুশাসনে দেখা যায়, নায়ক কৃষ্ণ-মহীপতির অনুরোধে বেঙ্কটপতিদেব-মহারায় 'বীরভূপ-সমুদ্রম্' অগ্রহার দান করেন। এই অগ্রহারবৃত্তি বহু ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়; কয়েকজন ব্রাহ্মণ রমণীও ইহাতে অগ্রহার-বৃত্তি পাইয়াছিলেন। অনুশাসনে লিখিত আছে যে, ঐ অগ্রহার ২৭০টী বৃত্তিতে বিভক্ত করা হয় এবং সেই বৃত্তিগুলি আবার ৫টী স্বতন্ত্র অংশ-ভুক্ত করিয়া ১:০৫টী অংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এইরূপে অংশানুযায়ী অগ্রহার দান করা হয়। প্রত্যেকের বৃত্তিই প্রত্যেকের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। আবিষ্কৃত অনুশাসনের মধ্যে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মাত্র ১৮২টী বৃত্তি ও ১টী অংশের পরিচয় পাওয়া যায়।—ঐ, 300-2, 307-12.

২৯২ [কলচুরি-] সং সংঘসিংহের সুনাওকল-লিপিতে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রহার-প্রদানের পরিচয় আছে।—ঐ, x. 76.

হর্ষবর্ধনের ২৫শ রাজ্যাঙ্কে মধুবন-তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণ বামরথ্যের অধিকারভুক্ত সোমকুণ্ডকা নামক গ্রাম হস্তগত করিয়া উহা সাবর্ণিগোত্রীয় সামবেদী (ছান্দোগ্য) ব্রাহ্মণ ভট্ট বাতস্বামী এবং বিষ্ণুবৃদ্ধ-গোত্রীয় বহ্বৃচ (ঋগ্বেদীয়) ব্রাহ্মণ ভট্ট শিবদেবস্বামীকে প্রদান করেন। —ঐ, vii. 159-60.

বীর-চোড়ের ২৩ রাজ্যাঙ্কে পীঠপুরম্-লিপিতে উত্তরাবরুণ জেলার অন্তর্গত মালবেন্নি, পোম্ভোয়ুর ও আলমি নামক তিনটী গ্রাম 'বীরচোড়চতুর্বেদিমঙ্গল' নাম দিয়া ৫৩৬ ভাগে অগ্রহাররূপে দানের কথা আছে। তন্মধ্যে বৈয়াকরণ, মীমাংসাকার, বেদান্তব্যাখ্যাতা, ঋগ্বেদ-অধ্যাপক, যজুর্বেদ-অধ্যাপক, সামবেদ-অধ্যাপক, রূপাবতার-(?)অধ্যাপক, পুরাণ-ব্যাখ্যাতা, বৈদ্য, পরামাণিক, বিষ-বৈদ্য ও জ্যোতিষী—প্রত্যেককে একটী করিয়া অংশ দেওয়া হয়। এছাড়া ১২টী অংশ কার্যালয়-পরিচালকদিগকে, ২টী অংশ গ্রামমধ্যবর্তী বিষ্ণুমন্দিরে, গ্রামের পশ্চিম দিকের বিষ্ণুমন্দিরে ২টী, ২টী অংশ শ্রীকৈলাসদেবমন্দিরে এবং ১টী অংশ স্থানীয় অন্যান্য দেবতার জন্য প্রদান করা হয়। —ঐ, v. 96-9.

১০০ হর্ষ-সং মহেন্দ্রের ১ম জোজ্জদেবের দৌলতপুর-লিপিতে দেখা যায়, জোজ্জদেবের প্রপিতামহ বৎসরাজদেব ভট্ট হর্ষের পিতামহ আশ্বলায়ন-শাখার অন্তর্ভুক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় ভট্ট বাসুদেবকে গুর্জরত্রা দেশের ডেণ্ডবানক-বিষয়ে 'সিবা' অগ্রহার দান করিয়াছিলেন। এই ভট্ট বাসুদেবই আবার বাসুদেবের পিতামহ নাগভটদেবের অনুমতি লইয়া আশ্বলায়ন-শাখার অন্তর্ভুক্ত কাত্যায়ন-গোত্রীয় ভট্ট বিষ্ণুকে উহার একষষ্ঠাংশ প্রদান করেন। কিন্তু বাসুদেব পূর্ব অধিকার নাকচ করিয়া বর্তমান আজ্ঞপ্তি-অনুসারে উহা ভট্ট বাসুদেব ও ভট্ট বিষ্ণুর বংশধরদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন।—ঐ, 212-13.

শালোটৃগি-স্তম্ভলিপির শাসনে দেখা যায়, শিলহার-নৃপতি গোবুণরস 'পাবিট্টগে' (বর্তমান শালোটৃগি) অগ্রহার দান করিয়াছিলেন। —ঐ, iv. 59, 66 ; IA, i. 206.

কলিঙ্গাধিপতি চন্দ্রবর্মার ৬ষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে কোমর্তি-শাসনে তৎকর্তৃক 'কোহেন্তুর' নামক গ্রাম বাজসনেয়-শাখার ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ দেবশর্মাকে অগ্রহার দান করার উল্লেখ আছে। —EI, iv. 145.

চালুক্যরাজ ২য় অম্মরাজের বন্দপ্-

তাম্রলেখে (কাল অজ্ঞাত) কুশনামাত্যকে তৎকর্তৃক প্রাপ্তক্ত নিকটবর্তী তাণ্ডেক্ষ গ্রাম 'বেটিপুণ্ডি' নামে নিষ্কর অগ্রহার-প্রদানের পরিচয় আছে। উহার সহিত তাঁহাকে সুবর্ণও দান করা হইয়াছিল। কুশনাম্য অম্মরাজের অমাত্য ও সামন্ত ছিলেন। তিনি বিপ্রনারায়ণ নাম ব্যবহার করিতেন এবং ত্রাক্ষারামে শিবমন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন —ঐ, ix. 132-3.

মাদ্রাজ-মিউজিয়মে রক্ষিত গঙ্গ নৃপতি দেবেন্দ্রবর্মার গঙ্গাব্দের ১৮৩ বর্ষে চিকাকোল-তাম্রলেখে দেখা যায়, তিনি কলিঙ্গনগরবাসী ছান্দোগ-শাখার ৬ ভ্রাতাকে (ইঁহারা ব্রাহ্মণ) ক্রোষ্টুকবর্তনীর অন্তর্গত নরোমটবে 'পোগ্গিক' অগ্রহার দিয়াছিলেন। —ঐ, iii. 131.

রাষ্ট্রকূট-নৃপতি ২য় অম্মরাজের বেন্দলু-পাড়ু-তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে, অম্মরাজ তদীয় সামন্ত ও রাজ-বিষয়ের পরিদর্শক দুর্গরাজের অনুরোধে দুর্গরাজের মন্ত্রী ভারদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মুদ্রিয়নশর্মাকে কর্মরাষ্ট্রের অন্তর্গত অগমপ্রত্যুক ও অণ্ডেকি গ্রামদ্বয়ের কিয়দংশ লইয়া 'কারংচেডু' ও 'বজ্জিপক্ক' নামে অগ্রহার দান করেন। —ঐ, xviii. 228, 234-5.

হস্তিবর্মার ৮০শ রাজ্যাঙ্কে উর্লম-তাম্রলেখে উরামবের অধিবাসী জয়শর্মাকে তৎকর্তৃক ক্রোষ্টুক-বর্তনীর অন্তর্গত 'হোণ্ডে-বক' অগ্রহারদানের পরিচয় পাওয়া যায়। —ঐ, xvii. 331, 334.

শুভাকরের ৮ম রাজ্যাঙ্কে নেউলপুর-তাম্রলেখে দেখা যায়, তিনি পাঞ্চাল ও যুভ্যদর-বিষয়ের অন্তর্গত কোম্পবাঙ্ক ও দণ্ডাঙ্কিয়োক নামক গ্রামদ্বয়কে 'সলোণপুরাধিবাস' অগ্রহার-রূপে নামাঙ্কিত করিয়া বহু ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন গোত্রীয় এবং তাঁহাদের 'চরণ'ও বিভিন্ন—তাঁহারা সকলেই চতুর্বেদে পারদর্শী। তাঁহাদের সর্বপ্রকার কর হইতে অব্যাহতি ('অকরত্বেন') দেওয়া হইয়াছিল। —ঐ, xv. 5-8.

সুন্দর-চোলের ৪র্থ রাজ্যাঙ্কে অণবিল-তাম্রশাসনে জৈমিনি-সূত্রের আবেশিক-গোত্রীয় মন্ত্রী অনিরুদ্ধকে অলপুর-প্রদেশে নল্‌খিলাভূমির অন্তর্গত 'করুণাকর-মঙ্গলম্' অগ্রহার দানের বিষয় লিখিত আছে। এই গ্রামে ১০ বেলি পরিমাণ ভূমি ছিল। এই গ্রাম 'প্রেম' নামক অগ্রহাররূপেও কথিত হয়। সুন্দর-চোল, অনিরুদ্ধকে অগ্রহারদানের সহিত 'ব্রহ্মাধিরাজ' উপাধি দান করেন। —ঐ, 69-70.

লোকনাথের ৪৪শ রাজ্যাঙ্কে ত্রিপুরা-তাম্রলেখে ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মাকে লোকনাথের পিতামাতার ও নিজের পুণ্যকার্যে সহায়তা করার জন্য এবং স্থানীয় ভগবান্ অনন্তনারায়ণ দেবতার পূজার জন্য 'শঙ্ক' ও 'বাশিকা' নামক দুইটী অগ্রহারদানের উল্লেখ আছে। এই দানের সাহায্য করার জন্য এতৎসহ আরও অনেককে অগ্রহার-ভূমির অংশ দেওয়া হয়। —ঐ, 311-5.

ভাস্করবর্মার নিধনপুর-তাম্রশাসনে (কাল অজ্ঞাত) ভূতিবর্মা কর্তৃক বিভিন্ন গোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণকে চন্দ্রপুরী-দেশে 'ময়ূরশালমল'-অগ্রহারদানের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ ইহা কর্ণ-সুবর্ণের নিকটবর্তী ছিল। —ঐ, xix. 115-7, 121-5, 246.

কহ্লণ-কৃত 'রাজতরঙ্গিণী'তে বহু অগ্রহারদানের (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে) পরিচয় আছে। উহাদের কয়েকটীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

দাতা	অগ্রহার	শ্লোক
রাজা মহাবাহু	লেদার[১]	১. ৮৭
„ কুশ	কুরুহার	১. ৮৮
„ খগেন্দ্র	খাগি, খোনমুষ	১. ৯০
„ গোধর	হস্তিশালা	১. ৯৬
„ জনক	...	১. ৯৮
„ শচীনর	শমাঙ্গা, আসশনার	১. ১০০
„ অশোক	বারবাল ইং	১. ১২১
„ অভিমন্যু	কণ্টকোৎস	১. ১৭৫
„ মিহিরকুল	...	১. ৩০৭
রাজা গোপাদিত্য	খোল, খাগিকা, হাড়িগ্রাম[২], স্কন্দপুর, শমাঙ্গ, অসমুখ, গোপ[৩], বঙ্কিক ইং	১. ৩৪০-১ ৩৪৩
রাণী বাক্‌পুষ্টা	কতীমুষা, রামুষা	২. ৫৫
রাজা জয়ন্ত[৪]	...	৩. ৩৭৬
„ রণাদিত্য[৫]	..	৩. ৪৮১
মন্ত্রী হনুমান্	...	৪. ৯
যুবরাজ শূরবর্মা	খাগুয়া, হস্তিকর্ণ, পঞ্চহস্তা	৫. ২৩-৪
রাজা চক্রবর্মা	হেলু[৬]	৫. ৩৯৭
„ যশস্কর	৫৫টী অগ্রহার[৭]	৬. ৮৯
„ অনন্তদেব[৮]	...	৭. ১৪২
রাণী সূর্যমতী	১০৮টী অগ্রহার[৯]	৭. ১৮৪-৫
রাজা মহীপতি	...	৭. ৬০৮

এতদ্ব্যতীত ৪. ৬৩৯ শ্লোকে দেখা যায়, রাজা জয়াপীড় 'তুলমূল্য' অগ্রহার বাজেয়াপ্ত করিয়া অপর কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভোগ করিবার অধিকার দেন।

৫. ১৭০ শ্লোকে আছে, রাজা শঙ্করবর্মা দেবপূজার জন্য প্রদত্ত অগ্রহারসমূহ হইতে বলপূর্বক কর আদায় করিয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অগ্রহার সাধারণতঃ ব্রাহ্মণপল্লীতেই পরিণত হইত। এখনও দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রাহ্মণপল্লী দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের 'গ্রামম্' বা 'অগ্রহারম্'

১ লেদরী নদীর তীরবর্তী।

২ বর্তমান আরিগোম।

৩ এই অগ্রহার গোপ পর্বতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। গোপাদিত্য এখানে 'জ্যেষ্ঠেশ' দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন।

৪ রাজা জয়ন্ত স্বনামাঙ্কিত অগ্রহার দান করেন।

৫ মাধবার্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত।

৬ নীচজাতীয়া পত্নী হংসীর পিতা রঙ্গকে প্রদত্ত।

৭ এই অগ্রহারগুলি বিতস্তা নদীর তীরে অবস্থিত।

৮ অনন্তদেবের পত্নী রাণী সূর্যমতীর অনুজ কল্লনকে প্রদত্ত।

৯ বিজয়েশ্বরের মঠে সুধী ব্রহ্মচারিদিগকে প্রদত্ত। সূর্যমতী অমরেশ মন্দিরেও পতির নামে অগ্রহার স্থাপন করেন।

বলা হয়। উহাদের উৎপত্তির মূলে অগ্রহার-দানের আভাস পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয়, উত্তরকালে দাক্ষিণাত্যের কয়েকস্থানে অগ্রহার ব্রাহ্মণপল্লীরই নামান্তরে পরিণত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে কোচিনরাজ্যের অন্তর্গত চিত্তূর তালুকে যে গ্রামে তামিল ব্রাহ্মণগণ সম্বদ্ধভাবে বাস করে তাহাকে 'অগ্রহার' বলিতে দেখা যায়। এই অগ্রহারপল্লীর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। উহাতে একটী অথবা সমপর্যায় দুইটী বা ততোধিক শ্রেণীর গৃহ থাকে; উহাদের এই সকল গৃহের সহিত একটী মন্দির ও একটী পুষ্করিণীও থাকে। পল্লীসাধারণের ব্যবহারার্থ পথিমধ্যে অনেক কূপও দেখা যায়। এই পল্লীর চতুর্দিক্ ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের পল্লী দ্বারা বেষ্টিত। এই সীমান্তবর্তী পল্লীবেষ্টনীকে 'তরাই' বলা হয়। তরাইএ সর্বাধিক ধনী হইতে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র সকলেই একত্র বাস করে। এই পল্লীরও একটী স্বতন্ত্র মন্দির থাকে—উহার নাম 'কবু'। কবুতে সকলেরই সমভাবে পূজার অধিকার আছে। তরাই-বেষ্টিত অগ্রহারপল্লী বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে উচ্চ ভূমিতে নিকটস্থ কোন গিরির ঢালুস্থানে থাকিতে দেখা যায়। ইহাতে শস্যক্ষেত্রে জল নামিতে পারে এবং চাষের সুবিধা হয়। অগ্রহারপল্লীর গৃহগুলি সমস্তই এক প্রকারের। পথ হইতে গৃহে আসিলে প্রথমেই বারান্দা পড়ে—বারান্দা গৃহের প্রস্থের মাপের মত করিয়া নির্মিত হয়। বারান্দার পরে একটী ছোট ঘর পাওয়া যায়—উহার নাম 'নেলি'। নেলির দক্ষিণ দিকে একটী ধানের মরাই থাকে। নেলির মধ্য দিয়া একটী ছোট উন্মুক্ত উঠানে পড়া যায়। এই উঠানের চতুর্দিকেই গৃহ। ইহার দক্ষিণে আর একটী বড় ঘর আছে। উহা পূর্বের ঘর হইতে একটী দীর্ঘ জানালায় বেড়া দিয়া বিভক্ত। রন্ধনগৃহের সম্মুখে একটী বাগান। বাগানের অপর পার্শ্বে গোয়াল ঘর। সাধারণতঃ এইরূপ গৃহ একতলাই হয়।*

উত্তর আর্কটপ্রদেশে একটী অগ্রহার ব্রাহ্মণপল্লী দেখিতে পাওয়া যায়; গ্রামটীর আয়তন প্রায় ২৮ একর। ব্রাহ্মণগণ পল্লীর মধ্যেই বাস করে এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ পল্লীর বাহিরে পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম-সীমায় অর্ধবৃত্তাকার পল্লী রচনা করিয়া একত্র বাস করিয়া থাকে।†

পূর্বকালে এইরূপ কয়েকটী অগ্রহার-পল্লীতে গ্রামবৃদ্ধগণ সমবেত হইয়া বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন করিতেন। মন্দির ও পল্লী-সংক্রান্ত সমুদয় সাধারণ ব্যাপার প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইত; তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া উহার বিচার করিতেন এবং সাধারণতঃ এই বিচার চরম বলিয়া বিবেচিত হইত। যদি কোন ব্যক্তি অসৎ আচরণ বা কোন অসৎ কার্যের জন্য অভিযুক্ত হইত, তাহা হইলে তাহাকে প্রধান ব্যক্তিদের সম্মিলনে বিচারের জন্য উপস্থিত হইবার নিয়ম ছিল। তথায় দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে যথোপযুক্ত জরিমানা দিতে হইত। দোষ জটিল বা গুরুতর হইলে তাহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইত এবং রাজাই তাহার চরম বিচার করিতেন। কেহ ব্যভিচার করিলে তাহার উপর নানারূপ সামাজিক বিধি-নিষেধ চালাইয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত এবং সময় সময় তাহাকে সমাজ হইতেও বিতাড়িত করা হইত। বর্তমান কালে অগ্রহারপল্লীর এই প্রাচীন ব্যবস্থা প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং আজকাল কেহই এই বিচারকে গ্রাহ্য করে না।‡

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অগ্রহার-বাচহল্লি—মহীশূর জেলার অন্তর্গত নগরী। একটী প্রাচীন মন্দিরের জন্য এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহার স্থাপত্যকলা অতিশয় মনোরম। খ্রী° ১৩শ শতকে হয়শলবংশীয় জনৈক নৃপতি এই মন্দির নির্মাণ করেন এবং উহার ব্যয়ের জন্য স্থানীয় বাচহল্লি গ্রাম অগ্রহাররূপে দান করেন। এই জন্য এই স্থান অগ্রহার-বাচহল্লি নামে পরিগণিত হইয়াছে। মন্দিরটী চালুক্যযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন। এই মন্দিরের স্তম্ভসমূহের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রতি স্তম্ভের বেদিকায় একটী করিয়া হস্তিমূর্তি দণ্ডায়মান আছে এবং প্রতি হস্তিপৃষ্ঠে মাহুতরূপে গরুড় ও তিন চারি জন আরোহী উপবিষ্ট। —IG, xviii. 254.

অগ্রহারিক— অগ্রহারের অধিবাসী বা অগ্রহারবৃত্তিভুক্ ব্যক্তি [অগ্রহার দ্র°]।

অগ্রহারী—উত্তর-ভারতীয় বণিগ্-জাতির শাখা-সম্প্রদায়-বি°। প্রধানতঃ ইহাদিগকে জব্বলপুর জেলা ও রায়গড় রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শাহাবাদ ও মুঙ্গের জেলাতেও ইহাদের বাস আছে। আগ্রা ও অগ্রোহা শহর হইতে এই সম্প্রদায়ের নামের উৎপত্তি। ইহারা সাধারণতঃ নানকপন্থী ও বৈষ্ণবমতাবলম্বী। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি গোত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। অগুরু ও চন্দনকাষ্ঠ ইহাদের সাধারণ ব্যবসায়-দ্রব্য। মুদীখানার দোকান করিয়াও ইহারা জীবিকা-নির্বাহ করিয়া থাকে; স্ত্রীলোকদিগেরও দোকান চালাইতে বাধা নাই।

অগ্রহারীরা নৈষ্ঠিক হিন্দুর আচার পালন করে এবং অন্যান্য বণিক্-সম্প্রদায়ের মত উপবীত ধারণ করিয়া থাকে। অন্যান্য হিন্দু বণিগ্-জাতির যে কেহ ইহাদের নিকট পাক্ক গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকায় অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর বণিক্ বলিয়া পরিগণিত করে। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রচলন আছে, কিন্তু এজন্য বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের ভিতর বিবাহে কোন আপত্তি নাই। বিধবা-বিবাহ রীতিবিরুদ্ধ, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা তাহার দেবরকে বিবাহ করিতে পারে—অবশ্য উহা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সসরাম নামক স্থানের অগ্রহারীদের রীতিনীতি প্রায় শিখদের মত। ইহারা কাপড় ও শস্যাদির ব্যবসায় করিয়া থাকে। ইহারা দুইটী শ্রেণীতে

* Gilbert Slater(ed.): Some South-Indian Villages, i. 123.

† Some South-Indian Villages, i. 88.

‡ Cochin Tribes & Castes, ii. 316.

বিভক্ত—'সিংহ অগ্রহারী' ও 'মুনৃরিব অগ্রহারী'। সিংহ অগ্রহারীরা গুরু গোবিন্দসিংহের ধর্মমত মানিয়া চলে, পবিত্র গ্রন্থকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে এবং অকালীর [অকালী দ্র°] সমুদয় প্রয়োজনীয় নীতি পালন করে। মুনৃরিব অগ্রহারীরা নানকপন্থী; তাহারা পবিত্র গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করে এবং গোঁফ-দাড়ী কামায়। সিংহ ও মুনৃরিব উভয় শ্রেণীই শিখ কড়প্রসাদের অনুষ্ঠান করে এবং উভয়ের মধ্যেই 'পহুল' বা 'অমৃত' দ্বারা দীক্ষার বিধি আছে।

মুঙ্গেরের অগ্রহারীরা স্থানীয় প্রধান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সমূহের অন্যতম। ব্যবসাই ইহাদের উপজীবিকা। মহাজনী ব্যবসা ইহাদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। এখানের মেয়েরা অগরবালদের মতই ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত নহে; তাহারা চাউল, আটা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া স্বামীর সহায়তা করে।

[Russell & Hiralal : Tribes & Castes, i. 339 ; Crooke : Tribes & Castes, ii. 224 ; Beng. Dist. Gaz. Sahabad, 36 ; B. & O. Dist. Gaz. Sahabad, 42 ; Do. Monghyr, 138]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অগ্রহোম—ক্রিয়া-বি°। —হেমাদ্রি° ১. ১১৫. ৮।

অগ্রা১—(স্ত্রী) [জ্যোতিষ] ক্ষিতিজে (Horizon) অহোরাত্রবৃত্ত ও সমমণ্ডলের অন্তর্গত চাপের জ্যার নাম অগ্রা। যে বিন্দুতে সূর্যের উদয় দেখা যায় সেই বিন্দু হইতে পূর্ববিন্দুর জ্যা-রূপ অন্তরের নাম পূর্বাগ্রা এবং যে বিন্দুতে সূর্যের অস্ত দেখা যায় সেই বিন্দু হইতে পশ্চিম বিন্দুর জ্যা-রূপ অন্তরের নাম পশ্চিমাগ্রা। উদয়াস্তসূত্র জানিতে হইলে অগ্রার বিশেষ আবশ্যক। পূর্বাগ্রা ও পশ্চিমাগ্রার দুইটী অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে ঐ সংযুক্ত-সূত্র উদয়াস্ত-সূত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ক্ষিতৌ দ্যুরাত্রে সমমণ্ডল মধ্যভাগ-
জীবাগ্রকা ভবতি পূর্বপরাশয়োঃ সা।
অগ্রাগ্রয়োঃ প্রগুণমত্র নিবদ্ধসূত্রম্
যদ্বদ্ বদন্তি গণকা উদয়াস্তসূত্রম্।
সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়ে ত্রিপ্রশ্নবাসনা)

অগ্রা হইতে সায়ন-সূর্য জানা যায়। সায়ন সূর্য হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিলে নিরয়ন-সূর্যের মান পাওয়া যায়।
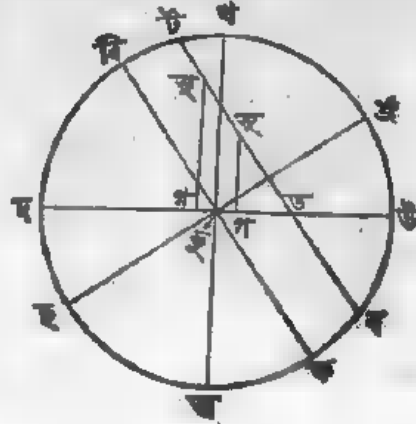
দ ভূ উ ক্ষিতিজের ব্যাস। খ ভূ অ পূর্বাপর বৃত্তের (prime vertical) ব্যাস। বি ভূ ক নিরক্ষবৃত্তের (equator) ব্যাস।
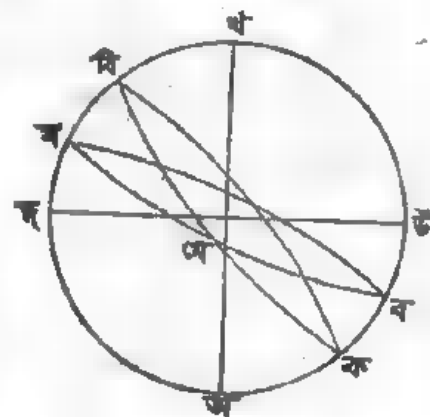
ঞ ভূ দৃ উন্মণ্ডলের ব্যাস (polar axis)। ট সূ ত অহোরাত্রবৃত্তের ব্যাস। সূ সূর্য। সূ গ, দ উর উপর লম্বরেখা।

দউ ও টসূত ত বিন্দুতে মিলিয়াছে। এখানে ভূত-ই অগ্রা (sine of the amplitude)। ভূ গ কে ক্ষুজ ও গ ত কে শঙ্কুতল বলা হয়।

এখন ভূত = গত+ভূগ

সুতরাং অগ্রা = শঙ্কুতল ± ভূজ

সজাতীয় ত্রিভুজের গুণানুযায়ী

অগ্রা : ক্রান্তিজ্যা = ত্রিজ্যা : লম্বজ্যা

সুতরাং অগ্রা = $\frac{\text{ক্রান্তিজ্যা} \times \text{ত্রিজ্যা}}{\text{লম্বজ্যা}}$

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ জ্যোতিস্তীর্থ

অগ্রা২—খুলনা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত কপিলমুনি গ্রামের এক মাইল দূরবর্তী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এই স্থানে একটী প্রাচীন নগর বা বর্ধিষ্ণু গ্রামের ধ্বংসাবশেষ আছে। কেবলমাত্র যে এই গ্রামেই এইরূপ ধ্বংসাবশেষ আছে তাহা নহে, ইহার চতুর্দিকের অনেক গ্রাম জুড়িয়া এই ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্থানে কোন প্রাচীন নগর অবস্থিত ছিল।

অগ্রাংশ—১ অগ্রভাগ। ২ চন্দ্রের সেই অংশ বা ভাগ যাহা পৃথিবীর উপর হইতে সর্বদা দেখা যায় না। চন্দ্রের অনিয়মিত গতি বা কম্প-হেতু কখন কখন দেখা যায়। চন্দ্রের একটা বিশিষ্ট বৈলক্ষণ্য এই যে, ইহার একটী নিয়ত ভাগ সর্বদা পৃথিবীর দিকে থাকে; কেবল কখন কখন উহা কিছুক্ষণ ধরিয়া কম্পিত হইতে থাকে। তজ্জন্য আরও কিঞ্চিৎ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্রাক্ষ (সং°-অগ্রাক্ষন্), **অগ্রাক্ষি**—[অগ্রক অক্ষি চেতি—কর্মধা° (গুণ ও গুণীর অভেদহেতু)] ক্লী°, ১ অক্ষির অগ্রভাগ, নেত্রাগ্র, অপাঙ্গ। ২ অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ। 'অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু তির্যগ্ভ্রাতরমব্রবীৎ'—রা° ২. ২৩. ৫। বো-বো॥

অগ্রাগ্র—[অগ্রভাগে 'অগ্র (মুখ) যাহার তাহা—বহু°, অগ্রভাগেঽগ্রং মুখং যাসাং তা অগ্রাগ্রাঃ—রুদ্রদত্তটীকা (আপ-শ্রৌ°)] বিণ, অগ্রভাগে মুখ যাহার, তীক্ষ্ণ। 'বাহুমাত্র্যোঽরত্নিমাত্র্যো বাগ্রাগ্রাস্তকোবিদা হংসমুখাঃ।'—আপ-শ্রৌ° ১. ১৫. ১২।

অগ্রাচ্ছা—[সং° অগ্রাচন্। বৈদিক] বিণ, অগ্রাভিমুখ। 'অগ্রাধানা নমস্যারুহব্যা'—ঋ° ৬. ৬৯. ৬।

অগ্রাধাক্ষ—[প্রা° অগ্‌গাহার] সুপাসনাহ-চরিঅ' (৫৪২) নামক প্রাকৃত গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রাম-বি°।

অগ্রাণীক, অগ্রানীক—[নিপাতনে ণত্ব] ক্লী°, পুরোবর্তী সেনা, যে সেনা প্রথম অগ্রসর হয়। 'অগ্রানীকং কপিসিংহাঃ প্রকর্ষন্'—রা° ৫. ৭৩. ২৩; 'দীপান্ সমুদ্রৈশ্চ নবানগ্রানীকেষু যোজয়েৎ'—মনু° ৭. ১৯৩।

অগ্রান্ত—(বীজগণিত) কুট্টক- (pulverizer) ব্যাপারে সর্বশেষ রাশিতে যে গুণফল যোগ করা হয় the product added to the ultimate term.

'অধিকাগ্রভাগহারাদূনাগ্রচ্ছেদ ভাজিতাচ্ছেষম্।
যৎ তৎ পরস্পরহৃতং লব্ধমধোঽধঃ পৃথক্
স্থাপ্যম্ ॥৩
শেষং তথেষ্টগুণিতং যথাগ্রয়োরন্তরেণ সংযুক্তম্।
তদ্ধ্যতি গুণকঃ স্থাপ্যো লব্ধঃ
চান্ত্যাগ্রপান্ত্যগুণঃ ॥
যোধে হিত্বাপুতোঽগ্রাজো হীনাগ্রচ্ছেদ ভাজিতঃ
শেষম্।
অধিকাগ্রচ্ছেদহতমধিকাগ্রযুতং ভবত্যগ্রম্ ॥'৫
—ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, কুট্টকাধ্যায়।

যেখানে কোন রাশি একটী হরের দ্বারা হৃত হয়, সেখানে যাহা শেষ (residue) থাকে সেই রাশিতে অন্য হরের দ্বারা হৃত করিতে হইবে। হৃত হইয়া যে রাশি শেষ থাকে তাহা যদি কেহ ছেদদ্বয় ও শেষদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া জানিতে চায় তাহা হইলে সেখানে অধিকাগ্র-ভাগহার হইতে, অধিকশেষসম্বন্ধিহার হইতে বিশিষ্ট ঊনাগ্রচ্ছেদ ভাজিত করিতে হইবে এবং ঊনাগ্রচ্ছেদভাজিত হইতে অল্পশেষসম্বন্ধিহার হৃত হইবে ; তাহা হইলে যে শেষ থাকে সেইগুলি পরস্পর হৃত হইয়া যাহা যাহা লব্ধ হয় সেইগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে নীচে নীচে রাখিতে হইবে। অল্পাগ্রভাগহার দ্বারা হৃত হইয়া অধিকাগ্রভাগহারে যাহা শেষ থাকে তাহাদ্বারা অল্পাগ্রভাগহারকে ভাগ করিতে হইবে। এইরূপে যাহা শেষ থাকিবে তাহাদ্বারা প্রথম শেষকে ভাগ করিতে হইবে। এখানে আবার যাহা শেষ থাকিবে তাহাদ্বারা দ্বিতীয় শেষকে ভাগ করিতে হইবে। এইরূপ যথেচ্ছ কর্ম চলিবে। ফল নীচে নীচে রাখিতে হইবে। এইরূপে অভীষ্ট শেষ কোন ইষ্টদ্বারা গুণিত হইবে ; যেমন উভয় অগ্রার সহিত সংযুক্ত হইয়া ভাজক দ্বারা উপান্তিম শেষদ্বারা শুদ্ধ হয়। এইরূপ হইলে সেই গুণককে পূর্বস্থাপিত ফলগুলির নীচে রাখিতে হইবে। তারপর অন্ত্য হইতে কাজ করিতে হইবে। নিজের নীচে উপান্ত্যগুণ অন্ত্যযুক্ত হইবে। তারপর সেই অন্ত্যকে ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাই অগ্রান্ত হইবে।

উদাহরণ, যথা—

'চতুস্ত্রিংশদ্‌হৃতো যস্তঃ পঞ্চাগ্রো
ত্রিযুতাজিতঃ।
তং রাশিং শীঘ্রমাচক্ষ্ব যদি জানাসি কুট্টকম্ ॥'

এখানে ছেদের শেষ ২।১৩ ছেদের শেষ ১০। অতএব অধিকাগ্রভাগহার=১৩। ঊনাগ্রভাগহার=৩৪। ইহাদ্বারা অধিকাগ্র-ভাগহার হৃত হইলে শেষ=১৩।

তারপর পরস্পর হৃত হইলে হ্রাস—

```
১৩ ) ৩৪ ( ২
     ২৬
     ────
      ৮ ) ১৩ ( ১
           ৮
          ───
           ৫ ) ৮ ( ১
               ৫
              ───
               ৩ ) ৫ ( ১
                   ৩
                  ───
                   ২
                  ───
                   ৩
```

ফলবল্লী =
২ ৩৬
১ ১৪
১ ৮
১ ৬
১
৪

এখানে তাবৎ কর্ম করিয়া প্রাপ্ত শেষ ২-কে যদি ইষ্টদ্বারা গুণ করা যায় তাহা হইলে গুণফল=৪। ইহাই অগ্রান্তরেণ ৮। ইহা যোগ করিলে হয়=১২। ইহা তচ্ছরেণ ৩। ইহাদ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ নিয়ম হয়=৪। অতএব ফলসকলের নীচে গুণক, তাহার নীচে যাহা লব্ধ তাহা রাখিয়া উপান্তিম দ্বারা খোর্ধ হত করিয়া অন্ত্যের সহিত যোগ করিয়া তাহার শেষ ত্যাগ করিতে হইবে তাহা হইলে অগ্রান্ত = ৩৮।

[Colebrooke : Algebra, 326 ; সুধাকর দ্বিবেদী : ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত]

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অগ্রাম্যীণ—বিণ, শিষ্ট, ভদ্র, মার্জিত আচার-বিশিষ্ট, অগ্রাম্য।—হর্ষচ° ২৭৭. ২০।

অগ্রাম্য—গ্রাম্যশিল্প-বিবর্জিত। চারুশিল্প-কলা-দ্বারা নির্মিত। 'বৃহৎ ধৌত ধূপিতাম্বরমগ্রাম্যং মণ্ডনং চ বিভ্রাণা। পরিশীত ধূপবর্তিঃ কান্তসি রমণাভিকে সুতনু॥'—কুট্টনী° ১৪৮ কা° বা ১৪৯ শা°।

অগ্রাম্যতা— শিষ্টতা, ভদ্রতা।—হর্ষচ° ৩৮, ১৪।

অগ্রাম্যত্ব—[ফ° vulgaire] ইতরতা, অমার্জিত রুচি গ্রাম্যতা-দোষহীনত্ব। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে গ্রাম্যতা [—(দণ্ডীর মতে) অশ্লীলত্ব indecency] রচনা-গুণের হানিকর। দণ্ডীর মতে মাধুর্য-গুণের রচনায় অগ্রাম্যত্ব থাকা প্রয়োজন। বিশেষতঃ দণ্ডী (২. ২-১২) মাধুর্যগুণে রস অর্থে অগ্রাম্যত্বই ধরিয়াছেন। শ্রুত্যনুপ্রাস মাধুর্যগুণে বাগ্‌-রস এবং অগ্রাম্যত্ব বস্তুরস সৃষ্টি করে। —দণ্ডী° ১. ৫১-৭। হেমচন্দ্রও (পৃঃ ১৯৮) এই অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ('অগ্রাম্যার্থবিশেষো তু বস্তু-রসঃ')। গ্রাম্যত্ব কান্তিগুণও নষ্ট করে।

[S. K. De : Hist. of Sans. Poetics]

অগ্রায়ণীয়—[প্রা° অগ্গেণীয়] দ্বিতীয় পূর্ব, দ্বাদশ জৈনাগমের দ্বিতীয় মহাভাগ। —সম° ২৬।

অগ্রাশন—আহারের সময় দেবতার উদ্দেশে নিবেদনের জন্য যে অংশ পৃথক্ করিয়া অগ্রে রাখা হয় তাহা অগ্রাশন। এই অগ্রাশন পশু ও সন্ন্যাসিগণকে প্রদান করা হয়।

অগ্রাহ—১ অগ্রাহ্য। 'অগ্রাহ ইতি স্থিতে অগ্রাহ এব তথাগতেন ভাষিতঃ'—বজ্রচ্ছেদিকা ৪২. ১২। ২ পিণ্ডগ্রাহ। 'পিণ্ডগ্রাহশ্চৈব তথাগতেন ভাষিতঃ অগ্রাহঃ স তথাগতেন ভাষিতঃ'—ঐ, ৪৫. ৫।

অগ্রাহী—[বৈদ্যক। মূ=অগ্রাহিন্] রক্ত টানিবার জন্য যে জোঁককে শরীরে লাগাইয়া দিলে লাগে না তাহাকে অগ্রাহী বলে।
'স্থূলমধ্যাঃ পরিক্লিষ্টাঃ পৃথ্ব্যো মন্দবিচেষ্টিতাঃ।
অগ্রাহিণোঽল্পপায়িন্যঃ সবিষাশ্চ ন পূজিতাঃ॥'
—সুশ্রু° ১. ১৩. ১৭।

অগ্রাহ্য—[ন=অ + √গ্রহ্ + ণ্যৎ ; 'ঋহলোর্ণ্যৎ'—পা° ৩. ১. ১২৪] বিণ, ১ গ্রহণের

অযোগ্য, অগ্রহণীয়, অগ্রহেয়, অবজ্ঞেয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কুলটা, ষণ্ড, পতিত ও শত্রুর দ্রব্য অগ্রাহ্য। স্মার্তগণের মতে, তিলাখ্যাদি অগ্রাহ্য; জলমধ্য, দেবগৃহ, বল্মীক, মূষিকস্থল ও শৌচাবশেষ—এই পঞ্চমৃত্তিকা অগ্রাহ্য; রঘুনন্দন বলেন, শিবনির্মাল্য (পত্র, পুষ্প, ফল, জল) অগ্রাহ্য। ২ (ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণের অতীত বলিয়া) বিষ্ণু। ~বীর্য— [অগ্রাহ্য (=ঈষদ্‌গ্রাহ্য বীর্য যাহার—বহু°; স্ত্রী— া] ১ বিণ, ঈষদ্‌গ্রাহ্য বল, তেজ বা অল্পতেজস্বী। 'অগ্রাহ্যবীর্য আতপঃ'—রা° ৩. ২২. ২০। ২ অগ্রাহ্য।

অগ্রি = অগ্রএতি = অগ্নি। 'তদাহুঃএনমেতদগ্রে দেবানামজনয়ত। তস্মাদগ্নিরগ্রির্হ বৈ নামৈতদ্‌যদগ্নিরিতি স জাতঃ পূর্বঃ প্রেয়ায় যো বৈ পূর্ব এত্যগ্রত এতীতি…।'—শ-ব্রা° ২. ২. ৪. ২।

অগ্রিম১—[অগ্র + ডিমচ্] ১ প্রথম। ২ শ্রেষ্ঠ, প্রধান, মুখ্য, উত্তম ॥ অঙ্ক°॥ ৩ জ্যেষ্ঠ, অগ্রজ ॥ জটাধর॥ ৪ অগ্রে দেয় [অগ্রিম, দাদন দ্র°]। ৫ আগামী।

অগ্রিম২—[ফর্দানী°]—দাদন। পাওনার পূর্বে টাকা দেওয়া, অগ্রিম দেওয়া। ১ বণিকেরা বা খরিদ্দারেরা যখন মাল খরিদ করিবার পূর্বে উৎপন্নকারী বা মাল-বিক্রেতাকে মাল বিক্রয় করিবার চুক্তিতে অগ্রিম টাকা দেয়, অথবা দালালেরা কিংবা মাল-প্রেরকের প্রতিনিধিরা মাল সরবরাহ করিবার সর্তে মূল্যের অন্দরে টাকা অগ্রিম লয় তখনই ঐ টাকাকে 'অগ্রিম' বা 'দাদন' বলা হয়। ২ চালানি মালের সহিত বীজক (invoice) বা জাহাজে করিয়া যে মাল পাঠান হয় তাহার রসিদ (bill of lading) দেখাইবামাত্র যে টাকা মূল্যের বাবদ অগ্রিম দেওয়া হয় তাহাকেও 'অগ্রিম' বলা হয়। উভয় স্থলেই মাল পরে আসে। ৩ দাদ।

অগ্রিম ভাড়া (advance freight)—যাহারা জাহাজে মাল পাঠায় বা জাহাজ হইতে মাল লয়, সময় সময় তাহাদের নিকট হইতে মাল বোঝাই হইবার সময় মূল্যের অন্দরে অগ্রিম টাকা লওয়া হয়, তাহাকে অগ্রিম ভাড়া বা দাদন বলে। জাহাজে প্রেরিত মালের রসিদে (bill of lading) এই টাকার উল্লেখ থাকে এবং অধিকাংশ স্থলে এই টাকা যাহাতে নিরাপদে পাওয়া যায় তাহার জন্য পূর্ব হইতে 'ইন্‌সিওর' বা বীমা করা হয়।

পুত্রকন্যাদের দেয় অগ্রিম— ইংরেজদের ও কোন কোন পাশ্চাত্য জাতির ভিতর দেখা যায়, পুত্রদের সকলকে বা কোন কোন পুত্রকে পিতা তাঁহার জীবদ্দশায় তাহার বা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য অর্থ দেন কিংবা কন্যার বিবাহের সময় তাহার আর্থিক উন্নতিবিধানের জন্য অর্থসাহায্য করেন; এই টাকাকেও 'অগ্রিম' বলা হয়। এইরূপ স্থলে পিতা যদি উইল বা চরমপত্র না করিয়া (intested) মারা যান, তাহা হইলে পিতার প্রদত্ত অর্থ হইতে উপকৃত সন্তান বা সন্তানগণকে পিতার সম্পত্তি-বিভাগ-কালে অগ্রিম গৃহীত টাকা অনর্পিত-উইলের ন্যাস-রক্ষক বা 'অছি'কে (administrator) পরিশোধ করিয়া দিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক, যদি কোন পিতা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার এক পুত্রকে ৫০০ পাউণ্ড আগাম দেন তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ টাকা তাঁহার পিতার ন্যাসরক্ষককে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। তৎপরে আইনানুসারে তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীদের ভিতর পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি সমানভাগে বিভক্ত হইবে, আর যদ্যপি ঐ টাকা ঐ পুত্র পরিশোধ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ টাকা তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে বাদ যাইবে।

মৃত পুত্রের পুত্রকে পিতামহ যদি ঐরূপ টাকা অগ্রিম দেন তাহা হইলেও পিতামহের বিষয়-বিভাগের সময় ঐ পৌত্রকে পূর্বোক্তরূপে দেয় টাকা পরিশোধ করিতে হইবে বা তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে ঐ টাকা বাদ দিতে হইবে, কারণ পৌত্রের দাবী তাহার পিতার দাবী অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না।

১৯২৫ খ্রী° admistration of estates act-অনুসারে যদি অনর্পিত-উইল পিতা তাঁহার পুত্রদিগকে সাংসারিক জীবনে বা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কিংবা পুত্র-কন্যাদের বিবাহের জন্য স্থিরীকৃত কোন সম্পত্তি বা টাকা দিয়া যান, তাহা হইলে ঐ টাকা বা সম্পত্তি পিতা তাঁহার পুত্র বা কন্যাকে তাঁহার নিজ অংশের পরিবর্তে এক কালে দিবার জন্যই অগ্রিম দিয়া গিয়াছেন (settled) বুঝিতে হইবে; কিন্তু যদি কোনরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার অভিপ্রায় অগ্রিম দিবার সময় ঐরূপ ছিল না, তাহা হইলে পুত্রকন্যাদের বিষয় বিভাগের সময় ঐ টাকা পিতার স্টেটে ফেরত দিতে হয়। এইরূপ ফেরত দিবার ব্যবস্থা কেবলমাত্র যখন ভ্রাতা ও ভগিনীদের ভিতর প্রতিযোগিতা ঘটে তখনই দেখা যায়। মাতার সহিত প্রতিযোগিতা হইলে টাকা স্টেটে ফেরত দিতে হয় না।

নিম্নলিখিত স্থলে এইরূপ অগ্রিম দিবার পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায়—বৃত্তি-ভোগী বাহকের পদে নিয়োগ করিবার অধিকার পিতা যদি পুত্রের জন্য ক্রয় করেন, তাহা হইলে ঐ পুত্রকে পিতা এককালীন উহা দিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হয়; ঐরূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী সামরিক (military) বা অ-সামরিক (civil) কার্যে যদি পিতা পুত্রকে টাকা দিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে উহাকে অগ্রিম বলিয়া ধরা হয়। কোন কোন স্থলে বার্ষিক বৃত্তিকেও (annuity) ইহার মধ্যে ধরা হয়। পুত্রকে এটর্নীর কার্যে শিক্ষানবিশী রাখিবার জন্য দক্ষিণা (premium) কিংবা ব্যারিস্টার পুত্রের 'ইন্‌'এ প্রবেশ করিবার দর্শনী (fee), সামরিক বা অ-সামরিক কর্মচারীর নিয়োগপত্রের জন্য দেয় অগ্রিম টাকা অথবা সামরিক কর্মচারীর সাজ-সরঞ্জামের মূল্য বাবদ দেয় টাকা, পুত্রের দেনা-পরিশোধের টাকা, পুত্রকে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কল-কব্জা, যন্ত্রাদির মূল্য দান এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

যন্ত্রমূল্যের উপহৃত বস্ত্র বা অল্প টাকাকড়ি পিতৃ-কর্তৃক প্রদত্ত হইলে উহা অগ্রিম বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য খরচ, শিক্ষানবিশী রাখিবার দর্শনী, স্কুল-

কলেজের বেতন, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফি' কিংবা বিদেশ-ভ্রমণের খরচাও এই শ্রেণীভুক্ত নয়।

পিতা ছাড়া অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে দান-প্রাপ্ত বা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি অগ্রিম বলিয়া গণ্য হয় না। পুত্রের স্বোপার্জিত সম্পত্তি কোন কারণেই অগ্রিম শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না।

আইন-সম্মত অগ্রিমের বিধি ব্যবস্থার কথাই এ পর্যন্ত আলোচিত হইল, এক্ষণে 'একুইটী' অর্থাৎ ন্যায় বা অধিকার-সম্মত অগ্রিমের একটু আলোচনা করা হইতেছে। কখন কখন পিতা বা পিতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি (persons in loco parentis) স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিয়া কিংবা পুত্র বা পুত্রস্থানীয় ব্যক্তির নামে মূলধন খাটান (invest) বা অর্থলাভের জন্য নিয়োগ করেন (investment); এইরূপ স্থলে 'একুইটী'-সম্মত অগ্রিমের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অর্থ-বিনিয়োগ পুত্র বা পুত্র-স্থানীয়কে অগ্রিম দেয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই টাকা উহার উন্নতির জন্যই প্রদত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এস্থলে এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, যে ব্যক্তি অর্থ দান করেন তাঁহার নিকট এ অর্থ পুনরাবর্তন্যাসী (resulting trustee) হিসাবে আসিতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে তাহা আসে না। বিধবা মাতার পুত্রের সম্বন্ধে অগ্রিম ব্যবস্থা চলে না। বিরুদ্ধ-বিষয় প্রদর্শন না করা পর্যন্ত কোন একটী আইনের বিধানকে সত্য বলিয়া ধরা আইনসঙ্গত অনুমান (presumption of law), এক্ষেত্রে তাহা চলে না; কারণ, একুইটী আইনে বিধবা মাতা পুত্রকে জীবন-যাত্রায় পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য কোনরূপ নৈতিক দায়িত্বে আবদ্ধ নন।

কোন ব্যক্তি পিতৃ-স্থানীয় কি না তাহা ঘটনার দ্বারাই স্থির হয়।

অগ্রিম-ব্যবস্থার মূল উপাদান হইতেছে যে, পিতা উইল না করিয়া মারা যাইবেন আর তাঁহার জীবদ্দশায় পুত্র-কন্যাদিগকে স্বচ্ছন্দ জীবিকা-নির্বাহের জন্য অর্থ দান করিবেন। কিন্তু ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগের সময় ঐ টাকা সম্পত্তির সহিত যুক্ত হইয়া বিভাগ-কার্য চলিবে।

আইনে পিতা বা পিতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি-কর্তৃক পুত্র-কন্যাকে আর এক রকম দানের ব্যবস্থা দেখা যায়। ইহার নাম ademption. ইহাতে পিতা উইল দ্বারা পুত্রকে বিষয় বা অর্থদান করিয়া যান এবং তাঁহার জীবিতাবস্থায় পুত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য পুনরায় অর্থ-সাহায্য করেন। পিতার মৃত্যুর পর উইল-প্রদত্ত অর্থ ও জীবদ্দশায় প্রদত্ত অর্থ দুইই পুত্র লইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ঐ পুত্র দুই প্রকারে সম্পত্তি পাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে পুত্রকে আইনের বলে একটী দাবী ছাড়িয়া দিতে হয়।

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে (Indian Succession Act) ১৫২ ও ১৫৪ ধারা-অনুসারে উইলপত্রদ্বারা যিনি উত্তরাধিকারী বিবেচিত হন, তিনি উইলপত্র-ক্রমে দত্ত বস্তু বা ধন ও জীবদ্দশায় প্রাপ্ত ধন দুই-ই একসঙ্গে পাইতে পারেন না। তাঁহাকে ঐ উভয় প্রকার দেয় অর্থের একটীকে সম্পত্তির অনুকূলে পরিত্যাগ করিতে হয়।

অগ্রিম লিপি (advanced note)—যখন কোন নাবিক জাহাজের কর্মে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা কোন একটী যাত্রার জন্য নিযুক্ত হয়, তখন সে স্বীকার-পত্রে সহি করিলে বিনিময়ে এক মাসের অগ্রিম মাহিনা পাইবার একখানি লিপি পায়। লিপিখানি জাহাজের মালিকের নামে প্রদত্ত হয় (drawn upon) এবং জাহাজ ছাড়িবার তিন দিন পরে নাবিক আশ্রিত আত্মীয়-স্বজন যাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাদিগকেই ঐ টাকা মালিক দিয়া থাকে।

অগ্রিম (ব্যাঙ্কের)—বড় বড় যৌথ স্টক ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় কার্য হইতেছে, খরিদ্দারদিগকে যথোপযুক্ত জামিনে আবদ্ধ রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া। ব্যাঙ্কের কাছে অপরাপর খরিদ্দারেরা বহুতর টাকা জমা রাখে, ঐ টাকার সদ্ব্যবহার করিয়া আয়ের পথ সুগম করিতে হইলে কার্যকুশলতা, বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ব্যাঙ্কে টাকা ধার দিবার একটা বিশেষ নিয়ম আছে। ব্যাঙ্ক প্রত্যেক অগ্রিম টাকা গ্রহণকারীর জন্য ধার করিবার একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দেয়। সেই সীমার অতিরিক্ত কিছু টাকা কর্জগ্রহীতাকে কখনও কখনও দেওয়া হয়। ইহাকে over-draft বা গচ্ছিত টাকার অতিরিক্ত টাকা লওয়া বলে। এই টাকার পরিমাণও ব্যাঙ্ক এক রকম স্থির করিয়া রাখে। ইহার অধিক টাকা কর্জ দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এই over-draft-নির্ধারিত টাকা পর্যন্ত চেক কাটিলে ব্যাঙ্ক তাহা দিয়া থাকে। এরূপ অগ্রিম দেয় টাকার উপর ব্যাঙ্ক কোনরূপ সুদ পায় না; কিন্তু এরূপ over-draft না দিয়া যদি ব্যাঙ্ক কর্জগ্রহীতার নামে কর্জ বলিয়া হিসাব খোলে তাহা হইলে সুদ পাইয়া লাভবান্ হইতে পারে।

অগ্রিম টাকা দিবার ব্যবস্থা করিবার পূর্বে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের দেখা উচিত, যাহাকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইবে তাহার কতদূর বিষয়-বুদ্ধি, কার্য করিবার শক্তি, উৎসাহ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি আছে। ইহার উপর তাহার জমা-খরচের certified balance sheet-এর অবস্থা ভাল করিয়া দেখা চাই। তাহার চলতি হিসাব (current account)ও পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে দেখা উচিত। চলতি হিসাব দৃষ্টে তাহার বার্ষিক মালের উৎপন্ন (turn over), যে সকল খরিদ্দারের সহিত তাহার ব্যবসা চলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ও নিয়মিত সময়ের মধ্যে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অগ্রিমগ্রহীতা কার্য করিতে পারে কি না জানিতে পারা যায়। তাহার পর চিন্তা করিতে হইবে, গ্রহীতার কাজের বিস্তৃতির সহিত অগ্রিম দেয় টাকার পরিমাণ খাপ খাওয়া হইবে কি না অর্থাৎ গ্রহীতার কারবার ঐ টাকা কত দিনে এবং কি ভাবে উহা পরিশোধ করিতে পারিবে এবং কি কারণে ঐ ব্যক্তি অগ্রিম টাকা লইতেছে ও টাকা কি ভাবে কারবারে খাটিলে কারবারের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি হইবে তাহাও বিবেচ্য বিষয়।

এই সকল প্রশ্নের সমাধা হইলে দেখিতে হইবে গ্রহীতা কত টাকা বা কত টাকার মূল্যের সম্পত্তি জামিন রাখিতে পারে। কার্যতঃ গ্রহীতা অনেক প্রকার অসম্ভব বিধি-বন্দোবস্তের কথা উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মনে রাখা উচিত যে, অগ্রিম টাকা দিয়া একবার ঘা খাইলে, বহু লাভের অগ্রিম টাকা হইতে এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, অনেক সময়ে একটী অবিমৃষ্যকারী কার্যের ফলে দেয় টাকা অপূরণীয় থাকিয়া যায়। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের অধিকন্তু মনে রাখা উচিত যে তিনি নিজের টাকা কর্জ দিতেছেন না, গচ্ছিতকারীদের গচ্ছিত অর্থ হইতে অগ্রিম টাকা দিতেছেন। এই টাকা নষ্ট হইলে গচ্ছিত-অপহরণের দোষে লিপ্ত হইতে হইবে। ম্যানেজারেরা আয়-বৃদ্ধির জন্যই যে অগ্রিম টাকা দিয়া থাকেন তাহা স্বীকার্য হইলেও ইহাও ভাবিয়া দেখিবার কথা যদি পাওনাদারেরা এককালে তাহাদের গচ্ছিত টাকা উঠাইয়া লইতে চান বা অল্প সময়ের মধ্যে ঐসকল টাকা তুলিতে চান তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কার্য চালান দুরূহ হইয়া পড়ে এবং ব্যাঙ্ক অচল হইতেও পারে। সাধারণ লাভের জন্য কিংবা অংশীদারদিগকে কিছু সুদ বেশী দিবার জন্য এমনভাবে অগ্রিম টাকা কাহাকেও দেওয়া উচিত নয়। কোনক্ষেত্রেই যাহাতে মূলধনের ক্ষতি হইতে পারে এমন কার্য করা সঙ্গত নয়। এমন সম্পত্তি জামিন রাখা উচিত যাহা অল্প আয়াসেই টাকায় পরিবর্তিত করা যায়।

নূতন বাড়ী, যে জমীদারীর বার্ষিক মুনফা খরচ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী, কোম্পানির কাগজ, যে জলস্থ জমীতে কয়লা, লৌহ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় নিত্য-ব্যবহার্য ও মূল্যবান্ পদার্থ আছে, অথচ ঐসকল দ্রব্য উত্তোলন করিতে অধিক ব্যয় বা পরিশ্রম লাগে না, ঐসকল জমী জামিনে আবদ্ধ রাখা ভাল; এমন জিনিস জামিন রাখা উচিত যাহার বাজারে চাহিদা আছে। ব্যবসায়ের পসার-প্রতিপত্তি (good-will), ব্যবসায়ের বিশিষ্ট চিহ্ন (trade-mark), ব্যবসায়ের জন্য অধিকারপ্রাপ্ত বিশেষ নিদর্শন (patent), দ্বিতীয়বারের মর্টগেজ, ডিবেঞ্চার, আংশিকভাবে দেওয়া হইয়াছে এমন 'সেয়ার', নিবর্তন (reversion) ও যে সকল কাচা মাল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় এমন জিনিসগুলি জামিন রাখিবার পূর্বে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এইগুলি হইতে টাকা শীঘ্র আদায় হইতে পারিবে কি না। এগুলির উপর অগ্রিম টাকা দেওয়া ভাল নয়। জীবন-বীমা রাখিয়া অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জীবনবীমার টাকা কিছু কাল দিবার পর বন্ধ করিয়া দিলে প্রদত্ত টাকার যে অংশ ফেরত পাওয়া যায় (surrender value), ঐ পরিমাণ টাকা পর্যন্ত অগ্রিম হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের হিসাব করিয়া দেখা উচিত, প্রদত্ত টাকা ইনভেষ্ট করিয়া রাখিলে যে টাকা সুদে পাওয়া যাইত বৎসরে ঐ টাকা 'প্রিমিয়মে' পাওয়া যাইবে কি না। অর্থশালী তৃতীয় ব্যক্তির জামিন রাখা ভাল, কিংবা ঐরূপ ব্যক্তিকে সম্পত্তির সহিত জামিন রাখা আরও ভাল।

যে সকল দলিল সহি করিবামাত্র অন্য ব্যক্তির অধিকারে যায় সেগুলির পশ্চাতে সহি করিয়া জামিন রাখা ভাল। জাহাজে প্রেরিত মালের রসিদ (bill of lading), গুদাম ঘর বা আড়ৎ (ware house), কোম্পানির কাগজ ইত্যাদি রাখিয়াও অগ্রিম টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অগ্রিমা—স্ত্রী°, ১ অতিশ্রেষ্ঠ।—ঋ° ৫. ৪৪. ৯। ২ লবনীফল, নবনীফল, নোণাফল (Amnona Reticulata) ॥ শব্দচ°॥

অগ্রিয়—১ প্রথম, অগ্রিম, অত্যুত্তম।—ঋ° ৪. ৪. ১১৭. ১. ১৬. ৭। ২ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ॥ অম°॥—শিশু° ২. ৬১। ৩ ক্লী°, অগ্রে জাত সুখ।—ঋ° ৪. ৩০. ॥। ৪ ক্লী°, প্রধান ॥ অম°॥

অগ্রু১—[অগি+ক্রু, নলোপ-উঙ্] ১ (বৈদিক) অগ্রগন্তা, অগ্রগামী।—'বেত্যগ্রুর্জনিবান্ বা অতি স্পৃধঃ'—ঋ° ৫.৪৪.৭॥ বোপদেব (মুগ্ধবোধ) শব্দ°॥ ২ ['অগ্রুবঃ' বহুবচনে প্রয়োগ] (বৈদিক) স্ত্রী°, অগ্রগনা।—'তনগ্রুবঃ কেশিনীঃ সং হি রেভিরে'—ঋ° ১. ১৪০. ৮। ৩ ['অগ্রুব ইতি নদীনাম'—নিঘ° ১. ১৩] নদীনাম। —'ত্রি সপ্ত যদ্গুহ্যানি ত্বে ইৎ পদাবিদন্নিহিতা যজ্ঞিয়াসঃ'। 'ত্রি সপ্ত সপ্ত স্বসারো অগ্রুবঃ'—ঋ° ১. ১৯১. ১৪। ৪ অগ্রগামিনী।—'দশস্বসারো অগ্রুবঃ সমীচীঃ'—ঋ° ৩. ২৯. ১৩; কা-স° ৩৮. ১৩; তৈ-ব্রা° ১.২.১. ১৯; আপ-শ্রৌ° ৫. ১১. ৬। ৫ নদী।—'প্রাগ্রুবো নভন্বো ন বক্বাঃ'—ঋ° ৪.১৯. ৭। ৬ অগ্রগামী সেনা।—'সমাগ্রুবো ন সমনেষ্বঞ্জন্'—ঋ° ৭.২ ৫। ৭ অঙ্গুলি।—'অধীং হিয়ন্ত্যগ্রুবোঽধমন্তি যোষণো দশ'—ঋ° ৯. ১. ৮। যুবক্তি স্বা সমগ্রুবোঽব্যো জীহারধি ষানি'—ঋ° ৯. ৬৬. ৯।

অগ্রু২—শতক্রতু ইন্দ্রের অনুগ্রহে মোক্ষলাভপ্রাপ্ত পুরাবৃত্তের পিতা।—ঋ° ৪. ৩০. ১৬। পূর্বে এই পুরাবৃত্ত বল্মী-(উইপোকা) কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া অন্ধাবস্থায় গৃহে পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে গৃহের বাহিরে আনয়ন করিয়া তাঁহার অন্ধত্ব দূর করেন এবং বল্মী-কর্তৃক ছিন্ন গ্রন্থিদেশসকল সংযুক্ত করিয়া দেন।—ঋ° ৪. ১৯. ৯।

অগ্রু৩—(অগ্রূ)—[অগি+ক্রু, নলোপ—উঙ] ১ (বৈদিক) স্ত্রী°, অগ্রগন্ত্রী, অগ্রগামিনী।—'বেত্যগ্রুর্জনিবান্ বা অতি স্পৃধঃ'—ঋ° ৫. ৪৪. ৭। 'অসা ইন্দ্রমগ্রুবৈ পতিমুত জায়ামজানয়ে'—অ° ৬. ৬০. ১। 'ধাতাস্যা অগ্রুবৈ পতিং দধাতু প্রতিকাম্যম্'—অ° ৬. ৬০. ৩। ২ স্ত্রী°, অঙ্গুলি, আঙুল।

অগ্রে—১ সম্মুখে, আগে (সময় বা স্থানে)। ২ কাহারও সম্মুখে। ৩ পুরোভাগে। ৪ পশ্চাতে subsequently, in the sequel. 'এবমগ্রে বক্ষ্যতে এবং অগ্রেঽপি দ্রষ্টব্যম্'। ৫ প্রথমে। ৬ তুলনায়।

অগ্রেগাঃ—অগ্রগামী।—বোপ° মুগ্ধ°।

অগ্রেগূ—[উণাদিবৃত্তি] অগ্রগামী।

অগ্রেদিধিষু—১ [অগ্রে দিধিষু যাহার—বহু°] পুনর্বিবাহকারী, যাহার পত্নীর পূর্বে

একবার বিবাহ হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা পুত্রাদিমতী গৃহিণীর পতি।—নামমালা। ২ অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা সহোদরা।—'জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা। সা চাগ্রেদিধিষুর্জ্ঞেয়া পূর্বা চ দিধিষূঃ স্মৃতা।'—উদ্বাহতত্ত্বে ধৃত দেবলবচন। 'জ্যেষ্ঠায়াং যদ্যনূঢ়ায়াং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা। সা চাগ্রেদিধিষুর্জ্ঞেয়া।—মনু° ৩. ১৬০ কুল্লুকোদ্ধৃত লৌগাক্ষী। ~পতি—১ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় নাই এইরূপ কন্যার স্বামী। 'ধনুঃশরাণাং কর্তা চ যশ্চাগ্রেদিধিষূপতিঃ'—মনু° ৩. ১৬০। ২ দ্বিতীয়বার বিবাহিতা পুত্রাদিমতী গৃহিণীর পতি।

অগ্রেবন—(বৈদিক) অগ্রে গমনকারী।

অগ্রেপা—[অগ্রে + √পা + ক্বিপ্] অগ্রে পালন করে যে, অগ্রে রক্ষা করে যে, অগ্রপালক, অগ্ররক্ষক। 'তে অগ্রেপা ঋভবো সংবসানা'।—ঋ° ৪. ৩৪. ১০।

অগ্রেপূ—[অগ্রে + √পূ + ক্বিপ্] অগ্রে পবিত্রকারী।—শু-য° ১. ১২।

অগ্রেবণ—[বনস্য অগ্রম্—রাজদন্তাদি অলুক্-স°] ১ বনাগ্র, বনাগ্রভাগ। ২ অগ্রবন [অগ্রবন দ্র°]।

অগ্রেবধ—কোন কিছু না ভাবিয়া বধ করা, পূর্বাপর না ভাবিয়া পূর্বেই বধ করা।

অগ্রেভ্রণ—(বৈদিক) যাহা বুঝিবার উপযুক্ত নহে।

অগ্রেভ্রূ—সম্মুখভাগে ভ্রমণকারী।

অগ্রেসর—[অগ্রে + √সৃ + ট, অলুক্-স°] অগ্রগামী।

অগ্রেসরিক—[অগ্রে + সর + ঠন্] অগ্রগামী, সেবক।

অগ্রোতকা—শহর-বি°। এই স্থানে বণিকেরা বাস করিত। ১৩২৮ খ্রী° (১৩৮৩ বি-সং) যজ্ঞশ্রী গৌতমীপুত্রের শর্বান-লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। দিল্লীর পাঁচ মাইল দক্ষিণে শর্বানের একটী কূপে এই লিপিটী পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র অগ্রোতক বর্তমান আগ্রার সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আগ্রার প্রাচীন সংস্কৃত নাম অগ্রোতক এবং এই স্থানেই প্রাচীনকালে অগরবাল বণিগ্‌গণ বাস করিত, পরে তাহারা ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।—EI, i. 94.

অগ্রোতক১—অবর (বংশ) বি°। ১৮৮১ সং সাধু শ্রীহীরালালের পভোসা-লিপিতে যে অগ্রোতক শব্দের উল্লেখ আছে, উহার মূলে এই বংশের আভাস পাওয়া যায়। কৌশাম্বী শহরের বহির্ভাগে প্রভাসগিরির শিখরে পভোসা অবস্থিত। এই অগ্রোতক-বংশ জৈনধর্মী ও গোয়লা-গোত্রীয়। —EI, ii. 244.

অগ্রোদক—[প্রা° অগ্‌গোদয়] সমুদ্র-বেলার বৃদ্ধি ও হ্রাস।—সম° ১৭।

অগ্রোপহরণীয়—১ [অগ্র + উপ + √হৃ + অনীয়] প্রথম দাতব্য দ্রব্য বা বিষয়। ২ (বৈদ্যক) সুশ্রুতের শল্যাধ্যায় পূর্বকর্ম[১] (লঙ্ঘনাদি বিরেকান্ত), প্রধান কর্ম[২] (পাচন রোপণ) ও পশ্চাৎকর্ম[৩] (বলবর্ণাগ্নিকার্য)—এই ত্রিবিধ কর্মের অগ্রে অর্থাৎ প্রথমে উপহরণ (যন্ত্রাদিসম্ভার) অবলম্বন করিয়া যে অধ্যায়। শাস্ত্রকর্মের পূর্বে চিকিৎসকের যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা কর্তব্য।

অগ্রোর—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত উপত্যকা। হজারা জেলার মান্‌শেহ্‌র তহশীলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ২৯´-৩৪° ৩৫´ উ° এবং ৭২° ৫৮´-৭৩° ৯´ পূ°। এই স্থানে তিনটী পর্বতীয় উপত্যকা আছে—এগুলি দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল এবং প্রস্থে ৬ মাইল। এগুলির নিম্নভাগে প্রভূতপরিমাণে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। উপত্যকা তিনটীতে অনেক গ্রাম, বাগান এবং ঘনসন্নিবিষ্ট সুউচ্চ বৃক্ষাদি আছে। উপত্যকা তিনটী সম্পূর্ণভাবে সমতল নহে, এগুলি পর্বতগাত্র হইতে ধাপে ধাপে নামিয়া আসিয়াছে। এই স্থানে প্রচুর এমন কি সকল সময় জল জমিয়া থাকে; উহাতে শস্যোৎপাদনে বিশেষ ক্ষতি হয়। প্রধানতঃ 'স্বাতি' ও 'গুজর'গণ এই স্থানের অধিবাসী—প্রায় সকলেই মুসলমান।

অগ্রোর 'রাজতরঙ্গিণী'র (৮. ৩৪০২) 'অতুগ্রপুর'। উহাতে দেখা যায়, কাশ্মীরের রাজা জয়সিংহ (১১২৮—৪৯ খ্রী°) ধৃ উর্ণাকে পরাস্ত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। অতুগ্রপুরের প্রচলিত নাম—ঐতুগ্রপুর। তৈমুরের সময় হইতে ১৮শ শতক পর্যন্ত ইহা কর্লুখ্ তুর্কীজাতীয় এক রাজবংশের অধিকারে ছিল। ১৭০৩ খ্রী° জলাল বাবা নামক এক জন সৈয়দ ইঁহাদের বিতাড়িত করিয়া অগ্রোর অধিকার করেন। তখন স্বাতিদের মধ্যে এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে একটীর অংশীদার অহ্‌মদ সঙ্কান 'অগ্রোরের খাঁ'-রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৭৮৩ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩৪ খ্রী° ইহা একবার অম্বের নবাব কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু শিখগণ ইহা পুনরুদ্ধার করিয়া সর্দারের বংশধর অতা মুহম্মদের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৪৮ খ্রী° ইহা ইংরেজের অধিকারে আসে। অতা মুহম্মদ বন্দী হইয়া লাহোরে আনীত হন, কিন্তু ১৮৫০ খ্রী° তাঁহার উপর বৃটিশ-অধিকারে রাজ্যপরিচালনার ভার দেওয়া হয়। ইঁহার পুত্র 'অলী গৌহর পিতার সিংহাসনলাভের পর বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ করায় ১৮৮৮ খ্রী° রাজ্যচ্যুত হন। ১৮৯১ খ্রী° Agror Valley Regulation আইনে অগ্রোরের খাঁর অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়।

শিখগণ অগ্রোর উপত্যকার জন্য ১৫১৫৲ টাকা কর ধার্য করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫০ খ্রী° উহা বর্ধিত হইয়া ৩৩১৫৲ টাকা হয়। অতঃপর খাঁদিগের রাজ্যকালেই ৪০০০৲ টাকা

১. পূর্ব কর্ম—পাচন-লেহন-লেপন। প্রাক্ কর্ম ক্রিয়তে তৎ।

২. প্রধান কর্ম—বমন-বিরেচন-বস্তি-নস্য-শিরা-মোক্ষ। আতুরোৎপত্তৌ কর্ম তৎ।

৩. পশ্চাৎ কর্ম—পথ্যাদি-অন্নসংসর্গ। বিবৃত্তাতপ্যাধুক্তোপচারাম্ কর্ম তৎ।—সুশ্রু° ১. ৫. ১. (চক্রদত্ত কৃত টীকা)

পর্যন্ত কর আদায় হইয়াছিল। ১৯০১ খ্রী'র পরে অগ্রোহ হইতে ১৩০০০৲ টাকারও বেশী কর আদায় হয়।

প্রধানতঃ এই স্থানে বস্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু এ-স্থান হইতে দেখা যায় না। উপত্যকার মধ্যেই ব্যবসাদি চলিয়া থাকে, মাত্র কিয়ৎপরিমাণে শস্য বাহিরে রপ্তানী হয়। 'ওখি' অগ্রোরের প্রধান গ্রাম। এই গ্রামে একটী সামরিক পুলিশের ঘাটি আছে।

[IG, v. 92-3; Stein: Rajatarangini, ii. 267, 434; EI, xix. 198]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অগ্রোহ.।—হিসার ফিরোজের একটী জেলা [হিসার ফিরোজ দ্র°]।—EHI, iii. 300.

অগ্রোহা—পঞ্জাবে হিসার জেলার অন্তর্গত ফতেহাবাদ তহশীলের একটী প্রাচীন নগরী (বর্তমানে গ্রাম)। হিসার নগর হইতে দূরত্ব ১৩ মাইল। অক্ষা° ২৯° ২০´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৮´ পূ°। কথিত আছে, অগরবালগণ প্রথমে এই স্থানে বাস করিত। এক সময় এই নগরের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। বর্তমান গ্রামের অর্ধমাইল দূরে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং মাটীতে অর্ধপ্রোথিত অন্যান্য ধ্বংসের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ১১৯৪ খ্রী° মুহম্মদ ঘোরী এই নগরী অধিকার করেন। তদবধি অগরবালগণ এই নগরী হইতে বাহির হইয়া ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। মুলতানের শাহ্ অফগান বিদ্রোহী হইলে সুলতান মুহম্মদ শাহ্ বিন্ তোগলক্ এই স্থানে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু শাহ্ অফগান বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে কিছুকাল তিনি এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রামটীর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় কিছুই নাই।

[IG, v. 92; EHI, iii. 245; Gaz. Punj & Hissar Dist.]

অগ্র্য—[অগ্র+য (ভাবে), যে অগ্রে থাকে] বিণ, ১ আদ্য। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ প্রধান, উত্তম॥ অম° ॥ ৪ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥ অম°-টী° রমানাথ॥

অগ্র্যা—স্ত্রী°, ১ শ্রেষ্ঠা, উত্তমা। ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ৩ (বৈদ্যক) ত্রিফলা।

অগ্লানি—১ গ্লানিশূন্যতা। ২ বিণ, অক্লান্ত, অশ্রান্ত। ৩ বিণ, অবিরক্ত।

অঘ্₁—[নিন্দা, আরম্ভ, জব—কবিকল্প° ; অঘয়তি, অঘয়িতুম্] অন্যায় করা, পাপ করা।

অঘ্₂—মৌলভী মুহম্মদ বকোরের কবিনাম। ইঁহার পিতামাতা উভয়েই বিজাপুরবাসী। ১৭৪৫ খ্রী° ইনি ইলোরায় জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮০৬ খ্রী° ৩রা মার্চ মারা যান। ইঁহার রচিত একখানি দীবান্ আছে। ইনি একজন 'নাইতা' অর্থাৎ নবাগত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'নাইতা' অর্থে কোন কোন সমুদ্রগামী আরবকে বুঝাইত, ইহারা পশ্চিম-ভারতে আসিয়া বাস করিত।—OBD.

অঘ্‌লব-বংশ—খ্রী° ৯ম শতকের প্রারম্ভে ইব্রাহিম বিন্ অল-অঘ্‌লব তমীমী এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ৯ম শতকে পূর্ব আফ্রিকার ইফ্রীকীয় প্রদেশ এই বংশের শাসনাধীন ছিল। জা.ব প্রদেশের শাসনকর্তা ইব্রাহিম 'অব্বাস 'অমীর ইব্‌ন্ মুকাতিল্‌কে উদ্ধার করিয়া ইফ্রীকীয় প্রদেশ আপনার অধিকারভুক্ত করেন। বগদাদের খলিফ হারুন অল-রশীদ অঘ্‌লব তমীমীকে 'অমীর-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'অমীরও বগদাদের খলিফগণের অধিকার স্বীকার করেন। এই অধিকার-স্বীকার ভিন্ন খলিফগণ ও 'অমীরগণের মধ্যে সামন্ততন্ত্র-সম্পর্কীয় কোনরূপ বন্ধন ছিল বলিয়া মনে হয় না। অঘ্‌লব-বংশীয়গণ 'অমীর উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন এবং তাঁহারা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। স্বনামেই তাঁহাদের মুদ্রা প্রচলিত হইত।

'অমীরগণ বংশানুক্রমে ইফ্রীকীয় প্রদেশ শাসন করেন। এই প্রদেশের চতুঃসীমা-সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না; তবে এই পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, উহা পশ্চিমে বোন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সমগ্র কোতাম প্রদেশ উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'অমীরগণের সাহায্য ভর্ৎস বার্বারগণ বর্তমান কর্বালিস পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। শেষ জিয়াদৎ উল্লাহ্ আরব-উপনিবেশ বিলিজ.র ধ্বংস করায় উহাও অঘ্‌লব-বংশীয় 'অমীরের অধীনে আসিয়া পড়ে এবং 'অমীরগণ অব্দুল্লাহ্ অল্-শী'ঈর প্রধান সহায়ক হন। এই রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিমে জা.ব প্রদেশ ও তাহের্ৎ-এর বনু রোস্তম রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বথার ও তোব্‌ন নামক স্থানও অঘ্‌লবদিগের শাসনাধীনে ছিল বটে, কিন্তু সর্বদাই এখানে খারিজেরা বিদ্রোহী হইত। এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে ত্রিপোলি-রাজ্য ছিল। জেবেল নফুসের অধিনায়কত্বে বার্বার খারিজগণ প্রায়ই বিদ্রোহানল জ্বালাইত এবং ত্রিপোলি-রাজ্য আক্রমণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগকে সন্ত্রস্ত করিত। ইফ্রীকীয়ের কিয়দংশ প্রকৃতপক্ষে আরব ও আরবীয় সুন্নীগণের অধীন ছিল।

অঘ্‌লবগণের রাজত্বকালেই ইফ্রীকীয় প্রদেশে সুন্নীসম্প্রদায়ের প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কথিত আছে, এখানে একই সময়ে হনফীয় ও মালিকীয় উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মমতই বিস্তারলাভ করে। কিন্তু সুন্নীদিগের উভয় মতাবলম্বীদের ভিতর বিবাদ লাগিয়াই ছিল। ইহাতে দেশের শান্তি নষ্ট হইতে থাকে।

'অমীর ১ম জিয়াদৎ উল্লাহ্ সিসিলি-দেশের বিরুদ্ধে অভিযান করেন (৮২৭ খ্রী°); পরবর্তী 'অমীরগণও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁহারা এই অভিযানের লুণ্ঠিত সম্পদ আপনাদের ভোগবিলাসে ব্যয় না করিয়া সৎকার্যে ব্যয় করিতেন এবং প্রাসাদ ও মসজিদাদি প্রজাগণের অর্থে নির্মাণ না করিয়া লুণ্ঠিত অর্থে করিতেন। ইব্রাহিম বিন্ অল-অঘ্‌লবের নির্দেশে অল-ক.ব.র কৈ.রবানের বিখ্যাত মসজিদ ও সুস্-এর রিবাৎ নির্মাণ করেন। জিয়াদৎ উল্লাহ্‌র সময় কৈ.রবানের চৌবাচ্চা ও সুসের মসজিদ নির্মিত হয়। রক্কাদ্ ও কস্‌র্ অল-ফতহ্ সিসিলি-স্থপতিবিদ্যার সুন্দর নিদর্শন।

অঘ্লব-বংশের অমীরগণের চরিত্র একেবারে নিষ্কলঙ্ক ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঁহাদের অত্যাচারের মাত্রা হারেমের বেগম ও খোজাদিগের উপর পড়িত। ৯০৯ খ্রী° এই বংশের শেষ অমীর জি.য়াদৎ উল্লাহ্ বিন্ অবী'ল-'অব্বাস ফাতিমাদের আক্রমণের পূর্বেই যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করেন।

অঘ্লব-বংশীয় একাদশ জন শাসক ও তাঁহাদের রাজ্যাধিরোহণের কাল :—

(১) ইব্রাহিম বিন্ অল্-অঘ্লব সালিম বিন্ 'ইক়াল অল্-তমীমী—৮০০ খ্রী°। (২) অবু'ল-'অব্বাস 'অব্দুল্লাহ বিন্ ইব্রাহীম—৮১২ খ্রী°। (৩) অবু মুহম্মদ জি.য়াদৎ উল্লাহ্ বিন্ ইব্রাহীম—৮১৭ খ্রী°। (৪) অবু 'ইক়াল বিন্ অঘ্লব ইব্রাহীম—৮৩৮ খ্রী°। (৫) অবু'ল-'অব্বাস মুহম্মদ বিন্ অল্-অঘ্লব—৮৪১ খ্রী°। (৬) অবু ইব্রাহীম অহ্মদ বিন্ মুহম্মদ—৮৫৬ খ্রী°। (৭) জি.য়াদৎ উল্লাহ্ বিন্ মুহম্মদ—৮৬৩ খ্রী°। (৮) অবু'ল-ঘরানিক. মুহম্মদ বিন্ অহ্মদ অল্-মৈমিং—৮৬৪ খ্রী°। (৯) ইব্রাহীম বিন্ অহ্মদ—৮৭৫ খ্রী°। (১০) অবু'ল-'অব্বাস 'অব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ বিন্ ইব্রাহীম—৯০২ খ্রী°। (১১) অবু মুদর্ জি.য়াদৎ উল্লাহ্ বিন্ অবী'ল-'অব্বাস—৯০৯ খ্রী°।

[Fagnan : al-Bayan al-mughrib of Ibn Adhari. i (1901); Fournel : les Berbers : Amari : Bibliotheca Arabo-Sicula (1857); Noel des Vergers (ed. & trans.) : Idem's Storia dei Musulmani di Sicilia (1854); Do : Hist. de l'Afrique sous les Aghlabites et de la Sicile (1841); En. Islam, Aghlabides ;]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অঘ১—[√অঘ্ + অচ্ (ভাবে) ; বুদ্ধঘোষ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, অ+ঘ (ঘস্ = যাহা আঘাত করে না > অথবা অঘট্টনীয় (যাহা আঘাতযোগ্য নহে) এই ব্যুৎপত্তির কোন সঙ্গতি নাই। অঘ শব্দের প্রাথমিক অর্থ—'অন্ধকার'; বৌদ্ধশা° এই অর্থ পাওয়া যায়, অঘসংবুত—মহাবগ্‌গ ২. ২৫০। পালিতেও অন্ধকার অর্থ আছে—'লোকন্তরিকা অঘা অসংবুতা অন্ধকারা' —দীঘনি° ২. ১২] ক্লী°, ১ পাপ, দুরিত sin ॥ অম° মে° বিশ্ব° ॥ 'অপ নঃ শোশুচদঘম্'—ঋ° ১. ৯৭. ১-৮ ; ২. ৪১. ১১ ; ৫. ৩. ৭ ; ৬. ৩২. ৮ ; ৭. ১০৪. ২ ; ৮. ১৮. ১৪ ইº। ২ কলঙ্ক। ৩ দুঃখ pain ॥ অম° মে° বিশ্ব° ॥ ৪ ব্যসন passion. 'অঘং ব্যসনে প্রোক্তমঘং পাতকদুঃখয়োঃ'—বিশ্ব°; 'অঘং ব্যসনে দুঃখে দুরিতে চ নপুংসকম্'—মে°। ৫ (বৌদ্ধ°) আকাশ। 'অঘনিগম' = বেহাসংগম। —বিমানব° অথ° ৭৮।

অঘ২—[√অঘ্ (পাপ করা) + অচ্—ক] অসুর-বি° [অঘাসুর দ্র°]। **~কৃৎ**—[অঘ + √কৃ + ক্বিপ্] ১ পাপাচারী।—ঋ° ১০. ১. ৫। ২ ক্ষতিকারক। **~গত**—(বৌদ্ধ°) আকাশ বা বায়ুর মধ্য দিয়া গত। —বিজ্ঞ° ৮৪ ; ধম্মস° ৬৩৮,৭২২। **~গামী**—(বৌদ্ধ°) (আকাশের মধ্য দিয়া বিচরণ করে বলিয়া) গ্রহ। 'আদিচ্চো সেট্‌ঠো অঘগামিনং' —মিলিন্দ° ২৪২। **~ঘন**—অঘনাশক। **~দ্বিষ্ট**—(বৈদিক) দুষ্টলোক-কর্তৃক দ্বেষিত। **~নাশক**—[অঘের নাশক, ৬-তৎ] বিণ, পাপ-নাশক, পাপকে ধ্বংস করে যে, পাপঘ্ন, পাপক্ষয়কারী, দুরিতহারী। **~নাশন**—[অঘ + √নশ্ + ণিচ্—ল্যুট্ ; অঘের নাশন,—৬-তৎ] বিণ, ১ পাপনাশন। ২ বিষ্ণু। ৩ (অঘ নামক অসুরনাশকারী বলিয়া) কৃষ্ণ [অঘ২ দ্র°]। **~নির্মুক্ত**—পাপ হইতে মুক্ত। **~ময়** = অঘময়ট [অঘ (=পাপ+ময়)] বিণ, পাপবিশিষ্ট, পাপময়। **~মলাপহ**—[অঘমল + √হা + অপ্] পাপের কলুষতা দূর করেন যিনি। **~মার**—[অঘ + √মৃ + ণিচ্—অণ্, উপ-তৎ] ১ উদ্বেগপূর্ণ মারাত্মক, অপরিহার্য অশুভজনক fearfully fatal।—ঋ° ৬. ২৩. ১। ২ দেব-বি°। 'যমো মৃত্যুরঘমারো নির্ঋথঃ'—অ° ৬. ৯৩. ১২। **~রিকা**—ক্রীড়া-বি°। **~রিয়া** ২ লোহার-জাতির হরিজন শ্রেণীর অন্যতম, নানা প্রকার লৌহের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ইহারা জীবিকা নির্বাহ করে [অগরিয়া দ্র°]। **~রুদ্**—[অঘ + √রুদ্ + ক্বিপ্ (অপাদানে)] ১ পাপদূর করিবার হেতু। ২ (—কর্তরি ক্বিপ্) পাপনাশন মন্ত্র। —ঋ° ৮. ১. ১৯। ৩ যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া কেবল ভীষণ চীৎকার করিয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। ৪ কতিপয় দানবীদের নাম ; 'মা ত্বা ব্যাঘ্রকেশ্যো অঘরুদো রুদন্'—অ° ৮. ১. ১৯। **~ল**—[অঘ + √লা + ক ; অঘং পাপং লাতীতি] ১ পাপনাশক। 'ঋতোর্ণে অঘলা দৃহাঃ'—অ° ৮. ৮. ৪০। ২ পাপজনক, পাপকর্মকারী, পাপী ॥ মনি° ॥ **~বৎ**—[অঘ + অস্ত্যর্থে মতুপ্, ম স্থানে ব] বিণ, পাপী। **~বান্**—[পুং°-বৎ। অঘ + অস্ত্যর্থে মতুপ্] বিণ, দোষী, পাপী, পাপকর্মকারী। **~বিষ**—[বৈদ্যক। বিষং অঘমেব যস্য] ১ সর্প। ২ ভয়ানক বিষাক্ত সর্প। ৩ বিণ, ভয়ানক বিষাক্ত ॥ মনি° ॥ **~শংস**—[অঘং শংসতি, অঘ + শংস + অণ্, উপ-তৎ°। অঘ + শংস + অচ্—৬-তৎ] ১ অনিষ্টসূচক, রাক্ষস। ২ দুষ্ট wicked। ৩ পাপ দূর করে যে sin-destroying ॥ মনি° ॥ ৪ দুষ্ট মানুষ ॥ মনি° ॥ ৫ চোর।—ঋ° ১. ৪২. ৪। ৬ পাপকর্ম ; 'অপাঘশংসং নুদতামরাতিম্'— তৈ-ব্রা° ৩. ১. ৪, ৪) ৭ ব্যসন-সূচক। **~শংসহ**—[পুং°-শংসহন্] ১ দুষ্টের হননকারী slaying the wicked ॥ মনি° ॥ ২ চোর বা পাপকার্যের বিনাশক।—ঋ° ৯. ২৪. ১৭। **~শংসী**—[পুং°-শংসিন্। অঘ + শংস + ণিনি,—৬-তৎ] ১ ব্যসনসূচক। ২ যিনি পাপ জানাইয়া দেন reporting sin ॥ মনি° ॥ **~হরণ**—দোষ দূর করা removal of guilt। **~হার**—(বৈদিক) ১ দোষ দূরকারী, ব্যসনহারী। ২ ধার্মিক। ৩ দুর্বৃত্ত, দস্যু। **~হারিণী**—[অঘ + হৃ + ণিনি ; অঘং পাপং দুঃখং বা হরতি যা, সা] স্ত্রী°, ১ পাপনাশিনী,

দুঃখহারিণী। ২ গঙ্গার নাম, কারণ তিনি পাপ নাশ করেন।

অঘট—[অ = ন + √ঘট্ (ঘটা) √অন্ —ক ; স্ত্রী— -া] ১বিণ, অঘটন, যাহা ঘটে না বা ঘটা সম্ভব নয়, অসম্ভব। ২ দুর্ঘট, কঠিন। 'অঘট ঘটনা সুঘট, বিঘটন বিকট ভূমি'—তুলসী°। ~মান—অসঙ্গত, অসম্বদ্ধ incoherent.

অঘটক— [ন্যায়শা°। ন + ঘটক — নঞ্‌তৎ] বিণ, যাহা যাহার ঘটক নহে, তাহা তাহার অঘটক। শব্দ ও অর্থ এই উভয়েরই ঘটক ও অঘটক আছে। কোন শব্দের অন্তর্গত অপর শব্দগুলি সেই শব্দের ঘটক এবং তদ্‌ভিন্ন শব্দগুলি সেই শব্দের অঘটক। যেমন 'নীল' শব্দের অন্তর্গত ন, ঈ, ল ও অ —এই চারিটী বর্ণ 'নীল' শব্দের ঘটক, অন্যান্য বর্ণগুলি উহার অঘটক। 'নীলোৎপল' শব্দের অন্তর্গত 'নীল' শব্দ ও 'উৎপল' শব্দ উহার ঘটক, অন্যান্য শব্দগুলি উহার অঘটক। 'নীলপদ্ম' শব্দের অন্তর্গত 'পদ্ম' শব্দটী 'উৎপল' শব্দের সমানার্থ হইলেও উহা 'নীলোৎপল' শব্দের ঘটক নহে, কিন্তু অঘটক্ ; এজন্য বলা হয় যে, 'নীলোৎপল' শব্দটী নীলপদ্মের বোধক হইলেও উহা 'পদ্ম' শব্দ-ঘটিত নহে। 'পদ্ম' শব্দটী যে শব্দের ঘটক বা অন্তর্নিবিষ্ট, সেই শব্দই পদ্ম শব্দ-ঘটিত—যেমন 'নীলপদ্ম' শব্দ। কিন্তু 'নীলোৎপল' শব্দের মধ্যে পদ্ম শব্দ নিবিষ্ট না হওয়ায় উহাকে বলা হয়, পদ্মশব্দাঘটিত।

নব্যনৈয়ায়িকগণ উক্তরূপ তাৎপর্যে 'ঘটক', অঘটক', 'ঘটিত' ও 'অঘটিত' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তদনুসারে বঙ্গভাষায় ঐরূপ অর্থেও 'ঘটিত' শব্দের প্রয়োগ হয়। যেমন ব্যর্থ শব্দদ্বারা রচিত শ্লোককে প্রাচীনগণ বলিতেন—'ব্যর্থ শব্দ-ঘটিত শ্লোক'। ব্যর্থ শব্দ যে শ্লোকের ঘটক, তাহা ব্যর্থ শব্দ-ঘটিত। আর যে শ্লোকের মধ্যে কোন ব্যর্থ শব্দ নাই তাহা ব্যর্থ শব্দাঘটিত। কারণ, ব্যর্থ শব্দ সেই শ্লোকের ঘটক নহে—অঘটক।

এইরূপ শব্দের ন্যায় অর্থের প্রয়োগ ঐভাবে 'ঘটক' ও 'অঘটক' বলা হইয়াছে। নব্যনৈয়ায়িকগণ উক্তরূপ ঘটকত্ব পদার্থের লক্ষণ বলিয়াছেন, তদ্‌ভিন্নত্বে সতি—'তদ্বিষয়তাব্যাপকবিষয়তাকত্বং ঘটকত্বম্'। তাৎপর্য এই যে, যে পদার্থবিষয়ক জ্ঞানে তদ্‌ভিন্ন যে পদার্থগুলি অবশ্য বিষয় হইবে, সেই পদার্থগুলিতে যে সমস্ত বিষয়তা নামক ধর্ম, তাহা সেই প্রকৃত পদার্থগত বিষয়তার ব্যাপক ; কারণ, সেই সমস্ত পদার্থও সেই জ্ঞানে অবশ্য বিষয় হইবেই। সুতরাং সেই সমস্ত পদার্থ সেই পদার্থের ঘটক, আর তদ্‌ভিন্ন পদার্থগুলি তাহার অঘটক। সুতরাং নব্যন্যায়ের ভাষায় অঘটকত্বের লক্ষণ বলা হয়—'তদ্বিষয়তাব্যাপকবিষয়তাকত্বম্'—অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থগত বিষয়তা, প্রকৃত জ্ঞেয় পদার্থগত বিষয়তার অব্যাপক (যে সমস্ত পদার্থ না বুঝিলেও সেই পদার্থ বুঝা যায়) সেই সমস্ত পদার্থকে বলে সেই জ্ঞেয় পদার্থের অঘটক।

যেমন 'সংহারকর্তৃ' শব্দের প্রয়োগ করিলে যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাতে সংহার পদার্থ অবশ্য বুঝিতে [illegible] এবং 'পালনকর্তৃ' শব্দের প্রয়োগ করিলে যে অর্থ বুঝা যায়, তাহাতে পালন পদার্থ অবশ্য বুঝিতে হয়। কিন্তু পালন পদার্থ না বুঝিলেও 'সংহারকর্তৃ' শব্দের অর্থ এবং সংহার পদার্থ না বুঝিলেও 'পালনকর্তৃ' শব্দের অর্থ বুঝা যায়। সুতরাং পালন পদার্থ সংহারকর্তা অর্থের ঘটক নহে—অঘটক এবং সংহার পদার্থ পালনকর্তা অর্থের ঘটক নহে—অঘটক। কিন্তু যথাক্রমে সংহার ও পালন পদার্থই উক্ত দুইটী অর্থের ঘটক। তাই সংহারকর্তা এই অর্থকে বলা হয়, সংহার-ঘটিত অর্থ এবং পালনকর্তা এই অর্থকে বলা হয়, পালন-ঘটিত অর্থ। এইরূপ সর্বত্রই পদার্থ-বিচারে অর্থের ঘটক ও অঘটক বুঝিতে হইবে। যে অর্থ বুঝিতে যে সমস্ত অর্থ বুঝা অনাবশ্যক, সেই সমস্ত পদার্থই তাহার অঘটক।

মহামঃ শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অঘটন—[অ = ন + √ঘট্ (ঘটা + অন— ক ; স্ত্রী— -া] অঘট, যাহা ঘটে না বা ঘটা সম্ভব নয়। ~ঘটন (ক্লী°), ~ঘটনা (স্ত্রী°) —সম্ভবনা নয় এরূপ ব্যাপারের সংঘটন। ~ঘটনকুশল [৭-তৎ ; স্ত্রী— -া] অসম্ভব ব্যাপার ঘটাইতে যিনি পটু। ~ঘটনকৌশল —ক্লী°, অসম্ভব ব্যাপার ঘটাইবার দক্ষতা বা সামর্থ্য। ~ঘটনপটীয়সী—স্ত্রী, অসম্ভব ব্যাপার ঘটাইতে সমর্থা বা দক্ষা। পুং° অঘটনঘটনপটীয়ান্ ; কিন্তু সাধারণতঃ 'মায়া'র বিশেষণরূপে স্ত্রী° প্র°।~ঘটনপটু—অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যিনি দক্ষ। ~া—অঘটনঘটন দ্র°। ~ীয়—বিণ, যাহা ঘটা সম্ভব নয়, অসম্ভব।

অঘটিত—বিণ.১ যাহা ঘটে নাই। ২ যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, অসম্ভব, কঠিন। ৩ অনিবার্য। ৪ অযোগ্য, অনুচিত, অনুপযুক্ত।

অঘন১—[অ = ন + ঘন (মেঘ) নঞ্‌তৎ] বিণ ১ মেঘশূন্য। ২ [অ—ন + ঘন (নিবিড়)] বিণ, পাতলা, অনিবিড়। ৩ দধি, দই। —বৈদ্যকশব্দ°।

অঘন২—(শিল্পশা°) স্তম্ভ, বক্ষ বা উপপীঠ ফাঁপা হইলে তাহাকে অঘন বলা হয়।

ঘনং চাপাঘনং চৈব বিন্যাসং অথ বক্ষ্যতে।
(বিস্তারায়াম-শোভাদি পূর্ববদ্ গোপুরাত্মকম্।)
যং মানং বহিরন্তোন চুলিকা-স্থান-সম্মিতম্।
—মানসার, ৩৩. ২৯০-৯২, ২৯৩-৩০৯।

জানালা, বিশেষতঃ জানালার স্তম্ভসম্পর্কেও 'অঘন' শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—
তদ্-বিস্তার-ঘনং সর্বং কুর্যাদ্ বৈ শিল্পবিত্তমঃ।
গোপুরে কূট-কোষ্ঠাদি-গ্রীবে পালান্তরে তথা।
ঘনে বাপ্যঘনে বাপি যথা বাতায়নৈর্যুতম্।
—ঐ, ৫৯২-৯৪।

তু°—বিস্তারঞ্চ ত্রিমাত্রং স্যাদঘং একাঙ্গুলং ভবেৎ।
ঘনং একাঙ্গুলং চৈব। —মান° ৮০. ১৭-১৮।

নন্দি-(bull) মূর্তি নির্মাণেও 'অঘন' ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঘনং বাপ্যঘনং চাপি কুর্যাত্তু শিল্পবিত্তমঃ।
—মান° ৬২. ১৭।

অঘনমান—(শিল্প°) গর্ভগৃহ-বিশেষের পরিমাণ-বি° [অঘন, দ্র°]।

এবং ত্বঘ্ ঘনমানমুক্তমথবা বক্ষ্যাতেঽধুনা।
বিস্তারায়ামভক্তিঃ স্যাদ্ উক্তবৎ যুক্তিতো ন্যসেৎ।
ত্রিভাগবিশালে তু আয়তং তৎ প্রকল্পয়েৎ।
ভক্তিত্রিভাগমেকাংশং ভিত্তিবিস্তার এব চ।
শেষং তদ্ গর্ভগেহন্তু মধ্যভাগে তু বেশনম্।
—মান° ৩৩. ৩১১-৩৫ই°।

অঘনাশনী—বা অঘনাশিনী। বোম্বাই প্রদেশে কানড় জেলার নদী-বি°। নামান্তর—গোনিহল্লা, তাত্রি। ইহা শিরশীর নিকট উত্থিত হইয়া পশ্চিমে ৪৫ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে এবং গঙ্গাবলী নদীর প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। যতদূর ইহা প্রবাহিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন শাখা-নদী বাহির হয় নাই। দুইটী স্থান হইতে এই নদীর উৎপত্তি; একটী শিরশীর ১৫ মাইল পশ্চিমে মঞ্জগুনি নামক স্থানের কুণ্ড হইতে উৎপন্ন বাকুরহোল নদ, অপরটী শিরশীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উৎপন্ন গোনিহল্লা নদী। শিরশীর ১০ মাইল দক্ষিণে মুণ্ডহল্লির নিকটে উভয় নদী মিলিত হইয়াছে এবং গোনিহল্লা নাম ধারণ করিয়া পশ্চিমে সহ্যাদ্রি-পর্ব্বতমালার পশ্চিমাভিমুখে প্রায় ১৫ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে; অতঃপর বিল্‌গির প্রায় ৮ মাইল উত্তরে প্রপাতের আকারে ইহা নিম্নে পতিত হইয়াছে। এই প্রপাতকে 'লাশিংটন-প্রপাত' বলা হয়। এই প্রপাতের সৌন্দর্য দেখিবার বস্তু। প্রপাতের প্রায় ১০ মাইল পশ্চিমে উপ্পিনপত্তন নামক স্থান হইতে নদীর আকারে ইহার জোয়ারিক প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে। উপ্পিনপত্তন হইতে প্রথমে ইহা দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পরে উত্তর-পশ্চিমে ঘুরিয়া প্রায় ৮ মাইল দূরে মির্জান নামক স্থানে পৌঁছিয়াছে। এই মির্জান অঘনাশনীর তীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন বাণিজ্য-কেন্দ্র। মির্জান হইতে অঘনাশনী একটী লগুন বা উপহ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই লগুনের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮ মাইল এবং প্রস্থ-পরিমাণ গড়ে ৩ মাইল। অতঃপর ইহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। মোহানায় উভয় তীর ক্ষীণ হইয়া ইহাকে সঙ্কীর্ণ করিয়াছে—এই সঙ্কীর্ণ স্থান প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। সমুদ্রে মিলিত হইবার বহির্পথ লগুনের প্রায় ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং উহা দুইটী গিরির মধ্য দিয়া প্রবাহিত; একটী গিরির উচ্চতা প্রায় ৩০০ ফুট এবং অপরটীর উচ্চতা প্রায় ৪০০ ফুট। এই স্থানে পূর্ণ জোয়ারে জলের গভীরতা প্রায় ১৭ ফুট হইয়া থাকে। ভিতরের দিকে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত গভীর জল আছে এবং তথায় ২০ টন ভারবাহী জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নদীর মোহানা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় সকল সময় তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সর্ব্বসমেত উপ্পিনপত্তন পর্য্যন্ত ৪ হইতে ৯ টন-বাহী বাণিজ্যপোতাদি যাতায়াত করিতে পারে। নদীর মোহানায় দুই পার্শ্বে দুইটী নগরী আছে, তন্মধ্যে অঘনাশী বিশেষ প্রসিদ্ধ। অঘনাশীর নামানুসারেই এই নদীর নাম অঘনাশনী বা অঘনাশিনী হইয়াছে [অঘনাশী দ্র°]।—BG, xv. pt-i, 6.

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঘনাশী—নগরী-বি°। বোম্বাই প্রদেশে কানড় জেলায় অঘনাশনী নদীর মোহানায় গোকর্ণ হইতে প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত [অঘনাশনী দ্র°]। উত্তর কানড় জেলার ইহা একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগরী। এইস্থানে কামেশ্বর মহাদেব ও গণপতির মন্দির আছে। কথিত আছে, কামদেবতা মদন অভিশপ্ত অবস্থায় গোকর্ণে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। গোকর্ণে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি অঘনাশীতে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শিব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে (অঘনাশনীকে) পৃথিবীতে প্রবাহিতা করেন। কামদেব উহাতে স্নান করিয়া কলঙ্কমুক্ত হন এবং গোকর্ণে প্রবেশ করিতে পান। অঘনাশীর অঘনাশনী নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর পাপও বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহা এক্ষণে প্রসিদ্ধ তীর্থ। —BG, xv. pt. ii., 249.

অঘ-নাশীশ্বরমাহাত্ম্য—পৌরা° গ্রন্থ-বি°।—Opp. ii. 2682. **~নির্ণয়**—ধর্ম্ম-গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকর্ত্তা—হারীত-গোত্রীয় বেঙ্কটাচার্য।—T. C. M., 4628a; Mach. 31; Taylor. 1. 127. 128; Opp. II. 9696. **~নির্ণয়সার**—গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকর্ত্তা—ধর্ম্মরাজ।—T. C. M. 985. **~পঞ্চ-বিবেচন**—ধর্ম্মগ্রন্থ-বি°। এই গ্রন্থের রচয়িতা—মথুরানাথ।—Opp. 2124. **~পঞ্চষষ্টি**—গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকর্ত্তা—মথুরানাথ।—T. C. M., 3129. 995a; Opp. 2125, 2223; ii. 2419, 7216, 9697, 10029. **~প্রদীপিকা**—যাজ্ঞবল্ক্যকৃত।— Opp. ii. 1944. **~বিবেচন**—গ্রন্থ-বি°।

অঘপত্তি—স্থান-বি°। কলহার-প্রদত্ত ১১৭২ শক° (১২৫০ খ্রী°) মদ্দাপুর-লিপিতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। অদ্যাপি ইহার স্থান-নির্দ্দেশ হয় নাই।—EI. xix. 21. 25. 30.

অঘবিনাশ—গ্রন্থ-বি°। ইহার রচয়িতা সৎনামী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জগজীবন দাস। জগজীবন দাস ১৬৮২ খ্রী° জন্মগ্রহণ করেন। জগজীবনের অন্যান্য গ্রন্থ 'জ্ঞানপ্রকাশ', 'মহাপ্রলয়' ও 'প্রথমগ্রন্থ'; কিন্তু 'অঘবিনাশ' তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অঘবিনাশ অর্থে পাপক্ষালন। ইহা পদ্যে রচিত এবং উদ্দীপনা-ময়। সৎনামী-সম্প্রদায়ের এখানি প্রধান ও পবিত্র গ্রন্থ। ইহাতে বিবিধ পৌরাণিক কাহিনী এবং নীতিশাস্ত্র, চরিত্রনীতি, ধর্ম্মনীতি ও দয়াদাক্ষিণ্য-সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী লিখিত আছে। [জগজীবন দাস দ্র°]

অঘম—নামান্তর অঘমকোট। প্রাচীন শহর-বি°। হায়দ্রাবাদ হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা 'অঘম-লোহান' নামেও কথিত হইয়া থাকে। 'চচ-নামা'য় উল্লিখিত সামন্ত অঘম-লোহানের নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। [অঘম-লোহান দ্র°] এক সময়ে অঘম বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে এবং ইতিহাসেও ইহার বিশেষ স্থান নাই।

অঘা,—মঘা নক্ষত্র। ঋগ্বেদে সূর্যকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধীয় সূক্তে (১০. ৮৫) আছে, 'অঘাসু হন্যন্তে গাবঃ'—অর্থাৎ অঘাতে গোসকল হনন করা হইয়া থাকে। অথর্ববেদে (১৪. ১. ১৩) এই স্থলে মঘা (নক্ষত্র) ধরা হইয়াছে। ঋগ্বেদে 'মঘা' স্থলে 'অঘা' পাঠের কোন কারণ নির্দেশ করা সুকঠিন; গোহত্যা পাপ-(অঘ-)জনক এই হেতু মঘা স্থলে অঘা হওয়া সম্ভব। গো-শব্দের অন্য একটী বিশেষণ—'অঘ্ন্যা', সুতরাং ইহার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইবার জন্যও অঘা শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। ঋগ্বেদের উক্ত শ্লোকের এই অংশের 'গোহত্যা' অর্থ অনেকে সমর্থন করেন না। ঋগ্বেদে (১০. ৮৫. ১৩) আছে—

'সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যন্তে গাবোঽর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে।'

অর্থাৎ পতিগৃহে গমনকালে সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহা অগ্রে অগ্রে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অন্তর্ভূত গাভীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। অর্জুনী অর্থাৎ ফাল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের (উত্তর ও পূর্ব) উদয়কালে সেই উপঢৌকন বহিয়া লইয়া যায়। [নক্ষত্র দ্র°]

অঘাট,—[অ=ন+ঘাট] যাহা ঘাট নহে, জলাশয়ের যে খানে ঘাট নাই।

অঘাট, [দেশী° বিশেষতঃ হিন্দীতে প্র°] যে ভূমি ভূস্বামীর বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার অধিকার নাই।

অঘাটী, অঘাটী—[অ=ন+ঘাট (হি° —দোষ, ত্রুটি) +ই, ঈ] বিণ, দোষশূন্য, ত্রুটিহীন, নির্দোষ।

অঘাতক, অঘাতুক—বিণ, যে হত্যা করে না, যে বধ করে না, অহিংসক।

অঘাতী—[পু°-অঘাতিন্; স্ত্রী—-তিনী] বিণ, ১ অঘাতক। ২ দমনকারী, অহিংসক।

অঘানী,—[<সং° অগ্রহায়ণী। অগ্রহায়ণ মাসে যে শস্য হয়।

অঘাসা,—পর্বতের পরপারে সুলেমান পর্বতের অধিবাসী জাতি-বি°। তৈমুরের ভারত-আক্রমণকালে তাঁহার আদেশে পীর মুহম্মদ অঘাসীর ইহাদের দেশ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।—EHI. iii. 399. 480.

অঘারি—পাপকার্য।

অঘায়ু—[অঘ+ক্যচ্+উ] ১ পাপানুষ্ঠানলিপ্সু, পাপাচরণে যাহার ইচ্ছা। ২ পরের অনিষ্ট করিতে যিনি অভিলাষী, দুর্বৃত্ত, যে জীবন যাপন করে সে। 'পাতং নো বৃকাদঘায়োঃ' —ঋ° ১. ১২০. ৭। ৩ পাপ-সাধনরত, যিনি সকল সময়েই পাপ করিয়া থাকেন। 'অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।' —গী° ৩. ১৬।

অঘারি—১ পাপের শত্রু, পাপনাশক। ২ (অঘ নামক দৈত্যবিনাশকারী বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ।

অঘারী—[পু°-অঘারিন্; স্ত্রী—-রিণী] যে তৈলাদি মর্দন করে না not anointing, রুক্ষ।

অঘাব,—(দে°) বিরক্ত হওয়া।

অঘাশ্ব—১ ঋগ্বেদোক্ত পেদু নামক রাজর্ষি অশ্বশক্তির নাম। 'যমশ্বিনা দদথুঃ শ্বেতমশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিত্ স্বস্তি'—ঋ° (সা°) ঋ° ১. ১১৬. ৬। ইনি অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করায় তাঁহারা ইঁহাকে একটী শ্বেতবর্ণ বলবান অশ্ব (অঘাশ্ব অশ্ব) প্রদান করেন। এই অশ্বের সাহায্যে ইনি নানা যুদ্ধে জয়লাভ করেন।—ঋ° ১. ১১৬. ৬। ২ অথর্ববেদোক্ত সর্পনাম-বি°। 'অঘাশ্বস্যেদং ভেষজম্' —অ° ১০. ৪. ১০।

অঘাসি—[অঘ (অশুভ) + ঘাসি (=ঘাস); প্রাদে°] নিকৃষ্ট ঘাস, মন্দ ঘাস, কাঁচড়া, খড়, অখাদ্য।

অঘাসুর—অসুর-বি°। ইনি বকাসুর ও পূতনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কংসের সেনাপতি ছিলেন। কৃষ্ণ যখন নন্দালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে কংস বালক-কৃষ্ণের প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য পূতনা ও বকাসুরকে প্রেরণ করেন; কিন্তু কৃষ্ণকে নিহত করা দূরে থাকুক তাহারা অচিরেই কৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়। অঘাসুর ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া কৃষ্ণের প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল। অঘাসুর অত্যন্ত মায়াবী ছিল। মায়া-প্রভাবে পথিমধ্যে এক বৃহৎ অজগরের মূর্তি ধারণ করিয়া মুখ-ব্যাদানপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহচরদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে গমন করিতেছেন। পথে বৃহৎ গহ্বর দেখিয়া গোপালগণ তাহা পর্বত মনে করিয়া অজগর-মুখে প্রবিষ্ট হইল। পূতনাঘাতী কৃষ্ণ অঘাসুরের ছল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সংহার ও গোপালগণকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং সর্প-মুখের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অজগরের গলদেশে গিয়া তিনি এরূপ বিস্তৃত মূর্তি ধারণ করিলেন যে, অঘাসুরের মস্তক ফাটিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাখালগণের সহিত কৃষ্ণ বহির্গত হইলেন।—ভা° ১০. ১২।

অঘাহ—[অশুভ অহন্ (=দিন)-ষ-স-ক°] অদিন, অপবিত্র অথবা অশুভ দিন। দোষযুক্ত দিন, অশৌচ দিন।

অঘী— [পু°-অঘিন্] পাপী, পাতকী, কুকর্মী। 'কুর, কপূত, অঘী, সবকী সুধরৈ জো করায় নর পূজো।'—তুলসী°।

অঘুন্ত— ভারতের উপকূল-সন্নিহিত মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত স্থান-বি°। অল্-ইদ্রীসীর 'নুজ্‌হতুল্ মুশ্‌তক্' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।—EHI. i. 87.

অঘৃণ—[অ=ন (নাই) ঘৃণা যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ নির্ঘৃণ, নির্লজ্জ, ঘৃণাশূন্য। ২ দয়াশূন্য, নির্দয়, নিষ্ঠুর।

অঘৃণাত্ম—বিণ, ঘৃণার অযোগ্য।

অঘৃষ্য—[অ=ন+√ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা) +য—কর্ম°] ঘর্ষণের অযোগ্য।

অঘোষ.—চৈনিক নৃপতি-বি°। সুলতান শম্‌সের রাজ্যকালে ৪২২ হিঃ° (১১২৮ খ্রী°) ইনি বহু সৈন্য লইয়া কাশ্‌গর আক্রমণ করেন। ইহাতে কাশ্‌গরের তদানীন্তন অফ্রাসিয়াবী-বংশীয় রাজা অহ্‌মদের সহিত কাশ্‌গররাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে ইঁহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে

অযুক্. পরাজিত হন এবং ক্ষোভে ও তাপে নিজ রাজধানীতে পলায়ন করেন। সেখানে ইঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর গূর্ খাঁ চীনরাজ্যের অধিপতি হন।—TN, 907.

অঘর্ণ — অঘূর্ণিত যষ্টি। —আপ-শ্রৌ° ৭. ১. ১৭।

অঘুল—মুসলমান সেনাপতি-বি°। ৬১৭ হিজ° মুঘল-কর্তৃক খুরাসান্ ও মর্ব নগরদ্বয় অবরোধকালে ইনি ও সেনাপতি শেখ খাঁ ২০০০ সৈন্যসহ খ্ বারাজ্ম্-এর পক্ষ হইতে মুঘলদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। কিন্তু মুঘলদিগের হস্তে ইঁহারা বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন। মুঘলগণ ইঁহাদের অধিকাংশ সৈন্যের বিনাশসাধন করিয়া ৬০ জনকে বন্দী করে এবং সেই ৬০ জনকে মর্ব শহরে ঘুরাইয়া অবশেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। শেখ খাঁ ও অঘুল্ অবিলম্বে পলায়ন করিয়া দশ্‌ৎ-ই-গূর্জ্-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন।—TN, 1030.

অঘল্ স্যাহিব বিন্ মুহম্মদ-ই-তকিশ্—সুলতান খ্ বারজ্ম্ শাহের অন্যতম পুত্র ও সুলতান জলালুদ্দীন মঙ্গ-বর্নীর অনুজ [জলালুদ্দীন দ্র°]।—TN, 286.

অঘ্ল্শ্১—মিসর্-এর শাসনকর্তা বন্দ্ কুদার-এর অধীন সেনাপতি। মলিক সালিহ্ বিপদ্গ্রস্ত হইলে ইনি তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হন। পথে শত্রুপক্ষ মুঘলদিগের সহিত ইঁহার সংঘর্ষ হয়; যুদ্ধে ইনি পরাজিত হন এবং মলিক সালিহ্ মুঘলদিগের হস্তে বন্দী হইয়া পড়েন।—TN, 1281.

অঘ্ল্শ্২—নামান্তর অঘ্ল্শ্। মুঘল সেনাপতি-বি°। ইনি তুর্কজাতীয় এবং অত্তা-বক্রের এক জন ক্রীতদাস ছিলেন। কিন্তু অত্তা-বক্ ইঁহাকে খলজ্, তুর্ক, কুর্দ ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ জাতীয় সেনঃ-বাহিনীর অধিনায়ক করেন। ১২২২-৩ খ্রী° ইনি গূর্জীস্তান আক্রমণ করেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে হত্যা ও তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তফ্লীস্-এর তোরণ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখানে গূর্জীদিগের সহিত ইঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। গূর্জীগণ ইঁহার বহু সৈন্য নিহত করিয়া ইঁহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে, কিন্তু অতঃপর প্রধান মুঘলবাহিনী আসিয়া অঘ্ল্শের সহিত যোগদান করায় গূর্জীগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।—TN, 996.

অঘেয়ন —(দেশ°) যবের মোটা আটা।

অঘোঃ—[সূ°-অঘোস্] সম্বোধনসূচক শব্দ, হে, ওহে, ওরে, অগো, ওগো। বাঙলা অগো, ওগো—ইহার অপভ্রংশ।

অঘোর১—১ [অ=ন (নাই) ঘোর (=ভয়ানক) যাহা হইতে—বহু°; স্ত্রী—া] বিণ, অতি ভয়ানক, প্রচণ্ড, দুর্ধর্ষ। ২ [অ=ন (নয়) ঘোর (=ভয়ানক)—নঞ্ তৎ] বিণ, যিনি ভয়ানক নহেন, অভয়ানক, সৌম্য, প্রিয়দর্শন। ৩ শিব অথবা তাঁহার মূর্তিবি° (এখানে অঘোর = ঘোর)। ৪ (বা°) ঘোর, গাঢ়, গভীর, অচেতন, সংজ্ঞাহীন।

অঘোর২—পঞ্চশিবের অন্যতম। প্রসাদ-মন্ত্র মনকে নির্মল করে। [প্রসাদমন্ত্র দ্র°] প্রসাদ-মন্ত্রের ধ্যান হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত মহাদেবের পঞ্চমুখ।

ঈশানস্তৎপুরুষাঘোরাখ্যো বামদেবসংজ্ঞশ্চ।
সদ্যোজাতাস্বয় ইতি মন্ত্রাণাং দেবতাঃ ক্রমাৎ পঞ্চ॥
—প্রপঞ্চ° ২৭. ৬

ইনি অতনুর (কামদেবের) ভীতিপ্রদ, ইঁহার আকার বৃহৎ, বর্ণ উজ্জ্বল কৃষ্ণ, মূর্তি উগ্র ও দংষ্ট্রা ভীষণ। ইঁহার ৮টী হস্তে যথাক্রমে রুদ্রাক্ষ, বেদ, পাশ, অঙ্কুশ, ডমরু, খট্বাঙ্গ, শূল ও করোটী।

অক্ষস্রগ্বেদপাশাঙ্কুশডমরুকখট্বাঙ্গশূলান্
কপালং।
বিভ্রাণো ভীমদংষ্ট্রোঽঞ্জনরুচিরতনুর্ভীতি-
দশ্চাঽপ্যাঘোরঃ॥
—ঐ, ২৭. ১৫

প্রপঞ্চসারতন্ত্রের অষ্টাবিংশ পটল ১৮ শ্লোক হইতে অঘোরের ধ্যান এইরূপ পাওয়া যায়:—

কালাভ্রাভঃ করাগ্রৈঃ পরশুডমরুকৌ খড্গখেটৌ
... চ বাণে-
ষাসৌ শূলং কপালং দধদতিভয়দো ভীষণাস্য-
ত্রিনেত্রঃ।
রক্তাকারাম্বরোঽহিপ্রবরঘটিতগাত্রোঽগ্নিনাগঃ...
প্রহাণীন্
খাদন্নিষ্টার্থদায়ী ভবদনভিমতোচ্ছিত্তয়ে স্যাদঘোরঃ॥

অঘোর সর্ব অনিষ্ট হইতে রক্ষা করেন। ইঁহার মূর্তি ভীষণ, ইনি ত্রিনেত্র, ভয়দ, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত ইঁহার বর্ণ, ইনি রক্তাম্বর-পরিহিত, বৃহৎ বৃহৎ সর্পবিভূষিত; ইঁহার ৮টী হস্তে কুঠার, ডমরু, খড্গ, খেটক, বাণ, ধনুক, শূল এবং করোটী; অনিষ্টকারী সর্পগণকে ইনি বিনাশ করেন এবং ভক্তদিগকে ঈপ্সিত বর দান করেন।

'শারদা-তিলক'-তন্ত্রের ধ্যানও প্রপঞ্চসারের ধ্যানের অনুরূপ:—

সজলঘনসমাভং ভীমদংষ্ট্রং ত্রিনেত্রং
ভুজগধরমঘোরং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্।
পরশুডমরুখড্গান্ খেটকং বাণচাপৌ
ত্রিশিখিনরকপালে বিভ্রতং ভাবয়ামি॥
—শারদা° ২০. ১০

সজল মেঘের ন্যায় আভাযুক্ত, ত্রিনেত্র, ভীষণকণ, রক্তবর্ণবস্ত্র; অঙ্গরাগও লাল বর্ণের। কুঠার, ডমরু, খড্গ, চর্ম, তীর, ধনু, ত্রিশূল ও নরকপাল ৮টী হস্তে ধারণ করেন। ইঁহার চারিদিকে সর্প বেষ্টন করিয়া আছে।

অঘোরের অপর একটী মন্ত্র:—

ঘাঁবশিখিকর্ণরেফান্ প্রতিবীপ্সা প্রাদিকাংশ্চ
পুনরপি তান্।
মেধাপ্যাধিনিম্নাস্তাং স্থানেব তরাস্তিকান্
সতন্দ্রূপান্॥
আন্তাদ্য চটপ্রচটৌ সকহবলৌ বন্ধঘাতয়ৌ দীপ্তা।
প্রোক্তা বর্মাস্ত্রাবধি সমুন্নরেচ্ছক্তিপূর্বকং মন্ত্রঃ॥
—প্রপঞ্চ° ২৮. ১২-১৩

কালিকাপুরাণ হইতে জানিতে পারা যায়, ইনি পঞ্চদশ নয়নশোভী ষড়্জ্যোতিঃপূর্ণ। বৃষবাহন হস্তিচর্মাবৃত পঞ্চমুখবিশিষ্ট মহাদেবের এক মুখের নাম অঘোর। এই মুখ দক্ষিণে অবস্থিত ('অঘোরং দক্ষিণে দেবং') ইঁহার বর্ণ নীল, ইনি ভীষণদংষ্ট্র। ('নীলবর্ণমঘোরাখ্যং দংষ্ট্রা ভীতিবিবর্ধনম্।'
—কালিকাপু° ৫১. ১১৭-২০

অন্যত্র কালিকাপু° ৭২. ১১৩-১৪ হইতে জানিতে পারা যায়. মহাদেবের অঘোর নামে যে মস্তক আছে, তাহা কামাখ্যা-দেবীর দক্ষিণ পীঠে অবস্থিত ; পরমপদপ্রার্থীরা উঁহাকে ভৈরব নামে কীর্তন করেন :—

কামাখ্যা গহ্বরপ্রান্তে কুব্জাঙ্গীনামযোগিনী-
পীঠে কোটীশ্বরীনাম্না যোনিরূপেণ সংস্থিতা ॥
যচ্চাঘোরাহ্বয়ং শীর্ষং তৎ কামাখ্যা দক্ষিণে ॥
পীঠে ভৈরবনাম্না তু গদ্যতে পরমার্থিভিঃ ॥

শিবরাত্রির প্রথম প্রহরে অঘোরকে দুগ্ধে স্নান করাইয়া পূজা করিতে হয় [শিবরাত্রি দ্র°]।

অঘোরের উৎপত্তি—অসিতকল্পে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ; তখন ধ্যানধ্যানপরায়ণ পরমেষ্ঠীর এক কৃষ্ণবর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মহাতেজা ব্রহ্মা সেই কুমারকে দর্শন করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ এই কুমার অত্যন্ত বলশালী ও স্বতেজে দীপ্যমান। ইঁহার পরিধেয় বসন, মস্তকে উষ্ণীষ ও যজ্ঞোপবীত মৌলিকৃষ্ণবর্ণের। কৃষ্ণমাল্য ও কৃষ্ণচন্দনে ইঁহার সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত। ব্রহ্মা এই অদ্ভুত কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণের দেবমূর্তি দেখিয়া ঘোর বিক্রমে মহাত্মা অঘোরের বন্দনা করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা অঘোরকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিলেন। তিনি ধ্যানে দেখিলেন—ইঁহার পার্শ্বে কৃষ্ণমাল্যানুলিপ্ত, কৃষ্ণমুখ, কৃষ্ণবস্ত্রযুক্, কৃষ্ণবর্ণশিখাযুক্ত চারিটী কুমার। —লিঙ্গপু° পূ° ১৪. ২-১০।

লিঙ্গপুরাণের ১৫শ অধ্যায়ে অঘোর-মন্ত্রবিধিতে উক্ত হইয়াছে, সর্বপাপ এই মন্ত্রে ধ্বংস হয়। দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, গুরুতর ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক ও অন্য বিবিধ মহাপাতক অঘোরমন্ত্রে বিনষ্ট [illegible]। এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে ব্রাহ্মণহত্যাকারীর পাপও বিনষ্ট হয়।

অঘোর-মন্ত্র :—

শিবভক্তের 'অগ্নিমূর্ধা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আপাদমস্তক অগ্নিহোত্রজ ভস্মে অনুলেপন করা কর্তব্য। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া উত্তরমুখে বসিয়া ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিতে হইবে। পরে 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রদ্বারা শিবমূর্তি নির্মাণ এবং প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাদেবের পূজা করিতে হইবে। শূলধারী অঘোরেশ্বরের পূজা শিবপূজার অনুরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ইঁহার পূজা সকল পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ। ইঁহার মন্ত্র ও ধ্যান বিভিন্ন। মন্ত্র যথা :—

অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ
সর্বতঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।

—লিঙ্গপু° উ° ২৬. ১৮।

নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে হয় :—

অঘোরেভ্যঃ প্রশান্তহৃদয়ায় নমঃ,
ঘোরেভ্যঃ সদাশিবব্রহ্মশিরসে স্বাহা,
ঘোরঘোরতরেভ্যঃ
জ্বালামালিনে শিখায়ৈ বষট্, সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যঃ পিঙ্গলকবচায় হুং, নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, সহস্রাক্ষায় দুর্ভেদায় পাশুপতায় হুং ফট্।'

পূজাবিধি :—স্নানের পর আচমন করিয়া আপনার শরীরে জল-সেচন করিতে হইবে। তৎপরে যথাবিধি অঘমর্ষণ জপ এবং তর্পণ করিয়া সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান ও সূর্যের পূজা বিধেয়। অঘোর-পূজাতে সমস্তই একরূপ, কেবলমাত্র মন্ত্র বিভিন্ন। পূজক সকলশুদ্ধি দ্বারা পূজা এবং বাহ্যর পূজা করিয়া উত্তম আসনে বসিয়া প্রথমে কায়-শোধন করিবেন। বিন্দুরূপ অগ্নিদ্বারা সমস্ত ব্যবহারকে দগ্ধ করিয়া নাসিকার অগ্রস্থিত হৃদকমলে সেই ভস্ম স্থাপন করিবেন। তাহার পর সেই ব্যবহারভস্ম বায়ুদ্বারা প্রেরণ করিয়া শোধন করিবেন এবং ব্রহ্মময় সেই ভস্মে শক্তির সহিত ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করিবেন। —ঐ, উ° ২৬. ৭-১০।

অঘোর-সংজ্ঞক মন্ত্রকে পাঁচ ভাগ করিয়া পুনর্বার তাহাকে পঞ্চাঙ্গ ভস্মদ্বারা অনুলেপন করিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব-কথিত জ্ঞানযুক্ত ক্রিয়াকে পূর্ববত যথাবিন্যাস করিয়া ত্রিনেত্র অঘোর-মূর্তির সহিত ন্যাস করিতে হইবে। হৃদয়ে উত্তম আসনে, নাভিদেশে অগ্নিগত ও ভ্রূমধ্যে দীপশিখার ন্যায় অবস্থিত এইরূপ চিন্তা করিয়া পূজক প্রভুকে স্মরণ করিবেন।

ইনি শান্তি, বীজ, অঙ্কুর, অনন্ত এবং ধর্মাদি-সংযুক্ত চন্দ্র, সূর্য, অগ্নিমণ্ডল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরমূর্তি-সংযুক্ত, বামাদিযুক্ত, মনোন্মনী-কর্তৃক অধিষ্ঠিত, উত্তম আসনে পরমাত্মরূপে অধিষ্ঠিত, ঈশ্বরস্বরূপ। ইঁহার দেহ অষ্টত্রিংশৎ কলা দ্বারা গঠিত, সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণাত্মক ও মঙ্গলময়। ইঁহার অষ্টাদশ হস্ত, গজচর্ম ইঁহার উত্তরীয় বস্ত্র ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধেয় বস্ত্র। ইনি সর্বত্র অঘোর নামে প্রসিদ্ধ। ইনি পরমেশ্বর, দ্বাত্রিংশৎ অক্ষররূপিণী দ্বাত্রিংশৎ শক্তিদ্বারা বেষ্টিত, ইনি সকল ভূষণে সজ্জিত। ইঁহাকে সমস্ত দেবতা নমস্কার করেন, কপালমালা ইঁহার আভরণ, সর্প ও বৃশ্চিক ইঁহার ভূষণ, ইঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের মত, মূর্তি মনোরম, কোটি চন্দ্রের মত প্রভা, ললাটে চন্দ্রকলা। ইনি শক্তির সহিত সর্বদা বাস করেন। ইঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ। এক হস্তে খড়্গ, খেটক, পাশাস্ত্র, বিবিধ রত্ন-খচিত চিত্র-বিচিত্র অঙ্কুশ ও নাগকক্ষা নামক অস্ত্র ; এক হস্তে শরাসন, পাশুপত অস্ত্র, দণ্ড এবং খট্বাঙ্গ ; এক হস্তে বীণা, ঘণ্টা, বৃহৎশূল, সিতা ডমরু, বজ্র, গদা ও প্রশস্ত টঙ্ক এবং অপর হস্তে মুদ্গর। ইনি বরদানশক্ত, অভয়হস্ত, পূজনীয় পরমেশ্বর। ইঁহার চিন্তা ও পূজা বিধেয়। পরে অগ্নিতে হোম করিতে হয়। ইঁহার মন্ত্র কিন্তু ভিন্ন প্রকারের। অগ্নিপুরাণোক্ত বিধান দ্বারা অষ্ট প্রকার পুষ্পাদি ও গন্ধাদি দ্বারা পূজা, স্তুতি, আত্মনিবেদন ও কুণ্ডমধ্যে বহ্নিহোমাদি করিতে হয়।—ঐ, ১১-২২।

'অর্ক-মন্দার-ধুস্তূরপুষ্পৈরঘোরে হরঃ' (অগ্নিপু° ২০২. ১৪) অর্থাৎ অর্ক, মন্দার ও ধুতুরা পুষ্পে হরের পূজা করা বিধেয়।

প্রাজাপত্যং তথাদাদি আগ্নেয়ং ধূপদীপকম্
ফলপুষ্পাদিকঞ্চৈব বানস্পত্যন্তু পঞ্চকম্ ॥
পার্থিবং কুশমূলাড্যং বায়বং গন্ধচন্দনম্।
ব্রহ্মাখ্যং বিষ্ণুপুষ্পঞ্চ সর্বদা চাষ্টপুষ্পিকাঃ ॥

—অগ্নিপু° ২০২. ২১-২২।

অর্থাৎ প্রাজাপত্যপুষ্প, অন্নাদি, আগ্নেয় পুষ্প, ধূপদীপ, বানস্পত্য, পুষ্পফলপুষ্পাদি, পার্থিব

পুন-কুশমূলাদি, বাসরপুষ্প গন্ধচন্দনাদি ও বিল্বপুষ্প দ্রব্য এই অষ্ট পুষ্পিকা সর্বথা প্রশস্ত।

যথাবিধি মণ্ডল করিয়া যথাক্রমে 'রুদ্রেভ্যঃ মাতৃগণেভ্যঃ যক্ষেভ্যঃ অসুরেভ্যঃ গ্রহেভ্যঃ রাক্ষসেভ্যঃ নাগেভ্যঃ নক্ষত্রেভ্যঃ বিশ্বগণেভ্যঃ ক্ষেত্রপালেভ্যঃ' এই মন্ত্রদ্বারা বলি প্রদান বিধেয়। তৎপরে অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল প্রভৃতি যথাবিধি নিবেদন করিতে হয়। অষ্টপ্রকার পুষ্পের দ্বারা ইঁহার পূজা করিতে হয়।

লিঙ্গ অথবা স্থণ্ডিল (বালুকাদি দ্বারা প্রস্তুত হোমের জন্য মণ্ডপ) উভয়েই অঘোরের পূজার বিধান আছে। কিন্তু লিঙ্গ-পূজার ফল স্থণ্ডিল হইতে কোটী গুণ অধিক। —ঐ, ২৩-৩০।

অঘোরকে স্মরণ করিবার জন্য কালা-কাল বিচার করিতে হয় না। শঙ্কর দুর্গাকে বলিয়াছিলেন, হে দেবি! অঘোরকে স্মরণ করিবার জন্য তিথি-নক্ষত্র দেখিতে হয় না, উপবাসও করিতে হয় না। অঘোর-স্মরণ মাত্রেই সর্বপাপ বিনষ্ট হয়। অগ্রে পঞ্চগব্যে ইঁহাকে স্নান করাইয়া মন্ত্র দ্বারা পূজা করা উচিত। এই পুরশ্চরণে ত্রৈলোক্য বশীকৃত হয়:—

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
অঘোরস্মরণাদ্দেবি সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥
স্নাপ্যাদৌ পঞ্চগব্যেন শিবমভ্যর্চ্য মন্ত্রতঃ।
জপেদষ্টোত্তরশতং সহস্রং জুহুয়াৎ ঘৃতম্॥
পুরশ্চরণমেতৎ তু ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।

—শিবপু° ধর্ম° ৪০. ১-৩।

অথর্ববেদে ভব, শর্ব, সহস্রবাহু, মহাদেব, পশুপতি, অর্ধকহন্তা রুদ্র (পুরাণের অন্ধক-হন্তা) উগ্র, ঈশান রুদ্রেরই নামান্তর।

'শতরুদ্রীয়ে' পূর্বোক্ত নামগুলির সহিত গিরিশ, নীলগ্রীব, কপর্দী, সভাপতি, গণপতি, সেনানী, ভীম, শিতিকণ্ঠ, শম্ভু ও শঙ্কর এইগুলি শিব-রুদ্রের অপর নাম।

কারণাগম হইতে জানিতে পারা যায়, মানুষ-লিঙ্গের ভিতর ৫টী শ্রেণী আছে— অষ্টোত্তরশতলিঙ্গ, সহস্রলিঙ্গ, ধারালিঙ্গ, শৈবেষ্ট-লিঙ্গ এবং মুখলিঙ্গ। অঘোর মুখলিঙ্গের অন্যতম। সর্বদা লিঙ্গের পূজাভাগের উপর মুখলিঙ্গ স্থাপন করিতে হয়। ইহার এক, দুই, তিন, চারি ও পঞ্চমুখ হইতে পারে; পূর্বোক্তক্রমে দেবাদিদেবের পঞ্চমুখের নাম বামদেব, তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, ঈশান। উপরি-

নাসিকের মুখলিঙ্গ মূর্তি
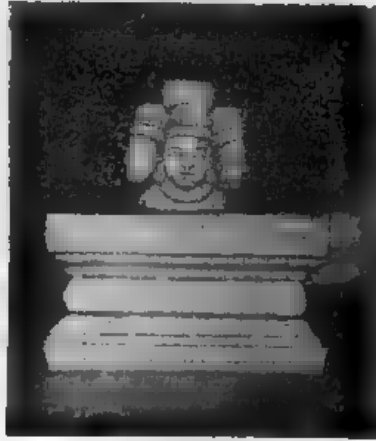
ভাগে ঈশান, পূর্বে তৎপুরুষ, দক্ষিণে অঘোর, পশ্চিমে বামদেব ও উত্তরে সদ্যোজাত অবস্থিত। ইঁহারা মহাদেবের বিভিন্ন মূর্তি। এই পঞ্চ-দেবতার নাম পঞ্চব্রহ্ম বা ঈশানাদি। ইঁহারা নিষ্কল শিব হইতে জাত। বেদান্তবাদীদের আকারহীন, অপ্রকট, পরব্রহ্ম ও বৈষ্ণবদের বাসুদেবের মত।

ধাতু বা মূল্যবান্ প্রস্তরনির্মিত শিব-লিঙ্গের মাত্র পূজাভাগ থাকে অর্থাৎ পিণ্ডি-কার উপরে মাত্র লিঙ্গটী উদ্গত হয়; ইহাকে রুদ্রভাগ বলে। এই শ্রেণীর লিঙ্গ ব্রহ্মভাগ ও বিষ্ণুভাগের মত নির্মিত হইবে না। ঐগুলি পৃথক্ নির্মিত হইয়া পিণ্ডিকার উপরে স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে এক ধাতু বা প্রস্তরের ভিতর হইতে পিণ্ডিকা ও লিঙ্গ একত্র কর্তিত হয়।

শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য নৃপতিবর্গ অঘোরের পূজা করিতেন। লিঙ্গপুরাণে এই পূজা-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রসিদ্ধ পুরোহিত সপ্তনাড়ক-মন্দিরে ফাল্গুনী কৃষ্ণা-চতুর্দশীতে অঘোরের পূজা আরম্ভ করেন এবং চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে পূজার সমাপন হয়। পূজার জন্য ৫টী কুণ্ড নির্মিত হয়; চারিদিকে চারিটী ও মধ্যস্থলে একটী। মধ্যস্থলের কুণ্ডে পুরোহিত স্বয়ং বসিয়া পূজা করিবেন ও অপর চারিটী কুণ্ডে তাঁহার ৪ জন শিষ্য পৌরোহিত্য করিবেন। ইঁহাদেরও মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া চাই। ইঁহারা হোম করিবেন ও অঘোরের ধ্যান করিবেন। তৎপরে ইঁহারা শত্রু নরেশের একটী কাষ্ঠ নির্মিত প্রতিকার পুত্তলিকা একটী প্রজ্বলিত কুণ্ডে মস্তক নিম্নদিকে রাখিয়া ফেলিবেন ও অগ্নি আনিয়া ইহার উপর ফেলিতে থাকিবেন।

রূপমণ্ডনে (৪.৫-১১) অঘোরের ধ্যান এইরূপ:—

দংষ্ট্রাকরালবদনং সর্পশীর্ষং ত্রিলোচনম্।
মুণ্ডমালাধরং দেবং সর্পকুণ্ডলমণ্ডিতম্॥
ভুজঙ্গকেয়ূরধরং সর্পহারোপবীতিনম্।
যোনসং (?) কটিসূত্রেন গলে বৃশ্চিকমালিকম্॥
নীলোৎপলদলশ্যামমতসীপুষ্পসন্নিভম্।
পিঙ্গভ্রূপিঙ্গজটিলং শশাঙ্ককৃতশেখরম্॥
তক্ষকং মুষ্টিকঞ্চৈব পাদয়োস্তু নূপুরৌ।
অঘোররূপকং কুর্যাৎ কালরূপমিবাপরম্॥
মহাশীর্ষং মহোৎসাহমষ্টবাহুং মহাবলম্।
শমনঞ্চ রিপোঃ সদ্যঃ নিবেশো যত্র স্থণ্ডিলে॥
খট্বাঙ্গং চ কপালং চ খেটকং পাত্রমেব চ।
বামহস্তেষু কর্তব্যমেতচ্চ ধনুশ্চতুষ্টয়ম্॥
ত্রিশূলং পরশুঃ খড়্গং দণ্ডশ্চৈবারিমর্দনঃ।
শস্ত্রাণ্যেতানি চত্বারি দক্ষিণেষু করেষু॥

'শৈবকারণাগমে' ইঁহার ধ্যান:—

কুঠারখেটাঙ্কুশপাশশূলকপালটঙ্কাক্ষগুণান্দধানঃ।
চতুর্মুখো নীলরুচিস্ত্রিনেত্রঃ পায়াদঘোরো
দিশি দক্ষিণস্থাম্॥

পূর্বেই অঘোরের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি উলঙ্গ মূর্তিতে অবস্থিত, আবার কখন বা কটিদেশ হস্তি- বা সিংহ-চর্মাবৃত থাকে। মস্তকের জটা সর্পবেষ্টিত। অসুর এবং পিশাচেরা ইঁহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া থাকে।

শৈবকারণাগমোক্ত মূর্তিকে অঘোরাস্ত্র-মূর্তি বলে। একটী মূর্তি তিরুক্কুড়ুন্দুরমের শিবমন্দিরে ও অপরটী পট্টীশ্বরমের শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। মূর্তি দুইটী প্রায়ই একরূপ। দুইটীর সম্মুখ দিকের দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল

সমান্তরালভাবে আছে, অন্য ছয়টী হস্তে যথাক্রমে ঘণ্টা, পাশ, খেটক, কপাল, খড়্গ ও ডমরু। মস্তকের চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা

পট্টীশ্বরের অঘোর-মূর্তি

জ্বলিতেছে। মুখ ভীষণ, ত্রিনেত্র গোলাকার, দুই পার্শ্বে ভীষণ দংষ্ট্রা; ইনি উগ্রমূর্তি, ভীষণ-দর্শন, আগুল্ফ মুণ্ডমালা-বিভূষিত ও প্রভা-মণ্ডল-সমন্বিত।

ইঁহার পূজায় ব্রহ্মহত্যাদি সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। ইনি বরদান করিয়া থাকেন। ইঁহার বর্ণ অসিত।

'শিবতত্ত্বরত্নাকরে'র বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অঘোরের একটী মুখ, ৩২টী বাহু। মস্তকে জটামুকুট এবং তাহার ভিতর অর্ধচন্দ্র, ত্রিনেত্র। দক্ষিণ দিকের হস্তগুলিতে যথাক্রমে অভয়, খড়্গ, চক্র, শূল, ডমরু, অগ্নি, বাণ, গদা, পদ্ম, কপাল, জ্ঞানমুদ্রা, কুন্ত, অঙ্কুশ, অক্ষমালা, খট্বাঙ্গ ও পরশু। ১৬টী বাম হস্তে যথাক্রমে বরদ, কবচ, টঙ্ক, পাশ, মুদ্গর, সর্প, অগ্নি, মৃগ, ঘণ্টা, ধনু, কটাবলম্বিত হস্ত, বজ্র, জলপদ্ম, কুণ্ডল, মুষল ও পুস্তক (বেদ)। ইনি নরমুণ্ডমালা-বিভূষিত ও কর্তিতমস্তক কালের উপর দণ্ডায়মান। ইনি সর্বপ্রকার বর দান করিতে পারেন।

দশভুজ অঘোরমূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি ত্রিনেত্র, উগ্রমূর্তি, নীলবর্ণাভ, রক্তাম্বরধারী। ইঁহার সর্বাঙ্গে সর্পের অলঙ্কার। ৮টী হস্তে পরশু, ডমরু, খড়্গ, খেটক, বাণ, ধনু, শূল, কপাল ও অপর দুইটী হস্তে বরদ ও অভয়মুদ্রা।

পরশুং ডমরুং খড়্গখেটৌ বাণশরাসনে।
শূলং কপালমভয়বরৌ দধতমিষ্টদম্॥
ত্রিলোচনং ভীষণাস্যং নীলাভং রক্তবাসসম্।
অহিভূষি[ত]সর্বাঙ্গং তমঘোরমুপাস্মহে॥

—পাঞ্চরাত্র

'বিষ্ণুধর্মোত্তর' হইতে জানিতে পারা যায়, অঘোরের মূর্তি উগ্র, দেহের বর্ণ পীত—ইনি ক্ষত্রিয়বর্ণ।

'রূপমণ্ডন' হইতে জানিতে পারা যায় যে, অঘোরের করালবদন, তিনটী পীতবর্ণের চক্ষু, মুখের দুই দিক্ হইতে দুইটী গজদন্ত উদ্গত হইয়াছে। নরমুণ্ডমালাধারী, সর্পবেষ্টিত, দেহের সর্বত্র সর্পের ভূষণে অলঙ্কৃত, দুই কর্ণে সর্পকুণ্ডল, দুইটী সর্পের কেয়ূর, সর্পহার যজ্ঞোপবীত, কটিসূত্রে সর্প, গলদেশে বৃশ্চিকের মালা, তক্ষক ও পুলিকের নূপুর, দেহের বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায়, পীতবর্ণের জটা, শেখরে শশাঙ্ক। দেখিতে কালপুরুষের মত। শত্রুদের ভীতিপ্রদ। বামহস্তে খট্বাঙ্গ, কপাল, খেটক, পাশ; দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল, পরশু, খড়্গ এবং দণ্ড।

'শ্রীতত্ত্বনিধি' হইতে জানা যায়, অঘোরের ৮টী হস্তে যথাক্রমে পরশু, বেদ, অঙ্কুশ, পাশ, শূল, কপাল, ঢক্ক ও অক্ষমালা।

অঘোরমূর্তি হইতে জগতে ৫টী আগম প্রকাশিত হইয়াছে:—(১) বিজয়াগম, (২) নিশ্বাসাগম, (৩) স্বায়ম্ভুবাগম, (৪) অনলাগম ও (৫) বীরাগম।

'সূত সংহিতা'র মতে ঈশানাদি পঞ্চ ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত: যিনি এই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি সংসার হইতে মুক্তি পান। ইঁহাদের মতে ঈশান= আকাশ, তৎপুরুষ = বায়ু, অঘোর = অগ্নি, বামদেব = অপ্ এবং সদ্যোজাত = পৃথিবী। এগুলি হইতেছে জগতের মূল উপাদান।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অঘোর-কল্প—গ্রন্থ-বি°। — S. Mss. 7730. ~**নীলকণ্ঠমন্ত্র**—তন্ত্রশা°।—Taylor, i. 109. ~**নৃসিংহকল্প**—গ্রন্থ-বি°। S. Mss. 7730. ~**বীরনৃসিংহ**—তন্ত্রশা°।—B. 41, 252. ~**শিবদেশিক**—'রত্নেশ্বর প্রসাদন'-রচয়িতার পূর্বপুরুষগণের অন্যতম।—S. Mss. 12632. ~**শিবপদ্ধতি**—গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকর্তা—অঘোরশিব।—Poona, 337. ~**স্তব**—শিবের স্তববিষয়ক গ্রন্থ-বি°। প্রতি শ্লোকে অঘোরাস্ত্র নামক মন্ত্রদ্বারা শিবারাধনা আছে। অঘোর শিবের পঞ্চমুখের অন্যতম।—S. Mss. 10904. ~**নন্দনাথ**—'দুর্গাপূজাবিধি'প্রণেতা। ~**ষ্টক**—শৈবধ্যানগ্রন্থ-বি°। S. Mss. 10905. ~**স্ত্র**—মন্ত্রগ্রন্থ-বি°। —Taylor, i. 367. ~**স্ত্রানুষ্ঠানবিধি**—গ্রন্থ-বি°।—S. Mss. 7731.

অঘোরঘণ্ট—১ কাপালিক-বি°। 'মালতী-মাধব' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে কাপালিক অঘোরঘণ্ট-দ্বারা চামুণ্ডাদেবীর পূজার কথা আছে। ২ বামাচারী কাপালিক-সম্প্রদায়-বি°। [বিশেষ বিবরণ 'কাপালিক' শব্দে দ্র°]।

অঘোরঘোররূপ—(ভয়ানক এবং অভয়ানক উভয়বিধ প্রকৃতি- ও আকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া) শিবের অন্যতম নাম।

অঘোরচতুর্দশী—ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সম্পাদ্য ব্রতবি°। উৎকলেও ইহা সম্পাদিত হয়।—গদাধরপদ্ধতি, ১৫৭; আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, ৩২৫।

অঘোরচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার; রচিত গ্রন্থ—(১) বালিবধ (পৃ° ৬৮), কলি. ১২৮৬ বঙ্গ° (১৮৭৭ খ্রী°); (২) চাই বেলফুল (পৃ° ১২), ঢাকা ১৮৭৬ খ্রী°; (৩) লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটক (পৃ° ৫৬), কলি. ১৮৮০ খ্রী°; (৪) রামবনবাস নাটক (পৃ° ৪৬), ১২৮৯ বঙ্গ° (১৮৮০ খ্রী°); (৫) রাবণবধ নাটক (পৃ° ৪৮), কলি. ১৮৮০ খ্রী°; (৬) বউ কথা ক (পৃ° ১২), কলি. ১৮৭৪ খ্রী°; (৭) ড্রেনের পাঁচালি (পৃ° ১২), কলি. ১৮৭৪ খ্রী°; (৮) এ এক মজা

(পৃ° ১০), কলি. ১৮৭২ খ্রী°; (৯) একেই বলে পোল (পৃ° ১২), কলি. ১৮৭৪ খ্রী°; (১০) মহন্ত এলোকেশী (পৃ°২৪), কলি. ১৮৭৪ খ্রী°; (১১) মহন্তের শেষ (পৃ°১২), কলি. ১৮৭৪ খ্রী°; (১২) সীতাহরণ যাত্রা (পৃ° ৭০), কলি. ১৮৭৮ খ্রী°; (১৩) (ছাঁকা) বিদ্যাসুন্দর টপ্পা, ৩ ভাগ, কলি. ১৮৭৫ খ্রী°; (১৪) অকালরায় নাটক (পৃ° ৪৪), কলি. ১৮৭৯ খ্রী°; (১৫) ভীমবিক্রম বা কীচক-বধ নাটক (পৃ° ৪২) কলি. ১২৮৫ বঙ্গ°; (১৬) মৃত্যুঞ্জয় ঔষধাবলী (পৃ° ৪৭) কলি. ১২৮৯ বঙ্গ°।

অঘোরচন্দ্র শেঠ বালিকা-বিদ্যালয়—ইহা চন্দননগরে গভর্নমেন্ট-পরিচালিত একটী অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়। ইহা হরিহর শেঠ-কর্তৃক তদীয় পিতৃব্য অঘোরচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত।

অঘোরচন্দ্র সিংহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ক্ষৈমকা-প্রকাশ (পৃ° ৯৯), ১ম ভাগ, কলি. ১৮৮১ খ্রী°।

অঘোরনাথ—ভূতনাথ, শিব।

অঘোরনাথ অধিকারী — গ্রন্থকার। ইঁহার গ্রন্থ—(১) পদার্থ-পরিচয়, ১ম সং—১৯১২ খ্রী°; (২) বিবিধ-বিধান, ১ম সং—১৯০৯ খ্রী°; ৩য় সং—১৩১৯ বঙ্গ°।

অঘোরনাথ কুমার—গ্রন্থকার। রচিত পুস্তক—শতনরী।

অঘোরনাথ গুপ্ত — ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক সাধু। ১৭৬৩ শক° ১৮ই অগ্রহায়ণ (১৮৪১ খ্রীঃ ডিসেম্বর) শান্তিপুরে সম্ভ্রান্ত হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান্ বৈদ্যবংশে জন্ম। বাল্যকালে স্বগ্রামে কিছু দিন সংস্কৃত টোলে শিক্ষালাভ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ভ্রাতা ভুবনমোহনের সহায়তায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশলাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইঁহার সতীর্থদের মধ্যে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি বিজয়কৃষ্ণের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানগুলির আচরণ করিতে থাকেন। ইঁহার ভগবদ্ভক্তি এতদূর তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইনি কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ না করিয়াই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র যখন যুবকদিগকে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য 'ব্রাহ্মসঙ্গত সভা' স্থাপন করেন, তখন ইনি তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া দাঁড়ান। আবার যখন জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশবচন্দ্র বিতাড়িত হন, তখন যে কয়টী যুবক তাঁহার সহিত যোগদান করেন, সাধু অঘোরনাথ তাঁহাদের অন্যতম।

প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়া ইনি প্রথমেই ঢাকা শহরে গমন করেন এবং তত্রস্থ নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করেন। পরে তিনি এ কার্য ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার ভাবোন্মত্ততা ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিয়া অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের উদার মতের রসাস্বাদ করেন। পরে ১৮৬৩ খ্রীঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক-মণ্ডলীতে প্রবেশ করেন। জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সম্মিলন এবং চারিত্রিক আদর্শ ও ইঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিণতি দেখিয়া অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। নব-বিধানের প্রচারকদিগের মধ্যে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, দীননাথ মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ ও কেদারনাথ এবং সাধারণের ভিতর হরিসুন্দর, নিত্যগোপাল, প্রকাশচন্দ্র-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইঁহার নিকট হইতে ভগবদ্ভক্তি ও সেবা-ধর্মের প্রেরণা লাভ করেন। প্রচারকার্যে ইনি ভারতবর্ষের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া বহু নর-নারীকে নব-বিধানমতে দীক্ষিত করেন।

সমাজ-সংস্কার কার্যেও ইনি অগ্রণী ছিলেন। বর্ণান্তরের জনৈক বিধবাকে ইনি জীবন-সঙ্গিনী করেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন জগতের ধর্মগ্রন্থসমূহের সঙ্কলন করিয়া 'শ্লোকসংগ্রহ' রচনা করিতেছিলেন তখন ইনি তাঁহার প্রধান সহায়ক হন। মুঙ্গেরে প্রচার-কার্যে যখন ইনি ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ভক্তির বন্যায় ইনি আপ্লুত হইতেন। ইঁহার ভাব-সমাধি হইত। এই সময় হইতে জ্ঞানপন্থী ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে ব্রাহ্মধর্মে নূতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমন্বয়-সাধনে সাধু অঘোরনাথের প্রভাব সমধিক ছিল। নব-বিধানে যখন ভক্তদিগকে তাঁহাদের সাধন-অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হইতেছিল, তখন কেশবচন্দ্র ইঁহাকে যোগ শিক্ষা করিতে বলেন। আবার যখন তিনি নব-বিধানের বলাধানের জন্য সাধকদিগকে সর্বধর্ম আলোচনা করিতে বলেন, তখন ইঁহাকে বৌদ্ধধর্ম আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন; ফলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাইলাম 'শাক্যমুনি-চরিত'। উত্তর-ভারতে প্রচার-কার্য করিয়া লক্ষ্ণৌ শহরে আসিয়া ইঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মীরা প্রচার-কার্যে ইঁহার সাফল্যের জন্য ইঁহাকে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে (১৮৮১ খ্রী° ৯ই ডিসেম্বর) ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্বাণ-তত্ত্ব', কলি. ১৮৮৮ খ্রী° (১৮০৪ শক°) তিন খণ্ডে বিভক্ত।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অঘোরনাথ ঘোষ — গ্রন্থকার। গ্রন্থ—(১) ভাতির সেনাপতি নাটক (পৃ° ৬৩) ১২৮৪ বঙ্গ° (১৮৭৭খ্রী°); (২) পৌরাণিক গল্প, ১৩০৪ বঙ্গ°; শক্তিমুক্তি, ১৩১৮ বঙ্গ°; (৪) সংযুক্তা-উপাখ্যান, ১৮৯১ খ্রী°।

অঘোরনাথ চক্রবর্তী—সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—১২৭০ বঙ্গ° রাজপুর গ্রাম (দক্ষিণপাড়া), ২৪ পরগনা; মৃত্যু—৭৫ বৎসর বয়সে ১৩২৫ বঙ্গ° কাশীধাম। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-বংশীয়। পিতা—প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী এক জন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। রাজপুর স্থানীয় বিদ্যালয়ে অঘোরনাথের শিক্ষালাভ। ইনি প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ

করেন। তদবধি ইনি সঙ্গীতচর্চায় রত হন। বিদ্যাশিক্ষায় ইঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেই ইঁহার ভবিষ্যৎ-সাফল্যের আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই। ইঁহার প্রতিভা ভিন্নপথে পরিচালিত হয়। সঙ্গীতচর্চা করিয়া ইনি আপনাকে বঙ্গীয় সঙ্গীত-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে বিশিষ্ট গায়করূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ইঁহার কণ্ঠস্বরও সুমধুর ছিল। প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ 'আলী বক্স্ খাঁর নিকট ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 'আলী বক্স্ খাঁ ইঁহাকে ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষা দেন। এতদ্ব্যতীত অঘোরনাথ মুরাদ 'আলী খাঁ, দৌলত খাঁ, রমজান খাঁ প্রভৃতি বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিদ্‌গণের নিকট হইতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধ্রুপদ ও ভজন গানেই ইঁহার কৃতিত্ব অধিকমাত্রায় দেখা যাইত।

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়,— প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ও শিক্ষাতত্ত্ববিৎ। জন্ম—১৮৫১ খ্রী°। মৃত্যু—১৯১৫ খ্রী° ২৯এ জানুয়ারী। পিতা—বিক্রমপুর ব্রাহ্মণগ্রাম-নিবাসী রামচরণ চট্টোপাধ্যায়। পণ্ডিতের বংশ। আদি নিবাস—পাটুলিগ্রাম, বর্ধমান। শিক্ষা—(ক) ব্রাহ্মণগ্রামের পাঠশালা, (খ) ঢাকা কলিজিয়েট স্কুল। প্রবেশিকা পরীক্ষা—১৮৬৭ (ঢাকা কলিজিয়েট স্কুল)। এফ-এ—১৮৬৯। প্রেসিডেন্সী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে Gilchrist পরীক্ষা দান, কৃতকার্য হইয়া (৩০০ পাউণ্ড) ৪৫০০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ড-যাত্রা। কয়েক মাসের মধ্যে তথায় সিভিল সার্ভিস ও কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দান। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলেও সিভিল সার্ভিসে সংস্কৃত এবং কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। ১৮৭৫ খ্রী° এডিনবরায় বি-এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ও পদার্থ-বিজ্ঞানে Caxter বৃত্তিলাভ। রসায়নের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ও Hope prize লাভ। জর্মানীতে গমন। Bonn বিদ্যালয়ে রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষা। বেঞ্জিন-যৌগিক পদার্থ-সম্বন্ধে গবেষণা। ১৮৭৭ খ্রী° এডিনবরায় প্রত্যাগমন ও তথায় ডি-এস্‌সি উপাধি-লাভ (ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রথম)। ১৮৭৮ খ্রী° হায়দ্রাবাদ নিজাম-রাজ্যে আগমন। নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যর সালার জঙ্গ বাহাদুরের আহ্বানে হায়দ্রাবাদ-রাজ্যের শিক্ষার উন্নতি-বিধানের জন্য নিযুক্ত হন। নিজাম-কলেজ ও বালক-বালিকাদিগের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে অগ্রণী। ছাত্রবৃন্দ ও সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া যশোলাভ। ইঁহার বিরুদ্ধে ঈর্ষাকারীদের ষড়্‌যন্ত্রের ফলে ১৮৮২ খ্রী° হায়দ্রাবাদ ত্যাগ। কলিকাতায় গ্রে স্ট্রীটে

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইউনিভার্সিটি স্কুল স্থাপন (পরে ইহা ইউনিভার্সিটি কলেজে পরিণত হয় *)। হায়দ্রাবাদের চক্রান্তকারীদের অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপাদন।

পত্নী—বরদাসুন্দরী। ইঁহার চারি পুত্র ও চারি কন্যার মধ্যে হারীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডু অন্যতম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়,— গ্রন্থকার। ইঁহার গ্রন্থ—(১) ধর্মের সূক্ষ্মা গতি (পৃ° ২+১৬৬), কলি. ১৮৬৮ খ্রী°; (২) হরিদাস ঠাকুর (পৃ° ৮+১৫০), কলি. ১৮৯৬ খ্রী°; (৩) বিয়োগী বন্ধু (পৃ° ১২), কলি. ১৮৭৬ খ্রী°; (৪) ভক্তচরিতামৃত, ১৩০০ বঙ্গ°; (৫) যেমেলি ব্রত।

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়টি ক্রয় করিয়া তাঁহার মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন করিয়া দেন।

অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি— গ্রন্থকার। রচিত গ্রন্থ—(১) চারুচরিত, কলি. ১৮৫৭ খ্রী°। (২) রামায়ণ (আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড), বর্ধমান ১৮৬৬-৭১ খ্রী°; (৩) মহাভারত (শান্তিপর্ব), ৩ ভাগ, বর্ধমান ১৮৭৮ খ্রী°; (৪) সতীবিয়োগ নাটক, ১২৮৯ বঙ্গ°; (৫) ভ্রমবিলাস (পৃ° ১৩৩), বর্ধমান ১৮৯১ খ্রী°।

অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— গ্রন্থকার। গ্রন্থ—(১) কড়্‌গ্রাস, ১২৯১ বঙ্গ°; (২) অপূর্ব-সংযোগ (পৃ° ১০৪), কলি. ১৮৭৬ খ্রী°; (৩) অভিমন্যুবধ কাব্য, (পৃ° ১০৭), কলি. ১৮৬৮।

অঘোরনাথ বসু চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিলাসী যুবা (প্রহসন), ১৩০২ বঙ্গ°।

অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—১ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—(১) রাবণবধ কাব্য (পৃ° ৪৩), কলি. ১৮৭৭ খ্রী°; (২) সতীত্ব-রঞ্জিনী (পৃ° ৪৫) কলি. ১২৮৫ বঙ্গ°। ২ গীত-রত্নমালা (১ম ভাগ, ১ম খণ্ড) ১৩০২ বঙ্গ°।

অঘোরনৃসিংহরস—(বৈদ্যক) সন্নিপাত-জ্বরনাশক রসৌষধ-বি°। প্রস্তুত-প্রণালী—তাম্রভস্ম ১ ভাগ, লৌহভস্ম ৭ ভাগ, বঙ্গভস্ম ৩ ভাগ, অভ্রভস্ম [illegible] ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম ১ ভাগ, শোধিত পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ১ ভাগ, শোধিত মনঃশিলা ১ ভাগ, সর্পবিষ [illegible] ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, শোধিত কুচিলা ৩০ ভাগ ও শোধিত কাঠবিষ ১২০ ভাগ—এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও বরাহের পিত্তের দ্বারা এক প্রহর কাল ধরিয়া ভাবনা দিতে [illegible]; পরে চিতামূলের কাথে একপ্রহর কাল ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিতে হইবে। ইহার অনুপান ভাবের জল।—ভৈষজ্যর° জ্বরাধিকার।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অঘোর-পন্থা, -মার্গ—[অঘোর এমন পন্থা, মার্গ—কর্মধা°] শিবোপাসক সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মমত, অঘোরীদিগের মতবাদ বা সাধনপদ্ধতি।

অঘোরপন্থী—অঘোরমতাবলম্বী, অঘোরী [অঘোরী॰ দ্র°]।

অঘোরপ্রমাণ — ভয়ানক শপথ, ভীষণ শপথ।

অঘোরশক্তি—দক্ষিণভারতীয় দেবী বি°। কোচিনরাজ্যে এই দেবীর পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। ইনি দেবী দুর্গার রূপবি°। ইঁহার ভীষণ ও নির্দয় প্রকৃতি দৈত্য-দানবদের হাত হইতে মানবগণকে রক্ষা করে। দেবীর মস্তকের উপর একটী ভয়ঙ্কর সর্প থাকে এবং উহাও অনেকগুলি সর্পবেষ্টিত। ইঁহার কপালের উপর শিবচিহ্ন অঙ্কিত এবং মুখ হইতে সিংহের শোণিত-দন্তের ন্যায় দন্ত বিকসিত। ইঁহার দশটী হাত; তন্মধ্যে দুইটী হাত পরস্পর সম্বদ্ধ, দুইটী হাত শূন্য; অবশিষ্ট দক্ষিণ পার্শ্বের তিনটী হাতে রজ্জু, শুক-পক্ষী ও বর্শা এবং বামপার্শ্বের তিনটী হাতে একটী সর্প-সহ ডম্বরু, অগ্নি ও ত্রিশূল অবস্থিত।

কোচিনরাজ্যে প্রবাদ আছে যে, মহাবীর পরশুরাম দৈত্যদানবদের হাত হইতে মানব-গণকে রক্ষা করিবার জন্য ১০৮টী দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল মন্দিরের দেবী দুর্গাই দেবী অঘোরশক্তি। ক্রাঙ্গানোর, পল্লুরুত্তি, কোচিন, ছোটনিকর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী প্রাচীন অঘোরশক্তি মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। —Cochin Tribes & Castes. i. 310.

অঘোরশিব—চেদির নৃপতিগণ-প্রদত্ত বিল্‌হরি-প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত মাধুমতেয়-পর্যায়-ভুক্ত শৈব সাধু-বি°। মাধুমতেয়ের শিষ্য চূড়াশিব, চূড়াশিবের শিষ্য হৃদয়শিব, হৃদয়শিবের শিষ্য সোহলা (?) এবং সোহলার (?) শিষ্য অঘোর-শিব। লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, অঘোর-শিবের গুরু তাঁহার হস্তে সোহলেশ্বর মন্দিরের ভার অর্পণ করেন, এই মন্দিরে সোমেশ্বরের পূজা হইত।

সোহলা সোহলেশ্বর বা সৌহলেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিকেরা এই মন্দিরকে গুজরাটের সোমেশ্বর-মন্দির বলিয়া মনে করেন।—EI, i. 268, 270.

অঘোর শিবাচার্য, — বৈদান্তিকাচার্য। খ্রী° ১১শ শতকে শৈবভাষ্য লিখিয়া ইনি শিবাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করেন। অঘোর শিবাচার্য শ্রীকণ্ঠমতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীকণ্ঠ শঙ্করাচার্যের মত খণ্ডন করেন। বেদান্ত-সূত্রের উপর কোন গ্রন্থ রচনা না করিলেও 'মৃগেন্দ্রসংহিতা'র ব্যাখ্যা লিখিয়া শৈববাদীদের ভিতর শৈবধর্ম প্রচারের ইনি সহায়তা করিয়া-ছিলেন। শৈবাগমের বিস্তৃতির সহায়তা করায় ইঁহাকে আচার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ'কার শৈবদর্শনে ইঁহার মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—'বিবৃতং চাঘোরশিবাচার্যেণ, পূর্বৈকং নাম প্রতি-পুরুষং নিয়তঃ স্বর্গাদারভ্য কল্পান্তং মোক্ষান্তং বা স্থিতঃ পৃথিব্যাদিকলাপর্যন্তত্রিংশত্তত্ত্বাত্মকঃ সূক্ষ্মো দেহঃ।' (পুনা-সং ১৯২৪, ১৮৪ পৃঃ)

দ্রাবিড়দেশে শৈবধর্ম-প্রচারে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণভাগে শৈবা-গম বিস্তৃতিলাভ করে। এ কথা সকল আগম হইতেই জানিতে পারা যায়। অঘোর শিবা-চার্যের উক্তিও ইহা সপ্রমাণ করে। অঘোর শিবাচার্য ১০৮০ শকে (১১৫৮ খ্রী°) বিদ্যমান ছিলেন। তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ রাজরাজ পণ্ডিত অঘোর শিবাচার্যকে এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত-পদে বরণ করেন। ইঁহারা শিষ্য-পরম্পরায় সকলেই এই মন্দিরের প্রধান পৌরোহিত্যের কার্য করিতে পারিবেন। শিষ্যদিগকে আর্যদেশ, মধ্যদেশ ও গৌড়দেশবাসী হইতে হইবে। —SII, xi, pt.-xi, 153.

ইঁহার রচিত গ্রন্থ—ক্রিয়াক্রমদ্যোতিনী; ইহাতে আমর্দকমঠের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে শৈবমঠের উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস আছে। ইঁহার অপর গ্রন্থ—বিঘ্নেশ্বরপ্রতিষ্ঠাবিধি; শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠাবিধি; তত্ত্বত্রয়নির্ণয়ব্যাখ্যা, Mysore 40; তত্ত্ব-প্রকাশিকাবৃত্তি, Burnell 111a; শিব-তত্ত্বপ্রকাশিকাবৃত্তি, Mysor 4. তত্ত্বসংগ্রহ-লঘুটীকা, Burnell 111a; নাদকারিকাবৃত্তি, ঐ; পদ্ধতি (পদ্ধতিগ্রন্থ), Poona 337; সর্বজ্ঞানোত্তরবৃত্তি, Burnell 111a.

ইঁহার কৃত 'শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠাবিধি'র একটী মন্ত্রে লিখিত আছে—'উমায়ৈ জগ-দ্রূপিণ্যৈ লিঙ্গরূপধরায় চ শঙ্করায়ণমস্তাম্'; আমি জগদ্রূপিণী উমা ও লিঙ্গরূপী শিবকে প্রণাম করিতেছি। 'কামিকাগমে' ঠিক অনুরূপ মন্ত্র আছে—'উমায়ৈজগদ্রূপিণৈ্য লিঙ্গরূপধরায় চ'। এইরূপ সমাবেশকেই 'সিদ্ধান্তসারাবলী' প্রতিষ্ঠা নামে অভিহিত করিয়াছে। শব্দটী পারিভাষিক।

'পীঠলম্বকগাক্রান্তিস্থ পুরতস্থূর্ধ্বগ্রৈকং পিণ্ডিকা রক্ত্যাপি শুণাংশকাগ্রযুগলে সূপে ত্রমদুংপুরুষ।'

'ক্রিয়াক্রমদ্যোতিনী' লিখিয়া ইনি শৈবধর্ম প্রচার করেন। ইনি 'বিঘ্নেশ্বরপ্রতিষ্ঠা-বিধি'তে ক্ষেত্রপালদিগের ধ্যানে লিখিয়াছেন, কুকুর ক্ষেত্রপাল-(শিব)দিগের ভজনার বাহন:—

দংষ্ট্রিণং চোগ্ররূপঞ্চ যজ্ঞরক্ষাধিকারিণম্।
শ্বানবাহং জ্বলৎকেশং ক্ষেত্রপালমহং ভজে॥

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অঘোর শিবাচার্য,—উপাধি-বি°। সামবেদীয় কাশ্যপগোত্রীয়গণ এই উপাধি ব্যবহার করিতেন।—EI, xii. 348.

অঘোরা—স্ত্রী°, ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দশী। স্মৃতিশাস্ত্র-মতে এই তিথিতে শিবপূজা করিলে শিবলোক-প্রাপ্তি হয়॥ শব্দ°॥ 'ভাদ্রমাসসিতে পক্ষে হ্যঘোরাখ্যা চতুর্দশী। তস্যামারাধিতঃ শম্ভুর্নয়েচ্ছিবপুরং ধ্রুবম্॥' আদ্যে'॥

অঘোরানন্দ স্বামী—পূর্ব নাম শরৎচন্দ্র গুপ্ত। নিবাস,—হুগলি, চন্দননগর। চিকিৎসক। 'তত্ত্বজ্ঞানামৃত' (১৩৩৩) নামক এক খানি

অধ্যাত্মবিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। ইনি হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করিতেন।

অঘোরাস্ত্র-মন্ত্র— 'শৈবকারণাগম'-মতে অঘোরাস্ত্র অঘোরের অপর নাম [অঘোর, দ্র°]। অঘোরাস্ত্রে যে সকল শান্তি পাওয়া যায়, অগ্নিপুরাণে তাহাদের বিবরণ আছে। প্রথমে অস্ত্রযাগ করিলে সর্বকর্মেই ফললাভ হয়। মধ্যে শিবাদির অস্ত্র ও পূর্বে বজ্রাদিক্রমে পঞ্চচক্রে দশকর পূজা করিলে যুদ্ধাদিতে জয়লাভ হয়। গ্রহ-পূজায় মধ্যস্থলে সূর্যকে রাখিয়া পূর্বদিকে সোমাদি গ্রহকে স্থাপন করিয়া পূজা করিলে সকল গ্রহই একাদশস্থ হইয়া শুভফল দান করে। অঘোরাস্ত্র শান্তি সর্বোৎপাত-বিনাশিনী, গ্রহরোগাদি-প্রশমনী, মারী ও শত্রুভয়বারিণী। এই মন্ত্র বিঘ্ন ও উপতাপ বিনাশ করে। লক্ষ জপে গ্রহাদি ও তিলহোমে উৎপাত বিনষ্ট হয়। —অগ্নিপু° ৩২১. ১-৫।

উক্তিত লিংগ-মন্ত্র ধ্যান ও ন্যাস করিয়া অঘোরাস্ত্র-মন্ত্র জপ করা বিধেয় :—'অঘোরাস্ত্রং জপেন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা পঞ্চাস্যমূর্জিতম্।'—অগ্নিপু° ৩২১. ১৫

অঘোরাস্ত্রের মন্ত্র এইরূপ :—

মায়া হৃদ্বয়ং ভূয়ঃ প্রস্ফুরদ্বিতয়ং ততঃ।
ঘোরঘোরতরেতাস্তে তস্বরূপপদং পুনঃ॥
চটযুগ্মং তদন্তে স্যাৎ প্রচটদ্বিতয়ং ততঃ।
কহযুগ্মং বমবন্ধং ততো বন্ধযুগং পুনঃ॥
ঘাতয়দ্বিতয়ং বর্ম ফড়ন্তঃ সমুদাহৃতঃ।
একপঞ্চাশদর্ণোঽয়মঘোরাস্ত্রমহামন্ত্রঃ॥

—শারদা° ২০. ২-৪।

অঘোরী,—[পুং-অঘোরিন্; স্ত্রী°—অঘোরিণী] ১ অঘোরমতাবলম্বী; যে অঘোরপন্থী শুধু মদ্য, মাংস, নরমল, মূত্র, শব প্রভৃতি ঘৃণ্য বস্তুও খাইয়া থাকে এবং আপনার বেশও ঘৃণ্য করিয়া থাকে। ইহারা এই মার্গের প্রসিদ্ধ পুরুষ কীনারামের নামানুসারে 'কীনারামী' নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহাদের হিন্দী নামান্তর 'ঔঘড়'। [অঘোরী, দ্র°] ২ ঘৃণিতব্যক্তি, ঘৃণ্যবস্তু ব্যবহারকারী ব্যক্তি। ৩ বিশ্রী, ঘৃণিত, ঘৃণাবস্তুর ব্যবহারকারী।

অঘোরী,—অঘোরপন্থী, ঔগড় বা ঔঘড় নামেও কথিত। ভারতীয় শৈব-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-বি°। অঘোর শিবের একটী নাম; এই শব্দের অর্থ—যিনি ভীষণ নহেন। [অঘোর, দ্র°] মহীশূরের ইকেরি নামক স্থানে অঘোরীশ্বরের মন্দির আছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও ইহার মন্দির দেখা যায়। অঘোরের উপাসক বলিয়াই অঘোরী-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

অঘোরিগণ নৃশংস, নরমাংসভুক্ ও কদাচারী বলিয়া সাধারণের নিকট নিন্দিত। ভারতে এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক। ইহাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই; পুণ্যস্নান ও মেলা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে ইহারা ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গদেশে ইহাদিগকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কয়েকটী মঠ ছিল এবং যে সকল স্থানে ঐ মঠগুলি ছিল সেই সকল স্থানে ইহারা পবিত্র-জ্ঞানে পরিভ্রমণ করে। আজিও আবুপর্বত, গির্ণার, বৌদ্ধগয়া, বারাণসী ও হিংলাজে ইহাদিগকে প্রায়ই ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

অঘোরী সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত—চীনা পরিব্রাজক যুয়ন্ চোয়ঙ্ এর ভ্রমণবৃত্তান্তে এই শ্রেণীর সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ইহাদিগকে ভস্মাবৃতদেহ উলঙ্গ সন্ন্যাসী বলিয়াছেন। ইহারা হাড়ের মালা শিরোভূষণরূপে ধারণ করে। যুয়ন্ চোয়ঙ ইহাদিগকে কপালধারী (কাপালিক) বলিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ উলঙ্গ থাকিত, কেহ বা বল্কল অথবা বৃক্ষপত্র পরিধান করিত।[১]

পরবর্তী কালে এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীর বিশদ বিবরণ আনন্দগিরির 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে কাপালিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়। ইহাদের শরীর চিতাভস্মে আবৃত, কণ্ঠে নরকপালের মালা, কপালে গভীর কাল রেখা, মস্তকে জটাজাল, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম, বাম হস্তে নরকপালের পানপাত্র, দক্ষিণ হস্তে ঘণ্টা। দক্ষিণ হস্তের ঘণ্টা বাজাইয়া ইহারা উচ্চৈঃস্বরে 'জয় শম্ভু, ভৈরব, জয় কালিকা-পতি' বলিয়া থাকে।[২] খ্রী° ৮ম শতকের প্রথমভাগেও এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নৃশংস ব্যবহারের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে দেখা যায়, মালতীকে এক জন 'অঘোরঘণ্ট' চামুণ্ডার নিকটে বলি দিতে লইয়া গিয়াছিল এবং মাধব তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তান্ত্রিক-মতে জীবশরণা কালী বা চামুণ্ডার পূজা করিত এবং দেবীর নিকট নরবলি দিত। নির্জন প্রদেশেই ইহাদের দেবমন্দিরগুলি অবস্থিত ছিল।[৩] 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকেও কাপালিক-ব্রতের বর্ণনা আছে। ১৭শ শতকের 'দবীস্তান' (Eng. tr. Shea-Troyer, ii. 129) নামক গ্রন্থে এইরূপ নৃশংস আচরণশীল যোগীর উল্লেখ আছে; ইহাদের কোন নিষিদ্ধ খাদ্য ছিল না। ইহারা নিজের কাপালীকে আতিলিয় অথবা অঘোরী বলিত এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিত।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ইউরোপীয় ও ভারতীয় লেখক অঘোরপন্থী বা কাপালিক সন্ন্যাসীর বর্ণনা করিয়াছেন। টড আবুপর্বতে অঘোরীদের একটী আশ্রমের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। ফতেপুরী নামক এক জন অঘোরপন্থী স্বেচ্ছায় ভূগর্ভে সমাহিত হন। সাধারণতঃ ইহারা কালিকা-মন্দিরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সুযোগ পাইলেই নরবলি দিত। ইহারা মৃতব্যক্তির মাংসও ভক্ষণ করিত।[৪]

বুকাননের বর্ণনায় দেখা যায়, যুক্তপ্রদেশের কোন এক রাজার উপরে এক অঘোরী মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করে; রাজা তৎকালীন জেলা জজ আমুটির (Mr. Ahmuty)

১ Beal : Budd Recs. of the W. World, i. 55, 76; Watters : Yuan Chwang's Travels in India, i. 123, 149.

২ Wilson : Essays, i. 264n.

৩ Wilson : Theatre of the Hindus, ii. 55; Frazer, Lit. Hist. of India, 289ff

৪ Tod : Travels in W. India (1839) p. 89ff.

নিকট 'অঘোরীর' বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে জেলাজজের আদেশে সন্ন্যাসীকে ঐ স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই আমুটি সাহেব অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন এবং রাজার একমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ইহাতে ঐ স্থানের অধিবাসীরা সাধুর কোপে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া রাজাকে এবং জজকে নিন্দা করে।[৪] বহু গ্রন্থে এই সকল সন্ন্যাসীর অমানুষিক আচরণের বর্ণনা আছে। ১৮৪৯ খ্রী° বারাণসী হইতে জনৈক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ভারতীয় ছদ্মনামে ইহাদের কুৎসিত মনুষ্যবিগর্হিত আচরণের বর্ণনা করিয়া একখানি গ্রন্থ লেখেন এবং যাহাতে ইহারা স্থানীয় সাধারণের স্নানের ঘাটে বর্বরোচিত কার্য্য-কলাপ না দেখাইতে পারে, তজ্জন্য আশু প্রতীকার প্রার্থনা করেন।[৫]

ইহারা নরমাংস আহার করে বলিয়া সর্বত্রই ইহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে থাকে; অতঃপর গভর্নমেণ্ট পুলিশের সাহায্যে ব্রিটিশভারত হইতে ইহাদিগকে বহিষ্কৃত করেন। প্রকাশ্যস্থানে মৃতব্যক্তির মাংসভক্ষণ করিতেও ইহারা দ্বিধা বোধ করিত না। কঠোর আইনে ইহাদের প্রকাশ্য অত্যাচার বিদূরিত হইলেও, এখনও ব্রিটিশ ভারতে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। অঘোরীরা সাধারণতঃ অশ্ব ভিন্ন অন্য পশুর মাংস আহার করিয়া থাকে; মৃত পশুর মাংসে ইহাদের অরুচি নাই; ইহারা যে কোন জাতির হস্তে খাদ্য গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে সম্মোহন-বিদ্যায় পারদর্শী।

হিন্দুধর্মের সহিত অঘোরপন্থীদিগের বাহ্য আচরণের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না; বারাণসীতে অঘোরপন্থীদিগের একটী শাখা আছে। ইহারা আপনাদিগকে কীনারামের শিষ্য ও আপনাদের সম্প্রদায়কে 'কীনারামী' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। অঘোরপন্থী কীনারাম দেড়শত বৎসরের কিছু অধিক পূর্বে জীবিত ছিলেন; তিনি ছিলেন কালুরামের শিষ্য। বোম্বাই প্রদেশে সরভঙ্গী নামে আর একটী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় আছে, ইহারাও অঘোরীদের মত নির্বিকার ও সর্বভুক্ (Crooke: Tribes & castes iv. 292)। উখড় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা নরমাংস ও মল ভক্ষণ করিয়া থাকে। নরমাংস ও মল ভক্ষণই অঘোরপন্থীদিগের আচরণের বৈশিষ্ট্য; এইরূপ আচরণের মূলে কি ছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অবশ্য আদিম জাতিদের মধ্যে যাদুবিদ্যায় অভিজ্ঞ এক শ্রেণীর লোক আছে; তাহারা সাধারণতঃ মন্ত্র ও ঔষধির সাহায্যে চিকিৎসা করে এবং ভূত ও প্রেতাবিষ্ট লোকদিগকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করে। এই সকল যাদুকর নানারূপ কুৎসিত পদার্থ ভক্ষণ ও ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস এইরূপ করিলে ঐন্দ্রজালিক শক্তি লাভ করা যায়; আজিও মলবারের ওড়ী জাতির ভিতর এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল থাকিতে দেখা যায়।[৭]

অঘোরপন্থীদিগের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অনেকের মতে তন্ত্রের সহিত জড়িত। তান্ত্রিক শক্তিপূজায় নরবলির বীভৎস প্রথা বর্তমান ছিল; বর্তমানে শক্তিপূজায় ছাগাদি পশু বলি দেওয়া হইয়া থাকে এবং বলিই শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে হয়; কারণ যাঁহারা পূজায় জীববলির বিরোধী, তাঁহারাও অগত্যা ফলমূলাদি বলিদান করেন। এই বলিদান মূলতঃ আর্যধর্মের প্রথা নহে, অনেকের মতে আদিমজাতিদের নিকট হইতে আর্যগণ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। হপ্‌কিন্‌সের মতে ভীলজাতির নিকট হইতে ইহা গৃহীত; কিন্তু সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে পূর্বভারতীয় কোন আদিম জাতি হইতে এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আসাম তান্ত্রিকতার একটী প্রাচীন কেন্দ্র; আসামের পাহাড়ীজাতিদের মধ্যে নরবলি-প্রথা খ্রী° বিংশশতকেও ছিল কাপালিকগণ তন্ত্রেরই সাধক; অবশ্য অঘোরপন্থীরা কাপালিকেরই অনুরূপ; ইহারা মূলতঃ এক শ্রেণীভুক্ত।[৮]

অঘোরীরা পান ও ভোজনপাত্ররূপে করোটী ব্যবহার করিত। ইহাতে পান ও ভোজন করিলে বিশেষ শক্তির বিকাশ পায় বলিয়া তাহাদের ধারণা। বহু জাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা যে ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপে জর্মান ও কেণ্টজাতির মধ্যে অনুরূপ প্রথা ছিল।[৯] পূর্ব আফ্রিকার ওয়াভো জাতি তাহাদের নূতন রাজা বা সর্দারের অভিষেকের সময় অপরিচিত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহার খর্পর পানপাত্র রূপে ব্যবহার করিত।[১০] করোটী পানপাত্ররূপে ব্যবহার করিলে মৃতব্যক্তির শক্তি পানকারীর দেহে প্রবেশ করে বলিয়া বগণ্ড (Baganda) দেশের রাজপুরোহিতেরা বিশ্বাস করিত।[১১] জুলু জাতির মধ্যে শত্রুর মাথার খুলিতে সঞ্চিত নানাবিধ ঔষধিরস যুদ্ধযাত্রাকালে মস্তকে ছিটাইয়া দেওয়ার রীতি ছিল।[১২] হিমালয়প্রদেশে এক প্রকার পার্বতীয় জাতির মধ্যে তুষারপাতে মৃত নারীর খর্পর দ্বারা জল আনয়ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।[১৩] ইউরোপেও বর্তমানযুগে আত্মহত্যাকারীর খর্পরে মদ্যপান করিলে সন্ন্যাসরোগ ভাল হয় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। রক্তহীনতা-রোগে নরকপালে অথবা নরকপালে সঞ্জাত শৈবালের চূর্ণ মহৌষধ বলিয়াও অনেকে বিশ্বাস করে।[১৪] তিব্বতীয়দের মধ্যে ভূত-প্রেতের

৪ Martin: E. India, ii, 492 f.

৫ The Revelations of an Orderly (Benares 1849).

৭ Fawcett: Bulletin of the Madras Museum, iii, 311.

৮ Rel. of India, 490, 533; Gait: Census Rep. Bengal, 1901, i. 181 f; Gait: Census Rep. Assam, 1891, i. 80; Crooke: Pop. Rel. ii. 169 ff.

৯ Livy, xxiii, 24; Paulus Diaconus: His. Langob. ii. 28 in Gummere. Germ. Oring. 120.

১০ Man ii 61.

১১ JAI, xxxii, 45.

১২ JAI, xix, 285.

১৩ JAI, xxvi. 357.

১৪ Folk-lore, vii, 276. xiv. 370; Mitchell; The Past in the Present, 154; Rogers: Social Life in Scotland, iii 225; Black: Folk Medicine, 96

উপাসনাদি বিবিধকার্যে করোটী ব্যবহারের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য অঘোরপন্থীরাই এইরূপ কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নরকপালে পান বা ভোজন করে বলিয়া কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে এইরূপ বিভিন্ন সন্ন্যাসি সম্প্রদায়ের বর্ণনা রহিয়াছে।

অঘোরপন্থীর দীক্ষা—বারাণসীতে কীনারামী-সম্প্রদায় কীনারামকেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচার করে। কীনারামের সমাধি-স্থলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা লইতে হয়। মির্জাপুরের ৬ মাইল দূরে অষ্টভুজার মন্দিরের নিকট এই দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয় (Sherring, i. 269-70)। সমাধিস্থলে ভাঙ ও সুরা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে রাখা হয়; দীক্ষার্থী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জাতি রক্ষা করিতে চাহিলে তাহাকে শুধু ভাঙ পান করিতে হয়, কিন্তু অপর সকলকে ভাঙ ও সুরা দুইই পান করিতে হয়। কথিত আছে, একটী অগ্নিকুণ্ডে কীনারামের সময় হইতে অগ্নি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে ফলমূল উৎসর্গ করা হইয়া থাকে। ইহার পর একটী ছাগ বলি দেওয়া হয় ও তৎপরে দীক্ষার্থীর মস্তক মূত্রদ্বারা ভিজাইয়া মুণ্ডন করা হয়; অতঃপর উপস্থিত সকলে পান-ভোজনাদি করিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ে প্রাথমিক দীক্ষা-গ্রহণের পর দ্বাদশ বৎসর শিক্ষানবীশ থাকিতে হয়, তাহার পরে অঘোরপন্থীর সম্পূর্ণ অধিকার পাওয়া যায়।

অঘোরপন্থীদের দীক্ষা-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। অন্য এক বিবরণে দেখা যায়, দীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে গুরু একটী শাঁক-বাজান এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যেরা বাজনা বাজাইতে থাকে। ইহার পর গুরু একটী করোটীতে মূত্র ত্যাগ করেন। সেই মূত্র দীক্ষার্থীর মস্তকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর ক্ষৌরকার্যের পর দীক্ষার্থীর মস্তক মুণ্ডন করা হয়। অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া খাদ্যদ্রব্য পূর্বাহ্ণে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। মস্তক-মুণ্ডনের পর দীক্ষার্থী কিছু সুরা পান করিয়া ঐ সকল খাদ্য আহার করে। ইহার পর এক টুকরা গৈরিকবস্ত্র কটিদেশে ধারণ ও সন্ন্যাসীর দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। ইতিমধ্যে গুরু দীক্ষার্থীর কর্ণে মন্ত্রদান করেন। কোন কোন বিবরণে দেখা যায়, দীক্ষাকালে নরমাংস ভক্ষণ করিতে হয়। ইহাদের দীক্ষাপ্রণালীর বিবরণগুলি মূলে একরূপ।

অঘোরীদিগের পরিচ্ছদ—অঘোরীরা সাধারণতঃ চিতাভস্ম গায়ে মাখিয়া থাকে। ইহারা ললাটে ত্রিপুণ্ড্রচিহ্ন ধারণ করে; এই চিহ্নদ্বারা ইহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যে একই মহাবিষ্ণুর স্বরূপ তাহাই নির্দেশ করিয়া থাকে। হস্তে রুদ্রাক্ষবলয়, গলদেশে হাড় অথবা নরদন্তের মালা, মস্তকে জটাভার ইহাদের ভূষণ। কটিদেশে এক টুকরা গৈরিক নেংটির আচ্ছাদন, হস্তে নরকপাল এবং একটী দণ্ড ইহাদিগকে ধরিতে হয়।

অঘোরীরা অনেক সময়ে সমাধিস্থান হইতে শবদেহ বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। বর্তমানে এইরূপ আচরণ নিষিদ্ধ; সুতরাং ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯০-২৯৭ ধারা-অনুসারে কয়েকবার বিভিন্ন বিচারালয়ে কতিপয় অঘোরীর শাস্তি হইয়া গিয়াছে। কোন কোন অঘোরী নরমুণ্ডাদি আশ্রমে সংগ্রহ করিয়া রাখে; কেহ কেহ আবার বংশদণ্ডে পুঁতিয়া তাহার অগ্রে নরমুণ্ড ঝুলাইয়া রাখে।

[ERE, i. 210-13 : James Douglas : Bombay and Western India, ii. 357-61 : Sherring : Hindu Tribes & Castes, i. 269, ii. 334 ; Russell and Hiralal : Tribes and Castes of C.P. of India, ii. 13-7 ; J. C. Oman : Mystics, Ascetics and Saints of India, 164-7 ; H. W. Barrow : 'Aghori' in Jour. Anthropological Society of Bombay, iii. 197 ; Bhattacharya : Hindu Castes and Sects, 392 ; W. Crooke : Tribes and Castes of N. W. Provinces and Oudh, i. 26-9 ; এবং প্রবন্ধের পাদটীকা দ্র°]

শ্রীযোগেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অঘোরীশ্বর—প্রাচীন শিবমন্দির-বি°। মহীশূররাজ্যে শিমোগা জেলার অন্তর্গত ইখেরি বা ইকেরি গ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে ধ্বংসপ্রায়। মন্দিরটী প্রস্তরনির্মিত—দেখিতে অতি সুন্দর; উহার মধ্যে তিন জন নৃপতির মূর্তি খোদিত দেখা যায়।—ERE, i. 210.

অঘোরেশ্বর—মন্দির-বি°। কাম্বকুল্লা-বিপত্তি গোবিন্দচন্দ্রের ১১৭১ বি-স° (১১১৫ খ্রী°) লিপিতে এই মন্দিরের উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায় যে, গোবিন্দচন্দ্র বারাণসীতে এই মন্দিরের পূর্বদিকে একটী আবাসগৃহ মহেশ্বর দাশীংশর্মাকে দান করিয়াছিলেন।—EI, viii. 152, 153.

অঘোষ১—[অ=ন (নাই) ঘোষ (=গোপ) যাহাতে—বহু°; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, আভীরশূন্য (দেশাদি), গোপশূন্য ॥ শব্দ° ॥ ২ [অ=ন (নাই) ঘোষ (শব্দ, ধ্বনি) যাহাতে—বহু°] বিণ, শব্দরহিত, অল্পধ্বনিযুক্ত ॥ শব্দ° ॥

অঘোষ২ — বৈয়াকরণসংজ্ঞাবি°। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স—ইহারা অঘোষবর্ণ।

অঘৌঘ—পাপের সমূহ, পাপরাশি।

অঘ্রাণ— ১ [অগ্রহায়ণ > অ° (গ্রং)। প্রা° অগ্‌ঘান, অগান। তদ্ভবৃদ্ধি° অঘান] অগ্রহায়ণ মাস। ২ [অ=ন+ঘ্রাণ—নঞ্‌তৎ] ঘ্রাণাভাব, গন্ধশূন্যতা। ৩ [অ=ন (নাই) ঘ্রাণ যাহার—বহু°] বিণ, নির্গন্ধ, গন্ধহীন।

অঘ্রাত—[অ=না ঘ্রাত—নঞ্‌তৎ] বিণ, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই, যাহা শোঁকা হয় নাই, অনাঘ্রাত।

অঘ্নৎ—যে বধ করে না, যে অনিষ্ট করে না, অহিংসক।

অঘ্ন্য—১ [অঘ (আরম্ভ করা)+ন্যক্] যিনি এই জগৎ আরম্ভ বা সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মা ॥ উণাদি° শব্দ° ॥ ২ [অ=ন+√হন্ (বধ করা) + যক্—কর্ম, নিপাতনে; স্ত্রী— -া] বধের অযোগ্য।

অঘ্ন্যা১—[অঘ্ন্য২ দ্র°]।

অঘ্ন্যা₂—স্ত্রী°, ১ অবধ্যা [অঘ্ন্য দ্র°]। ২ স্ত্রীগবী ॥ অম° শব্দ° ॥

অঘ্রেয়—১ বিণ, যাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করা উচিত নহে, ঘ্রাণের অযোগ্য। ২ স্ত্রী°, মদিরা।

অঙ্ক—১ [স্তু° আ° অঙ্কতে] ক্রি°, ক অঙ্কন করা, চিত্রীকরণ করা, আঁকা। খ গমন করা—বোপদেব। ২ [চু° প° অঙ্কয়তি, অঙ্কতি, অঙ্কাপয়তি] ক চিহ্নিত করা। খ গমন করা। গ বক্রভাবে গমন করা। ঘ সংখ্যা করা, গণনা করা, গণা।

অঙ্ক₂—[√অঙ্ক্‌+অ (অচ্)—ণ] অঙ্ক, যাহা দ্বারা লক্ষ্য বা চিহ্নীকৃত হয়, চিহ্ন sign, দাগ mark, ছাপ brand, আঁক, লক্ষণ।

অঙ্ক₃—[√অঙ্ক্‌+অ (অচ্)—ক ; বৈদিক অঙ্ক=অঙ্কুশ, অঙ্কুশাকার যন্ত্র a hook ; তু° অঙ্কুর, অঙ্কুশ ; গ্রী° agkos=elbow, agkwk =anchor ; লা° uncus=nail ; OHG angul=ইং angle] ১ অঙ্কুশ, অঙ্কুশাকার যন্ত্র, আঁকড় a hook. ২ উৎসঙ্গ, ক্রোড়, কোল lap ॥ অম° শব্দ° ॥ 'কৃষ্ণাজিনমঙ্কে কৃত্বা'—কা-শ্রৌ° ১০. ৯. ৮ ; 'তবাঙ্কমহমুপবিশম্'—রা° ৫. ৩৬. ৩৩ ; 'চিরং বতাঙ্কেন ধৃতাসি'—রা° ২.১২. ১০১। ৩ কলঙ্ক ॥ মে° শব্দ° । ৪ অলঙ্কার, ভূষণ, বিভূষণ॥ মে° শব্দ° ॥ ৫ রেখা, হস্তরেখা ॥ মে° শব্দ° ॥ 'এহ এক অঙ্ক বহু নিশঙ্কহু বনাই পশুপতি দেব'—প-ক° ৩৯৯ ; 'কানুক অঙ্কে। ভাগত শঙ্কে ॥'—প-ক° ২৬৪৮। ৬ অপরাধ ॥ মে° শব্দ° ॥ ৭ ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যার চিহ্ন বা রাশি figure, নবসংখ্যা ॥ শব্দ° জ্যো° ॥ ৮ [অঙ্ক+অ (ঘি)] নাটকের যে অংশের শেষে যবনিকা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা নায়ক বা নায়িকার চরিত্রের একাংশের সমাপ্তি সূচিত করিয়া দেয়, নাটকের পরিচ্ছেদ। ৯ শরীর, অঙ্গ, দেহ ॥ উণা° ॥—সা-দ° ; টী° ৬. ১৯ ॥ মে° শব্দ° ॥ ১০ স্থান ॥ মে° শব্দ° বো-রো° ॥ ১১ (গণিতশা°) গুণক co-efficient—Colebr. Alg., 170. ১২ অধ্যায়। ১৩ দশপ্রকার রূপকের মধ্যে অন্যতম রূপক। এই রূপকে এইরূপ নায়কের চরিত্র থাকিবে যাহাকে সকলে জানে এবং যাহার আখ্যান রসযুক্ত। এই রূপকের ভাষা সরল ও ছোট হইয়া থাকে। [অঙ্ক₃ দ্র°] ১৪ বক্রভাব, বাঁকা a curve. ১৫ শরীরের পার্শ্বদেশ—কটি। ১৬ হস্তের বক্রাংশ। ১৭ বক্ররেখা। ১৮ যুদ্ধাভিনয় ; চিত্রযুদ্ধ sham fight. ॥ বিশ্ব° শব্দ° বো-রো° ॥ ১৯ পশুগাত্রে অঙ্কিত চিহ্ন। ২০ অপরাধীর গাত্রে রাজদণ্ডসূচক অপরাধের চিহ্ন stigma. ২১ কুচকুচা। ২২ পর্বত। ২৩ লিপি, অক্ষর। ২৪ লিখন, জাগা, অদৃষ্ট। ২৫ (অঙ্ক ৯ সংখ্যা পর্যন্ত বলিয়া) ৯ এই সংখ্যাদ্যোতক শব্দ-বি°। ২৬ পাপ, দুঃখ। ২৭ বার, দফা, পার্শ্বদেশ, অতি নিকট, সমীপ ॥ মে°১১. শব্দ° ত্রিকা° ৩. ৩. ২। বো-রো° ॥ 'বিশ্বামিত্রস্য অঙ্কমাসগান'—ঐ-ব্রা° ৭. ১৭ ; 'অঙ্কাগত'—রঘু° ২. ৩৮।

~**করণ**—আঁক কাটা, অঙ্কন, রেখাকরণ the act of marking or stamping.—গৌতম (মিতাক্ষরা ৪৭. ১১)। ~**করা, কষা**—ক্রি আঁক কষা, গণিতের প্রশ্ন সমাধান করা ; ~**কার**—যুদ্ধব্যাপার নিষ্পত্তি করিবার জন্য যুদ্ধকারী উভয় পক্ষ-কর্তৃক স্বীকৃত মীমাংসক।—বাণ-রা°। ~**ক্রম**—[অঙ্কের ক্রম—৬-তৎ] অঙ্কের (বা সংখ্যার) পর্যায়। ~**গ**—[অঙ্ক—গম্‌+অ] বিণ, অঙ্কগত, কোলের ছেলে, দুধের শিশু। ~**গত**—[অঙ্কে গত—২-তৎ] বিণ, যে ক্রোড়ে রহিয়াছে, অঙ্কপ্রাপ্ত, ক্রোড়ে আসীন। ২ কবলগ্রস্ত, হস্তগত। ~**তন্ত্র**—[অঙ্কের তন্ত্র ৬-তৎ] গণিত-শাস্ত্র, অঙ্ক বা রাশিবিজ্ঞান title of a book treating of magical marks or figures. ~**তা**—কলঙ্কতা। 'ভদেব গঙ্গা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ'—নৈষধ° ১,৮। ~**তি**—[অঙ্ক্‌ (যাওয়া —তি] ১ বায়ু ॥ উণা° ৬২ ; ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ৩ ব্রহ্মা ॥ বিশ্ব° শব্দ° ॥ ৪ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ॥ বিশ্ব° শব্দ° । ৫ সামবেদাচার্য ॥ বো-রো° বর্নি° ।

~**ধারণ**—[অঙ্কে ধারণ—২-তৎ] ১ চিহ্ন-ধারণ। ২ ছাপকাটা। ~**ধারণা**—শরীর রাখার ভাব manner of holding the body, figure. 'তস্য নিত্যাঃ প্রাক্‌চেষ্টা অঙ্কধারণা চ'—আশ-শ্রৌ° ১.১। ~**ন**—[√অঙ্ক+অন(ভা°)] ১ চিহ্নকরণ, দাগকাটা। ২ সংখ্যা-লিখন। ৩ রেখা-পাতকরা (জ্যামিতি)। ৪ চিত্রকরণ, লিখন। ~**নীয়**—[স্ত্রী— -া] বিণ, অঙ্কনের যোগ্য। ~**নৃত্য**—অঙ্করূপকের অনুযায়ী নৃত্য। ~**পরিবর্ত**—১ অঙ্কের সহিত আলিঙ্গন, কোলাকুলি। ২ পার্শ্বে ঘূর্ণন। ~**পরিবর্তন**—১ পাশ বদলান। ২ সংখ্যা বদলান। ৩ কোল বদলান। ৪ নাটকের পরিচ্ছেদ বদলান। ~**পাত**—[অঙ্কের পাত—৬-তৎ] ১ আঁক রাখা, সংখ্যা-সংস্থাপন। ২ রেখাপাত, চিহ্নিত করণ। ৩ আঁক কষা। ~**পাদ**—ছাগ ও হরিণ প্রভৃতির অঙ্গবি°।—বাভট, সূ° ৩৯। ~**পাদব্রত**—ভবিষ্যোত্তর পুরাণের চতুরশতি-তম অধ্যায়। ~**পালিকা**—[অঙ্ক+ √পাল (পালন করা) +ই, (পক ক ; স্ত্রী— -া)] ১ যে অঙ্কের দ্বারা পালন করে, ধাত্রী। ২ ক্রোড়। ৩ আলিঙ্গন an embrace ॥ শব্দমালা° শব্দ° মে° ॥ ~**পালী**—[অঙ্ক-পাল+ঈ] ১ ধাত্রী ॥ মে° শব্দ° ॥ ২ ক্রোড়, ৩ আলিঙ্গন। ॥ মে° শব্দ° ॥ শ্রীকণ্ঠ° ৬,৭৩ । ৪ বেদিকাখ্য গন্ধদ্রব্য—নামান্তর 'কোটী' medicago esculenta ॥ মে° শব্দ° ॥ ~**পাশ**—(গণিতশা°)অঙ্কের বিন্যাস, প্রক্রিয়া-বি° permutation of digits.—লীলাবতী, ১১০। ~**পাশব্যবহার**—[অঙ্কপাশের ব্যবহার —৬-তৎ] অঙ্ক বা সংখ্যাপাশ প্রক্রিয়ার ব্যবহার। ~**পাশাধ্যায়**—১ অঙ্কপাশ-প্রকরণের অধ্যয়ন বা ব্যবহার। ২ অঙ্কপাশ বিন্যস্তকরণ। ~**পূরণ**—[অঙ্কদ্বারা (অথবা অঙ্কের) পূরণ— ৩-তৎ (অথবা ৬-তৎ)] ১ শূন্যস্থানে সংখ্যা বা রাশি স্থাপন। ২ গুণন, গুণ করা। ~**বন্ধ**—মস্তকহীন দেহ সদৃশ চিহ্ন-স্থাপন—'অশিরস্ক-পুরুষাকারোঽঙ্কঃ'—বিবাদচিন্তামণি, ১১৫. ৬।

~ভাক্—[পুং-অঙ্কভাজ্] বিণ, ১ ক্রোড়স্থিত, শ্রোণীদেশস্থ। ২ ক্রোড়স্থিত (শিশু)। ৩ যে ফল প্রায় পাকা, অথবা পূর্ণ সময়ের পূর্বে পাকিয়াছে। পার্শ্বস্থ, নিকটস্থ—হরবি° ৫. ১১। ~ভাগ—[অঙ্কের ভাগ—৬-তৎ; গণিতশা°] হরণ division. ~ভাগী—[পুং-ভাগিন্, স্ত্রী—ী] বিণ. অঙ্কভাক্। ~মুখ—[অঙ্কের মুখ—৬-তৎ] নাটকের মুখস্বরূপ যে অঙ্ক; অর্থাৎ যে অঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তুর (plot) আভাস দেয়। ~লক্ষ্মী—[অঙ্ক-স্থিতা লক্ষ্মী (স্ত্রী)—কর্মধা°] ১ অধিগত ঐশ্বর্য। ২ পত্নী, স্ত্রী। ~লগ্ন—[অঙ্কে লগ্ন ৭-তৎ] বিণ, ১ ক্রোড়স্থ। ২ ক্রোড়স্থিত (শিশু)। ~লোড্য—[অঙ্কলোড্য দ্র°]। ~বিৎ—অঙ্কবিদ্, অঙ্কজ্ঞ, গণিত-শাস্ত্রজ্ঞ। ~বিদ্যা—[অঙ্ক-(গণিত) বিষয়ক বিদ্যা—মধ্য-কর্মধা°] গণিত-বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র। ~বিদ্যাবিৎ,-বিদ্যাবেত্তা—বিণ, অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত, গণিতজ্ঞ। ~বিদ্যাব্যবসায়ী—বিণ, যিনি অঙ্কবিদ্যা (গণিত) শিক্ষা দেন। ~বৃদ্ধি—[অঙ্কের বৃদ্ধি—৬-তৎ] অঙ্কপূরণ বা বৃদ্ধি; আঁক বাড়ান। ~বেত্তা—বিণ, যিনি অঙ্ক (গণিত) জানেন, গণিতজ্ঞ। ~শায়ী—[পুং-শায়িন্; স্ত্রী—ী] ক্রোড়ে শয়ান, ক্রোড়স্থিত, ক্রোড়ে শয়নকারী। ~শাস্ত্র—[অঙ্কের শাস্ত্র—৬-তৎ] অঙ্কবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র। ~শাস্ত্রবিৎ,-শাস্ত্রবেত্তা—বিণ, যিনি অঙ্কশাস্ত্র (গণিত) জানেন, গণিতজ্ঞ। ~স—১ চিহ্ন। ২ শরীর। ~স্থ—[অঙ্ক+√স্থা+অ—ক; স্ত্রী—া] বিণ, ১ ক্রোড়স্থিত। ২ সন্নিকটস্থ। ৩ আয়ত্তাধীন। ~স্থিত—[অঙ্কে স্থিত—৭-তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, ১ ক্রোড়স্থিত। ২ সন্নিকটস্থ। ~হরণ [অঙ্কের হরণ—৬-তৎ] ভাগক্রিয়া division.

অঙ্ক.—অঙ্কস্থানবিন্যাস—হিন্দুগণিতশাস্ত্রে বামাগতির প্রয়োগ আছে। বামাগতি-বিধির প্রকৃত অর্থ 'বামদিকে গতি'। আর্য-গণ সাধারণতঃ বামদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিক্‌ক্রমে লিখিয়া থাকেন। এই পদ্ধতির সংস্কৃত সংজ্ঞা 'সব্যক্রম' (সব্য = বাম, ক্রম = বিধি, গতি, পদ্ধতি)। সেমেটিক-জাতিগণ (আরব, পার্শী প্রভৃতি) দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিক্‌ক্রমে লিখিয়া থাকেন। সংস্কৃতে এই পদ্ধতির নাম অপসব্য-ক্রম। চীনা, জাপানী প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জাতি-গণ ঊর্ধ্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদিক্‌ক্রমে লেখেন। এইরূপ পদ্ধতিকে ঊর্ধ্বক্রম বলা যাইতে পারে। বামাগতির অন্য অর্থ—'বিপরীত গতি'। অঙ্কের গতি আর্যলিপি-গতির বিপরীত বলিয়া হিন্দুর চোখে তাহা 'বামাগতি' হইতে পারে।

গণিত-শাস্ত্রে সাধারণতঃ আঠারটী অঙ্কস্থান আছে। অবশ্য হিন্দুগণিতে গণনাস্থান অসংখ্য। তবে সাধারণ ব্যবহারের জন্য আঠারটী স্থান পর্যাপ্ত বলিয়া ধরা হয়। হিন্দুগণিতে দুইস্থলে বামাগতি-বিধির প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথমতঃ অঙ্কস্থানের পর্যায়বিন্যাসে; দ্বিতীয়তঃ সংখ্যা-জ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে। পর্যায়-বিন্যাসে উহা অবশ্য পালনীয় সাধারণ বিধি। অন্যস্থলে তাহা নহে। অঙ্কস্থানগুলির পর্যায়-ক্রমিক নাম—একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটী প্রভৃতি। দশক স্থান একক স্থানের বামে, শতক স্থান দশক স্থানের বামে, এই প্রকারে পরম্পরাক্রমে প্রতি অঙ্কস্থানের বিন্যাস তাহার পূর্ব পূর্বটীর বামদিকে হইয়া থাকে। কোন স্থানস্থিত অঙ্ক-বিশেষের মান তাহার দক্ষিণে বিন্যস্ত স্থানে অবস্থিত সেই অঙ্কেরই মানের দশগুণ এবং তাহার ঠিক বামের স্থানে অবস্থিত সেই অঙ্কের মানের দশমাংশ। সুতরাং কোন অঙ্ক যে কোন অঙ্কস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া যতই বামদিকে স্থান পরিবর্তন করিতে থাকে, তাহার মান ততই দশ দশ গুণ করিয়া বাড়িয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ৩৩৩৩ এই সংখ্যাটী গ্রহণ করা হউক। উহা চারি অঙ্ক-স্থানব্যাপী এবং প্রত্যেক স্থানে একই অঙ্ক-চিহ্ন ৩ আছে। কিন্তু ডানদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় তিনের মান প্রথম তিনের দশগুণ। ঐ দ্বিতীয় সংখ্যাকে বাক্যে প্রকাশ করিতে বলিতে হয়—তিন হাজার তিনশত তেত্রিশ। এক হইতে গণনা আরম্ভ। এক হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা একস্থানব্যাপী। নয়ের পরবর্তী সংখ্যা দশ। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে উহার অঙ্ক দ্বিস্থানব্যাপী। নবাগত দ্বিতীয় স্থান প্রথম স্থানের বামে বিন্যস্ত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক নব নব অঙ্কস্থান তাহার পূর্বাগত অঙ্কস্থানের বামে বিন্যস্ত হয়। রবার্ট রেকর্ড ও জি. আর. কে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বর্তমান প্রচলিত দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীর বামা-গতি অঙ্কস্থান-বিন্যাস-পদ্ধতি অপসব্যক্রমিলিপিক কাল্ডীয় বা ইহুদী কোন জাতি-কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।[1] তাঁহাদের যুক্তি এই প্রকার—হিন্দুরা যেহেতু সব্যক্রমে লেখেন, সেই হেতু নবাগত দ্বিতীয় স্থানটীর বিন্যাস তাঁহারা প্রথমাঙ্কস্থানের দক্ষিণে করিতেন। কিন্তু অঙ্কস্থানের বিন্যাস যখন বস্তুতঃই অপসব্যক্রমে হইয়াছে, তখন ঐ প্রকার সংখ্যালিখন-পদ্ধতির আবিষ্কর্তা ও প্রবর্তক সব্যক্রমিক লিপি-পদ্ধতি-অনুসরণকারী হিন্দুজাতি হইতে পারে না, অপসব্যক্রম-লিপিক অহিন্দুজাতিই হইবে। এই অনুমান সম্পূর্ণ ভুল।[2]

নানা জাতির সংখ্যাজ্ঞাপক ভাষা ও সঙ্কেতচিহ্নের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল জাতির মধ্যেই বড় স্থানের অঙ্কটীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করার ও লেখার সাধারণ বিধিই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার নাম—'অপচীয়মানক্রম' বলা যায়। ইহার বিপরীত সংজ্ঞা 'উপচীয়মানক্রম।' এই উভয় ক্রম হইতে ভিন্নক্রমকে মিশ্রক্রম নামে অভিহিত করা যায়। সংস্কৃতে শতের নিম্নতম সংখ্যার নাম-

১ D. E. Smith and L. C. Karpinski : The Hindu-Arabic Numerals, Boston, 1911, 3; G. R. Kaye ; 'Notes on Indian Mathematics'—Arithmetical Notation, JASB, iii. 1907, 475-508 ; Indian Mathematics, Cal. 1915, 32.

২ Bibhutibhusan Datta : 'The present mode of expressing numbers.'—Indian Historical Quarterly, iii. 1927, 530-40.

করূপে উপচীয়মানক্রম অনুসৃত হইয়া থাকে। যথা,—পঞ্চদশ, চতুর্বিংশ, ত্রিসপ্ততি ইত্যাদি। এই সকল স্থলে প্রথমে ছোট সংখ্যার পরে বড় সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে। পাণিনি-সূত্রে (২. ২. ৩৪) এই সম্পর্কে 'অল্পাচ্‌ তরম্‌' অর্থাৎ দ্বন্দ্বসমাসে অল্পতর স্বরনিষ্পন্ন শব্দ পূর্বে থাকিবে। বার্তিককার তার উপর সূত্র করিলেন—'সংখ্যায়া অল্পীয়স্যাঃ'। বাঙ্গলা, গ্রীক্‌, লাটিন, আরবী, পার্শী, চীনা প্রভৃতি ভাষারও এই বিধি। শতের ঊর্ধ্বতন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যে বরাবর অপচীয়মানক্রম অনুসৃত হয়। সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্নের বা অঙ্কের সমাবেশের পদ্ধতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৃহত্তর সংখ্যাঙ্ককে সর্বাগ্রে রাখার প্রথা আরও বিশেষভাবে অনুসৃত হয়। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালী প্রবর্তনের পূর্বে জগতের নানা জাতির মধ্যে সংখ্যা-লিখনের নানা প্রণালী ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন গান্ধারের খরোষ্ঠি ও ব্রাহ্মী-প্রণালী, মিশরের চৈত্রিক, হাইরেটিক ও ডেমোটিক প্রণালী, গ্রীসের এট্টিক ও অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী, বাবিলন, রোমান, চীন-প্রণালী ইত্যাদি। তখনও স্থানীয় মানতত্ত্বের প্রচলন হয় নাই। প্রাচীন যুগের জাতির ষষ্টিতক বা শতো-ত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালীতে স্থানীয় মানতত্ত্বের কিছু আভাস পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রণালীতে যোগবিধিমতে সংখ্যা লিখিত হইত অর্থাৎ প্রত্যেক চিহ্ন-বোধিত সংখ্যার যোগ করিয়া সেই চিহ্ন সমূহ-বোধিত সংখ্যা নিরূপিত হইত। সুতরাং নির্দিষ্ট কোন পর্যায়ক্রমে না লিখিলেও চলিত। তথাপি সেই সেই প্রণালীতেও বড় অঙ্কের চিহ্নটাই পূর্বে লিখিত হইত। সেই জন্য সব্যক্রম-লিপিক জাতিরা বৃহত্তর অঙ্কচিহ্নটা ক্ষুদ্রতর অঙ্কচিহ্নের বামে বিন্যাস করিত। অপসব্যক্রম-লিপিক জাতি তার ঠিক বিপরীত রীতি অবলম্বন করিত এবং ঊর্ধ্বক্রমলিপিক-জাতি বৃহত্তর অঙ্কচিহ্নটাকে ক্ষুদ্রতর অঙ্কচিহ্নের উপরে বিন্যাস করিত।

ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রায় কখন কখন সন তারিখ এবং পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশে—ছোট চিহ্নকে বড় চিহ্নের নিম্নে বিন্যস্ত করা হইত।[৩] স্থান সঙ্কুলানের জন্যই যে ঐ ব্যবস্থা তাহা সহজেই বোঝা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কোন কোন চীন গণিতজ্ঞ ঠিক হিন্দুদের প্রথামত সংখ্যা নির্দেশ করিতেন।[৪] ভাষায় লিপিক্রম পরিবর্তিত হইলে, সেই ভাষায় অঙ্কবিন্যাসক্রমও সঙ্গে সঙ্গে পরি-বর্তিত হইয়াছে দেখা যায়। প্রত্যেক জাতির সংখ্যা-প্রণালীতে অঙ্কচিহ্নের উপচীয়মান বা অপচীয়মানরূপে বিন্যাসক্রম সেই সেই জাতির অনুসৃতলিপির উপচয়াপচয়ক্রমের বিপরীত। সুতরাং দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্ক-স্থানের ক্রমবিন্যাস দেখিয়া যাঁহারা অনুমান করেন যে, উহা কোন অপসব্যক্রম-লিপিক জাতি-কর্তৃক প্রবর্তিত, তাঁহারা প্রমাদগ্রস্ত।

বৃহত্তর অঙ্কটাকে পূর্বে স্থাপন করার মনোবৃত্তি মানবের চিরন্তন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দশমিক সংখ্যা-লিখনপ্রণালীতে অঙ্কের ছোট বড় মান নির্ণীত হয় রূপগুণ বা আকৃতিগুণ দ্বারা নয়, কিন্তু স্থানগুণদ্বারা। অর্থাৎ অপরাপর প্রণালীতে বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন রূপ ছিল, সেইরূপ দেখিয়াই তাহার মান নির্ণীত হইত। কিন্তু দশমিক প্রণালীতে নয়টির বেশী রূপ নাই। এক হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে রূপগুণ আছে। কিন্তু ততোধিক সংখ্যা লিখিতে স্থানগুণের অবতারণা করিতে হয়। স্থানবিন্যাসগুণে একই রূপের মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। হিন্দুরা সব্যক্রমে লিখিয়া থাকেন। সুতরাং বৃহত্তর অঙ্ককে প্রথমে লিখিতে হইলে তাঁহাদিগকে বৃহত্তর মানজ্ঞাপক অঙ্কস্থানকে ক্ষুদ্রতর মান-জ্ঞাপক অঙ্কস্থানের বামে বিন্যাস করিতে হইবে। এইরূপেই দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে অঙ্কস্থান-বিন্যাসে বামাগতির উৎপত্তি। বার্তিককার সূত্র (২.২.৩৪) করিয়াছেন 'অভ্যর্হিতম্‌'—দ্বন্দ্বে অভ্যর্হিত পদের পূর্বনিপাত হইবে। দশমিক সংখ্যা-লিখন-প্রণালীর উদ্ভাবক সেই সুপ্রাচীন পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত হিন্দুগণিতজ্ঞ গণেশ দৈবজ্ঞ (১৫৪৫ খ্রী°) বলেন—গণনাক্রম সর্বত্র সব্য-ক্রমেই হওয়া উচিত। যেহেতু অপসব্যক্রম সর্বদাই নিন্দিত। একক দশকাদি সংজ্ঞার বামাগতি ব্যতিরেকে গণনায় সব্যক্রম হওয়া সম্ভব নহে। যেমন, ১২৩৪ এই সংখ্যাটাকে 'এক হাজার দু'শতক তিন দশক ও চার'—এই প্রকারে বলাই সব্যক্রম গণনা, সেই জন্য লোকেও সেই প্রকারে করিয়া থাকে; কাল বর্ণনা করিতে লোকে পরার্ধ-কল্প-মন্বন্তর-যুগ-বৎসরাদিক্রমে করিয়া থাকে, দেশবর্ণনা করিতে দ্বীপ-বর্ষ-খণ্ডাদিক্রমে বলে। অর্থাৎ সর্বত্র বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রতরের দিকে গতিক্রমেই লোকে স্বভাবতঃ বলিয়া থাকে। গণনায়ও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে অঙ্কস্থানের বামাগতি সব্যক্রম হইবে। সেইজন্য বামাগতিতে অঙ্ক-স্থানের এককাদি সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে।

পরবর্তী কালে নৃসিংহ দৈবজ্ঞ (১৬২১ খ্রী°) ও মুনীশ্বর (১৬৩৫ খ্রী°) স্পষ্ট বাক্যে গণনাতে বড় অঙ্কটাকে আগে লিখিবার যুক্তি দিয়াছেন। ঐ প্রবৃত্তির মূলে যে পূজ্যের সম্মতি সর্বাগ্রে করার স্বাভাবিক বৃত্তি রহিয়াছে, ইঁহারা তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।[৫]

সংখ্যা বস্তুতঃ অনন্ত, সুতরাং স্থানও অনন্ত। সেই হেতু ঊর্ধ্বতন স্থানের অবধি নাই। যাহার অবধি নাই, তাহা হইতে আরম্ভ হইতে পারে না। সাধারণতঃ একটা অবধি ধরা হয় বটে, কিন্তু উহাও লোক-ব্যবহারমাত্র। অধিকন্তু তদ্বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অষ্টাদশ স্থান পরার্ধকে শেষ অবধি মানেন; অপরে উহা অপেক্ষা অধিক স্থানের উল্লেখ করেন। সুতরাং শেষ অবধি অনিত্য। অপর পক্ষে প্রথমাবধি, একক স্থান—নিয়ত। তাই তথা হইতে আরম্ভ করা হয়। সুতরাং অঙ্কে

৩ Buehler: Indian Palaeography, English tr. by Fleet, 77-8

৪ Y. Mikami: The Development of Mathematics in China and Japan, Leipzig, 1913, 27f.

৫ বাসনাবার্তিক, সিদ্ধান্তশিরোমণির মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ২৮ শ্লোকের টীকা ও মুনীশ্বরকৃত 'মরীচি' নামক টীকা—মধ্যমাধিকার, কালমানাধ্যায়, ১৮ শ্লোক।

বামাগতি না হইয়া পারে না। এক হইতেই সংখ্যা গণনার আরম্ভ। নয় পর্যন্ত সংখ্যাই একস্থানব্যাপী বা একপদ। তৎপরে দশ হইতেই নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যা দ্বিস্থানাবচ্ছিন্ন বা দ্বিপদ। তাহাদের নামও দুই শব্দের সমাহারে নিষ্পন্ন। সুতরাং গণনা স্বভাবতঃই একক স্থান হইতে আরম্ভ। দশক, শতক প্রভৃতি স্থান স্বভাবতঃই পর্যায়ক্রমে পরে আসে।

সংখ্যার নামকরণ—দুই একটা ব্যতীত প্রায় সমুদয় সভ্যজাতির ভাষায় দ্বিপদ সংখ্যার নামকরণে অর্থাৎ সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্য-নির্মাণে উপচীয়মানক্রম এবং তাহার অধিক পদসংখ্যার নামকরণে অপচীয়মানক্রম সাধারণ বিধিরূপে অনুসৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ বিষয়ে দুই একটা বিশেষ বিধিও ছিল। কখন কখন শতাধিক সংখ্যার নামকরণেও ছোট সংখ্যাটী পূর্বে বসিত। যথা—১০৮০০ সংখ্যার উল্লেখ করিতে শতপথব্রাহ্মণে (১০.৪.২.২৩,২৪) লিখিত হইয়াছে—'অষ্টাশতং শতানি'। ঐস্থলে 'অষ্টাশতং' = ১০৮। ঐ ব্রাহ্মণে আরও পাওয়া যায়—'অশীতি-শতম্' = ১৮০ (১০. ৪. ২. ৬); 'চতুশ্চত্বারিংশং শতম্' = ১৪৪ (১০. ৪. ২. ৭); 'বিংশতি শতম্' = ১২০ (১০. ৪. ২. ৮); 'অষ্টা-ত্রিংশং শতম্' = ১৩৮ (১০. ৪, ৩. ১৮)। বেদে ও ব্রাহ্মণে 'একশতং' = ১০১,. এই প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।[৬] তাহাদের জন্য পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—'তদ্ অস্মিন্ অধিকম্, ইতি দশান্তাড্ ডঃ' (৫. ২. ৪৫)। যথা—'একাদশং শতম্' = ১১১; 'দ্বাদশং শতম্' = ১১২; 'শত-সহস্রম্' = ১১০০।

অন্যত্র—'শদ্-অন্ত-বিংশতেশ্চ' (পা° ৫. ২. ৪৫.)। যথা—'বিংশং শতম্' = ১২০ 'চত্বারিংশং সহস্রম্' = ১০৪০; অন্যত্র—'ত্রেস্ত্রয়ঃ' (পা° ৬. ৩. ৪৮) যথা—'ত্রিশতম্' = ১০৩, 'অষ্টসহস্রম্' = ১০০৮ ইত্যাদি।

জৈনাচার্য জিনভদ্রগণির লেখায় কখন কখন নিয়তরূপে উপচীয়মানক্রমে সংখ্যার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—'সত্তহিয়া তিন্নিসয়া বায়ল হ সহস্স পংচ লক্খা য'—বৃহৎক্ষেত্রসমাস, ১. ৮১; 'এগসত্তরি নবসয়-দুগ্গ সহস্র চউদশ য, লক্খা দু কোড়ি'—বৃহৎক্ষেত্রসমাস ১. ৯১।

আরবী ভাষাতেও এইপ্রকার উপচীয়মানক্রমে কখন কখন সংখ্যাজ্ঞাপন হইত। এগুলি কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত, সুতরাং ইহাদিগকে গণিতশাস্ত্রের সাধারণ বিধি বলা যাইতে পারে না। সংস্কৃত-সাহিত্যেও ছন্দের খাতিরে মিশ্রক্রমেও সংখ্যাজ্ঞাপনের উল্লেখ দেখা যায়।[৭]

অঙ্কপাতে বামাগতির উৎপত্তিকাল—অঙ্কের সংখ্যাপ্রণালীতে সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে প্রত্যেক অক্ষরের বিবক্ষিত সংখ্যাকে বামাগতিতে বিন্যাসের প্রথাও প্রচলিত আছে। বাক্যগুলি কিন্তু সব্যক্রমে লিখিত হয়; অথচ বাক্য-বোধিত সংখ্যাকে অপসব্যক্রমে অঙ্কপাত করিতে হয়। [অক্ষরসংখ্যা দ্র°]

বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে—শক কালের সঙ্গে 'ষট্ দ্বিকপঞ্চদ্বি' বৎসর যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের শাসনকাল পাওয়া যায়।[৮] বামাগতিতে ঐ সংখ্যা হয় ২৫২৬ এবং উহাই উদ্দিষ্ট সংখ্যা। ষড়্গুরুশিষ্য কলির 'খগো-ন্যায়েবমাপ' দিন গতে তাঁহার 'বেদার্থদীপিকা' রচনা শেষ করেন। কটপয়াদি মতে খ = ২, গ = ৩, য = ১, ম = ৫ ব = ৪, প = ১; ঐ, ন্ ও ত্ নিরর্থক, সুতরাং এই বাক্যবোধিত সংখ্যা ১,৫৬৫,১৩২। বরাহ-মিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' ও 'বৃহৎসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে নামসংখ্যা-প্রণালীতে বামাগতি প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'পুলপুলিশ-সিদ্ধান্ত' এবং 'অগ্নিপুরাণে' বামাগতিতে নামসংখ্যা প্রযুক্ত হইত। অবশ্য এই দুই গ্রন্থের রচনা-কাল-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অন্ততঃ খ্রী° তৃতীয় শতক হইতে নামসংখ্যা বামাগতিতে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। অক্ষর-সংখ্যা প্রবর্তনের কাল এখনও সম্যগ্‌রূপে নির্ধারিত [illegible] নাই। প্রাচীন টীকাকার সূর্যদেবযজ্বার মতে কটপয়াদি-প্রণালী ১ম আর্যভটের (৪৯৯ খ্রী:) ও তৎপূর্বেকার। [কটপয়াদি-প্রণালী দ্র°]। ১ম আর্যভটের শিষ্য ১ম ভাস্কর স্বপ্রণীত 'লঘু-ভাস্করীয়' নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থের এক স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৯] ঐ গ্রন্থের রচনাকাল 'বাকাব' (= ৪৪৪ শক° = ৫২২ খ্রী°)। ইহার পরে খ্রী° ১০ম শতকে জৈনাচার্য নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত-চক্রবর্তীর গ্রন্থে কটপয়াদি-প্রণালীর প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য তিনি দক্ষিণাগতিতেও অক্ষরসংখ্যাপ্রয়োগ করিতেন।[১০]

দক্ষিণাগতি— সংখ্যালিখন-প্রণালীতে বামাগতি অথবা দক্ষিণাগতির মধ্যে কোন্‌টী অগ্রে প্রচলিত তাহা নিরূপণ করা কঠিন। টীকাকার আমরাজ (১২০০খ্রী°) লিখিয়াছেন, গণিত-গ্রন্থাদিতে সর্বত্র অঙ্কবিন্যাস অপ্রাদক্ষিণ্যক্রমে কর্তব্য।[১১] কিন্তু এই উক্তি সর্বত্র গণিতজ্ঞেরা মানিয়া চলেন নাই; কারণ নামসংখ্যা অথবা অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর সংখ্যাজ্ঞাপনে কখন কখন দক্ষিণাগতি পণ্ডিতেরা অনুসরণ করিয়াছেন।

বামাগতি অথবা দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাত স্থানীয় মান-তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কোন সংখ্যায় প্রত্যেক অঙ্কের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থানীয়মানের উল্লেখ থাকিলে অথবা তাহা অন্য কোন গৌণ প্রকারে সুনির্দিষ্ট থাকিলে, সেই সকল অঙ্কের উল্লেখ [illegible] কোনক্রমেই হইতে পারে। যেমন, ৫৩২০ সংখ্যাকে ৫ হাজার ৩ শ' ২০, অথবা ৩ শ' ৫ হাজার ২০, অথবা ২০, ৫ হাজার ৩ শ' যে কোন প্রকারেই বলা যায়। [স্থানীয়মান দ্র°]

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

---

৬ ঋ° ৩. ৯. ৩; ৫. ১৮. ১২; শ-ব্রা° ১০. ২. ৬. ১৫; ছা-উ° ৮. ১১. ৩; প্রশ্ন° ৩. ৬; যো-তত্ত্ব° ২. ৪৩।

৭ 'ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণি...ত্রিংশচ্চ...নব চ'—ঋ° ৩. ৯. ৯; ১০. ৫২. ৬; 'ত্রীণি সহস্রাণি নব ত্রীণি শতানিহ'—বৃ-দে° ৭. ৭৫।

৮ বৃ-স° সপ্তর্ষিচার, ৩ শ্লোক।

৯ লঘুভাস্করীয়, ১. ১৮।

১০ গোম্মটসার জীবকাণ্ড, ১৫৮ গাথা; ত্রিলোকসার, ৯৮ গাথা।

১১ '[illegible]'—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়।

অঙ্ক,—নাটকের পরিচ্ছেদ-বি°। এই অঙ্কের কয়েকটী বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—অঙ্কে মুখ্য অথবা গৌণভাবে নায়কের চরিত্র উল্লিখিত হইবে। রস-ভাবাদি স্ফুটরূপে অঙ্কে প্রতীত হইবে। অঙ্কে সহজ-বোধ্য শব্দাবলী ব্যবহার করিতে হইবে, কোনরূপ প্রহেলিকাদি দুর্গম বিষয় দ্বারা ইহাকে দুর্বোধ্য করা চলিবে না। অঙ্ক-নিবদ্ধ গদ্য বহু সমাসাদিযুক্ত হইবে না, ইহাতে চূর্ণক থাকিবে। অঙ্কে অবান্তর যে কোনও একটী বিষয়ের সমাপ্তি থাকিবে, কিন্তু অবান্তর বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইলেও মূল ঘটনার সামঞ্জস্যরক্ষক একটী অংশ অঙ্কে থাকিবে। অবশ্য অন্তিম অঙ্কে সমস্ত বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়, সেই জন্য ইহাতে ভবিষ্যৎ কোন ঘটনার সম্বন্ধ থাকে না। অন্তিম অঙ্ক ব্যতীত বীজের সংহরণ অঙ্কে থাকিবে না। এক অঙ্কে বহু প্রধান বিষয়ের বর্ণনা থাকিবে না। অন্তিম অঙ্কে সকল বিষয়ই উপসংহৃত হইবে, এজন্য উহাতে বহু বৃত্তান্ত প্রকাশিত থাকিবে। অঙ্কে পদ্যাপেক্ষা গদ্যাংশ অধিক থাকিবে। অঙ্ক-নিবদ্ধ বিষয়সমূহের দ্বারা নাটকের পাত্রবিশেষকে কর্তব্যকার্যরত দেখাইতে হইবে। বহুকাল-সাপেক্ষ কোন বৃত্তান্ত অঙ্কের বর্ণনীয় হইবে না। ধারাক্রমে রস-বিচ্ছেদ-নিরাসের জন্য অল্পকালসাপেক্ষ বিষয় বর্ণন করিতে হইবে। সকল অঙ্কেই নায়ক উপস্থিত না থাকিলেও ঘটনাদ্বারা তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়। সাধারণতঃ তিনচারি জন পাত্রদ্বারা অঙ্ক নির্বাহ করিতে হয়। কোন কোন স্থলে ইহার কম বা অধিক পাত্রদ্বারাও অঙ্ক সম্পন্ন হইয়া থাকে। অঙ্কে একান্ত নিষিদ্ধ বিষয়, যথা :—বধ, যুদ্ধ, সুদূর হইতে আহ্বান, রাজ্যদেশাদির বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপদান, মলোৎসর্গ, মৃত্যু, কামপ্রযুক্ত অধরদংশন, স্তনাদি অঙ্গে নখাঘাত, রতিক্রীড়া এবং অন্যান্য লজ্জাকর কার্য, শয়ন, অধরপান, নগরাদি অবরোধ, স্নান, অনুলেপন প্রভৃতি বিষয়। অঙ্কের মধ্যে মহিষী, পরিজনাদি ও অমাত্য এবং বণিক্ প্রভৃতির বিচিত্র বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে থাকিবে এবং তাহাতে রস ও ভাবের উদ্ভব করিবে। অঙ্ক নাতিদীর্ঘ হইবে। অঙ্কের অন্তিমে সকল পাত্রই রঙ্গের বাহিরে চলিয়া যাইবে। কোন কোন নাটকে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তথাপি নাট্যরীতি প্রায় সকলেই মানিয়া চলিয়াছেন। অঙ্কের একটী অঙ্গ গর্ভাঙ্ক। অঙ্কের অভ্যন্তরে যে সন্দর্ভবিশেষ রঙ্গদ্বার বা মঙ্গলাচরণ এবং প্রস্তাবনা সভাপূজনাদি প্রতিপাদন করে, বীজ ও ফলযুক্ত সেই অংশকে গর্ভাঙ্ক বলা হয়।—সা-দর্প° ৬। [গর্ভাঙ্ক দ্র°]

বর্তমান যুগে নাটকের বিষয়বস্তুর বিভাগকেই অঙ্ক বলা হয়। অঙ্কের অনুরূপ প্রতিশব্দ 'পরিচ্ছেদ' হইলেও নাটকের অঙ্ক বা পরিচ্ছেদ-বিভাগে পার্থক্য আছে। নাটক প্রকৃতপক্ষে গল্প নহে, ইহা জীবনের ক্রিয়াকার্যের দ্বারাই ফুটিয়া উঠে। এজন্য নাটকের বিষয়-বস্তুর পরিণতি এই ক্রিয়ার সকল অবস্থানের উপর নির্ভর করে। পঞ্চাঙ্ক নাটক পাশ্চাত্ত্য রীতিসম্মত। পাশ্চাত্ত্য অঙ্কবিভাগে কোন বিধিনিষেধ না থাকিলেও বিষয়বস্তুর পরিণতি এই পঞ্চাঙ্কের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইলে নাট্যকলার বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। নাটকের প্রথম অঙ্কে বিষয়বস্তুর যে বীজ অঙ্কুরিত করা হয়, তৃতীয় অঙ্কে তাহা চরম সীমায় (climaxএ) উপনীত হয় এবং তৃতীয় অঙ্ক হইতে ক্রমে ক্রমে উপসংহারের দিকে ঘটনাচক্র চালিত হইয়া থাকে।

অঙ্ক,—একাঙ্ক রূপক বা নাটক। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অঙ্ক নামক রূপকের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে একটি অঙ্ক, প্রাকৃত বহু নর-নায়ক ও করুণরসপ্রধান থাকিবে। ইহাতে বহু স্ত্রীলোকের বিলাপ থাকিবে। প্রখ্যাত ইতি-বৃত্তকে কবি নিজবুদ্ধির সাহায্যে সুবিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিবেন। 'ভাণে'র তুল্য ইহাতেও 'মুখ', 'প্রতিমুখ' নামক সন্ধির পর্যায়রূপে ভারতী-বৃত্তি ও অল্পমাত্র কৈশিকীবৃত্তি এবং লাস্যাঙ্গ সন্নিবেশিত হইবে। ইহাতে নায়ক ও প্রতি-নায়কের জয়-পরাজয় দেখাইতে হয়। ইহাতে অস্ত্রশস্ত্রাদিদ্বারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ, বাক্যযুদ্ধ দেখাইতে হয়। বহু নির্বেদ বাক্য ইহাতে প্রয়োগ করা নিয়ম।* নাটকের অঙ্ক (বা পরিচ্ছেদ) হইতে ইহার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহাকে 'উৎ-সৃষ্টিকাঙ্ক'ও বলা হইয়া থাকে। কোন কোন মতে নাটকের অঙ্ক হইতে বিলোম রূপ অর্থাৎ বিপরীত রূপ সৃষ্টি হওয়ায়ও ইহাকে উৎসৃষ্টিকাঙ্ক বলা হয়। অঙ্ক-রূপকের দৃষ্টান্ত—'শর্মিষ্ঠা-যযাতি'। এইরূপ নাটককে 'বালরামায়ণে' সাধারণতঃ উপরূপককে প্রেক্ষণ (প্রেক্ষণ) বলা হইয়াছে। 'সাহিত্যদর্পণে' প্রেক্ষণক নামক উপরূপক ও অঙ্ক নামক রূপক উভয়ে একাঙ্ক হইলেও সংজ্ঞায় পার্থক্য আছে; প্রেক্ষণকে গর্ভসন্ধি ও বিমর্শসন্ধি থাকে না। ইহার নায়ক নিকৃষ্ট ব্যক্তি। ইহাতে সূত্রধার, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক নাই। ইহাতে নিযুদ্ধ, সম্ফেট ও সকল প্রকার বৃত্তি থাকে।

[সাহিত্য-দর্পণ ৬. ৩, ২৫০-৫২ ; Keith : The Sanskrit Drama, 268, 295, 296. 347, 348]

অঙ্ক,—দাক্ষিণাত্যে সৌন্দত্তির রট্ট-বংশীয় নৃপতিবি°। রট্ট-বংশের দুইটী শাখা ছিল; প্রথম শাখাটি মান্যখেটের রাষ্ট্রকূট নৃপতি-গণের ও দ্বিতীয় শাখাটী কল্যাণের চালুক্য নৃপতি-গণের করদ ছিল। অঙ্ক দ্বিতীয় শাখা-বংশটীর নৃপতি। তিনখানি শিলালিপি হইতে ইঁহার জীবনের ইতিহাস জানিতে পারা যায়। এই তিনটী শিলালিপির মধ্যে একটী শিলালিপি অঙ্কের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অপর দুইটী শিলালিপি এই বংশের পরবর্তী দুই জন নৃপতির সময়ে উৎকীর্ণ হয়। অঙ্কের শিলালিপি হইতে অঙ্কের বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু অপর দুইটী শিলালিপি হইতে ইঁহার বংশপরিচয় পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত শিলালিপি দুইটীর মধ্যে একটী শিলালিপি সৌন্দত্তি শহরে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র জৈন মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। এই

---

* উৎসৃষ্টিকাঙ্ক একাঙ্কো নেতারঃ প্রাকৃতা নরাঃ।
রসোঽত্র করুণঃ স্থায়ী বহুস্ত্রীপরিদেবিতম্‌।
প্রখ্যাতমিতিবৃত্তঞ্চ কবির্বুদ্ধ্যা প্রপঞ্চয়েৎ।
ভাণবৎ সন্ধিবৃত্ত্যঙ্গান্যস্মিন্ জয়পরাজয়ৌ।
যুদ্ধঞ্চ বাচা কর্তব্যং নির্বেদবচনং বহু।
—সা-দর্প ৬. ২৫১

শিলালিপিটী রট্টবংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় কার্ত্ত-বীর্যের সময় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে অঙ্ক পর্যন্ত যে বংশ-পরিচয় আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মন্ন
|
প্রথম কার্ত্তবীর্য (কত্ত)
|
দয়িম বা দাবরি　　প্রথম কন্ন (কন্নকৈর)
|
এড়েগ (এড়গ)　　অঙ্ক[১]

দ্বিতীয় শিলালিপিটীও ঐ স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই শিলালিপিটী রট্ট-বংশীয় নৃপতি ১ম সেনের সময় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে অঙ্কের যে বংশ-পরিচয় আছে তাহা পূর্বোক্ত শিলালিপিতে প্রদত্ত বংশপরিচয়ের ন্যায়।[২]

অঙ্কের শিলালিপিটী অঙ্কলেশ্বরের মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রাচীর-গাত্রে অবস্থিত। মন্দিরটীর অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারাবৃত বলিয়া ফ্লীট এই লিপিটীর ছাপ লইতে পারেন নাই সেই জন্য কেবলমাত্র তিনি ইহার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিয়াছেন।[৩] এই সম্বন্ধে ফ্লীট যাহা বলিয়াছেন তাহার সারাংশ এখানে দেওয়া হইল। ইহাতে অঙ্কের বংশ-পরিচয় আছে এবং অঙ্ক কল্যাণের চালুক্যবংশীয় নৃপতির ১ম সোমেশ্বরের করদ রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ৯৭০ শক° পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমদিবসে রবিবারে অঙ্ক তাঁহার রাজধানী সুগন্ধবর্তী হইতে যে দান করিয়াছিলেন তাহা ইহাতেই লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু এই লিপির যে অংশে এই দানের বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অঙ্ক যে কি প্রকার নৃপতি ছিলেন তাহা কেবলমাত্র ২য় কার্ত্তবীর্যের শিলালিপি হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই শিলালিপিটীর ইংরেজী অনুবাদ ফ্লীট করিয়াছেন। যে অংশে অঙ্কের বিষয় রহিয়াছে, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল :—"Except (one who is like) a snake to its foe in war, or one who is a monster like Rahu, or (one who is like) a fierce fire to his enemy bent down before him, or (one who is like) death to mortals, or…,or the sun of infinite glory, who is bold enough to withstand king Anka in war ?"[৪] ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অঙ্ক করদ নৃপতি হইলেও সম্ভবতঃ পরাক্রমশালী ছিলেন।

[BG. i. pt.-ii, 439, 551, 553 ; HInsSI, 384 ; RCI. 122, 301, ; EI. vii. 218, 228 ও প্রবন্ধের পাদটীকা দ্র°]

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

অঙ্কই—নামান্তর অঙ্কই-টঙ্কই বা অঙ্কি-টঙ্কি। বোম্বাই প্রদেশে নাসিক জেলার অন্তর্গত যেওল তালুকের গিরিদুর্গ-বি°। অক্ষা° ২০° ১১´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৪´ পূ°। পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে ৯০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

অঙ্কই ও টঙ্কই দুইটী স্বতন্ত্র গিরি এবং গিরি দুইটী একটী ঢালু গিরিদ্বারা সংযুক্ত। অঙ্কই-এর শিখরদেশে প্রায় এক মাইল পরিধির ১৫০ হইতে ২০০ ফুট উচ্চ স্থান আছে। তন্মধ্যে দুর্গ অবস্থিত। নাসিকে এই দুর্গই সর্বাপেক্ষা দৃঢ়। টঙ্কই গিরি সম্ভবতঃ অস্ত্র-শস্ত্রের ভাণ্ডারের মত ব্যবহৃত হইত। ১৬৩৫ খ্রী° সম্রাট্ শাহ্জহানের সেনাপতি খান-ই-খানান্ 'অঙ্ক-পঙ্ক' দুর্গের সহিত এই দুর্গও অবরোধ করেন। Thevenotএর বর্ণনায় (১৬৬৫ খ্রী°) এই দুর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষ মরাঠা-যুদ্ধে কর্নেল ম্যাক্ডাওয়াল ইহা অধিকার করেন (৫ই এপ্রিল, ১৮১৮ খ্রী°)।

অঙ্কই গিরিতে তিনটী মন্দির আছে। তিনটীই অসমাপ্ত। টঙ্কই-এর দক্ষিণ দিকে কতকগুলি জৈন গুহা বর্তমান—সেগুলি বিশেষ কারুকার্যশোভিত, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ শিল্পনিদর্শনই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

[IG. v. 385 ; EHI. vii. 57 ; BG. xvi. 191, 195, 419-24, 430, 441, 444, 447]

অঙ্কদি-বন্দী—বড়োদার প্রজাস্বত্বের প্রকার-বি°। বড়োদায় 'একবদি' জোতেরও প্রচলন আছে, উহা প্রায় অঙ্কদি-বন্দীরই অনুরূপ। অঙ্কদি-বন্দী সমুদয় গ্রামের উপর ধার্য করা হয় এবং উহা গ্রামের মোড়ল বা সমুদয় গ্রাম-বাসী অথবা স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে আদায় করা হয়। গভর্নমেণ্ট গ্রামের ভিতরের রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে দৃষ্টি দেন না, মাত্র মোট টাকা বৎসরে একবার বা কিছুকাল অন্তর গ্রহণ করেন। একবদি জোতে অবশ্য জমানবী স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট থাকে। সমুদয় মেহ্বাসী গ্রাম অঙ্কদি বা একবদি যে কোন একটী জমাবন্দীর অন্তর্ভুক্ত।—BG. vii. 259-60.

অঙ্কন—অঙ্কনের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা সহজ নয়। বহুস্থানে বহু সহস্র বৎসর পূর্বের রেখা-চিত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আদিম মানবের কৌতূহলী শিল্পকুশল মনের সহিত শিশুমনের তুলনা করা যায়। শিশুর স্বভাব মাটী বা কোনরূপ নরম পদার্থ বা পাতা, প্রাচীরগাত্র, কাগজ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর আঁচড় কাটা। আদিম মানবের এই শিশু মনোভাব হইতে অঙ্কনের বা রেখাচিত্রের উদ্ভব ও পরিণতি হইয়াছে।

অঙ্কনের অঙ্গ—অঙ্কনের তিনটী অঙ্গ—গঠন, রেখাচিত্র ও গতি। সাধারণতঃ কোন জন্তু বা বস্তুর আকৃতির অনুরূপ চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কয়েকটী রেখার সাহায্যে গঠন ও অঙ্গবিন্যাস করিতে হয়; তাহার পর সচেতন গতিশীল জীবের প্রতিকৃতিতে তাহার গতিশীল অবস্থা ও রেখার ভঙ্গীদ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে হয়। প্রাচীন অঙ্কনগুলিতে এইরূপ

১ EI, vii. 1902-3(appendix, notice no.) 181.

২ ঐ. notice no. 201.

৩ ঐ, notice no. 163.

৪ JBBRAS, x. 1875, 172.

রেখার বিভিন্ন ভঙ্গীদ্বারা প্রতিকৃতি ফুটাইয়া তুলিবার আভাস পাওয়া যায়।

অঙ্কন-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে গেলে শুধু খেয়ালের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুষের রেখাচিত্রের কথা ধরা যা'ক্। কোন মানুষের প্রতিকৃতি রেখাদ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে হইলে রেখাদ্বারা তাহার হস্তপদ ও গোলাকার বৃত্তদ্বারা তাহার মস্তক অঙ্কন করা যায়; কিন্তু তাহা মানুষের প্রতিকৃতির কতকটা আভাসমাত্র। প্রকৃতভাবে দেহের অঙ্গ-বিন্যাস ও ভঙ্গী আয়ত্ত না থাকিলে মানবের প্রতিকৃতি সম্যগ্‌ভাবে রেখায় ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় না। মসীলিপ্ত কাগজ বা অনুরূপ কোন পদার্থের উপর সূক্ষ্মাগ্র কোন কাঠি বা লৌহকীলক-দ্বারা অঙ্কন করা যাইতে পারে। গুহাগাত্রে অথবা পর্বতগাত্রে এইরূপ বহু প্রাচীন চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। রেখাচিত্রের পরিণতিতে দৃশ্যপট অঙ্কনের বহু উন্নতি হইয়াছে। বিশেষতঃ মসীলিপ্ত পদার্থের উপর অঙ্কনের বিশেষ পরিণতি বর্তমান যুগে সংঘটিত হইয়াছে।

মনুষ্যচিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে শিল্পীকে প্রথমে দেহের অস্থিনিচয়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। দেহের বিভিন্ন অবয়বগুলির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ এবং গতিশীল অবস্থায় কিভাবে উহারা কার্য করে তাহা জানিতে হইবে। [শিল্পশাস্ত্রীয় শারীরসংস্থান-বিদ্যা দ্র°]

অঙ্কন-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে গতিশীল জীবের অঙ্গভঙ্গী বিশেষভাবে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। নানাপ্রকার নৈসর্গিক কারণে অচেতন পদার্থেরও বিক্ষুব্ধ ভাব জাগিয়া ওঠে; এগুলিও শিল্পীর বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। শান্ত সমুদ্র অথবা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র একরূপ রেখাদ্বারা প্রতিফলিত করা যাইতে পারে না। সুবসন্তের স্নিগ্ধ সূর্যাস্তের দৃশ্য ও বর্ষার ঘনাচ্ছাদিত দুর্যোগ-দিনের সূর্যাস্তের দৃশ্য একরূপ রেখার দ্বারা চিত্রিত হইতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টিতে দুইটী সরল রেখার মধ্যে সৌন্দর্যের পার্থক্য না থাকিতে পারে, কিন্তু রেখার বিন্যাসে যে বিভিন্ন ভঙ্গী বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় তাহা সর্ববাদিসম্মত। আবার একটী সরল রেখায় যে সৌন্দর্য দেখা যায় সেই সরলরেখাকে কুঞ্চিত করিয়া অঙ্কিত করিলে সে সৌন্দর্য থাকে না। মানব-চরিত্রের অনুরূপ রেখারও চরিত্র আছে। একটী সরলরেখায় নিশ্চিতভাবে কর্মকুশলতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, বক্র কুঞ্চিত রেখায় সেইরূপ পাওয়া যায় না। কুঞ্চিত রেখায় চাঞ্চল্য ও অনিশ্চিত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। জগতে বিভিন্ন মানুষের আকৃতি বা চরিত্র যেমন ঠিক একরূপ হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক শিল্পীর অঙ্কিত রেখাও একরূপ হইতে পারে না। প্রত্যেক রেখার ভিতর দিয়া প্রত্যেক শিল্পীর বৈশিষ্ট্যের কিছু না কিছু ছাপ পাওয়া যায়। ইহাকে অঙ্কন-পদ্ধতি (technique) বলে [অঙ্কন-পদ্ধতি দ্র°]। সুতরাং রেখায় বা রেখা-বিন্যাসে যে সৌন্দর্য আছে তাহা সর্ববাদিস্বীকৃত; কিন্তু সর্বত্র বিশ্লেষণ-দ্বারা এ সৌন্দর্য বুঝাইবার উপায় নাই, কারণ বিশ্লেষণে বাহিরের ভাবের পার্থক্য দেখান যায়। শিল্পী রেখায় যে মনোভাব ফুটাইয়া তোলেন তাহা বুঝান বড় সহজ নয়। এই রেখা-বিন্যাসের উপর শিল্পীর কৃতিত্ব অনেকটা নির্ভর করে।

কোন বস্তুকে অঙ্কনে প্রতিফলিত করিতে হইলে, মনে মনে সেই বস্তুর আকৃতির একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। একটা সাধারণ কাচের গ্লাসের ছবি আঁকিতে গিয়া প্রথমতঃ তার প্রতিকৃতির ধারণা করিতে হইবে। রেখার দ্বারা ধারণার অনুরূপ ছায়াপাত করিয়া উহা সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারাই অঙ্কনে কৃতিত্ব।

অঙ্কন করিতে গেলে দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। শুধু ইহাই নয়, অঙ্কিত চিত্রটী বহুবার সংশোধন না করিলে চিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। শিল্পীর চোখে যদি কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে বা বন্ধু-বান্ধব ধরাইয়া দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করা কর্তব্য, এমন কি সময়ে সময়ে চিত্রটী আমূল পরিবর্তন করিয়া নূতন চিত্র অঙ্কিত করা উচিত। সুতরাং শিল্পীকে নক্সা-নবীশ (draughtsman) হইতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কোন বৃক্ষের বা পর্বতের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে শিল্পীকে মনে মনে ধারণা করিতে হইবে, বিকৃতি বা গতির সহিত একটী গাছ বা পাহাড় বর্তমান অবস্থায় কেমন করিয়া আসিয়া পড়িল। শিল্পীর অঙ্কিত গাছকে সুন্দর বলিব তখনই, যখনই উহা দেখিয়া বুঝিতে পারিব যে, মাটির ভিতর বীজের মধ্য হইতে বাহির হইয়া যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া কখন সরল কখনও বা বক্রগতিতে চলিয়া উহা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। ঐরূপ পর্বতের চিত্রে যদি বুঝিতে পারা যায়, ভূগর্ভস্থ গলিত প্রস্তর অথবা অন্য পদার্থগুলি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কেমন করিয়া আসিয়া পর্বতের সৃষ্টি করিল এবং ধ্বংসশীল কালের গতিতে ইহার কতই বা কতটা হইল, কিংবা প্রাকৃতিক বিবর্তন ইহার উপর কি ছাপ রাখিয়া গেল, এবং অন্য কিছু দিখা না হউক শিল্পী যদি রেখা-সম্পাতে এগুলির শুধু একটা বা একাধিক অবস্থার নিদর্শন দেখাইতে পারেন তাহা হইলেই পর্বত-চিত্রকে সুন্দর বলিবার অবকাশ হইবে। ফটোগ্রাফির সাহায্যে কোন একটী পর্বতের চিত্র তুলিয়া অনুরূপ চিত্র পুনরায় রেখায় অঙ্কিত করিলে উহা পর্বতের ফটো হইবে, কিন্তু যতক্ষণ না শিল্পী উহাতে আপনার নিজস্ব মনোভাব রেখায় ফুটাইয়া তুলিবেন ততক্ষণ উহা চিত্র হইবে না।

অঙ্কন-সম্বন্ধে উপরি উক্ত তিনটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া আর একটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রত্যেক শিল্পীর আবশ্যক। অভিজ্ঞতালাভের সহিত বুঝিতে পারা যায় যে, যে কোন জিনিসের উপর যেখানে সেখানে আঁকিয়া গেলেই সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না, বিশেষভাবে সংস্থান-(composition) সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। অবশ্য প্রাচীন

যুগে বা অঙ্কন-পদ্ধতির প্রারম্ভে শিল্পীদের দৃষ্টি এ দিক্‌টার উপর পড়ে নাই, ক্রমশঃ ভূয়োদর্শনের ফলে এ বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় প্রাচীন অঙ্কন-নিদর্শনে এই লক্ষণটী বিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল। এমন কি, মৃৎপাত্রাদির গাত্রে যে অঙ্কন থাকিত তাহাতে এ বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হইত। কোন প্রাচীরগাত্রে সূর্য্যাস্তের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে মধ্যস্থলে অস্তমান সূর্য রাখিয়া অঙ্কিত করিলে কোন মতেই চলিতে পারে না; সুতরাং অঙ্কন-বিদ্যায় কল্পনা-প্রবণ কবিমনেরও প্রয়োজন। বিশেষতঃ অঙ্কনবিদের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও ধারণার উপর চিত্র-সংস্থান নির্ভর করে।

সংস্থান অর্থে রেখাচিত্র বা নক্সার সীমা বা গণ্ডী বুঝায়, রেখা-চিত্র দেশ (space) বা নির্দ্দিষ্ট-পরিচয় অথবা সীমার মধ্যে আবদ্ধ। নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে সত্য, কিন্তু সেই সীমার বা গণ্ডীর ভিতর এমন কোন একটী স্থান বাছিয়া লইতে হইবে, যেখানে চিত্রটী অঙ্কিত করিলে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে এবং দর্শকের নয়নাকর্ষক হয়। সাধারণতঃ গণ্ডীর বা সীমার প্রত্যন্ত-প্রদেশে চিত্রটী অঙ্কিত করিলে সুন্দর হয়। শিল্পী ভূয়োদর্শনের ফলেই এইরূপ করিতে সমর্থ হন। ভারতীয় অঙ্কনে মৃৎপাত্রের উপর চিত্রের নিদর্শন পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। চীন ও জাপানে শিল্পীরা এবিষয়ে বিশেষভাবেই অবহিত হন। এই দুই দেশের শিল্পীরা রেশম বা কাগজের উপর চিত্র অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে চিত্রটী কোথায় সংস্থিত হইলে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে, তাহা মনে মনে ধারণা করিবার জন্য তাঁহারা বহু সময় ব্যয় করেন ও যোগীর ন্যায় বসিয়া চিন্তা করিতে থাকেন—কেবলমাত্র স্থান-নির্দ্দেশের উপর তখন তাঁহাদের মন পড়িয়া থাকে। মনের উপর কল্পিত চিত্র তখন স্থানই পায় না। এই সময় মন তরল অবস্থায় থাকে। স্থানটী নির্দ্দিষ্ট হইলে চিত্রাঙ্কনের কার্য আরম্ভ হয়। প্রাচী ও প্রতীচীর শিল্পীদিগের ভিতর এইখানেই বিশেষ পার্থক্য। পাশ্চাত্ত্য শিল্পী চিত্রটী পাইবামাত্র 'ক্যান্‌ভাস্‌' বা কাগজের উপর চিত্রটী অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। এখানকার শিল্পীরা তাহা করেন না। এই সংস্থানের চাতুর্য্যে কয়েকটী রেখাপাতেও বিরাট্ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয়।

অঙ্কনবিদের রুচিও অনেক সময়ে অঙ্কনে প্রতিফলিত হইয়া পড়ে; সুতরাং রুচির উপরও অঙ্কনের পরিণতি অনেকটা নির্ভর করে। কোন কোন কলাবিদের মতে এই রুচি অঙ্কনবিদের অঙ্কন-কলায় শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক শক্তি। শিল্পীর প্রত্যেক রেখাপাতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তা, ভাবধারা এবং পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সমবায়ে শিল্পীর রুচি বিকশিত হয়। অঙ্কনের বা চিত্রের ইহাই প্রকৃত মানদণ্ড।

পরিপ্রেক্ষণ — রেখাপাত-কৌশলেই অঙ্কনের বিকাশ। প্রত্যেক পদার্থেরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে; সুতরাং অঙ্কনে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের উপর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের প্রকাশ কি ভাবে করা যায় তাহাই এখন বিবেচ্য। ইহাকেই পরিপ্রেক্ষণ (perspective) বলে। এখানে শিল্পবিদ্ ও শিল্পসমালোচকদের ভিতর মতের অনৈক্য দেখা যায়; সাধারণতঃ বেধ প্রকাশ না করিলেও অঙ্কনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না এবং প্রতিকৃতিও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। এরূপ স্থলে বেধ রেখায় প্রকাশ থাকিলে প্রতিকৃতির সৌন্দর্য্য-হানি হয়। বর্ত্তমান যুগে আপেক্ষিক অবস্থানাদি দেখাইয়া অঙ্কন-রীতিতে অধিকাংশ স্থলেই দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ এই তিনটীই প্রকাশিত হয়। আবার একদল রেখা শিল্পী আছেন যাঁহারা বিরূতিধারা অথবা অধিকতর রেখাপাতে প্রতিকৃতির বেধ পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। বেধ যে চিত্রের অঙ্গীভূত তাহা অস্বীকার করা যায় না; তবে ইহাকে অঙ্কনের অঙ্গীভূত না করিলেও বিশেষ যে কোন ক্ষতি হয় তাহা বোধ হয় না। অঙ্কনে প্রতিকৃতি প্রতিফলিত করিতে হইলে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের উপযুক্ত সংস্থানই সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। অঙ্কন-শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রথমেই কল্পনার সাহায্যে অঙ্কনের চেষ্টা না করিয়া ড্রয়িং বোর্ড, টি-স্কোয়ার (T-square), কম্পাস, বেত্তী কম্পাস (calipers), ত্রিভুজ প্রভৃতি অঙ্কন-সহায়ক যন্ত্রপাতির সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। অঙ্কনে পরিমাপ, যথাযথ রেখাপাতের বিন্যাস প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রধানতঃ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সাহায্যেই পরিমাপ ঠিক করিতে হয়। প্রথমে পাত্রাদি সহজ জিনিস লইয়া অঙ্কনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; ইহাতে ক্রমে ক্রমে রেখাপাতের সামঞ্জস্য ও পরিমাপ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটী জল-পাত্রের চিত্র দেখান গেল।
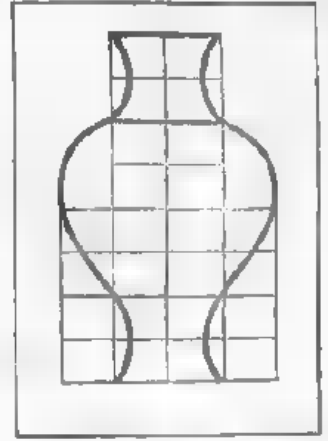
জলপাত্রের পরিমাপ চিত্র

ইহাতে দেখা যায়, প্রথমে ড্রয়িং-বোর্ডের উপরে কাগজ বসাইয়া তলদেশের রেখা টানিতে হইয়াছে, তাহার পর রুলের সাহায্যে সমান দুই খণ্ডে লম্বভাবে ভাগ করা হইয়াছে। এই লম্বের সমান্তরাল আরও দুইটী রেখা তলদেশের দুই প্রান্ত হইতে অঙ্কিত হইয়াছে। এই লম্বগুলির উচ্চতা টি-স্কোয়ারের সাহায্যে জলপাত্রের উচ্চতার অনুপাতে লইতে হইয়াছে। ইহার পর অবশিষ্ট অংশ পূরণ করা সহজ। মোটের উপর এইরূপ রেখাপাতে মূল বস্তুর অনুপাত-অনুসারে রেখা-চিত্রে অতি সহজেই অভ্যস্ত হওয়া যায়। ক্রমে ক্রমে কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য না লইয়াই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সাহায্যে অঙ্কন করা যায়। ইহাতে বক্ররেখা অঙ্কনে হাত বেশ অভ্যস্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বক্ররেখায় অনুপাত রাখা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

শিল্পতাত্ত্বিক শারীরসংস্থান-বিদ্যা—(Artistic Anatomy)—মানব-শরীরের বা জন্তু-দেহের বিভিন্ন অংশ অঙ্কিত, চিত্রিত বা ক্ষোদিত করিতে হইলে শারীরসংস্থান-বিদ্যার সাহায্য লইতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই শ্রেণীর অঙ্কনপদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি। অঙ্কনদ্বারা মানব-শরীর-সংস্থান প্রকাশের চেষ্টা খ্রী° ১৫শ শতকের শেষভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহা সাধারণ অঙ্কন-কলার অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য আছে। শরীর-সংস্থান-বিদ্যায় (anatomy) সম্যক্ অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন কলাবিদ্ই এ শ্রেণীর অঙ্কনে কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন না। খ্রী° ১৫শ শতকের পূর্বে ব্রোঞ্জ-শীল-মোহর, মুদ্রা প্রভৃতিতে এইরূপ অঙ্কনের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা গেলেও ঐগুলি যে শরীর-তত্ত্ব-প্রকাশের জন্যই ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

শিল্পী ও শারীরসংস্থানবিদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শিল্পী আদর্শের অন্বেষণে শারীর-সংস্থান-বিদ্যা এরূপভাবে নির্বাচন করিয়া শিক্ষা করেন যাহাতে মানব-শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ যথাযথ হইয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করে; আর শারীরসংস্থানবিদেরা বহুব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন স্থানের গড়পড়তা মাপ লইয়া মাপ নির্দেশ করেন। [তুলনামূলক শারীরসংস্থান-বিদ্যা দ্র°]

ইউরোপে প্রধানতঃ চিকিৎসাবিদ্গণের জন্য অঙ্গ-সংস্থান-প্রকাশক অঙ্কনের বিকাশ আরম্ভ হয়।

এই শ্রেণীর অঙ্কনকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়:—(১) পরিকল্পনা-সম্বন্ধীয় অঙ্কন; (২) আদর্শ অঙ্কন—ইহাতে কেবলমাত্র অঙ্গবিশেষ সূচিত হয়; এবং (৩) বিভিন্ন জাতীয় মানবের শরীরের মাপ দেখিয়া গড়পড়তা হিসাবে আদর্শের পরিকল্পনা করিয়া অঙ্কন। প্রথম শ্রেণীর অঙ্কনে বিষয়বস্তু-নির্দেশক চিহ্নের রেখা-চিত্র থাকে মাত্র। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি ইহাতে রাখিতে হয় না। সৌন্দর্য-সৃষ্টি ইহার একমাত্র লক্ষ্য। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ও চীন-রীতিতেও ইহা অনুসৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্কন শিক্ষার্থীদের জন্য। তৃতীয় শ্রেণীর অঙ্কন দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্কনের প্রকার-ভেদমাত্র। এই শ্রেণীর অঙ্কনে শিল্পী পরিকল্পনায় বা আদর্শ-অঙ্কনে আদর্শের অনুসরণ করেন; কিন্তু শিল্পীরা এই শ্রেণীর অঙ্কনে সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য অনাবশ্যক উপাদানের মাত্রা এত বাড়াইয়া ফেলেন যে, তাহাতে চিত্র বাস্তবিক সুন্দর হয় না। এক্ষেত্রে অনাবশ্যক উপাদানগুলিকে শিল্পী যতই ছাড়িয়া দিবেন ততই অধিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন। ইহা একরূপ বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয় চেষ্টা।

ইতিহাস—আরিস্তটলের বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, তৎকালে স্বল্প পরিমাণে এই শ্রেণীর অঙ্কন প্রসারলাভ করিয়াছিল। মনুষ্য ও জীবজন্তুর দেহ-ব্যবচ্ছেদ এবং নিদানশাস্ত্রোক্ত শারীরব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও Berengario র (Berengerio of Carpi) নাম শারীর-সংস্থান-অঙ্কনে চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। খ্রী° ১৬শ শতকে ইতালীয় অঙ্কন-কলা চরমে উঠিয়াছিল। এই সময়ে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, টিসিয়ান্, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার পর শারীরসংস্থান-অঙ্কনে লীডনের আলবিনসের (Albinus—১৬৯৭-১৭৭০ খ্রী°) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮শ শতকের শেষভাগ ও ১৯শ শতকের প্রারম্ভে কাঠের খোদাই, (wood-engraving), লৌহ-ফলকের খোদাই (steel-engraving), লিথোগ্রাফী, দাগুএরেও-টাইপ (daguerreotype) প্রথায় গৃহীত চিত্র হইতে ফলে প্রস্তুত চিত্রের প্রচলনে এই শ্রেণীর চিত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছে। শেষোক্ত প্রথা Lons Daguerre (১৭৮৯—১৮৫১ খ্রী°) প্রবর্তিত করেন। ইহাতে ধাতব প্লেটে সূর্যের কিরণ-সাহায্যে চিত্র তুলিয়া ঐ চিত্র তাম্রপ্লেটে রাখিয়া প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা বাহির হয়।

শারীরসংস্থান-বিদ্যায় বিশেষ অধিকার না থাকিলে এই শ্রেণীর অঙ্কন সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শ-চিত্র (charts) সম্মুখে রাখিয়া অঙ্কন অভ্যাস করা উচিত এবং প্রথমেই পূর্ণ প্রতিকৃতি অঙ্কনের চেষ্টা না করিয়া মুখাবয়ব প্রভৃতি অংশ বিশেষ অঙ্কনের চেষ্টা করাই কর্তব্য। অভিজ্ঞ কলাবিৎ পর্যবেক্ষণের ফলে অতি সহজে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন; এক চক্ষুর বিভিন্ন প্রকারের শতাধিক ভঙ্গী হইতে পারে। তারপর রেখাপাত-দ্বারা অঙ্কনেও চিত্রের ন্যায় ভাব প্রকাশ করা যায়; বেদনা বা আনন্দ-দ্যোতক ভাব ফুটাইতে চক্ষুর অঙ্কন একই রেখাপাত-কৌশলে প্রকাশ করা যায় না। শরীরের বিভিন্ন মাংস-পেশীর কুঞ্চন বা প্রসারণে কিরূপ ভঙ্গী দেখান যায় সে সম্বন্ধেও শিল্পীর সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

অঙ্কনরীতি — শারীরসংস্থান-বিদ্যার্থীদের পক্ষে সহজ অঙ্কন-পদ্ধতি ধরিয়াই মানবদেহ অঙ্কিত করা উচিত। চক্ষু একটি রেখা, একটি সমতলক্ষেত্র বা একটি বস্তুমান অনুসরণ করিয়া অঙ্কন-সাহায্যে একটি গতিশীল রেখা,
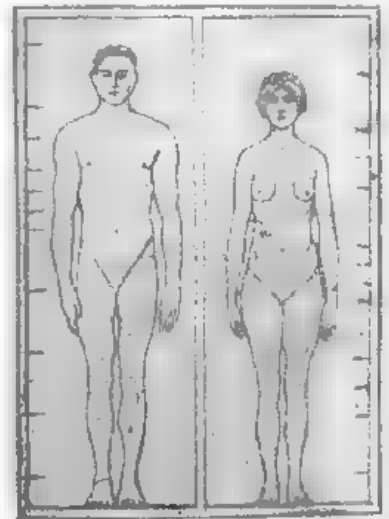
মানবদেহের অঙ্কনপদ্ধতি-চিত্র

গতিশীল সমতলক্ষেত্র ও গতিশীল বস্তুতে পরিণত হয়। অঙ্কনের পূর্বে কিন্তু মানসিক অঙ্কনের কার্য করিতে হইবে অর্থাৎ মানসিক পরিকল্পনাকে মূর্তি দিতে হইবে; ইহাতে

প্রথমে বস্তুমানের পরিকল্পনা, তার পর সমতল ক্ষেত্র ও পরিপ্রেক্ষিতে রেখা আসিবে।

মানবদেহের যন্ত্রবিশেষের কার্য দেখাইতে হইলে বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করিতে হয়, যেমন বিভিন্ন কল-কব্জার কার্য বিভিন্ন নিয়মে চলিয়া থাকে। শরীরের চাপ-প্রণালীস্বরূপ (pressure system) মানবাস্থিগুলি অঙ্কিত করিতে হইলে শিল্পীকে স্থপতি-বিদ্যার আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়, যেমন মস্তক-কোরক বা করোটী (dome of the head), পদতলের বক্রতা, পদদ্বয়ের অবলম্বন-স্তম্ভ (pillers of the legs) ইত্যাদি অঙ্কন। কনুই ও অবয়বের ভারোত্তোলন-দণ্ডনিচয় (levers) অঙ্কিত করিতে হইলে সেইরূপ গতি-বিজ্ঞানের (mechanics) আইন মানিয়া চলিতে হয়। অস্থিবন্ধ (ligaments) অঙ্কিত করিতে গতিবিজ্ঞানের (dynamics) প্রসারণ-বলের আইন মানিতে হয়। মাংসপেশীর প্রসারণ ও সঙ্কোচ দেখাইতে গতি-বিজ্ঞানের ও যান্ত্রিক শক্তির (power) আইন মানিয়া চলিতে হয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ও অঙ্কনের ফলে শিল্পী চক্ষুর সাহায্যে পূর্বোক্ত আইন-কানুনের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াও আঁকিতে পারেন। কালে মনীষাবলে শিল্পী অঙ্কনরীতিতেও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া প্রসিদ্ধ হন।

পূর্ত, স্থপতি ও ভাস্কর্যবিদ্যায়ও অঙ্কনের স্থান অতি উচ্চে। প্রকৃতপক্ষে পূর্তবিদ্ বা স্থপতি প্রথমে অঙ্কনের দ্বারা তাঁহার পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ পরিকল্পনায় কবিত্বের স্থান না থাকিলেও রুচির উৎকর্ষের পরিচয় বিশেষভাবে থাকা চাই। যন্ত্রবিদ্ বা পূর্তবিদ্ রূপ-কল্পনাদির সাহায্যে পরিকল্পনাকে প্রকাশ করিলেও মূর্তি বা গঠনাদির বা সময়-কল্পনার অবিপ্রয়োগ বহুলভাবে দেখা যায়। পূর্তবিদের অঙ্কন প্রায় প্রলম্বন-ছায়াসম্পাতের (orthographic projection) উপর নির্ভর করে।

ভারতীয় অঙ্কনে, বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের অঙ্কনবিদ্যায় একটা বিশিষ্ট রীতি পরিলক্ষিত হয়; তবে ভারতীয় অঙ্কনবিদ্যা চিত্রকলারই অন্তর্ভুক্ত। [চিত্র দ্র°]

[En. Brit. 'Drawing' ; R. L. Bean : Anatomy of the Use of Artists, Lond. 1841 ; W. Storey : The Proportion of the Human Figure, Lond. 1866 ; R. Fletcher : Human Proportion in Art and Anthropometry, Camb. 1883 ; W. Rimmer : Art Anatomy, Lond. 1884 ; Arthur Thomson : A Handbook on Anatomy for Art Students, Oxf. 1896 ; George McClelland : Anatomy in Its Relation to Art, Phil. 1900 ; R. W. Shufeldt : Studies of the Human Form, Phil. 1908 ; George Lutz : Practical Art Anatomy, N.Y. 1918 ; George Bridham : Constructive Anatomy, N.Y. 1919]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অঙ্কন,—পূর্তবিদ্যায় যে অঙ্কন-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তাহা আমাদের সাধারণ চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা হইতে অন্য প্রকার। এই পদ্ধতি-অনুসারে অঙ্কন-কার্য করিতে বা বুঝিতে হইলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ পূর্তবিদ্যায় orthographic projection ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও একটী দ্রব্যের স্বরূপ তিনটী বা তাহার অধিক সমকোণস্থিত
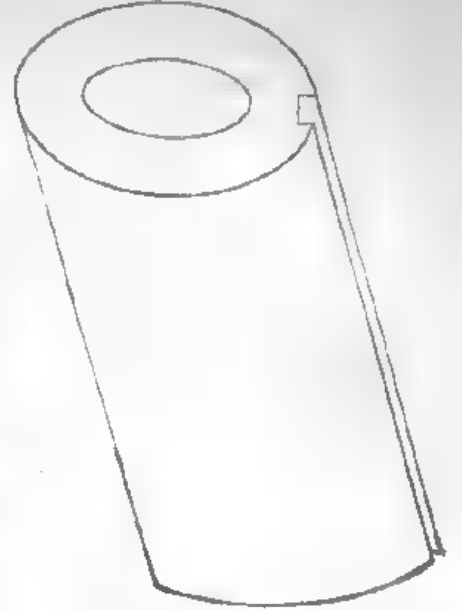
২ নং চিত্র

সমতল ক্ষেত্রে (চিত্র নং ১) অঙ্কিত করাকেই orthographic projection বলা হয়। এই মত-অনুসারে কোনও দ্রব্যকে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়া সেই দৃশ্যগুলি (views) কাগজে অঙ্কিত করা হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা সম্মুখ

সমকোণস্থিত তিনটী সমতল ক্ষেত্র

১ নং চিত্র

END VIEW

ELEVATION

END VIEW

৪ নং চিত্র

হইতে দেখিলে তাহাকে elevation, পার্শ্ব হইতে দেখিলে end elevation ও উপর হইতে দেখিলে plan বলা হয়। যদি কোনও দ্রব্যের অন্তর্ভাগ শূন্যগর্ভ হয় বা তথায়

PLAN

SECTION

PHANTOM SECTION

৩ নং চিত্র

কোনও বিশেষ কারুকার্য থাকে তখন আমরা ঐ দ্রব্যকে কাটিয়া ফেলিয়া যে দৃশ্য দেখি তাহাকে section বলা হইয়া থাকে। যে স্থানে বিশেষ আবশ্যক থাকে না সেস্থানে ভগ্নরেখার দ্বারা আভ্যন্তরীণ দৃশ্য দেখান হইয়া থাকে এবং সেই দৃশ্যকে phantom section বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ২নং চিত্রকে অঙ্কিত করিলে ৩নং চিত্রের অনুরূপ হইবে।

শ্রীকরুণাময় রক্ষিত

অঙ্কপল্লী—উড়িষ্যায় পুরীজেলার একটা গণ্ডগ্রাম। অপর নাম আনকপল্লী [আনকপল্লী দ্র°]।

অঙ্কপাত—হিন্দু গণিতে অঙ্ক-সংখ্যা অসংখ্য। অবশ্য সুবিধার জন্য পরার্ধ পর্যন্ত আঠারটী অঙ্ক-সংখ্যা ধরা হইয়া থাকে। সমস্ত রাশি বামভাগ হইতে গণনা করা হয় এবং গণনাদ্বারা রাশির সংখ্যানির্ণয়ে দক্ষিণভাগ হইতে গণিতে হয়।

একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ, পদ্ম, জলধি, অন্ত্য, মধ্য, পরার্ধ,

মূল নয়টী অঙ্ক (১ হইতে ৯) ও শূন্যের (০) সাহায্যে গুণ ও যোগদ্বারা রাশিগুলি লিখিত হয়। রাশি-লিখনে বা অঙ্কপাতে উপযুক্ত নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। এককস্থানে যে সংখ্যা বসিবে, তাহা দশক স্থানে বসিলে দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে। আবার ইহাতে কোন অঙ্ক যোগ করিলে তত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এককের স্থানে ১ আছে মনে করিলে ইহা দশকের স্থানে গেলে ১০ হইবে; অনুরূপ যত স্থান বামদিকে সরিবে ততই প্রতিবারে দশগুণ করিয়া রাশিটী বৃদ্ধি পাইবে। যথা—

১ একক
১০ দশক
১০০ শতক
১০০০ সহস্র

১০০০০ অযুত
১০০০০০ লক্ষ
১০০০০০০ নিযুত
১০০০০০০০ কোটী
১০০০০০০০০ অর্বুদ
১০০০০০০০০০ বৃন্দ
১০০০০০০০০০০ খর্ব
১০০০০০০০০০০০ নিখর্ব
১০০০০০০০০০০০০ শঙ্খ
১০০০০০০০০০০০০০ পদ্ম
১০০০০০০০০০০০০০০ জলধি
১০০০০০০০০০০০০০০০ অন্ত্য
১০০০০০০০০০০০০০০০০ মধ্য
১০০০০০০০০০০০০০০০০০ পরার্ধ

পূর্ণ অঙ্কের জন্য রাশিপাতের এইরূপ ব্যবস্থা। ভগ্নাঙ্ক ও দশমিকের (দশাংশ) অন্য ব্যবস্থা আছে। ভগ্নাংশ কোন পূর্ণ সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এইরূপ স্থলে, কোন রাশিকে কয়েকভাগ করিতে হইলে, রাশিটী উপরে লিখিয়া, যত ভাগ করিতে হইবে সেই সংখ্যা তলায় লিখিতে হইবে। যথা—তিনকে পাঁচ ভাগ করিতে হইলে $\frac{৩}{৫}$ লিখিতে হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, কোন সংখ্যাকে এককের স্থান হইতে বামে সরাইলে ক্রমে ক্রমে দশগুণ বৃদ্ধি পায়; অনুরূপ কোন সংখ্যাকে বামদিক্ হইতে ক্রমে দক্ষিণে সরাইলে ইহা দশগুণ করিয়া হ্রাস পায়। ১০ এই রাশি আছে মনে করিলে, যদি এক এই অঙ্ককে ডান দিকে সরান হয়, তবে রাশিটী হইবে ১। আবার ১ এই রাশিটিকে ডানদিকে

সরাইলে ইহাও দশ গুণ হ্রাস পাইবে। ভগ্নাংশে লিখিতে হইলে ১/১০ হইবে। এইরূপ স্থলে দশমিকের ব্যবহার হয়। ১/১০ কে দশমিকে '১ লিখিতে হইবে। ১কে এইভাবে ক্রমাগত ডানদিকে সরাইয়া দশমিকে প্রকাশ করিতে হইলে '১, '০১, '০০১ ইত্যাদি লিখিতে হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্কমা—নামান্তর অঙ্কমা, অক্কাম্বিকা, অক্কাম্বিকা [অক্কম্বিকা দ্র°]। বেলনাড়ু-রাজ রাজেন্দ্রচোলের পত্নী ও রাজেন্দ্রচোলের সামন্ত কোণ্ডপড়টি-রাজ বুদ্ধরাজের ভগিনী। পিতা—২য় মল্ল।

[EI, vi, 268 ; HinsSI, 117, 362]

অঙ্কযন্ত্রনির্ণয়বিধি—তান্ত্রিক যন্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°।—Nw. 224 ; VSP. 65

অঙ্কর, অঙ্ৎ্ব কর্পো—রাজহংসের (Anser indicus—Lath) তিব্বতীয় নাম। অশিক্ষিত পার্বতীয় তিব্বতীয়েরা ইহাদের শাদা রঙে আকৃষ্ট হইয়া ইহাদিগকে এই নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তিব্বতীয় 'অঙ্কর' বা 'অঙ্ৎ্ব কর্পো' অর্থে শাদা হাঁস। [রাজহংস দ্র°]

[ডক্টর সত্যচরণ লাহা : কালিদাসের পাখী, কলি. ১৯৩৪, ২০, ১২৪ : JBNHS, xix, 369]

অঙ্কলেখ্য—[বৈদ্যক। চলিত—চেঁচ কো মূল] চিকোড় [চিকোড় দ্র°]।

অঙ্কলোপ—[অঙ্কের লোপ—৬-তৎ] অঙ্কের বিয়োগসাধন।

অঙ্কসংজ্ঞা—গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকর্তা—রামানন্দ-তীর্থ। কোন শব্দে কত সংখ্যা বুঝায় এই গ্রন্থে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—L. 1100.

অঙ্কাঙ্ক—(বৈদিক) জল। 'অঙ্কাঙ্কং ছন্দঃ'—বা-স° ১৫. ৫। 'অঙ্কাঙ্কং অঙ্কে স্থলে অঙ্কানি গর্তপাষাণাদিচিহ্নানি যস্যৈতাদৃশং জলম্। আপো বা অঙ্কাঙ্কং ছন্দ ইতি শ্রুতেঃ ॥'

অঙ্কাগত—[অঙ্কে আগত—২-তৎ ; স্ত্রী—-1] বিণ, ১ ক্রোড়গত, ক্রোড়ে আসীন। ২ সন্নিহিত। ৩ হস্তগত।

অঙ্কান্তপাত্র—নাটকের কোন অঙ্কের শেষে যে পাত্র প্রবেশ করে এবং যাহা হইতে পরবর্তী অঙ্কের প্রারম্ভ সূচিত হয়।—সা-দর্প° ৬. ৪৩।

অঙ্কামৃতসাগরী—গঙ্গাধর-কৃত লীলাবতী-টীকা।

অঙ্কার—সঙ্গীতের হ্রাস বা অবনতি diminution of music ॥ মনি° ॥

অঙ্কারোপণপ্রয়োগ — গৃহ্যগ্রন্থ-বি°। —Burnell, 26a.

অঙ্কারোহণ, -প্রয়োগ—ধর্মগ্রন্থ-বি° —Burnell, 151a

অঙ্কালকল্প—যন্ত্রগ্রন্থ-বি°।—Bik. 574.

অঙ্কালম্মা—মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত গন্নাড়ু তালুকের কারেম্পুড়ি গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন মন্দির। মন্দিরটী নাগমন্দির-রূপে কথিত ; ইহার চতুর্দিকস্থ প্রাচীরে নানা-প্রকার নাগ ও নাগিনীর মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। মহামণ্ডলেশ্বর কুলোত্তুঙ্গের মন্ত্রী ১০৭৬ শক° এই মন্দিরে দীপদানার্থ একটী বৃত্তি প্রদান করেন।

অঙ্কাবতার—[অঙ্কের অবতার যেখানে—বহু°] নাটকের অঙ্কের শেষ অংশ, যে অঙ্কে পরবর্তী অঙ্কের আভাস সূচিত হয়।

অঙ্কি-টঙ্কি—অঙ্কই-টঙ্কই [অঙ্কই দ্র°]।—EHI, vi", 57.

অঙ্কিত—[✓অঙ্ক+ক্ত (ত) ; স্ত্রী—-1] ১ লাঞ্ছিত, চিহ্নিত, দাগকাটা ॥ ব্যাড়ি° শব্দ° ॥ ২ মুদ্রিত। ৩ চিত্রিত। ৪ অপমানিত, নিন্দিত, দূষিত। ৫ জোদিত ; 'রামনামাঙ্কিতম্-অঙ্গুরীয়ম্'—রা° ৫. ৩২. ২৪। ৬ রেখাদ্বারা আঁকা। ৭ বর্ণনাদ্বারা প্রস্তাবাঙ্কিত। ৮ গণিত counted.

অঙ্কিদেব—রট্টবংশীয় নৃপতি-বি°। চালুক্য-রাজ বিক্রমাদিত্যের সামন্ত। ১১২৯ খ্রী° ইনি রাজত্ব করিতেন।

[BG, i, pt.-ii, 555 ; RCI, 145]

অঙ্কী—[পু° অঙ্কিন্। অঙ্ক+ইন্ (ইনি)- ; স্ত্রী—অঙ্কিনী] বিণ, ১ (বৈদিক) অঙ্কযুক্ত—ঋ° ৩. ৪৫. ৪। ২ অঙ্ক যাহার স্থান, মৃদঙ্গবি° ॥ শব্দরত্না° শব্দ° ॥ ৩ কলঙ্কযুক্ত। ৪ (কলঙ্কযুক্ত বলিয়া) চন্দ্র। ৫ অঙ্ক (ক্রোড়) যাহার আছে।

অঙ্কুট—চাবি a key ॥ অভি° ॥

অঙ্কুপ—জল। 'অঙ্কুপং ছন্দঃ'—বা-স° ১৫. ৪। 'অঙ্কুপং অঙ্ক কুটিলগতৌ অঙ্কেন কুটিলগত্যা আপ্নোতি,তাঙ্কুপমুদকম্। আপো বা অঙ্কুপং ছন্দ ইতি শ্রুতেঃ ॥

অঙ্কুর১, **অঙ্কূর**—[✓অক্ (লক্ষ করা) +উর, উর—ক] ১ বীজোদ্ভব, নূতনোৎপন্ন তৃণাদি, বীজ হইতে যাহা দেখা যায়, যাহা বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, কল a sprout ॥ শব্দ° ॥ পর্যায়—অভিনবোদ্ভিদ্ ॥ অম° ॥ উদ্ভেদ, প্ররোহ, অঙ্কুর ॥ রাজনি° ॥ রোহ, অঙ্কুর ॥ অভি° ॥ ২ প্ররোহ, মুকুল, কুঁড়ি a sprout ॥ রাজনি° ॥ ৩ নবোদ্ভিন্ন বস্তু, অভিনবোদ্ভিদ্ ॥ অম° ॥ ৪ কলা, ডগা a blade. ৫ আদি মূল root. ৬ জল ॥ মে° শব্দ° অভি° ॥ ৭ রক্ত ॥ মে° শব্দ° ॥ ৮ লোম ॥ মে° শব্দ° ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৩২৪ ॥ ৯ প্রকাশ। ১০ অর্বুদ a tumor. ১১ বাঙলার দক্ষিণ- ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পদবী-বি°। ~ণ —বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্ভব। ~পর্বত —[অঙ্কুরের পর্বত (স্তূপ)—৬-তৎ] অঙ্কুর-সমষ্টি, শ্বেতবর্ণ অঙ্কুর-স্তূপ। বিণ—অঙ্কুরিত =১ মুকুলিত, যে বীজে অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে। ২ প্রকাশিত, উন্মেষিত।

অঙ্কুরক—নীড় পক্ষিবাসস্থান, পাখীর বাসা ॥ শব্দ° শব্দমালা ॥

অঙ্কুরার্পণ — তান্ত্রিক অনুষ্ঠান-বি°। পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, দেবতাস্থাপন, নবগৃহপ্রবেশ, উপনয়ন, বিবাহ, শান্তিকর্ম, রাজাভিষেক প্রভৃতি সর্ববিধ মাঙ্গলিক কর্মের পূর্বে (নবদিন, সাতদিন, পাঁচদিন বা অব্যব-হিত পূর্বে) এই অনুষ্ঠান বিধেয়। ইহার মোটা-মুটি বিধান এইরূপ :—মূলকার্যের জন্য নির্মিত মণ্ডপের উত্তর দিকে দশ হাত দীর্ঘ ও পাঁচ হাত বিস্তৃত একটী শালা নির্মাণ করিয়া তাহার

মধ্যে একটী বৃত্তিবেষ্টিত সুরক্ষিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই শালাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ্ঠে ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে সোণা, রূপা, তামা বা মাটীর তিন প্রকার পাত্র (পালিকা[১], পঞ্চমুখী[২] ও শরাব) স্থাপন করিতে হইবে। এই সকল পাত্রে প্রথমে শুষ্ক গোময়, তদুপরি বালুকা ও তাহার উপর মৃত্তিকা রাখিয়া হরি, ব্রহ্মা ও শিবের অর্চনা করা কর্তব্য। পরে রাত্রিতে ধান্য, অড়হর, মুগ, মাষ, কাউনি ও কুলথের দুগ্ধপ্রক্ষালিত বীজ অর্চনা করিয়া পূর্ব বা উত্তরমুখ হইয়া ইহাদের মধ্যে বপন করিতে হইবে। এই সমস্ত বীজে ব্রহ্মাদি দেবতার পূজা বিধেয়। তারপর হরিদ্রাচূর্ণ-মিশ্রিত জলদ্বারা বীজগুলি সিক্ত করিয়া পাত্রগুলি নূতন বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিতে হইবে এবং প্রতি রাত্রিতে রাত্রির অধিপতি দেবতার পূজা করিতে হইবে। ইহার পর অঙ্কুরোদ্গম হইলে উহার শুভাশুভ পরীক্ষা করা বিধেয়। অঙ্কুর যদি সরল, ঊর্ধ্বগামী, কোমল ও শুভ্র হয় তবে তাহা শুভ; আর যদি উহা ধূম্রবর্ণ, বক্র, কুব্জ ও অবনতশিরবিশিষ্ট হয় তবে উহা অশুভ। অশুভ অঙ্কুরস্থলে শান্তিহোম বিধেয়। এই অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিধানাদি শঙ্করাচার্যকৃত 'প্রপঞ্চসার' (৫. ১৮-২৯), লক্ষ্মণদেশিক-কৃত 'শারদাতিলক' (৩. ২৮-৪৩), পূর্ণানন্দ পরমহংস-কৃত 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' (৪. ৩০-৩৮) ও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অনেক পদ্ধতি-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। প্রপঞ্চসারে ইহা বীজনিবাপ বা বীজারোপণনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কার্তিক-সংক্রান্তিতে কার্তিকের-ব্রত উপলক্ষ্যে পূর্ববঙ্গে হালা বা ধান্যাঙ্কুর প্রস্তুত করিবার যে রীতি দেখা যায়, তাহা অধুনাবিলুপ্তপ্রায় এই অনুষ্ঠানের রূপান্তর বলিয়া মনে হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অঙ্কুরার্পণপ্রয়োগ — ধর্মগ্রন্থ-বি°।— Burnell, 148a.

[১] ষোড়শাঙ্গুল বেধযুক্ত দ্বাদশ উচ্চ শরাব। ইহার পাদপীঠ ষড়ঙ্গুল-বিস্তৃত। পাদপীঠের উচ্চতা চতুরঙ্গুল।

[২] দ্বাদশাঙ্গুলবেধযুক্ত চতুরঙ্গুলবিস্তৃত পঞ্চমুখযুক্ত শরাব। পাঁচ মুখের মধ্যে চারিদিকে চারিটি এবং ঊর্ধ্বাভিমুখ একটী।

অঙ্কুরার্পণবিধি—পঞ্চরাত্রাগমের অন্তর্গত বিধি।—Taylor, 6. 135. 'শারদা-তিলক'ধৃত বিধি।—L, 1068.

অঙ্কুরি, অঙ্কুরি—[মূ°—অঙ্গুরীয়ক ; বা° অঙ্গুরী ; অপ্র° গ্রাম্য—অঙ্গুরি (নী)] অঙ্গুরীয়ক, আংটী।

অঙ্কুরিয়া—বাঙ্গালার ডোমজাতির একটী শাখা। ইহারা প্রধানতঃ বাঁশের ঝুড়ি, চুবড়ী প্রভৃতি নির্মাণ করে এবং উহাদ্বারাই ইহারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে।

অঙ্কুরোদয়, অঙ্কুরোদ্গম, অঙ্কুরোদ্ভব—[অঙ্কুরের উদয়, উদ্গম, উদ্ভব—৬-তৎ] বীজাঙ্কুরের উদ্গম বা উৎপত্তি। বীজ হইতে অঙ্কুর বা 'কল' বাহির হওয়া। বীজের মধ্যে ভ্রূণাণু আছে; এই ভ্রূণাণু বীজচ্ছদের বা 'খোসা'র ভিতরে থাকে। সকল বীজের ছদ বা খোসা কিন্তু সমান নহে। কোন কোন বীজে একটী মাত্র বীজচ্ছদও থাকে। সাধারণতঃ বীজে দুইটী করিয়া বীজচ্ছদ থাকে, একটী বাহিরের কঠিনত্বক্ বা বহির্বীজচ্ছদ (testa) এবং অপরটী অন্তর্বীজচ্ছদ বা মুকুলচ্ছদ (tegmen)। জৈত্রী, জায়ফল প্রভৃতি ফলের বীজচ্ছদের উপরেও একটী পাতলা আবরণ থাকে, তাহাকে উপচ্ছদ (aril) বলে। বীজপত্র বা বীজদলের (cotyledon) মধ্যভাগে বীজমূল বা মূলাঙ্কুর (radicle) থাকে এবং তাহার বিপরীতদিকে ভ্রূণকলি বা আদিকাণ্ড (plu-mule) অবস্থিত। ভ্রূণকলির পরিণতিতেই গাছের জন্ম। ইহা অতিক্ষুদ্র পত্রদ্বারা আবৃত থাকে। বীজচ্ছদের গায়ে একটী কর্কশ অংশ থাকে তাহাকে বীজক্ষত (hilum) এবং বীজচ্ছদে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে তাহাকে অণুছিদ্র (micropyle) বলা হয়। এই অণুছিদ্রের মধ্য দিয়াই বীজের উদ্গম হইয়া থাকে। বীজচ্ছদের অভ্যন্তরস্থ অংশই ভ্রূণ। ছোলা, মটর, কুমড়া প্রভৃতির বীজে যে দুইটী অংশ থাকে, তাহাই বীজদল। ধান, ভুট্টা প্রভৃতির বীজে একটী মাত্র বীজদল আছে। বীজের ভিতরেই ভ্রূণকলির খাদ্য সঞ্চিত থাকে। অঙ্কুরোদ্গম হইতে দেখা গেলেও এইরূপ অঙ্কুর সাধারণতঃ বাঁচিতে পারে না। ছোলা, মটর প্রভৃতির বীজ হইতে ৮।৯ ঘণ্টার মধ্যেই অঙ্কুর বাহির হয়। অধিকাংশ বীজই ৪।৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ পরিপক্ব নূতন বীজ হইতেই ভাল অঙ্কুর বা চারা হইয়া থাকে, তথাপি পুরাতন বীজও অঙ্কুরিত হয়। একশত বৎসরের পুরাতন রাই, সোঁদালি প্রভৃতির বীজ হইতেও চারা হইতে দেখা গিয়াছে।

অঙ্কুরোদ্গমে উত্তাপের আবশ্যক, সকল বীজেই যে সমান উত্তাপের প্রয়োজন এমন নহে। ঋতু-অনুযায়ী স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অঙ্কুরোদ্গমের যে নিয়ম কৃষককুলে বর্তমান আছে তাহা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। কারণ কোন্ বীজে কতটুকু উত্তাপ, আর্দ্রতা অথবা বায়ুর আবশ্যক ঋতুই তাহা নির্ণয় করে। সাধারণতঃ কৃষকগণ উদ্ভিদ্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও বংশপরম্পরায় তাহারা উদ্ভিদ্তত্ত্বের এই মূল তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছে।

অধিকাংশ বীজই ৭৮ হইতে ৯৩ ডিগ্রী ফারেন্‌হিট (Fahren-heit) উত্তাপে অঙ্কুরিত হয়। বায়ুতে যে অম্লজান বায়ু থাকে, তাহাও অঙ্কুরোদ্গমে প্রয়োজন। কোন কোন বীজের অঙ্কুরোদ্গমকালে ভ্রূণের দেহ হইতে অম্লজান বহির্গত হয় এবং তাহাই কাজে লাগে। বীজ হইতে এই সময়ে অঙ্গারাম্ল বায়ু ও জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে না। অঙ্কুরিত বীজ সাধারণতঃ একটু উত্তপ্ত হইয়া উঠে; অঙ্কুর বা ভ্রূণকলি বাহির হইয়া বীজের ভিতরের সঞ্চিত খাদ্যই কিছুকাল গ্রহণ করে। অতঃপর শিকড় অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করে। অতিরিক্ত শৈত্য অথবা উত্তাপে ভ্রূণকলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বীজ-মধ্যস্থ খাদ্য শ্বেতসার, প্রোটীন্ (protein) ও তৈলবিন্দুর সমষ্টি ব্যতীত কিছুই নহে। কোন কোন বীজে পোষণবস্তু বা স্বাভাবিক

খাদ্য অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে; আবার কোন কোন বীজে তাহার পরিমাণ একটু কম থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, বন্য গাছগুলি স্বাভাবিক উপায়ে অযত্নেই জন্মিয়া থাকে। গাছ হইতে পতিত বীজ হইতেই এইরূপ গাছ হয়। গাছকে এই হিসাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। দেখা যায়, প্রথম শ্রেণীর গাছের বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইতে উহার কাণ্ডাংশই সবুজ পত্রাদিসহ অধিক দিন বেশ বর্ধিত হইতে থাকে; ইহার অধঃখণ্ড (শিকড় ভাগ) প্রায়ই প্রথম বর্ধিত হয় না। লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বীজে পরিপোষক অংশ কম, সুতরাং ইহার অধঃখণ্ড সত্বর বর্ধিত হয়। প্রথম শ্রেণীর অঙ্কুরোদ্গমকে অধোমৃত্তিক (hypogeal) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্কুরোদ্গমকে আধিমৃত্তিক (epigeal) বলা হইয়া থাকে। [বীজ ও চারা দ্র°]

শ্রীঅশোককুমার সেন

অঙ্কুরেশ্বর—[অঙ্ক্রেশ্বর দ্র°]।

অঙ্কুশ১, অঙ্কুশ, অঙ্কুষ—[অঙ্ক (গমন করা)+উ (বা উষ)—শ। গ্রী° Agkura] যাহা (হস্তীর) মর্মস্থানে গমন করে; হস্তীচালন করিবার বক্রাগ্র লৌহদণ্ড, আঁকুষি, ডাঙ্গশ। পর্যায়—সৃণি (অম°), সৃণি (অম-টী°), অঙ্কুষ (উণা°)। এই অস্ত্র একটা কাষ্ঠনির্মিত দণ্ডের অগ্রভাগে ধাতুনির্মিত আঁকড়ার সংযোগে প্রস্তুত। হিন্দু দেবদেবীর হস্তে যে সকল অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় ইহা তাহাদের অন্যতম এবং ইহা গণেশ, সরস্বতী, পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবদেবীর হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্কুশের অগ্রে যখন বজ্র আরোপিত হয় তখন উহাকে বজ্রাঙ্কুশ বলে।—HI. i. pt.-1, 2, 8.

~গ্রহ—[অঙ্কুশ—√গ্রহ্‌+অচ্‌;—পা° ৩, ২৯ (বার্তিক)] অঙ্কুশ গ্রহণ বা ধারণ করে যাহাতে।

অঙ্কুশ২—'পঞ্চরাত্রাগমে' 'অঙ্কুশ' নামক দেব-প্রহরণ দৈবধ্বদেবমূর্তি-রূপে গৃহীত হইয়াছে। এই অঙ্কুশমূর্তির দেবতার ন্যায় আকৃতিও কল্পিত হইয়াছে। 'ঈশ্বরসংহিতায়' অঙ্কুশমূর্তির ধ্যান এইরূপ—

কৃশাঙ্গং দীর্ঘবাহুঞ্চ
পিঙ্গাক্ষং তু চাঙ্কুশম্।
বিকরালমুখং রৌদ্রং
ভিন্নাঞ্জনগিরিপ্রভম্॥—ঈশ্বর-স° ৭।

অঙ্কুশ৩—পানের বিটক বা খিলিবি°। পানের খিলি বহু প্রকারের হয়, ইহাদের একটির নাম অঙ্কুশ। ইহা আধুনিক ত্রিকোণাকার খিলি। 'নাগরসর্বস্বে' আছে, নায়ক ও নায়িকা পরস্পর সঙ্কেত করিবার জন্য বিভিন্ন আকারের তাম্বুল-বিটক ব্যবহার করিত। অঙ্কুশখিলি পরস্পর আহূত অর্থাৎ পরস্পরকে আহ্বান করিবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হইত। [তাম্বুল-সঙ্কেত দ্র°]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অঙ্কুশ-ক্রিমি—পরাঙ্গপুষ্ট একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্রিমি hook-worm. প্রাণীর অন্ত্রমধ্যে প্রবেশপূর্বক এই সকল ক্রিমি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সংশ্লিষ্ট হইয়া রক্তপান করে। অঙ্কুশ-ক্রিমিকে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ankylostoma duodenale ও (২) necator americanus। কদাচিৎ অন্য এক শ্রেণীর অঙ্কুশক্রিমি ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestine) দেখিতে পাওয়া যায়; এই শ্রেণীর নাম দেওয়া হইয়াছে—ankylostoma braziliense. পূর্ণাঙ্গ উভয় শ্রেণীর ক্রিমি সমবর্তুল ও বৃত্তাকার। ইহারা অতি ক্ষুদ্র; অধিকাংশস্থলে অণুবীক্ষণের সাহায্যে মলপরীক্ষা করিলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উষ্ণমণ্ডল ও তাহার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অধিকাংশ অধিবাসীদের মধ্যে অঙ্কুশক্রিমি-রোগ দেখা যায়। অন্ত্রমধ্যে স্ত্রী-ক্রিমি দৈনিক শত শত অতি সূক্ষ্ম ডিম পাড়ে এবং মলের সহিত এই ডিমগুলি মাটিতে পড়ে; এই ডিম হইতে ক্রিমি ফুটিয়া বাহির হয়। ৫।৭ দিনের মধ্যেই অতিক্ষুদ্র দণ্ডাকার শিশুক্রিমি ঘাস বা পাতার উপর চলিয়া বেড়ায়। ভূমি যদি আর্দ্র হয় এবং ছায়া পায় তবে এইগুলি কয়েকমাস পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। খালিপায়ে এই সকল ক্রিমিদুষ্ট ঘাস অথবা পাতার উপরে চলাফেরা করিলে ত্বক্ ভেদ করিয়া ক্রিমিগুলি মানবশরীরে প্রবেশ করে; তরিতরকারীর সহিতও উহারা মানবশরীরে প্রবেশ করিতে পারে। পায়ের আঙুলের নীচের নরম চামড়াই ইহারা সহজে ভেদ করিতে পারে। শিশুদিগের ত্বক্ অতি নরম। সুতরাং কিছুতেই শিশুদিগকে খালি পায়ে চলিতে দেওয়া উচিত নহে। উভয়বিধ ক্রিমিই দৈর্ঘ্যে ½ ইঞ্চি লম্বা হয়। উহাদের দাঁত অঙ্কুশের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও ধারাল। দাঁতের সাহায্যেই ইহারা অন্ত্রমধ্যে সংলগ্ন হয়। Ankylostoma duodenale-এর মুখবিবরের ভিতরে সম্মুখদিকে অঙ্কুশের ন্যায় চারিটা দাঁত ও পশ্চাদ্দিকে ছোটগুলির ন্যায় দুইটি দাঁত দেখা যায়। আবার সম্মুখের দাঁতের নীচের দিকে ছুরির ফলার ন্যায় দুইটা দাঁত আছে। এই জাতীয় স্ত্রী-ক্রিমির যোনি দেহের নিম্নার্ধে সম্মুখ দিকে থাকে। কিন্তু necator americanus-এর যোনি নিম্ন দিকে থাকে। পুংজাতীয় ক্রিমির মাথার দিক্ কতকটা ছাতার মত। উভয় শ্রেণীর ক্রিমির দন্তসংখ্যা ও বিন্যাসে সামান্য পার্থক্য আছে।

উক্ত প্রদেশগুলির শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক অঙ্কুশ-ক্রিমির রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পূর্ব-গোলার্ধে ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্মা, মিশর প্রভৃতি এবং পশ্চিম-গোলার্ধে আমেরিকার ব্রেজিল, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে অঙ্কুশ-ক্রিমিরোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। কিছুদিন পূর্বে সিংহল-দ্বীপে অন্য এক প্রকার অঙ্কুশ-ক্রিমি মানুষের অন্ত্রমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল; ইহা সাধারণতঃ খট্টাশ নামক জন্তুর শরীরেই পাওয়া যায়।

রোগ—অঙ্কুশক্রিমি খাদ্যদ্রব্যের সহিত মুখনালী দিয়া শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, অথবা ত্বক্ ভেদ করিয়া রক্তবহা শিরাগুলির মধ্য দিয়া ফুস্ফুসে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে শ্বাস-নালীর সাহায্যে কণ্ঠনালীতে উপস্থিত হইয়া অনায়াসে অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। অন্ত্রের গাত্রে ইহারা দাঁতের সাহায্যে কামড় দিয়া ধরিয়া থাকে। এই ক্রিমি ত্বক্ ভেদ

করিলে ত্বকে প্রদাহ অথবা সামান্য ঘা হইতে পারে। এই ঘা ১৫ দিনের মধ্যেই নিবারিত হয়। ক্রিমিগুলি ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হইলে একটু কাশি দেখা দেয়। কোন কোন স্থলে ব্রঙ্কাইটিসের মত লক্ষণও দেখা যায়। অঙ্কুশক্রিমি রক্ত শোষণ করে। এই রোগের লক্ষণ নানা প্রকার; রোগ নির্ণয় করাও সহজ-সাধ্য নহে। রোগী দিন দিন মানসিক ও শারীরিক অবসাদ বোধ করে। সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হইলে রক্তাল্পতা (Brickmaker's anaemia), হৃদয়ের গোলমাল ও পাকস্থলীতে ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়; রোগীর ক্ষুধার সাধারণতঃ মান্দ্য আসে এবং পোড়ামাটী প্রভৃতি খাইতে ইচ্ছা করে। এই রোগ দীর্ঘকালব্যাপী হইতে পারে, কিন্তু রোগী হঠাৎ মারা যায় না।

চিকিৎসা—অন্ত্র হইতে অঙ্কুশক্রিমির নিষ্কাশনই এই রোগের একমাত্র প্রতীকার। রোগীর মল হইতে ক্রিমি অন্যের শরীরে সহজে ছড়াইয়া পড়িতে পারে; সুতরাং মল স্বাস্থ্যবিধি-অনুসারে পরিষ্কার করা উচিত। পানীয় জলের বিশুদ্ধি-সম্বন্ধেও সতর্ক থাকা আবশ্যক।

প্রধানতঃ থাইমল (thymol), ইউ-কেলিপ্টাস তৈল (eucalyptus oil) ও বিটা-ন্যাফথলের সাহায্যে অন্ত্রস্থ অঙ্কুশক্রিমি নষ্ট করা হয় এবং রাত্রিকালে দাস্তের ঔষধ (saline purgatives) দেওয়া হইয়া থাকে। চিকিৎসাধীন রোগীর পক্ষে তৈল বা তৈলাক্ত পদার্থ কিংবা মাদকদ্রব্য গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ থাইমল প্রভৃতি বিষ যাহাতে শরীরে ক্রিয়া না করে, সেইজন্য উপবাস অথবা অতি সামান্য খাদ্যগ্রহণই শ্রেয়। ইহাতে অঙ্কুশক্রিমি নষ্ট করিয়া তাহা দাস্তের সহিত বাহির হইয়া যায়। অতঃপর বলকারক টনিক প্রভৃতি দেওয়া নিয়ম।

থাইমল (thymol) ৩০ গ্রেন লইয়া তিন ভাগ করিতে হইবে এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এক মাত্রা (১০ গ্রেন) দিতে হইবে। রোগী যেন উপবাস করিয়া থাকে। ইহার পর রাত্রে সোডিয়ম সাল্‌ফেট (sodium sulphate) দিয়া দাস্ত করাইতে হয়। যতক্ষণ না মল সম্পূর্ণভাবে ক্রিমি অথবা তাহার ডিম হইতে মুক্ত হয়, ততক্ষণ কিছু দিন অন্তর অনুরূপ চিকিৎসা করা বিধেয়।

মনে রাখা উচিত যে, উপর্যুক্ত বিষ বিষাক্ত ঔষধগুলির অযথা অসতর্ক ব্যবহারে রোগীর শারীরিক অনিষ্ট হইতে পারে। থাইমল দ্বারা চিকিৎসায় অধিকতর সুফল দেখা যায়। Carbon tetrachloride (3·mil dose) ব্যবহারেও বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যব্যতীত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত ঔষধ-গুলি ব্যবহার করা উচিত নয়।

ডাঃ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী

অঙ্কুশ খাঁ—শিরহাট্টি দুর্গের নির্মাতা বলিয়া কথিত লক্ষেশ্বরের অধিবাসী। শিরহাট্টি দুর্গ বোম্বাই প্রদেশের সাংলিরাজ্যে অবস্থিত। এই দুর্গের নির্মাণ-ব্যাপার লইয়া মতান্তরও দেখা যায়। অনেকের মতে ইহা খণ্ডবল্ল্ দেশাই-এর নির্মিত।—IG, xxii. 292.

অঙ্কুশতারা—বৌদ্ধদেবী বি°। — সাধন° ১৯১। [বজ্রতারা দ্র°]

অঙ্কুশদন্ত—হস্তিভেদ-বি°। এই হস্তীর একটি দাঁত সোজা—অপর দাঁত পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এই হস্তী অন্যান্য হস্তী অপেক্ষা বলবান্ ও ক্রোধী হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে সাধারণতঃ 'গুণ্ডা' বলা হয়।

অঙ্কুশদুর্ধর—[অঙ্কুশ—দুর্ + √ধৃ—খল্] বিণ, অঙ্কুশদ্বারা কষ্টে নিবার্য, দুর্দান্ত মত্ত হস্তী, ক্ষিপ্ত হস্তী।

অঙ্কুশধারী—[পুং°-ধারিন্; স্ত্রী—-ধারিণী] ১ হস্তিচালক, (হস্তে অঙ্কুশ ধারণ করে বলিয়া) মাহুত। ২ 'ঋ' এই ব্যঞ্জনবর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই বর্ণের আকৃতির শেষভাগ অনেকটা অঙ্কুশের ন্যায়। এই দেবতার ধ্যান-অনুসারে ইনি সুবর্ণবর্ণ, নরাকৃতি। ইঁহার দক্ষিণ হস্ত তর্জনীমুদ্রাধিত, বামহস্ত কটিবিন্যস্ত। ইঁহার মস্তক অঙ্কুশ-চিহ্নাঙ্কিত। এই অঙ্কুশদেবতা সর্বাভরণভূষিত। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (সংখ্যা ২১২) ইঁহার ধ্যান এইরূপ—

অথ ঋকারস্থ অঙ্কুশধারী—
হেমবর্ণো নরাকৃতির্দক্ষিণহস্তে তর্জনী-
মুদ্রান্বিতঃ।
কটিবিন্যস্তবামহস্তঃ স্বচিহ্নাঙ্কিতমস্তকঃ
সর্বাভরণভূষিতঃ ॥

অঙ্কুশমুদ্রা—অঙ্কুশের ন্যায় মুদ্রা। মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলি বাহির করিয়া তর্জনীর মধ্যপর্বে সংযুক্ত করিয়া ঈষৎ কুঞ্চিত করিলে এই মুদ্রা হয়। তন্ত্রসারে মুদ্রা-প্রকরণে এই মুদ্রার বর্ণনা এইরূপ—

ঋজ্বীং মধ্যমাং কৃত্বা
তর্জনী মধ্যপর্বণি।
সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিন্-
মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা ॥ ১ ॥

কালিকাপুরাণে (৬৫ অ°) মহাঙ্কুশমুদ্রাও বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

অসন্নাস্থনামিকাযুগ্মমধঃ কৃত্বাঙ্কুশাকৃতী ॥
তর্জন্যাবপি তেনৈব ক্রমেণ বিনিযোজয়েৎ।
ইয়ং মহাঙ্কুশা মুদ্রা সর্বকামার্থসাধিনী ॥

অঙ্কুশশক্তি—স্ত্রী, নামান্তর পরমেশ্বরী। ইনি অঙ্কুশ-দেবতা। দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, চতুর্ভুজা—দুই হস্তে পাশ এবং অন্য দুই হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা; দেবী সিন্দুরতিলকো-জ্জ্বলা ও অঞ্জনাঙ্কিতলোচনা। ইঁহার ভ্রূদ্বয় শায়কের ন্যায় এবং কটাক্ষযুক্ত। পরমেশ্বরী বামে মায়ারূপ অঙ্কুশ ধারণ করেন। কালী-বিলাসতন্ত্রে ইঁহার ধ্যান এইরূপ—

প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসাং চতুর্বাহুসমন্বিতাম্।
দিব্যাম্বরপরীধানাং দিব্যাভরণভূষিতাম্ ॥
বিভ্রতাং পাশমুদ্রার্থ বরাভয়বিধায়িনীম্।
সিন্দুরতিলকোজ্জ্বলামঞ্জনাঙ্কিতলোচনাম্ ॥
কটাক্ষবিশিখোপেতভ্রূলতাপরিশোভিতাম্।
মায়ারূপাঙ্কুশং বামে বিভ্রতীং পরমেশ্বরীম্ ॥
—২৯. ৬৯পৃ°.

অঙ্কুশা—স্ত্রী, ১ শ্বেতাম্বর জৈনগণের ২৪ তীর্থঙ্করের শাসনদেবীগণের অন্যতমা। ২৪ শাসনদেবীগণের নাম, যথা—

চক্রেশ্বরী, অজিতা, দুরিতারী, কালী, মহাকালী, অচ্যুতা, শান্তা, জ্বালা, সুতারকা, অশোকা, শ্রীবৎসা, প্রবরা, বিজয়া, অঙ্কুশা, পন্নগা, গৌরী, নির্বাণা, অচ্যুতা, ধারণী, বৈরোট্যা, গান্ধারী, অম্বা, পদ্মাবতী, সিদ্ধা। *
২ জৈনদেবী-বি°। এই রমণীর মূর্তি দেবী, পদ্মাসীনা, চতুর্ভুজা। ইঁহার দক্ষিণদিকের দুই হস্তে পাশ ও অসি এবং বামদিকের দুই হস্তে অঙ্কুশ ও খেটক ; মতান্তরে—অঙ্কুশ ও চর্মফলক।

অঙ্কুশিত—[√অঙ্কুশি+ত (ক্ত) ম ॥ পা° ৭. ৩. ৩২ (সিদ্ধান্ত°) ॥ অঙ্কুশদ্বারা প্রহৃত।

অঙ্কুশী—১ পঞ্চত্রিংশৎ ব্যঞ্জনবর্ণের ৩৫টী বৈষ্ণবমূর্তির অন্যতম।—প্রপঞ্চ° ৩, ৩০।
২ বৌদ্ধদেবী-বি°। সাধনমালায় (পৃ° ১৯৮, ২২৮) ইঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী পাওয়া যায়—
'পূর্বদ্বারেঽঙ্কুশীং শুক্লাং বীজজাকারসম্ভবাম্।
দক্ষিণে অঙ্কুশধরাং বামতো দুষ্টতর্জনীম্॥'
দেবী অঙ্কুশী শুক্লবর্ণা, 'জ্বা'-কারবীজ-সম্ভবা। ইনি দক্ষিণ হস্তে অঙ্কুশ ধারণ করেন এবং বামহস্তে তর্জনীদ্বারা দুষ্টের দমন করেন। পূর্বদ্বারে এইরূপ অঙ্কুশী ধ্যেয়া। ইনি বজ্রতারার অষ্ট পার্শ্বদেবতার অন্যতমা। 'ওঁ তারে তুত্তারে স্বাহা' মন্ত্রের 'জ্বা' হইতে ইনি সমুদ্ভূতা।

অঙ্কুশেশ্বর—১ অণ্ড্রেশ্বর [অণ্ড্রেশ্বর দ্র°]। ২ তীর্থ-বি°। অঙ্কুশেশ্বর শিবের দর্শনে সর্বপাপ দূর হয়।—মৎস্য-পু° ১৯৪. ১।

অঙ্কুর—১ [অঙ্কুর দ্র°]। ২ রাক্ষস-বি°। কুম্ভকর্ণের পৌত্র ও কুম্ভের পুত্র। অঙ্কুর পিতামহ বিভীষণের গুণের অনুবর্তন করিয়া যৌবনকালে নর্মদাতীরে শঙ্করের আরাধনা করে। শঙ্কর অঙ্কুরের তপস্যায় প্রীত হইয়া বরদান করেন। অঙ্কুরও নর্মদা-তীরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে। ইহা অঙ্কুরেশ্বর নামে খ্যাত এবং এই তীর্থ অঙ্কুরেশ্বর তীর্থ বলিয়া আখ্যাত।—স্কন্দ-পু° আ-রেবা° ১৬৮।

অঙ্কুরেশ্বর—নর্মদানদীতীরবর্তী তীর্থ-বি° [অঙ্কুর দ্র°]।

অঙ্কেবালিয়া—বোম্বাইপ্রদেশে কাটিয়া-বাড়-রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র করদরাজ্য। এই রাজ্যে মাত্র তিনটী গ্রাম আছে। ইহার অধিপতি ঝালরাজপুত-বংশীয়। তাঁহাকে বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট ও জুনাগড়রাজকে কর দিতে হয়। ১৯০১ খ্রী° এই রাজ্যের লোক-সংখ্যা ১৪৯৭।
[BG, viii. 368 ; IG, v. 385, xv. 167]

অঙ্কোট, অঙ্কোঠ—(বৈদ্যক) বৃক্ষবৃক্ষবি°। চলিত কথায় ইহাকে আঁকোড় বা 'ধলা আঁকড়া' বলে। পর্যায়—অঙ্কোট, অঙ্কোঠ, অঙ্কোল, অঙ্কোলক, অঙ্কোর, অঙ্কোল্লিক, দীর্ঘকীল, ও নিকোচক। হি° ঢেরা বা ঢেরা; গুজ° অকোলা ; ক° অঙ্কুলে; তে° উডুগ্গ ; লা° alangium hexapetalum.

গুণ—কটু ও কষায় রস, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ উষ্ণবীর্য, লঘু ও বিরেচক এবং ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ, গ্রহদোষ, বিষচ্ছর্দি, বিসর্প, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মূষিকবিষ ও সর্পবিষ-নাশক।

ফল—শীতবীর্য, মধুররস, শ্লেষ্ম-নাশক, পুষ্টিকারক, গুরু, বলজনক, রেচক এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদুষ্টিনাশক।—ভা-প্র° পূ° গুড়ূচ্যাদিবর্গ।

এতদ্ব্যতীত সুশ্রুত-সংহিতায় ইহা ঊর্ধ্ব-শোধন বলিয়া উক্ত আছে। 'শঙ্খিন্যঙ্কোঠসুমনঃকরবীরসুবর্চলাঃ। শোধনানি কষায়াণি······।'—সুশ্রু° সূ° ২৭. ১০।

চক্রদত্ত ও হারীতসংহিতায় অতিসারে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থেই অতিসার-চিকিৎসায় 'অঙ্কোঠবটক' নামক ঔষধে ইহার ব্যবহার আছে।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অঙ্কোঠবটক—(বৈদ্যক) অতিসার-নাশক ঔষধ-বি°। দারুহরিদ্রা, অঙ্কোঠমূল, আকনাদিমূল, কুড়চিছাল, মোচরস, শ্বেতধুনা, ধাইফুল, লোধ ও দাড়িমত্বক সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রবল অতিসারে তণ্ডুলোদক ও মধুসহ মাড়িয়া সেবন করাইতে হয়।—চক্র° অতিসার-চি°।

হারীত-সংহিতায় ও অতিসার-চিকিৎসায় একটী অঙ্কোঠবটকের উল্লেখ আছে। তাহার সহিত চক্রদত্তোক্ত অঙ্কোঠবটকের উপাদানের একটু পার্থক্য আছে—যথা, অঙ্কোঠমূল, আকনাদিমূল ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ১ পল মাত্রায় লইয়া তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিতে হয়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অঙ্কোপরি—অ°, অঙ্কের উপরি, ক্রোড়ের উপর।

অঙ্কোরটোম—কম্বোজের রাজধানী। (অঙ্কোর—স° নগর, টোম—স° ধাম)। কম্বোজের ইতিকথা হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্রপ্রস্থের (দিল্লীর) নৃপতি আদিত্যবংশ কোন কারণে তাঁহার পুত্র প্রাহ্ টোঙের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দেন। প্রাহ্ টোঙ কম্বোজে আসিয়া তত্রত্য নাগরাজ-কন্যা এক নাগীর অপূর্ব রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। নাগরাজ জামাতাকে কম্বোজ-রাজ্য প্রদান করেন। অঙ্কোরটোমের অপর নাম ইন্দ্র-প্রস্থপুর।[১] প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, খ্রী° ১৩ শতক পর্যন্ত কম্বোজ-রাজগণ নাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। চীন-সম্রাটের সহিত চেউ তা-কুয়ন্ নামে যে রাজদূত কম্বোজের রাজধানী অঙ্কোরটোমে ১২৯৬ খ্রী° আসিয়াছিলেন তাঁহার বিবরণেও এই কিংবদন্তী সমর্থিত হইয়াছে।

খ্রী° ১ম শতকে সম্রাট্ যশোবর্মা (ইঁহার পিত্র্যভূতজাত [posthumous] নাম—পরম-

* তীর্থঙ্কর......দেব্যঃ। দেবীও চক্কেসরি অজিআ
দুরিতারি কালী মহাকালী।
অচ্চুয় সন্তা জালা সুতারয়াসোয় সিরিবচ্ছা॥ ৩৭৮
সন্ত বিজয়ংকুসা পন্নগত্তি নিব্বাণ অচ্চুআ ধরণী।
বইরুট্টচ্ছুত্ত গান্ধারি অম্ব উপমবই সিদ্ধা॥ ৩৭৯

১ Aymonier, Une notice sur le Cambodge (the introduction to his Dictionnaire Francais-Cambodgien 1874).

শিবলোক) এই রাজ্যের বহুবিধ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ইনি যশোধরপুর নামে নগর পত্তন করেন এবং রাজকীয় দেবতাকে হরিহরালয় হইতে আনিয়া এই স্থানে স্থাপিত করেন। এই দেবতার জন্য ইনি নূতন মন্দিরও নির্মাণ করেন। শিবাশ্রমের আচার্য দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। এই আচার্য যৌবনে রাজার শিক্ষক ছিলেন, তখন ইঁহার নাম ছিল বামশিব। নবব্রহ্মমন্দিরের মধ্যস্থলে পবিত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কার্যে তাঁহাকে সামন্ততন্ত্র-সম্পর্কীয় অধীন ভূক্তিভুক্ জমিদারেরা সাহায্য করিয়াছিলেন। যশোধরপুরের নাম হইয়াছিল অঙ্কোরধাম। মধ্যস্থলের মন্দিরের নাম যশোধরগিরি। ইহাই বায়নের (Bayon) শৈবমন্দির বলিয়া বিখ্যাত। স্দোক কাক টোম (Sdok Kak Thom) শিলালেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, শিবাশ্রমের নির্মাণকার্য যশোবর্মার পিতার রাজত্বকালে আরম্ভ হইয়াছিল। শিবসোম ও বামশিব নামক দুই জন পৌরোহিত্য-কার্যে ব্রতী ছিলেন। সম্ভবতঃ রাজধানী নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে নির্মিত হইয়াছিল :—প্রথমে শিবাশ্রম। তখন কিন্তু মধ্যবর্তী বৃহৎ মন্দির নির্মিত হয় নাই, তৎপরে পরিখা, দুর্গপ্রাকার, পথ, রাজধানীর ও প্রাসাদের দ্বার এবং সর্বশেষে শিবাশ্রমের মধ্যস্থলের সুন্দর উচ্চ মন্দির নির্মিত হয়। খ্রী° ৯ম শতকে এই রাজধানী এমন সুন্দর ও নয়নশোভন ছিল যে, জগতের অতি কম হর্ম্যই ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থান পাইতে পারিত। নগরের তিনটী প্রশস্ত পথ শিবাশ্রম-মন্দিরে গিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই মন্দির খ্মের (Khmer) স্থাপত্যের অদ্ভুত নিদর্শন। মন্দিরের উত্তরদিকে বহুদূরবিস্তৃত বিচারালয় (forum) ছিল এবং উহার চতুর্দিকে সুদৃশ্য হর্ম্যাবলী বিরাজ করিত। রাজ্যের অপর দুইটী প্রশস্ত পথ ধরিয়া এইস্থানে আসা যাইত। ৫টী দ্বারের ভিতর দুইটী দ্বার পূর্বদিকে ও একটী করিয়া দ্বার অপর তিন দিকে ছিল। বিচারালয়ের সম্মুখে শিবাশ্রম, মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ। ইহার মধ্যভাগে উচ্চপ্রাসাদ (বিমানাকাশ) ছিল, এইস্থানেই বৌদ্ধদিগের চৈত্য ও স্তূপ এবং স্কুল, কলেজ ও অস্ত্রাগার ছিল। রাজধানীর চারিদিক্ ব্যাপিয়া ৩০০ ফুট চওড়া পরিখা ছিল। আত্মরক্ষার জন্য ইহার পার্শ্বে সুদৃঢ় গৈরিক প্রস্তরের (limonite) প্রাচীর ছিল। শহরটী চতুর্ভুজ এবং প্রত্যেক দিকেই কিঞ্চিদধিক দুই মাইল দীর্ঘ। মন্দিরের নিকটে রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় পুষ্করিণী ও বিধ্বস্ত শহরের ইট, টালি, মৃত্তিকা-নির্মিত পাত্রাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলি দেখিয়াই মনে হয়, এককালে এই রাজ্য ঐশ্বর্যের উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। রাজধানীর দ্বারগুলির প্রত্যেকটীর দুই পার্শ্বে রক্ষীদের গৃহ ছিল। প্রবেশদ্বারের মাথার উপর বহু হস্তীর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির তিনটী করিয়া মুখ ছিল, তবে এখন অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। একটী দ্বারের নাম ছিল 'বিজয়'-দ্বার। অপর একটী দ্বারের নাম 'মরণ'-দ্বার।

যশোবর্মার ভগিনীপতি ৪র্থ জয়বর্মা এই রাজ্যের রাজা হন; তাঁহার ভাগিনেয় দ্বিতীয় ঈশানবর্মার রাজত্বকালে ইনি তাঁহার অধীনে শাসনকর্তা ছিলেন এবং তিনি বলপূর্বক রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন (৯২৮ খ্রী°)। স্দোক কাক টোম-লিপি[২] হইতে জানিতে পারা যায়, রাজা পরমশিবপদ (পরে ইনি ৪র্থ জয়বর্মার নাম গ্রহণ করেন) যশোধরপুর (অঙ্কোরধাম) ত্যাগ করিয়া কো-করে (চোক গর্গ্যার—Chok Gargyar) রাজ্যস্থাপন করেন এবং রাজকীয় বিগ্রহকে (জগৎ-তা রাজ) ঐ স্থানে লইয়া যান এবং শিবাশ্রমের প্রধান আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্র মাননীয় ঈশানমূর্তির দ্বারা পূজা-কার্য চালাইতে থাকেন। ৪র্থ জয়বর্মা কেন যে অঙ্কোরটোম ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার কারণ নির্ণয় করা যায় না। তৎপরে ৯৪৪ খ্রী° শ্রীরাজেন্দ্রবর্মা পুনরায় অঙ্কোরে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করেন। সূর্যবংশের কুশ যেমন পরিত্যক্ত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজধানীকে ইন্দ্রের পুরীর ন্যায় সুশোভিত করিয়াছিলেন, ইনিও তদ্রূপ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। যশোধর হ্রদের মধ্যস্থলে ইনি বহু সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ ও হর্ম্য করেন। ইনি ব্রহ্মা, দেবী, শিব, বিষ্ণুমূর্তি ও একটী শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠা করেন। কবীন্দ্রারিমথন নামে ইঁহার একজন ভৃত্য ছিলেন। এই ভৃত্য ৯৫৩ খ্রী° বুদ্ধদেবের একটী বৃহৎ মূর্তি মন্দিরের ভিতর প্রতিষ্ঠা করেন। দিব্য দেবী (প্রজ্ঞাপারমিতা) ও বজ্রপাণির বৃহৎ মন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৯৪৬ খ্রী° জয়ন্তদেশে তিনি বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৫০ খ্রী° কুটিশ্বরে লোকনাথও দুইটী দেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রেয় কেব্‌-লেখে (ISCC. 104) আছে, সূর্যবর্মার গুরু যোগীশ্বর পণ্ডিত রাজধানীর হেমগিরি-মন্দিরের পঞ্চশূল বা চূড়া নির্মাণ করেন। সূর্যবর্মা ১০০২ খ্রী° রাজ্যারোহণ করেন। ইনি ইন্দ্রবর্মার বংশে আদিত্যের মত উজ্জ্বল ছিলেন।

খ্রী° ১৩শ শতক পর্যন্ত চীনারা কম্বোজবাসীদিগকে ধনী বলিয়াই জানিত। ১৩শ শতকের শেষভাগে চীনসম্রাট সমগ্র পূর্ব জগতে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য কম্বোজবাসীদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বলেন। ১২৮৩ খ্রী° যখন চীনারা কম্বোজ আক্রমণ করে তখনও চীনসম্রাট কম্বোজে দুইবার রাজদূত পাঠাইয়া কাম্বোজবাসীদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বলিয়াছিলেন। চীনা প্রতিনিধিরা অকৃতকার্য হইলে ১২৯৬ খ্রী° একজন রাজদূতকে কম্বোজে পাঠান হয়। এই রাজদূতের সহিত চেউ তা-কুয়ান (Cheou Ta-kouan) গিয়াছিলেন, ইনি কম্বোজের আচার-ব্যবহার লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইঁহার স্মরণলিপি[৩] হইতে জানা যায় যে, কম্বোজ চীনসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে; কিন্তু ১৫২০ খ্রী° অনেক চীনা ঐতিহাসিক

২ Finot: Notes d'Epigraphie, BEFEO, t. xv, no. 2, 90.

৩ The Chen la fong t'ou ki. Memoires sur les coutumes du Cambodge, translated by M. Pelliot, BEFEO. t. ii, 1.

লিখিয়াছেন যে, মুগলযুগে যবদ্বীপ বা কম্বোজ চীনদেশের বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

চেউ তা-কুয়ন দেশের নাম বলেন—চেন্‌লা, কিন্তু দেশবাসীরা ইহাকে কন্‌-পো-চে (কম্বোজ) বলে। রাজধানীর নাম নগর, পরে ইহার নাম হয় মোকোর বা অঙ্কোর। শহরের পরিখা, প্রাচীর, পঞ্চদ্বার ও সেতুর উপর সৈন্যগণের আত্ম-রক্ষার জন্য নির্মিত নাগ-প্রাকারের বর্ণনা অবিকল অঙ্কোরটোমের বর্ণনার সহিত মিলিয়া যায়। দুর্গের তোরণের উপর পাঁচটী নরমস্তক সুশোভিত ছিল, চারি দ্বারে চারিটী ও মধ্যস্থলে একটী—এগুলি স্বর্ণমণ্ডিত ছিল। দুর্গ-তোরণে এক্ষণে চারিটী মস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি পঞ্চানন শিবের পঞ্চ আনন। সম্ভবতঃ মধ্যস্থলের আননটী যে উপাদানে নির্মিত হইয়াছিল উহা সহজে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। চেউ-তা-কুয়ন এই মস্তকগুলিকে বুদ্ধের মস্তক বলিয়াছেন। এগুলি যে অবলোকিতেশ্বরের মস্তক হইতে পারে না তাহা নয়, কারণ অবলোকিতেশ্বরের মুখকে শিবের মুখ বলিয়া অনেক স্থলেই ভুল হয়। সম্ভবতঃ এগুলি অবলোকিশ্বরের মুখ। অঙ্কোরের পূর্ব ও উত্তর দিকের বর্ণনার সহিত ইহার বর্ণনার বেশ সাদৃশ্য আছে।

[Dr. Bijan Raj Chatterjee : Indian Cultural Influence in Cambodia, Cal. 1928, 101-42 ; H. Dufour & C. Carpeaux : Le Bayon d'Angkor Thom, Paris, 1914 ; H.C. Candee : Angkor the magnificent ; Bull. de la Comm. Arch. de'Indo-Chine (BEFEO), t. xv, no. 2, 89, 195 ; Ins. Sans. de Campa et du Cambodge (ISCC) ; Groslier : Angkor ; J. Commaille : Aux Ruines d'Angkor.]

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্কোর বত—কম্বোজের প্রাচীন বিষ্ণু-মন্দির। বন-টত-(Ban-That) লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা ২য় সূর্যবর্মা ইহা নির্মাণ করেন। রাজগুরু দিবাকর পণ্ডিত রাজার অভিষেক-কার্য সম্পন্ন করেন। রাজ্যারোহণের পরেই যুবক রাজা দীক্ষা-গ্রহণ করেন এবং সিদ্ধান্তগ্রন্থগুলি পাঠ করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি ভ্রাহ্ গুহ্যের মর্মোদ্ঘাটন করেন। সম্ভবতঃ ভ্রাহ্ গুহ্য তন্ত্রমতের দীক্ষা হইত। তিনি তাঁহার গুরুর পরিচালনায় লক্ষ হোম, কোটী হোম, মহাহোম ও মৃত পূর্বপুরুষদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করেন।

বত্-ফু (Bat-phou) খ্মের-লেখ হইতে জানিতেপারা যায়, ১১২২ খ্রী° রাজা ২য় সূর্যবর্মা ভ্রাহ প্রাণে (Vrah Pran) শঙ্কর-নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। খ্মের ভাষায় 'প্রাণ' শব্দে পিরামিডের আকারের মন্দির বুঝায়। কিন্তু বত্-ফুর মন্দিরের আকার এরূপ নয়। তৎপরে ইহার ভিতরে রাজগুরু দিবাকর পণ্ডিতের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবদ্দশায় বড় কাহারও মূর্তি দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজগুরু জীবদ্দশায় দেবতার ন্যায় পূজা লাভ করেন। ১১২৭ খ্রী° এই মন্দিরে ভ্রাহ্ (Vrah) বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১৩৯ খ্রী° এইরূপ অনেকগুলি দেবতার মূর্তি একটী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, বাস্তবিক এই মন্দির রাজা ২য় সূর্যবর্মা-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না? পূর্বোক্ত লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা তৎকর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহা বিষ্ণুমন্দির। অবশ্য এক্ষণে ইহা বৌদ্ধদিগের হীনযান-সম্প্রদায়ের মন্দির-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই লেখখানির উৎকীর্ণ অংশে যে রাজপ্রাসাদের দৃশ্য[১] খোদিত আছে উহার রাজার নাম পরমবিষ্ণুলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নামের তালিকায় জনৈক চোক বকুলের (Chok Vakula) বীরেন্দ্রাধিপতিবর্মার নাম পাওয়া যায়। এক্ষণে জানা গিয়াছে, ইনি ১১০৮ খ্রী° ২য় সূর্যবর্মার ৪ বৎসর পূর্বে ফিমই (Phimai) মন্দির নির্মাণ করেন। অঙ্কোর বত মন্দির ২য় সূর্যবর্মা-কর্তৃক নির্মিত হইতে আরম্ভ

১ Inscr. of Ban That, pt. iii. 111, BEFEO, t. xii, no. 2.
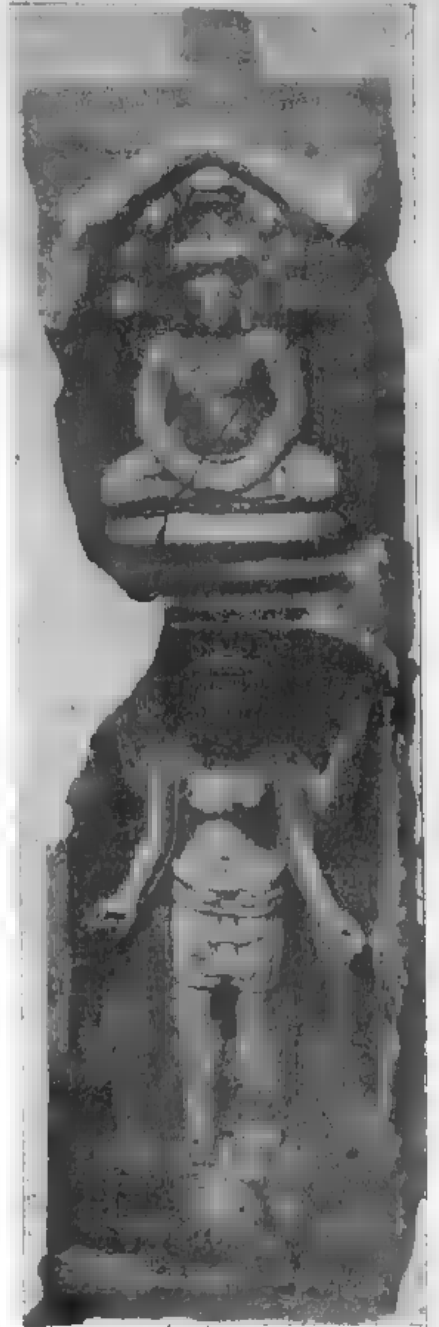
বুদ্ধমূর্তিযুক্ত স্তম্ভ-চিত্র

হইয়াছিল, কিন্তু যখন ইহার নির্মাণ-কার্য শেষ হয়, তখন রাজা পরলোকগমন করেন। [Coedes, JA, 1920, 96 দ্র°]

অঙ্কোর বতের মন্দির—স্থাপত্য-বিদ্যা-বিদেরা মন্দিরের গঠনকার্য দেখিয়া বলেন, খ্রী° ১ম শতকের অঙ্কোরটোম হইতে ইহা পরবর্তী কালের। ইহার দ্বাদশী-

ভীষ্মের শরশয্যা
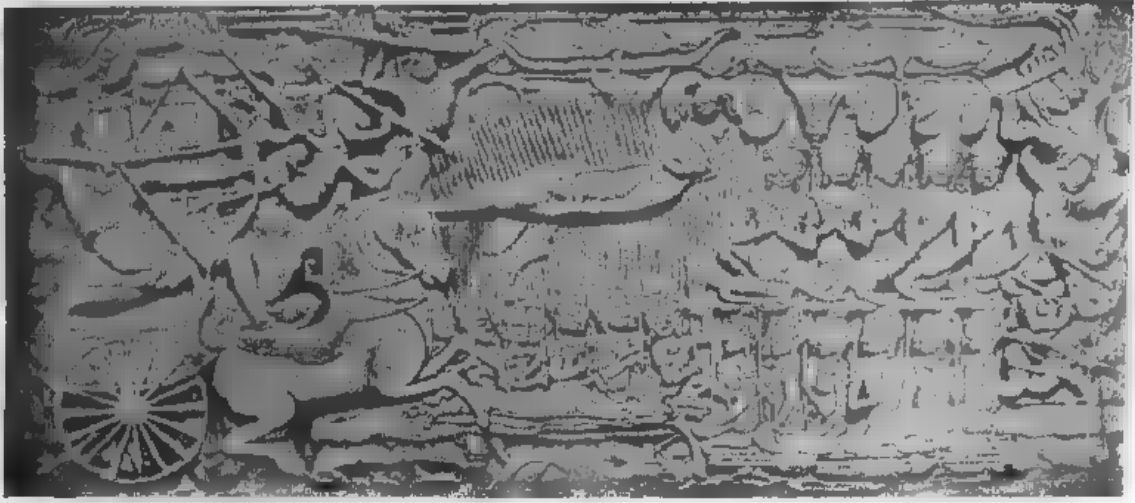
অন্যগের কাজগুলি অঙ্কোরটোমের কার্য অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম। যাঁহারা বলেন, এই মন্দিরটী কম্বোজের কাহিনীযুগের রাজা প্রাহ কেত মেয়ালেয়া-(Prah Ket Mealea) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল এবং হীনযান বৌদ্ধদিগের পণ্ডিত অশ্বঘোষ যখন সিংহল হইতে কম্বোজে আসেন, তখন তাঁহার স্মরণার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল. এইরূপ কথা কোনরূপেই সমর্থন-যোগ্য নয়। সে যুগের গঠন-রীতির কিঞ্চিন্মাত্র নিদর্শন ইহাতে নাই। আবার যাঁহারা বলেন, ৩য় জয়বর্মা কর্তৃক ইহা ৮৬৯-৮৭৭ খ্রী' মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদেরও যুক্তি বিচার-সহ নয়; তাঁহারা কেবলমাত্র বিষ্ণুলোকের উল্লেখ দেখিয়া এবং ৩য় জয়বর্মার রাজ্যগ্রহণের পূর্বনাম বিষ্ণু-লোক ছিল বলিয়া এইরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন। সম্ভবতঃ ইহা কম্বোজের রাজগুরু বিজশ্রেষ্ঠ দিবাকর পণ্ডিতের দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইনি ক্রমান্বয়ে জয়বর্মা, ১ম ধরণীন্দ্রবর্মা ও ২য় সূর্যবর্মা এই তিন জন রাজার গুরু ছিলেন। এই রাজগুরু বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। এই মন্দির-নির্মাণে তিনি কিরূপ উদ্যমে কার্য করিয়াছিলেন তাহাও পূর্বোক্ত লেখ হইতে জানিতে পারা যায়।

ভারতের মন্দিরগুলি প্রায়শঃ যেমন পূর্বাভিমুখ হয় অঙ্কোর বত বা নোকোর বতের মন্দিরটী তেমন নয়; ইহা পশ্চিমাভিমুখ, এখান হইতে যে রাস্তা দিয়া রাজধানী অঙ্কোর-টোম বা নগরধামের পূর্ব তোরণের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়, সেই রাস্তার নিকট শহর হইতে এক মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে যে পরিখা আছে তাহাকে হ্রদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ ইহা প্রস্থে ৭০০ ফুট। যে জাঙ্গাল এই পরিখার উপর দিয়া গিয়াছে তাহা সপ্তফণ নাগের আকারে চওড়ায় ৩৬ ফুট। স্তম্ভসকলের উপর দিয়া এই পথ গিয়াছে। স্তম্ভগুলির গাত্রে নাগমূর্তি খোদিত। ইহার পর বৃহৎ সমচতুরস্র প্রস্তর-প্রাচীর মন্দির-টীকে ঘিরিয়া আছে, পূর্ব-পশ্চিমে ইহা ৪৮০ গজ ও উত্তর দক্ষিণে ৮৮০ গজ বিস্তৃত। পশ্চিম দিকের তোরণের হর্ম্যমুখ লম্বায় ২২০ গজ। ইহাতে ৩টী দ্বার আছে, উহার ভিতর কয়েকটী সুন্দর প্রাসাদ আছে। দ্বারের উপর হইতে মন্দিরের তিনটী অলিন্দ দেখা যায়। জাঙ্গালটী রাস্তার ১০ ফুট উচ্চ। জাঙ্গালের দুই পার্শ্বে তাল গাছের সারি। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী গ্রন্থাগার আছে। ইহার পর একটী প্রশস্ত চত্বরে আসিতে হয়। প্রস্তরের সিংহের উপর চত্বরের সিঁড়ি দাঁড়াইয়া আছে। তৎপরে পুনরায় একটী বারান্দা; আর ইহার দুই পার্শ্বে সুন্দর সুসন্নিবদ্ধ গৃহসকলে মূর্তি-গুলির কিয়দংশ উদগত আছে। এগুলি প্রথম দ্বারমণ্ডপের (gallery) অন্তর্গত। ইহার পর দ্বিতীয় দ্বার-মণ্ডপ অপর একটী সমচতুষ্কোণ দ্বার-মণ্ডপের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার চতুর্দিকে চারিটী গভীর পুষ্করিণী আছে। সিঁড়ি দিয়া প্রথম দ্বার-মণ্ডপ হইতে দ্বিতীয় দ্বার-মণ্ডপে যাইতে হয়। দুই দ্বার-মণ্ডপের ভিতর একটী তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি আছে। দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় দ্বার-মণ্ডপে যাইতে হইলে অপর একটী উচ্চ সিঁড়ির সাহায্য লইতে হয়। এইখানে চারিকোণে চারিটী প্রাসাদ আছে। প্রত্যেকটীর উচ্চতা ১৮০ ফুট। ইহার মধ্যে একটী ছোট প্রস্তরের মন্দির আছে। মন্দিরে কোন দেবদেবী নাই, বহুদিন হইল উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে যে প্রাসাদটী আছে উহা সমতল ভূমি হইতে ২১৩ ফুট উচ্চ।

প্রথম অলিন্দ সমতলভূমি হইতে ১১ ফুট উচ্চ, দ্বিতীয় অলিন্দ প্রথম অলিন্দ অপেক্ষা ৪০ ফুট উচ্চ। তৃতীয় দ্বার-মণ্ডপ হইতে দ্বিতীয় দ্বার-মণ্ডপ ও টাইল-আবৃত প্রথম দ্বার-মণ্ডপের গৃহগুলিও সুন্দরভাবে খোদিত, ছাঁচ-গুলি বেশ দেখা যায়। এই সুবৃহৎ অঙ্কোর বত মন্দিরের তক্ষণ-কার্যও অতীব মনোরম। প্রাচীর-গাত্রের অপ্সরোগণের সুন্দর খোদিত মূর্তি, ফুলকাটা ও লেসের কাজের মত অলঙ্কারের পরিকল্পনা বাস্তবিকই মনোরম। কিন্তু এগুলি সুন্দর হইলেও অঙ্কোরটোমের

মন্দিরের কারুকার্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম-শিল্প হিসাবে নিকৃষ্ট বলিতেই হইবে।

প্রথম দ্বার-মণ্ডপের উদ্গত চিত্রগুলি-সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন; কারণ এগুলি হইতে সে সময়ের একটা নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। প্রথম সমচতুরস্রভূমির দক্ষিণদিকের প্রাচীরগাত্রে রাজপরিবারস্থ অঙ্গনাগণের দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে রাণীরা ও রাজকুমারীরা মণি-মাণিক্যাদিখচিত নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া কেহ পাল্কীতে, কেহ বা রথে চড়িয়া বাগানের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। পরিচারিকারা কেহ তাঁহাদের মস্তকে ছত্র ধরিয়া আতপ হইতে রক্ষা করিতেছে, কেহ বা ব্যজন করিতেছে, আবার কেহ বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে পর্বতপার্শ্বে রাজার দেহ-রক্ষীরা বর্শা ও তীরধনু লইয়া যাইতেছে। তাহাদের সম্মুখে দীর্ঘকেশ ব্রাহ্মণেরা বসিয়া আছেন, ইঁহাদের কর্ণে কুণ্ডল। আকৃতি দেখিলেই মনে হয় যেন ইঁহারা গর্বিত। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন দাঁড়াইয়া আছেন এবং মধ্যস্থলে যিনি দণ্ডায়মান তিনি অপর দুইজনকে ফলের পাত্র আনিতে আদেশ করিতেছেন। শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, এই দৃশ্যটিতে পণ্ডিতেরা রাজাকে উপঢৌকন দিতেছেন। অপর একটী দৃশ্যে রাজা সৈন্যগণকে একস্থলে সমবেত হইতে আদেশ করিতেছেন। রাজার মস্তকে সুন্দর মুকুট, কর্ণ হইতে ভারি কুণ্ডল ঝুলিতেছে। বক্ষঃস্থলে আবৃত চাদরের উপর একটী হার প্রলম্বিত। কনুইয়ের উপরে এক হস্তে একটী বলয় ও অপর হস্তে মণিবন্ধের উপর অপর একটী বলয়। হীরামাণিক্যখচিত কোমরবন্ধে ছুরিকা রহিয়াছে। হস্তে একটী গুহ্যগোধিকা, বোধ হয়, ইহা গন্ধদ্রব্যের আধার বা অর্থ রাখিবার থলি। সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার মূর্তি মাধুর্যপূর্ণ ও মহিমান্বিত। তাঁহার মস্তকের উপর ১০টী ছত্র ধৃত হইয়াছে। চারিটী চামর ও পাঁচটী ব্যজনকারীও দণ্ডায়মান। এই দৃশ্যটি সর্বাপেক্ষা মনোরম। ইহার পর অমাত্যবর্গের চিত্র। প্রথমে বীর-সিংহবর্মা রাজার সম্মুখে নতজানু হইয়া একটী তালিকা ধরিয়া আছেন। তাহার পর 'কম্রতেন অং' প্রধান অমাত্য, শ্রী বর্ধন, তৎপর অমাত্য ধনঞ্জয়, অতঃপর অমাত্য—ইঁহার উপর দোষগুণ বিচারের ভার অর্পিত থাকে অর্থাৎ ইনি প্রধান বিচারপতি। তৎপরের দৃশ্যে সেনাপতিগণের অভিযান। প্রথমে হস্তিপৃষ্ঠে অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত সেনাপতি ম্রাহ্ কম্রতেন অং শ্রী জয়েন্দ্রবর্মা দৌ। ইঁহার বাম চরণ হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার উপর এবং দক্ষিণ চরণ হস্তীর নিতম্বের উপর। ইঁহার স্কন্ধে বর্শা, বাম হস্তে বর্ম ও মস্তকের উপর দশটী ছত্র ধৃত। ছত্র দেখিয়াই বুঝা যায়, ইনি পদমর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি। ইঁহার শরীর-রক্ষীর মস্তকে শিরস্ত্রাণ, শিরস্ত্রাণের উপর ড্র্যাগন ও অন্যান্য অদ্ভুত চিত্র। ইঁহার অগ্রে চারিজন অশ্বারোহী। অতঃপর ম্রাহ্ কম্রতেন অং শ্রী বীরেন্দ্রাধিপতি বর্মা চোক বক্কুলের মূর্তি। ইনি ১১০৮ খ্রী° প্রসিদ্ধ কিমে-মন্দির নির্মাণ করেন। ইনিও হস্তিপৃষ্ঠে আসীন; 'ক্ গাব' নামক কর্তরিকা ও বাম স্কন্ধে দুইটী ছোরা ইঁহার বর্মবন্ধনী হইতে প্রলম্বিত। ইহার পরে রাজার দুইজন অনুরক্ত অনুচর 'সঞ্জক'—একজনের হস্তে গরুড়ের ক্ষুদ্র প্রস্তর-মূর্তি ও অপরের হস্তে হনুমানের মূর্তি। মহীপতীন্দ্রবর্মা—ইনি কণিষনসা-দণ্ডধারী। ইহার পর মন্ত্রী ধনঞ্জয় ও তাঁহার পরে পাল্কীবাহিত রাজহোতা; ইঁহার জানুপর্যন্ত থাদি, বর্মপট্টিকায় তরবারি, কর্ণে রাজার মত কর্ণাভরণ। ইঁহার সহিত যে কয়জন ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারাও ঐরূপভাবে সজ্জিত। ইহার পরের চিত্রে বনমধ্যে জয়সিংহবর্মা এবং অতঃপর নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত শ্যাম-দেশীয় কোন নৃপতি, তাঁহার পরেই শ্যাম-দেশের সৈন্যবৃন্দ। শেষোক্ত চারিটী চিত্র সৈন্য পরিদর্শন করিবার পর প্রত্যাগত বিদেশীয়ের চিত্র।

একটী স্থানে শেষ বিচারের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে;[২] চিত্রগুপ্তের সাহায্যে যমরাজ বিচার করিতেছেন। তিনি পাপীদিগকে নরকে ও পুণ্যাত্মাদিগকে স্বর্গে পাঠাইতেছেন। ছয়টী নরকের বীভৎস চিত্র এমনভাবে চিত্রিত হইয়াছে যাহাতে মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। এই ছয়টী নরকের নাম—(১) ক্রিমিনিচয়; যাহারা দেব, পবিত্র অগ্নি ও গুরুদেবী এবং যাহারা ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও ধর্মাচার্যদিগকে অপমান করে তাহাদিগকে মৃত্যুর পর এই নরকে বাস করিতে হয়। (২) কূটশাল্মলী; যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহাদিগকে কণ্টকাবৃত বৃক্ষে ঝুলিতে হয়। (৩) অস্থিভঙ্গ; যাহারা বাগান, বাটী, পুষ্করিণী, কূপ, তীর্থস্থান প্রভৃতির ক্ষতি করে তাহাদিগের অস্থিভঙ্গ করিয়া এই নরকে রাখা হয়। (৪) ক্রকচ্ছেদ; ঔদরিকদিগের সর্বাঙ্গ করাত দিয়া কর্তন করিয়া এইস্থানে রাখা হইয়া থাকে। (৫) কুম্ভীপাক; যাহারা রাজার বিশ্বাসহন্তা ও গুরু, নিঃস্ব ব্যক্তি বা পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের দ্রব্য অপহরণ করে ইহা তাহাদিগের বাসস্থল। (৬) রৌরব বা জলন্ত অগ্নিকুণ্ড; যাহারা দেনা পরিশোধ করে না তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট। এইরূপ ৩২টী নরকের কথা বিশেষ-ভাবে দেখান হইয়াছে। এগুলি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধদিগের নরকের অনুরূপ।

স্বর্গের চিত্র এমন বিশদভাবে চিত্রিত হয় নাই। স্বর্গবাসীরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে রাজারাণীর মত সজ্জিত হইয়া বিমানে (আকাশ-হর্ম্যে) বাস করিয়া থাকে; স্বর্গের অপ্সরোগণ আবশ্যক কলমূলাদিদ্বারা তাহাদিগের পরিচর্যা করে।

রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের যুদ্ধাদির চিত্রও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৮৬০ খ্রী° অরণ্যময় স্থান হইতে Henri Mouhot-কর্তৃক এই মন্দির আবিষ্কৃত হয়। ইহার বিশালতা ও সূক্ষ্মকারুকার্যের নিদর্শন জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। আবিষ্কর্তার মতে জগতে এত বড় ও এরূপ মনোরম মন্দির গ্রীক বা রোমানরা কখনও নির্মাণ করে নাই। পরবর্তী ভ্রমণকারীরা কেহ কেহ ইহার সহিত আসিরীয়দের মন্দিরের তুলনা করিয়াছেন। একথা কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা যায়

২ Coedes: Les Bas-reliefs d'Angkor Vat, 43.

যে, আজও এই ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয় নাই।

১৩শ শতকে চেউ-তা কুয়ন অঙ্কোর বত্তকে কবর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা এক রাত্রির মধ্যেই চীনা স্থপতি-দেবতা লু-পন্-(Lou Pan) কর্তৃক নির্মিত হয়। ইনি হিন্দুদের বিশ্বকর্মা। অবশ্য কাহার কবর তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। যশোধর-তটাকের (হ্রদের) নিকট ব্রঞ্জনির্মিত নত অবস্থায় একটী মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তির নাভি-কুণ্ড হইতে সর্বদাই জল নির্গত হইতেছে। মূর্তিটীকে অনেকে বৌদ্ধ মূর্তি বলেন। উত্তরদিকের হ্রদের নিকট একটী সুবর্ণ-নির্মিত হর্ম্য, একটী সুবর্ণের বুদ্ধদেব, একটী সুবর্ণসিংহ, ব্রঞ্জের একটী হস্তী, একটী অশ্ব ও একটী বলীবর্দ আছে। কিন্তু কবে ও কি ভাবে বৌদ্ধধর্ম এখানে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে এই মূর্তিনিচয় ও স্তম্ভগুলি দেখিয়া মনে হয়, এককালে বৌদ্ধধর্ম এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। স্তম্ভগুলিতে বুদ্ধের মূর্তি আছে।

এই মূর্তিগুলি মহাযানশাখার অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। এগুলি দেখিয়া মনে হয়, খ্রী° ১৪শ শতকের শেষভাগে অথবা প্রারম্ভে হীনযান বৌদ্ধদিগের স্থলে মহাযান বৌদ্ধেরা এখানে ধর্মপ্রচার করিয়াছিল। উক্ত স্তম্ভগুলির উৎকীর্ণ লিপিতে 'আর্যাবলোকেশ্বর' কথাটী আছে—ইহা 'আর্য-অবলোকিতেশ্বরের' অপভ্রংশমাত্র। লেখ হইতে আর্যদেবীর নামও পাওয়া যায়। ইনি 'প্রজ্ঞা-পারমিতা'। ইহার চিত্রও স্তম্ভে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহা হইতে বলিতে পারা যায়, শ্যামদেশাগত হীনযান মত আর কম্বোজ-বাসীদের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, অনেক লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, এখানে হিন্দুসংস্কৃতির প্রসারের ফলে খ্রী° ১৩শ শতকের প্রথমভাগে শৈব ও বিষ্ণুমন্দির ছিল। শেষ লিপিখানি রাজা জয়বর্মা পরমেশ্বরের; ইনি সম্ভবতঃ রাজা শ্রীইন্দ্রজয়বর্মার উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজ্যারোহণ
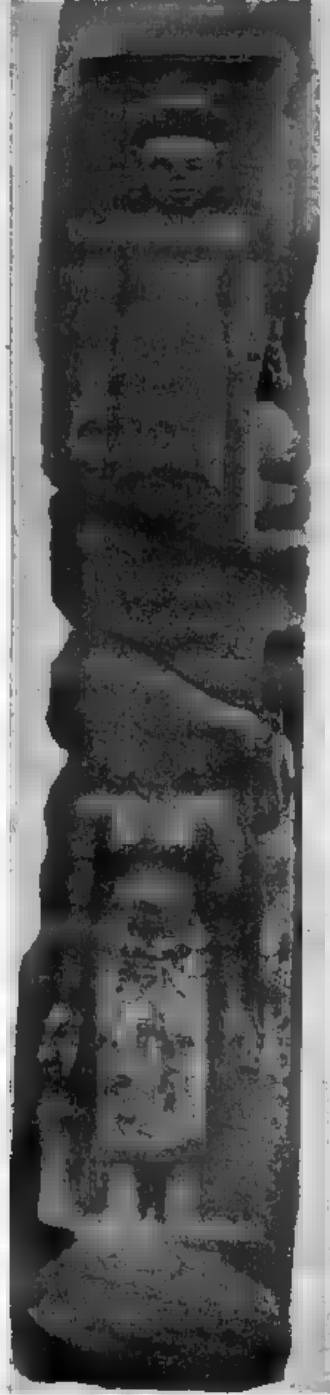
অঙ্কোর বত শিল্পকলার একটী নিদর্শন

করেন। ১৩শ শতকের মধ্যভাগে ইনি ইঁহার হোতা বিদ্যেশাধিমতকে আশ্রম-নির্মাণের জন্য ভূমি ও অর্থদান করিয়াছিলেন। বিদ্যেশাধিমত ভদ্রেশ্বর-দেবতার পুরোহিত ছিলেন।

[Aymonier : Histoire de l'Ancien Cambodge, 1920 ; Dr. Bijan Raj Chatterjee : Indian Cultural Influence in Cambodia, Cal. 1928, 186-210 ; G. Coedes : Les bas-reliefs d'Angkor Wat —Bull. Comm. Arch. del'Indo-Chine, 1910 ; Aymonier : Le Cambodge ; Do : 'Les inscriptions en vieux Khmer'—Jour. Asiatique, Aug-Sept, 1883, 199ff.]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্কোল,—বোম্বাই প্রদেশের উত্তর কানড় জেলার পশ্চিমে অবস্থিত তালুক। আয়তন—৩৭৫ বর্গ মাইল পরিমিত। অক্ষা° ১৪° ৩৪´—১৪° ৫৩´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১৫´—৭৪° ৪৪° পূ°। গ্রাম-সংখ্যা—৯০; মুখ্যনিবেশ—অঙ্কোল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। ১৯০৩ খ্রী° মালগুজারি ৮৯,০০০৲ টাকা ও সেস ৬০০০৲ টাকা ছিল। অঙ্কোলই তখন মহকুমা ছিল। পূর্বে ইহা কুমত তালুকের অন্তর্গত ছিল, ১৮৮০ খ্রী° পৃথক্ তালুকরূপে গণ্য হইয়াছে। এখানে বহুল পরিমাণে ধানের চাষ হইয়া থাকে। ধান-চাষের মাঠগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত। পশ্চিম ঘাট-পর্বতমালার সানু হইতে যে সকল শৈলবাহু বহির্গত হইয়াছে সেগুলির মধ্যবর্তী উপত্যকাভূমির স্থানে স্থানে একটু গভীর ও জলপূর্ণ—এই সকল স্থানে সারি সারি সুপারি গাছ দেখা যায়। এখানে সুপারি গাছের বাগান প্রচুর। নদীর তটভূমি বালুকাপূর্ণ, কিন্তু অন্য স্থানের মাটি লালবর্ণের মাকড়ার (laterite) মত। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বৎসরে গড়পড়তা ১৩২ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। শেনবী, কোঙ্কনী, বৈশ্য বেনিয়া, নাদোর, হাল, করে বক্কল, কলাবন্ত, ক্রৈশান, অম্বেদকী, কদ্‌ড়ি, মার, বক্কৎ, কোঙ্কন মরাঠী, গুদ্‌গার, চামার, ভোই, অহীর, বেল্লেগার ও হর্কস্তার জাতির লোকেরা এই স্থানের অধিবাসী। কৃষিকার্য, বাণিজ্য, মজুরী প্রভৃতি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

অঙ্কোল মহাকুমার প্রধান নগরের নামও অঙ্কোল। অক্ষা° ১৪° ৩৯´ ৩০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২০´ ৫৫´ পূ° এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে এই দুর্গ বহু

আক্রমণকারীর হাত হইতে আপনাকে অক্ষত রাখিয়াছিল। কানড় প্রদেশের মধ্যে ১৩টী প্রধান বাণিজ্যস্থানের মধ্যে অঙ্কোল নগর অন্যতম ছিল। ১৫৮০ খ্রী° হইতে ১৮০০ খ্রী° পর্যন্ত ইহা একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। বেলিকেরি, অঙ্কোল, গঙ্গাবলী ও তাত্রি এই চারিটী বন্দর-বিভাগ গঠিত হইয়াছিল। সর্বসমেত তিনটী বন্দরবিভাগ ছিল, তন্মধ্যে অঙ্কোল বন্দর-বিভাগে বাণিজ্য কমই চলিত। বাঁশ, কাড়া ও আকাড়া ধান, শূন, গংসা, নারিকেলের শাঁস, লবণ গৃহাদি নির্মাণের কাঠ ও কাঠের দ্রব্য এখান হইতে প্রচুর রপ্তানি হইত। এখানকার বাণিজ্য চালাইত গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণগণ, বণিক্-সম্প্রদায় মুসলমানেরা ও খ্রীষ্টানেরা। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের মূলধন লইয়াই ব্যবসা চালাইত, আবার কেহ কেহ অপরের নিকট হইতে টাকা কর্জ লইয়া চালাইত। আমদানীর মধ্যে ২০ হইতে ৩২ টন দ্রব্য কোচিন ও মলবর বন্দর হইতে, ৬ হইতে ৫০ টন দ্রব্য গোয়া হইতে এবং ৭ হইতে ৩০ টন দ্রব্য হোনাবর কুমত্ ও কার্বার হইতে নৌকায় বোঝাই হইয়া এই বন্দরে আসিত। নামাইবার সময় জোয়ার থাকিলে ৮ টন বোঝাই নৌকা এখানে অনায়াসে আসিতে পারিত। ভাঁটার সময় অঙ্কোলা-পোতাশ্রয়ের মুখ শুষ্ক থাকে। শহর হইতে এক মাইল পর্যন্ত অঙ্কোল নদীতে মাল বোঝাই নৌকা চলিতে পারে।

দুর্গ—নগর হইতে ৩০০ গজ দূরে উচ্চভূমিতে অঙ্কোল-দুর্গ অবস্থিত। ইহার পরিধি প্রায় ৭০০ গজ এবং ইহা ১৫ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরের শীর্ষদেশ সমতল। প্রশস্ত গ্রানাইট ও রক্তবর্ণ মাকড়া প্রস্তরের খণ্ড দিয়া ইহা গঠিত। প্রাচীরের চারিপার্শ্বে পরিখা খনিত, উহার বিস্তার ও গভীরতা ১২ ফুট। স্থানে স্থানে উহাতে আদৌ জল নাই, কোন কোন স্থান আবার বুজিয়া গিয়াছে। দুর্গের একটী খিলান-করা দ্বার ছিল; এখন উহা ধ্বংসাবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রাচীরের উপরে খাঁজকাটা ফাঁক করা স্থান আছে। কয়েকটী বড় রকমের ফাঁকও দেখা যায়। এগুলির ভিতর দিয়া বড় বড় কামান হইতে গোলা ছোড়া হইত; অবশ্য এখানে ভগ্নাবস্থায় একটীও বড় কামান পাওয়া যায় নাই। এখানে প্রচুর পরিমাণে পেয়ারা, আম, কাজু, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ ফলভারে অবনত হইয়া থাকে। একটী বাড়ীর ভগ্নাবশেষও এখানে নাই, মাত্র একটী পুরাতন ২০´+২০´ ফুট প্রস্তরনির্মিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার নাম ক্ষেত্রেশ্বর বা কোটেশ্বর। জনৈক হবিগ ব্রাহ্মণের উপর এই দেবতার পূজার ভার ন্যস্ত আছে; ঐ ব্রাহ্মণ অধিকাংশ সময়ে মন্দিরের ভিতরেই বাস করিয়া থাকেন। মন্দিরের নিকট একটী ৩০ ফুট গভীর কূপ পাওয়া যায়। এই কূপে নামিবার জন্য সিঁড়ি আছে। দুর্গ বা দুর্গের নিকটে কোন উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় নাই। প্রবাদ আছে, জনৈক যুবরাজ তাহার প্রিয় রক্ষিতার জন্য এই দুর্গটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটী অঙ্কোল দেশেরই অধিবাসিনী। পরে বিজাপুর-রাজ্যের কানড়-প্রতিনিধি শেরিফ্-উল-মুলক্ খ্রী° ১৬শ শতকে অঙ্কোলে আপনার মৃগ-নিবেশ স্থাপন করেন। পরিশেষে মির্জা দুর্গটীকে বড় করেন ও চতুর্দিকে একটী পরিখা খনন করেন।

দুর্গ ভিন্ন অঙ্কোলে অনেকগুলি সুদৃশ্য হর্ম্য ছিল এবং দুর্গস্থিত মন্দির ভিন্ন আরও কয়েকটী সুবৃহৎ মন্দির ছিল। এখানে রোমান-ক্যাথলিকদিগের একটী ভজনালয়ও ছিল। ১৭৪৮ খ্রী° ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এখানকার রোমানক্যাথলিক পুরোহিতেরা গোয়ার আর্ক-বিশপের অধীন ছিল। মধ্যে মধ্যে আর্ক-বিশপ একজন বেতনভোগী ধর্মযাজককে উহা পরিদর্শনের জন্য পাঠাইতেন। তাঁহার মৃগ্যনিবেশ কারবারেরও নিকটবর্তী বিজ্ঞী নামক স্থান ছিল। ১৭৬৩ খ্রী° হায়দর 'অলী কানড় অধিকার করিয়া লন; তৎপরে তৎপুত্র টিপু সুলতান গির্জাটী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করিয়া দেন এবং সমগ্র খ্রিস্তান অধিবাসীদের আপনার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে লইয়া আসিয়া তাহাদের অনেককে বলপূর্বক মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত করেন।[১]

ইতিহাস—অঙ্কোলের নাম ইতিহাসে ১৫১০ খ্রী° প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। হোলকারের প্রধান সেনাপতি মল্হর রাও যখন পর্তুগীজদিগের গোয়া নগরের অভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা অঙ্কোলে আসিয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করেন।[২] ইনি বলপূর্বক মল্হরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৫৪০ খ্রী° যখন ভারতবর্ষে পর্তুগীজ-শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অঙ্কোলনদ হইতে পর্তুগীজেরা ২০০ গাট ধান করস্বরূপ গ্রহণ করিত। ১৫৪৭ খ্রী° পর্তুগীজ-প্রতিনিধি কাস্ত্রো সাহেবের (Dom Joao De Castro) সহিত বিজয়নগরের সদাশিব রাওয়ের যে সন্ধি হইয়াছিল উহাতে অঙ্কোলের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ভেনিসের প্রসিদ্ধ বণিক্ সীজর ফ্রেডরিক্ ১৫৬৭ খ্রী° অঙ্কোলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়, অঙ্কোল সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত ছিল এবং ইহা জের্সাপ্পার (Gersappa) রাণীর অধীনে ছিল। ফ্রেডারিক্ ও তাঁহার জনৈক বন্ধু যখন অঙ্কোলে বাস করিতেছিলেন তখন জনৈক অশ্বব্যবসায়ী, দুই জন সিংহল হইতে আগত পর্তুগীজ সৈন্য ও দুই জন খ্রিস্তান পত্রবাহক আসিয়া তাঁহাদের সহিত বাস করেন।[৩] ১৬৭৫ খ্রী° শিবজী অঙ্কোল অধিকার করিয়া অগ্নিসংযোগে উহা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করেন। অঙ্কোলের অর্ধাংশ ভস্মীভূত হইয়া যায়। বাজারের অর্ধাংশও পুড়িয়া যায়। দোকান-ঘরগুলির মালিকেরা পলায়ন করে। এখানে একটী সুবৃহৎ ও দুর্ভেদ্য প্রাসাদ ছিল। উহার শীর্ষ হইতে গঙ্গাবলী নদী স্পষ্ট দেখা যাইত। এই প্রাসাদে ৫০টী পিত্তলের কামান ছিল, এগুলি বিজাপুরের নৃপেরা পর্তুগীজ-

১ Ankola Church Record.

২ Commentaries of Dalboquerque, iii. 27.

৩ Hakluyt's Voyages, ii. 349.

দিগের ধ্বংসাবশেষ হইতে পাইয়াছিল।[৪] ১৭২০ খ্রী° হ্যামিল্টন সাহেব অঙ্কোলকে সুন্দ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী পোতাশ্রয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] এই বৎসরেই মুঘল-দিগের নিকট হইতে মরাঠারা যে ১৬টী জেলায় স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ প্রাপ্ত হয় অঙ্কোল তাহাদের অন্যতম।[৬] ১৭৩০ খ্রী° কোঙ্কন প্রদেশ রত্নগিরির সাল্‌সি হইতে অঙ্কোল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং কোল্‌হাপুরের অধীনে ছিল।[৭] ১৭৫৮ খ্রী° ফরাসী পণ্ডিত দু পেরোঁ (Du Perron) অঙ্কোলের উল্লেখ করিয়াছেন।[৮] ১৭৬৩ খ্রী° হায়দর 'অলীর সেনাপতি ফৈবৎ জঙ্গ অঙ্কোল দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। ১৭৮৩ খ্রী° একটী ইংরেজ বাহিনী অঙ্কোল দুর্গ ও সদাশিবগড় অধিকার করিতে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭৯৪ খ্রী° অঙ্কোল টিপু সুলতানের সৈন্য-নিবেশ ছিল।[৯] ১৮০০ খ্রী° মন্‌রো লিখিয়াছেন যে, অঙ্কোল এককালে শক্তিশালী শহর ছিল, কিন্তু এখন মাত্র কয়েকঘর দুঃস্থ অধিবাসী এখানে বাস করে।[১০] ১৮০১ খ্রী° বুকানন দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও একটী ছোট বাজার দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায়, লুণ্ঠনকারীরা বহুবার এই বাজার লুঠ করিয়াছিল। তাঁহার সময়ে এখানে একটী সামান্য রকমের খদিরের কারখানা ও বাজারে ৪০টী দোকানঘর ছিল।[১১]

[BG, xv, pt-i, 3, 7, 46-8 ; pt-ii, 55, 65-8, 115, 117-8, 127, 129, 135, 138, 140, 143, 145, 147, 149, 215, 226-7, 257-60 ; xxv, 82, 161 ; IG, v. 386 এবং প্রবন্ধের পাদটীকা দ্র°]

শ্রীঅজিত ঘোষ

---

৪ East India & Persia, 158.

৫ New Account, i. 278.

৬ Grant Duff : Marathas, 200.

৭ ঐ, 224.

৮ Zend Avesta, Disc. Prelim. cxcix.

৯ Arbuthnot's Munro, i. 59.

১০ Munro's Letter, 31st May, 1800.

১১ Mysore & Canara, iii. 176.

অঙ্কোল, —নদ-বি°। এই নদীর যে পর্যন্ত নৌকা চলাচল করিতে পারে তাহার পূর্বে এই নদীর নাম 'গঙ্গদ্‌হোলে'। ইহার গমনপথের শেষ দুই মাইলের নাম 'অঙ্কোল' এবং ইহার তীরেই প্রধান নগর 'অঙ্কোল' অবস্থিত। এক সময়ে এই নগর বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। এখন এখানে খুব কমই বাণিজ্য চলে। নদীর অগভীর থাকিতে অল্প সংখ্যক নৌকা যাতায়াত করিয়া থাকে। গঙ্গাবলী-অন্তরীপের তিন মাইল উত্তরে বেকিকেরি উপসাগরই অঙ্কোল পোতাশ্রয়ের প্রবেশ-পথ। প্রবেশপথের ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে কৃষ্ণপ্রস্তরচূড়া-বিশিষ্ট তুলসীপর্বত।—BG, xv, pt.-i, 3, 7.

অঙ্কোলক — অঙ্কোটবৃক্ষ, কাঁক্‌রোল, ওকড়া।—চ. র. আ. স°।

অঙ্কোল তৈল—ক্লী°, অঙ্কোল নামক ফলের বীজের তৈল, আঁকোড়বীজের তৈল। গুণ—'অঙ্কোলতৈলং বাতঘ্নমভ্যঙ্গাত্তৃগ্‌ জাপহম্‌। কফনাশকরং প্রোক্তং পূর্ববৈদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ॥'—বৈদ্যকনি°॥

অঙ্কোলফলসঙ্কাশ—ফল-বি°। পেস্তা।

অঙ্কোলিকা—[অঙ্কের উলি (দাহ) —৬ তৎ; অঙ্কোলি+√হৃ (হনন করা) +ড+ক+স্ত্রী—-আ—যে হৃদয়ের জ্বালা নাশ করে] স্ত্রী, আলিঙ্গন।

অঙ্কোল্ল—দেবদারু॥ রাজনি° বর্গ ২৩॥ বা. উ. ৩৮ অ.। ~ক—অঙ্কোট বৃক্ষ। আঁকোড়গাছ। ~সার—সাপবপ্রসিদ্ধ-স্থাবরবিষপ্রভেদ—অভি° ৪ খা°।

অঙ্ক্য— ১ [অঙ্ক (ক্রোড়)+য (যৎ)] যাহা অঙ্কে স্থাপনযোগ্য, বাদ্যযন্ত্রবি°, মৃদঙ্গ, খোল, পাখোয়াজ প্রভৃতি। যাহা সাড়ে তিন তাল বিস্তৃত, এবং যাহার মুখের পরিমাণ ১৪ অঙ্গুলি, যাহার আকৃতি হরীতকীর ন্যায় ও যাহা অঙ্কে স্থাপন করিয়া বাজাইতে হয়, সঙ্গীত-শাস্ত্রে এই যন্ত্রের নাম অঙ্ক্য।

'সার্ধতালত্রয়ায়ামশ্চতুর্দশাঙ্গুলাননঃ।
হরীতক্যাকৃতির্যঃ স্যাদঙ্ক্যোঽঙ্কে স হি বাদ্যতে।'’

২ [√অঙ্ক+য (র্ম)] বিণ, চিহ্নীকরণীয়, অঙ্কনীয়। ৩ গণনীয়, সংখ্যেয়।

অঙ্ক্লিকর, স্যর অপ্পাজীরাও—লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল 'অমীর-উল্‌-উমরা সর্দার স্যর অপ্পাজীরাও সাহিব শীতল দেশমুখ সেন হর্ষ শাহ-শ্রী, কে. বি. ই. (১৯১৯ খ্রী°), সি. আই. ই. (১৯১৩ খ্রী°)। জন্ম—১৮৭৪ খ্রী°। বেলগাঁও-এ শিক্ষালাভ। গোয়ালিয়রের মহারাজ জয়জীরাও সাহিব সিন্ধিয়ার সর্বকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ। ১৮৯৭ খ্রী° গোয়ালিয়র মহারাজের 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' নিযুক্ত। ১৯১৮-৩৪ খ্রী° গোয়ালিয়র গভর্নমেণ্টের 'ডিপার্টমেন্ট্‌ অফ্‌ রেভিনিউ'-র সভ্য। ১৯২৫ খ্রী° 'কাউন্সিল অফ্‌ রিজেন্সী'র সহকারী সভাপতি।

অঙ্ক্লিমঠ—মহীশূররাজ্যে চিতলদুর্গ জেলায় প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়ের একটী মঠ। ইহা চিতলদুর্গ নগরের পশ্চিমে 'চিত্রকল দুর্গ' নামক মনোরম নির্জন গিরির উপরে অবস্থিত।—IG, x, 297.

অঙ্ক্লেশ্বর, — বোম্বাই প্রদেশে ব্রোচ জেলার অন্তর্গত তালুক। ব্রোচ জেলার দক্ষিণ-দেশে ইহা অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ২৫´—২১° ৪৩´ উ° এবং ৭২°৩৫´—৭৩°৮´ পূ°। আয়তন ২৯৪ বর্গ মাইল (৭ বর্গ মাইল ভূমি পররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত)। লোকসংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক। গ্রামসংখ্যা ৯৯, নগর ২। দুইটী নগরের মধ্যে অঙ্ক্লেশ্বর নামক নগর ইহার সদর [অঙ্ক্লেশ্বর, দ্র°]। অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান ও পার্সী। উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতের সংখ্যাই অধিক। নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যে সংখ্যাধিক্য-অনুসারে কোল, ভীল, তালবিয়া এবং অস্পৃশ্য ধেড় ও ভাঙ্গিয়া জাতি প্রধান।

অঙ্ক্লেশ্বর তালুক হান্‌সোত ও পেত-মহাল এই দুইটী মহকুমায় বিভক্ত। অঙ্ক্লেশ্বরের চতুঃসীমা—উত্তর ও পশ্চিমে নর্মদা ও কাম্বে উপসাগর, দক্ষিণে কীম নদ ও পূর্বে বড়োদা

ও রাজপিপ্লল রাজ্য। বোম্বাই-বড়োদা-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের প্রায় তিন মাইল পূর্বে একটি উচ্চ আল আছে, তথা হইতে ইহার ভূমি ক্রমে নর্মদার তীরে ঢালু হইয়া পড়িয়াছে। নর্মদার তীরবর্তী ভূমি তালুকের সর্বাপেক্ষা উর্বর স্থান ; এতদ্ব্যতীত নর্মদা ও কীম নদীর অন্তর্বর্তী ভূভাগও প্রচুর পরিমাণে উর্বর, তথায় যথেষ্ট গম ও জুয়ার উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেখানে যথেষ্ট বৃষ্টিপাতও হয়। সমগ্র অঙ্ক্লেশ্বরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে কিঞ্চিদধিক ৩০ ইঞ্চি। জলবায়ু ব্রোচ হইতে কিঞ্চিৎ উত্তম। সাধারণতঃ ছোট ছোট পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে। মাটি অধিকাংশ স্থলেই কৃষ্ণবর্ণ।

২য় ধ্রুবরাজের বগুমা-তাম্রলেখে দেখা যায়, তিনি অক্রুরেশ্বর-বিষয়ে 'অঙ্কুলেশ্বরী' গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই অক্রুরেশ্বর-বিষয়ই বর্তমান অঙ্ক্লেশ্বর তালুক।

উৎপন্নদ্রব্য — জুয়ার (sorghum vulgare), বাজ্রি (holens spicatus), গহুঁ (triticum aestivum), ডাঙ্গর (oryza sativa), কোদ্রা (paspalum scrobiculatum), তুবের্ (cajanus indicus), বাল (dolichos lablab), চানা (ছোলা cicer arietinum), মুগ (phaseolus radiatus), বতান (মটর pisum sativa), এরণ্ড (ricinus communis), দিবেল (ricinus communis), তাল (sesamum indicum), কার্পাস (gossypium indicum), তম্বাকু, (nicotiana tobacum), ইক্ষু (saccharum officinarum) এবং বিবিধপ্রকার শাকসব্জি ও ফলমূল।

[BG. ii 545-8 ; IG. v. 385]

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অঙ্ক্লেশ্বর,—নগর বি°। অঙ্ক্লেশ্বর তালুকের সদর [অঙ্ক্লেশ্বর, দ্র°]। অক্ষাং° ২১° ৩৮´ উ° এবং ৭২° ৫৯´ পূ°। লোক-সংখ্যা দশ সহস্রের অধিক। এইস্থানে বোম্বাই-বড়োদা-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের স্টেশন আছে। ইহা বড়োদা শহর হইতে তিন ক্রোশ ও নর্মদাতীর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে ছয় ক্রোশ পশ্চিমে হাসোট পর্যন্ত একটা পাকা রাস্তা গিয়াছে। রেওয়া-কাথ এজেন্সীর রাজপিপ্লল রাজ্যের অন্তর্গত নান্দোদের সহিত রেলপথে (সার্ধ চার ক্রোশ) সংযোগ আছে।

কার্পাস তুলা অঙ্ক্লেশ্বরের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। কয়েকটী তুলার কলও এইস্থানে আছে। রাজপিপ্ললের অরণ্য হইতে সেগুন কাঠ, জালানী কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি আমদানী হয়। অন্যান্য আমদানী-দ্রব্যের মধ্যে মধু, মোম, চামড়া প্রভৃতি এবং রপ্তানী-দ্রব্যের মধ্যে মার্বেল, ধাতুদ্রব্য, লবণ ও লৌহদ্রব্যাদি অন্যতম। প্রধানতঃ নান্দোদে রপ্তানীকার্য হইয়া থাকে। কাঁতা ও কিঞ্চিৎপরিমাণে সাবান এই এইস্থানে নির্মিত হয়। পূর্বে একটা কাগজের কল ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইস্থানে পোস্ট অফিস ও একটী সব্জজের আদালত আছে। ১৮৭৬ খ্রী° মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়।

অঙ্ক্লেশ্বর-মন্দির এই নগরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান। এই মন্দিরের অন্য নাম— অক্রুরেশ্বর, অঙ্কুরেশ্বর ও অঙ্কুলেশ্বর। মন্দিরের গৃহতল ভূমি হইতে নিম্ন। একমাত্র দরজা ভিন্ন মন্দিরে আলোক-প্রবেশের অন্য পথ নাই। মন্দিরের ভিতরে প্রাচীরগাত্রে সৌন্দত্তির রট্ট-নৃপতি-প্রদত্ত একটী কন্নড়-প্রশস্তি আছে। উহাতে রট্টনৃপতিগণের বংশ-পরিচয় ও তাঁহাদের কয়েকটা দানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৭১১ খ্রী° মরাঠা-বাহিনী লুণ্ঠনকার্যে বহির্গত হইলে এইস্থানে পরাজিত হয়। পার্শীরা ১২৫৮ খ্রী° এখানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে বলিয়া দাবী করিয়া থাকে।

[BG, ii. 549 ; ix. pt-ii, 186 ; IG, v. 385-86 ; EI, vii. 218, 228 ; JBBRAS, x. 172 ; Wilberforce-Bell ; Hist. of Kathiawad, 121]

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অঙ্ক্লেসারিয়া, জেমুস্জী সোরাবজী—(খাঁ বাহাদুর) পুনার মিলিটারী ও পোস্টাল ট্রেজারী কন্ট্রাক্টার এবং ভূম্যধিকারী। জন্ম—১৮৭০ খ্রী° ১৮ই জানুয়ারী। পুনা হাই-স্কুলে শিক্ষালাভ। ১৮৮৯ খ্রী° প্রথম বিবাহ ; ১৯০৮ খ্রী° দ্বিতীয় বিবাহ (পুনা নগরীর সুলেমবান্জী নৌরজী জাফচের কন্যা) নবাজ.বাঈ-এর সহিত। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে এক পুত্র ও চারি কন্যা ; প্রথমা কন্যা রতন বাঈ-এর বিবাহ ভাবনগরের চীফ কাস্টমস্ অফিসার জহাঙ্গীর নজেরস মনীনের সহিত ও দ্বিতীয়া কন্যা শেরার বিবাহ বোম্বাই-এর ডাঃ আর. এফ্. শেঠনা এম. বি. বি. এস.-এর (ইনি একজন রেডিও-তত্ত্ববিৎ) সহিত।

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অঙ্ক্লেসারিয়া ১৮৯২ খ্রী° এস. ও টি. মিলিটারী কন্ট্রাক্টার-রূপে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া উহা ১৯২৪ খ্রী° পর্যন্ত পরিচালন করেন। ১৯২৪ খ্রী° ভারত-গভর্নমেণ্ট-কর্তৃক বোম্বাই, আহ্মদাবাদ ও পুনার পোস্টাল ট্রেজারীর কন্ট্রাক্টার নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খ্রী° 'খাঁ সাহেব' ও ১৯৩৩ খ্রী° 'খাঁ বাহাদুর' উপাধি লাভ। ১৯৩৫ খ্রী° 'সিল্ভার জুবিলী' পদকপ্রাপ্তি। পুনার সসুন-হাসপাতালে ২৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া ইনি পার্শী-সম্প্রদায়ের জন্য একটী মাতৃ-সদন (সোলীবাঈ-ওয়ার্ড) নির্মাণ করিয়া দেন। ইঁহার অনুজ পরলোকগত জীবজী সোরাবজীর (ইনিও পোস্টাল কন্ট্রাক্টার ছিলেন) ট্রাস্টী হিসাবে ইনি ১৯৩৫ খ্রী° ৩০,০০০ টাকা ব্যয়ে পুনার দস্তুর মেহের রোডে দরিদ্র পার্শীদের জন্য ছয়টী আশ্রয়গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

অঙ্ঘ্,—[অঙ্ঘতি, অঙ্ঘিত] ক্রি, ১ হামাগুড়ি দিয়া চলা, ধীরে ধীরে চলা। ২ সংসক্ত হওয়া।

অঙ্ঘার—[মূ°-স° অঙ্গার ; গ্রী°-ভাষা (ঢাকা, ২৪ পরগণা)] অঙ্গার।

অঙ্ক্,—[প. অঙ্কতি, আনঙ্ক, অঙ্কিতুম্, অঙ্কিত ; তু° √অগ্] ক্রি, ১ গমন করা। ২ [প. অঙ্কয়তি তু° √অঙ্ক] চিহ্নিত করা to mark. ৩ অঙ্কন করা।

অঙ্গ,—[√অঙ্গ্‌+অ (অচ্‌)] ক্লী° **১** দেহাবয়ব, শরীরের অংশ ; যেমন—হস্ত, পদ ইত্যাদি। 'শেষাঙ্গনির্মাণবিধৌ বিধাতুঃ'—কুমার° ১. ৩৩। **২** দেহ, শরীর। 'অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈঃ'—শকু° ৩.৪। 'কে বলে, অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।' **৩ ক** কোন কিছুর অংশ বা বিভাগ, সমগ্রের অংশ। **খ** অতিরিক্ত বা পরিশিষ্টাংশ, পরিশিষ্ট। **গ** অপরিহার্য অংশ, যাহা না হইলে পূর্ণত সম্পন্ন হয় না constituent part, essential requisite or component. 'তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্ মহাক্রতোঃ'—রঘু° ৩. ৪৬। যে কর্মের যে অঙ্গ। **ঘ** উপায়, সাধন। **৪** (বেদাঙ্গের সংখ্যানুসারে) ছয় (৬) এই সংখ্যাদ্যোতক শব্দ। **৫** মন। 'হিরণ্যগর্ভাঙ্গভুবং মুনিং হরিম্'—মাঘ° ১. ১। **৬** পঞ্চাঙ্গমন্ত্রের (counsel) পাঁচটী বিভাগের নাম—১ কর্মের আরম্ভোপায়, ২ পুরুষদ্রব্য-সম্পদ্‌, ৩ দেশকালবিভাগ, ৪ বিপত্তিপ্রতীকার ও ৫ কার্যসিদ্ধি। ইহাদের প্রত্যেকটী অঙ্গ নামে পরিচিত। **৭** কোন বস্তুর একদেশ ; যথা—রথচক্র রথাঙ্গ। **৮** আকৃতি, অবয়ব (অনুরূপ) ; যেমন—কীর্তনাঙ্গের গীত। **৯** বেদের মন্ত্র-বি°। **১০** প্রধান উপযোগী উপকরণ, যেমন—চতুরঙ্গবল (হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক)।—মনু° ১১.১১। **১১** অপাঙ্গ। **১২** অংশ।

'অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্রপরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব শব্দের উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥'—
চৈ-চ° আদি° ৩

১৩ ক (নাটক) নাটকের মুখসন্ধি প্রভৃতি পঞ্চসন্ধির উপক্ষেপাদি ৬৪ বিভাগ। সা-দ° ৬. ৩৮-১৩৫। **খ** (নাটক) অপ্রধান পাত্রসমূহ the whole body of subordinate characters. **১৪** কোন কোন স্থানে 'স্ব' অর্থের বোধক হয়। যথা—অঙ্গীকার। **১৫** বিণ, গৌণ, অপ্রধান। সে° প. ৩ ; কা-শ্রৌ° ৭. ২. ৩. ৪। **১৬** যাহার অঙ্গ আছে, অঙ্গী, দেহী ; 'যেনাঙ্গবিকারঃ'—পা° ২. ৩. ২০। **১৭** নিকট, অন্তিক, সমীপ। ~**ক**—[অঙ্গ+কন্‌ (স্বার্থে)] **১** দেহ, শরীর, গাত্র।—মাঘ° ৪. ৩৬। **২** [অঙ্গ+ক (হ্রস্বার্থে)] হ্রস্ব অবয়ব, ক্ষুদ্র অঙ্গ। 'প্রিয়ত্তমাঙ্গকাৎ'—শিশু° ৪. ৬৬। 'নাক্তিঃ প্রাণাঙ্গকে'—ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ২৮৮। ~**কর্তন**—দেহের অবয়ব-বিশেষের ছেদন। ~**কর্ম** (ক্লী°), **-ক্রিয়া** (স্ত্রী°)—**১** অঙ্গসেবা, হস্তপদাদি মর্দন, পা টিপিয়া দেওয়া, দেহ-সংস্কার ব্যাপার, অঙ্গে তৈল ও সুগন্ধাদি লেপন anointing. **২** প্রধান যাগের অঙ্গীভূত গৌণ-কর্ম a supple-mentary sacrificial act. ~**গৌরব**—[বৈদ্যক] দেহের গুরুত্ব, গা-ভার॥ বাঙট॥ ~**গ্রহ**—[অঙ্গ+গ্রহ—যে গ্রহণ করে, আক্রমণ করে] **১** রোগ প্রভৃতির দ্বারা অঙ্গ গ্রহণ, গায়ের ব্যথা। **২** হাত, পা প্রভৃতি খেঁচা spasm. **৩** আক্ষেপী, ধনুষ্টঙ্কার, খেঁচা-রোগ। 'অঙ্গগ্রহ নামে ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে ক্ষীণ অঙ্গ'—মেঘনাদ°। **৪** (স্থপতি) যেখানে একটী প্রস্তরের উপর অপর একটী প্রস্তর বসাইলে পিছলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা অথবা দুইখানি প্রস্তরের মধ্যে জোড় খুলিয়া যাইতে পারে, সেইখানে এই দুইটী প্রস্তরের মধ্যে পারাবতের পুচ্ছের আকারে লৌহ অথবা তাম্রের টুকরা বসাইয়া দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির নাম অঙ্গগ্রহ। ~**গ্লানি**—**১** অঙ্গের গ্লানভাব, দৈহিক ক্লেশ। **২** গায়ের ময়লা। ~**ঘাত**= অঙ্গাঘাত, গায়ে আঘাত লাগা। ~**চর**—গুহ্যদেশ ও বৃষণের মধ্যভাগ।—বৈদ্যকনি°। ~**চালন**, **-সঞ্চালন**—অঙ্গের চালনা, অঙ্গ-বিক্ষেপ, দেহসঞ্চালন। ~**চেষ্টা**—অঙ্গচালন, হাত-পা নাড়া, অঙ্গের চালনা॥ বাঙট॥ ~**চ্ছেদ**, **-চ্ছেদন**—[অঙ্গ+√ছিদ্‌—অ, অন (ভা°)] **১** দেহ বা দেহের অংশ ছেদন করা, হস্তপদাদি কর্তন। **২** খণ্ডিত বিগ্রহ। ~**চ্ছেদক**—**১** নাড়ী কাটিবার যন্ত্র। **২** শরীরচ্ছেদনকারী। ~**জ**—[অঙ্গ+√জন্‌ (উৎপন্ন করা) + ড—ক] **১** অঙ্গ হইতে যে জন্মে, পুত্র। 'রঘুজ অঙ্গ অঙ্গজ বিখ্যাত ভুবনে'—মেঘনাদ°। **২** অঙ্গ (=মন) হইতে যে জন্মে, মনোভব, কাম। **৩** রোগ। **৪ ক** কেশ। **খ** গাত্রলোম।—চরক° ৬. ১৫। **গ** (ময়ূরের) পালক।—হর্ষচ° ২৫৬. ১৭। **ঘ** **৫ ক** ক্লী°, রক্ত। বিণ, অঙ্গ হইতে জাত, দেহজাত, শরীরোৎপন্ন। 'শিব-নিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার। তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর।'—ক-চ°। **খ** দৈহিক, শারীরিক। **গ** দেহলগ্ন, শরীরলিপ্ত। ~**জন্মা** —[অঙ্গ হইতে জন্ম (জন্ম) যাহার—বহু°] **১** পুত্র, কন্যা, সন্তান। 'ভরদ্বাজ-অঙ্গজন্ম'—কাশী-মহা°। **২** বিণ, অঙ্গজাত, দেহোৎপন্ন। 'তব অঙ্গজন্ম ত্যজিব এ তনু তবে যাবে মোর পাপ।'—অ-ম°। ~**জনুঃ** [স্মৃ°-জনুস্‌] পুত্র, কন্যা, সন্তান। ~**জবৃত্তি**—স্ত্রীকেশচুম্বন।—যশস্তি° ১. ৩১৭. ৫। ~**জা**—পুত্রী, কন্যা। ~**জাত**—**১** পুত্র, কন্যা, সন্তান। **২** বিণ, দেহোৎপন্ন। ~**জ্বর**—[অঙ্গ অধিকার করিয়া জ্বর—সুপ্‌সুপ্‌] যক্ষ্মা, অবকাশরোগ। ~**জ্ঞান**—অঙ্গের অবস্থানের জ্ঞান ; কি ভাবে দাড়াইয়া আছি, কি ভাবে অবস্থিত আছি ইত্যাকার জ্ঞান। ~**ঝাড়া**—গা-ঝাড়া, আলস্যবর্জন। ~**ঠা**—[হি° অঁগীঠা, অঁগীঠী, অঙ্গেঠা, অঙ্গেঠী] আগুন রাখিবার পাত্র, অঙ্গারপাত্র, আতিশদান। ~**ণ**, **-ন**—**১** [√অঙ্গ +অন (ল্যুট) খি ; 'উটজাঙ্গন ভূমিষু'—রঘু° ১. ৫২] ক্লী°, গৃহ হইতে বাহির হইয়া যেখানে যায়, প্রাঙ্গণভূমি, অঙ্গন, উঠান, আঙিনা, চত্বর। **২** [অঙ্গ্‌+অন (ভা°)] গমন।—হরিবং° ১০. ১৫। **৩** [অঙ্গ+অন—ণ] যান, শকটাদি। ~**তঃ**—ক্রি-বিণ, অঙ্গবশতঃ।—আপ-শ্রৌ° ৭. ১২. ২। ~**তা**—স্ত্রী°, নিরবক্তৃতা, নিরতা বা ঢাপ্‌ হওয়ার ভাব। —কিরাত° ১১-৩৪। ~**তাপ**—অঙ্গের তাপ, গাত্রের তাপ, দেহের উষ্ণতা। ~**তি**—[অঙ্গ্‌ (পূজা করা) + অতি (র্ম)] **১** ব্রহ্মা। **২** বিষ্ণু। **৩** অগ্নি। **৪** অগ্নিহোত্রী। ~**তোয়**— ক্লী°, ঘর্ম, ঘাম। —হরিবং° ২৭.১৪। ~**ত্যাগ**—তনুত্যাগ বা দেহবিসর্জন। ~**ত্র**, **-ত্রাণ**—[অঙ্গ+ত্র, ত্রাণ

(ত্রৈ+অ,অন—ক)] ১ অঙ্গরক্ষক, সাঁজোয়া, বর্ম। ৩ (অপ্র°) অঙ্গুলিত্রাণ। ~দ্বার—শরীরের মুখ, নাসিকাদি দশটী ছেদ। ~ধারী—শরীর ধারণ করে যে, শরীরী। ~ন—[অঙ্গণ দ্র°]। ~নক্ষল=অঙ্গনাঙ্ক dielectric constant. ~না,—[অঙ্গ (=দেহ)+ন—প্রশংসার্থে ; যাহার প্রশস্ত অঙ্গ আছে ; স্ত্রী° আপ্] স্ত্রী°, ১ অঙ্গসৌষ্ঠবশালিনী স্ত্রী, অঙ্গসৌষ্ঠববতী নারী। ২ কামিনী, সুন্দরী।—'অঙ্গনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশরমণে'। ৩ ভার্যা ; 'নৃপাঙ্গনা'—রা° ২১৬. ৪ (জ্যো-শা°) কন্যারাশি virgo. ৫ পশুর স্ত্রীজাতি ;—যেমন, 'গজাঙ্গনা'—রা° ২. ৩০. ২৩ ; 'মৃগাঙ্গনা'—কুমার° ১. ৪৬ ; 'হরিণাঙ্গনা'—শকু° ১. ২৪। ৫ উত্তরদিগ্‌হস্তিনী। ~না₂—[সং-অঙ্গন—অ>আ ; তু° আঙিনা, আঙিনা] আঙিনা. অঙ্গন। ~নাগণ—নারীসমূহ। ~নাগুরু=কামদেব।—শ্রীকণ্ঠ° ১৪. ১৫। ~নাজন—১ নারীজন, স্ত্রীলোক ; ২ স্ত্রীসমূহ। ~নাথ—অঙ্গদেশের অধিপতি, কর্ণ, লোমপাদ। ~নাপ্রিয়—১ (নারীগণ অশোকপুষ্পদ্বারা অঙ্গ ভূষিত করে বলিয়া, অশোকষষ্ঠী-ব্রতে অশোক অঙ্গনাগণের প্রিয় বলিয়া, অথবা, স্ত্রী-পদাঘাত অশোকের দোহদ বলিয়া) অশোকবৃক্ষ jonesia asoca. ২ অঙ্গনার পতি, দক্ষিণদিগ্‌গজ-বি°। ৩ বিণ, স্ত্রীলোকের প্রীতিকর। ~নিগ্রহ—১ উপবাসতপস্যাদি-দ্বারা স্বেচ্ছায় শরীরকে ক্লেশদান। ২ (তান্ত্রিক) দেবতার মানত করিয়া অঙ্গ-বিশেষ বা শরীরের উচ্ছেদ করণ sacrification. ~ন্যাস—যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চরণপূর্বক হৃদয়, মস্তক, শিখা, নেত্র, বাহু ও করতল স্পর্শ দ্বারা ধর্মানুষ্ঠান-বি°। ~পাক—পিত্তজ রোগ, এই রোগে শরীরে পাকা ফোড়ার মত বেদনা হয়। ~পালক—অঙ্গরক্ষক, দেহরক্ষী body-guard. ~পালি — আলিঙ্গন। ~পালিকা—স্ত্রী°, দেহপালনকর্ত্রী, ধাত্রী। ~পালিত—১ অঙ্গে গৃহীত বা ধৃত। ২ কৃতালিঙ্গন। ~পীড়া—স্ত্রী°, বায়ুজন্য রোগ, এই রোগে গাত্রে বেদনা হইয়া থাকে।

~প্রত্যঙ্গ—[অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ—দ্বন্দ্ব] ১ অঙ্গ (=মুখ, বক্ষ, হৃদয়, উদর, হস্ত, পদ) এবং প্রত্যঙ্গ (=চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি), হস্তপদাদি দৈহিক অঙ্গ, সর্বাবয়ব। ~প্রসাধন—১ সুগন্ধাদি দ্বারা গাত্রলেপন, অঙ্গভূষণ। ২ দেহসজ্জা, সাজগোজ toilet. ৩ লেপন-দ্রব্য। ~প্রসারণ—দেহবিস্তার, হাত-পা ছড়ান। ~প্রায়শ্চিত্ত—[অঙ্গশোধক প্রায়শ্চিত্ত—ম-প-ক°] ১ পাপমোচনের জন্য অশুদ্ধ দেহ শোধন। ২ অশৌচান্ত হইলে দ্বিতীয় দিনে শোধানুষ্ঠান। ~প্রোক্ষণ—গা-পোছা, ভিজা কাপড় বা ভিজা গামছা দিয়া শরীরের মল পরিষ্কার করা, গা-রগড়ান। ~বলী—স্ত্রী°, জঠরাবয়ব-বি°, ত্রিবলী। ~ভঙ্গ—১ অঙ্গসঞ্চালন, অঙ্গচালনায় দ্বারা মনোভাবের প্রকাশ। ২ (নিদ্রাভঙ্গের পর) গাত্রমোটন ॥ শব্দ° ॥ ৩ শরীরের অবয়ববিশেষের নাশ বা বিকৃতিসাধন। ৪ স্ত্রীলোকের মোহিত করিবার চেষ্টা, স্ত্রীলোকের কটাক্ষাদি ক্রিয়া। ~ভঙ্গিমা—[স্ং-ভঙ্গিমন্] অঙ্গভঙ্গী। ~ভঙ্গিয়া—অঙ্গভঙ্গ করিয়া। ~ভঙ্গী—[অঙ্গভঙ্গ দ্র°]। ~ভঙ্গীমা—[অঙ্গভঙ্গিমা দ্র°]। ~ভাব—[সঙ্গীতশা°] ১ নেত্র, ভ্রুকুটী ও হস্তপদাদি অঙ্গদ্বারা মনোভাবের প্রকাশ। ২ গান করিতে করিতে শরীরের বিবিধ মুদ্রাদ্বারা চিত্তোদ্বেগের বা মনোবেগের প্রকাশ করণ। ~ভেদ—(বৈ°) বাতকারক। ~ভূ—[অঙ্গ+√ভূ+ (ক্বিপ্)-ক] ১ বিণ, দেহ হইতে যাহা জন্মে, মানসজাত। ২ অঙ্গসমূহের (হৃদয়াদির ষড়-সমুদয়ের) স্থান ॥ শব্দ° ॥ ৩ পুত্র, সন্তান। ~ভূত—১ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন, পুত্র। ২ বিণ, অন্তর্গত, অন্তর্ভূত। ~মন্ত্র—(তন্ত্রশা°) হৃদয়াদি ষট্‌স্থানে ন্যাসের মন্ত্র-বি°। ~মর্দ,-মর্দক,-মর্দী—[অঙ্গ+√মৃদ্+অ (অচ্)-ক ;+ণ্বুল্+ইন্ (ণিনি)—ক] যে গা টিপিয়া দেয় ; অঙ্গসংবাহক, গা-টেপা চাকর। ~মর্দন—গাত্র-সংবাহন; গা-টেপা। ~মর্ষ—বাতাদিজনা গাত্রবেদনা। ~মেজয়ত্ব—স্ত্রী°, অঙ্গকম্পন, গা-কাঁপা। ~মোটন—গা-মটকান বা গা ভাঙ্গা। ~মোড়া—দেহ-সংকোচন, গা-মোড়া, অঙ্গভঙ্গ। ~যজ্ঞ, -যাগ—প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত যজ্ঞ, অপ্রধান যজ্ঞ, প্রযাজাদি ॥ শব্দ° ॥ ~যষ্টি—যষ্টির ন্যায় ক্ষীণ দেহ, তনু ॥ শব্দ° ॥ ~যাগ —অপ্রধান যজ্ঞ। ~রক্ষক—শরীরের রক্ষাকর্তা ; দেহরক্ষী body-guard ॥ শব্দ° ॥ ~রক্ষণী, -রক্ষিণী—১ যাহা দ্বারা অঙ্গ রক্ষিত হয় ; আঙ্‌রাখা, চাপকান, পিরাণ। ২ কবচ। ৩ সাঁজোয়া, অঙ্গত্রাণ। ~রাখি, -রাখী—[সং অঙ্গরক্ষিণী] কবচ ইত্যাদি ॥ শব্দ° ॥ ~রক্ত—[অঙ্গদ্বারা রক্ত—৩-তৎ ; ইত্থম্ভূত-লক্ষণে—পা° ২. ৩. ২১] ১ বৃক্ষ-বি°, কম্পিল্লদেশজাতরক্তবর্ণ চূর্ণ-বি° ; পর্যায়—গুণ্ডারোচনী, রোচনী, পিকাঙ্গ, লঘুপত্রক, কম্পিলা, কর্কশ, চন্দ্র। ২ বিণ, রক্তাঙ্গ। ~রস—গাছের পাতা বা ফল ছেঁচো করিয়া তাহা হইতে বাহির করা রস। ~রাজ—[অঙ্গনাথ দ্র°]। ~রাট্—[পুং-রাজ্] অঙ্গের রাজা, অঙ্গদেশের অধিপতি, কর্ণ। ~রুহ—[অঙ্গ+√রুহ (জন্মা)—ক] স্ত্রী°, কেশ, লোম। ২ পক্ষ। ৩ পালক। ৪ পশম। ৫ বিণ, দেহজাত, অঙ্গজ ॥ শব্দ° ॥ ~রোম—[পুং-রোমন্; অঙ্গরুহ দ্র°]। ~লিপি—অঙ্গদেশে লেখ্য অক্ষর বা বর্ণ। ~লেপ—অঙ্গের লেপন-দ্রব্য ; শরীরের লেপনের উপযুক্ত দ্রব্য, কুঙ্কুম-চন্দনাদি। ~লোক—অঙ্গদেশ। ~লোম—[অঙ্গরুহ দ্র°]। ~ব—[অঙ্গ+√বা—ক] শুষ্কফল, যে ফল শুখ্‌না হইয়া চুপসাইয়া গিয়াছে। ~বাত—বাত-রোগবি° gout. ~বিকল—[অঙ্গের বিকল—৬-তৎ] ১ বিণ, অঙ্গ-বিষয়ে বিকল ; পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বিকলশরীর। ২ অবসাদ-গ্রস্ত দেহ, মূর্ছিত। ~বিকার—[অঙ্গের বিকার—৬-তৎ] ১ অঙ্গের দোষ ; দেহের খুঁত। ২ অঙ্গ-বিকার ॥ শব্দ° ॥ ~বিকৃতি—[অঙ্গের বিকৃতি যাহাতে—বহু°] ১ অঙ্গের বিকার। ২ অপস্মার রোগ, মৃগীনাড়ীব্যাধি-বি°। ~বিক্ষেপ—[অঙ্গের বিক্ষেপ—

৬-তৎ] ১ অঙ্গভঙ্গী, নৃত্যাদিকালে অঙ্গ-সঞ্চালন। ২ কথোপকথনের সময়, বক্তৃতা দিবার সময় বা গান করিবার সময়, হস্ত, পদ, মস্তকাদি সঞ্চালন। ৩ নৃত্য, নাচ। ৪ কলাবাজী। ৫ হাত-পা খেঁচা spasm. ~বিধি—অঙ্গের বিধান, গুণবিধি ॥ শব্দ° ॥ ~বিভ্রম—অঙ্গভ্রান্তি-রোগবি°। এই রোগে রোগী এক অঙ্গকে অন্য অঙ্গ বুঝিয়া থাকে। ~বিহীন—[স্ত্রী°— -া] বিণ, অঙ্গহীন। ~বৈকৃত—[অঙ্গের বৈকৃত—৬-তৎ] ১ ক্লী°, অঙ্গ-ভঙ্গী। ২ [অঙ্গ হইয়াছে বৈকৃত যাহার—বহু°] অবয়বের বিকার। ইঙ্গিত, ইসারা ॥ শব্দ° ॥ ~বৈগুণ্য—১ ক্লী°, অবয়বের অন্যথাকরণ ॥ শব্দ° ॥ ২ কোন কার্যের অঙ্গপালন দ্বারা অঙ্গহানি। ~শুদ্ধি—১ দেহের শোধন, অঙ্গ পবিত্রী-করণ। ২ শরীরের সংস্কারের জন্য স্নানাদি ॥ শব্দ° ॥ ~শৈথিল্য—শরীরের আলস্য, গা ঢিলা দেওয়া। ~সংস্কার—১ অঙ্গের শোধন; শরীর-মার্জন। ২ কুঙ্কুমাদি দ্বারা শরীরের শোভাবর্ধন। ৩ শরীরশুদ্ধির জন্য স্নান করণ। ৪ [অঙ্গ+সম্ +√কৃ—অ (অন)-ক] যে দেহ সংস্কৃত করে, শরীর সংস্কারক। ~সংক্রিয়া—শরীরের সংস্কার, যদ্দ্বারা শরীরের সংস্কার করা হয়, যথা—তৈল, সাবান, বেসম ইত্যাদি। ~সংস্থান—১ প্রাণিদেহ-বিজ্ঞান। ২ ভাষাতত্ত্বে ভাষা ও গঠন-বিজ্ঞান morpohlogy. ~সংহতি—১ অবয়বের দৃঢ়তা, শরীরবন্ধ। ২ শরীর-সংঘাত। ~সখ্য—অভিন্নমিত্রতা, প্রগাঢ় বন্ধুতা। ~সঙ্গ—দেহের সংস্পর্শ; শারীরিক মিলন, স্ত্রী-সঙ্গম, মৈথুন। ২ [বা° অপ্র°] সহচর, বন্ধু। ~সঙ্গী—অনুরক্ত, সংসক্ত ২ আনুষঙ্গিক। ~সঞ্চালন—অঙ্গচালনা; হস্তপদাদির চালনা, ব্যায়াম। ~সেবা—১ কুঙ্কুমাদি দ্বারা দেহের পরিচর্যা, দেহের পারি-পাট্যবিধান। ২ দেহ-সংবাহনাদি-কার্য। ~সেবক—১ দেহের সেবাকারক। ২ শরীর রক্ষী। ৩ (বা°) পা-টেপা ভৃত্য। ~সৌষ্ঠব—দেহের সৌন্দর্য, নিখুঁত ভাবে গঠিত অবয়বের শ্রী ॥ শব্দ°। ~স্কন্দ—বিজ্ঞানের বিভাগ ॥ শনি° ॥ ~স্থিতি—শারীরিক অবস্থান। ~স্পর্শ—দেহস্পর্শ, গা-ছোঁওয়া। ~স্বভাব—প্রকৃতিগত ক্রিয়া, প্রেরণা বা প্রবৃত্তি instinct ॥ জ্ঞা° ॥ ~হর্ষ—[অঙ্গ= দেহ+হর্ষ=কম্প] ১ কম্প। ২ জ্বর আসিবার পূর্বে দেহের কম্পন। ~হানি—১ অঙ্গের অসম্পাদন ॥ শব্দ° ॥ ২ অঙ্গের বিকলতা। ~হীন—১ অবয়বহীন, দেহরহিত। ২ অঙ্গসৌষ্ঠবহীন। ৩ বিকলাঙ্গ। ৪ অসম্পূর্ণ। ৫ উপকরণহীন। ৬ (অলঙ্কার-শা°) কাব্যাঙ্গরহিত, রসাদি-দোষযুক্ত। ৭ অনঙ্গ, কাম ॥ শব্দ° ॥ ৮ ক্লী°, দেহহীনত্ব, অঙ্গ-বিকৃতি। ~হীনতা—শরীরের অভাব বা বিকৃতি বা পরিমাণ-শূন্যতা।

অঙ্গ₄—জৈন শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসূত্র-নিচয়ের অন্যতম। ইহার বারটী শাখা 'দ্বাদশাঙ্গ' নামে খ্যাত। অঙ্গ ও উপাঙ্গ জৈন-সিদ্ধান্তের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। দ্বাদশ অঙ্গ যথা—

১ আয়ার (আচার); ২ সূয়গড (সূত্রকৃত); ৩ ঠাণ (স্থান); ৪ সমবায়; ৫ বিয়াহপন্নত্তি (ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞাপতি—ইহা বিশেষতঃ 'ভগবতী' নামে কথিত হয়); ৬ নায়াধম্মকহাও (জ্ঞাতাধর্মকথা); ৭ উবাসগদসাও (উপাসকদশা); ৮ অন্ত-গড়দসাও (অন্তকৃদ্দশা); ৯ অণুত্তরোববাইয়-দসাও (অনুত্তরৌপপাতিকদশা); ১০ পণ্হাবাগরণাইম্ (প্রশ্নব্যাকরণানি); ১১ বিবাগসুয়ম্ (বিপাকশ্রুতম্) এবং ১২ দিট্ঠিবায় (দৃষ্টিবাদ)। মহাবীরের অনুবর্তী গণধরগণ এই দ্বাদশাঙ্গের সঙ্কলয়িতা।[১] মহাবীরের উপদেশাবলী লইয়া এগুলি সঙ্কলন করা হয়।[২]

১২শতম অঙ্গ দিট্ঠিবায় বা দৃষ্টিবাদ এখন লুপ্ত হইয়াছে। প্রথম তীর্থঙ্করের সময় পর্যন্ত জৈনধর্মগুলি একাদশ 'অঙ্গ' ও চতুর্দশ 'পূর্ব'—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পরবর্তী কালে ১৪শ 'পূর্ব' দৃষ্টিবাদ অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। বারটী উপাঙ্গ, দশটী প্রকীর্ণ, ছয়টী ছেদসূত্র, চারিটী মূলসূত্র, অন্য দুইটী সূত্র এবং উপরি উক্ত দ্বাদশ অঙ্গ লইয়া জৈন শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ গঠিত। দিগম্বর-সম্প্রদায় এই সকল সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না। কথিত আছে, মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে একবার মগধে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; এই সময় জৈন সাধু ভদ্রবাহু সশিষ্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে জৈনদের শাস্ত্রবচনগুলি বিস্মৃত ও লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। জৈন সাধু স্থূলভদ্র ও তাঁহার শিষ্যগণ এই সময়ে মগধে ছিলেন, তাঁহারা দেশত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এজন্য স্থূলভদ্র ও তাঁহার শিষ্যগণ খ্রী-পূ° ৩০০ অব্দে মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে এক ধর্ম-সভা আহ্বান করেন। এই সভায় 'অঙ্গ' ও 'পূর্ব'গুলির সঙ্কলন করা হয়। অবশ্য ইহাই জৈনসিদ্ধান্তে উৎপত্তির প্রথম কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।[৩] অতঃপর দাক্ষিণাত্য হইতে জৈন সন্ন্যাসিগণ যখন ফিরিয়া আসিলেন

---

১ 'এক দশানাং ত্রিপদীগ্রহণপূর্বকং একদশাঙ্গ...'—কল্পসূত্র, সুবোধিকা-টীকা, ১১২-১৩ পৃ°। 'ইন্দ্রভূতিং ......ত্রিপদীং প্রাপ্য দ্বাদশাঙ্গীং রচিতবান্......'—ঐ, ১১৫ পৃ°। 'তাংশ্চ সমং চতুর্দশ......ইন্দ্রভূতিপ্রভৃতীনাং ত্রিপদীং ব্যাহরৎ প্রভুঃ'—হেমচন্দ্র: 'ত্রিষষ্টিশলাক' ১০. ৫, ১৬৫. ৭০ পৃ°।

২ C. J. Shah: Jainism in Northern India, 225.

৩ কথিত আছে, স্থূলভদ্রের সময় প্রথম দশটী পূর্ব অঙ্গ ও অন্যান্য সূত্রগুলি লইয়া গঠিত ছিল। জৈন সাধু ভদ্রবাহু-কর্তৃক এইগুলি রচিত বলিয়া মনে করা হইত। এইগুলি 'কল্পসূত্র' নামে পরিচিত।—Charpentier; The Hist. of the Jainas'—CambHI, i. Intro. 14. পাটলিপুত্রে এক সভা আহূত হয়। এই সভায় একাদশ অঙ্গ একত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল। এখানেই চতুর্দশ পূর্ব অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়া দৃষ্টিবাদ নামে দ্বাদশতম অঙ্গ গঠিত হয়।—Farquhar: Religious Literature of India, 75; Jacobi: Kalpa-Sutra, Intro. 11, 15. হেমচন্দ্রের 'পরিশিষ্টপর্ব' গ্রন্থে ৯. ৫৫. ৫৫-৭, ৬ ১০১-৩ শ্লোকে এই সভার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তখন তাঁহারা ধর্মগ্রন্থের এইরূপ নির্ধারণে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা সঙ্কলিত শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া অঙ্গ ও পূর্বগুলি বিস্মৃত ও লুপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহা হইতেই দিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণের বিশ্বাস যে, প্রচলিত 'সিদ্ধান্ত'(জৈনশাস্ত্র) আদি ও অকৃত্রিম নহে।[৪]

খ্রী° ৬ষ্ঠ শতকে গুজরাটে বল্লভী নামক স্থানে দেবর্ধিগণির অধিনায়কত্বে দ্বিতীয়বার জৈন ধর্মসভা আহুত হয়। ইতঃপূর্বে মগধে যে ১২টী অঙ্গ সঙ্কলিত হইয়া শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের শাস্ত্র গঠিত হইয়াছিল, সেইগুলিও বিস্মৃত ও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ১২শতম অঙ্গ বা ১৪শ পূর্ব ইতিমধ্যে একেবারে বিস্মৃত ও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাই এই সভায় লিপিবদ্ধ করা হয়। দেবর্ধিগণি সম্ভবতঃ শাস্ত্রগুলি রক্ষা করিবার জন্য তখনও যাহা কিছু মুখে মুখে শিষ্যপরম্পরায় অবশিষ্ট ছিল তাহা এবং প্রাচীন পুথি হইতে যেটুকু তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, সেগুলি সঙ্কলন করিয়া নির্দিষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ করেন।[৫]

মহাবীরের প্রথম শিষ্যগণ পূর্ব ও অঙ্গগুলি অবগত ছিলেন একথা অবশ্য দিগম্বরগণ স্বীকার করে। ১২টী অঙ্গ বা 'দ্বাদশাঙ্গী'কে তাহারা শ্বেতাম্বর-সম্প্রদায়ের মতই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে।[৬] এজন্য অনেকে স্থির করিয়াছেন, আদি 'সিদ্ধান্ত' একেবারে লুপ্ত হয় নাই।[৭]

দেবর্ধিগণি ৪৫৩ খ্রী° জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন। ইহার পূর্বে তাহা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই বলিয়াই বিশ্বাস। জন-শ্রুতিতে শিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসায় ইহার ভাষারও কথঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। জৈনদিগের মতে ইহা অর্ধমাগধী ভাষায় রচিত ছিল। বর্তমানে প্রচলিত জৈন-শাস্ত্রসমূহের ভাষাই তাহাদের মতে মাগধী বা অর্ধমাগধী ভাষা। শাস্ত্রগ্রন্থের প্রাচীন সংস্করণে অনেক প্রাচীন রীতিসিদ্ধ বাক্যাংশ ও আর্ষপ্রয়োগ আছে; পরবর্তী কালে এইগুলির স্থলে মরাঠী ভাষার শব্দ এবং রীতিসিদ্ধ বাক্য ও বাক্যাংশ সংযোগ করা হইয়াছে। এজন্য পণ্ডিতগণ জৈনশাস্ত্রের প্রাচীন সংস্করণের ভাষাকে 'জৈনপ্রাকৃত' এবং প্রচলিত সংস্করণের ভাষাকে 'জৈনমহারাষ্ট্রী' আখ্যা দিয়াছেন।

দ্বাদশাঙ্গের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথম অঙ্গ—আচারাঙ্গ-সূত্র। জৈন অঙ্গগুলির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রাচীন অঙ্গ। জৈনদিগের এই অঙ্গ গদ্য ও পদ্যে রচিত। ইহাতে জৈন-ভিক্ষুগণের আচার বা জীবনযাপনপদ্ধতি-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই সূত্রে দুইটী বিভাগ বা শ্রোতস্কন্ধ আছে। দুইটী শ্রোতস্কন্ধের রচনারীতি ও আলোচনায় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম শ্রোতস্কন্ধের ভাষা ও রচনারীতি বিচার করিলে উহা যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। জৈন-ধর্মশাস্ত্র—ধর্মকথা, গণিত (কাল), দ্রব্য এবং চরণকরণ এই চারি অনুযোগে বিভক্ত। প্রধানতঃ ইহাদের একটী অনুযোগের উপরেই আচারাঙ্গ-সূত্র রচিত হইয়াছে।[৮]

দ্বিতীয় অঙ্গ—সূত্রকৃতাঙ্গ। ইহাতে পদ্যে ধর্মোপদেশ ও দার্শনিক অনুশীলন আছে। প্রারম্ভেই মহাবীরের সমসাময়িক বুদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মগুরুদিগের ধর্মমত খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহার শেষাংশে ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, বৈনায়িক ও অজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে বিস্তৃত বাদানুবাদ সম্বদ্ধ। নবীন সন্ন্যাসীদিগকে পাষণ্ডীধর্মের প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ধর্মপথে স্থির রাখিয়া লক্ষ্যস্থানে পৌছাইয়া দেওয়াই এই সূত্রের মূল উদ্দেশ্য। এই অঙ্গও প্রথম অঙ্গের ন্যায় দুইটী স্কন্ধে বিভক্ত।

তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গ—স্থানাঙ্গ ও সমবায়াঙ্গ। এই উভয় অঙ্গেরই বিষয়-বস্তু বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর-নিকায়ের আদর্শে বিধিবদ্ধ। জৈন আগমিক শাস্ত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইহাতে সংখ্যাক্রমে আলোচিত হইয়াছে। স্থানাঙ্গে ১ হইতে ১০ এবং সমবায়াঙ্গে ১ হইতে পর্যায়-ক্রমে ১,০০০,০০০ পর্যন্ত আলোচনা চলিয়াছে। স্থানাঙ্গ হইতে ১২শতম অঙ্গের বিষয়-বস্তুর একটী তালিকা পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন জৈনধর্মের সাতটী ভেদ, তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা ও অবস্থানের বিষয়ও ইহাতে লিখিত আছে। সমবায়াঙ্গে দ্বাদশ অঙ্গের বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। ইহাতে জৈনধর্মের ইতিহাস ও সিদ্ধজীবনী-সম্বন্ধে লোকপরম্পরাগত আখ্যায়িকাও লিপিবদ্ধ আছে।

পঞ্চম অঙ্গ—ভগবতীসূত্র। এইখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। জৈন সিদ্ধান্তের ইহা পবিত্রতম গ্রন্থ। ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক্ দিয়া ইহা জৈন ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অদ্বিতীয়। ইহাতে জৈন সিদ্ধান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অথচ জটিল ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যার কিয়দংশ প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে এবং কিয়দাংশ আখ্যান-কথোপকথনের আকারে দেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসসংবাদ-গুলির কয়েকটীতে মহাবীরের পূর্বগামী এবং সমসাময়িকগণের কথা, কয়েকটীতে পার্শ্বনাথের শিষ্যগণের কথা ও কয়েকটীতে জৈনধর্মের প্রবর্তক জমালি ও গোসাল মঙ্খলিপুত্রের কথা পাওয়া যায়। এই অঙ্গের পঞ্চদশ অধ্যায় গোসাল মঙ্খলিপুত্রের নামে উৎসর্গীকৃত।[৯]

ষষ্ঠ অঙ্গ—জ্ঞাতাধর্মকথা। ইহা জৈন-সাহিত্যের কথামালা-বিশেষ। এই অঙ্গে

৪ প্রবাদ, মহাবীর জৈনশাস্ত্র রচনা করেন নাই, তবে তিনি তদীয় শিষ্য গৌতম ইন্দ্রভূতিকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া উহার কতকাংশ গঠিত এইরূপ বলা হয়। শিষ্যপরম্পরায় উহা ক্রমে বিকৃত হইয়াছে।—ERE, vii. 467.

৫ Jacobi: Kalpa-Sutra, 117; Winternitz: Geschichte der Indischen Literatur. ii. 294.

৬ Buhler—IA, vii. 29; Jacobi: Kalpa-Sutra. Intro. xliv.

৭ Jainism in Northern India, 223.

৮ 'অনুযোগঃ চত্বারি দ্বারাণি—চরণধর্ম কালদ্রব্যাখ্যানি....বকৃধিষাচ্ছেদ্বিন্। মূপমালক বিকত্তী অনুযোগো ভো বক্খো চউহা॥'—আবশ্যকসূত্র, ২৯৯ পৃ° [Haribhadrasuri: Avasyaka-Sutra of Sudharma, Agamodaya Samiti, Bom. 1916-17]।

৯ Winternitz, 300-1.

নৈতিক শিক্ষা-বিধানের জন্য বহু কথা বা আখ্যায়িকা সঙ্কলন করা হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য কথা-সাহিত্যের মত ইহাও নীতি-গর্ভ শিক্ষাদানের উপযোগী। ইহা রূপকের আকারে লিখিত; বর্ণনা অপেক্ষা অনেকস্থলে রূপকের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম অঙ্গ—ষষ্ঠ অঙ্গের ন্যায় সপ্তম, অষ্টম, ও নবম অঙ্গও বর্ণনাত্মক বিষয়ে পূর্ণ। সপ্তম অঙ্গে দশ ধার্মিক শ্রাবকের (জৈন ভক্তের) আখ্যান আছে। এই শ্রাবকগণের অনেকেই ধনী বণিক্ ছিলেন। ইঁহারা তপশ্চর্যায় এতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন যে, গৃহিভক্ত হইয়াও ইঁহারা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা জৈন সাধুগণের ন্যায় স্বেচ্ছাপূর্বক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়া ধার্মিকদিগের স্বর্গে দেবতারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।[১০] অষ্টম ও নবম অঙ্গে যে সকল শ্রাবকের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাঁহারাও স্বেচ্ছায় দেহত্যাগপূর্বক মোক্ষলাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ স্বর্গ লাভ করেন।[১১]

দশম ও একাদশ অঙ্গ—প্রশ্নব্যাকরণানি ও বিপাকশ্রুতম্। এই দুইখানির প্রথমখানিতে আখ্যায়িকা নাই বলিলেও চলে। কেবল সিদ্ধান্ত বা ধর্মমত-সম্বন্ধেই বেশী আলোচনা আছে। দ্বিতীয়খানি প্রায় বিপরীত। প্রথম-খানিতে ধর্মজীবনের পালনীয় দশটি নীতি, আদেশ ও নিষেধ-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। জৈনশাস্ত্রে অকরণীয় কর্তব্যই অধর্ম। জীব-হত্যা, মিথ্যাচরণ, দস্যুতা, দুশ্চরিত্রতা ও অধিকারের ইচ্ছা এই পাঁচটী অধর্ম; এজন্য এগুলি নিষিদ্ধ।[১২] বিপাকসূত্রে সৎ এবং অসৎ কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বৌদ্ধ কর্মফলমূলক আখ্যায়িকাগ্রন্থ অবদানশতক ও ধর্মশতকের সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়।[১৩]

১০ Hoernle: Uvasaga-Dasao, i. 1-44.

১১ Barnett: Antagada-Dasao and Anuttaro-vavaiya-Dasao, 15-6, 110.

১২ Weber—IA, xx. 23.

১৩ Winternitz, 306.

দ্বাদশ অঙ্গ—দৃষ্টিবাদ। ইহা বর্তমানে লুপ্ত। অবলুপ্ত 'দৃষ্টিবাদ' পণ্ডিতমণ্ডলীর আলোচনার বহির্ভূত হয় নাই। এই সম্বন্ধে ইউরোপীয় বহু পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ওয়েবার সাহেবের মতে দৃষ্টিবাদ গোঁড়া জৈনদিগের মতবিরোধী ছিল, এজন্য তাহারা ইচ্ছাপূর্বকই ইহা বিনষ্ট করিয়াছে।[১৪] য়াকবি সাহেবের মতে মহাবীর এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে যে বিতর্ক হইয়াছিল, তাহার 'প্রবাদ'ই দৃষ্টিবাদের বিষয়বস্তু ছিল; সুতরাং ক্রমে ক্রমে ইহার গুরুত্ব নষ্ট হয় এবং সম্ভবতঃ জৈনগণের নিকটও ইহা দুর্বোধ্য হইয়া উঠে; পরে ইহা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল।[১৫] ডক্টর লয়মান দৃষ্টিবাদ অবলুপ্ত হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে এই অঙ্গে তান্ত্রিকক্রিয়া, ইন্দ্রজাল-বিদ্যা এবং জ্যোতিষ-বিদ্যা প্রভৃতি ছিল; অবলুপ্ত হওয়ার ইহা একটী প্রধান কারণ।[১৬] এই বিভিন্ন মতগুলি ছাড়িয়া দিলেও একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, জৈনগণ ১২শতম অঙ্গ বা পূর্বগুলি ইচ্ছাপূর্বকই বিসর্জন দিয়াছে—অধিকাংশ পণ্ডিতই এবিষয়ে একমত।

[C. J. Shah: Jainism in Northern India, Lond. 1932, 220-23, 225-33; Charpentier: 'The Hist of Jainas'—CambHI, i. (1922), 150ff; H. Jacobi: 'Kalpa-Sutra' of Bhadrabahu, Leipzig 1879, Intro.; J. Hertel: On the Litt. of the Svetambaras of Gujarat, Leipzig 1922; H. Hiralal: Ancient Hist. of the Jaina Religion (ii), Jamnagar 1902; Leumann: 'Beziehungen der Jaina-Literatur zu Andern Literaturkreisen Indiens—Actes du Congress a Leide, 1883; Jagamandralal Jaini: Outlines of Jainism, Camb. 1916; H. Jacobi: 'Acaranga-Sutra and the Kalpa-Sutra'— SBE, xxii. 1884; Pandit Bechar-das: 'Bhagavati-Sutra' of Sudharma (i-ii), Jinagama-Prakasaka-sabha, Bom. 1918; A. Rudolf: Uvasaga-Dasao (i-ii), Cal. 1888, 1890; L. D. Barnett: The Antagada-Dasao and the Anuttarovavaiya-Dasao, Lond. 1907; Abhayadeva Suri: Sthananga of Sudharma (ii), Bom. 1920; Do: Jnatadharmakathanga of Sudharma, Bom. 1919; Silankacharya: Sutrakritanga of Sudharma Bom. 1917—Agamodaya Samiti এবং প্রবন্ধের পাদটীকা]

শ্রীধীরেশচন্দ্র শর্মাচার্য

১৪ Weber—IA, xvii. 286.

১৫ Jacobi—SBE, xxi. Intro. xlv ff.

১৬ Leumann: 'Beziehungen der Jaina-Literatur zu Andern Literaturkreisen Indiens'—Actes du Congress a Leide, 1883, 559.

অঙ্গ,—ভারতীয় প্রাচ্যপ্রদেশের রাজ্য-বি°। যেসময় হইতে সন-তারিখ দিয়া ভারত-ইতিহাস লেখার সূচনা হয়, ভারত-ইতিহাসের সেই আদি পর্বেই অঙ্গের নাম পাওয়া যায়। ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্ আলেক্জাণ্ডারের আক্রমণের সময় (খ্রী-পূ° ৩২৭-২৬) নিদর্শন করিয়া প্রাচীন ভারতেতিহাস প্রথম সংকলন করেন; বুদ্ধের নির্বাণকাল (খ্রী-পূ° ৪৮৩) স্থিরীকৃত হইলে[১] ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গ্রীক্-অভি-যানের আড়াইশত বৎসর পূর্বের একটী নির্দিষ্ট সময় পাওয়া যায়। বুদ্ধের কাল নির্ধারিত হওয়ায় প্রাচীনতম বৌদ্ধশাস্ত্রাবলীর সময় বা পুস্তকস্থ ঐতিহ্যের মোটামুটি সময় নির্দেশ করা অসম্ভব নয়। প্রাচীনতম বৌদ্ধশাস্ত্র পালি-ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত গ্রন্থের তুলনায় পালি-গ্রন্থের নব নব সংস্করণে অনেক কম রূপান্তর ঘটিয়াছে। তাই, প্রাচীন ভারতবর্ষের নব্য ঐতিহাসিকেরা নির্দিষ্ট কাল-সম্বলিত ইতিহাস লিখিতে প্রথমে তথ্যের সন্ধান করেন পালি-গ্রন্থে। পালি 'অঙ্গুত্তর-নিকায়ে'[২] ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষের ও ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভের রাজ্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। 'ষোড়শ মহাজনপদে'র [ষোড়শ মহাজনপদ দ্র°] বিবরণে এই রাজ্যগুলির বিবরণ পাওয়া যায়।[৩] ইহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগের মহাসাঙ্ঘিক লোকোত্তরবাদীদের অশুদ্ধ বা ভাঙ্গা সংস্কৃতে লেখা 'মহাবস্তু'তেও [মহাবস্তু দ্র°] ষোড়শ মহাজনপদের তালিকা পাওয়া যায়।[৪] ষোড়শ

১ Geiger: Mahavansa Intro.

২ অ-নি° ১. ২১৩; ৪. ২৫২, ২৫৬, ২৬০

৩ বিনয়° ৫. ১০৮; দীঘনি° ২. ২৩৫

৪ 'মহাব°' ২. ২; ৩. ২০৮-৯

প্রাচ্যজনপদের জৈন-তালিকাও (ভগবতীসূত্র) আছে। বিভিন্ন তালিকায় কয়েকটী নামের বিভিন্নতা ঘটিলেও এই তিনটী তালিকাতেই অঙ্গের নাম পাওয়া গিয়াছে। জৈন-তালিকা দেখিয়া বোঝা যায়, বৌদ্ধ তালিকার তুলনায় আরও পূর্বের ও আরও দক্ষিণের নূতন রাজ্যের সন্ধান মেলে। প্রতীচ্যের এই বিস্তৃতির সংবাদে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় যে, জৈন-তালিকা বৌদ্ধতালিকার তুলনায় আধুনিক।

উত্তরাপথে আর্যদিগের প্রতিষ্ঠা নিম্নোক্ত ধারায় গড়িয়া ওঠে :—১ম—কাবুল-উপত্যকা হইতে পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম কোণ (শতদ্রুতীর)—তখন যমুনা ও গঙ্গার নাম জানা থাকিলেও সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। ২য়—এইবার পূর্বমুখ হইয়া পঞ্জাবের শেষ নদী সরস্বতীর উত্তর তীরে (সিরহিন্দ) আর্যনিবাস গড়িয়া উঠিতে লাগিল; অন্তর্বেদীর (doab) শীর্ষভাগে দিল্লী ও মথুরা অঞ্চলে আর্যেরা ব্রাহ্মণযুগে কাঠের (বা অয়সের *) লাঙল চালাইলেন। কুরু-পাঞ্চালের আর্যীকরণ কিন্তু ঋগ্বেদ-যুগে সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র রোহিলখণ্ডে উপনিবেশস্থাপন শেষ হয় ঋগ্বেদোত্তর কালে। কুরুক্ষেত্র ছাড়াইয়া আর্যেরা পাঞ্চালে আসিলেন। কুরু নাম ঋগ্বেদে অজ্ঞাত নয়, কিন্তু কুরুজাতির কথা ঋগ্বেদ কিছু বলে নাই। এইবার কিন্তু ভরত-বংশীয় কুরুরাই (ক্রিবিদের সঙ্গে কুরুদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একটা প্রবাদের পরিচয় আছে) প্রধান ও সর্বমান্য হইলেন। তাহার পরে এই আর্যীকরণ পূর্বমুখই রহিল। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের অত্যুৎকৃষ্ট গোচারণ-ক্ষেত্রের পথে তাঁহারা গণ্ডক অতিক্রম করিলেন। ভারত-কুরুদের সাম্রাজ্য তখন গড়িয়া উঠিতেছে এবং বিভিন্ন আর্য-জাতির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ৩য়—গণ্ডকের উত্তর তীরে দুইটী রাজ্য গড়িয়া উঠিল—কোশল (উত্তরপূর্ব অযোধ্যা) ও বিদেহ (উত্তর বিহার)। আর্যদের তিনটী বড় ঘাঁটি হইল, তিনটী দল গড়িল—পঞ্জাব, কুরু-পাঞ্চাল ও কোশল-বিদেহ। কাশ্মীর, রাজপুতানা বৃহৎ পঞ্জাব হইল, উত্তরকোশল মহাকোশল হইল এবং বিদেহের বিস্তৃতির প্রয়োজনে বৃহৎ বিদেহের ধারায় মগধের পথে অঙ্গের আর্যীকরণ বা রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা সম্ভব হইল। ইহা খ্রী-পূ° সপ্তম শতকের কিছু পূর্বের কথা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, মগধের আর্যগণের সহিত প্রাচ্যে এইদেশের আর্যগণের সজ্ঘর্ষ হয়; কথাটী প্রামাণ্য নয়।*

অথর্ববেদে (৫. ২২. ১৪) দেখা যায়, 'গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ। প্রৈষ্যং জনমিব শেবধিং তক্মানং পরি দদ্মসি ॥' আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্তদেশবাসী গন্ধারি ও মূজবদ্‌গণ এবং অঙ্গ ও মগধেরা পূর্ব প্রত্যন্তবাসী। কটুরসিকতা করিয়া শাপ দেওয়া হইয়াছে—উহাদের মহামূল্যবান্ সেবক জ্বরকে উপহার দেওয়া হইল। অথর্ববেদে (৫.২২) দেখা যায়—গন্ধারি, মূজবান্, মহাবৃষ ও বহ্লিকেরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী এবং অঙ্গ ও মগধেরা পূর্বসীমান্তবাসী। ঋগ্বেদেও গন্ধারিদের প্রত্যন্তদেশীয় বলিয়া স্থির করা যায়। গন্ধারিদের পরে গন্ধার বা গান্ধার নাম হয়। শতপথ-ব্রাহ্মণে বেদীনির্মাণ-পদ্ধতির কথায় উত্তর-পশ্চিম গান্ধার, শব ও কেকয়দের নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের (১০. ৩৪. ১) মূজবান্ সোমভূমি। পূর্বাভিযানের সহিত সোমভূমির নির্দেশ ক্রমে অস্পষ্ট হইল, সোম অপ্রাপ্য হইল। ঋগ্বেদের শেষ যুগে সোমের সহিত চন্দ্র জড়াইয়া যাইতে লাগিল; অথর্ববেদে সোমকে কয়েকবার স্পষ্টরূপে চন্দ্র বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। পূর্বাভিযানের ইতিহাসের ইহাই ধারা। পশ্চিম-প্রত্যন্তদেশ বলিয়া যেমন গান্ধার অবজ্ঞাত হইয়াছিল, তেমনি একদিন পঞ্জাবের ভাগ্যেও অনেক অবহেলা ঘটিয়াছে। গান্ধার ও পঞ্জাবের কিন্তু জাতে উঠিতে খুব দেরী হয় নাই। তবে মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের শুদ্ধি বহুকাল ধরিয়া হইয়াছিল। পশ্চিমদেশীয়দের পূর্বদেশীয়দিগকে অবহেলা করা সনাতন আর্যরীতি। শতপথ-ব্রাহ্মণ মোটামুটি কুরু-পাঞ্চালযুগের রচনা; ইহাতে প্রাচ্যদের সমাধি-রীতির প্রতি তিরস্কার আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৮. ২২) অঙ্গবৈরোচনের নাম অভিষিক্ত রাজগণের তালিকায় পাওয়া যায়। ঐ পুস্তকে প্রাচ্যের আবির্ভাবের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ঐতরেয়-আরণ্যকেও (সূত্রযুগের আদিকাল) কীকট-মগধ ও বঙ্গ অপাংক্তেয় রহিয়াছে। সেখানে মগধ ও বঙ্গবাসীর সহিত চের জাতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় 'পক্ষী'নামা অঙ্গেরা (মনুষ্যজাতি-বি°) চেরজাতীয়* বা ঐ জাতিরই শাখাবিশেষ। ঋগ্বেদে একমাত্র মগধরাজ প্রমগন্দকে (৩. ৫৩. ১৪) দেখা যায়। যজুর্বেদে মগধের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ কীকটদের অনুকূল নয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ (২০.৬. ৪৭) মগধের বৃহৎ অংশকে 'পাপভূমি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে; এই পাপভূমির অর্থই যাস্কের 'অনার্য-নিবাস'। অঙ্গের আর্যীকরণে যে অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৌধায়ন (ধর্মসূত্র=ধর্মশাস্ত্র ১. ১. ২) বলিতে চাহেন যে, প্রাচ্যদেশে গেলে শুদ্ধির প্রয়োজন হয়। মহাভারতে অঙ্গাধিপ কর্ণকে অঙ্গের বর্বর প্রথানুযায়ী স্ত্রী-পুত্রকে বিক্রয় ও পীড়িত ব্যক্তিকে ত্যাগ লইয়া বিড়ম্বনা করা হইয়াছে। মহাভারত যুগব্যাপী রচনা বলিয়া (২. ৫২) উহাতেই পাওয়া যায় অঙ্গেরা সুজাতি। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র স্মৃতি বহন করে—

'অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।' †

অঙ্গাদি দেশে তীর্থযাত্রা ‡ বিনা গমন করিলে ব্রাত্যাপরাধ ঘটে। পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়। অঙ্গের চম্পা প্রসিদ্ধ তীর্থ;

* দাক্ষিণাত্যে প্রাচীনকালে অনার্যগণ লৌহের ব্যবহার জানিত; আর্য-অধ্যুষিত সিরিয়ায় ১২০০ খ্রী-পূ° লৌহ প্রচলিত ছিল; কিন্তু বৈদিক 'অয়স্' লৌহ কিনা ইহাতে বিশেষ সংশয় আছে।

* Pargiter—JRAS. 1908, 852; Oldenburg (Buddha. 10) বলেন—অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল ও বিদেহ খুব প্রাচীন আর্যজাতি বা উপনিবেশিক।

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: বাঙ্গালার ইতিহাস।

† শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মনুর বচন বলিয়া শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। মানবধর্মশাস্ত্রে বা মনুসংহিতায় কিন্তু শ্লোকটী পাওয়া যায় না। আধুনিক স্মৃতিবচন হইলে ইহার মূল্য আরও বাড়িবে।

‡ মহা° ৩. ৮৩-৮৪; পদ্মপু° স্বর্গ° ১৯।

বৈদ্যনাথ অতি বিখ্যাত তীর্থ। অথর্ববেদে (১৫) ব্রাত্যকে পুংশ্চলীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে জড়ান হইয়াছে, আর মগধ-ধর্মকে তাহার গণিকা বলা হইয়াছে; শ্রৌতসূত্রে মাগধ ব্রাহ্মণকে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলিয়া উপহাস করা হইয়াছে। অতি প্রাচীন এক আখ্যানে অনেক মাগধ ব্রাহ্মণের মত সম্মানের সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঋগ্বেদে আর্যদের পাঁচটী দল বা উপজাতির কথা শুনা যায়।* ঐ স্থলের ব্যাখ্যা লইয়া বিবাদ ঘটিয়াছে। (ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ প্রায় সত্তরটী জাতির নাম জানেন; শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার Life in Ancient India গ্রন্থের ৮ম পৃষ্ঠায় বলেন যে, মন্ত্রে প্রায় ৫০টী জাতির নামোল্লেখ আছে)। ঐ পাঁচ দলের একদল অনু। মহাভারত ও পুরাণে[২] বলা হইয়াছে, অনু-বংশীয় বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র পাঁচ পুত্র নিজ নিজ নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পাণিনি (৪.১.১৭০) অঙ্গবঙ্গাদিকে একত্র করেন। প্রাচীন এই পাঁচটী দেশের লোকের জাতি-বিষয়ে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ইহাতে এই তথ্যের সমর্থন হইতেছে।

মধ্য-প্রদেশের পরবর্তী জাতির নাম চেরো। তাহারা দ্রবিড়। সাঁওতালেরা অঙ্গকে নিজেদের দেশ বলে।[৩] সাঁওতালেরা কোল-জাতীয় এবং সাঁওতালী অস্ট্রিক-জাতীয় ভাষা—তাহারা প্রাক্-দ্রবিড় খর্বশির, (Brachycephalic) জাতি; তাহারাই বোধ হয় ভারতেতিহাসের প্রাচীনতম জাতি। ভারতীয় প্রাক্-দ্রবিড়দের সাক্ষাৎ মেলে—সিংহলের বেদ্দায়, সেলিবিসের টোয়ালায় ও সুমাত্রার বাটিনে এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন অস্ট্রেলিয়াবাসীতেও। তাহাদের হটাইয়া দেয় দ্রবিড়েরা। খর্বশিরের সহিত দীর্ঘশিরের (Dolicocephalic) মিশ্রণে (মোঙ্গল-রক্তেরও রেশ আছে) উৎপন্ন দ্রবিড় জাতি—এইরূপ কথাও কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিয়া থাকেন।* এইচ আর, হল বলিয়াছেন,[৪] ৩০০০ খ্রী-পূ° ভারতীয় দ্রবিড়েরা বেবিলনের সেমেটিকদের জয় করিয়া সুমেরীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। মোহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পায় দ্রাবিড়-সুমেরীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে এই তথ্য প্রমাণের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়। প্রাচ্যে আর্য সভ্যতার পতাকা উড্ডীন করেন—দীর্ঘতমা ঋষি ও বলিপত্নী সুদেষ্ণার অঙ্গাদি পঞ্চপুত্র। খ্রী-পূ° ৪র্থ শতকেও অঙ্গে বিরাট্ অরণ্য ছিল। কলিঙ্গ-অঙ্গের হাতীর খুব নাম ছিল (অর্থশা° ২. ২; সম্ভবতঃ তাহাই চম্পারণ্য)। কৌটিল্য অঙ্গের হাতীর খুব নাম করিয়াছেন; আবার দেখা যায় হস্ত্যায়ুর্বেদ-কার পালকাপ্যের জন্মভূমি চম্পা। তিনি সম্ভবতঃ লোমপাদের আমলের লোক। ব্রাহ্মণ-কর্তৃক মিথিলার আর্যীকরণের কথা পাওয়া যায় শতপথ-ব্রাহ্মণে। ললিতবিস্তরে সিদ্ধার্থের চতুঃষষ্টি লিপির মধ্যে অঙ্গ-লিপির উল্লেখ আছে।

শতপথ-ব্রাহ্মণের কালেও অঙ্গ আর্য-সভ্যতার বহির্দ্বারে অবস্থিত। নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান-অনুসারে অঙ্গের অধিবাসী ভারতীয় আর্য হইতেই পারে না। আর্য-দ্রবিড়দের প্রসারেও এই সীমান্ত দেশ এবং এখান হইতেই মোঙ্গল-দ্রবিড় বা বাঙ্গালী জাতির বিস্তার ঘটিয়াছে। তাহা হইলে দাঁড়াইল—অঙ্গ আর্য-দ্রবিড় ও মোঙ্গল-দ্রবিড়দের মিলন-ভূমি; ইহা ভারতীয় মধ্যদেশ ও দূর-প্রাচ্যের সীমান্ত-সম্মেলন-ভূমি। সাহিত্যে এবং ইতিহাসেও দেখা যায়, অঙ্গ হয় মগধের সহিত মিশিয়াছে, নয় বঙ্গের সহিত জড়াইয়াছে; কলিঙ্গের সহিতও তাহার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ।

অঙ্গদেশ মগধরাজ্যের পূর্বে; চম্পা বর্তমান চান্দন নদীর উভয় তীরবর্তী দেশ। গঙ্গা হইল উত্তর সীমান্তরেখা। বর্তমান ভাগলপুর জেলা, মুঙ্গের জেলার একটী বৃহৎ অংশ ও সমীপবর্তী সাঁওতাল পরগনার কিয়দংশ লইয়া অঙ্গরাজ্য গঠিত ছিল। সকল রাজ্যেরই ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস আছে। পূর্বসীমানা বাড়াইয়া কেহ কেহ বীরভূম, মানভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে অঙ্গের মধ্যে ফেলিয়াছেন। একদা মগধ অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল; রাজগৃহকে অঙ্গনগরী বলিতে শুনা যায় (বিধুরপণ্ডিত-জাতক ৫৪৫) মগধ ও অঙ্গে একবার খুব বড় যুদ্ধ হয় (চম্পেয়্য-জাতক); অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক মগধরাজ ভট্টিয় পরাজিত হন। ভট্টিয় পুত্রাণের কথোক্ত উদয়ন অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মাকে একবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন (প্রিয়দর্শিকা, ৪র্থ অঙ্ক)। তৎপুত্র বিম্বিসার অঙ্গ জয় করেন। অঙ্গরাজকে বিষ্ণুপাদ পর্বতে যজ্ঞ করিতে দেখা যায় (মহা° শা° ২৯, ৩২)। অঙ্গ বঙ্গকে এক বিষয় বা রাজ্য বলা হইয়াছে (মহা° ২, ৪৪-৯)। অঙ্গরাজ্য যে আসমুদ্র বিস্তৃত ছিল এরূপ কাহিনীও আছে, অঙ্গরাজনগর বিটঙ্কপুর সাগরতীরে অবস্থিত ছিল।[৮]

অনেকেই অঙ্গদেশের নাম দিয়াছেন চম্পা।[৯] অঙ্গের সুবিখ্যাত রাজধানী চম্পা চম্পা-তীরবর্তী, চম্পা গঙ্গার তীরে অবস্থিত পরযুগে এরূপ বিবরণও পাওয়া যায়।[১০] কানিংহামের মতে ভাগলপুরের দুই ক্রোশ দূরে বর্তমান চম্পা-নগর ও চম্পাপুর গ্রামদ্বয়ই প্রাচীন চম্পা। মহাভারতে পাওয়া যায়, চম্পার প্রাচীন নাম মালিনী।[১১] বিভিন্ন পুরাণ এ কথার সমর্থন করে—'চম্পস্য পুরী চম্পা যা মালিন্যভবৎ পুরা'—ব্রহ্মপু° ১৩. ৪৩; হরি° হরি° ৩২. ৪৯;

* VI, i. 466ff. s. v. 'পঞ্চজনাঃ'; Hopkins: Religions of India, 26.

২ মহা° ১. ১০৩; Pargiter: Kali Age—Markandeya, 324, 329, 334.

৩ JASB, 1914, 344.

* ভারতীয় জাতিতত্ত্ব—CI, 1901, 1911; IG i. 292ff; Risley: Peoples of India; Sylvain Levi: Pre-Aryan et pre-Dravidian dans l'Inde, Jour. Asiatique, Juillet-Septembre, 1923, tr. P. C. Baghchi (C. U.).

৪ The Ancient Hist. of Near East, 173-4.

৮ কথাসরিৎসাগর ২৫.৩৫; ২৬.১১৫; ৮২.৩-১৩।

৯ ফা-হিয়ান (খ্রী° ৪০৫-১১) ও ইউয়ান চোয়াঙ (৬৩৫ খ্রী°) চেন-পো = চম্পা; দণ্ডী, বরাহমিহির ও বাণভট্ট সকলের নিকটেই চম্পারাজ্য সুপরিচিত।

১০ ওয়াটার্সের 'ইউয়ান চোয়াঙ,' ২. ১৮১; দশকুমার ২.২।

১১ মহা° ১২. ৫. ৬. ৭।

মৎস্যপু° ৪৮. ৯১। আর, হরিশ্চন্দ্রের প্রপৌত্র এই পুরী নির্মাণ করেন। ভাগবতাদিতে বলা হয়, হারীতপুত্র চম্প হইতে চম্পা হইয়াছে। জাতকে আবার চম্পার নাম দেখা যায়—কাল-চম্পা। চম্পা মিথিলা হইতে ষাট যোজন (মহাজনক-জাতক ৫৩৯)। চম্পা, ভারতের (আর্যাবর্ত বা উত্তরাপথের) প্রধান ছয়টী মহানগরীর অন্যতম অপর পাঁচটী নগরের নাম—রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী এবং বারাণসী।[১২] চম্পার ঐশ্বর্য দিগ্‌-বিশ্রুত হইল; চম্পার বণিকেরা সুবর্ণ-ভূমিতে পৌছিল (মহাজনক-জাতক)। খ্রী° ২য় শতকে বর্তমান আনাম বা চম্পা উপনিবেশের ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলে।[১৩] দূর-প্রাচ্যে যাইবার জল ও স্থল উভয় পথই ছিল। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের লোকেই এই বৃহত্তর ভারত-সৃষ্টির কাজে লাগিয়াছিল।[১৪] ৭ম শতকে বৃহত্তর-চম্পা হিসাবে নবচম্পাকে মহাচম্পাও বলা হইত। যুয়ন্-চোয়ং চম্পা ও মহাচম্পার নামে দুই দেশের বিবরণ দেখেন। রাজগৃহ ও বারাণসী হইতে লোকেরা তাম্রলিপ্তি (তামলিপ্ত) হইয়া সাগরযাত্রা করিত।[১৫] মুসলিপত্তনের নিকট ঐরূপ তিনটী বন্দর ছিল।[১৬] ব্রোচ (ভরুকচ্ছ) হইতে লোকেরা পশ্চিমে বাবিলন ও পূর্বে দূর-প্রাচ্যে নিয়মিত রূপে যাতায়াত করিত (সুস্‌সোন্দীজাতক; বাবেরু-জাত)। গঙ্গানদী যেখানে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে সেখানে গোপালপুরেরও নিকট এইরূপ একটী বড় বন্দর ছিল।[১৭] আনাম—চম্পার (২য় বা) ৩য় শতকের ভো-চান (Vo-chan) শিলালিপিতে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে শ্রীমাররাজবংশের কথা পাওয়া যায়।[১৮] চীনা ইতিহাসে প্রাপ্ত চম্পার সময় ১৯২ খ্রী°। ২য় ও ৩য় শতকেই চম্পায় ভারতীয় রাজবংশের শাসন চলিয়াছে। গোড়ায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা ধর্মকথা শুনাইতে যান (এরূপ প্রবাদ আছে যে, চম্পার লোকেরা ঢিল ছুড়িয়া বুদ্ধদেবকে তাড়াইয়া দেয়), পরে বণিকেরা ব্যবসা করিতে যান, শেষে রাজ্যজয় ঘটিয়া উঠে। প্রাচীন ভারতে যখন এখনকার ইউরোপের অনুরূপ সময় ছিল, তখন এখনকার ইউরোপের ইতিহাসের অভিনয় ঘটে ভারতেতিহাসে; এইরূপ ইতিহাসের পুনরাবর্তন বা পুনরাভিনয় সকল ঐতিহাসিকের সুপরিজ্ঞাত। রাজ্যজয়ের আড়ালে এই ইতিহাস রচনা করিতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লাগিয়াছিল; পথের দুর্গমতা ও বাহনের স্বল্পতা স্মরণ করিলে মনে হয়, দূরবিদেশে রাজ্য-জয়ের জন্য পাকা ঘাঁটি গাড়িতে (যদি খ্রী° ২য়-৩য় শতকেই আদি ভারতীয় রাজ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে) খ্রীষ্ট জন্মিবার পর দীর্ঘকাল না কাটিতেই অঙ্গ সাগরপারে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাইয়াছিল [আনাম—চম্পার গৌরবেতিহাস নবচম্পা দ্র°]। উহাই হইল বৃহত্তর ভারতসৃষ্টির ঐতিহাসিক আদিযুগ।

উপনিবেশে প্রাচীন দেশের নামে নামকরণ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। আমেরিকায় ও আফ্রিকায় যাহা ঘটিয়াছে, সে দিনও তাহাই ঘটিয়াছিল। যেকড্ ও মেড দিকারের উপত্যকায় এমনি করিয়া গান্ধার গড়িয়া উঠিয়াছিল। খ্রী° ১৭শ শতকেও রসিদুদ্দীন ইউনানের নাম জানিতেন গান্ধার। ২য় শতকে টলেমি সেগুসকে মালয় দেশ ও দশনে দশার্ণ দর্শন করেন। এই দূর-প্রাচ্যে শ্রীক্ষেত্র, দ্বারাবতী, মথুরা, অযোধ্যা, কৌশাম্বী ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মহাভারতে কর্ণের রাজধানী চম্পাবতী বলিয়া এক নগরীর নাম পাওয়া যায়। নন্দলাল দের মতে উহা কুমায়ুনের রাজধানী বর্তমান চম্পোট। তিনি বলেন, তুষারাবৃত হিমালয়ের ঐ নগরী হইতে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াই অঙ্গচম্পার নাম হইয়াছে কালচম্পা। কল্পনাটী উত্তম, কিন্তু কোন প্রমাণ নাই। চম্পার নিকট ঘোর চম্পারণ্যের (ইহার মধ্যেই আধুনিক চম্পারণ) কথা বহুকাল ব্যাপিয়া শোনা যায়, সেইজন্য ঘোর অরণ্যের নিকটবর্তী বলিয়া 'কাল' বিশেষণের যোগ হইতেও পারে। ১২শ শতকে হেমচন্দ্র চম্পাকে কর্ণপুর বলেন। চম্পা নগরে বুদ্ধের একাধিকবার গমন ঘটিয়াছে; পূর্বদিকে তাঁহার ধর্ম-প্রচারের শেষ সীমা—কজঙ্গল। বিনয়ে আছে, কজঙ্গল অঙ্গদেশে, চম্পা হইতে ৩০ ক্রোশ। মজ্ঝিম-নিকায়ের শেষ সূত্র প্রবর্তনের স্থান হইল কজঙ্গল। অঙ্গে বুদ্ধের অবস্থান ঘটে—চম্পায়, চম্পার সরোবর্তী পৃষ্ঠ-চম্পায়, ভদ্রিকায়, কজঙ্গলে, অশ্বপুরে ও আপনে। ভদ্দিয়তে বিম্বিসারের আগমন ঘটিয়াছিল। ভদ্রিকায় মহাবীরের দুইটী পর্যুষন কাটিয়াছিল।[১৯] পালিতে ভদ্রিকার নাম হইয়াছে ভদ্দিয়নগর। বুদ্ধ এইখানে জন্দিককে দীক্ষা দেন। অগ্‌গ-উপাসিকা বিসাখার মিগার মাতার জন্মভূমি এই স্থান। বিসাখার পিতৃ ও শ্বশুর উভয় কুলই জৈনধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। শ্রাবস্তীর পূর্বারাম বিহার তাঁহার দান। ভদ্দিয়নগর নিশ্চয়ই তখন অঙ্গের অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। অঙ্গে বুদ্ধ অনাথপিণ্ডিকের কন্যা সুভদ্রার শ্বশুর-বংশকে জৈনধর্ম ত্যাগ করাইয়া স্বীয় মতাবলম্বী করেন। সুভদ্রার উৎসাহে অঙ্গে বৌদ্ধধর্মের একটী কেন্দ্র স্থাপিত হয়। অঙ্গে ধর্মপ্রচার অনুরুদ্ধের বড় কাজ। 'চম্পেয়ক' ও 'কজঙ্গল' উপাসক বা বৌদ্ধ গৃহীদের কথা পাওয়া যায় (মজ্‌ঝি-নি° ৩. ১৯৮; অ-নি° ৪. ৫৯)। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটী উপাসকের নামও মিলে যেমন, পেস্‌স-হত্থারোহপুত্ত ও বজ্জিয়মাহিত গহপতি। গৃহপতি হইলেও প্রথম ব্যক্তি চারি সতিপট্‌ঠান সাধন করিয়াছিলেন (মজ্‌ঝি-

১২ মহাপরিনিব্বানসুত্ত: জৈন উববাইয়সুত্তে শ্রেষ্ঠনগরীর চিত্রাঙ্কিত বর্ণন-প্রথায় চম্পার সিংঘাটক চতুষ্ক, চত্বর ইত্যাদির কথা আছে।

১৩ R. C. Majumdar—Champa (প্রাচীন আনাম—চম্পার সম্পূর্ণ ইতিহাস); IA, vi, 229; It-Sing 58; EHI, iii, 137 ff.

১৪ Pelliot: Bulletin de l' Ecole Francaise d' Extreme Orient, 1904, 142ff; It-Sing; Gerini: Researches on Ptolemy's Geography.

১৫ সমুদ্দবনিজ-জাতক (৪৬৬): সমন্তপাসাদিকার উপক্রমণিকা; বিনয় ৩. ৩৩৮।

১৬ Schoff; Periplus of the Erythraean Sea, 46.

১৭ Gerini: Researches on Ptolemy's Geography, 743

১৮ Finot—BEF, xv, 2.

১৯ Jacobi: Jaina Sutras, 264.

নি° ১. ৩৭০)। অপর ব্যক্তি ধর্মে গভীর দৃষ্টির জন্য ও বুদ্ধ-নিন্দুকদের নীরব করাইবার শক্তির জন্য বুদ্ধ-কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন (অ-নি° ৫. ১৮৯-৯২)। বিনয়ে ও থেরগাথায় অঙ্গভিক্ষু সোণ-কলিবিস, নন্দক ও ভরতের নাম পাওয়া যায়। এই সোণ-কলিবিসের কোমল চরণকে বাঁচাইবার উপলক্ষ্যে ভিক্ষুদের পাদুকা-পরিধানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল (মহাবগ্গ ৫.১)। এখানে কয়েকজন ভিক্ষু কোন সঙ্ঘকর্মের রীতি-পালনে ভুল করিলে বুদ্ধ ভ্রম-সংশোধন করিয়া কয়েকটা বিধান করিয়া দেন (মহাবগ্গ ৯)। রাণী গগ্গরার নামের হ্রদ চম্পায় প্রসিদ্ধ। চম্পা নগরের 'সরোবর'কে গগ্গরা বলা হইয়াছে।[২০] চম্পা অশোকের মাতুলালয় (অশোকাবদান)। মহাবীর অন্ততঃ তিনটী পজ্জুসন বা বর্ষাবাস কাটাইয়াছিলেন চম্পায় (ও পৃষ্ঠচম্পায়)। প্রথমে চম্পায় জৈনধর্মের খুব প্রতিপত্তি হয়। অঙ্গরাজ বিম্বিসার মহাবীরের মাতুলকন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহাদের পুত্র অঙ্গ-বিজেতা ও অঙ্গ-উপরাজ অজাতশত্রু হইলেন মহাবীরের ভাগিনের। অজাতশত্রু বহুদিন জৈনদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। মস্খলি গোসালের মৃত্যু হইতে মহাবীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বৈশালীর সহিত অজাতশত্রুর অন্ততঃ ১৬ বৎসর যুদ্ধ চলে; বৈশালী অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্য লইয়া একটী বড় দল গঠন করে। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় চম্পা হইতে বৈশালীতে আসিয়া মাতামহ চেতকের আশ্রয় লন। বিম্বিসার-প্রদত্ত বহুমূল্য হার ও বড় হস্তী লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত অজাতশত্রুর স্ত্রী পদ্মাবতীর বিরোধ ঘটে। এই সময়েই বোধ হয় একবার অঙ্গ কিছুকালের জন্য অজাতশত্রুর হস্তচ্যুত হয় ('প্রিয়দর্শিকা ৪র্থ অঙ্ক); দীর্ঘকাল ধরিয়া তখন তাঁহাকে কোশলের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। প্রদ্যোতও একবার রাজগৃহের দরজায় হানা দিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর ভ্রাতারা শেষে জৈনসঙ্ঘে আশ্রয় লন। বৈশালীর স্পর্ধিত জৈনগণের ও তাঁহাদের আশ্রিত শত্রুভাবাপন্ন ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত বোধ হয় তিনি জৈনদের উপর বিশেষ বিরক্ত হন। ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম-পুস্তকে একই রাজাকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী দেখা যায়; বিম্বিসার-শ্রেণিক ও অজাতশত্রু কূণিক তাই কোথাও হিন্দু, কোথাও বৌদ্ধ ও কোথাও বা জৈন। চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে জৈনদের প্রীতি-বাহুল্যের আর সীমা নাই। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের জৈনধর্মাবলম্বনের তথ্য জৈন ভিন্ন অপর কেহ জানে না। এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বিম্বিসারের নয়, কিন্তু অজাতশত্রুর যৌবনে বুদ্ধ-শত্রু-প্রীতির কথা বৌদ্ধেরা খুবই স্বীকার করেন। অনাথপিণ্ডিক-কন্যার কাহিনীতে প্রসিদ্ধ জৈন পরিবারের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার কথা পাওয়া যায়; অঙ্গে অনুরুদ্ধের প্রচারকাহিনীতেও বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কথা আছে। জৈনেরা বলেন—কূণিকের রাজধানী ছিল চম্পা, উদায়ী আবার পরে পাটলীপুত্রকে রাজধানী করেন। অজাতশত্রুর পিতা-পুত্র তিন পুরুষের যৌবরাজ্য কাটে চম্পায়—ইহা সুবিদিত। জৈনদের ন্যায় বৌদ্ধেরা কিন্তু অজাতশত্রুর চম্পায় রাজধানী-স্থাপনের কথা জানেন না। কারণ বোধ হয় এই যে, অজাতশত্রু দীর্ঘকাল চম্পায় অঙ্গের উপরাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অঙ্গবাসীরা বিম্বিসারের নিকট আবেদন করে (স্থবিরাবলী)।

দ্বাদশ জিন বাসুপূজ্যের জন্ম ও কেবলিত্বের চিহ্নস্বরূপে চম্পা নগরীর অংশবিশেষ—নাথ নগরে বড় একটী মন্দির আছে; অঙ্গ তাঁহার লীলাভূমি। মন্দিরটীর সময় দেওয়া হইয়াছে—যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫৫৯। চম্পার পুণ্ণভদ্দ বা পূর্ণভদ্র চৈত্যে তিনি বাস করিতেন। এইখানেই তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য সুধর্মা উবাসগদসাও বিবৃত করেন (উবাসগদসাও ১.২.)। পঞ্চম জৈনাচার্য শয্যম্ভব চম্পাবাসী ছিলেন এবং সেইখানেই তিনি দশবৈকালিক সূত্র রচনা করেন (স্থবিরাবলী-Pun. Or. Ser.)। ৪৬০-১ খ্রী° (১৪১ গুপ্ত°) স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে ভাগলপুরের ৭৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কহাউ গ্রামের শিলাস্তম্ভলিপিতে পঞ্চতীর্থঙ্করের প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়। অঙ্গ জৈনদের মহাপবিত্র স্থান। লঙ্কাবতার-কারের নাম যদি বিশ্বাস্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিবাস চম্পায় (লঙ্কাবতারসূত্র—১০)। চম্পানগর বেহুলা-পীঠ বলিয়াও দাবী করা হয়।* এখানে মনসার ভাসানের নামাঙ্কিত বিভিন্ন স্থান দেখা যায়। মাত্র, দামুল্যানদীর অভাব দেখিয়া নন্দলাল দে মহাশয় বর্ধমানের দামুদা-তীরবর্তী চম্পা নগরীর দাবীই সত্য মনে করেন। ইহার উত্তর হইতে পারে এই যে, ঐ বিশেষ নদীটীর প্রতি মঙ্গলকাব্যকারের হৃদয়ের দৌর্বল্য থাকিতে পারে। চম্পার সুপ্রাচীন ব্যবসা-বাণিজ্যের অতুলনীয় খ্যাতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। চম্পার চম্পকপুষ্পভূষণ মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া চৈনিক ভ্রমণকাহিনীতে পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উৎপত্তি ও প্রসার-মণ্ডলের প্রভাবান্তর্বর্তী অঙ্গদেশ। মগধের এক দল লোকের সহিত জুটিয়া অঙ্গের এক দল লোক জটিল উরুবেল-কস্সপের বৈদিক যজ্ঞে যাইতে পারে বটে (মহাবগ্গ), কিন্তু বৈদিক ও বৈদিকোত্তর প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের এই প্রাচ্য দেশের প্রতি যে নজর কত উচ্চ তাহার বিবরণ পূর্বেই মিলিয়াছে। পঞ্চনদ-কুরু-পাঞ্চাল-কোশলে নয়, বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িল প্রাচ্যে। পরাজিত অঙ্গকে বিজয়ী মগধের ধর্ম গ্রহণ করান কঠিন হয় নাই। বুদ্ধের জীবিতকালে অঙ্গে বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্মকে ডুবাইতে পারিয়াছিল কি না, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভব নয়; কিন্তু ইহাতে সংশয় নাই যে, কালে মগধের বৌদ্ধধর্ম অঙ্গে জাতীয় ধর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদিক মীমাংসক-প্রতিবাদী বৈষ্ণব-ধর্মও অঙ্গে

[২০] JASB. ৪,

* বাঙ্গলাদেশে অন্ততঃ সাতটী স্থান মনসা-মঙ্গল-কাব্যের পীঠভূমিত্বের দাবী করে; বর্ধমানের চম্পক-নগর; শুনা যায়, বীরভূমের বেহুলা-মেলা বেহুলার কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে; কালুকাসারের বাড়ী ও চাঁদসওদাগরের নামের সংস্রব চট্টগ্রামে পাওয়া যায়; দিনাজপুরের সনকা গ্রাম; মহাস্থান; ধুবড়ী; ত্রিপুরার চম্পক-নগর; মালদহের চাঁপাই নগর ও দার্জিলিং।

বেশ চলিয়াছিল (স্থবিরাবলী)। বৈষ্ণব-ধর্মের আদি পুরোহিতের নাম অমৃতজিৎ-পুত্র সত্যজিৎ। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাত্র আধুনিক স্মৃতিতেই অঙ্গকে অবহেলা করা হয় নাই, প্রাচীন গ্রন্থেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ 'কোশলক' হইতে পারেন। কিন্তু কোশল বা উত্তর দেশে নয়, বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য-শাসন-শিথিল মগধ-প্রাচ্যেরই জাতীয় ধর্ম হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহাভারতের মতেই চম্পা প্রসিদ্ধ তীর্থ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে (সপ্তম পটলে) আছে—
বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং ন হি দুষ্যতে॥

নন্দলাল দে মহাশয় ভুবনেশকে মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী বা ভুবনেশীর সহিত মিলাইয়াছেন। ইহা স্বীকার করিলে মুর্শিদাবাদ জেলা অঙ্গের পূর্ব সীমা হয়। কথাটা সার র্জর্জ বার্ডউডের কথার প্রতিধ্বনি। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র আধুনিক পুস্তক। এই কালের বহু পূর্বেই অঙ্গ স্বাধীনতা হারাইয়াছে। তাহা হইলে অঙ্গের পক্ষে নূতন দেশজয় করিয়া এই সময়ে সীমাবৃদ্ধি করা স্বাভাবিক নয়। ইহা মাত্র কোন প্রাচীন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ হইতে পারে ; অঙ্গ-কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠতার কথা ইতিহাসের আদি পৃষ্ঠাতেই যে পাওয়া যায় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদ্যনাথে আরম্ভ হইলে অঙ্গ-নির্ণয়ে চম্পা বাদ পড়ে, একথা বলিয়া নন্দলাল দে মহাশয় শ্লোকটীকে বাজে বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান।[২১] সোজা একটা রেখা টানিলে চম্পা ও দেওঘরের দূরত্ব মাত্র ন্যূনাধিক দশ ক্রোশ। তন্ত্রশাস্ত্র ভৌগোলিক পুস্তক নয় একথা বলাই বাহুল্য ; তন্ত্র গুহ্যশাস্ত্র, মাত্র গুরুসাহায্যে সাধকের ইহাতে প্রবেশাধিকার ঘটিতে পারে। উক্ত বচনে মাত্র অঙ্গের দুই প্রান্তবর্তী অতি বিখ্যাত দুইটী শাক্ত তীর্থের কথা বলা হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দিরের পশ্চিম কোণে ভগবতী-মন্দিরে তান্ত্রিক বামাচারীদের যোনি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত।[২২] বৈদ্যনাথ মহাপীঠ, দেবী হইলেন জয়দুর্গা, ভৈরব বৈদ্যনাথ। পার্বতী-মন্দির বৈদ্যনাথ মন্দিরের তুল্য প্রসিদ্ধ। নন্দলাল দে মহাশয় অপর একটা শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বঙ্গদেশের সীমান্তে ভুবনেশ অবস্থিত। তিনি বলেন, এই স্থান (ভুবনেশ) উভয় দেশের সীমানা হইতেই পারে না। একই গ্রন্থে উক্ত সপ্তম পটলেই উভয় শ্লোক পাওয়া যায়। পরস্পর-বিরোধী উক্তি এরূপ পাশাপাশি দেওয়া যে তন্ত্রকারের রীতি তাহার কোন প্রমাণ নাই। মনুষ্য-চরিত্রে এরূপ ঘটনা বিশেষ স্বাভাবিক নয়। নন্দলাল দে মহাশয়ের মতেই উক্ত দ্বিতীয় বচন-অনুযায়ী ভুবনেশ গৌড়ের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী। পঞ্চগৌড়ের কথা স্মরণ করিলে কথাটা বোঝা একেবারে অসম্ভব হয়। বর্তমান উড়িষ্যার সাগর-উপকূলস্থ কলিঙ্গগৌড়ের সহিত গৌড়বঙ্গের খুব প্রাচীন সম্পর্কের কথা অজ্ঞাত নয় ; উড়িষ্যার অন্তর্দেশের সম্পর্কের গভীরতা কিন্তু বিহার-ছোটনাগপুরের সহিত ইহাও বুঝিতে হইবে। আবার কলিঙ্গের মগধ-জয় অথবা মগধের কলিঙ্গ-জয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা ; অঙ্গের কলিঙ্গ-সংক্রামণের কোন কালের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কিন্তু দে মহাশয় খুঁজিয়া পান নাই। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল তাহা প্রাচীন ইতিহাসে সুবিদিত। মগধ ছাড়াইয়া রামায়ণ-যুগে অঙ্গের সীমা অযোধ্যা প্রদেশে পৌঁছিয়াছিল। নন্দলাল দে মহাশয়ের মতেই কর্ণসুবর্ণের কর্ণ অঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং চম্পানগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।[২৩] তিনি বহু প্রকারে এই কথা প্রমাণের নিরতিশয় চেষ্টা করিয়াছেন। কর্ণ-সুবর্ণ-রাজের শিলালিপি রোহিতাশ্ব দুর্গে[২৪] ও তাম্রশাসন গঞ্জাম জেলায়[২৫] পাওয়া গিয়াছে। এই তথ্য তিনি স্মরণ করেন নাই। ৭ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে কর্ণ-সুবর্ণরাজের অধিকার অঙ্গ অতিক্রম করিয়া মগধের অংশবিশেষ, কর্ণসুবর্ণ, গৌড়, কলিঙ্গ, ও উড়িষ্যায় বিস্তৃত ছিল। তাহা হইলে নন্দলাল দে মহাশয়ের অঙ্গাধিপ কর্ণ-সুবর্ণেশ্বর, গৌড়াধিপ ও কলিঙ্গাধিকারী। ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ তোসলি অশোক-সাম্রাজ্যের প্রাচ্য সুবার (অঙ্গ হইতে কলিঙ্গ) রাজধানী ছিল, ইহা নন্দলাল দে মহাশয় স্বীকার করেন। বিম্বিসার, অজাতশত্রু ও উদায়ী যে অঙ্গরাজ ইহা সর্বজন-বিদিত। মগধ ও অঙ্গ ইতিহাসের প্রথম যুগেই একাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। নন্দ-রাজার কলিঙ্গাভিযান ঐতিহাসিক ঘটনা, খারবেলের মগধাভিযান ঐতিহাসিক সত্য।[২৬] অঙ্গ-বঙ্গ যে একদা একবিষয় বলিয়া কথিত হইত একথা অজ্ঞাত নয়। মনিয়র উইলিয়ম্‌সের অভিধানে 'অঙ্গ' বঙ্গ দেশের ও দেশবাসীর নাম (মনি° ৭)। কিরীটেশ্বরী ভুবনেশ নয়, ভুবনেশী নামে খ্যাত। তন্ত্রকারের পক্ষে ভুবনেশ ও ভুবনেশীর পার্থক্য বিস্মৃত হওয়া বড় গুরুত্ব ব্যাপার। নন্দলাল দে মহাশয় এরূপ ভ্রম সাধারণকৃত বিবেচনা করিলেও, সেরূপ সিদ্ধান্তের কোন বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। ভুবনেশকে কিরীটেশ্বরী করিবার এক কঠিন বাধা আছে ; তন্ত্রকারের পক্ষে শক্তির নাম লিখিতে একাধিক বার ভুল হওয়া সম্ভবপর নয়। তাঁহার উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকেও ভুবনেশই পাওয়া যায়, ভুলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

বৈদ্যনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ অতি ক্ষুদ্রাকার (৮"—১০")—রাবণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম। রাবণের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের বিভিন্ন নাম—চিতাভূমি, বৃক্ষখণ্ড, ঝাড়খণ্ড

২১ JASB. x. 316-9

২২ ভুবনেশ্বরের ভাস্করেশ্বরলিঙ্গ নিশ্চয়ই কোন প্রাচীন স্তম্ভ। উহার মস্তক বা 'পালিশ' নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও নানা কারণে মনে হয় উহা একটী অশোকস্তম্ভ। ভূপালরাজ্যে ভোজপুর গ্রামে একটী অশোকস্তম্ভকে লিঙ্গমহাদেবরূপে পূজা করা হইয়া থাকে। উক্ত আবিষ্কারেই অশোকলিপির অতি সমসাময়িক পদ 'সিলাবিগডভীচা'র প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব হইবে।

২৩ JASB. x. 327.

২৪ CII, iii. 284

২৫ EI. vi. 144-145 (লিপির সময় গুপ্ত° ৩০০।

২৬ খারবেলের হস্তিগুম্ফালিপিতে অঙ্গে ও কলিঙ্গে জৈন ধর্মের প্রাবল্যের কথাও পাওয়া যায়।

ও পায়লি গ্রাম। যে মহাশয় পম্পাপুরীকে পায়লিগ্রামের অপভ্রংশ বলিয়া স্বীকার করেন।[২৭] পায়লিগ্রাম কি করিয়া পম্পাপুরী হয়, বুঝা যায় না। পম্পা উড়িষ্যারই নদী (মহা° অনু° ১, ৬)। ডক্টর বুকানন কোন চোল-রাজ-কর্তৃক মন্দির-প্রতিষ্ঠার প্রবাদ শুনিয়াছেন। অঙ্গ আরও প্রবলতর প্রবাদও প্রচলিত আছে [বৈদ্যনাথ দ্র°]।

কুমার-সম্ভবের মদন-ভস্মের কাহিনী রামায়ণে লিপিবদ্ধ; সেখানে আছে, মদন যেখানে অনঙ্গ হইলেন বা অঙ্গত্যাগ করিলেন সেই দেশেরই নাম অঙ্গভূমি। সেখানকার শিবাশ্রমের নাম হইল কামাশ্রম। রামায়ণে আরও উল্লেখ আছে, এই দেশ* সরযূ-সঙ্গমস্থিত; সঙ্গমের সমীপেই কামাশ্রম, আর ঐ সঙ্গমের সম্মুখে গঙ্গাতীরে ছিল বিশ্বামিত্রাশ্রম। বর্তমান প্রবাদ-অনুসারী অযোধ্যায় বালিয়া জেলার কোরনটেডীর ৪ ক্রোশ উত্তরের কারোণ হইল মহাদেবাশ্রম, আর শাহাবাদ জেলায় বক্সার হইল বিশ্বমিত্রাশ্রম। কোরণে কামেশ্বরনাথের (কৌলেশ্বরনাথের) মন্দির আছে। তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, রামায়ণের সময় গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম ছিল বক্সারে, কিন্তু বর্তমানে ছাপরার ৪ ক্রোশ দূরে সিঙ্গিতে এই সঙ্গম।[২৮] স্থলপথে গঙ্গা-সঙ্গমের এই স্থানান্তরের দূরত্ব ২০ ক্রোশের কিছু বেশী, জলপথে দূরত্ব ২৫ ক্রোশ হইবে। অঙ্গরাজ্য তখন উত্তর মগধ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার দ্বারে হানা দিতেছিল। রামায়ণের কালে অযোধ্যাধিপতি দশরথের মিত্র লোমপাদ-দশরথ অঙ্গের রাজা। লোমপাদ অঙ্গ-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা অঙ্গ হইতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ পর্যায়। অনাবৃষ্টি দূর করিবার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অঙ্গে এক যজ্ঞ করেন। মুনির আশ্রম হইল ঋষিকুণ্ড —ভাগলপুরের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে। অঙ্গরাজ তাঁহাকে ভুলাইয়া 'স্বরাজ্যে' (রা° বাল° ৯) আনিয়াছিলেন। খড়্গপুর পর্বতশ্রেণীর শাখাবিশেষ মৈর পর্বতের উপত্যকায় এই আশ্রম। এখানে পাঁচটী উষ্ণ ও দুইটী শীতল জলের উৎস আছে (আগ্নেয় গিরির ঐ দেশটী উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। মুঙ্গের, বিহার ও রাজগৃহ শব্দ দ্র°)। ভাগলপুর জেলায় কাহলার ৪ ক্রোশ দূরে সিজিরিক পর্বত, শিংহেশ্বর ও শিখোণ পর্বতও উক্ত মুনির আশ্রম-সম্মান দাবী করে।[২৯] ঋষিকুণ্ডের নিকট একটী নদী-গর্ভ দেখা গিয়াছে, তাহাকে গঙ্গা-গর্ভ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।[৩০] আশ্রমটী কৌশিকী-কুশী তীরে। মুনিকে নৌকাযোগে আনা হয়। কুশীনদীর স্থানপরিবর্তনের কথা জানা গিয়াছে।[৩১] বলা হইয়াছে, মুনির আশ্রম চম্পা হইতে তিন যোজন। এই বিবরণের সহিত ঋষিকুণ্ডেরই অধিক মিল দেখা যায়। রামায়ণে (বাল° ২৯) জহ্নুমুনি-কর্তৃক 'গঙ্গার সমুদয় জল পান' করার এবং পরে 'শ্রোত্রবিবরদ্বারা নিঃসারিত' করার কথা আছে; উরু হইতে নিষ্কাশনের কথাও আছে। ভাগলপুর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পশ্চিমে, সুলতানগঞ্জের সম্মুখে উপর অস্থিরা পর্বত বেড়িয়া গঙ্গা উত্তর-মুখী হইয়াছে; এই স্থান হইল জহ্নু-আশ্রম।[৩২] এই পর্বতের নামের সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র গিরি ও কানিংহাম গৃহ দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্ত নামের সহিত জহাঙ্গীর বাদশাহের কোন সম্পর্ক থাকিবার কথা নয়। পাহাড়ের মাথায় গৈবিনাথ শিবের মন্দির। একটী গুহাকে জহ্নুর ধ্যান করিবার স্থান বলিয়া নির্দেশ করা হয়। পাহাড়ের গায়ে গভীর করিয়া কাটা বিভিন্ন দেবতামূর্তি; সেখানের লিপিতে কয়েকটী গুপ্তাক্ষরও মিলে; ভাস্কর্য ও লিপি-কাল ৩য় শতকের।[৩৩] সুলতানগঞ্জে একটী বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ মূর্তিশিল্পের চিহ্ন পাওয়া যায়। গঙ্গোত্রীর দক্ষিণে, গৌড়ে, শিবগঞ্জ ও নদীয়ার নিকটেও জহ্নু-আশ্রম নির্দেশের কথা পাওয়া যায়।[৩৪]

মহাভারত-কালে অঙ্গ ছিল কুরু-অধিকারে। পৌরাণিক কর্ণের নাম অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক ব্যাপারের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে।† অঙ্গরাজ কর্ণের পালক-পিতা অধিরথ। অধিরথ রামায়ণের অঙ্গরাজ লোমপাদের বংশধর। পুরাণে মাত্র কর্ণ, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের সংবাদ মিলে।[৩৫] মহাভারতে ভীম-কর্তৃক মোদাগিরি (মুদ্গগিরি-মুদ্গলগির-মুঙ্গির-মুঙ্গের) জয়ের কথা আছে। বুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য মোগ্গলায়ন (মৌদ্গল্য-মুদ্গল-পুত্র) হইতে নামস্থি অসম্ভব নয়। কষ্টহারিণী ঘাটের জলে মুদ্গল ঋষির আশ্রম নিমজ্জিত, এরূপ কাহিনীও শোনা যায়। কষ্টহারিণী ঘাটের মাহাত্ম্য হইতেছে—রাম এই স্থানে ব্রাহ্মণ পুলস্ত্য-পুত্র রাবণ-বধের পাপ-হরণের নিমিত্ত অবগাহন করেন; মুঙ্গের হইতে ২ ক্রোশ দূরে সীতাকুণ্ড না কি সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সাক্ষ্য দেয়। রামায়ণে এ কথার প্রমাণ মিলে না। হুয়েন-চোয়াঙের ই-লন-নপো ফা-তো নামকে হিরণ্য-পর্বত করা হইয়াছে; কানিংহামের মতে উহা হরণ পর্বত বা কষ্টহরণ পর্বত, কারণ কষ্টহারিণীঘাটের সম্মুখে

[২৭] JASB, x, 341

* অয়ং দেশঃ সরয্বাঃ সঙ্গমে অবস্থিতঃ। 'অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদাপ্রভৃতি রাঘব। স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচহ।'—রা°। [অঙ্গ° 'অঙ্গ' শব্দ দ্র°]

[২৮] JASB, x. 318.

[২৯] JASB, x. 339.

[৩০] JASB, x. 339.

[৩১] JASB, 1908, 465 ; xliv. 1 ; x. 348.

[৩২] JASB, x. 340.

[৩৩] ASR, xv. 24.

[৩৪] JASB, x. 341 ; Fraser : Himalaya Mountains, 476.

† মেদিনীপুরেও কর্ণগড়ের কথায় মহাভারতের কর্ণের নাম পাওয়া যায়। শিবায়নের কবি রামেশ্বর এই কর্ণগড়ের রাজার আশ্রিত (১৮শ শতক)। তমলুকের-ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন ধর্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেনের পিতা (১১শ শতক)। নাগপুরের গয়মার ভৈরবদিত্যের শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে, চেদীরাজ কর্ণদেব সমগ্র পৃথিবী জয় করেন; কর্ণের পৌত্রবধূ অহ্লন দেবীর শিলালিপিতে দেখা যায়, কর্ণদেব পুত্রকে পাণ্ড্যরাজ চণ্ডতা ও মুরলরাজ গর্ব ত্যাগ করিয়াছেন; কুঙ্গরাজ সৎপথে আসিয়াছেন। বঙ্গ ও কলিঙ্গরাজ ভয়ে কম্পিত হইতেছেন। কীররাজ পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহকক্ষ; হূনরাজ হর্ষত্যাগ করিয়াছেন। কর্ণের প্রপৌত্র জয়সিংহদেবের করণবেল আবিষ্কৃত শিলালিপিতে আছে—কর্ণদেব চোল, কুঙ্গ, হূণ, গৌড়, গুর্জর ও কীরদেশ জয় করেন (১৩শ শতক)

[৩৫] JASB, x. 320, 337, 341, 342 ; xx. 272.

শহরটী শৈলোপরি স্থিত।[৩৬] এই স্থানে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রলিপিতে ইহার নাম 'মুদ্গগিরি'। কর্ণচৌড়া মুঙ্গের পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গ। ভাগলপুরের ১১½ ক্রোশ পূর্বে খল্লি বা খড়ি পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গে দুর্বাসার আশ্রম নির্দেশ করা হয়; উহার এক ক্রোশ দক্ষিণে কহলগ্রাম বা কহলগাঁও (কোলগাঁও) নামকরণে ঋষির প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গার মহকুমা নোয়াদাতে দুবাউঁয়েও ঐ আশ্রমের সাক্ষ্য মিলে।[৩৭] দেবাসুরের সাগর-মন্থনের দণ্ড মন্দারপর্বত বাকা মহকুমার বংশী (স্কন্দপু° মন্দার-মাহাত্ম্যের) হইতে এক ক্রোশ পশ্চিমে। পাহাড়টী সাত শত ফুট উচ্চ; উহার গাত্রদেশে হাতুড়ি দিয়া কাটিয়া সর্পরজ্জুবন্ধনের চিহ্ন খোদাই করা হইয়াছে। মন্দারের দেবতা মধুসূদন (স্কন্দপু° মন্দার°)। পাহাড়ের চূড়ায় দুইটী জৈনমন্দির আছে। মধুসূদনের মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বিগ্রহ বংশীতে স্থানান্তরিত; পৌষ-সংক্রান্তিতে উহা পাহাড়ের পাদদেশে একটী মন্দিরে আনিয়া বেশ ঘটা করিয়া পূজা করা হয়। স্কন্দপুরাণে আছে, মন্দারে মধুসূদন-দর্শন রথে বামন-দর্শনের ন্যায় মহাপুণ্যদায়ক। একটী নীচু গুহাতে পাহাড়ের গায়ে নৃসিংহমূর্তি খোদাই করা হইয়াছে। বিরাট বামন ও মধুদৈত্য-মূর্তিও দেখা যায়।[৩৮] শেষোক্ত মূর্তিটীও প্রকাণ্ড, কিন্তু শিল্পচাতুর্যবিহীন হাতের কাজ। গুহাতে আকাশ-গঙ্গা নামে একটী প্রস্রবণ আছে। পর্বতের সানুদেশে বহু প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। পাথর কাটিয়া ধাপ করিয়া সিঁড়ি তৈয়ারী হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে বহু ধ্বংসাবশেষ চক্ষে পড়ে। এগুলি চোল-রাজগণের বিশেষতঃ রাজা ছাত্র সিংহের কীর্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।[৩৯] মহাভারতে মন্দার হিমালয়-প্রদেশে; বরাহপুরাণ ও স্কন্দপু° মন্দারমাহাত্ম্য-মতে উহা গঙ্গার দক্ষিণে বিন্ধ্যাচলে অবস্থিত।[৪০]

খ্রী-পূ° ৬ষ্ঠ শতকে বিম্বিসারের (খ্রী-পূ° আনু° ৫৮২—৫৫৪) অঙ্গজয় হইতে সুঙ্গ-বংশের পতনকালাবধি (খ্রী-পূ° আনু° ৭৩) অঙ্গ মগধসাম্রাজ্যের অংশ ছিল। সুঙ্গবংশীয়দের অঙ্গ-শাসনের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। কণ্ববংশের ৪৫ বৎসর (খ্রী-পূ° ৭৩—২৮) রাজত্ব-কালের কোন লিপি পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ অঙ্গ তখনও মগধের হস্তচ্যুত হয় নাই। ঐ সময়ের পরে অন্ধ্রদের মগধ-শাসনের ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। একবার খারবেল আসিয়া মগধে হানা দেন। খ্রী° ৩য় শতকের প্রথম পাদে অন্ধ্র-প্রতাপ লোপ পায়। এই কাল ভারতবর্ষে শক-কুষাণ-ক্ষত্রপ-মহারাজ-যুগ। এই যুগের ও ইহার পরে ৪র্থ শতকে গুপ্তদের সংবাদ পাইবার পূর্বে প্রাচ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস মিলে না। ৪র্থ শতাব্দীর গোড়ায় দেখা যায়, লিচ্ছবীরা পাটলীপুত্র শাসন করিতেছে। ভিন্সেন্ট্-স্মিথ মনে করেন, মগধের লিচ্ছবীরা শকদিগের সামন্ত ছিল। মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রসেনের একটী রৌপ্যমুদ্রা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার সহিত সুলতানগঞ্জের একটী বৌদ্ধস্তূপে পাওয়া গিয়াছে।[৪১] নন্দলাল দে মহাশয় লিখিয়াছেন, রুদ্রদামার বিজয়-প্রতাপ দেখিয়া নিশ্চয়ই শকেরা প্রাচীতে উৎসাহিত হইয়াছিল। ঐ মুদ্রাটীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, নিশ্চয়ই অন্ধ্রভৃত্য-বংশের দুর্দিনে শকেরা অঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৪২] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রসেন না বলিয়া মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ বলিয়াছেন।[৪৩] পশ্চিমের মহাক্ষত্রপ সত্যসেন—সত্যসিংহের পুত্র রুদ্রসেন—রুদ্রসিংহের রৌপ্যমুদ্রার সময় ৩১০+৭৮ খ্রী°। ৪র্থ শতকের শেষে বা ৫ম শতকের প্রারম্ভে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রৌপ্যমুদ্রা প্রচার করেন।[৪৪] স্মিথ মনে করেন যে, মালব-গুজরাট-সৌরাষ্ট্রের শেষ মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের পতন ঐ কালের মধ্যেই ঘটে।[৪৫] গুপ্তকুলের বকাটকবংশীয় রুদ্রসেন এই সময়ের। মানভূমের তৈলকম্প-তেলকুপির রাজা রুদ্রশেখরের নাম পাওয়া যায়।[৪৬] মগধ যে পরবর্তী কালে কণিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। হুবিষ্ক-বাসুদেবের কালে মগধ-অঙ্গ-বঙ্গাধিকার সংঘটিত হওয়া আরও সম্ভবপর। কুষাণদের মুদ্রাদি বহু নিদর্শন মগধ হইতে বঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খ্রী° ৩য় শতকের শেষে কুষাণ-সাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। মগধ ও অঙ্গ বা বঙ্গের ঐ সময়ের ইতিহাস লেখা সম্ভব হয় নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে পুষ্করণার চন্দ্রবর্মা[৪৭] পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সিন্ধু-আফগানিস্থান হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে বিজয়-অভিযান করিয়াছিলেন।* সমুদ্রগুপ্তের

৩৬ ঐ, ৩৩৭।

৩৭ ঐ, ৩৫১।

৩৮ ঐ।

৩৯ Martin: East. Ind. (বঙ্গের প্রাচীন প্রবাদ-সংগ্রহে সর্বোত্তম গ্রন্থ).

৪০ JASB, x. 342; বরাহপু° ৩।

৪১ JASB, xxi. 401; xxxiii. 361; ASR, xv. 29.

৪২ JASB, x. 324.

৪৩ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: বাঙ্গলার ইতিহাস, ৫৪।

৪৪ Rapson: British Museum Catalogue of Coins, Gupta, 49.

৪৫ SmithEHI. 292; V. Smith: Oxford Hist. of India (1919) 151. ইহাতে প্রদত্ত সময় ৩৮৮—৪০১ খ্রী°।

৪৬ CunASR, vii. 169.

৪৭ IA, 1913, 217-9; CII, iii. 141.

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঙ্গলার ইতিহাস, ৩৯।০)—খ্রী° ৩য় শতাব্দীর শেষভাগের অজ্ঞাত ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে বলেন, পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্মা এই সময়ে আর্যাবর্ত জয় করেন। ঐ চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির আর্যাবর্তের অন্যতম কোন রাজা, একথাও তিনি প্রচার করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, সমুদ্রগুপ্ত খ্রী° ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন (ঐ ৪০)। তিনি একথাও বলেন যে, 'চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে বাহ্লীক দেশ পর্যন্ত সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিলেন (ঐ ৪০)। প্রাচীন গবেষণাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চন্দ্রবর্মার অভিযানের সময় নির্দেশ করেন ৩য় শতকের শেষভাগে। পরে নূতন তথ্যাবিষ্কারের প্রভাবে পড়িয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চন্দ্রবর্মার আর্যাবর্ত-জয়ের সময় নির্দেশ করেন ৪র্থ শতকের মধ্যভাগে। আবার, শুশুনিয়ার লিপি হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচারিত তথ্য, চন্দ্রবর্মা পুষ্করণার

সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তরাপথে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মগধাধিপতিকে সমতট, কামরূপ, নেপাল ও কর্তৃপুরের রাজারা কর দিতেন। নিশ্চয়ই অঙ্গ তখন সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। ১ম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা বর্ধমান জেলায় পাওয়া গিয়াছে (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্); গয়াতেও মিলিয়াছে।[৩৮] প্রথম চন্দ্রগুপ্তের কালেই প্রয়াগ হইতে বর্ধমান পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়াছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ক্ষমতা ও খ্যাতি এরূপ হয় যে, তিনি নবগুপ্তাব্দ প্রচলন করেন। মগধ হইতে বর্ধমানে আসিতে প্রথমে মগধের পার্শ্ববর্তী এবং অতি প্রাচীন মাগধী প্রদেশ অঙ্গ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জীবনের বৃহৎ ও মহৎ কর্ম হইতেছে মালব-গুজরাট-সৌরাষ্ট্র-কাঠিয়াবাড়ে শত্রুপ ধ্বংস; সহসা অঙ্গে মহাক্ষত্রপ রুদ্র আসিতে পারেন না, কারণ অঙ্গ পূর্ব হইতেই মগধান্তর্গত। পূর্বে বলা হইয়াছে, ভিন্সেন্ট স্মিথ রুদ্রসিংহকে শেষ ক্ষত্রপ বলেন। শকারি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার সহিত কোন ক্ষত্রপ মুদ্রা অঙ্গে পাওয়া গেলেই, তৎকালে অঙ্গে ক্ষত্রপকুল-রাজত্বের কল্পনা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যকালে অঙ্গভ্রমণ-বিবরণে য়ুয়ন-চোয়ঙ অঙ্গ-রাজ্যের নাম উল্লেখ করেন নাই। অঙ্গ তখন শ্রীহর্ষ-সাম্রাজ্য মগধবিষয়ান্তর্গত। বৌদ্ধধর্মের অঙ্গের তখন ভাঙ্গন-দশা—সঙ্ঘারামগুলিও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ২০০ হীনযানী স্থবিরের ও কুড়িটী হিন্দুদেবালয়ের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণে অধিবাসীরা সরল ও সত্যবাদী। তিনি অঙ্গে লো-ইন্-নি-লো নামক স্থানে অশোকের একটী স্তূপ দেখেন। তিনি বলেন, বুদ্ধ এখানে তিন মাস (বর্ষাবাস) কাটান। Vivien St. Martin বলেন, উহা রোহিলাল। কানিংহাম কথাটী উড়াইয়া দেন।[৩৯] ভিয়ের্ণর পাঁচ মাইল উত্তর পশ্চিমে ও কিউলের পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে রোহবানাল্ বলিয়া একটা গ্রাম দেখা যায়। স্থানটীতে প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে।

চম্পানগরের কর্ণগড়, সুলতানগঞ্জের কর্ণগড়, মুঙ্গেরের কর্ণচৌড়া এবং ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড-প্রমুখ সুধীবর্গের দ্বারা বিবৃত স্থানীয় প্রবাদে কর্ণ নামে বঙ্গ-অঙ্গাধিপের কথা পাওয়া যায়।[৪০] শ্রীযুত দে বলিয়াছেন, ৫ম শতকের শেষে মহারাজ কর্ণসেন কর্ণসুবর্ণ গৌড়-অঙ্গে এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সে বংশের শেষ রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত কর্ণ হইতে দেশের নাম কর্ণসুবর্ণ হয়। এ কথার যথোপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। এমন কি, কর্ণসুবর্ণ-রাজকে অঙ্গের কর্ণগড়াদির সহিত জড়াইবার উপযুক্ত প্রমাণও তিনি প্রদান করেন নাই। কর্ণসুবর্ণ ও কর্ণগড় উভয় নামের শব্দাংশ এক হওয়ায় জানিতে উভয়ে একই ব্যক্তি ইহা স্থির করিয়া লইয়া অঙ্গে কর্ণসুবর্ণের কর্ণবংশের ইতিহাস রচনা করিবার সময় কয়েকটী প্রবাদের জন্য লেয়ার্ড বুকাননের উল্লেখ করিয়াছেন। লেয়ার্ড যে জনরব শুনেন তাহাতে পাওয়া যায় যে, গৌড়াধিপ মহারাজ কর্ণসেন কনসোলপুরী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন না করিয়াই দে মহাশয় কনসোল-পুরীকে কর্ণসুবর্ণ বা রাঙামাটি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত জনশ্রুতিতেই উল্লেখ আছে, কনসোলপুরীর দুই ক্রোশ দূরে গোকর্ণে রাজা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। অতি প্রসিদ্ধ গোকর্ণ তো উত্তর কর্ণাটে। কর্ণগড়ের নিকটস্থ কোন গোকর্ণের উল্লেখ দে মহাশয় করেন নাই। ধর্মপালের গোকর্ণে তীর্থযাত্রার কথা বিদিত আছে। তিনি ঘটনার সময় নির্দেশ করেন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের সময়—৫ম শতকের শেষে। খড়ি পাহাড়ের দুর্গটী শশাঙ্ক-কর্তৃক স্থাপিত হয়, এরূপ প্রবাদপ্রাপ্তির সংবাদ তিনি দিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, শশাঙ্কের বংশের বিক্রম বা ঐ বংশের কর্ণগড়স্থিত শাসকদের উপাধি ছিল 'কর্ণ'। বুকানন একটা প্রবাদের কথা বলেন—কর্ণ বিক্রমের সমকালবর্তী (দে মহাশয় এই সূত্রে বলেন, গুপ্তবংশীয়দের সাধারণ নাম বিক্রম)। এই সকল কারণেই বোধ হয় ৫ম শতকের অধিক অগ্রসর হওয়া যায় না; মেজর উইলার্ড-কর্তৃক নির্ধারিত খৃঃ ৩য় শতাব্দীর লোক এই কারণেই অবিশ্বাস্য।

হেমচন্দ্র চম্পার পর্যায় দেন—মালিনী লোমপাদপুর এবং কর্ণপুর। প্রাচীনতম প্রবাদেও জানা যায়, মহাভারতের কর্ণ হইতেই কর্ণপুর নামকরণ হয়।

৭ম শতকে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন।[৪১] তাঁহার তাম্রশাসন গঞ্জামে ও শিলালিপি রোটাসে পাওয়া গিয়াছে। শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামের সুবর্ণ-

চন্দ্রবর্মার ভ্রাতা, ইহা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে, ৩য় শতকের শেষে ও ৪র্থ শতকের মধ্যভাগে চন্দ্রবর্মা বঙ্গ আক্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা নরবর্মা ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৪-৫ খ্রীঃ) বর্তমান ছিলেন। মান্দাসোর-লিপির সময় হইতে বোঝা যায়, নরবর্মার কোন ভ্রাতা সমুদ্রগুপ্ত বা (১ম) চন্দ্রগুপ্তের আমলে সমগ্র উত্তরাপথ-বিজয়ের কাহিনী দাবী করিতে পারেন না। ১ম চন্দ্রগুপ্তের নামের সুবর্ণমুদ্রা বর্ধমানে পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রগুপ্তকে গুপ্তরাজ্য যা বিজেতৃত কুললক্ষ্মী স্থাপিত করিতে হয়, এরূপ আভাস কোথাও পাওয়া যায় না। এলাহাবাদ-লিপির লিখনভঙ্গী দেখিয়া প্রত্যয় হয় না যে, সপ্তসিন্ধুর মুখ বহ্লীক হইতে বঙ্গ-বিজয়ী চন্দ্রবর্মা-সম্রাটের পতন-কাহিনী অন্য পাঁচ জন ভূপালের নবধা আর্যাবর্তরাজের নামের সহিত উল্লেখমাত্র করিয়া এমনি এককথায় সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রশস্তিতে যেরূপ বহুসংখ্যক রাজার নাম পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হইতে পারে, সমুদ্রগুপ্তকে অন্ততঃ উত্তরাপথে কোন অতি প্রবল বৃহৎ রাজ্যের অধিপতির সহিত বিশেষ যুদ্ধ করিতে হয় নাই। গুপ্তসম্রাটদের লিপিতে বড় কথাকে ছোট করার রীতির অভ্যাস দেখা যায় না।

৬ষ্ঠ শতকের 'দশকুমারে' উল্লেখ আছে যে, মালবরাজ দর্পসারের পক্ষে চন্দ্রবর্মা ও সিংহবর্মা চম্পা অবরোধ করিয়াছিলেন।

৩৮ JRAS, 1869, 63.

৩৯ ASR iii, 152, 156; xv. 14.

৪০ Martin: East Ind. ii; Asiatic Researches, ix. 108.

৪১ Watters: Yuan Chuang, i. 343; Beal: Budd. Records of W. World, i. 210ff; বুলার 'হর্ষচরিতে'র পুঁথিতে নরেন্দ্রগুপ্ত নাম পাইয়াছেন—EI, i. 70; নরেন্দ্রগুপ্ত—JASB, x. 326-7.

মুদ্রা মগধ হইতে গঞ্জ জুড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। অঙ্গ তাঁহার প্রভাবে আসা অসম্ভব। রোটাস-লিপির সময়ে তিনি স্বাধীন নন—মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব।[৪২] চীনা পরিব্রাজকেরা অঙ্গ-চম্পা খুব ভাল করিয়া জানেন; যুয়ন-চোয়ঙ কর্ণসুবর্ণাধিপতির ও বাণভট্ট গৌড়াধিপের কথাই বলেন। মহাসামন্ত তখন দক্ষিণ বিহার হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত স্বায়ত্তাধীন করিয়া লইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, গুপ্তনামা কুলপুত্র কুশস্থল অধিকার করেন।[৪৩] রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর কুলপুত্র-কর্তৃক কনৌজ অধিকারের কথায় দেখা যায়, বর্ধনদের সহিত শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের ভাগ্য-পরীক্ষার দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল। কয়েকটী মুদ্রায় কেহ কেহ নরেন্দ্রাদিত্য পাঠ করিয়াছেন। গুপ্তদিগের আদিত্য নামও অতি প্রসিদ্ধ। গুপ্ত ও শশাঙ্কের মুদ্রায় কয়েকটী সাধারণ লক্ষণ (যেমন, রাজার নাম লিখিতে অক্ষরের নিচে অক্ষর ব্যবহার) পাওয়া যায়।[৪৪] বোধহয়, নরেন্দ্রগুপ্ত বর্ধনদিগের রাজ্যেই তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথমে তিনি আপনাকে প্রভাকরবর্ধন—রাজ্যবর্ধনের সামন্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই উভয় সম্পর্কের জন্যই মালববিজয়ী গুপ্তরাজ রাজ্যবর্ধনকে বিনাশ করান সম্ভব। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন যে, মালবরাজকে সাহায্য করিবার জন্যই শশাঙ্ক কনৌজ যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের অনুমানে শশাঙ্কই রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করেন।[৪৫] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করেন না যে, মালব-বিজয়ী রাজ্যবর্ধন একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় 'শত্রু-ভবনে' গমন করিতে পারেন।[৪৬] কিন্তু দেখা যায় যে, রাজ্যবর্ধনের স্বর্গারোহণের পর গুপ্ত-নামা কুলপুত্র কান্যকুব্জ অধিকার করেন। মালবরাজকে সাহায্য করিতে গিয়া শশাঙ্কের কান্যকুব্জ আক্রমণ এবং তাহাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু এরূপ কথা কোথাও নাই এবং এরূপ অনুমানেরও ভিত্তি নাই। মগধের মহাসামন্তের কনৌজে গি য় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সেই সম্রাটের অসতর্ক মুহূর্তের কথা জানা মহাসামন্তের পক্ষে স্বাভাবিক এবং গুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার বা ব্যক্তিগত উচ্চাশার বশে সেই সম্রাট্‌কে নিধন করা ঐতিহাসিক রীতিসম্মত কথা মাত্র। ৭ম শতকের এই ঘটনার পর ৮ম শতকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্রাট্ যশোবর্মা বিজয়ী মহাবীর ললিতাদিত্য দেবতা সাক্ষী রাখিয়া সামন্তভুক্ত অতিথিকে হত্যা করেন। মহাসেন-গুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত এবং মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেন। ইঁহাদের মধ্যে কোথাও নরেন্দ্রগুপ্তকে আনিতে পারা যায় না। রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।'[৪৭] শশাঙ্কের এই সম্পর্ক-নির্ণয় প্রমাণিত হয় না [শশাঙ্ক দ্র°]। নন্দলাল দে মহাশয়ের সপ্ত-নৃপতি-শাসিত কর্ণ-রাজবংশ এবং এই বংশের শেষ রাজা শশাঙ্ক, নিজে বা কর্ণ উপাধির প্রতিভূদ্বারা অঙ্গ-কর্ণগড় শাসনেরও ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা পাওয়া দুরূহ। দে মহাশয় শশাঙ্ক গুপ্তবংশীয় এ কথাও স্বীকার করেন। তাঁহাকে তিনি কর্ণবংশীয়ও বলিয়াছেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অঙ্গ কর্ণবংশীয়দের হাত হইতে গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেনের হাতে যায়।[৪৮]

মন্দার-পর্বতে শশাঙ্কের পরবর্তী পুরুষ ৭ম শতকের আদিত্যসেনের মহিষী কোণদেবীর খনিত পাপহারিণী পুষ্করিণী ও লিপি পাওয়া যায়।[৪৯] বৈদ্যনাথের মন্দিরেও একটী লিপিতে রাজা আদিত্যসেন ও রাণী কোষ- (কোণ-) দেবীর নাম পাওয়া যায়।[৫০] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গক্রমে এই লিপির সময় ১২শ শতক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।[৫১] হর্ষবর্ধনের সময় মগধের সামন্তরাজ বোধ হয় অঙ্গ শাসন করিতেন। যুয়ন-চোয়ঙ রাজার নামোল্লেখ করেন নাই। অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন, ইহাতে হর্ষবর্ধনের আধিপত্যই সূচিত হয়। উত্তরগুপ্ত আদিত্যসেনের তিন পুরুষ দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত মগধে এবং সম্ভবতঃ অঙ্গে রাজত্ব করেন। ৮ম শতাব্দীর প্রথম পাদে জীবিতগুপ্তের শেষ দশা মনে হয়। এইরূপ সময়েই যশোবর্মা মগধ জয় করেন। নালোদের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়, শৈলবংশীয় কোন রাজা পৌণ্ড্রদেশ জয় করেন।[৫২] ঐ লিপির অক্ষর হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ঘটনাটী ৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সংঘটিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে যশোবর্মা উত্তরাপথে যান; দক্ষিণাপথেও তিনি সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দিয়াছিলেন। বাক্‌পতি গউড়বহোতে এই নবীন সম্রাটের মগধ-বঙ্গবিজয়ের গাথা রচনা করিয়াছেন। মগধরাজ পলায়ন করিলেও তাঁহার সামন্তেরা কিন্তু পিছাইতে চাহেন নাই। সামন্ত অঙ্গরাজ কেহ ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে যশোবর্মার পতনের আনুমানিক কাল ৪০ খ্রী°। ১৫৩ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ৭৫৯ খ্রী° কাটমুণ্ডের পশুপতিনাথের মন্দিরে জয়-দেবের লিপি হইতে জানা যায়, ভগদত্ত-বংশের রাজা হর্ষদেবের জামাতা ২য় জয়দেবের পিতা লিচ্ছবীবংশীয় ২য় শিবদেব মৌখরী ভোগবর্মার কন্যা আদিত্যসেনের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। উক্ত হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলের অধিপতি। হর্ষদেব ভগদত্তরাজকুলজ হইলে কামরূপপতি হন। অঙ্গ ২য় জয়দেবের অধিকারে ছিল। ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের যশোবর্মাকে পরাজিত করেন। এই সময় গৌড়পতি-কর্তৃক তাঁহার তুষ্টিসাধনের উল্লেখ

৪২ CII, iii. 284.

৪৩ Fitz-Edward Hall Vasavadatta, 52; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: বাঙ্গালার ইতিহাস, ৮১।

৪৪ বাঙ্গালার ইতিহাস, ৮২-৩।

৪৫ গৌড়রাজমালা, ১০।

৪৬ বাঙ্গালার ইতিহাস, ৮৩।

৪৭ ঐ, ৯০।

৪৮ JASB, x. 328.

৪৯ CII, iii. 212.

৫০ ঐ, 213.

৫১ বাঙ্গালার ইতিহাস, ৯৯।

৫২ EI, ix. 44.

আছে।* বঙ্গ কাশ্মীরের এই সর্বপ্রধান সম্রাটের প্রভাব-মণ্ডলে আসে, অঙ্গের ক্ষেত্রেও তাহা ঘটিয়াছিল কি না জানা যায় না। তবে তখন যে অঙ্গেশ্বর দুর্বল ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ অল্পকাল মধ্যেই অঙ্গ নেপাল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্বশুর-জামাতা হর্ষদেব ও জয়দেব প্রাচ্যদেশ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।[৬৩] ভিন্নমালের বৎসরাজ ৮ম শতকের তৃতীয় পাদের শেষে একবার গৌড়দেশ জয় করেন। এই সম্রাটের অঙ্গজয়-সম্বন্ধে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না। তৃতীয় গোবিন্দ প্রভূতবর্ষের বিভিন্ন লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ শতকের চতুর্থ পাদের শেষে তাঁহার পিতা মান্যখেটের ধ্রুবধারাবর্ষ গৌড়লক্ষ্মীলাভে উন্মত্ত বৎসরাজকে মরুপ্রান্তরে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার শরদিন্দুপাদধবল গৌড়ীয় রাজছত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৬৪] গোবিন্দের কোশল-অধিকারের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়।[৬৫] দিগ্বিজয় করিতে করিতে গোবিন্দ হিমালয়ে পৌঁছিয়াছিলেন।[৬৬] ধ্রুবের পুত্র ও পৌত্রও উত্তরাপথে হানা দেন। তাঁহাদের উত্তরাপথ-বিজয় (বঙ্গ-বিজয়) নিশ্চয়ই গোবিন্দের সমসাময়িক। বৎসরাজ, কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্রায়ুধ ও ধ্রুবের পিতা ১ম কৃষ্ণ সমসাময়িক; বৎসরাজ ও ইন্দ্রায়ুধ ১ম কৃষ্ণের পরেও জীবিত ছিলেন। বৎসরাজের পুত্র নাগভট ৩য় গোবিন্দ-কর্তৃক পরাজিত হন।

৮ম শতকে বঙ্গ বহুবার লুণ্ঠিত ও পদপদানত হয়। যশোবর্মা, হর্ষদেব, বৎসরাজ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বীরেরা গৌড়-বঙ্গেশ্বরের পদবী পাইয়াছিলেন। গোপাল, যে অপ্রতিহত-প্রতাপ সম্রাট্ হইয়াছিলেন ইহাও সুবিদিত। দেবপালের মুঙ্গের-তাম্রশাসনে[৬৭] তাঁহার মহাবল বিরাট্ সৈন্যদলের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং ইহাও জানিতে পারা যায় যে, আসমুদ্র গৌড় ও বঙ্গের তিনি একচ্ছত্র অধিপতি। দেবপালের পুত্র ধর্মপাল উত্তরাপথ-মণ্ডলেশ্বর। ধর্মপালের খালিমপুর-তাম্রশাসনে[৬৮] সগর্বে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যবন-গান্ধার-মৎস্য-অবন্তী পর্যন্ত ভ্রূভঙ্গী-বিকাশে তাঁহার ইচ্ছা সাধু সাধু বলিয়া গৃহীত হয়। কনৌজে তাঁহার প্রতাপের ফল সুবিদিত। মাৎস-ন্যায়ের দেশের রাজা ধর্মপালের সহসা এমন প্রবল রাজ-চক্রবর্তী হওয়া সম্ভব হয় সুরক্ষিত রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বা দায়াদ হিসাবেই। যদি গোপালের রাজ্যকালের মধ্যেই বৎসরাজ অনায়াসলব্ধ গৌড়-রাজলক্ষ্মী লইয়া মত্ত হইতে পারিতেন তাহা হইলে গোপালের পক্ষে এইরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইত না। ধ্রুবধারাবর্ষ আবার তাহার পর বৎসরাজের বিরাট্ যশ ও গৌড়ীয় শরদিন্দুপাদধবল রাজছত্রদ্বয় গ্রহণ করেন।[৬৯] ধ্রুবধারাবর্ষও তাহা হইলে সম্ভবতঃ কিছুদিন গৌড়রাজলক্ষ্মী ভোগ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই মাৎস্যন্যায়ে গোপাল রাজা হইয়া যে প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্ হন এ কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন। ভিন্সেন্ট স্মিথ ও অন্যান্য যাঁহারা নানা যুক্তির মধ্যে তারনাথ-কথিত গোপালের ৪৫ বৎসর রাজত্ব স্মরণ করিয়া ৭৫০ খ্রী°-র নিকটবর্তীকালে গোপালের রাজত্বের প্রারম্ভকাল স্থির করেন, তাঁহাদিগকে এই দুঃসাধ্য কল্পনা মানিয়া লইতে হইবে।[৭০] ধ্রুবের রাজ্যকাল ৭৮৩—৭৯৪ খ্রী°। ঐ কালের মধ্যে বৎসরাজও শস্যশ্যামল গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে বিতাড়িত হইয়া মরুকান্তারে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময়েই কান্যকুব্জ তাঁহার অধিকার-চ্যুত হয় এবং ইন্দ্রায়ুধের অভ্যুদয় ঘটে। ঐ কালেই ইন্দ্রায়ুধের রাজ্য-ভোগ অনুমান সহজ হয়। তখন কিছুকাল ধ্রুব বঙ্গেশ্বর ছিলেন। ধ্রুবধারাবর্ষ তাঁহার বংশের প্রথম সম্রাট্; তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকের একটা বিশেষ অংশ তিনি সাম্রাজ্য-স্থাপনে কাটাইয়াছিলেন। আপন রাজ্য ছাড়িয়া দূর বিদেশে আসিবার পূর্বে নব-সাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করার অবশ্য প্রয়োজন হইয়াছিল। ঠিক এই কারণেই বিজিত অঙ্গ-রাজ্য দীর্ঘদিন দখলে রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই সকল বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ৭৮৩—৭৯৪ খ্রী° এই একাদশ বর্ষ রাজ্যকালের মাত্র অন্তিমেই তাঁহার বঙ্গ-রাজত্ব শেষ হইতে পারে। বঙ্গে কয়েক বৎসর অতি দুর্ধর্ষ বৈদেশিক অভিযানের শেষেই গোপালের অভ্যুদয় হয়। সেই সময় হইতে গোবিন্দের উত্তরাপথে অভিযান যথা পাল-সাম্রাজ্যের পত্তন হয় এবং এই কালের মধ্যেই গোপালের মৃত্যু হয় ও ধর্মপাল কনৌজ জয় করেন। পূর্বোক্ত দেবপালের মুঙ্গের-তাম্র-শাসন-অনুযায়ী রাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রথমভাগে গোপাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ক্ষণাবকাশও পান নাই; তবে তিনি কৌশলী বীর ছিলেন বলিয়া (অধিকন্তু, তাঁহাকে কোন বড় রাজার সহিত বড় যুদ্ধ করিতে হয় নাই) এবং প্রজা-নির্বাচিত রাজা বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যেই তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ হন। প্রজা-নির্বাচিত-রাজা বলিয়া অখিল-বঙ্গ-প্রজা কংগ্রেসে সর্বদল-সম্মিলিত ভোটে তিনি রাজা হন নাই। বারেন্দ্রী অতিক্রম করিতে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে হয়। ৮ম শতকের একেবারে শেষে বা নবম শতকের আদিতে গোপাল সম্রাট্ হইয়াছিলেন। আবার বৎসরাজ, নাগভট, ধ্রুব, গোবিন্দ ইত্যাদির দ্বারা বারংবার রাজ্যচ্যুত দ্বিতীয় পুরুষের রাজা ধর্মপালের রাজ্যারম্ভের অল্পকাল মধ্যেই উত্তরাপথ-চক্রবর্তী হওয়া বড় কঠিন কল্পনা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, ৮০৮ খ্রী°-র পূর্বে ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর-প্রতিহার-বংশীয় নাগভটকে পরাজিত করেন। তথ্যের প্রমাণ—

* স্টাইন, স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ললিতাদিত্য ও বিনয়াদিত্য জয়াদিত্যের বঙ্গকাহিনী বিশ্বাস করেন না।

[৬৩] IA, ix. 178.

[৬৪] EI, xi. 157.

[৬৫] Bhanderkar: Early Hist. etc., 66.

[৬৬] EI, ix. 26.

[৬৭] গৌড়লেখ – দেবপালদেবের মুঙ্গের-তাম্রশাসন; IA, xxi. 254.

[৬৮] গৌড়লেখ, ১৩।

[৬৯] IA, xi. 157; EI, vi. 243.

[৭০] IA, iv. 365. কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ তারনাথকে তারানাথ বলিয়াছেন। তারনাথ অলৌকিক ঘটনা ও যুক্তিহীন প্রবাদ ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত মিশাইতে বিশেষ দ্বিধা করেন না।

'রাধনপুরে'র আবিষ্কৃত ৩য় গোবিন্দের তাম্র-শাসনে পাওয়া যায় যে, ৮০৮ খ্রী° শ্রাবণের অমাবস্যার পূর্বে গোবিন্দ-কর্তৃক গুর্জরবংশীয় [illegible] রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন।[৭১] অমোঘবর্ষের একখানি তাম্রশাসনে জানা যায়, কোন পরাজিত গুর্জর-রাজের নাম 'নাগভট'।[৭২] সুতরাং নাগভট ৮০৮ খ্রী°-র পূর্বে কোন সময়ে গোবিন্দ-কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।[৭৩]

৭৮০ হইতে ৭৯৪ খ্রী° অব্দের ও তাহার পরে ৮১৪-১৫ খ্রী° পর্যন্ত গোবিন্দের রাজ্যকালের পরিচয় পাওয়া যায়।[৭৪] গোবিন্দের রাজত্বকালের প্রথম লিপির সময় ৭৯৪ খ্রী°। তখন তিনি প্রতিষ্ঠান-গোদাবরীতে। ৮০৪ খ্রী° লিপি হইতে জানা যায়—কাঞ্চীতে পল্লববংশীয় দন্তিদের পরাজিত করিয়া তিনি রামেশ্বরে পৌঁছিয়াছিলেন।[৭৫] ৮০৮ খ্রী°-ও তিনি দাক্ষিণাত্য-দমনে ব্যস্ত; কিন্তু এইবার তিনি দক্ষিণাপথের উত্তরসীমায় অভিযান করিয়াছেন (ইতিপূর্বেই তিনি একজন গঙ্গবংশীয় রাজাকে বন্দী করেন, কিন্তু এই রাজার রাজ্য নির্দেশ করা হয় নাই)। মালবরাজকে আশ্রয়দান করিয়া তিনি নাসিক-বিন্ধ্যপর্বত হইয়া তুঙ্গভদ্রার তীরে পল্লবদিগের সহিত একটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁহার অভিযান দক্ষিণ হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তরাভিমুখী হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়। ঐ বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলের কথাতেই পাওয়া যায়, কোন এক গুর্জররাজ গোবিন্দকে তীর-ধনু লইয়া আগমন করিতে দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন।[৭৬] অন্যত্র জানা যায়, গুর্জররাজ-নাগভট গোবিন্দ-কর্তৃক পরাজিত হন।[৭৭] ইহা হইতেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্য পণ্ডিতগণের সহিত একমত হইয়া নির্ধারণ করেন, ৮০৮ খ্রী° লিপির 'গুর্জররাজ' হইতেছেন নাগভট এবং তাহা হইলে নাগভটের গৌরবসূর্য ৮০৮ খ্রী°-র পূর্বেই অস্তমিত হয়।

ঐ লিপি হইতে কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে বাধা উপস্থিত হয়। প্রথমোক্ত লিপি হইতে কোন ক্ষুদ্র অজ্ঞাতনামা গুর্জররাজের সহিত বিরোধ ও সেই হতভাগ্য কাপুরুষ গুর্জরপতির সম্বন্ধে শোচনীয় দুর্দশা কল্পনা করা কঠিন নয়। ঐ সময়ের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব হইতেই অসংখ্য গুর্জররাজা সমগ্র উত্তরাপথে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বিন্ধ্যপ্রদেশে কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া স্বাভাবিক। জিনসেনের রাজারা গুর্জরমণ্ডলেশ্বর হইয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বল্পপূর্বের ঘটনাই ৮০৮ খ্রী° লিপিতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ উক্ত গুর্জর-রাজ ঐ সময়ে (সম্ভবতঃ বৈশাখ হইতে শ্রাবণের মধ্যে) বিন্ধ্য-অঞ্চলে বিতাড়িত হন। এই স্থানের রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেও নাগভট বা কোন গুর্জররাজের কনৌজাধিকার লোপের স্বভাবতঃ সম্ভাবনা দেখা যায় না। যখন লক্ষ্য করা যায়, ভণ্ডিবংশীয় সাম্রাজ্যলোপকারী[৭৮] বৎসরাজের উত্তরাধিকারী সিন্ধু-বিদর্ভ-অন্ধ্র-কলিঙ্গ-বিজয়ী মহাবীর নাগভট উত্তরাপথের প্রকৃত সম্রাটকে মাত্র বাহুবলে পরাজিত করেন নাই, তাঁহাকে যুদ্ধে জয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য করাইয়াছেন* এবং তিনি চক্রায়ুধকে 'পরাশ্রয়কৃত স্ফুটনীচভাব'[৭৯] বলিয়া ঘৃণা দেখাইয়া মাত্র বীরত্বকে অর্ঘ্যদান করেন, তখন বুঝা যায় যে, কাহারও হস্তে ধনুর্বাণ দেখিলেই অবিলম্বে রণস্থল ত্যাগ করিবার মত লোক তিনি নন। তাঁহাকে 'শরদৃশুং পর্জন্যবদ্গুর্জরঃ'[৮০] (৮০৮ খ্রী° লিপি-কথিত গুর্জররাজ) বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গোবিন্দের পুত্রের পিতাকে বাড়াইয়া তোলা স্বাভাবিক। অমোঘবর্ষের লিপিতে গোবিন্দের দ্বারা নাগভটের পরাজয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। লিপির ভাষা হইতে পূর্বোক্ত অপদার্থ কাপুরুষ গুর্জরপতিকে নাগভটের সহিত সনাক্ত করা কঠিন।* এখানে মনে হইতে পারে, যেমন পূর্বে নাগভটের পিতা 'বৎসরাজের যশ হরণ করেন' গোবিন্দের পিতা ধ্রুবধারাবর্ষ, তেমনি গোবিন্দ ও যশস্বী নাগভটের যশ হরণ করেন।[৮১] ধ্রুব যেমন বৎসরাজের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন নাই, গোবিন্দও তেমনি নাগভটের কনৌজচ্যুতির অধিক কিছু করিতে সমর্থ হন নাই। যদিও তাঁহার করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তৎ-সাধনে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ দুর্ধর্ষ নাগভটকে পাহারা দিবার জন্য গোবিন্দকে 'গুর্জর-রাজ্যের বন্ধ দ্বারের অর্গলস্বরূপ' হইবার জন্য গুজরাটে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্ককে প্রতিনিধি রাখিতে হইয়াছিল।[৮২] আবার সম্ভবতঃ এই সময়েই গুর্জররাজ মালব জয় করেন। নাগভটের ঐতিহাসিক চরিত্রের সহিত ৮০৮ খ্রী° গুর্জররাজের একত্রীকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং ৮০৮ খ্রী° গোবিন্দ ও নাগভটের সংঘর্ষ ঘটে নাই, ৮০৮ হইতে ৮১৩ খ্রী° কাল মধ্যে ঘটিয়াছিল।[৮৩] ৮০৮ খ্রী° বিন্ধ্যপ্রদেশে কোন-গুর্জর রাজের পলায়ন-কাহিনীতে নহে, পরবর্তীকালে দীর্ঘদিনব্যাপী সুদূর উত্তরাভিযান-কালে কনৌজ হইতে নাগভটের বিতাড়নেই

৭১ EI, vi. 242-4.

৭২ JBBRAS. xxii. p.-lxi, 118.

৭৩ বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৬০।

৭৪ EI, vii. 104-5; id. app. 12, no. 67; id. iii. 54, 61; iv. 333.

৭৫ EI, v. 150-7

৭৬ IA, xi. 126

৭৭ JBBRAS, xxii. 118.

৭৮ ASR, 1903-4, 280-81, verse 7 বৎসরাজের চরিত্র ও বীরত্ব-খ্যাতির স্পষ্ট ইঙ্গিত ঐ স্থানে পাওয়া যায়।

* গৌড়-বঙ্গে নাগভটের প্রতাপ তাঁহার শত্রু-কর্তৃকও বিশেষরূপে স্বীকৃত হইয়াছে; 'গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি-নির্জয়-দুর্বিদগ্ধ-সদ্গুর্জরেশ্বরদিগর্গলতাং'— IA, ii. 39-40; xii. 160.

৭৯ ASR, 1903-4, 282.

৮০ EI, vi. 242-44.

* 'স নাগভটচন্দ্রগুপ্তনৃপয়োর্জিগ্যে (?) রণ-স্বহার্যশসং [illegible] বৈর্যবিকলানথোন্মূলনম্।'—JBBRAS, xxii. 118.

৮১ IA, xi. 157; EI, vi. 243.

৮২ IA, xii. 160.

৮৩ EI, iii. 54, 161; vii. app. 12, 67. —গোবিন্দের শেষ লিপির সময় ৮১৩-১৪ খ্রী°; অমোঘবর্ষের প্রথম লিপির কাল ৮১৪-১৫ খ্রী°।

নাগভটবিজয় এবং গৌড়পতি ও চক্রায়ুধের স্বেচ্ছায় শির নত হওয়ার উপযুক্ত সময় ও বিবরণ পাওয়া যায়। ৮০৮ খ্রী° যে দুইখানি লিপির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলিতে অনতিকালপূর্বের এরূপ বিরাট্ অভিযান ও কীর্তিকাহিনীর উল্লেখ বিন্দুমাত্র পাওয়া যায় না, অথচ অন্য ক্ষুদ্র যুদ্ধজয়ের কথা আছে। সম্ভবতঃ দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ ও সুদূর হিমালয়যাত্রায় গোবিন্দের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে এবং উত্তরাভিযানের পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আবার, গোপালের ৭৯৮—৮০১ খ্রী° মধ্যে রাজ্যাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে যুদ্ধ-প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে লোপ প্রাপ্ত হয় ও তৎপরে গোপালের কয়েকবৎসর রাজত্ব অন্তে ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই ধর্মপালের গান্ধার-মৎস্য-অবন্তী পর্যন্ত প্রতাপ বিস্তার, কান্যকুব্জ জয়, চক্রায়ুধের নিক্রমণ এবং তৎপরে স্বয়ং ধর্মপালের পরাজয় এবং মহাবীর উত্তরপথমণ্ডলের জয়ের আশা পরিত্যাগ, গোবিন্দের অভিযান ইত্যাদি এতগুলি কঠিন কার্য এত অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হওয়ার কল্পনা করা কঠিন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রণনীতিকুশল বলিয়াই গোপালকে রাজা নির্বাচন করা হয়। তিনি বলেন, এই কারণে (রণনীতিকুশল হইবার কারণে) অনুমিত হয় যে, গোপালদেব প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্যশাসন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন।[৮৯] শাসন-লিপিতে কিন্তু অপ্রতিমমহাপুরুষ বলিয়া গোপালের পরিচয় পাওয়া যায়।* দেবপালের মুঙ্গের-লিপি হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মাৎস্যন্যায়ের দেশের দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সম্রাট্ হইবার জন্য গোপালকে অমিতশক্তি ব্যয় করিতে হয় ও দীর্ঘকাল অবিরাম যুদ্ধ চালাইতে হয় এবং তাঁহার রাজ্যকালমধ্যেই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার বিরতি ঘটে। উক্ত লিপি হইতে প্রমাণিত হয়, গোপালের তরবারি প্রথমে কখনও কোষবদ্ধ হইতে পারে নাই, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার পর নিঃশঙ্ক হইয়া সেই তরবারি কোষবদ্ধ করেন। ৮০৮ খ্রী°-র পূর্বেই গোবিন্দ ও নাগভটের সঙ্ঘর্ষ ঘটাইতে হইলে গোপালকে 'প্রৌঢ়বয়সে' সিংহাসনা-রোহণ করাইতে হয় এবং 'অতি অল্পকাল রাজ্য-শাসন করিয়া' তাঁহার পরলোকগমন স্বীকার করিতে হয়। দেবপালের বিবরণে কিন্তু এ তথ্যের নিশ্চয়তা নিরূপিত হয় না। মৃত্যুকালে গোপালের বয়স জানা সম্ভব নয়। এ কথা কিন্তু সত্য যে, ৮০৮ খ্রী° উক্ত ঘটনা-কাল হইলে রাজ্যলাভের দুই এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে মরিতে হয়।

ধর্মপালের রাজ্যকালমধ্যে গোবিন্দের গৌড়জয়ের কথায়ই,[৯০] তাঁহার নিকট ধর্মপাল ও চক্রায়ুধের স্বেচ্ছাবনত হওয়ার উল্লেখ পাই এবং ধর্মপাল ও চক্রায়ুধের অজেয় শত্রু নাগভটের ভাগ্যবিপর্যয়কালে ইহা ঘটিয়াছিল। ধর্মপাল ও চক্রায়ুধের স্বেচ্ছায় অবনতশির হইয়া সম্মান প্রদর্শন তাঁহাদের ব্যক্তিগত সানন্দ কৃতজ্ঞতার জ্ঞাপক। শত্রুদমনে ধর্মপাল গোবিন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু সম্ভবতঃ গোবিন্দকে কোন বাধা তিনি দেন নাই, বরং সাহায্যই করিয়াছিলেন। অল্পকাল পূর্বেই (গোপালের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পূর্বে) একবার গোবিন্দের পিতা এবং নাগভটের পিতা বৎসরাজকে গৌড় হইতে বিতাড়িত করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, ধর্মপালের মস্তক নত হওয়ার পরবর্তী সময়ে কোন কালে 'বোধ হয় কোন কারণে গোবিন্দের সহিত ধর্মপালের বিবাদ হইয়াছিল' এবং সেই কারণে গোবিন্দ গৌড় জয় করেন। ইহাতে গোবিন্দের অন্ততঃ দুইবার উত্তরাভিযান স্বীকার করিতে হয়। প্রথম অভিযানই ৮০৮ খ্রী°-র পরে ঘটে। গোপালের সহিত বিবাদের কোন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। কোন স্বাধীন নরপতি সামন্তোপাধিক বিনীত সম্মান প্রদর্শন করিলেই দিগ্বিজয়ী রাজা সেই রাজ্য বিজিত বলিয়া গণনা করেন, ইহার দৃষ্টান্ত বহু লিপিতে পাওয়া যায়।* রাষ্ট্রকূট-সম্রাটেরা বিশেষ করিয়া দিগ্বিজয়-অভিমানী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেইকালে ধর্মপালের হস্ত হইতে বঙ্গাধিকার চ্যুত হওয়ার আভাসমাত্র কোথাও পাওয়া যায় না। ধর্মপাল 'আজীবন উত্তরপথমণ্ডলেশ্বর' ছিলেন ইহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যত্র স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—গোবিন্দ দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্তন করিলে চক্রায়ুধ বোধ হয় ধর্মপালের সামন্তরূপেও কান্যকুব্জ শাসন করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ গোবিন্দ একবার উত্তরাভিযান করেন এবং তৎকালে গৌড়েশ্বরের শির নত হওয়ার অর্থেই গোবিন্দের গৌড়াধিকার সূচিত হইয়াছে।

পালদিগের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্বে উত্তরাপথের প্রাচীন ইতিহাস হইতেছে—বৈদেশিক অভিযান, আক্রমণ, জয়, ও নব নব বিপ্লবের অভ্যুৎপাত; যশোবর্মা, হর্ষদেব, গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের অবিরাম অভিযানে দেশের দুর্দশার আর সীমা থাকে না। বঙ্গের সহিত অঙ্গকেও তাহা সহ্য করিতে হয়; কখনও বা তাহার বিবরণে অঙ্গের সুস্পষ্ট নাম দেখা যায়, কখনও ■ তেমন স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পালদিগের সময় উদন্তপুরের (বর্তমান

[৮৯] বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৫৩।

* গোপালদেবকে শ্রীমান্ দশবল লোকনাথ বলা হইয়াছে :—"মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ সম্যক্-সম্বোধিবিদ্যা সরিদমলজল-ক্ষালিতাজ্ঞান-পঙ্কঃ। জিত্বা যঃ কামকারি-প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ।"—গৌড়লেখ, ৩০, ৯২ ১৩০ ইত্যাদি।

[৯০] EI, vi. 102-3.

* অশোক-লিপির প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক অধিকারের পূর্ণতম সীমা নির্ধারণ করা কঠিন। সমুদ্রগুপ্তের প্রখ্যাত দিগ্বিজয়-প্রশস্তির বহু জাতি ও দেশের গুপ্ত-সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অধিকার ও অবস্থা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করা যায় না। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশীয়েরা বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী। দন্তিদুর্গ বা দন্তিদুর্গ শ্রীহর্ষ-বিজয়ী কর্ণাট মহাসেনাকে পরাজিত করেন। গোবিন্দেরা পিতা-পুত্র তিন পুরুষ উত্তরাপথে অপ্রতিহত অভিযান চালাইয়াছিলেন। উত্তরের রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্য কিন্তু কখনও দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। রাজা শির নত করিলেই রাজ্য জিত বলিয়া স্বীকৃত হইত

পাটনা জেলার অন্তর্গত বিহার) খুব নাম হয়। তিব্বতী বৌদ্ধেরা ওতন্তপুরী বা ওতন্তপুর বলিতে বিহার বুঝিয়া থাকেন। ওতন্তপুরের সংস্কৃত নাম উদ্দণ্ডপুর। উদ্দণ্ডপুর-বিহারের কথা তত্রত্য বহুলিপি হইতে জানা গিয়াছে। বিগ্রহপাল-সুরপালের দুইটী বুদ্ধমূর্তির দুইটী লিপিতে উদ্দণ্ডপুরের নাম পাওয়া যায়। রামপালের রাজত্বকালের একটী তাম্রমূর্তি উদ্দণ্ডপুরে পাওয়া গিয়াছে। নারায়ণপালের ৫৪ বৎসর রাজ্যকালে উদ্দণ্ডপুরে একটী পিতলের পার্বতীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' এই মূর্তিটীর চিত্র আছে; মূর্তিটী পার্বতীমূর্তি বলিয়া নিঃসংশয় হইতে পারা যায় না। মদনপালের সময়ের একটী হারিতীমূর্তি (?) পাওয়া গিয়াছে।[৮৬] অপর একটী মূর্তিও মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৮৭] বর্তমানে কিন্তু কোনটাই আর দেখিতে পাওয়া যায় না। উদ্দণ্ডপুর মগধের হিন্দু-স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধভূমি। মীনহাজ বলেন, (TN, 550 ff.) মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার উদ্দণ্ডপুরের গিরিদুর্গ জয় করিয়াছিলেন; ঐ স্থানের অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মণ এবং এই সকল ব্রাহ্মণের সকলেই মুণ্ডিতমস্তক। তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। ঐস্থানে অসংখ্য পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল। সেই বিরাট পুস্তকরাশির তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইলেও সে কৌতূহল মিটান সম্ভব হয় নাই—হিন্দুরা সকলেই তখন মৃত, একজনকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন আরও জানা গেল যে, সমগ্র গিরিদুর্গ ও নগর একটী বিদ্যালয় মাত্র। হিন্দীতে বিদ্যালয়কে 'বিহার' বলে (বৌদ্ধদেরই বিহার ছিল বিদ্যালয়; সেই কারণেই বিহার বলিতে বিদ্যালয় বুঝাইত) এবং স্থানটী মাত্র বিহার (বিদ্যালয়) জানিয়াই উদ্দণ্ডপুরের নাম বিহার হইয়াছিল। তারনাথও মীনহাজ-এর কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। ঐ সময়েই বিক্রমশিলারও একই গতি হইল। তখন মধ্য-এসিয়ার মহাবর্বর জাতিগুলি বৌদ্ধ। তাহাদের সহিত মুসলমানদের পরিচয় অনেক দিনের। তখন মোঙ্গল-তুরস্কদের যাত্রাপথ মুস্‌লিম-সাম্রাজ্যের উপর দিয়া; তাহারা তাহারও পূর্বেই আরবাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। অনতিকাল মধ্যে এই 'হূণ'-অভিযান আরবকে জ্বালাইয়া দিল—আরবের শেষ জাতীয় সম্রাট্‌ বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। মুসলমানেরা সুদ দিয়া ঋণশোধ করিতে লাগিল। বিহারের মুণ্ডিতশিরগণ নেপাল-তিব্বতের অগম্য পর্বতীয় অঞ্চলে পলাইতে লাগিল। বিক্রমশিলার কথা বলিতেই উদ্দণ্ডপুরের কথা আসে।

কহলগাঁয়ের তিন ক্রোশ উত্তরে ভাগলপুরের বার ক্রোশ পূর্বের পাথরঘাটাকে বিক্রমশিলা বলা হইয়াছে। উদ্দণ্ডপুর-বিহারের পতনের সহিত অঙ্গের সর্বপ্রধান গৌরবময় মহাতীর্থ বিক্রমশিলা-মহাবিদ্যালয় একই ধারায় ধ্বংস হয়। প্রাচীতে হিন্দুর স্বর্ণযুগ ও নব-হিন্দুধর্ম যুগ হইতেছে গুপ্ত-রাজত্বকাল, আর বৌদ্ধ স্বর্ণযুগ নব-বৌদ্ধধর্ম যুগ, পাল-রাজত্বকাল। বিক্রমশিলা এই অপূর্ব সংস্কৃতির একটী মহাতীর্থ [বিক্রমশিলা দ্র°]। তারনাথ বিক্রমশিলায় মুসলমান-অভিযানের বিবরণ দেন ও তাহা উদ্দণ্ডপুর-বিহার ধ্বংসের পুনরাবৃত্তিমাত্র।[৮৮] নালন্দারও সেই একই অবস্থা। কোথাও আর এক জনও ভিক্ষু জীবিত রহিল না। নালন্দায় এখনও সে কাহিনীর নিষ্ঠুর সত্যতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তার-নাথের মতে বিক্রমশিলা-মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল। হীনযানী অতি প্রাচীন সর্বাস্তিবাদের খুব আদর থাকিলেও ইহার বহু পূর্বেই মহাযানী মাধ্যমিক ও যোগাচারের প্লাবন আসিয়াছে। অস্তিবাদের চূড়ান্তের দশায় নাস্তিবাদে সংক্রমণ একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। একদা 'অভিধর্মকোষ' রচনা করিয়া বসুবন্ধু সর্বাস্তিবাদ-দিক্‌পালরূপে দেখা দিয়াছিলেন; পরে সে পরিচয় একেবারে মুছিয়া গিয়া মহাযানী বিজ্ঞানবাদী ভ্রাতা অসঙ্গের সহিত তাঁহার নাম চিরতরে জুড়িয়া গেল। পরে মহাযানের একটা বৃহৎ অংশ বজ্রযানে পরিণত হয়। তখন বজ্রযান, মন্ত্রযান বা উহাদের শাখান্তর প্রাচ্যের ধর্ম হইল। উহাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সময়। অঙ্গ-বঙ্গ বৌদ্ধ হইল, অর্থাৎ সমগ্র দেশ তন্ত্র-ধর্মে দীক্ষা লইল। হিন্দু-তান্ত্রিকতা ও বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা খুব জড়াইয়া গেল। এই সময়ের ধর্মই রূপায়িত হইয়া বাঙ্গালীর ধর্মের ভিত্তি ও বিস্তার হইয়াছে।

মুদ্গগিরি-মুঙ্গেরের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গোপালের পৌত্র, ধর্মপালের পুত্র দেবপালের লিপির কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। মুদ্গগিরির কথায় বলা হয়—জম্বুদ্বীপের মহারাজেরা যখন প্রণতি জানাইতে সমাগত হন তখন তাঁহাদের অনুচর-গণের পদভরে ঐ স্থানের মাটী বসিয়া যায়। এইরূপ কথায় অনুমান করা হয় যে, দেবপালের রাজধানী ছিল মুদ্গগিরি। গোপালদেবের মহাবীরত্বের প্রশংসা-কাহিনীও এইখানে পাওয়া যায়। ধর্মপালের দিগ্বিজয়ের কথা, অথবা দেবপালের দূর বিদেশযাত্রার কথা এবং তিনি, যে কত বড় সম্রাট্‌ ছিলেন তাহার সম্যক্‌ পরিচয়ও এখানে পাওয়া যায়। উক্ত লিপি[৮৯] ও দিনাজপুরের ভট্টমিশ্রের স্তম্ভলিপি[৯০] হইতে বুঝিতে পারা যায় যে দেবপালকে বিন্ধ্যপর্বতের দেশে যাইতে হইয়াছিল। দিনাজপুর-লিপিতে তাঁহার গুর্জর ও দ্রাবিড়-জয়ের কাহিনী পাওয়া যায়। ঐ কালের অমোঘবর্ষের শিলালিপিতে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধের কথা মিলে। শিরুর ও নীলগুণ্ডের লিপিদ্বয়ে[৯১] আছে—অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব ও বেঙ্গীর রাজারা অমোঘবর্ষের অর্চনা করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল তথ্য উল্লেখ করিয়া বলেন—অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ তখন

---

৮৬ ASR, iii, 124, no. 16.

৮৭ ঐ, no. 17.

৮৮ IA, iv, 366-77 ; JASB, 1909, 1.

৮৯ IA, xxi, 254 ; গৌড়লেখ—দেবপালদেবের মুঙ্গের-তাম্রশাসন।

৯০ গৌড়লেখ, ৭২।

৯১ EI, vi, 103 ; IA, xii, 218.

স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল না এবং বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য থাকিলেও অঙ্গ ও মগধ পাল-রাজবংশের অধিকারকালে কখনই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই। সম্ভবতঃ এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।[৯১] নারায়ণপালের সপ্তম বৎসর রাজত্বকালে তিনি মুদ্গগিরি সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার তীরভুক্তির কক্ষবিষয়স্থ মুক্তিকা-গ্রামটী স্বপ্রতিষ্ঠিত সহস্র মন্দিরের মহাদেবের ও পাশুপতআচার্য-পরিষদের ব্যবহারার্থ দান করিয়াছিলেন। (গৌড়লেখ,৬০-১) রামচরিত-কার বলেন, মুঙ্গেরে রামপাল তাঁহার মাতুল মথনদেবের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন করেন। গাহড়বালবংশীয় কনৌজের গোবিন্দচন্দ্র ১১৪৬ খ্রী° মুদ্গগিরিতে গঙ্গায় অবগাহন করিয়া শ্রীধর ঠাকুর ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করেন।[৯২] ১১৭৫ খ্রী° কোন এক গোবিন্দপালদেবের কথা নালন্দায় পাওয়া যায়। ২য় কৃষ্ণ অকালবর্ষ ১০ম শতকের আদিতে অঙ্গমগধাদি জয় করেন।[৯৩] গুর্জররাজ ১ম ভোজদেব বঙ্গাভিযান করেন।[৯৪] ভোজদেবের সামন্ত মাণ্ডব্যপুরের প্রতিহাররাজ কক্ক মুদ্গগিরিতে প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। যোধপুরে আবিষ্কৃত কক্কের পুত্রের লিপিতে ইহার সমর্থন মিলে।[৯৫] ঘটনার তারিখ মনে হয় ৯১৮—৪০ খ্রী° মধ্যে। ভোজদেবের আর একজন সখী বা সামন্ত কলচুরী ১ম গুণাম্ভোধিদেব গৌড়লক্ষ্মী অপহরণ করেন। ১০৭৯ খ্রী° তাঁহার ষষ্ঠ পুরুষে সোঢ়দেবের শাসন-লিপি গোরক্ষপুরে পাওয়া গিয়াছে।[৯৬] নারায়ণ-পালের ১৭শ রাজ্যাঙ্কে মুদ্গগিরি জয়স্কন্ধাবার হইতে রাজলিপি প্রকাশিত হয়। 'জয়স্কন্ধাবার' নারায়ণপাল ও ভোজপাল-গুণাম্ভোধিদিগের সংগ্রামের সূচনা করে। বৈদেশিক প্রভুত্ব অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত বা প্রবল হইতে পারে নাই। নারায়ণপালের রাজত্বের ৫৪ সংবতে উদ্দণ্ডপুরে যে একটী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়[৯৭] তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজ্য নিশ্চয়ই কোশল[৯৮] ছাড়াইয়া অন্ততঃ মগধ[৯৯] পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (৯ম শতকের শেষ ও ১০ম শতকের প্রারম্ভ)। রাষ্ট্রকূটবংশীয় ৩য় ইন্দ্রের সামন্ত নরসিংহ প্রতিহাররাজ মহীপালকে তাড়াইতে তাড়াইতে একেবারে সাগরসঙ্গমে আনিয়া পড়িয়াছিলেন।[১০০] ঐ সময়ে মগধ নিশ্চয়ই ২য় গোপালের অধিকারে ছিল।[১০১] দিনাজপুরে কম্বোজী গৌড়পতি বারেন্দ্ররাজের[১০২] সন্ধান পাওয়া যায় ৯৬৬ খ্রী°; ইতিপূর্বেই চন্দেল যশোবর্মা কাশ্মীর-কুলগুর্জর হইতে গৌড় পর্যন্ত জয় করেন (৯৫৪ খ্রী°)। এবার অঙ্গ পালদিগের হস্তচ্যুত হইয়া বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির প্রভাবে আসিয়া পড়িল। পালরাজ্যের উত্থান ঘটিতে কিন্তু বেশীদিন লাগে নাই। ১১শ শতকের ২য় পাদে মহীপাল নিখিল-বঙ্গ-মগধ, এমন কি সম্ভবতঃ বারাণসী পর্যন্ত নব-পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যশোবর্মার পুত্র ধঙ্গের অঙ্গ-বঙ্গাভিযানের কাল ১০ম কালের শতকের শেষ বা ১১ শতকের প্রারম্ভে। ৯৬৬ খ্রী° (?) কম্বোজ-জাতীয় গৌড়েশ্বরের কথা জানা যায়। মহীপালের রাজ্যকালের ৬ষ্ঠ বর্ষের পূর্বেই মগধ অধিকৃত হয়;[১০৩] ১১শ বৎসরেও যে মগধ অধিকৃত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০৪] রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গবিজয়কালে (আনু° ১০২৫ খ্রী°) মহীপাল সম্রাট্ হন নাই। গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয়দেবের রাজত্ব-কাল ও মহীপালের প্রথম জীবন এক সময়ের। চালুক্যরাজ ২য় জয়সিংহও একবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র নিখিল জয়্-বিজয়ী কর্ণ নয়পালের রাজ্যকালে বঙ্গ-সাম্রাজ্যাভিযান করেন, কিন্তু মগধের যুদ্ধে তিনি বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।[১০৫] নয়পাল নিশ্চয়ই মগধাধিপতি ছিলেন।—গৌড়লেখ°, ১১১-৫। নয়পালের সময়েই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। নয়পালের পরেই পাল-গৌরবরবি ডুবিতে থাকে। ৩য় বিগ্রহপালের সময়ে চেদিবংশের কর্ণ ও চালুক্যবংশীয় ২য় বিক্রমাদিত্য গৌড় আক্রমণ করেন। কর্ণ পরাজিত হন, কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গ-মগধে বিক্রমাদিত্য প্রবল হন। বিগ্রহপালের রাজ্যের ১০ম বর্ষে মগধ তাঁহার অধিকারে[১০৬] ছিল; ১৩শ বর্ষে উদ্দণ্ডপুরও তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল। তাঁহার মুদ্রা পাটনা জেলায় পাওয়া গিয়াছে। রামপাল মগধাধি-পতি ছিলেন। কুমারপাল ও ৩য় গোপালের স্বল্পকাল রাজত্বের পর মদনপালের সময় পূর্বমগধ হইতে উত্তরবঙ্গের মধ্যে পাল-রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হইতে দেখা যায়। বিজয়সেন তখন বঙ্গ, রাঢ় ও বারেন্দ্রের রাজা। প্রথমে বঙ্গ, পরে রাঢ় এবং শেষে বারেন্দ্র হইতে পালেরা বিতাড়িত হন। সেন-বংশের ইতিহাসে বিজয়সেনের সময়েই এই সকল সংবাদ পাওয়া যায়।[১০৭] এই সময়েই চোড়গঙ্গ অনন্তবর্মা একবার গৌড়েশ্বরকে আক্রমণ করেন। গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রকে ১১১৪ খ্রী°-র পূর্বেই কনৌজের সিংহাসনে দেখা যায়। ১১৫৬ খ্রী° পর্যন্ত তাঁহার রাজত্বকালের সংবাদ পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয়[১০৮] পরে প্রদত্ত তালিকায় দেখান হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র মগধ আক্রমণ করেন। ১১২৭ খ্রী° তিনি মগধের বহুলাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১১৪৬ খ্রী° মুঙ্গেরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।[১০৯] লক্ষ্মণ আবার মগধ জয় করেন এবং বারাণসী ও প্রয়াগে

৯২ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৮১-২।

৯৩ EI, vii. 98.

৯৪ EI, iv. 278-90.

৯৫ ASR, 1903-4. 282-4.

৯৬ JRAS, 1894, 3, 7.

৯৭ EI, vii. 89.

৯৮ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৮৮-৯।

৯৯ IA, xv. 306-7.

১০০ Mem.ASB, v. 61.

১০১ বাঙ্গালার ইতিহাস, ২০৩-৪।

১০২ JRAS, 1910, 150.-51.

১০৩ Jour. & Procd. ASB, iv. 5, vii. 619.

১০৪ Procd. ASB, 1899, 69.

১০৫ ASR, iii. 122: Mem. ASB. v. 75.

১০৬ JBTS, i. 9.

১০৭ MemASB, v. 80-82.

১০৮ EI, i. 309; গৌড়রাজমালা, ৩০।

১০৯ H.C. Ray: Dynastic Hist. North India.

১১০ Bendall's Cat. of Bud. Skt Mss. in

পিঠীরাজ — দেবরক্ষিত (স্বামী)
অঙ্গরাজ মহন — শঙ্করদেবী (স্ত্রী)
দেবরক্ষিত (স্বামী) ও শঙ্করদেবী (স্ত্রী) — কুমার দেবী (স্ত্রী)
কান্যকুব্জ গহড়বাল চন্দ্রদেব — (পৌত্র) গোবিন্দচন্দ্র (স্বামী)
কুমার দেবী (স্ত্রী) ও গোবিন্দচন্দ্র (স্বামী)
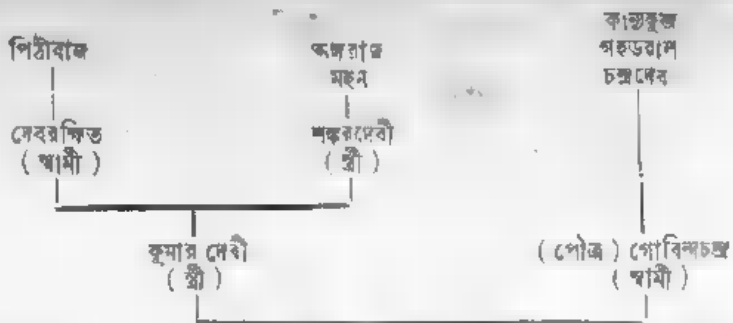
জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।[১১১] ১১৫৮ খ্রী°-র পূর্বে ও পরে কিছুকাল কাপিলীয় মহানায়কেরা রোটাস ও আয়ার প্রবল হয়। তাহারা সাধারণতঃ গহড়বাল-প্রভুত্ব অস্বীকার করিত না। ১২শ শতকের শেষ পাদে গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চন্দ্রের রাজ্য অন্ততঃ গয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১১২] ১১৭৫ খ্রী° গোবিন্দপালের অধিকার নালন্দায় স্বীকৃত হয়।[১১৩] ১১৭৬ খ্রী° গয়া তাঁহার অধিকারে আসে। কিন্তু গয়া ১১৭০ খ্রী° সেনদিগের, ১১৮৩-৯২ খ্রী° গহড়বালদিগের ও ১১৯৩ খ্রী° পুনরায় সেনদিগের অধিকারভুক্ত হয়; অর্থাৎ জয়চন্দ্রের পতনের পূর্বকাল পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের অধিকার লইয়া গহড়বাল ও সেনদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাইয়া লুপ্তপ্রায় পালবংশের গোবিন্দপাল উক্ত স্থান অধিকার করেন। আরও, বোঝা যায় ক্ষীয়মাণ পালেরা ঐ দিকে অঙ্গের অংশে তখনও রক্ষা পাইবার শেষ চেষ্টা করিতেছিল। গোবিন্দপালের সময় বহু বৌদ্ধ পুঁথি রচিত হয়। পুস্তকগুলিতে রচনাকাল-অনুযায়ী তাঁহার রাজত্বকালের বর্ষসংখ্যা লিখিত আছে। সেগুলির মধ্যে ১১৯৯ খ্রী° লিখিত পুঁথিতে গোবিন্দপালের 'বিনষ্ট রাজ্যে'র সময় ৩৮ বৎসর দেওয়া হয়। মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৯ খ্রী° মগধ জয় করেন। তৎপূর্বে তিনি গহড়বাল রাজ্যের পূর্বাংশে জায়গীর পাইয়া পার্শ্ববর্তী দেশ বিহার নগর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিতেছিলেন। সেনগণ হতভাগ্য গোবিন্দপালকে কোন সাহায্য না করিয়া শত্রুতাই করিতে লাগিলেন। উদন্ত-পুরে শেষ অঙ্গ-মগধরাজ্যের পতনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পরেই লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশব ও বিশ্বরূপসেনের সহিত মুসলমানদের লড়াই বাধিয়া যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়

Camb. Lib. 188, No. add. 1699, 1; iii.; 185 No ii add. 1699, iv. ii 189-90 No. add. 1699, iv; JASB 1900, pt 1, 100, No. 25.

১১১ Tabaqat-i-Nasiri (Raverty's Ed, 519.

১১২ বুকাননের মতে শেষ পালরাজার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন: মুসলমান অভিযান রোধ করিতে না পারিয়া তিনি ক্ষেত্রে চলিয়া যান। (Martin: East. India, ii 23) কানিংহামের মতে বখ্‌তিয়ার খিলজীর সেনাপতি মোলানা নথ্‌রুম নুর কর্তৃক পরাজিত হইয়া কিঊলের সন্নিকটবর্তী জয়নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (ঐ সময়ে, উক্ত স্থানে কোন হিন্দুরাজার মুসলমান বিরোধী হইয়া থাকা সম্ভব কি?)

১১৩ JASB. x. 99-104

অঙ্গ₃—(দর্শন)=উপকারক, অপ্রধান ও সহকারী অর্থেও 'অঙ্গ' শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে। 'দণ্ডনীতি'-শাস্ত্রে রাজনীতির অনেক অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কামন্দক রাজার মন্ত্রের সহায় হইতে সিদ্ধি পর্যন্ত পঞ্চ অঙ্গ বলিয়াছেন। তদনুসারে ভারবি লিখিয়াছেন 'কৃতপঞ্চাঙ্গ-বিনির্ণয়োনয়ঃ'—কিরাত° ২য় সর্গ; 'সর্বকার্য-শরীরেষু মুক্তাঙ্গস্কন্ধ পঞ্চকং'—শিশু° ২য় সর্গ।

মীমাংসাশাস্ত্রেও উপকারক অর্থে 'অঙ্গ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন—প্রধান যাগের উপকারক যাগগুলি অঙ্গ যাগ। এইরূপ অনেক দ্রব্য এবং অনেক বিহিত কর্মবিশেষও অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মীমাংসক মতে ঐ অঙ্গ সামান্যতঃ দ্বিবিধ, যথা (১) আরাদুপকারক ও (২) সন্নিপত্যোপকারক। 'আরাদুপকারকং সাক্ষাৎ প্রধানাঙ্গং, সন্নিপত্যোপকারকন্তু অঙ্গাঙ্গং'—মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশ। যাহা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রধানের উপকারক, তাহাকে 'আরাদুপকারক' বলে, উহা প্রধানেরই সাক্ষাৎ অঙ্গ; কিন্তু যাহা কোন অঙ্গের অঙ্গ, তাহাকে বলে 'সন্নিপত্যোপকারক'। উহার অপেক্ষা সাক্ষাৎ অঙ্গ অর্থাৎ প্রথমোক্ত প্রধানাঙ্গ প্রবল। তাই পূর্ব মীমাংসাদর্শনের ১২শ অধ্যায়ের ২য় পাদে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—'অঙ্গগুণবিরোধেচ তাদর্থ্যাৎ'। মীমাংসাশাস্ত্রে বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য যে 'অধিকরণ' কথিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চাঙ্গ। যথা (১) বিষয়, (২) সংশয়, (৩) পূর্বপক্ষ, (৪) উত্তর ও (৫) নির্ণয় বা সংগতি [অধিকরণ দ্র°]।

ন্যায়দর্শনোক্ত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চ-বাক্যের সমষ্টিরূপ ন্যায়বাক্যেরও অঙ্গ আছে। যেমন—মধ্যস্থগণের সংশয়নিবৃত্তির জন্য বাদী ও প্রতিবাদীর ন্যায়-প্রয়োগস্থলে সেই সংশয় ও প্রয়োজনজ্ঞান, পূর্বে আবশ্যক বলিয়া ঐ অর্থে সংশয় ও প্রয়োজনকে সেই ন্যায়ের পূর্বাঙ্গ বলা হইয়াছে। যাহা কোন পদার্থের বিশেষণরূপে আবশ্যক, তাহাও সেই পদার্থের অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন ন্যায়দর্শনে গৌতমোক্ত 'তর্ক' পদার্থের পাঁচটা অঙ্গ, যথা (১) আপাদক পদার্থে আপাদ্য পদার্থের ব্যাপ্তি, (২) সেই তর্কের বাধক অপর তর্কের দ্বারা অপ্রতিঘাত, (৩) আপাদ্য পদার্থের অভাবে পর্যবসান, (৪) আপাদ্য পদার্থের অনিষ্টত্ব এবং (৫) সেই আপত্তির অননুকূলত্ব অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অসাধকত্ব। উক্ত পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন তর্কই তত্ত্ব-নির্ণয়ের সহায় হয়। 'অঙ্গপঞ্চকসম্পন্নস্তত্ত্ব-জ্ঞানায় কল্পতে'। 'উক্তানামেকবৈকল্যে তর্কাভাসতা ভবেৎ' (তার্কিক রক্ষা); পূর্বোক্ত পঞ্চাঙ্গের মধ্যে যে কোন একটা অঙ্গ শূন্য হইলেও তাহা তর্ক হইবে না, তাহাকে বলে 'তর্কাভাস' [তর্ক দ্র°]।

অলঙ্কারশাস্ত্রেও অপ্রধান ও উপকারক বা সম্পাদক অর্থে 'অঙ্গ' শব্দের প্রয়োগ

হইয়াছে। অনেক অলঙ্কারের অঙ্গাঙ্গিভাবে 'সঙ্কর' নামক অলঙ্কার হয়। সেখানে প্রধান অলঙ্কারই অঙ্গী এবং তাহার নির্বাহক অস্ত অলঙ্কার অঙ্গ। 'অবিশ্রান্তিজুষা মাত্মন্যঙ্গাঙ্গিত্বন্তু সংকরঃ'।— কাব্যপ্রকাশ, ১০ম উঃ। রসের মধ্যেও অঙ্গাঙ্গিভাব হয়। যেমন করুণ রস বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের অঙ্গ হইলে সেখানে শৃঙ্গার রসই অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান। তাই উহাকে বলে করুণ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস। এইরূপ কোন স্থলে শৃঙ্গার রস করুণ রসের অঙ্গ হয়। রসের নিষ্পাদক বলিয়া অস্ত অপ্রধান পদার্থকেও রসের অঙ্গ বলা হইয়াছে। 'অঙ্গস্যাপাতি বিস্তৃতিঃ'— 'অঙ্গস্য অপ্রধানস্য অতিবিস্তরেণ বর্ণনং'। কাব্যপ্রকাশ, ৭ম উঃ।

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

অঙ্গ,—পূজার্হ ভক্ত-শ্রেণী বি°। দেবতার সহিত তাঁহার ভক্তেরও মূর্তি পূজা করিবার রীতি ভারতে প্রচলিত ছিল। আগমগ্রন্থে ভক্তকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে; ১ম—স্বয়ং-প্রধান ও স্বাধীন এবং ২য়—অঙ্গ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষী। আগমে দেখা যায়, যে স্থানে দেবতার পুষ্পমালা রচিত হয়, সেই স্থানে অঙ্গের (ভক্তের) মূর্তি স্থাপিত হয়। স্বয়ং-প্রধান ভক্তেরও অঙ্গ (সহচর) থাকিতে পারে; কিন্তু অঙ্গের কোন সহচর নাই। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ মন্দিরেই অঙ্গের (ভক্তের) মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দাক্ষিণাত্যের ত্রিষষ্টি শৈবসন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব-সাধুগণের মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ভক্ত-মূর্তি যে দেবতার ভক্ত সেই দেবতার মন্দিরে বা মন্দির-সংলগ্ন স্থানে স্থাপিত হয়।—HI, ii. pt.-ii, 473-4.

অঙ্গ,—(যোগশা°) অষ্ট°, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আট প্রকার যোগের প্রত্যেকটিই যোগের অঙ্গ বলিয়া আখ্যাত।

'যমস্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে॥'

অঙ্গ,—১ চম্পেয্য-জাতকে (৫০৬ সংখ্যক জাতক) উল্লিখিত অঙ্গরাজ্যের অধিপতি। এই জাতকে লিখিত আছে, অঙ্গরাজ্য ও মগধরাজ্যের মধ্যস্থলে চম্পা নদী প্রবাহিত ছিল। অঙ্গরাজ্যের রাজা ছিলেন অঙ্গ, মগধ ছিলেন মগধরাজ্যের অধিপতি। উভয়ের মধ্যে সর্বদা সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল; কখনও অঙ্গ মগধরাজ্য অধিকার করিতেন এবং কখনও বা মগধ অঙ্গরাজ্য অধিকার করিতেন। একবার মগধ অঙ্গের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পলায়নকালে অঙ্গের সেনানী কর্তৃক অনুসৃত হইয়া চম্পাতীরে উপনীত হন। চম্পায় তখন প্লাবন ছিল। তখন মগধ নিরুপায় হইয়া অঙ্গের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা চম্পাগর্ভে প্রাণ-বিসর্জন দেওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তিনি নদীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। নদীর তলদেশে নাগরাজ মণিমুক্তাখচিত চত্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, মগধ তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন। নাগরাজ তাঁহাকে আনিয়া আপন সিংহাসনে বসাইলেন এবং সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর নাগরাজের সাহায্যে মগধ পুনরায় অঙ্গকে আক্রমণ করেন। অঙ্গ নিহত হন এবং অঙ্গরাজ্য মগধের করায়ত্ত হয়।—Fausboll: Jataka, iv. Lond. 1887, 454. ২ বিধুরপণ্ডিত-জাতকেও (৫৪৫ সংখ্যক জাতক) অঙ্গ নামে এক অঙ্গরাজের উল্লেখ আছে।—Fausboll: Jataka, vi. Lond. 1896, 271, 272. ৩ সোন-নন্দ-জাতকেও (৫৩২ সংখ্যক জাতক) অঙ্গ নামে অঙ্গরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।—Fausboll: Jataka, v. Lond. 1891, 316. ৪ সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫ সংখ্যক জাতক) উল্লিখিত বারাণসীর অধিপতি। ইঁহার অপর নাম লোমপাদ।—Fausboll: Jataka, vi. 203.

শ্রীঅজিত ঘোষ

অঙ্গ,—১ ঋগ্বেদের ১০. ১৩৮ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি। ইনি ঔরব। অঙ্গঋষি ইন্দ্রের উদ্দেশে উক্ত সূক্তের ছয়টী ঋক্ রচনা করেন। ২ (সোম° অনু°) হেমের পৌত্র ও সুতপার পুত্র বলি নামক রাজার ক্ষেত্রজ জ্যেষ্ঠ পুত্র। বলি-রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে এবং দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ইঁহারা বালের ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত। ইঁহাদের নামানুসারে পাঁচটী রাজ্য স্থাপিত হয়।—মহা° ১. ১১০. ৫৩; ভা° ৯. ২৩. ৪-৫; মৎস্যপু° ৪৮. ২৩-৭, ৭৭-৮; হরি° হরি° ৩১. ৩৩-৪; ব্রহ্মপু° ১৩. ২৯-৩১; বিষ্ণুপু° ৪. ১৮. ১; অঙ্গের পুত্র দধিবাহন (ভাগবত-মতে খলপান—৯. ২৩. ৬), দধিবাহনের পুত্র দিবিরথ (হরি° হরি° ৩১. ৪৩; মৎস্যপু° ৪৮. ৯১-২)। ৩ চাক্ষুষ মনুর প্রজাপতিকন্যা নড্‌লার গর্ভে উরু প্রমুখ দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উরুর* পত্নী আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনাঃ, খ্যাতি[১], ক্রতু, অঙ্গিরস[২] ও গয়[৩] নামে ছয় পুত্র হয়। মৃত্যুকন্যা সুনীথার গর্ভে অঙ্গের পুত্র বেণ জন্মগ্রহণ করেন। বেণের পুত্র (বৈণ্য) পৃথু। হরিবংশ (২. ২০-১), ব্রহ্মপু° (২. ২১-২) ও বায়ুপু° মতে (৬২. ৯২-৩) বেণের অপচার-হেতু ঋষিগণ কোপান্বিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ কর মন্থন করেন; ফলে পৃথুর জন্ম হয়। অগ্নিপু° (১৮. ১১)—'অরক্ষকঃ পাপরতঃ সহস্তো মুনিভিঃ কুশৈঃ' ও বিষ্ণুপু° (১. ১৩-২৯) মতে মুনিগণ বেণকে নিরন্তর পাপকার্যরত দেখিয়া কুশের দ্বারা হত্যা করেন। ৪ (বেণপুত্র) পৃথুর অন্তর্ধান পুত্র হবির্ধান। হবির্ধানের আগ্নেয়ী ধিষণার গর্ভে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মৎস্যপু° (৪. ৪৪) মতে তাঁহাদের নাম—প্রাচীনবর্হি, অঙ্গ, যম, শুক্র, বল ও শুভ; কিন্তু অন্যান্য পুরাণে—প্রাচীনবর্হি, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ,

---

* ব্রহ্মপুরাণে (২. ১৯) এই স্থানে উরুস্থলে পুরু হইয়াছে। ভাগ° (৪. ১৩. ১৭-১৮) বলেন, অঙ্গের পিতার নাম ধ্রুববংশীয় উল্মুক।

১ কূর্মপু° (পূ° ১৪. ১০) মতে 'খ্যাতি'।

২ কূর্মপু° (ঐ) মতে 'অঙ্গিরস'।

৩ কূর্মপু° (ঐ), বায়ুপু° (৬২. ৯১) ও বিষ্ণুপু° (১. ২০. ২১) মতে, 'শিব'।

অঙ্গ ও অজিন—অগ্নিপু° ১৮. ২০; ব্রহ্মাণ্ডপু° ১. ৩৭. ২৪; ব্রহ্মপু° ২. ৩০; হরি° হরি° ১. ৮৩; কূর্মপু° ১৫. ৫১; বায়ুপু° ৬৩. ২৩। এই সকল পুরাণে 'প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ' এইরূপ পাঠই আছে (সুতরাং মৎস্যপু° পাঠ সম্ভবতঃ ভুল)। ৫ ক্ষত্রিয় নৃপতি-বি°। ইনি বলিপুত্র অঙ্গের অধস্তন ১৬শ পুরুষ বিশ্ববিজয়ী রাজা জনমেজয়ের পুত্র। এই অঙ্গের পুত্র কর্ণ।—মৎস্যপু° ১৮. ১০২। ৬ দুর্যোধনপক্ষীয় ম্লেচ্ছ রাজা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীমসেন-কর্তৃক নিহত হন।—মহা° ৭. ২৬. ১৪-১৭। নকুলের হস্তে ইঁহার পুত্রের সংহার ঘটে।—মহা° ৮. ৬০. ১৫-১৮। ৭ ক্ষত্রিয় নৃপতিবি°। নারদ ১৬শ 'রাজকীয়' অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজের চরিত্র শৃঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন।—মহা° ৭. ৫৭. ১১-১২। ইঁহার অন্য নাম বৃহদ্রথ (পৌরব)। ইনি মান্ধাতা-কর্তৃক পরাজিত হন।—মহা° ১২. ২৮. ৩১, ৮৮।

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্গ—(ব্যাকরণশা°) স্ত্রী°, ধাতু বা প্রাতিপদিকের উত্তর প্রত্যয় বিহিত হইলে, সেই প্রত্যয় যাহার পরে থাকে সেই ধাতু বা প্রাতিপদিকের নাম অঙ্গ (inflective base)।—'যস্মাৎ প্রত্যয়বিধিস্তদাদি প্রত্যয়েঽঙ্গম্'—পা° ১. ৪. ১৩। বৃত্তি — 'যস্মাৎ প্রত্যয়ো বিধীয়তে ধাতোর্বা প্রাতিপদিকাদ্বা তদাদি শব্দরূপং প্রত্যয়ে পরতোঽঙ্গসংজ্ঞং ভবতি'।—যেমন, কর্তা—√কৃ+তৃ, হর্তা—√হৃ+তৃ। এখানে 'কৃ' ও 'হৃ'র অঙ্গ-সংজ্ঞা হইল বলিয়া তাহাদের গুণ হইবে (পা° ৭. ৩. ৮৪)। এইরূপ 'উপগু' প্রভৃতির অঙ্গ-সংজ্ঞা হওয়ায়, তাহাদের স্বরের বৃদ্ধি হইয়া 'ঔপগবঃ' হয়। 'তৃ' প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় 'কৃ' এবং 'হৃ' অঙ্গ হইল। উপগু+অণ্ = ঔপগবঃ; এইরূপ, কাপটবঃ। এখানে উপগু ও কপটু অণ্ প্রত্যয়যুক্ত হওয়ায় অঙ্গ হইল। এইরূপ—কৃ+স্য+থঃ = করিষ্য+থঃ = করিষ্যথঃ। এখানে প্রকৃতিপূর্বক সমস্ত শব্দরূপ 'করিষ্য' অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে। আর সেই জন্যই হ্রস্ব অ (পা° ৭. ৩. ১০১ সূত্রানুসারে) দীর্ঘ হইবে। যদিও 'স্য'র পর বিভক্তি বিহিত হইয়াছে—কিন্তু যেহেতু 'করিষ্য' এই শব্দরূপের আরম্ভ 'কৃ' দিয়া—করিষ্য তখনই অঙ্গসংজ্ঞা পাইবে যখনই ইহাতে বিভক্তি যোগ হইবে।

অঙ্গ—(জ্যোতিষ) স্ত্রী° ১ জ্যোতিষের অঙ্গ নানাবিধ। বরাহসংহিতায় ইহা ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাচস্পত্য°-ধৃত নরপতি জয়াচার্য-বচনানুসারে অঙ্গ ষড়্বিধ—যথা,—

স্বরচক্রাণি চক্রাণি ভূবলানি বলানি চ।
জ্যোতিষং সকলঞ্চৈব ষড়ঙ্গানি অত্র বচ্যাহম্॥

উৎপলাচার্য বলেন—"গ্রহনক্ষত্ররাশীনাশ্রিত্য যদুক্তং তানি অঙ্গানি, পরিশিষ্টানি উপাঙ্গানি।" পুরুষলক্ষণম্, রত্নলক্ষণম্ ইত্যাদি পরিশিষ্টের অন্তর্গত। উৎপল গর্গবচন উদ্ধার করিয়া বলেন—

'অধিকৃত্য গ্রহর্ক্ষাণি যদুক্তো যেন নিশ্চয়ঃ।
তদঙ্গমুক্তং বিদ্যাদুপাঙ্গং শেষমুচ্যতে॥

গর্গসংহিতায় বলা হইয়াছে—অঙ্গ ২৪টী, উপাঙ্গ—৪০টী। উপাঙ্গসমেত অঙ্গ ৬৪টী। বাচস্পত্য°-ধৃত গর্গবচন এইরূপ—

'যথৈব বেদস্যাঙ্গানি ষড়ুক্তানি মনীষিভিঃ।
চতুঃষষ্টিস্তথাঙ্গানি জ্যোতিষস্য বিদুর্বুধাঃ॥"

২ দ্বাদশ রাশি কালপুরুষদেহের দ্বাদশ অঙ্গ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। তদনুসারে মেষ—মস্তক, বৃষ—মুখ, মিথুন—বক্ষঃ, কর্কট—হৃদয়, সিংহ—উদর, কন্যা—কটি, তুলা—বস্তি, বৃশ্চিক—গুহ্য, ধনুঃ—উরু, মকর—জানু, কুম্ভ—জঙ্ঘা, মীন—পদদ্বয়।

অঙ্গ—(নাট্যে) মুখ (কার্যের আরম্ভাবস্থা), প্রতিমুখ (যত্নাবস্থা), গর্ভ (প্রাপ্ত্যাশাবস্থা), বিমর্শ (নিয়তাপ্তিঅবস্থা) ও নির্বহণ বা উপসংহৃতি (ফলাগমাবস্থা)—এই পঞ্চ সন্ধির* ৬৪ বিভাগের প্রত্যেকের নাম:—(১) উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্ভেদ, করণ ও ভেদ—ইহারা মুখসন্ধির দ্বাদশ অঙ্গ। (২) বিলাস, পরিসর্প, বিধুত, তাপন, নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার—এইগুলি প্রতি-মুখসন্ধির ত্রয়োদশ অঙ্গ। (৩) অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, প্রার্থনা, ক্ষিপ্তি, ত্রোটক, অধিবল, উদ্বেগ ও বিদ্রব—ইহারা গর্ভসন্ধির ত্রয়োদশ অঙ্গ। (৪) অপবাদ, সম্ফেট, ব্যবসায়, দ্রব, দ্যুতি, শক্তি, প্রসঙ্গ, খেদ, প্রতিষেধ, বিরোধন, প্ররোচনা, আদান ও ছাদন—এগুলি বিমর্শসন্ধির ত্রয়োদশ অঙ্গ। (৫) সন্ধি, বিরোধ, গ্রথন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগূহন, ভাষণ, পূর্ববাক্য, কাব্যসংহার ও প্রশস্তি—ইহারা উপসংহৃতি বা নির্বহণসন্ধির, চতুর্দশ অঙ্গ। [এই ৬৪টী অঙ্গের সংজ্ঞা প্রভৃতি তত্তৎশব্দে দ্র°]—সা°দ° ৬. ৬৮-১৩৫।

অঙ্গ—(বৈদিক) স্ত্রী°, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—বেদের এই ছয় অবয়ব বেদাঙ্গ নামে অভিহিত।—

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"—

এই ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।—

'আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।
প্রথমং ছন্দসামঙ্গমাহুর্ব্যাকরণং বুধাঃ॥'—
বাক্যপদীয় ১.১১।

বেদাঙ্গ বেদের অংশ নহে, উহা বেদের পরিশিষ্ট। বেদাঙ্গের সাহায্যেই বেদের অর্থ সুগম হয়। এইগুলি অপৌরুষেয় নহে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে প্রবচন আখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু মনু বেদাঙ্গকে প্রবচন নাম দিয়াছেন (মনু° ৩. ১৮৪)। ষড়্বেদাঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ সামবেদের ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণে (৪৪.৭)

* মুখ্য একটী ফলের সহিত সমস্ত কথাংশসমূহের অবান্তর এক একটী প্রয়োজনের সহিত সম্বন্ধকে 'সন্ধি' বলে।

দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (১.২০) বেদাঙ্গের বিষয়টী উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের কোন নাম দেন নাই। চরণব্যূহ, মনু-সংহিতা (৩. ১৮৪), ও মুণ্ডকোপনিষদে (১. ৫) ছয়টী বেদাঙ্গের উল্লেখ আছে।* বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়সমূহের যথাযথ বিবরণ কিন্তু বৃহদারণ্যক ও উহার ভাষ্যেই পাওয়া যায়। এই বেদাঙ্গ কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থকে লক্ষ্য করিত না—ইহা ব্যাকরণশাস্ত্রকে বুঝাইত। ঋগ্বেদের ভাষ্যে † সায়ণাচার্য যেভাবে বেদাঙ্গ-ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যাকরণকে লক্ষ্য করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। দুর্গাচার্যের বচন ('ব্যাকরণং অষ্টধা নিরুক্ত চতুর্দশধা···'ইত্যাদি) হইতেও তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। ঋক্, যজুঃ ও অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যেভাবে গ্রথিত তাহাতে সেগুলিকে এক একটী বেদাঙ্গ ব্যাকরণ উপাধি দেওয়া নিতান্ত অযুক্ত নহে। বস্তুতঃ পাণিনির পূর্ব হইতেই যে ব্যাকরণ বেদাঙ্গ নামে অভিহিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পাশ্চাত্য শাব্দিক রোট্, বার্নেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। তবে একমাত্র অধ্যাপক গোল্ড্স্টুকর বেদাঙ্গ বলিতে পাণিনির ব্যাকরণকেই বুঝিয়াছেন।‡

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অঙ্গ, ৩—ভারতীয় আর্যগণ সুপ্রাচীন যুগ হইতে মানবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের সংস্থান সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন; বৈদিক সাহিত্য-আলোচনা করিলে ইহারপ্র মাণ পাওয়া যায়।[১] বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গসম্বন্ধীয় শব্দাবলীর সহিত অন্যান্য আর্য-ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন; এমন কি মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ শারীর-সংস্থান সম্বন্ধে তাঁহারা অনভিজ্ঞ ছিলেন না। অবশ্য পরবর্তী যুগে এই সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান সম্যক্ পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। শুধু ভারতীয় আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্রেই শারীর-সংস্থান বিদ্যা আলোচিত হয় নাই, উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাদিতে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা অথর্ববেদে (১০.২) রীতিমত শারীর-সংস্থানের বিশ্লেষণ দেখিতে পাই; ইহাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও সেগুলির সংস্থান সম্বন্ধে যথাসম্ভব নির্ভুল বর্ণনা রহিয়াছে। ঋষি নারায়ণের মুখে আমরা এই বর্ণনা পাই; এই নারায়ণ ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের (১০. ৯০) একজন ঋষি। অথর্ববেদে মানবদেহের নিম্নভাগের অঙ্গগুলি এইরূপ বর্ণিত আছে:—

পার্ষ্ণী (heels), মাংস (flesh), গুল্ফ (ankle-bone), অঙ্গুলি (finger) খ (apertures), উচ্ছ্বখ (metatarsus-গুল্ফ ও পদাঙ্গুলির মধ্যবর্তী স্থান), প্রতিষ্ঠা (tarsus-গুল্ফাস্থি), অষ্ঠীবান্ (knee-cap) জঙ্ঘা (leg), জানুসন্ধি (knee-joints)।

তাহার পর মধ্য অঙ্গের বর্ণনায় এইরূপ বলা হইয়াছে,—জানুদ্বয়ের (knees) উপরে চতুষ্টয় (foursided), শিথির (pliant), কবন্ধ (trunk)। শ্রোণিদ্বয় (hips) ও উরুদ্বয় কুসিন্ধের (অস্থি-frame) অবলম্বন। তারপর ক্রমে ক্রমে কবন্ধস্থিত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উরঃ (breast-bone), গ্রীবা (the cervical cartileges), স্তন (breast piece), কফোড (অংসফলক—shoulder-blades), স্কন্ধ (neck-bones), পৃষ্টিঃ (back-bones) অংস (collar-bones), বাহুর (arms). উল্লেখ পাই। পরে মস্তকের বর্ণনায় মস্তকের সপ্তরন্ধ্র ["সপ্ত খানি শীর্ষণি"—the seven apertures in the head;—কর্ণদ্বয়, নাসিকা (নাসারন্ধ্রদ্বয়), চক্ষণি (চক্ষুর্দ্বয়) ও মুখবিবর], হনু (jaws), জিহ্বা (tongue), মস্তিষ্ক (brain), ললাট (forehead), ককাটিকা (facial bone), কপাল (cranium), চিত্যা হন্বোঃ (structure of the jaws) বলা হইয়াছে।

পরবর্তী যুগে চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদ গ্রন্থের সহিত উপরি-উক্ত বর্ণনা ও নামগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অংশস্থিত পর্বগুলির কথাও পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ রহিয়াছে।[২] গ্রীবায় (বহুবচন—cervical vertebrae) সংখ্যা শতপথব্রাহ্মণের (১২. ২. ৪. ১০) মতে ৭টী; কিন্তু গ্রীবা অর্থে সাধারণতঃ বায়ুনালী (wind pipe) বুঝায় (ঋ° ৬. ১৬৩. ২; অথ° ৬. ১৩৪. ১; ৯. ৭. ৩; ১০. ৯. ২০)। জত্রু (jatru) শব্দের বহুবচনে গ্রীবাদেশীয় উপাস্থি (cervical cartilages) বুঝাইয়াছে (ঋ° ৭. ১, ১২; অথ° ১৪. ২. ১২); শতপথ-ব্রাহ্মণে (১২. ২. ৪. ১১) ইহা পঞ্জরস্থিত উপাস্থি (costal cartilages) বুঝাইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী মানবদেহে ৩৬০ অস্থি (১০. ৫. ৪. ১২; ১২. ৩. ২. ৩, ৪)। তাহাতে মস্তক ও কবন্ধের অস্থি-বর্ণনায় (১২. ২. ৪. ৯-১৪) বলা হইয়াছে—মস্তকের ৩টী ভাগ:—ত্বক্, অস্থি ও মস্তিষ্ক। গ্রীবাদেশে (neck) ১৫টী অস্থি; ইহার ১৪টী করূকর (transverse processes—অনুপ্রস্থগামী বিবর্ধিত অস্থি) এবং একটী বীর্য (strength—মধ্যস্থিত অস্থি)। বক্ষের অস্থি-সংখ্যা ১৭টী; ১৬টী জত্রু (cervical cartilages) এবং উরঃ (sternum) ১টী। কুক্ষিস্থিত অংশে মেরুদণ্ডে (spine) ২১টী অস্থি আছে। ইহাদের ২০টী কুন্তাপ (transverse process) এবং উদরস্থ মেরুদণ্ডাংশ ১টী। বক্ষের উভয় পার্শ্বের অস্থি সংখ্যা ২৭; ইহাদের মধ্যে ২৬টী পর্শু (ribs); এবং অবশিষ্ট দুইপার্শ্বে ১টী অস্থি। গ্রীবা ও উদরের মধ্যবর্তী শরীর-গহ্বরস্থিত

---

* শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি —মুণ্ড° ১. ৫

† Sayana's Comm. on the Rgveda, i. 34 (Muller's Ed.).

‡ Academy July, 1870.

১ ঋ° ১. ৩২. ১০; ১০. ২৯. ১; অথ° ৫. ৯. ৭; ১৮. ৩. ৯; বা-স° ৩২. ৫৫; তৈ-স° ১. ৭. ৫. ১; শ-ব্রা° ১০. ১. ৩১।

২ অথ° ১. ৭. ৫; ৮. ১৪; ১১. ৮. ১৫, ৭, ৩৩. ৫; ৪. ১৩. ৮; শ-ব্রা° ১২. ২. ৪. ১২-১৪;

(thoracic portion) মেরুদণ্ডে ৩৩টী অস্থি আছে ; ইহাদের মধ্যে ৩২টী অঙ্গুপ্রস্থগামী বিবর্ধিত অস্থি এবং অপরটী মেরুদণ্ডাংশ।

যজুর্বেদ-সংহিতায় (বা-স° ১৯.৮১-৯৩ ; মৈ-স° ৩. ২. ৯ ; কা-স° ৩৮. ৩ ; তৈ-ব্রা° ২. ৬. ৪) শরীরের বিভিন্ন অংশের বর্ণনায় নিম্নোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির নাম পাওয়া যায় :— লোম (hair), ত্বক্ (skin), মাংস, অস্থি, মজ্জা (marrow), যকৃৎ (liver), ক্লোম (lungs), মতস্ন (মূত্রাশয়—kidneys), পিত্ত (gall), আন্ত্র (entrails), গুদ (পাক্বাশয়-bowels), প্লীহা (Spleen), নাভি (navel), উদর (belly), বনিষ্ঠু (গুহ্যদ্বার—rectum), যোনি (womb), প্লাশি বা শেপ (পুরুষাঙ্গ —penis), মুখ (face), শিরঃ (head), জিহ্বা, আসন্ (মুখবিবর—mouth), পায়ু (পাছা—rump), বাল (leech), চক্ষু, পক্ষ্ম (eye-lashes), উভ (eyebrow), নস্ (nose), ব্যান (প্রাণবায়ু-breath), নস্য (nose-hair), কর্ণ (ear), ভ্রূ (brow), আত্মা (দেহ বা কবন্ধ), উপস্থ (কটি-waist), শ্মশ্রু ও কেশ। অন্যত্র (বা-স° ২০. ৫-১৩ ; মৈ-স° ৩. ১১. ৮ ; কা-স° ৩৮. ৪ ; তৈ-ব্রা° ২. ৬. ৫) শিরঃ, মুখ, কেশ, শ্মশ্রু, প্রাণ (breath), চক্ষু, শ্রোত্র (ear), জিহ্বা, বাক্ (speech), মনঃ (mind), অঙ্গুলি, প্রত্যঙ্গ (limb), বাহু, হস্ত, কর্ণ, আত্মা, উরঃ (sternum), পৃষ্টি (vertebra), উদর, অংস, গ্রীবা, শ্রোণী, উরু, অরত্নি (elbow), জানু, নাভি, পায়ু, ভসৎ (fundament), অণ্ড (testicles), পসস্ (membrum virile), জঙ্ঘা, পদ, লোম, ত্বক্, মাংস, অস্থি ও মজ্জার কথা আছে। অন্যস্থলে (বা-স° ৩৯. ৮. ৯-১০) বনিষ্ঠু, পুরীতৎ (pericardium), লোম, ত্বক্, লোহিত (blood), মেদ (fat), মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, রেতঃ, পায়ু, ক্লোম্য (flesh near the heart) পার্শ্ব্য (intercostal flesh) প্রভৃতির কথা আছে। যজুর্বেদ-সংহিতায় অশ্বের শারীর-সংস্থানের বর্ণনাও পাওয়া যায় (বা-স° ২৫. ১-৯ ; মৈ-স° ৩. ১৫)

গর্ভোপনিষদে (৪) গর্ভাশয়ে মানবদেহ-গঠনের পূর্ণ বর্ণনা আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজঃ (অগ্নি), বায়ু ও আকাশ (ether) দ্বারা মানবদেহ গঠিত। আরও বলা হইয়াছে যে, স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমের ফলে গর্ভাশয়ে একটি ঘনীভূত পদার্থের (কললের) সৃষ্টি হয় ; তাহা সপ্তদিন পরে বুদ্বুদ আকার ধারণ করে। অর্ধমাসাভ্যন্তরে তাহা পিণ্ডাকার হয়, এক-মাসের পরে কঠিনাবস্থায় অর্থাৎ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। ইহাতে দুইমাস পরে মস্তক, তিনমাস পরে পাদ প্রদেশ, চারিমাস পরে গুল্ফ, জঠর ও কটিপ্রদেশ, পাঁচমাস পরে পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড), ছয়মাসে মুখ, নাসিকা, অক্ষি ও শ্রোত্র জন্মে। সপ্তম মাসে ইহাতে জীব প্রবেশ করে। অষ্টম মাসে উহা সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন হয়।

পরবর্তী কালে হিন্দুদর্শনে মানব-দেহকে স্থূল শরীর (exterior body) ও সূক্ষ্মশরীর ■ লিঙ্গশরীর (subtle body)—এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের অভ্যন্তরস্থ ; ইহাই আত্মাকে জন্ম জন্মান্তরে বহন করে। উপাধি (conditions) হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহাতে স্থূলদেহের গুণ (senses of the body), বুদ্ধি, বেদনা, মন প্রভৃতি রহিয়াছে ; কিন্তু ইহা বিষয়ের বহির্ভূত। পঞ্চপ্রাণ ও মোক্ষপ্রাণই ইহার আয়ু। মোক্ষপ্রাণের নির্বাণেই ইহার মৃত্যু। সাংখ্যদর্শনমতে সূক্ষ্মশরীর ১৮টী ধাতুতে গঠিত। ইহার মতে স্থূল পার্থিবদেহ মাটি অথবা ৪টী বা ৫টী ভূতে সৃষ্ট ; ইহার ৬টী আবরণ—কেশ, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা।

ঐতরেয় আরণ্যকের (১. ২. ২) মতে মানবদেহ ১০১টী উপাদানে গঠিত। ইহার ৪টী ভাগের প্রত্যেক ভাগে ২৫টী এবং কবন্ধ স্বতন্ত্র একটী। ঊর্ধ্ব অংশের ২টীতে ৫টী চারিসন্ধিযুক্ত অঙ্গুলি, ২টী কক্ষঃ (?), দোঃ (বাহু,) অক্ষ (collarbone), অংসফলকের (shoulder blade) কথা বলা হইয়াছে। নিম্নের দুইটী অংশে ৫টী চারিসন্ধিযুক্ত পদাঙ্গুলি, উরু, পদ, ৩টী সন্ধির (articulations) কথা আছে।

শাংখায়ন আরণ্যকে (২. ২) মস্তকের তিনটী অস্থি, গ্রীবার তিনটী সন্ধি, অক্ষ (collar-bone), অঙ্গুলির ৩টী পর্ব, মেরুদণ্ডের ২১টী কশেরুকার উল্লেখ আছে। অন্যান্য গ্রন্থেও নানারূপ বর্ণনা আছে।* শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে কক্ষুষ (অথ° ৯. ৮. ২—সম্ভবতঃ কর্ণের কোন অংশ), কক্ষ (অথ° ৬. ১২৭. ২—armpit), প্রপদ (অথ ২. ৩৩, ৩ পদের অগ্রভাগ) ও পিত্তের (gall) উল্লেখ আছে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শারীর-সংস্থানবিদ্যায় বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। নরকঙ্কাল-বিভাগে প্রাচীন ভারতে ৩টী বিশিষ্ট মত দেখা যায়। শারীর-সংস্থান-বিদ্যা-সম্মত নরকঙ্কাল-বিভাগ পৌরাণিক ঋষি আত্রেয়-প্রবর্তিত বলিয়া খ্যাত। বহু স্মৃতিগ্রন্থেও নরকঙ্কাল-বিভাগ দেখা যায়। নরকঙ্কালের ৩০টী বিভাগ আয়ুর্বেদ হইতে পাওয়া যায় :— (১) বত্রিশটী দন্ত, (২) দন্তের বত্রিশটী কোটর (উলূখল), (৩) কুড়িটী নখ, (৪) ষাটটী অঙ্গুল্যস্থি (phalanges), (৫) কুড়িটী লম্বা অস্থি, (৬) লম্বা অস্থিগুলির চারিটী অবলম্বন (bases), (৭) দুইটী গুল্ফ, (৮) চারিটী গুল্ফাস্থি, (৯) চারিটী অরত্নি (মণিবন্ধ) অস্থি, (১০) অগ্রবাহুর চারিটী অস্থি, (১১) পায়ের চারিটী অস্থি, (১২) দুইটী জানুফলক, (১৩) দুইটী কূর্পর-ফলক (elbow-pans), (১৪) উরুর দুইটী ফাঁপা অস্থি, (১৫) বাহুর দুইটী ফাঁপা অস্থি, (১৬) দুইটী স্কন্ধ ফলক, (১৭) দুইটী কণ্ঠাস্থি, (১৮) দুইটী নিতম্বফলক (hip blades), (১৯) একটী বস্তি প্রদেশের অস্থি (pubic bone,) (২০) পঁয়তাল্লিশটী পৃষ্ঠাস্থি (back bone), (২১) চৌদ্দটী বক্ষোস্থি,

* মৈ-স° ৩. ২. ৯ ; তৈ-স° ১. ৭. ১ ; ঐ-ব্রা° ৬. ২৯. ২।

(২২ক) চব্বিশটী পঞ্জরাস্থি, (২২খ) পঞ্জরাস্থির চব্বিশটী কোটর। (২২গ) চব্বিশটী পঞ্জরাস্থি-কোটরস্থিত চব্বিশটী অর্বুদ (tubercle), (২৩) গ্রীবার পনরটী অস্থি, (২৪) একটী বায়ুনালী, (২৫) তালুস্থিত দুইটী বিবর (palatal cavities), (২৬) নিম্ন চিবুকের অস্থি (lower jaw bone), (২৭) শৃঙ্খলাকার দুইটী চিবুকাস্থি (tie-bones), (২৮) নাসিকা গণ্ড ও ললাট-বিস্তৃত একটী অস্থি, (২৯) দুইটী শঙ্খদেশ (temples), (৩০) মস্তিষ্ক-পরিবেষ্টক চারিটী অস্থি। আধুনিক শারীর-সংস্থান-বিদ্যার সহিত ইহার মূলতঃ পার্থক্য রহিয়াছে ; প্রাচীন ভারতীয়গণ নখ, দাঁত, প্রভৃতিকে নর-কঙ্কালের অন্তর্ভুক্ত করায় এই পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে নরকঙ্কালে ২১০টী সন্ধি। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি সচল ও কতকগুলি অচল। আয়ুর্বিজ্ঞানে মানবদেহে ৯০০ স্নায়ু, ৫০০ পেশী, ৭০০ শিরা রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন নাভিদেশ হইতে ধমনী ও নাড়ীগুলি বিস্তৃত ; প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

আয়ুর্বেদবাদিগণ বলেন। অস্থির সংখ্যা ৩৬০ ; কিন্তু শল্যতন্ত্রানুসারে অস্থির সংখ্যা ৩০০। সেই ৩০০ অস্থির মধ্যে শাখা সকলে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে ১২০, শ্রোণি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলে ১১৭ এবং ঊর্ধ্বজত্রুতে ৬৩।

আয়ুর্বেদ-মতে মানবদেহ ৫টী প্রধান অঙ্গে বিভক্ত—দুইটী বাহু, দুইটী উরু, গ্রীবাসহ মস্তক, কবন্ধ। এইগুলির সহিত ৫৬ প্রত্যঙ্গ যুক্ত আছে। কবন্ধের ১৫টী ইন্দ্রিয় হৃদয়, যকৃৎ, ফুসফুস, প্লীহা, দুইটী বক্ষোগ্রন্থি (breast-glands), মূত্রাশয়, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহৎ অন্ত্র এবং অন্যান্য নাড়িভুঁড়ি, আয়ুর্বেদ-মতে দেহে ১০ অঞ্জলি জল, ৯ অঞ্জলি রস, ৮ অঞ্জলি রক্ত, ৭ অঞ্জলি মল, ৬ অঞ্জলি শ্লেষ্মা, ৫ অঞ্জলি পিত্ত, ৪ অঞ্জলি মূত্র, ৩ অঞ্জলি বসা (adeps), ২ অঞ্জলি চর্বি, ১ অঞ্জলি মজ্জা, অর্ধ অঞ্জলি মস্তিষ্ক, অর্ধ অঞ্জলি শ্লেষ্মা-নির্যাস, ও অর্ধ অঞ্জলি শুক্র রহিয়াছে। ইহাতে শরীরে ১০৭ মর্মস্থানের (sensitive parts) কথাও আছে। এইসকল-স্থানে অস্ত্রোপচার নিষিদ্ধ। বিভিন্ন অঙ্গের পরিপোষক বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট খাদ্য-তালিকাও তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভারতীয় বৈদ্য-শাস্ত্রে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের উপর বিশেষ করিয়া প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। প্রায় সমস্ত রোগই এই ত্রিদোষের যে কোন একটির হ্রাস বা বৃদ্ধি-হেতু উৎপন্ন হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার ৩য় অধ্যায়ে শারীর-সংস্থানের বহু ব্যাপার বর্ণিত আছে। ইহাতে উল্লেখ আছে শরীরের ৭০০ শিরা, ৯০০ স্নায়ু, ২০০ ধমনী ও ৫০০ পেশী আছে (৩. ৭. ১০০), ধমনী ৩৯০২৫৬ ইত্যাদি।

হিন্দুশাস্ত্রে মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বের প্রতীক বলা হইয়াছে, এই বিশ্ব ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সমবায়ে সৃষ্ট এবং ব্রহ্মই ইহার প্রাণ। মানবদেহ এই পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত এবং আত্মাই ব্রহ্ম।

আধুনিক শারীর-সংস্থানবিদ্যা — মানবদেহ প্রধানতঃ একপ্রকার কঠিন ও দ্রব পদার্থের সমবায়ে গঠিত। যৌবনকাল পর্যন্ত দেহে দ্রব-পদার্থের আধিক্য থাকে। এই দ্রব-পদার্থই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উপাদান যোগাইয়া ঐ গুলিকে গড়িয়া তুলে ; সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব পদার্থ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই দ্রব পদার্থের আধিক্যের নিমিত্তই শিশু ও যুবকের শরীর কমনীয় কান্তি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে ; ইহার অভাববশতঃই বৃদ্ধবয়সে চর্ম শিথিল ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। বর্তমান ইউরোপীয় শরীর-সংস্থান-বিদ্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

উদর—বক্ষঃস্থল (thorax) এবং বস্তি-প্রদেশের (pelvis) মধ্যবর্তী অংশ। দেহ মধ্যে উদর-গহ্বর (abdominal cavity) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার ঠিক উপরেই বক্ষঃস্থল অবস্থিত। উদর ও বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে পেশীময় পর্দা (midriff) রহিয়া উভয় অংশ পৃথক্ করিতেছে। উদর মধ্যে পাকাশয়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র, যকৃৎ, ক্লোম (pancreas), প্লীহা ও মূত্রযন্ত্রের কতক অংশ অবস্থিত।

অন্নবহা নাড়ী (alimentary canal)—পরিপাক-সংক্রান্ত ক্রিয়া-সম্পাদনই ইহার কার্য। মানবদেহে এই নাড়ী (tube) বিশেষ শক্তি-শালী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই নাড়ী খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করিয়া দেহে তাহা শোষণ করিয়া লয়। ইহা মুখবিবর হইতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত।

মহাধমনী (aorta)—হৃৎপিণ্ডের বাম-ভাগ হইতে ইহা বিস্তৃত। ইহা হইতে ফুসফুসের ধমনী ব্যতীত অন্যান্য ধমনীসমূহ বহির্গত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারাই হৃৎপিণ্ড হইতে দেহের সর্বত্র শোণিত সঞ্চারিত হয়। বক্ষঃপঞ্জর সংযোগকারী বক্ষোস্থির (breast bone) উপরিভাগে। ইহার নাম ঊর্ধ্বগামী মহাধমনী (ascending aorta)। বক্ষোস্থিতে উঠিয়া ইহা বিশেষভাবে বক্র হইয়াছে ; এই বক্রস্থান (great arch of the aorta) হইতে মস্তক ও প্রান্তদেশ পর্যন্ত ইহা শাখা বিস্তার করিয়াছে। তারপর নিম্নগামী হইয়া (descending) ইহা কবন্ধে (trunk) শাখা বিস্তার করিয়াছে। অতঃপর ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বস্তিপ্রদেশ ও নিম্নপ্রান্তগুলিতে শাখা বিস্তার করিয়াছে।

ধমনী (Arteries)—ধমনী বা রক্তবহা নাড়ীগুলিই হৃৎপিণ্ড (heart) হইতে সমস্ত দেহে ও ফুস্‌ফুসে রক্তবহন করে। ধমনীগুলি মহাধমনী (aorta) হইতে নির্গত হইয়াছে। এইগুলি আবার বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ; সুতরাং যতই এইগুলি শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে, ততই সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করিয়া পরিশেষে রক্তবহা সূক্ষ্ম নাড়ীতে (capillaries) পরিণত হইয়াছে। এই দেহে বিস্তৃত রক্তবহনাড়ীগুলি (systemic arteries) বিশুদ্ধরক্তে পূর্ণ থাকে। কিন্তু ফুস্‌ফুসে যে ধমনীদ্বয় রক্ত বহন করে, তাহাদিগকে প্রধান ধমনী (pulmonary arteries) বলা হয়। উদরের দক্ষিণভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই

দুইটীর একটী ডানদিকের ফুস্‌ফুসে এবং অন্যটী বামভাগের ফুসফুসে রক্তবহন করে। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে পিত্ত (bile) প্রধান।

যকৃৎ হইতে পীতবর্ণ এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, ইহাই পিত্ত। ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়মতেই পিত্তের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মূত্রাশয় (bladder) বস্তিদেশ-স্থিত গহ্বরে অবস্থিত। অস্থি নানাপ্রকার [অস্থি দ্র°]। মস্তিষ্ক (brain) ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত। ইহার মধ্যে স্নায়ু (nervous tissue) প্রধান। দেহে বহু শিরা, নাড়ী, গ্রন্থি (duckless glands) রহিয়াছে। ইউরোপীয় শাস্ত্রে পিত্তকোষ, অন্ত্র (intestines), হৃৎপিণ্ড, বস্তি (kidneys), পেশী, কর্ণমূলস্থ গ্রন্থি (parotid glands), নাসিকা, ক্লোম (pancreas), বস্তিকোটর (pelvis), বক্ষ, নরকপাল, মেরুদণ্ড, গ্রীবা, উদর, জিহ্বা, আলজিহ্বা (tonsil) প্রভৃতি দেহের সমস্ত অংশেরই সূক্ষ্ম বর্ণনা আছে। বিভিন্ন অঙ্গের ধর্মও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ণীত হইয়াছে।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অঙ্গ১৩—স্ত্রী°, = অঙ্গবিদ্যা।—দীঘ° ব্রহ্ম° ১।

অঙ্গ১৪—মন্দির-পরিচালনের ব্যয়।—El, xv. 18, 22, 25, 108. অঙ্গ=অঙ্গ-ভোগ, অঙ্গরঙ্গভোগ, অঙ্গরঙ্গবৈভব, অঙ্গরঙ্গবৈভোগ।

অঙ্গ১৫—(বৌদ্ধশা°) সুত্ত, গেয্য, বেয্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভুতধম্ম ও বেদল্ল—বুদ্ধশাসনের এই নয়টী বিভাগের প্রত্যেকটীই অঙ্গনামে পরিচিত।

অঙ্গক্রমলক্ষণ—গ্রন্থবি°। Opp. I.

অঙ্গচূলিকা — জৈন অঙ্গগ্রন্থনিচয়ের পরিশিষ্ট।

অঙ্গজ—১ কামদেবের নামান্তর। প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে (১৮. ১৮) ইঁহার ধ্যান আছে। এই ধ্যানানুসারে ইনি অরুণবর্ণ বসন, মালা ও অনুলেপ ধারণ করেন। ইনি ইক্ষুধনুর শরাসনধারী, রমণীয়কান্তি। ধ্যান—অরুণ-তরবসনমাল্যানুলেপনাভরণবিস্ফুরদ্বাসনধরম্ । ন্যস্তশরবীজদেহো ধ্যায়েদাত্মানমঙ্গজং রুচিরম্॥১৮ মুল.তক্ষ জৈন-লিপিতে (পংক্তি ১৭) কামদেব অর্থে অঙ্গজের প্রয়োগ আছে।—El, xvi. 55. ২ ব্রহ্মার (অঙ্গ হইতে জাত বলিয়া) পুত্র। ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে মাতৃহীন দশ পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই দশপুত্রের নাম—দক্ষ, ধর্ম, কুসুমায়ুধ, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, প্রমোদ, মৃত্যু ও ভরত। দক্ষ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে, ধর্ম স্তন হইতে, কুসুমায়ুধ হৃদয় হইতে, ক্রোধ ভ্রূমধ্য হইতে, লোভ অধর হইতে, মোহ বুদ্ধি হইতে, মদ অহঙ্কার হইতে, প্রমোদ কণ্ঠ হইতে, মৃত্যু নয়ন হইতে এবং ভরত করমধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করেন।—মৎস্যপু° ৩. ৯-১২।

অঙ্গজা—ব্রহ্মার শরীর হইতে জাতা কন্যা। নয়টী (প্রদত্ত দশটী—অঙ্গজ দ্র°) মাতৃহীন পুত্রের অঙ্গ হইতে জন্মের পর একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, এই কন্যার নাম অঙ্গজা। মৎস্যপু° ৩. ৯-১২।

অঙ্গজিৎ—জৈন গৃহস্থ-বি°। ইনি ভগবান্ পার্শ্বনাথের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। —নিরয়াবলী-সূত্র।

অঙ্গটিকা—জৈনদিগের গোত্র-বি°। উকেশ-বংশে বিমলে বিশালে গোত্রে ভবস্ত্যঙ্গটিকেতি নাম্নি।"—কল্পাগমপ্রশস্তি—I.O. 7481.

অঙ্গণদেব—নৃপতি-বি°। চেদিরাজ (হৈহয়-বংশীয়) অর্জুনের পুত্র। অর্জুন কোক্কলদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ৮৩৬ শক° (৯১৪ খ্রী°) নৌসারি-তাম্রলেখে ইঁহার কন্যা বিজাম্বার* সহিত রাষ্ট্র-কূটরাজ ৩য় ইন্দ্রের (জগত্তুঙ্গের পুত্র ও ২য় কৃষ্ণের পৌত্র) বিবাহের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের ঔরসে ও বিজাম্বার গর্ভে গোবিন্দরাজের জন্ম হয়। ৮৩৮ শক° হড্ডী-মত্তূর-শিলালেখেও অঙ্গণদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[BG, i. pt.-ii. 203 ; IA, xii. 224]

অঙ্গতন্ত্র—তন্ত্র।—Stein. 227 বিশ্বাসার-তন্ত্রান্তর্গত—Peters. 4, 43

অঙ্গত্বনিরুক্তি—প্রধান ও অঙ্গের মধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞাপক মীমাংসা গ্রন্থ। রচয়িতা—মুরারি মিশ্র ইনি কুমারিল-প্রোক্ত মত অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ-স্থান, সমাখ্যা ও রূপ অঙ্গত্বের ছয়টী প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।—T.C.M. 1351, 1793 Bb. 322 ; Hy. 1376 ; opp.

অঙ্গতি—মহানারদকস্সপজাতকে (৫৪৪ সংখ্যক) বর্ণিত বিদেহাধিপতি।—Fausboll : Jataka, vi. 220ff.

অঙ্গদ১—(পৌরাণিক) ১ কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর পুত্র ; মাতা—সুষেণকন্যা তারা।—রা° ৪. ১৬. ১১ ; মহা° ৩. ২৮৫. ৭ ; পদ্মপু° পাতাল° ২১. ২২। রামচন্দ্র বালীকে শরাঘাতে নিহত করেন ; মৃত্যুর পূর্বে বালী রামের নিকট পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান (রা° ৪. ৩৮. ৫০-৫৩)। তদনুসারে রাম বালীর অনুজ বন্ধু সুগ্রীবকে সিংহাসনে বসাইয়া অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন (ঐ, ৩৮)। ইনি বৃহস্পতির অবতার ও বাক্‌পটু অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ও সুবক্তা (রা° ৪. ১৮) এবং রামচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। দক্ষিণ-দেশে সুগ্রীব যে সকল বানর-সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, অঙ্গদ তাহাদের অধিনায়ক হন (৪. ৪৫. ৬) ও হনুমানের সহিত সীতান্বেষণে যান (৪. ৪৮. ১)। সীতার অন্বেষণকালে পর্বতো-পরি এক ভীষণকায় অসুর ইঁহাকে আক্রমণ করিয়া মারিতে উদ্যত হয় ; এই দৈত্যকে ইনি অনায়াসে হত্যা করিয়াছিলেন (৪. ৪৮. ৭-২৩)। লঙ্কাযুদ্ধের প্রারম্ভে রামচন্দ্রের দূতরূপে সেতুপথে রাবণের নিকট গমন করিয়া ইনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু রাবণ এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইলে ইনি তাঁহাকে সকাশনে আক্রমণপূর্বক তাঁহার মুকুট কাড়িয়া লইয়া ফিরিয়া আসেন (রা° ৬. ৪১. ৮৪-৯১)। লঙ্কাসমরে ইনি বিশেষ দক্ষতা ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন।—রা° ; পদ্মপু° পাতাল° ২১. ৪৬। যুদ্ধে ইনি ইন্দ্রজিৎকে শরাঘাতে জর্জরিত করেন (রা° ৬. ৪০. ১৯)। ইনি কম্পনের আক্রমণ প্রতিরোধ

* ডক্টর ফ্লীট বিজাম্বাকে বিজাম্বা বলিয়াছেন। সংস্কৃত বিজাম্বা অর্থে বিজাম্বা।—IA. xii. 250.

করিয়াছিলেন (৬. ৭৬. ১-৩) ও কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দেন (৬. ৬৭. ৪১-৪৯)। নরান্তক (৬. ৬৯. ৮০-৯৪) মহাপার্শ্ব (৬. ৯৮. ৯-২২) ও বজ্রদংষ্ট্র (৬. ৫৪. ১৬-৩৭) ইঁহার হস্তে নিহত হন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেককালে উপস্থিত হইলে রাম ইঁহাকে আলিঙ্গন করেন ও বৈদূর্যমণিমণ্ডিত দুইটী কেয়ূর উপহার দেন। (৬. ১২৮. ৭৭)। রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞে ইনি শত্রুঘ্নের অনুগামী হন; সেই সময়ে একবার শত্রুঘ্নকর্তৃক রাজা সুরথের নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রামের মহাপ্রস্থানের সময় সুগ্রীব ইঁহার হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া রামের অনুগমন করেন (রা° ৭. ১০৮. ২৪)। ২ অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের দুই পুত্রের অন্যতর। দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ অঙ্গদ ও কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতু। মাতা—উর্মিলা। রামচন্দ্রের আদেশে ইনি অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বের অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের নিকটবর্তী কারুপথদেশে ইঁহার রাজ্য স্থাপিত হয়; উহার রাজধানী অঙ্গদীয়া। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ এই রাজ্য জয় করিয়া ইঁহাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন।—রা° ৭. ১০২. ৮; পদ্মপু° পাতাল° ৫. ১৬; বায়ুপু° ৮৮. ১৮৭; ব্রহ্মাণ্ডপু° ২. ৬৩. ১৮৯; রঘু° ১৫. ৯০; বিষ্ণুপু° ৪. ৪. ৪৭। ৩ ক্ষত্রিয় বীরবি°। কুরুক্ষেত্রে ইনি উত্তমৌজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।—মহা° ৭ ২৫. ৩৯। ৪ মগধ-দেশবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণবি°। দেবদাস ও উত্তমার পুত্র।—পদ্মপু° উ° ২১৬. ৩, ৭, ৮। ৫ পুরু ও সৈনের বৃহৎক্ষত্রকন্যা দৃষদ্বতীর পুত্র।—বায়ুপু° ৯৬. ২৪৬; ব্রহ্মাণ্ডপু° ২. ৭১. ২৫৫। ৬ শ্রীকৃষ্ণ ও শৈব্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র।[1]—হরি-বিষ্ণু° ১০৩. ১৬।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্গদ, —দ্বিতীয়* শিখগুরু। শিখধর্ম-প্রবর্তক গুরু নানক লেহনা নামক একজন ত্রিহুন ক্ষত্রীকে তাঁহার শিষ্য করেন। ১৫৩৮ খ্রী° তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইঁহাকে 'অঙ্গদ' নাম দিয়া উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া যান।† তদনুসারে তিনি নানকের মৃত্যুর পরে গদীতে আসীন হন। গুরু অঙ্গদদেব অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন। এমন কি শরকে রজ্জু প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থে তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ১৫৫২ খ্রী° অঙ্গদদেবের মৃত্যু হয়; তাঁহার মৃত্যুর পরে অমরদাস নামক একজন ভল্লক্ষত্রীকে অঙ্গদদেব শিখগুরুর পদে বৃত করেন ইতঃপূর্বে অমরদাস অঙ্গদদেবের জলবহনকারী ছিলেন। কোন কোন মতে ১৫৫২ খ্রী° অথবা ১৫৫৩ খ্রী° অঙ্গদদেবের মৃত্যু হয় (ERE 11, 507)। অঙ্গদ জাতিতে ক্ষত্রী ছিলেন; নানকের সহিত তাঁহার রক্তের কোন সম্বন্ধ ছিল না। অমৃতসর জেলার দক্ষিণে, বিপাশা নদীর নিকট খদুর গ্রামে অঙ্গদদেবের জন্ম। এই স্থানে ইঁহার মৃত্যুর পর একটী মঠ নির্মিত হইয়াছে। এখানে লোকেরা পূজা দিয়া থাকে।

অঙ্গদদেব পঞ্জাবে প্রচলিত গুরুমুখী (গুরুর মুখ হইতে নিঃসৃত) বর্ণমালার প্রবর্তক। পঞ্জাবে পূর্বে লণ্ডা (Landa) নামীয় বর্ণমালার প্রচলন ছিল। সারদালিপি হইতে পঞ্জাবের পর্বতীয় বর্ণমালা ও লণ্ডা বর্ণমালার সংমিশ্রণে এই বর্ণমালা উদ্ভাবিত। তিনি শিখদের আদিগ্রন্থ পরিবর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে এই বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। অঙ্গদ-রচিত বহু হিন্দী দোহা প্রচলিত আছে; ইহাদের কোন কোনটী কবীরের রচিত বলিয়া চলিতেছে। নিম্নে অঙ্গদের এইরূপ একটী দোহা প্রদত্ত হইল—

"কোটিন চন্দা উগবেঁ সূরজ কোটি হজার।
সৎ গুরু মিলিয়া বাহরা, বৈসে ঘোর অঁধার।"

নানকের শিষ্য হইবার পূর্বে অঙ্গদ সম্ভবতঃ বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন। ভক্তমালের টীকায় উক্ত হইয়াছে যে, রায়সেনগড়ের রাজা সিলহদীন ইঁহার খুল্লতাত ছিলেন। ভক্তমালে ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা ও আছে:—

ভক্তমাল-গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইনি রায়সেনগড় নামক দেশের অধিপতির জ্ঞাতি খুল্লতাত ও সেনাপতি ছিলেন। সেনাপতি হইলেও পিতৃব্য বলিয়া রাজা ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। প্রথমে ইনি ধর্মের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন এবং ভগবন্নাম মুখে আনিতেন না। কিন্তু ইঁহার স্ত্রী অতিশয় ধর্মপরায়ণা ও সুশীলা ছিলেন। তিনি ইঁহাকে ধর্মে মতি রাখিয়া কৃষ্ণনাম ভজন করিবার জন্য সর্বদাই অনুরোধ করিতেন, কিন্তু ইনি স্ত্রীর একান্ত অনুগত হইলেও উহাতে মতি স্থির করিতে পারেন নাই। একবার ইঁহার স্ত্রীর গুরু ইঁহার গৃহে আসেন; তখন ইঁহার স্ত্রী তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া যথোচিত সমাদর ও সেবা করেন। উহা দেখিয়া ইঁহার মনে সন্দেহের ভাব উদয় হইল এবং ইনি পত্নীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করিলেন, এমন কি তাঁহার গুরুকেও দুর্বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাতে ইঁহার পত্নী মনঃকষ্টে মরণ সঙ্কল্প করিয়া অনশনে রহিলেন। তখন নিজ দুর্ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া ইনি পত্নীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পত্নীও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইবার জন্য ইঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে ইনি পত্নীর নিমাত-সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষিত হন এবং গুরু-সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া উঠেন। ক্রমশঃ ইনি একজন রীতিমত ভক্ত হইয়া পড়েন এবং ফলে রাজকার্যে ইঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

একবার অন্য এক নৃপতির সহিত রায়-সেনগড়ের নৃপতির যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইনি যুদ্ধ করিবার জন্য আহূত হন এবং বার বার

---

[1] বিষ্ণুপু° (৪. ৩২. ৩) মতে—'সংগ্রামজিৎ-প্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্তু অভবন্ সুতাঃ।'

* En. Brit. (xvii, 186) ভ্রমক্রমে ইঁহাকে ৫ম গুরু এবং Garcin de Tassy (i, 244) ৩য় গুরু বলিয়াছেন।

† 'বাল্যাদ্যেব পুরাংগবঃ প্রতি কথা প্রোক্তা নিজ-প্রাকৃত-ভাষা নানকসংগতাবিকলজ্ঞানাধৃধিঃ শ্রীগুরোঃ।' —নানকচন্দ্রোদয়, ১. ৮।

আদিষ্ট হইলে নিতান্ত অনিচ্ছাবশতঃ ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুপক্ষের যাবতীয় সম্পত্তি ও বিপক্ষ নৃপতির উষ্ণীষের বহুমূল্য হীরক লইয়া ইনি নিজ প্রভু নৃপতির নিকট গমন করিলেন। নৃপতিকে যাবতীয় সম্পত্তি দিয়া পুরুষোত্তম বিগ্রহের মাথায় হীরকটী পরাইবার মানসে উহা গোপনে রাখিলেন। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া হীরকটী দিতে বলেন। তখন হীরকটী দিতে অস্বীকৃত হইয়া ইনি পলায়ন করিলেন। রাজার আজ্ঞানুক্রমে বহু সৈনিক ইঁহার অনুধাবন করিল। পরিশেষে সৈনিকদল ইঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িলে গত্যন্তর না দেখিয়া ইনি নিরস্ত হইলেন। একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া ইনি তাহাদিগকে স্নানান্তে হীরকটী দিতে সম্মত হইলেন। জলে নামিয়া পুরুষোত্তমের নাম গ্রহণপূর্বক ইনি হীরকটী জলে নিক্ষেপ করিলেন। সৈনিকদল তাহা দেখিয়া জল সেচনদ্বারা হীরকটী উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইল—ইঁহার প্রতি আর কোন দৃষ্টি রাখিল না। ইনি পুরুষোত্তমের পথে অগ্রসর হইলেন। সৈনিকেরা জলমধ্যে হীরকের সন্ধান পাইল না। পুরুষোত্তমতীর্থে উপনীত হইলে আশ্চর্য হইয়া অঙ্গদ দেখিলেন যে, হীরকটী পুরুষোত্তম বিগ্রহের মাথায় শোভা পাইতেছে। পাণ্ডারা আশ্চর্যান্বিত হইল। তাহারা পুরুষোত্তমের নিকটে জানিল যে, অঙ্গদেরই ঐ কাজ। তখন তাহারা ইঁহাকে আনিয়া অতিশয় সমাদর করিল।—শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ (বসুমতীসং), ২৯৭-৩০০।

[ERE, xi. 507 ; ix. J.D. Cunningham : A. Hist. of the Sikhs ; Khazam Simha : Hist. and Philosophy of Sikh Religion (2 vols), Lahore, 1914 ; Dr. Mohan Singh : Kabir and the Bhagti Movement, i. 2. 35, 53 ; En. Brit. xvii. 17, 186 ; Chajju Singh : The Ten Gurus etc ; H.A. Rose : Tribes & Castes of the Punjab ; A. Macauliffe : Sikh Religion (4 vols) 1919.]

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্গদ৯—ক্লী°, বাহুভূষণ-বি°। কেয়ূর, বাজু, অনন্ত, তাড়। ইহার মধ্যভাগ লতার ন্যায় গ্রথিত পুষ্পদ্বারা খচিত। তিন বর্ণের পুষ্প ইহাতে উপরি উপরি বিন্যস্ত থাকে। ইহা তিনটী পুষ্প-মুখযুক্ত এবং গোলাকার। 'স্নিগ্ধপুষ্পলতাতন্তপ্রোতৈর্মণ্ডলতাং গতৈঃ। ত্রিবর্ণোপর্যুপর্যুপ্তত্রিপুষ্পাননমঙ্গদম্॥'—কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, ১৫০। এই অলঙ্কার বাহুতে পরিধান করা হয়। প্রয়োগ—'ভুজকটকৌ অঙ্গদে'—উজ্জ্বলনীলমণি, রাধা-প্রকরণ, আনন্দচন্দ্রিকা-টীকা।—'চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ। নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসংকীর্তন॥' —চৈ-চ° আদি ৩. ৪৬।—বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি, ২খ. ২। [কেয়ূর, বাজু, অনন্ত ও তাড় দ্র°]

অঙ্গদ২—শ্রীরূপ গোস্বামি-সংকলিত পদ্যাবলীধৃত নিম্নলিখিত শ্লোক-রচয়িতা কবি—

অলমলমমুগলমা তস্য নাম্না
পুনরপি সৈব কথা গতঃ স কালঃ।
কথয় কথয় বা তথাপি দূতি
প্রতিবচনং দ্বিতোঽপি মাননীয়ম্॥

অঙ্গদ৩—মগধদেশবাসী দ্বিজ দেবদাসের পুত্র। মাতা—উত্তমা।—পদ্মপু° উ° ২১৬. ৩, ৭, ৮।

অঙ্গদ৪—ভ্রাতৃদ্রোহী নৃপতি-বি°। পঙ্কবট নামক রাজা ইঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।—রাজত° ৮. ৩৪০০।

অঙ্গদনাটক—ভূভটরচিত সংস্কৃত নাটক। —Cat. Cat ; B. 2. 116.

অঙ্গদর্পণ—রসলীন-(১৭৪০ খ্রী°) রচিত হিন্দী অলঙ্কার-গ্রন্থ (poetics)। রসলীনের প্রকৃত নাম সৈয়দ গুলাম নবী। ইনি হরদোই জেলার অন্তর্গত বিলগ্রাম-বাসী। অঙ্গদর্পণ একখানি নখশিখ্ অর্থাৎ শরীরের নখ হইতে মস্তক পর্যন্ত সর্বাঙ্গের বর্ণনাবিষয়ক কাব্য।—F. E. Keay : A hist. of Hindi lit., 48.

অঙ্গদরণ—(বৈদ্যক) ক্লী°, শিশুর রোগ-বি°।

অঙ্গদরায়বারনাটক—১ রাবণের নিকটে অঙ্গদ ও রামের যুক্তি ও যুদ্ধবিষয়ক বাঙলা নাটক। রচয়িতা—আশুতোষ ঘোষ। ৪৪ পৃ°। কলিকাতা, ১৮৭৭। ২ ঐ। রচয়িতা—অঘোরচন্দ্রদাস ঘোষ। ৪৪ পৃ°। কলিকাতা, ১৮৬৭।

অঙ্গদা।—স্ত্রী°, ১ [অঙ্গ—দৈ+ড, ক+আপ্] দক্ষিণদিক্‌স্থিত হস্তীর ভার্যা, দিক্‌করিণী। 'বেঙ্গ অঙ্গি'। ২ গোপিকা বি°। ইনি শ্রীকৃষ্ণের মাতৃসমা ছিলেন। 'তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা'।— কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, ৬০। ৩ তন্ত্রে (প্রপঞ্চ° ৩. ১৫-১৬) ১৬ কলার প্রকারভেদ আছে। অঙ্গদা স্বরবর্ণোত্থিতা সৌম্যা ১৬ কলার অন্তর্ভুক্ত। ইহা কামদায়িনী। এই ১৬ কলার নাম যথা—

অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টীরতির্ধৃতিঃ॥১৫
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা কামদায়িন্যঃ স্বরজাঃ কলাঃ॥১৬

অঙ্গদি—মহীশূরের কদূর জেলার অন্তর্গত মুদেগেরে তালুকের একটী গ্রাম। মুদেগেরে নগর হইতে ইহার দূরত্ব সার্ধ তিন ক্রোশ। এই গ্রামই প্রাচীন শশেবুর, শশিপুর বা শশিকপুর। শশিকপুর হইতেই হৈসল-বংশের উদ্ভব হয়। এই স্থানে কয়েকটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। দুইটী জৈন-বস্তীর ধ্বংসাবশেষের শিল্পনিদর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের প্রধান দেবতা বসন্তম্মা দেবী—এই স্থানে ইনি বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। সম্ভবতঃ ইনিই হৈসলদিগের বাসন্তিকা দেবী।—IG. v. 374.

অঙ্গদি, শনমুখ লিঙ্গপ্প (রাও বাহাদুর) —বেলগাঁও-এর অন্যতম প্রধান ব্যবহারাজীব। জন্ম—১৮৯৪ খ্রী° ১১ই জানুয়ারী। বেলগাঁও-এর অন্তর্গত হুনগহুন্দ-তালুকের বিশিষ্ট ও ধনী ভূম্যধিকারী লিঙ্গপ্প অঙ্গদির কনিষ্ঠ পুত্র। বংশ—লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত। শিক্ষা—কোলহাপুরের রাজারাম হাই স্কুল ও পুনার ডেকান কলেজ। বোম্বাই-এর গভর্নমেণ্ট ল স্কুল হইতে এল. এল. বি. উপাধিপ্রাপ্ত ও

বেলগাঁও-কোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ। ১৯২৩ খ্রী° হইতে প্রধানতঃ সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠালাভ; এই সময় গোকচের তালুক লোকাল বোর্ড ও বেলগাঁও-এর জেলা লোকাল বোর্ডের সভ্য নির্বাচিত। ১৯২৬-৯ খ্রী° প্রথম জেলা লোকাল বোর্ডের সভাপতি। ১৯২৩ খ্রী° বেলগাঁও জেলার অমুসলমান কেন্দ্র হইতে বোম্বাই লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত। ১৯২৭ খ্রী° রাও বাহাদুর উপাধি লাভ। বোম্বাই-এর ফ্র্যান্চাইস্ কমিটী, ফাইন্যান্স কমিটী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ডেলিমিটেশন কমিটী, সিনেট এবং প্রেসিডেন্সী রোড বোর্ড কমিটীর সভ্য। ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্স কমিটীর সভ্য ও সভাপতি। গদগ কো-অপারেটিভ সম্মেলন, বিজাপুর রায়ট্স্ সম্মেলন, বেলগাঁও জেলা লোকাল বোর্ড (দুইবার) ও বেলগাঁও জেলা স্কাউট কমিশনার-এর সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সম্মানিত হইয়াছেন। কর্ণাটকে এবং বেলগাঁও-এর কর্ণাটক লিঙ্গায়ৎ শিক্ষা-সমিতির ইনি একজন বিশিষ্ট উৎসাহী কর্মী। সমুদয় সামাজিক, শিক্ষানৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইঁহার বিশেষ উৎসাহ আছে।

অঙ্গলিকা—[প্রা° অঙ্গইআ, অঙ্গলিয়া] স্ত্রী°, ১ নগরী-বি°। ২ তীর্থবি°।—উপদেশপদ, ৫৫২।

অঙ্গদিন্ন—জাতকোল্লিখিত রাজকুমারের নাম।—Jataka. 29.

অঙ্গদীয় — বিষয়-বি°। যুক্তপ্রদেশে শাহ্‌জহানপুর জেলার অন্তর্গত বাঁশখেরা নামক গ্রামে প্রাপ্ত কান্যকুব্জ ও স্থাণীশ্বরের পুষ্পভূতি-বংশীয় নৃপতি হর্ষের ২২ রাজ্যাঙ্কের কার্ত্তিক মাসে প্রথম দিবসে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে এই বিষয়টীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বালচন্দ্রকে এবং ভদ্রস্বামীকে অহিচ্ছত্রাভুক্তির অন্তর্গত অঙ্গদীয় বিষয়ের পশ্চিম পথকে অবস্থিত একটি মর্কটসাগর নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ('অহিচ্ছত্রাভুক্ত্যাবঙ্গদীয় বৈষয়িক পশ্চিম পথক স [ম্ব] র্কট সাগরে')।[২] এক্ষণে এই বিষয়টী কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। এই বিষয়টী যে অহিচ্ছত্রাভুক্তির অন্তর্গত ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। বুলেরের মতানুসারে অহিচ্ছত্রাভুক্তি যুক্তপ্রদেশে বেরিলি জেলার অন্তর্গত রামনগর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল।[৩] সুতরাং অঙ্গদীয় বিষয় যে রামনগরের মধ্যে অবস্থিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; কিন্তু অঙ্গদীয় বিষয় যে ঠিক কোন স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা বলা যায় না।

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

অঙ্গদীয়া—পাশ্চাত্ত্য কারুপথদেশে লক্ষ্মণপুত্র কুমার অঙ্গদের রাজধানী।—রা° উ° ১০২। বায়ুপু° (৮৮. ১৮৮); অনুসারে ইহা 'হিমালদপর্বতাস্যাসে' সংস্থিত।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ২. ৬৩. ১৮৯.

অঙ্গদূষণ—বাস্তুশাস্ত্র দ্র°।

অঙ্গদেয়া—দার্জিলিঙের লিম্বু জাতি পাম্বার শাখার গোষ্ঠীর নাম।

অঙ্গদেবভট্ট— কাশীর নারায়ণভট্ট-কৃত বৃত্তরত্নাকরের (১৫৪৫ খ্রী°) টীকায় (১৬৮১) অঙ্গদেবভট্টের বংশ-বিবরণ পাওয়া যায়। এতদনুসারে নারায়ণের পিতা রামেশ্বর, রামেশ্বরের পিতা গোবিন্দ, গোবিন্দের পিতা নাগপাশ; এই নাগপাশের পুত্র অঙ্গদেব। 'ভট্টঃ শ্রীনাগপাশাৎ সমজনি বিবুধস্চাঙ্গদেবভট্টঃ' —IO. 1904, 103, Cat. Cat; Oxf. b. 198b.

অঙ্গদেবী—স্ত্রী°, শ্রীতত্ত্বনিধি-ধৃত দেবী-বি° ইঁহার ধ্যান এইরূপ —

"নবলাবণ্য পূর্ণাঙ্গলাবধানধৃতায়ুধাঃ
পরিতো বিষ্ণুপীঠং চ ভ্রামান্তো দীপ্তমূর্ত্তয়ঃ॥"

এই দেবী বিষ্ণুপীঠের চারিদিকে ভ্রমণ করেন। ইনি নবলাবণ্যময়ী, পূর্ণাঙ্গী; ইঁহার হস্তে আয়ুধ। ইঁহার মূর্ত্তি দীপ্তিময়ী। তত্ত্বনিধিতে একই আকৃতিবিশিষ্ট ছয়জন অঙ্গদেবীর কথা আছে।

অঙ্গদ্বীপ—দক্ষিণ-মহা সাগরস্থ দ্বীপ-বি°। সম্ভবতঃ আনাম ও কম্বোজ। ব্রহ্মাণ্ডপু°-বর্ণিত ছয় দ্বীপের অন্যতম।

অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ॥—৫২. ১৩

ইহা বহুবিস্তৃত, সুবর্ণ, প্রবাল ও নানাবিধ রত্নের আকর। এই দ্বীপ নানা নদী, শৈল ও বনদ্বারা অলঙ্কৃত এবং লবণসাগরে পরিবেষ্টিত। এখানে চক্রনামে এক পর্বত বিদ্যমান। ইহার গুহাসকলও অতিবিস্তৃত ও নানাবিধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ। এই মহাগিরি নাগদেশের মধ্যভাগে বিরাজিত। এই গিরির উপরে অনেক প্রদেশ আছে। পর্বতের উভয় প্রান্তভাগ সাগর স্পর্শ করিতেছে। —ব্রহ্মাণ্ডপু° ৫২. ১৫-১৮।

অঙ্গধরাষ্টক—কাব্য-বি°।—Cat, Cat; B. 2. 70.

অঙ্গধৃক্—[ধৃ°-ধৃশ] যবকন্যা নির্ঘাষ্টি ও ক্রসহের পুত্র।—মার্ক-পু° ৫১. ৩। অঙ্গধৃক্ অনিলের ন্যায় লোকের অঙ্গে প্রস্ফুরণোক্ত শুভাশুভ সূচনা করেন। ইনি কাকাদি পক্ষীতে আরোহণ অথবা কুক্কুর ও শৃগালে অবস্থান করিয়া শুভাশুভ নির্দেশ করেন।—ঐ ৫১. ১৬। ইঁহার পুত্র পিশুন অজিতাত্মা ব্যক্তিগণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া তাহাদের বল গ্রাস করেন।—ঐ. ৫১. ৬৬।

অঙ্গন,—ক্লী°, ১ প্রাঙ্গণ, উঠান (a court a, yard); ২ লোভ, অপবিত্রতা, পাপ (lust, impurity, sin)

উপরি-উক্ত উভয় অর্থেই অঙ্গন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অভিধান পদীপিকায় (২১৮, ৮৮১) ও অমরকোষে অঙ্গন শব্দের সমপর্য্যায় শব্দ—'চত্বরা' (প্রাঙ্গণ), 'মল, ক্লিলেষ' (মল ও ক্লেশ)।

অঙ্গনশব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জাতকের খ্রিভিন্নস্থলে অঙ্গন শব্দ

১ EI, iv. 208-11, 1896-97; Ibid, xx. appendix, notice no. 1385, 1929-30.

২ EI, iv. 211, ll. 7-8, 1896-97.

৩ Ibid, 210, 1896-97.

ব্যবহৃত হইয়াছে। "একঙ্গণানি অহেসুং" —মুক্ত প্রাঙ্গরস্থিত বহু পদার্থের ন্যায় সুস্পষ্ট হইল।—জাতক ১. ৩৩। "মনুস্সা বনং ছিন্দিত্বা একঙ্গণং কত্বা খেত্তানি করিস্সন্তি—লোকে জঙ্গল কাটিয়া ইহাকে মুক্ত করিবে এবং কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবে (জাতক ২. ৩৫৭)। পালি গ্রন্থাদিতে কোথাও অঙ্গন শব্দ প্রাঙ্গণ (yard) অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সিংহলদেশীয় পণ্ডিত সুভূতিই প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী অনুরূপ অর্থ তৎসম্পাদিত কোষে করিয়া গিয়াছেন। জাতকের সর্বত্রই মুক্তস্থান (প্রান্তরই হউক আর গৃহের ছাদই হউক) বুঝাইতে অঙ্গন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (জাতক ২. ৩২৫)। অবশ্য অঙ্গনের উপরে উন্মুক্ত আকাশ থাকার প্রয়োজন। সুভূতি অঙ্গন-শব্দের সমপর্যায় সিংহলীয় শব্দ 'মিদুল' করিয়াছেন। সিংহলে গৃহের সম্মুখস্থ মুক্ত প্রাঙ্গণকেই 'মিদুল' বলে। পশ্চিম-ভারতে অঙ্গন অর্থে নিম্নোক্ত স্থানগুলি বুঝায়। (১) গৃহবেষ্টিত চতুষ্কোণমুক্ত স্থান; (২) গৃহের সম্মুখস্থ মুক্তস্থান বা প্রাঙ্গণ—ইহা বেড়া বা প্রাচীরের আবেষ্টনীদ্বারা বদ্ধ। এইরূপ প্রাঙ্গণ গৃহের দুই তিন দিকে থাকিতে পারে। (৩) গৃহের সম্মুখস্থ মুক্ত প্রাঙ্গণ কোনরূপ বেড়াদ্বারা বেষ্টিত। (৪) বাসগৃহের (এমনকি গো-গৃহের) সম্মুখস্থ মুক্তস্থান—ইহাতে বেড়া থাকে না। (৫) বাসগৃহের সম্মুখস্থ মুক্তস্থান—সাধারণতঃ ইহা গৃহের অধিকারীর ভূমির সীমাও নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহাতে চাষ-বাস করা হয় না। (৬) বোম্বাই নগরে গভর্ণমেন্ট-বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশ সাধারণকে তাঁবু ফেলিয়া থাকিবার জন্য ভাড়া দিয়া থাকেন। এইরূপ অংশগুলিকেও অঙ্গন বলা হয়।

সাধারণতঃ গৃহের সম্মুখস্থ মুক্ত স্থানকেই অঙ্গন বলে। বাঙলাদেশে ইহা উঠান নামেই পরিচিত। হিন্দুর অঙ্গনে প্রায়ই একটী তুলসীবেদী ও তুলসী গাছ দেখা যায়। হিন্দুরা স্নান করিয়া তুলসীতে জলদান ও সন্ধ্যাবেলা প্রদীপদানকে নিত্যকর্তব্যরূপে গণ্য করে। কোন কোন গৃহে দেবপূজায় নিত্য ব্যবহার্য দুই একটী ফুলের গাছও দেখা যায়। ভারতবর্ষে অঙ্গন গৃহের সীমার মধ্যে অবস্থিত। আইন অনুসারেও ভারতে অঙ্গন গৃহসীমায় অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের সর্বত্রই এই শব্দ সুপরিচিত।

সম্ভবতঃ সংস্কৃত অঙ্গণ শব্দ হইতে পালি অঙ্গন শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃত√অঙ্গ—ভ্রমণকরা, চলা (to walk about, or to roam); ইহা হইতে 'বিপথে ভ্রমণ করা' এই অর্থ হইয়াছে। এইজন্য পালিপিটকে "অর্হৎ শব্দের বিশেষণরূপে 'অনঙ্গন' (unerring) শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।—JRAS. 191, 461, 623.

অঙ্গন২, **অঙ্গনা**—রত্নাবলী নাটিকায় (T.O. 4160—১৭৫১ খ্রী° লিখিত) উল্লিখিত বাণিজ্যোপযোগী নগর-বি°। "পুটভেদন অঙ্গনাভিধে কৃতবাসো ধিবণী সুদুর্লভঃ সমণীশিখরাগু সাধু সজ্জন কোবিদসুতঃ সুবরভাং॥"—রত্নাবলী।

অঙ্গনলাল—হিন্দী কবি। ইঁহার উপ-নাম রসাল। ১৮২৩ খ্রী° জন্ম; বিলগ্রাম (হরিদ্বার) জেলার অধিবাসী। রচিত গ্রন্থ—(১) বরবৈ অলঙ্কার (২) নখশিখ (৩) বারহমাসা (১৮২৯ খ্রী°)।—মিশ্রবন্ধুবিনোদ ৩, ১১০৫।

অঙ্গপ্রবিষ্ট—জৈ°, ১ জৈন দ্বাদশাঙ্গের কোন একটী অঙ্গের নাম।—কর্মগ্রন্থ ১. ৮। ২ অঙ্গগ্রন্থাবলীর জ্ঞান।—স্থানাঙ্গসূত্র ২. ১।

অঙ্গপূজা—গুরুর মস্তক, পদ, গুল্ফ, প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের পূজাবিধি-বিষয়ক গ্রন্থ-বি°—T.C.M. 84 (f).

অঙ্গভূত—তীর্থ-বি°। এই তীর্থ শ্রাদ্ধে অতিপ্রশস্ত। এই তীর্থে সর্বদা সর্বদেবের সান্নিধ্য দেখা যায়। এই তীর্থে দান করিলে শতকোটি দানের ফল হয়।—মৎস্যপু° ২২. ৫০-৫৬।

অঙ্গমন্দির—জৈ°, চম্পানগরীর অন্তর্গত দেবালয়-বি°।—ভগবতী-সূত্র° ১. ১।

অঙ্গমলজ—মহাভারতে উল্লিখিত ভারতবর্ষীয় দেশ-বি°।—মহা° ৬. ৯। ৫০।

অঙ্গযোনি—(সকল জীবের উৎপত্তির যোনি বা মূল কারণ বলিয়া) মন্মথ। অঙ্গযোনি কামদেবের নামান্তর। ইঁহার ধ্যান প্রপঞ্চ° (১৮, ৪.) এইরূপ—

> অরুণমরুণবাসোমাল্যদামাঙ্গরাগং
> শকরকলিতপাশং সাঙ্কুশাস্ত্রেষুচাপম্॥
> মণিময়মুকুটাদ্যৈর্দীপ্তিমাকল্পজাতৈ-
> স্মরশরনলিনস্থং চিন্তয়েদঙ্গযোনিম্॥ ৪

অঙ্গরাগ১—[অঙ্গ + √ রঞ্জ্ + ঘঞ্ (করণে): রঞ্জ্ ধাতুর ন-কারের লোপ—ঘঞি চ ভাবকরণয়োঃ—পা° ৬. ৪. ২৭; চ, জ স্থানে কবর্গ—চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ—পা° ৭. ৩. ৫২] ১ চন্দনাদি অঙ্গের বিলেপন—কেশর, কর্পূর, কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত চন্দন। প্রাচীনকালে লোকে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ এইরূপ চন্দনে লিপ্ত করিত। ২ বস্ত্র বা আস্তরণ। ৩ শরীরের শোভার জন্য গাত্রে লেপন করিবার রঞ্জন-সামগ্রী, সুগন্ধ-দ্রব্য। ৪ স্ত্রীলোকের পাঁচটী অঙ্গের সজ্জা বা সাজগোজ—যথা, সিঁথীতে সিন্দুর, মস্তকে অর্ঘ্য, গালে তিলক রচনা, কেশরের বিলেপন, হাত ও পায়ের নখে মেহদীপাতার রঙ লাগান। ৫ দেশী চূর্ণ-বি°। ইহা মুখে লাগান হইয়া থাকে। ৬ দেবমূর্তির অঙ্গে রঙ লাগান বা চিত্রকরণ।

অঙ্গরাগ২—বেশভূষা ও প্রসাধন বর্তমানে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাসস্থান অথবা আবাসগৃহ সুশৃঙ্খলায় পরিপাটী রাখা যেমন সভ্যতার পরিচায়ক, তেমনই শরীর পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা ও বেশভূষায় সজ্জিত করাও সভ্যতাভিমানী মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। এইরূপ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকার মূল উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যরক্ষা। অঙ্গরাগ বা প্রসাধনের মূল লক্ষ্য স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য। সহজাত সহজ-জ্ঞান হইতে সকল জীবই শরীরের প্রতি মায়াপরবশ; সুস্থ শরীরে জীবন-ধারণ সকল জীবেরই লক্ষ্য। শরীরের

ক্লেদ, ময়লা ও ঘর্মাদি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে রীতিমত স্নান ও গাত্রমার্জনাদির ব্যবস্থা এই জন্যই মানুষ স্মরণাতীতকাল হইতে করিয়া আসিয়াছে। পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুর মধ্যেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। যে জন্তুদের দেহ লোমাবৃত হয় তাহারা রীতিমত স্নান করে, না হয় নিজে অথবা পরস্পর গা চাটিয়া লোমরাজি বিন্যাস করে। পক্ষিজাতির মধ্যে এই অভ্যাস অত্যন্ত প্রবল। শরীর ও মনের নিকট সম্বন্ধ; শরীর অসুস্থ হইলে মানসিক ফূর্তি নষ্ট হয়। অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ এই জ্ঞানলাভ করিয়া শরীরের প্রতি যত্নপরবশ হইয়াছে। সুন্দর আবহাওয়া ও সুন্দর দৃশ্যাদি মানসিক ফূর্তির অনুকূল। এই হেতু মানুষ আদিযুগ হইতেই সৌন্দর্যের ভক্ত। তাই বনজ সুন্দর লতাপাতা, সৌরভযুক্ত অথবা সুন্দর পুষ্প ও পুষ্পকোরককে শারীরিক সৌন্দর্য-বিধানের প্রতি মানুষের মন প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিল; পাখীর চিত্রবিচিত্র পালকও এক সময়ে মানুষের প্রিয় পরিচ্ছদের অঙ্গ ছিল। শরীরে ময়লা জমিলে অথবা ঘর্মাদি হইলে সাধারণতঃ শরীরে দুর্গন্ধ জন্মে; ইহা নিতান্ত অস্বস্তিকর। সুগন্ধে সকলেরই মন প্রফুল্ল হয়। তাই বোধ হয় আদি যুগেও মানুষ গাত্রাদি মার্জনা করিয়া অঙ্গে সৌরভযুক্ত পুষ্পরেণু মাখিত। শুধু আর্যজাতি নয়, অসভ্য অনার্যজাতিও বেশভূষা ও প্রসাধনের বিশেষ ভক্ত। অবশ্য উভয়ের রুচির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উন্নততর জীবন-যাপন-প্রণালী, বেশভূষা ও প্রসাধন আর্য ও অনার্যের পার্থক্যের অন্যতর মাপকাঠি। অঙ্গরাগ বা প্রসাধন শুধু বিলাসের জন্য নহে, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক প্রফুল্লতাবিধানই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অঙ্গরাগের অমিতাচারই বিলাসের পথে চালিত করে; মানসিক প্রফুল্লতার মাদকতা হইতেই মানুষ বিলাসের পথে চালিত হয়।

আধুনিক যুগে অঙ্গরাগে সাবান, আতর, এসেন্স, কেশতৈল, অনুলেপন (snow, cream) ও পাউডার প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে অনুরূপ অঙ্গরাগ বা প্রসাধন-দ্রব্যের অভাব ছিল না। প্রাচ্যদেশই অঙ্গরাগ-দ্রব্যের উদ্ভাবক—ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ যে সুপ্রাচীন যুগে এই জন্য বিখ্যাত ছিল অথবা ভারতবর্ষেই বহুবিধ গন্ধ দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ; তাহাতেও প্রাচীন আর্যগণের অঙ্গরাগ ও বিলাস-দ্রব্যের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। অঙ্গরাগদ্রব্য-গুলিকে গুণ বা ধর্ম অনুসারে পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(১) দেহ পরিষ্কার-কারক, (২) চর্মের বিকৃতিনাশক ও ঔজ্জ্বল্যবর্ধক, (৩) অঙ্গের বিকৃতি-পরিপূরক, (৪) সৌন্দর্য-বৃদ্ধিকারক ও (৫) দুর্গন্ধনাশক ও সৌরভবর্ধক। দেহের সৌন্দর্য বর্ধন ও সুরভি-বিধানই অঙ্গরাগে শ্রেষ্ঠ গুণ। সৌরভযুক্ত পুষ্প ও কাষ্ঠাদির সাহায্যে মানুষ সুরভি-দ্রব ও অনুলেপনাদি উদ্ভাবন করিয়াছে। মিশরের পিরামিড-গর্ভ হইতে খ্রী-পূ° দুই তিন হাজার শতাব্দী পূর্বেকার সুগন্ধ তৈল ও নির্যাস পাওয়া গিয়াছে; অদ্যাপি তাহার গন্ধ নষ্ট হয় নাই; এতদ্ভিন্ন তৎকালীন বেশভূষা ও প্রসাধনের বহু সামগ্রীও পাওয়া গিয়াছে।

মৃতদেহের অঙ্গরাগ— ইহার পর প্রাচীন গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে প্রাচীন যুগে অনুরূপ অঙ্গরাগ-দ্রব্য ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবপূজক জাতিগণের দেবতার অঙ্গরাগ (রঙ লাগান) ও প্রসাধনের যেমন ব্যবস্থা ছিল বা আছে, তেমনই মৃতদেহেরও অঙ্গরাগের (প্রসাধনের) ব্যবস্থা অতি প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুরা শবদেহকে যথারীতি স্নান করাইয়া, চন্দন ও গঙ্গামৃত্তিকাদি মাখাইয়া ও বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দাহ করিয়া থাকেন। চন্দন, দেবদারু প্রভৃতি গন্ধকাষ্ঠের চিতারচনা ও চিতায় গন্ধদ্রব্যাদি নিক্ষেপের ব্যবস্থাও আছে। মিশরেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় তাহাকে সুগন্ধ জলে স্নাত, সুগন্ধ তৈলে বা দ্রব্যে অনুলিপ্ত ও বেশভূষায় সুসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহুদীদিগের মধ্যেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। আবার মুসলমানগণ মৃতদেহকে স্নান করাইয়া তাহাতে গোলাপজল সেচন করিতেন এবং পদ্মপত্র ও কর্পূর-চূর্ণের দ্বারা মৃতদেহ অনুলিপ্ত করিতেন। বর্তমানে মৃতদেহের প্রসাধন ও বেশভূষা প্রায় সকল সভ্য জাতিই নিজ নিজ ধর্ম ও রুচি অনুসারে করিয়া থাকেন।

দেবতার অঙ্গরাগ—মৃন্ময়, কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময়—ভেদে দেবমূর্তি তিন প্রকার। সাধারণতঃ মৃন্ময় ও কাষ্ঠময় মূর্তিরই গাত্রে যথাযথ রঙ লাগান হইয়া থাকে। দেবপূজক জাতিগণের মধ্যে এই প্রথা অতি প্রাচীন। ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে এই প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; এই উদ্দেশ্যে হরিতাল, সিন্দুর, খড়ি, কজ্জল, নীল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ও বহু রঙের উদ্ভাবন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দেবতার স্নান, অনুলেপন ও বেশভূষাদির ব্যবস্থা আছে। দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান বা রূপ-কল্পনা অনুযায়ী দেবতার মূর্তি গঠন ও চিত্রকরণের ব্যবস্থা আছে। স্নানদ্রব্য, অনুলেপনদ্রব্য ও বেশ-ভূষাদিও দেবতাভেদে বিভিন্ন। হিন্দুশাস্ত্রে বিভিন্ন উপচারে দেবপূজার বিধি আছে; গন্ধদ্রব্য সকল উপচারেরই অন্তর্ভুক্ত। দেব-পূজক জাতিদের মধ্যে দেবতার অঙ্গ সুগন্ধ স্নানীয় দ্রব্যে প্রক্ষালন, অনুলেপন, ধূপদান ও পুষ্পাদিদ্বারা সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা আছে। দেবপূজার অঙ্গরাগ দ্রব্যাদি হইতে আমরা প্রাচীনযুগের প্রসাধন সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা করিতে পারি; এই উদ্দেশ্যে চন্দনকাষ্ঠ, জাফরান, অগুরু, আতিকল, দেবদারু, হোলিচূর্ণ, কুঙ্কুম, মৃগনাভি কর্পূর ও পুষ্পাদি প্রাচীন যুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অধিকাংশ গন্ধদ্রব্যই উপরি উক্ত দ্রব্যগুলির সাহায্যে প্রস্তুত। লাক্ষা হইতে অলক্ত (আলতা) প্রস্তুত হয়। অলক্তের ব্যবহারও অতি প্রাচীন। পুষ্প দেব-

পূজার একটী প্রধান উপকরণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯. ১৭. ৩২) ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবতাকে পুষ্পদানের মাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণের দিব্য পুষ্পহার-ধারণের উল্লেখ আছে। দ্রবিড়জাতিও দেবপূজায় পুষ্পের ব্যবহার করিত। দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প, গন্ধদ্রব্য ও আভরণের ব্যবস্থা শাস্ত্রগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতায় (৬৬. ২) আছে :—

'চন্দনমৃগমদাগুরুদারুকর্পূরকুঙ্কুমজাতীফলবর্জমনুলেপনং ন দদ্যাৎ।'

অর্থাৎ চন্দন, মৃগনাভি, অগুরু, দেবদারু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও জাতীফল ব্যতীত অনুলেপন প্রদান করিবে না।

দেবপূজায় পুষ্প-নির্বাচনেও শাস্ত্রীয় আদেশ আছে :—

'নোগ্রগন্ধি। নাগন্ধি। ন কণ্টকিজম্। কণ্টকিজমপি শুক্লং সুগন্ধিকং দদ্যাৎ। রক্তমপি কুঙ্কুমং জলজঞ্চ দদ্যাৎ।' (বিষ্ণু-সং ৬৬, ৫-৯)

অর্থাৎ উগ্রগন্ধ, গন্ধশূন্য ও কণ্টকশালী বৃক্ষ-সম্ভূত পুষ্পপ্রদান করিবে না। কিন্তু কণ্টকশালী বৃক্ষ-সম্ভূত পুষ্প যদি শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি হয়, তাহা দিবে। ধূপ সম্বন্ধেও বিষ্ণুসংহিতায় আছে :—

'ন ধূপার্থে জীবজাতম্। ন ঘৃততৈলং বিনা কিঞ্চন দীপার্থে।' (বিষ্ণু-সং ৬৬. ১০-১১)।

অর্থাৎ ধূপের জন্য প্রাণীর অঙ্গ দিবে না। ঘৃত, তৈল ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অর্থাৎ বসা প্রভৃতি দীপের জন্য দিবে না।

দেবতার বস্ত্র ও আভরণ-নির্বাচনেও হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিধি আছে :—

'ন বাসো নীলীরক্তম্। ন মণিসুবর্ণয়োঃ প্রতিরূপমলঙ্করণম্॥' (বিষ্ণু-সং ৬৬. ৩-৪)

অর্থাৎ নীলীরক্তবস্ত্র ও মণিসুবর্ণের প্রতিরূপ অলঙ্কার অর্থাৎ তৎসদৃশ কৃত্রিম অলঙ্কার দানের ব্যবস্থা ছিল না।

যজ্ঞকাষ্ঠাদি নির্বাচনেরও যথাযথ বিধি ছিল। যজ্ঞধূমে মানসিক গুণের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া মনের প্রফুল্লতা আনয়ন করিত। এতদুদ্দেশ্যে পলাশ, দেবদারু, চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠ নির্বাচিত হইত। দেবপূজায় যে সকল গন্ধদ্রব্য ও অঙ্গরাগ-দ্রব্য ব্যবহৃত হয় এবং পূজক যে সকল অঙ্গরাগ-দ্রব্যে নিজের প্রসাধন করেন, মনকে সংযত ও প্রফুল্ল-করণই সেই সকল দ্রব্যের ধর্ম। এইজন্যই সুস্নাত পূজক ক্ষৌম-বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া অঙ্গে চন্দনাদি বিলেপন ও যথারীতি তিলকাদি রচনা করিয়া প্রসন্নচিত্তে পূজায় সমাসীন হন। এই জন্যই রুগ্ন ব্যক্তির অথবা আহত ব্যক্তির পূজার আসনে বসিবার অধিকার নাই।

প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেবপূজক জাতির মধ্যেও দেবপূজায় অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন ভারতে অঙ্গরাগ—ভারতীয় প্রাচীন আর্যজাতি প্রসাধনদ্রব্যের উদ্ভাবনে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন; হিন্দুর দেবপূজা-পদ্ধতি অদ্যাপি তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। প্রাচীন মূর্তিশিল্পও সে যুগের বেশভূষা ও আভরণের নিদর্শন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। বস্ত্রশিল্পে প্রাচীন ভারতের খ্যাতি বহির্ভারতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কাব্য, নাটক ও শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে অঙ্গরাগ-দ্রব্য ও বেশভূষার ভূরি ভূরি উল্লেখ রহিয়াছে। মানব-দেহের সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য-বিধানই অঙ্গরাগের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং বাহ্য অনুলেপনাদির সাহায্যে শরীরের উজ্জ্বল্যবিধান বা শরীরকে সৌরভযুক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াই প্রাচীন ভারত ক্ষান্ত হয় নাই, দেহের কান্তি ও পুষ্টিবিধায়ক এবং স্থিরযৌবন-কারক সেবনীয় ঔষধাদির আবিষ্কার করিয়াছিল। ব্রহ্মচর্যসাধন, বিবিধ প্রকার আসন ও অঙ্গচালন-প্রণালী রূপসাধনারই অঙ্গ। অঙ্গরাগের উদ্দেশ্য শুধু বিলাস নহে। দেবপূজকের অঙ্গরাগ ও ভর্তৃসমীপে গমনেচ্ছু নারীর অঙ্গরাগের বা প্রসাধনের উদ্দেশ্য সমান নহে। এই উভয়রূপ প্রসাধনে গুরু পার্থক্যই বিদ্যমান। অঙ্গরাগ বা প্রসাধন-ভেদে মনের চাঞ্চল্য, উত্তেজনা অথবা সংযতভাব আসে। কামভাব বা প্রবৃত্তি-উত্তেজক প্রসাধনও আছে। আয়ুর্বেদ ও কামশাস্ত্রে অঙ্গরাগের বহু ব্যবস্থা রহিয়াছে। গন্ধ বা সৌরভের শক্তি যে যৌন আকর্ষণের মূল, ইহা ভারতীয় কামশাস্ত্রকার সুপ্রাচীন যুগে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গন্ধের মাদকতা মানুষের ইন্দ্রিয়-লালসা উদ্দীপ্ত করে; সৌন্দর্যের আকর্ষণ রহিয়াছে, আবার সময়ভেদে তাহার মাদকতাও মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। জীববিজ্ঞান ও দেহ-বিজ্ঞানে পুরুষ ও নারীভেদে দেহের গন্ধ যে ভিন্ন, তাহা ধরা পড়িয়াছে। ইতরজন্তুর মধ্যেও যৌন আকর্ষণে এই গন্ধের শক্তিই প্রধান। তাই কামশাস্ত্রকার শুধু দেহের সৌন্দর্য অথবা সৌরভবিধায়ক অঙ্গরাগদ্রব্য আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের চিত্তাকর্ষক বা লালসা-সমুদ্দীপক প্রসাধনদ্রব্যের আবিষ্কারও করিয়াছিলেন। কামশাস্ত্রে পুরুষের ব্যবহার্য দেহের দুর্গন্ধনাশক এবং দেহকে সুরভিত করিয়া স্ত্রীজাতিকে আকর্ষণ করে এইরূপ উভয়বিধ অঙ্গরাগদ্রব্যের ব্যবস্থা আছে। স্ত্রীজাতির ব্যবহার্য অঙ্গরাগদ্রব্যেরও অনুরূপ দুইটী বিভাগ আছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কুচুমার মুনির কুচুমার-তন্ত্র, কোক্কোক কবির রতি-রহস্য, কল্যাণ মল্লের অনঙ্গরঙ্গ, জ্যোতীশ্বরাচার্যের পঞ্চসায়ক, পদ্মশ্রীর নাগরসর্বস্ব, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে অঙ্গরাগের বিবিধব্যবস্থা আছে। এইগুলিতে ঘর্মজাত-দুর্গন্ধনাশক, ঘর্মনিবারক, অঙ্গসৌরভ-বিধায়ক, দেহের কান্তিবর্ধক, মুখের দুর্গন্ধনাশক বিবিধ দ্রব্য, কেশতৈল, স্নানদ্রব্য, মুখবাস, পুংবাস ও অমঙ্গল-নাশক বহু গন্ধদ্রব্যের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নাগরকবৃত্তে বিলাসী নাগরকের প্রাতরুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্য করণীয় অঙ্গরাগের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

কামসূত্রে আর্যগণের বিলাসিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা নিত্য স্নান, একদিন অন্তর হরিদ্রা, তিল ও চন্দন প্রভৃতির দ্বারা গাত্র পরিষ্কার এবং তৃতীয়দিনে ফেনক বা সাবান ব্যবহার করিতেন। চতুর্থদিনে

দাড়ি কামাইবার ব্যবস্থা ছিল। ঘর্ম অপনয়নের জন্ত কর্পট বা রুমালের ব্যবহার ছিল। শয্যাগৃহে রাত্রিকালে মাল্য, অনুলেপন, সুগন্ধ দ্রব্য ও দাড়িম্বের ছাল প্রভৃতি রক্ষিত হইত। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তাঁহারা অনুলেপনদ্বারা অঙ্গ লিপ্ত করিতেন। অগুরু প্রভৃতিদ্বারা দেহ সুরভিত করিয়া মাল্যরচিত শিরোভূষণ পরিতেন। অলক্তক ও মোমদ্বারা ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া দৈনন্দিন কার্যে গমন করিতেন। আহারবিহার-কালে তাঁহারা মিহি ক্ষৌমবস্ত্র ও পরিমিত আভরণ পরিতেন এবং সুগন্ধি উপলেপন, চন্দনাদির অনুলেপন ও শুভ্রপুষ্পাদি ধারণ করিতেন। অভিগমন-কালে বহু ভূষণধারণ, বিবিধ পুষ্প ও অনুলেপন গ্রহণ এবং বিবিধ অঙ্গরাগে সমুজ্জ্বল বসন পরিধান করিবার নিয়ম ছিল। কাম-শাস্ত্রমূলক গ্রন্থাদি হইতে দুর্গন্ধ-নিবারক ও দেহের সৌরভবর্ধক কতিপয় অনুলেপনাদির বর্ণনা করা যাইতেছে—

ঘর্মাদিজনিত দুর্গন্ধনাশক—

সহকার-দাড়িম্বত্বক্ জলধৌতশিক্ত
শঙ্খচূর্ণলেপ ইব।
চিঞ্চাকরঞ্জবীজৈর্লেপনেঽপি ক্ষিপতি
দৌর্গন্ধ্যম্ ॥৮৪
ককুভকুসুমজম্বুদলন্লোধ্রৈরর্জুনক
সমভাগৈঃ।
হরতি নিদাঘে বিহিতং ঘর্মাদিদুষ্টদেহ-
দৌর্গন্ধ্যম্ ॥৮৫
লোধ্রোশীরশিরীষকপদ্মকচূর্ণেন মিলিত-
দেহস্য।
গ্রীষ্মেঽপি ত্বগ্‌দোষাঃ স্বেদপ্রভাবা ন
জায়ন্তে ॥৮৬
মলয়জ-কাশ্মীরজকৃষ্ণাগুরুলোধ্রতগরবালকৈশ্চ
সমভাগৈঃ।
সকলপি কৃতমুদ্বর্তনমতনুং তনুগন্ধ-
মপনয়তি ॥৮৭
বিল্বশিবাসমভাগো লেপো ভুজমূলগন্ধ-
মপনয়তি।
পরিণততিন্তিড়িকাম্বিত পূতিকরঞ্জোত্থ-
বীজং বা ॥৮৮
—রতিরহস্য, সকলযোগাদিকল্পম্

আম্র, ডালিমের ছাল, শঙ্খচূর্ণ, চিঞ্চা ও করঞ্জবীজের সহিত জল দিয়া মিশাইয়া প্রলেপে দেহের দুর্গন্ধ দূর হয়।৮৪

অর্জুনফুল, জামপাতা ও লোধগাছের ছাল সমানভাবে পিষিয়া শরীরে লেপন করিলে গ্রীষ্ম-কালীন ঘর্মের দুর্গন্ধ নাশ হয়।৮৫

লোধ্রকাষ্ঠ, খস্‌খস্, শিরীষবৃক্ষের ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ শরীরে লেপন করিলে ঘর্মজ দুর্গন্ধ বিনাশ হয়।৮৬

চন্দন, কুঙ্কুম, কৃষ্ণাগুরু, লোধ্রকাষ্ঠ, তগর ও বালা সমভাগে পেষণ করিয়া দেহে প্রলেপ দিলে শরীরজাত দুর্গন্ধ নাশ হয়।৮৭

বিল্বপত্র ও হরীতকী (অথবা আমলকী) সমভাগে পেষণ করিয়া লেপন করিলে কক্ষদেশের দুর্গন্ধ নাশ হয়। অথবা পাকা তেঁতুল ও নাটাকরঞ্জার বীজ পেষণ করিয়া লেপন করিলেও কক্ষদেশের দুর্গন্ধ নাশ হয়।৮৮

ত্বক্ মিলিত—(ত্বকের ঔজ্জ্বল্য-বর্ধক ও বিকৃতিনাশক)—করঞ্জ (pongamia glabra), ককুভকুসুম (terminalia arjuna), জম্বুকুসুম (engenia tambolena), লোধ্র (symplocos racemosa), উশীর (andropogon muricatus—Wurzel), শিরীষ (acacia sirissa), পদ্মক (cerassus puddum or costus speciosus), তগর (tabermaemontana coronaria), বালক (andropogon), বিল্ব (aegle marmelos), শিবা (prosopis spicigera mimosa suma, terminalia chembula or citrina, grublica officinalis, jasminum auriculatum, gelburrz, durva grass & syama) পূতিকরঞ্জ (guilandina bondue).

সংমূর্ছিতাস্বুরাগাণাং রত্যুৎসববিলাসিনাম্।
কামিনাং প্রীতিজননমঙ্গরাগাদিকং ব্রুবে ॥ ৪২ ॥
চন্দনোশীরপত্রাভিল্লোধ্রত্বক্ সমুদ্ভবঃ।
লেপঃ স্বেদজদৌর্গন্ধ্যং হরত্যাশু বিলাসিনাম্ ॥৪৩
পিষ্টাপি বা দলং লোধ্রদাড়িমাম্রিপত্রজম্।
কক্ষস্য চ প্রলেপোঽয়মকৃদুর্গন্ধনাশনঃ ॥ ৪৪
চিঞ্চফলং করঞ্জস্য বীজান্যথ হরীতকী।
বিল্বমূলেন কক্ষাদিদুর্গন্ধহরণং বরম্ ॥ ৪৫
নাগপুষ্পাগুরূশীরঃ কোলমজ্জাস্রচন্দনৈঃ।
লিপ্তাঙ্গো বিনিহন্ত্যাশু দুর্গন্ধং ঘর্মবারিজম্ ॥৪৬
খগং পীলুতরোঃ পুষ্পং তথা জম্বুফলং সমম্।
এতদেব নিদাঘে স্যাদ্ ঘর্মাম্ভোনাশনং পরম্ ॥ ৪৭
নিচুলদলাম্ভোজদলাশ্রদাড়িম্বত্বচৈঃ।
নিদাঘকালে লিপ্তাঙ্গো ঘর্মবারিচয়ং জয়েৎ ॥৪৮
শিরীষকেশরোশীরলোধ্রৈরুদ্বর্তনাৎ।
তক্ষণাচ্চ ঘর্মাম্বু নিদাঘে নৈব বিন্দতি ॥ ৪৯
—অনঙ্গরঙ্গ, বশীকরণাদিকল্প

চন্দন, খস্‌খস্, হরীতকী, লোধকাঠ ও আমগাছের ছাল একসঙ্গে পেষণ করিয়া লেপন করিলে ঘর্ম দুর্গন্ধ বিনষ্ট [illegible]।৪৩

হরীতকী, নিমপাতা, লোধকাঠ, ডালিম এবং ছাতিম গাছের ছাল পিষিয়া প্রলেপ দিলে শরীরের দুর্গন্ধ দূর হয়।৪৪

চিঞ্চাফল, করঞ্জের বীজ, ও হরীতকী বিল্বমূলের সহিত পিষিয়া লেপনে কক্ষাদিদুর্গন্ধ বিনাশ করে।৪৫

নাগকেশর, অগুরু, উশীর, কুলের শাঁস, বালা ও চন্দন পিষিয়া প্রলেপ দিলে ঘর্মজাত দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।৪৬

খগপীলুগাছের ফুল এবং জাম সমভাগে পেষণ করিয়া গ্রীষ্মকালে শরীরে লেপন করিলে ঘাম হয় না।৪৭

নিমপাতা, পদ্মকাঠ, লোধকাঠ ও ডালিমের ছাল একসঙ্গে পেষণ করিয়া লেপন করিলে গ্রীষ্মকালে ঘাম হয় না।৪৮

শিরীষত্বক্, নাগকেশর, খস্‌খস্ ও লোধকাঠ পেষণ করিয়া দেহে লেপন করিলে বা ভক্ষণ করিলে গ্রীষ্মকালে ঘাম হয় না।৪৯

গাত্রের সৌরভবর্ধক অনুলেপন—নারী-সম্ভোগের পূর্বে গাত্রে অঙ্গরাগ বিলেপনের প্রশংসা আছে।—পুরুষ ও নারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন অনুলেপনেরও ব্যবস্থা ছিল।

প্রাগঙ্গরাগঃ পুরুষেণ কার্যং ক্রিয়া চ সম্ভোগ-
সুখায় স্ত্রিয়ৌ।
তস্মাদহং গন্ধবিধানবাদৌ বিলাসিনঃ
সর্বমুদীরয়ামি ॥
—পঞ্চসায়ক

কামিনীগণের গাত্র-দুর্গন্ধনাশক অনুলেপনী—

হরিতকীলোধ্রমরিষ্টপত্রং
সচন্দনং দাড়িমবল্কলঞ্চ।
অয়োজনানাং কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ
শরীরদৌর্গন্ধহরঃ প্রলেপঃ ॥—পঞ্চসায়ক

হরীতকী, লোধ্র ও নিম্বফল—চন্দন ও দাড়িম্ববৃক্ষের ত্বক্ কবীন্দ্রগণ-কথিত এই সকল অঙ্গনাগণের গাত্রদৌর্গন্ধনাশক অঙ্গরাগ বা অনুলেপনী।

পুরুষ ও রমণীগণের ব্যবহার্য ঘর্মজনিত গাত্রদুর্গন্ধহর বিলেপন :—

হরীতকী চন্দনমুস্তনাগৈ-
রুশীরলোধ্রোৎপলরাত্রিমূলঃ।
স্ত্রীপুংসয়োর্ঘর্মজগাত্রগন্ধং
বিনাশয়ত্যাশু বিলেপনেন ॥—পঞ্চসায়ক

হরীতকী, চন্দন, মুথা, নাগকেশর, উশীর (বেনার মূল), লোধ্র, পদ্ম ও হরিদ্রামূল বিলেপন দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের ঘর্মজ গাত্রদুর্গন্ধ শীঘ্র দূরীভূত হয়।

হরীতকী-শ্রীফলমুস্তযুক্তং
চিঞ্চাফলং পূতিকরঞ্জবীজম্।
কক্ষাদিদৌর্গন্ধমপিপ্রবৃদ্ধং
বিনাশয়ত্যাশু হঠেন যোগঃ ॥
সচন্দনোশীরকবিল্বপত্রৈঃ
কোলাঙ্কমজ্জাঽগুরুনাগপুষ্পৈঃ।
লিপ্তা শরীরং প্রমদা হঠেন
চিরপ্ররূঢ়ং বিনিহন্তি গন্ধম্ ॥—পঞ্চসায়ক

হরীতকী, শ্রীফল, মুথা, চিঞ্চাফল (তেঁতুল), পূতি (গন্ধগোকুলা), ও করঞ্জবীজ একত্র করিয়া লেপন করিলে কক্ষার (বাহুমূলের) অতি দুর্গন্ধও শীঘ্র বিনষ্ট হয়। প্রমদাবৃন্দে চন্দন, উশীরক, বিল্বপত্র, কোলাঙ্কমজ্জা (নখীনামক গন্ধদ্রব্যবিং), অঙ্ক (রুদ্রাক্ষবীজ), অগুরু ও নাগপুষ্প শরীরে লেপন করিলে বহুকালোৎপন্ন দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়।

জম্বুদলং দাড়িমতরোঃ প্রসূনং
খণ্ডেন তুল্যং মধুনং সুপিষ্ট-
মেতেন লিপ্তা যুবতীশরীরং
ঘর্মং জয়ত্যাশু নিদাঘকালে ॥
সদাড়িমত্বগ্মধুলোধ্রপদ্মৈঃ
পিষ্টৈঃ সমানৈঃ পিচুমন্দপত্রৈঃ।
বিলিপ্য গাত্রং তরুণী নিদাঘে
দুর্গন্ধঘর্মাপচয়ং নিহন্তি ॥—পঞ্চসায়ক

দাড়িম্বত্বক্, মধু, লোধ, পদ্ম ও পিচুমন্দপত্র সমানভাগে লইয়া পেষণ করিয়া তরুণীগণশরীরে লেপন করিলে নিদাঘ-কাল-জাত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্মচ্যুতি নিবারিত হয়।

ঘর্মচ্যুতিহরপ্রয়োগ :—

সকেশরোশীরশিরীষলোধ্রৈ-
শ্চূর্ণীকৃতৈরঙ্গবিলেপনেন।
গ্রীষ্মে নরাণাং ন কদাপি দেহে
ঘর্মস্রুতিঃ স্যাদিতি ভোজরাজঃ ॥

ভোজরাজ বলিয়াছেন, নাগকেশর, উশীর, শিরীষ ও লোধ্র চূর্ণ করিয়া অঙ্গে বিলেপন করিলে, গ্রীষ্মকালে মানবগণের শরীরে ঘর্মস্রুতি হয় না।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও দেহের কান্তিপুষ্টি-বর্ধক মুখের লাবণ্যবিধায়ক তৈল, ঘৃত ও অনুলেপনাদির উল্লেখ আছে।—

কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলং চাভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্।
করোতি বদনং সদ্যঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিদম্ ॥

অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বদন কাঞ্চনোপম, সদ্যঃ পুষ্টি, লাবণ্য ও কান্তি-যুক্ত হইয়া থাকে। (চক্রদত্ত, ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা, ৪১)। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্ররোগ, স্থৌল্যরোগ, রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারে বহু তৈল, ঘৃতাদি অনুলেপনের ব্যবস্থা প্রভৃতি আছে। অঙ্গরাগ ■ প্রসাধন ভারতীয় চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত; ইহাতে দেখা যায় যে প্রাচীনকালে দন্তেরও চিত্রকরণ হইত। কুরূপাকে সুরূপা করিবার বিবিধ কৌশলও প্রাচীন ভারত আয়ত্ত করিয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে কৌচুমার-যোগ প্রসিদ্ধ ছিল। চৌষট্টি কলার আটটী কলাই প্রসাধন-বিষয়ক—(১) বিশেষকচ্ছেদ্য (তিলকাদি-রচনা), (২) দশনবসনাঙ্গরাগ (দন্ত, অঙ্গ ও বস্ত্রের রঞ্জন), (৩) মাল্য-গ্রথন-বিকল্প (মাল্যের অলঙ্কার-রচনা), (৪) শেখর বা আপীড়যোজন (নানারূপ শিরোভূষণ), (৫) কর্ণপত্রভঙ্গ (বিবিধ কর্ণভূষণ-রচনা), (৬) গন্ধযুক্তি (বিবিধ সুরভি দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী), (৭) কৌচুমার-যোগ (কুরূপকে সুরূপ করা), (৮) বস্ত্রগোপন (বস্ত্র-পরিধানের বিচিত্র কৌশল)।

বিদেশী পর্যটকেরাও প্রাচীন ভারত-বাসীর প্রসাধন-রুচির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আকৃতি যাহাতে সুন্দর দেখায়, তাহার নানাপ্রকার কৌশল তাঁহারা জানিত; মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে ইহা জানা যায়। তিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই অভারতীয় গ্রীকদূত বলিয়াছেন—ভারতীয়েরা সুন্দর সুন্দর দ্রব্য ও অলঙ্কার ভালবাসে। তাহারা মসলিন নির্মিত ফুলদার পোষাক, চারু স্বর্ণ-কার্য-শোভিত এবং বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত পরিচ্ছদ, সুন্দর সুন্দর দ্রব্য ও অলঙ্কার ব্যবহার করিত। চীনপর্যটক ইউয়ন চোয়াঙের বর্ণনা হইতে হর্ষবর্ধনের রাজ্যকালে ভারত-বাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ ও রুচি-সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—শুভ্র পরিচ্ছদ ভারতীয়গণ অধিক ভালবাসে। রাজা, অমাত্যবৃন্দ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিরা কারুকার্য-খচিত পোষাক ব্যবহার করে না। রাজা বা অমাত্যবৃন্দ রত্ন-খচিত মুকুটের সহিত পুষ্পদলেরও ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ পুরুষেরা মস্তকে পুষ্পমালা ও রত্নহার-সংযুক্ত উষ্ণীষ ধারণ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বস্ত্রাদি-পরিধানে ভারতীয় পুরুষ ও রমণীগণের শালীনতা ও সুরুচিরই প্রশংসা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য, নাটক প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে প্রসাধন-সামগ্রীর যে সকল উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলিরই বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে। অলঙ্কার এবং বস্ত্রাদির বেশভূষাও অঙ্গরাগের অন্তর্ভুক্ত। [অলঙ্কার দ্র°]

ঋগ্বেদের যুগে অঙ্গরাগ—ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে সে যুগের অঙ্গরাগ বা প্রসাধন-সামগ্রী সম্বন্ধে কোন ধারণা করা যায় না ; কিন্তু পরিচ্ছদ অথবা বেশভূষার যথেষ্ট পরিচয় তাহা হইতে পাওয়া যায়। রীতি-মত গাত্র-মার্জনা দ্বারা বর্ণের ঔজ্জ্বল্যবিধানে মানুষের মন সেযুগেও অবহিত থাকিত। মাতা কন্যার দেহ মার্জনা করিয়া বর্ণের উজ্জ্বলতাসাধন করিতেন (ঋ° ১. ১২৩. ১১)। পতি-সম্ভাষণে গমনেচ্ছু কন্যার বেশ-বিন্যাস (ঋ° ৪. ৫৮. ৯. ; ১০. ৯৫. ৬) এবং পতি-অভিলাষিণী নারীর শুভ্রবস্ত্রাদি পরিধান ও হাস্য প্রস্ফুট করার (ঋ° ১. ১২৪. ৭.) উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। স্ত্রীলোকের পরিধেয় বসন-ভূষণের মধ্যে শুভ্র বস্ত্র (ঋ° ১. ১১৩. ৭ ; ৪. ৩. ২ ; ৪. ৫৮. ৯), কণ্ঠে নিষ্ক (ঋ° ৫. ১৯. ৩), বক্ষে স্বর্ণাভরণ এবং পদের শোভাবর্ধক বিবিধ আভরণের উল্লেখও পাওয়া যায় (ঋ° ৫. ৫৩. ৪ ; ৫. ৫৪. ১১ ; ৮. ৪৬. ৩৩)।

রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত অঙ্গরাগ—বর্তমানে সিঁথিতে সিন্দুর অথবা কপালে সিন্দুরের টিপ পরিধান সধবা স্ত্রীলোকের অঙ্গরাগে প্রায় অপরিহার্য ; বাল্মীকি, বেদব্যাস অথবা তদানীন্তন কোন কাব্য, নাটক অথবা শাস্ত্রকার সিন্দুরের কোন উল্লেখ করেন নাই। অলক্তকের (আলতা) ব্যবহার রামায়ণে (২. ৬০) ও মহাভারতে পাওয়া যায়। মুখ-মণ্ডলে চন্দনাদি দ্বারা নানারূপ পত্র-রচনা ও গোরচনায় অলঙ্কৃত করার প্রথা বধূগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল (রা° ৪. ৩০)। শ্বেত বস্ত্র পরিধান বিশেষ প্রিয় ছিল (রা° ৪. ২৭)।

কুসুম-রচিত শিরোভূষণ নারীরা ধারণ করিতেন (রা° ২. ৯৩১)। রমণীগণ তিলক ও মাল্যদাম ধারণ করিতেন ; তাঁহাদের অলঙ্কারের মধ্যে নূপুর, মুক্তাহার, কাঞ্চী, কুণ্ডল, মণিমালা, নীলকান্তহার, বলয়, অঙ্গুরীয় প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। লঙ্কাধিপ রাবণের সর্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে ও বাহুদ্বয় উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যে চর্চিত হইত (রা° ৫. ১০) ; রামের স্নানার্থ ও অঙ্গরাগ জন্য সুগন্ধি তৈল, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ, মাল্য ও চন্দনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (রা° ৬. ১২২) ; পুরুষেরাও কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ করিতেন ; সুবর্ণতন্তু-নির্মিত বস্ত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (রা° ৫. ১০)। চন্দন ও অগুরু অনুলেপন রূপে ব্যবহৃত হইত (রা° ৫. ২০)।

প্রাচীন কাব্য ও নাটকে অঙ্গরাগ—

অলক-রচনা—প্রাচীন যুগেও বর্তমানকালের ন্যায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে অলক-রচনা হইত ; কেবল রমণীগণই অলক-রচনায় জন্য খ্যাত ছিল। চূর্ণযুক্ত কুন্তল কপোলদেশে লম্বমান থাকিত এবং তাহা পুষ্প, পুষ্পপরাগ প্রভৃতি দ্বারা শোভিত ও সৌরভিত করা হইত (রঘু° ৪ ; ৬. ২৩ ; ৮. ২৬ ; কুমার° ৭. ১৬)। ইউয়ন চোয়াঙও বলিয়াছেন—রমণীগণ মস্তকোপরি কেশের কিয়দংশ দ্বারা কবরী-বন্ধন করে ; এবং অবশিষ্ট কেশরাশি বিস্তীর্ণ থাকে। কালিদাস লিখিয়াছেন—

> "শয্যান্তিরং পাণ্ডুকপোললম্বান্ মন্দার-শূন্যানলকাংশ্চকার ॥" (রঘু° ৬.২৩)

কেশপাশ অগুরুর দ্বারা ধূপিত ও পুষ্প দ্বারা শোভিত করার কথাও কালিদাস নানাস্থলে বলিয়াছেন (মেঘদূত পূ° ৩৩ ; রঘু° ৭. ৬ ; কুমার° ৭. ১৪ ; ঋতু-স° গ্রী° ৪ ; ঋতু-স° শি° ৮, ১২)।

> "জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কার-ধূপৈঃ—মেঘদূত পূ° ৩৩
>
> "নিবেশিতান্তঃ কুসুমৈঃ শিরোরুহৈঃ"
>
> —কুমার° ৭. ১৪.

নবম ও দশম শতাব্দীর মূর্তি-শিল্পেও নানা প্রকার অলক-রচনার নমুনা পাওয়া যায়। অধিকাংশস্থলে কবরী মস্তকের উপরিভাগে বদ্ধ হইত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও রমণীগণের বিভিন্ন বেণী-রচনার আভাস আছে ; তাহাতে গৌড়-রমণীগণের বেণী-রচনারও প্রশংসা আছে (২১. ৬৮)। ঋগ্বেদেও বিচিত্রবেণীর আভাস পাওয়া যায় (ঋ° ১০. ১১৪. ৩)।

বদন-মণ্ডলের প্রসাধন—নারীগণের গণ্ডদেশে বা মুখ-মণ্ডলে পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত করার কথা রামায়ণেও (রা° ৪. ৩০) পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান যুগেও এইরূপ চিত্রণ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও বিবাহকালে চন্দনাদি দ্বারা বর ও বধূর ললাট ও গণ্ডদেশ চিত্রিত করিবার প্রথা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে "তিলকাঃ পত্রলেখাশ্চ ভবেদ্গণ্ডবিভূষণম্" (২১. ২৪) অর্থাৎ তিলক ও পত্রলেখাই নারীগণের গণ্ড-স্থলের ভূষণ এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। লোধ্রপুষ্পের পরাগ দ্বারা গণ্ডস্থল শুভ্র করা হইত ; ইহা পাউডারের কাজ করিত। গুপ্তসম্রাট (দ্বিতীয়) চন্দ্রগুপ্তের কালে নাট্যকার বিশাখ-দত্ত গৌড়-রমণীগণের লোধ্র পরাগ দ্বারা ধবলিত গণ্ডস্থল ও ভ্রমরবৎ কৃষ্ণঘন কুঞ্চিত কেশের প্রশংসা করিয়াছেন (মুদ্রারাক্ষস ৫. ২৩)। কালিদাসও পুষ্পপরাগে গণ্ডস্থল শোভিত করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (কুমার° ৭. ১৭ ; মেঘদূত-উ° ২)

অমরকোষে—গণ্ড ও কপালদেশে তমালপত্র, তিলক, চিত্রক, বিশেষক, পত্রলেখা ও পত্রাঙ্গুলি প্রভৃতি চিত্রণের কথা পাওয়া যায়। কালিদাসও কয়েকস্থলে এগুলির উল্লেখ করিয়াছেন (রঘু° ১০. ১২ ; ঋতুসংহার বসন্ত-বর্ণন) ললাটে চন্দন প্রভৃতিও দেওয়া হইত (কুমার° ৫. ৫৫)। মুখে তিলক-ধারণের কথাও কালিদাস বলিয়াছেন (রঘু° ৯. ৪৪ ; ১৯. ১৫ ; কুমার° ৩. ৩০)।

"মুখে মধুশ্রীস্তিলকং প্রকাশ্য"-কুমার° ৩. ৩০

অলক্তক ও সোমধারা অধর-মার্জনা করার কথা বাৎস্যায়নের কামসূত্রে পাওয়া যায়। কালিদাসও বহুস্থলে (কিরাত° ৮. ৪০ ; রঘু° ১৯. ১০ ; কুমার° ৩. ৩০ ; ৭. ১৮) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।—

> "বিপত্রলেখা নিরলক্তকাধরা নিরঞ্জ-নাক্ষীরপি বিভ্রতী শ্রিয়ম্"-(কিরাত° ৮. ৪০)

কালিদাসের সময়ে শলাকার দ্বারা নয়নে অঞ্জন পরার প্রথা প্রচলিত ছিল (রঘু° ৭. ৮ ; ১৯. ১০ ; কুমার° ৭. ১৮)।

গাত্রের অনুলেপন—চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধদ্রব্যে দেহ চর্চিত করার কথা রামায়ণ ও মহাভারতে পাওয়া গিয়াছে। কালিদাস নারীগণের শ্বেতাগুরু বা কৃষ্ণাগুরু-সংযুক্ত চন্দনদ্বারা দেহ সুবাসিত করার কথা বহুস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন (কুমার° ৭. ৮; ঋতু-সং° গ্রী° ৬; বর্ষা° ২১; বসন্ত° ৬)। শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' (২. ২০. ৪) উদ্ধৃত রাজশেখরের পদে আর্দ্রচন্দনলিপ্ত স্তনতটের বর্ণনা আছে। কালিদাস শ্বেতচন্দনলিপ্ত হার পরিধান করার কথা বলিয়াছেন (কুমার° ৮; ঋতু-সং° বসন্ত° ৬)। এতদ্ভিন্ন রমণীগণের মধ্যে গাত্রে ও স্তনযুগলে দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম, মৃগনাভিযুক্ত চন্দন ও পরাগ অনুলেপন করিবার প্রথা ছিল (ঋতু-সং° বসন্ত° ১২; কিরাত° ৮. ২১)। অভ্যঞ্জনের প্রথাও অতি প্রাচীন (ঋতু°-হেমন্ত° ১৭)।

চরণে অলক্তক—অলক্তকের ব্যবহার রামায়ণে (২. ৬০) পাওয়া গিয়াছে। কালিদাসেও আছে; রমণীগণ চরণ লাক্ষারসে রঞ্জিত করিতেন ও নূপুর পরিধান করিতেন (ঋতু-সং° গ্রী° ৫; ৭. ৭; মেঘ° উ° ১৩)।

বসনভূষণ—দিব্য বস্ত্র, সুবর্ণতন্তু-নির্মিত বস্ত্রের উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে পাওয়া গিয়াছে। ঋতু অনুযায়ী রমণীগণ স্থূল অথবা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতেন, কালিদাস ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তাঁহারা স্থূলবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষারসরঞ্জিত ও সুগন্ধিকৃষ্ণাগুরুদ্বারা সুরভীকৃত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিতেন (রঘু° ৯. ৪৩; ঋতু-সং° বসন্ত° ১৩; গ্রী° ৭)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'বাঙ্গক' ও 'পৌণ্ড্রক' নামক সূত্রবস্ত্রের প্রশংসা আছে (অর্থশা° ২. ১১); এই সকল বস্ত্র পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে প্রস্তুত হইত। এছাড়া ক্ষৌম বস্ত্র ও পট্টবস্ত্রের উল্লেখও নানাস্থলে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মবস্ত্রের উল্লেখও প্রাচীন গ্রন্থে (সদুক্তিকর্ণামৃত ২. ২০. ৫; রঘু° ৯. ৪৩; রা° ৪. ২০) আছে। পুষ্প, কিশলয়সহ নবপ্রস্ফুটিত কুসুম, পুষ্পমাল্য প্রভৃতিদ্বারাও মস্তক ও দেহের বিবিধ অলঙ্কার রচিত হইত (রঘু° ৬. ২৩; ৮. ৬২; মেঘ° উ° ১৩)। এতদ্ভিন্ন কর্ণে কুণ্ডলাদি নানা আভরণ (কুমার° ৭. ১৭; ৭. ২৩; রঘু° ৯. ৪৩), কণ্ঠে বা বক্ষে হার (ঋতু-সং° বসন্ত° ৬; সদুক্তিকর্ণামৃত, ২. ২০. ৪), মুক্তাবহুল ভূষণ ও নিতম্বলম্বিনী মণিময় মেখলা পরিধানের উল্লেখও পাওয়া যায় (রঘু° ১৯. ৪৫)। [অলঙ্কার দ্র°]

পুরুষেরাও ধূপদ্বারা কেশ সৌরভযুক্ত, মাল্যদ্বারা কেশ বেষ্টিত, মৃগনাভিযুক্ত চন্দন-দ্বারা গাত্র চর্চিত ও গোরোচনা প্রভৃতির দ্বারা বর্ণরচনা করিতেন (রঘু° ১৭. ২২-২৪); পুরুষেরাও কর্ণে ভূষণ, বক্ষে হার ও হরিচন্দনাদি-দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিতেন (রঘু° ৬. ৩০), তাঁহারা মস্তকে উষ্ণীষ, বাহু ও কটিদেশে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিতেন।

বস্ত্রপরিধান-সম্বন্ধে যুয়ান চোয়াঙ বলিয়াছেন, 'পুরুষেরা মধ্যদেশে উত্তরীয় জড়াইয়া লইয়া বাহুমূলে বিন্যস্ত করিয়া পার্শ্ব দিয়া ঝুলাইয়া রাখে। স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদে পা পর্যন্ত আবৃত হয়। তাহাদের স্কন্ধদেশও বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত থাকে।' পরদেশ পর্যন্ত বিস্তারপূর্বক রমণীগণের বস্ত্রপরিধান-প্রথা প্রথমে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন মূর্তিশিল্পে প্রথমভাগে হাঁটু পর্যন্ত বা হাঁটুর সামান্য নিম্নপর্যন্ত বস্ত্র পরিধানের নিদর্শন আছে।[১] স্ত্রীলোকেরা গাত্রে কুচবন্ধ বা কাঁচুলি ব্যতীত অন্য অঙ্গরাখা (ব্লাউজ, সেমিজ ইত্যাদি) পরিধান করিত না।[২] পালযুগে কোন কোন স্থলে রমণীগণের অঙ্গরাখার ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।[৩] [বস্ত্র ও পরিচ্ছদ দ্র°]।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অঙ্গরাগ—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অঙ্গরাগ-সামগ্রীর ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে; বহুবিধ অলঙ্কারেরও উল্লেখ তাহাতে আছে। [অলঙ্কার দ্র°] ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে সিঁথিতে সিন্দূর পরিবার উল্লেখ দেখা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মদনপালের মনহালি গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনেও সিন্দূরের উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্ত্রীলোকেরা গায়ে তৈল ব্যবহার করিত ও চন্দনের ছিটা দিত (গোপীচন্দ্রের গীত)। পুরুষেরা গায়ে অগুরু ও চন্দনের প্রলেপ দিত এবং তাম্বুল আস্বাদন করিত (গোপীচন্দ্রের গীত)।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যে 'সিসতে সিন্দূর' ও 'সিন্দূর সূর ললাটে' (কৃ-কী°), 'সিতোর সিন্দূর' (বিজয়গুপ্ত) 'নির্মল সিন্দূরের' (কৃত্তি-রা°) উল্লেখ পাওয়া যায়। কপালে বা ললাটে তিলকও (কৃ-কী° ৭৮; কৃত্তি-রা°) পাওয়া যায়। দেহের লাবণ্যবৃদ্ধির জন্য লোকে গায়ে হরিদ্রা ও পিঠালী মাখাইত (কৃত্তি-রা°)। পায়ে আলতা, গায়ে চন্দন, নয়নে কাজল পরিবার ব্যবস্থা ছিল (কৃ-কী° ৩৮১ পৃ°; ক্ষেমানন্দ)। মুসলমান রমণীরা সিন্দূরের পরিবর্তে কাগের গুঁড়া ব্যবহার করিত (বিজয়গুপ্ত)। 'কর্পূর কস্তুরী যোগে আতর তাম্বুল রাগে, গন্ধরাগে রচিল বদন' এই উক্তি রাধিকার সম্বন্ধে আছে (কৃ-কী° পৃ° ৩৮১)। স্নানের পূর্বে শরীরে তৈল-মর্দন এতদ্দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পুরুষের মাথায় বাউরি চুল ('যোড়া চুল'—কৃ-কী°) রাখারও প্রথা ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ললাটে চন্দনের তিলক ও নয়নে কাজল দেখিতে পাওয়া যায় (কৃ-কী° ২৬৯-২৭০ পৃ°)।

ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে বালকগণেরও বিবিধ পরিধানের কথা আছে (চৈ-চ° আ°)। নারীরা সিন্দূর পরিত ও হরিদ্রা ও তৈল দ্বারা অঙ্গ-মার্জনা করিত (চৈ-চ°); তাহারা নয়নে কাজল পরিত, পিঠালী ও হলুদ মাখিয়া অঙ্গের ময়লা পরিষ্কার করিত।

১ ASR, 1926-27, Pl. xxiii. fig. J; R. D. Banerji: Memoirs of the Arch. Surv. Ind., No 25, Bas-reliefs of Badami, pl. xix. (b) and (c); pl. xx. (e), Cave No. III.

২ HI, i. pt.-i, 23.

৩ N. Bhattashali: JBBS in the Dacca Museum.

পিঠালী হরিদ্রা লয়্যা, খুলনাবে খুলি চায়্যা
করিতে অঙ্গের মলা দূর ॥
—ক-চ°

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে স্বামি-বশীকরণের জন্য এক প্রকার অদ্ভুত দ্রব্য মাখিবার কথাও পাওয়া যায়।

স্বামীর সম্ভোগ চাস রাখিবে যতনে।
বাঘতেল সনে বাঘা মাখিবে বদনে॥
—ক-চ°

আলোচ্য শতাব্দীতে নারীগণ অঙ্গের সৌরভ বৃদ্ধির জন্য কুঙ্কুম, চন্দন, চুয়া প্রভৃতি মাখিতেন (গোবিন্দদাস)। পুরুষেরাও গায়ে চন্দন কুঙ্কুম, ও কস্তুরি মাখিতেন (লোচনদাস-চৈ-ম° অ; জয়ানন্দ-চৈ-ম° ন)। ধনী ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন বসন-ভূষণ পরিতেন। তাঁহাদের শয্যা ও বিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন—

"দড়ি করিয়া আঁট প্রথমে বিছায় খাট
তুলিকা মশারি সাজে ঝাঁপা।
কিতা করিয়া বাঁধা উপরে টানায় চাঁদা
বিছায় মালতী যূথী চাঁপা॥
ধবল চামর বাঁধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
প্রতি চালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড় ভূষে নাম্বে গজ দেড়
মাঝে মাঝে লাল পাটের ডোরা॥
দুইদিগে বালপাটী জলে পুরা গাড়ু বাটি
দুইদিকে রাখে দুই পাখা।
বাটাভরি বীড়া গুয়া কুঙ্কুম কস্তুর চুয়া
সুগন্ধি প্রসূন মদলেখা॥"
—ক-চ°

কাঁচুলি বা কুচবন্ধ নারীগণের একটা প্রধান আভরণ ছিল; কাঁচুলিতে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত করা হইত (মাণিক গাঙ্গুলী: ধর্মমঙ্গল ১৫০ পৃঃ; মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা, ঘনরাম: ধর্মমঙ্গল ৭; রামেশ্বর শিবায়ন ১০-পৃঃ); কৃত্তিবাসী রামায়ণে (আদি) কাঁচলি দেখিতে পাওয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার অঙ্গেও কাঁচলি (৩৮ পৃঃ) রহিয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে পুরুষ ও নারীর অঙ্গরাগের প্রায় অনুরূপ বর্ণনা আছে; নারীগণের কেশচর্যা বঙ্গদেশেও বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লোটন খোঁপা ও তাহাতে পুষ্পমালা দেখিতে পাওয়া যায় (২৭১, ৭৯ পৃ°); চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও ইহার উল্লেখ আছে। নানাভঙ্গীতে খোঁপা বাঁধা হইত। কানড়ী (কৃ-কী° ৮৮), কানড়া (গোবিন্দদাস), জয়াযুটি (ক-চ°), ললিত (কৃ-ক° ২৭১), ও লোটন (চণ্ডীদাসের পদাবলী) প্রভৃতি নানাপ্রকার খোঁপার কথা পাওয়া যায়; আবার 'কুন্তল করিল বদ্ধ উর্ধ্ব করি খোপা। তাহার উপরে দিল চম্পকের থোপা॥'—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা, ৯১ পৃঃ। 'চাচর কেশর বেণী পবনে দোলায়'—(ভবানীপ্রসাদ, দুর্গামঙ্গল) দুর্গার বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন চারিটী বেণীর আকারে কেশ-বিন্যাসের উল্লেখও পাওয়া যায়। কেশপাশে পুষ্প, অথবা পুষ্পমাল্য অথবা রত্নমাল্য বেষ্টিত হইত। চিরুণী দ্বারা কেশবিন্যাসও প্রচলিত ছিল; রমণীগণ ধূপের ধোঁয়ায় কেশ সুবাসিত করিত (বিজয়গুপ্ত), শিরে তৈল দিত (ক-চ°), নারায়ণ তৈল চুলে মাখিত (ক-চ°; কেতকা দাস: মনসামঙ্গল, কৃত্তি-রা°)।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ ও নারীর ব্যবহার্য নানাপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। নারীগণ নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র, পাটের পাছড়া (কৃ-রা°), নেতবাস (কৃ-কী°), মেঘডুম্বুরশাড়ী (ক-চ°), রক্তবস্ত্র (ক-চ°), বিচিত্র বসন (মাণিক গাঙ্গুলী: ধর্মমঙ্গল, ৪৭ পৃ°), পট্টবাস (ঐ ১৩৭ পৃ°), নীলাম্বরী, পাটশাড়ী (ঐ), পাটের জোড় (গোবিন্দদাস), পীতবস্ত্র (জ্ঞানদাস), পাটাম্বর (ভবানী-প্রসাদ) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। [বস্ত্র দ্র°]

বর্তমান যুগ—বর্তমান যুগে প্রসাধন বিষয়ে ইউরোপই সভ্যজগতের আদর্শস্থানীয়। মুসলমান যুগে বিশেষতঃ মুঘল আমলে ভারতীয় প্রসাধন-সামগ্রী বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। মুঘল বাদশাহ্‌গণের অনেকেই ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় বিলাসী; গোলাপী আতর প্রভৃতির আবিষ্কার মুঘল আমলেই হইয়াছিল; প্রাচীন যুগেও নারীর ওড়না বা অবগুণ্ঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাল্মীকির রামায়ণে মন্দোদরীর অবগুণ্ঠনের কথা আছে (৬. ১১২); ভাগবতে দামবন্ধনকালে যশোদার অবগুণ্ঠনের উল্লেখ আছে। অনেকের ধারণা মুসলমান যুগে ইহার উৎপত্তি; মস্তকের আবরণ বিচিত্র উড়ানি দেহের-সৌন্দর্য-বর্ধক ও শালীনতা-জ্ঞাপকই ছিল; অবশ্য সর্বত্রই যে উড়ানি ব্যবহৃত হইত তাহা নহে। নারীর উত্তরীয়ই পরবর্তী যুগের উড়ানি বা ওড়না (অম°; পবন° ৩৫; ভা-পু° ১০. ৩২)। পূর্বে রমণীগণ বহু অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন; ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে বহু অলঙ্কার-পরিধান বর্তমানে সুরুচি-সঙ্গত নহে: রমণীগণ ধীরে ধীরে কটিদেশে ও চরণের অলঙ্কার ত্যাগ করিতেছেন; কানের অলঙ্কারের বিচিত্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। পায়ের অলঙ্কার সর্বত্রই বর্জিত হইতেছে; ইহার পরিবর্তে শিক্ষিত পরিবারসমূহে রমণীগণ জুতা গ্রহণ করিয়াছেন। বডিস, সেমিজ, ব্লাউজ প্রভৃতি অঙ্গরাখা বর্তমানে রমণীগণের বেশভূষায় অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমানে গাত্রচর্ম পরিষ্কার করিবার জন্য নানাপ্রকার সাবান ব্যবহৃত হয়। গাত্রের সৌরভ-বৃদ্ধির জন্য বা ঘর্মাদিজনিত দুর্গন্ধ-নাশের জন্য নানাপ্রকার পাউডার, এসেন্স প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিবিধ 'স্নো', 'ক্রীম' প্রভৃতি অনুলেপন, ওষ্ঠে লিপষ্টিক ব্যবহৃত হয়। কেশের নানারূপ গন্ধতৈলেরও অভাব নাই। এতদ্ভিন্ন গোলাপজল, নানাপ্রকার পুষ্পনির্যাস প্রভৃতিও পাওয়া যায়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডই শ্রেষ্ঠ প্রসাধন-সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত। ইউরোপীয় রমণীগণ পূর্বে অলঙ্কার ধারণ করিতেন না; বর্তমানে কেহ কেহ ভারতীয় অনুকরণে কাণে দুল ও হাতে দুই একগাছি চুড়ি পরিয়া থাকেন। ভারতীয় সধবাগণ হরিদ্রা ও পিঠালী, অগুরু, চন্দন প্রভৃতি মাখা ত্যাগ

করিলেও হিন্দু-বিবাহে এগুলি অপরিহার্য; সধবাগণ সিঁথীতে সিন্দূর ধারণ পরিত্যাগ করেন নাই। বিধবাগণ কোন যুগেই অঙ্গরাগ করিতেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ শুভ্র পরিচ্ছদই ধারণ করেন। ইউরোপেও বিধবা-গণ সাধারণতঃ যতদূর সম্ভব বিলাসিতা বর্জন করিয়া থাকেন।

শ্রীমনীষীনাথ বসু সরস্বতী
শ্রীধারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অঙ্গরাজ—১ গজশাস্ত্রাচার্য।—যশস্তি° ১. ৩৪৯. ৩। ইনি পালকাপ্যের শিষ্য এবং তাঁহার নিকট গজায়ুর্বেদ শিক্ষা করেন।—অগ্নিপু° ২৯১. ৪৪। ২ প্রাকৃত কবি-বি°।—হাল° ৩১।

অঙ্গরায়—অজদেবের প্রমর (পরমার) বংশে প্রমথরায়ের পুত্র। ইঁহার পুত্র বিশাল।—ভবিষ্যপু° প্রতি° ৩. ২. ১১।

অঙ্গরিয়া—১ সাঁওতাল ও হোজাতির গোষ্ঠীর নাম। ২ ছোটনাগপুরের লোহার-জাতির শাখা-বি°।

অঙ্গরেজচন্দ্রিকা—বিনায়ক ভট্ট-কৃত কাব্য। ১৮০১ খ্রী° রচিত।—Cat. Cat.; Oxf. 134a.

অঙ্গলাঘব—ক্লী°, গা-হালকি।—বাত্ট।

অঙ্গলিঙ্গপ্রতিষ্ঠা—কামিকাতন্ত্রের অধ্যায়-বি°।—Cat. Cat.; Paris (Gr. 26. i.)

অঙ্গলেপা—পশ্চিমদিকের নগর-বি°। সুষেণ প্রভৃতিকে সুগ্রীব এইখানে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলেন।—রা° ৪. ৪২. ১৪।

অঙ্গলোক—রামায়ণোক্ত পশ্চিমদিগ্বর্তী দেশ-বি°।—রা° ৩. ৪৩. ৮।

অঙ্গলোক্য—দেশ-বি। মৎস্যপু° ইহাকে ম্লেচ্ছপ্রায় দেশ বলা হইয়াছে।—মৎস্যপু° ১২১. ৪৪। ভাগীরথীর সপ্তধারা বিন্দুসর হইতে উদ্ভূত হইয়া হিমবর্ষকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়া যে সকল ম্লেচ্ছপ্রায় দেশকে সর্বতোভাবে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, অঙ্গলোক্য তাহাদের অন্যতম। অপর ম্লেচ্ছপ্রায় দেশগুলির নাম—কুকুর, রৌদ্র, বর্বর, যবন, খস, পুলিন্দ, কুলথ প্রভৃতি।—মৎস্যপু° ১২১. ৪৩, ৪৪।

অঙ্গলোড্য—(বৈদ্যক) তৃণজাতীয় ভেষজদ্রব্য-বি°; নামান্তর চিকোটক, চিকোট, অঙ্গলোড়া ও চিকোড়। চলিত কথায় চেঁচ্কো বা চেঁচো। পুরাতন ডোবা, পুকুর প্রভৃতি পঙ্কময় স্থানে জন্মে। গুরুপাক, শীতবীর্য ও অজীর্ণকারক।—রাজনি°। ভেষজার্থ ইহার ব্যবহার খুবই কম দেখা যায়; কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরের অতিদরিদ্র ব্যক্তিরা ইহার কন্দ তরকারীরূপে ব্যবহার করে। এই কন্দ বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাহ প্রশমিত হয়।

অঙ্গবতী—প্রেতিপত্নীর নাম।—যশস্তি° ২. ২৯১. ২০।

অঙ্গবল্লোথ্য—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, শ্বেতযবানী, সাদা যোয়ান।

অঙ্গবার১—[অঙ্গরার দ্র°]।

অঙ্গবার২—[ভোম দ্র°]।

অঙ্গবাহ্য—১ অঙ্গগ্রন্থাবলীর অতিরিক্ত জৈন আগম।—আবশ্যকচূর্ণি। ২ অঙ্গ-গ্রন্থাবলী ব্যতীত জৈন আগমসমূহের জ্ঞান।—স্থানাঙ্গসূত্র ২।

অঙ্গবিদ্যা১—ব্যাকরণশাস্ত্র। [অঙ্গ১, ২ দ্র°]

অঙ্গবিদ্যা২—জৈনগ্রন্থ-বি°।—উত্তরাধ্যান-সূত্র ৮।

অঙ্গবিদ্যা৩—যে বিদ্যার জ্ঞানব্যতীত মূল-বিদ্যা ■ শাস্ত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না তাহার তাহার নাম অঙ্গবিদ্যা। যেমন, কামসূত্রের অঙ্গবিদ্যা চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যা। 'প্রাগ্যৌবনাৎ স্ত্রী তদঙ্গবিদ্যাশ্চাধীয়ীত পিতৃগৃহ এব।'—কামসূত্র ৩. ২ (জয়মঙ্গল°)।

অঙ্গবিদ্যা৪—১ যে বিদ্যাদ্বারা অঙ্গস্ফুরণের শুভাশুভ ফল জানিতে পারা যায়। এই বিদ্যা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধদেবের সময়ে 'অঙ্গবিদ্যা'র অস্তিত্ব ছিল তাহার প্রমাণ দীঘনিকায়ের ব্রহ্মজালসূত্রে পাওয়া যায় (দীঘ° PTS পৃ° ৯)। "যথা বা পনেকে ভোন্তো সমণ-ব্রাহ্মণা সদ্ধাদেয়্যানি ভোজনানি ভুঞ্জিত্বা তে এবরূপায় তিরচ্ছান বিজ্জায় মিচ্ছাজীবেন জীবিকং কপ্পেন্তি—সেয্যথীদং অঙ্গং নিমিত্তং উপ্পাদং সুপিনং লক্খণং...অঙ্গবিজ্জা বত্থুবিজ্জা খত্তবিজ্জা সিববিজ্জা ভূতবিজ্জা ভূরিবিজ্জা অহিবিজ্জা বিসবিজ্জা বিচ্ছিকবিজ্জা মূসিকবিজ্জা সকুণবিজ্জা বায়সবিজ্জা পক্কজ্ঝানং সরপরিত্তানং মিগচক্কং—ইতি বা ইতি এবরূপায় তিরচ্ছানবিজ্জায় পটিবিরতো সমণো গোতমো' তি।" মহাসুত-সোমজাতকেও (৫৩৭) অঙ্গবিদ্যার উল্লেখ আছে —'বোধিসত্তো হি অঙ্গবিজ্জাপাঠকত্তা অনাগতে বারাণসিকুমারং নিস্সায় মহাভয়ং উপপজ্জিস্সতি'—জাতক ৫. ৪৫৮। 'অথি খোস্স রজ্জং কারেন্তং ভাগা'স্তি অঙ্গবিজ্জানুভাবেন ওলোকেন্তো নাদস্স...।'—মহাসুতসোমজাতক, ৫. ৪৮৪। অঙ্গবিদ্যাসম্বন্ধীয় গ্রন্থও যে ছিল তাহার প্রমাণ পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে জানিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা যে খ্রী-পূ° রচনা তাহা নিঃসন্দেহ। পা° ৪. ২.৬০ সূত্রের উদাহরণে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'বিদ্যা-লক্ষণ-কল্পসূত্রান্তাদিকল্পাদেরিক কল্পতঃ।' উদাহরণস্থলে বলিয়াছেন—'বায়সবিদ্যিকঃ। আঙ্গলক্ষণিকঃ।...বিদ্যাচানঙ্গ ক্ষত্রধর্ম-ত্রিপূর্বেতি বক্তব্যম্—আঙ্গবিদ্যঃ। ক্ষাত্রবিদ্যঃ ধার্মবিদ্যঃ। ত্রৈবিদ্যঃ।' পরবর্তী কালে পরাশর অঙ্গবিদ্যা-সম্বন্ধে অনেকগুলি শুভাশুভ ফলাফল বিচার করিয়াছেন। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় পরাশরের বচন অবলম্বন করিয়া 'অঙ্গবিদ্যাপ্রকরণ' নামে একটী অধ্যায় (৫১ অ°) দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র 'বাস্তুবিদ্যাঙ্গবিদ্যা চেতি' এরূপও উক্তি আছে। মৎস্যপু° (২৪১. ১-১৬) অঙ্গ-স্ফুরণে শুভাশুভ ফলাফল কথিত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন অঙ্গবিদ্যার নিদর্শন-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। মৎস্যপু° (২৪১. ২-১৬) অঙ্গস্ফুরণের ফলাফল এইরূপ:—বিভিন্ন অঙ্গস্ফুরণে শুভ ও অশুভ ফলের ধারণা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ পুরুষের দক্ষিণভাগ ও স্ত্রীলোকের বামভাগের কম্পনই প্রশস্ত; তদ্ভিন্ন পৃষ্ঠ ও হৃদয়ের বামভাগের স্পন্দনও শুভ। যদি মস্তক কম্পিত হইলে পৃথিবীলাভ,

ললাট কম্পিত হইলে ভূমিবৃদ্ধি এবং ভ্রূ ও নাসিকা কম্পিত হইলে সুহৃৎ-সঙ্গম লাভ হইয়া থাকে। নয়ন-কম্পনে মৃত্যু, নয়ন-সমীপে কম্পন হইলে ধনাগম ও নয়নমধ্যে কম্পনে উৎকণ্ঠা হয়। স্বপ্নে দৃষ্টিরোধসময়ে সমর জয়লাভ; অপাঙ্গদেশ স্পন্দিত হইলে স্ত্রীসম্ভোগ, কর্ণমধ্যে স্পন্দনে প্রিয়শ্রবণ, নাসিকার স্পন্দনে প্রীতিসৌখ্য, অধরে ও ওষ্ঠে সন্ততিপ্রাপ্তি, কণ্ঠস্পন্দনে ভোগলাভ, স্কন্ধদ্বয়ে ভোগবৃদ্ধি, বাহুদ্বয়-স্পন্দনে বন্ধুস্নেহ, হস্তে ধনাগম, পৃষ্ঠে সদ্যঃ পরাজয়, কিন্তু বক্ষস্থল স্পন্দিত হইলে জয়লাভ হইয়া থাকে। কুক্ষিদ্বয়-কম্পনে প্রীতি, স্তনে স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার, নাভিদেশে স্থানচ্যুতি, নাভিমধ্যে ধনলাভ, জানুসন্ধি স্পন্দিত হইলে বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি হইয়া থাকে। জঙ্ঘায় দেশাংশের নাশ, পদদ্বয়-স্ফুরণে উত্তম স্থান লাভ, পদতল স্ফুরিত হইলে পথগমন লাভজনক হইয়া থাকে এবং উহাতে বেশভূষা ও উপঢৌকনাদি পাওয়া যায়। এইগুলি পুরুষের অঙ্গস্ফুরণের ফলাফল। স্ত্রীলোকের ঠিক ইহার বিপরীত ফল। পুরুষের যে অঙ্গের স্ফুরণে লাভ বা শুভ, স্ত্রীলোকের সেই অঙ্গ-স্ফুরণে হানি এবং যে অঙ্গের স্ফুরণে পুরুষের অশুভ স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা শুভ।

অঙ্গদক্ষিণভাগে তু শস্তং প্রস্ফুরণং ভবেৎ।
অথ শস্তং তথা বামে পৃষ্ঠস্য হৃদয়স্য চ।
পৃথ্বীলাভো ভবেন্মূর্ধ্নি ললাটে রবিনন্দন।
স্থানং বিবৃদ্ধিমাপ্নোতি ভ্রূ-নসোঃ প্রিয়সঙ্গমঃ॥
ভৃত্যাপ্তিরক্ষিচাক্ষিদেশে দৃগুপান্তে ধনাগমঃ।
উৎকণ্ঠোপগমো মধ্যে দৃষ্টং রাজন্ বিচক্ষণৈঃ॥
দৃগ্বন্ধনে সঙ্গরে চ জয়ং শীঘ্রমবাপ্নুয়াৎ।
যোষিদ্ভোগোঽপাঙ্গদেশে শ্রবণান্তে প্রিয়শ্রুতিঃ॥
নাসিকায়াং প্রীতিসৌখ্যং প্রজাপ্তিরধরোষ্ঠয়োঃ।
কণ্ঠে তু ভোগলাভঃ স্যাদ্ভোগবৃদ্ধিরথাংসয়োঃ॥
সুহৃৎস্নেহশ্চ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ।
পৃষ্ঠে পরাজয়ঃ সদ্যো জয়ো বক্ষঃস্থলে ভবেৎ॥
কুক্ষিভ্যাং প্রীতিরুদ্দিষ্টা স্ত্রিয়াঃ প্রজননং স্তনে।
স্থানভ্রংশো নাভিদেশে অন্ত্রে চৈব ধনাগমঃ॥
জানুসন্ধৌ পরৈঃ সন্ধির্বলবদ্ভির্ভবেন্নৃপ।
দিগেকদেশনাশোঽথ জঙ্ঘাভ্যাং রবিনন্দন।
উত্তমং স্থানমাপ্নোতি পদ্ভ্যাং প্রস্ফুরণান্নৃপ।
সলাভঞ্চাধ্বগমনং ভবেৎ পাদতলে নৃপ॥
লাঞ্ছনং পিটকঞ্চৈব জ্ঞেয়ং স্ফুরণবৎ তথা।
বিপর্যয়েণ বিহিতঃ সর্বঃ স্ত্রীণাং ফলাগমঃ॥
অপ্রশস্তে তথা বামে স্বপ্রশস্তং বিশেষতঃ।
দক্ষিণেঽপি প্রশস্তেঽস্মে প্রশস্তং স্যাদিশেতঃ।

পরাশরসংহিতায় অঙ্গবিদ্যা-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। সম্ভবতঃ বৃহৎ-সংহিতাকার পরাশরসংহিতা অবলম্বন করিয়াই একটী অধ্যায় লিখিয়াছেন। বৃহৎসংহিতার ৫১ অধ্যায়ের প্রথমেই লিখিত আছে যে, দিক্, স্থান ও হস্তস্থিত পদার্থ এবং প্রশ্নকারীর বা অপর ব্যক্তির অঙ্গ-সঞ্চালন এবং কাল বিবেচনা করিয়া দৈবজ্ঞগণ শুভাশুভ গণনা করিতে পারেন। এই বিদ্যাকে অঙ্গবিদ্যা বলে। পরাশর-সংহিতায়ও অনুরূপ উক্তি আছে। অতঃপর উক্তি আছে যে, ফলপুষ্প-শোভিত, কাক, গৃধ্র প্রভৃতি হিংস্রপক্ষিশূন্য ছায়ায়নিবিড়বৃক্ষসমাকুল সমতল ভূমি এবং দেব, দ্বিজ ও সাধুদিগের আবাসস্থল, সুগন্ধি পুষ্প, শস্যসুন্দর তৃণ ও নির্মলজল-সমন্বিত ভূমি প্রশ্ন-বিষয়ে শুভপ্রদ; সেইরূপ ছিন্নশাখ কীটদষ্ট কণ্টকযুক্ত রুক্ষ ও কুটিলত্বক্ শুষ্কপত্র ও বল্কসমন্বিত হিংস্রপক্ষিযুক্ত বৃক্ষসমাকুল বন্ধুরভূমি এবং শ্মশান, জনশূন্য, সশোধন ভূমি, মলমূত্রাদি রাখিবার স্থান, অঙ্গার, নরকপাল তুষ, শুষ্কতৃণ-সমাচ্ছন্ন ভূমি শুভপ্রদ হয় না। প্রব্রজিত, নগ্ন, নাপিত, শত্রু, কসাই, চণ্ডাল, জুয়াড়ী, ভিক্ষু ও পীড়িত ব্যক্তির বাসস্থান এবং যেস্থলে আয়ুধ ও মদ্য বিক্রয় হয় তাহা শুভকর নহে। পূর্ব, উত্তর ও ঈশান কোণ জিজ্ঞাসুর সম্বন্ধে প্রশস্ত, কিন্তু বায়ু, পশ্চিম, দক্ষিণ, অগ্নি ও নৈর্ঋত দিক্ অপ্রশস্ত। পূর্বাহ্ণ শুভ; রাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয় ও অপরাহ্ণ অশুভ। উরু, ওষ্ঠ, স্তন, মুষ্ক, পদ, দন্ত, হস্ত, ভুজ, গণ্ড, কেশ, গল, নখ, অঙ্গুষ্ঠ, শঙ্খ, স্কন্ধ, শ্রবণ, পায়ু ও সন্ধিস্থল পুরুষ-সংজ্ঞিত। ভ্রূ, নাসা, স্ফিক্‌গুলি (hips), কটি ও সুন্দর রেখাযুক্ত অঙ্গুলিসমূহ, জিহ্বা, গ্রীবা, পিণ্ডিক (calf), পার্ষ্ণি (heel), জঙ্ঘা, নাভি, কর্ণপালী, কৃকাটী (neck), বদন, পৃষ্ঠ, জত্রু, জানু, অস্থিপার্শ্ব, হৃদয়, তালু, চক্ষু, মেহন, বক্ষ ও ত্রিক স্ত্রীসংজ্ঞিত। মস্তক ও ললাট নপুংসকসংজ্ঞক। এইরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্গ স্পৃষ্ট হইলে বা প্রশ্নসময়ে বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি দর্শন করিলে বা প্রশ্নকারীর হস্তে বিভিন্ন দ্রব্যাদি থাকিলে দৈবজ্ঞগণ সেই সেই বস্তু, বা ব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া প্রশ্নকর্তার চিন্তা ও তাহার সিদ্ধিবিষয়ে জানিতে পারেন। প্রশ্নকারীর কার্য ও স্বভাব হইতে দৈবজ্ঞগণ তাহার সম্বন্ধে সমস্তই জানিতে পারেন, এমন কি সে কি আহার করিয়াছে তাহাও বলিতে পারেন। প্রশ্নের ভাষা হইতেও দৈবজ্ঞগণ প্রশ্নকারীর ঈপ্সিত বিষয় ধারণা করিতে পারেন। গর্ভসম্বন্ধীয় প্রশ্নে দৈবজ্ঞগণ ঐরূপভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণ স্ত্রী বা পুরুষ বা নপুংসক কি না জানিতে পারেন; গর্ভিণী সুপ্রসূতা হইবেন কি তাহার গর্ভপাত হইবে তাহা বা রমণীর কোন সময়ে গর্ভসঞ্চার হইবে তাহাও বলিয়া দিতে পারেন; অথবা তাহার কয়টী পুত্রসন্তান ও কয়টী কন্যা হইবে তাহাও বলিতে পারেন। মস্তক, ললাট, ভ্রূ, কর্ণ, গণ্ড, হনু, দন্ত, গল, দক্ষিণস্কন্ধ, বামস্কন্ধ, হস্তদ্বয়, চিবুক, নাল, বক্ষ, কুচ, হৃদয়ের মধ্য ও উভয়পার্শ্ব, জঠর, কটি, স্ফিক্, পায়ু, সন্ধি, উরুযুগল, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় ও পদদ্বয়ে যথাক্রমে কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্র সকল অবস্থান করে। এই সকল বিষয় অবধান করিয়া দৈবজ্ঞগণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন। এই গাত্র-স্পর্শন-লক্ষণের নাম অঙ্গবিদ্যা। বৃহৎসংহিতার এই অধ্যায়টী সর্ববাদি-সম্মত নহে। অর্থ শা° (১. ১২. ১৩) মতে যাহাদের পিতামাতা নাই অথচ নৃপতিদ্বারা প্রতিপালিত, এইরূপ ব্যক্তিরা অঙ্গবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করে। অন্যত্র (১. ১১. ২১)—'অঙ্গবিদ্যায়া শিষ্যসংজ্ঞাভিশ্চ'।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্গবিদ্যাটীক—স্তোত্র।—Cat. Cat.; Opp. ii. 3386.

অঙ্গবৈরোচন—প্রাচীন ভারতের একজন

নৃপতি। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে অভিষিক্ত নৃপতিগণের তালিকায় ইঁহার নাম আছে। অত্রিপুত্র উদময় ইঁহার পুরোহিত ছিলেন। ইনি পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়কালে নানা দেশ হইতে ইনি বহু সংখ্যক নিষ্কণ্ঠী দুহিতৃ-কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন। অঙ্গরাজ উদময়কে দান করিবার জন্য দশ সহস্র নিষ্কণ্ঠী আঢ্য-দুহিতা প্রদান করিয়াছিলেন। বৈরোচনের পুরোহিত যাগে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাঁহাকে ৮৮০০০ পৃষ্ঠ-বাহন-যোগ্য শ্বেত অশ্ব আপনার অশ্বশালা হইতে খুলিয়া আনিয়া দান করিয়াছিলেন। অঙ্গবৈরোচন দানে মুক্তহস্ত ছিলেন।

ইঁহারপুরোহিত উদময়ও দানশীল ছিলেন। তিনি 'অবচত্নুক' নামক দেশে দশ সহস্র হস্তী দান করিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষে ভৃত্যদিগকে আদেশ দিলেন 'তোমরা দান কর।' ভৃত্যদিগকে আদেশের সময় 'তুমি একশত দাও, তুমি একশত দাও'—এইরূপ আদেশ দিয়াও ক্লান্ত হইয়াছিলেন। পরে 'তুমি সহস্র দাও' এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাকে ক্লান্ত হইয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত আখ্যায়িকা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি দানশৌণ্ড ছিলেন।

[ঐ-ব্রা ৮. ২২ ; ZDMG, xlii. 214]

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্গশোথ—[বৈদ্যক] গা-ফোলা রোগ-বি°।

অঙ্গশোষ—[বৈদ্যক] বায়ুজনিত পীড়া-বি°।

অঙ্গশোষণ—[বৈদ্যক] শরীরের ত্বক্ শুষ্ক হওয়া। গায়ের চামড়া শুকাইয়া যাওয়া।

অঙ্গসংমর্দন—অঙ্গমর্দন [অঙ্গ, দ্র°]।

অঙ্গসংস্থান—স্ত্রী°, অঙ্গের সংস্থান অর্থাৎ যথাযথভাবে সন্নিবেশ। সংস্থান শব্দ আকৃতি ও সন্নিবেশ এই উভয়ার্থবাচক ; সুতরাং অঙ্গসংস্থান শব্দে দেহাবয়বের যথাযথ আকৃতি ও যথাস্থানে অবস্থিতিই প্রতীত হয়। বস্তুতঃ যে অবয়বের যেরূপ আকৃতি ও যেরূপ অবস্থিতি সৌন্দর্য, কর্মপটুতা, দীর্ঘায়ুঃ, সৌভাগ্য প্রভৃতি সূচনা করে, সেই অবয়ব বিকৃত অথবা অযথা সন্নিবিষ্ট হইলে সৌন্দর্যহানি, কর্মাক্ষমতা, অল্পায়ুঃ, দুর্ভাগ্য প্রভৃতি অশুভ ফলই সূচিত হয়। চিকিৎসা-শাস্ত্রের মতেও সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত অঙ্গই দীর্ঘায়ুর লক্ষণ।

"তত্রেমানি আয়ুষ্মতাং কুমারাণাং লক্ষণানি। তদ্ যথা—একৈকজা মৃদবোঽল্পাঃ স্নিগ্ধাঃ সুবদ্ধমূলাঃ কৃষ্ণাঃ কেশাঃ প্রশস্যন্তে··· ইত্যাদি"। —চ-শা° ৮ অঃ।

এইগুলি আয়ুষ্মান্ বালকের লক্ষণ। যথা—পরস্পর পৃথক্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট কোমল, অল্প, স্নিগ্ধ, দৃঢ়মূল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ প্রশংসনীয় অর্থাৎ শুভসূচক ইত্যাদি। এই সমুদয় অবয়ব স্বাভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট ও যথাযথ সন্নিবিষ্ট হইলে ইষ্ট বা শুভ এবং বিপরীত হইলে অনিষ্ট বা অশুভ সূচিত হয়।

"গূঢ়সন্ধিশিরাস্নায়ুঃ সংহতাঙ্গঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ। উত্তরোত্তরসুক্ষেত্রো যঃ স দীর্ঘায়ুরুচ্যতে।" —সু-সূ° ৩৫ অঃ।

যাহার অঙ্গসন্ধি, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি গূঢ় অর্থাৎ অদৃশ্যভাবে অবস্থিত, অবয়বসকল সুদৃঢ়, ইন্দ্রিয়সমূহ দার্ঢ্যবোধক এবং পদ, জঙ্ঘা, জানু, উরু প্রভৃতি ক্ষেত্র সুদৃশ্য ও সুগঠিত, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘায়ুঃ।

সুশ্রুত-সংহিতায় প্রত্যেক অঙ্গের মাপ বা পরিমাণ (measurement) সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

"তত্র স্বৈরঙ্গুলৈঃ পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রদেশিন্যৌ দ্ব্যঙ্গুলায়তে। প্রদেশিন্যাস্তু মধ্যমানামিকা কনিষ্ঠা যথোত্তরং পঞ্চমভাগহীনাঃ···ইত্যাদি।" —সু-সূ° ৩৫ অঃ।

পদের অঙ্গুষ্ঠ ও প্রদেশিনী এই অঙ্গুলি-দ্বয় (নখাংশ ভিন্ন) স্ব স্ব অঙ্গুলির ২ অঙ্গুলি পরিমাণ, মধ্যমা প্রদেশিনীর ⅘, অনামিকা মধ্যমার ⅘ ও কনিষ্ঠা অনামিকার ⅘ পরিমিত দীর্ঘ। প্রপাদ (পাদাগ্রভাগ) ও পদমধ্য ৪ অঙ্গুলি আয়ত ও ৫ অঙ্গুলি বিস্তৃত, পার্ষ্ণি ৫ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ৪ অঙ্গুলি বিস্তৃত, সমগ্র পায়ের দৈর্ঘ্য ১৪ অঙ্গুলি। পদ, গুল্ফ, জানু ও জঙ্ঘা প্রত্যেকের মধ্যস্থলের পরিধি ১৪ অঙ্গুলি। জঙ্ঘা ১৮ অঙ্গুলি, জানুর নিম্নসন্ধি হইতে কটিসন্ধি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৩২ অঙ্গুলি। উরু (জানুসন্ধির ঊর্ধ্ব হইতে বঙ্ক্ষণসন্ধি পর্যন্ত) দৈর্ঘ্যে জঙ্ঘার সমান অর্থাৎ ১৮ অঙ্গুলি···ইত্যাদি।

"দেহঃ স্বৈরঙ্গুলৈরেষ যথাবদনুকীর্তিতঃ। যুক্তঃ প্রমাণেনানেন পুমান্ বা যদি বাঙ্গনা। দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি।" (সু সূ° ৩৫ অঃ)

স্ব স্ব অঙ্গুলির মাপে মানবদেহের এই পরিমাণ বর্ণিত হইল। যে সকল পুরুষ বা নারীর দেহাবয়ব এই পরিমাণানুযায়ী সুগঠিত তাহারাই দীর্ঘায়ুঃ ও সৌভাগ্যলাভ করে।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অঙ্গসঙ্কেত—সঙ্কেত তিন প্রকার—(১) শ্রবণ-গ্রাহ্য, (২) চক্ষুর্গ্রাহ্য ও স্পর্শগ্রাহ্য। উচ্চারিত শব্দসঙ্কেত শ্রবণ-গ্রাহ্য ; ইহা সহজে প্রকাশ ও গ্রহণ করা যায় বলিয়া ইহার প্রসার বেশী। অবশ্য বর্ণমালার উদ্ভাবনে লিখন ও পঠনের ব্যবস্থা হইয়া ইহাকে শ্রবণ-গ্রাহ্য ও চক্ষুর্গ্রাহ্য উভয়ই করিয়া তোলা হইয়াছে।

কোনরূপ শব্দ উচ্চারণ না করিয়া হস্ত, মুখ ও মস্তকাদি অঙ্গের বিভিন্ন ভঙ্গীর সাহায্যেও মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। মানবকে একসময় সম্ভবতঃ এইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য সাঙ্কেতিক ভঙ্গীদ্বারাই সকল ভাব প্রকাশ করিতে হইত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে উচ্চারিত শব্দাদির সহিত সঙ্কেতাত্মক অঙ্গভঙ্গী মনের ভাব-প্রকাশে নিতান্ত অপরিহার্য ছিল। মানুষের জীবন-ব্যাপার যখন বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই, তখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটী দ্রব্যের নাম ও খাওয়া, শয়ান প্রভৃতি কয়েকটী আবশ্যক ক্রিয়াপদ ভিন্ন বড় কিছুই প্রকাশের প্রয়োজন তাহাদের হইত না ; পার্বতীয় অসভ্য জাতির মনের ভাবপ্রকাশের প্রণালী আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন পার্বতীয় জাতির মধ্যে রীতিমত অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিবার প্রথা বর্তমান। আমেরিকার আদিম জাতি 'রেড ইণ্ডিয়ান'গণ অঙ্গভঙ্গীর

সাহায্যে রীতিমত বক্তৃতা করিতে পারে। অস্ট্রেলিয়া ও আসামের বিভিন্ন পাহাড়িয়া জাতির মধ্যেও এইরূপ দেখা যায়। গুপ্তভাবে কার্য চালাইবার জন্য অন্যের দুর্বোধরূপে নিজেদের মনোভাবের আদানপ্রদানের জন্য গুপ্ত সমিতি, দস্যু ও তস্করাদির দলেও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মনের ভাব প্রকাশের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীহট্ট জেলার গ্রহবিপ্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মনোভাব প্রকাশের একরূপ গুপ্ত ভাষা প্রচলিত আছে। ইহারা সাধারণতঃ শান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। অপরে যাহাতে ইহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারে তজ্জন্য ইহারা নিজেদের মধ্যে এইরূপ আলাপদ্বারা যুক্তি-পরামর্শ করিয়া লয়।

পূজা ও উপাসনায় আবাহন, বিসর্জন, অবনতি, প্রণাম প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গীও বিশেষ ভাবদ্যোতক। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যে এইরূপ ভঙ্গী প্রচলিত। আশীর্বাদ ও অভয়সূচক ভঙ্গীও সর্বজন-গ্রাহ্য।

বধ করিবার ইঙ্গিত অতি সহজেই বুঝা যায়। নাট্যাভিনয়ে ও ছায়াচিত্রে অঙ্গভঙ্গীর বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়। বিশেষতঃ নির্বাক্-চিত্রে অঙ্গভঙ্গীর দ্বারাই সমস্ত বিষয়বস্তু ফুটাইয়া তোলা হয়। সাধারণতঃ হস্ত, অঙ্গুলি, মুখ ও চোখের ভঙ্গীদ্বারাই মানুষের মনের ভাব বিশেষরূপে ধরা পড়ে।

মূক ও বধিরদিগের শিক্ষার জন্য হস্ত ও অঙ্গুলির বিভিন্ন ভঙ্গীতে বর্ণমালা-শিক্ষার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ওষ্ঠদ্বয়ের ভঙ্গী-দ্বারাও শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য এইরূপ শিক্ষা না পাইলেও মূক ও বধিরগণ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ নানারূপ সঙ্কেতের ব্যবহার শিখিয়াছে। প্রাচীন মূর্তিগুলি দেখিলেই ইহা সুস্পষ্ট হয়। প্রাচীন মূর্তিগুলির এক একটী ভঙ্গী এক একটী ভাবের পরিচায়ক। গ্রীক বা রোমানদের মধ্যেও অঙ্গসঙ্কেত বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত ছিল।

অঙ্গসঙ্কেতদ্বারা যেমন ভাবপ্রকাশ হইয়া থাকে তেমনই ভাবের আদান-প্রদান পর্যন্ত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়, মহোসধ পত্নী-নির্বাচনে বাহির হইয়া পথে একটী মেয়েকে দেখিলেন। অপরিচিতার সহিত পথিমধ্যে বাক্য-বিনিময় না করিয়া তিনি দূরে দাঁড়াইয়া হস্তমুষ্টি দ্বারা সঙ্কেত করিলেন। এই সঙ্কেতে মেয়েটী বুঝিল মহোসধ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সে বিবাহিতা কি না। প্রত্যুত্তরে সে হস্ত বিকাশ করিয়া জানাইল যে, সে অবিবাহিতা।

অঙ্গের বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরতমুনি মস্তকের ২৩টী ভঙ্গীর কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সম—স্বাভাবিক ভঙ্গী। ইহা স্বাভাবিক অবস্থা ব্যক্ত করে।

উদ্বাহিত—প্রবলভাবে উত্তোলন। অর্থ—'আমি পারি' বলা; লম্বা জিনিস দেখান।

অধোমুখ—মস্তক নত করা। ইহা নম্রতার লক্ষণ, দুঃখের প্রকাশক। নীচের জিনিস দেখান।

আলোড়িত—বৃত্তাকারে মস্তকের ঘূর্ণন। ইহা তন্দ্রা অথবা মাদকতার পরিচায়ক।

ধুত—দক্ষিণ হইতে বাম এবং বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তক-সঞ্চালন। অর্থ—'না' বলা; কোন কিছু অস্বীকার করা অথবা কোন বিষয়ে অসম্মতি জানান।

কম্পিত—ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে মস্তক-সঞ্চালন। 'থাম' বলা; অনুসন্ধান ইত্যাদি।

পরাভৃত্ত—এক পার্শ্বে মস্তক ফেরান। অর্থ—'ইহা কর' এইরূপ আজ্ঞা করা।

উৎক্ষিপ্ত—পার্শ্বে ও ঊর্ধ্বভাগে মস্তক-সঞ্চালন। অর্থ—'ইহা লও' এইরূপ আজ্ঞা করা।

অবধুত—প্রবলবেগে মস্তক অবনমিত করা। অর্থ—'অবস্থান কর' এইরূপ আজ্ঞা করা। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ আবার আটপ্রকার দৃষ্টির কথাও বলা হইয়াছে।

সম—অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা। বিস্ময়াবিষ্ট হইলে মানুষ এইভাবে চাহিয়া থাকে; অন্যমনস্ক হওয়া।

আলোকিত—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ ফেরান। অর্থ—সমস্ত জিনিস দেখান।

সাচি—চোখের কোণ দিয়া দেখা। অর্থ—ইঙ্গিত করা।

প্রলোকিত—একদিক্ হইতে অপর দিকে অনবরত চোখ ফেরান। ইহা বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থা ব্যক্ত করে।

নিমীলিত—চক্ষুর্দ্বয় প্রায় মুদ্রিত করা। ইহা অধীনতা স্বীকার করার লক্ষণ।

উল্লোকিত—ঊর্ধ্বে ও পার্শ্বে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ। অর্থ—উচ্চতা প্রদর্শন করা।

অনুবৃত্ত—ঊর্ধ্ব ও অধোভাগে দ্রুত দৃষ্টি-নিক্ষেপ। অর্থ—কোপ প্রকাশ করা।

অবলোকিত—নিম্নে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া থাকা। ইহা চিন্তিত থাকার লক্ষণ।

ইহা ব্যতীত আরও নানাপ্রকার দৃষ্টি-সঙ্কেত আছে। যেমন, শৃঙ্গার-দৃষ্টি। প্রেমিক প্রেমিকারা চক্ষুর কোণ দিয়া দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরের প্রতি সঙ্কেত করিয়া থাকে। আমরাও দূরের বস্তু দেখাইতে হইলে অনেক সময় চক্ষু সামান্য উত্তোলন করিয়া থাকি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমরা কোপ প্রকাশ করিয়া থাকি। আবার গালে হাত দিয়া কেহ বসিয়া থাকিলে বুঝা যায়, তাহার মনে দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে জানাইয়া দেওয়া হয়।

দুঃখে আমরা হাত মোচড়াই। আবার কুপিত হইলে হস্তমুষ্টি করিয়া থাকি। অনেক সময় মাত্র মুখে তর্জনী রাখিয়া চুপ করিতে বলা হয়। কোন জিনিস দেখাইতে হইলেও হস্ত-সঙ্কেতে তাহা হইয়া থাকে। ঊর্ধ্ব হইতে দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে মস্তক নামাইয়া সম্মতি জানান হয়।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহাকে অঙ্গসঙ্কেত করা হয় সে তাহার অর্থ অনেক সময় বোঝে না। অপরের নিকট হইতে বুঝাইয়া লয়। ইহাতে বোধ হয়, কথাকার সঙ্কেতগুলির অর্থ প্রকাশ করাইবার

ইহাই সহজ উপায় মনে করেন। কথাসরিৎসাগরে দেবদত্তের আখ্যায়িকায়, আরব্য-উপন্যাসের দুইটি গল্পে (Burton, ii. 302 ff ; ix, 269) এইরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। বেতালের প্রথম গল্পে (পৃ° ১৭৮-১৭৭) রাজকন্যা নরন গেরেলের (Naran Gerel) সংকেতের অর্থ মন্ত্রী সসরণ (Ssaran) বুঝিতে অক্ষম হইয়া ভাবিয়াছিলেন রাজকন্যা তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী সংকেতগুলির সমস্ত অর্থ করিয়া স্বামীকে বুঝাইলেন যে, রাজকন্যা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আর একটি আখ্যায়িকায় (E. T. W. Gibb : A sub-story to the lady's ninth story of the forty vezirs, 116 ff) দেখিতে পাওয়া যায়, এক সন্ন্যাসীর সংকেতের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়াও এক নরবেশ সংকেতদ্বারা তাহার প্রত্যুত্তরে সন্ন্যাসীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগরে, পদ্মাবতী নিজ কর্ণে একটি উৎপল রাখিয়া বজ্রমুকুটকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি কর্ণোৎপল রাজার রাজ্যে বাস করেন।

Lane (Arabian Nights, i. 608 ; Arabian society in the middle ages, 130) বলেন, ১৬৮৮ খ্রী° সংকেতের ভাষার সহিত ইউরোপীয়গণকে প্রথম পরিচিত করেন একজন ফরাসী। তাঁহার নাম—M. du Vigneau. (Secretaire Turc, Contenant l' Art d'exprimer ses pensees sans se voir, sans se parler, et sans ecrire, Paris, 1688). এ বিষয়ে Von Hammer একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (Mines de l' Orient, No I, Vienna, 1809 (note to Mercel's contes du cheykh El-Mohdy, III, 327, 328, Paris, 1833)। অন্যত্রও অঙ্গসংকেতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (Swynnerton, Indian Nights Entertainments, 167 ff ; Stein and Grierson, Hatim Tales, 1923, 21, 22 দ্র°)। সাল্যারি উত্তর আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের অঙ্গসংকেতের কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন (G. Mallery : Introduction to the study of sign language, washington, 1880)। প্রাচ্য প্রদেশে অঙ্গসংকেতের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাদম্বরী, বাসবদত্তা, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা প্রভৃতি গ্রন্থে অঙ্গসংকেতের উদাহরণও বিরল নহে। নায়ক-নায়িকার অঙ্গসংকেত-সম্বন্ধে কোন প্রাচীন গ্রন্থে কোন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। বাৎস্যায়ন তাঁহার 'কামসূত্রে' (৩. ২৪) ইঙ্গিতাকারসূচন-প্রকরণে বলিয়াছেন —'তানিঙ্গিতাকারান্ বক্ষ্যামঃ'। অতঃপর এই সম্পর্কে 'সম্মুখং ন বীক্ষতে, তং তু বীক্ষিতা ব্রীড়াং দর্শয়তি' ইত্যাদি ১৭টি সূত্র করিয়াছেন। মধ্যযুগে পদ্ম শ্রী-রচিত নাগরসর্বস্বে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে পাঁচটিমাত্র শ্লোক পাওয়া যায়। সেই শ্লোক কয়টির তাৎপর্য এইরূপ—

কুশল প্রশ্নে কর্ণলতা হাত দিয়া দেখাস হয়। কামার্ত ভাব বুঝাইতে হইলে কেশ স্পর্শ করিতে হয়। স্নেহে বক্ষস্থল স্পৃশনীয়। হস্ত পতাকার ন্যায় করিয়া এইগুলি করণীয়। অবসর প্রশ্নে অর্থাৎ অবসর আছে কিনা জানিতে হইলে তর্জনীপৃষ্ঠে যোজিত করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি দেখাইতে হয়। অবসর আছে এইভাব বুঝাইতে অঞ্জলি করিতে হয়, আহ্বান করিতে হইলে কুঞ্চিতাঞ্জলি করিতে হয়। পূর্বদিক্ বুঝাইতে অঙ্গুষ্ঠ, দক্ষিণদিক বুঝাইতে তর্জনী, পশ্চিমদিক্ বুঝাইতে মধ্যমা, উত্তরদিক্ বুঝাইতে অনামিকা প্রয়োগ করিতে হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্বরেখা পর্যন্ত প্রতি অঙ্গুলির তিনটি করিয়া রেখা লইয়া পনরটি রেখা হয়। এগুলিতে প্রতিপদাদি পনরটি তিথি বুঝায়। শুক্লপক্ষ বুঝাইবার জন্য বাম করের রেখা স্পর্শ করিতে হইবে। এইরূপ কৃষ্ণপক্ষ বুঝাইতে দক্ষিণ করের রেখা স্পর্শ করিতে হয়। কামিনী যে হস্তের যে রেখা স্পর্শ করিবে তদনুরূপ তিথি বুঝাইবে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রূপ-গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের দূতী-প্রকরণে (২০শ সূত্র) একটি সূত্র আছে।

'তত্রাদ্যৎস্যাদ্দৃগস্তাদৈঃ কৃষ্ণং প্রেষ্য স্বনিহ্নুতি।'

গোপযৌতা হরির সমক্ষ এবং পরোক্ষভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে সমক্ষ দুই প্রকার —সাঙ্কেতিক এবং বাচিক। চক্ষুর প্রান্ত ভ্রূ ও তর্জন্যাদি অঙ্গুলি চালনাদ্বারা স্বীয় সখীর প্রতি কৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া আপনার যে নিহ্নুতি (গোপন) তাহাকে সাঙ্কেতিক সমক্ষদূত্য বলে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ইঙ্গিতাকারসূচন-প্রকরণে অঙ্গসংকেত-সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা আছে।

উজ্জ্বলনীলমণির দূতীভেদ বর্ণনায় (১৩) সংকেতের দুই একটি কথা আছে, যথা—

অঙ্গুলি স্ফোটনং ব্যাজসংভ্রমাদ্যঙ্গসংবৃতিঃ
পদা ভূলেখনং কর্ণকণ্ডূতিস্তিলকক্রিয়া।
বেশক্রিয়া ভ্রুবোধূতি সখ্যাসাশ্লেষতাড়নে।
দংশোঽধরস্য হারাদিগুম্ফোঘণ্ডনশিঞ্জিতম্।
দোর্মূলাদিপ্রকটনং কৃষ্ণনামাদিলেখনং
তরৌ লতায়া যোগাদ্যাঃ কৃষ্ণস্যাগ্রে স্বয়ংঙ্গিকাঃ॥
(দূতীভেদ ১৩)

অঙ্গুলিস্ফোটন, ব্যাজ হেতু সম্ভ্রম প্রদর্শন ■ যথা, শঙ্কা ও লজ্জাবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণদ্বারা ভূলেখন, কর্ণ-কণ্ডূয়ন, তিলকক্রিয়া, কেশরচনা, ভ্রুবিক্ষেপ, সখীকে আলিঙ্গনদান অথবা তাড়না, অধর দংশন, হারগুম্ফন, ভূষণের ধ্বনিদ্বারা আকর্ষণ, বাহুমূল উদ্ঘাটন, নামলিখন, বৃক্ষ ও লতার সংযোগ সাধন প্রভৃতি।*

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

* ক্ষেমপ্রশ্নে কর্ণলতা, কথিতা করসংস্পর্শা।
কচসংস্পর্শঃ কামার্তাস্যঃ স্নেহে, শিরোহর্চনে॥১
মধ্যমাংবসরপ্রশ্নে তর্জনীপৃষ্ঠযোজিতা।
অবসরেঽঞ্জলিস্তেষ আহ্বানে কুঞ্চিতাঞ্জলিঃ॥২
অঙ্গুষ্ঠতর্জনীমধ্যাঃ পূর্বদক্ষিণপশ্চিমাঃ।
উত্তরাংশানামিকা চেতি দিশো জ্ঞেয়া অনুক্রমাৎ॥৩
কনিষ্ঠামূলমারভ্য রেখাঃ পঞ্চদশ ক্রমাৎ।
অঙ্গুষ্ঠান্তোর্ধ্বরেখান্তাঃ স্মৃতাঃ প্রতিপদাদিবু॥৪
শুক্লে বামকরে জ্ঞেয়া অসিতে দক্ষিণে করে।
স্বয়ং স্পৃষ্টি কামিন্যস্তাঃ দিশুঃ স্মরেৎ॥৫

* বাৎস্যায়নের সূত্রের সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর উক্তির মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। ৩. ২৩-৩১ সূত্র দ্র°।

অঙ্গসদন—শরীরের অবসন্নতা। দেহের অবসাদ।—বাক্‌ট।

অঙ্গসপ্তিক—জৈন গ্রন্থ-বি°। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। জৈন ধর্মাবলম্বী খারবেল মৌর্য-নৃপতিদের সময় ইহার উদ্ধার সাধন করেন। গ্রন্থটী ৩৬ অধ্যায়ে বিভক্ত।

[C. J. Shah : Jainism in northern India, 183 ; JBORS, xiii. 256 ; JRAS. 1910, 826-7]

অঙ্গসাদ—অবসন্নতা, জড়তা, স্ফূর্তিহীনতা, অবসাদ।

অঙ্গসুন্দর—[বৈদ্যক] দদ্রুবিনাশকারী বৃক্ষ।

অঙ্গসুপ্তি—স্ত্রী°, দেহস্পর্শজ্ঞানশূন্যতা, অঙ্গের অসাড় ভাব।

অঙ্গসেন—[বৈদ্যক] বাকস গাছ; অগস্তিদ্রুম।—রত্নাবলী।

অঙ্গসেনা—অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগত সামন্ত বিপুত্তাপনের পত্নী।—পদ্মপু° ৩৭, ২২৩।

অঙ্গস্ফুরণ—জ্যোতিষ-গ্রন্থবি°।— Lz. 1180, 2। ~বিচার Cat. Cat ; pheh. 11.

অঙ্গহার—নৃত্য করিতে হইলে নৃত্যশাস্ত্রকার ভরত মুনি যে সকল অঙ্গভঙ্গীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং নৃত্য-করণে বা 'করণে' হস্ত ও পদাদির যে সকল ভঙ্গীর প্রয়োজন, ও হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া যে সকল ভঙ্গী করা যায় তাহাই অঙ্গহার নামে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ৪র্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। অমরকোষ, শব্দরত্ন, কল্পদ্রুকোষ প্রভৃতি 'অঙ্গহার' অর্থে 'অঙ্গ-বিক্ষেপ' বলিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত ৩২ প্রকার অঙ্গহারের নাম, যথাঃ —(১) স্থিরহস্ত, (২) পর্যস্তক, (৩) সূচীবিদ্ধ (৪) অপবিদ্ধ, (৫) আক্ষিপ্তক, (৬) উদ্‌ঘট্টিত, (৭) বিষ্কম্ভ, (৮) অপরাজিত, (৯) বিষ্কম্ভাপসৃত, (১০) মত্তাক্রীড়, (১১) স্বস্তিকরেচিত, (১২) পার্শ্বস্বস্তিক, (১৩) বৃশ্চিক, (১৪) ভ্রমর, (১৫) মত্তস্খলিত, (১৬) মদবিলসিত, (১৭) গতিমণ্ডল, (১৮) পরিচ্ছিন্ন, (১৯) পরিবৃত্ত-রেচিত, (২০) বৈশাখ-রেচিত, (২১) পরাবৃত্ত, (২২) অলাতক, (২৩) পার্শ্বচ্ছেদ, (২৪) বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত, (২৫) উদ্বৃত্ত, (২৬) আলীঢ়, (২৭) রেচিত, (২৮) আচ্ছুরিত, (২৯) আক্ষিপ্ত রেচিত, (৩০) সম্ভ্রান্ত, (৩১) অপসর্প, (৩২) অর্ধ নিকুট্টক।

(১) **স্থিরহস্ত**—ঊর্ধ্বে ক্ষিপ্ত হস্তদ্বয় সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দুই পদকে সম্পাদভাবে রাখিতে হইবে; তৎপরে দক্ষিণহস্ত বাহুশিরো-পসৃত ভঙ্গীতে ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত করিতে হইবে; তারপর প্রত্যালীঢ় ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া 'নিকুট্টক' করিতে হইবে। অতঃপর উদ্বৃত্ত, পরে আক্ষিপ্ত ও স্বস্তিক করিতে হইবে; তৎপরে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন একত্র করিয়া স্থিরহস্ত হইতে হয়।

এই ভঙ্গী মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়।

অষ্টোত্তরশতং হ্যেতৎকরণানাং ময়োদিতম্।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি হ্যঙ্গহারবিকল্পনম্ ॥১৭৪
প্রসার্যোৎক্ষিপ্য চ করৌ সমপাদং প্রযোজয়েৎ।
ব্যংশিতাপসৃতং সব্যং হস্তমূর্ধ্বং
প্রসারয়েৎ ॥১৭৫
প্রত্যালীঢ়ং ততঃ কৃত্বা তথৈব চ নিকুট্টকম্।
উদ্বৃত্তং ততঃ কুর্যাদাক্ষিপ্তং স্বস্তিকং
ততঃ ॥১৭৬
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং চ যোগতঃ।
স্থিরহস্তো ভবেদেষ হ্যঙ্গহারো হরপ্রিয়ঃ ॥১৭৭

(২) **পর্যস্ত**—প্রথমে তলপুষ্প ও অপবিদ্ধ করিয়া পরে নিকুট্টের সহিত বর্তিত করিতে হয়। তৎপরে প্রত্যালীঢ়ভঙ্গী করিতে হয়, পরে পুনরায় নিকুট্ট, পরে উদ্বৃত্ত এবং আক্ষিপ্ত ও উরোমণ্ডল, পরে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন। এইরূপ অঙ্গহারকে পর্যস্ত বলা হয়।

এই মুদ্রা শিবসম্মত।

তলপুষ্পাপবিদ্ধে দ্বে বর্তিতং সনিকুট্টকম্।
প্রত্যালীঢ়ং ততঃ কৃত্বা তথৈব চ
নিকুট্টকম্ ॥১৭৮
উদ্বৃত্তং তথাক্ষিপ্তমুরোমণ্ডলমেব চ।
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ ॥১৭৯
এষ পর্যস্তকো নাম হ্যঙ্গহারো হরোদ্ভবঃ।

(৩) **সূচী-বিদ্ধ**—প্রথমে অলপল্লব সূচী করিয়া, পরে বিক্ষিপ্ত, আবর্তিত, নিকুট্ট, উদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, কটিচ্ছিন্ন ভঙ্গী করিলে সূচী-বিদ্ধ অঙ্গহার হয়।

অলপল্লবসূচীং চ কৃত্বা বিক্ষিপ্তমেব চ ॥১৮০
আবর্তিতং ততঃ কুর্যাত্তথৈব চ নিকুট্টকম্।
উদ্বৃত্তং তথাক্ষিপ্তমুরোমণ্ডলমেব চ ॥১৮১
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং সূচীবিদ্ধো ভবেদয়ম্।

(৪) **অপবিদ্ধ**—উৎপ্রকম্পন। প্রথমে অপবিদ্ধ করণ করিয়া পরে সূচি-বিদ্ধ ভঙ্গীতে উদ্বেষ্টিতভাবে হস্ত উত্তোলন করিতে হইবে এবং চতুর্দিকে তিনবার ঘুরাইতে হইবে (উদ্বেষ্টিতহস্তেন ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ)। পুনরায় হস্তদ্বয়কে উরোমণ্ডল এবং পরে কটিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখিতে হইবে। এইরূপ ভঙ্গীর নাম অপবিদ্ধ অঙ্গহার।

অপবিদ্ধং তু করণং সূচীবিদ্ধং তথৈব চ ॥১৮২
উদ্বেষ্টিতেন হস্তেন ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ।
উরোমণ্ডলকৌ হস্তৌ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ ॥ ১৮৩
অপবিদ্ধোঽঙ্গহারশ্চ বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রয়োক্তৃভিঃ।

(৫) **আক্ষিপ্ত**—সর্বদিকে বিকৃত করা। প্রথমে নূপুর করণ, পরে বিক্ষিপ্ত ও অলাতক ভঙ্গী করিয়া পুনরায় আক্ষিপ্ত, তৎপরে উরোমণ্ডল, পরে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন ভঙ্গী করিতে হইবে। এই ভঙ্গীকে আক্ষিপ্ত অঙ্গহার বলে।

করণং নূপুরং কৃত্বা বিক্ষিপ্তালাতকে পুনঃ ॥১৮৩
পুনরাক্ষিপ্তকং কুর্যাদুরোমণ্ডলকং তথা।
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ ॥১৮৫
আক্ষিপ্তকঃ স বিজ্ঞেয়ো হ্যঙ্গহারঃ প্রয়োক্তৃভিঃ।

(৬) **উদ্‌ঘট্টিত**—চরণতলের শেষাংশে দণ্ডায়মান। হস্ত উদ্বেষ্টিত ভঙ্গীতে এবং চরণ নিকুট্ট ভঙ্গীতে রাখিতে হইবে। এইভাবে কেবল দক্ষিণদিকে থাকিলেই চলিবে না, বামদিকেও থাকিতে হইবে। পরে দুই হস্ত উরুমণ্ডল, নিতম্ব ও করিহস্ত ভঙ্গীতে রাখিবে।

তৎপরে কটিচ্ছিন্ন অঙ্গী করিতে হইবে। এইরূপ ভঙ্গীকে উদ্ঘট্টিত ভঙ্গী বলে।

উদ্বেষ্টিতাপবিদ্ধৌ করৌ পাদৌ নিকুট্টিতঃ ॥১৮৬
পুনস্তেনৈব যোগেন বামপার্শ্বে ভবেদথ।
উরোমণ্ডলকৌ হস্তৌ নিতম্বং করিহস্তকম্ ॥১৮৭
কর্তব্যং সকটিচ্ছিন্নং নৃত্তে তুদঘট্টিতে সদা।

(৭) বিক্ষিপ্ত—প্রসারিত। হস্তদ্বয় পর্যায়ক্রমে উদ্বেষ্টিত অপবিদ্ধ ভঙ্গীতে স্থাপন করিয়া, চরণ নিকুট্ট ভঙ্গীতে রাখিতে হইবে। দক্ষিণ ও বামদিকে এইরূপ করিতে হইবে। তৎপরে দুই হস্ত উরোমণ্ডলে ও নিতম্বে রাখিয়া পরে করিহস্তভঙ্গী করিয়া কটিচ্ছিন্ন করিলে বিক্ষিপ্তভঙ্গী হয়।

পর্যায়াদ্বেষ্টিতৌ হস্তৌ পাদৌ চৈব
নিকুট্টিতৌ ॥১৮৮
কুঞ্চিতাবক্ষিপ্তৌ চৈব হ্যূরূদ্বৃত্তং তথৈব চ।
চতুরস্রং করং কৃত্বা পাদেন চ নিকুট্টকম্ ॥ ১৮৯
ভুজঙ্গত্রাসিতং চৈব করং চোদ্বেষ্টিতং পুনঃ।
পরিচ্ছিন্নং চ কর্তব্যং ত্রিকং ভ্রমরকেণ তু ॥১৯০
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং বিক্ষিপ্তঃ পরিকীর্তিতঃ।
দণ্ডপাদকরং চৈব বিক্ষিপ্যাক্ষিপ্য চৈব হি ॥
ব্যংসিতং বামহস্তং চ সহ পাদেন সর্পয়েৎ।

(৮) অপরাজিত—প্রথমে হস্তকে দণ্ড-পাদভাবে, পরে বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তভাবে রাখিতে হইবে; বামহস্ত ব্যংসিতভাবে এবং বাম চরণ প্রসর্পভাবে একত্র রাখিতে হইবে। তৎপরে হস্তদ্বয়কে চতুরস্রভাবে ও চরণযুগলকে নিকুট্টক-ভাবে রাখিতে হইবে। তৎপরে হস্তকে ভুজঙ্গ-ত্রাসিতভাবে রাখিয়া পুনরায় উদ্বেষ্টিতভাবে রাখিতে হইবে; তৎপরে দুই হস্তকে নিকুট্টভাবে, পরে মণ্ডলোরসি বা উরোমণ্ডলভঙ্গী করিয়া করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। এই ভঙ্গীই অপরাজিত ভঙ্গী।

চতুরস্রং করং কৃত্বা পাদেন চ নিকুট্টকম্।
ভুজঙ্গত্রাসিতং চৈব করং চোদ্বেষ্টিতং পুনঃ।
নিকুট্টকদ্বয়ং কার্যমাক্ষিপ্তং মণ্ডলোরসি ॥ ১৯৩
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং কর্তব্যমপরাজিতে।

(৯) বিক্ষিপ্তাপসৃত—প্রসারিত ও অগ্রগতি। ইহাতে প্রথমে কুট্টিতের করণ, তৎপরে ভুজঙ্গত্রাসিত; তাহার পর রেচিত ভঙ্গীতে পতাকাহস্ত, পরে আক্ষিপ্ত, তৎপরে উরোমণ্ডল, পরিশেষে কটিচ্ছিন্নের সহিত লতা।

কুট্টিতং করণং কৃত্বা ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা ॥ ১৯৪
রেচিতেন তু হস্তেন পতাকং হস্তমাদিশেৎ।
আক্ষিপ্তকং প্রকুর্বীত হ্যুরোমণ্ডলকং তথা ॥ ১৯৫
লতাখ্যং সকটিচ্ছিন্নং বিক্ষিপ্তাপসৃতে ভবেৎ।

(১০) মত্তাক্রীড়—মত্তাবস্থায় নৃত্য। ত্রিককে সুবলিত অর্থাৎ সুন্দরভাবে বলিত করিয়া অর্থাৎ ত্রিবাস্থি সম্পর্কীয় স্থানে বলি বা রেখা বাহির করিয়া তৎপরে বাম অঙ্গকে ভুজঙ্গত্রাসিত এবং বৈশাখরেচিত করিয়া পরে নূপুর-করণ, তৎপরে আক্ষিপ্ত, ঐরূপে পরিচ্ছিন্ন, তৎপরে বাহ্যভ্রমরক, তাহার পর উরোমণ্ডল। তাহার পরে নিতম্ব, করিহস্ত এবং কটিচ্ছিন্ন। এইরূপ অঙ্গহারকে মত্তাক্রীড় নৃত্য বলে। ইহা মহাদেবের প্রিয় নৃত্য।

ত্রিকং সুবলিতং কৃত্বা নূপুরং করণং তথা ॥১৯৬
ভুজঙ্গত্রাসিতং সব্যং তথা বৈশাখরেচিতম্।
আক্ষিপ্তকং ততঃ কৃত্বা পরিচ্ছিন্নং তথৈব চ ॥
১৯৭
বাহ্যভ্রমরকং কুর্যাদুরোমণ্ডলমেব চ।
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছেদং তথৈব চ ॥ ১৯৮
মত্তাক্রীড়ো ভবেদেষ হ্যঙ্গহারো হরপ্রিয়ঃ।

(১১) স্বস্তিক-রেচিত — ঘূর্ণ্যমান স্বস্তিক হস্ত ও চরণের রেচিত ও বৃশ্চিক, পুনরায় বৃশ্চিক, তৎপরে নিকুট্টক দক্ষিণে ও বামে, বামে ও দক্ষিণে, তৎপরে কটিচ্ছিন্নের সহিত লতা-করণ।

রেচিতং হস্তপাদং তু কৃত্বা বৃশ্চিকমেব চ। ১৯৯
পুনস্তেনৈব যোগেন বৃশ্চিকং সম্প্রযোজয়েৎ।
নিকুট্টকং তথা চৈব সব্যাসব্যকৃতং ক্রমাৎ ॥২০০
লতাখ্যঃ সকটিচ্ছেদো ভবেৎস্বস্তিকরেচিতে।

(১২) পার্শ্বস্বস্তিক—পার্শ্বস্বস্তিক-করণে যেরূপ দুই পা রাখিতে হয় সেইরূপ রাখিয়া [পার্শ্বস্বস্তিককরণ দ্র°] পরে অর্ধ নিকুট্ট; দেহের অপর পার্শ্বেও এইভাবে পুনরায় করিতে হইবে। পরে হস্তকে বিপরীতভাবে উরুপৃষ্ঠে (উরুর উপর দিকে); পরে উরুপৃষ্ঠ, পুনরায় আক্ষিপ্ত; তৎপরে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

পার্শ্বস্বস্তিকপাদৌ চ কার্যমর্ধনিকুট্টকম্ ॥২০১
দ্বিতীয়স্য চ পার্শ্বস্য বিধিঃ স্যাদয়মেব হি।
ততশ্চ করমাবর্ত্য উরুপৃষ্ঠে নিপাতয়েৎ ॥২০২
উরূদ্বৃত্তং ততঃ কুর্যাদাক্ষিপ্তং পুনরেব হি।
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ। ২০৩
পার্শ্বস্বস্তিক ইত্যেষ হ্যঙ্গহারঃ প্রকীর্তিতঃ।

(১৩) বৃশ্চিকাপসৃত—আলিঙ্গনাবদ্ধ বৃশ্চিক। চরণের বৃশ্চিক ও হস্তের লতা, ঐ হস্ত বক্রভাবে নাসাগ্রে ধারণ, পরে উদ্বেষ্টিত, পরে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

বৃশ্চিকং করণং কৃত্বা লতাখ্যং হস্তমেব চ। ২০৪
তমেব চ করং ভূয়ো নাসাগ্রে সন্নিযুজয়েৎ।
তমেবোদ্বেষ্টিতং কৃত্বা নিতম্বং পরিবর্তয়েৎ ।২০৫
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং বৃশ্চিকাপসৃতে ভবেৎ।

(১৪) ভ্রমর—চরণের নূপুর, পরে আক্ষিপ্ত, তৎপরে কটিচ্ছিন্ন এবং সূচীবিদ্ধ, পরে নিতম্ব, করিহস্ত এবং উরোমণ্ডল, পুনরায় কটিচ্ছিন্ন।

কৃত্বা নূপুরপাদং তু তথাক্ষিপ্তকমেব চ। ২০৬
কটিচ্ছিন্নং ॥ কর্তব্যং সূচীবিদ্ধং তথৈব চ।
নিতম্বং করিহস্তং চাপ্যুরোমণ্ডলকং তথা। ২০৭
কটিচ্ছিন্নং ততশ্চৈব ভ্রমরঃ সতু সংজ্ঞিতঃ।

(১৫) মত্তস্খলিত—মত্তল্লি-করণ করিয়া দক্ষিণ-হস্তকে ঘুরাইয়া লইয়া কপালে নিকুঞ্চিত করিতে হইবে, ক্ষিপ্রগতিতে অপবিদ্ধ করিয়া তলসংস্ফোট; তৎপরে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

মত্তল্লিকরণং কৃত্বা করমাবর্ত্য দক্ষিণম্ ॥ ২০৮
কপোলস্য প্রদেশে তু কর্তব্যং চ নিকুঞ্চিতম্।
অপবিদ্ধং দ্রুতং চৈব তলসংস্ফোটসংযুতম্ ॥ ২০৯
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং মত্তস্খলিতকে ভবেৎ।

(১৬) মদবিলসিত— হস্তদ্বয়কে দোল ভঙ্গীতে ধরিয়া চরণযুগলকে স্বস্তিকাপসৃত-ভাবে রাখিতে হইবে। হস্তদ্বয়কে বক্রভাবে ঘুরে রাখিয়া বলিতভাবে ঘুরাইয়া তলসংঘট্টিত ভঙ্গী, তৎপরে নিকুট্ট, উরুদ্বৃত্ত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

দোলৈঃ করৈঃ প্রচলিতৈঃ স্বস্তিকাপসৃতৈঃ পদৈঃ ॥ ২১০

আক্ষিপ্তৈর্বলিতৈশ্চৈবস্তুতলসংঘট্টিতৈস্তথা।
নিকুট্টিতং চ কর্তব্যমূরুদ্বৃত্তং তথৈব চ ॥ ২১১
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং মদাস্খলিতকে ভবেৎ।

(১৭) গতিমণ্ডল—মণ্ডলস্থানক, দুই হস্ত রেচকভাবে, চরণ উদ্ঘট্টিত ভঙ্গীতে ও মত্তল্লিকরণ, তৎপরে আক্ষিপ্তকরণ এবং উরোমণ্ডল ও পরে কটিচ্ছিন্ন।

মণ্ডলস্থানকং কৃত্বা তথা হস্তৌ চ রেচিতৌ ॥ ২১২
উদ্ঘট্টিতেন পাদেন মত্তল্লিকরণং ভবেৎ।
আক্ষিপ্তং করণং চৈব হ্যুরোমণ্ডলমেব চ ॥ ২১৩
কটিচ্ছিন্নং তথা চৈব ভবেত্তু গতিমণ্ডলে।

(১৮) পরিচ্ছিন্ন—দুই চরণকে সমপাদভাবে রাখিয়া, পরে পরিচ্ছিন্নকরণ, পরে বাহ্য ভ্রমরক চরণ অবিদ্ধ, তৎপরে বাম সূচীতে অতিক্রান্ত, পরে ভুজঙ্গত্রাসিত এবং শেষে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

সমপাদং প্রযুজ্যাথ পরিচ্ছিন্নং অনন্তরম্ ॥ ২১৪
আবিদ্ধেন তু পাদেন বাহ্যভ্রমরকং তথা।
বামসূচ্যা হ্যতিক্রান্তং ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা। ২১৫
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নে বিধীয়তে।

(১৯) পরিবৃত্ত-রেচিত — স্বস্তিক হইতে দুই হস্ত বিচ্যুত করিয়া মস্তকের উপর রাখিতে হইবে, পরে দেহকে নত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা রেচিত ভঙ্গী করিতে হইবে, পুনরায় দেহকে উত্তোলন করিয়া বাম হস্তদ্বারা রেচিত করিতে হয়। তৎপরে দুই হস্তের সাহায্যে লাটকরণ করিতে হইবে; পরে বৃশ্চিকভঙ্গী। তৎপরে পুনরায় হস্তের রেচিত। পরে করিহস্ত ও ভুজঙ্গত্রাসিত, পরে চরণযুগলকে স্বস্তিক করিয়া আক্ষিপ্ত; তৎপরে প্রাঙ্মুখ হইয়া সর্বপ্রকার নিয়মানুসারে পুনরায় কার্য করিতে হইবে; পরিশেষে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

শিরসস্তূপরি স্থাপ্যৌ স্বস্তিকৌ বিচ্যুতৌ করৌ ২১৬
ততঃ সব্যং করং চাপি গাত্রমানম্য রেচয়েৎ।
পুনরুত্থাপয়েত্তত্র গাত্রমুদ্বৃত্য রেচিতম্ ॥ ২১৭
লতাখ্যৌ চ করৌ কৃত্বা বৃশ্চিকং সম্প্রয়োজয়েৎ।
রেচিতং করিহস্তং চ ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা ॥ ২১৮
আক্ষিপ্তকং প্রযুঞ্জীত স্বস্তিকং পাদমেব চ।
পরাঙ্মুখবিধিস্ত্বেষ এবমেব ভবেদিহ ॥ ২১৯
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নঃ পরিবৃত্তরেচিতে।

(২০) বৈশাখ-রেচিত—দেহের সহিত হস্তদ্বয়কে রেচিত ও অপবিদ্ধ অবস্থায় রাখিতে হইবে; গাত্র উন্নত করিয়া রেচিত, তৎপরে চরণদ্বয়ের নূপুর ভঙ্গী ও ভুজঙ্গত্রাসিত, পরে রেচিত, তৎপরে নিকুঞ্চিত ভঙ্গীতে মস্তক ও স্কন্ধের উপর মণ্ডল, পরে উরূদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত এবং কটিচ্ছিন্ন করিতে হইবে; শেষোক্তগুলি করণের বৈশাখ-রেচিত যেরূপ হয় সেইরূপ এক্ষেত্রেও করিতে হইবে। [করণ—বৈশাখ-রেচিত দ্র°]

রেচিতৌ সহ গাত্রেণ হ্যপবিদ্ধকরৌ যদা। ২২০
পুনস্তেনৈব বেগেন গাত্রমুন্নম্য রেচয়েৎ।
কুর্যান্নূপুরপাদং চ ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা ॥ ২২১
রেচিতং মণ্ডলং চৈব বাহুশীর্ষে নিকুঞ্চয়েৎ।
উরূদ্বৃত্তং তথাক্ষিপ্তমুরোমণ্ডলমেব ■ ॥ ২২২
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং কুর্যাদ্বৈশাখরেচিতে।

(২১) পরাবৃত্ত—দক্ষিণ হস্তের ‘জনিত’ করণ করিয়া একটী চরণ বিস্তৃত করিতে হইবে; এইরূপে অলাতক করিতে হইবে এবং ত্রিককে ঘুরাইতে হইবে; পরে বাম হস্ত অঞ্চিত ভাবে, পরে ঐ হস্তদ্বারা গণ্ডদেশে নিকুট্ট; তৎপরে কটিচ্ছিন্ন।

আদৌ তু জনিতং কৃত্বা পাদমেকং প্রসারয়েৎ ॥ ২২৩
তথৈবালাতকং কুর্যাত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ।
অঞ্চিতং বামহস্তং ■ গণ্ডদেশে নিকুট্টয়েৎ ॥ ২২৪
কটিচ্ছিন্নং তথা চৈব পরাবৃত্তে প্রয়োজয়েৎ।

(২২) অলাত—প্রথমে স্বস্তিক, পরে দুই হস্তের পুনঃ পুনঃ ব্যংসিত। পরে করণের অলাত [করণ-অলাত দ্র°] এবং ঊর্ধ্বজানু, নিকুঞ্চিত, ঊর্ধ্বসূচী (অর্ধসূচী), আক্ষিপ্তসহ বিক্ষিপ্ত, পরে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

স্বস্তিকং করণং কৃত্বা ব্যংসিতৌ চ করৌ পুনঃ।
অলাতকং প্রযুঞ্জীত ঊর্ধ্বজানু নিকুঞ্চিতম্।
ঊর্ধ্বসূচী চ বিক্ষিপ্তমুদ্বৃত্তাক্ষিপ্তকে তথা ॥ ২২৬
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নমঙ্গহারে হ্যলাতকে।

(২৩) পার্শ্বচ্ছেদ—বুকের উপর দুই হস্তের নিকুট্ট, ঊর্ধ্বজানু হইয়া আক্ষিপ্ত স্বস্তিক, ত্রিক ঘূর্ণন, হস্তদ্বয়ে উরোমণ্ডল, পরে নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

নিকুট্টাবক্ষসি করাবূর্ধ্বজানু প্রয়োজয়েৎ ॥ ২২৭
আক্ষিপ্তস্বস্তিকং কৃত্বা ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ।
উরোমণ্ডলকৌ হস্তৌ নিতম্বং করিহস্তকম্ ॥ ২২৮
কটিচ্ছিন্নং তথা চৈব পার্শ্বচ্ছেদে বিধীয়তে।

(২৪) বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত—বাম চরণকে সূচীভাবে এবং দক্ষিণ চরণকে বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তভাবে; পুনরায় ঐ দুই প্রকার ভঙ্গী করিতে হইবে, পরে পরিচ্ছিন্ন, ত্রিক ঘূর্ণন, শেষে লাটের সহিত কটিচ্ছিন্ন।

সূচীবামপদং দদ্যাদ্বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তং চ দক্ষিণম্ ॥
দক্ষিণেন পুনঃ সূচী বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তং চ বামকম্।
পরিচ্ছিন্নং তথা চৈব ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ।
লতাখ্যং সকটিচ্ছিন্নং বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তে স স্মৃতঃ।

(২৫) উদ্‌বৃত্তক—দক্ষিণ চরণ নূপুরপাদ, দুই হস্ত দুইপার্শ্বে বিস্তৃত, পরে বিক্ষিপ্ত, পরে এই দুই হস্তদ্বারা সূচী, ত্রিক ঘূর্ণন, কটিচ্ছিন্নের সহিত লাট।

কৃত্বা নূপুরপাদং তু সব্যবামৌ প্রলম্বিতৌ ॥ ২৩১
করৌ পার্শ্বে ততস্তাভ্যাং বিক্ষিপ্তং সম্প্রয়োজয়েৎ।
তাভ্যাং সূচী তথা চৈব ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ ॥ ২৩২
লতাখ্যং সকটিচ্ছিন্নং কুর্যাদুদ্বৃত্তকে সদা।

(২৬) আলীঢ়—হস্তদ্বয় আলীঢ় ও ব্যংসিত ভঙ্গীতে। স্কন্ধের উপরে মস্তকের নিকুট্ট, বাম পদ নূপুর, দক্ষিণ পদ অলাত ও আক্ষিপ্ত, হস্তদ্বয় উরোমণ্ডল, পরিশেষে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

আলীঢ়ব্যংসিতৌ হস্তৌ বাহুশীর্ষে নিকুট্টয়েৎ ॥ ২৩৩
নূপুরশ্চরণো বামস্তথালাতশ্চ দক্ষিণঃ।
তেনৈবাক্ষিপ্তকং কুর্যাদুরোমণ্ডলকৌ করৌ ॥ ২৩৪
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নমালীঢ়ে সম্প্রয়োজয়েৎ।

(২৭) রেচিত—হস্তকে রেচিতভাবে রাখিয়া, পার্শ্বদিক্ বক্রভাবে রাখিয়া পুনরায় রেচিত, ঐ ভাবে পুনরায় শরীরকে বক্রভাবে রাখা, নূপুরপাদ এবং ভুজঙ্গত্রাসিত, পরে রেচিত-করণ, তৎপরে উরোমণ্ডল, শেষে কটিচ্ছিন্ন।

হস্তং তু রেচিতং কৃত্বা পার্শ্বমানম্য রেচয়েৎ॥
পুনস্তেনৈব যোগেন গাত্রমানম্য রেচয়েৎ।
কার্যং নূপুরপাদং চ ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা॥ ২৩৬
রেচিতং করণং কার্যমুরোমণ্ডলমেব চ।
কটিচ্ছিন্নং তু কর্তব্যমঙ্গহারে তু রেচিতে॥ ২৩৭

(২৮) আচ্ছুরিত—পদ নূপুরভাবে, ত্রিক ঘূর্ণন; হস্ত ব্যংসিতভাবে, ত্রিককে বিবৃত্তভাবে ঘূর্ণন, পদের অলাতক এবং সঙ্গে সঙ্গে সূচী; পরিশেষে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

নূপুরং চরণং কৃত্বা ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ।
ব্যংসিতেন তু হস্তেন ত্রিকমেব বিবর্তয়েৎ॥ ২৩৮
পাদং চালাতকং কৃত্বা সূচীমত্রৈব যোজয়েৎ।
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং কুর্যাদাচ্ছুরিতে সদা॥ ২৩৯

(২৯) আক্ষিপ্ত রেচিত—পদদ্বয়কে রেচিত ও স্বস্তিকভাবে রাখিতে হইবে, তৎপরে ঐভাবে পৃথক্ রাখিতে হইবে, পরে রেচিতভাবে হস্তের উৎক্ষেপণ (উত্তোলন), তৎপরে ক্রমান্বয়ে উদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত এবং কটিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

রেচিতস্বস্তিকৌ পাদৌ রেচিতস্বস্তিকৌ করৌ।
কৃত্বা বিশ্লেষমেবং তু তেনৈব বিধিনা পুনঃ॥ ২৪০
পুনরুৎক্ষেপণং চৈব রেচিতৈস্তৈরেব কারয়েৎ।
উদ্বৃত্তাক্ষিপ্তকে চৈব হ্যুরোমণ্ডলমেব চ॥ ২৪১
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ।
আক্ষিপ্তরেচিতো হ্যেষ করণানাং বিধিঃ স্মৃতঃ॥

(৩০) সম্ভ্রান্ত—হস্ত ও পদকে মুখের ভাবের অনুগামী করিয়া (মুখানুগম্) বিক্ষিপ্ত-করণ, বাম সূচীর সহিত পূর্বোক্তরূপ করিয়া বাম হস্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত বক্ষের উপর রাখিয়া, ত্রিককে বলিত করিয়া, নূপুর, আক্ষিপ্ত, অর্ধস্বস্তিক, নিতম্ব করিহস্ত, উরোমণ্ডল করিতে হইবে, পরিশেষে কটিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

বিক্ষিপ্তকরণং কৃত্বা হস্তপাদং মুখানুগম্।
বামসূচীসহকৃতং বিক্ষিপেদ্বামকং করম্॥ ২৪৩
বক্ষঃস্থানে ভবেৎসব্যো বলিতং ত্রিকমেব চ।
নূপুরাক্ষিপ্তকে চৈব হ্যর্ধস্বস্তিকমেব চ॥ ২৪৪
নিতম্বং করিহস্তং চ হ্যুরোমণ্ডলকং তথা।
কটিচ্ছিন্নং চ কর্তব্যং সম্ভ্রান্তে নৃত্তযোক্তৃভিঃ॥ ২৪৫

(৩১) অপসর্পিত—প্রথমে অপক্রান্ত করিয়া হস্তকে ব্যংসিতভাবে; পরে উদ্বেষ্টিত ও অর্ধসূচী, পরে বিক্ষিপ্ত, কটিচ্ছিন্ন, উদ্বৃত্ত এবং আক্ষিপ্ত; পরিশেষে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন।

অপক্রান্তক্রমং কৃত্বা ব্যংসিতং হস্তমেব চ।
কুর্যাদুদ্বেষ্টিতং চৈব হ্যর্ধসূচী তথৈব চ॥ ২৪৬
বিক্ষিপ্তং সকটিচ্ছিন্নমুদ্বৃত্তাক্ষিপ্তকে তথা।
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং কর্তব্যমপসর্পিতে॥ ২৪৭

(৩২) অর্ধনিকুট্ট—নূপুর পাদ প্রথমে (নূপুর ভঙ্গীতে) দ্রুতগতিতে দুই চরণে আক্ষিপ্ত, ত্রিক ঘূর্ণন; তৎপরে হস্তদ্বয়ের নিকুট্ট এবং উরোমণ্ডল। এগুলির পরে করিহস্ত, কটিচ্ছিন্ন ও অর্ধনিকুট্ট করিতে হইবে।

কৃত্বা নূপুরপাদং চ দ্রুতমাক্ষিপ্য চ ক্রমম্।
পাদস্য চানুগৌ পাদৌ ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ॥
২৪৮
নিকুট্য করপাদং চাপ্যুরোমণ্ডলকং পুনঃ।
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং কার্যমর্ধনিকুট্টকে॥ ২৪৯

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়াছে [নাট্যশাস্ত্র দ্র°]। ভরতমুনি খৃষ্ট-যুগের প্রারম্ভে যে জীবিত ছিলেন একথা এখন পণ্ডিতমণ্ডলী একরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অঙ্গহার করণ হইতে উৎপন্ন। কারণ নৃত্যে হস্ত ও পদ-ভঙ্গীর সামঞ্জস্য আছে (৪, ২৮-৩০)। দুইটী করণযোগে অঙ্গভঙ্গীর একটী মাত্রা (মাতৃকা) হয়। অঙ্গহার দুই, তিন বা চারিটী মাত্রার সংযোগে উৎপন্ন হয়।

যে নৃত্তকরণে চৈব ভবতো নৃত্তমাতৃকা।
দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভির্বাপ্যঙ্গহারস্ত মাতৃভিঃ॥
৪. ৩১

কয়েকটী অঙ্গহার আবার ছয়, সাত, আট বা নয়টী করণের সংযোগে উৎপন্ন হয়।

ষড়ভির্বা সপ্তভির্বাপি অষ্টভির্নবভিস্তথা।
করণৈরিহ সংযুক্তা অঙ্গহারাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥
৪. ৩৩

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অঙ্গহীন—(বৈষ্ণব) [গর্ভিণী দ্র°]।

অঙ্গা—(হিং অংগা) আঙ্রাখা, চাপকান, জামাবি° । শব্দ° ।

অঙ্গাঙ্গি—একপক্ষের অঙ্গের সহিত অন্য পক্ষের অঙ্গের সম্বন্ধ। ২ নিজের পক্ষের দিকে পক্ষপাত। ৩ [অঙ্গ + অঙ্গ + ই (স্বা°)] উভয় পক্ষে অঙ্গের দ্বারা যুদ্ধ হয়—হাতাহাতি, চুলোচুলি।

অঙ্গাঙ্গিত্ব—[অঙ্গাঙ্গিন্ + ত্ব, তদ্ভাবার্থে]। ১ অঙ্গাঙ্গিভাব, দেহদেহিভাব। ২ গৌণমুখ্যভাব, উপকার্য ও উপকারকভাব।

অঙ্গাঙ্গিভাব—[অঙ্গ + অঙ্গী—দ্বন্দ্ব, তাহার ভাব—৬-তৎ] গৌণ-মুখ্যভাব, আত্মীয়তা।

অঙ্গাধিপ,-ধীশ,-ধীশ্বর—১ অঙ্গদেশের রাজা। কর্ণ, লোমপাদ। ২ (জ্যো°) লগ্নাধিপতি [লগ্নাধিপতি দ্র°]।

অঙ্গাভরণ—স্ত্রী°, সঙ্গীতশাস্ত্রোল্লিখিত তালভেদ।

অঙ্গামিনাগা—আসামের নাগাজাতির শাখা-বি°। নাগাপাহাড়ে অধ্যুষিত পর্বতীয় জাতিগুলির মধ্যে অঙ্গামির সংখ্যাই অধিক; ইহারা আপনাদের 'তেঙিমা' বলিয়া পরিচয় দেয়। মণিপুরীরা ইহাদিগকে 'নামেই' বলিয়া অভিহিত করে। সম্ভবতঃ এই 'নামেই' শব্দ হইতে 'অঙ্গামি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। নাগাজাতির সাতটী শাখার মধ্যে অঙ্গামি প্রধান। অঙ্গামি আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; এই শ্রেণীগুলির মধ্যে ভাষা ও পোষাক-পরিচ্ছদে বিশেষ পার্থক্য আছে। এই শ্রেণীগুলি প্রধানতঃ এক একটী প্রধান প্রধান গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অঙ্গামি নাগাদিগকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাদের মধ্যে খোনোমা, চক্রোমা, কোহিমা প্রভৃতি শাখার অঙ্গামিগণ

পাশ্চাত্য শাখার এবং চতুরিমা, কেজমি ও মেমি প্রভৃতি শাখার অঙ্গামিগণ প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণস্থ শিংকোর পর্বতীয় অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-কাছাড়ের ধানসিরি নদীর পূর্ব পর্য্যন্ত নাগা-জাতির বাস। অঙ্গামি অঞ্চল মণিপুরের উত্তরাংশে অবস্থিত। প্রধানতঃ নাগা পাহাড় জেলার কোহিমা অঞ্চলেই অধিক সংখ্যক অঙ্গামি বাস করে। নাগা অঞ্চলের কতকাংশ মণিপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমানে ব্রিটিশ-শাসনাধীন।

উৎপত্তি-বিবরণ—অঙ্গামি জাতির উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ নগ (=উলঙ্গ) শব্দ হইতে 'নাগা' শব্দের উৎপত্তি [নাগা দ্র°]। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মঙ্গোলীয় জাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন্ সাহেবের মতে ভাষা-অনুযায়ী নাগাজাতি তিব্বত-বর্মা পরিবারভুক্ত (Tibeto Burman); চীনের ইয়ান্-সি-কিয়াঙ্ ও হো-আঙ্-হো নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ হইতে ইহারা এদেশে আসিয়াছিল। ইহারা দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়াছে বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়। বোর্নিও ও ফিলিপাইন দ্বীপের কয়েকটী জাতির সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বোর্নিও দ্বীপের ডায়াক্ (Dyaks) জাতির সহিত ইহাদের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রধানতঃ গৃহদ্রব্য অস্ত্রশস্ত্র ও গ্রাম্য বসতিতে উভয় জাতির বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। শিকার-গ্রহণ ও নরমুণ্ডশিকার প্রভৃতি ব্যাপারেও উভয় জাতির মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য আছে। পাহাড়ের চাতালে ইহারা যেরূপ কৃষিকর্ম করে, তাহার সহিত লুসাই পাহাড়ের কোন কোন জাতি ও ফিলিপাইনের আইগোরোট জাতির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

অঙ্গামিদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, কেজমি গ্রামেই ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, কেজ্‌মিগ্রামে এক বৃদ্ধ-দম্পতি বাস করিত। তাহাদের তিন পুত্র ছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে একটী সমতল প্রস্তরে ধান ছড়াইয়া রাখিত এবং এই প্রস্তরে একটী উপদেবতা অধিষ্ঠান করিত; তাহারই প্রভাবে সন্ধ্যাকালে সেই ধান দ্বিগুণ হইয়া যাইত। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার তিন পুত্র পালাক্রমে এইরূপে নিজেদের ধান দ্বিগুণ করিয়া লইত। একদিন কাহার পালা ইহা লইয়া তিন ভ্রাতার মধ্যে গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইল; পুত্রদের মধ্যে রক্তারক্তি হইবার ভয়ে বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রস্তর খণ্ডের উপরে একটী ডিম ভাঙ্গিয়া ইহা অপবিত্র করিল এবং শুষ্ক কাষ্ঠাদিদ্বারা প্রস্তরটী আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। ইহাতে বজ্রধ্বনি করিয়া প্রস্তরখানি বিদীর্ণ হইল এবং উপদেবতা স্বর্গে চলিয়া গেল। সেই সময় হইতে তিনপুত্র পৃথগ্‌ভাবে বাস করিতে লাগিল। এই তিন পুত্র হইতে অঙ্গামি, সেমা এবং লোটা নাগাজাতির এই তিনটী শাখার উৎপত্তি হয়। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা হইতে অঙ্গামি-কেজ্‌মি শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। অদ্যাপি কেজ্‌মি গ্রামে উপদেবতা-পরিত্যক্ত বিদীর্ণ প্রস্তরখানি দেখান হইয়া থাকে।

ভাষা—অঙ্গামিজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষার মধ্যেই বিস্তর পার্থক্য আছে। বিশেষতঃ শ্রেণীগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও দুর্ভেদ্য বিচ্ছিন্নতা ভাষার দিক্ হইতেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের ভাষাও অনেকটা দুর্ব্বোধ। ইহার শব্দসংখ্যাও অল্প। বিশেষতঃ বাহিরের লোকের পক্ষে কোন একটী সাধারণ ভাষার সাহায্যে ইহাদের সকল শ্রেণীর ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। আসামের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বর্মার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত প্রচলিত ভাষা একই পরিবারভুক্ত। সুতরাং ভাষাহিসাবে ইহা তিব্বত-চীন পরিবারের আসাম-বর্মা শাখার অন্তর্গত। নাগাজাতির ভাষা সাধারণতঃ কচিন বা সিংফো বলিয়া পরিচিত। অঙ্গামি ভাষীর সংখ্যা প্রায় আটাশ হাজার।

আকৃতি প্রকৃতি ও পোষাক-পরিচ্ছদ—অঙ্গামি-নাগা ক্রীড়াপ্রিয় জাতি। ইহাদের চেহারা সুন্দর। অন্যান্য পর্ব্বতীয় জাতির তুলনায় অঙ্গসৌষ্ঠবে ইহারা বিশেষ উন্নত। ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত প্রখর। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে ইউরোপীয়গণের সহিত ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির তুলনা হইতে পারে। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু ও বলশালী। পর্ব্বতীয় অঞ্চলেও ইহারা দৈনিক কমপক্ষে ৩০।৪০ মাইল পর্য্যটন করিতে পারে। খাড়া পাহাড়ে আরোহণ করিতে ইহারা অদ্বিতীয়। নারীরাও বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু। ইহারা খাসিয়া জাতির ন্যায় বেতের ফিতাদ্বারা কপালের সহিত সংলগ্ন বাঁশ ও বেতের প্রকাণ্ড ঝুড়িতে এক মণের অধিক জিনিস অনায়াসে বহন করিতে পারে।

অঙ্গামিদের চেহারা অত্যন্ত সৌষ্ঠব-সম্পন্ন। চোখ বাদামীরঙের, ঠোঁট পুরু ও নাক বোঁচা; কিন্তু আর্য্যজনোচিত সুনাসা ও সুন্দর ঠোঁটও বড় বিরল নহে। ইহাদের চুল ছোটবেলায় লাল্‌চে রঙের থাকে এবং ক্রমে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। অঙ্গামিরা দীর্ঘে প্রায় ছয় ফুট লম্বা হইয়া থাকে; যোনম-শ্রেণীর অঙ্গামিরাই বিশেষ লম্বা হইয়া থাকে। অন্যান্য পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় ইহারাও বিরল-শ্মশ্রু। অঙ্গামি নারীরাও বিশেষ সুন্দরী। ইহাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট; আলাপ ব্যবহারেও ইহারা অত্যন্ত অমায়িক। অঙ্গামি বা নাগা অঞ্চল মণিপুরের সন্নিহিত। মণিপুরের সহিত মহাভারত-বর্ণিত বভ্রুবাহনের কাহিনীর সম্পর্ক রহিয়াছে; অবশ্য এই সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। এইসূত্রে বভ্রুবাহন-মাতা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের অন্যপত্নী নাগবংশীয় উলুপীর সম্বন্ধ বিচার করিয়া কোন কোন পণ্ডিত নাগাজাতিকে মহাভারত-বর্ণিত নাগ-জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উভয় জাতির আকৃতি-প্রকৃতি বিচার করিলে কোন উন্নত জাতির সংশ্রবে যে ইহারা আসিয়াছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অঙ্গামি নারী অন্যান্য পর্ব্বতীয় নারীর ন্যায় নোংরা নহে। ইহারা পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে; ইহারা ভাল করিয়া গাত্রাদি ধৌত করিয়া স্নান করে, দুই তিনবার

স্নান করিতেও ইহাদিগকে দেখা যায়। বন্য লতাপাতার রস হইতে ইহারা একপ্রকার সাবান প্রস্তুত করে এবং তাহার সাহায্যে গায়ের ময়লা দূর করে। পর্বতীয় সরিৎ, ঝরণা প্রভৃতির জল বাঁশের চোঙে করিয়া ইহারা লইয়া আসে ও গৃহস্থিত প্রস্তর-নির্মিত চৌবাচ্চায় রক্ষা করিয়া থাকে। এই চৌবাচ্চার জলেই ইহারা আবশ্যক দ্রব্যাদি ধৌত ও পরিষ্কৃত করে।

অধিকাংশ নাগাই উলঙ্গ থাকে বা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে; কিন্তু অঙ্গামিরা কাপড়-চোপড় পরিধান করিয়া থাকে। অঙ্গামি পুরুষ মাথায় বড় বড় চুল রাখে; ইহাদের চুল খাড়া, কখন কখন বা ঢেউ খেলান, কিন্তু কুঞ্চিত নহে। কেহ কেহ সামনের দিকের চুল কতকটা ছোট করিয়া কাটে এবং আঁচড়াইয়া সিঁথি কাটে; আবার কেহ কেহ সামনের দিকে ছোট ছোট চুল গোছা গোছা করিয়া পরিপাটি-রূপে কপালের উপর সাজাইয়া রাখে। অঙ্গামি নারীরা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখে; বিবাহের পর হইতেই ইহারা মস্তকে চুল গজাইতে দেয়। ইহাদের বিশ্বাস নববিবাহিতা পত্নীর মুণ্ডিত মস্তকের কণ্টকপ্রায় কেশধারা স্বামী অলৌকিক শক্তি লাভ করে।

অঙ্গামি পুরুষেরা বেশভূষা করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। ইহাদের বিচিত্র বেশভূষা সত্যই বিস্ময়কর। ইহারা বড় বড় চুলে চূড়া করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ফুটন্ত কার্পাস গুঁজিয়া দেয়। উৎসবাদির সময় ফুটন্ত কার্পাস ও পাখীর পালকে সজ্জিত বিচিত্র মুকুট ইহারা পরিধান করে। কোন কোন অঙ্গামি মাথায় কোনরূপ ভূষণ পরে না, লম্বা লম্বা চুল বাউরী কাটিয়া রাখে। ভল্লুকের লোমের মালাও মাথায় জড়াইয়া রাখার প্রথা আছে। চুলে অমকাল কলপ দেওয়ার প্রথাও ইহাদের মধ্যে বর্তমান।

অঙ্গামি পুরুষেরা সাধারণতঃ প্রস্থে এক হাত ও দৈর্ঘ্যে আড়াই হাত ছোট কাপড় ধড়ার ন্যায় পরিধান করে। এই ধড়ার আঁচলে তিন চারি পংক্তি কড়ি সেলাই করিয়া আঁটা থাকে। কড়ির পংক্তি-অনুযায়ী ইহাদের সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হইয়া থাকে; কিছুকাল পূর্বেও এই কড়িধারণের কঠোর নিয়ম ছিল। সাধারণ লোক দুই পংক্তির অধিক কড়ি ধারণ করিতে পারিত না; যোদ্ধারা তিন পংক্তি কড়ি ধারণ করিত, ইহা বীরত্বব্যঞ্জক ছিল। চতুর্থ পংক্তি খ্যাতনামা ব্যক্তি বা নরমুণ্ড-শিকারীরাই পরিধান করিবার অধিকারী ছিল। অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই চতুর্থ পংক্তি-ধারণের অধিকারী হইবার নিমিত্ত বৃদ্ধ কিংবা শিশুর মুণ্ড অথবা নিহত মৃত ব্যক্তির মুণ্ডও গ্রহণ করা হইত। বর্তমানে তিন পংক্তি কড়ি সকলেই পরিধান করিতে পারে। ইহাদের নাচ ও যুদ্ধের সাজ কিছু অন্যরূপ। এই বিষয়ে অও নাগার সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য

বিবাহিতা অঙ্গামি নারী

আছে [অও দ্রঃ]। যুদ্ধ অথবা নৃত্যগীতের সময়ে অঙ্গামিরা কাল রঙের জাঙ্গিয়া অথবা হাইল্যাণ্ডারগণ (Highlanders) জাঙ্গিয়ার সম্মুখে যেরূপ থলি পরিধান করে সেইরূপ একটী থলিও পরিয়া থাকে। কড়ির পংক্তি ইহার সহিত গ্রথিত থাকে। গাঢ় নীলরঙের চাদরও কাঁধের উপর দিয়া বুকে বাঁধা থাকে। চাদরের দুই আঁচলে আলঙ্কার ঝালিয়া এবং তাহার দুই ধারে লাল ও হলদে রঙের পাড় থাকে। অঙ্গামি নারীরা কাল কাপড়ে লাল ও হলদে রঙের পাড় ভালবাসে। মেয়েরা উজ্জ্বল ডোরাকাটা খাট ঘাগরা পরে এবং গায়ে রঙিন ছোট শাল জড়াইয়া রাখে; ঘাগরা প্রায়ই হাঁটুর নীচে নামে না। ইহারা পায়ে গহনা পরিধান করে না, বাহুতে একপ্রকার তাগা এবং হাতে কাঁসার বালা পরে; কাঁসার অনেকগুলি চুড়িও একসঙ্গে পরিতে দেখা যায়। ইহারা পুরুষদের ন্যায় কড়ি প্রভৃতির হারও পরিয়া থাকে। সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত নারীরা কাঁসা ও শঙ্খের আংটা কর্ণে পরিতে পারে। খোনোমা ও কোহিমা অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা পিছনে গ্রন্থি দিয়া চুল বাঁধিয়া রাখে। মস্তকে কোনরূপ ভূষণ বা অলঙ্কার ইহারা পরে না। বিষেম ও পূর্বাঞ্চলের অঙ্গামি নারী সাধারণতঃ পৃষ্ঠদেশে চুল ফেলিয়া রাখে; ইহাদের দুই কানে দুইটী আংটা থাকে। পিছন দিক্ হইতে ঘাড়ের উপর দিয়া একটী সূতা ও মাথার উপর দিয়া আর একটী সূতার সাহায্যে কানের আংটার সহিত চুল বাঁধা থাকে। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ কড়ি পরে না।

অঙ্গামি পুরুষেরা বিভিন্ন কর্ণভূষণ পরিয়া থাকে। ইহাদের কর্ণভূষণের কারুকার্যও বৈচিত্র্যপূর্ণ। ধব্ধবে কার্পাসের গোছা, পাখীর পালক ও কাঁসার মাকড়ি সাধারণতঃ কর্ণভূষণের কার্য করে। ইহারা কালরঙের আঁজি দেওয়া পালক অত্যন্ত পছন্দ করে। বাহুতেও ইহারা নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা হাতীর দাঁতের ও পিতলের বলয়, হাতীর দাঁতের পদক এবং বেতের তাড় বাহুতে পরিয়া থাকে। পদদ্বয়ে ইহারা বেতের মল পরিয়া থাকে, উহা হাঁটুর নীচে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। কাচ, অকীক, শঙ্খ, কড়ি ও হাড়ের বড় বড় মালার হার ইহাদের কণ্ঠে শোভা পায়। পদদ্বয়ে রঙিন্ বেতের অঙ্গত্রাণ, হস্তে হস্তিদন্ত অথবা পিত্তলনির্মিত বলয়ও ইহারা ধারণ করিয়া থাকে। স্কন্ধের পশ্চাদ্ভাগে

অঙ্গামি পুরুষ বৃহৎ সমুদ্রশঙ্খও ধারণ করে। সাধারণতঃ ইহা যুদ্ধেরই পোষাক; ইহাদের হস্তে দা এবং সুদীর্ঘ বর্শা থাকে। অস্ত্রসমূহের মধ্যে বর্শাই প্রধান। বর্শা সাত ফুটের অধিক লম্বা থাকে। ছোট ছোট বল্লম ইহারা ২৫ গজ পর্যন্ত দূরে ছুঁড়িয়া মারিতে পারে। ইহাদের দা অত্যন্ত ভারি। গণ্ডার, হস্তী অথবা মহিষের চর্মদ্বারা ইহারা অঙ্গত্রাণ ও ঢাল নির্মাণ করিয়া থাকে; একসময়ে প্রাচীন ধরণের অনেকগুলি বন্দুকও ইহারা হস্তগত করিয়াছিল।

যোদ্ধৃবেশে অঙ্গামি নাগা

গৃহনির্মাণাদি - ব্যাপার —অঙ্গামিরা সাধারণতঃ পাহাড়ের চূড়ার উপর গ্রাম নির্মাণ করিয়া বাস করে। এক এক শ্রেণীর অঙ্গামি এক একটী স্থানকে বেষ্টন করিয়া আশে পাশে গ্রাম নির্মাণ করে। খোনোম শ্রেণীর অঙ্গামিদের প্রধান গ্রাম খোনোম; এই খোনোম গ্রামের সন্নিহিত আরও পাঁচখানি গ্রামে খোনোম অঙ্গামিরা বাস করে। এইরূপ কোহিমা শ্রেণীর অঙ্গামিদের অধীন কোহিমা ও অন্য কয়েকখানি গ্রাম আছে। উহাদের মধ্যে শ্রেণীগত বিরোধ অত্যন্ত প্রবল। একসময়ে ইহাদের মধ্যে লুণ্ঠন, হত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহাদি প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। এক শ্রেণীর অঙ্গামি অন্য শ্রেণীর অধিকারে প্রবেশ করিলে প্রায়ই তাহাকে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। সম্ভবতঃ এই জন্য গ্রামগুলি দুর্গমস্থানে নির্মিত হইত এবং গ্রামে প্রবেশ করিবার পথগুলি নানা উপায়ে দুর্গম করা হইত। বর্তমানে অঙ্গামি গ্রামগুলি দুর্গমস্থানে অবস্থিত হইলেও রাস্তাঘাট প্রাচীনকালের ন্যায় দুর্গম নহে। অঙ্গামি গ্রামগুলি দৃঢ় ও সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠনির্মিত উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত; প্রাচীরের বহির্ভাগে গভীর খাত। গ্রামে প্রবেশ করিবার পথগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুপ্ত। সাধারণের পক্ষে অঙ্গামিগ্রামে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব; বিশেষতঃ গ্রামে প্রবেশ করিবার গুপ্ত পথগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম। যুদ্ধবিগ্রহাদির সময়ে পথগুলির মাঝে মাঝে গর্ত করিয়া সুতীক্ষ্ণ বংশদণ্ড ও কণ্টকাদি এমনভাবে রাখা হয় যে, শত্রুরা সেই পথগুলি দিয়া অগ্রসর হইলেই গর্তে পড়িয়া ভীষণভাবে আহত হয়। অঙ্গামিরা এইসকল পথের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে।

বাড়ীগুলি পূর্বমুখী করিয়া নির্মিত হয়। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই কিছু খালি জায়গা ও সব্জির বাগান থাকে। ঘরগুলি বাঁশ, খড় বা ঘাসের দ্বারা নির্মিত; অবস্থাপন্ন লোকেরা কাঠদ্বারাও গৃহনির্মাণ করিয়া থাকে। বর্তমানে কোন কোন স্থলে করুগেট টিনের ঘরও দেখা যায়। অঙ্গামির বাড়ীর অংশ তিনটী। বাড়ীর সম্মুখের অংশে একখানি বড় ঘর থাকে; উহার একাংশে শস্যাদি সঞ্চিত থাকে এবং অপরাংশ বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়। বাড়ীর মধ্যভাগে রন্ধনাদির ঘর ও শুইবার ঘর আছে। বাড়ীর পশ্চাতের অংশে মদ বা হাড়ি রক্ষিত হয়; কোন কোন বাড়ীতে এই অংশে দেশী প্রথায় মদ প্রস্তুত করা হয়। অঙ্গামিদের ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক্ ঘর থাকে; অবিবাহিত সন্তানেরা এই ঘরে থাকে। এইরূপ ঘরকে 'মোরং' বলে। দরিদ্র পরিবারে 'মোরং' না থাকিলে সন্তানেরা মাতাপিতার সহিত বাস করে। মোরংগুলি সাধারণতঃ অবিবাহিত যুবক-যুবতীর নৈশ আড্ডায় পরিণত হয়। যুবক-যুবতীরা অবাধে মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। অঙ্গামি গ্রামগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার—শূকর, কুকুর, মোরগ প্রভৃতির বিষ্ঠার গন্ধে তাহা অন্যের পক্ষে দুর্বিসহ। গ্রামে প্রবেশের

গ্রামেরপ্রবেশদ্বার

রাস্তাগুলিও অনুরূপভাবে অপরিষ্কার। গ্রামের মধ্য হইতে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য নির্দিষ্ট উচ্চস্থান আছে।

অঙ্গামিদের গৃহের আসবাবপত্রও অতি সাধারণ। কাচ, এনামেল, লোহা, কাঁসা প্রভৃতির বাসনাদি আধুনিক যুগে সকল পরিবারেই কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা প্রাচীন অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে নাই। রন্ধনাদির জন্য মাটির

বাসন ব্যবহার করিয়া থাকে। মদের জন্য অঙ্গামি-গৃহে বিভিন্ন প্রকার পাত্র দেখা যায়। মদ রাখিবার প্রকাণ্ড জালা ও হাঁড়ি প্রত্যেক গৃহেই আছে। এতদ্ভিন্ন মদ-প্রস্তুতের জালা, ছাঁকিবার জন্য বেতের ঝুড়ি এবং মদ্যপানের জন্য বাটি, শিঙ, বাঁশ ও কাঠের নানা রকমের পাত্র থাকে। রন্ধনাদি ও পরিবেশনের জন্য ইহারা কাঠের হাতা ব্যবহার করে। সাধারণতঃ ইহারা কাঠের থালায় ভাত খায়। জিনিসপত্র রাখিবার ও বহনাদির জন্য প্রত্যেক গৃহেই বড় বড় ঝুড়ি আছে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বড় বড় ঢাক ও নানা প্রকার শিঙা ইহাদের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু, শূকর, মুরগী, কুকুর ও হাঁস প্রধান। ইহারা কচিৎ দুই একটী বিড়াল পুষিয়া থাকে। অঙ্গামিরা মৌমাছি পুষিয়া থাকে; এইপ্রকার পোষা মৌমাছি কামড়ায় না। গৃহের সন্নিকটে বড় জালা অথবা হাঁড়িতে ইহারা মৌমাছি সংগ্রহ করিয়া রাখে। মৌমাছিরা চাকে মধু সঞ্চয় করিলে, ইহারা তাহার কিয়দংশ রাখিয়া মধু ভাঙ্গিয়া গ্রহণ করে।

খাদ্য—ভাত ও মাংসই অঙ্গামিদের প্রধান খাদ্য। অঙ্গামিরা প্রায় সকল জন্তুর মাংসই খাইয়া থাকে। তবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ খোনোমা শ্রেণীর অঙ্গামিদের মধ্যে নিম্নোক্ত খাদ্যনিচয়-গ্রহণ নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়:—

স্ত্রীলোকের পক্ষে:—

(১) বন্য জন্তুদ্বারা হত প্রাণীর মাংস।

(২) পক্ষী ব্যতীত বৃক্ষে বাস করে এমন জন্তুর মাংস। যথা—বানর, কাঠবিড়াল, বনমানুষ প্রভৃতি।

(৩) মোরগ (পুং)।

(৪) চিল।

শিশু বা বালকদিগের পক্ষে:—

(১) গরু, শূকর, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর যকৃৎ।

(২) চিল, বাজ-পাখী।

(৩) বিভিন্ন প্রকার পোকা।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভিন্ন অন্যের পক্ষে:—

(১) শ্বেত মস্তক, দ্বিশাখ-পুচ্ছ একপ্রকার পক্ষী (forktail)।

(২) গৃহপালিত জন্তুর মৃতজাত শাবক।

(৩) অপঘাতে অর্থাৎ বন্যজন্তু-প্রভৃতির দ্বারা হত বা আহত ব্যক্তির অথবা সন্তান-জন্মকালে প্রসূতির মৃত্যু হইলে তাহার শ্মশানের ভোজ।

অঙ্গামিরা গরুর মাংস খায়; কিন্তু নিজেরা গরু দোহন করে না বা গরুর দুধ খায় না। অন্য কেহ গরুর দুধ ইহাদিগকে পান করিতে দিলে ইহারা তাহা পান করে। এইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে যে, গরু দোহন করিতে তাহারা জানে না। কিন্তু গরু দোহন করিবার কৌশল শিখিতেও তাহারা রাজী নয়। চিল, বাজপাখী ও হাতীর মাংস খাইতে ইহারা খুব ভালবাসে। শুষ্ক মৎস্য ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়।

কৃষি ও শিল্প-দ্রব্যাদি—পর্বতীয় চাতালে শস্য উৎপাদন করিতে ইহারা অদ্বিতীয়। সত্যই অঙ্গামি-অঞ্চলের পর্বত-চাতালগুলি অঙ্গামিদের শস্যে অতি মনোরম দৃশ্য ধারণ করে। ইহাদের প্রধান শস্য ধান। আলু, জোয়ার, গোধূম প্রভৃতির চাষও ইহারা করিয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহারা পর্বতের বড় বড় গাছগুলি কাটিয়া ফেলে এবং অধিকাংশ ঝোপঝাড় কাটিয়া ফেলিয়া রাখে। এইগুলি শুকাইয়া আসিলে তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। তারপর অতি সহজে সেইস্থান পরিষ্কৃত হইয়া যায়। তার পরে ইহারা কোদালের সাহায্যে ঝোপঝাড়ের মূল উপড়াইয়া ফেলে। বৃষ্টি হইলে জমি কোপাইয়া চাষ করা হয়। অঙ্গামিরা নানারকম ধানের চাষ করিয়া থাকে। নানাপ্রকার শাকসব্জির চাষও ইহারা করে। কোন কোন স্থলে কার্পাসের চাষও দেখা যায়। অঙ্গামিরা নিজেদের কাপড় নিজেরাই বুনিয়া থাকে। মেয়েরা কাপড় বুনিতে অতি দক্ষ। বাড়ীতে সূতা কাটিবার চরকা ও ছোট ছোট তাঁত থাকে। অধিকাংশ স্থলে চীন ও বর্মা হইতে তুলা ও সূতা আমদানী হইয়া থাকে। ইহারা খুব পুরু এবং মোটা কাপড় বুনিয়া থাকে। বাঁশ ও বেতের নানাপ্রকার ঝুড়ি প্রস্তুত করিতেও ইহারা পটু। এতদ্ভিন্ন মাটির বাসনও ইহারা প্রস্তুত করে। নিত্য আবশ্যক লৌহদ্রব্যাদি, দা, বর্শা, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র ইহারা নিজহস্তে প্রস্তুত করে। ইহাদের নিজেদের মধ্যেই কোমরকার প্রভৃতি আছে।

অঙ্গামিরা রাস্তাঘাট ও সেতু-নির্মাণে অত্যন্ত পটু। পর্বতীয় সরিতাদির উপর দিয়া দুইটী পর্বত-চূড়ায় সংযোগ-সাধনের জন্য ইহারা বাঁশ ও বেতের সাহায্যে যে সেতু নির্মাণ করিয়া থাকে সত্যই তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। সেতু ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া ইহারা পর্বতীয় অঞ্চল অত্যন্ত সুগম করিয়া তুলিয়াছে।

স্বভাব, চরিত্র ও সামাজিক প্রথা—অঙ্গামিরা অত্যন্ত ভদ্র ও নম্রস্বভাব। অন্ততঃ বিদেশী বা সভ্যজাতির সহিত ইহারা বর্তমানে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ইহাদিগকে অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ বলিয়াই মনে হয়। অঙ্গামি নারীদের স্বভাব অত্যন্ত মধুর; ইহাদের কণ্ঠস্বরে একটী মধুর মোহিনী শক্তি বর্তমান। অবশ্য একসময়ে নরমুণ্ড-শিকারের জন্য অঙ্গামি জাতির বিশেষ খ্যাতি ছিল। সভ্যজাতির ইহারা আতঙ্কস্বরূপ ছিল। ব্রিটিশ-শাসনের প্রাক্কালেও অঙ্গামিরা সভ্য জনপদ আক্রমণ করিয়া নির্বিচারে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাইত। নরহত্যা না করিলে কেহ বীর আখ্যা লাভ করিত না। এই সম্মান লাভ করিবার জন্য কোন কোন অঙ্গামি বৃদ্ধা নারী অথবা শিশুকে পর্যন্ত হত্যা করিয়া তাহার মস্তক বর্শাবিদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কেহ কেহ বা নিয়ম-রক্ষার জন্য অন্যদ্বারা হত ব্যক্তির মস্তক বর্শা-বিদ্ধ করিয়া লইত। নরমুণ্ড-শিকারের আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারীর প্রেমলাভ। নাগা যুবতী সাধারণতঃ নরমুণ্ড-শিকারী বীর স্বামীকেই পছন্দ করে। বর্তমানে বৃটিশ-

শাসনে নরমুণ্ড-শিকার নাগাজাতির মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পুরাতন নরমুণ্ডের কঙ্কাল ইহারা গৃহে সাজাইয়া রাখে। এই সকল নরমুণ্ডই এখন ইহাদের বংশ-গৌরব প্রকাশ করে। কোন নাগার গৃহে যদি নরমুণ্ড উল্টান অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই মুণ্ড অন্যায়ভাবে গৃহীত হইয়াছিল।

অঙ্গামিরা অত্যন্ত মদাপ। সাধারণতঃ এক এক গ্রামে এক এক খেল বা গোষ্ঠী বাস করে। এক গোষ্ঠীর বা গোত্রের মধ্যে ইহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু 'মোরং' গৃহে অবিবাহিত যুবক-যুবতীর নৈশ আড্ডায় অবাধে মিলিত হইবার সুযোগ থাকায় ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার-প্রথা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ অবিবাহিতা নারী গর্ভবতী হইলে প্রসবকাল উপস্থিত হওয়া মাত্র গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া নিজেই সন্তানের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া চলিয়া আসে। এইরূপ ব্যভিচার অঙ্গামিরা নীরবে সহ্য করে। অঙ্গামি নারীদের মধ্যে বিবাহের পূর্বে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই এমন নারী খুব কমই আছে। প্রত্যক্ষভাবে অঙ্গামিরা ব্যভিচারে উৎসাহ দেয় বলিয়া বিশ্বাস; কারণ চকৃমিয়া ও কেজামি শ্রেণীর অঙ্গামির মধ্যে চারি পংক্তি কড়িধারণ বিশেষ সম্মানের চিহ্ন।

(১) সধবা পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়; (২) এক নামের দুইটী তরুণীর সহিত একসঙ্গে প্রণয় এবং (৩) মাতা ও কন্যার সহিত প্রণয়। উক্তরূপ যে কোন প্রকার প্রণয়ে কৃতকার্য ব্যক্তি চারি পংক্তি কড়িধারণের যোগ্য এবং এইরূপ ব্যক্তিকে 'আসেক' উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

অঙ্গামিরা নারীর সহিত অত্যন্ত সদয় ও মধুর ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই পুরুষেরা নারীর হাতের ক্রীড়নকমাত্র। অন্য শ্রেণীর নারীদের প্রতিও ইহারা সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। এইজন্য যুদ্ধবিগ্রহাদির সময়েও নারীরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রামে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে। এই সুবিধা লইয়া নারীদের দ্বারাই দৌত্যকার্য করান হইয়া থাকে। নারীদের দৌত্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অঙ্গামিদের মধ্যে 'কেন্না', 'পেন্না' ও 'নান্নু'—এই তিন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্মই কেন্না। ইহা প্রায়শ্চিত্তের অনুরূপ। যে বাড়ীতে 'কেন্না' প্রতিপালিত হয়, তাহার সম্মুখে কাঁচা পাতা ঝাখিয়া দেওয়া হয়। কাঁচা পাতা দেখিয়া অন্য লোকেরা এই বাড়ীতে কেন্না প্রতিপালিত হইতেছে বলিয়া জানিতে পারে। এই সময়ে পরিবারের কেহ বাহিরের লোকের সহিত আলাপ করিতে পারে না। গোত্র বা গ্রামের সকলে মিলিয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করে তাহার নাম পেন্না। পেন্না-প্রতিপালন-সময়ে কেহ গ্রামের বাহিরে যাইতে পারে না বা চাষ-আবাদাদি করিতে পারে না। পূজার্চনাদি উৎসব 'নান্নু' নামে খ্যাত।

অঙ্গামিদের কোন রাজা নাই; ইহারা সাধারণতঃ সর্দারকেই মানিয়া চলে। বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে এক শ্রেণীর সকলেই দৃঢ়ভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ইহাদের সর্দারকে 'পিউমা' বলে। সকল সময়ে যে ইহারা সর্দারকে মানিয়া চলে এমন নহে। সাধারণতঃ সর্দারই ইহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া দেয়। কিন্তু সর্দারের বিচার মনঃপূত না হইলে ইহারা গায়ের জোরেই নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে। সাধারণতঃ কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইলে অন্যেরা নিরপেক্ষ থাকে। এমন কি কোন শ্রেণীবিরোধে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলেও অন্য শ্রেণীর নাগারা ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না।

অঙ্গামিরা অত্যন্ত স্বজাতিবৎসল। বহিঃশত্রুদ্বারা কোন অঙ্গামি আক্রান্ত বা বিপন্ন হইলে সেই শ্রেণীর সমস্ত অঙ্গামি তাহার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হয়। স্বশ্রেণীর বিপন্ন লোকদিগকে অনেক সময়ে ইহারা চাঁদা করিয়া অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। কোন কোন গ্রামে এইরূপ সঞ্চিত অর্থও থাকে। ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট-কর্তৃক ব্রিটিশ-অধিকারে অনধিকার কর্মের জন্য কোন অঙ্গামির অর্থদণ্ড হইলে সেই শ্রেণীর অঙ্গামিরা চাঁদা করিয়া তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। আবর-অভিযানের সময়ে যে সকল অঙ্গামি অভিযানে যোগ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল সেই সেই শ্রেণীর অঙ্গামিরা চাঁদা তুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতিভূস্বরূপ জনপ্রতি এক শত টাকা দিয়া অন্য শ্রেণী হইতে লোক সংগ্রহ করিয়াছিল।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য—অঙ্গামিরা পাকা ব্যবসায়ী। ব্যবসায়সূত্রে ইহারা কলিকাতা, রেঙ্গুন পর্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে। অঙ্গামি ব্যবসায়ী বাহির হইতে তুলা, সূতা ও শুষ্ক মৎস্যাদি স্বদেশে আমদানি করিয়া থাকে। অধুনা কাচ, এনামেল প্রভৃতির বাসনাদিও অঙ্গামি অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অরণ্যজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি ইহারা বাহিরে গিয়া বিক্রয় করে। হরিণ এবং ব্যাঘ্রের চর্মাদিও ইহাদের নিকট পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা হইতে ইহারা শুষ্ক মৎস্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। শিলচর ও কোহিমা অঞ্চলে ইহাদের প্রস্তুত শতরঞ্জের ন্যায় একপ্রকার মোটা কাপড় পাওয়া যায়। ইংরেজ-অধিকারের পূর্বে বিনিময়-প্রথায় ইহাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চলিত। বর্তমানে ইহাদের মধ্যে ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দলগত বা শ্রেণীগত বিরোধ থাকিলেও ব্যবসায়িগণ নিরাপদে সকল গ্রামেই যাতায়াত করিতে পারে।

উত্তরাধিকার—অঙ্গামিদের উত্তরাধিকার-প্রথার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী স্বামীর সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং বিবাহিত পুত্র একটি অংশ পাইয়া থাকে। কনিষ্ঠ পুত্রই মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্বে কেহ সম্পত্তি ইচ্ছানুযায়ী বণ্টন করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কন্যা কখনও স্থাবর সম্পত্তি পায় না। দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার প্রথাও

ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান, কিন্তু কুলের বা গোত্রের মধ্য হইতেই দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে হয়।

অঙ্গামি-গৃহ

অঙ্গামিদের প্রায়ই অধিক ছেলেমেয়ে হয় না। কোন মাতাপিতার পাঁচটী সন্তান জাত হইলেই, ইহারা ইহা একটী অভাবনীয় ঘটনা বলিয়া মনে করে। বিবাহিত পুত্র পৃথক্ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে; বিবাহের পর হইতে তাহাকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। যদি দারিদ্র্যনিবন্ধন স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণে অপটু হয়, তবে বিবাহিত পুত্র পিতার গৃহের পশ্চাতে বেড়া দিয়া পৃথক্ অংশে বাস করে।

বিবাহ-পদ্ধতি—অঙ্গামি-তরুণীর স্বামি-নির্ব্বাচনে বিশেষ স্বাধীনতা আছে। তাহার অমতে কিছুতেই বিবাহ হইতে পারে না। অবিবাহিত অবস্থায় ইহারা বিবাহযোগ্য স্বশ্রেণীর যুবকদের সহিত প্রণয় করিতে পারে। কিন্তু একগোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কোন অঙ্গামি-তরুণ কোন তরুণীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার অভিপ্রায় প্রথমতঃ নিজের পিতাকে বা অভিভাবককে জানায়। পাত্রের পিতা কন্যার পিতার মতামত জানিবার জন্য একজন লোক পাঠায়; পাত্রীর পিতা কন্যার সহিত আলোচনা করিয়া তাহার মতামত তখন জানাইয়া দেয়। পাত্রপক্ষ তখন এই স্থানে বিবাহ হইবে কিনা দৈব উপায়ে জানিতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে ইহারা একটী মোরগের গলায় ফাঁস দিয়া মারে; মৃত্যুকালে মোরগটী যে দিকে পা ছুড়ে, সেই দিকে বিবাহ হইবে বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়। সুতরাং উদ্দিষ্ট পাত্রীর গৃহের দিকে মোরগের ইঙ্গিত হইলে তাহা পাত্রীকে জানান হয়। সম্মতি থাকিলে বিবাহের দিন স্থির হয় এবং পাত্রীর গৃহে নিত্য ভোজ হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময়ে পাত্রী মনোনীত পাত্রের গৃহে চলিয়া যায় এবং রাত্রিযাপন করে। পাত্র পাত্রীর সহিত রাত্রিবাস না করিয়া অন্যভাবে নৈশ আড্ডায় বাহির হইয়া যায়। তিন দিনের মধ্যে পাত্রী কোনরূপ অশুভ স্বপ্ন দেখিলে বিবাহ হইতে পারে না। এইরূপ আট-নয়দিন কাটিলে পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহ হয়।

অঙ্গামিরা একসঙ্গে একাধিক বিবাহ করে না। বিপত্নীক ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বামী অন্য বিবাহ করিতে পারে। এইরূপ পরিত্যক্তা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায় না। স্বামীর ব্যভিচারের জন্য পত্নী স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে। স্বামীর ব্যভিচারের জন্য অথবা উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ পাইয়া থাকে।

মৃত-সৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—গ্রামের মধ্যেই ইহারা মৃতের সমাধি দিয়া থাকে। সমাধির উপরে চিহ্নস্বরূপ বড় বড় প্রস্তর রক্ষিত হইয়া থাকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাধিস্থলে উঁহাদের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মূর্ত্তিও স্থাপন করা হয়। এইসকল মূর্ত্তির গাত্র মৃত ব্যক্তির বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। মৃতের শবদেহ সমাধিস্থ করিবার সময়ে মদ্য, মুরগী প্রভৃতিও অনেকস্থলে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। মৃতের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ইহারা প্রায়ই বিরাট্ ভোজ দেয়; এমন কি মৃত ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সমস্ত অর্থ ভোজে ব্যয় করিতেও ইহারা কুণ্ঠিত হয় না। মৃত্যুর প্রথম দিন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে মাংস বণ্টন করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দিনে সকালে তাহারা মৃত ব্যক্তির গৃহে সম্মিলিত হয় এবং কিয়ৎ পরিমাণ মাংস ভক্ষণ করে। এই
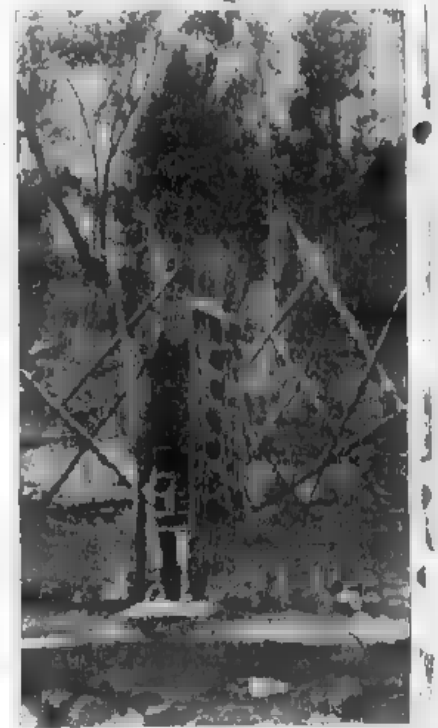
সমাধিস্থলে স্থাপিত মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি

উপলক্ষ্যে নিহত পশুর যকৃতের কিছু কিছু অংশ উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই গৃহ হইতে অল্পদূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। তৃতীয় দিনে কিছু ভাত পাতায় বাঁধিয়া রাখা [illegible] এবং চতুর্থ দিনে তাহা গৃহের বাহিরে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তি যে সকল কাঠের থালা ও বাটিতে ভোজন করিত, সেই সমস্ত থালার মধ্যে বড় থালাখানি ও বাটিটী পঞ্চমদিনে গৃহের মধ্যে

ঝুলাইয়া রাখা হয়। এইরূপ ত্রিশ দিন রাখার পর মৃত ব্যক্তির কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে এইগুলি দান করা হইয়া থাকে। একটী

সমাধির স্মারক প্রস্তর এবং যে মইয়ের সাহায্যে ইহা বহন করা হইয়াছিল

মুরগী হত্যা করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করা হয়; এই মুরগীর মাংস পরিবারস্থ সকলে ভক্ষণ করে।

আমোদ-প্রমোদ—অঙ্গামিরা বিবাহাদি উৎসবের সময়ে বিচিত্র সাজসজ্জা করিয়া থাকে। পুরুষেরাই কখনকাল বিচিত্র উষ্ণীষাদি ধারণ করে; স্ত্রীলোকেরা পুষ্পাদি ধারণ করিতে লজ্জিত হয়। কারণ প্রণয়ীই পুষ্প উপহার দিতে পারে। ইহাদের সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে অত্যন্ত কোমল ভাব বর্তমান। নৃত্যগীতাদিতে অত্যন্ত করুণ ভাব ফুটিয়া উঠে। কোন কোন স্থলে অঙ্গামিদের নাচ বন্য জন্তুর উল্লম্ফনেরই নামান্তর। প্রাচ্য-শ্রেণীর অঙ্গামি তরুণ-তরুণী বৃত্তাকারে পৃথক্ পৃথক্ ঘুরিতে থাকে ও প্রত্যেক বৃত্তের মধ্যে এক একজন সর্দার দাঁড়াইয়া থাকে। ইহারা 'বক্কে কামী' এই পদ গান করে। কোন

কোন স্থলে পুরুষ ও নারী মিলিতভাবে নিম্নোক্তভাবজ্ঞাপক গান করিয়া থাকে :—

পুরুষ—"মাটিতে বীজ মরিয়াছে; মাটিতে বীজ পড়ে, মানুষ তাহা কুড়াইয়া লয়; তথাপি তাহারা জন্মায়। কিন্তু মানুষ মরে, আর ফিরিয়া আসে না।"

নারী—"আনন্দ-উপভোগেদেরী করিও না। তোমার চুল বড় হইলেই
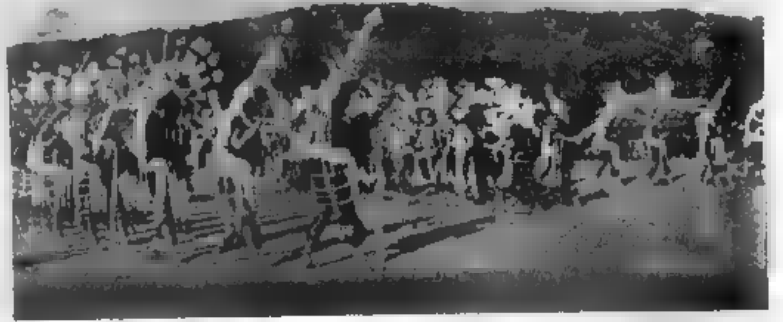
অঙ্গামি-নৃত্য (খোনোমা শ্রেণী)

তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে; বৃদ্ধ হইলেই তোমার মৃত্যু হইবে।"

উত্তরে—"চন্দ্র হ্রাস পায়; কিন্তু আবার বাড়ে; কিন্তু আমার প্রিয়তম চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না।"

ধর্মসংস্কার—অঙ্গামিরা গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকে। গৃহের অগ্নি কোনরূপে নির্বাপিত হইলে, ইহারা উহা অমঙ্গলসূচক বলিয়া মনে করে। প্রাচীন অগ্নিপূজক জাতিদের অনুরূপ সংস্কার ইহাদের মধ্যে কিরূপে প্রবেশ করিয়াছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। যে সকল বন্য পশুকে সহজে বধ করা যায় না, সেই সকল পশুকে ইহারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের দেবতাদিগের মধ্যে 'কেপেনোপফু' 'রুট্‌কে', 'টুরুখো', 'ড্‌জ্‌রাবু' ও 'টৌমি' প্রধান। কেপেনোপফুই সর্বপ্রধান দেবতা; তাহা হইতেই সমস্ত দেবতা ও জীবজন্তুর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করে। 'রুট্‌কে' মৃত্যুর দেবতা। টুরুখো ও ড্‌জ্‌রাবু স্বামী ও স্ত্রী, ইহারা বন্যপশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'টৌমি' প্রেতযোনি। প্রত্যেক গোত্রের অঙ্গামির বাসস্থানের নিকটে 'কিপুচে' নামক একখণ্ড প্রস্তর থাকে; এই প্রস্তর সকলে পূজা করে। ইহা ছাড়াও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর স্থানে স্থানে দেবতারূপে অথবা স্মারক চিহ্নরূপে পূজা পাইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী; নূতন ধর্মমত ইহারা সহজে গ্রহণ করিতে চায় না: হিন্দু অথবা খ্রীষ্টধর্ম উভয়ই তাহাদের নিকট সমান। ইউরোপীয় মিশনারীদিগের চেষ্টায় ইহারা অনেকস্থলে সভ্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি ইহাদের অত্যন্ত অনুরাগ আছে। ইহাদের মধ্যে দেবতার উপাসনাও প্রচলিত।

গ্রামের আদিম প্রতিষ্ঠাতার বংশধরই পুরোহিতের কার্য করে। ইহাদিগের মধ্যে প্রধান পুরোহিত 'কেমাভো' আখ্যায় অভিহিত হয়। ইহার নির্দেশমত পূজার্চনা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। কেমাভোকে গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির বংশ-বৃত্তান্ত মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয়। কেমাভোকে যে কোন অবস্থায়ই হত্যা করা পাপ বলিয়া গণ্য হয়।

অঙ্গামিরা মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্ত হইলেও শপথ করিলে ইহারা মিথ্যা কথা বলে না। ইহাদের শপথ করিবার নিয়মেও একটু বিশেষত্ব আছে। নিম্নোক্ত দুইটী

ইহারা উপায়ে ইহাদের শপথ গ্রহণ করিতে দেখা যায়—

(১) প্রথমতঃ রজ্জুদ্বারা বৃত্তাকারে একটী গ্রন্থি করা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থির মধ্যভাগে গোবর রাখা হয়। অতঃপর একটী স্কন্ধ অনাবৃত করিয়া একটী পা গ্রন্থির মধ্যে স্থাপন করিয়া অঙ্গামিরা শপথ করিয়া থাকে।

(২) বন্দুকের নাল অথবা বর্শা দাঁতে কামড় দিয়া ধরিয়াও ইহারা শপথ করে। ইহাদের বিশ্বাস, এইরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে শপথের প্রক্রিয়া-অনুযায়ী বন্দুক অথবা বর্শায় ইহাদের প্রাণনাশ হইবে। নরমুণ্ড-শিকারীদের বিশ্বাস, যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, পরজন্মে সেই ব্যক্তি হত্যাকারীর দাসত্ব করিয়া থাকে।

ইংরেজ-শাসনে নাগাজাতি—নাগা-অঞ্চলের কিয়দংশ মণিপুররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আসাম প্রদেশের নাগা পাহাড় জেলাই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র। ব্রিটিশ-অধিকারের প্রাক্‌কালেও ইহারা অত্যন্ত উপদ্রব করিত। মণিপুররাজের সহিত ইহাদের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। দুর্ধর্ষ অঙ্গামিদিগকে দমন করিবার জন্যই ব্রিটিশ-সরকার প্রথমতঃ কাছাড়ি-নায়ক তুলারাম ও মণিপুররাজ গম্ভীরসিংহের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। অঙ্গামিরা সুযোগ পাইলেই অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া ব্রিটিশের অধীন অঞ্চলগুলি লুণ্ঠন করিত ও নির্বিচারে নরহত্যা করিত। ব্রিটিশ-সরকার অবশেষে অঙ্গামি-অঞ্চল আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। ১৮৩৪ খ্রী° হইতে ১৮৫১ খ্রী°-র মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশ-সৈন্য দশ বার পর্বতীয় অঞ্চল আক্রমণ করিয়া অঙ্গামি-অঞ্চল বিধ্বস্ত করে। ইহাতে বহু দুর্দান্ত অঙ্গামি প্রাণ হারায় এবং অনেককে বন্দী করিয়া আনা হয়। কিন্তু তথাপি একবৎসর অতিক্রম হইতে না হইতেই অঙ্গামিরা ২২বার ব্রিটিশ-অঞ্চল আক্রমণ করিয়া হত্যা ও লুণ্ঠনাদি চালায়। অবশেষে ব্রিটিশ-সরকার অঙ্গামি-অঞ্চল অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ১৮৫৪ খ্রী° অসলু নামক স্থানে একটী সেনানিবাস স্থাপন করেন। ১৮৭৫ খ্রী° নাগা-অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই অধিকৃত হয়। ১৮৭৮ খ্রী° সুপ্রসিদ্ধ অঙ্গামি-অঞ্চল কোহিমায় নাগাপাহাড় জেলার সদর স্থাপিত হয়। ১৮৯২ খ্রী° পর্যন্তও মধ্যে মধ্যে নাগারা উত্তেজিত হইয়া কয়েকবার ব্রিটিশ-অঞ্চলে উৎপাত করিয়াছিল। পূর্বে নাগা-অঞ্চলের কিয়দংশ বাঙ্গালা-সরকারের অধীন ছিল। বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণভাবে আসাম-সরকারের অধীন। দুর্ভেদ্য পর্বতীয় অঞ্চলে অঙ্গামিরা অদ্যাপি পূর্বের মত স্বাধীনভাবে বাস করে। ব্রিটিশ-অঞ্চলে যাহাতে উহারা কোনরূপ উৎপাত করিতে না পারে তৎপ্রতি ব্রিটিশ-সরকারের বিশেষ লক্ষ্য আছে।

[J.H. Hutton : The Angami Nagas, Lond. 1921 ; L.W. Shakespear : Hist. of Upper Assam, Upper Burmah and North-Eastern Frontier, 199, 200, 203, 205-6, 210-25, 232 ; E. A. Gait : Hist. of Assam, Cal. 1906, 314-16 ; IG, i. 387, 393, 400 ; xv. 353 ; xviii. 287-91 ; JRAS, x (n. s.), 21 ; xii (n.s.) 229 ; ERE, i. 450 ; ii. 51 ; vi. 850 ; vii. 743 ; ix. 123 ; xi. 885, 894]

শ্রীব্রজেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অঙ্গার,—[√অগ্ বা √অঙ্গ্ (যাওয়া) + আর (আরন্)—ক সংজ্ঞার্থে; 'অঙ্গিমদি-মন্দিভ্য আরন্'—উণা° পা° ৩. ১৩৪। যাহা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণত্ব (মলিনত্ব) প্রাপ্ত হয়। তু°—লিথু° anglis ; রুশ° ugolj : প্রা° ই° col (স্ত্রী°), প্রা°-হা°-জ° chol (স্ত্রী), cholo [ম° হা° জ° kol (পুং স্ত্রী°), kole, (আ° জ° kohle (স্ত্রী°)] ; আ° জ° cole (ড° kool), ম° নি° জ° kole, kale (স্ত্রী°) (নি° জ° kale) ; প্রা° ফ্রিজ° kole, coele ; প্রা° ন° kol (স্ত্রী° ;) নরউ° সুইডি° kol ; ডে° kul ; আইস° kol ; এ-স্যা° col ; ই° coal] পর্যায়—অলাত, উল্মুক (অম°) ; আলাত, উল্মুক। ১ যাহি বা নির্বাপিত দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড, জ্বলন্ত আঙার, কয়লা। 'দিব্যা অঙ্গারা ইরিণে ন্যুপ্তাঃ শীতাঃ সন্তো হৃদয়ং নির্দহন্তি॥'—ঋ° ১০. ৩৪. ৯। 'অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম…দিশোঽঙ্গারা…।'— বৃহৎ° ৬. ২. ৯। 'যেঽঙ্গারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্-যদঙ্গারাঃ পুনরবশান্তা উদদীপ্যন্ত তদ্‌বৃহস্পতিরভবৎ।'—ঐ-ব্রা° ৩. ৩৪ ; আশ্ব-শ্রৌ° ৫. ১২. ১৩. ১০ ই°। 'ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গার-সমঃ পুমান্।'—হিতোপ° ১. ১১২। 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।'—চাণক্য°। 'উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্।'—হিতোপ° ১. ৮০। 'যথা বহবোঽঙ্গারাঃ কথিতাঃ।'—পঞ্চতন্ত্র। ২ (সাদৃশ্যে) কলঙ্ক, কালি। যেমন, কুলাঙ্গার—কুলের অঙ্গার বা কলঙ্ক অর্থাৎ যাহা হইতে বংশের ধ্বংস বা কলঙ্ক হয় ; তু°-'কুলসম্ অঙ্গারকৃত'—ধর্ম-অর্থ° ৩. ৩৫০। ৩ (বৈদ্যক) হিরাবলী লতা। ৪ জাতি বা দেশবি°।—মহা° ৬. ৯. ৬০। ৫ মঙ্গলগ্রহ Mars.—ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৩২৭ ; মে° র. ১০৮। ৬ রক্তবর্ণ, লালরঙ্। ৭ অঙ্গারপূর্ণ পাত্র।—হেমাদ্রি°। ৮ [অঙ্গার + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে স্ত্রী— -া] বিণ, অঙ্গারবর্ণবিশিষ্ট, লোহিত। ~কটাহ—অগ্নি অঙ্গার, আগুন রাখিবার পাত্র। ~কলিকা—মুরাঙ্গনা-বিশেষের নাম।—Ind. St. 15. 24. ~কর্ম—[সু°-কর্মন্ ; 'অঙ্গারাণাং করণ-বিক্রয়স্বরূপে কর্মাদানস্য কর্তব্যে কর্মণি, এবং অগ্নিব্যাপাররূপং কর্ম তদঙ্গারকর্ম উচ্যতে'—জ° ৮ শ° ৫] ক্লী°, বিক্রয়ার্থ অঙ্গার প্রস্তুত করার কার্য। ~কর্মকার—অঙ্গারপ্রস্তুতকারক a charcoal burner. ~কর্ষিণী—[প্রা° অংগার-কড্ডিণী, ইংগালকড্ডিণী] স্ত্রী°, ঈষদ্বক্রাগ্র লৌহময় যষ্টি, ইহা দ্বারা অঙ্গার তোলা হয়।—ভ° ১৬. শ° ১ উ°। ~কর্ষূ—[পালি°-কাসু—জাতক ১. ২. ৩২] কয়লা করিবার গর্ত a charcoal pit. ~কারক—যে কাঠ পুড়াইয়া বিক্রয়ের জন্য কয়লা তৈয়ারী করে ; মাড়ুই। 'ন তথাঙ্গার-কারকঃ'—পরা-স° ১. ৫৯। ~কারিকা—[অঙ্গারান্ করোতি ইতি অঙ্গারকারিকা] স্ত্রী°, অগ্নি-শকটিকা।—ভ° ১৬, শ° ১. উ°। ~কারী—

(পুং°-কারিন্ ; স্ত্রী— -কারিণী), -কৃৎ—বিক্রয়ার্থ কয়লা করে যে = অঙ্গারকারক। ~কুষ্ঠক—হিতাবলী লতা। ~কৃষ্ণ—[স্ত্রী— -া] বিণ, কয়লার মত কাল, মসীকৃষ্ণ। ~তা—অঙ্গারের অবস্থা, অঙ্গারত্ব।—হর্ষচ° ১৭১. ১৭। ~তুল্য—[স্ত্রী— -া] অঙ্গারসদৃশ, কয়লারমত। কয়লার মত গুণবিশিষ্ট। ~দাহ—[অঙ্গারা দহ্যন্তে যত্র। যত্র অঙ্গারাণাং দাহো ভবতি তাদৃশে স্থানে] ১ যেখানে অঙ্গারের দাহ হয়, যেখানে কাঠ পোড়ান হয়।—নি° চূ° ও উ° আচা°। ~ধানিকা,-ধানী,-পাত্রী,-শকটী—স্ত্রী°, অগ্নিপাত্র, অঙ্গারধারণপাত্র, ধুচুচী, আগুনের মালসা॥ অম°॥ ~ধূপ—(বৈদ্যক) অঙ্গারের সহিত হিঙ্গু প্রভৃতি মিশাইয়া প্রস্তুত ধূপ-বি°। ~ধূমবান্—[পুং°-বৎ] বিণ, জলন্ত অঙ্গারের ধূমবিশিষ্ট ; অগ্নিধূমবিশিষ্ট। 'সমজায়ত গাত্রেষু পাবকোঽঙ্গারধূমবান্'।—মহা° ৩. ৩৯. ৬০। ~নাড়ী—গ্রহবি°। —Opp. Cat. i. ~পরিপাচিত—[অঙ্গার + পরি + √পচ্ + ণিচ্ + ক্ত। অঙ্গার-দ্বারা পরিপাচিত (= রন্ধিত, ভর্জিত)— ৩-তৎ; স্ত্রী— -া] ১ বিণ, অগ্নিপক্ক, অঙ্গারপক্ক। ২ কাবাব করা মাংস, শূলবিদ্ধ পক্ক মাংস, শিক-কাবাব। ~পর্ণী—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, ভার্গী, বামনহাটী clerodendron siphonanthus. ~পাত্রী—[অঙ্গারধানিকা দ্র°]। ~পর্বত—নিরয়ে অবস্থিত জলন্ত পর্বত।—মিলিন্দ° ৩০৩; কথ° ১. ১৪১। ~পুষ্প—[যাহার পুষ্প অঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ] ইঙ্গুদীবৃক্ষ, জীবপুত্রবৃক্ষ, জিয়াপুতা গাছ ingua. ~প্রতাপনা—স্ত্রী°, শীতকালাদিতে অঙ্গারে শরীরের তাপন।—প্রশ্ন° শ° ৫ দ্বা°। ~মঞ্জরী, -মঞ্জী—স্ত্রী°, ১ রক্তকরঞ্জ। ২ মহাকরঞ্জ, উগ্র করঞ্জ, cesalpinia banducalia।—রাজনি°। ~মলিন— বিণ, অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। ~মসী—ভস্ম, ছাই।—ধম্ম-কথ° ১. ১৪১। ~মাংস—[অঙ্গার-পক্ক মাংস, অগ্নিদগ্ধ মাংস roasted meat.—মহাব° ১০. ১৬। ~বর্ণী—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ভার্গী, বামুনহাটীর গাছ। ~বল্লরী, -বল্লিকা, -বল্লী—[রক্তবর্ণ বল্লরী = মঞ্জরী যাহার—বহু°] স্ত্রী°, (বৈদ্যক) ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ করেক প্রকার করঞ্জ galedupa arborea, ovieda verticallata, bhargi, gunja. ~বাহিনী—স্ত্রী°, ক্রৌঞ্চবর্ষের নদী। এই নদীর নাম কীর্তন করিলেও পুণ্য হয়।—বায়ুপু° ৪৩. ২৬. ৩১। ~বেণু—[অঙ্গার (রক্ত) বর্ণ] রক্তবর্ণ বাঁশ। ~রাশি— ১ খদির অঙ্গারপুঞ্জ।—সূত্র° ১. শ্রু° অ° ১ উ°। ২ জলন্ত অঙ্গারপুঞ্জ।—জাতক ৩. ৫৫। ~শকটী—অগ্নিপাত্র। ~সদৃশ—বিণ, অঙ্গারতুল্য, কয়লার ন্যায়। ~সাৎ—ক্রি-বিণ, আপ-শ্রৌ° ১৩. ২৪. ১৮ (টীকা)। ~সেতু—নামান্তর অঙ্গার। ক্রুহ্য-পুত্র সেতুর পুত্র ও গান্ধারের পিতা।—হরি-হরি° ৩২. ১২৪। [অঙ্গার, দ্র°]।

অঙ্গার.—(Carbon) অঙ্গার সভ্য জগতের একটী অপরিহার্য বস্তু। ইহা বিভিন্নপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়া জগতের নানাপ্রকার কার্য সাধিত করিতেছে। সাঙ্কেতিক চিহ্ন—C ; আণবিক ভার (atomic weight) ১২'০০৫ ; মিলনসংখ্যা (valency) ৪।

অবস্থিতি—অঙ্গার সাধারণতঃ অমিশ্রিত অবস্থায় এবং অন্য পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগে অবস্থান করে। সূর্য, তারকা ও উল্কার মধ্যে ইহাকে মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। খনিজ তৈল কিংবা petroleumএর মধ্যে মিশ্রিত উদ্জান অঙ্গার থাকে। বায়ব পদার্থের মধ্যে carbon dioxide (CO_2), carbon monoxide (CO), marsh gas (CH_4) প্রভৃতি বাষ্পের মধ্যে অঙ্গার আছে। ধাতুর সহিত রাসায়নিক সংযোগে অঙ্গার দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন calcium carbonate ($CaCO_3$, $MgCO_3$)। উদ্ভিদ্ ও জান্তব প্রাণীর মধ্যে অঙ্গারকে hydrogen, oxygen, nitrogen, sulpher, phosphorus পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিতে দেখা যায়। এই অঙ্গার-সংযুক্ত পদার্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংশ্লেষিক উপায়ে (Synthetic process) প্রস্তুত করা হইয়াছে। জীব-জগতে পাওয়া যায় বলিয়া ঐ পদার্থগুলি জৈব রসায়ন-শাস্ত্রে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

বহুরূপতা—অঙ্গারের রূপ দুইটী—(১) স্ফটিকাকার (crystalline) ও (২) নিরবয়ব (amorphous)।

স্ফটিকাকার অঙ্গারের মধ্যে হীরক (diamond) ও কৃষ্ণসীসক (graphite) প্রধান। নিরবয়ব অঙ্গারের মধ্যে ছয়টী পৃথক্ শ্রেণী আছে—(ক) কাষ্ঠ-অঙ্গার বা কাঠকয়লা, (খ) অস্থি-অঙ্গার (bone charcoal), (গ) খনিজ কয়লা (coal), (ঘ) দগ্ধ কয়লা (coke), (ঙ) গ্যাস কার্বন (gas carbon) ও (চ) দীপ-কজ্জল বা ভুষা (lamp black)।

হীরক—হীরক প্রাচীনকাল হইতে মানবের নিকট পরিচিত। সাধারণতঃ ভারতবর্ষ, ব্রাজিল, ব্রিটিশ-গায়না (British Guiana), নিউ সাউথ ওয়েলস্ (New South Wales) এবং ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকার খনির মধ্যে ইহা পাওয়া যায়। খনিতে যে সমস্ত হীরক পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে অনেকের আকার অত্যন্ত ছোট ; কিন্তু ১৯০৫ খ্রী° কিম্বারলি (Kimberley) প্রদেশে একটা হীরকখণ্ড পাওয়া যায়, তাহার ওজন প্রায় ১½ পাউণ্ড। কোন কোন হীরক স্বচ্ছ এবং কোন কোন হীরককে নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বর্ণের কারণ এখন পর্যন্ত বিশেষরূপে নির্ধারিত হয় নাই। তবে এই পর্যন্ত জানা গিয়াছে যে, ইহার সহিত অন্যান্য ধাতব পদার্থ কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহাকে নানা বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ অথবা গাঢ় সবুজ, লাল ও ধূসর বর্ণের হীরককে carbonendo বলে।

১৭৭৭ খ্রী° পর্যন্ত হীরককে স্ফটিক-শ্রেণীভুক্ত (species of rock crystal) বলিয়া ধারণা করা হইত ; কিন্তু ঐ বৎসর

বার্গম্যান্ (Burgman) বক্রনাল-পরিক্রিয়ায় (Blow-pipe experiment) দ্বারা হীরককে বালুকাবিহীন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্থির করেন যে, ইহা কোন একটী পার্থিব বস্তু হইতে উৎপন্ন। সেইজন্য তিনি ইহার নাম দেন Terra nobilis। নিউটন (Newton) পরীক্ষাদ্বারা দেখিলেন, terpentine তৈল, camphor তৈল প্রভৃতির প্রতিসরণাঙ্ক (refractive index) হীরকের প্রতিসরণাঙ্কের সহিত প্রায় সমান। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, হীরক কোন তৈল-জাতীয় পদার্থ। ১৬৯৪ খ্রী° Averain পরীক্ষা-দ্বারা নিউটনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি একটী শক্তিশালী lensএর দ্বারা হীরককে উত্তপ্ত করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ইহা কয়লা এবং তৈলের মতই অদৃশ্য হইয়া যায়। ১৭৬৬ খ্রী° D'Arcet ঢাকা মুচির ভিতর হীরকখণ্ডকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিয়া ইহার কোন পরিবর্তন দেখিতে পান নাই। ১৭৭১ খ্রী° Macquer দেখিয়াছিলেন যে, হীরকখণ্ডকে O_2 কিংবা বাতাসের মধ্যে তীব্রভাবে দহন করিলে ইহা ভস্মীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার চতুর্দিকে অগ্নিশিখা উদ্দীপ্ত হয়। Macquer, Cadet, Brisson প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা, হীরকখণ্ডকে দগ্ধ করিবার সময় যে বাষ্প উৎপন্ন হয় তাহা CO_2 বাষ্প বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে হীরককে অঙ্গার শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

হীরকের ধর্ম—বিশুদ্ধ অবস্থায় হীরক বর্ণবিহীন, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও কঠিন। ইহা কিঞ্চিৎ ভঙ্গুর হইলেও যত প্রকার কঠিন দ্রব্য আছে তাহাদের মধ্যে কঠিনতম। Boron carbide (B_6C) ব্যতীত অপর কোন দ্রব্য ইহার উপর দাগ কাটিতে পারে না। ইহার গুরুত্ব ৩·৫২, প্রতিসরণাঙ্ক (refractive index) 2·417; ইহার আলোকরশ্মি বিক্ষিপ্ত করিবার শক্তি অনেক বেশী। বিশুদ্ধ হীরক X-Rayর নিকট স্বচ্ছ; কিন্তু নকল হীরকের মধ্যে ইহা প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব এই পরীক্ষার দ্বারা হীরকের বিশুদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হীরককে রেডিয়ম ধাতু হইতে নির্গত রশ্মির নিকট আনিলে নীলবর্ণ ধারণ করে। ইহা কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কেবলমাত্র মিশ্রিত potassium dichromate ও sulphuricএর সহিত ২০০° উত্তাপে অম্লজানযুক্ত হইয়া CO_2 গ্যাস উৎপন্ন করে। ইহাকে বাতাসের সংস্পর্শে না আনিয়া দাহন করিলে ইহার উপরিভাগ কেবলমাত্র কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে ৯০০° পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় ও শতকরা ২ ভাগ ভস্ম পড়িয়া থাকে। দ্রবীভূত sodium carbonate-দ্বারা ইহার রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। কৃষ্ণবর্ণ হীরককে bort (boart) বলে; এবং উক্ত হীরকের প্রজ্বলন তাপ বিশুদ্ধ হীরক অপেক্ষা অনেক বেশী।

১৮৯৩ খ্রী° Moissan বহুচেষ্টা ও গবেষণার পর কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি বৈদ্যুতিক চুল্লীর ভিতর লোহার সহিত charcoalকে ৩৫০০° উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। এই উত্তাপের ফলে মিশ্রিত লৌহ এবং কয়লা দ্রবীভূত হইয়া যায়। পরে মিশ্রিত দ্রবীভূত দ্রব্যটী জলের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ফলে মিশ্রিত দ্রব্যটী জমাট বাঁধিয়া যায়। পরে জমাট দ্রব্যটিকে hydrochloric acidএর মধ্যে রাখিয়া দিলে লৌহ গলিয়া যায়। অবশিষ্ট যে দ্রব্যটী পড়িয়া থাকে তাহার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ কৃষ্ণসীসক ও হীরক পাওয়া যায়। কিন্তু হীরকের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প থাকে। Moissan স্থির করেন যে, হঠাৎ ঠাণ্ডা হইবার ফলে গলিত লৌহ এবং কয়লার উপরিভাগ জমাট বাঁধিয়া যায় এবং জমাট-বাঁধা দ্রব্যের ভিতর গলিত দ্রব্যাধারের উপরে অত্যধিক চাপ পায়; তাহার ফলে কয়লা কিয়ৎপরিমাণে হীরকে পরিণত হয়।

কৃষ্ণসীসক (graphite)—ইহা একপ্রকার খনিজ পদার্থ। ইহা সাধারণতঃ সাইবেরিয়া, সিংহল ও ইটালী দেশে পাওয়া যায়। ইহা বাৎসরিক প্রায় ৮০,০০০ টন করিয়া খনি হইতে উৎপন্ন হয়। সিংহল দ্বীপের কৃষ্ণসীসক সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। পূর্বে molybdenum sulphide (MoS_2) এবং graphite (C)কে একই দ্রব্য বলিয়া ধারণা করা হইত। কারণ তখন ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু জানা ছিল না। এই দুইটী দ্রব্যই খনিজ; বর্ণ ধূসর, অপেক্ষাকৃত নরম এবং ধাতব জ্যোতিঃসম্পন্ন। ১৭৭৯ খ্রী° বিখ্যাত রাসায়নতত্ত্ববিদ্ Scheele এই দুইটী পদার্থের মধ্যে পার্থক্য আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, molybdenum-sulphide হইতে molybdic acid (MoO_3) পাওয়া যায়, এবং বাতাসে দাহন করিলে ইহা হইতে sulphur dioxide (SO_2) বাষ্প বাহির হয়। তখন হইতে ইহার নাম molybdenum sulphide দেওয়া হয়। ১৮০০ খ্রী° Mackenzie সমান ওজনের কৃষ্ণসীসক ও কয়লাকে পৃথগ্‌ভাবে দাহন করিয়া একই পরিমাণের carbon dioxide বাষ্প পাইয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রী° Bordic graphiteকে অঙ্গারের রূপভেদক পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন।

হীরকের ন্যায় কৃষ্ণসীসককে কৃত্রিম উপায়ে Acheson processএর দ্বারা প্রস্তুত করা যায়। বালি এবং গুঁড়া কোক কয়লা একত্র মিশ্রিত করিয়া ২৪ হইতে [illegible]০ ঘণ্টা পর্যন্ত তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে প্রথমে silicon carbide প্রস্তুত হয়। পরে আরও বেশী উত্তাপের ফলে ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া সিলিকন্ এবং কৃষ্ণসীসকে পরিণত হয়।

(i) $SiO_2 + 3C = SiC + 2CO$

(ii) $SiC = Si + C$ (graphite)

ধর্ম—কৃষ্ণসীসক ধূসরবর্ণ। ইহা সাধারণতঃ ষড়্‌ভুজ আকারে দানা বাঁধে। কাগজের উপর ইহা ঘসিলে দাগ পড়ে; সেইজন্য পেন্সিল তৈয়ারী করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা মসৃণ, কঠিন পদার্থ। ইহার আপেক্ষিক ঘনত্ব ২·২৫ এবং উত্তাপ ও তড়িৎ-

এর পরিচালক। তরল অম্ল (acid), দ্রবীভূত ক্ষার কিংবা উত্তপ্ত chlorine বাষ্পের দ্বারা ইহার কোন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয় না; কিন্তু দ্রবীভূত nitricএর সহিত অধিক উত্তাপে ইহা উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকে। ইহা মিশ্রিত গন্ধকাম্ল (H_2SO_4) ও potassium dichromateএর সহিত ধীরে ধীরে অম্লজানযুক্ত হয়। Concentrated nitric acidএ ইহা উত্তপ্ত করিলে কোন কোন কৃষ্ণসীসকে স্ফীত হইতে দেখা যায়; আবার কোন কোন কৃষ্ণসীসকের পরিবর্তন হয় না। এই দুইপ্রকার কৃষ্ণসীসকের মধ্যে একটিকে graphitite ও অপরটিকে graphite বলে।

নিরবয়ব অঙ্গার—সকল প্রকার নিরবয়ব অঙ্গারের বর্ণ কাল ও অস্বচ্ছ। X-Kay দ্বারা জানা গিয়াছে যে ইহাদের গঠন সূক্ষ্ম স্ফটিকাকার পদার্থের দ্বারা গঠিত।

(ক) **কাষ্ঠ-অঙ্গার** (Wood charcoal)—উদ্ভিদ্-জগৎ হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। বৃক্ষদাহন করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ গর্তের মধ্যে অল্প পরিমাণ বাতাসে কাঠ পুড়াইলে যে কয়লা প্রস্তুত হয়, তাহাকে pit charcoal বলে। দানা বাঁধা চিনিকে ঢাকা মুচির ভিতর ১০০০° পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া যে অঙ্গার প্রস্তুত করা হয় তাহা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। ইহার ঘনত্ব ১·৮ কিন্তু ইহাতে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় ইহা জলে ভাসে ও বায়ব পদার্থ শোষণ করিতে পারে।

(খ) **অস্থি-অঙ্গার** (Bone charcoal)—লোহার retortএর মধ্যে অস্থিকে বিধ্বংস-কারী তির্যক-পাতনের (destructive distillation) দ্বারা ইহা প্রস্তুত করা হয়। এই নিয়মে প্রস্তুত করিলে নিম্নলিখিত চারি প্রকার উদ্বায়ী পদার্থ পাওয়া যায়—(১) ক্ষারীয় তরল পদার্থ—ইহাতে ammonia এবং nitrogenous organic base আছে। (২) বায়ব পদার্থ, (৩) bone-oil, (৪) অস্থি-অঙ্গার (bone charcoal)—ইহাতে শতকরা ১০ ভাগ নিরবয়ব অঙ্গার এবং ৮০ ভাগ calcium phospate ও calcium carbonate আছে।

(গ) **দীপ-কজ্জল** (Lamp black)—কয়লা, মোম, তৈল প্রভৃতি পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে দাহন করিতে যে পরিমাণ বাতাসের প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ বাতাসে দাহন করিলে অঙ্গারের সূক্ষ্ম কণিকা-গুলি ধূমের আকারে পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেই কণিকাগুলি কোন অমসৃণ জায়গার উপর জমা হয়। এইগুলিকে দীপ-কজ্জল বলে। সাধারণ দীপ-কজ্জলের মধ্যে তৈলজ অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। সুতরাং ইহাকে chlorine বাষ্পের মধ্যে দাহন করিলে অপদ্রব্যগুলি বিতাড়িত হইয়া বিশুদ্ধ অঙ্গার পাওয়া যায়। ইহার গুরুত্ব ১·৭৮।

(ঘ) **খনিজ কয়লা** (Coal)—উদ্ভিজ্জ পদার্থকে বায়ুবিহীন জায়গায় অথবা জলের ভিতর রাখিয়া দিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। ইহাকে অত্যধিক তাপে উত্তপ্ত করিলে ঠিক এইরূপ পরিবর্তন দেখা যায়। তখন ইহার দেহ হইতে জল, carbon dioxide (CO_2) এবং methane (CH_4) বাহির হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশটিতে অধিক মাত্রায় অঙ্গার থাকে। উদ্ভিদ ঠিক এইরূপ ভাবে অঙ্গারে পরিবর্তিত হয়। বহু প্রাচীনকালে অরণ্যের বিশাল বৃক্ষ-রাশি ভূমিকম্পের ফলে মাটির নিচে চাপা পড়িয়া যায়। তথায় অতি অল্প বাতাস, উত্তাপ ও উপরের মৃত্তিকাস্তরের অত্যধিক চাপের ফলে ঐ সকল কাষ্ঠের কতকগুলি পর পর বিশ্লেষণ ঘটে; ইহার ফলে ইহার দেহ হইতে কিয়দংশ অঙ্গার উদ্জান বাষ্প ও অম্লজান বাষ্প, carbon dioixde, জল ও marsh gas (CH_4) আকারে বাহির হইয়া যায়। অবশিষ্ট অংশে অঙ্গারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হয়।

খনিতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহার স্তরবিশেষে কতকগুলি ক্রমিক পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ্-দেহ ঘোষমাটি (peat) নামক অঙ্গারে পরিবর্তিত হয়। ইহা প্রধানতঃ mosses, bogplant প্রভৃতি জলাভূমির উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে nitrogenous পদার্থ থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থায় lignite নামক অঙ্গারে পরিবর্তিত হয়। ইহা সাধারণত ash, poplar প্রভৃতি ছোট ছোট বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহা peat কয়লা হইতে দৃঢ় ও দ্যুতিমান। ইহার ঘনত্ব ১·১৫ হইতে ১·২০ মধ্যে।

তৃতীয় অবস্থায় bituminous coalএ পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভেদে ইহাকে চারিটি শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। (১) coking, (২) non-coking, (৩) cannal, (৪) jet।

(১) দাহনের সময় coking coal নরম হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া বাহির হয়। পূর্ণ দাহনের পর কাল ও ধূসর রঙের coke কয়লায় পরিবর্তিত হয়।

(২) Non-coking—ইহাতে coking coalএর সকল প্রকার ধর্ম বিদ্যমান। কেবল মাত্র দাহনের সময় ধোঁয়া বাহির হয় না।

(৩) Cannal coal—দৃঢ় ও ধূসরবর্ণ। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে উদ্বায়ী পদার্থ আছে। দাহনের সময় ইহা হইতে বাষ্প বাহির হয় তাহার প্রজ্বলন শক্তি খুব বেশী। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বাতির ন্যায় জ্বলে বলিয়া ইহার নাম cannal coal দেওয়া হইয়াছে।

(৪) Jet—শক্ত cannal coalকে jet বলে, ইহা jewellaryতে ব্যবহৃত হয়।

চতুর্থ অবস্থায় anthracite নামক কয়লায় পরিবর্তিত হয়। ইহাতে অঙ্গারের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী এবং প্রজ্বলন তাপও সর্বাপেক্ষা বেশী। দাহনের সময় ইহা হইতে ধোঁয়া কিংবা শিখা বাহির হয় না। ইহা বিশেষতঃ South Wales এবং Rhodes দ্বীপে অঙ্গারগর্ভ হইতে পাওয়া যায়।

Coke—খনিজ কয়লার বিধ্বংস-তির্যক্-পাতনের (destructive distillation) সময় যে অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে তাহাকে coke

বলে, ইহাতে শতকরা ৮১ ভাগ অঙ্গার থাকে।

Gas carbon—খনিজ কয়লার বিধ্বংসকারী তির্যক-পাতনের সময় retort-এর গায়ে ইহা জমাট বাঁধে। ইহার ঘনত্ব ২'৩৫। ইহা বিদ্যুতের পরিচালক বলিয়া বিদ্যুৎকোষে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীফণিভূষণ সেন

অঙ্গার$_2$—নামান্তর অঙ্গারসেতু। অন্যান্তরে সেতুর পুত্র। ইনি মরুদ্‌গণের অধিপতি ছিলেন বলিয়া 'মরুত্তাংপতি' নামে খ্যাত হন।—হরি° হরি° ৩২. ১২৪। ইনি যৌবনাশ্ব-(মান্ধাতা) কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। মহা°-মতে (১২, ২৮. ৮৮-৯) ইনি মান্ধাতৃ-কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন। ইঁহার পুত্র গান্ধার। গান্ধারের নামে গান্ধারদেশ খ্যাত হয়; 'খ্যায়তে তস্য নাম্না বৈ গান্ধারবিষয়ো মহান্।'—হরি° হরি° ৩২. ১২৬।

অঙ্গার$_3$—হোমকুণ্ড হইতে গৃহীত ভস্ম [ভস্ম দ্র°]।

অঙ্গারক$_1$—[অঙ্গার+ক তুল্যার্থে; যাহা অঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ] ১ কুরণ্টকবৃক্ষ, ঝাঁটী গাছ। ২ ভৃঙ্গরাজবৃক্ষ, ভীমরাজ গাছ।—ভা-প্র° পূ. খ. গু. বর্গ। ৩ [ক্লী°ও হয়; অঙ্গার+ক স্বার্থে] অঙ্গার। ৪ [অঙ্গার+ক অল্পার্থে] অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, বিস্ফুলিঙ্গ। ৫ (বৈদ্যক) ক্লী°, জ্বরঘ্ন তৈল-বি°। ইহা অঙ্গে ও সন্ধিস্থলে মর্দন করিলে জীর্ণজ্বর নাশ হয়। ~দিন, -বাসর—চৈত্রপূর্ণিমায় সম্পাদ্য উৎসব-বি°। ~মণি—[অঙ্গার=মঙ্গলগ্রহ, মণি=রত্ন; রক্তবর্ণত্ব-হেতু ইহা মঙ্গলগ্রহের প্রিয়] প্রবাল coral (amber). ~বার—মঙ্গলবার। ~বাষ্প—[একাম্ল-অঙ্গার (carbon monoxide) দ্র°]

অঙ্গারক$_2$—মঙ্গলগ্রহ Mars.—মৎস্যপু° ৭২. ১৬; মহা° ৩. ১১. ২৯। 'অঙ্গারকবিরুদ্ধস্য প্রক্ষীণস্য বৃহস্পতেঃ'—মৃচ্ছক° ৯. ১৩; হলা° ১. ৪৬।

অঙ্গারক$_3$—মহাপ্রতাপশালী অসুর-বি°। নিবাস—পাতাল-পুরী। কন্যা—অঙ্গারবতী; রতির ন্যায় সুন্দরী। বিভিন্ন দেশের রাজকন্যা-দিগকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া ইনি নিজ কন্যার পরিচর্যায় নিযুক্ত করিতেন। ইঁহাকে কেহ বধ করিতে পারিতেন না। একমাত্র বামহস্তের একটী গুপ্ত অংশে তীর নিক্ষেপ করিতে পারিলেই ইঁহার মৃত্যু হইবে, অন্যথা নয়।

ইনি পূর্বজন্মে শিবপার্ষদ বীরভদ্র ছিলেন। দক্ষযজ্ঞকালে কুপিত শিবের ললাট হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয়। ইনি উৎপন্ন হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ত্রৈলোক্য দহনে সমুদ্যত হইলে শিব ইঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"বীরভদ্র, তুমি ক্ষান্ত হও, তুমি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ। এক্ষণে এই লোক-দাহকর্মে তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি শান্তিপ্রদ গ্রহাগ্রণী হও। আমার বরে জনগণ তোমায় দেখিবে এবং পূজা করিবে। তুমি অঙ্গারক আখ্যা পাইবে। চতুর্থী তিথিতে তোমার পূজা করিয়া মানবেরা রূপ, আরোগ্য ও অনন্ত ঐশ্বর্য লাভ করিবে।"—মৎস্যপু° ৭২. ১১-১৭। [বীরভদ্র দ্র°]

উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেনের যে কোন কর্মচারী রাত্রে নগররক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, ইনি তাঁহাকে গভীর রাত্রে ধরিয়া খাইয়া ফেলিতেন। চণ্ডমহাসেন একদা শিকারে বহির্গত হইয়া শূকররূপী অঙ্গারককে দেখিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অঙ্গারক পলাইতে পলাইতে একটী গুহায় প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। রাজাও গুহায় প্রবেশ করিয়া একটী হ্রদের তীরে শতকুমারীবেষ্টিতা অসামান্যা রূপবতী অঙ্গারবতীকে দেখিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হইলেন। অবশেষে অঙ্গারবতীর সাহায্যে কৌশলে অঙ্গারকের মৃত্যুরহস্য জানিয়া শিবপূজারত অঙ্গারকের বামহস্তের গুপ্ত অংশে তীরনিক্ষেপে বধ করিয়া অঙ্গারবতীকে নিজ রাজ্যে লইয়া যান।

[Ocean of Story, i. 125-7, viii. 107-9]

অঙ্গারক$_4$—১ ভূমিরূপ তনুধারী মহাদেব ও তৎপত্নী বিকেশী হইতে অঙ্গারক নামক পুত্রের জন্ম হয়।—বায়ুপু° ২৭. ৫১। ২ বায়ুপু°-মতে (৬৬. ৬৮-৬৯) কশ্যপের ঔরসে সুরভির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি একাদশ রুদ্রের অন্যতম। কিন্তু অন্য কোন পুরাণে (অগ্নিপু° ১৮-৪৩; ভাগপু° ৬ স্ক. ৬. ১৮; মহা° ২. ৬৬; ১. ১২৩; হরি-হরি° ৩. ৫০; বিষ্ণুপু° ১. ১৫; গরুড়পু° পূ° ৬. ৩৮-৩৯; ব্রহ্মপু° প্রক্র° প্রজা° ৮৭. ৬; লিঙ্গপু° পূ° ৬৩. ১৪; মৎস্যপু° ৫. ২৯; ১৭১. ৩৯-৪০; ১৭১ মহা° ১৩. ১৫০; ব্রহ্মপু° মাহে° কুমা° ১৪, ১৯.; শিবপু° ধর্ম° ৫৪. ৩১-৩২; ব্রহ্মপু° নাগ° ১৪৬; ব্রহ্মপু° ৩. ৪৭-৪৮; একাদশ রুদ্রের মধ্যে ইঁহার নাম পাওয়া যায় না। ৩ দুর্যোধনের ভগিনীপতি সৌবীররাজ জয়দ্রথের সহচর দ্বাদশ সৌবীর-রাজপুত্রের অন্যতম।—মহা° ৩. ২৬৬. ১১-২।

অঙ্গারক$_5$—[স্ত্রী·অঙ্গারিকা] অঙ্গার (কয়লা) দ্বারা কৃত কপালের চিহ্ন।—কথার্ণব ২৮. ৭২।

অঙ্গারক$_6$—হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবতা-বি° [মঙ্গল দ্র°]।

অঙ্গারক চতুর্থী—মঙ্গলবার চতুর্থী তিথি-যুক্ত হইলে, সেইদিন অঙ্গারক চতুর্থী হয়। এই তিথিতে অঙ্গারেশ তীর্থে স্নান করিলে অনন্তকাল অক্ষয় লোকে বাস হয়। মৎস্যপু° ১৯১. ৫৯. [অঙ্গারক ব্রত দ্র°]

অঙ্গারক তৈল—(বৈদ্যক) ক্লী° বিষম-জ্বরনাশক তৈল-বি°। পুরাতন বিষম-জ্বরে যখন শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হয়, জ্বরের বেগারম্ভকালে গাত্রের তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক বোধ হয় এবং গাত্রদাহ বেশী হয়, সেই সময়ে অভ্যঙ্গার্থ ইহা প্রয়োজ্য।

প্রস্তুতবিধি—মূর্ছিত তিল তৈল /৪ সের, কল্কার্থ—মূর্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসামূল, বৃহতী, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী সমভাগ মিলিত /১ সের, দ্রবার্থ কাঁজি /১৬ সের একত্র পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।—রস° রত্না° জ্বরাধিকার।

'চক্রদত্ত' নামক প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-সংগ্রহগ্রন্থে ব্রণশোথ চিকিৎসায়ও একটী

অঙ্গারক তৈলের উল্লেখ আছে। উহা ব্রণশোধক ও রোপক। এমন কি, নাড়ীব্রণ বা নালীঘায়েও ইহা প্রযোজ্য।—চক্র' ব্রণশোথচি°।

অঙ্গারকর্কটী—স্ত্রী°, অঙ্গারদ্বারা কৃত (পক্ব) কর্কটাকার পদার্থ-বি°। সম্ভবতঃ দেখিতে অনেকটা কর্কট বা কাঁকড়ার অনুরূপ বলিয়াই ইহার কর্কটী নামকরণ হইয়াছে। হিন্দীতে ইহাকে 'লেট্টী' বা 'লিট্টি' বলে। বোধ হয় সকলেই জানেন উড়িষ্যাবাসী অনেক দোকানদারই 'কাঁকড়া' নামক এক প্রকার পিষ্টকজাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, উহাও দেখিতে অবিকল 'লেট্টী'র অনুরূপ; তবে তাহা জলদ্বারা উৎস্বেদন বিধানে পক্ব, আর 'লেট্টী' অঙ্গারাগ্নিতে পক্ব, এই প্রভেদ। বস্তুতঃ অঙ্গারকর্কটী বা লেট্টী রুটীরই প্রকারভেদ।

প্রস্তুত-প্রণালী — শুষ্ক গোধূমচূর্ণ (ময়দা বা আটা) অল্পজলদ্বারা মর্দন করিয়া বটক বা বড়ার আকারে গঠনপূর্বক নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিতে হয়, ইহাকেই অঙ্গারকর্কটী বলে।

গুণ—ইহা শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক, লঘু, অগ্নিদীপক, কফজনক ও বলবর্ধক এবং পীনস, শ্বাস ও কাসরোগনাশক।

'শুষ্কগোধূমচূর্ণঞ্চ সাম্বুগাঢ়ং বিমর্দয়েৎ।
বিধায় বটিকাকারং নির্ধূমেঽগ্নৌ শনৈঃ পচেৎ।
অঙ্গারকর্কটীজ্ঞেয়া বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ।
দীপনী কফকৃদ্বল্যা পীনসশ্বাসকাসজিৎ॥'
—ভা· প্র° পূ. খ. কৃতান্নব.।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অঙ্গারক ব্রত—অঙ্গারক মঙ্গলগ্রহের নামান্তর। চতুর্থী তিথিযুক্ত মঙ্গলবারে অঙ্গারক ব্রত সম্পন্ন করিতে হয়; এইহেতু ইহা অঙ্গারক-চতুর্থী ব্রত অথবা অঙ্গারক ব্রত নামে খ্যাত। কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞ বিনাশার্থ কুপিত মহাদেবের ললাট হইতে ধরাতলে পতিত স্বেদবিন্দু সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া সপ্তসাগর দগ্ধ করে, পরে এই স্বেদবিন্দু ভীষণাকার বীরভদ্র নামক ভূতাকারে ধরণীগর্ভ হইতে উত্থিত হন; এই বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করেন [অঙ্গারক. দ্র°]।—মৎস্যপু° ৭২. ১-১৭।

ব্রতপালনের নিয়ম—যেদিন মঙ্গলবার চতুর্থী হইবে, সেই দিনে পদ্মরাগে মণ্ডিত হইয়া মৃত্তিকাদ্বারা স্নান করিতে হয়। তৎপরে 'অগ্নির্মূর্ধা দিবঃ' এই মন্ত্র জপ করা নিয়ম। ব্রতধারণকারী যদি শূদ্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে তূষ্ণীভাবে মন্ত্র স্মরণ করিয়া ভোগবর্জিত ভাবে মাটিতে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। সূর্য অস্তগত হইলে গোময়দ্বারা প্রাঙ্গণ মার্জনা করিয়া অক্ষত ও পুষ্পমাল্যদ্বারা অর্চনা-পূর্বক কুঙ্কুম (অভাবে রক্তচন্দন) দিয়া সে একটী অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবে। অনন্তর চাউল, রক্তশালীর ও পদ্মরাগসহ চারিকোণে চারিটী তণ্ডুলভোজ্যান্বিত বিবিধ ফল ও গন্ধমাল্যাদি সমুদয় দ্রব্য উৎসর্গ করা বিধেয়। তৎপর রৌপ্যাঙ্কুর, কাংস্যদোহা, সবৎসা, সুবর্ণশৃঙ্গী, কপিলাগাভী অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত সাতখানি বস্ত্রদ্বারা বেষ্টিত ধান্যরাশি এবং হেমময় গুড়পাত্রোপরিস্থিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র চতুর্ভুজ আয়তবাহুবিশিষ্ট সুবর্ণময় দেবপ্রতিমা ঘৃতসহ জিতেন্দ্রিয়, সৎপাত্র, কুলশীল-সম্পন্ন, যজ্ঞযাজী কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে; কোন দাম্ভিক ব্যক্তিকে এইরূপ দান করিতে নাই। অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে রক্তচন্দনবারি-সহযোগে অর্ঘ্যদান করিতে হয়—

'ভূমিপুত্র মহাভাগ স্বেদোদ্ভব পিনাকিনঃ।
রূপার্থী ত্বাং প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥'

অর্থাৎ—'হে ভূমিপুত্র! হে পিনাকীর স্বেদজ, মহাভাগ! আমি রূপার্থী হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর।'

অতঃপর সে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠকে রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রদ্বারা অর্চনা করিবে এবং উপর্যুক্ত মন্ত্রেই এক গোমিথুন দান করিবে। ইহার পর শক্তি-অনুসারে ব্রাহ্মণকে শয্যাদান করা নিয়ম। অক্ষয় ফল কামনা করিয়া গৃহে যে বস্তু প্রিয়তম তাহা দান করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণপূর্বক বিদায় দান করিয়া রাত্রিকালে ঘৃতযোগে অন্নার ও অলবণ বস্তু ভক্ষণ করিতে হইবে।

ব্রতমাহাত্ম্য—যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত আট বার অথবা চারিবার এই ব্রত পালন করিবে, সে ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে রূপ ও সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইয়া শিব ও বিষ্ণুর ভক্ত হইবে এবং সপ্তদ্বীপের আধিপত্য করিতে পারিবে। পরে সে সপ্তসহস্র কল্পাবৎ রুদ্রলোকে পূজিত হইবে।—মৎস্যপু° ৭২. ২৭-৪৩। অঙ্গারকচতুর্থীতে অঙ্গারেশতীর্থে স্নান করিলে অনন্তকাল অক্ষয়-লোকে বসতি হয়।—মৎস্যপু° ১৯১. ৫৩।

অঙ্গারকা—রাক্ষসী-বি°। দক্ষিণসমুদ্রবাসিনী এই রাক্ষসী মানুষের আত্মাকে (ছায়াকে) আকর্ষণপূর্বক অপর জীবের উপর আরোপ করিয়া তাহাকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ভক্ষণ করিত।—রা° ৪. ৪১. ২৬; মৎস্যপু° ১২. ১৬; বায়ুপু° ২৭. ৫১; Macdonell : Epic Mythology, 44.

অঙ্গারগন্ধকমিশ্র (Carbon disulphide)—সাঙ্কেতিক চিহ্ন CS_2; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১. ২৬৩১ (১৮°।৪)।

১৭৯৬ খ্রী° W. A. Lampadius অঙ্গার এবং মাক্ষিক (pyrites) একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ সহযোগে ইহা প্রস্তুত করেন।

এই রাসায়নিক পদার্থ অতি সহজেই প্রস্তুত হয়—উত্তপ্ত কাঠ-কয়লাতে গন্ধকের বাষ্প চালিত করাইলে এক অঘন (uncondensed) বাষ্প বাহির হয়, পরে উহা একটী মিনারের (tower) মধ্যে লওয়া হয়। এই মিনারের মধ্যে একটী পাত (plate) থাকে, তাহাতে CS_2কে শোষণ করিবার জন্য এক প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল (vegitable oil) সর্বদা প্রবাহিত হয়। তৎপরে ইহা চূণপূর্ণ দ্বিতীয় মিনারের মধ্যে প্রবেশ করে—সেখানে sulphurated hydrogenকে শোষণ করা হয়। এই অসংস্কৃত উৎফল (crude product) অত্যন্ত অশুদ্ধ এবং ইহার গন্ধ অত্যন্ত

দোলাবহ। অবশেষে যে পর্যন্ত না ঐ চূণের জল স্বচ্ছ জলের আকার ধারণ করে, ততক্ষণ চূণের জল অতি সূক্ষ্ম ধারায় পাতিত করাইতে হয়, তখন ঐ ধৌত sulphideকে বর্ণহীন চর্বির এবং ত্রিবক্‌পাতিত (distilled) জলের সহিত সামান্য উত্তাপ দিয়া মিশ্রিত করিতে হয়। CS_2কে কঠিন করিবার ইহাই নিয়ম।

CS_2 বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ণহীন, সুগন্ধযুক্ত এবং প্রতিসরণ (refractrive) তরল পদার্থ। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব J. W. Bruhlএর মতে ১·২৬৬১ (১৮°/৪°) এবং T. E. Thorpeএর মতে ১·২৯২১৫ (০°|৪°)। ৪৬·২৫°Cএ ইহা ফুটিতে থাকে,—১১৬°C ঘনীভূত হয় এবং ১১০°C গলিয়া যায়। ইহা অতি সহজে উবিয়া যায়। ইহার বাষ্প ভারী এবং দাহ্য। জলিবার সময় ইহাতে নীলবর্ণ শিখা দেখা যায়। ইহা জলে গলে না, কিন্তু সুরাসার, ইথার, বেনজিন ও বহুবিধ তৈলে গলিয়া থাকে।

অঙ্গারগর্ভস্তর (Carboniferous system)—[ভূতত্ত্ব, ভূস্তর দ্র°]।

অঙ্গার-জলমিশ্র (Carbonohydrous) —অঙ্গার ও জলজান মিশ্রিত হইলে উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থ।

অঙ্গারপর্ণ—১ [(অশস্ত) অঙ্গারের ন্যায় উজ্জ্বল পর্ণ (=বাহন=রথ) যাহার—বহু°] গন্ধর্ব চিত্ররথের নামান্তর। অঙ্গারপর্ণ মনোরম বিচিত্র রথের অধিকারী বলিয়া চিত্ররথ নামে খ্যাত হন। অর্জুন দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র-প্রয়োগে এই রথ দগ্ধ করেন; এই হেতু চিত্ররথ পরে দগ্ধরথ আখ্যা প্রাপ্ত হন।—মহা° ১. ১৮৩. ৪০। কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যা মুনি হইতে চিত্ররথের জন্ম হয়।—মহা° ১. ৬৬. ৪৩-৪। অর্জুনের সহিত অঙ্গারপর্ণের সংঘর্ষ-সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ আখ্যান আছে—জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইয়া পাণ্ডবগণ বনবাস যাপন করিতেছিলেন; এই সময়ে পাঞ্চাল-রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-বার্ত্তা পাইয়া তাঁহারা পাঞ্চালের পথে মাতা কুন্তীসহ অগ্রসর হন। পথিমধ্যে অর্দ্ধরাত্রে তাঁহারা গঙ্গাতীর-সমীপবর্ত্তী হন। এই সময়ে গঙ্গায় চিত্ররথ কুম্ভীনসী প্রভৃতি আপন পত্নীগণ-সহ জলক্রীড়া করিতেছিলেন, পাণ্ডবগণের পদশব্দে উত্ত্যক্ত হইয়া গন্ধর্ব আপনাকে অঙ্গারপর্ণ নামে পরিচিত করিয়া পাণ্ডব-গণকে আক্রমণ করিলেন। অঙ্গারপর্ণ-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরজাল অর্জুন আপন চাপ ও হস্তস্থিত মুষলদ্বারা নিবারণ করিয়া দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এই অস্ত্রে চিত্ররথের রথ দগ্ধ হইল এবং চিত্ররথ আহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইলে, অর্জুন তাঁহার কেশ ধারণপূর্বক তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। গন্ধর্বপত্নী কুম্ভীনসী স্বামীর জীবন-ভিক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলে, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় অর্জুন গন্ধর্বকে ক্ষমা করিলেন। অঙ্গারপর্ণ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ অর্জুনকে গান্ধর্ব চাক্ষুষী বিদ্যা এবং প্রত্যেক ভ্রাতাকে একশতটী করিয়া গান্ধর্ব অশ্ব দান করিতে চাহিলেন। অর্জুন বিজিতের নিকট হইতে এইরূপ দানগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে গন্ধর্বের প্রস্তাবমত গন্ধর্বকে দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষাদানের বিনিময়ে অশ্বগ্রহণ এবং বন্ধুত্বের স্মারকচিহ্নরূপে চাক্ষুষী বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। এই সময়ে গন্ধর্ব অর্জুন এবং অন্য ভ্রাতৃগণকে সূর্য-কন্যা তপতির আখ্যান ও পুরুর জন্মবৃত্তান্ত, পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের কাহিনী, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কল্মাষপাদ-রাজের আখ্যান প্রভৃতি ও বহু ধর্মোপদেশ দান করেন। অতঃপর তিনি ধৌম্যকে পুরোহিত-পদে বরণ করিতে পাণ্ডবগণকে উপদেশ দেন।—মহা° ১. ১৮৩-১৯৯ অঃ। ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞকালে অর্জুনকে করস্বরূপ একশত গান্ধর্ব অশ্ব দান করেন।—মহা° ২. ৭৮. ১০২। [চিত্ররথ দ্র°] ২ অঙ্গারপর্ণের অধিকৃত বন।

অঙ্গারবতী,— অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের অন্যতমা মহিষী। দেবচন্দ্রশিষ্য হেমচন্দ্ররচিত 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র' গ্রন্থে দেখা যায়, ইনি প্রদ্যোতের আজ্ঞাক্রমে অন্য সাত জন মহিষী ও কৌশাম্বীর রাণী মৃগাবতীর সহিত জৈনধর্ম গ্রহণ করেন।

'মহাগুরুঃ প্রাবজ্যা জগৃহ্যাং স্বামিসন্নিধৌ।
অষ্টাবঙ্গারবত্যাদ্যাঃ প্রদ্যোতনৃপতেঃ প্রিয়াঃ॥'

—ত্রিষষ্টি° ৫. ২৩৩. ১০৭ প.

অঙ্গারবতী,—১ সুংসুমার নগরাধীশ ধুন্ধুমার নৃপতির কন্যা।—ক্ষা° ক° ৪. অ°. ৪৯-৫০; ধম্ম° ৮টী°। ২ কথাসরিৎসাগরবর্ণিত অসুর অঙ্গারকের কন্যা [অঙ্গারক৬ দ্র°]।

অঙ্গারবাহিকা—স্ত্রী°, নদী-বি°। ইহা পিতৃতীর্থ; এখানে যে শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হয় তাহা, অনন্ত ফলপ্রদ। এই নদীতীর্থ স্নানদানেও অতি প্রশস্ত। 'এতানি পিতৃতীর্থানি শস্যন্তে স্নান-দানয়োঃ'—মৎস্যপু° ২২. ৩৬। 'শ্রাদ্ধমেতেষু যদ্দত্তং তদনন্তফলং স্মৃতম্'—ঐ, ২৩. ৩৭।

অঙ্গারা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ১ হিঙ্গুলী। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ, জিয়াপুতা।

অঙ্গারাম্ল (Carbonic acid)—অঙ্গার ও অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন বাষ্প; ইহা দ্বিবিধ—একাম্ল-অঙ্গার ও দ্ব্যম্ল-অঙ্গার [একাম্ল-অঙ্গার ও দ্ব্যম্ল-অঙ্গার দ্র°]

অঙ্গারাবক্ষয়ণ—অঙ্গার-নির্বাপণের পাত্র-বি°। বৃহৎ° (৩. ৯. ১৮) এই শব্দটী আছে; —'তাং বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণমক্রতা ইতি'। ইহার অর্থসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। ম্যাক্সমুলার ও বোট্‌লিঙ্ক (Bohtlingk) তাঁহাদের অনুবাদে ইহার অর্থ 'চিমটা' ধরিয়াছেন। সেণ্টপিটার্সবার্গ অভিধানে ইহার অর্থ ধরা হইয়াছে 'অঙ্গার নির্বাপণের পাত্র'। মনিয়র-উইলিয়মস্ ইহার অর্থ 'অঙ্গার নির্বাপণের যন্ত্র' করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত সেণ্টপিটার্সবার্গ অভিধানে ইহার অর্থ অঙ্গারক্ষেপণী coal shovel or tongs. [উল্মুকাবক্ষয়ণ দ্র°] —VI, i. 11.

অঙ্গারি—১ [অঙ্গার+ইন্ মত্বর্থে, 'সুধোপ-সাদিত্বাৎ ক-লোপঃ] স্ত্রী°, আগুন রাখিবার পাত্র, আংটা। ২ (বৌদ্ধপা°) লোহিত বর্ণযুক্ত, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় উজ্জ্বল।—থেরগাথা ৫২৭ —জাতক ১৮৭। ~কা—[অঙ্গার+ইক (ঠন্) —বিদ্যমানার্থে; আ (টাপ্) স্ত্রী] স্ত্রী°, ১ আগুন রাখিবার পাত্র, আংটা। ২ (বৈদ্যক)

ইক্ষুকাণ্ড, আকগাছ। ৩ পলাশকলিকা, পলাশপুষ্পের কুঁড়ি ॥ শব্দ° মে° ॥ ৪ কুষ্মাণ্ড-পিশাচদিগের ১৬ কুলের অন্যতম।—ব্রহ্মাণ্ড-পু° ৪৯.। ~ণী—[অঙ্গার+ইন্ (মত্বর্থে), ঈ (ঙীপ্) স্ত্রী] স্ত্রী°, ১ আগুন রাখিবার পাত্র, আংটা। ২ সূর্যের গমনমার্গ। ৩ বিণ, অঙ্গারবিশিষ্ট। ~ত—[অঙ্গার+ইত (ইতচ্) —পা° ৫. ২. ৩৬] ১ দগ্ধপ্রায় অঙ্গারে পরিণত কাষ্ঠমাত্র। ২ দগ্ধ নামক একপ্রকার খাদ্য। জৈন সাধুরা ইহা গ্রহণ করেন না। ৩ (বৈদ্যক) স্ত্রী°, কিংশুকের কুঁড়ি, পলাশ-কলিকা ॥ বিশ° শব্দ°। ৪ নদীর নাম। ৫ বিণ, কয়লার মত পোড়া, বিবর্ণ। ৬ নাটকীয় শব্দসূচী ॥ আচা° ॥—নীলাক° ১. ৩৭৭। ~তা—স্ত্রী°, ১ লতামাত্র। ২ চুল। ৩ নদী-বি°।

অঙ্গারী—[দ্র°-বিন্] ১ প্রথমে রৌদ্রে গরম করিয়া লইয়া পরে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা হইলে 'অঙ্গারী' সংজ্ঞিত হয়। ২ লতা-বি°।

অঙ্গারীয়—[পা° ৫. ১. ১২; হর্ষচ° ৪৭৫. ১১ (1936)] ১ বিণ, অঙ্গার (কয়লা) করিবার উপযুক্ত fit for making charcoal. ২ বিণ, অঙ্গারসম্বন্ধীয়। ৩ দগ্ধকাষ্ঠমাত্র।

অঙ্গারেশ, অঙ্গারেশ্বর—নর্মদাতীরস্থ হিন্দুতীর্থ-বি°। এই তীর্থে স্নান করিলে মানব রুদ্রলোকে পূজিত হয়। অঙ্গারক-চতুর্থীতে এখানে স্নান করিলে মানব অনন্তকাল রুদ্র-লোকে বাস করে।—মৎস্যপু° ১৯১. ৮-৫৩; কূর্মপু° উ° ৩৯. ৮। [অঙ্গারক ব্রত দ্র°]

অঙ্গার্চ্চা—[গণ-পাশাদি] অঙ্গাররাশি heap of charcoal.

অঙ্গাবরণ—স্ত্রী°, যাহা দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন করা যায়, আচ্ছাদন-বস্ত্র, উত্তরীয়, কোট পিরান ই°।

অঙ্গিকা—[অঙ্গ+ইনি — আচ্ছাদনার্থে, কন্—স্বার্থে, আ (টাপ্) স্ত্রী] স্ত্রী°, কঞ্চুক, আংরাখা, কাঁচুলি।

অঞ্জিয়ার, জেরাল্ড—(Gerald Aungier)—বোম্বাই শহরের প্রতিষ্ঠাতা, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সুরাটের সভাপতি ও বোম্বাইএর শাসনকর্তা। জন্ম—১৬৩৫—৪০ খ্রী° মধ্যে (শেষের দিকে)[1] ইংলণ্ডে; মৃত্যু—৩০এ জুন, ১৬৭৭ খ্রী° সুরাটে। পিতার দ্বিতীয় পুত্র। পিতা—ডব্‌লিনের সেন্ট প্যাট্রিকের চ্যান্সেলর আম্ব্রোজ অঞ্জিয়ার (Ambrose Aungier, ১৫৯৬—১৬৫৪)। অঞ্জিয়ার ১৬৬২—৭৭ খ্রী° ভারতে ছিলেন এবং ভারতেই ইঁহার মৃত্যু হয়। ১৬৭২—৭৫ খ্রী° এই তিন বৎসর ইনি বোম্বাইতে ছিলেন। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে বার্ষিক ৩০ পাউণ্ড বেতনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিরূপে ইনি ভারতে প্রেরিত হন। ১৬৬৩ খ্রী° সুরাটের আড়তদার ও ১৬৬৫ খ্রী° অক্‌সিনডেনের কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। এই সময়ের মধ্যেই কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে ইনি ক্রমে পঞ্চম ও তৃতীয় স্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৬৬৯ খ্রী° সুরাটের সভাপতি ও বোম্বাইএর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

১৬৭০ খ্রী° জানুয়ারী মাসে অঞ্জিয়ার সুরাট পরিদর্শন করিয়া উহার সংস্কারসাধনে প্রচেষ্ট হন এবং ১৬৭২—৭৫ খ্রী° উহার বহুবিধ উন্নতি সাধন করেন। ১৬৬৯ খ্রী° সুরাটে একটা দুর্গনির্মাণের পরিকল্পনা করেন। দুর্গটী শেষ করিতে কয়েক বর্ষ লাগিয়াছিল, এমন কি, ১৬৭৭ খ্রী°-ও উহার নির্মাণকার্য শেষ হয় নাই। এই দুর্গের উপর কামান সজ্জিত করা হয়। ওলন্দাজ-প্রমুখ বহিঃশত্রু এবং বিশেষতঃ শিবাজীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে দুর্গটী বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অঞ্জিয়ার ১৬৭২ খ্রী° একটী ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী এবং একটী সামরিক পদাতিক বাহিনী গঠন করেন। প্রবলপরাক্রান্ত শিবাজীর সহিত ইঁহার বিশেষ শত্রুতা ছিল এবং শিবাজীকে ইনি দস্যু বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু ১৬৭৪ খ্রী° শিবাজীর অভিষেক-উৎসবকালে ইনি তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং শিবাজীও ইঁহাকে বাণিজ্যের অনুমতি দেন।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য যাহাতে সর্ববিধ উন্নতি লাভ করিতে পারে; তজ্জন্য ইনি বিশেষভাবে প্রচেষ্ট ছিলেন। ইহার জন্য ইনি গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তার সহিতও সন্ধার আলোচনা করিয়াছিলেন (১৬৭১-৭২ খ্রী°)। ইহাতে কোন ফল হয় নাই, বরং পর্তুগীজদিগের সহিত ইঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়; অবশ্য নিপুণতার সহিত ইনি উহার মীমাংসা করিয়া দেন। শিবাজীর সহিত ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষ চলার জন্যও ইঁহাকে বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্যপ্রসারে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শিবাজীর সহিত সন্ধির ফলে ইহাতে কিছু সুফল দেখা দেয়। ঔরঙ্গজেবের নিকট ইনি 'সির্‌পা' বা সম্মানজনক পরিচ্ছদ উপহার পাইয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের মুঘল-সেনাপতি বাহাদুর খাঁ ইঁহাকে নামমাত্র কিছু ভূমি দান করিয়া এক সহস্র অশ্বারোহীর 'মনসবদার' পদে নিযুক্ত করেন।[2]

অঞ্জিয়ার বিশেষভাবে ইংরেজ জাতীয়তা-বাদী ছিলেন। ভারতে ইংরেজ জাতির প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি আত্মনিয়োগ করেন। ১৬৬৬-৭ খ্রী° স্যর জারভাস লুকাস (Gervase Lucus) যে সকল স্থান কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন, ইঁহার চেষ্টায় সেগুলির সুব্যবস্থা করা হয়।[3] ইঁহার প্রবর্তিত কোম্পানীর আইন (Aungier's Convention) বিশেষ উল্লেখযোগ্য—১৬৭২ খ্রী° দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার জুরীর সাহায্যে নিষ্পত্তির জন্য ইনি আদালত স্থাপন করেন, উহাই ইঁহার নামের সহিত জড়িত।

একটী নগর (বর্তমান বোম্বাই শহর) স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৬৭২ খ্রী° অঞ্জিয়ার স্থান-

১ Bruce Aungier: Notes and Queries, cxlvi. March 1924, 148.

২ English Factories in India [গ্রন্থপঞ্জী দ্র°], 65, 112.

৩ Sir William Foster: English Factories in India, 1665-7, 277. 288; 1668-9, 95-7.

নির্বাচন করেন এবং বণিক্, শিল্পী প্রভৃতিকে উহার প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণের জন্য আহ্বান করেন। এই বৎসরেই কোম্পানীর জন্য 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া হাউস' নামক বিরাট্ ভবন ও টাঁকশাল নির্মিত হইল। টাঁকশাল হইতে অঙ্গিয়ার কোম্পানীর মুদ্রার প্রচলন করিলেন।[৪] অতঃপর ইনি কোম্পানীর আড়তগৃহ ও গোলাঘর নির্মাণ করেন। ১৬৭১ খ্রী° ইনি একটা হাসপাতালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ১৬৭৬ খ্রী° উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। সেন্ট টমাস গির্জা (Bombay Cathedral) ইঁহার মৃত্যুর পরে সমাপ্ত হইলেও বস্তুতঃ ইঁহারই উদ্যোগে উহার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। ১৬৭১ খ্রী°তেই সুরাট হইতে বোম্বাইএ কোম্পানীর শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত করিবার পরিকল্পনা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৬৮৭ খ্রী°-র পূর্বে উহার অনুমতি পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং অঙ্গিয়ারের জীবদ্দশায় তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৬৭৬ খ্রী° জানুয়ারী মাসে অঙ্গিয়ার প্রত্যাগমনের জন্য কোম্পানীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কোম্পানীও ইঁহাকে অনুমতি দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই, উহার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুরাটের কবরক্ষেত্রে ইঁহার দেহ রক্ষা করা হয়।

[Sir Charles Fawcett : English Factories in India, i. (n. s.) Oxford 1936, Intro. ; James Douglas : Bombay and Western India, Lond. 1893, i. 371-86 ; S. M. Edwardes : Gazetteer of Bombay City and Island (3 vols) ; Edmund C. Cox : A Short History of Bombay Presidency.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অঙ্গির—[বৈদিক। তু° অঙ্গিরস্] ১ অঙ্গিরাঃ। 'মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ'।—যাজ্ঞ° ১. ৪।

অঙ্গিরস্—[অঙ্গিরা, দ্র°]।

অঙ্গিরঃ সংহিতা, -স্মৃতি—[অঙ্গিরা, দ্র°]।

অঙ্গিরসাময়ন—সংবৎসরসাধ্য সত্র-বি°; ইহার অনুষ্ঠানাদি 'আদিত্যানাময়ন' নামক সত্রের ন্যায়। [আদিত্যানাময়ন দ্র°] এই সত্রে অভিপ্লব ষড়হাভিপ্লবৎ পঞ্চস্তোম করিতে হয়। ইহাতে ছয় মাস পূর্বপক্ষ এবং ছয় মাস উত্তরপক্ষ। পূর্বপক্ষ মাসগুলি পৃষ্ঠাদি—উত্তরপক্ষ মাসগুলি পৃষ্ঠান্ত ও প্রতিলোম।—কা-শ্রৌ° ২৪. ৪. ১১টী°।

অঙ্গিরস্তম—বিণ, ১ অগ্নি খাদ্যগ্রহণে যেমন তৎপর তদ্রূপ (বিশেষতঃ) আহারব্যাপারে অতিক্রত বা তৎপর। ২ অঙ্গিরোগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৩ ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে অঙ্গিরস্তম বলা হইয়াছে [অঙ্গিরা, দ্র°]।

অঙ্গিরস্বৎ—অ, অঙ্গিরার ন্যায়।

অঙ্গিরস্বান্—[সু°-বৎ] অঙ্গিরার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অঙ্গিরার সহযোগে।

অঙ্গিরা১—স্বনামধন্য ঋষি — সপ্তর্ষিদের অন্যতম। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু প্রত্যহ তর্পণ করিবার মন্ত্রে অন্যান্য সপ্তর্ষিগণের সহিত ইঁহারও স্তুতি করিয়া থাকেন[১] এবং গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষজ্ঞানে ইঁহার নামে মস্তক অবনত করেন। শুধু তাহাই নহে, ভরদ্বাজ ও গৌতমগণান্তর্গত গোত্রসমূহের উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের বিশ্বাস, তাহারা ইঁহার বংশধর। অপরপক্ষে হারীত, মৌদ্গল্য, বিষ্ণুবৃদ্ধ, গার্গ্য প্রভৃতি কেবলাঙ্গিরস-গোত্রীয় হিন্দুগণ ইঁহাকে পরমগুরু বলিয়া নমস্কার করে। হিন্দুমতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবান্ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত। তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে কমলযোনি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবার প্রজাকাম হইয়া সপ্তর্ষিগণকে সৃষ্টি করেন। পুরাণমতে ইঁহারাই সকলের পূর্বপুরুষ। বস্তুতঃ অঙ্গিরা অতি প্রাচীন ঋষি। ঋক্-সংহিতায় ৬০ বারেরও অধিক ইঁহার উল্লেখ আছে।[২] এবং অধিকাংশ স্থলেই নামটা এরূপভাবে ব্যবহৃত যে, পাঠ করিলে মনে হয়, ইনি ঋগ্বেদীয় যুগের বহুপূর্বে বর্তমান এবং আপ্তপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে ইঁহাকে 'আমাদের পিতা', 'আমাদের পরম পিতা'[৩] বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে ও পরবর্তী কালের ধর্মগ্রন্থে 'অঙ্গিরা' এই নামটী আদি অঙ্গিরার বংশধরদ্যোতক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৬২ সূক্তটী ইঁহার ও ইঁহার গোত্রীয় ঋষিগণের যশোগানমাত্র। ইঁহারাই সম্পূর্ণ ৯ম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বামদেব এবং ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ উভয়েই অঙ্গিরার বংশধর। কণ্বগণও আঙ্গিরস নামে পরিচিত। কণ্ব ৮ম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ; সুতরাং ঋগ্বেদের অধিকাংশ অঙ্গিরার সন্তানসন্ততি ও শিষ্য-প্রশিষ্যদ্বারা রচিত। অথর্ববেদ ভৃগ্বাঙ্গিরসবেদ নামে পরিচিত ও অঙ্গিরাভাগ আঙ্গিরসগণদ্বারা রচিত। অঙ্গিরঃসংহিতা নামে একখানি সংহিতা অঙ্গিরপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্মৃতিগ্রন্থ ইঁহার কোন বংশধরকর্তৃক রচিত হইয়া থাকিবে।

অগ্নিপুরোহিত অঙ্গিরা—ঋগ্বেদে অঙ্গিরা অগ্নিপুরোহিত ও ইন্দ্রসুহৃদ্রূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনিই প্রথম অরণিমন্থনে অগ্ন্যুৎপাদন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন (ঋ° ৫. ১১ ৬)। মানবের ক্রমোন্নতি ও সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে অগ্নিসংগ্রহ, অগ্নিসংরক্ষণ ও অগ্নিপ্রজ্বালন-বিদ্যার স্থান অতি উচ্চে ; বস্তুতঃ অগ্নিবিদ্যাই মানব-সভ্যতার মেরুদণ্ডস্বরূপ। [illegible] সকল কারণে অন্যান্য প্রাণী হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, অগ্নিবিদ্যা তাহাদের

৪ কথিত হয়, ১৬৭০ খ্রী° বোম্বাই হইতে প্রথম কোম্পানীর টাকা বাহির হয়। বৃটিশ-মিউজিয়মে ইহার নিদর্শন আছে। এই টাকার ওজন—১৭৭'৮ গ্রেন (১ গ্রেন = ৪ রতি) [illegible]A, xi. 314 ; Yule : Glossary, 586.

১ ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাম্।

২ Macdonell : Vedic Mythology, 142, বস্তুতঃ কমেও ৬০ বার উল্লিখিত হইয়াছে।

৩ ঐ

অন্যতম। নিরগ্নিক আদিমানব ও পশুর জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নহে। কোন কোন বিষয়ে তাহার অসুবিধা পশু অপেক্ষা বেশী ছিল,—যেমন মানুষ অপেক্ষা অনেক পশুর শারীরিক শক্তি বেশী। মনুষ্যেতর প্রাণিগণ নখদন্ত প্রভৃতি অঙ্গাদি-সম্বন্ধযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত শরীরসম্বন্ধরহিত বা শরীর-বিচ্ছিন্ন অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র-ব্যবহারে অসমর্থ। ইহা সত্য যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের স্বাভাবিক অবস্থানের জন্য যষ্টিধারণ ও প্রস্তরনিক্ষেপবিদ্যা আয়ত্ত করা তাহার পক্ষে সহজ হইয়াছিল। সূক্ষ্মাগ্র-বস্তুর আক্রমণকুশলতা হয়তো তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না এবং সে প্রস্তরখণ্ড ও যষ্টির অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া প্রথম অস্ত্র আবিষ্কার করিল। ইহাই বোধ হয় তাহার জীবন-সংগ্রামের পথে জয়যাত্রার প্রথম অধ্যায়। কিন্তু তথাপি সে শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি নৈসর্গিক অবস্থার দাস। মস্তিষ্কের উন্নততর গঠন ও ধারণশক্তি সহজেই তাহাকে তেজস্বী ও জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের দিকে আকৃষ্ট করিল। সূর্যকিরণের মহিমা মানব কেন, পশুরও অবিদিত নহে। বজ্রপাতজনিত দাবানল বা অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন অগ্নির উষ্ণতা ও আলোকরশ্মি আদি মানব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবে। ইন্ধন পাইলে অগ্নি যে প্রজ্বলিত থাকে এবং শুষ্ককাষ্ঠের দাহ্যতাব যে অধিক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা তাহার পক্ষে বেশী কঠিন হইল না। কালক্রমে সে এইরূপ প্রাকৃতিক উপায়ে প্রজ্বলিত অগ্নি সংগ্রহ এবং তাহা প্রজ্বলিত রাখার উপায় উদ্ভাবন করিল। অন্যান্য জীবজন্তুর অগ্নিভীতি তাহাকে আরও নিরাপদ্ করিল। অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান দেশে বসবাস তাহার পক্ষে সম্ভব হইল এবং ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাসভূমি পরিত্যাগের প্রয়োজন হইতে সে অব্যাহতি পাইল। ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার ও তাহা হইতে উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র-নির্মাণ ও প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন তাহার পক্ষে সম্ভব হইল। কোন কোন বন্যপশুকে বশীকরণবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া মানব কতকটা নিঃসংশয় হইল।

আর্যেতর জাতির ভিতর কি প্রকারে অগ্নির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা ধারণা করা অনেক সময় অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু ভারতীয় আর্যজাতির সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে কি প্রকারে তাহাদের ভিতর অগ্নির ব্যবহার প্রচলিত হয়, তাহা কতকটা জানিতে পারা যায়। অগ্নি-প্রসঙ্গে এটী নাম ঋক্‌সংহিতায় প্রসিদ্ধ—ভৃগু, অথর্বা ও অঙ্গিরা। ইঁহাদের প্রচারিত অগ্নিবিদ্যায় পরস্পর কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

ভৃগু কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যুৎপাদন-বিদ্যা আদৌ জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। হয়তো কোন প্রাচীন আর্যসন্তান বাত্যাবিতাড়িত বিচরণশীল মেঘমালা অবলোকন করিলেন। তাহাদের পরস্পর ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎবিকাশ, সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জন ও বারিপাত তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হয়তো নিকটস্থ অরণ্যে এইরূপ কোন বৃহত্তর মেঘঘর্ষণ হইতে বজ্রপাত-জনিত কোন দাবানল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তিনি উহার আলোক ও উত্তাপ অনুভব করিয়া এবং উহার ঊর্ধ্বগমনস্বভাব পর্যালোচনা করিয়া উহার নাম অগ্নি দিলেন।[4] সূর্য ও বিদ্যুতের তেজ হইতে অগ্নির তেজ অভিন্ন বলিয়া তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন।[5] তিনি বুঝিলেন, যে তেজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবনধারণ সম্ভব করিয়াছে, তাহাই সূর্যে ও বিদ্যুতে প্রকাশমান এবং তাহাই অগ্নিরূপে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে (ঋ° ১, ৩১, ৩ ; ১৪১, ৩)। যে দেবতার কৃপায় ইহা সম্ভব হইয়াছে, বেদে তাঁহার নাম হইল মাতরিশ্বা (ঋ° ৩, ৯, ৫ ; ৬, ৮, ৪)। দুই বা ততোধিক বস্তুর ঘর্ষণ-জ্ঞান তজ্জনিত শব্দজ্ঞানসাপেক্ষ, পরস্পর মেঘমালা-ঘর্ষণে গুরুগম্ভীর শব্দ শ্রুত হইল এবং বৃষ্টিপাত দৃষ্ট হইল। এই আদি মানব ভাবিলেন, অগ্নি স্বর্গস্থ জলে অবস্থান করেন (ঋ° ৬. ৮. ৪ ; ১০. ৪৬. ২ ; ১০. ৩২. ৬)

এবং মাতরিশ্বারূপ বিদ্যুদ্দেবের পৌরোহিত্যে মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছেন।[6] তিনি বলিলেন, অগ্নিশর্মার এই পুরোহিতের গুরুগম্ভীর গর্জনে স্বর্গমর্ত্য কম্পমান (ঋ° ১. ৩১. ৩)। কিন্তু মাতরিশ্বা-সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তিনি করিতে পারিলেন না। বিচরণশীল মেঘমালার ঘর্ষণ হইতেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। মেঘমালার এই বিচরণক্ষমতা যে বায়ুপ্রবাহ-জনিত, তাহা অনুধাবন করা এই প্রাচীন আর্য পর্যবেক্ষণ-কারীর নিকট কঠিন হইল না। মাতরিশ্বা বলিতে তিনি একবার অগ্নিকে বুঝিলেন (ঋ° ১. ৯৬. ৪ ; ৩. ৫. ৯ ; ২৬. ২), আবার বিদ্যুৎ[7] বা বায়ুও[8] মাতরিশ্বার সহিত অভিন্ন বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইল। তিনি অগ্নিকে জলে বিবর্তমান বলিয়া জানিলেন এবং তাহাকে সেই ভাবে পূজা করিলেন (ঋ° ২. ৪. ২ ; ১০. ৪৬. ২)। কিন্তু অগ্নি যে এ সমস্ত হইতে পৃথক এবং সূর্য ও বিদ্যুতের সহিত অভিন্ন, এ ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল হইল (ঋ° ১. ৩১. ৩)। তিনি বুঝিলেন, স্বর্গের অগ্নিই সূর্যদূত (ঋ° ৬. ৮. ৪) মাতরিশ্বার পৌরোহিত্যে মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছেন। এই আদিম আর্যসন্তান ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে অগ্নি-দেবের জীবন ইন্ধ, নঘৃত ও তৈলসাপেক্ষ।[9] এই সকল পর্যালোচনা করিয়া তিনি দাবানল হইতে অগ্নিচয়ন করিলেন এবং ইন্ধনযোগে তাহার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আয়ু নামক (ঋ° ২. ৪. ২) আর্যগোষ্ঠীর উপর এই অগ্নি-রক্ষার ভার দিলেন। এই প্রাচীন আর্যসন্তান উজ্জ্বল পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ভৃগুনামে খ্যাত হইলেন।[10]

[4] ঊর্ধ্বগমন স্বভাবের জন্য তাহার অগ্নি নাম হইয়াছে। [অগ্নি দ্র°]

[5] SBE, xv. 46 ; xli. 216, 222 ; xlvi. 119 ; ঋ° ৬. ৫. ২ ; ৩. ২০. ২ ; ১. ৯৫ ৪।

[6] ঋ° ১. ২. ১০ ; ৬০. ১ ; ৯৯. ৬ ; ১২৮. ২ ; ৩. ৯. ৫ ; ৬. ৮. ৪।

[7] Vedic mythology, 72 [৬ নং পাদটীকা দ্র°]।

[8] Vedic mythology, 72 ; ৬. ২৯. ১১।

[9] ঋ° ২. ৭. ৬ ; ১. ১৪০. ৫ ; ৩. ৬০. ১০ ; ১০. ৭৯. ২ ; ৭. ৩. ১ ; ৫. ৭. ৬ ; ১০. ৬৯. ২ ; ৬. ২১. ১ ; ৫. ১১. ৩ ; অ° ১. ৭. ২।

[10] ভৃগুনাম ভ্রাজ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ভ্রাজ্,—আলোক দেওয়া।-Vedic mythology, 140.

ইহাই আদি ভৃগু-কর্তৃক অগ্নি-আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া মনে হয়।

অথর্বা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বাত্যাতাড়িত বৃক্ষ বা বৃক্ষশাখা প্রবলবেগে পরস্পর ঘর্ষিত হইলে অনেক সময়ে দাবানল প্রজ্বলিত হয়, আবার কখন কখনও অগ্নি প্রজ্বলিত না হইয়া নিকটস্থ শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড দগ্ধ করিতে থাকে।[11] তিনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এরূপ কোটরস্থ বহ্নিতে শুষ্ক বৃক্ষপত্র সংযোজিত হইলে উহা জ্বলিয়া ওঠে। ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি হয়তো কোন বৃক্ষের কোটরস্থ বহ্নিতে শুষ্ক পদ্মপত্র সংযোজিত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাকিবেন (ঋ° ৬. ১৬. ১৩)। বোধ হয় এইরূপেই অগ্নিচয়নের একটী প্রকৃষ্টতর পন্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ভৃগুপ্রচারিত অগ্নিচয়নের একটী বিশেষ ত্রুটি এই যে, উহা দৈবের উপর খুব বেশী নির্ভরশীল, বর্ষার মেঘগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত ও তজ্জনিত দাবাগ্নি উহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু কয়টা মেঘগর্জনের সহিত বজ্রপাত হয়, কয়টা বজ্রপাতেই বা একটা দাবানল উপস্থিত হয়? সুতরাং একবার আহৃত অগ্নি নির্বাপিত হইলে সমূহ বিপদ্। কিন্তু সে যুগে পৃথিবী অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, অথর্বাবিষ্কৃত লুক্কায়িত অগ্নিও অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং অগ্নি চয়ন ও রক্ষা করার প্রণালী অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইল। ইহাই বোধ হয় আদি অথর্বাবিষ্কৃত অগ্নিচয়ন-প্রণালী।

অঙ্গিরার আবিষ্কৃত অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী কিন্তু আর্যসভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিল। তিনি সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিলেন যে, অরণ্যে যে অগ্ন্যুৎপাদন হয় তাহার কারণ বাত্যাবিতাড়িত দুই বৃক্ষের বা বৃক্ষশাখার প্রবল ঘর্ষণমাত্র। আবার কোন কোন বৃক্ষে সহজেই এই প্রকারে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অরণ্যে যদি এইরূপ ঘর্ষণের ফলে অগ্ন্যুৎপাদন সম্ভব হয়, গৃহে বসিয়া দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলেই বা অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না কেন? অভাবই আবিষ্কারের জননী। অগ্নির প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই অনুভূত হইয়াছিল; ব্যবহার-প্রণালীও অনেকটা আয়ত্ত করা ছিল। সুতরাং এখন কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনমত অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতে লাগিল। আদি অঙ্গিরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, অশ্বত্থবৃক্ষের দাহ্যগুণ প্রচুর। অশ্বত্থবৃক্ষ পরগাছারূপে বহু পরিমাণে জন্মে। পরগাছা বাত্যাতাড়িত হইয়া বেশী আন্দোলিত হয় এবং পরস্পরের ঘর্ষণও অধিক প্রবল ও নিবিড়তর হয়। হয়তো সে যুগে শমীবৃক্ষ বেশী জন্মিত এবং তাহার উপরই পরগাছারূপে অশ্বত্থগাছ অধিক পাওয়া যাইত। আদি অঙ্গিরা শমীবৃক্ষের পরগাছা অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা আনয়ন করিলেন এবং উহাদ্বারা এমনভাবে যন্ত্র নির্মাণ করিলেন যাহাতে নিবিড়ভাবে তাহাদের ঘর্ষণ সম্ভবপর হয়।[12] তিনি সফলকাম হইলেন এবং অগ্ন্যুৎপাদনও সম্ভবপর হইল। ইহাই তাঁহার আবিষ্কৃত অরণিমন্থনে অগ্ন্যুৎপাদন-প্রণালী এবং আর্যজাতিদ্বারা কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যুৎপাদনের প্রথম সাফল্য।[13]

আদিম অবস্থায় একত্র পরিবার-গঠন আত্মরক্ষার জন্য ঘটিয়া থাকিবে। অগ্ন্যুৎপাদনের আবিষ্কারের পর আর্য-মানব শীতক্লিষ্ট হইয়া বা অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনে অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইতে থাকে। ভাবের আদান-প্রদানও নিবিড়তর হইতে লাগিল। আদিম অবস্থায় তাহারা ফলমূল ও অপক্বদ্রব্য ভক্ষণ করিত। হয়তো একদা দাবানলে অর্ধদগ্ধ কোন প্রাণী-দেহের সুঘ্রাণ তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং আস্বাদনেও তাহারা বুঝিল উহা সুস্বাদু। একদিন হয়তো ইচ্ছা করিয়াই তাহারা শিকারলব্ধ পশুকে অর্ধদগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল। ইহাই সম্ভবতঃ অগ্নিসাহায্যে পাকপ্রণালীর প্রথম সোপান।[14] এখন হইতে শয়নে, ভোজনে, বিশ্রাম-সময়ে ও নানাবিধ প্রয়োজনে আর্যমানব অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইতে থাকে। প্রকৃতির ভিতর যে একটী কার্যকারণের সম্বন্ধ আছে এবং উহার পশ্চাতে যে একটী অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া বর্তমান তাহা তাহারা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। অলৌকিক শক্তিকে তাহারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। এখন অন্যান্য দেবতার ন্যায় অগ্নিরও স্তব-স্তুতি হইতে লাগিল।[15] এইরূপ গোষ্ঠীর মধ্যেই কোন এক গোষ্ঠীপতি আদিপিতা মনু অগ্নিকুণ্ডের নিকট সপ্তর্ষি-পরিবেষ্টিত হইয়া যজ্ঞের বা অগ্নিরক্ষার কুলাচারের প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন (ঋ° ১০. ৬৩. ৭)। অগ্নিদেবের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিপুরোহিতগণও আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জন করিলেন।

---

১১ Vedic mythology, 92.

১২ ঋ° ৩. ২৯. ২; ৬. ২৩. ৫-৬; ৭. ১. ১; ১০. ৭. ৯; Vedic mythology, 91.

১৩ প্রাচীন আর্যগণ প্রস্তর ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিতেও জানিত।—ঋ° ২. ১২. ৩; ইন্দ্র প্রস্তর-ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন করেন।

উপরোক্ত তিন প্রণালীর সহিত ও জল খাবার নাম স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। তবে ভৃগুর সহিত মাতরিশ্বার বিশেষভাবে উল্লেখ ও তৎকর্তৃক জলে অগ্নি বিবর্তমান দর্শনে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তাঁহার আবিষ্কৃত অগ্নি বিদ্যুদগ্নি হইতে উৎপন্ন।

অথর্বা পদ্মপত্র হইতে অগ্ন্যুৎপাদন করিয়াছিলেন—'ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত। মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ।'—ঋ° ৬. ১৬. ১৩। সায়ণ, মতে, পুষ্কর অর্থে পুষ্করপর্ণ বা পদ্মপুষ্পের পাতা [আধারভূত]। বোধ হয় তিনি লুক্কায়িত অগ্নিতে শুষ্ক পদ্মপত্র-সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আদি ঋষিগণ বৃক্ষশাখা-ঘর্ষণে অরণ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের কথা জানিতেন।—Vedic mythology, 92.

অঙ্গিরা অরণি সহযোগে অগ্নিমন্থন করিতে জানিতেন;

'ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহা হিতমন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনে বনে।

স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহত্ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমঙ্গিরঃ।'—ঋ° ৫. ১১. ৬।

সায়ণ বলেন, বনে বনে অর্থে বৃক্ষে বৃক্ষে। ঋগ্বেদে অগ্নির সহিত অঙ্গিরার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেরূপ আর কাহারও নহে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে অগ্নি হইতে অভিন্ন মনে করা হইয়াছে। মনে হয়, তিনিই কৃত্রিম উপায়ে প্রথম অগ্ন্যুৎপাদন করেন।

১৪ নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে পাকপ্রণালী এইভাবেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৫ অগ্নির স্তবস্তুতিতে বেদ পরিপূর্ণ। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

অঙ্গিরার প্রাচীনত্ব—অগ্নিপুরোহিত আদি ভৃগু, আদি অথর্বা ও আদি অঙ্গিরা কত প্রাচীন—এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। প্রাচীন আর্যসভ্যতার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) ইন্দো-ইউরোপীয় যুগ; এই যুগে প্রাচীন ইউরোপীয় আর্যগণের ও প্রাচীন পারস্য ও ভারতীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষগণ একত্র বাস করিত—এক কথায় এই সময় পর্যন্ত আর্যজাতি বিভক্ত হইয়া পড়ে নাই। (২) পরবর্তী যুগে প্রাচীন ইউরোপীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষগণ পৃথক্ হইয়া ইউরোপে চলিয়া যায় এবং পারস্য ও ভারতীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষগণ একত্র বসবাস করিতে থাকে; এই যুগ—ইন্দো-ইরানীয় যুগ। ইহার পরবর্তী কালে ইহারাও পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং এক দল ভারতে ও এক দল পারস্যে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ইহাই পরবর্তী ভারতীয় আর্য-সভ্যতার যুগ। (৩) ইন্দো-এরিয়ান যুগ ঋগ্বেদীয় যুগ নামে প্রসিদ্ধ। ইন্দো-ইউরোপীয় যুগে আর্যসভ্যতা ঘনীভূত হইয়া কোন নির্দিষ্ট ভঙ্গী গ্রহণ করে নাই। ফলে প্রাচীন ইউরোপীয় আর্যসভ্যতা ইউরোপের অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া অনেকটা তত্তৎ সভ্যতাসমূহের প্রভাবে অভিভূত হয়—ঋগ্বেদ বা অবেস্তার মত কোন প্রাচীন সংস্কৃতিও তাহাদের ভিতর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

ইন্দো-ইরানীয় যুগে আর্যসভ্যতা ঘনীভূত হইয়া একটী নির্দিষ্ট ভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছিল। অগ্নি ও অন্যান্য দেবতার স্তবস্তুতি, ভালমন্দ বিচার ও জ্ঞানগরিমার ধারণা তাহাদের ভিতর বদ্ধমূল হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঋগ্বেদে ও অবেস্তায় এক নামবিশিষ্ট ও এক শ্রেণীর গুণসম্পন্ন দেবতার আরাধনা দেখা যায়।[১৬] কোন কোন দেবতার নামের পার্থক্য থাকিলেও গুণগত সাদৃশ্য বেশ সুস্পষ্ট (যেমন—অগ্নি ও আতর, বরুণ ও অহুর-মজ্দ)। ধর্মমতের বৈষম্য ও আত্ম-কলহ বোধ হয় তাহাদের পৃথক্ হইবার অন্যতম কারণ। অবেস্তায় ও ঋগ্বেদে এই কলহ-উপলক্ষে পুরাণ-বর্ণিত দেবাসুর-সংগ্রামের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, অসুরগণ ভারতীয় অনার্য জাতি এবং দেবাসুরসংগ্রাম আর্য ও অনার্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামান্তরমাত্র। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে, কারণ ঋগ্বেদে বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎ, দ্যৌ, ত্বষ্টা, পূষা, অগ্নি প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান দেবতাগণকে অসুর বলা হইয়াছে [অগ্নি, দ্র°]। পৌরাণিক উপাখ্যানেও অসুর বা দৈত্যগণ দিতি ও কশ্যপের সন্তান। পবনদেবতা বা বায়ু ও দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপু সহোদর ভ্রাতা; অপর পক্ষে ইন্দ্র ইঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দিতি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদ বর্তমান হিন্দুধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। অসুর শব্দের সর্বপ্রাচীন অর্থ অমিতবলশালী সর্বশক্তিমান্, কিন্তু পরবর্তী কালে অসুর শব্দ দেবদ্বেষী নাস্তিক আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত অসুর শব্দের পারস্য রূপান্তর অহুর-মজ্দ অবেস্তার সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ দেবতা। আবার দেবগণের নিন্দায় অবেস্তা পঞ্চমুখ। ইন্দ্র ঋগ্বেদের প্রধানতম দেবতা। অবেস্তায় তিনি নিন্দিত ও ধিক্কৃত।[১৭] এই উভয় ধর্মগ্রন্থে দেব ও অসুর-ধর্মীদের মতান্তর ও মনান্তরের অনেক প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদের শক্তিমান্, যশস্বী ও অগ্নিদেবের প্রতীকস্বরূপ মহর্ষি অঙ্গিরা অবেস্তায় ধিক্কৃত ও নিন্দিত অঙ্গ্রমন্যু—ইহা অসম্ভব নহে।[১৮] অঙ্গিরা ঋগ্বেদে ইন্দ্রের প্রধান সুহৃদ্, অনেক জয়যাত্রা ও দুর্জিল-আসান উঁহাদের সহযোগে সংঘটিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অঙ্গিরা-পুত্র বৃহস্পতি পুরাণে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের নমস্য গুরু। বোধ হয় অসুরধর্মী বা অসুর-জাতীয় আর্যগণের সহিত দেবধর্মী বা দেবজাতীয় আর্যগণের সংঘর্ষে পরমপিতা মহর্ষি অঙ্গিরা অঙ্গ বা অঙ্গমন্যু ইন্দ্রপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় অসুর ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার বক্রোক্তির কারণ। এই বক্রোক্তি সুস্পষ্ট। ভৃগু, অথর্বা ও অঙ্গিরোগণের পারিবারিক ধর্মগ্রন্থ অথর্ববেদ-পাঠে অবগত হওয়া যায়, অঙ্গিরা রক্ষোচ্চাটন ও অভিচার-মন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।[১৯] ইহা একের ইষ্টসাধন করিলেও অপরের অনিষ্ট ও বিরক্তির কারণ, অথচ শৌর্য-বীর্য ইঁহার নিকট নগণ্য। অথর্বা কিন্তু অবেস্তায় সম্মানিত পুরোহিত।[২০] অবেস্তায় ও অথর্ববেদে সাদৃশ্যও আছে এবং অবেস্তায় অগ্নি-মন্থনের প্রসঙ্গও দেখা যায় [অগ্নি, দ্র°]। অপরপক্ষে ইন্দো-ইরানীয় যুগের আর্যগণ এমন অনেক দ্রব্যের ব্যবহার জানিতেন, যাহার জ্ঞান অগ্নিবিজ্ঞানসাপেক্ষ। সুতরাং স্থির করা যাইতে পারে যে, আদি অগ্নিপুরোহিত বা তাঁহাদের বংশধরগণ ইন্দো-ইরানীয় যুগে বর্তমান ছিলেন।

গ্রাম্য ভাষায় যেমন অগ্নিকে আগুন বলা হয়, সেইরূপ পরবর্তী স্লাভেরা প্রাচীন স্লাভদের ওগ্নিকে (ogni) ওগুন (ogun) বলিত [অগ্নি, দ্র°]। লাটিন ভাষায় অগ্নির নাম ইগ্‌নিস্ (ignis)। গ্রীক ও রোমানগণ প্রাচীন আর্যজাতির শাখা-বি°। এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিও সংস্কৃত অগ্নি শব্দের সহিত বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। ডক্টর কুহ্‌ন (Dr. Kuhn) মনে করেন[২১] গ্রীক ফ্লেগিয়াই (Phlegyai), অগ্‌গেলস (Aggelos) ও প্রমেথিয়ুস (Promethius) শব্দের সহিত সংস্কৃত ভৃগু, অঙ্গিরা ও প্রমন্থন শব্দের উৎপত্তিগত সাদৃশ্য আছে। আবার গ্রীক অগ্নিপুরোহিত ফোরেনিয়ুস-(Phoreneus)এর নাম সংস্কৃত ভুরণ্য শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার ধারণা।[২২] ভুরণ্য অগ্নির নাম। গ্রীক ধাতু ফেরিনের (pherin) অর্থ 'বহন করা বা আনয়ন করা'। গ্রীক পুরাণের প্রমেথিয়ুসের স্বর্গ হইতে অগ্নিচয়নের গল্পটী বেদের মাতরিশ্বার

১৬ Vedic mythology, 7-8.

১৭ SBE, iv. 139, 224 ; v. 10, Mythology of all races, vi.

১৮ SBE, xlii. 4-10, 139, 274 ; xxiii. 29.

১৯ SBE, xlii (Intro).

২০ SBE, iv, 100.

২১ Vedic mythology, 140, 143. কেলি সাহেব কৃত Myths of the origin of fire, 196.

২২ Myths of the origin of fire, 196.

পদের অনুরূপ। এই তুলনামূলক শব্দ-বিজ্ঞান (comparative phylology) ও পুরাবিজ্ঞান (comparative mythology) দেখিয়া বলা যাইতে পারে, অগ্নিপুরোহিতগণ ও আদি অঙ্গিরা ইণ্ডো-ইউরোপীয় যুগের লোক। এখন মাজ্দাতার আমল বলিতে যে যুগকে বুঝায়, সেই যুগের লোকেরা অবার যে যুগকে মাজ্দাতার আমল বলিয়া বুঝিত, ইণ্ডো-ইউরোপীয় যুগকে সেই যুগ বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রাচীনত্বই বোধ অঙ্গিরা ও অগ্নিপুরোহিতগণ-সম্বন্ধে বহু মতবৈষম্যের কারণ বলিয়া মনে হয়।

অঙ্গিরা ও জাপানের অগ্নিদেবতা আকেইরা—অনেকে জাপানী দেবতা আকেইরাকে অঙ্গিরা হইতে অভিন্ন মনে করেন। আকেইরা রক্তবর্ণ; তাঁহার হস্তে পদ্ম ও তদুপরি একটী ঘট স্থাপিত। অগ্নিদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে।[২৩]

বেদে অঙ্গিরা—এই অতি প্রাচীন অঙ্গিরা-সম্বন্ধে বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বহুমতের যে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অঙ্গিরোগণ অতীত যুগের এক আদি অঙ্গিরার পুত্র (ঋ° ১০. ৬২. ৫)। বৈদিক যুগের অঙ্গিরোগণ ইঁহাদের বংশধর। ইঁহাদিগকে বৈদিক ঋষিগণ 'পিতা' (ঋ° ১০. ৬২. ২), 'পরমপিতা' (ঋ° ১. ৬২. ২) বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই প্রাগৈতিহাসিক অঙ্গিরোগণ এখন নাভাগ, অথর্বা, ভৃগু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের সহিত স্বর্গে আছেন (ঋ° ১০. ১৪—এই সূক্তটী বৈদিক কবিতার একটী অমূল্য সম্পদ্)। তথায় মৃত্যুর অধিপতি যমের রাজত্ব এবং সেখানে সকলকেই গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে হইবে। এই জীবনসঙ্গীতে প্রাচীন আর্য ঋষিগণ যমরাজকে তৎপিতা বিবস্বান্ এবং বরুণ, অঙ্গিরা, নাভাগ, অথর্বা, ভৃগু, কাব্য প্রভৃতি স্বর্গগত ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া পবিত্র শ্যামল দূর্বাদল-শোভিত ধরণীপৃষ্ঠে উপবেশনপূর্বক তাঁহাদের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ ও সোম পান করিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন। এই স্বর্গীয় আদি অঙ্গিরা দিবপুত্র (ঋ° ৩. ৫৩. ৭) বা দেবপুত্র (ঋ° ১০. ৬২. ৪)। যিনি দেবতাদের মুখস্বরূপ ও যিনি পৃথিবী হইতে স্বর্গে দেবতাদের জন্য যজমানের উৎসর্গ বহন করিয়া লইয়া যান সেই অগ্নিদেবকে তাঁহারাই অরণির মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন (ঋ° ৫. ১১. ৬)। তাঁহারাই যজ্ঞের প্রবর্তন করিয়াছেন (ঋ° ১০. ৬৭. ২), যজ্ঞ করিয়া অমরসদৃশ অমর হইয়াছেন ও ইন্দ্রের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছেন (ঋ° ১০. ৬২. ১)। ঋগ্বেদের ঋষি ইন্দ্রকে অঙ্গিরস্তম (ঋ° ১. ১০০. ৪; ১৩০. ৩) আখ্যা পর্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। এই স্বর্গগত অঙ্গিরোগণ স্বর্গে আদিত্য, বসু, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের সহিত অবস্থান করেন বলিয়া মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রতীতি জন্মে (ঋ° ৭. ৪৪. ৪; ৮. ৩৫. ১৪)। অগ্নিমন্ত্রের ঋষি অঙ্গিরা অগ্নিদেবের প্রতীক-স্বরূপ পূজিত হইতে লাগিলেন,[২৪] এমন কি অনেক স্থলে তাঁহাকে অগ্নি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করা হইল।[২৫] এই সকল দেবগণের সহিত তাঁহারাও সোমভাগী হইলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশেও সোম উৎসর্গীকৃত হইল—তাঁহারা দেবতা-জ্ঞানে পূজিত হইলেন।

যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্ব-
মানশ।
তেভ্যো ভদ্রমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত
মানবং সুমেধসঃ॥ ১
য উদাজন্ পিতরো গোময়ং বস্বৃতেনাভিন্দন্
পরিবৎসরে বলম্।
দীর্ঘায়ুত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং
সুমেধসঃ॥ ২
য ঋতেন সূর্যমারোহয়ন্ দিব্যপ্রথয়ন্ পৃথিবীং
মাতরং বি।
সুপ্রজাস্ত্বমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং
সুমেধসঃ॥৩
অয়ং নাভা বদতি বল্গু বো গৃহে দেবপুত্রা
ঋষয়স্তচ্ছৃণোতন।
সুব্রহ্মণ্যমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতি গৃভ্ণীত মানবং
সুমেধসঃ॥৪
বিরূপাস ইদৃষয়স্ত ইদ্গম্ভীরবেপসঃ।
তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে॥ ৫
যে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি।
নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু
মংহতে॥৬
ইন্দ্রেণ যুজা নিঃ সৃজন্ত বাঘতো ব্রজং
গোমন্তমশ্বিনম্।
সহস্রং মে দদতো অষ্টকর্ণ্যঃ শ্রবো দেবেষ্বক্রত॥৭
প্র নূনং জায়তাময়ং মনুস্তোক্মেব রোহতু।
যঃ সহস্রং শতাশ্বং সদ্যো দানায় মংহতে॥ ৮
ন তমশ্নোতি কশ্চন দিব ইব সান্বারভম্।
সাবর্ণ্যস্য দক্ষিণা বি সিন্ধুরিব পপ্রথে॥৯
উত দাসা পরিবিষে স্মদ্দিষ্টী গোপরীণসা।
যদুস্তুর্বশ্চ মামহে॥১০
সহস্রদা গ্রামণীর্মা রিষন্মনুঃ সূর্যেণাস্য যতমানৈতু
দক্ষিণা।
সাবর্ণের্দেবাঃ প্র তিরন্ত্বায়ুর্যস্মিন্নশ্রান্তা অসনাম
বাজম্॥১১
—ঋ° ১০. ৬২।

দেবপণির সংগ্রামে অঙ্গিরা—ঋগ্বেদের যুগে পণি নামক এক ধনবান্ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমুদ্রোপকূলে ও নদীতীরে বাস করিত। তাহারা নৌকা ও অর্ণবপোত নির্মাণ করিতে জানিত এবং পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিত।[২৬] প্রাচীরবেষ্টিত নগরীতে তাহাদের বাস ছিল।[২৭] তাহারা ছিল অত্যন্ত লোভী ও স্বার্থপর। বল নামক দেবতার তাহারা পূজা করিত[২৮]—ইন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিত না এবং অগ্নি-উপাসক আর্যগণের

২৩ Hobogirin, i. 19.

২৪ ঋ° ১. ৩১. ১; ৭৪. ২; ১২৭. ২; ৩. ১১. ৩; ১০. ৯২. ১৫।

২৫ SBE, xii. 102, 108; xxvi. 118; xli. 225, 279; xlvi. 1, 92, 95, 327, 348, 385, 389, 391, 412.

২৬ Dr. Abinas Chandra Das: Rig-vedic India, 100.

২৭ Rajesvar Gupta: History of Rigveda; 23; ঋ° ৩. ১৮, ১৪।

২৮ Rig-vedic India, 192.

যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। তাহারা গোপালন-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং দুগ্ধ হইতে নানারূপ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিত। অনেক সময় তাহারা আর্যগণের গোধন অপহরণ করিয়া দূরদেশে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইত (ঋ° ১০. ১০৮)। অপরপক্ষে তৎকালীন আর্যগণ গো-খাদক ছিল। অঙ্গিরোগণ মাংসভক্ষণেচ্ছু হইয়া অনেক সময় ধনবান্ গৃহস্থের নিকট গোধন চাহিয়া লইত, না পাইলে বলপ্রয়োগ করিতে বা অগ্নি-সাহায্যে তাহাদের বাসভবন দাহ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।[২৯] এই সকল নানা কারণে তাহাদের ভিতর বিবাদের সূত্রপাত হইল এবং সাগ্নিক আর্যগণ দেবপুরোহিত অঙ্গিরা ও ইন্দ্রদেবের নেতৃত্বে পণিদিগকে দমন করিতে উন্মুখ হইল। তাহাদের গুপ্তচর সরমা (ঋ° ১০. ১০৮) নদনদী অতিক্রম করিয়া তাহাদের অপহৃত গোধন পণিগণের আবাসস্থানে লুকাইত দেখিতে পাইল এবং সত্বর তাহা ফিরাইয়া দিতে বলিল। কিন্তু তাহারা তাহার বাক্যে কর্ণপাত করিল না এবং ইন্দ্রোপাসক আর্যগণকে ভৎর্সনা করিয়া সরমাকে বিদায় দিল (ঋ° ১০. ১০৮)। সরমা শীঘ্রই তাহাদের অনুতপ্ত হইতে হইবে বলিয়া ফিরিয়া আসিল (ঋ° ১০. ১০৮)। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত আর্যগণ শীঘ্রই অঙ্গিরোগণের নেতৃত্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহাদের বাসভবন পুড়াইয়া দিল এবং অনেককে হত ও অনেককে বন্দী করিল। তাহারা পণিগণের দেবতা বলের মন্দির ধ্বংস করিয়া ইন্দ্রের বিজয়-নিশান উড্ডীন করিল।[৩০] এই সংগ্রামের ফলে পণিগণ স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে বসবাস করিতে থাকে।[৩১] বস্তুতঃ আর্যগণের বিজয়-অভিযান ও বসতিবিস্তারে অঙ্গিরোগণ ছিলেন মন্ত্রদাতা ও নেতা। কালক্রমে যখন ইন্দ্রের প্রাধান্য ম্লান হইতে লাগিল, তখন অঙ্গিরোগণের পরাক্রম ও কীর্তি আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

দেবাসুর-সংগ্রামে অঙ্গিরা—দেবাসুর-সংগ্রামেও অঙ্গিরোগণ দেবগণের মন্ত্রদাতা গুরু ও পুরোহিত। যে বিশেষ অঙ্গিরার সহায়তায় দেবধর্মী আর্যগণ অসুরধর্মী আর্যগণকে পরাস্ত করিয়াছিল, তিনি দেবগুরু বৃহস্পতি বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ [বৃহস্পতি দ্র°]। এই যুদ্ধ ধর্ম ও কৃষ্টি-সম্বন্ধীয় মতান্তর হইতে উদ্ভূত এবং পরবর্তী কালের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত সর্বধ্বংসী ও ভয়াবহ। অসুরধর্মীরা বীর ও পরাক্রমশালী হইলেও নীতিকুশল মন্ত্রোচ্চাটন-পারদর্শী দেবধর্মীদের নিকট অবশেষে পরাজিত হয়। অনেকে দেশত্যাগ করিয়া পারস্য-সভ্যতার প্রবর্তন করে[৩২] ও অনেকে দেব-ধর্মীদের সহিত মিশিয়া যায়। কিন্তু এই যুদ্ধে দেবধর্মীরা জয়ী হইলেও তাহাদের ধর্ম রূপান্তর গ্রহণ করিল—ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও এমন কি অগ্নির প্রাধান্য পর্যন্ত লুপ্ত হইল। অনেকেই স্বকীয় পূজার্চনা হারাইলেন। অপর-পক্ষে অঙ্গিরোপুত্র বৃহস্পতি দেবসঙ্ঘের নমস্য গুরুর আসন গ্রহণ করিলেন। আদি অঙ্গিরোগণ ইন্দ্রের পূজার্চনা করিতেন, পরবর্তী অঙ্গিরো-গণকে ইন্দ্রের স্বরূপ্‌ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৃহস্পতি দেবগণের নমস্য গুরু। এখন হিন্দুগণ এমন দেবতার সন্ধান জানিল যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাঁহারই প্রসাদে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, অগ্নির দাহিকা শক্তি (কেন° ৩ ও ৪ খ. দ্র°)। এই নবধর্মমত প্রবল হইয়াই পরবর্তী কালে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য আচারের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিল।

অথর্ববেদে অঙ্গিরা—অঙ্গিরোগণ প্রথম হইতেই রাজধর্মের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রাচীন যুগের পুরোহিতকে একাধারে সর্ববিদ্যাবিশারদ হইতে হইত। পূজাপার্বণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাগযজ্ঞ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাদের আধিপত্য। আবার স্বরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া শত্রুর উৎপীড়ন রোধ এবং প্রতি-উৎপীড়ন সকল বিষয়েই তাঁহাকে সর্বজ্ঞ হইতে হইত। শুধু তাহাই নহে, রাজপরিবারে রোগীর চিকিৎসা ও আধিব্যাধির প্রতীকার তাঁহার জানা চাই। এক কথায় তাঁহাকে প্রায় সর্বজ্ঞ হইতে হইত। রাজপুরোহিত হিসাবে অঙ্গিরাদিগকেও এই সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হইত। ইহার প্রমাণ তাঁহাদের পারিবারিক ধর্মগ্রন্থ অথর্ববেদে লিপিবদ্ধ আছে। অথর্ববেদের অধিকাংশই এই সকল বিষয়ের মন্ত্রে পরিপূর্ণ। অথর্বা ঋষির নাম যেমন শান্ত, দান্ত ও লোকহিতকর বিষয়ের সহিত যুক্ত, অঙ্গিরার নাম ঠিক তদ্বিপরীত ঘোর ভয়ঙ্কর মারণোচ্চাটনের সহিত সংশ্লিষ্ট;[৩৩] কারণ তাঁহারাই দেবপণি- ও দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণের মন্ত্রদাতা। [অথর্ববেদ দ্র°]

বেদে অঙ্গিরার গোষ্ঠী—অগ্নিপুরোহিত-প্রসঙ্গে তিন জন ঋষির বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে—ভৃগু, অথর্বা, ও অঙ্গিরা। অনেক স্থলে তিন জনের নাম এমনভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, মনে হয় তাঁহাদের ভিতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অথর্বাঙ্গিরস, ভৃগ্বঙ্গিরস[৩৪] প্রভৃতি শব্দ ঈদৃশ সম্বন্ধদ্যোতক। অথর্ব-বেদের সহিত সপ্তর্ষি বা বহুঋষির নাম সংশ্লিষ্ট না হইয়া কেন কেবল এই তিন জনের নাম উল্লিখিত হইল তাহাও ভাবিবার বিষয়। এই তিন জন এক গোষ্ঠীর এইরূপ ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অথর্ববেদীয় চূলিকো-পনিষদে[৩৫] অথর্বাদিগকে ভৃগুশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (অথর্বনঃ ভৃগূত্তমাঃ)। বিশেষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পার্জিটার সাহেব অথর্বা ও অঙ্গিরাদিগকে অভিন্ন বলিয়া

---

২৯ History of Rigveda, 20-1.

৩০ ঋ° ২. ১২. ৮; ৩. ১৮. ৫; ১০. ৩২. ২; ১. ৬২. ৩; ১০. ৬৭. ৩; ৬. ৩২. ২। কোন কোন স্থলে এই বিশেষ অঙ্গিরাকে বৃহস্পতি বলা হইয়াছে।—ঋ° ১০. ১৮।

৩১ Rig-vedic India, 180-97. সকল কথা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ দেখান হয় নাই বা কিছু মতের সম্যক্ নিরসন হয় নাই।

৩২ Rig-vedic India, 146-65, 166-79.

৩৩ SBE, xlii (Intro).

৩৪ ঐ।

৩৫ Ranjit Sing Satyasray: Origin of the Chalukyas দ্র°।

মনে করেন।[৩৬] প্রাচীনকালে দধ্যঙ্ নামে এক ঋষি ছিলেন। ঋগ্বেদে তিনি অথর্বার পুত্র বলিয়া পরিচিত। বেদে তাঁহার নাম অগ্ন্যুৎপাদন-প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে (ঋ° ১. ১১৬. ১২ ; ১১৭. ২২ ; ৬. ১৬. ১৪)। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও তিনি অথর্বার পুত্র।[৩৭] অপরপক্ষে পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে তিনি আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরঃপুত্র বা অঙ্গিরোগোত্রীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।[৩৮] ইনিই পরবর্তী কালে দধীচি নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহারই অস্থি হইতে ইন্দ্র বজ্র নির্মাণ করিয়া বৃত্রাসুরকে হনন করেন। পুরাণে ইনি ভৃগু-বংশীয় বলিয়া পরিচিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ শুনঃশেপের উপাখ্যানে ইঁহার পিতা অজীগর্ত আঙ্গিরস বা অঙ্গিরো-বংশোদ্ভব বলিয়া বর্ণিত (ঐ-ব্রা° ৭. ৩৩. ৩)। কিন্তু পরবর্তী কালের রামায়ণ ও পুরাণে শুনঃশেপের পিতা ঋচিক ভৃগুবংশীয়।[৩৯] প্রসিদ্ধ চ্যবন মুনি ভৃগুপুত্র বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু শতপথ-ব্রাহ্মণে তিনি ভার্গব এবং আঙ্গিরস দুই নামেই যুগপৎ উল্লিখিত হইয়াছেন।[৪০] অনামধন্য মহাতাপস মার্কণ্ডেয় ভার্গব বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু মৎস্যপুরাণে (১৬৭, ৪৩) তাঁহাকে আঙ্গিরসও বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শুক্রাচার্য কবিবংশীয়। তিনি পরবর্তী কালে ভৃগুপুত্র বলিয়া খ্যাত। অপরপক্ষে মনুসংহিতায় কবিকে অঙ্গিরঃপুত্র বলা হইয়াছে।[৪১] ভৃগু স্বয়ং বারুণি নামে প্রসিদ্ধ।[৪২] অথর্বা ও অঙ্গিরাও বরুণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।[৪৩] কিন্তু মৎস্যপুরাণে ইহা একেবারে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। এই পুরাণমতে (৫১. ১০) অথর্বা ভৃগুপুত্র এবং অঙ্গিরা অথর্বার পুত্র। ঋগ্বেদে ভৃগু, অথর্বা এবং অঙ্গিরা তিনজনই অগ্নিপুরোহিত-রূপে বিখ্যাত।[৪৪] পুরাণে মনু আদিত্যের সন্তান। অপরপক্ষে বেদে বরুণ আদিত্যগণের একজন। খুব সম্ভবতঃ অগ্নিবিজ্ঞানের আবিষ্কার ও পরিপুষ্টি এক পরিবারেই হইয়াছিল। ভৃগু, অথর্বা এবং অঙ্গিরা এই পরিবারের তিন জন বিশিষ্ট ঋষির নামমাত্র।

বেদে অনেকে ঋষি অঙ্গিরার বংশধর বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের নাম[৪৫]—অভীবর্ত, অযাস্য, অয়াস্য, উচথ্য, উরু, উর্ধ্বসদ্ম, কুৎস, কৃতযশা, কৃষ্ণ, গৃৎসমদ, ঘোর, তিরশ্চী, দিব্য, ধরুণ, ধ্রুব, নৃমেধ, পবিত্র, পুরু-মীঢ়, পুরুমেধ, পুরুকুৎস, পূতদক্ষ, প্রচেতা, প্রভূবসু, প্রিয়মেধ, বৃহস্মতি, বৃহস্পতি, বিন্দু, মূর্ধবান্, রহুগণ, বরু, বসুরোচিষ, বিন্দু, বিরূপ, বিহব্য, বীতহব্য, ব্যশ্ব, শিশু, শৌনহোত্র, শ্রুতকক্ষ, সংবনন, সব্য, সপ্তগু, সব্য, সুকক্ষ, সুনীতি, হরিমন্ত, হিরণ্যস্তূপ। ইঁহাদের ভিতর ২৩ জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।[৪৬]

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক জগৎপ্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব অঙ্গিরার বংশোদ্ভূত। তাঁহার নিজস্ব নাম গৌতম সিদ্ধার্থ। গৌতম তাঁহার পিতৃকুল-বাচক নাম। গৌতম অঙ্গিরার পুত্র ছিলেন। বুদ্ধদেব যে অঙ্গিরার বংশধর তাহা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটকে* স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

পুরাণে অঙ্গিরা—পুরাণে অঙ্গিরার উপাখ্যান লইয়া অনেক কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। বৈদিকযুগে এমন কি ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান যুগেও আর্যগণের ধারণা ছিল তাঁহারা কোন এক আদি পিতা মনুর বংশধর।[৪৭] আর্যভাষার বিভিন্ন শাখায় মানব, ম্যান (man) প্রভৃতি শব্দ এখনও তাহার সাক্ষ্য দেয়। কোন কোন পুরাণকার এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অঙ্গিরা চাক্ষুষ মনু ও নড্বলার পুত্র উরুর ঔরসে ও আগ্নেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৮] কিন্তু পুরাণের উপাখ্যানে ব্রহ্মা হইলেন সৃষ্টির আদিতে, তিনি সকলের পিতামহ। তিনি ক্ষীরোদধিশয়ান শ্রীনারক ভগবান্ নারায়ণের নাভি-কমল হইতে উৎপন্ন এবং প্রজাকাম হইয়া তিনিই সপ্তর্ষিগণের সৃষ্টি করেন। নিখিল জীব এই সপ্তর্ষিগণ হইতে উৎপন্ন। অনেক পুরাণ-মতে সপ্তর্ষি বা নবর্ষিগণ ব্রহ্মার মানস-পুত্র।[৪৯] কিন্তু মহাভারত এবং কোন কোন পুরাণ এই মানস সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট না হইয়া একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। গল্পটী এইরূপ[৫০]—একদা ভগবান্ রুদ্র বারুণি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রত-সঙ্কল্প হইলেন। এই যজ্ঞে দেবগণ দেবরমণী-গণ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন, অসামান্য রূপবতী দেবরমণীগণ-সন্দর্শনে ব্রহ্মার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল এবং তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। সূর্যদেব ঐ রেতঃ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি-শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবি

---

৩৬ "A remarkable point is that the geneology gives the first Angiras the name Atharvan and makes Atharvan Angiras the progenitor of all the Angirases, so that 'Atharvan' and 'Angiras' become equivalent and they may all be designated Atharvanangiras."—Ancient Indian Historical Tradition, 218.

৩৭ Dr. Keith : Veda of Black Yajus school (Translated), 288, 293, 395.

৩৮ SBE, xlii (Intro.), 27 n. তাণ্ড্য-ব্রা° ১২. ৮. ৬।

৩৯ রা° ১. ৬১-৬২। JRAS, 1917, 37-67. পার্জিটার সাহেবের উল্লিখিত বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য বোধ হয় ভৃগু ও অঙ্গিরা, এই দুই পরিবারের একত্বের ভিতর।

৪০ শত-ব্রা° ৪. ১. ৫. ১ ; SBE, (Intro.), 27.

৪১ SBE, xxv. 58.

৪২ ঐ-ব্রা° ৩. ২. ১৩. ১০ ; Vedic mythology, 140.

৪৩ অঙ্গিরার সম্পর্ক যমের সহিত অধিক, তবে যম ও বরুণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

৪৪ Dr. Keith : Religion and Philosophy of the Vedas, 223-26.

৪৫ MaxMuller (ed.) : Index of Rishis ঋ°।

৪৬ Dr. Weber : Indische Studien, 291-97.

* SBE, xiii, 122.

৪৭ Vedic mythology, 14-5.

৪৮ ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৮. ৮২ ; মৎস্যপু° ৪. ৪৩ ; হরি° হরি° ২. ২৯।

৪৯ পদ্মপু° সৃষ্টি° ৩. ১৬৭-১৬৮ ; শিবপু° ১. ৬. মহা° ১, ৬৫. ১০ ; ৬৬. ৪ ; বিষ্ণুপু° ১. ৭. ৪০৫।

৫০ মহা° ১৩. ১০২. ৫০ ; বায়ুপু°, ৬৫ মৎস্যপু° ৯৫।

জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পিতৃত্ব লইয়া রুদ্র, ব্রহ্মা ও অগ্নির ভিতর কলহ উপস্থিত হয়। অবশেষে দেবগণের মীমাংসায় বারুণি-রূপী রুদ্র ভৃগুকে, অগ্নি অঙ্গিরাকে এবং ব্রহ্মা কবিকে লাভ করিলেন। ভৃগু বারুণি, অঙ্গিরা আগ্নেয়, এবং কবি ব্রাহ্ম নামে খ্যাত হইলেন। এই গল্পটী এবং অঙ্গার হইতে অঙ্গিরার উৎপত্তি-কাহিনীর মৌলিকত্ব ঐতরেয় ব্রাহ্মণের। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩. ১৩. ৯-১০) গল্পটী এইরূপ—প্রজাপতি স্বীয় কন্যা উষার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। উভয়ে মৃগশরীর ধারণপূর্বক আকাশে বিচরণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ, 'পূর্বে এরূপ কেহ কখনও করে নাই, কে ইহার পাপ বহন করিবে' ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা ভূতবান্ নামে এক ভয়ঙ্কর দেবতা সৃষ্টি করিলেন এবং তিনি এই পাপ-কার্যের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে পশুপতি করিয়া পশুমান আখ্যা দিলেন। এই ছিন্ন মস্তক মৃগশিরা নক্ষত্র এবং রোহিত বা মৃগরূপিণী উষা রোহিণী নক্ষত্ররূপে আকাশে বিরাজমান। প্রজাপতির স্খলিত বীর্য ভূতলে পতিত হইয়া সমুদ্র আকার ধারণ করিল। দেবগণ বলিলেন, 'মা দুষৎ—দোষ যুক্ত না হয়।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে এই 'মাদুষ' শব্দ হইতে মানুষ শব্দের উৎপত্তি। দেবগণ ঐ বীর্যকে উত্তাপ দিলেন, মরুৎ ইহাকে আলোড়ন করিলেন, অগ্নি সঙ্কুচনশীল করিলেন। ইহাতে প্রথম যে অগ্নিকণা জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আদিত্য বা সূর্য, দ্বিতীয় স্ফুলিঙ্গ ভৃগু, বরুণ তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং তিনি বারুণি নামে খ্যাত হইলেন। তৃতীয় স্ফুলিঙ্গ হইতে আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন। যে বীর্য দগ্ধ হইয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছিল, তাহা হইতে অঙ্গিরা উৎপন্ন হইলেন।

উপাখ্যানটী অবশ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল দেখিয়া রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহাই বিশ্বাসযোগ্য হইল।

অঙ্গিরার যে অগ্নিদেবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, পুরাণকার এই কিংবদন্তী অবগত ছিলেন। মৎস্যপুরাণ তাঁহাকে অগ্নিপুত্র আগ্নেয় আখ্যা দিয়াছেন (বায়ুপু° ৬৫. ৪০)। মহাভারতকার এই উপলক্ষে অন্য একটী উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন (মহা° ৩. ২১৬)। ভগবান্ হুতাশন একসময়ে জলমধ্যে মগ্ন হইয়া কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার তেজ খর্ব হইল। অন্যদিকে মহর্ষি অঙ্গিরা স্বীয় আশ্রমে তপস্যাদ্বারা অগ্নি অপেক্ষা অধিক তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অগ্নিদেব অঙ্গিরার প্রভাবে ম্লান ও গ্লানিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কারণ অবগত হইতে না পারিয়া ভাবিলেন যে, ব্রহ্মা হয়তো অন্য অগ্নিদেবের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অঙ্গিরা তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভগবান্ ব্রহ্মা লোক-হিতকল্পে জগতের অন্ধকার নাশ করিবার জন্য আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি স্বীয় কর্তব্যসম্পাদনে যত্নবান্ হউন।" অগ্নি উত্তর করিলেন, "লোকমধ্যে আমার কীর্তি নষ্ট হইয়াছে এবং আপনি এখন অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আপনি প্রথমাগ্নি হউন, আমি দ্বিতীয়াগ্নি হইব।" অঙ্গিরা উত্তর করিলেন, "আপনিই হবির্বহনপূর্বক প্রজাগণের স্বর্গের পথ প্রশস্ত করুন। আর আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাকে একটী পুত্র বর দিন।" এই ঘটনার পর বৃহস্পতির জন্ম হয়।

অঙ্গিরার স্ত্রীপুত্রগণের নাম লইয়া পুরাণ-কারগণ আরও গোলক-ধাঁধায় পতিত হইয়াছেন। মনে হয়, বিভিন্ন অঙ্গিরার স্ত্রীপুত্রগণকে এক অঙ্গিরার স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। অবশ্য আর্য ঋষিগণ একপত্নীক ছিলেন না। উপাখ্যানের অঙ্গিরার বহু পত্নী থাকা সম্ভব। কিন্তু স্ত্রীগণের নাম ও পরিচয় দেখিয়া মনে হয় তাঁহাদের বিভিন্ন অঙ্গিরার স্ত্রী হওয়া স্বাভাবিক।

ভাগবত-মতে (৩. ১২. ২৪ ; ২৪. ২২) অঙ্গিরার স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা। তিনি কর্দমমুনির কন্যা এবং কপিল, অরুন্ধতী, অহল্যা প্রভৃতির ভগিনী (ভা° ৩. ২২. ২৩)। মহাভারতে (৩. ২১৭. ১) তিনি সুভা এবং বিষ্ণুপুরাণে (১. ৭. ২৩ ৪) দক্ষকন্যা স্মৃতি। মৎস্যপুরাণে (১৯৬. ১) তিনি মরীচি-কন্যা সুরূপা এবং ব্রহ্মপুরাণে অত্রিকন্যা আত্রেয়ী। ইঁহার স্বামী অঙ্গিরা কোপন-স্বভাব ও রূঢ়-প্রকৃতি ছিলেন। আত্রেয়ী পরুষ্ণী নদী হইয়া স্বামীর তেজ প্রশমন করেন। এই নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণ-মতে (ভা° ৬. ৬. ১৯) কশ্যপ অথবা দক্ষ-দুহিতা সতী ও স্বধা নামে তাঁহার দুই ভার্যা ছিল। ইঁহার অনেকই উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

মৎস্যপুরাণ-মতে (১৯৬. ১-৫) মরীচি-কন্যা সুরূপার গর্ভে অঙ্গিরার আত্মা, আয়ু, দমন, দক্ষ, সদঃ, প্রাণ, হবিষ্মান্, গবিষ্ঠ, ঋত, ও সত্য নামে সোমপায়ী দেবগণ এবং বৃহস্পতি, গৌতম, সম্বর্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য, ও ঋষিজ নামে ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন। মার্কণ্ডেয় মুনির প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। মহাভারত-মতে (৩. ২১৭) সুভার গর্ভে অঙ্গিরার বৃহৎকীর্তি, বৃহজ্জ্যোতি, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মনা, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস, ও বৃহস্পতি নামে পুত্র এবং ভানুমতী, রাগা (রাকা), সিনীবালী, অর্চিষ্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতী, কুহু বা একানংশা নামে কন্যা জন্মে। ভাগবত-মতে শ্রদ্ধার গর্ভে অঙ্গিরার সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি এই কয়টী কন্যা জন্মে (ভা° ৪. ১. ৩৩-৪)। হরিবংশ-মতে তাঁহার সত্য, চারুধিষ্ণ, উতথ্য, দ্যুতিমান্, বৃহস্পতি, মার্কণ্ডেয়, ও শুচি নামে পুত্র ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাঁহার ভূতি নামে কোপনস্বভাব পুত্রের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে তাঁহার পত্নী স্মৃতির গর্ভে অগ্নভাধি এবং কীর্তিমন্ত জন্মগ্রহণ করেন। অঙ্গিরার পুত্রগণ সকলেই বিদ্বান্ এবং যশস্বী ছিলেন।

অঙ্গিরার কন্যাগণও বিদুষী ও কীর্তিমতী ছিলেন। নিরুক্তকার যাস্কের মতে সিনীবালী, রাকা, অনুমতি, কুহু—ইঁহারা দেবী।[৫১] কুহুর অন্য নাম একানংশা (মহা° ৩. ২১৭. ৮)।

৫১ Monier Williams : Indian Wisdom, 158, Dr. Muir-রচিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। নি° ১১. ২৯. ৩১।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন,[৫২] যে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে যে দেবীমূর্তি, তিনি সুভদ্রা নহেন, পরন্তু যাদবগণের কুলদেবী একানংশা। একানংশা ভগবতী গৌরীর নামান্তর। অপরপক্ষে অঙ্গিরার বিদুষী কন্যা কুহূও একানংশা নামে পরিচিত এবং নিরুক্ত-মতে তিনি দেবী। যাদবগণ অঙ্গিরো-বংশের শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরসের নিকট মধুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আপ্তকাম হন। ইনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু গার্গ যাদবগণের কুলপুরোহিত বলিয়া মহাভারত ও পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে (ভা° ১০।৫৫. ২৬; বিষ্ণুপু° ৫. ৬. ৮-৯)। গর্গ আঙ্গিরস ছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে অঙ্গিরঃকন্যা একানংশা অপদবা একানংশারূপে পূজিত হইয়াছিলেন এবং তিনিই যাদবগণের কুলদেবী।

ঋগ্বেদে শশ্বতীর উপাখ্যান আছে (ঋ°

গোত্র-প্রবর্তক অঙ্গিরা—পুরাণে অঙ্গিরোগণের বংশ-বিস্তার ও তাঁহাদের কীর্তি-কলাপ বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগেই ঋষিসমাজ গোত্র-প্রবর অনুযায়ী নানারূপ বিশেষ বিধি-নিষেধ দ্বারা সম্বন্ধ হইয়া কয়েকটী পরিবারভুক্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে অঙ্গিরার বংশ বা আঙ্গিরসগণ অন্যতম। তৎকালীন ঋষিযুগের অনেক ক্ষত্রিয়কুমার বিষয়-বৈভব রাজ্য-সম্পদ তুচ্ছ করিয়া অঙ্গিরো-গণের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। ইঁহারা কেবলাঙ্গি-রস নামে প্রসিদ্ধ।[৫৩] সূর্যবংশীয় হারীত, বিষ্ণুবৃদ্ধ এবং চন্দ্র-বংশীয় মুদ্গল, কণ্ব ও গর্গ ইঁহাদের অন্যতম। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সূর্যবংশীয় নরপতি মান্ধাতা ও পুরুকুৎস অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন। দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও যাদবগণের প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

চেন্সলাল রাও (গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্ব দ্র°) অঙ্গিরার বংশ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

সম্বর্ত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম উশিজ এবং তিনি বাস্তবিক ইঁহাদের ভ্রাতা নহেন।

সুতরাং অঙ্গিরার বংশধরগণ ভরদ্বাজ ও গৌতম এই দুই গণে বিভক্ত। গর্গকে কেহ কেহ ভরদ্বাজপুত্র বলেন, কাহারও মতে তিনি ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন (গোত্র প্রবরনিবন্ধ-কদম্ব—তালিকা দ্র°)। পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব গৌতমগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ ছাড়া বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ কেবলাঙ্গিরস হারীতগোত্রীয় ছিলেন [রামানুজ দ্র°]। দাক্ষিণাত্যের ও গুজরাটের (অণহিল পাটকের) বিখ্যাত চালুক্য ও কদম্ব-রাজবংশ এই হারীতের বংশধর[৫৫] এবং প্রসিদ্ধ বাকাটক-রাজবংশ বিষ্ণুবৃদ্ধ-গোত্রীয়।[৫৬] প্রসিদ্ধ সাংখ্যাচার্য পঞ্চশিখমুনিও হারীতের বংশধর[৫৭] চালুক্যগণের পূর্বপুরুষ। ইহা উল্লেখযোগ্য যে সংস্কারোপেত ব্রাহ্মণগণ অঙ্গিরা বা ভৃগুর গোত্রান্তর্গত।

আর্যবসতি-বিস্তারে অঙ্গিরা—যে

৮. ১. ৩৪—সায়ণভাষ্য দ্র°)। প্রযোগের পুত্র আসঙ্গ দেবতার অভিশাপে নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্ত্রী শশ্বতী ইহাতে দুঃখ হইয়া মহাতপস্যা করিলেন এবং তাঁহার তপস্যায় আসঙ্গের পুরুষত্ব ফিরিয়া আসিল। সায়ণ বলেন, এই শশ্বতী অঙ্গিরার কন্যা।

এতদ্ব্যতীত কণ্ব, মুদ্গল, সংকৃতি, বিষ্ণু-বৃদ্ধ, হারীত প্রভৃতি কেবলাঙ্গিরস ভরদ্বাজ-গণান্তর্গত। ভট্ট পার্জিটার সাহেব মনে করেন[৫৪] যে বিশেষ অঙ্গিরা হইতে উতথ্য, বৃহস্পতি,

সকল কারণে মানব স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপনিবেশ-স্থাপনে যত্নবান্ হয়, বংশ-বিস্তারজনিত স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব এবং আত্মকলহ তাহাদের অন্যতম। দেবাসুর-সংগ্রাম ও দেবগণের সংগ্রামের বিষয় পূর্বেই

৫২. JRASB, ii. pt. 5, 41-6.

৫৩ বৌ-গ্রী° প্রবরাধ্যায়; চেন্সলাল রাও : গোত্র-প্রবরনিবন্ধকদম্ব, ৭৫ পৃ।

৫৪ Pargiter : Ancient Indian Historical Tradition, 160-2.

৫৫ Origin of the Chalukyas.

৫৬ Dr. Fleet : Gupta Inscriptions,

৫৭ Origin of the Chalukyas,

উল্লিখিত হইয়াছে। দেবাসুর-সংগ্রাম ধর্মমত-সম্বন্ধীয় আত্মকলহের পরিচায়ক। পঞ্চনদ প্রদেশে আবদ্ধ থাকা আর্যগণের পক্ষে বেশী দিন সম্ভবপর হইল না। শীঘ্রই তাঁহারা গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত উর্বর সমতল ভূমিতে ও সিন্ধু, গুজরাট প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন। অঙ্গিরোগণও বিশেষ বিশেষ রাজার পৌরোহিত্য করিবার উপলক্ষ্যে বা স্বাধীনভাবে আশ্রম স্থাপন করিয়া এই সকল উপনিবেশে বসতি বিস্তার করিতে থাকেন।

সূর্যবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নরপতি মান্ধাতা কোন এক অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন। ইঁহার দুই বংশধর হারীত ও বিষ্ণুবৃদ্ধ ঐহিক সুখে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ব্রহ্মজীবন যাপন করিবার মানসে অঙ্গিরার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মান্ধাতা অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।[৫৮] কিন্তু মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ। ইনি ছিলেন অপুত্রক। পুত্র জন্মিলে তাঁহাকে বরুণদেবের উদ্দেশ্যে বলি দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি তাঁহার আরাধনা করেন। অতঃপর রোহিত নামে তাঁহার পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রবৎসল পিতা নানা অজুহাতে কালক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা অসম্পূর্ণ রাখেন। অবশেষে বরুণ-দেবের কোপে উদরী রোগগ্রস্ত হইলে তিনি প্রতিজ্ঞাপূরণে মনস্থ করিলেন। যুবক রোহিত বাঁকিয়া বসিলেন—এমন কি, একদিন তিনি বনে চলিয়া গেলেন। অবশেষে অজীগর্ত নামক এক নিঃস্ব ব্রাহ্মণের শুনঃশেপ নামক পুত্রকে ক্রয় করিয়া তিনি আপনার পরিবর্তে বলি দিবার জন্য পিতার নিকট উপস্থিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রভাবে আবার এই বালক পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহার নিকটেই দেবরাত নামে আশ্রয় পান। এই অজীগর্ত অঙ্গিরোবংশীয় ছিলেন। অয়াস্য নামে অঙ্গিরোবংশীয় আর একজন ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞে পৌরোহিত্যের অংশ গ্রহণ করেন।

সুতরাং এই সময়ে অঙ্গিরোগণ যে অন্ততঃ অযোধ্যা পর্যন্ত বসতি-বিস্তার করেন তাহা মনে করা যাইতে পারে। রামচন্দ্রের বনবাসকালে প্রয়াগে এক ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল (রা° ২. ৮৯-৯১ স.)। রামায়ণে অহল্যাস্বামী গৌতমের আশ্রম মিথিলা উপকণ্ঠস্থ উপবনে দেখিতে পাওয়া যায় (রা° ১. ৪৮-৫১ স)। উভয়েই অঙ্গিরার বংশধর। বর্তমান বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন বৈশালীর নরপতি করন্ধম, অভিক্ষিত ও মরুত্তের পুরোহিতগণ অঙ্গিরার বংশধর।[৫৯] দীর্ঘতমা নামে অঙ্গিরোবংশীয় এক জন্মান্ধ ঋষি ছিলেন। তিনি ছিলেন ভীষণ কামুক। তিনি শরদ্বন্ত নামে তাঁহার এক ভ্রাতার আশ্রমে থাকিতেন। কিন্তু ভ্রাতৃবধূর প্রতি অশোভনীয় আচরণের জন্য ভেলায় চাপাইয়া তাঁহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হয়। অসুররাজ বলি তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া সসম্মানে আপনার নিকটে রাখেন। বলির আশ্রয় তাঁহার এক শূদ্রা পরিচারিকার গর্ভে কাক্ষীবন্ত নামে এই ঋষির এক পুত্র জন্মে। রাজা নিজেও নিঃসন্তান ছিলেন। সে যুগে নিয়োগ-প্রথা প্রচলিত ছিল। দীর্ঘ-তমার ঔরসে রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে তাঁহার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র হয়। ইঁহারাই বাঙ্গেয় ক্ষত্রিয় ও বাঙ্গের ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং তত্তৎ রাজ্য ইঁহাদেরই নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই উচথ্য মমতা-নন্দন অন্ধ দীর্ঘতমার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে (ঋ° ১. ১৪৭, ৩; ১, ১৫২, ৬; ১, ১৫৮, ১-৪, ৬)।[৬০] ঋগ্বেদীয় যুগেই আর্যগণের বঙ্গদেশ পর্যন্ত আগমন করা অসম্ভব নহে। তবে ইহার গুরুত্ব কেন্দ্রীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, বরং পরবর্তী কালে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যুগে) প্রাচ্য আর্যগণকে একটু হীনতার চক্ষে দেখা হইত। যাহা হউক, এই অভিযানের এক জন প্রধান নায়ক অঙ্গিরার বংশধর। দীর্ঘতমা তপস্যা দ্বারা পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যশস্বী হন এবং নিজের দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পান। অতঃপর তিনি শুধু গৌতম নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

অঙ্গিরার ধর্মমত—পূর্বেই অগ্নির আবিষ্কারক অঙ্গিরার ও অগ্নি-সাহায্যে উদ্ধত-বিজয়ী দেবগুরু অঙ্গিরার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু আর্যদিগের মন অন্তর্দর্শী ও অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ ছিল। তাঁহাদের চিন্তাধারা দস্যু-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বতঃই কল্যাণতম পথে প্রবর্তিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন, প্রকৃতির অভিব্যক্তির, অর্থাৎ জন্ম, ক্রমবিকাশ ও মৃত্যুর একটা পদ্ধতি আছে। সমস্ত সৃষ্টিই একটী মনন বা ঈক্ষণার দ্বারা চালিত হইয়া অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মননও আবার লক্ষ্যশূন্য নহে। একটী নির্দিষ্ট প্রাণ-স্পন্দনের দ্বারা এই মনন নিয়মিত হইতেছে—রসবোধ বা চিদানন্দই এই স্পন্দনের প্রাণ। এই ব্যাপারটিকেই তখন অনুভব করা হইয়াছিল। অগ্ন্যুৎপত্তি একদিন হয়তো 'হঠাৎ' হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকবার এই আকস্মিক ঘটনাকে পরীক্ষা করিয়া আর্যদিগের মন খুঁজিয়া বাহির করিল যে অগ্নি প্রজ্বলন ও নির্বাণের একটা পদ্ধতি আছে। ঋষি এই দেবতা ও তাঁহার ভঙ্গীকে জানিলেন। কিন্তু এই দেবতাটী যেদিন স্পর্ধা করিলেন যে, দাহিকা শক্তি একান্ত তাঁহারই এবং তিনি ইচ্ছামত সবকেই দাহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল। দেবাসুর-সংগ্রামে জয়ী হইয়া দেবতাগণ এই কৃতিত্ব ও যশটী তাঁহাদেরই প্রাপ্য ভাবিয়া অহঙ্কৃত হইলেন। তাই যাঁহার প্রেরণায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল, তিনি যক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের দর্পচূর্ণ করিলেন। এই যক্ষের পরিচয় ও পরাক্রম জানিবার জন্য ইন্দ্র-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নি আগমন করিলেন। যক্ষ অগ্নির পরিচয় ও শক্তি জানিতে চাহিলে অগ্নি

[৫৮] Dr. N. K. Dutt ; Aryanisation of India, 145.

[৫৯] Pargiter : Ancient Indian Historical Tradition, 157.

[৬০] Ibid. 158-9.

সোজাসুজি বলিয়া বসিলেন, 'আমি অগ্নি—জাতবেদা, দহন করাই আমার কাজ এবং এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আমি ভস্মে পরিণত করিতে পারি।' তখন অগ্নিকে উহার প্রমাণ দেখাইতে বলিয়া যক্ষ এক খণ্ড তৃণ তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অগ্নি উহা দগ্ধ করিতে সক্ষম না হইয়া লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই ভাবে বায়ুরও দর্প চূর্ণ হইল। (কেন° ৩খ)। আর্যঋষি বুঝিলেন যে, অগ্নি, বায়ু বা অন্য কোন দেবতার শক্তি, এমন কি, তাঁহাদের সমষ্টিগত শক্তিও এই বিজয়ের কারণ নহে। তিনি জানিলেন, একমাত্র সর্বশক্তিমান্, জ্ঞানময় সর্বনিয়ন্তার অভিপ্রায়ানুসারেই সকল কার্য নিষ্পন্ন হয় এবং তাঁহাদ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া দেবতাদের এই বিজয় সম্ভবপর হইয়াছে। এই সর্বনিয়ন্তাই ব্রহ্ম। ঋষি আরও বুঝিলেন যে, যখন এই এক জনের দ্বারা চালিত হইয়াই সৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণ চলিতেছে, তখন এই এক জনকে জানিতে পারিলেই তাঁহার অভিপ্রায় ও সৃষ্টি-রহস্য অবগত হওয়া যাইবে। এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে অঙ্গিরার দানই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

অঙ্গিরা অগ্নি আবিষ্কার করিলেন, তদভিমানী দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং তাঁহাকে কুলদেবতারূপে বরণ করিলেন। অগ্নি ও অঙ্গিরার বন্ধন এমন অচ্ছেদ্য হইল যে, আদিম অঙ্গিরা নিজেই অগ্নিশব্দবাচ্য হইলেন। কিন্তু যখন প্রতীয়মান হইল, ইহাও পর্যাপ্ত নহে, তখন এক অঙ্গিরা মুখ্য প্রাণের বার্তা ঘোষণা করিলেন এবং তাহার পূজাপদ্ধতি ও উপাসনার প্রণালী প্রচলন করিলেন। এই প্রাণকেই উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রাণ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে আর্য-জগতে পূজিত হইলেন (ছা-উ° ১. ২. ১০)। এই প্রাণকেই কেন্দ্র করিয়া অগ্নিচয়ন, অগ্নি-হোত্র প্রভৃতি যাগযজ্ঞের প্রবর্তন হইল।

অঙ্গিরা শুধু অপরা বিদ্যার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, এই প্রাণেরও যিনি প্রাণ—প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়নিচয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, বিশ্বধাত্রী পৃথিবী যে পরমপুরুষ হইতে জাত (মুণ্ড° ২. ১. ৩) এবং যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, রূপাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, নিত্য, বিভু, সর্বব্যাপী ও অব্যয় (ঐ, ১. ১. ৬)—তাঁহার বার্তাও অঙ্গিরা স্বীয় শিষ্য শৌনককে জানাইলেন। তিনি বলিলেন —এই ব্রহ্ম জীবধর্মী নহেন, তাঁহার কোন বন্ধন নাই এবং তিনি নিত্য মুক্ত। অপরপক্ষে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ জীবও এই মুক্তপুরুষ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন। তবে তাঁহার এই আপাত-প্রতীয়মান অজ্ঞানতাজনিত বন্ধনের কারণ তাঁহার ভোগাকাঙ্ক্ষা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান একই স্থানে; একে অজ্ঞানতাজনিত ভোগলালসাবশতঃ ভালমন্দ নানা কর্মফল ভোগ করিতেছে এবং অপরে আত্ম-জ্ঞানসম্ভূত পূর্ণানন্দে অবস্থানপূর্বক আত্মারাম হইয়া দ্রষ্টা রূপে বসিয়া আছেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে উভয়েই এক জীব। জীব যখন ধ্যানপরায়ণ হইয়া জ্ঞানিগণ-সেবিত মুক্তপুরুষকে দর্শন করেন, তখনই বীতশোক হইয়া দ্রষ্টার মত অবস্থান করেন (মুণ্ড° ৩. ১. ১-২)। উত্তপ্ত লৌহ হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ পরমপুরুষ হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে (ঐ, ২. ১. ১) এবং যেমন উর্ণনাভ ইচ্ছামত জাল বিস্তার করে ও আবার নিজ শরীরে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ এই পরম পুরুষই একবার এই জগজ্জাল বিস্তার করিতেছেন, আবার প্রলয়ে তাহা নিজ শরীরে গুটাইয়া লইতেছেন (ঐ, ১. ১. ৭)। অঙ্গিরা প্রচার করিলেন, এই ব্রহ্মকে চক্ষু, বাক্য বা কৃচ্ছ্রসাধনদ্বারা জানা যায় না—একমাত্র জ্ঞান-বিশুদ্ধচিত্ত যোগীর ধ্যানে তিনি উদ্ভাসিত হন (ঐ, ৩. ১. ৮)। সত্য, তপস্যা, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মচর্যদ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হইবে (ঐ, ৩. ১. ৫)।

জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে অঙ্গিরা তথা আর্য ঋষির সর্বশ্রেষ্ঠ দান মন্ত্রযোগ। আর্য ঋষিরা সৃষ্টির রহস্য ও কর্মের গহনা গতি অনুসন্ধান করিতে গিয়া এক বৃহত্তম সত্যের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়-যোগেই মানব সকল বিষয় অবগত হয়, এমন কি, বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানও সে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লাভ করিতে চায়। মানবের ইন্দ্রিয়-যোগে যে সমস্ত ক্রিয়ার নিষ্পত্তি ও অনুভূতি হয়, সেগুলি সকলের মধ্যেই একরূপ। সর্বশরীরেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ নিজ নিজ কার্য সাধন করে; এজন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি সর্ব-মানবেরই একরূপ। অবশ্য সকলেরই ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমান নহে; মানবের ভিতর পরস্পরের যে বিরোধ, উহাই তাহার প্রমাণ। বুঝিবার কারণ এক, অথচ এই বোধশক্তিতে বিভিন্ন মানবে তারতম্য আছে। এজন্য বোধের কোন সত্যস্বরূপ নাই, উহা কল্পনা-মূলক; কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অবলম্বন করিলেও উহা তাহার অনুরূপ নহে। মানবের এই বোধাবোধ ছাড়াও বস্তুর নিজস্ব একটী সত্তা আছে। উহাই সে ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অনুভব করে। কল্পিত বোধে সে এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন সে আর ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া বোধাবোধকেই সর্বেসর্বা মনে করে। কিন্তু বস্তুসত্তা তাহার নিজের প্রকৃতি-অনুযায়ী অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে রূপান্তরিত হয়—কাহারও বোধাবোধ গ্রাহ্য করে না। এজন্য আর্য ঋষি বুঝাবুঝিটা কল্পনামূলক বলিয়া বোধাবোধ দিয়া স্বরূপ বা সত্তা-নির্ণয় অসম্ভব দেখিলেন।

ইহাই বাস্তু সৃষ্টির কথা। যে অনুভববিদ্যা ইহা রচনা করিয়াছেন তিনি ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া তাঁহার কল্পনাও কল্পনামূলক বোধা-বোধের নিকট অসাধ্য। আর্য ঋষিরা বুঝিতে পারিলেন, 'অনুভূতির অনুরূপ স্বরূপ বর্তমান কল্পনার বোধে নাই। কাজেই বর্তমান বোধকে উপেক্ষা করিয়া অনুভববিদ্যার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে ঐ স্বরূপ কল্পনারূপ আকারেই হইবে এবং যেহেতু কল্পনার কোন নির্দিষ্ট আকার নাই, সেই জন্য অনুভববিদ্যার আকারও অনন্ত হইবে।'[৬১] এই হেতুই বর্ণের ও

৬১ প্রতিমাদেবী রচনাসীর অপ্রকাশিত নিবন্ধ হইতে গৃহীত।

ভগবানের আকার অনন্ত।’ কিন্তু কল্পনাতীত স্বরূপবিজ্ঞান আছে কি না তাহার অনুকূল নির্দেশ অঙ্গিরা শৌনককে দিলেন।

‘নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।—মুণ্ড° ৩. ২. ৩।

কোন কিছুর পরিবর্তন বলিলেই সেই জিনিসের স্বরূপাবস্থানের ধারণা মনে উদিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে পরিবর্তনটা স্বরূপচ্যুতি-মাত্র এবং ইহার জন্য ক্রিয়ার আবশ্যক। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আবার আলো ও ছায়ার মত অভিন্ন। অপরপক্ষে ক্রিয়ামূলেই যখন পরিবর্তন, তখন স্বরূপে ক্রিয়ার অভিব্যক্তি নাই—স্বরূপ ক্রিয়াতীত। এই অবস্থায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা বিকর্ষণাকর্ষণ সমাবস্থায় থাকে।

আর্য ঋষি দেখিলেন, ক্রিয়া এবং তদনুরূপ একটী ধ্বনি ও তদনুগামী ভাব—এই তিনটী এমনই নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত যে, উহাদের এক আত্মা ও এক প্রাণ বলাই সমীচীন। যে ক্রিয়ার মূলে আত্মারাম স্বরূপাবস্থা হইতে অবস্থান্তরিত হইয়া বর্তমান সৃষ্টিতে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, উহার প্রত্যেক রূপান্তরের সহিত বিশিষ্ট ধ্বনি ও ভাব অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিনি আরও জানিলেন, স্বরূপ জানিতে হইলে স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং ফিরিয়া যাইতে হইলে যে পথে আসিতে হইয়াছে, সেই পথেই যাইতে হইবে, কারণ প্রতিক্রিয়া সেই পথেই টানাটানি করিতেছে। যে ক্রিয়াদ্বারা আত্মারামের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা খর্ব করিয়া প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করিলেই স্বরূপে পৌঁছান সম্ভবপর হইবে বলিয়া আর্য ঋষি সিদ্ধান্ত করিলেন। ক্রিয়াযোগ (হঠযোগ) ভয়ঙ্কর বিপৎসঙ্কুল। ভাবের (ভক্তিযোগের) উপর আধিপত্য বিস্তার করা কোন কোন ভাগ্যবানের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও উহা অন্যের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু ধ্বনির সাহায্যে সাধনা করা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। এই ধ্বনি-বিজ্ঞানই মন্ত্রবিজ্ঞান। অঙ্গিরা বলিলেন, এই ধ্বনি বা মন্ত্রসাধনায় ঋষিগণ যে সর্বদ্রষ্টৃত্ব লাভ করিয়াছেন তাহাই বেদে প্রকাশিত (মুণ্ড° ১. ২. ১)।

আত্মারামের এই স্বরূপচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কি ভাবে উঁ, ঋঁ, ইঁ ও অঁ ধ্বনি হইয়াছিল, তাহা আর্য ঋষি আবিষ্কার করিলেন। মানবরূপী জীবের যে সাধারণ অবস্থান অঁ-এর স্তরে, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। তাহার সর্বনিম্ন গতি যে হ ধ্বনির সহিত জড়িত, ইহাও তিনি উপলব্ধি করিলেন। আপন ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার সহিত যে ম্ (ঁ) এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান তাহা তাঁহার জানিতে বাকী রহিল না। এই সকল জানিয়া হ-কারের স্তর হইতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রৎ করিবার প্রণালী তিনি প্রচার করিলেন। বাস্তবিকপক্ষে ভারতীয় সার্বভৌম সাধনা ‘হংস’ সাধনা ছাড়া আর কিছুই নহে [হংস দ্র°]। এই হংস-সাধনাই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং নানক, কবীর, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ও সাধকের সাধনার সার্বভৌম মূল ভিত্তি। স্বরূপাবস্থায় পৌঁছিবার জন্য অঙ্গিরা বলিলেন—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥
—মুণ্ড° ২. ২. ৪।

এই স্বরূপ-সাধনায় প্রণব ধনু, আত্মা, শর ও ব্রহ্ম লক্ষ্য। সকল প্রকার চঞ্চলতা পরিত্যাগ-পূর্বক শরের ন্যায় তন্ময় হইতে পারিলে ইহার সিদ্ধিলাভ হইবে। এই প্রণব বা ওঁকারের সাধনাই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মূল ও সার্বভৌম ভিত্তি এবং ইহাই জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে অঙ্গিরঃ-প্রমুখ মহর্ষিগণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

শ্রীঅবিধ সিংহ সত্যাশ্রয়

অঙ্গিরা,—১ অঙ্গিরোগোত্রীয় অপত্যগণ। ২ অঙ্গিরার বংশধর। অঙ্গিরার বংশধরগণ অগ্নি নামেও অভিহিত হন। ইঁহারাও মূল অঙ্গিরার ন্যায় যজ্ঞভাগের অধিকারী। ইঁহারা অথর্বাঙ্গিরস নামেও খ্যাত, কারণ ইঁহারা অথর্ববেদীয় মন্ত্রসমূহের দ্রষ্টাকর্তা। ৩ অথর্ব-বেদীয় মন্ত্রনিচয়ের নামান্তর। ৪ গোত্রপ্রবর্তক ঋষি-বি°; কেবলাঙ্গিরস, গৌতমাঙ্গিরস ও ভরদ্বাজাঙ্গিরস ইঁহার প্রবর্তিত তিনটী গোত্র। ৫ অথর্বমন্ত্রবিৎ ঋত্বিক্। ৬ অগ্নি। ৭ গোত্র-বি°। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র-বি° [সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্র°]। ইনি বশিষ্ঠের পরে ও অত্রির পূর্বে অবস্থিত। ইঁহার ব্যাঘাত ঘটিলে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের এবং ব্রাহ্মণদিগের বিনাশ সাধন হইয়া থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোথাও কোথাও বৃহস্পতি অঙ্গিরা নামে কথিত [অঙ্গিরা, দ্র°]। ৮ নৃপতি-বি°। ইনি বিশ্বামিত্রকুলগত, সোমবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—হর; পুত্র—বাহক।—স্কন্দপু° মহ্যাদ্রি° ৩২. ১০।

অঙ্গিরা,—ষষ্টি সংখ্যক সংবৎসরের ষষ্ঠ সংবৎসরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (পৃঃ ২০৫) ইঁহার ধ্যানে দেখা যায়—ইনি শুভ্রবর্ণ, অতিলোমশ, মহাতেজা (তজ্জন্য তাম্রবর্ণ), চন্দনচর্চিতদেহ; বৎসরের দ্বাদশ মাস ইঁহার অঙ্গ। ইঁহার মস্তকে জটা, হস্তে পবিত্র দর্ভ। দক্ষিণের এক হস্তে জ্ঞানখড়্গ, অপর হস্তে সমিধ্ এবং বামের এক হস্তে শরাব, অপর হস্তে ব্রহ্মদণ্ড। যথারীতি পূজিত হইলে ইনি সুখ, ঐশ্বর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া থাকেন।—

“অঙ্গিরাখ্যস্তুতঃ ষষ্ঠো বর্ণশুভ্রোঽতিলোমশঃ।
তাম্রবর্ণো মহাতেজা দ্বাদশাঙ্গঃ সচন্দনঃ ॥
পবিত্রদর্ভপাণিস্তু জটামণ্ডিতমস্তকঃ।
জ্ঞানখড়্গং তু দক্ষাগ্রে দ্বিতীয়ে সমিধং করে ॥
বামাদিকে শরাবং তু ব্রহ্মদণ্ডং দ্বিতীয়কে।
দদ্যাৎ সুপূজিতো তুষ্টো শ্রেয়সে চ সুখায় চ ॥”

অঙ্গী—[অঙ্গ+ইন্ (ইনি)—অস্ত্যর্থে; স্ত্রী—ঙ্গিনী] ১ যাহার অঙ্গ আছে, অবয়বী—যেমন অঙ্গাঙ্গিভ। ২ বিগ, দেহী, শরীরী, অঙ্গ-বিশিষ্ট।—পা° ২. ৩. ২০ (বৃত্তি)। ৩ প্রাণী, জীব।—গর্গ° ৮। ৪ জৈন অঙ্গগ্রন্থের আত্মা ॥ কল্প°। ৫ (অলঙ্কারশা°) প্রধান, মুখ্য। ‘এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা’—সা-দ° ৬. ১০; ৭. ১৪। ~করণ—[অঙ্গ+চ্বি,—অভূততদ্ভাবে (= অঙ্গী)+√কৃ+অন্ (ল্যুট্)-ভা.] ১ স্বীকারকরণ, প্রতিশ্রবণ,

প্রতিজ্ঞান। ~করি—অঙ্গীকার করিয়া। 'রাধাভাব অঙ্গীকরি রাধার বরণ ধরি রাধাবিনে আন নাহি তায়'—প-ক° ২১২৪। ~কর—অঙ্গীকার কর, গ্রহণ কর। 'মোহে নাথ অঙ্গীকরু বাঞ্ছাকল্পতরু কহে দীন নরোত্তম দাস'—প-ক° ২১৩৫। ~কার—[অঙ্গী + √কৃ + অ (ঘঞ্)—ভা ; পর্যায়—১ সংবিৎ, ২ আগূ, ৩ প্রতিজ্ঞান, ৪ নিয়ম, ৫ আশ্রব, ৬ সংশ্রব, ৭ অভ্যুপগম, ৮ সমাধি ও ৯ প্রতিশ্রব।—অম° ৩৪. ১৪] ১ পূর্বে যাহা ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গীভূতকরণ। ২ স্বীকার, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি। ৩ অঙ্গে ধারণ। ~কার্য—[অঙ্গী + √কৃ + য (ণ্যৎ)—র্ম] বিণ, গ্রহণীয়, স্বীকার্য।—সা-দ° ৫১। ~কৃত—[অঙ্গী + √কৃ + ক্ত (র্ম) ; পর্যায়—১ উরীকৃত, ২ উররীকৃত, ৩ আশ্রুত, ৪ প্রতিজ্ঞাত, ৫ সংগীর্ণ, ৬ বিদিত, ৭ সংশ্রুত, ৮ সমাহিত, ৯ উপশ্রুত, ১০ উপগত, ১১ প্রতিশ্রুত ও ১২ অভ্যুপগত।—অম° ২৮৫. ৫৮] প্রতিশ্রুত, স্বীকৃত। ~কৃতি—[অঙ্গী + √কৃ + তি (ক্তিন্)—ভা] ১ অঙ্গীকার, স্বীকার। ২ প্রতিশ্রুতি ॥ শব্দ° অম° ৩. ৪. ৩২ ॥ ~ভূত—[অঙ্গী + ভূ—ক্ত—ক] বিণ, ১ অঙ্গত্বপ্রাপ্ত ; যাহা পূর্বে অঙ্গ ছিল না এক্ষণে অঙ্গপ্রাপ্ত হইয়াছে। ২ অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ; শরীরস্থ।

অঙ্গু—১ হস্ত।—পা° ৮ ৩. ২৭। ২ অঙ্গ। ~টী—[অঙ্গুরি দ্র°]। ~ণ—বেতন, মাহিনা। ~রিয়া—(বৈ°) আঙুল।

অঙ্গুত—এস্কিমো জাতির পরমেশ্বর। শুধু একশ্রেণীর এস্কিমোরা ইহা বিশ্বাস করে। তাহাদের মতে অঙ্গুতের সেড্না (Sedna) নামে এক কন্যা আছে। রসাতলস্থ আড্‌লি-ভান (adlivun) প্রদেশের ইনি কর্ত্রী। একটী বৃহৎ গৃহ তাঁহার আবাস। তাঁহার দ্বারদেশে একটী কুকুর উপবিষ্ট থাকে। অঙ্গুত মৃতদিগকে গ্রহণ করিয়া সেই দেশে লইয়া যান। কুকুর তাহাদিগকে দ্বার ছাড়িয়া দেয় ; সেখানে অঙ্গুতের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে এক বৎসরকাল কাটাইতে হয়। যাহারা সৎকার্য করে তাহাদিগকে এই প্রদেশে যাইতে হয় না।—ERE, xi. 825.

অঙ্গুত্তরনিকায়—বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থবি°। বুদ্ধবচন বা বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী সংগৃহীত ও সংকলিত হইয়া তিনটী প্রধান ভাগে বা পেটিকায় বিভক্ত হয়। সেই প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম এই তিন পিটকরূপে পরিচিত। সুত্তপিটক পাঁচটী নিকায়ে বিভক্ত। অঙ্গুত্তরনিকায় সুত্তপিটকের চতুর্থ গ্রন্থ। অঙ্গুত্তরনিকায়ে এক, দুই, তিন, চারি ইত্যাদিক্রমে সূত্রসমূহ সংগ্রথিত ; এই জন্য ইহা 'একুত্তর' নামেও অভিহিত হয়। বুদ্ধঘোষের মতে, নিকায় 'সমূহ' এবং 'নিবাস' উভয় অর্থই প্রকাশ করে। সুতরাং একাদিক্রমে উত্তরোত্তর সংখ্যাবদ্ধ সূত্রসমূহের সমষ্টি বা সন্নিবেশ একুত্তর-(বা অঙ্গুত্তর) নিকায় নামের কারণ। এইরূপ দীর্ঘপ্রমাণ সূত্রসমূহের সন্নিবেশ দীঘনিকায় নামে অভিহিত। বৌদ্ধশাস্ত্রে নিকায়ের পরিবর্তে কোন কোন স্থলে 'আগম' শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায় [আগম ও নিকায় দ্র°]। পঞ্চনিকায় বিভাগ খ্রীষ্টের জন্মের দুই তিন শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিল বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। দেখা যায়, বুদ্ধবচন বা বৌদ্ধশাস্ত্র বেদাদিগ্রন্থের ন্যায় আবৃত্তিদ্বারা স্মরণ করিয়া রাখা হইত। সুতরাং বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বুদ্ধবচন সংগৃহীত হইবার পর ইহার রক্ষার ভার এক একজন খ্যাতনামা প্রধান ভিক্ষুর উপরে দেওয়া হইত। এইরূপে প্রত্যেক নিকায় আবৃত্তি ও পঠন-পাঠনাদির দ্বারা রক্ষায় ভারও যোগ্য ভিক্ষুগণের উপর অর্পিত হয়। অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভার অনুরুদ্ধের উপর পড়িয়াছিল। অঙ্গুত্তরনিকায় এগারটী নিপাতে (ভাগে) বিভক্ত ; প্রত্যেক নিপাত আবার কয়েকটী অধ্যায়ে বিভক্ত। সিংহলী, বর্মী ও পালি ভাষায় এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।[1]

একুত্তর নিকায়-বিভাগ :—

১	এক	নিপাত	২১	অধ্যায়
২	দুক	,,	১৬	,,
৩	তিক	,,	১৬	,,
৪	চতুক্ক	,,	২৬	,,
৫	পঞ্চক	,,	২৬	,,
৬	ছক্ক	,,	১২	,,
৭	সত্তক	,,	৯	,,
৮	অট্ঠক	,,	৯	,,
৯	নবক	,,	৯	,,
১০	দসক	,,	২২	,,
১১	একাদসক	,,	৩	,,

বৌদ্ধশাস্ত্রমতে অঙ্গুত্তরে সুত্ত-সংখ্যা ৯৫৫৭ ; কিন্তু ইহাতে অনেক পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে ইহার শ্লোকসংখ্যা ২½ হাজারের অধিক নহে।[2] সাধারণতঃ সূত্রগুলির অধিকাংশ বৌদ্ধনীতি ও ধর্মের আধারস্বরূপ ; ভিক্ষুগণকে সংযমী করিয়া নির্বাণপথে চালনার সমস্ত পন্থাই উহাতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এই নিকায়ের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ধারাবাহিকভাবে ভিক্ষুচর্যা বর্ণিত হইয়াছে ; শিক্ষার্থী ভিক্ষুব্রত-গ্রহণকারীর প্রত্যেক প্রশ্নের (কুমারপঞ্হ) উত্তরও ক্রমিক সুবিন্যস্তভাবে দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক সূত্রে বিনয় (ভিক্ষুচর্যার নিয়মাবলী) রহিয়াছে। ভিক্ষু-বিনয় ও গহপতি বিনয় (অর্থাৎ ভিক্ষু-সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্মের নিয়ম ও গৃহস্থভক্ত-সম্বন্ধে নিয়ম) উভয়ই প্রত্যেক সূত্রে বর্তমান। স্পষ্টই বুঝা যায়, বিনয়সুত্তবিভঙ্গের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ অঙ্গুত্তরনিকায় হইতে গৃহীত। অভিধম্মের সুপ্রাচীন গ্রন্থ পুগ্গল-পঞ্ঞত্তি ইহারই অঙ্গীভূত ছিল। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, দীঘ ও মজ্ঝিমনিকায়ের দীর্ঘ বিষয়বস্তুর মধ্যে ধর্মের বিশেষ বিষয়গুলি স্বতন্ত্রভাবে অল্পকথায় অঙ্গুত্তরনিকায়ে আলোচিত হইয়াছে।

একনিপাতে নির্বাণ-পথের বিঘ্ন, মনের

১ P.T.S. (London) হইতে পালিগ্রন্থগুলি রোমান্ অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। নিকায়গুলির ইংরেজী অনুবাদও বাহির হইয়াছে। জর্মান অনুবাদও পাওয়া যায়।

২ Anguttara, v. 361 ; Sumangala Vilasini ed. Rhys Davids & Carpenter (London, 1886) 23 ; and Gandha vamsa, 56 E. Hardy Anguttara pt. 5, v

সংযত ও অসংযত অবস্থা, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি মানসিক গুণের কথা আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তথাগত এবং তাঁহার শিষ্যগণের শীর্ষস্থানীয় সারিপুত্ত, মোগ্গল্লান, মহাকস্সপ প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে।

দুক-নিপাতে ইহজন্মে দুঃখভোগের কারণ যে পাপ এবং জন্মান্তর-গ্রহণের কারণ যে পাপ—এই উভয়বিধ পাপ, ধনদান, ধর্মদান প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

তিক-নিপাতে বুদ্ধদেব কায়, মন ও বাক্য দ্বারা পাপের ব্যাখ্যা ও নিন্দা ও চারিটি আর্যসত্য বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।

চতুক্ক-নিপাতে বুদ্ধদেব পণ্ডিত, মূর্খ ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রকৃত সংজ্ঞা দান করিয়াছেন এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সমাধি প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চক-নিপাতে বুদ্ধদেব পঞ্চসেখবল (=সদ্ধা, হিরি, ওত্তপ্পো, বিরিয়, পঞ্ঞা), পঞ্চউপক্কিলেস (দৈহিক পাপ) পঞ্চনিবরণ (বিঘ্ন) প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

ছক্ক-নিপাতে ষড়্গুণ ও ষড়্ধর্ম প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সত্তক-নিপাতে সপ্তধন (=শ্রদ্ধা, শীল, হ্রী, শ্রুত, ত্যাগ, প্রজ্ঞা প্রভৃতি) ও সপ্তসংযোজন (বন্ধন) প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অট্ঠক-নিপাতে বুদ্ধের ধর্মসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা, ভিক্ষাদান, উপবসথ এবং ভূকম্প ও মনঃসংযোগের অষ্ট কারণ আলোচিত হইয়াছে।

নবক-নিপাতে অরহা, অরহত্তায়পটিপন্নো, অনাগামী, অনাগামিফলসচ্ছিকিরিয়ায়পটিপন্নো, সকদাগামী, সোতাপন্নো, সোতাপত্তিফল-সচ্ছিকিরিয়া-পটিপন্নো প্রভৃতি নববিধ ব্যক্তি এবং নববিধ সঞ্ঞা (চিন্তার বিষয়বস্তু) প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

দসক-নিপাতে দশসংজ্ঞা, দশ পরিশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

একাদসক-নিপাতে নির্বাণলাভের আবশ্যক গুণাবলী, একাদশ পন্থা ও নির্বাণের একাদশ দ্বারের বিষয় বর্ণিত আছে।

অঙ্গুত্তরনিকায় আলোচনা করিলে দেখা যায়—অতিথি, ঋষি, ঋণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধ-বচনগুলি ব্রাহ্মণ্য-সূত্রেরই প্রতিধ্বনি। প্রাচীন ভারতের বিচার-পদ্ধতি বা অপরাধে শাস্তির কঠোরতা-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান দুক-নিপাতে পাওয়া যায়।

[কৌশাম্বর বড়ুয়া: বৌদ্ধ-গ্রন্থকোষ ১. ১; B.C. Law: A History of Pali Literature; Rev. R. Morris: The Anguttara Nikaya. iii-v (P. T. S); Mabel Hunt: The Anguttara Nikaya. vi. (P. T. S)]

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অঙ্গুরী–[অঙ্গুরি, অঙ্গুরী <অঙ্গুরীয় (অঙ্গুলীয়) = অঙ্গুলি + ছ (জিহ্বামূলাঙ্গুলেশ্ছঃ —পা° ৪. ৩. ৬২)] অঙ্গুলির ভূষণ বলয়াকৃতি অলঙ্কার-বি°; (বাং) আংটি, আঙ্টি, আংটী। পর্যায়—অঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়, অঙ্গুলীয়, অঙ্গুরীয়ক, অঙ্গুলীয়, ঊর্মিকা। তরঙ্গায়িত অঙ্গুরি ঊর্মিকা (ঊর্মি + কন্) নামে খ্যাত ছিল। মুদ্রাঙ্কণের জন্য খোদিত অক্ষরবিশিষ্ট অঙ্গুরি অঙ্গুলিমুদ্রা নামে অভিহিত হইত (সাক্ষরা অঙ্গুলিমুদ্রা স্যাৎ—অম° মনুষ্যবর্গ ১০৭)।

হস্তাভরণের মধ্যে অঙ্গুরি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহা পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য জাতিরই একটি প্রিয় আভরণ। এমন কি, যে সকল জাতি শরীরে অলঙ্কারাদি ধারণ করিতে পছন্দ করে না, তাহারাও অঙ্গুরি ধারণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল ও তাম্র প্রভৃতি ধাতুদ্বারা অঙ্গুরি নির্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন লৌহ, প্লাটিনাম ও কাঁসা প্রভৃতির অঙ্গুরি প্রচলিত আছে। স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের অঙ্গুরির উপর হীরা, চুনী, মুক্তা ও পোখরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান্ প্রস্তর বসাইয়া অঙ্গুরির শোভা বর্ধিত করা হয়। অধুনা নানাপ্রকার কৃত্রিম ধাতু ও প্রস্তর-নির্মিত অঙ্গুরিরও প্রচলন হইয়াছে। বঙ্গদেশে শঙ্খনির্মিত অঙ্গুরির বিশেষ প্রচলন আছে।

অঙ্গুলির ভূষণরূপে অঙ্গুরির ব্যবহার অতি প্রাচীন। প্রায় সকল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি-ধারণের প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে অনামিকা ও কনিষ্ঠায় সাধারণতঃ অঙ্গুরি ধারণ করা হয়। অনামিকাই অঙ্গুরি-ধারণের শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বর্তমানে অঙ্গুলির নিম্নপর্বে অঙ্গুরি পরা হয়, কিন্তু পূর্বে মধ্যপর্বেও ধারণ করা হইত। স্ত্রীলোকেরা অঙ্গুলির অগ্রভাগেও অঙ্গুরি পরিত। সুতরাং প্রাচীন ক্ষুদ্রাকৃতি অঙ্গুরিগুলি শুধু শিশুদিগের অঙ্গুরির নিদর্শন নহে। ১৭শ ও ১৮শ শতকে ইউরোপে মহিলারা বিবাহের অঙ্গুরি সাধারণতঃ অঙ্গুষ্ঠে পরিত। ১৬শ শতকে ইউরোপে অঙ্গুলি-মুদ্রা (signet ring) অঙ্গুষ্ঠে পরার রীতি ছিল। খ্রী° ১৪শ হইতে ১৬শ শতক পর্যন্ত ইউরোপে অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুরি-ধারণের প্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ অঙ্গুলি-ত্রাণের (glove-এর) উপরেও অঙ্গুরি পরিতেন। মধ্যযুগে ও renaissance-(সংস্কার) যুগে ইউরোপে অঙ্গুরি-ধারণ শুধু অঙ্গুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; ১৫শ শতকে জপমালা বা মালার সহিতও গাঁথিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখিবার রীতি ছিল। এলিজাবেথের সময় প্রাচীন চিত্রগুলিতে এইরূপ মালায় ঝুলান অঙ্গুরি দেখা যায়। সুতার সাহায্যে অঙ্গুরি হাতে বাঁধিয়া রাখারও ব্যবস্থা ছিল। ব্রিটেনে রোমান সভ্যতাবিস্তৃতির পূর্বেই ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা ও তামা প্রভৃতি ধাতু নির্মিত অঙ্গুরির প্রচলন ছিল। এংলো-স্যাক্সন আমলে সোনার অঙ্গুরি আভিজাত্য-সূচক ছিল এবং অনামিকা 'স্বর্ণাঙ্গুলি' (gold finger) নামে খ্যাত ছিল।

অঙ্গুরি ধারণের প্রথা যে কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ভারতের সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে অঙ্গুরির উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে স্কন্ধভূষণ, হস্তের বলয়, হস্তত্রাণ, কটক ও অঙ্গুরি প্রভৃতি বুঝাইতে 'খাদি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।[1] সায়ণ খাদি শব্দে হস্তত্রাণ ও কটক প্রভৃতি বুঝাইয়াছেন। কটক শব্দের অর্থ বলয় বা অঙ্গুরি; 'খাদি' ঋগ্বেদে মরুদ্গণের

১ ঋ° ১. ১৬৬. ৯; ১৬৮. ৩; ৫. ৩১. ২; ৫. ৫৩. ৪; ৫৪. ১১; ৭. ৫৬. ১৩; ১০. ৬৮. ১।

ভূষণরূপেই বর্ণিত। দুই এক স্থলে যে ইহা স্পষ্টতঃ অঙ্গুরি বুঝাইয়াছে, তাহা বুঝা যায় (হিরণ্যপাণি—সা-শ্রৌ-সূ' ৩. ৫. ১২; ৮. ২৩. ৬)। মিশরের পিরামিডগর্ভে এবং মোহেন্‌জোদড়োর গর্ভে সর্বপ্রাচীন অঙ্গুরির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বৈদিক ভারতের সহিত মোহেন্‌জোদড়োর সভ্যতার যোগসূত্র নির্ণীত না হইলেও ভারতীয় নিদর্শনই যে মিশরের অপেক্ষা প্রাচীন সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আধুনিক প্রমাণ স্বীকার করিলেও দেখা যায়, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে মোহেন্‌জোদড়োতে অঙ্গুরির ব্যবহার প্রচলন ছিল। মিশরের ১৮শ ও ২০শ রাজবংশের সময়ের স্বর্ণনির্মিত অঙ্গুরি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি বেশ ভারী, কারুকার্য অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের। মিশরীয় অঙ্গুরির আয়তস্থানে সাঙ্কেতিক অক্ষরে গভীরভাবে খোদাই করা অঙ্গুরির অধিকারীর নামও দেখা যায়। মিশরে রৌপ্য, ব্রোঞ্জ, কাচ, মৃত্তিকা, হস্তিদন্ত, তৈলস্ফটিক (amber) ও নানাপ্রকার কঠিন প্রস্তরনির্মিত অঙ্গুরিও পাওয়া গিয়াছে। মৃত্তিকা-নির্মিত অঙ্গুরি নানা রঙের ছিল; এগুলির কোন কোনটিতে নামও খোদাই করা আছে। মোহেন্‌জোদড়োতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রনির্মিত অঙ্গুরি পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন বাবিলন ও আসিরীয় দেশে অঙ্গুরি ধারণের অদ্ভুত ব্যবস্থা ছিল। দেখা যায়, স্ফটিক বা অনুরূপ কঠিন প্রস্তর হইতে শঙ্কু বা বেলনাকার (conical or cylindrical) ফলক কাটিয়া তাহার মধ্যভাগে ছিদ্র করা হইত। এই ছিদ্র-মধ্যে রজ্জু প্রবেশ করাইয়া ফলকটি মণিবন্ধে বাঁধিয়া রাখা হইত। অতঃপর ধীরে ধীরে সেই সকল দেশে অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি-ধারণের প্রচলন হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও অঙ্গুরির প্রচলন ছিল।

অঙ্গুরি-ধারণের সহিত অনেক রহস্য জড়িত আছে। শুধু যে অলঙ্কার-স্বরূপ ইহার প্রচলন হইয়াছে এমন নহে; ইহার সহিত প্রাচীন সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস জড়িত আছে। ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্মকে নিরাকার বা শূন্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অঙ্গুরি এই '০' শূন্যের প্রতীক। সূর্য ও চন্দ্র প্রভৃতি গোলাকার গ্রহনক্ষত্রের প্রতীকস্বরূপও অঙ্গুরির প্রচলন কোন কোন প্রাচীন জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ হিন্দুর তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে চক্র, বিন্দু, অঙ্গুরি প্রভৃতির ব্যবহারও বর্তমানে গভীর রহস্যে আচ্ছন্ন। স্বর্ণ বা স্বর্ণনির্মিত অঙ্গুরি প্রায় সকল জাতিই পবিত্র মনে করে। কিন্তু হিন্দুজাতি স্বর্ণের পবিত্রতা সম্বন্ধে এক বিশেষ সংস্কার পোষণ করিয়া থাকে। হিন্দু রমণীরা বিশেষ অলঙ্কারপ্রিয় হইলেও পদদেশে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে না। এমন কি, দৈবাৎ স্বর্ণে পদস্পর্শ হইলে তাহা মস্তকে ঠেকাইয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। বর্তমানে ভূষণ-স্বরূপ অঙ্গুরির প্রচলন অধিক হইলেও প্রাচীন সংস্কার প্রায় সকল জাতির মধ্যেই ন্যূনাধিক বর্তমান আছে। প্রাচীনকাল হইতে নানারূপ অঙ্গুরির ব্যবহার প্রচলিত।

ধর্মকার্য ও পূজার্চনায় অঙ্গুরি— হিন্দু পুরোহিতেরা দেবপূজাদি ক্রিয়াকর্মে অনামিকায় কুশাঙ্গুরি ধারণ করে। ইহাকে পবিত্র বলা হয়। মলয়ের নম্বুতিরি ব্রাহ্মণেরা "৪" এইরূপ আকৃতির একটী স্বর্ণাঙ্গুরি পরিয়া থাকেন। স্বর্ণাঙ্গুরির অভাবে দেবার্চনাকালে দূর্বাদলের অঙ্গুরি পরিবার ব্যবস্থাও ইহাদের মধ্যে আছে। দশটী গ্রন্থি-যুক্ত এক প্রকার অঙ্গুরি (Decade ring) জপসংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য ইউরোপে খ্রী° ১৫শ শতকে প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে খ্রীষ্টানদিগণ যীশু, মেরী ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের প্রতিকৃতি অথবা প্রতীকযুক্ত অঙ্গুরিও ধারণ করিত। এইরূপ কোন কোন অঙ্গুরিতে যীশু ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের বাণী অথবা প্রার্থনাবাণী খোদিত থাকিত। খ্রী° ৫ম শতক হইতে পরবর্তী কালে এইরূপ অঙ্গুরির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ লোকে দেবালয় প্রভৃতি ধর্মপ্রতিষ্ঠানে বহু অঙ্গুরি দান করিত। রাজন্যগণ জপমালার সহিত অঙ্গুরি গাঁথিয়া রাখিতেন।

রোগ ও দুর্ভাগ্যনাশক অঙ্গুরি— অঙ্গুরি-ধারণে রোগ, দুর্ভাগ্য এবং ভূতপ্রেতাদি উপদেবতার ভয় নাশ হয়—এইরূপ বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই আছে। ইউরোপে ১৭শ শতক পর্যন্ত এই বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ছিল। অঙ্গুরিতে মন্ত্রবীজ লিখিয়া অথবা অঙ্গুরি মন্ত্রপূত করিয়া পরার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবসায়ে অনেকে বিশেষ লাভবান্ হইত। সর্প প্রভৃতি জন্তুর প্রতিকৃতি-বিশিষ্ট অঙ্গুরিও ইউরোপে পাওয়া যায়। রোগ-আরোগ্যকরী ক্ষমতার জন্য নিনিভি-দেশীয় অঙ্গুরি ইউরোপে বিশেষ খ্যাত ছিল। এইরূপ অঙ্গুরি মাদুলির মতই মনে করা হইত। ইতালীদেশে এইরূপ রূপার অঙ্গুরির বিশেষ প্রচলন ছিল। রূপার অঙ্গুরি কিয়েনা দেবীর প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সকল অঙ্গুরি শিং, ফুল প্রভৃতির সাহায্যে মন্ত্রপূত করিবার রীতি ছিল। ফ্রান্সেও যে এইরূপ প্রথা বর্তমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ প্রাচীন পৌত্তলিক জাতিগণের সংস্কার খ্রীষ্টান-প্রভাবান্বিত ইউরোপে সংক্রামিত হয়।

আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান জাতিরা প্রত্যেক রোগের অধিদেবতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহাদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রোগ-আরোগ্যকর নানারূপ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রচলিত। স্যাক্ ও ফক্স জাতি অঙ্গুরি ও দণ্ডের সাহায্যে একরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করে। ওগ্‌লল ডাকোটা ইণ্ডিয়ান জাতি রোগের প্রথম দিনে অনেকগুলি অঙ্গুরি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই অঙ্গুরিগুলি রোগীর মুখ, হাত, পা প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ করাইয়া গড়াইয়া ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থলে এই উদ্দেশ্যে ১২টী অঙ্গুরি নির্মিত হয়। উহাদের মধ্যে তিনটী পূর্ব দিকে, তিনটী পশ্চিম দিকে, তিনটী উত্তর দিকে এবং তিনটী দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়া একটী পিনোন (Pinon) গাছের নীচে রাখা হয়। অসমর্থ ব্যক্তির মুখে এই অঙ্গুরি স্পর্শ করাইলে সে সুস্থ সবল ও মানসিক প্রফুল্লতা লাভ করে।

এই অঙ্গুরি বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ করাইলে রোগ আরোগ্য হয়।[২]

ভারতবর্ষে রোগ-আরোগ্যকর ও দুর্ভাগ্যনাশকরূপে অঙ্গুরির ব্যবহার খুব প্রাচীন। এতদুদ্দেশ্যে এখানে বিভিন্ন ধাতু ও প্রস্তর ব্যবহৃত হয়। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র-অনুযায়ী রাশিচক্র নির্ণয় করিয়া বিরুদ্ধগ্রহের শান্তির জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহবিশেষে নানাপ্রকার ধাতু ও রত্ন ধারণের ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ স্বর্ণাঙ্গুরি এইরূপ প্রস্তরযুক্ত করিয়া এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। ধাতু ও প্রস্তর মন্ত্রপূত করা হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে একমাত্র গ্রহবিপ্রগণই এইরূপ ক্রিয়াকর্মে পৌরোহিত্যের অধিকারী। [গ্রহ দ্র॰]

গ্রহশান্তি ভিন্ন রোগ-আরোগ্যকর মন্ত্রপূত অন্যরূপ অঙ্গুরি-ধারণের ব্যবহারও ভারতে প্রচলন দেখা যায়। পায়ের অঙ্গুষ্ঠে লোহার কিংবা অন্য ধাতুর অঙ্গুরি পরিধান করিলে জলদোষের পীড়া হয় না বলিয়াও অনেকে তাহা পরিয়া থাকে। বাঙালী রমণীরা গর্ভ-ধারণ করিলে উভয় পায়ের অঙ্গুলিতেই দুই একটী করিয়া রৌপ্যাঙ্গুরি পরিধান করে। স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস, এইরূপ অঙ্গুরি-ধারণে কোন অশুচি বস্তু ডিঙ্গাইয়া গেলে কিংবা স্পর্শ করিলে গর্ভিণীর কোন দোষ হয় না। হিন্দুস্থানী রমণীরা প্রায় সকল সময়েই পায়ের অঙ্গুলিতে রৌপ্যাঙ্গুরি পরিয়া থাকে। একশিরা রোগে বনরুইয়ের আঁশের এবং অর্শরোগে তাঁমার আংটী ধারণের বিধান আছে। পারদ-নির্মিত অঙ্গুরিও রোগের প্রতীকারকল্পে ধারণ করা হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক অঙ্গুরিও (electro-galvanic) রোগ আরোগ্য করণে ব্যবহৃত হইয়েছে। একরূপ ধাতুনির্মিত অঙ্গুরি কোন কোন স্থলে আশ্চর্য ফল-দিয়াছে। ভারতবর্ষে অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরির ব্যবহার অতি প্রাচীন। বাতশিরা রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইউরোপে cramp ring নামক একপ্রকার অঙ্গুরির প্রচলন ছিল। এই অঙ্গুরি রাজা মন্ত্রপূত করিতেন। ইহাতে আক্ষেপ রোগ নিবারিত হইত।

বিবাহে অঙ্গুরি—বিবাহে অঙ্গুরি-বিনিময়ের প্রথা ইউরোপে বিশেষভাবে প্রচলিত। রোমদেশ হইতেই এই প্রথা সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ প্রাচীন মিশরীয়গণের অনুকরণে রোমে এই প্রথা প্রচলিত হয়। অনামিকাতে এই অঙ্গুরি ধারণ করা হয়, কারণ পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, অনামিকা ও হৃদয়ের মধ্যে নাড়ীর বিশিষ্ট যোগ আছে এবং হৃদয়ের আবেগ বা ভালবাসা অনামিকা দিয়া প্রবাহিত হয়। সেই কারণেই উক্ত প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। ইহুদী জাতির মধ্যেও বিবাহে অঙ্গুরি-বিনিময়প্রথা বর্তমান। বর্তমান অঙ্গুরি-বিনিময় খ্রীষ্টীয় সমাজে একান্ত অপরিহার্য।

হিন্দুজাতির মধ্যে বিবাহে অঙ্গুরি-বিনিময়রূপ কোন প্রথা না থাকিলেও ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিবাহে অঙ্গুরিদানের প্রথা আছে। পূর্ববঙ্গে ও শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলে অঙ্গুরিদ্বারা জামাতৃবরণের প্রথা আছে। ভালবাসার অথবা স্মারক-চিহ্নরূপ অঙ্গুরি-বিনিময়প্রথাও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহের অভিজ্ঞান-স্বরূপ নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরি দান করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রণয় বা বিবাহচিহ্নরূপে অঙ্গুরিদানের প্রথা ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ইউরোপে বাগ্‌দানের অঙ্গুরির (betrothal ring) উৎপত্তি রোমদেশে হয়। প্রণয়িযুগল পরস্পর বিবাহে সম্মত হইবার পর পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক পাত্রকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিলে, পাত্র বিবাহের অঙ্গীকারস্বরূপ পাত্রীকে যে অঙ্গুরি দান করিত তাহাই বাগ্‌দানের অঙ্গুরি নামে খ্যাত হয়। অবশ্য এইরূপ অঙ্গুরিদানের পর বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাওয়া দোষের ছিল না; বিবাহকালে প্রণয়িযুগল পরস্পর অঙ্গুরি-বিনিময় করিত। বর্তমানে বিবাহের সময়েই প্রণয়িযুগলের মধ্যে প্রতিশ্রুতি বা স্মারকচিহ্ন-স্বরূপ এইরূপ অঙ্গুরির বিনিময় হয়। রোমদেশে পূর্বে লোহের অঙ্গুরি বাগ্‌দানে ব্যবহৃত হইত; খ্রী॰ ২য় শতক হইতে স্বর্ণাঙ্গুরির প্রচলন হয়।

ইহুদী-বিবাহে অঙ্গুরিদান অপরিহার্য। অঙ্গুরিদানকালে পাত্র পাত্রীকে বলে, 'মুসা (Moses) ও ইস্রেলের (Israel) অনুশাসন-অনুযায়ী এই অঙ্গুরি দ্বারা তুমি আমার নিকট উৎসর্গীকৃত হও'।

ধর্মযাজকের অভিষেকে অঙ্গুরি—মধ্যযুগে ইউরোপে রাজা ও ধর্মযাজকগণের অভিষেকে অঙ্গুরি অপরিহার্য ছিল। সাধারণতঃ একটী ক্রুশচিহ্ন ও একটী অঙ্গুরিদ্বারা ধর্মযাজক-গণের অভিষেককার্য সম্পন্ন করা হইত। ক্রুশ আধ্যাত্মিক অধিকারের এবং অঙ্গুরি ধর্মযাজক ও ধর্মমঠের বিবাহের প্রতীকস্বরূপ বিবেচিত হইত। সাধারণতঃ খ্রীষ্টধর্মগুরু পোপের নিকট হইতে নবীন যাজক এইরূপ অধিকার লাভ করিতেন।

খ্রীষ্টধর্মগুরু পোপের নামাঙ্কিত মুদ্রাবিশিষ্ট অঙ্গুরি papal ring নামে খ্যাত। একজন পোপের মৃত্যু হইলে নূতন পোপের জন্য পুরাতন অঙ্গুরি ভাঙ্গিয়া নূতন অঙ্গুরি প্রস্তুত করা হয়। এই অঙ্গুরিতে সাধু পিটার (St. Peter) একখানি নৌকায় বসিয়া জল হইতে জাল তুলিতেছেন, এই দৃশ্য খোদিত থাকে। ১৫শ ও ১৭শ শতকের papal অঙ্গুরির নিদর্শন হইতে মনে করা যাইতে পারে যে ইহা অঙ্গুষ্ঠে পরিহিত হইত। কোন কোন মতে পোপেরা কার্ডিন্যালদিগকে এই সকল অঙ্গুরি দিয়া অভিষিক্ত করিতেন। ১৫শ ও ১৬শ শতকে পোপের নামাঙ্কিত অন্য একপ্রকার অঙ্গুরি প্রচলিত ছিল; এইগুলির দ্বারাও কার্ডিন্যালগণ অভিষিক্ত হইতেন।

লোকে ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আত্মার কল্যাণের জন্য ধর্মযাজকদিগকে ও ধর্মমঠে বহু অঙ্গুরি দান করিত। এই সকল অঙ্গুরিদ্বারা স্বর্গত সাধুপুরুষগণের চিত্রাদি সময় সময় ভূষিত করা হইত। ধর্মযাজকগণ নিজেরাও এই সকল অঙ্গুরির কতকগুলি পরিধান করিতেন। তাঁহারা অঙ্গুলিতে, এমন

২ Rep. of the Bureau of Ethnology, 1891. 239; 1907; Culin, 437.

কি অঙ্গুলি-ত্রাণের উপরে অথবা জপমালার সহিত এই সকল অঙ্গুরি পরিত।

মধ্যযুগে ইউরোপে রাজকীয় মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীয়ক এবং ক্রুশচিহ্ন রাষ্ট্রীয় ও ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ ভূম্যধিকারী বা জমিদারগণকে রাজানুগত্যস্বরূপ সময় সময় রাজার অভিপ্রায়মত সামগ্রী সরবরাহ করিতে হইত। তাঁহারা রাজাজ্ঞানুবর্তী ছিলেন। ধর্মযাজকগণের উপর রাজার এইরূপ কোন প্রভুত্ব খাটিত না। কিন্তু অধিকাংশ ধর্মযাজকই ভজনালয়-সংশ্লিষ্ট ভূমি উপভোগ করিতেন। লোকে আত্মার কল্যাণমানসে ধর্মযাজকগণকে ভূমিদানও করিত। সুতরাং নিয়ম হইল, ভূম্যধিকারী ধর্মযাজকের অভিষেককালে রাজা তাঁহাকে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরি ও ক্রুশচিহ্ন দান করিবেন। এইরূপ ক্রুশচিহ্ন ও অঙ্গুরি দান করিয়া রাজা ধর্মযাজককে পৌরোহিত্য ও ভূমিস্বত্ব দান করিতেন। রাজার নিকট হইতে এইরূপ দানগ্রহণ ধর্মযাজক-কর্তৃক রাজার বশ্যতাস্বীকারের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইত। এই বিষয় লইয়া ধর্মনায়ক পোপ ও রোম-সম্রাটের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হয়। কোন ধর্মযাজকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অঙ্গুরি সাধারণতঃ রাজকোষে জমা হইত। পরে রাজা এই অঙ্গুরি ও ক্রুশচিহ্নদ্বারা নূতন ধর্মযাজককে অভিষিক্ত করিতেন। এই নিয়ম সর্বত্র পালিত হইত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, বহু ধর্মযাজকের সমাধিস্থলে এইরূপ অঙ্গুরি পাওয়া গিয়াছে। ১১২২ খ্রীঃ সম্রাট্ ও পোপের মধ্যে একটি মীমাংসা হয়; ইহাতে স্থির হয় যে, ধর্মযাজকগণ তাঁহাদের ভূসম্পত্তির জন্য সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেও সম্রাট্ অঙ্গুরি ও ক্রুশদ্বারা তাঁহাদিগকে আর অভিষিক্ত করিবেন না। ইংলণ্ডের রাজা ও ধর্মযাজকগণের মধ্যে এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু ধর্মযাজক আনসেল্ম ও রাজা হেনরীর সময়ে উহার মীমাংসা হয়। এখানেও রাজা ধর্মযাজকগণকে অভিষিক্ত করিবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন। ৩য় ইনোসেন্টের সময় এই অঙ্গুরি বিশুদ্ধ স্বর্ণদ্বারা প্রস্তুত করিবার নিয়ম হয়। মধ্যস্থলে মণি বসাইতে পারা গেলেও কোনরূপ কারুকার্যের নিয়ম ছিল না, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছে।

রাজার অভিষেকে অঙ্গুরি— অতি প্রাচীন যুগ হইতেই রাজার ধারণীয় অলঙ্কারনিচয়ে অঙ্গুরি স্থান পাইয়াছিল। ইউরোপে গ্রীক ও রোমান জাতির মধ্যে অতি প্রাচীন কালেই ইহার প্রবর্তন হয়। মিনোস্ (Minos) ও পলিক্রাটেসের (Polycrates) আখ্যান ইহার সাক্ষ্য দেয়। ইউরোপে বর্তমানে রাজ্যাভিষেকে অঙ্গুরি অপরিহার্য না হইলেও, রাজকীয় অন্যতম ভূষণরূপে ইহা পরিগণিত হয়। ইংলণ্ডের লোকের বিশ্বাস, রাজার হাতে অভিষেকের অঙ্গুরি যত দৃঢ়ভাবে বসিবে, রাজা তত অধিক লোকপ্রিয় হইবেন ও তাঁহার রাজ্যকাল তত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। অভিষেকের অঙ্গুরি ইংলণ্ডে রাজার সহিত রাজ্যের বিবাহের প্রতীক। ফ্রান্স, জর্মানী প্রভৃতি দেশে অনুরূপ প্রথা ছিল। ইংলণ্ডের রাজকুমার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্ল্যাক প্রিন্সের সময় হইতে ইংলণ্ডের যুবরাজগণকে অঙ্গুরিদ্বারা অভিষিক্ত করা হয়। এড্ওয়ার্ড দি কনফেসর হইতে ইংলণ্ডে অভিষেকে অঙ্গুরির প্রচলন হয়। অবশ্য এসকল অঙ্গুরিনির্মাণে বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। রাজ্যাধিকারিণী রাণীর স্বামীকেও এইরূপ অঙ্গুরিদ্বারা বরণ করিবার নিয়ম ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে।

রাজারা নিজ নিজ অঙ্গুরিদান করিয়া উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিতেন। রাজকীয় আদেশের প্রমাণ-স্বরূপও এইরূপ অঙ্গুরি দান করা হইত। রাজা চতুর্থ আড্রিয়ান, দ্বিতীয় হেনরিকে নিজ অঙ্গুরীয় দান করিয়া আয়র্লণ্ডের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী অঙ্গুরি প্রেরণ করিয়া দুই জন নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন। গ্রীক সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার মৃত্যুশয্যায় পারডিক্কসকে অঙ্গুরি দান করিয়া স্বীয় উত্তরাধিকার অর্পণ করেন। সেন্ট এডওয়ার্ডের অঙ্গুরির একটী গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি একদা এক দরিদ্র বৃদ্ধকে নিজ অঙ্গুরি দান করেন। কিছুদিন পরে এক ব্যক্তি নিজেকে সাধু জন (St. John) রূপে পরিচয় দিয়া খ্রীষ্টান্ তীর্থ জেরুজালেমে অন্য দুই ব্যক্তির নিকট এই অঙ্গুরি রাজাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য দেন।

অঙ্গুলি-মুদ্রা— প্রাচীন কাল হইতে অঙ্গুলি-মুদ্রারূপে (signet, seal) অঙ্গুরির ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রাচীন ফিনিসিয়ায় এই ধরণের অঙ্গুরি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ফিনিসিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে গোবরে-পোকা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত; সেই জন্য এই সকল দেশে অঙ্গুরির আয়তক্ষেত্রে গোবরে পোকার আকারে কর্তিত মণি সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। অঙ্গুরির মণিবেষ্টনী ঘুরাইতে পারা যায়, একপার্শ্বে মণিটী বসান হইত; কারণ আবশ্যকমত ইহা ঘুরাইয়া ভিতরের দিকে লওয়া যাইত এবং তাহা দ্বারা শীলমোহরের কাজ চলিত।

গ্রীসদেশে ফিনিসিয় ধরণের মণিবন্ধবেষ্টনীতে ঘূর্ণায়মাণ মণিযুক্ত স্বর্ণাঙ্গুরি প্রচলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন এইরূপ অঙ্গুরিতে খোদিত অক্ষর অথবা সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকিত। ইউরোপে মধ্যযুগে ব্যবহৃত এইরূপ বহু অঙ্গুরি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির কোন কোনটীতে অঙ্গুরির অধিকারীর মূর্তি, প্রতীকচিহ্ন, নাম অথবা নামের অক্ষর প্রভৃতি মুদ্রিত আছে। সাঙ্কেতিক অক্ষর বা প্রতীকযুক্ত অঙ্গুলিমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপে সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৪শ শতক হইতে অঙ্গুরিতে নাম খোদিত করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রাচীনযুগের ব্রোঞ্জ ও রৌপ্য-নির্মিত এইরূপ বহু অঙ্গুরি পাওয়া যায়; সাধারণতঃ মালা অথবা মুকুটের খোদিত ছবির নীচে নামের অক্ষর অঙ্গুরিতে খোদিত হইত। ১৬শ ও ১৭শ শতকে নামের দুইটী অক্ষর জড়াজড়ি করিয়া অঙ্গুরিতে খোদিত করা একটী বিশেষ প্রথা হইয়া দাঁড়ায়। অনেকের ধারণা প্রণয়ি-যুগলের, নামের প্রথম অক্ষরদ্বয়ের মিলন

এইরূপে অক্ষর খোদিত হইত, কিন্তু সকল স্থলে ইহা এইরূপ অর্থের প্রকাশক নহে। বর্তমানেও নামের অক্ষরযুক্ত অঙ্গুরি-পরিধান প্রথা প্রচলিত আছে।

প্রাচীন রোমে মুদ্রারূপে অঙ্গুরি বহুভাবে ব্যবহৃত হইত। সাধারণতঃ মোমের উপরে অঙ্গুরির ছাপ দেওয়া হইত। কেল্টিক জাতির মধ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন স্পার্টার রাষ্ট্রীয় দলিল-পত্রাদি অঙ্গুরিদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। রোমান সম্রাট্‌দিগের অঙ্গুরি রাজকীয় মুদ্রার কাজ করিত। অঙ্গুরির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন মোহেন্‌জোদড়োতে পাওয়া গিয়াছে; এগুলির কোন কোনটাতে চিত্র বা অক্ষর খোদিত আছে। সম্ভবতঃ এগুলিও নামমুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হইত।

অভিজ্ঞান—অভিজ্ঞান রূপে অঙ্গুরির প্রচলন ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেই হইয়াছিল। রামায়ণে দেখা যায়, হনুমান্‌ লঙ্কাপুরীতে সীতার নিকট গিয়া তিনি রামচন্দ্রের দূত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরি প্রদান করিয়াছিলেন।—

'রামনামাঙ্কিতং চেদং প্রগৃহাণাঙ্গুরীয়কম্‌'

—রা° ৫. ৩২. ৪৪;

অর্থাৎ রামের নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করুন।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' নাটকে এইরূপ অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরির ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব-বিধানে বিবাহ করিয়া অভিজ্ঞানস্বরূপ নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরি দান করেন। দুর্বাসার অভিশাপহেতু দুষ্মন্ত এই বিবাহ-ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হন। শকুন্তলা দুষ্মন্তসমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি শকুন্তলার নিকট অভিজ্ঞান চাহিলেন। পতিগৃহে গমনকালে পথিমধ্যে শকুন্তলা ভ্রমবশতঃ নদীতে এই অঙ্গুরি হারাইয়া ফেলেন। সুতরাং শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইতে না পারায় দুষ্মন্ত তাঁহাকে পরস্ত্রী মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন। অতঃপর এক ধীবর নদীতে মাছ ধরিয়া একটা মাছের উদরে এই অঙ্গুরি পায়। ধীবর রাজনামাঙ্কিত এই অঙ্গুরি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে গিয়া রাজপুরুষগণ-কর্তৃক ধৃত হয়। রাজার নিকট এই অঙ্গুরি নীত হইল, তাহাতে তাঁহার বিবাহস্মৃতি জাগিয়া উঠিল অতঃপর শকুন্তলার সহিত তাঁহার মিলন হয়।

মহাভারতে মুদ্রারূপে অঙ্গুরির ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রোণাচার্য কুরুরাজকুমারগণের সমক্ষে কূপের ভিতর নিজ মুদ্রিকা (নামাঙ্কিত অঙ্গুরি) ফেলিয়া দিয়া ইষিকাদ্বারা তাহা তুলিয়াছিলেন (মহা° ১. ২৮-৩৫)।

পালিসাহিত্যেও এইরূপ অভিজ্ঞান অঙ্গুরির বহু আখ্যান আছে। কট্‌ঠহারি-জাতকে দেখা যায়—বারাণসীর অধিপতি ব্রহ্মদত্ত এক রমণীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইলে ঐ রমণীর গর্ভসঞ্চার হয়। তখন ব্রহ্মদত্ত আপন নামাঙ্কিত অঙ্গুরি ঐ রমণীকে প্রদান করিয়া বলেন, "যদি কন্যা হয় তাহা হইলে এই অঙ্গুরীয় উহাকে দিবে, কিন্তু পুত্রসন্তান হইলে অঙ্গুরীয় ও পুত্র উভয়ই আমার নিকট লইয়া আসিবে"। যথাসময়ে এই রমণীর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রটী বড় হইয়া মাতার নিকট পিতার বিষয় জানিতে চাহিলে তাহার মাতাও তাহাকে বারাণসীর রাজার কথা বলিলেন ও অঙ্গুরীয় দেখান। এই পুত্রটী বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব মাতার নিকট সমস্ত বিষয় শুনিয়া পিতার নিকট প্রতিশ্রুতি-অনুসারে যাইতে চাহিলেন। রাজা উপবীত দেখিয়া বোধিসত্ত্বকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তখন ঐ রমণী অঙ্গুরীয় দেখাইলেন, তাহাতে রাজা অঙ্গুরীয় অস্বীকার করিলেন। তখনও রমণী বলিলেন যে, যদি এ যথার্থই তাঁহার পুত্র হয়, তাহা হইলে সে শূন্যে থাকিতে পারিবে, নচেৎ মাটিতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই বলিয়া রমণী পুত্রকে শূন্যে ছুঁড়িয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্ব শূন্যেই রহিয়া গেলেন। অনন্তর রাজা পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং এই পুত্রই রাজার উত্তরাধিকারী হইলেন।

এইরূপ উদ্দালক-জাতকেও বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত-সম্পর্কীয় কাহিনীতে অঙ্গুরীয়ের পিতৃত্ব-নিদর্শক কাহিনী আছে। উহাতেও উদ্দালক ব্রহ্মদত্তের এগণিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুণাল-জাতকে ও মহাসুতসোম-জাতকে অঙ্গুরির পিতৃত্ব নিদর্শক উদাহরণ পাওয়া যায়। চুল্লক-সেট্‌ঠি-জাতকে দেখা যায়, বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একখানি জলপোত ক্রয় করিয়া প্রতিভূ স্বরূপ আপন নামাঙ্কিত অঙ্গুরি বণিক্‌কে দিয়া আসেন।

ইউরোপে রাজকীয় অভিজ্ঞান রূপে অঙ্গুরির ব্যবহারের কথা রাজার অভিষেকের অঙ্গুরি ও অঙ্গুলি-মুদ্রা সম্পর্কে বিবৃত হইয়াছে।

সার্জেন্ট রিং—ইংলণ্ডে ১৫শ শতকের প্রারম্ভ হইতে একটী নিয়ম ছিল যে, নবীন ব্যবহারাজীবগণ প্রথমে রাজা ও বিচারপতিগণকে স্বর্ণাঙ্গুরি দান করিবেন। ১৮৭৫ খ্রী° আইন করিয়া ইহা বন্ধ করা হয়।

বংশমর্যাদা-সূচক অঙ্গুরি—সম্ভবতঃ ১৪শ শতক হইতে ইহা প্রচলিত হয়। ইহাতে অস্ত্র, মুকুট, প্রভৃতি মর্যাদা-সূচক চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত।

প্রাচীন রোমে অঙ্গুরি-ব্যবহারে বিশেষ রাজবিধি ছিল। সাধারণ লোকে লৌহের অঙ্গুরি ভিন্ন অন্য অঙ্গুরি ধারণ করিতে পারিত না। এমন কি ক্রীতদাসেরা লৌহাঙ্গুরি-ধারণেরও অধিকারী ছিল না। প্রথমতঃ রাজদূতগণ স্বর্ণাঙ্গুরি বিশেষ বিশেষ কর্মোপলক্ষ্যে ধারণের অধিকার পান। অতঃপর ধীরে ধীরে কন্সাল সিনেটের সভ্য এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ সুবর্ণাঙ্গুরি ধারণ করিবার অধিকার পান। টাইবেরিয়স অঙ্গুরি-ধারণের এক আইন করেন। সেই আইন-অনুসারে যে সমস্ত লোক রাজবংশে অথবা কোন স্বাধীন বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহারা স্বর্ণাঙ্গুরি-ধারণের অধিকারী ছিল না। পরবর্তী সম্রাট্‌গণের সময়ে এই আইনের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। সিবেরাস্‌ ক্রীতদাসদিগকে লৌহের অঙ্গুরি-ধারণের

অধিকার দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই সকল আইন তুলিয়া দেওয়া হয়।

বাণিজ্য-ব্যাপারে অঙ্গুরি— চুক্তিপত্রের প্রতিভূস্বরূপ নামাঙ্কিত অঙ্গুরি রাখিয়া জলযানক্রয়ের কথা পাওয়া যায়। মালপত্রের ছাড়পত্ররূপে বণিক্-মহলে প্রাচীনকালে অঙ্গুরি-ব্যবহারের প্রথা প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল।

আত্মহত্যায় অঙ্গুরি—ভারতীয় বহু আখ্যান ও উপকথায় বিষযুক্ত অঙ্গুরির উল্লেখ আছে। সঙ্কটকালে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অসমর্থা রমণীগণই অঙ্গুরি চুষিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। নানা দেশে এইরূপ অঙ্গুরির প্রচলন ছিল। সাধারণতঃ এইরূপ অঙ্গুরির মধ্যভাগে বিষ গুপ্তভাবে রাখা হইত।

[Burgess : Antique Jewellery and Trinkets ; C. C. Oman : Catalogue of Rings ; W. Jones : Finger-Ring Lore ; F. H. Marshall : Catalogue of Finger-rings in the British Museum, 1907 ; King : Antique Gems and Rings, 1872 ; G. F. Kunz : Rings, Philadelphia 1917 ; ERE. iii. 437, 443 ; iv. 734 ; v. 114 ; vi. 493 ; vii. 401 ; viii. 401, 435, 436, 462, 590 ; x. 634 ; 637].

শ্রীযোগেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অঙ্গুরীয়, অঙ্গুলীয় — ১ মহামুনি হিরণ্যাভের শিষ্য। চতুর্বিংশতি-সংহিতা রচনা করিয়া যে চব্বিশ জন শিষ্যকে হিরণ্যাভ তাহা শিক্ষা দেন, অঙ্গুরীয় তাঁহাদের অন্যতম।—বায়ু° ৬১। ২ অঙ্গুরি, অঙ্গুরী [অঙ্গুলি ঈয়]।

অঙ্গুল,—[বৈদিক। তু° অঙ্গ, অঙ্গুষ্ঠ, angulus. 'তৎপুরুষস্যাঙ্গুলেঃ সংখ্যাব্যয়াদেঃ'—পা° ৫. ৪. ৮৬ ; তৎপুরুষ সমাসে সংখ্যা-বাচক ও অব্যয় শব্দের পর অঙ্গুলি শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় করিয়া (ইকার লোপে) অঙ্গুল শব্দ নিষ্পন্ন হয়, যথা—দ্ব্যঙ্গুলম্, ত্র্যঙ্গুলম্, পঞ্চাঙ্গুলম্, দশাঙ্গুলম্, অত্যঙ্গুলম্, নিরঙ্গুলম্। বৈদিক সাহিত্যে সমাসান্ত অঙ্গুল শব্দের প্রয়োগ আছে ; 'সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'— ঋ° ১০. ৯০. ১ ; অ° ১৯. ৬. ১ ; বাজ-স° ৩১. ১ ; তৈত্ত-আ° ৩. ১২. ১ ; অ-স° ৪. ৩ ; শ্বেত-উ° ৩. ১৪] ১ অঙ্গুলী, আঙুল, করশাখা, চরণ-শাখা ॥ শব্দ° ; অভি° ৫৯২ ; অম-টী° রমানাথ ॥ ২ কর-চরণাঙ্গুষ্ঠ, হাতের বা পায়ের বুড়ো আঙুল। ৩ বাৎস্যায়ন মুনি ॥ অভি° ৪৫৪ শব্দ°। ৪ অষ্টযবপরিমাণ, আটটী যব পর পর রাখিলে যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে, অষ্টযবোদর পরিমাণ ॥ অম-টী° বাচস্পতি ॥ [অঙ্গুল, দ্র°] ৫ অঙ্গুলের সমান দীর্ঘ। ৬ (জ্যোতিষশা°) দ্বাদশাংশ a digit, twelfth part. ~ক—[সমাসান্ত ক প্রত্যয় ; নদ্যৃতশ্চ, বহুব্রীহৌ শেষাদ্বা কঃ]=অঙ্গুল, অঙ্গুলের পরিমাণ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। 'যোড়শাঙ্গুলকং জ্ঞেয়ং মণ্ডলম্'—যাজ্ঞ° ২. ১০৬। ~পর্ব—[অঙ্গুলের পর্ব—৬ তৎ] আঙুলের দুইটী গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ। এক একটী আঙুলে তিনটী করিয়া পর্ব থাকে। ~প্রমাণ, -মান—১ অঙ্গুলের প্রস্থের সমান পরিমাপবি°। ২ বিণ, এক অঙ্গুলপরিমাণ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ॥ মনি° ॥

অঙ্গুল২, অঙ্গুলি২,—পরিমাপবি°। শিল্পবিজ্ঞানে এই পরিমাণ ব্যবহারের বিধি আছে। ইহাকে অঙ্গুল- বা অঙ্গুলি-মানও বলা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আট যবে এক অঙ্গুলি, অর্থাৎ আটটী যব (প্রধানতঃ যবের পেটা) পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিলে যে বিস্তৃতি হয় উহাই অঙ্গুলির পরিমাপ।

মানসারের 'মানোপকরণ-বিধান' অধ্যায়ে (২য় অঃ) পরমাণুকে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাপ বলা হইয়াছে। যুয়ন-চোয়ঙের বিবরণেরও দেখা যায়, পরিমাপ-বিভাগে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাপ অণুতে আসিতে পারা যায়। এই অণুকে আর ভাগ করা যায় না ; তখন শূন্যে ভাগ করিতে হয়। শূন্য-বিভাগে আসিলে তাহাকে পরমাণু বলা হইয়া থাকে।*

'মানোপকরণ-বিধানে' বলা হইয়াছে—

৮ পরমাণু = ১ রথধূলি
৮ রথধূলি = ১ বালাগ্র
৮ বালাগ্র = ১ লিক্ষা (উৎকুণডিম্ব)
৮ লিক্ষা = ১ যূকা (উৎকুণ)
৮ যূকা = ১ যব
৮ যব = ১ অঙ্গুলি

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও* ইহার অনুরূপ নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আট যবে অঙ্গুল ব্যতীত সাত ও ছয় যবে অঙ্গুলের কথাও মানসারে আছে। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গুল আট যবে, সাত যবে মাঝামাঝি এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অঙ্গুল ছয় যবে।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়ও (৫৮. ২) অনুরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে উহাতে মাত্র 'রথধূলির'র স্থানে 'রজঃ' ব্যবহার করা হইয়াছে। সূর্যকিরণে যে সূক্ষ্মতম রজঃ পরিদৃষ্ট হয়, উহাকেই বরাহমিহির পরমাণু বলিয়াছেন :—

'জালান্তরগে ভানৌ যদণুতরং দর্শনং রজো যাতি।
তদ্বিন্দ্যাৎ পরমাণুং প্রথমং তদ্ধি
প্রমাণানাম্ ॥'—বৃ-স° ৫৮. ১।

বাস্তুবিদ্যায় (১. ৪-৫) সূর্যকিরণের রজঃকে পরমাণু এবং পরমাণুকে আবার ত্রসরেণু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ; মৎস্যপুরাণে (২৫৮. ১৭) পরমাণুকে ত্রসরেণু বলিতে দেখা যায়। কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্রে' পরমাণুকে সূক্ষ্ম অণু বলিয়াছেন। শিল্পরত্ন-শিরোমণি (বাসুদেব-সংকলিত, ৫২ পৃ°), সুপ্রভেদাগম (২০. ১-৯, ১০. ১৬, ২০-২৬) ও বাস্তুবিদ্যায় (১. ৪-১১) বৃহৎসংহিতার অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু মৎস্যপুরাণে (২৫৮. ১৭-৮) আটটী ত্রসরেণু (পরমাণু) লইয়া রজঃ বা রেণু না হইয়া বালাগ্র নির্দিষ্ট হইয়াছে।

'মানোপকরণ-বিধানে' আছে—

১২ অঙ্গুল = ১ বিতস্তি

* Samuel Beal : Buddhist Records of the Western World, i. 71.

* R. Shamasastry : Kautilya's Arthasastra, 131.

২ বিতস্তি বা ২৪ অঙ্গুল = ১ কিষ্কু- (ক্ষুদ্র) হস্ত

২৫ অঙ্গুল = ১ প্রাজাপত্য হস্ত

২৬ ,, = ১ ধনুর্মুষ্টি হস্ত

২৭ ,, = ১ ধনুর্গ্রহ হস্ত

৪ হস্ত = ১ ধনু বা দণ্ড

৮ দণ্ড = ১ রজ্জু

সুপ্রভেদাগমেও দেখা যায়—

'কিষ্কুশ্চ প্রাজাপত্যাশ্চ চ ধনুর্মুষ্টির্ধনুর্গ্রহঃ।
অঙ্গুলস্য চতুর্বিংশাৎ কিষ্কুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
পঞ্চবিংশতিভিশ্চৈব প্রাজাপত্যমুদাহৃতম্।
স্যাদ্ বিংশতির্ধনুর্মুষ্টিঃ সপ্তবিংশাৎ ধনুর্গ্রহঃ॥'

কার্যক্ষেত্রে কিষ্কু, প্রাজাপত্য, ধনুর্মুষ্টি ও ধনুর্গ্রহ এই চারিটি হস্তের স্বাতন্ত্র্যও মানসারে দেওয়া হইয়াছে। ২৪ অঙ্গুলের হস্তে যান ও শয়ন (শয্যা) পরিমাপ করিতে হয়। প্রাজাপত্যের প্রয়োগ বিমানের (দেব-মন্দিরের) পরিমাপে, ধনুর্মুষ্টি বাস্তুবিদ্যায় ও ধনুর্গ্রহ গ্রামাদির পরিমাপে। অবশ্য সমুদয় পরিমাপেই কিষ্কু-হস্ত ব্যবহারের বিধান আছে।

নানা প্রমাণের হস্তের মধ্যে প্রজাপতির হস্ত ও মনুর হস্ত খুব প্রসিদ্ধ। মধ্যমাকৃতি পুরুষের মধ্যমাঙ্গুলের মধ্যম পর্ব বা গাঁট = ১ অঙ্গুল। ৮ যবোদরে প্রজাপতির এবং ৬ যবোদরে মনুর অঙ্গুল। অঙ্গুলের পরেই পরিভাষা 'এক' আসিয়া থাকে। প্রজাপতির হস্তই সাধারণ মাপের হস্ত অর্থাৎ = ২৪ অঙ্গুল বা ১৮ ইঞ্চি। [হস্তমান দ্র°]

অর্থশাস্ত্র*-মতে—

৪ অঙ্গুল = ১ ধনুর্গ্রহ

৮ ,, = ১ ধনুর্মুষ্টি

১২ ,, = ১ বিতস্তি বা ১ ছায়াপুরুষ (ছায়াপুরুষ অর্থে ১২ অঙ্গুল দীর্ঘ শঙ্কুর ছায়ার দৈর্ঘ্য)

১৪ ,, = ১শম, শল, পরিরয় বা পদ

২ বিতস্তি = ১ অরত্নি বা ১ প্রাজাপত্য হস্ত

২ বিতস্তি + ১ ধনুর্গ্রহ } = ১ হস্ত (তুলাদণ্ড, ঘন-পরিমাণ cubic measures, চারণভূমি প্রভৃতি পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট)

২ বিতস্তি + ১ ধনুর্মুষ্টি } = ১ কিষ্কু বা ১ কংস

৪২ অঙ্গুল = ১ কিষ্কু (কর্মকার ও করাতীর জন্য, এবং সৈন্যব্যূহ, দুর্গ, প্রাসাদাদির ভূমি পরিমাপের জন্য)

৫৪ অঙ্গুল = ১ হস্ত (যে অরণ্য হইতে ব্যবহারোপযোগী কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়, উহার পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট)

৮৪ ,, = ১ ব্যাম (মনুষ্যের উচ্চতানুসারে রজ্জুর ও খননকার্যে গভীরতার পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট)

৪ অরত্নি = ১ দণ্ড, ১ ধনু, ১ নালিক ও ১ পৌরুষ

১০৮ অঙ্গুল = ১ গার্হপত্য ধনু (অর্থাৎ 'গৃহপতি' নামক সূত্রধরদিগের ব্যবহৃত পরিমাণ—পথ ও দুর্গপ্রাচীর পরিমাপের জন্য)

,, ,, = ১ পৌরুষ (যজ্ঞবেদী-নির্মাণে ব্যবহৃত)

১৯২ ,, বা ৬ কংস } = ১ দণ্ড (ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত অগ্রহার পরিমাপের জন্য)

১০ দণ্ড বা ৪০ হস্ত = ১ রজ্জু

২ রজ্জু = ১ পরিদেশ (বর্গ-পরিমাপ)

৩ রজ্জু = ১ নিবর্তন (বর্গ-পরিমাপে ব্যবহৃত)

৩ রজ্জু + একদিকে ২ দণ্ড } = ১ বাহু

১০০০ ধনু = ১ গোরুত (গাভীর রব)

৪ গোরুত = ১ যোজন (= ৫$\frac{1}{8}$ ইংরেজী মাইল)

যুয়ন-চোয়াঙের বিবরণে কথিত হইয়াছে—

১ যোজন = ৮ ক্রোশ (যে দূরত্ব পর্যন্ত গাভীর রব পৌঁছিতে পারে, যুয়ন-চোয়াঙের বিবরণে উহাই এক ক্রোশ)

১ ক্রোশ = ৫০০ ধনু

১ ধনু = ৪ হস্ত

১ হস্ত = ২৪ অঙ্গুলি

১ অঙ্গুলি = ৭ যব

অতঃপর যূকা, লিক্ষা, ধূলিকণা, গাভীর লোম, মেষের লোম, শশকের লোম ও তাম্রপাত্রের জলে* যবের ক্রমবিভাগ হইয়াছে।

শ্রীধরের 'ত্রিশতিকা'য় পরিভাষা এই আছে—

'হস্তোঽঙ্গুলবিংশত্যা চতুর্যবিতয়া চতুঃকরো দণ্ডঃ।
তদ্দ্বিসহস্রং ক্রোশো যোজনমেকং চতুঃক্রোশম্॥৭॥'†

অর্থাৎ

২৪ অঙ্গুল = ১ হস্ত

৪ হস্ত = ১ দণ্ড

২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ

৪ ক্রোশ = ১ যোজন

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৮. ৯৯-১০০) দেখিতে পাওয়া যায়—অঙ্গুষ্ঠ হইতে তর্জনীর অগ্রভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ উহা প্রাদেশ বা ব্যাস নামে কথিত; এতদ্ব্যতীত অঙ্গুষ্ঠ হইতে মধ্যমার অগ্রভাগ পর্যন্ত—তাল, অনামিকা পর্যন্ত—গোকর্ণ, এবং কনিষ্ঠা পর্যন্ত—বিতস্তি।‡ ইহা ছাড়া (ঐ, ১০০-৩)

১ বিতস্তি = ১২ অঙ্গুলি

---

* Shamasastry: Kautilya's Arthasastra, 131-33.

* তাম্রপাত্রে জলপ্রবেশের জন্য অতি সূক্ষ্ম গর্ত থাকে, সেই গর্ত দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে। যুয়ন-চোয়াঙ ইহা ঐ গর্ত বা জলের পরিমাপ ধরিয়াছেন।—Romantic Legend of Buddha, 87; Foucaux: Lalita Vistara, 142

† সা-প-প' ১৩৪০, ৩২।

‡ অঙ্গুলিমানের প্রমাণের সহিত অঙ্গুলিমানের উৎপত্তি-বিষয়ক একটি কাহিনীও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৮. ১০২-৮) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে আছে—আদিম যুগে যখন মানব গুহা, গিরি, নদী প্রভৃতিতে বাস করিত তখনই বসবাসের জন্য গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল। ক্রমে গৃহ, গ্রাম, নগর প্রভৃতি নির্মিত হইতে থাকে। এই সময় বাস্তুবিদ্যার সহায়তার জন্য পরিমাপের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফলে সেযুগের লোকেরা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ও দুইটি গৃহের অন্তর্বর্তী ব্যবধান পরিমাপের জন্য অঙ্গুল্যাদিমান ব্যবহার আরম্ভ করে। বাস্তবিকই অঙ্গুলিমান-প্রবর্তনের ইহাই সূচনা।

২১ অঙ্গুলি = ১ রত্নি বা অরত্নি
২০ রত্নি = ১ ধনু
২০ অঙ্গুলি = ১ হস্ত বা কিষ্কু
৯৬ ,, = ১ বিরত্নি (এই বিরত্নি চতুর্হস্ত, চতুর্ভুজ, নালিকা ও যুগ নামে অভিহিত)
২০০০ ধনু = ১ গব্যূতি
৮০০০ ধনু = ১ যোজন

শুক্রনীতিসারে (৪. ৪. ১৬৯-৭০) ৪ অঙ্গুলিতে মুষ্টি এবং ১২ অঙ্গুলিতে তাল নির্দিষ্ট হইয়াছে।

নারায়ণ ভারতী ও যশোবন্ত ভারতী-সংকলিত 'রাজবল্লভমণ্ডনে'র ভূমিকায় অঙ্গুল-মানের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—১ অঙ্গুল = মাত্রা; এইরূপ ২ = কলা; ৩ = পর্ব; ৪ = মুষ্টি; ৫ = তাল; ৬ = করপাদ; ৭ = দৃষ্টি; ৮ = তূণী; ৯ = প্রদেশ; ১০ সয়তাল; ১১ = গোকর্ণ; ১২ = বিতস্তি; ১৪ = অনাহপাদ; ২১ = রত্নি; ২৪ = অরত্নি; ৮৪ = পুরুষ, অর্থাৎ মানুষের উচ্চতা; ৯৬ = ধনু; এবং ১০৬ = দণ্ড।

বৌধায়ন-শুল্বসূত্রে কথিত হইয়াছে—১ অরত্নি = ২ প্রাদেশ = ২ × ১২ = ২৪ অঙ্গুল।*

শতপথ-ব্রাহ্মণে (১০. ২ অঃ) ২৪ অঙ্গুলিতে মানের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু 'অরত্নি' কথা নাই, অন্যত্রও পাওয়া যায় না। উক্ত অধ্যায়ে অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাপের বিধি বিশেষভাবেই দেওয়া হইয়াছে।

মানসারে তুলনামূলক ও অনন্যসাপেক্ষ উভয় অঙ্গুলমানের বিধান পাওয়া যায়। উহাতে প্রধানতঃ তিন প্রকার অঙ্গুলের ব্যবহার আছে; আর একটী অঙ্গুলমানের কথা পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনটী অঙ্গুলমান যথাক্রমে—মানাঙ্গুল, মাত্রাঙ্গুল ও দেহলব্ধাঙ্গুল বা দেহাঙ্গুল; চতুর্থটী—বেরাঙ্গুল।

মানাঙ্গুল = ৮ যব (= ¾ ইঞ্চি), ইহাই সাধারণ মান (unit);

মাত্রাঙ্গুল = প্রতিমা বা গৃহ-নির্মাতার (কর্তার) দক্ষিণ হস্তের মধ্যমার প্রস্থের মান;

* JRAS, 1912, 231 দ্র°।

দেহলব্ধাঙ্গুল = মূর্তিনির্মাণকালে একটী মূর্তির উচ্চতাকে কতকগুলি সমপরিমাণ অংশে বিভক্ত করিয়া যে মান লওয়া হয়। এখানে একটী সমপরিমাণ অংশকে অঙ্গুল বলিয়া ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ অঙ্গুল অর্থে অংশ; সুতরাং কর্মক্ষেত্রে অঙ্গুল ও অংশকে একই পর্যায়ে দেখা যায়।*

শিল্পশাস্ত্রে সংখ্যানুপাতে অঙ্গুলিমানের বিভিন্ন নামও পাওয়া যায়; উহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১ অঙ্গুল = বিন্দু, মোক্ষ, (কোথাও কলা)
২ ,, = কলা, গোলক, পক্ষ, অক্ষি, অশ্বিনী
৩ ,, = রুদ্রাক্ষি, অগ্নি, গুণ, শূল ও বিদ্যা
৪ ,, = যুগ ও ভাগ, বেদ ও তুরীয়
৫ ,, = রুদ্রানন, ইন্দ্রিয়, ভূত, বাণ
৬ ,, = কর্ম, অঙ্গ, অয়ন, রাগ
৭ ,, = পাতাল, মুনি, ধাতু, অশ্বি
৮ ,, = বসু, লোক, মূর্তি
৯ ,, = দ্বার, সূত্র, গ্রহ ও শক্তি
১০ ,, = দিক্, নাড়ী, আয়ুধ ও প্রাদুর্ভাব
২০ ,, = ত্রিমূ ও ভিক্ষু
৩০ ,, = গতি
৪০ ,, = জিগৎ
৫০ ,, = শক্করা
৬০ ,, = অতিশক্করী
৭০ ,, = ঘৃতি
৮০ ,, = অত্যষ্টি
৯০ ,, = ধৃতি
১০০ ,, = অতিধৃতি

প্রতিমা-নির্মাণে অঙ্গুলির মান (unit) বিশেষভাবে প্রচলিত। মানসারের 'তৈলক্ষণ-বিধান' অধ্যায়ে (৫৫ অঃ) কথিত হইয়াছে, তুলনামূলক 'আদি-মান' নয়টী ভাগে বিভক্ত। প্রতিমার উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য এই আদিমানের ব্যবস্থা। (১) প্রথমে সমগ্র মন্দিরের (হর্ম্যের) প্রস্থের (তলের) সহিত প্রতিমার আপেক্ষিকতা গ্রহণ করিতে হয়; অতঃপর

* P. K. Acharya: Indian Architecture according to Manasara Silpasastra, 77.

(২) গর্ভগৃহের উচ্চতা, (৩) দ্বারের উচ্চতা (দ্বারমান) ও (৪) অধিষ্ঠানের পরিমাপের সহিত আপেক্ষিকতা বিচার করা নিয়ম; তদনন্তর (৫) হস্ত, (৬) তালবিধি ও (৭) অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাপ করিতে হইবে; ইহার পর (৮) পূজারীর দৈর্ঘ্যের সহিত প্রতিমার আপেক্ষিকতা লইয়া পরিশেষে (৯) প্রতিমার বাহনের উচ্চতার বা প্রধান মূর্তির ('মূল-বের'এর) উচ্চতার সহিত আপেক্ষিক বিচার করিতে হয়। আদিমানের পরিকল্পনায় অঙ্গুলমানের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ অঙ্গুলিদ্বারাই আবার হস্ত ও তালের পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

শুক্রনীতিসারে (৪. ৪) অঙ্গুলিমান-প্রয়োগে প্রতিমাদি-নির্মাণের একটী সুন্দর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বিভিন্ন দেবদেবী, রাক্ষসাদি, নরনারী, শিশু, বালক; বামন প্রভৃতি প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে। এছাড়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগাদির স্বরূপ-অনুসারে উহাদের মূর্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। [প্রতিমা, মূর্তি দ্র°]

মৎস্যপুরাণেও (২৫৮ অঃ) প্রতিমা-লক্ষণের একটী বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে প্রতিমানির্মাণে অঙ্গুলমানের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়—অঙ্গুষ্ঠের পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিতস্তি পর্যন্ত পরিমাণ প্রতিমা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা বিহিত। প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা ১৬ বিতস্তি পর্যন্ত হইবে। প্রধানতঃ প্রতিমার মুখ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যমানকে নয়টী অংশে বিভক্ত করিয়া সেগুলির চারি অঙ্গুলিমানে গ্রীবা, তন্নিম্নে একাংশে হৃদয় এবং একাংশে শোভন নাভি বিন্যস্ত করিতে হয়। নাভির অধোভাগে একাংশে মেঢ্র, দুই অংশে উরুদ্বয়, চারি অঙ্গুলিতে জানুদ্বয়, দুই অংশে জঙ্ঘাদ্বয়, চারি অঙ্গুলিতে পাদদ্বয় ও চতুর্দশ অঙ্গুলিতে মৌলি হইবে। অতঃপর মুখমণ্ডলের প্রতিটী বিষয়ের ও শরীরের প্রত্যেক অংশের পরিমাপ বিস্তৃতভাবে অঙ্গুলিমানের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রয়োজনানুসারে অঙ্গুলের সহিত যব ও তালের পরিমাপও দেখা যায়। [প্রতিমা দ্র°]

অঙ্গুলমানের উল্লেখ রামায়ণ (৭. ২০. ২২), মনু-সংহিতা (৮. ২৭১), বিশ্বমান (Mss. Brit. Museum, No. 558. 5292, vr. 9f), শিবপুরাণ (বিদ্যেশ্বর° ১৪. ১২-৩) প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ পরিমাপে অঙ্গুল বা হস্তমানের ব্যবহার এখনও আছে। অঙ্গুল ও হস্ত একই পর্যায়ের, কারণ কার্যক্ষেত্রে উভয়ের প্রয়োগ বস্তুতঃ এক। অঙ্গুলি দিয়া আবার হাতের পরিমাপ করা হয়। ইংরেজী পরিমাপে ১৮ ইঞ্চিতে এক হাত cubit) ধরা হইয়া থাকে;* কিন্তু দেশভেদে ইহার বৈষম্য আছে। কনুইএর গোড়া হইতে মধ্যমার অগ্রভাগ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এক হাত এবং উহার পরিমাপ সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্ক ও পূর্ণাবয়ব ব্যক্তির হাত হইতে লওয়া হয়। সুতরাং সর্বত্র উহা সমান হয় বলিয়া মনে হয় না। এছাড়া গজ ও বিঘতের প্রচলনও আমাদের দেশে ■ অন্যত্র আছে। সাধারণতঃ দুই বিঘতে এক হাত এবং এক বিঘতের পরিমাণ ১২ অঙ্গুলিতে। গজের পরিমাপ প্রায় দুই হাত, তবে দেশভেদে ইহারও তারতম্য আছে। [গজ, বিঘত ও হস্ত দ্র°]

অঙ্গুলমান মানবসভ্যতার সর্বপ্রাচীন মান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় অঙ্গুলের পরিমাণ যে হিসাবে ধরা হয়, তাহা ইংরেজী প্রায় ¾ ইঞ্চির সমান অর্থাৎ = ·৭৬২৫ ইঞ্চি এবং বিতস্তি = ৮·৯১ ইঞ্চি।† সকলের অঙ্গুলি বা হস্ত সমান নয়, এজন্য ভারতীয় পরিমাপে সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক উপায়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। অঙ্গুলির পরিমাপ কি ভাবে হইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে অঙ্গুলকে 'অঙ্গুলম্' বলা হয়। তথায় ২৪ অঙ্গুলে এক গজ। তাঞ্জোরে এই গজ ৩৩½ ইঞ্চির সমান, এজন্য সেখানে প্রতি অঙ্গুল = ১⅜ ইঞ্চি। তামিলদেশে অঙ্গুলম্কে অঙ্গুষ্ঠ বুঝায়; উহার পরিমাপ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্বের সন্ধিস্থল হইতে নখাগ্র পর্যন্ত। অঙ্গুলম্ আবার দুই 'তিরুবুল্ কুন্দেট'র (অঙ্গুলির অগ্রভাগের প্রস্থের) সমান। এছাড়া

৪ অঙ্গুলম্ = ১ করপাদ (palm)
১২ ,, = ১ বিঘত
২৪ ,, = ১ হাত
৪ ,, = বাম (fathom)

সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপে বামের ব্যবহার। ত্রিচিনপল্লীতে ২৪ অঙ্গুল = ১ তুংক-মুলম্ = ৩১ ইঞ্চি।

গণিতশাস্ত্রে অঙ্গুল বা অঙ্গুলবিস্তার একটা ঔপপত্তিক মান। প্রাচীনকালে ব্যাবহারিক ও অন্যান্য মানের ইহা ভিত্তি ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ক্রমে ইহা লোপ পায় এবং হস্তের দ্বারাই উহার কাজ হইতে থাকে।

শ্রীঅজিত ঘোষ

অঙ্গুল২—উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২০° ৩২´ ৫´´—২১° ১০´ ৫৫´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১৮´ ১০´´—৮৫° ৪২´ ৪৫´ পূ°। আয়তন ৮৮১ বর্গমাইল। পূর্বে ইহা উড়িষ্যার একটা করদরাজ্য ছিল। অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। আদিম খন্দ জাতি, তাঁতী জাতি প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান অধিবাসী।

চতুঃসীমা—উত্তরে মধ্যপ্রদেশের রেঢ়াকোল ও বামুণ্ডাঙ্গা; পূর্বে তালচের ও হিন্দোল রাজ্য; দক্ষিণে নরসিংহপুর, দশপল্লা রাজ্য এবং মহানদী; পশ্চিমে আঠমল্লিক রাজ্য। দক্ষিণের কতকাংশ পর্বতসঙ্কুল, ইহা ছাড়া সমস্ত প্রদেশই সমভূমি। অঙ্গুল জেলার অধিকাংশ অংশই প্রাচীন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। খণ্ড খণ্ড ভূমিতে ধান্য, ইক্ষু, সরিষা, কার্পাস ও বাজ্‌রা প্রভৃতির চাষ হয়। অনাবৃষ্টিতে প্রায়ই শস্য নষ্ট হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক তথ্য—অঙ্গুল জেলা প্রথমতঃ একটী করদ রাজ্য ছিল। পরে অঙ্গুলরাজ ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্টের প্রতিকূলতা আরম্ভ করেন এবং ব্রিটিশ-সরকারের অধীন হইয়াও তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপক্রম করেন। এই সকল কারণে ১৮৪৭ খ্রী° ব্রিটিশ-সরকার তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করেন। রাজ-পরিবার সেই হইতে ব্রিটিশ সরকার হইতে নির্দিষ্ট ভাতা পাইয়া থাকেন। সরকারের পক্ষে কটকের কমিশনারের অধীন এক জন তহশীলদার এই রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। করদনৃপতিরূপে অঙ্গুলরাজ ব্রিটিশ-সরকারকে বার্ষিক ১৩৫ পাউণ্ড কর দিতেন।

প্রধান গ্রাম—অঙ্গুল ও ছিন্দিপদা। ১৮৪৭ খ্রী° পূর্বে এই প্রদেশে বাণিজ্যের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন হইতে কটক এবং সন্নিহিত স্থানগুলি হইতে ব্যবসায়ীরা এই রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মেলাগুলিতে যোগদান করিতে আরম্ভ করে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত হইতে এক মাইলের মধ্যে ব্রাহ্মণী নদী অবস্থিত। এই নদীপথে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বহির্দেশে চালান দেওয়ার সুবিধা আছে। কটক হইতে সম্বলপুর পর্যন্ত বড় রাস্তা অঙ্গুল হইয়া গিয়াছে; এই রাস্তা গমনাগমনপথ বিশেষ সুগম করিয়া দিয়াছে। এই প্রদেশে প্রচুর কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়।

অঙ্গুল৩—উড়িষ্যার অঙ্গুল রাজ্যের একটী সম্পন্ন গ্রাম। অক্ষা° ২০° ৪৭´ ৫০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১´ ২৩´´ পূ°। অঙ্গুলের রাজান্তই রাজ-পরিবার অঙ্গুলে বাস করেন।

অঙ্গুলি১, **লী**—[বৈদিক। √অঙ্গ্ + উলি—ক—'অঙ্গেরুলি'—উণা° ৪. ২; সি·কৌ° ২৪৭—গ্রহণার্থ গমন করে যাহা। স্ত্রী·ঙী (ঙীপ্);] স্ত্রী°, ১ হস্তপদশাখা, আঙুল। 'অঙ্গুলয়ঃ শক্তয়ো বিশন্ত যেনৈজেন কতারাম্'—বা·স° ১৮. ২২; ২০. ৬; ঐ-ব্রা° ১. ১৯; ঐ-আ° ১. ১. ২, ৪; ৩. ৫, ৬, শ-ব্রা° ২৯. ১; শা-আ° ৮. ৯; মাধ্য° শ-ব্রা° ১. ১. ২. ১৬; ৩. ২. ৩. ২২; ৮. ৪. ১; ৪. ৩. ৩. ৪; ৬. ২. ১. ২১; ২. ৪; ৭. ৫. ২. ৪৪; ৬২৬; ৮. ৪. ৩. ১০-১৯; ৯. ১. ১. ৩১; ১০. ১. ১. ৮; ২. ১. ২; ৬. ১৪; ১১. ৫. ২. ৩; ১৩. ৫. ১. ৬; কাণ্ব° শ-ব্রা° ২. ১.

* Colebrooke: Essays, i. 540.

† JRAS, 1912, 237.

২, ১২। মাধ্য° শ-ব্রা° ৪. ৩. ৩. ৪ ; ৭. ৫. ২. ৪৪ ; শা-ব্রা° ১৬. ৫ ; খা-আ° ২. ৫ ; মাধ্য° শ-ব্রা° ৩. ৭. ১. ২৬, ২৭ ; ৩. ৭. ১৪ ; ৪. ৩. ২-৫ ; ৯. ৬. ৩. ২১ ; তৈ-ব্রা° ২. ৬. ৫. ৪ ; জৈ-ব্রা° ১৪৩ ; তৈ-উ° ৩. ২. ৪. ৪ ; মাধ্য° শ-ব্রা° ১. ৮. ৩. ১৮ ; ১০. ২. ৭. ২, ৩ ; তৈ-ব্রা° ৩. ৩. ৮. ৩ ; তা-ব্রা° ২৩. ১৪. ৫ ; মাধ্য° শ-ব্রা° ১. ২. ১. ৭ ; ৩. ৩. ২. ১৯। অঙ্গুলী—শ-ব্রা° ১. ১. ২ ১৬ ; 'অপ অঙ্গুল্যামথিতে মথিতম্'—অথর্বশি-উ° ৬ ; 'কনিষ্ঠিকয়াঙ্গুল্যা অঙ্গুষ্ঠেন চ'—প্রাণা-উ° ১ ; 'নাসিকাপুটমঙ্গুল্যা পিধায়'—অমৃত-উ° ১৯ ; 'হস্তাঙ্গুল্যঃ শিরো মুখম্'—পিণ্ড-উ° ৬ ; 'অনামিকাঙ্গুল্যা'—বাষ্ক-উ° ২। 'তস্যাগ্ত কর্ণো অঙ্গুলৌ'—মনু° ৮. ৩৮৭ ; 'মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠম্'—শকু° ৩. ২৭৭ ; অনে° ১০০. ৬৬০ ; কাদক্র° ৩৯. ১৭৩ ; অষ্টাঙ্গ° ৪. ১২৭ ; সুক্তনিপাত ৬১০ ; জাতক° ৩. ৪১৬ ॥ অম° শব্দ° বাচ° ॥ ২ অঙ্গুষ্ঠ, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বুড়ো আঙুল।—রাজনি° বর্গ ১৮। ৩ অঙ্গুল পরিমাণ-বি°। ৪ অঙ্গুলির পরিমাণ দৈর্ঘ্য। ৫ হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগ ॥ 'কর্ণিকা·· করিহস্তাঙ্গুলৌ'—অম° অভি° শব্দ° ॥ হলায়ুধ° ২. ৭৩। ৬ (বৈদ্যক) স্ত্রী°, গজকর্ণিকা, হাতী-শুঁড়া গাছ। ৭ (সাদৃশ্যে) শিশ্ন, লিঙ্গ। 'যোনাবঙ্গুলিপ্রক্ষেপণম্'—বিধানচিন্তামণি। ~ক—১ [অঙ্গুলি + কন্ ইবার্থে] অঙ্গুরীয়, আঙটি। ২ [স্বার্থে-ক] অঙ্গুলি।—জাতক° ৩. ১৩। ~কণ্টক—নখ। ~কোষ—অঙ্গুলিত্রাণ, দস্তানা। ~গ—[অঙ্গুলি + √গম্ + ড—ক ; আঙুলে ভর দিয়া গমন করে এইরূপ ; স্ত্রী—-া] বিণ, যে জন্তু বা প্রাণী আঙুলে ভর দিয়া গমন করে। ~গলি—দুই আঙুলের মাঝখানের ফাঁক, আঙুলের গলুই। ~গ্রন্থি—[৬-তৎ] অঙ্গুলির সন্ধি, আঙুলের গাঁট knuckle. ~গ্রহ—১ অঙ্গুলিদ্বারা গ্রহণ, ধারণ। ২ অঙ্গুলি বা মণিবন্ধের শক্তিহীনতাযুক্ত আক্ষেপ writer's cramp. অঙ্গুলিগ্রহ-রোগে লিখিতে গেলে বা কোন বস্তু ধরিতে গেলে হাত কাঁপিতে থাকে। ~চালন—১ অঙ্গুলির সঙ্কেতদ্বারা মনোভাব প্রকাশকরণ। ২ আঙুল নাড়া। ৩ অঙ্গুলি প্রবেশকরণ। ৪ বাদ্যযন্ত্রে আলাপের জন্য অঙ্গুলি-সঞ্চালন। ~ঠার—[অঙ্গুলিদ্বারা ঠার (সঙ্কেত)—৩-তৎ] অঙ্গুলিসঙ্কেত, আঙুল নাড়িয়া ইসারা। ~ণী—(দেশী) প্রিয়ঙ্গু, বৃক্ষবি°।—দেশী° ১. ৩২। ~তাড়ন, া—অঙ্গুলিদ্বারা পীড়ন। বিণ—-তাড়িত। ~তাড়িত,-তাড়িতক—[কামশা°] রতিসংযোগের পূর্বে রমণীর কামোদ্দীপনা ও তজ্জনিত রসোদ্রেক করিবার জন্য যোনির মধ্যবর্তী লিঙ্গাকৃতি গ্রন্থিতে অঙ্গুলিদ্বারা তোড়ন। রতিচক্রের উপরিস্থ 'মদনচ্ছত্র' ও মদনচক্রের নিকটস্থ 'পূর্ণচন্দ্রা' নামক গ্রন্থিও অঙ্গুলিদ্বারা তোড়ন করা হয়। এইরূপ তোড়নে রমণীগণের সবিশেষ কামোদ্রেক হইয়া থাকে। [কামশা° দ্র°]। ~তোরণ—[অঙ্গুলি-কৃত তোরণ—ম-প-লো°] ললাটে অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক, চন্দনাদিদ্বারা ললাটে অর্ধচন্দ্র চিহ্ন, ললাটে ভস্ম বা চন্দনাদিদ্বারা তোরণাকৃতি সাম্প্রদায়িক চিহ্ন-বি°, ত্রিপুণ্ড্র ॥ হারাবলী ॥ ~ত্র, -ত্রাণ, -ত্রাণক—[অঙ্গুলি + √ত্রৈ + অ(ক), অ,—ক] ১ অঙ্গুলিরক্ষক। ২ অঙ্গুলিবদ্ধ চর্ম ; ধনুকের আকর্ষণের জন্য ধানুকেরা ইহা ধারণ করিয়া থাকে। ৩ দস্তানা gloves. ৪ সূচীকর্মে ব্যবহৃত দরজীদের অঙ্গুলি-রক্ষার লৌহাবরকবি°। অঙ্গুস্তানা thimble. —ঋ° ২. ৮৭. ২৩ ; ৯৯. ২৩। ~ত্রবান্—(মূ°-বৎ) অঙ্গুলিত্রাণ আছে যার, অর্থাৎ যে অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ করিয়াছে। ~ত্রোটন—আঙুল মটকান। ~ধ্বনি—[অঙ্গুলি-দ্বারা কৃত ধ্বনি—ম-প-লো°] ১ আঙুলের শব্দ, চুটকি, তুড়ি। ২ আঙুলমটকান শব্দ। ~নলক—অঙ্গুলির পর্বাস্থি phalanges. ~নিপীড়ন,-পীড়ন—অঙ্গুলিতাড়ন। বিণ—-নিপীড়িত, -পীড়িত। ~নির্দেশ—[অঙ্গুলিদ্বারা নির্দেশ—৩-তৎ] ১ অঙ্গুলি-দ্বারা ভাবপ্রকাশ। ২ অঙ্গুলি-সঞ্চালনদ্বারা ইঙ্গিত, আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া। ~পঞ্চক—পঞ্চ অঙ্গুলির সমষ্টি, একসঙ্গে পাঁচ আঙুল—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা।—রাজনি° বর্গ ১৮। ~পর্ব—(মূ°-পর্বন্) আঙুলের পাব, আঙুলের গায়ের দাগের মধ্যবর্তী অংশ digits.—কা-শ্রৌ° ৩. ৪. ৯ ; ২২. ৮. ১৬। ~প্রক্ষেপন—জলদ্বারা অঙ্গুলি-ধাবন, জলদিয়া ধুইয়া অঙ্গুলি শুদ্ধকরণ। 'অঙ্গুলি প্রণেজনমাশ্যোস্তৌ নিনয়তি'—মাধ্য° শ-ব্রা° ১. ২. ২. ১৮ ; ৩. ৩ ; কাণ্ব° শ-ব্রা° ২. ২. ১৮ ; ১৭। ~প্রবেশ—(কামশা°)—[অঙ্গুলি-তাড়িত, -তাড়িতক দ্র°]। ~ফলা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, শ্বেতনিষ্পাব ॥ রাজনি° ॥ ~মান—অঙ্গুলির পরিমাণবি° [অঙ্গুল৪ দ্র°]। ~মুখ—[অঙ্গুলির মুখ—৬-তৎ। স্ত্রী°, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ; আঙুলের ডগা। ~মুদ্রা—[অঙ্গুলিদ্বারা কৃত মুদ্রা—ম-প-লো°] ১ সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ার সময়ে করণীয় এক প্রকার অঙ্গুলিভঙ্গি। ২ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, শীল আঙটী ॥ অম° ॥ ~মুদ্রিকা—[অঙ্গুলিমুদ্রা + কন্ (স্বার্থে)-স্ত্রী-া] অঙ্গুলিমুদ্রা ॥ অম-টী° রমানাথ ॥ ~মূল—[অঙ্গুলির মূল—৬-তৎ] আঙুলের মূল বা প্রারম্ভস্থান। ~মোটন—[অঙ্গুলি + √মুট (চূর্ণ করা) + অন্—ভা°] ১ অঙ্গুলির মর্দন ; আঙুল মটকান। ২ আঙুল মটকানর শব্দ ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥ ~(ী) য়—[অঙ্গুরীয়ক দ্র°] পর্যায়—১ মুদ্রা ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥ ২ অঙ্গুলী ; ৩ অঙ্গুলিসন্দেশ ॥ হারাবলী ॥ ৪ মুদ্রী ॥ জটা° ॥ ~(ী) য়ক—অঙ্গুলিভূষণ, আঙটী। পর্যায়—১ ঊর্মিকা ॥ অম° ॥ ২ অঙ্গুরীয়ক ; ৩ অঙ্গুরীয় ; ৪ অঙ্গুলীয় ; ৫ করারোট ; ৬ অঙ্গুলীক ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥ ~যন্ত্র—অঙ্গুলির আকৃতি বস্তি-যন্ত্র। ~বেষ্টক, বেষ্টন—[অঙ্গুলির বেষ্টন—৬-তৎ] আঙুলের বেষ্টন, অঙ্গুলিত্রাণ gloves. ~সঙ্কেত—আঙুল নাড়িয়া ইসারা। ~সংজ্ঞা—১ [অঙ্গুলির দ্বারা সংজ্ঞা—৩-তৎ] অঙ্গুলির দ্বারা অভীষ্টসূচনা, অঙ্গুলিসন্দেশ, অঙ্গুলিসঙ্কেত। ২ (বৈদ্যক) বাউ। ~সঞ্চালন—১ অঙ্গুলিচালনা। ২ আঙুল

নাড়িয়া ইসারা। ৩ আঙুল চাপাইয়া বাদ্যযন্ত্রাদির আলাপ। ~সন্দেশ—[অঙ্গুলিসংজ্ঞা দ্র°]। ২ অঙ্গুলিবেষ্টন ॥ হারাবলী ॥ ~সন্ধি—[অঙ্গুলির সন্ধি—৬-তৎ] দুই আঙুলের মধ্যবর্তী ফাঁক, আঙুলের গলুই। ~(ী) সম্ভূত–[অঙ্গুলিতে সম্ভূত– ৭ তৎ] অঙ্গুলি হইতে উৎপন্ন, নখ।—রাজনি° বর্গ ১৮। ~স্ফোটন—আঙুল মটকান। ২ অঙ্গুলিকৃত শব্দ, তুড়ি। ~হেঃ ন—অঙ্গুলিদ্বারা কৃত সঙ্কেত।

অঙ্গুলি৬—প্রত্যেক হাতে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকে। সুবিধার জন্য প্রত্যেক অঙ্গুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে; যথা—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা। মধ্যমাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। কনিষ্ঠা সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব। অনামিকা তর্জনী অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তর্জনীর মূল সন্ধিগ্রন্থি (knuckle-joint) অনামিকার সন্ধিগ্রন্থি অপেক্ষা একটু নিম্নে

রঞ্জন-রশ্মির (X-Rays) দ্বারা পর্বাস্থির (Phalanges-এর) চিত্র

বলিয়াই এইরূপ মনে হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-সঞ্চালনে অনেকটা এবং কতকপরিমাণে তর্জনী-সঞ্চালনে স্বাধীনতা আছে; কিন্তু অন্য অঙ্গুলিগুলির যে কোনটা সঞ্চালনে অপরগুলি আকৃষ্ট হয়। এ-সম্বন্ধে অনামিকা সর্বাপেক্ষা কম স্বাধীন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত প্রত্যেক অঙ্গুলি তিনটী করিয়া ক্ষুদ্র অস্থির বিন্যাসে গঠিত; কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুইটী মাত্র ক্ষুদ্র অস্থি আছে। হস্ততলের নিকটবর্তী বা অঙ্গুলির তৃতীয় পর্বের ক্ষুদ্র অস্থি সন্ধিগ্রন্থিতে করভের অস্থির (metacarpal bone-এর) সহিত মিলিত হইয়াছে। অঙ্গুলির অন্য সন্ধিগুলি অতি সাধারণ ধরণের; এই সকল সন্ধিতে অঙ্গুলি যথেষ্ট স্বাধীনভাবে সঞ্চালিত হইতে পারে। সন্ধিগ্রন্থিতেও সঞ্চালনের স্বাধীনতা আছে।

হস্তাঙ্গুলি অথবা পাদাঙ্গুলির কোনটাতেই পেশী (muscle tissue) নাই; কিন্তু অনেকগুলি পেশীতন্তু (tendons) রহিয়াছে। এই তন্তুগুলি বাহু এবং হস্তস্থিত পেশীর বিস্তার (prolongation)। সকল অঙ্গুলিই একই ভাবে গঠিত। প্রত্যেক অঙ্গুলিতেই হস্ত হইতে দীর্ঘ পেশীতন্তু আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইহার সাহায্যেই অঙ্গুলি নত, উন্নত ও প্রসারিত করা যায়। যে সকল পেশীতন্তু অঙ্গুলিকে প্রসারিত করে, সেইগুলি হস্ত-পৃষ্ঠ দিয়া আসিয়াছে: ত্বকের নিম্ন দিয়া এইগুলিকে দেখা যায়। যে সকল পেশীতন্তু অঙ্গুলিগুলিকে নত করে, সেইগুলি হস্ততলের ভিতর দিয়া আসিয়াছে; এইগুলি বাহির হইতে লক্ষিত হয় না, অবশ্য মণিবন্ধের উপরে কতকটা দেখা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক অঙ্গুলির একটী প্রসারণ-পেশীতন্তু (extensor tendon) এবং দুইটী করিয়া অবনমনী দীর্ঘ পেশীতন্তু (flexors) আছে। কিন্তু তর্জনী এবং কনিষ্ঠার অতিরিক্ত দীর্ঘ প্রসারণ-পেশীতন্তু রহিয়াছে। এই জন্যই অন্য অঙ্গুলিকে আকর্ষণ না করিয়া স্বাধীনভাবে তর্জনী সঞ্চালন করিতে পারা যায়। কনিষ্ঠারও তদনুরূপ অনেকটা স্বাধীনতা আছে; কিন্তু অপর অঙ্গুলিগুলি পরস্পর আকৃষ্ট।

প্রত্যেক অঙ্গুলির জন্য যে দুইটী করিয়া অবনমনী পেশীতন্তু আছে, সেই দুইটী হস্ততলে একটির উপরে আর একটী অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে নিম্নের পেশীতন্তুটীকে অন্তস্তন্তু (deep tendon) এবং উপরেরটীকে বহিস্তন্তু (superficial tendon) বলে। প্রত্যেক বহিস্তন্তু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অন্তস্তন্তু ঘিরিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া আছে এবং অঙ্গুলির মধ্যপর্বে (middle of the three phalanges) অন্তস্তন্তু পশ্চাদ্দিকে সংযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে অন্তস্তন্তু অঙ্গুলির প্রথম পর্বের প্রান্ত পর্যন্ত গিয়াছে।

প্রত্যেক অঙ্গুলিতে অবনমনী দীর্ঘ পেশীতন্তুগুলি একটী করিয়া আবরণীর (sheath-এর) মধ্যে অবস্থিত। এই খাপগুলি মসৃণ, মসৃণ এবং আর্দ্র; ইহাতে তন্তু (tendon) পরস্পর দ্রুত সঞ্চালিত হইতে পারে। যখন কোন সংক্রামক রোগ-বীজাণু এই খাপগুলিকে আক্রমণ করে, তখন অতি সহজেই হস্ততল, এমন কি মণিবন্ধ পর্যন্ত পৌঁছে।

সন্ধিগ্রন্থিতে (knuckle-এ) পাশের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করা যায়। হস্তের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী (muscles) রহিয়াছে, এই পেশীগুলির সাহায্যেই উহা সম্ভব হয়। সন্ধিগ্রন্থির নিকটে এই পেশীগুলির প্রান্তভাগের তন্তুসকল প্রসারী পেশীতন্তুর সহিত যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই পেশীগুলি যে শুধু অঙ্গুলিগুলির পাশের দিকে সঞ্চালন করিতে পারে তাহা নহে, যখন হস্ত বদ্ধ থাকে তখন প্রসারণ-তন্তু টানিয়া মধ্যপর্ব এবং শেষপর্বকে প্রসারিত করিতে পারে। এই পেশীতন্তুগুলিই অঙ্গুলিসঞ্চালনের প্রধান অবলম্বন।

অঙ্গুলির রক্তনালী ও স্নায়ু (Digital Vessels and Nerves):—প্রকোষ্ঠের বৃহত্তর অস্থি (ulna) এবং ক্ষুদ্রতর অস্থির (radial-এর) প্রান্তদেশে রক্তবহা নাড়ীর যে দুইটী অর্ধবৃত্তাকার নালী (arterial arches) রহিয়াছে, সেইগুলির শাখাদ্বারা অঙ্গুলিতে রক্ত সরবরাহ হইয়া থাকে।

এগুলির একটীকে বহিরর্ধবৃত্ত (superficial arch) এবং অপরটীকে অন্তরর্ধবৃত্ত (deep arch) বলে। এই অর্ধবৃত্ত নালীগুলি হস্ততলে অবস্থিত। প্রধানতঃ বহিরর্ধবৃত্ত হইতে অঙ্গুলির পার্শ্বে শাখাগুলি গিয়াছে। পার্শ্ববর্তী প্রত্যেক শাখা, ইহার সহিত অন্য যে শাখা গিয়াছে, তাহার সহিত অঙ্গুলি পর্যন্ত যুক্তভাবে সংস্রব রাখিয়াছে। মণিবন্ধের পশ্চাদ্বর্তী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠাস্থির রক্তবহা নাড়ীর (radial arteryর) শাখাদ্বারা অঙ্গুলির পৃষ্ঠে আরও সামান্য পরিমাণ রক্ত সঞ্চারিত হইয়া থাকে। প্রকোষ্ঠাস্থির রক্তবহা নাড়ীর কয়েকটা বিশেষ শাখা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে এবং তর্জনীর বাহিরের দিকে গিয়াছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অথবা অন্য কোন অঙ্গুলিতে অস্ত্রোপচারের সময় যদি অঙ্গুলির গোড়া শক্ত রবারের পট্টি দিয়া কসিয়া বাঁধা যায়, তবে রক্তপাত হইবে না। অঙ্গুলিগুলির স্পর্শজনিত অনুভূতি অত্যন্ত অধিক; ইহাতে এই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত অনেকগুলি স্নায়ু (nerves) রহিয়াছে। এই স্নায়ুগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছে। প্রকোষ্ঠের বৃহত্তর অস্থি হইতে কনিষ্ঠার সম্মুখদিকে এবং পশ্চাদ্দিকে স্নায়ু আসিয়াছে। বৃদ্ধা, তর্জনী এবং মধ্যমার সম্মুখ দিকে মধ্যস্নায়ু (median nerve) আসিয়াছে। পশ্চাদ্দিকে প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্রাস্থির স্নায়ু এবং মধ্যবর্তী স্নায়ুগুলি আসিয়াছে; অনামিকা অঙ্গুলির ভিতরের দিকে প্রকোষ্ঠের বৃহত্তর অস্থির স্নায়ু এবং বাহিরের দিকে মধ্যস্নায়ু সম্মুখে এবং ক্ষুদ্রাস্থির স্নায়ু পশ্চাতের দিকে আসিয়াছে। স্নায়ুগুলি অঙ্গুলির পার্শ্বের দিকে গিয়াছে এবং পেশীতন্তুর আবরণগুলি এবং মধ্যবর্তী পর্বসন্ধিগুলিতে শাখা বিস্তার করিয়াছে। এই স্নায়ুগুলি নখতলে আসিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে মিলিয়া গিয়াছে। কতকগুলি স্নায়ু প্রান্তের বিশেষ স্পর্শানুভবশক্তি রহিয়াছে। স্নায়ুগুলি অঙ্গুলির পর্বসমূহে লম্বাকারে বিস্তৃত থাকায়, অঙ্গুলির কোন জায়গা কাটিয়া গেলে কাটার বাহিরের অনেকটা জায়গা অসাড় হইয়া পড়ে। হাতের দিকে বেশী কাটিলে একেবারে অনুভবশক্তি-বিহীন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। কোন কোন সময় স্নায়ুতন্তু ক্ষতমধ্যে আটকাইয়া গিয়াও ক্ষত ভাল হইয়া যাইতে পারে, এইরূপ ঘটিলে ঐস্থানে অত্যন্ত ব্যথা হয়। সুতরাং এইরূপ স্থলে স্নায়ুতন্তু যাহাতে স্বস্থানে ফিরিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

অঙ্গুলির রোগ—অঙ্গুলির বিবিধ রোগ হইয়া থাকে। অঙ্গুলির অস্থিগুলি ক্ষয়রোগে (tuberculous diseaseএ) আক্রান্ত হইতে পারে; ইহা হইতে 'Dactylitis' হইতে পারে। সাধারণতঃ শৈশবেই এই রোগ হইয়া থাকে। অঙ্গুলির সন্ধিগুলি প্রায়ই বাতরোগে (rheumatic affectionsএ) আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা দীর্ঘস্থায়ী (chronic) হইলে অঙ্গুলিগুলি কনিষ্ঠার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, ইহাতে অঙ্গুলির সঞ্চালনে ভীষণ বাধা জন্মে। অতিরিক্ত শীতের জন্য অঙ্গুলির রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ হইলে অঙ্গুলিগুলি ব্যথাযুক্ত ও নীলাভ হইয়া উঠে এবং কোন কোন সময় 'dry garrem' পর্যন্ত হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় এক পাঁইট জলে একটা বড় চামচের এক চামচ (table-spoon) সাধারণ লবণ গলাইয়া তাহাতে হাত ডুবাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হাতে ঠাণ্ডা না লাগিবার জন্য সর্বদা গরম কাপড়ের দস্তানা জড়াইয়া রাখা দরকার। অনেকে এইরূপ অবস্থায় হাতের কাজে অথবা হস্তসঞ্চালনে বিরত থাকেন, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ইহাতে হয়ত রীতিমত রক্ত-সঞ্চালন না হইয়া অধিক ক্ষতি করিতে পারে; সুতরাং হস্তপেশী সঞ্চালনে ও সংঘর্ষণে বিশেষ উপকারই হইয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি অতি সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। অঙ্গুলিতে পিন, কাঁটা, ছুঁচ প্রভৃতি অতি সহজেই বিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং অঙ্গুলি সর্বদা পরিষ্কার রাখা দরকার, নতুবা অতি ক্ষুদ্র কাঁটার রক্তপাত হইলেও দূষিত রোগের মধ্যে নখক্ষত (whitlows), আঙ্গুলহাড়া (felons) প্রভৃতি হইতে পারে। এইগুলিতে প্রদাহ-জনিত অত্যন্ত ব্যথা হয়, বিশেষতঃ এই সকল স্থলে অন্ততঃ স্নায়ুগুলি পর্যন্ত আক্রান্ত হয় এবং অঙ্গুলির ত্বক্ বিশেষ দৃঢ়সংবদ্ধ থাকায় অঙ্গুলি বেশী ফুলিয়া উঠিতে পারে না, কাজেই ব্যথাও
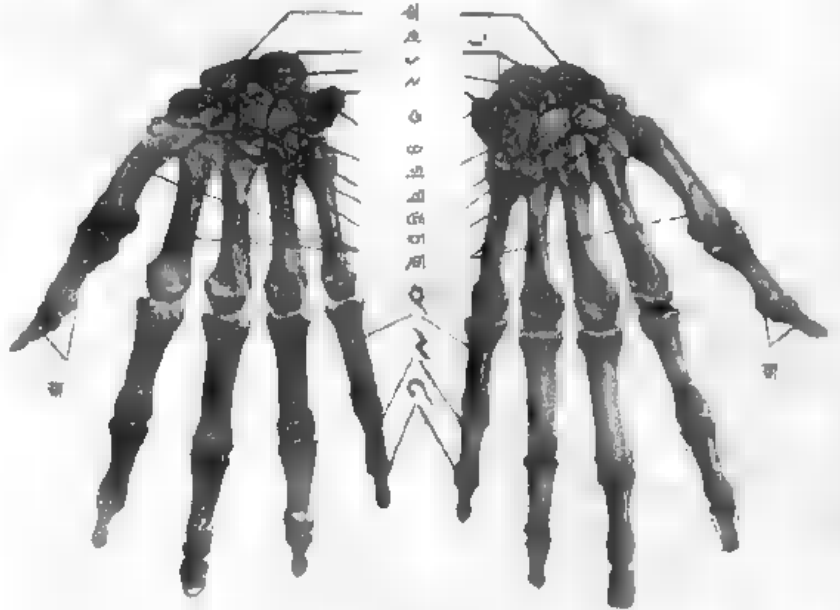
ক—নৌকাস্থি—Scaphoid; খ—মণিবন্ধাস্থি—Carpus :—(১) অর্ধচন্দ্রাকার—Semilunar, (২) কীলকাকার—Cuneiform, (৩) মটরাকার—Pisiform, (৪) বড়িশাকার—Unciform; গ—মধ্যমা করভমূলাস্থি—Os Magnum; ঘ—তর্জনী করভমূলাস্থি—Trapezoid; ঙ—অঙ্গুষ্ঠ করভমূলাস্থি—Trapezium; চ—করভাস্থি—Meta carpal; ছ—১, ২, ৩—পর্বাস্থি, অঙ্গুল্যস্থি; জ—অঙ্গুষ্ঠের পর্বাস্থি—Thumb phalanges.

বিশেষ কমে না। অঙ্গুলির অতি নগণ্য স্থান ছিন্ন হইলেও এইরূপ আঙ্গুলহাড়া বা নখশূল জন্মিতে পারে। বহির্ত্বকের কোষগুলি (superficial cells of the cuticle) শিথিল থাকে; ইহার মধ্যে প্রায়ই রোগাণু (germs) বাস করে; স্থানটী সূচিবিদ্ধ বা কোনরূপে বিদ্ধ হইলে বহিঃস্থ বীজাণু সহজে ভিতরে প্রবেশ করে। ইহাতে বীজাণুর বিষাক্ততার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। যদি ভিতরের ত্বকের ভিতর পর্যন্ত বিদ্ধ না হয়, তবে সাধারণতঃ সামান্য রকমের পুঁযযুক্ত স্ফোটক জন্মিয়া থাকে।

দিয়া চাপিয়া ধরিয়াও কাঁটা বাহির করা যায়। নখের ভিতর কাঁটা থাকিলে যাহাতে ইহা আর ভিতরের দিকে না যাইতে পারে, সেইজন্য মাংস পর্যন্ত নখ তুলিয়া ফেলিতে হয়; এইরূপ করিবার পূর্বে সাধারণভাবে কাঁটা বাহির করা যায় কি না বিশেষভাবে পরীক্ষা করা উচিত। কাঁটা বাহির করার পর, অঙ্গুলি গরম আইওডিন জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। সহ্যমত গরম এক পাইন্ট জলে এক চামচ আওডিন এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট হইবে। যদি ফোস্কা জন্মিয়া থাকে তবে তাহা অতি সহজেই কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ফুলিয়া উঠে তবে 'বোরাসিক লিন্টে'র (boracic lintএর) গরম সেঁক দেওয়া উচিত, অথবা রুটী বা আলুর পুলটিসও দেওয়া যাইতে পারে। যদি এইরূপ করা সত্ত্বেও কোন উপকার না হয়, তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত। আঙ্গুলহাড়াযুক্ত বা বিষাক্ত কোন অঙ্গুলি সর্বদা ঔষধযুক্ত পটি দ্বারা বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য।

নখশূল অথবা আঙ্গুলহাড়া যদি ভিতরের স্নায়ুগুলিকে অথবা নিম্নত্বকের ভিতরের দিকে আক্রমণ করে, তবে তাহা অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

বস্ত্র দিয়া অঙ্গুলি বাঁধিবার (dressingএর)
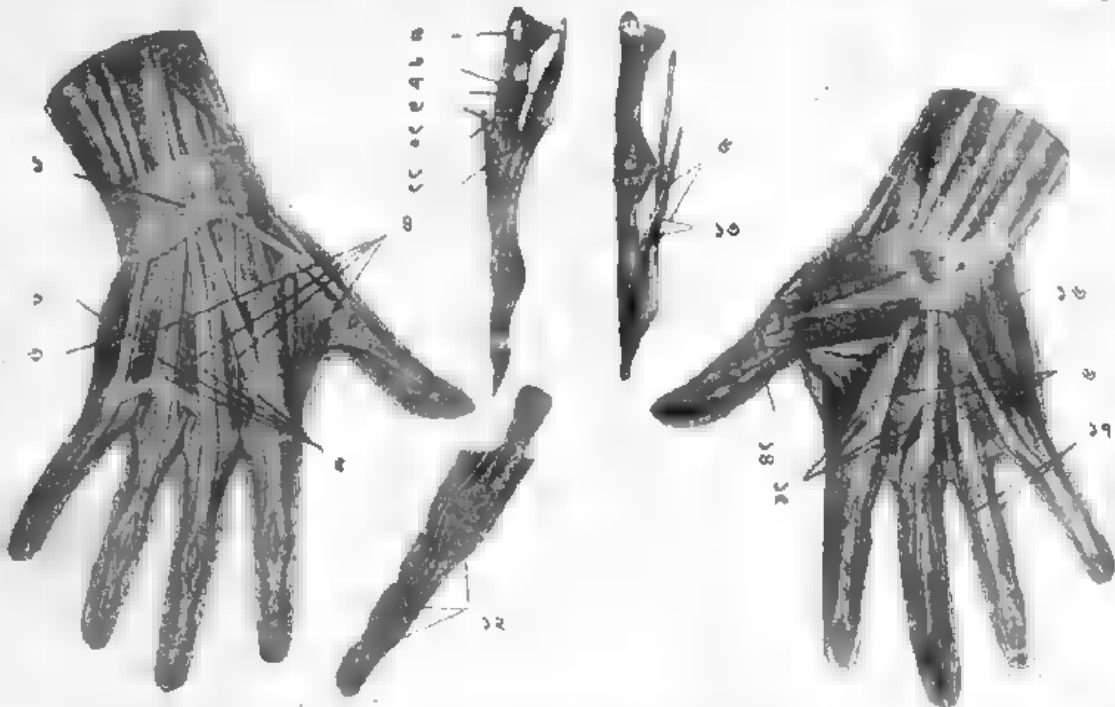
১ মণিবন্ধের বন্ধনী—Dorsal ligament of wrist. ২ কনিষ্ঠার আকর্ষক পেশী—Abductor of little finger. ৩ কনিষ্ঠার প্রসারক পেশী—Extensor of little finger. ৪ সংযোজক পেশী—Interosseus muscles. ৫ অঙ্গুলির সাধারণ প্রসারক পেশী—Common extensor of fingers. ৬ গভীর অবনমনী—Deep flexor. ৭ সংযোজক—Interosseus. ৮ অঙ্গুলি-সঙ্কোচক—Lumbrical. ৯ প্রসারক—Extensor. ১০ করভাস্থি—Metacarpal bone. ১১ বহিঃস্থ অবনমনী—Superficial flexor. ১২ পর্বাস্থির অন্তর্সন্ধি—Inter-phalangeal joints. ১৩ বহিঃস্থ অবনমনীর সঙ্গম—Cleft in superficial flexor. ১৪ অঙ্গুষ্ঠের দীর্ঘ অবনমনী—Long flexor of thumb. ১৫ অঙ্গুলি-সঙ্কোচক পেশী—Lumbrical muscles. ১৬ বহিঃস্থ অবনমনী (কর্তিত)—Superficial flexors (cut). ১৭ কনিষ্ঠার আকর্ষক ও বিকর্ষক পেশী—Abductor and opponens of little finger. ১৮ (অঙ্গুলাস্থির) স্নায়ুত্বককোষ—Fascial sheath.

অঙ্গুলি বিদ্ধ হইলে প্রথমতঃ বিদ্ধ অংশে কোন কাঁটা (splinter) রহিয়াছে কি না দেখিতে হইবে। যদি থাকে তবে তাহা বাহির করিয়া আনিতে হইবে। যদি সূক্ষ্ম সাঁড়াশী না থাকে, তবে দুইটী মুদ্রার (coins) প্রান্ত

এই অবস্থায়ও অঙ্গুলি আওডিনের গরমজলে ডুবাইয়া রাখা প্রয়োজন। কিছুক্ষণ এইরূপ করার পর অঙ্গুলি বাঁধিয়া রাখিতে এবং উপর্যুপরি কয়েকবার এইরূপ আওডিনের গরমজলে হাত ডুবাইতে হয়। যদি অঙ্গুলিতে ব্যথা কম এবং

সমস্ত এক ইঞ্চি চওড়া একখানি পটিই ব্যবহার করা ভাল। সাধারণতঃ হস্তের পশ্চাদ্দিক্ হইতে মণিবন্ধেও বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে দুই এক বার পটি জড়াইয়া আবার মণিবন্ধের নিম্ন দিয়া ঘুরাইয়া আনিতে হয়।

চোট লাগিয়া সন্ধিগ্রন্থি (phalanges) ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে প্রথমে 'roller bandage' রোগীকে আঁটিয়া ধরিতে বলিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ অন্য ব্যাণ্ডেজ প্রস্তুত করা হয়।

অঙ্গুলি-বেষ্টনী—অঙ্গুলি ক্ষত অথবা বিদ্ধ হইয়া গেলে তাহাতে বাহিরে কোন রোগের বীজাণু অথবা দূষিত পদার্থ সংক্রামিত হইতে না পারে, সেই জন্য অঙ্গুলি-বেষ্টনী (finger stall) ব্যবহার করা উচিত। কাপড়ের বেষ্টনী অপেক্ষা রবারের বেষ্টনী অধিক উপকারী। পুরাতন দস্তানার অঙ্গুলি কাটিয়াও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত

অঙ্গুলিমাল—বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত দস্যুবি°; পরে ইনি ভিক্ষু হইয়াছিলেন। ইঁহার আখ্যায়িকা এইরূপঃ—অঙ্গুলিমাল কোশলরাজ-পুরোহিত ভার্গব ও তৎপত্নী মন্তানীর পুত্র। পুত্রের জন্মের পর ভার্গব জনৈক জ্যোতিষীর নিকট জানিতে পারিলেন যে, উত্তরকালে এই পুত্র দস্যু হইবে। ব্রাহ্মণ তখন সমস্ত ব্যাপার নৃপতির নিকট গিয়া ব্যক্ত করিলেন। রাজাও এক জন দস্যু রাজ্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না মনে করিয়া ব্রাহ্মণপুত্রকে দূরে অপসারণ না করাই উচিত বিবেচনা করিলেন। ব্রাহ্মণপুত্রের নাম 'অহিংসক' রাখা হইল।

অহিংসক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তক্ষশিলা-শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভার্থ ভর্তি করিয়া দিলেন। অহিংসক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কৃতিত্বে সহপাঠীরা হিংসাপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিতে প্রচেষ্ট হইল। তাহারা একযোগে অধ্যাপকের নিকট অভিযোগ করিল যে, অহিংসক অধ্যাপক-পত্নীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত আছেন। অধ্যাপকও একদিন দেখিলেন যে, তাঁহার পত্নী অহিংসকের সহিত অত্যন্ত মধুর স্বরে কথা কহিতেছেন। উহাতে অধ্যাপক ক্রুদ্ধ হইয়া অহিংসককে হত্যা করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহা করা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, 'যদি তুমি এক সহস্র লোক হত্যা করিয়া উহাদের অঙ্গুলি আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে তুমি পুনরায় শিক্ষালাভের অধিকার পাইবে।' অহিংসক নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিক্ষালাভের বাধা দূর করিবার জন্য উহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন। তদনন্তর তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া হত্যাকার্য আরম্ভ করিলেন এবং নিহত ব্যক্তিবর্গের অঙ্গুলিপর্বে মালা গাঁথিয়া উহা গলায় পরিধান করিতে লাগিলেন। তদবধি তিনি অঙ্গুলিমাল নামে পরিচিত হইলেন।

অঙ্গুলিমালের অত্যাচারে রাজ্যের লোক ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, ইহাতে কোশলরাজও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অঙ্গুলিমালের পিতামাতা পুত্রের কার্যকলাপে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু অঙ্গুলিমালের পিতা—'দস্যু, শাখা, নৃপতি ও রমণী বিশ্বাসযোগ্য নহে'—এই মহাজনবচন অনুযায়ী পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অগত্যা অঙ্গুলিমালের মাতা একাকীই পুত্রকে ফিরাইয়া আনিতে মনস্থ করিলেন।

এই সময়ে বুদ্ধদেব জেতবন-বিহারে বাস করিতেছিলেন। তিনি অঙ্গুলিমালকে দেখিয়াছিলেন এবং ভিক্ষু হইবার উপযুক্ত শক্তিও যে তাঁহার আছে তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অঙ্গুলিমালের মাতাকে পুত্রের নিকট অগ্রসর হইতে দেখিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত মনে করিয়া বিচলিত হইলেন; কারণ এই সময় অঙ্গুলিমাল ৯৯৯টী নরহত্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং সহস্রটী হত্যাকার্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ মাতাকে হত্যা করিবেন এইরূপ সম্ভাবনাই অধিক ছিল। এইরূপ চিন্তা করিয়া বুদ্ধদেব ভিক্ষুরূপে অগ্রসর হইলেন এবং অঙ্গুলিমালও তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু ৩ ক্রোশ অতিক্রম করিয়াও যখন অঙ্গুলিমাল তাঁহার নাগাল পাইলেন না, তখন নিজের দ্রুততম গতির অপেক্ষাও তাঁহার অধিকতর গতি দেখিয়া তাঁহাকে স্বয়ং বুদ্ধদেব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ও তাঁহাকে স্থির হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার অনুরোধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অঙ্গুলিমাল তাঁহার নিকটে আসিলে, তিনি তাঁহাকে সদুপদেশ দান করিলেন। অঙ্গুলিমালও আপনার কুকার্যের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়া দস্যুজীবন পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া তাঁহার অনুগত হইলেন।

দীক্ষাগ্রহণের পর ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল জেতবন-বিহারে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না। এদিকে নৃপতিও রাজ্যের মঙ্গলার্থ নিজ কর্তব্য বিবেচনায় তাঁহার অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। পথে জেতবন-বিহারে আসিয়া ঘটনাচক্রে ভিক্ষুরূপী অঙ্গুলিমালের সন্ধান মিলিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল ভিক্ষাপাত্রহস্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলে সকলে তাঁহার পূর্ব পরিচয় অবগত হওয়ায় ভয়ে তাঁহাকে ভিক্ষাদানে বিরত হইত। একবার তিনি গ্রামবাসিগণ-কর্তৃক মস্তকে আঘাতপ্রাপ্তও হইয়াছিলেন। বুদ্ধের নিকট সমস্ত ব্যাপার জানাইলে, তিনি তাঁহাকে ধৈর্যধারণ ও সহ্য করিতে উপদেশ দিলেন এবং উহা তাঁহারই পূর্ব দুষ্কৃতির ফল বলিয়া আশ্বাস দিলেন। অতঃপর অঙ্গুলিমাল অর্হৎ হন।

হুয়েন্‌-চোয়াঙের বিবরণীতে দেখা যায়, শ্রাবস্তীতে সুদত্তের গৃহের পার্শ্বে একটী স্তূপ ছিল। কথিত আছে, এই স্থানে অঙ্গুলিমাল্য (=অঙ্গুলিমাল) দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। হুয়েন্‌-চোয়াঙের মতে অঙ্গুলিমাল্য একটী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায় অঙ্গুলিমাল্য নামে খ্যাত ছিল। অঙ্গুলিমালাগণ শ্রাবস্তীর এক হত্যাপ্রবণ স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতি। ইহারা মানুষ অথবা পশুনির্বিশেষে জীবিত প্রাণী-মাত্রকেই বধ করিত। ইহারা নগর ও গ্রামে প্রবেশপূর্বক নরহত্যা করিয়া তাহাদের অঙ্গুলি-দ্বারা মালা গাঁথিয়া মাথায় পরিত। হুয়েন্‌-চোয়াঙও বুদ্ধদেবকর্তৃক এক অঙ্গুলিমাল্যকে মাতৃহত্যা

হইতে আপন অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নিবৃত্ত করিয়া দীক্ষাদানের কথা বলিয়াছেন।

মজ্ঝিমনিকায়ে (২. ৯৭-১০৪) অঙ্গুলিমালের একটী বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই নিকায়ে অঙ্গুলিমাল-কর্তৃক উচ্চারিত গাথাগুলি থেরগাথাতেও (৮৬৬-৮৯১ শ্লোক) পাওয়া যায়।

মহাবগ্‌গে (১. ৪২) উল্লিখিত আছে, দস্যু অঙ্গুলিমালকে দীক্ষাদান করায় গ্রামবাসিগণ বুদ্ধদেবের নিন্দা করিত; ইহা জানিয়া তথাগত নির্দেশ দেন যে, যে দস্যু তাহার কুকর্মের নিদর্শন ধারণ করিয়া থাকে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

[Spence Hardy : A Manual of Buddhism, 249-53 ; Beal : Buddhist Records of the Western World, i. p. lxiv ii. 3-4 ; SBE, xiii. 196]

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্গুল্য (পালি)—অঙ্গুলি। —গো-ব্রা° ১. ৩. ১৮। ~গ্র—[অঙ্গুলির অগ্র—৬-তৎ] অঙ্গুলির অগ্রভাগ, আঙুলের ডগা, মুষ্টি বা আগা। 'রাগো হাপানো তৃষ্ণাঙ্গুল্যগ্রেঙ্গাঃ'—মাধ্য° শ-ব্রা° ৮. ১. ৩. ৮ ; ৯। ~ন্তর—১ অঙ্গুলির অন্তরাল। 'প্রতিপ্রস্থাতাঽংশূন্‌বড়াঙ্গুল্যন্তরেষু দৌ দৌ কুরুতে।' —কা শ্রৌ° ৯. ৪. ৯। ২ অঙ্গুলির ব্যবধান। ৩ অঙ্গুল। ~স্থি—অঙ্গুলির হাড়, অঙ্গুলির পর্বাস্থি phalanges. ~কার—অঙ্গুলিসদৃশ আকারবিশিষ্ট। ~দি—['অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্‌'—পা° ৫. ৩. ১০৮ ; অঙ্গুল্যাদিভ্য ইবার্থে ঠক্‌ প্রত্যয়ো ভবতি—বৃত্তি ; ইবার্থে অঙ্গুল্যাদিগণ যথাস্থিত শব্দের উত্তর ঠক্‌ প্রত্যয় হয়। অঙ্গুলি (অঙ্গুলী), ভরুজ, বভ্রু, বল্গু, মণ্ডর, শষ্কুলী (শষ্কুল), হরি, কপি, মুনি, রুহ, খল, উদশ্বিৎ গোণী, উরস্‌, কুলিশ ও শিখা এই শব্দগুলি অঙ্গুল্যাদিগণের অন্তর্ভুক্ত।] পাণিনি-প্রোক্ত শব্দগণ-বি°।

অঙ্গুষ্ঠ১—[অঙ্গু+√স্থ+অ (ক)-ক, ষত্ব—পা° ৮. ৩. ৯৭। অবে° কা° অঙ্গুশ্‌ত্‌ য° অংগঠা, আংগঠা, হি° অংগুঠা ; গু° অংগুঠ] ১ বৃদ্ধাঙ্গুলি, বুড়ো আঙুল ‖ অম°॥—রা° ৩. ১১. ৮৪-৮৫। ২ অঙ্গুষ্ঠের প্রস্থ মান। মূর্তিতত্ত্বে সপ্ত, অষ্ট ও দশতালমূর্তির নির্মাণে 'অঙ্গুষ্ঠ' মান = ৩ই অঙ্গুল (শুক্র° ৪. ৪. ২০২), কিন্তু নবতালমূর্তির অঙ্গুষ্ঠ = ২ বা ২ই অঙ্গুল।—B. K. Sarkar : Sukraniti, 171. ৩ (বাং) অঙ্গুলি। ~নাথ—নাথপন্থীদিগের ৮৪ সিদ্ধের অন্যতম। ~পুরুষ—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ। ~প্রমাণ—যাহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠের ন্যায়। যেমন—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ তণ্ডু। ~মূল—বুড়ো আঙুলের গোড়া, বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ। 'অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে'—মনু° ২. ৫. ৮৯। ~না = অঙ্গুস্তানা thimble.

অঙ্গুষ্ঠ২—শৈবশাস্ত্রানুযায়ী মায়াতত্ত্বের আটটী ভুবনের অন্যতম। অঙ্গুষ্ঠমাত্র, ঈশান, একেক্ষণ, একপিঙ্গল, উদ্ভব, ভব, বামদেব, এবং মহাদ্যুতি—এই আটটী ভুবন বিদ্যাকলার মায়াতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। শৈবশাস্ত্রের মতে আত্মার সূক্ষ্ম ও ভুবন এই দ্বিবিধ শরীর রহিয়াছে ; ভুবন-শরীরগুলি (material regional bodies) আবার দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। দেহধারী আত্মা বা পশুর উপভোগের জন্যই ভুবনের সৃষ্টি।

[HI, ii. pt.-ii, 392-3]

অঙ্গুষ্ঠ৩—আকৃতির পরিমাপ-বি°। বৃদ্ধাঙ্গুলির মাপের আকৃতি। কাঠক-উপনিষদে (২. ১. ১২-১৩) এই পরিমাপের উল্লেখ আছে। যথা—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সত
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ
তৎ ॥ ১৩

অঙ্গুষ্ঠ-মুদ্রা—অঙ্গুষ্ঠের ছাপের সাহায্যে অপরাধিনির্ণয়-প্রথা বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত। সাধারণতঃ অপরাধী ব্যক্তির অঙ্গুলির ছাপ, আবশ্যকমত রক্ষিত হয়, পরে এই ব্যক্তি নূতন অপরাধ করিলে তাহার পূর্ব-ইতিহাস অঙ্গুলির ছাপ লইয়া নির্ণীত হয়। অঙ্গুষ্ঠের ছাপ স্বাক্ষর-রূপে বা শীলমোহররূপেও অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচ্যে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে রাজকীয় শীলমোহররূপে অঙ্গুষ্ঠমুদ্রার ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন। বর্তমানেও কড়ার ও রসিদ-পত্রাদিতে নিরক্ষর ব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠের ছাপ স্বাক্ষরস্বরূপ গণ্য হয়। বৈজ্ঞানিক ও অঙ্গুষ্ঠমুদ্রাবিশারদগণের মতে দুই ব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠের ছাপ কিছুতেই এক হয় না এবং শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত অঙ্গুলির ছাপ একরূপই থাকে। ১৮২৩ খ্রী° এক জন দেহতত্ত্ববিদ্‌ খ্যাতনামা অধ্যাপক অঙ্গুষ্ঠমুদ্রাসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন ; অতঃপর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক একযোগে ইহার পরীক্ষা আরম্ভ করেন। অবশেষে পরিচয়ের সুবিধার জন্য অঙ্গুষ্ঠমুদ্রাগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ; যথা—(১) তোরণাকৃতি বক্র (arches), (২) খুঁটে-ঘরা (loops), (৩) পত্রাবর্ত (whorles) ও (৪) বিমিশ্র (compositers)। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত অনেকগুলি উপশ্রেণীও প্রচলিত আছে।

ব্রিটিশ-আমলে স্যর উইলিয়ম হারশেল হুগলি কোর্টে অঙ্গুষ্ঠমুদ্রার ব্যবহার প্রবর্তন করেন। বাঙ্গলার পুলিশ-বিভাগের তদানীন্তন কর্তা স্যর ই. আর. হেনরি অপরাধি-নির্ণয়ে ইহা ব্যবহার করেন। ১৯০১ খ্রী° হইতে ইংলণ্ডে ইহা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে অপরাধীদের অঙ্গুষ্ঠমুদ্রা গৃহীত হয়। ইংলণ্ডের ১৮৯১ খ্রী° একটী আইন-অনুযায়ী অপরাধীদিগের অঙ্গের পরিমাপ ও অঙ্গুষ্ঠের ছাপ লইবার ব্যবস্থা হয়। বিচারাধীন কোন ব্যক্তির অঙ্গুলির ছাপ লইতে হইলে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে কোন বিচারপতির সুপারিশসহ দরখাস্ত করিয়া সেক্রেটারী অব্‌ স্টেটের অনুমতি লইতে হয়। এইরূপ বিচারাধীন ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণিত হইলে গৃহীত অঙ্গুষ্ঠমুদ্রা রক্ষিত হয় না—তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া অথবা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ

অঙ্গুষ্ঠিকা—তৃণ-বিশেষের নাম ‖ মনি° ‖

অঙ্গুষ্ঠ্য—বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ ॥ মনি° ॥ 'নাপিত উত্তরত উপতিষ্ঠতি নখানি নিকৃন্তাঙ্গুষ্ঠ্য প্রভৃতীনি দক্ষিণহস্তস্য প্রথমম্।'—কা-শ্রৌ° ৭. ২. ৬।

অঙ্গুষ—[অন্‌গ + উষ—ক] ১ নকুল। ২ শর, বাণ an arrow ॥ উণ° মনি° ॥

অঙ্গেষ্ঠা, স্ত্রী—(বৈদিক) অঙ্গে সংস্থিত। 'বনাসং সর্বং নাশয়াঙ্গেষ্ঠা যশ্চ পর্বসু'—অ° ৬. ১৪. ১।

অঙ্গৈজতি—(বৈ) জৃম্ভন, হাই a yawn.

অঙ্গো।—নেপাল নৃপতি। স্বয়ম্ভূ বেল-গোল-মন্দির-সংক্রান্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণের জন্য ইনি 'প্রজ্ঞাচক্রসিদ্ধান্তাচার্য' হন।—স্বয়ম্ভূপুরাণ (IA. ii. 131)।

অঙ্গোছা—(মৈ° হি°) গামছা-বি°।

অঙ্গোত্তম—[অঙ্গ মধ্যে উত্তম—৭-তৎ (অঃ)] অঙ্গসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মুখ।

অঙ্গোপাঙ্গ—[অঙ্গ ও উপাঙ্গ—দ্বন্দ্ব] অঙ্গ ও অঙ্গের অংশ। 'অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিত'—চৈ-চ° ১০।

অঙ্গোর—কাঠকয়লা, কয়লা।

অঙ্গোষী—[পুং°-অঙ্গোষিন্]—১ শব্দায়মান resonant. ২ প্রশংসার্হ praiseworthy. ৩ কোকিলের নাম। ৪ (বৈদিক) সোমপানে ঈষন্মত্ত।—সাম° পূ° ৬. ৪. ৩; উ° ৩. ১১. ১।

অঙ্গ্য—অঙ্গস্থ, দেহস্থ। 'যে অংস্যা যে অঙ্গ্যাঃ সূচীকা যে প্রকঙ্কতঃ'—ঋ° ১. ১৯১. ৭।

অঙ্গ্র মৈন্যু—জরথুস্ত্র-প্রবর্তিত পারসী-ধর্মের পাপের দেবতা অহ্রিমনের প্রাচীন নাম। গাথায় ইনি 'অঙ্গ্র মৈন্যু', অবেস্তায় 'অন্‌হ্রমৈন্যু', পহলবী সাহিত্যে 'অহ্রমন' এবং আধুনিক পারসীসাহিত্যে 'অহ্রিমন' নামে অভিহিত। মূলতঃ কি অর্থে ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে, তাহা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থদ্বারা ঠিক নির্ণয় করা যায় নাই। তবে 'বিরোধী আত্মা' বা ধর্মপথ-বিরোধিরূপে (অন্‌হ্র = প্রতিকূল; মৈন্যু = আত্মা) ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। প্রাচীন পারসী-শিলালেখে অঙ্গ্র মৈন্যুর কোন উল্লেখ নাই; তাহাতে পাপের দেবতা 'দ্রৌজ' (মিথ্যা) নামে অভিহিত।

জরথুস্ত্র-প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বকারণ সৎ এবং অসৎ এই দুই ভাগে বিভক্ত। যাহা সৎ বা পবিত্র তাহা অহুর মজ্‌দের ক্রিয়া। অহুর মজ্‌দই শ্রেষ্ঠ দেবতা। যাহা কিছু অসৎ, তাহা অঙ্গ্র মৈন্যুর ক্রিয়া। অঙ্গ্র মৈন্যু পুণ্যদেবতা স্পেন্ত-মৈন্যুর শত্রু; পুণ্য দেবতাকে প্রথমতঃ অহুর মজ্‌দের অংশ বা অধীনরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে পুণ্যের দেবতা ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষিত হইল না; সুতরাং অঙ্গ্র মৈন্যু ও অহুর মজ্‌দই পরস্পর শত্রুরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। অঙ্গ্র মৈন্যু অহুর মজ্‌দের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমসাময়িক হইলেও পরিণামে অঙ্গ্র মৈন্যু লোপ পাইবে।[১]

ঘনান্ধকার নরক হইতে অঙ্গ্র মৈন্যু বা অহ্রিমনের উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তরমণ্ডলে ইহার আবাসভূমি।[২] সে মূর্খ, প্রতারক, বিদ্বেষপোষক ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি—সৎকার্যের বিরোধিতাই তাহার স্বভাব।[৩] সে প্রথমতঃ পুণ্যের দেবতা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল।[৪] অজ্ঞতা ও অন্ধত্ববশতঃ সে পরিণাম দেখিতে পায় না, সুতরাং পরিণাম-সম্বন্ধে সতর্ক হইতে পারে না।[৫] অবেস্তা ও পহলবী-সাহিত্যে ওরমজ্‌দের পুণ্যপ্রভাব বা পুণ্যসৃষ্টি প্রতিকূল পাপ-সৃষ্টিদ্বারা নষ্ট করিতেছে, এইরূপ বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে পুণ্যের লেশমাত্র নাই; অনবরত সে পুণ্যের শত্রুতাচরণ করিতেছে।[৬]

অহ্রিমন মানুষের আত্মাকে ওরমজ্‌দের বিরোধী করিয়া তুলে। এই দেবতা অত্যন্ত প্রভাবশালী; এমন কি দেবদূতগণ ইহাকে দমন করিতে পারেন নাই—কেবলমাত্র জরথুস্ত্র ইহাকে একবার পরাজিত করিয়াছিলেন।[৭]

ইহাকে বৌদ্ধ পিটক-বর্ণিত মার এবং খ্রীষ্টধর্মের শয়তানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সমস্ত বিশৃঙ্খলা, পাপ, রোগ ও মৃত্যু ইহারই সৃষ্টি; জগতের যাহা কিছু অপূর্ণতা সমস্তই ইহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সে ইহার অধীন বহু দৈত্যকে নানাভাবে পুণ্যসৃষ্টি নষ্ট করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। এই সকল নিয়োজিত দৈত্যই অবেস্তা-সাহিত্যে দেবপদবাচ্য। ইহারা অন্ধতম নরকে বাস করে।[৮] মানুষের দ্বারাই পরিণামে অহ্রিমন ও তাহার অনুচরবৃন্দ পরাজিত হইবে। শেষবিচারের দিনে (resurrection) সে নিষ্ক্রিয় ও নিরুপায় হইয়া পুণ্যাত্মাদিগের নিকট প্রণত হইবে।[৯] পরিণামে তাহার চিরনির্বাণ হইবে; জরথুস্ত্র-ধর্মে চিরতরে পাপের লোপই সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য। শেষ বিচারে সে নরলোক হইতে বিতাড়িত হইবে এবং ভূগর্ভে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবে—সেই স্থানেই সে অবরুদ্ধ বা হত হইবে।[১০]

বিশ্বসৃষ্টির মূলে এইরূপ সৎ এবং অসৎ এই দুইটী শক্তির আরোপ করায় পারসীধর্ম দ্বৈতবাদমূলক বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। অঙ্গ্র মৈন্যু বা অহ্রিমন পাপের প্রতীকরূপেই গৃহীত হইয়াছে এবং পরিণামে তাহার বিলয় বা নির্বাণেই ইহা প্রমাণিত হয়। [অহুর মজ্‌দ, অহ্রিমন ও জরথুস্ত্র দ্র°]

---

১ Datistan-i-Denig. xxxvii. 21, 26; Bundahisn, i. 3.

২ Bundahisn, i. 9; Vendidad, xix. 1;

৩ Bundahisn Yasna, xxx. 3-6; xlv. 1-2, xlvi. 7; xxxi. 12.

৪ Bundahism, i. 9; Zat Sparam, i. 2; Dinkart, tr. Sanjana, 258-462.

৫ Vendidad, i. ff.; Yasht, xiii. 77; Yasna, ix. 8; Bundahism, i. 1-28;

৬ Yasht, x. 97; xiii. 13; xviii. 2; xix. 46, 96; Yasna, x. 15; Dinkart, vii. 4. 36-41.

৭ Yasht, xvii. 19. 20; Vendidad, xix.

৮ Yasna, xxx. 5; xxxi. 20; xxxii. 13; Vendidad, ii. 29; xx. 3; xxii. 2; Yasht, iii. 13-14; Bundahism, i. 10, 24, 27.

৯ Yasht, xix. 96; Datistan-i-Denig, xxxvii. 120-22.

১০ Dinkart, tr. Sanjana, 151, 445; Westerguard Fragments, iv. 3; Cama Memorial, vol., 128-29.

[Rustomji Peshotanji Sanjana : Zarathushtra and Zarathushtrianism in the Avesta, Bonn and Leipzig 1906; Tiele : Gesch. der Religion im Altertum, ii. 159-63, Gotha, 1898, and Geschiedenis van den Godsdienst in de Oudheid, ii. 264-71; Amsterdam 1901; Darmesteter : Ormazd et Ahriman, Paris 1887.]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

অঙ্গ্‌রিয়া—কোঙ্কনের একটি মরাঠা বংশ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত (১৬৯০—১৮৪০ খ্রী°) ইহাদের প্রভাব ও আধিপত্য দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর হইতে উত্তরে রত্নগিরি পর্যন্ত প্রদেশসমূহে ও সমুদ্রভাগে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুকাজী মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর নৌ-বিভাগের এক জন কর্মচারী ছিলেন এবং এই বিভাগে কর্ম করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গ্রোস্ (Grose) সাহেবের মতে তুকাজীর পূর্ণ নাম—তুকাজী সঙ্খপাল। তিনি জাতিতে নিগ্রো ও মুসলমানধর্মাবলম্বী ছিলেন। ওরমুজ- (Ormuz) উপসাগরের এক দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬৪৩ খ্রী° সমুদ্রে তাঁহার জাহাজ নষ্ট হইয়াছিল। ইনি সাহজীকে মুঘলের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং সাহজীর মন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই মন্ত্রিকন্যার গর্ভে ইঁহার পূরব নামে পুত্র জন্মে। এই পূরবের পুত্রই দুর্ধর্ষ কহ্নোজী অঙ্গ্‌রিয়া। গ্রোস্ সাহেবের এই বৃত্তান্তের মূলে কোন সত্য নাই; অন্য কোন ঐতিহাসিক এইরূপ কথা বলেন নাই। বিশেষতঃ মরাঠারা গোঁড়া হিন্দু ছিল, তাহারা যে একজন নিগ্রো মুসলমানকে অবাধে সমাজে স্থান দিয়াছিল, এরূপ মনে হয় না।

অঙ্গ্‌রিয়া নামের কারণ—রত্নগিরির হর্নৈর নিকটবর্তী অঙ্গারবাড়ি গ্রাম অঙ্গ্‌রিয়া-গণের আদি নিবাস। এই অঙ্গারবাড়ি গ্রাম হইতেই উক্ত বংশের উপাধি অঙ্গ্‌রিয়া হইয়াছে। এই বংশের তুকাজী শিবাজীর নৌবিভাগে প্রবেশ করেন। তুকাজীর পূর্ববর্তী কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৬৮৯ খ্রী° তুকাজীর মৃত্যু হয়। তুকাজীর বংশধরগণ সমুদ্রে অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে নৌ-সেনাবিভাগে তুকাজীর পুত্র কহ্নোজীর সাহস ও দক্ষতা জগতের যে কোন দেশীয় সেনাপতির সহিত তুলনীয়। দুর্ধর্ষ বীরত্ব ও অসমসাহসিকতা এবং সমুদ্র-উপকূলে বাণিজ্য জাহাজাদি লুণ্ঠনের জন্য অঙ্গ্‌রিয়াবংশের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

মরাঠা নৌ-বিভাগ—শিবাজী জলে ও স্থলে একাধিপত্য-বিস্তারের জন্য নৌ-বিভাগের সৃষ্টি করেন। সমুদ্রের উপকূলভাগে রৈরি, মলবান, সুবর্ণদুর্গ, বিজয়দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। কোলাবা তাঁহার প্রধান নৌ-কেন্দ্র ছিল। এই সকল স্থানে শিবাজী সমুদ্র-পোত নির্মাণ করান। শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার নৌ-বিভাগে ১৬০খানি সমুদ্র-পোত ছিল। অঙ্গ্‌রিয়াগণ শৈশব হইতেই এই নৌ-বিভাগের সংস্রবে লালিত পালিত; সুতরাং তাঁহাদের দুর্ধর্ষতা ও সাহসিকতা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে শিবাজীর সহিত কহ্নোজীর মত নৌ-সেনাপতির যোগ হইলে মরাঠা-ইতিবৃত্ত হয়তো অন্যরূপ ধারণ করিত।

কহ্নোজী (১৬৭০—১৭২৮) - কহ্নোজীও এই বিভাগে কার্য করিতেন। ১৬৮৯ খ্রী° তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিদোজী গুজর মরাঠা সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার দশ বৎসর পূর্বেই শিবাজীর মৃত্যু হইয়াছিল। মরাঠা-রাজধানী সাতারায় শিবাজীর সিংহাসনে রাজারামই বসিয়াছিলেন। শিবাজীর পুত্র সাহু তখন মুঘল-রাজধানীতে বন্দী প্রায় ছিলেন। ১৬৯০ খ্রী° কহ্নোজী সহকারী নৌ-সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি এই সময়ে মরাঠা-শত্রু সিদ্দিগণকে পরাজিত করেন। এই সময়ে সিদোজী গুজরের মৃত্যু হওয়ায় রাজারাম কহ্নোজীকে প্রধান নৌসেনাধ্যক্ষপদ দান করেন। কহ্নোজী ঘেরিয়া বা বিজয়দুর্গে প্রধান আড্ডা স্থাপন করেন। রাজারামের মৃত্যুর পর একদিকে তাঁহার শিশুপুত্রের হইয়া তৎপত্নী তারাবাঈ, অপর পক্ষে মুঘল-কবলমুক্ত শিবাজী-পুত্র সাহুর মধ্যে সাতারার সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তারাবাঈ কহ্নোজীকে মরাঠা-নৌ-বাহিনীর অধিকার দান করেন। এজন্য কহ্নোজী সাহুর বিরোধিতা আরম্ভ করেন। কহ্নোজীর নৌ-বাহিনী পণ্যজাহাজ এমনভাবে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন যে, মুঘল, মরাঠা, সিদ্দি, পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজ সকলেই তাঁহার অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৬৯৯ খ্রী° সিদ্দি, মুঘল ও পর্তুগীজগণ একযোগে কহ্নোজীকে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত হন এবং কহ্নোজী সাগরগড় ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের রাজ্যের অধিকার লাভ করেন। ১৭০৭—১৩ খ্রী° পর্যন্ত তিনি তারাবাঈএর হাত হইতে উপকূলভাগের অধিকার পাইয়া সাহুকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করেন। সাহু কহ্নোজীকে দমনের জন্য পেশোয়া বাহিরো পন্থ পিঙ্গলকে পাঠান। কহ্নোজী পেশোয়াকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লোহাগড়, রাজমাচি, কোট্টিলগড় প্রভৃতি স্থান দখল করেন এবং সাতারার দিকে অগ্রসর হন। সাহুর প্রধান মন্ত্রী পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ কহ্নোজীর দুর্ধর্ষতার বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করাই স্থির করেন। এই সন্ধি-অনুসারে বন্দী পেশোয়া মুক্ত হন এবং কহ্নোজী সাহুর পক্ষ হইয়া প্রধান নৌসেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার উপাধি হয়—উজারৎ মব ও সর্‌খেল। সন্ধির সর্তানুসারে কহ্নোজী খেনেরী, কোলাবা, সুবর্ণ-দুর্গ, বিজয়দুর্গ, জয়গড়, দেওদুর্গ, কুমিকদুর্গ, কুত্তিহগড়, উচিতগড়, যশোবন্তদুর্গ প্রভৃতি দশটী প্রধান দুর্গ ও ১৬টী সুরক্ষিত স্থান এবং তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির আধিপত্য লাভ করেন। এই সন্ধি-অনুসারে তিনি যে সকল স্থানে অধিকার পান, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী স্থান সিদ্দিদের অধীন ছিল। এজন্য সিদ্দিদের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়।

অঙ্গ্‌রিয়ার নৌ-বিভাগ—মলবর-উপকূলে সমুদ্রগামী দুই প্রকার স্বতন্ত্র ধরণের নৌকা দেখা যায়। কহ্নোজীর নৌ-বিভাগে এইরূপ বহু বৃহৎ নৌকা বা জাহাজ ছিল। এইগুলির কোনটীতে দুইটী, কোনটীতে তিনটী

করিয়া মাস্তুল ছিল। এই জাহাজগুলি ১৫০ হইতে ৩০০ টন পর্যন্ত ভারবহন করিতে পারিত। এই জাহাজগুলি অত্যন্ত চওড়া ছিল এবং ইহাদের গঠন এমনভাবে ছিল যে, কিছুতেই জল বাধাপ্রাপ্ত হইত না। এই জাহাজগুলির পাটাতন অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। জাহাজের অগ্রভাগস্থ ক্ষুদ্র পাটাতনে দুইটী করিয়া কামান বসান থাকিত; সেগুলি হইতে ৯ হইতে ১২ পাউণ্ড ওজনের গোলা ছোড়া যাইত। বড় জাহাজগুলি অধিকাংশ স্থলে পালের সাহায্যেই চলিত। ছোট জাহাজগুলিকে এক প্রকার নৌকা বলিলে চলে। ৪০।৫০খানি দাঁড় এগুলিতে থাকিত এবং ঘণ্টায় ৫ মাইল পর্য্যন্ত অনায়াসে যাইত। এগুলির এক একখানিতে ৩।৪ শত লোক থাকিত। সাধারণতঃ দূর হইতে অন্যের জাহাজ দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র প্রথমতঃ বড় জাহাজগুলি তীব্রগতিতে অগ্রসর হইয়া বিপক্ষ জাহাজের মাস্তুল লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিত; বিপক্ষ জাহাজ তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চৌথ বা করদানে সম্মত না হইলে ছোট নৌকাগুলিতে অজস্র মরাঠা সৈন্য যুক্ত তরবারিহস্তে জাহাজখানি ঘেরিয়া ফেলিত। জাহাজে উঠিয়া তাহারা নির্দ্দয়ভাবে লুটপাট করিত।

কহ্নোজীর স্বাধীনতা — কহ্নোজী অত্যল্পকাল মধ্যেই সাতারার আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং মরাঠা-মিত্রশক্তিগণের জাহাজ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ঘেরিয়া বা বিজয়দুর্গকে নিজ অধিকারের কেন্দ্র করিয়া আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। মরাঠার আধিপত্য লইয়া সাহু ও শম্ভুজীর বিরোধের জন্য প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে দমন করিবার শক্তি তখন পেশোয়ার ছিল না। নিজেদের পণ্যবাহী জাহাজ বার বার লুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ১৭১৭ খ্রী° বোম্বাইএর ইংরেজ-গভর্ণমেন্ট বিজয়দুর্গ আক্রমণ করেন; কিন্তু এই যুদ্ধে তাহারা পরাজিত এবং তাহাদের 'সাক্সেস' নামক জাহাজ বিনিষ্ট হয়। ১৭১৮-১৯ খ্রী° ইংরেজগণ পুনরায় খান্দেরি আক্রমণ করিয়া গোলাবৃষ্টি করে; তথাপি তাহারা কহ্নোজী-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসে। ১৭২০ খ্রী° কহ্নোজী পুনরায় ব্রিটিশ-পণ্যজাহাজ লুণ্ঠন করেন। তখন গোয়ার পর্ত্তুগীজগণ ও ইংরেজেরা একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার বহু জাহাজ বিনষ্ট করে, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসে। ১৭২২ খ্রী° ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজগণ মিলিতভাবে পুনরায় কোলাবা আক্রমণ করিয়াও পরাজিত হয়। ১৭২৪ খ্রী° কহ্নোজীকে জলপথে আক্রমণ করিয়া ওলন্দাজগণ পরাজিত হয়। ইংরেজেরা অঙ্গ্রিয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। অঙ্গ্রিয়াগণকে দমন করিবার জন্য তাহাদিগকে কখন মরাঠা, কখনও পর্ত্তুগীজ এবং কখনও বা ওলন্দাজগণের সহিত যোগ দিতে হইত। এই হেতু নৌবাহিনীরক্ষার্থ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বার্ষিক ৫০০০০ পাউণ্ড খরচ করিতে হইত। ১৭২৭ খ্রী° কহ্নোজী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূল্যবান্ পণ্যবাহী জাহাজ কাড়িয়া লন। কহ্নোজী বিজয়গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া বোম্বাইস্থিত ইংরেজ-সরকারকে নানারূপ চিঠিপত্রাদি লিখিতেন। ১৭২৮ খ্রী° তিনি ইংরেজের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হন। ১৭২৯ খ্রী° পুনরায় তিনি ইংরেজের পণ্য-জাহাজ লুণ্ঠন করেন। সম্ভবতঃ ১৭৩১ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হয়।

কহ্নোজীর অসমসাহসিকতা ও অদম্য বীরত্ব সত্যই জগতে বিরল। তিনি স্থূলকায় ও বলিষ্ঠ ছিলেন। সাধারণ দাক্ষিণাত্যবাসীর অপেক্ষা তাঁহার গায়ের রঙ অধিক কাল। তাঁহার মুখাবয়ব সুগঠিত ও চক্ষু প্রদীপ্ত ছিল। তাঁহার মুখে কঠোরতার চিহ্ন প্রস্ফুট দেখা যাইত। তাঁহার আদেশ তিনি কঠোরতার সহিত পালন করাইতেন; নিয়মলঙ্ঘনের অপরাধে তাঁহার শাস্তিদানও কঠোর ছিল। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী ও সৈনাদিগের সহিত উদার ব্যবহার করিতেন এবং সামরিক বিভাগ পরিচালনায় যতটুকু অকপট সরলতা প্রয়োজন, নিজ কর্ম্মচারী অথবা সৈন্যদিগের সহিত সেইরূপ অকপট ব্যবহার করিতেন। সন্ধিসর্ত্ত লঙ্ঘন করিতে তিনি মরাঠা-সুলভ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সখোজী—(১৭৩১—৩৪ খ্রী°) কহ্নোজীর সখোজী ও শম্ভুজী নামে দুই পুত্র ছিলেন। তুলাজী, যমজী, মনোজী ও যশোজী তাঁহার চারি জন জারজ পুত্র। কহ্নোজীর মৃত্যুর পর সখোজী অঙ্গ্রিয়া রাজা হন। তখন কহ্নোজীর পুত্রগণের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। সখোজী পেশোয়ার আনুগত্য স্বীকার না করিলেও পেশোয়া চিমনজী আপনাকে সিদ্দিদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। এই সময়ে মুঘল সেনাধ্যক্ষ গাজির্খা কোলাবা আক্রমণ করেন। সখোজী প্রত্যাগমন করিয়া গাজির্খাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। অঙ্গ্রিয়ার আক্রমণে মুসলমানগণের একটী প্রধান কেন্দ্র রাজকোট ধ্বংস হয়। সখোজী বোম্বাইএর ইংরেজ-সরকারের সহিত সন্ধিকামনা করিতেন। ১৭৩৩ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হয়।

শম্ভুজী—(১৭৩৪—৪৮) সখোজীর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা শম্ভুজী রাজভার গ্রহণ করেন। পিতার অবৈধ সন্তানগণের দ্বারা রাজ্যের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি সুবর্ণদুর্গকে রাজধানী করিয়া নিজে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং যশোজীকে স্থল-বিভাগের এবং মনোজীকে নৌবিভাগের কর্ত্তৃত্ব দান করেন। মনোজী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পর্ত্তুগীজগণের সহায়তায় কোলাবা দুর্গ অধিকার করিলেন। শম্ভুজী মনোজীকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, মনোজী পেশোয়ার সহায়তায় যশোজীকে বন্দী করিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করেন। চক্ষুহীন অবস্থায় যশোজী পলাইয়া গিয়া পেশোয়ার আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। শম্ভুজী ১৭৪৮ খ্রী° মারা যান।

মনোজী ১ম—(১৭৩৫-৫৯) মনোজী প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে কোলাবা দুর্গে অবস্থান করিয়া পণ্যজাহাজাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ১৭৩৯ খ্রী° বোম্বাইএর ইংরেজ বণিগ্‌গণ অঙ্গ্রিয়াগণের ভয়ে শহরের চারিদিকে পরিখা

দখল করে। ১৭২০ খ্রী° ও ১৭২৩ খ্রী° একবার কোম্প্‌টাবস্ত ও অন্যবার সিদ্দিগণের সাহায্যে আঙ্গ্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন। ১৭৩৬ খ্রী° শম্ভুজী বিজয়দুর্গ হইতে ইংরেজগণকে আক্রমণ করিয়া ডার্বি, রেস্টোরেশন প্রভৃতি কয়েকখানি জাহাজ কাড়িয়া লন। ১৭৩৮ খ্রী° পুনরায় মনোজীর সহিত শম্ভুজীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মনোজী ইংরেজের সহায়তায় শম্ভুজীকে একবার কতকটা পরাজিত করিয়াছিলেন। মনোজী পুনরায় সমুদ্রোপকূলে আক্রমণাদি আরম্ভ করেন। এলিফান্টা ও করঞ্জ দ্বীপ তাঁহার অধিকারে আসে। ১৭৩৯ খ্রী° পর্তুগীজেরা বেসিনে চিমনজী আপ্পাদ্বারা স্থলপথে অবরুদ্ধ হইলে মনোজী জলপথে পর্তুগীজগণকে অবরোধ করেন। ১৭৪০ খ্রী° মনোজী-কর্তৃক পর্তুগীজগণের বহু জাহাজ নষ্ট হয়। মনোজী বোম্বাইস্থিত ইংরেজ-সরকারকে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাঁহারা মনোজীকে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা কর দিয়া তাঁহার ছাড়পত্র লইয়া সমুদ্র-পথে অবাধে যাতায়াত করিতে পারে। ১৭৪০ খ্রী° শম্ভুজী তুলাজীর সহায়তায় মনোজীর অধিকারভুক্ত চেউল, আলিবাগ, কল ও সাগর-গড় দখল করেন। কিন্তু কোলাবা আক্রমণ করিয়া তিনি নিক্রান্ত হন। অতঃপর মনোজী ও শম্ভুজী পরস্পর আপোষ-মীমাংসায় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৭৪৭ খ্রী° মনোজীকে আক্রমণ করিয়া পেশোয়ার পরাজয় ঘটে। ১৭৪৮ খ্রী° শম্ভুজীর মৃত্যু হইলে তুলাজী রাজা হন। মনোজী ১৭৫৯ খ্রী° মারা যান।

তুলাজী (১৭৪৮—১৭৫৬)—তুলাজী বিদেশী বণিগ্‌গণের উপর বিশেষভাবে আক্রমণ আরম্ভ করেন। ইনি ১৭৪৯ খ্রী° একবার ইংরেজ-সরকারকে আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খ্রী° ওলন্দাজ-গণও তুলাজী-কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৫৫ খ্রী° ইংরেজ-সেনাপতি জেমস্ তুলাজীকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি স্বর্ণদুর্গসহ চারিখানি দুর্গ দখল করেন; কিন্তু ইহাতেও তুলাজীর প্রতাপ খর্ব হয় নাই। ১৭৫৫ খ্রী° শেষভাগে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন্ তুলাজীকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হন। ১৭৫৬ খ্রী° ১৩ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন মরাঠা-সেনাপতি রামজী পন্তের সহায়তায় ঘেরিয়া বা বিজয়দুর্গ অধিকার করিয়া তুলাজী ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করেন। তুলাজী আঙ্গ্রিয়াকে রায়গড়ের নিকটবর্তী এক দুর্গে বন্দী রাখা হয়। পরে তিনি সোলাপুরের এক দুর্গে স্থানান্তরিত হন। বন্দী অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ১৩।১৪ বৎসর পরে মুক্তিলাভ করিয়া বোম্বাইএর ইংরেজ-সরকারের অধীনে বাস করিতে থাকেন।

রঘুজী (১৭৫৯—১৭৯৩)—অপরদিকে মনোজীর মৃত্যুর পর ১৭৫৯ খ্রী° তাঁহার পুত্র রঘুজী রাজা হন। রঘুজী সাতারার আনুগত্য স্বীকার করিয়া কতকটা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। ইনি সিদ্দিদের উন্দেরি দ্বীপ দখল করিয়া পেশোয়াকে দান করেন এবং পেশোয়াকে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা কর দান করিতে সম্মত হন। ১৭৯৩ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হয়।

আঙ্গ্রিয়া-রাজ্যের অবসান—রঘুজীর মৃত্যুর পরই প্রকৃতপক্ষে আঙ্গ্রিয়ারাজ্যের অবসানের সূত্রপাত হয়। রঘুজীর মনোজী (২য়) ও কনোজী (২য়) নামে দুই শিশুপুত্র এবং জয়সিংহ নামে এক অবৈধ পুত্র ছিল। জয়সিংহ মনোজীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজেই প্রভুত্ব করিতে থাকেন। রঘুজীর পত্নী ভোঁসলাবংশীয়া আনন্দবাঈ ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি জয়সিংহের প্রাণনাশের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করেন। জয়সিংহ তাহা জানিতে পারিয়া ষড়্‌যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন। তিনি ভোঁসলাবংশীয় সকলকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। পেশোয়া আনন্দবাঈএর সাহায্যার্থ সৈন্যদল প্রেরণ করেন, কিন্তু উহারা জয়সিংহ-কর্তৃক পরাজিত হয়। আনন্দবাঈ অনন্যোপায় হইয়া কতিপয় সৈন্য সংগ্রহপূর্বক নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জয়সিংহকে পরাজিত করিয়া কোলাবা অধিকার করেন। জয়সিংহ পুণায় পলাইয়া রক্ষা পান। অপরদিকে জয়সিংহের পত্নী সকুবরবাঈ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নাগোৎনা দখল করেন। জয়সিংহ প্রত্যাবর্তনপূর্বক পত্নীর সহিত যোগ দিয়া হীরাকোট, সাগড়গড়, খাণ্ডেরি প্রভৃতি দখল করিলেন। পেশোয়া মনোজীকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে জয়সিংহ যশোজী আঙ্গ্রিয়ার পুত্র ও সিন্ধিয়ার অন্যতম সেনাধ্যক্ষ বাবুরাওএর সাহায্যপ্রার্থী হন। বাবুরাও পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার সহায়তায় আঙ্গ্রিয়া-রাজ্য অধিকার করিয়া মনোজী, কনোজী ও জয়সিংহকে বন্দী করিয়া নিজেই সিংহাসনে বসেন। জয়সিংহের পত্নী পুনরায় খাণ্ডেরি দখল করিয়া বসেন; তাঁহাকে কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া প্রস্তাব করা হয় যে, তিনি খাণ্ডেরি প্রত্যর্পণ করিলে তাঁহার স্বামীকে মুক্ত করা হইবে। সকুবরবাঈ খাণ্ডেরি ত্যাগ করলেন; কিন্তু বাবুরাও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক জয়সিংহকে বধ করেন। অতঃপর বাবুরাও ইংরেজ ও পেশোয়ার সহায়তায় জয়সিংহের পুত্রকে দমন করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রী° বাবুরাওএর মৃত্যু হয়। মনোজী তখন নিজকে আঙ্গ্রিয়া-বংশের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। ইনি পেশোয়া ও ইংরেজ-সরকারের আশ্রয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া ১৮১৭ খ্রী° মারা যান। তাঁহার শিশুপুত্র রঘুজীকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রী পরশুরাম বিজলকর রাজ্য পরিচালনা করেন। রঘুজী আঙ্গ্রিয়াবংশে 'অন্যায়ক' (মঙ্গলগ্রহ) নামে খ্যাত। ১৮৩৮ খ্রী° রঘুজীর মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার পুত্র শিশু কনোজীকে ইংরেজ-সরকার আঙ্গ্রিয়া-রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। এই শিশু কয়েকমাসমাত্র জীবিত থাকিয়া ১৮৪০ খ্রী° ৮ই এপ্রিল মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতঃপর রঘুজীর তিনি পত্নীকে উপযুক্ত বৃত্তিদান করিয়া কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় আঙ্গ্রিয়ারাজ্য ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হয়।

আঙ্গ্রিয়াগণের শাসন-প্রণালী—আঙ্গ্রিয়া-রাজ্য অন্যান্য মরাঠারাজ্যের ন্যায়ই শাসিত হইত। সাধারণতঃ রাজা বা প্রধান

মন্ত্রী রবিবার দিন অপরাহ্ণে প্রকাশ্যে জনসভায় বিচারাদি করিতেন। অন্যান্য বিচার বা বিরোধের নিষ্পত্তি 'ন্যায়াধীশ' বিচারপতি করিতেন। দেশের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহারা স্থানীয় মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। বিচারের কোন পুনর্বিচার ছিল না। সাধারণতঃ অপরাধীর অর্থদণ্ডই হইত। অনেক সময়ে অর্থদণ্ডের বিনিময়ে অনেকে কারাযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইত। সাধারণতঃ অনির্দিষ্ট কালের জন্যই অপরাধীকে বন্দী রাখা হইত।

অঙ্গ্রিয়া-রাজ্যে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিগকে শাস্তিস্বরূপ রাজ-পরিবারে দাসীবৃত্তি করিতে হইত। ইহাদের গর্ভে যে সকল সন্তান হইত তাহারাই দাসবৃত্তি করিত। কোন কোন স্থলে ভ্রষ্টা নারীরা অর্থদণ্ড দিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিত।

সাধারণ কৃষকশ্রেণীর বা শ্রমিকশ্রেণীর প্রজাদিগকে জোর করিয়াও কাজে লাগাইবার বিধান ছিল।

[James Douglas : Bombay and Western India, 111-36 ; Law : Indian Navy, 1877 ; The Cambridge Modern History, v. 531. M. G. Ranade : Rise of the Maratha power (Bombay 1900) ; J. Grant Duff : History of the Mahrattas ; BG, i. pt.-ii. 79, 87-88, 89-95, 96 ; xi. 145, 146-49, 150-51, 152-54, 155-56, 157-58, 159 and note 2, 171-72, 175 note 4, 177 and note 2, 179 note 1. 190-96, 215, 217, also 145-58 ; x. 195, 216, 318, 338, 380, 383 note 1, 440 ; xiii, 474, 488, 489, 496, 502 ; xviii. pt.-ii, 242 ; xxvi, pt.-i, 150-52, 158 59, 171-174, 197, 231, 225-27, 232, 204-5, 304, 305 ; pt.-ii, 221]

শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী

√অংহ্—[ভ্বা°. আ—অংহতে, আনংহে, অংহিতুম্ ; সেট্] ১ গতি। ২ নিন্দা, ভর্ৎসনা। ৩ আরম্ভ।

অংহ—[সং°-অংহস্ ; অঘ° অঘ] পাপ। 'দুর্গানাম অংহ নাশে'—মঙ্গলচণ্ডীপা° ২৭ ॥ হরি° মনি° ॥

অংহঃ—[সং°-অংহস্ ; √অংহ্ (গমন করা) + অস্ (অসুন্)—ণ ; যাহাদ্বারা নরকে যায়] ক্লী°, অংহ, পাপ। 'ধূমব্যাজেনদগ্ধনাম্নেসি ময়া মঘেন নাম স্থিতম্'—বেণীস° ১. ১২ ॥ বো-সো° শব্দ° উণা° ॥

অংহনদ—বোম্বাই-এর রেওয়া-কান্থ এজেন্সীর অন্তর্গত একটী অতি ক্ষুদ্র করদরাজ্য। গ্রাম-সংখ্যা এক। ইহা পাণ্ডু মেহ্বাস সর্বদক্ষিণ গ্রাম। বড়োদার ১৫ মাইল দূরে মাহী নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। মাহী নদীর দ্বারা ইহা গায়কোয়াড় রাজ্য হইতে বিভক্ত। পরিধি—৭½ মাইল। অংহদরাজ কোলীজাতীয় ; তিনি গায়কোয়াড় সরকারকে কর দেন। ভূস্বামী ছয়জন—তিন জন কোতোয়াল ও তিন জন পগি নামে পরিচিত।

অংহদরাজ্যের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই কোলীজাতীয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭-৯ খ্রী°) তাহারা এরূপ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল যে, বিদ্রোহে লিপ্ত এই সন্দেহ করিয়া তাহাদের পল্লীটী স্থানান্তরিত করা হয়। তৎপূর্বে (১৮৫৮ খ্রী°র পূর্বে) উহা মাহী নদীর মোহানার নিকট ছিল এবং উহার অধিবাসী পরিবারের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬টী। এখানকার জমি খুব উর্বর এবং এখানে চাষবাসের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণ, সোহানা, রবারি, হজাম, চেন, মুচি, চমার, ভঙ্গীয়া, সুথার (সূত্রধর), লোহার, গোসাই ও রাবলিয়া জাতির বাস কিছু কিছু দেখা যায় ; এই সকল জাতিরই নিজ নিজ 'ঠাকুর' (মোড়ল) আছে ; ইহারা নিজ নিজ জাতির প্রজাবর্গের উপর দৃষ্টি রাখে এবং 'জমাবন্দী' ও 'ঘাসদান' করের ব্যবস্থা করে। রেওয়া-কান্থের 'পলিটিক্যাল এজেন্ট' শান্তিরক্ষা ও বিচারাদি করেন। ১৮২০ খ্রী° অংহদকে রেওয়া-কান্থের অন্তর্ভুক্ত করার কথা হয়, কিন্তু বৃটিশ-গভর্নমেন্টের অনুমতি না পাওয়ায় তাহা হইতে পারে নাই।

[BG, vi. 150 ; viii. 360-1 ; IG, v. 374 ; xxi. 291]

অংহোহারি—[অংহ + √হৃ + ইন্—পৃষোদরাদি° ; অংহের (পাপের) অরি—৬-তৎ] ১ সোমের নামবি°।—ভা-ব° ৪. ২৭। ২ বেণীবি°। ৩ দীপ্তিবিশিষ্ট।—ভা-ব° ৫. ৩২.

অংহ্রি—[√অংহ্ (গমন করা) + ইন্ ; যদ্দ্বারা গমন করা যায়] চরণ, পদ, পা ॥ বিশ্ব° শব্দ° ॥

অঙ্ঘ্রিবল্লী—স্ত্রী°, রোগবি° [অঙ্ঘ্রিবল্লী দ্র°]।

অঙ্ঘ্রি—[√অংহ্ + ক্রি (ক্রিন্)—ণ, উণা° ৪. ৬৬ ; স°-অংঘ্রি ; যাহাদ্বারা গমন করা যায়] ১ চরণ, পদ।—রাজনি° বর্গ ১৮ 'অঙ্ঘ্রি পা দিজো মা তাব ক্রমিষম্'—বা-স° ২. ৮ ; কা-স° ১. ১২ ; ৩১. ১১ ; শ ব্রা° ১. ... ৫. ২। 'অধারি পদ্মেষু তদঙ্ঘ্রিণা ঘৃণা'—নৈষধ° ১. ২০। 'পীঠন্যাঙ্ঘ্রি দেষ্'—রামপূ-তাপনী° ৮৭ ; ২ (সাদৃশ্যে) বৃক্ষমূল, দ্রুমমূল, শিকড়।—রাজনি° ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° অম° ॥ ৩ [অভ্র্ + রি—অধি] শ্লোকের চরণ, ছন্দের চতুর্থাংশ। ~কমল, -পঙ্কজ, -পদ্ম—[অঙ্ঘ্রি কমল = পঙ্কজ বা পদ্মতুল্য—উপমিতসমাস] ক্লী°, চরণকমলতুল্য, চরণকমল, পাদপদ্ম। ~গ্রন্থিক—ক্লী°, পিপ্পলীমূল। ~জা—[অঙ্ঘ্রি + √জন্ + অ (ড)—ক + স্ত্রী আ (টাপ্) ; পাদ হইতে জাতা] স্ত্রী°, বিষ্ণুপদজাতা গঙ্গা। 'গঙ্গাজল বিষ্ণুপদ করেন ক্ষালন। অঙ্ঘ্রিজা বলিয়া নাম এই সে কারণ ॥—কৃত্তি-রা° ১৮। ~জিহ্বিক—দমনক বৃক্ষ। ~নাম—[সং°-নামন্] ক্লী°, বৃক্ষমূল ॥ অঙ্ঘ্রি° শব্দ° ॥ ~নামক (নামন্) —১ দমনকবৃক্ষ। ২ বৃক্ষমূল।—রাজনি° বর্গ ২ ॥ অম° ॥ ~প—[অঙ্ঘ্রি + √পা + অ (ক)-ক ; যে অঙ্ঘ্রি (মূল) দ্বারা পান করে] পাদপ, বৃক্ষ।—রাজনি° বর্গ ২ ; 'বৃক্ষোঽঙ্ঘ্রিপঃ ক্ষিতিরুহঃ শিখরি চ শাখী'—হলা° ২. ২২ ॥ অঙ্ঘ্রি° শব্দ° ॥ ~পর্ণিকা,-

পর্ণী,-বল্লা,-বল্লিকা,-বল্লী—[অঙ্ঘ্রির ন্যায় পর্ণ যাহার—বহু°] স্ত্রী°, চিত্রপর্ণী বৃক্ষ, পৃশ্নিপর্ণী বৃক্ষ, চাকুলিয়া গাছ hedysarum Lagopodiodes. ~পান—বিণ, শিশুর ন্যায় চরণ বা চরণাঙ্গুষ্ঠ পানকারী। ~পিঞ্জর—[কর্মধা° অ.প°] চরণরূপ পিঞ্জর। 'হরাঙ্ঘ্রি-পিঞ্জরেতে, মনোঙ্গিহঙ্গাও নিত্য, শুক পাত্র বক্ষোক আনন্দে'।—মঙ্গলচণ্ডীপা° ৪। ॥ অন°; ~ম—তালুযোগ-বি°। [অক্রুর দ্র°] ~সন্ধি, -স্কন্ধ—চরণগুল্ফ, পায়ের গোড়ালি ancle.

অচ্‌ ১—ক [ভ্বা°-উ° অচতি অচতে, আচীৎ আচিষ্ট, অচ্যাৎ অচিষীষ্ট, অচিত্বা অক্তা, অক্ত°] ১ স্তিমিতোক্তি করা, অব্যাকুলতা করা। ২ গমন করা। ॥ ভ্বা°—প° অঞ্চতি, আনঞ্চ, অঞ্চিষ্যতি, অক্ষ্যাৎ, আঞ্চীৎ, অঞ্চিত্বা, অঞ্চিত] ১ গমন করা। ২ অব্যাক্ষেপ করা। ৩ পূজা করা।

অচ্‌ ২—ব্যাকরণে ইহা প্রত্যাহার ও প্রত্যয়, এই দুই রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ও, ঐ, ঔ এই কয়টী বর্ণ অচ্‌ প্রত্যাহারের অন্তর্গত ; সুতরাং অণ্, অক্, অচ্‌, ইক্ প্রভৃতি প্রত্যাহারও ইহার অন্তর্ভুক্ত। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ; উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে অ, ই, উ ও ঋ ইহারা প্রত্যেকে অষ্টাদশ প্রকার, যথা, হ্রস্ব অ, দীর্ঘ অ (আ) এবং প্লুত অ (অ৩); ইহারা প্রত্যেকে আবার উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত ভেদে তিন প্রকার [হ্রস্ব উদাত্ত, হ্রস্ব অনুদাত্ত, হ্রস্ব স্বরিত ; এইরূপ দীর্ঘ উদাত্ত, দীর্ঘ অনুদাত্ত, দীর্ঘ স্বরিত ; প্লুত উদাত্ত, প্লুত অনুদাত্ত, প্লুত স্বরিত]; সুতরাং সর্বসমেত (৩ × ৩) নয় প্রকার ; ইহারা আবার প্রত্যেকে অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে দুই প্রকার ; অতএব এই বর্ণগুলির প্রত্যেকে অষ্টাদশ প্রকার। ৯ কারের দীর্ঘ নাই বলিয়া উহা দ্বাদশ প্রকার। ঋকার ও ৯কার বার্তিক-বচনানুসারে পরস্পর সবর্ণ, সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকে (১৮ + ১২) ত্রিংশৎ প্রকার। এ, ও, ঐ, ঔ ইহাদের হ্রস্ব নাই বলিয়া ইহাদের প্রত্যেকে দ্বাদশ প্রকার। অতএব দেখা যাইতেছে যে 'অচ্‌' বলিতে সমুদয় স্বরবর্ণেরই গ্রহণ হইয়াছে। এইজন্যই কথিত হইয়াছে—'অচঃ স্বরাঃ'। কিন্তু দেখা যায় যে, পাণিনি তদীয় শিক্ষাগ্রন্থে স্বরের সংখ্যা একবিংশতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ('স্বরা বিংশতিরেকশ্চ')। এই গণনায় উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ৯ কারের শুধু হ্রস্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। 'ইকো যণচি' (৬. ১. ৭৭), 'অচশ্চ' (১. ২. ২৮) প্রভৃতি ইহার প্রয়োগের স্থল। যখন অচ্‌ প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ' (৩. ১. ১৩৪), 'এরচ্‌' (৩.৩.৫৬) প্রভৃতি উহার প্রয়োগ স্থল। প্রাচীন বৈয়াকরণগণের মতে সমগ্র স্বরবর্ণ অচ্‌ নামে প্রসিদ্ধ। হরিনামামৃত ব্যাকরণে দীর্ঘ ৯-কার ধরিয়া স্বরবর্ণের সংখ্যা ১৪ করা হইয়াছে এবং এই চতুর্দশ স্বরবর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য না লইয়া স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয় বলিয়া হরিনামামৃত ব্যাকরণে ইহাদিগের সর্বেশ্বর সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাকরণের দ্বিতীয় সূত্র এইরূপ—'তত্রাদৌ চতুর্দশ সর্বেশ্বরাঃ' (বৃত্তি—'তস্মিন্ বর্ণক্রমে আদৌ চতুর্দশবর্ণাঃ সর্বেশ্বরনামানো ভবন্তি')।

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ

অ-চ'উ—তিব্বতীয় জাতির বিশ্বাস-অনুযায়ী অষ্টনরকের অন্যতম ; দুঃসহ যন্ত্রণার ধ্বনিতে পূর্ণ বলিয়া এই নরকের নাম অ-চ'উ (স°—অট্ট) ; [তিব্বত দ্র°]—ERE, xi. 854.

অচ্ছল—কাশ্মীরের অচিগান পল্লীর নিকটবর্তী একটী প্রকাণ্ড উৎস।—রাজত° ১ ৩৩৮ পাদটীকা ; ২. ৪১২, ৪৬৮।

অচ—নৃপতি-বি° [অচুপি দ্র°]।

অচকজৈ—আফগান যাযাবর জাতি। ইহারা বেলুচিস্থানের কোয়েটা-পিশীন জেলার অন্তর্গত চমন মহকুমায় এবং তোব-কাকর গিরিশ্রেণীর কন্দ নামক শিখরের পশ্চিমভাগের কিয়দংশ তোব শিখরে বাস করে। ইহাদের স্থায়ী পল্লী দেখিতে পাওয়া যায় না, অবশ্য চমন মহকুমা ইহাঁরা প্রায় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছে। ১৮৮০ খ্রী° ইহাদিগের সহিত কয়েক বার ইংরেজদের যুদ্ধ হইয়াছিল।—IG. x. 128 ; xxi. 14 ; xxiii. 405.

অচকিত—[নঞ্‌-তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ অচমকিত, অত্রাসিত, অবিস্মিত, অবিচলিত, অনাতঙ্কিত, স্থির। ২ অভীত।

অচক্র—[বৈদিক। অ = ন (নাই) চক্র যাহার—নঞ্‌-বহু ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ চক্রবিহীন, চাকাশূন্য। 'অচক্রেভিস্তং মরুতো নি যাত'—ঋ° ৫. ৪২. ১০ ; 'যং কুমার নবং রথমচক্রং মনসাকৃণোঃ'—ঋ° ১০. ১৩৫. ৩ ; 'ন তন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ'—রা° ২. ৩৯. ২৯। ২ অচল।

অচক্রী—বিণ, যাহার কপটতা বা চক্রান্ত নাই, সরল, খলতাশূন্য।

অচক্ষু, অচক্ষুঃ—[সং°-অচক্ষুস্] বিণ, ১ যাহার চক্ষু নাই, চক্ষুবিহীন, নেত্রহীন; অন্ধ। 'পশ্যত্যচক্ষুঃ'—শ্বেত° ৩. ১৯। পশ্যাম্যচক্ষুঃ—কৈবল্য° ২১ ; ২ [ন (কুৎসিত) চক্ষু যাহার—বহু°] কুৎসিত চক্ষু, মন্দ নেত্র। ৩ ক্লী° কুৎসিত নয়ন, অপ্রশস্ত নেত্র। ~বিষয়—[নঞ্‌-তৎ] ১ চক্ষুবিষয়ের অভাব, অপ্রত্যক্ষতা। ২ [নঞ্‌-বহু° ; স্ত্রী— -া] যাহাতে চক্ষুর্বিষয় নাই, প্রত্যক্ষ অগোচর। 'অচক্ষুর্বিষয়শ্চন্দ্রঃ কাং প্রীতিং জনয়িষ্যতি'—রা° ৬. ১০১-১০ ; 'অচক্ষুর্বিষয়ং প্রাযাদাপার্কঃ ক্ষণদামুখে'—রা° ২. ৫০. ৭ ; 'অচক্ষুর্বিষয়ং দুর্গং ন প্রপদ্যতে'—মনু° ৪. ৭৭।

অচক্ষুষ্ক—বিণ, যাহার চক্ষু নাই, অন্ধ। 'অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রম্'—বৃহ° ৩. ৮. ৮।

অ-চ'ঙ (চৈমঙ্‌থ)—চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের একটী জাতি। বর্তমানে তত্রত্য অন্যান্য জাতির সংমিশ্রণের ফলে ইহাদের আদি নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। আকৃতি ও প্রকৃতি বিচার করিয়া এই জাতির অধিকাংশের মধ্যেই তিব্বত-ব্রহ্ম-পরিবারের 'সিংফো' জাতির লক্ষণ দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই-সম্বন্ধে একমত নহেন ; কেহ কেহ ইহাদিগকে চীনদেশীয় 'তৈ'-শ্রেণীর শাখা বলিয়া অনুমান করেন।

এই জাতির প্রধান আবাস হোহ্‌সা ও লাহ্‌সা প্রদেশে। এই উভয় প্রদেশের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফুট। অবস্থান—অক্ষা° ২৪° ২১'; দ্রাঘি° ৯৭° ৫৮'। এই প্রদেশগুলি অর্ধস্বাধীন সামন্ত বা সর্দারগণদ্বারা শাসিত হয়; ইহারা চীনের অধীনতা স্বীকার করে। অ-চ'ঙ জাতি সমতল ভূমিতেই বাস করে; উচ্চ পর্বত শ্রেণীদ্বারা অ-চ'ঙ ভূমি উত্তর দিকে চীনের শান প্রদেশ এবং দক্ষিণ দিকে মোঙ ওয়ান প্রদেশ হইতে বিভক্ত। পর্বতের নিম্নে বিস্তীর্ণ সমভূমিগুলি অ-চ'ঙেরা চাষ-আবাদ করিয়া শস্য উৎপাদন করে। জমিগুলি অত্যন্ত অনুর্বর; এজন্য উৎপাদিত শস্যে ইহাদের সংস্থান হয় না। সুতরাং প্রতি বৎসরই অ-চ'ঙেরা দলে দলে নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে অন্নের সংস্থানে বাহির হয়। উত্তর-বর্মা ও শানপ্রদেশে এই সকল অ-চ'ঙ কর্মকার ও সূত্রধরের ব্যবসা করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে। হোহ্‌সা ও লাহ্‌সা প্রদেশের অধিত্যকাভূমির জলবায়ু শানজাতি ও চীনের সীমান্তের অন্যান্য জাতির স্বাস্থ্যের অনুকূল; সুতরাং এই সকল জাতি হোহ্‌সা ও লাহ্‌সায় বসবাস করে। অন্যান্য প্রবল জাতির সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অ-চ'ঙেরা আপনাদের 'শান' বলিয়া পরিচয় দেয়। সন্নিহিত যুন্‌নান-জাতি ইহাদিগকে অ-চ'অঙ বা ন্‌গচ'অঙ নামে, শান জাতি তৈ-মোঙ্‌ হ্‌স বা তৈ হ্‌স মোঙ হ্‌স নামে, বর্মাবাসিগণ মৈঙ্‌থ নামে অভিহিত করে।

চীনদেশীয় অথবা বর্মার শানজাতির সহিত ইহাদের চেহারার বিশেষ পার্থক্য আছে। অ-চ'ঙ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই আকৃতি খর্ব; দেহ দৃঢ়গঠিত। দুই চক্ষুর মধ্যে অধিকতর ব্যবধান আছে। শান জাতি হইতে ইহাদের বর্ণ অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল অধিকতর ক্ষুদ্র ও চ্যাপ্টা, গণ্ডাস্থি বিশেষ উঁচু।

অ-চ'ঙ পুরুষের পোষাক প্রায় চীনদেশীয় শান পুরুষের তুল্য। অ-চ'ঙ কৃষক সাধারণতঃ নিতম্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ঢিলা আঙ্‌রাখা পরিধান করে; উহার ডানদিকে বোতাম থাকে। বোতামগুলি সাধারণতঃ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুনির্মিত। ইহারা মাথায় নীল কার্পাস-বস্ত্রের পাগড়ি পরে। বর্ষা অথবা গ্রীষ্মকালে পাগড়ির উপরে ইহারা বড় একটী টুপি পরে; এই টুপি খড়দ্বারা নির্মিত ও জলরোধক রেশমি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ইহারা হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত বিস্তৃত অত্যন্ত ঢিলা পায়জামা পরে, পায়জামার নিম্নদিকে ইহারা কাপড়ের পটি বাঁধে। ইহাদের জুতার উপরিভাগে কাপড়ের উপর কারুকার্যখচিত থাকে।

অ-চ'ঙ নারী শান-ধরণের কুর্তা এবং পুরুষের ন্যায় ঢিলা পায়জামা পরে, কিন্তু পায়জামার নিম্নভাগ খোলা থাকে। কুর্তার পশ্চাদ্ভাগের অংশ হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। সম্মুখভাগে ইহারা চীনদেশীয়দের মত সম্মুখদিক্ আবরক বস্ত্র ব্যবহার করে; উহার প্রান্ত অঞ্চলের কাজ করে। স্কন্ধদেশে ইহারা ব্রোচের ন্যায় রৌপ্যের পাত পরে। এতদ্ভিন্ন কারুকার্য-খচিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্কন্ধাভরণও ইহারা পরিয়া থাকে; সারি সারি রৌপ্যনির্মিত বোতাম-দ্বারা এইগুলি আবদ্ধ থাকে। ইহারা সম্মুখ-দিকের আচ্ছাদনবস্ত্রের উপর যে কোমরবন্ধ পরিধান করে, তাহা পশ্চাদ্ভাগে উত্তম কারুকার্য-খচিত। ইহাদের পরিচ্ছদের ইহাই বিশেষত্ব। এই কোমরবন্ধ ছয় ইঞ্চি বিস্তৃত। অ-চ'ঙ নারী কদাচিৎ জুতা পরে। ইহাদের মাথার চুলগুলি বিপর্যস্তভাবে ঠিক মধ্যস্থলে আনা হয়। মধ্যস্থলে প্রায় ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটী বস্ত্র-নির্মিত ফালি বসান থাকে এবং ফালির ভিতরে একটী আঙটা ২৫।৩০টী রূপার পিনদ্বারা আঁটা থাকে। চুলগুলি উহার মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া ফালিটী সম্পূর্ণভাবে লুকান হয়। পিনগুলির মাথায় লতাপাতার কারুকার্য থাকে; সুতরাং ফালির চারিদিকে মণ্ডলাকারে ইহা মস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। উহার বাহিরের দিকে নীল পাগড়ি পরিয়া তাহার নিম্নদিকে রূপার অঙ্গুরী ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন চারিটী লম্বা ও বড় পিনও সময় সময় মাথায় পরা হয়। অ-চ'ঙ নারী কর্ণাভরণ, অঙ্গুরী, কণ্ঠবলয়, হস্তবলয় প্রভৃতিও পরিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা রৌপ্যনির্মিত নানাপ্রকার গহনাও পরে। অ-চ'ঙেরা রৌপ্যকার্যে বিশেষ দক্ষ; ইহারা প্রকৃতপক্ষে উত্তম রৌপ্যকার।

অ-চ'ঙেরা শান্তশিষ্ট জাতি। ইহারা বিশ্বাসী। অ-চ'ঙ পুরোহিত অত্যন্ত গোঁড়া; অধিকাংশ স্থলেই ইহারা অন্যান্য পর্বতীয় উপধর্ম-গুলির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অ-চ'ঙেরা ইট অথবা পাথর দিয়া ঘর তৈয়ারী করে। প্রত্যেক গ্রাম চারিদিকে নীচু মাটীর প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত; বাঁশ, কাঁটাগাছ প্রভৃতির বেড়াদ্বারাও গ্রাম বেষ্টিত থাকে। সর্দারগণের বাসভূমি চীনদেশীয় সাধারণ 'য়ামেন'এর অনুকরণে নির্মিত চীন-পদ্ধতিতে ইহাদের প্রাচীরে ড্রাগনের মূর্তি অঙ্কিত হয়।

অ-চ'ঙ জাতির নির্দিষ্ট কোন ভাষা নাই। ইহারা সকলেই শান ভাষায় কথা বলে এবং অনেকেই চীনা ভাষা ভালরূপে জানে। এজন্য তিব্বত-বর্মা জাতির সহিত ইহাদের নৈকট্য ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে।

[JASB, ix. (1913), 137-47 ; J. Anderson : A Report on the Expedition to Yunnan via Bhamo, Cal. 1871]

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

অচপল—[নঞ্‌-বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, অচপল, ধীর, স্থির, শান্ত।

অচট—[দেশজ = আচোট = অচোট ; যে জমিতে চোট লাগে নাই অর্থাৎ যে জমি লাঙ্গল দিয়া চষা হয় নাই] বিণ, অকৃষ্ট, অচষা, পতিত।

অচণাচার্য—গ্রন্থকার-বি°। রচিত গ্রন্থ—(১) 'কৃষ্ণরাজসার্বভৌমত্রিশতী'—Cat. Cat., Mysore 7 ; (২) 'কৃষ্ণরাজাষ্টোত্তরশতী'—Cat. Cat., Mysore 7, 8.

অচণ্ড—[স্ত্রী— -া,-ী] বিণ, ধীর, শান্ত, নম্র, মৃদু, অকোপন।

অচণ্ডী—স্ত্রী° ১ মৃদু শান্তস্বভাবা রমণী, অকোপনা স্ত্রী। ২ শান্ত গাভী, যে গাভী নিকটে গেলে বা গায়ে হাত দিলে গুঁতোয় না, গাঁথা গাই। 'সুকরা'—অম°॥ ৩ [ন = অ

+চণ্ডী (কোপনা)] বিণ, শান্তা, সুশীলা, মৃদুস্বভাবা।

অচতুর—[অচতুর, বিচতুর, সুচতুর, স্ত্রীপুংসৌ, ধেন্বনডুহ, ঋক্সাম, বাঙ্মনস, অক্ষিভ্রুব, দারগব, উর্বষ্ঠীব, পদষ্ঠীব, নক্তংদিব, রাত্রিন্দিব, অহর্দিব, সরজস, নিঃশ্রেয়স, পুরুষায়ুষ, দ্ব্যায়ুষ, ত্র্যায়ুষ, ঋগ্যজুষ, জাতোক্ষ, মহোক্ষ, বৃদ্ধোক্ষ, উপশুন ও গোষ্ঠশ্বঃ—এই পচিশটী অচ্প্রত্যয় নিপাতনে সিদ্ধ।—পা° ৫. ৪. ৭৭; মু° বোপ° ৬. ৫৯। অচতুর, বিচতুর ও সুচতুর—এই তিনটী বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন। অচতুর—'অদৃশ্যানি অবিদ্যমানানি বা চত্বারি যস্য'; ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ যাহার নাই।] ১ বিণ, চতুর্বর্গ যাহার নাই। ২ [ন—অ+চতুর (নিপুণ)-নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] চতুরতাশূন্য, অপটু, মন্দবুদ্ধি, অদক্ষ। বি—-তা।

অচন্ত, অতন্সন্ত, উঁসন্ত—মান্দ্রাজ প্রদেশের গোদাবরী জেলার নর্সাপুর তালুকের অন্তর্গত একটী শহর। অক্ষা° ১৬° ৩৬´ উ°; দ্রাঘি° ৮১° ৪০´ ৩০´´ পূ°। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। ইহা পূর্বে পিথাপুরম্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।—IG, i. 7.

অচন্দেবিলন্তন্—মান্দ্রাজ প্রদেশের তিন্নেভেলি জেলার শ্রীবল্লীপত্তুর তালুকের অন্তঃপাতী কয়কুদিযুথি নদীর বামতীরবর্তী একটী শহর। অক্ষা° ৯° ২৯´ উ°; দ্রাঘি° ৭৭° ৪১´ পূ°। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার।—IG, i. 7.

অচন্দ্র—বিণ, চন্দ্রবিহীন।

অচন্দ্রিক—[ন = অ+চন্দ্র + ইক (ইনমর্থে); ন (নাই) চন্দ্রিকা যাহাতে—নঞ্-বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, যাহা চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নয়, জ্যোৎস্নাবিহীন, কিরণবিরহিত।

অচপল—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী,—-া] বিণ, ১ স্থির। অচঞ্চল, স্থিরমতি। বি—-তা। ২ [নাই চপল যাহা হইতে—নঞ্-বহু°] অত্যন্ত চপল।

অচমন—উত্তর-আফ্রিকার অধিবাসী বার্বার জাতির অন্যতম শাখা প্রাচীন গুয়াঞ্চিদিগের ভাষায় অচমন পরমেশ্বরের একটী নাম। অচমন অর্থে 'আকাশ'। গুয়াঞ্চ জাতি এক সময়ে কানারি (Canary) দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়াছিল।

[Antiquedades de las Islas Afortunadas, 19; Estudios historicos de las Islas Canarias, i. 'Las Palmas', 1876-79, 427f; ERE, ii. 511.]

অচমাম্বা—গোদাবরী অধিত্যকার কোন-মণ্ডলের রাজবংশের চতুর্দশ নৃপতি বল্লভের পত্নী। ইনি উতিকায়ের কন্যা। খ্রীঃ ১১শ বা ১২শ শতকে ইনি বর্তমান ছিলেন।—EI, iv. 85, 95.

অচমোথ (Achamoth)—ইউরোপীয় জ্ঞানবাদী-(Gnostics) সম্প্রদায়ের মতে পরমেশ্বরের প্রকাশ-বি°। তাহাদের মতে পরমসত্তার বিকাশ-প্রক্রিয়ার পরিণামেই এই বিশ্বসৃষ্টি। ভারতীয় দর্শনেও অনুরূপ মত বর্তমান। খ্রী° ১ম শতকে ইউরোপে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। জ্ঞানবাদী ভ্যালেন্টিনাসের (Valentinusএর) মতে বীথোস [Bythos (depth=গভীরতা) = পরমপুরুষ] ও তাহার প্রকৃতি সিগে (Sige = silence = নিস্তব্ধতা হইতে 'মন' (Nous) ও 'সত্যের' (Aletheia) উৎপত্তি হয়। 'মন' ও 'সত্য' হইতে শব্দ (Logos) ও জীবন (Zae) এবং তাহাদের হইতে মানুষ (Anthropos) ও ভজনালয় বা ধর্মের (Ecclesia) উদ্ভব হয়। মন ও সত্য হইতে পরমপিতার দশটী বিকাশ (Aeons) এবং শব্দ ও জীবন বিশ্বাস, আশা, প্রেম ও অনুন্নত বুদ্ধি (lower wisdom) বা অচমোথ প্রভৃতি ১২টী বিকাশ হয়। এই অচমোথ অত্যন্ত লালসাপরায়ণ ছিল এবং স্ত্রীসংসর্গব্যতীত সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হওয়ায় তাহা হইতে আকারবিহীন ও অপাচ্য এক পদার্থের উদ্ভব হয়। তাহা সৎ ও অসতের সংমিশ্রণে জাগতিক প্রকৃতির সহিত ও মানুষের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিভ্রাট উপস্থিত করিল। ইহাতে অচমোথ ও অন্যান্য শক্তিগুলি ভীত হইল। অচমোথের দুঃখে ও অন্যান্য সকলের অনুরোধে পরমপিতা 'মন' ও 'সত্য'কে খ্রীষ্ট এবং পবিত্র আত্মাকে ইহার প্রতীকারের জন্য উৎপাদনের জন্য আদেশ করিলেন। তাহারা বহু চেষ্টায় মানুষের মধ্যে বদ্ধ জীবন ও আলো-কে অসদ্ভাব হইতে মুক্ত করিলেন।—ERE, i. 149.

অচম্ভা—(বৈ°) বিণ, আশ্চর্য।

অচর—[ন = অ + √চর্ (গমন করা) + অচ্; যাহা চর নহে (অর্থাৎ একস্থানে স্থির হইয়া থাকে)—নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ স্থির, গতিশূন্য—যেমন পৃথিব্যাদি স্থিরপদার্থ। ২ স্থাবর, স্থিতিশীল—যেমন বৃক্ষতৃণাদি। 'চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিনামপ্যদংষ্ট্রিণঃ'—মনু° ৫. ২৯। ২ স্ত্রী°, স্থাবরভূতজাত। 'অচরং চরমেব চ'—গী° ১৩. ১৫। ৩ (জ্যোতিষশা°) রাশি বা লগ্নবি°। তুলা, কর্কট, মেষ ও মকর—এই চারিটী চররাশি বা চরলগ্ন।—গরুড়পু° ৬২. ৮। সিংহ, বৃষ, কুম্ভ ও বৃশ্চিক—এই চারিটী অচর বা স্থিররাশি।—ঐ, ৬২. ৯। চরলগ্নে চরকার্য, অচর বা স্থিরলগ্নে স্থিরকার্য করাই বিধি। চরলগ্নে যাত্রা ও অচরলগ্নে গৃহপ্রবেশ-কার্য কর্তব্য।—ঐ, ৬২. ১০।

অচরণা—[বৈদ্যক; ন + চর্ + অনট্ + আ] স্ত্রী°, যোনিরোগবি°। আয়ুর্বেদোক্ত বিংশতি প্রকার যোনিব্যাপদের অন্যতম। যোনিদেশ অপরিষ্কৃত থাকিলে কালক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট বা ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া ঐস্থানে কণ্ডু উৎপাদন করে। ফলে অতিশয় রিরংসা-প্রবৃত্তি জন্মে। ইহাকেই অচরণা বলে। ইহা গর্ভ গ্রহণের অন্তরায়।

'যোন্যামধাবনাৎ কণ্ডুং জাতাঃ কুর্বন্তি জন্তবঃ।
সা স্যাদচরণা কণ্ড্বা তয়াতিনরকাঙ্ক্ষিণী॥'
—চর° চি. ৩০।

অচরৎ—[বৈদিক; ন = অ + √চর্ + ক্বিপ্] বিণ, স্থির, গতিশূন্য। প্রাস°॥ 'কৃমিং বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।'—ঋ° ১. ১৮৫. ২; তৈ-স° ৪. ১৪. ৭; ৪. ২২৪. ১১; তৈ-ব্রা° ২. ৮. ৪. ৮।

'যড্ভারাঁ একো অচরবিভর্ত্যাতং বর্ষিষ্ঠমুপ গাব আগুঃ।'—ঋ° ৩. ৫৬. ২।

অচরম—[বৈদিক—বহুবচন প্রয়োগ; পালি°, প্রা° অচরিম—'অপুব্বং অচরিমং'-মিলিন্দ° ৩. ৭৫; নঞ্-তৎ] বিণ, ১ [বৈদিক] অজঘন্য, অধম, অনীচ।—'অগ্না ইবেদচরমা অহেব'—ঋ° ৫. ৫৮. ৫; তৈ-স° ৩. ১৪. ১৮; ৪. ২৪৭. ১৪; ঐ-ব্রা° ৭. ৯. ৮; তৈ-ব্রা° ২. ৮. ৫. ৭; আ-শ্রৌ° ২. ১৭. ১২; ৩. ৭. ১২। ২ [ব্যাকরণশা°] বয়সে যাহা অন্তিম নয় ['বয়স্যচরম ইতি বক্তব্যম্'—পা° ৪. ১. ২০ (বার্তিক)]=ক বয়সে যাহা প্রথম অবস্থাযুক্ত ['বয়সি প্রথমে'—পা° ৪. ১. ২০; প্রথম বয়স বুঝাইলে অকারান্ত শব্দের উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় হয়]। যেমন কুমারী, কিশোরী ('কন্যা' শব্দকে কিন্তু পাণিনি ব্যতিরেক exception বলিয়াছেন)। খ বয়সে যাহা মধ্যম অবস্থাযুক্ত। যেমন বধূটী, চিরণ্টী=মধ্যবয়সী রমণী। বয়সে চরম অবস্থাযুক্ত বুঝাইলে কিন্তু 'ঙীপ্' না হইয়া 'আপ্' হইবে। যেমন বৃদ্ধা, স্থবিরা।

অচরিত—[ন=অ+চরিত (সংঘটিত)] বিণ, অপূর্ব। ~ার্থ—[নঞ্-তৎ] বিণ, ১ ব্যর্থ, অকৃতার্থ, অসিদ্ধকাম, বিফলমনোরথ। ২ অতৃপ্ত, অতৃপ্তিজনক। ৩ অসম্পূর্ণ।

অচরিত্র—[নঞ্-বহু°] বিণ, কুৎসিত চরিত্র, মন্দস্বভাব, চরিত্রহীন।

অচরিষ্ণু—বিণ, ১ অচল, স্থির। ২ চলচ্ছক্তিরহিত।

অচর্বণ—ক্লী°, দন্তদ্বারা অপিষ্ট, না-চিবান।

অচর্বণীয়, অচর্ব্য—[ন=অ+√চর্ব +অনীয়, য] বিণ, চর্বণের অযোগ্য, চর্বণের অসাধ্য।

অচর্বিত—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ চর্বিত নহে এরূপ, দন্তদ্বারা অপিষ্ট। ২ অর্ধচর্বিত, সম্যক্ চর্বিত নয় এরূপ।

অচর্ব্য—[অচর্বণীয় দ্র°]।

অচল১—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] ১ গতিশক্তিহীন, গতিহীন, চলচ্ছক্তিশূন্য। ২ স্থির, অটল, দৃঢ়, অবিচলিত। 'সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ' —গী° ২. ২৪; 'অচলাভক্তিস্তাস্য বর্ধতে' —বায়ু উ° ৪। 'তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাম্'—গী° ৭. ২১। ৩ যাহার বিনিময় চলে না। কলিকাতায় ঢেপুয়া অচল। ৪ মেকি। অচল টাকা। ৫ সমাজচ্যুত, একঘরে, পতিত। ৬ অপ্রচলিত। কড়ি এদেশে অচল, ঢেপুয়াও অচল। ৭ কাজের বাহিরে, অকর্মণ্য। যন্ত্রগুলি অচল। ৮ পরিচালনা-রহিত, অর্থাভাবে বা লোকাভাবে উপায়-রহিত। সংস্কার অচল। ৯ স্পন্দনহীন, নিস্পন্দ। নাড়ী অচল। ১০ পর্বত ॥ মে° শব্দ° ॥ 'উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে' —চণ্ডীদাস। (বায়ুপু° ৮. ১০ আছে—প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ যখন জলমগ্ন হইয়াছিল, তখন শীত অত্যন্ত বর্ধিত হওয়ায় বায়ুদ্বারা জল ঘন হইয়া যে যে স্থানে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়াছিল তাহাই [অচল] পর্বতরূপে পরিণত হইয়াছিল।) ১১ পার্বতীর পিতা হিমালয়। 'শুন অচলের ঝি'—কবিক°। ১২ পাথর, শৈল। ১৩ শঙ্কু, গোঁজ, কীলক ॥ মে° শব্দ° ॥ ১৪ আত্মা। 'অচলোঽয়ং সনাতনঃ'—গী° ২. ২৪। ১৫ শিব। ১৬ সপ্তসংখ্যা (৭)। ১৭ ক্লী°, ব্রহ্ম। ১৮ (প্রা° বা°—অপ্র°) ক নিশ্চিত, ঠিক। 'মিথ্যা সাক্ষী হরিবে বিবেক অচল' —ধা ধর্ম° ॥ ব-শব্দ° ॥ খ (পর্বততুল্য=) মহৎ, প্রচুর। 'অচল হিত, করয়ে সুরথ মনে, মানয়ে সবিয় প্রমাণ'।—॥ প্রা° ব-শব্দ° ॥ ১৯ ছন্দঃশা° —ন, প্ল°। ~কন্যকা, -কন্যা, -নন্দিনী—পর্বতকন্যা পার্বতী। ~কীলা—১ [অচল (পর্বত)+কীল (স্তম্ভ) যাহার—বহু°] স্ত্রী°, পৃথিবী ॥ শব্দরত্না° শব্দ° ॥ ২ ছন্দঃশা°=ন, ন°। ~জ—[অচল+√জন্+অ (ড)—ক; স্ত্রী—-া] পর্বতজাত, শৈলজাত, পর্বতোৎপন্ন, পাহাড়িয়া। ~জা,-জাতা—স্ত্রী°, শৈলজা, পার্বতী। ~জাত=অচলজ [অচলজ দ্র°] ~তড়িৎ —[বৈজ্ঞা° পরি°] স্থিরবিদ্যুৎ, স্থির-সৌদামিনী statical electricity. ~তা,-ত্ব—গতিশূন্যতা। ~ত্বিট্—['পু° ত্বিষ্; অচলা ত্বিট্ (কান্তি) যাহার—বহু°] ১ কোকিল ॥ শব্দ° শব্দচন্দ্রিকা ॥ ২ স্থিরকান্তি। ৩ বিণ, স্থিরকান্তিযুক্ত। ~দ্বিট্—[অচল+√দ্বিষ্+ক্বিপ্] (পর্বতগণের পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া) ইন্দ্র। ~ন—(বা°) চলনের অভাব, অপ্রচলন, চলনাভাব, ব্যবহারাভাব। ~নারী—[৬-তৎ] হিমালয়ের পত্নী, মেনকা। ~পতি, -রাজ—[৬-তৎ] হিমালয়। ~শ্রেষ্ঠ—বিণ, পর্বতপ্রধান।

অচল২—[দেশী°] ১ গৃহ, ঘর। ২ ঘরের পিছনের অংশ। ৩ বিণ, নিষ্ঠুর, নির্দয়। ৪ বিণ, নীরস, শুষ্ক।—দেশী° ১. ৫৩।

অচল৩—১ গান্ধারদেশাধিপতি সুবলের দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম ও দুর্যোধনের মাতুল। শকুনি অচলের অপর ভ্রাতা। ইঁহারা উভয়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেন। অচল একরথ ছিলেন।—মহা° ৫. ১৬৮. ১। অর্জুন-কর্তৃক নিহত।—মহা° ৭. ৩০. ২-১২। ২ সোম° বসুদেব-পুত্র। বায়ুপু° (৯৫. ১৫৯) মতে ইনি বসুদেবপত্নী মদিরাগর্ভজাত পুত্র। ৩ (মগধ ভবিষ্য) মৎস্যপু° (২৭১. ২৭-২৯) মতে বৃহদ্রথ-বংশীয় মহীনেত্রের দায়াদ। ইনি গিরিব্রজনগরে ৩২ বর্ষ রাজত্ব করেন। অচলের দায়াদ রিপুঞ্জয়। ৪ দেবর্ষিবি°। মহর্ষি প্রত্যূষের পুত্র। দেবগণকে জানেন বলিয়া ইনি দেবর্ষি নামে খ্যাত হন।—বায়ুপু° ৬১. ৮৪। ৫ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে আমন্ত্রিত নরপতিগণের অন্যতম।—মহা° ২. ৩৭. ১০।

অচল৪—১ (জৈনশা°) জৈন ৯ম বলদেবের অন্যতম ॥ অভি° ॥ বলদেবের নামবি°।—পব° ২০৬। ২ নৃপতিবি°। ইনি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত জৈনদীক্ষা গ্রহণ করেন।—পউম° ৮৫. ৪।

অচল৫—বৌদ্ধ অর্হৎ-বি°। নামান্তর—অচলস্থবির। ইনি অজন্টার অন্যতম গুম্ফা বা প্রতিষ্ঠাতা। অজন্টার ২০ নং গুহার একটা প্রস্তরলিপিতে লিখিত আছে—ভিক্ষু স্থবির

অচল, যিনি ধর্মকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন এবং নিজে কৃতজ্ঞচিত্ত ছিলেন, নিজ আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ-সাধন হইলেও তিনি ভগবান্ তথাগতের জন্য একটি গিরিবিহার অর্থাৎ গুহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।[১]

যুয়ন-চোয়াঙের বর্ণনায় এই অচলের উল্লেখ আছে। তাঁহার বিবরণে অচলের নাম 'অ-চে-লো' অর্থাৎ আচার। 'আচার' অর্থে 'অচল' না হইলেও যুয়ন-চোয়াঙের অ-চে-লো যে অজন্টার স্তম্ভলিপির অচল, সে বিষয়ে অনেকেই একমত।[২] যুয়ন-চোয়াঙ বলিয়াছেন—'মো-হা-ল-চ'এর অর্থাৎ মহারাষ্ট্ররাজ্যের পূর্বদিকে একটী ঘনসন্নিবিষ্ট গিরিশ্রেণী ছিল এবং সেই গিরিতে একটী বিহার ছিল। বিহারটী অর্হৎ অ-চে-লো বা অচল নির্মাণ করিয়াছিলেন।

যুয়ন-চোয়াঙের বিবরণে অচল ছিলেন পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। মাতার মৃত্যুর পর, কিরূপে ইঁহার মাতা জন্মান্তর পরিগ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য ইনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা মহারাষ্ট্ররাজ্যে একটী স্ত্রীলোকের শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। তখন ইনি ঐ স্ত্রীলোকটীকে দীক্ষা দিবার জন্য মহারাষ্ট্রে আগমন করিলেন; কারণ সত্যাশ্রয় গ্রহণ করিবার মত শক্তি ঐ স্ত্রীলোকের ছিল। একটী গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিয়া যে বাটীতে ইঁহার মাতা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন তথায় ইনি উপস্থিত হইলেন। তখন এক জন যুবতী ইঁহাকে খাদ্য দিবার জন্য ইঁহার নিকট আসিলেন। সেই মুহূর্তেই ঐ রমণীর স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ উৎসারিত হইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই ব্যাপারে রমণীর সখীগণ ইহা অশুভলক্ষণ বলিয়া স্থির করিল, তখন অর্হৎ তাঁহার পূর্বজন্মের ইতিহাস প্রকাশ করিলেন এবং রমণীও অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। অচলের চিত্তে কৃতজ্ঞতার উন্মেষ হয়; কারণ ঐ রমণী তাঁহার জন্ম দিয়া তাঁহাকে পালিত করিয়াছেন এবং উহারই এইরূপ সুন্দর পরিণতি সংঘটিত হইল। তাঁহাকে (রমণীকে) প্রতিদান দিবার জন্য ইনি পূর্বোক্ত সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিলেন।*

অচল নির্মিত বিহারের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা যুয়ন-চোয়াঙের বিবরণে আছে:—"বিরাট্ বিহারটী প্রায় ১০০ ফুট বিস্তৃত বা তদ্রূপ উচ্চ; উহার মধ্যস্থলে একটী প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ বুদ্ধমূর্তি বর্তমান। মূর্তিটীর উপর সাতটী স্তরের একটী প্রস্তরাচ্ছাদন আছে—উহা চূড়ার আকারে উপর দিকে গিয়াছে এবং উহার কোন অবলম্বন (স্তম্ভ) নাই। আচ্ছাদনগুলির পরস্পর ব্যবধান তিন ফুট।† পুরাতন প্রবাদ-অনুসারে অচল এই বিহার আপন প্রতিশ্রুতি-রক্ষণকল্পে নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে ইহার নির্মাণ-কার্য সম্ভবপর হইয়াছিল। অনেকের মতে তিনি ইহা তাঁহার যাদুশক্তির প্রভাবে নির্মাণ করেন; কিন্তু এই বিস্ময়জনক নির্মাণকার্যের কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ জানিতে পারা যায় নাই। বিহারটীর চতুর্দিকস্থ প্রস্তরময় প্রাচীরে বোধিসত্ত্বরূপে তথাগতের জীবন-কাহিনী চিত্রিত; এই চিত্রসম্ভারে বোধিসত্ত্বের সৌভাগ্যের আশ্চর্য নিদর্শন, স্বর্গীয় প্রভাব ও নির্বাণের বিষয় বিদ্যমান। এই চিত্রগুলি শ্রেষ্ঠতম শিল্পরসের নিদর্শন। সঙ্ঘারামের দ্বারের বহির্ভাগে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী প্রস্তরহস্তী বর্তমান।‡ জনমত এই যে, এক সময় এই হস্তী ভীষণ চীৎকার করিবে এবং তাহাতে পৃথিবী কম্পিত হইবে। পূর্বকালে 'জিন' (বা 'চন্দ্র') বোধিসত্ত্ব§ প্রায়ই অচলের সঙ্ঘারামে আসিতেন।"*

শ্রীঅজিত ঘোষ

অচল,—বল্লালসেন-প্রবর্তিত বঙ্গজ-কায়স্থের চারি শ্রেণীর অন্যতম। অপর তিন শ্রেণীর নাম—কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র।

'কুলীন ইতিসংজ্ঞা স্যান্মধ্যল্যশ্চ তথাপরঃ।
মহাপাত্রোঽচলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞাচতুষ্টয়ম্॥'

—গৌড়ে ব্রাহ্মণ উদ্ধৃত শ্লোক পৃ° ২৫১

অচল-শ্রেণীর কায়স্থ ৭২ ঘর। ধরণী, হোড়, সাম, বাণ, আইচ, সোম, পৈতণ্ড শোন, গুপ্ত, বিন্দু, গুহ, বল, লোধ, শর্মা, বর্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, চন্দ্র, রক্ষিত, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, খিল, পিল, চাক্রি, হেশ, বন্ধ, শাক্রি, সুমন, গণ্ডক, রাহা, রাণা, রাহুত, দাহা, দানা, গণ, মান, খাস, অপ, ঘার, ক্ষেম, বৈ, তোষ, বেদ, এন্দ, অর্ণব, আশক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, সংজ্ঞ, ক্ষোম, বর্ধন, হেম, রঙ্গ, ভূক্রি, কীর্তি, যশ, কুণ্ডু, শীল, ধন্ন, গুণ, দাড়ি, মনো, ক্ষিতি, চাকি, নন্দন, শ্যাম, আঢ্য, পুঞ্জি, তেজ, নাগ, বোই, হোম, হাথি, ঢোল, দূত—এই ৭০ ঘর বা বংশ অচল শ্রেণীর অন্তর্গত। ৭২ ঘরের নামের গণনায় ২ ঘরের নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই কয়টী নামই কায়স্থগণের ধৃত হইয়াছে।

অচল,—বৌদ্ধ ভিক্ষু-বি°। অচল নামক ভিক্ষুর অর্হৎগণের উদ্দেশে দানের কথা কন্হেরি বৌদ্ধ গুহালিপিতে উল্লিখিত আছে।—EI, xi. 987.

অচল,—শিবের একটী নাম। জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভের উপর শিবের অনেকটা ছায়াপাত হইয়াছে। আবু পর্বতে প্রাপ্ত একটী শিলা-

---

১ Burgess: Rep. on Buddhist Cave Temples and their Inscriptions.—Rep. ASWI. iv. 135.

২ Beal: Buddhist Records of the Western World, ii. 218; Watters: Yuang Chuang, ii. 229ff.

* অজন্টার স্তম্ভলিপিতে এইরূপ কৃতজ্ঞতার আভাস পাওয়া যায়।

† Beal-এর মতে এরূপ পরিমাণ যেমন অস্বাভাবিক, ভারতের পক্ষেও তেমনই এরূপ বর্ণনার নিদর্শনের অভাব নাই। তিনি মনে করেন, অজন্টার ১৯ নং গুহার সম্মুখস্থ গিরিতে একটী সুবৃহৎ চৈত্য ছিল এবং সম্ভবতঃ যুয়ন-চোয়াঙ তথায় যান নাই।—Beal: Buddhist Records of the Western World, ii. 258. [Rep. ASWI. iv. pl. xxx, xxxi এবং Ferguson and Burgess: Cave Temples, pl. xxxvi, xxxvii—১৯ নং গুহার চিত্র দ্র°]

‡ ফার্গুসন ও বার্জেস ইহা ১৬ নং গুহার সম্মুখভাগে অঙ্কিত হস্তিচিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন।—Cave Temples, 282, 306.

§ JRAS, xx. 208 দ্র°।

* Buddhist Records of the Western World, ii. 257-9.

লিপিতে খসত্তকে বৃষবাহন ও অচল বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়। [শিব দ্র°]—EI. iv. 155n.

অচল,—১ গ্রন্থকার-বি° (১৬১৯ খ্রী°)। পিতা—রামন দীক্ষিত।—IO, i. 91a. ২ কবি-বি°।—Cp. 4. SKM. ৩ গ্রন্থকার-বি°। বৎসরাজের পুত্র। রচিত গ্রন্থ—'শাখ্যায়নাহ্নিক'—Peters. ii. 170. ৪ গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ—(ক) 'আহ্নিকদীপক'—B. 3, 66. 19 ; (খ) 'নির্ণয়দীপিকা'—B. 3, 98. D. 2.

অচল,—ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত দেবতা চণ্ডরোষণের নামান্তর। অন্য নাম—মহাচণ্ডরোষণ, চণ্ডমহারোষণ। অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভূত পুরুষদেবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইঁহার পূজার চারিবিধ সাধন। ইঁহার বর্ণ পীত, আকৃতি ভয়ঙ্কর ; খড়্গ ও তর্জনীপাশ ইঁহার প্রতীক ; ইঁহার বাম পদ ভূমি স্পর্শ করিতেছে। অন্য সাধনগুলি অনুযায়ী ইঁহার বর্ণ নীল। আলুলায়িত কেশ নয় মারগণকে বন্ধনের জন্যই ইঁহার হস্তে তর্জনীপাশ রহিয়াছে। খড়্গদ্বারা ইনি নিরুপায় ক্রোন্দমান মারগণকে সংহার করিতেছেন। ইনি শক্তির সহিত আলিঙ্গনাবস্থায় আছেন। ধ্যানে শক্তির কোন নাম পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ তন্ত্রে এই দেবতার অসাধারণ প্রভাব এবং চণ্ডমহারোষণ-তন্ত্রের ইনি প্রধান দেবতা। অতি গোপনে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে ; দীক্ষিত ভিন্ন অন্য কাহাকেও ইঁহার মূর্তি দেখিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং বহু চেষ্টা করিয়াও ইঁহার ধাতু অথবা প্রস্তরনির্মিত কোন মূর্তিই সংগ্রহ করা যায় নাই। 'সাধনমালা'র হইতে ইঁহার ধ্যান—

"শ্রীচণ্ডমহারোষণং ভগবন্তং অতসীপুষ্পসঙ্কাশং অচলাপরনামানং দ্বিভুজং কেকরাক্ষং দংষ্ট্রাকরালমহাঘোরবদনং রত্নমৌলিনং দংষ্ট্রানিপীড়িতাধরং মুণ্ডমালাশিরস্কং আরক্তচক্ষুষং দক্ষিণে খড়্গধরং তর্জনীপাশহৃদয়স্থবামকরং সিতসর্পযজ্ঞোপবীতং ব্যাঘ্রচর্মনিবসনং নানারত্নবিরচিতাভরণং ভূমিলগ্নবামচরণং ঈষদুন্নতদক্ষিণচরণং সূর্যপ্রভামালিনং আত্মানং বিচিন্ত্য…… অক্ষোভ্য মুকুটিনং ধ্যায়াত।"

এই ধ্যান-অনুযায়ী দেখা যায়—"পূজক আপনার মধ্যে শ্রীচণ্ডমহারোষণের রূপ ধ্যান করিবে। এই শ্রীচণ্ডমহারোষণের বর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায় এবং তিনি অচল নামে অভিহিত। তাঁহার একটী মুখ, দুইটী বাহু। তাঁহার দৃষ্টি তির্যক্। তিনি রত্নখচিত শিরোভূষণ পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার এই শিরোভূষণে মুণ্ডমালা পরিহিত। নগ্ন দন্তপংক্তি মুখকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। দন্তদ্বারা তিনি

অচল

নিজ ওষ্ঠ দংশন করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু আরক্ত। দক্ষিণ হস্তে তিনি খড়্গ এবং বক্ষোপরি উত্তোলিত তর্জনীতে পাশ ধারণ করিয়াছেন। শ্বেত-সর্প তাঁহার যজ্ঞোপবীত। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত, বিবিধ মণির অলঙ্কারে তাঁহার শরীর ভূষিত। তাঁহার বাম পদ ভূমি স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু দক্ষিণ পদ একটু উত্তোলিত এবং তাহাতে সূর্যের জ্যোতিঃ রহিয়াছে।" ক্রমে মূর্তির মস্তকদেশে অক্ষোভ্যের প্রতিমূর্তি স্থাপিত এইরূপ ধ্যানও করিতে হয়।

[Binayatosh Bhattacharya : Buddhist Iconography, 60-1 ; Sadhanamala, G. O. S. (ed. Binayatosh Bhattacharya), ২০, ১৭৭, ১৭৯, ১৭৯, ১৭৪, ৫১৮]

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

অচল উপাধ্যায়—গ্রন্থকার-বি°। রচিত গ্রন্থ—বাক্যবাদ (দর্শন)।—Cat. Cat. ; L. 1940 ; Oudh. xvii. 2.

অচলকূটক—রাজ্যবি°। ভুবনবিন্যাস-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই রাজ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।—বায়ুপু° ৪৭, ৯। ব্রহ্মাণ্ডপু° মতে ইহা কেতুমালবর্ষের অন্তর্বর্তী।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৪, ৯।

অচলকেতু লোকেশ্বর—বৌদ্ধদেবতা অবলোকিতেশ্বরের ১১৮ মূর্তির অন্যতম। ইঁহার মূর্তির সহিত পিণ্ডপাত্র-লোকেশ্বরমূর্তির সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু ইঁহার দক্ষিণ হস্তে

অচলকেতু লোকেশ্বর

অভয়-মুদ্রা এবং বামহস্তে পিণ্ডপাত্র। ইঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে একটী চামর রহিয়াছে। ইঁহার একটী মস্তক, দুইটী বাহু এবং ইনি পদ্মোপরি দণ্ডায়মান।

[Buddhist Iconography, 186]

অচলগঞ্জ—১ আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের রায়বেরিলির অন্তর্গত গৌর গ্রামের বাজার অচলগঞ্জ। এইস্থানে একটী পোষ্ট অফিস ও একটী বিদ্যালয় আছে। দশহরার সময় অচলগঞ্জে একটী মেলা হইয়া থাকে।—DGUP, xxxix. 151, 174. ২ আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের উনাও তহশিলের হরহ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৬° ২৭´ উ° এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩২´ পূ°। ইহা উনাও হইতে রায়বেরিলী পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহার এবং পূরব হইতে কানপুর পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহার সংযোগস্থলে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এখানে একটী

থানা, একটী বাজার, পোস্ট অফিস্ ও বিদ্যালয় আছে। অধিবাসীদের অধিকাংশই বেনিয়া; ইহারা শহরে শস্যাদি চালান দেয়।—DGUP, xxxviii. 141.

অচলগড়,—দেলবাড়া হইতে অনুমান ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান। আবু পর্বতের শাখাপ্রশাখা এই স্থানে বিস্তীর্ণ। অক্ষা° ২৪° ৩৭' উ° এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৮½' পূ°। আবু পর্বতের পাদদেশে অচলগড় নামক গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্তী পাহাড় অচলগড় নামে খ্যাত। এই পাহাড়ে অচলগড় নামক প্রাচীন দুর্গ আছে।

পর্বতের নিম্নদেশে সমভূমির উপরে অচলেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দির বর্তমান। অচলেশ্বর মহাদেব আবু পর্বতের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বলিয়া খ্যাত। [অচলেশ্বর, দ্র°] এই মহাদেব আবুর পরমার-রাজগণের কুলদেবতা ছিলেন। পরবর্তী কালে চৌহান-বংশীয়েরা অচলগড় জয় করেন। তাঁহারাও অচলেশ্বরকে আপনাদিগের ইষ্টদেবতা বলিয়া মানিতেন। অচলেশ্বরের মন্দিরে একটী চতুষ্কোণ-প্রস্তরের উপরিভাগে খোদিত ১০৮টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ আছে। প্রস্তরটীর নিম্নভাগে বস্তুপাল-তেজপালের একখানি শিলালিপি আছে। অনবরত জল পড়িয়া এই লিপির অনেকটা নষ্ট হইয়া গেলেও, এই লিপিতে গুজরাটের শোলাঙ্কি, আবুর পরমার-বংশ এবং বস্তুপাল-তেজপালের বিস্তৃত বংশবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয়, তেজপাল এই মন্দিরের সংস্কার অথবা মন্দিরে কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত করেন। এই লিপিতে প্রদত্ত সালগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লিপি হইতে জানা যায়, আবুর পরমারনৃপতি সোমসিংহ ও তৎপুত্র যুবরাজ কৃষ্ণরাজ এই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহারা গুজরাটের শোলাঙ্কি-রাজ ভীমদেব ও তদীয় সামন্ত রাণা বীরধবলের সমসাময়িক। সুতরাং এই শিলালিপি ১২৯৪ বি-স° (খ্রী° ১২৩৭) পূর্ববর্তী সময়ের। বস্তুপাল-তেজপালকে অনেকে জৈন মনে করেন; কিন্তু শিলালিপির প্রথমেই অচলেশ্বরের যে বন্দনা আছে, উহা হইতে ইঁনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মন্দিরের নিকটবর্তী মঠের মধ্যে একখানি বৃহৎ শিলালিপি আছে; ইহা মেবারের মহারাণা সমরসিংহ-কর্তৃক স্থাপিত (বি-স° ১৩৪৩=১২৮৬ খ্রী°)। এই শিলালিপিতে বাপ্পারাও হইতে আরম্ভ করিয়া সমরসিংহ পর্যন্ত মেবারের রাণাবংশের বিবরণী আছে। ইহা হইতে জানা যায়, সমরসিংহ মঠাধিপতি সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় মঠের জীর্ণোদ্ধার করিয়া অচলেশ্বর-মন্দিরে সুবর্ণ নির্মিত ধ্বজদণ্ড স্থাপন করেন। তিনি মঠবাসী সন্ন্যাসীদিগের আহারাদি-পরিচালনারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মন্দিরের বহির্ভাগে চৌহানরাজ লুম্ভার (বি-স° ১৩৭৭=১৩২০ খ্রী°) একখানি শিলালিপি হইতে চৌহানবংশাবলী ও লুম্ভার আবুপ্রদেশ-বিজয়-বৃত্তান্ত আছে। মন্দিরের পিছনদিকে একটী বৃহৎ কূপ বর্তমান; তৎসংলগ্ন শিলালিপিতে মহারাজ তেজসিংহের সময় বি-স° ১৩৮৭ (১৩৩১ খ্রী°) জানা যায়। মন্দিরের সম্মুখে পিত্তল-নির্মিত বিশাল নন্দিমূর্তি আছে; মূর্তিটীর আসনে বি-স° ১৪৬৪ (১৪০৭ খ্রী°) এই সাল দেখা যায়। নন্দিমূর্তির পার্শ্বে বিখ্যাত চারণকবি দুরসা আঢ়ার স্থাপিত পিত্তলনির্মিত নন্দির মূর্তি (বি-স° ১৬৮৬=১৬৩০ খ্রী°)। নন্দিমূর্তি হইতে একটু দূরে লৌহনির্মিত একখানি বিশাল ত্রিশূল আছে। এইরূপ ত্রিশূল আর কোথাও দেখা যায় না। ত্রিশূলটী রাণা লাখা ও ঠাকুর মাণ্ডণ-কর্তৃক অচলেশ্বরকে অর্পিত হইয়াছিল (বি-স° ১৪৬৮=১৪১২ খ্রী°)।

অচলেশ্বর-মন্দিরের নিকটবর্তী একটী মন্দিরে বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতার পৃথক্ পৃথক্ মূর্তি দেখা যায়। নিকটে মন্দাকিনী নামক একটী কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের তীরে চিতোরের রাণাকুম্ভকর্ণের স্থাপিত কুম্ভস্বামীর সুন্দর মন্দির বর্তমান। চিতোরের কীর্তিস্তম্ভে রাণা কুম্ভ-কর্তৃক আবুপর্বতে কুম্ভস্বামীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও কুণ্ডনির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই মন্দাকিনীকুণ্ডের জীর্ণ সংস্কার রাণা কুম্ভ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ড দৈর্ঘ্যে ৩০০ ফুট এবং প্রস্থে ২৪০ ফুট। ইহার তীরে পরমার-বংশীয় রাজা ধারাবর্ষের ধনুর্ধর-মূর্তি আছে। এই মূর্তির হস্তস্থিত ধনুতে বি-স° ১৫৩৩ (১৪৭৭ খ্রী°) সাল খোদিত। মূর্তিটী কিন্তু অধিকতর প্রাচীন বলিয়া স্পষ্টই অনুমান করা যায়। সম্ভবতঃ ধনুটী পরে মূর্তিতে সংলগ্ন হইয়াছিল। মূর্তির সম্মুখে তিনটী মহিষের মূর্তি আছে; মহিষগুলির শরীরের মধ্য দিয়া সমান্তরাল রেখায় এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছিদ্র রহিয়াছে। কথিত আছে, ধারাবর্ষ এমন বীর ছিলেন যে, এক তীরে একসঙ্গে পাঁচটী মহিষ বিদ্ধ করিতে পারিতেন। মন্দাকিনীর নিকটে সিরোহীরাজ মানসিংহের মন্দির আছে। এই মানসিংহ পরমাররাজপুত্রের হস্তে নিহত হন; তাঁহার চিতার উপর মানসিংহের মাতা ধারাবাঈ শিবমন্দির নির্মাণ করেন (বি-স° ১৬৩৪=১৫৭৭ খ্রী°)। এই মন্দিরে পাঁচ জন রাণীর সহিত শিবোপাসনারত মানসিংহের মূর্তি আছে।

এই মন্দির হইতে একটু দূরে শান্তিনাথ নামক জৈন-মন্দির বর্তমান। জৈনগণ বলেন, গুজরাটের শোলাঙ্কিরাজ কুমারপাল এই মূর্তি নির্মাণ করান। এই মন্দিরে তিনটী মূর্তি দেখা যায়। উহাদের একটীতে বি-স° ১৩০২ (১২৪৫ খ্রী°) খোদিত আছে। তীর্থকল্পে দেখা যায়, কুমারপাল আবুপর্বতে একটী জৈন-মন্দির স্থাপন করেন; সম্ভবতঃ ইহাই কুমার-পালের মন্দির।

অচলেশ্বর-মন্দির হইতে একটু দূরে অচলগড় পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা আছে। এই পাহাড়ের উপরে অচলগড় নামক দুর্গ ছিল। পাহাড়ে উঠিবার পথে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও কুন্থুনাথ নামক জৈন মন্দির অবস্থিত। জৈনমন্দিরে তীর্থঙ্কর কুন্থুনাথের পিত্তলনির্মিত মূর্তি দেখা যায় (বি-স° ১৫২৭=১৪৭০ খ্রী°)। এইস্থানে সাধুদিগের জন্য একটী প্রাচীন ধর্মশালা ছিল। পর্বতের শিখরের নিকটবর্তী স্থানে একটী বড় ধর্মশালা এবং পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ, আদিনাথ প্রভৃতির জৈনমন্দির

আছে। এইগুলির মধ্যে আদিনাথের চতুর্মুখ মন্দিরই প্রধান ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই স্থানে দুইখানি মন্দিরের উপরে ও নীচে চারিটী করিয়া বড় বড় পিত্তলমূর্তি আছে। এই জন্য এই স্থান 'নবংতাজোধ' নামে খ্যাত। আর একখানি মন্দির হইতে আবু পর্বতের ও নিম্নভূমির দৃশ্য সুন্দর ভাবে দেখা যায়। এইস্থানে ১৪টী পিত্তলমূর্তি আছে এবং সেগুলির মোট ওজন ১৪৪৪ মণ বলিয়া কথিত। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান মূর্তিটী মেবাড়ের রাণা কুম্ভকর্ণ-কর্তৃক বি-সং ১৫১৮ (১৪৬১ খ্রী°) স্থাপিত।

পর্বতের উপরে 'সাবন ভাদবা' নামক দুইটী বৃহৎ জলাশয় আছে। উহাদের পার্শ্বে অচলগড় দুর্গ (বি-সং ১৫০৬ = ১৪৫২ খ্রী°) মহারাণা কুম্ভকর্ণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। একটু নীচে পাহাড় কাটিয়া মঞ্জিলযুক্ত দুইটী সুন্দর গুহা করা হইয়াছে। কথিত যে, এই স্থানে পুরাণপ্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাসস্থান ছিল। [অচলেশ্বর, দ্র°]

কথিত যে, রাজা বিশ্বামিত্র বলপূর্বক বশিষ্ঠের প্রসিদ্ধ কামধেনু গ্রহণ করিলেন বশিষ্ঠ তদীয় যজ্ঞাগ্নি হইতে এক বীরপুরুষের সৃষ্টি করেন। এই বীরপুরুষ কামধেনু উদ্ধার করেন। বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'পরমার' (= শত্রুহন্তা) উপাধি দেন এবং তাঁহার বংশ পরমার বলিয়া পরিচিত হয়। [অগ্নিকুল দ্র°] পরমারবংশ বহু বৎসর অচলগড়ে রাজত্ব করেন। পর্বতের দক্ষিণপূর্ব দিকে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত চন্দ্রাবতী নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। [পরমার দ্র°]

[গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা : সিরোহীরাজ্য কা ইতিহাস, ৭১-৭৭ ; Toud : Annals of Rajasthan]

শ্রীব্রজেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অচলগড়$_2$—নাসিক জেলায় অবস্থিত একটী প্রাচীন গিরিদুর্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৪০৬৮ ফুট। সিন্দোরি হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরে চান্দোর বা অজন্টা গিরিমালার পশ্চিমসীমান্তস্থিত শাখা অচলগিরিতে এই দুর্গটী ছিল। ১৮১৮ খ্রী° ক্যাপ্টেন ব্রিগ্স্ অচল বলিয়া একটী বড় পাহাড়ের ও অচল দুর্গের নাম করিয়াছেন। তাঁহার মতে অচল দুর্গ এই গিরিমালায় অবস্থিত অন্যান্য দুর্গগুলি হইতে একটু স্বতন্ত্র ধরণের। এই দুর্গে আরোহণ-পথের নিম্নভাগ সহজে অতিক্রম করা যাইত, কিন্তু উপরের দিকে পাহাড় অত্যন্ত খাড়া ও বন্ধুর হওয়ায় তাহা প্রায় দুরতিক্রমণীয় ছিল। দুর্গবার পর্যন্ত পাহাড়টীকে বেষ্টন করিয়া একটী প্রাচীরের চিহ্ন আছে। প্রাচীরটী দেখিলে মনে হয়, ইহার কাজ অসম্পূর্ণ এবং স্থানে স্থানে উহার ধ্বংসসাধন করা হইয়াছে। ভিতরে কোন দুর্গগৃহ অথবা অস্ত্রশস্ত্রাদি রক্ষা করিবার গৃহ ছিল না, মাত্র প্রহরার কার্যের জন্য একখানি চালাঘর ছিল। ত্রাম্বকজী নামক মরাঠা নায়কের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে ১৭টী সুরক্ষিত স্থান কর্নেল ম্যাক্ডোনেলের হাতে আসে, অচলগড় তাহাদের অন্যতম।

[Capt. Briggs' Report, 20th June 1818, in Ahmadnagar Collector's File, vi. Inward Miscellaneous ; Blacker : Maratha War, 322 ; BG, xvi. 414, 441, 447]

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অচলদাস—গুজরাটের ক্ষৌরকার-জাতীয় তিন জন প্রসিদ্ধ সাধুর অন্যতম। এই তিন জন সাধুর মধ্যে অচলদাস ও কেবলদাস পালনপুরের এবং সাইন মারবাড়ের অধিবাসী ছিলেন।—BG, ix. pt i., 233.

অচলদেব—গ্রন্থকার-বি°। রচিতগ্রন্থ—'মহারুদ্রপদ্ধতি'। Cat. Cat. ; B. i. 192.

অচলদ্বিবেদ (দ্বিবেদী)—গ্রন্থকার-বি°। পিতা—বৎসরাজ ; মাতা—ভাগ্যবতী। গ্রন্থ—'নির্ণয়দীপিকা'।—IO,1580-3.

অচলধৃতি—ছন্দো-বি°। ইহা ১৬ অক্ষরের ছন্দ এবং ইহাতে কোন বর্ণ দীর্ঘ হইবে না—সকল বর্ণই লঘু। যথা—"তরণিজতটকৃতটঙ্করচিতরবগতি রমরমুনিমুখজনবিহিতধৃতিরিহ। মধুরিপুরভিনবজলধররুচিতনুরচলধৃতি রুদয়তি সুকৃতিজনিতধৃক্।"

অচল নক্ষত্র—আকাশের জ্যোতিষ্কগুলিকে সাধারণতঃ গ্রহ ও নক্ষত্র এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। গ্রহগুলি স্থির নহে, তাহারা সচল। যে সকল জ্যোতিষ্ক অচল তাহারা নক্ষত্র। নক্ষত্রগুলি তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় যে স্থানে অবস্থান করে তাহার কোন পরিবর্তন হয় না ; এই জন্য নক্ষত্রসমূহকে অচল বলা হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে নক্ষত্রগুলি অচল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি অচল নহে, বস্তুতঃ বিশ্বে কোন পদার্থই অচল নহে। নক্ষত্রসমূহ অতি মৃদু গতিতে বিভিন্ন দিকে ধাবমান। এই গতিকে নক্ষত্রের স্বকীয়গতি (proper motion) বলে। সূর্যও একটী নক্ষত্র এবং ইহাও গতিশীল। নক্ষত্রসমূহের স্বকীয়গতি এত অল্প যে, বহুকাল অতীত না হইলে তাহাদের অবস্থানের পরিবর্তন অনুভূত হয় না। সকল নক্ষত্রের স্বকীয়গতি সমান নহে ; অনেক নক্ষত্রের ঐ গতি এত কম যে, তাহারা প্রকৃতপক্ষেই অচল নক্ষত্র। বিশ্বে সকল পদার্থই সচল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নক্ষত্রগুলির পরিদৃশ্যমান গতিই সর্বাল্প ; এই জন্য নক্ষত্রসমূহের অচল আখ্যা অসঙ্গত নহে।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণে এই অচল নক্ষত্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। রবিমার্গের নিকটস্থ যে সমুদয় উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রবিমার্গের নক্ষত্র ব্যতীত অতি অল্পসংখ্যক নক্ষত্রপুঞ্জের নামকরণ আর্যেরা করিয়াছিলেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণে যে নক্ষত্রাদির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আজ পর্যন্তও সেগুলি মানিয়া লওয়া হইতেছে। উহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় নাই। আর্য ঋষিগণ রবিমার্গে ২৭।২৮টী নক্ষত্রের কথা বলিয়াছেন। অন্য নক্ষত্র সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তাঁহারা বেশী অনুসন্ধান করেন নাই। বাবিলনীয় জাতি, আরব ও পরে গ্রীক জাতিরা রবিমার্গের নক্ষত্র ব্যতীত আরও নক্ষত্রের নামকরণ ও তাহাদের অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন।

আর্যগণ রবিমার্গস্থ ২৭টী নক্ষত্র নিম্নলিখিত কারণবশতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৭ দিনে চন্দ্র অচল নক্ষত্রের মধ্যে একটী ভগণ পূর্ণ করে অর্থাৎ কোন একটী নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়া ২৭ দিন পরে পুনরায় চন্দ্র সেই

নক্ষত্রে আসিয়া মিলিত হয়। চন্দ্রের এই ২৭ নক্ষত্র-পরিভ্রমণমার্গকে ভচক্র বলে। এই ভচক্র ভ্রমণ করিতে চন্দ্রের ২৭⅓ দিন লাগে। ভচক্রস্থ সমস্ত নক্ষত্রের নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং অথর্বসংহিতায় পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে কিন্তু সমগ্র ২৭টীর নাম পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে সমস্ত নক্ষত্রেরই উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, সংহিতার নক্ষত্রের সহিত সিদ্ধান্তের নক্ষত্রের কোথাও কোথাও ঠিক মিল না হইতেও পারে। যেমন তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৫. ২) প্রজাপতি-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতির মস্তক চিত্রা নক্ষত্র (Virginis), হস্ত হস্তা নক্ষত্র (Corvus), দুই উরু দুই বিশাখা (Libras) পদদ্বয় অনুরাধা (Scorpionis) এবং অন্তঃকরণ হইতেছে নিষ্ট্যা নক্ষত্র। কথিত আছে, পূর্বে নিষ্ট্যাকে স্বাতীনক্ষত্র বলা হইত। স্বাতী নক্ষত্র কিন্তু Bootis (Arcturus) হইতেছে, ইহা রবিমার্গ হইতে ৩১° অংশ উত্তরে অবস্থিত। এখন প্রজাপতির দেহের অন্যান্য নক্ষত্রগুলি রবিমার্গের প্রায় নিকটেই বর্তমান; কিন্তু এই স্বাতী প্রজাপতির দেহ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া গিয়াছে। আরব এবং চীনাদিগের ভচক্রের সহিত আর্যদিগের ভচক্রের তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, আরব ও চীনজাতি এই স্বাতী নক্ষত্রের স্থানে K. Virginis নক্ষত্রকে লইয়াছে। এই K. Virginis রবিমার্গের সন্নিকটেই অবস্থিত; সুতরাং প্রজাপতির হৃদয় হওয়াই সম্ভব। তবে ইহাও বলা যায় যে, আর্যদিগের ভচক্রস্থ নক্ষত্রগুলির মধ্যে অনেক নক্ষত্র রবিমার্গ হইতে দূরে অবস্থিত, সেগুলির মধ্যে এই স্বাতীনক্ষত্রও হইতে পারে। আর নাক্ষত্রিক প্রজাপতি যিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি অত কড়াকড়ি ভাবে নক্ষত্রের স্থান স্থির করেন নাই। যদিও স্বাতীনক্ষত্র কিছুদূরে অবস্থিত, তথাপি তিনি উহাকে উজ্জ্বলতার জন্য হৃদয়ের স্থান দিয়াছেন। দীক্ষিত মহাশয়ের মত এই যে, স্বাতী-নক্ষত্রের (Arcturus) নিজেরও একটা গতি আছে, সেই জন্য হয়তো পুরাকালে ইহা রবিমার্গের নিকটে ছিল। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রগুলিকে অচল বলিলেও উহাদের একটা গতি আছে, তবে সে গতি এত অধিক মন্থর যে, কয়েক হাজার বৎসরেও ঐ গতিতে অবস্থানের বিশেষ পরিবর্তন হয় না; এই জন্যই উহাদিগকে অচল বলা হইয়াছে। নক্ষত্র বলিতে ১টা ২টা, অথবা ৩টা বা ততোধিক নক্ষত্রপুঞ্জও বুঝাইতে পারে।

শ্রীগণপতি সরকার

অচলনিবন্ধ — ধর্মশাস্ত্র-বি°। — Cat. Cat. B. 3. 66.

অচলপুর—**১** দক্ষিণভারতের একটী প্রাচীন স্থান। মুড়ির ফলকলিপিতে দেখা যায়, অচলপুর চালুক্যবংশীয় গুণ্ডের পুত্র মহাসামন্ত নড়িগের সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি দেবসেবার জন্য অচলপুরে বহু ভূমিদান করেন।—EI, xv. 107, 108. **২** গোণ্ডাজেলার সাদুল্লাহ্‌নগর পরগণায় একটী সমৃদ্ধশালী গ্রাম। এই গ্রামের কায়স্থ চৌধুরীরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ। ইঁহারা বহু মহলের জমিদার।—DGUP. xliv. 108, 250. **৩** জৈন কল্পসূত্রে উল্লিখিত ব্রহ্মদ্বীপের নিকটস্থ নগর-বি°।

অচলবাগ—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কোলাবা জেলার কুণ্ডলিকা নদীর একটী প্রধান উপনদনদ। তাকীর সীমান্তের পর্বতমালার জলপ্রবাহ বহন করিয়া অচলবাগ-নদ রোহ নামক স্থানের প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে কুণ্ডলিকা নদীতে পড়িয়াছে। রোহের ৫ মাইল ভাটীর মধ্যে যাতায়াত বিশেষ কষ্টকর হইলেও বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে অচলবাগ দিয়া প্রচুর ধান্য ও জ্বালানি-কাষ্ঠ বাহিরে চালান দেওয়া হয় এবং মৎস্য ও লবণ আমদানী করা হয়। এই নদীতে ৫ হইতে ১৫ টন ভারবাহী নৌকা চলাচল করিতে পারে।—BG. xi. 9.

অচল ভ্রাতা—শেষ জৈনাচার্য ভগবান্ মহাবীরের নবম গণধর।—কল্পসূত্র। জৈন একাদশ গণাধিপের অন্যতম। অভি° ৩২।

অচলমঙ্গল — মদ্র-দেশের অধিপতি। কাশ্মীরাধিপতি অনন্তরাজের ইনি সামন্ত ছিলেন। কয়েকজন ম্লেচ্ছ রাজার সাহায্যে ইনি কাশ্মীর আক্রমণ করেন। কিন্তু অনন্তরাজের সেনাপতি রুদ্রপাল তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার ছিন্নমুণ্ড কাশ্মীররাজ-সমীপে উপস্থিত করেন। এই যুদ্ধে অনেক ম্লেচ্ছরাজাও নিহত হন।—রাজত° ৭. ১৬৭।

অচলমতি—ললিতবিস্তরোক্ত রাজন্যনাম-বি°।—ললিতবিস্তর ৩০০।

অচলমিশ্র— 'অচলসিদ্ধান্তসংগ্রহ'-রচয়িতা এখানি ফলিত জ্যোতিষের একটী বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রন্থ।

অচললিঙ্গ – শিবলিঙ্গের ভেদবি°। শিবলিঙ্গ দুইপ্রকার—চল ও অচল বা স্থাবর। বিভিন্ন আগমগ্রন্থে অচললিঙ্গের নানারূপ বিভাগ দেখা যায়। সুপ্রভেদাগম মতে অচল লিঙ্গ নব প্রকার:—স্বয়ম্ভুব, পূর্ব বা পূর্ণ, দৈব, গাণপত্য, অসুর, সুর, আর্ষ, রাক্ষস, মানুষ ও বাণলিঙ্গ। এগুলির মধ্যে স্বায়ম্ভুব-লিঙ্গ উত্তমোত্তম, দৈব ও গাণপত্য-লিঙ্গ উত্তম-মধ্যম; অসুর, সুর এবং আর্ষলিঙ্গ উত্তমাধম; মানুষলিঙ্গ মধ্যমাধম। মুকুটাগম মতে দৈবিক, আর্ষক গাণপ ও মানুষ এই চারিপ্রকার অচল লিঙ্গ। 'কামিকাগম' নামক বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থমতে স্বায়ম্ভুব, দৈবিক, আর্ষক, গাণপত্য, মানুষ ও বাণ এই ছয় প্রকার অচললিঙ্গ।

কামিকাগমে স্বায়ম্ভুবলিঙ্গের বিশেষ প্রশংসা আছে। ইঁহার মতে অগ্নি, বন্যা, মত্তহস্তী, ধর্মশত্রু অথবা ভূতগ্রস্ত লোকদ্বারা এই লিঙ্গ কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইলেও পুনরায় ইহাকে স্থাপন করিতে হয় না। এই লিঙ্গ কোনপ্রকারে স্থানচ্যুত হইলে রাজার রাজ্যনাশ ও জীবননাশ হইয়া থাকে। নিগমজ্ঞানদেব কৃত 'জীর্ণোদ্ধারদশকম' নামক গ্রন্থের টীকায় স্বায়ম্ভুব লিঙ্গ স্থাপিত বারাণসী, প্রয়াগ, নৈমিষ, গয়া, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, পুষ্কর প্রভৃতি ভারতবর্ষের ৬৮টী তীর্থের উল্লেখ আছে।

মুকুটাগম-অনুযায়ী দৈবিকলিঙ্গ অগ্নি-শিখাসদৃশ বা অঞ্জলিবদ্ধ হস্তসদৃশ। ঐ

লিঙ্গের গায়ে শূল, টঙ্ক প্রভৃতি চিহ্ন অঙ্কিত ; ইহার গাত্র অসমান হইতে পারে। গাণপলিঙ্গ গণদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ; ইহার আকার আতাফলের ন্যায়। আর্ষলিঙ্গের আকার নারিকেল ফলসদৃশ—ইহা ঋষিগণ-প্রতিষ্ঠিত। উপর্যুক্ত তিন প্রকার লিঙ্গের ব্রহ্মসূত্র নাই। মানুষের দ্বারা স্থাপিত লিঙ্গ মানুষ-লিঙ্গ নামে খ্যাত। মানুষলিঙ্গ দশ প্রকার ; ইহার আকার নানারূপ হইতে পারে। মানুষলিঙ্গের তিনটী অংশ ; নিম্নাংশের চতুষ্কোণ ভাগকে ব্রহ্মভাগ, মধ্যের অষ্টকোণ ভাগকে বিষ্ণুভাগ এবং উপরের গোলাকার ভাগকে রুদ্রভাগ বলে—রুদ্রভাগে ব্রহ্মসূত্র নামক এক প্রকার রেখা অঙ্কিত থাকে। [মানুষলিঙ্গ দ্র°]—HI, ii. pt.-i. 79ff

অচলবর্মা সমরধওবল — পঞ্জাবের সিংহপুর রাজবংশের দশম রাজা। সিংহপুররাজগণ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় যদু হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই বংশের রাজত্বকাল খ্রী° ৭ম শতকের পরবর্তী। [সিংহপুর দ্র°]—EI, i. 11, 13, 15.

অচলবসন্ত — উড়িষ্যা প্রদেশের কটক জেলার অন্তর্গত অসীয়া পর্বতমালার একটী শৃঙ্গ। অক্ষা° ২০° ৩৮´ উ° ও দ্রাঘি° ৮৬° ১৬´ পূ°। ইহার পাদদেশে পর্বতীয় প্রদেশের প্রাচীন রাজার রাজধানী মণিপুরের ধ্বংসাবশেষ আছে।—IG, i. 7.

অচলসিংহ, (রাজা)—উনাও জেলার পূর্বা পরগণার তালুকদার। উপাধি 'রাজা'। মুসলমান রাজত্বকালে পূর্বার রাজারা চাকলাদার ছিলেন। পূর্বা শহরের বন্দোবস্ত লইয়া ১৭১৬—১৭৭৮ খ্রী° পর্যন্ত অচলসিংহ এই স্থানে বাস করেন। ইনি বৈশ্যজাতীয়। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতেই পূর্বার বৈশ্যেরা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই বংশের অন্যান্য বৈশ্যগণ ও ঠাকুরেরা অচলসিংহের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা একযোগে তাঁহার বিদ্রোহী হন। ইহার ফলে একটী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী অচলসিংহ একটী সুরম্য উদ্যান নির্মাণ করেন। কথিত আছে, রাজা অচলসিংহ হরহ পরগণার অচলগঞ্জ স্থাপন করেন। পূর্বা পরগণার অচলেশ্বর তাঁহারই স্থাপিত। অচলসিংহের সেনাধ্যক্ষ ধর-সম্বন্ধে একটী করুণ গাথা অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে। কথিত আছে, ধর অচলসিংহের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ধরের সহায়তায় তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন। বিদ্রোহী দিখনি- ও বৈনেন্ত-পরিবারের নেতৃরূপে দেওয়ান বক্স অচলসিংহের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে ধরের বীরত্বে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় এবং বিদ্রোহীদের একজোড়া জয়ঢাক কাড়িয়া লওয়া হয়। অতঃপর ধরের পিতা উগরসেনের (উগ্রসেনের) মধ্যস্থতায় ইহার মীমাংসা হয়। কিন্তু অপরপক্ষ প্রতিশ্রুতি পালন না করায় অচলসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া উগরসেনকে বন্দী করেন ও তাঁহার এক পুত্রকে তাঁহারই সম্মুখে হত্যা করেন। পরদিন এক কূপের ধারে উগরসেনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ধর রাজার অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহী হন এবং রাজ্যে লুটপাট আরম্ভ করেন। ধরের ভয়ে অচলসিংহ অসোহ হইতে দুর্গ ও তহশিল কাছে স্থানান্তরিত করেন। ১১৮৪ ফসলিতে ভবানীসিংহ চাকলাদারের পদ পান। অতঃপর অচলসিংহ বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন। ধরও ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে বাস করিতে থাকেন।—DGUP, xxxvii. 222, 225.

অচলসিংহ, —সর্দার বি°। ১৭৫৭ খ্রী° ইনি পাঞ্জাব অধিপতি ভিক্ষুসৎ-এর নিকট হইতে জায়গীর পাইয়াছিলেন। ইঁহার প্রাপ্ত জায়গীর বর্তমান 'অলীপুররাজ্য'।—IG, v. 222.

অচলসিংহ, —কবি বি°।—SKM.

অচলসোপান—(ব্রাহ্মণা°) ক্লী°, স্থায়ী আরোহণী immovable steps. 'অচলঞ্চ চলঞ্চৈব দ্বিধা সোপানমীরিতম্'—মান° ৩০. ৯০।

অচলস্থবির—[অচল, দ্র°]।

অচলা,—[নঞ্-তৎ ; অচল+স্ত্রী—আ (টাপ্)] স্ত্রী°, ১ (আর্যভট্ট প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ পৃথিবীকে স্থির—অচল এবং নক্ষত্রগণকে গতিশীল মনে করিতেন বলিয়া) পৃথিবী। ভাস্করাচার্য তাঁহার 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' গ্রন্থের গোলাধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। আর্যভটমতে কিন্তু পৃথিবী চলা। [ভূগোল দ্র°] ॥ মেদিনী° অন্ত° শব্দ° ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৩৭৯। ২ লক্ষ্মী। ৩ অচল হিমালয়ের নাম—স্বৎপত্নী, মেনকা।—অভি° ২. ১. ২। ৪ (জৈনশা°) এক ইন্দ্রাণী।—পারাধরকহাহস্ত। ৫ বিধ, স্থিরা, অচঞ্চলা, অটলা। 'সমাধাবচলা বুদ্ধি'—গী° ২. ৫৩। ৬ মাতৃকা বি°। দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্তিকের অনুচরী মাতৃকাদের অন্যতমা।—মহা° ৯. ৪৭. ১৪ ; গর্গস° অশ্ব° ৪২. ৩৭ ; দেবীপু° ১২৭. ১৬৭।

অচলা,—বৌদ্ধশাস্ত্রে বোধিসত্ত্বের সমগ্র জীবন দশটী স্তর বা অবস্থায় বিভক্ত ; এই স্তরগুলির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'ভূমি'। অচলা এই দশভূমির অন্তর্গত অষ্টম ভূমি। 'ধর্মসূত্রে' (৬৪) দশভূমির নাম যথাক্রমে—প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী (বা মধুমতী) ও ধর্মমেঘা। 'মহাবস্তু'তে (১. ৭৬ ই°) বুদ্ধের দশভূমি বলিলে বুদ্ধের পর পর দশ অবস্থা বুঝায় ; যথা—দুরারোহা, বদ্ধমানা, পুষ্পমণ্ডিতা, রুচিরা, চিত্তবিস্তরা, রূপবতী, দুর্জয়া, জন্মনিদেশ, যৌবরাজ্য ও অভিষেক। 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী'র Hodgeson-সংগ্রহে একখানি সংস্কৃত বৌদ্ধ পুথিতে (১৩৭ পত্র) 'অচলা নামাষ্টমী' বলিয়া অচলার উল্লেখ আছে।

[H. Kern : Manual of Buddhism, 67; B.C. Law : A Study of Mahavastu, 21 ; JRAS, 1875, 4]

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অচলা,—বৌদ্ধভিক্ষুণী বি°। ইনি ভিলসা স্তূপের একটী স্তম্ভ দান করেন।—EI, x. 175, 462.

অচলাখ্যা—[বহু°-ব্রীহ্] হহপ্রহেলিকাকে ৮৪ লক্ষ দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা হয় তাহা, অন্তিম সংখ্যা।—Kirfel : Die Kosmographie der Inder.

অচলার্য—গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ—'জ্যোতিঃ বেদশৃঙ্গার'।—Cat. Cat. ; B. 4. 138.

অচলাসপ্তমীব্রতকথা—(পৌরাণিক) ভবিষ্যপু° উ° ৪৯ অঃ। Cat. Cat. ; Ben. 56.

অচলেশ্বর১—তীঃ-বি°। রাজপুতানার অন্তর্গত সিরোহীরাজ্যের মধ্যে আবু পর্বতের আবু স্টেশনের তিন ক্রোশ দূরে অচলগড় দুর্গের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে অচলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ পূর্বে এই স্থানে কোন পর্বত ছিল না ; সমভূমির মধ্যস্থলে একটী বিরাট ফাটল ছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই স্থানে দুগ্ধ ও ফলমূলমাত্র আহার করিয়া শিবারাধনায় রত ছিলেন। একদা বশিষ্ঠের গাভী এই ফাটলে পতিত হয় এবং অকস্মাৎ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত জলপ্রবাহে ভাসিয়া যায়। যাহাতে আর এইরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে, তজ্জন্য বশিষ্ঠ মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব গিরিরাজ হিমালয়ের পুত্রগণকে সেই ফাটল পূর্ণ করিতে অনুরোধ করেন। হিমালয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মহাদেবের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া তক্ষক নামক সর্পে আরোহণ করিয়া সেই সমভূমিতে উপস্থিত হন এবং বশিষ্ঠের অনুরোধে সেই ফাটল পূর্ণ করিবার জন্য তাহাতে লাফাইয়া পড়েন। তিনি লাফাইয়া পড়িবার সময় তক্ষক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল ; সুতরাং তিনি সর্পের আলিঙ্গন অবস্থায় ফাটল পূর্ণ করিলেন। কিন্তু তক্ষক এমনভাবে দেহ আকুঞ্চন করিতে লাগিলেন যে, বশিষ্ঠকে পুনরায় মহাদেবের শরণ লইতে হইল। ইহাতে মহাদেব সেই নবীন পর্বতকে স্থির রাখিবার জন্য পাতাল হইতে আপনার পদাঙ্গুলি পর্বত ভেদ করিয়া প্রসারণপূর্বক পর্বতকে স্থির করিলেন। এই পর্বতকে স্থির করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেব অচলেশ্বর নামে খ্যাত হন। পর্বতের উপর অচলেশ্বরের অতি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরে পর্বতের একটী ফাটলে মহাদেবের পদাঙ্গুলির নখচিহ্ন দেখান হয়। অচলেশ্বরের সহিত পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্বুদমাতারও পূজা হইয়া থাকে। অচলেশ্বরের মন্দির বর্তমানে অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে। [অর্বুদ ও অচলগড় দ্র°]

[Tod : Annals of Rajasthan, Cal. ed., 96ff ; ERE, i. 51]

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অচলেশ্বর২— স্কন্দপুরাণোক্ত হাটকেশ্বর-তীর্থে চমৎকার নামক নৃপতি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ-বি°। কথিত আছে, রাজা চমৎকার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের উপদেশে হাটকেশ্বর-তীর্থে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন এবং ব্রাহ্মণগণকে সুরক্ষিত পুরী দান করিয়া তপশ্চর্যায় মগ্ন হন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব-কর্তৃক বর প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হইয়া চমৎকার প্রার্থনা করিলেন—"আমি শ্রদ্ধাপূত-চিত্তে এই পুরী নির্মাণ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি। আমার প্রার্থনা, আপনি এই সর্বগুণমণ্ডিত পুরে নিশ্চলভাবে বাস করুন।" মহাদেব সম্মত হইয়া বলিলেন —"ত্রিজগতে আমার লিঙ্গ 'অচলেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইবে।"

পুরাণের উক্তি-অনুসারে অচলেশ্বরের বিশেষ মাহাত্ম্য দেখা যায়। মাঘী শুক্লা চতুর্দশীতে এই লিঙ্গকে ঘৃতকম্বলদানে পূজা করিলে সূর্যোদয়ে অন্ধকারনাশের ন্যায় বাল-যৌবন-বার্ধক্যদশায় অনুষ্ঠিত যাবতীয় পাপ খণ্ডিত হয়। চমৎকার রাজাই এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই লিঙ্গের ছায়া এক দিকেই নিশ্চলভাবে থাকে ; ছয় মাসের মধ্যে যাহার মৃত্যু হয় সে সেই ছায়া দেখিতে পায় না।—স্কন্দপু° নাগর° ৯-১৩ অঃ।

অচলেশ্বর৩—১ তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত নেগাপত্তম্ তালুকের তিরুবারূর নগরের একটী মন্দির। মন্দিরটী বহু দালানিতে সমৃদ্ধ। এখানে অচলেশ্বর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এই বিগ্রহের পূজা-উৎসবাদি ঘটা করিয়া করা হয়। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু জনসমাগম হইয়া থাকে। ইহার রথ তাঞ্জোর জেলার বৃহত্তম রথ। মন্দিরটীর পশ্চিমে একটী সুন্দর সরোবর আছে। সরোবরের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ করিয়া তাহাতেও একটী মন্দির নির্মিত। প্রধান মন্দিরে চোল-রাজ রাজরাজ ও রাজেন্দ্রের কতকগুলি লিপি আছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক জন পরবর্তী চোল-নৃপতি ও পাণ্ড্য-রাজেরও লিপি পাওয়া যায়।—IG. xxiii. 400. ২ মধ্যপ্রদেশের চাঁদ জেলার অন্তর্গত চাঁদ নগরের একটী মন্দির। মন্দিরটীর চূড়া (ছাদ) পিরামিড আকারের এবং উহাতে কোন কারুকার্য নাই ; প্রাচীরে অসংখ্য ছোট ছোট তক্ষণকার্যে ছককাটা।—IG, x. 161.

অচলেশ্বর পণ্ডিতদেব—চালুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্ল ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের ৩৫শ রাজ্যাঙ্কে নিযুক্ত রামেশ্বর শিবমন্দিরের অধ্যক্ষ। ইনি যোগেশ্বর পণ্ডিতদেবের শিষ্য।—EI, xv. 27, 29, 32.

অচস্বর—ভরদ্বাজগোত্রীয় অগ্রাহারিক-বি°। ১১৫০ বি-স° চন্দ্রদেবের চন্দ্রবতী-তাম্রশাসনে উল্লিখিত দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের অন্যতম।—EI, xiv. 205.

অচাত লোকেশ্বর—বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বরের এক শত আট মূর্তির অন্যতম। ইঁহার একটী মুখ, ছয়টী বাহু ; ললিত ভঙ্গীতে ইনি উপবিষ্ট। ইনি দক্ষিণের তিনটী হস্তের একটীতে অসি ও একটীতে তীর ধারণ করিয়াছেন এবং অপরটী দ্বারা বরদান করিতেছেন। বামের তিনটী হস্তের একটীতে তিনি কর্ত্রী ও একটীতে ধনু ধারণ করিয়াছেন এবং অপর হস্তে অভয়দান করিতেছেন।

[Benayatosh Bhattacharya : Buddhist Iconography, 180]

অচানক বেগম—সম্রাট্ অকবরের অন্যতমা প্রেমপাত্রী। ইনি আগ্রায় যমুনাতীরে 'অচানক বাগ' নামে একটী উদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন ; আজও উহার ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন বর্তমান।—OBD.

অচান্ত—মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণা জেলায়

নর্শাপুর তালুকের অন্তর্গত নগর। অক্ষা° ১৬° ৩৬´ উ°; দ্রাঘি° ৮১° ৪৯ পূ°।—IG, v. 8.

অচাপল—[চপল + অণ্—নঞ্ তৎ] ১ স্থির, অচঞ্চল, গম্ভীর। ~ ।—১ স্ত্রী°, অচাঞ্চল্য, স্থিরতা, দৃঢ়তা, গম্ভীরতা। ২ [নাই চাপল্য যাহার—বহু°] বিণ, চাপল্যহীন।

অচারু—['ক্তোকেষ্বৃক্তার্বামবস্ত' — পা° ৬. ২. ১৬০] বিণ, অসুন্দর, যাহা মনোহর নহে।

অচালন—স্ত্রী°, চালনার অভাব, অস্পন্দন। বিণ—অচালনীয়, অচালয়িতব্য, অচাল্য : যাহা চালনা করা যায় না বা করিতে নাই, স্থানান্তরিত করার অসাধ্য বা অযোগ্য।

অচালিত—বিণ, অস্থানান্তরিত, যাহা চালনা করা হয় নাই।

অচি, অছি—[আ° ওসী >] (আদালত) ১ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক বা রক্ষক executor, guardian. ২ কর্মনির্বাহক, কর্মাধ্যক্ষ manager.

অচিকিৎসা—[নঞ্ তৎ] স্ত্রী°, ১ চিকিৎসার অভাব, চিকিৎসা না করা। ২ অপ্রশস্ত চিকিৎসা, কুচিকিৎসা, মন্দ চিকিৎসা।

অচিকিৎসিত—বিণ, যাহার চিকিৎসা করা হয় নাই।

অচিকিৎস্য, অচিকিৎসনীয়—[ন + কিৎ + সন্ (স্বার্থে) + অনীয়, য; স্ত্রী — া] বিণ, চিকিৎসার অযোগ্য বা চিকিৎসার অতীত, দুশ্চিকিৎস্য।

অচিকিত্বঃ—[বৈদিক। পুং°-অস্] বিণ, অজ্ঞান। 'অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র'—ঋ° ১. ১৬৪. ৬।

অচিকীর্ষু—অনিচ্ছুক, কিছু করিতে অনিচ্ছুক।

অচিকুর—রোগবি°। (নাই বা থাকে না চিকুর অর্থাৎ কেশ যাহাতে) যে রোগে কেশ থাকে না, খালিত্য, ইন্দ্রলুপ্ত, টাক।

অচিক্কণ—বিণ, রুক্ষ, অমসৃণ ॥ অম° ৩. ৪. ২২৭ ॥

অচিৎ১—[বৈদিক। নাই চিৎ (জ্ঞান) যাহার—বহু°] ১ চিত্তহীন, অজ্ঞান। 'ন বাং নাপযাচিতে অকৃবন্'—ঋ° ৭. ৬১. ৫। ২ যে আহুতির জন্য অগ্নিচয়নকারী নয়। ৩ জ্ঞানহীন, মূর্খ, অচেতন।

অচিৎ২—[দর্শন°] আচার্য রামানুজের মতে মৌলিক পদার্থের প্রকারভেদ বি°। রামানুজ বলেন, পদার্থ তিন—১ চিৎ-জীব, ২ অচিৎ—জড়পদার্থজাত ও ৩ঈশ্বর—পুরুষোত্তম।

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।

ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎপুনঃ॥

তন্মধ্যে অনন্তজীবাত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ চিৎ—ভোক্তা; প্রত্যক্ষগোচর দৃশ্য জড়স্বভাব নিখিল জগৎ—অচিৎ—ইহা ভোগ্য; ঈশ্বর যিনি অশেষ কল্যাণগুণের আকর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, স্বতঃপ্রকাশ জগতের সৃষ্টিস্থিতিপালনের একমাত্র নিয়ন্তা। তিনি চিৎ ও অচিতের অন্তর্যামী হইয়া নিয়ামক। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিনটী তত্ত্ব পরস্পর ভিন্ন, সত্য ও পারমার্থিক। অচিৎ আবার ত্রিবিধ—অন্নজলাদি ভোজ্যবস্তু, ভোজনপাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর তিনই পুরুষোত্তমের রূপ। রামানুজমতে চিদচিৎ-শরীরত্বও ব্রহ্মের লক্ষণ। তিনি চিদচিদ্‌বিশিষ্ট-রূপে জগতের উপাদান কারণ। সূক্ষ্মচিদচিদ্-বস্তুশরীর ব্রহ্ম কারণ। আর স্থূল চিদচিদ্‌বস্তু-শরীর ব্রহ্মকার্য। রামানুজের নিজের উক্তি এই—"অতঃ স্থূলসূক্ষ্মচিদচিৎপ্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ। সূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তুশরীরং ব্রহ্মৈব কারণমিতি।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"ভোক্তৃভোগ্যরূপেণ অবস্থিতয়োঃ সর্বাবস্থিতয়োশ্চিদ্ অচিতো পরম-পুরুষশরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্‌স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্মত্বম্।"

অচিত—মিথিলার রাজা হরিসিংহদেবের (১৩০০—১৩২১ খ্রী°) সভাকবি কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর-রচিত 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত ৭৬ জন নাথসিদ্ধাচার্যের অন্যতম। তালিকায় অচিত ৭১ সংখ্যক নাথ।—বৌদ্ধগান ও দোহা, ভূমিকা পৃ° ৩৫-৬।

অচিতি— ৮৪ নাথসিদ্ধাচার্যের অন্যতম। 'বর্ণরত্নাকরে' উল্লিখিত ৭৬ জন সিদ্ধাচার্যের তালিকায় ইনি ২১ সংখ্যক।

অচিত্ত১—১ [বৈদিক] ক মৃত্যু—যাহাতে চিত্তাদি সকল ইন্দ্রিয়ের পরিসমাপ্তি হয়।—ঋ° ., ৩. ১। খ (স্থানসম্বন্ধে) বৃক্ষাদিসমাচ্ছন্ন। —ঋ° ৬. ৪৯. ১১। গ সদনুষ্ঠানে অনাসক্ত চিত্ত।—ঋ° ৩. ১৮. ২। ২ যাহার চিত্ত নাই, চিত্তরহিত, অচেতন, জড়।—পা° ৪. ২. ৪৭; সো° ১১১। ৩ বুদ্ধিহীন, মূঢ়। ৪ অচিন্তিত, অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক। ৫ কল্পনাতীত।

অচিত্ত২—অচিত্ত ও সচিত্ত শব্দের সহিত সমূহ, সঙ্ঘ বা গণ শব্দ দুইটী বিশেষ অর্থে জৈনগ্রন্থে প্রযুক্ত হয়। সামাজিক বা রাজনৈতিক গণ সচিত্তগণ বলিয়া আখ্যাত, অন্যান্য গণ অচিত্তগণ। যেমন—মল্লগণ সচিত্ত-গণ, বসুগণ অচিত্তগণ।

অচিত্তদেব—কবি-বি°।—সুভাষিতাবলী; Cat. Cat.

অচিত্তি—(বৈদিক) জ্ঞানহীনতা।—ঋ° ৭. ৮৬. ৬।

অচিত্র—১ অসুন্দর, বৈশিষ্ট্যবিহীন। ২ অস্পষ্ট।—ঋ° ৪. ১১. ৩।

অচিন—[স° অচিহ্নিত>প্রা°] বিণ, ১ অচিহ্নিত। ২ অচেনা, অজ্ঞাত, অজানা, অপরিচিত। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়'—রবীন্দ্র°।

অচিনা, অচেনা—অপরিচিত, অজ্ঞাত।

অচিনো, বেরনারদিনো (Bernardino Ochino)—জন্ম ১৪৮৭ খ্রী°; মৃত্যু ১৫৬৪ খ্রী°। ইতালীবাসী সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারক। সিয়েনা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্মসঙ্ঘের ফ্রান্সিস্‌কান সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। ক্রমে তিনি এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কত্ব লাভ করেন। এই সম্প্রদায় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্। বেরনারদিনো অচিনো অধিকতর কঠোর নিয়ম পালনের জন্য ১৫৩৪ খ্রী° নবপ্রতিষ্ঠিত কাপুচিন (Capuchin) নামক সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। ১৫০৮ খ্রী°

তিনি এই সম্প্রদায়ের বিশপের প্রতিনিধিস্থানীয় (Vicar-general) নির্বাচিত হন। ১৫৩৯ খ্রী° তিনি ভেনিসে ধর্মসম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দেন; ইহার পর তাঁহার ধর্মমত-সম্বন্ধে সংশয় উদিত হওয়ায় ধর্মসঙ্ঘ হইতে তিনি বহিষ্কৃত হন। পরে তাঁহার বিরুদ্ধবাদিতার বিচারের জন্য রাজকীয় বিচার-সভা আহূত হয়; কিন্তু তিনি এই বিচারে উপস্থিত হন নাই। অতঃপর তিনি জেনেভায় পলাইয়া যান। জেনেভায় কেলভিন (Calvin) তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি ধর্মসম্বন্ধে ছয় খণ্ড গ্রন্থ সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থে তাঁহার মতপরিবর্তন-সম্বন্ধে বিবৃতি প্রদত্ত হয়। ১৫৪৫ খ্রী° হইতে ১৫৪৭ খ্রী পর্যন্ত অস্‌বার্গে প্রোটেস্টান্ট পরিষদের তিনি আচার্য ছিলেন। শ্মালকাল্‌ডিক-যুদ্ধে রাজকীয় সৈন্যদল এই নগর অধিকার করে। স্ট্রাসবার্গের পথে পলায়ন করিয়া তিনি ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে তিনি ক্যান্টারবারীর মুখ্য ধর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রাজা ৬ষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ডের নিজস্ব তহবিল হইতে একটি বৃত্তি তাঁহাকে দেওয়া হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ A Tragady Dialogue of the unjust usurped Primacy of the Bishop of Rome (1549) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রথমে লাটিন ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ইহার সহিত কবি মিল্টনের Paradise Lost নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ এবং বের্নার্দিনো অচিনোর পরবর্তী রচনাসমূহের সহিত মিল্টন বিশেষ পরিচিত ছিলেন। স্বরচিত Labyrinth নামক গ্রন্থ তিনি রাণী এলিজাবেথের নামে উৎসর্গ করেন। ১৫৫৩ খ্রী° মেরী সিংহাসনে আরোহণ করিলে অচিনো ইংলণ্ড হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর জুরিকে তিনি ইতালীয় ধর্মসঙ্ঘের আচার্য নিযুক্ত হন। ১৫৬৩ খ্রী° তাঁহার Thirty Dialogue প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি বহুবিবাহ সমর্থন করায় অপরাধে নির্বাসিত হন এবং ১৫৬৩ খ্রী° পর্যন্ত পোলাণ্ডে বাস করেন। এই সময়ে রাজবিধিদ্বারা খ্রী° ধর্মসঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন বিদেশী ব্যক্তির পোলাণ্ডে বাস নিষিদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি মোরাভিয়ায় আশ্রয় লন এবং স্ল্যাকোভে ১৫৬৪ খ্রী° প্লেগরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীবারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অচিন্ত,—[নাই চিন্তা যাহার—বহু°] বিণ, ১ চিন্তারহিত। ২ অচিন্ত্য, চিন্তাতীত। বিণ—অচিন্তিত—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী— -া]—যাহা চিন্তা করা যায় নাই এরূপ, অভাবিত, আকস্মিক। ~নীয়—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহা চিন্তার বিষয় নহে, অচিন্ত্য, চিন্তাতীত। 'অচিন্তনীয়স্তু তব প্রভাবঃ'—রঘু° ৫. ৩৩। ২ যাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না, অভাবনীয়, আকস্মিক। ~পুর্ণি পর্বত—পাঞ্জাবে অবস্থিত একটি গিরি [চিন্তপুর্ণি দ্র°]। ~পুরী—দশনামী সন্ন্যাসীদের ৫২টি সম্প্রদায় বা মড়ি আছে। সিদ্ধসন্ন্যাসী অচিন্তপুরী ইহাদের একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত। ~া—১ — ক চিন্তাভাব, ভাবনারহিত। খ বিণ, চিন্তারহিত। ২ পরমেশ্বরীর অষ্টোত্তর সহস্র নামের একটি নাম।—কূর্মপু° উ° ১২. ৭২।

অচিন্ত,—অবন্তীর নামান্তর [অবন্তী দ্র°]। বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আর্যসঙ্গ (সম্ভবতঃ 'আর্য অসঙ্গ') এই স্থানে বাস করিতেন।

[S. C. Das: Indian Pundits in the Land of Snow; GDI, I]

অচিন্ত্য—[নঞ্‌তৎ; স্ত্রী — -া] ১ বিণ, যাহা চিন্তার বিষয় নহে, চিন্তাতীত। 'অচিন্ত্যোঽয়ম্'—গী° ২. ২৫। ২ শিব। দেবগণ বিভিন্ন নামে মহাদেবের স্তুতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'অচিন্ত্য' একটি নাম।—মৎস্যপু° ১৩২. ২৬। ~জ— [অচিন্ত্য+ √জন্+অ (ড)] পারদ বা পারা।—রাজনি° বর্গ ১৩। অচিন্ত্য অর্থাৎ শিব হইতে জাত বলিয়াই পারদ বা পারার নাম অচিন্ত্যজ। [পারদ দ্র°]

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ— অপ্রাকৃত-তত্ত্ব মাত্রই মানবের প্রাকৃতবুদ্ধির দ্বারা চিন্তনীয় নহে। অসীম, অনন্ত ও অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনুভূতি প্রাকৃত, অসীম ও সান্ত মনোবুদ্ধির দ্বারা কিছুতেই সম্ভবপর নহে; এই জন্যই শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের (৬. ৭. ২)

"শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।"

শ্লোকের অচিন্ত্য শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—অচিন্ত্যং তর্কাসহং অর্থাৎ যাহা তর্ক যুক্তি সহ্য করিতে পারে না; অথবা—'অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ' অর্থাৎ 'অচিন্ত্য যাহা ভিন্ন বা অভিন্ন বিচারের দ্বারা চিন্তা করিতে কেহ সমর্থ নহে।' শ্রীজীব গোস্বামী ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—'দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যম্'—অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা যাহার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই তেমন ঘটনা ঘটিলেই তাহাকে অচিন্ত্য বলা যাইতে পারে।

দার্শনিক-চূড়ামণি আচার্যশঙ্করও এই জন্য বরাহপুরাণের প্রমাণ গ্রহণ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন (মহাভারতে উদ্যোগপর্বেও এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়)

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ 'যে সকল ভাব অচিন্তনীয় তর্কের দ্বারা তাহাদের যোজনা করিবে না; যাহা প্রকৃতির অতীত তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।' ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের মূল প্রবর্তক শ্রুতিও (বৃহ° ৫. ১. ১; মুক্তি° ১) এই জন্য বলিয়াছেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মও পূর্ণ বিশ্বাদি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষগোচর বস্তুও পূর্ণ, পূর্ণ হইতেই পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

শক্তিবাদ—আর্যদর্শনসমূহ ঈশ্বর শক্তি বা প্রকৃতি, জগৎ ও জীব লইয়াই আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নিরূপণে ঐকান্তিক ভেদও স্বীকার করা যায় না, আবার ঐকান্তিক অভেদও স্বীকার করা যায় না—অথচ প্রতীয়মান ভেদ ও

অভেদের মূলে যে তত্ত্ব তাহা অচিন্ত্য অর্থাৎ প্রাকৃত মনোবুদ্ধির গোচর নহে। এই জন্যই সমস্ত শ্রুতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে গেলে এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ব্যতীত তাহার সমন্বয় বিধান কিছুতেই হইতে পারে না এবং এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব স্বীকার করিলে লক্ষণার দ্বারা বা কষ্টকল্পনার দ্বারা শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' তত্ত্বকে প্রাকৃত বুদ্ধির বা তর্কের ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিয়া তাহাকে বাদ-বিবাদের বিষয়ীভূত করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শ্রীজীবই সর্বপ্রথমে তাঁহার 'সর্বসংবাদিনী' গ্রন্থে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামকরণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের অভিপ্রায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'পরমাত্ম-সন্দর্ভে'র অনুব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্টবস্তুপেক্ষয়ৈব প্রবর্ততাম্। অভেদবাদস্য বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি। অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রহ্ম-সূ° ২. ১. ১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্মর্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি। তত্র যদ্য পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্যমতে চেত্যাপি সার্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।"

—সর্বসংবাদিনী, ১৪৯ পৃঃ, সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ।

অনুবাদ—

"অতএব বিশিষ্ট বস্তু অঙ্গীকারে ভেদাভেদবাদ এবং বিশেষ পদার্থের অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ অভেদবাদ প্রবর্তিত হউক। অপর এক সম্প্রদায়ের বেদান্তীরা বলেন, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-হেতু (ব্রহ্ম-সূ° ২. ১. ১১) ভেদে এবং অভেদেও নিখিল দোষসমূহ দর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা করা অসম্ভব। এই জন্য যেমন ভেদ সাধন করা দুষ্কর, তেমনি অভিন্ন-ভাবে চিন্তা করিয়া অভেদ সাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন করিতে গিয়া ইঁহারা ভেদাভেদ সাধনে চিন্তার অসমর্থতা উপলব্ধিতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাভেদবাদ; মায়াবাদিগণের মতে ভেদাংশ ব্যাবহারিক বা প্রাতীতিকমাত্র। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদাভেদবাদ, শ্রীরামানুজমতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমধ্বাচার্যমতে ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তিময় বলিয়া স্বীয় মতে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।"
—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণকৃত অনুবাদ: ঐ, ৩৪১ পৃ°।

ফলতঃ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই শ্রীভগবান্‌কে সর্বশক্তির আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় সকল দর্শনেই—কেহ বা স্পষ্টভাবে কেহ বা অস্পষ্টভাবে এই শক্তিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি এই জন্যই বলিয়াছেন—

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'।

(শ্বেতাশ্বতর ৬. ৮), অর্থাৎ এই পরমপুরুষের বিবিধা শক্তির কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

'শ্বেতাশ্বতর' (১. ৩) আরও বলিয়াছেন—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।

শ্বেতাশ্বতর (৪. ৫) অন্যত্র এই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।

ইহাতে শক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—এই শক্তি বা প্রকৃতি অজা অর্থাৎ উৎপাদনবিনাশরহিতা, সুতরাং নিত্যা। তিনি একা অর্থাৎ সজাতীয় দ্বিতীয়রহিতা। ইনি লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা অর্থাৎ রজঃসত্ত্বতমোগুণ-স্বরূপা। লোহিত শব্দটী রজোগুণের প্রকাশক, শুক্ল শব্দটী সত্ত্বগুণের এবং কৃষ্ণ শব্দটী তমোগুণের বাচক। ইনি মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল পর্যন্ত বহু প্রকার বৈচিত্র্যময় এই জগতের সৃষ্টিকারিণী।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বুঝিতে গেলে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধই যে অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল ভিত্তি, ইহা সর্বপ্রথমে বুঝিতে হয়। এই জন্যই আমরা শক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করা সর্বপ্রথমে সমীচীন বলিয়া মনে করি। বেদের বহুস্থলে কোথাও বা স্পষ্টভাবে, কোথাও বা অস্পষ্টভাবে এই শক্তিবাদের অনেক প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে; কেবল শ্বেতাশ্বতরে নহে, ঋগ্বেদসংহিতায়ও দেখা যায়।

'স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনন্ শক্তিভী রোদসি প্রাম্। তমূ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কং স ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ॥' সায়ণ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন—'স্তোমেন হি খং দিবি দেবা অগ্নিমজীজনন্ শক্তিভিঃ কর্মভিঃ দ্যাবা পৃথিব্যোঃ পূরণং তমকুর্বন্ ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবি।'—ঋ° ১০. ৮৮. ১০।

অর্থাৎ দেবতাগণ স্তুতি ও কর্মদ্বারা ত্রিভুবনব্যাপক অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এই কর্ম শব্দের অর্থ অত্যন্ত গভীর। সমগ্র জগৎ ও জগদতীত ক্রিয়ামূলক শক্তি এই কর্ম-শব্দের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতায় এই স্থলে শক্তি-শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাইলাম। অন্য কতকগুলি মন্ত্রে শক্তি শব্দের প্রয়োগ না করিয়াও শক্তিতত্ত্বের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। যথা—

অগ্নে যত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধী-ষপ্স্বা যজত্র। যেনান্তরিক্ষমুর্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ॥—৩. ২২. ২।

"হে সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর অগ্নি, তোমারই জ্যোতি, অর্থাৎ তোমারই শক্তি, পৃথিবীতে দাহপাকাদি ক্রিয়া-নিষ্পাদকরূপে যে তেজ বিদ্যমান তাহা তোমারই তেজ, ওষধিসমূহে যে সোমাখ্য তেজ,

জলে 'ঊর্ব' নামে যে তেজ তাহাও তোমারই তেজ, বায়ুরূপে তেজোধারা তুমিই অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছ।"

ইহাতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, জল ইত্যাদি বিবিধ রূপে যে পরমেশ্বরের শক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বলা হইয়াছে। 'অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ঃ'—ঋ° ৩. ২৬. ১৫; অর্থাৎ মরুৎই বৈদ্যুতাগ্নির আশ্রয় এবং এই মরুৎই বিশ্বের আকর্ষণীয় শক্তি। পুনশ্চ—"অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনু রুধ্যসে। গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ'—ঋ° ৮. ৪৩. ৯; অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমি জলে প্রবেশ কর, সেই তুমি ওষধিসকলের উৎপাদন পূর্বক উহাদের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার উহাদের অপত্যরূপে প্রাদুর্ভূত হও।

চারি বেদ হইতে শক্তিবাদের প্রমাণ সংগ্রহ করিলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। চারি বেদই শক্তিবাদের সমর্থক; আমরা তাহার দিগ্দর্শন মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

এই শক্তিবাদ এবং শক্তির সহিত শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। শক্তিবাদকে পুরাণাদিতে যে ভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া উপাসনাতত্ত্বকে সরল ও সহজ করা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন তাহাকেও অতি সূক্ষ্মবিচারের দ্বারা সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসার ও সম্যগ্দর্শনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়; আমাদের সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে শক্তিবাদ যে সমস্ত আর্যদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

অন্যান্য দর্শনে শক্তিবাদ— প্রাভাকরগণের মতে যে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে শক্তিও তাহার একতম। এই অষ্টবিধ পদার্থ যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি, নিয়োগ ও সংখ্যা। নব্য প্রাভাকরগণও যে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন শক্তি তাহার অন্যতম। সুতরাং মীমাংসাদর্শনে শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

নব্য নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ শক্তিকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার না করিলেও নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি'কার শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য কারণত্বকেই শক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি বা শক্তি তো সর্বজন-বিদিত। অতএব যোগদর্শনেও শক্তিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক বেদান্তপদবাচ্য 'যোগবাশিষ্ঠে'ও শক্তিবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

নির্বিশেষ বেদান্ত-মত শ্রীমদাচার্য শঙ্কর কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইবার পূর্বে যাদব, টঙ্ক, বোধায়নও শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা ভগবৎ-শক্তির প্রামাণিকতা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী দেখাইয়াছেন যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, শ্রীমদাচার্য শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদের অষ্টাদশ সূত্রে অসৎকার্যবাদ খণ্ডন ও সৎকার্যবাদ স্থাপনের জন্য বলিয়াছেন—

"শক্তিশ্চ কারণকার্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যাসতী কার্যং নিয়চ্ছেৎ অসত্ত্বাবিশেষাৎ অন্যত্বাবিশেষাচ্চ, তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্যম্।"

—সর্বসংবাদিনী, পৃ° ৫০।

অর্থৎ—"শক্তি কারণের কার্যনিয়মনের জন্য প্রকল্পিত। শক্তি কার্যকারণ হইতে ভিন্ন হইলে, অথবা কার্যের ন্যায় সত্তা-রহিতা হইলে, উহার দ্বারা কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে শক্তি ও কার্যেরই মত সত্তারহিত ও কার্য হইতে অনন্য হয়। এই নিমিত্ত সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কারণস্বরূপা এবং কার্যও শক্তিস্বরূপ।" —বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ। শ্রীমদাচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের (১.১.৫) ভাষ্যের অন্যত্রও "অসত্যপি কর্মণি 'সবিতা প্রকাশতে' ইতি কর্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাদেবং সত্যপি জ্ঞান-কর্মণি ব্রহ্মণঃ '—তদৈক্ষত—' ইতি কর্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তের্ন দৃষ্টান্ত-বৈষম্যম্ ইতি"

অনুবাদ—"সূর্য প্রকাশ পাইতেছেন এইরূপ দৃষ্টান্তে সূর্যের যেমন কর্তৃত্বভাব দৃষ্ট হয়, "তদৈক্ষত" (তিনি দর্শন করিয়াছিলেন,) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়া বুঝাইলেও তাঁহার কর্তৃত্বভাব উপলব্ধ হয়। ইহাতে দৃষ্টান্ত-বৈষম্যের আশঙ্কা নাই।"—ব্রহ্ম-সূ° ১. ১. ৫।—ঐ, অনুবাদ। শ্রীমদাচার্য শঙ্কর 'বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্যেও অচ্যুত শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"স্বরূপ-সামর্থ্যান্ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যতে, ইত্যচ্যুতঃ 'শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতি শ্রুতেরিতি।" অর্থাৎ "স্বরূপ-সামর্থ্যে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই ও এখনও চ্যুত নহেন বা ভবিষ্যতেও হইবেন না, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অচ্যুত। শ্রুতিতেও তাঁহাকে শাশ্বত, শিব এবং অচ্যুত বলা হইয়াছে।" এই সামর্থ্য কি শক্তি নহে?

শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদ—শ্রীজীব শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য এই সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতেছেন—"স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি।—সর্বসংবাদিনী, ৩৭ পৃঃ। অনুবাদ—"এই হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।"—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ—২২৯ পৃঃ।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের ও তাঁহার শক্তির অবিচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়া শ্রীভগবানে নানাবিধ স্বরূপ শক্তির লীলাবিলাস স্বীকার করিয়াছেন। যে স্থানে নিখিল শক্তি অপ্রকাশিত (শ্রীজীবের ভাষায় অবিবিক্ত), সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম। উপনিষদে বা বেদে যে ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা নিখিল শক্তিমান্ তত্ত্ব। বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে সেই পরতত্ত্বকেই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণাত্মক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্র রচনা

করিলেন।* কিন্তু পরবর্তী কালে নির্বিশেষবাদীরা এই ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক করিয়া ব্যাখ্যা করায় শ্রীজীব গোস্বামীর—'ব্রহ্ম' শব্দের নূতন পরিভাষার প্রয়োজন হইল। এস্থলে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মে যে নিরূপতা কল্পনা করিলেন শ্রীরামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্যগণ তাহা অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা নানাবিধ যুক্ত-তর্ক ও শ্রৌত-স্মার্ত প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব নিরাকারত্ব খণ্ডন করিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম একান্তভাবে অস্বীকার করিলেন না—ইহা পরতত্ত্বের একটী নিঃশক্তিক সামান্য (homogenous) অবস্থা-বিশেষ বলিয়া তাঁহারা মানিয়া লইলেন। শ্রীজীব 'ক্রমসন্দর্ভে' এই ব্রহ্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই — 'শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতিশব্দ্যতে'; অর্থাৎ যে স্থলে শক্তিবর্গের লক্ষণের ও ধর্মের অতিরিক্ত কেবল জ্ঞানমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে ব্রহ্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রতিপাদিত এই নিরাকার ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্য° ২০) বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে। সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে।"

কিন্তু মূলতঃ ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই শব্দ দুইটী স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। শ্রীজীব 'ভগবৎসন্দর্ভে' বলিয়াছেন—"তদেতৎ ব্রহ্মস্বরূপং ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং ন তু লক্ষ্যম্। তদেব নির্দ্ধারয়তি, ভগবচ্ছব্দোঽয়ং তস্য নদীবিশেষস্য গঙ্গাশব্দবাচক এব ন তু তটশব্দবল্লক্ষকঃ।"—ভগবৎসন্দর্ভ, ৩।

অর্থাৎ, ভগবৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপেরই প্রকাশ করা হয়; অর্থাৎ ভগবৎ শব্দের অভিধা-বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝায়, লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝায় না। দৃষ্টান্ত যথা—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে, একথা বলিলে যেমন গঙ্গার মধ্যে ঘোষের বাস করা অসম্ভব বলিয়া গঙ্গাশব্দে নদীবিশেষকে না বুঝাইয়া তাহার তটদেশকে বুঝাইল; এস্থলে সেরূপ নহে, এখানে ভগবৎ শব্দের দ্বারাও ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। তবে ব্রহ্মকে ভগবত্তত্ত্বের অসম্যক্ আবির্ভাব বলা হইয়াছে কেন? তাহা জ্ঞানাদিমার্গে সাধনকারীর নিকট নিঃশক্তিক নির্বিশেষ ভাবমাত্র প্রকাশ হইয়া থাকে: কারণ সেরূপ অধিকারী সাধনার দ্বারা পরিপূর্ণ সর্বশক্তিমত্তত্ত্বের উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করেন নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঔপনিষদ ব্রহ্মে এ সমস্ত গোলযোগের কোনও কারণ ছিল না—শ্রীমৎ শঙ্করের শারীরকভাষ্যই এই গোলযোগের উৎপত্তির কারণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে এইরূপ ব্রহ্ম ও ভগবান্ ব্যতীত 'অন্তর্যামিত্বময়মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশ বিশিষ্টঃ' পরমাত্মতত্ত্ব নামে আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাঁহারা যোগী তাঁহাদের নিকট এই অন্তর্যামিরূপী তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, কারণ তাঁহারা যোগসাধনার দ্বারা এই তত্ত্বেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

সর্বশক্তিময় পরিপূর্ণ পরমবিশেষ পরতত্ত্ব ভগবান্ই সাধনাবিশেষে সাধকের নিকট এইরূপে প্রকাশিত হন। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব এইরূপ এক একটী দিকের আংশিক প্রকাশমাত্র। ভগবত্তত্ত্বই পরিপূর্ণতম প্রকাশ। ইহাকে সগুণও বলা যায় না যদিও ইহা সবিশেষের বা সগুণের মত প্রতিভাত হয়, আর ইহাকে নির্বিশেষ বা নির্গুণও বলা যায় না যদিও নির্বিশেষ ও নির্গুণতত্ত্বরূপে ইহা তদ্ভাবাপন্ন উপাসকগণের নিকট প্রতিভাত হয়। স্বরূপে শ্রীজীব-প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া বলিতে গেলে ইহাকে সগুণের ও নির্গুণের অতীত এক অচিন্ত্যপরমবিশেষ তত্ত্বরূপে অভিহিত করিতে হয়। এই অচিন্ত্য প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বৈভবশালী সর্বপ্রকার বিরোধী শক্তির একমাত্র আশ্রয় পরতত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবত্তত্ত্ব কথন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধশক্তির সমাশ্রয়, যথা—

"যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যাৎ। তদ্ ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥—ভা° ৪.৯.১৬। অর্থাৎ "স্ব স্ব বর্গে আনুপূর্বিক পর্যায়ক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভাবে বিরুদ্ধগতি বিদ্যাদি শক্তিসকল যে ভগবান্কে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্য করিতেছে, আমি সেই বিশ্বস্রষ্টা এক অনন্ত, আদ্য, আনন্দমাত্র, নির্বিকারস্বরূপ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম।"

পুনশ্চ — "সর্বাণি যোঽস্যাত্মশক্তি শক্তিভির্ব্যক্তিক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ। তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায়বেধসে॥" (৫. ১৭. ১৮) অর্থাৎ—"যে ভগবান্ স্বীয় দ্রব্যক্রিয়াদি কারক চেতনাশক্তিদ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি বিধান করিতেছেন, সেই সমৃদ্ধ বিরুদ্ধশক্তিশালী নিগ্রহানুগ্রহের বিধাতা পরমপুরুষকে প্রণাম করি।

এই সমস্ত বিচার করিয়াই তত্ত্বদর্শী সুপণ্ডিত শ্রীজীব বলিতেছেন—"তে চ স্বরূপশক্তি-মায়াশক্তী পরস্পরবিরুদ্ধে তথা তয়োর্বৃত্তয়ঃ স্ব স্বগণ এব পরস্পরবিরুদ্ধা অপি বহ্ব্যঃ, তথাপি তাসামেকং নিধানং ভবেদেত্যাহ।" "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি। কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥"—ভা° ৬.৪.২৩।

'স্পষ্টম্ —' —ভগবৎসন্দর্ভ, ১২।

অর্থাৎ "স্বরূপশক্তি যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধা, সেইরূপ উহাদিগের বৃত্তিসকলও পরস্পর বিরুদ্ধা হইয়াও তাহাদিগের নিজ নিজ গণে বহু; কিন্তু তথাপি একমাত্র সর্বশক্তির আধার ভগবানেই তাহারা পর্যবসিত। যথা, শ্রীভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—যে ভগবানের মায়া ও বিদ্যাদি নিখিল শক্তি পরস্পর বিবাদকারী—ষোড়শ পদার্থবাদী নৈয়ায়িকগণের,

* এই ঔপনিষদ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচরিতামৃতে বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥'—চৈ-চ° ১ম পঃ।

অনীদৃগ্‌বাদী মীমাংসকগণের, সপ্তপদার্থবাদী বৈশেষিকগণের, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের ও স্বভাববাদী নাস্তিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত ও পক্ষাবলম্বীদিগের বিবাদের ও কখনও কখনও সম্পদের বা ঐকমত্যের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে এবং যে শক্তিসকল বিবাদকারিগণের মুহুর্মুহু আত্মবিস্মৃতি ঘটাইয়া থাকে, সেই অনন্ত গুণের আধারভূত পুরুষ ভগবান্‌কে প্রণাম করি।—ভগবৎ-সন্দর্ভ ১২।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষ ভগবানে সর্বশক্তির প্রবৃত্তি ও উপরতি অচিন্ত্যভাবেই হইয়া থাকে। শক্তির ভেদ না থাকিলে জ্ঞানের প্রবৃত্তি হয় না এবং অভেদ না থাকিলে ভগবানে সর্বার্থের সম্যক্ উপরতি হয় না। এইজন্য শক্তির সহিত যুগপৎ ভেদাভেদ স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু সেই ভেদাভেদ অপ্রাকৃত; অতএব প্রাকৃত মনোবুদ্ধির দুরধিগম্য ও অচিন্তনীয়। এই জন্যই শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ শক্তি শক্তিমানের এই সম্বন্ধেই যে সর্বশ্রুতির সামঞ্জস্য ও সবিশেষ নির্বিশেষবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য সাধিত হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজীবের আচার্য শ্রীরূপও তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে পরিপূর্ণতম স্বরূপ এবং ব্রহ্ম আদি তত্ত্বকে তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। যথা—লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপগোস্বামিপাদের কারিকায়—

নহু শ্রৈষ্ঠং মুকুন্দস্য ব্রহ্মতো যুজ্যতে কথম্।
যদ্ ব্রহ্ম শ্রীভগবতোরৈক্যমেব অভিধীয়তে॥

অর্থাৎ শাস্ত্রে যখন ব্রহ্ম ও ভগবানের অভেদই প্রসিদ্ধ, তখন কি প্রকারে ব্রহ্ম হইতে ভগবানের শ্রেষ্ঠতা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এতদুত্তরে বলিতেছেন—

তত্ত্বং শ্রীভগবতোর স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে॥
যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো ভাতে বহুধেন্দ্রিয়ে॥
দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভি র্বহুধা স একোহপি প্রতীয়তে॥
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্যং তস্য নাপরৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্নন্ত্যর্থং নিজং নিজং॥
তথান্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎসর্বার্থসাধকঃ॥
ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ॥
মাধুর্যাদি গুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে॥

* *

নহু প্রাকৃতরূপত্বাদ্ গতকোপমানুষাম্।
গুণানাং গণনা ন স্যাদিতি কাত্র বিচিত্রতা॥
নৈবং গুণানামেতস্য প্রাকৃতত্বং ন বিদ্যতে।
তেষাং স্বরূপভূতত্বাৎ সুখরূপত্বমেব হি॥

* *

অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ।
বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ॥ ২০৮।
ব্রহ্মনির্ধর্মকং বস্তু নির্বিশেষমমূর্তিকম্।
ইতি সূর্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎ প্রভোপমম্॥ ২০৯

লঘুভাগবতামৃত, পূর্বখণ্ড।

একই ভগবৎস্বরূপে ব্রহ্ম পরমাত্মাদি বহুস্বরূপ অন্তঃপাতিরূপে নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও উপাসনার তারতম্যানুসারে (জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিরূপ সাধনের পার্থক্যবশতঃ) সেই সেই উপাসকে তদুপযোগী স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত—যেমন, রূপরসাদি বিবিধ গুণের আশ্রয়ভূত এক দুগ্ধাদি দ্রব্য, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা বহুবিধাকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা শুক্ল, জিহ্বাদ্বারা মধুর ইত্যাদিরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ এক হইয়াও উপাসকের উপাসনাভেদে বহু প্রকারে প্রতীয়মান হন। তন্মধ্যে যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য একমাত্র জিহ্বাদ্বারাই পরিগৃহীত হয়, অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা নহে, আর যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদিগুণের মধ্যে কেবলমাত্র স্বীয় স্বীয় বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ; কিন্তু চিত্ত সর্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ; তদ্রূপ অন্যান্য উপাসনাসমূহ (জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি) বাহ্যেন্দ্রিয়স্থানীয় (চক্ষু ও জিহ্বাদিস্থানীয়; অর্থাৎ উহারা কেবল স্বীয় স্বীয় উপযোগী প্রসিদ্ধ বিষয়ই গ্রহণ করিতে সমর্থ অন্য কাহাকেও নহে। ভক্তি কিন্তু চিত্তস্থানীয় বলিয়া বিভিন্ন উপাসকের বিভিন্ন উপাসনার বিষয় সমস্তই লাভ করিতে সমর্থ। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রধান প্রধান শাস্ত্রে ব্রহ্ম হইতে মাধুর্যাদিগুণের আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ (শ্রেষ্ঠত্ব) অভিহিত হইয়াছে।

অতএব সেই মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট ও পূর্ণানন্দঘনবিগ্রহ। ২০৮।

নির্গুণনির্বিশেষ এবং অমূর্তব্রহ্ম সূর্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস্থানীয় রূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ২০৯।—শ্রীগৌর ভাগবতদর্শনাচার্যের অনুবাদ।

বস্তুতঃ ব্রহ্মতত্ত্বানুভাবিত শ্রীভগবৎস্বরূপের এই পরিচয় ভাগবত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি বহু গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। টীকাকারগণ তাহা সুপ্রণালীবদ্ধ ও সুসম্বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ত্বের এইরূপ মহিমা শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্যও তাঁহার স্তোত্ররত্নে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরং চ যৎ
দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরংপদং
পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ॥ ১৭

অর্থাৎ—ব্রহ্মাণ্ড যাহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, ব্রহ্মাণ্ডের যে দশোত্তর আবরণ, গুণসকল, প্রধান, পুরুষ, পরপদ এবং পরাৎপর যে ব্রহ্ম ইহা তোমারই বিভূতি।

ফলতঃ প্রাচীন পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের ও ভাগবত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে মূল অভিপ্রায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ সবিশেষ প্রতিভাবান্ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত্যাচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্ ও তাঁহার শক্তিধারার এই সম্বন্ধ-বিচারে তাঁহারা আরও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও দার্শনিক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা সমস্ত শ্রীভাগবতী শক্তিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি প্রাধান্যে চিৎ-শক্তি, তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি। জীবশক্তি নামে ভগবৎ-শক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যস্থ। জীবশক্তি যখন বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির অধিকারে নিপতিত হয় তখন ঐ শক্তি সংসার প্রপঞ্চাদি দুঃখভোগ করিয়া থাকে; আবার যখন এই শক্তি অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির অধিকারে আগমন করে, তখন ভগবৎশক্তির বৃত্তিধারা অনুভাবিত হইয়া এই শক্তি লীলার দর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকে আবার ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। যেহেতু শ্রুতিতে এবং ব্রহ্মসূত্রে আনন্দকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অভিব্যক্ত করা হইয়াছে এই জন্যই হ্লাদিনীসাররূপা শ্রীরাধিকাই আনন্দময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে মাধুর্যেরই পরি-পূর্ণতম প্রকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই জন্যই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রেমভক্তি অবলম্বনেই রসময়বিগ্রহ রসিকশেখরের উপাসনায় জন্য শ্রীরূপসনাতনপ্রমুখ রসতত্ত্ববিদ্‌গণ যে উপাসনা-পদ্ধতির প্রচার করিয়াছিলেন, বৃহদ্-ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে তাহা অতিসুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। দেবগুরু বৃহস্পতির প্রিয়শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম পার্ষদ উদ্ধব বৃন্দাবনে গোপীগণের ভজন-মাধুর্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"

—ভাঃ ১০.৪৭.৬১

অর্থাৎ—"যে ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্যপথ (পাতিব্রত্যাদি) পরিত্যাগপূর্বক-শ্রুতিগণেরও অন্বেষণীয়া মুকুন্দপদবী ভজনা করিয়াছেন, অহো! আমি যেন বৃন্দাবনে তাঁহাদিগের চরণরেণুসেবী গুল্মলতা ও ঔষধি-সমূহের মধ্যে কোনও কিছু হইয়া জন্মলাভ করি। মাধুর্যরসতত্ত্বভূপতি শ্রীরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন—

তত্রাপি সর্বগোপীনাং রাধিকাতিবরীয়সী
সর্বাধিক্যেন কথিতা যৎ পুরাণাগমাদিষু॥"

—লঘুভাগবতামৃত, উত্তরখণ্ড

অর্থাৎ মধুরভাবের উপাসনাপদ্ধতির চরমোৎকর্ষ ব্রজগোপীগণে, সেই গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকা অতীব বরিয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতমা; যেহেতু পুরাণ ও আগমাদি শাস্ত্রে তিনিই সর্বোত্তমারূপে কথিতা হইয়াছেন।

সমস্ত বাদবিবাদের মর্মকথা শ্রীভগবদ্-উপাসনা। ভারতীয় দর্শনসমূহের উদ্দেশ্যই তত্ত্বজ্ঞান বা নিঃশ্রেয়স-লাভ। আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি, কেহবা পরমানন্দময় ভগবৎ-প্রাপ্তিকেই এই নিঃশ্রেয়সলাভের স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীবেদব্যাস নিখিলবেদার্থ সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন, নিজেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতরূপ তাহার অনুত্তম ভাষ্য রচনা করেন। সেই অনুপম ভাষ্যের মর্মকথা শ্রীভাগবতমূর্তি শ্রীচৈতন্যদেবরূপে আবির্ভূত হইয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপসনাতন তাঁহারই কৃপায় সেই ভাগবতরসনির্যাসের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে যে অনুপম রসপ্রবাহের সঞ্চার করিয়াছিলেন—দার্শনিকপ্রবর শ্রীজীব তত্ত্ব-সন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতি-সন্দর্ভ রূপ ছয়খানি সন্দর্ভগ্রন্থে, ক্রম-সন্দর্ভরূপ শ্রীভাগবতের টীকায় ও সর্বসংবাদি-নীতে তাহারই সিদ্ধান্ত-নিচয় সুরক্ষিত করিয়া 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদরূপ' দার্শনিক মত স্থাপন করিয়াছেন। দার্শনিক চূড়ামণি শ্রীজীব দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিযোগী-রূপে এই মত প্রকাশ করেন নাই বলিয়া তিনি এই মত-স্থাপনের জন্য ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও উপনিষদ্ এই প্রস্থানত্রয়ের স্বতন্ত্র ভাষ্য নির্মাণ করেন নাই; পরন্তু ভাগবতের উপর সে ভার অর্পণ করিয়া তিনি রসস্বরূপের সুগম উপাসনাবর্ত্ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহারই চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অচিন্ত্যভেদা-ভেদ স্থাপিত হইলেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সকল কথাই প্রধানতঃ বলা হইয়া যায়, কারণ জীব ব্রহ্মেরই শক্তি এবং জগৎ শক্তিরই কার্য, কিন্তু তথাপি দার্শনিক মতরূপে আলোচনার সময়ে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্ররূপে বিবৃত হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়।

জগৎ-তত্ত্ব—প্রত্যেক আর্যদর্শনেই জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পরিদৃশ্যমান জগৎকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। ব্রহ্মসূত্রে এইজন্যই অথাতো 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা উদয় হইবামাত্রই সূত্রকার ঋষি দ্বিতীয়সূত্রেই—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' —অর্থাৎ যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয় বলিয়া ব্রহ্মকে জানাইবার জন্য জগৎকেই সর্বপ্রথমে গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন সেই শ্রীমদ্ভাগবত 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' বলিয়া 'যাঁহা হইতে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় বলিয়া সেই জগতের কারণকেই পরম সত্য নির্ধারণপূর্বক প্রথম শ্লোকের আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ জীবগোস্বামী ভাগবতের ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'অস্য বিশ্বস্য ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতি-নিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্য-চিন্ত্য বিবিধবিচিত্ররচনারূপস্য যতো যস্মাৎ অচিন্ত্যশক্ত্যা স্বয়মুপাদানকারণরূপাৎ কর্ত্রাদি-রূপস্য জন্মাদি তৎপরং ধীমহীত্যন্বয়ঃ।'

অর্থাৎ—তৃণ হইতে ব্রহ্মপর্যন্ত বহু কর্তৃ- ও ভোক্তৃ-সমন্বিত এবং অনবরত দেশকাল নিমিত্ত ক্রিয়ার ফলাশ্রয়স্বরূপ, যাঁহার নানা-প্রকার বিবিধ বিচিত্রসৃষ্টির রূপ মনের দ্বারাও অচিন্তনীয় সেই বিশ্বের যাহা হইতে জন্মাদি অর্থাৎ যিনি অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা নিজেই উপাদান-কারণরূপে ও কর্ত্রাদিরূপে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতিলয় করিতেছেন—সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিতেছি।'

শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যা হইতে দুইটী কথা বিশেষরূপে পাওয়া গেল। একটী এই যে ব্রহ্ম বা ভগবান্ স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা এই বিশ্ব বা জগৎ রচনা করিয়াছেন. দ্বিতীয়তঃ তিনিই অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা স্বয়ং এই সৃষ্টির নিমিত্ত উপাদান কারণ হইয়াছেন। কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করিতে নিজের শরীরের বাহির হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে, কিন্তু ভগবান্ নিজেই অচিন্ত্য শক্তিবলে নিজ হইতেই এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন।

এখন ব্রহ্মই যদি এই জগতের উপাদান কারণ হন তবে তিনিই কি এই জগদ্রূপে পরিণত হইলেন? সমগ্র ব্রহ্মই এই জগদ্রূপে পরিণত হইলেন, না তাঁহার এক অংশ জগদ্-রূপে পরিণত হইল? এখানে আবার আমা-দিগকে সেই উপনিষদ পরিভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অর্থাৎ—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তত্ত্বতঃ পূর্ণ, আর যিনি ইহার অদৃশ্য মূলীভূত কারণ তিনিও পূর্ণ: পূর্ণ হইতেই পূর্ণের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

এই কথাকে অবলম্বন করিয়া বুঝিতে হইবে সেই পরম ব্রহ্ম বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াও নিজে পরিপূর্ণ থাকেন। কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর হইতে পারে? তজ্জন্য শ্রীজীব বলিলেন—তাঁহার 'অচিন্ত্য' শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভবপর।

শ্রীমদাচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে জগৎ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র কিছু নাই, অজ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মরূপ নিত্য সত্য পদার্থে জগদ্রূপ একটী পদার্থ কল্পিত হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রিতে যেমন কেহ রজ্জু দেখিয়া উহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্ম যেমন তেমনই আছেন কিন্তু অজ্ঞানের জন্য সর্প নামক একটী স্বতন্ত্র পদার্থ ঐ রজ্জুতে কল্পিত হইতেছে। ইহাকে বিবর্তবাদ বলে। অতাত্ত্বিক অন্যথাভাবই বিবর্ত। অর্থাৎ পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া রূপান্তর প্রতীতি-বিষয়ত্বই বিবর্ত। যেমন শুক্তিতে রজত-প্রতীতি, রজ্জুতে সর্প-প্রতীতি, এস্থানে শুক্তি বা রজ্জু আপন আপন রূপ পরিত্যাগ করে না, অথচ উহাতে রজত ও সর্পভ্রম হয়; ইহাই বিবর্ত।

নানাযুক্তি ও প্রমাণবলে শ্রীজীব-গোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভে ও সর্বসংবাদিনীতে বিবর্তবাদ খণ্ডন করিয়া তাহা যে শ্রুতিবিরুদ্ধ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী যুক্তি এই যে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিশেষ বস্তু কি করিয়া সবিশেষ জগদ্জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে? অপিচ অজ্ঞান অর্থ অন্যথা জ্ঞান, উহাই সবিশেষ জ্ঞানান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া নিজেও সবিশেষ হইয়া থাকে। (কিঞ্চাজ্ঞানং নামান্যথাজ্ঞানম্; তচ্চ সবিশেষাদেব জ্ঞানান্তরাদুৎপন্নং স্বয়মপি সবিশেষং জায়তে)। শুক্তি রজত-দৃষ্টান্তে শুক্তি ও রজত উভয়ই শুক্লবর্ণ গুণসম্পন্ন শুক্লত্বাদি বিষয়ে বুদ্ধি অধিরূঢ় হইলে শুক্তিতে রজত এই মিথ্যাজ্ঞান হয়। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মে এইরূপ সবিশেষ সাদৃশ্যমূলক ভ্রমজ্ঞানের বা অজ্ঞানের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব।

বিবর্তবাদের দ্বারা জগৎসম্বন্ধিজ্ঞান যে অজ্ঞানমূলক শ্রীমদাচার্য শঙ্কর তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া দ্বৈতসম্বন্ধি জ্ঞানমাত্রই যে অজ্ঞানকল্পিত এই উক্তি করিয়াছেন। শ্রীজীব তাহার খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"কিঞ্চ যদি সর্বমেব দ্বৈত-জাতং জীবজ্ঞানকল্পিতং স্যাৎ জীবস্বরূপঞ্চ ব্রহ্মণোনান্যৎ ততোবস্তুতঃ সর্বজ্ঞাদ্যভিমানী কশ্চিদীশ্বরো নামান্যো নাস্তি। কিন্তু স্থাণৌ পুরুষবৎ স্বস্বরূপ এবেশ্বর কল্পাতে, স্বাপ্নিক-রাজবৎ। তর্হি স্থাণুপুরুষাদিবদীশ্বরাভিমানিনস্তদা-নীম্ভাবাৎ। তদা তস্যা জীবাগোচরত্বেন পুরুষাজ্ঞানকল্পমানস্যাপ্যদর্শনাদনুমানসিদ্ধত্বাৎ সম্প্রতিপত্তেঃ, শাস্ত্রৈকগম্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ, যানি "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্র সূ° ১. ১. ২) ইত্যাদীনি সূত্রাণি, যানি চ তদ্বিষয়বাক্যানি তানি প্রলাপ-রূপাণ্যেব স্যুঃ।—সর্বসংবাদিনী—১৫১ পৃ°।

অনুবাদ—"যদি নিখিল দ্বৈতজাত পদার্থই জীবের অজ্ঞান কল্পিত হয় এবং জীবের স্বরূপ যদি ব্রহ্মভিন্ন অন্যকিছু না হয় তাহা হইলে বাস্তবপক্ষে সর্বজ্ঞাদি অভিমানী অন্য কোনও ঈশ্বর আছেন, এমন বলা যায় না। তাহা হইলে স্থাণুতে (মুড়াগাছে) যেরূপ পুরুষ কল্পিত হয়, সেইরূপ জীবের স্বস্বরূপেই ঈশ্বর বলিয়া কল্পিত হন, ইহাই বুঝিতে হইবে। মানুষ যেমন স্বপ্নে আপনাকে রাজা বলিয়া মনে করে, এই ঈশ্বরকল্পনাও তাদৃশ হইয়া পড়ে। যথার্থ জ্ঞানোদয়ে স্থাণুতে যেমন পুরুষ কল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞান-বিনাশ-কালে জীবের ঈশ্বর-অভিমানেরও অভাব হয়। এই অবস্থায় অজ্ঞান-কল্পমান ঈশ্বরেরও অভাব হওয়া অনুমানসিদ্ধ, সম্প্রতিপন্ন, শাস্ত্রোদিত "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি যে জগৎকর্তৃত্বদ্যোতক সূত্র ও তদ্বিষয়ক বাক্য আছে, তৎসকলই প্রলাপবাক্যবৎ হইয়া পড়ে।" বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ ৩৩১ পৃ°।

বিবর্তবাদ যখন শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ তখন পরিণামবাদ স্বীকার ব্যতীত উপায় নাই—ইহা শ্রীজীব দেখাইয়াছেন। "তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ"—তাত্ত্বিক অন্যথাকার-প্রাপ্তিকেই পরিণাম বলে।—দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়। পরিণাম-বাদ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে চারিটী সূত্র আছে—

১ উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীর-বদ্ধি।—ব্র-সূ° ২. ১. ২৪। দুগ্ধ ও জল যেমন বাহ্যসাধন অপেক্ষা করে না অথচ দধি ও হিমানীরূপে পরিণত হয়, তেমনি সাধনান্তর ব্যতীত ও অদ্বিতীয় বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মেরও জীব ও জগদাকারে বিচিত্র পরিণাম উৎপন্ন হয়।

২ দেবাদিবদপিলোকে—ব্র-সূ° ২. ১, ২৫। চেতন ব্রহ্ম এক বা অসহায় হইলেও দেবতাদির দৃষ্টান্তে বিনাসাধনে সৃষ্টি করিতে পারেন। মন্ত্র ইতিহাসে, অর্থবাদে ও পুরাণে দেখা যায়, দেবাদি কোনও প্রকার বিকার প্রাপ্ত হন না অথচ ঐশ্বর্যযোগ-বিশেষে বহুপ্রকার নানা স্থানাবস্থিত শরীর প্রাসাদ রথ প্রভৃতি কোনও প্রকার উপাদান না লইয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মহাপ্রভাবসম্পন্ন দেবগণের এই সকল সৃষ্টি মায়িক নহে—ইহা শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন।

৩ কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দব্যাকোপোবা —ঐ ২. ১, ২৬। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত; ইহাতে জানা যায় যে ব্রহ্মের অবয়ব নাই। ব্রহ্মের যখন অংশ নাই তখন তাঁহার আংশিক পরিণামও সম্ভবপর নহে। এ অবস্থায় মানিতেই হয় যে, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বিনষ্ট হইয়া তিনি জগৎ হইয়াছেন এই দোষ ঘটে। যদি মূলেরই অভাব ঘটে তাহা হইলে শ্রুতিতে "ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে" এই সকল উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজর অমর ইত্যাদি শব্দ একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। অথচ তাঁহাকে সাবয়ব বলিয়া মনে করিলে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতিতে নিরবয়ব প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে তাহারও ব্যাঘাত হয়। তাহাতে নিত্য, শাশ্বত ব্রহ্ম অনিত্য হইয়া পড়েন। এইজন্য ব্রহ্মসূত্রকার উত্তরপক্ষে বলিতেছেন।

৪ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।—ঐ ২. ১ ২৭। পূর্বে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার খণ্ডনার্থই এস্থলে "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐসকল দোষের কোনও আশঙ্কা নাই। শ্রুতি সমূহ স্বকীয় শব্দে যাহা বলিবেন, তাহাই মূল বা প্রকৃতার্থ—নিরর্থক তর্ক দ্বারা কিছু বলা হইলে তাহা শ্রুতির তাৎপর্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। শ্রুতি [অপৌরুষের অর্থাৎ ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের উৎপ্রেক্ষা-জনিত কোনও কথা বলা হয় নাই; সুতরাং শ্রুতি পরমপ্রমাণ। অপিচ শ্রুতি অলৌকিক পদার্থেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাতে লৌকিক তর্কের ও লৌকিক জ্ঞানের প্রবেশাধিকার নাই। অচিন্ত্য সম্বন্ধে লক্ষণ এই যে—

"যাহা প্রকৃতিসমূহ অর্থাৎ যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় প্রাকৃত পদার্থনিবহের জ্ঞানাতীত তাহাই অচিন্ত্য"।

এসম্বন্ধে শ্রুতি এই—পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি।—কঠ-উ° ২. ১। অর্থাৎ "সেই স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর অনাত্ম-বস্তু ও বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহকে বিকৃত করেন এবং বাহ্য বিষয় সকল দর্শন করেন।"

"ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতি র্বেদো হ্যেবৈনং বেদয়তি ইতি ঔপনিষদং পুরুষং"—বৃ-আ-উ° ৩. ৯. ২৬।—অর্থাৎ "চক্ষু শ্রোত্র তর্ক স্মৃতি বা বেদ কেহই ইঁহাকে জানিতে পারে নাই" ইনি "উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষ"।

শ্রীজীব বলিতেছেন—"সুতরাং ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিলেও কৃৎস্নপ্রসক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বাংশে জগদ্রূপে পরিণতি) দোষ ঘটে না। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ঘটে এ সম্বন্ধে যেমন শ্রুতি আছে—বিকারব্যতীতও ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে তেমনই শ্রুতি আছে। যথা—

"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।"

অর্থাৎ, "তিনি জন্মগ্রহণ না করিয়াও বহু প্রকারে বিশেষ বিশেষভাবে প্রকাশিত হন।" এইজন্য শ্রীজীব বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের এই জীব ও জগদ্রূপে পরিণাম—"অচিন্ত্যশক্ত্যা বিকার-রহিতস্যৈব পরিণামঃ। প্রসিদ্ধিশ্চ লোক-শাস্ত্রয়োঃ চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানা দ্রব্যাণি প্রসূতে ইতি।"

অর্থাৎ "অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা বিকার-রহিত ব্রহ্মেরই এই পরিণাম। লোকে ও শাস্ত্রে ইহা প্রসিদ্ধই আছে চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিলেও নানা দ্রব্য সৃষ্টি করে।"

তিনি অচিন্ত্যস্বভাব, তাঁহাতে সাবয়বত্ব নিরবয়বত্ব এই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাশ্রয় অসঙ্গত নহে। এবিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতিতে যেমন নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত ইত্যাদি বাক্য আছে, তেমনই তিনি চতুষ্পদ, অষ্টাদশকল, ষোড়শকল ইত্যাদি বাক্যও আছে, এমনকি বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ইনি সর্বশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ সর্বশক্তির সমাশ্রয়।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়?॥
—আ°। ৭ম প°।

পরিণামবাদ স্থাপন করিতে গেলে বিশ্বকে কার্য এবং ভগবানকে তাহার কারণ-রূপে স্বীকার করিতে হয়। কারণ যে স্থলে সৎ, কার্যও সে স্থানে সৎ—কেননা কারণ হইতে কার্য অভিন্ন; কিন্তু তথাপি কার্য ও কারণ এক নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব নানাবিধ শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা কারণ ও কার্য উভয়েরই সত্যতা অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছেন—

"অতঃ কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্ম চিদ-চিদ্বস্তুশক্তিঃ পরমপুরুষ এব,—কারণাৎ কার্যস্যানন্যত্বাৎ।"—সর্বসংবাদিনী পৃ° ১৬৫

পুনশ্চ—

"একস্যৈব সঙ্কোচাবস্থায়াং কারণত্বং—বিকাশা-বস্থায়াং কার্যত্বমিতি" অর্থাৎ—অতএব কার্যা-বস্থাপন্ন এবং কারণ অবস্থায় অবস্থিত স্থূল ও সূক্ষ্ম, চিদচিদ্বস্তুশক্তি সেই পরম পুরুষই—যেহেতু কারণ হইতে কার্য অভিন্ন। একই তত্ত্বের সঙ্কোচ অবস্থায় যাহা কারণত্ব, প্রকাশ অবস্থায় তাহাই কার্যত্ব, এইরূপে কার্য-কারণের সম্বন্ধনির্দেশে ভেদাভেদ অনিবার্য হইয়া উঠে; তাই শ্রীজীব বলিতেছেন—

"অতো ভেদাভেদবাদো বিশিষ্ট বস্ত-

পেক্ষয়া প্রবর্ত্ততাম্। অভেদবাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি।"

অপরে তু "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রহ্মসূ° ২. ১. ১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্যাদদোষ-সন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্বন্তি। তত্র বাদর পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে তু। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতমকণাদজৈমিনি-কপিলপতঞ্জলি-মতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাৎ।"

অনুবাদ—অতএব বিশিষ্ট বস্তুর অপেক্ষা হেতু ভেদাভেদবাদই প্রবর্তিত হউক, আবার যেখানে ঐরূপ বিশেষানুসন্ধান থাকিবে না সেখানে অভেদবাদই প্রবর্তিত হউক।

অপর কেহ কেহ "তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু" ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্র অবলম্বনপূর্বক ভেদ ও অভেদ ইহার কোনও একটী মানিতে গেলে শ্রুতিবাক্যের মর্যাদা লঙ্ঘনরূপ-দোষসমূহ উপস্থিত হয় বলিয়া যেমন ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে অসমর্থ হইয়া অভেদ সাধন করেন, আবার সেইরূপে অভিন্নরূপে চিন্তা করিতে অসমর্থ হইয়া ভেদবাদ সাধন পূর্বক অবশেষে ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার সাধন দুষ্কর দেখিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন। বাদর পৌরাণিক ও শৈব সম্প্রদায় ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন; ভাস্কর-মতেও তাহাই। মায়াবাদিগণ ভেদাংশকে ব্যাবহারিক বা প্রাতীতিক বলিয়া অভেদ স্বীকার করেন। গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির মতে ভেদই স্বীকৃত হয়। শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্যমতেও উহাই সর্বত্র প্রসিদ্ধ। আমাদের মতে অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমত্ব হেতু অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই সঙ্গত।"

শ্রুতির এই প্রকার সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা এ পর্যন্ত আর কোনও সম্প্রদায়ই এরূপভাবে করেন নাই; এইজন্য এই সম্প্রদায়কে শুদ্ধ শ্রৌত সম্প্রদায় নামেও অভিহিত করিতে পারা যায়।

জীবতত্ত্ব—জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। এইজন্য শক্তি শক্তিমানের অভেদসূত্রানুসারে জীব ভগবান্ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও লীলাহেতু ভিন্ন। শুদ্ধ জীব—চিৎকণ ভগবানের অংশ এবং সর্ব প্রকারে ভগবানের অধীন। বোধ হয় শ্রীজীব নারদপঞ্চরাত্র হইতে এই তটস্থ শব্দটী গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ নারদ-পঞ্চরাত্রেও জীবকে তটস্থ বলা হইয়াছে। যথা—

যৎ তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি স্বীয় সংবেদ্য পরমেশ্বর হইতে বিনির্গত, অতএব স্বভাবতঃ সর্বগুণাতীত হইয়াও গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত সেই তটস্থ চিদ্রূপকেই "জীব" বলা হইয়া থাকে।

ভগবদ্গীতায়ও এই জীবশক্তিকে ভগবানের পরা প্রকৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥" অর্থাৎ হে অর্জুন! পূর্বকথিত আট প্রকার অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আমার জীবভূতা এক পরা প্রকৃতি আছে, সেই প্রকৃতিই এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে। এই পরা প্রকৃতি বা জীব যে ভগবানেরই প্রকৃতি বা শক্তি তাহা ভগবদ্গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীজীব সর্বসংবাদিনীতে জীবের ব্রহ্মাত্মকতা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

'অত্রাপি অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' (ছা-উ° ৬.৩.২) ইতি ব্রহ্মাত্মকজীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বস্য বস্তুনঃ শব্দবাচ্যত্বং প্রতিপাদিতম্। 'তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ' (তৈ-আ° ৬. ২) ইত্যনেনৈব কার্য্যাত্মজীবস্যাপি ব্রহ্মাত্মকত্বং ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যাগম্যতে।

'তদাবৃত্ত ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্য প্রতিপাদকোঽপি শব্দস্তৎ পর্যন্তমেব স্বার্থমভিদধাতি। অতঃ সর্বশব্দানাং লোকব্যুৎপত্ত্যবগতৎ পদার্থবিশিষ্ট ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং' ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্য 'তত্ত্বমসি' ইতি সামানাধিকরণ্যেন বিশেষ উপসংহারঃ—সর্বসংবাদিনী ১৩৬ পৃ°।

অনুবাদ—ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আছে ইনি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপে সমস্ত ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাত্মক জীবরূপ অনুপ্রবেশ দ্বারাই সকল পদার্থেরই বস্তুত্ব ও শব্দবাচ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্যে জানা যায় যে জীব ব্রহ্মাত্মক। কেননা, ব্রহ্মই চিৎ ও জড়ে অনুপ্রবেশ করেন। সুতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বাস্তব-রূপে অভিহিত এ অবস্থায় তৎপ্রতিপাদক শব্দসকল ঐরূপ অর্থের প্রতিপাদন করে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক পদার্থপ্রতিপাদক শব্দসমূহ ও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক; সুতরাং ইহাও স্বীকার্য যে 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং' শ্রুতিতে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তত্ত্বমসি বাক্যে সামানাধিকরণ্যে তাহারই বিশেষভাবে উপ-সংহার করা হইয়াছে—ঐ অনুবাদ ৩২৭ পৃঃ

ভগবৎসন্দর্ভেও শ্রীজীব ভাগবতের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে জীব যে ভগবদাত্মক তাহা বলিয়াছেন। যথা—

'সবং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্। জ্ঞান-ক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ॥ ভা° ১১. ৩. ৩৭.

ব্রহ্মৈব উরুশক্তিরনেকাখ্য-শক্তিমদ্ভাতি। ব্রহ্মণ এব সা শক্তি ন তু কল্পিতেতি স্বাভাবিকরূপত্বং শক্তের্বোধয়তি। তত্র হেতুঃ। যদ্বা সংস্থুলং কার্যং পৃথিব্যাদিরূপং জগৎ, সূক্ষ্মং কারণং প্রকৃত্যাদিরূপং তয়োর্বহিরঙ্গ-বৈভবয়োঃ পরং স্বরূপবৈভবং শ্রীবৈকুণ্ঠাদিরূপং তটস্থবৈভবং শুদ্ধজীবরূপঞ্চ। অন্যথা তত্রাপ্রসিদ্ধিঃ। কিংরূপতয়া তত্তদ্রূপং তত্রাহ, জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া — মহদাদিলক্ষণজ্ঞান

শক্তিরূপেণ সূত্রাদিলক্ষণক্রিয়াশক্তিরূপেণ, প্রকৃতিলক্ষণতত্তৎসর্বৈকাকারূপেণ চ সমস্তরূপং, ফলরূপেণ তত্তোঃ পরম্। তত্র ফলং পুরুষার্থরূপং সবৈভবং ভগবদাখ্যং চিদ্বস্তু, তদনুগতত্বাৎ শুদ্ধজীবাখ্যং চিদ্বস্তু চ। এতেন জ্ঞানক্রিয়ালিঙ্গশেপোক্তশক্তিত্বং ব্যাখ্যাতম্। শক্তেঃ স্বাভাবিকরূপত্বং সপ্রমাণং স্পষ্টয়তি আদৌ যদেকং ব্রহ্ম, তদেব সত্ত্বরজস্তম ইতি ত্রিবৃৎ প্রধানং, ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রং, জ্ঞানশক্ত্যা মহানিতি, ততোঽহঙ্কার ইতি, তদেব চ জীবং শুদ্ধস্বরূপং জীবাত্মানং তদুপলক্ষিতং বৈকুণ্ঠাদিবৈভবঞ্চ প্রবদন্তি বেদাঃ। তে চ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ'—(ছা-উ° ৬. ২. ১) ইত্যাদ্যাঃ। আদাবেকং তত্তদ্রূপমিতি শক্তেঃ স্বাভাবিকত্বং দর্শিতম্; অন্যস্যাসদ্ভাবেনৌপাধিকত্বাযোগাৎ। স্বরূপবৈভবস্যাস্য প্রত্যক্ষবন্নিত্যসিদ্ধত্বেঽপি, সূর্যসত্তয়া তদ্রশ্মিপরমাণুবৃন্দস্যেব, তৎসত্তয়া লব্ধসত্তাকত্বাৎ তদুপাদানত্বং তদাদিকত্বঞ্চ স্যাৎ 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—(বৃ-উ° ৪. ৪. ১৬) ইতি শ্রুতেঃ। শক্তেরচিন্ত্যত্বং স্বাভাবিকত্বঞ্চোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।—ভগবৎসন্দর্ভ, ১৬।

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে শ্রুতিসমূহ একই ব্রহ্মকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের আশ্রয়ে প্রধান, জ্ঞানশক্তির আশ্রয়ে মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সূত্র, অহঙ্কার জীবাত্মা বা শুদ্ধজীব এবং তদুপলক্ষিত বৈকুণ্ঠাদি বৈভব বলিয়া থাকেন। অনেকাত্মক শক্তিমৎ ব্রহ্মই কারণরূপে, কার্যরূপে এবং যাহা কার্যকারণের অতীত সেই পরতত্ত্বরূপেও প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মই উক্ত অনেকাত্মক শক্তিমদ্রূপে তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মূল শ্লোকের 'ব্রহ্মৈব' এই 'এব'-কারের দ্বারা শক্তি যে কল্পিত নহে পরন্তু স্বাভাবিক ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সকল শক্তিকে স্বাভাবিক বলিবার হেতুও আছে। যথা, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মই সৎ অর্থাৎ নিত্যবিদ্যমান। পৃথিব্যাদি স্থূলকার্য অসৎ। উক্ত পৃথিব্যাদির সূক্ষ্মকারণ প্রকৃত্যাদি। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই বহিরঙ্গা শক্তির বৈভব। ইহা হইতে বিলক্ষণ শুদ্ধজীবরূপ তটস্থবৈভব। অন্যথা তাহা ভাবেরই অসিদ্ধি হইয়া পড়ে।

এক্ষণে কিরূপে ঐ সমস্ত রূপের প্রকাশ হইয়াছে তাহাও উক্ত শ্লোকে বিশদীকৃত অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিরূপে মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়াশক্তিরূপে সূত্রাদি, অর্থশক্তিরূপে ভূততন্মাত্র, জ্ঞানক্রিয়া ও অর্থের ঐক্যরূপ সমুদয় শক্তিময়ী কার্যকারণরূপা প্রকৃতি এবং ফলরূপে কার্যকারণের অতীত বিলক্ষণ বস্তু; অর্থাৎ ফল বলিতে এখানে জীবগত সুখদুঃখাদি নহে, পরন্তু পরমপুরুষার্থস্বরূপ সবৈভব শ্রীভগবদাখ্য চিদ্বস্তুই ফল ও তদীয় আনুগত্য-নিবন্ধন শুদ্ধজীবাখ্য চিদ্বস্তুই ফল শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এখানে জ্ঞানক্রিয়াদি দ্বারা তাঁহার উক্তশক্তি প্রকাশিত হওয়ায় ঐসকল শক্তি যে স্বতঃই তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা যে অনারোপিত স্বাভাবিকশক্তি তাহা প্রমাণের সহিত বিশেষ স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা, আদিতে যে এক ব্রহ্ম ছিলেন তিনিই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ে প্রধান, অনন্তর ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সূত্র, অনন্তর জ্ঞানশক্তির দ্বারা মহান্ এবং তদনন্তর অহঙ্কার, উহাই শুদ্ধজীব বা জীবাত্মা এবং তদুপলক্ষিত বৈকুণ্ঠাদি বৈভবের বিষয় বেদ সকল বলিয়া থাকেন। যথা, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ'—ছা-উ' ৬. ২. ১ ইত্যাদি। অর্থাৎ হে সৌম্য! অগ্রে ইহা সদ্রূপেই বর্তমান ছিল। এই শ্রুতিতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, আদিতে এক ব্রহ্ম, অনন্তর প্রধানাদিরূপ তাঁহার শক্তি যে স্বাভাবিক তাহা স্বতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু একব্রহ্ম ভিন্ন বস্তন্তরের অসদ্ভাব-নিবন্ধন ঔপাধিক সম্বন্ধেরও অসদ্ভাব হইতেছে। অক্ষ-প্রত্যক্ষাদির মত স্বরূপবৈভবের নিত্যসিদ্ধতা থাকিলেও, যেমন সূর্যের সত্তায় তদীয় রশ্মিকিরণকণাদির সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ ব্রহ্মসত্তায় বৈভবাদিসত্তার উপলব্ধি হওয়ায় বৈভবাদি তাবৎ বস্তুর উপাদানতা ও প্রাথমিকতা ব্রহ্মেই পর্যবসিত হইতেছে। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—অর্থাৎ যাঁহার প্রভায় এই সমস্ত বিশেষরূপে দীপ্তি পাইতেছে—এই শ্রুতিও তাহাই ঘোষণা করিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণেও শক্তির অচিন্ত্যত্বের ও স্বাভাবিকতার কথাই বলা হইয়াছে।

সুতরাং জীবশক্তিরও ব্রহ্মাত্মকতা অংশে অভেদ এবং চিৎকণত্ব হিসাবে ভেদ প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু এই ভেদ ও অভেদ অচিন্ত্য; অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিপাদ্য। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদকে অবলম্বন করিয়াই এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে এবং জগৎ ও জীবেও সেই শক্তিতত্ত্ব বিরাজিত থাকিয়া পরিণামবাদাদি শ্রৌতপথে তাহা সার্থক হইয়াছে। সর্বশ্রুতির সমন্বয়ের ও সামঞ্জস্যের এই শ্রৌত প্রক্রিয়াই আর্যদর্শনের শেষ কথা। দক্ষস্মৃতিতে এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের মূলতত্ত্বকে দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিততত্ত্ব নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

ভেদাভেদবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—বেদান্তের অন্যান্য ভাষ্যকারগণের মধ্যে আচার্য ভাস্করের ভেদাভেদবাদ ও আচার্য নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সদৃশ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই দুই সম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের প্রতিপাদিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিশেষ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়।

ভাস্করাচার্য ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিলেও তাঁহার মতে ভেদ ঔপাধিক বা অনিত্য। সুতরাং ভেদ যদি অনিত্য হয় তবে অভেদই সত্য দাঁড়ায়। সুতরাং ঔপচারিক ভেদাভেদবাদের সমর্থক ভাস্করাচার্য আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া শঙ্করাচার্যকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' আখ্যায় অভিহিত করিলেও তিনিও যে প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী তাহাতে সন্দেহ থাকে না। যাহা হউক, ভাস্করের ভেদাভেদবাদ শ্রুতিসামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মত তাঁহার মত হইতে স্বতন্ত্র।

আচার্য নিম্বার্ক স্পষ্ট বা বাস্তব ভেদাভেদবাদী। শ্রীমন্নিম্বার্ক ও তৎসম্প্রদায়ের ব্যাখ্যায়

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষার যে চেষ্টা আছে তাহা অনেকাংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভিধা-বৃত্তিবলে শ্রুতির মুখ্যার্থের অনুসন্ধানের অনুরূপ হইলেও তাঁহারা শক্তির ও শক্তিমানের বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন—এই ভেদাভেদের অচিন্ত্যত্ব তাঁহারা অঙ্গীকার করেন নাই, অবশ্য 'অবিকৃত পরিণামবাদ' ও জগৎ ও জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেকাংশে ঐক্য আছে। তথাপি নিম্বার্কমতের বাস্তব ভেদাভেদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ এক নহে। অবিচিন্ত্য পরিণামবাদই অধিকতর দার্শনিক বিচারসহ এবং তাহাতেই শ্রুতিসামঞ্জস্য সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়। এই অবিচিন্ত্য পরিণামবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের অন্য একটী বৈশিষ্ট্য। চিন্তামণির যে দৃষ্টান্তটীর শ্রীজীব উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রাকৃত বস্তুর এই অবিচিন্ত্য শক্তির দৃষ্টান্ত অবিচিন্ত্য পরিণামবাদটী যে অবিকৃত পরিণামবাদের অপেক্ষাও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একথা নিরপেক্ষ বিচারশীল কোনও ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে কেহ কোথাও আচার্য নিম্বার্কের নামটীরও উল্লেখ করেন নাই। আমাদের মনে হয়, নিম্বার্কমত অতি অল্পসংখ্যক বৈষ্ণবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এই মতটীর বৈশিষ্ট্য অনেকেরই অবিজ্ঞাত ছিল। ফলতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ভেদাভেদবাদকে বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে যতদূর সুসংস্কৃত ও সুপ্রণালীবদ্ধ করিতে পারা যায় তাহা করিয়াছেন এবং দার্শনিক-চূড়ামণি শ্রীজীব ষট্‌সন্দর্ভে ও সর্বসংবাদিনীতে সুনিপুণভাবে শ্রৌতসিদ্ধান্তানুকূল যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সহিত অন্যান্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ—প্রাচীন বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ, এই সম্প্রদায়ের সহিত আধুনিক চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যগণেরই অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ফলতঃ রামানুজ-সম্প্রদায়, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়, বল্লভাচার্য-সম্প্রদায় ও মাধ্ব-সম্প্রদায় এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্ব সম্প্রদায় চতুর্ব্যূহবাদ ও পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উপাসনাক্ষেত্রে তাঁহারাও পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতমত প্রায় সর্বাংশেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ভাগবত-মত ও পাঞ্চরাত্র মতের অপূর্ব সমন্বয় শ্রীমদ্ভাগবতে হইয়াছে। রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ ও নিম্বার্ক সকলেই ভাগবতকে মানিয়া মূলতঃ প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায়ের ও পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের মতবাদ অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যেরূপভাবে দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও লীলাতত্ত্ব বিষয়ে পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত মতের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এরূপ আর কোনও সম্প্রদায়ই করিতে পারেন নাই। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ে প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্তিত। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়েরও একাংশে তাহা প্রাচীন কাল হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই শ্রীরাধার স্বকীয়াত্ববাদী; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের ন্যায় তাঁহাদের শ্রীরাধিকায় এই অচিন্ত্য স্বকীয়াত্ব ও পরকীয়াত্ব নিত্য বর্তমান। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি হইলেও শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট লীলায় যোগমায়া দ্বারা তাঁহাতে পরকীয়াত্ব আরোপিত হওয়ায় শ্রীবৃন্দাবনলীলায় পরমমাধুর্যময় ভাবের অপূর্বতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধবে ও ললিতমাধবে স্বকীয়ার পরকীয়াত্ব ও পরকীয়ার স্বকীয়াত্বের যে অপূর্ব সমাবেশ দেখাইয়াছেন তাহা অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের ন্যায়ই চমৎকারিতায় অনুপম। রসতত্ত্বসম্রাট্ শ্রীরূপের এই বৈশিষ্ট্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অপরূপ বৈশিষ্ট্য। লীলা-মাধুর্যের এই গরীয়ান্ মহিমবিচারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। রসতত্ত্বের এরূপ অলৌকিক পরিপুষ্টি কোনও প্রাচীন বা নবীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে আর কখনও হয় নাই।

দার্শনিক বিচারে এবং সিদ্ধান্তস্থাপনে রামানুজ-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদাচার্যগণ শ্রৌত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য জীব ও জগৎকে ব্রহ্মেরই শরীর এই সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শরীর ও শরীরীর মধ্যে ঐকান্তিক ভেদ বা ঐকান্তিক অভেদ স্বীকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মের শরীর যখন নিত্য ও শাশ্বত তখন ব্রহ্ম ও তাঁহার শরীরের মধ্যে কি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সম্বন্ধই স্বীকৃত হইল না? সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ কি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদেরই নামান্তর নহে? বিশেষতঃ অবিকৃত পরিণামবাদ, জীবের অণুত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্তের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তেরও সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আচার্য রামানুজ যে নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন, সেই 'পরাৎপর ব্রহ্ম'কেই তাঁহার পরম গুরু যামুনাচার্য শ্রীভগবানের বিভূতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথা—'পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ'। সুতরাং দার্শনিক সিদ্ধান্তবিচারে দেখা যায় যে, শ্রীসম্প্রদায়ের মূল সিদ্ধান্তের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই। উপাসনাক্ষেত্রে দাস্যভাবের উপাসনা হইতেই যখন সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবের উপাসনা আরম্ভ হয় তখন উপাসনাক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রসতত্ত্বাদি-সম্বন্ধে প্রচুর বৈশিষ্ট্য থাকিলেও শ্রীসম্প্রদায়ের সহিত তাহার বিরোধ নাই। বরং উপাসনাতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, শ্রীসম্প্রদায়ে যাহার অঙ্কুর উদ্গম হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে তাহাই বিকসিত বিকচশতদলে পরিণত হইয়া অলৌকিক সৌরভে আত্মারামাদি-মুনিগণের ও শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থিতা কান্তাগণেরও মনোহরণ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে আধুনিক* গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া স্বয়ং

* আধুনিক বলিতে আমরা বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকেই লক্ষ্য করিতেছি।

ভগবৎ-প্রবর্তিত স্বীয় সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রখ্যাপন করিয়া গৌরববোধ করিয়া থাকেন, সেই মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিলক্ষণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইঁহাদের মতে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নিত্য — জগৎ ও জীবের তো কথাই নাই। ব্রহ্মের নিরাকার ও নির্বিশেষ ভাব ইঁহারা একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। অভেদমূলক শ্রুতিবাক্যগুলিকে অপ্রাকৃত-ভাবে পর্যালোচিত করিয়া ইঁহারা শ্রুতির অভিধা-বৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া পরোক্ষভাবে একরূপ লক্ষণাবৃত্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উপাসনাতত্ত্বেও ইঁহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের যথেষ্ট প্রভেদ। যথা, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবের উপাসনার পদ্ধতি এই সম্প্রদায়ে নাই। পরন্তু শক্তির নিত্যভেদ সিদ্ধান্তে অন্তরঙ্গা শক্তির অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের বাধা হইয়াছে। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিলেও শ্রীরাধাকে স্বীকার করেন নাই। গোপীগণকে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তি বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা পাঞ্চরাত্র মতকেও সর্বত্র মানিয়া লইতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা ব্যাপারে ও উপাসনাতত্ত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের সহিত ইঁহাদের প্রচুর মতভেদ রহিয়াছে। শ্রীবল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের বিরোধ নাই। শ্রীবল্লভাচার্য শক্তি স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি শক্তির 'অচিন্ত্যত্ব'ও স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মে বিরুদ্ধশক্তির সমাশ্রয়ও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও অবিকৃত পরিণামবাদী। বল্লভাচার্যের দার্শনিক মতবাদ ও উপাসনাপদ্ধতি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে যে বিশেষরূপে প্রভা-বান্বিত হইয়াছিল তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি কাহারও উপরোধ বা কাহারও সহিত বিরোধের জন্য সত্যের অপলাপ করেন নাই, সেই চরিতামৃতকারের অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। শ্রীবল্লভভট্ট পূর্বে বিশেষভাবে মর্যাদামার্গেরই প্রচার করিয়াছিলেন; পরে গদাধর পণ্ডিতের নিকট কিশোর-গোপাল-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুষ্টিমার্গের বা রাগানুগভজনের প্রচার করেন। চরিতামৃতের পূর্বোক্ত অধ্যায়ে ঐ মন্ত্রগ্রহণের কথা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। যথা—

"বল্লভভট্টের হয় বাল্য-উপাসনা।
বালগোপালমন্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন দিল॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
* * *
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা নিজগণ॥
তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিতঠাঞি পূর্বপ্রার্থিত সর্বসিদ্ধ কৈল॥"

—চৈ-চ° অন্ত্য° ৭।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া বল্লভসম্প্রদায়ের ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণ উপাসনাপদ্ধতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দ্বারা যে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বর্তমান। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের হরিব্যাসজী 'মহাবাণী' গ্রন্থে সখীভাবে যে যুগল-ভজন-পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে গৌড়ীয় আচার্যগণের সঙ্গ-প্রভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেশ-কাল-পাত্র বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে। —মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪২, 'বৈষ্ণব-মতবিবেক' নামক প্রবন্ধ।

শ্রীবল্লভাচার্যের পুত্র বিট্ঠলেশ গৌড়ীয় সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের বিগ্রহ শ্রীগোবর্ধনের সন্নিকটস্থ পাঠৌলি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন। যথা—

'বিট্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥'—ভক্তি-রত্নাকর, বহরমপুর, সং ২১৩ পৃঃ।

ইহা দ্বারাও শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য-গণের শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

উপাসনাতত্ত্ব ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ —শুদ্ধ নির্বিশেষ ও নিরাকার বস্তুর উপাসনার বিষয়ে ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ বস্তুর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অদ্বৈতবাদাচার্যগণের বিধানানুসারে অবশ্য কর্তব্য হইলে সসীম ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মনুষ্যগণের পক্ষে যে তাহা অত্যন্ত দুরূহ ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার ঐকান্তিক দ্বৈতবাদ অঙ্গীকার করিলেও বিগ্রহের অচিন্ত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্বের স্ফুরণ হওয়া সহজ-সাধ্য নহে। পরন্তু আত্মীয়তার প্রগাঢ়তা না জন্মিলে লীলা-অনুভবের যে অলৌকিক আনন্দ তাহা উপভোগের অধিকার জন্মে না। এই জন্য সবিশেষ-নির্বিশেষ সাকার-নিরাকার এই উভয় তত্ত্বের অতীত অবস্থায় থাকিয়া যে রসবস্তু জড় ও চিন্ময় উভয় জগতেই রসের লহরী প্রবাহিত করিতেছেন, তাঁহার সহিত লীলারসানন্দে যোগদান করিতে গেলে সাকার-নিরাকার সবিশেষ-নির্বিশেষ জ্ঞান যে অবস্থায় ডুবিয়া যায় সেই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। এই অবস্থায় মানব দৃষ্টিতে যাহা অতি সাধারণ প্রাকৃত দারুপ্রস্তরাদি-নির্মিত বলিয়া সাকার বিগ্রহ সসীম ও সবিশেষ বলিয়া অনুভূত হয়, অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বজ্ঞ সাধকের নিকট তখন সেই বিগ্রহই অপ্রাকৃতবিশ্বরসতত্ত্ব-রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধক ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময়লীলায় রসমাধুরীতে অধিক নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। সর্ববিচারের অতীত এই উপলব্ধির অবস্থাতেই শ্রীরূপ-সনাতনাদি বৈষ্ণবাচার্যগণ ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব ও গোপালচম্পূ-প্রমুখ গ্রন্থের লীলা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়া এই সকল লীলাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং উপাসনা-তত্ত্বে এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেই অলৌকিক চিন্ময় পরতত্ত্বকে প্রকাশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

অচিন্ত্যভেদাভেদে শ্রীজীবের পরবর্তী গৌড়ীয় আচার্যগণ—শ্রীজীব গোস্বামীর পরবর্তী আচার্যগণের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ—এই তিন স্বনামধন্য আচার্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নানাবিধ

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য ষড়্‌গোস্বামীর প্রচারিত সর্বগ্রন্থের সার অতি সুকৌশলে সুরক্ষিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে সর্বত্রই শ্রীজীবের মত অনুসৃত হইয়াছে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীরাধার মধ্যে যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥"

—চৈ-চ° আদি° ৪।

অনন্তর জীবশক্তি ও অন্যান্য সম্বন্ধেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্যাংশ-কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাময়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥"

—চৈ-চ° মধ্য° ২০।

এখানেও দেখা যায় কবিরাজ গোস্বামী বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শক্তি হইতে শক্তিমানের অভেদ ও অচিন্ত্যত্ব প্রমাণ করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া জীবও যে শ্রীভগবানের শক্তি তাহার প্রমাণ দিয়াছেন।

অতঃপর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অভিমত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনিও সর্বত্রই দার্শনিক সিদ্ধান্তে শ্রীজীবের অনুগামী। ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর টীকার শেষে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"চিজ্জীবমায়াখ্যা নিত্যাঃ স্বাভিন্নাঃ কৃষ্ণস্য শক্তয়ঃ।
তদ্বৃত্তয়শ্চ যাভিঃ স ভাত্যেকঃ পরমেশ্বরঃ॥
কার্যকারণয়োরৈক্যাচ্ছক্তিশক্তিমতোরপি।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥"

—ভা° ২. ৯. ৩২ শ্লোকের বিশ্বনাথকৃত টীকা।

অর্থাৎ — চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি ভেদে শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি ও তাহাদের নানাবিধ বৃত্তি আছে, সেই এক পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত বিরাজিত। কার্য-কারণ যেরূপ ভিন্ন হইলেও এক, শক্তি-শক্তিমান্‌ও সেইরূপ ভিন্ন হইয়া একই অদ্বয় ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন—এই বিশ্বে তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই।

টীকাকার বিশ্বনাথ এখানে যেমন শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ স্বীকার করিলেন, ভাগবতের টীকায় অন্যান্য অনেক স্থলেও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকের টীকায়—'ভূতানাং মদীয়তটস্থশক্তিত্বাৎ ব্রহ্ম-রুদ্রয়োশ্চ গুণাবতারত্বাদস্মদনন্যত্বেন ইত্যর্থঃ'।

অর্থাৎ—আমার তটস্থশক্তিহেতু প্রাণিগণের এবং আমার গুণাবতারত্ব হেতু ব্রহ্মার ও রুদ্রের আমা হইতে অভেদ বুঝিতে হইবে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ জীবের সহিত ভগবানের অভেদ স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ ভাগবতের অভিপ্রায়-অনুসারেই বিশ্বনাথ ভগবানের সহিত তাঁহার শক্তির, জগতের ও জীবের ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভেদাভেদ যে একেবারে ব্যাবহারিক নহে, পরন্তু পারমার্থিকও বটে এই হেতুবাদে বিশ্বনাথও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্নে ও প্রমেয়রত্নাবলীতে শ্রীমধ্বাচার্যের প্রকাশ মধ্বপ্রোক্ত দ্বৈতবাদের দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন—তথাপি পূর্বাচার্য অর্থাৎ শ্রীজীবাদির বিরোধিতা তিনি করেন নাই। ভেদবাদ অঙ্গীকার করিলেও তিনি এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে অনাদৃত নহেন। তবে শ্রীজীব ও অন্যান্য আচার্যের অভিমত যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিবেন তাঁহারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল অভিমত বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর, সমস্ত নদীর গতি যেমন সেই মহাসমুদ্রের দিকে—সেইরূপ সমস্ত বাদবিবাদের গতিও এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের দিকে; এই তত্ত্বে কোনও বিরোধ হইতে পারে না ও সর্বমতের সুসামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয় এবং সমস্ত শ্রুতিবাদের সার্থকতাও রক্ষিত হয়। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ এই মত প্রপঞ্চিত করিয়া বেদ পুরাণাদি আর্যশাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে অকপট শ্রৌতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

অচিন্ত্যশক্তি—গঙ্গার সহস্র নামের অন্তর্গত নামবি°।—স্কন্দপু° কাশী° পু° ২৯. ২০।

অচিন্ত্যশক্তিরস—(বৈদ্যক) নবজ্বর-নাশক রসৌষধ-বি°। প্রস্তুতপ্রণালী—শোধিত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকটা চারি আনা ওজনে লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে উহাতে ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, নিসিন্দা, থানকুনী, গিমা, শ্বেত অপরাজিতামূল, শালিঞ্চ, কাঁটানটের মূল ও শ্বেত হুড়হুড়ে লতা প্রত্যেকের স্বরস অর্ধ তোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া মর্দন বিধেয়; তৎপরে উহার সহিত শোধিত স্বর্ণ-মাক্ষিক ৵০ ও মরিচচূর্ণ ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া তাম্রপত্রদ্বারা খলে মর্দন করিতে হয়। এইরূপে মর্দন করিতে করিতে সমস্ত রস শুষ্ক হইয়া বটিকা করিবার উপযুক্ত হইলে মুগকলায়ের মত বটী করিয়া শুকাইয়া লওয়া নিয়ম।—ভৈষজ্যর° জ্বরচি°। চিন্তা অর্থাৎ দ্রব্যগুণ পর্যালোচনাদ্বারা এই ঔষধের অসাধারণ শক্তি নির্ধারণ করা যায় না বলিয়াই ইহার নাম 'অচিন্ত্যশক্তিরস'।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অচিন্ত্যাত্মা—[অচিন্ত্য আত্মা যাহার—বহু°] ব্রহ্ম।

অচিপুর,—বঙ্গদেশে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২২° ২৭´ ৫´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১০´

১৬´´ পূ°। ইহা আলিপুর হইতে প্রায় ৭ ক্রোশে ও বজবজ হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বজবজ হইতে উড়িষ্যা-ট্রাঙ্ক রোড দিয়া এই গ্রামে যাওয়া যায়। অচু বা তং অচু নামক এক জন চীনা ব্যবসায়ীর নাম হইতে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল। ওয়ারেন্ হেস্টিংসের নিকট হইতে অচু এই স্থানে চিনির কারখানা স্থাপন করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ১৭৮১ খ্রী° সপার্ষদ গভর্নর জেনারেলের (ওয়ারেন হেস্টিংসের) নিকট তিনি একটী দরখাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, গভর্নমেন্ট তাঁহাকে যে জমিটী দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি সাধ্যমত আবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগ এই যে, তাঁহার নিযুক্ত চীনা মজুরদিগকে চীনাগণ কলিকাতার জাহাজ হইতে পলাইবার জন্য ফুস্‌লাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাতে গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেন যে, অচু গভর্নমেন্টের আশ্রিত—গভর্নমেন্ট সর্বতোভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন এবং গভর্নমেন্টের নির্দেশক্রমে ঐ স্থানের চৈনিক উপনিবেশটীকে সর্ববিষয়ে উৎসাহ দিবেন ও যাহারা অচু-কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য নিযুক্ত শ্রমিকগণকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবে তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।

১৭৮৩ খ্রী° ৮ই ডিসেম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এটর্নী অচুর একজিকিউটরের নিকট কোম্পানীর একটী ঋণের দাবী করিয়া যে পত্র লেখেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৭৮১ হইতে ১৭৮৩ খ্রী° মধ্যে অচু প্রাণত্যাগ করেন। ১৮০৪ খ্রী° ১৫ই নভেম্বর তারিখের একটী বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায় যে, বজবজের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অচিপুর এস্টেট যায় ইমারত, ভাটি, চিনির কল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ বিক্রয় হইবে। এই এস্টেটের পরিমাণ ছিল ৬৫০ বিঘা; বর্ধমান-রাজসরকারে উহার বার্ষিক ৫৫ টাকা খাজনা ধার্য ছিল।

অচিপুরে অধুনা একটী বারুদঘর আছে; কলিকাতাগামী সমস্ত জাহাজ ১০০ পাউণ্ডের অতিরিক্ত সমস্ত বারুদ এই স্থানে জমা রাখিয়া যায় এবং ফিরিয়া যাইবার সময় এই গচ্ছিত বারুদ ফেরত লইয়া যায়। এই আইনের লঙ্ঘন করিলে কঠোর শাস্তি হইয়া থাকে। নগরের সন্নিকটে অধিক পরিমাণে বারুদ লইয়া যাওয়া নগরবাসী ও বন্দরের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া এই আইন প্রবর্তিত হইয়াছে।

এই গ্রামে প্রতিষ্ঠাতার অশ্বক্ষুরাকার সমাধি আছে। নদী হইতে অর্ধক্রোশ দূরে একটী চীনা মন্দিরও বর্তমান। মন্দিরের বাহিরে একটী চীনদেশীয় জলাধার আছে। মন্দিরের সম্মুখের উঠানের দেওয়ালগুলির গায়ে চীনা ভাষায় লিখিত লিপি দেখা যায়। মন্দিরের ভিতর একটী ধাতুপাত্রে অনন্ত চীনা ধূপ রক্ষা করা হয়। কলিকাতার চীনাগণ প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে এইখানে পূজা দিতে আসে। গ্রামে একটী পরিত্যক্ত জীর্ণ বাংলো আছে; পূর্বে ২৪ পরগনার কলেক্টর এইখানে আসিয়া থাকিতেন। এই বাংলোর মেঝে চীনদেশীয় মর্মর প্রস্তরে আস্তৃত। অচিপুর গ্রামে পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের একটী পরিদর্শন-বাংলো ও পোস্ট-টেলিগ্রাফ অফিস আছে।

[DG 24-Prghs., 205-6 ; Bengal, Past and Present, iii. (Jan-Mar. 1909) 137-8 ; IG, i. 8]

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

অচিপুর২—বাঙলার আলিপুর মহকুমার একটী থানা। ১৮৭২ খ্রী° ইহার ভূমির পরিমাণ ছিল ৫৩ বর্গমাইল এবং ইহাতে ১৫৪টী গ্রাম, মোট ১০,১৫৬ গৃহ এবং লোকসংখ্যা ৫৯,১৩২ ছিল। ভার্নারের (Mr. Verner) রিপোর্ট হইতে জানা যায়, অচিপুর থানার কৃষিই একমাত্র উপজীবিকা। ৪৫ জন লোক এই সময় ইনকম ট্যাক্স দিত। মোট ট্যাক্স আদায় হইয়াছিল ১৪৮ পাউণ্ড ১৪ শিলিং। অচিপুরের কিছু উত্তরে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর যাইবার পাকা রাস্তা গঙ্গা অতিক্রম করিয়াছে।

[SAB, i. 40, 42, 101, 171, 177, 178, 228]

অচিপেত—আফ্রিকার নাসল্যাণ্ডের অধিবাসী নাঞ্জজাতির একটী শাখা। এই জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ভাষায় অনেকটা পার্থক্য আছে। নাঞ্জজাতি মাতৃপরিচয়ে আপনাদের বংশ-পরিচয় দেয়। ইহারা পরমেশ্বরকে মুলুঙ্গু বা মুলুঙ্গু নামে অভিহিত করে এবং নানা উপদেবতার পূজা করে। অচিপেতরা নানারূপ অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। দ্রব্যবিশেষে আত্মা বা উপদেবতা অধিষ্ঠান করে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে এবং এইরূপ দ্রব্য ভক্তি ও পূজার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যুগযুগান্তরে ইহাদের বিশ্বাস আছে এবং ইহারা মন্ত্রপূত মাদুলি অথবা লতাপাতা ও শিকড়াদি ধারণ করে। ইহারা রোগারোগ্যের জন্য, শিকারে সাফল্য-লাভের জন্য এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যও মন্ত্রপূত দ্রব্য অথবা যে সকল দ্রব্যে দেবতা অধিষ্ঠিত মনে করে তাহা ধারণ করে। [নাঞ্জ দ্র°]

[H. H. Johnston : British Central Africa, Lond. 1898 ; R. S. Rattray : Chinyanja Folklore, Songs & Glories, Lond. 1907 ; ERE, ix. 419, 422]

অচির—[নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহা দীর্ঘ নহে, অল্প (কাল)। 'অচিরেণৈব কালেন' —রা° ৫. ৩৭. ২১। ২ আশু, শীঘ্র, অবিলম্ব, সত্বর। 'হৃষে চৈবাচিরোদিতে—মনু° ৩. ২৮০। ৩ ক্ষণিক, ক্ষণস্থায়ী।—অচিরদ্যুতি, অচিরপ্রভা, অচিরাংশু, অচিররোচিঃ। ৪ নূতন, নবীন।

~কারী—[পুং-কারিন্ ; স্ত্রী—কারিণী] ক্ষিপ্রকারী। বি—কারিতা। **~কাল**—স্বল্প কাল, অনতিবিলম্ব। **~কালে**—ক্রি-বিণ, শীঘ্র। **~ক্রিয়**—[নঞ্‌ তৎ ; স্ত্রী— -া] যে কোন কার্য অলসভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্পন্ন করে না, অদীর্ঘসূত্র, ক্ষিপ্রকারী। বি— -তা,-ত্ব। **~জীবী**—[পুং-জীবিন্ ; স্ত্রী — জীবিনী] স্বল্পায়ুঃ, অল্পকালস্থায়ী। **~অস্থায়ী**—অনিত্যতা। **~ত্বিট্**—[পুং-ত্বিষ্] ১ ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। ২ বিণ, ক্ষণস্থায়ি-প্রভাযুক্ত। **~দ্যুতি**, -প্রভা,-রোচিঃ (পুং-রোচিস্), -াংশু— ১ ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ, চপলা। ২ অস্থির প্রভা। **~স্থায়ী**—[পুং-স্থায়িন্ ; স্ত্রী—স্থায়িনী] বিণ, ১ অল্পকালস্থায়ী, ক্ষণিক। ২ নশ্বর। বি—স্থায়িতা, স্থায়িত্ব।

অচিরপল্লব—অচির (অল্পকালস্থায়ী)

পল্লব (পাতা) যাহার—বহু°] যাহার (যে বৃক্ষের) পাতা সত্বরই পাকিয়া ঝরিয়া যায়। সপ্তপর্ণ বা ছাতিম বৃক্ষ। পর্যায়—মুক্তাবলী।

বাস্তবিকই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছাতিম বৃক্ষের যেমন নূতন নূতন পত্রোদ্গম হয়, তেমনি গোড়ার দিকের পুরাতন পত্র পাকিয়া আপনিই ঝরিয়া যায়।

অচিরবতী—সংযুত্ত-(২. ১৩৫ ; ৫. ৫০১, ৪৬০-৬১) ও অঙ্গুত্তর-নিকায়ে লিখিত আছে যে, পঞ্চমহানদীর মধ্যে অচিরবতী অন্যতমা। অপর চারিটী নদীর নাম—গঙ্গা, যমুনা, সরভূ ও মহী। মিলিন্দপঞ্হ-গ্রন্থে (পৃ° ১১৪) লিখিত আছে যে, হিমালয় পর্বত হইতে ৫০০ নদীর উৎপত্তি হইয়াছে ; তন্মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী, সিন্ধু, সরস্বতী, বেত্রবতী, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা উল্লেখযোগ্য। অচিরবতী শ্রাবস্তীর নিকট প্রবাহিত।* ধম্মপদট্ঠকথায় (৩, ৪৪৯) একটী আখ্যায়িকায় বর্ণিত আছে যে, শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী পাণ্ডুপুর নামে একটী গ্রামে এক জন ধীবর বাস করিত। সে শ্রাবস্তীর পথে যাইতে যাইতে অচিরবতী-তীরে কতকগুলি কচ্ছপের অণ্ড দেখিয়াছিল। এই গ্রন্থের অন্যত্র (১. ৩৫৯-৬০) লিখিত আছে যে, প্রসেনজিতের-বিড়ূডব অচিরবতী-তীরে শাক্যগণকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিড়ূডব তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হন—অচিরবতী নদী তাঁহাদের সকলকে গ্রাস করিয়াছিল। দীর্ঘনিকায়ে তেবিজ্জসুত্তে (১. ২৩৬) আছে যে, এক সময়ে ভগবান্ বুদ্ধ কোশলের ব্রাহ্মণ-গ্রামে মনসাকটে গিয়াছিলেন এবং মনসাকটের উত্তরে অচিরবতীর তীরে আম্রবনে বাস করিয়াছিলেন। অযোধ্যার রাপ্তিনদীই প্রাচীন অচিরবতী। ইহার তীরে শ্রাবস্তী অবস্থিত, জেতবনও অবস্থিত। অচিরবতীর নামান্তর অজিরবতী এবং ইহাকে ঐরাবতীও বলা হইয়া থাকে। ইহা সরযূনদীর একটী শাখা। যুয়ন-চোয়ঙ্ ইহাকে অ-চি-লো-ফ-তি (A-chi-lo-fa-ti) বলিয়াছেন।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

অচিরা—জৈনদেবী-বি°। ইনি ভগবান্ শান্তিস্বামীর জননী ও বিশ্বসেনের প্রিয়া। ইনি হস্তিনাপুরে বাস করিতেন।—আচার-দিনকর, ১৬১ পত্রাঙ্ক।

অচিরাৎ—[প্রা° বা° (কখনও) অচিরাতে] ক্রি-বিণ, অবিলম্বে, সত্বর, শীঘ্র।

অচিরাভা—বিদ্যুৎ।

অচিরে—ক্রি-বিণ, শীঘ্র, অনতিবিলম্বে।

অচিহ্ন—বিণ, ১ চিহ্নহীন, যাহাতে বা যাহার দাগ নাই। ২ নিদর্শনশূন্য।

অচিহ্নিত—বিণ, চিহ্নযুক্ত নহে, কোন চিহ্নদ্বারা পরিচিত নহে এরূপ, অপরিচিত। ~ কর্মচারী—যে কর্মচারীর সহিত রাজার কোন নির্বন্ধ নাই uncovenanted servant ॥ স্ত্রী° ॥

অচিশ্‌তা অনুহুশ্‌—প্রাচীন পারসিক জাতি-বর্ণিত নরক। প্রাচীন অবেস্তা হইতে বর্তমান পহ্লবীভাষায় ও সাহিত্যে সাধুদিগের জন্য স্বর্গ ও পাপীদিগের জন্য অনন্ত নরকের কল্পনা আছে। গাথায় নরক অর্থে দ্রুজো দেমান (Drujo demana = মিথ্যার আলয়) পরবর্তী পহ্লবী সাহিত্যে দ্রুজোৎমান বা দ্রুজো দেমেন অর্থাৎ অন্‌গ্রৈমন্যুর গর্ত। পরবর্তী অবেস্তা শুধু অন্ধ নরকের অচিশ্‌তা অনুহুশ্‌ (= নিকৃষ্টতম আবাস) নাম দিয়াছেন। [অন্‌গ্রৈমন্যু দ্র°]

অচিষ্ণু—[√অচ্ (গমন করা) + ইষ্ণুচ্] বিণ, গতিশীল।

অচীন—সুমাত্রার উত্তর-বিভাগের একটী প্রদেশ। আয়তন প্রায় ২০৫৪৪ বর্গ মাইল। এই প্রদেশ অত্যন্ত পর্বত-সঙ্কুল। পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে সমান্তরালভাবে পর্বত-মালা উপকূলভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। বলাহম (১০,১০০ ফুট) পিপারকিলোন (৯,০০০), পিউএট সগু (৯২৭০) ও বুবর মি তেলঙ (৮৫০০) প্রভৃতি পর্বতশৃঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর দিকে উপকূল-ভাগে কোন কোন স্থানে পর্বতমালা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আবার কোন কোন স্থান গভীর জঙ্গল, কোন কোন স্থল বালুকাময় ও অনুর্বর। আবার উর্বর শস্যক্ষেত্রেরও অভাব নাই। উপকূলভাগে অন্তর সমতলক্ষেত্র ও জলাভূমিও আছে। অচীনের নদীগুলি খুব দীর্ঘ নহে ; সেগুলি খরবেগে সমুদ্রে পড়িতেছে। পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত সিঙ্কেল নদীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, কিন্তু নদীর মোহানা নানারূপে অপ্রশস্ত হওয়ায় সমুদ্র-জাহাজের পথের গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা হয়। অচীনের বন্দরগুলির মধ্যে উত্তরস্থিত ওলিহ-লেহ ও সিগ্‌লি, পূর্বস্থিত ইডি এবং পশ্চিমস্থিত মিউলবোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অচীনে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। বর্তমানে সরকারী সেচ-বিভাগও অনেক ক্ষেত্রে অনুর্বর ক্ষেত্রগুলিকে শস্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে লঙ্কা, নারিকেল ও নারিকেল-তৈল প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। অচীনের ২০ হাজার একরের অধিক চষিতে রবারের চাষ হইয়া থাকে। ইক্ষু, কফলালের, সুপারি, আম, গাব, দেবদারু, কার্পাস এবং নানা প্রকার ফলমূলও অচীনে উৎপাদিত হয়। অচীনের লোক-সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ ; ইউরোপীয় এবং ইউরেশিয়ের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। অচীনের আদিম অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭½ লক্ষ ; অন্যান্য জাতির মধ্যে চীন-বাসীর সংখ্যাই অধিক। বর্তমানে অচীন ওলন্দাজ-গভর্নমেন্টের অধীন। শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য প্রদেশটী তিনটী প্রধান-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অন্তর্বর্তী প্রদেশে অদ্যাপি অচীন সর্দারগণের কেহ কেহ স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করে। ইহারা মধ্যে মধ্যে ওলন্দাজ-অধিকারে উপদ্রব করিয়া থাকে।

অচীনের শহরগুলির মধ্যে প্রাচীন অচীন নগর পূর্বে অচীনের রাজধানী ছিল। ওলন্দাজ ভাষায় ইহার নাম—কোৎরাজ্ এবং মলয় ভাষায় অধি। অক্ষা° ৫°

* সাখিভজাতক ১ এবং কুম্ভজাতক ২ ; বার্থ পৃ° ২১৭ ;

২২´ উ° ও দ্রাঘি° ৯৫° ৫৮´ পূ°। ইহা সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মলক্কা প্রণালীর প্রবেশপথের অতি সন্নিকটে অবস্থিত একটী প্রাচীন বন্দর। অচীনের এইরূপ সুন্দর অবস্থিতির জন্য ইহা এক সময়ে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত পশ্চিমস্থ দেশসমূহের বাণিজ্য-দ্বাররূপে গণ্য ছিল। প্রাচীনকালে অচীনের স্বাধীন রাজার নিকট হইতে কর দিয়া প্রবেশ-পত্র গ্রহণ করিলে প্রত্যেক পণ্যবাহী জাহাজ প্রণালীতে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইত। ইউরোপীয় জাতিরা প্রথম হইতেই অচীন-রাজের এইরূপ অধিকার অগ্রাহ্য করেন। ফলে অচীনের সুলতানের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অচীন নগর অচীন নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমান রাজধানী কোটা রাজা সমুদ্রের মুখ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এক সময়ে অচীনের প্রভুত্ব সুমাত্রার উত্তরের সমগ্র প্রদেশে ও মলয় উপদ্বীপের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। অচীনের রাস্তাঘাটগুলি বর্তমানে অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। অচীন বন্দরে কলিকাতা অথবা পিনাঙগামী জাহাজ ভিন্ন অন্য জাহাজ সাধারণতঃ নোঙর করে না।

অচীনের নদীসৈকত হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণকণা পাওয়া যাইত। কর্পূর, মোম, বক্কাধূপ, বেত প্রভৃতি এখনও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে এক প্রকার উৎকৃষ্ট অশ্ব ও গরু প্রধান। মেষ এদেশে হয় না, অচীনের ঘাসও মেষের উপযোগী নহে।

কোটারাজায় কাষ্ঠ-নির্মিত ঘরবাড়ীই অধিক। এই স্থানে প্রাচীন দুর্গ ও বৃহৎ একটী মসজিদ রহিয়াছে। বর্তমানে অচীনের শাসনকর্তা অচীনে বাস করেন; সুতরাং প্রাচীন রাজধানীর গৌরব ইহাতে কতকটা বজায় আছে। এখানে সরকারী অফিস, দপ্তর, রাজকর্মচারিগণের বাসস্থান, ইউরোপীয় বাণিজ্য-কুঠি এবং কয়েকটী হোটেলও আছে। কোটারাজায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিভাগের এক জন পরামর্শদাতা বা কর্মকর্তা বাস করেন।

কোটরাজাশহর অচীন নদীর সেতুদ্বারা অনেকটা বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই স্থানে একটী কেন্দ্র (cable-station) আছে। এই স্থান হইতে মেডান এবং মেডান হইতে পেডাঙ প্রভৃতি দক্ষিণস্থ দ্বীপ-সমূহে তার-বিভাগ চলিয়া গিয়াছে। কোটারাজা হইতে ওলেহ্-লেহ্ পর্যন্ত বাষ্পচালিত ট্রামগাড়ীর সংযোগ আছে। এই লাইন উত্তর-পূর্ব উপকূলের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত; ইহা সিগ্‌লি, কুমান সিম্পাঙ ও দক্ষিণ দিকে তান্‌জোঙবলেই পর্যন্ত বিস্তৃত। কোটারাজার লোক-সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। তাহাদের মধ্যে ইউরোপীয়ের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

সোনার কাজ, কাঠ-খোদাইয়ের কাজ ও জাহাজ-নির্মাণের কাজের জন্য অচীন বিশেষ বিখ্যাত। মৎস্য-শিকার ব্যবসাও এখন বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অচীনী বা অচীনের আদিম অধিবাসীরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। উচ্চবংশীয় অচীনীরা নিজেদের আরব-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। তথাপি ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু-সংস্কৃতির ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির চিহ্ন বিশেষভাবে বর্তমান। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে অচীনে মলয় জাতির সহিত ভারতীয় ও আরবীয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। পর্বতীয় অধিবাসীদের অপেক্ষা সমতলবাসী অচীনীদিগের মধ্যে দক্ষিণ-ভারতীয় হিন্দু-চিহ্ন পরিস্ফুট।

ভারতীয়ের ন্যায় ভাত, মাংস ও শাকসব্‌জি ইহাদের প্রধান খাদ্য। পান ও সুপারি প্রায় সকলেই খাইয়া থাকে। অহিফেন-সেবনে ইহারা অভ্যস্ত হইতেছে। মদ্যাদি পানীয় উচ্চশ্রেণী ভিন্ন অন্যে কেহ গ্রহণ করে না। ইহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি; কিন্তু পাহাড়ী অচীনীরা অধিক সাহসী ও দুর্দান্ত। চেহারা সাধারণ মলয়বাসীর অপেক্ষা খর্বাকৃতি ও পাতলা; গায়ের রঙ অপেক্ষাকৃত কাল এবং চোখগুলি বড় বড়। ইহারা অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়। ইহারা দীর্ঘকাল আপন স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য ওলন্দাজ-সরকারের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছে। ১৩শ শতকের প্রথম ভাগে ইহারা মিশর, ইউরোপ ও জাপানের সহিত রাজনৈতিক ও বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। অচীনীরা খুব দক্ষ কারিগর। অচীনী মেয়েদের মধ্যে পর্দা-প্রথা অথবা অবগুণ্ঠন-প্রথা নাই। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ নাই। মলয় ভাষা অচীনীদের প্রধান ভাষা হইলেও ইহার মধ্যে সংস্কৃত ও আরবীয় শব্দের প্রাচুর্য রহিয়াছে। অচীনী পুরুষ ও স্ত্রী-নির্বিশেষে সকলেই বস্ত্রবয়নে খুব পটু। ইহাদের বোনা বস্ত্র বহু দিন টিকিয়া থাকে। ভারতবর্ষ-জাত রেশম হইতে অচীনীরা যে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করে, তাহা যথার্থ মূল্যে ক্রয় করিয়া উচ্চশ্রেণীর অচীনীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। অচীনী স্ত্রী ও পুরুষ এক প্রকার ঢিলা পায়জামা পরে। অচীনীরা সুদক্ষ স্বর্ণকার; ইহারা সিলাহ্‌ নামক পিতল-নির্মিত একপ্রকার বন্দুক নির্মাণেও দক্ষ ছিল। ইহারা কাঠের খুঁটির উপরে বাড়ী প্রস্তুত করে। একটী ঘরে অনেকগুলি কক্ষ থাকে; সাধারণতঃ ঘরের সামনের দিকে ও পিছন দিকে বারাণ্ডা ও সিঁড়ি থাকে। ঘরের সম্মুখ ও পশ্চাতের ভূমিতে আবশ্যক ফলমূল ও তরকারী জন্মান হয়। ঘরের নীচে গৃহপালিত পশুপক্ষী বাস করে।

গ্রামের বাহিরে মেনেউসহ্ নামে একখানি গৃহ থাকে তাহাতে অবিবাহিত তরুণ যুবকেরা ও অতিথিগণ বাস করে। এই গৃহ সভা ও ধর্মোৎসবেও ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ইহাদের মধ্যে উত্তরাধিকার কন্যার দিকে চলিত, বর্তমানে পুত্রের দিকে চলিতেছে। ইহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ বর্তমান। সমাজে অচীনী মহিলার স্থান অতি উচ্চে। অচীনীরা মুসলমান, সুতরাং ইহারা মক্কায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই যাতায়াত করে। আরববাসীকে এক সময়ে ইহারা বিশেষ শ্রদ্ধা করিত এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আরবদিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। কিন্তু অবশেষে স্বার্থের দ্বন্দ্বে এই প্রভাব খর্ব হয়।

অচীনীরা কবিতা আবৃত্তি করিতে খুব ভালবাসে। ইহারা নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে

এবং রীতিমত সঙ্গীত ও বাদ্যের চর্চা করে। মধ্যে মধ্যে ইহারা কবিতা, আবৃত্তি ও বাদ্যচর্চা করিতে সমবেত হয়। ইহারা দ্যূতক্রীড়া ভালবাসে। বড় বড় ভোজেও অচীনীরা সমবেত হয়, এই সময়ে পশুর লড়াই দেখিয়াও ইহারা আমোদ উপভোগ করে। অচীনীদের মধ্যে পদ্রি নামক একটী সম্প্রদায়ই বিশেষ প্রভাবশালী। ইহারা বিশেষভাবে ধর্মপ্রাণ। বহু বর্ষ ওলন্দাজ-সরকারের প্রভাব ইহারা প্রতিহত করিয়াছিল। ওলন্দাজ-সরকারের অধীনে অদ্যাপি অনেক অচীনী সর্দার শাসন-কর্তৃরূপে নিজ নিজ অধীন স্থান শাসন করিয়া থাকে।

ঐতিহাসিক বিবরণ—অচীনে হিন্দু ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির চিহ্ন লইয়া বর্তমানে মুসলমান অচীনী জাতি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুমাত্রার অন্যান্য অংশ এবং জাভা, মলয় প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও এইরূপ চিহ্ন বিশেষ-ভাবে বর্তমান। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে শৈবধর্মের প্রচার-কল্পে অগস্ত্যের নাম কীর্তিত হয়; সেই সকল দেশে তাম্রফলকাদিতেও হিন্দুসভ্যতা-বিস্তারের ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে। এই সকল স্থানে প্রাচীন শিব-মন্দিরাদিও আছে। [অগস্ত্য ও সুমাত্রা দ্র°]

সম্ভবতঃ মধ্যযুগে ইউরোপীয় কতিপয় ভ্রমণকারী সুমাত্রায় গিয়াছিলেন। অচীন পূর্বে পেডির-রাজ্যের অধীন ছিল এবং পেডির-রাজ্যের একজন প্রতিনিধি ইহা শাসন করিতেন; ১৫২১ খ্রী° প্রকৃতপক্ষে অচীনের স্বাধীন সুলতান-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ১৫২৬ খ্রী° হইতে সুমাত্রার উত্তরাঞ্চলের সমস্ত প্রদেশ ইহার অধিকারভুক্ত হয় এবং সুলতান ইস্কন্দর মুডার সময়ে (১৬০৭-২৬) ইহা বিশেষ গৌরবজনক অবস্থায় উপনীত হয়। এই সময়ে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে অচীনের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

অচীন প্রাচীন কাল হইতেই স্বর্ণের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইউরোপীয় বণিগ্‌গণ এই সময়ে পূর্বদেশের ঐশ্বর্যের অনুসন্ধানে ব্যগ্র ছিল। ওলন্দাজগণ ১৫৯৯ খ্রী°, ইংরেজগণ ১৬০২ খ্রী° এবং ফরাসিরা ১৬২১ খ্রী° অচীনে স্বর্ণ-অন্বেষণে উপনীত হয়। পর্তুগীজেরা ইতিমধ্যে নিকটবর্তী দ্বীপ-পুঞ্জে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; সুতরাং অচীন-রাজের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ চলিতে-ছিল, ইস্কন্দর মুডারসৈন্যসংখ্যা লক্ষাধিক ছিল। ১৬৩১ খ্রী° ইস্কন্দর মুডার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পর্তুগীজগণ মলাক্কা হারায়। ১৬৪১ খ্রী° হইতে পর পর চারি জন রাণী অচীনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোঁড়া আরবীয় মুসলমানেরা স্ত্রীলোকের আধিপত্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া ষড়যন্ত্র করেন এবং আরব-বংশীয় একজন সর্দারকে অচীনের সিংহাসনে বসান। এই সময় হইতে দেশের আভ্যন্তরীণ কলহের ফলে অচীনের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস ও নষ্ট হয়।

ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ হইতে ওলন্দাজগণ পর্তুগীজের ক্ষমতা আরও খর্ব করে। ১৬০২ খ্রী° ইংরেজ বণিক্ স্যর জন ল্যাংকাস্টার প্রথম অচীনে এক বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। ওলন্দাজগণ ধীরে ধীরে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিতে থাকে। তাহারা ১৬৬৪ খ্রী° ইন্দ্রপুর, ১৬৬৬ খ্রী° পদঙ, ১৭২০ খ্রী° প্যালেম্বঙে আধিপত্য বিস্তার করে। ১৭৫৪ খ্রী° একবার ও ১৮১৯ খ্রী° পুনর্বার সুলতান-কর্তৃক ওলন্দাজেরা জাভা অধিকার করিলে ইংরেজগণ সহায় হইয়া অচীনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হয় এবং ১৮১৯ খ্রী° এই অনুসারে এক সন্ধি হয়। ১৮২৪ খ্রী° ব্রিটিশ-সরকার ওলন্দাজগণের সহিত এক সন্ধি-অনুসারে সুমাত্রা ও অন্যান্য কয়েকস্থানের অধিকারের বিনিময়ে এশিয়ার অন্যান্য স্থানে অধিকার লাভ করেন। এই সময় হইতে ওলন্দাজগণ আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়। ১৮৭৩ খ্রী° বাটাভিয়া হইতে ওলন্দাজ সৈন্য অচীনে প্রবেশ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ১৮৭৪ খ্রী° পুনরায় অচীন আক্রমণ করিয়া রাজধানী ধ্বংস করে। ওলন্দাজ সেনাপতি ফন্ ডের হেয়েডেন (Von der Heyeden) ১৮৭৮ খ্রী° হইতে ১৮৮১ খ্রী° পর্যন্ত অনবরত সংঘর্ষ চালাইয়া অচীনীদিগকে প্রায় বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু ১৮৯৬ খ্রী° পুনরায় বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অতঃপর বিংশ শতকের প্রথম ভাগে কতকটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১ খ্রী° অচীনী সুলতান অভ্যন্তর-বর্তী প্রদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হন; তথাপি সমুদ্রের উপকূলভাগ ভিন্ন অন্যত্র অচীনীগণ উৎপাত করিয়া থাকে। [সুমাত্রা দ্র°]

[W. Marsden : History of Sumatra ; C. Snouck-Hurgronje : The Acheenese (1906) ; A Cabaton : Java, Sumatra and the other Islands of the Dutch East Indies (1911) ; Report on the Commerce, Industry and Agriculture of the Netherlands East Indies (Buitenzorg, 1926) ; O. C. Gangoly : The Cult of Agastya and the Origin of Indian Colonial Art, (QIMS, xvüi. 3 Jan. 1927) ; Bulletins of the Department of Indian History of Archaeology No 1 ; Migration of Southern Indian Culture (Daily Express Annual, Mad. 1925)]

শ্রীচারুচন্দ্রমিত্র

অচীর্ণ—বিণ, অখণ্ড undivided.

অচী-ব্রত—বিণ, ধার্মিক।

অচূড়—১ [ন=অ (হয় নাই) চূড়া (-করণ) যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, অকৃতচূড়, যাহার চূড়াকরণ সংস্কার হয় নাই। ২ [ন=অ (নাই) চূড়া (কেশ) যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, কেশ-রহিত, নেড়া, টেকো।

অচূর্ণ—[নঞ্-তৎ] বিণ, ১ যাহা চূর্ণ বা গুঁড়া করা নহে। ২ অখণ্ড, আস্ত, গোটা। ~**নীয়**, -া —[নঞ্-তৎ] বিণ, যাহা গুঁড়া করিতে পারা যায় না।

অচূর্ণিত—[নঞ্-তৎ] বিণ, অখণ্ডিত, যাহা গুঁড়া করা হয় নাই।

অচুম্বিত—বিণ, যাহা চুম্বিয়া লওয়া হয় নাই।

অচূষ্য—বিণ, যাহা চুষিতে পারা যায় না, যাহা চুষিয়া খাইতে পারা যায় না।

অচেংকোয়েল₁ (বা—Kallakadeva)—একটী নদী। মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তঃপাতী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অবস্থিত। অচেংকোয়েল গিরিবর্ত্মের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়া ইহা প্রায় সত্তর মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া পাম্বেয়ার নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ইহার উৎপত্তি-স্থল হইতে ৩০ মাইল ছোট নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। তীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে পণ্ডলম ও মৌবলিকরই উল্লেখযোগ্য।—IG, i. 8.

অচেংকোয়েল₂—মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের চেঙ্গনূর তালুকের অন্তঃপাতী একটী গিরিবর্ত্ম। তত্রত্য মন্দির ও গ্রাম বিশেষ বিখ্যাত। অবস্থিতি অক্ষা° ৯° ৫´ ৪৫´´ উ° দ্রাঘি° ৭৭° ১৮´ পূ°। ব্রিটিশভারতে অবস্থিত এই গিরিবর্ত্মের অপর অংশ সেঙ্কোটে নামে খ্যাত, ত্রিবাঙ্কুরের সহিত তিন্নেবেলি জেলাকে সংযুক্ত করিতেছে। কিন্তু যান-বাহন চলাচলের পক্ষে এই পথ সুগম নহে। সুতরাং নিকটবর্তী অরিয়ন কাভু-পথই অধিক ব্যবহৃত হয়। অচেংকোয়েলের মন্দিরে শাস্তা নামক শিব প্রতিষ্ঠিত।—IG, i. 1, 7.

অচেণ্ড—শোনপুরের নিকটবর্তী একটী গ্রাম। সোমেশ্বরদেবের ফলকলিপিতে (Sonpur plates of Kumar Somesvardeva) উক্ত এচেণ্ড গ্রামই অচেণ্ড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।—EI, xii. 238.

অচেত—[সং অচেতাঃ >; ন=অ (নাই) চেত (চেতনা) যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ সংজ্ঞাহীন, অচেতন। ২ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, অবিবেক, মূঢ়। 'যে জন অচেত-চিত্ত সেই সদা দুঃখী।'—অ° ম°।

অচেতন—[ন=অ (নাই) চেতনা যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী—-া] বিণ, ১ জড়, চেতনাশূন্য। ইন্দ্রিয়যুক্ত যাহা তাহা চেতন, যাহা ইন্দ্রিয়হীন তাহা অচেতন। 'সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্'—চরক° ১, সূত্র ২১। 'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।'—মেঘ° পূ° ৫। ২ রোগ, শোক, মোহাদি কারণে যাহার চেতনা আচ্ছন্ন, সংজ্ঞাশূন্য, অচৈতন্য, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ৩ চেতনারহিত, চৈতন্যশূন্য, অজ্ঞান, অবোধ, মূঢ়। 'বুদ্ধি-শত্যমচেতনে নষ্টম্।'—হিত° ২. ১৬১।

অচেতন পদার্থ—দেবাচার্য নামক একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মতে অচেতন পদার্থ তিন প্রকার—প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও কাল। যাহা গুণত্রয়ে আশ্রয়ভূত পদার্থ তাহা প্রাকৃত, ইহা নিত্য ও পরিমাণাদি বিকারী। গুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই গুণত্রয় জগতের কারণীভূত, কিন্তু গুণের কার্য অনিত্য। অপ্রাকৃত পদার্থ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ও কাল হইতে ভিন্ন। কালের ও দেশের অতীত নিত্যবস্তুর পরমপদই অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত পদার্থ অচেতন।

কাল প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত হইতে ভিন্ন। অচেতন দ্রব্য কাল, অনিত্য ও বিভু। সমস্ত প্রকৃত দ্রব্যই কালতন্ত্র। লীলা-বিভূতিতে কালের প্রভাব নাই। দেবাচার্য বলিয়াছেন—

"লীলাবিভূতৌ তু পরমেশ্বরস্য কাল-পারতন্ত্র্যাদ্ কল্পনাক্রমেণ। নিত্যবিভূতৌ তু ন তৎ প্রভাবশ্চ। পদ্ধোহপীতিবিবেকঃ।"

[প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী: বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৫০৯-৫১০]।

অচেতরাও—পর্তুগীজ ঐতিহাসিক নুনিজ-(Nuniz) ব্যবহৃত অচ্যুতরায়ের নাম [অচ্যুত রায় দ্র°]।

অচেতাঃ—[পুং-তস্; চিত+অসুন্; নঞ্-তৎ] বিণ, ১ জ্ঞানশূন্য, সংজ্ঞাশূন্য, বোধরহিত। ২ তত্ত্বজ্ঞানহীন। ৩ চিত্তবৃত্তিনিরোধশক্তিশূন্য, আত্মার বহির্মুখীবৃত্তিযুক্ত। ৪ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর।

অচেতান—[বৈদিক। √চিত্+শানচ্] বিণ, ১ চেতনাহীন। ২ বিচারশূন্য, বিবেচনা-শূন্য, মূঢ়। 'ন সেধো অগে অন্যাজাতমস্ত্যচেত-নস্য মা পথো বি দুক্ষঃ।'—ঋ° ৭. ৪. ৭।

অচেনা, অচিন—১ অপরিচিত, অজ্ঞাত। ২ অপরিচিত ব্যক্তি।

অচেল—১ বস্ত্রাভাব। ২ অল্পমূল্যের বস্ত্র। ৩ অতি অল্প বস্ত্র। বিণ, ৪ বস্ত্ররহিত, নগ্ন, উলঙ্গ। ৫ জীর্ণ বস্ত্রযুক্ত। ৬ অল্প বস্ত্র-যুক্ত। ৭ কুৎসিত বস্ত্রযুক্ত। 'চহ খোব-জুন্ন-কুৎসিয়চেলেহিবিত্তএ অচেলোত্তি'।—বিশে° ২৬০১।

অচেলক₁—বিণ, ১ বস্ত্ররহিত, নগ্ন। ২ ছিন্ন মলিন বস্ত্রযুক্ত। ৩ অত্যল্প বস্ত্রযুক্ত। ৪ নির্দোষ বস্ত্রযুক্ত। ৫ অনিয়তরূপে বস্ত্রোপভোগকারী।—ঠা° ৫ ৩। 'পরিসুদ্ধজিন্ন-কুচ্ছিয়থোবানিয়য়ন্নভোগভোগেহিং। মুণও মুচ্ছারহিয়া, সন্তেহিং অচেলয়া হুন্তি।'—বিশে° ২৫৯৯। ৬ নগ্ন সন্ন্যাসী। [আজীবক দ্র°]

অচেলক₂—খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় নগ্নধর্মসম্প্রদায়-বি°। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালে ভারতে কয়েকটী বিখ্যাত ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল; ইহাদের মধ্যে অনেকে কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত অনুষ্ঠান করিত। এই সকল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তৎকালীন ভারতীয় সমাজকে ধর্মমত-অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। আজীবক-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গোশাল মস্করী-সমাজকে ছয় শ্রেণীতে (অভিজাতিতে) বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, পীত, শ্বেত, সুশ্বেত প্রভৃতি বর্ণদ্বারা তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি শিকারী, চোর, ডাকাত প্রভৃতি নীচ-কর্মকারীকে কৃষ্ণ, বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ভিক্ষু-দিগকে নীল, নেংটী-পরিহিত নিগ্রন্থ (আধুনিক জৈন) দিগকে রক্ত, নগ্ন সন্ন্যাসী অচেলক-দিগকে পীত, আজীবকদিগকে শ্বেত, এবং সুশ্বেত বর্ণদ্বারা আজীবক মহাপুরুষ নন্দ বচ্ছ, কিসস সংকিচ্চ ও গোশাল প্রভৃতিকে নির্দেশ করিয়াছেন। জৈননেতা মহাবীর ও অনুরূপ বর্ণদ্বারা ছয়টী বিভাগ করিয়াছেন। আজীবক-গণের অনুগামী নগ্ন উপাসকগণই অচেলক নামে অভিহিত হইয়াছেন। গোশালের মতে বর্ণগুলি ক্রমিকভাবে উন্নত শ্রেণী বুঝাইতেছে।

বুদ্ধঘোষকৃত দার্শনিকাদের টীকায় ইহার উল্লেখ আছে।

[S. V. 162. tr. in U. D. App. ii 21 ; JS. ii. 196 ft.]

অচেব.—মধ্য আফ্রিকার ঞ্চাসলাণ্ড ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসী বণ্টু জাতির একটী শাখা। বণ্টুজাতি মাতৃ-পরিচয়ে আপনাদের বংশ-পরিচয় দিয়া থাকে। বিবাহের পর স্বামীকে স্ত্রীর পিতৃ-গৃহের সন্নিহিত গৃহে বাস করিতে হয়; সন্তানেরা মাতৃকুল বা মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এইরূপে স্ত্রীলোকেরা পিতৃকুলে এবং পুরুষেরা স্ত্রীর আত্মীয়গণের সহিত বাস করিতে বাধ্য হয়।

উত্তর-পূর্ব রোডেশিয়ার অচেব জাতি কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, বৃক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুতে পিশাচ বা উপদেবতা আশ্রয় লয় বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহারা মূর্তি পূজা করে না; কিন্তু ক্ষুদ্র পুতুল বা মূর্তিতে মৃতের আত্মা অধিষ্ঠিত বলিয়া কল্পনা করিয়া কুমড়ার খোল দ্বারা নির্মিত একটী ক্ষুদ্র বাক্সে বন্ধ করিয়া কার্পাস ও বল্কলের সূতা দ্বারা বাঁধে; এবং মৃত ব্যক্তির বংশধর সেই বাক্সের নিকট প্রার্থনাদি করে। ইহারা কাষ্ঠ, লোষ্ট্রাদিও এইরূপ পিশাচাদি দ্বারা আশ্রিত জ্ঞান করিয়া মাদুলির ন্যায় ধারণ করে এবং কুহকমন্ত্রে বিশ্বাস করে। [বণ্টু দ্র°]

[ERE, ii. 361 ; viii. 855, ix. 419, 422.]

অচেষ্ট—বিণ, ১ নিশ্চেষ্ট, চেষ্টারহিত, নিরুপায়। ২ (মূর্ছাদিহেতু) অসাড়, নিস্পন্দ, স্থির। বি— -তা।

অচেষ্টিত—বিণ, যাহার জন্য কোন চেষ্টা বা যত্ন করা হয় নাই, অনন্বেষিত।

অচৈতন্য—বিণ, ১ চেতনাশূন্য, সংজ্ঞাশূন্য। মূর্ছিত, জ্ঞানশূন্য। ২ ক্লী°, অচিৎ, জড়, অজ্ঞান। ৩ চেতনাভাব। ৪ তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতা।

অচোট—যাহাতে চোট বা আঘাত লাগে নাই।

অচোদস্—[বৈদিক] বিণ, অনন্য-প্রেরিত। 'অচোদসো নো ধন্বংতিন্দবঃ'—ঋ° ৯. ৭৯. ১।

অচোমবই—ক্যালিফোর্নিয়ার অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান জাতির একটী শাখা। ইহারা মৃতের সমাধিতে শুষ্ক মৎস্য, মূল, ঔষধি প্রভৃতি অর্পণ করে। ইহারা সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলে যে প্রথমে তটহীন সমুদ্র এবং পরিষ্কার আকাশ বর্তমান ছিল। তারপর একখানি ক্ষুদ্র মেঘ আকাশে উদিত হয়, তাহা ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া রৌপ্য-শুভ্র খেঁকশিয়াল বা ধূর্তিকতাতে পরিণত হয়। তাহা হইতে কুয়াশা এবং তাহা হইতে কয়টের (coyote) উৎপত্তি হয়।

[ERE, iv. 127-128, 428]

অচোল—বোম্বাই-প্রদেশে থানা জেলার অন্তর্গত ও সোপারার নিকটবর্তী একটী গ্রাম। এই স্থানে একটী পর্তুগীজ দুর্গ আছে।—BG, xiv. 342.

অচ্ছ,—[√ছো (ছেদন করা) + অ (ড) ক—পা° ৬. ১. ৭৩; (মনি°-মতে অ+ছ (√ছদ্>) = (not covered, not shaded) যাহা দৃষ্টি ছেদন করে না; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ স্বচ্ছ, নির্মল, প্রসন্ন, অনাবিল, পরিষ্কৃত, clear, transparent. 'বকেলিসম্পন্ন প্রচ্ছাচ্ছর-বালুকম্'—ভা° ১০. ১৩. ৫। অম°॥ ২ যে বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক ভেদ করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া অপরদিকের কোন বস্তুই দেখা যায় না; যথা কাঁচ, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ পাতলা কাগজ প্রভৃতি এইরূপ পদার্থ translucent. ৩ স্ফটিক, সূর্যকান্তমণি। শব্দ° বো রো°॥ ৪ [বৈদিক ঋক্ষ > = লাটিন ursus, Cymr, arth.; মধ্যা° প্রাকৃ° বর্গ ১৮ অচ্ছ = অচ্ছভল্ল (ঋ,ক)] ভল্লুক, অচ্ছ = অচ্ছভল্ল —অম°; অচ্ছ = অচ্ছভল্ল, অচ্ছোভল্ল —অমটী° সে॥' ৫ [বৈদ্যক] ওষধ।

অচ্ছ,—অ, আভিমুখ্য, সামুখ্য। 'অচ্ছোহংতি বহ্নিং সদনান্যচ্ছ'—ঋ° ৯. ৯১. ১।

অচ্ছ,—জৈন ভগবতীসূত্রে বর্ণিত ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। বিদেহসাম্রাজ্যের পতনের পর এবং বিম্বিসারের শ্বশুর মহা-কোশলের শাসনাধীনে কোশলের অভ্যুত্থানের পূর্বে এই ষোড়শ মহাজনপদের সৃষ্টি হয়। অঙ্গুত্তরনিকায়ে এই ১৬টী মহাজনপদের নাম আছে। কিন্তু ভগবতীসূত্রে প্রদত্ত তালিকার সহিত অঙ্গুত্তরের মিল নাই। নিম্নে উভয় তালিকা প্রদত্ত হইল।—

অঙ্গুত্তরনিকায়—

১ কাসী (কাশী)	৯ কুরু
২ কোসল (কোশল)	১০ পঞ্চাল
৩ অঙ্গ	১১ মচ্ছ (মৎস্য)
৪ মগধ	১২ সূরসেন (শূরসেন)
৫ বজ্জি	১৩ অস্সক
৬ মল্ল	১৪ অবন্তি
৭ চেতিয় (চেদি)	১৫ গন্ধার
৮ বংস (বৎস্য)	১৬ কম্বোজ।

জৈন ভগবতীসূত্র—

১ অঙ্গ	৯ পাঢ় (পাণ্ড ?)
২ বঙ্গ	১০ লাঢ় (রাঢ়)
৩ মগহ (মগধ)	১১ বজ্জি
৪ মলয়	১২ মোলি
৫ মালব	১৩ কাসি (কাশী)
৬ অচ্ছ	১৪ কোসল
৭ বচ্ছ (বৎস)	১৫ অবহ
৮ কচ্ছ	১৬ সম্ভুত্তর (সুহ্মোত্তর ?)

অঙ্গ, মগধ, বৎস, বজ্জি, কাশী ও কোশল উভয় তালিকায় এক। ভগবতীসূত্রের মালব = অঙ্গুত্তরের অবন্তি। মোলি সম্ভবতঃ মল্লের অপভ্রংশ।

[H. C. Ray chaudhuri: political Hist of ancient India 46-47]

অচ্ছভল্ল = ভল্লুক।

অচ্ছগল্লক-বিহার—সিংহল দেশের একটী প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহার। মহানাম-প্রণীত সিংহলের ইতিবৃত্ত 'মহাবংসে' ইহার উল্লেখ আছে। উহাতে দেখা যায়, মহাশিবের অনুজ সূরতিস্স নামক নরপতি (১৮৭-৭৭ খ্রী-পূ°

অনুরাধপুরের দক্ষিণ দিকে নগরঙ্গন বিহার, পূর্ব দিকে হথিকুচ্ছ ও গোল্লগিরিক নামক বিহার, বসুত্তর নামক শৈলশীর্ষে পাচীন-পব্বত নামক বিহার, মহেয়কের নিকটে কোলজ্ঞালক-বিহার, অরিট্‌ঠ-পব্বতের পাদদেশে মকুলক নামক বিহার, পূর্ব দিকে অচ্ছগল্লক বিহার ('পুব্বিমাঅচ্ছগল্লকম্') ....স্থাপন করিয়াছেন। 'মহাবংসে'র টীকাকারের মতে, এই বিহার অনুরাধপুরের পূর্বে, মহেগল্লকের নিকট অবস্থিত।

। Mahavamsa, ed. Wilhelm Geiger, PTS, 1908, ch. xxi. 165 ; গাইগেরকৃত ইংরেজী অনুবাদ, ১৯১২, ২৪২।

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

অচ্ছটা—[বৌদ্ধপা°] তুড়ি snapping of the fingers.—দিব্যাবদান ৫৫৫।

অচ্ছত্র—বিণ, রাজছত্রহীন, অরাজক।

অচ্ছদ্ম—[স্ত্রী°—অচ্ছদ্মান্] বিণ, ১ ছদ্মবেশশূন্য, অকপট। ২ আচ্ছাদনশূন্য।

অচ্ছনকোবিল — গিরিশঙ্কট বি°। প্রাচীন পাণ্ডারাজ্যের পূর্বপ্রান্ত চোলমণ্ডল হইতে দক্ষিণ-কেরল বা ত্রিবাঙ্কুর যাইবার প্রাচীন প্রশস্ত পথ। উত্তরে পুড়কোত্তই (Villara) নদী হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং পূর্বে করোমণ্ডেল হইতে পশ্চিম পর্যন্ত প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্য বিস্তৃত ছিল।

অচ্ছনভট্ট—দক্ষিণ-ভারতে প্রাপ্ত একখানি তাম্রফলকে (Vellangadi plates of Venkata I) দেখা যায়, যজুঃশাখার কাশ্যপ গোত্রীয় লক্ষ্মণার্যের পুত্র অচ্ছনভট্টকে আনূপ গ্রাম দান করা হয়।—EI, xvi. 322-23.

অচ্ছন্দস্—[স্ত্রী°-অচ্ছন্দস্। ন = অ (নাই) ছন্দঃ (বেদ) যাহার—নঞ্-বহু°] ১ বেদজ্ঞানহীন, যে বেদ পাঠ করে নাই। ২ অনুপবীত। ৩ যাহাদের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, শূদ্র প্রভৃতি। ৪ [যাহাতে ছন্দঃ (= পরিমিত মাত্রাকারে বদ্ধ পদাবলী) নাই] গদ্যমূলক পদাবলী। ৫ [ন = অ (নাই) ছন্দঃ (অভিপ্রায়, ইচ্ছা) যাহার—নঞ্-বহু°] অভিপ্রায়হীন।

অচ্ছন্দস্ক = অচ্ছন্দঃ] অচ্ছন্দঃ দ্র°।

অচ্ছভল্ল, অচ্ছভল্লুক, অচ্ছোভল্ল—[অচ্ছ + √ভল্ল (বধ করা) + অচ্] [অচ্ছ দ্র°]।

অচ্ছয়ার্য—ব্যক্তিবিশেষের নাম। দক্ষিণ-ভারতে প্রাপ্ত প্রথম বেঙ্কটের তাম্রফলকে Vellangudi plates of Venkate I of Shaka Era 1520) দেখা যায়, যজুঃশাখার শ্রীবৎসগোত্রীয় অচ্ছয়ার্যের পুত্র চবত্তিস্বর-ভট্ট শিঙ্গপাটি গ্রাম প্রাপ্ত হন।—EI, xvi. 325.

অচ্ছর অনন্য—হিন্দী কবি। ১৬৪১ খ্রী° জন্ম। ইঁহার কবিতা শান্ত রসে পরিপূর্ণ।—ভারতীয় চরিতাভিধান।

অচ্ছরপাক্কম্ — দক্ষিণ-ভারতের একটী প্রাচীন স্থান। এই স্থানে বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।—EI, vi. 323, 324, 325.

অচ্ছর্দিকা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, বান্তি।—রাজনি°।

অচ্ছরিয়ধম্মসুত্ত—এই সূত্রে (মজ্ঝিমনিকায় ৩. ১১৮-২৪) আনন্দ তথাগত-সম্বন্ধীয় বিস্ময়ের সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চামার্স বুদ্ধঘোষের টীকার সহিত এই সূত্রটী তাঁহার "the Nativity of the Buddha" শীর্ষক প্রবন্ধে (JRAS, 1895) প্রদান করিয়াছেন।

অচ্ছবিষ্ণ চড়ঙ্গাবি—ব্যক্তি-বি°। নন্দিবর্মার তাম্র-লিপিতে দেখা যায়, মাড়ল-গোত্রীয় অচ্ছবিষ্ণ চড়ঙ্গাবি নামক ব্রাহ্মণকে এণ্ণূর (Enur) গ্রাম দান করা হয়।—EI, xviii. 122, 124.

অচ্ছা—[অ (= বিষ্ণু) + √ছো (আচ্ছাদন করা) + অঙ্] স্ত্রী°, ইহা দ্বারা বিষ্ণু আচ্ছাদিত হন বলিয়া নির্মলা (বিষ্ণুর আচ্ছাদন) ॥ যোপদেব ॥

অচ্ছায়—বিণ, ছায়াশূন্য। 'বৃহচ্ছায়ো অপলাশো অর্বা'—ঋ° ১০. ২৭. ১৫।

অচ্ছাবত—[অচ্ছোদ-সরোবর দ্র°]।

অচ্ছাবতী—বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বি°। ইনি একখানি প্রস্তরফলক অর্হদ্‌গণের উদ্দেশে দান করেন।—EI, x. 382 ; ii. 430.

অচ্ছাবড়—একটী প্রাচীন স্থান। নাগপ্রিয় নামক অচ্ছাবড়ের একজন শ্রেষ্ঠী একটী স্তম্ভ দান করিয়াছিলেন।—EI, x. 339, 348, 581 (Bhilsa Topes).

অচ্ছাবাক—অন্যতম ঋত্বিক্। মন্ত্রপাঠার্থ সদঃপ্রবেশকারী ঋত্বিক্ সাত জন। ঋগ্বেদপাঠকারী হোতা সাত জন; তন্মধ্যে প্রধানের নাম হোতা ; মৈত্রাবরুণ (প্রশাস্তা), ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিনজন হোত্রক ; আর পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র (আগ্নীৎ), এই তিনজন হোত্রাশংসী। ঐ সাতজনের জন্য সদঃশালাতে সাতটী ধিষ্ণ নির্দিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে অচ্ছাবাক সকলের পশ্চাতে সদঃপ্রবেশ করিয়া ঐন্দ্রাগ্ন শস্ত্র পাঠ করেন। অচ্ছাবাক উক্থ্য ক্রতুতে তৃতীয় সবনে ইন্দ্র-বিষ্ণু-দৈবত শস্ত্র পাঠ করেন। 'ঐন্দ্রাগ্নোঽচ্ছাবাকঃ'—শ-ব্রা° ৪. ৩. ১. ৩। 'বীর্যবান্ বা এষ বহ্বৃচো যদচ্ছাবাকঃ'—গো-ব্রা° উ° ৫. ১৫। 'প্রতিষ্ঠা বা অচ্ছাবাকঃ'—কৌ-ব্রা° ৩০. ৯। 'ঐন্দ্রাবৈষ্ণবমচ্ছাবাকস্যোক্থং ভবতি' — গো-ব্রা° উ° ৪. ১৪ ; ৫. ১০। 'ঐরবতমচ্ছাবাকস্য' —কৌ-ব্রা° ২৫-১১। 'ভরদ্বাজমচ্ছাবাকঃ (ন প্রচ্যবতে)'—গো-ব্রা° উ° ৩. ২৩। 'প্রশাস্তাব্রাহ্মণাচ্ছংস্যচ্ছাবাক ইতি পশ্চিমো হোত্রকঃ'—আ-শ্রৌ° ৫. ১০।

অচ্ছাবাক—ঋত্বিক্। ভূমিতে স্থাপনীয় মহর্ষি।—বায়ুপু° ২৯. ২৭। ২ মহর্ষি অচ্ছাবাক। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মা এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে অচ্ছাবাক একজন ঋত্বিক্ ছিলেন।—পদ্মপু° সৃ°। ৩ পরব্রহ্মের উরু হইতে অচ্ছাবাক ঋষির জন্ম।—মৎস্যপু° ১৬৭. ৯।

অচ্ছাবাকপ্রয়োগ—যাজ্ঞিক রঘুনাথকৃত অচ্ছাবাক-সম্বন্ধীয় পদ্ধতিগ্রন্থ।

অচ্ছাবাকসাম—[স্ত্রী°-সামন্] সামবের উৎগীথ। সামযাগে হোতার সহকারী ঋত্বিক্ কর্তৃক গেয় সাম।

অচ্ছাবাকীয়—ক্লী°, ১ অচ্ছাবাক নামক ঋত্বিকের অনুষ্ঠান, কর্ম বা ভাব। ২ অচ্ছাবাকশস্ত্রসম্বলিত ঋ° ৫. ২৫ সূক্তের ১-৩ ঋক্।

অচ্ছাবাক্যা—স্ত্রী°, অচ্ছাবাক ঋত্বিক্-কর্তৃক পঠনীয় ঋক্।

অচ্ছাবাট—একটী প্রাচীন স্থান। সাঁচী-স্তূপ-লিপিতে দেখা যায়, অচ্ছাবাট নামক স্থান হইতে কিরাতী নামক কাহারও মাতা অর্হদ্গণকে দান করিয়াছিলেন।—El, x. 388.

অচ্ছিদ্র—[ন=অ (নাই) ছিদ্র যাহাতে —নঞ্-বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ ছিদ্ররহিত, রন্ধ্রহীন। ২ নির্দোষ, দোষাভাববিশিষ্ট, অস্খলন, ত্রুটিহীন, প্রমাদশূন্য, অঙ্গহীনতারহিত, পূর্ণাঙ্গ, সর্বাঙ্গসুন্দর। বি— ~তা—ত্রুটিশূন্যতা। ৩ ক্লী°, ছিদ্রাভাব, দোষশূন্যতা, অপ্রমাদ। 'অচ্ছিদ্রেণ বিচেতব্যা দেশাঃ সগিরিকন্দরাঃ' —রা° ৪. ৪৩. ২৫।

অচ্ছিদ্রকাণ্ড—ক্লী°, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের প্রপাঠকের নামান্তর।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যাগযজ্ঞ ও দেবার্চনাদি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে দোষরহিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ নামক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। সাধারণতঃ কোষার জলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া এবং বাম হস্ত তাহাতে সংলগ্ন করিয়া নিম্নোক্তভাবে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ কৃতেঽস্মিন্ অমুকপূজাকর্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে —অর্থাৎ সংকৃত—পূজাকর্মে যে বৈগুণ্য (দোষ) জাত হইয়াছে সেই দোষের শান্তির জন্য আমি 'ওঁ বিষ্ণু' এই মন্ত্র স্মরণ করিব; উপরি-উক্ত মন্ত্র বলিয়া ১০ বার 'ওঁ বিষ্ণু' বলিতে হয়। তৎপরে করযোড়ে বলিতে হয়—'ওঁ কৃতৈতৎ কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু'—অর্থাৎ 'আমার কৃত এই কর্ম অচ্ছিদ্র (ত্রুটি-রহিত) হউক'। —উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তখন বলিবেন—'ওঁ অস্তু'। অতঃপর করযোড়ে বলিতে হয়—

ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
ওঁ প্রীয়তাং পাবনো বিষ্ণুঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥
কৃতৈতৎ কর্ম ওঁ সচ্চিদেকায় পরব্রহ্মণে অর্পিতমস্তু।

অর্থাৎ অজ্ঞান-বশতঃ বা মোহবশতঃ যজ্ঞসমূহে যে প্রচ্যুতি ঘটে, বিষ্ণুর স্মরণেই তাহা সম্পূর্ণ হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে।

পবিত্রতাদানকারী বিষ্ণু, সর্বযজ্ঞেশ্বর হরি প্রীত হউন, তিনি তুষ্ট হইলেই জগৎ প্রীত হয়। কৃত এই কার্য সচ্চিদেকপরব্রহ্মে অর্পিত হইল।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থা অতি প্রাচীন। সাধারণতঃ যজমানের কার্য 'অচ্ছিদ্র' (ত্রুটি-রহিত) বলিয়া কার্যশেষে ব্রাহ্মণগণ উচ্চারণ করিলেই তাহা ত্রুটিরহিত বলিয়া বিবেচিত হইত। শূদ্রগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ-কর্তৃক উচ্চারিত 'অচ্ছিদ্র' অগ্নিষ্টোম-যাগের ফল-দায়ক।

শূদ্রাণাং নোপবাসঃ স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুধ্যতি।
ব্রাহ্মণাংস্তু নমস্কৃত্য পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতি-দেবতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ধার্যমগ্নিষ্টোমফলং হি তৎ॥
—পরা° স° ৬. ৪৮-৪৯।

"শূদ্রের উপবাস নাই, শূদ্রেরা এস্থলে (অর্থাৎ ব্রণস্থানে ক্রিমি জন্মিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্তে) পঞ্চগব্য পানপূর্বক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া এবং দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ব্রাহ্মণেরা যে 'অচ্ছিদ্রমস্তু' বাক্য বলিবেন, তাহা প্রণামপূর্বক মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। তাহাতেই অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়।"

যজ্ঞাদি সকল কার্যেই ব্রাহ্মণ-কর্তৃক 'অচ্ছিদ্রমস্তু' বাক্য উচ্চারণ করাইতে হয়।

"জপচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্মণি।
সর্বং ভবতি নিশ্ছিদ্রং যস্য চেচ্ছন্তি ব্রাহ্মণাঃ॥
—শাতাতপ° ১, ২৭।

"জপকার্যে যদি কিঞ্চিৎ ছিদ্র থাকে অর্থাৎ অঙ্গহানি হয় কিংবা তপস্যাকরণে ছিদ্র হয় অথবা যজ্ঞকার্যে অঙ্গহানি হয়, সে কার্য-সকল ছিদ্ররহিত হয়, যদি ব্রাহ্মণগণ বলেন, তোমার কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।" অন্যান্য সংহিতায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

অচ্ছিদ্রোতি—[বৈদিক। অচ্ছিদ্র+উতি] অগ্নি যিনি সর্বপ্রকারে রক্ষা করেন। 'পুরুপ্রশস্তকতুরিধজসাধনোঽচ্ছিদ্রোতিঃ' — ঋ° ১. ১৪৫. ৩।

অচ্ছিদ্রোধ্নী—[বৈদিক। অচ্ছিদ্র (দোষহীন) উধঃ (আপীন, পালান) যাহার —বহু°] স্ত্রী°, যে গাভীর পালান দোষশূন্য। 'অচ্ছিদ্রোধ্নী পীপয়দ্যথা' —ঋ° ১০. ১৩৩. ৭

অচ্ছিন্ন—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -া] ১ ছেদরহিত, অকর্তিত। 'অচ্ছিন্নাগ্রং পল্লোচ্চং (শুভ্রং) দত্ত্বা কুম্ভং ফলান্বিতম্।'—শুদ্ধিতত্ত্বধৃত গর্গবচন॥ শব্দ॥ ২ অবিচ্ছিন্ন, সতত, অবিরত, অখণ্ড। 'অচ্ছিন্নাশ্রুসন্তানাঃ'—কু-স° ৬. ৩৯। ৩ অনিরাকৃত, অনিরস্ত। 'অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।'—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত শঙ্খবচন। ~ত্বক্ —যাহার খৎনা বা ত্বক্‌চ্ছেদ সংস্কার হয় নাই, যাহার সুন্নৎ হয় নাই uncircumcised ॥ ক্লী°। ~পত্র, -পর্ণ—১ (বৈদ্যক) শাখোটবৃক্ষ, শেওড়াগাছ। ২ যে বৃক্ষের পত্র ছিন্ন হয় না, সকল ঋতুতে পত্রযুক্ত বৃক্ষ। ৩ ক্লী°, যে পত্র বা পর্ণ ছিন্ন নয়। ~সংশয়—[অচ্ছিন্ন হইয়াছে সংশয় যাহার—নঞ্-বহু°; স্ত্রী— -া] বিণ, গুরুবাক্যে সন্দিগ্ধ, শাস্ত্রে সন্দেহযুক্ত।

অচ্ছিদ্রপোটী—গঙ্গবংশীয় কলিঙ্গরাজ ইন্দ্রবর্মার মাতা। রাজা মাতার মঙ্গলের জন্য গ্রাম দান করেন।—El, xviii. 309, 310.

অচ্ছুপ্তা—[সং-অচ্ছুপ্তা] ১ জৈনদিগের উপাস্য চতুর্বিংশতি শাসনদেবীগণের অন্যতমা। ইনি ভুবন-পতিদেবজাতীয়া, কিন্তু তির্যক্‌লোকে বাস করেন। 'প্রবচনসারোদ্ধারে'র ২৭শ পরিচ্ছেদে অচ্ছুপ্তা-মূর্তির বিবরণ এইরূপ—

'শ্রীমুনিসুব্রতস্য অচ্ছুপ্তাদেবী মতান্তরেণ নরদত্তা। কনকরুচির্ভদ্রাসনারূঢ়া চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণভুজদ্বয়া বীজপূরবাণ্‌শূল-যুক্ত-বামকরদ্বয়া চ' ॥ ২০ ॥

মুনি সুব্রতস্বামীর শাসনদেবী অচ্ছুপ্তা-দেবী—মতান্তরে নরদত্তা,—কনকবর্ণা, ভদ্রাসনারূঢ়া, চতুর্ভুজা। দেবীর দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরদমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বামকরদ্বয়ে বীজ-পূরক ও শূল।

নির্বাণকলিকা-(৩৭ পত্রাঙ্ক) মতে দেবী তড়িদ্বর্ণা, তুরঙ্গবাহনা, চতুর্ভুজা। ইঁহার চারি হস্তের প্রহরণ অন্যবিধ। দক্ষিণ দুই হস্তে খড়্গ ও বাণ এবং দুইটী বাম হস্তে খেটক ও সর্প। নির্বাণকলিকার বর্ণনা এইরূপ—

'তথা অচ্ছুপ্তাং তড়িদ্বর্ণাং তুরগবাহনাং চতুর্ভুজাং খড়্গবাণযুক্তদক্ষিণকরাং খেটকাহিযুক্তবামকরাং চেতি।'—বিদ্যাদেবীনাং ষোড়শকম্।

বর্জেস্ (IA, xiii) অচ্ছুপ্তার একটী চিত্র দিয়াছেন। চিত্রটী নিম্নে প্রদত্ত হইল। সেই চিত্রে দেবীর মস্তকের

অচ্ছুপ্তা

উপর মন্দিরের আকারে উঁচু মুকুট। দেবী ললিতাসনে আসীনা, একটী পা নীচু করিয়া রহিয়াছেন, আর একটী পা সম্মুখের দিকে গুটান। দেবীর একটী দক্ষিণ হস্তে বাণ, অপর দক্ষিণহস্ত বক্ষোপরি বরদমুদ্রায় স্থাপিত। একটী বাম হস্তে ধনুঃ, অপর বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ—হস্তে কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। অচ্ছুপ্তার বাহন বা লাঞ্ছন হংস।

দিগম্বরগণ ইঁহাকে অনন্তমতী নামে অভিহিত করেন।

ষট্‌কোণ চক্রাঙ্কিত ভগবতীর মণ্ডলে অচ্ছুপ্তার স্থান উত্তর-দিকে। আচার-দিনকর-(২০৭ পত্রাঙ্ক) মতে ইঁহার নমস্কার-মন্ত্র— 'হ্রীঁ শ্রীঁ অচ্ছুপ্তায়ৈ নমঃ।'

২ জৈনদিগের ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্যতমা।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অচ্ছে—দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের অন্যতম ভ্রাতা বুলন্দ-অখ্‌তরের কবি-নাম। সকলের নিকট ইনি 'অচ্ছে সাহেব' আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। 'নাহীদ-ও-আখতর' ইঁহার রচিত একখানি সুন্দর কাব্য। ইহার শ্লোক-সংখ্যা ৩৫৫। ১৭২৬ খ্রী° = ১১৩৯ হি° সমাপ্ত।—OBD.

অচ্ছোদ—১ একটী পৌরাণিক সরোবরের নাম। হিমালয়প্রদেশে চন্দ্রপ্রভ নামে একটী রত্নপ্রাকারময় শুভ্র পর্বত বর্তমান। তাহার সম্মুখে দিব্য 'অচ্ছোদ' সরোবর। অচ্ছোদিকা নাম্নী দিব্যনদী সেই সরোবর হইতে প্রবাহিতা হইতেছে।

"চন্দ্রপ্রভো নাম গিরিঃ স শুভ্রো রত্ন-সন্নিভঃ।
তৎসমীপে সরো দিব্যমচ্ছোদং নাম বিশ্রুতম্ ॥
তস্মাৎ প্রভবতে দিব্যা নদী হ্যচ্ছোদিকা শুভা।
তস্যাস্তীরে বনং দিব্যং মহচ্চৈত্ররথং শুভম্ ॥

—মৎস্যপু° ১২১. ৭-৮।

২ কাশ্মীরের সিদ্ধাশ্রমের নিকটস্থ সরোবর।—মহা° ১. ৬৪. ২৪

অচ্ছোদ-সরোবর—কাশ্মীরে, মার্তণ্ড হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্তী হ্রদ-বি°। নামান্তর অচ্ছাবত। এই হ্রদের তীরে সিদ্ধাশ্রম ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরীগ্রন্থে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। বিল্হনের বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতের অষ্টাদশ অধ্যায়েও এই হ্রদের কথা আছে।

অচ্ছোদা—পিতৃগণের মানসী কন্যা। [পিতৃগণ দ্র°]—মৎস্যপু° ১৪. ৩-৪। এক সময়ে অচ্ছোদা সহস্র বর্ষ-ব্যাপিয়া মহৎ তপোনুষ্ঠান করেন। তাহার ফলে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ অচ্ছোদাকে বর-দান করিবার জন্য আগমন করেন। অচ্ছোদা পিতৃগণের দিব্য-রূপযৌবন দেখিয়া কামার্তা হইয়া পড়েন এবং অমাবসু নামক দেবপিতার সঙ্গ-প্রার্থনা করেন। এই পাপে তিনি অষ্টাবিংশ দ্বাপর-যুগে ক্লেশবহুলমৎস্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বসু রাজার কন্যা হইয়া পুনরায় পিতৃকুল লাভ করেন। পরাশরের ঔরসে ইঁহার গর্ভে বদরীবৃক্ষ-সমাকুল এক দ্বীপে বাদরায়ণ অচ্যুত (ব্যাসদেব) জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যাই সত্যবতী নামে প্রসিদ্ধা। পুরুবংশীয় মহারাজ শান্তনু সত্যবতীকে বিবাহ করেন; ইঁহার গর্ভে বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করেন।—মৎস্যপু° ১৪; হরি° ১. ১৮; মহা° ১. ৬৩, ৯৪। [অমাবসু দ্র°]

অচ্ছোদিকা—পৌরাণিক নদী-বি°। অচ্ছোদ-সরোবর হইতে উৎপন্না। [অচ্ছোদ দ্র°]

অচ্যুৎ—জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণে (৩. ২৩১) বর্ণিত বিভিন্দুকীয়গণ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত সত্রে অচ্যুৎ প্রতিহর্তার কার্য করিয়াছিলেন।—VI; JAOS, xviii. 38.

অচ্যুত,—[ন = অ + চ্যুত—নঞ্-তৎ, স্ত্রী—া] বিণ, ১ যাহা চ্যুত নহে, অপতিত, অস্খলিত। ২ অক্ষর, অনশ্বর, ধ্রুব, অবিনাশী, অমৃত everlasting, eternal, imperishable, permanent. ৩ স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অটল, অচঞ্চল। ৪ নির্বিকার। ৫ (বৌদ্ধশা°)

ক শাশ্বত।—ধম্মপ° ২২৫ ; সদ্ধর্মপু° ৪৭।
খ নিত্য।—সুত্তনি° ২০৪, ১০৮৬।

অচ্যুত,—১ যিনি স্বপদ বা স্বস্থান হইতে চ্যুত হন নাই, হন না এবং হইবেন না। ভগবান্ বিষ্ণু স্বস্থান হইতে বিচলিত হন না বলিয়া তাঁহার নাম 'অচ্যুত'।

যস্মান্ন চ্যবতে স্থানাৎ তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্যতেঽচ্যুতঃ।
ব্রহ্মাণমিন্দ্রং যমং রুদ্রং বরুণমেব চ ॥
—মৎস্যপু° ২৪৮, ৩৫।

২ শ্রীকৃষ্ণ।—মহা° ১২. ৩৪২. ১৭। ৩ (তন্ত্রশা°) = অ, উ, ঔ। ৪ (বৌদ্ধশা°) ক্লী°, নির্বাণের নাম-বি°।—অভি-নি° ৪. ২৫৫, ৩২১। ৫ (জৈনশা°) ক দ্বাদশ দেবলোক।—সম° ৩৯। খ একাদশ বা দ্বাদশ দেবলোকের ইন্দ্র।—ঠা° ২, ৩। গ অচ্যুত-দেবলোকবাসী দেব। 'তং চেব আরণচ্চুয় ওহিণ্ণাণেণ পাসন্তি'—বিসে° ৬৯৬। ৬ অগ্নির নিকটে দেয় উপহার-বি। ৭ [বৈদ্যক] বৃক্ষ-বি° Morinda tinctoria ~উপাধ্যায় = অচ্যুতজল্লকী [অচ্যুতজল্লকী দ্র°]। ~ক্ষিৎ—[বৈদিক] বিণ, ১ কঠিনভূমিবিশিষ্ট। ২ সোমের নামবি°। ~কল্প—১ পুষ্পোত্তরবিমানস্থ স্থানবি°।—জৈন চামুণ্ডরায়পুরাণ। ২ জৈনদিগের স্বর্গ-বি°। ~চ্যুৎ—(বৈদিক) বি°, ধ্রুব যাহা তাহার চ্যুতিকর throwing down what is fixed ॥ বো-রো° মনি°॥ ~জ—১ অচ্যুত হইতে উৎপন্ন, অচ্যুতপুত্র। ২ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন জৈনদেব ॥ অভি°॥ ~জল্লকী—[বৃ°-ক্লিন্] অমরকোষের টীকাকার অচ্যুতোপাধ্যায়। ~দন্ত,-ন্ত—অচ্যুতদন্তি বা অচ্যুতন্তি নামক যোদ্ধৃজাতির আদিপুরুষ ॥ মনি°। ~নাথ,-পতি—জৈনদিগের দ্বাদশ দেবলোকের ইন্দ্র-বি°। ~মূর্তি—বিষ্ণুর নাম-বি°। ~বাস—অশ্বত্থবৃক্ষ ficus religiosa. ~স্থল—পঞ্জাবের প্রাচীন স্থান-বি°। ~স্বর্গ—জৈন দ্বাদশ দেবলোক। ~াগ্রজ—১ বিষ্ণুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্র। ২ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। ~াত্মজ—অচ্যুতাত্মজ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কামদেব। ~াবতংসক—জৈন বিমানবিশেষের নাম।

অচ্যুত,—বিষ্ণু। ভগবান্ বিষ্ণুই পরম-নির্বাণ, অর্থাৎ তিনিই পরম ব্রহ্ম, তাঁহাতেই সমস্তের নির্বাণ হয়। নির্বাণ হইতে তিনি পৃথক্ নহেন, এই অর্থে মহাভারতে এই নামের ব্যাখ্যা হইয়াছে—

'নির্বাণং পরমং ব্রহ্ম ধর্মোঽসৌ পর উচ্যতে।
তস্মান্ন চ্যুতপূর্বোঽহমচ্যুতস্তেন কর্মণা॥'
—মহা° ১২. ৩৪২, ১৬।

ক বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্তির অন্যতম। অচ্যুত-মূর্তিতে ভগবান্ বিষ্ণু গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খধারী।—'পদ্মারি-শঙ্খগদিনে নমোঽচ্যুত-মূর্তয়ে'—পদ্মপু° পা° ৪৭. ২৫।

বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্তির মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি জন মুখ্য। ইঁহারা প্রাভব বিলাস। অচ্যুত, পুরুষোত্তম, নৃসিংহ, জনার্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র—এই আট জন এই চারিজনের বৈভব বিলাস। আবার উপেন্দ্র ও অচ্যুত বিশেষতঃ সঙ্কর্ষণের বিলাস। সনাতন গোস্বামী 'হরি-ভক্তিবিলাসে'র ৫ম বিলাসে 'সিদ্ধার্থসংহিতা'র বচন উদ্ধৃত করিয়া আয়ুধভেদে চব্বিশ মূর্তির নামভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। সিদ্ধার্থসংহিতা এক্ষণে দুর্লভ। কিন্তু ইহার সিদ্ধান্তের সহিত মণ্ডন-কৃত শিল্প-শাস্ত্র 'রূপমণ্ডনে'র নিরূপণের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির চারি হস্তে—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারিটী আয়ুধ বা প্রহরণ থাকে। হস্তবিশেষে ইঁহাদের সংস্থান-ভেদে নামভেদ হইয়া থাকে। মণ্ডনকৃত 'দেবতামূর্তিপ্রকরণে' (৫. ৮-১৩) দক্ষিণাধঃ-ক্রমে (অর্থাৎ প্রথমে নিম্নের দক্ষিণহস্ত, তারপর ঊর্ধ্বের, অতঃপর ঊর্ধ্বের বামহস্ত, তৎপরে নিম্নের বামহস্ত এইরূপ ক্রমে) চব্বিশ প্রকার বিষ্ণুমূর্তির নামভেদ করা হইয়াছে। যথা—

'কেশবঃ প-চ-শং-গশ্চ মধুসূদন-চ-শং প-গঃ।
সঙ্কর্ষণো গ শং-পা-চৈঃ দামোদরঃ প-শং-গ চঃ ॥ ৮
বাসুদেবো গ-শং-চ-পৈঃ প্রদ্যুম্নশ্চক্র-শং-গ-পঃ।
বিষ্ণুর্গদা-প-শং-চক্রী মাধবো গ-চ-শঙ্খ-পৈঃ ॥ ৯
অনিরুদ্ধশ্চ-গং-শংপঃ পুরুষোত্তমশ্চ-প-চং শ-গৈঃ।
অধোক্ষজঃ প-গা-শং-চো জনার্দনঃ প-চং-শ-গঃ ॥ ১০
গোবিন্দশ্চক্র-গা-পা-শঃ ত্রিবিক্রমঃ প-গাং চ-শঃ।
শ্রীধরঃ পদ্ম-চং-গা-শঃ হৃষীকেশো গ-চং-প-শৈঃ ॥ ১১
নৃসিংহশ্চ-প-গং-শশ্চ অচ্যুতো গ প-চক্র-শঃ।
বামনঃ শং-চ গং-পৈর্ত্রৈবিক্রমঃ শ-পং-গ-চঃ ॥ ১২
পদ্মনাভঃ শ-প-চাং-গ উপেন্দ্রঃ শং-গ-পা-চ-পৈঃ।
হরিঃ শং-চ-গ-পঃ পুন্নাঃ কৃষ্ণঃ শং-গ-প-চক্রভৃৎ ॥ ১৩

পদ্মপুরাণে (পা° ৪৭. ২৫) এই চতুর্বিংশতি মূর্তির আয়ুধ প্রদত্ত হইয়াছে। অচ্যুত সম্পর্কে ইহাতে আছে—'পদ্মারিশঙ্খ-গদিনে নমোঽচ্যুতমূর্তয়ে'।

গরুড়পুরাণে (পূ° ৪৫, ১১) অচ্যুত-নির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে—'পদ্মাক্তিশঙ্খগদিনে নমোঽচ্যুতমূর্তয়ে।' শ্রীতত্ত্বনিধিতে অচ্যুত ও-কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহাতে ইঁহার বর্ণনা এইরূপ—'অচ্যুতদেবতা পীতবর্ণশ্চতুর্ভুজঃ শঙ্খপদ্মচক্রগদাধরঃ শ্রীভূসহিতঃ সর্বাভরণ-ভূষিতঃ।' শ্রীতত্ত্বনিধিতে (পৃ° ৫২) অচ্যুতধ্যান আবার অন্যরূপ ; এই গ্রন্থে অচ্যুতধ্যান, যথা—ধত্তেঽচ্যুতঃ স্বর্ণবর্ণঃ গদাশঙ্খারিনীরজান্। বামাধঃকরে শঙ্খং দক্ষাধঃকরে গদাং। দক্ষোর্ধ্ব-করে পদ্মং বামোর্ধ্বকরে চক্রম্ ॥ কনকবর্ণঃ।'

তন্মধ্যে অচ্যুতের ধ্যানে আছে—
পীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মোল্লসদ্ভুজঃ।

'রূপমণ্ডন' নামক গ্রন্থের অপর
পরিচ্ছেদে (৩. ১২) অচ্যুতমূর্তির অস্ত্র-
সংস্থান অন্যরূপ। ইহাতে আছে—'অচ্যুতস্তু
গদাপদ্মচক্রশঙ্খৈঃ সমন্বিতঃ।' দেখা যাইতেছে
যে নীচের দক্ষিণ হস্তে গদা, উপরের
দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, উপরের বাম হস্তে চক্র
এবং নীচের বাম হস্তে শঙ্খ। পূর্বোল্লিখিত
গ্রন্থগুলির সহিত ইহার মিল নাই।
মূর্তিতত্ত্ববিৎ গোপীনাথ রাও মহাশয়ের
মতে রূপমণ্ডনের নির্দেশই অধিক প্রামাণ্য।
সিদ্ধার্থসংহিতার নির্দেশ ইহারই অনুরূপ। শ্রীতত্ত্ব-
নিধি বলিয়াছেন, অচ্যুতের শক্তি—শ্রীদেবী ও
ভূদেবী। নারদপঞ্চরাত্রাগমের তৃতীয় রাত্রিতে
ইঁহার শক্তির নাম পাওয়া যায় 'সত্যা'।

শিলাচক্রে তিনটী চক্র থাকিলে বুঝিতে
হইবে ইহা অচ্যুতচক্র। 'ত্রিচক্রোঽসাবচ্যুতঃ
স্যাৎ'—গরুড়পু° ৬৫।

শিলাচক্রার্থবোধিনী (পৃ° ৫৫) ও প্রাণ-
তোষিণী (পৃ° ৩৫৫) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচন
উদ্ধৃত করিয়া 'অচ্যুতলক্ষণ' যাহা দিয়াছেন
তাহা এই—

চতুর্ভিশ্চৈব চক্রৈশ্চ বামে দক্ষিণপার্শ্বকে
অধিষ্ঠিতো মুখে রক্তকুণ্ডলদ্বয়শোভিতঃ॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবাণকৌমোদকীধরঃ।
যো নবঘনশ্যামশুক্লরেখাঙ্কিতৈর্যুতঃ।
সোঽচ্যুতঃ কথিতো নাম্না দুর্লভশ্চ
সদা নৃণাম্।'

শিলাচক্রার্থবোধিনী (৪র্থ উল্লাস, পৃ°
৫৯) অচ্যুতলক্ষণ-সম্পর্কে আরও বলিয়াছে—

বহিশ্চক্রসমাযুক্তামধশ্চক্রসমন্বিতাম্।
মূর্তিং তামচ্যুতং বিদ্যাৎ সুন্দরঞ্চ
সুশীতলম্।

শ্রীতত্ত্বনিধি (পৃ° ২৯৬) নৃসিংহপুরাণ-
ধৃত বচন-প্রমাণে অচ্যুতমূর্তির একটী বিবরণ
দিয়াছেন। সেই বিবরণে তাঁহার আয়ুধের
পরিচয় পাওয়া যায়। তদনুসারে—

শ্রীশঙ্খপদ্মাকারো বনমালাদিভূষিতঃ।
মুষলচক্রাসনঃ শঙ্খোঽচ্যুতঃ সমুদীরিতঃ॥

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অচ্যুত৪,—মিথিলারাজ শিবসিংহের মন্ত্রী।
—IO. i. 328a

অচ্যুত৫, — অমরকোষটীকাকার।—IO.
i. 279b.

অচ্যুত৬,—কবি।—CP. 5; Cat. Cat.

অচ্যুত৭,—ঋষি বাদরায়ণের নাম বি°। ইনি
বেদবিভাগ করিয়াছিলেন। পরাশরের ঔরসে
বসুকন্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম।—মৎস্যপু°
১৪. ১৫-১৬।

অচ্যুত৮,—গ্রন্থকার। ইনি ধরণি গোবিন্দের
পুত্র। পিতামহ—মহাদেব, প্রপিতামহ—হরির
পুত্র সোম। রচিত গ্রন্থ,—'রস-সংগ্রহ-সিদ্ধান্ত'
আয়ুর্বেদগ্রন্থ।—Cat. Cat; W. 299.

অচ্যুত৯,—গ্রন্থকার। রচিত গ্রন্থ—১
ভাগীরথীচম্পূ; ২ কাব্যমালা।—Cat. Cat.

অচ্যুত১০,—জ্যোতিষী। রচিত গ্রন্থ—
রত্নমালা।—Cat. Cat.

অচ্যুত১১,—কবি। গ্রন্থ—কৃষ্ণশতক।—
Cat. Cat: Paris (D. 249)

অচ্যুত১২,—গ্রন্থকার। রচিত গ্রন্থ—১
বৃহৎস্তোত্ররত্নাকর। ২ গুরুবরপ্রার্থনাপঞ্চ-
রত্নস্তোত্র।—Cat. Cat.

অচ্যুত১৩,—দেবাসুর-যুদ্ধে কার্তিকেয়কে
সাহায্য করিবার জন্য অনেকে তাঁহাকে স্ব-স্ব গণ
প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে যক্ষেরা
কার্তিকেয়ের সাহায্যের জন্য যে পঞ্চদশ গণ
প্রদান করিয়াছিলেন অচ্যুত তাঁহাদিগের
অন্যতম। পঞ্চদশ গণের নাম—অনন্ত,
শঙ্কুপীঠ, নিকুম্ভ, কুমুদ, অম্বুজ, একাক্ষ, কুনটী,
চক্ষু, কিরীটী, কলশোদর, সূচীবক্ত্র, কোকনদ,
প্রহাস, প্রিয়ক ও অচ্যুত।—বামনপু° ৫৭.
৭৩, ৭৪।

অচ্যুত১৪,—বিষ্ণুভক্ত গ্রন্থকার। করণোত্তমম্
নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন।—
TCM 663 (a).

অচ্যুত১৫, — অহিচ্ছত্রার নৃপতি-বি° = অচ্যুতনন্দী। এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে দেখা
যায়, ইনি ৩৫০ খ্রী° সমুদ্রগুপ্ত-কর্তৃক পরাভূত
ও বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন।—CI, iii. 20-21.
[অচ্যুতনন্দী দ্র°]

অচ্যুত১৬, (অচ্যুতানন্দ)—শান্তিপুরের
অদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-
সমাজের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইনি শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন।
অদ্বৈতাচার্যের অনুগতদের মধ্যে নানা মত
ছিল, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার বলেন,
তন্মধ্যে :—

"অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।"

অদ্বৈতাচার্য শ্রীহট্টের নবগ্রামবাসী ছিলেন,
তিনি শান্তিপুরের সন্নিকট নারায়ণপুরবাসী
প্রসিদ্ধ কুলীন নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা সীতা-
দেবীকে বিবাহ করেন এবং তদনন্তর শান্তি-
পুরে বাস করেন।

অদ্বৈতাচার্যের প্রায় ৫৮ বর্ষ বয়সে
১৪১৪ শকাব্দের বৈশাখে অচ্যুতানন্দ জন্মগ্রহণ
করেন। অচ্যুতানন্দ তাঁহার সর্বজ্যেষ্ঠ তনয়,
বাল্যকালাবধি তাঁহার বুদ্ধির প্রাচুর্যে পিতা
পুলকিত হইতেন। তাঁহার বয়স যখন দশ
বৎসর মাত্র—১৪২৩ শকাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ বেদ-
অধ্যয়নের জন্য, (বেদপঞ্চাননোপাধিক) অদ্বৈ-
তাচার্যের আলয়ে আগমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের
সংবাদ পিতামাতার মুখে অচ্যুত সর্বদাই
শুনিতেন।

জন্মকালাবধি নদীয়ার নিমাই (শ্রীগৌরাঙ্গ)
নানাকারণে সর্বলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ
করিয়াছিলেন, সর্বলোকের মধ্যে খ্যাতাপন্ন
হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বগৃহে সেই নিমাইকে
দেখিতে পাইয়া, দশ বৎসর বয়স্ক বালক
অচ্যুতানন্দ একবারে মোহিত হইলেন।
নিমাইর তখন বয়ঃক্রম ষোল বৎসর; প্রতি
অঙ্গ হইতে তাঁহার রূপের অপূর্ব জ্যোৎস্না
বিকীর্ণ হইতেছে। অগাধ পাণ্ডিত্য—ইতিপূর্বে
ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্যোতিষ,
ষড়্দর্শন ও নব্যন্যায় অধীত হইয়াছে,
প্রতিভার জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইয়া বদন প্রদীপ্ত
করিতেছে; তাহাতে আবার কৃষ্ণলীলার সহিত

বিনীত ব্যবহার; অচ্যুতানন্দ একবারে গৌরাঙ্গের অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিলেন, একত্র স্নান, একত্র ভোজন, একত্র ভ্রমণ, একত্র শয়ন। কেবল অচ্যুতানন্দ নহেন, প্রত্যেক ছাত্র, অধ্যাপক এবং গুরুপত্নী, সকলেই গৌরাঙ্গের গুণে মোহিত ছিলেন। কিন্তু অচ্যুতানন্দের অনুরাগের তুলনা ছিল না। তাঁহাকে তিনি মনুষ্য-জ্ঞান করিতেন না।

চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদা এক সন্ন্যাসী অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করেন এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের গুরু কে? সেদিন অদ্বৈত-গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের বিদ্যারম্ভোৎসব। অচ্যুতানন্দের বয়স তখন পাঁচ বৎসর। সে ১৪১৮ শকাব্দের কথা। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে নিমাইয়ের উপনয়ন হইয়াছিল। অদ্বৈত ব্যাবহারিকভাবে উত্তর দিলেন—'কেন, কেশব-ভারতীই তাঁহার গুরু।'

নিমাইকে অদ্বৈতাচার্য সাধারণ বালক মনে করিতেন না; পিতার মুখে অচ্যুতানন্দও তাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বাসও করিতেন। এখন পিতার এই বাক্য শ্রবণে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—'এ কেমন কথা, আপনারই কাছে তো শুনিয়াছি যে, শ্রীমহাপ্রভু জগদ্গুরু, তাঁর আবার গুরু কে? যথা—

"চৈতন্য গোঁসাঞির গুরু কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥
জগদ্গুরু তুমি,—কর ঐছে উপদেশ।
তোমার উপদেশে নষ্ট হৈব দেশ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোঁসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
পঞ্চবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য সন্তোষ অপার॥"
—চৈ·চ° আদি ১২।

চৈতন্য-চরিতামৃতের এই বাক্যগুলি পূর্ববর্তী চৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনার প্রতিধ্বনি মাত্র, তাহাতে লিখিত আছে যে সন্ন্যাসীর জিজ্ঞাসার উত্তরে অদ্বৈতাচার্য বলিয়াছিলেন—

'দেখিতেছ গুরু তান কেশব ভারতী,
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি?
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেই ক্ষণে,
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে;
পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।" ইত্যাদি।
—চৈ·ভা°।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যখন অচ্যুতানন্দের বয়স পাঁচ বৎসর, তখন ১৪১৮ শকাব্দ এবং তাহা নিমাইয়ের সন্ন্যাসাশ্রম-পরিগ্রহের প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বকার কথা; কেননা ১৪৩১ শকাব্দে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই এই অতিথি সন্ন্যাসীর প্রশ্ন নিমাইর সন্ন্যাস-গুরু সম্পর্কিত নহে।

চৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনার এক রীতি লক্ষ করিলে দেখা যায় যে একই প্রকারের বিভিন্ন ঘটনা হইলেও একত্র একস্থানে তাহা বর্ণিত করেন। যে স্থানে কেশব ভারতী-সম্পর্কে বর্ণনা আছে, তাহার পরেই সন্ন্যাসীর শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুরাগমন-বার্ত্তা লিখিত হইয়াছে। এই জন্য স্বভাবতঃ মনে হয় যে, প্রশ্নোত্তর সন্ন্যাস-গুরু সম্বন্ধেই হইয়াছিল। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই অন্যরূপ মনে হইবে।

চৈতন্য-চরিতামৃত ১২শ পরিচ্ছেদের পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের পরেই অদ্বৈতাচার্যের ৩য় তনয় গোপাল মিশ্রের নীলাচলে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনান্তে কীর্তনে-নর্তন প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য যে, যদি নিমাই সন্ন্যাসের (অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দের) পর অদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের বয়স পাঁচ বৎসর হয়, তবে তখন (অর্থাৎ সন্ন্যাসান্তে দুই বৎসর কাল দক্ষিণ দেশ পরিভ্রমণ-পূর্বক পুরীতে প্রত্যাগত হইলে, যখন সপুত্র অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নীলাচলে গিয়া গুণ্ডিচা-মার্জন-পূর্বক কীর্তনে নৃত্য করেন তৎকালে) অদ্বৈতাচার্যের ৩য় পুত্র গোপালের বয়স কত ছিল?

এতদনুসারে (১৪৩১—৫=) ১৪২৬ শকে অচ্যুতানন্দের জন্ম হইয়াছিল বলিতে হয়। আর তাঁহার অনুজ কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার দুই বৎসরের ছোট, এবং গোপাল ইঁহার দুই বৎসরের ছোট বিবেচনা করিলেও, গোপালের জন্মাব্দ (১৪২৬+২+২=) ১৪৩০ শকাব্দ বলিতে হয়। এদিকে সন্ন্যাসান্তে দক্ষিণ দেশে ভ্রমণান্তে চৈতন্যদেব ১৪৩৩ শকাব্দে পুরীতে প্রত্যাগত হইলেই অদ্বৈতাচার্যাদি নীলাচলে গিয়াছিলেন। কাজেই এতদনুসারে তিন বৎসর বয়স্ক গোপাল নীলাচলে পিতৃসঙ্গে গিয়া গুণ্ডিচামার্জনলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং নৃত্য করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিতে হয়; কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। চৈতন্য-চরিতামৃতের এই উভয় বর্ণনা পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়ে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ন্যায় সতর্ক ও বিচারশীল লোকের বর্ণনায় আত্ম-বিরোধ সম্ভাব্য নহে। অতএব পূর্বোক্ত গুরু-সম্পর্কিত প্রশ্ন সন্ন্যাস-গুরু সম্বন্ধে ছিল না।

অচ্যুতানন্দের ঠিক সমবয়স্ক স্বগৃহবাসী ঈশান নাগর-কৃত অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে অচ্যুতানন্দের জন্মাব্দ ১৪১৪ শকাব্দ নির্দেশিত এবং কৃষ্ণমিশ্র তাঁহাপেক্ষা ৪ বৎসরের ছোট এবং গোপাল মিশ্র কৃষ্ণ মিশ্রাপেক্ষা ৪ বৎসরের ছোট ছিলেন লিখিত আছে। সুতরাং (১৪১৪+৪+৪=) ১৪২২ শকাব্দে গোপাল মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভ্রমণান্তে যখন, নীলাচলে প্রত্যাগত ■ তখন (১৪৩৩ শকাব্দে) গোপাল দশম-বর্ষীয় বালক ছিলেন এবং তাঁহার তখন পুরীতে গিয়া সঙ্কীর্তনে যোগদান ও নর্তন সম্ভব বটে। অতএব শ্রীমহাপ্রভুর-সন্ন্যাস সময়ে অচ্যুতানন্দ পাঁচ বৎসরের বালক ছিলেন না; তখন তাঁহার বয়স ছিল অষ্টাদশ বৎসর। এবং পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীর প্রশ্নোত্তরের মর্ম যে শেষাশ্রমের গুরু-সম্বন্ধীয় ছিল না, তাহা সহজেই মনে হয়।

তবে সে কোন্ গুরু সম্বন্ধে? তাহার আলোক সমসাময়িক গ্রন্থকার কবিকর্ণপুর-কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পাওয়া যায়—

"মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ
দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূদদ্য কেশবভারতী।"

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

"মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিলা যেই
অবন্তীতে বাস সান্দীপনি মুনি সেই কেশব ভারতী।"

—ভক্তমাল গ্রন্থ।

অতএব গৌরাঙ্গদেবের উপনয়ন-কালীন আচার্য-গুরু ছিলেন কেশব ভারতী। অদ্বৈত-শিষ্য ঈশান নাগরও এই কথা বলিয়াছেন,—

"কালে তাঁরে ভারতী দিলেন যজ্ঞসূত্র।"

—অদ্বৈত-প্রকাশ।

নিমাইয়ের উপনয়ন কালে কেশব ভারতী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই আচার্যগুরুরূপে বৃত হন। এই কেশব ভারতীই পরে শেষ আশ্রমের (সন্ন্যাসেরও) গুরু হইয়াছিলেন বলিয়া উপনয়ন-কালের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আর এই জন্যই অচ্যুতানন্দের জন্মাঙ্ক লইয়া বিতর্কের কারণ।

যাহা হউক, যতদিন নিমাই শান্তিপুরে ছিলেন সকলেরই আনন্দের সীমা ছিল না। নিমাই নিজে ছিলেন আনন্দময়, যথায় যখন থাকিতেন আনন্দ উছলিয়া পড়িত। কিন্তু এ সুখের দিন শীঘ্রই শেষ হইল, অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল; নিমাই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তখনকার প্রথানুসারে সহপাঠীদিগের মধ্যে 'পান-চিনি' বিতরণ করিয়া তিনি গৃহ-গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। সকলেরই মুখ মলিন, অচ্যুতানন্দ কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন, বুঝিলেন তিনি গৌরশূন্য শান্তিপুরে আর শান্তি পাইবেন না।

এদিকে গৃহে গিয়া নিমাই ব্যাকরণের টোল স্থাপন করিলেন। অচ্যুতানন্দ ইহা শুনিতে পাইয়া অচিরেই নবদ্বীপে আগমন করিলেন এবং নিমাইয়ের টোলে ভর্তি হইলেন—

"অচ্যুতানন্দ আইলা অদ্বৈত কুঙর।
বুদ্ধো বৃহস্পতি শাস্ত্রে অতি পটুতর॥
তারে পাইয়া মহাপ্রভুর আনন্দ অপার।
ব্যাকরণ পড়াইলা আর অলঙ্কার॥"

—অদ্বৈত-প্রকাশ।

শিক্ষা-প্রসঙ্গে গুরু-শিষ্যের আলাপের একটু নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে; একদিন অচ্যুতানন্দ গুরু গৌরাঙ্গকে বলিলেন—কবিগণ মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে সম্যক্ সৌসাদৃশ্য কোথায়? চন্দ্রের কলঙ্কের কথা বাদ দিলেও বদনের সৌকুমার্য ও ললিত-লাবণ্য লালিমার মাধুর্য চন্দ্রের শুভ্রবর্ণে কোথায়? (গুরুর সুন্দর বদন-প্রবমা দেখিতে দেখিতে বলিলেন।)

গুরু—তা বটে; কেবল বর্ণ-সাম্যে উপমার সার্থকতা নয়, ভাবসাম্যেও দেখিতে হয়।

"আহ্লাদের অংশে হয় মুখের উপমা"

—অ° প্র°

শিষ্য—ঠিক বলিয়াছেন; আনন্দের বিকাশে যে সুষমা ফুটিয়া উঠে তাহা অপূর্ব। আচ্ছা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কাহার উপমা চলিতে পারে?

(মনে যে তত্ত্ব সদা উঁকি ঝুঁকি মারে, সেই গূঢ় তত্ত্ব-সম্বন্ধে স্বয়ং গৌর কি বলেন, এই গূঢ় অভিলাষে ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।)

গুরু—ভগবানের উপমা? কাহারও সহিত তাহা হয় না। তিনি উপমান—উপমা-রহিত। যেমন সর্বরসের উপমান অমৃত: সংসারে তত্তুল্য বস্তু নাই বলিয়া তিনি উপমাশূন্য।

শিষ্য—কেন? শাস্ত্রে 'নামামৃত' বলিয়া নাম-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, হরিনামামৃত-সুধা হইতে শ্রেষ্ঠ নয় কি?

গুরু—প্রমাণ?

শিষ্য—বস্তু-শক্তিতে বস্তুর মহিম-জ্ঞান হয়। অমৃতপায়ী অমর দেববৃন্দ নামামৃত-পানের জন্য ব্যস্ত হয় ও পানে পরিতৃপ্ত হয়।

"সুধাপায়ী দেবে নামামৃত করি পান।
পরম কৃতার্থ মানে;—শাস্ত্রেতে প্রমাণ॥"

—অ° প্র°।

এইরূপ শিক্ষা-প্রসঙ্গে অচ্যুতানন্দ পরম আনন্দে ছিলেন। কিছুদিন নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গে বহু শিষ্য সঙ্গে গমন করেন, অচ্যুতানন্দও সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইঁহারই মুখে সে সব কথা শ্রুত হইয়া ঈশান নাগর 'অদ্বৈত প্রকাশে' তাহা নিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণান্তে নিমাই গৃহাগমন করেন; তাহার পরে গয়াধামে গমন করেন; গয়ায় বিষ্ণুপদদর্শনে তিনি ভাববিহ্বল হন। সঙ্গী শিষ্যগণ তখন অনেক যত্নে তাঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া আসেন। কিন্তু নিমাইয়ের ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। নিমাই শিষ্যবর্গ-বেষ্টিত হইয়া টোলে বসিতেন, কিন্তু কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা ব্যতীত কিছু মুখে আসিত না; শিষ্যেরা নিরাশ হইল। নিমাই একদিন বলিলেন—"ভাই সব, তোমরা বিদায় হও, আমার দ্বারা আর অধ্যাপনা চলিবে না।"

অশ্রুজলের সহিত শিষ্যেরা বিদায় লইল, বহু শিষ্য উদাসীন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন, তন্মধ্যে অচ্যুতানন্দ প্রধান।

"শুনি অচ্যুতানন্দের হৈল বৈরাগ্য উদয়।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে তিঁহো কৃষ্ণগুণ গায়॥"

—অ° প্র°।

ইহার পর—১৪৩১ শকাব্দে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি নীলাচলে চলিয়া যান, অচ্যুতানন্দও তৎসহ নীলাচলবাসী হইয়াছিলেন। ১৪৩৮ শকাব্দের বিজয়া-দশমীতে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনে গমন করেন; তিনি পূর্ব সঙ্গী কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তাঁহার এক 'বিপ্রভৃত্য'কে সঙ্গে লইলেন। গদাধর, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি বহু চেষ্টা করিয়াও সঙ্গী হইতে পারিলেন না। কিন্তু থাকিতেও সমর্থ হইলেন না; অচ্যুতানন্দ অলক্ষ্যে সঙ্গেই চলিলেন এবং চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে পৌঁছিলেই অচ্যুতানন্দও তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন-কালে শ্রীচৈতন্যদেব যখন সোরোক্ষেত্রে উপস্থিত হন ও ভাবাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সঙ্গে পাঁচ জন সঙ্গী ছিলেন; তন্মধ্যে দুই জন ব্রজবাসী—রাজপুত। তথায় হঠাৎ জনৈক রাজ-বংশীয় পাঠান যুবক দশ জন অনুচরসহ উপস্থিত হইয়া মূর্ছাপন্ন শ্রীচৈতন্যকে

দেখিয়া ভাবিলেন যে, ইঁহার অনুসন্ধী পঞ্চব্যক্তি বাটপাড়; তাহারা সাধুকে মাদকসেবনে মত্ত করিয়া ধনহরণের চেষ্টায় আছে, এই মনে করিয়া বাঁধিতে প্রস্তুত হইলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত্রকে প্রকৃত অবস্থা কহিলেন; কৃষ্ণদাসের প্রতিবাদ শুনিয়া পাঠানরাজপুত্র বলিলেন—তোমরা দুই জন এ দেশীয় লোক, তস্কর নহ; কিন্তু, "গৌড়ীয়া ঠক এই, কাঁপে তিনজন।" —চৈ·চ°।

এই গৌড়ীয় তিন জনের মধ্যে এক জন বলভদ্র, অন্য জন তাঁহার অনুগামী 'বিপ্রভৃত্য', অপর তৃতীয় গৌড়ীয়া কে ছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার নাম না থাকায় কেহই তাহা অবগত ছিলেন না। ঈশান-কৃত অদ্বৈতপ্রকাশে ইঁহার নাম আছে, ইনি আর কেহ নহেন—অচ্যুতানন্দ। অচ্যুতানন্দ অবশিষ্ট কালও শ্রীমহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন। ১৪৫৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব লীলা-সংবরণ করেন। তখন অচ্যুতানন্দ নীলাচল হইতে শান্তিপুরে পিতৃসকাশে আগমন করেন এবং সংসার-নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া অহরহঃ শ্রীচৈতন্যচিন্তায় বিভোর থাকিতেন। এইরূপে চৈতন্য-চরিতচিন্তায় বিভোর থাকিয়া তিনি কালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী

অচ্যুত কৃষ্ণানন্দ—গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ—১ একাদশী-মাহাত্ম্য।—Cat. Cat.; Rice 82. ২ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বিবরণ।—Cat. Cat.; Rice 52. ~তীর্থ—ইনি স্বয়ং প্রকাশানন্দতীর্থ সরস্বতীর শিষ্য। গ্রন্থ—১ কৃষ্ণালঙ্কারব্যাখ্যাসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহটীকা।—Cat. Cat. ২ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যব্যাখ্যা 'বনমালা'।—TCM 214 (c).

অচ্যুত চক্রবর্তী—বিখ্যাত বাঙালী স্মৃতি-গ্রন্থকার-বি°। হরিদাস তর্কাচার্যের পুত্র। ইনি স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের শিক্ষাগুরু শ্রীনাথ-আচার্যের স্মৃতিমার্গের প্রবল বিরোধী ছিলেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে (১) শ্রাদ্ধ-বিবেক-টিপ্পনি ও (২) দায়ভাগ-সিদ্ধান্তকুমুদ চন্দ্রিকা (দায়ভাগের টীকা); ইহাতে কয়েক জন টীকাকারের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে; (৩) হারলতা টীকা বা সন্দর্ভসূতিকা; ইহা অনিরুদ্ধ-ভট্টের হারলতা নামক স্মৃতি-গ্রন্থের প্রাচীনতম টীকা—N.W. 100; Cat. Cat. অচ্যুতের গ্রন্থ বা টীকাগুলি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রথম দুইখানি গ্রন্থে তিনি নানা শাস্ত্র-অবলম্বনে শ্রীনাথ-কৃত টীকার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তৃতীয় গ্রন্থেও তিনি বহু গ্রন্থ হইতে প্রমাণস্বরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।—JASB. xi (1915), 362 Cat.

অচ্যুতচরিত — গ্রন্থবি°। —রচয়িতা গঙ্গাদাস।—Oxf. 158b.

অচ্যুতজল্লী — [সু° জল্পিন্] অচ্যুত উপাধ্যায়ের নামান্তর [অচ্যুত উপাধ্যায় দ্র°]।

অচ্যুতঠক্কুর — রঘুদেবের মাতামহ (বিরুদাবলী)।—Oxf. 133a.

অচ্যুতদাস—বৈষ্ণবগ্রন্থকার-বি°। রচিত গ্রন্থ—গোপীভক্তিরস। নামান্তর—কৃষ্ণলীলা।

অচ্যুতদেবরায়—[অচ্যুতরায় দ্র°]।

অচ্যুতনন্দী—অহিচ্ছত্রার নৃপতি-বি°। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-স্তম্ভের যে শিলালিপি (Gupta Ins. 6) আছে তাহাতে ক্ষোদিত আছে যে, সমুদ্রগুপ্ত কোসলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কেরলের মণ্টরাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্র, কোট্টুর পাহাড়ের স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লের দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গীর হস্তিবর্মা, পলক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, কৌস্থলপুরের ধনঞ্জয় এবং দক্ষিণাপথের অন্যান্য রাজগণকে যুদ্ধে পরাজয় ও আবদ্ধ করিয়া পুনরায় মুক্তি দিয়াছিলেন এবং রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুতনন্দী, বলবর্মা ও আর্যাবর্তের অন্যান্য রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অহিচ্ছত্রায় যে সকল ক্ষুদ্র তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে (Allan : Gupta coins, xxii) সে-গুলিতে 'অচ্যু' অঙ্কিত আছে। এই 'অচ্যু' অচ্যুতের দ্যোতক। এ অহিচ্ছত্রার রাজা এই অচ্যুত সম্ভবতঃ এলাহাবাদ-প্রশস্তির অচ্যুতনন্দী এলাহাবাদ-প্রশস্তির ৭ পংক্তির অচ্যুত ও ২১ পংক্তির অচ্যুতনন্দী অভিন্ন। কেহ কেহ অচ্যুত ও নন্দী পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া পাঠ করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নয়।

[H. C. Ray Chaudhuri; Political History of India, 274, 275; V. S. Smith; JRAS., 1897, 859; K. N. Dixit: Proceedings first Ori. confer.; D. R. Bhandarkar: Ind. Hist. Quarterly i. 250; G. Ramdas: Ibid. 679]

শ্রীঘারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অচ্যুতনায়ক,—দক্ষিণভারতে তাঞ্জোররাজ্যের অধিপতি; রাজ্যকাল—১৫৭২—১৬১৪ খ্রী°। তাঞ্জোরের নায়ক নৃপতিগণের মধ্যে ইনি দ্বিতীয়। নামান্তর অচ্যুতপ্প নায়ক। ইঁহার পিতা প্রথম নায়ক নৃপতি শেব্বপ্প (চেব্বপ্প) বা চিন্ন শেব্ব নায়ক বিজয়নগরাধিপতি অচ্যুতরায়-কর্তৃক ১৫৪৯ খ্রী° তাঞ্জোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং অচ্যুতরায়ের পত্নী তিরুমলাম্বার অনুজা মূর্তিমাম্বাকে বিবাহ করেন [অচ্যুতরায় দ্র°]। ১৫৬৫ খ্রী° শেব্বপ্প স্বাধীন হন [শেব্বনায়ক দ্র°]। নায়ক নৃপতিগণ জাতিতে শূদ্র ছিলেন। অচ্যুতের পত্নীর নামও মূর্তিমাম্বা। মূর্তিমাম্বার গর্ভে অচ্যুতের উত্তরাধিকারী পুত্র রঘুনাথের জন্ম হয়। মাদুরার অধিপতি তিরুমলনায়কের পত্নী অচ্যুতরঘুনাথম্বা সম্ভবতঃ অচ্যুতনায়কের কন্যা। অচ্যুতরঘুনাথম্বা তিরুমলকে তাঁহার স্বামীর প্রাসাদ অপেক্ষা অচ্যুতের প্রাসাদ অধিকতর ঐশ্বর্যশালী ও সুন্দর বলায় তিরুমল তাঁহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। তদবধি মাদুরারাজ ও তাঞ্জোররাজের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রতিষ্ঠিত হয়। রঘুনাথের উত্তরাধিকারী পুত্র বিজয়রাঘব। বিজয়রাঘবের 'রঘুনাথাভ্যুদয়ম্' নামক তেলেগু গ্রন্থে তাঁহার পূর্ববর্তী নায়কগণের পরিচয় আছে। উহাতে দেখা যায়—চিন্ন শেব্ব একজন শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি শ্রীশৈলম্ ও বৃদ্ধাচলম্ মন্দিরে বহু মূল্যবান্ দানকর্ম করিয়াছিলেন [শেব্বনায়ক দ্র°]। পিতার দানানুরাগের আদর্শ লইয়া অচ্যুত শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের

মন্দিরে প্রভূত দান করেন। তাঁহার দানসমূহের মধ্যে মন্দিরের বিগ্রহের জন্য একটি স্বর্ণসিংহাসন ও একটি বহুমূল্য কিরীট এবং মন্দিরের চতুঃসীমায় প্রাচীর ও প্রমোদোদ্যান প্রধান। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েক জন নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াও ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে; তবে নৃপতিদের নাম বা কোনরূপ পরিচয় নাই।

অচ্যুত ও রঘুনাথ উভয়েরই রাজ্যকালে গোবিন্দ দীক্ষিত মন্ত্রী ছিলেন। গোবিন্দ দীক্ষিত 'সাহিত্যসুধা' নামে একখানি তেলেগু গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থে রঘুনাথ-কর্তৃক শতাধিক গ্রন্থ-রচনার কথার উল্লেখ আছে; সেগুলির মধ্যে 'অচ্যুতেন্দ্রাভ্যুদয়ম্' নামক গ্রন্থ অন্যতম। গ্রন্থখানি রঘুনাথ পিতার নামে রচনা করেন। গোবিন্দ দীক্ষিতের পুত্র যজ্ঞনারায়ণ দীক্ষিত-রচিত 'সাহিত্যরত্নাকর' নামক গ্রন্থের ৩য় হইতে ১২শ সর্গ পর্যন্ত অচ্যুতের কথা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতেও বলা হইয়াছে যে, সেব্বনায়ক ও মূর্তিমাম্বার পুত্র অচ্যুত শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথম্ বিগ্রহকে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দিয়াছিলেন। ৩য় সর্গে অচ্যুতের কীর্তন শেষ হইয়াছে। ৪র্থ সর্গে অচ্যুতের ও মূর্তিমাম্বা নাম্নী পত্নীর গর্ভে রঘুনাথের জন্মের কথা দেখা যায়। ৫ম সর্গে আছে, অচ্যুত পুত্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুত্রের শিক্ষার উন্নতি দেখিয়া তিনি পুত্রের 'কনকরত্নাভিষেক' করেন। অতঃপর রঘুনাথ 'অচ্যুতাভ্যুদয়ম্'-প্রমুখ কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন। ইহার পর অচ্যুত পুত্রকে তাঁহার পিতৃরাজ্য-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অশ্বারোহণে প্রেরণ করিলেন। রঘুনাথও সমুদয় রাজ্য পরিদর্শন করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হন। [রঘুনাথ দ্র°]

রঘুনাথের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই অচ্যুত রাজ-অন্তঃপুরে আশ্রিতা নেপাল-রাজের* অন্তঃপুরিকাগণের ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই নেপালরাজ পারসীক-গণ†-কর্তৃক পরাজিত হইয়া সপরিবারে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। অচ্যুত নেপালরাজের প্রতি সহানুভূতিপরবশ হইয়া তাঁহার বাসের জন্য আপনার একটি প্রাসাদ ছাড়িয়া দেন এবং নেপালরাজের যাহাতে সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা হইতে পারে তদনুরূপ অলঙ্কার তাঁহাকে প্রদান করেন। অতঃপর পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়নপূর্বক নেপালরাজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার আশ্বাস দিয়া তিনি পারসীকদিগকে আক্রমণ করিবার মানসে শরৎকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে তিনি একবার পারসীকদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে নেগাপতম্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ হইতে ৮ম সর্গ পর্যন্ত অচ্যুত ও রঘুনাথের রাজসভার কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী সর্গগুলিতে দেখা যায়, শরৎকাল আসিলেই অচ্যুত মন্ত্রী গোবিন্দ দীক্ষিত ও পুত্র রঘুনাথকে লইয়া আপনার প্রাসাদে পরামর্শ-সভা বসাইলেন। এই সভায় গোবিন্দ দীক্ষিত পারসীকগণের অত্যাচারের কথা বিবৃত করিলেন এবং অবিলম্বে যে তাহাদিগকে দমন করা উচিত তাহার পরামর্শ দিলেন। পারসীকগণের বিরুদ্ধে বিরাট্ যুদ্ধের আয়োজন করা হইল। কিন্তু এই সময় অচ্যুত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। এজন্য গোবিন্দ দীক্ষিতের পরামর্শানুসারে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৬১৪ খ্রী° তিনি সিংহাসনে রঘুনাথকে বসাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথমের সেবায় আত্মনিয়োজিত করিলেন। রঘুনাথ রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া পারসীকগণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পারসীকগণ পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হয় এবং নেপালরাজ আপন সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হন।

কর্ণাট-(বিজয়নগর-) রাজ বেঙ্কটের আহ্বানেও অচ্যুত একবার রঘুনাথকে সসৈন্যে বেঙ্কটের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই বেঙ্কট অচ্যুতরায়ের পুত্র [অচ্যুতরায় দ্র°]।

তাঞ্জোরের অধিপতি হইলেও অন্যান্য স্থান যে অচ্যুতের শাসনাধিকারে ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত লিপি-অনুসারে তিনি রামনাদ নামক স্থান শাসন করিতেন।* উত্তর আর্কটেও তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল, কারণ তথায় তাঁহাকে অগ্রহার ভূমি দান করিতে দেখা যায়। তথায় ত্রিভুবনমঙ্গল-মন্দিরের চূড়া নির্মাণ করিয়া তিনি ঐ মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন; মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন কৃষ্ণদেবরায়।† শ্রীমুষ্ণমে বিষ্ণুর মন্দিরও অচ্যুত পুনর্নির্মাণ করেন।‡

[S. Krishnaswamy Ayyangar : Sources of Vijayanagara History, Mad. 1919, 20, 253-5, 267, 270-3, 323-4 ; HinaSI, 262, 263, 394 ; SII, ii. 498 ; V... Rangachari : List of Inscriptions, ii. Tan. 1371 ; 22 of 1897 ; EI, xii. 340 ; এবং পত্রিকা।]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অচ্যুতনায়ক, — দক্ষিণভারতীয় সামন্ত (মহাপ্রধান) নৃপতি-বি°। থানা হইতে প্রাপ্ত ১১৩৪ শক° অর্থাৎ ১২১২ খ্রী° একটি তাম্রলেখে দেখা যায়, ইনি দেবগিরির রামচন্দ্রের অধীনে কোঙ্কন জেলায় সাসটি (সালসেত) নামক স্থান শাসন করিতেন। ১২৯১ খ্রী° একটি তাম্রশাসনানুসারে রামচন্দ্র ইঁহাকে ঐ স্থানের শাসনাধিকার দেন। ইনি কাশ্যপ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাসনক্ষেত্রের অবস্থান বা ইঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন বিষয় জানা যায় না।

[BG, i. pt. ii, 248, 523 ; JRAS, o. s. ii. 368 ; v. 183]

অচ্যুতপণ্ডিত — অভিরাম গোস্বামি-শিষ্য, শ্রীপাট কোটরা গ্রামবাসী।—পাটপর্যটন।

* Danvers তাঁহার Portugese in India (ii. ch. 7) গ্রন্থে নেপালরাজকে 'জফ্‌না' (Jafna) নামক দ্বীপের অধিপতি বলিয়াছেন।

† Danvers-এর মতে পর্তুগীজগণই এই পারসীক জাতি। কিন্তু ইহারা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডারাজের মুসলমানগণ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ঐ সময়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুসলমান শাসকগণ বিজয়নগর-প্রমুখ হিন্দু রাজ্যগুলিকে আক্রমণ করিতেন।

* V. Rangachari : List of Inscriptions, ii. Ram. 136 ; 84 of 1905.

† Epigraphical Annual Reports made to the Govt. of Madras, 1904-5, 578.

‡ BG xxiii. 99.

অচ্যুতপারমাস্তোত্র—স্তোত্র-গ্রন্থবি°। রচয়িতা—বীররাঘব।—Oudh. 1877, 56.

অচ্যুতপুরম্—মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জামের একটী গ্রাম। গঙ্গবংশীয় কলিঙ্গরাজ ইন্দ্রবর্মার ৭০০ খ্রী° প্রদত্ত একটী তাম্রশাসন এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

[BG, i. pt.-ii, 422 ; EI, iii, 127]

অচ্যুতপপ — নৃপতি-বি° [অচ্যুত-নায়ক, দ্র°]।

অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য — আনন্দতীর্থের (মধ্বাচার্যের) গুরু।—Bhr. 202.

অচ্যুতবিবি — অহ্‌মদাবাদের একটী মসজিদ।—BG, v. 108.

অচ্যুতভট্ট১ — বাদবার্যের পিতা। বিজয়নগর রাজবংশ হইতে ইঁহার পুত্র বাদবার্যকে গ্রাম দান করা হইয়াছিল।—EI. xii. 166, 183

অচ্যুতভট্ট২— ভাগবতীকরণটীকাকার। Cat. Cat.

অচ্যুতমূর্তি—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-ধারী ভগবান্ বিষ্ণু।—পদ্মপু° পা° ৪৭, ২৫ [অচ্যুত দ্র°]।

অচ্যুতযতি—গ্রন্থকার-বি°। মধুসূদনাশ্রমের শিষ্য। গ্রন্থ—১ সীতারামাষ্টক ; ২ বৃহৎস্তোত্ররত্নাকর।—Cat. Cat.

অচ্যুতরঘুনাথকৃপাল— রামায়ণসার-সংগ্রহকার।—Cat. Cat.

অচ্যুতরঘুনাথম্বা — তাঞ্জোররাজ অচ্যুতনায়কের কন্যা ও মাদুরাধিপতি তিরুমল-নায়কের পত্নী [অচ্যুতনায়ক, ও তিরুমল দ্র°]।

অচ্যুতরঙ্গকুটম্—তাঞ্জোর-রাজপ্রাসাদ-বি°। তাঞ্জোররাজ বিজয়রাঘব-রচিত 'রঘুনাথাভ্যুদয়ম্' গ্রন্থে এই প্রাসাদের উল্লেখ আছে। ইহা বিজয়রাঘবের পিতা রঘুনাথের অন্যতম প্রাসাদ ছিল। রঘুনাথ ইহা তাঁহার পিতা অচ্যুতের নামে নির্মাণ করেন। [রঘুনাথ দ্র°]

[S. Krishnaswamy Ayyangar : Sources of Vijayanagara History, Mad. 1919, 265]

অচ্যুতরায়—দক্ষিণ-ভারতে বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের তুলুব-পর্যায়ভুক্ত চতুর্থ নৃপতি। চতুর্থ নৃপতিরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইনি পঞ্চম নৃপতি। ইঁহার পূর্বে কিছুকাল কৃষ্ণরায়ের শিশুপুত্রের (অজ্ঞাতনামা) নামে কৃষ্ণরায়ের জামাতা ('অলিয়') রামরাজ রাজ্যশাসন করেন। অচ্যুত প্রথম তুলুব নৃপতি নরস বা নৃসিংহরায়ের চতুর্থ পুত্র। নরসের প্রথম পুত্র বীরনরসিংহ ও দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদেবরায়ও যথাক্রমে অচ্যুতের পূর্বে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র রঙ্গ অচ্যুতের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই মৃত হন। এই চারি ভ্রাতা সহোদর ছিলেন না—নরসের তিন পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে চারি জনের জন্ম হইয়াছিল।

ঁহার কন্যা বরদাম্বিকা ও পুত্র বেঙ্কটাদ্রিও পাটমহিষী ও যুবরাজরূপে অভিষিক্ত হন। অভিষেককালে অচ্যুত ব্রাহ্মণগণকে 'সুবর্ণমেরু' দান করেন।[১] পর্তুগীজ ঐতিহাসিক নুনিজের মতে কৃষ্ণরায়ের (Crisnarao) অভিপ্রায়ানুসারে অচ্যুতরায়কে (Achetarao) সিংহাসনের অধিকার দেওয়া হয়। নুনিজ বলিয়াছেন, কৃষ্ণরায় মৃত্যুশয্যায় একটী চরমপত্র (will) প্রস্তুত করেন। ঐ পত্রে তিনি এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর অচ্যুতকে যেন সিংহাসন দেওয়া হয়। এই সময় অচ্যুত চন্দ্রগিরিতে (Chani-degary) বন্দী ছিলেন। তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পর তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অচ্যুতের

(১) নরস (১৫০৫ খ্রী°)

- (স্ত্রী—তিপ্পাম্বা)
  - (২) বীরনরসিংহ (১৫০৬-৯)
- (স্ত্রী—নাগমাম্বা)
  - (৩) কৃষ্ণদেব (১৫০৯-২৯)
    - তিরুমল
    - কন্যা : তিরুমলাম্বা (রামরাজের পত্নী)
    - (৩ক) শিশুপুত্র (১৫২৫-?)
- (স্ত্রী—ওবাম্বিকা)
  - রঙ্গ
    - (৬) সদাশিব (১৫৪৩—)
  - (৪) অচ্যুত (১৫৩০-৪২)
    - (৫) বেঙ্কটাদ্রি (১৫৪২ নিহত)

অচ্যুতের রাজ্যারোহণ—অচ্যুতরায়ের রাজ্যারোহণকাল ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক্ দিয়া বিশেষ সমস্যার বিষয়। অথচ ইহা বিজয়-নগরের ইতিহাসে বিজয়নগররাজগণের সিংহাসনাধিকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অচ্যুতের সভাকবি রাজনাথ ডিণ্ডিমের রচিত 'অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ম্' গ্রন্থে দেখা যায়—রাজা নরসের অভিপ্রায়ানুসারেই অচ্যুত রাজ্যারোহণ করেন। কৃষ্ণরায়ের (মৃত্যুর) পর নরস নিজেই মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেকের ব্যবস্থা করিলেন (এক্ষেত্রে নরস তখন জীবিত)। তিরুপতিতে বেঙ্কটেশ্বর দেবতার সমক্ষে তাঁহার প্রাথমিক অভিষেক সম্পন্ন হইল। অতঃপর রাজধানী বিদ্যানগরে (বিজয়নগরে) তাঁহার পূর্ণ রাজ্যাভিষেক হয়। তথায় তাঁহার প্রধানা মহিষী ও নন্দক-

মন্ত্রী সাল্ব নায়ক (Selvany) রাজ্য পরিচালনা করেন।[২]

কালহস্তির একটী লিপিতে দেখা যায়, কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৪৫১ শক° (১৫২৯ খ্রী°) অচ্যুতের অভিষেকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।[৩] ইহাতে অনুমিত হয় যে, কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর সময় অচ্যুত বিজয়নগর রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি কালহস্তিরই নিকটবর্তী কোন স্থানে ছিলেন। চন্দ্রগিরি এই স্থানের নিকটবর্তী ; অধিকন্তু চন্দ্রগিরির নিকট তিরুপতিও অবস্থিত এবং তিরুপতিতেও তাঁহার অভিষেক হইয়াছিল। চন্দ্রগিরির

১ Ayyangar : Sources of Vijayanagara History, 161.

২ Sewell : A Forgotten Empire, 366-7.

৩ MER, 157 of 1924.

দুর্গ দাক্ষিণাত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অতএব চন্দ্রগিরি দুর্গে তাঁহার পক্ষে বন্দীজীবন যাপন করা অসম্ভব নহে। ভ্রাতার মৃত্যুর পর মুক্তি পাইয়া যথাশীঘ্র আপনাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিবার জন্য তিনি অভিষেকের প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, কারণ কৃষ্ণরায়-কর্তৃক তিনি উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট হন। এই অভিষেকের পর তিনি বিজয়নগর-সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার জন্য রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অচ্যুত চন্দ্রগিরি-দুর্গে বন্দী থাকিলেও কয়েকটী লিপি-পাঠে জানা যায়, ভ্রাতার মৃত্যুর কয়েকবর্ষ পূর্বেই তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন এবং তদবধি স্বাধীনভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। নেলোর জেলার কন্দরপুড়ির একটী লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে, ১৪৪৮ শক° (১৫২৬ খ্রী°) তিনি বিজয়নগরে রাজত্ব করিতেছেন।[৪] মহীশূরের সিদ্লঘট্ট তালুকের হোলেপেটে নামক স্থানে প্রাপ্ত একটী লিপিতেও দেখা যায়, ১৪৫০ শক° (১৫২৮ খ্রী°) তিনি বিজয়নগর-সিংহাসনে অধিরূঢ়।[৫] লিপি দুইটী হইতে ইহাই স্থির হয় যে, ১৫২৬ খ্রী° হইতেই অচ্যুত বিজয়-নগররাজরূপে পরিচিত হইয়াছেন বা আপনার পরিচয় দিয়াছেন। বিজয়নগরের একটী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ১৪৫১ শক° কৃষ্ণরায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৬] কৃষ্ণরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিরুমলের লিপি-অনুসারে ১৪৪৬ শক° (১৫২৫ খ্রী°) কৃষ্ণরায়ের মৃত্যু হয়।[৭] উপরোক্ত লিপিগুলিতে অচ্যুতের সিংহাসন-লাভের কথা কথিত হইলেও আবার অলিয় রামরাজের একটী প্রশস্তিতে দেখা যায়, ১৪৪৮ শক° (১৫২৬-৭ খ্রী°) রামরাজ বিজয়নগরের অধিপতি ছিলেন।[৮] এই সমুদয় নিদর্শন হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে, ১৫২৬ খ্রী°র পূর্বে কৃষ্ণদেবরায়ের মৃত্যু হয়। অতঃপর অচ্যুত, রামরাজ ও কৃষ্ণের অপর জামাতা তিরুমলের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকে। পরিশেষে ১৫৩০ খ্রী° অচ্যুত সিংহাসন-অধিকারে সমর্থ হন এবং প্রকৃতপক্ষে তখনই তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পর এই সময় পর্যন্ত অচ্যুত, রামরাজ ও তিরুমল প্রত্যেকেই আপনাদের বিজয়নগর-রাজ বলিয়া ঘোষণা করিতেন।

১৫২৫ খ্রী° কৃষ্ণরায় যে অসুস্থ ছিলেন একথা অবশ্যই স্বীকার্য। ইহার অনেক পূর্ব হইতেই তিনি অসুস্থ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রোগমুক্তির আশা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কারণ ১৫২৫ খ্রী° তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র তিরুমলকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিতে দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পূর্বেই তিরুমল মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৯] তখন কৃষ্ণরায় (নুনিজের মতানুসারে) তাঁহার তিন ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও দেড় বৎসর শিশুপুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা করেন। ইহাদের মধ্যে অচ্যুতই একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন।[১০] সম্ভবতঃ শাসনকার্যে রামরাজের কৃতিত্ব দেখিয়া তাঁহাকেও কৃষ্ণরায় এক জন যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।[১১] কৃষ্ণদেবের রাজ্যকালেই রামরাজ কয়েকটী যুদ্ধে, বিশেষতঃ মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।[১২] রামরাজকে রাজ্যদানকালের বিবেচনাকালে কৃষ্ণরায়-কর্তৃক বোধ হয় তিরুমলকে সেনা-বাহিনী-পরিচালনের ভার প্রদানের ব্যবস্থা হয়।[১৩] ফেরিস্তা বলিয়াছেন, কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশুপুত্রের অভিভাবকরূপে রামরাজ শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।[১৪] রফী-উদ্দীন শিরাজীও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন, তবে তিনি রামরাজের শাসনকাল মাত্র দুই বৎসর বলিয়াছেন।[১৫] অন্যত্র রামরাজ কৃষ্ণের মৃত্যুর পর প্রথম রাজ্য পরিচালনা করেন।[১৬] কোথাও তাঁহাকে বিজয়নগর-রাজের মন্ত্রিরূপে দেখা যায়।[১৭] সমুদয় মুসলমান গ্রন্থকারের বিবরণেই অচ্যুত সম্পূর্ণ-রূপে উপেক্ষিত, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কোয়েরোও মুসলমানদের মত সমর্থন করেন।[১৮] অপর পক্ষে লিপিমালা-অনুসারে অচ্যুতকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারিরূপে দেখা যায়। কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থকারও অনুরূপ মত দিয়াছেন।

১৫২৬ খ্রী° অচ্যুত আপনাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কৃষ্ণরায়ের চরমপত্র-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও ইহা অনুমিত হয় যে, কৃষ্ণরায় নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অচ্যুতকেই রাজপদের অধিকারী স্থির করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই রামরাজ তাঁহার শিশু বালককে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন এবং শিশুর হইয়া স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ রামরাজ প্রথমে নিজেই সম্রাট্ হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সম্ভবনা দেখিয়া তাঁহাকে সে অভিলাষ ত্যাগ করিতে হয়। 'হুণ্ডে অনন্তাপুরম্'-অনুযায়ী কৃষ্ণরায়ের মহিষীদ্বয় চিন্নাদেবী ও তিরুমল-দেবী তাঁহাকে শাসনদণ্ডগ্রহণে সহায়তা

৪ Butterworth & Venugopal Chetti : Nellor Dist. Ins., N. 34-A, 892.

৫ EC, Sg. 15.

৬ লক্ষণরায়বংশাবলী (বিজ্ঞানচন্দ্রিকামঞ্জরী), ৫৮।

৭ EC, ix. Mi. 82.

৮ C. P. Brown : The Local Records, xviii. 407.

৯ A Forgotten Empire, 359.

১০ ঐ, 367.

১১ Queyroz : The Conquest of Ceylon, ii. 383 ; Mackenzie Mss. 15. 6. 8.

১২ MER, 164 of 1905 ; ASR, 1908, 194n. 8 ; Heras : The Aravidu Dynasty, 25.

১৩ The Conquest of Ceylon, ii. 383.

১৪ BF, iii. 81.

১৫ JBBRAS, xii. 28.

১৬ BF, iii. 381.

১৭ IA, xlix. 201.

১৮ A Forgotten Empire, 182-3, কোয়েরো ১৫১২-২৮ খ্রী° ভারতে ছিলেন।

করেন এবং তাঁহাদেরই ষড়্যন্ত্রে তিরুমলকে প্রধান সহযোগী করিবার ব্যবস্থা করা হয়। তিরুমল তিরুমলদেবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং চিন্নাদেবীর জামাতা; রামরাজ তিরুমলদেবীর জামাতা।[19] আরবীটি বুক্কও রামরাজের সহিত যোগ দেন। অতঃপর অচ্যুতের সহিত রামরাজের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে অচ্যুতের শ্যালক সলকরাজু তিরুমল-ভ্রাতৃদ্বয় (পেদ্দ ও চিন্ন) অচ্যুতের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক জন বিজয়নগরের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং সমুদয় কোষের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব ছিল। অচ্যুতের মন্ত্রী সলকম্ তিমন্ন এবং সালুব নায়ক বা নরসিংহরায় দন্নায়কও অচ্যুতের পক্ষ গ্রহণ করেন। চোলরাজ্যের শাসনকর্তার যোগদানেই তাঁহার শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। তিনি অচ্যুতের পক্ষে যোগ দিয়া বিজয়নগর অবরোধ করেন। তাঁহার অধিকারে ৩০ সহস্র পদাতিক, ৩ সহস্র অশ্ব ও ৩০টী হস্তীর বাহিনী ছিল। তিরুমল-ভ্রাতৃদ্বয় ও চোলরাজের সাহায্যেই অচ্যুত সিংহাসন অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন।[20]

কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পর যথাশীঘ্র রাজধানীতে প্রত্যাগমন না করিয়া পর পর তিরুপতি ও কালহস্তিতে অভিষেকক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া অযথা বিলম্ব করাতে অচ্যুত যে বিশেষ ভুল করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজয়নগরের ইতিহাসে অচ্যুতই প্রথম রাজধানীর বাহিরে আপনার অভিষেক সম্পন্ন করেন এবং একমাত্র তিনিই একাধিক বার রাজমুকুটধারণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বুঝিয়া তিনি এইরূপ করিতে বাধ্য হন; অব্যবহিতে প্রাপ্ত ১৫২৯ খ্রী° লিপিতেও এই অভিপ্রায়ের আভাস পাওয়া যায়।[21] এই লিপিতে তাঁহার সম্রাট্ হইবার নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ১৫৩০ খ্রী° তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া অবশ্য তিনি রামরাজের সহিত সন্ধি করা সমীচীন বোধ করিয়াছিলেন, কারণ রামরাজ কৃষ্ণরায়ের শিশুপুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত করিতে পারিতেন। রামরাজের সহিত সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে অচ্যুতকে অভিষেক করিয়া সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।[22] রামরাজ অচ্যুতের সহিত যুগ্মশাসকরূপে শাসন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। ১৫৩৪ খ্রী° একটী লিপিতেও দেখা গিয়াছে, রামরাজ অচ্যুতের সহিত যুগ্মভাবে শাসন করিতেছেন—তিনি অচ্যুতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না।[23] উভয়ের মধ্যে এই সদ্ভাব অবশ্য বেশী দিন থাকিতে পারে নাই, রামরাজ পরে তাঁহার ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন।

যুদ্ধবিগ্রহ—পূর্ণাভিষেকের পূর্বে অচ্যুতকে সম্ভবতঃ তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তরপ্রদেশের কয়েকটী রাজশক্তির আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই রাজ্যগুলি বিগত বিশ বর্ষ ধরিয়া কৃষ্ণের প্রবল প্রতাপে পঙ্গু হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উড়িষ্যার গজপতিরাজ অন্যতম। বিজয়নগরের প্রভাবে তিনি পিতৃরাজ্যের প্রভুত্বের অর্ধেক ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। আর একটী রাজশক্তি গোলকুণ্ডা। গোলকুণ্ডার সুলতানকে রাজ্যের আয়তন কমাইয়া কৃষ্ণা-নদীর অপর পারে সীমাবদ্ধ করিতে হইয়াছিল—উহার সহিত তাঁহার প্রসিদ্ধ কোণ্ডবীডু দুর্গ বিজয়নগরের হস্তগত হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজশক্তি বিজাপুর। বিজাপুরের সুলতান রায়চুর অন্তর্বেদী হারাইয়া আক্রোশ পোষণ করিতেছিলেন। প্রবলপ্রতাপ কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া এই নৃপতিগণ অস্থির নিশ্বাস ফেলিলেন। আবার যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, বিজয়নগরের সিংহাসন লইয়া অচ্যুত ও রামরাজের মধ্যে গজকচ্ছপের যুদ্ধ চলিয়াছে, তখন সুযোগ বুঝিয়া অচ্যুতের সিংহাসনলাভের পূর্বেই তাঁহারা আপন আপন হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপর হইয়া পড়িলেন। সুতরাং বিজয়নগরসাম্রাজ্যের উত্তর-সীমান্তে তাঁহাদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে কয়েকটী আক্রমণ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই আক্রমণের কথা অচ্যুতের ১৪৫১ শক° (১৫২৯ খ্রী°) উরবকু-লিপিতে উল্লিখিত আছে। লিপিতে তাঁহাকে ওড়িয়া-রাজশক্তির আক্রমণের বিজয়ী ও তুরুষ্কগণের ভীতির কারণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[24] অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৫২৯-৩০ খ্রী°তেই অচ্যুত উড়িষ্যারাজকে (গজপতি প্রতাপরুদ্রকে) পরাজিত এবং দাক্ষিণাত্যের একাধিক মুসলমানরাজকে দমন করিয়াছিলেন।

অল্লসানি পেদ্দন তাঁহার তেলেগু গ্রন্থে এই উড়িষ্যারাজ-কর্তৃক কৃষ্ণরায়ের রাজ্যকালে বিজয়নগর আক্রমণের কথা বলিয়াছেন।[25] রাধামাধব তাঁহার 'তারকব্রহ্মরাজীয়ে' বলিয়াছেন, অচ্যুত উৎকলরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।[26] উরবকু-লিপি-অনুসারে ১৫২৯-৩০ খ্রী° অচ্যুত উড়িষ্যারাজের এই আক্রমণ প্রতিহত করেন।

প্রায় ১৫৩০ খ্রী° গোলকুণ্ডার সুলতান কুলি কুতুব শাহ কোণ্ডবীডু দুর্গ অধিকার করিবার জন্য অভিযান করেন।[27] প্রাপ্ত কয়েকটী লিপিতে ১৫১৪ হইতে ১৫৪৪ খ্রী° পর্যন্ত এই দুর্গ যে বিজয়নগরের অধিকারে ছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।[28] কুতুব

১৯ Sources of Vijayanagara History, 178; BF, iii. 381; 'রামাভ্যুদয়ম্' (তিরুপতি দেবস্থান রাম-রাঘব-বৃত্তি), ৪৭৫।

২০ Ramanayya: History of the third dynasty of Vijayanagara, 12-3.

২১ EC, viii. Sb. 59.

২২ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 14.

২৩ MER, 245 of 1935, of 1914, p. 100.

২৪ ঐ, 1911, p. 82; 256 of 1910.

২৫ Sources of Vijayanagara History, 154.

২৬ তারকব্রহ্মরাজীয়, ১ম সর্গ।

২৭ BF, iii. 374-5.

২৮ Gurubrahma Sarma: Kondaviti Samrajyam, 93-4; Nellore Dist. Ins., i. D. 53; MER, 544 of 1909, 422 & 445 of 1915; Local Records, xlii. 259.

শাহ্‌র ভীষণ আক্রমণের ফলে দুর্গটি তাঁহার করায়ত্ত হয়। কিন্তু বেশীদিন দুর্গটি তাঁহার হাতে থাকিতে পারে নাই। সংবাদ পাইয়া অচ্যুত সসৈন্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অচ্যুতের আক্রমণে সুলতানের সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হয়। সম্ভবতঃ এই সময় অচ্যুতের সেনাপতি বাচরস (রামর ভাস্কর) ও বেলুগোটি তিম্ম্ রুতিত্ব দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বাচরস মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী এবং বেলুগোটি সীমান্ত অতিক্রমকালে একটী মুসলমানবাহিনীর সম্পূর্ণ বিনষ্টকারী[২৯] বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গোল-কুণ্ডার সুলতানকে দমন করিবার পর অচ্যুত পুনরায় সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নিরাপদ শান্তি-স্থাপনে সমর্থ হন।

পূর্বসমুদ্রকূলে অচ্যুত যখন আপনার সাম্রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত বিজাপুরবাহিনীর আক্রমণের অনুকূল ছিল। বিজাপুরের সুলতান ইস্‌মাইল 'আদিল শাহ্‌, রায়চুর ও মুদ্‌কল দুর্গ পুনরুদ্ধারের জন্য কয়েকটী ব্যর্থ প্রয়াসের পর (কৃষ্ণরায়ের রাজ্যকালে), এবার সুযোগ বুঝিয়া রায়চুর অন্তর্বেদী আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে 'অমীর বরীদ তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। ফেরিস্তাও এই আক্রমণের কথা দেখা যায়।[৩০] রামরাজ অমিতবিক্রমে এই আক্রমণে বাধা দেন এবং সম্ভবতঃ উহাতে অসমর্থ হন। এই সময় অচ্যুত দক্ষিণ-প্রদেশে একটী বিরাট্ বিদ্রোহ-দমনে ব্যস্ত ছিলেন এজন্য উত্তর-প্রদেশে তিনি রামরাজকে সাহায্য করিতে আসিতে না পারায় ১১ বৎসর পূর্বে কৃষ্ণরায়ের অধিকৃত রাজ্যাংশ অচ্যুতের অধিকারের বাহিরে চলিয়া যায়। দক্ষিণপ্রদেশে এই বিদ্রোহের অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন অচ্যুতের ভূতপূর্ব মন্ত্রী সালুব নর-সিংহরায় দিন্নায়ক বা চেল্লপ্‌প। চেল্লপ্‌প অচ্যুতের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তামিল-

২৯ MER, 445 of 1915 ; Local Records, iv. 273-7.

৩০ BF, iii. 66.

দেশে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হন। বিদ্রোহে তাঁহার সহিত যোগ দেন তিরুবডিরাজ তুম্বিচি-নায়ক বা পরমকুডি। এতদ্ব্যতীত উম্মত্তুর, মুগ্‌গিহল্লির শাসকগণও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া রায়চুর অন্তর্বেদী পরিত্যাগপূর্বক প্রথমে এই বিদ্রোহ দমন করাই অচ্যুতের লক্ষ্য হয়।[৩১]

সালুব নরসিংহ যে মাত্র বিজয়নগরের মন্ত্রী ছিলেন তাহা নহে, তিনি চোলরাজ্যের অধিপতিও ছিলেন। বিশাল চোলরাজ্য তখন সিংহল পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল। কোথাও কোথাও তাঁহাকে কৃষ্ণরায়ের রাজ্যকালেই বিদ্রোহী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।[৩২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কৃষ্ণের বিশেষ অনুরক্ত মন্ত্রী ছিলেন[৩৩], এমন কি ১৫৩০ খ্রী° পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহ করেন নাই। নুনিজে.র মতে কৃষ্ণের মৃত্যুর পর অচ্যুত রাজধানীতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অচ্যুতের হইয়া তিনি শাসন-কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী লিপি-অনুসারে ১৫১০ হইতে ১৫৩০ খ্রী° পর্যন্ত তাঁহাকে বিজয়নগররাজের অনুরক্ত কর্মচারিরূপে দেখা যায়।[৩৪] অচ্যুতের একটী প্রশস্তিতেও দেখা যায়, তিনি অচ্যুতের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও প্রধান সহায়ক ছিলেন।[৩৫] সিংহাসনে আরোহণের পর অচ্যুতের সহিত রামরাজের সন্ধির ফলে সম্ভবতঃ তাঁহার অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হয়, কারণ রামরাজকে শাসনকর্তা করিলে তাঁহার শাসন-ক্ষমতা হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

'অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ম্'-মতে চেল্লপ্‌প বিদ্রোহী হইলে অচ্যুত তাঁহাকে দমন করেন।

৩১ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 20-2.

৩২ S. K. Iyenger's Intro. (pp. 9-10) in R. Satyanadhan's 'Nayakas of Madura' ; Sources of Vijayanagara History, Intro. 13-4.

৩৩ A Forgotten Empire, 384.

৩৪ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 23.

৩৫ MER, 256 of 1911, p. 83.

তখন চেল্লপ্‌প পলায়ন করিয়া মিত্ররাজ্য স্বাধীন তিরুবডি-(চের = ত্রিবাঙ্কুর-) রাজ্যের অধিপতির শরণাপন্ন হন। চেররাজকে তিনি পাণ্ড্যরাজের (পাণ্ড্যবংশীয় তেঙ্কাশি-শাখার অধিপতির) বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেন।[৩৬] চেররাজের নিকট পাণ্ড্যরাজ পরাস্ত হন এবং হৃতরাজ্য হইয়া পলায়ন করিলেন। চেররাজের সহযোগিতায় চেল্লপ্‌পের এই বিদ্রোহের কথা রামরাজ অচ্যুতের কর্ণগোচর করিয়া যথাযথ শাস্তিবিধানের দাবী করেন। অচ্যুত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার শ্যালক সেনাধ্যক্ষ তিরুমলের অধিনায়কত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। তিরুমলের কনিষ্ঠা ভগিনী তিরুমলাম্বাকে অচ্যুত বিবাহ করিয়াছিলেন।

চেররাজ ও চেল্লপ্‌পের বিরুদ্ধে তিরুমলের অভিযানের কাহিনী 'অচ্যুতরায়া-ভ্যুদয়ে'ও কথিত হইয়াছে। প্রথমে দেখা যায়, অচ্যুত নিজেই সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন। চন্দ্রগিরিতে উপস্থিত হইয়া সেখানে তিনি সৈন্যবাহিনী স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিরুপতি-মন্দিরে বেঙ্কটেশ্বরের পূজার জন্য তিনি গমন করেন। তিরুপতি হইতে কাল-হস্তির মন্দিরে এবং কালহস্তি হইতে কাঞ্চীতে তিনি উপস্থিত হন। প্রত্যেক স্থানেই প্রভূত রত্নাদি তিনি দেবতার উদ্দেশে দান করেন। কাঞ্চীতে তিনি তুলানত্তে মণিমুক্তার দ্বারা আপনার ভার গ্রহণ করিয়া সেই রত্নসমূহ দান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে কয়েক জন বন্য কিরাতরাজ তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বহুবিধ উপঢৌকন দেন। কিরাতরাজগণকে সঙ্গে লইয়া অচ্যুত আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া অরুণশৈলে (তিরুবন্ন-মলয়ে) উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় দেবতার পূজা করিয়া তিনি চোলরাজ্যে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে কিছুকাল পরে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হন। অতঃপর দক্ষিণ মাদুরা নগরী অতিক্রম করিয়া তিনি তাম্রপর্ণীতীরে সৈন্যশিবির স্থাপন করিলেন। এই স্থান হইতে

৩৬ Sources of Vijayanagara History, 162.

তিনি তাঁহার সেনাপতিকে (তিরুমলকে) চেররাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অপর পক্ষে চেররাজ পর্বতসানুদেশে সৈন্যসমাবেশ করিলেন। তিরুমলের সহিত তাঁহার প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিল। চেররাজ পরাজিত হইয়া চোলরাজ চেলপ্‌পের সহিত তিরুমলের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। চেররাজ তিরুমলের নিকট অচ্যুতের জন্য বহু হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন।

তিরুমল পাণ্ড্যরাজকে পিতৃসিংহাসনে বসাইয়া অনন্তশয়নমে (ত্রিবান্দ্রমে) স্থানীয় দেবতার পূজার জন্য গমন করেন। অনন্তশয়নম্ হইতে সেতুতে (রামেশ্বর সেতুবন্ধে) গিয়া তিনি সমুদ্রস্নান করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিনের মধ্যে তিনি শ্রীরঙ্গমে অচ্যুতের সমক্ষে উপস্থিত হন। অচ্যুতের নিকট চেররাজ ও অন্যান্য বন্দীকে উপস্থিত করা হইল। অচ্যুত চেররাজের শাস্তির আজ্ঞা দিয়া পাণ্ড্যরাজকে নিজ রাজ্য-পরিচালনে অনুমতি দিলেন।[৩৭]

পাণ্ড্যরাজকে সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিয়া সম্ভবতঃ অচ্যুত পাণ্ড্যরাজের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[৩৮] কি ভাবে তিনি সালুব নরসিংহ নায়ক ও তুম্বিচি নায়ককে শাস্তি প্রদান করিলেন তাহা জানা যায় না, তবে কালহস্তি ও তিরুপতির লিপিসমূহে দেখা যায় যে, নরসিংহ ও তুম্বিচি উভয়েই বশ্যতা স্বীকার করেন[৩৯] এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা হয়। একটি লিপিতে তুম্বিচিকে অচ্যুতের সামন্তরূপেও দেখা যায়।[৪০] সালুব নায়ককে আবার এক জন উচ্চতন রাজকর্মচারি-রূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কারণ সদাশিবের রাজ্যকালেও তিনি রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। [সদাশিব দ্র°]

৩৭ ঐ, 163-7.

৩৮ Subrahmanya Sastri : Epigraphy Rep. of the Tirupati, Tirumala Devasthanams, 221.

৩৯ MER, 157 of 1924.

৪০ ঐ, 398 of 1907.

অচ্যুত শ্রীরঙ্গম্ হইতে কাবেরী নদীর তীর দিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে আসিয়াছিলেন। এই পথ অবলম্বন করিবার প্রকৃত কারণ সম্ভবতঃ উম্মত্তূররাজ ও তদীয় মিত্রশক্তিবর্গকে দমন করিবার উদ্দেশ্য। উম্মত্তূররাজও এই সময় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। উম্মত্তূররাজের এই বিদ্রোহের অভিযান অচ্যুতের পিতা রাজা নরসের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল। নরসের সময় উম্মত্তূররাজ দেপন্ন বোডেয়র[৪১] ও শ্রীরঙ্গপত্তনের হেউণ-বংশীয় অধিপতি[৪২] উভয়েই বিদ্রোহী হন। উম্মত্তূররাজকে নরস দমন করিতে সমর্থ হন বটে, কিন্তু কাবেরী নদীর দুইটি শাখার মধ্যবর্তী ভূভাগে (শিবসমুদ্রমে) শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ হস্তগত করিতে পারেন নাই ; এই দুর্গে হেউণরাজ আশ্রয় লইয়াছিলেন। 'কোঙ্গদেশরাজক্কল্ বৃত্তান্তম্' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, নরসের পর অচ্যুতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরনরসিংহ যখন সিংহাসন লাভ করেন তখন উম্মত্তূররাজ নানাভাবে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিতে থাকেন। বীরনরসিংহ দেপন্নকে দমন করিবার জন্য কৃষ্ণরায়ের উপর সাময়িকভাবে রাজ্যের ভার অর্পণপূর্বক শ্রীরঙ্গ, অচ্যুত প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গের সহিত দেপন্নের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিযান সফল হয় নাই। তখন তিনি উম্মত্তূর ছাড়িয়া কাবেরী নদীর তীর দিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। হেউণরাজ দেপন্নের সহায়তা গ্রহণ করিয়া বীরনরসিংহকে পরাস্ত করেন। বীরনরসিংহ ইহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন।[৪৩] তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন এবং নবপরিকল্পনায় পুনরায় আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে থাকেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার মৃত্যু হয় এবং কৃষ্ণরায় সিংহাসনে থাকিয়া যান। অতঃপর কৃষ্ণ উম্মত্তূররাজকে (দেপন্নের পুত্রকে) আক্রমণ করেন। তিনি পর পর কয়েকবার গঙ্গরাজকে দমন এবং শিবসমুদ্রম্ ও শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিতে সমর্থ হন।[৪৪] কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ বুঝিয়া উম্মত্তূররাজ পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। লিপিমালা-অনুসারে এই সময় দুই জন উম্মত্তূররাজ ছিলেন, এক জন দেপন্নপুত্র মল্লরাজ এবং অপর জন বীরমল্লপরায়ের পুত্র (ইঁহার নাম পাওয়া যায় না) ; উভয়েই অচ্যুতের অধীন ছিলেন।[৪৫] এই উম্মত্তূররাজদ্বয়ের বিদ্রোহ বিশেষ প্রসার লাভ করে—বর্তমান মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে অভিযানের কথা 'অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ম্' ব্যতীত অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অচ্যুত শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলে শ্রীরঙ্গপত্তনরাজ তাঁহাকে প্রভূত অর্থ উপঢৌকন দেন। অচ্যুতের কালহস্তি-লিপি-অনুসারে ১৫৩২ খ্রী° মধ্যভাগেরও পূর্বে উম্মত্তূর-অভিযান সংঘটিত হইয়াছিল।[৪৬] সুতরাং অচ্যুত বিশেষভাবেই বিজয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং ইহার ফলে তিনি সমগ্র দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে আপনার প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছিলেন।

উম্মত্তূরের পর অচ্যুত বিজাপুর আক্রমণ করেন। ১৫৩৪ খ্রী° মধ্যভাগের পূর্বে এই আক্রমণ ঘটে নাই। ১৫৩২ খ্রী° প্রথম দিকে তিনি কাঞ্চীতে ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি এখানে তুলাভার-দানের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে ১৪টি গ্রাম বরদরাজ-মন্দিরে দান করা হয়।[৪৭] তিনি এই অনুষ্ঠানে মণিমুক্তার দ্বারা আপনার, সম্রাজ্ঞী বরদাম্বিকাম্মার এবং যুবরাজ বেঙ্কটাদ্রির

৪১ Local Records, xi. 614-17.

৪২ Sources of Vijayanagara History, 107.

৪৩ Local Records, xi. 614-17.

৪৪ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 39.

৪৫ EC, iii. I. NJ. 35 ; Mysore Arch. Reps., 1920, 37.

৪৬ MER, 157 of 1924.

৪৭ ঐ, 546 of 1919.

ভার লইয়া সেই রত্নরাজি এক সহস্র গাভীর সহিত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন।[৩৮] বর্তমান বর্ষের শেষভাগে তিনি কালহস্তিতে গমন করেন।[৩৯] সম্ভবতঃ এই বর্ষেরই শেষে তিনি চন্দ্রগিরিদুর্গে সৈন্যবাহিনী রক্ষা করিয়া ১৫৩৩ খ্রী° প্রারম্ভে তিরুপতিতে আসেন। এখানেও তিনি সম্রাজ্ঞী ও যুবরাজের সহিত বেঙ্কটে-শ্বরদেবকে বহু উপহার দান করিয়াছিলেন।[৪০] অতঃপর এক মাসের মধ্যেই তিনি বিজয়নগর রাজধানীতে উপস্থিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই সময়ের মধ্যে তিনি বিজাপুর আক্রমণ করেন নাই—একরূপ ধর্মানুষ্ঠানেই এই সময় কাটিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ১৫৩৪ খ্রী° শেষে বা ১৫৩৫ খ্রী° প্রারম্ভে বিজাপুর-আক্রমণ সংঘটিত হয়। চিঙ্গলেপং জেলার সেবিলিমেডু-লিপি-অনুসারে ১৫৩৪-৫ খ্রী° অচ্যুত কৃষ্ণা-নদীর তীরে ছিলেন।[৪১] কৃষ্ণানদীই তাঁহার রাজ্যের উত্তর-সীমা ছিল, কারণ রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই রায়চুর ও মুদ্‌কল প্রদেশ তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। কৃষ্ণার তীরে তিনি বিজাপুর আক্রমণের অভিপ্রায়েই উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় বিজাপুররাজ্যে সুলতানকে লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুলতান-নিযুক্ত রাজ্যরক্ষক বেলগাঁও-এর জায়গীরদার অসদ্ খাঁ অন্যান্য প্রধান বেগমগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কুমার মল্লু 'আদিল শাহ্‌কে সিংহাসনে বসান, আবার মল্লুর উপরেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি বিদ্রোহী হইবার মনোভাব দেখাইতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত গোলকুণ্ডার সুলতান ও বিজাপুরের সুলতানের মধ্যে বিবাদ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পর্তুগীজগণও গোয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতেছিল। এ সকল সুযোগ বুঝিয়া অচ্যুত বিরাট বাহিনী লইয়া রায়চুর অন্তর্বেদী আক্রমণ করিলেন।[৪২] 'অচ্যুতরায়াভ্যুদয়মে' এই আক্রমণের কথা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু ফেরিস্তা এ-সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ফেরিস্তার অপেক্ষা রাজনাথ ডিণ্ডিমের বিবরণই অধিকতর বিশ্বাস-যোগ্য, কারণ রাজনাথ অচ্যুতের সমসাময়িক এবং অচ্যুতের সভায় তাঁহার বিশেষ স্থান ছিল। রাজনাথের বিবরণের সহিত পর্তুগীজ ঐতিহাসিক বারোস্-(Barros) এর বিবরণের যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখা যায়।

বারোসের বিবরণে দেখা যায়, বিজাপুরের এই অশুভ মুহূর্তে অসদ্ খাঁ সরিয়া পড়িলেন এবং বেলগাঁওএ আশ্রয় লইলেন। এদিকে বিজাপুরে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। 'আদিল শাহ্ নিরুপায় হইয়া অসদ্ খাঁর সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু তিনি সাহায্য তো করিলেনই না, বরং পর্তুগীজদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বিজয়নগর-সম্রাটের সহিতও তিনি সখ্যতা স্থাপন করেন। বিজয়-নগরে তাঁহাকে মহানবমী-উৎসবে আমন্ত্রণ করা হইল; এখানে তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি বিজয়নগর-বাহিনীতে যোগ দেন। রায়চুরের নিকট 'আদিল শাহ্ ও অচ্যুতের বাহিনী অগ্রসর হইলে অচ্যুত যখন আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন তখন হঠাৎ অসদ্ খাঁ অচ্যুতকে পরিত্যাগ করিয়া সুলতানের সহিত যোগ দিলেন। সুলতান তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া অচ্যুতের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। অচ্যুত কিছু রাজ্যাংশের পরিবর্তে রায়চুর ছাড়িতে সম্মত হইলেন।[৪৩]

রাজনাথের বিবরণে অবশ্য দেখা যায়, সুলতানের সহিত অচ্যুতের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সুলতান উহাতে পরাজিত হন। রাজনাথের এই উক্তি উপেক্ষা করিবার মত নহে, কারণ সুলতান তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এছাড়া অচ্যুত যে রায়চুর অবরোধ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুলতানের কিছু অশ্ব ও হস্তীও তিনি অধিকার করেন। সুলতান সন্ধি করিলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করেন। অসদ্ খাঁকে কিন্তু তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই, কারণ ইহার পর তিনি অসদ্ খাঁকে বন্দী করিবার জন্য পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এইভাবে অচ্যুত রাজ্যারোহণের প্রথম বর্ষে রাজ্যের যে যে অংশ হারাইয়াছিলেন, তিন-চার বৎসরের মধ্যেই তিনি সমস্ত পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। বিজাপুরজয়ের পর তিনি মহাসমারোহে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাজধানীতে প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার অপূর্ব আয়োজন করা হয়। রাজধানীতে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন-সম্বন্ধে অনেক কিছু হয়তো জানা যাইত, কিন্তু প্রাপ্ত 'অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ম' পুথিটির ইহার পরবর্তী অংশ (১০ সর্গে ৩৭ শ্লোকের পর) বিনষ্ট হওয়ায় আর কিছুই জানা যায় নাই। অচ্যুতের পরবর্তী জীবনের অনেক সত্যও হয়তো ইহার সহিত লুপ্ত হইয়াছে।[৪৪] রাজধানীতে আসিয়া অচ্যুত এবার রাজকার্যে মনোনিবেশ করিলেন বটে, কিন্তু এই সময় তিম্মনায়ক বিদ্রোহী হইয়া প্রসিদ্ধ গুত্তিদুর্গ অধিকার করিলে আবার তাঁহাকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য স্বয়ং গুত্তি অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয় (১৪৫৭ শক° = ১৫৩৫ খ্রী°)। অধিকাংশ প্রধান রাজকর্মচারী তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। গুত্তি-অবরোধের অধিনায়কত্ব তিনি তিরুমলকে দেন। তিরুমল গুত্তি অবরোধ করেন এবং (কামানের গোলার আঘাতে) দুর্গপ্রাচীরে একটী গর্ত করিয়া উহার মধ্য দিয়া সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন। বিদ্রোহীপক্ষ পরাজিত হইয়া বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হয়।[৪৫]

৩৮ ঐ, 511 of 1919, 178 of 1924.

৩৯ ঐ, 157 of 1924.

৪০ Epigraphy Rep. of the Tirupati, Tirumala Devasthanams, 221.

৪১ MER, 47 of 1900.

৪২ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 44-5.

৪৩ A Forgotten Empire, 174-6.

৪৪ Sources of Vijayanagara History, 169.

৪৫ Mackenzie Mss, 15. 3. 52.

রাজ্যকাল — শুক্তি-অধিকারের পর অচ্যুতকে আর যুদ্ধ করিতে দেখা যায় না। শুক্তি হইতে তিনি আর একবার তিরুপতিতে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ ১৫৩৫ খ্রী°র শেষে তিনি তিরুপতিতে ছিলেন। সেখানে তিনি দুইটী নূতন উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন—একটী পঞ্চদিবসব্যাপী 'লক্ষ্মীদেবী-মহোৎসবম্' এবং অপরটী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার উদ্দেশে 'পুনর্বসু তিরুনল'। তিরুপতিতে যে সমুদয় কর্মচারী তাঁহার সহিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উদয়গিরির ব্রাহ্মণ শাসনকর্তা রামভট্টয়যন্, রাময়্য, রামচন্দ্র দীক্ষিত, মনৈরপ্পরয়ান্ অন্যতম।[৫৬] অতঃপর তিনি ১৪৫৮ শক° (১৫৩৬ খ্রী°) কিছু পূর্বে বিজয়নগরে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি তুঙ্গভদ্রার তীরে বিট্ঠলেশ্বর দেবতার সমক্ষে তিরুপলি অয়্যংকে পোলেপলি অগ্রহার দান করিয়াছিলেন।[৫৭]

১৫৩৬ খ্রী° অচ্যুতের রাজ্যকালের একটী উল্লেখযোগ্য সময়, কারণ এই বৎসর হইতেই তাঁহার রাজ্যকালের দুঃসময়ের সূচনা হইয়াছিল। রাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের আবির্ভাব হয়। এই অন্তর্বিপ্লবের মূল ছিলেন রামরাজ। কৃষ্ণরায়ের মৃত্যুর পর সিংহাসনের প্রতি রামরাজের বিশেষ লোভ ছিল। অচ্যুত যুদ্ধব্যপদেশে দীর্ঘকাল রাজধানীর বাহিরে থাকায় রামরাজ সিংহাসনাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ১৫৩৩ খ্রী° কৃষ্ণরায়ের শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়।[৫৮] তাঁহার মৃত্যুতে রামরাজ অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়েন, কারণ এই শিশুকে উপলক্ষ্য করিয়াই রামরাজ শাসনদণ্ড-গ্রহণের অধিকার লইয়াছিলেন। অচ্যুত অন্তরে শান্তি পাইলেন। অতঃপর তিনি রামরাজকে উপেক্ষা করিতে থাকেন এবং সম্ভবতঃ আর রামরাজের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে চাহিলেন না। রামরাজের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে তিরুমল-ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে চলিয়া আসিল। পেদ্দ তিরুমলকে অচ্যুত ১৫৩৩ খ্রী° 'প্রধানে'র পদ দিলেন; ১৫৩৫ খ্রী° পর্যন্ত তিরুমল এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ১৫৩৮-৯ খ্রী° তিনি 'সর্বশিরঃপ্রধান' হন।[৫৯] নিজে ক্ষমতাচ্যুত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সেই ক্ষমতালাভ করিতে দেখিয়া রামরাজের পক্ষে প্রতিহিংসা পোষণ করাই স্বাভাবিক। রামরাজ অন্তর্বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ক্ষমতাচ্যুত হইলেও তাঁহার একটী বিশেষ সুবিধা ছিল যে, কয়েক বৎসর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া রাজ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজকীয় উচ্চতন ও দায়িত্বসম্পন্ন পদগুলিতে তিনি আপনার বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গকে নিযুক্ত করিয়া বিশেষ সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতিবেশী মুসলমানরাজ্যের অনেককেও নানাভাবে সাহায্য করিয়া ও জায়গীর দিয়াও তাঁহার পথ অনেকটা প্রশস্ত হইয়াছিল।[৬০] ১৫৩৬ খ্রী° অচ্যুত তিরুপতি হইতে প্রত্যাগমনের পর রামরাজের সহিত সিংহাসন লইয়া তাঁহার বেশ সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ এই সময় রামরাজ তাঁহাকে বন্দী করিতেও প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন।[৬১] চিন্নাদেবী এবং তিরুমলদেবীরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা অসম্ভব নয়। রামরাজ কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি বর্তমান রাজবংশ তুলুব-বংশীয় ছিলেন না, এজন্য অধিকাংশ রাজপুরুষের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। অবশ্য কৃতকার্য হইতে না পারায় তিনি আশা ছাড়িলেন না, তিনি সিংহাসনের অধিকারী সাজাইবার জন্য এক জন আইনসঙ্গত ব্যক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অচ্যুতের অগ্রজ রঙ্গের পুত্র সদাশিবকে বাহির করিলেন। সদাশিবকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনার সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যই তাঁহার লক্ষ্য হইল।

রামরাজ দেখিলেন, সদাশিব এক জন পূর্ণবয়স্ক যুবক এবং কৃষ্ণরায়ের উত্তরাধিকারিরূপে অচ্যুতের অপেক্ষা সদাশিবের দাবীই অগ্রগণ্য; কারণ সদাশিব কৃষ্ণের অব্যবহিত অনুজ এবং অচ্যুতের অগ্রজ রঙ্গের পুত্র। কৃষ্ণের পর রঙ্গেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত, কিন্তু রঙ্গ কৃষ্ণের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সদাশিবই ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সিংহাসন দাবী করিতে পারেন। কৃষ্ণরায় অচ্যুতকে অধিকার দিয়া গেলেও রামরাজ সদাশিবের দাবীই উপস্থাপিত করিলেন। তিনি এক অন্তর্বিপ্লবের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং নানাভাবে তাঁহার প্রচারকার্য আরম্ভ হইল। এমন কি, তিনি প্রচার করিলেন যে, সদাশিব অচ্যুতের সহিত যুগ্মশাসকরূপে রাজত্ব করিতেছেন।[৬২] তাঁহার চক্রান্তে রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলার উদয় হইল। তাঁহার আন্দোলনে অচ্যুতের প্রভাব সাময়িকভাবে অনেকটা নিস্তেজ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৫৩৭ খ্রী°-র পর সদাশিবের শক্তিসঞ্চয়ের অগ্রগতি হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং অচ্যুত পুনরায় আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। অচ্যুতের এই প্রতিষ্ঠা মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল, এমন কি ১৫৪৩ খ্রী° পর্যন্ত রামরাজ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।[৬৩]

১৫৩৮-৯ খ্রী° বিজাপুরের সুলতান মল্লু-পুত্র ইব্রাহিম আদিল শাহ একবার বিজয়নগর আক্রমণ করেন। বিজাপুর এই সময় কপট অসদ্ খাঁর প্রভাবাধীন ছিল। অসদ্ খাঁ সুলতানকে বিগত যুদ্ধে বিজয়নগরের নিকট বিজাপুরের ক্ষতির কথা স্মরণ করাইয়া অচ্যুতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। রামরাজ এই সময় অচ্যুতের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া জায়গীর উপভোগ করিতেছিলেন। তিনি বিজাপুরের আক্রমণের সংবাদ পাইয়াও

৫৬ Epigraphy Rep. of the Tirupati, Tirumala Devasthanams, 223.

৫৭ Nellore Dist. Ins., i. Cp. 10.

৫৮ JBBRAS, xxii. 28.

৫৯ MER, 11A of 1905-6, 681 of 1922; Local Records, viii. 113.

৬০ EF, iii. 79, 381; JBBRAS, xxii. 28.

৬১ IA, 1920, xlix. 201.

৬২ MER, A6 of 1906; pt. ii. p. 65.

৬৩ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 68.

নিশ্চেষ্ট রহিলেন। অচ্যুত কিন্তু এবার সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিলেন না, সন্ধি করিলেন। এই ব্যাপারে অনেক ঐতিহাসিকই অচ্যুতকে কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—ফেরিস্তার কথা তো দূরে থাকুক, নুনিজ পর্যন্ত বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে কাপুরুষ বলা চলে না। যুদ্ধে যে অচ্যুত কখনও ভীত ছিলেন, তাহার পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তিনি যেমন নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন, তেমনই এক জন সমরকুশলী অধিনায়ক ছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে তাঁহাকে স্বয়ং বাহিনী পরিচালন করিতে এবং দুর্দম যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। অধিকন্তু তাঁহার শক্তির স্তম্ভস্বরূপ দুর্ধর্ষ সেনাপতি তিরুমল-ভ্রাতৃদ্বয় তখনও বর্তমান। সম্ভবতঃ তিনি রামরাজের বিদ্রোহজনক মনোভাব, অন্তর্বিপ্লব ও অনাগত ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। রামরাজ যে আপন স্বার্থসিদ্ধির উন্মাদনায় শত্রুপক্ষে যোগ দিতে পারিতেন সেরূপ আশা করাও অসঙ্গত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সন্ধি করিয়া তিনি যথেষ্ট রাজনীতিজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়াছিলেন।

অচ্যুতের অবশিষ্ট রাজত্বকালে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। এ সময় তিনি শাসনভার তিরুমল-ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অর্পণ করিয়া একরূপ রাজ-অন্তঃপুরেই জীবন কাটাইয়াছেন। ১৫৪২ খ্রী° মধ্যভাগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি সকলরাজু তিরুমলের অভিভাবকত্বে বেঙ্কটাদ্রিকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান। বেঙ্কটাদ্রি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিরুমলের সহসা রাজ্যস্পৃহা প্রকাশ পাইল। তিনি বেঙ্কটকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। রামরাজ বসিয়াছিলেন না, তিনি সুযোগ বুঝিয়া তিরুমলকে আক্রমণ করিলেন এবং তিরুমলকে নিহত করিয়া ১৫৪৩ খ্রী° সদাশিবকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বহুদিনের বাঞ্ছিত শাসনদণ্ড আবার রামরাজের হাতে আসিল। [রামরাজ, কৃষ্ণরায়, তিরুমল ও সদাশিব দ্র°]

সাম্রাজ্য—নিম্নোল্লিখিত রাজ্যগুলি অচ্যুতের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—(১) হম্পি-হস্তিনাবতী, (২) পেনুগোণ্ড, (৩) গুত্তি, (৪) কম্মনবোলু, (৫) শ্রীশৈলম, (৬) চন্দ্রদুর্গ, (৭) বাঙ্কুর, (৮) অরগ, (৯) কোণ্ডবীডু, (শাসনকর্তা—বাচয়্যস), (১০) উদয়গিরি, (১১) মুলবাগল, (১২) পদৈবীডু, (১৩) তিরুবডি, (১৪) শ্রীরঙ্গপত্তন, (১৫) রায়চুর, (১৬) নিডুগল।[৬৪] রাজ্যারোহণের প্রথম দিকে রায়চুর অচ্যুতের হস্তচ্যুত হইলেও ১৫৩৫ খ্রী° তিনি উহা পুনরুদ্ধার করেন বটে, কিন্তু ১৫৩৮-৯ খ্রী° পুনরায় উহা বিজাপুরের অধিকারে চলিয়া যায়। বুক্কডট্টে[৬৫], কোম্[৬৬], আনবনি[৬৭] ও চেরপট্টণ[৬৮] নামক রাজ্যগুলিও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রাভাঙ্কোর তাঁহার শাসনাধীন ছিল বটে, কিন্তু তিনি তাঞ্জোররাজ তাঁহার শ্যালিকাপতি চেব্বপ্প নায়ককে স্বাধীনতা দেন। চেব্বপ্প অচ্যুতের পত্নী তিরুমলাম্বার কনিষ্ঠা ভগিনী মূর্তাম্বা বা মূর্তিমাম্বাকে বিবাহ করেন। চোল, পাণ্ড্য, চের (ত্রিবাঙ্কুর), মাদুরা (শাসনকর্তা—বিশ্বনাথ: ১৫৩৩—৩৮ খ্রী°) প্রভৃতি রাজ্যও তাঁহার সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট রাজ্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

শাসননীতি—অচ্যুতের রাজ্যকালে বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির শাসকগণের (দুর্গনায়কগণের) অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষ্ণরায়ের সময়ে এই নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং অচ্যুতও তাহা ত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণগণকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবার প্রধান কারণ ছিল যে, তাঁহারা সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্মচারিরূপে শাসন করিতে পারিবেন এবং ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য ক্ষত্রিয় ও শূদ্রগণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এই শাসকগণের নিকট হইতে তিরুমল-ভ্রাতৃদ্বয়ের পরামর্শানুসারে অচ্যুত রীতিমত কর গ্রহণ করিতেন। এজন্য শাসকগণকেও সম্ভবতঃ প্রজাবর্গকে অধিক করভারে প্রপীড়িত করিয়া অচ্যুতকে সন্তুষ্ট করিতে হইত। ইহার দ্বারা অচ্যুত তাঁহার রাজকোষ সমৃদ্ধ করিতেন।[৬৯] ইহা অবশ্য অচ্যুতের শেষ জীবনের কথা, রাজ্যারোহণের পর কয়েক বর্ষ এরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অচ্যুতের রাজ্যকালে বিবাহকর লওয়া হইত। বিবাহের কর কৃষ্ণরায় অনেকটা কমাইয়া দিয়াছিলেন। অচ্যুত তাঁহার রাজ্যকালের প্রথম দিকে এই কর বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, পরে অবশ্য আবার তিনি উহা কমাইয়া দেন।[৭০]

বিজয়নগর-সরকারের প্রধানতঃ চারিটী রাজকোষ থাকিত—বৃহৎ কোষ, ক্ষুদ্র কোষ, স্বর্ণকোষ ও হীরককোষ। ক্ষুদ্র কোষে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য চালাইবার অর্থ রক্ষিত হইত এবং বৃহৎ কোষ সকল সময়েই বন্ধ থাকিত; তাহাতে স্থায়িভাবে অর্থ সঞ্চিত হইত। [বিজয়নগর দ্র°] অচ্যুতের রাজ্যকালে এই চারিটী কোষের ভার এক জন মন্ত্রীর উপর অর্পিত ছিল এবং সেই মন্ত্রী শাসন-পরিষদের একজন সদা থাকিতেন। তিরুমল-ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন যে একবার এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অচ্যুতের রাজ্যারম্ভের সময় প্রদত্ত কয়েকটী লিপিতে তিপ্পরসের পুত্র অপ্পয়ন তিপ্পরসকে এই কোষাধ্যক্ষের পদে দেখা যায়।[৭১] অচ্যুতের কোষাধ্যক্ষকে 'তিপ্পপ্পর'ও বলা হইত।[৭২]

সাধারণের শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মাত্র শহর বা গ্রাম নহে, রাজ্যের সর্বত্রই-বনে ও পর্বতীয় প্রদেশে পুলিশ নিয়োজিত করিয়া রাখা হইত। পুলিশ-বিভাগের অধিনায়ককে বলা হইত 'তলবর'। অচ্যুতের সময় পেনুগোণ্ড বীরম

৬৪ EC, xii, Pg. 75.

৬৫ MER, 576 of 1912.

৬৬ ঐ, 13 of 1922-3.

৬৭ Mackenzie Mss., 19. 1. 4.

৬৮ EC, ix. Cp. 53.

৬৯ A Forgotten Empire, 369.

৭০ His. of the third dynasty of Vijayanagara, 222.

৭১ MER, 179 of 1913; EC, ix. Cp. 74.

৭২ EC, ix. Cp. 152, 155.

তৎপর ছিলেন।[৭৩] অচ্যুত অথবা কৃষ্ণরায়ের মত রাত্রে ছদ্মবেশে রাজধানীর পুলিশের কার্য পরিদর্শন করিতেন না। চৌর্য, দস্যুবৃত্তি, অবিচার প্রভৃতি দমনের জন্য তাঁহার শাসন-পরিষৎ চেষ্টা করিতেন। কৃষ্ণরায় রাহাজানি বা দস্যুবৃত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁহার প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগ আন্তরিকতার সহিত শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাদের দুঃখদুর্দশা দূরীকরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু অচ্যুতের সময় জ্যেষ্ঠের সেই নীতি যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। সম্ভবতঃ নিরত যুদ্ধবিগ্রহ ইহার অন্তরায় হইয়াছিল। ইহাতে পালেগার নামক দস্যু-সম্প্রদায় বিশেষ শক্তিশালী হইয়া ওঠে, এমন কি তাহারা স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছাচারিতা করিবার অবকাশ পায়। নগরে ও গ্রামে লুণ্ঠন করিয়া তাহারা অধিবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত করিত। তাহাদের প্রতাপ ও রাজদ্রোহিতা ছয় বৎসর চলিয়াছিল।[৭৪] কয়েক জন শাসনকর্তারও ব্যবহার বিশেষ ভাল ছিল না; কোণ্ডবীডুর বাচম্মরস তাঁহাদের অন্যতম। অচ্যুতের অধীন অমরনায়কগণ এবং তাঁহাদের কর্মচারিসমূহ বিশেষ পীড়ন করিতেন। তাঁহাদের পীড়নের মাত্রা যত বাড়িয়া উঠিল, ততই প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পীড়নে উত্যক্ত হইয়া বা উহাকে বাধাদানের জন্য দস্যুতাও বাড়িয়া উঠিল। অনেকে গৃহাদি পরিত্যাগপূর্বক প্রতিবেশী রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। সরকারের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে নানারূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু প্রজাগণ রাজ-সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিল বলিয়া সরকারকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।[৭৫] এই জন্য অচ্যুত কৃষ্ণরায়ের মত প্রজাপ্রিয় হইতে পারেন নাই, বরং প্রজাগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত এবং এরূপও মত পোষণ করিত যে, যদি কখনও বিজয়নগরের পতন হয় তো তাহা অচ্যুতের রাজ্যকালেই হইবে।

অচ্যুতের রাজ্যকালে নেল্লমলয় গিরিমালায় জোতি-গিরিবর্ত্মে, বিশেষতঃ অহোবলম্ মন্দিরে যাইবার চড়াইপথে দস্যুদলের অত্যাচার বাড়িয়া ওঠে। গোরুমালিল্লু, বন্দেবোলু, কন্তম্ প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমুদয় নরনারী, বণিক্ ও তীর্থযাত্রী জোতি-গিরিপথ দিয়া অহোবলম্-মন্দিরের উৎসবে আগমন করিত, তাহারা প্রাণভয়ে উহা পরিত্যাগ করিল। এই ব্যাপার অচ্যুতের কর্ণগোচর হইলে তিনি সংকরাজুর পরামর্শানুসারে বীর্যবান সিদ্দপ্প নামক এক জন অসমসাহসী ব্যক্তিকে দস্যুতা দমনের জন্য জোতি-গিরিপথের অভিভাবক নিয়োজিত করেন। ইহার জন্য সিদ্দপ্পকে বাসিরিপল্লি নামক গ্রাম জায়গীরস্বরূপ দেওয়া হয়। সিদ্দপ্প কয়েক জন দস্যুকে বন্দী করিয়া অচ্যুতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন।[৭৬] অতঃপর এই দস্যুতাদমন কতদূর সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

সমরশক্তি—অচ্যুতের সমরশক্তি যে বিশেষ শক্তিশালী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের অধিকারে লক্ষাধিক সৈন্য এবং অগণিত অশ্ব ও হস্তী ছিল বলিয়া অচ্যুতের অধিকারে তদপেক্ষা কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার হস্তিশালার হস্তী পর্যবেক্ষণের জন্য তিন সহস্র লোক এবং ষোল শত অশ্বরক্ষক, তিন শত অশ্বশিক্ষক ও কর্মকার, মিস্ত্রী, সূত্রধর, রজক প্রভৃতি দুই সহস্র লোক ছিল। শক্তিসঞ্চয় এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত উভয় ব্যাপারেই প্রভূত হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি তিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিতেন। অচ্যুতকে এইরূপ ওর্মুজ হইতে প্রতি বৎসর তের সহস্র অশ্ব ক্রয় করিতে দেখা যায়।[৭৭]

জলসরবরাহের ব্যবস্থা—কৃষিকার্যের উন্নতির ও প্রজাবর্গের ব্যবহারের জন্য যাহাতে যথোপযুক্ত জলসরবরাহ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা অচ্যুতের রাজ্যকালে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল। যদিও অচ্যুত নিজে কোন প্রণালী বা পুষ্করিণী খনন করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অধীন শাসকবর্গ, মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য প্রধান পুরুষগণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে খননাদি করিয়াছিলেন। কোণ্ডবীডুর শাসনকর্তা বয়কার রামপ্পয় নেল্লোর জেলায় মাগিমাবিনহলিতে একটী পুষ্করিণী খনন করেন। তিম্মরস ও বাচরস নামক দুই জন রাজকর্মচারী কুর্ণুল জেলার দেবাক নামক স্থানে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অচ্যুতের তোরণনায়ক ব্যক্তিটি বেঙ্কটরাজ-কর্তৃক কুকনয়ুর নামক একটী পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মল্লপ্প নামক বিলেবলিতে একটী পুষ্করিণী ও একটী প্রণালী খনন করেন। জলবর পেনুগোণ্ড রাজ্যে একটী প্রস্রবণ ও সোদয় নামক গ্রামে কৃষিকার্যে জলসেচনের জন্য নূতনতুরুকতা নামে প্রণালী খনন করিয়াছিলেন। মহানায়কাচার্য চারি নরসা নায়ডু কুচিপালন পুকুর পূর্ণ রাখিবার জন্য পেনার নদ হইতে একটী প্রণালী সংযুক্ত করেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে শিহরির বণিকগণের দ্বারাও একটী পুষ্করিণী খনন করা হয়। মাদমলগান্ত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থ সামন্তপুডিতে একটী পুকুর প্রতিষ্ঠা করেন। রামরাজের ভগিনী তিরমালা বেক্কারলপাড়ুতে একটী সুবৃহৎ পুকুর খননের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নগরির ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অগ্রহারের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য একটী পুষ্করিণী খনন করেন। কালহস্তি শিবমন্দিরের কর্তৃপক্ষ মন্দিরের অধিকারভুক্ত গ্রামসমূহের পুষ্করিণীগুলির সংস্কারের জন্য অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এই অর্থ ধার্মিক দাতৃগণের প্রদত্ত অর্থ হইতে গৃহীত হইয়াছিল।[৭৮]

ধর্মাচরণ—অচ্যুত প্রধানতঃ বৈষ্ণবপন্থী ছিলেন। বিষ্ণুর উপাসক হইলেও অন্যান্য

৭৩ MER, 785 of 1917.

৭৪ Local Records, vi. 40.

৭৫ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 242-5.

৭৬ Local Records, v. 79-80.

৭৭ A Forgotten Empire, 381.

৭৮ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 188-9.

দেবদেবীর উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কৃষ্ণরায়ের মত তিনি সমুদয় সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাবর্গকে সমানভাবে দেখিতেন। সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট সমান শ্রদ্ধালাভ করিত। বিষ্ণুমন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত না। কালহস্তি ও কাঞ্চীর শিব-মন্দিরে তিনি প্রচুর রত্নাদি ও ভূমিদানে মন্দিরকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তিরুপতিতে তিনি পঞ্চদিবসব্যাপী 'লক্ষ্মীদেবীমহোৎসবম্' ও 'পুনর্বসু তিরুনল' নামক দুইটী ধর্মোৎসবের প্রবর্তন করেন। অনেক দেবমন্দিরও তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং নানা উপায়ে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিয়া ধর্মাচরণ করিতেন। তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যহ দুই তিন সহস্র ব্রাহ্মণকে দান দেওয়া হইত। প্রত্যহ প্রাতে শুদ্ধাচারে দেবপূজা না করিয়া তিনি অন্য কার্য করিতেন না। প্রত্যহ দানাদির পর তিনি পুরাণের ধর্মকথাও শ্রবণ করিতেন। রাজনাথের 'ভাগবতচম্পূ' গ্রন্থে দেখা যায়, অচ্যুত শাস্ত্রানুমোদিত ষোড়শ প্রকার দানের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শিক্ষা, সাহিত্য ও সুকুমার-কলায় অনুরাগ—সাহিত্য ও শিল্পে অচ্যুতের বিশেষ ও বিশিষ্ট অনুরাগ ছিল। কৃষ্ণরায় শিক্ষা ও সাহিত্যের যেরূপ সমাদর করিতেন ও উহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, সেই আদর্শ অচ্যুত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় দুই জন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়—একজন তাঁহার সভাকবি রাজনাথ ডিণ্ডিম এবং অপর জন মহিলা কবি তিরুমলাম্বা। রাজনাথ 'অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ম্' ও 'ভাগবতচম্পূ' নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ম্ একখানি ঐতিহাসিক কাব্য। ভাগবতচম্পূ অচ্যুতেরই নির্দেশে রচিত হয়। তিরুমলাম্বা সম্ভবতঃ রাণীদের একজন সহচরী ছিলেন। অচ্যুতের স্বর্ণমেরু উৎসব-উপলক্ষে প্রদত্ত প্রশস্তির বিবরণ ইঁহার রচিত বলিয়া দেখা যায়।[৭৯] ইনি 'বরদাম্বিকা-পরিণয়ম্' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি গদ্যে ও পদ্যে লিখিত এবং উহা অচ্যুতের সহিত বরদাম্বিকার বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া রচিত হইয়াছে। ইনি বিশেষ গুণবতী রমণী ছিলেন এবং অচ্যুতের রাজসভায় ইঁহার বিশেষ স্থান ছিল। কর্ণাটী 'ভাগবত'-প্রণেতা চাটু বিট্ঠলনাথ অচ্যুতের সভায় ছিলেন। কৃষ্ণের সভাতেও তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল। কৃষ্ণ ও অচ্যুত উভয়েরই নির্দেশে তিনি 'ভাগবত' রচনা করেন বলিয়া মনে হয়। দেবতার উদ্দেশে লিখিত দুইটী কাব্যের রচয়িতা এরবাৰ্থ বা রাৎমাধবও অচ্যুতের সভায় ছিলেন। একটী লিপিতে দেখা যায়, অচ্যুতের রাজ্যকালে বিজয়নগরে চৈতন্যদেব আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অচ্যুত একটী নিষ্কর গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।[৮০] প্রত্যহ পুরাণালোচনার কথা হইতেও তাঁহার যথেষ্ট সাহিত্যপ্রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি শিক্ষিত ও গুণীর সমাদর করিতেন। অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ের ৭ম সর্গে দেখা যায়, যখন তিরুমল চেররাজ ও চোলরাজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন অচ্যুত শ্রীরঙ্গমে কবি ও সুধীবর্গের সহিত সাহিত্যানুশীলনে সময় কাটাইতেছিলেন।[৮১] কলাশিল্পের মধ্যে স্থাপত্য ও সঙ্গীতকলাতে তাঁহার আগ্রহ ছিল বেশী। তাঁহার সময়ে বিজয়নগর-রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে নৃত্যগীতের বিশেষ সমাদর ছিল। অন্তঃপুরিকাদের নৃত্য ও গীত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বায়কার রামপ্পয়কে নিয়োজিত করেন। রামপ্পয় শিক্ষাদানে কৃতিত্ব দেখাইয়া অচ্যুত কর্তৃক কোণ্ডবীডুর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।[৮২] অচ্যুত নিজেও প্রত্যহ সায়াহ্নে সঙ্গীত ও কাব্যচর্চা এবং অন্যান্য আমোদপ্রমোদ করিতেন। নারীদের নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়ায় তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

স্থপতিশিল্পে অচ্যুত — অচ্যুত যে স্থাপত্যশিল্পের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার নির্মিত মন্দিরগুলি। কৃষ্ণরায়ের সিংহাসনে আরোহণের পর হইতে বিজয়নগরে স্থপতিশিল্পের সুবর্ণযুগের সূচনা হয়; অচ্যুতের রাজ্যকালেও এই সুবর্ণযুগ চলিয়াছিল। ফার্গুসন সাহেব বলিয়াছেন, ১৫০৮ খ্রী° কৃষ্ণের রাজ্যারোহণকাল হইতে ১৫৪২ খ্রী° অচ্যুতের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্ভবতঃ বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তিগুলি গড়িয়া উঠে।[৮৩] অচ্যুত তাঁহার স্থাপত্যশিল্পের সূচনা করেন কৃষ্ণরায়ের অসমাপ্ত বিট্ঠলদেবের মন্দিরে। মন্দিরটী তিনি সমাপ্ত করেন। বিজয়নগর রাজধানীর আরও দুইটী উল্লেখযোগ্য মন্দির তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৩৯ খ্রী° তাঁহার অচ্যুতরায়স্বামি-মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরটীর পরিকল্পনা বিট্ঠলস্বামি-মন্দিরের অনুরূপ। অবশ্য এই মন্দির কলাশিল্পের ও তক্ষণকার্যের ঐশ্বর্যের দিক্ দিয়া বিট্ঠলস্বামি-মন্দিরের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর। ইহার একটী বিস্তৃত বারান্দা আছে, উহার অবলম্বন স্তম্ভগুলি গ্রানাইট্ প্রস্তরনির্মিত। স্তম্ভগুলির উপর তক্ষণশিল্প অপূর্ব শিল্পনিপুণতার পরিচায়ক। ইঁহার সময়ে নির্মিত পট্টাভিরাম-মন্দির বিজয়নগরের বৃহত্তম মন্দির। যদিও ইহা তক্ষণশিল্পে যথেষ্ট পরিমাণে অলঙ্কৃত নহে, তথাপি ইহার বিশালতা অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করে। পূর্বোক্ত স্তম্ভশ্রেণীর উপর নির্মিত সুবৃহৎ গৃহ স্থাপত্যশিল্পের একটী কীর্তিস্বরূপ। গৃহটীর সম্মুখদিকে গোপুর এবং বৃহৎ জলাশয় অবস্থিত। গৃহের মধ্যভাগে একটী গ্রানাইট্ প্রস্তরনির্মিত মণ্ডপ। গোপুর, জলাশয় ও মণ্ডপটী মন্দিরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু। সুবিশাল আড়ম্বরের দিক্ দিয়া মনে হয় মন্দিরটী সমশ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে

৭৯ MER, 9 of 1904.

৮০ EC, ix, Cp. 1.

৮১ Sources of Vijayanagara History, 67.

৮২ Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 395, 444.

৮৩ Fergusson : Hist. of India & Eastern Architecture, i. 401.

শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। হম্পির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও ইহা খণ্ডিতভাবে বর্তমান।

অচ্যুতের স্থাপত্যশিল্পনিদর্শক মন্দিরগুলি যে মাত্র তাঁহার রাজধানীতেই নির্মিত হইয়াছিল তাহা নহে, রাজধানীর বাহিরে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে তিনি মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাজ্যারোহণের পর প্রথমেই তিনি তিরুমলয়ে অবস্থিত কপিলতীর্থে একটী গ্রানাইট সিঁড়ি নির্মাণ করেন এবং ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাবন্দনার জন্য উহার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০টী আবাসোপযোগী একটী অগ্রহারে তাঁহারাই অচ্যুতরায়-পেরুমাল নামক মন্দিরও নির্মিত হইতে দেখা যায়। তাঁহার কর্মচারী পেম্মসানি তিরুমল নেপাক্কিতে একটী শিব-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন; মন্দিরটী ভাস্কর্যশিল্পের সৌন্দর্য-খচিত স্তম্ভনিচয় এবং মনোহর মূর্তিশিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য।[৮৪]

দৈনন্দিন জীবন—অনেক স্থলে অচ্যুত তাঁহার কর্তব্যকার্যে অবহেলা প্রকাশ করিতেন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখান হইয়াছে যে তিনি নিয়মিতভাবে কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তিরুমলাচার্য-লিখিত 'নীতিসী সপদ্যশতক' নামক গ্রন্থে অচ্যুতের দৈনন্দিন কার্যের উল্লেখ এইরূপ দেখা যায়—

আহারের পূর্বে—

(১) স্নান, বিষ্ণুরূপ ধ্যান ও দেব-পূজা;
(২) ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন ও পুরাণপাঠ শ্রবণ;
(৩) দানকার্য, অতঃপর শত্রুকে ও চৌর্যবৃত্তিদমনের প্রতীকার-উদ্ভাবনের জন্য মন্ত্রণা;
(৪) প্রজা, অশ্ব ও হস্তীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের প্রতীকারোপায়ের জন্য মন্ত্রণা;
(৫) বন্ধুগণ, মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতের সহিত পরামর্শ;
(৬) রাজ্যের ঐশ্বর্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য প্রতীকারের সন্ধান; অতঃপর আহার;

আহারের পর—

(৭) সঙ্গীত ও কাব্যানুশীলন এবং আমোদ-প্রমোদ;
(৮) গুপ্তচরদিগের সংবাদ-শ্রবণ এবং পরিশেষে গোপন স্থানে নিদ্রা।[৮৫]

(N. Venkata Ramanayya: Studies in the History of the Third Dynasty of Vijayanagara, Madras 1935; Robert Sewell: A Forgotten Empire — Vijayanagara; HInsSI, 244-401; Krishnaswamy Ayyangar: Sources of Vijayanagara History, Madras 1919; Suryanarayan Rao: History of Vijayanagara, ii.; H. Heras: Beginnings of Vijayanagara History)

শ্রীঅজিত ঘোষ

অচ্যুতরায়াভ্যুদয়ম্— মহাকাব্য-বি°। রচয়িতা—ডিণ্ডিম-বংশীয় রাজনাথ কবি। ইঁহার পিতা—অরুণগিরিনাথ। রাজনাথ সম্ভবতঃ চন্দ্রগিরিবাসী। ঐতিহাসিক কাব্যের দিক্ দিয়া গ্রন্থখানির যথেষ্ট মূল্য আছে। ইহাতে বিজয়নগররাজ অচ্যুতরায়ের বংশ-বৃত্তান্ত, তাঁহার ও তাঁহার পিতা নরসের যুদ্ধাভিযান-কাহিনী বর্ণিত আছে। [অচ্যুতরায় দ্র°]— Burnell 156 b.; Opp. I. 1375, 1734; II. 2710; S. Mss. 11451.

অচ্যুতলীলা—বাসুদেব-কৃত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য।—TCM 3060 (d).

অচ্যুতশতক—বিষ্ণুস্তোত্র। — Taylor I. 146; Opp. I. 1089, 2500, 5475; ii. 3559; Rice 268; S. Mss. 9816.

অচ্যুতশর্মা১, — দায়ভাগটীকাকার।— Cat. Cat. 10. 76 A.

অচ্যুতশর্মা২— বেদান্তামৃতচিদ্রত্নচষকের টীকাকার।— Cat. Cat; B. 4. 96.

অচ্যুতশিব—ব্যক্তিবি°। তত্তানন্দপুরবাসী অচ্যুতশিব প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ২৯৬ হর্যাব্দে পৌণিক মহাজনকে কিছু সম্পত্তি ও নগদ অর্থসহ কনক শিবাদেবীকে দান করেন।— EI. xix. 56-60.

অচ্যুতসূরি—মাধবাচার্যকৃত শঙ্করবিজয়ের টীকাকার।—Cat. Cat; B. 2. 134.

অচ্যুতস্থল—স্ত্রী°, পঞ্জাব-প্রদেশের স্থান-বি°।—মহা°

অচ্যুতা১,—১ পরমেশ্বরীর অষ্টোত্তর সহস্রনামের এক নাম।—কূর্মপু° ১২. ৬৫। ২ গঙ্গার সহস্রনামের অন্যতম।—স্কন্দ° কাশী° ২৯. ২০।

অচ্যুতা২—জৈনগণের উপাস্য চতুর্বিংশতি শাসনদেবীর অন্যতমা। ইনি ষষ্ঠ ও সপ্তদশ তীর্থঙ্করের শাসনদেবী। অচ্যুতা ভুবনপতি-দেবজাতীয়া—কিন্তু তিনি তির্যক্-লোকে বাস করেন। 'প্রবচনসারোদ্ধারে'র ২৭শ পরিচ্ছেদে অচ্যুতামূর্তির ধ্যান এইরূপ—

'শ্রীকুন্থোরচ্যুতাদেবী মতান্তরেণ বলাভিধানা কনকচ্ছবির্ময়ূরবাহনা চতুর্ভুজা বীজপূরকশূলাহিতদক্ষিণপাণিদ্বয়া মুষুণ্টিপদ্মান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ।'

তীর্থঙ্কর শ্রীকুন্থুর শাসনদেবী অচ্যুতা, মতান্তরে বলাদেবী,—কনকবর্ণা, ময়ূরবাহনা, চতুর্ভুজা। দেবীর দক্ষিণকরদ্বয়ে বীজপূরক ও শূল এবং বামপাণিদ্বয়ে মুষুণ্টি ও পদ্ম।

বর্ধমানহরি-কৃত 'আচারদিনকরে' (১৭৭ পত্রাঙ্ক) অচ্যুতার ধ্যান অন্যরূপ। অচ্যুতা শ্যামা, চতুর্ভুজধরা, নরবাহনা। দুইটী দক্ষিণহস্তে দেবী পাশ ও বরদমুদ্রা ধারণ করেন এবং বামহস্তদ্বয়ে সুন্দর বীজপূর ও তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ ধারণ করেন। ধ্যান যথা—

'শ্যামা চতুর্ভুজধরা নরবাহনস্থা
পাশং তথা চ বরদং করয়োর্দধানা।
বামান্যয়োস্তদনু সুন্দরবীজপূরং
তীক্ষ্ণাঙ্কুশঞ্চ দধতোঃ প্রদদাতুচ্যুতাখ্যা॥'*

[৮৪] Hist. of the third dynasty of Vijayanagara, 440-1.

[৮৫] ঐ, 101-2.

* রামচন্দ্রন্ তাঁহার গ্রন্থে (T. N. Ramachandran: Bulletin, Madras Museum—Tiruparuttikunram

প্রবচনসারোদ্ধারে শ্রীপদ্মপ্রভদেবের শাসন-দেবীরূপেও অচ্যুতার ধ্যান আছে। ধ্যান যথা—

'শ্রীপদ্মপ্রভস্যাচ্যুতা মত্যান্তরেণ শ্যামা-দেবী শ্যামবর্ণা নরবাহনা চতুর্ভুজা বরদবাণা-ন্বিতদক্ষিণকরদ্বয়া কার্মুকাভয়যুক্ত বাম-পাণিদ্বয়া চ'

অচ্যুতা মতান্তরে শ্যামাদেবী, শ্যাম-বর্ণা, নরবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও বাণ এবং বাম করদ্বয়ে ধনু ও অভয়মুদ্রা আছে।

আচারদিনকরের অনন্য (১৫১ পত্রাঙ্ক) যে ধ্যান পাওয়া যায় তদনুসারে অচ্যুতা কাঞ্চন-কান্তি। ইঁহার চারিহস্তে ধনু, ফলক, অসি ও শর। ধ্যান এইরূপ—

'হসিতমুক্তবরকমলায়কং বিশতু কাঞ্চনকান্তি-রিহাচ্যুতা।
ধৃতধনুঃফলকাসিশরৈঃ করৈরসিতমুক্তভয়ক-নায়কম্॥'

অপর একটী ধ্যানে অচ্যুতা দুইটী দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা ও বীণা ধারণ করেন। তাঁহার বামহস্তদ্বয়ে ধনু ও অভয়মুদ্রা।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অচ্যুতানন্দ—বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থকার। ইঁহার রচিত 'একাদশীনির্ণয়-ব্যাখ্যা'য় ইনি আনন্দ-গিরি, সুরেশ ও শঙ্করকে বন্দনা করিয়াছেন। অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।—TCM 3395 (c).

অচ্যুতানন্দ দাস—উড়িষ্যার ভক্ত বৈষ্ণব-কবি। মহামতি অচ্যুতানন্দ কটক জেলার নবদাল বা নেমাল নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা অতি দরিদ্র ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পুরী গমন করিবার এক বর্ষের মধ্যে উক্ত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীনবন্ধু খুন্টিয়া ও মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁনি জাতিতে খণ্ডায়ৎ ছিলেন। দারিদ্র্যের প্রবল পীড়নে দীনবন্ধু ও পদ্মাবতী শ্রীজগন্নাথ-দেবের অনুগ্রহ-লাভের জন্য পুরী গিয়া তথায় গরুড়স্তম্ভের নিকট স্বপ্নাদিষ্ট হন ও তদনন্তর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। অচ্যুতানন্দ পরবর্তী জীবনে তাঁহার বাদশ গোয়ালা শিষ্যের গুরুগিরি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ কেহ জাতিতে গোয়ালা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সপ্তদশ শতাব্দীর ওড়িয়া বৈষ্ণব-কবি ওড়িয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকার মহামতি ঈশ্বর দাস অচ্যুতানন্দকে 'নন্দ মহাস্থি'র পুত্র বলিয়া করণবংশোদ্ভূত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন (ঈশ্বর দাসকৃত চৈতন্যভাগবত ৪৫ অধ্যায়)। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি জাতিতে খণ্ডায়ৎ ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের 'পঞ্চসখা'র মধ্যে একজন ছিলেন—পঞ্চসখা যথা:—বলরামদাস, অতিবড় জগন্নাথদাস, যশোবন্ত দাস, অচ্যুতানন্দ দাস ও অনন্তদাস। শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় জাবাপুরে 'বলরাম দাস'কে ও তদনন্তর কটকে অচ্যুতানন্দ দাসকে অন্তরঙ্গ সখারূপে প্রাপ্ত হন বলিয়া ঈশ্বরদাস-কৃত চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। অচ্যুতানন্দ তাঁহার রচিত 'শূন্যসংহিতা'য় নিজের জন্মবর্ণনা-প্রসঙ্গে নিজেকে মহাপ্রভুর ভক্ত সুন্দরানন্দের (ইনি মহাপ্রভুর সহিত নবদ্বীপ হইতে পুরীতে আসিয়া তথায় ১৫১০ খ্রী° দেহরক্ষা করেন) নব-বিগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:—

"সুদাম আদি কথারে জাত কেবে কলিরে অছি বিচার।
সে কলি যুগরে কাহ্নর সঙ্গরে জন্মিবে নবদ্বীপর"।

"সুদাম সুন্দরা নামকু বহিব নীলাচলে হেব স্থিতি।
তদন্তে অচ্যুত নামকু বহিব জন্মকুলে হেব খ্যাতি॥
অচ্যুতদাসটী মো নাম প্রকাশ শ্রীহরি করুণাবেণু।
চৈতন্যঠাকুর সঙ্গে অবতার সুন্দরানন্দটী বেণু।" ১।

দ্বাপর যুগে কৃষ্ণসখা সুদাম-গৌরাঙ্গ-লীলায় নবদ্বীপে সুন্দরানন্দ নামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পুরীতে দেহরক্ষা করেন ও তৎপরে অচ্যুতানন্দ নামে পুনরায় মহাপ্রভুর লীলা নূতনভাবে পরিদর্শনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। তারপর অচ্যুতানন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহাপ্রভুর পুরীধামে অবস্থিতির কথা শুনিয়া বৃদ্ধ পিতা দীনবন্ধুর সহিত পুরুষোত্তমে আসিলেন ও মহাপ্রভুর দর্শনে কৃতার্থ হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। বালকের ভক্তিতে বিগলিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব বালককে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য সনাতন গোস্বামীকে আদেশ দিলেন।

"অগতি দিশিলা বাসনা বাসিলা শ্রীকৃষ্ণে মন নিবেশি।
চৈতন্য গোসাঁই দিব্যে করিছন্তি বড়দাণ্ডরে আসি॥
পিতাঙ্কসঙ্গরে দর্শন করিলুঁ চরণে পড়িলি যাই।
বাসনা হেতু মো অঙ্গে বাজে যহুঁ গারু প্রকাশিলা তহিঁ॥
* * *
শ্রীসনাতন গোসাইঁকি চাহিঁণ আজ্ঞা দেলে শচিসুত।
অচ্যুতানন্দকু তুম্ভে উপদেশ করহে যাই ত্বরিত॥
আজ্ঞাকু পাই সনাতন গোসাইঁ সঙ্গে ঘেনিগলে।
দক্ষিণ পারুসে বটমূলে বসি কর্ণে উপদেশ দেলে॥"

—শূন্য° ১, ৪৪, ৫০

সনাতনগোসাইঁ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া অচ্যুতানন্দ পিতার সহিত স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও উক্ত দীক্ষার দশবৎসর দশমাস পরে অচ্যুতানন্দ একটী শ্যামল বটবৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ

and its temples, 200) অচ্যুতার এই মূর্ত্তিপরিচয়ের প্রকারান্তর দিয়াছেন। তিনি কোন আকরগ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত বর্ণনা এইরূপ—'Svet— Called Syama or Achyuta. Dark in colour. Has four arms: right, varada, noose; left bow, abhaya. Her vahana is a man'. ইহা সম্ভবতঃ প্রবচনসারোদ্ধারের ধ্যান।

করিলেন ও সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের বন্ধন টুটিয়া গেল, দিব্যজ্ঞানের আলোকে তাঁহার হৃদাকাশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'অনাকারমন্ত্র' হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া উঠিল :—

"দশমাস দশবরষ অন্তরে হোইলা
অনন্ত পুণ।
কর্ম্মর বন্ধন বন্ধন কিটিলা প্রবেশ
হেলা নিগুর্ণ॥
চঞ্চল মো চিত্ত নিশ্চল হোইলা রসিলা
নিয়তে মন।
দু দয়া কলে যে ব্রহ্মাণ্ডঠাকুর বিজে কলে
গুরু ব্রহ্ম॥

* * *

প্রসন্ন হোইন পরমব্রহ্ম যে অনাক্ষর
মন্ত্র দেলে।
উপদেশ দেই ব্রহ্মাণ্ডঠাকুর অন্তর্ধান
হোই গলে॥"

সেইদিন হইতে অচ্যুতানন্দ "অনাক্ষর-মন্ত্রের" সাধনায় নিরত হইলেন, গৃহত্যাগ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের তীর্থসমূহ পর্যটন করিয়া পুনরায় পুরীধামে আসিয়া মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করিলেন। মহাপ্রভু তখন অন্যান্য সখাদিগের সহিত নৃত্যগীতাদি সমারোহে করিয়া মুক্তিমণ্ডপে পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কে নিযুক্ত ছিলেন। পুরীর তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই শূদ্র বৈষ্ণবভক্তগণকে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা ও তৎসম্বন্ধীয় মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে রাজার নিকট নানা প্রকার মিথ্যাবাদ করায় রাজা প্রতাপরুদ্র দেব এই সমস্ত শূদ্র বৈষ্ণবগণের ভজন-প্রণালীর মৌলিকত্ব ও সারগর্ভতা নির্ণয়ের জন্য তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করেন। অচ্যুতানন্দকেও তাঁহার 'শূন্যভজনে'র সারগর্ভতা প্রতিপাদনের জন্য রাজার সম্মুখে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি নিজের যোগ-সাধনার অলৌকিক-শক্তিতে রাজাকে বিস্ময়াম্বিত করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

"এহা দেখি বিজয়ানে কহিলে যে ব্রাহ্মণ
আগরে পুণ।
শূদ্র বইষ্ণবমানে ত সিদ্ধান্ত করুঅছন্তি
ভজন॥
বলরাম দাস বোলি শূদ্রজনে কহে সে
বেদান্ত সার।
ছামুরু পুকারি কোদেব তাহাক তঙ্কু-
কিছি বিচার॥ ইত্যাদি

ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া রাজা প্রতাপরুদ্র দেব বলরামদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তু গোপনাথ শূদ্রসুত॥ তু কহ বেদান্ত
চরিত॥
তুহার মূঢ় হীনজন। তু কহ বেদান্ত বিধান।"
গুরুগীতা, ১ম অ°।

ইত্যাদি রূপে উক্ত বলরামদাসকে পরীক্ষা করিয়া অচ্যুতানন্দ দাসকে পরীক্ষা করিলেন,

"বোইলে দাসে শুণ যোঠারু।
ভজনমন্ত্র কেবণ মন্তরু॥
অজপা নাম কাম বীজমান।
গায়ত্রী চব্বিশাক্ষর ভজন॥
কেউঁ মন্ত্র গোটি ইষ্ট তুম্ভর।
কহ দাসে দেখি তত্ত্ব বিচার॥"
শূন্য°, ২য় অ°।

উক্ত পরীক্ষায় ভক্তপ্রবীণ অচ্যুতানন্দ উত্তীর্ণ হইয়া রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন; ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে থাকিলেন। বোধ হয় ভক্তগণের এই সমস্ত পরীক্ষা মহাপ্রভুর তিরোধানের পর হইয়াছিল।

মহাপ্রভুর উড়িষ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাব বহুলভাবে বিস্তৃত হইলেও এবং অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ জীবনের কতকাংশ মহাপ্রভুর পারিষদভাবে অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভুর ধর্মমতের দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হইলেও গৌড়ীয় ধর্মমত তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই; তৎকালীন ও তৎপূর্ববর্তী কাল হইতে প্রচলিত মহাযানাবলম্বী বৌদ্ধ মত ও সিদ্ধাচারী, নাগাচারী ও যোগাচারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি তাঁহাদিগের ধর্ম-মতকে বহুলভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। অচ্যুতানন্দদাসের 'শূন্যভজন', 'নিগুর্ণোপাসনা', 'অনাকার মন্ত্রসাধনা' প্রভৃতি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। পুরী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অচ্যুতানন্দ যে স্বগ্রামে বটবৃক্ষের মূলে সমাধিস্থ অবস্থায় 'নিগুর্ণ ব্রহ্মে'র সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শূন্যসংহিতায় যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি উড়িষ্যার অরণ্য-সমূহের মধ্যে তৎকালে বিচরণশীল এই সমস্ত সম্প্রদায়ের যোগিগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া 'শূন্যভজন' মন্ত্রকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও মহাপ্রভুর ও জগন্নাথ দাস প্রভৃতি ভক্তগণের সাহচর্যে তাঁহার নিরাকারোপাসক রূপ প্রচলিত ধর্ম-মত অনেকটা পরিমার্জিত হইয়াছিল। যাহা হউক অচ্যুতানন্দের এই বৌদ্ধভাব-মিশ্রিত ধর্ম-মত তৎকালীন সামাজিকগণের নিকট খুবই বিসদৃশ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, সেই জন্য রাজা প্রতাপ-রুদ্র দেব ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এই শ্রেণীর ভক্তগণকে পুরী-মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন ও পরে তাঁহাদের ধর্ম-মতের যথোচিত পরীক্ষা করিয়া মন্দিরে প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করিয়াছিলেন :—

"প্রতাপরুদ্র যে কটাল কলা।
দেউল বহুত আকট হেলা॥"
শূন্য°, ৯ম অ°।

অচ্যুতানন্দ যখন মহাপ্রভুর পারিষদ-রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প এবং তিনি পঞ্চসখাদিগের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তিনি অশীতি বৎসরেরও অধিককাল জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রৌঢ় বয়সে অড়ঙ্গের রাজকন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহার গর্ভে ব্রজগদাধর নামক পুত্র জন্মলাভ করেন। পিতার ন্যায় নানাগুণে ভূষিত হইলেও তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করায় অচ্যুতানন্দ ব্রজগদাধরকে

গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অচ্যুতানন্দ তাঁহার ধর্মমত তাঁহার দ্বাদশ প্রিয় শিষ্যের দ্বারা উড়িষ্যার নানাস্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই গোয়ালা-জাতীয় এবং অচ্যুতানন্দের প্রভাব অন্যান্য জাতি অপেক্ষা গোয়ালাজাতির উপর অধিকতর ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যগণের নাম যথা—শ্যাম, নরহরি, গোকুল, নরসিংহ, বিনোদ, শ্রীধর প্রভৃতি। তিনি নেমালে মঠস্থাপন করিয়া তথায় নিজের ধর্মমত প্রচার করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনকে নিত্য লীলাস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়া গোলোকের সহিত ঐক্যভাপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু অচ্যুতানন্দ প্রভৃতির মধ্যে পুরুষোত্তমই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যময় মহালীলাক্ষেত্র। বৃন্দাবনে অসুর-নিধনাদি যাহা কিছু করিয়াছিলেন তাহা ঐশ্বর্যভাবপূর্ণ, মাধুর্যময়লীলা পুরুষোত্তমেই সর্বতোভাবে প্রকট হইয়াছে। অচ্যুতানন্দ তাঁহার গুরুভক্তিগীতায় বলিয়াছেন—

"অশেষব্রহ্মাণ্ডসার, অনন্ত শির উপর
নীলাদ্রি অব্যয় নিত্যস্থল গোলক।"—৩. ২৪

অন্যান্য সখাদিগেরও এই মত। অচ্যুতানন্দের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেবল ষড়ক্ষরযুক্ত তিন মন্ত্র জানেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ ষোড়শ নাম-মন্ত্র বত্রিশ অক্ষরে জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

স্বগ্রাম নেমাল ছাড়া অচ্যুতানন্দ কটকজেলার হরিপুর, বড়সুণ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও মঠ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিজের ধর্মমত বহুলভাবে প্রচার করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। অচ্যুতানন্দ জীবনব্যাপী অকাতর পরিশ্রম করিয়া স্বধর্মমতমূলক বহু গ্রন্থ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অণাকার-সংহিতার (ইহাই শেষ গ্রন্থ) উপসংহারে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি ৩৬ সংহিতা, ৭৮ গীতা, ২৭ বংশানুচরিত, ১২ উপবংশানুচরিত, পদ, পদ্যাবলি প্রভৃতি লইয়া সর্বসাকল্যে একলক্ষ (=বহু) গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

"ছত্তিশ সংহিতা অঠস্তরিগীতা বংশানু-
সপ্তবিংশরে
* * *
পদ পদ্যাবলি লক্ষেক যে গ্রন্থ সব
শ্রীকৃষ্ণমহিমা র"—অণাকার-স° ১৫৭।

কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থরাজির মধ্যে শূন্য-সংহিতা, অণাকার-সংহিতা, গুরুভক্তিগীতা, হরিবংশ প্রভৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইঁহার হরিবংশগ্রন্থের নাম—'সাতখণ্ডীয়া হরিবংশ'। ইঁহার রচিত আরও দুইটী গ্রন্থের নাম ইঁহার হরিবংশে প্রদত্ত আত্মপরিচয়ে পাওয়া যায়। এই দুইটী গ্রন্থ 'অনন্ত গোপি' অর্থাৎ অনন্ত রহস্য এবং 'অচ্যুতানন্দ মালিকা'। অচ্যুতানন্দ পুরীজেলার সংলগ্ন রণপুর নামক করদরাজ্যের অন্তর্গত আথগড়েও বাস করিতেন। তিনি রণপুররাজ পদ্মনাভ নরেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মনাভ রণপুর-রাজবংশাবলী-অনুযায়ী ৯৭ তম নৃপতি এবং তিনি ১৪৭৭ হইতে ১৫২৫ খ্রী° রাজত্ব করেন; তিনি উড়িষ্যাধিপতি পুরুষোত্তমদেবের কাঞ্চী-আক্রমণে যোগদান করিয়াছিলেন (JASB, 1898, 348-49.)। এইরূপে নানা মাহাত্ম্যপূর্ণ ধর্মজীবন অতিবাহিত করিয়া ১০৪।৫ বর্ষ বয়সে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অচ্যুতানন্দ দাস দেহরক্ষা করেন।

অচ্যুতানন্দের বংশধরগণ এখনও নেমাল গ্রামে বসবাস করিতেছেন ও সেই মহাপুরুষের ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শুনা যায়, অচ্যুতানন্দের একাদশ বংশধর সুন্দরানন্দ নামক একব্যক্তি এখনও নেমাল গ্রামে জীবিত আছেন।

অচ্যুতানন্দ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। উৎকলগ্রন্থে যাহা পাওয়া যায় তাহার সহিত ইহার সর্বত্র মিল নাই। এই প্রবন্ধ মাত্র উৎকলগ্রন্থাবলম্বনে লিখিত হইল।

শ্রীমহেশ্বর দাস

অচ্যুতানন্দরায়গুপ্ত — ১৮৭৩ খ্রী° কালিমগঞ্জে প্রকাশিত 'ভাবলহরী' নামক রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক গ্রন্থ-প্রণেতা। [ভাবলহরী দ্র°]

অচ্যুতাবাস=অচ্যুতবাস। অচ্যুত, দ্র°।

অচ্যুতাশ্রম — পরমানন্দাশ্রমের শিষ্য—সন্ন্যাসী। মতান্তরে (TCMR. 1736) চিদানন্দাশ্রমের শিষ্য। গ্রন্থ—১ রামনাম-মাহাত্ম্য। ২ রামার্চনচন্দ্রিকা। ৩ বিশ্বেশ্বরী-পদ্ধতি (ধর্ম)। ৪ সন্ন্যাসধর্মসংগ্রহ।—Cat. Cat. ৫ অচ্যুতাশ্রমপদ্ধতি।—TCMR, 1736. ৬ সন্ন্যাসপদ্ধতি।

অচ্যুতাষ্টক — শঙ্করাচার্যকৃত স্তোত্র। বৃহৎস্তোত্ররত্নাকর প্রভৃতি বহুগ্রন্থে অধুনা মুদ্রিত।—Pet 726. Poona 593.

অচ্যুতেন্দ্রাভ্যুদয়ম্,—গ্রন্থ-বি°। ইহা তাঞ্জোররাজ রঘুনাথনায়কলিখিত ও তৎপিতা অচ্যুতনায়কের নামে উৎসর্গীকৃত। অচ্যুতনায়ক ও রঘুনাথনায়ক উভয়ের মন্ত্রী গোবিন্দদীক্ষিত-রচিত 'সাহিত্যসুধা'র গ্রন্থখানির উল্লেখ আছে। [অচ্যুতনায়ক ও রঘুনাথ দ্র°]

অচ্রা,—বোম্বাই প্রদেশের অন্তঃপাতী রত্নগিরি জেলার মালবন মহকুমায় অবস্থিত একটী বন্দর। অবস্থিতি—দ্রাঘি° ১৬° ১৩′ ৩৫″ উ°, অক্ষা° ৭৩° ২৯′ ৫০″ পূ°।—IG. i. 18.

অচ্রেলবোঙ্গা (Achrælbonga)—উত্তরভারতের মুণ্ডাজাতির অন্যতম অধিদেবতা। ইনি উহাদিগের বিবাহিত স্ত্রীলোকগণকে রক্ষা করেন; কিন্তু তাহারা যদি পিতৃগৃহে গিয়া কোন জিনিস চুরি করে তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে শাস্তিদান করেন।—ERE. ix, 2.

√**অজ্**,—[ভ্বা° প° সক° সেট্—অজতি, আজীৎ, অজিতুম্; তু° গ্রী° age; লাটিন—ago। 'অজের্ব্যঘঞপোঃ'—পা° ২. ৪. ৫৬ সূত্রানুসারে ঘঞ্ (পা° ৩.৩. ১৮) ও অপ্ (পা° ৩. ৩. ৫৭) ব্যতীত আর্ধধাতুক বিভক্তি পরে থাকিলে 'অজ' স্থানে 'বী' আদেশ হয়। যথা—প্রবীয়তে, অবৈষীৎ, বিবায়, বীয়াৎ, প্রবিবীষতি বেবীয়তে, বীথা, প্রবীর, প্রবীত। তৃচ্ করিলে বিকল্পবিধি হয়—প্রবেতা, প্রাজিতা। গতিঅর্থে (গত্যর্থকর্মান্‌গতৌ) বি + অতি + √ অজ্ আত্মনেপদ হয় না। যথা, ব্যত্যজন্তি গ্রামম্; কিন্তু ক্ষেপণার্থে আত্মনেপদই হয়। যথা,

বাত্যায়তে] ১ গমন করা। ২ ক্ষেপণ করা। ৩ [চু° উঃ অক° সেট্—অজয়তি, অজয়তে, আজিজৎ, আজিজত, আজয়ামাস, আজয়াম্বভূব, আজয়াঞ্চকার, আজয়াঞ্চক্রে] দীপ্তি পাওয়া।

অজ.টেক—আমেরিকার এক প্রাচীন জাতি। নামান্তর—মেক্সিকা (Mexica)। প্রবাদ, Aztlan দ্বীপে ইহাদের উদ্ভব হয়; ইহারা যাযাবর ছিল; মেক্সিকোর সন্নিহিত অজ.টেক-দিগের আদি ভূমিতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক অজ.টেক্-দিগের বহু প্রাচীন স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহারা ভুট্টার চাষ করিত। খ্রী° চতুর্দশ শতক হইতেই ইহারা মেক্সিকো প্রদেশে প্রভাব অর্জন করে। ইহারা নহুয়া-ভাষী-(Nahua-speaking) দিগের একটী শাখা। প্রথমে ইহারা অন্য জাতির অধীন ছিল; এই সময়ে অকমপিচ্.লি (Acamapichtli) নামক এক ব্যক্তি ইহাদের রাজা হয়। রাজা ইৎ.-কোট্.লের (Itzcoatl) সময়ে ইহারা বিশেষ বলশালী হইয়া উঠে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে অজ.টেকরা মেক্সিকো প্রদেশের বাহিরেও অভিযান করে। ইহাদের রাজ্য বিশেষ বিস্তৃত হইয়া ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এই জাতির প্রাচীন গৌরবের নিদর্শনরূপে বহু মন্দির, পিরামিড পাওয়া গিয়াছে। মেক্সিকোতে সূর্য-পিরামিডে প্রস্তর-নির্মিত যে পঞ্জিকা (stone-calendar) পাওয়া গিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। পরবর্তী কালে কোরটেজ. জাতি (Cortez) ইহাদিগকে জয় করে। অজ.টেকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যে বিশেষ সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মেক্সিকোতে অজ.টেক নামে একটী প্রান্ত আছে।

[T. A. Joyce : Mexican Archaeology (1922) ; Spiden : Ancient civilization of Mexico and Central America.]

অজ.দ্—(al-Azd)—আরবদেশীয় জাতি-বি°। সাধারণতঃ ইহাদিগকে অল্-অস্দ্ বলা হইয়া থাকে। এই জাতির প্রকৃত নাম দর্‌রা। ইহাদের বংশানুক্রম এইরূপ:—অল্-অজ.দ্ বিন্ ঘওস্. বিন্ নব্‌ত্ বিন্ মালিক্ বিন্ জৈ.দ্ বিন্ কহ্.লান্ বিন্ সবা (Saba')।

সবা
|
কহ্‌লান্
|
জৈ.দ্.
|
মালিক্
|
নব্‌ত্
|
ঘওস্.
|
অল্-অজ.দ্

ইহাদের বহু বিস্তৃত শাখাপ্রশাখার মধ্যে চারিটী শাখাই প্রধান:—

(১) অজ.দ্. ওমানবাসী ওমানগণ; ইহারা মৎস্যজীবী ছিল এবং এই হেতু ইহারা পূর্বে উপহাসাস্পদ হইত। কোরেশবংশীয়েরা ইহাদিগকে অজ.দ্. বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিত না।

(২) অজ.দ্ সরাত—ইহারা জমনের (Jaman) সরাত পর্বতের অধিবাসী ছিল। ইহারা তস্করবৃত্তিরূপে খ্যাত, এবং এইজন্য সমাজে উপহসিত হইত।

(৩) অজ.দ্. শনূ'অ (Azd shanu'a) —ক'ব (Ka'b) — কদাচিৎ 'শানূয়া' বলিয়া অভিহিত হইত। শানা'আ বংশের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ। ইহাদের বংশানুক্রম এইরূপ:—ক'ব্. (Ka'b) বিন্ অল্-হারিস্. বিন্ ক'ব্. 'অবদুল্লাহ্. বিন্ মালিক্ বিন্ নস্‌র্ বিন্ অল্-অজ.দ্.।

অল্-অজ.দ্.
|
নস্‌র্
|
মালিক্
|
'অবদুল্লাহ্.
|

ইহারাও সরাতের অধিবাসী। অজ.দ্. সরাত ও অজ.দ্. শানূ'অ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

(৪) অজ.দ্.'ঘস্সান্ (Azd Ghassān) সিরিয়া ও সিরিয়ার উত্তরের মালিক্। মদিনার অল্-অওস্ ও অল্-খজ.রজ. এবং মক্কা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের খুজা.' (Khuzā)—ইহারাও অজ.দ্-বংশীয়। অবী স্রক্কের পুত্র অল্-মুহল্লব অল্-'অতীক্ নামক সম্প্রদায় ভুক্ত। এই সম্প্রদায় অব্‌দুল্লাহ্. বিন্ অল্-অজ.দের শাখা। অবু জুবৈর নসর্-সম্প্রদায়ভুক্ত।

ইতিবৃত্ত—আরবদেশে পৌত্তলিকতার সময়ে অজ.দ্গণ মনাত্. ও জুল্-খলসের প্রধান পূজক ছিল। 'আ-ইম ('A'-im) সরাতের এক দেবমূর্তি ছিল। ম'রিবের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অজ.দ্গণ সবা' পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তারপর তাহারা সরাত পর্বতে চলিয়া যায়। সরাত পর্বতে প্রবেশ করিয়াই অজ. অম্‌দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করে। প্রথম অর্দশীর অজ.দ্দিগকে ওমানে প্রথমে বসবাস করাইয়াছিলেন। এখানে বহুকাল ইহারা পারস্যাধীনে বাস করিয়াছিল। হিজ.রার নবম অব্দে মুহম্মদ কর্তৃক ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণের নির্দেশে অজ.দ্গণের একটী শাখা তাহা নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছিল।

মুহম্মদের মৃত্যুর পর অজ.দ্গণ খলিফাগণের আনুগত্য অস্বীকার করে, কিন্তু ইস্‌লামের প্রতি অনুরক্ত থাকিতে বাধ্য হয়। অজ.দ্. শনূ'অ (Azd Shanu'a) ১০ম হিজরায় মুহম্মদের নিকট দূত-প্রেরণ করেন। খলিফাগণের অভিযানে অজ.দ্গণ কোন অংশ গ্রহণ করে নাই। কূফা ও বস্‌রায় অজ.দ্. সরাত দেখা যায়। যখন মু'আবিয় বস্‌রায় খলিফা 'আলির বিরুদ্ধে বাধাদান করিতে-

ছিলেন, তখন অজ.দ্‌গণ 'অলির অধীন শাসনকর্তা জিয়াদকে (Ziyād) আশ্রয়দান করেন। অজ.দ্‌গণ বসরায় খলিফা মু'আবীয় রাজত্বের অবসান-কালে অজ.দ্‌ ওমানের (Azd 'Omān) সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যায় বসবাস আরম্ভ করে। এই সময়ে প্রথম য়াজি.দের (Yāzid I) রাজত্বের প্রথম ভাগে অজ.দ্‌গণ বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং তাহারা তমিম (Tamim) ও কইসগণের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রবিয়া-গণের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। অতঃপর অজ.দ্‌গণ দক্ষিণবাসী আরবগণের মধ্যে অগ্রণী হইয়া উঠে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আরববাসিগণের যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রধান স্থান লাভ করে। ইহারা প্রথম য়াজি.দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জি.য়াদকে সমর্থন করে। খারিজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহেও ইহারা তাঁহার সহায় হয়। বসরা হইতে খোরাসানেও ইহারা ছড়াইয়া পড়ে। কইস তমীম-গণের পরই খোরাসানে ইহারা প্রভাবশালী হয়। অজ.দ্‌ মোহল্লব ও তাঁহার বংশের অভ্যুত্থানে অজ.দ্‌গণেরও ক্ষমতা বর্ধিত হয়। ইহারা কইস কোইতবার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, এবং খোরাসানে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কোইতবা কর্তৃক অজ.দ্‌গণের পরাজয় হয়। ইহার পর উভয় জাতির মধ্যে প্রতিশোধগ্রহণের ইচ্ছা প্রবল-ভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহাদিগকে কিছু কাল অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় য়াজি.দ মোহল্লব-বংশীয়গণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং নির্দয়ভাবে সংহার করিতেন। থাকে তৃতীয় য়াজি.দের রাজত্বকালে খোরা-সানে ইহাদের কতকটা সুখশান্তি হইয়াছিল।

[Das Arabische Reich und sein Sturz, 248ff, 275ff; En. of Islam.]

মুহম্মদ হিদায়ত হোসেন

অজ.হুদ্দীন কাজি — শিরাজের অধিবাসী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে আরবী-ভাষায় 'মুবাকিফ্‌ অজ.দিয়া' নামক প্রসিদ্ধ-গ্রন্থ ইঁহাকে অমর করিয়াছে। ইনি শিরাজের তদানীন্তন শাসনকর্তা শাহ্‌-অব্‌-ইস্‌-হাকের নামে উক্ত গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। মৃত্যু-১৩৫৫ খ্রী° (৭৫৬হি°)। [OBD].

অজ.দুদ্দৌলা — সুপ্রসিদ্ধ সুলতান। ৯৭৬ খ্রী° সেপ্টেম্বর মাসে (৩৬৬ হি° মহর্‌রম) তাঁহার পিতা রুক্‌ন-উদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফারস ও ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা মৈজ্‌.দৌলার পুত্র ইজ.জু.-দৌলাকে তিনি যুদ্ধে নিহত করিয়া (৯৭৮ খ্রী°) বাগদাদের খলিফা অল-তায় বিল্লাহ্‌র উজীর বা আমীর-উল-উমরা পদে নিযুক্ত হন। ইনি নজফ অঞ্চলের 'অলীর আস্তানা' নির্মাণ করেন এবং বাগদাদে ও অন্যান্য স্থানে সাধারণের হিতার্থে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দেন। ৯৮৩ খ্রী° ৪৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। এই মহাত্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রার্থনায় খলিফা স্বয়ং যোগদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া তদীয় ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। [OBD]

অজ.মল (শাহ্‌)—এলাহাবাদের অভিজাত একজন পীরজাদা। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম—শাহ্‌ মুহম্মদ অজ.মল। ইনি শাহ্‌ খুব-উল্লাহ্‌র বংশধর, শাহ্‌ মুহম্মদ ফকিরের পুত্র এবং শাহ্‌ গুলাম কুত্‌ব-উদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮২১ খ্রী° মৃত্যু। [OBD]

অজ.মৎপুর—ম্যাপে অজ.মৎশাহী লেখা আছে। ইহা শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্গত পরগনা। এই মহলের প্রধান শহর মঙ্গলকোট—অধুনা বহুপুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন। আকবরনামায় মঙ্গলকোটের বহু উল্লেখ আছে। এই স্থানে সম্রাটের সহিত বিদ্রোহী পাঠানদিগের বহু যুদ্ধ হইয়াছিল। —[SAB, I. 370]

অজ.মত উল্লাহ্‌.শাহ্‌—দফ্‌তর-উল-অসরার নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। উক্ত-গ্রন্থে সুফী-ধর্মমতে আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা আছে। [OBD]

অজ.মীরি খাঁ—সম্রান্ত মুসলমান, অজ-মীরের অধিবাসী। ইনি সম্রাট্‌ অকবরের সহিত আগ্রা হইতে অজ.মীরে পদব্রজে গমন করেন; এইহেতু সম্রাট্‌ তাঁহাকে অজ.মীরি খাঁ উপাধি দান করেন। আগ্রায় ২৮ বিঘা জমির উপরে ইনি এক উদ্যান নির্মাণ করেন; সেই স্থান অদ্যাপি অজ.মীরি খাঁর টীলা নামে অভিহিত। [OBD.]

অজ.রো—অর্ধ দেবতা-বি°। ইঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে অজ.রো নগরের বিদ্রোহের বিপরীত দিকে অবস্থিত কোহ্‌ পর্বতে আবির্ভূত হইয়া শুনিতে পান জনসাধারণ কাশ্মীরের গিলগিট উপত্যকার রাজা শিরবুদ্ধ কর্তৃক উৎপীড়িত হইতেছে। এই উৎ-পীড়ক রাজার হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে তিনি রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। সে প্রাসাদের কোন দ্বার ছিল না; কথিত আছে, রাজার একটী উড্ডীয়মান অশ্ব ছিল; তাহার সাহায্যে তিনি প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া প্রাসাদের ভিতরে অবতরণ করিতেন। রাজার এক কন্যা ছিল। সময় সময় তিনি কন্যাকে লইয়া বাহির হইতেন। অজ.রো প্রতীকারের নানা উপায় চিন্তা করিতে করিতে একদিন প্রাসাদের চারিধারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে রাজা ও তাঁহার কন্যা উর্জু. (Urzu) হঠাৎ অশ্বারোহণে উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট স্থলে অবতরণ করিলেন। রাজা পর্বতে মৃগয়ায় না যাওয়া পর্যন্ত অজ.রো লুকাইয়া রহিলেন, রাজকন্যা একাকী বৃক্ষছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় অজ.রো বাহিরে আসিয়া রাজকন্যাকে পরিচয় দান করিলেন। ইহারা উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়িলেন। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অজ.রো রাজাকে বধ করিলেন এবং উর্জুকে বিবাহ করিয়া গিলগিটের রাজা হইলেন। ইহাদের জৌশিনি নামে এক কন্যা জন্মে।—JASB, 1876, 129.

অজ.হর-জামি অল-অজ.হর—জামি 'অল্‌-অজ.হর দ্র°'।

অজ,—['অজা অজননাঃ'—নিরুক্ত ৩, ২৫.

৮। ন জায়তে = অজ unborn — পা° ৩. ২. ১০১] ১ বিণ, জন্মরহিত unborn. ঋ° ১. ৬৭. ৫ ; ১. ১৬৪. ৬ ; ৮. ৪১. ১০ ; ১০. ৮২. ৬ ; অ° ৯. ৫. ৭ ; ১০. ৭. ৩১। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ।' —বৃ-উ ৪. ৪. ২০। 'অজস্য গৃহ্নতো জন্ম'—রঘু ১০. ২৬। ২ যাহার জন্ম হয় না অর্থাৎ 'মূলপ্রকৃতি' অর্থে শ্রুতিতে 'অজ' শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—

অজামেকাং[১] লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো[২] হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ[৩] ॥"
—শ্বেত-উ° ৪. ৫।

[শঙ্করভাষ্যে—১ অজা = প্রকৃতি ; ২ অজ = বিজ্ঞানাত্মা ; ৩ অজ = আচার্যোপদেশপ্রকাশাবসাদিতাবিদ্যান্ধকারঃ]

যাহা উৎপন্ন হয় না। যাহা নিত্য অপরিবর্তনশীল। ৩ শ্রুতি প্রভৃতিতে জন্মমৃত্যুরহিত, অজর, পরিণামবিহীন অব্যয় শাশ্বত আত্মাই অজ শব্দবাচ্য। সুতরাং আত্মা বুঝাইতে অজশব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
—কঠ-উ° ২. ১৮।*

৩ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যাঁহার জন্ম হয় নাই, হয় না বা হইবে না। 'ন জাতো ন জনিষ্যতে।'—ঋ° ১. ৮১. ৫ ; ৭. ৩২. ২৩ ; অ° ২০. ১২১. ২ ; বাজ-স° ২৭. ৩৬ ; মৈ-স° ২. ১৩. ৯ ; কা-স° ৩৯. ১২। 'ব্রহ্ম বা অজঃ'।—শ-ব্রা° ৬. ৪. ৪. ১৫। ৪ জীবাত্মা, জীব individual soul.

অজ২—১ ব্রহ্মা।—ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ৮১, অভি° ২১১, মে° জ. ৩। 'অজাদ্যোঽঙ্কজাতীক্ষণাশ্চাপি রূপং পরং নাভিজানন্তি মায়াময়ং

* গীতাতেও (২. ২০) একটু পরিবর্তিত আকারে এই শ্লোকের পুনরুক্তি হইয়াছে।

তে।'—প্রপঞ্চ° ১২. ৫১ ২ বিষ্ণু।—ত্রিকাণ্ড°, হরিনামী ৯২৭, বোপদেব ৫. ২৯, মে°। ৩ মহেশ্বর। 'শিতিকণ্ঠমজং স্বয়ং দক্ষক্রতুহরং হরম্।'—মহা° ১৩. ১৭॥ অভি° মে°। ৪ (অ = বিষ্ণু হইতে জাত বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র কামদেব।—ত্রিকাণ্ড°, মে°। ৫ (পুরুষের মন হইতে জাত বলিয়া) চন্দ্র।—'চন্দ্রমা মনসো জাতঃ।'—ঋ° ১০. ৯০. ১৩ ; অ° ১৯. ৬. ৭ ; বাজ-স° ৩১. ১২ ; তৈ-আ° ৩. ১২. ৬। 'অজচ্ছাগে হরিব্রহ্মাবধূম্মমনুপে হরে'—মে°। ৬ (পুরুষের চক্ষু হইতে জাত বলিয়া) সূর্য।—'চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।'—ঋ° ১০. ৯০. ১৩। সূর্যের অষ্টোত্তর শতনামের মধ্যে 'অজ' অন্যতম।—মহা° ১. ৩. ৬৯। ৭ পূষা। 'অজাঃ পূষ্ণঃ'—নিঘ° ১.১৫। ৮ (পুরুষের মুখ হইতে জাত বলিয়া) ক ইন্দ্র। 'মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ' —ঋ° ১০. ৯০. ১৩। খ অগ্নি।—ঐ। 'আগ্নেয়োবাহ অজঃ'—শ-ব্রা° ৬. ৪. ৪. ১৫। ৯ (পুরুষের প্রাণ হইতে জাত বলিয়া) বায়ু। 'প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।'—ঋ° ১০. ৯০. ১৩।

অজ৩—১ (দক্ষযজ্ঞধ্বংসের সময় ব্রহ্মা মেষরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করেন বলিয়া অথবা অগ্নির বাহন বলিয়া) মেষ। ২ (অগ্নির বাহন বলিয়া) ছাগ। ৩ দ্বাদশ রাশির প্রথম রাশি, মেষরাশি Aries.

অজ৪—(বৈদ্যক) ১ মাক্ষিকধাতু, স্বর্ণমাক্ষিক॥ অভি°। ২ অজশৃঙ্গী (odina pinnata) নামক ওষধি। 'অজানামৌষধিঃ অজশৃঙ্গীতি বিজ্ঞায়তে।'—চ° চি° ১. ৪.

অজ৫—শস্য বি°, বীজোৎপাদনশক্তিরহিত ধান্য-বি°। তত্র (প্রত্যৌ) কিলৈতচ্ছ্রুতম্। অজৈর্যষ্টব্যমিতি। তত্রাজা ব্রীহয়স্ত্রিবার্ষিকাঃ সপ্তবার্ষিকা বা কথ্যন্তে। যে তু পুনর্ন জায়ন্ত ইতি।' —পঞ্চতন্ত্র ১৭৭. ১. ২ ॥ বো-সো° ॥ ২ [বহুব° প্র°] পিতৃলোকস্থ তেজোগর্ভ ঋষি-সম্প্রদায়-বি°। ইঁহারা স্বাধ্যায় দ্বারা পিতৃঋষি হইয়াছেন। পৃশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ সম্যক্ স্বাধ্যায়-সম্পন্ন হইয়া পিতৃস্থলাভ করেন। 'অজাশ্চ পৃশ্নয়শ্চৈব সিকতাশ্চৈবত্তাস্তথা। অরুণাঃ কেতবশ্চৈব স্বাধ্যায়েন দিবং গতাঃ।—মহা° ১২. ২৬. ৭। বৈখানসা বালখিল্যা বানপ্রস্থা মরীচিপাঃ। অজাশ্চৈবাবিমূঢ়াশ্চ তে তেজোগর্ভাস্তপস্বিনঃ। মহা° ১. ২৩১. ৫।

অজ৬—[উচ্চারণ অজ্ প্রাদে° বা°—ময়মনসিংহ হুগলী, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলার প্র°] বিণ, ১ আসি, খাঁটি, আসল, ঠিক।—অজ পাড়াগেঁয়ে = আসল পাড়াগেঁয়ে ; অজ চাষা, অজ মূর্খ। ২ [আদালত] সম্পূর্ণ, সমস্ত whole, entire. অজ পুকুর = সমস্ত পুকুর।

অজ৭—প্রাচীন ভারতের জাতি-বি°। ইহারা অজপূজক (ছাগ-পূজক) জাতি অথবা বংশের আদিপুরুষকে ছাগরূপে কল্পনাকারী জাতিরূপে অনুমিত হইয়া থাকে। ছাগপূজক জাতি বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে অনার্য জাতি মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাকথিত আর্য বংশগুলির ব্যাখ্যা করিলে এ অনুমান সঙ্গত হয় না। শুনক = কুকুর, কৌশিক = পেচক, গোতম = বৃষ, বৎস = বাছুর, মাণ্ডুকেয় = ভেকাপত্য ইত্যাদি।—Macdonell ; Vedic mythology, 153. প্রথমে এই জাতি ইন্দ্র অর্থাৎ আর্য জাতির বিরোধী ছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদের ৭. ১৮. ১৯ ঋকে মৎস্য ও শিগ্রু জাতিদিগের সঙ্গে ইহাদের উল্লেখ আছে। যক্ষুগণের সহিতও ইহাদের উল্লেখ আছে। ইহারা ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক বলি (উপহার) দিয়াছিল। দাশরাজের যুদ্ধে ইহারা সুদাসের শত্রু ছিল। ইহারা সুদাসের অধীনে তৃৎসুগণকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে (৭. ১৮. ১৯) আছে—

আবদিন্দ্রং যমুনা তৃৎসবশ্চ প্রাত্র ভেদং
সর্বতাতা মুষায়ৎ।
অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ বলিং শীর্ষাণি
জভ্রুরশ্ব্যানি ॥

অর্থাৎ ইন্দ্র এই যুদ্ধে ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যমুনা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তৃৎসুগণও তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিল। অজ,

শিগ্রু ও যক্ষুগণ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল।[1]

অন্যান্য সূক্ত হইতে দেখা যায়, তৃৎসুগণ সুদাস রাজার অধীন ছিল। সুদাস ইন্দ্রের সহায়তায় শত্রুদমন করেন। ভেদ ছিল সুদাসের শত্রু; সুতরাং উপরি উক্ত ঋক্ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভেদ নিহত হইলে অজ, শিগ্রু ও যক্ষুগণ ইন্দ্র তথা সুদাসের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। [সুদাস দ্র°]

অজ৮—সূর্য° ইক্ষ্বাকু° ক্ষত্রিয় রাজা। বিষ্ণু (৪—৪. ৪১), কূর্ম (২১. ১৭), বায়ু (২-২৬. ১৮০-১৮৩), ও লিঙ্গ (৬৬. ৩৩) পুরাণ-মতে রঘুর পুত্র।[1] পদ্ম (স্ব° ৮. ১৫৩) মৎস্য (১২. ৪৮-৪৯) ও অগ্নি (২৭৩. ৩২-৩৪) পুরাণ-মতে রঘুর পৌত্র।[2] বাল্মীকি-রামায়ণে (১. ৭০) অজ নাভাগের পুত্র ও দশরথের পিতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ঐ রামায়ণের অন্যত্র (২. ১১০. ১৪) অম্বরীষের পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অজ ও সুব্রত। মহাভারতে (৩. ২৭৫. ৩) অজ দশরথের পিতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।[3] কবি ভাস (প্রতিমানা° ২) ও কালিদাস (রঘু° ৫. ৩৬) অজকে রঘুর পুত্রই বলিয়াছেন।

পুরাণ ও কাব্যে অজের পূর্বপুরুষগণের তালিকায় মতদ্বৈধ থাকিলেও রঘুর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র দশরথ এই সম্বন্ধে অধিকাংশ পুরাণই একমত। অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র এই অজেরই পৌত্র। অজ যাগযজ্ঞ-প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতে (২. ২৭৩. ৬) উল্লিখিত আছে।

কালিদাসের রঘুবংশ-কাব্যে (৫. ৮) অজের কাহিনী বর্ণিত আছে। ইনি নিমন্ত্রিত হইয়া বিদর্ভপতি ক্রথকৈশিকরাজ কর্তৃক তদীয় ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় গমন করেন। পথিমধ্যে অজ বন্য হস্তিরূপী শাপগ্রস্ত এক গন্ধর্বকে বধ করেন; শাপমুক্ত গন্ধর্ব তাঁহাকে সম্মোহন অস্ত্রদান করে। ইন্দুমতী স্বয়ংবর-সভায় অশেষ গুণশালী অজকেই মাল্যদান করেন। অজ যখন ইন্দুমতীকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া অন্যান্য রাজগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন; অজ সম্মোহন অস্ত্র-প্রভাবে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া অযোধ্যায় পিতৃ-সমীপে আগমন করেন। রাজা রঘু পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন; কিছু কাল পরে পিতার মৃত্যু হইলে অজ রাজা হন। ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হওয়ার কিছুকাল পরে রাজা ও রাণী একদিন উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদের বীণাচ্যুত মাল্য ইন্দুমতীর বক্ষে পতিত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পত্নী শোকে আট বৎসর কোনরূপে কাটাইয়া পুত্রের হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণপূর্বক অজ সরযূ-সঙ্গমে অনশনব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া ভগবানের চিন্তায় দেহত্যাগ করেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অজ৯—১ সুরভি ও কশ্যপের পুত্র।—শিবপু° শত° ১৮। ২ জনৈক ব্রহ্ম-কুষ্ঠি জ্ঞানযোগ-পরায়ণ শিষ্য।—কূর্মপু° ৫২. ১৫। ৩ কপিপুত্র পিশাচ। ইঁহার পত্নী খণ্ড নামক পিশাচকন্যা জন্তুধনা।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩. ৭. ৭৪-৯১। ৪ (সূর্য° নিমি) উর্ধ্বকেতু জনকের পুত্র ও পুরুজিৎ জনকের পিতা।—ভা° ৯. ১৩. ২২। ৫ ধর্ম ও মুহূর্তার পুত্র মুহূর্তাভিমানিদেব।—ভা° ৬. ৬. ৯। ৬ চন্দ্রের রথের দশটী অশ্বের অন্যতম।—মৎস্যপু° ১২৬. ৫১। ৭ পিশাচ বি°। ইঁহার কন্যা ব্রহ্মধনার সহিত কশ্যপপুত্র যক্ষের পৈশাচিক মতে বিবাহ হইয়াছিল।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৯. ১২১। ৮ অসুর-বি°।—বায়ুপু° ৬২। দনুর পুত্র—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৮. ১১; বায়ুপু° ৬৮. ১১। ৯ ক্ষত্রিয় রাজা। প্রিয়ব্রত মনুবংশীয় রাজা প্রতিহর্তা ও তৎপত্নী স্তুতির পুত্র।—ভা° ৫. ১৫. ৫। ১০ উত্তম মনুর মহাপরাক্রান্ত তিন পুত্রের অন্যতম।—মার্কপু° ৭৪; ব্রহ্মাণ্ডপু°-মতে (৩২. ৩৫) উত্তমমনুর ত্রয়োদশ পুত্রের অন্যতম। ১১ পঞ্চদশ রাত্রিমুহূর্তের অন্যতম।—ব্রহ্মাণ্ড-পু° ৬৬. ৪৩। ১২ ভার্গব-বংশীয় কাব্য ও দেবীর পুত্র। দ্বাদশ যাজ্ঞিক দেবতার অন্যতম।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৫. ৮৬; বায়ু ৬৫. ১৩ ধর্মবৈদ্য ধন্বন্তরির নামান্তর। সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত ধন্বন্তরিকে ব্রহ্মা 'অজ' আখ্যা দান করেন।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৮. ৮-১০। ১৪
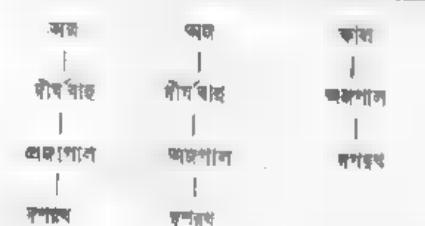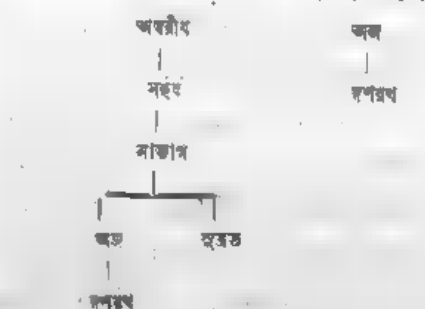
স্বারোচিষ মন্বন্তরের দ্বাদশ পারাবতের অন্যতম। —ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩২. ১৩;—দ্বাদশ তুষিত দেবতার অন্যতম, ক্রতু ও তুষিতার পুত্র সোমপায়ী ঋষি।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩২. ১১। **১৫** পাণ্ডবপক্ষীয় একজন ক্ষত্রিয় রাজা।—মহা° ৫. ১৭১. ১২। **১৬** = অজক$_1$। অজক$_1$ দ্র°। **১৭** গৌতমী (বর্তমান গোদাবরী) নদীর সহিত সঙ্গত নদ-বি।—ব্রহ্মপু° ১০৫. ২৫।

অজ$_{১০}$—একাদশরুদ্রের অন্যতম। পিতা—ভূতপ্রজাপতি, মাতা—স্বরূপা।—ভা° ৬. ৬. ১৭। রুদ্রগণ মহাদেবের গণ বা বিভিন্ন প্রকাশ-রূপে পরিগণিত। শিব এইজন্য মহারুদ্র-নামে খ্যাত। ঋগ্বেদে রুদ্রগণের বহু উল্লেখ আছে; ইহাতে তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণীত হয় না। রুদ্র রুদ্রগণের পিতা; পৃশ্নি রুদ্র হইতে মরুদ্‌গণের উৎপত্তি (ঋ° ১. ১১৪. ৬-৭; ২. ৩৩. ১; ২. ৩৪. ২)। রুদ্রগণের বর্ণনা হইতে ইহাদিগকে ঝড় ও ধ্বংসের দেবতা বলিয়া মনে হয়; ইহারা ইন্দ্রের সহায়ক। আকাশে রুদ্রগণ চীৎকার করিয়া বেড়ান। এই দুর্ধর্ষপ্রকৃতি রুদ্র ও রুদ্রগণ তুষ্ট হইলে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন (ঋ° ১. ২৯. ৩; ১. ৪৩; ২. ৩৩; ১০. ৯২; ১০. ১২৬)। মহাভারতে (৩. ২৩১. ১১) রুদ্রগণকে ইন্দ্রের সঙ্গী ও শিবের অনুচর বলা হইয়াছে। অধিকাংশ পুরাণে একাদশ রুদ্রের উল্লেখ থাকিলেও সর্বত্র তাঁহাদের নাম ও সংখ্যা সমান নহে; এবং কোন কোন স্থলে ইঁহাদের সংখ্যা এক কোটি পর্যন্ত আছে (অগ্নি° ১৮. ৪২-৪৩; ভা° ৬. ৬. ১৭)। ঋগ্বেদে রুদ্রকে একবার ঈশান (= জগতের প্রভু,—ঋ° ২. ৩৩. ৯), একবার শিব (= মঙ্গলময়—ঋ° ১০. ৯২. ৯) বলা হইয়াছে। অগ্নিকেও বহুবার রুদ্র বলা হইয়াছে (ঋ° ১. ২৭. ১০; ২. ১. ৬)। ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে রুদ্র বা রুদ্রগণকে আকাশচারী বজ্রাগ্নি বলিয়া মনে হয় (১. ৪৩. ৫; ৭. ৪৬. ৩)। রুদ্রকে নানাস্থলে অগ্নি বলা হইয়াছে (শ°-ব্রা° ২. ১. ২. ৯; বা-স° ৩. ৫৮; ঋ° ৭. ৫৯. ১২)। শিবের বিভিন্ন নাম বা বিভিন্ন রুদ্রের নাম—শর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব প্রভৃতি অগ্নিরই নাম ছিল (বা-স° ৩৯. ৮; শ-ব্রা° ৬. ১. ৩. ৭; ১. ৭. ৩. ৮)।

এইরূপে দেখা যায় ঋগ্বেদের অগ্নি ও রুদ্রের সমন্বয়ে পৃথক্ রুদ্র বা মহাদেবের উদ্ভব হইলে রুদ্রগণ অগ্নিরই বিভিন্ন নাম বা বিশেষণ গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তাহাতে অজের নাম নাই। রামায়ণ (৩. ১৪. ১৪) ও মহাভারতের সর্বত্র (১৩. ১৫০. ১২) অজ একাদশ রুদ্রের অন্তর্গত নহেন। [রুদ্র দ্র°]

রুদ্রগণের জন্ম-বৃত্তান্তও সকল পুরাণে একরূপ নহে। হরিবংশ-মতে ব্রহ্মা ও সুরভি হইতে একাদশরুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে (৩. ৫০-৫২): কিন্তু তাহাতে অজ নাই। ভাগবত-মতে (৬. ৬. ১৭-১৮) দক্ষকন্যা স্বরূপা ও ভূত হইতে অজ প্রভৃতি রুদ্রগণের উৎপত্তি। লিঙ্গপু° (পূ. ৬৩), ভাগবত (৬. ৬. ১৭) ও মহাভারতে (অনু ১৫০) একাদশ রুদ্রের মধ্যে অজের উল্লেখ আছে। মহাভারতে একস্থলে (১২. ২০৮. ২১) দেখা যায়, রুদ্রগণ ত্বষ্টার পুত্র, রামায়ণে ইহারা অদিতির পুত্র (৩. ১৪. ১৪)। হরিবংশ-মতে (৩. ৫০-৫৬) ইহারা জন্মিয়াই রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন বলিয়া রুদ্র নামে খ্যাত হন। [রুদ্র দ্র°]

কেহ কেহ অজকে মহারুদ্র বা স্বয়ং শিব নামেও আখ্যাত করেন এবং নিম্নলিখিত ধ্যান প্রদান করিয়া থাকেন—

"অজন্মা মহারুদ্রো হস্তে শূলমথাঙ্কুশম্।
কপালং ডমরুং সর্পং মুদ্গরং চ সুদর্শনম্॥
অক্ষসূত্রমথো দক্ষে তথা বামে করাষ্টকে।
তর্জনী মুদ্র খট্বাংগং তদধঃকরে॥
গদাং চ পট্টিশং ঘণ্টাং শক্তিং
—পরশুকুণ্ডিকে।

অজ নামক মহারুদ্রের দক্ষিণদিকের আটটী হস্তের উপর হইতে যথাক্রমে শূল, অঙ্কুশ, কপাল, ডমরু, সর্প, মুদ্গর, সুদর্শনচক্র ও অক্ষসূত্র এবং বামদিকের আটটী হস্তে যথাক্রমে তর্জনীমুদ্রা, খট্বাঙ্গ, গদা, পট্টিশ, ঘণ্টা, শক্তি, পরশু ও কুণ্ডিকাপাত্র বিরাজিত।

এই ধ্যানের আকর কোথায় তাহা জানিতে পারা যায় না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অজ$_{১১}$—মেষজাতীয় রোমন্থনকারী তৃণপত্র-ভোজী চতুষ্পদ জন্তু-বি°। ভারতের প্রায় সর্বত্র ইহা ছাগ (ছাগল) নামে সমধিক পরিচিত। সুপ্রাচীনকাল হইতেই ছাগল গৃহপালিত জন্তুগণের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ঋগ্বেদে ছাগল ও মেষ অর্থে বহুবার অজশব্দের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন ভাষায় ইহার নিম্নোক্ত-রূপ নাম পাওয়া যায়:—ই°—goat, ফ্রা° শেভ্র, গ্রী°—Kapros, লাটিন—Caper, Capra, ক্যাল্ডীয়—izza, হিব্রু°—azâ, মলয়°—রেবেক্, জর্মন—Geisz, হিন্দুস্থানী—বক্‌রা (ছাগ), বক্‌রী (ছাগী)।

ছাগল গৃহপালিত ও বন্যভেদে দ্বিবিধ। দেশভেদে আকৃতিগত বৈষম্য অনুসারে ছাগজাতিকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মেষের সহিত লোমরাজির বিন্যাসে ইহার পার্থক্য মনে হয়; কিন্তু কোন কোন শ্রেণীর ছাগলের সহিত লোমরাজিতে মেষের কোন পার্থক্য নাই। প্রকৃতপক্ষে লেজের বিশেষত্বেই মেষের সহিত ইহার পার্থক্য। মেষের লুম্বলেজ নিম্নাভিমুখ, কিন্তু ছাগলের লেজ সাধারণতঃ ঊর্ধ্বমুখ। একশ্রেণীর ছাগল হরিণের লক্ষণাক্রান্ত। এতদনুসারে ছাগজাতিকে (১) কৃষ্ণসারজাতীয় ও (২) মেষজাতীয় ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

ছাগলের পায়ের খুর বিভক্ত। সাধারণতঃ প্রায় সকল শ্রেণীর ছাগলেরই শৃঙ্গ আছে। ইহাদের সমস্ত শরীর লোমে আবৃত। সাধারণতঃ ছাগলের লোম কর্কশ ও চুলের ন্যায় মোটা। কোন কোন শ্রেণীর ছাগলের লোম কোমল ও রেশমের ন্যায় চিক্কণ। কচি ঘাস ও সবুজ পত্রাদি ইহাদের প্রধান খাদ্য। খড়, ওট (oat), খইল, ছোলা ও মটর প্রভৃতিও ইহাদের পক্ষে হিতকর ও পুষ্টিকর। ছাগপালনে বিস্তীর্ণ চারণভূমির প্রয়োজন। আবার একই স্থানে দীর্ঘকাল চরাইলে সেইস্থানের ঘাস নষ্ট হইয়া যায়।

শরৎকাল হইতে শীতকাল পর্যন্তই

ছাগলের সঙ্গমের প্রশস্ত সময়। ছাগী ২১।২২ সপ্তাহ গর্ভধারণের পর একসঙ্গে এক হইতে চারিটী পর্যন্ত সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। বাচ্ছাগুলি ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই চলিতে ও দৌড়াদৌড়ি করিতে সমর্থ হয়। ছাগলের স্তনে মাত্র দুইটী বাঁট; সুতরাং এক কালে দুইটীর অধিক বাচ্ছা হইলে তাহারা দুধের অভাবে সবল হইতে পারে না। ছাগলের উভয় পাটিতেই দাঁত আছে,—নীচের পাটিতে কুড়িটী ও উপরের পাটিতে বত্রিশটী। ইহারা সম্মুখের দাঁত দিয়া তৃণাদি ছিঁড়িয়া লইয়া কসের দাঁত দ্বারা চর্বণ করে। ভূমিষ্ঠ ছাগশিশুর ছয়টী কসের দাঁত থাকে। একুশ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট দাঁতগুলি বাহির হয়। সম্মুখের দুইটী দুধে দাঁত ১৫ মাসের কাছাকাছি সময়ে ভাঙ্গিয়া যায় ও নূতন দাঁত বাহির হয়। ২৪ হইতে ৩০ মাসের মধ্যে সম্মুখের আর একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়; এবং সাড়ে তিন বৎসর পরে ছাগলের আর একটী দাঁত পড়িয়া যায়। অপর দুইটী দাঁত সাড়ে চারি বৎসরের মধ্যে পড়িয়া যায়। ছাগলগুলি ছয় মাস বয়সেই প্রজননের উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু একটু অধিক বয়সে ইহাদের সঙ্গম করাইলেই বলিষ্ঠ শাবক উৎপাদিত হয়। আঠার মাসের ছাগী ও বার মাসের ছাগের সঙ্গমে বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট পুষ্ট শাবক পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ-প্রচলিত ডাকের বচন (এক-প্রকার প্রবাদবাক্য) অনুসারে ছাগল তের বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে—"বাইশ বলদা, তের ছাগলা।" যৌবন সমাগমে পুং-ছাগলের দেহে একরূপ উগ্রগন্ধ হয়। পুং-ছাগলের নিম্নের থুতনিতে দাড়ি গজায়। ছাগপালনে উন্নত ধরণের উৎপাদন-প্রণালী অনুসৃত হওয়ায় ইউরোপে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছাগল উৎপাদিত হইয়াছে। অ্যাঙ্গোরা, কাশ্মীর, মিশর ও সুডান-দেশীয় ছাগল বিশেষ উৎকৃষ্ট-জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। সুইজারল্যাণ্ড উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছাগল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সুইজারল্যাণ্ড-জাত টোগেনবার্গ (Toggenburg) ও সায়ানেন (Saanen) জাতীয় ছাগল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ ইহাদের শিং হয় না। ইউরোপের অধিকাংশ ছাগলই সুইজারল্যাণ্ড-জাতীয়। আকৃতি অনুসারে ছাগজাতিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) ঊর্ধ্বমুখ কর্ণ-বিশিষ্ট, (২) নিম্নমুখ (বা ঝুলান) কর্ণবিশিষ্ট, ও (৩) খর্বকায়।

বাঙ্গলাদেশে খর্বকায় ছোট ছোট ছাগলের বিশেষ প্রাচুর্য। এই সকল ছাগলের কান ছোট; ইহাদের শৃঙ্গ আছে। ইহারা নানা রঙের হইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত কম দুধ দেয়। মধ্য-ভারত ও যুক্ত-প্রদেশের ছাগল অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহারা অধিক দুধ দিয়া থাকে। শুক্না ঘাস ও পাতাই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। এতদ্ভিন্ন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রামছাগল নামে পরিচিত একপ্রকার নিম্নমুখ বা ঝুলান কান-বিশিষ্ট বড় ছাগল ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রামছাগল দুধের জন্যই বিখ্যাত। কোন কোন রামছাগল ২।৩ সের পর্যন্ত দুধ দিয়া থাকে। হিমালয় অঞ্চলেই রামছাগলের আদি বাসভূমি। ইহাদের মাংস তত ভাল নহে। বাঙ্গলার খর্বকায় ছাগলের মাংসই সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু ও সুপাচ্য। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই ছাগমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে।

বাঙ্গলা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহে পুং-ছাগল পাঁঠা ও স্ত্রী-ছাগল পাঁঠী নামে অভিহিত হয়। পুং-ছাগলের অণ্ডকোষ কাটিয়া লইয়া তাহার প্রজনন-শক্তি নাশ করা হয়। এইরূপ ছাগল শীঘ্র শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হয়। এইরূপ ছাগল এতদ্দেশে "খাসী" নামে পরিচিত। সাধারণতঃ ছাগশিশুর স্তন্যপানকাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই "খাসী" করা হয়। শ্রীহট্ট জেলার জলঢুপ নামক স্থানে "চাঙ্গু পাঁঠা" (মাচানে রক্ষিত ছাগল) নামে আখ্যাত একপ্রকার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছাগল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পুং-ছাগলের স্তন্য-পান-কাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে বাঁশ অথবা কাঠের দ্বারা প্রস্তুত একখানি মাচানের উপরে প্রায় অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়; সেই কক্ষে তৃণ ও পত্রাদি ইহাকে খাইতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ প্রায় বৎসর কাল এইরূপ ভূমিস্পর্শ না করাইয়া ও অন্য ছাগলের সংস্পর্শে না আনিয়া এইরূপ পুং-ছাগল রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল ছাগল বৃহদাকার ও উগ্র গন্ধ-বিশিষ্ট হয়। ইহাদের শরীরে অত্যধিক চর্বি হওয়ায় মাংস খুব উপাদেয় হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা ছাগলের মধ্যেই অধিকসংখ্যক নপুংসক পাওয়া যায়। নপুংসক ছাগলের মাংস ভারতীয় বৈদ্যক-শাস্ত্রে বিশেষ প্রশংসিত। সাধারণতঃ অযোগ্য মিলনের ফলেই নপুংসক উৎপন্ন হয়।

কাশ্মীর ও অ্যাঙ্গোরা-জাতীয় ছাগল খর্বকায়। এই সকল ছাগলের গায়ে কোমল এবং রেশমের ন্যায় চিক্কণ লোম আছে; এই লোম হইতে উৎকৃষ্ট পশম হয়। এই পশমে বিখ্যাত কাশ্মীরি-শাল প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে ও মিশরে নিম্নমুখ (বা ঝুলান) দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট ছাগলের অত্যন্ত প্রাচুর্য। ইউরোপে প্রাচ্যদেশ হইতে এই শ্রেণীর ছাগ আমদানি করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর ছাগলের লোম খর্ব। ইহারা বেশ বড় হয়; কিন্তু ইহারা স্বল্পমাংস-বিশিষ্ট। মিশরীয় ছাগল সাধারণতঃ কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণের হইয়া থাকে। ভারতে গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বেদী প্রদেশে এই শ্রেণীর ছাগলই অধিক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গলা ও আসামে খর্বকায় ছাগলের বিশেষ প্রাচুর্য। হল্যাণ্ডের ছাগল প্রায়ই শ্বেতবর্ণ ও শৃঙ্গবিহীন। গিনি দেশীয় খর্বকায় ছাগল (Guinea goat) মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায়ই অধিক। ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ছাগল আছে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে খাঁটি ইংলণ্ড-দেশীয় ছাগলের শৃঙ্গ ছুঁচাল, সরল ও সমান্তরালভাবে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত। ইহাদের লোমের নীচে সরু সরু রেশমী লোম শীতাবরণের সৃষ্টি করে। অন্যশ্রেণীর ছাগল লোমবহুল। সাধারণতঃ ইংলণ্ডদেশীয় ছাগল বাদামী অথবা ঈষৎ পিঙ্গল রঙের হইয়া থাকে। কোন কোন

স্থলে এই সকল ছাগলের গায়ে সাদা ফোটা ফোটা ডোরা থাকে। আয়র্লণ্ডের ছাগলের লোম ঘন, লম্বা ও বিশৃঙ্খল। ইহাদের গায়ের রঙ প্রকৃতিতে কৃষ্ণ। ইহারা ইংলণ্ডের ছাগল অপেক্ষা অল্প দুধ দেয়। সাধারণতঃ ইউরোপীয় ছাগলের কান খাড়া বা সোজা হয়। এশিয়া-জাত ছাগলের কান সাধারণতঃ ঝুলান। কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে আঙ্গোরা ও সুইজারল্যাণ্ড-দেশীয় ছাগলের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে। টেক্সাস্ ও কালিফোর্নিয়ায় পশমের জন্য আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগল অধিক পরিমাণে পালিত হয়।

কাশ্মীরি-ছাগলের আদি বা প্রধান বাসভূমি হিমালয়ের অধিত্যকা-ভূমি তিব্বত বলিয়াই মনে হয়। কারণ কাশ্মীরের জলবায়ু ছাগলের বাসোপযোগী উষ্ণ অথচ আর্দ্র কিছুই নহে। সাধারণতঃ মানস সরোবর, গারো ও তৎপার্শ্ববর্তী পূর্বাঞ্চলের অধিত্যকা-ভূমি এই শ্রেণীর ছাগলের জন্য বিখ্যাত। আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগল মোহেয়ার (Mohair) নামেও অভিহিত হয়। ইহারও আদিভূমি তিব্বত। মূলতঃ কাশ্মীরি ও আঙ্গোরা-দেশীয় ছাগল এক জাতীয় বলিয়া মনে হয়। অবশ্য কাশ্মীরি-ছাগলের আকৃতি আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগল হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং ইহার শৃঙ্গ কুণ্ডলীপাকান। কাশ্মীরি-ছাগলের উপরে শক্ত ও দীর্ঘ লোমরাজির নিম্নে অতি সুন্দর চিক্কণ, কোমল পশম থাকে। আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগলের লোম রেশমের ন্যায় চিক্কণ ও শুভ্র। পুং-ছাগলের শিং বড় ও পাঁজরের দিকে বাঁকান। ছাগীর শিং ছোট ও চূড়ার ন্যায় আকারবিশিষ্ট। এই জাতীয় ছাগীর লোমে সর্বোৎকৃষ্ট পশম হয়। আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু।

আমেরিকায় এই শ্রেণীর ছাগল হইতে অধিক পশম উৎপাদিত হয়। আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগল শুষ্ক জলবায়ুই অধিক পছন্দ করে। এই জাতীয় ছাগল হইতে সাধারণতঃ ২½ পাউণ্ড করিয়া পশম পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগল হইতে ১৫ পাউণ্ড পর্যন্ত পশম পাওয়া গিয়াছে। কাশ্মীরি ও আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগল অতি অল্পই দুধ দিয়া থাকে। আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগলের লোম বসন্তকালে কাটিয়া না লইলে গ্রীষ্মকালে তাহা ঝরিয়া পড়ে। কাশ্মীরি ছাগল হইতে সাধারণতঃ এক পাউণ্ড করিয়া উৎকৃষ্ট পশম
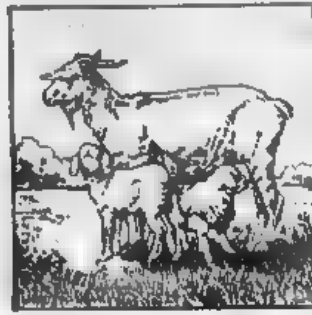
আঙ্গোরা-জাতীয় ছাগল

পাওয়া যায়। ইহাদেরও লোম শরৎকাল হইতে বসন্তকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়; গ্রীষ্মের প্রকোপে লোম ঝরিয়া পড়িবার পূর্বে ইহাদের লোম কাটিয়া লইতে হয়। ইহাদের মুখ সরু ও ছোট, কান বড় ও অল্প ঝোলান; কোন কোনটির শৃঙ্গ সোজা। তিব্বতের অধিবাসীরা পশমের জন্য এই ছাগল পালন করিয়া থাকে। কাশ্মীর ও পঞ্জাবে এই পশমে বহু শত তাঁতে শাল, আলোয়ান প্রভৃতি নির্মিত হইয়া থাকে।

নিউবিয়ার এক শ্রেণীর অদ্ভুতাকারের ছাগল আছে। আফ্রিকায় নিউবিয়া, মিশর ও আবিসিনিয়ায় এই শ্রেণীর ছাগল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মুখের গঠন অন্য ছাগল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাদের মুখ, নাসিকা ও কপালের হাড় উঁচু এবং কান দুইটী সম্পূর্ণভাবে ঝোলান। পা খুব বড়, গায়ের লোম ও শৃঙ্গ দুইটী অত্যন্ত ছোট। নেপালে এই জাতীয় এক শ্রেণীর ছাগল পাওয়া যায়; কিন্তু নেপালি ছাগলের শিং পেঁচাল (spiral), লোম বড় এবং রঙ কাল, সাদা অথবা ধূসর হইয়া থাকে।

গিনি-দেশীয় ক্ষুদ্রাকার ছাগল মরিসস্, মাডাগাস্কার প্রভৃতি দ্বীপে এবং মিশরের নিম্নভূমিতে পাওয়া যায়। ফরাসি-দেশীয় ছাগল দেখিতে প্রায় ইংলণ্ডের ছাগলের মত। নরওয়ে-দেশীয় ছাগলের লোম রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র। ইহারা খর্বকায়। এই শ্রেণীর ছাগলের লোম অত্যন্ত দীর্ঘ হয়। অন্য ছাগল হইতে ইহাদের গঠনে একটু পার্থক্য আছে। মাল্টাদ্বীপের ছাগলের কান লম্বা ও চওড়া এবং চোয়ালের নিম্ন পর্যন্ত ঝোলান। ইহাদের লোম হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ইহাদের শিং হয় না। সিরিয়াদেশের ছাগলের লোম খুব বড় ও কান বেশ লম্বা হয়। ইহাদের লোম যাহাতে কাঁটা, ঝোপ অথবা পাথরে আটকাইয়া ছিঁড়িয়া না যায়, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে ছাঁটিয়া দিতে হয়। মিশর, মাডাগাস্কার ও ভারতীয় উপকূলে এই শ্রেণীর ছাগল পাওয়া যায়।

ছাগল সাধারণতঃ সকল শ্রেণীর উদ্ভিদই খাইয়া থাকে। কাঁটাগাছ পর্যন্ত চর্বণ করিতে ইহাদের কষ্ট হয় না। ইহারা জলে ভিজিতে ভালবাসে না, জলও অতি অল্প পান করিয়া থাকে। জলে ভিজিলে ইহাদের বসন্তের ন্যায় একপ্রকার রোগ হয় এবং তজ্জন্য ইহাদের লোম ঝরিয়া যায়। ছাগল অত্যন্ত নিরীহ। যৌবন-উদ্গমে এতদ্দেশীয় পুং-ছাগল একটু উপদ্রব করিয়া থাকে; এইরূপ ছাগলকে বঙ্গদেশে "বোকা পাঁঠা" বলিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ লোককে মাথা দিয়া ধাক্কা মারিতে ভালবাসে। ছাগলেরা সাধারণতঃ উচ্চস্থানে শুইতে পছন্দ করে। এইজন্য প্রায়ই ইহারা অল্প প্রাচীরাদির উপরে শুইয়া থাকে। বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল হইতে একটি সংস্কার আছে যে ছাগল গৃহস্থের শ্রী দেখিতে পারে না এবং গৃহাদি তাহার শুইবার সুখের জন্য ভগ্নদশায় পতিত হউক, এইরূপ কামনা করে।

গৃহপালিত নানাশ্রেণীর ছাগল ব্যতীত নানাশ্রেণীর পার্বতীয় ছাগল দেখা যায়। পার্বতীয় ছাগলও অত্যন্ত নিরীহ। এইরূপ পার্বতীয় বন্য ছাগলের মধ্যে ইবেক্স (Ibex), মারখোর (Markhor), টহ্র (Tahr) ও

আমেরিকার পর্বতীয় ছাগল (Rocky mountain goat) বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ইবেক্স (Capra ibex)—ইউরোপে আল্প্‌স্ পর্বতমালা ছাগলের প্রধান বাসভূমি। ইহারা লম্বায় প্রায় ৪½ ফুট এবং প্রায় ৪০ ইঞ্চি উচ্চ হয়। ইহাদের শিং লম্বা ও পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। জর্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও টাইরোল প্রদেশে এই শ্রেণীর ছাগল পাওয়া যায়। ইহাদের সামনের পা পিছনের পায়ের চেয়ে একটু ছোট; সুতরাং ইহারা অনায়াসে পর্বতের ঢালু গাত্রে আরোহণ করিতে পারে। ভারতের সিন্ধু প্রদেশ ও নীলগিরি পর্বতে ইবেক্স-জাতীয় ছাগল দেখিতে পাওয়া যায়। ইবেক্সের গায়ের লোম ছোট, রঙ ধূসর শুভ্র। শীতকালে লম্বা শীতবস্ত্রের লোমে ইহাদের পা ঢাকা পড়ে। ইহারা বরফাবৃত ভূমির সন্নিকটে বাস করিতে ভালবাসে এবং রাত্রিকালে উচ্চ বনভূমিতে চরিয়া বেড়ায়। ইহারা যায়। পণ্ডিতগণের মতে ভারতে প্লিওসিন-(Pliocene) যুগের নিম্নস্তরে যে একজাতীয় বন্য ছাগের অস্থি পাওয়া গিয়াছে, মারখোর ইহাদেরই বংশধর।

টহ্‌র (Tahr) — হিমালয়-প্রদেশে কোঁকড়া কোঁকড়া শক্ত লোমবিশিষ্ট বাদামী রঙের এক শ্রেণীর পর্বতীয় ছাগল দেখা যায়।
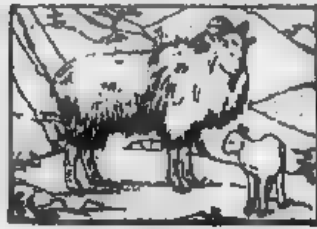
টহ্‌র-জাতীয় ছাগল

ইহাদের শিং ছোট, কোণাকার এবং চুঁচাল; নীলগিরি পর্বত ও আরবের দক্ষিণাংশে এই জাতীয় ছাগল দেখা যায়।

এবং স্কন্ধদেশ বৃষের ন্যায় উঁচু। ইহাদের উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট। ইহাদের গায়ে বড় বড় লম্বা লোমের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবরণ আছে। ইহাদের আকৃতি কতকটা হিমালয়ের সেরো-(Serows) জাতীয় হরিণের অনুরূপ।

পারস্যের বন্য ছাগ পাসং নামে বিশেষ খ্যাত। এশিয়ামাইনর ও পারস্যের পর্বতীয় প্রদেশে এইশ্রেণীর ছাগল দেখা যায়। ইহাদের আকার বৃহৎ। এই জাতীয় ছাগল সিন্ধু-প্রদেশে ও ইউরোপের সাইক্লেডিস্ ও ক্রীট-দ্বীপে আনীত হইয়া পালিত হইতেছে। অবশ্য বর্তমানে সিন্ধু ও ইউরোপের পসংগুলির আকারে একটু স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছে। এই জাতীয় ছাগলের শিং বড় ও লম্বা। শিং লতাইয়া পিঠের উপর পর্যন্ত আসে। ইহাদের লোম ধূসর, কিন্তু উদর ও দাড়ির লোম ঈষৎ কটা এবং পিঠের উপর একটা কালরেখা আছে। ইহাদের লেজ ক্ষুদ্র। এজোর্স দ্বীপের

পর্বতীয় ছাগল

মারখোর-জাতীয় ছাগল

৩০ দিনে বাচ্চা দেয়; ইহাদের মাংস উত্তম মেষ মাংসের মত। এই জাতীয় এশিয়া-শ্রেণীর ইবেক্স দেখিতে খুব সুন্দর, মধ্য-এশিয়ায়ই ইহাদের খুব প্রাচুর্য। ইহাদের শিং প্রায় ৩০ ইঞ্চি লম্বা হয়। আরব, আবিসিনিয়া, ককেসাস ও পিরীনিজ পর্বতমালায় বিভিন্ন শ্রেণীর ইবেক্স দেখা যায়।

মারখোর (Markhor) —হিমালয় প্রদেশের বৃহদাকার একশ্রেণীর ছাগল মার্‌খোর নামে অভিহিত হয়। ইহাদের শিং পেঁচান। কাশ্মীর, বালুচিস্থান, আষ্টর, হুন্‌জা (Hunza), ও আফগানপ্রদেশে মারখোর-জাতীয় ছাগ দেখা

আমেরিকার পর্বতীয় ছাগল (Rocky mountain goat)—এই শ্রেণীর ছাগল উত্তর-আমেরিকার রকী পর্বতে বাস করে। ইহাদের রঙ শ্বেতবর্ণ। এইহেতু ইহারা রকীপর্বতজাত বা শ্বেতবর্ণ ছাগ (Rocky mountain goat বা white goat) নামে অভিহিত হয়। ইহাদের ঘাড়ে কেশরের ন্যায় লোম আছে। নীচের থুত্‌নিতে ছোট ছোট দাড়ি আছে। ইহাদের কানের গঠন সাধারণ ছাগলের ন্যায়, কিন্তু লেজ অতি ক্ষুদ্র। ইহাদের শৃঙ্গ কোণাকার, কালো ও পশ্চাদ্দিকে হেলান। ইহাদের স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ কুব্জ;

সরল ও লম্বা শিং-যুক্ত হরিণের আকৃতি ছাগল antelope goat নামে খ্যাত।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ছাগলের গুণ—ছাগলের মাংস পুষ্টিকর খাদ্য। ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে ছাগলের মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত, মূত্র, মল প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুরই বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। অজমাংস অতিথি-সেবায় অতি প্রাচীন-কাল হইতেই ভারতে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানেও বঙ্গদেশে ক্রিয়াকর্মে ও উৎসবে ছাগমাংস অতিথি বা নিমন্ত্রিতদিগের ভোজে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। শক্তিপূজায় অজবলিই শ্রেষ্ঠ বলি গণিয়া গণ্য। আয়ুর্বেদে

অত্যন্ত গুরুপাক। কচি ছাগের মাংসই অত্যধিক আদৃত। [মাংস দ্র°]—ছাগলের মাংসদ্বারা কোন কোন স্থলে নপুংসক ছাগলের মাংসই ছাগলাদ্য ঘৃত প্রস্তুতে প্রশস্ত। উহা বাত-ব্যাধি অধিকারে একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ; ইহা কান্তি, মেধা ও পুষ্টিকারক। এই ঘৃত পান করিলে অর্দিত, কর্ণশূল, বধিরতা, বাক্-শক্তিরাহিত্য, অস্পষ্ট ভাষণ; জড়ত্ব, পঙ্গুতা, খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জত্ব, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়। [ছাগলাদ্য ঘৃত দ্র°]

উপকারিতা —অজ-মাংস, অজ-দুগ্ধ ও ঘৃতাদির গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ছাগলের গায়ের গন্ধে যক্ষ্মা অথবা ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয় বলিয়া কোন কোন স্থলে যক্ষ্মারোগীর গৃহে অথবা খাটের নীচে ছাগল বাঁধিয়া রাখা হয়। ছাগলের চর্বি ব্যঞ্জনকে উপাদেয় করে বলিয়া, যাহারা মাংস ভোজন করেন, তাহারা ছাগলের চর্বি ব্যঞ্জনাদিতে দিয়া থাকেন। ছাগলের চর্বি নানা প্রকারে রন্ধন করিয়াও খাওয়া হয়। কোন কোন আদিম ও নিম্ন জাতি হত ছাগলের চর্মও পোড়াইয়া খায়। প্রাচীনকালে কোন কোন জাতি ছাগচর্ম পরিধান করিত। ছাগলের চর্মে জুতা, তৈলকুপিকা এবং ঢাক, ঢোলক, তবলা প্রভৃতি নানা বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয়। ছাগলের চর্মে নানাপ্রকার সৌখীন ব্যাগ, দস্তানা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছাগলের মলে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষারগুণ আছে। এতদ্দেশে রজকেরা কোন কোনস্থলে কাপড় হইতে তৈল ও ময়লা প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য ছাগলের মলে কাপড় সিদ্ধ করিয়া থাকে। ছাগলের মল কতিপয় রোগে মুষ্টিযোগরূপে প্রযুক্ত হয়। ছাগলের লোমে চিত্রকরের তূলিকা, চর্বিতে বাতি, শিঙে ছুরির বাঁট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ছাগলের লোমে উৎকৃষ্ট দড়ি হয়। এই দড়ি জল বৃষ্টিতে নষ্ট হয় না। ছাগলের পশম হইতে শাল, আলোয়ান, কম্বল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ধর্মসংস্কারে অজ—গ্রীস্—ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ছাগল নানারূপ ক্রিয়া-কর্মে ব্যবহৃত হইত। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ব্যবহার ও ছাগল সম্বন্ধে নানারূপ সংস্কার দেখা যায়। গ্রীকপুরাণে ছাগলের নানারূপ উল্লেখ আছে। গ্রীকদেবতা আফ্রোডাইটের (Aphrodite) বাহন ছাগল। স্পার্টার সাক্ষকে আক্রমণ করিবার পূর্বে বা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে আর্টিমিসের (Artemis) নিকট ছাগ-বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। এগিনার (Ægina) লোকেরা ছাগলের শিঙে মশাল বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলে আক্রমণকারী শত্রুরা পলাইয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস করিত। এটিকার (Attica) ম্যারাথনের (Marathon) নিকট ৫০০ শত ছাগী উৎসর্গ করা হইত। আর্গসে হেরার পূজায় ছাগলের ব্যবহার হইত। গ্রীকপুরাণে কথিত আছে, হেরা এক সময়ে বনমধ্যে পলায়ন করেন এবং ছাগলেই তাঁহাকে গুপ্ত-স্থান হইতে বাহির করে। এইজন্য যুবকেরা ছাগী লক্ষ্য করিয়া বর্শা ছুঁড়িত এবং যে বিদ্ধ করিত, সেই উহা লাভ করিত। এথেনীর (Athene) পূজায় ছাগল নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বৎসরে একবার অ্যাক্রোপোলিসে ছাগী বলি দেওয়া হইত। এথেনীর চর্মফলক ছাগ-চর্মে নির্মিত। কোন কোন গ্রীক-দেবতা ছাগচর্মনির্মিত। গ্রীক দেবতা জিয়াসের ভূষণ ছাগচর্ম। কথিত আছে অ্যামালথিয়া (Amalthea) নাম্নী অজা শিশু জিয়াসকে (Zeus) স্তন্যদানে পালন করিয়াছিল। তাই ছাগজাতি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়; তিনি ছাগ-চর্মের উত্তরীয় সেই হেতু ধারণ করিতেন। লিবিয়াদেশীয় রমণীরা ছাগচর্ম পরিত। ইহার ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। অজ-জাতি ঈজিয়ান (Ægean) দেবতাদিগের বড় প্রিয়। ইহাদের কাহারও কাহারও হাতে ছাগলের পা রহিয়াছে; কাহারও কাহারও সহচররূপে ছাগল দেখা যায়। নোসোসের (Knossos) মন্দিরে একটী মৃন্ময় ছাগমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। গ্রীসের কোন কোন সম্প্রদায় অ্যাপোলোর নিকট উৎসর্গীকৃত ছাগমাংস ভক্ষণ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করে।

রোম—প্রাচীন রোমেও অজ বহু ধর্মা-নুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকর্মের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। রোমে লুপারকালিয়া (Lupercalia) উৎসবে ছাগবলি হইত। যুবকেরা সেই সকল ছাগলের চর্ম পরিধান করিত এবং সেই সকল ছাগলের মাংসে ভোজন সমাধা করিয়া যুবকেরা প্যালাটিন (Palatine) বেষ্টন করিয়া ঘুরিত। এই সময়ে যে সকল স্ত্রীলোকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইত, সেই সকল স্ত্রীলোককে তাহারা ছাগচর্ম নির্মিত রজ্জুদ্বারা আঘাত করিত, অনেক স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়া এই আঘাত গ্রহণ করিত। কথিত আছে, ডায়োনিসাস্ এক সময়ে ছাগলের মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। প্যান, সাইলেনাস্ প্রভৃতি বহু বনদেবতা ছাগলের আকৃতি অথবা তাহা-দের কোন না কোন অঙ্গ ছাগলের ন্যায় ছিল। শয়তানের একটী পা ছাগলের মত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভূতপ্রেতাদি, শয়তান ও ডাইনী-দিগের সহিত ছাগল বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। কথিত আছে, শয়তান প্রায়ই ছাগমূর্তি ধারণ করে। জুপিটারের পূজায় ছাগল নিষিদ্ধ ছিল।

বিভিন্ন দেশে ধর্মানুষ্ঠানে অজ—প্রাচীন পারসিক ও Litu Prussian জাতির মধ্যে শস্যবিঘ্ন-দূরীকরণের জন্য ছাগবলির ব্যবস্থা ছিল। এই উৎসবে সকলে শস্যের গোলার সম্মুখে হইত। অতঃপর পুরোহিত ছাগলের উপর নিজ হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল দেবতাকে আহ্বান করিত। অতঃপর একটী স্তোত্র গীত হইত, স্তোত্র গীত হইবার সময়ে ছাগটিকে শূন্যে তুলিয়া ধরা হইত। অতঃপর ছাগটিকে নামাইয়া রাখিলে, পুরোহিত খড়্গদ্বারা তাহাকে বলি-দান করিয়া উহার রক্ত চারিদিকে ছড়াইয়া দিত। অতঃপর স্ত্রীলোকেরা সেই মাংস রন্ধন করিলে সকলে মিলিয়া ভোজন করিত। প্রাচীন মিশরে দেবতারূপে ছাগল পূজিত হইত। এই দেবতার নাম—"Bi-nele-ded"।

প্রাচীন টিউটনজাতি ছাগলকে তোনার দেবতার প্রিয় জ্ঞান করিত।

সপ্তদশ শতকে সারকাসির তাতার-জাতি (Circussian Tartars) সেন্ট ইলিয়াসের দিনে (St. Elias Day) কোন কোন স্থলে ছাগবলি দিত। অতঃপর কান পর্যন্ত ইহার চামড়া ছাড়াইয়া মাথাটা একটা দণ্ডের উপর রাখিত। অবশিষ্ট অংশ রন্ধন করিয়া পুরুষ ও রমণীরা একত্র বসিয়া ভোজন করিত। ভোজনের পর পুরুষেরা রক্ষিত ছাগচর্মের নিকট প্রার্থনা করিত। এই সময়ে ইহারা মদ্যপান করিয়া উৎসবে মত্ত হইত এবং স্ত্রীলোকেরা প্রস্থান করিত।

ইউরোপে এখনও বড়দিনে, কার্নিভ্যাল এবং অন্যান্য উৎসবদিনে ছাগলের মিছিল দেখা যায়। বোহেমিয়া-প্রদেশে একটা প্রথা আছে যে সেপ্টেম্বর মাসে গির্জা হইতে একটা ছাগল ছুঁড়িয়া ফেলা হয়। কোন কোন স্থলে জুলাই মাসে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। কোন কোন দেশে বিবাহে ছাগনৃত্যাদির ব্যবস্থা আছে। সম্ভবতঃ দম্পতির প্রজনন-শক্তি বৃদ্ধির জন্য এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ট্রান্সিল-ভানিয়ায় বিবাহে ছাগ-নৃত্য হয়। বুলগেরিয়ায় মাতা পিতা কন্যাকে বিবাহের সময় ছাগল উপহার দেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় নববিবাহিত যুবক পত্নীর সখীগণকে ছাগমাংসের ভোজ দিয়া থাকে। কেপ্‌গোলে জ্যেষ্ঠ ভগিনীর বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠার বিবাহ হইলে, জ্যেষ্ঠাকে একটা শ্বেতবর্ণ ছাগল উপহার দিতে হয়।

আফ্রিকার কোন কোন জাতি ছাগলকে দেবতা জ্ঞান করে। ছাগলের মধ্যে মৃতের আত্মা বাস করে বলিয়াও অনেকে বিশ্বাস করে। সান সালভাডরের (San Salvador) রাজা একটী ছাগলের মধ্যে নিজের আত্মা রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সুদান, মাডাগাস্কার এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার বহুস্থলে ছাগল একটী নিষিদ্ধ জীব। ইহাদিগের বিশ্বাস ছাগল অপবিত্র জীব এবং ছাগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন অপবিত্র হয়। ছাগল যদি কোন কুটীরের ছাদে আরোহণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে এবং কোন কোন স্থলে ছাগলটাকে বর্শার আঘাতে মারিয়া ফেলা হয়; ইহাদের বিশ্বাস ডাইনেরা ছাগলের সাহায্যে লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে। বর্মার কারেন জাতির বিশ্বাস চন্দ্র বা সূর্যকে অজ গ্রাস করিলে গ্রহণ হয়, এইহেতু উহারা গ্রহণ-সময়ে চীৎকার করিয়া সেই অজকে তাড়াইতে চেষ্টা করে।

যাহার সহিত রক্তের সম্বন্ধ নাই, এইরূপ ব্যক্তির সহিত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ হইবার প্রথা বহু জাতির মধ্যে রহিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে কোন কোন জাতি মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশু বধ করিয়া তাহার রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া পরস্পর করমর্দন করে বা রক্তচিহ্ন ধারণ করে। চট্টগ্রামের কুকিজাতি ছাগলের রক্তে এই কার্য করে।

ইহুদীদিগের বিশ্বাস ছাগ পাপীর পাপের বোঝা বহন করে, সেই বিশ্বাসে তাহারা একটী ছাগকে গ্রামের বাহির করিয়া দেয়। অন্য বহু জাতি এইরূপ পাপনাশে বা প্রায়শ্চিত্তে ছাগল ব্যবহার করে। পশ্চিম আফ্রিকা ও উগাণ্ডার সুসুজাতি প্রায়শ্চিত্তে ছাগল ব্যবহার করে। তিব্বতে পাপী ব্যক্তিকে ছাগচর্মে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে বারবার পদাঘাত করা হয়, এবং সে পাপ স্বীকার করিলে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। ভারতের কৈমুর পর্বতের পারহিয়ারা (Parahiya) পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট ছাগবলি দিয়া থাকে। বলিদানের পূর্বে ছাগকে কিছু শস্য খাইতে দেওয়া হয় ও তাহার মস্তকে জল ছিটান হয়। এই 'বলিদান' ছাগপূজা নামে খ্যাত। ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী উপস্থিত হইলে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটী ছাগলকে ইহারা ছাড়িয়া দেয়। মহামারীর প্রকোপ দমনের জন্য এইরূপ ছাগল ছাড়িয়া দিবার প্রথা বহু জাতির মধ্যে বর্তমান আছে। বাঙলা ও আসামের নানাস্থানে বাঙালীরা পর্যন্ত এইরূপ ছাগল সিন্দূরাদি ভূষিত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ ছাগল কেহ হত্যা করিতে সাহসী হয় না, কাজেই ছাগলটী যথেচ্ছা বিচরণ করে। কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ছাগল বলিদান করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। রোগদমনের জন্য বিভিন্ন রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগবলি ভারতে আর্য ও অনার্য বহু জাতির মধ্যে বর্তমান। জাপানের আদিম জাতিরা ছাগ অথবা মহিষের কান বিদ্ধ করিয়া তাহার মুখে সিন্দূর মাখাইয়া গ্রামের বাহির করিয়া দেয়।

মধ্য-ভারতের কোন কোন পাহাড়িয়া জাতি সূর্যকে "ধেরো" বলিয়া অভিহিত করে। প্রত্যেক গৃহস্বামীকে জীবনে অন্ততঃ পাঁচবার "ধেরোর" নিকট পশুবলি দিতে হয় এবং তৃতীয় বলি শ্বেতবর্ণ ছাগলদ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়। তাপ্তানদীর তীরবাসী গোণ্ডজাতি তাপ্তীনদী অতিক্রম করিবার পূর্বে নদীর ঘূর্ণাবর্তে একটি ছাগল নিক্ষেপ করে। খান্দেশের পাওরা জাতি শস্য-রক্ষার জন্য ক্ষেত্রের নিকট-বর্তী কোন বৃক্ষতলে "বড়া দুবা ও রাণী কা কল" নামক দেবদেবীর নিকট ছাগল বলি দেয়। মধ্য-ভারতের আদিম জাতিরা "দুল্হ দেও" নামক দেবতার নিকট বিবাহ-কালে ও প্রথম সন্তান জন্ম-কালে একটী খাসিয়া ছাগ বলি দিয়া থাকে। জীবনের প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে উক্ত দেবতার নিকট একটী খাসিয়া ছাগ বলি দিবার প্রথা এই জাতির মধ্যে আছে। সাধারণতঃ ইহারা ছাগলটিকে ঘরের মধ্যে বলি-দিয়া ঘরের মধ্যেই রাঁধিয়া খায় এবং হাড়গোড় ঘরের মধ্যেই পুঁতিয়া রাখে। কৈমুর পর্বতের পর্বতীয় জাতি তাহাদের দেবতা 'চুড়েল দেবী'র নিকটে কৃষ্ণবর্ণ ছাগল এবং বনদেবতার নিকট ধূসর অথবা চিত্র বিচিত্র ছাগল বলি দেয়। কোল-জাতি 'সতী' নামক দেবতার নিকট কৃষ্ণবর্ণ ছাগল বলি দেয়। বিন্ধ্য ও কৈমুর পর্বত-মালার অধিবাসী দ্রাবিড় জাতি বাড়ীর বাঁধ বা সীমানা লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে ছাগলের সাহায্যে তাহা মীমাংসা করে। সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে একটী ছাগলকে সীমারেখার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়; ছাগলটীর অতিক্রম অনুযায়ী

সীমারেখা উভয় পক্ষ দেবতার নির্দেশরূপে বাঁধিয়া লয়।

ভারতীয় হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানে অজ—ঋগ্বেদ ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলিতে অধিকাংশ স্থলে ছাগ অর্থে অজ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।[১] বস্ত, ছাগ, ছাগল শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। অজ এবং অজাবয়ঃ (মেষ) ঋগ্বেদের সময় হইতে বিশেষ পরিচিত জন্তু ছিল বলিয়া মনে হয়।[২] ছাগী একসঙ্গে তিনটি পর্যন্ত সন্তান প্রসব করিত" এবং ছাগদুগ্ধও বহুলভাবে ব্যবহৃত হইত।[৩] কোন কোন মতে, মৃতের সমাধিকালে একটি জীবন্ত ছাগকে মৃত দেহের সহিত প্রোথিত করা হইত বা মৃতদেহের সহিত দাহ করা হইত।' কিন্তু এই স্থলে 'অজ' শব্দের অর্থ জন্মরহিত হইতে পারে। ঋগ্বেদে (১০. ১৬. ৪) আছে—

"অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তম্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্॥"

অর্থাৎ (এই মৃত ব্যক্তির) যে অংশ অজ (অর্থাৎ জন্মরহিত) চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা, সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি, তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্তি আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও। অন্যরূপে পশুহনন আর্য-হিন্দুগণ সম্ভবতঃ করিতেন না। মাংস-ভক্ষণের উদ্দেশ্যে পশুহনন করিতে হইলে দেবতা অথবা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তাহা উৎসর্গীকৃত করিবার বিধি কঠোরভাবে পালিত হইত বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রাদি প্রমাণ দেয়—

দেবান্ পিতৄংশ্চার্চয়িত্বা খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি।
নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ॥
—মনু ৫. ৩২-৩৩।

অর্থাৎ মাংসদ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের অর্চনা করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিলে দোষভাগী হইতে হয় না। বিধিজ্ঞ দ্বিজ আপৎকাল উপস্থিত না হইলে অবিধিপূর্বক মাংস ভক্ষণ করিবে না।

মনুসংহিতায় আরও আছে—দেবকার্যে শাস্ত্রানুসারে নিযুক্ত হইয়া যে মনুষ্য মাংস ভক্ষণ না করে সে মৃত্যুর পর একবিংশতিবার পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্যই পশু সৃষ্টি করিয়াছেন, সকল জগতের হিতের জন্য যজ্ঞ বিহিত; অতএব যজ্ঞে যে পশুবধ হয় তাহাতে পাপ হয় না। মধুপর্ক, যজ্ঞ, দেবকার্য ও পিতৃকার্যের জন্য পশুবধ করিবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে করিবে না।—মনু ৫. ৩৫, ৩৯, ৪১।

ছাগবলি ও বলির উপযুক্ত ছাগল সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুযায়ী দেব, নর ও রাক্ষস-ভেদে মানুষের তিনটি গণ। দেবগণীয় মানবের পক্ষে দেবোদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণ, নরগণীয় মানবের পক্ষে পীত বা হরিদ্বর্ণ এবং রাক্ষসগণীয় মানবের পক্ষে শুক্ল ও বৃহৎ পশুই বলি-দানে প্রশস্ত।—যুক্তিকল্পতরু। বলিদানের ছাগ নিখুঁত হওয়া উচিত। যে ছাগলের গায়ে কোনরূপ ক্ষত নাই, অথবা অন্য কোন পশু কখনও ইহাকে দংশন করে নাই, সেই ছাগলই বলির উপযুক্ত, রুগ্ন ও বৃদ্ধ ছাগ বলিদানের অনুপযুক্ত। যে ছাগলের শিঙ গজায় নাই, তাহা বলি দিতে নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চবিধ ছাগের কথা আছে, যথা—

ত্রিশিখঃ পালিতঃ কৌরী বর্করো মারিষস্তথা।
পঞ্চভেদো ভবেচ্ছাগোঽষ্টবিধোঽপি ত্রিবিধো মতঃ॥

এরূপও দেখা যায় যে নিম্নলক্ষণাক্রান্ত ছাগাদি বলির অনুপযুক্ত:

ভগ্নশৃঙ্গং ভগ্নদন্তং ছিন্নলাঙ্গুলমেব চ।
কাণং খঞ্জং রোগিণং চ পৃষ্ঠাহতমতঃ তথা।
দুষ্টং গলিতরোমাণং ক্ষীণং চ গলস্তনম্॥
পশুং ন দদ্যাদীদৃশং তথা চৈব বিড়ালকম্।

রুদ্রযামলে প্রশস্ত পশুলক্ষণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

ঊর্ধ্বপুচ্ছো লম্বকর্ণ একবর্ণোঽতিপীবরঃ।
নীরোগঃ পুষ্টকায়শ্চ সলক্ষণ্যো বয়োঽন্বিতঃ॥
নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গ একবিংশ্যাদিবর্জিতঃ।
প্রশস্তপশুরীদৃশো দেবীপ্রীতিকরঃ শুভঃ।

তন্ত্রান্তরে পাওয়া যায়—

কৃষ্ণবর্ণচ্ছাগলস্য পৃষ্ঠবংশে সিতো যদি।
প্রশস্তং তং বিজানীয়াদ্বিপরীতং বিবর্জয়েৎ॥

তৈপুরপদ্ধতিতে সকল সময় ছাগবলির ব্যবস্থা আছে, যথা—

বসন্তে ছাগলবলিং তথা মেষং হুতেশ্বরি।
প্রদদ্যাৎ সর্বকালেষু সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥

বলির পূর্বে ছাগকে স্নান করাইয়া উহার গলায় রক্তবর্ণ মালা এবং শৃঙ্গদ্বয়ে বা ললাটে সিন্দূর দিয়া দেবীসমীপে পূর্বাভিমুখে স্তম্ভের সহিত বাঁধিতে হয়। তারপর পশুর রুচিকর নৈবেদ্য তাহার সম্মুখে দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে ছাগকে পূজা করিতে হয়:

'এতে গন্ধে পুষ্পে, এতৌ ধূপদীপৌ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ ছাগপশবে নমঃ।"

অতঃপর পশুটীকে শিবময় চিন্তা করিয়া ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রে তাহার মস্তকে পুষ্প দিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে হয়। কামাদি-প্রবৃত্তির প্রতীক স্বরূপই ছাগাদি বলির শাস্ত্রীয় বিধান বলিয়া মনে হয়। যথা—

বলিমেতং গৃহীত্বা চ ছাগং হি কামরূপিণং।
দেহি মে জিতকামত্বং শমং দমং তপোবলম্॥

অর্থাৎ এই বলি, এই কামরূপী ছাগকে গ্রহণ করিয়া আমাকে জিতেন্দ্রিয়তা, শম, দম ও তপোবল দাও।

যথারীতি খড্‌গ পূজা করিয়া দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে হাড়িকাঠে বলিদান করিতে হয়। এক কোপে বলিদানের নিয়ম; অতিরিক্ত কোপ অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত

১. ঋ° ১০. ১৬. ৪; ১, ১৬২. ৪; অ° ৬. ৭১. ১; ৯. ৫. ১; বাজ-সং ২০. ৯; ২৩. ৫৩; তৈ° ৮. ৭০ ১৪।

২ ঋ° ১০. ৯০. ১০; অ° ৮, ৭. ২৫; বাজ-সং ৩. ৫৩.

৩ তৈ-সং ৬.৫. ১০. ২।

৪ তৈ-সং ৫. ১. ৭. ২; ৫. ১, ৭. ১।

হয়। খড়্গপূজার মন্ত্রেও মানুষের পশুভাব বলির কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

'ওঁ খড়্গেনানেন দেবি ত্বং যে সন্তি পশবো মম।
সর্বান্ কামাদিরূপাংস্তান্ ছিন্ধি মহেশ্বরি।'

উক্ত মন্ত্রে দুর্গাপূজায় বলিদানের খড়্গ পূজাকালে দেবীর নিকট বলা হইয়েছে—'আমার ভিতরে যে সকল পশু (পশুভাব) আছে, কামাদিরূপে সেই সকলকে এই খড়্গ-দ্বারা কাটিয়া ফেল।' কোন কোন স্থলে বলিদানের পরিবর্তে ছাগলটিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ দুর্গাপূজা ও কালীপূজায় অধিকসংখ্যক ছাগবলি হইয়া থাকে। কলিকাতার কালীঘাটে কালী-মন্দিরের সম্মুখে যত ছাগ-বলি হইয়া থাকে, ভারতের আর কোথাও সেরূপ [illegible] না।

দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগ-বলিদান বাঙালী শাক্ত হিন্দুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মনস্কাম-সিদ্ধির অভিলাষে দেবতার উদ্দেশে ছাগবলিদান এদেশে প্রায়ই হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহ ও অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভকর্মের পূর্বাহ্ণে নানা দেবতার নিকট ছাগবলির প্রথা আছে। সাধারণতঃ কালী, (রক্ষাকালী, শ্যামা-কালী, দক্ষিণাকালী) মনসা, ষষ্ঠী (সন্তান দাত্রী ও সন্তানপালিকা দেবী বি°) ও ভৈরব প্রভৃতি দেবতার নিকট ছাগাদি বলিদান করা হয়। হিন্দু ডাকাত ও ঠগেরা কালীপূজা করিত; এবং অভিযানে অজ্ঞাত-নামের দেবতার নিকট নানা পশু হনন করিত। ঠগেরা সাধারণতঃ দুইটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগল স্নান করাইয়া দেবতার সম্মুখে পশ্চিমমুখ করিয়া রাখে। এই সময়ে যদি ইহারা গা ঝাড়া দেয় তবে দেবতার গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়; গা ঝাড়া না দিলে বলি দেওয়া হয় না। বলির পর নিহত ছাগের দাড়ি ক্ষুঁড়ি প্রভৃতি একটি গর্তে পুঁতিয়া রাখে। পাঞ্জাবের কোন কোন জাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে। পশ্চিম-ভারতের প্রভু জাতি বিবাহের সময়ে গৃহদেবতার নিকট ছাগ বলি দেয়। ছাগলটিকে প্রথমে দেবমূর্তির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখা হয় এবং একজন বিবাহিতা রমণী আসিয়া ছাগলটার পাগুলি ধৌত করে এবং তাহার মস্তকে লালগুঁড়া ছড়াইয়া দেয়। অতঃপর একটি প্রদীপ ছাগলের চারিদিকে ঘুরান হয়। ছাগলটাকে কিছু শস্য খাইতে দেওয়া হয় এবং যখন উহা শস্য ভক্ষণ করিতে থাকে, তখন পরিবারের জ্যেষ্ঠব্যক্তি খড়্গাঘাতে উহার মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করে। দেবতার গায়ে কয়েক ফোঁটা রক্তের ছিটা দিয়া মুণ্ডটী একটী ধাতুপাত্রে রাখে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র শর্মাচার্য ও
শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অজএকপাৎ, (-পাদ্)—[বৈদিক] ঋগ্বেদে ৬-বার অজএকপাদের উল্লেখ আছে (২. ৩১. ৬; ৬. ৫০. ১৪; ৭. ৩৫. ১৩; ১০. ৬৪. ৪; ১০. ৬৫. ১৩; ১০. ৬৬. ১১), তন্মধ্যে ১০. ৬৫. ১৩ ভিন্ন ঋগ্বেদের সর্বত্রই অহির্বুধ্ন্যের সহিত ইহার উল্লেখ আছে। উল্লিখিত ৬টী ঋকে সমুদ্রের সহিত ৪ বার (৬. ৫০. ১৪; ৭. ৩৫. ১৩; ১০. ৬৫. ১৩; ১০. ৬৬. ১১), পৃথিবীর সহিত ২ বার (৬০ ৫০. ১৪; ১০. ৬৬. ১১), অগ্নির সহিত ২ বার (২. ৩১. ৬; ১০. ৬৪. ৪), আকাশ ও মেঘের সহিত ১ বার (১০. ৬৬, ১১), ত্রিত, ঋভুক্ষা ও সবিতার সহিত ১ বার (২. ৩১. ৬), অপাং নপাৎ ও পৃশ্নির সহিত ১ বার (৭. ৩৫. ১৩), সরস্বতী ও নদীর সহিত ১ বার (১০. ৬৫. ১৩), বৃহস্পতির সহিত ১ বার (১০. ৬৪. ৪) এবং অন্যান্য দেবতাদের সহিত ২ বার (১০. ৬৫. ১৩; ১০. ৬৬. ১১) অজএকপাদের উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ জল ও অন্নদানের জন্য অহির্বুধ্ন্য, অজএকপাদ্ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানান হয়।—ঋ° ১. ১৮৬. ৫; ২. ৩১. ৬।

একস্থলে ইহাকে আকাশের আশ্রয়দাতা বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

'পাবীরবী তন্যতুরেকপাদজো দিবো ধর্তা সিন্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ।
বিশ্বে দেবাসঃ শৃণবন্বচাংসি মে সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা।'
—ঋ° ১০. ৬৫. ১৩.

অন্তরীক্ষচারী অন্যান্য দেবতার সহিতও ইহার উল্লেখ আছে (১০. ৬৬. ১১)। সুতরাং ঋগ্বেদে অজ, অজ-একপাদ্ ও অহির্বুধ্ন্য একই শ্রেণীর দেবতা; ইহারা সকলেই পরবর্তী কালে একাদশ রুদ্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। নিঘণ্টুকে (৫. ৬) অজৈকপাদ অন্তরীক্ষ বা স্বর্গের দেবতাগণের অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; যাস্ক ইহাকে 'অজ একপাদ্ অজনঃ একঃ পাদঃ' বলিয়াছেন। দুর্গাচার্য টীকায় ইহাকে সূর্যের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন (নিরুক্ত ১২. ২৯)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (৩. ১, ২. ৮) অজএকপাদের অর্থ, 'সূর্য' বলা হইয়াছে—'তং সূর্যং দেবমজমেকপাদম্'। অধিকন্তু বলা হইয়াছে—ইনি পূর্বদিকে উত্থিত হন। এই গ্রন্থের অন্যত্র অজএকপাদের পূর্বে প্রোষ্ঠপদ এবং তাহার উত্তরে অহির্বুধ্ন্য বলা হইয়াছে (তৈ-ব্রা° ১. ৫. ১. ৫; ৩. ১. ২৯)। যাস্ক (১২. ৩০) অজএকপাদের অর্থ বুঝাইয়াছেন, যিনি একপদে ভ্রমণ করেন অথবা যিনি একপদে রক্ষণ বা পান করেন। অথবা অজএকপাদ বা একপাদ্ অজ—অর্থ ছাগের পায়ের ন্যায় একটী পা যাঁহার তিনি।

বাজসনেয়-সংহিতায় (৫. ৩৩) অজ একপাদ্‌কে গার্হপত্যাগ্নি বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও (১. ৩. ৩) ইঁহাকে গার্হ-পত্যাগ্নি বলা হইয়াছে। অজএকপাদ্ ও অহির্বুধ্ন্য উভয়েই গার্হপত্যের হবির্ভাগ গ্রহণ করেন (পারস্ক° ২. ১৫. ২)। অথর্ববেদের মতে অজএকপাদ্ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ধারণ করেন (১৩. ১. ৬)।

পুরাণে কোন কোন স্থলে একপাদ্ ও অজ বিভিন্ন দেবতা [অজ দ্র°]। পুরাণে অজএকপাদ্ প্রায় সর্বত্র অজৈকপাদ আখ্যা পাইয়াছে। বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক যুগে অজএকপাদ্ একাদশ রুদ্রের অন্যতম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সকল পুরাণে ইঁহাকে একাদশ রুদ্রের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই। হরিবংশ (৩. ৪৯-৫০), শিবপু° ("অজৈক-পাদহির্বুধ্ন্যঃ ত্র্যক্ষঃ 'রুদ্রশ্চবীর্যবান্' — ১৮.

৬০-১৭০), ব্রহ্মাণ্ডপু° (৬৬. ৬৮-৭০), মৎস্যপু° (৫. ২৯-৩০), ভাগ° (৬. ৬. ১৮), মহাভারত (১. ২. ৬৬. ৯২৩) ও বিষ্ণুপু° (১. ১৫. ১২১-১২২) মতে অজএকপাদ্ একাদশ রুদ্রের অন্যতম।

অজএকপাদ্ প্রভৃতি রুদ্রগণের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সকল পুরাণ একমত নহে। হরিবংশ মতে (৩. ৪৯-৫০), ইঁহারা কশ্যপ ও দক্ষকন্যা সুরভি হইতে, ভাগবতমতে (৬. ৬. ১৭ ১৮) ভূত ও দক্ষকন্যা স্বরূপা হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি। মহাভারতে (১. ২১১) ইঁহারা মরীচির সন্তান; বিষ্ণুপু° (১. ১৫. ১২১-১২২) অজএকপাদ্ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার চারিপুত্রের অন্যতম। মহাভারতের একস্থলে অজৈকপাদ্‌কে পৃথিবীমধ্যে ভ্রমণকারী বলা হইয়াছে (৫. ১১৪. ৪)। মহাভারতে (১০. ১৭. ১০৩) ইঁহাকে একস্থলে শিবও বলা হইয়াছে—অজৈকপাচ্চ কাপালী ত্রিশঙ্কুরজিতঃ শিবঃ।

কেহ কেহ শকগণের পিতৃদেবতা জুপিটারকে (বৈদিক-দৌস্পিতর্) অজৈকপাদ্ বলিয়া মনে করেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিক ডিওডোরসের মতে এরা (ইহার দেহের ঊর্ধ্বার্ধ নারীর ন্যায় ও নিম্নার্ধ নাগের ন্যায়) ও জুপিটার হইতে শকজাতির উদ্ভব। বেদে দৌস্পিতর্ আকাশচারী দেবতা—প্রায় সর্বত্রই ইহা ইন্দ্রের বিশেষণ; ঋগ্বেদের সর্বত্র অজৈকপাদ্ ইন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বিশেষতঃ এরার আকৃতির সহিত অজৈকপাদের আকৃতির কোন সামঞ্জস্যই নাই। আর এরার নিম্নাংশ ও অজৈকপাদের নিম্নাংশের কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও অজৈকপাদ পুরুষমূর্তি। অজৈকপাদ্—একপাদ্ রুদ্র। হুগলীজেলার মহানাদ নামক স্থানে একপাদ্ ভৈরব বা রুদ্রের একটী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ময়ূরভঞ্জের কৌচিঙ্গ নামক স্থানেও এইরূপ একটী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দেশে একপাদ্ রুদ্রমূর্তি কোথাও বা ভৈরব কোথাও বা রুদ্ররূপেই পূজিত হইতেন। অজএকপাদ্‌কে শকগণের পূর্বপুরুষ রূপে কল্পনা করা বৃথা। প্রাপ্তমূর্তিগুলির মুখ বীভৎস, চারিহস্ত, একহস্তে গদা।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অজএকপাদ্,—যাজুষ-জ্যোতিষের দশম শ্লোকে এবং আর্চ-জ্যোতিষের নবম শ্লোকে পূর্ব-প্রোষ্ঠপদ ও উত্তর-ভাদ্রপদ নামক নক্ষত্রপুঞ্জের (asterism) স্থলে অজএকপাদ্ ও অহির্বুধ্ন্যের নাম লিখিত হইয়াছে। আবার অজ একপাদকে পূর্বভাদ্রপদের এবং অহির্বুধ্ন্যকে উত্তর-ভাদ্রপদের অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। অবশ্য পূর্বভাদ্রপদ বলিতে পূর্বপ্রোষ্ঠপদই বুঝায়। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র পিতামহসিদ্ধান্ত গ্রন্থে এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) উত্তরে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের নাম-তালিকায় ধনিষ্ঠার পরে অজ ও অহির্বুধ্ন্যের স্থান। বৃদ্ধবশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে পাওয়া যায়—অজপদ দুইটী (অজএকপাদ্ ও অহির্বুধ্ন্য) উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রন্থের অন্যত্র (৮. ২০) উল্লেখ আছে যে, অহির্বুধ্ন্য সূর্যরশ্মিতে অদৃশ্য হয় না, অর্থাৎ ইহা ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) খুব উত্তরে অবস্থিত। গোলসিদ্ধান্তকার (৪. ৬. ৩২) ও সূর্য-সিদ্ধান্তকার (৮. ১৬) অজএকপাদ্ ও অহির্বুধ্ন্যের স্থলে ভাদ্রপদ দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন। যাজুষ-জ্যোতিষ এবং আর্চজ্যোতিষের সঙ্কলনকালে পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তর-ভাদ্রপদই অজএকপাদ্ এবং অহির্বুধ্ন্য বলিয়া বোধ হয় পরিচিত ছিল।

তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৪. ১০. ১০) এবং মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (২. ১৫. ২০) নক্ষত্রপুঞ্জের নাম-তালিকায় দুইটী প্রোষ্ঠপদের উল্লেখ আছে; কাঠক-সংহিতায় (৩৯. ১৩) এই দুইটী নক্ষত্রপুঞ্জকে প্রোষ্ঠপদা এবং উত্তর-প্রোষ্ঠপদা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন, প্রোষ্ঠপদ অজ-একপাদের পূর্বে এবং অহির্বুধ্ন্য প্রোষ্ঠপদের উত্তরে অবস্থিত। পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতে পূর্ব এবং উত্তর-ভাদ্রপদ উপরি-উল্লিখিত প্রোষ্ঠপদ দুইটী হইতে অভিন্ন। পূর্ব-ভাদ্রপদ এবং উত্তর ভাদ্রপদ—এই দুইটী নক্ষত্রপুঞ্জেই দুইটী করিয়া মুখ্য তারকা বর্তমান। ইহাদের মধ্যে একটী করিয়া যোগ তারা (Junction-star) আছে। পূর্বভাদ্রপদের যোগ তারকাটীই alpha Pegasi; ইহা দক্ষিণে অবস্থিত; উত্তরে দ্বিতীয় মুখ্য তারকা beta Pegasi. ভাদ্রপদের মুখ্য তারকাদ্বয়ই—উত্তরে alpha Andromedae এবং দক্ষিণে beta Pegasi. পূর্ব-ভাদ্রপদ উত্তর-ভাদ্রপদের উত্তরে অবস্থিত। এই দুইটী নক্ষত্রপুঞ্জের মুখ্য তারকা চারিটী একটী চতুর্ভুজের আকার ধারণ করে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-বর্ণিত alpha Pegasiই অজএকপাদ্। gama Pegasiই প্রোষ্ঠপদ; ইহা alpha Pegasiর পূর্বে অবস্থিত। আর alpha Pegasiর উত্তরে অবস্থিত alpha Andromedae-ই অহির্বুধ্ন্য।

Alpha Pegasiকে হিন্দু জ্যোতিষে অজএকপাদ্ নামে অভিহিত করা হইল কেন? রাশিচক্রের কুম্ভরাশি পূর্বভাদ্রপদের ¾ তারকার সমষ্টি এবং মীনরাশি পূর্বভাদ্রপদের ¼ এবং উত্তরভাদ্রপদের সমষ্টি। মকররাশি কুম্ভের পূর্বরাশি। হিন্দুজ্যোতিষে এই রাশিটী মকরাকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু বাবিলোনীয়, গ্রীক ও আরবীয় জ্যোতিষমতে এই রাশিটীর (Capricomus) আকৃতির সম্মুখভাগ পদ-সংযুক্ত (সম্মুখের দুইটী পা) ছাগের ন্যায় এবং পশ্চাদ্‌ভাগ মৎস্যের ন্যায়। খুব সম্ভব ছাগপদ দুইটী এরূপভাবে বিস্তীর্ণ করিবার কল্পনা করা হয় যাহাতে একটী পা alpha Pegasiর উপর পড়ে এবং অপরটী alpha Andromedaeর উপর পড়ে; এই কারণেই বোধ হয় বৃদ্ধবশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তে এই দুইটী তারকাকে অজপদ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

[JASB. 1932, 53-55]

ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ

অজক,—[গ্রী°; অজিকা] ছাগ।—বিনয়° ২. ১৫৪; জাতক ৩. ২৭৮।

অজক,—১ চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি জহ্নুর পৌত্র ও সুজহ্নুর পুত্র। রাজর্ষি জহ্নু গঙ্গাকে পান করায়, গঙ্গা জাহ্নবী নামে আখ্যাত হন। অজকের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র

সুবিব (বিষ্ণুপু° ৪. ৭. ২-৩)। হরিবংশ-মতে (২৭. ৯-১১) জহ্নুর পুত্র সুনহ, সুনহের পুত্র অজক। হরিবংশের অন্যত্র 'জাহ্নোস্ত্ববিত্তঃ পুত্রো অজকো নাম বীর্যবান্,' (৩২. ৪২) অজককে জহ্নুর পুত্র বলা হইয়াছে।* ভাগবত মতে (৯. ১৫. ৩-৪) জহ্নুর পুত্র পুরু; পুরুর পুত্র বলাক, বলাকের পুত্র অজক। ব্রহ্মপুরাণ-মতে জহ্নুর পুত্র সুনহ; সুনহের পুত্র অজক; অজকের পুত্র বলাকাশ (১০. ১৯-২২; ১৩. ৬৮)। [জহ্নু দ্র°] অগ্নিপুরাণে (২৭৮. ১৫-১৭) অজমীঢ়ের পুত্র জহ্নু ও জহ্নুর পুত্র অজকাশ; অজকাশের পুত্র বলাকাশ। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ গরুড়-পুরাণে (১৪৩. ৫) 'অজক' স্থানে উপরাজক হইয়া গিয়াছে। জহ্নুর পুত্রও সুমন্ত হইয়াছে। ২ চন্দ্রবংশীয় রাজা যদুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম।—লিঙ্গপু° পূ° ৬৮. ১। ৩ দানব-বি°। কশ্যপ ও দনুর চল্লিশটী মহাবলশালী পুত্রের অন্যতম।—পদ্মপু° সৃ° ৬. ৩০; বায়ুপু° ৩. ২. ৮। ৪ অসুর-রাজ বৃষপর্বার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি পৃথিবীতে শাব নৃপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'অজকস্ত্ববরো রাজন্ আসীদ্ বৃষপর্বণঃ। স শাব ইতি বিখ্যাতঃ পৃথিব্যামভবন্নৃপঃ।'—মহা° ১. ৬৮. ১৬-১৭। ৫ (অপিধা প্রদ্যোত°) মগধরাজ প্রদ্যোতের বংশীয় রাজা বিশাখযূপের পুত্র। পুরাণমতে, ইনি ৩১ বৎসর রাজত্ব করেন।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৯. ৩০৯-৩১০।

অজকরণী—প্রাচীন ভারতের নদী-বি°। ইহার তীরবর্তী লোণগিরি (বা সেনগিরি-) বিহারে বৌদ্ধ স্থবির সব্বক (সপ্পক) বাস করিতেন। স্থবির ভৃত এখানে একটী গুহায় বাস করিতেন। সম্ভবতঃ ইহা অচিরবতীর একটী শাখা-নদী ছিল।—MDPP; Therag. (PTS). 309ff, 518f; TheragA. i. 493f; Brethern 187n 2.

* জহ্নোরজস্ত তনয়ো বলাকাশ্চ তৎসুতঃ। কুশিকো নাম ধর্মজ্ঞস্য পুত্রো মহীপতেঃ।—মহা° ১২. ৪৮. ৩।

অজকর্ণ,—যদুপুত্র সহ ও বজ্রায় পঞ্চপুত্রের অন্যতম। ইহার ভগিনীর নাম মন্দোদরী।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ২. ৩. ২৯; বায়ুপু° ৬৮. ২৮ [পাঠান্তর 'গজকর্ণ' (পৌ-স°)]।

অজকর্ণ,, অজকর্ণক—১ ছাগের কর্ণ।—কা-শ্রৌ' ২৫. ৪. ৪। ২ (বৈদ্যক) ছাগকর্ণাকৃতি-পত্রবিশিষ্ট শালতরু-বি°। pentaptera tomentosa—রাজনি°। "অসন" নামক শালবৃক্ষ ॥ রত্নমালা ॥ ভাবমিশ্রের মতে সর্জ, অজকর্ণ, শাল ও ষড়িচপত্রক এইগুলি একার্থবাচক শব্দ। ইহা কটু তিক্ত ও কষায়-রসবিশিষ্ট এবং কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণনাশক।—ভাব-প্র° পূ° বটাদি-বি°। সর্জবৃক্ষ—রাজনি° ব° ৯।

অজকলাপক—[অজকলাপক নামের দুইটী কারণ—'অজে কলাপেত্বা বন্দনেন অজ-কোট্টাকেন সদ্ধিং বলিং পটিচ্ছতি, নো অঞ্ঞথা……কোটি পন অজকে বিয় সত্তে লাপেতীতি; অজক-লাপকো' তি।—উদানঅ-কথা, ৬৩; JPTS, 1886, 94]। যক্ষ-বি°। এই যক্ষ প্রথমে গৌতম বুদ্ধকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, পরে তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অজকলাপক এক যক্ষ-সভা হইতে ফিরিবার সময় বুদ্ধদেবকে আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পায়; সাতাগির ও হেমবত পূর্বেই যক্ষসভায় বুদ্ধের বিষয় তাহাকে বলিয়াছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া নানাভাবে বুদ্ধকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।—Ud. 4-5; UdA. 63ff.

অজকলাপক চেতিয়—পাবায় একটী চৈত্য। এইস্থানে অজকলাপকের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করা হইত।—Ud. 4.

অজকব—[অজ (বিষ্ণু) + ক (ব্রহ্মা) + ব-অস্ত্যর্থে—যাহাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিরাজিত আছেন; অথবা অজ (বিষ্ণু) + ক (ব্রহ্মা) -ব—√বা (সেবা করা) + অ (করণে)—ত্রিপুরাসুর নিধনকালে বাণরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যুক্ত হইয়াছিলেন।] ১ পু° ক্লী°, শিবধনু, পিনাক।—ত্রিকাণ্ড°। রূপান্তর—অজকাব, আজকাব, অজীকব, অজগাব, অজীকাব, অজগাব, অজগাবা। ২ [অজক (ছাগল) ব—√বা (সেবাকরা) + অ-ক—(বৈদ্যক); অজকং ছাগং বাতি প্রীণাতি—বাচ°; যে ছাগলের সেবা করে] বর্বটী, বাবুইতুলসী। গুণাদি বর্বরী শব্দে দ্র°।

অজকা—[অজ + কন স্বার্থে + আ] স্ত্রী°, ১ ছাগলের গলদেশে লম্বিত স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ড, ছাগস্তন। ২ ছাগপুরীষ। ৩ [পা° ৭. ৩. ৪৭; বোপ° ৪. ১] ক্ষুদ্রছাগী। বো-রো° ॥ ৪ (বৈদ্যক) কৃষ্ণগতশোণিতনেত্ররোগ-বি°।

"অজাপুরীষপ্রতিমো রুজাবান্, সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাস্রঃ। বিদার্যকৃষ্ণং প্রচয়োহভ্যুপৈতি, তজ্জাকজাতমিতি ব্যবস্যেৎ ॥

—সুশ্রু° উ° ৫. ৩.

চক্ষুর কৃষ্ণভাগ (কৃষ্ণবর্ণ অংশ) ভেদ করিয়া ছাগপুরীষাকৃতি, রক্তবর্ণ ও বেদনাযুক্ত পিড়কা উত্থিত হয়, এবং উহা হইতে পিচ্ছিল ও রক্তবর্ণ স্রাব হয়। ইহাকে অজকা বলে।

"আতাম্রপিচ্ছিলাস্রস্রাতাম্রপিটিকাতিরুক্। অজাবিট্সদৃশোচ্ছ্রায়কার্ষ্ণ্যাবর্জ্যাস্তজাকা।—অ-হৃ° উ° ১০ অ°।

চক্ষুর কৃষ্ণভাগে, ছাগপুরীষের ন্যায় উন্নত, ঈষৎতাম্রবর্ণ, তাম্র ও রক্তবর্ণ পিচ্ছিল স্রাববিশিষ্ট অতিশয় বেদনাযুক্ত যে পিড়কা জন্মে তাহাকে অজকা বলে। ইহা রক্তজাত এবং অসাধ্য।

অজকাজাত—অজকা। [অজকা দ্র°]।

অজকাব,—বিষাক্ত বৃশ্চিক-বি°। ঋগ্বেদে (৭. ৫০. ১) একটীবার মাত্র ইহার উল্লেখ আছে।

অজকাব,—অজকব দ্র°।

অজকাশ—চন্দ্রবংশীয় অজমীঢ় ও তৎপত্নী কেশিনী হইতে জহ্নু নামক পুত্র; এবং জহ্নুর পুত্র অজকাশ; অজকাশের পুত্র বলাকাশ। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র অজকাশের প্রপৌত্র।—অগ্নিপু° ২৭৮. ১৬ ১৭)। মহা° ১. ১০৯. ১০৮। [অজক, দ্র°]

অজকূলা (?)—অজকূল্যা। অজকূল্যা দ্র°।

অজকূল্যা—ইন্দুমতীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নদী-বি°। লাসেন (Lassen) তাঁহার গ্রন্থে (LIA. ii. 523) গোরেসিওর রামায়ণ (২. ৭০. ১৫) অনুসারে অজকূলা পাঠ ধরিয়া অর্থ করিয়াছেন বোধিদিগের নগরের নাম-বি°। Worterbuch তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। মনিয়ার উইলিয়মসও তাহারই অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু গোরেসিওর পাঠে আছে 'অজকূলাং ততঃ প্রাপ্য বোধীনাং নগরং যযুঃ।' এই পাঠে দেখা যায় অজকূলাতে প্রথমে, তাহার পর দূতগণ বোধিদিগের নগরে গিয়াছিলেন। বোধিনগর এবং অজকূলা কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত পাঠ 'অজকূল্যা'।

অজকেশী—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ।—বৈদ্যকনিঘণ্টু।

অজক্ষীর—[বৈদ্যক। 'অজা' শব্দের আকারে হ্রস্ব।—পা° ৭. ৩. ৬৩] ক্লী°, ছাগী-জন্য দুগ্ধ।—মৈ-স° ৩. ১. ৮। [ছাগদুগ্ধ দ্র°]।

অজক্ষীরনাশ—[বৈদ্যক] শাখোটবৃক্ষ, শ্যাওড়াগাছ। বৈজ্ঞানিক নাম Streplus asper—রাজ-নি° ব° ৯। সম্ভবতঃ ইহা ভক্ষণে ছাগীর দুগ্ধ নষ্ট বা শুষ্ক হইয়া যায় বলিয়াই ইহার এই নামকরণ হইয়াছে। তবে শ্যাওড়ার ক্ষীর বা আঠা ২।৪ ফোঁটা দিলে দুগ্ধ জমিয়া দধিতে পরিণত হয়, এ কথা গোয়ালাদের মুখে শুনা গিয়াছে।

অজগ—[অজ (ব্রহ্মা) + √গৈ (গানকরা) + ড—কর্ম] ১ বিষ্ণু। ২ [অজ + √গম্ + ড] অগ্নি। ৩ [অজ + √গম্ + ড—কর্ম] শিবধনু।

অজগন্ধ—মহাদেবের একটী নাম। মহাদেবের অনুচরগণ যখন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতেছিল, তখন যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলাইতেছিলেন। মহাদেব পলায়মান মৃগকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করায় তাহা হইতে রক্তস্রোত বহিতে থাকে। দেবগণ সেইজন্য মহাদেবকে অজগন্ধ নামে অভিহিত করেন—পদ্ম° সৃ° ৫. ৩৯।

অজগন্ধা,—মহাদেব-পত্নী। মহাদেবের নাম অজগন্ধ বলিয়া তাঁহার পত্নী অজগন্ধা বলিয়া অভিহিত।—পদ্ম° সৃ° ৫.৩৯.। [অজগন্ধ দ্র°]।

অজগন্ধা,—(বৈদ্যক) ১ স্ত্রী°, (ছাগের ন্যায় গন্ধ বলিয়া) বনযমানী, ক্ষেত্রযমানী, বনজোয়ানের গাছ। পর্যায়—১ অজমোদা, ২ খরাশ্বা, ৩ কারবী (রত্নমালা), ৪ উগ্রগন্ধা (অম°), ৫ তিক্তোগি (রাজনি°), ৬ বস্তগন্ধী, খরপুষ্পা, ৮ অবিগন্ধিকা, ৯ ব্রহ্মগর্ভা, ১০ ব্রাহ্মী, ১১ পূতিময়ূরিকা। গুণ—কটুরস ও উষ্ণত্ব। ২ বনতুলসী।

অজগন্ধিকা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ১ বর্বরা বৃক্ষ, বাবুই তুলসী, বাবুই শাক। ২ বনযমানী।

অজগন্ধিনী—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, অজশৃঙ্গী, মেষশৃঙ্গী, গাড়লশিঙে, ভেড়াশিঙে, তিত কুঁচির গাছ ॥রত্নমালা॥ লতাজাতীয় গাছ, একটী বোঁটায় এক যোড়া ফল হয়, ফলগুলি দেখিতে অবিকল মেষশৃঙ্গের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট। পাতা বা ফল ছিঁড়িলে সাদা আটা নির্গত হয়। ইহা তিক্তরস, অগ্নিবর্দ্ধক, স্রংসন এবং কুষ্ঠ, প্রমেহ, কফ, কাস, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষনাশক।—ভাব-প্র°।

অজগর,—[অজ-গ্রাসকারী] ভীষণাকার সর্প-বিশেষ 'অথর্ববেদে (৯. ২. ২৫ ; ২০. ১২৯. ১৭) ইহার উল্লেখ আছে ; অশ্বমেধযজ্ঞের জন্তুগণের তালিকায় ইহার নাম আছে (তৈ-স° ৫. ৫. ১৪. ১ ; মৈ-স° ৩. ১৪. ১৯ ; বা-স° ২৪. ৩৮), | অন্যত্র বাহস নামে ইহার উল্লেখ আছে (তৈ-স° ৫. ৫. ১৩. ১ ; বা-স° ২৪. ৩৪)। পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে সর্পভোজে অজগরের উল্লেখ আছে (২৫. ১৫)। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে অজগরের উল্লেখ আছে।

অজগর,—রাজা নহুষ অগস্ত্যের অভিশাপে অজগররূপ প্রাপ্ত হন। বৃত্রকে বধ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যারূপ পাপের ভয়ে স্বর্গ ত্যাগ করেন, তখন দেবগণ অশেষ পুণ্যবান্ রাজা নহুষকে ইন্দ্রত্ব দান করেন। দাম্ভিক নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া ইন্দ্রপত্নী শচীকে লাভ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বৃহস্পতির পরামর্শে নহুষের কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য শচী নহুষকে বলিয়া পাঠান, ব্রাহ্মণবাহিত শিবিকারোহণে করিয়া আগমন করিলে শচী তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। নহুষ অগস্ত্যাদি ঋষিগণকে শিবিকা-বহনে নিযুক্ত করেন। নহুষ দ্রুত চলিবার জন্য হঠাৎ অগস্ত্যকে পা দিয়া ঠেলিয়া দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে—"মহাকায় সর্প অজগর হইয়া থাক।" বলিয়া অভিশাপ দেন।—ভা° ৬.১৩ ; মহা° ৩. ১৮২ ; দেবীভা° ৬. ৭-৮ অ°)। অজগররূপী নহুষ ভীমসেনকে গ্রাস করেন ; পরে যুধিষ্ঠির কর্তৃক তিনি মুক্ত হন (মহা° ৩. ১৮০. ২৭ ; ৩. ১৮২)। অজগর নন্দরাজকে গ্রহণ করে।—মহা° ৩. ৬০. ২১ ; নন্দকে গ্রাস করে।—ভা° ১০. ৩৪।

অজগর,—গৃধ্রকূটবাসী প্রেত-বি°। ভিক্ষু মোগ্গল্লান ইহাকে গৃধ্রকূটে দেখিতে পান, কিন্তু তাঁহার সঙ্গী লক্খণ (লক্ষণ) ইহাকে দেখিতে পান নাই। পরে বুদ্ধদেব ভিক্ষু লক্খণের কোন প্রশ্নের উত্তরে এই প্রেতের অতীত জন্মকাহিনী বর্ণনা করেন। এই প্রেত পূর্বে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে একজন পরস্বাপহারী ছিল, ধনবান্ সুমঙ্গল এই সময়ে বুদ্ধের জন্য গন্ধকুটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। অনবধানবশতঃ তিনি সহসা অজগরের মনে আঘাত দেন। ইহাতে অজগর ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার জঘন্য উপায়ে তাঁহাকে রাগাইতে ও প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে ; তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া শান্তভাবে থাকেন। একদা বুদ্ধকে ভিক্ষাদান করিলে বুদ্ধ তাঁহার অর্জিত পুণ্য এই ডাকাতকে দান করেন। তখন সে তাঁহার মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া অনুতপ্ত হয় ; কিন্তু স্বকৃত অপরাধের জন্য তাহাকে ফলভোগ করিতে হয়।—DhA. iii. 60ff ; MDPP.

অজগর,—বৃহদাকার সর্প-বি° boa constrictor. ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বৃহদাকার সর্পের সাধারণ নাম—"Boidae" দিয়াছেন। ভারতে ইহা 'অজগর' নামে পরিচিত ; অজ অর্থাৎ ছাগলকে গ্রাস

বা ভক্ষণ করিতে পারে বলিয়াই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। বৃহদাকার সর্পগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) বোড়া (Boa) ও (২) ময়াল (Python).

সর্প সরীসৃপবর্গীয় জীব। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে অতিকায় সরীসৃপ হইতে অজগর জাতীয় সর্পের উৎপত্তি হইয়াছে; মূলতঃ ইহাদের আকৃতি গোধিকার ন্যায় ছিল। ইহারা জল ও স্থলে বিচরণ করিতে পারিত। ক্রমে ক্রমে ইহারা জল, স্থল, ও উভচর—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। অজগর সর্পে লুপ্ত অঙ্গের চিহ্ন বর্তমান আছে। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে লুপ্তপ্রায় বস্তির অস্থি ও গুহ্যদ্বারের উভয়পার্শ্বে লুপ্তচরণের দুইখানি অস্থির চিহ্ন নখরের ন্যায় বর্তমান। সংস্কৃতে বোড্র (বোড়া) অর্থে বৃহদাকার চতুষ্পদ সর্পই বুঝাইত। বিশেষতঃ এই জাতীয় সর্প অন্য সর্পের ন্যায় অণ্ড প্রসব না করিয়া বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে। বাচ্চাগুলি জন্মকালেই প্রায় ৩০ ইঞ্চি লম্বা হয়। বোড়াজাতীয় সর্পের সম্মুখের চোয়ালের অস্থিতে (premaxillary bones) দাঁত নাই এবং অক্ষিকোটরের উপরিস্থ অস্থি নাই। বোড়াজাতীয় অজগর বিষধর সর্প নহে; ইহারা ইঁদুর, শশক, মেষ ও ছাগল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু ও পক্ষী প্রভৃতি ধরিয়া খায়। বোড়া মৃত জন্তুকে চিবাইয়া চিবাইয়া গ্রাস করে। আমেরিকা, পালিনেশিয়া, মাডাগাস্কর ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলে প্রায় ৪০ প্রকার বোড়াজাতীয় অজগর দেখা যায়। ভারতীয় বোড়া সর্পের মধ্যে সিংহল ও পশ্চিম উপকূলের বোড়াই উল্লেখযোগ্য। আসাম ও সুন্দরবন অঞ্চলে কদাচিৎ বোড়াজাতীয় অজগর দেখা যায়। সিংহলে একবার একটী স্ত্রী-বোড়া ধরা হয়। ইহা তখন ২০ ফুট লম্বা ছিল। লণ্ডন পশুশালায় ইহা লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে দুই বৎসর পরে ইহা দৈর্ঘ্যে ২৯ ফুট হইয়াছিল।

একপ্রকার বৃহদাকার বোড়া, ইউরোপীয়গণ-কর্তৃক "Boa-constrictor" আখ্যা পাইয়াছে। এতদ্দেশে ইহা গোখস্ নামেও পরিচিত। দক্ষিণ-আমেরিকায় এই শ্রেণীর অজগর অত্যন্ত অধিক। ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে ইহাদের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্কদ্বারা আবৃত, গায়ের রঙ ফিকে বাদামী; তাহার উপর গাঢ় ১৭।১৮টী তির্যক্ মোটা দাগ থাকে। প্রায়ই পিঠের দিকে এই দাগগুলি অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ দাগের দ্বারা যুক্ত থাকে। এইগুলির মধ্যে বাদামীরঙের ডিম্বাকৃতি বড় বড় চিহ্ন থাকে। শরীরের দুইপার্শ্বে কালরঙের সারি বাঁধা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র থাকে; চক্রগুলির মধ্যভাগের রঙ একটু ফিকা। লেজের এই চিহ্ন পাটকিলে, কাল ও হলদে রঙে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। দেহের অধোভাগ বা উদরের দিকের অংশ বাদামী রঙের এবং তাহাতে কাল কাল চিহ্ন আছে। ইহারা দশ ফুটের অধিক লম্বা হয় না। ইহারা বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিতে পটু, জলের ধারে গর্তে থাকিতে ভালবাসে। সাধারণতঃ গাছে উঠিয়া ইহারা মাথা নীচের দিকে করিয়া নিস্পন্দভাবে ঝুলিয়া থাকে। শিকার সম্মুখে আসিলেই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে গ্রাস করে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু ও পক্ষী আহার করে।

নানাশ্রেণীর বোড়া-জাতীয় অজগরের মধ্যে 'এনিগ্রাস্', 'কোরালাস্', 'বোয়া ইরিক্স', 'রবার বোয়া" (Rubber boa) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এনিগ্রাস্-শ্রেণীর বোয়া নিউগিনি হইতে ফিজি পর্যন্ত দ্বীপসমূহে 'বোয়া ইরিক্স' উত্তর-আফ্রিকা, গ্রীস ও এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, 'কোরালাস্' মাডাগাস্কর দ্বীপে দেখা যায়। 'আনাকোণ্ডা' (Eunectes murinus) নামক বোড়া-জাতীয় অজগর জলস্থলে উভয়ত্র বিচরণ করে। ব্রাজিল, উত্তর-পূর্ব পেরু ও দক্ষিণ-আমেরিকার গিনি-প্রদেশের হ্রদ, নদী ও জলাভূমিতে ইহার অত্যন্ত উপদ্রব। আনাকোণ্ডা ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহার গায়ের রঙ জলপাইয়ের ন্যায় বাদামী (olive-borwn)। পৃষ্ঠদেশে ডিম্বাকার কাল চিহ্ন পর পর দুই সারি করিয়া আছে। এতদ্ভিন্ন পার্শ্বদেশে কাল চিহ্নের মধ্যে শ্বেতবর্ণ চিহ্ন আছে। ইহাদের উদর শ্বেতাভ ও কালচিহ্নযুক্ত। আনাকোণ্ডার মস্তক লম্বা, কণ্ঠদেশ হইতে বেশ পৃথক্। মস্তকের উপরিভাগ

আনাকোণ্ডা জাতীয় অজগর

অধিকতর কাল। চক্ষুর উভয় পার্শ্ব জুড়িয়া একটী তির্য্যক্ রেখা আছে। ইহারা রাত্রিকালে ডাঙায় উঠিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু শিকার করে। গৃহস্থদের গোলায় প্রবেশ করিয়া গরু, ছাগল ও মেষদিগকে আক্রমণ করে। অনেক সময় জল হইতে আনাকোণ্ডা মানুষ পর্য্যন্ত ধরিয়া লয়। ইহাদের আক্রমণ হইতে পাওয়া বড়ই শক্ত। ইহারা সমস্ত শরীর জলে ডুবাইয়া শুধু চক্ষু ও নাসিকার কিয়দংশ জলের উপরে রাখে; সম্মুখে শিকার পড়িলেই বেগে আক্রমণ করে। ইহারা অত্যন্ত হিংস্র ও মাংসাশী। আনাকোণ্ডার বাচ্চাগুলি জন্মকালেই প্রায় ৩৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। দক্ষিণ-আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা আনাকোণ্ডার মাংস খায়।

প্যারাগুয়ে ও আর্জেন্টাইনের উত্তরাংশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি এক প্রকার আনাকোণ্ডা (Eunectes notreus) দেখা যায়। রবার বোয়া (charine bottoe) আমেরিকার উপকূলভাগে দেখা যায়। এইগুলি ১৫ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয় এবং ইঁদুর ও পাখী খাইয়া জীবন ধারণ করে।

ময়াল (Python) — ময়ালজাতীয় অজগর অত্যন্ত হিংস্র ও ভীষণ-প্রকৃতির। ইহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ হয়। প্রধানতঃ ৯ শ্রেণীর ময়াল দেখা যায়। প্রাচীন ভূভাগের গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী প্রায় সকল দেশেই এই জাতীয় অজগর দেখা যায়। এই জাতীয় সর্পেও লুপ্তপ্রায় পশ্চাদ্ভাগের অঙ্গ-চিহ্ন বর্ত্তমান। ময়াল ও বোড়ার দেহে কতকটা পার্থক্য আছে; ময়ালের অক্ষিদ্বয়ের উপরিভাগে দুইখানি অতিরিক্ত হাড় আছে; ইহার মুখের মধ্যে উপর চোয়ালে দুই সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত ও নিম্ন চোয়ালে এক সারি দাঁত এবং লেজের নীচে দুইসারি শক্ত আঁশ আছে। ময়ালের দাঁতগুলি ভিতরের দিকে বাঁকান; দাঁতগুলি বিষহীন, কিন্তু ভয়ানক শক্ত। ইহাদের লেজের শক্তি অত্যন্ত বেশী; লেজের অগ্রভাগ ইহারা ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারে। ইহারা লেজের শেষাংশ দ্বারা বৃক্ষশাখা জড়াইয়া ধরিয়া বিরাট দেহ ঝুলাইয়া রাখিতে পারে। ময়ালেরা ডিম পাড়ে এবং ইহাদের ডিম একসঙ্গে ১৫ হইতে ১০০টী পর্য্যন্ত হয়। পর্ব্বতের গহ্বর, লতাপাতার স্তূপ অথবা ক্ষেত্রাদির মধ্যস্থিত নির্জ্জন স্থানে ডিম পাড়িয়া স্ত্রী-ময়াল ডিমগুলি শঙ্কুর আকারে স্তূপীকৃত করিয়া অজগরা বেষ্টন করে এবং উপরে মস্তক রাখিয়া বসিয়া থাকে; যতদিন পর্য্যন্ত না বাচ্চা বাহির হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহারা অনাহারে এইরূপভাবে পড়িয়া থাকে; সাধারণতঃ দুইমাস অন্তর ডিম হইতে ইহাদের বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু পশুশালায় রক্ষিত ময়ালসর্পে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ময়ালের

ময়াল-জাতীয় অজগর

ডিমের ওজন ছয় আউন্স পর্য্যন্ত হয়; ডিমগুলি নরম থাকে। সাধারণতঃ শরৎকালেই ময়ালেরা যৌন-সংসর্গ করে; ৯ মাস গর্ভধারণের পর ইহারা প্রসব করে বলিয়া মনে হয়। ময়ালের শক্তি অত্যন্ত বেশী; ইহাদের ওজন প্রায় ১০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়। ৩০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা ময়াল দেখা যায়। ইহারা যে কোন জন্তু বধ করিতে সমর্থ; কিন্তু শক্তির অনুপাতে মুখবিবর ইহাদের খুব বড় নয়। মেষ ও ছাগল এবং হরিণ পর্য্যন্ত জন্তু গিলিতে পারে। কিন্তু শৃঙ্গযুক্ত হরিণ গিলিতে গিয়া অনেক সময় প্রাণ হারায়। ইহারা শিকার ধরিয়া প্রথমতঃ শরীর দ্বারা জড়াইয়া পিষিয়া চুরমার করিয়া কোমল মাংসপিণ্ডে পরিণত করে ও মস্তকের দিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে গিলিতে আরম্ভ করে। ইহাদের দাঁতের মুখ ভিতরের দিকে, সুতরাং ইহারা ইচ্ছা করিলেও শিকার ছাড়িতে পারে না। শিকার গিলিবার সময়ে এবং চোয়াল সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে ময়ালের শরীরও শিকারের দিকে আগাইয়া আসে। মুখে খাদ্য গ্রহণ করিলেই তাহা লালাধারা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ময়াল জলেও নামে। ইহারা গাছুয়া পর্য্যন্ত খায়। ময়ালেরা অনেক সময় ব্যাঘ্র, অশ্ব, জেব্রা প্রভৃতি জন্তুকেও আক্রমণ করিয়া ইহাদের দেহ বা দেহাংশ পিষ্ট করিয়া ছাড়িয়া দেয়; এই জন্য অনেক সময়ে ইহাদিগকে প্রাণ হারাইতে হয়। ইহারা সাধারণতঃ খরগোস, গিনিপিগ, কুকুর, বানর, হংস, ছাগ, মেষ প্রভৃতি জন্তু আহার করে। বেশীরভাগ ইহারা ধূসরবর্ণের জন্তুই পছন্দ করে। ইহারা বহুবর্ণের বা উজ্জ্বলবর্ণের প্রাণীকে ধরিতে চায় না। ময়ালেরা জলের ধারে বাস করিতে ভালবাসে।

অজগর সাপও খোলস পরিত্যাগ করে।

সাধারণতঃ ইহারা প্রতি শীতঃঋতুতে খোলস পরিত্যাগ করে। ইহারা অন্য বিষাক্ত সর্পের দংশনজনিত বিষ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ; অনেক সময় বড় বড় ইঁদুর ইহাদের শরীরের মাংস আহার করিয়া ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়।

সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম আকৃতির ময়াল 'পাইথন রেটিকিউলেটস্' (Python reticulatus) নামে খ্যাত। মলয় উপদ্বীপ, শ্যাম, বর্মা, ইন্দোচীনে এই জাতীয় ময়াল দেখা যায়। ইহা ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহার উদরের দিক্ পীতাভ বাদামী। ভারতীয় ময়াল (Python molurus) পাহাড়ী সাপ (Rocky snake) নামেও অভিহিত হয়। ভারতবর্ষ ও সিংহলে এইজাতীয় সাপ দেখা যায়। ইহাদের গায়ের রঙ ধূসর-বাদামী। উদরের অংশ পীতাভ, পার্শ্বের দিক্ কাল অথবা বাদামী রঙের হইয়া থাকে। ময়াল সাপ বাঙলার দক্ষিণাংশে বিশেষতঃ সুন্দরবনে, হিমালয়ের তৈরাই জঙ্গলে, আসামে, মধ্য-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে দেখা যায়। হিমালয়ের অধিত্যকায়ও ইহাদিগকে দেখা যায়। ভারতীয় ময়াল ২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। আফ্রিকার নানা শ্রেণীর ময়ালের মধ্যে পাইথন রেগিয়াস্, ও পাইথন সেবে (python regius & Python sebae) উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার ময়াল ১৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনিতে একপ্রকার পর্বতীয় ময়াল দেখা যায়; ইহারা সাঁতার পর্যন্ত কাটিতে পারে। এইগুলি পাইথন স্পিলোটেস্ (Python spilotes) নামে খ্যাত। অস্ট্রেলিয়ার ময়ালেরাই আকারে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র।

অজগর-জাতীয় সর্প মনুষ্য কর্তৃক ধৃত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাদ্যগ্রহণ না করিয়া প্রাণত্যাগ করে। শুশ্রূষিত করিলেও অনেক সময় ইহারা মরে না। আফ্রিকার আদিম অনার্য জাতিদের কেহ কেহ অজগরের মাংস ভক্ষণ করে।

আফ্রিকার অধিবাসীরা ময়াল সর্পের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ইক্ষুক্ষেত্রে ইঁদুরের অত্যন্ত উপদ্রব হয়। ময়াল সাপ এই জাতীয় ইঁদুর ভক্ষণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে; সুতরাং ইক্ষুক্ষেত্রে ময়াল সাপ প্রবেশ করিয়া ইঁদুর নাশ করিয়া থাকে। ময়ালেরা আফ্রিকার ইক্ষুক্ষেত্রাদির অনিষ্টকারী শৃগালেরও ভক্ষক বলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসীরা ময়াল সাপ ক্ষেত্র মধ্যে দেখিতে পাইলে আনন্দ প্রকাশ করে। এতদ্ভিন্ন ইহারা শাক সব্জি ও শস্যাদি ভক্ষণকারী একজাতীয় হরিণকে উদরস্থ করিয়াও আফ্রিকাবাসীর অনেক উপকার করে।

অজগর-পূজা—আফ্রিকার আদিমজাতি ও আমেরিকার রেড্ ইন্ডিয়ান্ জাতি অজগরকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে। পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন জাতি রামধনুকে স্বর্গের অজগর ও ময়াল সাপকে তাহার প্রতিনিধি জ্ঞান করে। ইহারা সর্পমন্দিরে পূজা দেয়। বহু লোক এই সকল মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন দান করে। কোন ব্যক্তি ময়াল সাপ বধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হইত। ময়ালকে ইহারা বৃষ্টি, সুফলা, ও গবাদি পশুর রক্ষক দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে। পূর্বে সর্পমন্দিরে অসংখ্য রমণীকে অজগর-পত্নীরূপে রাখা হইত। সাধারণতঃ এই সকল অজগর-পত্নী ১২ বৎসরের কুমারীদিগকে সর্পপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া নিভৃতে সর্পপূজার ক্রিয়াকাণ্ড শিখাইত। ইহাদের অঙ্গে সর্প চিহ্ন অঙ্কিত হইত। পরে একখানি নবনির্মিত কুটিরে কুমারীদিগকে রাখা হইত; কথিত আছে, এই কুটিরে সর্পরাজের সহিত কুমারীর বিবাহ হইত। এই সকল সর্পপত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা বিশেষ সম্মানিত হইত। প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতেরাই এই সকল কুমারীকে উপভোগ করিতেন। আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে ও আমেরিকায় অজগর শক্তি-ও বৃদ্ধ-দেবতারূপে পূজিত হইত। উগাণ্ডা ও মিশরে অজগরের মন্দির ছিল।

বাঙলায় অজগর—ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙলা ও আসামে নানাশ্রেণীর সর্প বোড়া নামে অভিহিত হয়; কিন্তু অজগর সর্প বিষহীন। বাঙলায় 'বোড়া' নামে অভিহিত সর্পের মধ্যে অধিকাংশই বিষধর সর্প। এই সকল সর্পের মধ্যে চন্দ্রবোড়া বৃহদাকার হইলেও বিষধর সর্প। ইহার গায়ে শ্বেতকৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন আছে। এতদ্ভিন্ন উলুবোড়া, পচা বোড়া, চন্দন বোড়া, চক্রবোড়া ও ছিটী বোড়া প্রকৃতপক্ষে অজগর শ্রেণীর নহে। [বোড়া দ্র°]

ডাঃ শ্রীজ্যোতীরঞ্জন সেনগুপ্ত

অজগর—সুশ্রুত-সংহিতায় (মাংস ইহাকে বিলেশয় জন্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

অজগরনামা—উর্দু-গ্রন্থ-বি°। ইহা 'অজ্‌দর নামা' নামেও পরিচিত। ইহার অর্থ অজগরের গ্রন্থ বা বিবরণী। মীর তকি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ইহার রচয়িতা। গ্রন্থকার উক্তগ্রন্থে তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য উর্দু কবিগণের প্রতি ঘৃণা ও ব্যঙ্গ উপহাসপূর্ণ ভাবায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজেকে অজগররূপে এবং অন্যান্য কবিকে অজগরের ভক্ষ্য সর্প, বৃশ্চিক, কর্কট প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

[B. R. Saksena : A history of Urdu Lit 73-74]

অজগরপর্ব—নামান্তর আজগরপর্ব। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত—১৭৮ হইতে ১৮৩ পর্ব; প্র-স° ১৭৬-১৮১।

অজগরব্রত—অজগর যেমন নির্জনস্থানে পড়িয়া থাকে, নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া কোথাও গমন করে না, আহার জুটিলে খায় নতুবা বায়ুমাত্র আহার করিয়া পড়িয়া থাকে, এইরূপ ভাবে যাঁহারা জীবন যাপন করেন তাঁহাদিগকে অজগরব্রত বলে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে এইরূপ একজন অবধূত ব্রাহ্মণের আখ্যান আছে। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর প্রভৃতি তিনি বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণযুক্ত পদার্থকে গুরুজ্ঞান করিয়া ইহাদের আচরণ অনুসরণ করিতেন। যদুর প্রতি এই অবধূতের নানা উপদেশের মধ্যে নিম্নোক্ত উক্তিটী অন্যতম—

পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।

কপোতোঽজগরঃ শিল্পঃ পতঙ্গো

মধুরন্দগন্ধঃ।

মধুকা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোর্ভকঃ।

কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥

এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতি-

রাশ্রিতাঃ।

—ভা° ১১. ৭.৩৩-৩৫।

তু°-মহা° ১২. ১৭৭—প্রহ্লাদাজগরমুনি-সংবাদ। মহাভারতে এই মুনির নাম অজগর মুনি এবং ইঁহার ব্রতের নাম আজগর ব্রত। ভাগবতে অবধূত ব্রাহ্মণের ব্রতের নাম 'অজগর' ও 'আজগর'। অবধূতের নামের উল্লেখ নাই। [অজগর দ্র°]

অজগব—[অজগ (বিষ্ণু) + ব অস্ত্যর্থে—পা° ৫. ২. ১১০ ; অম° টী° ইহার ছয়টী রূপ পাওয়া যায়—অজকব,-গব, অজকাব,-গাব, আজকব,-গব ; এই টীকায় 'অজগুর্যদেশঃ, তস্যেদম্' এই অর্থে নিষ্পন্ন 'আজগাব, আজগব ও অজগব শব্দত্রয় শিবধনুর নামান্তর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'ধনুষ্যাজগবং ধূম্রমজকাব-মজোকাবম্—'শব্দার্ণব] ক্লী°, মহাদেবের ধনু, পিনাক। এই ধনু অজ এবং বৃষের শৃঙ্গ হইতে নির্মিত—'আজগবম্ অজস্য গোশ্চ শৃঙ্গাভ্যাং নির্মিতম্'—হরি° হরি° ২৫. ৩৩ নীলকণ্ঠকৃত টীকা। সম্ভবতঃ ছাগশৃঙ্গ ও গোশৃঙ্গ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশাইয়া 'অজগব' ধনু নির্মিত হইয়াছিল। পৃথুর জন্ম-সময়ে এই ধনু, দিব্যবাণ ও একটী রাজচ্ছত্র আকাশ হইতে পতিত হইয়াছিল।

অজগাঁও—উনাও জেলার মোহন তহ-শীলের অন্তর্গত একটী বড় গ্রাম। ইহা উনাও হইতে ২৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের মধ্যস্থলে একটী বহুবিস্তৃত দীর্ঘিকা আছে। এই স্থানে ধ্বংসস্তূপে যে ইষ্টক পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝা যায়, এই স্থানে পূর্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটী জাতি বাস করিত।

[Arch. Sur. list N. W. R,]

অজগাব—[অজগব দ্র°]।

অজঘোষ—(বৈদ্যক) আয়ুর্বেদোক্ত ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বরের অন্যতম। লক্ষণ—"ছগলকসমানগন্ধঃ স্কন্ধরুজাবান্ নিরু-দ্ধগলরন্ধ্রঃ। অজঘোষ সন্নিপাতাদাতাম্রাক্ষঃ পুমান্ ভবতি।"—ভা-প্র° ম. খ. ১ম ভা°। অর্থাৎ অজঘোষ নামক সন্নিপাত জ্বরে রোগীর গাত্রে ছাগগন্ধ, স্কন্ধদেশে বেদনা, গলরন্ধ্ররোধ এবং চক্ষু তাম্রবর্ণ হয়।

অজজীবিক—অজাজীবী, ছাগপালক। পর্যায়—জাবাল (অভি°)।

অজটা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ভূম্যামলকী, ভূঁই আমলা। ইহা সাধারণতঃ বর্ষার পর ধান্যাদির ক্ষেত্রে জন্মে,ক্রমশঃ পাকিয়া ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে আপনা হইতেই শুকাইয়া যায়। ইহার গাছ অতি ক্ষুদ্র, পাতা ও ফল ঠিক আমলকীর পাতা ও ফলের আকৃতি ; তবে অতি ক্ষুদ্র। গুণ — বায়ুবর্ধক, তিক্ত কষায় মধুর রস ও শীতবীর্য এবং তৃষ্ণা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্ষতনাশক।—ভা প্র° পূ°। রাজনিঘণ্টু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ভূম্যামলকী কষায়রস ও শীতবীর্য এবং অম্লপিত্ত, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও দাহনাশক। আয়ুর্বেদে ইহার প্রয়োগ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ চ্যবনপ্রাশেও ইহার ব্যবহার আছে।

অজড়া—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, আলকুশী। ইহার নামান্তর — কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটী, কণ্ডূরা, অব্যাণ্ডা, দুঃস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী, ও শূকশিম্বী। ইহাকে হি°—কোঁচ ও কিবাঁচ, মহারাষ্ট্রে—কুহিলী চেঁবীজ, তৈলঙ্গে—পিল্লী অডুগু, গুজ° কৌচোং, কর্ণাটে—নসুকুগুনী, তামিলে—পুনাইক, কালি, বোম্বায়ে — কুহিলা ও ইং — Cowhage বলে।

ইহার গাছ লতার ন্যায়, ফল শিমের মত কিন্তু আকারে বৃহৎ। ফলের গাত্র শুঁয়া-পোকার গাত্রের ন্যায় শুঁয়া বা সূক্ষ্ম কাঁটাদ্বারা আবৃত ; গাছের গায়েও এই প্রকার শুঁয়া আছে। ঐ শুঁয়া বা কাঁটা মনুষ্যদেহে লাগিলে খুব চুলকায়, এমন কি অনেক সময়ে ফুলিয়া যায় এবং ক্ষত পর্যন্ত উৎপন্ন হয়। এই জন্যই ইহার একটী নাম কণ্ডূরা।

জলাকীর্ণ স্থানে ইহা অযত্নে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বর্ষাকালে ইহার গাছ জন্মিয়া ক্রমশঃ বড় হইয়া তাহাতে ফুল ও ফল হয় এবং শীত বা বসন্তকালে উহা আপনা হইতেই শুকাইয়া মরিয়া যায়। বর্ষাকালে জন্মে বলিয়াই ইহার একটী নাম প্রাবৃষায়ণী।

গুণ — আলকুশী, অত্যন্ত শুক্রবর্ধক মধুরতিক্তরস, মাংসবর্ধক, গুরু, বায়ুনাশক, বলকারক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। ইহার বীজ বিশেষতঃ বায়ুনাশক ও শুক্রবর্ধক। —ভা-প্র° পূ°।

আয়ুর্বেদে বাতব্যাধিচিকিৎসায় ও বাজীকরণেই ইহার প্রয়োগবাহুল্য দৃষ্ট হয়। চরকসংহিতার বাজীকরণাধ্যায়ে 'বৃষ্যাক্ষীর' নামক ঔষধের অন্যতম উপাদান 'অজড়াফল'। —চর° চি° ২য় অ°। ক্ষতক্ষীণ চিকিৎসায় 'সর্পিগুড়' নামক ঔষধের অন্যতম উপাদান 'আত্মগুপ্তা'।—চর° ক্ষতক্ষীণ-চি°। বাতব্যাধি-চিকিৎসোক্ত অমৃতাদ্যতৈলের অন্যতম কল্ক 'কপিকচ্ছু'।—চর° বাতব্যাধি-চি°।

'স্বয়ংগুপ্তা' ফলচূর্ণ ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কিংবা 'স্বয়ংগুপ্তা' ফলচূর্ণ মাষকলায়চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে শুক্র অক্ষয় হয়। —সুশ্রু° ২৬ অ°।

ভাবপ্রকাশোক্ত 'বানরীবটিকা' নামক বাজীকরণৌষধের প্রধান উপাদান 'কপি-কচ্ছুবীজ'—ভা-প্র° উ° ম ভা°।

চক্রদত্ত নামক চিকিৎসাগ্রন্থে বাতব্যাধি-চিকিৎসায় আলকুশীর কাথ, স্বরস, কল্ক প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে ও ঘৃততৈলাদির উপাদানরূপে ব্যবহারের উল্লেখ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অজড়াফল—(বৈদ্যক°) ক্লী°, আলকুশীর বীজ [অজড়া দ্র°]।

অজণ্টা — হায়দ্রাবাদ নিজামরাজ্যের একটী গ্রাম। ইহা ঔরঙ্গাবাদ জেলার

কোকর্দন তালুকের অন্তর্গত। এই গ্রাম গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলপথের জলগাঁও স্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে ব্রিটিশশাসিত বেরারপ্রদেশের সীমান্তে অক্ষা° ২০° ৩২´ ৩০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪৮´ পূ° মধ্যে অবস্থিত। অজন্টা প্রাচীন গিরিগুহার জন্য বিখ্যাত। অজন্টা গ্রাম হইতে ৩½ মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য ও শিল্পকলার জীবন্ত নিদর্শন-স্বরূপ অজন্টা গুহাগুলি বর্তমান। অজন্টা মধ্যভারতের সুপ্রসিদ্ধ ইলোরা গুহা হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

অজন্টা গুহাগুলি ইন্ধ্যাদ্রি বা অজন্টা পর্বতে অবস্থিত। ইন্ধ্যাদ্রি পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তর ভাগের একটী শাখা—দাক্ষিণাত্য ও খান্দেশের ঠিক সীমান্তে ইহা বিস্তীর্ণ। গুহাগুলি পর্বতের একটী মনোহর নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত। পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রাচীর ও পরিখার অন্তরালে পর্বত-পঞ্জর খনন করিয়া এই কর্মরাজি রচিত হইয়াছিল। পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত 'ফরদাপুর' নামে একটী ছোট শহর আছে; এই শহর হইতেই অজন্টা গুহামালায় যাইতে হয়। ঔরঙ্গাবাদ হইতে ফরদাপুর পর্যন্ত মটরের ভাল রাস্তা আছে; ফরদাপুরে সর্বসাধারণের জন্য একটী ডাকবাংলো আছে। ফরদাপুরও নিজাম-সরকারের অধীন; ফরদাপুর হইতে অজন্টার গুহাগুলি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

বর্ণনা—গুহাগুলি পর্বতের সানুদেশে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় খোদিত। পর্বতের এই অংশ অর্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত; ইহার উচ্চতা প্রায় ২৫০ ফুট। গুহাগুলির সম্মুখে আঁকিয়া বাঁকিয়া খরস্রোতা স্রোতস্বতী 'বাগ্‌হরা' পূর্ব দিক্ হইতে উত্তর দিকে উন্মত্তবেগে সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। এই নদী অজন্টা পর্বতের নির্জন প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ হইতে সপ্তধারায় মনোরম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে; এই সপ্তধারায় সাতটী কুণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে; সেখানকার চলিত ভাষায় কুণ্ডকে 'খোরা' বলে। বর্ষাকালে নদীটী যখন ভরিয়া উঠে, তখন ইহা অতিক্রম করিয়া গুহায় যাওয়া অসম্ভব হয়। সপ্তকুণ্ডের নিকটবর্তী স্তূপাকৃতি পর্বতচূড়ায় ময়ূর, হংস, পারাবত প্রভৃতি পক্ষীসকল নিত্য বিচরণ করে। এই দৃশ্য নিকটবর্তী একটী পর্বত-শীর্ষ হইতে বিশেষভাবে উপভোগ করা যায়। সেই পর্বতে আরোহণের জন্য যে সকল ধাপ পর্বতগাত্রে খনিত হইয়াছিল, সেগুলির চিহ্ন আজিও বর্তমান।

সংখ্যা ২৯। প্রায় ¼ মাইল ব্যাপিয়া পর্বতের সরল স্কন্ধগাত্রে এইগুলি খোদিত। পর্বতের বিভিন্ন স্তরে নদীবক্ষ হইতে ৩৫ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ১১০ ফুট পর্যন্ত ঊর্ধ্বে গুহাগুলি অবস্থিত। গুহা-পরিচয়ের সুবিধার জন্য প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ পশ্চিমপ্রান্ত হইতে গুহাগুলি সংখ্যাক্রমে চিহ্নিত করিয়াছেন। গুহাগুলির মধ্যে কয়েকটী গুহা এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। ২৯টী গুহার মধ্যে চারিটী চৈত্য (৯, ১০, ১৯ ও ২৬) এবং অবশিষ্ট ২৫টী বিহার। যে পর্বতের গাত্রে

অজন্টার নক্সা

গুহাগুলি খোদিত, সেই পর্বতে গুহাগুলিতে উঠিবার একটী সোপান অতি প্রাচীন কালেই খোদিত হইয়াছিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই প্রথমে ৭নং গুহায় যাওয়া যায়। পরে সেই গুহা হইতে অন্যান্য গুহায় পথ বা সিঁড়ি স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক গুহার বাহিরে পর্বতের গাত্র বহিয়া চলিয়াছে। ৭নং গুহার বাম দিকে প্রথম হইতে ষষ্ঠ গুহা আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিকে অষ্টম গুহা হইতে পর্যায়ক্রমে ২৮টী গুহা খোদিত। কয়েকটী দ্বিতল গুহাও আছে। বিহারগুলির মধ্যে ৪ নং গুহা এবং চৈত্যগুলির মধ্যে ১০ নং গুহা আকারে বৃহৎ। ৮ নং গুহা সর্বনিম্নস্তরে অবস্থিত।

অজন্টার অর্ধচন্দ্রাকৃতি মনোরম প্রদেশে গিরিগুহাগুলির সম্মুখে প্রবাহিতা উচ্ছ্বল নদীর দৃশ্য জটাজুটধারী চন্দ্রচূড় মহাদেবের জটাজাল ভেদ করিয়া প্রবাহিতা গঙ্গারই কথা মনে করাইয়া দেয়। অজন্টার অতুলনীয় নিভৃত সৌন্দর্য সত্যই তাপস বা কবিজন-বাঞ্ছিত; এই অতুলনীয় তপঃক্ষেত্র কোন্ যুগে যে বৌদ্ধভিক্ষুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। এই নিভৃত সাধনার ক্ষেত্র পরে যে বিরাট্ জ্ঞানকেন্দ্র বা মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ইহার বিরাট্ বিহার ও চৈত্যগুহাগুলি দিতেছে।

অজন্টার গুহাগুলি এক সময়ে নির্মিত হয় নাই। খ্রী° পূ° ২য় শতক হইতে খ্রী° ৭ম শতকের চিহ্ন এইগুলিতে বর্তমান। গুহাগুলির

বিহার-গুহাগুলির সম্মুখভাগে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি থাম দেওয়া বারান্দা। কোন কোন গুহায় বারান্দার দক্ষিণ ও বাম

পার্শ্বের সম্মুখে বারান্দাযুক্ত এক একটী অতিরিক্ত প্রকোষ্ঠ আছে। বারান্দার ভিতরে গৃহ-গাত্রের সম্মুখের দেওয়ালে একটী বড় দ্বার আর তার দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া ছোট ছোট জানালা; জানালার দুই ধারেই আবার দুইটী করিয়া ছোট ছোট দরজা। বিহারগুলির ঠিক মধ্যভাগে চতুষ্কোণ বৃহৎ উপাশ্রয়-গৃহ (hall); উপাশ্রয়গৃহের চারিদিকে গৃহের দেওয়ালের সমান্তরালভাবে সারি সারি স্তম্ভশ্রেণী; উহাতে উপাশ্রয়গৃহের চারিপার্শ্ব স্বতন্ত্র বারান্দার মত দেখায়। উপাশ্রয়গৃহের স্তম্ভগুলি নানাপ্রকার তক্ষণশিল্পে খোদিত ও অঙ্কিত-চিত্রে ভূষিত। উপাশ্রয়গৃহের দক্ষিণে ও বামে প্রাচীর-গাত্রে সারি সারি গর্ভগৃহ আছে। প্রধান প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে ভিতরের দিকে প্রাচীরগাত্রে কুলুঙ্গির মত খোদিত প্রকাণ্ড বারান্দা ও কুঠুরি দৃষ্ট হয়—সেই কুলুঙ্গির মত কুঠুরিতে আসনে উপবিষ্ট ধ্যান-স্তিমিতনেত্র এক বিরাট্ বুদ্ধমূর্তি ধর্মোপদেশদানে প্রবৃত্ত। সকল বিহার-গুহাই প্রায় পূর্বোক্ত-রূপে সজ্জিত।

চৈত্যগুহাগুলি অজন্টার মহাবিদ্যালয়ের ভজনালয়। এইগুলি অস্তগামী সূর্যের অভিমুখী। এইগুলি খ্রীষ্টীয় গির্জার মত কতকটা অর্ধবৃত্তাকার খিলান দেওয়া গৃহ। প্রত্যেক চৈত্যগৃহের শেষভাগে এক একটী বিরাট্ সুগঠিত স্তূপ। দক্ষিণে ও বামে সারি-বদ্ধ স্তম্ভ স্তূপটীকে পশ্চাৎ হইতে অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। চৈত্যগৃহে প্রবেশের তিনটী করিয়া দ্বার—অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। মধ্যদ্বার মঠের আচার্যগণের উদ্দেশ্যে, বামদিকের দ্বার পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতীদিগের প্রবেশের জন্য এবং দক্ষিণদিকের দ্বার বহির্গমনের জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক চৈত্যগৃহই দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৮ ফুট এবং প্রস্থে ৩৬ ফুট; মন্দিরের নাভিকমল (nave) হইতে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ৩১ ফুট। ইহাতেও ধর্মপ্রচাররত বুদ্ধদেবের সৌম্যাকার মূর্তি স্থাপিত। গবাক্ষ দিয়া সূর্যরশ্মি পতিত হইয়া সোনালী আভায় চৈত্যাভ্যন্তরের দৃশ্য অত্যন্ত রমণীয় করিয়া তুলে।

১নং গুহা—একটী বিহার। অজন্টার গুহাগুলির মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর; সম্ভবতঃ ইলোরা-ব্যতীত এরূপ কারুকার্য-মণ্ডিত দ্বিতীয় গুহা ভারতবর্ষে আর নাই। ইহার বারান্দা ৬৪ ফুট দীর্ঘ, ৯½ ফুট প্রস্থ এবং ১৩½ ফুট উচ্চ। ইহার বিশাল উপাশ্রয়গৃহটী সমচতুষ্কোণ—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬৪ ফুট করিয়া। উপাশ্রয়-গৃহের ছাদ ২০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। দেওয়াল ও উপাশ্রয়-গৃহের স্তম্ভ-শ্রেণীর মধ্যে ৯½ ফুট বিস্তারবিশিষ্ট অলিন্দ চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। গুহার

উপাশ্রয় গৃহের হর্ম্যমুখ (১নং গুহা)

অভ্যন্তরে দেওয়ালের গায়ে ১৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ভগৃহ (cells) আছে; গুহার দক্ষিণ, বাম ও পশ্চাদ্দিকে চারিটী করিয়া ও সম্মুখের দেওয়ালের দুই পার্শ্বে দুইটী রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পশ্চাদ্ভাগে একটী সমচতুষ্ক (২০ ফুট × ২০ ফুট) গর্ভগৃহ, আর তাহার সম্মুখে একটী প্রকোষ্ঠ আছে। বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটী কক্ষ। মধ্যস্থিত কারুকার্যমণ্ডিত বৃহৎ দ্বার দিয়া ইহার উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশ করিতে হয়।

এই গুহার ভাস্কর্যসম্পদ অতুলনীয়। ইহার স্তম্ভগুলি অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত। প্রকৃত-পক্ষে ইহার প্রাচীর-গাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে যে ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অত্যন্ত উন্নত-রীতির পরিচায়ক। ইহার হর্ম্যমুখ (facade), প্রস্তারমধ্য (frieze) ও বোধিকাগুলি (capital) শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; স্থপতি-বিজ্ঞান-অনুযায়ীও গুহার বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণ নির্দোষ-ভাবে রচিত। অজন্টার গুহাগুলি কালের প্রভাবে দিন দিন বিনষ্ট হইলেও শতাব্দীকাল পূর্ব হইতে ইহার শিল্পসম্ভারের প্রতি-লিপি গ্রহণ করা হইয়েছে; কিন্তু সেগুলিরও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও অজন্টার গৌরবচিহ্ন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় নাই। উপাশ্রয়গৃহের অলিন্দের নাগস্তম্ভগুলি (pilasters) চতুষ্কোণ ও নানা ভাবে তক্ষণ-শিল্পে ভূষিত। পশ্চাদ্ভাগের নাগস্তম্ভগুলির কণ্ঠদেশের চারিদিকের খোদল-গুলিতে মূল্যবান্ প্রস্তর অথবা হস্তিদন্তের ফলক বসান ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। নাগস্তম্ভের নিম্নভাগ অষ্টকোণাকৃতি। ক্ষুদ্রাকৃতি ফলক-দ্বারা চারিদিক্ বেষ্টিত; এই ফলকগুলির প্রত্যেকটীতে একটী করিয়া মনুষ্যমূর্তি দণ্ডায়মান। নাগস্তম্ভগুলির গুটিকাকার মাল্য-রজ্জুর বিভূষণ ও তক্ষণশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। নাগস্তম্ভের প্রত্যেক ফলক বেষ্টন করিয়া একটী মাল্য বিলম্বিত; সেগুলির ঠিক নিম্নে স্তম্ভকে বেষ্টন করিয়া আর একটী করিয়া মাল্য বিলম্বিত আছে। বোধিকার নাগ-

দণ্ডের (Bracket capital) কেন্দ্রস্থলে দুইটী করিয়া নাগের মূর্তি আছে, তাহারা হস্ত ও

বোধিকার নাগদম্ভ

লাঙ্গুলের দ্বারা বুদ্ধের দেহাবশেষ ধরিয়া আছে। প্রত্যেক মূর্তির পশ্চাতে এক একটী মূর্তি কদলীবৃক্ষতলে ঊর্ধ্বহস্তে দণ্ডায়মান। বোধিকার নাগদন্তগুলির প্রত্যেকটীতে এক জন পুরুষ ও এক জন নারী মেঘলোকে সন্তরণে রত। অধিষ্ঠানেও নানারূপ দৃশ্য অঙ্কিত।

অজন্টার অন্যান্য গুহা হইতে এই গুহার বোধিকাগুলিতে অনেকটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। উপাশ্রয়গৃহের কোণের স্তম্ভগুলি আড়ম্বরহীন; এইগুলির বোধিকায় ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত ধ্যানিবুদ্ধের মূর্তি খোদিত; তাহার উভয়পার্শ্বে চামরহস্তে দুইটী মূর্তি। এইগুলির পার্শ্বপটে (wings) শার্দূল-আরোহণে দুইটী মূর্তি। স্তম্ভের উভয় পার্শ্বে খিলার খোলের ন্যায় খাঁজকাটা নালী (flutes) আছে; এইগুলি স্তম্ভকে পরস্পর বিপরীত দিক্ হইতে দুই সারিতে বেষ্টন করিয়া আছে; অধিষ্ঠানের কোণে ছোট ছোট সিংহ মূর্তি আছে, মূর্তিগুলির অধিকাংশেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উপাশ্রয়গৃহের দরজার নিম্নভাগ যদিও কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি কারুকলায় বিস্মিত হইতে হয়; প্রবেশদ্বারের অভ্যন্তর হইতে স্তম্ভশ্রেণীকে স্বাভাবিক লতাপাতা-মণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হয়। প্রবেশদ্বারের পরেই অধিষ্ঠানে কয়েকটী (projection) খোদিত মূর্তি; প্রথমে একটী নাগমূর্তি; ইহার উপরে নানাভঙ্গীতে পাঁচটী পাঁচটী করিয়া পুরুষ ও নারীর যুগলমূর্তি দণ্ডায়মান। দ্বারপিণ্ডীর (lintel) উপরে আরও পাঁচটী যুগলমূর্তি নানা বাদ্যের আলাপে রত। বহির্ভাগে নাগস্তম্ভের উপরে দুইটী মকরবাহনা স্ত্রীমূর্তি; ইহাদের বামভাগে অশোক ও দক্ষিণভাগে আম্রবৃক্ষ খোদিত। উপাশ্রয়গৃহের পার্শ্ববর্তী দ্বারগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; অজন্টার অন্যান্য গুহার পার্শ্বদ্বার এইরূপ ভাস্কর্যমণ্ডিত নহে। এই দ্বারগুলির মস্তকে একটী করিয়া মনুষ্যমূর্তি আছে। দ্বারপিণ্ডীর উপরে তিনটী করিয়া দাগোবা (dagoba) আছে; এইগুলির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া পূজারত কয়েকটী মূর্তিও আছে। বারান্দার বাম দিকে অবস্থিত একটী প্রস্তর-

উপাশ্রয় গৃহের বারান্দা (২নং গুহা)

মধ্যে যে চারিটী লোকদৃশ্যের দৃশ্য গৌতমবুদ্ধকে সন্ন্যাস-গ্রহণে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উপাশ্রয়গৃহের পীঠের (shrine) দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটী স্তম্ভের বোধিকায় একটী-মস্তক-বিশিষ্ট চারিটী হরিণের চিত্র, এমনভাবে অঙ্কিত যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই গুহার বারান্দার অলিন্দের নীচে মত্ত হস্তীর খোদাই করা চিত্র অত্যন্ত নিপুণতার পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন নানারূপ প্রাচীর-চিত্রে গুহাটী বিভূষিত।

এই গুহার নির্মাণকাল-সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানিবার উপায় নাই; গুহাগাত্রে কোন চিত্রলিপি অথবা শিলালিপিও উৎকীর্ণ হয় নাই। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ইহা খ্রী° [illegible] শতকের পূর্ববর্তী-কালের হইতে পারে না; বার্জেস ও হ্যাভেল সাহেবের মতে ইহা খ্রী° সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র-কলার আলোচনায় ইহাকে পরবর্তী কালের বলিয়াই মনে হয়।

২নং গুহা—একটী বিহার। ইহার উপাশ্রয়-গৃহটি ১নং গুহার উপাশ্রয়গৃহ অপেক্ষা একটু ছোট। উপাশ্রয়গৃহটির ছাদ ২০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত; ইহা প্রায় সমচতুষ্কোণ (৪৮´ ৪´´ × ৪৭´ ৭´´)। ইহার পরিকল্পনা ১নং গুহার অনুরূপ, অবশ্য ১নং গুহার ন্যায় ইহার কারুকার্য তত আড়ম্বরপূর্ণ নহে। উপাশ্রয়গৃহের অলিন্দের দক্ষিণ ও বামে প্রাচীর-গাত্রে তিনটী করিয়া এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী করিয়া সর্বশুদ্ধ ১০টী প্রকোষ্ঠ আছে।

পশ্চাদ্দিকস্থ গর্ভ-গৃহটী আয়তনে ১৪ ফুট × ১১ ফুট। গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের স্তম্ভগুলি কারুকার্যময়। ইহার বারান্দা ৪৬½ ফুট দীর্ঘ ও ৭ ফুট প্রস্থ।

এই গুহার গঠন রচনা-বৈচিত্র্যে অভিনব। বারান্দার স্তম্ভগুলি বৃত্তাকার ও ঊর্ধ্ব দিকে ক্রমসূক্ষ্ম; ইহাদের শীর্ষদেশ পর পর তিনটী পদ্মদ্বারা শোভিত; স্তম্ভগাত্রের খাঁজগুলি পুষ্পদলের ন্যায়। ছাদ ও দেওয়ালগুলি সুন্দরভাবে চিত্রিত। সবুজ, নীল প্রভৃতি নানারঙের খেলায় চিত্রগুলি প্রাণবন্ত। এই গুহার ভজনকক্ষের (chapel) প্রবেশ-পথের পশ্চাতে যে বিরাট প্রাচীরচিত্র রহিয়াছে তাহা অতুলনীয়।

বাম অলিন্দের প্রাচীরে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের পার্শ্বে ও উপরে রাজা শুদ্ধোদন ও শিশু বুদ্ধকে কোলে লইয়া মহাপ্রজাপতি।

এই গুহার চিত্রলিপি-(painted ins-criptions) গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই লিপিগুলি সংস্কৃত বা ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত, একখানিতে কানাড়ী অক্ষরও দেখা যায়। এই লিপিগুলি এক সময়ের নহে বলিয়া মনে হয়। এই সকল লিপি বাম অলিন্দের পার্শ্ব-গৃহের দেওয়ালে, গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের বামদিকে অবস্থিত, স্তম্ভের পাদপীঠে ও পশ্চাতের প্রাচীরে এবং গর্ভগৃহের দ্বারপার্শ্বে বর্তমান। এই গুহার সর্বশুদ্ধ ১১ খানি চিত্রলিপির অধিকাংশই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই সকল লিপি অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে খ্রী° ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক লুডার্সের মতে তিনখানি লিপি ও তৎসংক্রান্ত চিত্র আর্যশূরের জাতকমালার তিনটী জাতক-অবলম্বনে রচিত।

৩নং গুহা—একটী ক্ষুদ্র বিহার। অর্ধ-চন্দ্রাকারে অবস্থিত পর্বতের পশ্চিম দিকে ১ম হইতে ৬ষ্ঠ গুহা বর্তমান। এই গুহা ২নং গুহা হইতে কিঞ্চিৎ উপরে অবস্থিত। ইহা একেবারে অসম্পূর্ণ; ইহার বারান্দার (২৯ ফুট × ৭ ফুট) ছাদ ছয়টী স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। ইহার উপাশ্রয়গৃহের দ্বারের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

৪নং গুহা — অজন্টার ইহা একটী বৃহত্তম বিহার। এই গুহার উপাশ্রয়গৃহের ছাদ ২৮টী স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। এই গৃহ ৮৭ ফুট সমচতুষ্কোণ। ইহা ৮৫½ ফুট চওড়া ও ৮৭ ফুট গভীর। ইহার সম্মুখভাগ প্রায় ৮৭ ফুট লম্বা, ইহা আটটী অষ্টকোণ-স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র কক্ষ (১০ × ৮½ ফুট) আছে। উপাশ্রয়-গৃহ সমচতুষ্কোণ হইলেও ইহার সম্মুখভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৭ ফুট; উহার উত্তর পার্শ্বে একটী কক্ষিয়া প্রকোষ্ঠ। এই বিহারের কার্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। উপাশ্রয়গৃহের স্তম্ভগুলির মাত্র কয়েকটীর কারুকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অলিন্দের স্তম্ভগুলির ন্যায় অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভগুলির অধিকাংশই শাখাশিখা ধরণের ও অষ্টকোণ; প্রত্যেকটীতে বোধিকায় নাগ-

উপাশ্রয়গৃহের ভিতরের অংশ (২নং গুহা)

দণ্ড (bracket capital) আছে। এইগুলিতে এক সময়ে প্রশস্ত প্রস্তারমধ্যে ও দ্বার-গবাক্ষে একটী করিয়া মনুষ্য-মস্তক খোদিত ছিল; এখন তাহার অধিকাংশই পড়িয়া গিয়াছে। এই গুহার প্রধান প্রবেশদ্বারটী অজণ্টার অন্যান্য গুহাদ্বার অপেক্ষা বড় এবং বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। ইহার তক্ষণ-শিল্প অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ। ইহার দ্বারপিণ্ডী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তিতে ও অন্যান্য মূর্তিতে ভূষিত। পার্শ্বস্তম্ভগুলিতে অন্যান্য গুহার পার্শ্বস্তম্ভের ন্যায় যুগলমূর্তি আছে। প্রবেশ-দ্বারে নারীরক্ষীর মূর্তিও আছে। পার্শ্বস্তম্ভের নিম্নে নারীমূর্তি; তাহার উপরে দুইটী করিয়া নারীমূর্তি শার্দূলের পশ্চাতে পত্রগুচ্ছের নিম্নে দণ্ডায়মানা। ইহাদের পার্শ্বে বক্রযষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান একটী বামনমূর্তি।

প্রায় সমচতুষ্কোণ দুইটী গবাক্ষ দিয়া এই বিরাট্ গৃহে আলো প্রবেশ করে; ইহার জানালাগুলি অতি সুন্দর অধঃপ্রস্তার-(architrave) দ্বারা বেষ্টিত। প্রধান দ্বারের দক্ষিণে একটী কুঠরীতে বৌদ্ধ-প্রার্থনা (The Bauddha Litany) খোদিত। অশ্বখুরাকৃতি খিলানের (horse-shoe arch) উচ্চ চূড়ার মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে। একটী বড় কুঠরীতে অবলোকিতেশ্বর বা পদ্মপাণি-মূর্তি; মেঘমণ্ডলে বিদ্যাধর-মূর্তি খোদিত। এতদ্ভিন্ন কক্ষগুলিতে উপবিষ্ট বুদ্ধের বহু মূর্তি উপরিভাগে খোদিত আছে।

ভাস্কর্য ও শিল্পকলার আলোচনায় এই গুহাও পরবর্তী কালের বলিয়া মনে হয়। ইহাতে কোন উৎকীর্ণ লিপি নাই।

৫নং গুহা—এই গুহাটী নিম্নস্থানে অবস্থিত; ইহা প্রকৃতপক্ষে একটী অসম্পূর্ণ বিহার। ইহা ৫৫½ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চওড়া। বারান্দার চারিটী স্তম্ভের একটীর কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল; প্রধান প্রবেশদ্বারের চারিদিকে প্রস্তার আছে; উভয় পার্শ্বের প্রস্তারে ছয়টী করিয়া কুলুঙ্গী—উহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। ইহার দ্বারগুলি বৈচিত্র্যময় কারুকার্যের পরিচায়ক। অন্যান্য গুহাদ্বারের সহিত ইহার গুহাদ্বারের বিশেষ পার্থক্য আছে। ইহাতে মকরের উপর দণ্ডায়মানা দুইটী করিয়া স্ত্রীমূর্তি—একটীর সঙ্গে একটী বালক ও অপরটীর সঙ্গে একটী বালিকা আছে। এইরূপ মূর্তি ৭নং গুহায়ও আছে। মকর-বাহনা দেবী সম্ভবতঃ নদী-দেবতার প্রতীক।

এই গুহার নির্মাণকাল ঠিক করিয়া জানিবার উপায় নাই। তথাপি ইহা সপ্তম শতকের পরবর্তীকালের বলিয়া মনে হয় না।

৬নং গুহা—ইহা একটী দ্বিতল বিহার। ইহার হর্ম্যমুখের (facade) সমস্ত অংশ ও বারান্দা যে বেশ বড় ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার দ্বারদেশ হইতে ৭নং গুহায় যাইবার সোপান-শ্রেণী গিয়াছে। একতলের উপাশ্রয়-গৃহটী বেশ বৃহৎ, ইহার মধ্যে চারিটী করিয়া চারি সারি স্তম্ভ আছে। এইগুলির

উপাশ্রয় গৃহ (৬নং গুহা)

দৈর্ঘ্যের ½ সাদাসিধা অষ্টকোণ স্তম্ভখণ্ড, অবশিষ্ট অংশ ১৬টী পার্শ্ব বিশিষ্ট—তাহার উপর দিকে বেষ্টন করিয়া মেখলা আছে। সম্মুখভাগের দেওয়ালে চারিটী বড় বড় জানালা আছে। সম্মুখের ভিত্তিগাত্র প্রায় ৫৪ ফুট চওড়া ও প্রায় ৫৫½ ফুট উচ্চ। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া প্রকোষ্ঠ (১০ × ৮ ফুট)।

গুহার অভ্যন্তরে উত্তরপার্শ্বে তিনটী করিয়া প্রকোষ্ঠ (৯ × ৮ ফুট) ও একটী গর্ভগৃহে উপদেশ-নিরত বুদ্ধের মূর্তি।

দ্বিতলের প্রকোষ্ঠ-গুলির প্রাচীরের ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় মহাযান আদর্শ পরিস্ফুট।

বহির্ভাগে পার্শ্বস্তম্ভের বাহিরে কতকটা নীচে কুঞ্চিত কেশযুক্ত এক মূর্তি দুইহস্তের মুষ্টিমধ্যে যেন কিছু ধারণ করিয়া রহিয়াছে; মনে হয়, উহার হস্তে খড়্গও ছিল। এই গুহাও ভাস্কর্য ও চিত্রে বিভূষিত, কাহারও কাহারও মতে এই গুহা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইত, কারণ রন্ধন-স্থানের বহু চিহ্ন উহাতে রহিয়াছে।

৭নং গুহা—একটী বিহার। এইগুহায় স্তম্ভ বেষ্টিত কোন উপাশ্রয়গৃহ নাই; ইহার বারান্দার সম্মুখে দুইটী চাতাল অষ্টকোণ স্তম্ভের উপরে রক্ষিত ছিল। এই গুহার গর্ভগৃহ ও প্রকোষ্ঠগুলিতে বারান্দা হইতে সোজাসুজি প্রবেশ করা যায়। বারান্দাটী ৬২ ফুট ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ১৩ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া এবং ১৩½ ফুট উচ্চ। গুহার পশ্চাদ্দিকের দেওয়ালে চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে; বারান্দার উভয়প্রান্তে একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ বর্তমান। প্রকোষ্ঠগুলির ভিতরের দিকেও তিনটী প্রকোষ্ঠ আছে। প্রকোষ্ঠগুলি সমচতুষ্কোণ (৪½ ফুট × ৪ ফুট)। গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে।

পীঠ (shrine) ও প্রকোষ্ঠগুলির পার্শ্ববর্তী স্থান নানাজাতীয় বুদ্ধমূর্তিতে পূর্ণ; দ্বারপিণ্ডীর পার্শ্বেও এইরূপ বুদ্ধমূর্তি আছে। ঐ সকল স্থানে অন্য কোনরূপ কারুকার্য নাই। ইহাতে মনে হয়, বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য পৌরাণিক মূর্তি যে সকল গুহায় আছে, সে সকল গুহার ন্যায় ইহা তত পরবর্তী কালের নহে। প্রকোষ্ঠের বামভাগে সর্বশুদ্ধ ৬৫টী মূর্তি আছে। ইহাতে সাত সারির প্রত্যেক সারিতে পদ্মোপরি উপবিষ্ট সাতটী করিয়া বুদ্ধমূর্তি, অন্য এক

সারিতে দেখা যায় পর্য্যায়ক্রমে পাঁচজন বুদ্ধ উপবিষ্ট ও একজন দণ্ডায়মান। নিম্নের সারিতে উপবিষ্ট দুইজন বুদ্ধ, দুইটী নাগ এবং দুইজন পূজক। এই মূর্তিগুলির প্রত্যেক সারিতে পর্যায়ক্রমে পাঁচজন ও চারিজন ধ্যানমুদ্রায় এবং দুইজন ও তিনজন করিয়া ধর্মচক্রমুদ্রায় অবস্থিত। সপ্তম সারিতে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে; এই সারিতে তৃতীয়মূর্তি আশীর্বাদ-মুদ্রায় অবস্থিত। মূর্তিগুলির প্রত্যেকটীর মস্তকের মধ্যবর্তী ভামণ্ডলে (bhamandal) পদ্মপত্র ও মৃণালের চিত্র খোদিত আছে। এই গুহায় সংখ্যাতীত ধ্যানিবুদ্ধের মূর্তি খোদিত আছে।

উপাশ্রয়গৃহ (৭নং গুহা)

৮নং গুহা—এই গুহাটী একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; ইহাতে দেখিবার মত বড় কিছু নাই। উপাশ্রয়গৃহের একটী অংশ এখনও ভগ্নদশায় দাঁড়াইয়া আছে। ইহার ছাদের উচ্চতা প্রায় ১৭ ফুট। ইহার গর্ভ-গৃহে কোন মূর্তি নাই; মাত্র একটী শয্যাবেদী আছে। এই গুহাটীও খ্রীষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; ইহার অনাড়ম্বর সাজসজ্জা সুপ্রাচীন যুগের সংযত জীবন ভিক্ষুদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সে সময়েও বুদ্ধের পূজা প্রবর্তিত হয় নাই।

৯নং গুহা—ইহা একটী চৈত্য। এই আড়ম্বরহীন চৈত্য সুপ্রাচীনযুগের হীনযান ভিক্ষুদের স্মৃতি বহন করিতেছে; নিশ্চিতভাবে ইহার সময় নির্ধারিত না হইলেও ইহা যে খ্রী° পূ° ২য় অথবা ১ম শতকে নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। এই গৃহে অনেক কাঠের কাজ ছিল; ইহাতে ঝিলিমিলি, কাঠের কড়ি, বরগা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। কাঠের কাজের অধিকাংশই সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই চৈত্যের দৈর্ঘ্য ৪৫ ফুট, প্রস্থ ২৩ ফুট এবং উচ্চতা ২৬ ফুট।

এই চৈত্যের স্তম্ভগুলি একেবারে আড়ম্বরহীন। চৈত্যটীর গাত্রে বিভিন্ন-যুগের চিত্র-চিহ্ন বর্তমান; এতদ্ভিন্ন খোদিত বুদ্ধমূর্তিও পরবর্তী কালের বলিয়া মনে হয়। গাত্রে বুদ্ধ-ঘটিত নানা চিত্র রহিয়াছে; এতদ্ভিন্ন প্রায় ২০খানি চিত্রলিপির চিহ্নও ইহাতে আছে। লিপিগুলি সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত; কিন্তু এমনভাবে খণ্ডিত ও বিনষ্ট হইয়াছে যে, তাহা হইতে কোন পাঠ উদ্ধার করা দুরূহ। যতদূর বুঝা যায়, তাহা হইতে এইগুলিকে উৎসর্গ-লিপি বলিয়াই মনে হয়।

১০নং গুহা—ইহা একটী চৈত্য। ইহার দৈর্ঘ্য ৯৫ ফুট, প্রস্থ ৪১ ফুট ও উচ্চতা প্রায় ৩৬ ফুট। ইহার আড়ম্বর-হীনতায়ও হীন-যান-প্রভাব পরিস্ফুট। ইহাও খ্রী° পূ° ১ম হইতে ৩য় শতকের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই চৈত্যেও প্রবেশদ্বারের উপরিস্থিত গবাক্ষের উপর কাষ্ঠ-নির্মিত ঝিলি-মিলি ছিল। বিভিন্নযুগে ইহার বিভিন্নরূপ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার মধ্য-ভাগের দুইপার্শ্বে সারি সারি স্তম্ভ সমান্তরাল-ভাবে গিয়া প্রান্তস্থিত স্তূপের পশ্চাতে অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে মিলিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী অংশও সমান্তরালভাবে প্রান্তভাগে একত্র মিশিয়াছে। ইহার স্তম্ভগুলি অষ্টপল ও আড়ম্বরহীন; এগুলি মূল হইতে ক্রমশঃ কুম্ভাকারে উপরের দিকে উঠিয়াছে। এগুলির কোন বেদিকা বা অধিষ্ঠান নাই। সর্বশুদ্ধ ৩৯টী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগাত্রের বুদ্ধমূর্তিগুলি পরবর্তী কালে খোদিত বলিয়া মনে হয়। গুহাটীর প্রবেশদ্বারের উপরিস্থিত গবাক্ষের খিলানের বহির্ভাগে কোন কারুকার্য নাই। খিলানের নিম্নে দক্ষিণদিকে ব্রাহ্মী অক্ষরে একখানি দানলিপি খোদিত আছে; ইহা হইতে জানা যায়, 'বাসিষ্ঠীপুত্র কটহাদি এই গৃহমুখ দান করিতেছেন ("বাসিঠিপুতস কটহাদিনো ঘরমুখদানং")।

গুহার দুই পার্শ্বে দেওয়ালে অতি সুন্দর অঙ্কন-চিত্র রহিয়াছে। বাম দেওয়ালে উৎকীর্ণ লিপি আছে। অধিকাংশ চিত্রই জাতকের গল্প অবলম্বনে রচিত; ডানদিকের দেওয়ালে 'ছদন্ত' জাতকের চিত্র আছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি মৌর্যযুগের ও কতকগুলি খ্রী° ৬ষ্ঠ শতকের বলিয়া মনে হয়। আরও অনেকগুলি লিপি আছে, সেগুলির ভাষা সংস্কৃত; সম্ভবতঃ পরবর্তী মহাযানপ্রভাব ইহা সূচিত করিতেছে।

১১নং গুহা—একটী বিহার। ইহা ১০নং গুহার পশ্চিমদিকে পর্বতের সর্বোচ্চস্থানে অবস্থিত। ইহার বারান্দার ছাদ চারিটী স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। প্রত্যেক স্তম্ভই অষ্টকোণ, বারান্দার উভয় প্রান্তে একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ আছে। ইহার উপাশ্রয়গৃহের দক্ষিণে তিনটী কুঠরীতে ৩টী বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। উপাশ্রয়গৃহটী দৈর্ঘ্যে ৩৭, প্রস্থে ২৮ ও উচ্চতায় ১০ ফুট। ইহা প্রাচীন আদর্শে গঠিত অনাড়ম্বর চারিটী স্তম্ভ-বিশিষ্ট। গর্ভগৃহখানির দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ও প্রস্থ ১৯ ফুট। ইহা খ্রীষ্টের জন্মের পরবর্তী কালে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রাচীরচিত্রগুলি প্রায় বিনষ্ট হইলেও তাহার চিহ্ন সুস্পষ্ট আছে।

১২নং গুহা—ইহা অজন্টার একটী প্রাচীনতম বিহার। ইহা ১০নং গুহার সম-কালবর্তী বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহার

ভিতরে কোন স্তম্ভ নাই। ইহার উপাশ্রয়-গৃহ সমচতুষ্কোণ (৩৬½ ফুট × ৩৬½ ফুট)। উপাশ্রয়গৃহের তিনদিকে ৪ খানি করিয়া ১২ খানি প্রকোষ্ঠ আছে, এই প্রকোষ্ঠগুলির প্রবেশদ্বারে মৌর্যযুগের অশ্বখুরাকৃতি খিলান আছে। দ্বারের ভিত্তিগাত্রে সে যুগের বেষ্টনী এবং স্তূপাকৃতি দুইটী করিয়া খিলান খোদিত আছে। গুহায় অন্য কোন কারুকার্য নাই। প্রত্যেক শয়ন-কক্ষে একটী করিয়া শয্যাবেদী আছে। এই গুহার দক্ষিণ প্রান্তস্থ প্রকোষ্ঠের প্রবেশদ্বারের বামদিকে যে খোদিত দানলিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায়—'বণিক্ ঘনামদড কর্তৃক এই উপাশ্রয়গৃহ ও শয়নকক্ষাদি-সম্বলিত বিহারগৃহ দত্ত হইয়াছিল'—'ঠানকো নেগমস ঘনামদডস বণিজ [স] সউবরকো সউপা [সয়ো]।'

১৩নং গুহা—প্রাচীন যুগের অন্যতম বিহার। ইহার মধ্যেও কোন স্তম্ভ নাই। ইহা ভিক্ষুদের শয্যাগৃহ ছিল। ইহার দ্বার ভগ্ন, সম্মুখেই উপাশ্রয়গৃহ, তাহার তিনদিকে সাতটী প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে তিনটী করিয়া খোদাইকরা পাথরের শয্যা-বেদী ও উপাধান। এই উপাশ্রয়গৃহ দৈর্ঘ্যে ১৬½ ফুট, প্রস্থে ১০½ ফুট এবং উচ্চতায় ৭ ফুট।

১৪নং গুহা—একটী বিহার। ইহা ১৩নং গুহার কিছু উপরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে ইহার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ইহা একেবারে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইহার পরিকল্পনায় বেশ একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহার বারান্দার ছাদ ছয়টী স্তম্ভের উপরে স্থাপিত; বারান্দার দৈর্ঘ্য ৬৩ ফুট, প্রস্থ ১১ ফুট ও উচ্চতা ৯ ফুট। ইহার উপাশ্রয়গৃহ চতুষ্ক নহে, আয়ত ক্ষেত্র। ইহার দৈর্ঘ্য ৬১ ফুট ও প্রস্থ ২৫½ ফুট। ছাদ ছয়টী স্তম্ভ ও দুইটী নাগস্তম্ভের উপর স্থাপিত। দরজাগুলি সাদাসিধা ধরণের; প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর তক্ষণ-শিল্পে পরিশোভিত।

১৫নং গুহা—একটী বিহার। পরবর্তী গুহাগুলি হইতে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা ১৪নং গুহার পাশেই অবস্থিত। ইহার বারান্দার দৈর্ঘ্য ৩৩ ফুট ও প্রস্থ ৬½ ফুট। উপাশ্রয়-গৃহটী প্রায় সম-চতুষ্কোণ, ইহার চারিদিকেই চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠ, এবং বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকোষ্ঠ আছে। ইহাতে তক্ষণ-শিল্পের নিদর্শন অতি অল্প। প্রাচীর-গাত্রাদিতে চিত্রাদির চিহ্ন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গুহার ধ্যানিবুদ্ধের মূর্তিটী অধিকতর

গবাক্ষ (৯নং গুহা)

ভাব-সমৃদ্ধ। দ্বারশিরের উপরিস্থিত নাগ-ফণায় রক্ষিত স্তূপ (dagoba) একটু অসাধারণ ধরণের। ইহার উপরে খোদিত পক্ষীগুলি বাস্তব-সৌন্দর্যের পরিচায়ক। ইহার উপাশ্রয়-গৃহের ভিতর কোন স্তম্ভ নাই।

১৬নং গুহা—একটী বিহার। এই গুহার অধিকাংশ অংশই প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার বারান্দা ৬৫ ফুট লম্বা, ১০½ ফুট চওড়া; ৮টী স্তম্ভের উপর ইহার ছাদ রক্ষিত। উপাশ্রয়গৃহ ৬৬ ফুট লম্বা, ৬২ ফুট চওড়া ও ১৫ ফুট উচ্চ। ইহাতে ষোলটী শয়ন-কক্ষ ও একটী গর্ভগৃহ আছে। গর্ভগৃহে আরাম-কেদারায় উপবেশনের ভঙ্গীতে বুদ্ধ-মূর্তি উপবিষ্ট। প্রাচীর-গাত্রে জাতকের কাহিনী অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত। স্তম্ভ এবং ছাদও নিপুণ চিত্রশিল্পের পরিচায়ক। ১৬নং গুহায় বুদ্ধদেবের অনেকগুলি মূর্তি আছে। গুহার বাহিরে একটী সুড়ঙ্গ-পথ আছে, সেই পথে ছোট প্রকোষ্ঠে নাগেশের ভগ্ন মূর্তি আছে।

এই গুহার বারান্দার বহির্ভাগে বাম-প্রান্তের প্রাচীরে একটী বৃহৎ শিলালিপি আছে। ইহার ভাষা সংস্কৃত ও ছন্দোবদ্ধ; ইহাতে ২৭টী পংক্তি আছে। এই লিপি হইতে জানা যায়,—হস্তিভোজ নামক এক রাজমন্ত্রী ভিক্ষুগণের বাসার্থ এই বিহার দান করেন। পণ্ডিতগণের মতে এই লিপি খ্রী° ৫ম হইতে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কালের। এই সময়ে অজন্টা বাকাটক-রাজবংশের অধীন ছিল [অজন্টার লিপি দ্র°]।

১৭নং গুহা—একটী বৃহৎ বিহার। ইহার বারান্দা ছয়টী অষ্টকোণ স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। উপাশ্রয়গৃহের প্রবেশদ্বার বারান্দার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহাতেও দুইটী পার্শ্বদ্বার আছে; দ্বারের উপরিভাগে দুইটী গবাক্ষ আছে। উপাশ্রয় গৃহটী (৬৩ ফুট × ৬২ ফুট) ১৫ ফুট উচ্চ। ইহার ছাদ ২০টী অষ্টকোণ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। গর্ভগৃহে (২০ ফুট × ১৭ ফুট) দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি; তাহার পাদদেশে অন্য দুইটী মূর্তি আছে। উপাশ্রয়-গৃহে ১৬টী প্রকোষ্ঠ আছে। এই গুহায় সম্ভবতঃ জল রাখা হইত। বারান্দার দক্ষিণ দিকে চৌবাচ্চার ন্যায় একটী গর্ত আছে।

এই গুহার বারান্দার বামদিকে বৌদ্ধ ভবচক্র বা জীবনের দশাগুলি চক্রাকারে অঙ্কিত

আছে। গুহার ছাদে কড়িবরগার চিহ্ন দেখা যায়। এই গুহায়ও বহু প্রকার চিত্র আছে। গুহাটীর বারান্দার বাহিরের দেওয়ালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ২৯ পংক্তিতে ছন্দোবদ্ধ একটী শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। লিপিটীর ভাবার্থ এইরূপ—বাকাটক-নৃপতিগণের জনৈক সামন্তরাজ ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের পিতার নাম অস্পষ্ট হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের নাম হরিসাম। হরিসামের পুত্র সৌরিসাম, তৎপুত্র উপেন্দ্রগুপ্ত, তাঁহার পুত্র কাচ, তৎপুত্র ভিক্ষুদাস, তৎপুত্র নীলদাস। নীলদাসের পুত্রের নামও কাচ। এই কাচের পুত্রের নাম কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের প্রদ্যুম্ন ও সাম্বের মত দুই পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম অস্পষ্ট হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় না; দ্বিতীয় পুত্রের নাম রবিসাম। কৃষ্ণদাসের এই দুই পুত্র অশ্মক নামক রাজ্য ও অন্য কয়েকটী দেশ জয় করেন; বাকাটক-সম্রাট্ হরিষেণ এই সময় রাজত্ব করিতেছিলেন। রবিসাম ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মন্ত্রী ছিলেন অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্য হরিষেণের রাজকালেই নির্মাণ করিয়া তাহাতে বুদ্ধদেবের পূজার জন্য চৈত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই চৈত্যবিহারটীর নির্মাণকার্যে বহু অর্থব্যয় করা হইয়াছিল। বিহারটীর মধ্যে একটী সুন্দর জলাশয় খনন করা হয় এবং পশ্চিমভাগে একটী গন্ধকুটী নির্মিত হয়।

১৮ নং গুহা—ইহা একটী প্রকোষ্ঠমাত্র (১১´৪´´×৮´১০´´)। গুহাটী দুইটী স্তম্ভের উপরে রক্ষিত। ইহাতে একটী জলাধারের ন্যায় গর্ত আছে; সম্ভবতঃ ইহাতে জল রাখা হইত।

১৭ নং গুহাতে উৎকীর্ণ লিপিতে বাকাটক-রাজগণের সামন্তরাজবংশের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৭ নং ও ১৮ নং গুহা গুপ্তবংশীয় মগধরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজকালে নির্মিত হইয়াছিল; কারণ ইহাতে বলা হইয়াছে যে, লিপিটী জনৈক বাকাটকরাজ-কর্তৃক উৎসর্গীকৃত হয়। এই বাকাটকরাজ বিক্রমাদিত্যের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

১৯ নং গুহা—ইহা একটী চৈত্য। ইহার ভাস্কর্য-কলা অতুলনীয়। সম্ভবতঃ ১৬নং ও ১৭নং গুহার ইহা সমকালবর্তী। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট, প্রস্থ ২৪ ফুট উচ্চতা ২৩ ফুট। ইহার কারুকার্যে বিশিষ্ট বৈচিত্র্য আছে; এই গুহায় কাঠের পরিবর্তে প্রস্তরের উপর খোদাইকার্য করা হইয়াছে; ইহাতে মূর্তিশিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন আছে। ইহার তক্ষণশিল্পের সহিত ১নং গুহার তক্ষণ-শিল্পের কতকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এই গুহায় একটী মাত্র প্রবেশদ্বার। এই গুহার প্রায় সমস্ত অংশই অক্ষত অবস্থায় আছে। ইহাতে অশ্বখুরাকৃতি গবাক্ষের ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করে। গবাক্ষের উভয়পার্শ্বে একটী করিয়া স্থূলকায় মূর্তি, মূর্তির মস্তকে বাকোচিত ভূষণ আছে। এই গুহায় মহাযান-প্রভাব পূর্ণভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ নাগস্তম্ভের মধ্যবর্তী খুপরীতে অনেকগুলি বুদ্ধমূর্তি আছে। একেবারে বামপ্রান্তের খুপরীতে বুদ্ধমূর্তি দুই প্রকার—উপরের অংশে তিনি শিক্ষাদানের ভঙ্গীতে হাতের উপর ভর দিয়া বসিয়া আছেন এবং দুইটী নাগমূর্তি তাঁহার কাছে দণ্ডায়মান আছে। নিম্নভাগের মূর্তিটী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একটী ডাগোবার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে বলিয়া মনে হয়। বিপরীতদিকেও এইরূপ একটী ডাগোবার সম্মুখে বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি আছে, কিন্তু তাহাতে নাগফণা-বিশিষ্ট উড্ডীয়মান মূর্তি ডাগোবার পূজারত। দ্বারের বামপার্শ্বের খুপরীতে তিনি সাধারণ অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং দুইটী বিদ্যাধর তাঁহার মস্তকে একটী টায়রা (jewelled cap) ধরিয়া আছে।

দক্ষিণপার্শ্বে অন্যান্য প্রাচীর-চিত্রের ন্যায় ভিক্ষাপাত্র-হস্তে বুদ্ধদেব—একটী বালক তাঁহাকে ভিক্ষা দিতেছে এবং বালকটীর মাতা তাহাকে পাঠাইতেছেন; সেই রমণীর হস্তে ক্ষুদ্র পতাকাযুক্ত একটী ত্রিশূল। এই গুহার আলঙ্কারিক পারিপাট্য বা খোদাই-কার্যে কোথাও কাঠের ব্যবহার হয় নাই; সম্পূর্ণভাবে ইহার খোদাইকার্য প্রস্তরের। ডাগোবাতে ছত্রগুলি পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে প্রস্তর-নির্মিত। এগুলি বিহারটীর ছাদ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। অন্য কোন গুহায় ডাগোবায় তিনটী ছত্র নাই এবং যাহা আছে তাহাও কাঠের। নাভিস্থান বেষ্টন করিয়া যে সকল স্তম্ভ আছে, তাহাদের অধিকাংশেরই মধ্যভাগে বুদ্ধমূর্তি; বোধিকায় নাগদন্তগুলিতে উড্ডীয়মান মূর্তিসকল আছে, কিন্তু ডাগোবার বামদিকস্থ দুইটীতে বাদ্যযন্ত্রের আসর আছে; তোরণের (triforium) খুপরীগুলিতে বুদ্ধমূর্তি আছে।

গুহাতে প্রবেশ করিলে ডানদিকে যে চৈত্য আছে, তাহা একটী ক্ষুদ্র স্তম্ভনালয়ং ইহা প্রধান হর্ম্যমুখের সহিত সমকোণে অবস্থিত; ইহাতে দুইটী অবলম্বনস্তম্ভ ও দুইটী নাগস্তম্ভ আছে। এই সকল স্তম্ভের বোধিকা অতি সুন্দর কলা-কৌশলে মণ্ডিত। নির্মাণের কোণগুলির প্রত্যেকটীতে ফলপত্র-মণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আম্রশাখা লম্বিত। উপরের অর্ধাংশের প্রত্যেক দিকে এক একটী করিয়া বিকটাকার মুখ এবং প্রত্যেক কোণগুলিতে বামনমূর্তি আছে।

২০ নং গুহা—একটী বিহার। ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রবেশপথের সুচারু-গঠন ও আলঙ্কারিক পারিপাট্য বিস্ময় উৎপাদন করে। ইহারও প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকার পদ্মাঙ্কিত ‘পাপোষ’ আছে। ইহার বারান্দায় সর্বশুদ্ধ চারিটী স্তম্ভ। বারান্দার দুইপাশে দুইটী ও উপাশ্রয়-গৃহের দুইপাশে দুইটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। উপাশ্রয়গৃহটীর (২৮´ ২´´ × ২৫´´ ৪´) উচ্চতা ১২½ ফুট। ইহাতে কোন স্তম্ভ নাই। ইহার চিত্রগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ইহাতেও বহু মূর্তি আছে। খিলানে দুইটী মকরের মুখনিঃসৃত দুইটী মূর্তি মিলিত হইয়া শোভাবর্ধন করিতেছে। উহাদের মধ্যে পক্ষযুক্ত একটী ক্ষুদ্র মূর্তি আছে। ইহার কারুকার্য সৌকুমার্যব্যঞ্জক ও সুরুচির পরিচায়ক।

২১ নং গুহা—এই গুহার বারান্দার প্রায় সমস্ত অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহার উপাশ্রয়-গৃহটী প্রায় সমচতুষ্কোণ (৫১ ফুট × ৫১ ফুট)। গৃহের ছাদ ১২টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ইহার

গর্ভগৃহে বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত, তাহার পার্শ্বে ব্যজনবাহী একটী মূর্তি ও ইন্দ্রের মূর্তি আছে। বারান্দার দুই দিকে দুইটী ও উপাশ্রয়গৃহের চারিদিকে চারিটী প্রকোষ্ঠ ছিল। স্তম্ভগুলির

২৪নং গুহা—ইহা একটী অসমাপ্ত বৃহৎ বিহার। এই গুহাটীর আয়তন ৭৫ ফুট লম্বা, ৭৩½ ফুট চওড়া। ইহার মধ্যে সর্বশুদ্ধ ২০টী স্তম্ভ আছে। ইহার অভ্যন্তরস্থ সম্মুখ-

নাগবোধিকায় কারুশিল্পের একটী নিদর্শন

কারুকার্য অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। ভগ্ন বারান্দার উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৌন্দর্যের আভাষ পাওয়া যায়।

ভাগের খিলানের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বারান্দাটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; মাত্র একটী স্তম্ভ ও বোধিকাগ্রগুলি ছাদে লাগিয়া রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের কারুকলায় মুগ্ধ হইতে হয়। বোধিকাগ্র ও নাগদন্তের খোদিত লতাপাতা কুণ্ডলিত ফুলের ন্যায়। এই গুহার দ্বারদেশের কার্য অসমাপ্ত। দ্বার-গিভীর উপরে একটী টাঁরনা আছে। পার্শ্ববর্তী

খুপরীগুলি যুগলমূর্তিতে পূর্ণ

২৫ নং গুহা—ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পর্বতের কিছু উপরে অবস্থিত। ইহার বারান্দা মাত্র দুইটী স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। উপাশ্রয়গৃহ ২৬ ফুট লম্বা ও ২৫ ফুট ৪ইঞ্চি চওড়া। ইহাতে তিনটী প্রবেশদ্বার আছে, কিন্তু কোন গর্ভগৃহ নাই। বারান্দার বামদিকে একটী প্রকোষ্ঠ ও সম্মুখে একটী প্রাঙ্গণ আছে প্রাঙ্গণটী প্রাচীর-বেষ্টিত; তাহাতে প্রবেশদ্বার আছে। ইহাতেও অতি সুন্দর তক্ষণ-শিল্পের নিদর্শন আছে।

২৬ নং গুহা— এই গুহার কারুকার্য অনেকটা ১৯ নং গুহার অনুরূপ। কিন্তু তাহা তত উচ্চাঙ্গের নহে। গুহাটীর বিশেষত্ব এই যে ইহাতে অন্যান্য কারুকার্য অপেক্ষা নানা-

২২ নং গুহা—একটী ক্ষুদ্র বিহার। ইহার কৌশল বিশেষ উচ্চাঙ্গের নহে। অভয় নামক কোন উপাসক ইহা দান করেন। গুহাতে ৬ জন বুদ্ধের মূর্তির নিম্নে তাঁহাদের নাম ও দানলিপি উৎকীর্ণ আছে। এই গুহাটী প্রায় সমচতুষ্কোণ (১৩ ফুট × ১৩ ফুট); ইহার উচ্চতা ৯ ফুট। বারান্দা ছোট ও সংকীর্ণ। ইহার উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার আছে। ইহাতে কোন জানালা নাই। গুহায় প্রবেশ করিলে সম্মুখে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

২৩ নং গুহা—ইহা আয়তনে প্রায় ২১নং গুহার সমান। ইহার শিল্পরীতিও উক্ত গুহার অনুরূপ। ইহাতে সর্বশুদ্ধ বারটী স্তম্ভ আছে। এগুলির মধ্যে চারিটী এখনও অক্ষত অবস্থায় দণ্ডায়মান। ইহাতে কোন চিত্র নাই; ইহার তক্ষণশিল্পও উল্লেখযোগ্য নহে। ইহার দ্বারদেশে স্থাপিত দ্বারপাল-মূর্তি দুইটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। দুইটী সর্পমূর্তি ইহাদের পার্শ্বে স্থাপিত; ইহাদের মস্তকে সর্পফণা।

১৯নং চৈত্য-গুহার সম্মুখভাগের দৃশ্য

২৬ নং চৈত্যগুহার সম্মুখ দৃশ্য

গুণীয় বুদ্ধমূর্ত্তিই অধিক। ইহার কোন দেউড়ি নাই; সম্মুখে বিস্তীর্ণ বারান্দা আছে; চারিটী স্তম্ভ ও নাগস্তম্ভের উপরে বারান্দার ছাদ স্থাপিত। তোরণাকৃতি বৃহৎ বাতায়ন-শিলার (the sill of the great arched window) সম্মুখস্থানে একটী মঞ্চ (gallery.) আছে; অবশ্য তাহা এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কারলে (Karle) চৈত্যের ন্যায় ইহারও পার্শ্বে স্তম্ভ-শ্রেণীদ্বারা বিভক্ত বাম-শ্রেণী ছিল।

ইহার মধ্যদ্বারের দক্ষিণদিকে বারান্দার পশ্চাদ্দিকে দেওয়ালের উপরিভাগে একটী বৃহৎ শিলালিপি আছে; ইহা ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগ কিংবা ৭ম শতকের প্রথম ভাগের বলিয়া মনে হয়। এই লিপিতে দেখা যায় বুদ্ধভদ্র নামক এক জন ভিক্ষু কর্ত্তৃক এই গুহা নির্ম্মিত হয়।] অশ্মক-রাজাদিগের মন্ত্রী ভবিরাজ ও দেবরাজ এই ভিক্ষুর বন্ধু ছিলেন (বুদ্ধ-স° ৯. ১৮, ১১. ৫৫, ১৬. ১১, ১৭. ১৫, ২২. ১৫).।

য়ুয়ন চোয়াংএর বিবরণীর একস্থলে দেখা যায়, তিনি অজন্টা মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বসীমান্তে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে

দুইটী হস্তীর উল্লেখও আছে। অজন্টায় ১৬ নং গুহার-সম্মুখে এইরূপ হস্তিমূর্ত্তি আছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায়, স্থবির অচল অজন্টার বহু গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই অচল য়ুয়ন চোয়াং-বর্ণিত অর্হৎ 'অ-চে-লো' (O-che-lo) [অচল দ্র°]।

ইহার ভাস্কর্য অতি সুন্দর। ইহার বামদিকের পার্শ্বভাগে (aisle.) বুদ্ধদেবের নির্বাণের দৃশ্য আছে। ইহার একটু ভিতরের দিকে স্তম্ভ ও ভাগোবার মধ্যে মার কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবকে প্রলোভিত-করার দৃশ্য। স্তম্ভগুলি ১ নং গুহার শিল্পরীতিতে নির্ম্মিত। কিন্তু ইহার অঙ্কণশিল্প ২৫নং গুহার ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ। গুহাটী এভাবে নষ্ট হইয়াছে যে, অভ্যন্তরভাগের বর্ণনা করা অসম্ভব।

২৭ নং গুহা—ইহা একটী অসমাপ্ত গুহা। ইহার সম্মুখভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই গুহাটী ৪৩½ ফুট লম্বা এবং ৩১ ফুট চওড়া। ইহার বামপার্শ্বে তিনটী প্রকোষ্ঠ—বামদিকে একটী এবং পিছনে দুইটী। এই গুহাটী অজন্টার শেষযুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

২৮ নং গুহা—চৈত্যের অনুরূপ এই গুহাটী ২১নং ও ২২ নং গুহার উপরে অবস্থিত; ইহাতে প্রবেশ করাও কষ্টসাধ্য; ইহা খাড়া পাহাড়ের গাত্রে খোদিত এবং একেবারে অসম্পূর্ণ।

২৯ নং গুহা—২৭নং গুহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত একটী বারান্দামাত্র। ইহা কারুকার্য্যহীন ৮টী স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। ইহাতেও প্রবেশ করা প্রায় দুঃসাধ্য।

শ্রীহরেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য

আবিষ্কার এবং অজন্টা-সংস্কৃতির

২৬ নং চৈত্যগুহার ভিতরের দৃশ্য

আলোচনার প্রথম—প্রসিদ্ধ আসাযি-যুদ্ধের সময় অজন্টা-গিরিবর্ত্ম ইউরোপীয়গণের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কিন্তু অজন্টার সকল গুহাগুলি তখন তাঁহাদের নজরে পড়ে নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে জনৈক ইংরেজ শিকারী গুহাগুলি আবিষ্কার করেন। বার্গেসের মতে, মাদ্রাজ-বাহিনীর কয়েক জন কর্ম্মচারী ১৮১৯ খ্রী° প্রথম অজন্টা-গুহাবলী দেখিতে পান এবং উক্ত বাহিনীর কর্ণেল মর্গ্যান উহার উপর একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখেন। এই বিবরণ Erskineএর Remains of the Buddhists in Indiaয় প্রকাশিত হয়। ইহার

পর ১৮২৪ খ্রী° লেফ্‌টেনান্ট জে. ই. আলেকজান্দার গুহাগুলি পরিদর্শন করেন। তাঁহার বিবরণ Transactions of Royal Asiatic Societyতে (i. 557) প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮২৮ খ্রী° স্যর জন ম্যালকমের আদেশে ডক্টর বার্ড অজন্টা দেখিতে আসেন। ঠিক এই সময়েই ক্যাপ্টেন গ্রিস্‌লী ও লেফ্‌টেনান্ট র‍্যাল্‌ফ্‌ অজন্টা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বার্ডের বিবরণ Researches into the Cave Temples of Western India নামক গ্রন্থে বাহির হয় এবং গ্রিস্‌লী ও র‍্যাল্‌ফ্‌ তাঁহাদের বিবরণ প্রকাশ করেন Journal of Asiatic Society (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে। বার্ডের বিবরণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া উহার কোন গুরুত্ব নাই। গ্রিস্‌লী ও র‍্যাল্‌ফের বিবরণ ত্রুটিহীন বর্ণনাপূর্ণ এবং তাহাতে পাঠকের কৌতূহল সহজেই বৃদ্ধি পায়। বার্গেস বলিয়াছেন, ১৮৩৯ খ্রী° Bombay Courier-এ অজন্টা-সম্বন্ধে একটী নির্ভুল-সুন্দর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে উহা একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বাহির হয়; কিন্তু ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুসন্ধান করিয়া ঐ বিবরণের সন্ধান পান নাই (JASB, 1878, 63)। ১৮৪৩খ্রী° ফার্গুসনের Rock-cut Temples of India প্রকাশিত হয় এবং ইহাতেই প্রথম অজন্টা-শিল্পকলার সূক্ষ্ম আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই নিবন্ধই Court of Directors-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার ফলে ছয়-সাত বৎসর পরে মেজর গিল্‌ অজন্টা-চিত্রসম্ভারের প্রতিলিপি লইবার জন্য প্রেরিত হন। গিলের বিবরণ ১৮৫৫ খ্রী° প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ১৮৫০ খ্রী° বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে (iii. 71ff) Ancient Remains of Western India নামক নিবন্ধে ডক্টর উইল্‌সনের বিবরণ প্রকাশিত হয় এবং অতঃপর জন বুএর্‌ কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশ করেন। উইল্‌সন ও বুএর্‌ উভয়েরই বিবরণে কোন নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮৬৫ খ্রী° ডক্টর ভউ দাজী অজন্টায় আগমন করেন এবং উহার অধিকাংশ লিপিরই প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। উক্ত লিপিমালার কতকগুলির প্রতিলিপি মেজর গিলেপ পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। লিপিগুলির ভউ দাজী-কৃত তর্জমা বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে (৭ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এই তর্জমা খুবই নির্ভুল হওয়ায় উহার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ পায়। অবশ্য উহাতে গুহাগুলির ও শিল্পকলার অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকায় উহা বিশেষ ফলদায়ক হয় নাই। ভউ দাজী এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। গুহাগুলির এবং শিল্পকলার তথ্যানুসন্ধান করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। মৃত্যুর পূর্বে Indian Antiquaryতে তিনি সামান্য সামান্য আলোচনা করিয়াছিলেন।

মেজর গিলের চিত্রানুলিপিগুলি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। সেগুলি 'সিডেন্‌হাম ক্রিস্টাল প্যালেসে' রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৬৬ খ্রী° ঐ প্রাসাদ অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে চিত্রগুলিরও ধ্বংসসাধন হয়। এই চিত্রগুলি হইতে শিল্পী ও মনীষিগণ ভারতীয় শিল্পৈশ্বর্যের অনুসন্ধানের পথ অনেকটা প্রশস্ত করিতে পারিবেন এরূপ আশা ছিল। তখনও অজন্টায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। এজন্য ইতিমধ্যে বিনষ্ট অনুলিপিগুলির অধিকাংশ মূল চিত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গিলের অনুলিপিগুলি বিনষ্ট হইলে শিল্পরসিকদের মধ্যে চেতনার সূত্রপাত হয়। অতঃপর গভর্নমেন্ট উহার প্রতি মনোযোগ দেন এবং বোম্বাই আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্‌সের অধিনায়কত্বে এক দল চিত্রকর অজন্টায় প্রেরণ করেন। গ্রিফিথ্‌স্‌ ১৮৭২-৩ খ্রী° অজন্টায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারে অর্থসাহায্যের ব্যতিক্রম ঘটায় তাঁহার চিত্রানুলিপি-গ্রহণ বন্ধ হয়। পরে ১৮৮৫ খ্রী° গভর্নমেন্ট পুনরায় সাহায্য করেন। তিনিও অনেক অনুলিপি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার চিত্রগুলি 'সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়মে' রক্ষিত হইয়াছিল এবং এখানেও অগ্নিসংযোগ ঘটায় তাঁহার ৩৩৪টী অনুলিপির মধ্যে ১৬৩টী সম্পূর্ণ দগ্ধ ও কয়েকটী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর ১৮৯৬ খ্রী° দগ্ধাবশিষ্ট চিত্রগুলি তাঁহার 'অজন্টা' নামক দুই খণ্ডে সম্পাদিত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারত-গভর্নমেন্ট গ্রিফিথ্‌সের সংগৃহীত চিত্রগুলির আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া সেগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুশীলনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে দান করেন।

অতঃপর দেশবিদেশ হইতে শিল্পিগণ অজন্টায় আগমন করিতে লাগিলেন। ভারতের সর্বত্র হইতেও শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও মনীষিগণ অজন্টায় আসিলেন। বহু চিত্রের প্রতিলিপি গৃহীত হইল এবং অজন্টা-সম্বন্ধে বহুবিধ-আলোচনায় পরিত্যক্ত অজন্টার গোপন গুহার সত্য আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। ইহাতে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টাই সর্বাধিক। বিশেষতঃ বাঙ্গালী শিল্পীর প্রচেষ্টায় অজন্টা-চিত্রসমূহের শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপিগুলি গৃহীত হইয়াছে। ইতঃপূর্বে নিজাম-সরকার অজন্টার সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আগত শিল্পী ও দর্শকের সুবিধার জন্যও নিজাম-সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

অজন্টায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিল্পিসমাবেশ হয় ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধা মহিলা-চিত্রশিল্পী সি. জে. হেরিংহামের অধিনায়কত্বে। ইনি প্রসিদ্ধ শিল্পী ও শিল্পনীতিজ্ঞ ই. বি. হ্যাভেল সাহেবের বন্ধুপত্নী। ১৯০৯ খ্রী° ডিসেম্বর মাসে অজন্টার চিত্রানুলিপি গ্রহণের জন্য ইনি ভারতে আসেন। ইঁহার সহিত মহিলা-শিল্পী কুমারী ডেভিস্‌ও আসিয়াছিলেন। হেরিংহামের সহিত The Indian Society of Oriental Art-এর পক্ষ হইতে ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক প্রসিদ্ধ শিল্পীদ্বয় নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার প্রেরিত হন। ইঁহাদের সহিত কে. বেঙ্কটপ্পা ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তও যোগদান করিয়াছিলেন। পর বৎসর ১৯১০ খ্রী° হেরিংহাম পুনরায় ভারতে আসিয়া বাঙ্গালা হইতে অসিতকুমার হালদার ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তকে এবং ঔরঙ্গাবাদ

হইতে হায়দ্রাবাদ রেসিডেন্টের সাহায্যে সৈয়দ অহ্‌মদ ফখ্‌রউদ্দীন খাজীকে সঙ্গে লইয়া অজন্টায় আসেন। এই বৎসর ইংলণ্ড হইতে ইহার সহিত কুমারী লার্চার ও কুমারী লিউক নামে দুই জন কলা-নিপুণা মহিলাও আসিয়াছিলেন। হেরিংহাম আপনার ও এই সমুদয় শিল্পীর গৃহীত চিত্রসমূহ বহু অর্থব্যয়ে তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থে প্রকাশ করেন। হেরিংহামের এই প্রচেষ্টা যেমন বিরাট্, তেমনই উহাকে শ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অজন্টার পরিত্যক্ত গুহামন্দিরগুলি যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন গুহাগুলি অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় ছিল। প্রথমতঃ লোকলোচনের অন্তরালে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকিয়া কালের প্রভাবে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এগুলি ও ইহাদের শিল্পসম্ভার বহুল ধ্বংস হইয়াছিল, অধিকন্তু গুহাস্থিত বাদুড়ের অত্যাচারে অনেক শিল্পসম্ভার বিনষ্ট হইয়াছিল। বন্য জন্তু প্রভৃতিও এখানে থাকিত। স্থানীয় অসভ্য অধিবাসীরাও খেয়ালমত ধ্বংসের সহায়তা করিত। ইহার উপর আবিষ্কার হইবার পর প্রথম শিল্পী, পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণও কৌতূহলপ্রযুক্ত হইয়া এগুলির নানাভাবে ক্ষতিসাধন করেন। অজন্টার কীর্তি ইহার চিত্রসম্ভার। এগুলি ধূম প্রভৃতির দ্বারাও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই ইহার সংরক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার চাঞ্চল্য সর্বত্র প্রকাশ পায়। নিজাম-গভর্নমেণ্ট ইহার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৯১৫ খ্রী° হায়দ্রাবাদ প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের উপর ইহার ভার দেওয়া হয়। নিজাম-সরকার ইহার যথাসাধ্য জীর্ণসংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া এক জন পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। হেরিংহামের শিষ্য সৈয়দ অহ্‌মদ পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের জন্য অনুলিপি গ্রহণেও নির্দিষ্ট হন। ১৭ নং গুহার নিকট পরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপিত হয়। অজন্টায় যাঁহারা গমন করিবেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এই প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে Guide to the Ajanta Frescoes নামক একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চিত্র-সম্বলিত পোস্ট কার্ডও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবার গুলাম য়াজ্‌দানীর সম্পাদনায় Ajanta, the Colour and Monochrome Reproduction of the Ajanta Frescoes based on Photography নামক একটী বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

আকাশমার্গে গন্ধর্ব, অপ্সরা ও কিন্নরগণ—১৭ নং গুহার বারান্দার প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বের প্রাচীর-চিত্র

চিত্রগুলি ধূলিধূসরিত, নানাভাবে আর্দ্র ও ধূমমলিন হওয়ায় নিজাম-গভর্নমেণ্ট দুই জন ইতালীয় শিল্পীকেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গুহাগুলির ভিতর অন্ধকার থাকায় চিত্রগুলি দেখিবার অসুবিধা হয়; এজন্য পেট্রোল-ল্যাম্প প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হইতে ভাড়া দেওয়া হয়। আরশীদ্বারা সূর্যকিরণের প্রতিফলিত আলোর সাহায্যেও চিত্রাদি দেখান হইয়া থাকে। অবশ্য দিবাভাগের বিভিন্ন সময়ে গুহাগুলির মধ্যে কয়েক কয়েক স্থান স্বাভাবিক আলোকেই দেখা যায়।

গুহামন্দিরে অজন্টার স্থান—ভারতে সর্বসমেত প্রায় বার শত গুহামন্দির আছে। এগুলির অধিকাংশ গুহাতেই তক্ষণশিল্প ও মূর্তিশিল্প প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। মাত্র কয়েকটী গুহায় চিত্রকলা দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে অজন্টা, বাঘ, তেরুপল ও সিগিরি অন্যতম। কিন্তু অজন্টাই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ইহাতে যে চিত্রকলার নিদর্শন সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। এমন কি, ইহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির একটী বিরাট্ প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গুহামন্দিরের প্রবর্তক বৌদ্ধগণ—অজন্টাও বৌদ্ধযুগের একটী কীর্তি। বৌদ্ধেরা ছিলেন শান্তিপ্রিয়; তাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, লোকলোচনের অন্তরালে এমন কোন নির্জন স্থানে তাঁহাদের ধর্মসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে বিশ্বের কোলাহল ও অশান্তিময় জীবনযাত্রা তাঁহাদের ধর্মাচরণে কোনও রূপ

বাধা দিতে পারিবে না। তাঁহারা ছিলেন সাত্ত্বিক, তাই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উপাসনা করা তাঁহাদের রীতি ছিল। বিশেষতঃ শান্তির জন্য, অধিকন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে শুধু ধ্যানযোগের সাধনার জন্য নির্জন পাহাড়ের কোলে গুহা-মন্দির করিবার প্রচলন হইয়াছিল। তাঁহারা সৌন্দর্যপ্রিয়ও ছিলেন, এছাড়া মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের জন্য পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যের প্রয়োজন হইত; এজন্য সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করিয়া স্থান নির্বাচনেরও ব্যবস্থা হইত। তাই নির্জন গিরিকন্দরে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির আবেষ্টনে গুহাবিহারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

জলমধ্যে নাগ ও নাগিনী—১৭ নং গুহার প্রাচীর-চিত্র

এই শান্ত সৌন্দর্যের বেষ্টনীর মধ্যে বিহারবাসী ভিক্ষু, ছাত্র ও চৈত্যের উপাসকবর্গ পরমার্থচিন্তায় নিরত হইতেন। শিল্পসম্ভারের মাধুর্য ও নীতি তাঁহাদের মনের খোরাক যোগাইত। ধর্মের কঠোর সাধনার অনুভূতিই যে মাত্র তাঁহাদের মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল তাহা নহে, বুদ্ধদেবের চরণে আপনাদের পরহিতব্রতে উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁহারা এখানে শিক্ষালাভ করিতেন এবং তাঁহাতে ভক্তিরসধারা তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইবার অবকাশ মিলিত। এইরূপ ধর্মসঙ্ঘে শিল্পকলা সংরক্ষণ করার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। একথা সত্য যে, সকল দেশেই সকল সময়ে রূপশিল্প মানবের পরমার্থসাধনায় সহায়তা করিয়াছে। সাধকের ধার্মিক মনোবৃত্তির সহযোগিতায় সুকুমারশিল্প শ্রেষ্ঠ প্রভাব প্রয়োগ করিতে পারে। এই কারণেই গুহামন্দির-গুলিতে শিল্পসম্ভারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

অজন্টা গুহায় এই আদর্শের আভাস বিশেষভাবেই পাওয়া যায়। অজন্টার নির্জন অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৌদ্ধ ধর্মাচরণের সম্পূর্ণ অনুকূল। এই সৌন্দর্য মানবমাত্রকে মুগ্ধ করিয়া পরমেশ্বরের বিরাট্ মহিমার প্রতি আকর্ষণ করে।

চিত্রশিল্পই অজন্টার বৈশিষ্ট্য। ভারতের এই প্রাচীন চিত্রসম্ভার সমস্তই ধর্মসম্বন্ধীয় বা ধর্মের ভিত্তির উপর পরিকল্পিত—সে যুগের ধার্মিক মনোবৃত্তি রূপায়ণে পর্যবসিত করা হইয়াছে। বুদ্ধের জীবনকথা, ধর্মের কথা, ধর্মসম্বন্ধীয় গল্প-উপকথার কথা এই চিত্রশিল্পে সন্নিবেশিত। প্রসিদ্ধ জাতকের বিষয়গুলিও আঁকা হইয়াছে; বিশেষতঃ আর্যশূরের গল্পগুলির চিত্রই অজন্টায় দেখা যায়। মূলতঃ চিত্রগুলি চিত্তবৃত্তি ও অনুভব-প্রবণতার প্রকৃষ্ট আদর্শ। এই সমুদয় চিত্রে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সে যুগের ভারতের সমাজ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সাধারণের গৃহস্থজীবন, সম্ভ্রান্ত ও ধনীর আভিজাত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির চিত্র লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাজদরবার, রাজার মিছিল, যুদ্ধ, রাণী বা সম্ভ্রান্ত মহিলার বেশভূষা, প্রসাধন, রাজদম্পতির বা সাধারণ প্রণয়িযুগলের বিশ্রম্ভালাপ, পূজার্চনা, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী প্রভৃতি সকল চিত্রই প্রকৃত সমাবেশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক চিত্রের বহু নিদর্শনও অজন্টায় আছে। এগুলি হইতে ভারতীয় মধ্যযুগের সাধারণ জীবনযাত্রার ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

অজন্টা-চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য— অজন্টা-শিল্পের আলোচনা-প্রসঙ্গে শিল্পনীতিবিৎ রাজা বলসাহেব পন্ত্ প্রতিনিধি বলিয়াছেন—"If architecture is poetry in stone, painting is music in colour, and Ajanta is thus poetry and music both,"* স্থাপত্যে ও চিত্রে দুই দিক্ দিয়াই অজন্টার ঐশ্বর্য অপরিমেয়। কিন্তু অজন্টার চিত্র-নিদর্শনের তুলনা নাই। এই চিত্রসম্ভার খ্রী° প্রথম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রায় সাত শত বৎসর ধরিয়া চিত্রিত হইয়াছে। এরূপ দীর্ঘদিনের শিল্পসংস্কৃতির নিদর্শন পৃথিবীর অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। সম্পূর্ণ গুপ্তযুগেই অজন্টার সৃষ্টি হইয়াছে। চালুক্যযুগেও অজন্টা-সংস্কৃতির গতি অক্ষুণ্ণ ছিল। অজন্টা-যুগেই অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি রাজচক্রবর্তিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। গুপ্তযুগকে কোন কোন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ভারতীয় renaissance যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কারণ এ যুগেই ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ববিধ পরিণতির ব্যাপক

* Prabuddha Bharata, Jan. 1934, 24.

জাগরণ ঘটিয়াছিল। সুতরাং অজন্টা যে ভারতীয় renaissance যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

'হস্তক' হস্তী—চিত্রপরিচয় দ্র°
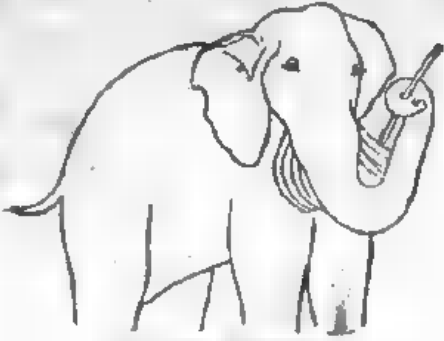
বিষ্ণুধর্মোত্তরে 'সত্য', 'বৈণিক', 'নাগর' ও 'মিশ্র' এই চারি প্রকার ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। এই চারিটি চিত্রকলাপদ্ধতির মধ্যে সত্য ও বৈণিক চিত্রশিল্প অজন্টায় স্থান পাইয়াছে। সত্য বা আদর্শের অনুপ্রেরণায় চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে প্রথমে দেবযোনি ও স্বর্গীয় চিত্রেরই পরিকল্পনা করিতে হয়। অজন্টার বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধের সুমহান্ জীবনকাহিনী, দেবদূতরূপে বোধিসত্ত্ব এবং সম্ভবতঃ ছাদে পাক্ষিক স্বর্গের চিত্র—এগুলি সমস্তই সত্য বা আদর্শপন্থী। এই স্বর্গীয় চিত্রাবলী প্রত্যক্ষে বা গৌণে সাধন ও ধ্যানের উপর পরিকল্পিত—একরূপ ধ্যানযোগের উপর রূপায়িত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈণিক কলাপদ্ধতির দিক্ দিয়া জাতকের গল্পগুলির প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। হিউ-এন-চিয়েঙের বিবরণীতে দেখা যায়, তখন জাতকের আদর ছিল খুব বেশী। আর্যশূরের গল্পগুলিও বৈণিক কলার অন্তর্ভুক্ত। জাতকের চিত্রগুলি লোকবৃত্তের অর্থাৎ সংসারচক্রের গতি ও প্রগতির স্বভাব সাধারণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। অজন্টাচিত্রের আরও একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলিকে মাত্র চিত্র বলিয়াই এড়াইয়া যাওয়া চলে না, কারণ এগুলির রসসংবেদপ্রমাণ ও রূপভেদ এবং শারীরসংস্থান ও আত্মার সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এতদ্ব্যতীত এই শিল্পসৃষ্টি ব্যক্তিগত শক্তির পরিচায়ক নয়, ইহাতে কৌশলেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কল্পনাদ্যোতক প্রতিভামাত্রই ইহাতে স্থান পায় নাই, বিচক্ষণতা ও ব্যুৎপত্তিও স্থান পাইয়াছে—কলাবিজ্ঞানসম্মত আভ্যাসিকই ইহার প্রধান অবদান। মূলতঃ এই শিল্প সুনিপুণ মননশক্তি ও চিত্রণশক্তির নিদর্শন।

এই চিত্রকলার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হইতে হইলে নৃত্যকলার সহিত অল্পাধিক পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন; কারণ সে যুগে অভিনয়ের অভিব্যক্তি যে রঙ্গমঞ্চেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল তাহা নহে, শিল্পকলাতেও তাহার প্রভাব পড়িয়াছিল। সেজন্য মানবের গতি ও ভাবের অন্তর্নিহিত ভাষা চিত্রেও অনুকৃত হইয়াছে। ইহারই ফলে অভিনয়ের নৃত্যভঙ্গীর অনুরূপ সাদৃশ্যই অজন্টা-চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। রস ও ভাবের যে অভ্যাগম নাট্যকলায় পরিকল্পিত হইয়াছিল,

উপবিষ্ট নাগের পশ্চাদ্দৃশ্য—২ নং গুহা
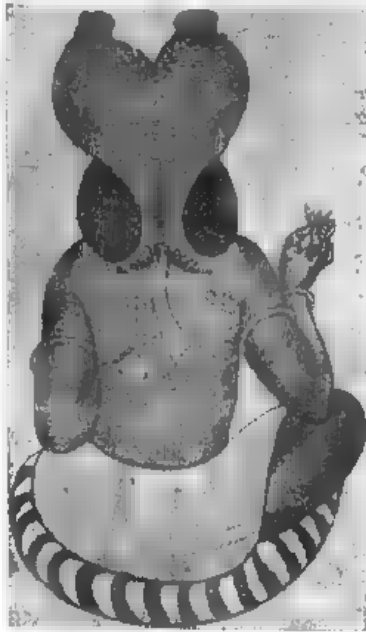
চিত্রে ও ভাস্কর্যেও সেই কল্পনা প্রয়োগ করা হইয়াছে। রসাস্বাদনের পক্ষে যে কোন রসিকের চিত্তে ইহাতে আনন্দের উদ্রেক হইতে পারে। যে কোন রসভাবুক এই চিত্র প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহার মনে ইহার ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অজন্টাশিল্প বিশেষভাবে সংস্কৃত ও আভিজাত্যপূর্ণ। মার্জিত শ্রেণীর আবহাওয়ায় উহা গড়িয়া উঠিয়াছে। মূর্তিগুলির মধ্যে কমনীয়তা ও সমাহিত ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর চিত্রকলাপদ্ধতির যে ছয়টী মূল বিষয়ের অর্থাৎ 'রূপভেদ', 'প্রমাণ', 'ভাব', 'লাবণ্যযোজনা', 'সাদৃশ্য' ও 'বর্ণিকাভঙ্গ'-এর উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির পরিচয় অজন্টাচিত্রে পাওয়া যায়: রূপভেদ অর্থে আকৃতির প্রকারভেদ, প্রমাণ—আকৃতির পরিমাণ, ভাব—ভাবের অভিব্যক্তি, লাবণ্যযোজনা—লাবণ্য বা সৌন্দর্যের সমাবেশ, সাদৃশ্য—জীবনের অকপট পবিত্রতা এবং বর্ণিকাভঙ্গ—বর্ণবৈচিত্র্যের লীলা। বিষ্ণুধর্মোত্তর-প্রমুখ শিল্পশাস্ত্রগুলিতে চিত্র অঙ্কন করিবার সময় বিভিন্ন নরনারীর যে শিল্পবিজ্ঞানসম্মত আকৃতির পরিমাণের নির্দেশ দেখা যায়, অজন্টা-চিত্রে তাহাই অনুসরণ করা হইয়াছে। মূর্তি-গুলির শিল্পবিজ্ঞানসম্মত অঙ্গভঙ্গিমা ও চতুর ভাবব্যঞ্জনা বিশেষ নিপুণতার পরিচায়ক। অঙ্গভঙ্গিমা 'ক্ষয় ও বৃদ্ধি'র দ্বারা অঙ্কন করা হইয়াছে। এই 'ক্ষয় ও বৃদ্ধি'র রীতি অনেকটা ইউরোপীয় foreshortening রীতির মত। সেযুগে শিল্পীরা যে 'বর্তনা' অর্থাৎ আলো ও ছায়ার (light and shade-এর) সাহায্য ব্যতীত বলিতে পারিতেন না, তাহার প্রমাণ, অজন্টাচিত্রসমূহের সর্বত্রই বেশ লক্ষ্য করা যায়। তবে এই বর্তনারও বৈশিষ্ট্য অজন্টায় আছে। ইহা বেশ মনোরম। ইউরোপীয় চিত্রে এক দিকে আলো ও অপর দিকে ছায়া টানিয়া যেমন চিত্রের কোমলতা নষ্ট করা হয়, অজন্টার চিত্রে তাহা একেবারেই দেখা যায় না। মাত্র গঠন দেখাইবার জন্যই বর্তনার ব্যবহার হইয়াছে। ইহার জন্য কোথাও বা অতি সামান্য, আবার কোথায় প্রচুর ছায়া দেখা যায়। ইহাতে চিত্রের কোমলতা অক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং একটী স্নিগ্ধ ও স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

'ধূলিচিত্র', 'পুষ্পচিত্র' ও 'রসচিত্রে'র মধ্যে বিশেষতঃ রসচিত্রের প্রভাবই অজন্টায় লক্ষিত হয়। ব্যবহৃত উপকরণের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী 'চিত্রাভাসে'র প্রতিকৃতি রচনার পক্ষে উক্ত তিনটী চিত্রেরই ব্যবহার শিল্পশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যে চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির দ্বারা

মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির ন্যায় কোন একটী দ্রব্যের সাদৃশ্য দেখান হয় তাহাই চিত্রাভাস। উহাকে চক্ষুতেই মাত্র অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু স্পর্শ করিলে কাচের মত মসৃণ হইবে। ধূলিচিত্রে নানা বর্ণের নানা দ্রব্যের ধূলি (যেমন—প্রস্তরচূর্ণ) ব্যবহৃত হয়; পুষ্পচিত্রে নানা প্রকার পুষ্পের দল, কোরক প্রভৃতির ব্যবহার আছে; এবং রসচিত্রে জলে নানা প্রকার বর্ণ মিশাইয়া চিত্রপট, কাষ্ঠপট, ভিত্তি বা ছাদে অঙ্কন করা হইয়া থাকে। রসচিত্রই সর্বাধিক আদৃত ও স্থায়ী। এই রসচিত্র অজন্টার ভিত্তিগাত্রে স্থান পাইয়াছে। ইহা ঠিক ইতালীয় fresco buono রীতির মত। ইতালীয়ানরা এই fresco buonoর চিত্রণ কোনও দেওয়ালের উপর খানিকটা খানিকটা করিয়া শেষ করে; যত যাহাতে চিত্রাঙ্কনের জমির সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশিবার অবকাশ পায়, তজ্জন্য দেওয়ালটী বরাবর আর্দ্র অবস্থায় রাখা হয়। অজন্টার চিত্রে ঠিক অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; তবে ইতালীতে এই রীতি প্রচলিত হইবার সহস্র বৎসরেরও পূর্বে যে ভারতে উহা প্রচলিত হইয়াছিল, অজন্টায় তাহার নিদর্শন বিশেষভাবেই পাওয়া যায়। স্থায়িত্বের পক্ষে অজন্টার ভিত্তিচিত্রের বৈশিষ্ট্যও আছে; তৈলচিত্রের অপেক্ষাও ইহার স্থায়িত্ব অনেক বেশী।

অজন্টা-যুগে শিল্পীর সাধনা রসচিত্রেই রূপায়িত হইয়াছিল। শুধু ■ স্থায়িত্বের অনুকূল বলিয়া তাহা নহে, ভাব ও ছন্দের অভিব্যঞ্জনা একমাত্র এই রসচিত্রেই সম্ভবপর।

দুইটি গরুড়—১১ নং গুহা

আলঙ্কারিক চিত্রের দুইটি অংশ। বহনকারী

এ কারণ অজন্টার শিল্পিগণ রসচিত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। চিত্র যাহাতে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে বা তাহাদের প্রশংসা অর্জন করিতে পারে, সে বিষয়েও অজন্টায় বিশেষ নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যে-যুগে দর্শকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী চিত্রের গুরুত্ব গৃহীত হইত। বিষ্ণুধর্মোত্তর হইতেই জানিতে পারা যায়, দর্শকের মনোবৃত্তি-অনুযায়ী শিল্পীর চিত্রাঙ্কন করিবার রীতি ছিল; কারণ শ্রেষ্ঠেরা রেখার প্রশংসা করেন, রমণী অলঙ্কারাদির ঐশ্বর্য পছন্দ করে এবং অবশিষ্ট দর্শক উপভোগ করে বর্ণ বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য। এই সমুদয় সূক্ষ্মনীতির একত্র সমাবেশ একমাত্র অজন্টাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অজন্টার শিল্পিগণ এই নীতির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যে চিত্রাঙ্কন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ শিল্পশাস্ত্রই অজন্টাযুগে রচিত হইয়াছে। এই সমুদয় গ্রন্থে যে সকল নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অজন্টার ভিত্তিগাত্রে সেগুলির পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অজন্টা-চিত্রের বর্ণসমাবেশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রের অনুপম বর্ণসমাবেশ চিত্রগুলিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। 'বর্ণিকভঙ্গে'র নীতি যে চূড়ান্তভাবে অনুসৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়। এই বর্ণিকভঙ্গের সার্থকতা সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নির্দিষ্ট। কোথাও বিন্দুমাত্র কর্কশতার আভাস পাওয়া যায় না। বহুদিনের রঙের খেলা এখনও সজীব রহিয়াছে। স্থানে স্থানে চিত্রগুলি জীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু রঙের মলিনতা এপর্যন্ত ঘটে নাই। অজন্টার বর্ণিকভঙ্গের ইহাই বিশেষত্ব।

আলঙ্কারিক শিল্প অজন্টার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লতা-পাতা, ফুল-ফল, পাখী প্রভৃতি দ্বারা চারিদিকে আলঙ্কারিক চিত্রণ করা হইয়াছে। একটী গুহাভ্যন্তরস্থ ছাদের আলঙ্কারিক শিল্পের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শিল্পী অসিতকুমার হালদার বলিয়াছেন, "অজন্টা গুহার শীর্ষদেশের সজ্জা এক বিচিত্র কাণ্ড; হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন মাথার উপর একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙান রয়েছে! প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেতপদ্ম বিকশিত; আর তার চারিধারে গোলভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস, কিংবা ময়ূর, অথবা মৃণাল-দল-মন্থন-তৎপর হাতীর পাল; এবং চারকোণে নানারকম লতা-পাতার কাজ। সেগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখলেই বোঝা যায়।"* গাছ-পালা, ফুল-ফলের চিত্রগুলি খুব নিখুঁত। সেগুলি দেখিলে সহজেই ধরিতে পারা যায়, কোনটী কিসের গাছ, কিংবা কি ফুল বা ফল।

পারিপ্রেক্ষিকের (perspective) নীতির প্রতি অজন্টার শিল্পীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল না বটে, তবে পারিপ্রেক্ষিক জ্ঞান যে তাঁহাদের যথেষ্টই ছিল তাহার সহ নিদর্শন অজন্টায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১ নং গুহার দেওয়ালে ঐ গৃহেরই উপাশ্রয়-গৃহের অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে। পারিপ্রেক্ষিকের উপর বিশেষ নজর না থাকার কারণ বোধ হয়

* অসিতকুমার হালদার : অজন্টা, ২৫।

তথাকথিত শিল্পিগণ ইহাকেই চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মানিতেন না।

অস্থিসংস্থানের (anatomy) ভ্রম অজন্টার কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার জন্য যে শিল্পীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিল্পশাস্ত্রসমূহে বিভিন্ন নরনারীর যে প্রমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, অজন্টাচিত্রে তাহা অনুসৃত হইয়াছিল।

কোন কিছুর চিত্র আঁকিতে গিয়া শিল্পীরা যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাদি, প্রাসাদ, কুটীর—যে কোন বিষয়েরই চিত্র শিল্পীরা আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই উদ্যোগী হইয়াছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তরে 'দৃষ্ট' শব্দের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, এখানেই তাহার তাৎপর্য দেখা যায়। দৃষ্ট অর্থে বাস্তব জগতে যাহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। শিল্পীর অভিজ্ঞতায় যেটুকু চিত্র মানসচক্ষে উদিত হইয়াছে, নিখুঁতভাবে তিনি তাহা আঁকিয়াছেন। অবশ্য কল্পনার সাহায্যেও চিত্রসমাবেশের প্রাচুর্য দেখা যায়।

অজন্টা-চিত্রের একটী বিশেষত্ব বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। অজন্টার সমুদয় চিত্র এক ধরণের (style) নয়। বিভিন্ন দেওয়ালে বিভিন্ন ধাঁজ অনুসৃত হইয়াছে। ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে, এক একটী দেওয়ালে এক একটী শিল্পিদলকে অঙ্কন করিবার ভার দেওয়া হইত। প্রত্যেক দলেরই স্বতন্ত্র গুরু থাকা সম্ভব। বহু স্থলে চিত্র অসম্পূর্ণ আছে, তাহা আর শেষ হইয়া উঠে নাই। অনেক স্থলে আবার অপটু হস্তেরও আভাস পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলি শিক্ষার্থী বা কোন নবীন চিত্রকরদলের দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কোন একটী চিত্রের সহিত অন্য কোন চিত্রের সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না, প্রত্যেক চিত্রেরই ভাব, বিষয় ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

নরনারীর বিলাস-চিত্র ও দাম্পত্য-প্রেমের চিত্র অজন্টায় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেমমূলক চিত্রগুলি খুবই সুন্দর। চিত্রিত নরনারীর অন্তরের প্রতি ভাবটী, প্রেম-নিবেদন মূর্ত্ত হইয়া যেন বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছে। এগুলির মধ্যে ১৭ নং গুহার প্রবেশদ্বারের উপর কতকগুলি দম্পতির চিত্র উল্লেখযোগ্য। ২ নং গুহার এক স্থানে একটী রমণী বসন্তসমাগমে বাসন্তী-রঙের কাপড় পরিয়া দোলনায় দুলিতেছে; তাহার মুখমণ্ডলে যৌবনশ্রী ও আনন্দের উচ্ছ্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারীর চিত্রই অজন্টায় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। নারীই যে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ

পদ্মপাণি বুদ্ধ—চিত্রপরিচয় দ্র°

উপাদান এবং চিত্রশিল্পে সৌন্দর্যের সমাবেশ করিতে হইলে নারীচিত্রই যে একান্ত প্রয়োজন, সে রসানুরাগ তথাকথিত শিল্পিগণের চিত্তে বিশেষভাবে জাগিয়াছিল; নারীসৌন্দর্যে চিত্রের সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলাই তাঁহাদের আনন্দের বিষয় ছিল। নারীকে অভিনব ভঙ্গীতে, ভাবে ও মাধুর্যে সুন্দর করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের শিল্পকুশল মনের পরিচয় দিয়াছেন। নারীদের দ্বারা যেন তাঁহারা পুষ্পের বা পুষ্পমাল্যের মত রাজ-দম্পতি, দেবদেবীর চতুর্দিক্ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। পথে, গবাক্ষে, প্রাসাদান্তঃপুরে সর্বত্রই নারীচিত্রের সমাবেশ দেখা যায়।

স্বল্পাবৃত নগ্ন চিত্র অজন্টার আরও একটী বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য শিল্পকলায় চিত্রে নগ্নতা অর্থে নগ্ন চিত্র বটে, কিন্তু অজন্টার নগ্নতায় শিল্পীদের সে মনোভাব ছিল না। প্রথমতঃ সে যুগের অজন্টার প্রতিবেশী বা পারিপার্শ্বিক জাতির বেশভূষায় সরলতার প্রকাব ইহার কারণ। দ্বিতীয়তঃ অজন্টাযুগের শিল্পীরা অযথা বসনভূষণের আঁকজমক আনিয়া চিত্রের কেন্দ্রীভূত ভাবকে নষ্ট করিতে চাহিতেন না। চিত্রের বিষয়বস্তু ও নরনারীর অন্তর্নিহিত ভাব এবং প্রকৃতি ফুটাইয়া তোলাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মূর্তিগুলি নগ্ন বা স্বল্পাবৃত হওয়ায় শরীরের গঠন ও যথার্থ ভঙ্গী দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভাবের অভিব্যঞ্জনা সম্যগ্‌রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অজন্টার চিত্রগুলি প্রধানতঃ আকারে বৃহৎ হইলেও অনেক স্থানে অতি ক্ষুদ্র চিত্রও দেখা যায়। ১৭ নং গুহার বারান্দার এক পার্শ্বে দেওয়ালে একটী সুবৃহৎ চক্রের মধ্যে ছোট ছোট বহু চিত্র অঙ্কিত আছে।

বিদেশীয়ের চিত্র—লোকবৃত্তের গতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা ব্যাপার, মানব-জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক নানাবিধ ঘটনা, পশু-পক্ষীর গতিবৈচিত্র্য, ফুল ও ফল সমস্তই অজন্টার চিত্রে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা ছাড়াও এখানে পৃথিবীর নানা দেশের নরনারীর চিত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। আবিসিনীয়

চীনা, পারসীক, সিংহলী, বাক্ট্রিয়ান্, মঙ্গোল, ইউরোপীয় প্রভৃতির চিত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

অজন্টার চিত্রগুলি সম্যক্ অনুধাবন করিলে বেশ অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সহিত ইহার শিল্পীদের বিশেষ পরিচয় ছিল—পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে তাঁহাদের গতিবিধি ছিল। অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্‌স্‌ও বলিয়াছেন —"Whoever were the authors of these paintings, they must have constantly mixed with the world."*

অজন্টার চিত্রসম্ভারে বিদেশীয়ের চিত্র ফ্যার্গুসন ও গ্রিফিথ্‌স্ প্রথম লক্ষ্য করেন। উঁহার সহিত বিদেশী বিষয়বস্তুও যে আমদানি হইয়াছিল তাহাও তাঁহারা দেখিতে পান। বিদেশীয়ের চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—"Here is a lovely face, a Madona face. What eyes! she looks towards the moon. Observe, these are Hindu faces—

একটী নারীর মুখ—বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়ের চিত্র হইতে। ১৭-নং গুহার দক্ষিণ গৃহপ্রাচীরের মধ্যস্থলে অঙ্কিত।

nothing foreign.' ......Observe that Abyssinian black prince seated on a bed—remark his ornaments. Now the woman seated on his left knee whom he embraces is as fair as you or I. Did these fellows get Georgean slaves? ......Here are evidently three beauties in the apartment—one an African, one copper-coloured, one of a European complexion. Yes; and how frequently we see these ntermixed. ......How often we see people of three complexions in the same panel! Now this is the most ordinary thing we have found. Here are three placid portraits—they are Chinese. Nothing can be plainer;—observe the style of their hair;—the women have locks brought down in ringlets over their faces, and falling on the neck, like some of the Hampton Court beauties."*

বাঘ ও হংসযূথ (হংস-জাতক)—চিত্রপরিচয় দ্র°

গ্রিফিথ্‌স্-এর গৃহীত একটী চিত্রে এক জন সুরাসক্ত বিদেশীয়কে আসনপীঁড়ি অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার পার্শ্বে একটী রমণী। লোকটীর চেহারা বলিষ্ঠ এবং রূঢ়। তাহার মুখমণ্ডল ভারী এবং মদের নেশায় বিশ্রী হইয়া আছে। মুখে দাড়ি ও গোঁফ। তাহার মাথার বড় বড় চুল এবং তাহার উপর একটী পাগড়ী বাঁধা, পাগড়ীর উপর চূড়ার আকারে টুপি। এইরূপ মস্তকাভরণ বর্তমানে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসীদের পরিধান করিতে দেখা যায়। লোকটীর কুর্তা জানু পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাহার পরিধানে জাঙ্গিয়া এবং পায়ে মোজা। তাহার হাতে সুরার পাত্র। পার্শ্ববর্তী রমণীর পরিধানে ঘাগরা, উহাও জানু পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাহার পরিধানে জ্যাকেট, পায়ে মোজা ও মাথায় টুপি—কানে দুলও আছে। সে যেন পুরুষটীকে কিছু বলিতেছে। লোকটীর দক্ষিণে একটী পরিচারিকা দণ্ডায়মানা। তাহার ঘাগরা পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত গিয়াছে এবং তাহার হাতে সুরাধার। সে লোকটীর সুরাপাত্রে সুরা দিবার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছে। তাহার পিছনে আরও এক জন পরিচারিকা ঢাকা

রাহুল ও যশোধরা—চিত্রপরিচয় দ্র°

* IA, iii. 1874, 26.

* IA, v. 558.

দেওয়া সুরার কলস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই পরিচারিকার সহিত দুই জন নিগ্রোজাতীয় ভৃত্যকে দেখা যায়। ভৃত্য দুইটীর পায়ে সাদা মোজা এবং পরিধানে পাজামা। এই সমুদয় নরনারী যে ভারতীয় নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা যে কোন্ দেশীয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। লোকটীর পাগড়ী-সমন্বিত টুপির অনুরূপ শিরোভূষণ কাবুলী ফলবিক্রেতাদের মাথায়ও দেখা যায়। মেয়েদের ঘাগরা ও জ্যাকেট অনেকটা ইহুদীদের মত। লোকটী শক্ যবন-জাতীয় হওয়া সম্ভব। ভৃত্য দুইটী সম্ভবতঃ নিগ্রোই। ১ নং গুহার কোথাও কোথাও পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের পায়েই মোজা দেখা যায়। ইহার আমদানি ইউরোপ হইতে হইয়াছে, অনেকের এইরূপ মত। ডাউ সাজীর মতে ১৭ নং গুহার একটী লিপিতে রাজনাম-তালিকায় উল্লিখিত রাজা বিদ্যাশক্তি বাক্ট্রিয়ান্ গ্রীক। অজন্টার মদ্যপানের দৃশ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষের আকৃতি ও বেশভূষা বিচার করিলে সেগুলি পারস্য ও বাক্ট্রিয়া হইতে আমদানি বলিয়া মনে হয়। বাক্ট্রিয়ান্‌দের গৃহস্থালীর দৃশ্যগুলি তাঁবুর মধ্যে দেখান হইয়াছে। পারসীক ও বাক্ট্রিয়ান্ মূর্ত্তিগুলির অনুকরণে যে ভারতীয়েরা চিত্রিত নরনারীকে বেশভূষা পরাইয়াছেন সে ধারণা করা সঙ্গত নহে; কারণ চিত্রিত নরনারীর চেহারা ভারতীয়ের অনুরূপ নহে, বরং অনেকটা পারসীক ও বাক্ট্রিয়ান্‌দের সহিত সাদৃশ্য তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশীয় নরনারীদেরও মধ্যে ভারতীয় ছাঁচের কোনই আভাস পাওয়া যায় না। তাহাদের বেশভূষা ও আকৃতি-প্রকৃতির সহিত ভারতীয়ের কোন সাদৃশ্য নাই।
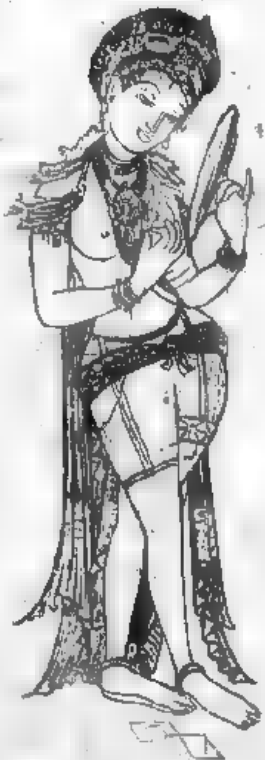
রাল্‌ফ্ ও গ্রিফ্‌থ একটী চিত্রপটে এক জন আফ্রিকাবাসী, এক জন তাম্রবর্ণ চীনা ও এক জন ইউরোপীয়ের মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। ১ নং গুহার দক্ষিণ প্রাচীরে চিত্রিত একটী রাজসভার দৃশ্যবর্ণনায় যে পরিচয় তাঁহারা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজকের ন্যায় ঢিলা জামা ও টুপি-পরিহিত এক জন পূর্ণ-বয়স্ক সুন্দর ব্যক্তি এক রাজসভায় আসিয়াছে। তাহার পরে এক জন তাম্রবর্ণ ব্রাহ্মণ—অর্দ্ধ নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক ও শিখা-বিশিষ্ট। অপর এক জন ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণকে একটী পাত্র উপহার দিতেছে। পাত্রটীর উপর কিছু লিখিত দেখা যায়। গৃহটীর মধ্যস্থলে একটী চারপাই, উহা সিংহাসনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার উপর একটী বিছানা পাতা, তাহাতে একটী তাকিয়াও আছে। খাটিয়াটীর উপর এক জন ভারতীয় নৃপতি আসনপীঁড়ি অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে ধুতি, কোমরে জড়ান চাদর এবং মাথায় বহুমূল্য রত্ন-খচিত মুকুট। তাঁহার কণ্ঠে ও হস্তে অলঙ্কার, গলায় উপবীত। এই নৃপতির সম্মুখে চামরহস্তে এক জন ভৃত্য। নৃপতি ব্রাহ্মণ, সভাসদবর্গ ও পরিচারক-পরিচারিকা-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সভাসদগণ ও ব্রাহ্মণ সকলেই ভারতীয়, কিন্তু আগত ব্যক্তিটী সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশীয়। এই ব্যক্তির মাথায় শিরস্ত্রাণ পারসীক শিরস্ত্রাণের অনুরূপ। তাহার হাতে উপহার-দ্রব্যাদিপূর্ণ একটী থালা। সভাগৃহে আর এক জন লোক প্রবেশ করিতেছে, তাহার হাতেও উপহার-দ্রব্যপূর্ণ থালা আছে। ঢিলা জামা ও টুপি-পরিহিত প্রথম ব্যক্তিকে পারসীক বলিয়া মনে হয়; দ্বিতীয় ব্যক্তিটীও তাহার স্বদেশীয়। এই আগত বিদেশিগণ সম্ভবতঃ পারস্যদেশীয় রাজদূত বা বণিক্। তাহাদের চেহারাও অনেকটা পারসীকদের মত। জনৈক ভারতীয় নৃপতির নিকট তাহারা পারস্যরাজ-প্রেরিত উপহার আনিয়াছে বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অনেকে এই চিত্রটীকে চালুক্যনৃপতি ২য় পুলকেশীর সভায় পারস্যরাজ ২য় খসরুর দূত-প্রেরণের চিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা খ্রী° ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগের ঘটনা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহাকে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজসভা বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং হর্ষবর্দ্ধনের সভাতেই পারস্যরাজের দূত আগমন করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষেত্রে স্পষ্ট অনুমিত হয়,

রাণীর প্রসাধন—১১ নং গুহার স্তম্ভশ্রেণীর দক্ষিণে মণ্ডপের উপরিভাগে চিত্রিত

চামরহস্তে পরিচারিকা—১১ নং গুহার বামকোণের অঙ্কচিত্র

অজন্টায় যে মাত্র বুদ্ধের জীবনকথা, জাতকের কাহিনী প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে তাহা নহে, উহাতে ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় চিত্রাদিও আছে। এরূপ ঐতিহাসিক আরও অনেক চিত্র অজন্টায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭ নং গুহায় চিত্রিত বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়ের ধারাবাহিক চিত্র উহাদের অন্যতম।

অজন্টা-চিত্রের আদর্শ — ভাব-পরিকল্পনায় অজন্টা-শিল্প জগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। চিত্রের বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব ফুটাইয়া তোলাই অজন্টা-চিত্রের বৈশিষ্ট্য। মাত্র কোন কিছুর চিত্র আঁকা অজন্টাযুগের নীতি ছিল না। এই ভাবপ্রকাশের জন্য অজন্টার শিল্পীদের এমন কিছু দক্ষতা দেখাইতে হইয়াছে যাহা এ যুগের চিত্রকরদের পক্ষে বিস্ময়ের ব্যাপার। এমন কি, পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগকেও অজন্টার কোন একটী চিত্রের নিখুঁত প্রতিলিপি-গ্রহণে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অজন্টার এই ভাব-পরিকল্পনার আদর্শই সে যুগের চিত্রশিল্পে এক আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তির ভাব আনিয়াছিল। অজন্টার সমস্ত চিত্রেই একটা ধর্মের ও কোমলতার ভাব প্রবেশ করিয়াছে, এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহের দৃশ্যেও তাহা লক্ষ্য করা যায়; অন্যান্য চিত্রকলার ন্যায়, বিশেষতঃ মুঘল-চিত্রের মত বিলাসপ্রধান ভাব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বৌদ্ধেরা প্রেমবিষয়ক চিত্র একেবারেই পছন্দ করিতেন না, কিন্তু অজন্টার তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অজন্টাকে মাত্র বৌদ্ধ-সংস্কৃতির গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিলে ভুল হইবে, উহার মধ্যে বৃহত্তর আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারতীয়েরা সেযুগে শিল্পকে শিল্পের অনুপ্রেরণা লইয়া ভালবাসেন নাই—পবিত্র অনুরাগের সহিত একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। সাধকের মনোবৃত্তি তাঁহাদের আন্তরিকতার খোরাক যোগাইত। পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কোন পার্থক্য দেখা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শিল্প-প্রকৃতির ছন্দে ও সামঞ্জস্যে পরমসুন্দরের আবির্ভাব হয়; সুন্দরের সাধনাই শিল্পকুশল মনের আন্তরিকতা। সে যুগে কোন সামাজিক সংহতি যেমন সর্বসাধারণের সর্বপ্রধান সুখের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, তেমনই ব্যক্তিগত সুখের লালসায় বা আনন্দঃ তথাকথিত শিল্পিগণ সুন্দরের সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন

ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতি সদলবলে মারের আক্রমণ —
চিত্রশিল্পের দৃ°
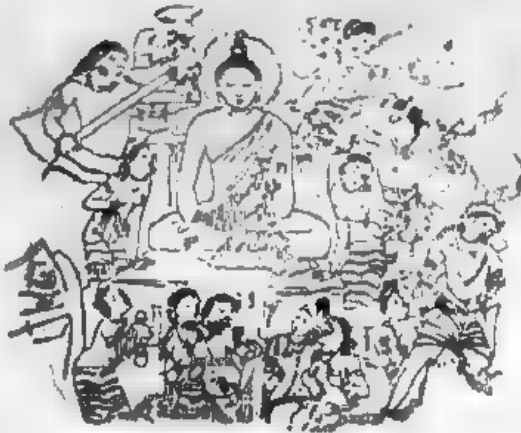
বলিলে ভুল হইবে। শিল্পের চরম পরিণতি ছিল জীবন-মৃত্যুর কয়েকটী সত্যের প্রচ্ছন্ন অনুভূতি। শিল্পের প্রধান বাণী সাম্য ও মৈত্রী এবং তাহার ফলে শান্তির সুদৃঢ় বন্ধন। শিল্পের মর্ম বিশ্বমানবের সর্বজনীন ভাষা। অরূপকে রূপায়তনে পর্যবসিত করিবার জন্য শিল্পীরা যুগে যুগে সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। যুগে যুগে শিল্পীরা এই রূপমাধুর্যে বিভোর হইয়া সাম্য ও শান্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সাম্য ও শান্তির অনুভূতি অজন্টার শিল্পিগণের মনে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল।

অজন্টার চিত্রপরিকল্পনার বিরাটত্ব ও উদারভাবের জন্য অজন্টাশিল্প জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে। অজন্টার নরনারীর অবয়ব-ভাব ইউরোপীয়দিগের নিকট বিস্ময়ের বস্তু; গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন। পেশীবহুল স্থূল চিত্রের আদর্শ এখানে পরিলক্ষিত হয় না। যে লীলায়িত ভঙ্গীতে অঙ্গের গঠন দেখান হইয়াছে, তাহা ভাবসঙ্কেতের সম্যক্ অভিব্যক্তির জন্যই দেখান হইয়াছে। এই লীলায়িত ভঙ্গীর আদর্শ জগতের সমক্ষে ভারতীয় শিল্পকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

অজন্টার চিত্রশিল্পী ও তাঁহাদের অঙ্কনরীতি—অজন্টার চিত্রগুলি কাহারা আঁকিয়াছিলেন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহা অনুমান করা যায় যে, বহু চিত্রকর সেখানে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কারণ একটী ভিত্তিভূমি বহু অংশে ভাগ করিয়া এক একটী চিত্রকর-শ্রেণীর মধ্যে অংশানুক্রমে আঁকিবার জন্য ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পূর্বেও একথা বলা হইয়াছে। প্রতি ভিত্তিগাত্রে এক দল করিয়া চিত্রকর অঙ্কনকার্য করিয়াছেন এরূপ অনুমান করা সহজ। তাঁহাদের সহিত সহকারীর দল থাকাও সম্ভব। এই চিত্রকরেরা ভিত্তিভূমিতে প্রথমে কর্দম ও আস্তরের লেপন দিয়া উহাকে 'ধবলিত' করিতেন। শুষ্ক রঙ নারিকেল মালার পাত্রে জলে গোলা হইত। গুহাগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে মেঝের উপর ছোট ছোট বাটির আকারে গর্ত দেখা যায়; সম্ভবতঃ সেগুলিও রঙ গুলিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রত্যেক রঙের জন্য স্বতন্ত্র বর্তিকা অর্থাৎ তুলি প্রস্তুত রাখা হইত। প্রথমে কঠিন লেখনী দিয়া বা তুলির সাহায্যে চিত্রকর রেখাচিত্র আঁকিতেন এবং তাহার পর আবার ভূমিকে ধবলিত করিতেন—সেই ধবলিত প্রলেপের ভিতর দিয়া রেখাগুলি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইত। সেই রেখাগুলি অবলম্বন করিয়া তিনি রঙ বুলাইতে আরম্ভ করিতেন এবং ইহাতে চিত্রটিকে 'উন্মীলিত' করিয়া যখন মূর্তিগুলির কিয়দংশ চিত্রণ করা হইত, তখন তিনি মনোযোগ দিতেন পটভূমিতে। পটভূমির কাজ শেষ হইলে আবার তাঁহাকে আলেখ্য রঙের কাজ করিয়া চূড়ান্ত চিত্রণ করিতে হইত এবং তখনই তিনি 'নতোন্নত' রূপের অনুকরণে বিশেষ নিপুণতার সহিত 'বর্তনা'র কাজ শেষ করিতেন। তাঁহার তুলির সার্থকতা করা হইত এইখানেই।

হয়তো তাঁহাকে রাজকোষ হইতে যথেষ্ট পুরস্কৃত করা হইত, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের লালসায় তিনি আপনার প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় দিতেন না—স্বধর্মের অনুপ্রেরণায় তিনি এই কার্যে ব্রতী হইতেন।

এই শিল্পীদের তুলির টানের দক্ষতা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। চিত্রসমূহের কোথাও কোথাও সংশোধন ও পরিবর্তন করার নিদর্শন পাওয়া যায়—উপরের রঙ উঠিয়া যাওয়াতে ভিতরের রঙ কিছু কিছু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চিত্রগুলি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, জমি ধবলিত করিবার পর চিত্রকর এক একটী তুলির টানে ইচ্ছামত আঁকিয়া যাইতেন—সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে হইলে মুছিয়া রঙ দিবার কোন উপায় ছিল না; আবার তাঁহাদিগকে রঙ দিয়া ঢাকিয়া পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে হইত। এজন্য তৈলচিত্র বা এখনকার পেন্সিলস্কেচের মত সংশোধন ও পরিবর্তন করা সহজসাধ্য ছিল না। তখন শিল্পীদিগকে যাহা কিছু চিত্রণ করিতে হইত, তাহার রূপ তাঁহার মানসচক্ষে সম্যগ্‌রূপে ফুটিয়া না উঠিলে তুলিতে তিনি হাত দিতেন না। শিল্পীর বিষয়বস্তুর সম্যক্‌ধারণের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

অজন্টার ঐশ্বর্য দেখিয়া শিল্পী অসিত-কুমার হালদার বলিয়াছেন—"আমরা যখন গিরিগুহায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম সেই অনন্ত অসংখ্য কারুশিল্প দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল, এই সকল কাজ না জানি কত যুগ ধরে কত শত শিল্পী মিলে এঁকেছেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যতই সেগুলি দেখতে লাগলুম ততই আমাদের মনে হতে লাগল, এই বিচিত্র কারুশিল্পসমূহ শিল্পিগণের অন্তর হতে অবলীলাক্রমে যেন নির্ঝরের মত প্রবাহিত। সেগুলি তখন দেখলে আর মনেই হত না যে, সে সব অনেক মাথা ঘামিয়ে বা বহু পরিশ্রমে আঁকা! যেন আলাদীনের প্রদীপের মত সে এক বিচিত্র ব্যাপার!"*

অজন্টার শিল্পীদের যে অমানুষিক শক্তি ছিল তাহার প্রসঙ্গে চিত্রের সমালোচনা করিয়া গ্রিফিথ্‌স্ বলিয়াছেন—"The artists who painted them were giants in execution. Even on the vertical sides of the walls some of the lines which were drawn with one sweep of the brush struck me as being very wonderful; but when I saw long, delicate curves drawn without faltering, with equal precision upon the horizontal surface of a ceiling, where the difficulty of execution is increased a thousandfold, it appeared to me nothing less than miraculous." * অতঃপর তিনি বলিয়া-

মহিষীগণ-পরিবৃত নৃপতি—সম্ভবতঃ কোন জাতকের কাহিনী-অবলম্বনে চিত্রিত। ২ নং গুহার দক্ষিণ প্রাচীরে অঙ্কিত। চিত্রটীর বিষয় এখনও জানা যায় নাই।

ছেন, তাঁহার এক জন ছাত্র যখন মাচান প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর ছাদের একটী চিত্র নকল করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ঐ ছাত্র বলিয়াছিলেন যে, চিত্রটীর ভিতরে কতক-গুলি কাজ নিতান্ত অনিপুণ হাতের বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ চিত্রটী ও ছাদের ঐরূপ অন্যান্য চিত্র যখন নীচে যথাস্থান হইতে দেখা গেল, তখন সেগুলি যে অনন্যসাধারণ শিল্প-নিদর্শন তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। যথাস্থান হইতে চিত্রের প্রতি রেখাই সুবিন্যস্ত-ভাবে চোখে পড়ে।

অজন্টার চিত্রকলা যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই আদর্শ প্রধানতঃ আকৃতি ও পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। কোন কিছুর আকৃতি প্রকটিত করিয়া বা দৃষ্টিপথে মাত্র মায়াজাল-সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম হইতে ইহাতে অল্পই দেখা যায়। যখন বিরাট্ আয়োজনের সহিত বর্ণসমাবেশ করা হইত, তখন রঙ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইত—সেখানে ছায়াপাতের তাৎপর্য অল্প পরিদৃষ্ট হইতে পারে। অজন্টার বর্ণসমাবেশের আয়োজন বিশেষভাবেই করা হইয়াছে এবং তাহাতে সাদা ও কালো রঙের যে খেলা দেখা যায় তাহা চিত্রকরের দক্ষতারই পরিচয়। অজন্টার চিত্র-শিল্পের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ধবলিত জমির উপর স্পষ্টভাবে লাল রেখাচিত্র আঁকিয়া রঙ বুলাইবার সীমা নির্ধারিত হইত। এই রেখা-চিত্রের সাবলীলতা এবং তুলির সংযত নিয়ন্ত্রণের জন্য শিল্পীদের শক্তি বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকরের তুলি প্রকৃত জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে আঁকিয়া চলিত।

অজন্টার চিত্রকরেরা যে মাত্র ব্যবসায়ী বা পেশাদার শিল্পী ছিলেন তাহা নহে, অনুভূতি-

* অসিতকুমার হালদার : অজন্তা, ১৮।

* IA, iii. 1874, 26.

ভোগী রাজবংশীয় ও সাধারণ কলানুরাগীও অজন্টার চিত্রণ করিয়াছেন। মূর্তিচিত্রের যথাযথ সংরক্ষণে, রেখাচিত্রের লাবণ্যশীলতায়, রূপে ও সামঞ্জস্যে, বস্তু-বৃত্তির সম্যক্ অংশগ্রহে এবং নিপ্রয়োগ রূপক-শিল্পের অনুকরণে বর্ত্তনার অর্থাৎ আলো-ছায়ার যথাযোগ্য সমাবেশে তাঁহাদের শক্তি ও কৌশলেরও স্থান আছে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' দেখা যায়—তখনকার যুগে যায়, প্রতি শিক্ষিত-জনের গৃহে চিত্রণকার্যের জন্য একটী করিয়া কাষ্ঠপট এবং তুলি ও অন্যান্য অঙ্কনের দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য একটী করিয়া পাত্র থাকিত। অবশ্য বিষ্ণুধর্মোত্তরে ইহার কিছু বৈষম্য আছে; উহাতে বলা হইয়াছে যে, নিজবাটীতে নিজেই চিত্রাঙ্কন করা নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে স্পষ্টই

বেজওয়াদায় বুদ্ধ চরণযুগল—চিত্রপরিচয় দ্র°
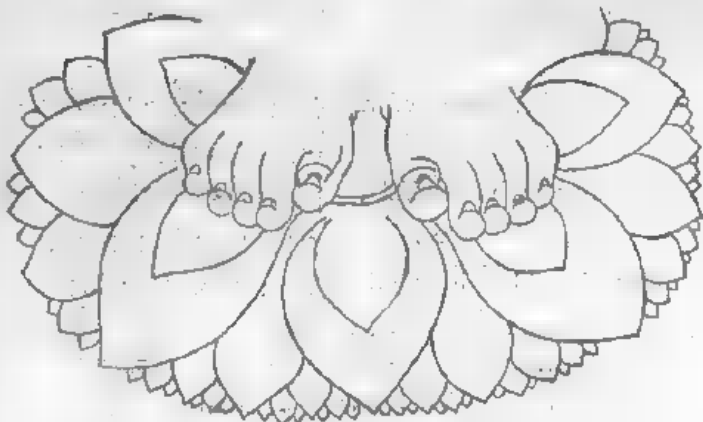
রাজপরিবার, রাজসভার অভিজাতবর্গ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদিগকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। শিল্পীরা চিত্রকলার অনুশীলন করিতেন বৃত্তির জন্য ■ জীবনযাত্রার একটী নির্দিষ্ট পথ তৈয়ারী করিবার জন্য, কিন্তু সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন অবসরকালে চিত্ত-বিনোদনের মানসে। এই কলানুরাগ-প্রবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কনের অনুশীলনই সে যুগের অভিজাত ও রাজবংশীয়গণের মধ্যে শিল্পীর সৃষ্টি করিয়াছিল। সাধারণ বাসগৃহে প্রণয়, রতিবিলাস ও শান্তির চিত্র অঙ্কনের নিয়ম ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রদর্শনীগৃহে বা মন্দিরে অলৌকিক বা স্বর্গীয় চিত্র এবং করুণ চিত্র উভয়ই সংরক্ষণ করিতে হইত। যাহার গৃহেই চিত্র থাকিবে, সৌভাগ্য তাহার অনুকূল হইত। বিষ্ণুধর্মোত্তর-মতে সে যুগে চতুঃষষ্টি শিল্পগুলির মধ্যে চিত্রকলাই ছিল শ্রেষ্ঠ; ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অনুকূল। 'পদ্মাবলী' 'রঘুবংশ', 'শকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে রাজপুরুষ ও কুলকামিনীর উভয়েরই চিত্রাঙ্কনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ... কামসূত্রে দেখা অনুমিত হয় যে, তখন চিত্রকলার আদর ভারতের ঘরে ঘরে ছিল। ইহাতে প্রায় সকল গৃহস্থের গৃহ হইতেই শিল্পীর সন্ধান মিলিত। অজন্টার এজন্য শিল্পীর অভাব হয় নাই। রাজবংশীয়, সম্ভ্রান্ত শিল্পী হইতে সাধারণ শিল্পী পর্যন্ত চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা প্রণয়বিলাসের চিত্র পছন্দ করিতেন না এবং ভোগৈশ্বর্যেও তাঁহাদের যথেষ্ট বৈরাগ্য ছিল; কিন্তু অজন্টায় এই প্রকার চিত্র বহুল সন্নিবেশিত হওয়ায় তাহা মাত্র সাধারণ বৌদ্ধ চিত্রকরের দ্বারা না হওয়াই স্বাভাবিক। রাজ-অন্তঃপুরিকাদের অনুরাগ-লীলা ও প্রসাধন এবং মণিরত্ন-অলঙ্কারাদির ঐশ্বর্য সাধারণ শিল্পীর পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয়—অভিজাত ও রাজ-বংশীয়দের মধ্যেই সেই অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে।

অজন্টার শিল্পিগণ প্রধানতঃ কোন্ প্রদেশের, বা কোন্ প্রাদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব অজন্টার চিত্রে দেখা যায়, সে বিষয়ে বর্তমানে দুইটী মত বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। একটী মত বাঙ্‌লার শিল্পের প্রভাব, অপরটী দ্রাবিড়-সংস্কৃতির প্রভাব। বাঙ্‌লার শিল্পের প্রভাব অজন্টার বহুলাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পী অসিতকুমার তাঁহার 'অজন্টা' নামক গ্রন্থে বাঙ্‌লার শিল্পের কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ—"প্রথমতঃ আমরা গুহার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সব গুলিরই মাটির ছাদ; কিন্তু অজন্তার ছবিতে অবিকল বাংলার মত খড়ে-ছাওয়া আটচালা। ওদেশের লোক নারকোল গাছ চোখে দেখেনি; কিন্তু ছবিতে নারকোল গাছ যথেষ্ট। বঙ্গদেশে ষাঁড়ের দেহের তুলনায় তার ঝুঁটটাই যেমন বেশী উঁচু দেখা যায় অন্য কোন দেশে সেরকম দেখা যায় না। অজন্তার ১ নং গুহার ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শত শত বৎসরের প্রাচীন কাঠের পাটার উপর আঁকা যে সকল চিত্র দেখা যায় অজন্তার ছবির সঙ্গে তার অঙ্কনপদ্ধতি, এমন কি বর্ণ ও রেখাগুলির (অজন্তার মত অত উৎকৃষ্ট না হলেও) একটা অদ্ভুত মিল সহজেই অনুভূত হয়। আমাদের দুর্গাপ্রতিমা প্রভৃতির চালচিত্রগুলি এখনই ঠিক অজন্তার নিয়মেই গোবরমাটির জমির উপর সাদা রঙ দিয়ে তার উপর ছবি আঁকা হয়। কালীঘাটের পটের ও অজন্তার ছবির রেখাকৌশলের মধ্যে খুবই সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের এই প্রচলিত পটগুলির রেখার টান দেখলেই অজন্তার শিল্পীদের রেখার টানের কথা সহজেই মনে পড়িয়ে দেয়।"*

শিল্পীরা প্রধানতঃ যে দেশীয় সেই দেশের আবহাওয়ায় তাঁহাদের শিল্প গড়িয়া ওঠে। সে ক্ষেত্রে অজন্টা-চিত্রে বাঙলাদেশের দৃশ্যগুলিকে বাঙালী শিল্পীর হাত থাকা অসম্ভব নহে এবং সে বিষয়ে শিল্পী অসিতকুমারের এই মত ভিত্তিহীন বলা যায় না। অসিতকুমার এক জন বিশিষ্ট বাঙালী শিল্পী এবং তিনি স্বয়ং অজন্টার বহু প্রতিলিপি গ্রহণ

* অসিতকুমার হালদার: অজন্তা, ২৯-৩০

করায় ও উহাদের পর্যালোচনা করায় তাঁহার অভিজ্ঞতার মূল্য আছে।

বাঙলার শিল্প অপেক্ষা দ্রবিড়-সংস্কৃতির প্রভাব অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সম্বন্ধে রাজা বলদাহেব পন্থ্ প্রতিনিধি যে প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে অজন্টা সম্পূর্ণভাবে দ্রবিড়-সভ্যতার নিদর্শন।* আর্য-সংস্কৃতি ও দ্রবিড়-সংস্কৃতি উভয়ে একই বৈদিক সংস্কৃতির শাখা এবং একই বৈদিক ধর্মের অনুগামী হইলেও উভয়ের বেশভূষা, অলঙ্কার, আহার, বাসস্থানাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, এমন কি উভয়ের বর্ণ ও মুখাকৃতিতেও পার্থক্য বিদ্যমান। উভয়ের ভাষাও বিভিন্ন। আর্যেরা উত্তর-ভারতে এবং দ্রবিড়গণ দক্ষিণ-ভারতে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

সাধারণতঃ শিল্পী যে দেশীয় বা যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই দেশের বা সেই জাতীয় সংস্কৃতির অভিজ্ঞতানুসারে তিনি শিল্পসৃষ্টি করেন। তাঁহার পারিপার্শ্বিক জীবজগতের বৈশিষ্ট্য, বেশভূষা ও অলঙ্কারাদি তাঁহার শিল্পে প্রকাশ পায়। এইরূপ আদর্শ লইয়া আর্য-শিল্প-নিদর্শন সাঁচী ও ভারহুতের শিল্পকলা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, অজন্টায় যে জাতীয় শিল্পীরা শিল্প-সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, সাঁচী ও ভারহুতে সে জাতীয় শিল্পী কাজ করেন নাই; কারণ অজন্টার শিল্প এবং সাঁচী ও ভারহুতের শিল্প সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অজন্টার শিল্পকলার সহিত সাঁচী ও ভারহুতের শিল্পের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অজন্টার নরনারীর ধুতি বা সাড়ী প্রায়ই হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, মূর্তিগুলিও বেশভূষা ও চালচলনে যথাসম্ভব আড়ম্বরহীন ও বাহুল্যবর্জিত। অপর পক্ষে সাঁচী ও ভারহুতের নরনারীর ধুতি বা সাড়ী প্রায়ই পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, বেশভূষা ও অলঙ্কারাদিতেও তাঁহাদের যথেষ্ট আড়ম্বর ও বাহুল্য আছে। অজন্টার নরনারীর মাথায় প্রধানতঃ শিরোভূষণ নাই, বিশেষতঃ মুকুট দিয়া তাহাদের মস্তক শোভিত করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেশবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য দেখান হইয়াছে। বিদেশীয়ের মাথাতেই পাগড়ী, টুপি প্রভৃতি শিরোভূষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁচী ও ভারহুতের পুরুষমূর্তির মস্তক সাধারণতঃ পাগড়ীর দ্বারা আবৃত—রমণীদের মাথা বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ঢাকা হইয়াছে; মণিমুক্তাখচিত নানাবিধ মুকুট এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাঁচী ও ভারহুতের মেয়েদের কেশবিন্যাস

রাজকুমার বিশ্বন্তর, তৎপত্নী মাদ্রী ও জনৈক ব্রাহ্মণ (বেস্সন্তর-জাতক)—চিত্রশিল্পী ৪°

অজন্টার মেয়েদের কেশবিন্যাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। অজন্টায় অতি অল্প মনুষ্য-চিত্রে দীর্ঘ পরিচ্ছদ দেখিতে পাওয়া যায়; এইরূপ বেশ-পরিহিত ব্যক্তিমাত্রই বিদেশীয়। অজন্টার নরনারীর প্রায় সকলেরই কোমর হইতে উপরের অংশ অনাচ্ছাদিত। এইরূপ পরিচ্ছদ এখনও দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড়-জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। অজন্টার অনেক স্থানে নারীকে অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত করা হইয়াছে, তাহাদের কোনরূপ বস্ত্র নাই। এরূপ নগ্নমূর্তি সাঁচী ও ভারহুতে দেখিতে পাওয়া যায় না; উহাদের মূর্তিগুলির বেশভূষায় কোনরূপ নগ্নতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। অজন্টার পুরুষের এবং সাঁচী ভারহুতের পুরুষের কণ্ঠ, কর্ণ, বাহু ও মণিবন্ধের অলঙ্কারাদিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এমন কি নীবি-বন্ধনীও বিভিন্ন প্রকারের। সাঁচীতে মেয়েদের মণিবন্ধে দশবারটী করিয়া বলয় আছে, গোড়ালিতেও সেই সংখ্যক বল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অজন্টার মেয়েদের অলঙ্কারে সেরূপ বাহুল্য দেখা যায় না, তাহাদের মণিবন্ধে মাত্র দুই-তিনটী করিয়া মণিমুক্তাখচিত বলয় এবং চরণে একটী করিয়া মণিমুক্তাখচিত হার পরিলক্ষিত হয়। নীবি-বন্ধনী ও কটির অলঙ্কারেও উভয়ের মধ্যে বৈষম্য আছে।

অজন্টার অনুরূপ কলাশিল্পের নিদর্শন দাক্ষিণাত্যের বাঘ ও সিত্তনবশলেও দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি সিংহলের শিগিরিতেও সেই রীতি অনুকৃত হইয়াছে। এই সমুদয় ক্ষেত্রে দ্রবিড়দিগের সহিত অজন্টাশিল্পের তুলনা করিলে দ্রবিড়-সংস্কৃতির সহিত অজন্টার

* Prabuddha Bharata, Jan. 1934, 23-4.

বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং দ্রাবিড়দিগের সহিত অজন্টাশিল্পের অঙ্গাঙ্গি সংযোগ প্রত্যক্ষ করা সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে।

অজন্টা-শিল্পের প্রভাব ও বিদেশীয়গণের ধারণায় বিদেশীয় প্রভাব—পাশ্চাত্ত্যের কয়েক জন পণ্ডিত অজন্টাচিত্রে পাশ্চাত্ত্যের ও ভারতের বাহিরের (পারস্য, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশের) প্রভাব আছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; গ্রু‌নভেডেল ও ভিন্সেন্ট স্মিথ ইঁহাদের অন্যতম। ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, সমালোচকের চক্ষে অজন্টা ও বাঘ গুহার শিল্প দেখিলে রোমীয় শিল্পের বিশ্বজনীন প্রভাব-দেখিতে পাওয়া যায়।* গ্রু‌নভেডেল পারস্য-শিল্পের প্রভাব দেখাইয়াছেন।† অনেক স্থলে বিদেশীয়ের চিত্রসমূহ দেখিয়া অনেকের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। অজন্টার বুদ্ধমূর্তি-গুলির সহিত চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশের বুদ্ধমূর্তির বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; এজন্য চীন, তিব্বত প্রভৃতির শিল্পিগণ অজন্টায় আসিয়া চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন বলিয়া অনেকের অভিমত। কিন্তু বাস্তবপক্ষে দেখিতে গেলে এই ধারণার কোন ভিত্তি নাই। কারণ চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশের শিল্প মূলতঃ ভারতীয় শিল্পের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতেই উদ্ভূত এবং ভারত হইতেই উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্পও ধর্মের সহিত প্রসারিত হয়। বৌদ্ধদর্শনের সহিত বৌদ্ধশিল্পের সংযোগ সেযুগে বিশেষভাবে ছিল, কারণ বৌদ্ধ শিল্প অনেকটা বৌদ্ধদর্শনের উপর পরিকল্পিত।
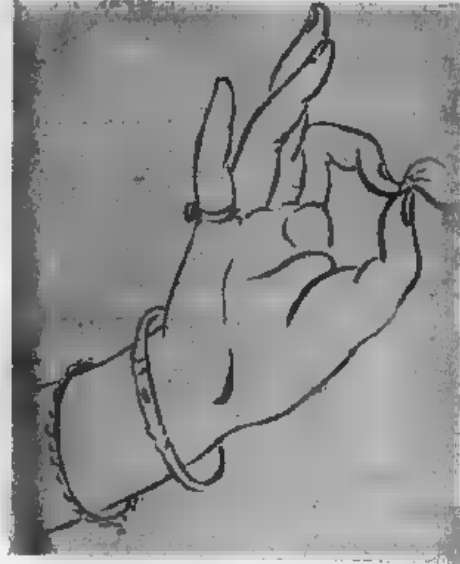
১ নং গুহায় বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের দক্ষিণ করপল্লব—হংসাস্য মুদ্রায়

১ নং গুহায় ২য় পুলকেশীর (?) রাজসভায় যে পারস্যদূতকে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে ভিত্তি করিয়া ভিন্সেন্ট স্মিথ

একটি অর্ঘ্যবাহিকার চিত্র

পারস্যের প্রভাব দেখাইয়াছেন। এছাড়াও তিনি বলিয়াছেন যে, অজন্টার চিত্রশিল্পে প্রত্যক্ষভাবে পারস্যশিল্পের অনুকরণ করা হইয়াছে; পরে গ্রীকশিল্পের প্রভাব উহাতে প্রকাশ পায়।* কিন্তু হ্যাভেল সাহেব ইহার সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির মর্ম এইরূপ—"উত্তর-ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির আদর্শে অজন্টায় যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়া উহা বিশেষভাবে বিশ্বজনীন। চিত্রগুলিতে যেগুলি বিদেশীয়ের চিহ্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে, সেগুলি থাকিলেও এথেন্সের শিল্পকে যেমন গ্রীসীয়, ইতালীয় শিল্পকে ইতালীয় ও অক্সফোর্ডের শিল্পকে ইংলণ্ডীয় বলা হইয়া থাকে, তেমনি অজন্টার শিল্প সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। অজন্টাচিত্রে ভারতীয় জীবনের এমন সজীবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে বিদেশীয় প্রভাবের চিহ্নমাত্র থাকিতে পারে না। যে ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব ইহাতে পড়িয়াছে তাহা ভারতীয়; উহাকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত ভাবিয়া গ্রীক বা রোমীয় শিল্পের কৃতিত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিলে যথেষ্ট ভ্রম হইবে। সামান্য যেটুকু গ্রীক বা রোমীয় শিল্প ভারতে আসিয়াছিল তাহার অধিকাংশই রাজনীতি ও ব্যবসায়সম্পৃক্ত ব্যাপারে আসিয়াছিল।" এছাড়াও তিনি দেখাইয়াছেন—"যে পল্লীর চিত্রকলাকে প্রকৃত গ্রেকোরোমান্ শিল্পের আদর্শে গঠিত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে, তাহার সহিত অজন্টার চিত্রগুলিকে পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে কোন সাধারণ নীতি বা আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং এমন কোন শিল্পী নাই যিনি সত্য প্রমাণের দ্বারা তাহার সন্ধান দিতে পারেন। অজন্টা-চিত্রগুলিতে ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার প্রকৃত অভিব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অপর পক্ষে গ্রেকো-রোমান্ চিত্র-গুলিতে পল্লীর জীবন ও চিন্তাধারার আদর্শ"

* JASB, lviii, 177.

† Buddhist Art in India, 21-2.

* Early Hist. of India, 426; Hist. of Fine Arts in India and Ceylon, 388.

নিহিত। উভয়ের মধ্যে কোন সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না।" ইহা সত্ত্বেও তিনি বলিয়াছেন —"যদিও ধরা যায়, গ্রীকোরোমান্ চিত্রকর ও ভাস্করগণ কিছুকাল ভারতের শিল্পের শিক্ষাদাতা ছিলেন, তবুও সেক্সপীয়র-সাহিত্যের শিক্ষক ম্যাক্‌বেথ ও কিং লিয়ার নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবকে যতটা অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়, তাহার কোন অংশে অধিক তাঁহারা ভারতীয় শিল্পকে অনুপ্রাণিত করেন নাই।"*

হ্যাভেলের মতে, যদিও কোন শিল্পকলা ইউরোপ হইতে ভারতে আসিয়া থাকে তাহাতেও ইউরোপের নিজস্ব বলিবার দাবী কিছুই নাই। কারণ এক সময়ে প্রাচ্যের শিল্প লইয়া ইউরোপ আপনার শিল্পকে সম্পদশালী করিয়াছিল। সেই শিল্পই আবার পরিবর্তিত আকারে ভারতে আসিয়াছে। ভারতের শিল্পই প্রাচ্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সুতরাং ভারতের জিনিসই ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাতে ইউরোপের দাবী ভিত্তিহীন। ভেনিসের সেণ্টমার্কের প্রাসাদ যখন নির্মিত হয়, তাহার শিল্পে ভারতের শিল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজন্তায় সংরক্ষিত হইয়াছে। অজন্তার শিল্পপদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া তিনি আরও যে সুন্দর যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাঁহারই ভাষায় এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"To form a just estimate of any national art we must consider, not what that art has borrowed, but what it has given to the world. Viewed in this light Indian art must be placed among the greatest of the great schools, either in Europe or in Asia. None of the great art-schools are entirely indigenous and self-contained, in the archaeological sense ; there are none which did not borrow material from other countries, and the schools of Greece and Italy are no exceptions to this rule. India was a borrower, like Greece and Italy, but what she borrowed from Persia was, so to speak, a draft on her own bank, a part of the common stock of Aryan culture. What India borrowed from outside her own world was repaid a hundred-fold by products of her own creative genius. If she took this from here, that from there, so did Greece, so did Italy ; but out of what she took came higher ideals than Greece ever dreamt of, and things of beauty that Italy never realised. Let these constitute India's claim to the respect and gratitude of humaniy."†

য়ুয়ন্-চোয়ঙ তাঁহার বর্ণনায় অবশ্য এক স্থানে বলিয়াছেন যে, মহারাজ কণিষ্ক (খ্রী° ১ম শতক) বৌদ্ধ-বিহারের ভিত্তিচিত্র আঁকিবার জন্য ব্যাক্‌ট্রিয়া হইতে কয়েক জন শিল্পী আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথার কোন ভিত্তি নাই। য়ুয়ন্-চোয়ঙ ও অন্যান্য চীনা শ্রমণদের বর্ণনায় এরূপ অনেক অবাস্তব কথার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের চিত্রকলা যে সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় তাহার প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া প্রাচীন ভারতে নালন্দা, তক্ষশিলা, কৃষ্ণাতীরবর্তী শ্রীধন্যকটক প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে শিল্পচর্চার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রসমূহের নির্দেশগুলি যে এই সমুদয় স্থানে শিক্ষা দেওয়া হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিরাট কেন্দ্রগুলিতে যেখানে ভারতীয় চিন্তাধারার ও জাতীয়তার সাধনাই লক্ষ্য ছিল, সেখানে বিদেশ হইতে শিল্পী আনয়ন করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় না।

অজন্তা তথা ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ সিংহল, যবদ্বীপ, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ও সুদূর প্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সহিত ভারতীয় শিল্প বাহিরে বিস্তৃত হইয়াছিল। গুহামন্দিরে চিত্রাঙ্কন করিবার রীতি ভারতবর্ষে অনেক দিন ছিল এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া উহার অভ্যাস চলিয়াছিল। সিংহলের ডম্বুলের সিগিরি পাহাড়ে দুইটী গিরিগুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে অজন্তা-শিল্পরীতির প্রভূত সাদৃশ্য দেখা যায়। সিগিরি খ্রী° পঞ্চম শতকের নিদর্শন সিগিরি-চিত্রসমূহও অজন্তার আদর্শে রচিত। গোয়ালিয়র রাজ্যের মান্দব জেলায় আবিষ্কৃত বাঘ গুহাতেও অজন্তার আদর্শ ও শিল্পরীতি গৃহীত হইয়াছে। সিগিরির চিত্রগুলি আলোহাওয়ায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকিলেও দেড় সহস্র বৎসর পরে এখনও সেগুলির মধ্যে সজীবতা দেখা যায় ; ক্ষতিও খুব কম হইয়াছে। যে পদ্ধতিতে অজন্তা ও সিগিরির চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল তাহার সমকক্ষ কোন tempera চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি বা তৈলচিত্রের পদ্ধতি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মাদ্রাজ-প্রদেশে পদুকোটার নিকটবর্তী সিত্তনবশলে একটী গুহার আবিষ্কার হইয়াছে ; এখানে অজন্তার অনুরূপ চিত্রনিদর্শন পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলি খ্রী° সপ্তম শতকে অঙ্কিত। গুহাটী জৈন মন্দির বটে, কিন্তু সর্বত্রই অজন্তার অনুসরণ করা হইয়াছে ; তবে অজন্তা অপেক্ষা ইহার চিত্রকলা কিছু নিম্নস্তরের।

ভারতীয় মধ্যযুগের এই বৌদ্ধ চিত্রকলার আভাসিক এখনও নেপাল, তিব্বত ও চীনে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে কিন্তু সে শিল্পের প্রবাহ এখন নাই। মুসলমানদের আবির্ভাবে যে এ ধরণের চিত্রকলার ধ্বংস হইয়াছে বা বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের সহিত এই ধরণের শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। চীনারা যে ভারতীয়ের নিকট হইতে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য গ্রহণ করিলেও ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষা করিয়াছিল এবং ভারতীয় পদ্ধতিতেই শিল্পসাধনা করিয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

* Indian Sculpture and Painting, 166-8.

† ঐ, 169.

হ্যাভেল-সাহেব বার্লিনের আতিতত্ত্ব-মিউজিয়মে রক্ষিত একটী চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। চিত্রটী পিকিঙ হইতে আনীত। তিনি নেপাল, তিব্বত ও চীনের কয়েকটী বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরের পতাকায়ও ভারতীয় আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিব্বতের পতাকাগুলিতে যে লামাগণ চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এই শিল্প নেপাল হইতে তিব্বতরাজ স্রং-সন্-গম্পো খ্রী° সপ্তম শতকে তিব্বতে প্রচলন করেন।*

চীনা শিল্পে প্রথম ভারতীয় রীতির প্রবর্তন করেন।* চীনের টেঙ-রাজত্বের সময়েই (৬১৮-৯০৭ খ্রী°) বৌদ্ধ শিল্প বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। টেঙ-রাজধানী লো-ইয়াঙ-শহরে ৩০০ ভারতীয় ভিক্ষু বাস করিয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচার করিয়াছিলেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর উ-তাও-ৎসুর অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্র 'বুদ্ধের মহানির্বাণে' ভারতীয় রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চীন হইতে এই রীতি জাপানে নীত হয়। মধ্য এশিয়া, খোটান, তুন্-হুয়াং প্রভৃতি স্থানে এই রীতি গৃহীত হইয়াছে। মধ্য এশিয়ার ভিত্তিচিত্র ও পতাকাচিত্রে প্রধানতঃ নেপালের প্রভাব আছে বটে,

পুষ্পিত প্রসাধনচিত্রের (floriated decoration)
একটী নিদর্শন—ময়েকটী পদ্ম

চীন ও জাপানের শিল্পে ভারত-শিল্পের প্রভাব যে ভারতীয় রূপ দিয়াছে, ইহা চীনা ও জাপানী পণ্ডিতগণ অস্বীকার করেন না। ওকাকুরা-প্রমুখ জাপানী পণ্ডিতগণ একথাও বলিয়াছেন যে, জাপানে যে সকল বৌদ্ধ মূর্তিনিচয় আছে, সেগুলি ভারতীয় আদর্শেই গঠিত এবং অজন্তার মূর্তিগুলির সহিত সেগুলির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। জাপানে নারার হরু্যজি-মন্দিরে (খ্রী° ৮ম শতক) যে বৌদ্ধ চিত্রনিদর্শন আছে, উহাতে অজন্তার আদর্শেরই সন্ধান পাওয়া যায়। একটী চীনা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, লিয়াং-বংশীয় জনৈক শিল্পিপ্রধান

কিন্তু নেপালের শিল্পের ভিতর দিয়া অজন্তার আদর্শই সেখানে প্রতিফলিত হইয়াছে। অবশ্য মধ্য এশিয়ার চিত্রশিল্পকে সমসাময়িক চীনা শিল্প হইতে উৎকর্ষ লাভ করিতে দেখা যায়, কিন্তু এই চীনা শিল্পই অজন্তার অনুকরণে পরিপুষ্ট। ভারতের এই চিত্রকলা খ্রী°-পূ° প্রথম শতক হইতে খ্রী° অষ্টম শতক পর্যন্ত এশিয়ার সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ভারতে এই ভারতীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই অজন্তাশিল্প। গুহাচিত্রের পর বৌদ্ধ পুঁথিতে চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি প্রচলিত হয়। মন্দিরে ভিত্তিচিত্র-প্রতিষ্ঠার রীতি ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যায়। পুঁথির চিত্রে বাঙলারই প্রভাব বেশী, এছাড়া নেপালেরও প্রভাব আছে। কিন্তু এই নূতন রীতির অনুসরণেও অজন্তার শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া চলা যায় নাই।

জাপানী শিল্পনীতিজ্ঞ য়ুকিও য়াশিরোর মতে ইতালীয় প্রথম renaissance যুগের চিত্রকলার সহিত অজন্তা-চিত্রের কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইতালীয় চিত্রশিল্পী বটিচেলি, জিওভানি বেলিনি, এঞ্জেলিকো প্রভৃতি শিল্পিগণের চিত্রসমূহে অজন্তার প্রভাব আছে। যে সাবলীল ও সংযত রেখার গতিতে এবং ধর্মনীতির আদর্শে অজন্তা-শিল্পের সৌন্দর্য প্রকটিত হইয়াছে, বটিচেলির চিত্রে সেই রেখার সার্থকতা ও ভাবপরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়। হস্তপদের সুনিয়ন্ত্রিত ভঙ্গী ভাবপ্রকাশের প্রধান উৎস। এজন্য ভারতে বহুবিধ মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে। ভারতে বিভিন্ন মুদ্রার দ্বারা বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে, এমন কি বিভিন্ন ধ্যান ও সাধনেও মুদ্রার ব্যবহার হয়। ভারতের ইহা নিজস্ব ঐশ্বর্য এবং অজন্তায় তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। অজন্তার আদর্শেই বটিচেলি ভাবপ্রকাশের জন্য হস্তপদের ভঙ্গীর প্রতি প্রধানতঃ মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

চিত্রপরিচয়—শ্রেষ্ঠ চিত্র-সমাবেশের দিক্ দিয়া অজন্তার ১ নং ও ১৭ নং গুহাই প্রধান। অজন্তার চিত্রসমূহের মধ্যে এমন অনেক চিত্র আছে যেগুলির প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা এখনও সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে চিত্রগুলি অঙ্কিত হওয়ায় কতকগুলি চিত্রের বিষয় লইয়া মতবৈষম্যও উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ চিত্রের মধ্যে ১ নং গুহার দুইটী বোধিসত্ত্বের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রণনৈপুণ্যে এবং ভাব ও সুষমার দিক্ দিয়া দুইটী চিত্রই তুলনারহিত বলিলে চলে। চিত্র দুইটীরই বিশালকায় সৌম্যশান্ত মূর্তি এবং অপরূপ ভঙ্গী-মাধুর্য দেখিলে স্বভাবতঃই হৃদয়ে অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়। ইহাদের একটী পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের ও অপরটী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের চিত্র।

* Indian Sculpture and Painting, 172-3.

* A. Waley : Chinese Painting, 83.

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর —চিত্রপরিচয় দ্র°

পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব : ইহা ১ নং গুহার উপাশ্রয়-গৃহের পশ্চাদ্প্রাচীরে প্রধান মণ্ডপের বাম পার্শ্বে চিত্রিত। মূর্তিটী বিশালকায়। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটী নীল জলপদ্ম এবং মস্তকে মণিমুক্তাখচিত রাজকীয় মুকুট। মুকুটের দুই পার্শ্বেও দুইটী জলপদ্ম নিহিত। তাঁহার গঠনে অপূর্ব যৌবনশ্রী ও কমনীয়তা এবং মুখমণ্ডলে অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অভিব্যঞ্জনা। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ স্কন্ধের উপর পড়িয়াছে। কণ্ঠদেশে দুই-বেল-চামেলীর মালা; এছাড়া মণিমুক্তার কণ্ঠহারও আছে। শরীরের অন্যান্য অলঙ্কারও রাজকীয় অলঙ্কারের মত। নিম্নদিকে তিনি বিষাদময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছেন, যেন অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-যাতনার প্রতি তাঁহার মন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই জন অনুচর—এক জনের হস্তে (রাজকীয় প্রতীকস্বরূপ) তরবারি, অপরের হস্তে চামর। তাঁহার বাম পার্শ্বে তরুণী রাজরমণী, এই রমণীর মস্তকেও রত্নখচিত মুকুট এবং অঙ্গে রত্নালঙ্কার—তিনিও যেন ঐ রাজপুরুষের সহিত চলিয়াছেন। ['পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের সঙ্গিনী'র চিত্র] রমণীর নিকটে তাঁহাদের পিছনে রাজপ্রাসাদ, ঐ প্রাসাদ হইতেই তাঁহারা আসিতেছেন। আরও পিছনে পর্বতের পার্শ্বে গন্ধর্ব-কিন্নরের সমাবেশ হইয়াছে; তাহারা সঙ্গীত করিতেছে। উপর হইতে দেবদেবীগণ পৃথিবীতে ঘটিত এই অদ্ভুতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করিতেছেন। দূরে শিব ও পার্বতী উপবিষ্ট, তাঁহারা এই রাজপুরুষের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়েরই দৃষ্টি এই রাজপুরুষের উপর নিবদ্ধ। ['হরপার্বতী' চিত্র]।

এই চিত্রটী কোন্ বিষয়বস্তু লইয়া পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাই সমস্যার বিষয়। কেহ কেহ এই চিত্রটীকে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের চিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; বিশ্বপ্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া সিদ্ধার্থ শান্তির সন্ধানে চলিয়াছেন। কেহ কেহ ইঁহাকে আবার দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া মনে করেন। কাহারও মতে ইহা রাজকুমার সিদ্ধার্থের বিবাহসম্পৃক্ত চিত্র। এই বিবাহের ব্যাপারে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত উমার কন্যার বিবাহের একটা সমন্বয়ন করা হইয়াছে। চিত্রটীও প্রায় পূর্ব দিকে মুখ করিয়া চিত্রিত—উমার কন্যার সহিত বিবাহে ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্তি-সংস্থানের ইহা প্রধান আদর্শ। এই বিষয় পৌরাণিক হরপার্বতীর কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। এই জন্য চিত্রে হরপার্বতীরও কথোপকথনরত চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের দৃষ্টি সিদ্ধার্থের উপর নিবদ্ধ। বিষ্ণুর প্রতীক নীল রঙ এবং তিনি পদ্মধারী; সেক্ষেত্রে সিদ্ধার্থের হস্তে নীল জলপদ্ম দেওয়ার অর্থ আছে। হিন্দু-দর্শনে বিষ্ণু পালনকর্তা এবং শ্রেষ্ঠ দেবতা। বৌদ্ধ-দর্শনে বুদ্ধ জগতের শান্তি ও মোক্ষের কর্ণধার। বুদ্ধকে বিষ্ণুর সমপর্যায়ে আনিয়া এই চিত্রের শিল্পী চিত্রটী অঙ্কন করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ['পদ্মপাণি বুদ্ধের মুখমণ্ডল' চিত্র]

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর : ১ নং গুহার উপাশ্রয়-গৃহের পশ্চাদ্প্রাচীরে গর্ভগৃহের দক্ষিণে চিত্রিত। পদ্মপাণি বুদ্ধের মত ইঁহার মূর্তিও বিশালকায় এবং সুঠাম গঠনভঙ্গী অনুপম রূপলাবণ্যে ও কমনীয়তায় মহিমান্বিত। ইঁহারও মস্তকে মণিমুক্তাখচিত রাজকীয় মুকুট এবং ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ইঁহারও অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার এবং কণ্ঠে পুষ্পমালা ও মণিমুক্তার হার। মুখমণ্ডল প্রশান্ত ও নয়নপল্লবে অপূর্ব স্নিগ্ধ কমনীয়তা। দক্ষিণ হস্ত হংসাস্য মুদ্রায় উত্তোলিত ['হংসাস্য মুদ্রায় দক্ষিণ করপল্লবে'র চিত্র], যেন পরিনির্বাণের মর্ম বিশ্লেষণ করিতেছেন। ইঁহার নিকট অগণিত ভক্ত-বৃন্দ পুষ্পাঞ্জলি লইয়া আসিয়াছে। বোধিসত্ত্বের এরূপ চিত্র অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না এবং জগতের ইহা একটী শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন। প্রদত্ত চিত্রে ইঁহার মাত্র মুখমণ্ডল দেখান হইয়াছে। ['বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর' চিত্র]।

রাহুল ও যশোধরা : চিত্রটী ১৭নং গুহার গর্ভগৃহ-প্রাচীরে চিত্রিত। ভিক্ষাপাত্রহস্তে বিশালকায় বুদ্ধের সমক্ষে রাহুল ও যশোধরা উপস্থিত হইয়াছেন। চিত্রে যশোধরার আকৃতি অপেক্ষা বুদ্ধের আকৃতি দ্বিগুণ দেখান হইয়াছে। সম্ভবতঃ যশোধরার হৃদয়ে বুদ্ধদেবের যে বিরাট ও মহান্ চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্যই শিল্পীর এই উদ্দেশ্য। চিত্রটী এরূপ সুন্দর ও কমনীয় যে অনেক শিল্পরসিক ইহাকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রদত্ত চিত্রে মাত্র রাহুল ও যশোধরাকে দেখান হইয়াছে। বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর সিদ্ধার্থ যখন কপিলাবস্তুতে আগমন করিয়া ভিক্ষার্থ নগরপথ অতিক্রম করিতেছেন, তখন যশোধরা রাহুলকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যশোধরা পুত্রকে পিতার আগমনবার্তা জানাইয়া তাঁহার নিকট পৈত্রিক সম্পত্তি প্রার্থনা করিতে বলিলেন। চিত্রে তাই দেখান হইয়াছে, মাতার নির্দেশে রাহুল কৃতাঞ্জলিপুটে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিতেছে। একাধারে পিতার সন্দর্শন ও তাঁহার মোহন্ মূর্তি রাহুলের চক্ষে দুঃখ বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে, অপর পক্ষে মাতার আদেশও সে মানিতে প্রস্তুত। তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মানা যশোধরা ভিক্ষুরূপী দয়িতের প্রশান্ত মুখের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন; তাঁহার চক্ষুতে বাস্তব, করুণা ও আত্মনিবেদনের ভাব একত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাত্র আপন স্বামী বলিয়া নহে, জগৎস্বামিরূপে গ্রহণ করিয়া সমস্ত দেহমনপ্রাণ যেন তিনি বুদ্ধের নিকট আপনাকে নিবেদন করিতে চান।

ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতি মারের আক্রমণ : ১ নং গুহায় চিত্রিত। ১ নং গুহার গভীর ভাবব্যঞ্জক চিত্রগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। রিপুগণবেষ্টিত বুদ্ধ ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন। বৌদ্ধ-ষড়্‌রিপুর অধীশ্বর মার সদলে বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গে তৎপর হইয়াছে। এই মারের সহিত খ্রীষ্ট শাস্ত্রের শয়তানের তুলনা করা চলে। মার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্যের শক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করিয়াছে। তখনও নানাবিধ বীভৎসাকৃতি

মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক ভয় দেখাইয়া, কখনও বা উৎকোচের লোভ দেখাইয়া, কখনও সুন্দরী মোহিনীর বেশ ধরিয়া কামাতুর করিবার চেষ্টা করিয়া, কখনও ক্রোধোদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়া এবং কখনও বা বলপ্রয়োগের ভয় দেখাইয়া মার বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। বুদ্ধদেব কিন্তু একাগ্র ধ্যানপরায়ণ হইয়া অটল হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি স্তিমিতনেত্র এবং তাঁহার আত্মা যেন জড়দেহের অনেক দূরে শান্তিময় অমৃত-জগতে গিয়া বিচরণ করিতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব দীপ্তি ও প্রশান্ত পবিত্রতা। তাঁহার মুখমণ্ডলের চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডলও দেখান হইয়াছে। ['বুদ্ধের প্রতি মারের আক্রমণ' চিত্র]

বুদ্ধ ও শারিপুত্র : ১৭ নং গুহার গর্ভগৃহ-প্রাচীরের বাম কোণে অঙ্কিত। শারিপুত্র-জাতক হইতে চিত্রটির বিষয় গ্রহণ করা হইয়াছে। বুদ্ধের সমক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া শারিপুত্র উপবিষ্ট, পশ্চাতে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। ভগবান্ বুদ্ধ স্বর্গে ত্রেত্রিংশ দেবতাদের নিকট ধর্মপ্রচার করিবার পর সোপানশ্রেণী বাহিয়া যখন সর্বনিম্ন সোপানে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন প্রথমে জ্যেষ্ঠ শারিপুত্র পরে অন্যান্য সকলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। সেই সমাগত শিষ্যদের মধ্যে তথাগত দেখিলেন—মোগ্গল্লান পরমা শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, উপালি ধর্মাচরণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শারিপুত্র যে জ্ঞানগরিমা লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কাহারও সহিত সে জ্ঞানের তুলনা করা যায় না।

এই চিত্রটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বর্গ হইতে বুদ্ধের পুনরাগমনে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী শিষ্যবর্গ ও দেশবিদেশ হইতে জনগণ আগমন করিয়াছে। সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি বুদ্ধদেবের উপর নিবদ্ধ। বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহারা যেন জীবন চরিতার্থ করিতেছে।

রাজকুমার বিশ্বন্তর, তৎপত্নী মাদ্রী ও জনৈক ব্রাহ্মণ : ১৭ নং গুহার উপাশ্রয়-গৃহের বাম প্রাচীরে দুইটি গর্ভগৃহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে অঙ্কিত। ইহার বিষয় বেস্সন্তর-জাতক হইতে লওয়া হইয়াছে। অদ্যাবধি বিশ্বন্তরের চিত্তে দান করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত উহা বর্ধিত হইতে থাকে। তিনি নানাবিধ দানকার্য করিতে থাকেন, কিন্তু যখন তিনি আপন বারণশক্তিসম্পন্ন হস্তিটিও দান করিয়া ফেলিলেন তখন তাঁহার পিতা কলিঙ্গরাজ সঞ্জয় তাঁহাকে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাসহ রাজ্য হইতে

বুদ্ধ ও শারিপুত্র (সারিপুত্ত-জাতক)—চিত্রপরিচয় দ্র°

নির্বাসিত করিয়া দিলেন। রাজ্যে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে ঐ হস্তী বৃষ্টি আনয়ন করিতে পারিত। রাজকুমার বিশ্বন্তর নির্বাসিত হইয়াও যাহা কিছু সম্বল তাহাও দান করিতে লাগিলেন, এমন কি পুত্রকন্যাদিগকেও ব্রাহ্মণ জুজককে দান করিয়া দিলেন। অতঃপর বহু কষ্টভোগের পর ভগবান্ শক্র ইঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হন। শক্রের কৃপায় তিনি পুত্রকন্যাদি পুনরায় লাভ করেন এবং সস্ত্রীক পিতৃরাজ্যে অভিনন্দিত হইয়া পিতৃ-কর্তৃক যথোচিত আদৃত হন। চিত্রটিতে দেখান হইয়াছে, পত্নী মাদ্রীর সহিত রাজকুমার বিশ্বন্তর জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন। ['রাজকুমার বিশ্বন্তর, মাদ্রী ও ব্রাহ্মণ' চিত্র]

ব্যাধ ও হংসযূথ : ১৭ নং গুহার দক্ষিণ প্রাচীরে প্রথম গর্ভগৃহদ্বারের দক্ষিণে অবস্থিত। এই চিত্রটি হংস-জাতক-অনুসারে অঙ্কিত। বারাণসীরাজ সংযমের ক্ষেমা নাম্নী এক মহিষী ছিলেন। ক্ষেমা একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, একটি সুবর্ণ-হংস (হংসরূপী তথাগত) তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিতেছে। জাগরিতা হইয়া তিনি ঐ হংসটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য নৃপতির নিকট অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। রাজাও তখন সমুদয় জলাশয়ের নিকট আস্তানা পাতিয়া বসিলেন। যখন সুবর্ণহংসরূপী তথাগত অন্য হংসাদির সহিত উপস্থিত হইলেন তখন ব্যাধ ফাঁদ পাতিয়া হংসগুলিকে ধরিল এবং রাজসমীপে আনয়ন করিল। সংযম ও রাণী ক্ষেমা হংসরূপী তথাগতের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া হংসগুলিকে মুক্তি দিলেন ও মধু ও শস্যাদি দিয়া তাহাদের আদর করিলেন। অতঃপর

উত্তরে তথাগতের ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন। চিত্রে ব্যাধ ও হংসগুলিকে দেখান হইয়াছে।

ষড়্দন্ত হস্তিরূপে বোধিসত্ত্ব : ১৭ নং গুহার উপাশ্রয়গৃহের সম্মুখপ্রাচীরে প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণে ও বামে চিত্রিত। ছদ্দন্ত-জাতক হইতে বিষয়টি গৃহীত। একবার বুদ্ধদেব হিমালয়ে হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ষড়্দন্ত জলাশয়ের নিকট সুবর্ণগুহায় বাস করিতেন। তাঁহার দুই রাণী ছিলেন; তন্মধ্যে এক জনকে তিনি কোন প্রকারে অপমানিতা করায় ঐ রাণী শপথ করেন যে, পরজন্মে বারাণসীরাজের মহিষী হইয়া তিনি ষড়্দন্ত হস্তীকে ধরাইবেন এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার ষড়্দন্তের দুইটী দন্ত উৎপাটিত করিবেন। অতঃপর ঐ রাণী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরজন্মে ঐ রাণী বারাণসীরাজের মহিষী হইয়া শিকারীদ্বারা ষড়্দন্ত হস্তীকে ধরেন এবং পূর্বশপথ-অনুসারে তাঁহার দুইটী দন্ত গ্রহণ করেন; কিন্তু প্রিয়ের অনিষ্টসাধন করায় রাণীর মনস্তাপ উপস্থিত হয় এবং দুঃখে ও শোকে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

অন্যান্য কয়েকটী উল্লেখযোগ্য চিত্র : বিজয়সিংহের সিংহলাভিযান : ১৭ নং গুহার উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলির মধ্যে সিংহল-বিজয়ের অভিযানের চিত্র অন্যতম। অভিযানের ধারাবাহিক চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং এমনভাবে সেগুলি সাজান হইয়াছে যাহাতে দেখিলেই গল্পের মত অভিযানের কাহিনী চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিজয়সিংহ বাঙলা (?) হইতে সিংহলাভিযান করেন। আপন দুষ্কৃতির জন্য পিতা সিংহবাহু-কর্তৃক রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া সাত শত অনুচরের সহিত তিনি বঙ্গোপসাগরের বক্ষে পাড়ি দেন। অতঃপর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তাঁহার অর্ণবপোতগুলি লক্ষ্যহীন হইয়া বহু স্থান ঘুরিল এবং পরিশেষে সিংহলের উপকূলে আসিয়া ভিড়িল। ইহার পর বিজয়ের ভাগ্যপরীক্ষা আরম্ভ হয়। সিংহলবাসীদের সহিত তিনি ভীষণ যুদ্ধে ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। শেষে সিংহল-রাজ্য তাঁহার করায়ত্ত হইল এবং তিনি সিংহলের অধিপতি হইলেন। অতঃপর সিংহলের সহিত ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হইল এবং সিংহলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হইল। চিত্রে দেখান হইয়াছে, সিংহলের উপকূলে বিজয়সিংহের অর্ণবপোত আসিয়া ভিড়িয়াছে এবং সিংহলের অধিবাসীদের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেই যুদ্ধে বিজয়সিংহ বিজয়ী হইলেন, সিংহল তাঁহার পদানত হইল। ইহার পর সগর্বে সৈন্যদিগের সহিত তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করিতেছেন। এই বিজয়ের জন্য রাজধানীতে মহোৎসব লাগিয়া গিয়াছে। এই ধারাবাহিক চিত্রগুলি ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই চিত্রিত এবং ভারতেতিহাসের একটী শ্রেষ্ঠ ঘটনার আলেখ্যের জন্যও এগুলির গুরুত্বও অল্প নহে। এই অভিযানের চিত্রগুলির একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙলার প্রভাবই সেখানে দেখান হইয়াছে। নরনারীর বেশ-ভূষায় ও মেয়েদের কেশরচনায় বাঙলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিজয়সিংহের এই উপনিবেশ-স্থাপনের ফলে এখনকার শিক্ষিত সিংহলবাসীরা আপনাদের পূর্বপুরুষ বাঙালী বলিয়াও গর্ব অনুভব করেন এবং বাঙলা হইতেই যে তাঁহাদের সভ্যতার আমদানি হইয়াছে তাহাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন [বিজয়সিংহ দ্র°]। সিংহল-অভিযানের চিত্রগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্রাদিরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগে ভারতীয় জাহাজই বা কিরূপ ছিল তাহাও প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

১৭ নং গুহার একটী হস্তিশিকারের ধারাবাহিক চিত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনৈক নৃপতি অশ্বারোহণে চলিয়াছেন হস্তিশিকারে। তাঁহার মাথার উপর রাজছত্র ধরা হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার লইয়া অনুচরগণ চলিয়াছে। লোকগুলির হস্তে উন্মুক্ত অসি। পুরোভাগে একটী পোষা হাতীও লইয়া যাওয়া হইতেছে। হাতীটির আগে আগে কয়েকটী লোককে দণ্ড-এরে বল্লমহাতে যাইতে দেখা যায়। নৃপতি যে সদলে হস্তিশিকারে চলিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য পরবর্তী চিত্রে কয়েকটী বন্য হস্তীকে মৃণালদলমন্থনে নিরত দেখান হইয়াছে। শিকারিদলের আসন্ন আগমন তাহারা জানে না, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্রও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় নাই। ঠিক পরের চিত্রেই দেখা যায়, হাতী ধরা হইয়াছে—কেহ বা তাহার পশ্চাতের পদদ্বয় রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়াছে, কেহ শুঁড়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিতেছে। হাতীটি তাহাদের কবলে পড়িয়া নিরুপায় হইয়া উঠিয়াছে।

১ নং গুহার প্রধান চিত্রগুলির মধ্যে কোনও নৃপতির বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সংসার-ত্যাগের ধারাবাহিক চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেযুগের চিত্রকরেরা যে প্রতিকৃতিরচনাও করিতেন তাহা এই চিত্রগুলি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। একটী দৃশ্যের সহিত অপর দৃশ্যের নৃপতির মুখাকৃতি ও গঠনে কোন বৈষম্য দেখা যায় না; ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিত্রে একই প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছে। চিত্রগুলির মধ্যে প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, নৃপতি তাঁহার বিলাসভবনে সিংহাসনে বসিয়া আছেন। প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত চলিয়াছে—নরনারীদের কেহ নাচিতেছে, কেহ বা বংশীবাদন করিতেছে। অন্দরমহলে মেয়েদের রন্ধনের তোড়জোড় ও ধুম পড়িয়াছে। কেহ বা বাটনা বাটিতে, কেহ কুটনা কুটিতে ব্যস্ত। এক জনের চোখে কিছু লাগায় সে চোখ রগড়াইতেছে। দৃশ্যটিতে এমন একটী আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহাতে সহজেই রাজকীয় ভোগবিলাসের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। পরের দৃশ্যে দেখান হইয়াছে, নৃপতি ভগবান্ বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে যাত্রা করিয়াছেন—তাঁহার অনুচরগণের আনন্দকোলাহল যেন জীবন্ত ভাসিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী দৃশ্যটি বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের সভা। নরপতি এই সভায় আসিয়া বুদ্ধের চরণতলে একান্ত অনুগত হইয়া বসিয়াছেন। বুদ্ধের মুখমণ্ডলে এমন একটী সৌম্যস্নিগ্ধ ও সমাহিতভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যাহাতে তাঁহার চরণতলে আশ্রয়ের সন্ধান করিয়া জীবন ধন্য করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। পরের দৃশ্যে আবার

ঐ রাজার অন্দরমহলের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। নৃপতি তদীয় মহিষীর সহিত উপবিষ্ট এবং তিনি যেন মহিষীকে বুদ্ধের বাণী ও বৈরাগ্যের তাৎপর্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। মহিষী কিন্তু তাহা শুনিতে প্রস্তুত নহেন, তিনি রাজাকে তাঁহার সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতেই প্রচেষ্ট। পরের দৃশ্যেই নৃপতি ভোগৈশ্বর্যের মোহ ও স্ত্রীপুত্র-আত্মীয়স্বজনের মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে বনগমন করিতেছেন। তাঁহার একান্ত অনুগত ভৃত্য তাঁহার সহিত চলিয়াছে। প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং তাহারাও রাজার অনুগামী। পরের দৃশ্যে রাজা নৌকারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন — জনকোলাহলের অন্তরালে কোন নির্জন স্থানে যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। পরের দৃশ্যটিই শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে গভীর অরণ্যের মধ্যে একটী শিলাখণ্ডের উপর রাজা উপবিষ্ট, তিনি ভৃত্যকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিতেছেন, কিন্তু ভৃত্য প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে কোনমতেই রাজী নহে।

১ নং গুহার স্বর্গে বুদ্ধদেবের দুইটী চিত্র উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব স্বর্গে গিয়া সেখানে তাঁহার স্বর্গীয় মাতার নিকট আপন পরিচয় প্রদান করিতেছেন। নির্বাণের পর তথাগত স্বর্গে গিয়া অভিষিক্ত হইয়াছেন ও তথায় আপনার ধর্মনীতির প্রচারে তৎপর হইয়াছেন। তাঁহার মাতৃদেবীও তাঁহার নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। মাতা দেবকন্যা-পরিবেষ্টিতা এবং বুদ্ধদেব একটী উচ্চাসনে উপবিষ্ট। বুদ্ধদেবের হস্তে ভিক্ষাপাত্র। তথাগত যখন মাতার নিকট আপনাকে তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন মাতা কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জানিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেছেন না, সে সাহসও তাঁহার নাই। বুদ্ধের চরণে তিনি আপনাকে নিবেদন করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। দেবকন্যারা এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া আছেন—তাঁহারা মূক ও নিস্পন্দ। দ্বিতীয় চিত্রে সৌম্যশান্ত-মূর্তি বুদ্ধদেব সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনটী একটী বারান্দায় প্রতিষ্ঠিত; বারান্দার স্তম্ভগুলি মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত। বুদ্ধের পশ্চাতে দুই জন লোক সুদৃশ্য পাত্রে তাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম সিক্ত করিতেছে। তাঁহার সম্মুখে চামরহস্তে ব্যজনরত এক জন দেবকন্যা, এই দেবকন্যার ভঙ্গী ও ভাব দেখিলেই মনে হয় যেন তিনি বুদ্ধের আজ্ঞাবহনে প্রস্তুত। এক দিকে একটী সিঁড়ি বাহিয়া একটী বামন ভৃত্য থালায় ভরিয়া উপচারদ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছে; দেখিলেই মনে হয়, সে যেন অতি কষ্টে উঠিতেছে। তখন উপর হইতে এক জন দেবকন্যা সহানুভূতিপরবশ হইয়া সিঁড়ির দিকে ঝুঁকিয়া থালাটী গ্রহণ করিতেছেন। এই দৃশ্যটী খুবই কৌতুকপূর্ণ। সেযুগে শিল্পীরা যে অতি গুরুত্বপূর্ণ চিত্রেও কৌতুককর বিষয়ের সমাবেশ করিতে পারিতেন তাহা এই দৃশ্যটী দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ আরও বহু কৌতুকাবহ চিত্র অজন্টায় আছে। বারান্দার অপর দিকে স্তম্ভলতার অন্তরালে ঋত্বিগ্‌বর্গকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় দিবার দৃশ্য—তাঁহাদের কেহ বা দক্ষিণায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আবার কেহ অল্পে তুষ্ট না হইয়া আরও দক্ষিণার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। বুদ্ধের অভিষেকের উৎসব-উপলক্ষ্যে যে এই ঋত্বিগ্‌বিদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা চিত্রটী দেখিলেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। অনেকে এই চিত্র দুইটী মহাজনক-জাতক-বর্ণিত মহাজনকের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও অভিষেক-দৃশ্য বলিয়া অভিহিত করেন। চিত্রটী পশ্চাৎ প্রাচীরগাত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় কুঠরীর অন্তর্বর্তী স্থানে অঙ্কিত। বাম দিকের প্রাচীরে চতুর্থ কুঠরীর দরজার উপর একটী নৌকাযাত্রার ও নৌকাডুবির চিত্র আছে। অনেকের মতে ইহা মহাজনকেরই কাহিনী-অবলম্বনে চিত্রিত। মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়সে মহাজনক নৌকাযাত্রা করেন। চিত্রের বাম ভাগে এক জন ব্যক্তিকে কয়েক জন অনুচরসহ দেখিতে পাওয়া যায়, এই ব্যক্তিকেই মহাজনক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। নৌকাডুবির দৃশ্যটী অতি সুন্দর। নৌকার সম্মুখভাগ জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং জলজন্তুর আবির্ভাবে আরোহিগণ ভীত ও উৎকণ্ঠিত। বাম প্রাচীরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের অন্তর্বর্তী স্থানেও যে চিত্র আছে উহাকেও মহাজনকজাতকের দৃশ্য বলিয়া অনুমান করা হয়। রাজা মহাজনক সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উত্তর হিমবন্তে (হিমালয়ে) নারদ ও মিগাজিন ঋষিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। ইহার ঠিক উপরেই অপর একটী দৃশ্যে হিমবন্তে ঋষি উপবিষ্ট—তাঁহার নিকট উপদেশলাভার্থ রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত। ঋষির নিম্নে দুইটী মৃগ, উহাদের দ্বারা যেন তপোবনের আবহাওয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

হরপার্বতী—চিত্রপরিচয় দ্র°

এই গুহার অন্যান্য প্রধান চিত্রগুলির মধ্যে ২য় পুলকেশীর (?) রাজসভার চিত্র অন্যতম। ইহার পরিচয় পূর্বেই বিদেশীয়ের চিত্র-প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। এই গুহারই সম্মুখপ্রাচীরে প্রবেশ-দ্বার ও গবাক্ষের অন্তর্বর্তী স্থানে শিবি-জাতক-বর্ণিত কপোত ও শ্যেনের কাহিনী চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার

ধারাবাহিক তিনটিদৃশ্য আছে। সেগুলির প্রথম দৃশ্যে রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার ক্রোড়দেশে কপোত। পরবর্ত্তী চিত্রে অশ্বথ-বৃক্ষতলে তুলাদণ্ড ও উহার নিকটে সভাসদ্‌গণ-পরিবৃত নৃপতিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। তৃতীয় চিত্রে এক জন দণ্ডধারী পুরুষ, তাঁহার মস্তকে মুকুট এবং দক্ষিণে অবস্থিত অষ্টযোগী, কদলীবৃক্ষ, শুভ্র দেব-মন্দির প্রভৃতি। শিবিজাতকের এই চিত্র-গুলির দক্ষিণে মানরতা এক জন রমণীর চিত্রও উল্লেখযোগ্য। এই রমণীটি সম্ভবতঃ মহাজনকের পত্নী শীবলী বা বুদ্ধের পত্নী। গুহার সম্মুখপ্রাচীরে চিত্রিত কতকগুলি নাগচিত্রও গুহাটির চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে শঙ্খপাল-জাতকের চিত্র অন্যতম। এই চিত্রটির উপরের দিকে বাম ভাগে শঙ্খপাল মগধরাজের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিতেছে। তাহার ভঙ্গী ও অবস্থানে অতি বিনীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। নৃপতির পায়ের দিকে একটী রমণী, এই রমণীর ভাবাভিব্যঞ্জনা ও কমনীয়তা লক্ষ্য করিবার বিষয়। একটী বামন পুষ্পের ডালি লইয়া উপস্থিত, তাহার আকৃতি ও অঙ্গভঙ্গী কৌতুকপ্রদ। চিত্রের দক্ষিণ ভাগে শঙ্খপালের শ্বেতবর্ণ নাগমূর্তি, কয়েক জন শিকারী তাহার নাসিকায় দড়ি বাঁধিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। শঙ্খপালের নীচের দিকে কতকগুলি মৃগ লইয়া অলার—শিকারীদের নিকট সে তাহার নিবেদন জানাইতেছে। চিত্রের নিম্নভাগে বাম পার্শ্বের দৃশ্যে দেখা যায়, নরদেহরূপী শঙ্খপাল অলারকে একটী জলাশয় দেখাইতেছে। জলাশয়টী শঙ্খপালের আবাসস্থান বলিয়া মনে হয়। এই চিত্রগুলির নিকট এক জন নাগরাজের প্রমোদ-সভার চিত্র আছে। নাগরাজ রাণীর সহিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। নাগরাজের মস্তকে সাতটী সর্পফণা, রাণীর মস্তকে একটী। রাণীর নীচের দিকে সভা-গৃহে একজন নর্ত্তকী নৃত্যবিলাসে বিভোর হইয়াছে এবং তাহার দক্ষিণে আর একজন নর্ত্তকী করতাল বাজাইতেছে। তাহার পশ্চাতে একটী পরিচারক, সে যেন অতি মনোযোগ-সহকারে এই নৃত্য উপভোগ করিতেছে।

গুহাটির পশ্চাৎপ্রাচীরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠ-দ্বারের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে চিত্রিত চম্পেয়-জাতকের চারিটী ধারাবাহিক চিত্রও উল্লেখযোগ্য। উপরের দিকে বাম পার্শ্বে রাজা চম্পেয় ও তদীয় মহিষী উপবিষ্ট। চম্পেয়ের দক্ষিণ হস্ত রাণীর জানুর উপর

১ নং গুহার পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের সঙ্গিনী—চিত্রপরিচয় দ্র°

স্থাপিত, তাঁহার মুখমণ্ডলে ও ভঙ্গীতে অনু-শোচনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আরও বামে কয়েকটী স্তম্ভের অন্তরালে শিশুসন্তানসহ নাগকন্যা সুমনাকে দেখা যায়। এই দৃশ্যের দক্ষিণে অঙ্কিত দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজা উগ্রসেন সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে কয়েক জন লোক বসিয়া আছে—তাহারা যে বিভিন্ন প্রদেশের লোক তাহা তাহাদের আকৃতি ও বেশভূষা দেখিলে অনুমান করা যায়। এক জনের সম্মুখে আবার একটী শ্বেতবর্ণ সর্প, লোকটীর হাতে চুপড়ি। বাম পার্শ্বে শিশুপুত্রসহ নাগকন্যা সুমনা রাজার নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে, তাহার নিকটে দুই জন সমবাধিতা রমণী। পরবর্ত্তী দৃশ্যে একটী অশোক-কদলীর কুঞ্জের বহির্দ্বারের সম্মুখে চম্পেয় ও উগ্রসেন একটী হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চম্পেয়ের মাথার উপর ধৃত নাগছত্র। এই দৃশ্যের দক্ষিণেই একটী রাজসভার দৃশ্য, সেখানে উগ্রসেন চম্পেয়ের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিতেছেন। তাঁহারা পরিচারক-পরিচারিকা-বেষ্টিত। চম্পেয়ের দক্ষিণে এক জন সুরূপা নারী দণ্ডায়মানা। চম্পেয়ের পিছনে একটী বামনমূর্তি, এই বামনের চিত্র ও ভঙ্গী কৌতুকপূর্ণ। বামনের বাম পার্শ্বে একটী পরিচারিকার এক হস্তে মুক্তাহার ও অপরহস্তে উপচারসম্ভার-পূর্ণ ডালি। এই নারীটীর মস্তকে সর্পফণা আছে। তাহার বামে এক জন প্রহরী, প্রহরীটি সম্ভবতঃ বিদেশীয়—তাহার মাথায় সুদৃশ্য শিরোভূষণ। চিত্রটির দক্ষিণে পাঁচটী নারীমূর্তি দেখা যায়। তাহাদের পিছনে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মস্তক আবৃত ও কপালে তিলক। চম্পেয়-জাতকের এই চিত্রসমষ্টির মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গৃহসজ্জা ও নরনারীর সমাবেশে বৈশিষ্ট্য আছে।

উপাশ্রয়-গৃহেরই ছাদের দক্ষিণপার্শ্বে কোন বিদেশীয় ব্যক্তির সুরাপানের দৃশ্য। এই চিত্রের পরিচয় বিদেশীয়ের চিত্র-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ১ নং গুহার অন্যান্য চিত্র-সমূহের মধ্যে দক্ষিণ প্রাচীরে চিত্রিত এক জন নাগরাজের নিকট দুই জন ঋষির আগমন ও তন্মধ্যে এক জনের নৃপতির দানগ্রহণের দৃশ্য, উহার দক্ষিণে এক জন সিংহাসনারূঢ় নৃপতি ও তৎসমক্ষে চারিটী হস্তী, ইহার কিছু দক্ষিণে

অশ্ব, হস্তী ও পদাতিকবাহিনীর শোভাযাত্রার দৃশ্য এবং দক্ষিণপ্রাচীরের শেষ দিকে মহিষী ও পরিচারক-পরিচারিকা-বেষ্টিত সিংহাসনাসীন জনৈক নৃপতির দৃশ্য উল্লেখযোগ্য। এই গুহার একটী বৃষযুদ্ধের দৃশ্য অতি সুন্দর। দুইটী বৃষ মাথার মাথা লাগাইয়া যেন প্রবলভাবে ঠেলিতেছে, উহাদের অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৃষযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষ দুইটীর যেরূপ অবস্থা ও দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, চিত্রের কোথাও উহাদের ব্যতিক্রম হয় নাই।

২ নং গুহার প্রধান চিত্রগুলির মধ্যে মহাহংসজাতকের কয়েকটী দৃশ্য অন্যতম। এগুলি মণ্ডপের বামদিকস্থ প্রাচীরে চিত্রিত। প্রথম দৃশ্যে একটী পদ্মশোভিত জলাশয়; উহার নিকট স্বর্ণ-হংস, তদীয় সহচর স্বর্গীয় হংস-বধূ ও একটী ব্যাধ। দ্বিতীয় দৃশ্যে বারাণসীরাজ সংযম ও রাণী ক্ষেমায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ধর্মোপদেশ শ্রবণের চিত্র। আর একটী দৃশ্যে সংযম ও ক্ষেমা ধর্মচক্রোপবিষ্ট তথাগতের নিকট বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিতেছেন। সংযম তাঁহার সভাসদগণের দ্বারা বেষ্টিত এবং ক্ষেমার নিকট অপর কয়েক জন রমণী। চিত্রে রাজ্ঞী ক্ষেমার ভাবাভিব্যঞ্জনা ও সৌন্দর্য-বিশিষ্ট শিল্পরীতির পরিচায়ক। ১১ নং গুহাতেও হংস-জাতকের চিত্র অঙ্কিত আছে; উহার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী বিশালকায় বুদ্ধমূর্তির চিত্র উল্লেখযোগ্য। এই বুদ্ধমূর্তি দুইটীর একটীর চিত্র বর্তমানে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, অপরটীর মাত্র চরণযুগল এখনও বর্তমান। চরণ দুইটী একটী শ্বেতপদ্মের উপর রক্ষিত। পদ্মের দলগুলি খুলিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার উপর ভগবান্ বুদ্ধের দুইটী রাতুল চরণ। চরণ দুইটী এরূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত যে, দেখিলেই হৃদয়ে এক গভীর আবেগ ও বুদ্ধচরণে আত্মনিবেদনের ভাব স্বতঃস্ফূরিত হইয়া ওঠে। ['শ্বেতপদ্মদলে বুদ্ধচরণযুগল' চিত্র] এই বুদ্ধচিত্র দুইটী যে অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পনিদর্শন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অজন্তার দুইটী অন্যতম প্রধান চিত্র কালের গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে।

এই গুহার বাম প্রাচীরে অঙ্কিত বুদ্ধদেবের জন্ম-সংক্রান্ত চিত্র আছে। একটী দৃশ্যে মায়াদেবীর জঠরে বুদ্ধের আগমন-ব্যাপারে স্বপ্নদর্শন এবং আর একটী দৃশ্যে মায়াদেবীকর্তৃক শুদ্ধোদনকে ঐ স্বপ্নের বিষয় বর্ণনা করিতে দেখা যায়। ইহার পরের দৃশ্যে তুষিতস্বর্গবাসী ভবিষ্যবুদ্ধের চিত্র। উহার পরবর্তী দৃশ্যে শুদ্ধোদন-দম্পতিকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ স্বপ্নবিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য বর্ণনা করিতেছেন। ইহার পরের দৃশ্যে মায়া ও তাঁহার অনুচরী এবং এক জন ব্রাহ্মণ। এখানে মায়ার সৌন্দর্য ও কমনীয়তা দর্শনীয়। পরবর্তী দৃশ্যে লুম্বিনীর উদ্যান। নবজাত বুদ্ধ পদ্মের উপর দণ্ডায়মান এবং কিছু দূরে মায়াদেবী, দেবদেবী ও সন্ন্যাসী।

২ নং গুহায় বহু বুদ্ধমূর্তির সমাবেশ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চাৎপ্রাচীরে অনেক বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত। বিভিন্ন অবস্থায় ও ভঙ্গীতে বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। এছাড়া নানাপ্রকার কল্পনাপ্রসূত জীবজন্তুর চিত্রও এই গুহায় আছে। স্থানে স্থানে দেবদেবী, গন্ধর্ব, কিন্নর, অর্হৎ প্রভৃতির চিত্রও লক্ষ্য করা যায়। বামদিকস্থ গর্ভগৃহের পশ্চাৎপ্রাচীরে অঙ্কিত শিশুক্রোড়ে হারিতী ও পাঞ্চিকের চিত্র উল্লেখযোগ্য। হারিতীর হস্তে মুক্তাহার ও ক্রোড়ে শিশু। ভৃত্যাদি তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত আছে। একটী দৃশ্যে হারিতীকে চতুর্হস্তে অস্ত্রাদি লইয়া বুদ্ধকে আক্রমণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যেই হারিতী বুদ্ধের চরণতলে বসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন।

উপাশ্রয়-গৃহের দক্ষিণ প্রাচীরে বিধুর-পণ্ডিত-জাতকের ধারাবাহিক চিত্র অঙ্কিত। উহাদের একটী দৃশ্যে রাজা ধনঞ্জয় ও তাঁহার মহিষী এবং যক্ষ পূর্ণক, রাজার নিকট আগত দুই জন মন্ত্রী, ভৃত্য প্রভৃতি। পরবর্তী দৃশ্যে ধনঞ্জয় ও পূর্ণক অক্ষক্রীড়ায় নিরত এবং নিকটে রাণী উপবিষ্টা। আর একটী দৃশ্যে মন্ত্রী বিধুর-পণ্ডিতের সহিত রাজা অক্ষক্রীড়ায় প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে আলোচনা করিতেছেন, অদূরে পূর্ণক বসিয়া আছেন। অন্য একটী চিত্রে বিধুর-পণ্ডিতের নাগপুরীগমনের পূর্বে রাজরমণীদের সহিত আলাপের দৃশ্য এবং উহার পরের দৃশ্যেই হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিধুরপণ্ডিত নাগপুরীতে গমন করিতেছেন। তাঁহার সহগামী অশ্বারোহী পূর্ণক। তাঁহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহী ও পদাতিক-বাহিনী এবং এক-দল বাদ্যকার চলিয়াছে। অতঃপর একটী দৃশ্যে নাগপুরীতে উপস্থিত হইয়া বিধুরপণ্ডিতকে নাগরাজ বরুণকে ধর্মোপদেশ দিতে দেখা যায়। পরে একটী গৃহে রাণী বিমলা ও রাজকুমারী ইন্দ্রবতির চিত্র এবং আর একটী চিত্রে রাজকুমার ও রাজকন্যা আলাপনিরতা। ইহার পরের দৃশ্যেই নাগরাজসভায় সভাসদগণ ও রাজনাবর্গ-বেষ্টিত নৃপতি বরুণ। বরুণের দুই পার্শ্বে তাঁহার মহিষী ও রাজকন্যা। ইহার নিম্নের দৃশ্যে ইন্দ্রবতি পুষ্পরচিত দোলনায় দুলিতেছেন, যেন বসন্তোৎসবে তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব কমনীয়তা ও যৌবনশ্রী। পরবর্তী দৃশ্যে ভূমিতলে পূর্ণক ও ইন্দ্রবতী উপবিষ্ট। তাঁহারা যেন গভীর আলাপে বিভোর হইয়াছেন; অতঃপর শেষ দৃশ্য; এখানে প্রাসাদমধ্যে নাগরাজ বরুণ, রাণী বিমলা, ইন্দ্রবতি ও পূর্ণকের চিত্র দেখা যায়। বিধুরপণ্ডিতের কাহিনীটীই ২ নং গুহার শ্রেষ্ঠ চিত্র। ইহার দৃশ্যগুলির মধ্যে এমন একটী রাজকীয় আভিজাত্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যে, দেখিলেই হৃদয়ে একধারে তৃপ্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়।

বিধুর-পণ্ডিতের চিত্রসমষ্টির নিকট চিত্রিত দিব্যাবদানের পূর্ণাবদান-কাহিনীর দৃশ্যও উল্লেখযোগ্য। এখানে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভবিল-কর্তৃক অর্ণবপোতে অভিযান করিবার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহারই উপরে বিরাট্ শোভাযাত্রার দৃশ্য—পূর্ণ বুদ্ধসমক্ষে অর্ঘ্যাদি লইয়া যাইতেছেন। এক স্থানে কয়েক জন নরনারীকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। অতঃপর একটী দৃশ্যে বুদ্ধ ভক্তবৃন্দের নিকট ধর্মোপদেশ দান করিতেছেন। একটী দৃশ্যে

একটী সঙ্গীত-সভা। একটী দৃশ্যে বুদ্ধ ও অনুচরগণ পূর্বনির্মিত চন্দনবিহারে আসিতেছেন এবং পূর্ণ মঙ্গলঘট লইয়া বুদ্ধের উপাসনা করিতেছেন। তাঁহাদের নিকটে অনেক জন নরনারী ও অদূরে চন্দনবিহার। বুদ্ধের নিম্নে বাদ্যকারগণ বাজনা বাজাইতেছে, বুদ্ধের শুভাগমন-উপলক্ষ্যে যেন এই বাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অন্যান্য গুহাগুলির মধ্যে ১৬ নং গুহার একটী মৃত্যুপথযাত্রিনী নারীর চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসন্ন মৃত্যুর অবসাদে নারীটি শয্যার উপর অর্ধলীন হইয়া শায়িতা। তাহার চক্ষুর্দ্বয় অর্ধনিমীলিত—অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এক জন রমণী সানুকম্প সাবধানতার সহিত তাহাকে ধরিয়াছে। অপর এক জন রমণীর অতি উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ন্যস্ত। ঠিক যেমন করিয়া নাড়ী দেখা হয় সেই ভাবে রমণী তাহার হাত ধরিয়া আছে। এই রমণীর মুখে গভীর চিন্তা ও বেদনার ছায়া পরিস্ফুট; সে যেন তাহার প্রিয়তমা আত্মীয়ার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আশঙ্কায় অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছে। পিছনে পাখা লইয়া আর এক জন রমণী। বাম দিকে দুই জন পুরুষ স্থির-নির্বাক্ হইয়া দণ্ডায়মান; তাহাদের মুখমণ্ডলেও বিষাদের ছায়া ঘনীভূত, দৃষ্টি মৃতকল্পা নারীটির প্রতিই নিবদ্ধ। নিম্নে মেজের উপর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন বসিয়া আছে; তাহারা সমস্ত আশাই ছাড়িয়া দিয়াছে—শোকের যবনিকা তাহাদের উপর নামিয়া আসিতেছে, এমন কি তাহাদের মধ্যে এক জন রমণী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে যেন আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছে না। এরূপ করুণ চিত্র অজন্টায় আর দেখা যায় না। প্রত্যেকের মনের ভাব শিল্পী যে দরদ দিয়া আঁকিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অলঙ্কার ও বেশভূষা — অজন্টার নরনারীগণ প্রধানতঃ স্বল্পাবৃত হইলেও তাহাদের বেশভূষার মধ্যে একটা আভিজাত্যের আভাস পাওয়া যায়। পরিধেয় বস্ত্র সাধারণতঃ হাঁটুর উপর পর্যন্ত রাখা হইয়াছে, উপরের অঙ্গে বস্ত্র বা অন্য কোনরূপ আচ্ছাদন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ বেশভূষা হইবার কারণ পূর্বেই শিল্পী ও চিত্রাঙ্কনরীতি-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রগুলিতে নানারূপ বৈচিত্র্য দেখান হইয়াছে। অধিকাংশ নরনারীর পরিধেয় ডুরে কাপড়। অলঙ্কারের আভিজাত্যেই শিল্পীর মার্জিত রুচির পরিচয় দেয়। উত্তর ভারতীয় মূর্তিশিল্পের, বিশেষতঃ সাঁচী ও ভারহুতের মত অলঙ্কারের বাহুল্য অজন্টার শিল্পে দেখা যায় না। সাঁচী বা ভারহুতের শিল্পে যেখানে পায়ে মোটা মোটা অনেকগুলি মল দিয়া পদদ্বয় ভারী করিয়া তোলা হইয়াছে, সেখানে অজন্টার শিল্পে পায়ে মাত্র একটী সরু চেনহার দিয়া শোভা বর্ধন করা হইয়াছে, অনাবশ্যক বহু অলঙ্কার চাপাইয়া সৌন্দর্যের হানি করা হয় নাই। হাতের অলঙ্কারগুলিও যথাসম্ভব বাহুল্যবর্জিত। নিম্নহস্তে সাধারণতঃ দুই চারিটী চুড়ি বা বলয়। উপরের হস্তে অর্থাৎ বাহুতে কোথাও কোথাও দুই একটী অলঙ্কার দেওয়া হইয়াছে। গলায় মণিমুক্তা-খচিত কণ্ঠহার, কখনও বা উহার সহিত ফুলের মালা। নারীদের ন্যায় পুরুষের অঙ্গেও অলঙ্কার আছে, তবে অপেক্ষাকৃত কম। পুরুষ ও নারী উভয়ের মাথায়ই সুদৃশ্য মুকুট। কর্ণে দুল ও অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ও দেখা যায়। পুরুষের মুকুট অপেক্ষা নারীর মুকুটে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। যেখানে নারীর মাথায় মুকুট নাই সেখানে টায়রা, সিঁথিমৌর প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা শোভাবর্ধন করা হইয়াছে। রমণীদের বিচিত্র কেশসজ্জা ও বেণী-রচনার পদ্ধতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহাদের নানারূপ কেশসজ্জার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই নানাপ্রকার কেশরচনার পদ্ধতিগুলি এত সুন্দর যে, সেগুলি বর্তমান যুগের ইউরোপীয়-মহিলাদের সৌন্দর্য-বৃদ্ধিকারী বহুবিধ কেশসজ্জার অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নহে, বরং অনেকাংশে উৎকর্ষতাও প্রকাশিত হইয়াছে। রাজার মাথার বা রাজকীয় মুকুটগুলি আজকালকার বঙ্গদেশীয় বিবাহের টোপরের মত। বোধিসত্ত্বের মস্তকেও অনুরূপ মুকুট লক্ষিত হয়। বৌদ্ধ মন্দিরের বহির্গঠনও মুকুটগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ এই মুকুট বাঙলা-দেশেরই জিনিস। পূর্বকালে বঙ্গে নিশ্চয়ই এইরূপ মুকুট ব্যবহৃত হইত, সেই মুকুট টোপরের আকারে এখন বিবাহের বরের মাথায় শোভাবর্ধন করে। সমুদয় অলঙ্কারাদি, মুকুট প্রভৃতিতে মণিমুক্তারই বাহুল্য, এমন কি গৃহসজ্জাতেও মণিমুক্তার ঝালর দেখিতে পাওয়া যায়।

নির্মাণকৌশল ও ভাস্কর্য—অজন্টার সমুদয় গুহাসমষ্টির মধ্যে মাত্র আট-দশটী গুহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট গুহাগুলির কতকগুলি সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্য ছিল না এবং বাকী গুহাগুলি অসম্পূর্ণ অর্থাৎ সেগুলি শেষ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। গুহাগুলির নির্মাণপদ্ধতির সত্যানুসন্ধান করিলে মনে হয়, প্রথমে অজন্টার ভাস্করগণ বারান্দার স্তম্ভগুলি খুদিয়া প্রস্তুত করেন। অতঃপর বারান্দার ছাদের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়। ছাদের কাজ শেষ হইলে মেঝে সমতল করিয়া কাটিয়া উহাকে মসৃণ করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালও কাটিয়া মসৃণ করা হয়। এই ভাবে বারান্দার কাজ শেষ হইলে ভাস্করগণ দেওয়ালের গায়ে উপাশ্রয়-গৃহের প্রবেশদ্বার কাটিয়া প্রস্তুত করেন। কোথাও কোথাও আবার গবাক্ষও নির্মিত হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহারা উপাশ্রয়-গৃহের প্রতি মনঃসংযোগ করেন। স্তূপ, স্তম্ভ, ভিক্ষুদের চৈত্য বা উপাসনাগৃহের নির্মাণকার্যে তাঁহাদের খোদাই-এর বিধি আরম্ভ হইত। ঠিক যে ভাবে বারান্দার নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছিল, সেই ভাবেই উপাশ্রয়-গৃহের নির্মাণকার্য শেষ করা হয়। উপাশ্রয়-গৃহের নির্মাণ শেষ হইলে গর্ভগৃহ ও প্রকোষ্ঠের নির্মাণ হইয়াছিল। যে রীতিতে বারান্দার দেওয়ালে দরজা কাটিয়া উপাশ্রয়-গৃহের কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছিল, সেই রীতিতেই গর্ভগৃহ ও প্রকোষ্ঠের নির্মাণকার্য সমাধা হয়। উপাশ্রয়-গৃহের নির্মাণকালে পূর্ব হইতেই উপাশ্রয়-গৃহের মেঝে ও স্তম্ভের এবং

স্তম্ভগুলির সংখ্যা, অবস্থান ও উচ্চতার পরিকল্পনা করা হইত। এই পরিকল্পনার কৃতিত্ব খুবই আশ্চর্যের বিষয়। বারান্দা হইতে প্রধান প্রবেশদ্বার কাটিয়া কিভাবে যে তাঁহারা এইরূপ পরিকল্পনা করিতে সমর্থ হইতেন ও তদনুসারে কার্যারম্ভ করিতেন তাহা অনুমান করা অসম্ভব। চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতিরও গঠন ও অবস্থান পূর্বে পরিকল্পিত হইত। প্রত্যেক গুহারই সুসঙ্গতি যাহাতে সর্বতোভাবে রক্ষিত হইতে পারে সে বিষয়েও তাঁহারা লক্ষ্য রাখিতেন। দেওয়াল বা স্তম্ভের নির্মাণকার্যের সঙ্গে সঙ্গে তক্ষণ-শিল্পের কার্যও চলিত; ইহাতে যে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কোথাও ত্রুটি বা অত্যধিক খোদাই হইয়া পড়িলে যে গুহাটির সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যহানি হইবে, সে দায়িত্ব ভাস্করগণকে রাখিতে হইত। তক্ষণশিল্প অজন্টার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পজগতে উহার স্থান অনেক উচ্চে। এলোরা গুহার মত ইহার ভাস্কর্যসম্ভার উচ্চাঙ্গের শিল্পপ্রসূত। চিত্রকলার ন্যায় অজন্টার ভাস্কর্যেরও যে মূল্য আছে তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে এই ভাস্কর্য শিল্পীর অমানুষিক শক্তির পরিচায়ক। দেওয়াল ও ছাদের নির্মাণকার্য শেষ হইলে সেগুলি মসৃণ করা হইত। দেওয়াল ও ছাদের কাজ শেষ হইলে চিত্রশিল্পিগণ উহাদের উপর আস্তরণ লাগাইতেন এবং সেই আস্তরণের উপর চিত্রাঙ্কন করিতেন। সম্ভবতঃ ভাস্করগণের কার্য শেষ হইলে চিত্রকরদিগকে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভাস্করগণ অবশ্য চিত্রাঙ্কনের ভিত্তি তৈয়ারী করিয়া দিয়াও তাঁহাদের অন্যান্য তক্ষণশিল্পের কার্য করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু চিত্রশিল্পীদের একাগ্রতায় যাহাতে ছেনি ও হাতুড়ির শব্দে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে, সেরূপ কিছু করিতে তাঁহারা অবহিত হইতেন বলিয়া মনে হয় না।

গুহাগুলি যেখানে অবস্থিত পূর্বকালে সেখানে অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকারে স্বাভাবিক গুহায় রত ছিল। খ্রীষ্টজন্মের অনেক পূর্বেই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এইস্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের প্রসিদ্ধি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। সমগ্র ভারতের জ্ঞানপিপাসু ও সাধকগণ জ্ঞানার্জন করিবার ও মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। ফলে অজন্টা তীর্থ মহাবিদ্যালয়ে পরিগণিত হইয়া সঙ্ঘারামরূপে পরিচিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহা মধ্যভারতের নৃপতিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, শিল্পী ও শিল্পরসিকের একাগ্র সহযোগিতায়, সন্ন্যাসী ও শ্রমণগণের আত্মত্যাগে এবং ছাত্র ও জনমণ্ডলীর উৎসাহে অজন্টার নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত ইহার নির্মাণকার্য ও শিল্পসংরক্ষণ চলিয়াছিল। অজন্টার নির্মাণকার্য ও শিল্পসংরক্ষণ বিশেষতঃ গুপ্তযুগেই হয়। অজন্টা-সংস্কৃতির যুগে মধ্যভারতের শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের মধ্যে অশোক, চন্দ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন প্রধান। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে অশোকের ন্যায় কাহারও বিশাল সাম্রাজ্য ছিল না এবং বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। মহারাজ অশোকের সময়েই বা তাঁহার রাজ্যাবসানের অব্যবহিত পরেই অজন্টার ১০ নং চৈত্যগুহা নির্মিত হয়। ৮, ১১, ১২ ও ১৩ নং গুহাবিহার এবং ৯ ও ১০ নং চৈত্যগুহা পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের। ইহাদের মুখ উত্তর বা উত্তর-পূর্ব দিকে; কারণ এগুলিতে যে অনাগারী বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায় বাস করিতেন, তাঁহারা সূর্যোদয়ের সমবধারণায় বুদ্ধের আরাধনা করিতেন না, তাঁহারা বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রতি আত্মসমাহিত হইতেন—আর পশ্চাৎ উত্তর দিকের প্রতীকস্বরূপ রাত্রির তমসাবৃত আকাশ তাঁহাদের আদর্শ ছিল। চৈত্যগুহাগুলির স্তম্ভনিচয়ের অনাড়ম্বরতা দেখিলে তাঁহাদের বিলাসবিহীনতারও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। উপরোক্ত গুহাগুলির পরে ১৪ ও ১৮ নং গুহাবিহার এবং ১৯ নং চৈত্যগুহা নির্মিত হয় এবং এগুলির নির্মাণ-কার্য খ্রী° দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চম শতকে সমাপ্ত হয়। ১৫ নং গুহাটি খ্রী° দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে নির্মিত হইয়াছিল। মগধরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ১৭ ও ১৮ নং গুহাবিহার নির্মিত হয়। বিক্রমাদিত্যের জামাতা জনৈক বাকাটকরাজ এই গুহা দুইটির নির্মাণকার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১ হইতে ৫ নং গুহা খ্রী° সপ্তম শতকের। ২০ নং গুহার একটী লিপিতে স্থবির অচলের উল্লেখ আছে। চীনা পর্যটক হুয়েন-চোয়াঙ ও তাঁহার বিবরণে এই অচলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অজন্টার অন্যতম স্থপতি বা স্থাপয়িতা। ২০ নং গুহাটি তাঁহারই পরিকল্পনা-অনুযায়ী নির্মিত বলিয়াই মনে হয়। [অচল দ্র°] এই গুহাটি খ্রী° পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে নির্মিত হইয়া থাকিবে। ৬ নং গুহাটিও এই যুগে নির্মিত। ২১ হইতে ২৯ নং গুহাগুলি ১ হইতে ৫ নং গুহানিচয়ের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রী° সপ্তম শতকের মধ্যেই এগুলির নির্মাণকার্য হইয়াছিল। এক্ষেত্রে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সমুদয় গুহাগুলির নির্মাণকার্য কালে চৈত্যগুহার নির্মাণকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সপ্তম শতকে মহারাজ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের ভগ্নাবস্থা পর্যন্ত চলিয়াছিল। হর্ষের সাম্রাজ্যের শেষ দিকে অজন্টার কতকগুলি গুহার নির্মাণকার্য তখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু এইখানেই অজন্টা-সংস্কৃতির সমাপ্তি ঘটে এবং ধীরে ধীরে অজন্টা-গুহাগুলি সভ্য-জগৎ হইতে লোকলোচনের অন্তরালে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। [ভাস্কর্যশিল্পের পরিচয় 'অজন্টা' নিবন্ধের পূর্বাংশে গুহাপরিচয়ে দ্র°]

[B. S. Balasaheb Pant Pratinidhi : Ajanta, Bombay 1933 ; Ghulam Yazdani : Ajanta, the Colour and Monochrome Reproduction of the Ajanta Frescoes based on Photography ; Mukul Chandra Dey : My Pilgrimage to Ajanta & Bagh, Lond. 1925 ; Kanyalal : Ajanta, Bombay ; Lady C. J. Herringham : Ajanta Frescoes, India Society publication ; J. Griffiths : The Paintings in the Buddhist Cave Temples of Ajanta, 2 vols., Lond. 1896-7 ; V. Goloubew :

Documents pour servir a l'etude d'Ajanta les peintures de la premiere grotte, Paris 1927 ; E. B. Havell : Indian Sulpture and Painting, Lond. 1908, 163-70 ; The 'Ancient and Medieval Architecture of India, Lond. 1915, 140-55 ; Nanda Lal Bose : Rupavali, Cal. 1921 ; A. K. Coomaraswamy : 'The Painters' Art in Ancient India—Ajanta'—Jour. Ind. Soc. of Oriental Art, i. no-i, 26ff ; 'Ajanta Fresco-fragment in the Boston Museum' — Rupam, no. 12, 1922 ; Herringham : 'The Caves of A'anta'—The English-woman ; W. E. Gladstone Solomon : The Women of the Ajanta Caves ; Rajendralala Mitra : 'On Representations of Foreigners in the Ajanta Frescoes'—JASB, xlvii. 1878, 62ff ; Griffiths : 'The Ajanta Cave Paintings'—Jour. Indian Art, viii. Lond. 1900 ; গ্রিফিথ্-গ্রন্থ অবলম্বনে প্রবন্ধ—IA, i. 354 ; ii. 15ff ; iii. 252ff, 269ff ; iv. 252, 339 ; JRAS, xi. 156ff ; ASWI Reps. no. 9 ; JASB, v. 557ff ; B. S. Pant Pratinidhi : 'The Picture Palaces of Ajanta'—Prabuddha Bharata, Jan. 1934, 21ff ; অসিতকুমার হালদার : অজন্তা, কলিকাতা ১৩২০ ; James Fergusson & James Burgess : Cave Temples of India, Lond. 1880, 280-347 ; Fergusson : On the Identifications of the Portrait of Chosroes II, among the Paintings in the Caves of Ajanta ; Burgess : 'Rep. on the Cave Temples and their Inscriptions'—ASWI Reps., iv. 1883, 43-59 ; Burgess and Bhagavanlal Indraji : 'Inscriptions from the Cave Temples of Western India'—ASWI Reps., no. 10, Bom. 1881 ; Burgess : Notes on Buddha Rock-temples of Ajanta, their Paintings and Sculptures, and on the Paintings of the Bagh Caves, Modern Buddha Mythology ; Wanchope : Buddhist Cave Temples ; Seiichi Taki : An Example of the Earliest Indian Painting (from Jataka in Cave IX) ; The Banquet of the Persians—a ceiling picture in Cave I, Ajanta ; H. Luders : 'Aryasura's Jataka-mala und die Fresken von Ajanta'—Nachr. d. Kon. Ges. d. Wiss. zu. Gottingen, 1902 (tr. in IA, xxxii) ; L. A. Wadell : 'Notes on some Ajanta Paintings'—IA xxii ; S. Sawamura : The Buddhist Sculptures in the Cave Temples of Ajanta, Tokio 1919 (Kokka, nos. 351, 352, 355) ; The Ornamental Curvings in the Cave Temples of Ajanta, Tokio 1921-2 (Kokka, nos. 377, 378, 383) ; অজাতনামা : Wall-paintings from Caves IX and X, I and II, I and XVII, and Art of Ajanta, Tokio (Kokka, nos. 323, 324, 325, 342, 345, 355, 374) ; Ars Asiatica, x. 1927. (art. 'Documents for the Purpose of the Study of Ajanta') ; Modern Review, xv. 1914 (art. 'The Classic Art of Ajanta') ; Asiatic Researches of JASB, v. 557ff (art. 'Description of Caves ■ Ajanta') ; JASB, lxi. pt.-i, 1892, 133, 153 (Ajanta Zodiac) ; JRAS, ii, 362 ; viii. o.s. 44 ; xi. n.s. 156ff ; BG, i. pt.-ii, 9, 294, 352, 354, 355, 391, 431 ; ix. pt.-ii, 183-4 ; xii. 206, 480-4 (অবস্থান, বর্ণনা, চিত্রকলা ও ইতিহাস.) 485-95 (ভারতীয় সমাজ, রাষ্ট্রীয় বিষয় প্রভৃতির ও বিদেশীয়ের চিত্র-বর্ণনা এবং চিত্রশিল্প), 497-595 (গুহাসমূহের বর্ণনা) ; Samuel Beal : Buddhist Records of the Western World, ii. 257ff (যুয়ান্-চোয়াঙের বিবরণ) ; মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত : 'শিল্পতীর্থে কয়েকদিন'—আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা-সংখ্যা ১৩৩৩, ৮১ই° ; অজিত ঘোষ : 'বৌদ্ধ চিত্রকলার আদর্শ ও অজন্তা গুহা'—পঞ্চপুষ্প, চৈত্র ১৩৩৯, ৪৪৩ই° ; 'অজন্তার চিত্র ও চিত্রশিল্পীর বৈশিষ্ট্য'—প্রবর্তক, চৈত্র ১৩৪০, ৬১৭ই°।

Coomaraswamy : Indian Drawing, 2 vols., Lond. 1910-12 ; The Arts and Crafts of India & Ceylon ; Introduction ■ Indian Art, Mad. 1923 ; Havell : Ideals of Indian Art, Lond. 1920 ; 'Symbolism of Indian Sculpture and Painting'—Burlington Magazine, (Lond. 1909) xv. 331-45 ; Vincent Smith : Hist. of Fine Art in India & Ceylon ; A. Foucher : The Beginnings of Buddhist Art, Lond. 1917 ; S. Hadaway : 'Hindu Silpa Shastras'—Ostasiatische Zeitschrift, iii. Berlin, 1914 ; Phanindranath Bose : Principles of Indian Silpasastra ; Stella Kramrisch : The Vishnudharmottara (iii), Cal. 1928 ; Daufler : Dokumente der indischen Kunst (চিত্রলক্ষণের জর্মান অনুবাদ) ; A. K. Maitra : 'Aims and Methods of Painting in Ancient India'—Rupam, 1923, nos. 13, 14 ; K. P. Jayaswal : 'A Hindu Text on Painting'—Modern Review, xxxiii ; also —Jour. B. and O. Res. Soc., ix. 1923 ; E. Vredenberg : 'The Continuity of Pictorial Tradition in the Art of India'—Rupam, 1920, nos. 1, 2 ; অজিত ঘোষ : 'মধ্যযুগে ভারতীয় চিত্রকলা'—প্রবর্তক, বৈশাখ ১৩৪০, ২৫ই° ; 'মধ্যযুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পসাধনার আদর্শ'—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই কার্তিক ১৩৪৪]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অজতুঙ্গ—তীর্থ-বি°। কথিত আছে, এই তুঙ্গে প্রতি পর্বে দেবতাদিগের ছায়া পতিত হয়। এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে নীরোগ হয়।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৭৭. ৪৭-৪৮।

অজথর্য—কোমল, নরম tender, soft. ~ত্ব —কোমলতা॥ শ্রি°॥

অজথ্যা—[অজ + থাল্—সমূহার্থে + আপ্ (স্ত্রী)] স্ত্রী°, স্বর্ণযূথিকা।—দীক্ষিত।

অজদণ্ডী—[বৈদ্যক ; অজের (ব্রহ্মার) দণ্ড যাহা হইতে—বহু°। এই বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা ব্রহ্মার দণ্ডও নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া এই নাম] স্ত্রী°, ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ, বামুনহাটি গাছ। পর্যায়—ব্রহ্মদণ্ড অজদণ্ডী চ কণ্টপত্রফলা চ সা। গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, শোফ ও বায়ু-নাশকারী।—রাজনি° ৫. হ° ২০।

অজদেবতা — ১ (অজবাহন দেবতা বলিয়া) অগ্নি। ২ অজদেবতাক পূর্বভাদ্রপদা নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের আকার ঘটের ন্যায় এবং ইহার চরণ ছাগপদ সদৃশ।

অজন১—১ নারায়ণ। 'যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্।—ভা° ১০. ৩. ১। ২ ব্রহ্মা। ৩ [নঞ্-তৎ] অপ্রশস্ত জন, অমানুষ, হেয় বা নিকৃষ্ট ব্যক্তি।—ঋগ্বেদ° ২৪ ১৫. ৪ [নঞ্-বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, যে স্থানে জন নাই, জনহীন, বিজন।—ভা° ২. ৯২. ১০। ৫ [অ=ন (নাই) জন (জন্ম) যাহার— নঞ্-বহু°] জন্মহীন, অজ। 'এবং জন্মানি কর্মাণি হ্যকর্তুরজনস্য চ।'—ভা° ১. ৩. ৩৫।

অজন২—দানব-বি°। বিপ্রচিত্তি ও দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকার ত্রয়োদশ পুত্রের অন্যতম। ইঁহারা সৈংহকেয় নামে খ্যাত ছিলেন।—মৎস্যপু° ৬. ২৫।

অজনক—[স্ত্রী-অজনিকা] বিণ, ১ অনুৎপাদক। ২ অজনন। ৩ অসৃষ্ট। ৪

অকারক্। ৫ খোজা impotent. ৬ অকারণ।

অজননি—[ন + √জন্ + অনি—ভাব] স্ত্রী°, ১ জন্মরাহিত্য, উৎপত্ত্যভাব। ২ অকরণি। ৩ [ন + √জন্ + অনি—আক্রোশে] জন্মাভাবরূপ শাপ। যথা, 'অজননিরস্তু তস্য'—অম-টী° রায়মুকুট; সরস্বতীক° ১. ১১।

অজনাভ—ভারতবর্ষের পূর্বনাম।—ভা° ৫. ৭. ৩

অজনামক—[বৈদ্যক] স্ত্রী°, মাক্ষিক ॥ অক্ষি° ॥

অজন্ত—[অচ্ (= অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ) অন্তে যাহার—বহু°; স্ত্রী—া] ১ বিণ, স্বরান্ত, যাহার শেষে স্বরবর্ণ আছে। ২ [অ = ন (নাই) অন্ত (দন্ত) যাহার—বহু°] দন্তহীন। ৩ ভেক। ৪ মূর্খ। ~**জগ্ধ**—বিণ, যাহা কীট-কর্তৃক জগ্ধ (ভক্ষিত) নহে।

অজন্তা, = অজণ্টা [অজণ্টা দ্র°]

অজন্তা,—তাপ্তী নদীর পার্শ্ববর্তী নদী-বি°।

অজন্ম—[সু°-অজন্মন্] স্ত্রী°, ১ জন্মাভাব, অনুৎপত্তি, জন্মনিবৃত্তি, জন্মরাহিত্য। 'অজন্মনেহ-কস্তু জন্মভীরুঃ'—রঘু° ১৮. ৩৩; আপ-শ্রৌ° ৯. ৩. ৩। ২ মোক্ষ। ~**নাশ**—যাহার জন্ম বা নাশ নাই। 'অজন্মনাশস্য সমস্তমূর্তে'—বিষ্ণুপু° ৪. ১. ৩৭।

অজন্মা—১ শস্যাদির জন্মের অভাব বা অনুৎপত্তি, দুর্ভিক্ষ। ২ [ন (= অ) কুৎসিত জন্ম যাহার—নঞ্-বহু°] জারজ, অবৈধজাত। ৩ [সু°-অজন্মন্—অ = ন (নাই) জন্ম যাহাতে] মোক্ষ। ৪ জন্মশূন্য, উৎপত্তির অভাববিশিষ্ট।

অজন্মিত—১ (প্রাদে°) বিণ, হীনজন্মা, জারজ।

অজন্য—স্ত্রী°, ১ উৎপাত, শুভাশুভসূচক ভূকম্পাদি ॥ অম° ॥ ২ বিণ, অজননীয়।

অজপ,—১ [অজ + √পা + অ (ক) ক] অজপালক। ২ [অ (কুৎসিত) + √জপ্ (পাঠ করা) + অচ্-ক] কুপাঠক। ৩ [অ = ন (নাই) জপ যাহার] জপরহিত, যে জপ করে না। ৪ যজ্ঞে শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত —পা° ১. ২. ৩৪।

অজপ,—রাজর্ষি জহ্নু ও যৌবনাশ্ব-নন্দিনী কাবেরীর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র অজপ —বায়ুপু° ৯১। অন্যান্য পুরাণে জহ্নুর পুত্র অজক। [অজক দ্র°]

অজপ,—তৃতীয় মুহূর্তের দেবতা। [অজপা, দ্র°]

অজপঞ্চৌদন—অথর্ববেদে (৯. ৫. ৮-১০) উল্লিখিত আছে যে, পুরোহিতকে অজ (ছাগ) ও পঞ্চ ওদনপাত্র (rice-dishes) দান করিলে যজমান তৃতীয় ব্যোমে (firmament) তৃতীয় স্বর্গে (দিব্) ও স্বর্গের তৃতীয় পৃষ্ঠে গতি প্রাপ্ত হন।—

> 'পঞ্চৌদনো ব্রহ্মণে দীয়মানঃ স
> দাতারং তৃপ্ত্যা তর্পয়তি ॥৯॥
> অজস্ত্রিনাকে ত্রিদিবে ত্রিপৃষ্ঠে নাকস্য
> পৃষ্ঠে দদিবাংসং দধাতি।'১০

অজপতি—(মেষরাশির অধিপতি বলিয়া) মঙ্গলগ্রহ।

অজপথ—[পা° ৫.১.৭৭ বার্তিক; গণপাঠ-১১১-৭] ১ ছাগের বিচরণোপযোগী পথ। ২ অজ-(ব্রহ্ম-) নির্মিত আকাশমার্গে পথাকার সেতু, ছায়াপথ।

অজপথ্য—১ অতি সংকীর্ণ পথ। ২ দেবপথ। ৩ ছায়াপথের ন্যায়।

অজপদ—১ [পা° ৫. ৪. ১২০] বিণ, ছাগপদ-বিশিষ্ট goatfooted—মক্ষিমলি° ১. ১৩৪। ২ অজপাদ [অজপাদ দ্র°]।

অজপর্ণী—মহৌষধি-বি°। ইহা রক্ষোঘ্ন, বিষঘ্ন ও কৃত্যানাশক।—মৎস্যপু° ২১৮. ২৫।

অজপা,—প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জীবের অজ্ঞাতসারে প্রাণবায়ুর আবর্তনে শ্বাস-প্রশ্বাসের নির্গম ও প্রবেশে ধ্বনিচক্রের বিঘূর্ণন হয়, তাহাতে স্বতঃই কোন মহামন্ত্রের জপ হয়, তাহারই নাম অজপা মন্ত্র অর্থাৎ জীব ইচ্ছাপূর্বক জপ না করিলেও যাহার জপ স্বতঃসিদ্ধ, তাহারই নাম অজপা মন্ত্র; অথবা যাহার জপ অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ জপ নাই তাহারই নাম অজপা মন্ত্র। এই অজপাই জীবের পূর্ণ পরমায়ু। বাঙলার একটী গানে আছে 'অজপায় অজপা হয়ে জপা তপা কিছু হল না। অজপা ফুরাল তবু অ-জপা ত ফুরাল না।'

অজপা—মন্ত্র 'হংস'। সুতরাং এই মন্ত্র 'হং' ও 'সঃ'-যুক্ত দ্ব্যক্ষর-মন্ত্র। 'হং'—বীজ এবং 'সঃ'—শক্তি। শারদাতিলকে (১৪. ৮০) উক্ত হইয়াছে—

> 'বিয়দ্বেন্দুলসিতং তথাদিঃ সর্গসংযুতঃ।
> অজপাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো দ্ব্যক্ষরঃ
> সুরপাদপঃ ॥'

রাঘবভট্ট এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—'বিয়ৎ হঃ অর্ধেন্দুঃ বিন্দুঃ তদাদি সঃ সর্গো বিসর্গঃ।' এই অজপা (হংস) মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ দেবী গায়ত্রী এবং দেবতা সৃষ্টির আদিভূত গিরিজাপতি।

> 'ঋষির্ব্রহ্মা স্মৃতো দেবী গায়ত্রী ছন্দ
> ঈরিতম্।
> দেবতা জগতামাদিঃ সংপ্রোক্তো
> গিরিজাপতিঃ ॥'

—ঐ ১৪. ৮১ গিরিজাপতি অর্ধনারীশ্বররূপ। অজপা-মন্ত্রের ধ্যান এইরূপ—

> 'উদ্যদ্ভানুস্ফুরিততড়িদাকারমর্ধাম্বিকেশং
> পাশাভীতী বরদপরশূন্ সন্দধানং করাব্জৈঃ।
> দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং
> সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতু বশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্।
> —ঐ ৮৩

যাঁহার অর্ধভাগ 'অম্বিকা' (মাতা) এবং অর্ধভাগ 'ঈশ', যিনি বিশ্বের মূলীভূত কারণ, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহার বর্ণ উদ্যদ্ভানু ও স্ফুরিত বিদ্যুৎ সদৃশ। তাঁহার চারি হস্তে পাশ, অভয়মুদ্রা, বরদমুদ্রা ও পরশু। তিনি নবপ্রকার মণিময় দিব্যাভরণ দ্বারা শোভিত। সোম ও অগ্নি তাঁহার বপু। তিনি ত্রিনেত্র। তাঁহার চূড়ায় চন্দ্র।

অজপামন্ত্রের ন্যাস শারদাতিলকে (১৪. ৮৪-৯০) নিম্নোক্তরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

তাম্রাভং জগেস্মরং পায়সেন সর্পিষা।

দশাংশং জুহুয়াৎ সম্যক্ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ ॥৮৪

পীঠাদিপূজিতে পীঠে প্রাগুক্তে প্রেত-বেদিকুম্।

মূর্তিং মূলেন সংকল্প্য বক্ষ্যমাণবিধিঃ সহ ॥৮৫

ধ্যাত্বা বপুঃ নয়বরো বিস্ময়েৎ বিধিবৎ পথ।

অর্চয়েত্তথাং সোহামরুধ্যানিত্রিকাং পুনঃ ॥৮৬

লোকেশ্বরাংশ্চদশানি পূজয়েৎ দেবমব্যয়ম্।

অর্ঘ্যং চ বিধিবদদ্যাৎ প্রাক্ প্রোক্তেনৈব বর্ত্মনা ॥৮৭

মন্ত্রাচ্চাবতুকাদ্যোক্তে পূর্ণকুম্ভং নিধায় তম্।

নিধায় বামহস্তেন ন্যাসমন্ত্রেণ সংস্কৃতঃ ॥৮৮

অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং জপেদ্যোহং সুধানকম্।

কৃত্বা তেনাহিতিবিবেকম্ বং স ভবেদ্বিগতজ্বরঃ ॥৮৯

আয়ুরারোগ্যবিত্তবানবিতান্ লভতে নরঃ।

অনেনৈব বিধানেন বিধাতো বিবিধো ভবেৎ ॥৯০

অজপা সাধন করিলে নিম্নোক্ত ফললাভ হইয়া থাকে।

মন্ত্রী মন্ত্রমিদং জপেদ্বিধানসোমাদানসমৃদ্ধ্যবসান্ জিত্বা বর্ষশতং বিশিষ্টবিভবো জীবেৎ সুখং বন্ধুভিঃ ॥৯১

রাঘবভট্ট এই মন্ত্রসাধন সম্পর্কে তন্ত্রান্তর হইতে যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে অজপা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই জানিতে পারা যায়। (দক্ষিণামূর্তি-সংহিতোক্তি) নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অজপারাধনং দেবি কথয়ামি তবানঘে।

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

হংসঃ পদং পরেশানি প্রত্যহং জপতে নরঃ।

মোহান্ধো যো ন জানাতি মোক্ষস্তস্য ন বিদ্যতে ॥

শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি জায়তে জপ্যতে ততঃ।

উচ্ছ্বাসৈশ্চ নিশ্বাসৈস্তথা বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ।

উচ্ছ্বাসে চৈব নিশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।

তস্মাৎ প্রাণস্য হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ ॥

নাভের্উচ্ছ্বাসনিশ্বাসা হৃদয়াগ্রে ব্যবস্থিতঃ।

ষষ্টিশ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ ষট্ প্রাণা ঘটিকা মতা ॥

ষষ্টির্নাড্যা অহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো-দ্ভবাঃ।

একবিংশতিসাহস্রং ষট্‌শতাধিকমীশ্বরি ॥

প্রত্যহং জপতে প্রাণঃ সন্ধ্যা [সদা] নন্দময়ীং পরাম্।

উৎপত্তির্জপ আরম্ভো মৃত্যুরস্য নিবেদনম্ ॥

বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।

অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী ॥

এবং জপং মহেশানি প্রত্যহং বিনিবেদয়েৎ।

গণেশব্রহ্মবিষ্ণুভ্যো হরায় পরমেশ্বরি ॥

জীবাত্মনে ক্রমেণৈব তথা চ পরমাত্মনে।

ষট্‌শতানি সহস্রাণি ষড়েব চ তথা পুনঃ ॥

ষট্‌সহস্রাণি চ পুনঃ সহস্রং চ সহস্রকম্।

পুনঃ সহস্রং গুরবে ক্রমেণ তু নিবেদয়েৎ ॥

আধারে স্বর্ণবর্ণাভে বাদিসান্তানি সংস্মরেৎ।

কৃষ্ণগৌরবর্ণানি দলানি পরমেশ্বরি ॥

স্বাধিষ্ঠানে বিদ্রুমাভে বাদিলান্তানি চ স্মরেৎ।

বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রকাশানি সুনীলমণিপূরকে ॥

উকারান্তানি মহানীলপ্রভাণি চ বিচিন্তয়েৎ।

সিন্দূরবর্ণে মহাবহ্নি কর্ণিকাকানি চিন্তয়েৎ ॥

কাদিঠান্তানি পত্রাণি চতুর্দশসংখ্যকে প্রিয়ে।

বিশুদ্ধৌ ধূম্রবর্ণে তু রক্তবর্ণান্ স্বরান্ স্মরেৎ ॥

আজ্ঞায়াং বিদ্যুদাকারাং তত্রৌ হক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ।

কর্পূরদ্যুতিসংরাজৎসঙ্খ্যদলনীরজে ॥

নাদাত্মকং ব্রহ্মরন্ধ্রং জানীহি পরমেশ্বরি।

এতেষু সর্বচক্রেষু স্থিতেভ্যঃ পরমেশ্বরি ॥

জপং নিবেদয়েদেনমহোরাত্রভবং প্রিয়ে।

অজপা নাম গায়ত্রী ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা ॥

অজপাং জপতো নিত্যং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী ॥

অস্যাঃ সংকল্পমাত্রেণ নরঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ ॥

অনয়া সদৃশং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ইত্যাদি

[বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম শব্দে দ্র°]

অজপা২—তৃতীয় মুহূর্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইঁহার বর্ণ শ্বেত-কৃষ্ণ; ইঁনি দক্ষিণহস্তে নীল পদ্ম ও বাম হস্তে মহাফণ সর্প ধারণ করেন। বিপুল কোশকামী ব্যক্তি ইঁহার পূজা করেন। হেমাদ্রির ব্রত-খণ্ডে (পৃ° ১১০) ইঁহার ধ্যান প্রদত্ত হইয়াছে।

অজপাদ—[অজের (দেবতাদির) পাদের (চতুর্থাংশের) পাদ যাহার—বহু°] ১ পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। ২ রুদ্রবি° [অজ একপাদ দ্র°]।

অজপার্শ্ব—পাণ্ডুবংশীয় নরপতি শ্বেতকর্ণ ও তৎপত্নী মালিনীর পুত্র। নরপতি শ্বেতকর্ণ সন্তান না হওয়ায় অনন্তকষ্টে পত্নী মালিনী সহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাহার পর শ্বেতকর্ণ মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করেন। গর্ভবতী মালিনী ও তাঁহার অনুগামিনী হন। পথিমধ্যে মালিনী এক পুত্র প্রসব করেন। রাজ্ঞী পুত্রকে পথিপার্শ্বে স্থাপন করিয়া নৃপতির সঙ্গে প্রস্থান করেন। শ্রবিষ্ঠার পুত্র পৈপ্পলাদ ও কৌশিক ঋষি পরিত্যক্ত রোরুদ্যমান শিশুকে নিজেদের আশ্রমে লইয়া আসেন। নবকুমারের পার্শ্বদ্বয় অজের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল বলিয়া ঋষিগণ তাঁহার নাম অজপার্শ্ব রাখেন। মহর্ষি রেমকের পত্নী রেমকী অজপার্শ্বকে প্রতিপালন করেন।—হরি° ভবিষ্য° ১. ৫-১৫; ব্রহ্মপু° মতে মহর্ষি রেমক ও তৎপত্নী অজপার্শ্বকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন—ব্রহ্মপু° ১৩.১২৭-১৩৮।

অজপাল১—যে ছাগ চরায়, ছাগচারণকারী goatherd. স্ত্রী°—পালিকা।

অজপাল২—সূর্য° ইক্ষ্বাকু° ক্ষত্রিয় রাজা। মৎস্যপুরাণ (১২. ৪৯.) ও অগ্নিপুরাণের (২৭৩. ৩৩-৩৪) মতে অজপাল অজের পৌত্র ও দীর্ঘবাহুর পুত্র। অজপালের পুত্র রাজা দশরথ। রঘুবংশের বর্ণনায় দশরথ অজের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। [অজ দ্র°]

অজপাল৩—অজ অজমীঢ়ের প্রতিষ্ঠাতা

চৌহান-বংশীয় রাজপুত। কথিত আছে, তিনি অজপালন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম অজপাল হয় এবং তাঁহার নাম অনুসারে বিজিত দেশের নাম অজমীঢ় হয়। অগ্নিকুলের প্রাচীন রাজধানী মকাবতী নগর হইতে অজপাল সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মকাবতী হইতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অজমেরের জনপদে উপস্থিত হন; তথায় তিনি তারাগড় নামক দুর্গ স্থাপনপূর্বক অক্ষুণ্ণপ্রতাপে অবস্থিতি করিতে থাকেন। ইনি রাজচক্রবর্তিত্ব লাভ করেন। তিনি একটী অব্দ প্রবর্তন করেন। সেই অব্দ ভারতীয় প্রাচীন অব্দগুলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অজপালের কোন পুত্র না হওয়ায় তিনি মকাবতী হইতে পৃথ্বীপাহাড় নামক এক ব্যক্তিকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। পৃথ্বীপাহাড়ের ২৪টী পুত্র হয়। এই ২৪টী পুত্রের বংশ রাজস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। একটী বংশে প্রথিতনামা মানিকরায়ের জন্ম হয়।

অজপ্রিয়া–(বৈদ্যক) কুলগাছ।

অজবন্ধনহোম—তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৮. ১) উল্লিখিত হোম-বি°।

অজবন্ধু—অজের ন্যায় স্থূল বুদ্ধি, বোকা।

অজবলা—(বৈদ্যক) কৃষ্ণ তুলসী, কাল তুলসী।

অজবুক = উজবুক — নির্বোধ, বোকা, আহাম্মক।

অজভক্ষ — [বৈদ্যক] বর্বুর বৃক্ষ— রাজনি°।

অজভূ—যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়। উগ্রসেনের নয় পুত্রের অন্যতম। কংসের অনুজ ভ্রাতা। —মৎস্যপু° ৪৪. ৭৭। [উগ্রসেন দ্র°]

অজ.ম খাঁ—দিল্লীর মুগল-সম্রাট্ মুহম্মদশাহ্‌র সহিত সৈয়দ অবদুল্লাহ্ খাঁর যে যুদ্ধ হয় (১৭২০ খ্রী°) তাহাতে অজ.ম খাঁ অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সম্রাটের পক্ষে ছিলেন এবং সম্রাটের সৈন্যদলের মধ্যভাগের বাহিনী তাঁহার অধীন ছিল। — JASB, 1908, 573.

অজ.মৎ খাঁ—বেরারের নবাব 'ইয়ৎ. সৈন্যবিভাগের অন্যতম প্রধান কর্মচারী। দিল্লীর বিখ্যাত সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ দিল্ 'অলি খাঁর বিরুদ্ধে নিজ.াম-উল্-মুল্‌কের যুদ্ধকালে (জুন, ১৭২০ খ্রী°) ইনি আপনার প্রভুর সহিত নিজ.ামের পক্ষে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে নিজ.ামের পক্ষ জয়ী হয়। অজ.মৎ খাঁ নিজ দলের বহু সেনানায়ককে আহত দেখিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করেন ও ভীষণভাবে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। —JASB, 1908, 530.

অজমতী—[অজমনগ দ্র°]।

অজমল১—কনৌজরাজ জয়চাঁদের পৌত্র রাঠোরবীর শিবাজীর তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ। শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বত্থামা ভ্রাতৃগণের সহায়তায় মারবাড় প্রদেশে অধিষ্ঠিত হন। অজমল সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত প্রচণ্ড বিক্রমে অভিযান করেন। সৌরাষ্ট্রের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত ওকমণ্ডলের সৌরবংশীয় রাজা বিকমসিংহে (বিক্রমসিংহ ?) বধ করিয়া অজমল তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। তদবধি অজমলের বংশধরগণ 'বাঢৈল' নামে পরিচিত। এই নামে পরিচিত হইয়া অজমলের বংশধরেরা অদ্যাপি দ্বারকাঞ্চলে বাস করিতেছেন।

অজমল২—[বৈদ্যক] গোধূম, গম।

অজমাংস—ছাগমাংস [অজ দ্র°]।

অজমায়ু—অজবৎ শব্দবিশিষ্ট। 'গোমায়ুরদাদজমায়ুরদাৎপৃশ্নিরদাদ্ধরিতো নো বসূনি।' —ঋ° ৭. ১০৩. ১০।

অজমীঢ়১—সোম° ক্ষত্রিয় রাজা। ঋগ্বেদে অজমীঢ়-বংশীয় (অজমীলহ) ঋষিগণের উল্লেখ আছে। ইনি সুহোত্রের পুত্র (ঋ° ৪. ৪৩; ৪. ৪৪)। লুডভিগ, ওল্ডেনবার্গ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহা হইতে অনুমান করেন যে অজমীঢ় উক্ত সূক্তের ঋষি ছিলেন।*

চন্দ্রবংশের এই শাখার বর্ণনায় সকল পুরাণ একমত নহে। বিষ্ণু-পুরাণের মতে (৪. ১৯. ১-১০) ইনি হস্তীর পুত্র। ইঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পত্নী কেশিনী হইতে কণ্ব, ধূমিনী হইতে বৃহদিষু, ধূমিনী হইতে যবীনর ও কন্ব, নীলিনী হইতে নীল জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণুপু° ৪. ১৯. ১০-১৯)। মহাভারতে অজমীঢ়কে কুরুরাজপুত্র সুহোত্র ও ঐক্ষ্বাকীর পুত্র বলা হইয়াছে।—১. ৯৫. ৩০ (প্র-স°)। ১. ১০১. ১৮। অজমীঢ়ের পত্নী ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিন এবং নীলীর গর্ভে দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠীর জন্ম হয়। —মহা° ১. ৯৪. ৩২ (প্র-স°)। ১. ১০১. ২০। মহাভারতের অন্যত্র অজমীঢ় হস্তিপুত্র বৈকুণ্ঠম ও তৎপত্নী দাশার্হী সুদেবার পুত্র।—মহা° ১. ৯৫. ৩৫ (প্র-স°)। হরিবংশের মতেও ইনি হস্তীর পুত্র (হরি° হরি ২০. ১৬-৩৭; ৩২. ৫১-৮৫)। বৃহদ্ধর্ম (মধ্য ২৯), মৎস্যপুরাণ (৪৯. ৪২-৫০), ভাগবত (৯. ২৭. ৩০) এই সম্বন্ধে একমত। ব্রহ্মপুরাণমতে ইনি বৃহত্তের পুত্র (ব্রহ্মপু° ১৩.৮০-৮১)।† হরিবংশের অন্যত্র আছে, অজমীঢ়ের পুত্র যবীনর (হরি° হরি° ২০. ৩৭)।

অজমীঢ়২—১ আঙ্গিরস-বংশীয় প্রধান ৩৩ জন মুনিগণের মধ্যে অন্যতম (মৎস্যপু° ১৯৫, ১০১-১০৫) ২ রাজা যুধিষ্ঠির।—ত্রিকাণ্ড°। ৩ রাজপরায়ণ প্রাচীন প্রসিদ্ধ নৃপতি-বি°। ইঁহার অন্য পরিচয় অজ্ঞাত।—মহা° ১. ৩৫. ৫-৬।

অজমীঢ়৩—রাজপুতানার অজমীঢ়-মেরবাড়া প্রদেশের ও অজমীঢ় জেলার প্রধান নগর। কথিত আছে, এই পার্বতীয় নগরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা অজয় হইতে ইহার নাম অজমীঢ় (মীঢ়> মেরু = পর্বত) হইয়াছে (১৪৫ খ্রী°)। অবস্থিতি—অক্ষা° ২৬° ২৭´ ১০´´ উ° এবং

* Tran. of the Rigveda, 3, 123, 135; Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft; 42, 215.

† বিষ্ণুপুরাণ মতে (৪. ১৯. ১০-১৯) অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব, বৃহদিষু, নীল, ঋক্ষ ও যবীনর এবং হরিবংশ মতে (২০. ১৬-১৮) অজমীঢ়ের পুত্র যবীনর, বৃহদিষু, জহ্নু, রূপাশ্ব ও কণ্ব এবং মহাভারতে (১. ৯৪. ২৪-৩০ প্র-স° ; মহা° ১. ১০১. ১৮-২১) ভূমন্যুর পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র অজমীঢ়, অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ, জহ্নু, ব্রজন, রূপিন, দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী। অন্য অংশে হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণের মিল আছে।

দ্রাঘি° ৭৪° ৪৩´ ৫৮´´ পূ° । লোকসংখ্যা—১১৩, ৫১২ (১৯০১ খ্রী°)। এই নগর তারাগড়-পর্বতের অধিত্যকায় অবস্থিত ; ইহার সন্নিকটে পর্বতের উপরে তারাগড় দুর্গ অবস্থিত। একটী সুদৃঢ় প্রস্তর নির্মিত প্রাচীরদ্বারা নগর বেষ্টিত। নগর-প্রবেশের পাঁচটী দ্বার আছে। বোম্বাই নগর হইতে ইহা ৬৭৭ মাইল উত্তরে এবং আগ্রা হইতে ২২৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। নগরের উত্তর ভাগে আনা-সাগর নামক বিশাল কৃত্রিম হ্রদ এবং অধিত্যকার একটু উপরিভাগে ফয়-সাগর নামক নূতন একটী সুদৃশ্য হ্রদ অবস্থিত ; এই হ্রদ হইতে নগরে জল-সরবরাহ হইয়া থাকে। অজমীঢ় নগর রাজ-পুতানার রেলসমূহের প্রধান যোগ-কেন্দ্র ; বিশেষতঃ রাজপুতানার করদ ও মিত্ররাজ্য-সমূহের তত্ত্বাবধারক ভারত-সরকারের এজেন্ট অজমীঢ় নগরে বাস করেন বলিয়া এই নগরের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অজমীঢ় মেরবাড়া জেলা হইতে আয়তনে বৃহৎ। অজমীঢ়ের আয়তন—২১২৫ বর্গ মাইল ; লোকসংখ্যা—৩৭৮, ৯৬০ (১৯২১ খ্রী°)।

অজমীঢ় নগর ভারতের শেষ হিন্দুসম্রাট্ পৃথীরাজ, পাঠানবীর শহাব-উদ্দীন ঘোরী, মুগলহর্ষ অক্‌বর প্রভৃতি বহু দিগ্‌বিজয়ী বীরগণের স্মৃতি বহন করিতেছে। ১৮১৮ খ্রী° ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ-শাসনাধীন হয়। সিন্ধিয়ার নিকট হইতে সন্ধিসূত্রে ৫০,০০০ টাকা মূল্যে ব্রিটিশ-সরকার অজমীঢ়-মেরবাড়া গ্রহণ করেন। [অজমীঢ়-মেরবাড়া দ্র°]।

বর্ত্তমান নগরীর নিকটে প্রাচীন ইন্দ্র-কোট নগর বর্ত্তমান। কথিত আছে, এইস্থানে রাজা অজ প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগরের দক্ষিণভাগে প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর খ্বাজা মুইন-উদ্-দীন হসন চিশ্তীর ১১৪২-১২৩৬ খ্রী° সমাধি রহিয়াছে। এই সমাধিস্থান দরগা নামে খ্যাত এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই ইহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইনি পূর্ব-পারস্যের সিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। ১১৯০ খ্রী° তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অজমীঢ়ের এই নির্জন প্রান্তে সাধনায় মগ্ন হন। ইহার সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। দরগার সন্নিহিত সম্রাট্ অক্‌বর-প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, শাহ্‌জহান-প্রতিষ্ঠিত মর্মর-মসজিদ ও খ্বাজা সাহেবের মসজিদ বিশেষ বিখ্যাত। দরগার পার্শ্বেই দরগাবাজার অবস্থিত ; বাজারের দোকানদারগণ প্রত্যহ দোকান খুলিবার পূর্বে চাবিকাঠি ভক্তিভরে একবার দরগার সোপানে রাখে। খ্বাজা বংশধরগণের মধ্যে বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রই দরগার রক্ষকরূপে গণ্য হন। সকলেই তাঁহাকে ধর্মগুরুর সম্মান দান করে। হায়দ্রা-বাদের নিজাম ও রাজপুতানার হিন্দুরাজগণও তাঁহার সম্মুখে আসনে উপবেশন করেন না। প্রতি বৎসর রজব-মাসে এই দরগায় উর্শমেলা নামে এক বিরাট্ মেলা হইয়া থাকে।

অরাই দিন কা ঝোপ্‌ড়া' (= আড়াই দিনে প্রস্তুত মন্দির) নামক বিখ্যাত মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা তারাগড়ের নিম্ন অধিত্যকায় অবস্থিত। মূলতঃ ইহা একটী প্রাচীন জৈন-মন্দির ; কথিত আছে, সম্রাট্ কুতব-উদ্দীন অথবা অলতমশের আদেশে তাঁহার সেইস্থানে অবস্থানকালের মধ্যে (২½ দিন) প্রাচীন জৈন-মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা হয়। ইহা ভারতে মুসলমান স্থপতি-বিদ্যার প্রাচীন নিদর্শন। এই ধরণের মসজিদ একমাত্র দিল্লীর কুতবমিনার-সন্নিহিত মসজিদ ছাড়া কুত্রাপি দেখা যায় না।

নগরের সন্নিহিত সম্রাট্ অক্‌বরের ভবন অদ্যাপি বর্ত্তমান। এক সময়ে ইহা মুগল-রাজধানীর সম্মান লাভ করিয়াছিল। সম্রাট্ জহাঙ্গীর ও সম্রাট্ শাহ্‌জহান প্রায়ই অজমীঢ়ে বাস করিতেন। ইংলণ্ডের রাজদূত টমাস্ রো ১৬১৫ খ্রী° এই নগরে উপস্থিত হইয়া সম্রাট্ জহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন ; তাঁহার বিবরণে অজমীঢ়ের সকল বর্ণনা (১৬১৫-১৬ খ্রী°) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রহিয়াছে।

অজমীঢ় নগরে অজমীঢ় কলেজ ও মেয়ো রাজকুমার কলেজ আছে। অজমীঢ় কলেজ পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। মেয়ো কলেজ রাজপুতানার রাজকুমারগণ ও অভিজাত সন্তানগণের জন্য ইংলণ্ডীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত। এতদ্ভিন্ন, পোষ্ট-অফিস্ জেল, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত প্রভৃতি আছে। রাজপুর ও সম্বর হ্রদের লবণ ব্যবসায়ের ইহা প্রধান কেন্দ্র। এইস্থানে কয়েকটী কাপড়ের ও তৈলের কল আছে। পাকা রঙের বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের জন্য ইহা বিশেষ বিখ্যাত।

অজমীঢ় নগর হইতে সাত মাইল দূরে পুষ্কর হ্রদ অবস্থিত। ইহা হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থস্থান। ভারতবর্ষে একমাত্র পুষ্করেই ব্রহ্মার মন্দির দেখা যায়। প্রতি বৎসর শরৎকালে এই স্থানে একটী মেলা বসে। অজমীঢ় জেলার দেউলি নামক স্থানে একটী বন্দীশালা ও একটী সেনানিবাস আছে।

অজমীঢ় মেরবাড়া—রাজপুতানার অন্তঃস্থিত ব্রিটিশ ভারতের একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ। অজমীঢ় ও মেরবাড়া এই দুইটী স্বতন্ত্র জেলা লইয়া ইহা গঠিত। ইহা একজন চীফ্-কমিশনারের অধীনে কমিশনারদ্বারা শাসিত হয়। রাজ-পুতনার করদ ও মিত্ররাজ্যগুলির তত্ত্বাবধায়ক ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের এজেন্ট বা প্রতিনিধিই এই প্রদেশের চীফ্ কমিশনার। অবস্থিতি—অক্ষা ২৫° ০০´ হইতে ২৬° ৪৫´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪৫´ হইতে ৭৫° পূ°। আয়তন—২, ৭১১ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—৫৩০, ২৯২ (১৯০১ খ্রী°)। অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯ জন।

ইহার উত্তরে কিষণগড় ও মারবাড় রাজ্য, পশ্চিমে মারবাড়রাজ্য, দক্ষিণে মেবার ও পূর্বে মেবার ; জয়পুর ও কিষণগড় রাজ্য অবস্থিত।

আরাবল্লী পর্বতমালার শাখাসমূহে এই প্রদেশ সমাকীর্ণ ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্য এই প্রদেশে দারুণ জলাভাব ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর কোনটীরই প্রভাব প্রদেশে নাই। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু প্রবল

হইতে মেরবাড়ায় এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমী-বায়ু, প্রবল হইলে অজমীঢ়ের কতকাংশে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রদেশে বৃষ্টির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আরাবল্লী পর্বতের উচ্চতা অজমীঢ় নগরের নিকটবর্তী স্থানে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই স্থান হইতে সমান্তরাল বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। অজমীঢ় নগর যে অধিত্যকার উপর অবস্থিত, তাহাকে ভারতের সর্বোচ্চ অধিত্যকা-ভূমি বলিতে পারা যায়। এই অধিত্যকাভূমি হইতেই চারিদিকে জলনিঃসরণ প্রবাহিত। বিশেষতঃ অজমীঢ় হইতে নসিরাবাদ পর্যন্ত যে পর্বতশাখা বিস্তৃত, তাহা ভারতের একটী প্রধান জলবাহিকার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার উত্তরাংশে যে বারিপাত হইয়া থাকে, তাহা চম্বল নদী দিয়া বঙ্গোপসাগরে এবং দক্ষিণাংশের জলরাশি লুনি নদী দিয়া কচ্ছোপসাগরে পতিত হয়। আরাবল্লীর সর্বোচ্চ অংশে তারাগড় নামক দুর্গ অবস্থিত; ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮৫৫ ফুট উচ্চ। অজমীঢ় নগর নাগপাহাড় অধিত্যকাভূমির উপর অবস্থিত। নাগপাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত হইতেই অর্ধেক ভূমি প্রসারিত। ভারতের জলবাহিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া এই প্রদেশে উল্লেখযোগ্য নদী প্রায় নাই। এই প্রদেশের প্রধান নদী বনাস। ইহা উদয়পুর হইতে ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আরাবল্লী পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া এই প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; বর্ষার সময়ে এই নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভাসমান কাষ্ঠ-সেতু ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন খারি, দাই, সবরমতি ও সরস্বতী এই চারিটি নদী রহিয়াছে; বর্ষা-কালে এই নদীগুলিতে দুর্দম স্রোত বহিয়া থাকে।

এই প্রদেশের জলাভাব-নিবারণের জন্য অতি প্রাচীন কালেই হিন্দুরাজগণ বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছেন; ব্রিটিশ-সরকার প্রাচীন জলাশয়গুলির সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থাদ্বারা বর্তমানে এই প্রদেশে বহু অর্থব্যয়ে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাচীন জলাশয়গুলি ফাল্গুন চৈত্রমাসে জলশূন্য হইয়া পড়িলে সেগুলির কর্দমাক্ত ভূমিতে শস্য-উৎপাদন করা হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টিহেতু এই প্রদেশে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং গভর্নমেন্ট কৃত্রিম উপায়ে জলসরবরাহ করার জন্য অতিরিক্ত জলকর আদায় করেন। বার্লি, জোয়ার, তিল, বজ্‌রা, ভুট্টা, কার্পাস প্রভৃতি শস্য এই স্থানে প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন পুষ্কর-উপত্যকায় ইক্ষু ও [illegible] এবং তারাগড়ে অহিফেনের জন্য পোস্ত কিছু কিছু হয়। মেরবাড়ায় অতিরিক্ত পরিমাণ মদ ব্যবহার লক্ষিত হয়। গুর্জর, জাঠ, মেয়াৎ ও রাবৎ প্রভৃতি জাতি কৃষিজীবী।

এই প্রদেশ তাম্র, লৌহ ও সীসক প্রভৃতি খনিজ পদার্থে পূর্ণ; কিন্তু খনি হইতে এইগুলির উদ্ধার অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্বে তারাগড় পর্বত হইতে সীসক উত্তোলিত হইত; কিন্তু বিদেশী প্রতিযোগিতায় তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮০ জন। রাজপুতেরাই এই দেশে তালুকদার বা ভূস্বামী; ধনে-মানে এই প্রদেশে রাঠোর রাজপুতগণেরই আভিজাত্য। মেরবাড়ার অধিবাসী মের-জাতি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ; পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য পূর্বে ইহারা প্রায় আদিম পর্বতীয় অর্ধসভ্য জাতিরূপে গণ্য ছিল। ইহাদের অধিকাংশ ব্রিটিশ-সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছে। এই দেশের জমিদারী-প্রথা প্রাচীন ধরণের। ভূস্বামীদিগকে পূর্বে রাজকার্য ও যুদ্ধাদি করিতে হইত। ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট প্রথমে প্রাচীন প্রথা স্বীকার করিয়া লন। এইরূপ ভূস্বামী খালসা ও ইস্তিম্‌রারি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। খালসা-স্বত্ব সাধারণতঃ ধর্ম-কার্যের জন্য অথবা রাজকার্যের জন্য উপহার-স্বরূপ জায়গীর-বিশেষ। অজমীঢ়ে কৃষক ভূমির উন্নতি-বিধানের জন্যও ভূস্বামী হইতে এইরূপ বিশেষ অধিকার কোন কোন স্থলে পাইয়া থাকে। মের-জাতির অধিকাংশই মুসলমান। রাজপুত ভূস্বামীদের অনেকেই পুরুষানুক্রমে দেশীয় করদ-মিত্র রাজ্যগুলির প্রায় সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। কর্নেল ডিক্সন (Col. Dixon) মের-বিভাগের বিশেষ উন্নতি-বিধান করেন (১৮৩৬-১৮৪৭ খ্রী°)। ১৮৫১ খ্রী° মেরবাড়ার জমীতে কৃষকদিগের ভূমিস্বত্ব স্বীকার করা হয়। এই প্রদেশে ভূমির রাজস্ব সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যাদিদ্বারাই দেওয়া হইয়া থাকে।

এই প্রদেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘমাসে কলেরা, আমাশয়, চর্মরোগ ও [illegible] প্রায়ই বহুলোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। এখানে চক্ষুরোগ এবং ক্রিমি-রোগেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব।

ব্যবসা-বাণিজ্য—অজমীঢ়ের শেঠগণ বিশিষ্ট ধনী। কৃষক-সম্প্রদায়কে টাকা ধার দিয়া ইঁহারা বিশেষ লাভবান্ হন। প্রধানতঃ জৈনরাই ব্যবসায়ী। প্রাচীনকালে বোম্বাই উত্তর-ভারতের বাণিজ্যের একটী কেন্দ্র ছিল। বর্তমানেও রাজপুতানার সহিত বিদেশী বাণিজ্যের ইহা একটী কেন্দ্রস্থান। আগ্রা হইতে অজমীঢ় পর্যন্ত এবং নসিরাবাদে রাজপুতানা স্টেটরেলওয়ের শাখা-লাইন খোলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই প্রদেশে কয়েকটী তুলার কল আছে। বেওয়ার ও কেকড়ি এই স্থানের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

ইতিবৃত্ত—কথিত আছে, চৌহান রাজা অজ ১৪৫ খ্রী° এই প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নাগপাহাড়ে দুর্গ নির্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়া তারাগড়ে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তারাগড়ের অধিত্যকা-ভূমিতে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াও কথিত। এই নগর ও দেশ তাঁহারই নামানুসারে অজমীঢ় (অজ + মীঢ় < মের = পর্বত) হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে অজমীঢ়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে অজ অপেক্ষা খ্রী° ১২শ শতকের চৌহান অজয়পালের দাবীই অধিক। অবশ্য এই অজয়পালের রাজ্যকাল লইয়া মতান্তর আছে। কানিংহামের মতে তিনি ৮১১ খ্রী° বর্তমান ছিলেন এবং ইঁহাকেই তিনি অজমীঢ়ের

প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করেন। খ্রী° ১২শ শতকের প্রারম্ভকালে অজয়পাল 'অজয়মের' রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।* মের অর্থে পর্বত এবং তাহা হইতে মেরু বা মীঢ় হইয়াছে। সুতরাং অজয়মের—'অজয়ের পর্বত' অথবা 'অজের পর্বত'। নয়নচন্দ্রকৃত 'হাম্বীর'-মহাকাব্যেও অজয়মেরুর প্রতিষ্ঠাতা অজয়পাল দেখা যায়। তারাগড়ের দুর্গও অজয়পালের প্রতিষ্ঠিত।† চৌহান রাজগাথাতেও তিনি এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সমর্থিত হইয়াছেন। এই দুর্গের অপর নাম অজয়দুর্গ। নাগপাহাড়ে পুষ্করহ্রদের ঠিক দক্ষিণে 'পালি' বা মেষপালকের দুর্গরূপে পরিচিত একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহাকে অজয়পালের আবাসস্থান বলিয়া এখনও অভিহিত করা হইয়া থাকে। অজয়পালকে অজপালও বলা হয়। অজপাল অর্থে মেষপালক। প্রবাদ যে, মেষপালক অজয়পাল প্রথম জীবনে পুষ্করের একটী সাধুকে প্রত্যহ দুগ্ধদানে সন্তুষ্ট করিয়া একটী রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নাগপাহাড়ে একটী দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। এই দুর্গের কিয়দংশ নির্মাণের পর তিনি নাগপাহাড়ের বিপরীত দিকের পর্বতটীই দুর্গের পক্ষে প্রশস্ত মনে করিয়া সেখানেই দুর্গ নির্মাণ করিলেন; এই দুর্গটীই তারাগড়ের দুর্গ।‡ অজয়পালের নামে এই প্রবাদটীও একরূপ সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর একটী প্রবাদ হইতে জানা যায়, এই অজয়পাল শেষজীবনে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অজমীঢ়ের নিকটে একটী গিরিগুহায় তপশ্চর্যায় জীবনপাত করিয়াছিলেন। অজমীঢ় হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী একটী গুহাকে অজয়পালের শেষ আবাস বলিয়া এখনও রাজপুতদিগকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতে দেখা যায়।§

মুসলমান আমল হইতেই অজমীঢ়ের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ৬৮৫ খ্রী° সিন্ধুবিজয়ী আরব-নেতা মুহম্মদ কাসিম চৌহান-নরপতি দোলিরায়কে পরাজিত ও নিহত করেন। দোলিরায়ের পরবর্তী রাজা মাণিকরায় সাম্ভর (শাকম্ভরী) প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্ভরের চৌহান রাজপুতগণ অজমীঢ়ের প্রধান রাজবংশ। সাম্ভরের একটী অংশ লইয়া অজমীঢ় গঠিত। ১০২৪ খ্রী° গজনির সুলতান মাহ্‌মুদ সোমনাথ-লুণ্ঠনের অভিযানে মুলতানের পথে অজমীঢ় লুণ্ঠন করিয়া নেহ্‌রবালের পথে সোমনাথ-অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার অধীনে ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক সৈন্য ছিল। অজমীঢ় নগর ধ্বংস করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তিনি আহত হইয়া অজমীঢ় অবরোধের অব্যবহিত পরেই অণহিলবাড়ায় প্রত্যাগমন করেন। নগরবাসীরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পায়। সোমনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অজমীঢ় দুর্গ বিধ্বস্ত করিতে ইচ্ছা-প্রকাশ করেন; কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। বরং মরুভূমিতে পথ হারাইয়া চৌহানরাজের নিকট তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

চৌহান-বংশীয় প্রধান নৃপতিগণের মধ্যে বিশলদেবের নাম সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। বিশেষ প্রামাণ্য ভিত্তিতেই ইঁহার নাম সমর্থিত হয়। ইনি খ্রী° ১২শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করিতেন। অপর উল্লেখযোগ্য নৃপতিগণের মধ্যে অজয়পাল, অর্ণোরাজ, সোমেশ্বর ও ২য় পৃথ্বীরাজ অন্যতম। বিশলদেব বা ৪র্থ বিগ্রহরাজ অর্ণোরাজ বা অনলদেবের দ্বিতীয় পুত্র। সম্ভবতঃ অর্ণোরাজই বাঁধের সাহায্যে 'আনাসাগর' হ্রদ নির্মাণ করেন। উত্তরকালে সম্রাট্ শাহ্‌জহান-কর্তৃক উহার মর্মর সোপানবলী ও চাতাল নির্মিত হয়। বিশলদেবও একটী সুবৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামানুসারে এই জলাশয়টীর নাম 'বিশলসাগর' রাখা হয়। বিশলদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদেব পিতা অর্ণোরাজকে নিহত করিয়া অজমীঢ়-সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু বিশলদেব ইহাতে জ্যেষ্ঠকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না, তিনি বলপূর্বক জগদেবের হস্ত হইতে সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি এক জন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন এবং বহু যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং দিল্লীর প্রতিহারগণের হস্ত হইতে দিল্লী জয় করিয়া হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৬৩ খ্রী° (বি-স° ১২২০) বিশলদেবের লৌহস্তম্ভ-লিপিতে দেখা যায়, তিনি রাজ্য হইতে মুসলমানদিগকে অপসারিত করিয়া উহাকে পুনরায় 'আর্যভূমি'তে পরিণত করিয়াছিলেন; তিনি নড়োল, জালোর ও পালিরাজ্য অবরোধ এবং (১১৫৩ হইতে ১১৬৩ খ্রী°) দিল্লী অধিকার করেন।* ইঁহারই ক্ষমতাবলে মেরবাড়ার পর্বতীয় দুর্ধর্ষ মেড়জাতি চৌহানশক্তির নিকট বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হয়। এই মেড়গণ অজমীঢ়ের রাজপথে জল বহন করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। বিশলদেব মাত্র যে এক জন যোদ্ধা ও বীর ছিলেন তাহা নহে, তিনি এক জন সুধী, কবি ও কলানুরাগী ছিলেন। শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং অজমীঢ়ে একটী সুবৃহৎ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। সভাকবি সোমেশ্বরকে দিয়া তিনি 'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটক রচনা করান এবং নিজে 'হরিকেলি' নাটক লেখেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনটী ১১৯৩ খ্রী° মুহম্মদ ঘোরী বিনষ্ট করেন এবং সেই স্থানে একটী সুদৃশ্য মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশলদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অমরগাঙ্গেয় উত্তরাধিকার-সূত্রে সিংহাসন লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি নাবালক থাকায় তাঁহার অভিভাবকরূপে জগদেবের পুত্র পৃথ্বীভট্ট রাজ্য পরিচালন করিতে থাকেন। পৃথ্বীভট্ট সুযোগ বুঝিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। পৃথ্বীভট্টের রাজ্যাধিকারের পর সম্ভবতঃ ১১৬৯ খ্রী°

* IA, xiv. 14.

† Crooke : Tod's Rajasthan, iii. 1447.

‡ ঐ, ii. 893.

§ Watson : Gazetteer, i. A. 9.

* Carr Stephen : Arch. of Delhi, 138 ; IA, xx. 201 ; Sarda : Ajmer, 153.
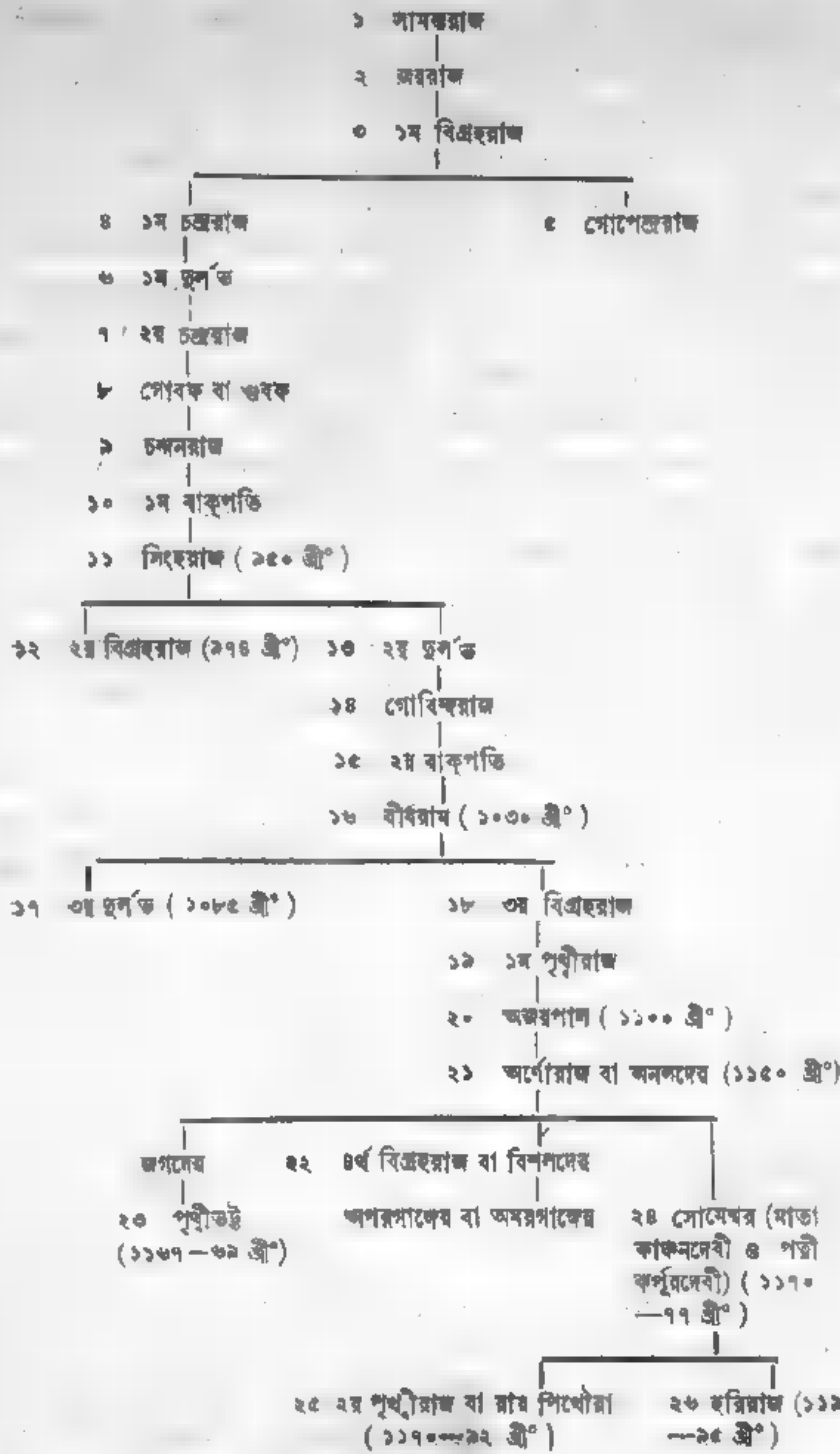
দিল্লীর গদী বিশলদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোমেশ্বরের অধীনে আসে। এই সোমেশ্বরের সহিত বিশলদেব তাঁহার সামন্তরাজ কলচুরি-বংশীয় তোমররাজ অনঙ্গপালের কন্যা কর্পূর-দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন।* কর্পূরদেবীর গর্ভে সোমেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসিদ্ধ চৌহানবীর পৃথ্বীরাজের জন্ম হইয়াছিল। সোমেশ্বর তোমরগণকে ও চৌহানদিগকে পরাভূত করিয়া দিল্লীর ও অজমীঢ়ের অধিপতি হন। সোমেশ্বরের পর পৃথ্বীরাজ সিংহাসনারোহণ করেন। পৃথ্বীরাজের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের কথা সর্বত্রই পরিচিত এবং এখনও উত্তর-ভারতের অনেক স্থানে তাঁহার বীরত্বগাথা চারণগণ-কর্তৃক গীত হইয়া থাকে। স্বদেশপ্রীতি ও বীরত্বের জন্য তিনি ভারতেতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১১৮২ খ্রী° তিনি চন্দেলরাজ্য আক্রমণ করেন এবং মহোবার রাজা পরমালকে পরাভূত করেন। মুহম্মদ ঘোরী হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলে তিনি অন্যান্য রাজপুত নৃপতি-গণের সহযোগিতায় একটি বিরাট্ বাহিনী লইয়া থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাই-রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই অভিযানে তাঁহার অধীনে ২০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৩০০০ হস্তী ও বহু পদাতিক সৈন্য ছিল। মুহম্মদ ঘোরীকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাঁহার বিরাট্ বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দেন। মুহম্মদ ঘোরী কোনক্রমে পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি দমিলেন না। পুনরায় তিনি অধিকতর সৈন্যসমাবেশ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পৃথ্বী-রাজকে আক্রমণ করেন। এবার কিন্তু পৃথ্বী-রাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হন এবং নির্দয়ভাবে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়। [পৃথ্বীরাজ দ্র°] মুহম্মদ ঘোরী অজমীঢ় অধিকার করিয়া উহা লুণ্ঠন করেন এবং অতঃপর পৃথ্বীরাজের এক পুত্রকে* গুরু করভারের বিনিময়ে উহার সিংহাসন প্রদান করেন এবং কুত্‌বউদ্দীন আইবককে আপনার প্রতিনিধি করিয়া যান। পৃথ্বীরাজের এই পুত্র কুত্‌বউদ্দীনকে কর প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই পৃথ্বীরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিরাজ ('তাজ-উল্-মসির্'-এ ইঁহার নাম হিরাজ) মেড়বাতি ও রাঠোরগণের সহযোগিতায় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করেন। পৃথ্বীরাজের পুত্র কুত্‌বউদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কুত্‌বউদ্দীন বিরাট্ বাহিনী লইয়া হরিরাজকে আক্রমণ করেন। হরিরাজ পরাজিত ও নিহত হন। কাহারও কাহারও মতে কুত্‌বউদ্দীন দুর্গ অধিকার করিলে হরিরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া সপরিবারে

* IG, ii. 314.

* ফেরিস্তার পৃথ্বীরাজের এই পুত্রের নাম 'গোলা' বা 'কোলা'।—BF, i. 178.

অভিমুখে ও প্রাণবিসর্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু মের জাতি ও রাঠোরদিগের সহিত কুতুব্উদ্দীনের বহু যুদ্ধ হয়। তিনি বহু আয়াসে পরিশেষে জয়লাভ করেন। পৃথ্বীরাজের পুত্র পুনরায় সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এক জন মুসলমান শাসনকর্তা কুতুব্উদ্দীন নিযুক্ত করিয়া যান। পৃথ্বীরাজের পুত্র নামমাত্র নৃপতিরূপে পরিগণিত হন। কুতুব্উদ্দীনের মৃত্যুর পর চৌহান ও রাঠোর রাজপুতগণ একযোগে হঠাৎ রাত্রিকালে তারাগড়-দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গাধিপতি সৈয়দ হুসেনের সহিত সমস্ত দুর্গবাসীকে হত্যা করেন। তারাগড়ে সৈয়দ হুসেন ও তদীয় সহচরবৃন্দের সমাধির পার্শ্বে বিজয়ী শহীদেরও সমাধি আছে। এইস্থান গঞ্জ শহীদান নামে আখ্যাত। এই স্থান বিশেষ পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কথিত আছে, পুত্র সেলিমের জন্ম হইলে ১৫৭০ খ্রী° প্রথম সম্রাট্ অক্বর পদব্রজে গঞ্জ শহীদানে গমন করিয়া পূর্ব-প্রতিশ্রুতি-অনুসারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। সৈয়দ হুসেনের মৃত্যুর পর সম্রাট্ অল্‌তমাশ পুনরায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতে অজমীঢ় উদ্ধার করেন। তৈমুরলঙের আক্রমণের পরে দিল্লীর অরাজকতার সুযোগে মেবারের রাণা কুম্ভ অজমীঢ় অধিকার করেন। ১৪৬৯ খ্রী° মালবের মুসলমান শাসনকর্তা অজমীঢ় অধিকার করেন; ১৫৩১ খ্রী° পর্যন্ত ইহা মালবের মুসলমান রাজার অধীন ছিল। ইহার পর অজমীঢ়, গুজরাট ও মালব মারবাড়-রাজকুমার মালদেব রাঠোরের শাসনাধীন হয়। ১৫৫৬ খ্রী° ইহা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুঘল-রাজত্বে অক্বর হইতে মুহম্মদ শাহ্ পর্যন্ত ১৯৫ বৎসর কাল অজমীঢ় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে পরিগণিত হয়। অজমীঢ়ে বাবরের সময়েই একটি রাজকীয় আস্তানা স্থাপিত হয়; অক্বর অজমীঢ় নগরের বহির্ভাগে একটি সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৫৭৬ খ্রী° তিনি যখন প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করেন, তখন তিনি এই দুর্গে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে দুর্গটি তাঁহার দ্বাবিংশ সংখ্যক সুবার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইংরেজ দূত স্যর টমাস রো অজমীঢ় দরবারেই সম্রাট্ জহান্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জহান্গীরের রাজত্বের কয়েক বৎসর ইহা মুঘলসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। আওরংজেব এই স্থানেই দারাকে পরাভূত করেন। ইংরেজ ভ্রমণকারী বার্নিয়ার ও স্যর টমাস কোরাট অজমীঢ়ের অনেক বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন।

মুঘল-সাম্রাজ্যের অবনতির কালে সৈয়দ-ভ্রাতৃযুগলের প্রভাব খর্ব হইলে মারবাড়-রাজ অজিতসিংহ অজমীঢ় অধিকার করেন। সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্ অজিতসিংহের হাত হইতে অজমীঢ় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেও অজিতসিংহের পুত্র অভয়সিংহ তাহা পুনরধিকার করেন। অভয়সিংহের পুত্র রামসিংহ আপন খুল্লতাতের সহিত রাজ্যের অধিকার লইয়া গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ায় মরাঠা জয়-আপ্পা সিন্ধিয়ার শরণাগত হন। এখন হইতে ধীরে ধীরে অজমীঢ়ে মরাঠা আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। যদিও জয়-আপ্পা ষড়্‌যন্ত্রে নিহত হন, তথাপি ১৭৫৬ খ্রী° রামসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা বিজয়সিংহ মরাঠাদিগের হস্তে অজমীঢ়ের অধিকার অর্পণ করিতে ও নিজে সামন্তরূপে রাজ্যের তৃতীয়াংশ কর দান করিতে স্বীকৃত হন। ১৭৮৭ খ্রী° মাধোজী সিন্ধিয়া জয়পুর আক্রমণ করিলে রাঠোরগণ মরাঠাদিগকে বিতাড়িত করিয়া অজমীঢ় পুনরধিকার করেন। ১৭৯০ খ্রী° ২০এ জুন মরাঠাগণ পুনরায় দে বোয়ানের (De Boigne) অধীনে পাটনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অজমীঢ় অধিকার করেন। ১৮১৮ খ্রী° ১৫ই জুন পিণ্ডারীযুদ্ধের পর দৌলতরাও সিন্ধিয়া ব্রিটিশ-গভর্নমেন্টের সহিত সন্ধিসূত্রে অজমীঢ় দান করেন। ১৮২০ খ্রী° মেরবাড়া-প্রদেশ ব্রিটিশ-অধিকারে আসে। ১৮৫৭ খ্রী° সিপাহী-বিদ্রোহে নসিরাবাদে কয়েকটি সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়; কিন্তু মের-সৈন্য বিশ্বস্তভাবে অজমীঢ় রক্ষা করে। বিদ্রোহীরা অতঃপর দিল্লী চলিয়া যায়। বর্তমানে অজমীঢ়রাজ্য অন্যতম ব্রিটিশ-শাসিত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

[W. Crooke. : (ed) Annals and Antiquities of Rajasthan, by J. Tod, Oxford 1920, i. 12, 288, 389; ii. 895ff, 996, 1009, 1063, 1074, 1447; J. Tod: Annals and Antiquities of Rajasthan, i. 609-21; J. J. D. Latouche: Gaz. of Ajmer-Merwara in Rajputana, Cal. 1875; C. C. Watson: Ajmer-Merwara, 2 vols., Ajmer 1904; Hara Bilas Sarda: Ajmer; Iswariprosad: Hist. of Mediaeval India, 7-11, 82, 85, 122, 125-6; EI. ii. 116ff; Viena Oriental Journal, vii. 191]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অজমীরীগঞ্জ—আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার একটি নগর। সুর্মা নদীতীরে ইহা অবস্থিত এবং বাণিজ্যক্ষেত্রের জন্য ইহা উল্লেখযোগ্য। অক্ষা° ২৪° ৩৩´ উ° এবং দ্রাঘি° ৯১° ১৫´ পূ°। প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য: আমদানি—কাপড়, তামাক, লবণ, তৈল, চিনি ও বিবিধ শস্য; রপ্তানি—শুঁটকীমাছ, বাঁশ, চাটাই, পাটি, চাউল প্রভৃতি। নৌকাতেই বাণিজ্যাদি চলিয়া থাকে। দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এখানে অনেক লোকসমাগম হইয়া থাকে। —IG, v. 174.

অজমীলহ্— ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি-বি°। সুহোত্রের পুত্র অজমীলহ্ (অজমীঢ়?) ও পুরুমীলহ্ (পুরুমীঢ়?) ঋগ্বেদের দুইটি সূক্তের ঋষি (ঋ° ৪. ৪৩, ৪৪)। দুইটি সূক্তই অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে রচিত। এক স্থলে (ঋ° ৪. ৪৪. ৬) অজমীলহ্গণ ও পুরুমীলহ্গণ বা বংশীয়গণেরও উল্লেখ আছে। [অজমীঢ় দ্র°]

অজমুখ—[অজের মুখ—ষ-তৎ] ১ ক্লী, ছাগমুখ। ২ [অজমুখের ন্যায় মুখ যাহার—উ-বহু°] দক্ষ প্রজাপতি। প্রজাপতি-আপনার যজ্ঞে শিবনিন্দা করায় বীরভদ্র শিবনিন্দক দক্ষের মুখ শত চপেটাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলেন।—স্কন্দ-পু° কাশী° উ° ৮৯. ৯০। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে শিবের আজ্ঞা পাইয়া গণরাজ বীরভদ্র দক্ষে মেষ-বদন করিয়া দিলেন; 'ততো মেষমুখং দক্ষং বীরভদ্রো গণো ব্যধাৎ'—ঐ, ১১২।

অজমুখিকা—মহাদেব-সৃষ্ট মাতৃকাগণের

অন্যতমা। পুরাকালে মহাপরাক্রান্ত দেবগণের অবধ্য অন্ধক নামে এক দৈত্য ছিল। অন্ধক একদা মহাদেব-পত্নী পার্বতীকে হরণ করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে মহাদেবের সহিত অন্ধকের ভীষণ যুদ্ধ হয়। মহাদেবের পাশুপত বাণে নিক্ষিপ্ত অন্ধকের রুধির হইতে বহু অন্ধকের উৎপত্তি হয়। মহাদেব যতই তাহাদিগকে বিনাশ করেন, ততই তাহাদের রুধির-প্রবাহ হইতে অসংখ্য অন্ধক উৎপন্ন হইতে থাকে। অন্ধকের মায়া নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মহাদেব তদীয় রুধির পান করিবার জন্য বহুসংখ্যক মাতৃগণের সৃষ্টি করিলেন; তাঁহাদের একজনের নাম অজমুখিকা।—মৎস্যপু° ১৭৯; ৮-২৪; ১-৩০।

অজমুখী—রাক্ষসী-বি°।—রা° (গোরে°) ৫. ২৫. ৩৯-৪০. [অজামুখী দ্র°]

অজমোদ—[বৈদ্যক। ফু—স° অজাজী] দীপ্য, যমানী, যোয়ান cummin-seed.—বাভট, সূ°- ৩৫.

অজমোদা—[বৈদ্যক। হি°-অজমূদ্; মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটে 'অজমোদা' প্রসিদ্ধ; গুজ° অজমোদ্, অস°—বনযমানী, তে°-বামম্] 'রাঁধুনী' নামক পণ্যদ্রব্য-বি°। Pinipinela. apium involucratum—Eppich Ligusticum ajowan. পর্যায়—খরাহ্বা, বস্তমোদা, উগ্রগন্ধা, মর্কটী, মোদা, গন্ধদলা, হস্তিকারবী, গন্ধপত্রিকা, মায়ূরী, শিখিমোদা, মোদাঢ্যা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকুশী, বিশালী, হরগন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী, কুলমুখ্যা, বিজন্যা। গুণ—কটু, উষ্ণ, রূক্ষ, কফবাতঘ্ন, রুচিদ, শূলাধ্মানারোচক, জঠরাময়নাশকর।—রাজনি° ব° ৬। 'কটুঃ তীক্ষ্ণা দীপনী বাতকফঘ্নৌ উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলদা লঘুঃ নেত্ররোগ-কৃমিচ্ছর্দিহিক্কাবস্তিরুজাপহো চ।'—ম্ম° ব° ২। 'কটুঃ তীক্ষ্ণা হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী দীপনী কফবাতঘ্নী উষ্ণা বিদাহিনী বল্যা লঘুঃ নেত্রাময়কৃমিচ্ছর্দিহিক্কাবস্তিরুজো হরেৎ।'—ভা-প্র° পূ° ১ ভা° হ-ব° ১৬। ~খ্যা—(বৈদ্যক) —স্ত্রী°, ১ বনযমানী। ২ ক্ষেত্রযমানী। রত্নাবলী॥ ৩ বৃহদ্বলাদিচূর্ণ। ৪ যমানী—রাজনি°।

~দ্যাবটক—(বৈদ্যক) যমানিকাদিচূর্ণের (যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, পিপুলমূল, শুল্পা ও সৈন্ধব) প্রত্যেকের ১ পল, শুঁঠ ১০ পল, বৃদ্ধদারক ১০ পল, হরীতকী ৫ পল। এই সমস্ত চূর্ণের সমান ভাগ গুড় দিয়া একত্র মিশাইতে হইবে। অতঃপর যে বটিকা প্রস্তুত হইবে তাহা 'অজমোদাবটক'। ইহা উষ্ণজল দিয়া সেবন করিলে বিবিধ বাতরোগে উপকার হয়।—চক্র° আমবা-চি° ২৪ ॥ বৈদ্যকশব্দ' ॥

অজমোদিকা—(বৈদ্যক) অজমোদা। ১ কটুপর্ণ।—মৎস্যপু° ১১৭. ৬৩। ২ যমানিকা। ৩ উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট বনযোয়ান।

অজম্ভ—[ন জম্ভ (দন্ত বা বৃদ্ধি) যাহার—বহু°] ১ বিণ. দন্তহীন। ২ ভেক। ৩ সূর্য।

অজয়,—১ [ন + √জি + অচ্—ভাবে; ন জয়—নঞ্-তৎ] জয়ের অভাব, পরাজয়, পরাভব। 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'—গী° ২. ৩৮ ॥ শব্দ° বো-ক্রো° ॥ ২ [অ = ন (নাই) জয় (পরাভব) যাহার—নঞ্-বহু°] অপরাজিত, বিজয়। ৩ বিণ, [অ = ন (নাই) জয় (শত্রু-কর্তৃক) যাহার —নঞ্-বহু°] অজেয়, দুর্জয়।

অজয়,—মগধের শিশুনাগ-বংশীয় রাজা অজাতশত্রুর পৌত্র ও দর্ভকের পুত্র। ভাগবতের (১২.১. ১-৬) উক্তি-অনুসারে প্রদ্যোতবংশীয় শেষ রাজা নন্দিবর্ধনকে হত্যা করিয়া শিশুনাগ রাজা হন; শিশুনাগবংশ ৩৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। অজয় শিশুনাগ হইতে অষ্টম নরপতি। তাঁহার পুত্রের নাম নন্দিবর্ধন। [অজাতশত্রু দ্র°]

অজয়,—১ মহাদেবের একটী নাম। —বায়ুপু° ৩০. ২৩৫। ২ বিষ্ণু ॥ বো-ক্রো° ॥ ৩ [অজ + √যা + ক—কর্ত°] (অজের দ্বারা গমন করেন বলিয়া) অজবাহন অগ্নি।

অজয়,—অজমীঢের চপহনি-(চৌহান-) বংশীয় মহাদেব রাজার পুত্র। ইনি সাত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন।—ভবিষ্যপু° প্রতি° ৪. ২।

অজয়,—ভিক্ষু-বি°। ইনি পূর্ণ নামকের সহিত বুদ্ধ-কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি মরুকচ্ছনগরের অধিবাসী এবং ঐ নগরের অধিপতির পুরোহিত ছিলেন। 'মরুকচ্ছনিগমাধিপতি-পালমহিংখ্যো বিজয়স্তথৈবো নালকাখ্যঃ প্রভৃতিং বাহকঃ সোত্তরঃ'।—বুদ্ধচরিত, ১৭. ৩।

অজয়,—ভাগীরথীর উপনদ-বি°। ইহা ভাগীরথীর বৃহত্তম শাখা-নদনদীগুলির অন্যতম। হাজারিবাগের উত্তর-পূর্বাংশবর্তী সাঁওতাল পরগনার পাহাড় হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা সাঁওতাল পরগনার দক্ষিণ ও পশ্চিম নিম্নভূমির উপর দিয়া এবং বীরভূমের দক্ষিণভাগ ও বর্ধমানের উত্তরভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ায় কুমারপুর গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। উৎপত্তি-স্থান হইতে মুঙ্গের জেলা পর্যন্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী ইহার সহিত মেশায় ক্রমশঃ ইহা বড় হইয়াছে। মুঙ্গের জেলা ত্যাগ করিবার পূর্বেই ইহাকে বেশ বড় হইতে দেখা যায়। প্রধানতঃ ইহার গতি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে। বীরভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে ইহা কিছু দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উভয় জেলায় সীমারূপে পরিগণিত হইয়াছে। আসানসোলের পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গৌরাঙ্গদি স্টেশনের নিকট ইহা প্রথম বর্ধমানসীমা স্পর্শ করিয়াছে। বর্ধমানসীমায় ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ ক্রোশ এবং বীরভূমে প্রায় সাড়ে সাত ক্রোশ।

অজয়ের পশ্চিম অংশ একরূপ ঋজু হইয়া প্রবাহিত, কিন্তু উপলখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পর্বতীয় প্রদেশ ত্যাগ করিবার পর অনন্তব সর্পিলগতিতে ক্রূরবেগে চলিয়াছে। ব-দ্বীপাকার চরের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত স্রোতোবেগে চলিতে চলিতেই ইহার এই সর্পিল গতি। ইহার গর্ভদেশ বালুকাময় এবং তীর নীচু। গ্রীষ্মের সময় ইহার জল অত্যধিক কমিয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় জল নামিলে ইহার জল বৃদ্ধি পায়, দুকূল ছাপাইয়া তীরবর্তী স্থান প্লাবিত করিয়া চলে। এই সময় ইহা বর্ধমানের রক্তবর্ণ মাটি ধুইয়া চলায় ইহার জলও রক্তবর্ণ ধারণ করে। ফলে এই সময়ের ভাগীরথীর গৈরিক জল-প্রবাহকে ইহা অধিকতর গৈরিক করিয়া

তোলে। ইহার শাখানদীগুলির মধ্যে হিংলা সর্ববৃহৎ। সাঁওতাল পরগনা হইতে বীরভূমে প্রবেশ করিয়া অতঃপর দুবরাজপুর থানায় এই শাখা-নদীটী অজয়ের সহিত সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিতা হইয়াছে এবং পরিশেষে চাপলায় মিলিত হইয়াছে।

কেন্দুয়া ও বৈদ্যনাথপুরে অজয়ের উপর দিয়া রেলওয়ে সেতু নির্মিত হইয়াছে এবং এই সেতু দুইটীর উপর দিয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ লাইন গিয়াছে। অণ্ডাল-সিউড়ি ট্রেন ইহারই একটী সেতুর উপর দিয়া যাতায়াত করে। পূর্বে অজয়ের উভয় তীরে গভীর জঙ্গল ছিল এবং ইহার উপর দিয়া ফেরি ও মাল-বোঝাই নৌকার যাতায়াত চলিত। এই নদ যে পূর্বকালে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা ইহার তীরবর্তী কয়েকটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। গৌরগড় ও শ্যামরূপার গড় এই দুর্গগুলির অন্যতম। নদের তীব্র গতি এবং সহসা জলপ্রবাহের বৃদ্ধির জন্য নৌকায় যাতায়াত বা বাণিজ্য যে খুব কষ্টকর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার উপর দিয়া সুপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বস্ত্র, চাউল, তসর, রেশম, গালা ও যাবতীয় লৌহদ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি হইত। উক্ত স্থানসমূহে আমদানিদ্রব্যের মধ্যে সুপারি, নারিকেল, বহুবিধ মশলা প্রভৃতি প্রধান। অজয়তীরবর্তী বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির মধ্যে কাটোয়া প্রধান ছিল। বর্তমানে রেলপথে বাণিজ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাওয়ায় অজয়ের বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে। এই নদের উপর দিয়া এক সময় পর্তুগীজ, ঠগ প্রভৃতি দস্যুগণ ইহার তীরবর্তী বহু স্থানে অত্যাচার ও লুণ্ঠন প্রভৃতি করিত।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই অজয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। মেগাস্থিনিস্ ইহাকে আমিস্টিস্ (Amystis) বলিয়াছেন। আরিয়ানও এই নদের উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ানের উল্লিখিত কটদুপ (Katadupa) কাটোয়া বা সংস্কৃত 'কাটদীপে'র নামান্তর। 'পালব-তন্ত্রে' অজয়ের অজয় নামই পাওয়া যায়। হন্টার সাহেব অজয়কে 'অ-জয়' বা 'যাহাকে জয় করা যায় না' বলিয়া ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রাচীন 'অজাবতী' নদীও ইহার নামান্তর।

বাঙলার কবি চণ্ডীদাস এই অজয়ের তীরে নান্নুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে নান্নুর হইতে ইহার স্রোত অনেকটা সরিয়া গিয়াছে। অমরকবি জয়দেবও ইহার তীরে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের স্মৃতি লইয়া অজয়ের প্রসিদ্ধি অবিনশ্বর হইয়াছে। কেন্দুবিল্ব গ্রামে এখনও প্রতি বৎসর মকর-সংক্রান্তির দিন কবি জয়দেব-গোস্বামীর মহোৎসব-উপলক্ষ্যে অজয়ের তীরে একটী বিরাট্ মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় ৩০।৪০ হাজার যাত্রিসমাগম হয়। জয়দেবের শ্রীশ্রীরাধামাধব জীউর যুগলবিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, অজয়ের প্রসিদ্ধ কদম্বখণ্ডীর ঘাটে জয়দেব এই যুগলবিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘাটে বসিয়া তিনি তাঁহার অমরগ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ'ও রচনা করিতেন। অজয়ের জলে অবগাহন করা তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল; গঙ্গা অনেক দূরবর্তী বলিয়া এই স্নান তিনি গঙ্গাস্নান বলিয়া মনে করিতেন। অনেকের বিশ্বাস, মকর-সংক্রান্তিতে কোনও অজ্ঞাত মুহূর্তে এখনও ভাগীরথীর প্রবাহ একবার অজয়ের স্রোতে ছুটিয়া আসে। [জয়দেব দ্র°]

[Dist. Gaz. Bengal—Santal Prghs., 10; Burdwan, 6; Birbhum, 3, 4; Dist. Gaz. B. & O.—Monghyr, 9; GDI, 3 J. W. Mc Crindle: Ancient India as described by Megasthenes and Arrian. (1926) 191, 195.

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অজয়গড়—ভারতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৪° ৪৫´ উ°; দ্রাঘি° ৮০° ৩২ পূ°। চতুঃসীমা—উত্তর ও পূর্বে পান্নারাজ্য, পশ্চিমে ছত্রপুর ও চরখারি রাজ্য এবং দক্ষিণে দামো ও জব্বলপুর জেলা। আয়তন—৮০২ বর্গমাইল। পূর্ব রাজধানী—অজয়গড় (অক্ষা° ২৪° ৫৪´ উ°; দ্রাঘি° ৮০° ১৮´ পূ°)। কেদার-পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশে এই অজয়গড় শহর বর্তমান। কেদারপর্বতের উপর প্রাচীন অজয়গড় দুর্গ অবস্থিত। বর্তমান রাজধানী—নৌগহর, এই শহর অজয়গড় শহরের উত্তরে কেদার পর্বতের উত্তর সানুদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্যের লোকসংখ্যা (১৯৩১ খ্রী°) ৮৫,৮৯৫; তন্মধ্যে অজয়গড় শহরের লোক সংখ্যা ৪২৭৯। গ্রামসংখ্যা—৩১০। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত গড়ে ৪৭ ইঞ্চি। প্রধান নদী—কেন ও বৈরমা।

অজয়গড় রাজ্যের অধিকাংশই ৫০ ফুট উচ্চ গ্রানাইট পাহাড়ে আবৃত। রাজ্যটী বিন্ধ্যপর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত; একরূপ ইহা পাহাড়-উপত্যকাতেই পরিপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব গিরিশাখার মধ্যভাগে খুব গভীর খাত আছে; খাতের অপর পার্শ্বে বিহোল্টি শিখর। পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে অজয়গড় দুর্গ বর্তমান। এই দুর্গটী ১৭৪৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত। দুর্গের চারিদিক্ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। দুর্গের কিয়দংশ কয়েকটী প্রাচীন জৈন-মন্দিরের স্মৃতি বহন করিতেছে। এই ভগ্ন মন্দিরগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভ, স্তম্ভপাদ ও কার্নিশের নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলির কারুরীতি খ্রী° ১২শ শতকের। খাজুরাহোর মন্দিরগুলির সহিত এই জৈন-মন্দিরগুলির বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। দুর্গটী যে অধিত্যকায় অবস্থিত, উহার প্রায় সর্বত্রই প্রস্তরমূর্তি, মন্দির ও অন্যান্য নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। ভগ্ন মন্দিরগুলিতে কয়েকটী লিপি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি চন্দেলরাজ্যকালে ১১৪১—১৩১৫ খ্রী° উৎকীর্ণ। অজয়গড় দুর্গ ঠিক কোন সময় নির্মিত হইয়াছিল তাহার নির্ধারণ এখনও হয় নাই, তবে উহা খ্রী° ৯ম শতকে বা উহার নিকটবর্তী কোনও সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

অজয়গড়রাজ্যের বর্তমান বচ্ছোনগ্রামে প্রাচীন বজ্জিউন শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অজয়গড় শহর হইতে ৭॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। চন্দেলরাজ পরমর্দিদেবের (১১৬৫—১২০৩ খ্রী°) মন্ত্রী

ঝাচ্চারাজ এই বজ্জিউন শহরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত। নাচ্‌না নামক স্থানে বুন্দেলা-নৃপতিগণ-নির্মিত আর একটী প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। এই ধ্বংসাবশিষ্ট শহরে দুইটী প্রাচীন জৈনমন্দির আছে; একটী দেবী পার্বতীর ও অপরটী চতুর্মুখ শিবের মন্দির। পার্বতীর মন্দিরটী গুপ্তযুগে খ্রী° ৪র্থ বা ৫ম শতকে এবং শিবমন্দিরটী খ্রী° ৮ম শতকে নির্মিত। মন্দিরগুলিতে খোদিত তক্ষণ-শিল্প ও মূর্তি-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

অজয়গড়ের নৃপতিগণ বুন্দেলা-রাজপুত-বংশীয়। খ্রী° ১৮ শ শতকের প্রথম পাদে পান্নারাজ ছত্রশাল এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ১৭৩১ খ্রী° তিনি তাঁহার রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন পুত্রকে প্রদান করেন। তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র জগৎসিংহ যে অংশ পাইয়াছিলেন, উহাই বর্তমানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। জগৎসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র পাহাড়সিংহ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র গুমানকে বান্দা ও অজয়গড় দুর্গ দিয়াছিলেন। গুমানের ভ্রাতুষ্পুত্র বখ্‌ত বান্দার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু বখ্‌ত-সিংহের নিকট হইতে 'আলি বাহাদুর বান্দা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮০৩ খ্রী° ইংরেজগণ বুন্দেলখণ্ড অধিকার করেন। এই সময় অজয়গড় দুর্গ লক্ষ্মণ দাওয়া নামক এক জন প্রতাপশালী সর্দারের অধিকারে ছিল। লক্ষ্মণ দাওয়া ইংরেজদিগের সহিত এক সন্ধি করেন। উহার সর্ত ভঙ্গ করায় ১৮০৯ খ্রী° কর্নেল মার্টিণ্ডেল দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর উহা বখ্‌তসিংহকে প্রদান করা হয়। বখ্‌তের পর যথাক্রমে মাধবসিংহ, মহীপৎসিংহ ও বিজয়সিংহ অজয়গড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৫ খ্রী° বিজয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় ব্রিটিশ-সরকার উহা অধিকার করেন। অতঃপর বিজয়সিংহের ভ্রাতা রণজোরসিংহকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। রণজোরসিংহ ব্রিটিশ-সরকার-কর্তৃক মহারাজা, এস্‌. সি. আই. এবং কে. সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হন। বর্তমান নৃপতি রণজোরের পুত্র ভূপালসিংহ। ইনিও মহারাজা ও এস্‌. সি. আই. উপাধিতে ভূষিত।

[I G, v 129-33]

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অজয়দুর্গ—দুর্গ-বি°। ১ প্রাচীন আজমীঢ় রাজ্যের একটী দুর্গ। আজমীঢ়ের প্রতিষ্ঠাতা অজপাল বা অজয়পাল ইহা নির্মাণ করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। [আজমীঢ়-মেরবাড়া দ্র°] ২ বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত অজয়গড় রাজ্যের অজয়গড় দুর্গ [অজয়গড় দ্র°]।

অজয়দেব—চৌহান-নরপতি-বি°। [অজয়-পাল, দ্র°]

অজয়পাল,—অণহিলবাড়ার চালুক্য-বংশীয় নবম নরপতি (১১৭২—৭৬-৭ খ্রী°)। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত অষ্টম নৃপতি কুমারপালের (১১৪৩-৪—৭২ খ্রী°) অপুত্রক থাকায় ইনি ১২২৯-৩০ বি-সং° (১১৭২ খ্রী°) সিংহাসনারোহণ করেন।[১] ইঁহার পিতার নাম মহীপাল। অজয়পালের দুই পুত্র—১ম মূলরাজ ও ২য় ভীমদেব, উভয়েই ইঁহার রাজ্যাবসানের পর যথাক্রমে দশম ও একাদশ নৃপতিরূপে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। মূলরাজ মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করেন।[২]

১ জৈনদিগের কয়েকটী প্রবন্ধে দেখা যায়, কুমারপালের এক পুত্র ছিলেন এবং সেই পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে কুমারপালের সিংহাসন অধিকার করেন। জৈন 'সুরথোৎসব' (১৫, ৩১-২) নামক গ্রন্থে সোমেশ্বর-কর্তৃক অজয়পালকে কুমারপালের পুত্র বলিয়া অভিহিত করিতে দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য সমুদয় প্রবন্ধে, বিশেষতঃ কৃষ্ণর্ষি-রচিত 'প্রবন্ধচিন্তামণি'র কুমারপাল অপুত্রক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এমন কি অজয়পালকে কুমারপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহীপালের পুত্ররূপে ও কুমারপালের উত্তরাধিকারিরূপেও দেখা যায়। কয়েকটী প্রবন্ধে আবার কুমারপালকে আপনার দৌহিত্র প্রতাপমল্লকে উত্তরাধিকারী স্থির করিবার প্রয়াস করিতেও দেখা যায়।—G. Buhler : 'Uber das Laben des Jaina Monches Hemachandra', 50—Denkschriften der Wiener Akademie, 1889 ; IA, xviii (1889), 187.

২ IA, vi (1877), 186, 200, 213.

কুমারপাল জৈন ছিলেন, কিন্তু অজয়পাল ছিলেন শৈব ও জৈনবিদ্বেষী। অজয়পাল আপনাকে 'পরমমাহেশ্বর', 'মহামাহেশ্বর' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। কুমারপালের মৃত্যু হইলে অজয়পালের সিংহাসন অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়; এমন কি ব্রাহ্মণ্য রীতিতে কুমারপালের শবদেহ পোড়াইয়া উহার ভস্ম গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়।[৩] বুলার-কর্তৃক প্রকাশিত অণহিলবাড়ার চালুক্য-নৃপতিদের তিনটী প্রশস্তিতে দেখা যায়, অজয়পাল তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত কুমারপালের বন্ধু ও অনুরক্ত জৈনগণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। জৈনদিগের উপর তিনি ভীষণ অত্যাচার করিতেন, জৈন-মন্দির ও প্রতিমাদি বিনষ্ট করিয়া দিতেন। এমন কি, হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্রকে তিনি জীবন্ত দগ্ধ করিয়া নিহত করেন।[৪] উচ্চপদস্থ জৈন রাজকর্মচারী ও জৈন পণ্ডিতগণও তাঁহার অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। এই অত্যাচারের ফলে আপন কর্মচারী ও প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। পরিণামে জৈনগণের ষড়্‌যন্ত্রে তিনি সিংহাসনারোহণের চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই স্বীয় দ্বারপালের হস্তে নিহত হন।

অজয়পাল ইতিহাসে অণহিলবাড়ার অপরিণামদর্শী চালুক্য নৃপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইঁহার রাজ্যকালেই চালুক্যরাজবংশের অবনতির সূত্রপাত হয়। মেবাড়াধিপতি রাণা সামন্তসিংহের সহিত যুদ্ধে ইনি পরাজিত হইয়াছিলেন। একমাত্র পরমারনৃপতি ধারাবর্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রহ্লাদনের সাহায্যে ইনি আপনার রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন।[৫] প্রহ্লাদন এই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অজয়পাল আহত হইয়া আপন জীবন রক্ষা পান।

কোথাও কোথাও দেখা যায়, অণহিলবাড়ার কয়েক জন নৃপতি ইসলামধর্ম গ্রহণ

৩ IA, xviii (1889), 187.

৪ IA, vi (1877), 186 ; ASWI, ix. 16.

৫ BG, i. pt.-i. 194-5.

করিয়াছিলেন। কুমারপাল ও অজয়পাল তাঁহাদের অন্যতম। কুমারপালের পূর্ববর্তী নৃপতি সিদ্ধরাজের জৈন গুরু হেমাচার্যও মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।[৬] কিন্তু এই বিবরণের কোন প্রামাণ্য ভিত্তি নাই। বরং কোথাও কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে, অজয়পাল গুজরাটের পার্শ্ববর্তী মুসলমান নৃপতিগণের ঈর্ষার পাত্র ছিলেন।[৭] উক্ত নরপতিদিগকে মুসলমান বলিয়া প্রচার করিবার প্রচেষ্টা এই ঈর্ষাপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়।

অজয়পালের মন্ত্রী ছিলেন মহামাত্য সোমেশ্বর। তিনি অজয়পালের অধীন একজন সামন্তরাজও ছিলেন। রাজকীয় দপ্তরসমূহে ('শ্রীকরণে') রাজানুশাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদয় ব্যাপার ও রাজকীয় অন্যান্য বিভাগসমূহ তিনি পরিদর্শন করিতেন।[৮] উদয়াদিত্যের শিবমন্দিরে উৎকীর্ণ অজয়পালের একটি শিলালেখে (১২২৯ বি-স°) দেখা যায়, সোমেশ্বর অজয়পালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই লিপিতে অজয়পাল-কর্তৃক লূণপসাক (লবণপ্রসাদ) উদয়পুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার কথাও উল্লিখিত আছে। এই উদয়পুর ভাইল্লস্বামি-মহাদ্বাদশক মণ্ডলের (প্রদেশের) অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অজয়পাল স্বীয় ক্ষমতাবলে উহা আপনার অধীনে আনেন। লূণপসাক এই শাসনভার লাভ করার ব্যাপারে সুগন্ধি (অক্ষয়তৃতীয়া) দিবসে উম্বরথা নামক গ্রাম (ভৃঙ্গারিকা-চতুঃষষ্টি) উদয়পুরের বৈদ্যনাথের (শিবের) সেবার জন্য উৎসর্গ করেন।[৯] অজয়পালের আর এক জন সামন্তরাজ চৌহানবংশীয় বৈজল্লদেব। বৈজল্লদেব আপনাকে 'মহামণ্ডলেশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিতেন। বি-স° ১২৩১ (১১৭৫ খ্রী°) ইঁহার একটি তাম্রলেখে দেখা যায়, ইনি প্রহ্লাদনপাটকের অধিপতি অজয়পালের অধীন নর্মদাতীরবর্তী প্রদেশ শাসন করিতেন। ইঁহার রাজধানী ছিল প্রাহ্লণপাটক।[১০] সপাদলক্ষ-(শাকম্ভরী) রাজ সমাপাল ও অজয়পালের সামন্ত ছিলেন।[১১] ধারানিবাসী অমরদেবের পুত্র 'নরপতিজয়চর্যা'-প্রণেতা নরপতি অজয়পালের সভায় ছিলেন।[১২]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অজয়পাল₂—নামান্তর অজয়দেব। অনেক স্থানে ইঁহাকে অজয়রাজ সল্হণ নামেও দেখা যায়। অজমীঢ়ের চৌহানবংশীয় বিংশ নরপতি। ইনি উনবিংশ চৌহান-নরপতি ১ম পৃথ্বীরাজের পুত্র। ইনি অজমীঢ়রাজ্য ও তারাগড় দুর্গের প্রতিষ্ঠাতৃরূপেও পরিচিত। কেহ কেহ ১৪৫ খ্রী° চৌহানরাজ অজকে অজমীঢ়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তারাগড় দুর্গের নির্মাতা বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে অজয়পালই অজমীঢ় ও তারাগড়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। কানিংহামের মতে ইনি ৮১৯ খ্রী° রাজত্ব করিতেন, কিন্তু অধিকতর প্রামাণ্য ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইনি খ্রী° ১২ শতকের প্রারম্ভকালে অজমীঢ়ের অধিপতি ছিলেন। ১১৩০ খ্রী° ইনি অজমীঢ় নগর ও তারাগড় দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। নয়নচন্দ্রকৃত 'হাম্বীর'-মহাকাব্যেও অজয়মেরুর প্রতিষ্ঠাতা অজয়পালের উল্লেখ আছে। লিপিমালা-অনুসারে ইনি 'অজয়মেরু'র প্রতিষ্ঠাতা। অজয়মেরু অর্থে-অজয়-পর্বত, -মেরু বা -মীঢ় = অজমীঢ়। চৌহান রাজগাথায় ইঁহাকে অজয়দুর্গের প্রতিষ্ঠাতৃরূপে দেখা যায়। সম্ভবতঃ প্রথম জীবনে ইনি মাধিম্বীকে বাস করিতেন। ইনি মালবরাজ সুল্হণকে পরাজিত করিয়া মালবে সাম্রাজ্যবিস্তার করেন। ইঁহার মহিষীর নাম সোমলেখা বা সোমলদেবী। [অজমীঢ় দ্র°]

[J. Tod: Annals and Antiquities of Rajasthan, ii. 893, iii. 1447; W. Crooke: Tod's Rajasthan, i. 114; Watson: Gazetteer, i. A. 9; IA, xiv. 14; xxv. 162ff.; EI, viii. 13]

অজয়পাল₃ — কান্যকুব্জের এক জন অধিপতি। ৫২৩ সং (৪৭০ খ্রী°) ইনি রাঠোর নয়নপাল-কর্তৃক নিহত হন এবং নয়নপাল কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করেন।

[Crooke: Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan, ii. 930]

অজয়পাল₄—কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় এক জন নৃপতি। খ্রী° ১৪শ শতকের মধ্যভাগে ইনি রাজত্ব করিতেন। ১৩৫৮ খ্রী° ইনি শ্রীনগরে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। গাড়োয়ালের জনশ্রুতি-অনুসারে ইনি দেবলগড়ে থাকিতেন এবং গাড়োয়ালের ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও কাহারও মতে খ্রী° ১৭শ শতকের প্রথম ভাগে ইঁহারই অধস্তন উত্তরাধিকারী মহীপৎ শাহ প্রথম স্বাধীন নরপতি হন ও শ্রীনগর প্রতিষ্ঠা করেন।

[ASNI, ii. 46; IC, xii. 165]

অজয়পাল₅—নৃপতি-বি°; রাজা বিজয়পালের মহাবন-প্রশস্তিতে উল্লিখিত বিজয়পালই এই অজয়পাল। কানিংহামও বিজয়পালকে অজয়পাল বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনি বয়ানা-শ্রীপথার যদুবংশীয় নৃপতি। অজয়পালের উত্তরাধিকারী হরিপাল।

[ASR xx. 42; EI, ii. 275-6]

অজয়পাল₆ — 'নানার্থ-সংগ্রহ' নামক সংস্কৃত কোষকার। ইনি বৌদ্ধ ছিলেন। —IOC. 28। গণরত্নমহোদধিতে (১১৪০ খ্রী°) অজয়পালের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্বানন্দ, কেশবস্বামী প্রভৃতিও ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ॥ বো বো° Dowson, 10 কলক্র° ভূমিকা ॥

অজয়মেরু = অজমীঢ়-[অজমীঢ়-মেরবাড়া দ্র°]।

অজয়বর্মা—মালবের পরমার-বংশীয় ষোড়শ নরপতি। চতুর্দশ নরপতি যশোবর্মার ইনি দ্বিতীয় পুত্র। ১১৯২ হইতে ১২০০ বি-স° মধ্যে ইনি রাজ্যারোহণ করেন। যশোবর্মার মৃত্যুর পর ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়বর্মা মালবের সিংহাসনে

৬ Tod's Western India, 184, 191; BG, ix. pt.-ii, 26n2.

৭ BG, ix. pt.-ii, 5 n1.

৮ IA, xviii (1889), 84.

৯ id. 345-6; JASB, xxxi. 125.

১০ IA, xviii (1889), 81.

১১ id. 115. ১২ id. 345.

অধিষ্ঠিত হন (১১৩৮ খ্রী°)। জয়বর্মা সিংহাসনারোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই অজয়বর্মা জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। অজয়বর্মার অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্মা কিন্তু তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন না। তিনি সুযোগ বুঝিয়া বলপূর্বক মালবের কিয়দংশ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। অতঃপর মালবে দুইটি পরমার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। একটি মূল শাখা—অজয়বর্মার উত্তরাধিকারী নরপতিগণ এই বংশের অন্তর্ভুক্ত; অপরটি লক্ষ্মীবর্মার প্রতিষ্ঠিত শাখা। লক্ষ্মীবর্মার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'মহাকুমার'-শাখা নামেও পরিচিত। অজয়পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্ধ্যবর্মা মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১১৭০ খ্রী°)। উজ্জয়িনীতে প্রদত্ত মালবরাজগণের কয়েকটি তাম্রশাসনে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। —IA, xix (1890), 346 8.

অজয়সিংহ—মেবাড়ের গুহিলবংশীয় রাণা লক্ষণ বা লক্ষ্মীসিংহের পুত্র। ইনি 'অজেসিংহ' নামেও পরিচিত। লক্ষ্মণসিংহের সপ্তপুত্রের মধ্যে ইনি দ্বিতীয়। খ্রী° ১৪শ শতকের প্রথম পাদে ইনি জীবিত ছিলেন। লক্ষ্মণসিংহের পিতৃব্য ভীমসিংহের পত্নী সুন্দরী পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্য যখন দিল্লীর খল্‌জীবংশীয় সুলতান 'অলাউদ্দীন দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করেন, তখন অজয়সিংহ এক ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী লইয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া মেবাড়ের পশ্চিম সীমান্তে আরাবল্লী পর্বতমালার মধ্যবর্তী কৈল্‌বাড়ায় গমন করেন। ইঁহার অপর ছয় ভ্রাতা ও পিতা 'অলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

কথিত আছে, প্রথমে অকৃতকার্য হইয়া যখন 'অলাউদ্দীন দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করেন, তখন রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মণসিংহকে দৈববাণীতে বলেন, 'মৈঁ ভূখা হুঁ' এবং সেই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দেবী দ্বাদশ রাণার আত্মাহুতির নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশানুযায়ী রাণা প্রতি দিন এক এক জন রাজকুমারকে সিংহাসনে বসাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান এবং তাঁহারাও যথাক্রমে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। কিন্তু (যে কোন কারণে হউক) রাণা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অজয়সিংহকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহাকে কৈল্‌বাড়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উহার সহিত রাণা তাঁহাকে আদেশ দেন যে, হমীর (বা হম্বীর) অতঃপর মেবাড়-সিংহাসনের অধিকারী হইবেন, কারণ হমীর তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র অরিসিংহের পুত্র এবং ন্যায়ানুসারে জ্যেষ্ঠই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। ছয় পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইবার পর পরিশেষে রাণা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লক্ষ্মণসিংহের মৃত্যুর পর মেবাড় 'অলাউদ্দীনের হস্তগত হয়। এদিকে পদ্মিনীও জহরব্রত করিয়া আত্মবিসর্জন দেন। কৈল্‌বাড়ায় উপস্থিত হইয়া অজয়সিংহ সম্ভবতঃ মেবাড়-উদ্ধারের পরিকল্পনা করিতে থাকেন। কিন্তু এখানে তিনি শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না। কৈল্‌বাড়ার পর্বতীয় সর্দারগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মুঞ্জ বলৈচ নামক জনৈক সর্দার সেরোনল অধঃরোধ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহার মস্তকে বল্লমের আঘাত করিয়া তাঁহাকে আহত করেন। এই সময় অজয়ের পুত্রদ্বয় অজিমসিংহ ও সুজনসিংহ যথাক্রমে পঞ্চদশ ও চতুর্দশ বৎসরের বালকমাত্র। অজয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হমীরও কৈল্‌বাড়ায় ছিলেন। পিতৃব্যকে আহত করায় প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য হমীর মুঞ্জকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন এবং তাঁহার ছিন্নশির আনিয়া পিতৃব্যকে উপহার দেন। অজয়সিংহ আনন্দিত হইয়া হমীরকে চুম্বন করেন এবং মুঞ্জেরই শোণিতে হমীরের ললাটে রাজটীকা প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহার মৃত্যু হয়। হমীর মেবাড় উদ্ধার করিয়া চিতোর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

আবু পর্বতে রাণা সমরসিংহ-প্রদত্ত শিলালেখে (IA, xvi, 345) অজয়সিংহ চিতোরের রাণা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। উহাতে দেখা যায়, লক্ষ্মণসিংহ ৩২শতম, অজয়সিংহ ৩৩শতম, অরিসিংহ ৩৪শতম ও হমীর ৩৫শতম রাণা। প° গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার মতে ('সিরোহীরাজ্য কা ইতিহাস', ১১৩) 'অলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণসিংহের সাত পুত্রই নিহত হইয়াছিলেন।

[W. Crooke (ed.): Annals and Antiquities of Rajasthan, Oxford 1920, i. 311ff; Tod: Annals and Antiquities of Rajasthan, i. 215-7]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অজয়সী—মহারাও রণমলের দ্বিতীয় পুত্র লক্কা-বংশীয় হররাজের চারিপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ। ইঁহার অপর তিন ভ্রাতার নাম—বীজা, লুঁণা ও মালা।—সিরোহীরাজ্য কা ইতিহাস, ২১৭।

অজয়া১—১ [অ=ন+√জি+অচ্-কর্ম; স্ত্রী'—আ (টাপ্); ন (নাই) জয় (পরাজয়) যাহার বা যাহা হইতে—নঞ্-বহু°] স্ত্রী°, (সিদ্ধি (ভাঙ্) সর্বকার্যে জয়প্রদ বলিয়া, অথবা সিদ্ধি-সেবনে সকলে ইহার বশীভূত হয় বলিয়া) জয়া, বিজয়া, সিদ্ধি, ভাঙ্।—রাজনি° ঔষধ°॥ ২ দুর্গার সখী-বি°।—ত্রিকাণ্ড° ॥ বো-রো° ॥ ৩ এক জন দেবী। বিধিমত মন্ত্রদ্বারা পিতৃগণকে আহ্বান করিয়া অজয়া, বৈষ্ণবী ও কাশ্যপী নাম্নী নিবাপধারিণী তিন দেবীকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া দক্ষিণাবর্তক্রমে মাসে মাসে তিলোদক দান করিলে পিতৃলোকেরা তৃপ্ত হইয়া থাকেন।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ১১০, ২১। ৪ (অপ্র°) অজয়দ। 'তদবধি অজয়ার এক আঁটু জল।'—ধর্মম° ১৭৫ দ্র-শব্দ°॥

অজয়া২—বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী-বি°। চন্দ্রসেনা-সমালিঙ্গিত হেরুকের নামান্তর বুদ্ধকপাল। বুদ্ধকপাল মণ্ডলস্থ চতুর্বিংশতি দেবী-পরিবৃত-মূর্তি। এই চতুর্বিংশ দেবী মণ্ডলে ত্রিপুটে অবস্থান করেন। এই তিনটি পুট (circle) পর পর অবস্থিত। তৃতীয় পুটে পূর্ব দিকে থাকেন ভীমদর্শনা, উত্তরে অজয়া, পশ্চিমে শুক্লা, দক্ষিণে ওজারকী ই°।

[B. Bhattacharyya: Buddhist Iconography, 64; সাধনমালা, ২য় খ°, ৫০২]

অজয়ী—[পুং-অজয়িন্; ন জয়ী—নঞ্-তৎ

স্ত্রী—অজয়িনী] বিণ, যে জয়ী বা জয়কারী নহে, অজয়শীল, অবিজেতা।

অজয্য—[ন জয্য—নঞ্-তৎ] বিণ, যাহা জয় করা দুঃসাধ্য, অজেয়।—ঋ° ২. ১১. ৭; ৩১. ৭; 'অজয্যং জিগায় তান্'—যোগ° ৫. ৬।

অজর—১ [ন (নাই) জরা যাহার—বহু°; —পা° ৩.২.১১৬] বিণ, জরারহিত, বার্ধক্যহীন। ২ দেবতা। ৩ স্ত্রী, ঘর্ণ।—রাজনি° ব° ১০।

অজরক—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, অজীর্ণ।—চক্র-টী° পাণ্ডু-চি° ৯; চরক° পাণ্ডু-চি° ৪৩। [যোগরত্নাকর দ্র°]

অজরকী—চিকিৎসক ও কবি। সাধারণতঃ হকীম অজ্‌রকী বা অজরকী নামে পরিচিত। ইনি মার্ভ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। শাহনশাহ (তৃতীয় তুগ্রল) সলজুকীর সময়ে জীবিত ছিলেন; এই রাজার নামে ইনি বহু গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। অজ্‌রকী ১১৮৯ খ্রী° (৫৮৫ হি°) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রচিত 'দীবানে' প্রায় ২০০০ কবিতা আছে। 'কিতাব সিন্দবাদ' নামক গ্রন্থ ইঁহারই রচিত বলা হয়। ইঁহার প্রকৃত নাম—অবুল মহসিন অবু বক্‌র-জৈন-উদ্দীন; ইনি ইস্মাইল বর্‌রাকের পুত্র। ইনি 'অলফিয়া শলফিয়া' নামক সচিত্র পুস্তক লিখিয়া সলজুকী-রাজ প্রথম তুগান শাহ্‌র বিশ্বাসভাজন হন। ইহা 'কোকশাস্ত্র' নামক প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ। এশিয়াটিক সোসাইটীর দর্পণে (ASB. 1844. xiii pt. 520) ইঁহাকে মক্কার একখানি ইতিবৃত্ত-রচয়িতা বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি কেম্ব্রিজে আছে।—OBD.

অজরৎ—১ অজরাগ্রন্থ। ২ অদিতি।—বাজ-যজু° ২১. ৫।

অজরসাসুত্ত—এই সুত্তে জ্ঞানের প্রশংসা উপদিষ্ট হইয়াছিল।—স-নিকা° ১. ৩৬।

অজরসুত্ত—এই সুত্তে বুদ্ধ অবিনাশিত্ব ও অমরত্বের উপায় উপদেশ করিয়াছিলেন।—স-নিকা°, ৫. ৩৬৩; বিসুদ্ধিমগ্‌গ, ১. ২৯৪।

অজরা—স্ত্রী° ১ গৃহগোধিকা, টিকটিকি। ২ জীর্ণপর্ণীলতা, বৃদ্ধদারক।—রাজনি° ব° ৭। ৩ ঘৃতকুমারী—রাজনি° ব° ৫। ৪ আম্বগুড়া, আমুরুলী, অলজ্জা।—ভা-প্র° পূ° ১ ভাগ ব° ১২২।

অজরাঃ—মেরুকন্যা আয়তি ও ধাতা হইতে প্রাণের জন্ম। প্রাণ এবং পুণ্ড্রবতী হইতে তাঁহাদের অজরাঃ ও চ্যাতিমান্ নামক দুইপুত্র জন্মে।—মার্ক-পূ° ৫২. ১৮।

অজরাইল, -য়াল—[আ° ইজ্‌রাইল] ১ যমদূত। ২ (বা°) হিংস্র জন্তু।

অজরামর—[অজর অথচ অমর—কর্মধা°] জরা ও মৃত্যুহীন; বার্ধক্য ও মরণবর্জিত।—মহা° ৩. ৩১. ৮; মনু° ২. ১৪৮।

অজরারা—মিরাট জেলার হাপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী স্থান। ইহা মিরাটের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ভারতে মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্বে ইহা কনৈক হিন্দু-রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত আছে, অজিপাল এই স্থানে 'ঠাকুরদ্বার' নামে একটী মন্দির নির্মাণ করেন; ইঁহার নামানুসারে ইহার নাম অজিপার হয়। ক্রমে অজিপার হইতে অজরারা হইয়াছে। সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্‌র সময়ে খাজা বসন্ত খাঁ এই স্থানে একটী দুর্গ নির্মাণ করেন। মরাঠাগণ ১৭৯৪ খ্রী° (১২০২ ফসলি) বসন্ত খাঁর ভ্রাতা ফতে 'অলি খাঁর বিদ্রোহকালে উহা বিধ্বস্ত করে।—Arch. Sur. list NWP, 89.

অজরুম — আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের কাফ্রিজাতীয় 'ইউই' নামক একটী শাখার লৌকিক দেবতা-বি°। ইনি ইউরোপীয় জাতিগণের রক্ষক বলিয়া পূজিত হন।—ERE. ix. 279.

অজরুহা — (বৈদ্যক) বিদ্রাকার কন্দ-বি°। উহা দ্বিবিধ—শ্বেত অজরুহা ও কৃষ্ণ অজরুহা। বিষনাশ করিতে ইহার প্রভাব অসাধারণ। এই ঔষধি হস্তে ধারণ করিয়া বিষাক্ত অন্ন ভক্ষণ করিলে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে না, তাই সুশ্রুত (ক° ১ অ° ৩৫) লিখিয়াছেন—

সুবিকাজরুহা বাপি হস্তে বদ্ধা তু দুপতেঃ।
করোতি নির্বিষং সর্বমন্নং বিষসমাযুতম্ ॥

সুবিকা (অজরুহাতুল্য বিষঘ্ন ঔষধি) বা অজরুহা রাজার হস্তে বাঁধিয়া দিবে। এই ঔষধি বিষযুক্ত সর্বপ্রকার অন্নকে নির্বিষ করিয়া থাকে।

অজর্য—[ন + √জৄ (জীর্ণ হওয়া) + য-ক-নিপাতনে] ক্লী°, সৌহার্দ, মৈত্রী।—পা° ৩.১. ১০৫; বোপ° ২৬. ১৬; সিকাণ্ড° ৩. ২. ১; অভি ৭৩১। পর্যায়—স্নেহ, মৈত্রী, প্রীতি, সখ্যবন্ধন, সঙ্গত।

অজর্ষভ—(অজ + ঋষভ) পুংছাগল, ছাগ। 'প্রজাপতির্বাহুভ্যাম অজর্ষভম্' ।—শ-ব্রা° ৫. ২. ১. ২৪।

অজলণ্ডিকা—স্ত্রী°, ছাগলের নাদি goats' dung. বৌদ্ধগ্রন্থে (খন্ধ-অব° ২. ১০.; জাতক ১. ৪১৯; পেত-অব° ২৮৫) পাওয়া যায় যে, চৈত্যমতি মদীর শাস্তি-স্বরূপ তাহার কণ্ঠে অজল-ণ্ডিকা পুরিয়া দেওয়া হইত।

অজলম্বন—ক্লী°, ১ বায়ুস্রোত। ২ অঞ্জন antimony ॥ শব্দচ° ॥

অজলক্ষণ—ক্লী°, ছাগচিহ্ন। ছাগের নির্দিষ্ট লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া স্থির করা হইত, কিরূপ ছাগের মাংস ভক্ষণ করা উচিত এবং কিরূপ ছাগের মাংস ভক্ষণ করা উচিত নয়।—নীতনি° ১. ৯।

অজলোমা—[বৈদ্যক। অজের লোমের ন্যায় লোম যাহার—বহু°] শূকশিম্বীবৃক্ষ, শূয়াশিম্বী, আলকুশী। পর্যায়—শিম্বী, কেশী, মহাহুষা, অগ্রপর্ণী।

অজলোমী—(বৈদ্যক) লতাজাতীয় ঔষধি বি°। সুশ্রুতসংহিতায় (চি° ৩০. ১০) ইঁহার বিশেষ বর্ণনা আছে।—

গোলোমী চাজলোমী চ রোমশে
কন্দসম্ভবে।
হংসপাদীব বিচ্ছিন্নৈঃ পত্রৈর্মূলসমুদ্ভবৈঃ ॥
গোলোমী (মহৌষধি-বি°) ও অজলোমী

রোমশ এবং কন্দজাত হংসপাদীর ন্যায় ইহা সুশোভিত বিচ্ছিন্নপত্রবিশিষ্ট।

অজবল্লী—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, মেষশৃঙ্গী, মেড়াশিঙে।

অজয়চন্দ্র সেন — পঞ্জাবের মণ্ডীরাজ্যের অধিপতি। ১৫১৭ খ্রী° ইনি মণ্ডী নগরীর প্রতিষ্ঠা ও 'চৌকি' নামে একটী প্রাসাদ-নির্মাণ করেন। প্রাসাদটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি বরতু, সাশিয়ানা, কন্দল ও গন্ধর্বরাজ্যের রাণাগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ১৫৩৪ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয় এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছত্রসেন রাজা হন।

[L. H. Griffin : The Rajas of Punjab, Lahore 1870, 632]

অজয়সিংহ — রাজগড় রাজ্যের প্রথম দেওয়ান। ১৭৭১ খ্রী° রাজকার্য পরিচালনের জন্য ইনি রাজগড়ের নাবালক রাজা মোহনসিংহের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইঁহারই নিয়োগকাল হইতে এই রাজ্যের দেওয়ানের পদের সৃষ্টি হয়। ইনি খুদাবৎ শাখার অন্তর্ভুক্ত ও মোহনসিংহেরই জ্ঞাতি-ভ্রাতা। ১৭৭৮ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয় এবং ইঁহার পুত্র পরশরাম দেওয়ানের পদ লাভ করেন। [রাজগড় ও মোহনসিংহ দ্র°]

[IG, xviii. 382 ; xxi. 69]

অজবস্তি—ঋষি-বি° ॥ বাচ° ॥

অজবাহন—১ বৈবস্বত মনুর পৌত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র ভলন্দন। অজবাহন এই ভলন্দনের পুত্র।—লিঙ্গপু° পূ. ৬৬. ৪৪-৫৬। ২ (অজ বাহন বলিয়া) অগ্নি।

অজবীজনিধন — উৎপাদন-শক্তিশূন্য শস্যের নাশ।

অজ-বীথী,-বীথি—১ অজমার্গ অর্থাৎ দেবযান; ব্রহ্মলোকের পথ। ২ আকাশের উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত ছায়াপথ the milky way. ৩ পুরাণে চন্দ্র ও সূর্যের গতিবিবরণে সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। নক্ষত্রগণ-অনুসারে বীথীগুলি অবস্থিত। উত্তরাবীথী, নাগবীথী এবং দক্ষিণা-বীথী অজবীথী। মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, এই তিন নক্ষত্রাবলম্বনে উক্ত অজবীথ্যাদি বীথীত্রয় অবস্থিত। হস্তা, চিত্রা, স্বাতী অজবীথী।—মৎস্যপু° ১২৪. ৫৩। অজবীথী (=অগস্ত্যের উত্তরদিগ্বর্তী তারকাশ্রেণী) এবং অগস্ত্য, ইঁহাদের মধ্যস্থলের নাম পিতৃযান। স্বর্গাভিলাষী অগ্নিহোত্রিগণ সেই স্থান দিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করেন। 'পিতৃযানোঽজবীথ্যাশ্চ যদগস্ত্যস্য চান্তরম্'—যাজ্ঞ-স° ৩. ১৮৪; গোপ° ২২৬ ৪ ॥ যো-ব্রো° ॥

অজয়পাল—১ হিন্দীসাহিত্যের এক জন কবি (জন্ম ১৫১৩ খ্রী°)। সম্ভবতঃ ইনি বান্ধবরাজ বীরভানুসিংহের সভাকবি ছিলেন। ২ এক জন হিন্দী কবি। ১৮৬০ খ্রী° বর্তমান ছিলেন। ইনি রেবার অধিপতি বিশ্বনাথসিংহের সভাকবি ছিলেন।

অজব্রত—এক প্রকার সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠান ■ আচরণ-বি°। ইঁহারা ছাগের অভ্যাসের অনুকরণ করিয়া চলিতেন।—জাতক ৪. ৩১৮।

অজশৃঙ্গী—গুল্ম-বি°। অথর্ববেদে (৪. ৩৭) দৈত্যনাশকারী দ্রব্যনিচয়ে ইহার উল্লেখ আছে। নামান্তর 'অরাটকী' (অ° ৪. ৩৭. ৬)। টীকাকার ইহাকে 'বিষাণিন' (odina pinnata) বলিয়াছেন। ভরেবারের মতে ইহা লজ্জাবতী-জাতীয় এক প্রকার গুল্ম (prosopis spicigera ■ mimosa suma)।

অজশ্রী—(বৈদ্যক) কটিকারিকা।—মা-নি°।

অজস্য—অঙ্গিরোবংশীয় এক জন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। মাতা—সুরূপা (অঙ্গিরা ও মরীচির কন্যা)।—মৎস্যপু° ১৯৬. ৩-৪।

অজস্তুন্দ—[নগর অর্থে সুট্—নিপাতনে; নগর না বুঝাইলে 'অজতুন্দ' হইবে; 'কাস্তীরাজস্তুন্দে নগরে'—পা° ৬. ১. ১৫৫] স্ত্রী°, নগর-বি°।

অজহৎস্বার্থা—[ত্যাগ করে না যে এই অর্থে—ন=অ+√হা (ত্যাগ করা)+শতৃ—কর্তৃ°; ন অর্থ—কর্মধা°; অজহৎ (ত্যাগ করে না) স্বার্থকে যে—বহু°+স্ত্রী° আ (আপ্)] স্ত্রী°, ১ অলং (লক্ষণা) স্বার্থের অপরিত্যাগ হইয়াও যদি পরার্থলক্ষণা হয় তাহা অজহৎস্বার্থা।—শ্রীকণ্ঠ : তর্ক-প্র° খ° ৪, পৃ° ৫৪। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা—এই তিন প্রকার বৃত্তিদ্বারা শব্দের অর্থবোধ হইয়া থাকে। অভিধান বা ব্যাকরণ-অনুসারে শব্দের যে অর্থ তদ্বোধিনী বৃত্তির নাম অভিধা। ইহা সাঙ্কেতিত অর্থের বোধোৎপাদক বলিয়া ইহাকে অভিধা বলে। মুখ্যার্থের বাধা হইলে অর্থাৎ মুখ্যার্থের অভিধা অন্বয়োৎপত্তি প্রকৃত স্থলে না হইলে যে বৃত্তিদ্বারা রূঢ়ি বা প্রয়োজনবশতঃ অভিধাবৃত্তিপ্রতিপাদ্য অর্থযুক্ত অপর অর্থ প্রতীত হয় তাহাকে লক্ষণাবৃত্তি বলে। 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'তে লক্ষণাবৃত্তির স্বরূপ দেখাইবার জন্য উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি'। এখানে গঙ্গা শব্দে প্রবাহের জল বুঝাইতেছে। গঙ্গার জলে কেহ বাস করে না, লোকে ভূমিতে গৃহাদি নির্মাণ করিয়াই বাস করে। গঙ্গায় বাস করা যখন অসম্ভব তখন গঙ্গার সমীপে তীর আছে দেখিয়া বুঝা যায় যে গঙ্গার তীরে বাস করিতেছে। ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য। যেখানে এইরূপ তাৎপর্য ধরিয়া অর্থ করিতে হয় সেখানে বুঝিতে হইবে যে শব্দ বা বাক্যের লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে।

লক্ষণা তিন প্রকার — জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা ও জহদজহৎস্বার্থা। আপন অর্থ যাহাকে ত্যাগ করে তাহার নাম জহৎস্বার্থা। তাহাকে জহল্লক্ষণাও বলে। পূর্বে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর যে উদাহরণটী দেখান হইয়াছে তাহাই জহৎস্বার্থার উদাহরণ। কারণ উহাতে অন্বয়সিদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গা শব্দ স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিয়া অপর অর্থ গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ তীরকে বুঝাইতেছে। ইহার এইরূপ উপলক্ষণপ্রযুক্ত 'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ কবিরাজ উহাকে লক্ষণ-লক্ষণা বলিয়া এইভাবে উহার সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছেন,—'অর্পণং স্বস্য বাক্যার্থে পরস্যান্বয়সিদ্ধয়ে। উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণ-লক্ষণা ॥' অর্থাৎ 'অন্বয় সিদ্ধির নিমিত্ত আপন অর্থ পরিত্যাগ

করিয়া উপলক্ষণ-প্রযুক্ত পদের অর্থে মিলিত হয় বলিয়া ইহার নাম লক্ষণ-লক্ষণা।'

'ন জহাতি স্বার্থং যাম্'—অর্থাৎ আপন অর্থ যাহাকে ত্যাগ করে না তাহার নাম অজহৎস্বার্থা। ইহাকে অজহল্লক্ষণাও বলে। 'কাব্যপ্রকাশে'র দ্বিতীয় উল্লাসে মম্মটভট্ট ইহাকে উপাদান লক্ষণা বলিয়া এইরূপ সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছেন—'স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থে স্বসমর্পণম্। উপাদানং লক্ষণঞ্চেত্যুক্তা শুদ্ধৈব সা দ্বিধা।' অর্থাৎ 'অন্বয়সিদ্ধির জন্য অন্যকে আশ্রয় করিয়া যে শব্দ ভিন্নার্থে আপন অর্থ সমর্পণ করিয়াও আপন সত্তার প্রতি আক্ষেপ অর্থাৎ লক্ষ্য রাখে তাহার নাম উপাদান-লক্ষণা।' যেমন, 'শ্বেতো ধাবতি' এইরূপ বলিলে বুঝিতে হইবে যে 'শ্বেতবর্ণ পশু যাইতেছে, কিন্তু শ্বেত শব্দ পশুকে বুঝাইলেও পশুর সহিত শ্বেতত্ব উক্ত হইতেছে এবং পশুতে শ্বেতত্ব আছে বলিয়া উহা লক্ষ্য শব্দের ন্যায় আপন অর্থ ত্যাগ করে নাই। এই জন্য ইহাকে অজহৎস্বার্থার উদাহরণ বলা হইয়া থাকে।

যখন এই দুইটী লক্ষণার মিশ্রণ হয় তখন উহার নাম জহদজহৎস্বার্থা। ইহাকে কেহ কেহ ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণাও বলেন। সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা, কাব্য-প্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার-শাস্ত্রে উক্ত জহৎস্বার্থা ও অজহৎস্বার্থা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু দার্শনিকেরা প্রত্যগাত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য এই দুইটী লক্ষণার মিশ্রণে জহদজহৎস্বার্থা নামক একটী তৃতীয় লক্ষণা গ্রহণ করিয়াছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে এই লক্ষণার পরিচয় থাকিলেও বেদান্তভাষ্যে ও দার্শনিক নিবন্ধগ্রন্থে ইহার আনুপূর্বিক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য বেদান্তপরিভাষার আগম পরিচ্ছেদে ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলিয়াছেন—'তত্ত্বমসীত্যাদৌ তৎপদবাচ্যস্য সর্বজ্ঞত্বাদবিশিষ্টস্য ত্বংপদবাচ্যেন অন্তঃকরণবিশিষ্টেন ঐক্যাযোগাদ্ ঐক্যসিদ্ধার্থং স্বরূপে লক্ষণা ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ।' অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য তৎপদে সর্বজ্ঞত্ব ও ত্বংপদের অল্পজ্ঞত্ব এই দুইটীর ঐক্য প্রতীয়মান না হইলেও ইহাদের ঐক্য প্রতিপাদন করিবার জন্য বেদান্তসম্প্রদায়-কর্তৃগণ স্বরূপবিষয়ে একটী লক্ষণা স্বীকার করেন। ইহাই ঐ জহদজহৎ-স্বার্থা বলিয়া গৃহীত হয়। খ ইহা লক্ষ্যতাব-চ্ছেদকরূপে লক্ষ্য ও শক্য উভয়বোধিকা। যথা, 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্'। এখানে কাকপদের দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা। কাক হইতে দধি রক্ষা করিতে বলিলে শুধু কাকের ভয় হইতে দধিরক্ষা বুঝায় না, কুকুর প্রভৃতি অন্য পশু-পক্ষীরও বুঝাইবে।—গোবর্ধন: ন্যায়বোধিনী। গ যেখানে বাচ্যেরও অন্বয় ■ সেখানে অজহতী লক্ষণা হইয়া থাকে। যথা, 'ছত্রিণো গচ্ছন্তি'।—অন্নম্ভট্ট; তর্ক দী° ৪। ঘ শক্যবৃত্তিদ্বারা অথবা শক্য ও লক্ষ্য উভয় বৃত্তিদ্বারা অন্বয়বোধ হইলে, অন্বয়ভাবকত্বহেতু অজহৎস্বার্থা হয়। যেমন, দ্রব্যত্বাদি দ্বারা ও নীলঘটত্বাদি দ্বারা ঘটপদের লক্ষণা—দ্রব্যত্বাদিনা নীলঘটত্বাদিনা চ ঘটপদস্য লক্ষণা।—জগদীশ ভট্টাচার্য: শব্দ-শ-প্র°। ২ (শক্তি) অবয়বের অর্থসম্বলিত-সমুদায়ার্থবোধকত্বের নাম অজহৎস্বার্থ ('অবয়বসম্বলিতসমুদায়ার্থবোধকত্বমজহৎস্বার্থম্')। বৈয়াকরণগণ ইহার উদাহরণ দিয়াছেন—'রাজপুরুষ ইতি'।—নাগেশভট্ট: লঘুম°, পৃ° ৩১। এখানে বুঝিতে হইবে বৈয়াকরণ-মতে বৃত্তি দ্বিবিধ—শক্তি ও ব্যঞ্জনা। শক্তি আবার দুই প্রকার—প্রসিদ্ধা ও অপ্রসিদ্ধা। প্রসিদ্ধা আবার ত্রিবিধ—রূঢ়ি, যোগ ও যোগরূঢ়ি। প্রথমের উদাহরণ—ঘট, পট, মণি, রথন্তর (সাম), শুশ্রূষা (সেবা)—এগুলি অজহৎস্বার্থার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় উদাহরণ—পাচক, পাঠক ইত্যাদি। তৃতীয় উদাহরণ—পঙ্কজ, রাজপুরুষ প্রভৃতি। কোথাও কোথাও তাৎপর্যগ্রাহকত্বহেতু কেবল রূঢ়ি-অর্থের কেবল যোগার্থের বোধ হয়। যেমন—অশ্বগন্ধাদিপদ ওষধি-বিশেষে রূঢ়, এবং অশ্ব-গন্ধি গন্ধবত্ত্বহেতু বাজিশালা বুঝাইলে যৌগিক। অতএব ইহাকে যৌগিকরূঢ় বলা হয়। নৈয়ায়িকগণ অপ্রসিদ্ধা শক্তিকে লক্ষণা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপ বৈয়াকরণ-মতে শক্তি-অপেক্ষাবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণাবৃত্তি নাই। ব্যঞ্জনাও দ্বিবিধ—গূঢ়-ব্যঙ্গ্য ও অগূঢ়ব্যঙ্গ্য।

[গুরুপদ হালদার : সমন্বয়°-পৃ° ৩০১-৫ ; ভালকী কর : ন্যায়কো° ৩ সং, পৃ° ৪-৫]

শ্রীগুরুপদ হালদার

* প্রতিপাদ্য সমস্তই লক্ষণা। মীমাংসকমতের অভিপ্রায়ানুসারে এই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। [কেন চিন্নিমিত্তেন শক্যসম্বন্ধপ্রত্যায়কতয়া পদসমূহশক্তেন বাক্যার্থং তত্তৎকার্যপ্রসিদ্ধ্যা শব্দ্য সম্বন্ধনলক্ষণায়া অভাবেপি নৈতদুদাহরণসংগতিঃ। তথা চাত্রৈকস্বার্থ-ব্যাহিত্যেন রূপেণ চ্ছত্ত্রিণ্ গমনকর্তৃত্বাদয়ঃ। কেচিত্তু—চ্ছত্রপদস্যৈকসার্থে লক্ষণা। অভিতার্থঃ সম্বন্ধী। তথা চৈকসার্থ-সম্বন্ধিনো গচ্ছন্তীত্যন্বয়বোধ ইত্যাহুঃ। আদিনা বহিঃ প্রবেশয়েত্যুদাহরণং বোধ্যম্।—নীল°।

অজহল্লক্ষণা—নৈয়ায়িকমতে অজহৎস্বার্থা। বৎ ইহার অর্থ অনুসন্ধেয়।

অজহল্লিঙ্গ—[ব্যা° পরি°। অজহৎ (অপরিত্যাগী) হইয়াছে লিঙ্গ যাহার—বহু°] যে শব্দ বিশেষণ রূপে প্রয়োগেও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে না। সাধারণতঃ বিশেষণশব্দ বিশেষ্যের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কতকগুলি শব্দ বিশেষণ হইয়াও নিজের লিঙ্গ ত্যাগ করে না, যেমন—প্রমাণম্, দুঃখম্, প্রধানম্ প্রভৃতি।

অজহ্না—[বৈদ্যক। ন=অ + √হা + (ত্যাগকরা) + শ কর্তৃ + আ (আপ্) যে শূক (শুঁয়া) ত্যাগ করে না] স্ত্রী°, শূকশিম্বী, আলকুশী corpogon pruriens.

অজহুতো—আফ্রিকার পশ্চিম উপ-কূলের কাফ্রি জাতির 'ইউই' নামক শাখার লৌকিক দেবতা-বি°। ইনি প্রকৃতপক্ষে মানুষ: পোর্টো নোভোর রাজা অজহুতো অত্যন্ত নৃশংসভাবে প্রজার উপর উৎপীড়ন করিতেন; এই জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় প্রজাবৃন্দ তাঁহার অত্যাচারের ভয়ে তাঁহার পূজা করে।—ERE. ix. 279.

অজহু—(প্রা° বা° অপ্র°) আজিও।—প° ৬৬৪.৪।

অজা¹—১[জ=অ + √জন্ + ড—কর্তৃ + আ (আপ্)] স্ত্রী°, ছাগী। ২ জন্মরহিতা

প্রকৃতি। 'অজা হ বৈ নামৈষা যদ্যৈতয়া যোনং (সোমং) অচ্ছ আজতি তাদেতৎ-পরোঽক্ষমজেত্যাচক্ষতে'—শ-ব্রা° ৩. ৩. ৩. ৯। 'প্রজাপতেবৈঁ শোকাদজা(ঃ) সমভবন্'—ঐ, ৬. ৫. ৪. ১৬। 'হস্তস্ত শীর্ষচ্ছিন্নস্য শুশুদকামতত্তোঽজা সমভবৎ'—ঐ, ১৪. ১. ২. ১৩। 'তপসো হ বাঽএষা প্রজাপতেঃ সম্ভূতা যদজা তস্মাদাহ তপস্তনুরসীতি'—ঐ, ৩. ৩. ৩. ৮। 'আগ্নেয়ী বা এষা যদজা'—তৈ-ব্রা° ৩. ৭. ৩. ১। 'অজা হ সর্বা ওষধীরত্তি'—শ-ব্রা° ৬. ৫. ৪. ১৬। 'সা (অজা) যৎ ত্রিঃ সংবৎসরস্য বিজায়তে তেন পরমঃ পশুঃ'—ঐ, ৩. ৩. ৩. ৮। ৩ বিণ, জন্মরহিতা, নিত্যা, সনাতনী।

অজা₂—তাম্রধারীচের কন্যা সুগ্রীবীর গর্ভে ইহার জন্ম।—মৎস্যপু° ৬. ৩৩।

অজা₃—দেবীবি°। ১ ব্যাবিলনের আলোক ও যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সূর্যদেব শমশের পত্নী। দক্ষিণ ব্যাবিলনের লার্সায় এবং উত্তর ব্যাবিলনের সিপ্‌পারে ইঁহার মন্দির ছিল। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় প্রধান দশটী ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে একটী সঙ্গীত ইঁহার উদ্দেশে রচিত। কোথাও কোথাও যুদ্ধদেবতা আহ্নিৎ ও অজা অভিন্ন বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ২ আফ্রিকার নিগ্রো ইওরুবা-জাতির বনদেবী-বি°। ইনি অতি খর্বকায়া—উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি।—ERE, ii. 311 ; ix. 280a ; x. 160 ; xii. 700.

অজা₄—(বৈদ্যক) সুশ্রুতোক্ত অষ্টাদশ মহৌষধির একটী। সুশ্রুতসংহিতায় (৩০ ৯) উহার নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা—

'অজাস্তনাভকন্দা তু সক্ষীরা ক্ষুপরূপিণী।
অজা মহৌষধির্জ্ঞেয়া শঙ্খ-কুন্দেন্দুপাণ্ডুরা॥'

অজার স্তন অজা অর্থাৎ ছাগীর স্তনের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট। ইহা সক্ষীরা ক্ষুপ-জাতীয় উদ্ভিদ-বি°। ইহার বর্ণ শঙ্খ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রবৎ পাণ্ডুর। বর্তমানে ইহা দুষ্প্রাপ। ~কর্ণ—পিতৃলোক-বি°। অগ্নির অভাব হইলে পিতৃগণ এখানে বাস করেন।—মৎস্যপু° ১৫. ৩৩। ~ক্ষী—কাকডুমুর। ~ক্ষীর—ছাগীদুগ্ধ। ~গর—১ [ন (নাই) + জাগর (জাগরণ) যাহার—বহু°] বিণ, জাগরণশূন্য, চিরনিদ্রিত। ২ (বৈদ্যক) নিদ্রাহরণকারী বৃক্ষবি°। ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ। eclipta or verbesena prostrata. ৩ সর্প-বি° [অজগর দ্র°]। ~গলস্তন—ছাগীর গলে স্থিত স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ড। ~ঘৃত—ছাগীঘৃত। ~চ্ছন্দঃ—ছন্দো-বি°।—তৈ-স° ৪. ৩. ৭। ~জটস্থ—যুধিষ্ঠির॥ বো-রো°॥ ~জীব—[অজ+আজীব; অজ + আ + √ জীব + অন্—কর্তৃ] ছাগমেষব্যবসায়ী॥ ত্রিকাণ্ড° ২. ১০. ৪॥ ~ণ্ড—ক্লী° ত্রিলোক, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব। ~তৌবলি [তুবলের (তুবল নামক মুনির) অপত্য = তৌবলি; 'অজাপপ্যস্তৌবলিরজাতৌবলিঃ'—মহাভাষ্য ২. ১. ৩] অজমাংসোপজীবী তুবলমুনির পুত্র॥ সুপদ্মটী°॥ ~ত্ব—[পা° ৬. ৩. ৬৪] ক্লী°, অজার ধর্ম বা ভাব। ~দ [অজা + √ অদ্ (ভক্ষণ করা) + অচ্] ১ অজভক্ষণকারী, অজভুক্। ~দনী [অজ + √ অদ্ (ভক্ষণ করা) + ল্যুট্-কর্ম + ঈ (ঙীপ্)] (কেবল ছাগেরা ইহা খায় বলিয়া) ক্ষুদ্র দুরালভা, বিছুটি গাছ।—রাজনি°। ~নিক—ছাগ ও মেষ-ব্যবসায়ী, ছাগোপজীবী। ~ন্ত্রী—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, ১ নীলবর্ণ বোনা, ছাগলবেটে॥ রত্না°॥ পর্যায়—নীলবল্লী, নীলপুষ্পী, অতিলোমশা, নীলিনী, ছগলাস্ত্রী, অন্তঃকোটরপুষ্পী (রত্নমালা), বস্তান্ত্রী, বৃষলাঙ্ক (রাজনি°)॥শব্দ°॥ ~পঞ্চ—(বৈদ্যক) ক্লী°, ছাগবিষ্ঠার রস, ছাগের মূত্র, ছাগক্ষীর ও ছাগদধি হইতে প্রস্তুত ঘৃতবি°। এই ঘৃত দ্বারা যক্ষ্মা, কাশ ও শ্বাসরোগের উপকার হইয়া থাকে। ~পঞ্চক (বৈদ্যক) ক্লী°, শ্বাসকাস ও যক্ষ্মারোগোপশম-কারী ঘৃত-বি°। ছাগঘৃত, ছাগবিষ্ঠার রস, ছাগমূত্র, ছাগদুগ্ধ ও ছাগদধি—এই পাঁচটীর প্রত্যেকের চারি সের পরিমাণ লইয়া একত্র পাক করিতে হইবে। শেষে এক সের যবক্ষারচূর্ণের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত অজাপঞ্চক এক তোলা মাত্রায় সেব্য।—চৈতন্যরত্না° চক্র°। ~পয়ঃ—[পুং°—পয়স্] ক্লী°, ছাগীদুগ্ধ।—বাভট. উ°। ~পালক—[স্ত্রী—পালিকা] ১ ছাগরক্ষক, ছাগপালনকারী। ২ ছাগোপজীবী॥ শব্দ° শব্দরত্না°॥ ~প্রিয়া—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, বদরী-বৃক্ষ, কুলগাছ। ~মাংস—ছাগমাংস [অজ দ্র°]। ~মূত্র—ক্লী°, ছাগীমূত্র। ইহা লঘু, কটু, উষ্ণ ও রুক্ষ। ইহা সেবনে প্লীহা, উদর, কফ, শ্বাস, গুল্ম, শোক ও নাড়ীবিষ নষ্ট হইয়া থাকে।—রাজনি°; বাভট। ~মেদঃ—[বৈদ্যক। পুং°-মেদস্] ক্লী°, ছাগের মেদ বা বসা।—বাভট। ~য়মান—১ যাহা জন্মগ্রহণ করিতেছে না। ২ প্রজাপতি।—বা-স° ৩১. ১৯॥ স্মি°॥ ~রেণু—ছাগীর ক্ষুর হইতে উৎক্ষিপ্ত ধূলি। ~বিক—[অজা + অবিক] ছাগ ও মেষসমূহ। ~বিট্—[বৈদ্যক] স্ত্রী, ছাগবিষ্ঠা। ~বৃষ—বৌদ্ধনগর-বি°। ~শীর্ষ—ছাগমস্তক।—চক্র° বাভ-বি° ৬৬। ~শ্রম—জাতিমোদকদিগের চারি শ্রেণীর অন্যতম শ্রেণী-বি°। ইহাদিগের চারি শ্রেণীর নাম—রাঢ়, মোড়, অজা। বা অজাশ্রম ও ধর্মসুত। মধুমোদকদিগের শ্রেণী অন্যবিধ। ~শ্ব—১ ছাগ ও অশ্বসমূহ। ২ পূষা।—ঋ° ১. ১৩৮. ৪। ~হ্বা—আলকুশী। [অজহা দ্র°]

অজাজি₁, -জী—১ শ্বেতজীরক॥ cuminum cyminum 'অজাজীজীরকং কণা'॥ অভি° মর্ত্যা° ১. ২০৪॥ ২ কৃষ্ণজীরক nigella indica. ৩ কাকোডুম্বরিকা ficus oppositifolia॥ সুশ্রু° ২. ২৫২. ২০; ৫৫৩. ২. ২৩; মনি° বো-রো°॥

অজাজি₂—বিষ্ণুর বক্ষস্থ সৌভাগ্য রসরূপে গলিত হইয়া অষ্টধা বিভক্ত হয়। তাহা হইতে ৮টী সৌভাগ্যদায়ক বস্তু উৎপন্ন হয়। অজাজি ইহাদের অন্যতম।—মৎস্যপু° ৬০. ৮।

অজাজেল (Azazel)—প্রেত-বি°। বাইবেলে উল্লিখিত আছে যে, অজাজেল জনহীন মরুদেশে বাস করে। বাইবেল-অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত দিবসে (Day of Atonement

মাংসে। পাপভারবাহী উৎসর্গীকৃত ছাগ এই প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। Book of Enochএ দেখা যায়, অজাজেল দুষ্ট প্রেতগণের নায়ক; মানব-কন্যাগণের গর্ভে ও তাহাদের ঔরসে দৈত্যগণের উদ্ভব হয়। তাহার পাপ-কার্যের জন্য মাইকেল, জেব্রিয়েল, ইউরিয়েল ও র‍্যাফেএল এই চারিজন দেবদূত-কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া সে মরুদেশে আবদ্ধ আছে। শেষ-বিচারের দিন (Day of Judgement) সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে।—Bible O. T.

অজাত,—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ জন্মে নাই বা উৎপন্ন হয় নাই এরূপ, অনুৎপন্ন, অজন্মবিশিষ্ট, জন্মরহিত, অদ্ভুত। 'জাতৈরজাতৈ অপি যে সনপ্তুঃ'—ঋ° ৫.১৫. ২; 'অজাতগাঃ প্রজাঃ'—শ ব্রা° ২. ৫. ২. ৩; 'অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।'—শ্বে-উ° ৪. ২১; 'হন্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেঽনৃতং বদন্'—মনু° ৮. ৯৯। ২ ক্ষ [প্রাদে°। উচ্চারণ—অজাত্; অজাতি> ; অ (বিরুদ্ধ, অপকৃষ্ট) জাত (জাতি)] অকুল অধম, অবংশ, নীচ জাতি, অনাচরণীয় জাতি। স্ব স্বজাতি যাহাকে গ্রহণ করে না, যেজাতে ঠেলা। ~ককুৎ,-ককুদ্—[অজাত (অনুৎপন্ন ককুদ্ যাহার—বহু°—অন্ত্য অকারলোপ; পা° ৫. ৪. ১৪৬] ঝুঁটি হয় নাই এরূপ অল্পবয়স্ক গোবৎস, বাছুর। ~কোপ, ক্রোধ—[অজাত কোপ, ক্রোধ যাহার—বহু°; অজাত কোপ, ক্রোধ—নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, কোপবা ক্রোধ জন্মে নাই যাহার এরূপ, অক্রুদ্ধ। ~দন্ত—১ যে শিশুর দন্তোদগম হয় নাই। ২ ছয় মাস অন্তেও যে শিশুর দন্তোদগম হয় নাই। সাধারণতঃ শিশুদের ছয় মাসে দন্তোদগম হইয়া থাকে। অজাতদন্তের মৃতাশৌচ নাই।—শুদ্ধিতত্ত্ব। ~পক্ষ—[অজাত পক্ষ যাহার—বহু°; অজাত পক্ষ—নঞ্-তৎ; স্ত্রী — -া] পক্ষ=ডানা জন্মেনাই এরূপ। ~ব্যঞ্জন—যাহার ব্যঞ্জন (=শ্মশ্রুগুম্ফ প্রভৃতি পুরুষ-চিহ্ন) জন্মে নাই, অজাতশ্মশ্রু। ~ব্যবহার—[অজাত ব্যবহার যাহার—বহু° স্ত্রী— -া] অপ্রাপ্তব্যবহার, যাহার আইনসঙ্গত অধিকার পাইবার বয়স হয় নাই, অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক minor.

অজাত,—বৃষ্ণি° ক্ষত্রিয় রাজা, ভজমানবংশীয় ভোজ প্রতিক্ষেত্রের পৌত্র ও হৃদিকের পুত্র। ইঁহার পুত্র অসমৌজা—পদ্মপু°-সৃ° ১৩. ৬৬; মৎস্যপু° ৪৪. ৮২-৮৪।

অজাতপুর—যুক্তপ্রদেশে বহ্‌রইচ জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ইহা বহ্‌রইচ পরগনার দুইটী গ্রাম লইয়া গঠিত। পূর্বে এই তালুকে আরও তিনটী গ্রাম ছিল; ঐ গ্রাম তিনটী তালুকের উত্তরাধিকারী সৈয়দ সর্দার 'অলি সর্দার হীরা সিংহের নিকট বিক্রয় করেন। সৈয়দ সর্দার 'অলির পিতা মুহম্মদ শাহ্ রাজানুগত্যের জন্য এই তালুক পাইয়াছিলেন। মুহম্মদ শাহ্ অযোধ্যা-সেনাবাহিনীর এক জন সেনাপতি ছিলেন। পূর্বে এই তালুকভুক্ত সম্পত্তি তিপ্রাহা ও মেওয়া তালুকের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[Dist. Gaz. U. P., Bahraich, 85]

অজাতশত্রু,—১ উপনিষদ্-বর্ণিত কাশীর অধিপতি। ইনি পরমশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইনি বালাকি নামক ব্রাহ্মণকে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহর্ষি গার্গ্য ইঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান-শিক্ষা দিতে আসিয়া ইঁহার তত্ত্বজ্ঞানে বিমুগ্ধ হন এবং নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও এই তত্ত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের নিকট দীর্ঘকাল তত্ত্বশিক্ষা করেন।—বৃহ-উ° ২. ১. ১; কৌ-উ° ৪. ৩৭. ৬। ২ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নামান্তর। যুধিষ্ঠির কাহাকেও নিজের শত্রু ভাবিতেন না বলিয়া তাঁহার এই নাম।—মহা° ২. ৫২. ২৭। ৩ মহাদেবের নামান্তর-বি°। ৪ বৃষ্ণি° ভোজ° ক্ষত্রিয় নৃপতি শমীকের পুত্র। ইনি মহাপরাক্রান্ত শত্রুসূদন ছিলেন।—ব্রহ্মপু° ১৪. ৩৩-৪। ৫ 'পুষ্পদ্ব্রজকাব্য'-প্রণেতা ও বিষ্ণুযশের গুরু। বিষ্ণুযশের জন্যই ইনি পুষ্পদ্ব্রজকাব্য রচনা করেন।—Peterson, 3. APP. 350; Weber, i. 76.

অজাতশত্রু,— বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র।[১] প্রকৃতপক্ষে বিম্বিসারই মগধে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন। অঙ্গদেশ জয় করিয়া তিনি তৎপুত্র অজাতশত্রুকে শাসনকর্তা করিয়া চম্পানগরীকে অঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রতিবেশী বিদেহ ও বৈশালীর রাজগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। পালিগ্রন্থে তিনি সেনিয় (শ্রেণিক) উপাধিতে ভূষিত। বিশাল সৈন্যশ্রেণীর অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার 'শ্রেণিক' খ্যাতি হয়। সিংহলের ইতিবৃত্ত-মতে বিম্বিসারের পিতার নাম ভাতিয় (দীপবংশ ৩. ৫২)। কথিত আছে, বিম্বিসারের পিতা ভাতিয় অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত-কর্তৃক পরাভূত হন। বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য জয় করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।' [বিম্বিসার দ্র°]

অজাতশত্রুকে শিশুনাগবংশীয় ষষ্ঠ রাজা বলা হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মগধে বৃহদ্রথবংশীয় রাজগণের পতনের পরেই শিশুনাগ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বিম্বিসার শিশুনাগ হইতে পঞ্চম রাজা। খ্রীষ্টের জন্মের অনুমান ৮০০ বৎসর পূর্বে পাটনা ও গয়ার অন্তর্বর্তী প্রদেশে শিশুনাগ রাজত্ব করিতেন। গিরিব্রজে তাঁহার রাজধানী ছিল।[২] মহাবংশের

---

১ Smith : EHI. (4th Ed.) 33.

২ স্মিথসাহেব মৎস্যপুরাণ (২৭২-৯) অনুযায়ী শিশুনাগবংশের যে তালিকা তাঁহার 'Early History of India'-গ্রন্থে দিয়াছেন, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ জয়সোয়াল নানা পুরাণ আলোচনা করিয়া স্মিথ সাহেবের প্রদত্ত সেই তালিকাই সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু এই বংশীয় রাজগণের রাজত্বকাল-সম্বন্ধে তিনি একমত হইতে পারেন নাই। নিম্নে উভয় তালিকাই দেওয়া হইল—

স্মিথের তালিকা—

কাশীরাজ-শিশুনাগ	—	৪০ বৎসর
কাকবর্ণ	—	২৬ "
ক্ষেমধর্মা	—	৩৬ "
ক্ষেমজিৎ	—	২৪ "
বিম্বিসার	—	২৮ "
অজাতশত্রু	—	২৭ "
উদাসীন বা উদয়		৩৩ "

মতে বিম্বিসার অথবা অজাতশত্রুর পরে শিশুনাগবংশের প্রতিষ্ঠা হয় (মহাবংশ ৪ : সমন্তপাসাদিকা ১. ৭৩)। [শিশুনাগ দ্র°] অশ্বঘোষ-কৃত 'বুদ্ধ-চরিতে' বিম্বিসারকে হির্যাঙ্কুলজাত বলা হইয়াছে।

বায়ুপুরাণে (৯৮. ৩০৮) দেখা যায়—

"অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ
প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ।
হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং
শিশুনাকো ভবিষ্যতি ॥"

পৌরাণিক এইরূপ বিবরণ হইতে প্রাপ্ত মতগুলি ঐতিহাসিকগণের সকলে সমর্থন করেন না।

বায়ুপুরাণের উক্তি হইতে দেখা যায়, পালিগ্রন্থের মতে প্রদ্যোত বিম্বিসারের সমসাময়িক; অজাতশত্রুও প্রদ্যোতের ভয়ে ভীত ছিলেন। সুতরাং পালিগ্রন্থানুযায়ী শিশুনাগকে বিম্বিসার বা অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজা বলিতে পারা যায়।

অনুমান খ্রী-পূ° ৫৫৪ অব্দে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর মাতার নাম লইয়া বা মাতামহ-বংশের পরিচয়-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। পালি থুস-জাতক (৩৩৮) ও মূষিকজাতকের (৩৭৩) মতে অজাতশত্রুর মাতা কোশল-রাজকন্যা কোশলদেবী। অন্যত্রও তিনি কোশলরাজ মহাকোশলের কন্যা ও প্রসেনজিতের ভগিনী ছিলেন (জাতক ৩.১২১)। আবার এরূপও দেখা যায়, লিচ্ছবীয় এক রাজকন্যার গর্ভে অজাতশত্রুর জন্ম হয় (SmithAHI, 46)। জৈনদিগের মতে অজাতশত্রুর মাতার নাম চেল্লনা; ইনি বৈশালীরাজ চেতকের কন্যা।[৪] তিব্বতে প্রচলিত একটী মতে অজাতশত্রুর মাতার নাম শ্রীভদ্রা।[৫] পালিপিটকের এক স্থলে তাঁহার মাতার নাম মদ্দা (মদ্রা)।[৬] দেখা যায় পালি নিকায়গুলির প্রায় সর্বত্রই অজাতশত্রুকে 'বিদেহিপুত্ত' (= বিদেহরাজকন্যার পুত্র) বলা হইয়াছে। বুদ্ধঘোষ 'বিদেহি'র অর্থ 'জ্ঞানী' করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ অর্থগ্রহণের পক্ষে বিশেষ বাধা আছে। পুনরায় আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক সময়ে কোশলরাজগণের আখ্যা 'বৈদেহ' ছিল (VI, i. 190, 491)। বৈশালীও সে সময়ে বিদেহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং 'বিদেহিপুত্ত' অর্থে কোশলরাজকন্যার পুত্র ধরা যাইতে পারে।

তিব্বতীয় দুল্বের মতে অজাতশত্রুর মাতার নাম বাসবী। তথায় ইনি বিদেহ-রাজমন্ত্রীর পৌত্রী।[৭] দুল্ব এই সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, বিদেহরাজ বিরুধকের মন্ত্রীসকল অন্যান্য মন্ত্রিগণের ঈর্ষ্যায় রাজ্য হইতে পলাইতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহার দুই পুত্র গোপাল ও সিংহের সহিত বৈশালীতে গমন করেন; বৈশালীতে তিনি নায়ক নির্বাচিত হন। এই সময়ে সিংহের এক কন্যা হয়। এই কন্যার নাম উপবাসবী রাখা হয়। কন্যার জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়া দৈবজ্ঞগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র পিতাকে হত্যা করিয়া রাজা হইবে। অতঃপর সকলের মৃত্যুর পর সিংহ নায়ক নির্বাচিত হন এবং গোপাল রাজগৃহে গমন করেন। গোপালের গুণমুগ্ধ রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ দান করেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বাসবীকে বিবাহ করেন। যথাকালে বাসবীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। দৈবজ্ঞগণের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া পিতৃশত্রু এই কুমারের নাম অজাতশত্রু রাখা হয়।

অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা—বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, অজাতশত্রু যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার মাতা স্বামীর দক্ষিণ হস্তের রক্তপান করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। দৈবজ্ঞগণ বলেন, রাণীর এই গর্ভস্থ সন্তান পিতৃহন্তা হইবে। রাণী তখন গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন; রাজা রাণীকে প্রবোধ-দান করিয়া সন্তানহত্যা হইতে নিবৃত্ত করেন এবং নিজের দক্ষিণ হস্ত চিরিয়া তাঁহাকে রক্তপান করিতে দেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং রাজাকে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরমধার্মিক নৃপতি কিছুতেই সন্তান বিনষ্ট করিতে রাজী হন নাই, বরং রাণী যাহাতে সন্তান নষ্ট না করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র রাণী মাতৃস্নেহে সন্তান হত্যার কথা বিস্মৃত হন। বুদ্ধঘোষের মতে রাজা জামার নীচে পশুমাংস লুকাইয়া রাখিয়া রাণীর নিকট যান ও রাণী জামার উপরে কামড়াইয়া সেই মাংস হইতে রক্তপান করেন।

জৈনগ্রন্থে অজাতশত্রুর পিতৃহত্যার কথা স্বীকৃত হয় নাই। জৈনগ্রন্থে তিনি 'কুণিয়' বা 'কুণিক' নামে অভিহিত হইয়াছেন। কুণিক শব্দের অর্থ খুলো বা বিকৃত হস্ত। জৈন-মতে অজাতশত্রু জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিম্বিসার ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া এবং পিতার ন্যায় ধর্মশীলভাবে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন (Jacobi : Jaina Sutras)। বৌদ্ধমতে বিম্বিসার অত্যন্ত ধর্মশীল ও বুদ্ধদেবের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কথিত আছে, বার্ধক্যে তিনি প্রিয়পুত্র অজাতশত্রুর হস্তে রাজ্যভার

নন্দিবর্ধন	—	৪০	"
মহানন্দী	—	৪৩	"
মোট	—	২২১	"

জয়সোয়ালের তালিকা—

(JBORS. Jan. 1915)

শিশুনাগ	—	৪০	বৎসর
কাকবর্ণ	—	২৬	"
ক্ষেমধর্মা	—	২০	"
ক্ষেমবিৎ	—	৪০	"
বিম্বিসার	—	৫১	"
দর্শক	—	২৫	"
উদায়ী	—	৩৩	"
নন্দিবর্ধন	—	৪০	"
মহানন্দ	—	৪৩	"
মোট	—	৩৬১	"

[৪] Jacobi : Jaina Sutras, SBE. xxii, Intro. xiii.

[৫] Ibid. Intro. xiii. 3n.

[৬] The Book of Kindred Sayings, pt. 1. 38.

[৭] Rockhill ; Life of Buddha, 63-64

অর্পণ করিয়া ধর্মচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সিংহাসন-লোভে অধীর হইয়া অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করিয়া অনাহারে রাখিয়া বধ করেন। হত্যা-ব্যাপার এইরূপে সংঘটিত হয়: অজাতশত্রু পিতাকে এক ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ রাখেন; এই কক্ষ ধূমময় ও অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। অজাতশত্রুর মাতা ভিন্ন অপর কাহারও সে গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। অজাতশত্রুর মাতা প্রথম প্রথম স্বামীর জন্য লুকাইয়া খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন, কিন্তু অজাতশত্রু তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁহাকে খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে নিষেধ করেন। তখন রাণী নিজদেহে ঘৃত, নবনীত, মধু প্রভৃতি মাখিয়া কারাগৃহে স্বামীর সহিত দেখা করিতে লাগিলেন; অবরুদ্ধ রাজা তাহা চাটিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাহাও বন্ধ হইল। রাণী শুধু বাহির হইতে রাজাকে দেখিবার অনুমতি পাইলেন। অতঃপর রাজা কক্ষমধ্যে বিচরণ করিয়া ধর্মচিন্তায় সময় কাটাইতেন। এদিকে অনাহারেও তাঁহার দৈহিক কোন ক্ষতি হইল না দেখিয়া অজাতশত্রু এক ক্ষৌরকারকে দিয়া বৃদ্ধরাজার পদদ্বয় কর্তন করাইলেন। রাজাও বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন (সুমঙ্গলবিলাসিনী ১. ১৩৪-৩৭)।

বিনয়পিটকে আছে, বিম্বিসার যখন অমাত্যগণসহ অন্যকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিবার মানসে লুক্কায়িত ছুরিকাসহ কক্ষে প্রবেশ করেন। রাজাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তিনি অমাত্যগণ কর্তৃক ধৃত হন। রাজা তখন পুত্রের এইরূপ অভিপ্রায়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অজাতশত্রু রাজ্যলিপ্সা প্রকাশ করেন। রাজা পুত্রের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন (Vinaya Texts, iii. 241-43)। দীঘনিকায়ে দেখা যায়, অজাতশত্রু পিতাকে বধ করিয়াছিলেন (i. 85; iii. 56, 60)। দীপবংশ (৩. ৫৬, ৬০) ও মহাবংশ (২. ২৯. ৩০) মতে বিম্বিসার ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন।

বৌদ্ধমতে গৌতমবুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতা দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতৃহত্যা-কার্যে লিপ্ত হন। সামঞ্ঞ-ফলসুত্তে যে স্থানে অজাতশত্রু ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন হইয়েছে, সেই স্থান হইতে অজাতশত্রুর মুখে তাঁহার পিতৃহত্যার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অজাতশত্রু সেই জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিলে বুদ্ধদেব তাঁহাকে নানা উপদেশ দিয়া পাপ-বিমুক্তির আশ্বাস দেন; কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট হইতে পিতৃহত্যাকারীকে এত সহজে দোষ-বিমুক্ত হইতে দেখিয়া ইহার সত্যাসত্য-সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ জন্মে। পালিপিটকের প্রমাণ হইতে দেখা যায়, অজাতশত্রু দেবদত্তের প্রভাবে এই সমস্ত কার্য করিয়াছিলেন। দেবদত্ত বুদ্ধকে পর্যন্ত বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (সুমঙ্গলবিলাসিনী ২. ১৩৫-৭)। দেবদত্ত বৌদ্ধধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী এক ধর্মমত প্রচার করেন; এই ধর্মমত খ্রী° সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল।[১] দেবদত্ত প্রচারিত ধর্ম বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত বিরোধী ছিল; সুতরাং দেবদত্তের চরিত্র মসীলিপ্ত করিবার জন্য বিরোধিগণ কর্তৃক অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা-ব্যাপারে দেবদত্তকে জড়িত করা অসম্ভব নহে। অজাতশত্রু কোনমতে পিতৃহন্তা ছিলেন না; তিনি গোঁড়া জৈন ছিলেন এবং অত্যন্ত ধর্মশীলভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। —IA, xxxi. (1902), 71; Smith: AHI, 47-48)।

উপরিউক্ত মতগুলি হইতে অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা-সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অজাতশত্রু নামের যে কারণ আছে, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। এ স্থলে অজাতশত্রু (ন জাত = অজাত শত্রু যাহার) অর্থে যাহার শত্রু জন্মে নাই, এইরূপ অর্থ করা যায়। পালিপিটকে পিতৃহত্যার ব্যাপার ভিন্ন অন্য কোনও ভাবে অজাতশত্রুর চরিত্র মসীলিপ্ত করা হয় নাই; বরং তাঁহাকে ধর্ম-বিশ্বাসী প্রজারঞ্জক নৃপতিই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ মাতৃগর্ভস্থ শিশুর রক্ত-পানের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া স্বয়ং বুদ্ধদেব বিম্বিসার ও তদীয় পত্নীকে ভ্রূণহত্যা করিতে প্ররোচিত করিতেছেন দেখিয়া অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা-কাহিনী যে কল্পনামূলক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ অহিংসার অবতার বুদ্ধদেব এইরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

অজাতশত্রুর রাজত্বকালে বুদ্ধদেব বার্ধক্যে উপস্থিত হন। অজাতশত্রু খ্রী°-পূ° ৫১৪ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; অন্ততঃ একবার বুদ্ধদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল (দীঘনিকায় সামঞ্ঞ-ফলসুত্ত)।

কথিত আছে, রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু-দিবসেই অজাতশত্রুর এক পুত্র জন্মে। অমাত্যবর্গ রাজাকে প্রথমে পুত্রের জন্ম-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে অপত্যস্নেহে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয় এবং তিনি পিতৃস্নেহের মর্ম অবগত হইয়া পিতার মুক্তির আদেশ দেন। তখন তাঁহাকে তাঁহার পিতার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ইহাতে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া তিনি মাতার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার মাতা তখন অশ্রুবিগলিতনয়নে অজাতশত্রুর শৈশবের কাহিনীটা বর্ণনা করেন—"তুমি যখন শিশু ছিলে, তখন তোমার আঙ্গুলে একটা ফোড়া হয়; ইহার যন্ত্রণায় তুমি অবিরাম চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিলে; কেহই তোমাকে কোন উপায়ে শান্ত করিতে পারে নাই। তখন তোমার পিতার নিকটে তোমাকে দেওয়া হয়। তোমার পিতা তোমার যন্ত্রণা লাঘব করিবার নিমিত্ত, তোমার সে আঙ্গুলটা নিজের মুখের মধ্যে পুরিয়া দেন, ফোড়াটা তাহাতে ফাটিয়া যায়। তুমিও আরাম পাও। পুত্রস্নেহে রাজা সমস্ত পুঁজ ও রক্ত চুষিয়া লন।"—সুমঙ্গল-বিলাসিনী. ১. ১৩৮। এই কাহিনী শুনিয়া অজাতশত্রু অত্যন্ত অনুতপ্ত হন।

দেবদত্ত বুদ্ধদেবকে নিগৃহীত করিবার

১ Rhys Davids: Buddhist India, 14; Rockhill: Life of Buddha 90-94.

জন্য যোগ-প্রভাবে অলৌকিক কার্যদ্বারা অজাতশত্রুকে বশীভূত করেন। অজাতশত্রু দেবদত্তকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন; অজাতশত্রু দেবদত্তের জন্য গয়াশীর্ষে একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার পাঁচ শত ভিক্ষুর উপযোগী আহার্য নিত্য প্রদান করিতেন।—জাতক ১. ৭১; সংযুক্ত-নি° ২. ২৪২।

অজাতশত্রু রাজপদে আসীন হইয়া রাজ্য-বিস্তৃতির এক পরিকল্পনা করেন; পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাজ্য কোশল ও বৈশালীর লিচ্ছবীগণকে পরাভূত করিতে কৃতসংকল্প হন। বিম্বিসারের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী কোশলদেবী স্বামীর শোকে প্রাণত্যাগ করেন; কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভগিনীর মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং পিতৃহন্তা অজাতশত্রুকে দমন করিতে মনস্থ করেন। বিম্বিসার কোশলদেবীকে বিবাহ-কালে কাশীগ্রামের রাজস্বের অধিকার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কোশলদেবীর মৃত্যু হওয়ায় অজাতশত্রু সেই রাজস্ব উপভোগ করিতে লাগিলেন। কাশীগ্রামের রাজস্বের অধিকার লইয়াই কোশল-রাজের সহিত অজাতশত্রুর বিবাদের সূত্রপাত হইল। উভয়পক্ষে বারংবার যুদ্ধ হইতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী কোনবার অজাতশত্রুর কোনবার প্রসেনজিতের কণ্ঠে জয়মালা পরাইয়া দিতে লাগিলেন। একবার অজাতশত্রু কোশল-রাজের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। কোশলরাজ বন্দী ভাগিনেয়ের হস্তে কন্যা বজিরাকে (বজ্রা) সমর্পণ করিয়া সন্ধি-স্থাপন করেন। এই বিবাহের ফলে কোশল সম্পূর্ণভাবে মগধের আয়ত্তে আসে এবং অজাতশত্রু যৌতুকস্বরূপ কাশীগ্রামের রাজস্বের অধিকার প্রাপ্ত হন (সংযুক্ত-নি° ১. ৮২-৮৫; জাতক ২. ৪০৩-৪; ধম্ম° অর্থ° ২২৯)।

অতঃপর তিনি লিচ্ছবীদিগকে দমন করিতে সংকল্প করেন (Buddhist Suttas, SBE, xi. 1, 2)। তাঁহার আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (লিচ্ছবীকন্যা অম্বপালীর পুত্র) অভয় লিচ্ছবীগণের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন, অজাতশত্রু এইরূপ সন্দেহ করিতেন। গঙ্গার নিকটবর্তী একটী বন্দরের অর্ধাংশের অধিকার অজাতশত্রুর এবং অর্ধাংশের অধিকার লিচ্ছবীগণের ছিল। ইহার সন্নিকটবর্তী এক পর্বতের পাদদেশে একটী রত্নখনি ছিল। লিচ্ছবীরা তাহা অধিকার করিয়া লওয়ায় অজাতশত্রু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু বৃজ্জি বা লিচ্ছবীগণ অত্যন্ত শক্তিশালী থাকায়, তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি স্বীয় মন্ত্রী বস্সকারকে বুদ্ধদেবের নিকট বৃজ্জিগণের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য পাঠান। বুদ্ধদেব বলেন, "যে পর্যন্ত না বৃজ্জিগণ বিলাসী হইয়া উঠিবে ও একতা বর্জন করিবে, সে পর্যন্ত তাহাদিগকে পরাভূত করা সম্ভব নহে।"[৮]

অতঃপর অজাতশত্রুর কূটনীতিপরায়ণ মন্ত্রী বস্সকার রাজাকে পরামর্শ দেন যে, রাজা যেন বৃজ্জিগণের পক্ষপাতী বলিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন; তাহা হইলে সে বৃজ্জিগণের মধ্যে বিরোধ সংঘটনে সমর্থ হইবে। অজাতশত্রু তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বস্সকারকে বিতাড়িত করিলেন। বস্সকার বন্ধুরূপে লিচ্ছবীরাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিরোধ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বিপদের সময়েও বৃজ্জিগণ একতাবদ্ধ হইতে সমর্থ হইল না। বস্সকারের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া এইরূপ অবস্থার মধ্যে লিচ্ছবীরাজ্য আক্রমণ করিয়া অজাতশত্রু প্রায় বিনাযুদ্ধে বৈশালীনগর অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহাতে লিচ্ছবীরাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিলেও তিনি সম্পূর্ণভাবে বৃজ্জিগণকে দমন করিতে পারেন নাই। ইহাদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি শোণ-নদের উত্তর তীরে, গঙ্গার সঙ্গমের নিকটে পাটলিগ্রামে একটী দুর্গ স্থাপন করেন। বস্সকার ও সুনীধ এই দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন (SBE, xi. 18)। পরবর্তী কালে অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়কর্তৃক এই স্থানে পাটলিপুত্র নগর স্থাপিত হয়। ইহা কুসুমপুর বা পুষ্পপুর নামেও খ্যাত ছিল।

অজাতশত্রু জোতিকের মণিমাণিক্যপূর্ণ প্রাসাদও অধিকার করেন।[৯]

পরবর্তী কালে অজাতশত্রু সম্পূর্ণভাবে কোশলরাজ্যে আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হন। প্রসেনজিতের পুত্র বিরূধক (বিড়ূডভ) অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন; কথিত আছে, বিরূধককর্তৃক প্রসেনজিৎ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মগধে পলায়ন করেন: কিন্তু অনাহার ও বার্ধক্যের অবসাদ-হেতু মগধে পৌঁছিয়াই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এইজন্য অজাতশত্রুর সহিত বিরূধকের বিরোধ উপস্থিত হয়। [প্রসেনজিৎ দ্র°] তিব্বতীয় মতে বিরূধক কপিলবস্তু আক্রমণ করিয়া শাক্যকুল প্রায় নির্মূল করেন। অজাতশত্রু বিরূধককে দমন করিয়া হিমালয়ের পাদমূল পর্যন্ত সমুদয় রাজ্য আপনার অধিকারে আনয়ন করেন। ইঁহার সময়ে মগধরাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ খ্রী-পূ° চতুর্থ শতকের মধ্যে কোশলরাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার একটী অপরিহার্য অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

জৈন-সূত্রগুলি হইতেও অজাতশত্রুর কোশল, কাশী ও বৈশালী-জয়ের কথা সমর্থিত হয়। নিরয়াবলিসূত্রে দেখা যায়—অজাতশত্রু বৈশালীর রাজা চেতককে আক্রমণ করিলে তিনি কাশী, কোশল ও বৈশালীর সহিত যোগদান করিয়া অজাতশত্রুকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য হন নাই। অজাতশত্রু পার্শ্ববর্তী অবন্তিরাজ্য জয় করিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ তিনি অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের ভয়ে ভীত ছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার রাজধানী রাজগৃহকে সুরক্ষিত করেন।—মজ্ঝিম-নি° ৩. ৭; H. C. Roy Chaudhuri : Political History of Ancient India, 101.

অজাতশত্রুর চরিত্র ও ধর্মমত—অজাতশত্রুই পৈতৃক সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বৃজ্জিগণের পরাজয়-কাহিনী অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তিনি

৮ Samayutta Nikaya ii. 268.

৯ Dh. comm. iv. 221-223.

অত্যন্ত কূটনীতি-বিশারদ ছিলেন। পিতৃহত্যা-রূপ দুষ্কর্মের কলঙ্কে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইলেও তাঁহার চরিত্রে অন্য কোনরূপ কালিমা লেপন করা হয় নাই। তিনি প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধদেব অথবা বৌদ্ধগণকে কোনরূপ পীড়ন করিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধগণের মতে তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন ও পরে বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার জৈনেরা অজাতশত্রুকে জৈন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। জৈনদিগের হিতার্থ ও জৈনধর্ম-প্রচারে তিনি প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। সুতরাং অজাতশত্রু প্রকৃতপক্ষে কোন্ ধর্মমত পোষণ করিতেন, তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতের আদর্শ নরপতিগণের ন্যায় তিনি সকল ধর্ম-গুরুকেই সম্মান করিতেন এবং সকল ধর্মের কার্যেই সহায়তা করিতেন বলিয়া মনে হয়।

অজাতশত্রু যে বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পালিপিটকগুলিতে দেবদত্ত ও নিগন্থজৈন-দিগের চরিত্র বিশেষভাবে কলঙ্কলিপ্ত করা হইয়াছে। পরস্পর বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়গুলি এইরূপে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যে সকল কাহিনীরও অবতারণা করিয়াছে, সেগুলিতে বিশ্বাস-স্থাপন করা যায় না।

অজাতশত্রু যে জৈন ছিলেন না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পালিগ্রন্থে তাঁহাকে জৈন-দ্বেষী প্রমাণ করা হইয়াছে। ধম্মপদঅট্‌ঠ-কথায় (৩. ৬৬-৭) একটী কাহিনীর অবতারণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, নিগন্থগণ-কর্তৃক নিযুক্ত কতিপয় চোর গোপনে ভিক্ষু মোগ্‌গল্লানকে হত্যা করে। অপরাধীকে বাহির করিবার জন্য অজাতশত্রু গুপ্তচর নিযুক্ত করেন। গুপ্তচরগণ অপরাধী চোরদিগকে ধৃত করিলে তাহারা নিগন্থদিগের ষড়্‌যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে। ক্রুদ্ধ রাজা ষড়্‌যন্ত্রকারী পাঁচ শত নিগন্থকে দেহের নিম্নার্ধ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করেন ও পরে তাহাদের উপর দিয়া লাঙ্গল চালনা করান।

ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানা যায়, পরবর্তী কালে অশোকের রাজত্বকালে নিগন্থেরা বিশেষভাবে উৎপীড়িত হয়, সেই সময়েই এই-রূপ কাহিনীর উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা।

অজাতশত্রুর পিতৃহত্যার কথা স্বীকার করিলেও তিনি যে একজন সুশাসক রাজা ছিলেন, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। দেখা যায়, তিনি সকল ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতিই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। প্রাচীন ভারতের দুই জন শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক মহাবীর ও বুদ্ধ বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই অজাতশত্রুর বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও অজাতশত্রুর সহিত যে বুদ্ধদেব ও মহাবীরের অন্ততঃ একবার করিয়া সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের মতে অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বুদ্ধ-দেবের মৃত্যু হয়।—মহাবংস ২. ৩২; সমন্ত-পাসাদিকা ১. ৭২। তিব্বতীয় মতে অজাত-শত্রুর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে বুদ্ধের মৃত্যু হয়।—Rockhill: Life of Buddha, 91, 233. খারবেল-লিপি বৌদ্ধমতই সমর্থন করে।[১০]

পালি-পিটকগুলির মতে রাজগৃহে জীবকের আম্রকাননে বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে অজাতশত্রুর জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে; সেই সময় হইতে তিনি বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইলে, অকস্মাৎ এই সংবাদ শুনিলে রাজা শোকে অভিভূত হইয়া মারা যাইতে পারেন, অমাত্যগণ এই ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন; অতঃপর তাঁহাকে নানা কৌশলে এই সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি শোকে অভিভূত হইয়া বুদ্ধের গুণাবলী স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন।—সুমঙ্গল-বিলা-সিনী, ২. ৬০৫-৬।

অতঃপর তিনি দূত পাঠাইয়া মল্লদিগের উদ্যান হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের একটী অংশ আনয়ন করিয়া রাজগৃহে তাহা সমাহিত করেন। এই সমাধিস্থানের উপরে তিনি একটী প্রস্তর-স্তূপ নির্মাণ করান। এই উপলক্ষ্যে তিনি বিরাট্ উৎসব ও ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—মহাপরিনিব্বাণসুত্ত; সুমঙ্গলবিলাসিনী ২. ৩১০।

তিনি রাজগৃহের সর্বত্র ধাতুচৈত্য নির্মাণ করান এবং রাজগৃহে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের জন্য ১৮টী বিহারের সংস্কারসাধন করেন।—মহাবংস ২৭৭; সমন্তপাসাদিকা ১. ৯-১০। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময়ে তিনি ভিক্ষুদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি উপস্থিত ভিক্ষুদিগের জন্য সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারে এক মণ্ডপ নির্মাণ করান এবং তাঁহাদিগের আহার্য প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন।—সমন্তপাসাদিকা ১. ১০-১১; সুমঙ্গলবিলাসিনী ১. ৮-৯।

ফা-হিয়ানের মতে ভিক্ষু আনন্দের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দেহের অর্ধাংশ অজাতশত্রু ও অপর অর্ধাংশ লিচ্ছবীগণ গ্রহণ করিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্মাণ করেন।[১১]

অজাতশত্রুর মৃত্যু ও তাঁহার উত্তরাধি-কারী—অনুমান খ্রী·পূ· ৫২৭ অব্দে অজাত-শত্রুর মৃত্যু হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে তিনি তৎপুত্র উদয় বা উদায়িভদ্দ-কর্তৃক নিহত হন।—মহাবংস ৪. ১। আরও দেখা যায়, রাজা পুত্রকর্তৃক নিহত হইবার আশঙ্কায় পুত্র যাহাতে ভিক্ষুব্রত-গ্রহণ করে, গোপনে সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন।—সুমঙ্গলবিলাসিনী ১. ১৫৩। মহাবংস-মতে (২. ৩১) তিনি ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। পৌরাণিক মতে অজাতশত্রুর পুত্রের নাম দর্শক এবং দর্শকই পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। অবশ্য মহাকবি ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকও ইহা সমর্থন করে।[১২] কিন্তু বৌদ্ধ-(দীপ' ১.৫০) ও জৈনমত (পরিশিষ্টপর্ব, ৪২) ইহা সমর্থন করে না। পিটকগুলির বহু স্থলে উদায়িভদ্দের

১০ Smith EHI, 48.

১১ Legge, Fa-hian. 75-7.

১২ Smith EHI, 37.

উল্লেখ আছে ; বৌদ্ধমতে দর্শক উদায়ীর পুত্র। এই উদায়ী গঙ্গাতীরে কুসুমপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পালি ও জৈনগ্রন্থগুলির তথ্য একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না ; এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণও একমত নহেন।

উদায়িভদ্র ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি তৎপুত্র অনুরুদ্ধ-কর্তৃক এবং অনুরুদ্ধ তৎপুত্র মুণ্ড-কর্তৃক নিহত হন। মুণ্ডের পুত্র নাগদাসক ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন ; নাগদাসকই বিম্বিসার-বংশীয় শেষ রাজা। অতঃপর তাঁহার মন্ত্রী সুসুনাগ (শিশুনাগ) রাজা হন। —সমন্তপাসাদিকা, ১২-১৩ ; মহাবংস, ৪.। প্রোফেসার ভাণ্ডারকারের মতে বৌদ্ধ গ্রন্থ-বর্ণিত বিম্বিসার-বংশীয় শেষরাজা নাগদাসকই 'স্বপ্নবাসবদত্তা'য় বর্ণিত মগধরাজ 'দর্শক'। —H. C. Ray Chaudhury : Political History of India, 102-8.

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অজাতশত্রু২—উপাধ্যায়-বি°। ইনি সামবেদের পুষ্পসূত্রের উপর 'সূত্রবিবরণ' নামক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। পুষ্পসূত্রের (R. Simon-এর সং) ৩য়-৭ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও ইহাতে আছে। হলায়ুধ-মতে উপাধ্যায় অজাতশত্রু ৯৫০ খ্রী° জীবিত ছিলেন। সূত্রবিবরণের পুষ্পিকায় আছে—'উপাধ্যায়াজাতশত্রুণাম্বনোঽ ষ্মরণার্থং কৃতং বররুচস্য সূত্রস্য বিবরণং সমাপ্তম্।'

[IO. Cat. 4582 ; Mad. Cat. ii. 674-6 ; R. Simon : Puhpa-Sutra ; TCM. 4262. 4402.

অজাতশত্রুবিদ্যা—(অনুভূতি-প্রকাশ, ১৪) [অজাতশত্রু, দ্র°]।—IO. i. 146b.

অজাতি—[ন (অপ্রশস্ত বা বিরুদ্ধ) জাতি —নঞ্ তৎ] ১ (বা°) অনাচরণীয় জাতি, হীন জাতি, অজাত। ক বিকলাঙ্গ, বিকৃতাঙ্গ ব্যক্তি। ২ [ন (নাই) জাতি (জন্ম) যাহার—বহু°] বিণ, যাহার কোন জাতি নাই, জন্মহীন, জন্মরহিত। ৩ যাহার জন্ম নাই, অজ, নিত্য। ৪ ন্যায়শাস্ত্র-অনুসারে জাতিহীন। ক জাতির অভাব, অনুৎপত্তি।

অজাদেবী—ইনি শিবাম্বিকা তৃতীয়া জ্ঞানশক্তি। ইনি প্রভাসক্ষেত্র-মধ্যস্থা ও দারিদ্র্য প্রভৃতি বিনাশকারিণী দেবী। ইনি কাম্বীশলিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিতা।—স্কন্দপু° প্র° ৫৯, ১-৬।

অজান—[অপ্র°। স° অজ্ঞান] বিণ, জ্ঞানহীন, অনভিজ্ঞ, অবুঝ।

অজানত—[বা° অপভ্র°] ক্রি-বিণ, অজ্ঞানতঃ, না জানা হেতু।

অজানা—বিণ, ১ [ন = অ জানা—নঞ্-তৎ] অবিদিত, অজ্ঞাত, অচেনা। ২ অজ্ঞাত-বিষয়, দেশ বা বস্তু। ৩ অপরিচিত পুরুষ বা স্ত্রী। ৪ দুর্জ্ঞেয়, সাধনার ধন।

অজানি—[ন (নাই) জায়া যাহার—বহু° ; জায়া > (ভাষায়) জানি] বিণ, পত্নীহীন, অবিবাহিত বা বিপত্নীক।

অজানিত—[বা° অপভ্র°] বিণ, ১ অজ্ঞাত, অবিদিত, অজানা। ২ অনম্বুভূত, অপূর্ব, দিব্য। ৩ অজানা [অজানা দ্র°]।

অজানী—অজাতির বংশে জাতেরা-সম্প্রদায়ের একটি শাখা। ইহারা বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশের সুখডি, তপের, হলবালা, কুকনাও, দেশলপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করে।

[Sherring : Hindu Tribes and Castes, ii. 235]

অজান্তে—[চ-বা°] ক্রি-বিণ, না জানায়, না জানিয়া, অজ্ঞাতসারে। ২ বিণ, অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ।

অজাপাল—প্রাচীনকালে দিলীপ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম—দীর্ঘ। দীর্ঘ হইতে রঘু প্রাদুর্ভূত হন। রঘু হইতে অদ্ভুতবীর্য অজ উৎপন্ন হন। এই অজ ভৈরবীর আরাধনা করিয়া ব্যাধি সকলকে অজারূপে কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীতে পালন করেন। তাহাতে তিনি অজাপাল নামে বিখ্যাত হন। ইঁহার সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে আখ্যায়িকা আছে।—স্কন্দপু° প্র° ৫৮।

অজাপালেশ্বরী—দেবী-বি°। মহীপাল অজাপাল এই দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। এই দেবী পাপনাশিনী ও মানবগণের কামপ্রদা। যে নর শুক্লা চতুর্দশীর দিন ভক্তিপূর্বক ধূপ, পুষ্প ও অনুলেপন দ্বারা অজাপালেশ্বরীর পূজা করে, এই দেবীর প্রসাদে তাহার মানবদুর্লভ অভীষ্ট ফললাভ হয়।—স্কন্দপু° না° ৯৫, ১-৪ ; প্র° ৫৮ অ°।

অজামিল—কান্যকুব্জ-বাসী সদাচারবিশিষ্ট দাসীপতি জনৈক ব্রাহ্মণ। পুরাণে নাম-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অজামিলের আখ্যান এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

প্রথম জীবনে অজামিল অত্যন্ত সদাচার-সম্পন্ন, সত্যবাদী, শ্রীসম্পন্ন ও বেদবিদ্যাপরায়ণ ছিলেন। তিনি পিতামাতার একান্ত বাধ্য ছিলেন। একদা পিতার আদেশে তিনি ফল, পুষ্প ও সমিধাদি আহরণ করিবার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি কামোন্মত্তা জনৈকা স্বৈরিণী শূদ্রাকে দেখিতে পান। এই স্বৈরিণী সুরাপান করিয়া কামোত্তেজক নানারূপ ভঙ্গীতে অন্য একটী পুরুষের সহিত নৃত্য করিতেছিল। এই দৃশ্যদর্শনে অজামিলের মনে কামোদ্রেক হয় ; তিনি মাতাপিতা, সাধ্বী পত্নী ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলকে ভুলিয়া বেশ্যা শূদ্রার অনুগামী হইলেন। শূদ্রা-সংসর্গে তিনি সমস্ত সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মিথ্যাচার, দ্যূতক্রীড়া ও চৌর্যবৃত্ত্যাদি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। শূদ্রার গর্ভে অজামিলের ১০ টী পুত্র হয় ; সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'নারায়ণ'। নারায়ণ পিতার অত্যন্ত প্রিয় ও স্নেহের পাত্র ছিল। অজামিলের বয়স যখন ৮৮ বৎসর তখন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। অজামিল দেখিলেন, বক্রমুখ ভীষণাকার তিন জন যমদূত পাশহস্তে উপস্থিত, তাহারা তাহাকে লইতে আসিয়াছে। যমদূতদিগকে দেখিয়া ভয়ব্যাকুল অজামিল প্রিয়পুত্র 'নারায়ণ'কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন ; ভয়ব্যাকুল অজামিলের মুখ হইতে মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারিত হওয়ায়, বিষ্ণুদূতগণ সে স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং অজামিলকে লইতে যমদূতগণকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর

বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণের নিকট হরিনাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন। যমদূতগণ তখন অজামিলকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই দৃশ্যে অজামিলের লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিল; তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ভগবান্ নারায়ণে মনঃসংযোগ করিলেন এবং সংসার-ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে যোগাবলম্বন করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত করিলেন।—ভা° ৬. ১-২; পদ্মপু° পা° ৫৬. ৬-৮ই°।

অজামিল উপাখ্যান—(শঙ্কর) কবিচন্দ্র-কৃত' প্রাচীন বা° কবিতায় লিখিত আখ্যান।

অজামিলমোক্ষপ্রবন্ধ — নারায়ণভট্ট-রচিত চম্পূ-বি°।—IO. Cat. 8172; BSOS, iv. 295-30.

অজামিলাখ্যান — গুজরাটী সঠোদরা নাগর ব্রাহ্মণ দয়ারাম-(১৭৬৭—১৮৫২) কৃত গুর্জরভাষায় লিখিত পৌরাণিক আখ্যান।—Kanaiyalal M. Munohi: Gujarata and its lit, 1935, 217-220.

অজামিলোপাখ্যান—১ সংস্কৃত-শ্লোক ও গান-সমন্বিত ক্ষুদ্র কাব্য। রচয়িতা—বাতিশ্রীরামবর্মকুলশেখরবঞ্চিমহারাজ (৯৮৮-১০২২ কোলম্বাব্দ)। আনন্দাশ্রম-সংস্কৃত গ্রন্থাবলির (গ্রন্থাঙ্ক ১১২) অন্তর্গত হইয়া মুদ্রিত। ২ জয়কৃষ্ণ-কর্তৃক সংস্কৃত পদ্যে রচিত অজামিল নামক বিপ্রের জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত বিবরণ। গ্রন্থের পুষ্পিকা এইরূপ—'শ্রীমৎপরিচারক-সংঘুল্লপ্রসূতজয়কৃষ্ণকৃতঅজামিলোপাখ্যানং সমাং মূলে দ্রষ্টব্যং'।

অজারিয়া — ১ ইহুদীরাজ্যের এক জন রাজা। নামান্তর-উজ্জিয়া (Uzziah)। পিতার নাম অমাজিয়া (Amaziah)। ১৬ বৎসর বয়সে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন ও ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার মাতার নাম—জাখোলিয়া (Jacholiah)। ইনি জ্ঞানী ও ধার্মিক রাজা ছিলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই অজারিয়া এডোমাইটদের (Edomites) রাজ্য জয় করেন ও এলাথ (Elath) নগর সুরক্ষিত করেন। তিনি গুরবায়ালের (Gurbaal) আরব-জাতি মেহুনিম (Mehunim) ও প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের (Philistines) বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি রাজ্যে যাহাতে কৃষির বিস্তার হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইনি মহাপুরুষ জেখারিয়া-(Zechariah) কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বেদীতে সুগন্ধি ধূপ প্রজ্বালনের পাপে ইঁহার কুষ্ঠরোগে মৃত্যু হয়। খ্রী-পূ° ৮০৮ হইতে ৭৫৬ অব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।—Bible O. T. ২ এক জন ধর্মপ্রচারক। ইঁহার পিতার নাম—ওদেদ (Oded)। অস (Asa) যখন জেরাকে (Zerah) পরাজিত করিয়া ফিরিতে ছিলেন, তখন ইনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ধর্ম-সংস্কারে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান।—Bible O.T. ৩ জিহোশফতের (Jehoshaphat) অধীন প্রধান পুরোহিত অমারিয়ার (Amariah) পুত্র।—Bible O. T. ৪ উজ্জিয়ার রাজত্বকালে ইনি ইহুদীদিগের প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন। উজ্জিয়া ইঁহার ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, ইনি বাধা দিয়াছিলেন।—Bible O. T. ৫ ইহুদীদিগের অন্যতম ধর্মগুরু দানিয়েলের অন্যতম সহচর। রাজা নেবুকাডেজার (Nebuchadrezzar) ইঁহাকে আবেদনেগো (Abednego) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। রাজ-স্থাপিত স্বর্ণনির্মিত দেবমূর্তিকে পূজা করিতে ইনি অস্বীকার করায় দানিয়েল ও তাঁহার সহচরগণ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন।—Dan. i .6, iii. 8-30. ৬ জেডলিয়ার (Gedaliah) এক জন কর্মচারী। ইনি তাঁহার প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ-গ্রহণে উদ্যত হন; পরে জেরেমিয়ার (Jeremiah) নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া মিশরে পলায়ন করেন।—Bible O. T.

অজাশীলাঙ্গনা — ভরতীয় নাট্যশাস্ত্রে প্রকৃতি-অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে নানা বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, অজাশীলাঙ্গনা তাহাদেরই একটী; ইহাকে অজাসত্ত্বাও বলা হইয়া থাকে। অজাশীলাঙ্গনা সাধারণতঃ কৃশা, ক্ষীণবক্ষা, স্থিরচক্ষুদ্বয়যুক্তা, নাতিদীর্ঘ হস্তপদবিশিষ্টা, সর্বাঙ্গে রক্তকেশা, ভয়শীলা, জলক্রীড়াপ্রিয়া, বহু সন্তানশালা, ধনপ্রিয়া, চঞ্চলা ও দ্রুতপদক্ষেপে গমনশীলা হইয়া থাকে।

'কৃশা তনুস্তনোরস্কা নিস্তব্ধরলোচনা।
সংক্ষিপ্তপাণিপাদা চ রক্তরোমা সমাকিতা ॥
ভয়শীলা জলোদ্বিগ্না বহুপত্যা ধনপ্রিয়া।
চঞ্চলা শীঘ্রগমনা অজাশীলাঙ্গনা স্মৃতা ॥

ভরতীয় নাট্যশাস্ত্র, ২২-১৩৭-৮।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অজাসত্ত্বা—অজাশীলাঙ্গনা [অজাশীলাঙ্গনা দ্র°]।

অজি—কাটিয়াবাড়-রাজ্যের একটী প্রধান নদী। ইহা কাটিয়াবাড়ের প্রায় মধ্যস্থলে সরধার গ্রামের নিকটবর্তী পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিতা হইয়াছে। অতঃপর ইহা রাজকোট অতিক্রম করিয়া বালম্বার নিকট কচ্ছোপসাগরে পড়িয়াছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য ১৫ ক্রোশ এবং ইহার জল সুস্বাদু। খোন্দী ও নীয়ারী নামক দুইটী ক্ষুদ্র নদী মিলিত হইয়া রাজকোটের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে ইহার সহিত মিশিয়াছে। পূর্বে অজির বালুকারাশি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হইত।

[H. Wilberforce-Bell: Hist. of Kathiawar, Lond. 1926, 3: BG, viii. 637]

অজিক—দৈত্য-বি°। দানব বিপ্রচিত্ত ও সিংহিকার মহাপরাক্রান্ত ত্রয়োদশ পুত্রের অন্যতম। এই ত্রয়োদশ দৈত্যভ্রাতৃগণ সৈংহিকেয় নামেও পরিচিত।—শিবপু° ধর্ম° ৫৪, ৬২-৫। ~1—স্ত্রী°, ক্ষুদ্র ছাগী।

অজিজ খাঁ — দিল্লীতে সৈয়দভ্রাতৃগণের প্রভুত্ব-কালে বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তখন যে সকল ফৌজদার যমুনার তীরবর্তী প্রদেশ রক্ষার্থ সম্রাট-কর্তৃক সসৈন্যে নিযুক্ত হন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।—JASB. 1908. 513

অজিজ বেগ খাঁ—একজন মুগল সৈন্যাধ্যক্ষ। ১৭২০ খ্রী° দিলবার খাঁর বিরুদ্ধে পান্ধারে (Pandhar) নিজাম-উল্-মুল্কের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি নিজামের পক্ষে

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের দক্ষিণভাগের অধিনায়কত্ব করেন। যুদ্ধে ইনি আহত হন।—JASB, 1908, 529.

অজিজ্ঞাস—[ন=অ (নাই) জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা) যাহার—বহু°] বিণ, অকৌতূহলী, যিনি কুতূহলী নহেন। ~নীয়—বিণ, জিজ্ঞাসার অযোগ্য, প্রশ্নের অনুপযুক্ত।

অজিজ্ঞাসিত—[নঞ্-তৎ] বিণ, জিজ্ঞাসা-করা হয় নাই এরূপ। ~ব্য—বিণ, জিজ্ঞাসা-করণের অযোগ্য।

অজিজ্ঞাসু—বিণ, ১ যে প্রশ্ন করিতে অনিচ্ছুক, যে জিজ্ঞাসার্থী নহে। ২ যাহার অনুসন্ধানের ইচ্ছা নাই।

অজিজ্ঞাস্য—বিণ, জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নের অযোগ্য।

অজিত, — [নঞ্-তৎ; স্ত্রী—া] ১ অপরাজিত, অপরাভূত, অনির্জিত invincible, unconquerable. ॥ অভি° শব্দ° ॥ 'অজিতো জিষ্ণুরত্যন্তমবক্তো ব্যক্তকারণম্'—রঘু° ১০. ১৮। ২ অবশীকৃত, অসংযত, অনিয়ত। যেমন—অজিতাত্মা, অজিতেন্দ্রিয়। ৩ অপ্রতিহত। 'অজিতং পুণ্যম্ ···মহঃ' —উ-চরিত° ৫. ২৭। ৪ অমোঘ, অব্যর্থ। ~বল্লভা—স্ত্রী°, বিষ্ণুর প্রিয়া, লক্ষ্মীদেবী। ~বিক্রম—১ যাহার শক্তি কেহ দমন করিতে পারে নাই। ২ ২য় চন্দ্রগুপ্তের নামান্তর। ~াত্মা—[পুং-াত্মন্; জিত আত্মা যৎকর্তৃক—বহু°; ন জিতাত্মা—নঞ্-তৎ] বিণ, অজিতেন্দ্রিয়, অসংযতচিত্ত। 'নৃপতেরজিতাত্মনঃ'—মনু° ৭. ৩৪। ~ইন্দ্রিয়—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী—া] বিণ, ইন্দ্রিয়বশ, অনিয়তাত্মা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র।

অজিত,—১ বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রধান দেবগণকে 'অজিত' নামে বিভিন্ন স্থলে অভিহিত করা হইয়াছে। ২ দেবগণ-কর্তৃক স্তুত মহাদেবের একটী নাম।—মৎস্যপু° ১৩২. ২৭। ৩ মহর্ষি পুলহের পুত্র অজিত। তৌতমন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম। তৌতামন্বন্তরে অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত এই সপ্তর্ষি ছিলেন।—হরি° হরি° ৭, ৮৩; বিষ্ণুপু° ৩. ২. ৪০-৪২। ৪ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে বৈরাজ প্রজাপতি ও দেবসম্ভূতির পুত্র অজিত-রূপে ভগবান্ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সমুদ্রমন্থনকালে কূর্মরূপে ঘূর্ণায়মান মন্দর পর্বতকে ধারণ করিয়া সমুদ্রমন্থনদ্বারা সুধা-উৎপাদনে দেবগণকে সাহায্য করেন।—ভা° ৮. ৫. ৯-১০; ৮. ৭। ৫ ব্রহ্মার পুত্র অজিতগণ-নামীয় দেবতাগণ। ইঁহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 'যাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।—বায়ুপু° ১০. ২১; ৩১. ৪। ৬ অজিত চাক্ষুষ-মন্বন্তরের পৃথুক দেবতাগণের অন্যতম। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে পৃথুক দেবতাগণ অজিত, অজিষ্ট, দেব, শাকান, বানপৃষ্ঠ, শাম্বর, সত্যধৃক্, বিষ্ণু ও বিজয় নামে খ্যাত ছিলেন।—বায়ুপু° ৬২-৭২। ৭ এক প্রকার অস্ত্রের নাম অজিত।—মৎস্যপু° ১২৬. ২১। ৮ উত্তম মনুর পুত্র।—গরুড়পু° ৮৭. ৭-১০।

অজিত,—১ বৌদ্ধ ভিক্ষু-বি°। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে প্রাতিমোক্ষ শিক্ষা দিতেন। দ্বিতীয় সঙ্গীতিকালে ইনি থেরদিগের আসন নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত হন।—বিনয়° ২, ৩০৫। ২ পালিজাতকে বর্ণিত পরিব্রাজক-বি°। ইনি শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া জ্ঞানমার্গের ৫০০ অবস্থাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার অনুরোধে বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে ধর্ম ও অধর্ম-সম্বন্ধে উপদেশ দেন।—অঙ্গু-নি° ৫. ২২৯-৩০। ৩ গোভিত-বুদ্ধের সমসাময়িক বোধিসত্ত্ব-বি°। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।—জাতক ১. ৩৫। ৪ জনৈক লিচ্ছবি-নায়ক। ইনি বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইনি তাবতিংস-ভবনে জন্মগ্রহণ করেন; এই সময়ে নগ্ন সন্ন্যাসী পাটিকপুত্রপ্রচার করেন যে, বুদ্ধের ধর্ম অনুসরণ করায় অজিত মহানিরয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিবাদের জন্য তিনি বুদ্ধকে দর্শনদান করেন।—দীঘনি° ৩. ১৫-১৭; সুমঙ্গল-বিলাসিনী ৩. ৮২৫। ৫ বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী ভবিষ্যৎ মৈত্রেয় বুদ্ধের সাধারণ নাম [মৈত্রেয় বুদ্ধ দ্র°]।—অনাগতবংস, পৃ° ৪৩, ৪৫, ৫৬। ৬ একজন পচ্চেক-বুদ্ধ। ৯০ কল্প পূর্বে বর্তমান ছিলেন; বাসক নামক থের পূর্ব জন্মে ইঁহাকে আম্র উপহার দিয়াছিলেন।—থেরগাথা-অর্থ° ১. ৬৮। ৭ চিত্তপুত্তক নামক থের পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিখী বুদ্ধকে পুষ্প উৎসর্গ করেন।—অপাদান ১. ২৫৩। ৮ বৌদ্ধ স্থবির-বি°। সম্ভবতঃ অপাদানে (১. ৩৩৫) উল্লিখিত অজিত থের ও অজিত-মানব একই ব্যক্তি। কিন্তু উভয়ের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্তে অনেক অনৈক্য আছে।—থেরগাথা-অর্থ°। পদুমুত্তর নামক বুদ্ধের সময়ে ইনি বুদ্ধের সম্মুখে একটী প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। ইহার ফলে ইনি ৬০০০০ বৎসরের জন্য স্বর্গভোগ করেন। গৌতমবুদ্ধের সময়ে তুষিত-লোক হইতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইনি বাবরীর শিষ্য ছিলেন। হিমবান্ প্রদেশে অবস্থানকালে ইনি বুদ্ধদেবের কথা শুনিতে পান। পরে ইনি অর্হৎ হন। —অপাদান ৩৩৭, ২৮।

অজিত,—১ দ্বিতীয় জৈন তীর্থঙ্কর [অজিত-নাথস্বামী দ্র°]। ২ নবম জৈন তীর্থঙ্করের শাসনযক্ষ।—সম্বি° ৭। 'প্রবচনসারোদ্ধারে'(১) কথিত হইয়াছে, ইনি শ্বেতবর্ণ, কূর্মবাহন ও চতুর্ভুজ। ইঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয় নকুল ও কুম্ভশোভিত। প্রবচনসারোদ্ধার-অনুসারে ইঁহার ধ্যান এইরূপ —'অজিতোযক্ষঃ শ্বেতবর্ণঃ কূর্মারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলকুম্ভকলিতবামপাণিদ্বয়শ্চ'। ৩ এক ভাবী বলদেব। —তীর্থঙ্কর ২১।

অজিত,—এক জন রাজপুত গোহিল সর্দার। মারবাড়াধিপতি যোধার সমসাময়িক। যোধা তাঁহার কন্যার ইঁহার সহিত বিবাহ দেন। যোধার উদ্দেশ্য ছিল, কৌশলে অজিতকে হত্যা করিয়া গোহিলের গদীতে আপনার এক পুত্রকে অধিষ্ঠিত করা। অজিত যোধপুরে যোধার অতিথি হইলে যোধা তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করেন। কোথাও কোথাও এই ষড়যন্ত্রের অন্য কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অজিতের শত্রু দেবী এই গুপ্ত চক্রান্ত জানিতে পারিয়া অজিতের উদ্ধারার্থ সাহায্য করেন। অতঃপর অজিতের সহিত যোধার সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে অজিত নিহত হন। অজিতের পত্নী (যোধার কন্যা) 'সতী'-ব্রত করিয়া স্বামীর সহগমন করেন।

[Tod's Rajasthan, i, 632 ; Powlett : Gaz. of Bikanir State, Cal. 9874, 6]

অজিত,—৩১৮ বি-স° (৬৬১ খ্রী°) যশোভট-কর্তৃক উৎকীর্ণ অপরাজিতের উদয়পুর-প্রস্তর-লিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইনি যশোভটের পিতামহ ও বৎসের পিতা। 'বৎসোঽজিত-পৌত্রেণ স্ফুটা বৎসসা সূনুনা। যশোভটেন পূর্বেয়মুৎকীর্ণা বিকটাক্ষরা।'—EI, vi. 29.

অজিত,—(বৈদ্যক) বিষনাশক মহৌষধ-বি°। সুশ্রুত-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে — বিড়ঙ্গ, আকনাদি, ত্রিফলা, যমানী, হিঙ্গু, তগর, ত্রিকটু, লবণবর্গ, ও চিতা এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তাহা একপক্ষকাল গোশৃঙ্গে স্থাপনপূর্বক শৃঙ্গনির্মিত দ্রব্যদ্বারাই আচ্ছাদিত করিতে হয়। এই অগদ স্থাবর ও জঙ্গম বিষের নিহন্তা। ইহা অজিতাগদ নামে কথিত। "বিড়ঙ্গপাঠাত্রিফলাজমোদাহিঙ্গুনিচকং ত্রিকটূনি চৈব। সর্বশ্চ বর্গো লবণশ্চ সূক্ষ্মঃ সচিত্রকঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিধেয়ঃ॥ শৃঙ্গে গবাং শৃঙ্গময়েন চৈব প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপেক্ষিতশ্চ। এষোঽগদঃ স্থাবরজঙ্গমানাং জেতাবিষাণামজিতো হি নাম্না॥"—সুশ্রু° ক° ৫. ২১ (বঙ্গবাসী-সং)।

অজিত,—(বৈদ্যক) মূষিক জাতি-বি°। মহর্ষি সুশ্রুত মূষিক জাতিকে অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অজিত-জাতীয় মূষিক ইহাদের অন্যতম। যদি শরীরের কোনস্থানে ইহার শুক্র পতিত হয়, অথবা যদি কোন অঙ্গ ইহার শুক্রযুক্ত নখদন্তাদিদ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে রক্ত দূষিত হইয়া থাকে এবং গ্রন্থি, শোথ, কর্ণিকা, মণ্ডলচিহ্ন, পিড়কা, বিসর্প, কিটিভ, পর্বভেদ তীব্র বেদনা, জ্বর, মূর্ছা, দৌর্বল্য, অরুচি, শ্বাস, বেপথু ও লোমহর্ষ হইয়া থাকে। অজিত-জাতীয় মূষিক দংশন করিলে বমি, মূর্ছা, হৃদ্‌গ্রহ, কৃষ্ণনেত্রত্ব—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসা—মনসাসিজের আঠায় তেউড়ী মূল পেষণ করিয়া মধুসহ লেহন করা বিধেয়।—সুশ্রু° ক° ৬. ২।

অজিত,, **অজিতকেশকম্বল**, -লী —প্রাচীন ভারতের একজন ধর্মগুরু। ইনি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইনি বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী ছয় জন ধর্ম-প্রচারকের অন্যতম। বৌদ্ধপিটকে ইনি অজিত-কেশকম্বল নামে আখ্যাত এবং ইঁহাকে পাষণ্ড বলা হইয়াছে। অজিত ধর্মবিদ্রোহী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন; সম্ভবতঃ ইঁহার কেশ কম্বলের (আবরণ-বস্ত্র) মত ছিল বলিয়া বা কেশ নির্মিত কম্বল ব্যবহার করিতেন বলিয়া তিনি পালিগ্রন্থে কেশ-কম্বল বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই বিখ্যাত নাস্তিক ধর্মগুরুর খ্যাতি সুদূর তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

অজিতের পূর্ববৃত্তান্ত-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি কোন লোকের ভৃত্য ছিলেন; তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে তিনি পলায়ন করেন। জীবিকার্জনের কোন উপায় ছিল না বলিয়াই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া পড়েন। তিনি কেশ-নির্মিত স্থূল বস্ত্র ব্যবহার করিতেন; অজিত মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা দিতেন —"ভিক্ষা, যজ্ঞ অথবা অর্চনা বলিয়া কোন কিছু নাই। ভাল অথবা মন্দকার্যের কোন কর্মফল বা পরিণাম নাই। পরলোক বলিয়া কোন জগৎ নাই, ইহলোকও মিথ্যা। এই জীবনের উপর মাতাপিতা কিংবা পূর্বজন্মের কোন প্রভাব নাই।...মানুষ চারিটী ধাতুর সমবায়ে গঠিত। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের মৃত্তিকার অংশ মৃত্তিকায়, জলীয় অংশ জলে, তেজের অংশ অগ্নিতে, বায়বীয় অংশ বায়ুতে মিশিয়া যায় এবং মানুষের বৃত্তিনিচয় (পঞ্চবৃত্তি ও মন) ব্যোমমধ্যে মিশিয়া যায়। —দীঘ-নি° ১. ৫৫; সংযুক্ত-নি° ৩. ৩০৭; মজ্ঝিম-নি° ১. ৫১৫।

অজিত অন্যান্যদের বিশ্বাসী ধর্মমতাবলম্বী-দিগকে ও প্রচারকগণকে অজ্ঞ ও মূর্খ প্রভৃতি আখ্যা দান করিয়াছেন। তিনি ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চারি মৌলিক পদার্থে বিশ্বাসী ছিলেন। জীব ও জীবদেহের এইরূপ পার্থক্য (তং জীবো তং শরীরং) নির্দেশ করিয়া তিনি ভালমন্দ বা পাপপুণ্যের ফলাফল অস্বীকার করিতেন। তিনি আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সুতরাং অজিতের মতবাদ চার্বাকের মতবাদের ন্যায় নাস্তিকতায় পূর্ণ এবং বৌদ্ধদিগের মতে তিনি ঐহিক সুখবাদী ছিলেন।

অজিত ভাল ও মন্দ কার্যের কোন ফল কিংবা পরিণাম স্বীকার করিতেন না; সুতরাং তাঁহার নিকট নৈতিক কোন আদর্শও ছিল না। তাঁহার এই ঘোরতর নাস্তিকতা ঘোর অনিষ্টকর ছিল; বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার মতকে 'মিথ্যাদৃষ্টি' বলা হইয়াছে। বুদ্ধদেবও বেদবিরোধী ছিলেন, তিনি যাগযজ্ঞে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধ ও ভালমন্দের ফলাফল প্রভৃতি স্বীকার করিতেন; সুতরাং ব্রাহ্মণমতে তিনি নাস্তিক হইলেও, তাঁহার জীবনে নৈতিকতার আদর্শ ছিল। দেখা যায়, অজিত ঐহিক সুখবাদী নাস্তিকমতের প্রচারক হইলেও নিজে তাপস-জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

আচার্য মাক্সমূলার বুদ্ধদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ছয় জন ধর্মগুরুর মতবাদকে ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ইঁহাদের মতবাদের মধ্যেই ষড়্‌দর্শনের বীজের সন্ধান দিয়াছেন। অবশ্য মুখ্য অথবা গৌণভাবে ষড়্‌দর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও ইহার অধ্যাত্ম-ভিত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়, বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে ভারতে বিশেষ ধর্মবিপ্লব দেখা দিয়াছিল। দার্শনিক তত্ত্বাদি সাধারণের বোধগম্য ছিল না; বিশেষতঃ সে সকল তত্ত্বেও বিশেষ অনৈক্য ছিল। অপরদিকে যাগযজ্ঞ ও লোকাচারে প্রকৃত ধর্মপথ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; জীবনের দুঃখ বা দুঃখ হইতে মানব সহজে মুক্তির উপায় চিন্তা করিতেছিল; বিশেষতঃ দার্শনিকের পরলোক ও জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলানুযায়ী স্বর্গ ও নরকভোগাদির চিন্তা এক বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই জন্যই কেশ-

বিরোধী নাস্তিকবাদের খুব প্রসার এই সময়ে হইয়াছিল।

প্রতীচ্য পণ্ডিতবর রক্‌হীল তিব্বতীয় গ্রন্থ-অবলম্বনে বুদ্ধের যে জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, পালি সামঞ্‌ঞফলসুত্তে অজিতের মত বলিয়া যাহা উল্লিখিত আছে, তাহা পূর্ণকশ্যপ (পূরণ কস্‌সপ) নামক অন্যতম ধর্মগুরুর মতবাদ। তিব্বতীয় মতে নিম্নোক্তরূপে অজিতের মতবাদ পাওয়া যায়:—

'মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, সুখ, দুঃখ ও সত্ত্ব—এই সাতটী পুদ্গলদেহ সৃষ্ট নহে, বা সৃষ্ট করানও হয় নাই। ইহারা অন্য কিছু হইতে উদ্ভূত নহে বা ইহাদিগকে উদ্ভূত করান হয় নাই। ইহারা পরস্পর-বিরোধী নহে। ইহারা নিত্য এবং একই স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান। পাপ-পুণ্য বা সুখ-দুঃখ ইহাদিগকে বিনষ্ট বা চালিত করিতে পারে না। যদি কেহ অপর কাহারও মস্তকচ্ছেদন করে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইহজগতে বিচরণশীল বা সত্ত্বাযুক্ত কাহারও কোন পরিবর্তন সাধন করে না; কিন্তু ছেদনের সহায়ভূত তরবারি উক্ত সপ্ত মূল পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করিয়া জীবের অনিষ্ট ঘটায়। হনন, মৃত্যু ঘটান, চিন্তা করা বা করান, উপদেশ দান করা বা করান, জানা বা জ্ঞান হওয়ান—এ সকল কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তাঁহার মতে, প্রত্যেকেরই ৮৪০০০ মহাকল্প ব্যাপিয়া বার বার জন্মগ্রহণের পর শেষে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়। সুতরাং সৎকার্য, ধর্মানুশীলন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যদ্বারা কর্মের বিপাকসাধন করিয়া কর্মনাশ করিব এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। জৈনিক ধর্মশাস্ত্রে অজিতের ধর্মমতের সামঞ্‌ঞফলসুত্তেরই প্রতিধ্বনি আছে।

পালিপিটকে পাওয়া যায়, মগধরাজ অজাতশত্রু ও অজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার ধর্মমত শুনিয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। একবার প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী ও জেতবনের মধ্যে একটী স্থান নির্দিষ্ট করিয়া বুদ্ধদেব ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অজিতকেশকম্বল প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকদিগকে তাঁহাদিগের ক্ষমতার পরিচয় দিতে আহ্বান করেন; কিন্তু বুদ্ধের অসাধারণ অলৌকিক শক্তি দেখিয়া অন্যান্য সকলে পলায়ন করেন।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অজিতকুমার চক্রবর্তী—সাহিত্যিক। জন্ম—৪ঠা ভাদ্র, ১২৯৩ বঙ্গ° (১৯এ অগস্ট, ১৮৮৬ খ্রী°) কলিকাতায়। মৃত্যু—১৪ই পৌষ, ১৩২৫ বঙ্গ, রবিবার (৩২ বৎসর বয়সে), নিউমোনিয়া রোগে। পিতা—শ্রীচরণ চক্রবর্তী (ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত মঠবাড়ী গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশীয়)। ইনি

[প্রৌ]ঢ়দশায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ও সিটী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একাদশ বৎসর বয়সে যখন অজিতকুমার ২য় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন তখন ইঁহার মৃত্যু হয়। অজিতকুমার ১২ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৭ বৎসর বয়সে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিবাহ—১৩১৭ বঙ্গ°।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়-দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৩১০ বঙ্গ° শান্তিনিকেতনে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই ম্যানচেস্টার-বৃত্তি লইয়া ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন; কিন্তু অসুস্থতার জন্য শীঘ্রই তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। অতঃপর তিনি শান্তিনিকেতনেই কার্য করিতে থাকেন।

বঙ্গসাহিত্যের বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচকরূপে অজিতকুমার প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যেও ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এজন্য বিশ্বসাহিত্যের সহিত বঙ্গসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিতে পারিতেন। সাহিত্যবিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধ-রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রচিত গ্রন্থ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, কাব্যপরিক্রমা, বাতায়ন, ভক্তবাণী (১ম ও ২য় ভাগ) এবং খৃষ্ট। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতখানি তাঁহার গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে প্রধান। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সাহায্যে রাজা রামমোহন রায়েরও একখানি জীবনচরিত লিখিবার উপাদান তিনি সংগ্রহ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ তিনি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের পূর্বে Modern Review-তে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবীরের দোহাবলীর যে ইংরেজী অনুবাদ (Macmillan Co.-কর্তৃক প্রকাশিত Hundred Poems of Kabir) বিলাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইঁহার হাত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাহা ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, প্রবাসী, ভারতী, Modern Review প্রভৃতি মাসিক পত্রে ইঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অজিতকেশকম্বল—[অজিত, দ্র°]।

অজিতকেশরিমুনি — 'বৃহৎখরতরগচ্ছে'র (বি-স° ১৪৮৩) জয়সাগর উপাধ্যায়ের অধীন জৈন সন্ন্যাসী।—মুনি জিনবিজয়জী বিজ্ঞপ্তি ত্রিবেণীঃ, ১৭; JB, 3।

অজিত ঘোষ,—(জন্ম—১২৯০, ৩ই মাঘ—) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কলাশিল্পের বিচক্ষণ পণ্ডিত। পিতা—সার্জন মেজর ফকীরচাঁদ ঘোষ এম. বি, আই. এম. এস, এফ. আর. সি. পি, এম. আর. সি. এস। অজিত ঘোষ সেন্ট জেভিয়ার কলেজে (১৮৯৩—১৯০১; ১৯০৩—১৯০৫) ও প্রেসিডেন্সী কলেজে (১৯০১—১৯০৩; ১৯০৫—০৬) শিক্ষিত; এম. এ, বি. এল; কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট

(কর্মপ্রচেষ্টা-১৯১১)। ইঁহার গৃহে (৪২ শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা) দুর্লভ ও মূল্যবান্ কলাশিল্পের সংগ্রহ আছে। এই সংগ্রহ 'অজিত ঘোষ-সংগ্রহ' নামে সর্বত্র পরিচিত। ইঁহার সংগ্রহে ৩২´ পরিমিত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন চোল, নটরাজের মূর্তি, মুগল-সম্রাট্ অক্‌বরের আদেশে সম্রাটের জন্য প্রস্তুত 'তারিখি-কল্‌ফি' নামক ইসলামের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের মূল (original) পাণ্ডুলিপি, দুর্লভ রাজপুত এবং কাংড়া-চিত্রাবলী প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ দ্রব্য সংরক্ষিত আছে। কুমারস্বামী, ব্রাউন, গোএট্‌স্, স্রেঞ্চ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের বিবিধ আলোচনায় ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইনি বহু বৎসর Indian Historical Records Commission-এর সদস্য ও Numismatic Society of India-র কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পাঁচ বৎসর (১৩৩৩-৩৭ বঙ্গ°) চিত্রশালাধ্যক্ষ ছিলেন। ঐতিহাসিক ও কলাবিষয়ক দ্রব্যাদি দর্শন ও অনুশীলনের জন্য ইনি ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯৩০ খ্রী° ডিসেম্বরে পাটনায় যে All India Oriental Conference-এর ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে ইনি কলাবিভাগে সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী—

১ The Need for Museums of Art in India (পাটনায় সভাপতির অভিভাষণ). ২ The Basohli School of Rajput Painting (Rupam, no. 37). ৩ Miniatures of a newly discovered Buddhist Palm-leaf Manuscript (Rupam, nos. 38, 39). ৪ Some Old Indian Ivories (Rupam, no. 32). ৫ Tibetan Temple Paintings (Rupam, 1926). ৬ Bemalte Buchdeckel aus Alt-Bengalen (Ostasiatische Zeitschrift, v). ৭ Some Unpublished Chola Portrait Sculptures (Ostasiatische Zeitschrift, n. s., ix. no. 5) ৮ A Group of Early Chola Bronzes (Ostasiatische Zeitschrift, ix. ৯ The Development of Indian Painting (Muslim Review, ii). ১০ Schools of Rajput Painting (Rooplekha, 192). ১১ The Development of Jaina Painting (Artibus Asiae, 1927). ১২ A Comparative Study of Indian Painting (Indian Historical Quarterly, ii) ১৩ Old-Bengal Painting —Pat Drawing [ই. বি. হ্যাভেল লেখকের প্রতিনিধিরূপে ইহা লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'তে পাঠ করেন (Indian Art and Letters. ii)]। ১৪ A New Rajput Gold Coin of a New King (Numismatic Chronicle, 5th series, no. 50. ১৫ Some Rare Kushan Coins, A Rare Copper Coinage of Kumaragupta I and the socalled Gold Plaques of Kumaraгupta I (Numismatic Supplement). ১৬ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌র জুম্মা মস্‌জিদ তোরণলিপি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৭ ভাগ, ১৩৩৭)।

এতদ্ব্যতীত 'পঞ্চপুষ্প', 'বিচিত্রা', 'বসুমতী' প্রভৃতি মাসিকপত্রে ও Statesman, Forward প্রভৃতি দৈনিক পত্রে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অজিত ঘোষ, —(জন্ম—৩রা আষাঢ়, সোমবার, ১৩১৯—) সাহিত্যিক। পিতা—

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ; মাতা—প্রভাবতী দেবী। শিক্ষা—সরস্বতী ইন্‌স্টিটিউশন ও বিদ্যাসাগর কলেজে। কৈশোর হইতে ইনি সাহিত্যচর্চার মনোনিবেশ করেন এবং বিশেষতঃ শিল্পতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস-বিষয়ে অনুশীলন করেন। সহযোগী সম্পাদক—পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৭—৩৯ (১৩৪০ বঙ্গ° কয়েক মাস পরিচালন-সম্পাদক); সম্পাদক—প্রবুদ্ধ-ভারত (বাঙলা ; ১৩৪০); সাধারণ সম্পাদক—বঙ্গীয় সাহিত্য- ও সংগীত-সংঘ (১৩৪১)। প্রসিদ্ধ 'বালীগঞ্জ সংগীত-সংসদের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৭ খ্রী° 'লাইব্রেরিয়ানশিপ্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বর্তমানে ইনি 'বঙ্গীয় মহাকোষে'র সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য করিতেছেন। উল্লেখযোগ্য রচনাবলী—

১। 'প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা'—চন্দননগরে বিশেষ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত। ২। 'মধ্যযুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পসাধনার আদর্শ'—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা কার্তিক ১৩৪৪। ৩। 'বিশ্বপ্রগতি-পরিচয়ে মহাকোষ' —৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪২, বেতারে প্রদত্ত বক্তৃতা—প্রবর্তক, মাঘ ১৩৪২। ৪। 'মধ্যযুগে ভারতীয় চিত্রকলা' —প্রবর্তক, বৈশাখ ১৩৪৩। ৫। 'জগন্নাথযাত্রা'—প্রবর্তক, কার্তিক ১৩৪৩। ৬। 'ভারতে মহাকোষ-সংকলনের গোড়ার কথা'—প্রবর্তক, ফাল্গুন ১৩৪৩। ৭। 'অজন্টার চিত্র ও চিত্রশিল্পীর বৈশিষ্ট্য'—প্রবর্তক, চৈত্র ১৩৪৩। ৮। 'Some Country-side Festivities of Bengal'—The Prabartak, Sept. 1936. ৯। 'মহুয়া'—পঞ্চপুষ্প, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩৭। ১০। 'ভারতীয় মূর্তিশিল্পে আমাদের স্থান'—পঞ্চপুষ্প, অগ্রহায়ণ, সং ১৩৩৮। ১১। 'মন্দিরশিল্পে ভুবনেশ্বর'—পঞ্চপুষ্প, মাঘ ১৩৩৮। ১২। মুক্তগুচ্ছের ক্রমবিকাশ—পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন ১৩৩৮। ১৩। 'পরেশনাথ পাহাড় ও মন্দির'—পঞ্চপুষ্প, মাঘ ১৩৩৯। ১৪। 'বৌদ্ধ শিল্পকলার আদর্শ ও অজন্টাগুহা'—পঞ্চপুষ্প, চৈত্র ১৩৩৯। ১৫। 'চীনের সভ্যতা ও জাতীয় আন্দোলন'—পঞ্চ-পুষ্প, আশ্বিন ১৩৩৮। ১৬। 'অমরাবতী'—পঞ্চপুষ্প, ২য় খণ্ড ১৩৩৯। ১৭। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও পৃথিবীর এক শত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের তালিকা'—রাজবলহাটে হুগলী জেলা পাঠাগার-সম্মিলনে পঠিত। ১৮। 'সাহিত্য ও জাতীয় জীবন'—অর্চনা, বৈশাখ ১৩৪৩। ১৯। 'বঙ্কিমচন্দ্রের আর্ট'—বঙ্কিম-স্মৃতি-বার্ষিকীতে পঠিত—অর্চনা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। ২০। 'চিত্র-শিল্পের মর্ম ও আদর্শ'—অর্চনা, বৈশাখ ১৩৪৪। ২১। 'সংগীতের উৎপত্তি'—সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা, কার্তিক ১৩৪৩।

এতদ্ব্যতীত 'স্বদেশ', 'চুঁচুড়া বার্তাবহ', 'প্রবুদ্ধ-ভারত', 'প্রবর্তক', 'পঞ্চপুষ্প', 'আর্য-বিজ্ঞান-সম্মিলনী', 'স্বাস্থ্য-পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

'বঙ্গীয় মহাকোষে' প্রকাশিত প্রধান শব্দগুলির মধ্যে অইহ্ন, অকালবর্ষ, অকালী, অক্ষোভ্যতীর্থ, অগরবাল, অগস্ত্য, অগ্নিকুল, অগ্নিহোত্রী, অঙ্গুল, অচ্যুতরায়, অজন্টা প্রভৃতি নিবন্ধের ইনি লেখক।

শ্রীঅমরেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অজিতচন্দ্র—জৈন গ্রন্থকার-বি°। ১৭৩৩ বি-স° ইনি একটি 'চন্দনমলয়াগিরি রাস' রচনা করেন।

[M. K. Mehta : Jaina Rasamala, no. 76 ; JB, 29]

অজিতচাঁদ—চাঁদবংশীয় আলমোড়ার অধিপতি (অনুমান ১৭২৬—২৯ খ্রী°)। ইঁহার সময়ে আলমোড়ার বিষ্টগণ বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন। এই বিষ্টগণেরই সাহায্যে ইনি আলমোড়ার সিংহাসন অধিকার করেন। পিতা—ফতেহরাজ নরপৎসিংহ; মাতামহ—গাড়ওয়াল ও কুমায়ুনের অধিপতি জ্ঞানচাঁদ। অজিতচাঁদ আলমোড়ার সিংহাসন অধিকার করিলেও বিষ্টগণই রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন; এমন কি তাঁহারা যথেচ্ছাচার করিতে সমর্থ হইতেন। বিষ্টগণ-কর্তৃক অজিতচাঁদ নিহত হন। প্রবাদ, পুরণমল নামক এক জন বিষ্টের ঔরসে রাজান্তঃপুরের এক দাসীর গর্ভে এক সন্তানের জন্ম হয়। পুরণমল এই পুত্রকে অজিতচাঁদের ঔরসজাত বলিয়া দাবী করেন। কিন্তু অজিতচাঁদ তাহা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায় পুরণমল অপরাপর বিষ্টগণের সহিত চক্রান্ত করিয়া অজিতচাঁদকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই দাসীপুত্র বাজ-কল্যাণচাঁদ নামে অভিহিত হন এবং উত্তরকালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭২৯ খ্রী° অজিতচাঁদ শ্রীনাথেশ্বর-মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন।

[NWP Gaz., xi. 500 ; ASNI, ii. 48, 49]

অজিতঞ্জয়—নৃপতি-বি°। তোদেয্য নামক স্থবির (থের) পূর্বজন্মে অজিতঞ্জয় নামে কেতুমতীর অধিপতি ছিলেন [তোদেয্য থের দ্র°]।

অজিত তৈল—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, চক্ষুরোগে বিশেষ তৈল-বি°। তিমিরাদি রোগে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইলে এই তৈল প্রয়োগে ঐ সমুদয় রোগ নষ্ট হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। অর্ধসের তিলতৈল, চার সের আমলকীর রস, চার সের দুগ্ধ ও কর্ষ যষ্টিমধু এক পল হিসাবে লইয়া ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে।—ভৈষজ্যরত্না°।

অজিতদাস—জৈন গ্রন্থকার-বি°। ইনি একখানি জৈনরামায়ণ (অসম্পূর্ণ) রচনা করেন। ইনি আগ্রার অধিবাসী এক জন গোয়ালা অগ্রবাল। 'ছন্দশতক'-রচয়িতা বৃন্দাবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বৃন্দাবন ইঁহার জন্যই 'ছন্দশতক' রচনা করেন (১৮৯৮ বি-স°)।

[JB, 30 ; বৃন্দাবনবিলাস, ভূমিকা, ২১-২]

অজিতদেব—১ জৈন 'আচারাঙ্গসূত্রে'র একটী 'দীপিকা'-রচয়িতা।—Jaina Granthamala, 2 ; JB, 30. ২ জৈন গ্রন্থকার-বি°। ১১৮৩-বি-স° 'যতিপ্রতিক্রিয়াকাপনচ্ছল' রচনা করেন। মুনিচন্দ্র ও মানদেবসূরির শিষ্য—Jaina Granthamala, 85 ; JB, 30. ৩ 'বিচারসারপ্রকরণ'-রচয়িতা মহেশ্বরসূরির শিষ্য। ইনি ১৬২৭ বি-স° 'পিণ্ডবিশুদ্ধি'র উপর একটী 'দীপিকা অবচূরি' রচনা করেন। অজিতদেব নামক মহেশ্বরসূরির আর এক জন শিষ্যের (সম্ভবতঃ এক ব্যক্তি) নাম পাওয়া যায়; ইনি একটী আরাধনার রচয়িতা।—Jaina Granthamala, 66, 169 ; JB, 30.

অজিতদেবসূরি—১ জৈন-গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ—'যোগবিধি' (১২৭৩ বি-স° রচিত) 'বিচাররত্নসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। অজিতদেবসূরি তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকার শুভ তাম্রপ্রভসূরির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি এই তাম্রপ্রভসূরিরই শিষ্য। অজিতদেব 'উত্তরাধ্যয়নসূত্রে'র উপর একটী 'অবচূরি'ও রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থে জীনগণ (১২৫০ বি-স°—Weber, ii, 956, 1091), মানতুঙ্গ, মদনসূরি, জয়প্রভ প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয়গণ প্রশংসিত হইয়াছেন (Peterson 3, app. 306)। মানতুঙ্গের 'সিদ্ধজয়ন্তীচরিত' ১২৬১ বি-স° রচিত ও অজিতদেবসূরিকে উৎসর্গীকৃত হয় (Peterson 3, app. 45)।—Peterson, iv. Ind. ; JBRAS, xviii (ex. no.). p. i ; Jaina Granthamala, 38; JB, 30-1. ২ তপাগচ্ছের ৪১তম জৈন আচার্য। প্রায় ১২০৪ খ্রী° জীবিত ছিলেন; মুনিচন্দ্রসূরি ও মানদেবসূরির শিষ্য। জন্ম—১১৩৪ বি-স°; দীক্ষা—১১৫২ বি-স°; সূরিপদপ্রাপ্তি—১১৭৪ বি-স°; মৃত্যু—১২২০ বি-স°। বিশিষ্ট নৈয়ায়িক। রচিত গ্রন্থ—'স্যাদ্বাদরত্নাকর'। অণহিলবাড়ের জয়সিংহ সিদ্ধরাজের সভায় ইনি দিগম্বরদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১২০৪ বি-স° ইনি ফলবর্ধিগ্রামে পার্শ্বনাথের মন্দির সংস্কৃত করিয়াছিলেন। শিষ্য—বিজয়সিংহসূরি (৪২-তম আচার্য)। বিজয়সিংহসূরির শিষ্য সোমপ্রভাচার্য ১২৪১ বি-স° 'কুমারপাল-প্রতিবোধ' গ্রন্থ রচনা করেন।—মুনি আত্মারামজী : জৈনতত্ত্বাদর্শ, ৫৭৩-৪ ; JB, 30 ; Peterson 5, 38 ; Weber, 1006.

অজিতদেবাচার্য—'গণরত্নমহোদধি'তে উল্লিখিত বৈয়াকরণ-বি° ।—Cat. Cat.

অজিতধর—অষ্টাদশ জৈন তীর্থঙ্কর অরনাথের অধীন অষ্টম রুদ্র।—JB, 31.

অজিতনাথ—দ্বিতীয় জৈন তীর্থঙ্কর [অজিতনাথস্বামী দ্র°]।

অজিতনাথ দাস, রায় বাহাদুর—(জন্ম—২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭—)। পিতা—পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দৌহিত্র বলরাম দাস, বলরামদাসের চারিপুত্র ও দুইকন্যা। তন্মধ্যে অজিতনাথ সর্বকনিষ্ঠ। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। বৈষ্ণবভাবাপন্ন বলিয়া দক্ষিণেশ্বরে ইঁহাদের পালাপূজার সময় ইনি বলিদান রহিত করেন। ইনি কলিকাতার অন্যতম অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী করোনার। ইনি ক্যাম্বেল হাসপাতালের ভিজিটিং কমিটির, বেঙ্গল ভেটারনারী কলেজ ও আলিপুর পশুশালার ম্যানেজিং কমিটির গভর্নমেণ্ট-মনোনীত সদস্য। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এসোসিয়েশন

ও বেঙ্গল অ্যাক্টার ক্লাব এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ হ'। ইনি বহু সদনুষ্ঠানে সর্বসমেত প্রায় ৮২ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে আলিপুর পশুশালায় খরগোসের গৃহ-

নির্মাণের জন্য ২০,০০০৲, Reformed Constitutionএর উন্নতিকল্পে ১৬,০০০৲, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের সাহায্য-ভাণ্ডারে ১২,০০০৲, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীতে ৫০০০৲, বিহার-ভূমিকম্পে ২০০০৲ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১ খ্রী° 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ইঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা।

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন—প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় পণ্ডিত-কবি। জন্ম—১২৪৪ বঙ্গ° (১৭৬১ শক, ১৮৩৯ খ্রী°; ঝুলনপূর্ণিমার পরবর্তী ৪র্থী) নবদ্বীপে; মৃত্যু—১৩২৭ (১৯২০ খ্রী°), ২৪এ মাঘ, কলিকাতায়। পিতা—রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; মাতা—ঈশ্বরী দেবী। ইঁহার পিতামহ গোলোকনাথ শিরোমণি তর্কবাগীশও এক জন নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। অজিতনাথ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ভ্রাতা মাধবানন্দ মহামান্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। উঁহা বারেন্দ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং রাধাবল্লভ ভট্টাচার্য-বংশ বলিয়া পরিচিত; ইহা নবদ্বীপের একটা বিশিষ্ট পণ্ডিতবংশ। রাধাবল্লভ এই বংশের কুলদেবতা; এজন্য অজিতনাথের গৃহকে রাধাবল্লভের বাটীও বলা হয়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চকদেপে গ্রামের ক্ষুদিরাম রায়ের কন্যা জগন্মোহিনীর সহিত অজিতনাথের বিবাহ হয়। বাল্যকালেই অজিতনাথ মাতৃহীন হন। প্রথমে ইনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীলমণি ভট্টাচার্যের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। কবি মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতি অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে রাজপুরের শ্রীধর বিদ্যালঙ্কার, দিনাজপুরের মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ও পাবনার যদুনাথ ন্যায়রত্ন অধ্যয়নের জন্য নদীয়ায় আগমন করেন। ইঁহাদের সাহচর্যে অজিতনাথের কবিত্ব-শক্তি বৃদ্ধি পায়। বিদেশে থাকিয়া ইনি বিখ্যাত পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট কাব্য ও অলঙ্কার শিক্ষা করেন।

প্রায় ২৫ বৎসরকাল অজিতনাথ কৃষ্ণনগরাধিপতি ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের সভায় মাসিক ৩০৲ বেতনে কাব্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর ক্ষিতীশচন্দ্রের টোল-বিভাগ উঠিয়া যাওয়ায় ইঁহার চাকুরী যায়। পরে বর্ধমানাধিপতি স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব্ ইঁহাকে বার্ষিক ৫০৲ টাকা করিয়া বৃত্তির ব্যবস্থা

করিয়া দেন; এই বৃত্তি ইঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল। রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র-কর্তৃক ইনি 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৩১৬ বঙ্গ° ইঁহাকে বাঙলা গভর্নমেণ্টের বিশিষ্ট সাহিত্যিকের বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে ইনি উহা পান নাই। তবে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে গভর্নমেণ্ট হইতে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।

অজিতনাথ এক জন প্রভাবকবি ছিলেন। ইনি দ্ব্যর্থ ও ত্র্যর্থ-বাচক কবিতা মুখে মুখে রচনা করিতে পারিতেন। কবিতার ভাবে প্রায়ই ইঁহাকে অন্যমনস্ক থাকিতে দেখা যাইত। ইঁহার কবিতাগুলির অধিকাংশই শ্লেষাত্মক। এইরূপ শ্লেষাত্মক কবিতাদির লইয়া ইনি 'বকদূত' নামক দূতকাব্য রচনা করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি-বিরচিত অন্তর্ব্যাকরণ-নাট্যপরিশিষ্টের 'রাজনরণী' নামক টীকা (২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালির জমীদারদিগের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত), চৈতন্যশতক ও অমরার্থ-চন্দ্রিকা।

ন্যায়রত্নমহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটী-কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণির সহিত একযোগে রামতর্কবাগীশের টীকাসহ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ সম্পাদন করেন। ইনি 'বিশ্বদূত' নামক সাপ্তাহিক পত্রও সম্পাদন করেন। ইনি অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন ও অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন। কলিকাতায় থাকিলেও ইনি স্বগ্রামে সহদিন জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। নবদ্বীপের 'বিবুধজননী-সভা'র নাম ইনিই রাখেন। বিলাতফেরতাদের জাতে তুলিবার আন্দোলনেও ইনি ব্যাপৃত হইয়াছিলেন; এজন্য কিছুকাল ইঁহাকে 'একঘরে' হইয়াও থাকিতে হইয়াছিল।

শ্রীজনরঞ্জন রায়

অজিতনাথপুরাণ—[জৈনপুরাণ দ্র°]।

অজিতনাথস্বামী—দ্বিতীয় জৈন তীর্থঙ্কর। পিতা—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা জিতশত্রু; মাতা—বিজয়া। অযোধ্যানগরে (মুনি আত্মারামজী-কৃত 'জৈনতত্ত্বাদর্শ'-মতে তৎকালে ইহার নাম 'বিনীতা' এবং ইহা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল) জন্ম; জন্মতিথি—মাঘী-শুক্লাষ্টমী (রোহিণীনক্ষত্র, বৃষরাশি)। পিতা জিতশত্রু ও পিতৃব্য সুমিত্র দীক্ষা লইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে অজিতনাথ রাজা ও পিতৃব্য-পুত্র সগর (ভগীরথ-কর্তৃক পৃথিবীতে গঙ্গা-সমানয়ন-ব্যাপারে প্রসিদ্ধ) যুবরাজ হন। রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরে অজিতনাথ রাজ্যত্যাগ ও অযোধ্যায় দীক্ষাগ্রহণ-পূর্বক কৈবল্যলাভ করেন (দীক্ষাতিথি—মহামাঘী নবমী; জ্ঞানতিথি—পৌষ শুক্লা একাদশী;

মোক্ষতিথি—চৈত্রশুক্লা পঞ্চমী; মোক্ষ আসন—কায়োৎসর্গ)। সগর রাজা হন, কিন্তু তিনিও অজিতনাথের অনুগামী হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

অজিতনাথের বর্ণ—পীত বা স্বর্ণাভ (প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের অনুরূপ); প্রতীক ('লাঞ্ছন')—হস্তী; বিমান—বিজয়; শরীরমান—৪৫০ ধনু; জীবনকাল—৭২ লক্ষ-পূর্ব বর্ষ; ছদ্মস্থকাল—১২ বর্ষ; শাসনযক্ষ—মহাযক্ষ [মহাযক্ষ দ্র°]; শাসনদেবী—অজিতা বা অজিতবলা [অজিতবলা দ্র°]; গণধরসংখ্যা ৯৫ (প্রথম গণধর—সিংহসেন)।

[মুনি আত্মারামজী: জৈনতত্ত্বাদর্শ; হেমচন্দ্র: ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ, ২প ১-৬ স.; মহুসাগর, ২. ৮; JA, ii. 135; JB, 32].

অজিতপঞ্চকম্—গ্রন্থ-বি°। এই গ্রন্থের পাঁচটী শ্লোকে অজিতনাথের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে।—S. Mss. 6725, 11340.

অজিতপুচ্ছা, অজিতপঞ্হা—সুত্তনিপাতের পরায়ন-বগ্গের দ্বিতীয় সুত্ত। [অজিত-মানব দ্র°]।

অজিতপুর—বিকানীরের একটী প্রাচীন স্থান। বিকানীররাজ সুরতসিংহের সময়ে নার্নোট-গোত্রীয় সুলতানসিংহ ইহার সর্দার ছিলেন। তাঁহার অধীনে ৪ শত অশ্ব ও ৫ হাজার পদাতি ছিল। তাঁহার আয় ছিল ২০,০০০৲ টাকা। বর্তমানে এখানে ঠাকুরগণ ১৩টী গ্রামের জায়গীর ভোগ করিতেছেন।

[Tod's Rajasthan; P. W. Powlett: Gaz. of Bikanir State, Cal. 1874, 125]

অজিতপ্রভগণি—১২৯২ বি-স° বিজাপুরে (গুজরাটে) তিন জন জৈন অধ্যাপক উপদেশ দান করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।—JBRAS, xviii (ex. no.) p. i; JB, 32; Peterson 3. App. 36.

অজিতপ্রভসূরি—জৈন আচার্য ও গ্রন্থকার-বি°। ১৩০৭ বি-স° ইনি সংস্কৃতে 'শান্তিনাথচরিত' (শ্লোক সং ৫৯৮২) রচনা করেন। ইঁহার গ্রন্থে ইনি পূর্বপুরুষদের মধ্যে সুধর্ম, জম্বু, প্রভব, সম্ভব, যশোভদ্র, সম্ভূত, ভদ্রবাহু, স্থূলভদ্র, আর্যমহাগিরি এবং অন্যান্য অনেকের নাম উল্লেখ করিয়া ঋষি বজ্রসূরির উল্লেখ করিয়াছেন। বজ্রসূরির চারি জন শিষ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চারিটী শাখার মধ্যে চন্দ্র-শাখাই বিশেষ খ্যাত। এই শাখার ঋষি বিজয়সিংহ চন্দ্রাবতীর অধিবাসী ছিলেন; ইনি চন্দ্রপ্রভসূরির নির্দেশে চৈত্যবাসিন নামক ধর্ম-নেতাকে বিতাড়িত করেন এবং পূর্ণিমাগচ্ছে প্রধান করেন। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে অভয়দেবসূরি, চন্দ্রসূরি, দেবসূরি, তিলকপ্রভ, বীরপ্রভ ও সোমপ্রভ গদীতে আসীন হন। অজিতসূরি বীরভদ্রের শিষ্য। তিলকপ্রভ-কর্তৃক বীরপ্রভের উত্তরাধিকারিরূপে ইঁহার অভিষেক হয়। গদীতে আসীন হইবার পূর্বে ইনি 'ভবনসরণাস্ত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 'শান্তিনাথচরিত' লিখিবার কালে ইনি সূরি-পদে ভূষিত হন।

[Peterson 5, 121; Jaina Granthamala, 241; JB, 32]

অজিতবল—পঞ্চদশ জৈন তীর্থঙ্কর ধর্মনাথের অধীন নবম রুদ্র।—JB, 29.

অজিতবলা—নামান্তর অজিতা। দ্বিতীয় জৈন-তীর্থঙ্কর অজিতনাথস্বামীর শাসন-দেবী বা যক্ষিণী। প্রবচনসারোদ্ধারে কথিত হইয়াছে, ইনি গৌরবর্ণা, লোহাসনাধিরূঢ়া ও চতুর্ভুজা। ইঁহার দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও অঙ্কুশ। প্রবচনসারোদ্ধার-মতে (২৭) ইঁহার ধ্যান—'শ্রীঅজিতজিনস্যাধিতাংজিতবলা বা দেবী গৌরবর্ণা লোহাসনাধিরূঢ়া চতুর্ভুজা বরদপাশকাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরকাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ'।

অজিতব্রহ্মচারী—জৈন গ্রন্থকার-বি°। গ্রন্থ—'উর্ধ্বপদ্ধতি', 'হনুমচ্চরিত' ও 'উৎসবপদ্ধতি'।—JB, 29.

অজিতমান—সামন্ত নৃপতি-বি°। মগধরাজের আদিসিংহ নামক নৃপতির অধীন ছিলমা নামক গ্রাম ইঁহার শাসনাধীন ছিল। উদয়মানের দুধপানি-শিলালেখে ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। লিপিটীর সময় অনুল্লিখিত, তবে প্রত্নলিপির দিক্ দিয়া উহাকে খ্রী° ৮ম শতকের বলিয়া ধরা হইয়াছে। লিপি-অনুসারে জানা যায়, মগধরাজ আদিসিংহের রাজ্যকালে উদয়মান, শ্রীধৌতমান ও অজিতমান নামক তিন জন ভ্রাতা ব্যবসায়োপলক্ষ্যে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তিতে (বর্তমান তমলুক—বঙ্গদেশ) গমন করেন। ইঁহারা শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাম্রলিপ্তিতে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে ভ্রমরশাল্মলী নামক গ্রামে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ছিলমা ও নভূতীবণ্ডক এই গ্রামেরই সন্নিহিত দুইটী গ্রাম। এই গ্রামগুলির নিকটস্থ বনে একবার আদিসিংহ শিকার করিতে আসিয়া গ্রামবাসিগণকে অবলগক (অবলগন) প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। গ্রামবাসীদের অনুরোধে উদয়মান অবলগন প্রদান করিলে আদিসিংহ প্রীত হন এবং তিনি ভ্রাতাকে যথাক্রমে ভ্রমরশাল্মলী, নভূতীবণ্ডক ও ছিলমার 'রাজা' রূপে শাসনকার্য চালাইবার অনুমতি দেন। উদয়মান অনুজ ভ্রাতা দুই জনকে তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া তিনটী গ্রামের মধ্যে একত্রাহর-বর্জনের ব্যবস্থা করেন। [উদয়মান দ্র°]—EI, ii. 343-4.

অজিত-মানব — বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বাবরী নামক ব্রাহ্মণের শিষ্য। তিনি গুরুর অনুরোধে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন; সুত্তনিপাতের পরায়ন-বগ্গের অজিতমানবপুচ্ছা নামক অধ্যায়ে এই প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধদেবের জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া অজিত-মানব আপন সহস্র শিষ্য সহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া অর্হৎ হন। তাঁহার পিতা শ্রাবস্তীবাসী ও কোশলরাজের অগ্গ-ঘানীয় (price-assessor) ছিলেন।—SnA. 587; Thag A. i. 73f.

অঙ্গুত্তর-নিকায়ের অর্থকথায় (১. ১৮৪) দেখা যায়, অজিত বাবরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। পূর্বজন্মে তিনি বিপস্সী নামক বুদ্ধকে কপিত্থ-ফল দান করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ পালি-সাহিত্যের কপিত্থফলদায়ক থের ও অজিত-মানব

একই ব্যক্তি (অপাদান ২.৪৪৯)। থেরগাথায় একটী গাথা অজিতমানবের রচনা (৫. ২০)। সংযুক্ত-নিকায়ে (২. ৪৭ই°) বুদ্ধ ও সারিপুত্রের কথোপকথনে অজিতের প্রশ্নাবলীর আলোচনা আছে।

অজিতমুনি—জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসি-বি°। হয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধনের (বেত্তি-দেবের) পরিশায়ক পুনিসরাজ ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনিসরাজ ১১১৭ খ্রী° কতকগুলি জৈন-মন্দির নির্মাণ করেন।

[Guierinot : D'Epigraphica Jaina, no. 83 ; Rice, iv. Chamarajnagar, H. no. 83 ; JB, 31]

অজিত রট্‌ঠ—(অজিক- বা অজিল-রট্‌ঠ) প্রাচীন ভারতের রাজ্য-বি°। এই দেশে ঘোষিত নামক শ্রেষ্ঠী পূর্বজন্মে কোতূহলক নামে অতি দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

[DA, i, 317 ; DHA, i. 169.]

অজিতশান্তিস্তব—গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা—নন্দিষেণ ঋষি। কাম্বের শান্তিনাথ-মন্দিরে এই গ্রন্থের মূল পুথি রক্ষিত আছে। পত্র-সং ১৯০ (১০½″+১½″); প্রতি-পত্রে ৮ হইতে ১০ ছত্র ; দুইটী চিত্র-সম্বলিত। — JBRAS, xviii. 8.

অজিতসাগর—১ জৈন গ্রন্থকার-বি°। ইনি সিংহ সংঘে ছিলেন। গ্রন্থ—'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' ও 'সংঘগুরু পদ্ধতি'।—JB. 32. ২ তপ(াগচ্ছ)সঙ্ঘের লক্ষ্মীসাগরসূরির (১৭৮৮ বি-স° ইঁহার মৃত্যু হয় এবং কল্যাণসাগর সেই স্থান অধিকার করেন) শিষ্য।—JB. 32.

অজিতসিংহ, —মারবাড়ের প্রসিদ্ধ-রাজপুত নৃপতি। খাইবার গিরিবর্ত্ম স্থিত সীমান্তের মুগল-ঘাটী জামরুদের ফৌজদার মারবাড়াধিপতি যশোবন্তসিংহের পুত্র। ১৬৭৮ খ্রী° ১০ই ডিসেম্বর যশোবন্তের মৃত্যু হইলে মুগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব মারবাড়রাজ্য সম্পূর্ণভাবে মুগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে যশোবন্তের মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তিনি মারবাড়ে হিন্দুর পরিবর্তে মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োজিত করিয়া ইন্দ্রসিংহ নামক যশোবন্তের এক সম্পর্কিত পৌত্রকে বার্ষিক ৩৬ লক্ষ টাকা কর দিবেন এই শর্তে যোধপুর-সিংহাসনের অধিকার দেন। এদিকে যশোবন্তের বিধবা পত্নীদ্বয় ১৬৭৯ খ্রী° ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই দুই জন মহিষীই গর্ভবতী ছিলেন। লাহোরে উভয়েরই একটী করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রদ্বয়ের এক জন অজিতসিংহ, অপর পুত্রের মৃত্যু হয়।

বাল্যজীবন—মারবাড়ের রাজগাথা অনুসারে যশোবন্তের মৃত্যুকালে তাঁহার মহিষী (অজিতসিংহের মাতা) সাত মাস গর্ভবতী ছিলেন। এজন্য তিনি পতির সহগামিনী হন নাই। অজিতের জন্ম হইলে মহিষী রাঠোর সর্দারগণ ও অনুচরগণ সহ দিল্লীতে আগমন করেন। এখানে সম্রাটের পক্ষ হইতে শিশু অজিতকে সম্রাটের হাতে অর্পণ করিবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু রাঠোর সর্দারগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া অজিতকে রক্ষা করিতে কৃত-সংকল্প হন। তাঁহাদের সহিত যে সমুদয় রাজপুত রমণী ছিলেন, তাঁহারা বারুদ-রাশির মধ্যে অগ্নিসংযোগে আত্মাহুতি দেন। ইহাতে দিল্লীতে এক ভীষণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। সেই সুযোগে এক মিষ্টান্নপূর্ণ ঝুড়িতে অজিতকে রাখিয়া যশোবন্তের মন্ত্রী অক্ষয়ের পুত্র বিখ্যাত দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রাঠোরগণ 'অব্' পর্বতের এক দুর্গম স্থানে লইয়া আসেন। কিন্তু ঐতিহাসিক মতে দুর্গাদাস যশোবন্তের বিধবা পত্নীদ্বয়কে পুরুষের বেশে সজ্জিত করিয়া তাঁহাদিগকে ও অজিতকে লইয়া দিল্লী হইতে পলায়নপূর্বক ১৬৭৯ খ্রী° নিরাপদে যোধপুরে আসিয়া উপস্থিত হন।* অতঃপর দুর্গাদাসের তত্ত্বাবধানে অজিত প্রতিপালিত হইতে থাকেন।

আওরঙ্গজেব অজিতকে করায়ত্ত করিতে না পারিয়া এক গোয়ালার শিশুপুত্রকে যশোবন্তের পুত্র এবং প্রকৃত অজিতকে জাল বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং গোয়ালার পুত্রকে আপন হারেমে রাখিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। এই শিশুকে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া মুসলমানী নাম (মুহম্মদ শাহ্) দান করেন। অজিতকে করায়ত্ত করিতে পারিলে তাঁহাকেও তিনি নিশ্চয় এইরূপ করিতেন। সম্রাটের মনোভাবে রাঠোরগণ বিক্ষিপ্ত হন এবং অজিতের অধিকার-ব্যাপারে শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। সম্রাট্‌কে অজিতের অধিকারের দাবী স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সম্রাট্ তাঁহার সংকল্পে অবিচলিত থাকায় রাঠোর সর্দারগণ দুর্গাদাসের নেতৃত্বে সমবেত হন। এই দুর্গাদাসই উত্তর-কালে অতুলনীয় বীরত্ব, রাজানুগত্য ও রাজ-নীতির পরিচয় দিয়া সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল মারবাড়ের স্বাধীনতার ও অজিতের জন্য মুগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহারই হস্তে অজিত লালিত, রক্ষিত ও শিক্ষিত হন।

জাল অজিতকে প্রকৃত অজিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া আওরঙ্গজেব পুত্র অকবর ও তহব্বর খাঁকে মারবাড়-আক্রমণে পাঠাইয়া স্বয়ং আজমীঢ় হইতে সৈন্যপরিচালনার অভিপ্রায়ে আজমীঢ়ে উপস্থিত হইলেন। রাঠোরগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে এবং আওরঙ্গজেব মারবাড় অধিকার করিয়া উহাকে কয়েকটী জেলায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক জেলায় এক জন করিয়া মুগল ফৌজদার নিযুক্ত হন। যোধপুর করতলগত করিয়া সম্রাট্ হিন্দুবিদ্বেষ-জনিত ভীষণ অত্যাচারে লিপ্ত হন। তিনি মারবাড়ের প্রধান নগরগুলিতে ধ্বংসকার্য চালাইয়া দেবমন্দির ও বিগ্রহসমূহ বিনষ্ট ও কলুষিত করেন। দেবমন্দিরের স্থলে মসজিদ নির্মিত হইল এবং রাজপুতগণকে বলপূর্বক ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা হইতে লাগিল। এমন কি, ১৬৭৯ খ্রী° মুগল-কর্তৃক কলুষিত বহু দেববিগ্রহ খাঁ জহান যোধপুর হইতে দিল্লীতে লইয়া আসেন এবং সম্রাটের আদেশে সেগুলির কতকগুলি যেখানে বিষ্ঠা প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয় সেখানে নিক্ষেপ করা হয় ও কতকগুলি যাহাতে সর্বদা পদদলিত হয় সেই উদ্দেশ্যে দিল্লীর মসজিদের সোপানশ্রেণীর নিম্নে রক্ষিত-

* Dr. Ishwari Prasad : Hist. of Muslim Rule in India, 698.

হয়।* মারবাড়ে পুনরায় জিজিয়া কর প্রচলন করা হইল। যশোবন্তের মহিষী মেবাড়ের রাণাবংশীয়া ছিলেন। অজিতের রক্ষার জন্য তিনি মেবাড়রাজ রাজসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাণা নিজেও আওরঙ্গজেবের ব্যবহার ও নানাবিধ অত্যাচারে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝিয়া দুর্গাদাসের সহিত মিলিত হন। ফলে আওরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। আওরঙ্গজেব উদয়পুর আক্রমণ করিলে রাণা অজিতকে লইয়া আরাবল্লীর পর্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সম্রাটের আদেশে উদয়পুর ও চিতোরের, এমন কি প্রতিবেশী মিত্ররাজ্য অম্বরের বহু হিন্দু মন্দির অপবিত্র ও ধ্বংস করা হয়।†

রাজপুত রাজগাথায় দেখা যায়, দুর্গাদাসের তত্ত্বাবধানে যশোবন্তের উত্তরাধিকারী নিরাপদে মারবাড়ে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া রাঠোরসর্দারগণ তাঁহাকে যোধপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু এই সময় আবার মান্দোরের পরিহার-বংশীয় ইন্দোগণ সুযোগ বুঝিয়া মারবাড় আক্রমণ করে। রাঠোরগণ তাহাদের নিকট পরাজিত হয়। ইন্দোগণ যোধপুররাজ-অধিকৃত মান্দোর পুনরুদ্ধার করে। জনপ্রবাদ-অনুসারে এই সময় আবার অমরসিংহের পুত্র রূপ (মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে ইঁহার নাম ইন্দ্রসিংহ ‡) যোধপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমর্থ হন নাই। ইন্দোগণও পরে রাঠোরগণ-কর্তৃক বিতাড়িত হয়। এই ব্যাপারের পরেই আওরঙ্গজেব সসৈন্যে মারবাড় আক্রমণ করেন। আওরঙ্গজেবের সহিত রাঠোর ও শিশোদীয়াগণের সম্মিলিত শক্তির সংঘর্ষ বাধিলে প্রথমে উদয়পুর আক্রান্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাদাস জালোর আক্রমণ করিলেন। জালোরপতির সাহায্যার্থ আওরঙ্গজেব মুকররব খাঁকে প্রেরণ করেন। দুর্গাদাস জালোর হইতে যোধপুরে আসিলেন। অতঃপর মেবাড়ে তহব্বর খাঁর সাহায্যার্থ অকবর প্রেরিত হন। অকবর রাজপুতদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সম্রাট্ পুত্র আজমকে মেবাড়ে প্রেরণ করিয়া অকবরকে মারবাড়ে স্থানান্তরিত করিলেন। মারবাড়ে আসিয়া অকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। রাজপুতদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি আপনাকে সম্রাট্ ও তহব্বর খাঁকে প্রধান মন্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন।* আওরঙ্গজেব পুত্রের ব্যবহারে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বয়ং আজমীঢ় রক্ষার্থ অগ্রসর হইলেন। পুত্র মোয়াজ্জম বিরাট্ বাহিনী লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন। অকবর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু সম্রাটের চক্রান্তে তাঁহার সমুদয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল। অকবরকে রাজপুতগণের নিকট অবিশ্বাসী করিয়া তুলিবার জন্য সম্রাট্ চাতুরীর আশ্রয় লইলেন। অকবর যেন আওরঙ্গজেবের উপদেশানুযায়ী রাজপুতদিগের সহিত ছলনা করিয়াছেন তজ্জন্য অকবরের প্রশংসা করিয়া, যাহাতে সম্রাটের ব্যূহমধ্যে পড়িয়া নির্বোধ রাজপুতগণ বিনষ্ট হয় তাহার পরামর্শ দিতেছেন এই ভাবে তিনি অকবরকে একখানি পত্র লিখিলেন এবং পত্রখানি যাহাতে দুর্গাদাসের হস্তে পৌঁছায় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার ফলে অকবরের সাহায্যকারীদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হইল। তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হওয়ায় তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। দুর্গাদাস ও রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহ কিন্তু যথেষ্ট সততার পরিচয় দিলেন, তাঁহারা অকবরের এই বিপদে তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা অকবরকে দক্ষিণভারতে শিবাজিপুত্র শম্ভুজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এখান হইতে অকবর পারস্যে পলায়ন করেন এবং সেখানে ১৭০৪ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হয়। অকবর শম্ভুজীর সহিত মিলিত হওয়ায় সম্রাট্ রাজপুতানার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ চালাইবার উদ্দেশ্যে অভিযান করিয়াছিলেন।

আজমীঢ়-যুদ্ধের অবসান হইলে (অনেকের মতে এই যুদ্ধে সম্রাট্পক্ষের পরাজয় ঘটে) এই যুদ্ধের নেতা দুর্গাদাসের ভ্রাতা সোনিঙ্গের সহিত আওরঙ্গজেবের সন্ধি হয়। এই সন্ধি-অনুসারে অজিত সাত-হাজারী মনসবদার হইয়া আজমীঢ়ের শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকৃত হন। কিন্তু শীঘ্র ষড়যন্ত্র করিয়া সম্রাট্ সোনিঙ্গকে হত্যা করেন এবং সন্ধি-সর্তের প্রতিকূল কার্য করিতে আরম্ভ করেন। রাঠোরগণও ক্ষান্ত না থাকিয়া বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ চালাইতে থাকে।

অজিতের নিকট রাঠোরগণের রাজানুগত্য গ্রহণ —১৬৮৩ খ্রী° রাঠোর সর্দারগণ অজিতের প্রতিনিধি মুকুন্দ খীচীর নেতৃত্বে মারবাড়ের ভাবী অধিপতির নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিবার জন্য অজিতের নিকট আগমন করেন। কোটার হারবংশীয় অধিপতি প্রথমে রাজানুগত্য গ্রহণ করিলেন এবং অতঃপর সকলেই তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাজানুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ অজিতকে বহুবিধ উপহার দেওয়া হইল। এই সমুদয় সর্দারগণের সহিত অজিত গোকর্ণে উপস্থিত হইলে দক্ষিণপথ হইতে দুর্গাদাস আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। মারবাড়ের শাসনকর্তা ইনায়ৎ খাঁর এই সময় মৃত্যু হয়; তিনি রাঠোরদিগের বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ করিতেছিলেন। আওরঙ্গজেব তখন আপনার হারেমে পালিত জাল অজিতকে (আওরঙ্গজেব ইঁহার নাম মুহম্মদ শাহ্ দিয়াছিলেন)। মারবাড়ের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া মারবাড়ের পথে প্রেরণ করেন, কিন্তু যোধপুরে পৌঁছিবার পূর্বেই মুহম্মদের মৃত্যু

* Jadunath Sarkar : Life of Aurangzeb, iii. 323 ; Elliot-Dowson, vii. 187 ; Crooke : Tod's Rajasthan, ii. 994.

† Life of Aurangzeb, iii. 309.

‡ ঐ, 341.

* রাজপুতগাথা-অনুসারে, অকবর ও তহব্বর খাঁর নেতৃত্বে প্রেরিত আওরঙ্গজেবের বাহিনী রাজসিংহের পুত্র ভীমসিংহ ও দুর্গাদাসের মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হয় (Crooke : Tod's Rajasthan, i. 448)। এই যুদ্ধে বহু রাজপুত-বীরের মৃত্যু হইয়াছিল। মুসলমান রাজপুতদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। রাজপুতদিগের বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াই অকবর তহব্বর খাঁর পরামর্শানুযায়ী দুর্গাদাসের সহিত সন্ধি করিয়া আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।—Jadunath Sarkar : Life of Aurangzeb, iii. 402ff)।

হন। সম্রাট্ তখন সুরাট ও গুজরাটের শাসনকর্তা শুজায়েৎ খাঁকে মারবাড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে রাঠোরগণ গুজরাট ও সুরাট আক্রমণ করিয়া পলনপুর ও পুরমণ্ডল অধিকার করিল এবং শুজায়েৎ খাঁ সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

এদিকে দুর্গাদাস আজমীঢ়ের শাসনকর্তা সফি খাঁকে আক্রমণ করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। সফি খাঁ আজমীঢ় পলায়ন করিতে বাধ্য হন (১৬৯০ খ্রী°)। আওরঙ্গজেব সফি খাঁর উপর বিরক্ত হইয়া যোধপুর হইতে শুজায়েৎ খাঁকে আনিয়া সফি খাঁর স্থানে বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সফিও এই সময় শেষ চেষ্টা করিয়া অজিতকে বন্দী করিবার এক চক্রান্ত করেন; কিন্তু তাঁহার ঐ ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তিনি অজিতের পদানত হন।

১৬৯১ খ্রী° মেবারের রাণা জয়সিংহের পুত্র অমরসিংহ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। তখন রাণা অজিতের সাহায্য চাহিয়া পাঠান। অজিতের আদেশানুযায়ী দুর্গাদাস, ভগবান্, রূপমল্ল প্রভৃতি প্রধান সেনানায়কগণ মেবারে গমন করিলে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

আকবরের কন্যা ও সম্রাটের সহিত সন্ধি—আকবর যখন পলায়ন করেন, তখন তিনি আপন পুত্র-কন্যাকে দুর্গাদাসের আশ্রয়ে ফেলিয়া যান। দুর্গাদাস তাহাদিগকে সযত্নে লালনপালন করেন। আকবরের কন্যার বয়স এই সময় ১৪ বৎসর ছিল। দুর্গাদাস যেরূপ যত্ন, সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না। সম্রাট্ সুলতানীর উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলে দুর্গাদাস তাঁহাকে সম্রাটের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। সম্রাট্ তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনসবদার করিতে চাহিলেন, কিন্তু দুর্গাদাস তাহা প্রত্যাখ্যান করেন; ইহার পরিবর্তে তিনি জালোর, সিবানা, সাচোর ও থরাড অজিতকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সুলতানীর প্রতি দুর্গাদাসের ব্যবহার স্মরণ করিয়া সম্রাট্ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। অজিতকেও পৈতৃক রাজধানীতে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইল। ১৭০০ খ্রী° অজিত যোধপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সম্রাটের প্রতিভূস্বরূপ শাহ্জাদা আজম অজিতের সঙ্গে আসিলেন। এতদুপলক্ষ্যে যোধপুর নগরের পাঁচটী দ্বারে পাঁচটী মহিষ বলি দেওয়া হইল।

১৭০২ খ্রী° কিন্তু আজম যোধপুর আক্রমণ করিলে অজিত বাধ্য হইয়া যোধপুর পরিত্যাগপূর্বক জালোরে গমন করিলেন। ইতঃপূর্বে ১৬৯৪ খ্রী° মেবারের রাণার ভ্রাতা গজসিংহের কন্যার সহিত উদয়পুরে অজিতসিংহের বিবাহ হইয়াছিল। পরে এই বৎসরই আবার মেবারের নিকটবর্তী দেওলিয়ার এক চৌহান রাজকন্যাকেও অজিত বিবাহ করেন। যোধপুর হইতে পলায়ন করিয়া জালোরে গিয়া অবস্থানকালে চৌহানবংশীয়া মহিষীর গর্ভে অজিতের পুত্র অভয়সিংহের জন্ম হয় (১৭০২ খ্রী°)।

১৭০৬ খ্রী° আওরঙ্গজেবের জামাতা ইব্রাহিম খাঁ সসৈন্যে মারবাড় হইয়া গুজরাটে গমন করেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। অজিত এই সংবাদ পাইয়া দ্রুতগামী অশ্বে যোধপুরে পৌঁছিলেন এবং নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মুঘল প্রতিনিধি রাজধানী পরিত্যাগ করিলে অজিত মহাসমারোহে রাজটীকা গ্রহণ-পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শাহ্ আলম 'বহাদুর শাহ্' নাম গ্রহণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজিতকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে ১৭০৭ খ্রী° বিরাট্ বাহিনী লইয়া তিনি আজমীঢ়ে উপস্থিত হইলেন। অপর পক্ষে রাজপুত নৃপতিগণও মৃত্যুপণ করিয়া মুঘলের বিরুদ্ধে অজিতসিংহের পতাকামূলে সমবেত হন। অজিতের শক্তির পরিমাণ বিবেচনা করিয়া বহাদুর শাহ্ তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। বিলাদপুরে সম্রাটের প্রতিনিধিবর্গ-কর্তৃক অজিতকে অভ্যর্থনা করা হইল। শুজায়েৎ খাঁ তাঁহার পথপ্রদর্শক এবং বুন্দীর রাজা বুধসিংহ ও ভদৌরিয়ার রাজা তাঁহার সহগামী হইলেন। এখানে অজিতের সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ হয় এবং সন্ধিসর্তের চরম নিষ্পত্তি করা হয়।* অজিতকে সম্রাট্ 'তেগ বাহাদুর' (যোদ্ধার তরবারি) উপাধি দান করিলেন। অপর দিকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সম্রাট্ কূটনীতি অবলম্বনপূর্বক মেহরাব খাঁ ও মোকন্দসিংহকে যোধপুর অধিকার করিবার জন্য পাঠাইলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া অজিত রোষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বহাদুর শাহের সহিত দক্ষিণাপথে যাইতে হয়। অম্বররাজ জয়সিংহও অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার চক্রে পড়িয়া বহাদুর শাহের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু বহাদুর শাহ্ সৈন্যবাহিনীসহ নর্মদানদী অতিক্রম করিলেই অজিত ও জয়সিংহ সসৈন্যে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭০৮ খ্রী° অজিত সদলে যোধপুরে উপস্থিত হইলে মুঘলগণ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই ব্যাপারে দুর্গাদাস তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়সিংহ রাজ্যহীন হইয়া বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। অজিত অম্বরের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিয়া জয়সিংহকে দান করিতে কৃতসংকল্প হন। নানা দিক্ হইতে জয়সিংহ ও অজিত অম্বর আক্রমণ করেন। কুশবহ-নৃপতি অজমল ও অজিতসিংহের নিকট সাম্বরে অম্বরের শাসনকর্তার পরাজয় ঘটে। অতঃপর অজিত সাম্বরে এক বাহিনী স্থাপন করিয়া অম্বর উদ্ধার করেন এবং জয়সিংহকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তিনি বিকানীর আক্রমণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ ভাণ্ডারী নামক এক জন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে অজিত আপনার রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার উপর সমস্ত শাসনভার অর্পণ করিয়া তিনি নিজে যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত হন।

---

* কথিত আছে, অজিতসিংহ মুঘলদিগকে যোধপুর হইতে বিতাড়িত করার জন্যই এই আক্রমণ করা হয়। এই আক্রমণে হসেন 'আলি খাঁ ও সম্রাটের মাতুল [illegible] খাঁ অধিনায়কত্ব করেন।—Khafi Khan in Elliot-Dowson, vii. 446ff.

১৭০৯খ্রী° অজিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। নাগোরে উপস্থিত হইলে অমরসিংহের পুত্র ইন্দ্রসিংহ অজিতের আনুগত্য স্বীকার করেন; কিন্তু অজিত তাঁহাকে সামান্য ভূমি দান দিয়া নাগোরের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে ইন্দ্রসিংহ সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্‌র শরণ হন। বাহাদুর শাহ্ অজিতের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আজমীঢ়ে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজপুতগণকে, বিশেষতঃ অজিত ও জয়সিংহকে একতাবদ্ধ দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকট বন্ধুত্বসূচক সন্ধির প্রস্তাব করেন। অজিত ও জয়সিংহ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আজমীঢ়ে সম্রাটের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয়। সম্রাট্ অজিতকে মারবাড়ের নবটী দুর্গের এবং জয়সিংহকে অম্বরের অধিকারপত্র প্রদান করিলেন। ১৭১০খ্রী° অজিত যোধপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭১১ খ্রী° সম্রাট্-কর্তৃক অজিত হিমালয়ের পর্বতীয় নাহনরাজ্য (এই প্রদেশ বর্তমানে সির্মুর নামে পরিচিত; ইহা পঞ্জাবের অন্তর্গত এক পর্বতীয় দেশীয় রাজ্য এবং সিমলার পূর্বে ও যমুনার পশ্চিম তীরে অবস্থিত) আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হন। এই রাজ্য তিনি অনায়াসে জয় করেন।

সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় ও অজিতসিংহ — ১৭১২ খ্রী° বাহাদুর শাহ্‌র মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আজিম-উশ্-শানকে হত্যা করিয়া সম্রাটের অন্যতম পুত্র মুইজ-উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজিত ভাণ্ডারী খৈম্সি নামক এক ব্যক্তিকে নিজ প্রতিনিধিরূপে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া অজিতকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই অধিকার পাইবামাত্র অজিত তৎক্ষণাৎ গুজরাটের ‘সত্তর-সহস্’ (সপ্তদশ সহস্র জনপদ) অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হন। ইতিমধ্যে দিল্লীতে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় যথেষ্ট প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগের হস্তে দিল্লীসম্রাট্ ক্রীড়নকরূপে পরিণত হন। ১৭১৩ খ্রী° তাঁহারা মুইজ-উদ্দীনকে হত্যা করিয়া ফাররুখশিয়রকে সিংহাসন দান করিলেন। অতঃপর জুলফিকার খাঁ নিহত হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদেরই আদেশানুক্রমে অজিত আপনার ১৭শ-বর্ষীয় পুত্র অভয়সিংহকে দিল্লী-দরবারে প্রেরণ করিলেন। দিল্লীর পথে অভয়ের সহগামী রাঠোরগণের হস্তে মুঘলদিগের আশ্রিত বিশ্বাসঘাতক মুকুন্দ নিহত হন। ইহাতে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাট্ বাহিনীসহ যোধপুরে অভিযান করেন।* অজিত বাধ্য হইয়া সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সন্ধি করিলেন এবং সন্ধিসর্তানুসারে অভয়সিংহ পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ দিল্লী-দরবারে প্রেরিত হইলেন (১৭১৩ খ্রী°)। অজিতও পরে সম্রাটের সভায় উপস্থিত হন।

দিল্লীতে আসিয়া অজিত কূট রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ফাররুখশিয়রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন (১৭১৬ খ্রী° এই বিবাহ সম্পন্ন হয়)। গুজরাট-শাসনের পুনরধিকার পাইয়া অজিত যোধপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ভাণ্ডারী খৈম্সির চেষ্টায় জিজিয়া কর রহিত হইল। মুঘলদিগের সহিত মিলিত হওয়ায় অজিত আপনার অনেক সুবিধা করিয়া লইলেন।

গুজরাট-শাসন (১৭১৫-১৬ খ্রী°)—১৭১৫ খ্রী° পুত্র অভয়কে লইয়া অজিত গুজরাটের পথে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি জালোরে উপস্থিত হন। জালোর হইতে অগ্রসর হইয়া তিনি পর্বতীয় দুর্গগুলি অধিকার করিলেন। এই সময় কয়েক জন রাজপুতরাজও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। পালনপুর হইতে ফিরোজ খাঁ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হন। থরাডের রাও ও কাথের অধিপতি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিলেন। কোলির রাজার সমস্ত ক্ষমতা খর্ব করা হইল। পত্তন হইতে বিজা ভাণ্ডারী ও চম্পাবৎ শক্তসিংহ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন; ইঁহাদের উভয়কেই তিনি গুজরাট-শাসনের ব্যবস্থা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ১৭১৬ খ্রী° হালবাডের ঝালা ও নবনগরের জামরাজ অজিতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অতঃপর অজিত যোধপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ইন্দ্রসিংহ ইতঃপূর্বে নাগোর অধিকার করিয়াছিলেন; যোধপুরে প্রত্যাগমনের পর অজিত তাহা অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করেন।

দিল্লীতে অন্তর্বিপ্লব — ১৭১৭ খ্রী° দিল্লীতে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইলে, সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের আমন্ত্রণে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অজিত দিল্লীতে গমন করিলেন। যাইবার সময় তিনি পুত্র অভয়কে রাজধানী রক্ষার ভার দিয়া যোধপুরে প্রেরণ করেন। সৈয়দ ‘অবদুল্লা দিল্লী হইতে অগ্রসর হইয়া আল্লাহ্‌বর্দির সরাইতে অজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই স্থানে ‘অবদুল্লা ও অজিত মিলিতভাবে মুঘলশক্তি ও জয়সিংহকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ফাররুখশিয়র এই সময় নামমাত্র দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন; অজিতের দিল্লী পৌঁছিবার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি কোটার হাড়রাজ রাও ভীমকে ও খান্দৌরান্ খাঁকে অজিতের অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করিলেন। অজিত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সম্রাট্ তাঁহাকে সাত-হাজারী (‘হফ্‌ৎ হজ়ারী’) মনসবদারের পদ দান করিয়া এবং বহুবিধ উপহার দিয়া রাজকীয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। সম্রাটের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্বক অজিত ‘অবদুল্লার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনার্থ যত্নবান হন। এই ব্যাপারে মুঘলগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন; এমন কি তাঁহারা অজিতের প্রাণনাশের জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৭১৮ খ্রী° দিল্লীর সম্রাট্ স্বয়ং আসিয়া অজিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অজিতও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত সংবর্ধিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরে

* ঐতিহাসিক খাফি খাঁর মতে এই সন্ধি-অনুসারী অজিতসিংহের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব হয়। এমন কি যোধপুরে মসজিদ্ পুনর্নির্মাণ এবং হিন্দু মন্দির বিনষ্ট করিবার জন্যও বাধ্য হন। এই সন্ধি-অনুসারী নমাজের ও গোবধের অধিকারও তিনি দিয়াছিলেন।—Elliot-Dowson, vii, 405.

অজিত ও সৈয়দ 'অবদুলাও সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। অতঃপর দাক্ষিণাত্য হইতে সৈয়দ হুসেন 'অলিকে ডাকিয়া আনা হয়। তিনি, 'অবদুল্লা ও অজিত একত্র মিলিত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। নগরীর উত্তর দিকে যমুনাতীরে তাঁহাদের শিবির স্থাপন করা হইল এবং তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্যদল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নগরী ও রাজকোষ লুণ্ঠন করিল। সম্রাট্ ফারুকশিয়র বন্দী ও নিহত হইলেন। সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় ও অজিতের মনোনীত রাজবংশীয় দুই জন রুগ্ন যুবককে (রফীউদ্দরজাত ও রফীউদ্দৌলা) যথাক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে বসান হইল। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহারা মারা যান এবং পরিশেষে ১৭১৯ খ্রী° মুহম্মদ শাহ্‌কে দিল্লীর সিংহাসনে বসান হয়।

ফারুকশিয়রের মৃত্যুর পর জয়সিংহ দিল্লী হইতে পলায়ন করেন; কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার শাস্তিবিধানের জন্য দৃঢ়সংকল্প হন। জয়সিংহ অনন্যোপায় হইয়া অজিতের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পান। অতঃপর অজিত জয়সিংহ ও বুন্দির হাররাজ বুধসিংহকে লইয়া যোধপুরে প্রস্থান করেন; পথিমধ্যে মনোহরপুরের শিখাবৎ সর্দারের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। যোধপুরে পৌঁছিয়া তিনি নিজ কন্যার সহিত জয়সিংহের বিবাহ দেন।

অজিতের স্বাধীনতা-ঘোষণা—১৭২০ খ্রী° মুগলদিগের হস্তে সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু হয়। অতঃপর মুসলমানগণ অজিতের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। ইহা জানিতে পারিয়া অজিত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি অজমীঢ় অধিকারপূর্বক তত্রত্য মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। অজমীঢ়ের শাসনকর্তা নিহত হন এবং তারাগড় অজিতের করতলগত হয়। অতঃপর অজিত আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া আপনার শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন।

১৭২১ খ্রী° দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ্ অজমীঢ় পুনরাধিকার করিতে কৃতসংকল্প হন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি মুজ.ফর খাঁকে সসৈন্যে অজমীঢ় আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। অজিত এই যুদ্ধের অধিনায়কত্ব পুত্র অভয়ের উপর অর্পণ করেন। অভয় মারবাড়ের সর্দারগণের সহযোগে মুজ.ফর খাঁকে আক্রমণ করিলেন। অভয়ের তীব্র আক্রমণে মুগলগণ বিব্রত হইয়া পড়িল। অভয় সাম্ভর সুরক্ষিত করিলেন। ইহার উপর অজমীঢ় হইতে অজিত আসিয়া সাম্ভরে পুত্রের সহিত মিলিত হন। অবস্থা প্রতিকূল বুঝিয়া সম্রাট্ নহর খাঁকে দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান; কিন্তু নহর খাঁ উদ্ধত ব্যবহারের ও অসম্মানজনক ভাষা-প্রয়োগের জন্য সসৈন্যে নিহত হইলেন।

নহর খাঁর মৃত্যুতে প্রতিশোধ-গ্রহণার্থ সম্রাট্ জয়সিংহ, হায়দর কুলি, ইরাদৎ খাঁ প্রভৃতির অধিনায়কত্বে বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। মুগল সৈন্য তারাগড় দুর্গ আক্রমণ করিলে অভয় অমরসিংহের উপর তারাগড়-রক্ষার ভার দিয়া মুগলবাহিনী আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু জয়সিংহের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির সর্ত-অনুযায়ী অভয় মুগল-সম্রাট্‌কে অজমীঢ় প্রত্যর্পণ করেন এবং সম্রাটের প্রতি তাঁহার সদিচ্ছা ও আনুগত্য প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ দিল্লী-দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি বিপুল সম্মান ও অভ্যর্থনা লাভ করেন।

১৭২৪ খ্রী° অজিতের মৃত্যু হয় এবং অভয় মারবাড়ের গদীতে আরোহণ করেন। রাজগাথায় কথিত হইয়াছে, দিল্লীদরবারে বিপুলভাবে সম্মানিত হওয়ায় এবং অধিকতর সম্মান ও পিতৃরাজ্যলাভে প্রলুব্ধ হইয়া অভয় চক্রান্ত করিয়া পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। অভয় যে মুগল-দরবারে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অজিতের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল; কারণ সেই সময়ে রাজস্থানে সুদিনের আশা ছিল। এই জন্য পিতাপুত্রে মনোমালিন্য হওয়াও সম্ভব। অজিতকে হত্যা করার এই কাহিনী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহা যে রাজস্থানের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা কলঙ্কপূর্ণ বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অজিতের চরিত্র—অজিতসিংহ যে এক জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপুরুষ ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতার ন্যায় অদম্য সাহসী ও শৌর্য-বীর্যে মহীয়ান্ ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন একাদশ বৎসর, তখনই রাজধানীতে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাকে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইতে হয়। বালক রাজার সাহসিকতা ও রাজোচিত গুণাবলীই রাঠোর বীরদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তাঁহারা তাঁহার জন্য মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন। অজিত প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই নিজে উপস্থিত থাকিতেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সাম্রাজ্য-নিয়ন্ত্রণে সৈয়দভ্রাতৃগণের আধিপত্যের সময় অজিতের সহিত তাঁহাদের মিলন ঘটিলে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে দিল্লীর সিংহাসন পর্যন্ত অধিকার করিতে পারিতেন। ফারুকশিয়র হইতে মুহম্মদ শাহ্ পর্যন্ত প্রত্যেক সম্রাটের অভিষেক-ব্যাপারে তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। মুসলমানগণ হিন্দুর প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের অত্যাচারই তাহাদের প্রতি তাঁহার ঘৃণার অন্যতম কারণ ছিল। যুদ্ধবিগ্রহের আবহাওয়ায় তাঁহার সমস্ত জীবন কাটিয়াছে। তাঁহার মত রণদুর্মদ ও রাজনৈতিক নৃপতি রাজপুত-ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়।

অজিতের চরিত্রের একটিমাত্র সমস্যা কিন্তু এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। যে দুর্গাদাস তাঁহাকে শৈশবে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কৈশোরে ও যৌবনে শিক্ষা দিয়া ও প্রতিপালন করিয়া এবং বিপুলবিক্রমে তাঁহার ও মারবাড়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া রাজানুগত্য ও অনন্যসাধারণ স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই দুর্গাদাসকে তিনি রাজ্যাধিকার

লাভের পর রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ইহার প্রকৃত কারণ জানা যায় না বটে, কিন্তু ইহা যে তাঁহার জীবনের অত্যন্ত কলঙ্কপূর্ণ ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

[Tod's Rajasthan, i. 583-5; ii. 55-75 ; W. Crooke (ed.) : Tod's Rajasthan, ii. 991-1055 ; Jadunath Sarkar : Life of Aurangzeb ; Dr. Ishwari Prasad : Short Hist. of Muslim Rule in India, Allahabad 1930, 696-700 ; BurgCI, 149, 154, 156, 151, 160, 162 ; EHI, vii. 404, 420, 446, 469-73, 476, 483, 485, 517 ; viii. 44 ; BG, i. pt-i, 288-301.]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অজিতসিংহ,—পঞ্জাবের এক জন সিদ্ধিয়ানবালা সর্দার। ১৮৪১ খ্রী (১৮ই জানুয়ারী) শেরসিংহ লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলে এবং পূর্ববর্তী উজীর রাজা ধ্যানসিংহ তাঁহার উজীর নিযুক্ত হইলে সিদ্ধিয়ানবালা সর্দারগণ তাঁহাদের আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃত হন। অবশ্য শেরসিংহ এই সর্দারদিগের সাহায্যেই লাহোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। মহারাজের আদেশে তাঁহাদের সমস্ত জায়গীর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অত্তরসিংহ সিদ্ধিয়ানবালা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লহ্নাসিংহকে ধরিবার জন্য রাজকীয় পরওয়ানা বাহির করা হয়। অত্তরসিংহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অজিতসিংহকে লইয়া শতদ্রু নদী অতিক্রমপূর্বক থানেশ্বরে ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত অঞ্চলে পলায়ন করেন* এবং লহ্নাসিংহ একটি বাহিনী লইয়া আপন জায়গীরেই অবস্থান করিতে থাকেন। লহ্নাসিংহকে বন্দী করিয়া লাহোরে আনিয়া কারারুদ্ধ করা হয়।

ভাই রামসিংহের চেষ্টায় সিদ্ধিয়ানবালা সর্দারগণের এই দুঃখের অবসান হয়। লহ্নাসিংহ মুক্তি পান এবং অত্তরসিংহ ও অজিতসিংহকে ডাকিয়া আনা হয়। শেরসিংহ তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি ও জায়গীর প্রত্যর্পণ করিলেন। অত্তরসিংহ আপন জায়গীরে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু লহ্নাসিংহ ও অজিতসিংহ রাজসভায় অবস্থান করিতে থাকেন। অল্পদিনেই তাঁহারা মহারাজের পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করিলেন। শেরসিংহ তাঁহাদের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবান্বিত হইলেন যে, রাষ্ট্রীয় এমন কি ব্যক্তিগত সমুদয় ব্যাপারেই তাঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশ অপরিহার্য হইয়া উঠিল। এই সকল ব্যাপারে অজিতসিংহ ও লহ্নাসিংহের প্রতি ধ্যানসিংহের অন্তর্দাহ জ্বলিয়া ওঠে। তিনি জম্মু হইতে আপন ভ্রাতা গুলাবসিংহকে ডাকিয়া আনাইয়া তাঁহার সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া স্বর্গত মহারাজ রণজিৎ সিংহের পঞ্চম বর্ষবয়স্ক পুত্র দলীপসিংহকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়্যন্ত্র করিলেন।

দলীপসিংহকে সিংহাসনে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর হইতে ধ্যানসিংহ দলীপের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে থাকেন। উজীরের ব্যবহারে শেরসিংহ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং নানাভাবে তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অজিতসিংহ ও লহ্নাসিংহ সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের প্রতি রাজা ও উজীরের পূর্বকৃত অত্যাচারের কথা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। শেরসিংহকে তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী ও পরস্বাপহারী বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য তাঁহারা মহারাজ ও উজীরের শত্রুতাচরণ করিবার পথ গোপনে সন্ধান করিতেছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা কৌশলে মহারাজ ও উজীরের প্রাণনাশ করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

অজিতসিংহ ও লহ্নাসিংহ মহারাজের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়া ওঠেন। সর্বত্রই তাঁহারা মহারাজের সহচর ছিলেন। তাঁহাদের অন্তরঙ্গতা এমন হইয়া উঠিয়াছিল যে, অজিতসিংহ অনেক সময় পরিহাসচ্ছলে মহারাজের প্রাণনাশের ভয়-প্রদর্শন করিলেও মহারাজ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। শেরসিংহের বন্ধুরা পর্যন্ত তাঁহাকে সাবধান হইবার জন্য পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি সর্দারদের প্রতি এরূপ বিশ্বাসপরায়ণ হইয়াছিলেন যে, তিনি বন্ধুদিগের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। অজিতসিংহ ও লহ্নাসিংহ এইরূপে মহারাজের বিশ্বাস অর্জন করিয়া তাঁহাকে ধ্যানসিংহের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দান করেন এবং ধ্যানসিংহ দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া যে মহারাজাকে হত্যা করিতে পারেন তাহাও তাঁহাকে জানাইয়া দেন। তাঁহারা মহারাজকে জানাইলেন যে, ধ্যানসিংহ নাবালক দলীপসিংহকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়্যন্ত্র করিতেছেন। অতঃপর সর্দারদ্বয় শপথ করিয়া শেরসিংহের জন্য ধ্যানসিংহকে হত্যা করিবার আশ্বাস দেন এবং শেরসিংহের নিকট হইতে রাজ-স্বাক্ষরযুক্ত ধ্যানসিংহের মৃত্যুদণ্ডের আদেশপত্র গ্রহণ করেন। ইহার সহিত মহারাজ তাঁহাদিগকে নিজ জায়গীর হইতে সিদ্ধিয়ানবালা বাহিনী লইয়া আসিবারও অনুমতি দেন। ষড়্যন্ত্রকারী সর্দারদ্বয় অতঃপর ধ্যানসিংহের নিকটে গিয়া তাঁহাকে সেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ-পত্র দেখাইলেন এবং তাঁহাকেও মহারাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে ধ্যানসিংহও তাঁহাদিগকে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত মহারাজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশপত্র দান করেন। মহারাজের প্রাণসংহারের জন্য নির্দিষ্ট দিবসে প্রাসাদের চতুর্দিকে প্রচুর সৈন্য-সমাবেশের অধিকার-দানেরও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। এইভাবে অজিতসিংহ ও লহ্নাসিংহ মহারাজ ও উজীর উভয়কেই হত্যা করিবার চক্রান্ত করিলেন।

১৮৪৩ খ্রী ১৫ই সেপ্টেম্বর অজিতসিংহ ও লহ্নাসিংহ এই ষড়্যন্ত্র কার্যে পরিণত করিবার জন্য স্থির করেন। এই দিন ধ্যানসিংহ অসুস্থতার ভাণ করিয়া নিজ গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিঃসন্দেহ-চিত্ত মহারাজ প্রাতঃকালে সপার্ষদ রোশনাই-দ্বার দিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া 'শাহ্ বিলাবল্'এ আগমন করিলেন। এই স্থানে সিদ্ধিয়ানবালা সর্দারদ্বয়ও ৫০ জন সশস্ত্র অনুচর লইয়া উপস্থিত হন। অতঃপর মহারাজ শাহ্

* কথিত আছে, অজিতসিংহ সিদ্ধিয়ানবালা সর্দারদের প্রতি শেরসিংহের এই অন্যায় আচরণের অভিযোগ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া ব্রিটিশ-ভারতের গভর্নর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

বিলাহল্-এর প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করেন। এখানে মহারাজের সম্মুখে নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উহা সমাপ্ত হইলে যখন মহারাজ ক্রীড়কদের পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন, তখন অজিতসিংহ একটী টোটাওয়ালা নূতন বন্দুক লইয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেটী মহারাজকে দেখাইলেন। মহারাজ কৌতূহলপরবশ হইয়া বন্দুকটী লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলে অজিত মহারাজের হাতে বন্দুক দিবার ভাণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পর পর দুইটী গুলি চালাইলেন। মহারাজ 'এ কি দাগা' (এ কি বিশ্বাসঘাতকতা) বলিয়া এলাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে অজিতের তরবারি তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। এই সময়ে বুধসিংহ নামক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী অজিতসিংহকে আক্রমণ করিলে তিনিও অজিতসিংহের অনুচরগণ-কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। মহারাজের অন্যান্য কর্মচারী ও অনুচরগণকেও অতঃপর হত্যা করা হয়। অজিতসিংহ পার্শ্ববর্তী উদ্যানে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শেরসিংহের দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র প্রতাপসিংহকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। অজিতসিংহ অতঃপর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। লহ্নাসিংহও সদলবলে তাঁহার অনুগমন করেন। মহারাজের হত্যার কাহিনী ইতিমধ্যে সর্বত্র রাষ্ট্র হওয়ায় রাজধানীতে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। রাজধানীর পথে ধ্যানসিংহের সহিত অজিতের সাক্ষাৎ হইল। ধ্যানসিংহকে লইয়া পরামর্শ করিবার ছলে তিনি দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলে অজিতসিংহের নির্দেশে ধ্যানসিংহও বন্দুকের গুলিতে নিহত হন।

এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শীঘ্রই ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহের নিকট পৌঁছিল। তিনি এই হত্যা-ব্যাপারের বিশেষতঃ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ৪০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শত্রুর বিপক্ষে অভিযান করিলেন। দুর্গ অবরোধ করা হইল। অজিতসিংহ ও লহ্নাসিংহ কালবিলম্ব না করিয়া দলীপসিংহকে মহারাজ ও অজিতসিংহকে উজীর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হীরাসিংহকে যথাশক্তি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করা হইল; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনন্যোপায় হইয়া অজিতসিংহ দড়ির সাহায্যে দুর্গ-প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্বক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ধৃত হইয়া এক জন মুসলমান-কর্তৃক নিহত হন। লহ্নাসিংহকেও বন্দী করিয়া নিহত করা হয়। অজিতসিংহ ও লহ্নাসিংহের মৃতদেহ রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া রাজপথের উপর দিয়া টানিয়া রাজধানী প্রদক্ষিণপূর্বক সকলকে প্রদর্শন করা হইল। ১৮৪৩ খ্রী° দলীপসিংহ মহারাজ এবং হীরাসিংহ উজীর হইলেন।

[Syad Muhammad Latif: Hist. of the Panjab, Cal. 1891, 507-20; L. H Griffin: The Punjab Chiefs, Lahore 1865, 18-24, 126, 329-36; J. Cunningham Hist. of the Sikhs, Lond. 1853, 235, 241, 262-3; BurgCl, 343-44]

শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অজিতসিংহ,—মহারাজ রণজিৎসিংহের অধীন সর্দার গুরুদিৎ সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। রণজিৎ গুরুদিৎকে থানেশ্বরের বাদোবাল জেলায় জায়গীর দান করিয়াছিলেন। অজিতসিংহ থানেশ্বরের নিকটে সরস্বতী নদীর সেতু নির্মাণ করেন এবং রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮৪৫ খ্রী° তিনি বিদ্রোহী হইলে তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এলাহাবাদে তিনি বন্দী হন। তিনি কারারক্ষীকে হত্যা করিয়া পলায়ন করেন। কথিত আছে, নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি অবশেষে কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশ্মীরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধরেরা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অদ্যাপি বাস করিতেছে।

[L. H. Griffin: The Rajas of Punjab, Lahore. 1890, 91]

অজিতসিংহ,—বুন্দীর হাড়াবংশীয় অধিপতি (১৭৭০—৭৩ খ্রী°)। পিতা—বুন্দীরাজ উমেদসিংহ। উমেদসিংহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। ১৭৭৩ খ্রী° উদয়পুরের রাণা অরিসিংহের সহিত শিকারে গমন করিলে ভ্রমক্রমে অরিসিংহের গুলির আঘাতে নিহত হন। অতঃপর তৎপুত্র বিষণসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। অজিতের মৃত্যু-সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতিও আছে। তাহাতে দেখা যায়, শত শত বৎসর পূর্বে বুন্দীর এক জন সহমরণোদ্যতা রমণী অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, আহেরিয়া উৎসব-উপলক্ষে অজিত ও অরিসিংহ মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে উভয়ের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইবে। এক সময়ে বিলোট অঞ্চল আপন অধিকারভুক্ত মনে করিয়া অজিত উহার প্রান্তে প্রাচীর স্থাপন করেন। রাণা অরিসিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু অজিতের সদ্ব্যবহারে তিনি বিলোটের কথা ভুলিয়া যান। অতঃপর অজিত-কৃত আহেরিয়া-উৎসবে রাণা নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। উৎসব-সমাপনান্তে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অজিতসিংহ রাণাকে হত্যা করিলেন। ইহাতে রাজর্ষি উমেদসিংহ অজিতের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাণার জনৈক উপপত্নী চিতারোহণকালে অভিশাপ দেন যে, দুই মাসের মধ্যেই অজিতের দেহ হইতে মাংস খসিয়া পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হইবে। রাণার উপপত্নীর অভিশাপ সফল হয়।

[Tod's Rajasthan, ii. 401; Crooke: Tod's Rajasthan, iii. 1509]

অজিতসিংহ,—কোটার অধিপতি (প্রথমে অন্তার শাসনকর্তা ছিলেন)। হাড়াবংশীয় বিষণসিংহের পৌত্র। অজিতের তিন পুত্র—ছত্রশাল, গুমানসিংহ ও রাজসিংহ। ছত্রশালকে কোটাধিপতি দুর্জনশালের মহিষী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্জনশালের মৃত্যুর পর অশীতিপর বৃদ্ধ অজিত রাণা জিৎসিংহের চেষ্টায় কোটার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন (১৭৫৬ খ্রী°)। আড়াই বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৭৫৯ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হয় এবং ছত্রশাল সিংহাসন অধিকার করেন। ছত্রশালের পর যথাক্রমে গুমানসিংহ ও রাজসিংহ রাজা হইয়াছিলেন।

[Tod's Rajasthan, ii. 416; Crooke: Tod's Rajasthan, iii. 1531]

অজিতসিংহ৬ — মেবাড়ের শিশোদীয়-বংশীয় চন্দাবৎ সর্দার। মারবাড়ের রাঠোর-রাজ মানসিংহ ও অম্বরপতি জগৎসিংহ রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী ছিলেন। ইহাতে মানসিংহ ও জগৎসিংহের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। ইহাতে মেবাড়ের বিশেষ ক্ষতি হইতে থাকে। এই সুযোগে মানসিংহের উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অজিত রাণাকে মানসিংহের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবার পরামর্শ দেন। ইতিমধ্যে মানসিংহ সিন্ধিয়ারাজের সহযোগে মেবাড় আক্রমণ করিলেন। তখন অজিত রাণাকে বিষপান-দ্বারা কন্যার মৃত্যুসাধনের উপদেশ দিলে, রাণার নির্দেশে কৃষ্ণকুমারী বিষপান করিয়া আত্মাহুতি দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তাবৎ সর্দার সংগ্রামসিংহ অজিতকে অভিশাপ দিলেন। এক মাসের মধ্যে অজিতের দুই পুত্র ও পত্নীর মৃত্যু হইল এবং অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তিনি দীনভাবে তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

[Crooke : Tod's Rajasthan, i. 536]

অজিতসিংহ৭ —গোয়ালিয়ররাজ্যের অধীন রঘুগড় নামক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের অধিপতি। ১৮৪৩ খ্রী° ইনি রঘুগড়ের গদীতে উপবিষ্ট হন। এই গদী লাভ করিবার অনুকূলে ১৮১৮ খ্রী° সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রী° ইঁহার রাজ্যাবসানের পর জয়মঙ্গল-সিংহ গদী লাভ করেন।—IG, xxi. 35.

অজিতসিংহ৮—সামন্তনৃপতি-বি°। ১৭৭৫ খ্রী° দ্বিতীয় মুগল-সম্রাট্ ইঁহাকে বজরঙগড়রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পুত্র বাহাদুরসিংহ বজরঙগড় নগরের প্রতিষ্ঠাতা।—IG, vi. 256.

অজিতসিং৯ — পঞ্জাবপ্রদেশের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত কুলু নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। শিখদিগের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় শিখগণ ইঁহার উপর অত্যাচার করিতে থাকে। ইহাতে ইনি পলায়ন করিয়া সিমলা পাহাড়ে সাঙড়ি রাজ্যে গমন করেন। ইহাতে কুলুরাজ্য ইঁহার অধিকারচ্যুত হয়।—IG, xvi. 16, 17 ; xxii. 55.

অজিতসিংহ১০, কউর—পাতিয়ালার রাজা করমসিংহের বৈমাত্রেয় অনুজ ভ্রাতা, রাজা সাহিবসিংহের পুত্র ও রাজা অমরসিংহের পৌত্র। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ও দুর্মতিপরায়ণ ছিলেন; এজন্য ইঁহাকে লইয়া করমসিংহের রাজত্বকালে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

১৮১৩ খ্রী° রাজা সাহিবসিংহের মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারসূত্রে (জ্যেষ্ঠপুত্র) করমসিংহ গদীতে আরোহণ করেন; কিন্তু তিনি অজিতসিংহের অস্বাভাবিক দাবীতে ও রাজান্তঃপুরের ষড়্যন্ত্রে অতিষ্ঠ হইয়া ওঠেন। এই সময় অজিতসিংহকে গদীতে বসাইবার জন্য ষড়্যন্ত্র চলিতেছিল। ১৮২১ খ্রী° রাণী খেম কউরের মৃত্যু হয়। কিন্তু অজিতসিংহের আরও কয়েক জন দুষ্ট উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার প্রধান উপদেশক গোপালসিংহ তাঁহার মধ্যে করমসিংহের প্রতি বিরুদ্ধভাব জাগাইয়া তুলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। ১৮২০ খ্রী° অজিতসিংহ মাতাকে লইয়া দিল্লীতে যান। এখানে তিনি অত্যধিক অমিতব্যয়িতার জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাই উদয়সিংহের নিকট হইতে তিনি বহু অর্থ কর্জ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮২৩ খ্রী° ইনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর বংশগত 'মহারাজ রাজগান্ মহারাজ অজিতসিংহ মহীন্দ্র বাহাদুর' নাম গ্রহণ করেন।

রাজা করমসিংহ কিন্তু সর্বদা ভ্রাতার সহিত সদ্ভাবে থাকিতে চাহিতেন এবং ভ্রাতার সমস্ত অভিযোগ শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি কুমার অজিতসিংহকে জায়গীরস্বরূপ ২১টী জনপদ এবং দুর্গ দিবার প্রস্তাব করিয়া যাহাতে এই বিষয়ে পুর তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য মন্ত্রী বহুৎ 'অলি খাঁকে ক্যাপ্টেন মারের নিকট প্রেরণ করেন। যে কোনও জনপদে অজিতসিংহ তাঁহার বাসস্থান নির্বাচন করিতে পারিবেন ইহাও তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু অজিতসিংহ ও তাঁহার বন্ধুগণ প্রথমে এই আপোষ-প্রস্তাবের আলোচনা দুরূহ করিয়া তোলেন। পরে অজিতসিংহ এই আপোষনিষ্পত্তিতে সম্মত হন। তাঁহাকে বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা আয়ের জায়গীর (সম্পত্তি) দেওয়া হয়। তিনি দিল্লীতেই বাস করিতে থাকেন এবং ১৮২৮ খ্রী° পর্যন্ত তথায় ছিলেন। অতঃপর তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পাতিয়ালায় ফিরিয়া আসেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ১৮২৯ খ্রী° আড়ম্বরের সহিত তাঁহার বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়।

[L. H. Griffin : The Rajas of Punjab, Lahore 1870, 153, 155, 168-70, 197]

অজিতসিংহ১১, ঠাকুর — উদয়পুরের অসীন্দরাজ্যের রাজবংশের (চন্দাবৎ রাজপুত-শাখার অন্তর্ভুক্ত) প্রতিষ্ঠাতা। ১৮১৮ খ্রী° ইনি ইংরেজদিগের সহিত একটী সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।—IG, vi. 12.

অজিতসিংহ১২, রাজা সাহেব স্যর —দেশীয় নৃপতি-বি°। ধরঙ্গধরের অধিপতি মানসিংহের মৃত্যু হইলে (নভেম্বর ১৯০০ খ্রী°) তাঁহার পৌত্র অজিতসিংহ পলিটিক্যাল এজেন্ট ডব্লিউ. পি. কেনেডি-কর্তৃক ধরঙ্গধরের গদীতে অধিষ্ঠিত হন (৩রা ডিসেম্বর)। ১৯০৯ খ্রী° ইনি কে. সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১১ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয়।

[H. Wilberforce-Bell : Hist. of Kathiawad, Lond. 1916, 255, 261, 262]

অজিতসিংহ১৩ — জৈন গ্রন্থকার-বি°। জয়েশ্বরের শিষ্য। গ্রন্থ—'শ্রেয়াংসনাথচরিত' (প্রাকৃতভাষায় রচিত ; শ্লোকসংখ্যা ১১০০০)।

[Jaina Granthamala, 240 ; JB, 33]

অজিতসিংহ১৪ — ইনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্তের পুত্র। ১৭৩৯ খ্রী° যশোবন্তসিংহ ঢাকার দেওয়ান হন। পিতার মৃত্যুর পর অজিতসিংহ রাজা হন। ১৭৫৫ খ্রী° অপুত্রক অবস্থায় ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার মহিষীদ্বয়—রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণি উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। অতঃপর নাড়াজোলের রাজারা কর্ণগড়ের মালিক হন।

অজিতসিংহক— 'নৃপতিনীতিগর্ভিতবৃত্ত' গ্রন্থে উল্লিখিত।—IO. Cat. i. 1514b.

অজিতসিংহসূরি—অঞ্চলগচ্ছের ৫২তম জৈন আচার্য। পূর্ববর্তী (৫১তম) আচার্য সিংহপ্রভসূরি এবং পরবর্তী (৫৩তম) আচার্য 'শ্রীমালিজাতি'র দেবেন্দ্রসিংহসূরি। পিতা—জিনদেব; মাতা—জিনদেবী। জন্ম—১২৮৩ বি-স° বোদগ্রামে (স° কোকগ্রাম); দীক্ষা—১২৯১ বি-স°; আচার্য—১৩১৪ বি-স° অণহিলপুরে; মৃত্যু—১৩৩৯ বি-স° ৫৬ বৎসর বয়সে। স্বর্ণনগরীর আচার্য (?)।—EI, xi. 78.

[রাতুচন্দ্রভক্তিমালা, ৬৮৭; IA, xviii. 176; Klatt: Specimen eines Jaina-Onomastikons, 23; JBRAS, xviii. (ex. no.), p. i.; JB, 34]

অজিতসুক্ত—বুদ্ধ পরিব্রাজক অজিতের নিকট ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে উপদেশ-দানকালে এই সুক্ত বিবৃত করেন।—অঙ্গু-নি° ৫. ২২৯ ইং°।

অজিতসূরি—বৃহদ্গচ্ছের এক জন প্রধান জৈন আচার্য।

[JBRAS, xviii. (ex. no.), p. i.; JB. 34; Peterson, 3, app. 80.

অজিতসেন — ১ নন্দিগণের এক জন দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসী। বীরসন্তুরের দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমসন্তুর ইঁহার শিষ্য ছিলেন। এই বিক্রমসন্তুর ১১৪৭ খ্রী° হংচ নামক স্থানের উর্বিতিলক মন্দিরে দানকার্য করিয়াছিলেন; ইঁহার ভগিনী পম্পাদেবীও একটী দান করেন।—JB, 32. ২ জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য-বি°। ইনি 'অলংকারচিন্তামণি' (Rice, 304) ও 'চিন্তামণিপ্রকাশিকা'-র (যক্ষবর্মার 'চিন্তামণি' গ্রন্থের টীকা; Rice, 308) রচয়িতা। ইনি রাজা অমোঘবর্ষের গুরু জিনসেনের উল্লেখ করিয়াছেন।—JB, 33; Cat. Cat. ৩ সেনগণের এক জন জৈন আচার্য। উত্তরকালে অর্হদ্বলীয় আচার্য হইয়াছিলেন। মাণ্ডুরাধিপতি চামুণ্ডরায়ের গুরু ও পুরোহিত। রচিত গ্রন্থ—'শৃঙ্গারমঞ্জরী'। ইনি বাহুবলের ও গোমট্ঠ-স্বামীর বিগ্রহের অভিষেককার্য করিয়াছিলেন।—Jaina Siddhanta-Bhaskara, Devakumara's Central Jaina Or. Lib. publ., i. pt.-i, 40-2; JB, 33; Cat. Cat. ৪ দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসী বি°। রাজকুমার মরুগয়ের গুরু।—Rice, vi. Koppa, no. 3; Guerinot: D'Epigraphica Jaina, no. 231; JB, 33. ৫ বসুদেবের পুত্র, তীর্থঙ্কর নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।—JB, 33. ৬ একটী জৈন 'রাসে'র নামাংশ ('অজিতনাথ ও কনকাবতী'); ১৭৫১ বি-স° জিন-হর্ষ ইহা রচনা করেন।—JB, 33. ৭ রাজগচ্ছের এক জন জৈন আচার্য ('সূরি')। রাজগচ্ছের প্রথম আচার্য প্রদ্যুম্নসূরি, তদীয় শিষ্য ও পরবর্তী আচার্য অভয়দেবসূরি ('বাদমহার্ণব'-রচয়িতা), তদীয় শিষ্য ও পরবর্তী আচার্য জিনেশ্বর, তাঁহার শিষ্য ও পরবর্তী আচার্য অজিতসেনসূরি।—IA, xi. 249; Weber, ii. 1047; JBRAS, xviii. (ex. no.) p. ii; JB, 33.; Peterson 3, app. 159.

অজিতসেনগণি — কনকসেন গণির শিক্ষাগুরু।—IO. Cat. ii. 711a.

অজিতসেন পণ্ডিত—ইঁহারই সম্ভবতঃ 'অজিতসেনস্তোত্র' লিখিত।—IO. Cat. 7601; Buhler. 308a.

অজিতসেন ভট্টারক — মূল-সংঘের 'সেন' বা 'চন্দ্রকবাট' অন্বয়ের জৈন আচার্য। ইঁহার শিষ্য কনকসেন ভট্টারক, তদীয় শিষ্য বৈয়াকরণ নরেন্দ্রসেন, তাঁহার শিষ্য বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বৈয়াকরণ নয়সেন।[১] সম্ভবতঃ ইনিই বঙ্কাপুরের প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য অজিতসেন এবং ইনিই গঙ্গরাজ ২য় মারসিংহের ও মন্ত্রী চামুণ্ডরায়ের গুরু ছিলেন। ২য় মারসিংহ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া ইঁহার পদতলে দেহত্যাগ করেন।[২] অজিতসেনের শিষ্য কনকসেন 'বাদিরাজ' নামেও পরিচিত এবং তিনি গঙ্গরাজ রাচমল্লের গুরু (কয়েকটী লিপিতে কনকসেন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য অকলঙ্কের শিষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন)।[৩] অজিতসেন নামক আর একজন জৈন আচার্যের নাম পাওয়া যায়; ইনি 'বাদীভসিংহ,' 'শব্দচতুর্মুখ' ও 'তার্কিক-চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ইনি খ্রী° ১২শ শতকে জীবিত ছিলেন।[৪] 'অলংকারচিন্তামণি' নামক গ্রন্থ এবং 'মণিপ্রকাশিকা' নামক 'শাকটায়ন' ব্যাকরণের টীকা-গ্রন্থ অজিতসেন-রচিত; কিন্তু উপরোক্ত দুই জন অজিতসেনের মধ্যে কে যে ঐ গ্রন্থ দুইটীর রচয়িতা তাহা স্থির করা কঠিন।[৫]

১ EI, xvi. 53.

২ EI, v. 152, 171, 180; EC. Ins. Sravana Belagola, nos. 38 & 67, and intro. 20, 34; vi. kp. no. 3 and intro. 11.

অজিতা—১ মাতৃকাদেবী-বি°। জয়মালিনীর অনুচরী। চক্রধারী হরির গাত্র হইতে দ্বাত্রিংশৎ মাতৃকার উৎপত্তি হয়। ইঁহারা সকলেই সৃষ্টিসংহার ব্যাপার-সমর্থা ও হরির আদেশে লোকরক্ষায় নিযুক্তা। সর্বকামসিদ্ধির জন্য ইঁহারা পূজা পাইয়া থাকেন। [জয়মালিনী দ্র°] —মৎস্য° ১৭৯. ৭১। ২ দ্বাদশ অজিত-দেবতার জননী। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অজিতা হইতে রুচির বিধি, মুনিগণ, ক্ষেম, নন্দ, অহস্ম; প্রাণ, অপান, সুধামা ক্রতুশক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি এই দ্বাদশ মানস পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা অজিত দেবতা নামে খ্যাত।—বায়ুপু° ৬৭. ৩৩-৩৪।

অজিতা—১ ২য় তীর্থঙ্কর অজিতনাথের শাসনদেবী [অজিতবলা দ্র°]। ২ ৪র্থ জৈন তীর্থঙ্কর অভিনন্দনের অধীন এক জন প্রধানা জৈন সন্ন্যাসিনী।—JB, 29.

অজিতা—মণ্ডলস্থিতা বৈষ্ণবদেবী বি°। ইনি পীতবর্ণা ও পশ্চিমদিকে অবস্থিতা।—অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা।

অজিতাখ্যতন্ত্রটীকানিবন্ধ—মীমাংসা গ্রন্থ-বি°। রচয়িতা—পরিতোষ মিশ্র।

৩ EC, viii, p. ii, Nr., nos. 35-7, 39; Tl., no. 192.

৪ EI, iii. 188; EC, Ins. Sravana Belagola, no. 54; viii. (ii) Nr., nos. 35-7, 39, Tl 192.

৫ EI, xvi. 54.

[Abaji Vishnu Kathavate : Rep. Sans. Mss., 794 ; Peterson, 5, 301 (1, 1-3) ; Cat. Cat.]

অজিতাগদ—[অজিত, দ্র°]

অজিতাগম— ১ শৈবাগম-বি°। সদ্যোজাত-প্রোক্ত পঞ্চাগমের অন্যতম। [শৈবাগম দ্র°] ২ আগম-গ্রন্থ-বি°।— IO. Cat. ii. 675b. 691b.

অজিতাপীড় — কাশ্মীরের কর্কোট বা নাগবংশীয় একাদশ নৃপতি। ইঁহার পিতা ত্রিভুবনাপীড়; ত্রিভুবনাপীড় সম্রাট্ ললিতাপীড়ের (বজ্রাদিত্যের) পুত্র ও চিপ্‌পট জয়াপীড়ের (বৃহস্পতির) ভ্রাতা। ইঁহার মহিষী জয়াদেবীর গর্ভে অজিতাপীড়ের জন্ম। বজ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর জয়াপীড় ত্রিভুবনাপীড়কে সরাইয়া সিংহাসন অধিকার করেন (৭৭৯ খ্রী°)। জয়াপীড়ের রাজ্যকালে তাঁহার পাঁচ জন মাতুল উৎপল, কল্যাণ, পদ্ম, মম ও ধর্ম ষড়্‌যন্ত্র ও কূটনীতির দ্বারা রাষ্ট্রে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া ওঠেন। ৮১৩-৪ খ্রী° ইঁহারা জয়াপীড়কে নিহত করিয়া রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব আপনাদের হস্তে আনয়ন করেন। অজিতাপীড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ললিতাপীড়কে বাদ দিয়া উৎপল আপন ক্ষমতাবলে অজিতাপীড়কে সিংহাসনে বসাইলেন।

অজিতাপীড় সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই পঞ্চভ্রাতার ক্রীড়নকরূপে পরিণত হন। রাজক্ষমতা হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইলেন এবং পঞ্চভ্রাতা তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারানুসারে রাষ্ট্র-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রাজ্যের রাজস্ব-বিভাগের পঞ্চম অংশ হইতে তাঁহাকে উপজীবিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। চারিটি রাজস্ব-বিভাগ হইতে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহাই এই পঞ্চম বিভাগে রক্ষিত হইত। এই উপজীবিকা হইতেই যে অজিতাপীড়কে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল তাহা নহে, সর্বদাই তিনি ঐ পঞ্চভ্রাতার ভয়ে সশঙ্কিত থাকিতেন। রাজস্বের অধিকাংশ আয় এই পঞ্চভ্রাতা গ্রহণ করিতেন এবং আপন আপন ইচ্ছানুসারে নানাবিধ কার্যে তাহা ব্যয় করিতেন। তাঁহারা বহু মন্দির, নগর, প্রাসাদাদি নির্মাণ করেন। উৎপল 'উৎপলস্বামী' নামক বিষ্ণুর মন্দির ও উৎপলপুর (বর্তমান কাকপুর) নামক নগর, পদ্ম 'পদ্মস্বামী' নামক বিষ্ণুমন্দির ও পদ্মপুর (বর্তমান পাম্পর) নামক নগর, পদ্মের স্ত্রী গুণদেবী রাজধানীতে একটী ও বিজয়েশ্বর নামক নগরে একটী মঠ, ধর্ম 'ধর্মস্বামী' নামক বিষ্ণুমন্দির, কল্যাণ 'কল্যাণস্বামী' নামক বিষ্ণুমন্দির এবং মম 'মমস্বামী' নামক বিষ্ণুমন্দির (ইহার সহিত তিনি বহুবিধ দানকার্যও করিয়াছিলেন) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্র-ব্যাপারে সকলেই একযোগে প্রভুত্ব করিলেও এই পঞ্চভ্রাতার মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। পরস্পর বিশেষভাবে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। এই বিদ্বেষ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে এবং ফলে ৮৪০ খ্রী° উৎপল ও মমের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বিতস্তাতীরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। মমের পুত্র যশোবর্মা এই যুদ্ধে প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করেন। তাঁহারই রণনৈপুণ্যে মম বিজয়ী হন। মম অজিতাপীড়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ২য় সংগ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে সিংহাসনে বসাইলেন। পরে আবার উৎপল-কর্তৃক অনঙ্গাপীড় সিংহাসনচ্যুত হইলে অজিতাপীড়ের পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উৎপলের সহিত মমের যুদ্ধের বিবরণ কবি শঙ্কুক তাঁহার 'ভুবনাভ্যুদয়' নামক কাব্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।—রাজত° ৪. ৭৮৯-৭০৭।

[M. A. Stein : Kalhahan's Rajatarangini, i. 182-4 ; G. Buhler : Kashmir Report—JBBRAS, 1877, xii (extra no.)]

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

অজিতাখ্যাখ্যা-বিজয়া — গ্রন্থ-বি°। গ্রন্থকার—সূর্যবিষ্ণুমিত্রের পুত্র অনন্তনারায়ণ (অজিতাচার্য)।—TCM, 3278, 34449, 3578, 3587a, 4420.

অজিন;—[√অজ্ (গমন করা) + ইনচ্—কর্ম, সংজ্ঞার্থে; যাহা আবরণরূপে ধূলিক্ষেপণ করে—বাচ° ; 'অজেরজ চ'—উণা° ২. ৪৮ ; ব্রতাকাঙ্ক্ষিগণ বা ব্রহ্মচারিগণ যাহা প্রাপ্ত হন। সুপণ্ডিত নেরিঙ (Nehring ; Studien zur indogermanischen Kultur und Urheimat, 109-10) প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অজিন (ajina) প্রকৃতই অজের (aja) সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই জন্য এই অর্থদ্যোতক বিভিন্ন ভাষার নিদর্শন হইতে 'অজ' (goat) নিম্নলিখিত ৮টী ভিন্ন ভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় যৌগিক রূপ (stem) তিনি ধরিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন :

১। * aig-, গ্রী° aig, অসে° aic, অবেস্তা° izaena (বিণ).

২। * ago-, * agi : স° অজ, লিথু° ozys, O. ch. sl. Jazno <* azino- (= চর্ম, ত্বক্)। এই প্রা° চা° স্লাভ° শব্দ স° অজিন শব্দের রূপান্তরমাত্র। এই সমস্ত প্রায় সমপর্যায় রূপের নিদর্শন ধরিয়া অজিন-শব্দের-'ইন' অংশ যে প্রত্যয়ের (suffixal) রূপ তাহা বলা যাইতে পারে। এরূপও ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, অজিন শব্দের যৌগিক অর্থ ছিল—ছাগসম্বন্ধীয় (that which belongs to the goat)। লিথু° ozinis = ছাগসম্বন্ধীয় (pertaining to the goat) এই পদ হইতে এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থনসূচক প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩ *। bhugo : অবেস্তা° būza, অসে° buc, ইং° bock ই°।

৪। * qago-/ qogo : প্রা° চ° স্লাভ° koza (= ছাগ), লিথু° hakulo (= mantle [made of goat-skin]) ই°। এই লিথু° শব্দেও স° অজিন-শব্দের সমধর্মী অনুরূপ পদ (semasiological parallel) পাওয়া যায়।

৫। * kapro-: লাটিন° Caper, Capra, গ্রী° kapros, অ°-সা° haefer ই°।

৬। * gabhro- প্রা° আইরিশ gabor (ছাগ), গলি° Gabro-magus, আঙ্গ্লি° habinaf.

৭। * ghaido-: লাটিন° haedus, গথি° gaits.

৮। * alpha igha-: গ্রী° ziga, প্রা° হা-জর্মান° ziga.

৯। * gat : প্রা° আইসল্যা° hadna, ল্যাটিন° catulus. এতদ্ভিন্ন বিভাষা-বিশেষে (individual dialects) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শব্দও আছে। যেমন, সং° ছাগ (ল), ইরান° capis, ল্যাটিন° zappus, ল্যাটিন° hircus. এখন দেখা যাইতেছে যে, একাধিক বিভাষায় এই সমস্ত মৌলিক রূপের (stems) অধিকাংশই ওকারান্ত বা অকারান্ত (-o/-a)। ইহা হইতে এইটুকুই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির একেবারে ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বেই তাঁহাদিগের নিকট ছাগ (অজ) পরিচিত ছিল। মৌলিক রূপগুলির ভৌগোলিক সংস্থান (geographical distribution) হইতেও এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রত্যেক মৌলিক রূপ (stem) কয়েকটী বিভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্ত বা অধিকাংশ বিভাষায় পাওয়া যায় না। ভারতের ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতি সুপ্রাচীন যুগে মূল প্রস্তভূমি হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই জাতির ইণ্ডো-ইউরোপীয় মূল হইতে ব্যুৎপন্ন ছাগার্থ-দ্যোতক মাত্র একটী ধাতু (root) পাওয়া যায়, তাহা অজ. (ago- : agi)] ক্লী°, ১ (বৈদিক পরি°) ত্বক্, চর্ম skin ॥ কৃমক্র° ৪৭. ২৪০ ॥ ২ তাপস, ব্রহ্মচারী, যোগী, মুনি প্রভৃতির পরিধেয় বা আসনের উপযোগী পশুচর্ম; বৈদিকযুগে বোধ হয় ছাগচর্ম ব্যবহৃত হইত। শতপথ-ব্রাহ্মণে দুইবার ছাগ-চর্মাসনের উল্লেখ আছে, 'অজর্ষভস্য অজিনম্' (৫. ২. ১. ২১, ২৪)। কিন্তু তৎপূর্বে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে হরিণের চর্ম ও বৃষের চর্ম যে ব্যবহৃত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; বৈদিকযুগের শেষের দিকে 'এণী' নামক ক্ষুদ্র কোমললোম হরিণার চর্ম, রুরুমৃগচর্ম (চিত্রমৃগ-চর্ম) ও ছাগচর্ম ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে 'অজিন' শব্দ নাই; কিন্তু বৃষত্বকের ব্যবহার যে ছিল তাহা ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ করিতে পারা যায়।—'গব্যয়ী ত্বগ্ ভবতি নির্ণিগব্যয়ী'—ঋ° ৯. ৭০. ৭। আরও ঋতির বিধিতে বৃষচর্মের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন উত্তরনিবাহে—'অধোদিতে নক্ষত্রে বৃষভস্য লোহিতং শুষ্কচর্ম প্রাগ্গ্রীবম্ স্তীর্য লোমপৃষ্ঠে বধূং যাগযুক্ত মৃগবেশ্যা আমান্তা চোপাবিষ্টঃ'। বাজসনেয়ী-সংহিতায় (৩০. ১৫) অজিন বা চর্ম পরিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অথর্ববেদে আছে—'পরামিত্রাস্মুমুজিনা হরিণস্যাজিনেন চ'—৫. ২১. ৭; 'এবং নহ্য বৃষাজিনং হরিণস্যা ভিয়ং কৃধি'—৬. ৬৭. ৩। এই দুই স্থানে স্পষ্ট হরিণ ও বৃষের চর্মের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে দীক্ষণীয় ইষ্টি প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সোমযাগে সোমসেবনের সময়ে 'কৃষ্ণাজিনং উত্তরং ভবতি' (কৃষ্ণাজিন উত্তর [বহির্বেষ্টন] হইবে) এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণাজিন-দ্বারা ভ্রূণকে বেষ্টন করিতে হয়। —ঐ-ব্রা° ১. ১. ৩। গোচর্মের উপর সোম-শোধনও করা হইত।—ঋ° ৯. ৭০. ৭.

পারস্করগৃহ্যসূত্রে (২. ৫. ১৭-২০) নির্দেশ আছে—'ঐণেয়মজিনমুত্তরীয়ং ব্রাহ্মণস্য। ১৭। রৌরবং রাজন্যস্য। ১৮। আজং গব্যং বা বৈশ্যস্য। ১৯। সর্বেষাং বা গব্যমসতি প্রধানত্বাৎ।' ২০। ব্রাহ্মণের জন্য 'এণী' নামক হরিণীর চর্ম, ক্ষত্রিয়ের জন্য রুরু অর্থাৎ চিত্রমৃগের চর্ম, বৈশ্যের জন্য অজ বা গো-চর্মের বিধি। তবে এরূপও বিধি প্রদত্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্য পুরুষ-প্রাধান্য-হেতু গব্যচর্ম প্রশস্ত। কর্ক, জয়রাম ও হরিহরাচার্য তাঁহাদের ভাষ্যে পুরুষপ্রাধান্যের পক্ষে 'তেজস্বচ্ছাগ পুরুষং গব্যোত্তাং বচমদধুঃ'—এই শ্রুতি-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মনু-মতেও (২. ৪১) কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, রুরুমৃগচর্ম ও ছাগচর্মের বিধি। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচারী শণতন্তুবস্ত্র পরিধান করিবে ও কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম উত্তরীয় করিবে এবং ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান ও রুরুমৃগের চর্ম উত্তরীয় করিবে। বৈশ্যব্রহ্মচারী মেষ-লোম-নির্মিত বসন ও ছাগচর্মের উত্তরীয় গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচারী অবকীর্ণ দোষপ্রাপ্ত হইলে গর্দভচর্ম পরিধান করিয়া নিজপাপ কীর্তনপূর্বক সাত জন গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করিবে বলিয়া মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন—'এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দভাজিনম্। সপ্তাগারাংশ্চরেদ্ভৈক্ষং স্বকর্ম পরিকীর্তয়ন্ ॥'—১১. ১২২। কালিদাস গজাজিনের উল্লেখ করিয়াছেন—'গজাজিনং শোণিতবিন্দুবর্ষি চ' — কুমার° ৫. ৬৭। ৩ মৃগচর্ম। পরিধেয়ে ব্যবহার্য—'বল্কলাজিন-সংবৃতঃ'—রা° (গো°) ১. ১. ৩৮; 'অক্ষাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাক্'—কুমার° ৫. ৩০; আসনে ব্যবহার্য — 'নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্'—গী° ৬. ১১; 'মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্'—মনু° ২. ৬৪; 'তপস্বিনো হি বসতে কেবলাজিনবল্কলে'—কিরাত° ১১. ১৫। ৪ দেহচর্ম।—কৃমক্র° ৪৭. ২৪০। ৫ মহাপট।—কৃমক্র°, ঐ। ৬ (জৈনশা°) ক যিনি রাগ-দ্বেষ সর্বথা নাশ করিতে পারেন নাই।—ভগবতী° ১৫। খ জিন ভগবানের তুল্য সত্যোপদেশক জৈন সাধু।—'অজিণা জিনসংকাশা, জিণা ইবাবিতহং বাগরেমাণা'—ঔপ°। ~ক্ষিপ—কৃষ্ণসার মৃগচর্ম ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সেগুলি জুড়িয়া জুড়িয়া আলখাল্লার ন্যায় প্রস্তুত এক প্রকার জামা।—দীঘনি° ১. ১৬৭; অঙ্গু-নি° ১. ২৪০, ২৯৫; ২. ২০৬; বিনয়° ১. ৩০৬, ৩. ৩৪; জাতক ৬. ৫৬৯; সংযুক্ত-নি° ১. ১১৭। ~পত্রা = জিনপত্রা, -পত্রিকা, -পত্রী,—যাহার পক্ষচর্ম, যাহার চর্মময় পক্ষ, জতুকা, চামচটী, চামচিকা।—রাজনি° ব° ১৯। ~প্রবেণী—[পালি°-পবেণী = 'অজিন-চম্মেহি মঙ্কপ্পমাণেন সিব্বিত্বা কতা পবেণী'—ধম্ম-অথ° ১. ৮৭] স্ত্রী°, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম জুড়িয়া জুড়িয়া সেলাই করা বস্ত্র-বি°। —বিনয়° ১. ১৯২; দীঘনি° ১. ৭; অঙ্গু-নি° ১. ১৮১। ~ফলা—['অজিন' পূর্বে আছে বলিয়া জাতিলক্ষণে ঙীপ্ বাধিত হইয়া টাপ্ হইয়াছে] স্ত্রী°, অস্ত্রাকার ফল, ঢেঁপারী ॥ বাচ°। ~যোনি, -নী—[অজিনের যোনি (উৎপত্তিস্থান) — ৬-তৎ] ১ মৃগ, হরিণ ॥ অম° প-মুক্তা° শব্দ°। ২ কদলী কন্দলী প্রভৃতি বহুবিধ হরিণ। ~বাসাঃ—[বৃ°-বাসস্] বিণ, অজিন-পরিবৃত। 'ঋষি ভারত নিক্ষাপ্তে বলাজিনবাসসি'—মহা° ৩. ২৭. ৭ ॥ স্থি° ॥

~বাসী—[স্ত্রী-বাসিন্‌ ; অজিন + √বস্‌ + ইন্‌ (ণিনি)—তাচ্ছীল্যে—কর্তৃ] বিণ, অজিনাবৃত, মৃগচর্মাবৃত, মৃগচর্মপরিহিত। ~শাটী,-সাটী —মৃগচর্মের আবরণ (= 'অজিন-চর্ম-সাটী'—ধম্ম-অথ° ৪. ১৫৬) a garment of antelope skins.—থের° ৩৯৬ = জাতক ১. ৪৮১ = ৩. ৮৫। ~সন্ধ—লোম-নির্মিত বস্ত্র-ব্যবসায়ী, চর্মপ্রস্তুতকারী a furrier. বা-স° ৩০·১৫। ~াকর—[তু°-সমূরু] সৃমর, চমূরু a kind of deer. ~াম্বর—১ শূলপাণি মহাদেব। ২ ক্লী°, চর্মবাস।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অজিন,—মনুবংশীয় নৃপতি হবির্ধান ও তৎপত্নী অগ্নিবংশজা (আগ্নেয়ী) ধিষণা হইতে প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।—বিষ্ণুপু° ১, ১৪. ২ ; হরি° হরি° ২. ২৯।

অজিন,—বৌদ্ধ স্থবির-বি°। শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ইঁহার জন্ম হয় ; জন্মকালে ইঁহাকে মৃগ-(antelope) চর্মে আবৃত করিয়া রাখা হয় বলিয়া ইঁহার নাম হয় অজিন। অনাথপিণ্ডিক যখন বুদ্ধদেবকে জেতবন দান করেন, তখন ইনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইনি স্বচক্ষে এই দানব্যাপার দর্শন করেন এবং বুদ্ধের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ভিক্ষু-সংঘে যোগদান করিয়া অর্হৎ হন। পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অজিনের নাম খ্যাতি লাভ করে নাই ; এই হেতু সাধারণ শ্রামণেরগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত।—থেরগাথা ১২৯-৩০ ; থের-অথ° ১. ২৫০। অপদানে (২. ৪৩৬) উল্লিখিত ঘতমণ্ডদায়ক থের ও অজিন একই ব্যক্তি। সুচিন্তিত নামক পচ্চেকবুদ্ধকে ইনি পূর্বে এক জন্মে ঔষধরূপে নবনীত দান করেন।

অজিন-দায়ক—বৌদ্ধ স্থবির-বি°। ইনি পরে অর্হৎ হন। ইনি শিখীবুদ্ধকে মৃগচর্ম দান করেন। পঞ্চকল্প পূর্বে ইনি সুদায়ক নামক চক্কবত্তী (চক্রবর্তী) ছিলেন।—অপদান ১. ২১৩-১৪।

অজিমাবাদ—আদিম ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত একটী পরগনা। আয়তন—৩৫,০৬০ একর বা ৫৪.৭৮ বর্গ মাইল; ১৫টী এস্টেট আছে, ডায়মণ্ড হারবারের সবডিভিজনের এলাকাধীন। এই পরগনায় দুইটী বিভাগ আছে। পূর্বভাগে রাজারহাট নামক একটী গণ্ডগ্রাম ও বাজার আছে ; এই ভাগের অন্যান্য গণ্ডগ্রামের নাম চকমূল, ভানগড়, শাহ্‌পুর, ইয়ারপুর, রাজাপুর, খোয়ালি, বলরামপুর। দক্ষিণভাগের প্রধান স্থান দয়ারামপুর ও কুল্পী। কুল্পীতে একটী বড় বাজার আছে। এই বাজারে ঐ অঞ্চলের ধান্য ক্রয় বিক্রয় হয়। এই পরগনায় প্রধান পথ উত্তরাংশে ডায়মণ্ড হারবার রোড ও দক্ষিণাংশে কলিকাতা হইতে কুল্পী পর্যন্ত পাকা রাস্তা।—SAB, i. 20, 226.

অজি.মুথ (Azimuth)—আরব-জ্যোতিষে কৌণিক দূরত্বজ্ঞাপক পরিমাণ-বি°। দেশান্তর-বৃত্তের (vertical circle-এর) পাদদেশ পর্যন্ত আকাশস্থ নক্ষত্রের মধ্য দিয়া উত্তর অথবা দক্ষিণের দিক্‌চক্রবাল (horizon) হইতে কৌণিক দূরত্ব ইহাতে বুঝায়।—En. Brit., ii. 827.

অজির,—[বৈদিক ; √অজ্‌ (গমন করা) + কিরন্‌—অধি, সংজ্ঞার্থে, যাহাতে গমনাগমন করে। তু°—গ্রী°-agros, লাটিন-ager, গথি°-akrs = জর্মান-Acker = ইং° acre] ১ ক্লী°, প্রাঙ্গণভূমি, চত্বর, অঙ্গন, আঙিনা, উঠান a court, a yard, arena ॥ মে° ॥ ২ [√অজ্‌ + কিরন্‌-কর্তৃ] বায়ু ॥ মে° অভি° ॥ ৩ মণ্ডূক, দর্দুর, ভেক ॥ মে° ॥ ৪ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, an object of sense ॥ মে° ॥ ৫ শরীর ॥ মে° ॥ ৬ ক্রীড়াস্থান।—'অজিরং ক্রীড়াস্থানম্‌'—ভা° ১. ৬. ১৪ (শ্রীধরভা°)। 'যোরং প্রতিকর্মাকারং বাল্যোল্‌কণিবাজিরম্‌'।—ভা° ১. ৬. ১৪। ৭ [অজিনের অপত্য—আজিনেয়ঃ, তৎসম্বন্ধী—অজিরীয়] ঋষি-বি°। ইনি সর্পসত্রে সুব্রহ্মণ্য নামক ঋত্বিকের কার্য করিয়াছিলেন।—পঞ্চ-ব্রা° ২৫. ১৫ ; VI ; Weber : Indische Studien, i. 35. ৮ ['অজিরাঃ ক্ষিপ্রগমনশীলাঃ' — তা-ব্রা° ভা° ; 'শোনা অজিরাঃ' — তা-ব্রা° ; 'অজিরং ইতি ক্ষিপ্রনাম'—নিঘ° ২. ১৫ ; কৌ-নি° ১০৭ ; উণা° ১. ৫৩ ; √অজ্‌ + কিরন্‌—কর্তৃ] বিণ, শীঘ্র, ক্ষিপ্রগামী quick, swift.—ঋ° ৬. ৬৪. ৩ ; ৩.৩৫. ২ ; ১. ১৩৪. ৩ ; ১. ১৪০. ৪ ; ৫. ৫৭. ২ ; ২. ১৩৮. ২ ; ৪. ৪৩. ৬। ~বতী—[অজির + মতুপ্‌—ম স্থানে ব, অস্ত্যর্থে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্‌) ; অজিরাদিত্বাৎ দীর্ঘাভাবঃ]। নদী-বি°। শ্রাবস্তী নগরী ইহার তীরে অবস্থিত ছিল—পা° ৬. ৩. ১১৯। অজিরবতী = অচিরবতী [অচিরবতী দ্র°]।

অজির,—বায়ব্য মন্বন্তরে দ্বাদশ সোমপায়ী দেবের অন্যতম।—বায়ুপু° ৩১, ৯-১০।

অজিরা—[অজিরাঃ ইতি নদীনাম—নিঘ° ১,১৩ ; কৌ-নি° ১৬] ১ বেগবতী নদীনাম-বি°। ২ দুর্গা, চণ্ডী। ~দি—পাণিনি-কর্তৃক উল্লিখিত অজিরাদিগণ-মধ্যে গৃহীত শব্দাবলী। অজিরাদি-মধ্যে গৃহীত শব্দসমূহ — অজির, খদির, পুলিন, হংস, কারণ্ড, চক্রবাক। মতুপ্‌ প্রত্যয় করিলে এই শব্দগুলির স্বর দীর্ঘ হয় না।—পা° ৬. ৩. ১১৯। ~ধিরাজ—ক্ষিপ্রগতিশীল অধিপতি মৃত্যু ও নির্ঋতি। 'অজিরাধিরাজৌ শোনৌ সম্পাতিনাবিব।—অ° ৭. ৭০. ৩।

অজিরাঃ—[স্ত্রী-রস্‌] ঋ° ৯. ৮৩ সূক্তের ঋষি পবিত্র, ছন্দঃ জগতী ও দেবতা সোম। সায়ণ-মতে এই পবিত্র ঋষির পিতা অজিরাঃ।

অজি.লিসেস,—তক্ষশিলার পহ্লবরাজ-বি°। ইনি ১ম অজে.সের পুত্র এবং অজে.সের
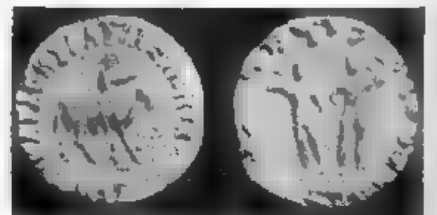
অজি.লিসেসের একটী মুদ্রা : সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগের চিত্র

উত্তরাধিকারিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। খ্রী° ১ম শতকের প্রারম্ভকালে অতি অল্প সময় ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ২য় অজে.স ইঁহার পুত্র বলিয়া কথিত হন। ইঁহার

নামাঙ্কিত আবিষ্কৃত মুদ্রার সংখ্যা অতি অল্প। Dioskouroi অজি.লিসেসের রৌপ্যমুদ্রার অতি সাধারণ পদ্ধতি। [অয়ে.স১ ও অয়ে.স২ দ্র°]

[ASI, 1912-13, 7, 43; 1914-15, 31-2; Brown: Coins of India, 28]

অজি.লিসেস২—[প্রা° অযিলাষ] সম্রাট্ কনিষ্কের অধীন এক জন কর্মচারী। ইনি মহাসেনের সঙ্ঘারামে কনিষ্কের বিহার-নির্মাণে পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—ASI, 1908-9, 52.

অজিষ্ঠ—চাক্ষুষ-মন্বন্তরের পৃথুক-দেবগণের অন্যতম।—বায়ু.পু° ৬২. ৬২। [অজিত২ দ্র°]

অজিহ্ম১—[অ = ন জিহ্ম—নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ সরল, অবক্র, ঋজু। ২ অকপট, সরলচিত্ত straight, upright, honest. 'অজিহ্মগামিভিঃ'—শিশু° ১. ৬৩। 'উপেক্ষেৎ কৃমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য চ। নাসবর্ণমা তৎ শিষ্যো ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে॥'—মনু° ৩. ২৪৬; 'প্রভুত্বমজিহ্মঃ'—মনু° ৭. ৩২। ৩ আত্মাভিমানশূন্য।—মনু° ৪. ১১। ৪ ভেক। ৫ মৎস্য। বি — অজিহ্মতা। ~গ—[অজিহ্ম + √গম্ + অ (ড)—কর্তৃ°; স্ত্রী— -া; যে বা যাহা অজিহ্ম (সরল) গমন করে, যে সোজা যায়] ১ বাণ, শর। 'রুক্মপুঙ্খা অজিহ্মগাঃ'—রা° (গো°) ৬. ৭০. ১৬। ২ বিণ, ঋজুগতি, সরলগামী। 'অস্বেজিহ্মমজিহ্মগঃ'—মনু° ৬. ৩১। ~গামী—[পুং-গামিন্; অজিহ্ম+√গম্ + ইন্ (ণিনি)—কর্তৃ°—তাচ্ছিল্যে; স্ত্রী— -গামিনী] বিণ, ঋজুগমনশীল, সরলগামী। 'অজিহ্মগামিভিঃ'—মাঘ° ১. ৬৩। ~চারী—বিণ, কর্তব্যনিষ্ঠ। 'তথাহন্যায়ামুপশাম্যং জিহ্মেনাজিহ্মচারিণঃ।'—মহা° ৫. ১২৮. ৫.

অজিহ্ম২—স্বারোচিষ-মন্বন্তরে মহাবল পরাক্রান্ত পারাবত নামক দেবগণের অন্যতম। ইঁহারা ক্রতুর পুত্র (তুষিতা হইতে উৎপন্ন)। ইঁহাদের নাম—প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিহ্ম বা অজিষ্ণ, অরিমর্দন, অজিহ্মান, মহীয়ান, অজ, উভ ও যবীয়; ইঁহারা সকলেই শিষ্ট।—বায়ু.পু° ৬২.৮, ১১-১৩।

অজিহ্মা—স্ত্রী°, মিথ্যা-আত্ম গুণ বর্ণনাদিরূপ পাপরহিতা। 'অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্‌ব্রাহ্মণজীবিকাম্'—মনু° ৪. ১১।

অজিহ্মাম—পারাবত দেবতার অন্যতম। [অজিহ্ম২ দ্র°]

অজিহ্ব—স্বারোচিষ-মন্বন্তরের এক জন পরাক্রান্ত যোদ্ধা ও বক্তা। [অজিহ্ম২ দ্র°]

অজিহ্ব—১ ভেক। একদা অগ্নি দেবগণের নিকট হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। ভেক দেবগণকে অগ্নির রসাতলে লুক্কায়িত থাকার সংবাদ দেওয়ায় অগ্নির অভিশাপে তাহার জিহ্বা নষ্ট হয়।—মহা° ১৩. ৮৫. ২৮-৩১। ২ বিণ, জিহ্বাহীন।

অজী—[অজ + স্ত্রী ঈ] (ঙীপ্) স্ত্রী, ছাগী।

অজীকব — অজকব, অজগব, অজগাব, আজগব দ্র°।

অজীগর্ত১,—১ [গমনায় গর্তযস্য-বাহুব্রীহি] সর্প।

অজীগর্ত২—ঋষি-বি°। ঋ° ১. ২৪-৩০ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শুনঃশেপের পিতা। ইঁহার তিন পুত্র—শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনোলাঙ্গূল। ইনি অঙ্গিরোগোত্রীয় এবং সুযবসের পুত্র। ইনি শুনঃশেপকে হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয়-যজ্ঞে বলি দিবার জন্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। —Indische Studien, i. 460; মনু° ১০. ১০৫॥ সো-স্মো°॥

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭—৫৩. ৩৪) দেখা যায়—পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুত্র রোহিত বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে রাজসূয়-যজ্ঞে বলি দিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইল, তখন রোহিত পলায়নপূর্বক বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বরুণের অভিশাপে হরিশ্চন্দ্র জলোদর-রোগাক্রান্ত হইলেন। রোহিত এই সংবাদ পাইবামাত্র ফিরিতে উদ্যত হইলে পুরুষরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বাধা দিয়া বনমধ্যে আরও কিছুকাল থাকিবার জন্য উপদেশ দেন। রোহিত বনমধ্যে অবস্থানকালে ঋষি অজীগর্তকে ক্ষুধার্ত হইয়া বিচরণ করিতে দেখেন। পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তিনি অজীগর্তের নিকট এক শত গাভীর বিনিময়ে 'নিষ্ক্রয়'-(মূল্য-) স্বরূপে তাঁহার এক পুত্রকে কামনা করিলেন। অজীগর্ত জ্যেষ্ঠ এবং তদীয় পত্নী কনিষ্ঠ পুত্রকে ছাড়িতে চাহিলেন না, তখন মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে দেওয়াই স্থির হইল। রোহিতের বিনিময়ে শুনঃশেপকে পশুরূপে বলি দিবার প্রস্তাবে বরুণদেবও সম্মত হইলেন; কিন্তু যজ্ঞের যথোচিত ব্যবস্থা হইলে কেহই শুনঃশেপকে যূপকাষ্ঠে 'নিয়োজন' (বন্ধন) করিতে অগ্রসর হইলেন না। তখন অজীগর্ত আর এক শত গাভী চাহিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে চাহিলেন। এই গাভী পাইয়া তিনি পুত্রকে বন্ধন করেন। কিন্তু এইবার কেহই বধ করিতে অগ্রসর হইল না। তখন অজীগর্ত পুনরায় এক শত গাভী লইয়া নিজেই শাণিত খড়্গহস্তে উপস্থিত হন। শুনঃশেপ নিরুপায় হইয়া ঋঙ্মন্ত্রে প্রজাপতির উপাসনা করিয়া বরুণের বন্দনা করিলেন এবং বরুণের পরামর্শানুসারে অগ্নির স্তুতি করিয়া রক্ষা পাইলেন। অতঃপর যজ্ঞের হোতা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।* [শুনঃশেপ দ্র°]।

রামায়ণে বর্ণিত শুনঃশেপের কাহিনীতে অজীগর্তের নাম ঋচীক। ঋচীকের পত্নী সত্যবতী, ইনি বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের কাহিনী ও রামায়ণের কাহিনীতে কিছু কিছু বৈষম্য আছে। রামায়ণে বলা হইয়াছে, অম্বরীষ রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হৃত হইলে তিনি যজ্ঞপশুস্থলীয় করিবার জন্য ঋচীক মুনির একটি পুত্রকে ক্রয় করিতে চাহেন। ঋচীক জ্যেষ্ঠ ও সত্যবতী কনিষ্ঠ পুত্রকে (শুনককে) দিতে অনভিলষিত থাকায় মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে দেওয়া স্থির হয়।

* Winternitz: Hist. of Indian Literature, i. 213-14; শা-শ্রৌ° ১৫. ১৭; দেবীভা° ৭. ১৩-১৭ অ° দ্র°। বিশ্বামিত্র-কর্তৃক অজীগর্তপুত্র শুনঃশেপকে পুত্ররূপে গ্রহণ—ভা° ৯. ১৬. ৩০।

শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলে, প্রথমে বিশ্বামিত্র তাঁহার এক শত পুত্রদের মধ্যে এক পুত্রকে পশুস্থলীয় হইবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁহারা অস্বীকৃত হইলে তিনি শুনঃশেপকে অগ্নিস্তুতির দুইটী গাথা শিখাইয়া দেন। এই গাথার অভিব্যক্তি করিয়া শুনঃশেপ নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।— ঐা° ১. ৬১ ও ৬২ অ°।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

'অজ়ীজ়—দক্ষিণভারতবাসী কবি। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম অব্দুল অজ়ীজ় খাঁ। ইনি একখানি 'দীবান' ও 'গুলশান রঙ্' নামক একটী পার্সী গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন।—OBD.

'অজ়ীজ়-উল্লাহ্, জ়াহিদি—এক জন গ্রন্থকার। ইনি অজ়ীজ় নামেই অধিকতর পরিচিত। ১৪০৭ খ্রী° ইনি একখানি 'মস্নবী' রচনা করেন—OBD.

'অজ়ীজ় কোকা (মির্জা)—দিল্লীর দ্বিতীয় মুগল-সম্রাট্ হুমায়ূনের পালিত পুত্র। ইনি খাঁ 'অজ়ীমের পুত্র। খাঁ 'অজ়ীম অব্খাঁ নামেই পরিচিত।—OBD. ['অজ়ীম খাঁ, দ্র°]

অজীত—[ন = অ + √জ্যা + ক্ত ; নঞ্-তৎ] বিণ, অম্লান not withered, not faded, অক্ষীণ not faint, not feeble. 'অজীতোঽহতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্'—ঋ° ১২. ১. ১১ ॥ মনি° বো-রো° ॥ [অক্ষত দ্র°] ~**পুনর্বণ্য**—[বৈদিক ; অম্লান ও পুনঃ প্রাপ্তব্য ; তু°-অপরিজ্যানি] স্ত্রী°, ক্ষত্রিয়-সম্পাদ্য বিবিধ আহুতির নাম-বি°। এই আহুতি নষ্ট বা অপ্রাপ্ত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ। 'অজীতপুনর্বণ্যং বা এতদ্ যদেতে আহুতী'—ঐ-ব্রা° ৭. ২২ ॥ বো-রো° মনি° ॥

অজীতি—[বৈদিক ; ন = অ + √জ্যা + ক্তি] স্ত্রী°, অম্লানি, অক্ষতি। 'আ পবস্ব বিশে অস্যা অজীতিম্'—ঋ° ৯. ৬৭. ৩০ ॥ বো-রো° মনি° ॥

'অজ়ীদ—সম্পূর্ণ নাম 'অজ়ীদ লদীন অল্লাহ্ বিন্-ইউসুফ-বিন-হফিজ়। ইনি মিশরের ফাতিমা বংশীয় ১১শ খলিফা। আবার ইনিই মিশরের এই তৎকাল প্রসিদ্ধ বংশের শেষ খলিফা। ১১৫৮ খ্রী° ইনি ইঁহার পিতা কায়েজ় বি-নস্র-অল্লাহ্ ঈসা বিন-জ়াফির-এর সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে মিশরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। 'অলীর বংশধরেরা অল্ মুস্ত-'অলী বিল্লাহ্'র মৃত্যুর (১১০১ খ্রী°) পর হইতে তাঁহাদের উজ়ীর বা অমীর-উল্-জয়ূশের হস্তের ক্রীড়া-কন্দুকরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। অল্পকাল-মধ্যেই উজ়ীরই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের কর্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ কর্তৃত্ব লইয়া দরগাম ও শাওর নামক দুই জন 'অমীরের মধ্যে বেশ বিরোধ ঘটে। শাওর পরাজিত হইয়া সিরিয়ার অধিপতি মালিক-উল্-অ'দিল নুর-উদ্দীন মহ্মূদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরিয়ার অধিপতি এই সুযোগে ১১৬৩ খ্রী° শাওরের পক্ষ লইয়া মিশরে এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। দরগামকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সিরিয়ার অধিপতির প্রেরিত সেনানায়ক শিরকোহ শাওরকে পুনরায় 'অমীর-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এদিকে শাওর নুর-উদ্দীনের প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য জেরুজালেম ফ্রাঙ্কদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ হন। শিরকোহ খ্রীষ্টান সেনানায়ক অমৌরির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া প্রস্থান করেন। অপর দিকে ফ্রাঙ্কেরা কায়রো অবরোধ করিল। তখন খলিফা সিরিয়া-পতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পুরনারী-গণের কেশ কর্তন করিয়া পাঠান। প্রাচ্য-প্রথামতে কেহ অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত না হইলে এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা করে না। যাহা হউক, শিরকোহ সসৈন্য পুনরায় মিশরে আসিয়া অমৌরিকে পরাজিত করেন এবং বিশ্বাসঘাতক শাওরকে বন্দী করিয়া তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। তিনি নিজে খলিফার উজ়ীর ও নুর-উদ্দীনের প্রতিনিধিরূপে মিশর শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বর্ষেই (১১৭১ খ্রী°) খলিফা 'অজ়ীদের মৃত্যু হইল। তখন হইতে মিশর সম্পূর্ণভাবে সিরিয়ার অধীন হয়।—OBD.

অজ়ীফা—[আ°-বজ়ী.ফা (vazifah)] ১ অবসরবৃত্তি pension, stipend. ২ অবসর-বৃত্তিস্বরূপ প্রদত্ত ভূসম্পত্তি land bestowed in gift for past services.

'অজ়ীম—১ কর্ণাটের নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা মুহম্মদ ঘৌস খাঁর কবি-নাম।—OBD. ২ এলাহাবাদের সৈয়দ 'অজ়ীম 'অলীর কবি-নাম। ১৮৫৫ খ্রী° ইনি এক উর্দ্ 'দীবান' রচনা করেন।—OBD. ৩ এক জন পারসিক কবি। ইনি নৈশাপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি মুল্লা নৈর্মীর পুত্র ও মুল্লা মজ়ীরীর ভ্রাতুষ্পুত্র। অনুমান ১৬৬৩ খ্রী° ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি এক-খানি 'দীবান' ও 'জোশ 'অজ়ীম' নামে অভিহিত একখানি 'মসনবী'র রচয়িতা।—OBD.

'অজ়ীম 'অলি, মীর—আগ্রার অধিবাসী এক জন গ্রন্থকার। ইনি ১৮৪৪খ্রী° পারস্য ভাষা হইতে উর্দ্ ভাষায় 'সিকান্দরনামা' কাব্য অনুবাদ করেন।—OBD.

'অজ়ীম উদ্-দৌলা, নব়াব—কর্ণাটের নবাব। ইনি উমদৎ-উল্-উমরার ভ্রাতা নবাব 'অমীর-উল্ উমরার পুত্র। উমদৎ-উল-উমরার মৃত্যুতে ব্রিটিশ-সরকার কর্ণাট নিজেদের অধিকারভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। পরবর্তী উত্তরাধিকারী 'অলি হুসেন তাহাতে অস্বীকৃত হন ; ইহাতে নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র 'অজ়ীম-উদ্-দৌলাকে ব্রিটিশ-সরকার মসনদে বসান (১৮০১ খ্রী°)। ১৮১৯ খ্রী° 'অজ়ীম-উদ্-দৌলার মৃত্যু হইলে ১৮২০ খ্রী° তাঁহার পুত্র 'আজিম জাহাকে মসনদে বসান হয়। ১৭৯৮ খ্রী° ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কর্ণাটের নবাব সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারী দান করেন।—OBD.

'অজ়ীম-উল্-উমরা—হায়দ্রাবাদের নিজামের মন্ত্রী। ১৭৯৪ খ্রী° কাছাকাছি সময়ে রুক্ন-উদ্-দৌলার পরে ইনি মন্ত্রী হন।—OBD.

'অজ়ীম-উল্লা খাঁ—ভারতের সিপাহী-

বিদ্রোহের উদ্যোক্তা। ১৮৩৭-৩৮ খ্রী° দুর্ভিক্ষে বালক 'অজ়ীম ও তাঁহার মাতা যখন খাদ্যাভাবে প্রায় মরিতে বসিয়াছিলেন, তখন খ্রীষ্টান মিশনারীগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দেন। কানপুর ফ্রি স্কুলে বালকটীকে লেখাপড়া শেখান হয়; কিন্তু তাঁহার মাতা কিছুতেই বালকটীকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে দেন নাই। শিক্ষা সমাপন করিয়া 'অজ়ীম শিক্ষক হন। ইহার পর তিনি নবাবের নিকট গমন করেন। নবাব নিজের সুবিধার জন্য তাঁহাকে বিলাতে পাঠান। তাহাতে তথা হইতে অকৃতকার্য হইয়া অজ়ীম ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্রোহে যোগদান করেন।—OBD.

'অজ়ীম খাঁ।—১ জৌনপুরের 'অজ়ীমগড় নামক দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাদ, ইনি হিন্দু রাজার পুত্র ছিলেন; সম্রাট্ জহাঙ্গীর-কর্তৃক মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে ইনি বাধ্য হন এবং 'অজ়ীম খাঁ নামে পরিচিত হন।—OBD. ২ কাবুলের অন্যতম 'অমীর। ইনি 'অমীর শের 'অলী খাঁর ভ্রাতা। ১৮৬৯ খ্রী° এ অতোবর শাহ্ যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু হয়।—OBD.

অজ়ীম খাঁ।—দিল্লীর সম্রাট্ হুমায়ূন ও অক্‌বরের রাজত্ব-কালে 'অজ়ীম খাঁ বা খাঁ 'অজ়ীম দিল্লীর এক জন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন। ইনি সাধারণের নিকট অত্ খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন; ইঁহার অন্য একটী নাম শমস্-উদ্দীন মুহম্মদ। ইনি মির্জা 'অজ়ীজ কোকা বা 'অজ়ীম খাঁর পিতা। ইনি গজনির অধিবাসী ছিলেন এবং পূর্বে রাজপুত্র কামরান মির্জার অধীনে কার্য করিতেন। কথিত আছে, কনৌজে শের শাহ্‌র সহিত যুদ্ধে পরাজয়কালে ইনি সম্রাট্ হুমায়ূনের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই জন্য হুমায়ূন স্বরাজ্য উদ্ধারের পর ইঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাটের সহিত পারস্যে গমন করেন। ইঁহার পত্নী জীজী বেগম সম্রাট্ অক্‌বরের ধাত্রী ছিলেন. এই বিশেষ কারণে ইনি অত্ খাঁ নামে পরিচিত হন। অক্‌বর-কর্তৃক ইনিই প্রথম 'সাত হজ়ারী'র পদ পান। মাহম অঙ্কে পদচ্যুত করিয়া অত্ খাঁকে ওয়াকীল মুতলক্-এর পদ দেওয়া হয়। ইহাতে মাহম অঙ্কের পুত্র অধম খাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া (১৫৬২ খ্রী° ১৮ই মে) ইঁহাকে হত্যা করেন। সম্রাটের আদেশে অধম খাঁর হাত-পা বাঁধিয়া আগ্রার রাজসভা-গৃহের জানালা হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর অত্ খাঁর দেহ দিল্লীতে নীত ও সমাহিত হয়। তাঁহার পুত্র সমাধির উপরে এক সৌধ নির্মাণ করান। সেই সমাধি নিজ়াম-উদ্দীন আউলিয়ার সমাধির নিকটে আজিও বর্তমান।—OBD.

'অজ়ীম খাঁ। — 'অজ়ীম খাঁ বা খাঁ 'অজ়ীমের পুত্র। ইনি সম্রাট্ অক্‌বরের ধাত্রী-পুত্র ও খেলার সঙ্গী ছিলেন বলিয়া মির্জা অজ়ীজ কোকা বা কোকলতাশ্ নামে অভিহিত হইতেন। ইনি সম্রাটের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণের অন্যতম ছিলেন। অক্‌বর নিজ রাজত্বের ষোড়শ বর্ষে ইঁহাকে 'অজ়ীম খাঁ উপাধি দান করেন। ইনি বহু বৎসর গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। বহু দিন সম্রাটের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ না হওয়ায় সম্রাট্ ১৫৯২ খ্রী° ইঁহাকে আহ্বান করেন। কিন্তু 'অজ়ীম খাঁর পরামর্শদাতারা ইঁহাকে বুঝান যে, সম্রাট্ ইঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এই সুযোগে ইঁহাকে বন্দী করিবেন। পূর্ব হইতেই মক্কায় যাইবার জন্য ইনি উদ্গ্রীব ছিলেন। এখন ইনি তাড়াতাড়ি সম্রাট্‌কে না জানাইয়া ১৫৯৪ খ্রী° সপরিবারে মক্কা যাত্রা করিলেন। সেই দেশে জীবনযাপন দুষ্কর বিবেচিত হওয়ায়, ইনি শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া আসিয়া সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন; সম্রাটও সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পূর্বপদে বহাল করেন। ১৬২৪ খ্রী° অহ্‌মদাবাদে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে ইঁহার পিতার সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হয়। দিল্লীতে ইঁহার সমাধি-মন্দির বৃহৎপ্রস্তরে ৬৪ [illegible] স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। ইহা চৌসঠ খম্ভ নামে খ্যাত—OBD.

'অজ়ীম খাঁ।— 'অসফ্ খাঁ জাফর বেগের ভ্রাতা মীর মুহম্মদ বাকীর উপাধি। সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে (১৬০৬ খ্রী°) ইনি এক-হজারী মনসবদার হন ও ইরাদৎ খাঁ উপাধি পান। ১৬২৮ খ্রী° শাহ্ জহানের রাজত্বকালে ইনি দুই হজারী মনসবদার হন ও উইজ়ারৎ কুল্-এর পদ পান। শাহ্ জহানের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ইঁহাকে 'অজ়ীম খাঁ উপাধি দেওয়া হয়। ইনি বিভিন্ন সময়ে বাঙলা, এলাহাবাদ, গুজরাট ও জৌনপুরের শাসনকর্তা হন। জৌনপুরে ১৬৪৯ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্রকেও 'অজ়ীম খাঁ উপাধি দেওয়া হয়। তিনি দারা ও আওরঙ্গজ়েবের পুত্রগণের যুদ্ধে (১৬৫৮ খ্রী°) নিহত হন। অতঃপর দ্বিতীয় পুত্র মীর খলীলকে 'অজ়ীম খাঁ উপাধি দেওয়া হয়।—OBD.

'অজ়ীম খাঁ কোকা—দিল্লীর মুগল-কর্মচারী মুজ়ফ্‌ফর হুসেনের উপাধি। সম্রাট্ শাহ্ জহান ইঁহাকে ফিদাই খাঁ উপাধি দেন। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা খাঁ জহানী বহাদুর কোকলতাশ উভয়েই সম্রাট্ আলমগীরের ধাত্রী-পুত্র। অনুমান ১৬৭৬ খ্রী° সম্রাট্ ইঁহাকে 'অজ়ীম খাঁ উপাধি দেন ও বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৬৭৮ খ্রী° ইঁহার মৃত্যু হয়।—OBD.

অজ়ীম জাহ—১ আর্কটের নবাব। ইনি কর্ণাটের নবাব 'অজ়ীম জাহের দ্বিতীয় পুত্র। (১৮০০—১৮৭৪ খ্রী°)।—OBD. ২ কর্ণাটের নবাব 'অজ়ীম-উদ্-দৌলার পুত্র সিরাজ-উল্-উম্‌রার একটি নাম। ইনি ১৮২০ খ্রী° ৩রা ফেব্রুয়ারী-ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট-কর্তৃক কর্ণাটের নবাবপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮২৫ খ্রী° মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।—OBD.

অজ়ীমুশ্-শান—দিল্লীর সম্রাট্ বহাদুর শাহ্‌র দ্বিতীয় পুত্র। ইনি স্বীয় পিতামহ 'আলমগীর-কর্তৃক বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইনি পাটনাকে বাঙলার রাজধানী করিয়া উহার নাম 'অজ়িমাবাদ রাখেন। পিতামহের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ইনি পুত্র ফারুক্‌শিয়রের (পরে সম্রাট্) হস্তে

শাসনভার অর্পণ করিয়া আগ্রায় আসেন এবং ইঁহার পিতার পক্ষে লিপ্ত হইয়া 'অজীম শাহ্'র সহিত যুদ্ধ করেন (১৭০৭ খ্রী° জুন)। ১৭১২ খ্রী° ইঁহার পিতার মৃত্যুর পর জহান্দর শাহ্'র সহিত অন্যান্য ভ্রাতার যে যুদ্ধ বাধে, তাহাতে ইনি নিহত হন এবং ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ করিম বন্দী হন। পরে জহান্দর শাহ্ করিমকে বধ করিয়া সম্রাট হন।—OBD.

অজীর্ণ,—[নঞ্-তৎ]; ন=অ+√জৄ (জীর্ণ হওয়া)+ক্ত—ভাবে°] ক্লী°, পর্য্যায়—বায়ুগণ্ড, অন্তর্বমি, পলতাশন॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° ॥ ১ জীর্ণের অভাব, ভুক্তদ্রব্যের অপাক, অপচার, অপরিপাক, হজম না হওয়া। ২ জঠরানলমান্দ্যা-হেতু ভুক্তান্নের অপাকে রোগ-বি° indigestion. ৩ [স্ত্রী—·1] অজরাগ্রস্ত, অবৃদ্ধ।

অজীর্ণ,—জঠরাগ্নির বিকারবশতঃই অজীর্ণ-রোগ উৎপন্ন হয়। অতিরিক্ত জলপান বিষমা-শন (অধিক ভোজন, অত্যল্প ভোজন ও অকালে ভোজন) মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অজীর্ণরোগের কারণ। পক্ষান্তরে ভোজনসময়ে, কারণ-বিশেষে ভোক্তার মানসিক প্রফুল্লতার অভাব ঘটিলে, হিতকর ভোজ্য উপযুক্ত মাত্রায় ভোজন করিলেও তাহা যথারীতি পরিপাক-প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ অতি মাত্রায় ভোজনই অজীর্ণরোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

অজীর্ণ প্রধানতঃ চারি প্রকার—আমা-জীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ। আমাজীর্ণে—দেহের গুরুতা, বিবমীষা, গণ্ড-দেশ ও অক্ষিকোটরে শোথ ও উদ্গারে ভুক্ত-দ্রব্যের অবিকৃত গন্ধ; বিদগ্ধাজীর্ণে—ভ্রম (মাথাঘোরা), তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, নানা প্রকার পিত্তজ উপসর্গ, ধূম্রোদ্গার, অম্লোদ্গার, ঘর্ম ও দাহ; বিষ্টব্ধাজীর্ণে—পেটব্যথা, পেটফাঁপা, বায়ুজনিত নানা প্রকার উপসর্গ, মল ও বায়ুর অবরোধ, গুরুতা, মূর্চ্ছা ও দেহের যে কোনও অংশে বেদনা; রসশেষাজীর্ণে—আহারবিদ্বেষ, বুকভার, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখে থুথু ওঠা, অবসাদ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'দিনপাকি' ও 'প্রাকৃত' নামক দ্বিবিধ অজীর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলি বিশেষ বিকারজনক নহে বলিয়া ব্যাধিমধ্যে পরি-গণিত নহে।

অজীর্ণ বস্তুতঃ কোন রোগবিশেষের নাম নহে। ইহাতে পাকস্থলীর বিবিধ প্রকার বৈকল্য-বশতঃ ভুক্ত খাদ্য পরিপাক হইতে পারে না; সুতরাং বিভিন্ন লক্ষণে বিভিন্ন পীড়ায় অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। রোগে সাধারণতঃ তলপেটে বা বস্তিপ্রদেশে অথবা বুকের নীচে ব্যথা বা জ্বালা অনুভূত হইতে পারে; অনেক সময়ে এই সকল প্রদেশের অসুস্থভাবও প্রকাশ পায়, মুখে বিস্বাদ লাগে, প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। অনেক রোগীর আবার ওজন হ্রাস হইয়া থাকে। অজীর্ণরোগে পাকস্থলী অথবা অন্ত্রের যে কোন স্থলের নিশ্চয়ই বৈকল্য জন্মে, কাজেই ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে পারে না। ইহাতে পরিপাকের সাহায্যকারী যে সকল রস পাকস্থলীতে নির্গত হয় তাহাতে কোন গোলমাল হয়। কাজেই, পাকস্থলী ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিয়া তাহা ত্যাগ করিবার শক্তি হারাইতে পারে। পাকস্থলীর অন্তরাবরণী বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগুলিতে (stomach-walls) বিষাক্ত ক্ষত হইলেও, পরিপাক-রস-নির্গমনে বাধা জন্মিতে পারে, অথবা পরিপাকে গোলমাল হইতে পারে। ইহাতে বস্তিদেশে তীব্র ব্যথা জন্মিয়া কষ্ট দেয়।

অজীর্ণরোগের কারণনির্ণয়ই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত বিভিন্ন কারণে অজীর্ণ হইতে পারে, সুতরাং মূল কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার চিকিৎসাই প্রয়োজন। সর্বাগ্রে রোগীর জিহ্বা পরীক্ষা করিলেই অজীর্ণ হইয়াছে কি না সহজে বুঝিতে পারা যায়; যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না তাহাদের জিহ্বায় সাদা আস্তরণ দেখা যায়। খাদ্যগ্রহণের সময়ে বিশেষভাবে চর্বণ করিতে হয়। এই সময়ে মুখ হইতে এক প্রকার বিশেষ রস বাহির হইয়া চর্বিত খাদ্যের সহিত মিশিয়া যায়, ইহা পরিপাকের সহায়ক। জিহ্বা পরিষ্কার না থাকিলে মুখের রস দূষিত বুঝিতে হয়; অথবা যাঁহাদের পাইওরিয়া প্রভৃতি দন্তরোগ আছে, খাদ্যের সঙ্গে শত শত দূষিত বীজাণু তাহাদের পাকস্থলীতে গমন করে। খাদ্য উত্তমরূপে চর্বিত না হইলে অজীর্ণ হইতে পারে; সুতরাং দন্ত না থাকিলে অজীর্ণ হয়। আবার দন্তরোগও অনিষ্টের কারক। অন্ননালী দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে গমন করে। অনেক সময়ে ইহাতে অন্ননালীর অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে দেখা যায়।

শিশুদের অজীর্ণ — সাধারণতঃ পেটের অসুখ হইলেই অজীর্ণ মনে করা হয়। অবশ্য পেটের অসুখের সঙ্গে অজীর্ণের বিশেষ সংশ্রব রহিয়াছে। শিশুদের অজীর্ণ খুব কমই দেখা যায়; খাদ্যদ্রব্য বা পথ্যের গোলমালেই তাহাদের অজীর্ণ হইতে পারে। সুতরাং শিশুদের পথ্যাদি-সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকা প্রয়োজন।

শিশুর খাদ্যে যদি উপযুক্ত পরিমাণ চর্বি না থাকে, তবে কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া অজীর্ণ জন্মিতে পারে। একটু বয়স্ক ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ে অতিরিক্ত মাত্রায় অপরিপক্ক ফল-মূলাদি এবং মিঠাইাদি গ্রহণ করে; তাহাতে অনেক সময়ে অজীর্ণরোগে কষ্ট পায়।

কু-অভ্যাসবশতঃ বয়স্কদের অজীর্ণ —অতিরিক্ত পান, ভোজন, অধিক রাত্রিতে গুরুপাকদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতির ফলে অজীর্ণরোগ জন্মে। পাকস্থলীকে বিশ্রাম না দিয়া বার বার আহার গ্রহণও ভাল নহে, রীতিমত নির্দিষ্ট সময়ে আহার করা প্রয়োজন। পাকস্থলীতে ক্রিয়ার উপরে মনের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। মানসিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতিতে পাকস্থলীর ক্রিয়ার বাধা জন্মে। পাকস্থলীতে যে জারকরস নির্গত হইয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, অতিরিক্ত মানসিক দুশ্চিন্তায় এই রস-নির্গমনে বাধা জন্মে। খাদ্যগ্রহণের সময়ে প্রফুল্লচিত্তে ধীরে ধীরে আহার করা দরকার।

কোষ্ঠবদ্ধতা—কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে অন্ত্রে যে পরিপাক-ক্রিয়া চলে তাহাতে বাধা জন্মে। ক্রিয়াকালে অন্ত্রে যে ক্রিমিবৎ সঙ্কোচনশক্তি উপ-জাত হয়, তাহাই বদ্ধমলে বদ্ধ হইয়া যায়;

সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধতা অজীর্ণের এক প্রধান কারণ।

পাকস্থলীর বৈকল্য—যদি পাকস্থলীর অন্তরাবরণীস্থিত পেশীসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে, তবে পাকস্থলীর আয়তন বর্ধিত হয়। ইহাতে পাকস্থলী বলহীন, অসুস্থ ও স্ফীত হইয়া উঠে। এইরূপ হইলে সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিলেই পেট ভর্তি হইয়াছে মনে হয় এবং বিশেষ অস্বস্তি ভাব দেখা দেয়। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ না করায় দেহের পুষ্টি হইতে পারে না এবং দেহের ওজন হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপে রোগ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে, অতি সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিলে তাহার ২।৩ ঘণ্টা পরে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া ফেলে; তখন আরও খাদ্য গ্রহণ করিলে তাহা নিবারিত হয়।

কোন কোন স্থলে জারকরসে অম্লের অভাব বা অপ্রাচুর্যহেতু অজীর্ণরোগ দেখা দেয়। এই রোগকে 'অগ্নিমান্দ্য' (Hypochlorhydria) বলে। এই রোগে সাধারণতঃ ক্ষুধা নষ্ট হয়, তলপেটের অসুস্থতা এবং বমন-প্রবৃত্তি লক্ষণ দেখা দেয়। তাড়াতাড়ি খাদ্যগ্রহণে অথবা অন্যমনস্কভাবে খাদ্যগ্রহণে এই রোগ জন্মিতে পারে। কখন কখন জারকরস অতিরিক্তমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া অগ্নিমান্দ্য রোগ জন্মিতে পারে। পেটে ব্যথাই ইহার প্রধান লক্ষণ। কখন কখনও বুকজ্বালা এবং অম্ল ঢেকুর উঠে। ইহাতে বেশ ক্ষুধা জন্মে, কিন্তু প্রায়ই পেট ফাঁপে ও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়।

অজীর্ণে স্নায়ু-রোগের প্রভাব—স্নায়বিক দৌর্বল্যে যাহারা ভুগিতেছে, তাহারা প্রায়ই অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহাদের হয়তো কিছু দিন বেশ ক্ষুধা জন্মে, আবার কিছু দিন ক্ষুধামান্দ্য হইয়া পড়ে। প্রায়ই পেট ফাঁপে, বমন-প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু বমন হয় না। হিষ্টিরিয়া রোগে অজীর্ণ থাকিতে দেখা যায়।

আমাশয় রোগ ও সপুঁজ ক্ষত—পাকস্থলীর তীব্র প্রদাহ বা আমাশয় রোগ বিশেষ গুরুতর; ইহাতে পাকস্থলীর গাত্রস্থিত অন্তস্ত্বকে (membrane) তীব্র প্রদাহ জন্মে। এই রোগে অগ্নিমান্দ্য হইয়া অজীর্ণ হইতে পারে। এই রোগে বমি হইতে দেখা যায়।

পাকস্থলীর কর্কটরোগ — যাহারা পূর্বে বিশেষ স্বাস্থ্যবান্ ছিল, কিন্তু মধ্যবয়সে অজীর্ণরোগে ভুগিতেছে, তাহাদের শরীর বিশেষভাবে পরীক্ষা করা দরকার। কারণ এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলে পাকস্থলীর কর্কটরোগ হইতে দেখা যায়। ইহাতে বস্তি-প্রদেশে দংশনবৎ ব্যথা অনুভূত হয়। অন্যান্য লক্ষণগুলি কর্কটরোগের অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

যখন কর্কটরোগ অধিক স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, তখন উহা খাদ্যনালীকে আক্রমণ করিয়া পাকস্থলীতে খাদ্য প্রবেশের বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় বমিই প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়। এই রোগে ভুক্ত খাদ্য পরীক্ষা করিলে hydrochloric acid-এর ন্যূনতা দেখা যায় এবং প্রায়ই নির্দোষ অম্লরস পাওয়া যায় না, কিন্তু দুগ্ধাম্ল প্রভৃতি বিক্ষুব্ধকারী অম্ল অত্যধিক মাত্রায় পাওয়া যায়।

পাকস্থলীর কর্কট বা ক্যান্সার রোগ হইলে সাধারণতঃ বিষপানের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ইহাতে রোগী ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, বিবর্ণ, দুর্বল এবং রক্তহীন হইয়া পড়ে। লসিকাবাহী নাড়ীগুলির (lymphatic glands) স্ফীতি লক্ষিত হয়।

পিত্তকোষ প্রদাহ—অনেক সময়ে পিত্ত-কোষ-প্রদাহ হইতে অজীর্ণ জন্মিতে পারে। কঠিন অজীর্ণরোগ হইলে পিত্তকোষের প্রদাহ জন্মিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে হয়। এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে পিত্তশিলা (gall-stone) জন্মে। ইহাতে পিত্তাশয়ে পাথরের ন্যায় পদার্থ জন্মে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে সহজে আরোগ্য হয় না।

এই রোগে পেটব্যথা হয়। কখন কখন বা ঠিক আহারের পর কখন কখন বা আহারের ২।৩ ঘণ্টা পর অথবা পূর্বে পেটে ব্যথা অনুভূত হয়।

অনেক সময়ে অন্ত্রাদির বিকৃতি বলিয়া পিত্তকোষ-প্রদাহকে ভ্রম করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে রোগনির্ণয় করা প্রয়োজন। যদি চক্ষুর শ্বেতমণ্ডল একটু হল্‌দে বর্ণ ধারণ করে অথবা শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, তবে এই সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায়।

যকৃতের রোগ — যাহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে, তাহাদেরই সাধারণতঃ cirrhosis নামক যকৃতের রোগ জন্মে; এই রোগে যকৃৎ সঙ্কুচিত ও কঠিন হইয়া পড়ে, ইহাতে তন্তু-সমূহে ক্ষত জন্মে। ইহার ফলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীতে রক্তচলাচলে বিঘ্ন জন্মে; উহাদের গাত্রস্থিত অন্তস্ত্বক্ (living membrane) সঙ্কুচিত হয় এবং তীব্র প্রদাহ জন্মে। সুতরাং ইহা হইতে অজীর্ণ রোগ জন্মে। ইহাতে সাধারণতঃ প্রাতর্ভোজনের পূর্বে বা পরে বমি হইতে দেখা যায়। অন্ত্র অথবা পাকস্থলীর রক্তবাহী শিরা ছিন্ন হইয়া রক্তবমন পর্যন্ত হইতে পারে।

যকৃতের অন্যান্য রোগেও অজীর্ণ জন্মাইতে পারে। যকৃতের ক্যান্সার এই রোগগুলির অন্যতম। এই রোগে ব্যথার বিরাম হয় না; ইহাতে তলপেটের উপরদিকে, ডান পাশে এবং পিছনদিকে ব্যথা হয়। অনেক সময়ে দক্ষিণ স্কন্ধেও ব্যথা বোধ হয়। এই রোগে রোগী অতি দ্রুত শীর্ণ হইয়া পড়ে ও তাহার কঠিন পাণ্ডুরোগ দেখা দেয়।

অন্ত্রোপাঙ্গ-প্রদাহ—অন্ত্রদেশে কীটাকৃতি উপাঙ্গ রহিয়াছে। এই উপাঙ্গের প্রদাহবশতঃ অনবরত অজীর্ণতায় কষ্ট দিতে পারে। অধিকাংশ সময়ে এই রোগকে পাকস্থলীর বিকৃতি বলিয়া অনেকে ভুল করিয়া থাকেন। আহারের সামান্য কিছুক্ষণ পরেই তলপেটের উপরিদেশে ব্যথা বোধ হয়, ধীরে ধীরে এই ব্যথা নীচের দিকে অগ্রসর হইয়া নাভিদেশ পর্যন্ত আক্রমণ করিতে পারে। আহারের ২।৩ ঘণ্টা পরেও এই ব্যথা হইতে পারে। ইহা 'বাইকার্বনেট অফ্ সোডা' প্রভৃতি ক্ষারযুক্ত পানীয় (alkaline drugs) গ্রহণে অথবা আরও খাদ্যগ্রহণে প্রশমিত হয় না। রোগী

প্রাপ্ত থাকিলে অত্যন্ত তীব্র ব্যথা হয় এবং তাহা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়। অনেক সময়ে বমি হয় অথবা বমনভাব প্রভৃতি থাকে—বমি হইলেও বিশেষ আরাম বোধ হয় না।

এইরূপ রোগে তলপেট অত্যন্ত নরম হইয়া পড়ে, অঙ্গুলিদ্বারা অতি সামান্য চাপ দিলেই তাহা বুঝা যায়। অন্ত্রোপাঙ্গপ্রদাহ-জনিত অজীর্ণরোগে যাহারা কষ্ট পায়, তাহারা সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে কষ্ট পাইয়া থাকে।

নাড়িভুঁড়ি অথবা অন্ত্রবেষ্টনীর কোন প্রকার কঠিন ব্যাধি হইলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিতে পারে। নাড়িভুঁড়ি-সংক্রান্ত বিবিধ রোগ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে, অন্ত্রশূল, যক্ষ্মাক্রান্ত অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ (tuberculous peritonitis), colitis ও অন্ত্রের কর্কটরোগ (cancer) অন্যতম।

অন্ত্রশূলে অন্ত্রে অতি তীব্র ব্যথা হইয়া সমস্ত তলপেটে উহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। কোলাইটিস্ (colitis) রোগ হেতুও অজীর্ণ হইয়া থাকে। ইহার প্রধান লক্ষণ তলপেটে ব্যথা ও উদরাময়। মলের সঙ্গে লালাবৎ পদার্থ (slime) ও উজ্জ্বল রক্ত দেখা যায়।

যক্ষ্মাক্রান্ত অন্ত্রাবরণপ্রদাহ (tuberculous peritonitis) রোগকে অধিকাংশ সময়ে অজীর্ণরোগ বলিয়া ভ্রম করা হয়। ইহার সহিত অজীর্ণের কোন সম্পর্ক নাই; অবশ্য ইহাতেও তলপেটে অস্বস্তি জন্মে।

অন্ত্রের কর্কট-(cancer) রোগে অজীর্ণের বিবিধ লক্ষণ দেখা যায়। ইহাতে কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, আবার কখন কখন উদরাময় দেখা দেয়; মলের সহিত রক্তও বহির্গত হয়।

ক্লোম-রোগ—পাকাশয়ের (stomach-এর) নিম্নে গ্রন্থির আকারের একটী যন্ত্র আছে, ইহাকে ক্লোম (pancreas) বলে, ইহা হইতে রস ক্ষরিত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। ক্লোম, প্রদাহরোগে যাহারা ভুগিতেছে, তাহাদের ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যায় এবং নাভিদেশের চতুঃপার্শ্বে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। ইহাতে ধীরে ধীরে শরীর ক্ষয় হইতে থাকে। শৈশবে এই রোগ আক্রমণ করিলে শিশু বর্ধিত হইতে পারে না। ইহাতে শরীরে চর্বির ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়; শরীর চর্বিগ্রহণে সমর্থ হয় না।

নালীহীন মাংস-গ্রন্থির প্রভাব—দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি নালীবিহীন মাংসগ্রন্থি (ductless glands) রহিয়াছে। এই গ্রন্থিগুলি বিকৃত হইলেও অজীর্ণ দেখা দিতে পারে। মূত্রাশয়ের উপরিস্থ কোষ-বস্তুটী (supra-renal capsules) বিকৃত হইলে অনবরত বমন হইয়া থাকে। ইহাতে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে এবং স্বভাবতঃ শরীরের ওজন কমিয়া যায়। রক্তের চাপও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং শরীর ফ্যাকাশে হইয়া যায়। গলগণ্ড-(goitre) রোগেও গলগ্রন্থির (thyroid gland) অতিরিক্ত চালনায় অজীর্ণরোগ জন্মিতে পারে। ইহাতে বিনা কারণে উদরাময়রোগ দেখা দেয়।

সকল সময়ে শুধু নাড়িভুঁড়ি-সংক্রান্ত কারণ হইতেই অজীর্ণরোগ জন্মে না। যদি কোন কারণে মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র (nervous centre) অথবা মেরুদণ্ডস্থিত যে কেন্দ্র হইতে পাকস্থলী বা অন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, সেই কেন্দ্রের কোনরূপ অসুস্থতা হয়, তাহাতে অজীর্ণরোগ জন্মিতে পারে। এইরূপে সমস্ত শরীরে বিষ ছড়াইয়া কঠিন আমাশয়রোগ জন্মিতে পারে এবং ইহাতে প্রবল বমন ও উদরাময় (diarrhoea) দেখা দেয়। মূত্রাশয়ের কোন কঠিন রোগ বা মূত্রক্ষয়বিকারে (uraemia) রোগেও এইরূপ লক্ষণ দেখা যায়। স্ত্রীলোকের গর্ভধারণের প্রথম অবস্থায় যে বমন-প্রবৃত্তি, অজীর্ণ এবং রক্তহীনতা (anaemia) দেখা যায়, তাহাও ঠিক এই কারণে হইতে পারে। যক্ষ্মারোগেও ঠিক একই কারণে অজীর্ণ হয়।

মস্তিষ্কে অর্বুদ (tumours) হইলেও বমন হইয়া থাকে, কিন্তু খাদ্য গ্রহণের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

অজীর্ণের সমপ্রকৃতির রোগ—তলপেটে ব্যথা অজীর্ণ ভিন্ন অন্য কারণেও হইতে পারে। বস্তিশূলরোগে (abdominal angina) বস্তিদেশের উপরিভাগে অতি তীব্র ব্যথা হইতে পারে। মূত্রবাহী-নালীতে (ureter) পাথর থাকিলে, মূত্রাশয়ে তীব্র শূলব্যথা দেখা দেয়। অন্তঃশূলের সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। নিউমোনিয়া অথবা প্লুরিসিরোগেও তলপেটের উপরিভাগে অজীর্ণের ব্যথার ন্যায় তীব্র ব্যথা জন্মিতে পারে।

নিরোধক উপায়—প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের নিয়ম-পালনই দেহের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির সহায়ক ও রোগ প্রতিষেধক। খাদ্যাদি-গ্রহণেও বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। শিশুদের পথ্যাদি দিবার সময়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। তাহাদের উপযোগী খাদ্য রীতিমত ও নির্দিষ্ট সময়ে দেওয়া বিশেষ উচিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাদির ক্রমিক পরিবর্তন করিতে হয়। মুখ সর্বদা পরিষ্কার রাখা এবং ছয় মাসেও অন্ততঃ একবার দন্ত-চিকিৎসককে মুখ ও দন্ত দেখান উচিত। কারণ পাকস্থলীর অধিকাংশ গোলমাল মুখ ও দন্তরোগ হইতে উৎপন্ন হয়। খাদ্য উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। ধীরে ধীরে আহার স্বাস্থ্যের অনুকূল, কখনই অতি দ্রুত গলাধঃকরণ কর্তব্য নহে। আহারের পূর্বে এবং পরে কিছুকাল বিশ্রামগ্রহণ আবশ্যক।

কোষ্ঠবদ্ধ হইলেই সাবধান হওয়া উচিত। দৈনিক রীতিমত এক বার করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার দরকার, অথবা সকালে ও বিকালে দুই বার কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলেই ভাল হয়। কোষ্ঠ-বদ্ধতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উপযুক্ত খাদ্য, পথ্য, অথবা ব্যায়ামের সাহায্যে যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন অথবা কোষ্ঠ-শুদ্ধির ঔষধ চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে গ্রহণ করা বিধেয়।

অত্যধিক তামাক অথবা কোন প্রকার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিলে প্রায়ই অজীর্ণ দেখা দেয়। যাহাদের পেটের কোনরূপ পীড়া আছে, তাহাদের পক্ষে ধূমপান না করাই উচিত।

ইতর প্রাণীদের মধ্যে কুকুরেরই অধিকাংশ সময়ে অজীর্ণ হয়; অন্য কোন জন্তুর এই রোগ বড় হয় না। কুকুর গলিত মাংসাদি খাইতে ভালবাসে; ইহাই কুকুরের অজীর্ণ-রোগের প্রধান কারণ। গৃহপালিত কুকুরকে এই ব্যাপারে সাবধানে রক্ষা করিলে অবশ্য এই কারণ হইতে সে পরিত্রাণ পাইতে পারে। গৃহপালিত জন্তুগুলিকে অনির্দিষ্ট সময়ে অথবা অনুপযুক্ত খাদ্য দেওয়া উচিত নহে, ইহাতে উহাদের অজীর্ণ হইতে পারে। অতিরিক্ত গরম লাগিয়াও উহাদের অজীর্ণ হয়। কুকুর যখন অজীর্ণরোগে বিশেষ কষ্ট পায়, তখন খাদ্যগ্রহণ অথবা পানের পরই বমি করিতে থাকে। ইহাদের তখন অত্যন্ত তৃষ্ণা-বোধ হয়। কখন কখনও ইহাদের প্রবল উদরাময় দেখা দেয়, জিহ্বা শুকাইয়া যায়, মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং দাঁতে ময়লা জমে। এইরূপ অবস্থায় এক মাত্রা (dose) রেড়ির তেল দেওয়া উচিত; দুই ঘণ্টা পর পর 'দুগ্ধ ও সোডা' অথবা 'দুগ্ধ ও ডিম' পথ্যস্বরূপ সামান্য মাত্রায় দিওয়া বিধেয়। বমন বন্ধ হইলে কাঁচা মাংস কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অতি সামান্য মাত্রায় খাইতে দেওয়া উচিত। এই সঙ্গে সুসিদ্ধ নাড়িভুঁড়িও (tripe) দেওয়া যায়। যদি বমি বন্ধ না হয়, তবে নিম্নোক্ত পাউডার ছোট চামচের এক চামচ করিয়া দিনে তিনবার খাওয়াইতে হয়।—

ক্যালসিয়ম কার্বনেট — ৩ ড্রাম
ম্যাগনেসিয়ম কার্বনেট — ৩ ড্রাম
সোডিয়ম বাই-কার্বনেট — ১ ড্রাম
বিস্‌মথ অক্সি-কার্বনেট — ১ ড্রাম

কুকুর এই সময়ে যাহাতে পচা মাংসাদি খাইতে না পায়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা কর্তব্য।

ডাঃ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত
কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অজীর্ণকণ্টকরস—(বৈদ্যক) অজীর্ণ-নাশক রসৌষধি-বি°। উপাদান—শোধিত পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ প্রত্যেকের ২ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ। প্রস্তুত-বিধি—প্রথমে পারদ ও গন্ধক একত্র উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, উহার সহিত মিঠাবিষ ও মরিচ-চূর্ণ মিশাইয়া, কণ্টকারী ফলের রস বা কাথ-দ্বারা ২১ বার ভাবনা দিয়া, ৩ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে।—র-সা-স° অজীর্ণাধিকার।

অজীর্ণজ্বরণ—(বৈদ্যক) 'কর্চুর' নামক গন্ধদ্রব্য-বি°। [কর্চুর দ্র°]

অজীর্ণবল্লকালানলরস—অগ্নিমান্দ্যাজীর্ণ অধিকারের রসৌষধি-বি°।

উপাদান ও প্রস্তুতবিধি — পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক দ্রব্য ২ পল; লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ তুঁতে, বঙ্গ, লবঙ্গ, সোহাগা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল—ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল; বনযোয়ান, যোয়ান, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ—ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য অর্ধ-পল। এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া আদার রসে ২১ বার, পঞ্চকোলের কাথে ১০ বার ও গুলঞ্চের কাথে ১০ বার ভাবনা দিতে হয়। তারপর মিলিত চূর্ণসমষ্টির অর্ধেক মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একটী কাচ-কূপীর মধ্যে স্থাপনপূর্বক ছায়াতে শুকাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে ছোলার ডালের ন্যায় বটিকা করিতে হয়। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, প্লীহা, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ-নাশক। ইহাদ্বারা নষ্ট অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। গুরুপাক দ্রব্য আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে অর্ধপ্রহরমধ্যে তাহা জীর্ণ হইয়া যায়।—ভৈষজ্যরত্না°।

অজীর্ণহরী বটী—বিশুদ্ধ জয়পালবীজ, চিতা, শুঁঠ, লবঙ্গ, গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ, মরিচ, বৃদ্ধদারক, বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে খলে দুই প্রহর মর্দন করিয়া দন্তীরসে ১৫ বার, কাগজীলেবুর রসে ৩ বার, চিতার রসে ৩ বার, আদার রসে ৭ বার ও বিদারকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক কলায় প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। ইহা ক্ষুধাবর্ধক এবং তিন প্রকার শূল, জীর্ণজ্বর, কাস, অরুচি, পাণ্ডু, উদর, পিপাসা, বায়ুরোগ, বস্তির আটোপ ও হলীমক প্রভৃতি রোগ নাশ করিয়া থাকে।—আয়ু-স°।

অজীর্ণারিরস—পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, হরীতকী ২ পল, শুঁঠ ৩ পল পিপুল ৩ পল, মরিচ ৩ পল, সৈন্ধব ৩ পল, সিদ্ধি ৪ পল—এই সকল দ্রব্য কাগজীলেবুর রসে মর্দন করিয়া রৌদ্রমধ্যে সাত বার পুটপাক দিতে হইবে। এই অজীর্ণারিরস সদ্য দীপন ও পাচক। বিপুল পরিমাণে আহার করিলেও ইহাদ্বারা উত্তম পরিপাক ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।—আয়ু-স°।

অজীর্ণী—[স°-পিন্; অজীর্ণ+ইন্ (ইনি) অস্ত্যর্থে; স্ত্রী—-র্ণিনী] বিণ; অজীর্ণ-রোগী; অজীর্ণরোগবিশিষ্ট।—সুশ্রু° ২. ১০৩. ৫; ১৩৮. ১৮; ১৮৩১১। বো-রো°॥

অজীব—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী—-া] ১ বিণ, ক জীবনরহিত (ঘটাদি)। খ নির্জীব, মৃত। ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৪১১; শব্দ° বো-রো°। গ অবসন্ন। ত্রিকাণ্ড° শব্দ°॥ ২ জীবনের অভাব, মৃত্যু। ৩ জীবভিন্ন পদার্থ, অপ্রাণী, জড়, স্থাবর।

অজীবক—আজকোলিকিত ব্যক্তিবিশেষের নাম।—জাতক, ১. ৪৭৩।

অজীবকায়—(জৈনশা°) জৈনমতে সকল দ্রব্য (substances) দুই ভাগে বিভক্ত—অজীবকায় (lifeless things) ও জীব (lives, souls)। অজীবকায় আবার চারি ভাগে বিভক্ত; যথা—আকাশ (space), ধর্ম ও অধর্ম নামক গতি ও স্থিতিদ্যোতক দুইটী সূক্ষ্ম দ্রব্য এবং পুদ্গল (matter)। আকাশ, ধর্ম ও অধর্মবশতঃই অন্যান্য দ্রব্য অর্থাৎ জীব ও পুদ্গল বর্তমান থাকিতে পারে। আকাশ তাহাদিগকে থাকিবার স্থান দেয়; ধর্ম তাহাদের গতির আশ্রয় অথবা ধর্ম না হইলে তাহাদের গতি সম্ভব হইবে না। এইরূপ না হইলে তাহাদের স্থিতিও সম্ভব হইত না। এই জন্য অধর্ম স্থিতির আশ্রয়।

[H. Jacobi: Metaphysics and ethics of the Jainas, in Trans. of the Congress for the Hist. of Religions, Oxford, 1908, ii, 60]

অজীবন—১ জীবনাভাব, মরণ, মৃত্যু। 'অজীবনাহে°ঃ সদা নৃশংসা কর্ম প্রতিক্রিয়া বিদধেত ভাবং।'—গ্রা° ২. ৭৮. ৭। বো-রো°॥

২ (বৈদিক) বিণ, জীবিকোপায়শূন্য, খাদ্যোভাবযুক্ত without means of livelihood, without food or provision 'কেবা জনয়ানো কর্তা যোঽজাপদজীবনঃ'—ঋ° ১৮. ২. ৩০ ॥ বো-রো° ॥

অজীবনি — [ন = অ + জীব + অনি ; 'আক্রোশে নঞ্যনি' —পা° ৩. ৩. ১১২] স্ত্রী°, অজন্ম্যামাজ জীবনাভাব, মৃত্যু (আক্রোশার্থক অভিশাপে প্রযুক্ত)। 'অজীবনি স্তে শঠ ভূয়াৎ'—সরস্বতী-ক°, ২. ১১ ॥ মাগ° বো-রো° খি° ॥

অজীবিত—১ ক্লী°, জীবনাভাব, মৃত্যু। ২ বিণ, মৃত।

অজু—সুমাত্রার নিয়াস-উপদ্বীপের অধিবাসী নররুজাতির দেবী-স্ত্রী°। এই দেবীর নিকট নররজাতীয়গণ পূজা দিয়া থাকে। — ERE, ii. 238.

অজুগুপ্সিত—বিণ, অনিন্দিত অঘৃণিত। 'উপবেশ্য তু তান্ বিপ্রানাসনেষ্বজুগুপ্সিতান্।'—মনু° ৩. ২০৯ ॥ খি° ॥

অজুত্রিয়—নামান্তর—আনাতোলিয়ুস্ অফ্ বেরিতোস্ (Anatolius of Berytos) সিরিয়াদেশের-বীরুতের (Beirut) অধিবাসী। অনুমান খ্রী° ৪র্থ অথবা ৫ম শতকের কোন সময়ে জীবিত ছিলেন। সিরিয়ায় আনাতোলিয়ুস নামে একজন ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ ও শাসন-বিভাগের কর্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার উপনাম অজুত্রিয় ছিল। তিনি ৩৬০-৬১ খ্রী°-র মধ্যবর্তী সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। কোন কোন মতে উভয়েই এক ব্যক্তি।

অজুত্রিয় নানা গ্রীক গ্রন্থ হইতে কৃষি সম্বন্ধে তথ্য সংকলন করিয়া বাদশ খণ্ডে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বাইজান্টাইন উদ্ভিদ্ ও কৃষিবিদ্যার এই গ্রন্থই প্রামাণ্য। ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে রৈশৈনার সারজিয়োস (Sergios) সিরিয় ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই সিরিয় অনুবাদই কুস্তা ইব্‌ন্ লুকার (Qusta ibn Luqa) আরবীয় গ্রন্থের ভিত্তি (৯ম শতক)।

[Joa. Nic. Niclas : Geoponica, Leip. 1781 ; Paul de hagarde : Geoponicon in sermonem Syriacum versorum quae supersunt, Leip. 1860]

অজুনি, (Domenico Alberto Azuni ; ১৭৪৯-১৮২৭)—ইতালীয় ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্। সার্দিনিয়ার স্যাস্সারিতে জন্ম। স্যাস্সারি ও টুরিনে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৭৮২ খ্রী° কন্সুলার জজ (Consular Judge) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পরিচালক নিযুক্ত হন। নেপোলিয়ান কর্তৃক ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনপ্রণয়নে নিযুক্ত কমিশনারগণের ইনি অন্যতম। ১৮০৭ খ্রী° জেনেভার প্রধান বিচারক নিযুক্ত হন। ১৮২৭ খ্রী° ক্যাগ্‌লিয়ারিতে মৃত্যু হয়। ইঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে Sistema Universale dei Principii del Diritto Maritimo dell' Europa বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—ERE. ii. 832

অজুম কগামি (Adzuma-Kagami)—অর্থ—প্রাচ্যের দর্পণ। ১১৮০ খ্রী° হইতে ১২৬৬ খ্রী° পর্যন্ত জাপানের ইতিবৃত্ত। ইহা বহুমূল্য ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। সাহিত্য হিসাবে ইহা উচ্চাঙ্গের নহে। ইহাকে ঐতিহাসিক পঞ্জিকা বলা যায়।

[W. G. Aston : Japanese Litt. 160].

অজুর—(বৈদিক) ১ যাহা জরা বা ধ্বংসের বশবর্তী নয়। ২ বলবান্, দ্রুত-গতিশীল, বেগশীল। 'অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথাজুরম্।'—ঋ° ৮. ১. ২ ; অ° ২০. ৮৫. ২ ; সাম-আ° ২. ৭১১ ॥ বো-রো° মু° ॥

অজুরারা (Gomes Eannes De Azurara ; মৃত্যু ১৪৭৪ খ্রী°)—পর্তুগীজ ঐতিহাসিক। ইনি ১৪৫৪ খ্রী° হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজকীয় দপ্তর খানার প্রধান রক্ষক ও প্রধান রাজকীয় ইতিবৃত্ত-লেখকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন্। রাজা পঞ্চম আল্‌ফোন্সো-কর্তৃক ইনি ১৪১৫ খ্রী° হইতে ১৪৩৭ খ্রী° পর্যন্ত কিউটা শহরের ইতিবৃত্ত ও আফ্রিকার আলসেসারের ক্যাপ্‌টেন ডম্-(Duarte de Menezes)-এর জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে নিযুক্ত হন। তিনি গিনী-অঞ্চলের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং প্রিন্স হেনরি-কৃত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে উৎপাতের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে Chronica del Rei D. Joam I. Chronica do Descobrimentoe Conquista de Guine (1841) ; Chronica do Conde D. Pedro প্রভৃতিবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অজুর্য—[অ = ন + জুর্য] জরারহিত, সন্তাপরহিত। 'মহীং দেবীং বিষ্ণুপত্নীমজূর্যাম্'—তৈ-ব্রা° ৩. ১. ২. ৬ ; 'বাতেবাজুর্যা নদ্যেব রীতিঃ—ঋ° ২. ৩৯. ৫ ; 'বাচমজীবি প্রথং তাবজুর্যা'—ঋ° ২. ৩. ৫. 'সদৃশীরজুর্যাঃ'—ঋ° ৪. ৫১.৬ ॥ বো-রো° ॥

অজুষ্ট—[বৈদিক। অ = ন + জুষ্ট] বিণ, অসেবিত, অপ্রিয়। 'তথাংসি গুহতাবজুষ্টা'—ঋ° ২. ১০. ২ ; 'দেবত্রা অজুষ্টম্'—ঋ° ৫. ৭৭. ২ ॥ বো-রো° ॥

অজুষ্টি—স্ত্রী°, অপ্রীতি। 'যদসাবজুষ্টির্দেবো'—ঋ° ৬. ৩. ২ ॥ বো-রো° ॥

অজ্জ্‌—(বৈদিক) বিণ, অনগ্রসর, not pressing forward.—ঋ° ৭. ৮২. ৩ (সায়ণ) ॥ খি° ॥

অজে. (Pierre Hyacinthe Azais ; ১৭৬৬-১৮৪৫ খ্রী°)—ফরাসী ঐতিহাসিক। জন্মস্থান সোরেজ (Soreze) ; প্রথমে বিদ্যা-

লয়ের শিক্ষক ছিলেন। ফরাসীবিপ্লবের প্রতি ইনি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু ইহা যে-নির্মম প্রণালীতে পরিচালিত হইয়াছিল, তীব্র ও প্রকাশ্যভাবে ইনি তাহার প্রতিবাদ করেন। এই সময় ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Compensations dans les destinees humaines

প্রকাশিত হয়। ১৮০৯ খ্রী° নেপোলিয়ন এই গ্রন্থের কথা জানিতে পারিয়া ইঁহাকে অধ্যাপকের পদ দান করেন। পরে ইনি আভেনিও (Avignon) ও নান্সীর (Nancy) সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। পরে পেন্‌সন পাইয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেন ও নানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্যারীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।—ERE. ii. 825 ; CUB.

অজে.গ্লিও (Massimo Taparelli Marquis D' ; খ্রী° ১৭৯৮-১৮৬৬)—ইতালীয় রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও গ্রন্থকার। জন্ম—২৪এ অক্টোবর, ১৭৯৮ খ্রী° তুরিন নামক স্থানে। পিতা—বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত-বংশীয় এবং তিনি ভাটিকানে রাজদূত নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে চিত্রশিল্পে ও সংগীতে অনুরাগী ছিলেন। বিখ্যাত মানজো.নির (Manzoni) এক কন্যাকে বিবাহ করার পর সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইটালীতে বিদেশীয়দিগের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন এবং বিবাহের পর বৎসরই অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থে প্রধানতঃ বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে স্বদেশবাসিগণকে উত্তেজিত করা হয়। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইনি যোগদান করেন (১৮৪৮) এবং ভিসেন্‌জার যুদ্ধে আহত হন। ১৮৪৯খ্রী° পিএডমন্টের প্রধান মন্ত্রী হন। এই সময়ে ইতালীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে মতভেদের সৃষ্টি হয়। কাউন্ট কাভুর ও কারিনি এই সময়ে উদীয়মান রাষ্ট্রনীতিবিদ্-রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৫০ খ্রী° অজে.গ্লিও কাভুরের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন (১৮৫২ খ্রী°)। ১৮৫৯ খ্রী° কাভুর তাঁহাকে রোমাগ্‌নার রাজকীয় কমিশনর নিযুক্ত করেন। ১৮৬০ খ্রী° কাভুর-কর্তৃক মিলানের গভর্নর নিযুক্ত হন। গ্যারিবল্ডীর সহিত মন্ত্রিসভার আপোষ মীমাংসার প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁহার রাজনৈতিক গ্রন্থগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আত্মচরিত (I Mice Ricordi), Ettore Fieramosca (1833) ও Niccolo delapi (1841) নামক উপন্যাসদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

অজেতব্য—বিণ, অজেয়, যাহাকে জয় করা যায় না।

অজেয়—১ [অ = ন + √জি + যৎ-কর্ম ; নঞ্‌-তৎ] বিণ, যাহাকে জয় করা যায় না এরূপ, দুর্জয়, অপরাজেয়নীয়, অদম্য।—ঋ° ৪. ১০. ৩২ ॥ বো-রো° ॥ ২ (বৈদ্যক) ঘৃতের নাম-বি°। [অজেয় ঘৃত দ্র°] 'শিবোদ্‌ঘৃতমজেয়াখ্যমমৃতাখ্যক'—সুশ্র° ক° ১. ৩৫ ॥ বো-রো° ॥ ৩ অর্জুনবৃক্ষ—বৈ-নি°।

অজেয় ঘৃত—(বৈদ্যক) স্থাবর ও জঙ্গম বিষনাশক ঔষধ-বি°। প্রস্তুতবিধি—গব্যঘৃত চারি সের, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, কুড়, দেবদারু, হরেণু, পুন্নাগ, এলাচ, এলবালুক, নাগপুষ্প, উৎপল, দূর্বা, বিড়ঙ্গ, চন্দন, তেজপাতা, প্রিয়ঙ্গু, ধ্যামক, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বৃহতী, কণ্টকারী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শালপানি, চাকুলে চাকুলে (পৃশ্নিপর্ণী)—এইগুলির কল্ক একসের, ষোল সের জলসহ যথাবিধি পাক করিতে হয়। এই ঘৃতই অজেয় ঘৃত নামে খ্যাত। ইহা সর্বপ্রকার বিষ শীঘ্র নষ্ট করে। ইহার প্রভাব কুত্রাপি প্রতিহত হয় না।—সুশ্র° ক° ২ অ° ২৭।

অজেড়ক-সুত্ত — বৌদ্ধসূত্র-বি°। এই সূত্রে উল্লিখিত আছে যে, যাহারা মেষ ও ছাগের মাংস ভোজন হইতে নিরত থাকে না —এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক।—সং-নি° ৫, ৪৭২।

অজেরবতী— অজিরবতী = অচিরবতী। [অচিরবতী দ্র°]

অজে.রবৈজান—পারস্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। অজে.রবৈজানের কতক অংশ রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ার অজে.রবৈজান ও আর্মেনিয়া হইতে উত্তরদিকে প্রবাহিত আরস নদী ইহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পূর্ব দিকে টালিশ প্রদেশ ও কাস্পিয়ান সাগর, পশ্চিমে এশিয়া মাইনর অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে কুর্দিস্তান, কাজ্‌ভিন, খম্‌সেহ্ এবং গিলান প্রদেশ অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৩৪ হাজার বর্গ মাইল ; লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। অধিবাসীদিগের মধ্যে পারসিক, তুর্কি, কুর্দ, সিরিয়া ও আর্মেনিয়া জাতি প্রধান।

অজে.রবৈজান একটী পর্বতীয় অধিত্যকা-বি°। ইহা চারিদিকে পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রদেশের উত্তর পশ্চিমে আরারত পর্বত (১৭ হাজার ফুট) ও সহেণ্ড পর্বত (১৫৭৯২ ফুট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; অরুমিয়ার পশ্চিমে সাভালন আয়ের গিরিও উল্লেখযোগ্য। প্রদেশের মধ্যে উথিত ঘুলু হইতে নানা নদী উপনদী বহির্গত হইয়া প্রদেশটিকে বিশেষ উর্বরা করিয়া তুলিয়াছে। সরকারপক্ষও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা দ্বারা কৃষির উন্নতি-বিধান করিয়াছেন। গ্রামগুলি ফল ও ফুলের উদ্যানে সুশোভিত। অজে.রবৈজান হইতে নানারূপ শুকফল রাশিয়ায় রপ্তানি হয়। এই প্রদেশে বৎসরে ১৩০½ হাজার টন গম উৎপন্ন হয়।

অজে.রবৈজানের প্রধান শিল্প ও বাণিজ্য-কেন্দ্র টাব্রিজ শহর। এই প্রদেশে লোহা, তামা, গন্ধক প্রভৃতি পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়মও এই প্রদেশে আছে। অজে.রবৈজানে ম্যারাঘা বা টাব্রিজ মার্বেল (Maragha or Tabriz) নামে পরিচিত এক প্রকার শ্বেত প্রস্তর পাওয়া যায়। পারস্যের অট্টালিকা ও সোপানাদি নির্মাণে এই প্রস্তর ব্যবহৃত হয়। এই প্রদেশে বন-জঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; সুতরাং কাঠের পরিবর্তে ঘুঁটে দ্বারা জ্বালানি কাঠের কাজ হয়। এই প্রদেশে শীতের তীব্রতা যেমন অধিক, গ্রীষ্মের তীব্রতাও তেমনি প্রবল।

অধিবাসীরা যুদ্ধাদিকার্যে সুদক্ষ। পারস্য-সরকারের অধিকাংশ সৈন্যই অজে.রবৈজানের অধিবাসী।

এই প্রদেশের অভ্যন্তরভাগে রেলওয়ের স্থাপনা দ্বারা যাতায়াতের পথ সুগম করা হইয়াছে। টাব্রিজ হইতে একটী রেলপথ জুলফা পর্যন্ত আসিয়া ককেশীয় রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সোফিয়া হইতে

আর একটী রেলপথ উঠিয়া হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটর বোট ও নৌকার সাহায্যে সহজে হ্রদ অতিক্রমেরও ব্যবস্থা আছে। ট্যাব্রিজ হইতে জুল্ফা পর্যন্ত মোটর-চলাচলের রাস্তাও রহিয়াছে। প্রধান শহর অজে.রবৈজানে টেলিফোনের ব্যবস্থাও আছে। এই প্রদেশের অধিবাসী তুর্কি ভাষার দক্ষিণ শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং অজে.রবৈজানি নামে পরিচিত।—En. Brit., ii. 827.

অজেশ— ১ একাদশ রুদ্রের অন্যতম, মহাদেবের গণ। দেবাসুর-সংগ্রামে ইনি মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দৈত্য বধ করিয়াছিলেন।—মৎস্যপু° ১৫৩, ১৯। ২ (ব্রহ্মা°) ব্রাহ্মণবর্ণের রুদ্রমূর্তির অন্যতম।—ব্রহ্মপু° ৩, ৩, ৪২।

অজে শল্‌ঘ—আফ্রিকার রোক্কা ভাষাভাষী কাফ্রি-অধ্যুষিত উপকূলের একটী জাতির ধনদেবতা। এই দেবতার প্রতীক একটী বড় কড়ি-শঙ্খ।—ERE, ix. 280.

অজে.স,— তক্ষশিলার পহ্লবরাজ-বি°। খরোষ্ঠী-মুদ্রায় ইঁহার নাম 'অয়'। শাহ্‌দৌর্-এর একটী প্রাচীন লিপিতে উল্লিখিত নাম 'অয়স'।* কিঞ্চিদধিক এক শত বর্ষ তক্ষশিলা গ্রীকদিগের অধিকারে ছিল। এই সময় তক্ষশিলা সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমদেশ হইতে আগত যবনগণের দ্বারা অধ্যুষিত হয়। এই যবনগণ সিস্তানের (Seistan) শকজাতীয় (Scythians)। সিস্তান হইতে তাহারা আরাখোসিয়া (Arachosia) বা বর্তমান কান্দাহার ও উহার প্রতিবেশী স্থানসমূহে ছড়াইয়া পড়ে এবং অতঃপর সিন্ধুনদ অতিক্রমপূর্বক পঞ্জাব অধিকার করে। এই স্থানে তাহারা দুইটী দলে বিভক্ত হয়। এই দুইটী দলের একটী আরাখোসিয়ায় থাকিয়া যায় এবং তথায় পহ্লবরাজ ভোনোনেস্ (Vonones) রাজ্য-স্থাপন করেন, অপর দলটী শকরাজ মোএস্ (Maues)এর অধিনায়কত্বে আরও পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তক্ষশিলা অধিকার করে। খ্রী-পূ° ৭৫ অব্দে মোএস্ আরাখোসিয়ার শক্তিসকল করিয়া আরও দশ বা পনের বৎসর পরে তক্ষশিলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই মোএস্-এর পরে অজে.স তক্ষশিলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজে.স শকজাতীয় ছিলেন না, তিনি পহ্লবজাতীয় ছিলেন এবং ভোনোনেসের পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[১] অজে.সের সম্বন্ধে খুব অল্পই জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তিনি যে বহু বৎসর রাজত্ব করিয়া ক্রমশঃ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রায় ৭০ খ্রী-পূ° তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এই বর্ষেই তিনি রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন।[২] তাঁহার প্রভাবে উত্তরপশ্চিম ভারতে যমুনাতীর পর্যন্ত শকসাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল।[৩] ৪০ খ্রী-পূ°-র কিছু পরে তিনি পূর্ব পঞ্জাবে হিপস্ট্রাটসকে (Hippostratos) নিহত করিয়া ইউথিডেমস্ (Euthydemos) বংশের ধ্বংসসাধন করেন।[৪] রাজ্যের শাসনব্যাপারে তিনি ক্ষত্রপদিগের (Satraps) দ্বারা প্রাচীন পারস্যের শাসনপদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন।[৫] অবশ্য এই শাসনপদ্ধতি পূর্ব হইতেই পঞ্জাবে প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে, অজে.স ৫৮ খ্রী-পূ° বিক্রম-সংবৎ প্রবর্তন করেন; কেহ কেহ এই সিদ্ধান্ত ভ্রম বলিয়া স্থির করিয়াছেন।[৬]

তক্ষশিলায় শক ও পহ্লবরাজগণের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে অজে.স ও অজি.লিসেসের নামাঙ্কিত মুদ্রার পরিমাণ অধিক। তক্ষশিলায় খননকার্যে স্তরবিন্যাসানুসারে দেখা যায়, অজে.স ও অজি.লিসেস উভয়েই মোএসের উত্তরাধিকারিরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুদ্রাগুলিতে বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেগুলি হইতে বিভিন্ন বিষয়ও জানা যায়। ইহা হইতে ভিন্সেন্ট স্মিথ স্থির করিয়াছেন, অজে.স নামে সম্ভবতঃ দুই জন নৃপতি ছিলেন এবং তাঁহারা এক জন পিতামহ ও এক জন পৌত্র; অজি.লিসেস সম্ভবতঃ ১ম অজে.সের পুত্র এবং ২য় অজে.সের পিতা। তাঁহার মতে, ১ম অজে.স কয়েক প্রকার মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেগুলিতে তিনটী বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে। এক দিকে গ্রীক ভাষায় তাঁহার নিজের নাম এবং অপর দিকে তাঁহার উত্তরাধিকারী অজি.লিসেসের নাম অঙ্কিত। ইহা হইতে স্থির করা যায় যে, অজি.লিসেস স্বাধীন নৃপতিরূপে সিংহাসনারোহণ করিবার পূর্বে অজে.সের শাসন-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এইরূপ কতকগুলি অজি.লিসেসের মুদ্রার এক দিকে অজি.লিসেসের নাম এবং অপর দিকে শাসনব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অজে.সের নাম অঙ্কিত দেখা যায়।[৭]

স্মিথের উক্তির সমালোচনা করিয়া হোয়াইট্‌হেড মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, অজি.লিসেস ১ম অজে.সের পূর্ববর্তী নৃপতি ছিলেন এবং অজি.লিসেসের নামে দুই জন নৃপতি থাকা সম্ভব। ১ম অজি.লিসেস, অজে.স এবং ২য় অজি.লিসেস যথাক্রমে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন।[৮] স্মিথের সিদ্ধান্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছে, কিন্তু হোয়াইট্‌হেডের মতে অজি.লিসেসের মুদ্রা ১ম অজে.সের মুদ্রা অপেক্ষা প্রাচীনতর।

অধ্যাপক টমাসের মতে, অজে.স অজি.লিসেসের সংক্ষিপ্ত নাম এবং অজে.স ও অজি.লিসেস একই ব্যক্তি।[৯]

অধ্যাপক র‍্যাপ্‌সন বলিয়াছেন, অজে.স

* এই লিপিটির তারিখ যেখানে প্রদত্ত ছিল, ঐ স্থান ভগ্নপ্রাপ্ত হওয়ায় এই লিপির সময় জানিতে পারা যায় না।

১ CII, ii. pt.-i, p. xl; ASI, 1912-13, 7; Brown: Coins of India, 24.

২ CII, ii, pt.-i, pp. xliv, xlviii.

৩ ASI, 1912-13, 7.

৪ Brown: Coins of India, 24.

৫ ASI, 1912-13, 7.

৬ Brown: Coins of India, 24; Marshall—JRAS, 1914, 973ff; Rapson—CambHI, 581ff.

৭ Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 60, 1906, 62 ff; Smith EHI, 229-30.

৮ CII, ii. pt.-i, 93.

৯ JRAS, 1906, 208.

সম্ভবতঃ স্পলিরিসেসের (Spalirises) পুত্র। এই স্পলিরিসেস ভোনোনেসের এক জন ভ্রাতা। তাঁহার মতে, ১ম অজে.স ও ২য় অজে.স একই ব্যক্তি এবং তিনি ১৯ খ্রী° পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করেন। অজে.স ও অজি.লিসেস ভোনোনেসের সমসাময়িক। র‍্যাপ্‌সন কিন্তু ভোনোনেসের বংশ পহ্লবজাতীয় না বলিয়া শকজাতীয় বলিয়াছেন।[১০] অথবা উক্টর স্টেন কোনোও র‍্যাপ্‌সনের অজে.সকে শকজাতীয় ও স্পলিরিসেসের পুত্র বলিবার সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না।[১১]
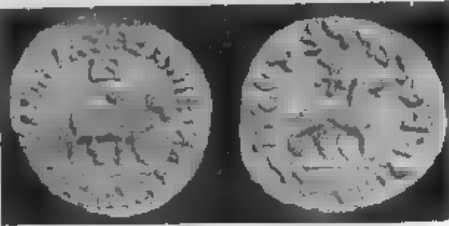
অজে.সের একটী মুদ্রার দুই পার্শ্বের চিত্র

কয়েকটী মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায়, অজে.সের উত্তরাধিকারী প্রসিদ্ধ পহ্লবসম্রাট্ গুডুভর (Guduvhara) বা গুণ্ডোফোরস্ (গ্রী° Gundoforos বা Gundaforos অথবা গোণ্ডোফার্নেস্ Gondopharnes)। ইনি ১৯ খ্রী° হইতে ৪৫ খ্রী° পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তক্ষশিলা ও আরাখোসিয়া রাজ্য আপন শাসনাধিকারে একত্র করিয়া সুবৃহৎ রাজ্যে পরিণত করেন।[১২] ১ম অজে.স, অজি.লিসেস ও ২য় অজে.স যদি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র নৃপতি হন, তাহা হইলে তাঁহারা যথাক্রমে রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন এবং ১৯ খ্রী° ২য় অজে.সের রাজ্যাবসানের পর গোণ্ডোফার্নেস নৃপতি হইয়াছিলেন।

তক্ষশিলায় প্রাপ্ত অজে.সের মুদ্রাগুলিতে ১৭টী প্রকারভেদ দেখা যায়; তন্মধ্যে ৬টী ২য় অজে.সের বলিয়া কথিত হয়।[১৩] অজে.সের যে সমুদয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির অধিকাংশই রৌপ্যমুদ্রা। তাঁহার মুদ্রাগুলি প্রধানতঃ গোলাকার; এই শ্রেণীর মুদ্রার এক দিকে বৃষের এবং অপর দিকে সিংহের মূর্তি অঙ্কিত। একটী তাম্রমুদ্রায় অজে.সকে ভারতীয় পদ্ধতিতে আসনপীড়ি অবস্থায় অঙ্কিত দেখা যায়। আর একটী তাম্রমুদ্রার এক দিকে অজে.সকে অশ্বারূঢ় অবস্থায় অঙ্কিত দেখা গিয়াছে।[১৪] তক্ষশিলা ব্যতীত চার্সদ ও শহ্‌রী বহ্‌লোলে অজে.সের কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১৫]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

অজে.স২ — তক্ষশিলার পহ্লবরাজ-বি°। কাহারও কাহারও মতে, ১ম অজে.স ও ২য় অজে.স এক ব্যক্তি এবং কাহারও মতে তাঁহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি ও ২য় অজে.স ১ম অজে.সের পৌত্র। ২য় অজে.স অজি.লিসেসের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইনি ১৯ খ্রী° পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং অতঃপর ইঁহার পুত্র গোণ্ডোফার্নেস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তক্ষশিলায় ইঁহার বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেগুলি ছয়টী বিভিন্ন প্রকারের বলিয়া কথিত হইয়াছে। [অজে.স, দ্র°]

অজৈকপাৎ (-পাদ্), -পাদ — রুদ্র-বি° [অজ একপাৎ দ্র°]।

অজৈকা — ব্রহ্ম-কর্তৃক মায়াপ্রভাবে সৃষ্ট একজন প্রমদা। এই প্রমদা কামরূপিণী লোক-ত্রিতয়সম্মোহদায়িনী এবং কৃষ্ণলোহিতবর্ণা। ইঁহার দর্শনমাত্রই রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইত। এক সময়ে বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণ গৌতমী নদীর তীরে সত্রযজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করে। ঋষিগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা রাক্ষসবিনাশের জন্য অজৈকা প্রমদার সৃষ্টি করিয়া ঋষিগণকে দান করেন। অজৈকা-কর্তৃক কিছুকাল রাক্ষস-বিনাশের পর রাক্ষসরাজ শম্বর তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে।—ব্রহ্মপু° ১৩৪. ১-১১।

অজৈকাদশী — [অজা + একাদশী] ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশীতে সম্পাদ্য অজ নামক পাপনাশক ব্রত-বি°। পদ্মপু° (উ° ৩৪.১-২৫)-বর্ণিত এই ব্রতমাহাত্ম্য-উপলক্ষ্যে হরিশ্চন্দ্রের একটী আখ্যায়িকা আছে; তদনুসারে হরিশ্চন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হইলে গৌতম মুনির উপদেশে এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রত-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়।

অজৈড়—[অজাদিগণ] ক্লী°, অজ ও এড়ক (= মেষ), ছাগল ও মেষ [অজৈড়ক দ্র°]।

অজৈব — [নঞ্‌-তৎ; স্ত্রী—অজৈবী] যাহা জীব হইতে উৎপন্ন বা জীবসম্বন্ধীয় নহে এরূপ, অজীব-সম্বন্ধীয়, অজীবোদ্ভূত।

অজৈব রসায়ন—[রসায়ন দ্র°]।

অজোঙ্গো — আফ্রিকার গবুন নামক স্থানের অধিবাসী এক আদিম জাতি। নিগ্রোদিগের সহিত ইহাদের সংমিশ্রণ ঘটিলেও ধর্মসম্বন্ধে ইহাদের ধারণা অত্যন্ত উন্নত। ইহারা 'ন্‌জ.ম্বি' নামে এক পরমেশ্বরের পূজা করে। ইহাদের মতে ন্‌জ.ম্বি অন্তরীক্ষে বাস করেন। বজ্রধ্বনিদ্বারা তিনি মানুষকে বৃষ্টির কথা জানাইয়া দেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব করেন এবং সমগ্র বিশ্ব তাঁহার সৃষ্টি। মানুষ তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্র। জন্ম ও মৃত্যু তাঁহারই অধীন। মৃত্যুর পর আত্মা বা ছায়া ভূতলে ডুবিয়া যায়, তারপর সেখান হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া পরমেশ্বরের নিকটে যায়। ঈশ্বর পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া শাস্তি অথবা পুরস্কারের বিধান করেন। সাধারণতঃ পরপত্নীহরণকারী, বিষপ্রদানকারী প্রভৃতি অপকর্মকারীরাই পরমেশ্বরের নিকট শাস্তি পাইয়া থাকে।

[A Ley Roy : Les Pygmees, Tours, 1905, 176ff ; ERE, ix, 271 ; xi. 823]

---

১০ CII, ii. pt.-i, 572ff.

১১ ঐ, p. xlii.

১২ ঐ p. xliv ; Brown . Coins of India, 24 ; ASI, 1912-13, 7.

১৩ ASI, 1912-13, 43.

১৪ Brown : Coins of India, 28-9.

১৫ Gardner : Brit. Mus. Cat., 86, no. 151 ; ঐ : Cat. of Greek & Scythic Kings of Bactria & India in the Brit. Mus., no. 18.

অজোজী,—নবনগরের জাম সতর্শালের পুত্র। ইনি খ্রী° ১৬শ শতকের শেষাংশে জীবিত ছিলেন। ১৫৯১ খ্রী° ধ্রোলের এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'বুছর-মোরি' রণক্ষেত্রে যখন সতর্শালের সহিত গুজরাটের শাসনকর্তা মির্জা 'অজি.জ কোকতশের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন অজোজী সদ্য বিবাহ করিয়া নবনগরে অবস্থান করিতেছিলেন। নবনগর জামের পক্ষে জুনাগড়ের অধিপতি দৌলৎ খাঁ ঘোরী এবং কাঠি-সর্দার লোম খুমান যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পাইয়া সতর্শাল সপরিবারে পলায়ন করিবার জন্য উদ্যোগী হন। পিতার এই বিপদের সংবাদ পাইয়া নববিবাহিত অজোজী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি বুছর-মোরি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

[H. Wilberforce-Bell : Hist. of Kathiawad, Lond. 1916, 108]

অজোজী, — হালবাড়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজোধর ঝালার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজোধরের গুজরাটের ইদররাজ-বংশীয়া মহিষীর গর্ভে তাঁহার প্রথম দুই পুত্র অজোজী ও সজোজী ও কন্যা রাবার জন্ম হয়। তৃতীয় পুত্র রণোজী মূলীর পরমারনৃপতি লাখধীরের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫০০ খ্রী° রাজোধর যখন মৃত্যুশয্যায় তখন লাখধীর প্রচুর সৈন্য লইয়া কুবায় আগমন করেন। রাজোধরের মৃত্যু হইলেই তিনি কুবার তোরণসমূহ বন্ধ করিয়া দিয়া রণোজীকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। এই সময় অজোজী ও সজোজী পিতার সংকারের জন্য হালবাড়ে গিয়াছিলেন। কুবার তোরণসমূহ বন্ধ থাকায় তাঁহারা ফিরিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; বাধ্য হইয়া তাঁহাদের অন্যত্র চলিয়া যাইতে হয়। পরে উভয়েই রাজপুতানার রণথ রণক্ষেত্রে নিহত হন।

[Hist. of Kathiawad, 87-8]

অজোধন—[অযোধ্যা দ্র°]।

অজোপথয়—[অজিন্তান দ্র°]

অজো.রিন—(জন্ম ১৮৭৪ খ্রী°) স্পেন-দেশীয় ঔপন্যাসিক ও সমালোচক। ইঁহার প্রকৃত নাম Jose Martinez Ruiz, কিন্তু গ্রন্থে অজো.রিন নাম ব্যবহার করিয়া ইনি উক্ত উপনামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলিকান্তের মানোভারে ইঁহার জন্ম হয়। ভালেন্সিয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া

মাদ্রিদ হইতে নানা গল্প, উপন্যাস এবং পরে সমালোচনামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে El Alma Castellana (1900), Los Pueblos (1904), Las Confesiones de nu pequeno filosofo (1904), Antonio Azorion (1903), Castilla (1912) প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস এবং Al Margen de los Clasicos (1915), Rivas y Larra (1916) ও De Granada a Castelar (1922) প্রভৃতি সমালোচনামূলক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—CUB.

অজোষ্য — [অ+জোষ; বৈদিক] অসেবনীয়। 'মৃগো ন যবসে...অজোষ্যঃ'—ঋ° ১. ৩৮. ৫। বো-রো° ও মনি° অর্থ করেন—যে সহজে তৃপ্ত হয় না, কিন্তু এ অর্থ সায়ণ স্বীকার করেন না। উক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'অজোষ' নামক আর একটা শব্দ ধরিয়া উদাহরণ দিয়াছেন —'অস্মগ্রমিন্দ্রতে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত। অজোষা বৃষভং পতিম্।'—ঋ° ১. ৯. ৪। ইহা বস্তুতঃ 'অজোষাঃ'—অসেবিতবান্।

অজ্জ—গাদ্‌রির এক জন ঝালা রাজপুত সর্দার। খ্রী° ১৬শ শতকের প্রারম্ভকালে ইনি কাটিয়াবাড়ের অন্তর্ভুক্ত হালবাড় হইতে মেবাড়ে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫২৭ খ্রী° প্রসিদ্ধ খানুয়া-রণক্ষেত্রে ইনি রাণা ১ম সংগ্রামসিংহের পক্ষে মুগল-সম্রাট্ বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে রাণা আহত হইয়া যখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া আসেন তখন ইনি রাণার স্থানে রাণার হস্তীতে আরোহণ করিয়া সৈন্যবাহিনী পরিচালন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি সেই দিনই নিহত হন। তখন ইঁহার পুত্র পিতার স্থান অধিকার করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন। ইঁহাদের এই বীরত্ব ও রাজানুগত্য দেখিয়া রাণা অজ্জের পুত্রকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজ্যে রাণার পরেই তাঁহার সম্মান হয়। তিনি যুদ্ধে মেবাড়-পতাকা বহনের ও রণডঙ্কা বাজাইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ইঁহার বংশীয়গণ এখনও এই অধিকার লাভ করিয়া আসিতেছেন। অজ্জের পুত্র ১৫৩৪ খ্রী° চিতোরে বহাদুর শাহ্‌র সহিত যুদ্ধে নিহত হন। এইরূপ অজ্জের বংশীয় এক জন সম্রাট্ অকবরের সহিত ১৫৬৭ খ্রী° চিতোরেরই একটা যুদ্ধে এবং এক জন ১৫৭৬ খ্রী° হলদিঘাটার যুদ্ধে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন।—IG, viii. 19.

অজ্জই—[স° অদ্যাপি >বৌ-প্রা° অজ্জই] ক্রি-বিণ, অদ্যই, আজই। 'সো কায়ামর পরম কন্ত্ তহি কিষজ্জই ঝাণ'—বৌদ্ধগান ও দোহা ১০১।

অজ্জুক—বুদ্ধের শিষ্য বৈশালীর এক জন ভিক্ষু। ইনি কোন উপাসকবন্ধুর সম্পত্তিবণ্টনের দ্বন্দ্বে জড়িত হইয়া পড়েন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এক পক্ষ আনন্দের নিকটে ইঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। উপালির উপরে এই বিচারের ভার পড়ে। বিচারে অজ্জুকের জয় হয় (বিনয় ৩. ৬৬-৭)। এই মীমাংসার জন্য বুদ্ধদেব বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন (থের-অথ° ১. ৩৭০; অঙ্গু-অথ° ১. ১৭২)।

অজ্জুকা—[√অর্জ্‌+উক, পৃষোদরাদিত্বাৎ রকারস্য যত্বম্+স্ত্রী—া; যে রমণী ধনাদি অর্জন করে; প্রা° অজ্জুকা—মৃচ্ছ ২৭. ২ ই°] ১ (স° নাটকে) নটী। ২ বেশ্যা, গণিকা।

অজ্জুন—[স° অর্জুন] ১ বৌদ্ধ স্থবির-বি°। শ্রাবস্তীর কোন সভাসদের পুত্র। যৌবনে ইনি নিগ্রন্থদিগের ধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু পরে তাহাদিগের সহিত মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে বুদ্ধের গুণে মুগ্ধ হইয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং অর্হত্ত্ব লাভ করেন (থেরগাথা ৫.

৯৮ ; থের-অপ' ১. ১৮৬)। অপাদানে (১. ১৬৯) উল্লিখিত শালপুপ্ফদায়ক থের ও অজ্জুন একই ব্যক্তি। বিপস্সী বুদ্ধের সময়ে ইনি সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করেন ও বুদ্ধকে শালবৃক্ষের একটী পুষ্পিত শাখা দান করেন। ২ পচ্চেকবুদ্ধ-বিং। একানব্বই কল্প পূর্বে ইনি বর্তমান ছিলেন। পনসফল-দায়ক থের ইঁহাকে একটী ফল কাটাল (পনস) দান করেন।—অপাদান ১. ২৯১। ৩ নব্বই-কল্প-পূর্ববর্তী এক জন পচ্চেকবুদ্ধ। অক্কোল-ফলদায়ক থের ইঁহাকে একটী অক্কোলফল দান করেন।—অপাদান ২. ৪৪৬। ৪ দেবগর্ভা ও উপসাগরের সপ্তম পুত্র। অন্ধকবেণ্হু পুত্রগণের অন্যতম। —জাতক ৪. ৮১ ; পেতবত্থু ৯৩। ৫ পালি-সাহিত্যে উল্লিখিত বিখ্যাত ধনুর্বিদ্ কেককার রাজা। ইনি গৌতম ঋষিকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্য সহস্রবাহুধারী ও বিপুলকায় হইয়াও বিনষ্ট হন (জাতক ৫. ২৬৭)। সরভঙ্গ-জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি অঙ্গীরসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শাপগ্রস্ত হন (জাতক ৫. ১৩৫ ; দীঘ-অথ° ১. ২২৬)। কথাসরিৎসাগরের (২. ৩৩৯) ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের (৩২) কার্তবীর্যার্জুনের কাহিনীর সহিত ইঁহার কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। ইনি দেবগণের উদ্দেশ্যে বহু সভা করিয়াছিলেন (জাতক ৬. ২০১)। ৬ মহাভারত-বর্ণিত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। পালিজাতকে দেখা যায়, পঞ্চপাণ্ডব তাঁহাদের পত্নী কণ্হাকে (কৃষ্ণাকে) এক কুব্জবিশিষ্ট ক্রীতদাসের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হন ও হিমবা (হিমালয়) প্রদেশে প্রস্থান করেন (জাতক ৫. ৪২৫ ই°)। পক্ষিরাজ কুণাল পূর্বজন্মে অর্জুন ছিলেন (জাতক ৫. ৪২৭)। [অর্জুন দ্র°]

অজ্জুনপুপ্ফিয়—পালি-সাহিত্যে উল্লিখিত বৌদ্ধ স্থবির-বি°। সম্ভবতঃ সম্ভূত থের ও অজ্জুনপুপ্ফিয় থের একই ব্যক্তি। [সম্ভূত থের দ্র°]

অজ্জুহ্বম পব্বত—[অবহট্‌ঠ পব্বত দ্র°]।

অজ্ঝল—[উজ্ঝ+অলচ্—কর্তৃ° ; পৃষোদরা-দিবৎ উ স্থানে অ] ক্লী°, ১ চর্মনির্মিত ফলক, ঢাল। ২ কোকিল। ৩ জলন্ত অঙ্গার।

অজ্ঝিতভট্টী—[পা° ; স° উজ্ঝিতভট্টী] উচ্চকল্পের অধিপতি মহারাজ ব্যাঘ্রের মহিষী। ইঁহার গর্ভে মহারাজ জয়ন্ত বা জয়নাথের জন্ম হয় ; জয়নাথের পুত্র মহারাজ সর্বনাথ। জয়নাথের ৪৯৩-৪ খ্রী° কারীতলাই-তাম্র-লিপি (Fleet-CII, iii. 119) ও ৪৯৬-৭ খ্রী° খোহ-তাম্রলিপিতে (ঐ, 123) এবং সর্বনাথের ৫১০-১১ খ্রী° সোহাবল-তাম্রলিপি (EI, xix. 128), ৫১২-৩ খ্রী° খোহ-তাম্রলেখ (Fleet-CII, iii. 128), ৫৩৩-৪ খ্রী° খোহ-তাম্রলেখ (ঐ, 138) ও আর একটী খোহ-তাম্রলিপিতে (ঐ, 131 ; এই লিপির সময় জানা যায় নাই) রাণী অজ্ঝিতভট্টীর উল্লেখ আছে।

অজ্ঝোর—অজস্র, নিরন্তর, অবার [অবর দ্র°]।

অজ্ঝোহার — মহাসাগরে অবস্থিত পৌরাণিক ছয়টী মৎস্যের অন্যতম। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫০০ যোজন ছিল। ইহা পর্বতজাত ফুল্লি খাইয়া জীবন ধারণ করিত।—জাতক ৫. ৪৬২।

অজ্ঞ –[অ = ন + জ্ঞ (জ্ঞানী)—নঞ্-তৎ ; স্ত্রী— -া—পা° ৭. ৩. ৪৭] বিণ, ১ যে (কিছুই) জানে না, জ্ঞানহীন, মূর্খ, নির্বোধ, মূঢ় ॥ অম° ৩. ১. ৪৮ ; ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৮৯ ; অভি° ৩৫২ ; মে° বো-রো" ॥ 'অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ'—মনু° ২. ১৫৩, ১৫৮ ; ৪. ১২৪ ; ৬. ৮৪ ; ১১. ৪৩ ; ১২. ১০৩, ১১৩। ২ বিশেষ জ্ঞানশূন্য। ৩ জড়, অচেতন। 'বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য' —সাংখ্য-কা° ৫৭। ৪ অল্পজ্ঞ, কিঞ্চিজ্জ্ঞ (কিঞ্চিৎ জ্ঞানযুক্ত)। ৫ [ন জ্ঞ যাহা হইতে— নঞ্-বহু°] যাহা হইতে জ্ঞানী নাই, সর্বজ্ঞ।— 'অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞো যস্মাৎ তৎ সর্বজ্ঞম্'—ভা° ১০. ২৫. ৫। (শ্রীধর-টী°)। 'যাহা হইতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে অজ্ঞ হয়'—চৈ-চ° ২৮৮। ৬ আত্মজ্ঞানশূন্য—গীতা° ৪. ৪০ (টী°)। ৭ চৈতন্যশূন্য। ৮ বেদান্তমতসিদ্ধ অজ্ঞানবান্। ৯ বি, জীব। জ্ঞাজ্ঞৌ (জ্ঞ ঈশ্বরঃ ; অজ্ঞো জীবঃ)। —শ্বেতা-উ° ১. ৯। ~কা = অজ্ঞিকা। ~তা,-ত্ব—মূর্খতা, জ্ঞানহীনতা। ~তামূলক —[অজ্ঞতা মূল যাহার—বহু°] বিণ, অজ্ঞতা-জনিত, না জানা-হেতু উৎপন্ন।

অজ্ঞাত—[অ = ন + √জ্ঞা + ক্ত-কর্ম° ; স্ত্রী— -া, নঞ্-তৎ] বিণ, যে জানিতে পারে নাই এরূপ, অনবগত। ~কুলশীল — [কুল ও শীল—দ্বন্দ্ব° ; অজ্ঞাত হইয়াছে কুলশীল যাহার—বহু°, স্ত্রী— -া] বিণ, বংশ এবং স্বভাব জানা নাই যাহার এরূপ। ~চরিত্র — [কর্মধা°] ১ ক্লী°, অজানা স্বভাব, আচরণ বা ব্যবহার। ২ অজ্ঞাত হইয়াছে চরিত্র যাহার—বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহার ব্যবহার, চরিত্র বা আচরণ অজ্ঞাত, অবিদিতচরিত্র। ~চর্যা—[কর্মধা°] স্ত্রী°, অজ্ঞাতবাস। ~নাম—[পু°-নামন্ ; কর্মধা°] ক্লী°, যে নাম জানা নাই বা কেহ জ্ঞাত নয়, অপ্রসিদ্ধ নাম। ~নামা—[পু°-নামন্ ; অজ্ঞাত হইয়াছে নাম যাহার—বহু° ; স্ত্রী—নাম্নী] বিণ, যাহার নাম জানা যাই এরূপ, অপ্রসিদ্ধ নাম-বিশিষ্ট, অবিখ্যাতনামা। ~পিতৃক—[অজ্ঞাত হইয়াছে পিতা যাহার— বহু°—সমাসে ক-আগম ; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহার পিতার ঠিক নাই, যাহার পিতৃ-পরিচয় জানা নাই, জারজ। ~পূর্ব—[পূর্বে জ্ঞাত জ্ঞাতপূর্ব—সুপ্সুপা (নিপাতনে), ন জ্ঞাত-পূর্ব—নঞ্-তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, পূর্বে জানা যায় নাই এরূপ, অবিদিতপূর্ব। ~যৌবনা —[অজ্ঞাত (অপ্রকাশিত) যৌবন যাহার— বহু°+স্ত্রী আপ্] বিণ, স্ত্রী° ১ অপ্রস্ফুটযৌবনা, অপ্রকাশিতযৌবনা, অনস্ফুটযৌবনা। ২ মুগ্ধা নায়িকার প্রকারভেদ। 'হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব, অজ্ঞাতযৌবনা তাকে বলে কবি সব।'—রসমঞ্জরী। ~বৎসর—পাণ্ডব-গণের অজ্ঞাতবাসের বৎসর ॥ শব্দকো° ॥ ~বাস —[বহু° ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ যাহার বাস অবিদিত। ২ (বিশেষ্য) অজ্ঞাত বসতি। ~সারে—[অজ্ঞাত হইয়াছে সার

(ন/জ্ঞ+যঞ্‌—ভা°) যাহাতে—বহু°] ক্রি-বিণ, অগোচরে, গোপনে, জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় নাই এরূপভাবে। ২ নিঃশব্দপদসঞ্চারে, চুপি চুপি।

অজ্ঞাত যক্ষ্ম(া)—বেদোক্ত রোগ-বি°।* রাজযক্ষার সহিত ইহার উল্লেখ আছে। 'মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ'—ঋ° ১০. ১৬১.১। এই রোগের নাম হইতে মনে হয়, ইহাও যক্ষারোগের ন্যায় মারাত্মক ক্ষয়রোগ ছিল এবং ইহার প্রকৃত নিদান 'অজ্ঞাত' ছিল। Grohmann সাহেব অজ্ঞাত যক্ষ্মাকে কোন শারীর অংশের অতিবিবর্ধক রোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† এতদ্ব্যতীত তিনি অথর্ববেদোক্ত 'বলাস' রোগ ও এই অজ্ঞাত যক্ষ্ম এক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।‡ তাঁহার এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ একমত নহেন।—VI, i. 13.

অজ্ঞাতা—[পুং—-তৃ ; স্ত্রী— -ত্রী] বিণ. ১ যে (পুরুষ) জানে না, অনবগন্তা। 'বুধোজ্ঝিতঃ [illegible] নৃণামজ্ঞাতৃবিজ্ঞাপি মমাপি তন্মিন্'—নৈষধ° ৬. ৯১। ২ জ্ঞানহীন, অনবগত।

অজ্ঞাতি — [নঞ্‌-তৎ] ১ অসগোত্র, অবান্ধব। ২ [অ=ন (নাই) জ্ঞাতি যাহার —বহু°] বিণ, জ্ঞাতিহীন, জ্ঞাতিবর্জিত।

অজ্ঞাতে—ক্রি-বিণ, অজ্ঞাতসারে, গুপ্তভাবে, অগোচরে।

অজ্ঞান₁—[ন জ্ঞান—নঞ্‌-তৎ] ১ ক জ্ঞানাভাব। খ অবিদ্যা। 'অনাদি ভাবরূপং যদ্বিজ্ঞানেন বিলীয়তে। তদজ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে।'—বারাণসীবেদান্তবচন।—সর্বদ° পূ° ৯৩। ২ (ন্যায়শা°) নিগ্রহস্থান [অবিদ্যা দ্র°]। ক অবিজ্ঞানই অজ্ঞান —গৌ° ৫. ২. ২৮। 'বিজ্ঞাতার্থস্য পরিষদা প্রতিবাদিনা ত্রিরভিহিতস্য যদবিজ্ঞানং তদজ্ঞানং নিগ্রহস্থানম্। অযম্ খলবিজ্ঞায় কস্য প্রতিষেধং ব্রূয়াদিতি।'—বাৎস্যা° ৫. ২. ১৮। খ 'পরিষদা বিজ্ঞাতস্য বাদিনা ত্রিরভিহিতস্যাপ্যবিজ্ঞানম্। ইদং ■ কিং বদসি—বুধ্যতে এব নেত্যাদ্যাবিষ্করণেন জ্ঞাতুং শক্যত ইতি—গৌ-বৃ° ৫. ৬০। নীলকণ্ঠ বলেন, এখানে অবিজ্ঞান এই যে অর্থ ইহাতে বাক্যার্থ সূচিত করে না।—ন্যায়কো°। ৩ অনবগতি, অজ্ঞশক্তি। 'অজ্ঞানাং দ্বৈক্রিকস্য'—মনু° ৮. ২৪৩। ৪ ভ্রান্তি, ভ্রম, ভুল। ৫ চৈতন্যাভাব।—দশরূপ, ৪.২৬॥ শ্রি° Haas—'inconsciousness' 16॥ ~কৃত—১ [অজ্ঞান হইতে, কৃত—৫-তৎ বা অজ্ঞান দ্বারা কৃত—৩-তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, অজ্ঞতা বা মোহবশতঃ অনুষ্ঠিত। ২ [অজ্ঞান দ্বারা কৃত—৩-তৎ] জ্ঞানহীন জন দ্বারা অনুষ্ঠিত, অজ্ঞ বা মূর্খ লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত। ৩ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় অনুষ্ঠিত, শৈশবে অনুষ্ঠিত। ~জনিত—[অজ্ঞান দ্বারা জনিত—৩-তৎ; স্ত্রী- -া] অজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত, মূর্খতা হইতে উৎপন্ন। ~তঃ—[মূ-তস্ ; অজ্ঞান+তস্-তৃতীয়ার্থে] অ°. অজ্ঞতা প্রযুক্ত, জ্ঞান না থাকার জন্য, মূর্খতা হেতু, ভ্রমবশতঃ।—মনু° ৬. ৬৯। ~তা,-ত্ব—স্ত্রী, ক্লী°, অজ্ঞতা, মূর্খতা, জ্ঞানহীনতা, মূঢ়তা। ~তিমির—[অজ্ঞানরূপ তিমির—রূপক-কর্মধা°] ক্লী, মোহরূপ অন্ধকার। ~তিমিরান্ধ—মায়াঘোরে অভিভূত, মায়ামুগ্ধ। ~বন্ধন—অজ্ঞতারূপ বন্ধন। ~রাশি—অজ্ঞতম ব্যক্তিবিশেষের নাম।—লাট্যা-শ্রৌ° ৯. ৪ ॥ শ্রি° ॥

অজ্ঞান₂—যাহা জ্ঞানের বিরোধী, দেহাদিতে অহংবুদ্ধিরূপ বিরুদ্ধজ্ঞান। 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।'—গী° ৫. ১৫। বিষ্ণুপুরাণে (১. ৫. ৫) লিখিত আছে, 'তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ। অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥' এই একই বিষয়ের দ্যোতনা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই। ভাগবত (৩. ১২. ২) বলিয়াছেন—'সসর্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ। মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ॥' ব্রহ্মা স্বীয় সৃষ্টির প্রথমে পাঁচটী অবিদ্যাবৃত্তি সৃষ্টি করেন। যথা, তমঃ (=স্বরূপের অপ্রকাশ), মোহ (=দেহাদিতে অহংবুদ্ধি), মহামোহ (=ভোগেচ্ছা), তামিস্র (=ভোগেচ্ছায় প্রতিঘাতে ক্রোধ) ও অন্ধতামিস্র (=ভোগেচ্ছানাশে আমি মৃত হই এই বুদ্ধি)।—ভা° ৩. ১২. ২ (শ্রীধরটীকা°)। পতঞ্জলি ইহাদিগকে পঞ্চক্লেশ বলিয়াছেন।—'অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।' বিষ্ণুস্বামী বলেন 'অজ্ঞানবিপর্যাসভেদভয়শোকাঃ'। (বেদান্তশা°) জ্ঞানবিরোধ পদার্থ। ইহা জ্ঞানাভাব নয়। শঙ্কর বলেন—'মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান অভিন্ন পদার্থ। ইহারা নামে মাত্র ভিন্ন। মায়াই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতে নানা বিবর্ত উৎপাদন করে। রামানুজ কিন্তু মায়া ও অজ্ঞানকে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মায়া ঈশ্বরের শক্তি এবং ঈশ্বরের আশ্রিত। কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব। অজ্ঞান জীবাশ্রিত বলিয়া জীবকে বিমোহিত করে। কিন্তু ইহা ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। অজ্ঞানবশতঃ জীব সংসারে বদ্ধ হয়। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে অজ্ঞান আপনিই অন্তর্হিত হয়।' ন্যায়চন্দ্রিকাকার বলেন—'কোন জ্ঞানে কোন বিশেষ অজ্ঞানের নাশ হয়, আবরক অন্যান্য অজ্ঞানের তিরস্কার ■ না। কাহারও মতে স্বরূপাবরক অজ্ঞান প্রথম জ্ঞানে নিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় জ্ঞানে দেশকালাদি বিশেষণাকারবিশিষ্ট বিষয়সকল প্রথমে সামান্য আকারে, পরে বিশেষরূপে নিবর্তিত হয়।' বাচস্পতি মিশ্র বলেন, 'প্রমাণের প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান নিবর্তিত হয়। অজ্ঞান বিষয়গত নহে, অজ্ঞান পুরুষাশ্রিত। প্রমার উদয় হইলে পুরুষগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। বাচস্পতি মিশ্রের মতে পরোক্ষ জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক। অবশ্যই প্রতিবন্ধকরহিত পরোক্ষজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক। আপ্তোপদেশজন্য পরোক্ষজ্ঞানে অজ্ঞান নিবর্তিত হয়।'

[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ; বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ৩৬৩, ৩৬০]

অজ্ঞানমূর্তি—অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান-

---

* ঋ° ৩. ১১. ১ ; ৩ ১২৭. ৩ ; কাঠ-স° ১৩. ১৯।

† Grohmann : Indische Studien, 9. 400.

‡ অ° ৩. ১২৭. ৩।

ভূমিকা যাঁহার মূর্তি অর্থাৎ রূপবিশেষ। বীজ-জাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্নজাগ্রৎ ও সুষুপ্তক এই সাতটী অজ্ঞানের ভূমিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই জন্য মহোপ-নিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আম্নাত হইয়াছে—'বীজজাগ্রৎ তথা জাগ্রন্ মহাজাগ্রত্তথৈব চ। জাগ্রৎস্বপ্ন তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎ সুষুপ্তিকম্। ইতি সপ্তবিধো মোহঃ পুনরেষ পরস্পরম্। শ্লিষ্টো ভবত্যনেকাগ্র্যং শৃণু লক্ষণমস্য তু।'—৫. ৮-৯।

বীজজাগ্রৎ-সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—'সুষুপ্তে সংস্থিতং বীজং তত্র সর্বো যথা দ্রুমঃ। তথা যত্র স্থিতং বিশ্বং ন তু ব্যক্তিমুপাগতম্॥ বীজরূপং স্থিতং জাগ্রদ্ বীজজাগ্রত্তদুচ্যতে। সংসারপ্রথমাবস্থা মহামোহঃ স এব হি॥ তদেবাজ্ঞানমিত্যুক্তং যৎ প্রবোধেন লীয়তে।' ইহাকেই কেহ কেহ প্রধান বা মায়াশবল ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন।

জাগ্রৎ-সম্বন্ধে অভিহিত হইয়াছে—'সুষুপ্তে সংস্থিতং বীজং ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতে যদা। অঙ্কুরোন্মুখতাং যাতি সাবস্থা জাগ্রদুচ্যতে॥ ইদমেব মহত্তত্ত্বমিতি সাংখ্যৈর্নিরূপ্যতে॥'

মহাজাগ্রৎ-সম্বন্ধে উক্তি আছে—'বিশেষাহংকৃতিঃ স্পষ্টাঙ্কুরবদ্‌ব্যবহারিকী। মহাজাগ্রদ্ বুধৈঃ প্রোক্তা ব্যষ্ট্যবস্থা ত্রয়ে তু সা। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যোঽবস্থা জাগ্রদিতি স্মৃতা॥'

জাগ্রৎস্বপ্ন-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'জাগ্রদেব যদা জীবো মনোরাজ্যং করোতি হি। জাগ্রতঃ স্বপ্ন ইব যৎ স জাগ্রৎস্বপ্ন উচ্যতে॥'

স্বপ্নবিষয়ে অভিহিত হইয়াছে—'লোক-প্রসিদ্ধো যঃ স্বপ্নঃ স স্বপ্ন ইতি কথ্যতে॥'

স্বপ্নজাগ্রৎ-সম্বন্ধে উক্তি আছে—'জাতেঽপি জাগরে জন্তোঃ স্বপ্নদৃষ্টার্থভাসনম্। প্রত্যক্ষমিব সংস্কারাৎ স্বপ্নজাগ্রদুদুচ্যতে॥'

সুষুপ্তি-সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে—'ষড়বস্থা-পরিত্যাগে সুষুপ্তিঃ সপ্তমী মতা।' অর্থাৎ উক্ত ছয়টী অবস্থা না থাকিলে যে অবস্থা হয় তাহাই সুষুপ্তি। ইহাও অজ্ঞানের রূপবিশেষ, নচেৎ জীব নিদ্রার ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়াও পুনরায় সংস্কার-বশতঃ আপন আপন ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন করিত না।

শ্রীগুরুপদ হালদার

অজ্ঞানী—[পুং-নিন্; ন জ্ঞানী—নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -নিনী] বিণ, ১ জ্ঞানশূন্য, মূর্খ, মূঢ়। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া'—গুরুগী°। ২ তত্ত্বজ্ঞানহীন, অনাত্মজ্ঞ। ৩ অশিক্ষিত।—শ্রীবৃত্ত° ১. ৩৮।

অজ্ঞানে — ক্রি-বিণ, অজ্ঞতাহেতু, না জানিয়া।

অজ্ঞাপনীয়, অজ্ঞাপ্য—[স্ত্রী— -া] বিণ, জানাইবার অযোগ্য, অনিবেদ্য, যাহা জানান যায় না।

অজ্ঞাপিত—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, অপ্রকাশিত, অনিবেদিত।

অজ্ঞাঃ—[পুং-জ্ঞাস্; বৈদিক] স্বজন বা আত্মীয় যে নয়। — 'অনাপিরজ্ঞা অসজা-ত্যামতিঃ।'—ঋ° ১০. ৩২. ৬ ॥ বো-রো° ॥

অজ্ঞিকা—অজকা—পা° ৭. ৩. ৪৭।

অজ্ঞেয়—[নঞ্-তৎ; স্ত্রী— -া] বিণ, যাহা জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ, অবোধ্য, জ্ঞানাতীত, অনবগম্য। বি— -ত্ব।

অজ্ঞেয়তাবাদ—যে মতবাদে জগতের মূলকারণাদিকে অজ্ঞেয় বলা হয় তাহাই অজ্ঞেয়তা-বাদ। পাশ্চাত্ত্য দেশের দার্শনিকগণ বলেন যে, আমরা দৃশ্যচরাচর-দ্রব্যজাতের বৈজ্ঞানিক বা প্রকৃত জ্ঞানমাত্র লাভ করিতে পারি, কিন্তু সেই দ্রব্যজাতের প্রকৃতস্বরূপ কি বা সেই দৃশ্যবস্তুর পশ্চাতে যে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মদ্রব্য আছে, যথা—ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি—তাহা আমাদের জ্ঞেয় নহে—তাহাদিগকে অজ্ঞেয়তাবাদী বা Agnostic বলা যায়। আচার্য Huxley প্রথমে ১৮৬৯ খ্রী° Agnostic শব্দ রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য এক ■ দার্শনিকের ঐরূপ মত বহুকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। আচার্য Huxley হার্বার্ট স্পেন্সারের 'The Unknowable' এবং হামিল্টনের 'The Unconditioned'-বাদ হইতে ঐরূপ অনুমান করিয়া পূর্বোক্ত নাম রচনা করিয়াছেন। আচার্য Huxley ১৮৬০ খ্রী' ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে Charles Kingsley-কে যে চিঠি লিখিয়া-ছিলেন, তাহাতে তিনি লেখেন—

'আমি মানবের অমরত্ব স্বীকারও করি না বা অস্বীকারও করি না। আমি তাহা বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখি না, কিন্তু তাহা অপ্রমাণ করিবার উপায়ও দেখি না।... আমার যে ব্যক্তিত্ব আছে তাহাই আমি নিশ্চিতরূপে জানি।...''

পুনরায় ১৮৬৩ খ্রী' ৫ই মে তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

''আমি এই বিশ্বসংসারের নিদান বলিয়া খ্যাত অসীম অজ্ঞেয় যিনি আমাদের পিতা বলিয়া পরিচিত তিনি আমাদিগকে যে ভাল-বাসেন বা আমাদের যত্ন করেন তাহার কোনও প্রমাণ পাই নাই। এইরূপ আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিশ্বাস করিবার নিদান পাওয়া যায় না। এ-সম্বন্ধে আমার কি-ই বা আপত্তি হইতে পারে?...''

আচার্য Huxleyর ন্যায় প্রাচীন দার্শ-নিকগণও অনেকে এই কথা বলিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক Protagoras তাঁহার প্রণীত 'On the Gods' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—

With regard to the Gods, I cannot feel sure either that they are or that they are not, nor what they are like in figure; for there are many things that hinder sure knowledge, the obscurity of the subject and the shortness of human life."

এইরূপ Plato তাঁহার Timaeus নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"To find the maker and father of this universe is a hard task; and when you have found him, it is impossible to speak of him before all people."

তিনি সৃষ্টিকর্তার উপর 'শিব' (The Good) -এর স্থান দিয়াছিলেন। Eukleides

এই 'শিব' বা 'Good'-কে ঈশ্বর বা জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

David Hume ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পান নাই। তিনি বলেন—

Divinity or Theology, as it proves the Existence of a Deity and the immortality of souls, is composed partly of reasonings concerning particular, partly concerning general facts. It has a foundation in reason, so far as it is supported by experience. But its best and most solid foundation is faith and divine revelation.

If we take in our hand any volume of divinity or school metaphysics, for instance, let us ask—Does it contain any abstract reasoning concerning quaility or number ?—No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence ?—No. Commit it then to the flames : for it contains nothing but sophistry and illusion.

Hume ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বা নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ বা নিশ্চয়তা নাই বলিয়াছেন। যাহা অভিজ্ঞতার অতীত তাহা প্রমাণ করা যায় না—ইহাই তিনি বলিতেছেন।

Immanual Kant বলেন—

Human reason begins by persuading itself of the existence of some necessary Being. In this Being it recognises unconditioned existence.

There are only three kinds of proofs of the existence of God from speculative reason.

All the paths that can be followed to this end begin either from definite experience and the peculiar nature of the world of sense, known to us through our experience, and ascend from it, according to the laws of causality, to the highest cause, existing outside the world ; or they rest on indefinite experience only, that is, on any existence which is empirically given ; or lastly, they leave all experience out of account and conclude, entirely a priori from mere concepts, the existence of a supreme cause. The first proof is the physico-theological, the second cosmological, the third the ontological proof. There are no more and there can be no more.

I shall show that neither on the one path, the empirical nor on the other, the transcendental, can reason achieve anything, and that it stretches its wings in vain, if it tries to soar beyond the world of sense by the mere power of specualation.

তিনি উক্ত ত্রিবিধ প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহা হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। Sir William Hamilton কান্টের উপরোক্ত মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতেও আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গোচরদ্রব্যেই সীমাবদ্ধ, অতীন্দ্রিয় কল্পনা বা অনুভব করিতে অসমর্থ। 'The Unconditioned' জ্ঞানের অতীত, তাহা মাত্র বিশ্বাসগম্য। মানুষের চিন্তামাত্রই দ্রব্যসম্পৃক্ত, প্রত্যেক চিন্তাতেই সম্পর্ক, ভেদ ও সাদৃশ্য জড়িত আছে। কিন্তু যিনি Absolute, The Unconditioned তাহা সম্বন্ধ-সম্পৃক্ত না হওয়ায় চিন্তার অতীত। Mansel সাহেব Sir William Hamilton-এর মতবাদ অনুসরণ করিয়াছেন।

মনীষী Herbert Spencer বলেন—

Some do indeed allege that though the ultimate cause of things cannot really be conceived by us as having specified attributes, it is yet incumbent upon us to assert those attributes. Though the forms of our consciousness are such that the Absolute cannot in any manner or degree be brought within them we are nevertheless told that we must represent the Absolute to ourselves as having certain characters, etc.

Now if there be any meaning in the foregoing arguments, duty requires us neither to affirm nor deny personality. Our duty is to submit oursevles to the established limits of our intelligence, and not perversely to rebel against them.

Is it not possible that there is a mode of being as much transcending intelligence and will, as these transcend mechanical motion ?

Doubtless we are totally unable to imagine any such higher mode of being. But this is not a reason for questioning its existence. It is rather the reverse. Have we not seen how utterly unable our minds are to form even an approach to a conception of that which underlies all phenomena ? Is it not proved that we fail because of the incompetency of the conditioned to grasp the unconditioned ? Does it not follow that the ultimate cause cannot in any respect be conceived because it is in every respect greater than can be conceived ?........

Paulsen বলিয়াছেন Herbert Spen-

cer-এর মতকে Agnostic Monism বলা যাইতে পারে।

এইরূপ Josiah Royce বলেন—

What we know is that events happen to us and happen in a certain fixed order. We do not know the ultimate causes of these events. If we lived on some other planet, doubtless causes of a very novel sort would become manifest to us, and our whole view of nature would change. It is self-contradictory, it is absurd, to make our knowledge the measure of all that is. The real word that causes our experience is a great X wholly unknown to us, except in a few select phenomena which happen to fall within our ken. How wild to guess about the mysteries of the Infinite?

What many Agnostics mean by Unknowable is simply the Stubbornly Unknown and in that sense I fully agree.

ইহাই অজ্ঞেয়তাবাদ। পাশ্চাত্যদেশে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সহিত পূর্বোক্ত অজ্ঞেয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছে। Profesor J. Ward আচার্য Huxleyর অজ্ঞেয়তাবাদ ভ্রান্ত বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালে হিন্দু ঋষিগণের মধ্যেও অজ্ঞেয়তাবাদ প্রচলিত ছিল। উপনিষদের মতে পরব্রহ্ম অজ্ঞেয়, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, অবাঙ্‌মনসগোচর। তিনি মনের অতীত, ধ্যানের অতীত।

> ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
> ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥
> —কেন° ৩।
> অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ।৪।
> যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ।৫।
> যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্ ।৬।
> যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি ।৭।
> যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।৮।
> যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।৯।

'যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ'—তৈ-উ° ২. ৪, ৮।

'নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা'—কঠ° ৬. ১২।

'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা, নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা'—মুণ্ডক° ৩. ১. ৮।

তাঁহাকে 'ইহা নয়', 'ইহা নয়' এইরূপ বর্ণনা করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই—

'অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হি এতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি'—বৃহ-উ° ২. ৩. ৬। 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে অশীর্যো ন হি শীর্যতে অসঙ্গো ন হি সজ্যতে অসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি'—বৃহ-উ° ৪. ৫. ১৫।

কিন্তু তিনি আছেন—

> 'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
> অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥'
> —কঠ° ৬. ১৩।

শাস্ত্র-ব্যতীত তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—ব্রহ্মসূত্র ১. ১. ৩। এজন্য তিনি অপূর্ব—'প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ প্রমাণান্তরেণাবিষয়ীকরণম্ অপূর্বত্বম্। যথা তত্রৈব (ছান্দোগ্যে ষষ্ঠপ্রপাঠকে) অদ্বিতীয়-বস্তুনঃ মানান্তরাবিষয়ীকরণম্'—বেদান্তসার।

শঙ্করাচার্যও এই কথা বলিয়াছেন—

"বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্। কিং তর্হি বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। ন হি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোঽন্যো বা ইতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষোঽন্যো বেতি মিথ্যাজ্ঞানম্। স্থাণুরেব ইতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্। তত্রৈবং সতি ব্রহ্মজ্ঞানমপি বস্তুতন্ত্রমেব ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ।

ননু ভূতবস্তুবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বমেব ইতি বেদান্তবাক্যবিচারণা অনর্থিকৈব প্রাপ্তা।

ন। ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বেন সম্বন্ধাগ্রহণাৎ। স্বভাবতো বিষয়বিষয়াণীন্দ্রিয়াণি ন ব্রহ্মবিষয়াণি। সতি হীন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কার্যমিতি গৃহ্যেত। কার্যমাত্রমেব তু গৃহ্যমাণং কিং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কিমন্যেন কেনচিদ্বা সম্বদ্ধমিতি ন শক্যং নিশ্চেতুম্। তস্মাৎ জন্মাদি (১. ১. ২) সূত্রং নানুমানোপন্যাসার্থং কিং তর্হি বেদান্তবাক্যপ্রদর্শনার্থম্।"—শারীরকভাষ্য।

এই যে ব্রহ্ম তিনি জ্ঞান (Knowledge) বা উপাসনার বিষয়ীভূত নহেন, অর্থাৎ (Unknowable) বা অজ্ঞেয়। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

"ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা, কিং তর্হি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রা। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ তজ্‌জ্ঞানস্য চ ন কয়াচিৎ যুক্ত্যা শক্যঃ কার্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুম্। ন চ বিদিক্রিয়াকর্মত্বেন কার্যানুপ্রবেশো ব্রহ্মণঃ। 'অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি' (কেন° ১. ৩) ইতি বিদিক্রিয়াকর্মত্বপ্রতিষেধাৎ। 'যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ' (বৃহ-উ° ২. ৪. ১৩) ইতি চ। তথোপাস্তিক্রিয়াকর্মত্বপ্রতিষেধোঽপি ভবতি—'যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে' (কেন° ১. ৪) ইত্যবিষয়ত্বং ব্রহ্মণ উপন্যস্য 'তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে' (কেন° ১. ৪) ইতি"—শারীরকভাষ্য।

উপনিষদে যে অজ্ঞেয়তাবাদ উপন্যস্ত হইয়াছে তাহাই সাড়ে তিন হাজার বৎসর পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শিখিয়াছেন। যে যে দর্শন উপনিষদের ব্রহ্ম অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহারা সকলেই অজ্ঞেয়তাবাদী। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণ ব্রহ্মাভিধায়ী অজ্ঞেয় ভগবান্ স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদীদের মতে মায়া অনির্বচনীয়া। মায়া এরূপ অজ্ঞেয় যে তাহার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কেহ বলিতে পারে না। এ-সম্বন্ধে পঞ্চদশীকার শ্রীমদ্‌ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বলিয়াছেন—

> "ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্বৈরপ্যনুভূয়তে।
> যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতিঃ ॥

নাসদাসীদ্ বিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ।
বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যা নিবৃত্তিতঃ॥
তুচ্ছানির্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥
—পঞ্চদশী, চিত্রদীপ ১২৮-৩০।

সাংখ্যদর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ নহে, বলা হইয়াছে। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' —সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১. ৯২। এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন — 'ঈশ্বরে প্রমাণাভাবাৎ দোষঃ'। 'মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ' (১. ৯৩)। ঈশ্বর মুক্তও নহেন, বদ্ধও নহেন; সুতরাং তৃতীয় প্রকার সম্ভব না হওয়ায় ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না। 'উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্' (১. ৯৪)। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ফলসিদ্ধি আদির ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। 'নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ' (৫. ২), প্রাক্তনকর্ম স্বীকার করিলে ফলসিদ্ধির ব্যাখ্যা হইবে। ঈশ্বর জগৎকর্তা নহেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব—'প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ' (৫. ১০)। ঈশ্বর জগৎকর্তা হইলে রাগযোগাদি আসিয়া পড়িবে। সুতরাং লৌকিক প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না। সাংখ্যকার কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন নাই, তাহা 'তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ' (১. ৯৬) ও 'অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্' (১. ৯৯) এই দুই সূত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে।

মীমাংসকদের মধ্যে কুমারিলভট্ট তাঁহার শ্লোকবার্তিক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে মানিয়া তাঁহাকে জীবের ধর্মাধর্মসাপেক্ষ বলিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। এজন্য তদ্রূপ ঈশ্বরস্বীকারে প্রয়োজন নাই ও তৎসম্বন্ধে প্রমাণও নাই। তাঁহার মতে জীবের কর্মই জগতের নিমিত্তকারণ। যখন কর্ম নিজেই ফলপ্রসব করে, তখন ঈশ্বর আছেন কি না তাহা জানিবার প্রয়োজন কি?

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ 'পোট্ঠপাদসুত্তে' লিখিত আছে যে, আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ গৌতম বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'আত্মা দুর্জ্ঞেয়' ইহা বলিয়াছিলেন। মাধ্যমিককারিকা-মতে আত্মার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না—

আত্মনোঽস্তিত্বনাস্তিত্বে ন কথঞ্চিচ্চ সিধ্যতঃ।
তং বিনাঽস্তিত্বনাস্তিত্বে ক্লেশানাং সিধ্যতঃ কথম্॥

শূন্যবাদীদের শূন্যও অজ্ঞেয়। শূন্য সৎও নহে, অসৎও নহে, সৎ ও অসৎও নহে এবং সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারও নহে—'অতস্তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যমেব'।— সর্বদর্শনসংগ্রহ। শূন্যবাদীদের শূন্য ও আত্মা রহস্যাবৃত।

এইরূপ মূলকারণের অজ্ঞেয়তাসম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যদার্শনিক অনেকেই একমত।

[Plato : Timaeus; Protagoras : On the Gods; David Hume : An Enquiry Concerning Human Understanding, Section xii; Immanuel Kant : Critique of Pure Reason, Transcendental Dialectic, chap. iii; Sir William Hamilton : Discussions, on Philosophy & Literature; Herbert Spencer : First Principles of a New System of Philosophy, pt. i; Josiah Royce : The Spirit of Modern Philosophy, Lecture xi; Prof. J. Ward : Naturalism & Agnosticism; Flint : Agnosticism; বিজ্ঞানভিক্ষু : সাংখ্যপ্রবচনসূত্রভাষ্য; উপনিষৎ; শারীরকভাষ্য; পঞ্চদশী; কুমারিল ভট্ট : শ্লোকবার্তিক; নাগার্জুন : মাধ্যমিককারিকা। সর্বদর্শনসংগ্রহ]

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী

অজ্যেষ্ঠ—[ন জ্যেষ্ঠ—নঞ্-তৎ°; স্ত্রী— -া] ১ যিনি জ্যেষ্ঠ নহেন এরূপ; জ্যেষ্ঠ হইতে ভিন্ন অন্য। ২ [ন (নাই) জ্যেষ্ঠ যাহা হইতে নঞ্-বহু°] সর্বজ্যেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। ৩ যিনি জ্যেষ্ঠ নামের অযোগ্য, জ্যেষ্ঠোচিত কর্তব্যশূন্য। 'যো জ্যেষ্ঠো বিনিকুর্বীত লোভাদ্ ভ্রাতৄন্ যবীয়সঃ। সোঽজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ন্তব্যশ্চ রাজভিঃ।'—মনু ৯. ২১৩॥ বো-রো°॥ ~বৃত্তি—কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরূপ ব্যবহার যে করে না। 'অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সম্পূজ্যস্তু বন্ধুবৎ'—মনু° ৯. ১১০॥ বো-রো°।

অজ্র—[বৈদিক। তু°-লাটিন ager; গ্রী° agros; স° অজির] ১ সমতল ক্ষেত্র। ২ মেঘ। 'বি বল্গু অজ্রথ নাব'—ঋ° ৫. ৫৪. ৮। ৩ ঋজুগতি, ক্ষিপ্রগতি। ৪ বিণ, ঋজুগতিযুক্ত, ক্ষিপ্রগতিশীল। 'গিরীঁরজ্রাঁ অপঃ স্বর্বৃষত্বনা'—ঋ° ৮. ১৫. ২। ৫ অগম্য। 'অজ্রে চিদস্মৈ কৃণুথা'—ঋ° ৮. ২৭. ১৮।

অজ্র্য—[বৈদিক] সায়ণ-মতে ইহার অর্থ 'জন'—'অজ্র্যাসি গাঙ্ক্ষীভাজ্যো জনাঃ'—ঋ° ১০. ৭৯. ৩ ভা°)। বো-রো° মতে ইহা বিশেষণ, অর্থ—সমতলক্ষেত্রস্থ বা ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয় (জন) —in der Ebene befindlich. 'সমজ্র্যা পর্বত্যা বসূনি'—ঋ° ১০. ৬৯. ৬॥ বো-রো°॥

অজ্বর—[ন (নাই) জ্বর যাহার—নঞ্-বহু° স্ত্রী; — -া] বিজ্বর, জ্বরহীন, নীরোগ, সুস্থ।

অঝর, অঝোর—বিণ, অজস্র, অবিশ্রান্ত, নিরন্তর।

অঝরু—[দে°] ১ অশ্রুপ্রবাহ, নির্ঝর, ঝরণা। ২ ক্রি বিণ, অবিশ্রান্তভাবে। 'সদাই কাঁদনা দেখি অঝরু ঝরয়ে আঁখি জাতিকুল সব পাছে যায়।'—চণ্ডী° ৪৯।

অঝরে, অঝোরে—ক্রি-বিণ, অবিশ্রান্তভাবে, অজস্রধারায়। 'অরুণ নয়ানে বরুণ-আলয় ঝরয়ে ঝরে দিনরাতিয়া।'—প-ক° ২০২৭।

অঞ্চ্ (অচি)—[ভ্বা° উভ° সেট্। অঞ্চতি—অঞ্চতে, আনঞ্চ—আনঞ্চে, অঞ্চাৎ—অঞ্চ্যাৎ, অঞ্চিষ্যতি, অঞ্চিষ্যতে, অঞ্চিতুম্, অক্ত-অঞ্চিত, অক্ত্বা—অঞ্চিত্বা। তু°—অবে° anku, গ্রী° ankulos, লাটিন—uncus] ক অক°, ১ গমন করা। 'স্বতন্ত্রা কথমঞ্চসি'—ভট্টি° ৪. ২০॥ আপ°॥ ২ যাচ্ঞা করা, প্রার্থনা করা, অনুনয় করা। খ [ভ্বা° প° সেট্—অঞ্চতি] অক°, অব্যক্ত শব্দ করা, অর্ধস্ফুটশব্দ উচ্চারণ করা। গ [চু° প° সেট্—অঞ্চতি] সক°, পূজা করা, সম্মান করা। 'তীর্থোঽঞ্চং

শিরসাঞ্চতি'—বেণী° ৫. ২৭ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ [চুরা° প° সেট্‌—অঞ্চয়তি] সক°, প্রকট করা, স্পষ্ট করা, ব্যক্ত করা। 'মুখমঞ্চয়'—গীতগো° ১০ ॥ আপ্‌° ।

অঞ্চতি—[√অন্‌চ (গমন করা) + অতি-কর্তৃ] বায়ু।

অঞ্চনবন = অঞ্জনবন [অঞ্জনবন দ্র°]।

অঞ্চরিয়া—প্রাচীন এট্রুরিয় (Etruscan) জাতির দেবী-বি°। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায়, এট্রুরিয় জাতির বহু দেবদেবীর নামের সহিত এই জাতির বিভিন্ন বংশের নামের সাযুজ্য আছে ; সুতরাং বংশের আদিপুরুষ বা প্রধান পুরুষের পূজা হইতে এই সকল দেবদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অঞ্চরিয়া দেবী ফেসুলে (Fæsulæ) ও আস্কুলুমে (Asculum) পূজিত ইঁহার সহিত অত্রত্য অঞ্চরিই-(Ancharii) বংশের সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নহে।—ERE. v. 535b.

অঞ্চল—[√অন্‌চ (গমন করা) + অলচ্‌—কর্তৃ°] ১ বস্ত্রপ্রান্ত, স্ত্রীলোকদের বস্ত্রের প্রান্তভাগ বা আঁচল, আঁচলা। ২ [√অঞ্চ+অল্‌—অধি°] প্রান্ত, শেষভাগ। 'আধক আধ আধ দিঠি-অঞ্চলে।'—প-ক° ২৩৪। ৩ [√অন্‌চ + অলচ্‌-কর্ম] অংশ, প্রদেশ। ~নিধি—অতিপ্রিয়জন, অতি আদরের বস্তু। ~প্রভাব—পতির উপর পত্নীর প্রভুত্ব বা ক্ষমতা, প্রণয়িনী বা অন্তঃপুরের প্রাদুর্ভাব।

অঞ্চলগচ্ছ — শ্বেতাম্বরবাসী শ্বেতাম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের চন্দ্রগচ্ছের একটী শাখা। অপর নাম 'বিধিপক্ষগচ্ছ'। 'অঞ্চলগচ্ছ-পট্টাবলী' (বোম্বাই-সং ১৮৮৯) হইতে জানা যায়, ১১৫৯ বি-স° (১১০৩ খ্রী°) আর্যরক্ষিত ইঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। আর্যরক্ষিতের শিষ্য জয়সিংহ ও তৎশিষ্য ধর্মঘোষ আর্য-রক্ষিতের পর যথাক্রমে অঞ্চলগচ্ছের আচার্য হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় মূর্তিপূজা করিয়া থাকে।

[Peterson : 4th Rep. of Sans. Mss.—JBRAS, xviii. ex. no., Int. xii ; ERE, xii. 124b]

অঞ্চিত₁—[√অঞ্চ্‌ (পূজা করা) + ক্ত-কর্ম° ; স্ত্রী—া] ১ অবনত bent, curved, 'অঞ্চিতোত্থিত'—দশকু° ১২৫ ॥ আপ্‌° ॥ ২ অর্চিত, পূজিত, পূজার্হ, পূজ্য। 'গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু'—কুমার° ১. ৩৪ ; 'স্বমধুরং মধুরঞ্চিতবিক্রমঃ'—রঘু° ৯. ২৪ ॥ আপ্‌° ॥ ৩ [√অঞ্চ্‌ (কুঞ্চিত করা) বা অন্‌চ (ণিচ্‌) —ক্ত—কর্ম] বক্রীকৃত, আকুঞ্চিত। 'সুদীর্ঘাঞ্চিতলাঙ্গুলাঃ'—রা° (গো) ৬. ৩. ৪০। 'অঞ্চিতসব্যজানু'—রঘু° ১৮. ৫১ ॥ আপ্‌° ॥ 'অঞ্চিতদক্ষিণোরু'—ভট্টি° ২. ৩১। ৪ [অঞ্চ্‌ (গ্রথিত করা, ভূষিত করা) + ক্ত-কর্ম°] গ্রথিত, ভূষিত। 'অর্ধাঞ্চিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ' (রশনা) —রঘু° ৭. ১০। আপ্‌° ॥ ৫ [√অঞ্চ (উত্থিত হওয়া) + ক্ত-কর্ম] উত্থিত, উর্ধগত। 'দীর্ঘাঞ্চিতেন'—মহা° ৩. ১৪৬. ৭৭। ৬ চারু, মনোহর, সুন্দর। 'গতেষু অঞ্চিতাঞ্চিপক্ষ্মা'—রঘু° ৫. ৭৬ ॥ আপ্‌° ॥ 'দোর্দণ্ডাঞ্চিতমহিমা'—মহাবীরচ° ৭. ৮। ~ভ্রূ -১ [অঞ্চিতা ভ্রূ—কর্মধা°] স্ত্রী, মনোহর বা কুটিল ভ্রূ। 'লীলাঞ্চিত ভ্রূলতা'। ২ [অঞ্চিতা (মনোহর) ভ্রূ যাহার —বহু°] সুভ্রূ নারী, মনোহর ভ্রূযুক্তা রমণী।

অঞ্চিত₂—(সঙ্গীতশা°) ১ দেশী প্রক্রিয়ানুসারে উৎপ্লুতিকরণের প্রকারভেদ।—সঙ্গীত-র°—৭. ৭৩৪। এক তালক অন্তরে পাদদ্বয় সমভাবে ভূমিতে স্থাপিত করিয়া শরীরকে দ্রুত উর্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া যে ভঙ্গীতে লম্ফ প্রদান করা হয় তাহার নাম অঞ্চিত। 'অঞ্চিতং সমপাদেন স্থিত্বোত্তালোৎপ্লুতো ভবেৎ।'—সঙ্গীত-র° ৭. ৭৩৪। সাধারণতঃ অঞ্চিতভঙ্গী আট প্রকারের। যথা,—একপাদাঞ্চিত, ভৈরবাঞ্চিত, দণ্ডপ্রণামাঞ্চিত, কর্তর্যঞ্চিত, তির্যগঞ্চিত সমপাদাঞ্চিত, ত্র্যস্রপাদাঞ্চিত, ও ভুজঙ্গাঞ্চিত। সঙ্গীত-রত্নাকরে (৭. ৭৫৭) অনুরূপ নির্দেশ আছে—

অঞ্চিতং চৈকচরণাঞ্চিতং স্যাদ্‌
ভৈরবাঞ্চিতম্‌।
দণ্ডপ্রণামাঞ্চিতং চ কর্তর্যঞ্চিতম্‌ ততঃ ॥

[অঞ্চিতভঙ্গীর প্রকারভেদের ব্যাখ্যা তত্তৎ শব্দে দ্র°] ২ মস্তকের অবনতি-সূচক ভঙ্গী-বি°। রোগ, চিন্তা, মোহ ও মূর্ছার হস্তদ্বারা হনুদেশ ধারণ করিতে হইলে ঘাড় কিঞ্চিৎ পাশের দিকে বাঁকাইতে গিয়া মস্তকের যে ভঙ্গী হয় তাহা 'অঞ্চিত' নামে আখ্যাত।

শিরঃ স্যাদঞ্চিতং কিঞ্চিৎ পার্শ্বতো নতকন্ধরম্‌।

রুক্‌চিন্তামোহমূর্ছাসু তৎকার্যং হনুধারণে ॥
—সঙ্গীতর° ৭. ৭৫। ৩ পায়ের গোড়ালি মৃত্তিকা স্পর্শ করিবে, অগ্রতল বেশ উৎক্ষিপ্ত হইবে, অঙ্গুলি প্রসৃত হইবে, চরণাঘাত ও ভ্রমণকালিতে যেরূপ ভঙ্গী হয় সেইরূপ ভঙ্গী হইলে, তাহার নাম 'অঞ্চিত' হয়।

'ভূস্পৃষ্টপার্ষ্ণিঃ সমুৎক্ষিপ্তাগ্রতলপ্রসৃতাঙ্গুলিঃ।
অঞ্চিতঃ স ভবেৎ পাদাহতিভ্রমণকারিষু ॥
—সঙ্গীতর° ৭. ৩৭৭।

৪ অপবিদ্ধবাহুলক্ষণে বাহু বক্ষঃক্ষেত্র হইতে শিরোদেশে আসিয়া পুনরায় বক্ষে প্রত্যাগত হইলে যে ভঙ্গী হয় তাহা 'অঞ্চিত' নামে অভিহিত।

'বক্ষঃ ক্ষেত্রাচ্ছিরঃ প্রাপ্য বক্ষঃপ্রত্যাগতোঽঞ্চিতঃ।'—সঙ্গীতর° ৭. ৩৪২।
৫ করিহস্ত ব্যাবর্ত ও পরিবর্তক্রমে নাসাদেশে আসিলে অলপদ্মের আকার ধারণ করে ; ইহা তখন 'অঞ্চিত' নামে আখ্যাত হয়। নিজের অত্যন্ত কৌতুকবশতঃ সম্মুখ প্রেক্ষণে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ব্যাবর্তপরিবর্তাভ্যাং নাসাদেশং গতো যদা।
করিহস্তোঽলপদ্মত্বং ধত্তে স্যাদঞ্চিতস্তদা ॥
সংমুখপ্রেক্ষণে তচ্চ যোজ্যং স্বস্যাতিকৌতুকাৎ ॥—সঙ্গীতর° ৭. ৩০০।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অঞ্চিমল্‌গুয়েন — দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের চন্দ্র-দেবতা। উক্ত আদিম অধিবাসিগণের মতে চন্দ্র সূর্যের স্ত্রী ; পূর্বে উপকারী দেবতারূপে ইঁহার পূজা হইত। বর্তমানে লোকের ধারণা, চন্দ্র অশ্বারোহীর বেশে

* মধ্যমা ও অঙ্গুলি প্রসারিত হইলে যতদূর বিস্তৃতি ঘটে, সেই বিস্তারের নাম 'তাল'।—অশোকনাথ শাস্ত্রী : অভিনয় দর্পণ, ১১৪।

-পতিত হইয়া পথিককে ভয় দেখান। অশ্বারোহী তাহাকে তাড়া করিলে, তিনি পলাইয়া গিয়া কোন ডাকিনীর গৃহে আশ্রয় লন।—ERE, iv. 173b.

অঙ্কেত্তি — উপত্যকা-বি°। ইহা মাদ্রাজ প্রদেশে সালেম জেলায় দুইটী স্রোতস্বতীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। উক্ত স্রোতস্বতী দুইটীর মধ্যে একটী সানিবারম্ অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া কুন্দুকোটঘাটে অবতরণ করিয়াছে এবং অপরটী জবুলগিরি হইতে উত্থিত হইয়া পানি ও মঞ্জিয়ালমের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। আরও দক্ষিণে এই মিলিত নদী দুইটীতে মিলগিরি ও তগত্তি উপত্যকাদ্বয়ের নদীগুলি ও মক্কি অধিত্যকার একবহুল নদ মিলিত হইয়া দোদ্দহল্ল নদের সৃষ্টি করিয়াছে। দোদ্দহল্ল নদ তিন ক্রোশ গভীর গিরিকন্দর অতিক্রম করিয়া কাবেরী নদীতে পতিত হইয়াছে। অঙ্কেত্তি-উপত্যকার উত্তর-পূর্বে প্রাচীরস্বরূপ মঞ্জিয়ালম্ গিরি (৩৪৪৯ ফুট উচ্চ), দক্ষিণে চিক্কাবেত্ত গিরি (৩৩৫৬ ফুট উচ্চ), পূর্বে মক্কি ও পশ্চিমে তগত্তি অধিত্যকা। পশ্চিমে তগত্তির মধ্য দিয়া উরিগম্-এ, দক্ষিণে নাতরা-পালেয়মের মধ্য দিয়া বিলিগুন্দ্লু পাহাড়ে (৮৭০ ফুট উচ্চ) এবং দক্ষিণ-পূর্বে গেরত্তি আনেবিদ্দহল্ল উপত্যকার মধ্য দিয়া পেন্নাগরম্ এ যাওয়া যায়। 'টিপুর পথ' নামক রাস্তা অঙ্কেত্তি অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং ইহাই অঙ্কেত্তির প্রধান পথ। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—এরণ্ড।

[Madras Dist. Gaz.—Salem, Mad. 1918, i, pt. i, 10, 224, 294]

অঙ্কেত্তি ঘাট—মাদ্রাজ প্রদেশে সালেম জেলায় একটী গিরিবর্ত্ম ; দোদ্দহল্ল নদ ও কাবেরী নদীর অন্তর্বর্তী অরণ্যময় পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। এক সময়ে এই গিরিবর্ত্ম অঞ্চলে বহু লোকের বাস ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে তুলনায় খুব কম লোকই বাস করিয়া থাকে। পূর্বে যে এই অঞ্চল জনাকীর্ণ ছিল এবং এখানে চাষবাস করা হইত তাহার বহু নিদর্শন দেখা গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে নির্মিত পথ, উক্ত প্রাচীরযুক্ত কূপ এবং ইষ্টক ও মৃৎপাত্রের নিদর্শন হইতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অঙ্কেত্তি উপত্যকার নিকটে কোলিমুর নামক স্থানে একটী ধাতুমল-টিলার অবশিষ্টাংশ দৃষ্টিগোচর হয়, বহু দিন পূর্বে এখানে লোহা-গালাই-এর কাজ হইত। সমগ্র অঞ্চলটীতে জাঙ্গালপথসমূহ জালের মত ছড়াইয়া আছে ; এই জাঙ্গালগুলির সাহায্যে এখনও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত করা হইয়া থাকে। বিবিধ জাতীয় বহু অধিবাসীর দ্বারা এই অঞ্চল অধ্যুষিত। ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত। কাপু-জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। কুরুবা, লম্বাদি ও ইরুল-জাতীয়গণও এই অঞ্চলে বাস করে। এতদ্ব্যতীত অন্ত্যজ অধিবাসিগণের সংখ্যাও কাপুদের অপেক্ষা কম নয়। কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কর্মকার ও তন্তুবায় শ্রেণীর অধিবাসী কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পূর্বে এই স্থানে শ্রমশিল্পের আদর ছিল, বর্তমানে তাহা লোপ পাইয়াছে। বর্তমানে ব্যবসা মুসলমান, বেণিয়া ও কোমতিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়।

[Madras Dist. Gaz.—Salem, Mad. 1918, i. pt.-ii, 108-9]

অঙ্কেত্তি দুর্গ—মাদ্রাজ প্রদেশে সালেম জেলার অন্তর্ভুক্ত কোষ্টুর তালুকের রায়াঘাট গিরিমালার একটী পর্বতীয় দুর্গ। ৩১৯২ ফুট উচ্চে এবং কেলমঙ্গলমের দেড় ক্রোশ পূর্বে ও কেলমঙ্গল-রায়কোট পথ হইতে প্রায় ½ মাইল দূরে অবস্থিত। হায়দর 'আলী ও টিপু সুলতানের সময় এই দুর্গ বিশেষ সুরক্ষিত ছিল এবং এই দুর্গদ্বারা নিম্নঘাট দিয়া আক্রমণ হইতে কেলমঙ্গলমকে রক্ষা করা হইত। যে পাহাড়ের উপর দুর্গটী অবস্থিত উহা কীলকাকৃতি এবং দক্ষিণে সঙ্কীর্ণ ও খাড়া। অঙ্কেত্তি-দুর্গম্ নামক গ্রাম হইতে দুর্গে যাইবার পথ উঠিয়াছে এবং পথটী সঙ্কীর্ণ প্রস্তর-প্রাচীরদ্বারা সুরক্ষিত। দুর্গটী পাহাড়ের উত্তর দিকে একটী অধিত্যকায় অবস্থিত। পাহাড়ের শীর্ষ-দেশে স্থান খুব অল্প। দুর্গটীর মূল স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। পাহাড়ের শীর্ষে একটী ক্ষুদ্র মন্দির বর্তমান এবং উহাতে একটী শিবলিঙ্গ ও নন্দী প্রতিষ্ঠিত। মন্দির-ব্যতীত শীর্ষদেশে প্রকৃতিজাত একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ও আছে।

তৃতীয় মহীশূর-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে টিপু সুলতান এই দুর্গে ঘাটি স্থাপন করিয়াছিলেন। বৃটিশের সহিত যুদ্ধে টিপুর প্রসিদ্ধ রায়কোট আক্রমণের পূর্বে Major Gowdie-র ব্রিগেড-কর্তৃক এই দুর্গ নীলগিরি ও রত্নগিরির সহিত অধিকৃত হয় (১৭৯১ খ্রী° ১৫ই হইতে ২০এ জুলাই)। ১ম মাদ্রাজ ব্যাটেলিয়নের হস্ত হইতে এই দুর্গ আবার বৃটিশের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় চতুর্থ মহীশূর-যুদ্ধে Major John Cappage ৬ষ্ঠ রেজিমেন্টের ১ম ব্যাটেলিয়ন পরিচালিত করিয়া নীলগিরির সহিত এই দুর্গ অধিকার করেন (১৭৯৯ খ্রী° ৫ই মার্চ)।

[Madras Dist. Gaz.—Salem, Mad. 1918, p i. pt.-i, 9, 75, 86, 88 ; pt.-ii, 115-16, 154]

অঞ্জ্, **অন্জ্**—সক° [রুধা° সেট্, প° ; তু°—অবে° anj ; লাটিন ungo ; অনক্তি, অঙ্ক্তি (বৈদিক 'অঞ্জতি'ও হয়। ঋ° ৫. ৪৩. ৭ ; ৯. ১০৯. ২০ দ্র বো-রো° ॥), আনঞ্জ, অঞ্জিতা বা অঙ্ক্তা, অঞ্জিষ্যতি বা অঙ্ক্ষ্যতি, আঞ্জীৎ, আঞ্জিষুঃ, অঞ্জিত্বা, অঙ্ক্ত্বা বা অক্ত্বা, অক্ত—পা° ৬. ৪. ২৩ ; ৭. ২. ৭১ ; ৭. ২. ৭২ ; বোপ° ১৪. ৩. ৪, ২৬. ২০৭ ॥ বো-রো° ॥] ১ প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা, স্ফুট করা 'যা নাঞ্জী ব্যক্তীর্যায়াঃ'—ভট্টি° ৯. ৪৯ াঙ্খাপ°॥ ২ ম্রক্ষণ করা, মাখান। ৩ গমন করা ॥ আপ° ॥ ৪ ক মর্দন করা। খ অক°—১ উজ্জ্বল হওয়া, শোভা পাওয়া। ২ [চুরা° প°—অঞ্জয়তি] দীপ্তি পাওয়া, প্রকাশ করা। ৩ (ণিজন্ত) সক° [চুরা°— অঞ্জয়তি] ১ ম্রক্ষণ করা। 'নাঞ্জয়ন্তী স্বকে নেত্রে' —মনু° ৪. ৪৪। ২ অনুষ্ঠান বা নির্বাহ করা। [উপসর্গ-যোগে অঞ্জ্ ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। অর্থাদি তৎ তৎ শব্দে দ্র°]

অঞ্জক — দানবপতি বিপ্রচিত্তি হিরণ্য-

কশিপুর ভগিনী সিংহিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে অঞ্জকের জন্ম হয়।—বিষ্ণুপু° ১. ২১. ১০-১২।

অঞ্জঞ্জ, অন্যঞ্জ—[ন্যাঞ্জ] আফ্রিকার আদিম জাতি-বি°। নাস-হ্রদের সন্নিহিত প্রদেশে এবং দক্ষিণে পোর্ট হেরাল্ড হইতে মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত ভূভাগে বাস করে। ইহাদের ভাষা—ন্যাঞ্জ (Lake language)। এই জাতির বহু শাখার মধ্যে অমক'অঞ্জ, অম্পোটোলা, অমরবি, অম্বো, অন্টুম, অচিরা ও অচিপেত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিভিন্ন শাখার ভাষায় ও আচার-ব্যবহারে কথঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে অঙ্গোনি নামক জুলু জাতির একটী শাখা অঞ্জ বা ন্যাঞ্জ জাতির উত্তর ভাগের অধিবাসিগণকে জয় করে। তদবধি অঞ্জদিগের মধ্যে অঙ্গোনিদিগের আচার-ব্যবহার প্রবেশ করিয়াছে।

অঞ্জেরা মাতৃকুল হইতে বংশের পরিচয় দান করে। এই কারণে ইহারা বহু বংশে বিভক্ত। এই সকল বংশের মধ্যে আবন্দা, আপিরি, আমরাঙ্গি, আমিলঙ্গি, অজি.ঘিরি, অজেবাম, আবেউই এবং অন্থঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বংশের মধ্যেও বৈশিষ্ট্যসূচক নানা প্রথা রহিয়াছে। আবন্দাদিগের সর্দারের মৃত্যু হইলে তাহার সমাধিতে ভৃত্যদিগকে বধ করিয়া সমাহিত করিবার রীতি আছে। আফিরি পুরুষ কোন নারীকে এক বৎসরের জন্য বিবাহ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বাধিভাবে যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে।

জুলু অঙ্গোনিদিগের সহিত সংশ্রব ঘটিলে উত্তরভাগের অঞ্জদিগের মধ্যে পিতৃকুল হইতে পরিচয় দিবার প্রথা প্রচলিত হয়, ইহাতে অপোবু, অঞ্জোবু, অনন্থু, অংসোব প্রভৃতি বংশের উৎপত্তি হয়। এই নামগুলিতে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি বন্য পশু বুঝায়। যে বংশের নামে যে পশু বুঝায় সেই পশু সেই বংশের নিকট বিশেষ পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত এবং সেই বংশ সেরূপ প্রতীক ধারণ করিত। কোন কোন বংশ মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়কুল হইতেই পরিচয় দিয়া থাকে। এই সকল বংশের নাম এখন সেই সেই বংশীয়ের নামের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়।

বিবাহ-প্রথা—অঞ্জদিগের বিবাহ-প্রথা অতি সুন্দর। পাত্র বা পাত্রীর ভ্রাতা অথবা কোন নিকট আত্মীয় মধ্যস্থ হইয়া বিবাহ স্থির করে। এই মধ্যস্থেরাই বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব বহন করে, এমন কি পরে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য বা বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে ইহাদিগকেই তাহার মীমাংসা করিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ-প্রথা বর্তমান; কিন্তু পূর্বোক্ত মধ্যস্থ বা জামীনদারদিগের অনুমতি ভিন্ন স্বামী পত্নীকে অথবা পত্নী স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে না। বিবাহের সর্তাদি-সম্বন্ধে মধ্যস্থ জামীনদারদিগের কথাই গ্রাহ্য।

অঞ্জ নারী মাতাপিতার গ্রামেই বাস করে। বিবাহের প্রাক্কালে মাতাপিতাই কন্যাকে পৃথক্ গৃহ নির্মাণ করিয়া দেয়; নতুবা স্বামী আসিয়া স্ত্রীর জন্য শ্বশুরালয়ের নিকটে গৃহ নির্মাণ করিয়া দেয়। নববিবাহিত ব্যক্তিকে শ্বশুর উদ্যান-পরিচালনায় সাহায্য করিতে হয়। সে পত্নীর গৃহেই বাস করে। যদি সে ব্যক্তি বহুবিবাহ করিয়া থাকে, তবে সে পর্যায়ক্রমে পত্নীদিগের গৃহে বাস করে। স্বামী ক্লীব হইলে পত্নী তৎক্ষণাৎ স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে। প্রথম সন্তানে পিতার অধিকার থাকে; পরবর্তী সন্তানগুলিকে মাতামহী গ্রহণ করেন।

অঙ্গোনি জুলুদিগের সংশ্রবে আসিয়া উত্তরভাগের কোন কোন অঞ্জ পত্নীর আত্মীয়দিগকে পণদান করিয়া থাকে। যে সকল পুরুষ পণদান করিতে পারে, তাহারা পত্নীকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে। সন্তানেরা মাতুলের সম্পত্তির ও মাতৃগণের উত্তরাধিকার পায়। এইরূপে মাতুলের প্রধানা পত্নীকে জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় প্রধানা পত্নী করিতে পারে। অধিকাংশ স্থলে মাতুলের প্রধানা পত্নীকে নিবিবাদে সংসারের সম্পর্কশূন্য হইয়া বাস করিতে দেওয়া হয় এবং উত্তরাধিকারীর প্রথমা পত্নী অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোন পত্নী গৃহকর্ত্রীর আসন লাভ করে। সাধারণতঃ নারী ভ্রষ্টা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইলে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে; মধ্যস্থ ব্যক্তিরাই ইহার বিচার করে। সাধারণতঃ এইরূপ বিচারে পত্নীত্যাগ স্থির হইলে স্বামী পত্নীর হস্তে একটী তীর দেয়; ইহাতে পত্নীর স্বাধীনতা সূচিত হয়। নারীরা মাতৃকুলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। যে সকল সমাজে পণ দিয়া পত্নীগ্রহণের প্রথা আছে, কেবলমাত্র সে সকল সমাজে স্ত্রী বা তাহার গর্ভজাত সন্তানেরা স্বামিকুলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

সামাজিক ব্যবস্থা—অঞ্জদিগের সর্দার বা রাজা আছে। প্রত্যেক বংশের মোড়ল বা প্রধানকে লইয়া সর্দার বিচার করে। সাধারণ ব্যাপারে মোড়লেরাই বিচার করিয়া থাকে। সর্দারের বা রাজার সভায় যে বিচার হয়, তাহাকেই চরম বিচার বলা যায়। রাজাই যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহার অনুমতি ভিন্ন কেহ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে পারে না। রাজা যেমন তাহার প্রত্যেক প্রজার কার্যের জন্য অন্যদের নিকট দায়ী, সেইরূপ প্রত্যেক বংশের বা গ্রামের মোড়ল রাজার নিকট সেই গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যের জন্য দায়ী। ব্যভিচারে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ব্যভিচারের অপরাধে কোন ক্রীতদাস দান অথবা ক্রীতদাসের মূল্যদানেও প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। কোন লোকের শারীরিক কোনরূপ ক্ষতি করিলে তদনুযায়ী অর্থদণ্ড হয়। চৌর্য অপরাধে দণ্ডিত হইলে অনুরূপ মূল্যের সামগ্রী দিতে হয়, তাহাতে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি অসমর্থ হইলে, তাহার আত্মীয়দিগকে সেই ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। মূল্যদানই শাস্তির প্রধান লক্ষ্য। নারীর উত্তরাধিকার সহোদর ভ্রাতা পায়, সহোদর ভ্রাতা না থাকিলে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুত্র পাইয়া

পাইয়া থাকে। বহু উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার পাইবামাত্রই মৃতের নাম গ্রহণ করে।

ভুট্টার রুটি, মধু ও কলা অকাদিগের প্রিয় খাদ্য। ইহারা ছাগ, হরিণ প্রভৃতির মাংসও খাইয়া থাকে।

ধর্মবিশ্বাস—অকা জাতি নানা দেবতা ও উপদেবতার বিশ্বাস করিলেও এক পরমেশ্বর স্বীকার করে। ইহাদিগের পরমেশ্বরের নাম মুসুহু বা মুসু। বহু লৌকিক দেবতার মন্দিরও ইহাদের আছে; এই মন্দিরগুলিতে পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। সচি ও মিচিক পর্বতে কন্‌থোবা ও স্পলাচে দেবের পূজা দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ উক্ত নামের দুই জন রাজা অথবা প্রতাপশালী ব্যক্তিই এইরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

ইহারা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। প্রেতাত্মা 'মিজি.মু' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে প্রেতাত্মা অনিষ্টসাধনে সমর্থ তাহাকে 'চিবন্দ' বলা হয়। প্রায় সকল কার্যেই প্রেতাত্মার নিকট প্রার্থনা করা হয়। সাধারণতঃ অনাবৃষ্টি, মড়ক ও দুর্ভিক্ষের সময়েই মুসুহুর নিকট প্রার্থনা করা হয়। মিজি.মু বা প্রেতাত্মা স্বপ্নে অথবা কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহার আদেশ জ্ঞাপন করে। প্রেতাত্মার আশ্রিত ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করিয়া ইহারা তদনুরূপ কার্য করিয়া থাকে। সাধারণতঃ কোন মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে আহ্বান করা হয়; এই উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির গৃহে অথবা সমাধি-স্থানে পূজা দেওয়া হয়। কোন প্রভাবশালী সর্দারের মৃত্যু হইলে, গ্রামের বাহিরে তাহার সমাধিস্থানে কুটীর নির্মাণ করিয়া ইহারা বিপদে-আপদে তাহাতে পূজা দিয়া থাকে।

প্রেতাত্মা সিংহ, ব্যাঘ্র ও অজগর সর্পকেও আশ্রয় করিতে পারে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস আছে। সাধারণতঃ যে সকল ব্যক্তি এই সকল হিংস্র জন্তুতে পরিণত হইবার ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারে, সে সকল ব্যক্তিই মৃত্যুর পর এইরূপ পশুকে আশ্রয় করিতে পারে। এই সকল পশুকে অকারা অত্যন্ত ভয় করে। ঘটনাক্রমে এই সকল পশু নিহত হইলে ইহারা কোনরূপ বিপদ আসন্ন হইয়াছে মনে করিয়া থাকে।

অন্যান্য নাগাদিগের মধ্যে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস আরও প্রবল। তাহারা কাপড়, বাক্স, পুতুল প্রভৃতি যে কোন অচেতন পদার্থ অথবা মোরগ, ছাগ, কুকুর প্রভৃতি পশু এবং সর্দার কিংবা মোড়লের মধ্যেও প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করে। কোন পদার্থের মধ্যে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে বুঝিতে পারিলে তাহা বিশেষ পবিত্র স্থানে পৃথক্‌ করিয়া রাখা হয়। কোন গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রেতাত্মার আবির্ভাব বুঝিতে পারিলে তাহাকেও পবিত্র জ্ঞান করা হয়। এইরূপ জন্তু মরিয়া গেলে, তাহার প্রতিভূস্বরূপ অন্য জন্তুও পৃথগ্‌ভাবে রক্ষিত হয়। প্রেতাত্মাবাহী আবিষ্ট বস্তুসমূহ পরিবারের কর্তার শয্যার নিকট রাখিবার রীতি আছে।

দেবতাকে নানা বস্তু উপহারদানের প্রথাও অকাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ মুসুহু ও মৃত আত্মীয়ের উদ্দেশ্যে উপহার দান করা হয়। মুসুহু বা পরমেশ্বরের নিকট পূজোপহার দানেরও ব্যবস্থা আছে। গ্রামের সীমান্তে কোন বৃহৎ বৃক্ষতলে মুসুহুর কুটীর নির্মিত হয়; এই কুটীরেই পূজোপহার দান করা হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যবর্তী ছায়াদানকারী যে কোন বৃহৎ বৃক্ষের নীচেও ইহার পূজা দেওয়া যায়। ভ্রমণকারী ব্যক্তি ভ্রমণকালে অথবা শিকারী ব্যক্তি শিকারের সময়ে যে কোন বৃক্ষের তলদেশে পূজোপহার দান করিতে পারে। সাধারণতঃ দুইটী রাস্তার সংযোগস্থলে পূজোপহার দান করিতে পারিলেই তাহারা কৃতার্থ হয়। মদ্য, আটা প্রভৃতি খাদ্য ও পানীয়ই পূজোপহারের বস্তু; এক খণ্ড উৎসর্গীকৃত কার্পাস বস্ত্রও ছিন্ন করিয়া, যে বৃক্ষতলে পূজা দেওয়া হয় সেই বৃক্ষে অথবা দেবতার কুটীরে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। নূতন শস্যের প্রথম ফল মুসুহুর কুটীরে উৎসর্গ না করিয়া ইহারা গ্রহণ করে না। এই সময়ে খুব ধুমধাম করা হয় এবং সর্দার কিংবা মোড়ল এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য করে।

মৃত সর্দার অথবা গ্রামের মোড়লের উদ্দেশ্যে কোন পূজোপহার দান করিতে হইলে মৃতের কোন নিকট আত্মীয় অথবা উত্তরাধিকারী পৌরোহিত্য করে। সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির বাসগৃহের নিকটবর্তী কোন স্থানে অথবা নির্দিষ্ট কোন কুটীরে খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতি দান করা হইয়া থাকে।

মৃত আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে আটা, মদ্য, মোরগ প্রভৃতি সাধ্যমত দান করিয়া তাহার কিয়দংশ পরিবারের সকলে ভোজন করে।

নারী-শিক্ষা—অকা-নারীদিগকে স্ত্রীধর্মসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন নারীর প্রথম রজোদর্শনে তাহাকে কিছুদিন এক পৃথগ্‌গৃহে রাখা হয়; সেই সময়ে বৃদ্ধা নারীরা তাহাকে কামকলা শিক্ষা দেয়। কোন বিবাহিতা নারী প্রথম গর্ভবতী হইলেও তাহাকে এইরূপে পৃথগ্‌ভাবে রাখিয়া কোন বৃদ্ধা নারী সন্তান-পরিচর্যা ও মাতৃধর্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকে।

মৃতের সমাধি—কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরই তাহাকে স্নান করান হয়। পুরুষের মৃতদেহ পুরুষেরা এবং স্ত্রীলোকের মৃতদেহ স্ত্রীলোকেরা স্নান করাইয়া থাকে। যে কোন ব্যক্তি ইহা করাইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরই ইহা কর্তব্য। মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। যে কোন প্রতিবেশী শববহনে ও সমাধিখননে মৃতের আত্মীয়গণকে সাহায্য করিতে পারে। যাহারা সমাধির গর্তে নামিয়া উপর হইতে শব গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 'আজু.বুরু' বলা হইয়া থাকে। যাহারা এই কার্য করে, তাহারাই মৃতের উদ্দেশ্যে কোন বস্তু উৎসর্গ করিবার কার্যে পৌরোহিত্য করে। এইরূপ উৎসর্গীকৃত খাদ্য ও পানীয়ের অবশিষ্টাংশ তাহারা গ্রহণ করে। মৃতকে সমাহিত করিয়া মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতের বাসগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং আজু.বুরুরা তাহা টানিয়া ফেলিয়া দেয়। প্রায় দুই মাস বা অনুরূপ সময়ের পরে আজু.বুরুরা মৃতের আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন

করিতে বলে। এই উপলক্ষ্যে মদ্যদ্বারা এক ভোজ দেওয়া হয় এবং মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্য-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হয়। ভারতীয় হিন্দুদিগের ন্যায় অশৌচধারণকারীরা মস্তকাদি মুণ্ডন করিয়া অশৌচান্ত করে।

যাদুবিদ্যা ও রোগ-আরোগ্যকরণ—অজদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর যাদুকর চিকিৎসক আছে। ইহাদিগকে আফিতি বলে। এই আফিতিগণ যাদুবিদ্যার প্রভাবে শত্রুর প্রাণ-নাশ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে। হরিণের ছোট ছোট শৃঙ্গের মধ্যে ইহারা নানা ঔষধ পুরিয়া রাখে। এইজন্য ইহাদিগকে নাফাও বলা হয়। আফিতিরা গোপনে তাহাদের ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে চরম শত্রুতা আছে। লোকে ইহাদের ভয়ে ভীত থাকে। আফিতিরা লোকের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়। সুতরাং ইহাদিগকে আবিষ্কার করিবার জন্য সকলে প্রাণপণ চেষ্টা করে; কাহারও কোন রোগ হইলেই তাহা আফিতির ঔষধ-প্রয়োগেই হইয়াছে বলিয়া লোকে ধারণা করে। 'মাবিসলিয়া' নামে অভিহিতা নারী-চিকিৎসককে এইরূপ রোগে ডাকা হয়। এই নারী-চিকিৎসক ঔষধের দ্বারা রোগ আরোগ্য করিতে পারে, অথবা এইরূপ মত অবস্থার অনিষ্টকারী ব্যক্তির নাম করে। মাবিসলিয়া যে ব্যক্তির নাম করে, বিচারে তাহার বিষপানে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুর্ঘটনা প্রভৃতিও আফিতির কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

অজেরা নিজেদের মঙ্গলের জন্য মাদুলী-ধারণ এবং 'উলা' নামক প্রক্রিয়ারও আশ্রয় লইয়া থাকে। সাধারণতঃ কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে অথবা কোন অনিষ্টকারীকে বাহির করিতে হইলে ছোট পেয়ালা, অথবা ডিম্ গরম জলে ছুঁড়িয়া ফেলা হয়। পরে যাদুদণ্ড-ধারণকারী ব্যক্তি তাহা জোরে ধরে; তাহা তাহাকে অপহৃত দ্রব্য যেস্থানে আছে সেই স্থানে বা অনিষ্টকারী ব্যক্তির নিকটে লইয়া যায়।

কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে হইলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিষপান করিতে দেওয়া হয়; এই বিষের ক্রিয়ায় যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে নিশ্চিতরূপে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এইরূপ অবস্থায় দোষী ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। যদি বিষক্রিয়ায় সন্দেহভাজন ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বৃথা অভিযোগ করে তাহাকে সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়, তবে সে জীবিত থাকিতেই অভিযোগ-কারিগণ নির্দয়ভাবে তাহাকে প্রহার করে এবং পরে তাহার দেহ দাহ করে কিংবা কুকুর শৃগালকে খাইতে দেয়। কোন কোন স্থলে এইরূপ বিচারে বিষ কোন গৃহপালিত পশুকে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তাহার উপর বিষ-ক্রিয়া করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়। অজোদি নাগদিগের মধ্যে দোষী ব্যক্তিদিগকে ও যাদুকর বা ডাকিনীদিগকে নষ্ট করিবার জন্য কখন কখন সমস্ত গ্রাম বা জেলার লোকদিগকে সর্দার বা রাজার আদেশে বিষ-পান করিতে হয়।

[ERE. v. 92b, 717b ; viii-592 a ; vi. 769b ; 876 b, 877a ; ix. 419b-422b.]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

অঞ্জন,—[১ √অন্‌জ + অন (ল্যুট্)—ক] ১ জেঠী, গৃহগোধিকা, টিক্‌টিকি ॥ ত্রিকাণ্ড° ২. ৫. ১২ ; মে° বিশ্ব° বো-রো° মনি° আপ্‌° ॥ ২ [অঞ্জন + অ (অচ্‌) অস্ত্যর্থে—যাহার অঞ্জনবৎ বর্ণ আছে] পশ্চিমদিগ্‌হস্তী—রা° ১. ৬. ২৩ ॥ মে° অভি° অম° হারাবলী ১৪৭ বিশ্ব° শব্দ° বো-রো° আপ্‌° ॥ ৩ পর্বত-বি°, নীলাচল, নীলগিরি।—রা° ৪. ৩৭. ৫ ; পঞ্চতন্ত্র ১২০. ৯ ॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ [অঞ্জনগিরি দ্র°] ৪ বৃক্ষনাম-বি°। 'অঞ্জনবৃক্ষনাম্নস্তরুঃ'—পঞ্চতন্ত্র ১০. ৭ ॥ বো-রো° আপ্‌° মনি° ॥

অঞ্জন,—[√অঞ্জ্‌ + অন—ভা°] ১ লেপন, অলকরণ।—কা-শ্রৌ° ২০. ১. ৮ ; 'বর্জয়েৎ অভ্যঞ্জনাঞ্জনং চাক্ষোঃ'—মনু° ২. ১৭৮ ॥ বো-রো° ॥ ২ আশ্ব-শ্রৌ° ৭. ১৪ ; (তত্রবঃ) 'স্বৈরিকাঞ্জনসংশ্লিষ্টাঃ'—রা° ৫. ৫. ১২ ॥ বো-রো° ॥ ৩ ব্রক্ষণ, অভ্যঞ্জন। 'প্রভাবেনগুহ্ননং পূর্বাহ্ন এব কুর্বীত'—মনু° ৪. ১৫২ ॥ মে° ॥ ৪ গতি, গমন ॥ শব্দ° বো-রো° ॥ ৫ মিশ্রীকরণ। ৬ ব্যক্তীকরণ, প্রকাশন। ৭ [√অঞ্জ্‌ + অন—ণ—যদ্দ্বারা চক্ষু স্নিগ্ধ হয়] কজ্জল, কাজল ॥ মে° ॥ 'বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সংভাব্য'—রঘু° ৭. ৮। (মেচকাঞ্জন) 'কুর্বঞ্জন-মেচকাঞ্জন ইব দিশো মেঘঃ সমুজ্জৃম্ভতে'—মৃচ্ছক° ৮৩. ২৪ ; 'দৃশোরমৃতাঞ্জনম্‌'—উত্তর-চ° ৪.১৯ ॥ আপ্‌° ॥ (নয়নাঞ্জন)—রা° ২. ৯৫. ১৯ ; (নীলাঞ্জন) 'নীলাঞ্জনচয়'—রা° ৬. ২০. ১১, ৩৭, ৩১ ; (কৃষ্ণাঞ্জন)—'কৃষ্ণাঞ্জনগিরি'—রা° ৩. ৫৫. ৫ ; (ভিন্নাঞ্জন)—মেঘ° পূ° ৬০ ; ঋতু° ১. ১১ ; 'ভিন্নাঞ্জনচয়'—রা° ৬. ২০. ১৫ ; 'ভিন্নাঞ্জনপ্রচয়'—ঋতু° ৩. ৫ ; 'প্রভিন্নাঞ্জনরাশি'—ঋতু° ২. ২। 'কাঞ্চনাঞ্জন'—রা° ৫. ১. ১৫ ॥ শব্দকো° ॥ ৮ সৌবীরাঞ্জন (সুরমা) ॥ মে° শব্দ° ॥ ৯ রসাঞ্জন (সুরমা) ॥ মে° শব্দ° ॥ ১০ (অঞ্জনবর্ণযুক্ত বলিয়া) মসী, কালি ॥ অভি° বো-রো° ॥ ১১ মালিন্য, মল, পাপ। 'তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি'—মুণ্ড-উ° ৩. ১. ৩ ॥ বো-রো° ॥ ১২ রাত্রি। 'অক্তো'—মে° অভি° শব্দ° ॥ ১৩ (প্রকাশক বলিয়া) অগ্নি ॥ বিশ্ব° শব্দ° বো-রো° ॥ ১৪ (অলঙ্কারশা°) ব্যঞ্জনাখ্যবৃত্তি। 'অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ন্ত্রিতে। 'সংযোগাদ্যৈরবাচ্যার্থধীকৃদ্ব্যাপৃতি-রঞ্জনম্‌।'—কাব্য-প্র° ১৪. ৩, ৪ ; সা-দ° ২০-৬ ॥ বো-রো° শব্দ° ॥

অঞ্জন,—[অন্‌জ (দীপ্তি পাওয়া) + অন্‌—করণে ; যাহাদ্বারা নেত্র দীপ্তিশালী হয় ; বা অজ্যতে অনেন ইতি অঞ্জনম্‌, যাহাদ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করা হয়, তাহার নাম অঞ্জন] অঞ্জন পরিয়া চক্ষুর সৌন্দর্য প্রসাধনের প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান কালেও ইহার ব্যবহার একেবারে লুপ্ত হয় নাই। সদ্যোজাত শিশুর চক্ষু হইতে অনেক বয়স্ক নরনারীদের নেত্র অঞ্জনাঞ্জিত দেখা যায়। বঙ্গদেশ অপেক্ষা ভারতের উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলেই অঞ্জনের ব্যবহার অধিক। বাঙলা দেশের নানাস্থানে এক সম্প্রদায় কাবুলদেশবাসী লোক সুর্মা নামক অঞ্জন বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। এই সুর্মার প্রচলন হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিক। বাঙলা দেশে শিশুদের চোখে নানাপ্রকার কাজল দেওয়া হয়। নিম্নে এই জাতীয় কয়েকটি অঞ্জনের উল্লেখ করা গেল :—

(১) মনসাসিজের পরিষ্কৃত পাতায় সরিষার তৈল মাখাইয়া তাহাকে দগ্ধ করিলে যে কাজল পাওয়া যায়, তাহা শিশুদের চোখের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। (২) কাজললতা নামক লৌহ-নির্মিত পাত্রের মধ্যে সরিষার তৈল মাখাইয়া প্রদীপের উপর ধরিলে যে কালি পাওয়া যায়, তাহাও অঞ্জনার্থ ব্যবহৃত হয়। (৩) পলিথা মাদারের ছাল তৈল-সিক্ত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যবহারে শিশুর চোখে পিচুটি পড়া নিবারিত হয়।

এতদ্ব্যতিরিক্ত আরও অনেক টোটকা অঞ্জনের ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নানাপ্রকার অঞ্জনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে দ্রব্য দ্বারা নেত্রে অঞ্জন দেওয়া হয়, তাহাকে অঞ্জন দ্রব্য বলে। চক্ষুর মধ্যে কৃষ্ণ-মণ্ডলের অধোভাগে শলাকাদ্বারা অঞ্জন দেওয়া হয়।

> অঞ্জনং ক্রিয়তে যেন তদ্দ্রব্যাঞ্জনং মতম্॥ ১৩৬
>
> কৃষ্ণভাগাদধঃ কুর্যাদ্ যাবদ্রসনমঞ্জনম্। ১৪৬
>
> —ভাবপ্র° মধ্য° ৪।

অঞ্জন-বিধি—বাম হস্তদ্বারা নেত্রকে উন্মীলিত করিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা কনীনক (নাসিকা-সমীপস্থ নেত্রকোণ) হইতে অপাঙ্গ (কর্ণ-সমীপস্থ কোণ) পর্যন্ত অঞ্জন-শলাকা দ্বারা যথাযোগ্য অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্তব্য। এই রূপে অপাঙ্গ পর্যন্ত গতাগত করিয়া প্রয়োজন অনুসারে ২।৪ বার অঞ্জন প্রয়োগ করা যায়। নেত্রবর্ত্মের (বর্ত্মের মধ্যভাগে বা নেত্র পক্ষ্ম ও বর্ত্মের সন্ধিস্থানে) লেপনযোগ্য অঞ্জন অঙ্গুলিদ্বারা প্রয়োগ করা বিধেয়। নেত্রের প্রান্তদ্বয়ে অধিক অঞ্জন দেওয়া অনুচিত।

> বামেনাক্ষি বিনির্ভুজ্য হস্তেন সুসমাহিতঃ।
> শলাকয়া দক্ষিণেন ক্ষিপেৎ কানীনমঞ্জনম্॥
> অপাঙ্গং বা যথাযোগং কুর্যাচ্চাপি গতাগতম্।
> বর্ত্মোপলেপি বা যচ্চ তদঙ্গুল্যৈব প্রয়োজয়েৎ॥
> অক্ষি নাত্যন্তয়োরস্রাবাধমানোঽপি বা ভিষক্।
>
> —সুশ্রু° উ°, ১৮. ৬৪-৬৬

চক্ষের উপরিভাগে অর্থাৎ পাতার উপরে যে লেপ দেওয়া হয়, আয়ুর্বেদে তাহাকে অঞ্জন বলে না—তাহার সংজ্ঞা—বিড়ালক। উহা মুখলেপবৎ প্রযোজ্য।

> বিড়ালকো বহির্লেপ নেত্রে পক্ষ্মবিবর্জিতে।
> তস্য মাত্রা পরিজ্ঞেয়া মুখলেপবিধানবৎ॥
>
> —ভাবপ্র° মধ্য° ৪. ১১১।

অঞ্জনের প্রধান উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অক্ষিগোলকে অঞ্জনদ্রব্য প্রয়োগ।

> অথাঞ্জিতমুন্মীলয়ন্ দৃষ্টিমন্তঃসঞ্চারয়েচ্ছনৈঃ।
> অঞ্জিতে বর্ত্মনী কিঞ্চিচ্চালয়েচ্চৈবমঞ্জনম্॥
> তীক্ষ্ণং ব্যাপ্নোতি সহসা নচোন্মেষনিমেষণং
> নিষ্পীড়নঞ্চ বর্ত্মভ্যাং ক্ষালনং বা সমাচরেৎ।
>
> —বাগ° সূ° ২৩. ২৫।

অঞ্জিত হইলে চক্ষু বুজিয়া ভিতরের গোলককে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতে হইবে এবং বর্ত্ম দ্বয়কে ঈষৎ চালনা করিতে হইবে। এইরূপে তীক্ষ্ণাঞ্জন সত্বর চক্ষু মধ্যে ব্যাপ্ত হয় (মধ্যম ও মৃদু অঞ্জন অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হয়)। অঞ্জন-প্রয়োগে চক্ষে জ্বালা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তৎকালে উন্মেষনিমেষ বা বর্ত্ম দ্বারা নিষ্পীড়ন (অর্থাৎ চক্ষু-বর্ত্মের উপরিভাগ ঘর্ষণ) করা বা ধোয়া অনুচিত। কারণ দোষ নির্গত হইবার সময় চক্ষু প্রক্ষালন করিলে দোষ প্রত্যাগত হইয়া দৃষ্টির বল নষ্ট করে। দোষ ও অশ্রুস্রাব নিবৃত্ত হইলে চক্ষু ধুইয়া প্রত্যঞ্জন দেওয়া উচিত।

লেখনাঞ্জন বা তীক্ষ্ণ অঞ্জন দ্বারা সন্তপ্ত চক্ষে স্বাদু শীতল স্নিগ্ধ চূর্ণাঞ্জন প্রয়োগকে প্রত্যঞ্জন কহে। তাহাতে অঞ্জনকৃত জ্বালা প্রভৃতি দূর হইয়া চক্ষু প্রকৃতিস্থ হয়।

অঞ্জন সাধারণতঃ দুই প্রকার—

১। অনাগত ব্যাধি-প্রতিষেধক।

২। ব্যাধি প্রতিষেধক।

১। যে অঞ্জন ধারণ করিলে নেত্রবিকার উপস্থিত হইতে পারে না এবং যাহা সুস্থ নেত্রের হিতকর সেই অঞ্জনকেই বৈদ্যকে দিনচর্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সৌবীরাঞ্জন, কাজল, সুর্মা প্রভৃতি ইহার অন্যতম।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

> সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষ্ণোঃ প্রয়োজয়েৎ
> পঞ্চরাত্রেঽষ্টরাত্রে বা স্রাবণার্থে রসাঞ্জনম্।
> চক্ষুস্তেজোময়ং তস্য বিশেষাৎ শ্লেষ্মতো ভয়ম্।
> দিবাতন্নপ্রযোক্তব্যং নেত্রয়োস্তীক্ষ্ণমঞ্জনম্।
>
> —চরক° সূ° ৫. ৫।

সৌবীরাঞ্জন অক্ষিদ্বয়ের হিতকর বলিয়া উহা নিত্যই প্রয়োগ করিবে। চক্ষু তেজোময় পদার্থ। এই জন্য শ্লেষ্মা হইতেই ইহার বিশেষ ভয়। অতএব জলস্রাবার্থ প্রতি পঞ্চম বা অষ্টম রাত্রে রসাঞ্জন প্রয়োগ বিধেয়। কিন্তু জলস্রাবার্থ তীক্ষ্ণ অঞ্জন দিবাভাগে নেত্রে প্রয়োগ করা অনুচিত।

দিবসে স্রাবার্থ তীক্ষ্ণ অঞ্জন ধারণ করিলে নানারূপ ব্যাপৎ ঘটিতে পারে; কারণ, তীক্ষ্ণ অঞ্জন ধারণে নেত্র হইতে প্রচুর জলস্রাব হয় বলিয়া দৃষ্টিদৌর্বল্য হইয়া থাকে; কাজেই চক্ষু সূর্যাতপ সহ্য করিতে না পারিয়া অবসন্ন হয়। নিশাকালই তীক্ষ্ণ অঞ্জন-ধারণের প্রশস্ত সময়। এই সময়ে তীক্ষ্ণ অঞ্জন কার্যকারী হইয়া থাকে এবং তখন দৃষ্টি-প্রসাদক এবং শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়াও হিতকর হয়।

সুশ্রুত-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

> অতঃ স্রোতোঽঞ্জনং শ্রেষ্ঠং বিশুদ্ধং সিন্ধুসম্ভবম্।
> দাহকণ্ডূমলঘ্নঞ্চ দৃষ্টিক্লেদরুজাপহম্।
> অক্ষ্ণোরূপাবহঞ্চৈব সহতে মারুতাতপৌ॥
>
> —সুশ্রু° চি° ২৪. ১৮-১৯

মহর্ষি সুশ্রুত অনাগতাবাধ-প্রতিষেধনীয়

[যেরূপ আচরণ করিলে আবাধ (পীড়া) আসিতে পারে না, তাহাকে 'অনাগতাবাধ-প্রতিষেধনীয়' বলে] অধ্যায়ে চক্ষুর স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ প্রত্যহ অঞ্জন ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে সিন্ধুদেশ-সম্ভূত মলরহিত স্রোতোঞ্জনই শ্রেষ্ঠ। ইহা নেত্রের দাহ, কণ্ডূ, মল, ক্লেদ ও বেদনানাশক। ইহার ব্যবহারে নেত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, চক্ষুতে বাতাতপ সহ্য হয় এবং কোন প্রকার নেত্র-বিকার উৎপন্ন হইতে পারে না।

প্রাত্যহিক অঞ্জন-ধারণের নিষিদ্ধ কাল—ভুক্তবান্ শিরস্না তঃ শ্রান্তশ্চ যান-

বাহনৈঃ।

রাত্রৌ জাগরিতশ্চাপি নাঞ্জ্যাদজ্বরিত এব চ।

—সুশ্রু° চি° ২৪, ২০।

ভোজনের পর, শিরঃস্নাত হইয়া, যমনে বা বাহন-গমনে শ্রান্ত হইয়া, এবং রাত্রিজাগরণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দেওয়া অহিতকর। জ্বর হইবার পরও নেত্রে অঞ্জন দেওয়া নিষিদ্ধ।

অঞ্জনের গুণ—

যথা হি কনকাদীনাং মলিনাং

বিবিধাত্মনাম্।

ধৌতানাং নির্মলা শুদ্ধিস্তৈলচেলকচাদিভিঃ॥

এবং নেত্রেষু মর্ত্যানামঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ॥

দৃষ্টির্নিরাকুলা ভাতি নির্মলে নভসীন্দুবৎ॥

—চরক° সূ° ৫, ৫।

যেরূপ স্বর্ণাদি ধাতু মলিন হইলে তৈল, বস্ত্রখণ্ড, কেশ প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কার করিলে নির্মল হয় ও বিশুদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ মানবের দৃষ্টি অঞ্জন ও আশ্চ্যোতনযোগে নিরাকুল হইয়া নির্মল গগনস্থিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে।

সুশ্রুত-সংহিতায়—

পক্ষ্মলং বিশদং কান্তমমলোজ্জ্বলমণ্ডলম্।

নেত্রমঞ্জনসংযোগাদ্ভবেচ্চামলতারকম্।

—সুশ্রু° চি° ২৪, ৬৬-৭।

অর্থাৎ—নেত্রে অঞ্জন ধারণ করিলে নেত্রমণ্ডল সুদৃশ্য পক্ষ্মবিশিষ্ট, বিশদ, কমনীয়, বিমল, উজ্জ্বল ও নির্মল তারকাযুক্ত হয়।

ব্যাধি-প্রতিষেধক—

সান্নিপাতিক জ্বর, মূর্ছা, অপস্মার ও উন্মাদ-চিকিৎসায় নানাপ্রকার অঞ্জন-প্রয়োগের বিধান আছে; এই সকল অঞ্জন-প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য রোগীর সংজ্ঞাপ্রবোধন ও শিরো-বিরেচন প্রভৃতি শিরোরোগ-চিকিৎসাতেও নানা প্রকার অঞ্জনের উল্লেখ আছে। নেত্ররোগের যত প্রকার চিকিৎসাক্রম আছে, অঞ্জনধারণ তাহাদের অন্যতম। অঞ্জনধারণে অনেক অসাধ্য নেত্ররোগও সাধ্য হয়। এই সকল অঞ্জন তিন প্রকার—লেখনাঞ্জন, রোপণাঞ্জন ও দৃষ্টিপ্রসাদনাঞ্জন।

লেখনাঞ্জন—মধুর রস ভিন্ন অপর পাঁচটী রসবিশিষ্ট দ্রব্যকৃত যে অঞ্জন, তাহাকে লেখনাঞ্জন বলে। এই পাঁচটী রস দোষভেদে এক একটী করিয়া গ্রহণ করা যায়। যথা—বাতে অম্ললবণদ্রব্য কৃত, পিত্তে কষায়দ্রব্যকৃত, শ্লেষ্মায় কটুতিক্তদ্রব্যকৃত, দ্বন্দ্বে ও সন্নিপাতে রসদ্বয় বা রসত্রয়কৃত লেখনাঞ্জন প্রযোজ্য। গুণ—

নেত্রবর্ত্মশিরাকোষস্রোতঃশৃঙ্গাটকাশ্রিতম্।

মুখনাসাক্ষিভির্দোষমোজসা স্রাবয়েচ্চ তৎ।

—সুশ্রু° উ° ১৮, ৫৪।

অর্থাৎ— লেখনাঞ্জন নেত্রশিরা, নেত্রকোষ, বর্ত্মশিরা নেত্র-স্রোত ও শৃঙ্গাটকাশ্রিত দোষকে নিজ প্রভাবে মুখ, নাসিকা অথবা অক্ষিদ্বার দিয়া স্রাবিত করে।

রোপণাঞ্জন—অম্লঘৃত-সংযোগে কষায়-তিক্ত দ্রব্যে যে অঞ্জন করা হয়, তাহাকে রোপণাঞ্জন বলে। গুণ—

তৎস্নেহশৈত্যাদ্বর্ণ্যং স্যাদ্দৃষ্টেশ্চ বলবর্ধনম্।

—সুশ্রু° উ° ১৮, ৫৫।

অর্থাৎ—রোপণাঞ্জন স্নেহ ও শৈত্যগুণযুক্ত বলিয়া (চক্ষুর স্বাভাবিক) বর্ণোৎপাদক ও দৃষ্টির বলবর্ধক।

প্রসাদনাঞ্জন—ঘৃতাদি স্নেহ-সংযোগে ও মধুর দ্রব্যে যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে প্রসা-দনাঞ্জন বলা হয়। গুণ—

দৃষ্টিদোষপ্রসাদার্থং স্নেহনার্থং তদিষ্যতে।

—সুশ্রু° উ° ১৮, ৭।

অর্থাৎ—দৃষ্টিদোষের প্রসাদনার্থ এবং নেত্রের স্নেহনার্থ প্রসাদন অঞ্জন হিতকর।

শিরাবেধ, ব[illegible] বিরেচনাদিদ্বারা সং-শোধনক্রিয়া শুদ্ধ দেহ হইলে এবং নেত্রে দোষের নিরূপ প্রকাশ পাইলে নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ করা বিধেয়।—সুশ্রু° [illegible]।

এই সকল অঞ্জন [illegible]দে পূর্বাহ্ণ, সায়াহ্ন বা রাত্রিকালে প্রয়োগ করিতে হয়।

উক্ত ত্রিবিধ অঞ্জনই গুটিকা, রসক্রিয়া ও চূর্ণভেদে তিন প্রকার কল্পিত হইয়া থাকে। এই অঞ্জনত্রয় যথাপূর্ব ব[illegible]ও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মহাবলরোগে গুটি[illegible]মধ্যবলরোগে রসক্রিয়াঞ্জন এবং হীনবলরোগে চূর্ণাঞ্জন প্রযোজ্য।—সুশ্রু° উ° ১৮। মাত্রা—

হরেণুমাত্রা বর্তিঃ স্যাল্লেখনস্য প্রমাণতঃ।

প্রসাদনস্য চাধ্যর্ধা দ্বিগুণা রোপণস্য চ॥

রসাঞ্জনস্য মাত্রা তু যথাবর্তি[illegible]া মতা।

—সুশ্রু° উ° ১৮, ৫৯-৬০।

এই ত্রিবিধ অঞ্জনের প্রয়োগ-মাত্রাও ত্রিবিধ। লেখনাঞ্জনের বর্তি মটরডাল-পরি-মিত। প্রসাদনাঞ্জনের বর্তি দেড় মটর এবং রোপণাঞ্জনের বর্তি দুই মটর-পরিমিত।

লেখনকার্যে প্রযুক্ত রসক্রিয়াঞ্জনের মাত্রা লেখনবর্তিবৎ। রোপণকার্যে প্রযুক্ত রসক্রিয়াঞ্জনের মাত্রা রোপণবর্তিবৎ এবং প্রসাদনকার্যে প্রযুক্ত রসক্রিয়াঞ্জনের মাত্রা প্রসাদনবর্তিবৎ।

লেখন-চূর্ণাঞ্জনের মাত্রা দুই শলাকা, রোপণ-চূর্ণাঞ্জনের মাত্রা তিন শলাকা ও প্রসাদন চূর্ণাঞ্জনের মাত্রা চারি শলাকা।

উক্ত লেখনাদি অঞ্জনসমূহ তত্তৎ গুণ-বিশিষ্ট পাত্রে রক্ষণ করা বিধেয়।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—

তেষাং তুল্যগুণানাহ বিদধ্যাদঞ্জনান্যপি

সৌবর্ণং রাজতং শার্ঙ্গং তাম্রং বৈদূর্যকাংস্য-

জম্।

আয়সানি চ যোজ্যানি শলাকাশ্চ যথাক্রমম্॥

—সুশ্রু° উ° ১৮, ৭১।

মধুরদ্রব্যকৃত অঞ্জন সুবর্ণ-পাত্রে, অম্ল-দ্রব্যকৃত অঞ্জন রজত-পাত্রে, লবণদ্রব্যকৃত অঞ্জন মেষশৃঙ্গ-নির্মিত পাত্রে, কষায়রসকৃত

অঞ্জন তাম্র বা লৌহ পাত্রে, কটুদ্রব্যকৃত অঞ্জন বৈদূর্য-নির্মিত পাত্রে এবং তিক্ত দ্রব্যকৃত অঞ্জন কাংস্যপাত্রে স্থাপন করা কর্তব্য।

অঞ্জন-শলাকা—অঞ্জন প্রয়োগের শলাকা সকলও যথাক্রমে অঞ্জনের তুল্যগুণ (সুবর্ণাদিদ্বারা প্রস্তুত) হওয়া আবশ্যক। শলাকার দুই মুখ মুকুলাকার এবং অবয়ব মটর ডালের ন্যায় স্থূল হওয়া উচিত। উহার দৈর্ঘ্য আট অঙ্গুলি এবং মধ্যভাগ তনু হইবে। উহা সুকৃত (কর্কশত্বাদি-রহিত) ও সুনিগ্রহ (সুখধারণযোগ্য) করিয়া প্রস্তুত করা বিধেয়। এতদ্ব্যতীত ওড়ম্বরী (তাম্রনির্মিত), অশ্মজাত (বৈদূর্যাদি পাষাণনির্মিত) ও শার্ঙ্গী (শৃঙ্গাদি-নির্মিত) শলাকা অধিকতর হিতকর।

তেষাং তুল্যগুণান্যেব বিদধ্যাত্ত্বঞ্জনান্যপি।
সৌবর্ণং রাজতং শার্ঙ্গং তাম্রং বৈদূর্য-
কাংস্যজম্।
আয়সানি চ যোজ্যানি শলাকাস্তু যথাক্রমম্॥
—সুশ্রু° উ° ১৮. ৭১।

দৃষ্টিপ্রসাদনী শলাকা— "ভাবপ্রকাশ নামক" বৈদ্যক-গ্রন্থে সীসক-নির্মিত শলাকারও উল্লেখ আছে। সীসককে দ্রবীভূত করিয়া তাহা যথাক্রমে ত্রিফলা, ভীমরাজ ও শুঁঠের কাথে, ঘৃতে, গোমূত্রে, মধু ও ছাগদুগ্ধে নিষিক্ত করিতে হয়। এই সীসকদ্বারা শলাকা প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন-কার্যে প্রয়োগ করিলে সর্ববিধ নেত্রবিকার প্রশমিত হয়। ইহার নাম দৃষ্টি প্রসাদনী শলাকা।

অবস্থা-বিশেষে অঞ্জন-প্রয়োগে অপকারিতা— শারীরিক ক্রিয়াবৈষম্যহেতু অনেক সময় অঞ্জন-ধারণে বিভিন্ন ব্যাপৎ ঘটিতে পারে। কাজেই রোগীর অবস্থা বুঝিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করা উচিত। অনেকস্থলে অঞ্জনসাধ্য রোগ হইলেও রোগীর অবস্থা-বিপর্যয় হেতু সে স্থলে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হইয়া থাকে। এই জন্য মহর্ষি সুশ্রুত (উ° ১৮. ৭৪) বলিয়াছেন—

শ্রমোদাবর্তরুদিতমদ্যক্রোধভয়জ্বরৈঃ।
বেগাঘাতশিরোদোষৈশ্চার্তানাং নেষ্যতেঽ-
ঞ্জনম্।

শ্রম, উদাবর্ত, রোদন, মদ্য, ক্রোধ, ভয়জ্বর, মলমূত্রাদির বেগাঘাত ও শিরোদোষ দ্বারা আর্ত ব্যক্তিদিগকে অঞ্জন প্রদান করা উচিত নয়। এই সকল অবস্থায় অঞ্জন প্রয়োগ করিলে নেত্রলৌহিত্য, বেদনা, অন্ধকারদর্শন, অশ্রুস্রাব প্রভৃতি নেত্রবিকার ঘটিয়া থাকে।

নিদ্রাক্ষয়ে অঞ্জন ধারণ করিলে নিমেষোন্মেষাদি ক্রিয়া লোপ পায়। প্রবাতে অঞ্জন ধারণ করিলে দৃষ্টিবল ক্ষয় হয়। ধূলি ও ধূমদ্বারা উপহত নেত্রে অঞ্জন ধারণ করিলে লৌহিত্য, স্রাব ও অধিমন্থরোগ হইয়া থাকে। নস্যান্তে অঞ্জন দিলে নেত্রে শোথ ও শূলনিস্তোদবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। শিরঃস্নানের পর, অতি শীতল সময়ে এবং সূর্যের অনুদয়কালে অঞ্জন ধারণ করিলে তৎকালে দোষের স্থিরত্বহেতু অঞ্জন দোষ-নির্হরণ করিতে পারে না। অজীর্ণাবস্থাতে অঞ্জন ধারণ করিলে তৎকালে স্রোতমার্গের অবরোধহেতু দোষেরও অবরোধ ঘটে। কাজেই অঞ্জন দোষকে স্রাবিত করিতে পারে না। দোষের বেগোদয়কালে অঞ্জন ধারণ করিলে রাগশোথাদি উপদ্রব সকল ঘটিয়া থাকে। এই জন্য সংশোধনান্তর অঞ্জন ধারণ করা কর্তব্য। লেখনাঞ্জন সম্বন্ধেই এই নিষিদ্ধকাল বিশেষভাবে উক্ত হইল।

লেখনস্য বিশেষেণ কাল এষ প্রকীর্তিতঃ।
—ঐ, ১৮. ৭৩।

মহর্ষি চরকের (চি° ২৬. ২১০) মতে নেত্ররোগের প্রথম তিন দিন অঞ্জন ধারণ করা উচিত নয়। কারণ এই সময় দোষ আমাবস্থায় থাকে।

পশ্চাৎপক্কতা কার্যং নয়ান্তু নেত্রাঞ্জনং
ত্র্যহাৎ।

নেত্ররোগারম্ভক দোষের আমাবস্থায় অঞ্জন ধারণ করিলে বিবিধ নেত্রবিকার উপস্থিত হয়। কাজেই দোষের পকাবস্থায় অঞ্জন দেওয়া উচিত।

"অথ সং পক্কদোষস্য প্রাপ্তমঞ্জনমাচরেৎ।"
—ভাবপ্র° পূ ২. ১৮৭

'অষ্টাঙ্গহৃদয়' নামক বৈদ্যক-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে যখন বিরেচনাদিদ্বারা দেহ শুদ্ধ হইবে যখন দোষ কফাদিতে ব্যাপ্ত না হইয়া মাত্র নেত্রে অবস্থান করিবে এবং যখন পক্কলক্ষণ, অল্পশোথ, অতিকণ্ডূ, পৈচ্ছিল্য, মন্দবেদনা, অল্প অশ্রুস্রাব, ঘনদূষিকা প্রভৃতি লক্ষিত হইবে, তখনই ত্রিবিধ অঞ্জন ধারণ করা উচিত।

অথাঞ্জনং শুদ্ধতনো-
র্নেত্রমাত্রাশ্রয়ে মলে।
পক্কলিঙ্গেঽল্পশোথাতি-
কণ্ডূপৈচ্ছিল্যলক্ষিতে॥
মন্দঘর্ষাশ্রুরাগেঽক্ষ্ণি
প্রযোজ্যং ঘনদূষিকে।
আর্তে পিত্তকফাসৃগ্ভি-
র্মারুতেন বিশেষতঃ॥
—বাগ° সূ° ২৩, ৮, ৯।

অঞ্জনের সম্যগ্‌যোগাদি লক্ষণ— লেখনাদি ত্রিবিধ অঞ্জন উপযুক্ত মাত্রায় প্রযুক্ত না হইলে নেত্র বিবিধ উপদ্রবে উপদ্রুত হয়। যথোপযুক্তমাত্রায় অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তাহাকে সম্যগ্‌যোগ, অতি অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে তাহাকে হীনযোগ এবং অত্যধিকমাত্রায় অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তাহাকে অঞ্জনের অতিযোগ বলে।

লেখনাঞ্জনের সম্যগ্‌যোগলক্ষণ—

বিশদং লঘ্বনাস্রাবি
ক্রিয়াপটু সুনির্মলম্।
সংশাম্যোপদ্রবং নেত্রং
বিরিক্তং সম্যগাদিশেৎ॥
—সুশ্রু° উ° ১৮. ৭৫।

লেখনাঞ্জন সম্যগ্‌মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে নেত্র বিশদ, অনাস্রাবী, ক্রিয়াপটু, সুনির্মল ও উপদ্রব-রহিত হইয়া থাকে।

লেখনাঞ্জনের হীনযোগলক্ষণ—

অজিহ্মকবিরিক্তং
স্যাদূর্ধ্বদোষসমন্বিতং।
ধূমনস্যাঞ্জনৈস্তত্র
হিতং দোষাবসেচনম্॥
—ঐ, ১৮. ৭৮।

লেখনাঞ্জন হীনমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে দোষ উৎক্লিষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় ধূম, নস্য ও অঞ্জনযোগে দোষের অবসেচন করা উচিত।

লেখনাঞ্জনের অতিযোগ-লক্ষণ—

রসাঞ্জনের পর্যায়শব্দ ও গুণ—

রসাঞ্জনং তার্ক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্।
রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম-বিষ-নেত্র বিকারনুৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ॥

—ভাবপ্র° পূ° ১.১৯০।

রসাঞ্জন তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ, তার্ক্ষ্যজ এইগুলি একার্থবাচক শব্দ।

রসাঞ্জন—শ্লেষ্ম, বিষ ও নেত্ররোগ-নাশক। ইহা উষ্ণবীর্য, রসায়ন; কটু তিক্ত-রস, ছেদন ও ব্রণদোষনাশক।

[এতদ্ভিন্ন রসনামে নীলাঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন প্রভৃতি অঞ্জনের উল্লেখ আছে]

যাবতীয় ধাতুজ ও কাষ্ঠজ অঞ্জন ব্যবহারের পূর্বে শোধন করিয়া লওয়া উচিত। কারণ অশোধিত অথবা বিষ-সংসৃষ্ট অঞ্জন ব্যবহার করিলে নানাবিধ নেত্রব্যাপৎ ঘটিতে পারে।

সুশ্রুত-সংহিতায় বিষ-সংসৃষ্ট অঞ্জন-ধারণের নিম্নোক্তরূপ ব্যাপৎ উক্ত হইয়াছে। যথা—

অশ্রূপদেহো দাহশ্চ বেদনাদৃষ্টিবিভ্রমঃ।
অঞ্জনে বিষসংসৃষ্টে ভবেদান্ধ্যমথাপি চ॥

—সুশ্রু° ক° ১.৬৯।

বিষদুষ্ট অঞ্জন ধারণ করিলে অশ্রুপতন, উপদেহ (নেত্রমলবৃদ্ধি), নেত্রদাহ, বেদনা, দৃষ্টিবিভ্রম প্রভৃতি ব্যাপৎ উপস্থিত হয়। এমন কি দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

খনিজ-অঞ্জন-শোধনপ্রণালী—

অঞ্জনান্যপি শুধ্যন্তি ভৃঙ্গরাজনিজদ্রবৈঃ॥

—রস-পূ° ৯.১৩।

ধাতুজ অঞ্জন ভৃঙ্গরাজের রসে একদিন ভাবিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়।

দার্বীক্বাথোৎপন্ন রসাঞ্জনশোধন-প্রণালী—

তোয়েহম্লাকে পরিক্ষিপ্য দ্রবীকুর্যাদ্ রসাঞ্জনম্।
বাসসা স্রাবয়িত্বা চ শোধনং ভাস্বরশ্মিনা॥

—আয়ুর্বেদ পরিভাষা° প্র°।

দার্বী-রসাঞ্জন গরমজলে গুলিয়া ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই বিশুদ্ধ হয়।

জ্বররোগে অঞ্জন—

সন্নিপাত জ্বরে অঞ্জন—

(১)

শিরীষবীজগোমূত্র-কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥

—চক্র° জ্বর-চি° ১০৭।

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসোন, বচ ও মনঃশিলা গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রোগীর সংজ্ঞালাভ হয়।

(২)

দূকাক্ষীবীজগোমূত্র-
কণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
শিলাবচারসোনৈর্বা
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধনম্॥

—চক্র° জ্বর-চি° ১০৭ টী°-ধৃত আয়ু-সা°।

আলকুশীবীজ, বহেড়ার শাঁস, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও বচ অথবা রসোন গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রোগীর সংজ্ঞালাভ হয়।

বিষমজ্বরে অঞ্জন—

(১)

সৈন্ধবং পিপ্পলীনাঞ্চ তণ্ডুলাঃ সমনঃশিলাঃ।
নেত্রাঞ্জনং তৈলপিষ্টং বিষমজ্বরনাশনম্॥

—চরক° চি° ৩.২০৯।

সৈন্ধবলবণ, পিপুলের দানা ও মনঃশিলা তিল তৈলের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

বিসূচিকা-রোগে অঞ্জন

(১)

ব্যোষং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রাং
মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ।
ছায়াবিশুষ্কা গুড়িকাঃ
কৃতাস্তা হন্যুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন॥

—চক্র° বিসূচিকা-চি° ৪০।

ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জের ফল, হরিদ্রা, টাবা-লেবুর মূল সমপরিমাণে গ্রহণপূর্বক জলে পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই গুটিকা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া অঞ্জন দিলে বিসূচিকা-জনিত মূর্ছা, প্রমীলক, শিরোরোগাদি প্রশমিত হয়।

উন্মাদরোগে অঞ্জন

(১)

শিরীষমধুকং হিঙ্গু
লশুনং তগরং বচাম্।
কুষ্ঠঞ্চ বস্তমূত্রেণ
পিষ্টং স্যান্নাবনাঞ্জনম্॥

—চরক° চি° ১৪.৫৩।

শিরীষবীজ, যষ্টিমধু, হিঙ্গু, রসোন, তগর, বচ, কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া উন্মাদ-রোগীকে অঞ্জন দিলে উপকার হয়।

(২)

মরিচমাতপে মাসং
সপিত্তং স্থিতমঞ্জনম্॥
বৈকৃতং পশ্যতঃ কার্যং
দোষভূতহতস্মৃতেঃ॥

—চরক° চি° ১৪.৫৭।

গোপিত্ত ও শৃগালপিত্তের সহিত মরিচ-চূর্ণ একমাস রৌদ্রে ভাবনা দিতে হয়। ইহার অঞ্জনে দৃষ্টিবিকৃতি এবং দোষজ ও ভৌতিক উন্মাদের স্মৃতিভ্রংশদোষ নিবৃত্ত হয়।

(৩)

ব্রাহ্মীমৈন্দ্রীং বিড়ঙ্গানি
ব্যোষং হিঙ্গুং জটাম্।
বিষঘ্নীং লশুনং রাস্নাং
বিশল্যাং সুরসাং বচাম্॥
জ্যোতিষ্মতীং নাগরং চ
অনন্তামভয়াং তথা।
সৌরাষ্ট্রীঞ্চ সমাংশানি
গজমূত্রেণ পেষয়েৎ॥
ছায়াবিশুষ্কাস্তদ্বর্তীর্বো-
জয়েদ্বিধিকোবিদঃ।
অবপীড়েঽঞ্জনেঽভ্যঙ্গে
নস্যে ধূমে প্রলেপনে॥

—সুশ্রু° উ° ৬২.৩২।

ব্রাহ্মী, ইন্দ্রবারুণী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, দেবদারু, জটামাংসী, বিষঘ্নী (হরিদ্রা), রসোন, রাস্না, বিশল্যা, সুরসা (তুলসী), বচ, জ্যোতিষ্মতী (লতাকটকী), নাগর (শুঁঠ), অনন্তমূল, হরীতকী ও সৌরাষ্ট্র

মৃত্তিকা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গজমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। এই বর্ত্তি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া উন্মাদ-রোগীর অবপীড়নস্যে, অঞ্জনে, অভ্যঙ্গে, ধূমে ও প্রলেপনে প্রয়োগ করা উচিত।

(৪)

ত্র্যূষণোঽথ হরিদ্রে দ্বে
মঞ্জিষ্ঠা হিঙ্গুসর্ষপাঃ।
শিরীষবীজযোগোঽয়ম্-
গ্রহাপস্মারনাশনম্॥
—চরক° চি° ১৪. ৫৪।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, হিঙ্গু, সর্ষপ ও শিরীষবীজচূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্য ও অঞ্জন দিলে উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার নষ্ট হয়।

অপস্মারে অঞ্জন—

(১)

কায়স্থাং শারদান্
মুদ্গান্ মুস্তোশীর যবাংস্তথা।
সব্যোষান্ বস্তমূত্রেণ
পিষ্ট্বা বর্ত্তি প্রকল্পয়েৎ॥
অপস্মারে তথোন্মাদে
সর্পদষ্টে তথার্দিতে।
বিষপীতে জলমৃতে চৈতাঃ
স্যুরমৃতোপমাঃ॥
—চরক° চি° ১৪. ৩৩।

ছোটএলাচ, শারদীয় মুগ, মুথা, বেণার মূল, যব ও ত্রিকটু ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। এই বর্ত্তির অঞ্জনে অপস্মার, উন্মাদ, সর্পদষ্ট, অর্দিত, বিষপীত এবং জলমৃত রোগীর অমৃতের ন্যায় উপকার হয়।

(২)

মুস্তং বয়ঃস্থাং ত্রিফলাং
কায়স্থাং হিঙ্গুশাবলম্।
যোগং মাষান্ যবান্
মূত্রৈর্বস্তিমেষগবাং ভবিষ্যতিঃ॥
পিষ্ট্বা কৃত্বা চ তাং বর্ত্তি-
মপস্মারে প্রযোজয়েৎ।
—চরক° চি° ১৪. ৩৩।

মুথা, গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ছোটএলাচ, নবদূর্বা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মাষ ও যব সমপরিমাণে গ্রহণপূর্বক ছাগ, মেষ ও বৃষের মূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। এই বর্ত্তির অঞ্জন অপস্মাররোগনাশক।

(৩)

মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজঞ্চৈব
শকৃৎ পারাবতস্য চ।
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মার-
মুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ॥
—চক্র° অপস্মার-চি° ৩।

মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পারাবতের বিষ্ঠার অঞ্জনে অপস্মার বিশেষতঃ উন্মাদ বিনষ্ট হয়।

সর্পদষ্টে অঞ্জন—

(১)

বংশত্বগার্দ্রামলকং কপিত্থং
কটুত্রিকং হৈমবতী সকুষ্ঠা।
করঞ্জবীজং তগরং শিরীষ-
পুষ্পঞ্চ গোপিত্তযুতং নিহন্তি॥
বিষাণি লূতোন্দুর পন্নগানাং
কীটস্য লেপাঞ্জননস্যপানৈঃ।
পুরীষ মূত্রানিলগর্ভসঙ্গা-
ন্নিহন্তি বর্ত্ত্যাঞ্জননাভিলেপৈঃ॥
কাচার্মকোষান্ পটলাংশ্চ ঘোরান্
পুষ্পঞ্চহন্ত্যাঞ্জননস্যযোগৈঃ।
—সুশ্রু° ক° ৫. ৮০।

বাঁশের ছাল, আমলকী, কপিত্থ (কয়েতবেল) ত্রিকটু, বচ, কুড়, করঞ্জবীজ, তগরকাষ্ঠ, শিরীষপুষ্প এই সকল দ্রব্য গোপিত্তে পেষণ করিয়া অগদ প্রস্তুত হয়। ইহা লূতা, ইন্দুর, সর্প ও কীটের বিষনাশক। ইহার প্রলেপে অঞ্জনে ও নস্যে কীটবিষ নষ্ট হয়। ইহার বর্ত্তির অঞ্জন ধারণ ও নাভিপ্রলেপদ্বারা মল, মূত্র বায়ু ও গর্ভের বিবদ্ধতা দূর হয়। ইহার অঞ্জন ও নস্যযোগে কাচ, অর্ম্ম, কোষ, পটল ও পুষ্পনামক ঘোর নেত্ররোগ সকল প্রশমিত হয়।

(২)

শিরীষ পুষ্পস্বরসে
ভাবিতং মরিচং সিতম্।
সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং
নস্যপানাঞ্জনে হিতম্॥
—চক্র° বিষ-চি° ৩।

শিরীষ-পুষ্পের রসে সজিনা-বীজ সাত দিন ভাবিত করিয়া তাহা পান, অঞ্জন ও নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে সর্পদষ্টব্যক্তির উপকার হয়।

নেত্ররোগে অঞ্জন—

(১)

সুখাবতী বর্ত্তিঃ

কতকস্য ফলং শঙ্খঃ সৈন্ধবং
ত্র্যূষণং সিতা।
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃ-
শিলা॥
কুক্কুটাণ্ডকপালঞ্চ বর্ত্তিরেষা ব্যপোহতি।
তিমিরং পটলং কাচং অর্ম্মকাঞ্চ সুখাবতী॥
—চরক° চি° ২৬. ২২৪।

নির্ম্মলীফল, শঙ্খনাভিচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা ও কুক্কুটাণ্ডের খোলা—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার অঞ্জনে তিমির, পটল, কাচ ও নেত্রমল নষ্ট হয়। ইহার নাম সুখাবতী বর্ত্তি।

(২)

দৃষ্টিপ্রদা-বর্ত্তিঃ

ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাসীসময়সো রজঃ।
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাং
পতেঃ।
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েৎ তাম্রভাজনে।
সপ্তরাত্রং স্থিতং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ।
এষা দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিরন্ধস্যাভিন্নচক্ষুষঃ॥
—চরক° চি° ২৬. ২২৫।

ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডের খোলা, হীরাকস, লৌহরজঃ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্র-ফেন ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে ছাগদুগ্ধের সহিত সপ্তাহকাল ভাবনা দিতে হইবে। অনন্তর ছাগলের দুগ্ধে পুনর্বার পেষণ করিয়া অঞ্জনবর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার নাম দৃষ্টিপ্রদা-বর্ত্তি। যেরূপ অন্ধই হউক না কেন, তাহার

চক্ষু যদি ভিন্ন না হইয়া থাকে, তবে এই বর্তি তাহাতে দৃষ্টি প্রদান করে।

(৩)

সৈন্ধবং ত্রিফলা ব্যোষং শঙ্খনাভিঃ সমুদ্রজঃ।
ফেনঃ শৈলেয়কং সর্জো বর্তিঃ স্রোতাক্ষি-
যোগসুৎ।

—চরক° চি° ২৬. ২১৭।

সৈন্ধব, ত্রিফলা, ত্রিকটু, শঙ্খনাভি, সমুদ্রফেন, শৈলজ ও ধুনা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বর্তির অঞ্জনে তৈমিক নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

(৪)

মহৌষধং মাগধিকাং সুধাং
সসৈন্ধবং সরসিজক শুক্রম্।
তথাত্তুলুঙ্গরসেন পিষ্টং
নেত্রাঞ্জনং পিষ্টকমাশু হন্যাৎ॥

—সুশ্রু° উ° ১১. ১৩।

শুঁঠ, পিপুল, সুধা, সৈন্ধব ও সজিনাবীজ সমপরিমাণে গ্রহণপূর্বক টোঁড়া লেবুর রসে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পিষ্টকনামক নেত্ররোগ আশু বিনষ্ট হয়।

(৫)

নাদেয়মগ্র্যং মরিচস্য শুক্রং
নেপালজাতা চ সমপ্রমাণা।
সমাতুলুঙ্গদ্রব এষ যোগঃ
কণ্ডূং নিহন্যাৎ সহমঞ্জনেন।

—সুশ্রু° উ° ১১. ১৬।

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ ও মনঃশিলা সমপরিমাণে গ্রহণপূর্বক মাতুলুঙ্গের রসে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রমল ও কণ্ডূ নষ্ট হয়।

(৬)

পাটল্যর্জুনশ্রীপর্ণীধাতকীধাত্রীবিল্বজঃ।
পুষ্পাণ্যথ বৃহতোশ্চ বিশ্বীলোটাচ্চ তুল্যশঃ॥
সমঞ্জিষ্ঠানি মধুনা পিষ্টানীক্ষুরসেন বা।
রক্তাভিষ্যন্দশান্ত্যর্থমেতদঞ্জনমিষ্যতে॥

—সুশ্রু° উ° ১২. ১২।

পারুল, অর্জুন, গাম্ভারী, ধাইফুল, আমলকী, বেল, বৃহতী, কণ্টকারী এবং বিশ্বীলোট — এই সকল বৃক্ষের পুষ্প এবং মঞ্জিষ্ঠা—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুতে বা ইক্ষুরসে পেষণ করিতে হইবে। ইহার অঞ্জনে রক্তাভিষ্যন্দনামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

(৭)

স্ফটিকং বিদ্রুমং শঙ্খো মধুকং মধু চৈব হি।
শঙ্খক্ষৌদ্রসিতাযুক্তঃ সামুদ্রঃ ফেন এব বা।
বাহিনৌ বিহিতৌ যোগাবর্জ্জনেহর্জুনশান্তয়ে॥
সৈন্ধবক্ষৌদ্রকতকাঃ সক্ষৌদ্রং বা রসাঞ্জনম্।
কাসীসং মধুনা বাপি যোজ্যমর্জ্জনে সদা॥

—সুশ্রু° উ° ১২. ২৫-২৭।

স্ফটিক, প্রবাল, শঙ্খ ও যষ্টিমধু অথবা শঙ্খ, চিনি, সমুদ্রফেন ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে অর্জুননামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। সৈন্ধবলবণ ও নির্মলীফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন অথবা মধু-সংযুক্ত রসাঞ্জনের অঞ্জন কিংবা মধুসংযুক্ত হীরাকসের অঞ্জন অর্জুননামক নেত্ররোগে সদা প্রযোজ্য।

(৮)

শঙ্খং সমুদ্রফেনঞ্চ মণ্ডূকীং সমুদ্রজাম্।
স্ফটিকং কুরুবিন্দঞ্চ প্রবালাশ্মন্তকং তথা॥
বৈদূর্য্যং পুলকং মুক্তাময়স্তাম্ররজাংসি চ।
সমভাগানি সম্পিষ্য সার্দ্ধং স্রোতোহঞ্জনেন
তু॥
চূর্ণাঞ্জনং কারয়িত্বা ভাজনে মেষশৃঙ্গজে।
সংস্থাপ্যোত্তমতঃ কালমঞ্জয়েৎ সততং বুধঃ॥
অর্মাণি পিড়কাং হন্যাৎ সিরাজালানি তেন
বৈ।
অর্মকথা যচ্চ মাংসং শুক্রার্শোঽর্বুদমেব চ॥

—ঐ, ১৫. ২৪-২৯।

শঙ্খ, সমুদ্রফেন, সমুদ্রজাত-মুক্তাশুক্তি, স্ফটিক, পদ্মরাগ, প্রবাল, অশ্মন্তকমণি, বৈদূর্য্যমণি, মুক্তা, লৌহচূর্ণ, তাম্রচূর্ণ ও স্রোতোহঞ্জন—এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া এই চূর্ণ মেষশৃঙ্গনির্মিত-পাত্রে রাখিতে হইবে। এই চূর্ণের অঞ্জন প্রত্যহ উত্তমরূপে প্রয়োগ করিলে অর্ম, পিড়কা, সিরাজাল, শুক্রার্শ, অর্মার্শ ও অর্বুদ নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

(৯)

আম্রজম্ববোঃ পুষ্পং তজ্রসেন হরেণুকাম্।
পিষ্ট্বা ক্ষৌদ্রাজ্যসংযুক্তং প্রয়োজ্যমঞ্জ-
নম্॥

—ঐ, ১৭. ১৮-১৯।

আম্রপুষ্প ও জামপুষ্পের রসে চতুর্থাংশ রেণুকাচূর্ণ পেষণপূর্বক ঘৃত ও মধুযোগেও তাহার দিবাতে জনিত দিবান্ধ্য ও রাত্র্যন্ধ্য-রোগে অঞ্জন দিলে উপকার হয়।

(১০)

নদিজোৎপলকিঞ্জল্কগৈরিকৈর্গোশকৃদ্রসৈঃ।
গুড়িকাঞ্জনমেতদ্বা দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতম্॥

—সুশ্রু° উ° ১৭. ১১।

রক্তোৎপল ও নীলোৎপলের কেশর এবং গৈরিক-মৃত্তিকা গোময়-রসে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই গুড়িকার অঞ্জন দিবান্ধ অথবা রাত্র্যন্ধ ব্যক্তির হিতকর।

(১১)

স্রোতোজাং সৈন্ধবং কৃষ্ণাং রেণুকাঞ্চাপি
পেষয়েৎ।
অজামূত্রেণ তাং বর্তিঃ ক্ষণদান্ধাঞ্জনে হিতাঃ॥

—সুশ্রু° উ° ১৭. ১৬।

স্রোতোহঞ্জন, সৈন্ধব, পিপুল ও রেণুকা ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া যে বর্তি প্রস্তুত হয়, তাহার অঞ্জন রাত্র্যন্ধের পক্ষে হিতকর।

(১২)

সসৌবীরশিখিত্রিকটুনাথাঞ্জনং
মনঃশিলা দ্বে চ নিশে যকৃল্লবাম্।
সচন্দনেয়ং গুটিকাথবাঞ্জনং
প্রশস্যতে বৈ দিবসেষু পশ্যতাম্।

—সুশ্রু° উ° ১৭. ২৭।

সৈন্ধব, শিখী, ত্রিকটু, সৌবীরাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন—এই সকল দ্রব্য ছাগাদির যকৃদ্রসে পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অঞ্জন দিবান্ধের পক্ষে প্রশস্ত।

(১৩)

ভদ্রোদয়াঞ্জন

কুষ্ঠং চন্দনমেলাশ্চ পত্রং মধুকমঞ্জনম্।
মেষশৃঙ্গস্য পুষ্পাণি রজনং রজনী সদা চ।
কৈংশুকস্য বৃহত্যোশ্চ পত্রাণ্যপি চ কেশরম্।
নাগপুষ্পমুখ্যীণাপি পিপ্পলী কুঙ্কুমম্॥

কুক্কুটাণ্ডকপালানি দার্বীং পর্য্যায় সরোচনাম্।
মরিচান্যক্ষমজ্জানং তুল্যাংশ গৃহগোধিকাম্ ॥
কৃত্বা সূক্ষ্মং প্রত্যেকচূর্ণং নাগেন্দ্রার্চ্চা পূর্ববৎ।
এতদঞ্জনমেবং নাম সর্ব্বৈবাহুর্তি মুনিঃ ॥

—সুশ্রু° উ°, ১৮. ৯৪-৯৭।

কুড়, রক্তচন্দন, এলাচ, তেজপত্র, যষ্টিমধু, স্রোতোঞ্জন, দেবপুষ্পীপুষ্প, তগর, সপ্তপ্রকার রত্ন (পদ্মরাগ, মরকত, নীল, বৈদূর্য্য মুক্তা, প্রবাল ও হেম), নীলোৎপলপুষ্প, বৃহতীপুষ্প, কণ্টকারীপুষ্প, পদ্মকেশর, নাগপুষ্প, বেনামূল, পিপুল, উৎকৃষ্ট শুঁঠে, কুক্কুটাণ্ড-খোলা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, গোরোচনা, মরিচ, বহেড়াবীজের শাঁস এবং গৃহগোধিকা (টিকটিকি)— প্রত্যেক দ্রব্যসমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য বা শৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্রে রাখিতে হইবে। এই অঞ্জন অজেয়াদির নামে অভিহিত। ইহা নৃপতিগণের সদা যোগ্য।

(১৪)

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি

রজনী নিম্বপত্রাণি পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিড়ঙ্গং ভদ্রমুস্তঞ্চ সপ্তমী সপ্তমী হরীতকী ॥
অজামূত্রেণ সম্পিষ্য ছায়ায়াং শোষয়েদ্ বটীম্।
বারিণা তিমিরং হন্তি গোমূত্রেণ তু পিচ্চকম্
মধুনা পটলং হন্তি নারীক্ষীরেণ পুষ্পকম্ ॥
এবা চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তিঃ স্বয়ং রুদ্রেণ নির্ম্মিতা।

—ভাবপ্র° মধ্য° ৪. ১৭৬-১৭৮।

হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, নাগরমুথা ও হরীতকী—এই সাতটী দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণপূর্ব্বক বটীকা প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। এই বটী জলে ঘষিয়া অঞ্জন দিলে তিমির নামক নেত্ররোগ, গোমূত্রে ঘষিয়া অঞ্জন দিলে পিচ্চরোগ, মধুতে ঘষিয়া অঞ্জন দিলে পুষ্পরোগ বিনষ্ট হয়। এই চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি স্বয়ং রুদ্রকর্তৃক নির্ম্মিত।

(১৫)

নয়ন-শোণাঞ্জন

কৃষ্ণা সলবণোত্তমা সহ রসাঞ্জনা সাঞ্জনা।
সরিৎপতিকফঃ সিতা সিতপুনর্নবাসহ্বা ॥
রক্তনাম্নচন্দনং মধুকতুত্থপথ্যাশিলা।
অরিষ্টফলশাবরস্ফটিকশঙ্খনাভীযুতঃ ॥
ইমানি তু বিচূর্ণয়েদ্বিবিক্তবাসসা শোধয়েৎ।
তথায়সি বিমর্দয়েৎ সমধু তাম্রখণ্ডেন তৎ।
ইদং মুনিভিরীরিতং নয়নশোণনামাঞ্জনম্ ॥
করোতি তিমিরক্ষয়ং পটলপুষ্পনাশং বলাৎ ॥

—ভাবপ্র° মধ্য° ৭. ১৭২।

পিপুল, সৈন্ধব, মরিচ, রসাঞ্জন, অঞ্জন (সুর্ম্মা) সমুদ্রফেন, শ্বেতপুনর্নবা, খাতচিনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, তুঁতে, হরীতকী, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, লোধ, ফট্‌কিরী ও কর্পূর উত্তমরূপে চূর্ণিত ও নিবিড় বস্ত্রে ছাঁকিয়া লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাম্রদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিতে হইবে। মুনিগণকর্ত্তৃক ইহা নয়ন-শোণাঞ্জন নামে অভিহিত হইয়াছে। এই অঞ্জন তিমিররোগের ক্ষয় এবং পটল পুষ্পের নাশ করিয়া থাকে।

(১৬)

পুষ্পহরী বর্ত্তি

পলাশপুষ্পস্বরসৈর্বহুশঃ পরিভাবিতম্।
করঞ্জবীজং তদ্বর্ত্তিদৃষ্টেঃ পুষ্পং বিনাশয়েৎ ॥

—ভাবপ্র° মধ্য° ৪. ১৫৪

করঞ্জবীজ পলাশপুষ্পের স্বরসে বহুবার ভাবিত করিয়া পেষণপূর্ব্বক তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বর্ত্তি জলে ঘষিয়া অঞ্জন দিলে দৃষ্টিমণ্ডলের পুষ্প বিনষ্ট হয়।

(১৭)

চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি

হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্মনঃশিলা ॥
সর্ব্বমেতৎ সমং কৃত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
নাশয়েৎ তিমিরং কণ্ডুং পটলান্যর্ব্বুদানি চ ॥
অধিকানি চ মাংসানি যেন রাত্রৌ ন দৃশ্যতে।
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন সাধয়েৎ।

—চক্র° নেত্র-চি° ৭৫।

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপ্পলী, মরিচ, বহেড়াবীজের শাঁস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অঞ্জনে তিমির, কণ্ডু, পটল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, দুই বৎসর রাত-পুষ্প ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতির নিবারণ এবং দৃষ্টির প্রসন্নতা হইয়া থাকে। ইহার নাম চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি।

(১৮)

কুমারিকা বর্ত্তি

অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলী-তণ্ডুলাঃ।
জাতীকুসুমপঞ্চাশন্মরিচানি চ ষোড়শ।
এষা কুমারিকা বর্ত্তির্গতং চক্ষুর্নিবর্ত্তয়েৎ ॥

—চক্র° নেত্র-চি° ৭৭

তিলের ফুল ৮০টী, পিপুলের দানা ৬০টী জাতীফুল ৫০টী, মরিচ ১৬ টী—এই গুলি একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাদ্বারা নষ্ট-চক্ষু পুনর্ব্বার লব্ধ হয়।

(১৯)

চন্দনাদ্যা বর্ত্তি

চন্দনত্রিফলাপূগপলাশতরুশোণিতৈঃ।
জলপিষ্টৈরিয়ং বর্ত্তিঃ সর্ব্বতিমিরাপহা ॥

—চক্র° নেত্র-চি° ৭৯।

রক্তচন্দন, ত্রিফলা, সুপারি, পলাশবৃক্ষের আঠা—এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার প্রয়োগে সকল প্রকার তিমির-রোগ বিনষ্ট হয়।

(২০)

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা
বিভীতকস্য মধ্যন্তু শঙ্খনাভির্মনঃশিলা।
এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং কৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষু চ প্রয়োজয়েৎ ॥
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাম্।
অধিমাংসং মলঞ্চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি ॥
বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভা নাম জাতান্ধ্যমপি নাশয়েৎ

—চক্র° নেত্র-চি° ৮৪।

রসাঞ্জন, সজিনা-বীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা—এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। ইহাদ্বারা অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, নেত্রমল ও রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়। এমন কি জন্মান্ধ-ব্যক্তিও

উহার ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করে। ইহার নাম চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি।

(২১)

ত্র্যূষণাদ্যা বর্ত্তি

ত্র্যূষণং ত্রিফলা বক্রং সৈন্ধবালমনঃশিলাঃ।
ক্লেদোপদেহকণ্ডূঘ্নী বর্ত্তিঃ শস্তা শুকাপহা।

—চক্র° নেত্র-চি° ৮২।

ত্র্যূষণ (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) ত্রিফলা, তগরপাদুকা, সৈন্ধব, হরিতাল ও মনছাল—এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত বর্ত্তি চক্ষুর ক্লেদ, উপদেহ ও কণ্ডু নাশ করে।

(২২)

নয়নসুখা বর্ত্তি

একগুণা মাগধিকা দ্বিগুণা চ হরীতকী
সলিলপিষ্টা।
বর্ত্তিরিয়ং নয়নসুখা তিমিরার্ম্মপটল-
কাচাশ্রুহরী॥

—ঐ, ৮৩।

পিপুল একভাগ ও হরীতকী দুই ভাগ জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার নাম নয়নসুখা বর্ত্তি। ইহাদ্বারা তিমির, অর্ম্ম, পটল, কাচ ও অশ্রুপতনাদি রোগ নিবারিত হয়।

(২৩)

কোকিলা বর্ত্তি

ব্যোষায়শ্চূর্ণসিন্ধূত্থ-ত্রিফলাঞ্জনসংযুতা।
বর্ত্তিঃ কার্য্যা জলপিষ্টেয়ং কোকিলা তিমিরাপহা।

—ঐ, ৮৭।

ত্রিকটু, লৌহচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা ও সৌবীরাঞ্জন—ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া জলে পেষণপূর্ব্বক অঞ্জন দিলে তিমির-রোগ প্রশমিত হয়।

(২৪)

হরীতক্যাদি বর্ত্তি

হরীতকী হরিদ্রা চ পিপ্পল্যো লবণানি চ।
কণ্ডূতিমিরজিদ্বর্ত্তিঃ প্রতিঘ্নস্যাতে॥

—চক্র° নেত্র-চি° ৭৬।

হরীতকী, হরিদ্রা ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য একভাগ, এবং সৈন্ধবলবণ তিনভাগ একত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার অঞ্জনে চক্ষুর কণ্ডু ও তিমির-রোগ বিনষ্ট হয়।

(২৫)

বক্রং সমরিচঞ্চৈব মাংসীং শৈলেয়মেব চ।
চূর্ণাংশানি সমানৈতৈঃ সমস্ত্রৈশ্চ মনঃশিলা।
পত্রস্য ভাগাশ্চত্বারো দ্বিগুণং সর্ব্বতোঽ-
ঞ্জনম্।
তাবচ্চ যষ্টিমধুকং পূর্ব্ববৈচ্চৈতদঞ্জনম্॥

—সুশ্রু° উ° ১৮, ৯৮-৯।

বক্র (তগর), মরিচ, জটামাংসী ও শৈলজ—প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণ এবং সর্বসমান মনঃশিলা; তেজপত্র চারিভাগ, "স্রোতোঞ্জন ও যষ্টিমধু সকলের দ্বিগুণ। এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ স্বর্ণ রৌপ্য অথবা শৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্রে রাখিতে হইবে।" এই অঞ্জন নেত্ররোগ-নাশক।

(২৬)

শ্রীনাগার্জ্জুনী বর্ত্তি

ত্রিফলাব্যোষসিন্ধূত্থ-যষ্টীতুত্থরসাঞ্জনম্।
প্রপৌণ্ডরীকং জন্তুঘ্নং লোধ্রং তাম্রং চতুর্দ্দশ।
দ্রব্যাণ্যেতানি সঞ্চূর্ণ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যা নভোঽ-
ম্বুনা।
নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে।
নাশিনী তিমিরাণাঞ্চ পটলানাং তথৈব চ॥
সদ্যঃ প্রকোপং স্তন্যেন স্ত্রিয়া বিজয়তে
ধ্রুবম্॥
কিংশুকস্বরসেনাথ পিষ্টপুষ্পকরক্ততাঃ।
অঞ্জনাল্লোধ্রতোয়েন চাসন্নতিমিরং জয়েৎ॥
চিরযাপ্যাদিতে নেত্রে বস্তমূত্রেণ সংযুতা।
উষ্মীনরতাক্কস্রেণ প্রসাদকামিগচ্ছতি॥

—চক্র° নেত্র-চি° ৮৫।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়া-কাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, লোধ ও তাম্র—এই চতুর্দশটি দ্রব্যের চূর্ণ আকাশজলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুর প্রকোপ, পটল ও তিমিররোগ, কিংশুক পুষ্পের স্বরসে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পিষ্ট, পুষ্প ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা, লোধের কাথে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে আসন্ন তিমির এবং ছাগমূত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে দীর্ঘকালিজাত ছানিপড়া নিবারিত হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। পাটলিপুত্রনগরে নাগার্জ্জুনকর্ত্তৃক শিলা-স্তম্ভে এই ঔষধ লিখিত হইয়াছিল।

(২৭)

অশীতিস্তিলপুষ্পাণি জাত্যাশ্চ কুসুমানি চ।
উষণিম্বামলাশুণ্ঠীপিপ্পলী-তণ্ডুলীয়কম্॥
ছায়াশুষ্কাং বটীং কুর্য্যাৎ পিষ্টাং তণ্ডুল-
বারিণা।
মধুনা সহসা চাঞ্জনস্তিমিরাদিনুৎ।

—গরুড়পু° ১৮১, ৩।

আশীটী তিলপুষ্প, আশীটী জাতিপুষ্প, শুগ্গুলু, নিম, আমলকী, শুণ্ঠি, পিপ্পলী ও নটে শাক—এই সকল দ্রব্য তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। ইহার অঞ্জনে তিমিরাদি রোগ নাশ পায়।

(২৮)

আরণ্যস্য বিড়ালস্য গৃহীত্বা রুধিরং
শুভং।
করঞ্জতৈলে ভাবয়েৎ কজ্জলং ততঃ॥
পাতয়েৎ পদ্মপত্রেণ অদৃশ্যঃ স্যাত্তদঞ্জনাৎ।

—গরুড়পু° ১৮২, ৯

বন-বিড়ালের রুধির গ্রহণ করিয়া তাহা করঞ্জতৈলে ভাবনা দিবার পর এই তৈল পদ্মপত্রে লেপন করিয়া অগ্নিশিখায় কজ্জল পাত করিতে হইবে। এই কজ্জলদ্বারা অঞ্জন ধারণ করিলে সর্বজন সমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারা যায়।

(২৯)

সমুদ্রফেনং লবণোত্তমং চ
শঙ্খোঽথ মুদ্গো মরিচঞ্চ শুক্লম্।
চূর্ণাঞ্জনং রোগবতামপি কণ্ডূ-
মক্লিন্নবর্ত্মাপহরতি শীঘ্রম্।
প্রক্লিন্নবর্ত্মান্যপি চৈত এব
যোগাঃ প্রযোজ্যাশ্চ সমীক্ষ্য দোষম্।
সকজ্জলং তাম্রঘটে চ ঘৃষ্টং
সর্পির্যুতং পুষ্পকমঞ্জনঞ্চ॥

—সুশ্রু° উ° ১২, ৫১-৩।

সমুদ্রফেন, সৈন্ধবলবণ, শঙ্খভস্ম, মুগ

ও সজিনা-বীজ—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কণ্ডূ ও অক্ষিরোগে অঞ্জন দিলে উহা শীঘ্র নষ্ট হয়। প্রক্রিয়ার্থে ও দোষ সকল বিবেচনা করিয়া এই সকল অঞ্জন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তুঁতে ও কজ্জল সমভাগে ঘৃতের সহিত তাম্রপাত্রে ঘষিয়া প্রক্রিয়াবর্ত্মযোগে অঞ্জন দিলে উপকার হয়।

(৩০)

রসাঞ্জনমধুভ্যাং তু ভিন্না বা স্যদকর্ম বিৎ।
প্রতিসার্যাঞ্জনৈর্ব্যাঘ্রৈর্কৈদীপশিখোদ্ভবৈঃ।

—সুশ্রু° উ° ১৪. ৭-৮।

অঞ্জন-নাসিকা ভিন্ন হইলে রসাঞ্জন ও মধুযোগে প্রতিসারণ করিয়া দীপশিখোদ্ভব উক্ত কজ্জল দ্বারা অঞ্জন দিতে হইবে।

[এখানে যে সকল অঞ্জনের উল্লেখ করা হইল, সেগুলি বিশেষজ্ঞগণই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এগুলির মধ্যে অনেক অঞ্জন বাস্তবিকই কার্যকারী। অঞ্জনের গুণাগুণ ভালরূপ অবগত না হইয়া উহা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়]

দেবদেবীর পূজায় অঞ্জন—দেবদেবীর পূজায়ও অঞ্জন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূজা-কার্যের অঞ্জন ছয় প্রকার। যথা—সৌবীর, যামুন, তুথ, ময়ূরগ্রীবক, দর্বিকা ও মেঘনীল।

সৌবীরং যামুনং তুথং ময়ূরগ্রীবকং তথা।
দর্বিকা মেঘনীলঞ্চ অঞ্জনাদি ভবন্তি ষট্।

—কালিকা-পু° ৬৯, ১৪৪।

সকল প্রকার অঞ্জনের অভাব হইলে সে স্থলে দর্বিকাঞ্জনই প্রদান করা কর্তব্য।

"সর্বাভাবে তু তদ্দদ্যাদ্দেবীভ্যো দর্বিকা-ঞ্জনম্'।

—কালিকা-পু° ৬৯, ১৪৮।

মহামায়া, জগদ্ধাত্রী, কামাখ্যা ও ত্রিপুরাদেবীকে এই ছয় প্রকার অঞ্জন প্রদান করিলে তাঁহারা পরম তুষ্টি লাভ করেন। বিধবা-স্ত্রী অঞ্জন প্রস্তুত করিলে মহামায়া তাহা গ্রহণ করেন না। মৃৎপাত্রে প্রস্তুত অঞ্জন প্রদান করিলে সাধক সেই পূজার ফল প্রাপ্ত হন না।

মহামায়া জগদ্ধাত্রী কামাখ্যা ত্রিপুরা তথা।
আপ্নোবন্তি মহাতোষং ষড্‌ভিরেভিঃ
সদাঞ্জনৈঃ॥
বিধবা নাঞ্জনং কুর্যাম্মহামায়ার্থমুত্তমম্।
নাদত্তে হ্যঞ্জনং দেবী দৈবকী বিধবাকৃতম্।
ন মৃৎপাত্রে যোজয়েত্তু সাধকো নেত্ররঞ্জনম্
ন পূজা ফলমাপ্নোতি মৃৎপাত্র
নিহিতাঞ্জনৈঃ॥

—কালিকা-পু° ৬৯, ১৪৯-৫১।

সৌবীরাদি অঞ্জনের লক্ষণ—

সৌবীর—স্রবন্নাবাপন্ন, যামুন—প্রস্তর বিশেষ, ময়ূরগ্রীবক—রত্নবিশেষ, এবং মেঘ-নীল তৈজস দ্রব্যবিশেষ।

স্রবজ্জলন্তু সৌবীরং যামুনং প্রস্তরং তথা।
ময়ূরগ্রীবকং রত্নং মেঘনীলন্তু তৈজসম্॥

—কালিকা-পু° ৬৯, ১৪৫।

এই সকল অঞ্জনদ্রব্য শিলা-পট্টে অথবা তৈজস-পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিতে হয়। এই ভাবে অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সকল দেবদেবীকে প্রদান করা উচিত।

স্থূলানি গ্রাহ্য চৈতানি শিলায়াং তৈজ-
সেহথবা।
প্রদদ্যাৎ সর্বদেবেভ্যো দেবীভ্যশ্চাপি পূর্বক।

—কালিকাপু° ৬৯, ১৪৬।

তাম্রাদি পাত্রে ঘৃততৈলাদি লেপন করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে যে অঞ্জন তৈয়ারী হয়, তাহার নাম দর্বিকা।

ঘৃততৈলাদি যোগেন তাম্রাদৌ দীপবহ্নিনা।
যদঞ্জনং জায়তে তু দর্বিকা পরিকীর্তিতা।

—কালিকাপু ৬৯, ১৪৭।

দেবদেবীকে ধূপদান চতুর্বর্গপ্রদ এবং অঞ্জনদান সর্বকামপ্রদ। অতএব দেবদেবীকে ভক্তিপূর্বক ধূপ ও অঞ্জন দান করা উচিত।

চতুর্বর্গপ্রদো ধূপঃ কামদং নেত্ররঞ্জনম্।
তস্মাদ্দদ্যাদিদং সদা দেবেভ্যো ভক্তিতো
নরঃ॥

—কালিকাপু° ৬৯, ১৫৩।

কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ সেন
শ্রীরমেশচন্দ্র সর্বাচার্য

অঞ্জন,—১ শ্রীমদ্ভাগবতে (১. ৩. ২৪) উল্লিখিত আছে যে, অসুরদিগকে সম্মোহন করিবার উদ্দেশ্য কীকটদেশে* ভগবান্ অঞ্জনের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার নাম হইবে 'বুদ্ধ'। ২ কশ্যপ ও কদ্রুর পুত্র। ইনি অন্যতম প্রধাননাগ।—বায়ুপু° ৬৯, ৭০। ৩ জনকবংশীয় নৃপতি কাশীরাজ সত্যধ্বজের পৌত্র ও কুনির পুত্র। ইহার পুত্র—ঋতুজিৎ, পৌত্র—অরিষ্টনেমি।—বিষ্ণুপু° ৪. ৫. ১৩। ৪ দৈত্যবি°। ইনি দৈত্যরাজ বলিরাজের ইন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বলির পক্ষে ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইনি অন্য সাত জন দৈত্যের সহিত মিলিতভাবে দেবপক্ষীয় অষ্টবসুকে আক্রমণ করেন।—বরাহপু° ১৪, ৫। ৫ দৈত্য-বি°। বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকার পুত্র।—পদ্মপু° সৃ° ৬. ৫৪।

অঞ্জন,—শাক্যবংশীয় দেবদহের পুত্র। ইনি শুদ্ধোধন-পত্নী মহামায়া ও মহাপ্রজাবতীর পিতা। ইঁহার পত্নীর নাম—সুলক্ষণা (অপদান ২. ৫৩৮; ৫. ১১৫; থেরীগাথা অর্থ° ১৫২)। মহাবংশমতে (২. ১৭) ইনি দেবদহশাক্যের পুত্র; ইঁহার ভগিনীর নাম কাত্যায়না (কচ্চানা); পত্নীর নাম যশোধরা। ইঁহার দুই পুত্রও ছিলেন,—দণ্ডপাণি ও সুপ্রবুদ্ধ॥ MDPP॥

অঞ্জন,—ভারতবর্ষের অন্যতম পূর্বদিগ্বর্তী গিরি-বি°। কৃষ্ণবর্ণের জন্য ইহার নাম অঞ্জন। "স বামদেবাদ্রুদপশ্চাদ্ধিতৌ অন-ন্তরাঞ্জনপর্বতাবিব।'—শিশু° ৩. ১৫। ইহাকে সাধারণতঃ পঞ্জাব-প্রদেশস্থ সুলেমান পর্বতশ্রেণীর সহিত অভিন্ন বলা হইয়া থাকে।‡ সুলেমান পশ্চিমদিগ্বর্তী পর্বত। বৃহৎ-সংহিতায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে—'অথ পূর্বস্যামঞ্জনবৃষভধ্বজ পদ্ম-মাল্যবদ্গিরয়ঃ'।—১৪.৫। সুতরাং ইহা ভারতবর্ষের পূর্বদিগ্বর্তী পর্বত। সরকারমতে অঞ্জনকে মহাবনের অন্তর্গত পর্বত বলা

* শ্রীধরস্বামী বলেন—"কীকটেষু মধ্যে গয়া-প্রদেশে"—১. ৩. ২, (ভা° টী°)।
† পাঠান্তর 'অরি°'।—ঐ।
‡ GDI, 8.

হইয়াছে (জাতক ৫. ১০০)। কাহারও কাহারও মতে মহাবন কপিলবস্তুতে অবস্থিত (সুত্তনি° ১. ২৩)। বুদ্ধঘোষ বলেন, বৈশালী নগরীর বহিঃপ্রদেশে এই মহাবন সংস্থিত। কূর্মপুরাণে (পূ° ৪৪. ২২) পাওয়া যায় যে, ইলাবৃতবর্ষের চতুর্দিকে চারিটী বন—উত্তরে সবিতৃবন, দক্ষিণে গন্ধমাদনবন, পূর্বে চৈত্ররথবন ও পশ্চিমে বৈভ্রাজবন। আবার প্রত্যেক বনে এক একটী দেবভোগ্য সরোবর বিদ্যমান। এই চারিটী সরোবরের নাম—সবিতৃবনে মানস, গন্ধমাদনবনে মহাভদ্র, চৈত্ররথবনে অরুণোদক ও বৈভ্রাজকাননে অসিতোদক। দেখা যাইতেছে যে, গন্ধমাদন বনের সহিত মহাভদ্র সরোবর ও উত্তরে সবিতৃকাননের সহিত মানসসরোবর সংশ্লিষ্ট। মহাভদ্র সরোবরের দক্ষিণে কৈলাসাচল। অঞ্জন ইহাতেই অবস্থিত।—কূর্মপু° পূ° ৪৪. ২১-২৩, ৩০-৩২। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৫০. ১৪-১৫) কৈলাসের দক্ষিণ পার্শ্বে অঞ্জন নামক পর্বতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সরভঙ্গজাতক, বুদ্ধঘোষ, কূর্মপু° ও ব্রহ্মাণ্ডপু°র নির্দেশ-অনুসারে কৈলাসপর্বতের নিম্নপ্রদেশে গন্ধমাদনবন। ইহারও দক্ষিণে কপিলবস্তু ও বৈশালীর বহিঃপ্রদেশ। এই স্থানেই সম্ভবতঃ অঞ্জনপর্বত অবস্থিত ছিল। সুলেমান-পর্বতের সহিত ইহা অভিন্ন হইতেই পারে না। বরাহপুরাণে (৮০ অঃ) আছে—

'অথ দক্ষিণস্যাং দিগ্‌ব্যবস্থিতাঃ পর্বতদ্রোণ্যঃ সিদ্ধাচরিতাঃ কীর্ত্যন্তে।............তথা চ শঙ্খকূটস্য কৈলাসস্য চান্তরে............শত-যোজনং............কুমুদ্বানম্।............অথ পশ্চিমে দিগ্‌ভাগে ব্যবস্থিতা গিরিদ্রোণ্যঃ কীর্ত্যন্তে।............অন্তরে চ শৈলবরয়োঃ কুমুদাঞ্জনয়োঃ শতযোজনবিস্তীর্ণা মাতুলুঙ্গস্থলী ....শোভতে।'

কৈলাসের পরে শতযোজন কুমুদ্বান। তাহার পশ্চিমে গিরিদ্রোণিসকল বিদ্যমান। তৎপর কুমুদ ও অঞ্জন নামক পর্বতের মধ্যভাগে মাতুলুঙ্গস্থলী বরাহপুরাণের (৭৮ অঃ) মানস সরোবরের উত্তর দিকের শৈলশ্রেণীর মধ্যে কুমুদশৈলের নাম আছে, সুতরাং অঞ্জন তাহারই কিঞ্চিৎ দূরবর্তী। বরাহপুরাণে (৭৮. ১৪) উল্লিখিত আছে যে, মানসের দক্ষিণে কৈলাস। এই কৈলাসের দক্ষিণে অঞ্জন।—ব্রহ্মাণ্ডপু° ৫৫. ১৪-১৫।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অঞ্জন,—হস্তি-বি°। ঐরাবতের ঔরসে ও অভ্রমু গর্ভে জাত চারি পুত্রের অন্যতম। অপর তিন জনের নাম সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম।—বায়ুপু° ৬৯. ২০৭। সঙ্কীর্ণ ও অঞ্জন—যমের বাহন। 'সঙ্কীর্ণোঽঞ্জনো ■ উপবাহ্যো যমস্য তু'—ঐ, ২০৯।

অঞ্জন,—অব্দবি°। বর্মাপ্রদেশের বৌদ্ধ কাহিনীতে দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধের মাতামহ অঞ্জন এই অব্দের প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত অঞ্জনাব্দ সম্ভবতঃ বর্মাদেশের সাহিত্যে উল্লিখিত সর্বপ্রাচীন অব্দ এবং বর্মীজগণ এই অব্দকে তাহাদিগের নিজস্ব অব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ১ অঞ্জনাব্দ = ৬৯১ খ্রী-পূর্বাব্দ। এই অব্দের ৭৮ বৎসরে গৌতম জন্মগ্রহণ ও ইহার ১৪৮ বৎসরে নির্বাণলাভ করেন

[John Crawfurd : Embassy to Ava, 1834, ii. 274-5]

অঞ্জনক,—[অধ্যায় বা অনুবাক বুঝাইতে অর্থে গোষদাদিশব্দের উত্তর বুন্ (= অক) প্রত্যয় হয়। 'গোষদাদিভ্যো বুন্'—পা° ৫. ২. ৬২; ১ গোষদ্ (গোষদ), ২ ইষে ত্বা (ত্ব), ৩ মাতরিশ্বন্, ৪ দেবস্য ত্বা (ত্ব), ৫ দেবীরাপঃ, ৬ কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠঃ, ৭ দেবীং (দৈবীং) ধিয় ধিয়া (ধিয়ম্), ৮ রক্ষোহণ, ৯ যুঞ্জান, ১০ অঞ্জন, ১১ প্রভূত, ১২ প্রতূর্ত, ১৩ কৃশাকু (কৃশানু), ১৪ সহস্রশীর্ষা, ১৫ বাতস্য ত্বে, ১৬ কৃশাশ্ব, ১৭ স্বাহাপ্রাণ, ১৮ প্রসব—এই ১৮টী গোষদাদিগণের অন্তর্গত] বেদের যে অধ্যায় বা অনুবাকে 'অঞ্জন' শব্দ আছে তাহার নাম—অঞ্জনক। অঞ্জনক-শব্দোঽস্মিন্নস্তি অঞ্জনকোঽধ্যায়োঽনুবাকো বা ॥ বো-বো° ॥

অঞ্জনক, (Antimony)—ধাতব পদার্থবি°। সীসকের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই এই ধাতু পরিচিত। তখনকার স্ত্রীলোকেরা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নীলাঞ্জন বা stibnite- ($Sb_2 S_n$) কে কজ্জলরূপে ব্যবহার করিত। ৩৪০০ খ্রী পূ° মিশরে এই ধাতুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দু রসায়নশাস্ত্রে অঞ্জনকের উল্লেখ আছে। কিন্তু stibnite (নীলাঞ্জন) ও galenaর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় অঞ্জনককে উচ্চ শ্রেণীর সীসক বলিয়া ধারণা করা হইত। 'রসেন্দ্রচূড়ামণি' গ্রন্থে সীসক ও অঞ্জনকের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখান হইয়াছে। যথা—

'তীক্ষ্ণং নীলাঞ্জনোপেতো ধ্মাতং হি বহুশো দৃঢ়ম্।
মৃদুকৃষ্ণং দ্রুতদ্রাবং বরনাগং তদুচ্যতে।'

অর্থাৎ নীলাঞ্জনকে (Sb_2S_3) তীক্ষ্ণ (cast iron) সহিত মিশ্রিত করিয়া বারংবার উত্তপ্ত করিলে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের এক প্রকার উচ্চ শ্রেণীর সীসক প্রস্তুত হয়। ইহা সহজেই দ্রবীভূত হইয়া থাকে।"

অঞ্জনকধাতুর সম্বন্ধে Robert Boyle-এর গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

"But ■ detain you no longer on the subject, give me only leave to strengthen the paradox I have proposed, by the authority of that great and candid chemist Basilius Valentinus, who, speaking of antimony, after he hath told us that there are several kinds of it, and specially two; the one more mercurial and of a golden property, witnessed by the shining streaks or beams it abounds with; the other more full of sulpher, but destitute of the golden nature that enriches the former; adds, that there is such a different goodness betwixt the

several sorts of antimony, as there is betwixt the several sorts of flesh or fish, which, though agreeing in name and, if you please, in nature, do exceedingly differ in point of goodness, which brings into my mind the great difference which I have found even visible to the eye betwixt the several sorts of antimony —IC. 324.

অঞ্জন ধাতু সাধারণতঃ খনি হইতে যৌগিক পদার্থরূপে পাওয়া যায়। এই সকল যৌগিক পদার্থের মধ্যে Stibnite (Sb_2S_3) বা নীলাঞ্জন প্রধান। এই নীলাঞ্জন ব্যতীত এই ধাতু আরও অনেক প্রকার যৌগিক (ore) অবস্থায় পাওয়া যায়, যথা—আর্সেনিকেরাল্ সালফাইড বা allemontite (As, Sb); berthierite, (FeS, Sb_2S_3); wolfsbergite or antimonial copper, (Cu_2S, Sb_2S_3); bournonite (2PbS, Cu_2S, Sb_2S_3); pyrargyrite (3Ag_2S, Sb_2S_3); antimonial silver (Ag_3Sb); antimonial nickel (NiSb); ইত্যাদি।

প্রস্তুতকরণ (Preparation)—Stibnite হইতে অঞ্জনক ধাতুর নিষ্কর্ষণ (extraction) অতি সহজ। খনি হইতে প্রাপ্ত stibniteকে পার্থিব অপদ্রব্য (impurities) হইতে পৃথক্ করিবার জন্য তলায় ছিদ্রবিশিষ্ট একটী বেলুনকে (cylinder) লম্বভাবে রাখিয়া তাহার মধ্যে stibniteকে উত্তপ্ত করিয়া গলাইতে হয়। ইহার ফলে ঐ ছিদ্র দিয়া গলন্ত সাল্‌ফাইড্ পৃথক্ হইয়া পড়ে। অতঃপর ঐ গলন্ত সাল্‌ফাইড্‌কে লৌহধাতুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ও পরাবর্তক চুল্লীর (Reverberatory furnace) উপর চড়াইয়া, অক্সাইডে পরিবর্তন করিবার জন্য জারিত (roasted) করিতে হয়। তাহার পর ঐ জারক দ্রব্যটীর সহিত অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে অঙ্গার ইহার অম্লজান হরণ করিয়া ইহাকে ধাতব পদার্থে পরিণত করে। $2Sb_2S_3 + 9O_2 = Sb_4O_6 + 6SO_2$, $Sb_2O_3 + 3C = 2Sb + 3CO$.

Stibnite হইতে আর এক প্রকার অঞ্জনক ধাতুর নিষ্কর্ষণ হয়। এই প্রথায় তিনটী প্রক্রিয়াদ্বারা সুন্দর ও উজ্জ্বল ধাতু প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রক্রিয়াকে singling বলে, ইহাতে ৪০ ভাগ গলন্ত antimony sulphide-এর সহিত ১৮ ভাগ পাতলা লৌহ-টুকরা ও ৪ ভাগ লবণমিশ্রিত করিয়া একটী কৃষ্ণসীসক-(plumbago) নির্মিত মুচির ভিতর রাখিয়া ৪৪৮° Cএর অধিক উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা অঞ্জনক দ্রাবক আকারে পরিবর্তিত হইয়া iron sulphide-এর নীচে পড়িয়া থাকে। এইরূপে ইহাকে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল উত্তপ্ত করিয়া শঙ্কু আকারের ছাঁচে (conical mould) ঢালিয়া দেওয়া হয়। ধাতুমল অর্থাৎ iron sulphide ধাতুর উপর ভাসিতে থাকে। ধাতুমল (slag) হইতে ধাতুটীকে পৃথক্ করিয়া ইহার সহিত কিছু গলন্ত stibnite এবং sodium sulphate ও ধাতুমল (Na_2SO_4) মিশ্রিত করিয়া দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় শোধন করিতে হয়—ইহাকে Dubling বলে। এই প্রক্রিয়ায় দেড় ঘণ্টা উত্তপ্ত করিবার পর ছাঁচে ঢালিয়া ঠাণ্ডা হইবার পর টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিতে হয়। তাহার পর তৃতীয় প্রক্রিয়ার দ্বারা ৫ ভাগ ধাতুমলের সহিত ৬০ ভাগ উপরোক্ত ধাতু মিশ্রিত করিয়া এবং উত্তাপের দ্বারা গলাইয়া পুনরায় ছাঁচে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিবার সময় দ্রবীভূত ধাতুর উপরিভাগ ধাতুমলের দ্বারা আবৃত রাখা উচিত।

বাজার-চলন অঞ্জনকধাতুর মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, আর্সেনিক, লৌহ, সীসক, তাম্র ও গন্ধক প্রভৃতি অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এই অঞ্জনককে শোধন করিতে হইলে ১৬ ভাগ অঞ্জনকের সহিত ২ ভাগ সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) ও এক ভাগ antimony sulphide মিশ্রিত করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া গলাইতে হয়। তাহার পর ধাতুমল হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া পুনরায় ১½ ভাগ সোডিয়াম কার্বনেট মিশ্রিত করিয়া ১ ঘণ্টা কাল উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া রাখিতে হয় এবং সময় সময় কিছু nitre মিশাইতে হয়। এইরূপে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আর্সেনিক ও অন্যান্য ধাতু হইতে পৃথক্ করা হয়।

ধর্ম (Properties) — অঞ্জনকধাতু রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও ভঙ্গপ্রবণ এবং সহজে চূর্ণ করা যায়। গলন্ত অঞ্জনককে ধীরে ঠাণ্ডা করিলে সমপার্শ্বিক দানা (rhombohedrical crystal) বাঁধে; কিন্তু শীঘ্র ঠাণ্ডা করিলে সূক্ষ্ম রেণুর আকার ধারণ করে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬·৭১, দ্রবণাঙ্ক ৬৩০° C এবং স্ফুটনাঙ্ক ১৩৮০° C বাতাসে অঞ্জন ধাতুর কোন পরিবর্তন হয় না। জল বা তরল অম্লের (dilute acid) সহিত কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। তীব্র উত্তপ্ত অঞ্জনকধাতুর মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প চালাইলে ঐ বাষ্পের বিশ্লেষণ হইয়া hydrogen ও oxygen বাষ্প প্রস্তুত হয়। ঘন নাইট্রিক এসিডের সহিত উক্ত ধাতুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় oxides of nitrogen এবং antimonic acid প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তপ্ত ঘন গন্ধকাম্লের সহিত ইহা গলিয়া গিয়া antimony sulphate উৎপাদন করে। অঞ্জনকধাতু দাহন করিলে antimony trioxide এবং tetroxide-এর ধূম নির্গত হয়।

অঞ্জনকধাতুর বহুরূপত্ব—(Allotropic modification) অঞ্জনকধাতুর চারি প্রকার বহুরূপত্ব দৃষ্ট হয়। যথা—(১) পীতাঞ্জনক (yellow antimony) (২) কৃষ্ণাঞ্জনক (black antimony), (৩) সমপার্শ্বিক অঞ্জনক (rhombohedral antimony বা beta antimony), (৪) নিরবয়ব অঞ্জনক (amorphous antimony)। (১) ওজোনময় অম্লজান (ozonised oxygen) এবং গলন্ত stibine এর সংযোগে —৯০°C পীতাঞ্জনক উৎপন্ন হয়। ইহা

carbon disulphideএ কিঞ্চিৎ দ্রবণীয়। ৯০°Cএর অধিক উত্তাপে ইহা কৃষ্ণাঞ্জনকে পরিণত হয়। (২) ৪০°Cএ অম্লজানের সহিত তরল stibineএর সংযোগে কৃষ্ণাঞ্জনক উৎপন্ন হয়। (৩) বাতাসের সংস্পর্শে ক্রমাগত ইহা অম্লজানযুক্ত হইতে থাকে; কিন্তু উত্তপ্ত করিলে ইহা হইতে সমপার্শ্বিক অঞ্জনক প্রস্তুত হয়। (৪) ১৮৫৮ খ্রী° G. Gore সাহেব antimony trichlorideএর সহিত hydrochloric acid (HCl) মিশ্রিত করিয়া তড়িৎ-বিশ্লেষের দ্বারা নিরবয়ব অঞ্জনক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (৫) ২০০°C উত্তাপে ইহার তীব্র বিস্ফোরণ হয়।

অঞ্জনকের সহিত অন্যান্য ধাতুর মিশ্রণে অনেক আবশ্যকীয় মিশ্র ধাতু প্রস্তুত হয়; তন্মধ্যে ছাপার টাইপের জন্য যে মিশ্র ধাতু প্রস্তুত হয় তাহাই প্রধান। এই টাইপে প্রধানতঃ অঞ্জনক, সীসক ও টিন্ থাকে। নিম্নে কয়েকটী টাইপের ধাতুর সঙ্কেত (formula) দেওয়া হইল—

	সীসক	অঞ্জনক	টিন্
Type metal—	৬০	৩০	১০
Linotype—	৮৩·৩	১৩·৫	৩
Monotype—	৮০	১৫	৫

ইত্যাদি।

Oxides of Antimony—অঞ্জনকের তিন প্রকার অক্সাইড্ আছে; যথা—antimony trioxide (Sb_2O_3), antimony tetroxide (Sb_2O_4) এবং antimony pentoxide (Sb_2O_5).

উত্তপ্ত অঞ্জনক ধাতুর মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প চালাইলে trioxide প্রস্তুত হয়। ইহা ৬৫৬°C দ্রবীভূত এবং ১৫৬০°C বাষ্পীভূত হয়। গাঢ় নাইট্রিক এসিড গলিয়া দিয়া antimony nitrate এবং উত্তপ্ত ও গাঢ় গন্ধকাম্লে antimony sulphate তৈয়ারী হয়।

Antimony trioxideকে বাতাসে ৩৯০°C হইতে ৭৬৫°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে antimony tetroxide উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ tetroxide আরও অধিক উত্তপ্ত করিলে পুনরায় trioxiedএ পরিণত হইয়া থাকে।

অঞ্জনক ধাতুকে গাঢ় নাট্রিক এসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাষ্পীভূত করিলে যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে মৃদু উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে antimony pentoxide-এর পীতবর্ণ গুড়া পাওয়া যায়। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না।

অঞ্জনক ধাতুর হ্যালোজেন মিশ্র-পদার্থ—অঞ্জনকের দুই প্রকার halogen মিশ্রণ আছে (chlorine, bromine এবং iodineকে halogen বলে)—যথা, SbX_3 ও SbX_5; ইহাদের মধ্যে SbX_3 তিন প্রকার halogenএর মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু SbX_5 মাত্র florine ও chlorine-পাওয়া যায়। অঞ্জনক ধাতুর সহিত mercurous chloride মিশ্রিত করিয়া তির্য্যক্পাতন করিলে antimony trichloride পাওয়া যায় এবং $Hg_3Cl_2+2Sb=2SbCl_3+6Hg$ অথবা stibniteকে গাঢ় hydrochloric acidএ গলাইয়া SbCl পাওয়া যায়।—

$$Sb_2S_3 + 6HCl = 2SbCl_3 + 3H_2S.$$
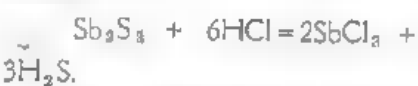
অঞ্জনক ধাতুকে অত্যধিক chlorine বাষ্পের মধ্যে দাহন করিলে antimony pentachloride প্রস্তুত হয়। ইহা পীতবর্ণের তরল পদার্থ, ২°C ঠাণ্ডা করিলে কঠিন্ হইয়া যায়। ইহার স্ফুটনাঙ্ক ১৪০°C. এই তাপে ইহার বাষ্প বাবচ্ছিন্ন (dissociated) হইয়া যায়।—$SbCl_5 = SbCl_3 + Cl_2$. গরম জলে মিশাইলে antimonic acid প্রস্তুত হয়।

নীলাঞ্জন (Antimony sulphide)—Antimony trisulphide (Sb_2S_3):—antimony trichlorideকে hydrochloric acid-এর মধ্যে রাখিয়া ইহাতে hydrogen sulphide বাষ্প চালাইলে কমলা রংএর নিরবয়ব আকারে trisulphide দ্রবণের তলায় প্রক্ষিপ্ত হয়। এই প্রক্ষিপ্ত পদার্থটী কার্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্পের মধ্যে ২০০°C উত্তপ্ত করিলে ধূসর রং-এর দানা বাঁধিতে থাকে। ইহার আপেক্ষিক ঘনত্ব ৪.৬৫। Trysulphideকে উদ্জান-বাষ্পে উত্তপ্ত করিলে উদ্জান ইহার গন্ধক দ্রব্য হরণ করিয়া ইহাকে অঞ্জনক ধাতুতে পরিণত করে।—$Sb_2S_3+3H_2=2Sb+3H_2S$. Alkalli sulphideএ ইহা দ্রবীভূত হয়। লাল রংএর trisulphide বর্ণকের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Antimony trisulphideকে সোডিয়াম কার্বনেট ও গন্ধকের সহিত ফুটাইবার পর ইহাকে পরিস্রবণ করিয়া উক্ত পরিস্রাবকে ঠাণ্ডা করিলে এক প্রকার পীত বর্ণের দানা পরিলক্ষ হয়। ইহাকে sodium thionatimonate বলে।

Antimony hydride (SbH_3):—অঞ্জনক লবণের সহিত দস্তা ও তরল গন্ধকাম্ল মিশ্রিত করিলে SbH_3 গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস ধূসর রংএর শিখা লইয়া জ্বলিতে থাকে। এই শিখার উপর কোন ঠাণ্ডা পাত্র ধরিলে অঞ্জনকের এক প্রকার কাল দাগ পড়ে।—

$$2SbH_3 = 2Sb + 3H_2.$$

Tartar emeticএর সহিত hydrochloride মিশ্রিত করিয়া hydrogen sulphide গ্যাস চালাইলে কমলালেবু রংএর antimonious sulphate প্রক্ষিপ্ত হয়।—

$$2SbCl_3 + 3H_2S = Sb_2S_3 + 6HCl.$$

ইহা amonium sulphide এবং sodium বা potassium hydroxideএর সহিত সহজেই দ্রবীভূত হয়।—

(ক) $Sb_2S_3 + 3(NH_4)_2S = 2(NH_4)_3SbS_3$ (ammonium-thio-antimonate).

(খ) $Sb_2S_3 + 2KOH = Sb\begin{smallmatrix} \nearrow S \\ \searrow SK \end{smallmatrix} + Sb\begin{smallmatrix} \nearrow O \\ \searrow SK \end{smallmatrix} + H_2O$

Potassium-thio antimonates; Potassium-Oxy-thio-antimonates
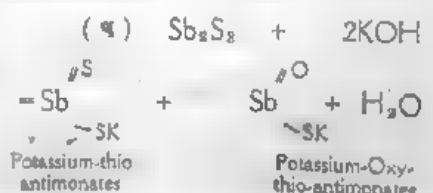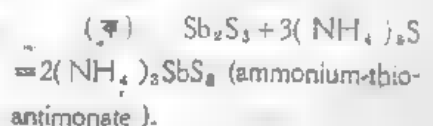
এই দ্রবণের সহিত hydrochloric acid মিশ্রিত করিলে antimony trisulphide প্রক্ষিপ্ত হয়।—

(ক) $2(NH_4)_3 SbS_3 + 6HCl = Sb_2 S_3 + 6(NH_4)Cl + 3 H_2S$

(খ) $KS.SbS + KS.SbO + 2HCl = Sb_2 S_4 + 2KCl + H_2O$.
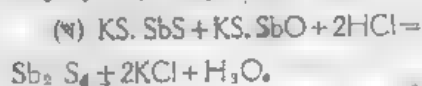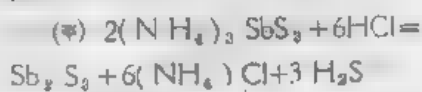
অঞ্জনকধাতুর অনেকগুলি যৌগিক পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। তন্মধ্যে টার্টার এমেটিক বা potassium antimonyl tartarete, $C_4H_4K(SbO)O_6$ এবং antimonium sulphuratum প্রধান। Paracelsus প্রথমে ইহাদিগকে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করেন, তাহার পর ১৫৬৬ খ্রী° প্যারিস পার্লামেন্ট-কর্তৃক ঔষধরূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়। টার্টার এমেটিক্‌এর মাত্রা '০০২৭ গ্রাম হইতে '০০৮ পর্যন্ত। এ্যান্টিমোনিয়াম সাল্‌ফিউরেটামের মাত্রা '০৬৫ গ্রাম হইতে '১৩ গ্রাম পর্যন্ত। টার্টার এমেটিককে অল্প মাত্রায় সেবন করিলে হৃৎস্পন্দন এবং ধমনীর বেগ মৃদু হয় এবং তাহার সহিত শ্বাসক্রিয়াও মন্দ হয়। কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করিলে শরীরের বিলক্ষণ গ্লানি ও দৌর্বল্য জন্মায় এবং পেশী সকলকে শিথিল ও শরীর ঘর্মাভিষিক্ত করে এবং পরে বমন উপস্থিত হয়। টার্টার এমেটিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে অত্যন্ত ভেদ, বমন, পাকাশয় ও গলদেশে জ্বালা, অন্ত্র মধ্যে বেদনা, নাড়ী ক্ষীণ, দৌর্বল্য, অবসাদন, পেশীর শিথিলতা, ঘর্ম, মূর্চ্ছা, হস্তপদাদির আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। Dr. Plimmer Litium antimonyl tartarateকে নিদ্রাকুলতা রোগে ব্যবহার করিতেন।

বর্তমানে কালাজ্বর রোগে tartar emetic বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শতকরা ২ ভাগ টার্টার এমেটিক দ্রবণ লইয়া $\frac{1}{2}$ c. c. হইতে ৫ c. c. (কিউবিক্‌ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত শিরার মধ্যে পিচ্‌কারীর দ্বারা (injection) প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ফুসফুস্‌ যকৃৎ এবং প্রস্রাবনলী কোন থাকিলে ইহা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। বর্তমানে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় 'Ureastibamine' নামে অঞ্জনকের pentavalent compound আবিষ্কার করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। কালাজ্বরে অপরাপর যৌগিক পদার্থ অপেক্ষা এই যৌগিক পদার্থটী ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতেছে। তাহার কারণ এই pentavalent যৌগিক পদার্থ আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের দ্বারা ক্রমশঃ ট্রাইভ্যালেন্ট যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ইহা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে ঔষধের বিষক্রিয়া দূরীভূত হয়।

Antimonium sulphuratum পুরাতন চর্ম-রোগে, যকৃৎরোগে এবং পুরাতন উপদংশরোগে প্রয়োগ করা হয়।

[Sir P. C. Roy : Hindu Chemistry, 54. Sans. text. 52 ; Roscoe : Inorganic Chemistry, 1026 ; J. R. Partington : Text-book of Inorganic Chemistry ; Gil Bert. T. Morgan : Antimony Compounds, 295 ; J. A. N. Friend : Text-book of Inorganic Chemistry]

শ্রীফণিভূষণ সেন

অঞ্জনকর্ম—[সু°-কর্মন্‌] ক্লী°, অঞ্জনদ্বারা চক্ষুঃপ্রসাধন কর্ম, কাজল, আঁজনাই, আঁজন anointing. [অঞ্জন৪ দ্র°]

অঞ্জনকেশিকা,-কেশী—[অঞ্জনের ন্যায় হইয়াছে কেশ যাহার—বহু°] স্ত্রী°, ১ সুকেশা নারী। ২ [বৈদ্যক] অঞ্জনের ন্যায় হইয়াছে কেশ (জটা) যাহা হইতে বা যাহা দ্বারা—বহু°] হট্টবিলাসিনী (অম°) বা উত্তরাপথে প্রসিদ্ধ নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য-বি° ; চলিত নাম নালুকা বা নাল্‌কো, নখী (মরাঠী-নুখলা)। ইহার সংযোগে কেশের কৃষ্ণত্ব হয় ॥ প্রাগ° ॥ পর্যায়—নলিকা বিক্রমলতা কপোতচরণা নটী। ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্মথ্যা সুষিরা নলী ॥—ভা-প্র° পূ° ১ কর্পূ-ব°-১১৪। শূন্যা, নর্তকী (ধন্বন্তরীয় নি° ব° ৩. ৪০), কপোতবাণা, ধমনী, বনকদলা, রন্ধ্রা (রাজনি° ব° ১২. ৮৮)। [নালকা দ্র°] —ভা-প্র° পূ° ১, কর্পূ-ব°।

গুণ—ইহা শীতল, লঘু, দৃষ্টিহিতকর ; কফঘ্ন, কফ ও পিত্তহারী ; বাত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও জ্বর ইহাতে নষ্ট হয়। —ঐ, ১১৫।

অঞ্জনক্ষ্মাধর—অঞ্জন নামক পর্বত। 'নূতনাম্বুধরস্ফিতাঞ্জনক্ষ্মাধরভ্রমবিধানবন্ধুরঃ।'—শ্রীকণ্ঠ° ২২. ১৭ ॥ শি° ॥

অঞ্জন গাঁও—১ বেরার প্রদেশে অমরাবতী জেলার অন্তর্গত দরিয়াপুর তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ২১° ১০´ উ°; দ্রাঘি° ৭৭° ১০´ পূ°। লোকসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। শাহনুর নদীর তীরে অবস্থিত এবং তজ্জন্য স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত। তুলাজাত বস্ত্র, পান এবং সুড়ির কাগ প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। দ্বিতীয় মরাঠা-যুদ্ধে গাবীলগড়ের পতন হইলে এই স্থানে ১৮০৩ খ্রী° ৩০এ ডিসেম্বর দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার সহিত ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট আর্থার ওয়েলস্‌লীর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।—IG, v. 383. ২ বোম্বাইএর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এদ্‌লাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে 'অমরসিংহদেবে'র একটী সুন্দর মন্দির (১৩০´ × ১৩´) আছে। —BG, xii. 432.

অঞ্জন-গুড়িকা—(বৈদ্যক) স্ত্রী°, বিসূচিকায় প্রযোক্তব্য অঞ্জন-জাতীয় ঔষধ-বি°। বিসূচিকারোগে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ইহা নেত্রে প্রয়োগ করিলে জ্ঞানোন্মেষ হইয়া থাকে। প্রস্তুত-বিধি—মহানিম্বের সার, আপাংবীজ, শ্বেত অপরাজিতার মূল, হরিদ্রা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিতে হয়।—চক্র° বিসূ-চি° ৪১।

অঞ্জনত্রয়,-ত্রিতয়—(বৈদ্যক) ক্লী, কালাঞ্জন, পুষ্পাঞ্জন ও রসাঞ্জন একত্র সমাযুক্ত হইলে অঞ্জনত্রিতয় নামে অভিহিত হয়। 'কালাঞ্জন-সমাযুক্তে পুষ্পাঞ্জনরসাঞ্জনে। অঞ্জনত্রিতয়ং প্রোক্তমঞ্জনং চাঞ্জনত্রয়ম্‌ ॥'—রাজনি° ব° ২২. ৫।

অঞ্জনদেব—মধ্যভারতের নিমার জেলার পূজিতা বনদেবতা। তত্রত্য অধিবাসীরা বনে কাষ্ঠ আহরণের সময় কোন বৃক্ষচ্ছেদন করিবার পূর্বে অমঙ্গল-নিবারণের জন্য অঞ্জনদেবের উদ্দেশে নারিকেল উৎসর্গ করে। এই অঞ্চলে অঞ্জনবৃক্ষের খুব প্রাচুর্য আছে; সম্ভবতঃ অঞ্জনবৃক্ষ হইতেই অঞ্জনদেবের কল্পনা করা হইয়াছে।—ERE, iii. 314a.

অঞ্জনদেবী — জাতক-বর্ণিত দেবগর্ভা ও উপসাগরের কন্যা। ইঁহার দশ ভ্রাতা সমস্ত জম্বুদ্বীপ জয় করিয়া যখন দ্বারাবতীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা রাজ্য দশ ভাগে বিভক্ত করেন এবং ভগিনীর কথা ভুলিয়া যান। কেবল অংকুর নামক ভ্রাতা ভগিনীকে অংশ দান করেন। ফলে অপর সকল ভ্রাতা বিনষ্ট হইলেও অংকুর বিনষ্ট হন নাই।—জাতক ৪. ৮০, ৮৪, ৮৮, ৮৯; পেত-অথ° ১১১-১২ ॥ MDPP ॥

অঞ্জননামিকা—[অঞ্জনী দ্র°]।

অঞ্জননিদান—অগ্নিবেশ-প্রণীত বৈদ্যক গ্রন্থ-বি°। 'অথোধতিমিরচ্ছিন্নচক্ষুষং ভিষজাং কৃতে। সুখং করোত্যগ্নিবেশো গ্রন্থমঞ্জন-মাধ্যয়া ॥—IO, 2714; Oxf. Cat. 310a. Raj. Mitra, Cat. of Bik. Mss. 650; Dietz, Anal. med., 135.

অঞ্জনপর্বত — জাতক-বর্ণিত হিমালয়-পর্বতের ছয়টী শৃঙ্গের অন্যতম। এই শৃঙ্গ হইতে পাঁচটী বড় নদী প্রবাহিত ছিল এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাতটী হ্রদ ছিল।—জাতক ৫. ৪১৫ ॥ MDPP ॥

অঞ্জনপর্বা—হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের পুত্র রাক্ষস।—মহা° ৫. ১৯৪. ১৯-২০। ইনি কুরুক্ষেত্রে রাত্রিযুদ্ধে অশ্বত্থামা-কর্তৃক নিহত হন।—মহা° ৭. ১৫৭. ৮৯.।

অঞ্জনবন, অঞ্জনবন—পালি-সাহিত্যে বিখ্যাত সাকেতের একটী উদ্যান। অঞ্জনবনের মধ্যবর্তী মৃগ-চক্রে বুদ্ধদেব সময়ে সময়ে অবস্থান করিতেন। অঞ্জনলতা দ্বারা এই উদ্যান ঘনভাবে আবৃত (অন্যমতে অঞ্জন নামক বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াসমাচ্ছন্ন) ছিল বলিয়া ইহার নাম অঞ্জনবন।—থের-অথ° ১. ১২৮; সং-অথ° ৩. ১৯৫ ॥ MDPP ॥

বুদ্ধদেব এবং বহু ভিক্ষুর জীবন-কাহিনী এই অঞ্জনবনের সহিত জড়িত। বুদ্ধদেব এই স্থানেই সাকেতসুত্ত (২১৯), সাকেত-জাতক (১. ৩০৮) ও জরাসুত্ত প্রচার করেন। এক সময় অঞ্জনবনে বুদ্ধদেবের অবস্থানকালে কতিপয় ভিক্ষু রাত্রিতে নিকটবর্তী শরভূনদীর বালুকাচরে নিদ্রিত হন, তখন হঠাৎ বন্যা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করে। এই সময়ে গবম্পতি নামক স্থবির তপোবলে বন্যা নিরোধ করেন।—থের° ৫. ৩৮। আনন্দ এক সময়ে অঞ্জনবনে অবস্থান করিতেছিলেন; সেই সময় এক জটিলা সন্ন্যাসিনী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমাধি-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।—অঙ্গু-নি° ৪. ৪২৭-২৮। স্থবির ভূত এই স্থান হইতে সাকেতে অবস্থিত নিজ আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।—থের-অথ° ১. ৪২৪। অঞ্জনবনিয় নামক স্থবির এই স্থানে একবার বর্ষা কাটান।—থের-অথ° ১. ১২৭। সুজাতা অঞ্জনবনে বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া দীক্ষিত হন ও অর্হত্ত্ব লাভ করেন।—থেরী° ১০. ১৪৫-৫০।

অঞ্জনবনিয় থের—বৈশালীর বৃজ্জি-ব° রাজার পুত্র। অনাবৃষ্টি, রোগ ও দৈত্যদের দ্বারা বৈশালীর অধিবাসীরা ভয়াকুল হইলে বুদ্ধদেব 'রতনসুত্ত' প্রচার করিয়া তাহা শান্ত করেন। রাজপুত্র অঞ্জন এই সময় বুদ্ধের বাণী-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। অঞ্জন অঞ্জনবনে বাস করিতেন; বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে তিনি একখানি পুরাতন পর্যঙ্ক সংগ্রহ করিয়া তাহা চারিটী প্রস্তরের উপর স্থাপন করেন এবং উহাতে প্রবেশ করিবার একটী মাত্র দ্বার রাখিয়া তাহা তৃণ-দ্বারা আবৃত করেন। উহাতেই তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। পরে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন।—থের° ৫. ৫৫; থের-অথ° ১.১২৭ ইঁ। পূর্বজন্মে ইনি মালাকার ছিলেন, তখন নাম ছিল—সুদর্শন। সুদর্শন পদ্মুত্তর বুদ্ধকে পুষ্পোপহার দিয়াছিলেন। তিনি দেবুত্তর নামে ১৬ বার রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অপদানে (১. ১৪২) উল্লিখিত মুট্ঠিপুপ্ফিয় ও অঞ্জন একই ব্যক্তি ॥ MDPP ॥

অঞ্জনবসভ — কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের রাজ-হস্তী। ইহা বৃষ্টি আনয়ন করিতে পারিত বলিয়া খ্যাত ছিল। কলিঙ্গের দন্তপুরে অনাবৃষ্টি হইলে তথাকার ব্রাহ্মণগণ এই হস্তীকে লইয়া যান, কিন্তু তাহাতে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ধনঞ্জয়কে হস্তী প্রত্যর্পণ করেন।—জাতক ২. ৩৬৮ ইঁ°; ধম্ম-অথ° ৪. ৮৮ ইঁ°। MDPP ॥

অঞ্জনভৈরব — (বৈদ্যক) সন্নিপাত-জ্বরে প্রযোজ্য রসৌষধ-বি°। উপাদান ও প্রস্তুতবিধি—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও পিপুল প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ এবং জয়পাল ১২ ভাগ একত্র জামীর লেবুর রসে মর্দন করিয়া সন্নিপাতজ্বরে নিঃসংজ্ঞাবস্থায় নেত্রে অঞ্জনরূপে ব্যবহার্য।—রস-সা° সন্নি-জ্বর-চি°।

অঞ্জনযুগ্ম—(বৈদ্যক) ক্লী°, অঞ্জনদ্বয়। রসাঞ্জন ও স্রোতোঞ্জন একত্র অঞ্জনযুগ্ম নামে অভিহিত।—বাভট° সূ° প্রিয়ঙ্গ্বাদি°।

অঞ্জনরস — (বৈদ্যক) সন্নিপাত জ্বর-নাশক রসৌষধবি°। শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া, প্রথমতঃ উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হয়। পরে ঐ কজ্জলী রশোনের রসে এক প্রহরকাল মর্দন করিয়া বটী বা বর্তি আকারে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়। সন্নিপাতজ্বরে লুপ্তসংজ্ঞ অবস্থায় এই ঔষধ রশোনের রসে গুলিয়া নস্য প্রয়োগ করিলে অচিরে জ্ঞানোন্মেষ হইয়া থাকে এবং ইহার সহিত ঔষধের সমপরিমাণ মরিচচূর্ণ মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা ও প্রলাপ দূর হয়।—রস-সা° জ্বর-চি°।

অঞ্জনরস নামক আরও একটী ঔষধের উল্লেখ দেখা যায়। হিং, ফটকিরি, তুঁতে-ভস্ম, কর্পূর ও তাম্রভস্ম সমভাগে লইয়া, কালকাসুন্দের রসদ্বারা দুই প্রহর কাল মর্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত জ্বরের

নিমসংজ্ঞতা ও দাহাদি উপদ্রব দূরীভূত হয়।—রস-সা° জর-চি°।

অঞ্জনবিধি — অঞ্জনপ্রসাধনভেদ। [অঞ্জন, দ্র°]।

অঞ্জনবেল — বোম্বাই-প্রদেশে রত্নগিরি জেলার একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৭° ৩১´ উ°: দ্রাঘি° ৭৩° ১৫´ পূ°। বাশিষ্ঠি বা দাভোল নদের মোহানায় অবস্থিত। এই নদকে অঞ্জনবেলও বলা হয়। পূর্বে অঞ্জনবেল প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এখানে মরাঠাদের মুখ্যনিবেশ ছিল এবং ইহা এক জন সুবেদার-কর্তৃক শাসিত হইত। ১৮১১ খ্রী° গুহাগড়ে মুখ্যনিবেশ স্থানান্তরিত হইলে ইহার গুরুত্ব কমিয়া যায় এবং ইহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর ও সমৃদ্ধিহীন হইতে থাকে। নদের মোহানায় বিস্তার প্রায় এক মাইল; উহা বালুচরের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। নদীর তীরে তালকেশ্বর নামক একটী প্রাচীন মন্দির আছে। মোহানার মুখে একটী সুন্দর পোতাশ্রয় অবস্থিত। এই স্থানে জোয়ারের সময় জল প্রায় ১০ ফুট উঠে ও ভাঁটার সময় ১০ ফুট নামিয়া যায়। পোতাশ্রয়ের প্রবেশ-মুখে একটী আলোকস্তম্ভ (light-house) আছে। চিপ্‌লান হইতে যাতায়াতের পথে এই পোতাশ্রয়টী পোতগুলির রক্ষার পক্ষে বিশেষ নিরাপদস্থল। পোতাশ্রয়ের প্রবেশ-দ্বারে শুল্কবিভাগের অফিস আছে। উপকূল-ভাগ দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, সেগুলিকে আবশ্যক হইলে এই স্থানে ডাকা হয়। বস্ত্রবয়নই এই স্থানের প্রধান শিল্প।

অঞ্জনবেলে যে দুর্গ আছে, তাহা গোপালগড় নামে খ্যাত। ১৭শ শতকে বিজাপুররাজগণ-কর্তৃক এই দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান ১৬৬০ খ্রী° শিবাজী ইহার সংস্কারসাধন করেন। তাঁহার পুত্র শম্ভুজীও ইহার বিশেষ উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন। এখানে প্রাপ্ত একখানি প্রস্তরলিপিতে দেখা যায়, পারসিক কবিতায় এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতার নাম সিদি বা সাদ এবং দুর্গের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭০৭ খ্রী°।

১৬৯৯ খ্রী° জাঞ্জিরার হাবসি খৈরাৎ খাঁ-কর্তৃক (১৬৮০-১৭০৮) দুর্গটী আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। খৈরাৎ খাঁ দুর্গ-নিম্নে পড়কোট দুর্গও নির্মাণ করেন। ১৭৪৪ খ্রী° তুলাজী আংগ্রিয়া, সিদ্দেল হাবসির নিকট হইতে দুর্গটী অধিকার করিয়া, ইহার নাম 'গোপালগড়' রাখেন এবং উপরিস্থ বালকোট দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৭৫৫-৬ খ্রী° ইহা আংগ্রিয়ার হস্ত হইতে পেশোয়ার হস্তে যায় এবং পরে পেশোয়ার হস্ত হইতে কেনেডীর হস্তে পতিত হয়। অঞ্জনবেল হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরবর্তী স্থানে পোতাশ্রয়ের প্রবেশ-মুখের এক বিশিষ্ট স্থানে গোপালগড় অবস্থিত। দুর্গটী প্রায় ৭ একর পরিমাণ স্থান জুড়িয়া আছে। ইহার তিন দিকে সাগর এবং এক দিকে একটী গভীর পরিখা বর্তমান। দুর্গের প্রাচীরগুলি প্রস্তর ও সুরকি-দ্বারা নির্মিত—উচ্চতা ২০ ফুট ও বেধ ৮ ফুট। প্রাচীরে কামান সংস্থাপনের ব্যবস্থা পরে করা হইয়াছে। দুর্গের দক্ষিণ দিকেই ১৮ ফুট চওড়া পরিখা অবস্থিত; দুর্গের দুইটী দ্বার, একটী পূর্ব দিকে, অপরটী পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকের দ্বারের উত্তর পার্শ্বে প্রহরী-গৃহ আছে। এক সময়ে দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল; এখনও সেগুলির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরের নিকটে প্রাচীন দুর্গের ভাণ্ডার-গৃহ ও সভাগৃহ বলিয়া পরিচিত দুইটী গৃহও আছে। এইগুলির নিকটেই শাসনকর্তার আবাস ছিল। ১৮২৯ খ্রী° পর্যন্ত এই দুর্গে ২০০ দেশীয় সৈন্য ও দুই জন সামরিক কর্মচারী বাস করিতেন। অতঃপর ইহা পরিত্যক্ত হয়।

[BG, i. pt-ii, 39, 68, 79, 92; x. 318-19]

অঞ্জনশলাকা,—জৈন-সম্প্রদায়ের একটী ধর্মোৎসব। নূতন দেবমূর্তির অভিষেক বা প্রতিষ্ঠাই অঞ্জনশলাকা নামে খ্যাত। শ্বেতাম্বর জৈনেরা দেবমূর্তিতে এই উপলক্ষ্যে ধাতুনির্মিত চক্ষু সংযোজিত করে, দিগম্বরদিগের দেব-মূর্তির চক্ষু সর্বদাই মুদ্রিত। এই অভিষেক-কালে মহাসমারোহ হয়; মন্ত্রপাঠ সহ দেবতার চক্ষু যোজনা করিয়া দেবতার অঙ্গে জাফরান্ মাখান হয়। অভিষেকের পূর্ব পর্যন্ত দেবতাকে পবিত্র জ্ঞান করা হয় না। এইরূপ নূতন মূর্তির প্রতিষ্ঠায় শোভাযাত্রা, ভোজ প্রভৃতিও হইয়া থাকে।—ERE, v. 878b.

অঞ্জনশলাকা, — (বৈদ্যক) অঞ্জন লাগাইবার শলাকা [অঞ্জন, দ্র°]।

অঞ্জনশৈলনাথ-স্তোত্র — স্তোত্রগ্রন্থ, বিষ্ণুর স্তোত্র। তিরুপতি পর্বতে প্রসিদ্ধ মন্দিরে শ্রীনিবাস বিষ্ণু স্থাপিত। ইঁহারই উদ্দেশ্যে এই স্তোত্র রচিত।—S. Mss. 9819.

অঞ্জনা,—**১** [অঞ্জন+স্ত্রী আ (টাপ্)] স্ত্রী°, অঞ্জনবর্ণযুক্তা। **২** ঈশানদিকের দিক্‌করিণী, অঞ্জনাবতী। **৩** কাশ্মীরের যুবরাজ তোর-মাণের পত্নী। ইনি বজ্রেন্দ্রের কন্যা ও প্রবর-সেনের মাতা।—রাজত° ৩. ১০৫॥বো-রো°॥ **৪** কুঞ্জর নামক বানরের কন্যা ও বানররাজ হনুমান বা মারুতির গর্ভধারিণী। ইঁহার সপত্নীর নাম—মার্জ্জারা।—অধ্যা-রা° সার° ১৩। ॥হে° অনে° অভি° শব্দ° বো-রো° আপ্°॥ নামান্তর—অঞ্জনী। ইনি কামরূপ-ধরা।—রা° ৪. ৬৬। ইনি সুমেরুনিবাসী (রা° ৭. ৩৫.) বানররাজ কেশরীর পত্নী। ভবিষ্যপু° প্রতি° ৪. ১৩; রা° ৪. ৬৬. ৮ইং°। পূর্বজন্মে ইনি পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী অপ্সরা ছিলেন। শাপবশে কুঞ্জর নামক বানরের কন্যা হন। মতান্তরে অঞ্জনা গৌতমঋষির কন্যা হইয়াছিলেন।—শিবপু° শত° ২০। হনুমানের জন্মসম্বন্ধে দুইটী বিবরণ পাওয়া যায়। রামায়ণমতে, অঞ্জনা একদা শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন; বাতাসে তাঁহার বসন অল্পে অল্পে অপসারিত হয়। পবন তাঁহার অসামান্যরূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া মূর্তি-ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার কামনা পূর্ণ করিতে বলেন। কিন্তু অঞ্জনা তাঁহাকে তাঁহার পাতি-ব্রত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনুনয় করেন। পবন তাঁহাতে সম্মত হন এবং বলেন তিনি মাত্র সঙ্কল্পদ্বারা তাঁহাতে সংক্রান্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গর্ভে তৎসদৃশ মহাবল পুত্র

জন্ম গ্রহণ করিবে। ফলে হনুমানের জন্ম হয়।—রা° ৪. ৬৬। মহাভারতে বনপর্বে তীর্থযাত্রাপর্বে ভীমের প্রশ্নের হনুমানের উক্তিতেও বায়ুপুত্রত্বের আভাষ পাওয়া যায়। হনুমান্ বলিয়াছেন—'অহং কেসরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুষা। জাতঃ কমলপত্রাক্ষ হনুমান্নাম বানরঃ॥'—মহা° ৩, ১৪৯ ২৭ (বোম্বাইসং)। স্কন্দপুরাণের আখ্যান অন্যরূপ। ইহার মতে, অঞ্জনা দীর্ঘকাল পুত্রহীনা থাকিয়া তপস্যা করেন। পরে মতঙ্গঋষির উপদেশে অঞ্জনা পতিসহ বেঙ্কটাচলে গমন করেন। তীর্থপুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বরাহ ও বেঙ্কটেশকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর আকাশগঙ্গাতীর্থে বায়ুর আরাধনা করেন। সহস্রবর্ষের তপস্যায় প্রীত হইয়া মেষরাশির সংক্রমণকালে পুণ্যা পূর্ণিমায় বায়ু প্রকট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তিনি পুত্র প্রার্থনা করিলেন। বায়ুর প্রসাদে মারুতির জন্ম হয়।—স্কন্দপু° বি-বে° ৩৯। ৫ দক্ষিণ ভারতের নদী-বি°। পদ্মপু°-(স্ব° ১১. ৩৯) মতে এই নদীতে শ্রাদ্ধ করিলে পাপক্ষয় হয় এবং এখানে ধনদান করিলে তাহা কোটিগুণ বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণভারতের অন্যান্য নদীর সহিত ইহার উল্লেখ এইরূপ—তুঙ্গভদ্রা নদী পুণ্যা তথা চক্ররথা সরিৎ॥ ৩৮

ভীমেশ্বরং কৃষ্ণবেণ্বা কাবেরী চাঞ্জনা নদী।
নদী গোদাবরী পুণ্যা ত্রিসন্ধ্যাতীর্থ-
মুত্তমম্॥৩৯

৬ নদীয়া জেলার অন্তর্গত নদী-বি°। এই নদী বারুইহদার দক্ষিণ দিয়া দোগাছিয়া ও হাঁসখালির উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাত্রাপুরের নিকট দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পরে এই দুইটী শাখাই দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া চাকদহের নিকট গঙ্গানদীতে পতিত হইয়াছে॥ বিশ্বকো°॥ ৭ ঐরাবতের পুত্র অঞ্জন নামক হস্তীর কন্যা।—'অঞ্জনাদঞ্জনা'—বায়ুপু° ৬৯, ২২১। ৮ (বৈষ্ণবশা°) নন্দপত্নী যশোদার সখীর নাম।—কৃষ্ণগণ° ৬০। অঞ্জনা₂—সংস্কৃত অংকার বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি অঞ্জনবর্ণা, কৃশা, জটিলা ও মহোদরী। ইঁহার পাঁচটী মুখ ও চারিটী হস্ত। ইনি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রোপরি আসীনা। ইঁহার চারি ভুজের প্রহরণ—শূল, পাশ, বরদ ও অভয় মুদ্রা। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (প. ১৫১) ইঁহার ধ্যান এইরূপ—'অঞ্জনাভাঞ্জনা দেবী পঞ্চাস্যা জটিলা কৃশা। মহোদরী মহাব্যাঘ্রবরবাহনসাস্থিতা॥ চতুর্ভুজা শূলপাশবরাভয়করা মতা।' ॥ বিশ্বকো°॥

অঞ্জনাগিরি — [অঞ্জন+গিরি; নাম বুঝাইলে সমাসে গিরিশব্দের পূর্ববর্তী কিংশুকাদি (=কিংশুলুক [কিংশুলক], শাব [সাবক], নড়, অঞ্জন, ভঞ্জন, লোহিত ও কুক্কুট) শব্দের অন্ত্যস্বরের দীর্ঘ হয়। 'বনগির্যোঃ সংজ্ঞায়াং; কোটরকিংশুলকাদীনাম্'—পা° ৬. ৩. ১১৭; 'সংজ্ঞায়াং গিরিনিকায়োঃ'—পা° ৬. ২. ৯৪, বো-রো° বিশ্বকো°] ১ (অঞ্জনের ন্যায় বর্ণ বলিয়া) নীলগিরি, নীলাচল। ২ = অঞ্জন,। ৩. মহীশূরের অন্তর্বর্তী হনুমদ্‌গলয়। ৪ ত্রিকমলয়।

অঞ্জনাচল = অঞ্জনাদ্রি [অঞ্জনাদ্রি দ্র°]।

অঞ্জনাচার্য—চিকিৎসাশাস্ত্রকার; গ্রন্থ—'কল্পাধ্যায়'।-Cat. Cat; Oudh, x. 24.

অঞ্জনাদিগণ—(বৈদ্যক) অঞ্জন-প্রমুখ কতকগুলি ভেষজসমষ্টি।

একই ব্যাধিনাশক ভেষজ-সমষ্টি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে গণ বা বর্গ নামে অভিহিত। তাহাদের প্রত্যেকের আদিতে উক্ত, ভেষজের নামানুসারে সেই সেই গণের নামকরণ হইয়াছে। যেমন—অঞ্জনাদিগণের, প্রথমেই অঞ্জনের উল্লেখ আছে। এইরূপ অনেকগুলি গণ আছে; যথা—বিদারীগন্ধাদি, আরগ্বধাদি, বরুণাদি, কাকোল্যাদি, সালসারাদি ই°।

'অঞ্জন-রসাঞ্জন-নাগপুষ্প প্রিয়ঙ্গু-নীলোৎপল-নলদ-নলিনকেশরাণি, মধুকঞ্চেতি—
অঞ্জনাদিগণোহ্যেষ রক্তপিত্তনিবর্হণঃ।
বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা॥'
—সুশ্রু° সূ. ৩৮।

অঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, জটামাংসী, পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু এই আটটী ভেষজ একত্র 'অঞ্জনাদিগণ' নামে অভিহিত; অর্থাৎ অঞ্জনাদিগণের উক্তিতে, মিলিত এই আটটী ভেষজ বুঝিতে হইবে। এই অঞ্জনাদিগণ (পৃথক্ ও মিলিত) রক্তপিত্ত ও বিষ-নাশক এবং অন্তর্দাহ-উপশমক।

কতকগুলি ভেষজ এক একটী গণভুক্ত করিয়া অভিহিত করিবার উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ গণের উল্লেখে তদ্‌গণীয় সমস্ত ভেষজগুলিই উল্লিখিত হয়; সুতরাং অনেকগুলি দ্রব্যের উল্লেখে গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয়তঃ—গণোক্ত ভেষজসমূহের প্রত্যেকটী এবং সমষ্টি তত্তদ্‌ব্যাধিনাশক বলিয়া সকলগুলি সর্বত্র, সকল সময়ে সুলভ না হইলে, যেখানে, যখন, যে কয়টী পাওয়া সম্ভবপর, সে ক্ষেত্রে তাহাই প্রয়োগ করিলেও কার্য সিদ্ধ হয়।

'সমস্তবর্গমর্ধং বা যথা লাভমথাপি বা।
প্রযুঞ্জীতেতি বচনং সর্বত্র গণকর্মণি॥'
—চক্র° বাত-চি° ৭১।

গণোক্ত ভেষজের সকলগুলি অর্ধেক কিংবা যে কয়টী পাওয়া যায়, সেগুলিই প্রযোজ্য। গণোক্তিতে সর্বত্রই এই ব্যবস্থা।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতায়ও অঞ্জনাদিগণের উল্লেখ আছে। উহাতে সুশ্রুতোক্ত আটটী ও বড় এলাচ মোট নয়টী ভেষজ 'অঞ্জনাদি' নামে কথিত।

'অঞ্জনং ফলিনী মাংসী পদ্মোৎপল-রসাঞ্জনম্ সৈলামধুকনাগাহ্বং বিষান্তর্দাহ-পিত্তনুৎ॥'—অ হৃ-স-নি° সূ° ১৫।

অঞ্জন, প্রিয়ঙ্গু, জটামাংসী, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, রসাঞ্জন, এলা, যষ্টিমধু ও নাগকেশর ইহারা বিষ, অন্তর্দাহ ও পিত্তনাশক।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অঞ্জনাদিসাধন—পঞ্চরাত্রোক্ত সাধন-বি° [পঞ্চরাত্র দ্র°]।

অঞ্জনাদ্রি=ত্রিকমলয়। ত্রিকমলয় ত্রিকপতির পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণভারতে উত্তর আর্কট জেলার একটী পাহাড়। 'গন্ধমাদনেদ্বং ভজৎং অঞ্জনাদ্রৌ মহাজনম্'—

বামনপু° ৬৫. ১০০ । ১২৯৩ শক° (১৩৭১-২ খ্রী°) গোপ্‌গণের বহুনাথ-লিপিতে অঞ্জনাদ্রির উল্লেখ আছে।—El. vi. 323. 330. এই পর্বত হইতে অঞ্জনাক্ত বানরগণ সুগ্রীবের আদেশে কিষ্কিন্ধ্যায় যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিল।

অঞ্জনাধিকা — স্ত্রী°, ১ আঞ্জনী বা আঁজনাই নামধেয় কৃষ্ণবর্ণ কীট-বি°। দেখিতে অনেকটা যেঠী বা টিকটিকির ন্যায়—কিন্তু লেজ ও পা টিকটিকির চেয়ে ছোট এবং গায়ের রঙ্ ঘোর কাল ও খুব চক্‌চকে। সম্ভবতঃ অঞ্জন অপেক্ষা অধিক কৃষ্ণ বলিয়াই ইহার এইরূপ সংজ্ঞা হইয়াছে। পর্যায়—অঞ্জনিকা।—অভি° শব্দ°। ২ (বৈদ্যক) কৃষ্ণকার্পাস বৃক্ষ [কালাঞ্জনী দ্র°]।

অঞ্জনাম্বর—পাটলাপুষ্পনয়ন। 'পাটলাপুষ্পনয়নঃ স ভবেদঞ্জনাম্বরঃ।'—কল্পদ্রু° ১০৯. ১৮৮।

অঞ্জনাভ—পর্বত-বি°।—মহা° ১৩, ২১১. ৩২।

অঞ্জনাম্ভ—স্ত্রী°, অঞ্জনযুক্ত জল, সলিলাদিযোগে দ্রবীভূত অঞ্জন liquid collyrium. নেত্রে অঞ্জন বা কজ্জল লাগাইবার পর কোন কারণে অশ্রুধারা উহা বিগলিত হইলে সেই কজ্জলযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ জলকেও অঞ্জনাম্ভ বলা যায়।

অঞ্জনাবতী—১ বরুণের বাহন (বায়ুপু° ৬৯. ২০৯) সুপ্রতীক নামক দিগ্‌গজের সঙ্গিনী॥—অমর° শব্দ° বো-রো° কল্পদ্রু° ৩৭৫. ৫০। হারাবলী-(১৪৭) মতে, অঞ্জনের ভার্যা॥ বো-রো°॥ বায়ুপু°-(৬৯-২২১) মতে নাম নামক হস্তীর ঔরসে ও আয়ুরজের কন্যার গর্ভে অঞ্জনাবতীর জন্ম। প্রহারী, সম্পাতী ও পৃথুশ্রিবি নামক সুপ্রতীকের তিন পুত্র সম্ভবতঃ অঞ্জনাবতীর গর্ভজাত।—বায়ুপু° ৬৯. ২১৯।

অঞ্জনাসুন্দরী—হনুমানের মাতা [অঞ্জনা, দ্র°]।—JB. 88.

অঞ্জনিকা — [অঞ্জনা + কন্-স্বার্থে; পূর্বের আকার-স্থানে ইকার] স্ত্রী°, ১ আঁজনাই, আঞ্জনী নামক কীট-বি° lacerta unjinensis। শব্দ°॥ [অঞ্জনাধিকা দ্র°] পর্যায়—অঞ্জনাধিকা, হালিনী, হলাহল—অভি°; হালাহল, কুটিলকীটক—রাজনি° ব° ১৯. ১২। ২ সুপ্রতীক নামক দিগ্‌হস্তীর সঙ্গিনী। ৩ ['অঞ্জলিকা' শব্দের পাঠভ্রমে] ক্ষুদ্রমূষিকা, বালমূষিকা, নেংটী ইঁদুর।। জটাধর, শব্দ° বো-রো°॥ [অঞ্জলিকা দ্র°]

অঞ্জনী—১ [√অঞ্জ্ (লেপন করা)+ল্যুট্-কর্ম+ঈ (ঙীপ্)] স্ত্রী°, চন্দনকুঙ্কুমাদি দ্বারা অনুলিপ্তা বা অনুলেপনযোগ্যা নারী॥ লেপ্যযোষিৎ'—অভি°; 'লেপ্যনারী'—মে°; 'লেপ্যকামিনী' — হারাবলী ১৭১, বিশ্ব° শব্দ° বো-রো°॥ ২ [√অঞ্জ্+ল্যুট্—করণে+ঈ (ঙীপ)] ক্ষ কটুকাবৃক্ষ, কট্‌কী গাছ black hellebore (picrorrihiza karroa)—রাজনি° ব° ৩. ৫৬। [কটুকা দ্র°]। খ কালাঞ্জনী-বৃক্ষ—রাজনি° ব° ৪. ৪৩ [কালাঞ্জনী দ্র°]।

অঞ্জনী—নেত্রবর্ত্মোপরি জাত রোগ-বি°। নামান্তর—অঞ্জনা, অঞ্জনিকা; অঞ্জননামিকা (সুশ্র°), অঞ্জনদূষিকা (ভাবপ্র°), আঞ্জন, আঞ্জনী, আঁজনাই। আয়ুর্বেদ-মতে নেত্রবর্ত্মাশ্রয়ী একবিংশতি রোগের অন্যতম। ইং° Sty, Stye.; লাটি°ন Hordeolum Externum.

অঞ্জনী হইলে চক্ষুর পাতার কতকটা স্থান রক্তাক্ত ও স্ফীত হইয়া ওঠে। সাধারণতঃ ইহা অক্ষিপক্ষের (cilia-র) উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং যন্ত্রণার উদ্ভব করে। অক্ষিপক্ষ-গ্রন্থির (Zeiss বা Moll-এর) স্রবনিঃসরণশীল মাংসগ্রন্থিগুলির কোন একটীতে পূযোৎপত্তি হইয়া ও বিশেষতঃ স্ট্যাফাইলোকোকাস অরেয়াস (Staphylococcus aureus)-এর জন্য অঞ্জনীর সৃষ্টি হয়। পূয বাহির হইয়া ইহা আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ইহার যন্ত্রণার উপশম হয় না। অক্ষিবর্ত্মের বহির্ভাগের ন্যায় অন্তর্ভাগেও যে সমুদয় মাংসগ্রন্থি আছে, সেগুলিরও কোন একটী স্ফীত হইয়া পূয জন্মিলে অঞ্জনী হইয়া থাকে; চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার নাম Hordeolum Internum. ইহাতে স্রবনিঃসরণ গ্রন্থিগুলির সূক্ষ্ম কোষসমূহ অন্তর্নিবিষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষিপক্ষ-গ্রন্থিনালী (meibomian duct) বন্ধ হয়। নেত্রবর্ত্মের অভ্যন্তরভাগের অঞ্জনী বিশেষ মারাত্মক। ইহাতে অভ্যন্তরভাগে ব্রণ বা ফোড়া হইয়া অক্ষিগোলককে আক্রমণ করিতে পারে। অক্ষিপ্রদাহ প্রভৃতি অন্যান্য রোগ-হেতুও অক্ষিপক্ষগ্রন্থির (meibomian gland) প্রদাহ করিয়া থাকে—ইহাও এক প্রকার অঞ্জনী।

সাধারণতঃ দেখা যায়, চক্ষুতে অতিরিক্ত চাপ পড়িলে বা চক্ষুর প্রান্ত জোরে মর্দন করিলে কিংবা চক্ষুতে পরিশ্রমজনিত পেশীসমূহ অতিরিক্ত সঞ্চালিত হইলে নেত্রবর্ত্মের উপর অঞ্জনী জন্মে। কোষ্ঠকাঠিন্য হইতেও অক্ষিপ্রদাহ ও তাহা হইতে নানা প্রকার অঞ্জনীর উৎপত্তি হয়। অভ্যন্তরভাগের অঞ্জনীগুলিও এইরূপ নানা কারণে উদ্ভূত হইয়া থাকে। উপদংশ-বিষ, রক্তদোষ প্রভৃতি হইতেও অভ্যন্তরভাগের অঞ্জনীর উৎপত্তি হইতে পারে; ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চক্ষু নষ্ট হইতে দেখা যায়।

আয়ুর্বেদ-মতে অঞ্জনী—চক্ষুক্রিয়ার আতিশয্য, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, কায়িক ক্লেশাভিঘাত, মলমূত্রাদির বেগধারণ, চক্ষুতে ঘর্ম, ধূলি ও ধূমপ্রবেশ, অশ্রুবেগরোধ এবং শুক্ত, আরনাল, কুলত্থ, মাসকলায় প্রভৃতির অতিসেবন হইতে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। আয়ুর্বেদে ইহার সম্প্রাপ্তি—উপরি উক্ত কারণ-সমূহে অতি কুপিত পৃথক্ পৃথক্ বাতাদিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) অথবা মিলিত ত্রিদোষ বর্ত্মাশ্রয় পূর্বক বর্ত্মমধ্যস্থ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া তত্রস্থ মাংস ও রক্তকে দূষিত ও সংবর্ধিত করে এবং একবিংশতি নেত্রবর্ত্মগত রোগের অন্যতম অঞ্জনীরোগের উৎপাদন করে। নেত্রবর্ত্মে দাহ-তোদবিশিষ্ট, তাম্রবর্ণ, কোমল ও অল্পবেদনান্বিত যে হ্রস্ব পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাই আয়ুর্বেদে অঞ্জনীর লক্ষণ।—

'দাহতোদবতী তাম্রা পিড়কা বর্ত্মসম্ভবা।
মৃদ্বী মন্দরুজা সূক্ষ্মা জ্ঞেয়া সা অঞ্জননামিকা॥'

—সুশ্রু' উ° ৩. ১৫।

'অত্র বর্ত্মমধ্যে ভবেৎ তাম্রা মুদ্গপ্রমাণা পিড়কা ভবতি' —বাভট° উ° ৮. ১৪।

চিকিৎসা—চক্ষুর বহির্ভাগে স্ফীতি বা প্রদাহ জন্মিলে ও প্রথমে বহির্ভাগের অঞ্জনীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে দিনের মধ্যে কয়েক বার করিয়া অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করিয়া গরম জলের সেক (hot compress) করিতে হয়। ইহাতে অঞ্জনীটী একটী নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত হইবে। উহা ভাল করিয়া পাকিয়া গেলে গরম সেকে আপনিই ফাটিয়া যায়। অস্ত্রসাহায্যেও কাটিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অঞ্জনী ফাটিয়া গেলে বা কাটিলে এই অবস্থায় যাহাতে অন্য গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত না হয়, তজ্জন্য 'বোরিক এসিড লোসন' দ্বারা স্থানটী পরিষ্কার করিতে হয় এবং চক্ষুর পাতার কিনারায় আস্তে আস্তে 'ইএলো অক্সাইড অব্ মার্কারী' মলম লাগাইতে হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য যাহাতে না হয়, তাহার প্রতি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। যখন বহু অঞ্জনী একত্র হয় তখন রোগীর অঞ্জনীর পুঁজের দ্বারা টীকা দিলে উপকার পাওয়া যায়। চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া চিকিৎসার একটী প্রধান অঙ্গ।

অভ্যন্তরস্থ অঞ্জনীতে চিকিৎসকের প্রয়োজন ; কারণ ইহাতে প্রায়ই অস্ত্রোপচারাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভিতর পরিষ্কার করিয়া শতকরা এক মাত্রায় সিলভার নাইট্রেট্ জলের সহিত মিশাইয়া ধীরে ধীরে তুলা দ্বারা ভিতরে লাগাইতে হয়। অভ্যন্তরস্থ অঞ্জনীতে অথবা গ্রন্থির প্রদাহে কোনরূপে টিপিয়া পুঁজ বাহির করা উচিত নহে।

আয়ুর্বেদে চিকিৎসা—অঞ্জন-নামিকা ভেদনসাধ্য ব্যাধি। উহাতে প্রথমে স্বেদ দেওয়া কর্তব্য। উহা স্বয়ং ভিন্ন হইলে ধীরে ধীরে নিষ্পীড়নপূর্বক তাহাতে মনঃশিলা, এলাচ, তগর, সৈন্ধব ও মধু প্রতিসারণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা যদি স্বয়ং ভিন্ন না হয়, অথচ ভিতরে পুঁজ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে অস্ত্রোপচার (ভেদ) করিয়া পুঁজ বাহির করিয়া ফেলা কর্তব্য। তৎপরে তাহাতে মধুমিশ্রিত রসাঞ্জনের প্রতিসারণ করিয়া দীপ-শিখোদ্ভব উষ্ণ অঞ্জন প্রদান করিলে সত্বর আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে।

টোটকা চিকিৎসা—আমের কচি পাতার আঠা অঞ্জনীর উপর প্রলেপ দিলে উহা ফাটিয়া যায়।

নিদান পরিবর্জনই সংক্ষেপ চিকিৎসা, কাজেই এই রোগের যে সকল কারণ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল কারণ পরিহার করা রোগীর সর্বাগ্রে কর্তব্য। এই রোগে উন্মুক্ত বায়ু সেবন, লঘু আহার ও কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত,
শ্রীরমেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অঞ্জনেয়স্বামী—মাদ্রাজ প্রদেশে উত্তর আর্কট জেলার বালাজাপেৎ তালুকের অন্তর্ভুক্ত শোলিঙ্গর্ নগরের একটি মন্দির। মন্দিরটী পূর্ব দিকে নিম্ন পাহাড়ে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটস্থ অপর কয়টী মন্দির অপেক্ষা ইহার স্থাপত্যশিল্প নিম্নস্তরের, কিন্তু ইহার প্রসিদ্ধি ঐ মন্দিরগুলি অপেক্ষা কম নহে।—IG. xxii. 308.

অঞ্জনেরি, অঞ্জিনি—বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জেলার নাসিক তালুকের অন্তর্ভুক্ত একটী পর্বত। চূড়া সমতল মালভূমি-বিশিষ্ট। সমুদ্র হইতে উচ্চতা ৪২৯৫ ফুট। অক্ষা° ১৯° ৫৭' উঃ ; দ্রাঘি° ৭৩° ৩৫' পূ°। ত্র্যম্বক হইতে ২ ক্রোশ এবং নাসিক হইতে ৭ ক্রোশ পর্বতচূড়ায় অঞ্জনেরি দুর্গ অবস্থিত ; তথায় পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অঞ্জিনির মন্দির বর্তমান। পর্বতে আরোহণ করিবার দুইটী পথ আছে—একটী পথ উত্তরপূর্বমুখী, অপরটী দক্ষিণ-পূর্বমুখী।

অঞ্জনেরি নাসিকের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থানে কয়েকটী অনন্তসংলগ্ন পর্বত আছে ; সেগুলির মধ্যে একটীর নাম অঞ্জনেরি। পর্বতটীর অধিষ্ঠান-স্থান তিন মাইল। পর্বতের পাদদেশে উত্তর-পূর্বদিকে অঞ্জনেরি নামে একটী গ্রামও বর্তমান। অঞ্জনেরি দুর্গের বা যে শিখরে দুর্গ অবস্থিত তাহার তিন দিক্ খাড়া এবং দক্ষিণ দিক্ কতকটা ক্রমনিম্ন। পর্বতের কিছু উপরিভাগে একটী মালভূমি হইতে আবার শিখর উঠিয়া উপরে পুনরায় মালভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতর মালভূমির উচ্চতা ৪৩০০ ফুট। পূর্বে পর্বতস্থিত অরণ্যে কোন পক্ষী ছিল না ; বর্তমানে কয়েক জাতীয় পক্ষী আনিয়া তথায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। নিম্নস্থ মালভূমি খাড়া পাহাড়বেষ্টিত ; ইহাতে প্রবেশ করিবার দুইটী মাত্র পথ আছে—একটী উত্তর দিকে, অপরটী পশ্চিম দিকে। অঞ্জনেরি গ্রাম হইতেই দুর্গের পথ উঠিয়াছে। এই পথ পর্বতের গাত্র বাহিয়া ক্রমশঃ উপরের দিকে গিয়াছে। পথের শেষাংশে প্রায় খাড়া পর্বত অতিক্রম করিতে হয়। অঞ্জনেরি গ্রামের মহার জাতির লোকেরা এক প্রকার কেদারার ন্যায় কাষ্ঠাসনের সাহায্যে যাত্রীদিগকে বহন করিয়া নিরাপদে উপরে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহারা আরোহী ও তাহাদের জিনিসপত্র বহন করিয়াই জীবিকার্জন করে।

পর্বতের উপরিস্থিত প্রথম মালভূমিতে উত্তর-পূর্বদিকে একটী জলাশয় আছে ; কিন্তু ইহার জল অস্বাস্থ্যকর বলিয়া গুহাগৃহগুলির নিকটে অন্য একটী জলাশয় খনন করা হয়। এই মালভূমিতে আরও দুইটী পুষ্করিণী ও কয়েকটী উৎস আছে।

অঞ্জনেরির প্রাকৃতিক অবস্থান অতি সুন্দর ; প্রকৃতি-মায়াই ইহা সুরক্ষিত। এই প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্যই সম্ভবতঃ ইহার এইরূপ আখ্যা হইয়াছে। ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান এবং গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যনিবাসরূপে এই স্থান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শেষ পেশোয়ার নির্বাসিত পিতা রঘুনাথ রাও গ্রীষ্ম-নিবাসরূপে এই স্থানে বাস করিতেন। প্রধান পুষ্করিণীর তীরে ধ্যান-মন্দির নামে একটী চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র

মন্দির আছে ; এই মন্দিরে রঘুনাথ ধ্যান করিতেন। সন্নিকটস্থ পর্বতগাত্রে একটী গুহা-মন্দির আছে। অন্য দিকে অলিন্দবিশিষ্ট গুহাকক্ষ অবস্থিত।

অঞ্জনেরির নিম্নভাগে এক বৃহৎ কারুকার্যমণ্ডিত গুহামন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির আভীর বা দেবগিরির যাদবরাজগণের (খ্রী° ১১৫০—১৩০৮) সময়ের বলিয়া অনুমান করা হয়। অঞ্জনেরি এই আভীর (বা আহীর) গণের রাজধানী ছিল। এই মন্দিরের প্রত্যেক দ্বারেরই শীর্ষদেশে জৈনতীর্থঙ্করের মূর্তি ও সেগুলির মস্তকে সর্পফণা দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি মূর্তি ভগ্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গণেশের মূর্তি এবং শিবলিঙ্গও বর্তমান। হিন্দুরা অদ্যাপি এইগুলি পূজা করে। জৈনমূর্তিখচিত একটী মন্দিরে ১১৪০ খ্রী° (শক° ১০৬৩) একখানি শিলালিপি দেখা যায়। এই শিলালিপিতে যাদবরাজ ৩য় সেউনদেবের এক জন বাণী মন্ত্রি কর্তৃক কয়েকটী বিপণির আয় জৈনমন্দিরে দান করার কথা লিপিবদ্ধ আছে।—BG, xvi. 416-19, 441, 447.

অঞ্জরকন্দী—১ মান্দ্রাজ প্রদেশে মলবর জেলায় অন্তর্গত চিরকল তালুকের একটী কৃষিপ্রধান স্থান। অঞ্জরকন্দী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। কফি, গোলমরিচ ও দারুচিনির চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৭৯৭ খ্রী° ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে Brown Murdoch এই স্থান ৯৯ বৎসরের ইজারা (lease) লন এবং তিনি এখানে চাষের কার্য করিবার জন্য Major Macleod-এর হস্তে এই স্থান অর্পণ করেন। Macleod-কর্তৃক কফি, দারুচিনি, মরিচ, জায়ফল, ইক্ষু ও চীনা দারুচিনির (cassia) চাষ আরম্ভ করা হয়। ১৯০১ খ্রীঃ ইজারার সময় উত্তীর্ণ হইলে এই স্থান বিভক্ত হইয়া কয়েকজন ব্যক্তির অধিকারে আসিয়া পড়ে। মলবর প্রদেশে এই স্থানেই প্রথম কফি উৎপন্ন হয় এবং এখান হইতেই কয়েম্বোটোর অন্তর্গত বীনাদ নামক স্থানে ১৮২০ খ্রী° কফির চাষ প্রসারলাভ করে। দারুচিনি প্রচুর পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হয় এবং লণ্ডনে এই স্থানের মরিচের খুব কাটতি। অঞ্জরকন্দী নদীতীরে Brown সাহেবের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। ২ মান্দ্রাজ প্রদেশে মলবর জেলায় একটী নদী। এই নদী কোট্টয়ম্ ও উত্তর কুরুম্বরনদের মরিচক্ষেত্রের উর্বরতার বিশেষ সহায়ক। ইহারই তীরে অঞ্জরকন্দী নামক স্থান অবস্থিত। মোহানা হইতে কয়েক মাইল মাত্র ভিতরে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে।

[Madras Dist. Gaz—Malabar & Anjengo, Mad. 1908, i. 5, 292-3]

অঞ্জরলে—বোম্বাই প্রদেশের ক্ষুদ্র বন্দর-বি°। আদে হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে এবং সুবর্ণদুর্গ হইতে এক ক্রোশ উত্তরে যোগ নদের মোহানায় অবস্থিত। কয়েক জন স্থানীয় বণিক্ এই স্থানের ব্যবসায়ী। বন্দর হিসাবে ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই বা ছিল না। ১৮১৯ খ্রী° এই স্থানে লবণ, মৎস্য ও শস্যের ব্যবসা হইত বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়।

[BG, x. 319 ; Bom. Rev. Diaries, 142 of 1819, 2573]

অঞ্জরাকড়ে—প্রাচীন ত্রিকুবতিদেশের একটী মহকুমা। এই মহকুমার মুল্লিনাড়ু নামক বিভাগ হইতে কয়েকটী গ্রাম ১ম বেঙ্কট অগ্রাহাররূপে দান করিয়াছিলেন। এই দানের উল্লেখ ১ম বেঙ্কটের ১৫২০ শক° বেল্লগুড়িলিপিতে পাওয়া যায়।—EI, xvi. 300, 319, 320.

অঞ্জলি—[√অঞ্জ্ (প্রকাশ পাওয়া) + অলিচ্—করণে—উণা° ৪. ২ ; যাহাদ্বারা বিনয় প্রকাশিত হয় ; দ্বিগুসমাসে দ্বি ও ত্রির পরে অঞ্জলি স্থানে বিকল্পে অঞ্জল হয়, যথা, দ্ব্যঞ্জল, দ্ব্যঞ্জলি ; ত্র্যঞ্জল, ত্র্যঞ্জলি—পা° ৫. ৪. ১০২] ১ উত্তানভাবে কুব্জীকৃত ও পরস্পর মিলিত করপুট, হস্তসম্পুট, সম্পুটপাণি, করতল, আঁজলা। 'ন বার্যঞ্জলিনা পিবেৎ'—মনু° ৪. ৬৩ ; ১১. ১০৫ ; 'মধুপুরো মূষিকাঞ্জলিঃ'—পঞ্চতন্ত্র ১.২৫ ; 'অলং পিবেন্নাঞ্জলিনা শয়ানং ন প্রবোধয়েৎ'—ঐ, ১. ১৩৮ ; 'অঞ্জলি করিয়া গৌরী কহিলা শঙ্করে'—ক-চ° ২৩॥ অভি° মে°॥ ২ অঞ্জলি-পরিমিত দ্রব্য, ১ অঞ্জলিপুটে যত ধরে। 'অরণ্যবীজাঞ্জলিদানলালিতাঃ'—কুমার° ৫.১৫ ; 'প্রকীর্ণঃ পুষ্পাণাং হরিচরণয়োরঞ্জলিরয়ম্'—বেণী° ১. ১ ; 'রসন্ত-নব বিজ্ঞেয়া জলস্যাঞ্জলয়ো নব'—যাজ্ঞ° ৩. ১০৫। ৩ ক কুড়ব পরিমাণ (কুড়ব শস্যের পরিমাণবি°)॥ মে° অভি°॥ খ প্রসৃত-পরিমাণ (প্রসৃত = ½ মানিকা)। গ পরিমাণ-বি°। ২ অঞ্জলিতে ১ শরাব। ৪ প্রণতি বা ভক্তিবাচক চিহ্নবিশেষ। 'কঃ শক্রেণ কৃতং নেচ্ছেদ্ধিমূর্ধন্যঞ্জলিম্'—ভট্টি° ৮. ৮৪ ; 'বধ্যাত্তায় ভয়যাচনাঞ্জলিঃ'—রঘু° ১১. ৭৮। ৫ ক (বাঙলায়) দেবতার চরণে দিবার জন্য অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্পরাশি। খ পরিচর্যা, পূজা, আরাধনা, সেবা ; ~ক—১ পুরোহিতাদিগণ। ২ অর্জুনের অন্যতম শরের নাম। ~কর্ম—[মূ°-কর্মন্] ক্লী°, অঞ্জলিবন্ধন, হাত যোড় করা। 'মুক্তমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্মণা'—চাণক্য° ৩৩। ~করণ—ক্লী°, যুক্তকরে নমস্কার, অঞ্জলিবন্ধন। ~কা—[অঞ্জলি + √কৈ + ক + আ (টাপ্) ; অঞ্জলির ন্যায় প্রকাশতে] স্ত্রী°, ১ লজ্জালুকা। ২ [অঞ্জলি + ক-স্বার্থে + আ (টাপ্)] ক্ষুদ্র মূষিকা, বালমূষিকা॥ জটাধর°॥ ~কারিকা—[বৈদ্যক। অঞ্জলি + কারিকা (কার + ইক—অস্ত্যর্থে + স্ত্রী—টাপ্)—করণার্থে] স্ত্রী° ১ (স্পর্শমাত্র ইহার পত্র সম্বদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া) লজ্জালু, mimosa natans, mimosapudisa—রাজনি° ব° ৫ ; ভা-প্র° পূ. খ. ও. ব। পর্যায়—রক্তপাদী, শমীপত্রা, সমঙ্গা, নমস্কারী, গন্ধকারী, স্পর্শসঙ্কোচপর্ণিকা।'—ধন্বন্তরীয়-নি° ৪. ১০৯। স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচনী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জিকা, লজ্জা, স্পর্শলজ্জা, অস্ররোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা—রাজনি° ব° ৫. ১০৯, ১০৮. ১১১.। ২ বরাহক্রান্তা, বরাক্রান্তা, lycopodium imbricatum—ভা-প্র° পূ° ও° ব°। ৩

পুটুল ॥ অভি° দ্রষ্ট° ॥ ৪ বিণ, অঞ্জলিকারিণী, বিনতা। ~পুট—[অঞ্জলির পুট—৬-তৎ, অথবা অঞ্জলিদ্বারা (রচিত) পুট—৩-তৎ, বা অঞ্জলিরূপ পুট—রূপককর্ম°—করতলদ্বয়দ্বারা গণ্ডূষাকারে গঠিত গহ্বর, করপুট। ~পুটে —[অঞ্জলি-কৃত পুট যাহাতে—বহু°] ক্রি-বিণ, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, যোড় হাত করিয়া. বিনয়-পূর্বক, যুক্ত করে। ~বদ্ধ—[বদ্ধ হইয়াছে অঞ্জলি যাহাদ্বারা—বহু° ; স্ত্রী—-া ; বদ্ধাঞ্জলি পদও হয়] ~বদ্ধ, বন্ধন—[অঞ্জলির বন্ধ, বন্ধন—৬-তৎ] ক্লী, ১ অঞ্জলিকরণ, অঞ্জলিরচনা। ২ নমস্কার, অভিবাদন।

অঞ্জলি, —মুদ্রা-বি°। বৌদ্ধশাস্ত্রে নামান্তর-সর্বরাজেন্দ্রমুদ্রা, সম্পুটাঞ্জলি। বৌদ্ধমতে শ্রদ্ধাসূচক আনুগত্যের নিদর্শনরূপে উভয় হস্তের পাণিতল যুক্ত করিয়া অঞ্জলি করিতে হয় ; এই সময় অঙ্গুলিগুলি তির্যগ্‌ভাবে বা সামান্য সঙ্কুচিতভাবে উপরের দিকে তুলিয়া ধরা বিধি।[১] নন্দিকেশ্বর তাঁহার 'অভিনয়-দর্পণ' (১৭৬ ৭) গ্রন্থে বলিয়াছেন—দুইটী পতাকা-হস্তের পাণিতল একত্র যুক্ত করিলে 'অঞ্জলি' হইবে, কোন দেবতাকে নমস্কার করিতে হইলে উহা কপালের উপর তুলিয়া ধরিতে হয় এবং গুরুর (কেহ কেহ 'গুরু' অর্থে 'গুরুজন' ব্যক্তিমাত্র ধরিয়াছেন) প্রতি মুখের সম্মুখে ও ব্রাহ্মণের প্রতি বুকের উপর তুলিয়া ধরা বিধি। অঞ্জলিহস্তে যখন দুইটী পতাকা শিরোদেশ, পার্শ্বদেশ ও তলদেশে মিলিত হয় তখন উহাকে 'কপোত' বলা হইয়া থাকে ; এই কপোতহস্ত নমস্কারে, গুরু বা আচার্যের নিকট নিবেদনে ও শ্রদ্ধাসূচক সম্মতিতে ব্যবহৃত হয়।[২] অভিনয়দর্পণে (১৭২) ২৩ প্রকার যুক্তহস্তের উল্লেখ করা হইয়াছে,

বুদ্ধমূর্তি—পদ্মনাভপুরমে প্রাপ্ত

রামানুজ (বা উদৈয়বর) ও গরুড়—কাডিকোণ্ড্

কন্নপ নায়নারের তাম্র-নির্মিত মূর্তি

মাদ্রাজ' মিউজিয়মে রক্ষিত

১ Budd. Icon., 189.

২ পতাকাতলয়োর্যোগাদঞ্জলিঃ করঃ ঈরিতঃ।
দেবতাগুরুবিপ্রাণাং নমস্কারেষ্বনুক্রমাৎ ॥
কার্যঃ শিরোমুখোরস্থো বিনিয়োগেহঞ্জলির্বুধৈঃ।
কপোতোহসৌ করো যত্র হিতাঙ্গুলাগ্রপার্শ্বকঃ॥
—অভিনয়দর্পণ ১৭৬-৭৭।

তন্মধ্যে অঞ্জলিহস্ত অন্যতম। অন্যত্র নন্দিকেশ্বর-কথিত নীতি সমর্থিত হইতে দেখা যায়, তবে তথায় ইহা প্রধানতঃ দেবতা ক্ষেত্রপালের প্রতি প্রযোজ্য। তথায় নতি, আনুগত্য, করতালির শব্দ, শিবের মূর্তির অবধারণায় ('আমাকে কি করিতে হইবে?' এইরূপ বলিয়া) এবং ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবার বিধান আছে।[৩] কোথাও কোথাও পূজা বা প্রার্থনায় মাত্র অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত বক্ষের উপর তুলিয়া ধরার বিধি কথিত হইয়াছে।[৪] দক্ষিণ-ভারতে অঞ্জলিকে 'দণ্ডবৎ' বলা হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাসূচক আনুগত্যে ও ইহার ব্যবহার আছে। ইহাতে মস্তক সামান্য নত করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত এমনভাবে কপালের উপর তুলিয়া ধরিতে হয় যাহাতে যুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটী কপালের ঠিক মধ্যস্থান স্পর্শ করে।[৫]

হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিতত্ত্বে অনেকেরই অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত দেখা যায়। বৌদ্ধ দেবতা ষড়ক্ষরী লোকেশ্বরের ও বোধিসত্ত্ব নামসংগীতির অঞ্জলিমুদ্রা একটী বিশেষত্ব।[৬] ষড়ক্ষরী লোকেশ্বরের সাধনে দেখা যায়, ইঁহার দক্ষিণে এক জন মণিধর ও বামে ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা থাকেন এবং তাঁহাদিগের হস্তেও অঞ্জলিমুদ্রা।[৭] খসর্পণ অবলোকিতেশ্বরের চারিজন সহচরের অন্যতম সুধনকুমারের দুইটী হস্ত অঞ্জলি-মুদ্রায় থাকে।[৮]

হিন্দু মূর্তিতত্ত্বে দেখা যায়, ভক্তশ্রেণীর বা প্রার্থনাকারীর মূর্তির প্রায়ই অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত থাকে। একাম্রনাথস্বামীর পার্শ্ববর্তিনী পার্বতীর (কাঞ্চীতে এই মূর্তি আছে, ইনি প্রার্থনারতা এবং একপদে দণ্ডায়মানা। কথিত আছে, শিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পার্বতী এই ভাবে তাঁহার স্তুতি করেন এবং শিবও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া আম্র-বৃক্ষতলে উপস্থিত হন), সুব্রহ্মণ্যের আট জন শরীরপালকের এক জনের চারি হস্তের দুই হস্ত, দাক্ষিণাত্যের অধিকারনন্দী বা নন্দিকেশ্বরের চারি হস্তের দুই হস্ত এবং কখনও কখনও চণ্ডেশ্বরের অঞ্জলিহস্ত দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থপতিশিল্পের যে প্রাচীন নিদর্শনসমূহ আছে, সেগুলিতে প্রায়ই প্রার্থনাকালে ভক্তের বা অনুগতের অঞ্জলিহস্ত দেখা যায়।

শিবোদ্বহমূর্তি—দশাবতার গুহা—ইলোরা

[Manomohan Ghosh: Nandikesvara's Abhinayadarpana, Cal. 1934, 26-7; Coomaraswamy & Duggirala: The Mirror of Gesture, 38; HI; সঙ্গীতরত্নাকর; অশোকনাথ শাস্ত্রী: অভিনয়দর্পণ (বাংলা), কলিকাতা; এবং পাণ্ডুলিপি]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অঞ্জলি।—বৌদ্ধভিক্ষুণী-বি°। সংঘমিত্রার সহিত যে সকল ভিক্ষুণী সিংহলে গমন করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।—দীপ° ১৮.২৪।

অঞ্জলি।—বৈদ্যক মান-(পরিমাণ বা ওজন) বি°। 'কুড়বঃ প্রসৃতাভ্যাং স্যাদঞ্জলিঃ স নিগদ্যতে' শব্দ-প্র°। দুই প্রসৃতে এক কুড়ব বা অর্ধসের হয়, উহার নাম অঞ্জলি। অঞ্জলি শব্দ অর্ধসের বাচক হইলেও বর্তমানে প্রচলিত অর্ধসের উহার দেড়গুণ। চরক মতে ১০ রতিতে ১ মাষা, ৮ মাষায় ১ তোলা, ৮ তোলায় ১ পল, ৪ পলে ১ অঞ্জলি (কুড়ব বা অর্ধসের) সুতরাং ১ অঞ্জলি=২৫৬০ রতি। অধুনা সাধারণ প্রচলিত ওজন—৯৬ রতিতে ১ তোলা, ৪০ তোলায় অর্ধসের। অতএব অর্ধসের=৩৮৪০ রতি; সুতরাং অধুনা প্রচলিত মানের অর্ধসের পূর্বোক্ত অঞ্জলির ঠিক দেড়গুণ। আবার সুশ্রুতোক্ত মান চরকোক্তমানের অর্ধেক (চরকোক্ত মান—১০ রতিতে ১ মাষা; সুশ্রুতমতে ৫ রতিতে মাষা) ~কা—বৈদ্যক) স্ত্রী° ১ লজ্জালু বা লজ্জাবতী লতা। ২ ক্ষুদ্র মূষিকা বা স্ত্রী জাতীয় নেংটে ইঁদুর। অটী° ।~নী—স্ত্রী°, লজ্জাবতী লতা।

---

[৩] Coomaraswamy & Duggirala: The Mirror of Gesture, 39.

[৪] HI, i. pt.-I, 16.

[৫] Hindu Theatre, ii. 108.

[৬] Budd. Icon., 189; ধর্মকোষ-সংগ্রহ (ASB, Ms.) প. ২১।

[৭] সাধনমালা A-16, C-6, N-13-14.

[৮] সাধনমালা A-23, C-12-13, N-19.

অঞ্জলি,—১ ইন্দুভূষণ রায়-রচিত কবিতা-পুস্তক, ১২৯৪। ২ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত-রচিত গীতিকাব্য, ১৩১৪। ৩ যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্ম-লিখিত গ্রন্থ (হাওড়া)। ৪ বঙ্কুবিহারী ধর-লিখিত উপন্যাস। ৫ সাময়িক পত্র। ক রাজেশ্বর গুপ্ত-সম্পাদিত, ১৩০৫ বঙ্গ° প্রথম প্রকাশিত। খ কৃষ্ণবিহারী দত্ত-সম্পাদিত, ১৩২১ বঙ্গ° প্রথম প্রকাশিত। গ কুচবেহার জেঙ্কিন্‌স্ স্কুল হইতে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশকাল ১৩২৪। ১৩২৫ বঙ্গ°, ত্রৈমাসিক। ঘ রামসিরঞ্জন রায়-সম্পাদিত, ১৩৩৫ বঙ্গ° প্রথম প্রকাশিত। [ক খ গ ঘ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 'সাময়িক পত্র' শব্দে দ্র°]

অঞ্জলিকারিকা—১ মৃন্ময়প্রতিমা।—হর্ষচ° উ° ৪ [পৃ° ২০৭. ১৫—বোম্বাই-সং (১৯০৯)]। 'অঞ্জলিকারিকাভির্মৃন্ময়প্রতিমাভিঃ সালভঞ্জিকাভির্বা'—হর্ষচ° টী° উ° ৪। ২ মধূচ্ছিষ্টাদিনির্মিত পুত্তলিকা, পাঞ্চালিকা, পুত্রিকা, সালভঞ্জী, পুতুল। 'পাঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদথ লেপময়ী তু যা। সম্পাদিতা শিল্পিবরৈঃ সা স্যাদঞ্জলিকারিকা।'—কল্পদ্রু° ১৮. ৯২। 'পাঞ্চালিকা পুত্রিকা বা মধূচ্ছিষ্টাদিনির্মিতা। সালভঞ্জী লেপ্যময়ী বা সৈবাঞ্জলিকারিকা।'—ঐ, ২০৮. ৬১।

অঞ্জলিবৈভব—স্তোত্র।—Opp. 1178.

অঞ্জস১—[√অঞ্জ্ + অসচ্—কর্ত্তৃ] বিণ, অবক্র, সরল, ঋজু, অকপট॥ অভি° শব্দ°॥

অঞ্জস২—দুই কল্প পূর্ববর্তী এক জন রাজা। উপালি পূর্বে এক জন্মে ইঁহার পুত্র ছিলেন; তাঁহার নাম ছিল সুনন্দ।—অপাদান ১. ৪৫, ৫. ১১১; থের-অপ° ১. ৩৬৭।

অঞ্জসা—[অঞ্জস্—আ ১ বচন] অব্য, ১ যথার্থরূপে, প্রকৃতরূপে, ঠিক। 'সাক্ষাৎ দৃষ্টোঽসি ন পুনর্বিদ্মস্ত্বাং বয়মঞ্জসা'—কুমার° ৬. ২২; 'বিদ্ম হে শঠ পলায়নচ্ছলান্যঞ্জসা'—রঘু° ১৯. ৩১; 'সর্বমেবাঞ্জসা বদ'—মনু° ৮. ১০১॥ অম° শব্দ°॥ ২ সাক্ষাৎ directly. ৩ দ্রুত, শীঘ্র, এখনই। 'স গচ্ছত্যঞ্জসা সদ্ম শাশ্বতম্'।—মনু° ২. ২৪৪॥ অম° শব্দ°॥

~**কৃত**—[তু° অমূক] বিণ, ন্যায়তঃ যাহা কৃত হইয়াছে, যথার্থরূপে কৃত। ~**য়ন**—ঋজুপথগামী।

অঞ্জসী—[বৈদিক] স্ত্রী°, ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রবাহিত নদী-বি। ঋগ্বেদে কুলিশী ও বীরপত্নী নাম্নী দুইটী নদীর সহিত ইহার উল্লেখ আছে। 'অঞ্জসী কুলিশী বীরপত্নী পয়ো হিন্বানা উদভির্ভরন্তে।'—ঋ° ১. ১০৪. ৪।

অঞ্জসীন—[বৈদিক। অঞ্জস্+খ] ১ সরল, ঋজু। ২ সরল পথে যে গমন করে।

অঞ্জাম্—[ফা°-অন্‌জাম্। তু°—আঞ্জাম্] ১ সমাপ্তি, শেষ। ২ নির্বাহ, সম্পাদন। ৩ বন্দোবস্ত।

অঞ্জার১—বোম্বাই প্রদেশের কচ্ছরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৬′ উ°; দ্রাঘি° ৭০° ১০′ পূ°। লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। নগরের বাহিরে একটী মন্দিরে চৌহানরাজবংশীয় অজয়পালের অশ্বারূঢ় মূর্তি আছে। খ্রী° ৯ম শতকের প্রারম্ভে অজয়পাল অজমীঢ় হইতে বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে আগমন করেন এবং অঞ্জার নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দিরের ব্যয়-নির্বাহার্থ কিছু ভূমি নির্দিষ্ট আছে। বহু সাধু-সন্ন্যাসীও এই স্থানে অবস্থান করেন। এই সন্ন্যাসিগণের প্রধান ব্যক্তি বা আচার্যকে পীর বলা হয়। ১৮১৬ খ্রী° অঞ্জার নগর ও জেলা কচ্ছের রাও কর্তৃক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮২২ খ্রী° বাৎসরিক ৮৮,০০০৲ টাকা করদানের সর্তে উহা কচ্ছের রাওকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ব্রিটিশ-সৈন্যের খরচের জন্য শীঘ্রই কচ্ছের রাও ব্রিটিশ-সরকারের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ইহার জন্য ১৮৩২ খ্রী° নূতন সন্ধিসর্ত উপস্থাপিত হয় এবং নানারূপ কাটছাঁট করিয়া সর্বসমেত ৮৮,০০০৲ টাকাই বহাল রাখা হয়।

[BG, v. 210-13; IG, v. 383-4].

অঞ্জার২, **অঞ্জোর**—বোম্বাই প্রদেশে থানা জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। কামবাড়ী নদীর মোহানার নিকট বেসিন খাদের তীরে অবস্থিত। ইহাতে ১৮টী গ্রাম আছে। ১৫০০-১৮৭৩ খ্রী° ইহা পর্তুগীজগণের অধিকারে ছিল।—BG, xiii. pt.-ii, 456.

অঞ্জি—[বৈদিক; √অঞ্জ্ + ইন্—করণে] বিণ, ১ দীপ্যমান, উজ্জ্বল। ২ চন্দনাদিদ্বারা রচিত চিহ্ন, তিলক। 'রোহিতাঞ্জিরনড্বান্'—শু-য° ২৯. ৫৯। 'বেদদীপ' নামক ভাষ্যে 'অঞ্জিস্তিলকঃ'। ৩ প্রেরণিক, প্রেরক commander, sender॥ উণাদিকো° শব্দ°॥ ৪ [বিকল্পে অঞ্জী (স্ত্রী°)] ১ লেপ, ointment. ২ বর্ণ, রঙ্। ৩ লিঙ্গ।—ঋ° ২৩. ২১। ৪ ক আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা। খ পেষণযন্ত্র a pounding machine. ~**সক্থ**—বিণ, রঞ্জিত ঊরুবিশিষ্ট।

অঞ্জিক—১ যযাতি-পুত্র যদুর পঞ্চপুত্রের অন্যতম।—অগ্নিপু° ২৭৫. ১; হরি° হরি° ৩৩. ১; পদ্মপু° সৃ° ১২. ১০৯; ব্রহ্মপু° ১৩.১৫৪। মৎস্যপু° (৪৩. ৭) পাঠভ্রমে অঞ্জিক হইয়াছে। কূর্মপু° (২২ পূ° ৩২) অঞ্জিক স্থানে অঞ্জিন হইয়াছে। বিষ্ণুপু° (৪.১১.৩) ও ভা° (৯. ২৩. ২০) চারি পুত্রের নাম আছে—অঞ্জিক নাই। ২ বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভজাত পুত্রগণের অন্যতম।—ব্রহ্মপু° ৩. ৮৭। হরি° হরি° (৩. ১০০) আঞ্জিক, গরুড়পু° (৬. পূ° ৫৪) ও বিষ্ণুপু°-(১. ২১. ১১) মতে অঞ্জক। বায়ুপু° (৬৮. ১১-২০) অঞ্জিকের নাম নাই।

অঞ্জিত—[√অঞ্জ্+ক্ত—কর্ত্তৃ] বিণ, শোভিত, মনোহর, চারু। 'অঞ্জিতাক্ষিপক্ষ্মা'—রঘু° ৫. ৭৬।

অঞ্জিদ্বীপ—পশ্চিম ভারতে পর্তুগীজ-অধিকারের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপ-বি°। অক্ষা° ১৪° ৪৫′ উ°; দ্রাঘি° ৭৪° ১০′ পূ°। উত্তর কানড় জেলার কারবাড় হইতে ২/৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বোম্বাই প্রদেশের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ২/৩ বর্গ মাইল; উত্তর হইতে দক্ষিণের দৈর্ঘ্য এক মাইল এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমের দৈর্ঘ্য ১/৪ মাইল। দ্বীপটীর জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় ইহা একরূপ জনমানব-পরিত্যক্ত হইয়াছে,

এমন কি ১৯০১ খ্রী° ইহার জন-সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৯। স্থানীয় দুর্গে একটী ক্ষুদ্র বাহিনী এবং সমুদয় দ্বীপে কয়েক জন মাত্র চাষী বাস করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে গোয়ার শাসন-ব্যবস্থায় এই দ্বীপ ব্যবহৃত হয়।

অঞ্জিদ্বীপ সম্ভবতঃ টলেমি-(১৫০ খ্রী°) উল্লিখিত Aigodioi; এই একই নাম Periplus-রচয়িতাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইব‌্ন্ বতুতাও এই দ্বীপের নাম করিয়াছেন, তিনি ১৩৪২ খ্রী° এখানে অবতরণ করেন। খ্রী° ১৫শ শতকে আরব ব্যবসায়িগণ এই দ্বীপ অধিকার করিয়া এখান হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। তৎপূর্ব্বে ইহা বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৪৯৮ খ্রী° ভাস্কো-দা-গামা এই দ্বীপে আগমন করেন এবং এই সময় হইতেই ইহার সহিত পর্ত্তুগীজদিগের সম্বন্ধ সূচিত হয়। ১৫০৫ খ্রী° পর্ত্তুগীজরা এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে। ১৫০৭ খ্রী° বিজাপুররাজের নৌবাহিনী-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ এই দ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বে পুনরায় তাহারা ইহা অধিকার করে। ১৬৬২ খ্রী° স্যর অব্রাহাম শিপ্ম্যান ৫০০ ইংরেজ-সৈন্যের একটী বাহিনী লইয়া এখানে আগমন করেন। অঞ্জিদ্বীপ ইংরেজ-অধিকারে আসে এবং ইহা ১৬৬২-৬৪ খ্রী° দুই বৎসর তাহাদের অধিকারভুক্ত থাকে। অতঃপর শিপ্ম্যান অবশিষ্ট ৩৮১ জন সৈন্য লইয়া ইহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে পুনরায় ইহা পর্ত্তুগীজ-অধিকারে আসে। তদবধি ইহা পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত। ১৬৮২ খ্রী° শিবাজীপুত্র শম্ভুজী একবার অঞ্জিদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই বর্ত্তমান দুর্গটী নির্ম্মিত হয়। ভার্থেমা (Verthema: ১৫০৩ খ্রী°), ফ্রায়ার (Fryer: ১৬৭৩ খ্রী°) ও দ্যু পেরোঁ (Du Perron: ১৭৫৮ খ্রী°) এই দ্বীপের উল্লেখ ও বর্ণনা করিয়াছেন।

[BG, xiii. 472; xv. pt-i, 2; pt-ii, 104, 105, 125, 278 308; xxvi. pt-i, 10, 127, 131, 138; IG, v. 384-5; F. C. Danvers: The Portuguese in India, Lond, 1894, 2 vols; James Douglas: Bombay and Western India, Lond. 1893, i. 46, 56, 63; ii. 375; S. Whiteway: Rise of Portuguese Power in India (1497-1550), Westminister, 1899, 75, 81, 90, 104, 105, 107]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অঞ্জিনি — মন্দির-বি°। পঞ্জাব প্রদেশে কর্ণাল জেলার অন্তর্গত কৈথল তহশীলের মুখ্য-নিবেশ কৈথলে অবস্থিত। মন্দিরটী মহাবীর হনুমানের মাতা অঞ্জিনির নামে উৎসর্গীকৃত এবং এখানে অঞ্জিনির পূজা হইয়া থাকে।—IG, xiv. 288.

অঞ্জিমান্—[মু°-মৎ] বিণ, রঞ্জিত, উজ্জ্বল।—ঋ° ৫, ৫৭, ৫।

অঞ্জিব—১ পিচ্ছিল slippery. ২ চিক্কণ, মসৃণ smooth. ৩ অনাবৃত, পরিত্যক্ত।—ঋ° ৮, ৬, ৯।

অঞ্জিষ্ঠ, অঞ্জিষ্ণু—বিষ্ণু [√অঞ্জ্+ইষ্ঠচ্, ইষ্ণুচ্—উণা° ৪, ২; অনক্তি ব্যক্তিরশ্মিবিশেষ] সূর্য্য। উণাদিকো° শব্দ°।

অঞ্জিহিষা—[√অন্হ (গমন করা)+সন্—ইচ্ছার্থ+অ—ভা°+স্ত্রী° আ (টাপ্)] স্ত্রী°, গমনেচ্ছা, জিগমিষা।

অঞ্জীর,—বেলুচিস্তানের একটী প্রধান নগর এবং কেলৎ হইতে সোন্মিয়ানি যাইবার পথে প্রসিদ্ধ বিশ্রামস্থান বা ঘাঁটি। কেলৎ হইতে দূরত্ব ৩০ ক্রোশ। অক্ষা° ২৮° ১০´ উ°; দ্রাঘি° ৬৮° ১২´ পূ°। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২৫০ ফুট উচ্চে মুল নদের উৎপত্তিস্থানে সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত। পূর্ব্বে জীত্রী-জাতীয় বেলুচিগণ এই স্থানে বাস করিত; ১৮৩৯ খ্রী°-র শেষে General Willshire-এর অধিনায়কত্বে বৃটিশ-বাহিনী কেলৎ অধিকার করিয়া সিন্ধীর পথে গুন্দভ গিরিবর্ত্ম দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলে বেলুচিগণ ইহা পরিত্যাগ করে। পথটী অঞ্জীরে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; একটী শাখা দক্ষিণাভিমুখে সোন্মিয়ানিতে এবং অপরটী গুন্দভ বা মুল গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। অঞ্জীর হইতে কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হইলে সুবিস্তৃত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রাচীর সুদৃঢ় করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে এখানে ভীষণ শীত পড়ে, এমন কি এই শীতে জল পর্য্যন্ত জমিয়া শক্ত বরফ হইয়া যাইতে দেখা যায়।—Thornton's Gazetteer, i. 57.

অঞ্জীর,, অঞ্জীরক—১ [√অন্জ্+ঈরন্—সম্ভবতঃ ফার্সী শব্দ অঞ্জীর] ক্লী°, স্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষবি°, আঁজির, পেয়ারা। পর্য্যায়—মন্থূল, কাকোদুম্বরিকা ফল॥ শব্দ°। ২ (বৈদ্যক) বড় জাতীয় পেয়ারা গাছ। [স° অঞ্জীর, হি° অঞ্জীর ও আমরুথ, বা° আঁজীর বা পেয়ারা, লাটিন Ficus Carica, Psidium Pomiferum] ইহার (সুপক্ব) ফল মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, ও বাতপিত্তনাশক। বিশেষতঃ ইহা পিত্তজ শিরোরোগে নাসাপথের রক্তস্রাবে সুপথ্য এবং সদা রক্তপিত্তনাশক, রুচিকারক, শ্লেষ্মা ও আমবাতপ্রকোপক।

"অঞ্জীরকং ফলমতীব সুশীতলঞ্চ
সদ্যো নিবারয়তি শোণিতপিত্তমুগ্রম্।
পথ্যং বিশেষমপি পিত্তশিরোবিকারে
নাসাপ্রবৃত্তরুধিরে চ বিশেষতস্তু।"

অন্যত্র—

"অঞ্জীরকং গুরু হিমং মধুরঞ্চ বাতপিত্তাস্র-
রোগহরণং করণং রুচীনাং।
সুস্বাদু পাকরসয়োগুর্ব্বশীতলঞ্চশ্লেষ্মাম-
বাতকরমস্রবিকারহারি॥"

—শালিগ্রাম-নি°।

অঞ্জুবন্নম্—দক্ষিণভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রীয় পদ। 'পয়ানুর-পট্টোল' নামক প্রাচীন মলয়লম্ গ্রন্থে ইহার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতে ডক্টর গুন্ডার্ট প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ইহা একটী বণিক্-সম্প্রদায়ের নাম (Mad. Jour., xiii, pt-ii, 14-17; লোগান্ সাহেব-কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত—Manual of Malabar, ii. App-xxi, p. cclxvii)। পরে তিনি এই মত সংশোধন করিয়া স্থির করেন যে, ইহা ইহুদীগণের একটী উপনিবেশ (EI, xvii. 69-70)।

বার্নেল সাহেবও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (IA, iii. 333ff)। এই মতের অনুকূলে লোগান্ সাহেব তাঁহার Manu of Malabar গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, ইহুদীদিগের মধ্যে যেরূপ জনশ্রুতি আছে তাহার বলে তাহারা খ্রী-পূ° ৬ষ্ঠ শতকে মলবর-উপকূলে সাইরাসের অধিনায়কত্বে প্রথম আগমন করিবার দাবী করিতে পারে। স্যর উইলিয়ম হাণ্টারও তাঁহার History of India গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, খ্রী° ২য় শতকের অনেক পূর্বেই ইহুদীরা মলবরে আসিয়াছিল।

প° বেঙ্কয়া ইহাকে বণিক্-সম্প্রদায় বা উপনিবেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার মত সর্বপ্রথম খণ্ডন করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, অঞ্জুবন্নম্ রাজপ্রদত্ত একটী ক্ষমতা বা পদমাত্র (EI, iv. 293-4)। ইহুদী-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র জোসেফ রব্বান এই পদ লাভ করিয়াছিলেন (IA, iii. 67)। অনন্তকৃষ্ণ আয়ার কিন্তু রব্বানের এই অঞ্জুবন্নম্‌লাভকে পদপ্রাপ্তি বলিয়া ধরেন নাই। তাঁহার মতে ইহা একটী স্থান-বি° এবং জোসেফ এই স্থান ভোগ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার পাইয়াছিলেন। সমুদয় কর গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া হয়। এই স্থানে ইহুদীরা সমুদয় ধর্মানুষ্ঠানে অগ্নিপূজা করিবার, হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও শোভাযাত্রা করিবার, দিবালোকে অগ্নিশলাকা ব্যবহার করিবার ও জয়গান করিবার, সর্ববিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার, ক্রীড়া-কৌতুকাদি ও উৎসবানুষ্ঠানের, রাজকীয় চন্দ্রাতপতলে বসিবার এবং পঞ্চবর্ণের দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করিবার অধিকার পাইয়াছিল (Cochin Tribes & Castes, ii. 402)। প° বেঙ্কয় কিন্তু দেখাইয়াছেন, অঞ্জুবন্নমের সহিত 'মণিগ্রামমে'র উল্লেখ সর্বত্রই দেখা যায়। তাঁহার মতে উভয় পদই, নিত্য সংগৃহীত আমদানী-রপ্তানী-শুল্কের ও ভূস্বামিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের হিসাবকারীরা লাভ করিতেন। এই হিসাবকারীদের উপর যদি কোন অবিচার করা হইত, তাহা হইলে এই ক্ষমতার দ্বারা তাঁহারা শুল্ক ও রাজস্ব আটক করিতে ও ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারিতেন। যদি তাঁহারা নিজেরাই কোন অন্যায় করিতেন, তাহা হইলে নিজেদেরই উহার জন্য অনুসন্ধান করিতে হইত। উভয়েই রাজার নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি লাভ করিতেন।(EI, iv. 293-4)

কোচিনরাজ্যে আবিষ্কৃত লিপিতে জোসেফ রব্বানের অঞ্জুবন্নম্ লাভ করিবার উল্লেখ আছে (IA, iii. 67)। খ্রী° ১৩শ শতকের স্থাণুরবির কোট্টয়ম্-লিপিতেও অঞ্জুবন্নমের উল্লেখ দেখা যায় (Gundert : Mad. Jour., xiii. pt.-i, 130-4)। [মণিগ্রামম্ দ্র°]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অঞ্জুমান — [আ° অঞ্জুমন্ = সমিতি] সভা, সমিতি।

অঞ্জেঙ্গো — ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের সীমানার মধ্যে অবস্থিত আরব সাগর-তীরস্থ একটী ব্রিটিশ-শাসিত ক্ষুদ্র জেলা। পূর্বে ইহা মাদ্রাজ প্রদেশে মলবর জেলার অন্তর্গত ছিল; কিন্তু ১৯০৬ খ্রী° ১লা জুলাই নূতন বন্দোবস্ত-(settlement) অনুযায়ী ইহা মলবর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জেলায় পরিগণিত হয় (ইহার সহিত তঙ্গসেরি নামক স্থানও মলবর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল)। ইতঃপূর্বে অঞ্জেঙ্গো মলবর জেলার অন্তর্গত কোচিন তালুকের অঙ্গরূপে শাসিত হইত; নূতন বন্দোবস্তে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনরাজ্যের বৃটিশ-রেসিডেণ্ট নবগঠিত অঞ্জেঙ্গো জেলার কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। ভূমি-রাজস্ব কলেক্টরের অধীন অঞ্জেঙ্গো ও তঙ্গসেরির ডেপুটি তহশীলদারগণ-কর্তৃক সংগৃহীত হয়; এক জন ডেপুটি তহশীলদার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী রেজিস্ট্রার ও জেলা মুন্সেফরূপে কার্য করেন। ভূমিরাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ত্রিবাঙ্কুর-সরকার গ্রহণ করেন এবং উহার বিনিময়ে ব্রিটিশ-সরকার ত্রিবাঙ্কুর-সরকারের নিকট হইতে বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অবস্থান—কোচিন হইতে ৫৬ ক্রোশ দক্ষিণে এবং ত্রিবান্দ্রম্ হইতে ৯ ক্রোশ ও কুমারিকা অন্তরীপ হইতে ৩৬ ক্রোশ দূরে। আয়তন ২৫১ একর। ১৯০১ খ্রী° ইহার অধিবাসীর গৃহসংখ্যা ৫৩৪ ও লোকসংখ্যা ৩০৮৪ ছিল, লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ দেশীয় খ্রীষ্টান ছিল। ইহা প্রধানতঃ আরব-সাগর ও উহার একটী খাড়ীর অন্তবর্তী একটী বালুচর এবং ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাসগৃহ ও নারিকেলবৃক্ষ-সমাকীর্ণ। এখানে চক্রযানের কোন ব্যবস্থা নাই। বন্দোবস্ত-অনুসারে সীমানারূপ যে বালুময় অশ্বপথ নির্মিত হইয়াছে তাহাই প্রধান পথরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্তমানে অঞ্জেঙ্গো মৎস্য, নারিকেল-ছোবড়া ও নারিকেলের শুষ্ক শাঁসের ব্যবসায়ের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত। এখানে খুব উচ্চাঙ্গের সূতা প্রস্তুত হয়। গন্ধতৃণের রস এখানকার একটী উল্লেখযোগ্য ব্যবসা-দ্রব্য। ত্রিবাঙ্কুর পাহাড় হইতে শোধিত হইয়া আসিয়া ইহা অঞ্জেঙ্গোর বণিগ্‌গণ-কর্তৃক রপ্তানীর জন্য কোচিনে প্রেরিত হয়।

বর্তমানে সামান্য ব্যবসা-কেন্দ্র হইলেও ভারতে প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশ-স্থাপনের অন্যতম স্থানবিশেষে অঞ্জেঙ্গোর বিশেষ গুরুত্ব আছে। ১৬৮৪ খ্রী° ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্তিঙ্গলের রাণীর নিকট হইতে বাৎসরিক উপযুক্ত নজর (royalty) দেওয়ার বিনিময়ে এই স্থান লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে মরিচ ও কার্পাসবস্ত্রের ব্যবসা এই স্থানে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং ক্ষিপ্রগতিতে উহার প্রসার হইতে থাকে। ১৬৯৫ খ্রী° ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে একটী দুর্গ ও কারখানা নির্মাণ করে। বর্তমানে দুর্গটী ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে এবং উহার জীর্ণ প্রাচীর এখনও উহার পূর্বগৌরবের নিদর্শনরূপে বর্তমান। অঞ্জেঙ্গোর কারখানা বোম্বাই-দুর্গের পরবর্তী অর্থাৎ কোম্পানীর ব্যবসাকেন্দ্রের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল।

১৭২৭ খ্রী° ত্রিবাঙ্কুরের একটী দস্যুদল অঞ্জেঙ্গো দুর্গে বন্দী হয় এবং অঞ্জেঙ্গোর কর্তৃপক্ষ অত্তিঙ্গলের রাণীর মন্ত্রীদিগের সহিত

মন্ত্রণা করিয়া এই দস্যুদিগের সহিত অতি কঠোর আচরণ করেন। এই সময় Kyffin অঞ্জেঙ্গোর কর্তৃপক্ষের মুখ্যপাত্র ছিলেন। তিনি ১৭১৯ খ্রী° কর্মচ্যুত হন এবং Gyfford সেই কাজ পান। পর বৎসর ব্যবসা-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে Gyfford স্বয়ং বাৎসরিক দেয় নজর লইয়া অত্তিঙ্গলের রাণীর নিকট গমন করেন। কিন্তু কোনও কারণে ত্রিবাঙ্কুররাজের সহিত ব্রিটিশের সংঘর্ষ বাধে। পরে এই বিবাদ মিটিয়া যায় এবং ১৭৩১ খ্রী° ত্রিবাঙ্কুররাজ ও অত্তিঙ্গলের রাণী পলতুরী ও কোত্তদিলি নামক উদ্যানদ্বয় ব্রিটিশকে প্রদান করেন। ইহাতে অঞ্জেঙ্গোর আয়তন বৃদ্ধি পায়। শীঘ্রই এই স্থান বৃটিশের একটী বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত কারখানাটীর ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। কর্ণাট-যুদ্ধের সময় ১৭৭৬ খ্রী° কারখানা ছোট করিয়া উহাকে ইংরেজগণ সমরসম্ভারের ভাণ্ডারে পরিণত করে এবং এই স্থান হইতেই তাহারা ইংলণ্ড হইতে আগত জাহাজগুলিকে সতর্ক করিত। ১৮০৮ খ্রী° পুনরায় ইংরেজের সহিত ত্রিবাঙ্কুররাজের সংঘর্ষ বাধে এবং ১৮১০ খ্রী° অঞ্জেঙ্গোর পতন হয়। বর্তমানে দুর্গ ব্যতীত এখানে একটী রোমান্ ক্যাথলিক গির্জার ধ্বংসাবশেষও দেখিতে পাওয়া যায়। গির্জাটীতে কয়েকটী সুন্দর তৈলচিত্রও পাওয়া গিয়াছে।

[Madras Dist. Gaz.—Malabar & Anjengo, Mad. 1908, i. 55-6, 250, 264, 344-6, 359, 502-5 ; BG, xxvi. pt.-i, 111 ; IG, v. 384 ; James Douglas : Bombay and Western India, Lond. 1893, i. 57, 58, 83, 136, 153, 417-19 ; ii. 287]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অজোগতি—বিণ, দ্রুত গমনশীল। 'প্রগাঢ়মজোগতিভির্বাহৈরভিদ্রাবিতাঃ' —মহা° ৭. ১৫৬. ১৭০ (পুনা সং) ; ৭. ১৬১. ৭ ; ৮. ১২. ৩৪ ॥ শ্নি° ॥

অজোর—অজার [অজার, দ্র°]।

অঞ্ঞতর-অক্সাসুত্ত—কোন ব্রহ্মা মত প্রকাশ করেন, এই জগতে কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ আসিতে পারেন না, বুদ্ধ, মোগ্গল্লান, মহাকস্সপ, মহাকপ্পিন ও অনুরুদ্ধ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মত খণ্ডন করেন।—সং-নি° ১. ১৪৪. ই°।~ভিক্খু সুত্ত—সাধু-জীবন ও আসবের বিনাশ-সম্বন্ধে এই নামে দুইটী সুত্ত আছে—সং-নি° ৫. ৭-৮। ~বত্থু—ধম্মপদ অট্ঠকথায় যে সকল উপাখ্যান আছে, তাহাদের নাম অঞ্ঞ-তর-ইত্থি-বত্থু, অঞ্ঞতর-কুটুম্বিকবত্থু ইত্যাদি।—ধর্ম-অথ° (PTS), ৫ খ°সূচী। ~সুত্ত—১ কারণ-পরম্পরা-বিষয়ক সুত্ত—সং-নি° ২. ৭৫-৬।—২ এই সুত্তে বলা হইয়াছে যে, অল্প কয়েকজনই মনুষ্যগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কারণ জীবগণ চারিটী আর্য-সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না।—সং-নি° ৫. ৪৬৫॥ MDPP ॥

অঞ্ঞতিত্থিয়-ভানবার— মহা-বগ্গের দ্বিতীয় খন্ধকের ১৬শ অধ্যায় এই স্থানে শেষ হইয়াছে।—বিনয়°, ১. ১১৫। ~বগ্গ—অন্যান্য ধর্মগুরুর মতবাদ-সম্বন্ধে বুদ্ধের আলোচনা।—সং-নি° ৫.২৭ই°।~সুত্ত—১ সারিপুত্ত অন্যান্য ধর্মগুরুর সহিত যে আলোচনা করেন, তাহা আনন্দ বুদ্ধদেবের নিকট উত্থাপিত করিলে যে আলোচনা হয়, তাহা এই সুত্তে লিপিবদ্ধ আছে।—সং-নি° ২. ৩২ই°। ২ কাম, দ্বেষ ও মোহ সম্বন্ধে আলোচনা।—অঙ্গু-নি° ১. ১৯৯-২০১ ॥ MDPP ॥

অঞ্ঞাত (অঞ্ঞা) কোণ্ডঞ্ঞ থের—বৌদ্ধভিক্ষু বি°। জন্ম—কপিলবস্তুর নিকট দ্রোণবত্থুতে এক ধনী ব্রাহ্মণ-পরিবারে। ইঁহার নাম কোণ্ডঞ্ঞ (কোণ্ডন্ন) রাখা হয়। ইনি তিন বেদে ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। বুদ্ধদেবের জন্ম হইলে যে আট জন ব্রাহ্মণ নবজাত শিশুর ভবিষ্যদ্বাণী করিবার জন্য আহূত হন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। এই সময়ে কোণ্ডঞ্ঞ বয়সে তরুণ ছিলেন ; তথাপি ইনি সুনিশ্চিত-ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই শিশু বুদ্ধ হইবে। ইহার পর হইতে ইনি বুদ্ধের গৃহ-ত্যাগ পর্যন্ত তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং বুদ্ধ গৃহত্যাগ করিলে অন্য চারি জন ব্যক্তির সহিত সংসার ত্যাগ করেন। এই পাঁচ জন পরে পঞ্চবগ্গিয় (পঞ্চবর্গীয়) নামে খ্যাত হন।—জাতক ১. ৬৫ ; অঙ্গু-অথ° ১.৭৮-৮৪ ; থের-অথ° ৩. ১ই°।

বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া ইসিপতনে ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও ধম্মচক্ক-পবত্তন-সুত্ত প্রচার করেন। ইহাতে কোণ্ডঞ্ঞ ১৮ কোটী ব্রহ্ম প্রথমমার্গের ফল লাভ করেন। মানুষের মধ্যে ইনিই প্রথম ধর্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করেন ; এই জন্য বুদ্ধদেব দুইবার ইঁহাকে 'অঞ্ঞাসি বত ভো কোণ্ডঞ্ঞো' বলিয়া প্রশংসা করেন ; ইহা হইতেই ইঁহার নাম অঞ্ঞাত-কোণ্ডঞ্ঞ হয়।—বিনয়° ১. ১২ ; উদান-অথ° ৩২৪, ৩৭১ ; মহাব° ৩. ৩৩৩। ইহার পাঁচ দিন পরে অনত্তলক্খণ সুত্ত প্রচারিত হইলে ইনি অর্হত্ব লাভ করেন।—বিনয়° ১. ১৩-১৪। ইনিই প্রথম 'এহি ভিক্খু' এই আখ্যা পান এবং প্রথমে উচ্চাদের মার্গে আরোহণ করেন। জেতবনে ভিক্ষু-গণের মিলিত সভায় ইনি প্রথম ধর্মের উপলব্ধিকারী রূপে ইঁহার খুব প্রশংসা করেন। অঙ্গু-অথ° ১. ৮৪। ইঁহাকে শিষ্যবর্গের মধ্যে 'রত্তঞ্ঞূনং' আখ্যাও দেওয়া হয়।—অঙ্গু° ১. ২৩। বুদ্ধের সমক্ষে ইনি প্রধান দুইজন শিষ্যের পশ্চাতে উপবেশন করেন। ইহাতে তাঁহার এবং অন্যান্য শিষ্যগণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিয়া ইনি বুদ্ধের অনুমতি লইয়া মন্দাকিনী-তীরবর্তী ছদ্দন্ত-বনে প্রস্থান করেন এবং সেখানে ১২ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজের পরিনির্বাণে বুদ্ধের অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য একবার মাত্র প্রত্যাবর্তন করেন। অরণ্যবাসী হস্তিগণ পালা করিয়া ইঁহাকে খাদ্য যোগাইত ও ইঁহার পরিচর্যা করিত। বুদ্ধের অনুমতি লাভ করিয়া ইনি ছদ্দন্ত বনে ফিরিয়া যান ও তথায় দেহত্যাগ করেন।—সং-অথ° ১. ২১৮ ; অঙ্গু-অথ° ১. ৮৪। কথিত আছে (সং-অথ° ১. ২১১), হিমবানের সকলেই ইঁহার

মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়াছিল। নাগদত্ত নামক দেবও তাঁহার অনুচর ৮ হাজার হস্তি কর্তৃক ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মলোকে ছোট-বড় সকল দেবতা এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চিতার উপর প্রত্যেকে এক এক খণ্ড চন্দনকাষ্ঠ অর্পণ করেন। পাঁচ শত ভিক্ষুকে লইয়া অনুরুদ্ধও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার দেহভস্ম বেণু-বনে বুদ্ধের নিকটে অর্পিত হয়। এই সময়ে পৃথিবী হইতে একটী রৌপ্য-চৈত্য আবির্ভূত হয় এবং বুদ্ধদেব স্বহস্তে সেই চৈত্য রক্ষা করেন। বুদ্ধঘোষ বলেন, তাঁহার সময় পর্যন্ত সেই চৈত্য বিদ্যমান ছিল।—সং-অথ' ১. ২১৯। থেরগাথায় ব্রহ্মচারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া সাধু-জীবনের উপকারিতা-সম্বন্ধে কোণ্ডঞ্ঞ-রচিত বহু গাথা আছে।—থের° ৬৭৪. ৮৮। শক্রের (সক্কের) অনুরোধে একবার ইনি শক্রকে ধর্মোপদেশ দান করেন। শক্র তাহা স্বয়ং বুদ্ধদেবের বাণীর অনুরূপ বলিয়া একদা বংগীশ বুদ্ধের নিকট কোণ্ডঞ্ঞের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। পদুমুত্তরের সময়ে কোণ্ডঞ্ঞ ধনবান্ গৃহস্থ ছিলেন। এক জন সন্ন্যাসীকে বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান দিতে দেখিয়া ভবিষ্যতে ইনি নিজেও অনুরূপ সম্মান পাইতে ইচ্ছা করেন। সেই জন্যে ইনি বহু সৎকর্ম করেন ও বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহাবশেষের উপর স্বর্ণময় গৃহ নির্মাণ করেন। বিপস্সী বুদ্ধের সময়ে ইনি মহাকাল নামক গৃহস্থ ছিলেন। এই সময়ে ইনি নবটী স্তরপরম্পরায় উৎপন্ন ইঁহার ক্ষেত্রের প্রথম ফল বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন।

অপদানে (১. ৪৮ ই°) দেখা যায়, ইনি সিদ্ধিলাভ করিয়া পদুমুত্তর বুদ্ধকে প্রথমে আহার দান করেন। পুণ্ণ মন্তানীপুত্ত ইঁহার ভাগিনেয় ছিলেন এবং ইঁহাদ্বারা দীক্ষিত হন।—থের-অথ' ১. ৩৭।

অঞ্‌ঞ এংজিবং অঞ্‌ঞ এংং সরীরং সুত্ত—ইহাতে দেহ ও আত্মার পৃথক্ত্ব-বিষয়ক মতের আলোচনা আছে।—সং-নি° ৩. ২১৫।

অঞ্‌ঞএ-সুত্ত—চারি সতিপট্‌ঠানের পরিণতির ফল-বিষয়ক সূত্র।—সং-নি° ৫. ১৮১।

অঞ্‌ঞএণা সুত্ত—অর্হত্ত্বের ফল-বিষয়ক সূত্র।—সং-নি° ৩. ২৫৭-৯।

√অট্—[ভ্বা° প° সেট্ সক°। লট্—অটতি। লোট্—অটতু। লঙ্—আটৎ। বিধি—অটেৎ। লৃট্—অটিষ্যতি। আশীঃ—অট্যাৎ। লিট্—আট, আটতুঃ, আটুঃ; আটিথ, আটথুঃ, আট; আট, আটিব, আটিম।—'লিটি ধাতোরনভ্যাসস্য'—পা° ৬ ১. ৮। লুঙ্—আটীৎ, আটিষ্টাম্, আটিষুঃ। 'আটঃ'—পা° ৬. ১. ৯০, 'অতো ল্রান্তস্য' পা° ৭. ২. ২। 'কপিরাটীদ্ গৃহাদ্গৃহম্'—ভট্টি° ৮. ৪২। অটিতুম্। অটিবা। সন্—অটিটিষতি। —'অজাদের্দ্বিতীয়স্য'—পা° ৬. ১. ২; এই সূত্রদ্বারা সনন্ত ধাতু অটিষ (√অট্+সন্=অট্+ইট্+সন্—পা° ৭. ২. ৩৫=অটিট) দ্বিতীয় পদ (syllable) টিষ্‌কে দ্বিত্ব করিয়া প্রথম পুরুষের একবচনে অটিটিষতি হইয়াছে। লুট্—অটিতা। ণিচ্—আটয়তি, -তে। আটিটৎ, -ত। যঙ—অটাট্যতে। 'নীথোকিতঃ'—পা° ৭. ৪. ৮৩। 'অটাট্যমানোহরণানীং স-নীতঃ সহ-লক্ষ্মণঃ'—ভট্টি° ৪. ২। যঙ্‌লুক্—অটাট্টি, অটাটীতি; আট্টঃ, আটতি। আটি সি. অটাষি। আট্টঃ। লোট্-হি—আড্ডি। আটাক্‌কার। লুঙ্—আট। অটটীতাট্যা, অতি টাণ্, তাং করোতি অটাচ্যতে। শতৃ—অটন্। অটমান—লিটপ্রয়োগ। পরস্মৈপদী ধাতুর শতৃ স্থানে শানচ্। অটাট্যোত্যাদিনা কাণ্ড্। কুলসা অটা। শকন্ধাদিত্বাৎ সাধু। অটাটা। 'পরিচর্যা-পরিসর্যা-মৃগয়াটাট্যা-নামুপসংখ্যানমিতি' গমনমাত্রে শপ্রত্যয়ে বক্তি নির্বচনশ্লাদি-শোভ্যাসনীর্ষেষু নিপাত্যতে। পরি—পর্যটনম্। পর্যটতি। 'পর্যটন্ পৃথিবীমিমাম্'। কৃৎ—আটঃ। অটনম্। অটিতঃ। অটিতবান্। ক্যপ্—অট্যা। অনি—অটনি] ভ্রমণ করা, গমন করা।—'অট পট কট কিট টট ই গত্যৌ'—দুর্গ°।'

অট্‌ওয়ে, টমাস (Thomas Otway) (১৬৫২—১৬৮৫ খ্রী°) প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার। সাসেক্সের ট্রোটেন নামক স্থানে জন্ম; তাঁহার পিতা হামফ্রে অট্‌ওয়ে এখানে গির্জার রেক্টর ছিলেন। শিক্ষা—উইন্‌চেস্টার কলেজ ও অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ। ১৬৭২ খ্রী° কোন ডিগ্রী না লইয়াই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। ১৬৭৫ খ্রী° তাঁহার প্রথম নাটক 'Alcibiades' ডর্সেট গার্ডেন থিয়েটারে এবং পর বৎসর দ্বিতীয় নাটক Don Carlos, Prince of Spain প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। মিসেস্ ব্যারী নাম্নী এক জন অভিনেত্রী অট্‌ওয়ের নাটক-অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অট্‌ওয়ে এই অভিনেত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু অভিনেত্রীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে অট্‌ওয়ে জীবনে হতাশ হইয়া ১৬৭৮ খ্রী° ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগদান করিয়া স্পেন ও পর্তুগালে গমন করেন। অতঃপর সৈন্যদলের কার্য শেষ হইলে দুঃখ ও দারিদ্র্যে অট্‌ওয়েকে অতি অধঃপতিত জীবন যাপন করিতে হয়। এমন কি, এক টুকরা রুটির জন্যও তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে হইত। ১৬৮৫ খ্রী° ১৪ই এপ্রিল অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সেন্ট ক্লেমেন্ট ডেন্সের গীর্জা-প্রাঙ্গণে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। তাঁহার কয়েকখানি নাটক বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। তাঁহার বিখ্যাত নাটক 'Venice Preserved' বা 'A Plot Disewered' সম্বন্ধে স্বনামখ্যাত সমালোচক ড্রাইডেন বলিয়াছেন—স্বাভাবিকতাই এই নাটকের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্যের কারণ।

অট্‌ওয়ের অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

Titus and Berenice (1677), Cheats of Scapin (1677); Friendship in Fashion (1678); The Orphan, or The Unhappy Marriage (1680); The History and Fall of Caius Marius (1692); The Poet's Complaint of his Muse, or A Statyr against

Libells (1680); The Soldier's Fortune (1681); Heroick Friendship (1685).

[E. Schumacher : Thomas Otway, Bonn 1924; The Works of Mr. Thomas Otway with some of his Life and Writings.]

অট্‌লি, স্যর জন্‌ ওয়াল্‌টার (Sir John Walter Ottley)—জন্ম—২২এ জুলাই, ১৮৪১ খ্রী°। পিতা—মেজর টমাস্ হেনরী অট্‌লি। ল্যান্‌সেস্টারে ব্যক্তিগতভাবে এবং উলউইচে শিক্ষিত হন। রয়্যাল ইঞ্জিনীয়ার—১৮৬৪ খ্রী°; কর্নেল—১৮৯১ খ্রী°। ভারতীয় সেচ-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল। তিরাহ্‌-অভিযানে প্রধান ইঞ্জিনীয়াররূপে কার্য করেন (১৮৯৭-৮ খ্রী°)। সভাপতি—কুপারস হিলস্থ 'রয়াল ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ'(১৮৯৯ খ্রী°)। সি-আই-ই—১৮৯২ খ্রী°। কে-সি-আই-ই—১৯০৪ খ্রী°।

অট১—[√অট্‌ + অচ্‌] বিণ, ভ্রমণকারী wandering. 'কপাটঃ'—ভট্টি° ২. ৩০ ॥ আপ্‌° ॥

অট২—'অষ্ট'।—'এষা অটমহাসিদ্ধি সিধঅ উজ্‌বাট জাঅন্তে'—চর্যা° ১৫. ৪।

অট-অট, অট · অট্টো—[স° অট্ট-অট্ট>] ক্রি-বিণ, অট্ট-অট্ট, অত্যুচ্চ। 'অট অট হাসে, কট মট ভাষে' —ভারত° ১৩১৩। 'রথে চড়ি ভগবতী অট অট্টো হাসে'—রা° (কৃত্তি°) উ° ১০৭ ॥ ব-শব্দ° ॥

অটক—[স্ত্রী— -কী] বিণ, ভ্রমণকারী।—ত্রিকাণ্ড° ৩. ৫. ২৩ ॥ বো-রো° মনি°।

অটকপালি সিংহ—ভবিষ্যপুরাণোক্ত (ব্রহ্ম° ৪০. ৫২) রাজর্ষি°। এই পুরাণমতে ইনি চম্পাচলারাজ পদ্মসিংহের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

অটক্ষী—বিষনাশক দ্রব্য-বি°।—মৎস্যপু° ২১৮. ২।

অটট—অবীচি নরকের অন্যতম।—সং-নি° ১. ১৫০; সুত্তনি° ১২৬। বুদ্ধঘোষের মতে কর্মফল-অনুযায়ী একই অবীচি নরকের সময় অনুসারে বিভাগ-বি°।—সং-অর্থ° ১. ১৭০; সুত্তনি-অর্থ° ৪৭৬। 'যা অধস্তাদগচ্ছন্তি তাঃ সংজীবং কালসূত্রং সঙ্ঘাতং রৌরবং (মহারৌরবং) তপনং প্রতাপনমবীচিমর্বুদং নিরর্বুদমটটং হহবং হুহুব-মুৎপলং পদ্মং মহাপদ্মং নরকানুগত যে উষ্ণনরকাস্তেষু শীতীভূতা নিপতন্তি যে শীতনরকাস্তেষুষ্ণোভূতা নিপতন্তি।'—অবদান° ১. ১ ॥ বো-রো° ॥

অটট্ট—ব্য, অত্যুচ্চ শব্দ বা হাস্য।

অটন—[√অট + অন (ল্যুট্‌)—ভাবে] ক্লী°, ভ্রমণ, বিচরণ, ঘুরিয়া বেড়ান। 'পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্। স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্‌ ॥'—মনু° ৯. ১৩। 'নগরে ভিক্ষাটনং কৃত্বা'—পঞ্চতন্ত্র ১১৩. ১৭ ॥ বো-রো° ॥

অটনি, -নী—[√অট + অনি—কর্তৃ° বা অটনি+বিকল্পে ঈ (ঙীপ্‌)] স্ত্রী°, ১ কার্মুকের অগ্রভাগ, ধনুষ্কোটি, ধনুকের আগা। 'স্মরনম্রোন্নতটনৌ ধনুষী ভ্রূ বাহুমূলে যদি দক্ষিণঃ'—নৈষধ° ৪. ৯৬। 'নিহ্নুতঃ স্থলনিবেশিতাটনী লীলয়ৈব ধনুষী অধিজ্যতাম্‌'—রঘু° ১১. ১৪। 'কোদণ্ডাটনীলগ্নং মাধুকরং ধাদামি'—হিত° ৩৫. ১৯ ॥ অম° অভি° 'অটনির্ধনুষঃ কোটিঃ'—॥ বো-রো° আপ্‌° ॥ ২ কাটনী। 'অটনিতটনিবিষ্টবিকটপটোৎকট করটিরিপু-সমীপসঞ্চারচকিতচঞ্চুপবিলোচনরুচিবিকচকুবলয়োপহারিভিঃ।'—যশস্তি° ২. ১৭. ৩৪। স্বর্ণস্ত্রীগীতকান্তাটনিঃ = স্বর্ণস্ত্রীণাং গীতৈঃ কান্তা মনোহরা অটনিঃ কটিনীতটং যস্য সঃ।—ঐ, ২. ২২৮. ২।

অটমান—[√অট্‌ + শানচ্‌ (শতৃস্থানে) —লিট্‌প্র° ; স্ত্রী— -া] বিণ, বিচরণশীল, ভ্রমণশীল।

অটমি, -মী—অষ্টমী শব্দের প্রা° কবিপ্র° 'ভাল হি অটমিক চন্দ্র'—প-ক° ১০৩৮।

অটরূষ, -রূষ, -রূষক — [অট + √রূ (দান করা) + উষ—কর্ম° বা অট + অরুষ —শকন্ধাদি ; মরাঠী—অডুলসা, গুজ° অড়ুসো ; তৈ° আড়্‌াসারম্; আড়াসারু ; তামিল°—অধডোরে ; কানাড়ী আডুসোগে ; হি° বাসা] (বৈদ্যক), বাসক নামক ভেষজ-বি° adhatoda vasika বা justicia adhatoda, ~পর্যায়—আটরূষ, সিংহপর্ণী, বৃষ, বাসা, সিংহিকা, সিংহমুখী, ভিষঙ্‌মাতা, বসাদনী, সিংহী, কণ্ঠীরবী, পিতপর্ণী, বাজিদন্তা, নাসা, পঞ্চমুখী, মৃগেন্দ্রাণী, বাসিকা, সিংহাস্য ও সিংহপর্ণ।—রাজনি° ৪. ২৮,২৯, ; ধন্বন্তরি-নি° ১. ২৩; ভা-প্র° পূ° ১৫। গড়ু° বৃ° ৮৪-৮৬।

গুণ—আটরূষো হিমস্তিক্তঃ পিত্তশ্লেষ্মা-স্রকাসজিৎ।
ক্ষয়জ্বরচ্ছর্দিমুর্ছাঘ্নো জ্বরতৃষ্ণাবিনাশনঃ ॥
—ধন্বন্তরি-নি° বৃ° ১. ২৪।

ইহা শীতবীর্য, তিক্তরস, পিত্ত, শ্লেষ্মা, কাস, ক্ষয়, বমি, মূর্চ্ছা, জ্বর ও তৃষ্ণা-নাশক [বাসক দ্র°] ॥ অম° টী° (রায়মুকুট) ॥ মৎস্যপু°-(১৫. ৩৭) মতে অটরূষক পিতৃকার্যে বর্জনীয়।

এই সর্বপরিচিত বৃক্ষ বাঙলা দেশের সর্বত্র—বনে, জঙ্গলে—বিশেষতঃ আর্দ্রভূমিতে আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে; ইহার জন্য চাষ বা কোনওরূপ যত্নের দরকার হয় না। কোনও স্থানে একটী বৃক্ষ জন্মিলে ২।১ বৎসরের মধ্যেই সেই স্থান বাসকের জঙ্গলে পরিণত হয়। ইহার মূল মৃত্তিকা-নিম্ন দিয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ঐ বিস্তৃত মূলের অংশ-বিশেষ হইতে বৃক্ষাঙ্কুর জন্মে ও ঐ অঙ্কুর কালবশে স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়। এইরূপে ইহার এত বংশবৃদ্ধি হইয়া পড়ে যে, ভবিষ্যতে প্রয়োজনানুসারে ধ্বংস-সাধনও অত্যন্ত দুরূহ হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, উৎপাটিত করিবার পরও মৃত্তিকানিম্নস্থিত অল্পমাত্রাবশিষ্ট মূল হইতে পুনরায় ইহার গাছ জন্মে।

সাধারণতঃ বর্ষাকালেই ইহার শাখা, প্রশাখা, পত্র ও মূল সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাসকের পত্র ৬।৭ ইঞ্চি হইতে ১০।১২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়. উহার মূলদেশ ও অগ্রভাগ

জ্বরহন্ম এবং মধ্যভাগ চওড়া, অর্থাৎ দেখিতে বরমের ফলার ন্যায়। শীতের শেষ ও বসন্ত ঋতুতে ইহার পুষ্পোদ্গম হয়। পুষ্পগুলি শুভ্রবর্ণ ও অনেকটা স্তবকাকারে গ্রথিত। [বাসক দ্র°]

অটল—[ন = অ + √টল + অন্—কর্তৃ ; নঞ্‌-তৎ ; স্ত্রী— -া] বিণ, ১ দৃঢ়, অচল, স্থির। ২ দৃঢ়সঙ্কল্প। বি—তা।

অটলনাথ—সন্ন্যাসিগণ ৫২টী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তেজস্বী সন্ন্যাসী অটলনাথ ইহাদের মধ্যে একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ বিবরণ দশনামী শব্দে দ্র°।

অটলবিহারী ঘোষ—জন্ম—১২৭১, ১২ই ভাদ্র ; মৃত্যু—১৩৪২, ২৭শে পৌষ, রাত্রি ১১ টায়, ৭এ, চালতাবাগান লেনস্থ স্বগৃহে। খানাকুল কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীনিবাস ঘোষের কনিষ্ঠ-পুত্র। ১৮৮৬ খ্রী° প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই বৎসরই এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বি-এল হইয়া ব্যবহারাজীব হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপিনবিহারী ঘোষ হাইকোর্টে উকিল থাকায় তিনি হাইকোর্টে না গিয়া কলিকাতা ছোটআদালতে ওকালতি করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে আদালতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন ও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। তিনি ওকালতি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের রহস্যভেদ করিবার জন্য বিশেষভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করেন। অর্থোপার্জন জীবনের একমাত্র কার্য নয় মৃত্যুর ১২ বৎসর পূর্বে ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি ওকালতি পরিত্যাগ করেন। ইতঃপূর্বেই তিনি তদানীন্তন হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর জন উড্‌রফের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইলে তাঁহারা উভয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যাপৃত হন। কিছুকাল পরে তাঁহারা একটী সমিতি গঠন করেন—ইহার নাম হয় 'আগমানুসন্ধান-সমিতি'। তাঁহারা উভয়েই এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। অটলবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সমিতি হইতে ১৯ খানি তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পাতিয়ালা ও দ্বারভাঙ্গা মহারাজের অর্থ সাহায্যে এইগুলি বাহির হয়।

অটলবিহারী দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'প্রহ্লাদচরিত' ; বাঙ্গালার পদ্যে রচিত, পৃঃ ০ + ৪০ ; কলি. ১৮৭৮।—IO. Cat.

অটলবিহারী নন্দী—সাধক ও শ্রীমদ্‌-হরনাথ ঠাকুরের ভক্ত। ইনি ১৯০৫ খ্রী° বৃন্দাবনধাম হইতে 'শ্রীহরনাথ ঠাকুরের পাগলামী অর্থাৎ শ্রীমদ্ হরনাথ ঠাকুরের উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী' প্রকাশ করেন। ইহাতে ৩৪ খানি পত্র থাকে। ১৯০৭ সালে 'পাগল হরনাথ' এই নামে ২য় খণ্ড বাহির হয়। পরে ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড বাহির হয়।

অটবি, অটবী—[অটান্ ভ্রমণকারিণঃ পথিকান্ বা অবতি রক্ষতি রবিতাপাৎ ; অটাতে গম্যতে আশ্রয়রূপেণ প্রাপ্যতে অসৌ : অটন্তি চরন্তে যস্যাং মৃগয়াবিহারাদার্থে বা যত্র ; √অট্ + অবি—অধিবা° ; অটবি + বিকল্পে ঈ (ঙীপ্)] স্ত্রী°, কানন, অরণ্য, বন। 'অটব্যো রম্যকাননাঃ'।—রা° ২. ৪৭. ৯ বিন্ধ্যাটবী, অটবীরাজ্য। ॥ বো-রো ॥

অটবিক = আটবিক a forester [আটবিক দ্র°]।

অটবিকরাজ্য—সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত দেশবি°। দেবদত্ত ভাণ্ডারকারের মতে ইহা বঘেলখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যার সাগরতট পর্যন্ত বিস্তৃত।—IHQ, i. 256. পরিব্রাজক হস্তীর তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, ডভালরাজ্য আঠারটী অটবিকরাজ্যের (forest kingdom) অন্তর্ভুক্ত ছিল।—FGI, 114.

অটবীশিখর—কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণে দেশবি°।—মহা° ৬. ৯. ৪৮।

অটা, অটাট্যা, অট্যা—সন্ন্যাসী ভিক্ষুকের ন্যায় অনবরত ঘুরিয়া বেড়ান, অবিরত ভ্রমণ করিবার অভ্যাস। আপ°।

'অটা অল্প'—বাঙলা গ্রন্থকার। গ্রন্থ—'বেদান্ত-অল্ কাসিদীন' ; নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদের প্রতি উপদেশমূলক গ্রন্থ ; পৃঃ ৫৮ ; কলি. ১৮৭০।—IO. Cat.

অটাটা—স্ত্রী°, = অটাট্যা।

অটাট্যমান—[√অট্ + যঙ্-পৌনঃপুন্যার্থে = অটাট্য ; অটাট্য + শানচ—কর্তৃ° ; স্ত্রী— -া] বিণ, অতিশয় ভ্রমণশীল, অনবরত পর্যটনকারী, যে সকল সময় টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

অটাল — [অ + টাল = স্থান] অস্থান, কুস্থান।

অটি = আটি। একমাত্র হলায়ুধ শরারি (শরাল) পক্ষী অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। [আটি, শরারি দ্র°]

অটুট—[স°-অত্রুটি > হি° অটুট ; তু°-গুজ° অতুট] বিণ, ১ যাহা টুটে না, অচ্ছেদ্য, মজবুত। ২ অক্ষয়, অক্ষীণ। ৩ অন্যূন, পুরা।

অটো, (Otto), ১ম—প্রসিদ্ধ জর্মান নৃপতি ও রোম সম্রাট্। জন্ম—২৩এ নভে° ৯১২ খ্রী° ; মৃত্যু—৭ই মে ৯৭৩ খ্রী° ; রাজ্যারোহণ—৯৩৬ খ্রী°। জর্মানীর স্যাক্সনী- (Saxony) পরিবারভুক্ত কারোলিন্‌জিয়ান্ (Carolingian) নৃপতিগণের অন্যতম। জর্মানরাজ ১ম হেনরী (Henry I, the Fowler) ও তদীয় দ্বিতীয়া মহিষী মাটিল্ডার (Matilda) পুত্র। পিতার উত্তরাধিকারিরূপে সিংহাসনারোহণ করেন।

সিংহাসনারোহণ করিয়া অটোকে বহু বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হয়। এমন কি জার্মানীতেও তাঁহার ভ্রাতা হেনরী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা থ্যাঙ্কমারিস্টো তাঁহার বিরুদ্ধে বিরাট্ ষড়্‌যন্ত্র করেন। এই ষড়্‌যন্ত্রে লোরেনের ডিউক ও ফ্র্যাঙ্কোনিয়ার ডিউক ইবারহার্ড যোগ দিয়াছিলেন। এই ষড়্‌যন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া অটো ডিউকগণের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি দখল করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র লড্‌লফ ব্যাভেরিয়ার এবং জামাতা কনরাড লোরেনে আর একটী বৃহৎ ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই ষড়্‌যন্ত্র এরূপ ভীষণ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কিছু কালের জন্য বন্দী হইতে

হইয়াছিল। এমন কি, ৯৪৬ খ্রী° লুডল্‌ফ আপনাকে জর্মানীর নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। অবশ্য অটো আপনাকে যুক্ত করিয়া বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি জর্মানরাষ্ট্র সংগঠন করিবার জন্য মনোনিবেশ করেন। লোরেন্ প্রদেশের অধিকার লইয়া তাঁহাকে ফ্র্যান্স আক্রমণ করিতে হয়। এই সময় ৪র্থ লুই ফ্র্যান্সের অধিপতি ছিলেন। ৯৪২ খ্রী° উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং এই সন্ধি-অনুসারে তিনি আপন প্রজাবর্গকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

৯২১ খ্রী° অটো ইতালীতে অভিযান করেন। ঐ বর্ষেই লম্বার্ডি জয় করিয়া তিনি আপনাকে লম্বার্ডির রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতঃপূর্বে ৯৪৬ খ্রী° তাঁহার প্রথমা পত্নী এডিথ-এর মৃত্যু হইয়াছিল। এডিথ ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ডের (Edward the elder) ভগিনী; ইঁহাকে তিনি ৯২৭খ্রী° বিবাহ করিয়াছিলেন। লম্বার্ডির রাজা হইয়া তিনি ইতালীর পরলোকগত রাজা লোথেয়ার-এর বিধবা রাণী আডেলাইডকে বিবাহ করেন। ৯৫২ খ্রী° তিনি জর্মানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। আডেলাইডকে বিবাহ করিয়া তিনি আপনাকে ইতালীর অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন বটে, কিন্তু নানা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে ফিরিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। অতঃপর ইতালী হইতে বেরেনগার আসিয়া ইতালীর পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। ইতালীকে স্বাধিকারে আনিবার পক্ষে আডেলাইড ও তদীয় ভ্রাতা রাজার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। যাহা হউক ৯৬০ খ্রী° তিনি পোপ ১২শ জন-কর্তৃক ইতালীতে আহূত হন। তিনিও ৯৬১ খ্রী° চার্চের স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ৯৬২ খ্রী° পুনরায় ইতালীতে উপস্থিত হইলেন। ২রা ফেব্রু° পোপ-কর্তৃক তাঁহাকে রোমের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সম্রাট্ হইবার পর চার্চের সংগঠনকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া তিনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। ৯৬৫ খ্রী° তিনি জর্মানীতে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু রোমে বিদ্রোহ হইলে পুনরায় পরবৎসর তিনি রোমে উপস্থিত হন এবং বিদ্রোহিগণকে দমন করেন। অতঃপর গ্রীক ও সারাসেন্‌দিগকে তাঁহার বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য করা হয়। ৯৭২ খ্রী° ইতালীতে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া ও ডেন্‌মার্কের নৃপতিগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন।

অটো এক জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু শত্রু তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করিলে তিনি সন্ধিস্থাপনে বিমুখ হইতেন না। খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। যাজকগণকে রাজানুগত্যগ্রহণে তিনি বাধ্য করেন এবং তাঁহাদিগকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন।

[Liudprand : Historia Ottonis ; Th. von Sickel (ed.) : Die Urkunden des Kaisers Ottos I (pub. in the 'Monumenta Germaniae historica') ; Kopke & Dummler : Jahrbucher des deutschen Reichs unter Ottos I. Leip. 1876 ; Fisher : Uber Ottos I. Zug in die Lomberdei vom Jahre 951. Eisenberg 1891 : Maurenbrecher : Die Kaiserpolitik Otto I (pub. in the 'Historische Zeitschrift'), Munich 1859]

অটো$_2$, ২য় – জর্মানীর স্যাক্সনী-পরিবারভুক্ত কারোলিন্‌জিয়ান্‌নৃপতিগণের অন্যতম ও রোমসম্রাট্। রাজ্যকাল ৯৭৩—৮৩ খ্রী°। জন্ম—৯৫৫ খ্রী° ; মৃত্যু—৭ই ডিসে° ৯৮৩খ্রী°। পিতা—১ম অটো [অটো, ১ম দ্র°] ; মাতা—সম্রাজ্ঞী আডেলাইড। ৯৬১ খ্রী° জর্মানীর উত্তরাধিকারী নৃপতি ও ৯৬৭ খ্রী° ২৫এ ডিসে° পোপ ১৩শ জন-কর্তৃক যুগ্ম রোমসম্রাট বলিয়া ঘোষিত। বিবাহ—৯৭২ খ্রী° রোমের পূর্বাংশের সম্রাট ২য় রোমানুসের কন্যা থিওফানোর সহিত। ৯৭৩ খ্রী° পিতার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকার লাভ।

রাজ্যারোহণের প্রথমভাগে লোরেন্ প্রদেশে বিদ্রোহ-দমন ; ব্যাভেরিয়ার ডিউক ২য় হেনরী-কর্তৃক জর্মানীর দক্ষিণভাগের বিদ্রোহ-দমন ; ৯৭৪ খ্রী° ডেন্‌মার্কের নৃপতি বিদ্রোহী হইলে ৯৭৭ খ্রী° উহার দমন ; এই সময় ফ্র্যান্সের অধিপতি লোথেয়ার জর্মানী আক্রমণ করিয়া এক্স-এ (Aixএ) আধিপত্য বিস্তার করিলে ফ্র্যান্স আক্রমণ ও লোথেয়ারের প্রত্যাবর্তন।

অতঃপর অটো রোমে আগমন করিয়া পশ্চিম ইউরোপের সমুদয় নৃপতিবর্গ ও অভিজাতবর্গকে একটী সভায় আহ্বান করেন। তদনন্তর ৯৮১ খ্রী° ইতালীর সারাসেনদিগকে দমন করিবার জন্য আপুলিয়ায় অভিযান ; ৯৮২ খ্রী° পূর্বসাম্রাজ্যের সহযোগিতায় আরবগণের সহিত যুদ্ধ ও পরাজয় এবং ছদ্মবেশে গোপনে রোসানোতে পলায়ন। অতঃপর ভেরোনা নগরের জর্মান ও ইতালীয় রাজপুরুষগণের এক ভোজসভায় সারাসেনদিগকে আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইলে রোমে প্রত্যাবর্তন।

অটো পাভিয়ার পিটারকে ১৪শ জন নাম দিয়া পোপ মনোনীত ও পোপ ৭ম বেনিডিক্টকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

[Th. von Sickel (ed.) : Die Urkenden des Kaisers Otto II (pub. in the Monumenta Germaniae historica ; Delmer ; Otto II. bis zum Tode seines Vaters, Leip. 1878 ; Mathaei : Die Handel Ottos II. mit Lothar von Frankreich, Halle 1882]

অটো$_3$, ৩য় – জর্মানীর স্যাক্সনী-পরিবারভুক্ত কারোলিন্‌জিয়ান নরপতিগণের অন্যতম ও রোমসম্রাট্। রাজ্যকাল—৯৮৩—১০০২ খ্রী°। জন্ম—৯৮০ খ্রী° ; মৃত্যু—১০০২ খ্রী° ২৩এ জানু°। পিতা—২য় অটো, মাতা—থিওফানো [অটো$_2$, ২য় দ্র°]। ৯৮৩ খ্রী° ২য় অটোর উত্তরাধিকারিরূপে ঘোষিত এবং জর্মানীর নৃপতিরূপে এক্স-লা-শাপেলে (Aix-la- Chapella) অভিষিক্ত ; ইহার কয়েক দিন পূর্বে ২য় অটোর মৃত্যু হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সংবাদ তখনও জর্মানীতে পৌছায় নাই। এই সময় ৩য় অটো শিশু মাত্র। ৯৮৪ খ্রী° ব্যাভেরিয়ার পদচ্যুত ২য় হেনরী

এই সুযোগ লইয়া শিশু নৃপতিকে স্বাধিকারে আনেন ও তাঁহার নামে রাজ্যশাসনের সূচনা করেন। অনতিবিলম্বেই শিশু সম্রাটের মাতা থিওফানো ও পিতামহী আডেলাইড্ জর্মানীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের উপস্থিতিতে তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ হইলে হেনরী শিশু রাজাকে তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। পুত্রের নামে থিওফানো রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ৯৯১ খ্রী° থিওফানোর মৃত্যু হইলে রাজ্যপরিচালনার জন্য একটী সভা গঠিত হয়; এই সভায় আডেলেড্ ও উইলিগিসের বিশেষ প্রভাব ছিল।

৯৯৫ খ্রী° বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় রাজ্যভারের অধিকারী বলিয়া ঘোষিত। অতঃপর অবিলম্বে বোহেমিয়ান ও ওয়েন্ড্‌গণের বিরুদ্ধে অভিযান। ৯৯৬ খ্রী° পাভিয়ায় উপস্থিতি এবং লম্বার্ডগণ-কর্তৃক আনুগত্য স্বীকার। অতঃপর রোমে গমন; ইহার পূর্বেই পোপ ১৫শ জনের মৃত্যু হইয়াছিল; কারিন্থিয়ার ডিউকের পুত্র ব্রুনোকে ৫ম গ্রেগরী নাম দিয়া পোপের আসনে বসাইলেন। ৯৯৬ খ্রী° ২১এ মে রোম-সম্রাট্‌রূপে অভিষেক। অতঃপর তিনি রোম ত্যাগ করেন। রোম ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রোমান্‌গণ গ্রেগরীকে তাড়াইয়া ১৬শ জনকে পোপের আসনে বসাইল। ইহা শুনিয়াই তিনি স্বীয় আত্মীয়া মাটিল্ডাকে জর্মানীর রাজ-প্রতিনিধি রাখিয়া ও গ্রেগরীকে লইয়া রোমে অভিযান করেন এবং সেন্ট এঞ্জেলোর প্রাসাদ অধিকার করিয়া ১৬শ জনকে হত্যা করিলেন ও গ্রেগরীকে পুনরায় পোপের আসনে বসাইলেন। অতঃপর ইতালীর দক্ষিণ অংশে পরিভ্রমণ ও সামন্তগণের আনুগত্যগ্রহণ। এই সময় পোপের মৃত্যু হয় এবং আপন বাল্যশিক্ষক গার্বার্টকে ২য় সিল্‌ভেস্টার নাম দিয়া পোপ নিযুক্ত করেন। অতঃপর রোমের প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারসমূহ পুনঃ প্রবর্তিত করিয়া রোমকে পূর্ব-গৌরবে অধিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করেন। ৯৯৯ খ্রী° প্রাগ্ শহরে পুরাতন বন্ধু বিশপ আডাল্‌বার্টের সমাধি পরিদর্শন ও তত্রত্য ধর্মযাজককে আর্কবিশপ মনোনয়ন। অতঃপর এক্স-লা-শাপেলে আসিয়া সম্রাট্ শার্লেমানের সমাধি খনন করেন। তদনন্তর রোমে প্রত্যাবর্তন এবং রোমান্‌গণ-কর্তৃক সম্রাট্ ভবন অবরোধ। বহু চেষ্টায় সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্লাসের মঠে পলায়ন। সেখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রোমান্‌গণের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু ভিটারবোর নিকটবর্তী পেটার্নোতে মৃত্যু হয়।

[Th. von Sickel (ed.) : Die Urkunden Kaisers Ottos III (in 'Monumenta Germaniae historica), Hanover 1879 ; Wilmans : Jahrbucher des deutschen Reichs unter Kaiser Otto II, 1837-40 ; Kehr : Die Urkunden Otto III, Innsbruck, 1890 ; En. Brit. xvi, 966]

অটো, **৪র্থ**—জর্মানীর হোহেন্‌স্টাউফেন (Hohenstaufen) নৃপতিগণের অন্যতম ও রোম সম্রাট্। জন্ম ১১৭৪ খ্রী°, মৃত্যু ১২১৮ খ্রী°। রাজ্যকাল—১১৯৮—১২১৫ খ্রী°। স্যাক্সনীর ডিউক হেনরীর (Henry the Lion) দ্বিতীয় পুত্র। মাতা—মাটিল্ডা (ইংলণ্ডের রাজা ২য় হেনরীর কন্যা)। ফ্রান্সে জন্ম এবং বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতুল ইংলণ্ডেশ্বর ১ম রিচার্ড-কর্তৃক শিক্ষিত ও প্রতিপালিত। মাতুল-কর্তৃক আকুইটেন (Aquitaine) ও পোইটুর (Poitou) ডিউক ও ইয়র্কশায়ারের আর্ল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রী° সোয়াবিয়ার ডিউক ফিলিপ জর্মানীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু কলোনের আর্কবিশপ আডল্‌ফের অধিনায়কত্বে অধিকাংশ সামন্ত তীব্র বিরোধিতা করিয়া পর বৎসর ৯ই জুন অটোকে জর্মানীর অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর বহু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অটো ব্রান্স্‌উইকে বিতাড়িত হন। ১২০৮ খ্রী° ফিলিপ নিহত হন এবং অনতিকাল পরে ১১ই নভে° অটোকে পুনরায় জর্মানীর নৃপতিরূপে ঘোষণা করা হয়। এই সময় ফিলিপের কন্যা বিয়েট্রীসকে বিবাহ করায় ফিলিপের দলের সহিত ইঁহার সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল।

পর বৎসর অগস্ট মাসে অটো ইতালী যাত্রা করেন। ভিটারবোতে উপস্থিত হইলে তিনি পোপ ইনোসেন্ট-কর্তৃক সংবর্ধিত হন। পরে ৪ঠা অক্টো° রোমে সম্রাটের অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হয়; কিন্তু কিছুকাল পরেই পোপ ইনোসেন্টের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং রোমান ও জর্মান সৈন্যগণের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ফলে পোপ যে সকল ভূভাগ ও সম্পত্তি চার্চের কুক্ষিগত করিয়াছিলেন, সম্রাট্ সে সমুদয় অধিকার করিয়া আপন অনুগত রক্ষিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তিনি টাস্কানী (Tuscany) ও আপুলিয়া (Apulia) অধিকার করিলেন। অতঃপর সমগ্র দক্ষিণ ইতালী তাঁহার করতলগত হইল। এদিকে পোপের প্ররোচনায় জর্মানীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং বিদ্রোহীরা ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টসের সাহায্য লাভ করে। অটো সিংহাসনচ্যুত নৃপতি ঘোষিত এবং ফ্রেডারিক সিংহাসনারোহণ করিবার জন্য আহূত হইলেন। ১২১২ খ্রী° অটো জর্মানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাময়িকভাবে বিদ্রোহ দমন করিলেন বটে, কিন্তু এই সময় পত্নীবিয়োগ হওয়ায় দক্ষিণ প্রদেশের ডিউকগণের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্তর্হিত হইল। তাঁহার কোন সন্তানাদিও হয় নাই। বৎসরের শেষভাগে ফ্রেডারিক জর্মানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অটো নিম্ন রাইন প্রদেশে কিছুকাল অবরুদ্ধপ্রায় থাকিয়া ১২১৪ খ্রী° ফরাসীদিগের হস্তে পরাজিত হইলেন। পলায়নপূর্বক তিনি কলোনে এবং কলোন হইতে ১২১৬ খ্রী° ব্রান্স্‌উইকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর ডেন্‌মার্কের অধিপতি হামবুর্গ অধিকার করিলেন এবং অটোর সমর্থক ও সাহায্যকারী মাতুল ইংলণ্ডেশ্বর জনের মৃত্যু হইল। ১২১৮ খ্রী° ধর্মদ্রোহিতার পাপমুক্ত বলিয়া ঘোষিত হন, কিন্তু এই বর্ষেই ১৯এ মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

[W. von Giesebrecht : Geschichte der

deutschen Kaiserzeit, Band v, Leip. 1888; Langerfeldt: Kaiser Otto der Vierte, Hanover 1872; Winkelmann: Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, Leip. 1873-8; Abel: Kaiser Otto IV. und Konig Friedrich II, 1856; En. Brit. xvi. 966-7।

অটো,—গ্রীসের রাজা; জন্ম ১৮১৫ খ্রী°; মৃত্যু ১৮৬৭ খ্রী°। বাভেরিয়ার রাজা ১ম লুইয়ের দ্বিতীয় পুত্র। মাতা—টেরেসা। স্যাক্সে আল্‌টেনবুর্গের (Saxe-Altenburg) অধিবাসী। সাল্‌জবুর্গে অটোর জন্ম হয়। তিনি মিউনিকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ১৮৩২ খ্রী° লণ্ডনের এক কন্‌ফারেন্সে অটো গ্রীসের নবপ্রতিষ্ঠিত-সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া মনোনীত হন। ১৮৩৩ খ্রী° ৬ই ফেব্রু° তিনি নৌপ্লিয়ায় গমন করেন। অটোর বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং এক রাজকীয় প্রতিনিধি-সভা ১১৮৭ ১৮৩৫ খ্রী° পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই সভা কাউন্‌ট জোসেফ লুডউইগ্‌ ফন্‌ আর্মান্‌সপার্গের নেতৃত্বে পরিচালিত হইত। ১৮৩৫ খ্রী° অটো বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার পরামর্শে তিনি এক জন সুদক্ষ অর্থসচিব নিয়োগ করিতে বাধ্য হন; এই বিষয়ে গ্রেট-ব্রিটেন ও রথস্‌চাইল্ড পরিবার হইতেও তাঁহাকে বাধ্য করা হয়। অটো আর্মান্‌স্‌পার্গকে সেই পদে নিয়োগ করেন। গ্রীকেরা মুসলমানগণের শাসনে যেরূপ কর দিত, এখন তদপেক্ষা অধিক কর তাহাদের উপর বসান হইল। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়; বিশেষতঃ রাজা এক জন নিষ্ঠাবান্‌ ক্যাথলিক হওয়ায় তিনি তাহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলেন।

১৮৩৭ খ্রী° অটো ওল্ডেনবুর্গের রাজকুমারী আমালিকে বিবাহ করিলেন। এই রাণী শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করায় প্রজাগণ অধিকতর বিরক্ত হইল। এই সময়ে আর্মান্‌স্‌পার্গকে পদচ্যুত করা হয়। ১৮৪১ খ্রী° রাজা ক্রীট অধিকার করিয়া আপনার শক্তি আরও বৃদ্ধি করিলেন। তিনি শুধু আপন বাভেরীয় সৈন্যগণের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। ১৮৪৩ খ্রী° সমস্ত বাভেরীয় সৈন্য গ্রীস ত্যাগ করিলে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজা এথেন্সে প্রজাগণকে স্বায়ত্তশাসন দান করিয়া গ্রীক্‌ মন্ত্রি-সভা গঠন করিলেন।

অটো দিন দিন বিপন্ন হইতে লাগিলেন। ১৮৬১ খ্রী° ড্রুসিওস নামক এক জন ছাত্র রাণীকে হত্যা করিতে চেষ্টা করায় গ্রীকেরা তাহাকে বিশেষভাবে সমর্থন ও সম্মান করিতে লাগিল। সেনাপতি থিওডোর গ্রিবাসের অধীনে এক দল সৈন্য ১৮৬২ খ্রী° অটোকে সিংহাসনচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করে। গ্রীকেরা এথেন্সে প্রতিনিধিসভা গঠন করিয়া রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করিল। রাজা ও রাণী এই সময়ে সমুদ্র-যাত্রায় দেশের বাহিরে ছিলেন; তাঁহারা একখানি ব্রিটিশ জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাভেরিয়ায় পলাইয়া গেলেন। ১৮৬৭ খ্রী° ২৬এ জুলাই অটোর মৃত্যু হয়।—En. Brit. xvi. 967.

অটো, (of Freising)—জন্ম অনুমান ১১১৪ খ্রী°; মৃত্যু ১১৫৮ খ্রী°। জর্মান বিশপ ও ঐতিহাসিক। অস্ট্রিয়ার মারগ্রেভ (margrave) তৃতীয় লিওপোল্ডের পঞ্চম পুত্র। ইঁহার মাতা আগনেসের পূর্বস্বামী সোয়াবিয়ার ডিউক প্রথম ফ্রেডারিকের ঔরসে জর্মানীর রাজা তৃতীয় কন্‌রাডের জন্ম হয়; সুতরাং জর্মান রাজপরিবারের সহিত অটো ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রথমে সিস্টারসিয়ান মঠের মঠাধ্যক্ষ ও পরে ফ্রাইসিঙ্গের বিশপ হন। ১১৭৪ খ্রী° তিনি কন্‌রাডের উত্তরাধিকারী প্রথম ফ্রেডারিকের অনুগ্রহ লাভ করেন। ১১৫৮ খ্রী° ২২এ সেপ্টে° মরিমণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অটোর লিখিত পুস্তকের মধ্যে Chronicon বা De duabus civitatibus বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন Gesta Friderici imperatoris এর প্রথম দুই খণ্ড তাঁহার লেখা।—En .Brit. xvi. 967.

অটো, (of Nordheim)—বাভেরিয়ার ডিউক। ইনি নর্ড্‌হাইমের স্যাক্সন পরিবারভুক্ত ছিলেন। সম্রাট্‌ তৃতীয় হেনরীর বিধবা মহিষী আগ্‌নেসের নিকট হইতে তিনি বাভেরিয়ায় অধিকার পান (১০৬১ খ্রী°)। ১০৬৩ খ্রী° তিনি জর্মানরাজ চতুর্থ হেনরীকে অবরুদ্ধ করিতে কলোনের আর্কবিশপকে সাহায্য করেন। ১০৬৩ খ্রী° হাঙ্গেরীতে অভিযান করিয়া তিনি কৃতকার্য হন; এতদ্ভিন্ন রাজা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত শাসনকার্যে ইঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। ১০৬৪ খ্রী° তিনি পোপ কর্তৃক ধর্ম-যোদ্ধতায় অভিযুক্ত হইয়া ইতালীতে যান। আডালবার্টের কোর্ট হইতে ব্রেমেনের আর্কবিশপ কর্তৃক তিনি নির্বাসিত হন। রাজকীয় কার্যে তাঁহাকে দুইবার আল্‌পস্‌ লঙ্ঘন করিতে হয়।

১০৭০ খ্রী° রাজাকে হত্যা করার ষড়্‌যন্ত্রে অটো অভিযুক্ত হন। তাঁহাকে অভিযোগকারীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজ নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে বলা হয়। তিনি তাহাতে সম্মত না হইলে বাভেরিয়া তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং স্যাক্সন সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। অতঃপর তিনি স্যাক্সন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হেনরীর বিরুদ্ধে লুণ্ঠন-কার্য চালান। ১০৭১ খ্রী° অটো বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পর বৎসর তাঁহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

১০৭৩ খ্রী° স্যাক্সনগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে অটো তাহাদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ১০৭৪ খ্রী° গের্স্টুঙ্গেনের সন্ধি-অনুযায়ী তিনি বাভেরিয়া ফিরিয়া পান। ১০৭৫ খ্রী° তিনি পুনরায় স্যাক্সন-বিদ্রোহে যোগদান করেন। রাজা সেবারও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্যাক্সনীর শাসনকর্তৃত্ব-দান করেন। ১০৭৬ খ্রী° ৪র্থ হেনরীকে সিংহাসনচ্যুত করা হইলে অটো হেনরী ও স্যাক্সনদিগের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা করেন। তাহাতে অকৃতকার্য হইলে তিনি পুনরায় স্যাক্সনদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। বাভেরিয়ায় তাঁহার অধিকার স্বীকার করাইয়া তিনি রাইনফেল্ডেনের কাউন্ট রুডল্‌ফকে

জর্মানীর রাজা নির্বাচিত হইতে সম্মতি দেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারই সাহসিকতায় হেনরী যুদ্ধে তিন চারিবার পরাভূত হন। ১০৮৩ খ্রী° ১১ই জানু° ছয়টী সন্তান রাখিয়া অটো মৃত্যুমুখে পতিত হন। —En. Brit. xvi. 967-68.

অটোগ্রাফ — Autograph [গ্রী° autos = স্বয়ং self, graphe = লিপি ; বা° স্বহস্তলেখ] সাধারণতঃ অটোগ্রাফশব্দে ব্যক্তিবিশেষের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি কিংবা স্বাক্ষর বুঝায়। অবশ্য কোন পাণ্ডুলিপি সমগ্রভাবে কাহারও দ্বারা লিখিত হইলে, তাহা ইংরেজীতে 'হলোগ্রাফ' (holograph, গ্রী° holos, whole) নামে অভিহিত হয়। বিশেষভাবে স্বহস্তলিখিত নাম স্বাক্ষর বুঝাইতেই 'অটোগ্রাফ' শব্দ প্রযোজ্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অটোগ্রাফ সংগ্রহের দিকে লোকের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় ; ব্রিটিশ-মিউজিয়ম ও নিউইয়র্কের পাব্লিক লাইব্রেরীর পুরাতত্ত্বাগারে প্রাচীন অটোগ্রাফের বিরাট্ সংগ্রহ রহিয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ প্রাচীন সংগ্রহের কথা জানা যায় না ; অধুনা সম্ভবতঃ ইউরোপের আদর্শে এই দিকে ভারতীয়দিগের ঝোঁক পড়িয়াছে। সাধারণতঃ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদিগের মধ্যে এবিষয়ে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও চীনাদিগের মধ্যে 'অটোগ্রাফ'-সংগ্রহের আগ্রহ ছিল। জর্মানীতে ১৬শ শতকের অটোগ্রাফ-সংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রগণের মধ্যে বন্ধুবান্ধবদিগের স্বহস্তলেখ একখাতায় (alba amicorum) সংগ্রহ করিয়া রাখার অভ্যাস হইতেই ইহার উৎপত্তি। খ্রী° ১৬শ শতকে স্বহস্তলেখ-সংগ্রহের অভ্যাস সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই দেশের কবি, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক, রাজা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বহস্তলেখ সংগ্রহের দিকে লোকের ঝোঁক হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বহস্তলেখ-সংগ্রহের দিকে ইউরোপে লোকের এত আগ্রহ বর্ধিত হয় যে এক একটী অটোগ্রাফ এত উচ্চমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় যে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এতদ্দেশে ও অমূল্য দুষ্প্রাপ্য অটোগ্রাফ অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। বর্তমানে প্রাচীন পুথি-সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দিকে সকল দেশেই বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে ; আলফ্রেড মরিসন (১৮৩৫—১৮৮২ খ্রী°) যে অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলির সংগ্রহ ছয়টী বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত এবং ব্রিটিশ-মিউজিয়মে রক্ষিত। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাকারীদিগের স্বহস্তলেখের মূল্য ৫০ হাজার ডলারেরও অধিক। ইংলণ্ডে সেক্সপীয়রের কয়েকটী স্বহস্তলেখ পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে অবশ্য প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বহস্তলেখের পাণ্ডুলিপি কিংবা স্বাক্ষর-চিহ্ন পাইবার কোন উপায় নাই। বর্তমানে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হস্তাক্ষরের পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চেষ্টা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করিতেছেন। দেশের বড় বড় সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য তরুণ-তরুণীর আগ্রহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জবাহরলাল নেহেরু প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় মনীষীদিগের অটোগ্রাফ-সংগ্রহের দিকে এখন ভারতীয়দিগের অত্যন্ত আগ্রহ। মহাত্মা গান্ধী এই সুযোগে তাঁহার বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-বিনিময়ে নিজের নাম স্বাক্ষর দিয়া থাকেন।

কিছুকাল পূর্বে 'বঙ্গশ্রী' পত্রে ভারতের বিশেষতঃ বাঙলাদেশের মৃত ও জীবিত মনীষীর এক অটোগ্রাফ-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ; তাহাতে দেখা যায়, কেহ কেহ শুধু নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং কেহ কেহ গদ্যে অথবা পদ্যে কোন উপদেশাত্মক বাণী লিখিয়া দিয়াছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ সাধারণতঃ কোন উপদেশবাণী লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করেন।

ইংলণ্ডে প্রকাশিত কতিপয় অটোগ্রাফ সংগ্রহের নাম দেওয়া হইল :—

F. Netherclift : The Autograph Miscellany (1855) ; J. Thane : British Autography (1788-93) ; J. Netherclift : Autographs of Kings and Queens and Eminent Men of Great Britain (1885) ; L. B. Phillips : The Autograph Album (1866).

শ্রীব্রজেশচন্দ্র শর্মাচার্য

অটোমান সাম্রাজ্য — [১২৮০—১৯২২ খ্রী°) ১৩শ শতকের শেষভাগে এশিয়া মাইনরে ওসমান নামক এক জন তুর্কী সর্দার-কর্তৃক এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুক-বংশীয় তুর্কীদিগের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আশ্রিত ওসমান নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ক্রমে ক্রমে এশিয়া মাইনর গ্রাস করিয়া ইউরোপের দিকে হস্ত প্রসারণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রবল ও দুর্ধর্ষ ইসলাম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া অটোমান তুর্কীগণ প্রায় সপ্ত শতাব্দী রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপের গত মহাসমরের (১৯১৪—১৯) অবসানকালে নবীন তুর্কীর অভ্যুদয়ে মুস্তাফা কমাল পাশার নেতৃত্বে অটোমান বংশীয় শেষ সুলতান অব্দুল মজিদ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তুরস্কে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

অটোমানেরা মূলতঃ মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ছিল। খ্রী° ১২শ শতকের শেষভাগে মুগল নায়ক চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সর্দার সুলেমানের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে ঘটনাক্রমে তাহাদের সর্দারের মৃত্যু হয় এবং সর্দারপুত্র এরটোঘ্রুলের অধীনে এশিয়ামাইনরের পশ্চিমাঞ্চলে সেলজুক সম্রাটের আশ্রয়ে বসবাস আরম্ভ করে। এরটোঘ্রুল সেলজুক-সম্রাট্ 'অলাউদ্দীনের সাহায্য করায় সম্রাট্ তাঁহাকে আঙ্গোরা ও তৎপার্শ্ববর্তী কতিপয় স্থানের আধিপত্য দান করেন। এইরূপে জীবিকার

অটোমানেরা শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সেলজুক্-সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। বহু সামন্ত স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এর্‌টোঘ্রুলের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ওসমান স্বজাতির নেতা হইলেন। তিনি সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া কারকা হিসার অধিকার করেন। সম্রাট্ অলাউদ্দীন (২য়) সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আইনীজেল, বিলেজিক ও য়ার-হিসার দান করিলেন। অলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর ওসমান নিজকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। ইতঃপূর্বেই সেলজুকগণ অটোমানদিগকে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। এই অটোমানগণ প্রবল বিক্রমে ইস্‌লামের জয়-পতাকা উড্ডীন করিল। ওসমান গ্রীকদিগকে বার বার পরাজিত করিয়া রাজ্য-বৃদ্ধি করিতে থাকে। নকরিয়া ও আপ্রা-নোস্ উপত্যকা তাঁহার অধীন হয়। দক্ষিণে কুটেহা ও উত্তর মর্মর সাগর পর্যন্ত ওসমানের রাজ্য বিস্তৃত হয়। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ওর্খানের হস্তে শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করেন। ওর্খান ১৩২৬ খ্রী° তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্বে বসোরা অধিকার করেন। অটোমানেরা ক্রমে ক্রমে সমগ্র এশিয়া মাইনর অধিকার করিয়া ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়; প্রথমেই গালিপোলি ও আড্রি-য়ানো্‌পোল তাহারা অধিকার করে। তাহারা রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই কন্‌স্টান্টিনোপল এবং তাহার পার্শ্ববর্তী থ্রেস্, মাসিডোনিয়া প্রভৃতি জেলা এবং গ্রীসের কতকাংশের প্রভু হইয়া পড়ে। সম্রাট্ প্রথম মুরাদের রাজত্বের শেষ বর্ষে (১৩৮৯ খ্রী°) অটোমান তুর্কীরা কোসোভোর যুদ্ধে সার্বিয়ার শক্তিকে চূর্ণ করে এবং বুলগেরিয়া জয় করে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে ইউরোপে তুর্কীগণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। বিজয়ী সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদের রাজত্বকালে (১৪৫১-৮১) তুর্কী-গণের বিজয় আরও পূর্ণ হইয়া উঠিল। কাস্পেরী ও গ্রীস তুরস্কের নিকট পরাজিত হইল। বিজয়ী মুহম্মদ (১৪৫৩ খ্রী°) কনস্টান্টিনো-পল আক্রমণ করিয়া তাহা বিধ্বস্ত করিলেন। খ্রীষ্টানগণকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া মুহম্মদ নগরীর রাজপথগুলি কলুষিত করি-লেন। সেই সময় হইতে পূর্বাঞ্চলের রোম-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল; সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা মসজিদে পরিণত হইল। তিনিই সার্বিয়া, বুসনেরিয়া ও ক্রিমিয়া জয় করেন। ইতালীজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি বিরাট্ নৌবাহিনী গঠন করেন; কিন্তু তুর্কী নৌবহর এ কার্যে অসমর্থ হয়। যুগপৎ ইতালী আক্রমণ করিয়া তুর্কীরা কিছুকাল অট্রান্টো অধিকার করিয়া থাকে। ইতিমধ্যে আড্রিয়ানোপল হইতে কন্‌স্টান্টিনোপলে অটোমানেরা রাজধানী স্থানান্তরিত করে। সুলতান প্রথম সেলিম-কর্তৃক (১৫১২—১৫২০) অটোমান-সাম্রাজ্য এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত হয়। তিনি সিরিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া পারস্য জয় করেন; অতঃপর মিশর জয় করিয়া আরবের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত করায়ত্ত করিয়া নিজকে মক্কার 'খলিফা' বলিয়া ঘোষণা করেন। সেলিমের পুত্র দ্বিতীয় সোলেমানের রাজত্বকালে (১৫২০-৬৬) তুরস্ক সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। তাঁহার রাজত্বকালে বেলগ্রেড, রোডস দ্বীপ এবং হাঙ্গেরীর অধিকাংশ অঞ্চল তুরস্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৫২৯ খ্রী° তিনি ভিয়েনা অবরোধ করেন এবং অস্ট্রিয়ার শক্তিকে বিধ্বস্ত করেন। আলজিরিয়া তুরস্কের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল এবং ১৫৫১ খ্রী° ট্রিপোলি অধিকৃত হয়।

অটোমান তুর্কীগণের এবংবিধ দুর্ধর্ষ প্রচেষ্টায় খ্রীষ্টান জগৎ বিস্মিত হইল। রোমের পোপ ও সম্রাট্ এবং স্পেনের সম্রাট্ মিলিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টভক্তগণকে দুর্ধর্ষ তুর্কীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পবিত্র ঐক্য বন্ধনে (Holy league) বদ্ধ হইলেন। তদনুসারে সুলতান ২য় সেলিমের রাজত্ব-কালে উক্ত তিন খ্রীষ্টান শক্তির সম্মিলিত নৌবাহিনী অস্ট্রিয়ার ডন জনের নেতৃত্বে লিপান্টোর যুদ্ধে তুর্কী নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণ-ভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে (১৫৭১ খ্রী°)। ইহার পর ক্রমে ক্রমে চারিদিক্ হইতে তুর্কীরা বাধা পাইতে লাগিল। পূর্বদিকে পারসীকগণ ইহাদের অগ্রগতি রোধ করিল। ১৬৮৩ খ্রী° ভিয়েনা হইতে তুর্কীরা পরাজিত হইয়া বিতা-ড়িত হয়। ১৬৯৫ খ্রী° রুশিয়ার নিকটেও তাহাদের পরাজয় ঘটে। ১৯শ শতকে তুর্কীরা একে একে তাহাদের ইউরোপীয় রাজ্যগুলি হারায়। রুশিয় তাহাদিগকে ইউরোপ হইতে বিতাড়নের উদ্যোগ করিয়া-ছিল; কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যবর্তিতায় তাহা সম্ভব হয় নাই (১৮৫৪খ্রী°)। অতঃপর ইউরোপের মহাযুদ্ধে সুলতান জর্মানীর পক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধের অবসানে যে সন্ধি হয় তাহাতে ইউরোপে মাত্র কন্‌স্টান্টিনোপলে ও তৎসন্নিহিত অতি ক্ষুদ্র ভূভাগে তুর্কীদের অধিকার থাকে (১৯২০, ১০ই অগস্ট)। স্মার্ণা গ্রীস এবং কেনিয়া ইতালী গ্রহণ করে। সিলিসিয়া ফরাসীর অধিকারভুক্ত হয় এবং আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তানকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে নব্য তুর্কীগণ এই সন্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। সুলতান পদচ্যুত হইয়া তুরস্ক ত্যাগ করেন। গ্রীসের সহিত স্মার্ণা ও মারিট্‌জা নদীর তীর পর্যন্ত ভূভাগের অধিকার লইয়া বহু যুদ্ধ হয়; অবশেষে নব্য তুরস্কের দাবী স্বীকার করা হয় (১১ই অক্টো° ১৯২২)। অটোমান-সাম্রাজ্যের অবসানে তুরস্কে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কমাল পাশা এই গণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান রাষ্ট্রনায়ক।

অটোমান সম্রাট্‌গণের ধারাবাহিক তালিকা :—

ওসমান (১২৮০—১৩২৬)
|
ওর্‌খান (১৩২৬—৫৯)
|
১ম মুরাদ (১৩৫৯—৮৯
|
১ম বায়াজিদ (১৩৮৯—১৪০৩

২য় মুরাদ (১৪২১—৫১)

২য় মুহম্মদ (১৪৫১—৮১)

২য় বায়াজিদ (১৪৮১—১৫১২)

১ম সেলিম (১৫১২—২০)

১ম সুলেমান (১৫২০—৬৬)

২য় সেলিম (১৫৬৬—৭৪)

৩য় মুরাদ (১৫৭৪—৯৫)

৩য় মুহম্মদ (১৫৯৫—১৬০৩)

১ম অহ্‌মদ (১৬০৩—১৭)

১ম মুস্তাফা, } (১৬১৭—২২)
২য় ওসমান }

১ম মুস্তাফা (১৬২২—২৩)

৪র্থ মুরাদ (১৬২৩—৪০)

১ম ইব্রাহিম (১৬৪০—৪৮)

৪র্থ মুহম্মদ (১৬৪৮—৮৭)

২য় সোলেমান (১৬৮৭—৯১)

২য় অহ্‌মদ (১৬৯১—৯৫)

২য় মুস্তাফা (১৬৯৫—১৭০৩)

৩য় অহ্‌মদ (১৭০৩—৩০)

১ম মহ্‌মুদ (১৭৩০—৫৪)

৩য় মুস্তাফা (১৭৫৭—৭৩)

১ম অব্দুল হামিদ (১৭৭৩—৮৯)

৩য় সেলিম (১৭৮৯—১৮০৭)

৪র্থ মুস্তাফা, } (১৮০৮—৩৯)
২য় মহ্‌মুদ }

১ম অব্দুল মজিদ (১৮৩৯—৬১)

অব্দুল 'অজিজ (১৮৬১—১৮৭৬)

২য় অব্দুল হামিদ (১৮৭৬—১৯০৯)

[Hanway etc. : Survey of Turkish Empire, 1801 ; Creasy : Hist. of the Ottoman Turks, Lond. 1878 : Halil Ganem : Les Sultans Ottomans, 2v, Paris 1902 ; En. Brit., xxii. 588]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অটোমি (Otomi) — আমেরিকার একটী আদিম জাতি। দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকোয়াকো গুয়ানজুয়াটো (Guanjuato), হিডালগো (Hidalgo) প্রভৃতি স্থানে এই জাতি বাস করে। বর্তমানে অটোমির সংখ্যা তিন লক্ষ পরিমাণ হইবে। ইহারা অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায় তত সভ্য নহে। ইহারা ক্ষুদ্রকায় ও গোলাকার মস্তকবিশিষ্ট। সম্ভবতঃ অনহুয়াক অধিত্যকা হইতে অজটেক্ জাতি কর্তৃক ইহারা বিতাড়িত হইতেছে। ইহারা বর্তমানে শান্তিতে বাস করিতেছে।

[DE, viii. 165. En. Brit., 16. 962]

অটোয়া, (Ottawa)—কানাডা দেশের রাজধানী। অন্টারিও প্রদেশের অন্তর্গত কাল টন কাউন্টীতে রিডিউ হ্রদে অটোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে ও অটোয়া নদীর দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। মন্ট্রিয়েল নদীর মোহানা হইতে দূরত্ব প্রায় ১১০ ক্রোশ।

অটোয়া শহরটী প্রধানতঃ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। নদীটী অরণ্যের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইয়া চৌদিএরিতে ৪০ ফুট নিম্নে পতিত হইয়াছে, ইহাই 'চৌদি-এরি প্রপাত' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে অটোয়া শহরের আরম্ভ। পার্লামেন্ট-পাহাড় হইতে দেখিলে এই প্রপাতটীর দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখায়; এই পাহাড়টীতে পার্লামেন্ট-গৃহ থাকায় ইহাকে 'পার্লামেন্ট পাহাড়' বলা হয়। অটোয়া নদীর তীরে শহরের দৈর্ঘ্য দেড় ক্রোশ। এই দেড় ক্রোশ ব্যাপিয়া অটোয়া হর্ম্যমালা-শোভিত। অটোয়া নদী হইতে একটী খাল কাটিয়া শহরের মধ্য দিয়া অন্টারিও হ্রদে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং উহাকে রিডিউ-নদী নাম দেওয়া হইয়াছে। রিডিউ নদীদ্বারা শহরটী পশ্চিম বা 'আপার টাউন' ও পূর্ব বা 'লোয়ার টাউন' এই দুই ভাগে বিভক্ত। 'আপার টাউনে' ইংরেজ এবং 'লোয়ার টাউনে' ফরাসী অধিবাসিগণ বাস করে। রিডিউ নদীর কিছু নিম্নদেশে উত্তর দিক্ হইতে গ্যাটিনিউ নদী আসিয়া অটোয়া নদীতে পড়িয়াছে। চৌদিএরি প্রপাতের তীব্র স্রোত হইতে শহরের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা হয়। নিকটেই এই নদী-সংলগ্ন রিডিউ হ্রদ অবস্থিত। শহরের সর্বত্র বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়; শহরতলীগুলিকে ও অটোয়া নদীর অপর পারে হাল্ নামক নগরেও এখান হইতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এখান হইতে নিউ ইয়র্ক, টরেন্টো, মন্ট্রিয়েল প্রভৃতি স্থানের সংযোগ-সাধন করিয়া যে সমুদয় রেলপথ আছে, সেগুলির নাম—C. N. Rys, C. P. Rys, ও New York Central Rys. কানাডার প্রধান কাষ্ঠব্যবসায়-কেন্দ্রগুলির মধ্যে অটোয়া অন্যতম। এছাড়া কলকব্জা, ময়দা, কাগজ প্রভৃতি এখন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

পার্লামেন্ট - গৃহ শহরের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ। ১৯১৬ খ্রী ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু পরে পুনর্নির্মিত হয়। নবনির্মিত পার্লামেন্ট-গৃহের চূড়া (tower) প্রাসাদটীর বৈশিষ্ট্য। এই টাওয়ারটীর নাম Tower fo Peace; গত মহাযুদ্ধে কানাডার যে ৬০,০০০ জন সৈন্য নিহত হইয়াছিল, তাহাদের স্মৃতিসংরক্ষণার্থ উহা নির্মিত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রাসাদগুলির মধ্যে যাদুঘর (Victoria Museum), জাতীয় শিল্পাগার (National Art Gallery), মানমন্দির (Dominion Observatory), টাঁকশাল, নোতর্ দাম (Notre Dame), গির্জা, ক্রাইস্ট চার্চ গির্জা, খাতে পবিত্র রিডিউ হল, গভর্ণর-জেনারেলের গৃহ প্রভৃতি অন্যতম। যে পাহাড়ে পার্লামেন্ট-গৃহ অবস্থিত, উহা প্রধানতঃ ইতালীয় গথিক-

শিরের হর্ম্যমালায় শোভিত। এই পাহাড়েই সরকারী অফিস, পাঠাগার ও হাসপাতাল অবস্থিত। ১৪ ক্রোশের অধিক মোটর-চলাচলের পথ অটোয়ায় আছে।

অটোয়ার পৌরসভায় বিভিন্ন বিভাগ হইতে নির্বাচিত ১৬ জন অল্ডারম্যান ও সমগ্র শহর হইতে নির্বাচিত ৪ জন সদস্য থাকেন। নির্বাচিত মেয়র ইঁহাদের সহায়তায় শহরের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পূর্বে কানাডা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ-শাসনের অধীন ছিল, বর্তমানে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে (Dominion Status) পরিণত হইয়াছে।

১৮৬৬ খ্রী° অটোয়া-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে ইহা একটী রোমান্ ক্যাথলিক কেন্দ্র ছিল এবং উহা Mary Immaculate-এর ধর্মযাজকগণ (Oblate Fathers) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রী° উহাকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত ও উহার নাম Bytown College করা হয়, কারণ তখন অটোয়ার নাম ছিল 'বাইটাউন।' ১৮৬১ খ্রী° উহার নাম পরিবর্তন করিয়া College of Ottowa করা হয়। ইহার পরেই ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র মিউজিয়ম, ল্যাবরেটরী ও পাঠাগার আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কতকগুলি কলেজও বর্তমান।

১৬১৩ খ্রী° Samuel de Champlain বর্তমান অটোয়া যেখানে অবস্থিত, সেই স্থান দিয়া সমুদ্র-ভ্রমণকালে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে জলপ্রপাত ও নদীর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। অতঃপর প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া মন্ট্রিয়েল হইতে পশ্চিমপ্রদেশে যাতায়াতের পথ এই স্থানের মধ্য দিয়া ছিল; অথচ ইতিমধ্যে এখানে কোন স্থায়ী বাস স্থাপিত হয় নাই। ১৮২৯ খ্রী° রিডিউ খাল খননকার্যের জন্য নিযুক্ত এক দল ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ার এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তাঁহাদেরই মধ্যে Bytown নামক এক জন ইঞ্জিনীয়ারের নামানুসারে উপনিবেশের নাম 'বাইটাউন' করা হয়। ১৮৫৪ খ্রী° বাইটাউন নাম পরিবর্তন করিয়া উহার অটোয়া নামকরণ হয়—এই সময়েই ইহা নগরীতে পরিণত হয়। অতঃপর ক্রমে ইহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং ইহার গুরুত্ব বর্ধিত হইতে থাকে। ১৮৫৮ খ্রী° ইহাকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নির্দেশানুসারে কানাডার রাজধানী নির্বাচিত করা হয় এবং ১৮৬৭ খ্রী° রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬৫ খ্রী° পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৯১১ খ্রী° ইহার জনসংখ্যা ছিল ৮৭,০৬২; ১৯২১ খ্রী° উহা বর্ধিত হইয়া ১০৭,৮৪৩ এবং ১৯২৬ খ্রী° ১১৯,৫৫৪ দাঁড়ায়।

[C. Pope: Incidents connected with Ottawa, Ottawa 1868; Ottawa Past & Present, Toronto 1927; En. Brit., xvi. 963-4]

অটোয়া$_{2}$—কানাডা দেশের একটী প্রধান নদী। অবস্থান—অণ্টারিও ও কুইবেক। দৈর্ঘ্য—৩৫১১০ ক্রোশ। সেণ্ট লরেন্স নদ হইতে উৎপত্তি। ৮৬,০০০ বর্গ মাইল তীরবর্তী অধিত্যকায় পরিব্যাপ্ত। প্রথমে ইহা পশ্চিমাভিমুখী হইয়া টিমিস্কামিং হ্রদে পড়িয়াছে এবং ঐ হ্রদ হইতে পুনরায় বাহির হইয়া দক্ষিণপূর্বে ও পরে পূর্বে প্রবাহিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য শাখানদীসমূহ—রোগ, গ্যাটিনিউ, কোলন্, মিসিসিপি ও মাদাবাস্কা। অটোয়া নদীর তীরে কানাডার রাজধানী অটোয়া শহর অবস্থিত। [অটোয়া, দ্র°]

অটোয়া$_{3}$—কানাডার একটী আদিম ইণ্ডিয়ান জাতি। পূর্বে ইহারা অটোয়া নদীর তীরবর্তী ভূভাগে বাস করিত। ইহাদেরই নামানুসারে কানাডার বর্তমান রাজধানী অটোয়ার নামকরণ হইয়াছে। পূর্বে ইহারা ফরাসী ও হুরনগণের (Hurons) সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল; এই জন্য ইহারা ইরোকোয়াগণের (Iroquois) ঘৃণার কারণ হইয়া উঠে। ইরোকোয়াগণ ইহাদিগকে বিতাড়িত করে এবং ইহারাও হুরন (Huron) হ্রদে ম্যানিটুলিন (Manitoulin) দ্বীপসমূহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ১৬৬০ খ্রী°র পরে ইহারা বর্তমান নিম মিচিগানে এবং ওহিও ও ইলিনইস্-এর কয়েকটী অংশে ছড়াইয়া পড়ে। ঔপনিবেশিক যুদ্ধে ইহারা পণ্টিয়াকের (Pontiac-এর) নেতৃত্বে ফরাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু বৈপ্লবিক যুদ্ধে (Revolutionary War) ও ১৮১২ খ্রী°র যুদ্ধে ইহারা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করে। পূর্বে ইহারা অতিশয় বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহাদের সেরূপ প্রকৃতি নাই—ইহারা এখন স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকূল গৃহনির্মাণ, কৃষিকার্য ও পশুপালন করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিয়া থাকে। এখন ইহারা মিচিগান ও অণ্টারিও-তে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিতেছে। —DE, viii. 165.

অটোয়া$_{4}$—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ইলিনইসের একটী নগরী। ইহা চিকাগো হইতে ৪২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ইলিনইস্ ও ফক্স নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহা লাসালি কাউণ্টির সদর। লোকসংখ্যা ২০ হাজারের উপর। অটোয়ার চতুষ্পার্শ্বের উর্বর প্রদেশ শস্যসমৃদ্ধ। নগরীতে কাচ, ইট ও গৃহনির্মাণের উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের অনেকগুলি সুবৃহৎ কারখানা আছে। এই স্থান কয়েকটী অভিযানকারীদেরই দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করে। ১৮৫৩ খ্রী° অটোয়ার পত্তন এবং ১৮৩১ খ্রী° ইহা নগরী বলিয়া ঘোষিত হয়।—En. Brit., xvi. 964.

অটোয়া$_{5}$—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের কান্সাসের একটী নগরী। ইহা মারেস্ ডেস সাইনেস্ নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা ফ্র্যাঙ্কলিন কাউন্টির সদর। লোকসংখ্যা দশ হাজারের উপর। অটোয়া পশু ও পক্ষিপালনের জন্য খ্যাত। এই স্থানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ১৮৬৬ খ্রী° ইহা নগরী বলিয়া ঘোষিত হয়।—En. Brit., xvi. 964.

অটোল—বিণ. যাহা কোথায় টোল খায় নাই, তুবড়ান নয় এমন, গোলগাল নিটোল। [টোল দ্র°]

অটোলিকোস্ (Autolycos of Pitane)—সুবিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ ও

গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি স্বনামখ্যাত ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্ ইউক্লিডের সমসাময়িক, কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। খ্রী-পূ° ৪র্থ শতকের প্রথম পাদে (অনুমান ৩১০ খ্রী°) এওলিসের পিটান নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি গণিত ও জ্যোতিষ-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। গণিত-শাস্ত্রে প্রাচীন গ্রীক-সংস্কৃতির পরিচায়করূপে তাঁহার গ্রন্থগুলি বর্তমান। ইউক্লিড তদীয় Phaenomena নামক গ্রন্থে অটোলিকোসের গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন। ইনিই সর্বপ্রথম দূরত্ব-অনুযায়ী গ্রহগুলির ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ও সূর্য এবং চন্দ্রের আকারের পার্থক্য প্রভৃতির আবিষ্কার করেন। নভোমণ্ডলের গতি এবং স্থির নক্ষত্রগুলির উদয় ও অস্ত-সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থদ্বয় প্রাচীনতম গ্রীক গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয় পরে Little Astronomy নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

√অট্ট$_1$ (অদ্ট, অত্ট্) — [ভ্বা° আ° সেট্ সক°] লট্—অট্টতে। লিট্—আনট্টে। লুট্—অট্টিতা। লুঙ্—আট্টিষ্ট। সন্—অটিট্টিষতে। অটিট্টিষতে 'অতিট্টিষতে'। অট্টুম্] ১ অতিক্রম করা॥ অতিক্রমে—কবিকল্পদ্রুম, শব্দ°॥ ২ হিংসা করা, বধ করা॥ বধে—কবিকল্পদ্রুম, শব্দ°॥

√অট্ট$_2$—[চু° প° সেট্ সক°। অট্টয়তি আট্টিটৎ। আট্টয়তি—রমানাথ। কিপ্ অট্, 'অৎ'] ১ অনাদর করা॥ তৌচ্ছে অনাদরে—কবিকল্পদ্রুম॥ ২ (অক°) কমান, হ্রাস করা।

অট্ট—[√অট্ট+অচ্—করণে; স্ত্রী—া] ১ ক ক্ষৌম=তন্ন, অলিন্দোপরি নির্মিত মণ্ডপ॥ ত্রিকাণ্ড° ৩. ৩. ৯১; অভি° মে° অম° শব্দ°॥ খ যাহা অন্য গৃহকে অতিক্রম বা খাট করে, হর্ম্যাদিগৃহ, প্রাসাদ, অট্টালিকা (অম° টী°)॥ ভরত° শব্দ°। ২ প্রাকারাগ্রে স্থিত রণগৃহ, সেনাগৃহ, অশ্চটীঘর॥ কৌটিল্য° শব্দ°॥ ৩ অট্টনামে খ্যাত গৃহ-বি°॥ কোকট॥ ৪ প্রাকারমণ্ডপের উপরিস্থ শালা। ৫ মণ্ডপের উপরিস্থ হর্ম্যপৃষ্ঠ। ৬ প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ, চিলাঘর। ৭ দুর্গপ্রাচীর। ৮ হট্ট, হাট, বাজার, যেখানে বিক্রয়ার্থ পণ্যবস্তু হয়॥ অভি°॥ ৯ উচ্চস্থানের উপর নির্মিত ভূমিকা।—'অট্ট — উচ্চস্যোপরি নির্মিতা ভূমিকা'—ভা° ৪. ৯. ৫৭ শ্লোকের শ্রীধর-টী°। 'দৃষ্টচত্বরথ্যাট্টমার্গং চন্দনচর্চিতম্' — ভা° ৪. ৯. ৫৭। ১০ হিংসা, বধ। ১১ অতিশয়। ১২ ক্লী°, অন্ন, ভক্ত, ভাত॥ মে°॥ ১৩ যক্ষের নামবি°।—রাজত° ৩. ৩৪৯। ১৪। ক্ষৌমবস্ত্র। ১৫ বিণ, ক উচ্চ। খ শুষ্ক।

অট্ট-অট্ট—১ অতি বিকট হাস্যধ্বনি, অতি উচ্চ হাস্য। ২ বিণ, অতি উচ্চ হাস্যধ্বনি-বিশিষ্ট।

অট্টক—শাসক, বাড়ীর ছাদের উপরের ঘর।—হারাবলী।

অট্টট্ট—['অট্টোহনাদরঃ অট্টপ্রকারঃ অট্টস্য গুণবাচিতয়া দ্বিত্বং শকন্ধ্বা° পররূপম্'—ব: 'প্রকারে গুণবচনস্য'—পা° ৮. ১. ১২] অব্য, অত্যুচ্চ very loud 'অট্টট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ'—মার্ক-পু° ৮৯. ২১॥ অটাধর, শব্দ° বো-বো°॥

অট্টন—[অট্ট+লুট্— করণে, অট্টতে অনাদ্রিয়তে রিপুরনেন—আপ°] ক্লী°, ১ চক্রফলকায়, চক্রাকার ফলকাস্ত্র a weapon shaped like dicsus. ॥ ত্রিকাণ্ড° শব্দ° বো-রো° আপ°॥ ২ [অট্ট+লুট্—ভাবে] অনাদর disregard. ৩ ব্যায়াম, কসরৎ।—উপ°। ৪ জৈন উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রে (৪) উল্লিখিত প্রসিদ্ধ মল্লবি°। ~শালা — স্ত্রী' ব্যায়ামশালা।—উপ° কৃষ্ণ°।

অট্টপতিভাগগৃহকর্তৃ — কাশ্মীরের শুল্কশালা বা শুল্কাগারের নাম, মাশুল আদায়ের গৃহের (custom-house) নাম।—রাজত° ৫. ১৬৬।

অট্টস্থলী — [অট্টপ্রধানা; শাক°-তৎ; ধূমাদিগণ—পা°] স্ত্রী°, প্রাসাদপ্রধান দেশবি°।

অট্টহসিত—ক্লী°, উচ্চহাস্য। 'কালাট্ট-হসিতম্'—রাজত° ২. ১৯।

অট্টহাস$_1$—[অট্ট+√হস্+ঘঞ্]—১ উচ্চহাস্য, মহত্তর হাস্য, শব্দযুক্তহাস্য। 'দেবী···সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।'—মার্ক-পু° ৮২. ৩১। 'ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ'—মেঘ° ৫৯॥ অভি° শব্দ° বো-রো°॥ ২ শিবের নাম-বি°।—ত্রিকাণ্ড° ১. ১. ৪৩॥

অট্টহাস$_2$—১ পৌরাণিক মতে বৈবস্বত-মন্বন্তরে প্রথম কলিযুগ হইতে অন্ত্য কলিযুগ পর্যন্ত মহাদেব ভিন্ন ভিন্ন নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই মন্বন্তরে একোনবিংশ কলিযুগে মহাদেব অট্টহাস নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।—কূর্মপু° ৫২. ৮। ২ বরাহ-কল্পের বিংশতিদ্বাপর পরিবর্ত হইলে গৌতম-নামা ব্যাস যখন মহামুনি হন তখন শিবাবতার যোগাচার্য অট্টহাস নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিদ্ধচারণসেবিত হিমবৎপৃষ্ঠে অট্টহাস নামক গিরিশিখরে বাস করেন। এখানে তাঁহার সুমন্ত, বর্বরি, সুবন্ধু ও কুশিকন্ধর নামে চারি পুত্র সঞ্জাত হয়।—লিঙ্গপু° পূ° ২৪. ৯৪-৯৫; বায়ুপু° (২৩. ১৭৯-১৮১) ও ব্রহ্মাণ্ডপু°—(২৩. ১৮৯ ১৯৩) মতে গৌতমের পরিবর্তে বাচঃশ্রবাঃ।

অট্টহাস$_3$—তীর্থবি°। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 'অট্টহাসং তথা তীর্থং গৌতমেশ্বরমেব চ। তথা বশিষ্ঠং তীর্থন্তু হারীতন্তু ততঃ পরম্।··· এতেষু শ্রাদ্ধদাতারঃ প্রযান্তি পরমং পদম্।'—মৎস্যপু° ২২. ৬৮, ৭২; পদ্মপু° সৃ° ১১. ৫৮, ৬১।

অট্টহাস$_4$—শিবপুরাণোক্ত ৬৮ শিবের স্থানের একতম। এখানে শিব 'মহানাদ' নামে প্রসিদ্ধ। 'অট্টহাসে মহানাদং মকোটে মহোৎকটম্। শঙ্কুকর্ণে মহাতেজং গোকর্ণে মহাবলম্॥'—শিবপু° স° ৩১. ৫। এই অট্টহাস কোথায় তাহা বুঝিবার মত কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নাই।

অট্টহাস$_5$ — প্রাচীন পীঠস্থান-বি°। 'যোগিনী-হৃদয়'তন্ত্রে (৬ তরঙ্গ) পীঠস্থানের উল্লেখের মধ্যে অট্টহাসের এইরূপ উল্লেখ আছে—

'অট্টহাসং ॥ বিরজং রাজগৃহং মহাপথম্।'

—পুরশ্চর্যার্ণবধৃত 'যোগিনীহৃদয়'-বচন।

তন্ত্রচূড়ামণিতে ৫২ পীঠের বিবৃতিতে পাওয়া যায়—

'অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা মতা,
বিশেশো ভৈরবস্তত্র সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ॥'
—প্রাণতোষিণী (২ পরি° ৪৮ পৃ°)

ধৃত তন্ত্রচূড়ামণিবচন।

কুব্জিকাতন্ত্রে পীঠস্থানের বিবরণের মধ্যে অট্টহাসের উল্লেখ নাই। পুরাণে কয়েক স্থানে অট্টহাসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে পীঠস্থান বা তীর্থস্থান বলিয়া মাত্র স্কন্দপুরাণে (মাহে° অরু° উ° ২. ৩৭) লিখিত হইয়াছে যে, এখানে অর্ক অট্টহাস নামক মহাস্থানে ঈশের আরাধনা করিয়া অভীষ্টলাভ করিয়াছিলেন।—'অট্টহাসমিতি প্রোক্তং মহাস্থানং ময়া তব। যত্রার্কঃ পূজয়িত্বেশমাসীৎ পূর্ণমনোরথঃ।' এখানে 'মহাস্থান' অর্থে 'মহাতীর্থ' বা 'মহাপীঠ' হইতে পারে। পদ্মপুরাণ (স্ব° ১১. ৫৮) ও মৎস্যপুরাণের (২২. ৭৮) উক্তি একই রূপ। এই দুই পুরাণে তীর্থরূপে অট্টহাসের উল্লেখ আছে এবং তাহা সম্ভবতঃ উত্তর বা দক্ষিণ-ভারতের তীর্থবি°। 'অট্টহাসং তথা তীর্থং গৌতমেশ্বরমেব চ। তথা বসিষ্ঠং তীর্থঞ্চ হারীতঞ্চ ততঃ পরম্ ॥' শিবপুরাণে (শত. ৫-বেঙ্ক° স°) যে অট্টহাসের উল্লেখ আছে তাহা স্পষ্ট হিমালয়ের শিখরবি°।

বঙ্গদেশে একটী অট্টহাস আছে। ইহা অতি প্রাচীন মহাপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অট্টহাস কলিকাতা হইতে ৫৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ই. আই. রেলওয়ের কাটোয়া-আমোদপুর লাইনের নীরোল ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় ২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অট্টহাসের উত্তর-পশ্চিম কোণে নদীর অপর পারে দক্ষিণ ডিহি (দক্ষিণদি) নামক গ্রাম। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১ মাইল দূরে খাটুন্দীগ্রাম। উক্ত স্থানের পশ্চিম ও উত্তর দিয়া এক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা। এই অট্টহাসে প্রাচীন কালের একটী বট ও জীর্ণ মন্দির আছে। পূর্বদিকে একটী পুষ্করিণী। অট্টহাসের চতুর্দিক্ জঙ্গলাকীর্ণ। এই অট্টহাসের সংলগ্ন স্থানের নাম ফুল্লরা। ইহা বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুরের পূর্বসীমায় অবস্থিত। এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশেশ। তন্ত্রচূড়ামণিতে উল্লিখিত অট্টহাসের শক্তিও ফুল্লরা, ভৈরব—বিশেশ। এই ঐক্য হইতে 'ফুল্লরা' যে মহাপীঠ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন অট্টহাসের সীমা ফুল্লরার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ফুল্লরায় একটী অতি প্রাচীন চামুণ্ডা মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত। তন্ত্রচূড়ামণিতে চট্টল প্রভৃতি পীঠস্থানের উল্লেখ থাকায় অট্টহাস বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইতে যে না পারে তাহা নয়। সকল দিক্ বিচার করিয়া এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে ইহা—ক বঙ্গদেশের অন্তর্গত মহাপীঠ। খ উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের তীর্থ; এখানে শ্রাদ্ধ ও দানে মহাপুণ্য হয়। হেমাদ্রি তাঁহার চতুর্বর্গচিন্তামণির দানখণ্ডে (৩ পরি°) ব্যাসোক্তিরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন:—'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ অবিমুক্তে চ পুষ্করে। নগরে চাট্টহাসে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥' গ হিমালয়ের শিখরবি°।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অট্টহাস৩—[বৈদ্যক। নামভেদ—হিং কুন্দেকা ফুল; মরাঠী—কুন্দ; কর্ণাট—মুগ্ধাসি; তৈলঙ্গ—মোল্ল] কুন্দ পুষ্পবৃক্ষ, কুঁদ ফুলের গাছ; jasminum multiflorum. ইহার পুষ্প অতিশয় শুভ্র এবং ইহা শীত-ঋতুতে প্রস্ফুটিত হয়; একসঙ্গে বহু পরিমাণে পুষ্প বিকসিত হইয়া যেন সমস্ত স্থানটিকে শুভ্রবর্ণ করিয়া রাখে, দেখিলেই মনে হয় যেন ফুলগুলি হাসিতেছে। বোধ হয় এই জন্যই ইহার নাম 'অট্টহাস' হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণও বলিয়াছেন—হাস্য শুভ্রবর্ণ। গুণ—কুন্দ শীতবীর্য ও লঘু এবং কফ, পিত্ত, শিরোরোগ ও বিষনাশক।—ভাবপ্র° পুষ্প-ব°।

'কুন্দোঽতিমধুরঃ শীতঃ কষায়ঃ কেশভাবনঃ।
কফপিত্তহরশ্চৈব মদো দীপনপাচনঃ ॥'
—রাজনি° ব° ১০.

~কুসুম—কুঁদফুল—jasmine—শব্দরত্ন° ১. ২৫৩. ৭।~পুষ্প—কুন্দপুষ্প jasminum multiflorum.—শব্দচি° ১. ২১০. ১১।

অট্টহাস৪—গৌড়াধিপ হরিবর্মদেব ও তদীয় পুত্রের মন্ত্রী 'বালবলভীভুজঙ্গ' ভবদেব ভট্টের পূর্বপুরুষ ভবদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হরিবর্মদেবের ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব-মন্দিরে প্রদত্ত লিপিতে (লিপিকালের নির্দেশ নাই—কাহারও মতে—প্রায় ১২০০ খ্রী° এবং কাহারও মতে খ্রী° ১১শ শতকের শেষ পাদে) অট্টহাসের উল্লেখ আছে। ঐ লিপিতে দেখা যায়, ভট্ট ভবদেবের পূর্বপুরুষ ভবদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা অট্টহাস; এই তিন ভ্রাতা সাবর্ণ-গোত্রীয়। ইঁহারা রাঢ়দেশের অন্তর্গত সিদ্ধল* গ্রামের অধিবাসী ও অধিকারী (সম্ভবতঃ অগ্রহারিক; ইঁহাদের মধ্যে ভবদেব গৌড়ের অধিপতির নিকট হইতে হস্তিনিভিট্ট শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এই লিপিতে ভট্ট ভবদেবের পূর্বপুরুষগণ শাস্ত্রজ্ঞ ও বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

[EI, vi. 203; JASB, vi (o. s.), 89; viii (n. s.), 340

অট্টহাস৫—রাজা পুষ্পভূতিকে মহাসিকর্তৃক উপহৃত অসি-বি°।—হর্ষচ° ৩। [বিশেষ বিবরণ 'পুষ্পভূতি' শব্দে দ্র°]

অট্টহাসক—[বৈদ্যক। অট্টহাস + √কৈ (প্রকাশ করা) + ড—কর্তৃ°; অট্টহাস + ক—সাদৃশ্যার্থে; অট্টহাসের ন্যায় প্রকাশ যাহার; শুভ্র পুষ্প বলিয়া শুভ্র হাস্যের সহিত তুলিত হইয়াছে] ১ কুন্দবৃক্ষ, কুঁদ ফুলের গাছ jasminum multiflorum বা hirsutum.—রাজনি°। ২ [অট্ট + √হস্ + ণক—কর্তৃ°; স্ত্রী°—অট্টহাসিকা] বিণ, উচ্চহাস্যকারী।

---

* সিদ্ধল গ্রাম কোথায় তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ ইহাকে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কালনায় (J A S B, viii (n. s.), 340) অবস্থিত এবং কেহ কেহ ইহাকে বর্ধমান জেলার অন্তবর্তী লাভপুর থানার সিদ্ধল গাঁর সহিত অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন।

অট্টহাসি—[সং অট্টহাস্য>বাং] উচ্চহাস্য, হো হো করিয়া হাসি।

অট্টহাসী—[পুং-অট্টহাসিন্] ১ মহাদেবের নাম ॥ অভি° শব্দ° ॥ ২ [স্ত্রী—হাসিনী] —বিণ, উচ্চহাস্যকারী।

অট্টহাস্য—ক্লী°, উচ্চহাস্য। — কথাস° ১২.৫১।

অট্টা—[পা° ৫. ১. ১৭ সূত্রবার্তিকে অটা, অট্টা শব্দ ধরা হইয়াছে—অটায়তে, অট্টায়তে] স্ত্রী°, উচ্চশব্দকরণ।

অট্টাকার১ (Ottakar I)—বোহেমিয়ার এক জন প্রেমিস্লাইড-বংশীয় নরপতি। ইনি রাজা ভ্লাডিস্লাভের কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর (১১৭৪ খ্রী°) সিংহাসনের দাবী অধিকার লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ৩য় ভ্লাডিস্লাভের সহিত ইঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। ১১৯২ খ্রী° জর্মান-সম্রাট্ ৬ষ্ঠ হেনরী অট্টাকারকে বোহেমিয়ার রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু ভ্রাতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি প্রথমে সুবিধা করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১১৯৮ খ্রী° তিনি ভ্লাডিস্লাভকে বোহেমিয়া হইতে মোরাভিয়ায় বিতাড়িত করেন। জর্মান-সিংহাসন লইয়া ৪র্থ অটো ও সাবিয়ার ডিউক ফিলিপের বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি প্রথমে অটোকে সাহায্য করেন; কিন্তু ফিলিপ বোহেমিয়া আক্রমণ করিলে বাধ্য হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন। পরবর্তী কালে তিনি শিশু রাজা ২য় ফ্রেডারিককে সমর্থন করিয়াছিলেন। ১২২২ খ্রী° তিনি বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া সংযুক্ত করেন। ১২৩০ খ্রী° অট্টাকারের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ১ম ওয়েন্‌সেস্‌লাউস্ নৃপতি হন।

[DE, viii. 165; En. Brit., xvi. 962]

অট্টাকার২—বোহেমিয়ার রাজা। রাজা ১ম অটোর পৌত্র ও রাজা ১ম ওয়েন্‌সেস্‌লাউসের পুত্র। জর্মানীর রাজা ফিলিপ তাঁহার মাতামহ ছিলেন। তিনি প্রথমে পিতার অধীনে মোরাভিয়া শাসন করিতেন। ১২৫১ খ্রী° তিনি অস্ট্রিয়ার ডিউক নির্বাচিত হন। ১২৫২ খ্রী° তিনি জর্মানরাজ ৭ম হেনরীর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। তিনি বাহুবলে স্টিরিয়া ও কারিন্থিয়া অধিকার করেন। ১২৭৩ খ্রী° অট্টাকারের জর্মানীর নৃপতি নির্বাচিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তাঁহার দুর্ধর্ষ প্রকৃতির কথা বিবেচনা করিয়া নির্বাচকগণ হাব্‌সবুর্গ-বংশীয় রুডল্‌ফকে রাজা নির্বাচিত করেন। রুডল্‌ফ অট্টাকারকে আক্রমণ করিয়া ভিয়েনা অবরোধ করেন। অট্টাকার বাধ্য হইয়া বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া ভিন্ন সমস্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় যুদ্ধে (১২৭৮ খ্রী° ২৬এ অগস্ট) অট্টাকারের মৃত্যু হয়।

[F. Palacky : Geschichte von Bohmen.

অট্টাট্ট—[অট + অট ; অট্টট্টবৎ ন পররূপম্। অকারের লোপ হয় নাই] ১ অতি অনাদর, তুচ্ছতা, ঘৃণা। ২ বিণ, অত্যুচ্চ। ~হাস—অত্যুচ্চহাস্য।—কল্পদ্রু° ৪২৭.১৬।

অট্টাল— [অট + √অল্ + অচ্—কর্তৃ°, বা অট্ট + আল-স্বার্থে ; অট্ট ইব অলতি পর্যাপ্তো ভবতি] ১ প্রাসাদ, প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ। 'উচ্চাট্টালধ্বজবতীং পুরীম্'—রা° ১. ৫. ১১। ২ প্রাকারের উপরিতন উন্নত স্থানসমূহ। 'ভজ্যমানপুরোদ্যান - প্রাকারাট্টালগোপুরম্' — ভা° ১০. ৬৩. ৫ [অট্টালাঃ প্রাকারাদুপরিতানি উন্নতস্থানানি—শ্রীধর-টী° ঐ]; রাজত° ১. ২৭৪. ৩০১ ॥ শব্দ° বো-বো° ॥ ~ক [অটাল + কন্—স্বার্থে] উপরিতন গৃহ, অট্টালিকোপরি গৃহ। পর্যায়—ক্ষৌম, অট্ট। 'সর্বতোভদ্রং নানাট্টালকমাকুলম্'—মার্ক° পু° ৬। 'কোট্টাট্টালকবেষ্টনম্'—রাজত° ৮. ২৩৪৪।

অট্টালজ, অট্টালয়রাজ—নগর-বি°। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গসহ তীর্থস্নান করিয়া দেবী দুর্গার অর্চনা করিলে, দেবী তাঁহাদিগের চিত্তভূমিবিধানার্থ ভবিষ্যকথন-প্রসঙ্গে বলেন—কলিযুগে পাণ্ডবদিগেরই বংশধর বৎস নামক নৃপতির জন্য সর্বার্থদায়িনী দেবী 'বৎসেশ্বরী' নামে খ্যাতা হইবেন। দেবীর প্রসাদে বৎস 'অট্টালয়া' নাম্নী অত্যাচারিণী রাক্ষসীকে বধ করিবেন। বধ-স্থানে 'অট্টালজ' বা 'অট্টালরাজ' নামক নগরের প্রতিষ্ঠা হইবে। জনগণ-কর্তৃক বৎসেশ্বরীর মূর্তিও তথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। লোকহিতার্থ দেবী বৎসেশ্বরীরূপে ঐ নগরে অবস্থান করিবেন। এই নগরে যাহারা আশ্বিন শুক্লাষ্টমীতে বৎসেশ্বরীর পূজা করিবে তাহারা সদাচর্নাজন্য সুফল লাভ করিবে এবং যাহারা নিত্য পূজা করিবে তাহাদের সমুদয় কামনা সিদ্ধ হইবে।—স্কন্দপু° মাহে° কুমা° ৭৫ ১০৭-১৩।

অট্টালয়া—রাক্ষসী-বি° [অট্টালজ দ্র°]।

অট্টালিকা — [অট্টালক + অ (টাপ্) —অক স্থানে ইক] স্ত্রী°, ১ ইষ্টক বা প্রস্তর-নির্মিত রাজভবন, প্রাসাদ। পর্যায়—নৃপাগার, হর্ম্য, সৌধ, ধবলাগার কোঠাঘর, দালান ২ দেশ-বি°। কাশ্মীরের অন্তর্গত লোহরার একটী নগরী। বর্তমান নাম অটোলি—লোহরীনের নিকটে অবস্থিত।—রাজত° ৮. ৫৮১, ৭৬৪, ১৮১৯, ১৮৪২, ১৮৫৫ ; ২. ২৯৬। [বিভিন্ন প্রকারের অট্টালিকা ও তাহাদের নির্মাণরীতি-সম্বন্ধে 'বাস্তুশাস্ত্র' দ্র°]

অট্টালিকাকার — [অট্টালিকা + √কৃ + অ (অণ্)-কর্তৃ° ; উপ-তৎ] প্রাসাদ-নির্মাণকারী, বৈবস্ত, রাজমিস্ত্রী। পূর্বকালে একটী স্বতন্ত্র সঙ্করজাতি অট্টালিকা-নির্মাণের কার্য করিত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-(ব্রহ্ম° ১০. ৯৬) মতে কুলটা শূদ্রাগর্ভে ও চিত্রকারের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। 'কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্যতঃ। বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ॥' শব্দ° ॥ ~বন্ধ—[স্থাপত্যশা° ; ৬-তৎ] প্রাসাদের ভিত্তি-বি° a kind of base or foundation 'অট্টালিকাবন্ধং বদ্ধঃ'—পা° ৩. ৪. ৪২ ॥ শব্দ° বো-বো° আপ্° ॥

অট্টালী [সং—অট্টালিকা ; অপ্র°] স্ত্রী°, প্রাসাদ, অট্টালিকা, পাকাবাড়ী উপরিতনগৃহ। 'এত শুনি তিন জন অট্টালী চড়িলা'—চৈ-চ° ১৪০ ॥ ব-শব্দ° ॥

অট্টিলিকা—স্ত্রী°, কাশ্মীরের নগরী-বি°। = অট্টালিকা।—রাজত° ৮. ৫৮৩।

অট্ঠক—১ [সং অষ্টক] বৈদিক ঋষি-বিং। পালিপিটকে বুদ্ধদেবের মুখে যে নয় জন প্রাচীন ঋষির উল্লেখ আছে, অট্ঠক তাঁহাদিগের অন্যতম।—বিনয়ং ১. ২৪৫; দীঘং ১. ১০৪; সুমঙ্গল-বিলাসিনী ১. ২৭৩। অষ্টক ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তের ঋষি। কেহ কেহ অট্ঠক শব্দে বৈদিক ঋষি অত্রিকে ধরিয়াছেন, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া তাহা সমর্থন করা যায় না।*

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, অট্ঠক প্রভৃতি ঋষিগণ দিব্যচক্ষুদ্বারা কস্সপ বুদ্ধের উপদেশাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া সেগুলি ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন; কাজেই সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের সৌসাদৃশ্য ছিল। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণগণ তাহা পরিত্যাগ করেন।—সুমঙ্গল-বিলাসিনী ১. ২৭৩। পালিপিটকে এই সকল ঋষিকে নানা শাস্ত্রের উপদেষ্টা বলা হইয়াছে এবং অট্ঠক বামদেব, বেস্সামিত্ত (বিশ্বামিত্র) প্রভৃতি নয় জন ঋষি তিন বেদের প্রথম দ্রষ্টা ও প্রচারকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।—দীঘং ১. ২৩৮। তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ পরিচালিত করিয়াছিলেন।—অঙ্গু-নিং ৪. ৬১। তাঁহারা ব্রহ্মসম, দেবসম, মরিয়াদ, সম্ভিন্নমরিয়াদ, ও ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ স্বীকার করিতেন।—অঙ্গু-নিং ৩. ২২৪ ইং। সত্য, ব্রহ্মচর্য, তপ, অধ্যয়ন ও দান প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রের যে পঞ্চবিধ চর্যাদ্বারা ধর্ম অর্জন ও সত্য উপলব্ধি করা যায়, তাহা পরীক্ষা ও উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া ঋষিরা দাবী করিতেন না।—মজ্ঝি-নিং ২. ১৯৯-২০০। সত্য ও অসত্য-সম্বন্ধেও তাঁহারা কোন স্থির মত প্রচার করেন নাই। মজ্ঝি-নিং ২. ১৬৯। বিমান-বত্থুর অত্থকথায় (পৃং ২৬৫) বলা হইয়াছে, ঋষিরা যে সকল বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন বা যেগুলি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব সেগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন—'ব্রহ্মচিন্তিতঞ্চি ব্রহ্মেহি অট্ঠকাদীহি চিন্তিতং পঞ্চচক্খুনা দিট্ঠং'। ২ প্রাচীন নৃপতি-বিং। জাতকে (৬. ২১১) যে সকল ধর্মপরায়ণ রাজা, ঋষি ও সন্ন্যাসীদিগের পরিচর্যাদ্বারা সক্কের (শক্রের) লোকে মৃত্যুর পর স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকায় রাজা অট্ঠকের নাম আছে। ৩ প্রাচীন নৃপতি-বিং। ইনি দণ্ডক নামক রাজার অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। দণ্ডক কিসবচ্ছের বিরুদ্ধে পাপ-কার্য করিলে স্বরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সময় তদীয় সামন্ত রাজত্রয় অট্ঠক, কলিঙ্গ ও ভীমরথ বোধিসত্ত্ব সরভঙ্গকে দণ্ডকের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত গমন করেন। সরভঙ্গের উপদেশে তাঁহারা কামরাগমুক্ত হন। সক্ক (শক্র) এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন।—জাতক ৫. ১৩৫-৪৯। ৪ এক জন পচ্চেক বুদ্ধের নাম।—মজ্ঝি নিং ৩. ৭০; অপদান ১. ১০৭ ॥ MDPP ॥ ~নগর—প্রাচীন ভারতের নগরবিং। এই অট্ঠকনগর হইতে গৃহী ভক্ত দসম পাটলিপুত্র নগরে কার্যসূত্রে গমনকালে বেলুবগ্রামে ভিক্ষু আনন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে ধর্মসম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন—অট্ঠকনাগরসুত্তে তাহা বর্ণিত আছে।—মজ্ঝি-নিং ১ ৩৪৯; অপদানং ৫. ৩৪২-৭। ~নাগরসুত্ত—পালি মজ্ঝিম-নিকায়ের একটী সুত্ত। এই সুত্তে নির্বাণের একাদশ দ্বার বা পথের বিষয়ের আলোচনা আছে। [অট্ঠকনগর দ্রং] ~বগ্গ—[সং অষ্টকবর্গ] 'সুত্তনিপাত' নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থের চতুর্থ ভাগ। সম্ভবতঃ ইহা পূর্বে পৃথক্ গ্রন্থরূপে গ্রাহ্য হইত। এই ভাগে ১৬টী সুত্ত (সূত্র) আছে: সকল সুত্তগুলির ব্যাখ্যাই পৃথগ্ভাবে মহা-নিদ্দেশে রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের সময়েই অট্ঠক-বগ্গ আবৃত্তি করা হইত। ভিক্ষু সোণ বুদ্ধের সমক্ষে অট্ঠকবগ্গ গান করিয়াছিলেন।—বিনয়ং ১. ১৯৬-৭; ধম্ম-অত্থং ৪. ১০১-২। উপাসিকা নন্দমাতা নিজ গৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া অট্ঠকবগ্গ ও পরায়ণবগ্গ আবৃত্তি করিতেন, বুদ্ধদেবের নিকটে গমনকালে একদা বেস্সবন তাহা শুনিতে পান।—অঙ্গু-অত্থং ১. ৩৭০। সংস্কৃতে অট্ঠকবগ্গকে অর্থবর্গ করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, কারণ ইহার অন্তর্ভুক্ত সুত্তগুলির প্রত্যেকটীতেই আটটী করিয়া শ্লোক আছে এবং সেজন্য ইহার 'অষ্টক' নাম হওয়াই সঙ্গত। ~সুত্ত—পালিপিটকের দুইটী সূত্রের নাম। এই দুইটী সূত্রে প্রবৃত্তিকে জয়, নিরোধ ও শান্ত করিবার বহুবিধ উপায় বর্ণিত আছে।—সং-নিং ৪. ২২১ইং।

অট্ঠকথা—[সং অর্থকথা] পালি-ত্রিপিটকের ভাষ্য বা টীকা। বুদ্ধবচনের সুপ্রাচীন মূলটীকাগুলিই অট্ঠকথা নামে পরিচিত। বুদ্ধবচন ও বুদ্ধের উপদেশগুলির প্রকৃত অর্থ লইয়া বুদ্ধের জীবনকালেই তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হইত। পালি নিকায়ে বর্ণিত কাহিনীগুলিতে দেখা যায়, বুদ্ধদেব নিজেই তদীয় শিষ্য, জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ অথবা অন্যান্য ব্যক্তিগণকে সরল ও বিশদ-ভাবে আপনার মতবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন—যেমন কোন কোন স্থলে জাতকে আখ্যায়িকার সাহায্যে তাঁহার উপদেশ সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। সারিপুত্ত, মোগ্গল্লান, আনন্দ, ধম্মদিন্না প্রভৃতি শিষ্যগণও স্থানে স্থানে বুদ্ধ-বচনের ব্যাখ্যা করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ঘটনাপরম্পরা হইতে বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্রের ভাষ্য গড়িয়া ওঠার সম্ভাবনা হইয়াছিল। সিংহলে প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে জানা যায়, প্রথম বৌদ্ধসংগীতির সময় অন্যান্য পিটক-গুলির ন্যায় অট্ঠকথাও সংগৃহীত ও রচিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী দুইটী সংগীতিতে তাহা পুনরায় আবৃত্তি করা হইয়াছিল। এই জনশ্রুতির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়, কারণ বুদ্ধদেবের অবর্তমানে পরে বুদ্ধ-বচনগুলির প্রকৃত অর্থ লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনায় প্রধান প্রধান ভিক্ষুগণ যে প্রচলিত ভাষ্যগুলি সংগীতিতে সংগ্রহ করিবেন এবং যেগুলি-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, সেগুলির আলোচনাদ্বারা প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। কথিত

* Vinaya Texts, tr., by Rhys David and Oldenberg (SBE).

আছে, মহেন্দ্র অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সহিত অট্ঠকথাও সিংহলে লইয়া যান এবং তিনিই সিংহলের ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায় উত্তর-ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না; সুতরাং বৌদ্ধধর্মের আদিভূমিতে বৌদ্ধ-শাস্ত্র কিংবা তাহার অট্ঠকথা বা তাহার সন্ধান পাওয়াও সম্ভবপর নহে। সুতরাং ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্মের বা বৌদ্ধ-শাস্ত্রের আলোচনায় সিংহল, বর্মা, তিব্বত প্রভৃতি দেশের ঐতিহাসিক বা জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

খ্রী-পূ ১ম শতকের পূর্বে পিটক-গুলি কিংবা অট্ঠকথা লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া জানা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় ইহাও মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত। ভিক্ষু-গণ আবৃত্তিদ্বারা ইহা স্মরণ রাখিতেন। সিংহলরাজ অভয় বট্টগামনির রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। মহাবংসের মতে বৌদ্ধাচার্যগণ এই সময়ে মিলিত হইয়া ধর্মগ্রন্থগুলির সংরক্ষণ-বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হন এবং সেগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একমত হন। তখন হইতে অট্ঠকথাও সিংহলের ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতে অট্ঠকথার কোন প্রামাণ্য সংস্করণ রক্ষিত হয় নাই। নতুবা বুদ্ধঘোষ মগধ হইতে সিংহলে গিয়া ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন বলিয়া মনে হয় না। খ্রী° ৫ম শতকের প্রথম ভাগে (অনুমান ৪২০ খ্রী°) বুদ্ধঘোষ ইহা পুনরায় পালি-ভাষায় অনুবাদ করেন। বুদ্ধঘোষ তাঁহার বিভিন্ন টীকাগ্রন্থে নিম্নোক্ত প্রাচীন 'অট্ঠকথা'-গুলির উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) মহা অট্ঠকথা; (২) মহা-পচ্চরিয়; (৩) কুরুন্দী বা কুরুণ্ডিয়; (৪) অন্ধ অট্ঠকথা; (৫) সংখেপ অট্ঠকথা; (৬) আগমট্ঠকথা ও (৭) আচরিয়ানং সমানট্ঠকথা। বুদ্ধদেব এই অট্ঠকথাগুলিকে কোন বিশেষ ধর্মাচার্যের রচিত না বলিয়া বিশিষ্ট ধর্মাচার্যগণের মিলিত মতানুসারে রচিত বলিয়াছেন। — সমন্তপাসাদিকা (PTS), পৃ° ১-২; অথসালিনী পৃ° ২।

'মহাবিহারবাসীনং দীপয়ন্তো বিনিচ্ছয়ং
অথং পকাসয়িস্সামি আগমট্ঠকথাসুপি।'

বুদ্ধঘোষের বর্ণনা হইতেও মূল অট্ঠ-কথার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অট্ঠকথার সমগ্র অংশ এক সময়ে রচিত হওয়াও সম্ভব নহে। প্রাচীন অট্ঠকথা অবলম্বনেই বুদ্ধঘোষ ও অন্যান্য টীকাকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বুদ্ধঘোষ সমগ্র অট্ঠকথার অনুবাদ করেন নাই, কারণ থেরগাথার ও থেরীগাথার টীকা বা অট্ঠকথা পরমত্থদীপনী এবং অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ কাঞ্চীপুরের ধর্মপাল-রচিত। বুদ্ধঘোষ স্ব-রচিত 'সমন্তপাসাদিকা'য় দীপবংসের উল্লেখ আছে। আবার দীপবংসেও অট্ঠকথার কোন কোন অংশের উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয়, অট্ঠকথার কতক অংশ দীপবংসের পরবর্তী।

মহাবংসে (৩৭ অ°) কথিত আছে, বুদ্ধঘোষ মগধের অধিবাসী। তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। পিটকত্রয়ের (পিটকত্তয়ের) প্রামাণ্য একখানি টীকাগ্রন্থ (পরিত্ত অট্ঠকথা) রচনা করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। এতদুদ্দেশ্যে সিংহলী-ভাষায় প্রচলিত 'অট্ঠকথা' অধ্যয়নের নিমিত্ত তিনি সিংহলে গমন করেন। রাজা মহানামের রাজত্বকালে তিনি অনুরাধপুরের মহাবিহারে আহ্বান করিয়া 'অট্ঠকথা' শ্রবণ করেন। উহা মগধের ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য তিনি তত্রত্য বৌদ্ধাচার্যগণের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা এই বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য দুইটী গাথার টীকা রচনা করিতে দেন। বুদ্ধঘোষ সেই দুইটী গাথা-অবলম্বনে তাঁহার 'বিসুদ্ধিমগ্গ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার যোগ্যতা-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া বৌদ্ধাচার্যগণ তাঁহাকে 'অট্ঠ-কথা' অনুবাদের অনুমতি দান করেন। তিনিও অনুরাধপুরের গন্থাকার বিহারে অবস্থানপূর্বক মগধের ব্যাকরণ-অনুযায়ী সমগ্র সিংহলী অট্ঠকথার অনুবাদ করিয়া মগধে প্রত্যাবর্তন করেন।

অন্যান্য টীকাকারদিগের মধ্যে বুদ্ধদত্ত ও ধর্মপালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; বুদ্ধদত্ত বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক; তিনি বুদ্ধ-ঘোষের টীকাগ্রন্থের সার সংকলন করিয়া-ছিলেন। বুদ্ধঘোষ প্রাচীন সিংহলীর যে সকল অট্ঠকথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির পরিচয় দেওয়া হইল :—

মহা অট্ঠকথা—ইহা অনুরাধপুরের মহাবিহারে রক্ষিত ছিল। অনুরাধপুরে উত্তরবিহার নামে অন্য একটী বিহারও ছিল। সম্ভবতঃ উভয় বিহারের গ্রন্থে পাঠভেদ বা মতভেদ ছিল। বুদ্ধদত্ত-রচিত বিনয়-বিনিচ্ছয় ও উত্তর-বিনিচ্ছয় নামক টীকাগ্রন্থদ্বয়ের পার্থক্য হইতে ইহা সপ্রমাণ হয়।

কুরুন্দী—সিংহলের কুরুণ্ডবেলু বিহারে রচিত বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

অন্ধ অট্ঠকথা—অন্ধ্ররাজ্য কাঞ্চীপুরে সংরক্ষিত ছিল। সম্ভবতঃ দক্ষিণাপথের কোন ভাষায় ইহা লিপিবদ্ধ ছিল।

সংখেপ অট্ঠকথা—অন্ধ - অট্ঠ-কথার ন্যায় ইহাও দাক্ষিণাত্যের কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল।

আগমট্ঠকথা—ইহা আগম বা নিকায়-গুলির ভাষ্য।

আচরিয়ানং সমানট্ঠকথা—মিসেস্ রিজ ডেভিডস্ ইহাকে পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধঘোষ অত্থসালিনীতে (পৃ° ৯০) বলিয়াছেন :—

'এত্তিকা আচরিয়ানং সমানট্ঠকথা নাম'।

অট্ঠক জাতক—Fausboll-কর্তৃক প্রকাশিত জাতকের টীকা 'জাতকবণ্ণনা' নামে খ্যাত। ইহাতে জাতক-অট্ঠকথার উল্লেখ আছে। ইহা প্রাচীন সিংহলী ভাষায় লিখিত ছিল।

অট্ঠকথাচরিয়া—বুদ্ধঘোষের পূর্ব-বর্তী পালিধর্মগ্রন্থের টীকাকারগণ।—অনু-অথ° ১, ২৭৩।

অট্‌ঠকথা-থেরা—ভিক্ষুণী-বি°। মহাসীবলি নামক থেরের মনে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, ইনি সেই সন্দেহসমূহ নিরসন করিয়াছিলেন।—থেরী-অথ° ৩. ৭২৮।

অট্‌ঠঙ্গিকমগ্‌গসুত্ত—পালিপিটকের অষ্ট আর্যমার্গ-সম্বন্ধীয় সূত্ত।—সং-নি° ৪. ৩৬৭।

অট্‌ঠঙ্গিক সুত্ত—১ পালি সংযুক্ত-নিকায়ের সুত্ত-বি°। ইহাতে সত্য-জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে।—সং-নি° ২. ১৮৮। ২ অঙ্গুত্তর-নিকায়ের সুত্ত-বি°। ইহাতে যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা আছে।—অঙ্গু-নি° ২. ২২০ই°।

অট্‌ঠপুগ্‌গল সুত্ত—পালিপিটকের দুইটী সুত্ত। এই সুত্ত দুইটীতে শ্রদ্ধা ও দান গ্রহণের যোগ্য অষ্টবিধ ব্যক্তির বিষয় বলা হইয়াছে।—অঙ্গু-নি° ৪. ২৯২, ২৯৩।

অট্‌ঠম—[সং-অষ্টম] এক জন পচ্চেক বুদ্ধ।—মজ্ঝি-নি° ৩. ৭০; অপদান-অথ° ১. ১০৭।

অট্‌ঠসত সুত্ত (-পরিয়ায়)—পালিপিটকের সুত্ত-বি°। ইহাতে ৩৬টী করিয়া অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মোট ১০৮টী (বেদনা) অনুভূতির বর্ণনা আছে।—সং-নি° ৪. ২৩১॥ MDPP॥

অট্‌ঠসদ্দ জাতক—পালি জাতকের একটী গল্প। কথিত আছে, একদা রাজা পসেনদি (প্রসেনজিৎ) রাত্রিকালে নরকের চারি জন অধিবাসীর আর্তনাদ শুনিয়া বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রার্থনা করেন (জাতক ৩. ৪৩); বুদ্ধদেব তাঁহাকে পূর্বে বারাণসীর কোন রাজা রাত্রিকালে অনৈসর্গিক আট প্রকার শব্দ শুনিয়া কিরূপ ভীত হইয়াছিলেন এবং কিরূপে বোধিসত্ত্বের উপদেশে তাহা সম্পূর্ণ নৈসর্গিক জানিতে পারিয়া শান্ত হইয়াছিলেন, তাহার কাহিনী বর্ণনা করেন। জাতক ৩. ৪২৮-৩৪।

অট্‌ঠসহস্স—পালিগ্রন্থে বর্ণিত সিংহলের মধ্যে রোহণের একটী জেলা। ইহা বর্তমান বলবেগঙ্গের পূর্বদিকে অবস্থিত।—Geiger (ed.): Culavamsa, i. 227 n. 4; lxi. 24: lxxv. 154॥ MDPP॥

অট্‌ঠান জাতক—স্ত্রীলোকের অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা-বিষয়ক জাতকের একটী কাহিনী। মহাধন নামে কোন তরুণ বণিক্‌ এক বারবনিতাকে দৈনিক সহস্র মুদ্রা দান করিয়া তাহার ভালবাসা লাভ করিয়াছিল। এক দিন বণিক্‌ বারবনিতার গৃহে মুদ্রা না লইয়া গমন করিলে বারবনিতা তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ইহাতে বণিক্‌ হতাশ হইয়া সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করে। কোন ভিক্ষু যখন এক স্ত্রীলোকের ভালবাসা লাভের নিমিত্ত ভিক্ষু-সঙ্ঘ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন বুদ্ধদেব এই কাহিনী বর্ণনা করেন।—জাতক ৩. ৪৭৪ই°।

অট্‌ঠানপরিকপ্প সুত্ত—অথসালিনীতে (পৃ° ৩৩৬) এই সুত্তের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহা অঙ্গুত্তর-নিকায়ের (১. ২২২) সুত্তকে বুঝাইতেছে। এই সুত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘে বিশ্বাসী আর্য শিষ্যের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে বিবৃতি আছে।—MDPP.

অট্‌ঠান বগ্‌গ—অসম্ভাব্য বিষয়-সম্বন্ধে পালিপিটকের এই ভাগে আলোচনা হইয়াছে; যেমন, এক সঙ্গে দুই জন বুদ্ধের আবির্ভাব অথবা কোন কুকর্ম হইতে সুফলের আবির্ভাব অসম্ভব।—অঙ্গু-নি° ১. ২৬-৩০।

অট্‌ঠিক সুত্ত—কঙ্কাল-বিষয়ক চিন্তা-দ্বারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার জন্য যুক্তি-যুক্ততা-সম্বন্ধীয় কতিপয় সুত্ত।—সং-নি° ৪. ১২৯।

অট্‌ঠিপেসী সুত্ত—প্রেত-বিষয়ক সুত্ত। পালিপিটকে দেখা যায়, কঙ্কাল-দেহ এক প্রেতকে ভিক্ষু মোগ্‌গল্লান ও লক্খণ দেখিয়াছিলেন। সে পূর্ব জন্মে কসাই ছিল ও গোহত্যা করিত।—সং-নি° ২. ১৫৪।

অট্‌ঠিস্সর—বুদ্ধ-শত্রু দেবদত্তের ভবিষ্যৎ নাম। দেবদত্ত নরকে এক কল্পের পাঁচ ভাগ দুঃখভোগ করিয়া অট্‌ঠিস্সর নামক পচ্চেকবুদ্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন।—ধম্ম-অথ° ১. ১২৫; মিলিন্দ° ১১১।

অট্‌ঠিসেন—বোধিসত্ত্ব-বি°। ইনি বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তক্ষশিলায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইনি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হন। রাজার অনুরোধে ইনি রাজোদ্যানে বাস করিতেন, কিন্তু রাজার অনুনয় সত্ত্বেও রাজার নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিতেন না।—জাতক ৩. ৩৫২।~জাতক—পালিজাতকের একটী কাহিনী। এই জাতকে অট্‌ঠিসেনের কাহিনী আছে [অট্‌ঠিসেন দ্র°]। আড়বীতে কতিপয় ভিক্ষু নিজেদের জন্য গৃহ-নির্মাণের সামগ্রী ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। লোকেরা এই জন্য ইহাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহাদিগকে দেখিলেই সম্মুখে আসিত না। একদা মহাকস্সপ আড়বীতে আসিলে লোকেরা তাঁহাকেও এইরূপ সন্ন্যাসী ভাবিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া বুদ্ধদেবের নিকট তাহা জানাইলেন। বুদ্ধদেব এই সময়ে অগ্‌গালবচেতিয়ে ছিলেন; তিনি অট্‌ঠিসেনের আখ্যান বলিয়া ভিক্ষুদিগকে ভৎর্সনা করেন।—জাতক ২. ২৮২।

অট্‌ণার—পর-নামক কোশল নৃপতির পিতা।—শ-ব্রা° ১৩. ৫. ৪. ৪।

অট্যা—[√অট্‌ + ক্যপ্‌-ভাবে + আ (টাপ্‌)] স্ত্রী°, পরিভ্রমণ, পর্যটন। অমটী° রায়মুকুট। 'মুণ্ডাক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ। তৌর্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥'—মনু° ৭. ৪৭॥ শব্দ° বো-রো° কল্পদ্রু° ৮১. ১১৭॥

√অট্ঠ—[ভ্বা° আ° সক° সেট্‌। লট্‌—অট্ঠতে, লিট্‌—আনট্ঠে, লুট্‌—অট্ঠিতা, লুঙ্‌—আট্ঠিষ্ট, সন্‌—অট্ঠিঠিষতে, ণিচ্‌—অট্ঠয়তি। অট্ঠিত] গমন করা।—কবিকল্পদ্রুম, দুর্গাদাস।

√অট্ঠ—[ভ্বা° প° সক° সেট্‌। অট্ঠতি] গমন করা।—কবিকল্পদ্রুম, দুর্গাদাস। [√অণ্ঠ দ্র°]

অট্‌ঠংগ-ধম্মগ-মচক্ক-পবত্তক—সং° অষ্টাঙ্গ-মার্গ-ধর্মচক্র-প্রবর্তক। ভগবান্‌ বুদ্ধের

একটী নাম। মাদ্রাজ প্রদেশে গুণ্টুর জেলার পলনাড়ু তালুকের অন্তর্গত নাগার্জুনীকোণ্ডে আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত একটী প্রাকৃত লিপিতে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লিপিটীতে ভগবান্ বুদ্ধের [illegible] ...ঙন সংগ্রথিত হইয়াছে।—EI, xx. 2.. 26. [অষ্টাঙ্গমার্গ, ধর্মচক্র দ্র°]

অঠমলিক (.. ..ৱক) — ওড়িশার একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। ইহাকে 'আটমল্লিক'ও বলা হইয়া থাকে। কথিত আছে, প্রাচীনকালে এই রাজ্য প্রজাবর্গের আট জন প্রতিনিধি-কর্তৃক শাসিত হইত; এই জন্য ইহার নাম আটমল্লিক বা অঠমলিক হইয়াছে।[১] আয়তন ৭৫০ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২০° ৩৭´—২১° ৫´ উ°; দ্রাঘি° ৮৪° ১৬´—৮৪° ৫৮´ পূ°। চতুঃসীমা : উ° রৈরাখোল রাজ্য, পূ° অনুল জেলা, দ° মহানদী (ইহার অপর পারে বৌদ রাজ্য), প° সোনপুর ও রৈরাখোল। অধিকাংশ ভূভাগ জঙ্গলাকীর্ণ; একটী দীর্ঘ অরণ্যপূর্ণ গিরিশ্রেণী দক্ষিণে মহানদীর সহিত সমান্তরালভাবে গিয়াছে। গ্রামসংখ্যা ৪৬০, প্রধান গ্রাম 'কৈন্‌তির'—এই গ্রামেই অঠমলিকরাজের মুখ্যনিবেশ। বাণিজ্যদ্রব্য কাঠ, চাউল, তৈলবীজ প্রভৃতি—অরণ্যে উচ্চ শ্রেণীর কাঠ পাওয়া যায়। লোকসংখ্যা : ১৮৯১ খ্রী° ৩১,৬০২; ১৯০১ খ্রী° ৪০,৭৫৩; ১৯৩১ খ্রী° ৬৪,২৭২ (তন্মধ্যে হিন্দু ৬৩,৬৪০, মুসলমান ৮৪; শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা ১৭৫১ পুরুষ ও ১১৬ নারী এবং শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ৯ পুরুষ)।

অঠমলিকের মূল-সম্বন্ধে ঠিক কোন খবর পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি-অনুসারে রাজবংশের স্থাপয়িতার নাম প্রতাপ দেও। প্রতাপ দেও পুরীতে আগমন করেন এবং পুরীরাজের সহিত তাঁহার কলহ হয়। পুরীরাজের দুই ভ্রাতাকে নিহত করিলে অন্যান্য রাজবংশীয়গণ বোনাইএ পলায়নপূর্বক তথায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন। প্রতাপ দেও অতঃপর বৌদে আগমন করেন এবং বৌদ হইতে অঠমলিকে আসেন। স্থানীয় ডোম-নৃপতিকে নিহত করিয়া তিনি অঠমলিক অধিকার করেন। এই ভাবে তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ-সরকারের নথিপত্রে দেখা যায়, এই রাজ্যের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; ১৮০৪ খ্রী° সন্ধিপত্রে ইহা বৌদ-রাজ্যের অধীন করদ রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বৃটিশ-শাসন ও অধিকারের প্রথম যুগে বৌদ ও অঠমলিক যথাক্রমে পাটনা ও সম্বলপুরের অধীন রাজ্যসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩৭ খ্রী° এই দুইটী রাজ্য রাঁচি-এজেন্সীতে কটক-মহালসমূহের পরিদর্শকের হস্তে স্থানান্তরিত হয়।[২] সম্বলপুরের কমিশনার মেজর ইম্পা এবং 'ওমালী সাহেব অঠমলিককে ওড়িশার ১৮টী রাজ্যের ('আঠার গড়') অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] ১৮৪২ খ্রী° ওড়িশার ১৭টী রাজ্যের সহিত রক্ষা-নিষ্পত্তির আলোচনা হয়—এই ১৭টী রাজ্যের মধ্যে অঠমলিক অন্যতম। ১৮৬২ খ্রী° ১১ই মার্চ লর্ড ক্যানিং উক্ত ১৭টী রাজ্যের নৃপতিদিগকে রাজ্যাধিকারের সনদ দান করেন এবং লর্ড নর্থব্রুকের সময় ১৮৭৪ খ্রী° ২১এ মে ওড়িশার অন্যান্য নৃপতিদের সহিত অঠমলিকরাজ বংশপরম্পরায় 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।[৪] ১৮৯৪ খ্রী° ২২এ অক্টো° লর্ড এল্‌গিন উক্ত ১৭টী রাজাকে নূতন সনদ দান করেন। এই সনদ অনুসারে অঠমলিকরাজের দেয় কর ৫০১০৲ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।[৫] এই রাজ্যের রাজস্বের আয় ৭২,০০০৲ টাকা।

[BDG—Feudatory States of Orissa ; ঐ—Sambalpur ; R. D. Banerji : Hist. of Orissa, Cal. 1931, ii. 262ff, 311ff ; IG. vi. 122-3]

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অঠিন—দেশ-বি°।—মহা° ৬. ৯. ৬৪।

অঠিল্লা—স্ত্রী°, প্রাকৃতমাত্রাবৃত্ত ছন্দোবি°। নামান্তর—অড়িল্লিহা। ১৬ × ৪ = ৬৪ মাত্রা বা কলা। এই ছন্দে শ্লোকে চারিটী [illegible] থাকে। প্রত্যেক ছত্রে ১৬টী মাত্রা থাকে।

[Colebrooke : Misc. Essays, ii. 156, No. 16 ; Goldstucker : Dictionary of Sans. and English]

অঠেল—[বা°] বিণ, যাহা ঠেলা অর্থাৎ অগ্রাহ্য করা যায় না, অবশ্যকর্তব্য।

√অড্₁—[ভ্বা° প° সক° সেট্। লট্—অডতি, লিট্—আড, লুঙ্—আডীৎ, লুট্—অডিতা] উদ্যম করা, প্রবৃত্ত করা।

√অড্₂—[বৈদিক। স্বা° প° অক° সেট্। লট্—অড্‌্নোতি, লুঙ্—আড়ীৎ] ব্যাপ্ত হওয়া to pervade অধিকার করা to occupy. [√অশ্, দ্র°]

অড্‌লিঙ্, চার্লস্ উইলিয়াম (Charles William Odling)—পিতা উইলিয়ম অড্‌লিঙ্। জন্ম ১৮৪৭ খ্রী°। বিদ্যাশিক্ষা—গ্যালওয়ে কুইন্স কলেজে ও আয়র্লণ্ডের কুইন্স ইউনিভার্সিটিতে। ১৮৬৫ খ্রী° ভারতীয় 'পাব্‌লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে' কার্যগ্রহণ। ১৮৯২ খ্রী° প্রধান পূর্তবিদ্ (Chief Engineer) এবং বাঙ্গলা-সরকারের সেচ-বিভাগের সচিব নিযুক্ত। ১৮৯৫ খ্রী° উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সরকারের সেচ-বিভাগের সচিব নিযুক্ত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আইন-পরিষদের সভ্য। ১৯০১ খ্রী° ভারত-সরকারের 'পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে'র সচিব নির্বাচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। অবসরগ্রহণ—১৯০২ খ্রী°। সি. এস্. আই.—১৮৯৮।

অড়—[স° অবট>প্রা° অড] ১ কূপ, ইদারা। ২ কূপের নিকটে পশুদিগের জল পান করিবার জন্য যে গর্ত খনন করা হয়। ৩ (প্রাদে° ২৪-পরগনা ইং°) গর্ত। অড়-বুজান = গর্ত পূর্ণ করা। ব-শব্দ°। ~ংবড়ং—[প্রাদে°] ছাইভস্ম, অর্থহীন বাক্য,

১ EI, xviii. 288n, 298.

২ Treaties, Engagements, and Sanads, i. Cal. 1909, 313-18.

৩ Reprint of Rep. on the Zamindars and other Chieftains in the C. P. in 1863 by Sir Richard Temple, Nagpur 1923, 9 ; BDG—Sambalpur, 22.

৪ Treaties, Engagements and Sanads, i. 318.

৫ R. D. Banerji : Hist. of Orissa, ii. 315.

প্রাসাদ। ~কবতী—স্ত্রী°, ১ মেঘের উপরে নির্মিত প্রাসাদ। ২ নানা নগরী—ললিত° ১৯৪।

অড়ক্কন — নৃপতি - বি°। নামান্তর—শ্রীবল্লভ। কন্দনদের পুত্র ও শটেয়নের পৌত্র। কন্দনদের পুত্র বলিয়া ইঁহাকে কন্দনড়কনও বলা হয়। ইনি মলয়নাড়ু-রাজ্য (বর্তমান ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত বেনাড নামক স্থান) শাসন করিতেন। ৮৫৮ খ্রী° ২৩এ জুন সিংহাসনারোহণ করেন। একটী লিপিতে (Trav. Arch. Sur., i. No. 1; Rangachari : List of Inscriptions, iii. Trav. 215) ইঁহার রাজ্যারোহণের সময় এবং অন্য কয়েকটী লিপিতে (Rangachari : List of Inscriptions, iii. Trav. 196, 197; Trav. Arch. Sur., i. No. 1) ইঁহার ১৪শ ও ২২শ রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।—HinsSI, 36, 361.

অড়ক্কিণ—[অপ্র°] স্ত্রী°, একান্ত।—বশক্তি° ২. ১৩৪. ১৩।

অড়গাঁও — বেরার প্রদেশে অকোলা জেলার অন্তর্গত অকোট তালুকের একটী সুবৃহৎ গ্রাম। অকোলা নগরীর ১৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৭´ উ°; দ্রাঘি° ৭৬° ৫৯ পূ°। এই গ্রামে গভর্নমেন্ট স্কুল, পোস্ট অফিস ও পুলিশের ঘাটি আছে। এখানে এক জন সিভিল জজও আছেন। 'অড়গাঁও' অর্থে 'সুপরিচিত গ্রাম'। এই স্থানে ব্যবহার্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা আছে। আট শতাধিক কূপ এই গ্রামে দেখা যায়। অন্যান্য যে সমুদয় স্থানে প্রচুর ব্যবহার্য জলের ব্যবস্থা আছে, সেগুলির মত ইহার মূল আধুনিক নয়। আইন-ই-অকবরীতে যে সমুদয় পরগনার উল্লেখ আছে, সেগুলির মধ্যে ইহার বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই গ্রামের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ১৮০৩ খ্রী° ২৯এ নভে° বৃটিশ-বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওয়েলেস্লীর সহিত মরাঠা নাগপুর-রাজের সংঘর্ষ বাধে। রঘুজী ভোঁসলের ভ্রাতা বেঙ্কজী এই যুদ্ধে মরাঠাগণের অধিনায়ক ছিলেন। সংঘর্ষ বাধিবার পরেই গাবীলগড় অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে বেরার প্রদেশ নাগপুররাজের হস্তচ্যুত হয়। যুদ্ধস্থানে এখনও একটী গভীর পরিখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিখা দ্বারা মরাঠাগণ তাহাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই যুদ্ধে যে সমুদয় বৃটিশ কর্মচারী ও সৈন্য জীবিত ছিলেন ১৮৫১ খ্রী° তাঁহাদিগকে একটী পদক উপহার দেওয়া হয়।

[A. C. Lyall : Gaz. for the Hyderabad Assigned Dists. (Berar), Bomb. 1870, 125, 164; IG, vi. 1]

অড়ঙ্গ,—ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের কেঁওনঝরের একটী গ্রাম। এই গ্রামে মহিমাধর্ম সম্প্রদায়ের একটী মঠ আছে।—ASM, i. p. ccliv.

অড়ঙ্গ,—গোধূম, গম [গোধূম দ্র°]।

অড়র, অড়হর—[সং° আঢকী > আঢক > আড়হর (ক স্থানে র) > হি° অড়হর; বিষ্ণুপু° (১—৬. ২১, ২২) ১৭ রকম গ্রাম্যশস্যের নামের মধ্যে আঢ়কী পাওয়া যায়। অম° মে° আঢ়কী=সৌরাষ্ট্রদেশজ মৃত্তিকাবি°, তুবরী; অভি° আঢ়কী—মৃত্তিকা ও শস্যবি°। হি° অড়হর, রহর, তুবর; ম° তুর, তুব, তুবর; গু° হরড়; গু° তুবদাল, তুবীরো; তামিল—তুবরই, থোবারে; তেলু° কন্দলু; কা° শকুল; আ° শাক নদীয়া প্রাদে° অড়র, পাবনা প্রাদে° অড়োল] শিম্বাদিবর্গের কৃষিজাত কলায়বিশেষের গাছ, অড়হরগাছ cajanus indicus. উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার ওয়াট বলেন যে, তিনি অড়হরগাছ ভারতবর্ষের অরণ্যে প্রাপ্ত হন নাই। আফ্রিকা দেশে এই গাছ বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, এই শিম্বাদিবর্গের গাছ আফ্রিকা হইতে ভারতে আসিয়াছে। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র ইহার চাষ প্রচলিত আছে। কিন্তু খ্রী-পূ° ৮ম শতকের চিকিৎসা-গ্রন্থ সুশ্রুতের বহু স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। এক প্রকার গাছ ৫-৬ ফুট, অন্য প্রকার গাছ প্রায় ১০ ফুট উচ্চ হয়। বাগানে রোপণ করিলে একটী গাছ ২।৩ বৎসর পর্যন্ত ফল দেয়। অড়হরের বীজও ৩।৪ প্রকার। কোন শ্রেণীর বীজের বর্ণ সাদা, কোন শ্রেণীর বর্ণ এলা রঙের, কোন শ্রেণীর বর্ণ লাল। সাধারণতঃ চৈত্র হইতে বৈশাখে বর্ষাগমনের পূর্বে উত্তম কর্ষিত উচ্চ জমীতে অড়হর-বীজ বপন করিতে হয়। যে স্থানে বর্ষার জল দাঁড়ায় সেখানে অড়হর হয় না। সারিবন্দী করিয়া দুই তিন ফুট অন্তর বীজ বপন করিলে ভাল হয়। কৃষকেরা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চি অন্তর বীজ রোপণ করে। এক একর জমীতে দেড় সের বা দুই সের বীজ যথেষ্ট। এক প্রকার অড়হর কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে পাকে। ইহার ফসল অধিক হয় না। কৃষকেরা চৈতালী অড়হরই পছন্দ করে এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ অড়হর।

পশ্চিম দেশে চাষীরা অড়হরের সহিত চীনা, কাঙন, বজরা, কার্পাস, বরবটী, তিল প্রভৃতি নানারূপ বীজ এক সঙ্গে বপন করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ বাঙলা ও অন্যান্য দেশে ধান বা গম ইত্যাদি প্রধান শস্য-বপনের পর অড়হর বপন করা হয়। ইহার প্রধান কারণ, ঐ সময়ে জমিতে অড়হর বপন করিলে, ধান বা অন্য শস্যের বপনে জমি হইতে যে নাইট্রোজেন ক্ষয় হয়, তাহা কতক পরিমাণে পুনরায় উক্ত জমিতে ফিরিয়া আসে। অড়হরাদি শিম্বাদিগণের গাছের শিকড়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র গুটিকায় (lecrebut) ভিতর নাইট্রোজেন-সংবন্ধ জীবাণু (nitrogen-fixing bacteria) থাকে; উহারাই মৃত্তিকাস্থিত বায়ু হইতে নাইট্রোজেন জমাট (fix) করে এবং ফল পাকিলে যখন গাছ মাটির উপর হইতে কাটিয়া লওয়া হয় তখন ঐ শিকড়গুলি মাটির ভিতর থাকিয়া মৃত্তিকার নাইট্রোজেনের অনুপাত (ratio) অনেকটা বজায় রাখে। এইরূপ চাষের নাম শস্যাবর্তন (rotation of crops)। ইহা ফসলের উৎপাদনে পরিমাণবৃদ্ধির একটী প্রধান উপায়।

বপনের ফলন একর প্রতি প্রায় ৬।৭ মণ, অমিশ্রিত অড়হর চাষ হইতে কোন কোন স্থলে একর প্রতি ২০।২৪ মণ ফলন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের লোক যেমন মটর, মুসুর, কলাইএর ডাল প্রত্যহ ব্যবহার করে, সেইরূপ উত্তর-ভারতের লোকে অড়হর ডাল প্রত্যহ ব্যবহার করে। তাহারা অড়হর ডাল স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতজনক বলিয়া মনে করে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী

অড়ৰি চাণ্ডিসিরি — ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নৃপতি মহাতলবর চান্তমূলের কন্যা ও মহারাজ বীরপুরিসদত্তের ভগিনী। ইনি ধনক-বংশীয় মহাতলবর খন্দবিসাখনকের পত্নী। খন্দ-বিসাখনক মহাসেনাপতি ও মহামণ্ডলনায়ক ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে গুণ্টুর জেলার পলনাডু তালুকের অন্তর্গত নাগার্জুনীকোণ্ডে আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত প্রাকৃত স্তম্ভলিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ঐ লিপিতে ইনি মহাতলবরী চাণ্ডিসিরি নামেও কথিতা হইয়াছেন (লিপিটিতে প্রদত্ত সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে)। বীরপুরিসদত্তের ৬ষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে ভগবান্ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে স্তম্ভটী ইঁহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।—EI, xx. 13, 18, 26.

অড়ৰি চান্তিসিরি — ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নৃপতি মহাতলবর চান্তমূলের ভগিনী ও বীরপুরিসদত্তের পিসীমাতা। মাদ্রাজ প্রদেশে গুণ্টুর জেলার পলনাডু তালুকের অন্তর্গত নাগার্জুনীকোণ্ডে আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত প্রাকৃত স্তম্ভলিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ঐ লিপিতে ইনি মহাতলবরী চান্তিসিরি নামেও কথিতা হইয়াছেন (সম্পূর্ণ নাম জানা যায় না এবং লিপিটির সময় যে স্থানে লিখিত ছিল, সেই স্থান নষ্ট হইয়াছে)। ইনি স্তম্ভটীর প্রতিষ্ঠাত্রী।—EI, xx. 5, 13.

অড়ৰি-মুট্টকুরু—বর্তমান 'কোন' নামক স্থানের প্রাচীন নাম [কোন দ্র°]।—EI, vii. 75, 85.

অড়বীজ—পাণ্ডব সাধারণ সুষবৃত্তি।—B. 1. 150

অড়স—বোম্বাই প্রদেশে কৈরা জেলার অন্তর্গত উপত্যকা। অক্ষা° ২২° ২৯´ উ°; দ্রাঘি° ৭৩° ২´ পূ°। আনন্দ ও মাহী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে খ ১৮শ শতকে এই স্থানে তিনটী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধ ১৭২৩ খ্রী° গুজরাটের শাসনকর্তা রুস্তম 'আলী ও নিজ়াম-উল্-মুল্কের মধ্যে সংঘটিত হয়, উহাতে পিলাজী গায়কোয়াড়ের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজ়াম-উল্-মুল্কের সহকারী হামিদ খাঁ-কর্তৃক রুস্তম নিহত হন। ১৭৭৫ খ্রী° ফেব্রুয়ারী মাসে মরাঠা-বাহিনীর সহিত রঘুনাথ রাও পেশবার যুদ্ধ হয় এবং উহাতে রঘুনাথ পরাজিত হইয়াছিলেন। এই বর্ষেই মে মাসে তৃতীয় যুদ্ধ বাধে; ইহাতে কর্নেল কীটিংএর অধিনায়কত্বে বৃটিশ-বাহিনীর সহিত মরাঠা-বাহিনীর সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। মরাঠা-গণ ইহাতে পরাজিত হয়।—IG, v. 8-9.

অড়হিয়মণবালভট্ট—বৈষ্ণব আচার্য-বি°। ইঁহার নাম অল্হিয়মণবাল (=সং রমাজামাতা = সুপুরুষ জামাতা; দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণবসাহিত্যে রামচন্দ্র এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন) হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রহারদান-ব্যপদেশে বীর-চোলদেব-প্রদত্ত পীঠপুরম্-লিপিতে এক জন অগ্রহারিকরূপে ইঁহার উল্লেখ আছে। লিপিতে ইনি অড়হিয়মণবালভট্ট নামেও অভিহিত।—EI, v. 73, 96.

অড়ুচ্ছ—[বৈদ্যক] লকুচবৃক্ষ, চলিতকথায় ইহাকে ডেহো, ডহুয়া, ডেলো বা মান্দার বলে [লকুচ দ্র°]।

অড়িগল কড়ম (গঞ্জম) মারম্মাটৈ—পল্লবতিলক বংশীয় নৃপতি ৩য় নন্দিবর্মার (দন্তিবর্মার) মহিষী। ১২৭২-৩ খ্রী° দন্তি-বর্মার তিরুবেল্লারৈ-প্রস্তরলেখে ইঁহার উল্লেখ আছে। ঐ লিপিতে দানকার্য-ব্যাপারে ইঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। নিয়মমের ঐরা-বতেশ্বর-মন্দিরে প্রদত্ত চোলরাজ রাজকেশরি-বর্মার (১ম আদিত্যের) লিপিতেও (অজ্ঞা-বস্থায় প্রাপ্ত) দাত্রীরূপে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। [নন্দিবর্মা ও দন্তিবর্মা দ্র°]

[EI, xi. 157; xviii. 118; SII iii. 229; Annual of Rep. on Epigraphy for 1898- , 7]

অড়িগল মহাদেবী—মহাবলি-বংশীয় নৃপতি বাণবিদ্যাধরের মহিষী ও রাজা বিক্রমা-দিত্য বলরায়ের মাতা। ইনি তিরুবিল্লি-রমেড়ু নামক স্থানে পরশুরামীশ্বরম্ মন্দিরে পেরুমানড়িগল বিগ্রহের পূজা ও সেবার জন্য বহু স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন। তিরুবিল্লিরমেড়ু গ্রামের অধিবাসিগণও ইঁহার নিকট হইতে সুবর্ণ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শৈবধর্মিণী ছিলেন। গুড়িমল্লমে প্রাপ্ত বিক্রমাদিত্য-মহাবলি-বাণরায়ের সমসাময়িক ৮২০ শক° একটী লিপিতে ইঁহার ও ইঁহার উক্ত দানের উল্লেখ আছে।

[Mad. Epigraphical Collection for 1903, No. 223; EI, xi. 227]

অড়িগল শ্রীকুকুটৈয়ার্ তিরু-বড়ি — নৃপতি-বি°। রাজা কুন্দিকুট্টবর্মার নামান্তর। ইনি কুরুম্বরৈ নাড়ুর অন্তর্ভুক্ত মুক্কুক্ক শাসন করিতেন। [কুন্দিকুট্টবর্মা দ্র°]—EI, xvi 342-4.

√**অড্ড**—[ভ্বা° প° সক° সেট্। লট্—অড্ডতি। লিট্—আনড্ড। লুট্—অড্ডিতা। লুঙ্—আড্ডীৎ। সন্—অডিড্ডিষতি বা অড্ডিড্ডিষতি—বোপ°। নিচ্—অড্ডয়তি, অড্ডিডৎ। 'অদ্ড্'-রূপেও ধাতুটী লিখিত হয়] ১ আক্রমণ করা, মারা to attack, to assault. ২ [সমস্তাদ্ যোগ°] সংযোগ করিয়া দেওয়া। ৩ তর্ক করা, বিচার to argue. ৪ ধ্যান করা to meditate.

অড্ডকলি গচ্ছ — একটী জৈন গচ্ছ। ২য় অম্মের (৬ষ্ঠ বিজয়াদিত্যের) কলুচুম্বড়ু-লিপিতে (এই লিপিতে সময় প্রদত্ত হয় নাই; অম্মের রাজ্যারোহণকালে ৯৪৫ খ্রী° ও রাজ্যকাল ২৫ বৎসর—IA, xx. 27) এই গচ্ছের উল্লেখ আছে। এই লিপিতে দেখা যায়, অত্তিলিনাড়ু বিষয়ের (প্রদেশের) কলুচুম্বড়ু গ্রাম 'সর্বলোকাশ্রয়-জিনভবন' নামক জৈন মন্দিরের দাতব্য ভোজনগৃহের সংস্কারের জন্য বলহারিগণ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জৈন

তক অর্হৎবন্দীকে ও অড্ডকলি গচ্ছকে প্রদত্ত হইয়াছিল। লিপিতে বলংগ্নিগণের একটী প্রসিদ্ধ গচ্ছরূপে অড্ডকলির উল্লেখ আছে।—EI, vii, 179, 191.

অড্ডন—[প্রা° অড্ডণ ; √অড্ড + ল্যুট্] ১ চর্ম, চামড়া। ২ ঢাল, ফলক। 'নবযুগ্ম-বরঅড্ডণচক্কিবগ্গ আগুক্তীসণসরীরা'—সূত্র° ২.৫।

অড্ডনূক্কু—তেলিকি-বংশের শাখাসমূহের অন্যতম। ১০০৮ শক (১০৮৪ খ্রী°) তেলিকি-বংশীয় পূর্ব চালুক্যরাজ চোলগঙ্গের টেকি-লিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।—EI, vi. 346.

অড্‌ঢকাসী থেরী — ভিক্ষুণী-বি°। কস্সপ বুদ্ধের সময়ে অড্‌ঢকাসী অর্হত্ত্বপ্রাপ্তা কোন থেরীকে বারবনিতা বলিয়া গালি দেন ; এই অপরাধে নরকে তাঁহার জন্ম হয়। গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি বারাণসীর এক ধনাঢ্য নাগরিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু পূর্বকৃত পাপের ফলে রাজগৃহে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তিনি বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার-সম্বন্ধে অবগত হইয়া ভিক্ষুণী হন এবং বুদ্ধদেবের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ-মানসে শ্রাবস্তীর দিকে যাত্রা করেন। পথি-মধ্যে দুর্বৃত্তগণ তাঁহাকে আটক করে। নিরুপায় হইয়া তিনি বুদ্ধদেবের উপদেশ ভিক্ষা করিয়া এক সংবাদবাহককে প্রেরণ করেন। বুদ্ধদেব এই সংবাদবাহকের মারফত তাঁহাকে দীক্ষা দেন।—থেরী° ৫. ২৫-৬ ; থেরী-অর্থ° ৩০ ; বিনয়° ২. ২৭৭ ; অপাদান ২. ৬১০–১১। তাঁহার দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব—তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন।—সমন্তপাসাদিকা ১. ২৪২।

এই ভিক্ষুণীর অড্‌ঢকাসী নাম সম্বন্ধে নানা মত আছে। বুদ্ধঘোষের মতে কাসী অর্থে এক সহস্র। এক সহস্র মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য 'কাসীয়' নামে অভিহিত। সম্ভবতঃ তিনি বারবনিতারূপে এক দিবস যাপনের জন্য লোকের নিকট অর্ধকাসী (অড্‌ঢকাসী) অর্থাৎ অর্ধসহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতেন ; এই হেতু তাঁহার অড্‌ঢকাসী নাম হয়।—বিনয়° ৩. ৩৬০ ; ২. ১২৫-৬।

ধর্মপালের মতে (থেরী-অর্থ° ৩২) কাশীর দৈনিক রাজস্ব এক সহস্র মুদ্রা ছিল ; এবং ইনি সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতেন বলিয়া ইহার নাম কাসী হয়। থেরীগাথায় এইরূপ উল্লেখ আছে (থেরী° ৫. ২৫)। পরে লোকে তাঁহার সহস্র মুদ্রা দিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি অর্ধকাসী অর্থাৎ অর্ধ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিতেন ; এই হেতু তিনি অড্‌ঢকাসী নামে খ্যাতা হন ॥ MDPP ॥

অড্‌ঢচন্দিয় থের—বৌদ্ধ অর্হৎ-বি°। পূর্বজন্মে তিনি অর্ধচন্দ্রাকার একটী ফুলের তোড়া তিস্স বুদ্ধকে দান করেন এবং এক জন্মে তিনি দেবল নামে রাজা ছিলেন।—অপদান ১. ২৩১ ॥ MDPP ॥

অড্‌ঢচেলক থের — ভিক্ষু - বি°। পূর্ব এক জন্মে ইনি পরিচ্ছদের অর্ধাংশ তিস্স বুদ্ধকে দান করেন। এইরূপে তিনি সমস্ত ও ভাব নামে রাজা হইয়া ৩২ বার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।—অপদান ১. ১৩৪ ॥ MDPP ॥

অড্‌ঢভূত সুত্ত — [স° অর্ধভূত] বুদ্ধদেব বেণুবনের কলন্দক-নিবাপে এই সূত্র প্রচার করেন। চক্ষু, পদার্থ, দৃষ্টি প্রভৃতি সকলই কষ্টদায়ক, ইহাই এই সূত্রে প্রচারিত হইয়াছে।—সং-নি° ৪. ২০-১ ॥ MDPP ॥

অড্‌ঢ-মাসক — [স° অর্ধ-মাসক] জাতক-কাহিনীর এক-জন রাজা। গঙ্গমাল-জাতকে (জাতক ৪. ১৭৪ ; জাতক ৩. ৪৪৯) ইহার কাহিনী আছে : বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ পূর্বজন্মে অড্‌ঢমাসক নামক রাজা ছিলেন (জাতক ৩. ৪৫৪)।

কথিত আছে, ইনি বারাণসীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এক ইষ্টক-প্রাচীরে অর্ধ-মাসা মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার পত্নীও এইরূপ অর্ধ-মাসা রাখিয়াছিলেন। উৎসবকাল উপস্থিত হইলে তিনি পত্নীর সহিত কৌতুক করিবার জন্য অর্ধমাসা আনিবার জন্য প্রচণ্ড রৌদ্রে প্রায় নয় ক্রোশ পথ গমন করেন। রাজা উদয় ব্রাহ্মণকে গান গাহিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আপন রাজ্যের অর্ধাংশ দান করেন। ব্রাহ্মণ যে অংশে আপনার অর্ধমাসা লুক্কায়িত আছে, সেই অংশ গ্রহণ করেন। পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ॥

অড্‌ঢবগ্‌গ—জাতক অথকথার পঞ্চক-নিপাতের তৃতীয় ভাগ।—জাতক ৩. ১১১-২৭ ॥ MDPP ॥

অড্‌ঢ সুত্ত—আর্যধর্ম-বিষয়ক সূত্র।—সং-নি° ৫. ৪০২ ॥ MDPP ॥

অঢ়াই ঘর = আড়াই ঘর। সারস্বত ব্রাহ্মণগণের একটী শাখা [সারস্বত ব্রাহ্মণ দ্র°]।

[Russel & Hiralal : Tribes & Castes, i. 339]

অঢেল— ['অ' — উচ্চারণ-সৌকর্যার্থে ; ঢের (প্রচুর) >ঢেল] বিণ, প্রচুর, পর্যাপ্ত, যথেষ্ট।

অণ্₁—[ভ্বা° প° সক° সেট্। লট্—অণতি। লিট্—আণ। লুট্—অণিতা। সন্—অণিণিষতি। লুঙ্—আণিষ্ট। ণিচ্—আণয়তি] শব্দ করা to sound.

অণ্₂—[দিবা° আ° সক° সেট্। লট্—অণ্যতে। লিট্—আণে। লুট্—অণিতা। লুঙ্—আণিষ্ট। সন্—অণিণিষতে] প্রাণন, জীবন, বাঁচিয়া থাকা, শ্বাসগ্রহণ করা to live, to breathe. [√অন্ দ্র°]

অণ্₃—পাণিনির ব্যাকরণে 'অণ্' তিন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে—(১) 'অণ্' প্রত্যাহার, (২) 'অণ্' কৃৎ প্রত্যয় ও (৩) 'অণ্' তদ্ধিত প্রত্যয়।

(১) ইৎ দুইটী (ণ্) থাকাতে অণ্ প্রত্যাহারও দুইটী। প্রথমটী অ ই উ এই তিন অক্ষরের বাচক এবং দ্বিতীয়টী অ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ হ য ব র ল এই চৌদ্দ অক্ষরের বাচক। দ্বিতীয় অণ্‌কে অবিধীয়মান অণ্ বলে, ইহা শুধু 'অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ (১. ১. ৬৯) এই সবর্ণ সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অণ্ অন্য সকল স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২) 'কর্মণ্যণ্' (৩. ২. ১), 'হ্বায়ামশ্চ' (৩. ২. ২) ও 'অণ্ কর্মণি চ' (৩. ৩. ১২) সূত্রস্থিত অণ্ কৃৎ প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া 'অণি নিযুক্তে' (৬. ২. ৭৫) প্রভৃতি সমাস প্রক্রিয়ায়ও ইহার ব্যবহার আছে।

(৩) তদ্ধিত প্রত্যয় 'অণ্'-এর ব্যবহারই খুব বেশী। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের বহু সূত্রে এই অণের ব্যবহার রহিয়াছে। বিশেষ বিস্তার না করিয়া কেবল যে যে অর্থে সূত্রগুলির ব্যবহার হইয়াছে সেগুলি উল্লিখিত হইল এবং পরিশেষে কতকগুলি সূত্রের সংখ্যাও প্রদত্ত হইল।

'প্রাগ্‌দীব্যতোঽণ্' (৪. ১. ৮৩) সূত্রটী অধিকার, পরিভাষা ও বিধি এই তিন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সূত্র হইতে ৪. ৪. ২ পর্যন্ত ইহার সাধারণ অধিকার। ৪. ১. ৮৩ হইতে অধ্যায় শেষ পর্যন্ত সূত্রে বিহিত অণ্ ষষ্ঠীর উত্তর যুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ৪. ২. ১ হইতে ৪. ২. ১২ পর্যন্ত সূত্রে বিহিত অণ্ তৃতীয়ার উত্তর প্রযুক্ত হইয়াছে।

অণ্ প্রধানতঃ অপত্য, রক্তাদ্যর্থক, চাতুরর্থিক (ইহা তাহার দেশ, ইহাদ্বারা কৃত, ইহা তাহার নিবাস ও ইহা হইতে অদূরে), শৈষিক, আর্হীয় ও স্বার্থিকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সূত্রগুলি এই সকল বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে :—

৪.৩.৩৩ ; ৪.৪.১৮ ; ৫.২.১০৩ ; ৪.১.৭৮ ; ৫.৪.১৫ ; ৪.৩.৭৩ ; ৪.৪.৪৮ ; ৪.৪.১২৬ ; ৪.২.১০৮ ; ৪.৪.৪ ; ৪.৩.৫৭ ; ৪.৩.৭১ ; ৪.৩.৭৪ ; ৪.৩.৭৬ ; ৪.৩.৮৩ ; ৪.৩.৯৩ ; ৪.৩.৯৫ ; ৪.৩.১০২ ; ৪.৩.১২৪ ; ৪.৪.২৫ ; ৪.৪.৮০ ; ৪.৪.১১২ ; ৫.১.২৭ ; ৫.১.৪২ ; ৫.১.৯৭ ; ৫.১.১০৫ ; ৫.১.১৩০ ; ৫.২.৩৮ ; ৫.২.৬১ ; ৫.৩.৫ ; ৫.৩.১০৭ ; ৫.৪.৩৬ প্রভৃতি সূত্রদ্বারা তদ্ধিত অণ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে।

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ

অণ্‌মণক্ষুক—গ্রাম-বি°; পূর্ব চালুক্য-বংশীয় ২য় অম্মরাজের (ইনি খ্রী° ১০ শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন) বিমল্‌পাড়ু-তাম্রশাসনে (সময় দেওয়া নাই) এই গ্রামের উল্লেখ আছে। ঐ লিপিতে দেখা যায়, অম্মরাজ তদীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কর্মরাষ্ট্রের সামন্তরাজ বা পরিদর্শক (রাজবিষয়াধ্যক্ষ) দুর্গরাজের অনুরোধক্রমে কর্মরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অণ্‌মণক্ষ নামক গ্রামের একাংশ (কৃষি-ক্ষেত্র) মুসির বা মুসিধনশর্মা নামক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন (ইহার সহিত অণ্ডেকি নামক গ্রামেরও একাংশ প্রদত্ত হয় [অণ্ডেকি দ্র°])। বর্তমান নেলোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ওঙ্গোল তালুকের কিয়দংশে প্রাচীন কর্মরাষ্ট্রের ঐ অংশ ছিল।—EI, xviii. 227, 228, 232, 234, 235.

অণক—[√অণ্ + অচ্ (বুন্) কর্তৃ + কন্—কুৎসার্থে ; স্ত্রী—-া] **১** অতি ক্ষুদ্র insignificant. **২** অধম, নীচ inferior, low. **৩** ক্লী°, দুঃখ।—বণস্থি° ১. ৪২১. ৩। ~কুলাল—[পাপ ও অণক শব্দ কুৎসন-বাচক। অন্য সুবন্তপদের সহিত (তৎপুরুষ) সমাস হইলে এই দুই সুবন্তপদের পূর্বনিপাত হয়। 'পাপাণকে কুৎসিতৈঃ'—পা° ২. ১. ৫৪। 'কুৎসিতানি কুৎসনৈঃ'—পা° ২. ১. ৫৩ অনুসারে পরনিপাত হইতে পারিত, কিন্তু পূর্ব-সূত্রটী পা° ১. ২. ৪৩ ও ২. ২. ৩০ সূত্রের অনুবর্তী হওয়ায় পাপ ও অণক শব্দ প্রথমেই বসিবে। যথা—পাপনাপিত, অণককুলাল] কুৎসার্হ কুম্ভকার a contemptible potter. ~নাপিত—কুৎসার্হ নাপিত [অণককুলাল, অনক, আণক দ্র°]। ~পশু-বন্ধন—গোবাদি।—বণস্থি° ১. ৪৩৫. ১।

অণকীয়—[অণক + ছ ; স্ত্রী — -া] বিণ, নীচ, অধম বা কুৎসার্হ জনসম্বন্ধীয়, যাহাতে কুৎসিত কোন কিছুর সম্বন্ধ আছে।

অণতশর্মা—ব্রাহ্মণ-বি°। খ্রী° ১২শ শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। পাটলি-পুত্রের (বর্তমান পাটনার) অধিবাসী। সামবেদীয় ছান্দোগ্য শাখার বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় ঠাকুর (ঠক্কুর) কুলদেবের পৌত্র। গোবিন্দচন্দ্র ও তদীয় মহিষী গোসলদেবীর ১২০৮ বি-স° (১১৫০ খ্রী°) বনগাবন্-লিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। গোসলদেবী গোবিন্দের সম্মতিক্রমে বারাণসীতে লোলার্কের (সূর্যের) মন্দিরের নিকটবর্তী গটিরর নামক গ্রাম (জীয়মহুতালে অবস্থিত) ভাগভোগকর ও প্রবণিকর নামক দুইটী করের বিনিময়ে ইঁহাকে দান করিয়াছিলেন।—EI, v. 117.

অণবিল্ল—দক্ষিণভারতে ত্রিচিনপল্লী জেলার অন্তর্ভুক্ত ত্রিচিনপল্লী তালুকের একটী গ্রাম। এই গ্রামের সংস্কৃত ভাষায় নাম প্রেমাগ্রহার। স্থলপুরাণে ইহার নাম প্রেমপুরী। (প্রেম = তামিল 'অণবু'। সুন্দরচোলের ৪র্থ রাজ্যাঙ্কে তদীয় অণবিল-লিপিতে (EI, xv. 44ff) ইহাকে মললাডুর অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে। এই গ্রামে প্রেমপুরীশ্বর মন্দিরে ৩য় রাজেন্দ্র-চোলের ১২৪১ খ্রী° একটী লিপি (Govt. Epigra. Coll. for 1902, No. 596) এবং নিয়েশ্বর-মন্দিরে চোলরাজ রাজরাজ-দেবের রাজ্যকালীন ১২৩৫ খ্রী° একটী লিপি (Govt. Epigra. Coll. for 1902, 601) আছে।—EI, xv. 53, 56, 57, 69n., 70.

অণব্য—[অণু (সূক্ষ্ম ধান্য) + যৎ—ভব-নার্থে] ক্লী°, চীনা (panicum miliaceum) নামক সূক্ষ্ম ধান্যোৎপাদক ক্ষেত্র, সর্ষপাদি শস্যোৎপাদক ক্ষেত্র, সূনা জমী।

অণসীহ—চালুক্যরাজ কুমারপালের রাজত্ব-কালে সোনাণা নামক গ্রামের ঠাকুর (সম্ভবতঃ পুরোহিত); ১২২৮ বি-স° শ্রীনাড়ুলের কেল্হণ-(ইনি কুমারপালের সামন্ত) প্রদত্ত নাডলাই-লিপিতে ইঁহার উল্লেখ আছে। নাডলাই-এর এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী প্রাচীন মহাদেব-মন্দিরের নিকট এই লিপিটী আবিষ্কৃত হইয়াছে।—EI, xi. 48.

অণহিল—নড্ডুলের চাহমান নায়ক। চাহ-মান মহারাজ আল্হণদেবের নড্ডুলে (নড্ডুল) প্রাপ্ত ১২১৮ বি-স° উৎকীর্ণ দানপত্রে পাওয়া যায় যে, চাহমান-বংশে নড্ডুলে লক্ষ্মণ নামক ছিলেন। তাঁহার পুত্র সোহিয় (শোভিত),

তাঁহার পুত্র বলিরাজ, তাঁহার পিতৃব্য (কাকা) বিগ্রহপাল ; বিগ্রহপালের পুত্র মহেন্দ্র, মহেন্দ্রের পুত্র অণহিল ; অণহিলের পুত্র বালপ্রসাদ, তাঁহার পুত্র ক্ষেমরাজ ই° ।—JASB, ix. 30 ; I. Ins. 10.

অণহিলপাটক — নামান্তর অণহিল-পাটক, অণহিলবাটক, অণহিলপুর। ইহা বর্তমান পাটন নামক স্থান। অনেকগুলি দানপত্র এবং একটী শিলালেখে এই নামগুলি পাওয়া যায়। ১২৬১ বি-স° চালুক্যবংশীয় ২য় ভীমদেবের রাজ্যকালের দানপত্রে (IA, xviii. 112 ; I. Ins. 12), ২য় ভীম-দেবের কর্তৃক ১২৯৬ বি-স° দানপত্রে (IA, vi. 206) ও ১২৯৯ বি-স° ত্রি-(ভু-) ভুবনদেবের দানপত্রে (IA, vi. 208) অণহিলপাটক নাম পাওয়া যায়। ১২৮০ বি-স° জয়ন্তদেবের কর্তৃক দানপত্রে (IA, vi. 199) অণহিলপুর নাম পাওয়া যায়।

অণহিলবাড়—মধ্যযুগে গুজরাটের রাজ-ধানী। ৭৪৬ খ্রী° এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময় হইতে ১৪১২ খ্রী° পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬৬৬ বৎসর ইহা গুজরাটের রাজধানী-রূপে পরিগণিত ছিল। অহ্মদাবাদ হইতে ৩১॥০ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে সরস্বতী নদীতীরবর্তী বর্তমান পাটন নামক স্থান প্রাচীন অণহিল-বাড় [পাটন দ্র°]। অবশ্য রাজধানীরূপেই ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল ; ইহাকে অণহিল-বাড়-পাটনও বলা হইত। নামান্তর—অণহিল-বা অণহিল্ল-নগর, -পত্তন, -পাটক, -পাটন, -পুর, -বাটক। মুসলমান গ্রন্থকারগণ ইহাকে আন্হল, কান্হল, কাযুহল, নহরবাল, নহর্-রাড়, কাব্হল, মাব্হল প্রভৃতি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

চাপোৎকট বনরাজ ৮০২ বি-স° (৭৪৬ খ্রী°) অণহিলবাড় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশ চাপোৎকট বা চাবড়া-বংশ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাবড়া-বংশের অবসানে ১ম মূলরাজ চালুক্য বা চাহমান-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (৯৬১ খ্রী°)। চালুক্য-বংশের পতন হইলে অণহিলবাড়ের সিংহাসন ব্যাঘ্র-পল্লী বা বাঘেল-বংশের অধিকারে আসে (১২৪৩ খ্রী°)। বাঘেল-বংশের হস্ত হইতে দিল্লীসম্রাট 'অলাউদ্দীন খিলজী-কর্তৃক ইহা অধিকৃত হয় (১২৯৭ খ্রী°)। অতঃপর ১৪০৭ খ্রী° পর্যন্ত ইহা দিল্লীর সম্রাটের নিযুক্ত শাসনকর্তৃগণ-কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল। ইহারপর শেষ শাসনকর্তা জাফর খাঁ অণহিল-বাড়ের স্বাধীন সুলতান হন (১৪০৭-৮ খ্রী°)। জাফর খাঁর পুত্র ১ম অহ্মদ ১৪১২ খ্রী° সবরমতী নদীতীরে অহ্মদনগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া অণহিলবাড় হইতে তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

চাবড়া-বংশ—অণহিলবাড়ের প্রতিষ্ঠাতা বনরাজ গুজরাটের চাবড়া-বংশীয় অধিপতি জয়শেখরের পুত্র। মাতা—রূপসুন্দরী, ইনি জয়শেখরের সেনাধ্যক্ষ সুরপালের ভগিনী। জয়শেখরের রাজ্যকালে গুজরাটের রাজধানী ছিল 'পঞ্চাসর'। কল্যাণের (কান্যকুব্জের রাজধানী) সোলঙ্কি-বংশীয় অধিপতি ভুবড় পঞ্চাসর আক্রমণ করিলে সেই যুদ্ধে জয়শেখর নিহত হন। এই সময় রূপসুন্দরী গর্ভবতী ছিলেন। সুরপাল ভগিনীকে অরণ্যে পরি-ত্যাগপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং পরিশেষে পলায়ন করিয়া গিরনারের পর্বতীয় অরণ্যে আত্মগোপন করেন। গুজরাট কল্যাণরাজের অধিকারে আসে। রাণী রূপসুন্দরী অরণ্যে এক জন ভীল রমণীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ভীল রমণীর আশ্রয়ে ৬৯৬ খ্রী° (৭৫২ বি-স°) রাণীর পুত্র বনরাজের জন্ম হয়। ছয় বৎসর এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া রাণী পুত্রকে লইয়া জৈন সন্ন্যাসী শীলগুণ সূরির সহিত তাঁহার রাধনপুরের নিকট অবস্থিত মঠে আসেন। এই মঠেও রাণী কয়েক বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পুত্রের 'বনরাজ' নামকরণও এই স্থানে করা হয়। অতঃপর বনরাজ মাতুল সুরপালের অভিভাবকত্বে আসিয়া পড়েন। সুরপাল ইঁহাকে গিরনারে আপন আশ্রয়ে লইয়া যান। সুরপাল এখানে গুজরাট পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন, কিন্তু বনরাজের বয়ঃক্রম যখন মাত্র ১৪শ বৎসর তখন তাঁহার মৃত্যু হয়। যাহা হউক, বনরাজ ক্রমে শক্তিসঞ্চয় করিয়া গুজরাট আক্রমণ করেন এবং পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। রাজ্য উদ্ধার করিবার অব্যবহিত পরেই ইনি অণহিলবাড় নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর রূপসুন্দরী ও শীলগুণ সূরিকে রাজধানীতে আনয়ন করা হয়। রূপসুন্দরী ও বনরাজ উভয়েই শীলগুণ সূরির নিকট জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, বনরাজ যখন রাজধানীর উপযোগী স্থানের সন্ধান করিতেছিলেন, তখন অণহিল নামক জনৈক ছাগপালক এই স্থানের সন্ধান দেয়। এজন্য তাহারই নামানুসারে বনরাজ অণহিলবাড়ের নামকরণ করেন। বনরাজের রাজ্যকালেই অণহিলবাড় বিশেষ সমৃদ্ধ ও জন-বহুল হইতে থাকে। ইঁহার সময় হইতেই ইহা পাটন ও অণহিলবাড়-পাটন উভয় নামেই আখ্যাত হইত।[1] [বনরাজ দ্র°]

বনরাজ দীর্ঘ ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৮০৬ খ্রী° মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর তাঁহার পুত্র যোগরাজ অণহিলবাড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যোগরাজের রাজ্যকাল ৩৫ বৎসর। ৮০৭ খ্রী° সম্ভবতঃ ইনিই রাষ্ট্রকূট-নৃপতি ৩য় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হন এবং লাটদেশ (মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাট) ইঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গোবিন্দের অধিকারভুক্ত হয়। গোবিন্দ তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্রকে ঐ দেশের সামন্ত অধিপতি করেন। ইন্দ্রের বংশ রাঠোর-বংশের ২য় গুজরাট শাখা বলিয়া পরিচিত।[2] ৮৪১ খ্রী° যোগরাজের রাজ্যাবসান হয়। ইঁহার পরে আরও পাঁচ জন চাবড়া-নৃপতি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ

১ Prinsep's Useful Tables, appended to Thomas's edition of Prinsep's Essays, 158 ; Forbes : Ras Mala, 29 ; JBRAS, ix. 38.

২ IA, v. 145 ; xii. 157, 158 ; JBRAS, xviii. 255-6.

কিছু জানিতে পারা যায় না। চাবড়া-বংশের রাজ্যকাল মোট ১৯৬ বৎসর। চাবড়া-রাজগণ যথাক্রমে—

১। বনরাজ
২। যোগরাজ
৩। ক্ষেমরাজ (৮৪১—৬৬-৭ খ্রী°)
৪। ভূয়ড় (৮৬৭—৯৫ খ্রী°)
৫। বীরসিংহ (৮৯৫—৯২০ খ্রী°)
৬। রত্নাদিত্য (৯২০—৩৫ খ্রী°)
৭। সামন্তসিংহ ? (৯৩৫—৪২ খ্রী°)

চতুর্থ চাবড়া-নৃপতি ভূবড় দ্বারাবতী এবং পশ্চিমে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমুদয় ভূভাগ আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন।[৩]

শেষ চাবড়া-নৃপতি সামন্তসিংহের কোন পুত্র ছিল না। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভাগিনেয় মূলরাজ সিংহাসন অধিকার করেন। মূলরাজ কল্যাণের সোলঙ্কি বা চৌহান-বংশীয় ভুবনাদিত্যের পুত্র রাজ বা রাজির ঔরসে ও সামন্তসিংহের ভগিনী লীলাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪] মূলরাজের জন্মের সময় লীলাদেবীর মৃত্যু হয় এবং সামন্তসিংহ তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিয়া লালিত-পালিত ও শিক্ষিত করেন। কথিত আছে, মূলরাজ মাতুলকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন; কিন্তু পঃ বুহ্‌লার এরূপ কাহিনীর সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৫] [মূলরাজ দ্র°]

মতান্তরে চাবড়া-বংশের শেষ নৃপতির নাম ভোজদেব। মূলরাজ ভোজদেবের দৌহিত্র। মূলরাজের পিতা জয়সিংহ কল্যাণরাজের উত্তরাধিকারী পুত্র ছিলেন। ভোজদেবের পর ৯৮৭ বি-স° (৯৩১ খ্রী°) মূলরাজ অণহিলবাড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৬] অন্য মতে মূলরাজের রাজ্যকাল ৯৬১—৯৬ খ্রী° এবং তিনি ভূভটের পুত্র।[৭]

চাবড়া-বংশের রাজ্যকালে পার্সীরা গুজরাটে আগমন করিয়া বসবাস স্থাপন করে। ইহারা পারস্যদেশীয়। ক্রমবর্ধমান আরব-শক্তির নিকট ইহারা পরাজিত এবং ৬৪১ খ্রী° সম্পূর্ণরূপে হতবীর্য হইয়া স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হয়। রাজ্য ও গৃহহীন হইয়া ইহারা জাহাজে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ৬৯৭ খ্রী° ইহারা কাম্বে উপসাগরের নিকটবর্তী দিউ নামক দ্বীপে অবতরণ করে এবং তথায় ১৯ বৎসর অবস্থান করে। অতঃপর ইহারা বর্তমান থানা জেলার অন্তর্ভুক্ত সঞ্জান নামক স্থানে উপস্থিত হয়। এখানে ইহারা ক্রমে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্থানীয় ভাষা, কিছু কিছু হিন্দু আচার-ব্যবহার এবং হিন্দুর পরিচ্ছদ (বিশেষতঃ মেয়েদের) গ্রহণপূর্বক ভারতবাসীতে পরিণত হইয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিবার অধিকার পায়। চাবড়া নৃপতিগণ ইহাদিগকে ভারতবাসীতে পরিগণিত হইবার সুযোগ দিয়া যথেষ্ট ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা অণহিলবাড়ের নৃপতিগণের পক্ষে যুদ্ধ করিত। 'আলাউদ্দীন খিল্‌জির সেনাপতি অলফ্ খাঁর বিরুদ্ধে গুজরাটের পক্ষে ইহারা যুদ্ধ করিয়াছিল।[৮] [পার্সী দ্র°]

চালুক্য-বংশ—৯৪১-২ খ্রী° সম্ভবতঃ মূলরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মূলরাজ হইতে অণহিলবাড়ের চালুক্যবংশের সূচনা। চালুক্যবংশ মোট ৩০৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। চালুক্যরাজগণের বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই ১ম মূলরাজ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া পড়েন। প্রধানতঃ দুইটী শক্তির সহিত ইঁহাকে বিশেষভাবে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। উত্তর হইতে সম্ভর বা শাকম্ভরীর (বর্তমান আজমীড়ের) নাগোররাজ এবং দক্ষিণ হইতে তেলিঙ্গানার অধিপতি ইঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। উভয়ের সহিত যুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া ইনি আজমীড়রাজকে প্রচুর উপঢৌকনদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন এবং তেলিঙ্গানারাজের বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে পরাভূত করিলেন। এইভাবে বাহিরের আক্রমণ হইতে অণহিলবাড়কে রক্ষা করা হয়। মূলরাজ সুরাট, লাটদেশ ও কচ্ছরাজ্য (কচ্ছরাজ লাখাকে নিহত করিয়া)

চালুক্যবংশ তালিকা

- (১) ১ম মূলরাজ (৯৪১ খ্রী°)
  - (২) চামুণ্ডরাজ (৯৯৬ খ্রী°)
    - (৩) বল্লভরাজ (১০০৯ খ্রী°)
    - (৪) দুর্লভরাজ (১০০৯ খ্রী°)
    - নাগদেব
      - (৫) ১ম ভীমদেব (১০২২ খ্রী°)
        - ক্ষেমরাজ
          - ?
            - মহীপাল
              - (৯) অজয়পাল (১১৭২ খ্রী°)
                - (১০) ২য় মূলরাজ (১১৭৬-৭ খ্রী°)
              - (১১) ২য় ভীমদেব (১১৭৮ খ্রী°)
                - (১২) ত্রিভুবনপাল (১২৪২ খ্রী°)
            - কীর্তিপাল
            - (৮) কুমারপাল (১১৪৩ খ্রী°)
        - (৬) ১ম কর্ণদেব (১০৬৩ খ্রী°)
          - (৭) জয়সিংহ সিদ্ধরাজ (১০৯৩ খ্রী°)

৩ Bhandarkar : Rep. on search for Sans. Mss., 1883-4, 10, 150.

৪ Forbes : Ras Mala, i. 49.
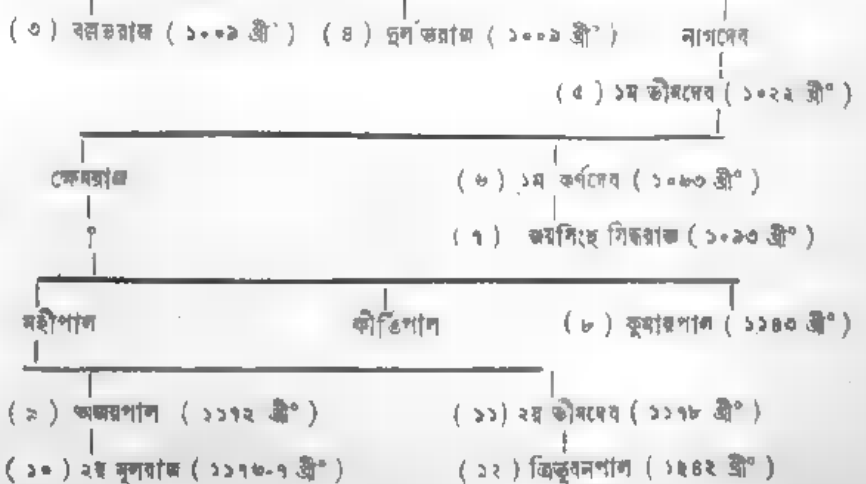
৫ IA. vi. 181, 183 (EI, x. 76, 77 এবং JRAS, 1909, 269-72 দ্র°) ।

৬ Crooke : Tod's Rajasthan, i. 116.

৭ BG, i. pt.-i, 156ff.

৮ Dosabhai : Hist. of Gujarat, 12ff.

জয় করিয়া আপন রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। রাজধানী সংগঠনকার্যেও ইনি বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন এবং রাজধানীতে কয়েকটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ৫৭ বৎসর ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর ইনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র চামুণ্ডকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন (৯৯৬ খ্রী°)।[৯] চামুণ্ড ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১০০৯ খ্রী° সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর তৎকর্তৃক জ্যেষ্ঠ পুত্র বল্লভরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মাত্র আট মাস রাজত্বের পর কোন কারণে চামুণ্ড ইঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় পুত্র দুর্লভকে সিংহাসনে বসান। দুর্লভ ১২ বৎসর রাজত্বের পর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ১ম ভীমদেবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন (১০২২ খ্রী°)। মূলরাজের ন্যায় দুর্লভও রাজধানীতে কয়েকটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দুর্লভরাজের কোন পুত্র ছিল না। দুর্লভরাজ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাগদেব মারবাড়রাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নাগদেবের মারবাড়-পত্নীর গর্ভে ভীমদেব জন্মগ্রহণ করেন। দুর্লভই ভীমদেবকে লালিত ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

গুজরাটের ইতিহাসে ১ম ভীমদেব এক জন অতি প্রসিদ্ধ নৃপতি। ভীমদেবের রাজ্যকাল বিশেষতঃ গজনীর সুলতান মহমুদ-কর্তৃক গুজরাট-আক্রমণ ও সোমনাথ-মন্দির লুণ্ঠনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১০২৪ খ্রী° (৪১৬ হি°) সোমনাথ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে মহমুদ ভারতে তাঁহার ১৬শ অভিযান করেন। সোমনাথের পথে তিনি অণহিলবাড়ে উপস্থিত হন। ভীমদেব প্রবল বিক্রমে তাঁহাকে বাধা দিলেন বটে, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া পলায়ন করিলেন। তিনি কচ্ছরাজ্যের অন্তর্গত কন্থকোটে গণ্ডবী দুর্গে (বর্তমান কাটিয়াবাড়ের অন্তর্ভুক্ত গণ্ডবী নামক স্থানে) আশ্রয় গ্রহণ করেন। অণহিলবাড় হইতে এই দুর্গ ৩৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অণহিলবাড় মহমুদের হস্তগত হয়। অতঃপর মহমুদ সোমনাথের পথে অগ্রসর হন। পর বৎসর (১০২৫ খ্রী°) জানুয়ারী মাসে তিনি সোমনাথে উপস্থিত হইলেন এবং সহসা সোমনাথ-মন্দির আক্রমণ করিলেন। হিন্দুরা প্রাণপণ করিয়া অমিতবিক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল এবং প্রায় ৫০০০ হিন্দু তাহাতে আত্মাহুতি দিল। কিন্তু মহমুদ সেই প্রচণ্ড বাধা অতিক্রম করিয়াও সোমনাথ অধিকার করিলেন। সোমনাথ প্রস্তরশিল্পের একটী বিরাট্ নিদর্শন; উহার স্থাপত্য ও তক্ষণশিল্পের বৈশিষ্ট্যের এবং অপরিমেয় ধনরত্নের জন্য উহা ভারতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মহমুদ অকুণ্ঠিতভাবে এই সকল শিল্পনিদর্শন বিনষ্ট ও বিগ্রহ কলুষিত করিয়া এবং সমুদয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া গজনার পথে অগ্রসর হইলেন। [সোমনাথ দ্র°] যাইবার সময় তিনি মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠ-নির্মিত মূল্যবান্ দ্বারগুলিও লইয়া গিয়াছিলেন। গণ্ডবী দুর্গ সুগভীর পরিখা-দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বহু আয়াসে তিনি ঐ পরিখা অতিক্রম করিয়া দুর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দুর্গ অধিকার করিবার পূর্বেই ভীমদেব পলায়ন করেন। কয়েক মাস এই দুর্গে অতিবাহিত করিয়া মহমুদ স্বদেশের পথে অগ্রসর হন।[১০] [মহমুদ দ্র°]

অণহিলবাড় অধিকার করিয়া মহমুদ দুই জন দাবসলীম নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদিগের হস্তে উহার শাসনভার অর্পণ করেন। এই দুই জন দাবসলীমের এক জন সম্ভবতঃ ভীমদেবের জ্যেষ্ঠতাত দুর্লভ এবং আর এক জন দুর্লভের পুত্র (?)।[১১]

মহমুদের প্রত্যাগমনের পর ভীমদেব সিংহাসনে পুনরারোহণ করেন। কোন বর্ষে যে তিনি সিংহাসনে পুনরারোহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে ১০৩২ খ্রী° দেলবাড়ের যুগাদিনাথ-মন্দিরের বিমল শা'র প্রশস্তি-অনুসারে জানা যায়, ঐ বর্ষের পূর্বেই তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণের পর তাঁহাকে আরও দু'একবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অজমীঢ়রাজ বিশলদেবের সহিত তাঁহার একবার মনোমালিন্য ঘটে। ফলে বিশলদেব গুজরাট আক্রমণ করেন, কিন্তু পরিশেষে সুবিধা না বুঝিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধি-অনুসারে যুদ্ধস্থানে বিশল-কর্তৃক বিশলনগর নামক নগর স্থাপিত হয়। অতঃপর ভীমদেব সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং উহাকে আপনার বশ্যতা স্বীকার করাইতে সমর্থ হন। ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেমরাজ কোনও কারণে রাজ্যভার গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় এক জন কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণদেবকে সিংহাসন প্রদান করেন (১০৬৩ খ্রী°)। [ভীমদেব দ্র°]

কর্ণদেবের রাজ্যকালে কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই। একমনা তিনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংগঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১০৯৩ খ্রী° কর্ণদেবের মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র জয়সিংহ সিদ্ধরাজ শিশুমাত্র। এই জন্য সিদ্ধরাজের মাতা মৈনাল দেবী পুত্রের নামে রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত মৈনাল দেবী মন্ত্রিবর্গের সহায়তায় দক্ষতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ সাবালক হইয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে অণহিলবাড়ের সোলঙ্কি-বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি হইতে সমর্থ হন। সিদ্ধরাজের রাজ্যকাল তাঁহার পিতার ন্যায় শান্তিপূর্ণ ছিল না। তাঁহার রাজ্যকালে মালবের অধিপতি গুজরাট আক্রমণ করেন।

৯ অন্যত্র মূলরাজ চৌহান নরপতি ২য় বিগ্রহরাজ-কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। বিগ্রহরাজ ৯৭৩ খ্রী° জীবিত ছিলেন।—JRAS, 1913, 266, 267, 269.

১০ EHI, i. 98; ii. 468; iv. 180; IA, vi. 185-6; Bayley: Hist. of Gujarat, 28; TN, 86; Dosabhai: Hist. of Gujarat, 12ff.

১১ BC, i. pt.-i, 168; BF, i. 76; Bayley: Muhammedan Dynasties of Gujarat. 32ff.

অর্ণোরাজের ভারপ্রাপ্ত সচিব সিদ্ধরাজের অনুমতি না লইয়াই মালবরাজকে অর্থোপঢৌকন দিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি শক্তিসঞ্চয় করিয়া মালবের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মালবের বহু সর্দারকে পরাজিত করিয়া তিনি ধারার অধিপতি যশোবর্মনকে বন্দী করেন। মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ-চিন্তামণি'তে দেখা যায়, এই যশোবর্মনের পিতামহ প্রসিদ্ধ নৃপতি ভোজদেব সিদ্ধরাজের পিতামহ ভীমদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইহা অবশ্য ভীমদেবের রাজ্যারোহণের আরম্ভকালের ঘটনা। ফিরিবার পথেও সিদ্ধরাজ কয়েকটি দুর্গ হইতে স্থানীয় সর্দারদিগকে বিতাড়িত করিয়া দুর্গগুলি অধিকার করেন। এইরূপে তিনি মালব অধিকার করিতে সমর্থ হন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই তিনি জুনাগড় আক্রমণ করেন। সুন্দরী রাণীকদেবীকে লইয়া জুনাগড়রাজের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। রাণীকদেবীকে তিনি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জুনাগড়রাজ রাও খেঙ্গার তাঁহাকে বিবাহ করায় সিদ্ধরাজ ক্রুদ্ধ হন। রাও খেঙ্গার প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং রাণীকদেবীও পতির অনুগমন করিয়া সতী হইলেন।

১১৪৩ খ্রী° সিদ্ধরাজের মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যকাল প্রায় ৫০ বৎসর। তাঁহার রাজ্যকালেই অণহিলবাড়ের চালুক্যরাজ্য সুদূরবিস্তৃত হয়। এক দিকে আবু হইতে বাঙ্গোরের নিকট পর্যন্ত এবং কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও মালব এক রাজ্যপাশে বদ্ধ হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যেও তাঁহার রাজ্য সুদূরপ্রসারিত হয়। সিংহল প্রভৃতি দূর দেশ হইতে তাঁহার সভায় রাজদূত আগমন করিত; ২২ জন নৃপতি তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। জনহিতকর কার্যে ও শাসনকার্যে উভয়তঃই তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব এরূপ ছিল যে, এখনও গুজরাটের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হইয়া থাকে। [জয়সিংহ সিদ্ধরাজ দ্র°]

সিদ্ধরাজের কোন পুত্র ছিল না, এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিশেষ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অনতিকালমধ্যেই কুমারপাল সিংহাসনারোহণ করেন (১১৪৩ খ্রী°)। এই কুমারপাল সিদ্ধরাজের জ্যেষ্ঠতাত ক্ষেমরাজের এক পুত্রের কনিষ্ঠ পুত্র। কুমারপালকে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে রাজ্যারোহণ করিতে হইয়াছিল, এজন্য রাজ্যসংগঠন ও শাসন-সংগঠন কার্যেই তাঁহাকে প্রথমে মনোযোগ দিতে হয়। তাঁহার রাজ্যকালে মালবরাজ ও নাগোর-(অজমীঢ়-) রাজ অর্ণোরাজ গুজরাট আক্রমণ করেন। তিনি দুই জন সেনাপতিকে মালবরাজের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া স্বয়ং অর্ণোরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অর্ণোরাজ পরাজিত হইলেন এবং কুমারপালের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন (১১৫১ খ্রী°)। অতঃপর কুমারপাল মালবরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকেও পরাজিত করেন। এই বর্ষেই কোঙ্কনরাজ্যে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং কোঙ্কনরাজ্যও তাঁহার পদানত হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যেও কুমারপাল এক জন উপযুক্ত শাসনকর্তা ছিলেন। প্রসিদ্ধ জৈন-পণ্ডিত হেমচন্দ্র তাঁহারই সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহমুদ-কর্তৃক বিনষ্ট সোমনাথ মন্দির তিনি পুনর্গঠন এবং আরও কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। [কুমারপাল দ্র°]

২৯ বৎসর রাজত্বের পর ১১৭২ খ্রী° কুমারপালের মৃত্যু হয়। সিদ্ধরাজের ন্যায় কুমারপালেরও কোন পুত্র ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহীপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজয়পালের রাজ্যকাল অল্পকালস্থায়ী। তিনি বিশেষ জৈন-বিদ্বেষী ও অত্যাচারী নৃপতি বলিয়া খ্যাত। কুমারপাল জৈনধর্মী ছিলেন বটে, কিন্তু অজয়পাল গোঁড়া শৈব ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে রাজ্যের জৈনদের মধ্যে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার নানাবিধ ষড়্‌যন্ত্র হইতে থাকে। পরিশেষে তিনি আপন দ্বারপালকের হস্তে নিহত হন (১১৭৬-৭ খ্রী°)।

অজয়পালের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র ২য় মূলরাজ (বাল মূলরাজ) সিংহাসন লাভ করেন। অজয়পালের সময় হইতে তাঁহার অপরিণামদর্শিতার জন্যই চালুক্যবংশ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তিনি মেবাড়াধিপতি রাণা সামন্তসিংহের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন এবং কোনক্রমে পরমারনৃপতি ধারাবর্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রহ্লাদনের সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। [অজয়পাল দ্র°] অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃরাজ্য লাভ করিয়া মূলরাজের রাজ্যকাল আরম্ভ হয়। ২য় মূলরাজের রাজ্যকালে গজনীর শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর বাহিনী মুইজ্জুদ্দীনের অধিনায়কত্বে প্রথমবার গুজরাট আক্রমণ করেন (১১৭৮ খ্রী°)। মূলরাজের খুল্লতাত ২য় ভীমদেব প্রবলবিক্রমে তাঁহার আক্রমণে বাধা দিলেন। এই অসীমসাহসী যুবকের হস্তে মুইজ্জুদ্দীন পরাজিত হইয়া মরুপথে পলায়ন করিলেন। মরুভূমির মধ্য দিয়া পলায়ন করিবার সময় তাঁহাকে ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। [মুহম্মদ ঘোরী দ্র°]

১১৭৮ খ্রী°-তেই মূলরাজের মৃত্যু হয় এবং ভীমদেব বা ভীম ভোলো সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পর হইতেই তাঁহাকে ক্রমাগত যুদ্ধকার্যে লিপ্ত থাকিতে হয়। এই সমুদয় যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কয়েকটি তাঁহার দুর্গতির জন্য সূচিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিক্রম ও দক্ষতার গুণে এগুলি দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে নিজকে এবং প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্যগুলিকে অনেকাংশে দুর্বল হইয়া পড়িতে হয়। প্রতিবেশী শক্তিগুলির সহিত মিলিত হইতে পারিলে তিনি যে কোন মুসলমান বহিঃশত্রুকে যে প্রতিহত করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকায় তাহা অসম্ভব হইয়া

পক্ষে। ভীমদেব সর্বাপেক্ষা ভুল করিয়াছিলেন 'অবু আক্রমণ করিয়া এবং তাহার ফলে অজমীঢ়ের চৌহানরাজ সোমেশ্বরের পুত্র অমিতবিক্রম পৃথ্বীরাজকে প্রধান শত্রু করিয়া তুলিয়া। 'অবুর পরমারনৃপতি জৈৎসিংহের কন্যা সুন্দরী ইছানীকুমারীকে ভীমদেব বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইছানীকুমারী পৃথ্বীরাজের বাগ্‌দত্তা থাকায় এবং বিশেষতঃ ভীমসিংহ জৈন হওয়ায় জৈৎসিংহ তাহাতে অসম্মত হন। ফলে ভীমসিংহ 'অবু আক্রমণ করেন। অপরপক্ষে পৃথ্বীরাজ আসিয়া যোগ দেন। অবশ্য এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং ভীমদেব বিজয়লাভ করিয়া অর্বুদ-শিখরের দুর্গ অধিকার করেন (প্রায় ১১৯০ খ্রী°), কিন্তু এই সময় ভীমদেব অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক এই সময়েই আবার মুহম্মদ ঘোরী ভারতাভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই অবস্থায় অযথা শক্তিক্ষয় না করিয়া স্বরাজ্যে আগমন-পূর্বক শক্তিসঞ্চয় করিবার এবং অন্যান্য হিন্দু শক্তির সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এবার তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। পৃথ্বীরাজ ইহার পরে মুহম্মদ ঘোরীকেও বাধা দিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভীমদেব কিন্তু প্রতিহিংসার ভাব পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনতি-কাল পরে সাত জন জ্ঞাতিভ্রাতার হত্যা-ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া তিনি পুনরায় অজমীঢ় আক্রমণ করেন। অজমীঢ়রাজ সোমেশ্বর পুত্র পৃথ্বীরাজকে দিল্লীতে রাখিয়া স্বয়ং সেনাবাহিনী পরিচালন করিয়া ভীমদেবকে প্রতিরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে সোমেশ্বর পরাজিত ও নিহত হন এবং ভীমদেব বিজয়োল্লাসে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। পৃথ্বীরাজ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিপুল বাহিনী লইয়া গুজরাট আক্রমণ করিলেন। ভীমদেব অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত হন এবং তাঁহার শক্তি ও বিক্রমের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। পৃথ্বীরাজও অবশ্য ইহাতে বিশেষ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ইহার ফলেই অব্যবহিত পরে ১১৯৩ খ্রী° সরস্বতী নদীতীরে মুহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। [পৃথ্বীরাজ দ্র°] পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজয়ের পর ভীমদেব কোনরূপে অণহিলবাড়ের সিংহাসনে টিঁকিয়া রহিলেন। অতঃপর অণহিলবাড়ের সিংহাসন লইয়া ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং ভীমদেবকেও বহু আক্রমণাদি ও অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। মেরুতুঙ্গের বর্ণনায় দেখা যায়, মালবরাজের সুভটবর্মা একবার গুজরাট আক্রমণ করেন এবং তাঁহার পুত্র অর্জুনদেব গুর্জরদেশ বিধ্বস্ত করেন। জয়ন্ত-সিংহের অণহিলবাড়ের ১২৮০ বি-স° একটী প্রশস্তিতে দেখা যায়, কিছুকাল জয়ন্ত অণহিলবাড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে ভীমদেব রাজ্যের অনেক অংশ বাঘেলগণের নিকট হারাইয়াছিলেন।[১২] ১১৯৫ খ্রী° (৫৯১ হি°) মুহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি কুতবুদ্দীন অজমীঢ়ে পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা হমীরকে দমন করিয়া অণহিলবাড় আক্রমণ করেন এবং ভীমদেবের সেনাধ্যক্ষকে পরাজিত করিয়া ও রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া হান্সীর পথে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৩] ১২৪২-৩ খ্রী° ভীমদেবের মৃত্যু হয়[১৪] এবং তাঁহার পুত্র ত্রিভুবনপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। [২য় ভীমদেব দ্র°] ত্রিভুবনপাল অতি সামান্যকাল রাজত্ব করিতে পারিয়া-ছিলেন এবং তিনিই এই বংশের শেষ নৃপতি। ১২৪৩-৪ খ্রী° মধ্যেই সোলঙ্কি-বংশের অবসান হয় এবং বাঘেল-বংশের অভ্যুত্থান হয়।

বাঘেল-বংশ—ভীমদেবের পর তাঁহার পুত্র ত্রিভুবনপাল সিংহাসনারোহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ভীমদেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাঘেলগণ অণহিলবাড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রিভুবনপাল নামমাত্র কিছুকালের জন্য সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। বাঘেল-নৃপতিগণ সোলঙ্কি-বংশেরই অন্তর্ভুক্ত এবং এই বংশকে সোলঙ্কি-বংশের দ্বিতীয় শাখা বা পর্যায়ও বলা যাইতে পারে। সোলঙ্কি- বা চালুক্য-বংশের রাজ্যকালে বাঘেলগণ গুজ-রাটের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামন্ত ছিলেন। ইঁহারা 'ব্যাঘ্রপল্লী' নামেও পরিচিত। বাঘেল-গণের উৎপত্তি লবণপ্রসাদ হইতে। এই লবণপ্রসাদ ২য় ভীমদেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার মাতামহী কুমারপালের মাতার ভগিনী —এই হিসাবে ভীমদেবের সহিত ইঁহার আত্মীয়তা ছিল। ভীমদেব ইঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বাঘেল উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু ভীমদেবের শক্তিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার সহিত ভীমদেবের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই মনোমালিন্যের ফলে লবণপ্রসাদ বিদ্রোহী হন এবং ধবলগড় বা ঢোলকা ও ধণ্ডুকা নামক দুইটী স্থান এবং সাবর ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ অধিকার করেন। ঢোলকা নগরে ইঁহার মুখ্যনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার পুত্র বীরধবল কাম্বে ও গোধ্রা অধিকার করিয়া রাজ্যায়তন বাড়াইয়া তোলেন। বীরধবল আপনাকে 'মহামণ্ডলেশ্বর', 'রাণা' প্রভৃতি নামে অভি-হিত করিতেন। তাঁহার সময় বাঘেলরাজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, অণহিলবাড়ের সিংহাসনে আরোহণ না করিলেও এক প্রকার তাঁহাকেই প্রথম বাঘেল নৃপতি বলা হইয়া থাকে। ১২৪২ খ্রী° তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বিশলদেব বা বিশমল্ল ঢোলকার গদীতে আরোহণ করেন।[১৫] ১২৪৩ খ্রী° (১৩০০

১২ IA, vi. 194ff; xi. 71; Asiatic Researches, xvi. 288, 289, 299-301, no. xvi; Forbes: Ras Mala, i. 65; Bayley: Hist of Gujarat, 34.

১৩ EI, i. 22; TN, 519n.

১৪ কাহারও কাহারও মতে ভীমদেব ১২১৫ খ্রী° যুদ্ধমুখে পতিত হন, কাহারও মতে ১২৪২-৩ খ্রী° এবং কাহারও মতে ১২৪৪ খ্রী°।—Bayley: Hist. of Gujarat; Mahipatram: Short Vernacular Hist. of Gujarat; Forbes: Ras Mala.

১৫ IA, xi. 98-108.

বি-সং) বিশলদেব অণহিলবাড় আক্রমণ করেন এবং ত্রিভুবনপালকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঐ সিংহাসনে আপনি অধিষ্ঠিত হন। এই জন্য ইনি অণহিলবাড়ের বাঘেল-রাজগণের প্রথম নৃপতিরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বাঘেল নৃপতিগণের মধ্যেও ইনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নৃপতি। সিংহাসনারোহণের পর ইনি 'রাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি দেবগিরির ২য় সিঙ্ঘণ, মালবরাজ পূর্ণমল্ল ও মেবাড়াধিপতি গুহিল তেজসিংহকে পরাভূত করিয়াছিলেন ও কর্ণাটের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।[১৬] শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্যও ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রাজত্বকালে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; কিন্তু ইনি সর্বপ্রযত্নে উহার প্রতীকারের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিশল-নগরের প্রাচীরের এবং দাভোই দুর্গের ইনি সংস্কার সাধন করেন।

বিশলদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্জুনদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৬২ খ্রী°); ১২৬৪ খ্রী° প্রদত্ত একটী লিপিতে ইঁহার পরিচয় আছে।[১৭] ইঁহার হোর্মুজ-_ণ ও খোজা ইব্রাহিম নাখোদা নামক দুই জন মুসলমান কর্মচারী ছিলেন। এই কর্মচারিনিয়োগের কোন কারণ জানা যায় না। ১২৭৪ খ্রী° অর্জুনদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সারঙ্গদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সারঙ্গদেবের পর ২য় কর্ণদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১২৯৬ খ্রী°)। কর্ণদেব মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই অণহিলবাড়ের শেষ হিন্দু নৃপতি। অতঃপর অণহিলবাড় মুসলমান-অধিকারে আসে। বাঘেল-বংশ:—

বাঘেল লবণপ্রসাদ
- বিশলদেব (১২৪৩)
- ?
  - অর্জুনদেব (১২৬১)
    - সারঙ্গদেব (১২৭৪)
      - ২য় কর্ণদেব (১২৯৬)

বাঘেলগণ মোট ৫৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তবে ডক্টর ভাণ্ডারকর ও অধ্যাপক কাথবতের আবিষ্কৃত একটী গ্রন্থ হইতে পণ্ডিত বুহ্‌লার যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের রাজত্বকাল প্রায় ৫৫ বৎসর। এই গ্রন্থে বিশলদেবের রাজত্বকাল ১৮ বৎসর, ৭ মাস, ১১ দিন; অর্জুনদেবের রাজত্বকাল ১৩ বৎসর, ৭ মাস, ২৬ দিন এবং সারঙ্গদেবের রাজত্বকাল ২১ বৎসর, ৮ মাস, ৮ দিন।[১৮]

মুসলমান - শাসনে অণহিলবাড় — শেষ বাঘেল নৃপতি ২য় কর্ণদেবের হস্ত হইতে দিল্লীর সুলতান 'অলাউদ্দীন খিল্‌জী ১২৯৭ খ্রী° অণহিলবাড় রাজ্য অধিকার করেন। অতঃপর দিল্লীসম্রাট্-কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা-দ্বারা গুজরাট শাসিত হইতে থাকে। প্রথমে অলফ্ খাঁ শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। অলফ্ খাঁ প্রায় ২০ বৎসর যোগ্যতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি ভ্রমবশতঃ ষড়্‌যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আদিষ্ট হন এবং দিল্লীতে উপস্থিত হইলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার অব্যবহিত পরে সম্রাটের মৃত্যু হয় (১৩১৬ খ্রী°)। সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। খিজির খাঁ উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সরাইয়া মন্ত্রী মলিক কাফুর বালক শহাবুদ্দীন উমর খিল্‌জীকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ইহাতে দিল্লী-সভার অন্যান্য পারিষদ্‌গণ অসন্তুষ্ট হইয়া মলিক কাফুরকে নিহত করিলেন এবং 'অলাউদ্দীনের অন্যতম কনিষ্ঠ পুত্র কুতবুদ্দীন মুবারক শাহ্‌কে সিংহাসনে বসাইলেন।

এদিকে শাসনকর্তার অনুপস্থিতিতে গুজরাটে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল। ইহার ফলে গুজরাটের প্রত্যেক স্থানেই বিদ্রোহের প্রকাশ পায়। সুলতান কুতবুদ্দীন বাধ্য হইয়া মলিক কমালুদ্দীনকে একটী বাহিনী দিয়া গুজরাটে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি নিহত হন। তখন তাঁহার স্থলে 'অইনুল্-মুল্‌ক মুলতানীকে প্রেরণ করা হয়। অইনুল্-মুল্‌ক এই বিদ্রোহ দমন করিতে কৃতকার্য হন এবং পুনরায় গুজরাট দিল্লী-সম্রাটের আয়ত্তে আনেন (১৩০৮ খ্রী°)। অতঃপর সুলতান তাঁহার শ্বশুর মলিক-দিনারকে 'জাফর খাঁ' উপাধি দিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন; জাফর খাঁ মাত্র চারি মাস শাসনকর্তা ছিলেন এবং এই চারি মাস তিনি বিশেষ সুশাসন ও রাজানুগত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও অলফ্ খাঁর ন্যায় ষড়্‌যন্ত্রে অভিযুক্ত হন এবং তাঁহাকেও দিল্লীতে ফিরাইয়া আনিয়া হত্যা করা হয়। তদনন্তর সুলতানের মন্ত্রী খস্‌রু খাঁর ভ্রাতা হিসামুদ্দীনকে শাসনকর্তা করিয়া পাঠান হইল। খসরু খাঁ ও হিসামুদ্দীন উভয়েই পরমার রাজপুতবংশীয়, তাঁহারা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া দিল্লীসভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। হিসামুদ্দীন হিন্দু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সুবিধা লইয়া তিনি হিন্দু সামন্তগণের সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু এই ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে দিল্লীতে ফিরাইয়া আনা হয়। তাঁহার স্থলে মলিক বজি-উদ্দীন খোরেশী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। খোরেশী সুচারুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া রাজানুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ 'তাজ-উল্-মুল্‌ক' উপাধি লাভ করেন।

খোরেশীর পর খস্‌রু খাঁ শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই পদ লাভ করিয়া খসরু খাঁ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হইলেন এবং সুলতানকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন (১৩২০ খ্রী°)। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় তিনি নাসিরুদ্দীন উপাধি

১৬ EI, i. 20 (১৩১১ বি-সং প্রদত্ত বিশলদেবের লিপি); IA, vi. 191, 212ff (১৩১৭ বি-সং প্রদত্ত বিশলদেবের লিপি); xxi. 276-7; Bhandarkar: Rep. on search for Sans. Mss., 1883-4, 12; Mahipatram: Hist. of Gujarat, 19.

১৭ IA, xi. 98-108.

১৮ IA, xviii. 84.

গ্রহণ করেন। পুনরায় গাজীবেগ তোগলক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নাসিরুদ্দীনকে বন্দী করিলেন এবং আপনি গিয়াসুদ্দীন তোগলক শাহ্ নাম পরিগ্রহ করিয়া দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২১ খ্রী°)।

দিল্লী সিংহাসন লইয়া এই দ্রুত-পরিবর্তনের অবকাশে গুজরাটে পুনরায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। গিয়াসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাজ্-উল্-মুল্‌ককে গুজরাটের শাসনকর্তারূপে অণহিলবাড়ে প্রেরণ করিলেন কিন্তু রাজ্যারোহণের চতুর্থ বর্ষে সুলতানের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র মুহম্মদ তোগলক সিংহাসনারোহণ করিয়া (১৩২৫ খ্রী°) তাজ্-উল্-মুল্‌ককে সরাইয়া দেন এবং সেই স্থানে মলিক মুকবিলকে 'খাঁ জহান' নাম দিয়া নিযুক্ত করেন। খাঁ জহান যখন বরোদা ও দাভোই-এর পথে দিল্লীতে আগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি এক জন মুগল সর্দার-কর্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়া অণহিলবাড়ে পলায়ন করিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধগ্রহণার্থ সুলতান গুজরাট অভিমুখে অভিযান করেন। গুজরাটে তিনি দুই বৎসর ছিলেন এবং এই দুই বৎসরই তাঁহাকে যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

১৩৫১ খ্রী° মুহম্মদ তোগলকের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ শাহ্ দিল্লীর সুলতান হন। ১৩৬১ খ্রী° ফিরোজ শাহ্ গুজরাটে আগমন করেন এবং কোন কারণে অণহিলবাড়ের শাসন-পরিষদের অন্যতম কর্মচারী নিজাম-উল্ মুল্‌কের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্থানে জাফর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। এই জাফর খাঁ ১৩৭১ খ্রী° মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শমস্‌উদ্দীন দমঘানী পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। অনতিকাল পরে শমস্‌উদ্দীন প্রচুর নজর (royalty) দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে ফিরোজ শাহ্ তাঁহাকে শাসনকর্তার পদে উন্নীত করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও নিহত করা হয়। অতঃপর মলিক মুজ.ফর নামক এক ব্যক্তি 'রাস্তি খাঁ' উপাধি লাভ করিয়া শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৩৮৭ খ্রী°)। রাস্তি খাঁর অত্যাচার-জনিত শাসনকার্য সুলতানের অসন্তোষের উদ্রেক করে। তখন সুলতান জাফর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে 'আজিম হুমায়ুন নাম দিয়া রাস্তি খাঁকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। 'আজিম হুমায়ুন অণহিলবাড়ে উপস্থিত হইয়া রাস্তি খাঁর নিকট সুলতানের আদেশ উপস্থাপিত করিলেন। এই আদেশ অমান্য করায় কম্ব্ নামক গ্রামের নিকট রাস্তির সহিত 'আজিম হুমায়ুনের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে রাস্তি পরাস্ত ও নিহত হন (১৩৯১ খ্রী°)। যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ 'আজিম হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্রের নাম 'জিৎপুর' রাখিলেন। অতঃপর তিনি অণহিলবাড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া শাসনভার গ্রহণ করেন।*

কিছুকাল অণহিলবাড়ে অবস্থান করিয়া ১৩৯৩ খ্রী° জাফর খাঁ এক বিরাট যুদ্ধাভিযান করেন। এই অভিযানের ফলে ইদরের রাঠোররাজ, বুর্হানপুরের আদিল খাঁ অসিরী ও জুনাগড়ের রা'ওরাজ (১৩৯৪ খ্রী°) তাঁহার বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি সোমনাথের পথে অগ্রসর হইয়া হিন্দু মন্দির-সমূহ বিনষ্ট করেন এবং তথায় মুসলমান-ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আপন প্রভাব বিস্তার করেন। ইহার পর ১৩৯৭ খ্রী° তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতিমধ্যে দিল্লী-দরবারে এক ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। প্রধানতঃ সিংহাসন লইয়া যথাক্রমে সম্রাট্‌গণ আপনাদের শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাঙলা, অযোধ্যা ও অন্যান্য স্থান হইতে বিদ্রোহে এবং সর্বাধিক ১৪০০ খ্রী° তৈমুরের আবির্ভাবে সুলতানের শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তৈমুরের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে জাফর খাঁর পুত্র এবং পাণিপথের শাসনকর্তা তাতার খাঁ ইকবাল খাঁর নিকট পরাস্ত হইয়া পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দুরবস্থা দেখিয়া তিনি প্রথম পিতাকে দিল্লী আক্রমণ করিয়া ইকবাল খাঁকে পদচ্যুত করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। জাফর খাঁ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তাতার খাঁ পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং আপনাকে মুহম্মদ শাহ্ নামে গুজরাটের নৃপতি ঘোষণা করিয়া দিল্লী অভিমুখে অভিযান করেন, কিন্তু পথে তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ গুজরাটে আনয়ন করিয়া যথাবিহিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক সমাধিস্থ করা হইল। এই ব্যাপারে জাফর খাঁ বিচলিত হইলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি পুত্রের অসমাপ্ত অভিযানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন এবং ঐ বাহিনী গুজরাটে ফিরাইয়া আনিয়া আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৪০৭-৮ খ্রী°)। স্বাধীন নৃপতি হইয়া তিনি মুজ.ফর খাঁ নাম গ্রহণ করেন এবং আপনার রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র মুদ্রার প্রচলন করেন। দিল্লীর বিশৃঙ্খলা অপরিবর্তিত রহিল এবং এইভাবে গুজরাটে স্বাধীন মুসলমান-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। [জাফর খাঁ দ্র°]

মুজ.ফর খাঁর (জাফর খাঁর) পরে তাঁহার পুত্র ১ম অহ্‌মদ শাহ্ অণহিলবাড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪১০ খ্রী°)। কিছুকাল অণহিলবাড়ে রাজত্ব করিবার পর ১৪১২ খ্রী° তিনি রাজধানী অহ্‌মদনগরে স্থানান্তরিত করিলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় অণহিলবাড়ের গুরুত্বের এইখানে পরিসমাপ্তি ঘটিল।

হিন্দুরাজত্বে অণহিলবাড়—অণহিলবাড়ের হিন্দু নৃপতিদের শাসনাধীন গুজরাটের, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে সৌরাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সে যুগে

* জাফর খাঁ বা 'আজিম হুমায়ুন পূর্বে এক জন রাজপুত হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পিতা সাহারান ও খুল্লতাত সাধু ঘটনাচক্রে সুলতানের সুনজরে আসেন। সুলতান তাঁহাদের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহারাও ১৩৫১ খ্রী° ইসলামধর্ম গ্রহণান্তে যথাক্রমে ৱজি-উল্-মুল্‌ক ও শমসের খাঁ নাম লইয়া সুলতানের সভায় উচ্চ সম্মান লাভ করেন।

গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র ক্রমশঃ সমৃদ্ধি ও গৌরবের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কেহ কেহ অণহিলবাড়কে ইউরোপের ভেনিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১৯] ভারতের ইহা সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ও নগর ছিল, এমন কি মহ্‌মুদের আক্রমণে ও লুণ্ঠনে এবং অন্যান্য যুদ্ধাদি-ব্যাপারে ইহার যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাও পূরণ হইয়াছিল। এখানকার ধর্মগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ও জৈন ধর্মই প্রধান ছিল। সিদ্ধরাজ জয়সিংহ ও কুমারপাল উভয়েই বৌদ্ধ ও জৈনগণের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক ছিলেন। কুমারপাল জৈনধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেমাচার্য তাঁহার গুরু। কুমারপালের পরে অজয়পালের রাজ্যকালে অবশ্য অজয়পাল-কর্তৃক জৈনধর্মের উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বেশী দিন টিঁকিতে পারে নাই। অনেকের মতে, সিদ্ধরাজ জৈন ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নয়।[২০] সিদ্ধরাজের সভায় ভৌগোলিক ইদ্‌-ইদ্রিসি আগমন করিয়াছিলেন, এবং তিনি সিদ্ধরাজকে বৌদ্ধগণের অনুরক্ত বলিয়াছেন।

সিদ্ধরাজ অণহিলবাড়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ নৃপতি। ইঁহার রাজ্যকালে ২২টী রাষ্ট্র ইঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। কর্ণাট হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ইঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ২য় ভীমদেব পৃথ্বীরাজের সহিত বৈরিতা অবলম্বন করিয়া রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি করেন।

চাষীদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাকে 'ভাগবটৈ' বলা হইত। এই ব্যবস্থায় দ্বারা রাজসরকার-কর্তৃক নিযুক্ত গ্রাম্য কর্মচারিগণ ('মন্ত্রি'গণ) বা জমিদারগণ উৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশ রাজসরকারে প্রেরণ করিতেন। ভূমিরাজস্ব ব্যতীত নাগরিক ও চালানী করেরও ব্যবস্থা ছিল। চালানী করকে 'বেরা' বলা হইত। তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে করগ্রহণের বিধি ছিল। গ্রাম্য মোড়লগণ এখনকার মতই 'প্যাটেল' নামে অভিহিত হইতেন।

প্রাথমিক জনশিক্ষার জন্য রাজসরকার-কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত কোন বিদ্যালয় ছিল বলিয়া জানা যায় না। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষা দিতেন। অবশ্য ধর্ম, কাব্য ও ব্যাকরণ-শিক্ষার জন্য যে তখন বিদ্যালয় ছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমুদয় বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য সুধী পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ নিযুক্ত হইতেন। রাজসরকার হইতে ইঁহাদিগকে বাৎসরিক বৃত্তি ('বর্ষাশন') বা অগ্রহার দান করা হইত। কিন্তু 'বর্ষাশন' পণ্ডিতগণের ব্যক্তিগত বিষয় ছিল, ইহার দ্বারা শিক্ষাদানের বাধ্যবাধকতা প্রকাশ পাইত না। এই সমুদয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কুমারপালের গুরু হেমাচার্যের গ্রন্থের টীকাকার যশোতিলক কবি, 'রত্নমালা'-রচয়িতা লক্ষণ (ইনি ২য় ভীমদেবের সমসাময়িক), জৈন সন্ন্যাসী ও 'প্রবন্ধচিন্তামণি'-রচয়িতা মেরুতুঙ্গ আচার্য, শ্রীগুণচন্দ্র আচার্য এবং বিশলদেব বাঘেলের সভাকবি নানকভট্ট উল্লেখযোগ্য।

নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি অণহিলবাড়ের চালুক্যবংশের রাজ্যকালে লিখিত হয়:—(১) ১১৩০ খ্রী° হেমচন্দ্র অভয়তিলক-লিখিত 'দ্ব্যাশ্রয়কোষ' (১২৫৫-৬ খ্রী° সংশোধিত); (২) ১২২০-৩৫ খ্রী° সোমেশ্বর-রচিত 'কীর্তিকৌমুদী'; (৩) ১২৫০ খ্রী° কৃষ্ণভট্ট-লিখিত-'রত্নমালা'; (৪,৫) মেরুতুঙ্গ-লিখিত ১৩০৮ খ্রী° 'প্রবন্ধচিন্তামণি' ও ১৩১০ খ্রী° 'বিচারশ্রেণী'; (৬) ১৩৪০ খ্রী° রাজশেখর-লিখিত 'প্রবন্ধকোষ'; (৭) ১৪৪০-১ খ্রী° হর্ষগণি-রচিত 'বস্তুপালচরিত'; এবং (৮) ১৪৩৫-৬ খ্রী° জিনমণ্ডন-লিখিত 'কুমারপালচরিত' (গুজরাটী ভাষায় ইহার সারাংশও লিখিত হইয়াছিল)।[২১]

[A. K. Forbes : Ras Mala (ed. by Rawlinson) 2 v.; E. Dosabhai : Hist. of Gujarat, Ahmad. 1894, 7-62 ;Si E.C. Bayley Hist. of Gujarat ; Mahipatram : Hist. Gujarat ; Lt. Col, J. W. Watson : Hist. of Gujarat ; G. Buhler : Eleven Land-grants of the Chalukyas of Anhilvad ; W. Crooke (ed.) : Tod's Rajasthan, i. 116-18, 122-3 ; BG, i. pt.-i, 124, 139, 151ff, 229, 466, 511 ; ix. pt.-i, 2ff, 25ff, 38 ; xiii. 60, 436, 437 ; EHI, i. 61, 87, 91, 355, 357 ; ii 162, 228, 297, 398, 469, 473, 555 ; iii. 74, 163, 256, 259, 261 ; iv. 180 ; v 196, 432 ; vi. 555, 563 ; এবং পাদটীকা]

শ্রীঅজিত ঘোষ

অণাজী—উত্তর মহীশূরে অবস্থিত।—HInsSI, 19 ; EC, xi. (Davanagere).

অণাল—নগর-বিশেষের নাম।—ললিত° ৩৮০।

অণি, অণী—[√অণ্ (শব্দ করা) + ইন্—কর্তৃ°, স্ত্রী—ঈ (ঙীপ্)] ১ অগ্রভাগ ॥ শব্দ° ॥ ২ অক্ষাগ্রকীলক, চক্রের ধুরার প্রান্তস্থ পিল।—সমরস্তীক° ১২৭ ॥ মে° অম° শব্দ° ॥ ৩ প্রান্ত, সীমা ॥ মে° শব্দ° ॥ ৪ গৃহের যে অংশ বা কোণ পশুবধের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। ৫ অস্রি, কোণ ॥ মে° শব্দ° ॥ ৬ শূলাগ্র।—মহা° ১. ১০৮. ৮ নীলক-টী°। [আণি দ্র°]

অণিভ স্ত্রী°, ='প্রকারচিত্তো মণিঃ'।—হরবি° ১২. ৫ ॥ শি° ॥

অণিমতঃ—ক্রি-বিণ, সঙ্কীর্ণ দিকে on the narrow side।—তৈ-স° ৩. ১০. ৪।

অণিমা১—[পুং-মন্—ম; বৈদিক] স্ত্রী°, সূক্ষ্মতম অংশ বা খণ্ড।—শ-ব্রা° ৩.৮.৩.১৮।

অণিমা২—[পুং-মন্; অণু + ইমনিচ্ (ইমন্) ভাবে] ১ সূক্ষ্মতা, অণুত্ব subtleness, infinite minuteness, moleculism ॥ শব্দ° ॥ ২ সূক্ষ্মতা, ইহার প্রভাবে দেব ও সিদ্ধগণ সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হন। এই সূক্ষ্মরূপ অন্য কেহ দেখিতে পায় না।—'যৎপ্রভাবাৎ দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ সূক্ষ্মীভূয় সর্বত্র বিচরন্তি কৈশ্চিদপি ন লক্ষ্যন্তে।'—অম-টী°। পাতঞ্জল-দর্শনের বিভূতিপাদে (৩. ৪৫) অণিমাদি মহাসিদ্ধির

[১৯] Crooke : Tod's Rajasthan, i. 116.

[২০] BG, i. pt.-i, 179.

[২১] EI, vi. 180.

বিষয় বিবৃত আছে। ইহা অষ্ট মহাসিদ্ধির অন্যতম। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব এবং যত্রকামাবসায়িতা—এই অষ্ট মহাসিদ্ধির নামান্তর অষ্ট ঐশ্বর্য। ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ এইরূপ অষ্ট মহাগুণ আছে। সেই সকল বা তৎসদৃশ গুণ সাধন-বলে অন্য আত্মাতেও আবিষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া ঐ সমস্ত মহাগুণ 'ঐশ্বর্য' নামে অভিহিত হয়। ভূতজয়ী হইতে পারিলে ঐ সকল মহাগুণ জন্মে। সংযমদ্বারা যদি ভূতের স্থূলাবস্থা বা স্থূলরূপ জয় করা যায় ও প্রত্যক্ষ গোচর করা যায় তাহা হইলেই তাহা দ্বারা প্রথম চতুর্বিধ মহাসিদ্ধি লাভ হয়। এই রূপে সংযমদ্বারা ভূতের স্বরূপ অবস্থা সাক্ষাৎ-কার করিতে পারিলে 'প্রাকাম্য' নামক মহাসিদ্ধি লাভ হয়। ভূতের সূক্ষ্মরূপ প্রত্যক্ষীভূত হইলে 'বশিত্ব' নামক মহাসিদ্ধির প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভূতসমূহের অন্বয়রূপ জিত হইলে 'ঈশিত্ব' সিদ্ধি জন্মে এবং অর্থবত্ত্বরূপ জয় হইলে তাহা দ্বারা চরম ঐশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে। এই মহাসিদ্ধিগণের প্রথম অণিমা-সিদ্ধি। আয়তনে বা প্রমাণে বৃহৎ হইলেও সংযমবলে অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র পরিমাণ হইবার শক্তিকে অণিমা বলে।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে 'যোগসিদ্ধি' নামক অধ্যায়ে অষ্টসিদ্ধির কথা আছে। দত্তাত্রেয় অলর্ককে এ-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে অষ্টসিদ্ধির নাম এইরূপ—

'অণিমা লঘিমা চৈব মহিমাপ্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যং তথেশিত্বং বশিত্বং তথাপরম্॥
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতানৈশ্বরান্।'

—৪০, ২৯-৩০।

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সিদ্ধির বিবৃতি আছে। ভাগবত-মতে অষ্টাদশ সিদ্ধির মধ্যে অষ্ট-সিদ্ধিই প্রধান।—'তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ'—ভা° ১১. ১৫. ৩। অষ্ট-সিদ্ধির নাম এইরূপ—

'অণিমা মহিমা মূর্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতা॥'

—ভা° ১১. ১৫. ৪-৫।

কেশব তাঁহার কল্পদ্রুকোষে (৩২১. ১০৬) অষ্টসিদ্ধির আখ্যা এইরূপ দিয়াছেন—

'বিভূতির্ভূতিরৈশ্বর্যমণিমা মহিমা পুনঃ।
গরিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং
চেশিতাষ্টধা ॥'

অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে প্রচলিত একটী শ্লোক আছে। কিন্তু তাহার আকর জানিতে পারা যায় না। শ্লোকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা
তথা।
ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ তথা কামাবসায়িতা॥'

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অণিরুদ্ধ — তামিল সেনানায়ক। ইনি সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সিংহাসন অধিকারের ১৭ দিন পরে ইঁহাকে হত্যা করা হয়।—HInsSl, 131.

অণিরুদ্ধভীম—২০শ কলিঙ্গ গঙ্গরাজ। ইনি ১১৯২-১২০২ খ্রী° বাষলাকে (?) বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ১২২৫ খ্রী° সিংহাসন লাভ করেন।—EI, vi. 198; HInsSl, 125, 358.

অণিষ্ঠ—[অতিশয়েন অণুঃ] অতি সূক্ষ্ম most minute. 'অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।' — ছা·উ° ৬. ৫. ১; (অতিশয় সূক্ষ্ম) 'অণিষ্ঠা বহুপদানাং (কচাং) ভাস্বতী পুরুতমম্'—ঋ° প্রাতি° ১৭. ২৯॥ বো-শ্লো°॥

অণী=অণি [অণি দ্র°]।

অণীচিৎমৌন — কৌষীতকি ব্রাহ্মণে উল্লিখিত এক জন ধর্মবিধিতত্ত্বজ্ঞ। ইঁহার মত প্রমাণরূপে গৃহীত হইত। ইনি আবাল ও চিত্র গৌশ্রায়ণীর সমসাময়িক।—সাম-ব্রা° ২৩. ৫।

অণীমাণ্ডব্য—মহাভারতোক্ত মৌনব্রতা-বলম্বী ব্রহ্মর্ষি-বি°। — মহা° ২. ৪. ১৮। প্রথমে ইনি মাণ্ডব্য নামে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও পরমধার্মিক তপস্বী ছিলেন। এক সময় ইনি আপন আশ্রমের দ্বারদেশস্থ তরুমূলে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া গভীর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন কয়েক জন তস্কর নগরপালগণ-কর্তৃক তাড়িত হইয়া ইঁহার আশ্রমে প্রবেশপূর্বক হৃত ধনসম্পত্তি লুক্কায়িত রাখিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নগরপাল-গণ আশ্রমে উপস্থিত হইল এবং ইঁহার নিকট তস্করগণের সন্ধান করিল, কিন্তু ইনি মৌন থাকায় তাহারা কোনও উত্তর পাইল না। এদিকে তস্করগণ পলায়ন করিবার সময় ধৃত হইল এবং আশ্রমে হৃত ধন দেখিতে পাইল। তস্কর-সন্দেহে তখন তস্করদিগের সহিত মাণ্ডব্য-কেও রাজদ্বারে উপস্থিত করা হইল। রাজা সকলের শূলারোপণে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। মাণ্ডব্য শূলবিদ্ধ হইয়া বহুকাল অনাহারে জীবিত রহিলেন। কিন্তু মৌনাবস্থায় ধ্যানমগ্ন থাকায় ইনি আপনার দুরবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। একদা কয়েক জন ঋষি পক্ষিরূপ ধারণপূর্বক রাত্রি-কালে ইঁহার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা ইঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ইঁহাকে এইরূপ হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করেন। ইনি তদুত্তরে জানান যে, ইহার কারণ তিনি অবগত নহেন এবং ইহার জন্য কে অপরাধী তাহাও তিনি জানেন না। অতঃপর কয়েক দিন পরে নগরপালগণের মুখে রাজা ঋষির জীবিতাবস্থা ও ধ্যানপরায়ণতার সংবাদ পাইয়া কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হন এবং মাণ্ডব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া স্তবস্তুতি করিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করেন। ইনিও রাজাকে ক্ষমা করেন। তদনন্তর ইঁহাকে শূল হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কোনক্রমে শূল হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ না হওয়ায় দেহের বাহিরে শূলের অংশ কাটিয়া দেওয়া হইল। ইনিও দেহান্তর্গত শূল বহন করিয়া সর্বতীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদবধি ইনি 'অণীমাণ্ডব্য' নামে পরিচিত হইলেন (অণীমাণ্ডব্য অর্থে শূলাগ্রবহনকারী মাণ্ডব্য)।—মহা° ১. ৬৪. ১০৪, ১১৬-১৭।

দেহমধ্যে শূলাগ্র লইয়া মাণ্ডব্য যমসদনে

গমন করেন এবং ইঁহার এইরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে যম জানান যে, বাল্যকালে ইনি এক পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন; উহারই পাপজনিত ফলস্বরূপ ইঁহার এই শাস্তি। ইহাতে ইনি লঘুপাপে এই গুরুদণ্ড দেওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্মরাজকে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ দেন ও ইহার সহিত পাপ-পুণ্যেরও সীমা নির্দেশ করিয়া দেন। ইনি স্থির করিয়া দেন যে, ১৪শ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমের পাপপুণ্যের ফল কাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে না—১৫শ বর্ষ হইতে পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবে। এই বলিয়া ইনি ধর্মরাজের সভা হইতে প্রস্থান করেন এবং যমও ইঁহার অভিশাপে বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।—মহা° ১. ১১৭; স্কন্দপু° নাগর° ১৩৬-১৩৮; আগ্নে° ৩০. ১২।

প্রতিষ্ঠানপুরে কৌশিক নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। তাঁহার পত্নী অতিশয় পতিব্রতা ও সাধ্বী ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণী স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে সকল প্রকারে সেবা করিতেন। কৌশিক একদা নগরের বার-বনিতাকে দেখিয়া কামপীড়াগ্রস্ত হন এবং তাঁহাকে সেই বারবনিতার নিকট লইয়া যাইবার জন্য নিজপত্নীকে আদেশ করেন; অন্যথা তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন এইরূপ কাতরতা প্রদর্শন করেন। সাধ্বী পতিব্রতা ব্রাহ্মণী বারবনিতার উপযুক্ত পণ্য মূল্য সংগ্রহ করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে লইয়া নিশীথে বারবনি-তার গৃহের দিকে অগ্রসর হন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ চলিতে অসমর্থ ছিলেন, তিনি পত্নীর স্কন্ধে ভর করিয়া চলিতেছিলেন। মেঘান্ধ-কারে রজনীর অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল; রাজপথে চৌরাপবাদে শূলারোপিত মাণ্ডব্য ছিলেন। অন্ধকারে কৌশিক মাণ্ডব্যকে পদদলিত করেন; যন্ত্রণাপীড়িত মাণ্ডব্য অভি-শাপ দিলেন—'যে আমাকে পদদলিত করিল সে মহাপাপী সূর্যোদয়েই প্রাণত্যাগ করিবে'। সতী সাধ্বী ব্রাহ্মণী মাণ্ডব্যের অভিশাপ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; সে সাধ্বী বলিলেন—'আর সূর্যোদয় হইবে না'। সতীর বাক্যে সূর্যোদয় হইতে পারে না, রাত্রি শেষ হয় না। এইরূপে দশদিন যায়, ভীত ও ত্রস্ত দেবগণ ইহার প্রতীকারের জন্য ব্রহ্মার উপদেশে অত্রিপত্নী অনসূয়ার শরণাপন্ন হন। অনসূয়ার অনুরোধে সেই ব্রাহ্মণী সূর্যোদয়ের অনুমতি দেন; দশরাত্রির পর সূর্যোদয় হইল। কৌশিক মাণ্ডব্যের শাপানুযায়ী মারা গেলেন। অনসূয়া নিজ তপোবলে কৌশিককে জীবন দান করিলেন এবং অনসূয়ার প্রভাবে তাঁহার রোগ দূর হইল, তিনি নবযৌবন লাভ করিলেন।—মার্ক-পু° ১৬. ১৪-৮৬; গরুড়-পু° ১৪৬. ১৮-২৮।

স্কন্দপুরাণের মতে (রেবা° ১৭০-৭২) পতিব্রতা শাণ্ডিলী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামীকে বহনকালে মাণ্ডব্যকে পদদলিত করিলে ঋষিগণ-কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া সূর্যোদয় নিরোধ করেন; পরে ঋষিগণকর্তৃক স্বামীর নিরাময় ও জীবনদানের বিনিময়ে সূর্যকে মুক্ত করেন। ঋষি মাণ্ডব্যের আশ্রম মাণ্ডব্যে-শ্বর তীর্থ নামে খ্যাত (আবন্ত্য° রেবা° ১৬৯)। কথিত আছে, রাজা দেবপন্নের কন্যা কাম-প্রমোদিনীকে শ্যেনরূপী শম্বর হরণ করে ও রাজনন্দিনীর আভরণ মাণ্ডব্যের আশ্রমে নিক্ষেপ করে। তপোমগ্ন মাণ্ডব্যকে চোর জ্ঞানে রাজা শূলে অর্পণ করেন; নারায়ণ স্বয়ং শূলগ্রস্ত মাণ্ডব্যকে শুশ্রূষা করেন। এই স্থানে মাণ্ডব্যেশ্বর শিব স্থাপিত হন (আবন্ত্য° রেবা° ১৭২)। কৌশিকপত্নী কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত স্বামীকে লইয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে-ছিলেন এবং এই সময়েই কৌশিক মাণ্ডব্যকে পদদলিত করেন (নাগর° ১৩৫)।

সাংসারিক তৃষ্ণা ত্যাগের সুখসাধন বিষয়ে জিজ্ঞাসু মাণ্ডব্যের প্রতি রাজর্ষি জনকের উপদেশ আছে; সেই উপদেশ-অনু-যায়ী মাণ্ডব্য মুক্তির পথ অনুসরণ করেন (মহা° ১২. ২৮২)। মাণ্ডব্য রুদ্রমাহাত্ম্যে কিরূপে শূলযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে তিনি মহাদেবের প্রশংসা করেন (১৩. ৪৯. ৪৬)।

শ্রীগৌরীশঙ্কুমার ঘোষ

অণীয়স – অণীয়ান্ [অণীয়ান্ দ্র°]।

অণীয়স্ক—[অণীয়স্>] বিণ, অতিসূক্ষ্ম। 'বালাদেকমণীয়স্কমুতৈকং নৈব দৃশ্যতে।'—অ° ১০. ৮. ২৫ ॥ বো-রো° ॥

অণীয়স্তু—[অণীয়স্+ত্ব-অর্থে—নিরুক্তি ১. ২] ক্লী; অতিসূক্ষ্মত্ব ॥ বো-রো° ॥

অণীয়াস্—[পুং-যস্; অণু+ঈয়সুন্; স্ত্রী-যসী। বিণ, দুইএর মধ্যে অণু, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম। 'কবিং পুরাণমনু-শাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ' — গী° ৮. ৯; 'প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াংসমণোরপি'—মনু° ১২. ১২২; 'অণোরণীয়ান্'—শ্বেতাশ্ব° ৩. ২০; মহানা° ৮. ৩; কৈবল্য° ২০; 'অণী-য়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা'—ছা-উ° ৩.১৪. ৩।

অণীব—[পা° ৪. ১. ১২৩] ঋষ্যাদিগণ।

অণু$_1$—[√অণ্ (বাঁচা) + উন্ কর্তৃ°, অণশ্চ—উণা° ১. ৮; স্ত্রী—অণু, অণ্বী] ১ বিণ, সূক্ষ্ম—বিপ° 'স্থূল', 'মহৎ'। 'অণ্ব্যো মাত্রাঃ'—মনু° ১. ২৭; 'যদণুভ্যোঽণু'—মুণ্ড° ২. ২. ২; 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'—কঠ° ২. ২০; 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ'—মুণ্ড° ৩. ১৯; অম° ত্রিকাণ্ড° ৩. ১. ২৫, ৩. ৩. ১২০, অভি° মে° নিরুক্ত ৬. ২২। ২ অতিক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম, অত্যল্প, কিঞ্চিৎ। 'শুক্লমণ্বপি'—মনু° ৩. ৫১ ॥ মে° শব্দ° ॥

অণু$_2$—১ সূক্ষ্মাংশ, লব, লেশ, কণ, কণিকা।—শব্দ°। ২ সূক্ষ্মতম পরমাণু, সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ। ৩ মাত্রা চতুর্থ ভাগ। ৪ মুহূর্তের (৪৮ মিনিটের) ৫৪, ৬৭৫,০০০তম অংশ। ৫ সূক্ষ্মধান্য-বি°, চীনাধান panicum miliaceum.—উণা° ১. ৯; অম° ত্রিকাণ্ড° অভি° মে° শব্দ° বো-রো°। অম°-টী মতে সূক্ষ্মচীনক।—'অণবঃ সূক্ষ্মচীনকাঃ'। 'অণু ধান্যবিশেষঃ'—মেদিনী° ১. ৫২। ৬ শিবের নামান্তর ॥ বো-রো° ॥ ৭ যযাতির পুত্র।—হরি° হরি° ৩০. ।

~**ক**—[অণু+কন্—প্রকারার্থে] বিণ,

১ চতুর ॥ শব্দ° ॥ ২ নিপুণ ॥ শব্দ° ॥ ৩ অল্প ॥ শব্দ° ॥ ৪ স্তোক ॥ মে° শব্দ° ॥ ~জ্যোতিঃ — স্ত্রী°, স্তোকদৃষ্টি বা দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। অণু (স্বল্প) হইয়াছে জ্যোতিঃ যাহার (যে চক্ষুর) — বহু°। মহামতি বাগ্‌ভট 'অণুজ্যোতিঃ' শব্দ অরিষ্ট (অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যুসূচক) লক্ষণে ব্যবহার করিয়াছেন। 'যোঽণুজ্যোতিঃ। ...... স প্রোচ্যোতিষ্মকরম্' — অ-হৃ° শা. ৫ অঃ। অর্থাৎ অকারণে (অভিযোগাদি ব্যতিরেকে) অকস্মাৎ যাহার চক্ষুর জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে (এরূপ ক্ষেত্রে সে নিশ্চয়ই অতি সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হয়)। ~ভাষ্য— শুদ্ধাদ্বৈতবাদে শ্রীবল্লভাচার্যকৃত বেদান্তভাষ্য। বল্লভাচার্য তাঁহার এই ভাষ্যে শঙ্করমত খণ্ডন করিয়াছেন। 'ভাষ্যপ্রকাশ' নামক ইহার একটী টীকা আছে। টীকাকার পুরুষোত্তমজী মহারাজ খ্রী° ১৮শ শতকে জীবিত ছিলেন। 'বেনারস সংস্কৃত সিরিজে' ১৯০৭ খ্রী° সটীক অণুভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদক— পণ্ডিত রত্নগোপাল ভট্ট। ~শস্ত্র—(বৈদ্যক) ত্বক্‌সার (বাঁশের চেচাড়ী), স্ফটিক, কাচ, কুরুবিন্দ (পাষাণ-বি°) জলৌকা, অগ্নি, ক্ষার, নখ, গোজিহ্বা পাতা, শেফালিকা-পাতা, সেগুণ-পাতা, কমীর চুল ও অঙ্গুলি—এইগুলিকে অণুশস্ত্র বলা হয়।

শস্ত্রপ্রয়োগের অযোগ্য শিশু ও শস্ত্রভীরু ব্যক্তিদিগের ভেদন - ও ছেদন - কার্যে ত্বক্‌সারাদি চতুর্বর্গ (বাঁশের চেচাড়ী, স্ফটিক, কাচ ও কুরুবিন্দ) প্রয়োগ করা উচিত। শস্ত্রাভাবেও এই চারি প্রকার দ্রব্য ছেদন- ও ভেদন-কার্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গোজিহ্বা পত্র, শেফালিকা পত্র ও সেগুণ পত্র মুখগত ও নেত্রবর্ত্মগত রোগ - সকলের বিস্রাবণকার্যে ব্যবহৃত হয়। এষণীর অভাবে এবং রোগসমূহে চুল, অঙ্গুলি অথবা অঙ্কুরদ্বারা এষণকার্যও করা যাইতে পারে। —সুশ্রু° সূ° ৮. ১১-১৩।

অণু—ভারতীয়মতবাদ—বৈদিক সাহিত্যে 'অণু' শব্দ নাই বলিলেই হয়। অথর্ববেদে (১১. ৯. ১০) 'ক্ষুদ্র' অর্থে একবার মাত্র 'অণুনি' আছে। আর বাজসনেয়ী-সংহিতা (১৮. ১২) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬. ৩. ১৩) ক্ষুদ্রধান্য (panicum miliaceun) অর্থে অণু শব্দের দুইবার মাত্র প্রয়োগ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে দৃশ্য দ্রব্যের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্রব্য বুঝাইতে কয়েক স্থানে 'অণু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু তখনও ইহা পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। উপনিষদে অণু বা পরমাণুতত্ত্বের কোন আভাষ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ দর্শনশাস্ত্রের সময় হইতেই এই মতবাদের সূচনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু আরম্ভ তো একদিনে হয় নাই। মতবাদ হইয়া প্রচারিত হইতে নিশ্চয়ই অনেক সময় গিয়াছে। গৌতম তাঁহার ন্যায়দর্শনে (৩. ১. ৩৩) 'মহদণুগ্রহণাৎ' এই সূত্রে প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষুদ্রদ্রব্যবিশেষ অর্থে 'অণু' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার সূত্রান্তরে (৪. ২. ১৬) ইহা নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় পরমাণু অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। 'নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাম্'— ন্যায়দর্শনের এই সূত্রে (২. ১. ৩৬) 'অণু' শব্দের পরমাণু অর্থই গৃহীত হইয়াছে। দর্শনের নানা স্থানে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন অদৃশ্য 'দ্ব্যণুক'ও অণু শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। কিন্তু আবার প্রাচীন অভিধানে মাত্রা, ত্রুটি, লব, লেশ, কণ ও অণু এক পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।—'স্ত্রিয়াং মাত্রা ত্রুটিঃ পুংসি লবলেশকণাণবঃ'—অম°।

আমরা দেখি যে, atomএর নাম 'অণু' (ক্ষুদ্র small) বা পরমাণু (অতি ক্ষুদ্র absolutely small)। পক্ষান্তরে 'ক্ষুদ্র' সাধারণতঃ 'মহৎ' হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা যে ভেদ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ভেদ প্রকারগত (in kind) ভেদ — পরিমাণগত (in degree) ভেদ নয়। প্রাচীন যুগে এই ধারণা সকলেই পোষণ করিতেন — এমন কি, অণুপরমাণুবাদের বিরুদ্ধবাদিগণও এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন। এইরূপ ধারণা হইতে ক্ষুদ্রতমের (infinitesimal) অস্তিত্বের ধারণা আছে। ক্রমশঃ তাহা বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হইলে কেহ আর তাহার প্রমাণের জন্য ব্যগ্র হইত না বা প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে যাইত না। ক্ষুদ্রতমের এইরূপ একটা ধারণা উপনিষদের সময়ে বেশ প্রসারলাভ করিয়াছিল। উপনিষদের প্রচলিত বচনে দেখিতে পাওয়া যায় —ব্রহ্ম 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'— কঠ° ২. ২০।

Atomএর ধারণায় উপনীত হইবার জন্য দ্রব্যে (matterএ) যে কেবল ক্ষুদ্রতমের ধারণা প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা নয়; এই ধারণার সঙ্গে ইহার অবিনাশিত্বের ধারণাও সংযুক্ত হইয়াছিল। সদৃশ উপমা বা analogy-র সাহায্যে বিচারপদ্ধতি এই ব্যাপারের অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ করিয়া মহৎ (absolutely great) যে আকাশ তাহাও নিত্য (eternal) বলিয়া গৃহীত হইল। আবার অণু (small) যে atom তাহাও নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই-প্রকারে, অথবা যে প্রকারে হউক, ক্ষুদ্রতমের ধারণা ক্রমশঃ atomএর ধারণায় পর্যবসিত হইল। এইরূপে যাঁহারা ধীরে ধীরে প্রথমে atomএর আবিষ্কার করিতেছিলেন, কালের গতিতে তাঁহাদের কথা লোকে ভুলিয়া গেল বটে, কিন্তু অণু বা atom তাঁহাদের স্মৃতিপথ পরিত্যাগ করিল না।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই চারি ভূতের গুণস্বাতন্ত্র্য বিভিন্ন অণুকে পূর্ব হইতে দেখা গিয়াছে। ক্রমশঃ এই চারিভূতের অনুরূপ চারিটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের অণুও স্বীকৃত হইল। আবার সমস্ত পদার্থই যে চারি ভূত হইতে পৃথক্ বা যুক্তভাবে গঠিত এরূপ বিশ্বাস ও ধারণা অণুপরমাণুবাদের বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। সর্বপ্রথম ছান্দোগ্য-উপনিষদে ইহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপনিষদে (৬. ২ই°) উক্ত হইয়াছে যে, একমেবাদ্বিতীয়ম্ (Ens absolutum) তেজঃ

সৃষ্টি করিলেন, সেই তেজঃ অপ্ সৃষ্টি করিল, অপ্ অন্ন (পৃথিবী) সৃষ্টি করিল—আবার এই ভূতত্রয় সম্মিলিত হইয়া বর্তমান যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিল। অন্যত্র আবার দেখা যায় যে, বায়ু ভূতরূপে পরিগণিত হইল। পরিশেষে আকাশ (space) পঞ্চ ভূতরূপে পরিগণিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুরূপ পঞ্চভূত থাকা প্রয়োজন। সাংখ্য-দর্শনে পঞ্চভূতবাদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে একটী নূতন তত্ত্বের সমাবেশ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এই যে, প্রতি ভূতের দুইটী অবস্থা — তন্মাত্র (subtle) ও মহাভূত (gross)। সাংখ্যে ভূতসকল আণব (atomic) বা নিত্য (eternal) নয়। ইহারা প্রকৃতি (primeval matter) হইতে প্রক্রিয়াবিশেষে স্ফূর্ত হইয়াছে। এই পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূত 'আকাশে'র একটী বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। ইহা কখনও অন্যান্য ভূতের সহিত সম্মিলিত হয় না। বৌদ্ধেরাও আকাশকে মহাভূতের (elements) অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। বৈশেষিকগণ দিক্ হইতে আকাশের পার্থক্য স্বীকার করেন। আকাশ শব্দতন্মাত্র (substratum of sound)। ইঁহারা আকাশকে বিভু (infinite substance) বলিয়া স্বীকার করেন।

যখন অণুপরমাণুবাদ বৈশেষিকদর্শনের অঙ্গীভূত হইল, এই মতস্থাপনের সূত্রসকল রচিত হইল, তখন পরমতনিরসনে ও স্বমত-স্থাপনে বৈশেষিকদর্শনের বিপুল খ্যাতি হইল। আবার যখন বেদান্তসূত্রে এই মতবাদ-সম্বন্ধে বিচারের অবকাশ হইল তখন বেদান্তে ইহা বৈশেষিক মত বলিয়াই প্রখ্যাত হইল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বেদান্ত-সূত্রকার বৈশেষিককে অণুপরমাণুবাদের প্রধান প্রবর্তক বা ব্যাপকরূপে গণ্য করিতেন।

এই মতবাদ একবার দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই দার্শনিকগণের অনেকেই তাহা অনাপত্তিতে স্বীকার করিয়াছিলেন।

বেদান্তদর্শন অণুপরমাণুবাদের পরি-পন্থী। বেদানুবর্তী বলিয়া সাংখ্য ও যোগ-দর্শন বেদান্তদর্শনে স্মৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই দর্শনে অণু বা পরমাণুতত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। ন্যায়দর্শনে অণুপরমাণুবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য মতবাদীদিগের মধ্যে জৈনগণ এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। অভিধর্মকোষব্যাখ্যায় পরমাণুবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। আজীবিক-গণও এই মতবাদ মানেন। বৌদ্ধধর্মের গোড়ার দিকে অণুপরমাণুবাদ সম্ভবতঃ জানা ছিল না। কোন পালিপিটকে ইহার উল্লেখও দেখা যায় না। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধ-দিগের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ এই মতবাদী ছিলেন। তবে তাঁহারা অণুকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না। পরন্তু মাধ্যমিক ও যোগাচারগণ ইহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, কারণ তাঁহারা এই বাহ্যজগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতেন। যোগদর্শনের কোন কোন মতাবলম্বীরা ত্রিগুণবিশিষ্ট সূক্ষ্মতম অণুস্বরূপ পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন (যোগসূত্র ১. ৪০)। প্রজ্ঞাকরমতি বলেন, মীমাংসক-গণ অণুর নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন (বোধিচর্যাবতারভাষ্য ৯. ১২৭)। Dr. W. Handt বলেন, বৌদ্ধগণ পরমাণু-বাদের আবিষ্কারক। ইহা কিন্তু ভিত্তিহীন। H. Jacobi ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া-ছেন যে, বৌদ্ধগণ তখনকার প্রচলিত মতরূপে ইহার সমর্থন ও প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু পরমাণুবাদিগণ চারিটী মহাভূত স্বীকার করিতেন। তবে এগুলির অনুশীলনে তাঁহা-দের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। এই সমস্ত সম্প্রদায় ও দার্শনিকমতবাদীদিগের চিন্তা-ধারাকে কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সংক্ষেপে একে একে সেই-গুলি আলোচিত হইবে।

জৈনমত—জৈনগণ দ্রব্য-সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লইয়া কার্য করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের মত প্রথমেই আলোচিত হইল। জৈনগণের দ্রব্য (matter) শাশ্বত পদার্থ—ইহা গুণ বা পরিমাণ-সম্বন্ধে অনির্দিষ্ট। দ্রব্য আয়তনে (volume) কমিতে বা বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু তাহার অণুপরমাণু (particle) বাড়িবে বা কমিবে না। দ্রব্য যে কোনও আকৃতি গ্রহণ করিতে পারে এবং যে কোন গুণের বিকাশ করিতে পারে। ভৌতিক সকগুলি পদার্থ ইহাতে পরিণত হইতে পারে এবং এক দ্রব্য বহু দ্রব্যে বিভক্ত হইতে পারে।

জৈনগণ বলেন, এই লোকে সকল আত্মা ও মাত্র আকাশ (space) ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসই পুদ্গল (matter) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সমস্ত পুদ্গলই পরমাণুপুঞ্জ দিয়া গঠিত। প্রত্যেক পরমাণু আকাশের (space) একটী প্রদেশ (point) অধিকার করিয়া থাকে। পুদ্গল অবশ্য স্থূল বা বাদর কিংবা সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকিতে পারে। যখন ইহা সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে তখন ইহার অসংখ্য পরমাণু একটী স্থূল পরমাণুর আকাশ অধিকার করে। পরমাণু-পুঞ্জ ভূতদিগের নিত্য (eternal)। প্রত্যেক পরমাণুর এক প্রকার স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ এবং দুই প্রকার স্পর্শ আছে। এই সমস্ত গুণগুলি বরাবর থাকে না। তবে কতকগুলিতে স্থির-নির্দিষ্ট (fixed) থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও সেগুলি নিজেদের মধ্যে পরিবর্তিত ও পরিপুষ্ট (developed) হইতে পারে। দুই বা ততোধিক পরমাণুর মধ্যে তাহাদের মসৃণতা বা অমসৃণতার পরিমাণ-সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সমষ্টি- (স্কন্ধ-) সম্বন্ধ হইবার জন্য সম্মিলিত হয়। সংযুক্ত হইবার প্রক্রিয়ায় পরমাণুপুঞ্জের যে সমস্ত আকৃতি (figure) সংগঠিত হয় সেগুলি বহুবিধ। ভগবতীসূত্রে সেগুলি বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে। জৈনগণের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক জিনিস এক প্রকার সংঘে (group) গঠিত। পরমাণু নিজের মধ্যে স্বয়ং গতি সমুৎপাদন করিতে সমর্থ। আর এই গতি এত দ্রুত হইতে পারে যে, একটী পরমাণু এক মুহূর্তে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ঘুরিয়া আসিতে পারে।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ—এই চারি ভূতের অনুরূপ বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু নাই। যদিও জৈনগণ এ কথা স্পষ্ট বলেন নাই তথাপি ইহা ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, পরমাণুগুলি নিজেদের মধ্যে চারিভূতের বৈশিষ্ট্য স্বতঃ স্ফুরণ করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া চার মহাভূতে পরিণত হয়। ভূতাত্মার অস্তিত্বের বিশ্বাস হইতেই চারিভূতের কল্পনা পূর্বেই করা হইয়াছে। এই বিশ্বাস হইতেই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুতের আত্মা কল্পিত হইয়াছে। এই সকল আত্মা বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় ক্ষিতি, জল প্রভৃতির অণুর অন্তর্নিহিত। সুতরাং ভূতসকলকে জীবিত প্রাণীর দেহ বা মৃতশরীররূপে গণ্য করিতে হইবে। তাহা না করিলেও বলিতে হইবে তাহাদের যে আরম্ভ ও শেষ নাই তাহা নয়।

জৈনগণ কর্মকে পৌদ্গলিক (of material nature) বলিয়া স্বীকার করেন। বাহ্যজগতের সহিত সংস্রবে আসিয়া অতি সূক্ষ্ম অণুতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। এইগুলি কর্মরূপে বিশেষ শরীর গঠন করে। জৈনগণ তাহাকে কার্মণশরীর বলেন। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কার্মণশরীর আত্মাকে ত্যাগ করে না। কার্মণশরীরের অণুসমূহে এরূপ এক শক্তিবিশেষ (faculty) নিহিত হয় যাহাদ্বারা কুশল ও অকুশলের ফল প্রসূত হয়। জৈনদিগের বিরুদ্ধবাদিগণ এই মতবাদ-সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে, কর্ম অণু-করণের ধর্ম- (property) বিশেষ। ইহাই ইহাদের মধ্যে গতি উৎপাদন করে। আর তাহারই ফলে ইহারা মিলিত হইয়া শরীর গঠন করে এবং আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় (internal organ) তন্মধ্যে প্রবেশ করে।

অতঃপর বৈশেষিক ও ন্যায়সূত্রানুসারিণী ধারা আলোচিত হইবে। অণুপরমাণু-সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনের মত ও বিচার কণাদের বৈশেষিকসূত্রের ৪র্থ ও ৭ম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। বৈশেষিক-মতে পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ নিত্য পদার্থ; অবশিষ্ট চারিটী—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ—প্রত্যেকে স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে দুই ভাগে বিভক্ত। স্থূলাংশ অনিত্য — উৎপত্তি ও বিনাশশীল। ইহা ঘটপটাদি নামে পরিচিত এবং লোকের উপভোগ্য। আর সূক্ষ্মাংশ নিত্য — উৎপত্তি-বিনাশবিহীন। ইহা পরমাণু নামে আখ্যাত ও অনুপভোগ্য। কোন পরমাণুই অপর পরমাণু বা অবয়বের সহিত সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধ নয়। পরমাণু নিরবয়ব ও স্বতঃসিদ্ধ। ইহা কার্য বা জন্য পদার্থ হইতে পারে না। ইহাতে কার্যত্বও নাই, সুতরাং কার্যত্ব হেতু দ্বারা ইহার অনিত্যত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না এবং ইহা নিরবয়ব হওয়ায় উপাদানকারণের বিভাগবশতঃ পরমাণুর অনিত্যত্বও সম্ভব নয়। জন্য পদার্থই নিজ নিজ উপাদান কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু পরমাণু যখন চরম কারণ—ইহার অপর কোন কারণ থাকা অথবা অপর কোন কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকা সম্ভব হয় না।

ঘট-পটাদি কার্যদর্শনে তৎকারণ পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। পরমাণু সৎপদার্থ হইলেও ঘট-পটাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। দ্রব্য-প্রত্যক্ষের প্রধান কারণ দুইটী—দৃশ্যবস্তুর মহত্ত্ব বা স্থূলত্ব এবং অভিব্যক্ত রূপ। কোন রূপ বা মহত্ত্ব থাকাই দ্রব্য-প্রত্যক্ষের কারণ নয়—দুইটীই তুল্য কারণ। পরমাণুতে এই দুইটীই না থাকাতে উহা প্রত্যক্ষযোগ্য হয় না। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ—পরমাণু চারি প্রকারের। ইহাদের পরস্পর সংশ্লেষে দ্ব্যণুকাদিক্রমে এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবগণের শুভাশুভ কর্মজনিত প্রাক্তন অদৃষ্টের (পাপপুণ্যের) প্রেরণায় সৃষ্টির আদিতে সর্বপ্রথমে বায়বীয় পরমাণুতে স্পন্দন উপস্থিত হয়। তাহার ফলে ক্ষিতি পরমাণুতেও বিক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া একটী পরমাণুকে আর একটী পরমাণুর সহিত সংযুক্ত করে। ফলে এক একটী দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। সেই দ্ব্যণুকও আবার বিক্ষুব্ধ হইয়া দুই দুইটী মিলিত হইয়া এক একটী ত্রসরেণু উৎপাদন করে। এই ত্রসরেণুই সমস্ত স্থূলজগতের প্রথম। সূক্ষ্মের চরম পরমাণু স্বভাবতঃ অণুপরিমাণ; দ্ব্যণুক তাহার চেয়ে বড় হইলেও স্থূল নয়—পরমাণুর মতই অণুপরিমাণ। সর্বাগ্রে স্থূলতা বা মহৎপরিমাণের অভিব্যক্তি হয় ত্রসরেণুতে। ত্রসরেণুর মহত্ত্ব বা স্থূলতা তাহার উপাদান দ্ব্যণুক বা পরমাণুর পরিমাণ হইতে আসে না। উহা উপাদানগত বহুত্ব সংখ্যা হইতে আসে।

মহর্ষি গৌতম সূত্র করিয়াছেন, 'পরং বা ত্রুটেঃ' (৪. ২. ১৭); ইহার অর্থ এই যে, ত্রুটির অর্থাৎ দৃশ্য দ্রব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম 'ত্রসরেণু' নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরই পরমাণু। কেহ কেহ ত্রুটি শব্দের অর্থ 'দ্ব্যণুক' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, ত্রুটির পরই অর্থাৎ দ্ব্যণুকের অর্ধাংশই পরমাণু। অবশ্য এই ব্যাখ্যায় প্রকৃত অর্থ সুগম হয়, কিন্তু ত্রুটি শব্দের দ্ব্যণুক অর্থে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তাৎপর্য-টীকাকার প্রভৃতি ত্রসরেণুকেই ত্রুটি বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে যে দ্ব্যণুক নামক দ্রব্য জন্মে, ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে ত্রসরেণু নামক দৃশ্য দ্রব্য জন্মে। গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্যকিরণের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেণু দেখা যায়, তাহাকেই মনু প্রভৃতি ঋষিগণ ত্রসরেণু বলিয়াছেন। মনু-সংহিতায় ঐ পরিমাণ দৃশ্য পরিমাণের মধ্যে সর্বপ্রথম বলিয়া কথিত হইয়াছে।[1] পরে আট ত্রসরেণুতে এক লিক্ষা, তিন লিক্ষায় এক রাজসর্ষপ ইত্যাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ-বিশেষের সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতাতেও ঐরূপ নানা পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও প্রথমে গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্যকিরণের মধ্যস্থ দৃশ্যমান রেণুকেই ত্রসরেণু বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার 'অপরার্কটীকা' ও 'বীরমিত্রোদয়' নিবন্ধে উক্ত বচনের ব্যাখ্যায় ন্যায়-

---

১. জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥
—মনু° ৮. ১৩২

বৈশেষিক শাস্ত্রসম্মত ত্রসরেণু যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[২] তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে তাঁহার কথিত ত্রসরেণুর স্বরূপ ব্যক্ত করিতে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বচনের পূর্বার্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে দ্রব্যের পরিমাণ বা গুরুত্ব-বিশেষকেই ত্রসরেণু প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।[৩] শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন কালবিশেষের স্বরূপ বুঝাইতে ঐ কালের পরমাণু, অণু, ত্রসরেণু ও ত্রুটি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও প্রথম শ্লোকে[৪] জন্য-দ্রব্যের চরম অংশকে পরমাণু বলিয়া পার্থিবাদি পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। টীকাকার বীররাঘবাচার্য প্রভৃতি কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলেও প্রাচীন টীকাকার শ্রীধরস্বামী, বিজয়ধ্বজতীর্থ, বল্লভাচার্য এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উক্ত শ্লোকে পরমাণু শব্দের দ্বারা কাল ভিন্ন পার্থিবাদি পরমাণুই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রচলিত ন্যায়-বৈশেষিক-মতানুসারে গবাক্ষ-রন্ধ্রে দৃশ্যমান ত্রসরেণুর ষষ্ঠ অংশই যে পরমাণু তাহাও ঐ স্থানে লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকের ৪র্থ পাদে 'নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ' এই বাক্য-দ্বারা শ্রীধরস্বামী পরমাণুসমূহকেই এক অবয়বী বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ পরমাণুসমষ্টির ভিন্ন পৃথক্ কোন অবয়বী নাই—ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ৫ম স্কন্ধের 'যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ' এই[৫] বাক্য দ্বারা যে অবয়বীর নিরাকরণ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া তাঁহার উক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার টীকার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দিপিনী টীকায় রাধারমণ দাস গোস্বামীও ঐরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বল্লভাচার্য ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি টীকাকারগণ উক্ত শ্লোকের ৪র্থ পাদের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা পরমাণুসমষ্টিকেই যে অবয়বী বলিয়া ভ্রম হইতেছে, বস্তুতঃ উহা হইতে ভিন্ন অবয়বী নাই, ইহা ভাগবতের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বস্তুতঃ ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে অদ্বৈতমতানুসারেই পরমাণুসমূহকে অবিদ্যাকল্পিত বলা হইয়াছে, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায় এবং উক্ত শ্লোকের ৪র্থ পাদে 'যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ' এই বাক্যদ্বারা যে পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন অবয়বীর অসত্তাই কথিত হইয়াছে, ইহাও নির্বিবাদে প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্তু পরমাণুসমষ্টির ভিন্ন অবয়বী না থাকিলে ঘটাদি বাহ্য পদার্থের যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। বেদান্তদর্শনেও 'না ভাব উপলব্ধেঃ' (২. ২. ২৮) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা বাহ্যপদার্থের অলীকত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তদর্শনের ঐ সূত্রোক্ত যুক্তিদ্বারাও ঘটাদি অবয়বী যে অলীক নহে এবং পরমাণুসমষ্টিরূপও নহে, ইহা স্বীকার্য হইলে ভাগবতের উহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে অদ্বৈতমতানুসারে পরমাণু ও অবয়বী সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত। শ্রীধরস্বামীর ঐ ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতানুসারেই এবং কার্য ও কারণের অভেদ গ্রহণ করিয়াই সঙ্গত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও পরমাণু ও অবয়বীর ব্যাবহারিক সত্তা অবশ্যই আছে। অদ্বৈতমতেও উহা একেবারেই অসৎ বা অলীক নহে।

ভারতে অণুপরমাণুবাদের শেষ পরিণতি যাহা কিছু হইয়াছে তাহা দ্ব্যণুক প্রভৃতি সম্বন্ধে মত লইয়া। দ্ব্যণুকাদি-সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উপদেশ করেন প্রশস্তপাদ। উদ্দ্যোতকর তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী সমস্ত গ্রন্থে ইহা সংযুক্ত ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই দুই দার্শনিক সম্প্রদায়ের মিলনের সূত্রপাত বহু পূর্বেই হইয়াছিল। খ্রী° ৬ষ্ঠ শতকে ন্যায়বার্তিক লিখিত হইবার সময় ইহাদের সম্পূর্ণ মিলন হয়। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় এই গ্রন্থে বৈশেষিক সূত্র 'সূত্র' বা 'শাস্ত্র' বলিয়া কয়েকবার উদ্ধৃত হইয়াছে এবং একবার বৈশিষিক সূত্রকারকে 'পরমর্ষি' সংজ্ঞায় আখ্যাত করা হইয়াছে। এই সময় হইতে সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের মধ্যে দ্ব্যণুক প্রভৃতি বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। সকলেই নির্বিবাদে ধরিয়া লইতেন যে, দুইটী পরমাণু (atoms) মিলিয়া দ্ব্যণুক (binary) হয় এবং তিন বা ততোধিক পরমাণু মিলিয়া ত্র্যণুক হয়। এই ত্র্যণুকই মহৎ ও আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য। এই ত্র্যণুক হইতেই সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক লেখকগণ আরও অগ্রসর হইয়া চারিটী ত্র্যণুক হইতে চতুরণুকও ধরিয়া লইয়াছেন।

পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে প্রথমে দ্ব্যণুক নামক অবয়বের উৎপত্তি হইলে, উহার পরে ঐ দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগেই ত্র্যণুক নামক অবয়বীর উৎপত্তি হয়। এইরূপ দ্ব্যণুকচতুষ্টয়াদির সংযোগে চতুরণুক প্রভৃতি অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। দ্ব্যণুকত্রয়ের বহুত্ব সংখ্যা থাকায় উহা হইতে উৎপন্ন ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুর স্থূলত্ব অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে। সেখানে উপাদান-কারণ দ্ব্যণুকত্রয়ের বহুত্ব সংখ্যাই ঐ মহৎ পরিমাণের কারণ। বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য, শ্রীধরভট্ট ও জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ অনেক স্থানে

২. জালসূর্যমরীচিস্থং ত্রসরেণু রজঃ স্মৃতং।
তেঽষ্টৌ লিক্ষা তু তাস্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে॥
—যাজ্ঞ-স° আচার° ৩৬০

গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিত্যকিরণেষু যৎ সূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্তরীত্যা দ্ব্যণুকত্রয়ারব্ধং দৃশ্যতে রজঃ, তৎ ত্রসরেণুরিতি মন্বাদিভিঃ স্মৃতম্॥—অপরার্ক-টীকা।

গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিত্যকিরণেষু যৎ সূক্ষ্মং বৈশেষিকোক্তরীত্যা দ্ব্যণুকত্রয়ারব্ধং রজো দৃশ্যতে তৎ ত্রসরেণুরিতি মন্বাদিভিঃ স্মৃতম্॥—বীরমিত্রোদয়, ২৯৩।

৩. 'জালান্তরগতৈঃ সূর্যকরৈর্বংশী বিলোক্যতে।
ত্রসরেণুস্তু বিজ্ঞেয়স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ। ত্রসরেণোস্তু পর্যায়নাম্না বংশী নিগদ্যতে'॥—পরিভাষাপ্রদীপ, ১৭ঃ।

৪. চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ।
—ভা° ৩. ১১. ১

৫. এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্তমসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ॥
—ভা° ৫. ১২. ৯

ত্রসরেণুকে ত্র্যণুক শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরমাণুর ন্যায় দ্ব্যণুকেরও মহত্ত্ব না থাকায় দ্ব্যণুককেও অণু বলা হইয়াছে। সুতরাং তিনটী অণু অর্থাৎ দ্ব্যণুকের সংযোগে উৎপন্ন এইরূপ অর্থে ত্রসরেণুকে ত্র্যণুকও বলা যায়। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থেই তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু উহার ত্রসরেণু নামই প্রসিদ্ধ। মন্বাদি-সংহিতাতেও ঐ নামেরই উল্লেখ আছে। কেহ কেহ 'ত্রিভিঃ সহিতো রেণুঃ' এই অর্থে ত্রসরেণু শব্দটী নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া পরমাণুত্রয় সহিত রেণু অর্থাৎ যে রেণুতে অবয়বরূপে তিনটী পরমাণু থাকে তাহাই ত্রসরেণু শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বলিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ ব্যুৎপত্তির কোন প্রমাণ নাই। গবাক্ষরন্ধ্রগত সূর্য-কিরণের মধ্যে যে রেণু পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে বলিয়া 'ত্রসঃ' অর্থাৎ চরিষ্ণু বা জঙ্গম, তাহাকে সেই জন্যই ত্রসরেণু বলা হইয়াছে। ত্রস শব্দের জঙ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক এবং ঐ দ্ব্যণুকের অবয়বই নিরবয়ব পরমাণু এবং নিরবয়বত্ববশতঃ ঐ পরমাণু নিত্য, ইহাই ন্যায়বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত।

গৌতমসূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পরমাণুপুঞ্জবাদী তৎকালীন বৈভাষিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সমস্ত কথার খণ্ডনব্যপদেশে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১ম আ° ৩৬ সূত্রভাষ্যে) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে (২য় আ° ১৪ সূত্রভাষ্যে) বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, পরমাণুগুলি যখন অতীন্দ্রিয়, তখন তদ্‌গত সংযোগেরও প্রত্যক্ষ কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। কিন্তু পরমাণুপুঞ্জবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ীর মধ্যে শেষে অনেকে বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সংযুক্ত পরমাণুসমূহই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। তাঁহাদের মতে প্রতিক্ষণে পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও অসংযুক্তভাবে প্রত্যেক পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যক্ষ সম্ভবই নয়। কারণ, স্বতন্ত্রভাবে অসংযুক্ত অবস্থায় উহার কোন স্থানে সত্তাই নাই। ভদন্ত শুভগুপ্ত এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহে'র পঞ্জিকাকার বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের উক্তিদ্বারা তাহা জানা যায়। শান্তরক্ষিতও 'তত্ত্বসংগ্রহে' তাঁহার সমস্ত বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্য ভদন্ত শুভগুপ্তের উক্ত মতও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমাণুসমূহ যদি সংযুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয় এবং ঐ অবস্থায় স্বরূপতঃই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহা হইলে আর উহাদিগের নিরংশত্ব থাকে না। তাহা হইলে প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইতেছে যে, পরমাণুসমূহের যে অংশ নাই এ কথা আর বলা যায় না। কারণ, সংযুক্ত পরমাণুসমূহেরই উৎপত্তি হইলে প্রত্যেক পরমাণুই উহার অংশ হওয়ায় উহা নিরংশ হইতে পারে না। আর যদি ঐ পরমাণুসমূহ নিরংশই হয়, তাহা হইলে উহা মূর্ত হইতে পারে না। মূর্ত না হইলেও উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অতএব সংযুক্ত হইয়াই পরমাণুসমূহ উৎপন্ন হয় ইহা বলিলে উহা সাংশ ও মূর্ত, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে আর উহাকে পরমাণু হইতে অভিন্ন বলা যাইবে না। বাৎস্যায়ন 'সমুদিতাস্তু গৃহ্যন্তে' ইত্যাদি সন্দর্ভ-দ্বারা এই মতের খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরমাণু হইতে ভিন্ন সাংশ পদার্থ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের সিদ্ধান্তহানি হইবে।

[শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ : ন্যায়দর্শন, ৪র্থ খণ্ড ; উমাস্বাতি : তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ; বৈশেষিকসূত্র ; প্রশস্তপাদ-ভাষ্য ; সভাষ্য ও সবার্তিক ন্যায়সূত্র ; Jacobi : Atomic Theory, ERE, ii. 199-202 ; Handt : Die atomistische Grundlage der Vaisesikaphilosophie, Rostock, 1900]

মহাম° শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মোস্‌লেম মত—মোস্‌লেম তত্ত্ববাদিগণ কি প্রকারে অণুপরমাণুবাদ প্রবর্তন করেন তাহা স্থির করা সহজসাধ্য নয়। অনেকে মনে করেন, আরিস্টট্‌লীয় পদার্থবিদ্যা ও নিও-প্লাটনিক টীকাটিপ্পনী হইতে মুসলেমদিগের এই মতবাদের সূচনা হইয়াছে।

খ্রী° ১ম শতকে এই মতবাদের দুই জন বিরুদ্ধবাদীরও পরিচয় পাওয়া যায়—ইঁহাদের নাম অল্-নজ্‌জাম (৮৪৫ খ্রী°) ও অল্-কিন্দী (৮৭০ খ্রী°)। অবু হাশিম (৯৩৩ খ্রী°) প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্ট মতবাদরূপে ইহার আলোচনা করেন। ইনি বস্‌রা-নিবাসী ছিলেন। কিতাবু'ল্ মসা'ইলে ইঁহার মত-বাদের পরিচয় আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম সঈদ স'ঈদ বিন্ মুহম্মদ বিন্ স'ঈদ অল্-নৈসাবুরী। ইনি ৯৩২ হইতে ১০৬৮ খ্রী° মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থের সার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Atomএর নাম অল্-জুজ্'অল্লযি লা যুতজ্জ'। ইহাকে সাধারণতঃ অল্-জৌহর (substance) বলা হয়। ইহার অন্তর্নিহিত (জৌহর ফর্দ) একটী শক্তি আছে। সেই শক্তি সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ (তহয়্যুজ্) করিবার শক্তি। অল্-জৌহর্‌গুলি ঘনাকার এবং একই প্রকারের। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে, প্রত্যেক অল্-জৌহর্ আকাশের নির্দিষ্ট অংশ (হয়্যিজ্) অধিকার করে। অস্তিত্ব এবং আকাশের নিরূপিত স্থানাধিকার ব্যতীত প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত গমন করিবার প্রবণতা আছে ; ইহার ফলে কোন অল্-জৌহর্ অপরের স্থান অধিকার করে না। অল্-জৌহর্‌গুলি কালের অন্তর্গত হইয়া অবস্থান করে। তাহাদের বিনাশ বা অস্তিত্বের বিলোপ সম্ভব, কিন্তু সে বিনাশ প্রলয় বা জগতের অস্তিত্ব লোপ না হইলে হইবার নয়। এই অণুপরমাণুতত্ত্ব-সম্বন্ধে Maimonides (1135—1204) একটী বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ—সমগ্র জগৎ (যাহার একমাত্র স্রষ্টা ঈশ্বর) অবিভাজ্য অল্‌জৌহর্ নামক পদার্থসমূহ এবং তাহাদের দৈবযোগ লইয়াই গঠিত। এই পদার্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিলে প্রদেশ (point) মাত্ররূপে অবস্থান করে। তাহাদের বিস্তৃতি বা মান নাই এবং তাহারা

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাহারা প্রকৃতিতে আকাশে অবস্থান করে। এক কথায় তাহাদিগকে 'মকানের' বিরুদ্ধধর্মী বলা যাইতে পারে। তাহারা একত্র সংবদ্ধ হইলে ত্রিপ্রমাণ মকানের স্থান অধিকার করে। অণু-জৌহরের মিলন বা অপসরণের দ্বারা দ্রব্য উৎপন্ন বা বিলুপ্ত হয়। আকাশসম্পর্কে যাহা সত্য, কালসম্পর্কেও তাহাই সত্য। কালবিন্দুর সমবায়ে কালের উৎপত্তি হয়। আকাশ ও কালের ন্যায় গতির সন্ততি (continuation) নাই।

অণু।—পাশ্চাত্য মত—গ্রীক যুগে Leucippus অণুপরমাণুবাদের প্রবর্তক। এই তথ্য-সম্বন্ধে ইনি নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই, তবে ইঁহার শিষ্য Democritus গুরুর মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

Eleatic school এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার ফলেই Leucippus এই তথ্যে উপনীত হন। Eleaticগণ সকল রকম গতি ও পরিবর্তন অস্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে এগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ের ভ্রমোৎপাদিত; আমাদের যুক্তি এই সত্য জানাইয়া দেয় যে, আমরা যাহা কিছু দেখি তাহা অপরিবর্তনশীল। কিন্তু মানবের অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত কথাই বলে। অগ্নি জল ও মাটিতে রূপান্তরিত হয় এবং জল মাটী ও অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়। Leucippus ভাবিলেন, যদি অগ্নির মৌলিক পদার্থ অপরিবর্তনশীল হয় তাহা হইলে অগ্নির মৌলিক পদার্থ (যাহা অবিনশ্বর) জল ও মাটিতে আছে—আবার সেইরূপ জল ও মাটীর মৌলিক পদার্থ অগ্নিতে আছে। সুতরাং অগ্নি, জল ও মাটীর মৌলিক পদার্থ এক। এই ভাবে বিশ্লেষণ করিতে করিতে Leucippus এক অবিনশ্বর শাশ্বত বস্তুতে আসিয়া পৌঁছিলেন—ইহাকে তিনি atom নামে অভিহিত করিলেন। Atom অবিভাজ্য এবং ইহা আকারে এত ছোট যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। Atom নানা আকারের ও আয়তনের, কিন্তু প্রত্যেক atom বস্তুতে এক। বিভিন্ন আকার ও আয়তনের atom একত্রিত হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। যখন atomগুলির বিচ্ছেদ ঘটে তখন এই দ্রব্যের বিনাশ হয়। কিন্তু aton-এর গতি না থাকিলে তাহাদের সংযোগ ও বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব। আবার atom-এর গতি স্বীকার করিলেই শূন্য স্থানের (empty space) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। Eleatic-গণ গতি ও শূন্য স্থান অস্বীকার করিতেন, কিন্তু Leucippus ও Democritusএর মতে এই দুইটীই একমাত্র সত্য ও বাস্তব।

Atomগুলির আকার, গঠন ও অবস্থা সমান নহে। আকারের সহিত আয়তন ও আয়তনের সহিত গুরুত্বের নিকট সম্পর্ক। তাহা ছাড়া atomএর আকার ও আয়তনের উপর দ্রব্যগুলির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া নির্ভর করে — ইহাও Leucippus ও তাঁহার শিষ্যের মত। যেমন—গোল atom উত্তাপ, অমসৃণ atom শ্বেতবর্ণ, মসৃণ atom কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

এক্ষেত্রে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে গতি atomগুলির সংযোগ ও বিচ্ছেদ ঘটায় উহার উৎস কি? Democritusএর তথ্যে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, atomগুলি একটা চিরন্তন মৌলিক গতিবিশিষ্ট—এই গতির কারণ কি এ প্রশ্নের সমাধান তিনি করিয়া যান নাই। atomগুলির বিভিন্ন গুরুত্বের জন্য এই গতির ফলে ইহারা সংযুক্ত অথবা বিযুক্ত হইয়া দ্রব্যের সৃষ্টি বা ধ্বংস করে। মাধ্যাকর্ষণ-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে Democritus এই চিরন্তন গতি মাধ্যাকর্ষণের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। বস্তুতঃ Zeller-এর অভিমতও তাহাই ছিল।

মধ্যযুগের দার্শনিকগণও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সংযোগে বস্তুর উৎপত্তি—এই মত পোষণ করিতেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির চারিটী বিভাগ—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ ও মরুৎ। Roger Bacon-(১৩শ শতাব্দী) এর মতে এই চারিটী মৌলিক অংশই hyle-দ্বারা গঠিত—প্রত্যেকটীই অন্যগুলিতে রূপান্তরিত হইতে পারে ও প্রত্যেক বস্তুই অন্য বস্তুতে পরিণত হইতে পারে। কাঠ-পাথর মানুষে পরিণত হইতে পারে এবং মানুষ কাঠ পাথরে পরিণত হইতে পারে। ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত দার্শনিকেরা এই মতই পোষণ করিতেন। বর্তমান যুগের প্রারম্ভ হইতে পূর্ব মত পরিবর্তিত হইতে থাকিল। Francis Bacon (১৬২০ খ্রী°) বলিলেন, (Novum Organum) বস্তুর মৌলিক অংশগুলি atom নহে। এই অংশগুলির মধ্যে তিনি একটী স্পর্শবোধাতীত, গুরুত্বহীন, নিরবচ্ছিন্ন বস্তুর কল্পনা করিয়াছেন—সেটীর তিনি আখ্যা দিয়াছেন spirit. বর্তমান যুগে এই spirit-কে ether বলা হয়। এই অংশগুলির এক প্রকার গতির ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। Descartes তাঁহার Principia Philosophioe-তে (১৬৪৪ খ্রী°) বলেন, কোন বস্তুই অবিভাজ্য হইতে পারে না—atomও নয়। আবার empty space অথবা vacuum বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত স্থান বস্তুদ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি অতীন্দ্রিয় অংশদ্বারা গঠিত। এই অতীন্দ্রিয় অংশগুলির প্রত্যেকটীই যদিও একটী বস্তু হইতে গঠিত, সেগুলির মৌলিক আকার তিনটী। Descartesও উত্তাপ-সম্বন্ধে Baconএর মত পোষণ করিলেন। Descartes-এর পর Robert Boyle-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্ভবতঃ এক জন atomist ছিলেন। তাঁহার মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির প্রত্যেকটী অনুরূপ অতীন্দ্রিয়, অবিভাজ্য আকার ও আয়তনবিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ। অবিভাজ্য কথাটী তিনি এই অর্থে ব্যবহার করেন যে, প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনে কখনও ইহাদিগকে বিভাগ করে না। এইগুলিকে তিনি Minima বা Prima Naturalia আখ্যা দিয়াছেন। এইরূপ কতকগুলি Minima Naturalia-সংযোগে নানাপ্রকার কণিকার (corpuscles) সৃষ্টি। এগুলিও এত ক্ষুদ্র যে,

এগুলিকেও অতীন্দ্রিয় বলা চলে। যদিও এগুলি অবিভাজ্য নহে, তথাপি প্রকৃতি এগুলিকে কচিৎ বিভাগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, Descartes-এর ন্যায় Boyle-এরও মত যে সকল বস্তু মূলতঃ এক। Newton-এর এ-সম্বন্ধে কোন তথ্য নাই। তবে তিনি নিজেকে atomist বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

Boscovich তাঁহার Th:oria Philosophioe Naturalis (১৭৫৮ খ্রী°) গ্রন্থে atom-কে পদার্থ-বিন্দু বলিয়াছেন। একটী পদার্থ-বিন্দু আর একটী পদার্থ-বিন্দুকে Newtonian law of Attraction-অনুযায়ী আকর্ষণ করে—যখন উভয়ের দূরত্ব বেশী। দূরত্ব খুব কমিয়া গেলে আকর্ষণ মাঝে মাঝে বিকর্ষণে পরিণত হয়, কিন্তু উভয়ে খুব সন্নিকটবর্তী (infinitely near) হইলে আকর্ষণ বিকর্ষণে পরিণত হয় এবং এই বিকর্ষণ খুব বেশী; সুতরাং দুইটী পদার্থ-বিন্দু কখনও একীকৃত হইতে পারে না।

Boscovich-এর পূর্বে Newton প্রভৃতি এই atom-কেন্দ্রের চতুর্দিকে একটী কঠিন nucleus-এর কল্পনা করিয়াছিলেন। Boscovich দেখাইলেন যে, এই nucleus-এর কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। Faradayও এই মত সমর্থন করেন। Lord Kelvin Boscovich-এর atom-তথ্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রসায়নের সাহায্যে atom-সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ হইল। ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ ও তেজঃ—এই চারিটী মৌলিক অংশের প্রথম তিনটী আর মৌলিক বলিয়া গণ্য হইল না। উত্তাপ যে atom-এর গতির ফলেই সৃষ্টি হয় এই মত আর সমর্থিত হইল না। ইহাকে এক প্রকার বস্তু (substance) বলা হইল।

বস্তু সম্বন্ধে রাসায়নিক সংযোগের বর্তমান তথ্যের সূত্র Dalton ১৮০৪ খ্রী° আবিষ্কার করেন। Dalton-এর মতে atom-গুলি সমস্তই সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং খুব অল্প পরিসরের মধ্যে ইহারা সংখ্যাতীত। তিনি atom বলিতে অবিভাজ্য কিছু বলেন নাই—ইহা কোন বস্তুর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু-অংশ। ইহা সম্পূর্ণ বিভাজ্য। দুইটী বিভিন্ন বস্তু atom তাহাদের যৌগিক অংশে দুইটীর সহিত সমানুপাতিক। এইভাবে তিনি মৌলিক অংশগুলির পরমাণুভার বাহির করিয়া একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। ইহাতে hydrogen atom-কে একক ধরা হয়, কারণ ইহাই সর্বাপেক্ষা লঘু। Dalton-এর তথ্য প্রকাশিত হইবার পরেই Avogadro বলেন যে, সমান উত্তাপ ও সমান চাপে সমপরিমাণ দুইটী গ্যাসে সমান সংখ্যক molecule (atomic group) থাকে। ইহা পরীক্ষাদ্বারাও প্রমাণিত হইল। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে Joule এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেন যে, উত্তাপ কোন বস্তু (substance) নহে এবং প্রাচীন মতের সমর্থন করিয়া প্রমাণ করেন যে, atom ও molecule-এর গতি ও বিয়োগের ফলেই উত্তাপের সৃষ্টি। এই সময় হইতেই atom ও molecule-এর গতি তথ্যের দিকেই বৈজ্ঞানিকেরা মনোনিবেশ করেন। Clausius, Maxwell ও Boltzmann-এর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থমাত্রই (element or compound) অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে সংগঠিত। ক্রমবিভাগের ফলে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের নাম অণু। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশকে কল্পনায় ধারণা করিতে হয়। ইহার যথার্থ আকার অদ্যাবধি নিরূপিত হয় নাই বলা চলে। লর্ড কেলভিনের মতে একটী জলবণাকে পৃথিবীর আকারে বর্ধিত করিলে জলীয় অণু কতকগুলি ক্রিকেট বলের সমষ্টীকৃত আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়। মূল বা যৌগিক পদার্থের অণু সেই পদার্থের গুণে গুণান্বিত। অম্লজান বাষ্পের অণুতে অম্লজানের গুণ বিদ্যমান। হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণুতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের গুণ বর্তমান। জলের অণুতে জলেরই গুণ আছে।

এক বা একাধিক পরমাণুতে এক অণু হয়। পারদের এক পরমাণু এক অণু, উদ্‌জানের দুই পরমাণুতে এক অণু, উদ্‌জানের দুই পরমাণু ও অম্লজানের এক পরমাণু লইয়া জলীয় বাষ্পের এক অণুর উৎপত্তি।

মানবের জ্ঞান দিন দিন পরিবর্ধিত হইতেছে। নানাদেশের বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান-আলোচনায় ও পরীক্ষায় দিন দিন নানা তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। সেই তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব মত ও বাদ পরিবর্তনের আবশ্যক হইতেছে। আমাদের দেশের কণাদ প্রভৃতি আর্যঋষিগণের শত শত বর্ষ পূর্বে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, দৃষ্টি, তথ্য, মত ও বাদ লক্ষ্য করিলে বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহাদের অণু ও পরমাণুবাদ এতদিনে পরিবর্তিত হইতেছে। এই অণু ও পরমাণুবাদ [পরমাণু দ্র°] এক্ষণে সভ্য বিজ্ঞান-জগতের নানা সমস্যার মধ্যে কূট সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক পদার্থের তিন রূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়—কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। কোন অবস্থায় অণুসমূহ সংযুক্ত হইয়া থাকে না—পরস্পর পৃথক্ হইয়া বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। এক এক অবস্থায় এই বিচ্ছেদ বিভিন্ন হয়—কঠিন অবস্থায় অণুসমূহের বিচ্ছেদের ব্যবধান কম, তরল অবস্থায় ব্যবধান অধিক ও বাষ্পীয় অবস্থায় সর্বাপেক্ষা অধিক। সর্বাবস্থায় ইহারা ভ্রমণশীল, কঠিন অবস্থায় ক্ষীণ গতি, তরল অবস্থায় গতিবেগ তদপেক্ষা অধিক; বাষ্পীয় অবস্থায় সর্বাপেক্ষা অধিক। তরল অবস্থায় সম্বন্ধ-হেতু অণুসমূহ পরস্পর আকৃষ্ট হয়। এই অণুসমূহের পরস্পর আকর্ষণী শক্তি বিষয়ে আলোচনা করেন ওলন্দাজ-দেশীয় পণ্ডিত Van der Waal. সেই জন্য এই শক্তির নামকরণ হইয়াছে Van der Waal শক্তি।

কঠিন ও তরল অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গুণাবলী পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু বাষ্পীয় অবস্থায় প্রত্যেক পদার্থের কতকগুলি গুণের সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রত্যেক পদার্থের নির্দিষ্ট সংখ্যক অণু বাষ্পীয় অবস্থায় সম পরিসরে অবস্থান করে। ইহাই ইতালী-দেশীয় Avogadro নির্দেশ করেন।

বাষ্পীয় অণু অবিরত সরল (straight) রেখায় দ্রুতভাবে ধাবিত হইতেছে। অণুসমূহের পরস্পরের সহিত অবিরাম সংঘর্ষণ হইতেছে। কিন্তু ইহার ফলে কোন অণু ভগ্ন বা কোন অণুর গতিহানি হইতেছে না।

অণুর স্থিতিস্থাপক (elastic) গুণ আছে।

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সকল সময়ে ইহারা চলাফেরা করে না। মধ্যে মধ্যে দ্রুত ধাবমান অবস্থায় ইহারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। সে সময়ে আকর্ষণ-শক্তি দেখা যায়।

কোন বাষ্পের অণুর গতিবেগ অন্য বাষ্পের অণুর গতিবেগের সমান হইলে পরস্পরের উত্তাপ এক হয়।

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

অণু — **অণু ও পরমাণু** — মানুষ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। আর্য ঋষিগণ জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হন—সেটী এই :—জ্ঞানলব্ধ বিশ্ব দুইটী সীমানায় আবদ্ধ—একটী সীমানা অতি ক্ষুদ্র ও আর একটী সীমানা অতি বৃহৎ। কথাটী শুনিতে ধাঁধাঁর মত বলিয়া বোধ হয়। কারণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটী শব্দই আপেক্ষিক সুতরাং তুলনামূলক, অতএব স্ফুট পরিমাণবোধক নয়। উপনিষদে ব্রহ্মের রূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা বৃথা এই তথ্যটী বুঝাইবার জন্য 'অণোরণীয়াংসঃ মহতো মহীয়ান্' রচনাটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। এখানে যেমন স্ফুট পরিমাণের অভাব সূচিত হয়, সেই রকম জ্ঞানতত্ত্বে বিশ্ববিস্তার তথা জড় পদার্থের ব্যাপকতা দুইটী অস্পষ্ট সীমাবদ্ধ বলিয়া নিরূপিত হয়।

স্যর অলিভার লজ্ তাঁহার 'সরল-গণিত' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন "প্রথমতঃ প্রকৃতির উপরিভাগে আমরা অবচ্ছিন্নতা (discontinuity) দেখিতে পাই। বস্তুগুলি ভিন্ন ভিন্ন ও গণনাসাপেক্ষ। পরে বাতাস ও জল আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্নতার (continuity) সহিত পরিচিত করে। আরও পরে পরমাণু ও সংখ্যা পুনরায় অবচ্ছিন্নতার জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট করিয়া তুলে। পদার্থের স্থূল আকার নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্থূল দৃষ্টিতে এক খণ্ড প্রস্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে সেই প্রস্তরখণ্ড অসংখ্য ছিদ্রপূর্ণ দেখায়।" জড় পদার্থের গঠন ও গুণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আলোচনা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক অবচ্ছিন্নতা-বোধক অণু ও পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। বর্তমান বিজ্ঞান সেই 'কল্পনা' সত্যমূলক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

অণু — অণু ইংরাজি ভাষায় molecule (লাটিন্ molecula) বলিতে যে কোন পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ—যাহাতে সেই পদার্থের রাসায়নিক গুণ বর্তমান আছে তাহা বুঝায়। পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন অণুর সূক্ষ্মতর অংশকে পরমাণু নামে পরিচিত করিয়াছে। ইংরেজীতে পরমাণু বলিতে ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত atom বুঝাইত। ইহা অণুর অবিভাজ্য অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম অংশ। এই ইংরেজী কথাটী গ্রীক atomos (যাহাকে কাটা যায় না) শব্দ হইতে গৃহীত। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে পরমাণুরও ক্ষুদ্রতর গঠন-উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে—যথা ইলেক্ট্রন্ (Electron), প্রোটন্ (proton), পজিট্রন্ (positron), নিউট্রন্ (neutron)। সুতরাং এখন পরমাণুর ইংরেজি নাম ইহার প্রকৃতি বোধক নয়। হিন্দু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে 'কণা' নাম দিয়াছেন। এমন কি কণাদ ঋষি যিনি বৈশেষিক তত্ত্ববাদের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার নামটী বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দার্শনিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন বলিয়া প্রবাদ আছে। অর্থাৎ তিনি কণাভুক্ (কণং অত্তি ইতি কণাদঃ) বলিয়া কণাদ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে পরমাণুর বিবরণ দিতে হইলে ইহার গঠন-প্রণালীর কথা বলা আবশ্যক। অণুর বিবরণে পরমাণুর কথা যেমন স্বভাবতই উপস্থিত হয়, তেমনই পরমাণুর বিবরণে পরমাণুর অংশীভূত 'কণা' সমূহের বিবরণ না দিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। [পরমাণু দ্র°]

অণু ও পদার্থ-বিদ্যা — পদার্থসমূহ যে অণুর সমষ্টিমাত্র তাহা বর্তমান পদার্থবিদ্‌গণ বহু পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। অনেক কাল পর্যন্ত পদার্থ বিদ্যা অণু সম্বন্ধীয় গবেষণা লইয়াই ব্যাপৃত ছিল। রসায়নশাস্ত্র অণু এবং পরমাণু দুইটীরই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন। বর্তমানে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন উভয়ে পরমাণুর গঠন-উপাদান কণাসমূহের গুণাবলীর অনুসন্ধান করিয়া থাকে। জড়-পদার্থের স্বভাব অনুসন্ধান-কালে যখন তাহার বৈদ্যুতিক কিংবা রাসায়নিক গুণ আলোচনার বিষয়ীভূত হয় না তখন পদার্থ শুদ্ধ অণুর সমষ্টিমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হইয়া গবেষণা-কার্য করা হয় এবং দেখা গিয়াছে যে, কঠিন কিংবা তরল অবস্থা অপেক্ষা জড়ের গ্যাসীয় অবস্থা তাহার আণবিক গঠন ইত্যা আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। সাধারণ গ্যাস-সম্বন্ধীয় তথ্যের নাম হইতেছে গতিমূলক গ্যাস তথ্য (Kinetic theory of gases)। এই তথ্য হইতে বস্তুসমূহের স্থূলতর গঠন-উপাদান যে অণু সেই অণুর গতিবিধি এবং ক্ষুদ্রত্বের পরিমাণ জানা গিয়াছে। জড় পদার্থসমূহ যে অণুর সমষ্টিমাত্র একথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অণুর বৃহত্তম ব্যাস — অণু কত বড় হইতে পারে তাহার একটী ধারণা গতিমূলক গ্যাস-তথ্য হইতে জানা গিয়াছে। নিম্নে যে সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসের অণুর ব্যাস কত তাহার একটী মোটামুটি ধারণা হইতে পারে। এই ব্যাসের পরিমাণ উপর্যুক্ত গ্যাস-থিওরি হইতে স্থির করা হইয়াছে।

হাইড্রোজেন্	২'০৩ × ১০^{-৮}	সেন্টিমিটার
নাইট্রোজেন্	২'৯২ × ১০^{-৮}	"
বাতাস	২'৮৭ × ১০^{-৮}	"
অক্সিজেন্	২'৭০ × ১০^{-৮}	"
কার্বন ডাইঅক্সাইড	৩'৩০ × ১০^{-৮}	"

উপরের সংখ্যাসমূহ হইতে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসের অণুর ব্যাসের পরিমাণে প্রভেদ আছে। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড্ ও হাইড্রোজেন ব্যতীত আর সকল গ্যাসের অণুর ব্যাস-দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাপের বলা যাইতে পারে।

অণুর গতিবিধি—সকল পদার্থের অণুসমূহ সর্বদা গতিশীল। অণুর গতিবিধি যে শাস্ত্র বিশেষরূপে অনুশীলন করে তাহারই নাম গতি-তথ্য (Kinetic Theory)। পূর্বে বলা হইয়াছে, এই গতিতথ্যের সাহায্যে গ্যাসকণের অণুর ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ব স্থির করা হইয়াছে। এই আণবিক গতিতথ্য বা কাইনেটিক থিওরি-সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

যে কোনও গ্যাসের অণুই হউক না তাহার এমন একটী অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে যখন সেই অণুটী একটী বিশেষ নিয়ম-অনুসারে চলা-ফেরা করে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদ্বয় ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ও লুদ্‌ভিক্ বোল্‌ৎজ্‌মান্ সম্ভাবনা-গণিতের (probability theory) সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্যাসের অবস্থা সমতা লাভ করিলে পর তাহার অণুসমূহের গতির মধ্যমান (mean value), যে কোন দিকেই পরিমাপ করা যাউক না কেন, সর্বদা শূন্য হইবে। মনে করা যাউক, একটী পাত্রমধ্যে খানিকটা বাতাস আবদ্ধ আছে এবং সেই বাতাসের তাপের মান তাপমান যন্ত্রদ্বারা জানা গেল ২৫° সেন্টিগ্রেড্। যদি এই আবদ্ধ বাতাসের অণুগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, কতকগুলি অণু পূর্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিকে ঘণ্টায় ক মাইল বেগে যাইতেছে, তখনই দেখা যাইবে ঠিক ততগুলি অণু সেই সময় পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্বদিকে সেই ক মাইল বেগে যাইতেছে অতএব অণুসমষ্টির মধ্যগতি (mean velocity) পূর্ব-পশ্চিম সরাসর হইতেছে ক − ক = 0। আবার যদি কোন এক মুহূর্তে দুই দল সম-সংখ্যক অণুর কার্যশক্তি (Energy) মাপা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে দুই দলের গতিমূলক কার্যশক্তির সমষ্টির পরিমাণ ঠিক এক।

তাপ ও আণবিক গতি—যে কোন পদার্থের অণুসমষ্টি অবিরাম গতিশীল বলিয়া সেই গতির ক্ষিপ্রতার মান-অনুযায়ী পদার্থটী অধিক কিংবা অল্প উত্তপ্ত বোধ হয়। কোন বস্তুর বেগবান্ অণুগুলি আমাদের ত্বকে ধাক্কা দেয় বলিয়া আমরা সেই বস্তুটাকে উত্তপ্ত মনে করি। যদি কোন পদার্থের অণুগুলি আপেক্ষিক গতিহীন হয় অর্থাৎ সকল অণু স্থির থাকে তাহা হইলে পদার্থটী শীতল অর্থাৎ তাপহীন বোধ হইবে। সাধারণতঃ তাপমান-যন্ত্রে তখন সেই পদার্থের উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী দেখা যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু তাপহীনতার একটী পরিমাণ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাকে ২৭৩° সেণ্টিগ্রেড্ বলা হয়। সেই অবস্থার নাম প্রকৃত শূন্যতাপ (absolute zero of temperature)।

গ্যাসের অণু ও গতিতত্ত্ব (Kinetic theory of gases)—গতিতত্ত্বমূলক বিশেষত্ব বিচার করিলে গ্যাসের প্রকৃতি গ্যাসের আণবিক গঠন-চাতুর্য-সাহায্যে বিশদরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। নিম্নে সংক্ষেপে গ্যাস-তত্ত্বের গতি-বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দেওয়া গেল। গতি-বিজ্ঞানের একটী সূত্র আছে যাহা বিখ্যাত গণিত-বেত্তা স্যর উইলিয়ম্ হ্যামিল্‌টন্ আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার নাম এই সূত্রটী অনুসারে Hamiltonian equations of motion (হ্যামিল্‌টনের গতি-নিয়ামক সমীকরণসমূহ) নামে খ্যাত।

ধরা যাউক, যে কোন পদার্থের স্থিতি কতকগুলি নির্দিষ্ট সঙ্কেত দ্বারা নিরূপিত হইল। সেই সঙ্কেতগুলির সংখ্যা সর্বশুদ্ধ n (n বলিতে একটী সংখ্যা বুঝাইবে, যেমন ১০, কি ১১, কি অন্য কোন সংখ্যা) এবং এক একটী স্থিতিজ্ঞাপক চিহ্নের নাম যথাক্রমে $q_1, q_2, \ldots\ldots q_n$ এবং এক একটী স্থিতি-জ্ঞাপক চিহ্নের সহিত এক একটী স্মরবেগ (momentum) জ্ঞাপক (momentum = mass × velocity) চিহ্ন $p_1, p_2 \cdots\cdots p_n$ নিম্নলিখিত Equations অনুসারে স্থির করা হয়:—

$$q'_r = \frac{\delta E}{\delta p_r}, \quad p'_r = -\frac{\delta E}{\delta q_r} \quad \ldots\ldots (১)$$

এখানে E = energy যাহা $p_1, q_1; q_2, \ldots p^n, q^n$ দ্বারা নির্ণীত হয়। এবং

$$q'_r = \frac{dq_r}{dt}, \quad p'_r = \frac{dp_r}{dt}$$

এখন মনে করা যাক অসংখ্য পদার্থ সবই এই (১) সমীকরণগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া চালিত হইতেছে। তাহা হইলে (১) হইতে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়—

$$\frac{\delta p'_1}{\delta p_1} + \frac{\delta q'_1}{\delta q_1} = 0$$

এই ফলটী গতিবিজ্ঞানের একটী মূল্যবান্ সূত্রবোধক। গতিকালে পদার্থ-সমূহের যে কোনটী যদি কোনরকম নূতন গুণ লাভ করে তবে অন্যান্য গুণগুলি এমন ভাবে পরিবর্তিত হয় যে মোটের উপর গতির আরম্ভের সময়ের স্থিতিজ্ঞাপক ও মোমেণ্টম্‌জ্ঞাপক চিহ্ন পরস্পর বিরুদ্ধভাবে পরিবর্তিত হয়। ফলসমষ্টিতে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। হ্যামিল্‌টনের সমীকরণগুলির আর একটী সংজ্ঞা হইতেছে Canonical equations অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকারী সমীকরণগুচ্ছ। এই গুচ্ছের দ্বারা যে কোন গতিশীল পদার্থের ইতিহাস বর্ণনা করা যাইতে পারে। কোন গ্যাসের অণুগুলি কি রকম ভাবে চলা ফেরা করে

এই নিয়ম-অনুসারে তাহা নির্ধারিত হয়। অণুর গতি-নিয়ামক Maxwell's law এই হ্যামিল্‌টনের Canonical Equations হইতে পাওয়া যায়। Maxwell's law of distribution of velocities অর্থাৎ অণুসমূহের গতির বিতরণ নিম্নলিখিত প্রকারে হয় :—

যদি কোন গ্যাসের অণুর বেগ c ধরা যায়, তাহা হইলে $c^2 = u^2 + v^2 + w^2$ যেখানে u, v, w হইতেছে x, y এবং z দ্বারাদের বরাবর গতির অংশভাগ। এই অনুমান গ্রাহ্য করিলে যে সকল অণুর বেগ c এবং c+dc উভয় সীমার মধ্যে পড়ে তাহাদের সংখ্যা Maxwell's law of distribution-অনুযায়ী স্থির হয় অর্থাৎ সেই সংখ্যার পরিমাণ

$$4\pi s \frac{\sqrt{h^3 m^3}}{\sqrt{\pi^3}} \, e^{-hmc^2} \times c^2 dc$$

অণুসমূহের গতি-প্রকরণের সকল বিষয়েই হ্যামিল্‌টনের নিয়মানুযায়ী Canonical-Equations-অনুসারে অতি সাধারণভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। গ্যাসের অণু-সম্বন্ধীয় একটী নিয়ম যাহাকে আভোগেড্রোর নিয়ম বলা যায় তাহাও এই অণুর গতিবিষয়ক তথ্য হইতে পাওয়া যায়। সেই নিয়মটী এই—

সম আয়তন ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসসমূহ রক্ষিত হইলে যদি তাহাদের তাপমান এবং চাপমান উভয়ই সম-সংখ্যক হয় তাহা হইলে তাহাদের অণুর সংখ্যামানও অভিন্ন হইবে।—Avogadro's rule.

অণু ও রসায়নশাস্ত্র — অণুর গতি-বিধি পদার্থ-বিদ্যার অন্তর্গত বিষয়। অণুর গঠন-প্রণালী রসায়ন-শাস্ত্রের সহিত নিকট সম্বন্ধ। যে কোন পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি তাহার অণুর গঠন-বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। রসায়নবিৎ যখন দ্রব্যগুণ ও রাসায়নিক পরিবর্তন বিশদভাবে আলোচনা করেন, তখন অণুর অন্তর্গত পরমাণুর সমাবেশ ও সম্বন্ধ প্রথমতঃ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, জল রসায়নবিদের নিকট হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর সমাবেশ মাত্র। ইহার রাসায়নিক নাম অক্সাইড অব হাইড্রোজেন। এক অণু জলে দুইটী হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটী অক্সিজেন পরমাণু আছে। জলের রাসায়নিক নামের সঙ্কেত H_2O অর্থাৎ ১৮ সের জল পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে ২ সের হাইড্রোজেন ও ১৬ সের অক্সিজেন বর্তমান আছে। রসায়নশাস্ত্রে আর একটী বিশিষ্ট সংজ্ঞা আছে, তাহাকে Valency বলে। এই ভ্যালেন্সি বলিতে কোন্ পরমাণুর কতগুলি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত একত্রিত হওয়ার ক্ষমতা আছে তাহাই বুঝায়। যেমন, কোন একটী মূল পদার্থের একটী পরমাণু যদি হাইড্রোজেন পরমাণু 'ক' টীর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে তাহা হইলে সেই মূল পদার্থটীকে 'ক-ভ্যালেন্ট' বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ হাইড্রোক্লোরিক এসিড লওয়া যাইতে পারে। এখানে এক পরমাণুর ক্লোরিন্ এক পরমাণু হাইড্রোজেনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব ক্লোরিন্ এক ভ্যালেন্ট মূল পদার্থ। ইংরেজীতে ইহাকে Mono-valent পদার্থ বলে। একরূপ দুইটী হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত একটী অক্সিজেন পরমাণু একত্রিত হইয়া জল উৎপন্ন করে, অতএব অক্সিজেন দ্বি-ভ্যালেন্ট। পরমাণু-সংযোগে অণুর গঠন-প্রণালী রসায়নশাস্ত্রে নানা বিষয়ক গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়াছে। অনেক রাসায়নিক পণ্ডিত অণুসমূহের অবস্থান-সম্বন্ধে নানারূপ কাল্পনিক চিত্র অনুমান করিয়াছেন। এই এক একটী চিত্রকে এক এক প্রকার নমুনা বা ইংরেজী ভাষায় type বলে। যেমন Hydrogen type হইতেছে $\begin{matrix}R\\S\end{matrix}$, marsh gas type হইতেছে $\begin{matrix}R\\S\\T\\V\end{matrix}$ C, ইত্যাদি ; এখানে R, S, T, V এক একটী এক-ভ্যালেন্ট (mono-valent) পরমাণু।

অনেক সময় দেখা যায়, দুইটী পদার্থের গুণ বিভিন্ন, কিন্তু তাহাদের রাসায়নিক গঠন এক। এইরূপ বিভিন্ন গুণসম্পন্ন পদার্থগুলিকে আইসোমার্স্ (Isomers) বলে। বিখ্যাত রসায়নবিৎ বার্জেলিয়সের মতে একই সংখ্যক পরমাণুর বিভিন্ন প্রকারের সন্নিবেশ হইতে আইসোমারের সৃষ্টি হয়। ১৮২৫ খ্রী° মাইকেল্ ফ্যারাডে আবিষ্কার করেন যে, বহু যৌগিক (compound) পদার্থ দেখা যায় যেগুলি একই সংখ্যক মূল পদার্থ (element) সংযোগে উৎপন্ন অথচ ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন ; ইহাকে ইংরেজীতে polymerism বলে। এইরূপ ধর্মবৈষম্যের কারণ অণুর গঠনবৈষম্য। কখন কখন দেখা যায় যে, আণবিক গঠন-বৈষম্যের ফলে এক প্রকারের দ্রব্য অপর আইসমার দ্রব্যে পরিণত হয়। যেমন, এমোনিয়ম্ সাইয়ানেট্ জলে দ্রব করিয়া উত্তপ্ত করিলে তাহা আইসমার ইউরিয়াতে (urea) পরিণত হয়। এই পরিবর্তন পরমাণুসমূহের সমাবেশের ধরণ বদলের ফল বলিয়া অনুমিত হয়। ইংরেজীতে ইহার নাম tautomerism অথবা dynamic isomerism অর্থাৎ বলবিজ্ঞানমূলক-আইসমারিকতা। উদাহরণস্বরূপ Ethyl - aceto - acetate নামক পদার্থ লওয়া যাইতে পারে। ইহার অণুতে দুইটী উদজান পরমাণু, দুইটী কার্বন পরমাণু ও একটী অম্লজান পরমাণু আছে ; ইহার সাঙ্কেতিক নাম H_2C_2O ; কিন্তু এই পরমাণুগুলির সমাবেশ দুই রকম হইতে পারে, সুতরাং এই পদার্থের tautomerism সম্ভব। যেমন :—

```
 —C—C—                 O   H
  |  |        অথবা     ‖   |
H—O  H               —C—C—
                           |
                           H
```
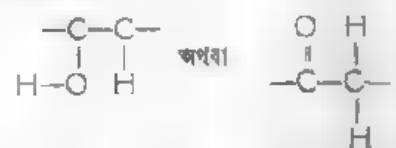
এই সকল উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অণুর গঠন-প্রণালী-অনুসারে পদার্থের রাসায়নিক গুণ পরিবর্তিত হয়।

অণুর গঠন ও আইসমারিজম্ (Isomerism) — জৈব রসায়নে কার্বন (carbon) অণু একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমান রসায়ন-শাস্ত্র-মতে কয়লার (carbon) পরমাণু দ্বি-বন্ধনযুক্ত

হইলে উহার সাঙ্কেতিক প্রতিলিপি এইরূপ : C=C. দ্বি-বন্ধনযুক্ত কয়লায় পরমাণু দুইটার কোনটাই বন্ধন-রেখার চারি ধারে ঘুরিতে পারে না। কিন্তু যখন কয়লায় পরমাণু দুইটা এক রেখায় বদ্ধ থাকে, যেমন C—C, তখন এই বন্ধন-রেখার চারি ধারে পরমাণু দুইটা মুক্তভাবে ঘুরিতে পারে। এই মুক্ত-ঘূর্ণনের ফলে পরমাণু দুইটার অবস্থিতি এমন বিভিন্ন প্রকারের হয় যাহাতে পদার্থটার রাসায়নিক গুণের পরিবর্তন ঘটে, অর্থাৎ আইসমারিজম্ প্রকাশ পায়। এই আনুমানিক অবস্থানভেদে প্রকৃতি-ভেদ নিম্নপ্রদর্শিত সাঙ্কেতিক উপায়ে দেখান হয় :—
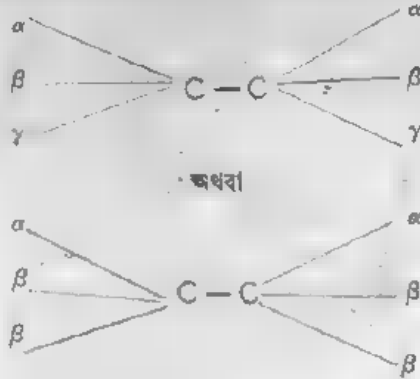
অণুর গঠন ও পটি-বর্ণালি (Band Spectrum)—বহু পরমাণু-সম্বলিত অণুর গঠন-সম্বন্ধে অনেক তথ্য বর্ণালি-বিশ্লেষণের সাহায্যে জানা গিয়াছে। তবে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। অনেকানেক প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর পাইতে এখনও বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। মোটামুটি এ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে :—

১ নং চিত্রে যে চারিটা বর্ণালি (spectrum) দেখান হইয়াছে সেই কয়টা লক্ষ্য করিলে প্রত্যেকটাতেই কতকগুলি রেখাগুচ্ছ দেখা যাইবে। এই রেখাগুচ্ছগুলি গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিলে অণুর গঠন-প্রণালী-সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ অণু যে পরমাণুর সমষ্টি সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। বহু পরমাণু-সম্বলিত অণুর কম্পনের ধারা এই বিশেষ প্রকারের বর্ণালির সাহায্যে বিশদভাবে বোধগম্য হয় বলিয়া অণুর কম্পন ও অণুর বর্ণালি একটু বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল।

অণুর অন্তর্ভুক্ত পরমাণুগুলি এক প্রকার কাল্পনিক বন্ধন-রজ্জু দ্বারা একটা আর একটার সহিত আবদ্ধ মনে করা যাইতে পারে। এই বন্ধন-রজ্জু যেন ক্ষণে ক্ষণে ক্রমাগত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে এইরূপ অনুমিত হয়। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের নাম বন্ধন-স্পন্দন ; ইহার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটা সংখ্যা প্রযুক্ত হয়, উহাকে বন্ধন-সংখ্যা বলে। বন্ধন-সংখ্যার সাহায্যে বন্ধন-অনুকম্পনের ধারা ও পরমাণুর ক্ষণিক অবস্থান সম্পূর্ণভাবে জানা যায়।

বন্ধন-সংখ্যা যদি K হয়, তাহা হইলে দুইটা পরমাণু-সম্বলিত অণুর বন্ধন-কম্পন নিম্নলিখিত নিয়মমত সম্পন্ন হয় :—

$2\pi\omega = \sqrt{2K/\mu r^2}$ এখানে K = বন্ধন-সংখ্যা

μr^2 = জড়ত্ব-পরিমাপক সংখ্যা (moment of inertia).

অনেক সময় অণুসম্বন্ধীয় বন্ধন-স্পন্দন নির্ধারিত করিতে হইলে পরমাণুসকলের পরস্পরের দূরত্ব ও বন্ধন-সংখ্যার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ জানা আবশ্যক। এই সকল সংখ্যাবলী বর্ণালির সাহায্যে অবধারিত হয়। যখন বহু সংখ্যক সমগুণসম্পন্ন পরমাণুর সমষ্টি

১

একটী মধ্যবর্তী পরমাণুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাহাদিগকে দলবদ্ধ পরমাণু-পুঞ্জ (group of atoms) বলে এবং দল-সম্বন্ধীয় গণিতের সাহায্যে (group theory) দল-গঠিত অণুর কম্পনধারা নির্দিষ্ট হয়। বর্ণালি-সাহায্যে অণুর কম্পাঙ্ক (frequency of molecular vibration) সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়।

রামানের আবিক্রিয়া ও অণুর গঠন-প্রণালী—যখন এক বর্ণাত্মক (monochromatic) আলোকরশ্মি কোন স্বচ্ছ বা অর্ধ-স্বচ্ছ পদার্থদ্বারা বিক্ষিপ্ত (scattered) হয়, তখন দেখা যায় যে, বিক্ষিপ্ত হইবার পূর্বে সেই আলোক-রশ্মির বর্ণালিতে যে সমস্ত রেখা ছিল তাহাদের পার্শ্বে অন্য রেখাসমূহ বিক্ষিপ্ত রশ্মির বর্ণালিতে দেখা দিয়াছে—অর্থাৎ আলোকরশ্মির সহিত অণুপুঞ্জের সংঘর্ষণে একটী গতিবিজ্ঞানসম্মত অণু-কম্পনের ও কার্যকরী কণাসমূহের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। যে সকল নূতন রেখা বিক্ষিপ্ত রশ্মির বর্ণালিতে লক্ষিত হয় তাহাদিগের নাম রামান-রেখা। আবিষ্কর্তা স্যর সি. ভি.রামানের নাম-অনুসারে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। এই সকল রামান-রেখার সাহায্যে অণুর গঠন-সম্পর্কীয় অনেক তথ্য বিশদরূপে আলোচনা করা যাইতে পারে। [এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'রামানের আবিক্রিয়া' দ্র°] রামান-রেখা-সমূহের কম্পাঙ্ক (frequency) ও সমবর্তন (polarisation) সাহায্যে অণুর গঠন-বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। রসায়ন-শাস্ত্রে অণুর নানাবিধ পরিবর্তন-সম্বন্ধীয় আলোচনা-কালে রামানের আবিক্রিয়া ও আণবিক বিবর্তন (molecular refraction) এই দুইএর সম্বন্ধ গণিত-শাস্ত্রসম্মত বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অণুর অন্তর্গত পরমাণুর সমবর্তনের নিয়মটী সংক্ষেপতঃ এই :—

$$\alpha = \alpha_0 + \underset{i}{S} \left\{ \frac{\delta\alpha}{\delta q_i} \right\} q_i + \tfrac{1}{2} \underset{jk}{S} \left\{ \frac{\delta^2\alpha}{\delta q_i \, \delta q_k} \right\} q_i q_k + \cdots ; q$$

চিহ্ন অবস্থান-জ্ঞাপক। অতএব অণুর গঠন-বৈচিত্র্য এবং গুণাবলী শুদ্ধ সমবর্তন বিশ্লেষণের ফলে জানা যায়। অণুর শক্তি, স্থিতি, অবস্থান-সংরক্ষণ, পরিবর্তন ইত্যাদি যাবতীয় আণবিক ব্যাপার উপযুক্ত প্রক্রিয়া-সাহায্যে বিশদরূপে বর্ণিত হইতে পারে।

ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচি

অণুচৈতন্য=জীব। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য তাঁহার অণুভাষ্যে বলিয়াছেন—'তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ' ... 'জ্ঞাতৃত্বাদয়ঃ এবাত্র জীবে সার। ইতি জড়বৈলক্ষণ্যকারিণ ইতি অসাদৃশ্য বাক্যপদপ্রয়োগবজ্জীবে ভগবদ্ব্যপদেশঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্রষ্টৃত্বাদিগুণ জীবের সার বলিয়া জীব জড় হইতে বিলক্ষণ, কিন্তু 'সোঽহমস্মি' বাক্যের দ্বারা উহাতে যে ভগবদ্ব্যপদেশ দেখা যায় তাহা কেবল অসাদৃশ্যের বাক্যপদপ্রয়োগের ন্যায় বুঝিতে হইবে। তাঁহার মতে জীব অণু ও সেবক। নিম্বার্কাদি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্যগণের ব্রহ্ম ও জগৎ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এই যে, সমুদ্র ও তরঙ্গের মত উহাদের অবিভাগেও বিভাগ-ব্যবস্থা উৎপন্ন হয়। সেই জন্য শরীর-সংযোগবিয়োগজনিত জীবের জ্ঞান পরমাত্মার অধীন। জীব অণু—সুতরাং জীবাত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তবে যে আত্মাকে অনন্ত বলা হয় তাহা কেবল তাহার জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম-জন্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ, জীবগোস্বামী প্রভৃতি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী আচার্যগণের মতে ঈশ্বর বিভুচৈতন্য ও জীব অণুচৈতন্য। 'বিভুচৈতন্যজীবয়োরণুচৈতন্যস্তু জীবঃ'; তন্মধ্যে স্বতন্ত্র স্বরূপ শক্তিমান্ ঈশ্বর প্রবেশ ও নিয়মনের দ্বারা জগতের বিধান করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞের ভোগাপবর্গ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীগুরুপদ হালদার

অণুচ্ছেদ—[অণু যে ছেদ—কর্মধা°]

অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পূর্ণ অংশ paragraph.

অণুজীব—দৃষ্টি বা চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, জীবাণু microbe. [জীবাণু দ্র°]

অণুতা (স্ত্রী), ত্ব (ক্লী°)—অণিমা, সূক্ষ্মতমতা, পরমাণুর ভাব, অণুপরিমাণ, অতিক্ষুদ্রত্ব।

অণুতৈল—ঊর্ধ্বজত্রুগতরোগ-নাশক পক্ব তৈলবি°। এই তৈল নস্যরূপে ব্যবহার্য। অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া ইহার নাম অণুতৈল।

প্রস্তুত-বিধি — রক্তচন্দন, অগুরু, তেজপত্র, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, প্রপৌণ্ডরীক, ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, বালা, হরীতকী, কেওটমুথা, দারুচিনি, মুথা, অনন্তমূল, শালপানী, জীবন্তী, চাকুলে, দেবদারু, শতমূলী, রেণুক, বৃহতী, কণ্টকারী, প্রিয়ঙ্গু ও পদ্মকেশর (প্রত্যেক সমান) মিলিত ১।০ এক মণ দশ সের লইয়া কুটিয়া, ১০/০ দশ মণ শরৎকালীন বৃষ্টির জলে পাক করিয়া ১/০ মণ জল শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, সেই কাথে মূর্চ্ছিত তিল-তৈল /৪ সের মিশাইয়া একত্র অগ্নিতে পাক করা নিয়ম। পাকশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া, পুনরায় উক্তরূপে কাথ প্রস্তুত করিয়া ঐ তৈলের সহিত পূর্ববৎ পাক করিতে হয়। এইরূপে দশ বার পাক করা বিধি। প্রত্যেক বারে নূতন করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে দিতে হইবে। দশম বা শেষ পাকে উহার সহিত তৈলের সমপরিমাণ ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিতে হইবে। যথাবিধি পাকশেষে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই অণুতৈল তুলার দ্বারা প্রত্যেক নাসারন্ধ্রে তিনবার করিয়া নস্যরূপে প্রযোজ্য এবং এক দিন অন্তর এক দিন—এইভাবে সাত দিন যাবৎ প্রয়োগ করিতে হয়; অর্থাৎ আরম্ভদিন হইতে গণনায়, ত্রয়োদশ দিবসে ইহার প্রয়োগ শেষ হয়। এই তৈল ত্রিদোষনাশক ও অক্ষি-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বলাধায়ক। ধূমপানের অতিযোগে স্রোতঃসমূহ হইতে রক্তবর্ষণ হইলে অণুতৈল ব্যবহার করা বিধেয়। বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে এই তৈল ব্যবহার করা বিধিজ্ঞ।—চরক° সূ. ৫. ১৮. ২০।

সুশ্রুতের মতে এই তৈলের প্রস্তুত-বিধি এইরূপ—যে তৈল-নিষ্পীড়ন-যন্ত্রে (ঘানি গাছে) দীর্ঘকাল তৈল নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে সেই নিষ্পীড়ন-যন্ত্রের উপকরণকাষ্ঠ-সকল সংগ্রহ করিয়া সেগুলি অতি সূক্ষ্মাকারে খণ্ডিত করিতে হইবে। পরে এই কাষ্ঠখণ্ড-সকল উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া তাহা জলে সিদ্ধ করিলে কাষ্ঠকণাসমূহ হইতে তৈল নিঃসৃত হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে। এই তৈল সংগ্রহ করিয়া বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত পাক করিলে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা অণুতৈল। তৈলসিক্ত অতি সূক্ষ্ম কাষ্ঠকণা-সমূহ হইতে তৈল আহরণ করিয়া পাক করা হয় বলিয়া উহা 'অণু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই তৈল বাতব্যাধিতে মহোপকারী।—সুশ্রু° চি. ৪. ২২।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতায়ও এই অণুতৈলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (অ-হৃ-স° সূ° ২০) উক্তগ্রন্থে শীতদন্ত নামক মুখরোগেও এই অণুতৈলের নস্যপ্রয়োগের উপদেশ উল্লিখিত আছে।—(অ-হৃ স° উ° ২২)।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অণুদর্শন, দৃষ্টি—[অণুর দর্শন, দৃষ্টি—৬-তৎ] ১ অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, অণুদৃষ্টি। ২ অতি সূক্ষ্মবস্তুর দর্শনসাধক যন্ত্রবি° microscope. [অণুবীক্ষণ দ্র°]

অণুধর্ম—[অণু (সূক্ষ্ম) এমন ধর্ম—কর্মধা°] দুজ্ঞেয় সূক্ষ্মধর্ম। 'অণুরেষ ধর্মঃ'—কঠ° ১. ২১।

অণুপ্রভা, -ভা—[অণু (সূক্ষ্ম) প্রভা, ভা (দীপ্তি) যাহার—বহু°] স্ত্রী°, বিদ্যুৎ ॥ কল্প-দ্রু° ॥

অণুমধ্যবীজ — যোগবিশেষের নাম ॥ অভি° বো-যো° ॥

অণুমস্তিষ্ক—মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগস্থ অবয়ব অতিক্ষুদ্র অংশ cerebellum.

অণুমাত্র –[অণু+মাত্রচ্—প্রমাণ অর্থে, বা অণুমাত্রা যাহার—বহু°; স্ত্রী—ী] অণু যাহার প্রমাণ, অল্প পরিমাণ, বিন্দুমাত্র, অত্যল্প পরিমাণ, সামান্য বা কিঞ্চিৎ পরিমাণ, একটু।

অণুমাত্রিক — [অণুমাত্রা + ইক (ঠন্) বাহুলকে, অস্ত্যর্থে; অণুই মাত্রা—কর্মধা°] বিণ, ১ অণুমাত্রাবিশিষ্ট, অল্পপরিমাণ, অতিক্ষুদ্র, স্বল্প; অতি সূক্ষ্ম। ২ লিঙ্গশরীর-বিশিষ্ট। 'যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাণু চরিষ্ণু চ। সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্তিং বিমুঞ্চতি।'—মনু° ১. ৫৬। সূক্ষ্মপঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, কর্ম, বায়ু ও অবিদ্যা, এই অষ্টবিধ শরীরনির্মাপক অংশের নাম 'অণুমাত্রা'। 'ভূতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবাসনাকর্মবায়বঃ। অবিদ্যা চাষ্টকং প্রোক্তং পুর্যষ্টমৃষি-সত্তমৈঃ'—মনু-টী'-ধৃত বচন ॥ Goldstucker ॥

অণুমুষ্টি, -ক — (বৈদ্যক) জেবক-বি°। মহানিম। পর্যায়—বিষমুষ্টি, কেশমুষ্টি, সুমুষ্টি, ক্ষুপদোডিমুষ্টি। ইহা কটুতিক্ত রসযুক্ত, রুচি-কারক ও দীপন এবং কফ, বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ ও কণ্ঠরোগনাশক।—রাজনি° বর্গ ৪, ৫০।

অণুরাশি—[বীজগণিত] ক্ষুদ্র রাশি।

অণু রেণু, জাল — [অণু এমন রেণু, রেণুজাল—কর্মধা°] অতি সূক্ষ্মকণা, সূর্যকিরণে দৃশ্যমান ধূলিকণা atomic dust, motes in a sun-beam.

অণুরেবতী—(বৈদ্যক) দন্তীবৃক্ষ croton polyandrum—রাজনি° বর্গ ৬. ৩৪০।

অণুবটিকা—[অণু পরিমিতা বটিকা—মধ্যপ° কর্মধা°] স্ত্রী, অতি ক্ষুদ্র বটি, খুব ছোট বড়ি globule.

অণুবাদ—[অণুবিষয়ক বাদ (doctrine) —মধ্যপ-কর্মধা°] অণুবিষয়ক মতবাদ-বি°। বৈশেষিক মতবাদ atomic theory. [অণু, দ্র°]

অণুবাদী—১ ন্যায়-বৈশেষিক। ২ বল্লভ-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। ইহারা জীব ও ঈশ্বরকে 'অণু' বলেন।

অণুবীক্ষণ—এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহৎ দেখায়। বর্তমান সমাজে এই যন্ত্রের ব্যবহার প্রসার লাভ করিয়াছে। চিকিৎসাবিধানে কীটাণু ও জীবাণুর সূক্ষ্ম অবয়বের যথার্থ রূপ এই যন্ত্র-সাহায্যে নিরাকৃত হয়। জীবদেহের নানা অংশের মল-মূত্রশোণিতের সূক্ষ্ম উপাদান-বিষয়ের জ্ঞান ইহার সাহায্যেই সঞ্জাত হইয়াছে। উদ্ভিদ্ দেহের গঠনপ্রণালী যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদানে রচিত সুধীবৃন্দ ইহার দ্বারাই তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। নানা প্রস্তর ও খনিজ পদার্থের গঠনপ্রণালী হইতে যে কেলাসিত (crystalline) কণাসমূহের উদ্ভব হইয়াছে তাহাও এই যন্ত্র-সাহায্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ হইতে এই যন্ত্রের ব্যবহার নানা শাস্ত্রে নানা কলায় ব্যবহৃত হইয়া বর্তমান যুগের সভ্যতা-বিষয়েও বস্তুবিচার ও তত্ত্বনির্ণয়ের জ্ঞানলাভের এক বিশিষ্ট উপাদানের স্বরূপ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঐতিহাসিক কথা—বয়োবৃদ্ধির সহিত মানব যে ক্ষীণদৃষ্টি হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন এবং এই তথ্য বহু প্রাচীন যুগের পণ্ডিতগণও অবগত ছিলেন। মানব-চক্ষুর যে দুই প্রকার দৌর্বল্য লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে নিকটদৃষ্টি (myopia) এবং দূরদৃষ্টি (presbyopia) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের দৌর্বল্য-সম্বন্ধে মহামতি আরিস্টোটল্ (Aristotle) এবং গ্রীসীয় চিকিৎসাবিদ্ আলেকজান্ডার (Alexander) আলোচনা করেন। এমন কি গ্রীক বৈদ্য Actuarius যে চিকিৎসা শাস্ত্র রচনা করেন তাহাতে তিনি এই ব্যাধির উপশম মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য বলিয়া প্রকাশ করেন। ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে চশমার আবিষ্কার হয়। ফ্লোরেন্স্-নিবাসী সালভিনো (Salvino de Armato degli Armeri) ১২৮৫ খ্রী° চশমা আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার তিনি বহু যত্নে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এ কথাও পাওয়া যায় (Smith's Optics, ii. Cambridge, 1738)। পোপ ১০ম লীওর (Leo X-এর) যে চিত্র র‍্যাফেল অঙ্কন করেন, তাহাতে তাঁহার হস্তে চশমার সাহায্যে তিনি পুস্তকপাঠে রত দৃষ্ট হয়। এই চিত্র এখন Palazzo Pitti মন্দিরে রক্ষিত আছে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, এই চিত্র র‍্যাফেল ১৬শ শতাব্দীর প্রথমে অঙ্কন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগে চশমার ন্যায় কোন যন্ত্রের ব্যবহার ছিল কি না সেবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মেসোপটেমিয়ার নিমরুদে (Nimroud) Sargonএর রাজপ্রাসাদে ভূখনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Layard এক খণ্ড তলোত্তল (plano convex) স্ফটিকখণ্ড প্রাপ্ত হন, তাহা এক্ষণে বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। Sir David Brewster এই স্ফটিকখণ্ড পরীক্ষা করিয়া অনুমান করেন যে, ইহা সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহত্তর করিয়া দেখিবার জন্য লেন্সরূপে ব্যবহৃত হইত। এই তথ্য প্রমাণ হইলে চশমার আবিষ্কার যে খ্রী-পূ° ৭ম শতাব্দীতে হইয়াছিল তাহা বলা যাইতে পারে। এই স্ফটিকখণ্ড কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করেন যে, স্ফটিকের মধ্যস্থিত অপরিচ্ছন্নতা ও তাহার উপরিভাগস্থ অংশের অসমতা এরূপ যে তাহা লেন্স-রূপে ব্যবহারের উপযোগী নহে। প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সকল সূক্ষ্ম কারুকার্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস যে তাহা যন্ত্রসাহায্য ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত; কিন্তু পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তাঁহাদের অনেকের মতে কলাবিদ্যার সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন যন্ত্র সাহায্য ব্যতিরেকেই শিল্পী নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।

অণুবীক্ষণ-আবিষ্কার — অণুবীক্ষণ আবিষ্কার-সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের মত এই যে তাহা ১৫৯০ হইতে ১৬০৯ খ্রী° মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল। অনেকের মত যে ওলন্দাজ শিল্পী Zacharias Janssen ইহার আবিষ্কার করেন। ১৮৭৬ খ্রী° লণ্ডনে পুরাতন যন্ত্রের যে সমাবেশ হইয়াছিল (Loan collection of Scientific Instrument) তাহাতে এক অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক Hartings-এর মতে তাহা Janssen-এর নির্মিত।

Janssenএর নির্মিত অণুবীক্ষণ (১৫৯০)

ইহাতে এক নলিকার অগ্রভাগে এক খণ্ড সমো-উত্তল (equiconvex) লেন্স আছে এবং আর একটী নলিকা যাহা পূর্বোক্ত নলিকার মধ্যে চালিত করা যায় তাহারও অগ্রভাগে অনুরূপ লেন্স্ দৃষ্ট হয়। Huyghens বলেন, রাজা ১ম জেম্‌সের সভা-পণ্ডিত Cornelius Drabbel ১৬২১ খ্রী° অণুবীক্ষণ আবিষ্কার করেন। Drabbel ওলন্দাজ ছিলেন। কিন্তু Sir David Brewster তাঁহার Treatise on Microscope পুস্তকে লিখিয়াছেন যে অস্ট্রিয়ার রাজকুমার Morris ১৬১৭ খ্রী° Drabellকে উহা দান করেন। অস্ট্রিয়রাজ Charles Albert উপরোক্ত অণুবীক্ষণ Janssenএর নিকট হইতে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হন; সুতরাং আবিষ্কর্তৃরূপে Janssen-এরই স্থান প্রথম। ১৮৭০ খ্রী° অধ্যাপক Govy নানা-বিষয়ক পুস্তিকা ও দপ্তরাদি (Journal R M S, iv. 1889, 574) সম্বন্ধে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ১৮৮৮ খ্রী° প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, ১৬১০ খ্রী° Galileo দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করেন। Galileoর শিষ্য Wedderborn তাঁহার পুস্তিকার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৬১০ খ্রী° তাঁহার

গুরু Galileo Ochialino নামক এই অক্ষিসহায়ন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সূক্ষ্ম বস্তুর রূপ-দর্শন কিরূপে সম্ভবপর হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাকে
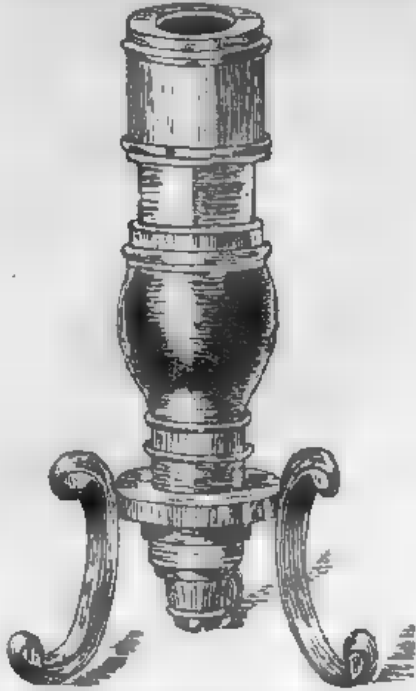
Galileo-নির্মিত অণুবীক্ষণ

উপদেশ দিয়াছিলেন। এই তথ্য Wedder-born-এর পুস্তকে লক্ষিত হয়। সেই পুস্তক ভেনিসে তৎকালীন বৃটিশ রাজদূত Henry Wotton-এর নামে ১৬১০ সালে ১৬ই অক্টোবর উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

তিনি বলেন যে, তাঁহার গুরু টাস্কানির রাজবংশীয় মহামান্য Cremonius-কে এই যন্ত্রের কথা প্রকাশ করেন এবং ১৬১৪ খ্রী° Susaana-র Cardinal-কে এই যন্ত্র-বিষয়ে বলেন যে, ইহার সাহায্যে ক্ষুদ্র মক্ষিকা কুক্কুটের ন্যায় বৃহৎ আকার লক্ষিত হয়। কিন্তু ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের অনন্যস্বরূপ Galileo তাঁহার সমসাময়িক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণের যে ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন ইহা বড় পরিতাপের কথা এবং সেই কারণে তাঁহার এই আবিষ্কার যথা-যুক্তভাবে লোকসমাজে প্রচারের অন্তরায় হয়। সাধারণে তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ছিল।

অণুবীক্ষণের ক্রমোন্নতি—১৬৩৭ খ্রী° Descartes তাঁহার Dioptrique পুস্তকে অণুবীক্ষণের এক চিত্রলেখ প্রকাশ করেন। তবে তাহা একখণ্ড লেন্স ও দর্পণের (concave mirror) সমাবেশে গঠিত।

Accademia del Cimento-র ১৬৫৭ খ্রী° অবসান হয়। এই সময়ে ইহাতে Galileo-নির্মিত একটী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র রক্ষিত ছিল। ১৬৬৫ খ্রী° Hooke তাঁহার Micrographia গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অণুবীক্ষণের সম্পূর্ণ চিত্র ইহাতে সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। ১৬৭১ খ্রী° Cherubind' Orlenas Microscope-বিষয়ক একটী পুস্তিকা রচনা করেন; তাহাতে microscope-এর একখানি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৭৩ খ্রী° Leenwenhock Royal Society-তে microscope-বিষয়ক আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার নির্মিত ২৬টী অণুবীক্ষণ দান করেন। ১৭০৪ খ্রী° Harrio তাঁহার Lexicon Techniqua পুস্তিকায় Marshall-এর নির্মিত অণুবীক্ষণের চিত্রলেখ দেন। ১৭১৬ খ্রী° Hertel অণুবীক্ষণের তলদেশে আলোকরশ্মি-সমাবেশের জন্য ন্যুব্জতল (concave) দর্পণ-সংযোগ করিয়া যে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র নির্মাণ করেন তাহারও লেখ আছে। ১৭৪২ খ্রী° Benjamin Maritn তাঁহার Micrographia Novo পুস্তকে কিভাবে অণুবীক্ষণের উপরিস্থ নলিকা সহজে লক্ষ্য বস্তুর নিকটে এবং দূরে ধীরে ধীরে সঞ্চালন করা যাইতে পারে তদুপযোগী rack ও pinion আবিষ্কার করেন। Martin-কর্তৃক নির্মিত একটী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র অধ্যাপক Quekett তাঁহার গবেষণা-কার্যে ব্যবহার করেন এবং পরে সেই যন্ত্র Royal Microscopical Society তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করে। Martin অণুবীক্ষণ সম্বন্ধে বহু প্রকারের উন্নতি করেন। Huyghenn-উদ্ভাবিত অক্ষিলেন্স (eyepiece) যাহা দূরবীক্ষণে ব্যবহৃত হইত তিনি প্রথমে তাহা অণুবীক্ষণে ব্যবহার করেন। এইভাবে একদিকে যখন অণুবীক্ষণের নির্মাণ-প্রণালীতে নানা উন্নতি সংসাধিত হইয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে

Descartes-এর অণুবীক্ষণ (১৬৩৭)

১৭৬২ খ্রী° গণিতজ্ঞ Euler অণুবীক্ষণের দৃষ্ট বস্তুনিচয়ের কি নিয়মে লেন্স স্থাপন করিলে তাহার পারিপার্শ্বিক অংশগুলি নানা বর্ণে রঞ্জিত না হইয়া যথার্থরূপে লক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন (Freedom from Chromatic Aberration)। এইরূপ achromatic লেন্স-সম্বন্ধে আলোচনা M. Charles প্যারিসের Institute-এ ১৮০০ হইতে ১৮১০ খ্রী° পর্যন্ত প্রকাশ করেন। Mossien Chevalier ফরাসী দেশে এই সময়ে microscope-সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৮২৭ খ্রী° Amici গণিত-সাহায্যে দেখান যে, অণুবীক্ষণের বস্তু-সন্নিহিত যে লেন্স তাহা অর্ধ গোলাকৃত হইলেই উত্তম কার্যকর হইবে। এই Amici-র নির্দিষ্ট ব্যবস্থা বর্তমান অণুবীক্ষণের সমস্ত objective-এ ব্যবহৃত হয়। আলোকতত্ত্ববিদ্ Fresnel তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালীন অণুবীক্ষণ ৪০ হইতে

১২০০ গুণ আয়তন বৃদ্ধি-সাধনে সমর্থ হয়েন। লণ্ডনের যন্ত্রনির্মাতা Tulli অধ্যাপক Listerএর অনুরোধে ১৮২৬ খ্রী° যে অণুবীক্ষণ নির্মাণ করেন তাহার প্রতিকৃতি নীচে দেওয়া গেল। ১৮৩১ খ্রী° Andrew

Dr. Listerএর ব্যবহৃত Tulli-নির্মিত অণুবীক্ষণ

Ross অণুবীক্ষণ নির্মাণ করিয়া বহু পণ্ডিতগণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্রব্যের চর্চা বিষয়ে সহায়তা করেন। এই ভাবে অণুবীক্ষণের ক্রমোন্নতি-সাধনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ১৮৮৬ খ্রী° জর্মানীর বিখ্যাত অণুবীক্ষণ-নির্মাতা Zeiss এই যন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনকল্পে রত হন। বর্তমানে যে সমস্ত অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয় Carl Zeiss-এর কর্মশালায় নির্মিত অণুবীক্ষণই তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণায় নানাদেশের পণ্ডিতবর্গ নিঃসন্দেহে Zeiss অণুবীক্ষণ নানা তথ্য নিরাকরণে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। Carl Zeissএর অণুবীক্ষণ নির্মাণে যে দুই অক্লান্তকর্মী পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁহারা Ernest Abbe ও Schott. এক দিকে যেমন অধ্যাপক Abbe লেন্সসমূহের মধ্য দিয়া কিভাবে আলোকরশ্মি প্রবর্তিত হইয়া বস্তুর প্রকৃত প্রতিকৃতি উৎপাদন করে তদ্বিষয়ে গণিতসাহায্যে নানা তথ্যের উদ্ভাবন করেন, পক্ষান্তরে সেইরূপ Dr. Schott কাঁচসম্বন্ধে তাহার উপাদানসমূহের সমাবেশের ফলে কাঁচের বর্ণবিশ্লেষণশক্তি (dispersive power) ও বিকীরণের মাত্রা (refractive index) পরিবর্তিত হয় তাহারই চর্চায় প্রায় ১০ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া Jenaর বিখ্যাত কাঁচ-কর্মশালা (glass-works) স্থাপন করেন। Schottএর গবেষণার ফলে তাঁহার এই বিখ্যাত যন্ত্রাগারে দুই সহস্রাধিক ভিন্ন ধর্মী কাঁচনির্মাণ-কৌশল উদ্ভাবিত হয়। এই সমস্ত ভিন্নধর্মী কাঁচের প্রত্যেকটী অণুবীক্ষণ-নির্মাণে প্রযুক্ত হয় না, তাহার মধ্যে বর্তমানে দেখা গিয়াছে যে প্রায় চার পাঁচটী বিভিন্নধর্মী কাঁচ ব্যবহার না করিলে উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ সম্ভবপর নহে। প্রতীচ্যের নানা দেশে এখন নানা কর্মশালায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র নির্মিত হইতেছে সেই সমস্ত কর্মশালায় সকলেই Schottএর গবেষণার ফলে যে সব কাঁচ উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সেই সমস্ত কাঁচ ব্যবহার করে। জর্মানীতে Zeiss ব্যতীত Leitz, Winkel, Emil Blusch, Voigt Lander, অস্ট্রিয়াতে Reichert, ফরাসীদেশে Nachet, ইংলণ্ডে Ross, Watson, Swift, Beck, মার্কিনদেশে Bausch and Lomb, Spencer এবং ইতালীর Officinale Galleini Firenzia ইহাদের নাম অণুবীক্ষণ-নির্মাতার তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অণুবীক্ষণের প্রতিকৃতির ধর্ম (Laws of image formation of microscope)—আলোকতত্ত্ববিদ্‌গণ কিভাবে অণুবীক্ষণযন্ত্রের নানা লেন্সের মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি বিভিন্ন পথে পরিচালিত হয় তদ্বিষয়ে যে গবেষণাসমূহ প্রচার করিয়াছেন তাহাদের আভাস পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এখন এই বিষয়ে কয়েকটী স্থূল তথ্য প্রকাশ করা হইতেছে। পূর্ব হইতে অণুবীক্ষণযন্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—সরল (simple microscope) ও যৌগিক (compound microscope)। সরল অণুবীক্ষণের উপাদান লেন্স-সমষ্টিতে গঠিত একটী বিশিষ্ট objective। ইহার মধ্যস্থিত লেন্সসমূহ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাঁচে নির্মিত হয়। তাহাদের সমাবেশে যে প্রতিকৃতি লক্ষিত হয় তাহা লক্ষিত বস্তুর একটী পরিবর্ধিত রূপ (magnified image)। এক খণ্ড লেন্সে নির্মিত objectiveএর প্রতিকৃতিতে দুই প্রকার বিকার (defect) আলোকধর্মের নিয়মানুসারে প্রতীত হইবে। আলোকতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার নাম দিয়াছেন বর্ণাপেরণ (chromatic aberration) ও গোলাপেরণ (spherical aberration)। এই বর্ণাপেরণের জন্য প্রতিকৃতির প্রান্তদেশ নীললোহিত নানা বর্ণে রঞ্জিত হইবে, আর গোলাপেরণের জন্য

প্রতিকৃতির আকৃতি বিপর্যয় হইবে।

সুতরাং দ্রষ্টা প্রতিকৃতি লক্ষ্য করিয়া সূক্ষ্মাকৃত বস্তুর যথার্থ রূপের উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এই দুই দোষ অপসারণ না করিলে বস্তুর যথার্থ রূপসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইবে। এই দুই দোষ অপসারণ করিতে হইলে একাধিক লেন্সের সমাবেশ করিতে হয়। সেই জন্য সরল অণুবীক্ষণের objective-এর মধ্যে দুই বা ততোধিক লেন্সের সমাবেশ আবশ্যক।

যৌগিক অণুবীক্ষণ—যৌগিক অণুবীক্ষণের দুই অংশ। যে অংশ বস্তুসন্নিহিত থাকে তাহাকে অভিলক্ষ্য (objective) বলা যায়, আর যে অংশ দ্রষ্টার চক্ষুর নিকটে থাকে

অভিলক্ষ্য (The objectives)

তাহাকে অভিনেত্র (eyepiece) বলা হয়। সরল অণুবীক্ষণের নির্মাণে যেমন লেন্স-সমষ্টির প্রয়োজন, সেইরূপ যৌগিক অণুবীক্ষণের অভিলক্ষ্যে একাধিক লেন্সের সমাবেশ প্রয়োজন। প্রতিকৃতির উপরোক্ত দুই প্রকার দোষ অপসারণ করিতে হইলে সেই লেন্স-

অভিনেত্র (eyepiece)

সমূহের কাচ তাহাদের গঠন এবং পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বিশিষ্টসূত্রানুসারে না করিলে অভিলক্ষ্যের প্রতিকৃতি বস্তুর অনুরূপ হইবে না এবং প্রত্যেক অণুবীক্ষণ-নির্মাতা এই দোষসমূহের অপসারণকল্পে আলোকতত্ত্ববিদের সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পূর্বলিখিত Amici-র নির্দিষ্ট অভিলক্ষ্যের প্রথম লেন্স অর্ধ গোলাকৃতি হয়। কিন্তু এই লেন্সের পরে আরও কয়েকটী লেন্স সমাবেশ করিলে তবে পূর্বোক্ত দোষসমূহ যথাসম্ভব অপসারণ করা যায়। নিম্নে অণুবীক্ষণের অভিলক্ষ্যের কয়েকটী চিত্র প্রদত্ত হইল। আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অণুবীক্ষণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর রূপ-নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্রষ্টা যখন অণুবীক্ষণসাহায্যে কোন সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ বা কোন বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগসমূহ লক্ষ্য করিবে, বস্তুবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার দৃষ্টিপথ যত প্রসারিত হইবে ততই বস্তুবিষয়ে জ্ঞান যথার্থ হইবে। মানবচক্ষুর দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রসার কত বিস্তৃত তাহা যদিও আমরা সাধারণতঃ উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে চক্ষুর দৃষ্টি-প্রসারক্ষেত্র (field of view) ঠিক নেত্রকেন্দ্রের মধ্য দিয়া রেখা কল্পনা করিলে তাহার দুইদিকে প্রায় ৭০° (ডিগ্রী) কোণ পর্যন্ত ব্যাপৃত। সুতরাং আমরা যখন দেখি, লক্ষিত বস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য বস্তু আমাদের নয়নগোচর হয়, ইহার ফলে বস্তুর আকৃতি ও অবস্থান-সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ উপলব্ধি হয়। অণুবীক্ষণে সেইরূপ সূক্ষ্ম বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগের যথার্থ তথ্য জানিতে হইলে ইহারও দৃষ্টি প্রসারক্ষেত্র (field of vision) বিস্তৃত হওয়া উচিত।

এই ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হইবে বস্তুসম্বন্ধে আকৃতি ও সমাবেশের জ্ঞান ততই যথার্থ হইবে। অণুবীক্ষণ-তত্ত্বে এই ধর্মের নাম দেওয়া গিয়াছে numerical aperture. অভিলক্ষ্য যে কেবল তাহার কেন্দ্ররশ্মিস্থিত বস্তুকে পরিবর্ধিত প্রতিকৃতিতে (magnified image) পরিণত করিবে তাহা নহে, কিন্তু তদ্ব্যতীত এই কেন্দ্ররশ্মি (central ray) হইতে কত কোণে (angle) অবস্থিত বস্তুরও যথার্থ প্রতিকৃতি সাধন করিবে তাহা অণুবীক্ষণ-নির্মাতার বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। অবশ্য এই কেন্দ্ররশ্মি হইতে চতুষ্পার্শ্বে যদি অনন্ত বিস্তৃত (infinitely extended) ক্ষেত্র থাকে তাহা হইলে তাহার কৌণিক অবস্থান ১৮০° হইবে; কিন্তু ইহা বাস্তবিক সম্ভবপর নহে।

আলোকতত্ত্বের সূত্রানুসারে জানা গিয়াছে যে, প্রত্যেক আলোকিত বস্তু হইতে যে সমস্ত রশ্মি নির্গত হয়, সেই রশ্মি-পথে অবস্থিত medium-সমূহের ধর্মানুসারে সেই গমনপথ সরল বা বিপর্যিত (deviated) হয়। রশ্মিমার্গ যতক্ষণ একধর্মী medium-এ থাকে ততক্ষণ তাহার পথ-বিপর্যয় হয় না। অণুবীক্ষণের অভিলক্ষ্যের প্রথম লেন্স হইতে লক্ষ্য বস্তুর মধ্যে যে ব্যবধান থাকে সেই ব্যবধানে সাধারণতঃ সর্বব্যাপী বায়ুর অবস্থিত বায়ুর বিকীরণাঙ্ক (refractive index) কাঁচের বিকীরণাঙ্ক হইতে অনেক কম; সেই জন্য বায়ুপথের মধ্যে লক্ষিত বস্তু হইতে যে সমস্ত রশ্মি প্রবর্তিত হয় তাহাদের লেন্স মধ্যে গমনের সময় মার্গ-বিপর্যয় (deviation) ঘটে। এই মার্গ-বিপর্যয়ের ফলে অণুবীক্ষণের দৃষ্টিপ্রসারক্ষেত্র হ্রাস হয়।
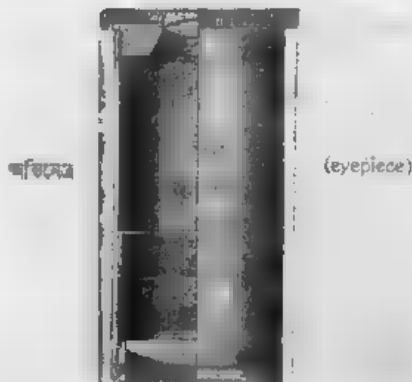
প্রসার-ক্ষেত্রের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করিতে হইলে সেই উপরোক্ত ব্যবধান এমন কোন স্বচ্ছ বস্তু দিয়া পরিপূর্ণ করিতে হইবে যাহার বিকীরণাঙ্ক লেন্সের কাঁচের বিকীরণাঙ্কের সমান। অধ্যাপক Abbe এই তথ্য উপলব্ধি করেন। সেই জন্য যখন তিনি নানা পরীক্ষার ফলে দেখিলেন, cedar-কাষ্ঠের নিষ্কাশিত (extracted) তৈল লেন্সের কাঁচের বিকীরণাঙ্কের সমান, তখন তিনি ঐ অংশ পরিপূরণের জন্য এই তৈল ব্যবহার করেন। ঐ সময় তিনি লেন্সটী এই তৈলে নিমজ্জমান করিলেন এবং এই নিমজ্জনের নাম দিলেন homogeneous immersion. ইহাতে অভিলক্ষ্যের দৃষ্টিপ্রসারক্ষেত্র যথেষ্ট পরিবর্ধিত হইল। দৃষ্টিপ্রসারক্ষেত্র-নির্দেশক সংজ্ঞার নাম numerical aperture এবং ইহার পরিমাপের মাত্রা—Numerical aperture = n Sinα; এখানে n = বিকীরণাঙ্কজ্ঞাপক চিহ্ন (refractive index) এবং α = ক্ষেত্রবিস্তৃতির অর্ধকোণজ্ঞাপক (semi vertical angle of the field of view) মাত্রা। যদি এই বিকীরণাঙ্ক n = ১'৫৫ হয় এবং numerical aperture = ১'৪ হয় তাহা হইলে α-র পরিমাপ কত হইবে তাহা সহজে হিসাব করা যায়। 'α' = ৬৪° ১৮´ মত হয়। সুতরাং কৌণিক ক্ষেত্রবিস্তৃতি (angular field of view) প্রায় ১২৮° ৩৬´ হইবে।

আর একটী তথ্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ মনে হইবে যে, প্রতিকৃতি যতই পরিবর্ধিত হয় লক্ষিত বস্তুর রূপ ততই সুস্পষ্ট হইবে। কিন্তু আলোক-তত্ত্ববিদ্‌গণ আলোকের নানা বর্ণের স্পন্দনমাত্রা (frequency) নির্ধারণ করিয়া এক অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন বস্তুর প্রতিকৃতি যন্ত্রসাহায্যে পরিবর্ধিত হইয়া এমন এক মাত্রায় আসিয়া পড়ে যে, আলোকধর্মের উপরোক্ত তত্ত্বানুসারে বস্তুর সূক্ষ্মাংশের মধ্যে ব্যবধান পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হয় না। এই তত্ত্বের নাম resolution এবং এই ধর্মের নাম resolving power দেওয়া হয়। অণুবীক্ষণে কোন বস্তুর প্রতিকৃতি ৯০০ গুণ বৃদ্ধি হইবার পরে আলোকতত্ত্বের উক্ত নিয়মানুসারে তাহার resolving power চরম দশায় উপনীত হয় (maximum resolving power)। ইহার পরে যতই প্রতিকৃতি পরিবর্ধিত হউক না কেন, তাহার সূক্ষ্মাংশের মধ্যের ব্যবধান যতই দূরে থাকুক না কেন অণুবীক্ষণে সেই সূক্ষ্মাংশ-সমূহের বিশেষ তথ্য বোধ হইবে না। এই তত্ত্বের বিচারের ফলে অণুবীক্ষণের পরিবর্ধন-শক্তি (magnifying power) একটা সীমাবদ্ধ হইয়াছে বলা যায়।—(Drude : Theory of Optics, ed. 1907, 156)

এক্ষণে অক্ষিনেত্রের (eyepiece) কথা অবতারণা করিয়া অণুবীক্ষণের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ শেষ হইবে। সাধারণতঃ যে অক্ষিনেত্র অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত হয় তাহার উদ্ভাবনকর্তা আলোকতত্ত্ববিদ্ Huyghens. ইহাতে দুইটী লেন্স থাকে, প্রথমটী দ্রষ্টার দিকে যাহার ফোকাল দৈর্ঘ্য (focal length) কম এবং তৎপরবর্তী লেন্স যাহাকে ক্ষেত্র-লেন্স (field lens) বলে তাহার ফোকাল দৈর্ঘ্য উপরোক্ত নেত্র-লেন্সের তিন গুণ ও দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান নেত্র-লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ—

ক্ষেত্র লেন্স	=	f_1
নেত্র লেন্স	=	f_2
ব্যবধান	=	a
f_1	=	$3f_2$
a	=	$2f_2$

এই অক্ষিনেত্র বর্ণাপেরণ ও গোলাপেরণ উভয় প্রকার দোষশূন্য। কিন্তু ইহার সাহায্যে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিকৃতির পরিবর্ধনের মাত্রা নির্ণয় করা যায় না। অণুবীক্ষণের মধ্যে আলোকপথের যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অভিলক্ষ্য বস্তুর (objective) যে প্রতিকৃতি উৎপাদন করে তাহার অবস্থান এই অক্ষিনেত্রের দুই লেন্সের ব্যবধান-স্থলে.
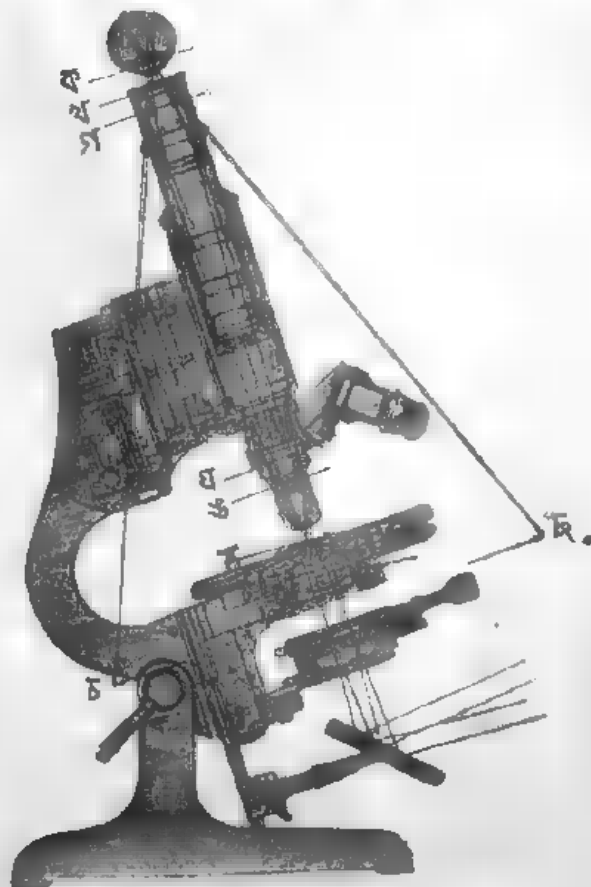
আলোকরশ্মির পথ (The path of rays)

থাকে। সুতরাং এই প্রতিকৃতি অবাস্তব (virtual image)। এই অবাস্তব প্রতিকৃতির পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব, কারণ তাহার মাত্রাজ্ঞাপক কোন প্রকার স্কেল (scale) এই ক্ষেত্রে স্থাপিত করা যায় না।

রামস্‌ডেন অভিনেত্র—(Ramsden Eyepiece)—এই অভিনেত্রও দুই লেন্সে নির্মিত। তাহাদের ফোকাস দৈর্ঘ্য সমান। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ব্যবধান ফোকাস দৈর্ঘ্যের $\frac{2}{3}$ অংশ এবং ইহার ফলে এই অভিনেত্রের ফোকাস বিন্দু ক্ষেত্র-লেন্সের সম্মুখে $\frac{1}{4}F$ দূরে অবস্থিত হয়

$f_1 = f_2$

$a = \frac{2}{3}f_1$

F = Combination focal length

সুতরাং যদি অভিলক্ষ্যের নিষ্পাদিত প্রতিকৃতি এই 'Ramsden' অভিনেত্রের ক্ষেত্র লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্যের $\frac{1}{4}$ অংশ দূরে যথার্থধর্মী প্রতিকৃতি রূপে অবস্থিত হয় তাহা হইলে সেই স্থানে কোন সূক্ষ্ম 'স্কেল' রাখিলে অভিনেত্র একসঙ্গে প্রতিকৃতি এবং সেই স্কেলের যে পরিবর্ধিত প্রতিকৃতি নিষ্পন্ন করিবে, দ্রষ্টা তাহার সাহায্যে প্রতিকৃতি-পরিবর্ধনের মাত্রা নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইবে। এই জন্য Ramsden-অভিনেত্র অণুবীক্ষণ-ব্যবহারকারী ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কি ভাবে সমগ্র অণুবীক্ষণের মধ্যে রশ্মিমার্গ প্রসারিত হইয়া সূক্ষ্ম বস্তুর পরিবর্ধিত প্রতিকৃতি নিষ্পন্ন করে তাহার চিত্র উপরে প্রদর্শিত হইল।

আলোকতত্ত্ববিদ্‌গণ অণুবীক্ষণের দৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্তুনিচয়ের রূপ কি ভাবে লক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা আলোকের মূল-ধর্ম স্পন্দন-মূলক স্বীকার করিয়া লইয়া নানাবর্ণের রশ্মির স্পন্দনমাত্রা বিচার করিয়া সূক্ষ্ম বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের ব্যবধান স্পন্দনপথের (wave length) অর্ধমাত্রার কম হইলে (half wave length) তাহা মানবদৃষ্টির অগোচর থাকিবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অনেক ক্ষুদ্র জীবাণুসমূহ আছে যাহাদের রূপ অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখিয়া উপলব্ধি করা অসম্ভব, কারণ তাহাদের দৈর্ঘ্য আলোকস্পন্দন-পথের অর্ধাংশের কম, অথচ জীবাণুবিদ্‌গণ তাহাদের অস্তিত্ব অন্য উপায়ে উপলব্ধি করিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দুরন্ত বসন্ত-রোগের কারণ এক প্রকার সূক্ষ্ম জীবাণু-বিশেষ, কিন্তু সেই জীবাণু অণুবীক্ষণে দুর্লক্ষ্য। এইরূপ আরও বহু সূক্ষ্ম বস্তুর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অণুবীক্ষণ-সাহায্যে দৃষ্ট হয় না। এই তথ্যের বিচারে রত হইয়া পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিলেন যে, আলোকরশ্মি যখন প্রবর্তিত হয় তাহার পথে অতি সূক্ষ্ম বস্তুনিচয় থাকিলে তাহাদের দেহ উদ্ভাসিত হয়। এই সাধারণ জ্ঞান

কয়েকটী condenser-এর চিত্র
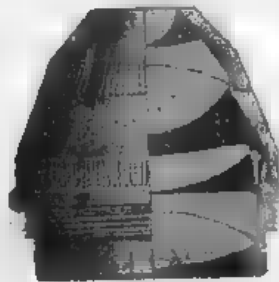
আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন সময় লক্ষণীয় বিষয় হইয়াছে। ধূমায়িত কোন স্থানে যখন আলোকরশ্মি পতিত হয় আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি যে আলোকপথ নীলাভরূপে রঞ্জিত হয়। আকাশের সুনীল বর্ণ আলোকরশ্মিপথে অবস্থিত সূক্ষ্ম ধূলি-কণার এমন কি বায়ুমণ্ডলীর অণুসঙ্ঘের (molecules) উদ্ভাসনের ফলে দৃষ্ট হয়। কোন বস্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইলেও যদিও তাহাদের রূপ লক্ষণীয় না হয় তাহাদের অস্তিত্ব এই ভাবে নির্দেশ করে। যে পথে আলোক বিচরণ করে সেই রশ্মিপথে দৃষ্টি করিলে তাহাদের সত্তা অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন আমরা সেই আলোকরশ্মিপথের সহিত সমকোণে অবস্থিত (Perp. to the line of light rays) কোন দিক্ হইতে লক্ষ্য করি তখনই বস্তুর সত্তার অনুভূতি হয়। তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত হইলে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাসমূহ দেদীপ্যমান স্ফটিকের ন্যায় লক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে ব্যবহার করেন Zsigmondi. তিনি অণুবীক্ষণের অভিলক্ষ্যের তলদেশে সূক্ষ্মবস্তুটী স্থাপন করিয়া তাহাকে অতি তীব্র আলোকে আলোকিত করেন—তাঁহার ব্যবস্থা-অনুসারে রশ্মিনিচয় অণুবীক্ষণের লক্ষ্যপথে প্রবেশ না করিয়া কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বস্তুনিচয়কে তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া বহির্গমন করে। রশ্মির এই ভাবে প্রবর্ত্তনের জন্য অণুবীক্ষণের লক্ষ্যক্ষেত্র (field of vision) অনালোকিত, কিন্তু কণাসমূহ তীব্র আলোকে জ্যোতিষ্ক (self lumiuous) রূপে উদ্ভাসিত লক্ষিত হয়। এই প্রথার নাম dark ground illumination. ইহাকেই Ultra microscope নামে অভিহিত করা হয়। যে condenser-সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হয় তাহার চিত্র পূর্ব পৃষ্ঠার সর্বশেষে দেওয়া হইয়াছে।

টাইফয়েডের জীবাণু (১৩০০ গুণ বর্দ্ধিত)

যক্ষার জীবাণু (২৫০০ গুণ বর্দ্ধিত)

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা তথ্য নিরাকরণে সুধীবৃন্দ এই যন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া সূক্ষ্ম বস্তুর রূপসম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও দিতে হইলে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, জীবজগতে রোগমূলক নানা জীবাণু-সঙ্ঘের অপূর্ব তথ্যসমূহ আবিষ্কৃত হইয়া তাহাদের হস্ত হইতে মানবকে রোগমুক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতির রোগাণু জীবরক্তে প্রবহমান হইলে ঐ সকল রোগের প্রবর্তন হয়—ইহা সর্ববাদিসম্মত। টাইফয়েড জ্বরের জীবাণুর ও যক্ষাকাশ রোগের জীবাণুর প্রতিকৃতি উপরে দেওয়া হইয়াছে।

উদ্ভিদদেহের নানা সূক্ষ্মাংশের বিচার করিয়া তাহাদের সুস্থতা-অসুস্থতার কারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এমন কি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ-বীজের কর্ত্তিত অংশের মধ্যে সেই উদ্ভিদের নানা জাতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে যে উদ্ভিদ্ সঞ্জাত হয় তাহাদের ধর্ম-নিরূপণে এখন উদ্ভিদ্তত্ত্ববিদ্গণ পারগ হইয়াছেন। পশম রেশম ও কার্পাসসূত্রের অণুবীক্ষণে দৃষ্ট রূপ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে তাহা কিরূপে বুঝা যায় তাহার চিত্র প্রদত্ত হইল। উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য জৈব বস্তুসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ নিরূপণে অণুবীক্ষণ যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে। ধাতু ও প্রস্তরের উপাদানসমূহের সূক্ষ্মাংশ বিচার করিয়া যে দুই জ্ঞানবিভাগ এই যন্ত্রসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে উহাদের নাম Crystallography ও Metallography. সূক্ষ্ম কেলাসিত (crystalline) কণায় গঠিত ধাতুর অঙ্গসমূহ সেই কেলাসিতকণার রূপ (crystalline form) এখন metallographist বিচার করিয়া মিশ্র ধাতুর নানা ধর্ম কি ভাবে নানা গুণের নানা ধর্মের সমবায়ে সংঘটন হয় তদ্বিচারে রত আছেন। আমাদের আবাসগৃহে বর্তমানে সিমেন্টের বহুল ব্যবহার হইতেছে। সিমেন্টের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম প্রস্তরময় উপাদানের কেলাসিতরূপ পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

ভূগর্ভস্থ খনিজ প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে তাহার আদিমকালসঞ্জাত অবস্থা কেলাসিত কণায় বাঁধা, ইহাও mineralogistগণ লক্ষ্য করিয়া
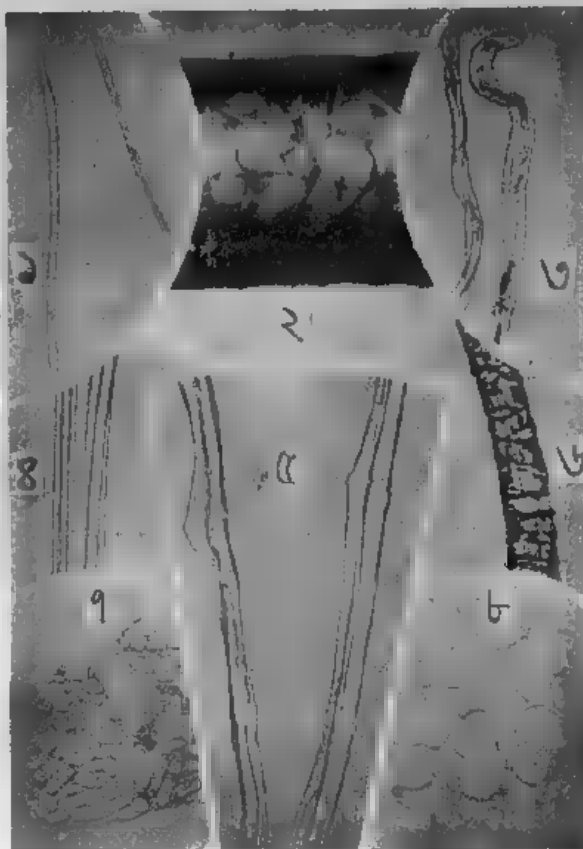
তুলা, পশম ও রেশমের সূত্রের চিত্রাবলী

১ তুলা (mercerised) ×১৫০
২ পশম ×৩৭০
৩ চীনদেশীয় তুলা ×১৫০
৪ কৃত্রিম রেশম (rayon) ×২৫০
৫ রেশম ×২৫০
৬ পশম ×৪০০
৭ নানা প্রকারের কৃত্রিম রেশম ×১০০
৮ রেশম (rayon) ×৩০০

সিমেণ্টের মধ্যস্থিত দানাদার পদার্থ
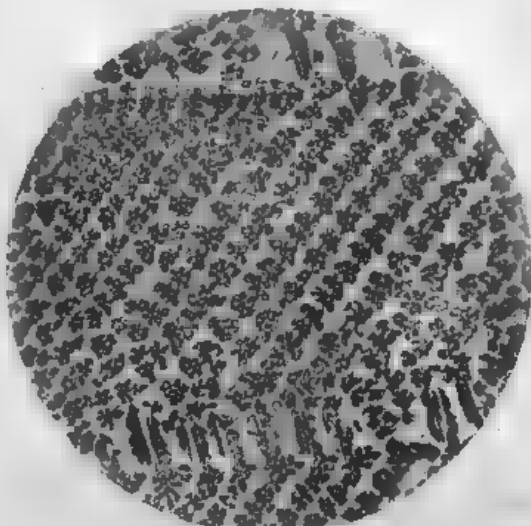
ভূগর্ভের আদিম ইতিহাস সম্বন্ধে নানা বিচারের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। এই সূক্ষ্মদর্শী অণুবীক্ষণ ■ পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে এখন আর আবদ্ধ নহে। কলাশিল্পিগণ অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট নানা তথ্য নিরূপণ করিয়া অপূর্ব বস্তু-সমূহের সমাবেশে বস্তুর গুণ বিচার করিয়া লোকসমাজে নানা ব্যবহারে প্রয়োগ করেন। ভবিষ্যতে অণুবীক্ষণের আর যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইবে বর্তমানে সেগুলি অজ্ঞাত হইলেও বলা যাইতে পারে যে, মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি ও কল্যাণসাধনে ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

অণু বেদান্ত—বেদান্ত-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বি°। —অভি° ॥ যো-যো° ॥ Cat. Cat. [বেদান্ত দ্র°

অণুব্রত—জৈনদিগের লঘু ব্রতবি°। এই সকল ব্রতে মহাব্রত অপেক্ষা অল্প বিষয় থাকে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে—'সব্বপাণং সব্বত্তং, সুএ চরিত্তেন পঞ্চধা সব্বে। দেসবিরইং পডুচ্চ, দোহু বি পডিসেবণং কুজ্জা।' অথবা 'সর্ববিরতাং-পেক্ষয়াঽল্পোল্পগুণিনো ব্রতানি অণুব্রতানি।' —স্থানাঙ্গসূ° বাণী° ৫, উদ্দেশ° ১। যাঁহার হৃদয় মোহরূপ তিমিরাচ্ছন্ন তিনি সম্যগ্‌দর্শন লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু সম্যগ্‌দর্শনের পরিপন্থী এই মোহ-তিমির অপগত হইয়া যাঁহার সম্যগ্‌দর্শন প্রাপ্তি হইয়াছে তিনিই সম্যগ্‌জ্ঞানলাভের অধিকারী। এইরূপ সাধুপুরুষ রাগদ্বেষনিবৃত্তির জন্য ব্রতানুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন। শ্রীসামন্তভদ্র-কৃত 'রত্নকরণ্ড-শ্রাবকাচার' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে অণুব্রত-সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। ইহার ৩য় খণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে—

মোহতিমিরাপহরণে দর্শনলাভাদবাপ্ত-
সংজ্ঞানঃ।
রাগদ্বেষনিবৃত্ত্যৈ চরণং প্রতিপদ্যতে
সাধুঃ ॥ ৪৭

জৈনশাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি আত্ম-প্রবৃত্তির মূল বিষয়গুলি সংযম করিয়া পাপ-

কার্য হইতে বিরত এবং স্বীয় অর্থবৃত্তি-বিষয়ে অনপেক্ষিত অর্থাৎ জীবিকোপায়ের চেষ্টা যাঁহার নাই, তিনি নৃপতিরও সেবায় প্রবৃত্ত হন না। যে প্রবৃত্তি হইতে রাগ ও দ্বেষের উদ্ভব হয় তাহা হিংসা ও অন্যান্য পঞ্চবিধ পাপের কারণ; সুতরাং রাগ ও দ্বেষের নিবৃত্তি হইতে পঞ্চবিধ পাপ, হিংসা প্রভৃতির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই জন্য রাগদ্বেষ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্রতানুষ্ঠান কর্তব্য।

রাগদ্বেষনিবৃত্তের্হিংসাদিনিবর্তনা কৃতা ভবতি।
অনপেক্ষিতার্থবৃত্তিঃ কঃ পুরুষঃ সেবতে
নৃপতীন্॥ ৪৮

যিনি সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য, মৈথুনসেবা ও রাগ এই পঞ্চবিধ পাপের নিবৃত্তি করা তাঁহারই চরিত্রের উপযোগী।

হিংসানৃতচৌর্যেভ্যো মৈথুনসেবাপরিগ্রহাভ্যাং
চ।
পাপপ্রণালিকাভ্যো বিরতিঃ সংজ্ঞস্য
চারিত্রম্॥ ৪৯

সম্যক্ চারিত্র্য দুই প্রকারের — 'সকল' অর্থাৎ নির্দোষ বা নির্গুণ এবং 'বিকল' অর্থাৎ দোষযুক্ত ও সগুণ; ইহাদের মধ্যে যে সন্ন্যাসী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন তিনি নির্গুণ এবং যে সমুদয় সাধারণ ব্যক্তি অর্থাৎ গৃহী এখনও সংসারে লিপ্ত আছেন তাঁহারা সগুণ লাভ করেন।

সকলং বিকলং চরণং তৎসকলং সর্বসঙ্গ-
বিরতানাম্।
অনগারাণাং বিকলং সাগরাণাং
সসঙ্গানাম্॥ ৫০

গৃহীর ব্রত ত্রিবিধ। তিনি অণু, গুণ ও শিক্ষাব্রতসমূহের (প্রভৃতি জ্ঞানব্যাপারের) অধিকারী। এই অণু, গুণ ও শিক্ষাব্রতসমূহও যথাক্রমে পঞ্চবিধ, ত্রিবিধ ও চতুর্বিধ।

গৃহিণাং ত্রেধা তিষ্ঠত্যণুগুণশিক্ষাব্রতাত্মকং
চরণম্।
পঞ্চ-ত্রি-চতুর্ভেদং ত্রয়ং যথাসংখ্যমাখ্যাতম্॥ ৫১

হিংসা, মিথ্যাচার, চৌর্য, মৈথুনসেবা ও রাগ এই স্থূল পাপসমূহের উপরমকে অণু (অপ্রধান) ব্রত নামে আখ্যাত করা হয়।

প্রাণাতিপাতবিতথব্যাহারস্তেয়কামমূর্চ্ছাভ্যঃ।
স্থূলেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্যুপরমণমণুব্রতং
ভবতি॥ ৫২

বিচারপূর্বক চিন্তায়, ভাষায় ও দেহে 'কৃত', 'কারিত' ও 'মনন' এই তিনটির যে কোন একটী উপায়ে প্রাণাতিপাত হইতে নিবৃত্ত হওয়াকে এবং দুই বা ততোধিক বোধ-শক্তির অধিকারী হওয়াকে জ্ঞানিগণ 'অহিংসা অণুব্রত' বলিয়া থাকেন।

সঙ্কল্পাৎকৃতকারিতমননাদ্যোগত্রয়স্য
চরসত্ত্বান্।
ন হিনস্তি যত্তদাহুঃ স্থূলবধাদ্বিরমণং নিপুণাঃ॥
৫৩

ছেদন ও বন্ধন করা, বেদনা দেওয়া, অতিভার অর্পণ করা, উপবাস করা বা যথাসময়ে আহার না দেওয়া এই পাঁচটী দোষ অহিংসা অণুব্রতের অতিচার।

ছেদন-বন্ধন-পীড়নমতিভারারোপণং
ব্যতীচারাঃ।
আহারবারণাপি চ স্থূলবধাদ্ব্যুপরতেঃ
পঞ্চ॥ ৫৪

আপনার বাক্ সংযত করিয়া অপরের বাক্স্ফূর্তিতে সুযোগ দেওয়া এবং স্থূল মিথ্যাচার ও যে সত্যে অপরের মনোবেদনার উদ্রেক করে তাহার সুবিধা দেওয়াকে সাধুগণ 'সত্যাণুব্রত' বলিয়া থাকেন।

স্থূলমলীকং ন বদতি ন পরান্ বাদয়তি
সত্যমপি বিপদে।
যত্তদ্বদন্তি সন্তঃ স্থূলমৃষাবাদবৈরমণম্॥ ৫৫

পরিবাদ বা নিন্দা প্রচার করা, অপরের গোপনীয় ব্যাপার ও বৈকল্য প্রকাশ করা, পরোক্ষে পরদোষ কীর্তন করা, মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করা এবং ন্যাস অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় বস্তু প্রত্যর্পণ না করা এই পাঁচটী গৃহীর সত্যাণুব্রতের আচরণের পাঁচটি অন্তরায়।

পরিবাদরহোভ্যাখ্যা পৈশুন্যং কূটলেখকরণং
চ।
ন্যাসাপহারিতাপি চ ব্যতিক্রমাঃ পঞ্চ
সত্যস্য॥ ৫৬

যে ব্যক্তি অপরের নিহিত, পতিত বা সুবিস্মৃত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন না বা অপরকে প্রদান করেন না, তাঁহার এই কার্যকে অচৌর্যবৃত্তিব্রত বলে।

নিহিতং বা পতিতং বা সুবিস্মৃতং বা
পরস্বমবিসৃষ্টম্।
ন হরতি যন্ন চ দত্তে তদকৃশচৌর্যাদুপারমণম্॥
৫৭

অপহরণ করিবার উপায় - ব্যাপারে অপরকে উপদেশ দেওয়া, অপহৃত দ্রব্য গ্রহণ করা, আইনের আদেশ কৌশলপূর্বক পরিহার করা, অপদ্রব্য মিশ্রণ করা এবং মিথ্যা মান ও পরিমাপক রক্ষা করা গৃহীর অচৌর্যবৃত্তির এই পাঁচটী অতিচার।

চৌরপ্রয়োগচৌরার্থাদানবিলোপসদৃশ
সম্মিশ্রাঃ।
হীনাধিকবিনিমানং পঞ্চাস্তেয়ে ব্যতীপাতাঃ॥
৫৮

পাপের ভয়ে যে ব্যক্তি পরদারে গমন করেন না বা অপরকে পরদারের প্রতি আসক্ত হইবার জন্য প্ররোচিত করেন না, তিনিই অণুব্রত অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া কথিত হন—তিনি পরস্ত্রীতে অনাসক্ত এবং আপন স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট।

ন তু পরদারান্ গচ্ছতি ন পরান্ গময়তি চ
পাপভীতের্যৎ
স পরদারনিবৃত্তিঃ স্বদারসন্তোষনামাপি॥ ৫৯

অন্যবিবাহকরণ (ঘটকালি), অনঙ্গ-ক্রীড়া, বিটত্ব, বিপুলকামতৃষ্ণা, ইত্বরিকাগমন এই পাঁচটী গৃহীর ব্যতীচার।

অন্যবিবাহকরণানঙ্গক্রীড়াবিটত্ববিপুলতৃষঃ।
ইত্বরিকাগমনং চাস্মরস্য পঞ্চ ব্যতীচারাঃ॥ ৬০

ধনধান্যাদি পার্থিব সম্পদের যিনি যথাযথ নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়া ততোধিক কিছু কামনা করেন না, তাঁহার এই ব্রতের নাম পরিগ্রহ-পরিমাণ (possessions limiting) বা ইচ্ছা-পরিমাণ (desire limiting)।

ধনধান্যাদিগ্রন্থং পরিমায় ততোঽধিকেষু
নিস্পৃহতা।
পরিমিতপরিগ্রহঃ স্যাদিচ্ছাপরিমাণনামাপি ॥
৬১

পার্থিব সম্পত্তি, অর্থাৎ ধন, ধান্য প্রভৃতির নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করিয়া অধিক আকাঙ্ক্ষা না করার নাম 'পরিগ্রহ পরিমাণ' ব্রত ; ইহার অপর নাম 'ইচ্ছা পরিমাণ' ॥ ৬১ ॥

প্রয়োজনাতিরিক্ত বাহন সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ প্রচুরপরিমাণে সংরক্ষণ, অপরের কাঁকজমক ও সমৃদ্ধিতে বিস্ময়প্রকাশ এবং অতিলোভ ও পশুর উপর অত্যাধিক ভারার্পণ এই—পাঁচটী পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রতের ব্যতিক্রম ॥ ৬২ ॥

অতিবাহনাতিসংগ্রহবিস্ময় লোভাতিভার-
বহনানি।
পরিমিতপরিগ্রহস্য চ বিক্ষেপাঃ পঞ্চ
লক্ষ্যন্তে ॥ ৬২

কোনরূপ ব্যতিক্রম না করিয়া গৃহীর অপ্রধান ব্রতসমূহের সমাচরণ করিলে সুর-লোকে জন্মগ্রহণের ফললাভ করা যায়— তথায় আত্মার অবধিজ্ঞান বা দিব্যদর্শন, বিস্ময়কর শক্তি ও দিব্যশরীর লাভ হয় ॥৬৩॥

পঞ্চাণুব্রতনিধয়ো নিরতিক্রমণাঃ ফলন্তি
সুরলোকম্।
যত্রাবধিরষ্টগুণাঃ দিব্যশরীরং ॥ লভ্যন্তে ॥ ৬৩

নিম্নজাতীয় যমপাল, ধনদেব, বারিষেণ, নীলী ও জয়কুমার যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ব্রতানুষ্ঠান করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

মাতঙ্গো ধনদেবশ্চ বারিষেণস্ততঃ পরঃ।
নীলী জয়শ্চ সংপ্রাপ্তাঃ পূজাতিশয়মুত্তমম্ ॥ ৬৪

ধনশ্রী, সত্যঘোষ ও যমদণ্ড (police officer) তাপসী এবং তাঁহাদের মত একই উপায়ে শ্মশ্রুনবনীত যথাক্রমে অখ্যাতিলাভ করিয়াছেন ॥ ৬৫ ॥

ধনশ্রীসত্যঘোষৌ চ তাপসারক্ষকাবপি।
উপাখ্যেয়াস্তথা শ্মশ্রুনবনীতো যথাক্রমম্ ॥ ৬৫

পাঁচটী অণুব্রতের সমাচরণ এবং মদ্য মাংস ও মধুতে বিরাগ—এইগুলি শ্রেষ্ঠ সাধুগণ-কর্তৃক গৃহীর অষ্টবিধ গুণ বলিয়া অভিহিত।

মদ্যমাংসমধুত্যাগৈঃ সাহণুব্রতপঞ্চকম্।
অষ্টৌ মূলগুণানাহুর্গৃহিণাং শ্রমণোত্তমাঃ ॥ ৬৬

শ্রীঅমৃতচন্দ্র সূরি তাঁহার 'পুরুষার্থ-সিদ্ধ্যুপায়ে' কোথাও পৃথগ্‌রূপে মূলগুণগুলির উল্লেখ করেন নাই। তিনি প্রথমব্রত অর্থাৎ অহিংসা অণুব্রতের অন্তর্গত করিয়া মূলগুণ গুলির উল্লেখ করিয়াছেন। সোমদেবসূরি তাঁহার 'যশস্তিলকচম্পূ'তে এবং শ্রীদেব সেনাচার্য তাঁহার 'ভাব-সংগ্রহে' পঞ্চপ্রকার উদম্বর ও ত্রিবিধ মকার (মদ্য, মাংস ও মধু) পরিবর্জন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। ইঁহারা এই আটটীকে অষ্টমূলগুণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। কবি রাজমল্লও তাঁহার 'পঞ্চাধ্যায়ী' ও 'লাটি-সংগ্রহ' নামক পুস্তকদ্বয়ে এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীঅমিতগতি আচার্য তাঁহার 'উপাসকাচার'-গ্রন্থে ত্রিমকার ও পঞ্চ উদম্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অধিকন্তু বলিয়াছেন যে রাত্রিকালে আহার বিরমণ মূলগুণ বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার বিবৃতিতে আটের পরিবর্তে নয় সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিত আশাধরজি তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে (১) পর্যুষিত (বাসি) নবনীত, (২) রাত্রি-ভোজন, চুয়ান জল, (৪-৮) পঞ্চ উদম্বর এবং (৯-১১) ত্রিমকারকে মূলগুণের অন্তর্গত করিয়াছেন, অন্যত্র (সাগরধর্মামৃত) আবার এইগুলির পরিবর্তে (১-৫) পঞ্চ উদম্বর, (৬) স্তুতি (প্রাত্যহিক পূজা), (৭) অহিংসা (mercy), (৮) চুয়ান জল এবং (৯-১১) ত্রিমকার-বিরমণের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চকরণ্ড-শ্রাবকাচার-রচয়িতা শ্রীসামন্তভদ্রাচার্য এবং রত্নমালা কার শ্রীশিবকোটি আচার্য ইঁহারা দুই জনেই অষ্ট মূলগুণ বলিতে পঞ্চ-অণুব্রত ও ত্রিমকার বুঝিয়াছেন। আদিপুরাণ-প্রণেতা শ্রীজিন সেনাচার্যও মূলগুণসম্বন্ধে এই মত পোষণ করেন। তবে তিনি মধুকে বাদ দিয়া তাহার স্থানে জুয়া (gambling) ধরিয়াছেন। দেশকালপাত্রানুসারেই তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্বেতাম্বর জৈনগণের গ্রন্থে মূলগুণ সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না। ভোগো-পভোগ পরিমাণ ব্রত নামক দ্বিতীয় গুণ-ব্রতের বর্ণনায় দিগম্বরগণের পরিজ্ঞাত মূল-গুণের বিবৃতি তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। উমাস্বতি আচার্য-কৃত শ্রাবকপ্রজ্ঞপ্তিতে মূল-গুণের কোন ইঙ্গিত নাই। তবে হরিভদ্রসূরি তাঁহার টীকায় সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যোগশাস্ত্র-প্রণেতা হেমচন্দ্রা-চার্যের মতে প্রত্যেক ধার্মিক গৃহস্থের ত্রিমকার, পর্যুষিত নবনীত, পঞ্চ উদম্বর, যে দ্রব্যে একাধিক জীব থাকে তাহা, রাত্রিভোজন, দুগ্ধজাত দ্রব্যমিশ্রণে প্রস্তুত ডাল, ভোজ্য পুষ্প, পর্যুষিত দধি ও দূষিত শস্য পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্রাবকাচার-প্রণেতা শ্রীবসুনন্দির মতে, যতদিন না প্রথম প্রতিমার অধিকার পাওয়া যায় ততদিন রাত্রি-ভোজন পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ভাবসংগ্রহ-কার বামদেবও এই মত সমর্থন করেন। পণ্ডিত আশাধরজি বলেন, প্রথমে গোধূমাদি ত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহার অনুষ্ঠানের ক্রমোন্নতি অনুসারে অন্যান্য ভোজনসামগ্রী ত্যাগ করা বিধেয়। তবে দ্বিতীয় প্রতিমার অধিকার লাভ হইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে এ সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। এই কারণে তিনি রাত্রিভোজন বিরমণকে গৃহীর ষষ্ঠ অণুব্রত বলেন। চরিত্রসার-রচয়িতা চামুণ্ডরায় দ্বিতীয় প্রতিমায় এই অভ্যাস ত্যাগের বিধি নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনিও ইহাকে ষষ্ঠ অণুব্রত নামে অভিহিত করেন। শ্রীবীর-নন্দি আচার্যও এই বিধি দিয়াছেন, তবে তিনি ইহাকে শ্রাবকাচার বলিয়াছেন, গৃহস্থাচার বলেন নাই। ইঁহার মতে রাত্রিভোজন-বিরমণ শ্রাবকদিগের ষষ্ঠ অণুব্রত।

সকল গ্রন্থকারই ষষ্ঠ প্রতিমায় দিবাবিহার নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। স্বামী সামন্তভদ্রাচার্য, ধর্মোপদেশপীযূষবর্ষ-রচয়িতা এবং কবি রাজমল্ল মূলগুণ বা ষষ্ঠ অণুব্রতে রাত্রিভোজনের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার

করেন না। তাঁহাদের মতে সপ্তম প্রতিমার পূর্বে রাত্রি বিহার কর্তব্য এবং রাত্রিভোজন নিষিদ্ধ এরূপ বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নাই। বীরনন্দি আচার্যের মতে ষষ্ঠ অণুব্রতের গোধূমাদি হইতে প্রস্তুত খাদ্য নিষিদ্ধ, ষষ্ঠ প্রতিমায় রাত্রিভোজন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নেমিদত্তের মতে, ষষ্ঠ প্রতিমা পর্যন্ত রাত্রিকালে ঔষধ, জল ও পাণ সেবন করা যাইতে পারে। তবে ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অণুব্রীহি—[বৈদ্যক] সূক্ষ্মধান্য।—রাজ-নি° ব° ১৬।

অণুশঃ—[সং-অণুশস্। অণু+শস্] ক্রি-বিণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে, সূক্ষ্মাংশানুক্রমে in small pieces.—সুশ্রু° ২, ১৭৫, ১৯।

অণুশ্রোত্র — সূক্ষ্ম শব্দগ্রাহকযন্ত্র বিং। এই যন্ত্র Hughes-কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা অধিকতর ক্ষীণ শব্দকেও স্পষ্ট ও তীব্রভাবে শুনা যায়, এমন কি পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র কীটের পায়ের শব্দ দূর হইতে স্পষ্টভাবে এই যন্ত্রের দ্বারা শ্রুত হয়। এই জন্য ইহা Telephoneযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে Hunnings কর্তৃক আবিষ্কৃত যন্ত্র প্রচলিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [মাইক্রোফোন দ্র°]

অণুহ—ভরত-ব° সুকৃতের পুত্র বিভ্রাজ। বিভ্রাজের পুত্র অণুহ। অণুহ দক্ষিণ পঞ্চালরাজ ও কাম্পিল্যাধিপতি। ইনি শুক নামক কোন ব্যক্তির জামাতা। এই শুকের কন্যার নাম 'কৃত্বী' বা কীর্তি। ইহাকে অণুহ বিবাহ করেন। অণুহের কৃত্বীগর্ভজাত পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্ত। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ শুককন্যা ও শুকজামাতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করে। বিষ্ণুপুরাণ-(৪-১৯, ১২-১৩) মতে অণুহের বংশপরম্পরা এইরূপ—

অজমীঢ়
|
বৃহদিষু
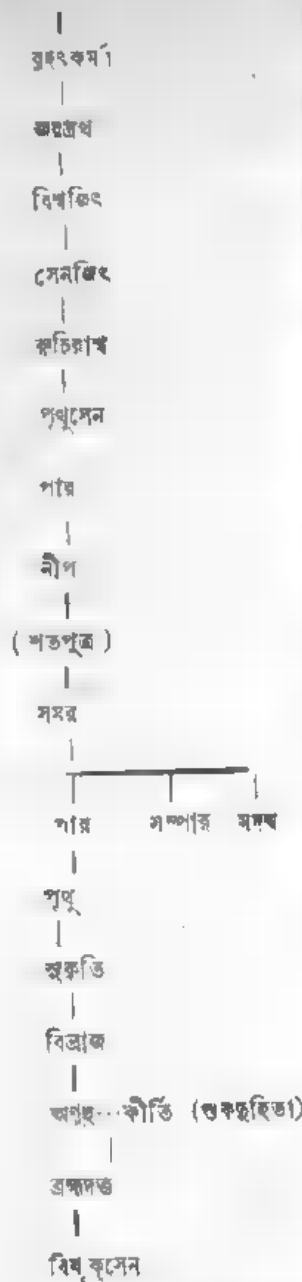
মৎস্যপু° (৪৯. ৫৩-৫৯) যে রূপ বংশ-তালিকা বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই—মহারাজ নীপের এক শত অমিততেজা পুত্র ছিলেন। এই সকল পুত্রের এক মাত্র বংশধর ছিলেন সমর। নীপের পুত্রগণ নীপ নামে অভিহিত হন এবং তদবধি নীপের বংশ নীপবংশ নামে অভিহিত হয়। সমরের তিন পুত্র, তন্মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম পার। পারের পুত্র পৃথু, তৎপুত্র সুকৃত, তৎপুত্র বিভ্রাজ, তৎপুত্র অণুহ। অণুহ বীর্যবান্ ও যশস্বী নৃপতি ছিলেন। তিনি শুকনন্দিনী কৃত্বীকে বিবাহ করেন। মহীপতি ব্রহ্মদত্ত অণুহের পুত্র। ব্রহ্মদত্তের পুত্র যুগদত্ত, তৎপুত্র মহাযশা বিষ্বক্সেন। সুকৃত-কর্মেরই ফলে বিভ্রাজ-পুনরায় বিষ্বক্সেন নামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিষ্বক্সেনের প্রপৌত্র জনমেজয়কে রক্ষা করিতে গিয়া রাজা উগ্রায়ুধ সমগ্র নীপবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। হরিবংশে (২০. ১৮-২৯) প্রদত্ত বংশ-বিবরণ বিষ্ণুপুরাণেরই অনুরূপ। কেবল 'বৃহৎকর্মা' স্থানে 'বৃহদ্ধনু', 'জয়দ্রথ' স্থানে 'বৃহদ্ধর্ম', বৃহদ্ধর্মের পুত্র সত্যজিৎ—ইহা বিষ্ণুপুরাণে নাই। সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ। 'রুচি-রাশ্ব' স্থানে 'রুচির'। 'পার' স্থানে 'পর', 'সম্পার' স্থানে 'পার'। 'সুকৃতি' স্থানে 'সুকৃত'। ভাগবত-পুরাণের (৯. ২১-২৫) বংশবর্ণনায় এক বিরাট্ ভ্রম হইয়া গিয়াছে। অজমীঢ় হইতে রুচির পর্যন্ত বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণের সহিত একরূপ মিল আছে। নামের সামান্য পার্থক্য না ধরিলেও চলে। কিন্তু পৃথুসেন হইতে অনেকগুলি নাম ছাড় হইয়া বাদ পড়িয়াছে। ভাগবত (৯, ২৪-২৫) এখানে বলিতেছেন—

> রুচিরাশ্বসুতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ।
> পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ॥
> স কৃত্ব্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ।
> যোগী স গবি ভার্যায়াং বিষ্বক্সেনমধাৎ সুতম্॥

দেখা যাইতেছে যে, নীপ হইতে ছয় পুরুষ বাদ পড়িয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই লিপিকর-প্রমাদ।

এই বংশ-তালিকায় 'ব্রহ্মদত্ত' কৌরব রাজ প্রতীপের সমসাময়িক এবং ইঁহার প্রপৌত্র জনমেজয় প্রতীপের প্রপৌত্র ভীষ্মের সমসাময়িক।—F. E. Pargiter : Ancient Indian tradition, Ch XIII. জনমেজয় দ্রুপদের পিতা পৃষতেরও সমসাময়িক ছিলেন। এদিকে আবার ভীষ্ম ও সত্যবতীর বয়স প্রায় সমান; কেননা যখন ইঁহার পিতা শান্তনু নবযৌবনা সত্যবতীকে বিবাহ করেন তখন ভীষ্ম যুবকমাত্র।

সুতরাং ব্যাস ভীষ্ম অপেক্ষা ছোট ছিলেন। আর তাঁহার পুত্র শুক অন্ততঃ একপুরুষ পরবর্তী। দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মদত্তের মাতামহ শুক হইতে ব্যাসপুত্র শুকের মধ্যে অন্ততঃ ছয় পুরুষের ব্যবধান। এ ক্ষেত্রে বিচারে ব্রহ্মদত্ত-মাতামহ শুক ও ব্যাস-পুত্র শুক কখনও এক হইতে পারে না। বায়ু-পুরাণে (৭৮. ১৬২-১৭৫) অজমীঢ়-বংশ কীর্তিত হইয়াছে। যদিও এই স্থানে প্রদত্ত বংশ-তালিকার সহিত কোথাও কোথাও বিষ্ণুপু°, মৎস্যপু° ও হরিবংশের ঐক্য নাই, তথাপি মূলতঃ ইহা ইহাদেরই অনুরূপ। বায়ুপুরাণের বংশতালিকা এইরূপ—

অজমীঢ়
|
বৃহদ্বসু
|
বৃহদ্বিষ্ণু
|
বৃহৎকর্মা
|
বৃহদ্রথ
|
বিশ্বজিৎ
|
সেনজিৎ
|
রুচিরাশ্ব
|
পৃথুষেণ
|
পার
|
নীপ
|
শতপুত্র তন্মধ্যে বংশধর সমর
|
পার — পর — সদশ্ব
|
পৃথু
|
সুকৃতি
|
বিভ্রাজ
|
অণুহ…কৃত্বী
|
ব্রহ্মদত্ত
|
বিষ্বক্‌সেন

কিন্তু বায়ুপুরাণের অন্যত্র (৭০. ৮৪-৮৬) দেখা যায় ভ্রমক্রমে ব্রহ্মদত্ত-মাতামহ শুক ব্যাসপুত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—

> দ্বৈপায়নাদরণ্যাং বৈ শুকো জজ্ঞে গুণা-
> ন্বিতঃ। ৮৪
> উৎপদ্যন্তে চ পীবর্যাং ষড়িমে শুকসূনবঃ॥
> ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ
> পঞ্চমঃ॥ ৮৫
> কন্যা কীর্তিমতী চৈব যোগমাতা ধৃতব্রতা।
> জননী ব্রহ্মদত্তস্য পত্নী সা অণুহস্য চ॥ ৮৬

এখানে 'অণুহ' স্থানে 'অণুহ' হইয়াছে। তবে পাঠান্তরে 'অণুহ' আছে।

বিষ্ণুপুরাণের (৪. ১৯. ১২) টীকায় শ্রীধরস্বামী 'পারাৎ পৃথুঃ, পৃথোঃ সুকৃতিঃ, সুকৃতের্বিভ্রাজঃ ততশ্চাণুহঃ। স চ শুক-দুহিতরং কীর্তিং নামোপযেমে।' ১২ — এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'শুকস্য ব্যাস-পুত্রস্য দুহিতরং, হরিবংশে তথৈব দর্শনাৎ' বলিয়া বায়ুপুরাণের নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—'পরাশরকুলোৎপন্নঃ শুকো নাম মহাযশাঃ। ব্যাসাদরণ্যাং সম্ভূতো বিধূমোঽগ্নি-রিব জ্বলন্। স তস্যাং পিতৃকন্যায়াং পীবর্যাং জনয়িষ্যতি। কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শম্ভুং তথা ভূরিশ্রবং জয়ম্। কন্যাং কীর্তিমতীং ষষ্ঠীং যোগিনীং যোগমাতরম্। ব্রহ্মদত্তস্য জননী মহিষীমণুহস্য চেতি।' ভাগবতের (৯. ২১. ২৪) টীকায়ও তিনি সামান্য পরিবর্তন করিয়া এই একই কথা বলিয়াছেন। অধিকন্তু শুক চিরজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ দেবীভাগবতের ছায়াশুককল্পনানুসারে ছায়া-শুকের কল্পনা করিয়াছেন। দেবীভাগবত বিস্তৃতভাবে শুকের বিবাহ ও পুত্রাদি বর্ণনা করিয়া ছায়াশুকের বৃত্তান্ত দিয়াছেন। দেবী-ভাগবতে (১. ১৯. ৪০-৪৩) বায়ুপুরাণের শ্লোকটি প্রকারান্তরে অনুকৃত হইয়াছে। দেবীভা° আছে—

> 'পিতৃণাং সুভগা কন্যা পীবরী নাম সুন্দরী।
> শুকস্তস্যাং পত্নীং যোগমার্গস্থিতোঽপি হি।
> স তস্যাং জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুর এব হি।
> কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতং তথা।
> কন্যাং কীর্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ
> প্রতাপবান্।
> দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় অণুহায় মহাত্মনে॥
> অণুহস্য সুতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।
> ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ॥

কূর্মপুরাণেও শুকসম্বন্ধে এই ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে (পূ° ২৪—২৬) লিখিত আছে যে, ভগবান্ শঙ্করই দ্বৈপায়ন হইতে শুকনামে জন্মগ্রহণ করেন। …তাঁহার ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে অতিশয় তপোনিরত পাঁচ পুত্র এবং কীর্তিমতী, যোগমাতা ও ধৃতব্রতা নামে তিনটী কন্যা হইয়াছিল।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অণু—ক্রি-বিশ. √কৃ ধাতুর সহিত প্রযুক্ত হইলে অর্থ হয় ক্ষুদ্র বা অণু হওয়া। 'অঙ্কু-ভাবে চি্র হইয়া অণুর দীর্ঘর।—ভক্তি° ৮. ২৪। ~ভাব—অণু বা অতিসূক্ষ্ম অবস্থা the becoming an atom.—নিরুক্ত ৬. ৩০॥ বৌ-রো॥

অণুক—অনুক। যেমন অর্থাণুক এবং দেবতাণুক।—বৌধা-গৃহ্য° ২. ২ [অনুক দ্র°]

অণকাণ্ড—[ব্রী—] বিশ. অতি সূক্ষ্ম কাণ্ডযুক্ত having fine blade of stalk —আপ-শ্রৌ°-টী° ১১. ৮. ১।

অঙ্—[ক্র্যা° আ° অণ্ঠতে, আনণ্ঠে, অণ্ঠিতা, অণ্ঠিত] গমন করা, কোন দিকে যাওয়া। 'নাহপাকরণষ্ঠিতে অথে'—মুগ্ধ° ২. ৪৫৫. ১১ ॥ বো-রো॥ [অট্, অঠ, দ্র°]

অণ্ড—দেহপরিপুষ্টির নিমিত্ত যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, অণ্ডের মধ্যে তৎসমুদয়ের অনেকগুলি রহিয়াছে। ইহা যেমন তেজস্কর ও বলবৃদ্ধিকারক তেমনি পুষ্টিকর। শিশুদের পরিপুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য অণ্ড বিশেষ পথ্যরূপে গণ্য।

কুক্কুটের অণ্ডই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; প্রত্যেক কুক্কুটাণ্ডের ওজন গড়ে প্রায় অর্ধ ছটাক। ইহার মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ খোলা (shell)—এই অংশ অখাদ্য এবং উহা carbonate of lime দ্বারা প্রস্তুত। ইহার শতকরা ৫৮ ভাগ শ্বেতাংশ এবং শতকরা ৩০ ভাগ অণ্ড-কুসুম (yolk)। নিম্নে অণ্ডমধ্যে দেহের পরিপুষ্টিকর এবং তাপজনক যে সকল পদার্থ আছে, সেগুলির হিসাব প্রদত্ত হইল—

		কাঁচা ডিম		সিদ্ধ ডিম	
জল	শতকরা	৭৩'৭	ভাগ	৭৩'২	ভাগ
প্রোটিন্	"	১৩'০	"	১২'৮	"
চর্বি	"	১০'০	"	১১'৪	"
কার্বহাইড্রেটস	"	০	"	০	"
ছাই (ash)	"	০'৮	"	০'৬	"
তুষ্প্রাপ পুষ্টিকর পদার্থ	"	১'১	"	১'২	"

প্রত্যেক পাউণ্ডে তাপজনক পদার্থ ৩৯০ (৭৫৫) অংশ রহিয়াছে। সমান ওজনের এক খণ্ড মাংস লইয়া তুলনা করিলে দেখা যায়, অণ্ডে প্রোটিনের (protein) ভাগ অপেক্ষাকৃত কম থাকিলেও চর্বির (fat) ভাগ অধিক বর্তমান। অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থ অণ্ডে মাংসের সমানই থাকে।

	অণ্ড	মাংস (lean meat)
জল	৭৩'২	৭৩'০
প্রোটিন	১২'৮	২১'০
চর্বি	১১'৪	৫'৫
ছাই	'৬	১'০

পৃথক্‌ভাবে শ্বেতাংশে ও কুসুমাংশে দেহ-পুষ্টিকর যে সকল পদার্থ রহিয়াছে, পথ্যহিসাবে অণ্ডের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের জন্য সেগুলির তালিকা দেওয়া হইল। শ্বেতাংশে শতকরা ৮৫'৭ ভাগ জল, ১২'৬ ভাগ প্রোটিন, ০'২৫ ভাগ চর্বি এবং ০'৫৯ ভাগ ছাই রহিয়াছে। এই অংশকে অণ্ডের অন্নসার (albumen) বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কোষের মধ্যে প্রোটিন থাকে। যদি অণ্ডের শ্বেতাংশ বিশেষভাবে আলোড়ন করিয়া এই কোষ-(cell) গুলি হইতে প্রোটিন বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে শ্বেতাংশ হজম করিতে বিশেষ সুবিধা হয়। অণ্ডের কুসুম অধিকতর গুরু এবং পুষ্টিকর। ইহাতে চুণ (lime), লৌহ (iron) এবং ফস্‌ফরাস (phosphorus) প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ রহিয়াছে; প্রোটিন এবং চর্বির ভাগ শ্বেতাংশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকে। ইহাতে শতকরা ৫০'০ ভাগ জল, ১৬'১ ভাগ প্রোটিন, ৩১'৭৫ ভাগ চর্বি এবং ১'০৯ ভাগ ছাই আছে। ইহাতে চর্বি সহজপাচ্যরূপে থাকে। মাখনের মধ্যে যে চর্বি আছে, কুসুমের চর্বি তাহার সমগুণবিশিষ্ট।

৩১'৭৫ ভাগ চর্বির মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ (organic compounds) রহিয়াছে; ইহার মধ্যে শতকরা ৭'২ ভাগ লেসিথিন (lecithin) বর্তমান — ইহা সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। লেসিথিনের মধ্যে ফস্‌ফরাস থাকে। লেসিথিন স্নায়ুমণ্ডলীর (nervous system) বৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টির সাহায্য করে। খাদ্য-দ্রব্য জৈব দেহের (organic bodies) সহিত সংমিশ্রিত থাকিলে অতি সহজেই শোষিত (absorbed) হইতে পারে; সুতরাং অণ্ডকুসুম সহজেই পরিপাক হয়। চুণ এবং লৌহ-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অর্ধসের দুধে যে পরিমাণ চুণ ও লৌহ থাকে একটী অণ্ডে ঠিক সেই পরিমাণ চুণ ও লৌহ থাকে। দেহের জন্য যে পরিমাণ লৌহের প্রয়োজন তাহার প্রায় ⅙ অংশ একটী অণ্ডে রহিয়াছে। কুসুমে A এবং D ভিটামিন বর্তমান।

অণ্ড বা ডিম্বমধ্যে এই সকল পুষ্টিকর পদার্থ সহজপাচ্যরূপে থাকে, এজন্য ইহা শিশুদের বিশেষ উপকারী খাদ্য। বিশেষতঃ যাহারা ক্ষীণাঙ্গতা বা বালাস্থি বিকৃতি (ricket) রোগে ভুগিতেছে তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত মূল্যবান্ পথ্য। হরিৎপীড়া (chlorosis) এবং অন্যান্য রক্ত-হীনতা রোগে (anaemia) ডিম বিশেষ উপকারী। যক্ষ্মা-রোগীকে কাঁচা ডিম চিনি দিয়া মদ্য মিশাইয়া প্রস্তুত করিয়া (flip) খাইতে দেওয়া হয়; ইহা বাতগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও ভাল পথ্য। বহুমূত্ররোগে গ্রেহাম-ডায়েট (Graham diet) নামক বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা আছে; তাহাতে পাঁচটী ডিম, ৫০ গ্রাম মাখন এবং ৩০০ গ্রাম কাঁচা শাকসব্জি দিতে হয়।

রন্ধনের উপরেই অণ্ডের পরিপাক-ক্রিয়া নির্ভর করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সামান্য সিদ্ধ ডিম ১¾ ঘণ্টায়, কাঁচা ডিম ২¼ ঘণ্টায়, মাখনের সঙ্গে পোচ্ করা ডিম ২½ ঘণ্টায়, কঠিন সিদ্ধ এবং অম্‌লেট তিন ঘণ্টায় হজম হইতে পারে। সুসিদ্ধ ডিম বিশেষভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া আহার করিলে শীঘ্র পরিপাক হইতে পারে।

ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, কাঁচা ডিমের মত সিদ্ধ ডিম এত তাড়াতাড়ি পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া আসে না। কিন্তু অন্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই আপনার শোষণক্রিয়া পূর্ণভাবে করিয়া থাকে। সামান্যভাবে সিদ্ধ ডিম একটু ঘনীভূত থাকায় অন্ত্রে ক্রিমিবৎ তরঙ্গ-গতি (peristaltic movement) অতি সহজেই উৎপন্ন করে, কিন্তু কাঁচা ডিমের এইরূপ কোন প্রভাব না থাকায় পাকস্থলীর মধ্য দিয়া যাইতে একটু দেরী হয় এবং জারকরস (gastric juice) দীর্ঘকাল ইহার উপরে কাজ করে। সুতরাং অজীর্ণের কোন কোন বিশেষ অবস্থায় কাঁচা ডিমই গ্রহণ করা বিধেয়।

কোন কোন সময়ে অণ্ডে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। তাহাতে চুণসার (calcium) থাকায় অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিলেই

এইরূপ হইতে পারে। প্রোটিন পরিপাকে গোলমাল হওয়ায় কোন কোন সময়ে অণ্ড প্রকৃতপক্ষে দেহে বিষের কাজ করে। অত্যধিক অণ্ডগ্রহণ করিলে albumenuria রোগ হইয়া থাকে।

অণ্ড বেশী দিন জমা করিয়া রাখিলে জলীয় ভাগ ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং ইহার ওজন হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাতে পচন-ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং এক-প্রকার দুর্গন্ধ জন্মিয়া থাকে। অতিরিক্ত সিদ্ধ অথবা এইরূপ পচা অণ্ড গ্রহণ করা কিছুতেই উচিত নহে।

এক পাইন্ট জলে দুই আউন্স লবণ মিশাইয়া (10% salt salution) তাহাতে অণ্ড ছাড়িয়া দেওয়া মাত্রই যদি না ডুবিয়া যায়, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে; এইরূপ খারাপ অণ্ড পরিত্যাগ করা উচিত। অণ্ডকে বহু দিবস অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে হইলে লবণ কিংবা কাঠের গুঁড়ার ভিতর বা গঁদ মাখাইয়া রাখিতে হয়।

যে সকল খাদ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বহাইড্রেট্‌স এবং প্রোটিন থাকে, এবং অন্য ভাগ একেবারেই নাই, সেই সকল খাদ্যের সহিত অণ্ড ব্যবহার করা উচিত। সুতরাং ভাত, পুডিং ও ঘন ঝোল প্রভৃতিতে অণ্ড ব্যবহৃত হয়। অণ্ডের অনেকগুলি খাদ্য প্রস্তুত করা হইয়া থাকে; অণ্ড-সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হইল :—

অণ্ডের শ্বেতাংশ (Egg Albumin)—যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অণ্ডের শ্বেতাংশ বিশেষ উপকারী। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে জ্বর অবস্থায় পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। অন্য কিছুর সহিত না মিশাইয়া শ্বেতাংশ পান করিতে হইলে উহা নাড়িয়া চাড়িয়া ঘন ফেনায় পরিণত করিয়া রোগীর ইচ্ছানুযায়ী চিনি অথবা লবণসহ খাইতে দেওয়া উচিত; গন্ধ সহ্য না হইলে এক ফোঁটা বা দুই ফোঁটা ব্রাণ্ডীর কিংবা লেবুর রসের সাহায্যে সুগন্ধযুক্ত করিতে পারা যায়। চামচের দ্বারা ইহা পান করিতে দেওয়া উচিত। অন্য প্রকারেও ইহা দেওয়া যাইতে পারে; শ্বেতাংশ দ্বিগুণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া রোগীর ইচ্ছানুযায়ী লেবুর রস অথবা ভ্যানিলা (vanilla) মিশাইয়া লওয়া উচিত। ইহাকে 'এলবুমিন ওয়াটার' বলে।

অণ্ডের সূপ (Egg Bouillon)—ডেসার্ট চামচের এক চামচ সাগু উত্তমরূপে একটু জলে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া বিধি: এই সাগু মাংসের টাটকা সুরুয়ার (beef tea) অর্দ্ধ পাইন্টের সহিত মিশাইয়া লইয়া ইহা আগুনে গরম করিতে হয়, ফুটিয়া উঠিবার ঠিক পূর্বে ইহাতে দুইটী অণ্ড উত্তমরূপে ভাঙিয়া ছাড়িয়া দিয়া এক মিনিট গরম করিতে হয়। তারপর নামাইয়া গরম গরম খাইতে দেওয়া নিয়ম। ইহাতে মুখরোচক মশলাদি মিশাইতে পারা যায়।

মৃদু সিদ্ধ অণ্ড (Coddled Egg)—একটী পেয়ালায় একটী সদ্যোজাত অণ্ড রাখিয়া তাহাতে ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া ৭।৮ মিনিট রাখিয়া দিলে অণ্ডটী মৃদু সিদ্ধ হইবে। শ্বেতাংশ জেলীর মত হইয়া যাইবে। এই অণ্ড হজম করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না।

ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

অণ্ডকোষ,—অণ্ডকে পুংকোষ (male sex-gland) বলা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকের যেমন স্ত্রীকোষ বা ডিম্বকোষ (ovary) রহিয়াছে, পুরুষেরও তেমনি অণ্ডকোষ (tescle) বর্ত্তমান। স্ত্রীকোষের ন্যায় অণ্ডকোষও নিম্নোদর-গর্ভে (abdominal cavity) পুষ্ট হয় এবং ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থলেই থাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা কোষাধারে (scrotum) নামিয়া আসিতে থাকে; এই কোষাধার একটী থলিবিশেষ। এই থলির মধ্যে অণ্ডদ্বয়কে দেখা যায়।

পুংশিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেখা যায় যে, কোষাধারের উপরিভাগে অণ্ড রহিয়াছে। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে এই অণ্ড ধীরে ধীরে মূত্রাশয় হইতে উরুসন্ধি পথ দিয়া অণ্ডকোষের দিকে অগ্রসর হয় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। এই পথ নিম্নোদর-গাত্রের সম্মুখদিকে নিম্নভাগ দিয়া বক্রগতিতে চলিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১½ দেড় ইঞ্চি; ইহার অন্তর্মুখ এবং অন্তর্বলয় বস্তিদেশে রহিয়াছে। যৌবনাস্থির (pubic bone) ঠিক উপরিভাগে বহির্মুখ এবং বহির্বলয় থাকে। অন্তর্বলয় ও বহির্বলয়ের এবং চ্যাপ্টা পেশীসমূহের মধ্য দিয়া এই পথ গিয়াছে।
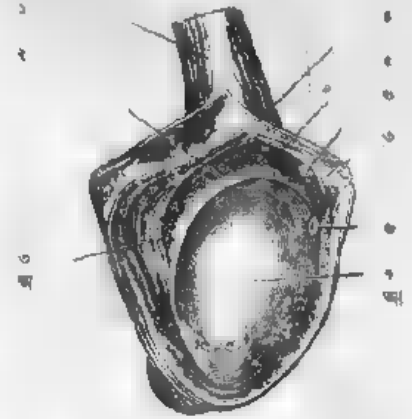
১ বৃষণরজ্জু। ২ অধিবৃষণিকা। ৩ অধিবৃষণিক আদ্য ও অন্ত্যভাগ। ৪ পেশীময় কোষ। ৫ অণ্ডের পুটক। ৬ বৃষণাধিবৃষণের স্বাভাবিক বিন্দু। ৭ বৃষণগ্রন্থি।

স্থানচ্যুত এবং অনবতরিত অণ্ড—কখন কখনও দেখা যায় যে, অণ্ডদ্বয় অথবা উহার যে কোনটী কোষাধারের মধ্যে নামিয়া আসিতে পারে না। এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহা উরুসন্ধিপ্রদেশস্থ পথে অথবা বহির্বলয়ের ঠিক উপরিভাগে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিতে পারে নাই। যদি এইরূপ অবস্থায় দুইটী অণ্ডই আটকাইয়া যায়, তবে যে রোগীর এইরূপ হইয়াছে তাহাকে cryptorchid এবং যাহার একটী অণ্ড আটকাইয়া গিয়াছে তাহাকে monorchid বলে। এইরূপ অনবতরিত অণ্ড (testis) স্বাভাবিক অণ্ড অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট থাকে। যাহাদের উভয় অণ্ডই কোষমধ্যে নামিয়া আসিতে পারে না, তাহারা প্রায়ই বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয় বা সন্তানোৎপাদক শক্তিরহিত হয়। কোন কোন স্থলে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছে। যাহাদের একটী অণ্ড কোষাধারে নামিতে পারে না,

তাহারা সাধারণ পুরুষের মতই সন্তানোৎপাদক শক্তিবিশিষ্ট। যাহাই হউক না কেন, এই উভয় অবস্থাই পুরুষকে বীর্যহীন বা শক্তিহীন করে না।

এইরূপ অস্বাভাবিক অণ্ডকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়নের জন্য বিবিধ কৌশলে অস্ত্রোপচার করা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। বিশেষতঃ ইহা কিছুতেই স্বাভাবিক পরিপুষ্টি লাভ করে না। অধিকাংশ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত এই যে, যদি অণ্ডদ্বয়ের একটী স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তবে অনবতরিত অপর অণ্ডকে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বাহির করিয়া একেবারে ফেলিয়া দিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে, অস্বাভাবিক অনবতরিত অণ্ড হার্নিয়া বা অন্ত্রবিচ্যুতি রোগের একটী প্রধান কারণ — পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং অনবতরিত অণ্ড বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলে হার্নিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ অস্বাভাবিক অণ্ড হইতে বস্তিদেশের সাংঘাতিক রোগ জন্মিতে পারে।

বিশেষভাবে পরিপুষ্ট অণ্ডকেও কখন কখন অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কোষাধারের মধ্যে না নামিয়া গুহ্য ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্তী প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাকে perineal displacement বলে। আবার উরুসন্ধির প্রদেশেও (groin) আটকাইয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিচ্যুতিকে femoral oisplacement বলে। প্লাস্টিক (plastic) অস্ত্রোপচারদ্বারা উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসা চলে।

শিশুদের অণ্ডদ্বয় কখন কখন উপরের দিকে উঠিয়া যাইতে দেখা যায়। জন্মসময় হইতে ইহা স্বাভাবিকভাবে নিম্নোদরগর্ভ হইতে নীচের দিকে নামিয়া প্রথম বর্ষে বা ঐরূপ সময়ে ক্রমে কোষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নামিয়া আসে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগিলাই শিশুদের অণ্ড উপরের দিকে উঠিতে পারে। বয়স্কদের অণ্ড কখনও কোষ ত্যাগ করিয়া উপরে ওঠে না; যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গেই অণ্ডদ্বয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শারীরতত্ত্ব ও বিশৃঙ্খলা—পরিণত অণ্ডকোষ ডিম্বাকার; ওজনে অর্ধ আউন্সের একটু বেশী হইতে পারে। কোষাধারের মধ্যে পৃথক্ দুইটী থলি (sac) রহিয়াছে; এই থলির মধ্যেই অণ্ডদ্বয় আবদ্ধ। এই দুইটী থলি সম্পূর্ণভাবে পৃথক্। এই থলিকে tunica vaginalis-এর থলি বলে।
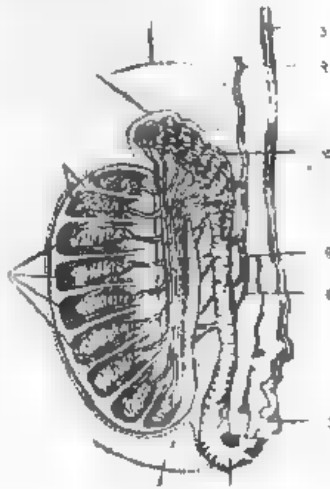
১ বীর্যবাহিনী। ২ অণ্ডীয় ধমনী। ৩ অধিবৃষণিকা (মাথাভাগ)। ৪ শুক্রস্রোতঃসমূহ। ৫ বৃষণপ্রবেশিনী ধমনীপ্রশাখা। ৬ অধিবৃষণিকা চরমভাগ। ৭ স্তরদ্বয়ের অবকাশ। ৮ শুক্রনির্মাপক গ্রন্থি। ৯ অণ্ডের পুটকের আন্তরিক ভাগ। ১০ অণ্ডের পুটকের পরিসরীয় ভাগ।

কোষের গাত্রে যে অম্বুস্তর রহিয়াছে, তাহা হইতে ঠিক নির্দিষ্ট পরিমাণ তরলপদার্থ বাহির হওয়ায় অণ্ডদ্বয় কোষাধারের উপরে ও নীচে চলাচল করিতে পারে এবং অন্য সংঘর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করে। কোন রোগ বা আঘাতবশতঃ তরল পদার্থ অতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চিত হইলে কোষবৃদ্ধি (hydrocele) দেখা দেয়।

অণ্ডকোষ দুইটী অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ প্রকৃত অণ্ড, দ্বিতীয় অংশ epididymis. সম্মুখস্থ ডিম্বাকার অংশই প্রকৃত অণ্ড; পশ্চাদ্দিকে বহির্ভাগস্থ সূত্রাকার ক্রমসূক্ষ্মাগ্র অংশ epididymis. অণ্ডের দেহ ডিম্বাকৃতি মসৃণ পদার্থ; ইহা ঘন সাদা আস্তরে আবৃত। এই আবরককে tunica albuginea বলে। ইহা অন্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে বিভক্ত। এই কক্ষগুলির মধ্যে শুক্রকীটোৎপাদক কোষসমূহ রহিয়াছে। epididymis বা শুক্রকোষ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের দ্বারা (coni vasculosi) অণ্ডদেহের সহিত যুক্ত; এইগুলি দ্বারা অণ্ডে উৎপন্ন শুক্রকীটগুলি (spermatozoa) epididymis-এ বাহিত হয়। এই স্থান হইতে একটী সূক্ষ্ম নলের (vas deferens) মধ্য দিয়া একটী শিথিল মাংসগ্রন্থিতে (prostrate gland) চলিয়া যায়। সেই স্থানে শুক্রকোষগুলিতে (seminal vesicles) শুক্র মজুত থাকে। বাহিরে আসার সময়ে সেই স্থান হইতেই মূত্রপথ দিয়া বাহির হইয়া আসে।

Epididymis-এর প্রদাহ জন্মিলে এই অবস্থাকে epididymitis এবং অণ্ডদেহের প্রদাহ জন্মিলে উহাকে অর্কাইটিস্ (Orchitis) বলে। এই দুইটী অবস্থায় যে কোনটীতেই আক্রান্ত অংশ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।
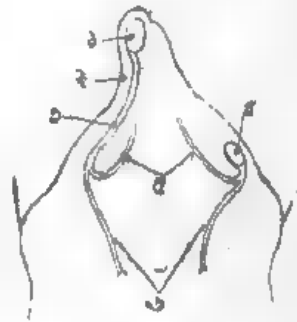
১ অণ্ডকোষের স্বাভাবিক অবস্থান—Testicle in normal position. ২ কোষাধার—Scrotum. ৩ রেতোরজ্জু—Spermatic cord. ৪ উরুসন্ধিপথে অবস্থিত অণ্ডকোষ—Testicle retained in inguinal canal. ৫ রেতোরজ্জুস্থ নালী Ductus Deferens. ৬ শুক্রাধার—permatic vessels.

অণ্ডদ্বয় রেতোরজ্জুর (spermatic cord) দ্বারা কোষাধারে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

রক্তবাহী নাড়ীগুলি এই পথে অণ্ড ও epididymis-এর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিন্যাসের মধ্য দিয়া শিরাগুলি বা ধমনীগুলি শুক্র নলের 'Vas deferens-এর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া আসে।

শুক্রকীট এবং অন্যান্য কোষসমূহ—শুক্রকীটাণুগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে ; ইহাদিগকে seminiferous tubules বলে। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুণীর ন্যায় কোষগুলিদ্বারাই অণ্ডদেহের অধিকাংশ গঠিত। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, এই চুণীগুলির প্রত্যেকটির পাতলা বহিরাবরণ রহিয়াছে ; ইহার ভিতরে ঘনাকৃতি কোষের (cubical cells) কতিপয় স্তর আছে। ইহাদের

১ মূত্রবাহী নালী—Ureter. ২ স্থূলতম শুক্রবহ Vas deferens. ৩ Vesiculae seminales. ৪. শিথিল মাংসগ্রন্থি—Prostrate gland. ৫ রেতঃ শিরা — Spermatic artery. ৬ Globus major. ৭ শুক্রকোষের দেহ—Body of Epididymis. ৮ অণ্ডগ্রন্থির দেহ—Body of testis. ৯ অণ্ডগ্রন্থির পুরোভাগ—Globus of testis. ১০ ধমনী—Vein.

মধ্যে ভিত্তিকোষগুলিই বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। ভিত্তিকোষ (parietal cells) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত — এক শ্রেণীকে শুক্রাণুকীট-কোষ (spermatogenic cells) এবং অপর শ্রেণীকে পুষ্টিসাধক (sustentacular cells) বলে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কোষ শুক্রকীট-পুষ্টির সহায়তা করে।

কতকগুলি স্তরের উপরি উক্ত চুণীর ন্যায় কোষ ছাড়াও কতকগুলি সছিদ্র কোষ দেখা যায়। কোন কোন দেহতত্ত্ববিদের মতে এইগুলি পুংকোষের সহায়তা করে এবং যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে।

অণ্ডকোষের কার্য—অণ্ডকোষ দেহের প্রধান দুইটী কার্য করে ; প্রথম স্বাভাবিক ভাবে শুক্রক্ষরণ এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা হইতে দেহের সর্বত্র শুক্র বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়া দেহকে সতেজ রাখে। রক্তধারার সঙ্গে শুক্রের যে যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহাকেই পুরুষের পুরুষত্ব বজায় রাখে। শুক্রহীনতায় সাহস, শক্তি, সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতা লুপ্ত হয়। যদি এইরূপ অবস্থা দাঁড়ায় তবে অস্ত্রোপচারদ্বারা বানরের সক্ষম অণ্ডগ্রন্থির (testicular gland) সাহায্যে মানুষকে পুনর্যৌবন দানের চেষ্টা ও ব্যবস্থা বর্তমান যুগে হইতেছে।

অণ্ডকোষ-প্রদাহ—(Orchitis)—ইহা তরুণ ও পুরাতন—এই দুই ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। তরুণ ব্যাধি সাধারণতঃ কর্ণমূল-প্রদাহ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণের ফলস্বরূপ গনোরিয়া (?), সিফিলিস কিংবা যক্ষারোগের জন্য অনেক সময়ে তরুণ ও পুরাতন প্রদাহ হইতে থাকে। স্থানীয় আঘাত হইতেও তরুণ প্রদাহের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা—সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম ও ঠাণ্ডা জল দ্বারা বা কোনরূপ ধাবন (lotion) যথা Gould's lotion দিয়া অণ্ডকোষকে আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে।

ডাঃ শ্রীপ্রকাতচন্দ্র কুণ্ডু

অণ্ডকোষ২— (বৈদ্যক) স্বনামখ্যাত শরীরাবয়ব-বিশেষ, স্তন্যপায়ী জীবগণের পুংবীজাধার। পর্যায় — মুষ্ক, কুটুমল, বৃষণ (অম°) অণ্ড, পেল, অণ্ডক (অভি°), সীমা (কটাধর), ফলকোষ (শ) ক, (ত্রিকাণ্ড) ও বীজপেশিকা (রাজনি°)।

গঠনপ্রণালী—চর্ম ও তন্নিম্নে পাঁচটী পাতলা স্তরের দ্বারা এই কোষ গঠিত এবং মধ্যস্থলে মাংসময় সেবনী (raphe) দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। উক্ত স্তরগুলি উদরের বিভিন্ন কলা ও পেশীর সহিত সংশ্লিষ্ট। উদরের মেদোধরা কলা এই স্থানে মেদোহীন অবস্থায় লক্ষিত হয়। তাপসহিষ্ণু মেদ অণ্ডকোষে থাকে না বলিয়া সাধারণতঃ এই স্থানে অগ্নিজ্বেদের বিধান নিষিদ্ধ।

অণ্ডকোষের আভ্যন্তর ভাগ সেবনী-রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে একটী করিয়া শুক্রগ্রন্থি বা বৃষণ অবস্থিত। বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুক্রবাহী স্রোতঃ একত্রিত ও সুসম্বদ্ধ থাকিয়া এক একটী বৃষণ বা testis গঠিত করে এবং এই সূক্ষ্ম স্রোতঃসমূহের যোগে ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর শুক্রবাহি স্রোতঃ নির্মিত হয় ; অবশেষে একটী স্থূলতম শুক্রবহ স্রোতে (vas deferens) একটী বৃষণজাত সমুদয় সূক্ষ্ম স্রোতঃ সম্মিলিত হয় এবং দুই পার্শ্বের দুইটী শুক্রবহ স্রোতঃ ঊর্ধ্ব দিকে গমন করিয়া পেশীর পথে উদরে প্রবেশ করে।

অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে যে কলা অবস্থিত থাকে, তাহা দুইভাগে বিভক্ত ; বাহ্যভাগ কোষের স্তরের সহিত সংলগ্ন, ও আভ্যন্তর ভাগ বৃষণকে আচ্ছাদিত করে। একই কলা এইরূপে অবস্থিত থাকায় ইহাতে একটী কলাকোষের (vaginal sac) সৃষ্টি হইয়াছে। সুস্থ অবস্থায় এই কলাকোষে সামান্য শ্লেষ্মা লক্ষিত হয়। কোনও কারণবশতঃ উক্ত শ্লেষ্মা পরিমাণে বর্ধিত হইয়া অণ্ডকোষশোথ (hydrocle) রোগের সৃষ্টি করে।

বৃষণদ্বয়ের মধ্যে বামটী দক্ষিণটী হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূলতর ও নিম্নলম্বিত—'দক্ষিণস্থাৎ স্থূলতরং বামাণ্ডং নিম্নলম্বি চ।' (অত্রি)।

গুণ—ইহা শুক্রবর্ধক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মবর্ধক।

ব্যবহার—বাজীকরণার্থ আয়ুর্বেদে ইহার ব্যবহার উল্লিখিত আছে।

'পিপ্পলীলবণোপেতে বস্তাণ্ডে ঘৃতসাধিতে
খাদেত্ত, বাজীকরং ভৃশম্॥'
—ভা-প্র° বাজীকরণাধ্যায়

ছাগের অণ্ডকোষ সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে

ভাজিয়া পিপুল ও সৈন্ধব-চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে অত্যন্ত বাজীকরণ হয়।

"পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতৌ ভক্ষয়েৎ * * ॥'
'বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসকৃত্তিলান্।
যঃ খাদেৎ ... ॥'—চক্র° বাজী° ১-২।

অর্থাৎ ছাগের বৃষণদ্বয় একটু সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধজাত নবনীতের ঘৃতে ভাজিয়া পিপুল ও সৈন্ধব লবণ-সহযোগে ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়।

দুগ্ধে ছাগের অণ্ডকোষ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধদ্বারা কৃষ্ণ তিল পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া, উক্ত তিল উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাজীকরণ ক্রিয়া সাধিত হয়।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অণ্ডকোষশোথ—অণ্ডকোষনিঃস্রবনিঃসরণকারী পিণ্ডাকার গ্রন্থি-বি°। এই গ্রন্থি হইতে বীর্য নিঃসরণ হয়। পুরুষাঙ্গের নিম্নদেশে ইহা অবস্থিত। অণ্ড দুইটী। এই অণ্ডদ্বয় একটী কোষের মধ্যে অবস্থিত। অণ্ডবৃদ্ধি বা অণ্ডের জলদোষ রোগে (hydrocele) অণ্ডের চারিধারে অথবা নিকটে জলীয় প্রবাহ সঞ্চিত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে অণ্ড কুক্ষিগহ্বরে (abdominal cavity) থাকে। ইহা যখন অণ্ডকোষে নামিয়া আসে, তখন ইহার সঙ্গে অন্ত্র-বেষ্টনী বা নিম্নোদর-বেষ্টনীর (peritoneum) বিবর্ধিত অংশও নামিয়া আসে। এই বেষ্টনীর উপরের অংশ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং নিম্নভাগে অণ্ডদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া একটী থলির আকার ধারণ করে। এই বিলুপ্ত অন্ত্র-বেষ্টনীকে (funicular process) এবং যে অংশ অণ্ডকে বেষ্টন করে তাহাকে tunica vaginalis বলে। Tunica vaginalis অথবা যে অংশ অণ্ডকে পূর্ণভাবে আবরণ করিয়া আছে সেই অংশে পাতলা, পরিষ্কার এবং খড়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (straw coloured) জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইতে পারে। যদি tunica vaginalis-এ এই জল দেখা যায়, তবে অণ্ডের জলদোষ বা অণ্ডবৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আর যদি অপর অংশে জল দেখা যায়, তাহা হইলে উহাকে রেতঃরজ্জুর (spermatic cord এর) জলদোষ বলা হয়।

অণ্ডের জলদোষ অণ্ডের পীড়া জ্ঞাপন করিতে পারে, অথবা অণ্ডের কোন বিকলতা না হইয়াও জন্মিতে পারে। অণ্ডের কোন প্রকার প্রদাহহেতু tunica vaginalis-এর মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ নিঃস্রব পদার্থ সঞ্চিত হয়, ইহা স্বাভাবিক।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অণ্ডকোষ-শোথ (hydrocele) হইলে কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। এই রোগ অতি সাধারণ; যে কোন বয়সে ইহা জন্মিতে পারে। কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্তই বেশী আক্রমণ করিতে দেখা যায়। মধ্যবয়সের পরেও ইহার আক্রমণ হইয়া থাকে। যাহাই হউক না কেন, ইহা সাংঘাতিক রোগ নহে; ইহা সহজেই আরোগ্য হইতে পারে। অণ্ডের জলদোষ-স্ফীতি অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং আখরোট ফলের আকার হইতে নারিকেলের আকার ধারণ করিতে পারে। ইহা গোল অথবা ডিম্বাকার হইয়া থাকে। হস্তদ্বারা নাড়িলে চাড়িলেও কোন ব্যথা বোধ হয় না। অঙ্গুলিদ্বারা পরীক্ষা করিলে ভিতরে জল রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ ইহা অণ্ডকোষ-মধ্যে আবদ্ধ থাকে; বৃদ্ধি পাইলে উরুসন্ধি-প্রদেশ পর্যন্ত আক্রমণ করে।

অণ্ডকোষে শোথ হইয়াছে কি না অভিজ্ঞ চিকিৎসক অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। কোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে নিজে নিজে অণ্ডবৃদ্ধি হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। অণ্ডের কোন স্ফীতি লক্ষিত হইলে নিজে পরীক্ষা না করিয়া শিক্ষিত চিকিৎসককে দেখান কর্তব্য।

অধিকাংশ স্থলে অণ্ডকোষ-শোথ অণ্ডের কোন প্রকার বিদারণ বলিয়া ভ্রম করা হয়, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই সঙ্গে এই দুই অবস্থা বর্তমান থাকিতে পারে।

অণ্ডবৃদ্ধি-চিকিৎসা—যদি অণ্ডের কোন প্রকার রোগহেতু অণ্ডকোষ-শোথ হইয়া থাকে এবং সেই রোগের উপরে অণ্ডকোষ-শোথ নির্ভর করে, তবে সেই প্রধান রোগেরই চিকিৎসা দরকার। কিন্তু যে স্থলে দেখা যায় যে অন্য কোন রোগ হইতে অণ্ডবৃদ্ধি হয় নাই, সেইরূপ স্থলে দুইটী উপায়ে চিকিৎসা করা যাইতে পারে। অণ্ডকোষের সঞ্চিত তরল পদার্থ বাহির করিবার জন্য অস্ত্রোপচার করিতে হইবে, অথবা ছিদ্র করিয়া বা চুঁচি বসাইয়া তরলপদার্থ বাহির করিয়া দিতে হইবে। সাধারণতঃ ছিদ্র করিয়া জল বাহির করিলে, কয়েক মাস অন্তর অন্তর পুনরায় এই প্রক্রিয়া অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। বারবারই জল বৃদ্ধি হইলে অথবা রোগীকে পূর্ণভাবে আরোগ্য করিতে হইলে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। অস্ত্রোপচারদ্বারা দুইটী আরোগ্যকর পন্থার যে কোন একটী অবলম্বিত হয়। কোন কোন স্থলে থলির অতিরিক্ত অংশ অর্থাৎ যে অংশ প্রকৃতপক্ষে অণ্ডকে আচ্ছাদন করে না, সেই অংশকে ফেলিয়া দেওয়া হয়; অথবা থলিকে ভিতরে উল্টাইয়া দেওয়া হয়; ইহাতে ভিতরে জল সঞ্চিত না হইয়া বিধান-তন্তু (tissue) দ্বারা শোষিত হয়।

জলদোষের অন্যান্য প্রকারভেদ—রেতঃরজ্জুর জলদোষ খুব বিরল। ইহা সাধারণতঃ শিশুদের ও তরুণ যুবকদের হইতে দেখা যায়। ইহাতে উরুসন্ধির ভিতরের অংশের ঠিক উপরিভাগে একটু স্ফীতি দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা সামান্য বিদারণ হেতু হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। এই রোগে অস্ত্রোপচারই সর্বোত্তম চিকিৎসা; কারণ অস্ত্রোপচার করিয়া তরল পদার্থ বাহির করিয়া দিলেই সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হইয়া যায়।

আর এক প্রকার অণ্ডকোষশোথ রোগ আছে, তাহা অত্যন্ত বিভিন্ন ধরণের। ইহাতে শুক্রবাহী শিরার রোগজনিত স্ফীতি দেখা যায়। ইহাকে spermatocele বলে। কখন কখন ইহাতে অণ্ডের উপরিভাগে গোলাকার স্ফীতি দেখা যায়। ইহা কোনরূপ সাংঘাতিক রোগ নহে; ইহা অতি সহজেই

আরোগ্য হইতে পারে। স্ত্রীলোকেরও এক-প্রকার জলবৃদ্ধি (বা হাইড্রোসিল) হইতে দেখা যায়। ইহাকে canal of nuca-র জলবৃদ্ধি বলে।

ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু

অণ্ডলালমূত্র (Albuminuria)—অণ্ড-লালমূত্র রোগে মূত্রে অণ্ডলাল বর্তমান থাকে। সাধারণতঃ মূত্রে এইরূপ পদার্থ বর্তমান থাকে না; কিন্তু মূত্রাশয়ের কোন রোগ বা অস্বাভাবিক অবস্থায় এইরূপ দোষযুক্ত পদার্থ মূত্রে লক্ষিত হইতে পারে। রক্ত হইতে অণ্ডলাল অথবা সমজাতীয় পদার্থ মূত্রে আসিয়া লক্ষিত হয়। এক সময়ে মূত্রে অণ্ডলাল থাকিলে মূত্রাশয়ের কোনরূপ রোগ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমানে নিশ্চিতরূপে স্থির হইয়াছে যে, মূত্রাশয়ের কোন রোগ না হইলেও মূত্রে অণ্ডলাল থাকিতে পারে।

মূত্রে অণ্ডলাল দৃষ্ট হইলে ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষার প্রয়োজন।

যদি কোন রোগের কারণে এইরূপ হইয়া থাকে তবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় বিশেষ কোন অশান্তির কারণ থাকে না। পূর্বে লোকে এই রোগকে প্রায়ই তাচ্ছিল্য করিত।

অণ্ডলালমূত্রের বিভিন্ন কারণগুলি নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়:—(১) ডিপ্‌থিরিয়া (diphtheria), স্কারলেট ফিভার (scarlet fever) প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির বীজদ্বারা মূত্রাশয়-প্রদাহ (nephritis)। (২) যক্ষা, শরীরের কোন অংশে দীর্ঘকাল-স্থায়ী সপূযক্ষত প্রভৃতি অস্বরোগে মূত্রাশয়ের বিকৃতি। (৩) মূত্রযন্ত্রের যে কোন অংশে পূঁয জন্মাইলে (৪) যে কোন প্রকার জ্বরেই মূত্রে অণ্ডলাল দেখা দিতে পারে, তবে জ্বর-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা দূর হইয়া যায়। (৫) রক্তহীনতা, সিফিলিস (syphilis), সীসক ও পারদবিষজনিত পীড়ায় রক্ত দুষ্ট হইলে মূত্রে অণ্ডলাল দেখা দিতে পারে; স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায়ও অণ্ডলালমূত্রের ভয় থাকে। (৬) স্নায়বিক কারণে যথা—মৃগী (epilepsy), সন্ন্যাস (apoplexy) প্রভৃতি রোগ এবং মস্তকে কোনরূপ আঘাত লাগা ও অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতির জন্য অণ্ডলালমূত্র হইতে পারে। শরীর-বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধান্বিত হইয়া যে কোন কারণে (physiological causes) অণ্ড-লালমূত্র হইতে পারে।

অধিকাংশ সময়ে অণ্ডলালমূত্রের লক্ষণ-নির্ণয়ে ভ্রম হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত যে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে অথবা অণ্ডলালযুক্ত অতিরিক্ত গুরু ভোজনে সাময়িক-ভাবে অণ্ডলালমূত্র দেখা দিতে পারে। হঠাৎ ভাবাবেশে উত্তেজিত হইলেও এইরূপ ঘটে। গত ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা পাঁচ জন স্বাস্থ্যবান্ লোকের মূত্রে অণ্ডলাল রহিয়াছে।

বয়স্ক বালকদের মূত্রে অণ্ডলাল দেখা যায়; সুতরাং ইহা রোগ বলিয়া ভ্রম করা উচিত নহে।

অণ্ডলালমূত্র পরীক্ষা—(১) একটী পরীক্ষণ নলে (test tube) মূত্র লইয়া উহার নীচে কাত করিয়া স্পিরিট ল্যাম্পের উপরে গরম করিতে হয়। যদি উত্তপ্ত অংশে সাদা মেঘের মত পদার্থ দেখা যায় এবং এক বা দুই ফোঁটা 'Acetic Acid' দিলেও ঐ সাদা ভাব নষ্ট না হইলে মূত্রে অণ্ডলাল আছে জানিতে হইবে। ইহাকে heart and acetic acid test বলে।

(২) প্রস্রাবের সহিত অণ্ডলাল যাইতেছে কি না দেখিবার সুলভতম উপায় হইতেছে Heller's nitric acid test—এই উপায়ে প্রস্রাব পরীক্ষা করিতে হইলে একটী test tube-এ উগ্র নাইট্রিক এসিড (concentrated nitric acid) ১৫।২০ ফোঁটা লইতে হইবে; পরে পিপেট কাঁচের সূক্ষ্ম নল দ্বারা ১৫।২০ ফোঁটা ফিলটার করা প্রস্রাব খুব আস্তে আস্তে এসিডের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। যদি প্রস্রাবে অণ্ডলাল থাকে তাহা হইলে প্রস্রাব ও এসিডের মিলনস্থলে সাদা মেঘের ঘন রঙ দেখা যাইবে। এই পরীক্ষাও আমাদিগকে অনেক সময়ে ভুল পথে লইয়া যায়—যথা মূত্র পরীক্ষা করিবার পূর্বে যদি তাহার সহিত পচন নিবারণ করিবার জন্য thymol মিশান হইয়া থাকে। রেজিনাস দ্রব্য (resinous bodies), urates এবং bite salts প্রস্রাবে থাকিলেও এইরূপ ভুল হইতে পারে।

ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্দ্র কুণ্ডু

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

বিভাগীয় সঙ্ঘের (BOARD) কয়েকজন সম্পাদক

বঙ্গসাহিত্য—

প্রাচীন যুগ—ডক্টর রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ, ডি লিট্

মধ্যযুগ (বৈষ্ণব-সাহিত্য)—প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
অধ্যাপক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ
অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম এ
ডক্টর তমোনাশ দাশগুপ্ত এম এ, পিএইচ ডি

ঊনবিংশশতাব্দী ও বর্তমান যুগ—

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম এ, পি আর এস
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ এম এ, পি আর এস
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

বর্তমান কাব্য-সাহিত্য—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীগিরিজাকুমার বসু
শ্রীনরেন্দ্র দেব
অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

প্রাদেশিক শব্দ, প্রবাদ ইত্যাদি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম এ

বিভিন্ন সাহিত্য—

সংস্কৃত-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ
ডক্টর অমরেশ ঠাকুর এম এ, পি এইচ ডি
শ্রীগুরুপদ হালদার বি এ
অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ

সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদপত্র—শ্রীসজনীকান্ত দাস বি এস্‌সি
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসলমান-সাহিত্য—এ. এফ. এম. আবদুল ’আলি এম এ, এম আর এ এস, এফ আর এস এল, এফ আর জি এস, এফ আর এইচ এস
কে, এম. আসাদুল্লাহ,
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম এ পিএইচ ডি
,, হিদায়েত হোসেন পিএইচ ডি
,, এনামল হক্ এম এ, পিএইচ ডি
অধ্যাপক কাজীমুদ্দিন আহ্‌মদ্
,, জাকের রেজিয়া

উৎকল-সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীমহেশ্বর দাস এম এ

হিন্দী ও উর্দু—অধ্যাপক শ্রীরামনারায়ণ সিং সাহিত্যরত্ন

মৈথিল—পণ্ডিত বাবুয়াজি জ্যোতিষাচার্য

ইংরেজি-সাহিত্য—শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

জর্মান-সাহিত্য—ডক্টর বানাইলাল গাঙ্গুলী এম এ, পিএইচ ডি

জৈন-সাহিত্য—শ্রীবাহাদুর সিং সিংঘী
শ্রীছোগমল চোপড়া বি এল

বৌদ্ধ-সাহিত্য—ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট্
অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ

অর্থনীতি—ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডিএস্‌সি
,, প্রমথরঞ্জন দত্ত এম এ, পিএইচ ডি

ব্যবহার-শাস্ত্র—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল
ডক্টর সুশীলকুমার দত্ত এম এ, পিএইচ ডি
অধ্যাপক শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল

রাজনীতি ও গভর্নমেন্ট—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ

চিকিৎসা—ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ এম এ, এম বি, বি সি
,, উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি এ, এল এম এস
,, বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী এম বি

হোমিওপ্যাথি—ডাঃ বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায় এম এ, এম ডি

আয়ুর্বিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ
,, শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী